PHONE :—B. B. 6382 REGD. NO. C. 2506

UNIVERSITY LIBRARY CALCUTTA

আর্থিক জগৎ

ARTHIK JAGAT

P 36,006

ব্যবসা-বাণিজ্য-শিল্প-অর্থনীতি-বিষয়ক সাপ্তাহিক

বার্ষিক সডাক ৯৲ সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য প্রতি সংখ্যা ৵০ আনা

অষ্টম বর্ষ] Monday, 7th May, 1945. সোমবার, ২৪শে বৈশাখ, ১৩৫২ [১ম সংখ্যা

আর্থিক জগতের নববর্ষ

ৰমান সংখ্যা হইতে 'আর্থিক জগৎ' অষ্টম দার্পণ করিল। নববর্ষে নূতন উদ্যমে কর্ম্ম-অবতীর্ণ হওয়ার সঙ্গে আমরা আমাদের অনুগ্রাহক ও সর্ব্বশ্রেণীর সহায়কমণ্ডলীকে দন জ্ঞাপন করিতেছি। জাতীয় জীবনের দুর্য্যোগে নিজেদের নানারূপ অভাব অসুবিধার ভিতরও দেশের ব্যবসায়ী, তি ও বিদ্যানুরাগী ব্যক্তিরা 'আর্থিক 'র কথা বিস্মৃত হন নাই,—নানাভাবে ্য ও সহযোগিতা প্রদান করিয়া তাঁহারা উৎসাহিত করিয়াছেন। তাঁহাদিগের কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ভাষা আমাদের নাই। ক জগৎ' প্রকাশিত হইবার অল্পকাল মধ্যে নূতন মহাযুদ্ধ সুরু হয়। এই মহাসমরের সমগ্র জগতের অর্থনীতিক্ষেত্রে বিপুল পরি সূচিত হইয়াছে—ভারতবর্ষের উপরও উহার প্রসারী প্রভাব লক্ষ্য করা যাইতেছে। যুদ্ধ-চাপে ভারতে অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যসামগ্রী হের ব্যাপারে বেশারকম বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি । লোকের অন্নবস্ত্র সমস্যা নিদারুণ হইয়া দিয়াছে। ইনফ্লেশন, ট্যাক্স ও সরকারী নী ব ফলে দেশের ব্যবসায়ী ও শিল্পপতি-কে নশ্চিত আশঙ্কা সম্মুখে লইয়া কার্য্যে হইতে হইতেছে। ঐরূপ অবস্থার ফলে জগত'ও কম ক্ষতিগ্রস্ত হয় নাই। কিন্তু ত্বও আমরা আমাদের আদর্শ বজায় রাখিয়া াবে দেশ ও দশের সেবা করিবার চেষ্টা । অর্থনৈতিক বিষয়ে বিচারবুদ্ধিসম্মত ষ্টি করিয়া শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যের দিকে লোককে উৎসাহিত করাই 'আর্থিক র উদ্দেশ্য। সেই উদ্দেশ্যের কথা বিবেচনা বর্ত্তমান জাতীয় দুর্য্যোগের ভিতর এই সাময়িক পত্রের প্রয়োজনীয়তা ও সার্থকতা রিয়াই অনুভূত হইবে। কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের দিক দিয়া আজ পর্য্যন্ত সমুচিৎ সাধিত হইতেছে না বলিয়াই এবং জীবন-পক্ষে অত্যাবশ্যকীয় অনেক দ্রব্যসামগ্রীর রা এদেশ এখনও পরমুখাপেক্ষী রহিয়াছে ই আজ জনসাধারণকে এত বেশী পরিমাণে গ ভুগিতে হইতেছে। এই সব মূলগত কাটাইয়া উঠিতে না পারিলে আমাদের দুঃখ-দূর হইবে না। জাতীয় অর্থনৈতিক ভিত্তি য়া স্থায়ীভাবে ভারতের দুঃখগ্লানি মোচ-দেশবাসীকে আজ শিল্প ও ব্যবসাভিমুখী চেষ্টা একান্ত প্রয়োজন। 'আর্থিক জগৎ' শক্তি নিয়া সে চেষ্টায়ই আত্মনিয়োগ

সাময়িক প্রসঙ্গ

বস্ত্র রপ্তানীর নূতন পরিকল্পনা ?

যুদ্ধের সময়ে ভারতের লোকেরা নিজেদের পরিধেয় বস্ত্র যোগাড় করিতে পারিতেছে না। কিন্তু বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের অভিভাবকত্বের জন্য দুনিয়ার অন্য স্থানের লোকদের বস্ত্রের অভাব মিটাইবার কথা সর্ব্বদাই তাহাদিগকে চিন্তা-ভাবনা করিতে হইতেছে। চীন, মিশর ও মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলিতে লোকের বস্ত্র-সঙ্কট দূর করিবার জন্য বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের নির্দ্দেশে ভারতকে যুদ্ধের প্রথম অবস্থায় প্রভূত পরিমাণ কাপড় রপ্তানী করিতে হইয়াছে। এদেশবাসীর চরম অভাবের দিনে আজও ঐ সব দেশে ভারতীয় বস্ত্র চালান যাইতেছে। কিন্তু এহেন স্বার্থত্যাগের পরও মিত্রপক্ষীয় বড় কর্ত্তারা ভারতকে রেহাই দিবার কথা চিন্তা করিতে পারিতেছেন না। মিত্রপক্ষীয় অভিযানের ফলে শত্রুকবলিত যেসব ভূভাগ আজ মুক্ত হইতে চলিয়াছে সেই সব স্থানের লোকদের বস্ত্রের অভাব পূরণের জন্য বৃটিশ সরকার ও মার্কিন সরকার উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিয়াছেন। আর সে বিষয়ে সহায়তার জন্য ভারতের ডাক পড়িয়াছে। ওয়াশিংটনে সম্মিলিত জাতিবর্গের বস্ত্র উৎপাদন ও সরবরাহ কমিটির সভা বসিয়াছে। ঐ সভায় শত্রুকবলমুক্ত বিভিন্ন দেশের বস্ত্রের অভাব মিটানো সম্পর্কে একটি পরিকল্পনা গৃহীত হওয়ার কথা আছে। ভারত গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক মনোনীত হইয়া আমেদাবাদ কল-মালিক সমিতির সভাপতি মিঃ কস্তুরভাই লালভাই ঐ সভায় যোগদান করিতে গিয়াছেন। ইউরোপের শত্রুকবলমুক্ত দেশসমূহের অভাব পূরণের জন্য ইংলণ্ড ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে ব্যাপকভাবে বস্ত্র সরবরাহের ব্যবস্থা হউক উহাতে আমাদের আপত্তি নাই। কিন্তু ভারতের একান্ত দুর্দ্দিনে মিঃ কস্তুরভাই লালভাই এদেশ হইতে বিদেশে ভারতীয় বস্ত্র প্রেরণ সম্পর্কে নূতন করিয়া কোন চুক্তি বা রফা করিয়া না বসেন ইহাই আমাদের ভয়। ভারতের নিরন্ন বস্ত্রহীন লোকদের জন্য বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের কোন সমবেদনা নাই। নিজেদের সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ বজায় রাখিবার জন্য তাঁহারা এদেশের লোকদের নগ্ন রাখিয়াও বাহিরে বস্ত্র রপ্তানী করিতে দ্বিধা বোধ করিবেন না জানি। কিন্তু দেশের অবস্থা বুঝিয়া শুনিয়াও একজন ভারতীয় প্রতিনিধি যদি তাঁহাদের সেই প্রস্তাবে সম্মত হইয়া বসেন তবে এদেশবাসীর ক্ষোভ অপরিসীম হইয়াই দেখা দিবে। এদেশের মিল-মালিকেরা বাহিরে বস্ত্র রপ্তানীর সুযোগ-সম্ভাবনা সর্ব্বদাই

বিষয়-সূচী

বিষয়	পৃষ্ঠা
সাময়িক প্রসঙ্গ	১-৩
নানাকথা	৪
শিল্পোন্নতি সম্পর্কে সরকারী নীতির গলদ	৫-৬
রাজনৈতিক প্রসঙ্গ	৭-৮
খেয়ালীর খাতা	৯-১০
আর্থিক দুনিয়ার খবরাখবর	১১-১৬
কোম্পানী প্রসঙ্গ—	১৭-১৮
বাজারের হালচাল—	১৯-২৪

একটী প্রথম শ্রেণীর জাতীয় আর্থিক প্রতিষ্ঠান

আপনার আর্থিক ব্যবস্থা সুনিয়ন্ত্রিত করতে আপনাকে সকল প্রকার সুযোগ-সুবিধায় সাহায্য করবে।

আমাদের কলিকাতা বা অন্যান্য যে কোনও ব্রাঞ্চে লিখিলে বা উপস্থিত হলে বিস্তারিত জানতে পারবেন।

দার্জিলিং ব্যাঙ্ক লিমিটেড

কলিকাতা

টেলি : "রেণবো" কলিকাতা
ফান : পি কে—২৬৮১

বি, মুখার্জ্জী
ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

চিন্তা-ভাবনা করিয়া থাকেন। সে হিসাবে ইউরোপের শত্রুকবলমুক্ত দেশসমূহে ভারতীয় বস্ত্র রপ্তানীর কথায় মিঃ কস্তুরভাই লালভাই প্রলোভিত হইতে পারেন। কিন্তু দুইটি বিষয় ভাবিলে এই ধরণের প্রস্তাব একেবারে বাতিল করিয়া দেওয়াই মিল-মালিকদের পক্ষে কর্ত্তব্য হইবে। প্রথমতঃ, ভারতে বস্ত্রের চাহিদা যেখানে প্রচুর সেখানে দেশের লোকদের দাবী উপেক্ষা করিয়া কাপড়ের কলের উৎপন্ন বস্ত্র কাটতির জন্য বাহিরের উপর নির্ভর করিতে যাওয়া অনুচিৎ। দ্বিতীয়তঃ, ইউরোপের যে সব দেশে বস্ত্র রপ্তানীর কথা উঠিয়াছে উহারা শুধু সাময়িক প্রয়োজন মিটাইবার জন্যই ভারতীয় বস্ত্র কিনিতে চাহিবে। যুদ্ধের পরে স্থায়ীভাবে ঐ সব দেশে রপ্তানী-বাণিজ্য প্রসারের কোন সুযোগ ভারতবর্ষ পাইবে না। ওয়াশিংটন কনফারেন্সে কি ব্যবস্থা স্থিরীকৃত হইয়াছে জানি না। কিন্তু এদেশের মিল-মালিকেরা যদি ঐ সমস্ত বিষয় উপেক্ষা করিয়া ইউরোপে বস্ত্র রপ্তানী সম্পর্কে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের সহিত সহযোগিতা করেন তবে তাঁহারা এদেশের লোকদের জন্য বিপদ ডাকিয়া আনিবেন, আর তৎসঙ্গে নিজেদের ক্ষতির পথও প্রশস্ত করিবেন।

ভারতে সাধারণ বীমার ব্যবসায়

ভারতে জীবন বীমা ব্যবসায়ের সমূহ উন্নতি দেখা গেলেও অগ্নি বীমা, দুর্ঘটনা বীমা প্রভৃতি জেনারেল ইন্সিওরেন্স বা সাধারণ বীমা ব্যবসায়ের দিক দিয়া এদেশ আজও খুব পশ্চাতে পড়িয়া রহিয়াছে। তীব্র বিদেশী প্রতিযোগিতার জন্য ভারতীয় ব্যবসায়ীরা এক্ষেত্রে এখনও কোন উল্লেখযোগ্য কৃতকার্য্যতা দেখাইতে পারিতেছেন না। গত ১৯৪৩ সালে সাধারণ বীমা বাবদ ভারতের দেশী ও বিদেশী বীমা কোম্পানীগুলির মোট প্রিমিয়াম আয় দাঁড়াইয়াছিল ৭ কোটী ৬৩ লক্ষ টাকা। ঐ প্রিমিয়ামের মধ্যে দেশী কোম্পানী গুলি মাত্র ২ কোটী ৮৯ লক্ষ টাকা পাইয়াছিল, বাকী ৪ কোটী ৭৪ লক্ষ টাকাই বিদেশী কোম্পানীর তহবিলে গিয়াছিল। সাধারণ বীমা ব্যবসায়ের দিক দিয়া ভারতীয় কোম্পানীসমূহের এই অংশ খুবই নগণ্য। নব প্রতিষ্ঠিত হিন্দুস্থান জেনারেল ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর বার্ষিক সভায় বক্তৃতা দিতে গিয়া উহার সভাপতি শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার এই শোচনীয় অবস্থার প্রতি সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছেন, ইহা সুখের বিষয়। শ্রীযুক্ত সরকার বলিয়াছেন, শিল্প-ব্যবসায়ের উন্নতির সহিত সাধারণ বীমা ব্যবসায়ের উন্নতির প্রশ্ন বিশেষভাবে জড়িত। শিল্প-ব্যবসায়ের দিক দিয়া ভারতবর্ষ আজও তেমন অগ্রসর হয় নাই। যেসব প্রধান প্রধান শিল্প-প্রতিষ্ঠান দেশে গড়িয়া উঠিয়াছে বিদেশী ম্যানেজিং এজেন্টরাই আজ পর্য্যন্ত তাহাদের অধিকাংশের উপর কর্তৃত্ব করিতেছে। সেই কর্তৃত্ব বজায় থাকিবার ফলে কলকারখানা সম্পর্কে সাধারণ বীমার প্রস্তাবসমূহও স্বভাবতঃই বিদেশী বীমা কোম্পানীসমূহের হাতে গিয়া কেন্দ্রীভূত হইতেছে। যদিও একথা সত্য যে, বিদেশী ম্যানেজিং এজেন্সী দ্বারা পরিচালিত অনেকগুলি শিল্প কোম্পানীতেই ভারতীয় অংশীদারদের সংখ্যা বর্ত্তমানে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বাড়িয়াছে, তথাপি ভারতীয় অংশীদারেরা যে কোম্পানী সমূহের বীমা ও ব্যাঙ্কিং সংক্রান্ত কাজকর্ম্ম এখনও দেশীয় স্বার্থ অনুযায়ী সুনিয়ন্ত্রণ করিতে পারিতেছেন না, সে দৃষ্টান্ত প্রতিনিয়তই লক্ষ্য করা যাইতেছে। কেবলমাত্র বোম্বাইয়েই কতিপয় কোম্পানীর অংশীদারেরা ক্রমাগত আন্দোলন করিয়া বিদেশী ম্যানেজিং এজেন্সী ফার্ম্মসমূহকে তাহাদের কিছু পরিমাণ বীমার কাজ দেশীয় বীমা প্রতিষ্ঠানের হাতে প্রদান করিতে বাধ্য করিয়াছে। বোম্বাইয়ের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া অন্যান্য স্থানের শেয়ার-হোল্ডারদের পক্ষেও দেশীয় বীমা প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে এই শ্রেণীর আন্দোলন চালানো কর্ত্তব্য। আমরা শ্রীযুক্ত সরকারের এই দাবী খুব সঙ্গত বলিয়াই মনে করি।

ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক সম্পর্কে সরকারী পক্ষপাতিত্ব

ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক সম্পর্কে ভারত সরকার ও রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অহেতুক পক্ষপাতিত্ব এদেশীয় ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ীদের নিকট নিদারুণ ক্ষোভের বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এদেশে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক স্থাপিত হওয়ার পূর্ব্বে ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের মারফতেই সরকারী লেনদেনের কাজ সমাধা হইত। ১৯৩৫ সালে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের সে শ্রেণীর কাজ হ্রাস পাইয়াছে। সাধারণ কমার্শিয়াল ব্যাঙ্কসমূহ যে ধরণের কাজকারবার চালাইয়া থাকে পূর্ব্বে সে ধরণের কাজকারবার ঐ ব্যাঙ্কের আওতার বাহিরে ছিল। প্রক্ষণে ঐ ব্যাঙ্ককে সে ধরণের কারবার চালাইবার অনুমতি দেওয়া হইয়াছে। ফলে ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক আজ সকল দিক দিয়াই কমার্শিয়াল ব্যাঙ্কের স্তরে নামিয়া আসিয়াছে। কিন্তু কমার্শিয়াল ব্যাঙ্কের স্তরে নামিয়া আসিলে কি হইবে, ১৯২১ সালে ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক আইন অনুসারে এই ব্যাঙ্ককে যে বিশেষ সুযোগ ও মর্য্যাদা দেওয়া হইয়াছিল আজও তাহা খর্ব্ব করা হইতেছে না। ফলে সেই আইনের সুযোগ-সুবিধা নিয়া ঐ ব্যাঙ্ক ভারতীয় যৌথ ব্যাঙ্কগুলির সমক্ষে আজ এক মারাত্মক প্রতিযোগিতা সৃষ্টি করিয়াছে। পূর্ব্বে ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক পরিচালনা সম্পর্কে সরকারীভাবে কড়া নজর রাখা হইত। এক্ষণে সেই ব্যবস্থা যথেষ্ট পরিমাণে শিথিল করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এই অবস্থায় বিশেষ আইনের বিধান অক্ষুণ্ণ রাখিয়া ঐ ব্যাঙ্ককে দেশীয় কমার্শিয়াল ব্যাঙ্কসমূহের সহিত অসম প্রতিযোগিতা চালাইতে দেওয়া খুবই অনুচিৎ। কিন্তু দেশবাসীর একান্ত দাবী সত্ত্বেও গবর্ণমেণ্ট সেই আইন তুলিয়া দিয়া ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের উপর কোম্পানী আইন বা ব্যাঙ্ক আইনের বিধিব্যবস্থা বলবৎ করিবার কোন গরজ দেখাইতেছেন না। কেবল তাহাই নহে দেশের যেসব স্থানে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অফিস নাই সে সব স্থানে ঐ ব্যাঙ্কের কর্তৃপক্ষ ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ককেই তাঁহাদের একমাত্র এজেণ্ট হিসাবে কাজ করিবার সুযোগ দিতেছেন। ঐ এজেন্সীর কাজ চালাইয়া গত বৎসর ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের ৫৬ লক্ষ টাকা আয় হইয়াছে। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আইনে দেশের যৌথ ব্যাঙ্কসমূহকে ঐ ব্যাঙ্কের এজেণ্ট নিয়োগ করা সম্পর্কে কোন নিষেধ বলবৎ করা হয় নাই। ঐ ব্যাঙ্কের এজেণ্ট হিসাবে কাজ করিবার মত বড় যৌথ ব্যাঙ্ক দেশে যথেষ্টই রহিয়াছে। কিন্তু দেশীয় ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ীদের সুস্পষ্ট দাবীদাওয়া সত্ত্বেও রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ এখন পর্য্যন্ত অন্য কোন ব্যাঙ্ককে তাঁহাদের এজেণ্ট হিসাবে নিয়োগ করিতেছেন না। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের এজেন্সী সম্পর্কে ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের সহিত ঐ ব্যাঙ্কের যে প্রাথমিক চুক্তি হইয়াছিল গত ৩১শে মার্চ্চ সেই চুক্তির মেয়াদ শেষ হইয়াছে। দেশের লোক আশা করিয়াছিল রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের এজেন্সী বাতিল করিয়া দিয়া মফঃস্বলের কাজকারবার নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে এখন হইতে কোন ভারতীয় যৌথ ব্যাঙ্কের সহিতই সাক্ষাৎ যোগাযোগ স্থাপন করিবেন। অন্ততঃ নূতন করিয়া এজেণ্ট নিয়োগ করিবার সময়ে ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের সমপর্য্যায়ে তাঁহারা বড় দেশীয় যৌথ ব্যাঙ্কের আবেদন বিবেচনা করিবেন। কিন্তু শুনা যাইতেছে, রিজার্ভ সেভাবে কার্য্যে প্রবৃত্ত না হইয়া নূতন ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের সহিতই এজেন্সীর চুক্তি কা ছেন। তবে বাৎসরিক ৫৬ লক্ষ টাকা আয়ের সু না দিয়া উহার অর্দ্ধেক পরিমাণ কমিশন দে সর্ত্তেই নাকি এবার এজেন্সী সম্পর্কে বুঝ হইয়াছে। ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের কমিশন এই প্রস্তাব সত্য হইলে তাহা সুখের বিষয়। ইহাতেই ঐ ব্যাঙ্ক সম্পর্কে দেশের লোকের দূর হইবে না। ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক পরিচ ব্যাপারে ইউরোপীয় বণিকদের প্রভাব-প্র খুবই বেশী। এই ব্যাঙ্ককে অন্যায় সুযোগ দিয়া এদেশের ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ে ইউরোপীয় ব স্বার্থ কায়েম করিয়া রাখার কোন অর্থই হয় কাজেই দেশের কল্যাণ দেখিতে হইলে ইম্পি ব্যাঙ্ক সম্পর্কিত বিশেষ আইন ও এই ব্য রিজার্ভ ব্যাঙ্কের এজেন্সী দেওয়ার নিয়ম মেণ্টকে প্রত্যাহার করিতেই হইবে।

বাঙ্গলায় বস্ত্র রেশনিংয়ের ফাঁকা আশ্বা

খাদ্য-সঙ্কট দেখা যাওয়ার প্রথম অবস্থায় গবর্ণমেণ্ট ঐ প্রদেশে সাফল্যের সহিত খাদ্য প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন। বস্ত্র-সমস্যার ক্রমিব লতা লক্ষ্য করিয়া ঐ প্রদেশের গবর্ণমেণ্ট জুন মাসের প্রথম সপ্তাহ হইতে বোম্বাই রেশনিং প্রবর্ত্তন সম্পর্কেও একটি পরিকল্পনা করিয়াছেন। ৩০০টি অনুমোদিত দোকানের ফতে ও কাপড়ের কলের ৫০টি সেলস ডিপো ফতে জনসাধারণের ভিতর কাপড় বণ্টিত হ ধুতি ও পোষাকের কাপড় মিলাইয়া ৬ বৎস উর্দ্ধ বয়স্ক প্রত্যেক লোক বৎসরে মাথাপিছু ৩ বস্ত্র পাইবে। ৬ বৎসরের নিম্নবয়স্কদের জন্য সরিক ১৫ গজ কাপড় বরাদ্দ করা হইবে। প্রবর্ত্তিত হওয়ার সঙ্গেই সারা বৎসরের কাপড় একসঙ্গে লোকের ভিতর বণ্টিত হইবে প্রথম তিন মাসে প্রতি জন পিছু ৮ গজ হইতে গজ কাপড় ছাড়া হইবে। পরে জনসাধারণ ক্রমে বাকী কাপড় খরিদ করিতে পারিবে।

বস্ত্র রেশনিং সম্পর্কে এই পরিকল্পনা গবর্ণমেণ্টের উল্লেখযোগ্য কর্ম্মতৎপরতা ও সাধারণের একান্ত দুর্দ্দিনে তাহাদের প্রতি সুবিবেচনার পরিচায়ক বলিয়াই আমরা মনে ক বোম্বাইয়ের এই দৃষ্টান্ত আলোচনা করিলে সমস্যা সমাধান সম্পর্কে বাঙ্গলা সরকারের অকর্ম ও অযোগ্যতা দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়। দুই বৎসর যাবৎ বাঙ্গলার জনসাধারণ প বস্ত্রের অভাবে নিতান্ত দুঃখ-দুর্দ্দশা ভোগ তেছে। ব্যবসায়ীদের মারফতে পূর্ব্বে যেটুকু কাপড় পাইত বাজারের সমস্ত যোগ কারীভাবে আটক করিয়া রাখায় সেটুকু পাওয়াও আজ জনসাধারণের পক্ষে অসম্ভব দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু এ প্রদেশে বস্ত্র বণ্টন আজও কোন সুরাহা হইতেছে না। পা ব্যবসায়ীদের সমস্ত মজুত কাপড় সরকারী জিতে তালাবন্ধ রাখিয়া গবর্ণমেণ্টের বড় স্থানীয় কমিটি গঠনেই এক মাস কাল কা দিয়াছেন। ঐ সব কমিটির সুপারিশ অনুসা মে হইতে বিভিন্ন এলাকার জনসাধারণের কিছু কিছু কাপড় বিতরিত হইবে বলিয়া করা হইয়াছে। বস্ত্রের ব্যাপক অভাবের

ইণ্ডিয়া সিকিউরিটী
ব্যাঙ্ক লিমিটেড
৭, সোয়ালো লেন, কলিকাতা।
শাখা—মগরা (হুগলী), জগদ্দল

বাছিয়া বাছিয়া কিছু সংখ্যক লোককে দু' দশ গজ কাপড় দিলে তাহাতে আসল সমস্যার সমাধান হইবে না। কিন্তু পুরাপুরি রেশনিং প্রথা প্রবর্ত্তনের আশ্বাস দিয়াও গবর্ণমেণ্ট সে বিষয়ে এখন পর্য্যন্ত কোন কার্য্যকরী পরিকল্পনা স্থির করিয়া উঠিতে পারেন নাই। যে মন্ত্রীদের অকর্ম্মণ্যতা ও অযোগ্যতাকে রেশনিং সম্পর্কে আমরা বড় প্রতিবন্ধক বলিয়া মনে করিয়াছিলাম প্রতিকূল অবস্থার চাপে তাহারা আজ কার্য্যক্ষেত্রে হইতে অপসারিত হইয়াছেন। অযোগ্য বাঙ্গালী মন্ত্রীদের বদলে জবরদস্ত সিভিলিয়ানরাই আজ বস্ত্র-সমস্যা সমাধানের ভার লইয়াছেন। কিন্তু ঘন ঘন সাংবাদিক সম্মেলন বসাইয়া বস্ত্র রেশনিং সম্পর্কে সরকারের সঙ্কল্পের কথা জ্ঞাপন করা হইলেও কার্য্যতঃ এ বিষয়ে কোন সুব্যবস্থা এখনও তাঁহারা করিতে পারিতেছেন না। সাহেবদের কল্পলোক হইতে রেশনিং জিনিষটা কবে কর্ম্মলোকে আসিয়া দেখা দিবে তাহা নিশ্চিত করিয়া কিছুই বুঝা যাইতেছে না। বোম্বাই সরকার রেশন প্রথায় জনপিছু ৩০ গজ করিয়া কাপড় বণ্টনের সঙ্কল্প করিয়াছেন, কলার বেসামরিক মাল সরবরাহ বিভাগের কর্ত্তারা সমগ্র প্রদেশের জনসাধারণকে মাথাপিছু সাত গজ না দশ গজ কাপড় দিবেন সেই বিষয় নিয়া গবেষণা করিতেছেন। ভারত সরকারের যে টেক্সটাইল কণ্ট্রোলর বোম্বাই সহরের প্রত্যেক লোককে ৩০ গজ করিয়া কাপড় দেওয়ার প্রস্তাব সমর্থন করিয়াছেন, কলিকাতায় প্রত্যেক লোকপিছু সেখানে ১০ গজের বেশী বস্ত্র তিনি বরাদ্দ করিতে পারিতেছেন না। জেই ১৯৪৩ সালের খাদ্য-সমস্যার মত বাঙ্গলার বস্ত্রসমস্যাকে কেন্দ্র করিয়াও সরকারী অবিবেচনা অব্যবস্থা আজ শোচনীয়ভাবে আত্মপ্রকাশ করিতেছে। খাদ্যদ্রব্যের রেশনিং প্রবর্ত্তিত হওয়ার বাঙ্গলার বহু লোককে না খাইয়া মরিতে হইয়াছিল। বস্ত্র রেশনিং প্রবর্ত্তিত হওয়ার পূর্ব্বে এ দেশে কত লোককে নগ্ন দশায় উপনীত হইতে হবে কে জানে?

ভারতীয় ডাক ও তার বিভাগ

দেশবাসী সাক্ষাৎভাবে সরকার পক্ষের যে সব বিভাগ হইতে উপকার পাইয়া থাকে ডাক বিভাগ তাহাদের অন্যতম। সুখের হউক আর দুঃখের হউক নিজের আত্মীয়-পরিজন বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে সংযোগ রক্ষার একমাত্র বাহন চিঠিপত্র ও টেলিগ্রাম। এই বিভাগের সঙ্গে যে বিভাগের এত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, তাহা আজ সেই বিভাগের আয়-ব্যয় ও কার্য্য-পরিচালনা আলোচনা করিব। সম্প্রতি প্রকাশিত বার্ষিক রিপোর্টে জানা যায় যে, গত বৎসর ডাক ও তার বিভাগ সর্ব্বসাকুল্যে ৯ কোটী টাকারও অধিক লাভ করিয়াছে; অবশ্য ভারত সরকারের সামরিক প্রয়োজনের উদ্দেশ্যেই এই উদ্বৃত্ত কাজে লাগানো হইয়াছে এবং আয় বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে চিঠিপত্রের মাশুলের হারই এই উদ্বৃত্তের মূল। বিগত বৎসরে ডাক ও তার বিভাগের কার্য্যকলাপে অভূতপূর্ব্ব প্রসার ঘটিয়াছে। ১৫৭ কোটী চিঠিপত্রাদি গত বৎসর ডাক ও তার বিভাগ বহন করিয়াছে; যুদ্ধের পূর্ব্বে গত ১৯৩৮-৩৯ সাল যে সমস্ত চিঠিপত্রাদি এই বিভাগ বহন করিয়াছিল তাহাদের পরিমাণ ছিল ১২৪ কোটী ১ লক্ষ। টেলিগ্রামের সংখ্যাও উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পাইয়াছে; ১৯৩৮-৩৯ সালে টেলিগ্রামের সংখ্যা ছিল ৬ লক্ষ ৪০ হাজার এবং গত বৎসরের সংখ্যা ২৭ লক্ষ ৯০ হাজার। মনি অর্ডার এবং সেভিংস ব্যাঙ্ক বিভাগের কাজও প্রায় অনুরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে। কাজ বৃদ্ধির ফলে বিভাগের আয় আশাতীতভাবে বৃদ্ধি পাইলেও উক্ত বর্দ্ধিত আয় জনসাধারণের প্রত্যক্ষ বিশেষ কোন উপকারে আসে নাই। কারণ পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, উদ্বৃত্ত প্রায় সবটাই যুদ্ধ-ব্যয় মিটাইতে খরচ করা হইয়াছে। সকলেই জানেন, ভারতবর্ষে বিশেষতঃ গ্রামাঞ্চলে সাধারণ ডাক বিভাগের কৃপাদৃষ্টি হইতে কিরূপ অসহায়ভাবে বঞ্চিত হইয়া আছে। এমন গ্রামের সংখ্যা খুব কম নয় যেখানে সপ্তাহে এক দিনের বেশী ডাকপিওন যায় না। সহরের মত এই সব ডাকপিওনের শুধু চিঠি বিলি করাই কাজ নয়, যে সব গ্রামে ডাকঘর নাই সেখানের গ্রামবাসিগণ খাম, পোষ্টকার্ডও ডাকপিওনদের নিকট হইতেই সংগ্রহ করিয়া থাকে। সুতরাং সপ্তাহে একদিন ডাকপিওনদের নিকট হইতে খাম অথবা পোষ্টকার্ড সংগ্রহ করার অসুবিধা যে কতখানি তাহা বুঝিতে বিশেষ পরিশ্রমের দরকার হইবে না। অসহায় গ্রামবাসীদের দুর্দ্দশা এইখানেই শেষ নয়—কারণ এমন ঘটনাও উহাদের জীবনে বিরল নয় যখন ডাকপিওনগণ তাহাদের সাপ্তাহিক দর্শন দেন খাম পোষ্টকার্ড ছাড়া। আবেদন-নিবেদনে কোন ফল হয় না। ডাক বিভাগের এমনই অব্যবস্থা, এমনই শৈথিল্য!

সাধারণ ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের মত কাজকারবারে লাভ দেখাইবার উদ্দেশ্য নিয়া সরকারী পরিচালনায় ডাক বিভাগ নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা হয় নাই। জনসাধারণের উপকারার্থ দেশে ডাক ও তার সম্পর্কিত কার্য্যধারা প্রসারিত করাই ঐরূপ ব্যবস্থার উদ্দেশ্য। সমাজ-কল্যাণের সেই আসল উদ্দেশ্য ভুলিয়া গিয়া সরকারী ডাক বিভাগ আজ মুখ্যতঃ একটা মুনাফাকাবী প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইয়াছে, ইহা নিতান্ত দুঃখের বিষয়।

মহাযুদ্ধের গতি

আলোচ্য সপ্তাহে ইউরোপীয় রণাঙ্গনে এত দ্রুত যুদ্ধগতির পরিচয় পাওয়া গিয়াছে যে, এই গতি অব্যাহত থাকিলে ইউরোপে শীঘ্রই যুদ্ধবিরতি দিবস পালিত হইবে অনুমিত হয়। যে কোন মুহূর্ত্তে ইউরোপ-যুদ্ধের পরিসমাপ্তির খবর আসিতে পারে।

পূর্ব্ব রণাঙ্গনের সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য খবর লালফৌজের বার্লিন সম্পূর্ণভাবে অধিকার। লালফৌজ বার্লিনের চতুর্দ্দিকব্যাপী আক্রমণ শুরু করিলে সহরের অভ্যন্তরস্থ জার্ম্মান সৈন্যগণ প্রবল বাধাদান করে, কিন্তু তথাপি লালফৌজের অধিকার ক্রমশঃই প্রসার লাভ করিতে থাকায় বার্লিনের বাহির হইতে জার্ম্মান প্যারাসৈন্য দল বার্লিনের অভ্যন্তরে অবতরণ করিতে আরম্ভ করে। কিন্তু অবশেষে সর্ব্বপ্রকার বাধা পরাভূত করিয়া লালফৌজ বার্লিন দখল করিতে সমর্থ হয়। মঃ জুখভের বাহিনী ব্র্যাণ্ডেনবার্গ সহর দখল করিয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে। আরো জানা গিয়াছে যে, লালফৌজ বাল্টিক তীরবর্ত্তী গুরুত্বপূর্ণ বন্দর রষ্টক অধিকার করিয়াছে।

পশ্চিম রণাঙ্গনে মিত্রবাহিনীর সৈন্যদলের অষ্ট্রীয়ার অভ্যন্তরে ক্রমাগ্রগতির সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। জার্ম্মান সৈন্যগণ নাকি কোপেনহেগেন ছাড়িয়া চলিয়া যাইতেছে; হয়ত কোন প্রতিরোধ না করিয়া ডেনমার্ক ত্যাগ করাই তাহাদের উদ্দেশ্য। নাজীবাদের জন্মভূমি মিউনিক বর্ত্তমানে মিত্রপক্ষের হাতে। জার্ম্মানীর বৃহত্তম বন্দর হামবুর্গ মিত্রপক্ষীয় সৈন্যদল কর্ত্তৃক অধিকৃত হইয়াছে।

ইটালী রণাঙ্গনে মার্কিন সৈন্যদল কর্ত্তৃক গুরুত্বপূর্ণ সহর তুরীণ অধিকৃত হইয়াছে। মার্কিন ৭ম আর্মি ব্রেণার গিরিপথ হইতে কিঞ্চিদধিক ৩০ মাইল দূরে অবস্থিত। সর্ব্বশেষ সংবাদে প্রকাশ, ইটালীতে যুদ্ধরত জার্ম্মানবাহিনী বিনা সর্ত্তে আত্মসমর্পণ করিয়াছে।

গত সপ্তাহে প্রকাশিত হইয়াছিল যে, হিমলার রাশিয়ার সহিত যুদ্ধ চালাইবার অভিপ্রায় জানাইয়া অবশিষ্ট মিত্রপক্ষের নিকট এক সন্ধির প্রস্তাব করিয়াছিলেন এবং ইহাও প্রকাশিত হইয়াছিল যে, মিত্রপক্ষ এ প্রস্তাব বিবেচনা করিতে রাজী হন নাই। আলোচ্য সপ্তাহে ষ্টকহলমের এক সংবাদে প্রকাশ যে, হিমলার পুনরায় সুইডেনের রেডক্রশের চেয়ারম্যান কাউণ্ট বারণাডোটের মারফৎ নূতন করিয়া রুশ, বৃটিশ ও মার্কিন কর্ত্তৃপক্ষের নিকট সন্ধির প্রস্তাব করিয়াছেন; কিন্তু সুইডিশ সরকার এই সংবাদ অস্বীকার করিয়াছেন এবং মিত্রপক্ষ ঘোষণা করিয়াছেন যে, বিনাসর্ত্তে আত্মসমর্পণ ছাড়া অন্য কোন সর্ত্তে সন্ধিপ্রস্তাব বিবেচিত হইবে না এবং হিমলার বা অন্য কেহ এই সন্ধির জন্য চেষ্টা করিতেছেন বলিয়া কোন সুবিধা বা ক্ষমা দাবী করিতে পারিবেন না। হিটলারের মৃত্যু-সংবাদ সম্পর্কে নানাপ্রকার গুজব শোনা যাইতেছে। জার্ম্মাণ বেতার প্রতিষ্ঠানও ঘোষণা করিয়াছে যে, সৈন্য পরিচালনকালে হিটলার মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। মস্কো রেডিওর ধারণা যে, হিটলার তার ভুয়া মৃত্যু-সংবাদের আড়ালে লুক্কায়িত থাকিয়া জার্ম্মান গরিলাযুদ্ধ পরিচালনা করিবেন বলিয়াই জার্ম্মাণ রেডিও এই মিথ্যা মৃত্যু-সংবাদ প্রচার করিয়াছে। গ্র্যাণ্ড এডমির্য্যাল ডোয়েনিৎস নাকি হিটলার কর্ত্তৃক গত ৩০শে এপ্রিল পরবর্ত্তী ফুয়েরার নিযুক্ত হইয়াছেন। সে মতে এডমির্য্যাল ডোয়েনিৎস জার্ম্মাণী শাসনের ভার গ্রহণ করিয়াছেন এবং বোলশেভিকবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাইয়া যাইবার সঙ্কল্প ঘোষণা করিয়াছেন। ইটালীর দেশপ্রেমিকদল নাকি মুসোলিনী ও আরো কয়েকজন প্রতিপত্তিশালী ফ্যাসী নেতাকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছে। জার্ম্মাণ বিমানবাহিনীর সর্ব্বাধ্যক্ষ ফিল্ড মার্শাল গোয়েরিং এবং প্রচার বিভাগের কর্ত্তা ডাঃ গোয়েবল্‌স্ আত্মহত্যা করিয়াছেন বলিয়া সংবাদ রটিয়াছে।

ব্রহ্ম রণাঙ্গনে মিত্রপক্ষীয় অভিযাত্রী বাহিনী রেঙ্গুনে প্রবেশ করিয়াছে। পেগু অধিকৃত হইয়াছে। রেঙ্গুন অঞ্চল হইতে যাহাতে জাপানী সৈন্যদল পলায়ন করিতে না পারে সেজন্য সিতাং নদীর তীরবর্ত্তী পেগুর উত্তর-পূর্ব্বস্থিত রাস্তাটি বিচ্ছিন্ন করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

প্রশান্ত মহাসাগরীয় রণাঙ্গনে মার্কিন বাহিনী ফিলিপাইন দ্বীপস্থিত ডাভাও সহর হইতে ১৬ মাইল দূরে উপস্থিত হইতে সমর্থ হইয়াছে। ওকিনাওয়ায় মিত্রপক্ষের অগ্রগতি বজায় আছে।

টোকিও বেতার প্রতিষ্ঠান হইতে স্বীকার করা হইয়াছে যে, মিত্রপক্ষীয় বিমান ও নৌবাহিনী বোর্ণিওর পূর্ব্ব উপকূলে অবতরণ করিয়াছে এবং সেখানকার জাপানী সৈন্যদলের সঙ্গে তীব্র যুদ্ধ চলিতেছে—জেনারেল ম্যাক আর্থারও এই সংবাদ স্বীকার করিয়াছেন। স্মরণ থাকিতে পারে যে, বোর্ণিওর এই অংশেই ১৯৪২ সালের জানুয়ারী মাসে জাপ বিমানবাহিনী অবতরণ করিয়াছিল। এই অঞ্চল বিশেষতঃ তারাকান নামক স্থান তৈলখনির জন্য প্রসিদ্ধ। সুতরাং ইহা অধিকার করিয়া তৈলখনিসমূহ কাজে লাগাইতে পারিলে মিত্রপক্ষের খুব বড় একটি অসুবিধা দূর হইবে বলিয়া আশা করা যায়। জার্ম্মাণীর দুরবস্থার জন্য জাপ কর্ত্তৃপক্ষ দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন; সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারা ইহাও ঘোষণা করিয়াছেন যে, জার্ম্মাণী পরাজিত হইলেও জাপান তাহার যুদ্ধ চালাইয়া যাইবে।

—৪।৫।৪৫

দি চাঁদপুর
মডেল ব্যাঙ্ক
লিমিটেড
স্থাপিত—১৯২৬
৫৭নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা
রেজিঃ অফিস—চাঁদপুর (ত্রিপুরা)
শাখাসমূহ—
পুরানবাজার, দামোদিয়া, নারায়ণগঞ্জ, লৌহজঙ্গ, পালং, ঢাকা, ফিরোজপুর, কামারখালি, এণ্টালি মার্কেট, দক্ষিণ কলিকাতা, বোয়ালমারি, ইছাপুর।
ম্যানেজিং ডিরেক্টর—এস, আর, দাশ।

নানা কথা

গত কয়েক মাস ধরিয়া স্বর্ণের বাজারে অত্যধিক ফাটকাবাজী চলিতেছে বলিয়া উহার প্রতিরোধকল্পে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক নাকি ব্যাঙ্কসমূহের উপর স্বর্ণের জামীনে টাকা দাদন সম্বন্ধে কতকগুলি বিধিনিষেধ জারী করিয়াছেন। প্রকাশ যে, কোন ব্যাঙ্কই স্বর্ণের জামীনে এক ব্যক্তিকে দশ লক্ষ টাকার বেশী টাকা ধার দিতে পারিবে না এবং এক লক্ষ টাকা মূল্যের স্বর্ণের জামীনে শতকরা ৮০ টাকা, ২½ লক্ষ টাকার স্বর্ণের জামীনে শতকরা ৭০ টাকা, ৫ লক্ষ টাকার স্বর্ণের জামীনে শতকরা ৬০ টাকা এবং ১০ লক্ষ টাকার স্বর্ণের জামীনে শতকরা ৫০ টাকার বেশী টাকা ধার দেওয়া যাইবে না বলিয়া রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ব্যাঙ্কসমূহের প্রতি নির্দ্দেশ দিয়াছেন। কিন্তু উহা সত্ত্বেও স্বর্ণের বাজারে মূল্য বেশ চড়াই থাকিয়া যাইতেছে। আমাদের মনে হয় যে, কেবল ফাটকাবাজীই স্বর্ণের অত্যধিক চড়া মূল্য থাকার কারণ নহে। যাহারা চোরাবাজারের আশ্রয়ে লক্ষ লক্ষ টাকা লাভ করিতেছে তাহারা ধরা পড়িবার ভয়ে উহা ব্যাঙ্কে জমা না দিয়া তদ্দ্বারা স্বর্ণ ক্রয় করিতেছে। আয়কর ও অতিরিক্ত লাভকর ফাঁকি দেওয়াও উহাদের উদ্দেশ্য। ভবিষ্যতে স্বর্ণের মূল্য পড়িয়া যাইতে পারে সেই ভয়েও উহারা ভীত নহে। কারণ আয়কর ও অতিরিক্ত লাভকর হিসাবে উহাদিগকে যত টাকা দিতে হইবে স্বর্ণের মূল্য ভবিষ্যতে যদি অর্দ্ধেক কমিয়া যায় তাহা হইলেও উহাদের সেই পরিমাণ টাকা ক্ষতি হইবে না। এই শ্রেণীর ব্যক্তির গোপন মজুদের ফলেই স্বর্ণের বাজার এত চড়া থাকিয়া যাইতেছে। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এই দিকে একটু দৃষ্টি দিলে উহার অভিপ্রেত উদ্দেশ্য কিছুটা সফল হইতে পারে।

* * *

ভারতে শিল্পোন্নতি সম্পর্কে ভারত সরকার সম্প্রতি যে বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে অন্যান্য কথার সঙ্গে উহাও বলা হইয়াছে যে, ভারতের সকল সম্প্রদায়কে সমভাবে শিল্পবাণিজ্য ক্ষেত্রে সুযোগ দেওয়া তাঁহাদের অন্যতম উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্যের মূলনীতির বিরুদ্ধে কাহারও কোন অভিযোগ থাকিতে পারে না। কেবল শিল্প-বাণিজ্য ক্ষেত্রে নহে, জীবনের সকল ক্ষেত্রে দেশের সকল সম্প্রদায় ও শ্রেণী যদি সমভাবে সুযোগ-সুবিধা না পায় তাহা হইলে দেশের স্বাধীনতা লাভের কোন অর্থ হয় না। কিন্তু বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্টের আমলে এই নীতির চূড়ান্তরূপ অপব্যবহার হইবে বলিয়াই আশঙ্কা হইতেছে। গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে লাইসেন্স না লইয়া কেহ কোন শিল্প-প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিতে পারিবে না—অদূর ভবিষ্যতে গবর্ণমেণ্ট এইরূপ আইন প্রণয়ন করিবেন। এই ক্ষমতা হাতে লইয়া গবর্ণমেণ্ট যদি কেবল মুসলমানগণকেই শিল্পপ্রতিষ্ঠান স্থাপনে লাইসেন্স দিতে আরম্ভ করেন, তাহা হইলে কংগ্রেস ও জাতীয়তাবাদী অন্যান্য সকলের নিকট হইতে মুসলমান সম্প্রদায়কে দূরে রাখার কাজ সহজ হইবে বটে, কিন্তু উহাতে দেশের শিল্প প্রসারে তেমন সহায়তা হইবে না। মোটের উপর বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্টের আমলে চাকুরী, কনট্রাক্ট ইত্যাদি ক্ষেত্রে মুসলমানদের অনুকূলে যে প্রকার দুরভিসন্ধিমূলক পক্ষপাতিত্ব চলিতেছে দেশের শিল্প প্রসারের ব্যাপারে গবর্ণমেণ্টের উপরোক্ত মন্তব্য দ্বারা এই পক্ষপাতমূলক নীতির প্রসারেরই ইঙ্গিত পাওয়া যাইতেছে।

* * *

বর্ত্তমানে ইংলণ্ড এবং ইউরোপের কতিপয় দেশ ছাড়া পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই দেশের প্রধান মুদ্রা একশত খুচরা মুদ্রার সমষ্টি হিসাবে প্রকাশিত হইয়া থাকে। যেমন আমেরিকায় ডলার মুদ্রা একশত সেণ্টের, জাপানের ইয়েন মুদ্রা একশত সেনের ও সিংহলের এক টাকা একশত সেনের সমান। পক্ষান্তরে ইংলণ্ডের এক পাউণ্ড ২৪০ পেনীর এবং ভারতের এক টাকা ১৯২ পাইয়ের সমান। পৃথিবীর যে সব দেশের প্রধান মুদ্রাকে এই ভাবে একশত খুচরা মুদ্রার সমানভাবে চালান হয় সেই সব দেশে হিসাব-নিকাশের ব্যাপারে খুব সুবিধা হইয়া থাকে। যেমন আমেরিকায় কোন জিনিষের মূল্য ৫·৬২ ডলার বলিলে অথবা জাপানে কোন জিনিষের মূল্য ৪·৩৮ ইয়েন বলিলে ঐ সব দেশে যে কোন ব্যক্তি বুঝিতে পারে যে জিনিষের মূল্য ৫ ডলার ৬২ সেণ্ট এবং ৪ ইয়েন ৩৮ সেণ্ট। কিন্তু ভারতবর্ষে কেহ যদি কোন জিনিষের মূল্য ৪·২৫ টাকা বলেন তবে উহার মূল্য যে ৪ টাকা ৪ আনা তাহা তাহাকে হিসাব করিয়া বাহির করিতে হয়। প্রকাশ যে, এই অসুবিধা লক্ষ্য করিয়া ভারত সরকার সম্প্রতি ভারতীয় খুচরা মুদ্রাকে উপরোক্ত রূপ দশমিক পদ্ধতিতে চালু করা যায় কি না তদ্বিষয়ে চিন্তা করিতেছেন। বর্ত্তমান যুদ্ধের অবসানে দেশে যখন বহুল পরিমাণে নূতন খুচরা মুদ্রা প্রচলিত করিতে হইবে তখন এক টাকাকে একশত সেণ্টের সমান ধরিয়া ৫০ সেণ্টের আধুলী, ২৫ সেণ্টের সিকি এবং ১০, ৫, ২, ১ এবং অর্দ্ধ সেণ্টের বিভিন্ন ধরণের খুচরা মুদ্রা বাহির করাই নাকি গবর্ণমেণ্টের অভিপ্রায়। এদেশে যুগ-যুগান্তর ধরিয়া দেশের লোক আধুলী, সিকি, দুয়ানী, এক আনী, ডবল পয়সা, এক পয়সা, আধ পয়সা এবং পাই পয়সার সহিত যে ভাবে পরিচিত তাহাতে ৫০ সেণ্টের আধুলী এবং ২৫ সেণ্টের সিকি সম্বন্ধে কোন অসুবিধা বোধ না করিলেও ১০, ৫, ২ বা ১ সেণ্টের মূল্য স্থির করিয়া তদনুযায়ী ক্রীত ও বিক্রীত পণ্যদ্রব্যের মূল্য নির্দ্ধারণ করিতে তাহাদিগকে প্রথম প্রথম খুবই বেগ পাইতে হইবে। তবে দশমিকের হিসাবে টাকাকে বিভক্ত করিয়া তদনুযায়ী খুচরা মুদ্রা প্রচলিত করিলে তাহাতে অনেক সুবিধা রহিয়াছে এবং সেই হিসাবে আপাততঃ কিছু অসুবিধা হইলেও গবর্ণমেণ্টের উপরোক্ত প্রস্তাব সমর্থনযোগ্য।

* * *

লণ্ডনে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের মারফতে ভারতবাসীর যে ১৩ শত কোটী টাকার সমপরিমাণ মূল্যের ষ্টার্লিং মুদ্রা জমা হইয়াছে ইংলণ্ডের অর্থসচিব স্যার জন এণ্ডারসন তৎসম্বন্ধে মন্তব্য করিয়াছেন,—"এই টাকাটা ইংলণ্ডের ব্যবসা-বাণিজ্যগত ঋণ বলিয়া মনে করা চলে না—যাহাদের সম্পত্তি হিসাবে এই টাকা না লইয়াছে তাহাদের সাহায্যের জন্য ইংলণ্ড যে যুদ্ধ চালাইতেছে উপরোক্ত ঋণ তাহারই প্রতীক।" স্যার জন এণ্ডারসনের এই উক্তির প্রকৃত তাৎপর্য্য কি, ভারতের প্রাপ্য এই টাকা দিতে অস্বীকার করাই তাঁহার অভিপ্রেত কি না তৎসম্বন্ধে আমরা গবেষণা করিতে চাহি না। তবে এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে, স্যার জন এণ্ডারসন যাহা বলিয়াছেন তাহার মত মিথ্যা কথা আর কিছু হইতে পারে না। ব্রহ্মদেশ, মালয়, সিঙ্গাপুর, বৃটীশ বোর্নিয়ো প্রভৃতি সাম্রাজ্যভুক্ত দেশগুলি শত্রু-কবলিত হওয়াতে ঐ সব দেশ পুনরুদ্ধারের জন্য ভারতবর্ষে থাকিয়া যে সব বৃটীশ সৈন্য যুদ্ধ পরিচালনা করিয়াছে, প্রধানতঃ তাহাদের ব্যয় সঙ্কুলানের জন্যই ভারতবর্ষের নিকট ইংলণ্ডের এই টাকা ঋণ হইয়াছে। উহাদের খোরাক, পোষাক, বাসস্থান এবং সমরসম্ভার জোগাইতে গিয়া লক্ষ লক্ষ ভারতবাসী (প্রধানতঃ বাঙ্গালী) অনাহারে প্রাণ হারাইয়াছে এবং বস্ত্র, বাসস্থান, ঔষধ, যানবাহন সংগ্রহের ব্যাপারে অবর্ণনীয় দুঃখদুর্দ্দশা ভোগ করিয়াছে। ভারতবাসী যদি জীবনের সর্ব্বপ্রকার সুখ-সুবিধা হইতে নিজেকে বঞ্চিত করিয়া অথবা বঞ্চিত করিতে বাধ্য হইয়া এই ভাবে বৃটীশ সৈন্যের রসদ না জোগাইত তাহা হইলে ইংলণ্ডে জনসাধারণের অন্নবস্ত্রের অভাব ঘটিত এবং ইংলণ্ডে পক্ষে জার্ম্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনার ব্যাপারে বিশেষ বেগ পাইতে হইত। স্বার্থবুদ্ধি প্রণোদি হইয়া স্যার জন এণ্ডারসনের ন্যায় একজন এত দায়িত্বপূর্ণ ব্যক্তি কি ভাবে সত্যের এরূপ অপল করিলেন তাহা ভাবিয়া আমরা বিস্মিত হইতে

* * *

ভারতবর্ষে শিল্পের প্রসার সম্পর্কে ভার কার যে কার্য্যনীতির কথা ঘোষণা করি তাহাতে শিল্প প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনার ব্য তাঁহারা সর্ব্বপ্রকার নিয়ন্ত্রণ নীতি অবলম্বন করি বলিয়া জানাইয়াছেন। উহাতে সহযোগী 'ক্যা টাল' পত্র অত্যধিক ক্রুদ্ধ হইয়াছেন। গবর্ণমে যদি প্রতিপদে শিল্পের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ কে তাহা হইলে দেশে একটা অনিশ্চয়তার ভাব দে দিবে, সাহস করিয়া কেহ শিল্পের প্রতিষ্ঠা প্রসারে অগ্রসর হইবে না, এমনকি দেশের কে লোক শিল্পে মূলধন বিনিয়োগ করিতে পর্য সাহস পাইবে না। ফলে এই দেশে শিল্পের প্রস বাধাপ্রাপ্ত হইবে—উহাই 'ক্যাপিটাল' পত্রে সুচিন্তিত অভিমত। এদেশে যে সমস্ত ইংর শিল্প-প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিয়া কোটী কোটী টা উপার্জ্জন করিতেছেন 'ক্যাপিটাল' পত্র উহা মুখপাত্র। এই গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে ইংর বণিকগণ সম্ভব অসম্ভব সমস্ত উপায়ে সাহ পাইয়াছে। ইংরাজ বণিকদের প্রতি গবর্ণমে এই পক্ষপাতিত্বের কথা গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নি ইনডাষ্ট্রীয়াল কমিশন, ফিসক্যাল কমিশন, ব্যাঙ্ক কোয়ারি কমিটী প্রভৃতির রিপোর্টেও স্বী হইয়াছে। এরূপ অবস্থায় শিল্প-ক্ষেত্রে গবর্ণমেণ্ট প্রভাব-প্রতিপত্তির কথা শুনিয়া ইংরাজ বণিকে মুখপত্র 'ক্যাপিটালের' এরূপ আতঙ্কগ্রস্ত হওয়া কারণ কি? কারণ এই হইতেছে যে, অ ভবিষ্যতে দেশের গবর্ণমেণ্টের উপর দেশের জ মতের প্রতিনিধিস্থানীয় ব্যক্তিদের প্রভাব-প্র পত্তি বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া 'ক্যাপিটাল' আ করেন। সেরূপ ব্যাপার ঘটিলে ইংরাজ বণিক বরাবরের মত একচেটিয়া সুবিধা-সুযোগ পাই না। কাজেই শিল্পের ব্যাপারে গবর্ণমেণ্ট কে প্রকার হস্তক্ষেপ না করুন এবং ইংরাজ বণিক ভারতবাসীর পরিচালিত শিল্প-প্রতিষ্ঠানগু সহিত অবাধ ও অবৈধ প্রতিযোগিতা চালা বরাবরের মত ভারতবাসীকে শোষণ করিতে থ —উহাই 'ক্যাপিটালের' মনোমত অভিপ্র যাহারা গবর্ণমেণ্টকে উসকাইয়া দিয়া এ ভারতবাসী কর্ত্তৃক নূতন চটকল স্থাপনের প করিয়াছে, গবর্ণমেণ্টের মারফতে এদেশের ক কলের উপর উৎপাদন শুল্ক বসাইয়া এদেশের বস্ত্রশিল্পকে হত্যা করিবার করিয়াছিল, জাহাজী ব্যবসাকে করতলগত রা জন্য যাহারা বরাবর গবর্ণমেণ্টের সাহায্য লই গবর্ণমেণ্টের সাহায্যে অবাঞ্ছিত ইঙ্গ-ভারত চুক্তি জোর করিয়া এদেশে প্রচলিতকরতঃ নিজেদের মাল বিক্রয়ের সুবিধা করিয়া তাহাদের মুখপত্রের মুখে আজ শিল্পক্ষেত্রে মেণ্টের প্রভাব-প্রতিপত্তির প্রস্তাবের বি একটা উপভোগ্য বিষয় বটে।

শিল্পোন্নতি সম্পর্কে সরকারী নীতির গলদ

এদেশের যুদ্ধোত্তর শিল্পোন্নতি সম্পর্কে ভারত সরকার যে কার্য্যনীতি ঘোষণা করিয়াছেন গত সপ্তাহে আমরা তাহা বিশ্লেষণ ও সমালোচনা করিয়াছি। শিল্পের দিক দিয়া ভারতবর্ষ দুনিয়ায় একটি অধঃপতিত দেশ বলিয়া পরিচিত। সে কারণে এদেশের আর্থিক উন্নতির ব্যাপারে শিল্প সংগঠনের প্রশ্নই সব চেয়ে জটিল ও গুরুত্বপূর্ণ। এই জটিল প্রশ্ন সমাধান সম্পর্কে ভারত সরকার তাঁহাদের বিবৃতিতে যে সব বিধিব্যবস্থার নির্দ্দেশ দিয়াছেন দেশের প্রয়োজন বিবেচনা করিয়া আমরা তাহা মোটেই সন্তোষজনক বলিয়া মনে করি নাই। ভারত সরকারের বিবৃতি প্রকাশিত হওয়ার পর দেশের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা এ বিষয়ে যে মতামত ব্যক্ত করিয়াছেন তাহাতে সরকারী প্রস্তাব সম্পর্কে মোটামুটিভাবে একটা অসমর্থনের ভাবই লক্ষ্য করা গিয়াছে। ভারত সরকারের উপরোক্ত নীতি দ্বারা এদেশে শিল্পোন্নতির পথ প্রশস্ত হইবে বলিয়া কেহ মনে করেন না। বরং বর্ত্তমান শাসন-ব্যবস্থার আমলে তাহা দ্বারা উহাতে শিল্পের দিক দিয়া দেশের স্বার্থ নানাভাবে ক্ষুণ্ণ হইবে বলিয়াই অনেকে আশঙ্কা করিতেছেন। বিভিন্ন প্রকারের সমালোচনার ভিতর দিয়া সরকারী শিল্পনীতির যে সব গলদ ধরা পড়িয়াছে বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা তাহা নিয়া আলোচনা করিব।

ভারত গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদের বিবৃতিতে বলিয়াছেন, যুদ্ধের পরে দেশের শিল্পোন্নতির জন্য কতকগুলি প্রধান প্রধান শিল্প স্থাপন ও পরিচালনার ব্যাপারে সাক্ষাৎভাবে সরকারী হস্তক্ষেপের প্রয়োজনীয়তা দাঁড়াইবে। দেশের লোহা ও ইস্পাত শিল্প, গোলাগুলি নির্ম্মাণের শিল্প, যন্ত্রপাতি শিল্প, জাহাজ শিল্প, ট্রাক্টর তৈয়ারের শিল্প, সুরাসার শিল্প ও সিমেণ্ট শিল্প প্রভৃতি ক্রমে ক্রমে গবর্ণমেণ্ট নিজেদের কর্ত্তৃত্বে লওয়ার ব্যবস্থা করিবেন। শিল্প-ব্যবসায়ের উপর সাক্ষাৎভাবে রাষ্ট্রকর্ত্তৃত্ব জাহিরের এই প্রস্তাব সম্পর্কেই দেশে সব চেয়ে তীব্র প্রতিবাদ ধ্বনিত হইয়াছে। ব্যক্তিগত স্বত্বাধিকার লোপ করিয়া ন্যাশনালাইজেশন বা জাতীয়করণের নীতি প্রবর্ত্তনের কথায় এই বিক্ষোভের সঞ্চার হয় নাই, প্রথমে দেশে ন্যাশনাল গবর্ণমেণ্ট স্থাপন না করিয়া তাহার পূর্ব্বে ন্যাশনালাইজেশন নীতি কার্য্যকরী করার প্রস্তাবেই এই বিক্ষোভ সূচিত হইয়াছে। ভারতবর্ষ বৃটিশের পদানত থাকায় তাহার সুযোগে ইংরাজ বণিকেরা অব্যাহতভাবে এদেশে বিলাতী পণ্য আমদানী করিতেছে। বৃটিশ মূলধন ও বৃটিশ পরিচালনায় এদেশে তাহারা নিত্য নূতন শিল্প-প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিতেছে। এই ভাবে দেশীয় শিল্পের সমক্ষে মারাত্মক প্রতিযোগিতা সৃষ্টি করিয়া উহাদের অস্তিত্ব বিপন্ন করা হইতেছে, কিন্তু ভারত সরকার তাঁহাদের শিল্প-নীতি ব্যাখ্যা করিতে গিয়া ঐ ধরণের প্রতিযোগিতা দূর করা সম্পর্কে একটি কথাও বলেন নাই। স্যার চুনীলাল মেটা ইহা বর্ত্তমান পরিকল্পনার একটি বড় গলদ বলিয়াই উল্লেখ করিয়াছেন। একদিকে জাতীয় গবর্ণমেণ্ট স্থাপন সম্পর্কে কোন নিশ্চয়তা নাই, তাহার উপর দেশের কল্যাণের জন্য বৃটিশের কায়েমী বাণিজ্য স্বার্থ খর্ব্ব করিতেও ভারত গবর্ণমেণ্ট নারাজ। কাজেই শিল্প প্রসারের সুব্যবস্থার নামে গবর্ণমেণ্ট কতিপয় প্রধান প্রধান শিল্পের উপর সাক্ষাৎ কর্ত্তৃত্ব জাহিরের যে প্রস্তাব করিয়াছেন বর্ত্তমান শাসন-ব্যবস্থার আমলে তাহা সর্ব্বতোভাবে বৃটিশ স্বার্থ প্রসারণেই নিয়োজিত হইবে বলিয়া আশঙ্কা হইতেছে। দেশের পক্ষে প্রয়োজনীয় কতিপয় প্রধান মৌলিক শিল্প স্থাপন ও পরিচালনার দায়িত্ব একান্তভাবে রাষ্ট্রের উপর ন্যস্ত রাখিয়া বৃটিশের স্বার্থ হানির আশঙ্কায় ঐ সমস্ত গড়িয়া তোলা সম্পর্কে কার্য্যতঃ বিলম্ব করা যাইতে পারে। কোন শিল্প প্রতিষ্ঠা করিয়াও গবর্ণমেণ্ট সুপরিচালনার নামে অনির্দ্দিষ্টকালের জন্য কোন বৃটিশ ম্যানেজিং এজেন্সী ফার্ম্মের হাতে উহার কর্ত্তৃত্ব তুলিয়া দিতে পারেন। ঐরূপ ব্যবস্থা হইলে দেশের পক্ষে তাহা খুবই অনিষ্টকর হইবে। কাজেই বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্টের আমলে শিল্প-ব্যবসায়ের উপর রাষ্ট্র-কর্ত্তৃত্ব বিস্তারের কোন প্রস্তাব আমরা সমর্থন করিতে পারি না।

ভারতের স্বার্থ বৃটিশ শিল্প ব্যবসায় সম্পর্কে কোন অসুবিধা সৃষ্টি করার উদ্দেশ্য যে গবর্ণমেণ্টের নাই এদেশে রাষ্ট্র-কর্ত্তৃত্বে যে সব শিল্প পরিচালনার প্রস্তাব হইয়াছে তাহার মধ্যে পাট শিল্প, চা শিল্প ও কাগজ শিল্পের নামোল্লেখ না দেখিয়া তাহা ভালভাবেই বুঝা গিয়াছে। এই সব শিল্পের শেয়ার মূলধন আসিয়াছে মুখ্যতঃ বৃটিশ বণিকদের নিকট হইতে, শিল্প পরিচালনার ব্যাপারে অধিকাংশ ক্ষেত্রে কর্ত্তৃত্বও করিতেছে তাহারাই। কাজেই অন্যান্য প্রধান শিল্প রাষ্ট্র-কর্ত্তৃত্বে নেওয়ার ব্যবস্থা হইলেও বৃটিশ বণিকদের স্বার্থ হানি ঘটাইয়া ঐ সমস্ত সরকারে খাস করা হইবে না। বর্ত্তমানের ন্যায় ভবিষ্যতেও বৃটিশ বণিকেরা ঐ সমস্ত হইতে অব্যাহত মুনাফা ভোগ করিতে পারিবেন। চা শিল্প ও পাট শিল্পের মত ভারতের কয়লা শিল্পও বৃটিশ মূলধন ও বৃটিশ পরিচালনায় নাগপাশে আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। জাতীয় অর্থনীতিক্ষেত্রে কয়লা একটা মৌলিক উপাদান বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। দেশের ও দশের স্বার্থে এই শিল্পকে জাতীয়করণের নীতি অনেক দেশেই কার্য্যকরী হইয়াছে। কিন্তু এই শিল্পকে সরকারী কর্ত্তৃত্বাধীনে লওয়া সম্পর্কে ভারত গবর্ণমেণ্ট এখনও কর্ত্তব্য স্থির করিতে পারেন নাই। আলাদাভাবে বিবেচনা করিয়া দেখিবার নামে ঐ শিল্পকে অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য বৃটিশ শিল্প ব্যবসায়ীদের নিয়ন্ত্রণাধীনে রাখিবারই ব্যবস্থা হইয়াছে। বৃটিশ শিল্প প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে এই পক্ষপাতমূলক ব্যবস্থা ভারত সরকারের শিল্পনীতির অযৌক্তিকতা ও অসারতাই প্রতিপন্ন করিতেছে।

যুদ্ধোত্তর কালে ভারতে শিল্প সংগঠনের ধারা যাহাতে জাতীয় স্বার্থের পরিপোষক হয় সেজন্য গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদের বিবৃতিতে ঐ সম্পর্কে কতকগুলি নিয়ন্ত্রণ নীতি বলবৎ করার সঙ্কল্প জ্ঞাপন করিয়াছেন। সেইরূপ নিয়ন্ত্রণ নীতি হিসাবে নূতন শিল্প-কারখানা সম্পর্কে লাইসেন্স গ্রহণের রীতি প্রবর্ত্তন করিবার এবং কোম্পানী গঠন ও মূলধন নিয়োগ সম্পর্কে বিধিনিষেধ জারী করিবার (control of capital issue) কথা বলা হইয়াছে। অধিকন্তু শিল্প স্থাপন ও পরিচালনার ব্যাপারে কোন সম্প্রদায় বিশেষ যাহাতে একচেটিয়া কর্ত্তৃত্বের সুবিধা না পায় সেদিকেও গবর্ণমেণ্ট লক্ষ্য রাখিবেন বলিয়া শাসাইয়াছেন। দেশে আজও যেখানে জাতীয় গবর্ণমেণ্ট স্থাপিত হয় নাই এবং অদূর ভবিষ্যতে এইরূপ গবর্ণমেণ্ট স্থাপিত হওয়ার সম্ভাবনা যেখানে দেখা যাইতেছে না সেখানে শিল্পের উপর সরকারী নিয়ন্ত্রণ নীতি প্রসারের এই পরিকল্পনা দেশের পক্ষে কতদূর কল্যাণকর হইবে কংগ্রেস দলের নেতা মিঃ ভুলাভাই দেশাই সে বিষয়ে প্রশ্ন তুলিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, জাতীয় স্বার্থে উদ্বুদ্ধ হইয়া কোন গবর্ণমেণ্ট লাইসেন্স দ্বারা শিল্প-ব্যবসায় নিয়ন্ত্রণ করিলে এক স্থানে অনুচিৎ ভাবে বেশী শিল্প কেন্দ্রীভূত হওয়ার পথ বন্ধ হইতে পারে। বিভিন্ন অঞ্চলের প্রয়োজন ও সুযোগ-সম্ভাবনা অনুযায়ী শিল্পের সুপরিকল্পিত প্রসার সাধিত হইতে পারে। কিন্তু বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্ট দেশের স্বার্থ সম্মুখে রাখিয়া সে ভাবে কার্য্যে অগ্রবর্ত্তী হইবে বলিয়া আশা করা যায় না। দেশের ক্ষতি করিয়া বিজাতীয় স্বার্থের পরিপোষকতা করিতে বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্ট যেরূপ তৎপর তাহাতে লাইসেন্স প্রদানের ক্ষমতা হাতে পাইলে বৃটিশ বাণিজ্য স্বার্থের কল্যাণে তাঁহারা যে উহা দ্বারা দেশীয় শিল্পের অগ্রগতির পথে অন্তরায় সৃষ্টি করিবেন না তাহার কি নিশ্চয়তা আছে? কোম্পানী গঠন ও মূলধন নিয়োগ সম্পর্কে নানা বিধিনিষেধ প্রয়োগ করিয়া ভারত গবর্ণমেণ্ট এই যুদ্ধের সময়ে এদেশবাসীর ব্যবসায়িক অগ্রগতি সম্বন্ধে অহেতুক বাধাবিঘ্ন সৃষ্টি করিয়াছেন। যুদ্ধোত্তর কালে এই শ্রেণীর বিধিনিষেধ বলবৎ রাখিলে তাহা অনুরূপ উদ্দেশ্যেই ব্যবহৃত হইবে বলিয়া মিঃ ভুলাভাই আশঙ্কা করিতেছেন। দেশীয় শিল্প ব্যবসায়ের উপর বৃটিশ মূলধনের যে প্রভাব ভারতবাসীরা চিরতরে খর্ব্ব করিতে চায় control of capital issue-র মারফতে ভারতীয় কোম্পানীতে বৃটিশ মূলধন নিয়োগের সুযোগ বিস্তৃত করিয়া ভারত গবর্ণমেণ্ট হয়ত ভবিষ্যতে নূতন করিয়া সেই প্রভাব বৃদ্ধিরই ব্যবস্থা করিবেন। শিল্প স্থাপন ও পরিচালনার ব্যাপারে সম্প্রদায়বিশেষের প্রভুত্ব ও কর্ত্তৃত্বের পথ বন্ধ করা সম্পর্কে ভারত গবর্ণমেণ্ট যে সঙ্কল্প প্রকাশ করিয়াছেন মিঃ ভুলাভাই দেশাই তাহা তাঁহাদের নিতান্ত সঙ্কীর্ণ ও অদূরদর্শী নীতির পরিচায়ক বলিয়াই মনে করেন। যে সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি নানাদিক দিয়া ভারতের সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবন কলুষিত করিয়া তুলিয়াছে ঐরূপ কার্য্যনীতি দ্বারা শিল্প-ব্যবসায়ের ক্ষেত্রেও তাহাকে উস্কানি দেওয়ারই ব্যবস্থা হইবে। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের স্বার্থ বজায় রাখিবার নামে শাসনকার্য্যের নানা দিকে যথেষ্ট পরিমাণে অনুপযুক্ততা ও দুর্নীতির প্রশ্রয় দেওয়া হইতেছে। শিল্প-ব্যবসায়ের ক্ষেত্র সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের স্বার্থরক্ষার কথা তুলিয়া সেভাবে ঐ দিক দিয়াও সকল উন্নতির মূলে কুঠার হানিবার ব্যবস্থা হইবে। মিঃ ভুলাভাই দেশাইয়ের এই সব মন্তব্য যে খুব সময়োচিত ও সঙ্গত তাহাতে সন্দেহ নাই। দেশের শিল্প ব্যবসায়ের কল্যাণ দেখিতে হইলে বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্টের হাতে ঐ শ্রেণীর নিয়ন্ত্রণ নীতি প্রয়োগের কোন ক্ষমতা ন্যস্ত থাকা আমরা বাঞ্ছনীয় বলিয়া মনে করি না।

দেশের লোকের জীবনযাত্রার মান উন্নত করা শিল্পোন্নতির একটি মূলগত উদ্দেশ্য। সেই উদ্দেশ্য সাধন করিতে হইলে শিল্প প্রসারের সঙ্গে দেশে উৎপন্ন পণ্য ও ধন বণ্টনের সুব্যবস্থা হওয়া দরকার। কলকারখানার শ্রমিকদের কল্যাণে তাহাদের মজুরী ও বাসস্থান প্রভৃতি সম্পর্কে একটা সুনির্দ্দিষ্ট নীতি অবলম্বিত হওয়া প্রয়োজন। বোম্বাই পরিকল্পনার দ্বিতীয় ভাগে ঐ বিষয়ে কতকগুলি সুচিন্তিত কার্য্যনীতি নির্দ্দেশিতও হইয়াছিল। বড়ই দুঃখের বিষয় ভারত গবর্ণমেণ্ট তাঁহা-

টাকার নিরাপত্তা

রক্ষা করিয়া

টাকা খাটাইতে হইলে

রবীন্দ্র নগর

গঠন কার্য্যে টাকা খাটান।

স্থায়ী আমানতের

—সুদের হার—

১ বৎসরের জন্য	....	৫%
২ বৎসরের জন্য	....	৫৷৷%
৩ বৎসরের জন্য	...	৬%
৪ ও ৫ বৎসরের জন্য	....	৬৷৷%

দি ইনভেষ্টারস্ লিঃ

৬, ক্রশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

দের শিল্পনীতি বিশ্লেষণ করিতে গিয়া সেই প্রয়োজনীয় বিষয়ে কোন মনোযোগ দেন নাই। একেবারে কিছু না বলিলে নয় সেজন্য তাহারা ধন বণ্টন ও মজুরী নির্দ্ধারণ সম্পর্কে একটা মামুলী সদিচ্ছা জ্ঞাপন করিয়াছেন। কিন্তু এই অস্পষ্ট উক্তি দ্বারা জীবনযাত্রার সমুচিৎ উন্নতি সম্পর্কে দেশের লোকের মনে কোন নিশ্চিত ভরসা জাগ্রত হইবে বলিয়া মনে হয় না। মিঃ এম এন রায় সরকারী শিল্পনীতি সম্পর্কে বিবৃতি দিতে গিয়া এই ত্রুটি সম্পর্কে সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছেন ইহা সুখের বিষয়। ধন বণ্টন সম্পর্কে ও শ্রমিক কল্যাণ সম্পর্কে কি ধরণের কার্য্যনীতি অবলম্বন করা যাইতে পারে এবং যুদ্ধোত্তরকালে গবর্ণমেণ্ট কতদূর পরিমাণে তাহা কার্য্যতঃ অনুসরণ করিবেন সে বিষয়ে অচিরে খোলাখুলিভাবে নিজেদের মতামত প্রকাশ করা তাঁহাদের পক্ষে একান্ত কর্ত্তব্য।

যুদ্ধের সময়ে বৃটেনের নিকট ভারতের যথেষ্ট ষ্টার্লিং পাওনা দাঁড়াইয়াছে। এই পাওনার বিনিময়ে বৃটেন বর্ত্তমানে ভারতবর্ষকে উপযুক্ত পরিমাণ মালপত্র যোগাইতে পারিতেছে না। ভারত গবর্ণমেণ্ট ভরসা দিয়াছিলেন যুদ্ধের পরে এই উদ্বৃত্ত ষ্টার্লিং নিয়োগ করিয়া তাঁহারা ইংলণ্ড হইতে এদেশের জন্য শিল্পোপযোগী যন্ত্রপাতি ক্রয় করিবেন। কিন্তু কোন অজ্ঞাত কারণে জানি না ঐরূপ কার্য্যনীতি সম্বন্ধে বর্ত্তমানে তাঁহারা জোর দিতেছেন খুবই কম। ভারতের শিল্পোন্নতির জন্য সরকারী নীতি বিশ্লেষণ করিতে গিয়া গবর্ণমেণ্ট বাহির হইতে যন্ত্রপাতি আমদানী সম্পর্কে সুব্যবস্থা অবলম্বনের কথা বলিয়াছেন সত্য, কিন্তু ভারতের উদ্বৃত্ত ষ্টার্লিং দ্বারাই সেই যন্ত্রপাতি ক্রয় করা হইবে কিনা তাঁহারা তাহা প্রকাশ করিয়া বলেন নাই। সরকারী বিবৃতিতে এত কথা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হইল, কিন্তু এই ষ্টার্লিং ব্যালান্সের কথা বিশেষ প্রয়োজনীয় হইলেও উহাতে তাহা উল্লেখ করা হইল না। বৃটেনের এক শ্রেণীর লোক যুদ্ধকালীন উদ্বৃত্ত পাওনা হিসাবে এই ষ্টার্লিং ব্যালান্স পরিশোধ সম্বন্ধে আপত্তি তুলিয়াছে। ভারতের পক্ষে উহা মকুব করিয়া দেওয়াই সমীচীন হইবে বলিয়া তাহারা দাবী জানাইতেছে। বৃটিশ স্বার্থের ধ্বজাবাহী হইয়া ভারত গবর্ণমেণ্ট সে দাবী নিতান্ত উপেক্ষার দৃষ্টিতে দেখিতে পারেন না। কাজেই অবস্থার গতি বুঝিয়া ষ্টার্লিং ব্যালান্স আদায় সম্বন্ধে এখন হইতে কোন পাকা কথা দিতে তাহারা নারাজ। যুদ্ধের পরে যাহারা ভারতের শিল্পোন্নতি দেখিতে চান ভারত সরকারের এই মনোভাব তাহাদিগকে হতাশ করিবে সন্দেহ নাই। যুদ্ধের সময়ে ভারতের লোকেরা বহু স্বার্থত্যাগের ভিতর দিয়া এক হাজার কোটি টাকার উপর উদ্বৃত্ত ষ্টার্লিং সঞ্চয় করিয়াছে। যুদ্ধের পরে শিল্পোন্নতির জন্য যন্ত্রপাতি ক্রয় করার পক্ষে ঐ সঞ্চিত ষ্টার্লিং তাহাদের প্রধান সম্বল। এই সম্বল যদি কোন কারণে কাজে লাগানো সম্ভবপর না হয় তবে শিল্প প্রসারের ব্যয়বহর ভারতের পক্ষে দুর্ব্বহ হইয়া দাঁড়াইবার আশঙ্কা আছে। কাজেই ভারত গবর্ণমেণ্ট যদি এদেশের শিল্পোন্নতি সম্পর্কে আন্তরিকভাবে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে চান তবে যন্ত্রপাতি ক্রয়ে ঐ ষ্টার্লিং ব্যালান্স নিয়োগ সম্বন্ধে তাঁহাদিগকে স্থিরসঙ্কল্প হইতে হইবে।

জাতীয় শিল্পের সংগঠন প্রচেষ্টায় আমরা আপনার সহায়তা কামনা করি

প্রবর্ত্তক ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস :—৬১, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা, ফোন : বি বি ৪১৮

কলিকাতা শাখা— ৮১, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, ফোন : বি বি ২৯৮০

অন্যান্য শাখা—চট্টগ্রাম, চন্দননগর, রাজসাহী, সিরাজগঞ্জ, শান্তাহার, জলপাইগুড়ি ও ময়মনসিংহ।

সুদ : চলতি—½% সেভিংস—২%

আমাদের স্থায়ী আমানত, ক্যাশ সার্টিফিকেট, প্রভিডেণ্ট ফণ্ড, লোন ও ওভারড্রাফট নিয়মাবলীর জন্য পত্র লিখুন।

সুবিধাজনক সর্ত্তে শেয়ার ও কোম্পানীর কাগজ ক্রয়-বিক্রয় করা হয়। ডিভিডেণ্ড ও কোম্পানীর কাগজের সুদ আদায় করিবার ব্যবস্থা আছে।

অপিসের সরঞ্জাম

- হুই মার্কিং
- স্টিল স্ট্যাম্প
- রবার ষ্ট্যাম্প
- এম্‌বসিং মেসিন্
- পিয়ন ব্যাজ্
- নেম্ প্লেট্
- টোকেন্ ও ক্রেষ্ট
- মেডেল ও তৎসংক্রান্ত ধাতু-চিহ্ন
- মিনে-করা ব্যাজ্
- গালার সীলমোহর
- পদমর্যাদা সংক্রান্ত ধাতু-চিহ্ন
- কৃষিকর্ম্মের নানাবিধ যন্ত্রপাতি
- সিট্ মেটালের তৈরি জিনিষপত্র
- কারখানার জন্য ইলেক্‌ট্রিক হাত-বাতি

আমাদের শিল্প কারখানায় সুযোগ্য তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হয়। ব্যবহার করে দেখুন।

ব্রহ্মকো

১-৩এ, বিডন রো, কলিকাতা।
ফোন : বি বি ১২৩০

কুমিল্লা ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন লিমিটেড

স্থাপিত—১৯১৪

মূলধন

অনুমোদিত	৩,০০,০০,০০০৲
বিলিকৃত	১,০০,০০,০০০৲
বিক্রীত	১,০০,০০,০০০৲
আদায়ীকৃত	৫০,০০,০০০৲ উপর
রিজার্ভ ফাণ্ড	২৫,০০,০০০৲

হেড অফিস : কুমিল্লা

শাখাসমূহ

কলিকাতা	বোম্বে	ঢাকা
হাইকোর্ট	মাস্থভি	নবাবপুর
বড়বাজার	(বোম্বে)	নারায়ণগঞ্জ
দক্ষিণ কলিকাতা	দিল্লী	নিতাইগঞ্জ
নিউ মার্কেট	কাণপুর	বরিশাল
হাটখোলা	লক্ষ্ণৌ	ঝালকাটি
ডিব্রুগড়	বেনারস	চাঁদপুর
চট্টগ্রাম	ভাগলপুর	হাজিগঞ্জ
জলপাইগুড়ি	কটক	পুরাণবাজার
		ব্রাহ্মণবাড়িয়া
		বাজার ব্রাঞ্চ (কুমিল্লা)

লণ্ডন এজেণ্ট :—ওয়েষ্টমিনষ্টার ব্যাঙ্ক লিঃ।
নিউইয়র্ক এজেণ্ট :—ব্যাঙ্কার্স ট্রাষ্ট কোং অব নিউইয়র্ক।
অষ্ট্রেলিয়ান এজেণ্ট :—ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক অব অষ্ট্রেলেশিয়া লিঃ।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—মিঃ এন সি দত্ত, এম-এল-সি

এম্পায়ার অব্ ইণ্ডিয়া

লাইফ এসিওরেন্স কোম্পানী লিমিটেড

স্থাপিত—১৮৯৭ সাল

—উন্নতির পরিচয়—

সম্পত্তির পরিমাণ
৬,৩০,০০,০০০৲ টাকার উপর

চলতি বীমার পরিমাণ
১৬,৪৯,০০,০০০৲ টাকার উপর

দাবী শোধ
৮,৩৮,৫০,০০০৲ টাকার উপর

বর্ত্তমান অনিশ্চিতকর সময়ে জীবন বীমার পলিসি ক্রয় করা আপনার পক্ষে অত্যাবশ্যক, কারণ পরিবর্ত্তনশীল জগতের বহুবিধ দুঃখ-দুর্দ্দশায় ইহাই আপনাকে একমাত্র রক্ষা করিতে পারে।

ডি, এম, দাস এণ্ড সন্স লিঃ

চীফ এজেণ্টস্

বাঙ্গলা, বিহার, উড়িষ্যা ও আসাম

২৮, ডালহৌসি স্কোয়ার, কলিকাতা।

রাজনৈতিক প্রসঙ্গ

সান্ ফ্রান্সিস্কো সম্মেলনে কি তৃতীয় মহাযুদ্ধের উপ্ত হইতেছে? রণশ্রান্ত দুনিয়ার কাছে এই প্রশ্নই বড় হইয়া দেখা দিয়াছে। এরূপ উঠার কার্য্যকারণ ক্রমেই স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ া উঠিতেছে। যুদ্ধোত্তর পৃথিবীর আন্ত-তিক রথের চাকা কোন্ পথে মোড় বে?

ইউরোপের যুদ্ধ এখনও সম্পূর্ণ শেষ হয় নাই। মধ্যেই প্রভাব-বিস্তারের ভাগবাঁটোয়ারার ারে ফ্রান্স পদে পদে অভিমান ও অভিযোগ প করিতেছে। পোল্যাণ্ডের সমস্যা লইয়া রাপত্তা সম্মেলন প্রারম্ভেই বানচাল হইবার া করিয়াছিল। পরে বাহ্যতঃ কোন ফাটল দেখা লও ঐ সর্ব্বাধিক জটিল প্রশ্নটির জের এখনও নাই—মিটিবার আশু সম্ভাবনাও দেখা যাই-না। নাৎসীকবলমুক্ত অষ্ট্রিয়ার নব-গঠিত গবর্ণ-ইয়াও গোল বাধিয়াছে। এই বিষয়ে বৃটেন কিন যুক্তরাষ্ট্র একযোগে স্পষ্টাক্ষরেই সোভিয়েট ার বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছে। সম্মেলনে র্জ্জণ্টাইনের প্রতিনিধিত্বের প্রস্তাব ইঙ্গ-মার্কিন াগিতায় ও ইঙ্গ-মার্কিন প্রভাব-পুষ্ট প্রতি-দের সমর্থনে অধিক সংখ্যক ভোটের জোরে ত হইলেও সোভিয়েট মুখপাত্র মঃ মলোটভ ার দৃঢ় আপত্তি জানাইয়াছেন। সংবাদ য়াছে, মঃ মলোটভ নাকি শীঘ্রই—সম্মেলন হইবার বহু পূর্ব্বেই—মস্কোয় ফিরিয়া তেছেন। প্যালেষ্টাইনের প্রশ্ন লইয়াও সান্ স্কোতে আরব ও ইহুদী এই উভয় পক্ষের তিনিধিরা আবেদন-নিবেদনের থালা সাজাইয়া মর বাঁধিতেছেন বলিয়া খবর আসিয়াছে। ারের বিশেষ সংবাদদাতা পল র‍্যাঙ্কিন াইতেছেন, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলি ডাম্বার্টন ওক্স্ লনে পরিকল্পিত আন্তর্জ্জাতিক নিরাপত্তা ন্সিলে নিজেদের প্রভাব বৃদ্ধির চেষ্টা করিলে শক্তিগুলি দৃঢ়তার সহিত উহার বিরোধিতা াবেন। এক কথায় বিগত মহাযুদ্ধের পরবর্ত্তী াযের ন্যায় এবারেও বড় বড় রাষ্ট্রের কূটনৈতিক াই চলিতেছে। এই power politics-এর ্য ভারতের কথা তুলিব না। ঐ প্রশ্ন বৃটেনের ায়া ব্যাপার বলিয়া আইনতঃ চাপা পড়িয়াই ার কথা।

* * *

দেখিয়া শুনিয়া বার বার তাই এই প্রশ্নই মনে তছে: সান্ ফ্রান্সিস্কোর তথাকথিত শান্তি সনে পূর্ব্ববর্ত্তী দুই-একটি সর্ব্বনাশা কুরুক্ষেত্র ক্ষাও এক বৃহত্তর নরমেধের কার্য্যকারণের বলী রচিত হইতেছে কি? এই প্রশ্ন পরাধীন তবর্ষের নহে। অবশিষ্ট জিজ্ঞাসু দুনিয়াই ঐ প্রশ্নের জবাব শুনিতে চায়। ভারতবর্ষ সম্মেলনের পূর্ব্ব হইতেই নিঃসংশয়ে বুঝিয়া াছে, সান্ ফান্সিসকো সম্মেলনে যে আন্ত-ক কাঠামো গঠিত হইবে তাহা অবলুপ্ত ও সঙ্ঘেরই এক সুমার্জ্জিত রকমফের মাত্র—ল সম্মেলনের পূর্ব্বাহ্নে ভারতবর্ষ স্বাধীন া ঘোষিত এবং আর সকলের মত ভারতবর্ষেরও প্রতিনিধিত্ব স্বীকৃত হইত। পৌনে দুই কোটি লোক অধ্যুষিত এই বসুন্ধরার এক-াংশ লোক থাকে যে বিশাল ভূখণ্ডে, সেই র্ষের পৌনে দুই শত বৎসরের রাজনৈতিক র্থনৈতিক পরাধীনতা বজায় রাখিয়া পৃথিবীর সমাজের স্থায়ী শান্তি স্থাপনের সাড়ম্বর া যে বিভিন্ন ছদ্মবেশী কায়েমী স্বার্থেরই দেখান পরিকল্পনার অন্তরালে আন্তর্জ্জাতিক ্যবস্থা সম্পর্কে এক পারস্পরিক বোঝাপড়ারই াহা বুঝিয়া উঠিতে বাহির বিশ্বের অসা-লোকেরও হয়ত মাথা ঘামাইতে হয়, কিন্তু অতি সাধারণ লোকের উপলব্ধিতে তাহা জলের মত স্বচ্ছ, প্রকাশ্য দিবালোকের মতই পরি-ষ্কার।

* * *

আমরা বিশ্বাস করি, রণশ্রান্ত পৃথিবীর জন-সাধারণ আর যুদ্ধ চায় না—তাহারা চায় স্থায়ী শান্তি। কিন্তু সেই সম্ভাবনার পথ রোধ করিয়া আছে সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্ত। নিরঙ্কুশ পুঁজিবাদ এবং ততোধিক নিরঙ্কুশ সাম্রাজ্যবাদের মৃত্যু না ঘটিলে মহাযুদ্ধও অপরিহার্য্য, বিশ্ব শান্তিও অসম্ভব। সভ্যতার এই সর্ব্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের সঙ্গে ভারতবর্ষের স্বাধীনতার প্রশ্ন অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। ভারতীয় সমস্যার সমাধানই পৃথিবীর ভবিষ্যৎ নিরাপত্তার চাবিকাঠি। বিভিন্ন দেশের সচেতন জন-সাধারণ নিজেদেরই স্বার্থে ভারতবর্ষ সম্পর্কে সাম্রাজ্যবাদীর শক্ত মুঠা কতখানি শিথিল করিতে পারিবে, সঙ্গীনধারী শোষকের আটঘাট কতখানি অসম্ভব করিয়া তুলিবে, তাহারই উপরে সমগ্র দুনিয়ার প্রকৃত শান্তি ও সভ্যতার নিশ্চিত ভবিষ্য নির্ভর করিতেছে। এতাবৎ সান ফ্রান্সিস্কো সেই দিকে অগ্রসর হইবার কতখানি প্রবণতা দেখাইতে পারিয়াছে? তাই তৃতীয় মহাযুদ্ধের সম্ভাবনার কথা আজ এই যুদ্ধ মিটিয়া যাইবার আগেই দেখা দিয়াছে।

* * *

সান্ ফ্রান্সিস্কো সম্মেলনে প্রতিনিধিত্ব করিবার জন্য ভারতের বিদেশী শাসক-মনোনীত যে তিন জন দম-দেওয়া গ্রামোফোন আমেরিকায় গিয়াছেন তাঁহারা যদি ভারতের প্রকৃত প্রতিনিধি হইতেন তবে সম্মেলনের প্রারম্ভেই সর্ব্বাগ্রে ভারতের স্বাধীনতার দাবীই জানাইতেন। কিন্তু তাঁহারা সেই জন্য যান নাই, তাঁহাদের নিকট হইতে সেই প্রত্যাশাও কেহ করে না। বরং সেরূপ ইঙ্গিত আসিয়াছে সোভিয়েট পররাষ্ট্র সচিব মঃ মলোটভের নিকট হইতে। ভারতবর্ষ প্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছেন: "ভারতবর্ষের প্রতিনিধিরা যে দেশের প্রতিনিধিত্ব করিতেছেন সেই দেশ স্বাধীন নহে। আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, এমন দিন আসিবে যেদিন ভারতবর্ষের কথা জগৎকে শুনিতে হইবে।" সংবাদে প্রকাশ, মঃ মলোটভের উপরোক্ত মন্তব্য শুনিয়া সম্মেলনের প্রতিনিধিগণ দীর্ঘস্থায়ী হর্ষধ্বনি করেন। কিন্তু বৃটিশ সংবাদপত্রগুলির মধ্যে একমাত্র 'নিউজ ক্রনিকল' পত্রিকাই মঃ মলোটভের ভারত-বর্ষ সংক্রান্ত উক্তি প্রকাশ করিয়াছেন। এক সংবাদে প্রকাশ, সান্ ফ্রান্সিস্কো সম্মেলনে ভারতবর্ষের অবস্থা সম্পর্কে কোন গুরুত্বপূর্ণ উল্লেখ থাকিলে তাহা চাপিয়া দিবার জন্য বৃটিশ সরকার নাকি বৃটিশ সংবাদপত্রগুলির উপর চাপ দিয়াছেন। বলা বাহুল্য, মঃ মলোটভের এরূপ উক্তিতে আমরা উল্লাস প্রকাশ করিব না। উহাকে আপাততঃ আমরা শুভেচ্ছা ও মৌখিক সহানুভূতির বেশী মূল্য দিতে অপারগ। ইতিপূর্ব্বে বহুবার বহু ইঙ্গ-মার্কিন বিশিষ্ট ব্যক্তির মুখ হইতেও আমরা ভারতের স্বাধীনতা সম্পর্কে অনুরূপ শুভেচ্ছাসূচক উক্তি শুনিয়াছি। তাহাতে ভারতের স্বাধীনতার শুভ দিন একদিনও বেশী আগাইয়া আসে নাই। স্বার্থ-কণ্টকিত বাস্তবের কঠিন ভূমিতে স্পষ্টরূপ গ্রহণ না করা পর্য্যন্ত এই জাতীয় শুভেচ্ছা ও সহানুভূতিতে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ না করার তিক্ত অভিজ্ঞতাই আমরা অর্জ্জন করিয়াছি। তথাপি মঃ মলোটভের উক্তি একটি স্পষ্ট কারণে আমরা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য বলিয়া মনে করি। আজ পর্য্যন্ত বৃহৎ রাষ্ট্রগুলির কোনও পররাষ্ট্র-সচিব সরকারীভাবে

ইউনাইটেড
ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল
ব্যাঙ্ক লিমিটেড
স্থাপিত ১৯৪০
সিডিউলভুক্ত ব্যাঙ্ক
চেয়ারম্যান—শ্রীযুক্ত যদুনাথ রায়
সুবিধাজনক সর্ত্তে সাধারণ ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ করা হয়।
হেড অফিস—
৭, ওয়েলেসলী প্লেস, কলিকাতা
শাখাসমূহ—
বড়বাজার, শ্যামবাজার, হাটখোলা (কলিকাতা), ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, চাঁদপুর ও নয়মনসিংহ।
পে-অফিস: মিরকাদিম
জেনারেল ম্যানেজার:
এ চ্যাটার্জি, বি-কম, সি-এ, আই, আই, বি

Post Box 649 Telegram Bankenen
নিউ ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক
লিমিটেড
১৪, হেয়ার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
শাখাসমূহ:
রাঁচি, বিহার-শরিফ, লোহারডাগা, পুরুলিয়া, হাজারিবাগ ও ভাগলপুর
ফ্রেসার রোডে
পাটনা শাখা শীঘ্রই খোলা হইবে
মিঃ এস, আর, মুখার্জ্জি
জেনারেল ম্যানেজার।
মিঃ সি, গুহ
ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

ভারতবর্ষের স্বাধিকারের কথা ভুলেও উচ্চারণ করেন নাই। এই দিক দিয়া মিঃ মলোটভই সর্ব্বপ্রথম মুখ খুলিয়াছেন—মুখ খুলিয়াছেন সান্ ফ্রান্সিস্কোর আন্তর্জ্জাতিক দরবারে। এই গুরুত্বের জন্যই বোধ হয় শ্রীযুক্তা বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত সাংবাদিকদের এক ভোজ সভায় বলিয়াছেন, "ভারত সম্পর্কে মঃ মলোটভের উক্তি ভারতের স্বাধীনতার পক্ষে যে একটি জয়লাভ তাহাতে সন্দেহ নাই।" ইহাকে এখন মন্দের ভাল হিসাবে গ্রহণ করিয়া ভারত সম্পর্কে সোভিয়েট প্রতিনিধির শুভেচ্ছা সোভিয়েট গবর্ণমেণ্টের পরবর্ত্তী কার্য্যকলাপে বাস্তব ক্ষেত্রে আরও বেশী প্রকটিত না হওয়া পর্য্যন্ত আমরা উল্লাস প্রকাশ করিব না।

* * *

মঃ মলোটভ স্পষ্ট ভাষায় যাহা বলিয়াছেন, ভারতের প্রতিনিধিত্রয় অস্পষ্ট ভাষায়ও তাহা বলেন নাই, বলিবেনও না, বলিতে পারেনও না। তাঁহারা বরং প্রকারান্তরে উহার উল্টা কথাই বলিয়াছেন এবং বলিতে থাকিবেন। সান্ ফ্রান্সিস্কোতে পৌঁছিয়াই তাঁহারা ভারতের স্বার্থের বিরুদ্ধে প্রচারকার্য্য সুরু করিয়াছেন। স্যার ফিরোজ খাঁ নূন সেদিন মার্কিন বেতারে মহাত্মা গান্ধীকে জাপানের অনুরক্ত বলিয়া মসীলিপ্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন—হিন্দু-মুসলমান অনৈক্যের সাম্রাজ্যবাদী অজুহাতের পুনরাবৃত্তি করিয়া ভারতীয় কংগ্রেসের বিরুদ্ধে মনের সাধ মিটাইয়া ভদ্রভাবে গালিগালাজ করিয়াছেন। কিন্তু পাশাপাশি শ্রীযুক্তা বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত ও অন্যান্য জনকয়েক জাতীয়তাবাদী ভারতীয়ের পাল্টা অভিযানে উদ্যত হইয়া স্যার ফিরোজ খাঁ নূন তাঁহার ভদ্রতার মুখোস বেশীক্ষণ বজায় রাখিতে পারেন নাই। সঙ্গীন দ্বারা শাসিত ভারতের উপযুক্ত প্রতিনিধি শেষকালে বিপক্ষকে স্পষ্ট ভাষায় ভীতি প্রদর্শন করিয়াছেন। আজ ভারতবর্ষ স্বাধীন রাষ্ট্র থাকিলে জনস্বার্থের খাতিরে যাঁহাদের এখন কারাগারের বাহিরে রাখা নিরাপদ বলিয়া বিবেচিত হইত না, তাঁহারাই বিশ্ব সম্মেলনে ভারতের মুখপাত্র। এই একটি বিষয়ই সান্ ফ্রান্সিস্কো সম্মেলনের "বিশ্ব হিতায়" সঙ্কল্পের ব্যর্থতার পক্ষে যথেষ্ট প্রমাণ।

* * *

এই নৈরাশ্যের মধ্যে একমাত্র ভরসা হইতেছে শ্রীযুক্তা পণ্ডিত প্রমুখ ভারতীয়দের অক্লান্ত প্রচেষ্টা ও মার্কিন জনসাধারণের মধ্যে উহার ক্রমবর্দ্ধমান অনুকূল প্রতিক্রিয়া। শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত ভারত সম্পর্কে প্রকৃত তথ্য প্রচারে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন। তিনি বিশ্ব সম্মেলনে আগত বিভিন্ন দেশের সাংবাদিকদের সভায় ভারতের প্রকৃত অবস্থা বর্ণনা করিয়া ভারতের অধিকারের কথা ঘোষণা করিয়াছেন। মার্কিন বেতারের নিকট হইতে তিনি বক্তৃতা করার আমন্ত্রণ পাইয়াছেন, মার্কিন সংবাদপত্রে তাঁহার ছবি ও ভাষণ ছাপা হইতেছে। ইহাতে বৃটেনের ভাড়াটিয়া লোকজনের গাত্রদাহ উপস্থিত হইয়াছে। উপরোক্ত সাংবা সভায় সাংবাদিক না হইয়াও যে ব্যক্তিটি অ কার প্রবেশ করিয়া শ্রীযুক্তা পণ্ডিতের ভা সম্পর্কে সত্য উদ্ঘাটনের বক্তৃতায় বাধা সৃষ্টি করি চাহিয়া ধরা পড়িয়া অবমানিত হইয়া বাহির হ আসিতে বাধ্য হইয়াছিলেন সেই লোকটি ভা সরকারেরই কোন এক দপ্তরের ষ্টেনোগ্রাফ বলিয়া পরবর্ত্তী সংবাদে প্রকাশ পাইয়া ছাইচাপা সত্যের আগুন কিছুতেই চা রাখা সম্ভব হইতেছে না। আন্তর্জ্জাতিক মৈ যদি লক্ষ্য বলিয়া মানা যায়, তাহা হই বলিতে হইবে সান ফ্রান্সিস্কো সম্মেলন ব্যর্থ পর্য্যবসিত হইবার সকল লক্ষণ পরিস্ফুট। সেখ আজ প্রকৃত শান্তির ভিত্তি রচনার আশ ভরসার অভাব দেখা যাইতেছে। কিন্তু বি দেশের জনসাধারণ ক্রমেই শান্তির জন্য অধি লালায়িত হইয়া উঠিবে। সেই শান্তি ল সাধনায় ভারতের স্বাধীনতা যে এক অ হার্য্য অঙ্গ এই সত্য ক্রমেই প্রকট থাকিবে। তখন উদ্বুদ্ধ জনশক্তি ও হুঁসিয়ার শে শক্তির মধ্যে চূড়ান্ত বোঝাপড়া অবশ্যম্ভা শ্রীযুক্তা বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত প্রমুখ নেতৃস্থা ব্যক্তিগণ সেইপ্রকৃত শান্তি-সংগ্রামের পথই খো করিতেছেন। সান্ ফ্রান্সিসকো সম্মেল সম্ভাবিত ব্যর্থতার মধ্যে ইহাই একমাত্র আশ আলো।

নিরাপত্তা ও কার্য্যতৎপরতার জন্য

ইষ্টার্ণ ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিমিটেড

রেজিঃ অফিস—ঢাকা ঃঃ কলিকাতা অফিস—১৪, ক্লাইভ ষ্ট্রীট।

স্থাপিত—১৯২৮ ফোন : কলি:—৪৪০১

শাখাসমূহ
বরিশাল, তোলা, চট্টগ্রাম, নারায়ণগঞ্জ, গাইবান্ধা, শ্রীহট্ট ও সুনামগঞ্জ।

দক্ষিণ কলিকাতা অফিস—
৩৯।২-এফ, মনোহরপুকুর রোড।
(১নং হিন্দুস্থান পার্কের সম্মুখ)

আধুনিক সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।
বি, এম, ভট্টাচার্য্য—ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

উন্নতির পরিচয়

	১৯৪৩	১৯৪৪
নূতন বীমা	১২,০০,০০০৲	২৪,০০,০০০৲
ডিপোজিট	১,০০,০০০৲	২,০০,০০০৲
বীমা তহবিল	৬,০০০৲	৭২,০০০৲ (অডিট সাপেক্ষ)

বর্ত্তমান ডিপোজিট ৪,৫৩,০০০৲

হাওড়া ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ

চেয়ারম্যান—কর্ম্মবীর আলামোহন দাশ

৩০নং ষ্ট্র্যাণ্ড রোড, ঃঃ কলিকাতা।

ফোন—কলি : ৭৫৭

চেকের অভ্যাস

সকল রকম অভ্যাস অপেক্ষা অধিক লাভজনক

আজই হোক বা কালই হোক এরূপ অভ্যাস দ্বারা আপনার জীবন পরিচালিত করিতেই হইবে। সুতরাং আপনার সঞ্চিত অর্থ খুব অল্পই হউক আর বেশীই হউক, আজই এই অভ্যাস ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাঞ্জল চেকের সাহায্যে সুরু করুন

ক্যালকাটা

কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক লিমিটেড

১৫নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মিঃ এস, দত্ত
ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

জে, এন, সেন, বি-এ, এফ্ আর-ই-এস্
(লণ্ডন) জেনারেল ম্যানেজার।

খেয়ালীর খাতা

অবশেষে, অর্থাৎ প্রায় বছরখানেক লেখা-লেখির পরে, কলিকাতার অন্ধকার রাত্রির পালা শেষ হইল। ব্ল্যাক আউট তুলিয়া দেওয়া হইল। আরও ছয়মাস আগেও তুলিয়া দেওয়া যাইতে পারিত। যায় নাই শুধু সামরিক কর্তৃপক্ষের জন্য যাঁহারা মনে করিতেন বেসামরিক লোকের মোটর গাড়ীর হেডলাইট বা বাড়ীর জানালার ফাঁক দিয়া একটু আলোর রেখা বাহিরে পড়িলেই উপর হইতে দুমদাম করিয়া জাপানী বোমা বর্ষণের সম্ভাবনা। যাহা হউক, এতদিনে যে তাঁহাদের সুবুদ্ধি হইয়াছে, ইহাই যথেষ্ট। সহরের বাড়ীঘরগুলি একটু উজ্জ্বল হইয়াছে, যদিও রাস্তা-গুলি এখনও আলোকিত হইতে বাকী। প্রধান অন্তরায় ইলেক্‌ট্রিক বাল্‌বের। বাল্‌ব এদেশে যাহা তৈয়ার হয় তাহা পর্য্যাপ্ত নয়। বিদেশ হইতেও আমদানী নাই। তাহার উপরে আছে চুরি। কর্পোরেশন, মিউনিসিপ্যালিটি, রেল কোম্পানী সবাই বলিতেছেন রাস্তার বা গাড়ীর বালব চুরি হইয়া যাইতেছে এবং সেই অজুহাতে তাঁহারা রাস্তায় ও গাড়ীর কামরায় আলোর ব্যবস্থাই তুলিয়া দিয়াছেন। কিন্তু প্রশ্নটা এই যে, চুরি করিতেছে কাহারা এবং তাহাদের ধরিতেই বা পারা যাইতেছে না কেন? স্মরণ হইতেছে, বছরখানেক আগে নয়াদিল্লীর সহর কর্তৃপক্ষ বালব চুরি বন্ধ করিবার জন্য লাইট পোষ্টের মাথায় আলো না দিয়া লম্বা তারগুলির মাঝখানে আলো ঝুলাইয়া দিয়াছিলেন। ঐগুলি কেহ ছুইলেই বিদ্যুতের শক্ লাগিয়া তাহার মৃত্যু হইবে, কাজেই চোরেরা বালব খুলিয়া লইতে সাহস পাইবে না। কিন্তু চুরি বন্ধ হয় নাই এবং কিছুদিন পরে এক চোর হাতেনাতে ধরাও পড়িয়া গেল। চোর আর কেহই নহে, মিউনিসিপ্যালিটির আলোক বিভাগেরই একজন মিস্ত্রী। তাহার কাছে বিদ্যুত-নিরোধক যন্ত্রপাতি সবই আছে। খোলা তার হইতে বালব খুলিয়া লইতে তাহার শক্ লাগিবার আশঙ্কা নাই।

* * *

রেল কোম্পানীর বালব চুরি আরও বিশেষরূপে লক্ষ্য করিবার বিষয়। রেল কোম্পানী খবরের কাগজে যে বিজ্ঞাপন দিতেছেন তাহার পরিষ্কার অর্থটা দাঁড়ায় এই রকম :—"হে পাপিষ্ঠ যাত্রীদল! তোমরা রেলগাড়ীতে চাপিয়া নানা রকমভাবে আমাদের বিরক্ত করিতেছ। আমরা যুদ্ধের কাজে ব্যস্ত, এসময় তোমাদের রেলে চাপিবার সখ কেন? যাহা হউক, আমরা নেহাৎ ভালো মানুষ বলিয়াই এখন পর্য্যন্ত তোমাদের গাড়ী চাপিতে দিতেছি। সুতরাং দেড়া মাশুলে টিকিট কিনিয়া এক এক কামরায় গরু ভেড়ার মতো বোঝাই হইয়া যে যাইতে পারিতেছ এই জন্যই কৃতজ্ঞ থাকিবে। গাড়ীতে আলোর কথা আর তুলিতে যাইও না। তোমরাই বালব চুরি করিতেছ, কাজেই তোমরা অন্ধকারে থাকিতে বাধ্য। ইচ্ছা হয় নিজের নিজের টর্চ্চ লাইট লইয়া চলিতে পার। আমরা বাধা দিব না।" জবাবে অবশ্য আপনি বলিতে পারেন—অবশ্য মনে মনে, প্রকাশ্যে বলিলে ডিফেন্স অব ইণ্ডিয়া এ্যাক্টে পড়িবেন!—"বাপু হে রেলের, ট্যাক্স দিতেছি আমরা, খরচ যোগাইতেছি আমরা। যুদ্ধের কাজ করিবার আগে কি আমাদের মত লইয়াছিলে? ব্রিটেন যুদ্ধ ঘোষণা করিবার সঙ্গে সঙ্গেই এক কলমের খোঁচায় তোমরাও যুদ্ধে যোগ দিয়া বসিলে। আমাদের কি একবার জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে? ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদের অনুমতি লইয়াছিলে? ব্রিটেনের স্বার্থ বজায় রাখিতে যুদ্ধে নামিয়াছ, ব্রিটেন হইতে গাড়ী, ইঞ্জিন, লাইন আনিয়া যুদ্ধের কাজ কর না কেন? আমরা কেন দুর্ভোগ ভুগিব?"

* * *

সে জবাবও না হয় থাকুক। কিন্তু হাত-পা ভাঙ্গিয়া দম বন্ধ হইয়া মরমর অবস্থায় রেলে চাপিতে বাধ্য তো করিয়াছই। তাহার উপর আবার চুরির অপবাদ দিতেছ কেন? আমরা—রেলযাত্রীরা—রেলের বালব সরাইতেছি এই মিথ্যা প্রচারকার্য্যের মানে কি? প্রথমতঃ রেলের বালবগুলি অত্যন্ত কম ভোল্টেজের। তাহা সাধারণ বাড়ীঘরের আলো হিসাবে ব্যবহার করা যায় না, সুতরাং সাধারণ লোকের কাছে ঐ বালবের কোন প্রয়োজন থাকিতেই পারে না। দ্বিতীয়তঃ যাত্রীরা বালব রেল গাড়ী হইতে খুলিবে কেমন করিয়া? রেল যখন চলিতে থাকে তখন গাড়ীতে যাত্রী বোঝাই। কোন লোকের ইচ্ছা থাকিলেও সেখানে বালব চুরির উপায় নাই। রেলওয়ে ইয়ার্ডগুলি যথারীতি সুরক্ষিত এবং সেখানে পাহারার ব্যবস্থাও আছে বলিয়াই আমরা শুনিতে পাই। সাধারণ লোকের পক্ষে সেথান হইতে বালব চুরি করা কি ভাবে সম্ভব? সুতরাং রেলের একদল অসাধু কর্ম্মচারীরাই বালব চুরি করিতেছে একথা মনে করিলে অন্যায় হইবে না। সেদিন খবরের কাগজে একটি সংবাদ দেখিয়া আনন্দিত হইলাম। লক্ষ্ণৌর এক ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে রেলের দুইজন ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের কর্ম্মচারী রেলগাড়ীর কামরা হইতে 'ফিটিংস্' (কব্জা, ছিটকিনী, জামাকাপড় রাখিবার ব্র্যাকেট ইত্যাদি) চুরি করিবার অপরাধে দণ্ডিত হইয়াছে। দেখা যাইতেছে আমাদের অনুমানগুলি ভিত্তিহীন নয়। ফিটিংস আর বালব জিনিষ আলাদা ও দামে তফাৎ হইতে পারে। কিন্তু চুরির পক্ষে দুইই সমান লোভনীয়। বালব বরং বেশী, কারণ কিছুদিন পূর্ব্বেও বাজারে বালবের দাম শুনিলে চক্ষে আলোর পরিবর্ত্তে অন্ধকার দেখিতে হইত!

* * *

বোম্বের একটি ও লক্ষ্ণৌর একটি পত্রিকায় দুর্ভিক্ষ তদন্ত কমিটির রিপোর্টের সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম প্রকাশিত হইয়াছে। কমিটি বাংলার দুর্ভিক্ষের জন্য প্রাদেশিক সরকার, কেন্দ্রীয় সরকার ও বাংলার জনসাধারণ সকলকেই দায়ী করিয়াছেন। অবশ্য এই রকম পাইকারী দোষারোপের সুবিধা এই যে, তাহাতে আসল দোষীর দোষটা তেমন বড় করিয়া আর চোখে পড়ে না। সুতরাং উহা কতটা ইচ্ছাকৃত তাহা বলা কঠিন। কারণ কমিটি জনসাধারণের মধ্যে একশ্রেণীর লোকের 'greed' ও "enormous profit"-এর কথাটাই কেবল বলিয়াছেন। বাংলা দেশের

টেলিগ্রাম—"আর্থিক মান" পোঃ বক্স কেল—৬৫৯

প্রগতিশীল জাতীয় আর্থিক প্রতিষ্ঠান

ব্যাঙ্ক অব কামরূপ লিঃ

হেড অফিস : ৭নং সোয়ালো লেন, কলিকাতা

ম্যানেজিং ডাইরেক্টর—শ্রীঅমলেন্দু বাগচী

স্থাপিত—১৯৩১ ফোন : ক্যাল ৪৫৪৯

ভাগীরথী ব্যাঙ্কিং এণ্ড হাউসিং

কোম্পানী লিমিটেড্

রেজিষ্টার্ড অফিস—১৫, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

চল্‌তি হিসাবের সুদ ... ½%

সেভিংস্ আমানতের সুদ ... ২%

গত ৫ই মার্চ্চ, দক্ষিণ কলিকাতা শাখা, ৮৬এ রাসবিহারী এভিনিউস্থিত ভবনে খোলা হইয়াছে।

অনুমোদিত জামিনে ব্যবসায়িগণকে টাকা ধার দেওয়া হয়।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—মিঃ এস্ এম্ ব্যানার্জ্জি

বাংলার প্রাচীনতম জাতীয় প্রতিষ্ঠান

স্থাপিত **মহালক্ষ্মী ব্যাঙ্ক লিঃ** ১৯১০ ইং

হেড অফিস : ১৫, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা ফোন কলি: ৪৭১৯

সিডিউল্ড ব্যাঙ্ক

ইহার পশ্চাতে রহিয়াছে ৩৩ বৎসরের জনসেবা; অভিজ্ঞ ও লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যবসায়িবর্গের সুপরিচালনায় গড়িয়া উঠিয়াছে ইহার প্রচুর সম্পদ, তাই ইহা আজ সুদৃঢ় আর্থিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত একান্ত নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।

শাখা অফিস :—পাটনা, বেনারস, মাদ্রাজ, বড়বাজার (কলি:), ভবানীপুর (কলি:), বেলিয়াঘাটা (কলি:), ঢাকা, টাঙ্গাইল, চট্টগ্রাম, মাণিকগঞ্জ, বরিশাল, পাবনা, নাটোর, নবদ্বীপ, কৃষ্ণনগর, তমলুক, শিলচর, শান্তিপুর, মহিষাদল, বঢ়, লক্ষ্ণৌ, টি নগর (মাদ্রাজ), মেদিনীপুর।

আমানতের হার ও সর্ত্তাদি সুবিধাজনক।

ব্যবসায়ীদিগকে সর্ব্বপ্রকার সুবিধা দেওয়া হয়।

ম্যানেজিং ডাইরেক্টর : জি সি পাল, বি এল

জনসাধারণের এক বৃহৎ অংশ অর্থ দিয়া, খাদ্য দিয়া, সেবা দিয়া, পরিচর্য্যা দিয়া অগণিত নরনারীর প্রাণ রক্ষা করিয়াছে। কিন্তু তাহাদের প্রশংসা করিয়া একটি কথাও উডহেড কমিশন বলেন নাই। যখন অনেক গভর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারী, অনেক সরকারী অনুগৃহীত ব্যক্তি 'greed' এবং 'enormous' profit-এর তাড়নায় মনুষ্যত্ব বিসর্জ্জন দিয়া দুই হাতে টাকা লুটিয়াছে তখন সাধারণ স্বল্পবিত্ত লোকেরা নিজেদের ক্ষুধার অন্ন হইতে এক ভাগ দুর্ভিক্ষপীড়িতদের জন্য স্বেচ্ছায় ত্যাগ করিয়াছে। ফ্রি কিচেনগুলি সুরু হইবার আগে সামান্য 'ফেন' দিয়া হইলেও পাড়ায় পাড়ায় বুভুক্ষুদের প্রাণরক্ষা যাহারা করিয়াছে তাহারা বাংলার বে-সরকারী জনসাধারণ ; অন্য কেহ নয়।

* * *

কমিশনের একটি মন্তব্য বিশেষ লক্ষ্য করিবার যোগ্য। "Govt of India sent large supplies of wheat and rice to Bengal during the last five months of 1943. But it was not till the end of October when H. E. the Viceroy, Lord Wavell, visited Bengal, as his first duty on taking office, that adequate arrangements were made to ensure that these suppleis were properly distributed." ইহা হইতে একথা অনুমান করা যাইতে পারে যে, পূর্ব্ববর্ত্তী বড়লাট-লর্ড লিনলিথগো দুর্ভিক্ষ নিবারণের জন্য কিছু তো করেনই নাই, দুর্ভিক্ষের সবচেয়ে মারাত্মক সময়ে বাহির হইতে যে খাদ্য পাঠানো হইয়াছে তাহা যাহাতে ঠিকমত জায়গায় পৌঁছিতে পারে, দুর্ভিক্ষক্লিষ্টেরা পাইতে পারে তাহারও ব্যবস্থা করেন নাই। এই প্রসঙ্গে একটি ঘটনা মনে পড়িতেছে জুলাই মাসের প্রথম দিকে আমার একজন বিশিষ্ট বন্ধু লর্ড লিনলিথগোকে একটি ব্যক্তিগত চিঠি লেখেন। তাহাতে তিনি দুর্ভিক্ষের ভয়াবহ অবস্থার কথা উল্লেখ করিয়া লিনলিথগোকে অনুরোধ করেন, তিনি যেন অবশ্য একবার বাংলা দেশে আসিয়া অবস্থাটা দেখিয়া যান, তাহাতে লোকের মনে কিছুটা আস্থা ফিরিয়া আসিবে, সরকারী কর্ম্মচারীরা একটু তৎপর হইবে, নিরন্ন নরনারীর দুঃখের কিছুটা লাঘব হইবে। আমার বন্ধুটি বাংলা দেশের একজন খ্যাতিসম্পন্ন ব্যক্তি এবং লর্ড লিনলিথগোর সহিত এককালে তাঁহার যথেষ্ট সম্প্রীতি ছিল। সুতরাং তাঁহার আশা ছিল বড়লাট তাঁহার চিঠিতে অবস্থার গুরুত্ব কিছুটা বুঝিতে পারিবেন। উত্তরে লর্ড লিনলিথগো যাহা লিখিয়াছিলেন তাহা দেখিয়াছিলাম। ভাষাটা পুরাপুরি মনে নাই। অর্থটা এই যে, তিনি শীঘ্রই ভারতবর্ষ ত্যাগ করিতেছেন। সুতরাং 'প্যাকিং' অর্থাৎ জিনিষপত্র বাঁধাছাঁদা লইয়া এখন বড় ব্যস্ত আছেন ; কাজেই বাংলা দেশে যাওয়া এখন সম্ভব নয়। পত্র-লেখক ভদ্রলোক উডহেড কমিশনের কাছে সাক্ষ্য দিয়াছিলেন, কিন্তু ঐ চিঠিখানা কমিশনের সদস্যদের দেখাইয়াছিলেন কি না জানি না।

* * *

স্বর্গগত প্রফুল্লচন্দ্র সরকারের নামে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সাংবাদিকতা শিক্ষার একটি 'চেয়ার' স্থাপনের জন্য 'আনন্দবাজার' ও 'হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ডের' পক্ষ হইতে টাকা দেওয়া হইবে। খবরটি সুসংবাদ। প্রফুল্লচন্দ্র 'আনন্দবাজারের' শুধু সম্পাদক ছিলেন না, অন্যতম মালিকও ছিলেন। কাজেই তাঁহার স্মৃতিরক্ষার জন্য 'আনন্দবাজার পত্রিকা' কর্ত্তৃপক্ষের এই উদ্যোগ প্রশংসনীয়। স্বর্গীয় রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের স্মৃতিরক্ষার্থেও অনুরূপ ব্যবস্থা করা হইবে বলিয়া শুনিয়াছিলাম। তাহার কতদূর কি হইল জানি না। ভারতীয় সংবাদপত্র সেবী সঙ্ঘ এজন্য অর্থ সংগ্রহের চেষ্টা করিবেন বলিয়া ইহার আগে সংবাদ পাইয়াছিলাম। কিন্তু আমার নিজের ধারণা এই যে, এ-সকল ব্যাপারে জন কয়েক ধনশালী লোকের সহৃদয়তা ব্যতীত সর্ব্বসাধারণের নিকট হইতে চাঁদা তুলিয়া অর্থ সংগ্রহে অনেক বিলম্ব হয়। ইহা দ্বারা মৃত মহাত্মার প্রতি জনসাধারণের শ্রদ্ধা বা প্রীতির অল্পতা প্রমাণ হয় না। বাংলা দেশে লোকের সৎ কাজ করিবার আকাঙ্ক্ষার অভাব নাই, কিন্তু সামর্থ্যের অভাব আছে। যতখানি সাধ ততখানি সাধ্য নাই। কাজেই যাহারা যথার্থ সক্ষম তাহাদেরই আর্থিক দায়িত্বের বেশীর ভাগ বহন করিতে হয়। রামানন্দ বাবুর অনুরাগী বন্ধুদের মধ্যে অনেকেই বিত্তবান, তাঁহার পুত্র এবং জামাতারাও নিতান্ত অর্থহীন নহেন। সুতরাং তাঁহারা যদি প্রথমে মোটা টাকা দান করিয়া স্মৃতি তহবিলকে সাহায্য করেন, তবে ছোট ছোট দানের দ্বারা বাকী অর্থ অল্প সময়েই সংগৃহীত হইতে পারে।

* * *

কলিকাতায় কলেরার আক্রমণ ব্যাপক হইয়া দেখা দিয়াছে। কলেরা দমনের জন্য কর্পোরেশান ও গভর্ণমেণ্ট উভয়েই কতকগুলি পন্থা অবলম্বন করিয়াছেন। কলেরা প্রতিষেধক ইনজেকশান দেওয়া হইতেছে, বাজারের পচা মাছ, ফলমূল ফেলিয়া দেওয়া হইতেছে, ইত্যাদি, ইত্যাদি। ভারত গভর্ণমেণ্ট কর্ণেল বজমেনকে কলিকাতা পাঠাইয়াছেন। সবই ভালো কথা। কিন্তু মনে স্বভাবতঃই প্রশ্ন জাগে, এ সকল সতর্কতা ও উদ্যোগ-আয়োজন এতদিন ছিল কোথায়? রাস্তার পাশে ডাষ্টবিনের স্তূপীকৃত আবর্জ্জনার ধারে খাবার, কাটা পেঁপে বা তরমুজ বিক্রয়, ফুটপাথে প্যাকিং বাক্সের উপর চায়ের ও সরবতের দোকান বসে একথা কি 'ষ্টেটসম্যান' কাগজে ছবি বাহির হওয়ার আগে গভর্ণমেণ্টের চোখে পড়ে নাই? বাজারে পচা মাছ, খাবারের দোকানে ভেজাল খাবার বিক্রয় হয় ইহা কি গভর্ণমেণ্ট ও কর্পোরেশান আজ সর্ব্বপ্রথম জানিতে পারিলেন? বছরখানেক আগে কালকা হইতে সিমলা যাইতেছিলাম। ভারতবর্ষের জনস্বাস্থ্য সম্পর্কে গাড়ীর অপর সহযাত্রীটির সঙ্গে আলাপ হইতেছিল। তিনি বলিলেন, "In this wretched country public health service is regarded as somewhat akin to the fire fighting engine. It is useful only when the house is actually on fire, not before." অনুমান করুন তো সহযাত্রীটি কে? কংগ্রেসী নেতা, উহুঃ। খবরের কাগজের সম্পাদক? না। দায়িত্বজ্ঞানহীন সমালোচক? না, তাহাও নহে। তিনি Leut. General Jolly.—ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল সার্ভিসের ভূতপূর্ব্ব ডিরেক্টার জেনারেল।

—খেয়ালী

দি ক্রিসেণ্ট

কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক অফ্ ইণ্ডিয়া লিমিটেড

হেড অফিস—৫৭, রাধাবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর :—মিঃ বি. নারায়ণ চৌধুরী

দি কুমিল্লা ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিঃ

রেজিষ্টার্ড অফিস—৪, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। স্থাপিত—১৯২২

আমানত	প্রায়	৯,০০,০০,০০০৲ টাকা
কার্য্যকরী মূলধন	”	১০,০০,০০,০০০৲ ”

কলিকাতা অফিস—৪, ক্লাইভ, ১৩৯ বি রসা রোড, ২২৫ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, ৯৯এ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট।

দালাল ষ্ট্রীট, ফোর্ট বম্বে, লেণ্টিন্ চেম্বার্সে

১০ই এপ্রিল বোম্বাই শাখা খোলা হইয়াছে।

লণ্ডন এজেণ্ট—বারক্লেজ ব্যাঙ্ক লিমিটেড

আমেরিকা এজেণ্ট—গ্যারাণ্টি ট্রাষ্ট কোং অফ নিউ ইয়র্ক

অষ্ট্রেলিয়া এজেণ্ট—ব্যাঙ্ক অফ নিউ সাউথ ওয়েলস্, সিডনি।

মধ্য প্রাচ্য এজেণ্ট—বারক্লেজ ব্যাঙ্ক (ডোমিনিয়ন, কলোনিয়্যাল এবং ওভারসীজ)

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—ডাঃ এস বি দত্ত, এম-এ, বি-এল, পি-এইচ-ডি (ইকন) লণ্ডন, বার-এ্যাট-ল

ইষ্টার্ণ ট্রেডার্স ব্যাঙ্ক লিঃ

স্থাপিত :—১৯২১ টেলিগ্রাম :—বার্টার

হেড অফিস :—৮৪নং আশুতোষ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা

ফোন সাউথ—২০০

কলিকাতা প্রধান শাখা—৯৭নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট। ফোন : কলি ৪১৭৩

অন্যান্য শাখা অফিস

কলিকাতা—বালীগঞ্জ, ভবানীপুর, শ্যামবাজার, এন্টালী, বড়বাজার (১১৮নংক্রস ষ্ট্রীট)

বাংলা প্রদেশ—হাওড়া, চট্টগ্রাম, ফেণী, নোয়াখালী, চাঁদপুর, পুরাণবাজার, চৌমুহনী, দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও, পটুয়াটুলী, নবাবপুর (ঢাকা), নারায়ণগঞ্জ।

বিহার প্রদেশ—পাটনা, আরা, পুর্ণিয়া, রাঁচী, মজঃফরপুর, পাটনা সিটি এবং ভাগলপুর।

দারভাঙ্গা শাখা ২০শে এপ্রিল খোলা হইয়াছে।

এলাহাবাদ শাখা ৮৮নং জিরো রোডে শীঘ্রই খোলা হইবে।

শতকরা ৮৲ হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইতেছে।

সেক্রেটারী—
টি মজুমদার

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—
মিঃ এম কে গুহ

আর্থিক দুনিয়ার খবরাখবর

কলিকাতায় দুগ্ধবতী গাভী ও মহিষ আমদানী—গত ৩০শে এপ্রিল যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে ঐ সপ্তাহে মোট ৫৭টি দুগ্ধবতী গাভী কলিকাতায় আমদানী করা হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। উহাদের মধ্যে ২৪টি পাঞ্জাব হইতে এবং বাকীগুলি অন্যান্য প্রদেশ হইতে আমদানী করা হইয়াছে। ঐ সপ্তাহে পাঞ্জাব হইতে নাকি ১৩৫টি মহিষও আমদানী করা হইয়াছে। গাভীগুলির প্রত্যেকটির মূল্য ৪২৫৲ টাকা হইতে ৫৩৬৲ টাকার মধ্যে এবং প্রতি মহিষের মূল্য ৫২০৲ টাকা হইতে ৭০০৲ টাকার মধ্যে। প্রতি গাভীর দৈনিক দুগ্ধের পরিমাণ ৬ হইতে ৮ সের ও প্রতি মহিষের দৈনিক দুগ্ধের পরিমাণ ১০ হইতে ১২ সের।

ডাঃ পি জে টমাস—মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতিশাস্ত্রে ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক এবং বর্ত্তমানে ভারত সরকারের আর্থিক বিভাগের (ফিনান্স ডিপার্টমেণ্ট) রিসার্চ্চ অফিসার ডাঃ পি জে টমাস ভারতীয় প্রতিনিধিদলের আর্থিক উপদেষ্টা হিসাবে সান ফ্রান্সিস্কো রওনা হইয়াছেন।

ভারতীয় শিল্পপতিদের বিদেশ যাত্রা—প্রকাশ যে, ভারতীয় শিল্পপতিদের যুক্তরাজ্য এবং যুক্তরাষ্ট্র সফর সম্পর্কে সমস্ত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা সমাপ্ত হইয়াছে। ইহা নাকি একরূপ নিশ্চিত যে, ঐ দল দুই ভাগে ভারত ত্যাগ করিবেন। প্রথম দলে থাকিবেন মিঃ জে আর ডি টাটা, মিঃ এ ডি শ্রফ ও স্যার জাহাঙ্গীর গান্ধী—ইঁহারা সকলেই মেসার্স টাটা সন্স-এর দলভুক্ত। ইঁহারা ৯ই মে বোম্বাই ত্যাগ করিবেন এবং সমস্ত দলের সরকার মনোনীত সম্পাদক মিঃ ডি এল মজুমদার আই সি এস এই সঙ্গে যাইবেন। দলের অবশিষ্ট সদস্যগণ—স্যার সুলতান চিনয়, মিঃ জি ডি বিরলা, মিঃ এন আর সরকার, মিঃ এম এ ইস্পাহানী, মিঃ আজব সিং, মিঃ মির লাইক আলী ও মিঃ সৈয়দ মস্তাব আলী—প্রথম দল রওনা হইবার সপ্তাহ খানেক পর যাত্রা করিবেন বলিয়া জানা গিয়াছে। মিঃ কস্তুর ভাই লালা ভাই বর্ত্তমানে ওয়াশিংটনে আছেন; তিনি অন্যান্য সদস্যদের সঙ্গে লণ্ডনে মিলিত হইবেন। আরও জানা গিয়াছে যে, এই দল কেন্দ্রীয় সরকার কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হইলেও সদস্যগণ নিজেদের পথ ব্যয় নিজেরাই বহন করিবেন।

যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য জাহাজ বিক্রী—রয়টারের এক সংবাদে প্রকাশ যে, শান্তি স্থাপিত হইবার পর যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার প্রায় ১৭৩ কোটী ডলার মূল্যের কতকগুলি জাহাজ (যাহাদের মোট টনেজ ৫ কোটী ৮০ লক্ষ টন) ন্যায়সঙ্গতভাবে বিভিন্ন দেশের কাছে বিক্রয় করিবার পরিকল্পনা করিতেছেন। হাউস অব রিপ্রেজেণ্টেটিভস্-এর বাণিজ্য জাহাজ সম্পর্কীয় সমিতি উক্ত জাহাজ বিক্রয় সম্পর্কে একটি বিল আলোচনা করিতেছেন।

শ্রীযুক্ত এ কে চন্দ—মিঃ কে জ্যাকেরিয়ার স্থলে প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীযুত এ কে চন্দ বাংলা গবর্ণমেণ্টের শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টর নিযুক্ত হইয়াছেন। আগামী ১৩ই মে হইতে মিঃ জ্যাকেরিয়া ছুটিতে যাইবেন।

সরকারী কর্ম্মচারীদের শাস্তি—গত ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত বর্ত্তমান বৎসরের ৩ মাসে দেশরক্ষা, সরবরাহ ও রেলওয়ে বিভাগের কর্ম্মচারীদের উৎকোচ গ্রহণ, অসাধুতা ও তহবিল তছরূপের ৫৬টি অভিযোগ হস্তগত হইয়াছে। ফলে ৮ জন গেজেটেড ও কমিশনপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী অভিযুক্ত হইয়াছেন। স্পেশ্যাল পুলিশ বিভাগ এই ৫৬টি লইয়া মোট ৭৬৯টি এ জাতীয় ব্যাপার উদ্ঘাটিত করিয়াছে। এই তিন মাসে যে অভিযোগগুলির বিচার হইয়া গিয়াছে, তাহাতে মোট ২৯ জন দণ্ডিত হইয়াছে। ৩ জন সরকারী কর্ম্মচারী বরখাস্ত হইয়াছেন এবং আরও ১০ জন যথাযোগ্য শাস্তি লাভ করিয়াছেন। উহাদের মধ্যে যে মামলাগুলির আপীল হাইকোর্ট বা ফেডারেল কোর্টে গিয়াছিল, তাহাদের ১০টি বাতিল হইয়া গিয়াছে এবং ৮টি মামলায় নিম্নতম কোর্টের সিদ্ধান্ত বহাল রহিয়াছে। নিম্নতম আদালতের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১ জন কনট্রাক্টর ৩ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড ও ১ লক্ষ টাকা অর্থ দণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিল।

শ্রমিকদের শিক্ষার ব্যবস্থা—কৃষক প্রজা সমিতির তত্ত্বাবধানে শ্রমিকদিগকে শিক্ষা দিবার জন্য একটি গ্রীষ্মকালীন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে। ফরিদপুরে ১লা জুন হইতে ১০ই জুন পর্য্যন্ত এই বিদ্যালয়ে শিক্ষা দেওয়া হইবে। স্বামী সহজানন্দ সরস্বতী, মিঃ সামসুদ্দীন আমেদ, অধ্যাপক হেম রায়, অধ্যাপক নির্ম্মল ভট্টাচার্য্য, অধ্যাপক ত্রিপুরারি চক্রবর্ত্তী, মিঃ আবদুল মালেক, নবাবজাদা হাসান আলী চৌধুরী, অধ্যাপক হুমায়ুন কবীর এবং আরও অনেকে বিভিন্ন বিষয়ে অধ্যাপনা করিবেন। দশ দিন পর পরীক্ষা গৃহীত হইলে শ্রমিকদিগকে সার্টিফিকেট দেওয়া হইবে।

সরকারী অফিসের কার্য্যকাল—৭ই মে সোমবার হইতে কলিকাতায় গবর্ণমেণ্ট অফিসসমূহে সকাল সাড়ে দশ ঘটিকা হইতে বৈকাল সাড়ে পাঁচ ঘটিকা পর্য্যন্ত কাজ চলিবে।

ভারতে বিদ্যুৎ সরবরাহের উন্নতি—প্রকাশ, ভারত গবর্ণমেণ্ট বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নতি সাধনকল্পে নাকি নূতন আইন জারী করিবেন। প্রস্তাবিত আইন দ্বারা প্রচলিত বিদ্যুৎ সরবরাহ সম্পর্কিত আইনের ত্রুটিবিচ্যুতি দূর করা হইবে, আর প্রয়োজন বুঝিলে বে-সরকারী প্রতিষ্ঠানের হাত হইতে বিদ্যুত সরবরাহের ভার সরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের উপর অর্পিত হইবে বলিয়া প্রকাশ। এই সম্পর্কে আরও প্রকাশ, লণ্ডনের কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎ সরবরাহ বোর্ডের ডেপুটি কমার্শিয়াল ম্যানেজার মিঃ গুবিনস উক্ত আইনের খসড়া প্রস্তুত করিবার জন্য ভারত গবর্ণমেণ্টের শ্রমবিভাগে নিযুক্ত হইয়াছেন।

ভারতীয় ষ্ট্যাটিস্‌টিক্যাল ইনষ্টিটিউট—গত ২৬শে এপ্রিল অপরাহ্ণে কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজস্থিত ষ্ট্যাটিস্‌টিক্যাল লেবরেটরীতে ভারতীয় ষ্ট্যাটিসটিক্যাল ইনষ্টিটিউটের ত্রয়োদশ বার্ষিক সাধারণ সভার অধিবেশন হইয়াছে। ইনষ্টিটিউটের সহ-সভাপতি স্যার সি ভি রামণ সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভায় ১৯৪৫-৪৬ সালের জন্য কর্ম্ম কর্ত্তা নির্ব্বাচন করা হয়। পূর্ব্বাপূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় আলোচ্য বৎসরেও ভারতীয় ষ্ট্যাটিস্‌টিক্যাল ইনষ্টিটিউট তথ্যমূলক এবং ব্যবহারিক গবেষণার বিভিন্ন বিষয়ে এবং বিভিন্ন প্রকারের ষ্ট্যাটিস্‌টিক্যাল সার্ভে প্রভৃতি বহু ফলপ্রসূ কার্য্যকলাপ করিয়াছেন। ইহার মধ্যে বাংলা ও বিহারের কোন্ জমিতে কি শস্য উৎপন্ন হয়, তাহার তথ্যানুসন্ধান, জনসংখ্যা সম্পর্কিত কার্য্য, বাংলার দুর্গত পল্লীগুলি সম্বন্ধে এবং রাস্তার উন্নতি বিধান সংক্রান্ত বিষয়ের অনুসন্ধান প্রভৃতি কার্য্যাবলীর কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এতদ্ব্যতীত উক্ত ইনষ্টিটিউট এবিষয়ে বাংলার বিগত দুর্ভিক্ষ সংক্রান্ত তথ্যানুসন্ধান করিয়া দুর্ভিক্ষ তদন্ত কমিশনের নিকট একটি মন্তব্য দাখিল করেন। পূর্ব্বাপূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় আলোচ্য বৎসরেও বহু সরকারী অফিসার ও বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের এবং

আত্মকথা

সেদিনের কথা আজও ভুলি নাই—কখনও ভুলিব কি না জানি না! কিন্তু এই বিশ্ব-চরাচরে, মানুষের ইতিহাসে এমন কত কি নিত্য ঘটিতেছে—কে তাহার হিসাব রাখে! সৃষ্টির দুর্নিবার স্রোতের টানে ভাসিয়া চলিয়াছি, তাহাতে কত আলো-ছায়ার খেলা, কত হাসি-কান্না, বিরহ-মিলন, আশা-নিরাশার রহস্য-রসিকতা—কে তাহার হিসাব রাখে? আমারই ঘরে জীবনের নিত্য কত কোলাহল, জীবনের কত মধু-সঞ্চয়ন, গরল-পান; আমার কনিষ্ঠা কন্যাটি হাসিমুখে কতদিন দুই চোখে অশ্রু ভরিয়া ফিরিয়া গিয়াছে—আজ তাহা মনেও নাই। বহুদূরে পল্লীপ্রান্তের ছায়া-ঘেরা ছোট্ট গৃহ-কোণের কী সে ইতিহাস,—তাহার কত উৎসব-রাত্রি ধূসর মলিন হইয়াছে, সন্ধ্যাদীপ না জ্বালাইতে নিভিয়া গিয়াছে, পরম প্রিয়জনের আলিঙ্গন-মুহূর্ত্ত শিথিল হইয়াছে—আমি তাহার কি জানি—জানিব কেমন করিয়া? আমারই জীবনের ঘাটে ঘাটে কত বিচিত্র বেচাকেনা, কত আনাগোনা! আমি আপনাতে বিভোর; স্বপ্ন-জাগরণে জীবনের এক একটি অধ্যায় বিবর্ত্তিত হইতেছে।

তবুও আমি একবার জাগিয়াছিলাম—বোধ হয় সকলেই জাগে। একদা জীবনের বিচিত্র অধ্যায়ের কোন পরিচ্ছেদে যাহা ঘটিয়াছিল, বহু-বিস্মৃত কাহিনীর অনুগত তাহা হয় নাই। তাই বলিতেছিলাম—সেদিনের কথা আজও ভুলি নাই। সেদিন জগৎ-সংসারের নিভৃত নিরালায় দুইটি নরনারী জীবনের যে কাহিনী রচনা করিয়াছিল সেই কাহিনী নূতন নয়—কোনো কালে পুরাতনও হইবার নয়। কিন্তু এই আত্মসর্ব্বস্ব মানুষ ক্ষণিকের জন্য কেমন করিয়া আত্মবিস্মৃত হইয়াছিল সেই কাহিনীতে কাহার কি লাভ জানি না—তাহা আমার আত্মকথা।

সুমনাকে চিনিতাম—হয়তো ভালও লাগিত। তাহার ডাগর আঁখি দুইটির ভাষা বুঝিতাম না—কিন্তু এক অব্যক্ত আকর্ষণ অনুভব করিতাম; তাহার হাসিতে মুগ্ধ হইতাম, তাহার আকুল কুন্তল চোখে স্বপ্নের অঞ্জন পরাইয়া দিত। কতকাল সেই কৈশোর কাটিয়া গেছে; অতীত বহুকাল নিদ্রিত, বর্ত্তমান অতি জাগ্রত; যৌবনের পথ-প্রান্তে দাঁড়াইয়া কৈশোরের কত স্বপ্ন অর্থহীন মনে হয়। সেদিনের কত নিভৃত কূজন আজ প্রলাপ বলিয়া ভুল করি; বহু পুরাতনকে ভুলিয়াছি—সুনন্দাও অতীত, বুঝি স্মৃতিতেও তাহার স্থান নাই।

* * *

বহুকাল কাটিয়া গিয়াছে। সেদিন বৈশাখের দ্বিপ্রহর—বাহিরে আলোর খেলা ও হাওয়ার মাতামাতি। গাড়ী হইতে নামিয়া দেখিলাম আলো-বাতাসহীন প্রেতপুরী—নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে মানুষের দৃষ্টি প্রতিহত—যেন এখানেই পৃথিবীর সীমা শেষ হইয়াছে।...শরীর আবক্ষ আবৃত, চক্ষু দুইটি মুদ্রিত, শয়ন-শিয়রে প্রদীপ জ্বলিতেছে। সম্মুখে দাঁড়াইলাম। হঠাৎ পায়ের শব্দে চক্ষু খুলিতেই চমকিয়া উঠিলাম—নিদ্রিত অতীত মুহূর্ত্তে জাগিয়া উঠিল। পাণ্ডুর অধরের কোণে রক্তের রেখা। সকলই বুঝিলাম। তার পর কয়েকটি কথা—'আমি চলিলাম, তাঁহাকে দেখিও।' বলিতে ভুলিয়াছি আমি ডাক্তার।

দুই মাস পরে। সেদিন অন্ধকারের গহ্বর হইতে যাহাকে কুড়াইয়া আনিয়াছিলাম—কঙ্কাল-জীর্ণ দেহ, চোখে মৃত্যুর ছায়া, হাসিতে রক্তের ঝলক—আজ ওই দেহ কি অপরূপ, আঁখি দুইটিতে কি গভীর মায়ানীলাঞ্জন। জয়-পরাজয়ের কি বিচিত্র ইতিহাস!

ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম নিরঞ্জন অদূরে টেবিলের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া বসিয়া আছে—যেন গভীর ধ্যানস্থ! পিঠে হাত রাখিতেই বলিয়া উঠিল—"ভাবছি আমার জীবনদাতা তুমি, না ওই পেট্রোমাক্সটা।"

বিভিন্ন প্রদেশের বহু ছাত্র ইনষ্টিটিউটে সংখ্যা বিজ্ঞান বিষয়ে শিক্ষালাভ করেন। সভায় ইনষ্টিটিউটের অবৈতনিক সম্পাদক অধ্যাপক পি সি মহলানবীশ সম্প্রতি লণ্ডনের রয়েল সোসাইটির ফেলো নির্ব্বাচিত হওয়ায় সভাপতি মহাশয় তাঁহাকে অভিনন্দিত করেন।

হাওড়ায় বস্ত্র ও সূতা নিয়ন্ত্রণাদেশ—বাংলা গবর্ণর ১৯৪৫ সালের হাওড়ায় বস্ত্র ও সূতা নিয়ন্ত্রণাদেশ (২ দফা) তুলিয়া দিয়াছেন। কিন্তু এই প্রত্যাহার আদেশের জন্য উক্ত নিয়ন্ত্রণাদেশ অমান্য করিবার অপরাধে যে অর্থদণ্ড, শাস্তি ও মাল বাজেয়াপ্ত হইয়াছিল, তাহা বহালই থাকিবে এবং এই সম্পর্কে যে সকল অভিযোগ আনীত হইয়াছে বা যে গুলির মামলা চলিতেছে, সেগুলির কোন রদবদল ঘটিবে না।

ব্রহ্মদেশে প্রচলিত জাপানী নোট—ব্রহ্মদেশে জাপানাধিকার কালে নানা প্রকার কারেন্সী নোট সেখানে প্রচলিত ছিল। এখন মিত্রশক্তি কর্ত্তৃক ব্রহ্মদেশ পুনরাধিকারের সঙ্গে সঙ্গে তাহার কিছু ভারতে আসা সম্ভব। কিন্তু ভারতে সেই সকল নোটের আমদানী এবং ব্যবহার বে-আইনী এবং নিষিদ্ধ, সুতরাং সেই সকল নোট গ্রহণ করা সম্পর্কে ভারত গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক সম্প্রতি প্রকাশিত এক সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে জনসাধারণকে সাবধান করা হইয়াছে।

বৃটেনে জন্ম ও বিবাহের হার বৃদ্ধি—১৯৪৪ সালে বৃটেনে জন্মের হার বিগত ১৯ বৎসরের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী হইয়াছে। এই বৎসরেই (১৯৪৪) গত ২৩ বৎসরের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম জন-সংখ্যার মোট ক্ষতির পূর্ণ পরিপূরণের তুলনায় জন্মের হার মাত্র শতকরা ১ ভাগ কম হইয়াছে। বৃটেনে ১৯৪৪ সালে প্রতি হাজার প্রসবে মাত্র ২৮টি মৃত সন্তান জন্মিয়াছে। এরূপ নিম্নতম হার ইতিপূর্ব্বে আর দেখা যায় নাই। গত ১৯৪৪ সালে বৃটেনে বিবাহের সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে ৩ লক্ষ ২ হাজার ৪৬টি। এই সংখ্যা ১৯৪৩ সালের অপেক্ষা ৬ হাজার ৬৩২টি অধিক।

লণ্ডনে বিশ্ব যুব কংগ্রেস—এই বৎসরের মধ্যভাগে লণ্ডনে যে বিশ্ব যুব কংগ্রেস হইবে, তাহাতে প্রতিনিধি প্রেরণ করিবার জন্য বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশনকে আহ্বান করা হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে।

বাতুমল পুরস্কার—হনলুলু ও লস এঞ্জেলস-এর বাতুমল ফাউণ্ডেশন গত ১লা মে ৫০০ ডলারের এক পুরস্কার ঘোষণা করিয়াছেন। প্রত্যেক তিন বৎসর অন্তর অন্তর এই পুরস্কার দেওয়া হইবে এবং ১৯৪৫ সন হইতেই এই পুরস্কার প্রথম দেওয়ার কাজ আরম্ভ হইবে। যুক্তরাষ্ট্রে প্রকাশিত ভারত সম্বন্ধে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুস্তকের জন্য এই পুরস্কার প্রদত্ত হইবে। সম্ভবতঃ ডক্টর তারকনাথ দাস, হ্যারী জেকার মান এবং রবার্ট স্কুলার আগামী ডিসেম্বর মাসে আমেরিকান হিষ্টরিক্যাল এসোসিয়েশনের মিটিং-এ এই বৎসরের পুরস্কার ঘোষণা করিবেন। এই সম্পর্কে আরও প্রকাশ যে, ১৯৪৩ সালের পূর্ব্বে প্রকাশিত কোন পুস্তক বিবেচনাযোগ্য হইবে না।

আই এ এবং আই এস সি পরীক্ষার ফল—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গত আই এ এবং আই-এস-সি পরীক্ষার ফল এই মাসের তৃতীয় সপ্তাহে প্রকাশিত হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

বি-কম পরীক্ষার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধি—প্রকাশ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি-কম পরীক্ষায় ছাত্রদের সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। এই পরীক্ষায় গত ১৯৪৩ সালে পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ৯১১; ১৯৪৪ সালে এই সংখ্যা দাঁড়ায় ৯১৯ এবং বর্ত্তমান বৎসরে বি-কম পরীক্ষার্থীর সংখ্যা দাঁড়াইতেছে ১০৬০ জন। এইবার বি-কম পরীক্ষা ৭ই মে আরম্ভ হইবে এবং পূর্ব্বাপূর্ব্ব বৎসরে যেমন একমাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারভাঙ্গা ভবনেই উহা অনুষ্ঠিত হইত, এবার তাহা না হইয়া সিটি কলেজ, বিদ্যাসাগর কলেজ ও দ্বারভাঙ্গা ভবন, এই তিন কেন্দ্রে পরীক্ষা গৃহীত হইবে।

বোম্বাইয়ে বস্ত্র বরাদ্দ ব্যবস্থা—প্রকাশ, বোম্বাই গবর্ণমেণ্ট আগামী ১লা জুন হইতে মিলের কাপড়ের বরাদ্দ ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করিবেন। ধুতি, শাড়ী, কোটিং, শার্টিং লংক্লথ, মল, ভয়েল এবং ডোরিয়া সম্পর্কে বরাদ্দ ব্যবস্থা প্রযোজ্য হইবে। সিল্ক, পশমী কাপড়, হাতে তৈরী কাপড়, হাতে তৈরী শাড়ী প্রভৃতি প্রস্তাবিত বরাদ্দ ব্যবস্থার আমলে আসিবে না। এই সম্পর্কে আরও প্রকাশ, ৬ বৎসরের অধিক বয়স্ক প্রত্যেক ব্যক্তি ৩০ গজ এবং ৬ বৎসরের নিম্ন বয়স্ক হইলে ১৫ গজ কাপড় উক্ত বরাদ্দ ব্যবস্থানুযায়ী পাওয়া সম্ভব হইবে। প্রতি ছয় মাসে নাকি একবার বস্ত্র বরাদ্দ ব্যবস্থা মত গ্রহণ করা যাইতে পারিবে। কিন্তু বরাদ্দ ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গেই এই নিয়ম চালু হইবে না বলিয়া জানা গিয়াছে। প্রথম ৩ মাসে ৮ হইতে ১০ গজ বস্ত্র পাওয়া যাইবে, বাকীটা পরে লইতে হইবে। ৫০টি মিল বিক্রয় কেন্দ্রসহ ৩০০ অনুমোদিত দোকানে ইহার ব্যবস্থা হইবে। বর্ত্তমান খাদ্য রেশনিং বিভাগই এই সকল ব্যবস্থার জন্য দায়ী থাকিবেন। প্রকাশ, ভারত গবর্ণমেণ্টের টেক্সটাইল ডিরেক্টর বোম্বাই গবর্ণমেণ্টকে তাহাদের এই প্রচেষ্টায় সাহায্য করিবেন।

বাংলায় রপ্তানি যোগ্য বস্ত্র—সম্প্রতি দক্ষিণ ভারত তাঁত ব্যবসায়ী সঙ্ঘের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত এক সম্বর্দ্ধনা সভায় মাদ্রাজ মুসলিম চেম্বার্স অব কমার্সের সেক্রেটারী মিঃ এম এস আবদুল মজিদ বলেন,—বাংলায় রপ্তানী হইতে পারে, এমন হাজার হাজার গাঁইট তাঁতের কাপড় পড়িয়া আছে, কিন্তু বাংলা গবর্ণমেণ্টের নানা প্রকার বাধা নিষেধের ফলে রপ্তানির যথাযথ ব্যবস্থা করা সম্ভবপর হইতেছে না। মিঃ মজিদ আরও বলেন, বাংলার তাঁতবস্ত্র ব্যবসায়ীরা লাইসেন্স, পারমিট, বিক্রয়কর

ইষ্ট ইণ্ডিয়া
কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ
ফোন: ক্যাল ৫৪৯ হেড অফিস— ৭ সোয়ালো লেন কলিকাতা
—শাখা—
শ্যামবাজার | সাতক্ষীরা | শ্রীহট্ট
কলেজ ষ্ট্রীট | সারদিয়া | তেজপুর
হাটখোলা | মেদিনীপুর | নবগঞ্জ
বালীগঞ্জ | খড়্গপুর | গৌহাটী
চরমুগুরিয়া | গিডনি | বড়পেটা
ফরিদপুর | দিনাজপুর | বেনারস
ঝাড়গ্রাম | কুমারখালী | দেওঘর
ইছাপুর | রাজবাড়ী | ঘাটশীলা
কুষ্টিয়া | ধুবড়ী | কটক
সকল প্রকার শেয়ারের কার্য্য, বিল অফ এক্সচেঞ্জ প্রভৃতি ক্রয়, আদায়াদি এবং সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।
ম্যানেজিং ডিরেক্টর—জে সি চক্রবর্ত্তী

দি সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া লিঃ
স্থাপিত—ডিসেম্বর—১৯১১
ভারতীয় বৃহত্তম জয়েণ্ট ষ্টক ব্যাঙ্ক
অনুমোদিত মূলধন ৫,২৫,০০,০০০৲ টাকা | রিজার্ভ ও অন্যান্য তহবিল ২,৫৪,৭২,০০০৲ টাকা
বিলীকৃত মূলধন ৫,০৪,৩৯,৬০০৲ টাকা | আমানতের পরিমাণ (৩১-১২-৪৪ তারিখে) ৯৪,৪৮,৬৭,০০০৲ টাকা
আদায়ীকৃত মূলধন ২,৫১,০২,২০০৲ টাকা | হেড অফিস—মহাত্মা গান্ধী রোড, ফোর্ট, বোম্বাই
ভারতের সর্ব্বত্র ২৬০টীর অধিক ব্রাঞ্চ ও পে-অফিস আছে।
স্যার এইচ, পি, মোদী, কে, বি, ই, চেয়ারম্যান। ম্যানেজিং ডিরেক্টর: মিঃ এইচ, সি ক্যাপটেন, জে, পি।
লণ্ডন এজেণ্টস্: বারক্লেস ব্যাঙ্ক লিঃ ও মিডল্যাণ্ড ব্যাঙ্ক লিঃ। নিউইয়র্ক এজেণ্ট: দি গ্যারাণ্টি ট্রাষ্ট কোং অব নিউইয়র্ক।
সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়। সর্ত্তাবলী পত্র লিখিয়া জানুন।
কলিকাতার শাখাসমূহ—মেন অফিস—১০০, ক্লাইভ ষ্ট্রীট; বড়বাজার—৭১, রুশ ষ্ট্রীট; নিউ মার্কেট—১০, লিণ্ডসে ষ্ট্রীট; শ্যামবাজার—১৩৩, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, ভবানীপুর—৮-এ, রসা রোড। বঙ্গদেশ—ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, নীরকাদিম, জলপাইগুড়ি, শিলিগুড়ি, বর্দ্ধমান, দিনাজপুর, রংপুর, ভৈরববাজার, ময়মনসিংহ, কালিংপঙ্ এবং কুলটী। বিহার—জামসেদপুর, বজ্রাক্রপর, সাসারাম, গয়া, ছাপরা, জয়নগর, সীতামারি, বেট্টিয়া, মধুবাণী, খাগাড়িয়া, রকসউল, মোগাছিয়া, ভাগলপুর, পাটনা, পাটনা সিটি, কাটিহার, কিষাণগঞ্জ, করবেশগঞ্জ, সাহেবগঞ্জ, বালিয়া, বৈরাগনিয়া, কলগঞ্জ, সমস্তিপুর ও পুরুলিয়া, দেওঘর, বনমংধি। উড়িষ্যা—সম্বলপুর।

জাতীয় শিল্প ও বাণিজ্যের সমুন্নতির পথে একমাত্র সহায়
বেঙ্গল ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিঃ
রেজিঃ অফিস: চাঁদপুর | স্থাপিত: ১৯২৬ | সেণ্ট্রাল অফিস: ২৬৮, নবাবপুর রোড, ঢাকা
কলিকাতা অফিস: ৫৮-নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, ২৭৮নং আপার চিৎপুর রোড, ২৪৯নং বহুবাজার ষ্ট্রীট (শিয়ালদহ), ১৩৩বি, রাসবিহারী এভেনিউ (বালিগঞ্জ)।
অন্যান্য শাখা—বাংলা, বিহার ও আসামের সর্ব্বত্র
১৯৪৪ সালের কাজের উপর শতকরা ৫৲ টাকা হারে এ্যাড-ইটিরিয়াম ডিভিডেণ্ড ঘোষণা করা হইয়াছে।
ম্যানেজিং ডিরেক্টর:—এম চক্রবর্ত্তী

স্থাপিত—১৯২৯
ব্যাঙ্ক অব কমার্স লিঃ
(সিডিউলভুক্ত)
হেড অফিস—১২নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
অনুমোদিত মূলধন ... ২০,০০,০০০৲ টাকা
বিলিকৃত বা বিক্রীত মূলধন ... ১০,২৭,৯২০৲ „
আদায়ীকৃত „ ... ৯,২৬,৫২০৲ „
কার্য্যকরী „ ... ৭৫,০০,০০০৲ „ উপরে
শাখাসমূহ:—কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা, বালিগঞ্জ, খিদিরপুর, বর্দ্ধমান, খুলনা, বাগেরহাট, দৌলতপুর এবং ঢাকা।

প্রভৃতি ব্যাপারে এত অসুবিধা ভোগ করিতেছেন যে তাহাতে সকলকেই বিস্মিত হইতে হয়। বাংলা গবর্ণমেণ্ট তাঁতের কাপড়কে বিক্রয়কর আইনের হাত হইতে রেহাই দেন নাই। কিন্তু এই আইনের উদ্যোক্তা মাদ্রাজ প্রদেশ তাঁতের কাপড়কে বিক্রয় কর হইতে রেহাই দিয়া আসিয়াছেন।

বাংলা গবর্ণমেণ্টের এ্যাম্বুল্যান্স প্রদান—সম্প্রতি প্রকাশিত বাংলা গবর্ণমেণ্টের এক সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, যে সব রোগ সংক্রামক নহে, সেই সব ক্ষেত্রে ব্যবহারের জন্য বাংলা গবর্ণমেণ্ট ইতিপূর্ব্বেই কর্পোরেশনের হেপাজতে ১২ খানি এ্যাম্বুল্যান্স দিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত সর্ব্ববিধ উদ্দেশ্যে ব্যবহারের জন্য গত ৩০শে এপ্রিল সোমবার কর্পোরেশনকে আরও ৮ খানি লরী দেওয়া হইয়াছে বলিয়া উক্ত বিবৃতিতে জানান হইয়াছে। এ্যাম্বুল্যান্সগুলি সম্পূর্ণভাবে কর্পোরেশনের কর্ত্তৃত্বাধীনে থাকিবে।

যক্ষ্মা নিবারণ ব্যবস্থা—প্রকাশ, ভারতীয় যক্ষ্মা প্রতিষ্ঠান হইতে যক্ষ্মা রোগের বিরুদ্ধে অভিযান চালাইবার যে আয়োজন করা হইতেছে, তাহাতে দেশের চিকিৎসকেরা যাহাতে যোগ দিতে পারেন সেই জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করা হইয়াছে। দেশের বিভিন্ন স্থানে পাশ করা ডাক্তারদের যক্ষ্মা রোগ সম্বন্ধে বিশেষ শিক্ষা দানের নিমিত্ত ক্লাশ খোলা হইবে। বক্তৃতা ও হাতে-কলমে কাজ শিখাইবার জন্য মাদ্রাজে আগামী জুন মাসে ব্যবস্থা করা হইয়াছে; শিক্ষা কাল একমাস মাত্র। গেরুন্দুয়াই স্যানাটোরিয়ামেও ঐ সময়ে শিক্ষার্থীদের গ্রহণ করা হইবে। রেজিষ্ট্রিকৃত ডাক্তারেরাই (পুরুষ ও মহিলা) শুধু এই বিশেষ শিক্ষা গ্রহণের উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হইবেন।

বঙ্গীয় প্রাদেশিক ট্রেড ইউনিয়ন সম্মেলন—প্রকাশ, বঙ্গীয় প্রাদেশিক ট্রেড ইউনিয়ন সম্মেলনের তৃতীয় অধিবেশন এবং বঙ্গীয় ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের জেনারেল কাউন্সিলের বাৎসরিক বৈঠক আগামী ২রা ও ৩রা জুন কলিকাতায় অনুষ্ঠিত হইবে। নূতন জেনারেল কাউন্সিলের জন্য ইউনিয়ন প্রতিনিধিদের এবং সম্মেলনের জন্য ডেলিগেটদের নাম আগামী ১৮ই মের মধ্যে অফিসে প্রেরণ করিতে হইবে। ডেলিগেটদিগের ফি এক টাকা এবং অভ্যর্থনা সমিতির চাঁদা শ্রমিকদের জন্য চার আনা ও অন্যান্যদের জন্য এক টাকা ধার্য্য হইয়াছে।

স্যার আর্দ্দেশির দালালের ইংলণ্ড যাত্রা—ভারত গবর্ণমেণ্টের পরিকল্পনা ও উন্নয়ন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সদস্য স্যার আর্দ্দেশির দালাল মিঃ এইচ ভি আর আয়েঙ্গারকে সঙ্গে লইয়া সম্প্রতি যুক্তরাজ্যে রওয়ানা হইয়াছেন। যুক্তরাজ্যে তিনি বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের সহিত ভারতবর্ষের যুদ্ধোত্তর আর্থিক উন্নয়নের সমস্যা ও বিশেষ করিয়া যুদ্ধোত্তর যুগে ভারতের শিল্পের প্রসার সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা করিবেন। স্যার জেরেমি রেইজম্যানও তাঁহার সহিত উক্ত আলাপ-আলোচনায় যোগদান করিতে পারেন। স্যার আর্দ্দেশির দালাল সম্ভবতঃ এক মাসের মধ্যেই ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন, আশা করা যায়।

বিশ্বের খাদ্য সমস্যা—ওয়াশিংটনে সাম্প্রতিক যুক্ত সম্মেলনে গ্রেট বৃটেন, কানাডা ও যুক্ত রাষ্ট্রের প্রতিনিধিগণ এক প্রাথমিক বিবৃতি দান প্রসঙ্গে বলেন, "খাদ্য সমস্যাই সম্মিলিত জাতিসমূহের বর্ত্তমান জটিলতম সমস্যা।" উক্ত বিবৃতিতে আরও বলা হইয়াছে যে, সম্মিলিত জাতিসমূহ খাদ্য সমস্যার সমাধান না করিলে যুদ্ধ বিজয়ের পরে বিশ্বের কোটি কোটি লোকের মোহ কাটিয়া যাইবে ও তাহারা হতাশ হইবে।

কলিকাতায় কলেরায় মৃত্যু সংখ্যা—কলিকাতায় ১৯৪৫ সালে প্রথম তিন মাসে কলেরা রোগে মোট ৩৭৮ জনের মৃত্যু হইয়াছে; তন্মধ্যে জানুয়ারী মাসে ৫৭ জন, ফেব্রুয়ারীতে ৪০ জন এবং মার্চ্চ মাসে ২৮১ জন। গত বৎসর এই তিন মাসে কলেরায় যথাক্রমে ১২৭, ৮৯ ও ১৫৩ জন মারা যায়; আর ১৯৪৩ সালে এই তিন মাসে কলেরায় মারা গিয়াছিল ৭২, ২৬ ও ৭৬ জন। এতৎ সম্পর্কে কলিকাতা কর্পোরেশনের স্বাস্থ্য বিভাগ হইতে প্রচারিত গত ১১ বৎসরের হিসাব সম্বলিত এক বিজ্ঞপ্তি হইতে দেখা যায় যে, বৎসরের প্রথম তিন মাসে অন্যান্য বৎসরের তুলনায় ১৯৩৫ সালেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যক লোক কলেরায় মারা যায়; উহার মোট সংখ্যা হইতেছে ৬৯৬ জন। অপর পক্ষে ঐ একই সময়ে (প্রথম তিন মাসে) ১৯৪২ সালে কলেরায় মৃতের সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা কম হয়, উক্ত সংখ্যা হইতেছে মাত্র ৫০।

কলিকাতায় আলো—দীর্ঘ চারি বৎসরকাল পরে (১৯৪১ সালের ১৩ই ডিসেম্বর হইতে) কলিকাতার রাস্তা, বাসগৃহ প্রভৃতি স্থানে গত মঙ্গলবার (১লা মে) হইতে পুনরায় আলো জ্বলিতে সুরু করিয়াছে। যুদ্ধপূর্ব্বকালের মত আলো অবশ্য এখনও জ্বলে নাই—যুদ্ধপূর্ব্বকালের রাস্তার ২৪০০০ আলোর স্থানে বর্ত্তমানে ১৫০০০ আলো জ্বলিয়াছে। আলো নিয়ন্ত্রণাদেশ প্রত্যাহারের সঙ্গে বিফল প্রাচীরগুলি ভাঙ্গিয়া ফেলার কার্য্যও আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। প্রকাশ, কলিকাতায় যাহাতে শীঘ্রই স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়া আসে তাহার জন্য অতি দ্রুত ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইবে

কার্পাস বস্ত্র ও সূতা নিয়ন্ত্রণ লাইসেন্স—বাংলা গবর্ণমেণ্টের অসামরিক সরবরাহ

আপনার সহায়তা কামনায়
দি
হুগলী ব্যাঙ্ক লিঃ
৪৩, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা
ফোন: ক্যাল ২২৬০ (৩ লাইন)

	টাকা
আদায়ীকৃত মূলধন (অগ্রিম জমা সহ)	১০,৩৬,০০০৲
কার্য্যকরী মূলধন	২,০৮,২২,০০০৲
নগদ, কোম্পানীর কাগজ প্রভৃতি	১,১২,৩৮,০০০৲
রিজার্ভ	২,৪৬,০০০৲

আপনার উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য আমাদের উপর নির্ভয়ে নির্ভর করুন।

দাশ ব্যাঙ্ক লিমিটেড
৯-এ ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
চেয়ারম্যান—কর্ম্মবীর আলামোহন দাশ
আধুনিক সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

পোষ্ট বক্স নং ২০৫৪ কলিকাতা
টেলিগ্রাম: "BUDI" Calcutta

মজুমদার ব্যাটারী কোং (ইণ্ডিয়া) লিমিটেড

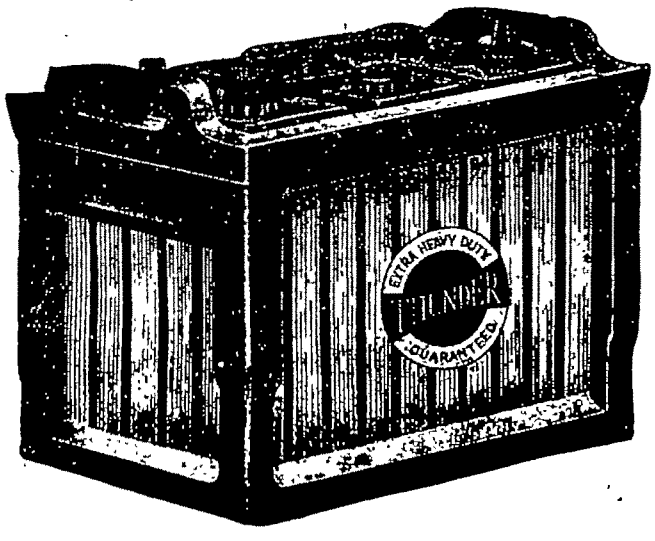

"থাণ্ডার" ষ্টোরেজ ব্যাটারী প্রস্তুতকারক
রেজিষ্টার্ড হেড অফিস: কালী বিল্ডিংস্
৩ ও ৪ মোহনবাগান লেন, শ্যামবাজার
কলিকাতা।
কে, পি, মজুমদার
ম্যানেজিং ডিরেক্টর

বিভাগের এক বিজ্ঞপ্তিতে জানান হইয়াছে যে, ১৯৪৩ সালের বেঙ্গল কার্পাস বস্ত্র ও সূতা নিয়ন্ত্রণ আদেশ বলে লাইসেন্স ক্ষমতা ১৯৪৫ সালের ৩০শে এপ্রিল পর্য্যন্ত বহাল থাকার কথা ছিল। কিন্তু বর্ত্তমানে বাংলা গবর্ণমেণ্টের আদেশে এই সময় ১০ই মে পর্য্যন্ত বর্দ্ধিত করা হইয়াছে।

সাবান শিল্পের উন্নতি—নিখিল ভারত সাবান প্রস্তুতকারক সমিতির সভাপতি রায় বাহাদুর জি এস মোদী জানাইতেছেন যে, এক অঞ্চল হইতে অন্য অঞ্চলে সাবান চলাচল সম্পর্কে যুদ্ধ সংক্রান্ত যানবাহন বোর্ড যে নিষেধাজ্ঞা জারী করিয়াছেন তাহাতে সাবান প্রস্তুতকারকদের পক্ষে সমূহ ক্ষতি হইবে। বিশেষতঃ মফঃস্বলের ছোট ছোট সাবানের কারখানাগুলির অসুবিধাই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী হইবে। রায় বাহাদুর জি এস মোদী আরও বলেন যে, কোন সাবানকে জনপ্রিয় হইতে হইলে দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন। সরবরাহ বন্ধ করার অর্থ এই ভারতীয় শিল্পের স্থায়ী ক্ষতি সাধন করা। ভারতীয় সাবান উৎপাদকদের অধিকাংশই ব্যবসায় ক্ষেত্রে নবাগত। তাহা ছাড়া অধিকাংশেরই কারবার ছোট। ইহাদের অনেকের মাল এখনও বাজারে চালু হয় নাই। এদিকে বাজারে সুবিখ্যাত বিদেশী সাবান অনায়াসেই যুদ্ধের পরে পাওয়া যাইবে। কাজেই এই যুদ্ধের সময়ও যদি তাহারা প্রতিযোগিতা না করিতে পারে, তবে ভবিষ্যতে ভারতীয় সাবান উৎপাদকদের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইবে বলিয়াও রায়বাহাদুর জি এস মোদী উল্লেখ করিয়াছেন।

মাত্র ৮ শত টন খাদ্যদ্রব্য নষ্ট—বাংলায় খাদ্য সংরক্ষণের অব্যবস্থার ফলে যে চাউল ও আটা নষ্ট হইয়া গিয়াছে তাহার মোট ক্ষতির পরিমাণ সম্প্রতি ভারত গবর্ণমেণ্ট বাংলা গবর্ণমেণ্টের নিকট জানিতে চাহিলে বাংলা গবর্ণমেণ্ট তাহার জবাবে কেন্দ্রীয় খাদ্য বিভাগকে নাকি জানাইয়াছেন যে, গত বৎসর মাত্র ৮ শত টন খাদ্যদ্রব্যাদি নষ্ট হইয়াছে।

ভারতীয় শিল্পগত চারুকলা পরিষদ—পাঁচ বৎসরের অক্লান্ত চেষ্টায় ভারতীয় শিল্প চারুকলা পরিষদ সম্প্রতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। প্রকাশ, বোম্বাই ও কলিকাতায় ইহার দপ্তর খোলা হইবে এবং নূতন নূতন সভ্য সংগ্রহের জন্য চেষ্টা সুরু করা হইবে। শিল্পগত চারুকলা প্রদর্শনীর উন্নতি সাধন এবং মনোহর শিল্পদ্রব্যসমূহের বার্ষিক মেলার ব্যবস্থা করা পরিষদের অন্যতম লক্ষ্য হইবে, যুদ্ধোত্তরকালে ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতি ও বিস্তৃতির পক্ষেও উহা সহায়ক হইবে। শিল্পগত চারুকলার উন্নতির জন্য উক্ত পরিষদ বিশেষজ্ঞ নিয়োগ করিবে এবং সরকারী ব্যবহারিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির জন্য শিক্ষকদিগকে ট্রেণিং দেওয়ার ব্যবস্থা করা হইবে। যথাশীঘ্র সম্ভব একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করার অভিপ্রায়ও নাকি পরিষদের আছে। মোটামুটি পাঁচ লক্ষ টাকা সংগৃহীত হইলে পরিষদ উহার পরিকল্পনানুযায়ী কাজ আরম্ভ করিতে পারিবে বলিয়া অনুমিত হয়। ইহার মধ্যে ২ লক্ষ টাকা শিল্পপতিদের নিকট হইতে পাওয়া যাইবে। এই সম্পর্কে আরও প্রকাশ, গত ১৯৪১ সাল হইতে যে সকল প্রতিষ্ঠান শিল্পগত চারুকলা প্রদর্শনীকে সাহায্য করিয়া আসিতেছেন তাঁহারা উক্ত পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা এবং আদি সভ্য বলিয়া বিবেচিত হইবেন। পরিষদ কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট হইতে মোটা অর্থ সাহায্য পাওয়ার আশা পোষণ করেন। আশা করা যায়, প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট ও দেশীয় রাজ্যগুলিও পরিষদকে অকুণ্ঠিতভাবে সাহায্য করিবেন।

সরকারী কৃষি বিভাগ কর্ত্তৃক সার বিতরণ—যে সমস্ত জমিতে ধান উৎপন্ন করা হয়, তাহাতে সার দিবার জন্য কৃষি বিভাগ প্রচুর অস্থিচূর্ণ, খৈল এবং এমোনিয়াম সালফেট বিতরণের ব্যবস্থা করিয়াছেন। যে সকল কৃষক ধান উৎপাদন করে, তাহাদের মধ্যে উহা বিতরণ করা হইবে। অস্থিচূর্ণ আশু ফলদায়ক না হইলেও উহাতে স্থায়ী ফল পাওয়া যায়। উহা ক্রয়-মূল্যের অর্দ্ধেক দরে উক্ত বিভাগের বিভিন্ন বীজ ভাণ্ডার হইতে বিক্রয় করা হইতেছে। প্রত্যেক মহকুমায় একটি করিয়া বীজ-ভাণ্ডারও আছে। ঐ সমস্ত বীজ-ভাণ্ডারে খৈলও ন্যায্য মূল্যে পাওয়া যাইবে। ইম্পিরিয়াল কেমিক্যাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ (ইণ্ডিয়া) লিমিটেডের ডিপোসমূহের মারফৎ এমোনিয়াম সালফেট সস্তা দরে বিক্রয় করা হইতেছে। এক বিঘা জমিতে সাধারণতঃ একমন অস্থিচূর্ণ বা একমণের এক-তৃতীয়াংশ পরিমাণ এমোনিয়াম সালফেট ব্যবহার করিতে হয়।

জীবনযাত্রার পাথেয়

আমাদের গৃহ-সংসার কত আশা, উৎসাহ, কত শান্তির ও সুখের স্বপ্ন দিয়ে তৈরী। বাপ-মায়ের সে স্বপ্ন বুঝি আজ রূঢ় বাস্তবের আঘাতে ভেঙ্গে যায়। তাই নিজের জন্যও যেমন তাদের দুশ্চিন্তা, ছেলেমেয়ে ও আত্মীয়-পরিজনের জন্যও তেমনি তাদের উদ্বেগ ও আশঙ্কা—কি উপায়ে তাদের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের উপযোগী সংস্থান করে রাখা যায়। বর্ত্তমান দুর্দ্দিনে ও ভবিষ্যতের আর্থিক সঙ্কটে তারা কোন্ পাথেয় নিয়ে দাঁড়াবে?—

জীবনযাত্রার অনিশ্চিতপথে জীবনবীমা মানুষের প্রধান পাথেয়।

হিন্দুস্থানের বীমাপত্র সেই মূল্যবান্ পাথেয়—দুর্দ্দিনের সর্ব্বোত্তম আশ্রয়। উপার্জ্জনশীল ব্যক্তি মাত্রেরই অবিলম্বে এই পাথেয় সংগ্রহ করা উচিত।

১৯৪৪ সালে নূতন বীমা—১০ কোটি টাকার উপর

হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ

ইন্সিওরেন্স সোসাইটি, লিমিটেড

হেড অফিস—হিন্দুস্থান বিল্ডিংস, কলিকাতা।

বাংলার বস্ত্র-শিল্পের অগ্রদূত

মোহিনী মিলস্ লিঃ

এই মিলের

বস্ত্রাদির জনপ্রিয়তার কারণ ব্যবহারেই বোধগম্য হইবে।

১নং মিল কুষ্টিয়া (নদীয়া) — ২নং মিল বেলঘরিয়া (২৪ পরগণা)

ম্যানেজিং এজেণ্টস্:—চক্রবর্ত্তী সন্স এণ্ড কোং

পোঃ কুষ্টিয়া বাজার (নদীয়া)

পটারী মেসিন

প্রস্তুতকারক:

কুসুম ইঞ্জিনিয়ারিং

কোম্পানী লিঃ

পৃষ্ঠপোষক: কর্ম্মবীর আলামোহন দাশ

ম্যানেজিং এজেণ্টস্:—এইচ, পি, বোস এণ্ড ব্রাদার্স লিঃ

২৫, সোয়ালো লেন :: কলিকাতা।

উন্নতিশীল বীমা কোম্পানী

আর্য্যস্থানে

বীমা করিয়া

ব্যবসায়ে লাভের টাকার সংস্থিতি ও আয়করের গুরু ভার লাঘব করুন।

হেড অফিস

আর্য্যস্থান ইনসিওরেন্স বিল্ডিং

১৫, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ

কলিকাতা।

ব্রহ্মদেশে মুদ্রানীতি—সরকারী এক বিবৃতিতে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, ১৯৪৫ সালের ১লা মে হইতে ব্রহ্মদেশে সামরিক কর্তৃপক্ষ নিজেদের মুদ্রানীতি প্রচলন করিবেন। উক্ত বিবৃতিতে আরো প্রকাশ যে, ১লা মে হইতে ব্রহ্মদেশে (১) ভারতীয় নোট ও মুদ্রাসমূহ, (২) ব্রহ্মদেশে পূর্ব্ব হইতে প্রচলিত ৫ টাকা, ১০ টাকা ও ১০০ টাকা মূল্যের নোটসমূহ এবং (৩) নূতন সামরিক কর্তৃপক্ষের নোটসমূহ—এই তিন প্রকার মুদ্রাই পাশাপাশি চলিবে। সামরিক কর্তৃপক্ষ ১ টাকা, ৫ টাকা, ১০ টাকা ও ১০০ টাকা মূল্যের নোট প্রচলন করিবেন।

দুর্ভিক্ষ তদন্ত কমিশনের রিপোর্ট—নয়াদিল্লীর সাম্প্রতিক সংবাদে প্রকাশ যে, আগামী ৮ই মে দুর্ভিক্ষ তদন্ত কমিটির রিপোর্ট (প্রথম খণ্ড) প্রকাশিত হইবে। উডহেড কমিশন রিপোর্টের প্রথম খণ্ডে বাংলা দেশের দুর্ভিক্ষের কথা আলোচনা করা হইয়াছে। অতীত ঘটনাবলী সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে বলিয়া ভারত গবর্ণমেণ্ট প্রথম খণ্ড সম্পর্কে কোনরূপ প্রস্তাব বা সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিবেন না। এই সম্পর্কে আরও প্রকাশ, এই মাসের শেষের দিকে উডহেড কমিশন রিপোর্টের দ্বিতীয় খণ্ড ভারত গবর্ণমেণ্টের নিকট পেশ করা হইবে। এই খণ্ডে সাধারণ খাদ্য পরিস্থিতি এবং পুষ্টি প্রভৃতির বিষয়ে আলোচনা করা হইয়াছে। সমস্ত ভারতব্যাপী এক ব্যাপক খাদ্য পরিকল্পনা প্রণয়নের উদ্দেশ্যে ভারত গবর্ণমেণ্ট উক্ত দ্বিতীয় খণ্ডটি নাকি বিশেষভাবে পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন।

নূতন প্রেস এডভাইসর—গত ৩রা মে বৃহস্পতিবার তারিখের কলিকাতা গেজেটে এক বিজ্ঞপ্তিতে জানান হইয়াছে যে, বাংলা গবর্ণমেণ্টের স্বরাষ্ট্র বিভাগের দ্বিতীয় অতিরিক্ত সেক্রেটারী মিঃ আর এ ডাচ পুনরাদেশ সাপেক্ষ বাংলার প্রাদেশিক প্রেস এডভাইসর নিযুক্ত হইয়াছেন।

ডাঃ আর কে মুখার্জ্জি—সুবিখ্যাত অর্থনীতিবিদ্ ডাঃ রাধাকমল মুখার্জ্জি গোয়ালিয়র রাজ সরকার কর্তৃক যুদ্ধোত্তর যুগে পুনর্গঠন সম্পর্কিত ব্যাপারের অর্থনৈতিক উপদেষ্টা নিযুক্ত হইয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে।

বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে সরকারী সাহায্য—প্রকাশ, ভারতের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে সরকারী সাহায্য সম্পর্কে আলোচনার জন্য এক কমিটি নিয়োগের কথা নাকি ভারত গবর্ণমেণ্ট চিন্তা করিতেছেন। ভারত গবর্ণমেণ্টের শিক্ষা বিষয়ক পরামর্শদাতা স্যার জন সার্জ্জেণ্ট প্রস্তাবিত কমিটির সভাপতি হইবেন বলিয়া আশা করা হইতেছে।

মিউনিসিপ্যালিটির জন্য অর্থ সাহায্য—সম্প্রতি প্রকাশিত এক সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে বলা হইয়াছে যে, বাংলা গবর্ণমেণ্ট গত ১লা মার্চ্চ হইতে আরও ছয় মাসের জন্য মিউনিসিপ্যালিটি ও জেলা-বোর্ডসমূহের জন্য বিশেষ অর্থ সাহায্য মঞ্জুর করিয়াছেন।

ভারত গবর্ণমেণ্টের কৃষি-নীতি—ইউনাইটেড প্রেস জানিতে পারিয়াছেন যে, ভারত গবর্ণমেণ্ট শীঘ্রই তাঁহাদের যুদ্ধোত্তর যুগের শিল্প-নীতির মত যুদ্ধোত্তর যুগের কৃষি সম্পর্কিত ব্যাপারেও তাঁহাদের নীতি সম্বলিত এক বিবৃতি প্রকাশ দ্বারা যুদ্ধোত্তর যুগে ভারত গবর্ণমেণ্টের কৃষিনীতি ঘোষণা করিবেন। কৃষি-নীতি নির্দ্ধারক সমিতির গত বৎসর সিমলাতে যে বৈঠক আহূত হইয়াছিল তাহাতেই নাকি ভারত গবর্ণমেণ্টের যুদ্ধোত্তর যুগের কৃষি-সংক্রান্ত ব্যাপারের মূল নীতি গ্রহণ করা হইয়াছে। এই সম্পর্কে আরও প্রকাশ যে, যুদ্ধোত্তর যুগে কৃষি-সংক্রান্ত ব্যাপারে ভারত গবর্ণমেণ্টের মূলনীতি নাকি প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টদিগকেও জানান হইয়াছে এবং এই সম্পর্কে প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট সমূহও নাকি ইতিমধ্যেই তাঁহাদের মতামত ভারত গবর্ণমেণ্টকে জানাইয়াছেন। ভারত গবর্ণমেণ্টের কৃষি বিভাগের ষ্ট্যাণ্ডিং কমিটির এক বৈঠক আগামী ১৮ই জুন সিমলাতে অনুষ্ঠিত হইবে বলিয়াও প্রকাশ।

বস্ত্র ও সুতা সম্পর্কে কমিটি—প্রকাশ, ন্যায়সঙ্গতভাবে বস্ত্র ও সূতা বণ্টনে সাহায্য করার উদ্দেশ্যে কলিকাতায় বিভিন্ন সমিতিব প্রতিনিধিমূলক একটি কেন্দ্রীয় কমিটি সম্প্রতি গঠিত হইয়াছে। নিখিল বঙ্গ তন্তুবায় ও ধীবর সমিতি উক্ত কমিটিতে তাঁহাদের একজন প্রতিনিধি লইবার অনুরোধ জানাইয়া পণ্যদ্রব্য বিভাগের ডিরেক্টর জেনারেল মিঃ পি জে গ্রিফিথ্‌সের নিকট এক আবেদন করিযাছেন। নিখিল বঙ্গ তন্তুবায় ও ধীবর সমিতি এই প্রসঙ্গে জানাইয়াছেন যে, তন্তুবায় ও ধীবরগণকে তাহাদের জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য সূতার উপরই সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করিতে হয়, সুতরাং বাংলাব তন্তুবায় ও ধীবরগণের পক্ষ হইতে তাহাদেব অভাব অভিযোগের বিষয় জানাইবার অধিকার নিখিল বঙ্গ তন্তুবায় ও ধীবর সমিতির আছে বলিয়াও উক্ত আবেদনপত্রে উল্লেখ করা হইয়াছে।

১৯৪২ সালে বাংলার জনস্বাস্থ্য—গত ৩রা মে বৃহস্পতিবার কলিকাতা গেজেটে ১৯৪২ সালে বাংলার জনস্বাস্থ্যের যে বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা নিম্নে দেওয়া গেল :—১৯৪২ সালে ১৪৪৮২৯৯ জন জন্ম গ্রহণ করিয়াছে, ১৯৪১ সালে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল ১৫৯৪২৯১ জন। ১৯৪২ সালের তুলনায় ১৯৪১ সালে ১৫০৯৯২ জন বেশী জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল। ১৯৪২ সালে প্রতি ১ হাজারে ২৩·৯৩ জন জন্ম গ্রহণ করিয়াছে, ১৯৪১ সালে প্রতি ১ হাজারে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল ৩১·৯ জন। ১৯৪২ সালে ১২২২১৬৪ জন লোকের মৃত্যু হইয়াছে, ১৯৪১ সালে মৃত্যু হইয়াছিল ১১৮৪৮৫০ জন লোকের। ১৯৪২ সালে ১৯৪১ সালের তুলনায় ৩১৩১৪ জন অধিক লোকের মৃত্যু হইয়াছিল। ১৯৪২ সালে প্রতি ১ হাজারে মৃত্যুর হার ২০·১৯ জন, ১৯৪১ সালে প্রতি ১ হাজারে মৃত্যুর হার দাঁড়াইয়াছিল ২৩·৭ জন। আলোচ্য বৎসরে বীরভূম জিলাতেই জন্মের হার সর্ব্বাপেক্ষা বেশী

ইহা প্রস্পেক্টাস নহে···ঘোষণা মাত্র।

কেন্দ্রীয় সরকার হইতে শেয়ার বিক্রয়ের অনুমতি পাওয়া গিয়াছে।

সোনেটা ডেয়ারী এণ্ড প্রোডাক্টস

লিমিটেড

শেয়ার দ্বারা সীমাবদ্ধ একটি যৌথ কোম্পানী

অনুমোদিত মূলধন ১০,০০,০০০৲ টাকা

প্রত্যেকটি ১০৲ টাকা মূল্যের এক লক্ষ শেয়ারে বিভক্ত, আবেদনের সঙ্গে ৫৲ টাকা। এলটমেণ্ট হইলে ২৲ টাকা এবং বাকী টাকা যখন দাবী করা হইবে তখন দেয়। আবেদনের সঙ্গে ১৲ টাকা ফী দিতে হয়।

ইহা কলিকাতার সন্নিকটে অবস্থিত একটি অতিশয় উন্নতিশীল, আধুনিক বৈজ্ঞানিক নীতিসঙ্গত ডেয়ারী ও ফার্মিং প্রতিষ্ঠান। সুযোগ্য ডিরেক্টর বোর্ড পরিচালিত।

বোর্ড অব ডিরেক্টার্স :—

১। মিঃ এস, চ্যাটার্জ্জী, ডিরেক্টর—ন্যাশনাল নিউট্রিমেণ্টস্ লিঃ, বেঙ্গল শেয়ার ডিলার্স সিণ্ডিকেট লিঃ, লেবং এণ্ড জেনারেল প্রিং টি কোং লিঃ, মাইকা মাইনিং এণ্ড ট্রেডিং কোং অব ইণ্ডিয়া লিঃ, এরিয়ান পেপার মিলস্ লিঃ। ১২, চৌরঙ্গী স্কোয়ার, কলিকাতা।

২। এ, কে ঘোষ, এক্সোয়ার, ভাইস্ প্রেসিডেণ্ট, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া।

৩। এস, কে, দাস, এক্সোয়ার, মেম্বর, ইণ্ডিয়ান টি মার্কেট এক্সপানসান বোর্ড।

৪। মিঃ এস, এন, টেগুন, ল্যাণ্ডহোল্ডার, ক্যাডেল রোড, তুলসী ভিলা, বোম্বাই, ২৮।

৫। মিঃ জে, বোস, এডভোকেট, ডিরেক্টর—ন্যাশনাল নিউট্রিমেণ্টস লিঃ, লেবং এণ্ড মিনারেল প্রিং টি কোং লিঃ ইত্যাদি। ৩সি, ইন্দ্ররায় রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা।

৬। ডাঃ এস, এম, সুর, এম-বি, ডি-পি-এইচ (লণ্ডন), ৩নং গঙ্গাপ্রসাদ মুখার্জ্জী রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা।

৭। জি, এম, দাস, এক্সোয়ার, জমীদার, ডিরেক্টর, দি ষ্ট্যাণ্ডার্ড ব্যাঙ্ক লিঃ।

৮। মিঃ এস এন রায়, ব্যাঙ্কার ও জমীদার, ৬।১।এ ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৯। পি, সি, পাল, এক্সোয়ার, ব্যবসায়ী ও জমীদার।

১০। এন আর চ্যাটার্জ্জী, ডিরেক্টর, লেবং এণ্ড মিনারেল প্রিং টি কোং লিঃ ইত্যাদি। ৫৫নং বেণ্টিঙ্ক ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ডেয়ারী এণ্ড ফার্মিং :

কলিকাতার ১০ মাইলের মধ্যে সোনারপুরে প্রায় ৮০০ বিঘা জমী নেওয়া হইয়াছে। ইহার সংলগ্ন ১০০০ বিঘার আর একটী প্লটও নিবার ব্যবস্থা করা হইতেছে। উৎপন্ন দ্রব্য বাজারে ছাড়িবার ব্যবস্থাও প্রায় সম্পূর্ণ। কোম্পানী অচিরেই মধ্যবর্ত্তী (ইণ্টারিম) লভ্যাংশ ঘোষণা করার প্রস্তাব করিয়াছেন।

আপনার নিজের স্বার্থের ও দেশের বৃহত্তর স্বার্থের খাতিরে আপনার কষ্টার্জ্জিত অর্থ এই ব্যবসায়ে খাটান এবং একটি জাতীয় শিল্প-প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলুন।

শীঘ্রই শেয়ার বিক্রয় বন্ধ হইবে। শেয়ার ক্রয়ের জন্য এবং শেয়ার বিক্রয়ের এজেন্সীর জন্য আবেদন করুন।

ম্যানেজিং এজেণ্টস :

ইণ্ডিয়া প্রোডাক্টস এণ্ড মার্কেটিং কোম্পানী

রেজিষ্টার্ড অফিস—৮, ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ভারতরক্ষা আইনের ৯৪-এ ধারা অনুসারে কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমতি পাওয়া গিয়াছে। এতৎ-সম্পর্কে সুস্পষ্টভাবে ইহা জানিয়া লইতে হইবে যে, শেয়ার বিক্রয়ের অনুমতিদানকালে ভারত সরকার এতৎসম্পর্কে প্রদত্ত কোন রিপোর্ট বা মতামতের কোন দায়িত্ব লইতেছেন না।

(প্রতি ১ হাজারে ৩৪·৮ জন) এবং কলিকাতাতে জন্মের হার সর্ব্বাপেক্ষা কম (প্রতি ১ হাজারে ৯·৪ জন) এ দাঁড়াইয়াছে।

বৈজ্ঞানিক খাদ্য পরামর্শ সমিতি—নয়া দিল্লীতে গত ১লা মে কেন্দ্রীয় খাদ্য বিভাগের বৈজ্ঞানিক খাদ্য পরামর্শ সমিতির উদ্বোধন প্রসঙ্গে ভারত গবর্ণমেণ্টের খাদ্য সচিব স্যার জওলা প্রসাদ শ্রীবাস্তব বলেন, এদেশে খাদ্য সমস্যার সমাধান করিতে হইলে কয়েকটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখা দরকার, যথা :—খাদ্য বস্তুর (কাঁচামাল) উৎপাদন, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে খাদ্যবস্তুর সংরক্ষণ এবং জনসাধারণের শারীরিক পুষ্টির চাহিদা অনুযায়ী খাদ্য বস্তুর বিতরণ। ইউরোপ ও আমেরিকার উল্লেখ করিয়া খাদ্য সচিব বলেন যে, ভারতবর্ষের তুলনায় ঐ সমস্ত দেশ অনেক ঠাণ্ডা, তবু সে সমস্ত দেশে খাদ্যবস্তু বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে রক্ষা করা হয়। স্যার শ্রীবাস্তব আরও বলেন যে, গ্রীষ্মপ্রধান ভারতবর্ষে ইহার প্রয়োজন অনেক বেশী। সম্প্রতি এদেশে কোন কোন জায়গায় বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ফল সংরক্ষণের ব্যবসায়ের সূত্রপাত হইয়াছে এবং যুদ্ধের ফলে বিস্কুটের ব্যবসায়েরও বিস্তৃতি লাভ ঘটিয়াছে বলিয়া স্যার জওলাপ্রসাদ উল্লেখ করেন। খাদ্য সচিব আরও বলেন যে, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে ফল শুষ্কীকরণের (ডিহাইড্রেশন) ব্যবসায় আরম্ভ হইয়াছে। মাছ ও শাকশব্জী প্রচলিত দেশীয় পদ্ধতিতে শুকাইবার যে ব্যবস্থা আছে তাহাকে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে উন্নত করিবার ভারও তিনি বৈজ্ঞানিকদিগের উপর ন্যস্ত করেন।

শিল্প বিভাগের ছাত্রদের জন্য বৃত্তি—বাংলা গবর্ণমেণ্টের শিল্প বিভাগ কর্ত্তৃক বিভিন্ন বিভাগের ৩৮ জন ছাত্রকে বর্ত্তমান বৎসরের জন্য ১৫৲ টাকা হইতে ৩৫৲ টাকা পর্য্যন্ত মাসিক বৃত্তি মঞ্জুর করা হইয়াছে। উক্ত ৩৮ জন ছাত্র শিল্প বিভাগের গবেষণাগারে রং, মৃৎশিল্প, কাগজ প্রস্তুত, কালি প্রস্তুত প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষা লাভ করিতেছেন বলিয়া প্রকাশ।

কয়লা খনি দখলের আদেশ—সম্প্রতি ধর্ম্মঘট ও অন্যান্য শ্রমিক গোলযোগের জন্য প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যান স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী মিঃ আইকসকে সকল কয়লা খনি দখল করিয়া লইবার আদেশ দিয়াছেন।

কলিকাতায় বস্ত্র বণ্টন—প্রকাশ, সাময়িক রেশনিংয়ের ভিত্তিতে কলিকাতায় বস্ত্র বণ্টনের জন্য সাময়িকভাবে ২২৫টি দোকান মনোনীত করা হইয়াছে এবং এনফোর্সমেণ্টের ডিরেক্টর কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট সময় অনুযায়ী সমস্ত ওয়ার্ডের সিভিল সাপ্লাই কমিটি গঠিত হইয়াছে। পূর্ণ রেশন ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হইলে (শীঘ্রই ইহা হইবে বলিয়া আশা করা যায়) দোকানের সংখ্যা সীমাবদ্ধ করা হইবে না বলিয়াও নাকি প্রস্তাব করা হইয়াছে। সে ক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত (বোনাফাইড) কাপড়ের দোকানগুলিকে বস্ত্র বণ্টনের জন্য অনুমোদন করা হইবে এইরূপ সিদ্ধান্তও করা হইয়াছে। এই সম্বন্ধে আরও প্রকাশ যে, মনোনীত দোকানগুলির মারফৎ সাময়িকভাবে দুই হাজার গাইট বস্ত্র বণ্টন করা হইবে।

বঙ্গীয় আইন সভার ভোটদাতাদের তালিকা—ইউনাইটেড প্রেস জানিতে পারিয়াছেন যে, বাংলা গবর্ণমেণ্ট কলিকাতা কর্পোরেশনকে বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদ ও বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার জন্য ভোটদাতাদিগের নামের তালিকা প্রস্তুত করিতে বলিয়াছেন। বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের নিম্নলিখিত নির্ব্বাচন কেন্দ্রগুলির জন্য ভোটদাতাদিগের তালিকা প্রস্তুত করিতে বলা হইয়াছে :—কলিকাতা সাধারণ, মুসলমান সাধারণ, সাধারণ মহিলা, মুসলমান মহিলা, কলিকাতা ও সহরতলী অঞ্চলস্থ ইউরোপীয়ান, কলিকাতা এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান, কলিকাতা প্রেসিডেন্সী ডিভিসন, দেশীয় খৃষ্টান নির্ব্বাচন কেন্দ্র। বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার জন্য কলিকাতা কর্পোরেশনকে নিম্নলিখিত নির্ব্বাচন কেন্দ্রগুলির ভোটদাতাদিগের নামের তালিকা প্রস্তুত করিতে বলা হইয়াছে—কলিকাতা সাধারণ, কলিকাতা ও সহরতলী মুসলমান এবং কলিকাতার ইউরোপীয়ান নির্ব্বাচন কেন্দ্র। ১লা মে হইতে ৬ মাস কালের মধ্যে কর্পোরেশনকে ভোটদাতাদিগের তালিকা প্রকাশ করিতে নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে। এই সম্পর্কে আরও প্রকাশ, কর্পোরেশন কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদের ভোটদাতাদিগের যে তালিকা প্রস্তুত করিতেছেন, আগামী ১০ই জুন তারিখে উহা প্রকাশিত হইবে।

ব্যাঙ্ক অব ক্যালকাটা লিঃ

(ক্লিয়ারিংয়ের সর্ব্বপ্রকার ব্যবস্থা আছে)

১৯৪৪ সনের শেষে মোটামুটি আর্থিক পরিচয়

অনুমোদিত মূলধন	১,০০,০০,০০০৲	বিলিকৃত ও বিক্রীত মূলধন	১৪,০০,০০০৲
আদায়ীকৃত ও মজুত তহবিল	৮,০০,০০০৲	কার্য্যকরী মূলধন	১,০০,০০,০০০৲

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—ডাঃ এম, এম, চ্যাটার্জ্জি

সাবান প্রস্তুতের

যাবতীয় জিনিষ—সিলিকেট সোডা • সোপষ্টোন পাউডার • কষ্টিক সোডা • রজন • সিট্রোনেলা অয়েল • রঙ • হাইড্রোমিটার • প্রভৃতি পাইবেন

ফোন :—
বড়বাজার :—১৩৯৭ অফিস
" :—১৫৯২ ফ্যাক্টরী
টেলিগ্রাম—"চীনামাটী"

কলিকাতা মিনারেল সাপ্লাই কোং লিঃ
৩১, জ্যাকসন লেন, কলিকাতা

ফোন কলি:—৪৪৯৮ স্থাপিত—১৯২০

কাশীপুর ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস—কাশীপুর (যশোহর) ব্রাঞ্চ—লোহাগড়া (যশোহর)
সেণ্ট্রাল অফিস—১, বৃটিশ ইণ্ডিয়ান ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
প্রধান প্রধান ব্যবসাকেন্দ্রে শীঘ্রই ব্রাঞ্চ খোলা হইবে।
সর্ব্ব প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।
জেনারেল ম্যানেজার—এস, কে, সমাদ্দার ম্যানেজিং ডিরেক্টর—ডাঃ ডি, বি, চ্যাটার্জ্জী

ইকনমিক ব্যাঙ্ক লিমিটেড

স্থাপিত—১৯২১ ফোন : ক্যাল ৫৯৪৪

হেড অফিস—৮৬বি ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

অন্যান্য শাখা

বাঁকুড়া, ঘাটাল, টাটানগর, মির্জ্জাপুর, বেনারস, এলাহাবাদ, লাক্ষ্ণৌ, কাণপুর, বালিয়া, আরাউরা, দেউরিয়া, পুরুলিয়া, সাদার্ণ এভিনিউ, বড়বাজার, নোয়াগড় ও সোনামুখী (বাঁকুড়া)।

নিমতলা ও বেলগাছিয়া শাখা শীঘ্রই খোলা হইবে।

কোম্পানী প্রসঙ্গ

হিন্দুস্থান জেনারেল ইনস্যুরেন্স সোসাইটী লিঃ

হিন্দুস্থান জেনারেল ইনস্যুরেন্স সোসাইটী লিঃ-এর বার্ষিক সাধারণ সভায় উহার সভাপতি শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার যে অভিভাষণ প্রদান করিয়াছেন তাহা দৃষ্টে এই সাধারণ বীমা প্রতিষ্ঠানটির উল্লেখযোগ্য উন্নতি লক্ষিত হয়। এই কোম্পানীটি মাত্র এক বৎসর হইল কাজ আরম্ভ করিয়াছে। এই অল্প সময়ে কোম্পানীর মোট প্রিমিয়াম আয় হইয়াছে প্রায় ১ কোটী ২২ লক্ষ টাকা। মোট উদ্বৃত্ত দাঁড়াইয়াছে ৬৫ হাজার ৪১৩ টাকা—ইহার মধ্যে ৪৮ হাজার ৭৭৩ টাকা ভবিষ্যত দাবী মিটাইবার জন্য মজুত রাখা হইয়াছে। কোম্পানীর লাভ-ক্ষতির হিসাব হইতে দেখা যায় যে, সেখানেও রিজার্ভ ফণ্ডের উদ্দেশ্যে ২৫ হাজার টাকা রাখা হইয়াছে। আলোচ্য বর্ষে মাদ্রাজ, দিল্লী, লাহোর, লক্ষ্ণৌ, ইন্দোর এবং আমেদাবাদ—এই সাতটি সহরে উক্ত কোম্পানীর শাখা খোলা হইয়াছে। আজ পর্য্যন্ত ভারতে জেনারেল ইনস্যুরেন্স ব্যবসায় খুব জনপ্রিয় হয় নাই; এমতাবস্থায় মাত্র এক বৎসরের চেষ্টায় হিন্দুস্থান জেনারে ইনস্যুরেন্স সোসাইটী লিঃ যে কর্ম্মদক্ষতা দেখাইয়াছে তাহা সত্যই প্রশংসনীয়। শ্রীযুক্ত সরকারের সুদক্ষ পরিচালনায় এই প্রতিষ্ঠানটি উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধির পথে অগ্রসর হইবে বলিয়া আমরা আশা করি।

ইউনিয়ন ক্রেডিট ব্যাঙ্ক লিঃ

গত ২৫শে এপ্রিল বুধবার ১০নং জ্যাকসন লেনে ইউনিয়ন ক্রেডিট ব্যাঙ্কের কলিকাতা শাখার উদ্বোধন হইয়া গিয়াছে। শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ এই উৎসবে পৌরোহিত্য করেন। উক্ত ব্যাঙ্কের চেয়ারম্যান মিঃ হরিদাস মজুমদার বক্তৃতা প্রসঙ্গে বাংলার অর্থনৈতিক জীবনে ব্যাঙ্কের স্থান ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করেন। সভাপতি মহাশয় বঙ্গদেশে ব্যাঙ্কিং ব্যবসায়ের ইতিহাস আলোচনা প্রসঙ্গে উক্ত ব্যবসায়ে সততা অবলম্বনের প্রতি জোর দেন। অনুষ্ঠান উপলক্ষে অনেক ব্যবসায়ী ও গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত হইয়াছিলেন।

কমন্স ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া লিঃ

গত ২৫শে এপ্রিল বুধবার অপরাহ্ণ সাড়ে ছয় ঘটিকার সময় ১০৫ নং আপার সার্কুলার রোডে কমন্স ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার গড়পাড়-মাণিকতলা শাখার উদ্বোধন-কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে। ক্যালকাটা চেম্বার অব কমার্সের সভাপতি মিঃ নন্দলাল চ্যাটার্জ্জির সভাপতিত্বে রামমোহন রায় হলে এই উপলক্ষে এক মনোরম অনুষ্ঠান হয়। বক্তৃতা-প্রসঙ্গে তিনি প্রস্তাবিত ব্যাঙ্ক বিলের বিরোধিতা করেন। তিনি বলেন যে, এই অঞ্চলে এই ব্যাঙ্কের শাখা প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় জনসাধারণের বহু অসুবিধা দূরীভূত হইল। চেয়ারম্যান মিঃ এ কে সেন, ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ বি এন সেনগুপ্ত এবং ব্যাঙ্কের অপরাপর অফিসারেরা অভ্যাগতবর্গের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখেন। অভ্যাগতদিগকে জলযোগে আপ্যায়িত করা হয়।

শ্রীসরস্বতী প্রেস লিঃ

গত ২৮শে এপ্রিল ম্যানসন ইনষ্টিটিউট হলে বিশিষ্ট মুদ্রন প্রতিষ্ঠান শ্রীসরস্বতী প্রেস লিমিটেডের দ্বাবিংশতম প্রতিষ্ঠা দিবস উৎসব সমারোহে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। নৃত্য, ঐক্যতান বাদন ও প্রতিষ্ঠানের কর্ম্মচারিবৃন্দের দ্বারা শরৎচন্দ্রের "বিপ্রদাস" নাটক অভিনয় প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। তৎপর উপস্থিত ভদ্রমহোদয়গণকে জলযোগে আপ্যায়িত করা হয়। প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজিং ডিরেক্টর শ্রীযুত এস এন গুহরায় অভ্যাগতদের সুখ-সুবিধার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়াছিলেন।

নূতন যৌথ কোম্পানী

ময়ূরভঞ্জ জুট স্পিনার্স লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ দুর্গাদাস চ্যাটার্জ্জী। রেজিষ্টার্ড অফিস—১৩, সৈয়দ সেলী লেন, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—৫ লক্ষ টাকা। পাট, চট ও থলের ব্যবসা।

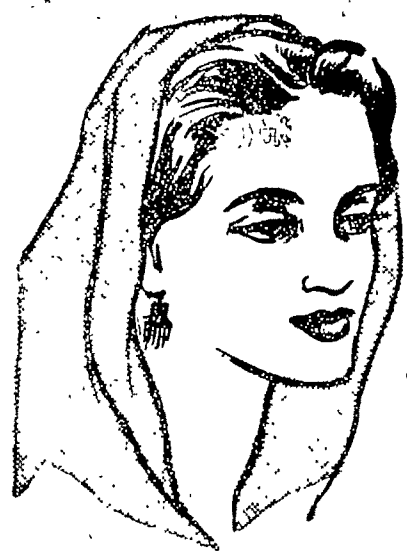

আপনার বর্ত্তমান

ও আপনার ভবিষ্যৎ

ডব্লিউ. আর. আই. এন. এস্. এ কাজ নিলে ভারতীয় মেয়েরা দেশের এবং সেই সঙ্গে নিজেদেরও উন্নতি করবার চমৎকার সুযোগ পাবেন। অন্য সব দেশের মেয়েদের মতো ভারতীয় মেয়েরাও আজকাল দেশের কাজে যোগ দেবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। ব্যবসাবাণিজ্যে ও শিল্পে ভারতবর্ষ দ্রুত-উন্নতির পথে এগিয়ে চলেছে, এর ফলে মেয়েরাও কাজ করবার সুযোগ পাচ্ছেন। যুদ্ধের পর স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে এলে বেসামরিক নানা কাজের জন্য সুশিক্ষিত স্ত্রী ও পুরুষ কর্মীদের চাহিদা হবেই। ডব্লিউ. আর. আই. এন্.এ নতুন ধরনের কাজ করে মেয়েরা যে শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা লাভ করবেন তার সাহায্যে বেসামরিক জীবনে ভালো চাকরি পেতে তাঁদের মোটেই অসুবিধা হবে না।

অনেক মেয়েই ইতিমধ্যে এই কাজ নিয়েছেন, কিন্তু আরও কর্মী চাই। ভারতের বিশিষ্ট ঐতিহ্যকে অক্ষুণ্ণ রাখবার এই মস্ত সুযোগ।

* বিস্তারিত বিবরণের জন্য যে কোনো রিক্রুটিং অফিসে কিংবা আপনার কাছাকাছি ডব্লিউ. আর. আই. এন. এস. য়ুনিট কমাণ্ডারকে অথবা যে কোনো বন্দরের ভারপ্রাপ্ত নেভাল অফিসারকে লিখুন।

ডব্লিউ. আর. আই. এন. এস্.

এ যোগ দিন

উইমেন্স্ রয়েল ইণ্ডিয়ান নেভাল সার্ভিস্

উইমেন্স্ অকজিলিয়ারি কোর (ইণ্ডিয়া)

AAA 14

ওঁকার জুট লাম্পাই কোং—ডিরেক্টর দুর্গাদাস চ্যাটার্জ্জী। রেজিষ্টার্ড অফিস—১৩, সৈয়দ সেলী লেন, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—৫ লক্ষ টাকা। পাট, চট ও থলের ব্যবসা।

ইউনাইটেড মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ লিঃ—ডিরেক্টর—যুগমন্ত্রী দাস জৈন। রেজিষ্টার্ড অফিস—৬২, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—২ লক্ষ টাকা। ধাতুদ্রব্যের ব্যবসা।

ক্যাপিট্যাল ইনভেষ্টমেন্ট ট্রাষ্ট (ইণ্ডিয়া) লিঃ—ডিরেক্টর কে কে সেনগুপ্ত। রেজিষ্টার্ড অফিস—২, কমার্শিয়াল বিল্ডিংস, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—২০ হাজার টাকা। দালালী ইত্যাদির ব্যবসা।

বিভিন্ন কোম্পানীর লভ্যাংশ

ডেভিড মিলস্ কোং লিঃ—১৯৪৪ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্ত প্রতি শেয়ারে শতকরা ১০৲ টাকা; পূর্ব্ববৎসর প্রতি শেয়ারে শতকরা ৩৫৲ টাকা লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল। **এডওয়ার্ড টেক্সটাইলস্ লিঃ**—১৯৪৪ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্ত প্রতি শেয়ারে শতকরা ৭৷৷০ আনা; পূর্ব্ববৎসর প্রতি শেয়ারে শতকরা ১৫৲ টাকা লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল। **মেয়ার মিলস্ লিঃ**—১৯৪৪ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্ত প্রতি শেয়ারে শতকরা ৭৲ টাকা; পূর্ব্ববৎসর প্রতি শেয়ারে শতকরা ২০৲ টাকা লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল। **লক্ষ্মী কটন ম্যানুফ্যাকচারিং কোং লিঃ**—১৯৪৪ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্ত প্রতি শেয়ারে শতকরা ৩৪৲ টাকা লভ্যাংশ দান করা হইয়াছিল। **বিষ্ণু কটন মিলস্ লিঃ**—১৯৪৪ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্ত প্রতি শেয়ারে শতকরা ২৬৲ টাকা। পূর্ব্ব বৎসর প্রতি শেয়ারে শতকরা ৩৪৲ টাকা লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল। **কম্বোদিয়া মিলস্ লিঃ**—১৯৪৪ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্ত প্রতি শেয়ারে শতকরা ৭৷৷০ আনা। পূর্ব্ববৎসর প্রতি শেয়ারে শতকরা ৭০৲ টাকা লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল। **ক্যারণ টী কোম্পানী লিঃ**—১৯৪৪ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্ত প্রতি শেয়ারে শতকরা ৫৫৲ টাকা। **বামারলরী এণ্ড কোং লিঃ**—১৯৪৪ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্ত প্রতি শেয়ারে শতকরা ২৫৲ টাকা। পূর্ব্ববৎসরও অনুরূপ হারে লভ্যাংশ প্রদান করা হইয়াছিল। **দি টাটা মিলস্ লিঃ**—১৯৪৪ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত একবৎসরের জন্ত প্রতি শেয়ারে শতকরা ৬৲ টাকা। পূর্ব্ববৎসর শতকরা ৬৲ টাকা বোনাস সহ প্রতি শেয়ারে শতকরা ১২৲ টাকা লভ্যাংশ প্রদান করা হইয়াছিল। **দি খাস কাজোরা কোল কোং লিঃ**—১৯৪৪ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসের জন্ত প্রতি শেয়ারে শতকরা ৫৲ টাকা। পূর্ব্ব ছয় মাসের জন্ত প্রতি শেয়ারে শতকরা ২৷৷০ আনা লভ্যাংশ প্রদান করা হইয়াছিল। **দি ওয়েষ্টার্ণ ইণ্ডিয়া ম্যাচ কোং লিঃ**—১৯৪৪ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক-বৎসরের জন্ত শতকরা ২৲ টাকা বোনাসসহ লভ্যাংশ প্রতি শেয়ারে শতকরা ১২৲ টাকা। পূর্ব্ববৎসর শতকরা ৫৲ টাকা বোনাসসহ প্রতি শেয়ারে শতকরা ১২৲ টাকা লভ্যাংশ দান করা হইয়াছিল। **জেথওয়েট এণ্ড কোং (ইণ্ডিয়া) লিঃ**—১৯৪৪ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক-বৎসরের জন্ত প্রতি শেয়ারে শতকরা ৭৶৬ পাই। পূর্ব্ববৎসরও অনুরূপ হারে লভ্যাংশ প্রদান করা হইয়াছিল।

অর্থনৈতিক পুস্তক ও পুস্তিকা

1. The Traders Bank Prize Thesis By—Brij Narain, Kapur & Sons, Lahore.

ভারতীয় শিল্পোন্নতিতে যৌথ ব্যাঙ্কসমূহের অংশ এবং যৌথ ব্যাঙ্কসমূহ গঠনের বিস্তৃত পরিকল্পনা।

2. India and International Economic Policies—By The All India Manufacturer's Organisation, Bombay. Price Rs. 2-8.

3. Economic Development of India (A Ten Year Plan)—By Dr. Husan Muhammad Khan. Premier Book Depot., Rampur State. Price Rs. 2-8.

4. An Economist Looks at Pakistan—By Radha Kamal Mukherjea. Hind Kitabs, Bombay. Price 1-8.

মেডিক্যাল লাইসেন্‌শিয়েট

জনসেবায় রত

বর্ত্তমান মহাযুদ্ধ প্রায় শেষ পর্যায়ে এসে পৌঁছেচে। জাপানকে পরাজিত করবার এই প্রচেষ্টায় আমাদের অনেক সৈন্ত-সামন্ত হতাহত হবার আশঙ্কা আছে। আহতদের জন্ত ডাক্তারের চিকিৎসা, পরিচর্যা ও সহানুভূতি একান্ত ভাবে দরকার। সামরিক ডাক্তারেরা আহত সৈন্তদের চিকিৎসা ক'রে যে অভিজ্ঞতা অর্জন করবেন শান্তি স্থাপিত হলে বেসামরিক প্রয়োজনে তা বিশেষ কার্যকরী হবে। এই কাজের জন্ত "ইণ্ডিয়ান আর্মি মেডিক্যাল কোর"এ আজই নাম লেখান। **প্রবেশ যোগ্যতা:** প্রার্থীদের বয়স সাধারণতঃ ৪৫ বছরেব নিচে এবং স্বাস্থ্য সামরিক কাজের উপযুক্ত হওয়া চাই। এল্. সি. পি. এস্., এল্. এস্. এম্. এফ্., এল্. এম্. এফ্., এল্. এম্. পি. অথবা সমপর্যায়ের ডিপ্লোমা থাকা চাই।

চাকরির সর্ত

"এ" ক্লাস সার্ভিস: এই কাজে ডাক্তারদের ভারতের বাইরে যেতে হয়, ফলে তাদের অভিজ্ঞতার প্রসারও বেড়ে যায় অনেক। পদোন্নতির সুযোগও প্রচুর। মাইনে সেকেণ্ড লেফটেন্যাণ্টের পদে ৪০০৲ টাকা থেকে শুরু ক'রে পদোন্নতিব সঙ্গে বেড়ে লেফটেন্যাণ্ট কর্নেলের পদে ১৩৫০৲ টাকা পর্যন্ত হয়।

"বি" ক্লাস সার্ভিস: এই কাজে ডাক্তারদের ভারতের মধ্যেই কাজ দেওয়া হয়। চরম উন্নতি ক্যাপ্টেনের পদে। মাইনে সেকেণ্ড লেফটেন্যাণ্টের পদে ২৫০৲ টাকা থেকে শুরু করে ক্রমে ক্যাপ্টেনের পদে ৫৫০৲ টাকা পর্যন্ত হয়।

এলাওয়েন্স (দু' ক্লাসেরই জন্ত) স্পেশালিস্টদের (বিশেষজ্ঞ) মাইনে: যাঁরা স্পেশালিস্ট হিসেবে নিযুক্ত হন তাঁদের নির্দিষ্ট মাইনের উপরে ১০০৲ টাকা বেশি দেওয়া হয়। সামরিক চিকিৎসকদলের কর্তৃত্বপদে নিযুক্ত অফিসারদের মাইনের উপরে ৩০৲ টাকা থেকে ২৪০৲ টাকা পর্যন্ত বেশি দেওয়া হয়। **পোষাক পরিচ্ছদের জন্ত** নিয়োগের সঙ্গে ৭৩৩৲ টাকা দেওয়া হয়। **অগ্রিম বেতন:** নিয়োগের প্রথমে ৩০০৲ টাকা পর্যন্ত দেওয়া হয়। **গ্র্যাচুইটি:** সমর বিভাগ ছাড়ার পর প্রত্যেক বছরের জন্ত এক মাসের নির্দিষ্ট মাইনে হিসেবে টাকা পাওয়া যায়। তা ছাড়া শারীরিক অক্ষমতার জন্ত পেন্‌শান্, পরিবার ও বিধবা স্ত্রীর ভরণ-পোষণ এবং সন্তানের শিক্ষার খরচ সবই চলতি রেগুলেশান্ অনুযায়ী পাওয়া যায়। ইণ্ডিয়ান ল্যাণ্ড ফোর্সের অন্যান্ত অফিসারদের মতো সেপারেশান্ এলাওয়েন্স, ট্রাভেলিং এলাওয়েন্স এবং গীত কন্‌সেশান্‌ও পাওয়া যায়।

বিস্তারিত খবরাখবর নিম্নলিখিত অফিসারদের কাছ থেকে পাবেন: প্রাদেশিক 'মেডিক্যাল ডিপার্টমেণ্টে'র কর্তাদের কাছে (বেসামরিক হাসপাতালের সার্জন জেনারেল বা ইন্সপেক্টার জেনারেল); ভারতীয় সামরিক হাসপাতালের কর্তাদের কাছে; জি. এইচ. কিউ. নিউ দিল্লীতে "ডিরেক্টার অব মেডিক্যাল সার্ভিসেস্"এর কাছে অথবা নিউ দিল্লীতে "ডিরেক্টার জেনারেল, ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল সার্ভিস"এর কাছে।

Indian Army Medical Corps

বাজারের হালচাল

টাকা ও বিনিময়

কলিকাতা, ৩রা মে—আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার টাকার ও বিনিময়ের বাজারে বিশেষ কোনই পরিবর্ত্তন লক্ষিত হয় নাই। ব্যাঙ্কসমূহের মধ্যে চাহিবামাত্র ঋণের সুদের হার অপরিবর্ত্তিতই রহিয়াছে—অর্থাৎ কলিকাতার টাকার বাজারে ইহা শতকরা ॥০ আনা ও বোম্বাইয়ে শতকরা ।০ আনা ছিল। গত ১লা মে ভারত সরকার কর্ত্তৃক আহূত তিন মাসের মেয়াদী ৪ কোটী টাকার ট্রেজারী বিলের জন্য মোট আবেদনের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ৭ কোটী ৬৬ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা। পূর্ব্ব সপ্তাহের তুলনায় এই আবেদনের পরিমাণ প্রায় ২॥ কোটী টাকা বৃদ্ধি পাইলেও গৃহীত আবেদনের সুদের হার না কমিয়া বরং কিঞ্চিৎ বাড়িয়াছে। ৯৯৸৩ ও তদূর্দ্ধ মূল্যের সমুদয় এবং ৯৯৸৵০ মূল্যের আবেদনসমূহের শতকরা প্রায় ১৮ ভাগ গৃহীত হইয়াছে। মোট ৪ কোটী টাকার গৃহীত আবেদনের গড়পড়তা সুদের হার শতকরা বার্ষিক ।৵১১ পাই ধার্য্য হইয়াছে। পূর্ব্ব সপ্তাহের গড়পড়তা সুদের হার শতকরা বার্ষিক ।৵৯ পাই ছিল।

আগামী ৮ই মে মঙ্গলবার বেলা ১১ টা পর্য্যন্ত বোম্বাইতে এবং ৭ই মে কাজকর্ম্ম বন্ধ না হওয়া পর্য্যন্ত অন্যান্য কেন্দ্রে ভারত সরকার কর্ত্তৃক তিন মাসের মেয়াদী ৪ কোটী টাকার ট্রেজারী বিলের টেণ্ডার আহ্বান করা হইয়াছে। যাহাদের টেণ্ডার গৃহীত হইবে তাহাদিগকে আগামী ১১ই মে শুক্রবার টাকা জমা দিতে হইবে। অন্যান্য সর্ত্ত পূর্ব্ববৎ।

গত ২৭শে এপ্রিল যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে উহাতে ভারত সরকার কর্ত্তৃক রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ইস্যু বিভাগের সপক্ষে ১ কোটী ১ লক্ষ টাকার ট্রেজারী বেল বিক্রীত হইয়াছে।

বিনিময়-বাজারে আলোচ্য সপ্তাহে নিম্নরূপ হারে বলবৎ ছিল :—

টেলিঃ হুণ্ডি (প্রতি টাকায়)	১ শিঃ ৫৪৳ পেঃ
ঐ জর্ম্মনী („)	„ „
ডি এ তিন মাস („)	১ শিঃ ৬৪৳ পেঃ
ডি এ চার মাস („)	১ শিঃ ৬৪৳ পেঃ
ডলার (প্রতিশত)	৩৩২৸০ আনা

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হিসাব :—রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গত ২০শে এপ্রিলের হিসাবে দেখা যায় যে, ঐ তারিখে ভারতে চলতি নোটের পরিমাণ ছিল ১১০৮ কোটী ৬৮ লক্ষ ৯২ হাজার টাকা। এক সপ্তাহ পূর্ব্বে পূর্ব্বোক্ত নোটের পরিমাণ ছিল ১১০৭ কোটী ৯৯ লক্ষ ৭৬ হাজার টাকা। গত ২০শে এপ্রিল রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্ক সমূহের চলতি ও স্থায়ী আমানতের পরিমাণ যথাক্রমে ৬০৬ কোটী ৯৫ লক্ষ টাকা ও ২২৪ কোটী ৪৩ লক্ষ টাকা ছিল।

কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার

গত কয়েক সপ্তাহ যাবত কলিকাতার শেয়ার-বাজারে সাধারণভাবে যে তেজীভাব লক্ষিত হইয়া আসিতেছিল আলোচ্য সপ্তাহের প্রথম ভাগে তাহা অনেকাংশে বজায় থাকিলেও সপ্তাহের মধ্যভাগ এবং শেষভাগে তাহা বহুলাংশে মন্দীভূত হয় এবং কলিকাতার শেয়ার-বাজারে আলোচ্য সপ্তাহের শেষের দিকে অনেকটা লক্ষণীয় নিরুৎসাহ-জনক মনোভাব সঞ্চারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শেয়ারসমূহের কেনাবেচাও হ্রাস পায়। ইউরোপীয় যুদ্ধ পরিস্থিতি লক্ষ্য করিয়া অনেকেই এই আশা পোষণ করিতেছেন যে, কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই হয়তো বা ইউরোপীয় যুদ্ধের অবসান ঘটিতে পারে। তাই শেয়ারক্রয়েচ্ছু জনসাধারণের ইউরোপীয় যুদ্ধের চরম পরিণতির দিকেই দৃষ্টি নিবদ্ধ। ব্রহ্ম রণাঙ্গনের যুদ্ধের অবস্থাও মিত্রশক্তির একান্ত অনুকূলে। তাই আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার-বাজারে শেয়ারক্রয়েচ্ছু জনগণ যথেষ্ট সতর্কতার সঙ্গে আন্তর্জ্জাতিক পরিস্থিতির দ্রুত পরিবর্ত্তনের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া শেয়ার ক্রয়ের জন্য তত্তটা ব্যগ্রতা দেখান নাই। মূল্যের দিক হইতেও শেয়ারসমূহের অবস্থা এখনও হতাশ-জনক বলা চলে না। মোটামুটিভাবে আলোচ্য সপ্তাহে প্রায় অধিকাংশ জনপ্রিয় শেয়ারের মূল্যই উঠা-নামা করিয়াছে এবং আন্তর্জ্জাতিক পরিস্থিতির জন্য আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার-বাজারে সাধারণ অবস্থার ব্যতিক্রম দেখা গিয়াছে।

কোম্পানীর কাগজ—আলোচ্য সপ্তাহে কোম্পানীর কাগজ ও ঋণপত্রসমূহের কেনাবেচা গত সপ্তাহের তুলনায় অনেকটা সীমাবদ্ধ হইলেও মূল্যের দিক হইতে কোন উল্লেখযোগ্য পরিবর্ত্তন দৃষ্ট হয় নাই, সাধারণভাবে মোটামুটি স্থিরভাবই পরিলক্ষিত হয়। আলোচ্য সপ্তাহে শতকরা ৩৲ টাকা সুদের কোম্পানীর কাগজ ৯০৸০ আনা পর্য্যন্ত (সর্ব্বনিম্ন) বিকিকিনি হইয়াছে। শতকরা ৩৷৷০ আনা সুদের কোম্পানীর কাগজ ১০০৲ টাকা (সর্ব্বনিম্ন) পর্য্যন্ত হস্তান্তরিত হইয়াছে। মেয়াদী ঋণপত্রসমূহের মধ্যে ৩৲ টাকা সুদের ঋণপত্র

স্থাপিত ১৯২৯

ভারত ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ব্যাঙ্ক লিমিটেড

১৫ বৎসরের কর্ম্মনিপুনতা

শ্রমশক্তি ও উৎপাদন

যুদ্ধের তাগিদে ভারতবর্ষের প্রত্যেক কারখানাতেই এখন চেষ্টা চলছে কী ক'রে উৎপাদন বাড়ানো যায় অথচ শ্রমিকদের উপরেও যেন বেশি চাপ না পড়ে। এই ভাবে উৎপাদন বাড়াবার কাজে হাত দিতে গিয়ে কারখানার মালিকদের অনেকগুলো সমস্যার কথা ভাবতে হচ্ছে, যেমন—উপযুক্ত পরিমাণ শ্রমিকের অভাব, সাধারণ মজুরদের তুলনায় সুদক্ষ মজুরদের সংখ্যাল্পতা এবং মোট কাজের অনুপাতে উৎপাদনের অসামঞ্জস্য। সকলের আগে তাই দেখতে হচ্ছে একটানা কাজ করবার মতো দৈহিক ক্ষমতা, মনোযোগ ও উৎসাহ শ্রমিকদের আছে কিনা। আর এ জন্যই কারখানার পরিচালকদের কাছে চা আজ অপরিহার্য। কারণ, বহু কারখানাতেই চায়ের উপকারিতা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়েছে। কাজের ফাঁকে শ্রমিকদের চা খেতে দিয়ে দেখা গেছে, শেষপর্যন্ত তাদের ক্ষমতা ও উৎসাহ পুরোপুরি বজায় থাকে। এ বিষয়ে যাঁরা আরো জানতে চান তাঁরা কলকাতায় ১০১ নম্বর ক্লাইভ স্ট্রীটে 'ইণ্ডিয়ান টী মার্কেট এক্স্প্যান্শান্ বোর্ড' থেকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও সাহায্য পাবেন।

ইণ্ডিয়ান টী মার্কেট এক্স্প্যান্শান্ বোর্ড কর্তৃক প্রচারিত

IK 244

(১৯৫৭) ১০০৲ টাকায়, ৩৲ সুদের ঋণপত্র (১৯৫১-৫৪) ১০০৸৵০ আনায়, ৩৷৹ টাকা সুদের ঋণপত্র (১৯৪৭-৫০) ১০৩৷৹ আনায়, ৪৷৹ টাকা সুদের ঋণপত্র (১৯৫৫-৬০) ১১৭৲ টাকায়, ৫৲ টাকা সুদের ঋণপত্র (১৯৪৫-৫৫) ১০১৸৵০ আনায় আলোচ্য সপ্তাহে হস্তান্তরিত হইয়াছে।

কাপড়ের কল—আলোচ্য সপ্তাহে কাপড়ের কলের শেয়ারসমূহে গত সপ্তাহের তুলনায় অবনতির ভাব পরিস্ফুট হইয়া উঠে। মূল্য হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে কাপড়ের কলের শেয়ারসমূহের চাহিদাও গত সপ্তাহের তুলনায় অনেকটা সীমাবদ্ধ থাকে। নিউ ভিক্টোরিয়া ৬৸৵০ আনা (সর্ব্বনিম্ন), বেনারস ১১৵০ আনা (সর্ব্বনিম্ন), এলগিন কটন ৬২৵০ আনা (সর্ব্বনিম্ন), বঙ্গশ্রী ১৪৷০ আনা (সর্ব্বনিম্ন), বঙ্গেশ্বরী ৭৲ টাকা (সর্ব্বনিম্ন) পর্য্যন্ত আলোচ্য সপ্তাহে বিকি-কিনি হইয়াছে।

কয়লাখনি—যুদ্ধোত্তর যুগে ভারত গবর্ণমেণ্টের খনি হইতে কয়লা উত্তোলন এবং বণ্টন ব্যবস্থা সম্বন্ধে কোন সুস্পষ্ট নীতি এখন পর্য্যন্তও ঘোষিত না হওয়ায় আলোচ্য সপ্তাহেও কয়লার শেয়ারসমূহের চাহিদা সীমাবদ্ধ হয় এবং মূল্যও হ্রাস পায়। বরাকর ৩৮৷৵০ আনা, তালচের ১০৸৵০ আনা, রাণীগঞ্জ ৫১৲ টাকা, ইকুইটেবল ৬৬৷০ আনা, সাউথ করণপুরা ২৭৸০ আনা, নিউ পুরুলিয়া ১১৵০ আনা, ষ্ট্যাণ্ডার্ড ৪০৲ টাকা পর্য্যন্ত আলোচ্য সপ্তাহে নামিয়াছিল।

চটকল—আলোচ্য সপ্তাহে একমাত্র হাওড়া ব্যতীত চটকল সমূহের অধিকাংশ জনপ্রিয় শেয়ারের মূল্যের দিক হইতে অবনতি ঘটে। অকল্যাণ্ড ৩৩০৲ টাকা, এ্যাংলো ইণ্ডিয়া ৪৬৯৲ টাকা, কামারহাটি ৬৯৮৲ টাকা, নদীয়া ১২৮৷০ আনা, প্রেসিডেন্সী ১১৸০ আনা, রিলায়েন্স ৭৪৷০ আনা, হাওড়া ৯২৷৵০ আনা, এসায়েন্স ৬১৯৲ টাকা, ষ্টাণ্ডার্ড ২৯৬৲ টাকা পর্য্যন্ত আলোচ্য সপ্তাহে হস্তান্তরিত হইয়াছে।

চা-বাগান—আলোচ্য সপ্তাহে এই বিভাগের অধিকাংশ জনপ্রিয় শেয়ারের প্রায় কোনরূপ বিকি-কিনি হয় নাই। ইষ্ট ইণ্ডিয়া ১৭৷০ আনায়, তেলৈজান ১৪৷০ আনায় এবং টাকবর ২১৷০ আনায় আলোচ্য সপ্তাহে হস্তান্তরিত হইয়াছে।

চিনির কল—আলোচ্য সপ্তাহে এই বিভাগের অধিকাংশ শেয়ারের মূল্য হ্রাস ঘটে এবং বিকি-কিনিও অনেকটা সীমাবদ্ধ থাকে। বেলসুন্দ ১৩৷০ আনা, চম্পারণ ৩৫৷০ আনা, রামনগর ১৪৸০ আনা, কেরু এণ্ড কোং ২৫৸৵০ আনা পর্য্যন্ত আলোচ্য সপ্তাহে নামিয়াছিল।

ইঞ্জিনিয়ারিং—আলোচ্য সপ্তাহে এই বিভাগের অধিকাংশ শেয়ারসমূহের গত সপ্তাহের তুলনায় মূল্য হ্রাস হয়। ইণ্ডিয়ান আয়রণ ৩৯৲ টাকা, ষ্টীল কর্পোরেশন ৩২ টাকা, কুমারধুবী ৯৸০ আনা, জেসপ ২৩৸৵০ আনা, ন্যাশনাল আয়রণ ১১৷৵০ আনা পর্য্যন্ত আলোচ্য সপ্তাহে নামিয়াছিল।

পাটের বাজার

কলিকাতা, ৪ঠা মে—আলোচ্য সপ্তাহেও কলিকাতার পাটের বাজারে মন্দার ভাব পরিলক্ষিত হয়। পাটজাত দ্রব্যের বাজারে আলোচ্য সপ্তাহে উল্লেখযোগ্য অবনতির পরিচয় পাওয়া যায়। প্রধানতঃ এই অবনতির জন্য দুইটি কারণের উল্লেখ করা যাইতে পারে। প্রথমতঃ, বাজারে এক সাধারণ ধারণা চলিত হইয়াছে যে, যুদ্ধবিরতির সঙ্গে সঙ্গেই দ্রব্যমূল্যে অবনতি দেখা যাইবে। দ্বিতীয়তঃ, কয়লা সরবরাহের পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়াতেও আলোচ্য সপ্তাহে পাটজাত দ্রব্যের বাজার নিস্তেজ হইয়াছে। গত সপ্তাহে পাটকল সমিতি দৈনিক গড়ে ৬৯ মালগাড়ী কয়লার যোগান পাইয়াছেন বলিয়া রিপোর্ট প্রকাশ করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, বহুদিন পর এত প্রচুর কয়লার আমদানী হইয়াছে; আমদানী নাকি এত বেশী হইয়াছে যে সমস্ত কয়লা ডেলিভারী নিবার জন্য যথাসংখ্যক কুলীর অভাব হইয়াছিল! গত রবি ও সোমবার অর্থাৎ ২৯শে ও ৩০শে এপ্রিল তারিখে মোট ১১৮ গাড়ী কয়লা কলিকাতায় আসিয়াছে। আশা করা যায় যে, কয়লা যোগানের এই গতি রক্ষিত হইলে আগামী সপ্তাহে সকল বাষ্পচালিত কলগুলিই সিঙ্গল সিফট-এ কাজ আরম্ভ করিতে পারিবে। যাহা হোক, কয়লার যোগান ব্যবস্থার উন্নতি হওয়ার আলোচ্য সপ্তাহে পাটজাত দ্রব্যের যোগানও বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং ফলে এই শ্রেণীর দ্রব্যের বাজারে মন্দা দেখা গিয়াছে। আশঙ্কা হয় চাহিদার কোন উন্নতি না হইলে ভবিষ্যতেও এই মন্দা থাকিয়াই যাইবে। ব্রহ্মদেশে মিত্রপক্ষের বিজয় গতিতে অবশ্য অনেকখানি ভরসা করা যাইতে পারে যে, ব্রহ্মদেশের চাউলের ব্যবসার জন্য থলের চাহিদা বৃদ্ধি পাইবে। অতীতে ব্রহ্মদেশ থলে ক্রয়কারী দেশসমূহের অন্যতম ছিল, ইহা সকলেই জানেন। ক্রমে ক্রমে শ্যাম, মালয় এবং অন্যান্য পূর্ব্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জসমূহের বাজার উন্মুক্ত হইলে বঙ্গদেশে পাটজাত দ্রব্যের বাজারে আবার তেজীভাব প্রকাশ পাইবে আশা করা যায়।

পাটের বাজারেও নিস্তেজভাব বিরাজ করিতেছে। আগামী ফসলের সন্তোষজনক পূর্ব্বাভাস এই মন্দার প্রধান কারণ। শান্তি স্থাপিত হইলে ভারতবর্ষ অন্যান্য দেশে পাট রপ্তানী করিবার সুবিধা ও সুযোগ বেশী পাইবে এবং তখন পাটের মূল্য বৃদ্ধি পাইবে।

মফঃস্বলে পাটের বাজার তেজী আছে। আবহাওয়ার অবস্থাও ভাল। বিশেষতঃ পূর্ব্ববঙ্গে পাটচাষ খুবই ভাল হইয়াছে; তবে পশ্চিমবঙ্গে আরো কিছু বৃষ্টি পাট চারাগুলির পক্ষে এবং নতুন বুননের পক্ষে সহায়ক হইবে। আড়তদারদের হাতে যে পাট মজুত আছে তাহা আগামী ফসল বাজারে আসিবার পূর্ব্বেই বিক্রী হইয়া যাইবে মনে হয়; তাহা হইলে ভবিষ্যতে পাটের বাজারে অব-

সাদার্ণ ব্যাঙ্কিং

হেড অফিস—১৪, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ফোন—ক্যাল. ৫৯৮৯

ব্রাঞ্চ—বড়বাজার, শ্যামবাজার, ভবানীপুর, বসিরহাট, খুলনা ও পাটনা

সুবিধাজনক সর্ত্তে গভর্ণমেণ্ট ও মিলিটারী বিলের উপর টাকা ধার দেওয়া হয়

সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—ডাঃ অমলকুমার রায়চৌধুরী, এম্-ডি

Gram : Cencomba Post Box No.22

সেণ্ট্রাল কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক

—লিমিটেড—

স্থাপিত—১৯২৮

হেড অফিস—১২, জ্যাক্‌সন লেন, কলিকাতা।

সুদক্ষ ডিরেক্টরবর্গ কর্ত্তৃক পরিচালিত

ম্যানেজিং ডিরেক্টার :

মিঃ এস বি বিশ্বাস

দি ব্যাঙ্ক অফ্ বরোদা লিঃ

(১৯০৮ সালে বরোদার মহারাজা কর্ত্তৃক—সরকারের আংশিক মালিকানায়)

বরোদার মহারাজ সরকার বরোদা রাজ্যের গভর্ণমেণ্টের পৃষ্ঠপোষকতায় পরিচালিত

অনুমোদিত মূলধন	...	২,৪০,০০,০০০৲	টাকা
বিলিকৃত ও বিক্রীত মূলধন	...	২,০০,০০,০০০৲	,,
তাগিদ দেওয়া মূলধন	...	১,০০,০০,০০০৲	,,
আদায়ীকৃত মূলধন (৩১-৮-৪৪)	...	৯৯,৯৯,৫৮০৲	,,
মজুত তহবিল	...	১,০০,০০,০০০৲	,,

হেড অফিস :—ব্যাঙ্ক রোড, বরোদা কলিকাতা অফিস :—১১, ক্লাইভ ষ্ট্রীট

শাখাসমূহ :

আমেদাবাদ (ভদ্রা), আমেদাবাদ (পাঁচকুভা), আমরেলী, ভবনগর, বিলিমোরা, বোম্বাই (ফোর্ট), বোম্বাই (জাভেরী বাজার), কলিকাতা, দাভয়, ধুলিয়া (পশ্চিম খান্দেস), দ্বারকা, হারিজ, জালগাঁও (পূর্ব্ব খান্দেস), কাঁদী, কালল, কপড্বঞ্জ, কারজন, মেসানা, মিঠাপুর, নবসারী, পাটন, পেঠলাদ, পোর্ট ওখা, সঙ্খেদা, সিথপুর, সুরাট, উন্‌ঝা (এন, জি), ভিসনগর ভায়ারা।

ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত সকল প্রকার কাজ করা হয়।

ডব্লিউ জি প্রাউডওওয়াটার, জেনারেল ম্যানেজার, বরোদা।

এম, জি, পারিখ, এক্টিং ম্যানেজার, কলিকাতা

নতি দেখা যাইবে না অনুমান করা যায়। তবে মফঃস্বল হইতে প্রাপ্ত রিপোর্টসমূহ দৃষ্টে বুঝা যায় আগামী ফসলের পরিমাণ গত ফসলের চেয়ে শতকরা ২০।২৫ ভাগ বেশী হইবে। ১৯৪৪ সালের পাট ফসলের চূড়ান্ত রিপোর্টে প্রকাশ যে, ৫৫ লক্ষ বেল পাট ঐ বৎসর উৎপন্ন হইয়াছে। সুতরাং যদি আগামী বৎসর পাটের উৎপাদন ইহা অপেক্ষাও বেশী হয় তাহা হইলে বিদেশী চাহিদা বৃদ্ধি পাইলেও পাটের মূল্যে আশানুরূপ বৃদ্ধি নাও লক্ষিত হইতে পারে।

আলগা পাটের বাজারে চটকলসমূহ অল্পই বেচাকেনা করিয়াছে। ইউরোপীয় জাত মিডল ও বটম শ্রেণীর পাট যথাক্রমে ১৬৸০ আনা ও ১৩৸০ আনা মণ দরে বিক্রীত হইয়াছে। সুপারভাইজড জাত মিডল ও বটম যথাক্রমে ১৮৲ টাকা ও ১৩৲ টাকা মণ দরে বিক্রীত হইয়াছে। শ্রেষ্ঠ শ্রেণীর পাট মণ প্রতি ॥০ আনা অধিক দরে বিক্রীত হইয়াছে। পুরাতন অপেক্ষা নূতন পাটও ॥০ আনা অধিক দর পাইয়াছে।

পাকা বেল বিভাগেও আলোচ্য সপ্তাহে সামান্যই কারবার হইয়াছে। উত্তম শ্রেণীর পাট, কাটিংস্ ও আউটপোর্ট লাইটনিংস্ শ্রেণীর পাট ছাড়া অন্যান্য শ্রেণীর দ্রব্যের মূল্য সর্ব্বনিম্নে রহিয়াছে। এপ্রিল-জুন মাসে ডেলিভারী দেওয়ার সর্ত্তে সর্ব্বোচ্চ মূল্যে কারবার হইয়াছে, কিন্তু ইহার পরবর্ত্তী সময় ডেলিভারী সর্ত্তে যেমন অক্টোবর-ডিসেম্বর মাসে ডেলিভারী দেওয়ার সর্ত্তে যে সব কাজ গ্রহণ করা হইয়াছে তাহাদের ।০ আনা ডিসকাউন্ট দিতে হইয়াছে।

তুলা ও কাপড়

কলিকাতা, ৪ঠা মে—আলোচ্য সপ্তাহে বোম্বাইয়ের তুলার বাজারে গত সপ্তাহের তুলনায় সাধারণভাবে মোটামুটি উন্নতির ভাবই পরিলক্ষিত হয়। আলোচ্য সপ্তাহের প্রথম ভাগ এবং মধ্য-ভাগে বোম্বাইয়ের তুলার বাজারে তেমন কোন উল্লেখযোগ্য নূতন পরিস্থিতির উদ্ভব না হইলেও সপ্তাহের শেষভাগে ইউরোপের যুদ্ধবিরতির একান্ত সম্ভাবনায় চাহিদা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বোম্বাইয়ের তুলার বাজারেও যথেষ্ট কর্ম্মচাঞ্চল্য পরিলক্ষিত হয় এবং তুলার দরেও উন্নতি দেখা যায়। গত সপ্তাহে বোম্বাইয়ের বাজারে মে মাসে ডেলিভারি দেওয়ার সর্ত্তের খরিলা তুলার দর ছিল ৪০৪৷০ আনা। বর্ত্তমানে তাহা ৪০৯৲ টাকা দাঁড়াইয়াছে। বোম্বাইয়ের বাজারে জুলাই মাসে ডেলিভারি দেওয়ার সর্ত্তের তুলার দর গত সপ্তাহে ছিল ৪২৩৲ টাকা। বর্ত্তমানে তাহা ৪২৯৲ টাকা দাঁড়াইয়াছে।

কাপড়—আলোচ্য সপ্তাহেও কলিকাতার কাপড়ের বাজারে প্রকাশ্যভাবে বিকি-কিনির ব্যাপারে কোন কর্ম্মচাঞ্চল্য পরিলক্ষিত হয় নাই। কলিকাতার কাপড়ের বাজারের অবস্থা দেখিয়া মনে হয় যে, কলিকাতায় কাপড়ের বাজার হইতে মিলের ধুতি, শাড়ী প্রভৃতির বিকি-কিনি যেন এক রকম বন্ধ হইয়াই গিয়াছে। প্রকাশ্য বাজারে তাঁতের কাপড়, সাড়ী প্রভৃতি আলোচ্য সপ্তাহেও বিকি-কিনি হইয়াছে বটে, কিন্তু তাঁতের ধুতি, শাড়ী প্রভৃতির দর এত বাড়িয়া গিয়াছে যে, বেশী সংখ্যক লোকেরই তাহা নাগালের বাইরে। সম্প্রতি সাময়িক বরাদ্দ ব্যবস্থানুযায়ী কলিকাতায় বস্ত্র বণ্টনের জন্য ২২৫টি দোকান মনোনীত হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। এমফোর্সমেণ্ট বিভাগের ডিরেক্টর জেনারেল কর্ত্তৃক প্রত্যেক ওয়ার্ডেই অসাময়িক বস্ত্র সরবরাহ সম্পর্কিত কমিটিও সম্প্রতি গঠিত হইয়াছে। পূর্ণাঙ্গ বস্ত্র বরাদ্দ ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ২ হাজার গাঁইট বস্ত্র বণ্টন করা হইবে বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে। হ্যাণ্ডলিং এজেণ্টগণের মফঃস্বলে মাল প্রেরণের বিলি-ব্যবস্থা সত্ত্বেও মফঃস্বলের অধিকাংশ স্থানেই যে কোন প্রকার বস্ত্রেরই আলোচ্য সপ্তাহেও প্রচণ্ড অভাব

সোনা ও রূপা

কলিকাতা, ৪ঠা মে—আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতা ও বোম্বাইয়ের বাজারে সোনার দরে গত সপ্তাহের তুলনায় সাধারণভাবে মোটামুটি অবনতির ভাবই পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। আলোচ্য সপ্তাহের প্রথম ভাগের তুলনায় সপ্তাহের মধ্য ভাগ এবং শেষ ভাগে কলিকাতা ও বোম্বাই উভয় বাজারেই সোনার দরে উঠা-নামা করিয়াছে। গত শুক্রবার রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ২৫ হাজার তোলা সোনা প্রতি ভরি ৭৫৷০ আনা দরে বিক্রয় করিয়াছিল। অদ্য রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ২৫ হাজার তোলা সোনা প্রতি ভরি ৭৩৸০ আনা দরে বিক্রয় করিয়াছে। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক গত সপ্তাহের তুলনায় আলোচ্য সপ্তাহে কম দরে সোনা বিক্রয় করার জন্যই আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতা ও বোম্বাইয়ের বাজারে সোনার দরে অবনতির ভাব পরিলক্ষিত হওয়ার প্রধানতম কারণ। গত সপ্তাহে কলিকাতা ও বোম্বাইয়ের বাজারে প্রতি ভরি সোনার দর ছিল যথাক্রমে ৭৫৸০ আনা এবং ৭৫৷৵০ আনা। বর্ত্তমানে তাহা যথাক্রমে ৭৪৷৵০ আনা ও ৭৪৷০ আনা দাঁড়াইয়াছে। কলিকাতা ও বোম্বাইয়ের বাজারে প্রতি খণ্ড গিনি বর্ত্তমানে যথাক্রমে ৫০৷০ আনা ও ৫০৷০ আনা দাঁড়াইয়াছে।

রূপা—আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতা ও বোম্বাইয়ের বাজারে রূপার দরেও গত সপ্তাহের তুলনায় অবনতির ভাব বিশেষভাবেই পরিস্ফুট হইয়া উঠে। কলিকাতা ও বোম্বাই উভয় বাজারেই সোনার দর হ্রাস পাওয়াই গত সপ্তাহের তুলনায় আলোচ্য সপ্তাহে রূপার দর হ্রাস পাওয়ার কারণ। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অদ্য ৩০০ বার রূপা প্রতি ১০০ ভরি ১২৭৷০ আনা দরে বিক্রয় করিয়াছে। গত সপ্তাহে কলিকাতা ও বোম্বাইয়ের বাজারে প্রতি ১০০ ভরি রূপার দর ছিল যথাক্রমে ১৩৪৷০ আনা ও ১৩২৸৵০ আনা। বর্ত্তমানে তাহা যথাক্রমে ১২৮৷০ আনা ও ১২৭৷০ আনা দাঁড়াইয়াছে।

ইষ্ট বেঙ্গল ব্যাঙ্কিং

হেড অফিস—নারায়ণগঞ্জ স্থাপিত—১৯২৩ কলিকাতা অফিস—১৭৬ ক্রস্ ষ্ট্রীট

ফোন : বড়বাজার—৯৮৭

শীঘ্রই পাটনা সিটি শাখা খোলা হইবে।

অপরাপর শাখা—বরিশাল, ভৈরববাজার, কুমিল্লা, করিমগঞ্জ, মীরকাদিম, নিতাইগঞ্জ, পুরাণবাজার (চাঁদপুর), শিলচর, শ্রীহট্ট।

জেনারেল ম্যানেজার—কে, কে, পাল ম্যানেজিং ডিরেক্টর—এস, সি, সাহা

ত্রিপুরা ইণ্ডাষ্ট্রীস কর্পোরেশন লিমিটেড

হেড অফিস—৮।২, হেষ্টিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

একটী লভ্যাংশ ঘোষণাকারী উন্নতিশীল জাতীয় প্রতিষ্ঠান।

লম্বা আঁশের তুলার চাষ বিপুল আয়োজনে আরম্ভ হইয়াছে।

চালের কল চলিতেছে এবং শীঘ্রই "ষ্ট্র" বোর্ড প্রস্তুতের মিল স্থাপিত হইতেছে।

ফ্যাক্টরী ও কটন ষ্টেট—বামুটিয়া, ত্রিপুরা ষ্টেট।

হিন্দুস্থান ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস—কলিকাতা

গ্রাম—শিল্পসখা ফোন : কলি ৩৩৩৮

বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যাতে মাত্র ১০টি শাখা অফিস

শীঘ্রই সন্তোষজনক লভ্যাংশ ঘোষণা করা যাইবে বলিয়া আশা করা যায়।

মিঃ এস, আর, গুহ ডিরেক্টর-ইন্-চার্জ। P 36,006 মিঃ এস, এন, রায় চৌধুরী ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

টাকা খাটাইবার জন্য নির্ভরযোগ্য জাতীয় প্রতিষ্ঠান

বেঙ্গল মেট্রোপলিটন ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস—৩, মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড, কলিকাতা।

শাখা ঃ—কৃষ্ণনগর, নবদ্বীপ, বড়বাজার (কলিকাতা)

মিরকাদিম, ঢাকা, ইছাপুর, বহরমপুর (বেঙ্গল) ও দক্ষিণ কলিকাতা শাখা শীঘ্রই খোলা হইতেছে।

সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়

জেনারেল ম্যানেজার এম, সি, বাড়রী

ম্যানেজিং ডিরেক্টর এন, এন, দাসগুপ্ত এম-এ কম, বি, এল।

সাপ্তাহিক বাজার দর

	২৭শে এপ্রিল	৩০শে এপ্রিল	১লা মে	২রা মে	৩রা মে	৪ঠা মে
সোনার দর—প্রতি ভরি (কলিকাতা) ...	৭৫৸০	৭৬৶০	৭৪৶০	৭৫৶০	৭৫৵০	৭৪৷৵০
ঐ ঐ (বোম্বাই) ...	৭৫৷৵০	৭৫৷০	৭৪৷৵০	৭৪৸০	৭৪৷০	৭৪৷০
রূপার দর—প্রতি ১০০ ভরি (কলিকাতা) ...	১৩৪৷০	১৩২৷৷০	১২৯৲	১৩০৸০	১২৯৷৷০	১২৮৷০
ঐ ঐ (বোম্বাই) ...	১৩২৸৵০	১৩০৷৷০	১২৮৸০	১৩০৸০	১২৯৷০	১২৭৷৷০
গিণির দর—প্রতিখানা (কলিকাতা) ...	৫০৷৷০	৫১৷৷০	৫০৷৷০	৫০৸০	৫০৷৷৵০	৫০৷৷০
ঐ ঐ (বোম্বাই) ...	৫১৸০	৫১৷৷০	৫০৸০	৫১৲	৫০৲	৫০৷০
রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সুদের হার (শতকরা বার্ষিক) ...	৩৲	৩৲	৩৲	৩৲	৩৲	৩৲
কোম্পানীর কাগজ— ...						
কোম্পানীর কাগজ—শতকরা ৩৲ সুদের ...	৯০৸৵০	—	৯০৸০	—	—	—
ঐ ঐ ৩৷৷০ টাকা সুদের ...	১০০৷০-১০০৵০	১০০৷০-১০০৷০	১০০৶০-৯৯৸৵১০	১০০৲	১০০৵০-১০০৷০	১০০৲
৩৲ টাকা সুদের ঋণপত্র (১৯৬৩-৬৫) ...	৯৮৸৶০	৯৮৸৶০	৯৮৸৶০	—	৯৮৸৵০	৯৮৸৶০
৩৲ টাকা সুদের ঋণপত্র (১৯৬৬-৬৮) ...	৯৮৷৷০-৯৮৶০	—	৯৮৷৵০	৯৮৷৶০-৯৮৵০	—	৯৮৷০
৪৲ টাকা সুদের ঋণপত্র (১৯৬০-৭০) ...	—	—	১১২৷৷০-১১২৷৵০	১১২৷৵০	—	—
৫৲ টাকা সুদের ঋণপত্র (১৯৪৫-৫৫) ...	১০২৷০	১০১৸৶০	১০১৸৶০	১০১৸৶০	১০২৶০	—
ইঞ্জিনিয়ারিং ও ইলেকট্রিক— ...						
ইণ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড ষ্টীল কোং লিঃ ...	৪০৷৵০-৩৯৸৵০	৪০৵০-৩৯৸০	৩৯৷৷৵০-৩৯৲	৩৯৷৷৵০-৩৯৷৶০	৩৯৷৵০-৩৯৷৷০	৩৯৷৷৵০-৩৯৲
ষ্টীল কর্পোরেশন—অর্ডি ...	৩২৸৶০-৩২৷৷৶০	৩২৸০-৩২৷৵০	৩২৷৵০-৩২৲	৩২৷৵০-৩২৵০	৩২৷৵০-৩২৶০	৩২৷৵০-৩২৲
কুমারধুবী—অর্ডি ...	১০৶০	১০৷৶০-১০৷০	৯৸০	১০৷৵০-১০৵০	১০৷০	১০৷০
বার্ণ এণ্ড কোং ...	৩৯৮৲	—	—	—	—	—
জেসপ ...	২৫৵০	২৫৵০-২৫৲	২৫৲-২৪৸০	২৪৲-২৩৸৵০	—	—
মার্শালস্ ...	—	—	—	—	—	—
ন্যাশনাল আয়রণ এণ্ড ষ্টীল ...	১১৸৵০-১১৸০	১১৷৷০	১১৷৵০-১১৷৵০	১১৷৵০	১১৷৵০-১১৷৶০	—
আর্থার বাটলার ...	—	—	—	—	—	—
বেঙ্গল ইলেকট্রিক ল্যাম্প ...	—	—	—	—	—	—
চিটাগাং ইলেকট্রিক ...	—	—	—	—	—	—
খনি—বার্ণা কর্পোরেশন ...	৫৷৵০-৫৷৵০	৫৷৵০-৫৷৵০	৫৷৵০-৫৷৵০	৫৷৶০-৫৷৵০	৫৷৷৶০-৫৷৵০	৫৸৵০-৫৷৷৵০
ইণ্ডিয়ান কপার কর্পোরেশন ...	—	৩৲-২৸৵০	২৸৵০-২৸৵০	৩৲-২৸৵০	৩৲	—
ব্যাঙ্ক—রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া ...	—	১৩৩৲-১৩২৷৷০	—	১৩৩৲-১৩২৷৷০	১৩২৷৷০	—
ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক ...	—	১৯৸০	১৯৲	১৯৷৷০	—	—
ক্যালকাটা ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক ...	১৫৷৵০	—	—	—	—	১৫৷৵০
বেঙ্গল সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক ...	১৪৶০-১৩৸০	১৪৷১০	১৪৶০	১৪৵১০	১৪৷০-১৪৵০	১৪৵০-১৩৸০
কুমিল্লা ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন ...	—	১৫৷৵০	—	১৫৷৵০	১৫৲	—
মহালক্ষ্মী ব্যাঙ্ক ...	—	—	—	১০৷৶০	১০৷৷৫	১০৷৷৵৫
নিউ ষ্ট্যাণ্ডার্ড ব্যাঙ্ক ...	—	—	—	—	১০৷৷০	১০৷৷৵০
হিন্দুস্থান কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক ...	৫২৲	৫১৸০	—	—	৫১৲	—
নাথ ব্যাঙ্ক ...	—	—	—	—	২৯৷৷০	২৯৷৷০
কয়লা—বরাকর কোল্ কোং ...	৪২৵০-৪১৸০	৪১৵০-৪০৷৷৶০	৪০৵০-৩৯৷৷৵০	৪০৷০-৪০৷০	৪০৷০-৩৯৷৷০	৩৯৸০-৩৮৷৷৶০
তালচের	১১৸০-১১৷৵০	১১৷৷৵০	১১৷৵০-১১৷০	১১৷০-১১৷০	১১৵০-১০৸৶০	১১৷০-১০৸০
রাণীগঞ্জ	—	—	৫১৲-৫০৸০	৫১৷০-৫১৵০	৫১৲-৫০৸৶০	৫১৵০-৫১৲
ইকুইটেবল	৬৬৸০	—	৬৬৸০-৬৬৷৷৵০	৬৭৷৶০	৬৭৵০-৬৭৲	৬৭৲-৬৬৷৷০
সাউথ করণপুরা ...	৩০৲-২৯৷৵০	২৯৷৷৵০-২৮৸৵০	২৮৸০-২৮৵০	২৮৸৵০-২৮৷৷৶০	২৮৷৷৵০-২৮৷৵০	২৮৷৵০-২৭৸০
ভুলনবরারি ...	—	—	৩০৲	৩১৲	—	—
সেণ্ট্রাল কারকেণ্ড ...	—	৩৮৷৵০	—	৩৯৵০-৩৮৷৵০	—	—
মিউ চুরুলিয়া ...	১৩৵০	—	১২৸৵০-১২৲	—	১২৵০-১১৸০	১১৸০-১১৶০
ষ্ট্যাণ্ডার্ড ...	৪৩৲-৪২৸৵০	—	—	৪১৵০	৪০৷৷৵০	৪০৷৷০-৪০৲

প্রগতিশীল জাতীয় প্রতিষ্ঠান

ন্যাশন্যাল মার্কেণ্টাইল ব্যাঙ্ক লিঃ

গ্রাম :—RNEM BANK ৮০, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা ফোন : বি বি ৬২৬৪

অমৃতসর	গুজরাট	কৃষ্ণনগর	রংপুর
বেনারস	জাগরাওঁ	লালামুসা	সারগোধা
ঢাকা	ঝিলাম	মুলতান	শিয়ালকোট
ডাল্কা	জলন্ধর	নবদ্বীপ	ট্যাণ্ডো-আদম
দত্তুয়া	করাচী	নিজামাবাদ	ওয়াজিরাবাদ
গুজরানওয়ালা	খুসব	রাঁচী	বাগনান্
			লায়ালপুর

সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—ইউ এম দাস।

দুইটী নির্ভরযোগ্য জাতীয় প্রতিষ্ঠান

গ্রেট ইষ্টার্ণ ব্যাঙ্ক

লিমিটেড

স্থাপিত : ১৯২৮ :: টেলি : "PURSE"-CAL.

হেড অফিস—৪৪-৪৬, ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ব্রাঞ্চ—বেলিয়াঘাটা, হবিগঞ্জ ও জলপাইগুড়ী

দি নর্থ বেঙ্গল প্রভিডেণ্ট ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ

বি সেনগুপ্ত, ম্যানেজিং ডিরেক্টর

সাপ্তাহিক বাজার দর

	২৭শে এপ্রিল	৩০শে এপ্রিল	১লা মে	২রা মে	৩রা মে	৪ঠা মে
কাপড়ের কল—নিউ ভিক্টোরিয়া কটন মিলস লি	—	৭৵০	৭/০-৬৸৶০	৭৲-৬৸৶০	৭৲-৬৸৶০	৬৸৶০
বেনারস ...	—	—	—	১১।/০	১১৵০	—
কানপুর টেক্সটাইলস্ ...	১২৸৶০	১২৸০-১২৷৶০	—	১২৷/০-১২৷৶০	১২৷৷০-১২৷৶০	১২৷৷০-১২/০
এলগিন কটন মিলস লিঃ ...	—	৬৩৷৶০-৬৩	৬২৲-৬১৸৶০	৬২৷৷০	—	৬২৶০
ডানবার ...	৩৮০৲	—	—	—	—	—
বঙ্গশ্রী ...	—	—	—	১৪৷৷০	১৪৷৷০	১৪৷০
বঙ্গেশ্বরী কটন মিলস্ ...	৭৷৶০	—	—	৭৷০	৭৲	—
কাগজের কল—ইণ্ডিয়া পেপার পাল্প লিঃ ...	—	২২৬৲	২২০৲-২১৮৲	—	২১৫৲	২১৪৲-২১৩৲
শ্রীগোপাল পেপার মিলস লিঃ ...	—	১৭৸৵০-১৭৷৷৶০	১৭৷০	১৭৷৶০-১৭৶০	—	—
টিটাগড় ...	—	২৭৲	২৭৲-২৬৸৶০	—	২৬৸৶০-২৬৸০	২৬৸৶০-২৬৷৶০
চটকল—অকল্যাণ্ড জুট মিলস লিঃ ...	—	—	৩০০৲	—	৩৩৩৲	—
এ্যাংলো ইণ্ডিয়া জুট মিলস লিঃ ...	৪৮১৲	৪৭৭৲-৪৭৫৲	৪৭১৶	৪৭৪৷৷০-৪৭৩৲	৪৬৯৲	৪৬৯৲
কামারহাটি ...	৭২২৲-৭১৮৲	৭১৬৲	৭১০৲	৭১১৲-৭০৯৲	৭০৭৲-৭০৪	৭০২৲-৬৯৮৲
নদীয়া ...	—	১৩২৷৷০-১৩১৲	১৩০৷৷০	—	১৩০৲-১২৮৷৷০	—
প্রেসিডেন্সী ...	১২।/০ ১২৶৫	১২৶০-১১৸৶০	১২৲-১১৸০	১১৸৶০-১১৸/০	১১৸০	—
রিলায়েন্স ...	৭৮।০-৭৮৲	৭৭৷৷০	৭৪।০	—	—	—
কাঁকনাড়া ...	৬০০৲-৫৯৮৲	৫৯৬৲	৫৮৯৲-৫৮৮৲	৫৯২৲-৫৮৯	৫৯০৲-৫৮৮৲	৫৮৪৲
হাওড়া ...	৯৩৶০-৯২।৶০	৯৪৷৷৶০-৯৩৸০	৯৩।০-৯৩/০	৯৪৷৷০-৯৩৸৶০	৯৪৷৷০-৯৩৸৶০	৯৪।০-৯৩৸৶০
ডালহৌসী ...	৩৫৬৲	৩৫৬৲	—	—	—	—
বজবজ ...	—	—	—	—	৫২০৲	৫১৫৲
ষ্ট্যাণ্ডার্ড ...	—	৩০১৲	৩০০৲	—	২৯৬৲	—
এলায়েন্স ...	৬২৪৲	৬২৬৲-৬২২৲	৬১৯৲	৬২২৲	৬২০৲	৬২৪৲
চিনির কল—বেলসুন্দ সুগার কোং লিঃ ...	—	১৪৷৷৶০	১৪।৶	১৪।০-১৪৶০	১৪।/০	১৩৷৷০
চম্পারণ সুগার কোং লিঃ ...	—	—	—	৩৫৸০	৩৫৷৷০	—
কেরু এণ্ড কোং লিঃ ...	—	২৬৶০	২৬৲-২৫৸৶০	২৬৲	—	—
চা বাগান—চন্দননগর টি ...	—	—	—	—	—	—
ইষ্টার্ণ হিন্দুস্থান ...	—	—	—	—	—	—
কল্যাণী ...	—	—	—	—	—	—
লেবং এণ্ড মিনারেল ...	—	—	—	—	—	—
তেজপুর ...	—	—	—	—	—	—
বিশ্বনাথ ...	—	—	—	—	—	—
বিবিধ—ডালমিয়া সিমেণ্ট কোং লিঃ ...	—	১৬৸০	—	১৭৲	—	১৬৸০-১৬৷৷৶০
বি আই কর্পোরেশন ...	৬৶০-৬৶০	৬৶০-৬/০	৬৶০	৬৲	৬/০-৬৲	৬৲
মেদিনীপুর জমিদারী কোং লিঃ ...	১৭২৲	১৭০৲-১৬৯৲	১৬৮৲	১৬০৲-১৬৮৲	১৬৯৲-১৬৮৲	১৬৯৲-১৬৭৷৷০
রোটাস ইণ্ডাষ্ট্রীজ লিঃ	—	১৬৶০-১৬৲	১৫৸০-১৫৸০	১৬৲-১৫৷৷০	১৫৷৷৶০	—
ইণ্ডিয়া জেনারেল নেভিগেশন কোং লিঃ ...	১৮২৷৷০	১৭৮৲	১৭৪৲	—	—	—
আসাম-বেঙ্গল সিমেণ্ট ...	১৯।০-১৯৶০	১৯৲	১৮৷৷০	১৮৸০	১৮।৶-১৮।০	—
ন্যাশনাল ইনসুলেটেড কেবলস ...	—	১৪৲	—	—	১৪৲-১৩৸৶০	—
নিউ এসিয়াটিক ইনসিওরেন্স ...	—	—	—	—	৯৶০	—

সুবারবন ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস—২২নং ষ্ট্র্যাণ্ড রোড, কলিকাতা। ফোন : ক্যাল—৪৮৬১

শাখাসমূহ

টালীগঞ্জ (৫৪নং টালীগঞ্জ সারকুলার রোড), দক্ষিণ কলিকাতা (২৬।১, রসা রোড), টালা, দমদম, বরানগর, আলমবাজার ও দেওঘর

ম্যানেজিং ডাইরেক্টর : মিঃ বি সি দাস, এম-এ, বি-এল

ক্লিয়ারিং-এর সুবিধা সহ জাতীয় আর্থিক প্রতিষ্ঠান

শিলং ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন লিঃ

টেলিঃ SHILLBANK হেড অফিস—শিলং ফোন : শিলং—১৬৬

কলিকাতা শাখা

১৫নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, টেলিঃ BANKSHILLO ফোন : ক্যাল ৪৪৫৪

অন্যান্য শাখা—শ্রীহট্ট, হবিগঞ্জ ও করিমগঞ্জ।

গৌহাটী ও নওগাঁ (আসাম) শাখা খোলা হইয়াছে।

শ্রীপ্রফুল্লকুমার চৌধুরী, ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

নোয়াখালী ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিঃ

স্থাপিত : ১৯২৯

হেড অফিস : ১০, ক্লাইভষ্ট্রীট, কলিকাতা

ফোন : ক্যাল ২৩৩৯ (৩ লাইন)

কলিকাতা শাখা :

বালীগঞ্জ, ভবানীপুর, বড়বাজার ও শ্যামবাজার।

অন্যান্য শাখাসমূহ—

ঢাকা, কিশোরগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ, নোয়াখালি, সোনাপুর, চৌমুহনী, চাঁদপুর, পুরাণবাজার, ফেণী, কৃষ্ণনগর, বহরমপুর, জলপাইগুড়ী, বর্দ্ধমান, দৌলতগঞ্জ, জিয়াগঞ্জ, পূর্ণিয়া, পাটনা, আরা, রাঁচি, ভাগলপুর, জামসেদপুর, বেনারস, লক্ষ্ণৌ, আগ্রা, এলাহাবাদ, কাণপুর, মাদ্রাজ, কটক, মিরকাদিম, কাটিহার, বরিশাল, সিলেট, আসানসোল, সিরাজগঞ্জ, গৌহাটি, হিলি ও ময়মনসিংহ।

কার্য্যকরী মূলধন—দেড় কোটী টাকার উপর

দিল্লী শাখা ২৫শে এপ্রিল খোলা হইবে।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর :—এস, সি, পাল

শীর্ষের চারিটি

ব্রিজ খেলার "নো ট্রাম্পের" চারটী টেক্কার মতই জুয়েলের সুপ্রসিদ্ধ কেশতৈল চতুষ্টয়—ইহাদের দীর্ঘস্থায়ী সুরভি ও অনুপম গুণের জন্যই তৈল জগতে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া শ্রেষ্ঠ সম্মান লাভ করিয়াছে।

♠ কোকোলা ♣ জুয়েল আমলা
♠ কল্যানী ♦ ত্রিগুণ
কেশ তৈল

জুয়েল অফ্ ইণ্ডিয়া, কলিকাতা

নিউ ষ্ট্যাণ্ডার্ড ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস :—কুমিল্লা

অনুমোদিত, বিলিকৃত ও বিক্রীত মূলধন	২০,০০,০০৲
আদায়ীকৃত মূলধন (অগ্রিম জমাসহ)	১৬,৫০,০০৲
রিজার্ভ ফাণ্ড	২,৫০,০০৲ উপর

শাখা সমূহ

ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলেজ ষ্ট্রীট, বালীগঞ্জ, শ্যামবাজার, ময়মনসিংহ, ফরিদপুর, টাঙ্গাইল, আসানসোল, বর্দ্ধমান, খুলনা, শিলচর, সিলেট, শিলং, তিনসুকিয়া, জোড়হাট, ছাতক, রাঁচী ও এলাহাবাদ।

জব্বলপুর শাখা শীঘ্র খোলা হইবে।
এজেন্সী :—ভারতের বড় বড় ব্যবসাকেন্দ্রে।

ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস—৮, লায়ন্স রেঞ্জ, কলিকাতা

ক্লিয়ারিং-এর সুবিধাযুক্ত সম্ভ্রান্ত প্রতিষ্ঠান।

সহজ সর্ত্তে টাকা কর্জ্জ দেওয়া এবং বিল ডিস্কাউণ্ট করা হয়।

ফিক্সড ডিপোজিট এবং অন্যান্য আমানতের উপর সুদের হার লাভজনক।

ব্যাঙ্কের "গাইড-টু-ইন্‌ভেষ্টারস্"-এর জন্য আবেদন করুন।

ব্রাঞ্চসমূহ—

বোম্বে, ঢাকা, দীঘিরপার, নবদ্বীপ, বড়বাজার, চাইবাসা, চক্রধরপুর, সাউথ কলিকাতা, রায়পুর, আজারিয়া, গৌহাটী, গোপালদী, নারায়ণগঞ্জ, নবাবগঞ্জ, নওগাঁ (আসাম) ও বাঘিয়া।

আর, রায়—ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

ক্যালকাটা সিটি ব্যাঙ্ক
—লিমিটেড—

ক্লিয়ারিংয়ের যাবতীয় সুবিধাযুক্ত

হেড অফিস—১০২বি, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ফোন : কলিঃ ৩৪৪৭

—শাখাসমূহ—

বড়বাজার, বেলেঘাটা, শ্যামবাজার, আরামবাগ, চাঁপাডাঙ্গা, মিরকাদিম, নারায়ণগঞ্জ, দীঘিরপাড়, লাহেরিয়াসরাই, ভাগলপুর, নাথনগর, দ্বারভাঙ্গা, রায়পুর (সি-পি), পাটনা, ভিজিয়ানাগ্রাম, বোলাঙ্গীর ও কাটাবঞ্জী (পাটনা ষ্টেট)।

পাটনা সিটি ব্রাঞ্চ
২১শে এপ্রিল খোলা হইয়াছে।

CALCUTTA CITY BANK LIMITED

ম্যাঃ ডিরেক্টর—এইচ সি পাল, এম-এ, বি-এল

লিলি বিস্কুট

লিলি বিস্কুট স্বাদে ও গুণে—অপরাজেয়

লিলি বিস্কুট কোং · কলিকাতা

লিলি বার্লি
আদর্শ পথ্য ও পানীয়

লিলি বার্লি

লিলি বিস্কুট কোং · কলিকাতা

১২২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা—আর্থিক জগৎ প্রেসে শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য দ্বারা সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

PHONE :—B. B. 6382 REGD. NO. C. 2506

আর্থিক জগৎ

ARTHIK JAGAT

ব্যবসা-বাণিজ্য-শিল্প-অর্থনীতি-বিষয়ক সাপ্তাহিক

মূল্য—বার্ষিক সডাক ৯৲ সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য প্রতি সংখ্যা ৶০ আনা

অষ্টম বর্ষ] Monday, 14th May, 1945. সোমবার, ৩১শে বৈশাখ, ১৩৫২ [২য় সংখ্যা

শিল্পপতিদের মিশন

ইংলণ্ড ও আমেরিকা পর্য্যটনের জন্য ভারত গবর্ণমেণ্ট এদেশীয় শিল্পপতিদের একটি মিশন নির্ব্বাচন করিবার পর হইতে ঐ মিশনের উদ্দেশ্য ও কার্য্যনীতি সম্পর্কে দেশে নানা গুজব উঠিয়াছে। কেহ বলিতেছেন, ভারতে নূতন শিল্প-কারখানা স্থাপন ও পরিচালনার জন্য মিস্ত্রী ও প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি আমদানী সম্পর্কে ইংলণ্ডের শিল্প-ব্যবসায়ীদের সহিত একটা চুক্তি করাই উঁহাদের উদ্দেশ্য। কেহ বলিতেছেন, ঐরূপ সহযোগিতার সর্ত্ত আগেই স্থির হইয়া গিয়াছে, শিল্পপতিরা এখন ইংলণ্ডে যাইতেছেন শুধু তাহা পাকাপাকি করিয়া আসিবার জন্য। বিরলা ব্রাদার্সের উদ্যোগে ভারতে মোটর নির্ম্মাণের জন্য যে হিন্দুস্থান মোটরস্ লিমিটেড স্থাপিত হইয়াছে ইংলণ্ডের ম্যুফিল্ড কোম্পানীর সহিত তাহার একটি চুক্তির খবর ইতিমধ্যেই প্রকাশিত হইয়াছে। রয়টার জানাইয়াছেন, ম্যুফিল্ড কোম্পানী ঐ প্রতিষ্ঠান স্থাপন সম্পর্কে উপযুক্ত মুনাফার সর্ত্তে মূলধন যোগাইবার চুক্তি করিয়াছেন। ভারতে শিল্প সংগঠনের জন্য উপযুক্ত যন্ত্রপাতি ও অভিজ্ঞ কারিগরের প্রয়োজনীয়তা যথেষ্টই রহিয়াছে। সে হিসাবে বৃটেন হইতে এ সমস্ত প্রেরণের ব্যবস্থা মন্দ নহে। কিন্তু সেই অজুহাতে এদেশে যে কোন সর্ত্তে বৃটিশ মূলধন আমদানী সমর্থনযোগ্য নহে। বৃটিশ শিল্পপতিদের সহযোগিতার নামে এদেশের শিল্প-ব্যবসায়ের উপর নূতন করিয়া তাহাদিগকে কায়েমী প্রভুত্ব বিস্তারের সুযোগ দেওয়াও অযৌক্তিক। কাজেই উপরোক্ত গুজবের ফলে দেশে শিল্পপতিদের মিশন সম্পর্কে একটা বিক্ষোভের সূচনা হইয়াছে। মহাত্মা গান্ধী সম্প্রতি নিজে একটি বিবৃতি দিয়া জনমতের সেই বিক্ষোভ ভালভাবেই ধ্বনিত করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, ভারতের বড় ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিরা গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে মুখে অনেক কথাই বলিয়া থাকেন, কিন্তু কার্য্যতঃ তাঁহারা সরকারের ইচ্ছামত চলিতে অন্যথা করেন না। মুনাফার জন্য তাঁহারা সরকারের সহিত সহযোগিতা করিয়া থাকেন, যদিও সেই মুনাফার শতকরা ৫ ভাগ মাত্র তাঁহারা পান, আর ৯৫ ভাগই যায় গবর্ণমেণ্টের হাতে। দেশের বড় ব্যবসায়ী ও বড় শিল্পপতিরা একবাক্যে জাতীয় গবর্ণমেণ্ট স্থাপনের দাবী করেন। কিন্তু কংগ্রেস কার্য্যকরী সমিতির সদস্যরা যখন বিনা বিচারে জেলে আবদ্ধ তখন তথাকথিত বেসরকারী শিল্পপতি মিশনের নাম করিয়া তাঁহারা নিজেদের গরজে ইংলণ্ডে গিয়া হেয় চুক্তি সম্পাদনের কথা ভাবিতেও দ্বিধাবোধ করিতেছেন না।

মিঃ জি ডি বিরলা, মিঃ জে আর ডি টাটা প্রমুখ শিল্পপতি মিশনের বড় বড় সদস্যরা এতদিন ঐ মিশনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে জনসাধারণের সমক্ষে কোন কিছু প্রকাশ করা প্রয়োজন মনে করেন

সাময়িক প্রসঙ্গ

নাই। কিন্তু মহাত্মা গান্ধীর এই বিবৃতিতে তাঁহাদের টনক নড়িয়াছে। নিতান্ত কাঁচুমাচু হইয়া সন্ত্রস্তভাবে আজ তাঁহারা তাঁহাদের মহান উদ্দেশ্যের কথা প্রচার করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। মিঃ বিরলা তাড়াতাড়ি করিয়া মহাত্মার নিকট এক টেলিগ্রাম প্রেরণ করিয়া জানাইয়াছেন যে, তাঁহারা নিজেদের খরচে ইংলণ্ড ও আমেরিকা যাইতেছেন ঐ সব দেশের বৈজ্ঞানিক শিল্প-ব্যবস্থা সম্পর্কে একটা সাক্ষাৎ অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের জন্য। সেই অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়া ভারতে আধুনিক প্রণালীর শিল্প-ব্যবসায় প্রবর্ত্তনই তাঁহাদের উদ্দেশ্য। এদেশের পক্ষ হইয়া বিদেশের শিল্পপতিদের সহিত ভাল বা মন্দ কোন চুক্তি সম্পাদনের অধিকার যে তাঁহাদের নাই তাহা তাঁহারা ভালভাবেই জানেন। মিঃ বিরলার ঐরূপ উক্তিতে শিল্প মিশনের উদ্দেশ্য যাহা প্রকাশিত হইয়াছে তাহা প্রকৃত সত্য হইলে দেশবাসীর পক্ষে এই মিশনকে সমর্থনের দৃষ্টিতে দেখা কঠিন হইবে না। কিন্তু আমরা ভাবিতেছি মিঃ বিরলা যদি খোলাখুলিভাবে এত কথাই স্বীকার করিলেন তবে মোটর কারখানা স্থাপন সম্পর্কে বিরলা ব্রাদার্সের সহিত ম্যুফিল্ড কোম্পানীর চুক্তির সর্ত্তাবলী এখনও তিনি যথাযথ প্রকাশ করিতেছেন না কেন? দেশের লোককে না জানাইয়া সে চুক্তিই বা তিনি করিয়া বসিলেন কোন্ অধিকারে?

বৃটেনের যুদ্ধোত্তর বীমা ব্যবসায়

যুদ্ধের সময়ে ভারতে বীমা ব্যবসায়ের উল্লেখ-যোগ্য প্রসার সাধিত হইয়াছে। যুদ্ধের পরে সমর-প্রচেষ্টার তোড়জোড় বন্ধ হইয়া গেলে এই উন্নতির ধারা বজায় থাকিবে কি না সে বিষয়ে ব্যবসায়ীরা আজ চিন্তাভাবনা করিতেছেন। বিশেষ করিয়া ভবিষ্যতে নূতন কাজের পরিমাণ বর্ত্তমান হারে বজায় থাকিবে কি না সে সম্বন্ধে অনেকের মনেই একটা আশঙ্কার কারণ দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, বৃটেনের লোকেরা বীমা ব্যবসায়ের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে ঐরূপ কোন নিরাশার ভাব পোষণ করেন না। যুদ্ধের পরে নানা দিক দিয়া বীমা ব্যবসায়ের সমক্ষে অনেক নূতন সুযোগ-সম্ভাবনা দেখা দিবে বলিয়া সেখানকার ব্যবসায়ীরা মনে করিতেছেন। কতিপয় বৃটিশ বীমা কোম্পানীর চেয়ারম্যান তাঁহাদের বক্তৃতা ও বিবৃতিতে সে ধারণা ইতিমধ্যে খোলাখুলিভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন। লণ্ডনের 'ফিনান্সিয়াল নিউজ' পত্রও সম্প্রতি

বিষয়-সূচী

বিষয়	পৃষ্ঠা
সাময়িক প্রসঙ্গ	২৫-২৭
নানাকথা	২৮
দুর্ভিক্ষ কমিশনের রিপোর্ট	২৯-৩০
রাজনৈতিক প্রসঙ্গ	৩১-৩২
খেয়ালীর খাতা	৩৩-৩৪
আর্থিক দুনিয়ার খবরাখবর	৩৫-৪১
কোম্পানী প্রসঙ্গ—	৪২
বাজারের হালচাল—	৪৩-৪৮

—ঃ শাখা ঃ—
বড়বাজার
পরশুরাম
উলুবেড়িয়া
আমতা
ভোলা
চৌমুহানি
দক্ষিণ কলিকাতা

দি সোনাপুর ব্যাঙ্ক লিমিটেড

টেলিগ্রাম "মৌচাক" ঃ ৫৭, ক্লাইভ ষ্ট্রীট (রাজাকাটরা) কলিকাতা ঃ স্থাপিত ১৯২১

৩০০% হারে ডিপোজিট বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে।
আয়কর রহিত
৫%
ডিভিডেণ্ড ঘোষণা করা হইয়াছে।

ঢাকা শাখার কার্য্য শীঘ্রই আরম্ভ হইবে।

সজোরে ঐরূপ মতবাদই প্রচার করিয়াছেন। ঐ পত্র বলিয়াছেন, "বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট যুদ্ধের পরে Full Employment বা সার্ব্বিক কর্ম্মসংস্থানের সঙ্কল্প গ্রহণ করিয়াছেন। ঐ পরিকল্পনায় কলকারখানার কর্ম্মচারী ও শ্রমিকদের পারিশ্রমিক হার বৃদ্ধিরও নির্দ্দেশ আছে। কাজেই যুদ্ধের পরে উহাতে লোকের আয়ের সুযোগ বাড়িয়া তাহাদের পক্ষে অধিক পরিমাণে বীমা পলিসি গ্রহণের পথ প্রশস্ত হইবে বলিয়া আশা করা যায়। বৃটেন যুদ্ধোত্তর অর্থনৈতিক পুনর্গঠন সম্পর্কে যে পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছে তদনুসারে যুদ্ধের পরে ঐ দেশে বিস্তর নূতন কলকারখানা প্রতিষ্ঠিত হইবে। বহু জাহাজ, মোটরযান ও বাড়ীঘর নির্ম্মিত হইবে। রপ্তানী-বাণিজ্য প্রসারের জন্য ঐ দেশ হইতে বহু জাহাজ বোঝাই মাল বাহিরে প্রেরিত হইবে। এই সব দিক দিয়া কর্ম্মধারা বিস্তৃত হওয়ার সঙ্গে অগ্নি বীমা, দুর্ঘটনা বীমা, নৌবীমা ও পণ্য বীমার সুযোগ যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি পাইবে। যুদ্ধের সময়ে এই শ্রেণীর বীমা বাবদ যেরূপ অধিক হারে প্রিমিয়াম আদায় করা হয় যুদ্ধের পরে তত বেশী প্রিমিয়াম আদায়ের সুবিধা অবশ্য থাকিবে না। কিন্তু যুদ্ধোত্তরকালে ঐসব দিকের ঝুঁকি ও বীমা কোম্পানী পরিচালনার সাধারণ খরচপত্র হ্রাস পাইয়া উহাতে কোম্পানীসমূহের লাভের পথই প্রশস্ত হইবে"। যুদ্ধের সময়ে দাদনী তহবিল বাবদ আদায়ী সুদের পরিমাণ কমিয়া আসায় বীমা কোম্পানীসমূহের সমক্ষে একটা সমস্যার সৃষ্টি হইয়াছে। যুদ্ধের পরে ঐদিক দিয়াও কোম্পানীসমূহের সমস্যা অনেক পরিমাণে লাঘব হইবে বলিয়া বৃটেনের বীমা ব্যবসায়ীরা আশা করিতেছেন। তাঁহারা বলিতেছেন, বর্ত্তমানে চীপ মনির যে রেওয়াজ হইয়াছে, যদিও যুদ্ধের পরেই তাহার অবসান ঘটিবে না, তথাপি সরকারী সিকিউরিটিতে অর্থ দাদনের তেমন কোন প্রয়োজন ও বাধ্যবাধকতা না থাকায় ভবিষ্যতে বীমা কোম্পানীসমূহ তাহাদের তহবিল নিয়োগে যথেষ্ট স্বাধীনতা পাইবে। শিল্প কোম্পানী ও ইনভেষ্টমেণ্ট ট্রাষ্ট প্রভৃতিতে অর্থ খাটাইয়া তাহারা সরকারী সিকিউরিটির চেয়ে বেশী সুদ আদায় করিতে পারিবে। ফলে বৃটেনের যুদ্ধোত্তর বীমা ব্যবসায় সম্পর্কে আজ সকল দিক দিয়াই একটা আশা ও ভরসার ভাব বিরাজ করিতেছে।

ভারতীয় বীমা ব্যবসায়ের যুদ্ধোত্তর সুযোগ-সম্ভাবনা

বৃটেনের সহিত ভারতের অবস্থার যথেষ্ট পার্থক্য রহিয়াছে। সেজন্য ঐ দেশের বীমা কোম্পানী সমূহের মত ভবিষ্যতে এত বেশী সুযোগ-সুবিধা ভারতীয় কোম্পানীসমূহ আশা করিতে পাবে না। কিন্তু তাই বলিয়া যুদ্ধের পরে ভারতে বীমা ব্যবসায়ের কোন অবনতি ঘটিবারও আমরা তেমন কিছু কারণ দেখিতেছি না। বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের মত সার্ব্বিক কর্ম্ম সংস্থানের কোন পরিকল্পনা ভারত সরকার গ্রহণ করেন নাই সত্য, কিন্তু যুদ্ধোত্তরকালে এদেশে লোকের স্থায়ী কর্ম্ম সংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি করিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট ও উদ্যোগী ব্যবসায়ীরা অর্থনৈতিক পরিকল্পনা গঠনে এখন হইতে তৎপর হইয়াছেন। ইহাতে যুদ্ধের পরে লোকের আয় বৃদ্ধির সুযোগ বাড়িয়া এদেশেও জীবন বীমার পলিসি বিক্রয়ের অধিকতর সুবিধা হইবে বলিয়া আশা করা যায়। অর্থনৈতিক পরিকল্পনা কার্য্যকরী হইলে দেশে অনেক নূতন শিল্প-কারখানা গড়িয়া উঠিবে। কাজেই সে কারণে ভারতে যুদ্ধের পরে সাধারণ বীমা ব্যবসায়েরও অগ্রগতির পথ প্রশস্ত হইবে। ভারতীয় বীমা আইনে বীমা তহবিলের শতকরা ৫৫ ভাগ সরকারী ও আধা সরকারী সিকিউরিটিতে দাদন করা সম্পর্কে এদেশীয় কোম্পানীসমূহের উপর একটা বাধ্যবাধকতা আরোপ করা হইয়াছে। এদেশে সুদের হার কম থাকিলেও বীমা কোম্পানী-সমূহ তাহাদের তহবিলের শতকরা ৫৫ ভাগ সম্পর্কে ঐ শ্রেণীর দাদন হইতে নিষ্কৃতি পাইবে না সত্য, কিন্তু যুদ্ধকালীন অবস্থার চাপে পড়িয়া বর্ত্তমানে যেরূপ বেশী অর্থ তাহারা সরকারী সিকিউরিটিতে নিয়োগ করিতেছে সেরূপ বেশী অর্থ তাহাদিগকে ভবিষ্যতে এই সব দিকে খাটাইতে হইবে না তাহা নিশ্চিত। শিল্প কারখানা ও জমি বাড়ী প্রভৃতিতে অপেক্ষাকৃত বেশী টাকা দাদন করিয়া তখন তাহার অধিক আয়ের সুযোগ পাইবে। যুদ্ধোত্তর কালের সে সুযোগ-সম্ভাবনার কথা ভাবিয়া ভবিষ্যৎ সম্পর্কে একটা আস্থা ও ভরসার ভাব নিয়াই ভারতীয় বীমা ব্যবসায়ীদের পক্ষে কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া উচিৎ।

ভারতে ইঞ্জিন নির্ম্মাণের পরিকল্পনা

ভারতে রেলের ইঞ্জিন ও বয়লার নির্ম্মাণের বিধিব্যবস্থা সম্পর্কে গবর্ণমেণ্টের সহিত টাটা সন্স লিমিটেডের আলাপ-আলোচনা চলিতেছিল। সেই আলাপ-আলোচনার ফলে সম্প্রতি উভয় পক্ষের মধ্যে একটি কার্য্যকরী চুক্তি সম্পন্ন হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে। প্রকাশ, টাটা কোম্পানীর উদ্যোগে রেলের ইঞ্জিন ও বয়লার তৈয়ারের জন্য একটি কোম্পানী গঠন করা হইবে। ঐ কোম্পানীর অনুমোদিত মূলধন হইবে পাঁচ কোটি টাকা। আপাততঃ দুই কোটি টাকার শেয়ার ছাড়া হইবে। জনসাধারণের নিকট ঐ শেয়ার বিক্রয় করা হইবে না। টাটা আয়রণ এণ্ড ষ্টীল কোম্পানী শতকরা ৪০ ভাগ শেয়ার, টাটা সন্স লিমিটেড শতকরা ১৫ ভাগ শেয়ার এবং বরোদা ও হায়দরাবাদ রাজ্যের সরকার যথাক্রমে শতকরা ১৫ ভাগ করিয়া শেয়ার গ্রহণ করিবেন। অবশিষ্ট শেয়ার টাটা সন্সের পরিচালনাধীন অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের হাতে বণ্টিত হইবে। গবর্ণমেণ্টের সহিত চুক্তি অনুসারে টাটা কোম্পানী সিংভূমস্থিত ইঞ্জিন তৈয়ারের সরকারী কারখানাটি নিজেদের পরিচালনাধীনে লইবেন। ঐ কারখানায় বৎসরে ১৫০টি হইতে ১৭৫টি ইঞ্জিন তৈয়ার করা সম্ভবপর। কোম্পানীর কারখানায় কেবল রেলওয়ে ও গবর্ণমেণ্টের প্রয়োজনেই বয়লার নির্ম্মাণ করা হইবে না,—দেশীয় শিল্পের প্রয়োজনেও উহা প্রস্তুত করা হইবে। ইঞ্জিন ও বয়লার কারখানার কার্য্য পরিচালনা সম্পর্কে গবর্ণমেণ্টের সহিত টাটা কোম্পানীর চুক্তির মূল সর্ত্তগুলি এখনও জানা যাইতেছে না। তবে পত্রান্তরে প্রকাশ, কারখানার মুনাফার অঙ্ক একটা নির্দ্দিষ্ট স্তরে নিয়ন্ত্রিত রাখা সম্পর্কে টাটা কোম্পানী একটা কথা দিয়াছেন। তাঁহারা নাকি বলিয়াছেন যে, বাহির হইতে আমদানীকৃত ইঞ্জিন ও বয়লারের যে দর পড়ে এদেশের তৈয়ারী ইঞ্জিন ও বয়লারের জন্যও তাঁহারা সেই দরই গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে গ্রহণ করিবেন। নিয়োজিত মূলধনের উপর শতকরা ৭ ভাগের বেশী সুদ বা লভ্যাংশ আদায় করা কোন অবস্থাতেই তাঁহাদের উদ্দেশ্য নহে। এদেশে রেলের ইঞ্জিন তৈয়ারের সুব্যবস্থা না হওয়ায় বাহির হইতে তাহা সংগ্রহ করিতে গিয়া ভারতকে যথেষ্ট বেগ পাইতে হইতেছে। প্রতি বৎসর প্রভূত অর্থ দেশ হইতে বাহিরে চলিয়া যাইতেছে। ইঞ্জিন শিল্পের দিক দিয়া দেশের এই পশ্চাৎপদ অবস্থা যুদ্ধের সময়ে যানবাহন সম্পর্কে প্রভূত বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করিয়াছে। যত শীঘ্র ভারতবর্ষ এই মূলগত গলদ কাটাইয়া উঠিতে পারে ততই মঙ্গল। কাজেই ইঞ্জিন ও বয়লার নির্ম্মাণের ব্যাপারে টাটা কোম্পানীর মত একটি সুবিখ্যাত প্রতিষ্ঠান কার্য্যকরীভাবে উদ্যোগী হইয়াছেন ও এসম্পর্কে গবর্ণমেণ্টের সহিত তাঁহাদের একটা বুঝাপড়া হইয়াছে ইহা খুবই সুখের বিষয়। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী অবিলম্বে দেশে ইঞ্জিন ও বয়লার প্রস্তুতের সুব্যবস্থা হউক, ইহাই আমরা চাই।

বাংলার মৎস্য সমস্যা

অন্ন ও বস্ত্রের মত মৎস্য সমস্যা বাংলাদেশে তত তীব্র না হইলেও উপেক্ষণীয় নহে। কলিকাতায় কিছুদিন পূর্ব্বেও প্রথম শ্রেণীর মাছ চারি টাকা সের হিসাবে বিক্রয় হইয়াছে। মফঃস্বলেও অবস্থা প্রায় একই প্রকার। মাছ প্রায় পাওয়া যায় না, যা-ও পাওয়া যায় তাহাও দুর্ম্মূল্য বলিয়া সাধারণের ক্রয়ক্ষমতার বাহিরে। সম্প্রতি বাংলার রয়েল এশিয়াটিক সোসাইটির মাসিক অধিবেশনে বাংলা সরকারের মৎস্য বিভাগের ডিরেক্টর ডাঃ এস এল হোরা বাংলাদেশে মৎস্য সমস্যার সমাধানকল্পে অনেক কিছু বলিয়াছেন। আমরা তাঁহার সিদ্ধান্তসমূহ সমর্থন করি। ডাঃ হোরা বলিয়াছেন যে, মৎস্য, দুগ্ধ, মাংস ও ডিম এই চারিটি দ্রব্য হইতে মানুষ তাহার খাদ্যের প্রোটীন অংশ গ্রহণ করিতে পারে; শেষোক্ত তিন শ্রেণীর খাদ্য একান্তই দুর্ল্লভ বলিয়া শতকরা ৯০ জন বাঙ্গালী প্রোটীনের জন্য শুধুই মৎস্যের উপর নির্ভর করিয়া থাকে। কিন্তু চাহিদার তুলনায় মৎস্যের যোগান নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। ডাঃ হোরা বলেন, সুন্দরবনের ৫৭০০ বর্গ মাইল পরমিত জলক্ষেত্র হইতেই সমগ্র বঙ্গদেশের মৎস্যের অধিকাংশ যোগান দেওয়া হইয়া থাকে। মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির উপায় সম্পর্কে ডাঃ হোরা বলিয়াছেন যে, ধীবরগণকে জাল দিয়া সাহায্য করা, নৌকা সরবরাহের পরিমাণ বৃদ্ধি করা ও ধীবরগণকে আহার্য্য হিসাবে ধান চাউল দেওয়া দরকার। ডাঃ হোরা আরও বলিয়াছেন যে, বর্ত্তমানে বাংলাদেশের মাছের চাষ একমাত্র বাংলা সরকার কর্ত্তৃক নিয়ন্ত্রিত হইতেছে; কিন্তু ডাঃ হোরার মতে বাংলা সরকার এই ভার বহনে সম্পূর্ণ সমর্থ নহেন। সুতরাং ডাঃ হোরা প্রস্তাব করিয়াছেন যে, দক্ষতার সঙ্গে বাংলার মাছের চাষ নিয়ন্ত্রিত করার জন্য একটি যৌথ কোম্পানী গঠিত হৌক যাহার উদ্দেশ্য হইবে (১) যে সব মাছ বর্ত্তমানে যত্নের অভাবে নষ্ট হইয়া যায় সেসব রক্ষা করা (বর্ত্তমানে ধৃত মৎস্যের শতকরা প্রায় ৫০ ভাগ নষ্ট হইয়া যায়); (২) শুষ্ক মৎস্য উন্নততর প্রণালীতে রক্ষা করা এবং (৩) এমন ব্যবস্থা করা যাহাতে মৎস্য ধরিবার জন্য এইরূপ জাল ব্যবহৃত হয় যেন ছোট মাছ বা বড় মাছের বাচ্চা অনর্থক ধৃত ও নষ্ট না হয়। ধীবরগণকে ধারে মৎস্য ধরিবার সরঞ্জাম যোগানও উক্ত প্রস্তাবিত প্রতিষ্ঠানের কাজ হইবে। ধৃত মৎস্যের শ্রেণীবিভাগ, মূল্য নিয়ন্ত্রণ ও লাভজনকভাবে বাজারে বিক্রয় ইত্যাদিও উক্ত কোম্পানীর অন্যতম কর্ত্তব্য হইবে। এই উদ্দেশ্যে মাছের জন্য স্পেশাল ট্রেণ এবং যানবাহনের সুবিধাজনক ব্যবস্থাও করিতে হইবে। কলিকাতার বাজারে যাহাতে ন্যায্য মূল্যে মাছ বিক্রীত হইতে পারে সেজন্য কলিকাতায় মাছের গুদামে এমন ব্যবস্থা করিতে হইবে যেন সেখানে বেশীদিন থাকিলেও মাছ নষ্ট না হয়—অর্থাৎ ঠাণ্ডা ঘরের ব্যবস্থা রাখিতে হইবে। ডাঃ হোরা অনুমান করিয়াছেন যে, এই সব ব্যবস্থা অবলম্বনের উদ্দেশ্য নিয়া একটি যৌথ কোম্পানী গঠন করিতে প্রথমতঃ ২৫ লক্ষ টাকা মূলধন নিয়া কাজ আরম্ভ করিলেই যথেষ্ট হইবে এবং পরে বাৎসরিক ১৮ লক্ষ টাকা খরচ করিতে হইবে। এই ভাবে গঠিত কোম্পানী বাৎসরিক প্রায় ২০ লক্ষ টাকা আয় করিতে পারিবে বলিয়াও ডাঃ হোরা অনুমান করেন। আমরা দেশের হিতকামী ব্যবসায়ী মহলের দৃষ্টি এই দিকে আকৃষ্ট করিতেছি। এই প্রসঙ্গে আরও একটু কথা আমরা বলিতে চাই। সমগ্র বঙ্গে গ্রামে গ্রামে এমন ডোবা ও নালার অভাব নাই যেখানে যত্ন নিলে অসংখ্য মাছের চাষ হইতে পারে। যত্নসহকারে চাষ করিলে এই সব ডোবা নালা হইতে যে শুধু মাছই পাওয়া যাইবে তাহা নহে—পরিষ্কৃত হওয়ার দরুণ এই সব ডোবা নালায় যে লক্ষ লক্ষ মশার জন্ম হয় তাহারাও নাশ পাইবে। এই ভাবে এক দিক দিয়া বাংলা দেশের গ্রামগুলি

মশা তথা ম্যালেরিয়ার হাত হইতে কিছু রক্ষা পাইবে, আবার গ্রামাঞ্চলে মাছের যোগান বৃদ্ধি পাইয়া বাঙ্গালীর প্রধান খাদ্য মাছের সমস্যারও সমাধান অনেকটা হইবে বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। এই সমস্যার সমাধানে সরকার ও ব্যবসায়ী মহল — কাহার কতটুকু কর্ত্তব্য ও দায়িত্ব তাঁহারাই বিবেচনা করুন।

ইউরোপে বস্ত্র রপ্তানীর পরিকল্পনা

ইউরোপীয় দেশসমূহে বস্ত্র রপ্তানীর সমস্যা আলোচনার জন্য ইঙ্গ-মার্কিন কর্ত্তৃপক্ষের উদ্যোগে ওয়াশিংটনে যে বৈঠক বসিয়াছিল গত সপ্তাহে আমরা তৎসম্পর্কে আলোচনা করিয়াছি। ভারতের প্রতিনিধি হিসাবে আমেদাবাদ মিল মালিক সমিতির সাভাপতি মিঃ কস্তুরভাই লালভাই ঐ সভায় যোগদান করিয়াছিলেন। ওয়াশিংটন হইতে ফিরিয়া আসিয়া সম্প্রতি উক্ত বৈঠক সম্পর্কে তিনি একটি বিবৃতি দিয়াছেন। উহাতে তিনি জানাইয়াছেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষে বস্ত্রের উৎপাদন বৃদ্ধি করিয়া কিভাবে বিভিন্ন দেশের প্রয়োজন অনুযায়ী তাহা সুবণ্টন করা যায় তাহাই ছিল ওয়াশিংটন বৈঠকের উদ্দেশ্য। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বর্ত্তমানে বৎসরে ৯৬০ কোটী গজ বস্ত্র উৎপন্ন হইতেছে। ঐ দেশে উৎপাদন বৃদ্ধির আর সুযোগ নাই। ইংলণ্ডের পক্ষেও অদূর ভবিষ্যতে বস্ত্রের উৎপাদন বাড়ানো সম্ভবপর নহে। ভারতবর্ষে বর্ত্তমানে বৎসরে ৬৪০ কোটী গজ বস্ত্র উৎপন্ন হইতেছে। এদেশে উৎপাদনের পরিমাণ উহার চেয়েও বৃদ্ধি করা যায়। মিঃ কস্তুরভাই ভারতের পক্ষ হইয়া সেজন্য এদেশের কাপড়ের কলসমূহে কয়লা ও জ্বালানি তৈলের যোগান বাড়াইবার কথা তুলিয়াছিলেন। মার্কিন ও বৃটিশ কর্ত্তৃপক্ষ সে বিষয় বিশেষভাবে বিবেচনা করিবেন বলিয়া ভরসা দিয়াছেন।

মিঃ কস্তুরভাই লালভাই ওয়াশিংটনে গিয়া ভারতের কাপড়ের কলসমূহে কয়লা ও জ্বালানি তৈল সরবরাহ সম্পর্কে ইঙ্গ-মার্কিন কর্ত্তৃপক্ষের নিকট হইতে একটা ভরসা লইয়া ফিরিয়া আসিয়াছেন, ইহা সুখের কথা। ঐরূপ ভরসা কার্য্যে পরিণত হইলে এদেশে বস্ত্রের উৎপাদন বর্ত্তমানের তুলনায় বাড়িবে সন্দেহ নাই। কিন্তু ভারতে বেশী বস্ত্র উৎপাদিত হইলেই তাহা এদেশবাসীর প্রয়োজনে ব্যবহৃত হওয়ার সম্ভাবনা আছে কি? ভারতের লোকেরা গত কয়েক বৎসর যাবৎ বস্ত্রের অভাবে নিদারুণ দুঃখকষ্ট ভোগ করিতেছে। তাহাদের সেই দুঃখকষ্ট দূর করিবার জন্য মিত্রপক্ষীয় বড় কর্ত্তারা এদেশে বস্ত্রের উৎপাদন বৃদ্ধি সম্পর্কে কোন মনোযোগ দেন নাই। বরং ভারতের বেসামরিক জনসাধারণকে বঞ্চিত করিয়া এদেশের কাপড়ের কলসমূহের উৎপন্ন বস্ত্র অনেকাংশে তাঁহারা সামরিক প্রয়োজনে ও রপ্তানীর প্রয়োজনে নিয়োগ করিবারই ব্যবস্থা করিয়াছেন। বর্ত্তমানে শত্রু কবলমুক্ত ইউরোপীয় দেশসমূহের জন্য ভারত হইতে নূতন করিয়া বস্ত্র রপ্তানীর দরকার দেখা দিয়াছে, আর সেজন্যই তাহারা ভারতের কাপড়ের কলসমূহের উৎপাদন বাড়াইবার জন্য কয়লা ও জ্বালানী তৈল সরবরাহের কথা বলিতেছেন। অথচ মিঃ কস্তুরভাই উঁহাদের সেই উদ্দেশ্যটা খোলাখুলি প্রকাশ না করিয়া কয়লা ও জ্বালানি তৈল সরবরাহ সম্পর্কে ইঙ্গ-মার্কিন কর্ত্তৃপক্ষের ভরসাকে তাহাদের উদার সুবিবেচনা হিসাবেই জাহির করিয়াছেন। জটিল বস্ত্র-সঙ্কটের দিনে ভারতের জনসাধারণের সহিত দেশের বড় মিল-মালিকদের এই ভণ্ডামি সত্যই খুব পরিতাপের বিষয়।

বেঙ্গল ইমিউনিটি কোম্পানীর রজত জয়ন্তী

বেঙ্গল ইমিউনিটি কোম্পানীর ২৫ বৎসর উত্তীর্ণ হওয়ায় সম্প্রতি এই সুবিখ্যাত প্রতিষ্ঠানের রজত জয়ন্তী উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। আধুনিক বিজ্ঞান-সম্মত উপায়ে ঔষধপত্রাদি প্রস্তুত করিবার যে কয়টি বড় প্রতিষ্ঠান ভারতবর্ষে স্থাপিত হইয়াছে 'বেঙ্গল ইমিউনিটি'র স্থান তাহাদের মধ্যে সকল দিক দিয়াই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ভারতবর্ষ বিদেশী ঔষধ-পত্রের উপর একান্তভাবে নির্ভরশীল ছিল বলিয়া গত মহাযুদ্ধের সময়ে দেশে এই অত্যাবশ্যকীয় জিনিষের যোগান সম্পর্কে নিদারুণ অসুবিধার সৃষ্টি হয়। সেই অসহায় অবস্থা লক্ষ্য করিয়া বাঙ্গলার কতিপয় বিশিষ্ট নেতা ও চিকিৎসা ব্যবসায়ী ঔষধের দিক দিয়া দেশের নিদারুণ পরমুখাপেক্ষিতা দূর করিবার জন্য ১৯১৯ সালে এই প্রতিষ্ঠানটি স্থাপন করেন। সেই সময় হইতে ক্রমিক উন্নতি দেখাইয়া বেঙ্গল ইমিউনিটি আজ দেশে ঔষধ-বিজ্ঞান ও ঔষধ প্রস্তুতের ক্ষেত্রে এক গৌরবোজ্জ্বল স্থান অধিকার করিয়াছে। কলিকাতার নিকটবর্ত্তী বরাহনগরে সুসজ্জিত রিসার্চ্চ ল্যাবরেটরী গড়িয়া তুলিয়া এই প্রতিষ্ঠান রোগ ও ঔষধ সম্পর্কে ব্যাপক গবেষণা পরিচালনা করিতেছে। সমুন্নত কারখানায় নানা অত্যাবশ্যকীয় ঔষধ প্রস্তুত করিয়া এই কোম্পানী দেশে সুচিকিৎসার ক্ষেত্র প্রসারিত করিতেছে। এই প্রতিষ্ঠানের তৈয়ারী সিরাম, বাইফ্রোজিষ্টন, কুইনো হিমোজেন, বাই-হাইপার বিসম্যাথ, ভাইনো মণ্ট ও বাই-হাইড্রোক্লোরাইড প্রভৃতি ঔষধ উৎকর্ষতা ও বিশুদ্ধতার দিক দিয়া সুনাম অর্জ্জন করিয়াছে। সরকারী ও বেসরকারী হাসপাতালে এই শ্রেণীর ঔষধ কাজে লাগানো হইতেছে। ব্যাপকভাবে তাহা জনসাধারণেরও ব্যবহারে আসিতেছে। যুদ্ধের সময়ে বিদেশী ঔষধের আমদানী হ্রাস পাওয়ায় বেঙ্গল ইমিউনিটির মত দেশীয় প্রতিষ্ঠানের উপরই ভারতবাসীকে বিশেষভাবে নির্ভর করিতে হইতেছে। যদিও প্রয়োজনীয় বিদেশী সাজ-সরঞ্জাম ও উপাদানের অভাবে ইচ্ছানুরূপ বেশী ঔষধ প্রস্তুত করা এখন ঐ সব প্রতিষ্ঠানের পক্ষে সম্ভবপর হইতেছে না, তথাপি আজিকার দুর্দ্দিনে রোগী, শিশু ও প্রসূতিদের চিকিৎসা ও শুশ্রূষার ব্যাপারে উহাদের বহুমূল্য দান অস্বীকার করা যায় না। কাজেই বেঙ্গল ইমিউনিটির রজত জয়ন্তী উৎসব উপলক্ষে এই বাঙ্গালী প্রতিষ্ঠানের সাফল্য ও কৃতকার্য্যতার কথা স্মরণ করিয়া আমরা দেশবাসী হিসাবে গৌরব বোধ করিতেছি। ক্যাপ্টেন নরেন্দ্রনাথ দত্ত ম্যানেজিং ডিরেক্টর রূপে বর্ত্তমান প্রতিষ্ঠানটি পরিচালনা করিতেছেন। ১৯২৫ সালে তিনি বেঙ্গল ইমিউনিটিতে যোগদান করিবার পর হইতে তাঁহার একনিষ্ঠ সাধনা ও কর্ম্মদক্ষতার গুণে উহা দ্রুত শ্রীবৃদ্ধির পথে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। এই কৃতকার্য্যতার জন্য ক্যাপ্টেন দত্তকে আমরা আন্তরিকভাবে অভিনন্দিত করিতেছি।

মহাযুদ্ধের গতি

আলোচ্য সপ্তাহের সর্ব্বাপেক্ষা চমকপ্রদ খবর ইউরোপীয় যুদ্ধের পরিসমাপ্তি। গত ৭ই মে সোমবার ফরাসী সময় অনুসারে রাত্রি ২টা ৪১ মিঃ এর সময় ফ্রান্সের রাইমস্ সহরে একটি স্কুল গৃহে (যেখানে জেঃ আইসেনহাওয়ারের হেড কোয়ার্টার্স অবস্থিত) জার্ম্মানীর বিনা সর্ত্তে আত্মসমর্পণের প্রাথমিক সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হইয়াছে। এই সন্ধিপত্রে জার্ম্মানী, বৃটিশ, রাশিয়া ও মার্কিন সামরিক কর্ত্তৃপক্ষের প্রতিনিধিগণ স্বাক্ষর করিয়াছেন। মিঃ চার্চ্চিল ঘোষণা করিয়াছেন যে, ৯ই মে কেন্দ্রীয় ইউরোপীয় সময় অনুসারে মধ্যরাত্রির ১ মিনিট পর এবং ভারতীয় ষ্ট্যাণ্ডার্ড সময় অনুসারে সকাল ৬টা ৩১ মিনিটের সময় ইউরোপের যুদ্ধের বিরতি হয়। বার্লিনে ৯ই মে মধ্যরাত্রিতে জার্ম্মানীর আত্মসমর্পণের চুক্তিপত্র চূড়ান্তভাবে স্বাক্ষরিত হইয়াছে। রাশিয়া, মিত্রপক্ষ, ফ্রান্স ও জার্ম্মানীর প্রতিনিধিগণ উহাতে স্বাক্ষর করিয়াছেন।

মাঃ ষ্ট্যালিন এক ঘোষণায় বলিয়াছেন যে, লালফৌজ চেকোশ্লোভাকিয়ার রাজধানী প্রাগ জার্ম্মান কবলমুক্ত করিয়াছে। ৭ম আর্ম্মি কর্ত্তৃক জার্ম্মান বিমানবাহিনীর ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ গোয়েরিং ও ইটালী রণাঙ্গনে জার্ম্মান সমরনেতা মাঃ কেসেলরিং ধৃত হইয়াছেন বলিয়া খবর পাওয়া গিয়াছে। ইংলিশ চ্যানেলে যে সব দ্বীপ জার্ম্মানী কর্ত্তৃক অধিকৃত হইয়াছিল সেগুলি সম্প্রতি ইংরেজ বাহিনী কর্ত্তৃক পুনরধিকৃত হইয়াছে।

জাপ কর্ত্তৃপক্ষ ঘোষণা করিয়াছেন যে, রাশিয়ার সঙ্গে তাঁহাদের কোন বিরোধ নাই—বৃটেন ও আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রই তাঁহাদের আসল শত্রু। জার্ম্মানীর আত্মসমর্পণে জাপান অসন্তোষ প্রকাশ করিয়াছে; জাপানের মতে এই আত্মসমর্পণ দ্বারা জার্ম্মানী ত্রিশক্তি চুক্তি ভঙ্গের গুরুতর অপরাধ করিয়াছে। জাপ কর্ত্তৃপক্ষ আরো ঘোষণা করিয়াছেন যে, জার্ম্মানীর আত্মসমর্পণে জাপানের যুদ্ধনীতির কোনই পরিবর্ত্তন সূচিত হইতেছে না এবং জাপান শেষ পর্য্যন্ত যুদ্ধ চালাইয়া যাইতে কৃত সঙ্কল্প।

মিত্রবাহিনী কর্ত্তৃক রেঙ্গুন সম্পূর্ণভাবে অধিকৃত হইয়াছে। পেগুর পূর্ব্বে ও রেঙ্গুনের উত্তর পূর্ব্বে জাপ প্রতিরোধের তীব্রতা বৃদ্ধির খবর পাওয়া যাইতেছে। কিন্তু ব্রহ্ম রণাঙ্গনে তীব্র জাপ প্রতিরোধ উপেক্ষা করিয়াও মিত্রপক্ষীয় অভিযাত্রী বাহিনী ইরাবতী নদী ধরিয়া দৈনিক গড়ে ২০ মাইল গতিতে অগ্রসর হইতেছে এবং সর্ব্বশেষ সংবাদ প্রকাশ, তাহারা রেঙ্গুন হইতে ৭৫ মাইলেরও বেশী অগ্রসর হইতে সমর্থ হইয়াছে।

মিণ্ডানাও এবং ওকিনাওয়ায় জাপ প্রতিরোধের প্রচণ্ডতা বৃদ্ধি পাওয়ায় মার্কিন সৈন্যবাহিনী সে অঞ্চলে বিশেষ অগ্রসর হইতে পারিতেছে না; অবশ্য আবহাওয়াও অন্তরায় সৃষ্টি করিতেছে। ডাভাও উপসাগরে অবস্থিত সামাল দ্বীপে মার্কিন সৈন্যদল অবতরণ করিয়াছে বলিয়া সর্ব্বশেষ সংবাদে প্রকাশ।

মার্কিণ চতুর্দ্দশ আর্ম্মির বিমানবহর পিপিং হইতে ফরাসী ইণ্ডোচীনস্থ জাপানী সৈন্যদলকে আক্রমণ করিতেছে। বিগত ১০ই মে জাপানের উপর মিত্রপক্ষীয় বিমানবহর প্রচণ্ডতম বিমান আক্রমণ করিয়াছে। ১১-৫-৪৫

যুদ্ধ শেষ হ'য়ে এলো। অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ সাম্‌নে। এখনও নিজের ও পরিবারবর্গের নিরাপত্তার জন্য সঞ্চয়শীল হউন। আগামী যুদ্ধোত্তর শিল্পবিপ্লবের দিনে জীবনকে স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে টেনে নিতে অগ্রণী হ'য়ে দাঁড়ান।

দি

ইষ্ট বেঙ্গল মার্কেণ্টাইল ব্যাঙ্ক

লিমিটেড

২০।১সি, লালবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শাখা :—ডায়র (২৪ পরগণা)

নানা কথা

'ইউনাইটেড ষ্টেটস্ অফিস অব ওয়ার ইনফরমেশন' কর্ত্তৃক প্রচারিত একটী সাম্প্রতিক সংবাদে প্রকাশ যে, আমেরিকার যুক্তরাজ্যে ইদানীং জুনিয়র এচিভমেণ্ট বা জে-এ নামক একটী আন্দোলন বিশেষ জনপ্রিয় হইয়াছে। উক্ত দেশে যুবকগণ দেশের অগণিত স্কুল-কলেজ ও বিশ্ব-বিদ্যালয়ে ব্যবসা-বাণিজ্য সম্বন্ধে নীতিগত অভিজ্ঞতা লাভের পূর্ণ সুযোগ-সুবিধা পাইতেছে। কিন্তু উহা সত্ত্বেও কার্য্যকরী অভিজ্ঞতার অভাবে অনেক যুবকই চূড়ান্তরূপে উচ্চশিক্ষা লাভ করা সত্ত্বেও ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পে সাফল্য অর্জ্জন করিতে সমর্থ হইতেছে না। এই কারণেই জুনিয়র এচিভমেণ্ট আন্দোলনের সৃষ্টি। উক্ত আন্দোলনের ফলে আমেরিকার যুক্তরাজ্যের সর্ব্বত্র জে-এ কোম্পানী নামে বহুসংখ্যক কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই সব কোম্পানী রেজেষ্টারীকৃত যৌথ কোম্পানীর মত কোন প্রতিষ্ঠান নহে—উহা ১৪ হইতে ২১ বৎসর বয়স্ক ১২ হইতে ১৫ জন যুবক-যুবতীর গঠিত এক একটী অংশীদারী ব্যবসা মাত্র। এই সব কোম্পানী জনসাধারণের নিকট অর্দ্ধ ডলারের (আমাদের দেশের অল্পাধিক ১৷৷০ টাকা) শেয়ার বিক্রয় করিয়া উপযুক্ত পরিমাণ মূলধন সংগ্রহ করে এবং জনসাধারণের ব্যবহার্য্য কোন জিনিষ উৎপাদন কি ক্রয়বিক্রয় অবলম্বনে ব্যবসা আরম্ভ করে। জে-এ আন্দোলনের কেন্দ্রীয় সভা এই সব কোম্পানীকে প্রথম হইতেই কোন্ স্থানে কিরূপ ধরণের ব্যবসার উপযুক্তরূপ সুবিধা-সুযোগ রহিয়াছে, কি ভাবে কোন্ জিনিষ সর্ব্বাপেক্ষা কম খরচে প্রস্তুত করা যায় এবং কি ভাবে ব্যবসায়ের হিসাব-নিকাশ রাখিতে হয় তদ্বিষয়ে কোন পারিশ্রমিক না লইয়া উপদেশ দেন। এই সব কোম্পানী যদি সাফল্যমণ্ডিত হয় তাহা হইলে অংশীদারদের মধ্যে লাভের কতকাংশ বণ্টন করিয়া বাকী অংশ জে-এ কোম্পানীর পরিচালকগণ নিজেদের মধ্যে ভাগ করিয়া লন। আর যদি কোম্পানী ফেল পড়ে তবে উহার অংশীদার ও পরিচালকবর্গ সমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। উপরোক্ত আন্দোলনের বিশেষত্ব এই যে, প্রত্যেক কোম্পানীর পরিচালকস্থানীয় যুবক-যুবতীগণ নিজেদের কোম্পানীর উন্নতিতে বিশেষ গৌরব অনুভব করিয়া থাকে এবং ব্যবসা সম্বন্ধে তাহাদের হাতে-কলমে বিশেষরূপ অভিজ্ঞতা জন্মিয়া থাকে। 'অফিস অব ওয়ার ইনফরমেশন' কর্ত্তৃক প্রচারিত সংবাদে প্রকাশ যে, জে-এ আন্দোলনের ফলে গত কয়েক বৎসরের মধ্যে বহু অল্পবয়স্ক যুবক-যুবতী অনেক বৃহদাকার শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানে উচ্চপদ অধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছে এবং অনেকে স্বাধীনভাবে ব্যবসাকার্য্যে উল্লেখযোগ্যরূপ উন্নতিলাভ করিতে পারিয়াছে।

আমাদের বাঙ্গলা দেশে ব্যবসা-বাণিজ্য সম্পর্কে কি নীতিগত কি ব্যবহারিক শিক্ষালাভে যে পর্ব্বতপ্রমাণ অসুবিধা বর্ত্তমান তাহাতে এই প্রদেশে ব্যবসাভিমুখী যুবকদের সাহায্যের জন্য আমেরিকার জে-এ আন্দোলনের অনুরূপ কোন চেষ্টা হইতে পারে না কি?

* * *

কলিকাতা কর্পোরেশনের কমার্শিয়াল মিউজিয়মের দশম বার্ষিক প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষ করিয়া মিউজিয়মের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগী গত ৯ই মে হইতে সপ্তাহকালব্যাপী যে স্বদেশী দ্রব্য ক্রয় করার আন্দোলন আরম্ভ করিয়াছেন তাহা অত্যন্ত সময়োচিত হইয়াছে। যুদ্ধের এই কয় বৎসর জনসাধারণের ব্যবহার্য্য পণ্যদ্রব্যের এত অভাব দেখা দিয়াছে যে, তাহাতে দেশী-বিদেশী কোন জিনিষ বিক্রয়েই কাহারও কোন প্রকার বেগ পাইতে হয় নাই। কিন্তু এক্ষণে ইউরোপীয় যুদ্ধের অবসান ঘটিয়াছে এবং প্রাচ্যের যুদ্ধও শীঘ্র অবসান হইবার সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে। এখন হইতে পৃথিবীর সকল দেশ হইতে আগত দ্রব্যসম্ভার দেশের বাজার ছাইয়া ফেলিবে এবং এরূপ ক্ষেত্রে দেশে যে সমস্ত শিল্পদ্রব্য উৎপন্ন হয় তাহা বিক্রয়ে চূড়ান্তরূপ অসুবিধা ঘটিবে। এই ব্যাপারে দেশের রাজশক্তি যে দেশীয় শিল্প সংরক্ষণের ব্যাপারে সময়োচিত এবং উপযুক্তরূপ সাহায্য করিবেন তাহারও আশা কম। এরূপ অবস্থায় স্বদেশী জিনিষের প্রতি দেশবাসীর আন্তরিক আগ্রহই দেশীয় শিল্পের সংরক্ষণ ও উন্নতির প্রধান সহায়ক হইবে। শ্রীযুক্ত নিয়োগী এই সময়ে "দেশীয় জিনিষ ক্রয় করুন আন্দোলন আরম্ভ করিয়া একটী মহৎ প্রচেষ্টায় ব্রতী হইয়াছেন। সমগ্র দেশ এক বাক্যে তাঁহার এই আন্দোলন সমর্থন করুন—উহাই আমরা প্রার্থনা করি।

* * *

ভারত সরকার কর্ত্তৃক নিযুক্ত দুর্ভিক্ষ তদন্ত কমিশন উহাদের সদ্য প্রকাশিত রিপোর্টে মন্তব্য করিয়াছেন যে, বাঙ্গলায় দুর্ভিক্ষের সুযোগে অতিলোভী ব্যবসায়ীদল চাউলের ব্যবসায়ে ১৫০ কোটী টাকা লাভ করিয়াছে এবং এই দুর্ভিক্ষের ফলে বাঙ্গলায় ১৫ লক্ষ লোকের মৃত্যু ঘটিয়াছে। কাজেই কমিশনের মতে ব্যবসায়ীদের প্রতি এক হাজার টাকা লাভের জন্য বাঙ্গলায় এক জন লোককে প্রাণ বলি দিতে হইয়াছে। কমিশনের এই মন্তব্য ঠিক নহে। দুর্ভিক্ষ এবং উহার অপরিহার্য্য প্রতিক্রিয়াস্বরূপ রোগের মড়কের ফলে বাঙ্গলায় এই পর্য্যন্ত কমপক্ষে ৬০ লক্ষ লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। কাজেই এখনকার হিসাবে ব্যবসায়ীদের প্রতি ২৫০ টাকা লাভের জন্য এক জন করিয়া লোককে প্রাণ হারাইতে হইয়াছে। জনস্বাস্থ্যের উপর দুর্ভিক্ষের বিরূপ প্রতিক্রিয়ার এখনও অবসান ঘটে নাই এবং এখনও অনেক লোক এজন্য অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে। শেষ পর্য্যন্ত হিসাব করিয়া হয়ত দেখা যাইবে যে, দুর্ভিক্ষের সুযোগ লইয়া যাহারা চাউলের কারবারে বড়লোক হইয়াছে তাহাদের প্রতি ১০০ টাকা লাভের জন্য বাঙ্গলায় এক জন করিয়া লোককে অকালে ইহলোক হইতে অপসৃত হইতে হইয়াছে!

* * *

যুদ্ধের বাজারে ভারতীয় শিল্প-ব্যবসায়িগণ ৩ টাকা মূল্যের জিনিষ ১০ টাকা মূল্যে বিক্রয় করিয়া যে অপরিমিত লাভ করিয়াছেন তাহার শতকরা ৯৫ ভাগই তাঁহাদিগকে আয়কর, সুপার ট্যাক্স ও অতিরিক্ত লাভকর হিসাবে গবর্ণমেণ্টের নিকট দাখিল করিতে হইতেছে এবং বাকী ৫ ভাগ মাত্র শিল্প-ব্যবসায়ীদের (এবং অংশীদারদের) ভোগে লাগিতেছে। এই অবস্থা লক্ষ্য করিয়া মহাত্মা গান্ধী শিল্প ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ জ্ঞাপন করিয়াছেন। তাঁহার মতে যেখানে লাভের টাকার শতকরা ৫ ভাগ মাত্র ব্যবসায়ীদের ভোগে লাগিতেছে সেখানে অনর্থক জনসাধারণের নিকট ৩ গুণ মূল্যে শিল্পদ্রব্য বিক্রয় করা তাঁহাদের পক্ষে উচিত হয় নাই। আপাতঃদৃষ্টিতে মহাত্মাজীর কথা সঙ্গত বলিয়া মনে হয়। কিন্তু ব্যবসায়িগণকে তিনি যতটা নির্ব্বোধ মনে করিয়াছেন তাঁহারা ততটা নির্ব্বোধ নহেন। সকল শিল্পপ্রতিষ্ঠানের পরিচালকগণই শিল্পপ্রতিষ্ঠানের লাভের একটা অংশ (উহা স্থানবিশেষে শতকরা দশ, পনর এবং কুড়ি ভাগ পর্য্যন্ত হইয়া থাকে) নিজেদের পারিশ্রমিক হিসাবে গ্রহণ করেন এবং মোট লাভ হইতে আয়কর, সুপার ট্যাক্স ও অতিরিক্ত লাভকর বাদ না দিয়াই লাভের এই অংশ হিসাব করা হয়। এরূপ ক্ষেত্রে শিল্পপ্রতিষ্ঠানের লাভ যত বেশী দেখান যায় শিল্প পরিচালকদের পারিশ্রমিকের পরিমাণ তত বেশী হইয়া থাকে। যুদ্ধের পূর্ব্বে যে শিল্পপ্রতিষ্ঠান বৎসরে ২৫ লক্ষ টাকার বেশী লাভ করিতে পারিত না এবং যাহা হইতে পরিচালকগণ বৎসরে (শতকরা ১০ ভাগ হিসাবে) আড়াই লক্ষ টাকার বেশী লভ্যাংশ পাইতেন না—যুদ্ধের বাজারে তিন গুণ মূল্যে পণ্যদ্রব্য বিক্রয় করিয়া সেই শিল্পপ্রতিষ্ঠান বৎসরে ১ কোটী টাকা লাভ করিয়াছে এবং উহার পরিচালকগণ বৎসরে (শতকরা ১০ টাকা হিসাবে) ১০ লক্ষ টাকা লভ্যাংশ পাইয়াছেন। দ্বিতীয়তঃ অনেক শিল্প প্রতিষ্ঠানে পণ্যদ্রব্য বিক্রয়লব্ধ টাকার পরিমাণের উপর পরিচালকগণের একটা কমিশন রহিয়াছে এবং উহা প্রায় কোন ক্ষেত্রেই শতকরা ২৷৷ টাকার কম নহে। এই সব প্রতিষ্ঠান যুদ্ধের পূর্ব্বে সারা বৎসরে উৎপাদিত যে মাল ১ কোটী টাকা মূল্যে বিক্রয় করিত এবং যাহার জন্য উহার পরিচালকগণ বৎসরে আড়াই লক্ষ টাকা কমিশন পাইতেন যুদ্ধের সুযোগে সেই মাল ৩ কোটী টাকা মূল্যে বিক্রয় হইয়াছে এবং এজন্য বিক্রয় কমিশন হিসাবে উহাদের লাভ হইয়াছে ৭৷৷ লক্ষ টাকা। তৃতীয়তঃ লাভের পরিমাণ ৩৷৪ গুণ বর্দ্ধিত হওয়ার ফলে পরিচালকগণ নিজেদের এবং নিজেদের আত্মীয়স্বজনদের বেতন, রাহাখরচ ইত্যাদি হিসাবেও ৩৷৪ গুণ অধিক অর্থ গ্রহণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। জনসাধারণের নিকট ন্যায্য মূল্যে পণ্যদ্রব্য বিক্রয় করিলে ঐ সব শিল্পপ্রতিষ্ঠানের লাভ অনেক কম হইত এবং গভর্ণমেণ্ট আয়কর ইত্যাদি দফায় লাভের শতকরা ৯৫ ভাগ গ্রহণ করিতে সমর্থ হইতেন না বটে—কিন্তু উহাতে পরিচালকদের পক্ষেও প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে নির্দ্ধারিত পারিশ্রমিকের ৩৷৪ গুণ অধিক পারিশ্রমিক গ্রহণ করা অসম্ভব হইত। ধনতান্ত্রিক দেশে—যেখানে যেন-তেন-প্রকারেণ লাভের অঙ্ক ফাঁপাইয়া তোলাই ব্যবসায়ের মুখ্য উদ্দেশ্য সেখানে জনস্বার্থের খাতিরে ব্যবসায়িগণ নিজেদের ক্ষতিজনক পথে ব্যবসা পরিচালনা করিবেন—উহা যদি মহাত্মাজী মনে করিয়া থাকেন তাহা হইলে বলিতে হইবে যে, মনুষ্য-চরিত্র সম্বন্ধে তাঁহার এখনও পূর্ণ অভিজ্ঞতা জন্মে নাই।

* * *

ভারতবর্ষে কৃষিজাত পণ্যদ্রব্য বিক্রয়ের সুব্যবস্থা না থাকার দরুণ কৃষকগণ তাহাদের উৎপাদিত পণ্যদ্রব্য বিক্রয় করিয়া কিরূপ ক্ষতিগ্রস্ত হয় তৎসম্বন্ধে ফেডারেশন অব ইণ্ডিয়ান চেম্বার্স অব কমার্স এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রীর গবেষণা বিভাগ হইতে একখানা চিত্তাকর্ষক পুস্তিকা প্রকাশিত হইয়াছে (From the Farmer to the Consumer —A study of price spreads. By M. C. Munshi; New Delhi, Price Rs. 2/.) এই পুস্তকে বিভিন্ন তথ্যতালিকা সহায়ে দেখান হইয়াছে যে, যাহারা নিজেদের খোরাকের জন্য ধান্য ক্রয় করে তাহারা যে পরিমাণ ধান্যের জন্য ১০০৲ টাকা মূল্য দেয় সেই পরিমাণ ধান্যের জন্য উহার উৎপাদক কৃষকগণ মাত্র ৬০৲-৮০৲ টাকা মূল্য পাইয়া থাকে। বাকী ৩৯৲-২০৲ টাকা ধান্য চালানের জন্য যান-বাহনের মালিকবর্গ, পাইকারী ও খুচরা ধান্য ব্যবসায়ীদল এবং ধান্য ব্যবসায়ে লিপ্ত অন্যান্য ব্যক্তিগণ গ্রহণ করিয়া থাকে। অন্যান্য কৃষিজাত পণ্যের মধ্যে পণ্যদ্রব্য ব্যবহারকারী কর্ত্তৃক ১০০৲ টাকা মূল্যে ক্রীত পণ্যের জন্য ঐ পণ্য উৎপাদনকারী কৃষক যাহা পাইয়া থাকে তাহার হিসাব এইরূপ—চিনি ৬৫'১৭ টাকা, গোল আলু ৫৬'১৩ টাকা, গম ৬৮'৫ টাকা, আঙ্গুর ২৬'৪০ টাকা, কমলা লেবু ৩২'৪৮ টাকা, তামাক ৪২'১৮ টাকা, ডিম ৬২'৮ টাকা। বিভিন্ন শ্রেণীর পণ্যদ্রব্যের জন্য কৃষকগণ যে এই প্রকার

(৩৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

দুর্ভিক্ষ কমিশনের রিপোর্ট

বাঙ্গলা ও ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে দুর্ভিক্ষের কারণ সম্পর্কে তদন্ত করিবার জন্য স্যার জন উডহেড (সভাপতি), স্যার মণিলাল নানাভাতি, মিঃ আফজল হুসেন, ডাঃ এ্যাক্রয়েড ও মিঃ এস রামমূর্ত্তিকে নিয়া একটি কমিশন গঠন করা হইয়াছিল। ঐ কমিশন বাঙ্গলার দুর্ভিক্ষ তাহার কারণ ও পরিণাম সম্পর্কে সম্প্রতি তাঁহাদের রিপোর্ট প্রকাশ করিয়াছেন। কৃষি ও খাদ্য ফসল সম্পর্কে সমুচিৎ উন্নতি সাধন করিয়া কি ভাবে ভারতে ভবিষ্যতে দুর্ভিক্ষের সম্ভাবনা বিদূরিত করা যায় তদ্বিষয়ে তাঁহারা পরে আর একটি রিপোর্ট প্রকাশ করিবেন বলিয়া জানাইয়াছেন। ১৯৪৩ সালে বাঙ্গলায় যে দুর্ভিক্ষ সূচিত হইয়াছিল তাহা মানুষের তৈয়ারী দুর্ভিক্ষ বলিয়া আমরা ইতিপূর্ব্বে বহুবার বর্ণনা করিয়াছি। দৈবদুর্ব্বিপাকের চেয়ে খাদ্য-বণ্টন ও খাদ্য-মূল্য নিয়ন্ত্রণে সরকারী অকর্ম্মণ্যতা ও অব্যবস্থাই যে উহার প্রধান কারণ একথা আমরা বহুবার খোলাখুলিভাবে উল্লেখ করিয়াছি। উডহেড কমিশন বাঙ্গলার দুর্ভিক্ষ সম্পর্কে যে রিপোর্ট প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে ফসলের অজন্মা ও ঘাটতি প্রভৃতিকে বড করিয়া দেখাইয়া সরকারী দায়িত্বজ্ঞানহীনতার কথা কোন কোন দিক দিয়া চাপিয়া যাওয়ার চেষ্টা হইয়াছে সত্য, কিন্তু ঐ সম্পর্কে যেটুকু দোষত্রুটির কথা তাঁহারা স্বীকার করিয়াছেন তাহাতে ঐ দুর্ভিক্ষ যে মূলতঃ মানুষের তৈয়ারী দুর্ভিক্ষ সে বিষয়ে আমাদের ধারণাই অনেক পরিমাণে সমর্থিত হইয়াছে। কমিশনের রিপোর্ট হইতে দুর্ভিক্ষের কারণ ও ঐ সম্পর্কে সরকারী দায়িত্ব ও ত্রুটি-বিচ্যুতির কথা আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধে আলোচনা করিব।

উডহেড কমিশন দুর্ভিক্ষের কারণ সম্পর্কে সংক্ষিপ্তভাবে বলিয়াছেন,—

প্রথমতঃ, বাঙ্গলায় লোকের ব্যবহারের জন্য স্বাভাবিক সময়ে যে চাউলের যোগান পাওয়া যাইত ১৯৪৩ সালে সেই যোগানের স্বল্পতা ঘটিয়াছিল। ঐ স্বল্পতা ঘটিবার হেতু :—(ক) ১৯৪২ সালে বাঙ্গলায় আমন ধানের কম উৎপাদন ও (খ) পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের তুলনায় সাধারণের হাতে মজুত ও উদ্বৃত্ত চাউলের নিতান্ত অপ্রাচুর্য্য।

দ্বিতীয়তঃ, বাঙ্গলায় চাউলের যে স্বাভাবিক যোগান ছিল ১৯৪৩ সালে তাহাও ন্যায্য ভাবে ও ন্যায্য মূল্যে জনসাধারণের ভিতর বণ্টনের ব্যবস্থা হয় নাই। এই অব্যবস্থার হেতু :—(ক) যুদ্ধকালীন অবস্থায় বিভিন্ন স্থানের চাহিদা অনুযায়ী চাউল প্রেরণ ও সরবরাহ সম্পর্কে ব্যবসায়ীদের অযোগ্যতা এবং অক্ষমতা ও (খ) চাউলের উৎপাদন, ক্রয় বিক্রয় ও ব্যবহার সমুচিৎভাবে নিয়ন্ত্রণ করিয়া লোকের দরকার অনুযায়ী তাহা সুবণ্টন সম্পর্কে উপযুক্ত সরকারী বিধিব্যবস্থার অভাব।

তৃতীয়তঃ, সাধারণ অবস্থায় বাহির হইতে বাঙ্গলায় যে চাউল ও গম আমদানীর সুযোগ-সম্ভাবনা ছিল ১৯৪৪ সালের শেষ দিকে ও ১৯৪৩ সালের প্রথম দিকে সেই পরিমাণ খাদ্য ফসলের যোগানও ঐ প্রদেশ বাহির হইতে পায় নাই। উহার হেতু (ক) ব্রহ্মদেশ হইতে চাউল আসার পথ বন্ধ হওয়া ও (খ) ভারতের উদ্বৃত্ত অঞ্চল হইতে বাঙ্গলায় চাউল আমদানী সম্পর্কে সুপরিকল্পিত সরকারী বিধিব্যবস্থা অবলম্বনে বিলম্ব। কমিশনের মতে ১৯৪২ সালে আমন ধানের কম উৎপাদন ও সেজন্য চাউলের যোগানের স্বল্পতা ঘটাই দুর্ভিক্ষের মূল কারণ।

যুদ্ধকালীন অবস্থায় ক্রমে ক্রমে খাদ্যসঙ্কট সৃষ্টি হইয়া দেশে কি ভাবে শোচনীয় দুর্ভিক্ষের সূত্রপাত হয় উডহেড কমিশন তাঁহাদের রিপোর্টে তাহা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। চাউলের যোগান হ্রাস, খাদ্যদ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধি ও মূল্যের উচ্চাভিমুখী গতি সে সমস্তই উহাতে ধারাবাহিকভাবে আলোচনা করা হইয়াছে। দুর্ভিক্ষের পূর্ব্ব হইতেই ভারতবর্ষের অনেক অঞ্চলে বিশেষ করিয়া বাঙ্গলায় লোকসংখ্যা বৃদ্ধি অনুপাতে খাদ্যদ্রব্যের উৎপাদন কম হইতেছিল। খাদ্যদ্রব্যের দিক দিয়া দেশের অধিকাংশ লোকেরই জীবনযাত্রার মান দিন দিন নিম্নস্তরে আসিয়া দাঁড়াইতেছিল। ব্রহ্মদেশ হইতে চাউল আমদানী করিয়া খাদ্যের দিক দিয়া এদেশের অভাব মিটান হইত। ১৯৪২ সালের প্রথমে ব্রহ্মদেশ জাপানের কবলিত হওয়ায় ঐ আমদানীর পথ রুদ্ধ হইয়া যায়। ঐ সময়ে সমর-প্রচেষ্টার তোড়জোড় বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সৈন্যদের জন্য খাদ্য ক্রয়ের পরিমাণ বাড়িয়া যাইতে থাকে। যুদ্ধ-প্রচেষ্টার গরজে রেলওয়ে শিল্প কারখানা এবং অন্য নানা শ্রেণীর প্রতিষ্ঠানের কর্ম্মচারী ও শ্রমিকদের ভবিষ্যৎ প্রয়োজন মিটাইবার জন্য কর্ত্তৃপক্ষ খাদ্যশস্য ক্রয় ও মজুত করিবার কার্য্যনীতি অবলম্বন করেন। পশ্চিম ভারত, ত্রিবাঙ্কুর ও কোচীন প্রভৃতি যেসব অঞ্চল চাউলের জন্য ব্রহ্মদেশের উপর নির্ভরশীল ছিল ব্রহ্মদেশের আমদানী বন্ধ হওয়ায় সেই সব অঞ্চলের লোকেরা বাঙ্গলা হইতে চাউল রপ্তানী করিতে আরম্ভ করে। এইভাবে সকল দিক দিয়া চাউলের চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ার জন্য ১৯৪২ সালের মে ও জুন মাস উহার দর বেশী পরিমাণে চড়িয়া যাইতে থাকে। উহার কয়েক মাস পরে বাঙ্গলার দক্ষিণ পশ্চিম অঞ্চলে নিদারুণ ঘূর্ণিবাত্যা সংঘটিত হয়। উহার ফলে আমন ফসলের খুবই ক্ষতি দেখা যায়। চাউলের চাহিদা ও মূল্য বৃদ্ধির ভিতর আমন ধানের এই ক্ষতি খাদ্য সম্পর্কে লোকের উদ্বেগ ও আশঙ্কা অনেক গুণ বাড়াইয়া দেয়। সহর অঞ্চলের গৃহস্থ ও পল্লীবাসী কৃষক প্রায় সকল শ্রেণীর লোকই ভবিষ্যতের জন্য যথাসম্ভব চাউল মজুত করিবার উপর জোর দেয়। ভবিষ্যৎ মুনাফার সুযোগ বুঝিয়া ব্যবসায়ীরা বেশী পরিমাণে চাউল ধরিয়া রাখিতে আরম্ভ করে। সেই জটিল পরিস্থিতিতে ১৯৪৩ সালের জানুয়ারী হইতে বাঙ্গলায় চাউলের দর সম্ভাবনা ও সামঞ্জস্যের গণ্ডি ছাড়াইয়া ক্রমেই অত্যধিক পরিমাণে বৃদ্ধি পাইতে থাকে। ফলে চাউল দুষ্প্রাপ্য ও দুর্ম্মূল্য হইয়া ১৯৪৩ সালে বাঙ্গলায় নিদারুণ দুর্ভিক্ষের সূচনা হয়।

অতঃপর কমিশন তাঁহাদের রিপোর্টে ঐ দুর্ভিক্ষ সম্পর্কে ব্যবসায়ী সম্প্রদায়, বাঙ্গলা সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকারের দায়িত্ব নিয়া আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহারা বলিয়াছেন, বাঙ্গলায় খাদ্য-সঙ্কটের ক্রমিক জটিলতা লক্ষ্য করিয়া এপ্রদেশের ব্যবসায়ীরা চাউল হাতে ধরিয়া রাখিয়া পরে তাহা যথাসম্ভব চড়া মূল্যে বিক্রয় করিয়াছে। এই ভাবে দুর্ভিক্ষপীড়িত লোকদের নিপীড়ন ও বঞ্চনা করিয়া তাঁহারা ১৯৪৩ সালে অনুমানিক ১৫০ কোটি টাকা অতিরিক্ত লাভ করিয়াছে। কমিশনের মতে বাঙ্গলার দুর্ভিক্ষ ১৫ লক্ষ লোকের মৃত্যু ঘটিয়াছে (পরে আমরা এই সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে আলোচনা করিব)। কাজেই বাঙ্গলায় যত লোক দুর্ভিক্ষে মরিয়াছে তাহার প্রতি জনপিছু ব্যবসায়ীরা ১ হাজার টাকা অতিরিক্ত মুনাফা করিয়াছে বলা যায়।

বাঙ্গলা সরকারের দায়িত্ব আলোচনা করিতে গিয়া কমিশন বলেন, বাঙ্গলার লোকদের প্রয়োজনের তুলনায় ১৯৪৩ সালে ঐ প্রদেশে তিনি সপ্তাহের চাউলের অভাব ঘটিয়াছিল। বাঙ্গলা সরকার অবস্থার গতি সম্পর্কে নজর রাখিয়া প্রথম হইতে দুর্ভিক্ষের প্রতিকারে যত্নপর হইলে এই কমতির ভিতরও চাউলের মূল্য নিয়ন্ত্রিত রাখিয়া ও সকলের ভিতর তাহা সমভাবে বণ্টনের ব্যবস্থা করিয়া দুর্ভিক্ষের শোচনীয় পরিণতি হইতে দেশকে রক্ষা করিতে পারিতেন। কিন্তু সেজন্য সুপরিকল্পিতভাবে কোন কার্য্যনীতি তাঁহারা অবলম্বন করেন নাই। ১৯৪২ সালের শেষ দিকে দেশে খাদ্য সমস্যার বেশী রকম জটিলতা লক্ষিত হইতে থাকে। ১৯৪৩ সালের প্রথম হইতে বিভিন্ন জেলার কলেক্টরগণ লোকের দুঃখদুর্দ্দশার সম্পর্কে বাঙ্গলার সরকারের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে আরম্ভ করেন। কিন্তু বাঙ্গলা সরকার সেসব বিষয়ে বিস্তারিত রিপোর্ট গ্রহণের কোন চেষ্টা করেন নাই। উপযুক্ত বিবরণ সংগ্রহ না করিয়াই খাদ্যাভাবের চরম জটিলতার ভিতর তাঁহারা বাঙ্গলায় প্রকৃতপক্ষে খাদ্যের কোন অভাব নাই বলিয়া প্রচার করিতে আরম্ভ করেন। দেশে রীতিমত দুর্ভিক্ষ দেখা যাওয়া সত্ত্বেও সেই দুর্ভিক্ষকে তাঁহারা স্বীকার করেন নাই। দুর্ভিক্ষ আরম্ভ হওয়ার পূর্ব্বে ও পরে চাপে পড়িয়া চাউলের মূল্য নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে এবং ব্যবসায়ী ও জনসাধারণের হাতে অতিরিক্ত চাউল রাখা সম্বন্ধে কতকগুলি বিধিনিষেধ তাঁহারা প্রবর্ত্তন করেন বটে, কিন্তু সেই সব বিধিনিষেধ কোন সময়ই তেমন কার্য্যকরীভাবে প্রযুক্ত হয় নাই। জটিল খাদ্যাভাবের সময়ে বাঙ্গলায় চাউলের অভাব নাই বলিয়া প্রচার করা ও দুর্ভিক্ষ রীতিমতভাবে আত্মপ্রকাশ করার পরও উহাকে সাক্ষাৎভাবে স্বীকার না করা কমিশনের মতে বাঙ্গলা সরকারের পক্ষে অনুচিৎ হইয়াছে। বাঙ্গলা সরকার যদি সময়মত দুর্ভিক্ষের অস্তিত্ব স্বীকার করিতেন, তবে দুর্ভিক্ষ কোড্ অনুযায়ী তাঁহারা উহার প্রতিকার সম্পর্কে অচিরেই নানারূপ কার্য্যকরী বিধান অবলম্বন করিতে পারিতেন। খাদ্যের অপ্রাচুর্য্য ও দুর্ভিক্ষের কথা চাপিয়া না গেলে সময়মত বাহির হইতে সাহায্য পাওয়ার পথও সুগম হইত সন্দেহ নাই। সময় হারাইয়া বাঙ্গলা সরকার দুর্ভিক্ষ স্বীকার করিয়া নানাদিক দিয়া রিলিফের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু বহু বিলম্বে সেই অনুপযুক্ত রিলিফ ব্যবস্থা দ্বারা দুর্ভিক্ষের শোচনীয় পরিণাম বিশেষ কিছুই প্রতিরুদ্ধ হয় নাই। তাহা ছাড়া কমিশন বলিয়াছেন, খাদ্য সমস্যার প্রতিকার সম্পর্কে সকল বিষয়ে জনসাধারণের সংযোগিতা লাভের চেষ্টা বাঙ্গলা সরকারের পক্ষে খুবই উচিৎ ছিল। দুর্ভিক্ষের সময়ে ঐ প্রদেশে সর্ব্বদলীয় মন্ত্রিসভা গঠন করার ব্যবস্থা হইলে সেই সহযোগিতার পথ প্রশস্ত হইত। কিন্তু কার্য্যতঃ সেই ব্যবস্থাও তাঁহারা করেন নাই।

বাঙ্গলার দুর্ভিক্ষ সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকারের দায়িত্বের কথা উল্লেখ করিয়া দুর্ভিক্ষ কমিশন বলিয়াছেন, ভারত সরকার খাদ্য-সমস্যার দিক দিয়া অবস্থার গতি বুঝিয়া সময়মত তাহার প্রতিকার সম্বন্ধে

ভারতীয় উন্নতিশীল ব্যাঙ্কগুলির অন্যতম

ঢাকুরিয়া ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন লিঃ

রেজিষ্টার্ড অফিস :—

২১-এ, ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ফোন : কলিঃ ১৭৪৪

ব্রাঞ্চ অফিস ঃ—

ঢাকুরিয়া, সাদার্ণ মার্কেট, ঔরঙ্গাবাদ, জঙ্গীপুর, ক্যানিং, পাঁকুড়, রামপুরহাট, ধুলিয়ান, বারহারওয়া, সাহিবগঞ্জ, ও কোন্নগর।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর :—মিঃ ডি এন চাটার্জ্জী

যত্নপর হন নাই। শাসনতান্ত্রিক নিয়ম অনুসারে প্রাদেশিক সরকারের উপর যে দায়িত্বই ন্যস্ত থাকুক না কেন বাঙ্গলার শোচনীয় দুর্গতি ও তজ্জনিত দুঃখ-দুর্দ্দশার কথা ভাবিয়া প্রথম হইতেই তাহার সম্যক প্রতিবিধান সম্পর্কে তাঁহাদের পক্ষে সজাগ হওয়া খুবই কর্ত্তব্য ছিল। কিন্তু প্রথম দিকে তাঁহারা সে বিষয়ে ত সজাগ হনই নাই বরং বাহিরের আমদানী বন্ধ হওয়া সত্ত্বেও কলিকাতার মত বড় সহরের খাদ্য সরবরাহের ভার বাঙ্গলা সরকারের উপরই ন্যস্ত রাখিয়াছিলেন। পরে সকল দিক দিয়া দুর্ভিক্ষের চরম পরিণতি লক্ষ্য করিয়া ভারত সরকার অন্য প্রদেশ হইতে বাঙ্গলায় চাউল ও গম রপ্তানী সম্পর্কে একটা কার্য্যনীতি অবলম্বন করেন। কিন্তু বহু পূর্ব্বেই তাঁহাদের পক্ষে সেই কাজ সুরু করা উচিৎ ছিল। ১৯৪২ সালের শেষ দিকে ও ১৯৪৩ সালের প্রথম দিকে কলিকাতায় গম রপ্তানীর পরিমাণ হ্রাস পাওয়ার জন্য ঐ সহরে খাদ্যসমস্যা বিশেষভাবে মারাত্মক হইয়া উঠিতেছিল। অথচ ঐ সময়ে পাঞ্জাবে গমের খুবই প্রাচুর্য্য ছিল। ভারত সরকার ইচ্ছা করিলে পাঞ্জাব সরকারের সহিত চুক্তি করিয়া ঐ সময়ে কলিকাতায় গমের রপ্তানী উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি করিতে পারিতেন। কিন্তু দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধের জন্য তাঁহারা সময়মত সে ব্যবস্থা অবলম্বন করেন নাই।

দুর্ভিক্ষের কারণ হিসাবে উডহেড কমিশন যে সব বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছেন তাহা যে কম বেশী পরিমাণে সত্য সে বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ নাই। কিন্তু ঐ সমস্ত ছাড়া যে অন্য কোন কারণ ছিল না এবং বাঙ্গলায় দুর্ভিক্ষ সৃষ্টির মূল হেতু যে চাউলের কম উৎপাদন (কমিশনের মতে ১৯৪২ সালে বাঙ্গলায় আমন ধান কম না হইলে ঐ প্রদেশে দুর্ভিক্ষ হইতে পারিত না) তাহা আমরা মানিয়া নিতে পারি না। একজন ভূতপূর্ব্ব গবর্ণরকে সভাপতি করিয়া ও মুখ্যতঃ কয়েকজন ধামাধরা সিভিলিয়ান ও সরকারী অফিসরকে সদস্য হিসাবে লইয়া যে ভাবে ঐ কমিশন গঠিত হইয়াছে, তাহা ত দুর্ভিক্ষ সম্পর্কে সরকারী দায়িত্ব ও ত্রুটি-বিচ্যুতির কথা যথাসম্ভব এড়াইয়া যাওয়াই হইয়াছে প্রথম হইতে ঐ কমিশনের লক্ষ্য। সেজন্য দুর্ভিক্ষের কয়েকটি মুখ্য কারণ তাঁহারা তাঁহাদের রিপোর্টে একেবারেই উল্লেখ করেন নাই। সরকারী কর্ত্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে নিদারুণ বিক্ষোভের ভাব সঞ্চারিত হইবে বলিয়া কয়েকটি কারণ সম্পর্কে ইঙ্গিত করিয়াও তাঁহারা নানাভাবে সে সমস্তকে যথাসম্ভব পাশ কাটাইয়া যাইবারই চেষ্টা করিয়াছেন। এ বিষয়ে দৃষ্টান্ত হিসাবে আমরা ইনফ্লেশন, সামরিক প্রয়োজনে খাদ্য নিয়োগ, রেলওয়ে ও বড় কলকারখানা কর্ত্তৃক খাদ্যদ্রব্য মজুত, বাঙ্গলা হইতে বাহিরে চাউল রপ্তানী, ভূতপূর্ব্ব গবর্ণর স্যার জন হার্ব্বার্টের অনুসৃত 'ডিনায়েল পলিসি' ও জটিল খাদ্যাভাবের ভিতর বাঙ্গলা সরকারের পাটচাষ বৃদ্ধির নীতি প্রভৃতির কথা উল্লেখ করিতে পারি। কমিশন তাঁহাদের রিপোর্টে নিজেরাই বলিয়াছেন স্বাভাবিক সময়ের তুলনায় ১৯৪৩ সালে বাঙ্গলায় মাত্র লোকের তিন সপ্তাহের উপযোগী চাউলের অভাব ঘটিয়াছিল। চাউল বণ্টন সম্পর্কে সুব্যবস্থা করিয়া ও উহার মূল্য নিয়ন্ত্রণ করিয়া গবর্ণমেণ্ট এই অভাব সত্ত্বেও অনায়াসেই দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ করিতে পারিতেন। কাজেই দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ সম্পর্কে সরকারী অক্ষমতাকে বড় কারণ হিসাবে না ধরিয়া চাউলের সামান্য অভাবকেই তাহার বড় কারণ হিসাবে বর্ণনা করিবার কি অর্থ আছে তাহা আমরা বুঝি না। ১৯৪০-৪১ সালে সৈন্য বিভাগের জন্য ২২ হাজার টন চাউল খরিদ করা হইয়াছিল। ১৯৪২-৪৩ সালে সৈন্য সংখ্যা বৃদ্ধির ফলে ঐ দফায় চাউল ক্রয়ের পরিমাণ ১ লক্ষ ১৫ হাজার টন পর্য্যন্ত বাড়ানো হয়। তাহা ছাড়া বাঙ্গলার খাদ্যাভাব সত্ত্বেও ১৯৪৩ সালে কলিকাতা হইতে ভারতের অন্যান্য স্থানে ও বিদেশে ৭ হাজার ৬৫৮ টন চাউল রপ্তানী হইয়াছিল। সামরিক কারণে ও রপ্তানীর প্রয়োজনে এত বেশী চাউল নিয়োজিত না হইলে বাঙ্গলায় চাউলের যেটুকু অভাবের কথা কমিশন উল্লেখ করিয়াছেন সেটুকু অভাব ঘটিবারও কোন কারণ দাঁড়াইত না। অথচ ঐ দুইটি কারণকে কমিশন তাঁহাদের রিপোর্টে বিশেষ আমল দেন নাই। ব্যবসায়ীরা চাউল নিয়া মুনাফাবৃত্তি করিয়াছিল বলিয়া কমিশন তাঁহাদের রিপোর্টে তীব্র মন্তব্য করিয়াছেন। ভবিষ্যতের আশঙ্কায় বাঙ্গলায় গৃহস্থ ও বাঙ্গলার কৃষক চাউল মজুত করিয়াছিল বলিয়া কমিশন তাহাদের উদ্দেশ্যেও শ্লেষ প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু বাঙ্গলার দুর্দ্দিনে যে সব রেল কোম্পানী ও যেসব বড় শিল্প কোম্পানী ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া প্রচুর অর্থসম্বল নিয়া তাহাদের বিপুল সংখ্যক শ্রমিকের জন্য একসঙ্গে বৎসর খানেকের চাউল মজুত করিয়া বসিয়াছিল কমিশন তাহাদের সেই কার্য্য সম্পর্কে কোন বিরূপ মনোভাব জ্ঞাপন করেন নাই। অথচ এই শ্রেণীর মজুতের ফলেই যে সাধারণের পক্ষে চাউল পাওয়া দেশে কঠিন হইয়া দাঁড়াইয়াছিল তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। ১৯৪০ সালের তুলনায় ১৯৪১ সালে বাঙ্গলায় পাটের জমির পরিমাণ দুই-তৃতীয়াংশ কমাইয়া দেওয়াতে ঐ বৎসর ধান চাষের জমি ১৮ লক্ষ একর পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছিল। উহাতে এই প্রদেশে চাউলের যোগানও স্বভাবতঃই বাড়িয়াছিল। কিন্তু দেশে চাউলের চাহিদা ও মূল্য ক্রমান্বয়ে বাড়িবার নমুনা দেখা গেলেও ভারত সরকারের চাপে পড়িয়া বাঙ্গলা সরকার ১৯৪২ সালে বাঙ্গলায় ১৯৪১ সালের দ্বিগুণ জমিতে পাট চাষ করাইবার ব্যবস্থা করেন। উহাতে ধানের জমি পুনরায় হ্রাস পাওয়ায় ১৯৪২ সালে বাঙ্গলায় প্রয়োজনানুরূপ চাউল উৎপন্ন হয় নাই। দুর্ভিক্ষ সম্পর্কে রিপোর্ট প্রদান করিতে গিয়া চাউলের ঘাটতি দেখা যাওয়ার সে কারণও কমিশন বেমালুম চাপিয়া গিয়াছেন। কিন্তু কমিশন সবচেয়ে মারাত্মক উপেক্ষার ভাব দেখাইয়াছেন ভারতের যুদ্ধকালীন ইনফ্লেশন সম্পর্কে। যুদ্ধের সময়ে ভারতে খাদ্যের দুর্ভিক্ষ দেখা যাওয়ার এবং চাউল, গম প্রভৃতির মূল্য জনসাধারণের নাগালের বাহিরে যাওয়ার একটি মূল কারণ আমাদের মতে ইনফ্লেশন। বৃটিশ সরকারের প্রয়োজনে ভারত হইতে মধ্যপ্রাচ্যে ও ইংলণ্ডে মাল রপ্তানী করিয়া ও ভারতে অবস্থিত বৃটিশ (ও অন্য মিত্রপক্ষীয়) সৈন্যদের যাবতীয় প্রয়োজন মিটাইয়া বৃটিশ সরকারের নিকট যুদ্ধের প্রথম হইতে ভারত সরকারের বিস্তর পাওনা দাঁড়াইতেছে। এই পাওনা মিটাইবার জন্য স্বর্ণ বা জিনিষপত্র দেওয়াই স্বাভাবিক নিয়ম। কিন্তু বৃটিশ সরকার তাহার কোনটাই ভারতবর্ষকে সরবরাহ করিতেছেন না। ভারতের পাওনা বিনিময়ে তাঁহারা শুধু দিতেছেন ষ্টার্লিং সিকিউরিটি। এই ষ্টার্লিং সিকিউরিটি রিজার্ভ ব্যাঙ্কের লণ্ডন অফিসে জমা হইতেছে। আর এদেশস্থ মাল বিক্রেতাদের প্রাপ্য মিটাইবার জন্য ভারত সরকার তাহার ভিত্তিতে কাগজের নোট ছাড়িয়া চলিয়াছেন। যুদ্ধের প্রথমে দেশে চলতি নোটের পরিমাণ ছিল ১৭২ কোটী টাকা। ঐ নীতি অনুসৃত হওয়ার ফলে বর্ত্তমানে তাহার পরিমাণ বাড়িয়া ১ হাজার ১০৯ কোটি টাকা দাঁড়াইয়াছে। যুদ্ধের সময়ে দেশে লোকের ব্যবহার্য্য জিনিষের জোগান বাড়িতেছে না, ফাঁকা নোটই শুধু বৃদ্ধি পাইতেছে। এই নোট কনট্রাক্টর, সরকারী কর্ম্মচারী ও আরও কতিপয় শ্রেণীর লোকের হাতে বেশী পরিমাণে সঞ্চারিত হইয়া তাহাদের ক্রয়ক্ষমতা পূর্ব্বের তুলনায় যথেষ্ট পরিমাণে স্ফীত করিয়া তুলিয়াছে। উহারা সেই বর্দ্ধিত ক্রয়ক্ষমতা লইয়া জিনিষপত্রের কম যোগানের ভিতর তাহা নিয়া কাড়াকাড়ি করিতেছে। এই ভাবে দেশে নিদারুণ ইনফ্লেশনের ভাব সূচিত হওয়ায় পণ্যমূল্য অত্যধিক ভাবে চড়িয়া উঠিয়াছে। এই ইনফ্লেশনের ফলে চাউল নিতান্ত দুর্ম্মূল্য হইয়া ১৯৪৩ সালে তাহা জনসাধারণের নাগালের বাহিরে গিয়া দাঁড়াইয়াছিল। আর তাহাতেই দুর্ভিক্ষ ও প্রাণহানির একটা বড় কারণ সৃষ্ট হইয়াছিল। উডহেড কমিশন খাদ্যমূল্য বৃদ্ধিকে দুর্ভিক্ষের একটি প্রধান কারণ বলিয়া স্বীকার করিলেও খাদ্যমূল্য বৃদ্ধির মূল হেতু যে ইনফ্লেশন সেই ইনফ্লেশনের কথা তাঁহারা উল্লেখমাত্রও করেন নাই। অথচ উডহেড সাহেবের স্বজাতীয় মিঃ প্যাথিক লরেন্স হাউস্ অব কমন্স-এ বাঙ্গলার দুর্ভিক্ষ আলোচনা প্রসঙ্গে স্পষ্টভাবেই ঘোষণা করিয়াছিলেন, "ভারতে পণ্যমূল্যের হার অত্যধিক চড়িয়া গিয়া আজ যে লোকের এত দুঃখদুর্দ্দশা দেখা দিয়াছে তাহার প্রধান কারণ ইনফ্লেশন। এই ইনফ্লেশনের জন্য ভারত গবর্ণমেণ্ট ছাড়া আর কাহাকেও দায়ী করা চলে না।" ভারত গবর্ণমেণ্ট ছাড়া আর কাহাকেও দায়ী করা চলে না বলিয়াই কি উডহেড কমিশন দুর্ভিক্ষের কারণ আলোচনা করিতে গিয়া ঐ ইনফ্লেশনের কথা বেমালুম চাপিয়া গিয়াছেন?

দুর্ভিক্ষ সম্পর্কে বাঙ্গলা সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকারের দায়িত্ব আলোচনা করিতে গিয়া উডহেড কমিশন যেসব মন্তব্য করিয়াছেন আগামী সপ্তাহে আমরা তাহা সমালোচনা করিব। সেই সঙ্গে দুর্ভিক্ষের পরিণাম ও বাঙ্গলার পুনরুজ্জীবন (রিহেবিলিটেশন) সম্পর্কে কমিশনের সিদ্ধান্ত ও সুপারিশগুলিও আমরা বিশ্লেষণ করিবার প্রয়াস পাইব।

টাকার নিরাপত্তা
রক্ষা করিয়া
টাকা খাটাইতে হইলে
রবীন্দ্র নগর
গঠন কার্য্যে টাকা খাটান।
স্থায়ী আমানতের
—সুদের হার—
১ বৎসরের জন্য ৫%
২ বৎসরের জন্য .... ৫॥%
৩ বৎসরের জন্য ... ৬%
৪ ও ৫ বৎসরের জন্য .... ৬॥%
দি ইনভেষ্টারস লিঃ
৬, ক্রশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

দাশ ব্যাঙ্ক লিমিটেড
৯-এ ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
চেয়ারম্যান—কর্ম্মবীর আলামোহন দাশ
আধুনিক সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

রাজনৈতিক প্রসঙ্গ

শ্রীযুক্তা বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত সান্ ফ্রান্সিস্কো সম্মেলনের প্রতিনিধিদের নিকট এক স্মারকলিপি পেশ করিয়া জানাইয়াছেন: "ভারতের জাতীয় কণ্ঠকে গ্রেট বৃটেন স্তব্ধ করিয়া রাখিয়াছে। এই কারণে আজ আমার স্বদেশের পক্ষ হইতে আমি কথা বলিতেছি। ইহা কেবল আমার নিজের দেশের কথাই নহে। আমাদেরই মত এখনও যাহারা বৈদেশিক সমর-শক্তির পায়ের তলায় রহিয়াছে তাহাদের হইয়াও আমি এই দাবী জানাইতেছি।.....যে সকল আশা-আকাঙ্ক্ষার উপর নির্ভর করিয়া সম্মেলন চলিতেছে ভারতীয় সমস্যাই সেগুলির চরম পরীক্ষাস্থল। ভারতবর্ষকে স্বাধীন বলিয়া ঘোষণা করিয়া নীতিগতভাবে সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থার নিন্দা করিতে হইবে এবং সাম্রাজ্যবাদের অবসান ঘটাইতে হইবে।"

শ্রীযুক্তা পণ্ডিতের এই ঐতিহাসিক স্মারকলিপি সম্মিলিত রাষ্ট্রপুঞ্জ সম্মেলনের আন্তর্জ্জাতিক সংগঠন বিভাগের সেক্রেটারীর নিকট পেশ করা হইয়াছে।

* * *

রয়টারের পরবর্ত্তী সংবাদে প্রকাশ, শ্রীযুক্তা পণ্ডিতের স্মারকলিপি সম্মেলনের প্রতিনিধিগণের মধ্যে বিলি করা হইবে না বলিয়া বিশ্ব-নিরাপত্তা সম্মেলনের সেক্রেটারীয়েট সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। তাঁহার ইস্তাহারের বক্তব্য সম্মেলনের কর্ম্মসূচীর অন্তর্গত নহে বলিয়া উহা নাকি বাতিল করা হইবে। অবশ্য শ্রীযুক্তা পণ্ডিত এখনও সরকারী-ভাবে তাঁহার স্মারকলিপি বিলি করার অনুরোধের কোনরূপ জবাব পান নাই। সংবাদে প্রকাশ, মিঃ ষ্টেটিনিয়াস জানাইয়াছেন, মূল্যবান বিষয় মাত্রই তিনি প্রতিনিধিদের মধ্যে বিলি করিবেন; কিন্তু এত কাগজপত্রের বিজ্ঞাপন কিংবা আপত্তি-কর জাতীয় ইস্তাহার ইত্যাদি লইয়া মাথা ঘামাইবার সময় সেক্রেটারীয়েটের নাই।

শ্রীযুক্তা পণ্ডিতের স্মারকলিপি কি উপরোক্ত 'বিজ্ঞাপন' বা 'আপত্তিকর জাতীয় ইস্তাহারে'র পর্য্যায়ভুক্ত?

* * *

তথাপি বিশ্বের প্রকাশ্য দরবারে ভারতের জন্মগত অধিকারের কথা জানাইবার প্রয়োজন আছে, ভারতের পুঞ্জীভূত অভিযোগ শুনাইবার সময়ও আসিয়াছে। শ্রীযুক্তা বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিতই তাঁহার স্মারকলিপিতে স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন: "ভারত সম্পর্কে মঃ মলোটভের উক্তির ফলে প্রয়োজনীয় কর্ত্তব্য পালনের সুযোগ আসিয়াছে এবং তজ্জন্যই ভারতীয় সমস্যার দিকে সম্মিলিত রাষ্ট্রপুঞ্জের প্রতিনিধিবৃন্দের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে হইতেছে।" উল্লিখিত মন্তব্যের পরে মঃ মলোটভ এক সাংবাদিক সম্মেলনে বৃটিশ ও মার্কিন অছিগিরি প্রসঙ্গে আরও স্পষ্ট ভাষায় জানাইয়াছেন, "আন্তর্জ্জাতিক নিরাপত্তার স্বার্থেই আমাদের সর্ব্বপ্রথম এরূপ ব্যবস্থা করিতে হইবে যাহাতে পরাধীন দেশগুলি যথাসম্ভব শীঘ্র জাতীয় স্বাধীনতার পথে অগ্রসর হইতে পারে। মিত্ররাষ্ট্রপুঞ্জের এক বিশেষ প্রতিষ্ঠান দ্বারা ইহার ব্যবস্থা করিতে হইবে—বিভিন্ন জাতির সমানাধিকার ও আত্মনিয়ন্ত্রণের আদর্শ দ্রুত কার্য্যে পরিণত করার দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই এই প্রতিষ্ঠানকে কাজ করিতে হইবে। সমগ্রভাবে এই সমস্যা সম্পর্কে আলোচনায় সোভিয়েট প্রতিনিধিরা সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিবে"।

* * *

কিন্তু সম্মেলনের অন্যান্য বৃহৎ রাষ্ট্রের প্রতি-নিধিরা এই আসল প্রশ্নে নীরবতার আশ্রয় লইয়া-ছেন। অছিগিরির প্রশ্নের সহিত সাম্রাজ্যবাদী বৃটেন ও আমেরিকার কায়েমী স্বার্থ অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। তাহারা চাপে পড়িয়া বাধ্য না হইলে সূচ্যগ্র ভূমিও ছাড়িয়া দিতে নারাজ। কিন্তু দুই-দুইটি প্রলয়ঙ্কর মহাযুদ্ধের দুর্ভোগ-শ্রান্ত পৃথিবী আজ হউক বা কাল হউক সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তের অবসান ঘটাইবে বলিয়াই আমরা আশা পোষণ করি। শ্রীযুক্তা পণ্ডিতও তাই সান্ ফ্রান্সিস্কোর সম্মেলনে "power politics" এর যে ভদ্রবেশী উদ্যোগ-আয়োজন চলিতেছে তাহাতে নৈরাশ্য না মানিয়া অছিগিরি প্রসঙ্গে মন্তব্য করিয়াছেন: "এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি মঃ মলোটভ সম্মেলনের আলোচ্য বিষয়ের মধ্যে আনয়ন করিয়াছেন দেখিয়া আমি আনন্দিত হইয়াছি। জগতের পরাধীন দেশগুলির মধ্যে ভারতবর্ষই প্রধান; সুতরাং এই ঘোষণা সম্পর্কে স্বভাবতঃই আমাদের মধ্যে বিশেষ আগ্রহের সৃষ্টি হইয়াছে। প্রকৃত বিশ্বশান্তির পক্ষে সমস্যাটির এতই গুরুত্ব রহিয়াছে যে, সম্মেলনের উহা বিচার্য্য বিষয় হইতে বাধ্য। বৃটিশ প্রতিনিধিরা নিতান্ত সাধারণ অর্থহীনভাবে উহার একটু উল্লেখ করা ছাড়া এতাবৎ এই সমস্যাকে এড়াইয়া গিয়াছেন। মঃ মলোটভ ইতিপূর্ব্বে নির্দ্দিষ্টভাবে ভারতবর্ষের নামোল্লেখ করিয়া এবং বর্ত্তমানে পরাধীন দেশগুলি সম্পর্কে সাধারণভাবে ঘোষণা প্রচার করিয়া বিষয়-টিকে দৃঢ়ভাবে উপস্থাপিত করিয়াছেন। ইহাতে বিশ্ব সমস্যা সমাধানের পথে এক বাস্তব প্রচেষ্টাই করা হইয়াছে।"

* * *

সান্ ফ্রান্সিস্কো সম্মেলনে ভারতবর্ষ ও অন্যান্য পরাধীন রাষ্ট্রের প্রশ্ন উত্থাপিত হইবে কি না এখনও তাহা ভবিষ্যতের কথা। সবে সম্মেলনের প্রথম পর্ব্ব শেষ হইল। যদি ভারতের প্রশ্ন শেষ পর্য্যন্ত চাপা পড়িয়া থাকে, তাহা হইলে সান্ ফ্রান্সিস্কো সম্মেলনের উদ্দেশ্য তথাকথিত জাতিসঙ্ঘের লোক-দেখান আদর্শের ন্যায় ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হইবে। শ্রীযুক্তা পণ্ডিতের বক্তৃতার ভাষায় "বৃহত্তর জাতি-

হয়তো শুনে থাকবেন

যে আমাদের তৈরী রবার ষ্ট্যাম্প ছাপার অক্ষরের মতো নিখুঁত ও সুন্দর। কিন্তু শোনা কথায় বিশ্বাস নাও হতে পারে। সেইজন্যই বলছি, কয়েকটা রবার ষ্ট্যাম্প আমাদের কাছ থেকে তৈরী করিয়ে দেখুন কথাটার পিছনে কোনও সত্য আছে কি না। এ-ছাড়া অপিসের কাজের দুটি অতি প্রয়োজনীয় বস্তু—ডেটাস ও নিউ-মারেটাস—আমাদের নিজ কারখানায় সুযোগ্য তত্ত্বাবধানে তৈরী হয়ে থাকে। অপিস মালিকের অনেকে এ-দুটি ব্যবহার করে সুখ্যাতি করেছেন। আপনার প্রয়োজন থাকলে আজই লিখুন।

ন্যাশনাল রবার প্রোডাক্টস্
ম্যানেজিং এজেন্টস্: রয়কো,
১-৩এ, বিডন রো, কলিকাতা।

সাবান প্রস্তুতের

যাবতীয় জিনিষ—সিলিকেট সোডা • সোপষ্টোন পাউডার • কষ্টিক সোডা • রজন • সিট্রোনেলা অয়েল • রঙ • হাইড্রোমিটার • প্রভৃতি পাইবেন

ফোন:—
বড়বাজার:—১৩৯৭ অফিস
" :—১৫৯২ ফ্যাক্টরী
টেলিগ্রাম—"চীনামাটী"

কলিকাতা মিনারেল সাপ্লাই কোং লিঃ
৩১, অ্যাকলন্ লেন, কলিকাতা

সাদার্ণ ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস—১৪, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ফোন—ক্যাল ৫৯৮৯
ব্রাঞ্চ—বড়বাজার, শ্যামবাজার, ভবানীপুর, বসিরহাট, খুলনা ও পাটনা
সুবিধাজনক সর্ত্তে গভর্ণমেণ্ট ও মিলিটারী বিলের উপর টাকা ধার দেওয়া হয়
সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।
ম্যানেজিং ডিরেক্টর—ডাঃ অমলকুমার রায়চৌধুরী, এম্-ডি

পটারী মেসিন

প্রস্তুতকারক:
কুসুম ইঞ্জিনিয়ারিং
কোম্পানী লিঃ
পৃষ্ঠপোষক: কর্ম্মবীর আলামোহন দাস

ম্যানেজিং এজেন্টস্:—এইচ, পি, বোস এণ্ড ব্রাদার্স লিঃ
২৫, সোয়ালো লেন : : কলিকাতা।

গুলি যদি দুর্ব্বল জাতিগুলিকে শোষণ করা বন্ধ না করে এবং ন্যায়ের ভিত্তিতে তাহাদের সমস্যার সমাধানে অগ্রণী না হয় তাহা হইলে সমগ্র মানব সভ্যতা ধ্বংস হইয়া যাইবে।" কিন্তু সান্ ফ্রান্সিস্কো সম্মেলনে এখন পর্য্যন্ত দুর্ব্বলের উপর সুবিচারের অপেক্ষা দুর্জ্জনের স্বার্থ সংরক্ষণের প্রচেষ্টাই বেশী করিয়া প্রকট হইতেছে। শেষ পর্য্যন্ত প্রতিক্রিয়াপন্থীরাই যদি সম্মেলনে জয়লাভ করে, তাহা হইলে বলিতে হইবে, তৃতীয় মহাযুদ্ধ অনিবার্য্য।

* * *

সোভিয়েট পররাষ্ট্র সচিব মঃ মলোটভ সান্ ফ্রান্সিস্কো পরিত্যাগের প্রাক্কালে জানাইয়াছেন, পৃথিবী হইতে অত্যাচার ও ফ্যাসিজমের শক্তি লোপ না হওয়া পর্য্যন্ত রুশিয়ার যুদ্ধ শেষ হইবে না। তাঁহার ভাষণের সূত্র ধরিয়া আমরা বলিতে চাই, ইউরোপের যুদ্ধ শেষ হইয়াছে বটে, কিন্তু ফ্যাসিজমের এখনও মৃত্যু হয় নাই। ফ্যাসিজম আর সাম্রাজ্যবাদের মধ্যে এক বা স্বরূপ ছাড়া বস্তুগত পার্থক্য নাই। পুঁজিবাদ প্রতিকূল অবস্থার বিপাকে পড়িয়া যখন তথাকথিত গণতন্ত্রের ভদ্রবেশী কাঠামোটা আর আইনসঙ্গত পন্থায় বজায় রাখিতে সক্ষম হয় না, তখন সেই নগ্ন ও অকপট স্বরূপেরই নাম দেওয়া হইয়াছে ফ্যাসিজম। নামান্তরে বা রূপান্তরে কিছুই আসে যায় না। ফ্যাসিজম ও সাম্রাজ্যবাদ যেন একই টাকার এপিঠ আর ওপিঠ। ফ্যাসিজম কেবল জার্ম্মাণী ও ইতালীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। আজ জার্ম্মাণীতে তাহার বাহ্যতঃ অবসান হইয়াছে মাত্র। সাম্রাজ্যবাদের মৃত্যু না ঘটা পর্য্যন্ত ফ্যাসিজম (কখনও প্রকাশ্যে কখনও বা ছদ্মবেশে) অক্ষয় ও অনিবার্য্য। ভার্সাই হইতে মিউনিক পর্য্যন্ত যুদ্ধোত্তর ইউরোপের ইঙ্গ ফরাসী সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থকলুষিত সুদীর্ঘ বিশ বৎসরের ইতিহাস স্মরণ করিয়া নাৎসী জার্ম্মাণীর চূড়ান্ত পতনের পরেও আমরা "অত্যাচার ও ফ্যাসিজমের শক্তি" সম্পর্কে শঙ্কিত হইতেছি। মঃ মলোটভ ফ্যাসিজম বলিতে কি বোঝেন জানি না। পরপদানত অবমানিত নিপীড়িত ভারতবর্ষ ফ্যাশিষ্ট বর্ব্বরতা ভাল করিয়াই জানে, ভালভাবেই বোঝে।

* * *

বিদেশী শাসকদের মনোনীত সরকারী ভারতের অন্যতম প্রতিনিধি স্যার ফিরোজ খাঁ নূন যাহাদের নূন খান তাহাদের বিরুদ্ধে কথা বলিয়া কৃতঘ্ন হইতে পারেন না। মহাত্মা গান্ধীর উপর আক্রমণ এবং ভারতের আভ্যন্তরীণ বিরোধের উল্লেখ করিয়া তিনি সুষ্ঠুভাবে কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতেছেন। মহাত্মা গান্ধীকে তিনি ভারতের রাজনৈতিক ক্ষেত্র হইতে বিদায় লইবার উপদেশ দিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে স্বয়ং মহাত্মা গান্ধী যে মন্তব্য করিয়াছেন তাহার পরে আমাদের ন্যায় সাধারণ লোকের মন্তব্য অনাবশ্যক। এই প্রসঙ্গে রয়টারের বিশেষ সংবাদদাতা রোনাল্ড বেডফোর্ডের নিকট বিশ্ববিশ্রুত মনীষী জর্জ্জ বার্ণার্ড শ বলিয়াছেন: "কোথা হইতে অবসর গ্রহণ করিতে হইবে? গান্ধীজী সরকারীভাবে নেতৃত্ব করিতেছেন না। একান্ত স্বাভাবিকভাবেই তিনি নেতৃত্বপদে অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন।" মহাত্মা গান্ধীর নীতি ৫০ বৎসরের পুরাতন নীতি, এই বলিয়া স্যার ফিরোজ কপট উদারতার ভঙ্গীতে পণ্ডিত জওহরলালের নেতৃত্ব বাঞ্ছনীয় বলিয়া অভিমত জানাইয়াছেন। এই প্রসঙ্গে জর্জ্জ বার্ণার্ড শ তাঁহার স্বভাবসুলভ পরিহাসের সহিত তীক্ষ্ণতা মিশাইয়া মন্তব্য করিয়াছেন: "মিঃ গান্ধীর সমরনীতি ৫০ বা ৫০ লক্ষ বৎসর আগে যেরূপ খাঁটি ছিল আজও সেইরূপই খাঁটি।—বর্ত্তমান মুহূর্ত্তে পণ্ডিত নেহেরুকে অত্যন্ত হেয় ও কাপুরুষোচিতভাবে আটক রাখা হইয়াছে।" বার্ণার্ড শ কারারুদ্ধ পণ্ডিতজী সম্পর্কে যাহাই বলুন না কেন, ভারতের সরকারী প্রতিনিধি তাঁহার মুক্তিদান সম্পর্কে মুখ ফুটিয়া একটি কথা ভারতেও কোন দিন বলেন নাই, সান্ ফ্রান্সিস্কোতেও বলিতে পারেন না। তথাপি স্যার ফিরোজ খান নূন পণ্ডিত জহওরলালের নেতৃত্ব কামনা করেন! ইহার অপেক্ষা চূড়ান্ত রকমের ভণ্ডামি আর কি হইতে পারে?

* * *

স্বাধীন আমেরিকা ভারতবর্ষ নহে। তাই স্যার ফিরোজকে বড় ফ্যাসাদে পড়িতে হইতেছে। শ্রোতা ও সাংবাদিকদের প্রশ্নবাণে জর্জ্জরিত হইয়া বেচারাকে প্রকাশ্যে স্বীকার করিতে হইয়াছে, তিনি ভারতের জনগণের প্রতিনিধি নহেন। তাহাতেও নিস্তার নাই। মহাত্মা গান্ধী ও কংগ্রেসের বিরুদ্ধে তিনি যে সব উক্তি করিয়াছেন সেই সম্পর্কে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করিয়া সাংবাদিকরা ভারত সরকারের এই দম-দেওয়া গ্রামোফোনটিকে নাজেহাল করিয়া ছাড়িয়াছেন। সংবাদ আসিয়াছে, শ্রীযুক্তা পণ্ডিতের সাংবাদিক সভায় যেখানে হলের মধ্যে লোক ধরে না, সেক্ষেত্রে স্যার ফিরোজের সাংবাদিক বৈঠকে একশত জনেরও কম সাংবাদিক হাজির ছিলেন। অথচ সান্ ফ্রান্সিস্কোতে এখন দেড় হাজার সাংবাদিক উপস্থিত আছেন। শ্রীযুক্তা পণ্ডিতের সাংবাদিক বৈঠকের খবর প্রত্যেক সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল এবং তাঁহার তিন কলম ছবিও ছাপা হইয়াছে। আর, স্যার ফিরোজের সাংবাদিক বৈঠকের সংবাদ মাত্র একখানি প্রভাতী ও একখানি সান্ধ্য পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। ঐ দুইখানি পত্রিকা তাঁহার এক কলম ছবি ছাপিয়াছেন। একখানি ছবির নীচে লেখা ছিল: তিনি ক্লান্তভাবে বসিয়া আছেন।

এই সব দেখিয়া শুনিয়া চার্চ্চিল-ইডেন-আমেরী কোম্পানী কিছু বলিতেও পারিতেছেন না, সহিতেও পারিতেছেন না। সান্ ফ্রান্সিস্কো তাঁহাদের খাস তালুকের অন্তর্ভুক্ত নহে যে, এক জরুরী অর্ডিনান্স জারী করিয়া 'জনস্বার্থের প্রয়োজনে আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য' সংবাদপত্রসমূহের অনাচার বা আতিশয্য বন্ধ বা নিয়ন্ত্রণ করিবেন!

ক্যালকাটা ন্যাশনাল
ব্যাঙ্ক লিমিটেড
হেড অফিস:—
ক্যালকাটা ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক বিল্ডিংস্
মিশন রো, কলিকাতা।

শাখা অফিস:

কলিকাতা	দিল্লী	বম্বে
বড়বাজার	সদরবাজার (দিল্লী)	কলবাদেবী
ক্যানিং ষ্ট্রীট	আগ্রা	স্যাণ্ডহার্ষ্ট রোড (বম্বে)
শ্যামবাজার	মীরাট	আমেদাবাদ
ভবানীপুর	বেনারস	মসকটিবাজার (আমেদাবাদ)
বালীগঞ্জ	এলাহাবাদ	করাচী
ঢাকা	কাটরা (এলাহাবাদ)	আজমীর
নারায়ণগঞ্জ	লক্ষ্ণৌ	রায়পুর
ময়মনসিংহ	আমিনাবাদ (লক্ষ্ণৌ)	নাগপুর
চট্টগ্রাম	কাণপুর	ইটওয়ারী (নাগপুর)
কটক	মেষ্টন রোড (কাণপুর)	জব্বলপুর
পাটনা	অমরাবতী	জব্বলপুর ক্যাণ্ট
গয়া		অমৃতসর
মজঃফরপুর		লাহোর
বেরিলী		
মাদ্রাজ		

লণ্ডন এজেন্টস্—
মিডল্যাণ্ড ব্যাঙ্ক লিঃ

ইন্সিওরেন্স অব
ইণ্ডিয়া লিমিটেড
হেড অফিস: কুমিল্লা
কলিকাতা অফিস: ২২নং ক্যানিং ষ্ট্রীট
অন্যান্য অফিস:
ডিব্রুগড় (আসাম) ও সিলেট
আর্থিক নিরাপত্তার ভিত্তিতে
পরিচালিত একটি উচ্চ শ্রেণীর
জীবন বীমার অফিস
বোনাস প্রতি হাজারে
আজীবন বীমায় ১৬৲
মেয়াদী বীমায় ১৩৲
চীফ এজেন্টস্:—
মেসার্স ম্যানেজার লিঃ—লক্ষ্ণৌ
ইউ. পি, সি. পি ও দিল্লীর জন্য
মেসার্স এইচ এ সেপ্টা এণ্ড কোং, কলিকাতা,
বর্দ্ধমান ডিভিসন ও বিহারের জন্য
চেয়ারম্যান:—এন সি দত্ত, এম এল সি

ক্লিয়ারিং-এর সুবিধা সহ জাতীয় আর্থিক প্রতিষ্ঠান
শিলং ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন লিঃ
টেলিঃ SHILLBANK
হেড অফিস—শিলং
ফোন: শিলং—১৬৬
কলিকাতা শাখা
১৫নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, টেলিঃ BANKSHILLO ফোন: ক্যাল ৪৪৫৪
অন্যান্য শাখা—শ্রীহট্ট, হবিগঞ্জ ও করিমগঞ্জ।
গৌহাটী ও নওগাঁ (আসাম) শাখা খোলা হইয়াছে।
শ্রীপ্রফুল্লকুমার চৌধুরী, ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

খেয়ালীর খাতা

দেরীতে হইলেও বলিয়া ফেলাই ভালো। মেয়র নির্ব্বাচনের কথা। হিন্দু সভার দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এবার মেয়র হইয়াছেন। কিন্তু খুব নির্ঝঞ্ঝাটে নয়। ইলেকশনের আগে খবরের কাগজে এবং ইলেকশনের দিন কর্পোরেশনের সভায় যে সকল বাকবিতণ্ডা হইয়াছে তাহাতে একটি বিষয়ের উপরই বার বার জোর দেওয়া হইয়াছে। সেটি বসু-লীগ চুক্তি, সুভাষ বসু ও মুসলীম লীগের সঙ্গে নাকি এই চুক্তি হইয়াছিল যে, কলিকাতার মেয়রের গদি পর্য্যায়ক্রমে মুসলমান তপশিলী, হিন্দু ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোক পাইবে। এবারের ঝগড়া বিতর্ক যাহা কিছু তাহা ঐ 'পালা' লইয়া। গত বছর আনন্দীলাল পোদ্দার মেয়র ছিলেন। লীগদল বলেন, তিনি হিন্দু। সুতরাং এবার সংখ্যালঘু দলের মেয়র হওয়ার পালা। প্রতিপক্ষ দলের যুক্তি আনন্দীলাল মাড়োয়াড়ী, সংখ্যালঘু দলের লোক। কাজেই এবার হিন্দুদের মেয়র হওয়ার পালা। লীগের দলপতি সিদ্দিকী সাহেব উত্তেজিতভাবে চেঁচাইয়া বলিয়াছেন, "তোমরা সুভাষ বসুর চুক্তি ভাঙিতেছ।" অপর দলের সুধীর রায় চৌধুরী তেমনি চেঁচাইয়া বলিতেছেন না ভাঙি নাই। আমার কাছে ব্যাপারটা হাস্যকর ঠেকিতেছে। বসু-লীগ চুক্তির পবিত্রতা রক্ষার জন্য দুই পক্ষের এই ব্যাকুলতা সত্য সত্যই কমিক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। প্রথমতঃ বসু-লীগ চুক্তির পরে কর্পোরেশনে আর একবার নতুন করিয়া সাধারণ নির্ব্বাচন হইয়া গিয়াছে। যে-সকল ব্যক্তি ঐ চুক্তি করিয়াছিলেন তাঁহাদের অনেকেই এবার কাউন্সিলার হইতে পারেন নাই। সুতরাং আগের সেই চুক্তি বর্ত্তমানের কাউন্সিলাররা মানিয়া চলিতে বাধ্য এমন ধরিয়া লওয়া হইতেছে কেন? দ্বিতীয়তঃ মেয়র নির্ব্বাচনে এমন 'পালা' করিবারই বা অর্থ কি? মেয়র নির্ব্বাচনটা সত্যিকের দুর্গাপূজা নয়। মুসলমানেরা কলিকাতা সহরে শতকরা ৯ জন বলিয়া শুনিয়াছি। তাহাদের মধ্য হইতে মেয়র করিবার জন্যই যদি 'পালা'র উদ্ভব হইয়া থাকে তবে বাংলা দেশের প্রধান মন্ত্রীত্বের জন্য এ-রকম পালা করিতে মুসলমানেরা রাজী আছেন কি? বাংলা দেশে হিন্দুর সংখ্যা শতকরা ৪৫-এর বেশী বলিয়াই অনেকের বিশ্বাস। কিন্তু একজন হিন্দুকেও প্রধান মন্ত্রী হইতে এপর্য্যন্ত দেখা যায় নাই।

* * *

আমি সাম্প্রদায়িকতা প্রচার করিতেছি বলিয়া অনেকে রাগ করিবেন। যদি করেন, আমি নাচার। সাম্প্রদায়িকতা অবশ্যই মন্দ। কিন্তু সেটা দ্বারা যখন হিন্দুদের সুবিধা হইবে কেবল তখনই উহা মন্দ তাহা মানিতে রাজী নই। মেয়র বা প্রধানমন্ত্রী দুইই যদি যোগ্যতার বিচারে হয়, ভালো কথা। যদি সম্প্রদায় মানিয়া চলিতে হয়, তবে দুইটিই হিন্দু বা মুসলমান হিসাবে হউক। খুশী না হইলেও আপত্তি করিব না। কিন্তু সিদ্দিকী সাহেবের যেখানে যেটা হইলে সুবিধা হয়, সে-নিয়ম চালাইবেন এ কেমনতরো মামার বাড়ীর আব্দার? কলিকাতা বা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বাভাবিক পর্য্যায়ে মুসলমানদের অনেকবার ভাইস্ চ্যান্সেলার হওয়ার সম্ভাবনা কম। কাজেই সেখানে পালার প্রবর্ত্তন। কর্পোরেশনেও তাই। কিন্তু এসেম্ব্লীতে মুসলমানদের ভোট বেশী। সুতরাং সেখানে পালার দরকার নাই। এ যে "দাদা হয় আমি নেমন্তন্ন খেতে যাই তুমি বাড়ী থাকো, নয়তো তুমি বাড়ী থাকো আমি নেমন্তন্ন খেতে যাই" principle দেখিতেছি। লীগ দলের প্রতিপক্ষ দল কর্পোরেশনে একথাটা স্পষ্ট ভাষায় বলিতে পারেন নাই, সিদ্দিকী সাহেবের বীর রসের জবাবে কেবলই তা-রে-না-রে করিয়া বাজে বকিয়াছেন। ইহাকে আর যাহাই বলুক সাহস বলে না।

* * *

গত সপ্তাহে কংগ্রেস সাহিত্য সঙ্ঘের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত 'অভ্যুদয়' দেখিয়া আসিলাম। অনেকদিন পরে সত্যিকার একটা ভালো জিনিষ দেখা গেল। রবিবার সকাল বেলা, বিশেষ করিয়া এই গরমের দিনে কোন প্রমোদ-অনুষ্ঠানে লোকের উৎসাহ বেশী থাকে না। কিন্তু শ্রীরঙ্গমের সমস্ত প্রেক্ষাগৃহটি একেবারে ভরিয়া গিয়াছিল, ইংরেজীতে যাহাকে বলে packed to suffocation. কলিকাতার জনৈক বিশিষ্ট পরিবারের জনকয়েক বিলম্বে আসিয়া কোন রকমে বহুকষ্টে খানকয়েক অতিরিক্ত চেয়ার যোগাড় করিয়া নিজেদের ধন্য মনে করিলেন। যতদূর মনে হইল প্রত্যেক চেয়ারের জন্য রবীন্দ্র-ভহবিলে একশ টাকা দান করিলেন। অভিনয় শেষে তাহাদের মুখ দেখিয়া মনে হইল উহার ডবল দিতে হইলেও তাহারা অনুতপ্ত হইতেন না। দেশপ্রাণতার এমন সুন্দর নাট্যরূপ যিনি প্রথমে পরিকল্পনা করিয়াছেন,—অনুমান করিতেছি শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত দাস—তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ বোধ করিতেছি। মনে আছে শৈশবে পূর্ব্ববঙ্গের একটা ক্ষুদ্র মফঃস্বল সহরে মুকুন্দ দাসের যাত্রা দেখিয়াছিলাম। সব কথা, সব গান বুঝিবার মতো তখন বয়স ছিল না। তবুও দেশ বলিয়া যে একটা কিছু আছে সে-কথাটা ঐ যাত্রার আসরেই প্রথম অনুভব করিয়াছিলাম। কংগ্রেস সাহিত্য সঙ্ঘ এই 'অভ্যুদয়' অভিনয়ের মধ্য দিয়া দর্শকদের সমুখে যে ইতিহাস ও ইঙ্গিত দিয়াছেন তাহার আবেদনও ব্যর্থ হইবার নহে। জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের পটভূমিকার সম্মুখে দাঁড়াইয়া সূত্রধর প্রবোধ সান্যালের আবৃত্তি "ভগবান তুমি যুগে যুগে দূত পাঠায়েছো বারে বারে" আমাদের ভাশভাল ওয়ার ফ্রন্টের 'ফ্যাসিষ্ট বিরোধী' পাণ্ডাদের মনেও হয়তো একটু দাগ কাটিয়া থাকিবে। উদ্যোক্তারা এই জাতীয় নাট্যগাথাটির পুনরভিনয় করিলে ভালো করিবেন। অবশ্য শুদ্ধ অভিনয়ের দিক দিয়া আরও কয়েকবার মহলার দরকার আছে মনে হইল।

* * *

বাংলা দেশে জাপানী বোমার আশঙ্কা দূর হইয়াছে, কলিকাতার ব্ল্যাক আউট তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে, দোকানের সামনের ব্যাফলওয়াল গুলি ভাঙিয়া ফেলা হইতেছে এমন কি এ-আর-পি দলও ভাঙিয়া দেওয়ার যথারীতি নোটিশ দেওয়া হইয়াছে বলিয়া শুনিতে পাই। কিন্তু যুদ্ধব্যবস্থা কি এখনও পুরাদমে বজায় আছে জানেন কি? বজায় আছে রেলের কর্ম্মচারীদের খাকী পোষাক পরাটা। কারণ সহজবোধ্য। ঐ পোষাকটা পরিবার জন্য তাঁহারা মাহিনার শতকরা সাড়ে বারো টাকা বেশী পান। ইহার পরেও যদি তাঁহারা ঐ পোষাকটা না ছাড়িতে চাহেন তবে অবাক হইবার কিছু নাই। এদেশে অনেকের ধারণা যে, আই, সি এস-এর চাইতে ভালো চাকুরী নাই। কারণ তাঁহারা রেলের অফিসারদের মাহিনা, ভাতা ও অন্যান্য সুখ-সুবিধার খবর রাখেন না। আজমীরে আমার একটি শ্বেতাঙ্গ বন্ধু থাকেন। বি, বি, সি, আই রেলের ট্র্যাফিক বিভাগের তিনি একজন বড় কর্ত্তা, তাঁহার চাকুরীর সুবিধাগুলির খানিকটা আভাষ দিতেছি। মাহিনা ষোলশ টাকা, এ্যালাউন্স তিনশত। যখন 'লাইনে' যান—অর্থাৎ পরিদর্শনে বাহির হন—তখন একটি সেলুন (যাহাতে রান্না, স্নান শোয়া ব্যতীত ড্রয়িং রুমের ব্যবস্থা পর্য্যন্ত আছে)। তাহার উপর মাইল হিসাবে এলাউন্স, রাত্রিতে যত মাইল যান

তত মাইলের ডবল হারে "আর্কিং এলাউন্স,"—অর্থাৎ পাড়ীর ঝাকুনিতে ঘুমের ব্যাঘাত হইতেছে আশঙ্কা করিয়া তাহার জন্য আর্থিক ক্ষতিপূরণ। রেলের খরচে রাজপ্রসাদের মতো বাংলো যাহার ভাড়া মাহিনার শতকরা দশ টাকা কাটা হয়, এবং যাহা আমি আপনি ভাড়া করিতে গেলে একটা সাধারণ সহরেও অন্তত পাঁচশত টাকা। কয়লা রেলওয়ে হইতে তিন আনা মণ হিসাবে, বিজলী দুই পয়সা ইউনিট দরে!

* * *

এ সব হইল স্বাভাবিক সময়ের ব্যবস্থা। অস্বাভাবিক সময়ে অর্থাৎ বর্ত্তমানে যুদ্ধের বাজারে রেলের কর্ম্মচারীদের জন্য তেমনি আবার অস্বাভাবিক ব্যবস্থাও হইয়াছে। কলিকাতায় যখন চালের দাম চল্লিশ টাকা, রেলের এক অফিসারের বাড়ীতে দেরাদুনের চালের ভাত রান্না হইতে দেখিয়াছি। রেল কোম্পানী ১৫ টাকা দামে অফিসারদের সে চাল দিয়াছেন। বিলাতী সিটিংএর চাদর, আই, এস্স, এলের জ্যাম মায় অফিসার পত্নীদের জন্য coty powder পর্য্যন্ত বাজারের এক-চতুর্থাংশ দামে জোগাইবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। গত বছর বারো আনা করিয়া মুরগী, দুই আনা জোড়ায় ডিম ও পাঁচ আনা সেরে আলু বিক্রয়ের ব্যবস্থা পর্য্যন্ত কোন কোন রেল কোম্পানী করিয়াছেন! যদি জানিতে চাহিবেন এ-সকল কাহাদের টাকার সম্ভব হইয়াছে, তবে মুস্কিলে ফেলিবেন। কানে কানে বলিতেছি—সমস্তটাই আমাদের—অর্থাৎ যাহারা ট্যাক্স যোগাইতেছি এবং হাতাহাতি গুতোগুতি করিয়া অন্ধকার কামরায় দমবন্ধ হইবার কাছকাছি হইয়া রেলে চাপিতে বাধ্য হইতেছি, দেশের সেই দরিদ্র জনসাধারণ। সেদিন 'আর্থিক জগতে'র সম্পাদকীয় স্তম্ভে দেখিলাম রেল কর্ম্মচারীদের প্রতি তিন মাস অন্তর একখানা ধুতি দেওয়া হইবে বলিয়া সম্পাদক মহাশয় বিরক্তি প্রকাশ করিয়াছেন। বিরক্তি কিসের? রেলওয়ে বোর্ড যে রেল কর্ম্মচারীদের মেয়ের বিবাহ ও ছেলের অন্নপ্রাশনে বেনারসী বা রূপার বাটি, গেলাস দেওয়ার ব্যবস্থা করেন নাই সেজন্যই তো আমাদের কৃতজ্ঞ থাকা উচিত!

* * *

রেলওয়েগুলি গভর্ণমেণ্টের সম্পত্তি। কাজেই রেল কর্ম্মচারীরা গভর্ণমেণ্টের অন্যান্য বিভাগের সুখসুবিধাগুলি পাইয়া থাকেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ "কম্পেনসেটারী এলাউন্সের" কথা ধরা যাউক। কলিকাতায় যে-সকল গভর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারী থাকেন, তাহারা টাকা ৭৫ পর্য্যন্ত কম্পেনসেটারী এলাউন্স পান। রেলের যে কোন কর্ম্মচারী খড়্গপুর হইতে কলিকাতা আসিলে অমনি সেই এলাউন্স পাইবেন। অথচ যে সকল সুবিধা অন্যান্য বিভাগের সরকারী কর্ম্মচারীরা পান না—যেমন এই আগে যে সকল সুবিধার কথা বলিয়াছি—তাহাও তাহারা পাইতেই থাকেন। গাছেরও খাইব তলারও কুড়াইব এই নীতির একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ যদি চান তবে রেল কর্ম্মচারীদের দিকে তাকাইবেন। সম্প্রতি নয়াদিল্লীতে ওয়ার ট্রান্সপোর্ট বিভাগের চেষ্টায় যে রেলওয়ে এগজিবিশন হইয়া গেল সেখানে স্যার সত্যেন রায়কে একজন সাংবাদিক বন্ধু জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচ্ছা রেলওয়েগুলি তো এখন আর কোম্পানীর দখলে নাই, সবই গভর্ণমেণ্টের। এখনও কর্ম্মচারীদের এই 'পাশে' বেড়াইবার নিয়মটা কেন?" জবাবে তিনি বলিলেন, "বাঃ যারা রেলওয়ে চালায় তাহাদের রেলে চড়িতে পয়সা না লাগাইতো উচিত।" বটে? তবে পোষ্ট আপিসে যাহারা চাকুরী করে তাহাদেরও স্ত্রীর কাছে চিঠি লিখিতে ডাকটিকিট লাগা উচিত নয়, ইনকাম-ট্যাক্স ডিপার্টমেণ্টের কর্ম্মচারীদের দেওয়া উচিত নয় ট্যাক্স এবং সিভিল সাপ্লাইজে যাহারা কাজ করে তাহাদের চাল চিনি কিনিতে পয়সার প্রয়োজন না হওয়াই উচিত।

—খেয়ালী

কর্মরত এ.এন্.এস্.নার্স

সম্ভ্রান্ত ও নিঃস্বার্থ মেয়েদের জন্য স্বাধীন উপজীবিকা

মেয়েরা বাড়িতে বসে অলসজীবন যাপন করবে—এখনকার সমাজ তা চায় না। আপনাদের মতো আলোকপ্রাপ্তা মহিলাদের জন্য ভারতের অক্সিলিয়ারি নার্সিং সার্ভিসে অনেক কাজ আছে। এই সব কাজ করে আনন্দও পাওয়া যায় প্রচুর, অনেক লোকের উপকারও করা হয়। সেবাধর্মের প্রতীক নার্সদের শুভ্র অ্যাপ্রন ও টুপি যতোটা মর্যাদার অধিকারী অন্য কোনো কাজেই তা নেই। এ.এন্.এস্. থেকে ভালোভাবে নার্সিং শিখে বের হলে যুদ্ধের পর বেসামরিক প্রয়োজনে নার্সিং ভালো উপজীবিকায় পরিণত হবে। নার্সিং-এর অভিজ্ঞতাকে যদি আপনি উপজীবিকায় পরিণত করতে না-ও চান, নিজের বাড়িতেই এই অভিজ্ঞতাকে অসুখবিসুখে কাজে লাগাতে পারবেন, সামাজিক কর্তব্য হিসেবে জনসেবাতেও লাগাতে পারবেন। এমন সুযোগ ছাড়বেন না।

জেনারেল সার্ভিসের বেতনের হার:—

১। যে নার্সদের সার্টিফিকেট নেই তাদের বেতন মাসিক ১০০৲—১২৫৲ টাকা।

২। সার্টিফিকেটপ্রাপ্ত নার্সদের বেতন মাসিক ১৩৫৲—১৭৫৲ টাকা। বাসস্থান, আহার্য ও কয়লা, কাঠ সকলেই বিনামূল্যে পাবেন।

বৃটিশরাজের কিংবা কোনো ভারতীয় রাজার প্রজা এবং বয়স ১৭½ থেকে ৪৫ বছর—এমন সব মহিলারাই এই কাজে যোগ দিতে পারেন।

কোনরূপ পূর্ব অভিজ্ঞতা থাকার দরকার নেই, তবে যাঁদের নার্সিংএর অভিজ্ঞতা আছে তাঁরা বেশি বেতনে নিযুক্ত হবেন।

নার্সরা খুব যত্নে থাকেন, আর স্বেচ্ছায় বিদেশে যেতে না চাইলে ভারতের মধ্যেই কাজ করেন।

বিস্তারিত বিবরণের জন্য লেডি ডিষ্ট্রীক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, সেণ্ট জন্ এম্বুলেন্স ব্রিগেড ওভারসিজ, ৫ নং গভর্ণমেণ্ট প্লেস, কলিকাতা, এবং লেডি ডিষ্ট্রীক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, সেণ্ট জন এম্বুলেন্স ব্রিগেড ওভারসীজ, অফিস অফ দি ইন্স্পেক্টর জেনারেল অফ সিভিল হস্পিট্যালস্, শিলং-এ পত্র লিখুন।

কর্মপ্রার্থীদের ভালো ইংরেজি বলতে ও লিখতে পারা চাই এবং আবেদনপত্র অবশ্যই ইংরেজীতে লেখা হওয়া চাই।

এ.এন্.এস্.

অক্সিলিয়ারি নার্সিং সার্ভিস

মেয়েদের পক্ষে সবচেয়ে গৌরবজনক কাজ।

AAA 1497

আর্থিক দুনিয়ার খবরাখবর

পৃথিবীর বস্ত্র উৎপাদন—মার্কিন সরকারের বস্ত্র উৎপাদন বোর্ড-এর এক পূর্ব্বাভাসমূলক বিবৃতিতে প্রকাশ যে, জার্ম্মানীর পরাজয়ের এবং দক্ষিণ পূর্ব্ব এশিয়াস্থিত দেশসমূহের পুনঃ মুক্তির ফলে পৃথিবীতে ১০০ কোটী গজ সূতী কাপড়ের বাৎসরিক অভাব অনুভূত হইবে। বর্ত্তমানে জাপান অধিকৃত দেশসমূহ ব্যতীত সমগ্র বিশ্বে প্রায় ২৪০০ কোটী গজ সূতী কাপড় প্রস্তুত হইতেছে। এই সংখ্যা যুদ্ধপূর্ব্ব উৎপাদন হইতে ১১০০ কোটী গজ কম।

মিহি কাপড় রপ্তানী বন্ধ—জানা গিয়াছে যে, ভারত সরকার শীঘ্রই অতি মিহি (সুপার-ফাইন) কাপড় রপ্তানী বন্ধের আদেশ জারী করিবেন এবং মিহি কাপড়ের রপ্তানীও কমাইয়া দেওয়া হইবে। তৈরী কাপড়-জামার রপ্তানীও নাকি বন্ধ অথবা কমাইয়া দেওয়া হইবে।

ভারতীয় বস্ত্র শিল্পের ভবিষ্যত—প্রকাশ, কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টিভঙ্গী হইতে নিখিল ভারতীয় বস্ত্র শিল্পের বর্ত্তমান ও ভবিষ্যত উন্নতি সম্পর্কে একটি প্যানেল স্থাপিত হইবে।

ভারত-মার্কিন বাণিজ্য—ভারতীয় শিল্প-পতিদের আমেরিকা যাত্রা ব্যপদেশে ভারত-মার্কিন বাণিজ্যের সমস্যাসমূহের প্রতি নিউইয়র্কের ব্যবসায়ী মহলের আগ্রহ লক্ষিত হইতেছে। ভারতের সহিত যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্যের পরিমাণ ৪০০ কোটি ডলার বলিয়া অনুমিত হয়। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ-যোগ্য যে, বঙ্গদেশের দুর্ভিক্ষের সাহায্যকল্পে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবসায়ী সংঘ সম্প্রতি আমেরিকান রিলিফ ফর ইণ্ডিয়া কোম্পানী নামে একটি প্রতিষ্ঠান গঠন করিয়াছেন। দুর্ভিক্ষপীড়িতদের জন্য ঔষধ, ভিটামিন বড়ি, অনুবীক্ষণ যন্ত্র এবং হাসপাতালে ব্যবহার্য্য অন্যান্য দ্রব্যাদি সরবরাহের জন্য উক্ত প্রতিষ্ঠান ১০ লক্ষ ডলার চাঁদা তুলিবেন বলিয়া প্রকাশ।

খাদ্য বিভাগীয় কর্ম্মচারী সম্মেলন—সম্প্রতি নয়াদিল্লীতে কয়েকটি প্রধান প্রধান প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্যের খাদ্য বিভাগীয় কর্ম্মচারিগণের এক সম্মেলন হইয়া গিয়াছে। ভারত সরকারের ফুড সেক্রেটারী মিঃ আর এইচ হাচিংস সম্মেলনের উদ্দেশ্য বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন যে, রবিশস্য বণ্টনের মূলনীতিটি দুই স্তরে বিভক্ত করা হইয়াছে। প্রথম স্তরটি পূর্ব্বাভাস সম্বন্ধীয়; এই স্তরে বিভিন্ন প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্যে প্রাপ্য শস্য বিলি করা সম্পর্কে আলোচনা ও পরিকল্পনা করা হইবে। দ্বিতীয় স্তরে ফসল সম্পর্কে চূড়ান্ত পূর্ব্বাভাস প্রকাশিত হইলে পর উক্ত পরিকল্পনাটি প্রয়োজনমত সংশোধন করা হইবে।

মাদ্রাজ সরকারের যুদ্ধোত্তর পরিকল্পনা—সম্প্রতি মাদ্রাজ সরকার তাহাদের যুদ্ধোত্তর পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনা প্রকাশ করিয়াছেন। এই পরিকল্পনাটি সরকারের যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠন সমিতি (পোষ্টওয়ার রিকনষ্ট্রাকশন্ কমিটি)-র সুপারিশ সমূহের উপর ভিত্তি করিয়া রচিত। পরিকল্পনাটি কার্য্যকরী করিতে মোট ১৩৫ কোটী ৫০ লক্ষ টাকা ব্যয়িত হইবে। এই টাকা তিন উপায়ে সংগ্রহীত হইবে:—রাজস্ব হইতে উদ্বৃত্ত ৪০ কোটী ৫০ লক্ষ টাকা, প্রাদেশিক ঋণ ৪৫ কোটী টাকা এবং কেন্দ্রীয় সরকারের সাহায্য ৫০ কোটী টাকা। সমগ্র কার্য্য প্রণালীটি তিন ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে: বিশেষ জরুরী বিষয়, প্রাদেশিক বিষয় ও বিশেষ এলাকা বিষয়। প্রথম অর্থাৎ বিশেষ জরুরী বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত কয়েকটি কাজ সরকার পূর্ব্বেই অনুমোদন করিয়াছেন এবং ঐ সব কাজ সরকার যথাসম্ভব শীঘ্রই শুরু করিতে আশা পোষণ করেন। দুইটি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, একটি নূতন ডাক্তারী কলেজ ও কৃষি কলেজ এবং কয়েকটি কারিগরী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন জরুরী বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত। কৃষির উন্নতি, শিক্ষার বিস্তৃতি, জনস্বাস্থ্যের অগ্রগতি, নব নব পূর্ত্ত ও হাইড্রো-ইলেকট্রিক কার্য্য প্রণালী উক্ত পরিকল্পনার দ্বিতীয় অংশ অর্থাৎ প্রাদেশিক অংশের অন্তর্ভুক্ত। পরিকল্পনার তৃতীয় অংশে রহিয়াছে ১৫ বৎসর ব্যাপী গ্রামোন্নয়ন সঙ্কল্প। সমগ্র পরিকল্পনাটি ভারত সরকারের নিকট অনুমোদনের জন্য পাঠান হইবে।

বাংলায় সরিষার তৈল উৎপাদন—বাংলা সরকারের অসামরিক সরবরাহ বিভাগ সম্প্রতি সরিষার তৈলের কলওয়ালাগণের প্রতি এক আদেশ প্রচার করিয়া উহাদিগকে ইণ্ডিয়া প্রডিউস এসোসিয়েশনের হাওড়াস্থিত চাঁদমারী গুদাম হইতে সরিষা কিনিতে বলিয়াছেন। ঐ গুদামজাত সরিষার মধ্যে ভেজাল থাকিতে পারে বলিয়া কলওয়ালাগণ এই আদেশের প্রতিবাদ জানাইয়াছেন এবং কলিকাতা ও আশে-পাশে অবস্থিত কলগুলির মধ্যে শতকরা ৯৫টি কল চাঁদমারী গুদাম হইতে বীজ না কিনিবার সিদ্ধান্ত করিয়া কাজ বন্ধ করিয়া দিয়াছে।

অসামরিক সরবরাহের জন্য রেশম—প্রকাশ, ভারত সরকার শীঘ্রই সামরিক ব্যবহারের জন্য সঞ্চিত রেশমের সমগ্র অংশই অসামরিক জনসাধারণের উদ্দেশ্যে বাজারে বাহির করিবেন। এই উদ্দেশ্যে বর্ত্তমান মাসেই রেশম উৎপাদনকারী ও রেশম ব্যবসায়িগণের সঙ্গে সরকারের সরবরাহ বিভাগীয় উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারিবৃন্দের এক বৈঠক হইবে। বৈঠকে নিয়ন্ত্রিত মূল্যে কি উপায়ে মোট সরবরাহ চালনা করিলে ক্রেতাগণের সুবিধা হইবে—এই সব বিষয় আলোচনা হইবে। সরকার কর্ত্তৃক প্রস্তাব করা হইয়াছে যে, সমগ্র বণ্টন ব্যবস্থাই অসামরিক সরবরাহ বিভাগের কনট্রোলার জেনারেলের তত্ত্বাবধানে থাকিবে। কনট্রোলার জেনারেল অনুমোদিত বিক্রেতাদের মারফৎ মোট দ্রব্যসমূহ বণ্টন করিবেন। জানা গিয়াছে যে, অসামরিক জনসাধারণের দেয় মূল্য সামরিক বিভাগের দেয় মূল্য হইতে কিঞ্চিৎ বেশী হইলেও বাজার মূল্যের চেয়ে শতকরা ৫০।৬০ ভাগ কম হইবে। সামরিক প্রয়োজনের তাগিদে মিহি রেশমের উৎপাদন প্রায় তিনগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯৪৩ সালে মিহি রেশমের উৎপাদন মোট ৩০ কোটী পাউণ্ড হইয়াছিল এবং বর্ত্তমানে এই পরিমাণ মোট ১০০ কোটী পাউণ্ড হইবে অনুমিত হয়। এই পরিমাণের মধ্যে চরকাজাত রেশম ধরা হয় নাই।

সামরিক কর্ত্তৃত্বাধীনে পশুপালন ব্যবস্থা—সামরিক কর্ত্তৃপক্ষের কেন্দ্রীয় বিভাগ (সেনট্রাল কম্যাণ্ড) সামরিক ব্যবহারের জন্য পশু পালন ব্যবস্থার উন্নতিকল্পে একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন। পরিকল্পনাটি আগামী অক্টোবর মাসের মধ্যে সম্পূর্ণ হইবে। প্রতি বৎসরে যাহাতে ১২ লক্ষ হাঁস, মুরগী ইত্যাদি পক্ষী ও ১০ লক্ষ ৪০ হাজার ওজন ডিম উৎপাদন করা যায় সে ব্যবস্থা করা হইবে। উপরোক্ত সংখ্যক পক্ষী ও ডিম সামরিক হাসপাতালসমূহের সম্পূর্ণ খাদ্য যোগাইতে সমর্থ হইবে এবং হাসপাতাল ভিন্ন অন্যান্য সামরিক লোকজন মোট যত ডিম ব্যবহার করে তাহার শতকরা ২২ ভাগ যোগাইতে পারিবে। সামরিক কর্ত্তৃপক্ষের ব্যবস্থাধীনে শূকর পালনের ব্যবস্থাও হইবে, যাহাতে আগামী অক্টোবরের ভিতর ভারতস্থিত বৃটিশ সৈন্যবাহিনীর মোট যত শূকর-মাংসের দরকার হয় তাহার শতকরা ৬০ ভাগ এই ব্যবস্থা দ্বারা সংগৃহীত হইবে। আগ্রা, দিল্লী, নাগপুর, লাহোর, মীরাট, আম্বালা ইত্যাদি স্থানে ডিম উৎপাদন ও পক্ষী পালন কেন্দ্র রহিয়াছে। আগামী অক্টোবরের মধ্যে কানপুর ও আরো কয়েকটি স্থানে নূতন কেন্দ্র স্থাপিত হইবে এবং দিল্লী, লাহোর ও জব্বলপুরের ডিম উৎপাদন কেন্দ্রগুলির সংখ্যা বৃদ্ধি

"চাই বল, চাই স্বাস্থ্য, আনন্দ-উজ্জ্বল পরমায়ু
সাহস-বিস্তৃত বক্ষপট"

কিন্তু কোন পথে ?

● যখন দেখি ঘরে ঘরে, নগরে নগরে, পথে প্রান্তরে নিত্য অসুস্থ, দুর্ব্বল, অবসাদ-ক্লিষ্ট নরনারীর মেলা——যাদের

……বেরি-বেরি, শোথ

স্নায়ু-দৌর্ব্বল্য, ক্ষুধামান্দ্য, পুষ্টিহীনতা, প্রভৃতি ……জীবন-শত্রুর অন্ত নাই—তখন স্বাস্থ্য, শক্তি ও আনন্দ-উজ্জ্বল পরমায়ু লাভের আর যত পথই থাকুক—

বাই-ভিটা-বি

সেবন অন্যতম শ্রেষ্ঠ পথ

সমস্ত সম্ভ্রান্ত ঔষধালয়ে পাওয়া যায়।

করা হইবে। সামরিক কর্তৃপক্ষের ঘোষণায় জানা গিয়াছে যে, ভারতের উপর অর্থনৈতিক চাপ হ্রাস করাই এই ব্যবস্থার উদ্দেশ্য।

কারখানা (সংশোধিত) আইন—সম্প্রতি ভারত সরকার ১৯৩৪ সালের কারখানা আইন (ফ্যাক্টরী অ্যাক্ট) সংশোধন করিয়াছেন। এই আইন ১৯৪৬ সালের ১লা জানুয়ারী হইতে কার্য্যকরী হইবে। কারখানা আইনের সর্ত্তানুসারে রেজেষ্ট্রিকৃত কারখানাসমূহে এই আইন প্রযোজ্য হইবে এবং এই আইন অনুসারে কারখানায় নিযুক্ত প্রত্যেক শ্রমিক পুরা বেতনসহ বৎসরে দশ দিন ছুটী পাইবার অধিকারী হইবে ও দুই বৎসরের মোট বিশ দিন ছুটী এক সঙ্গে পাইতে পারিবে। ছুটীর সময়ের মোট বেতনের অর্দ্ধেক ছুটীর আগে ও বাকী বেতন ছুটীর পরে শ্রমিককে দিতে কারখানার কর্তৃপক্ষ বাধ্য থাকিবেন। অবশ্য যে সব কারখানায় অনুরূপ বা অপেক্ষাকৃত অধিক সুবিধামূলক সর্ত্তে ছুটীর ব্যবস্থা আছে সে সব কারখানায় উক্ত আইন কার্য্যকরী হইবে না। ১৯৩৬ সালে আন্তর্জ্জাতিক শ্রমিক সম্মেলনী (ইণ্টারন্যাশনাল লেবার কনফারেন্স) এ গৃহীত পুরা বেতনে ছুটী সম্পর্কে প্রস্তাব অনুযায়ী উক্ত সংশোধিত আইন পাশ করা হইয়াছে।

ভারতে পেনিসিলিন উৎপাদন—প্রকাশ, ভারত সরকার ভারতে পেনিসিলিন উৎপাদন সম্পর্কে যথাকর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিবার জন্য একটি সমিতি গঠন করিয়াছেন। জানা গিয়াছে যে, যুদ্ধোত্তরকালে সরকারের মালিকানা স্বত্বে ও সরকারের কর্তৃত্বাধীনে পেনিসিলিন উৎপাদনের একটি কারখানা স্থাপিত হইবে। উক্ত প্রতিষ্ঠান মুনাফাকারী প্রতিষ্ঠান হইবে না। এই অমূল্য ঔষধটি নির্ম্মাণ প্রণালী শিক্ষা করিবার জন্য কর্ণেল সখে ও কর্ণেল গণপতিকে কানাডা ও যুক্তরাষ্ট্রে প্রেরণ করিবার প্রস্তাব করা হইয়াছে। আরো প্রস্তাব হইয়াছে যে, যুক্তরাষ্ট্রে পেনিসিলিন প্রস্তুতকারী কোন কারখানায় হাতে কলমে শিক্ষালাভার্থ দুই জন ভারতীয় ছাত্রকে আমেরিকায় পাঠান হইবে।

পাঞ্জাবে পৃথিবীর বৃহত্তম বাঁধ (ড্যাম)—আমেরিকার গ্র্যাণ্ড কোলী ও বুলডার পৃথিবীর বৃহত্তম বাঁধ; তাহাদের চেয়েও বড় বাঁধ তৈরী করিবার প্রাথমিক ব্যবস্থা সম্প্রতি পাঞ্জাবে প্রায় সমাপ্ত হইয়াছে। ইউনাইটেড ষ্টেটস্ ব্যুরো অব রিক্লামেশন-এর ভূতপূর্ব্ব প্রধান ভূতাত্ত্বিক এবং বর্ত্তমানে পাঞ্জাব সরকারের পূর্ত্ত বিভাগের কর্ম্মচারী ডাঃ এফ এ নিকেল সম্প্রতি পাঞ্জাবের এই প্রস্তাবিত বিশাল বাঁধটির বিবরণ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এই বাঁধটি স্থাপনের ফলে পাঞ্জাবে জলসেচ, বন্যা নিকাশন ও সস্তা সরবরাহ সম্পর্কে যুগ-প্রবর্ত্তনকারী উন্নতি সাধিত হইবে বলিয়া প্রকাশ। সম্পূর্ণ পরিকল্পনা অনুসারে পাঁচটি বাঁধ নির্ম্মিত হইবে।

মহীশূরে রেশম উৎপাদন বৃদ্ধি—মহীশূর রাজ সরকার ১৪ লক্ষ টাকা ব্যয়ে রেশম শিল্পের উন্নতির জন্য এক পরিকল্পনা প্রচার করিয়াছেন। এই পরিকল্পনা কার্য্যকরী করিবার জন্য যুদ্ধবিরতির জন্য কর্তৃপক্ষ অপেক্ষা করিবেন না, এমন কি অদূর ভবিষ্যতেই মোট বরাদ্দের আংশিক ব্যয় করা হইবে বলিয়া প্রকাশ। নিম্নলিখিত কার্য্যাবলী উক্ত পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত:—রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে বারটি তুত উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপন, রেশম উৎপাদনকারীদিগের নিকট সার বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে উৎপাদন কেন্দ্রের নিকট ডিপো স্থাপন, বিদেশী বীজ হইতে গুটি উৎপাদনের জন্য দুইটি অতিরিক্ত কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা, দুই লক্ষ টাকা ব্যয়ে একটি কেন্দ্রীয় শিক্ষাকেন্দ্র গঠন, তিন লক্ষ টাকা ব্যয়ে রেশম বিষয়ে গবেষণাকেন্দ্র স্থাপন, ইত্যাদি।

প্রমিসরি নোট সম্পর্কে অর্ডিনান্স—প্রমিসরি নোট সম্পর্কে কতকগুলি প্রাদেশিক আইনকে সাময়িকভাবে চালু করিয়া সম্প্রতি ভারত গবর্ণমেণ্ট এক অর্ডিনান্স জারী করিয়াছেন। উক্ত অর্ডিনান্স জারী হইবার সঙ্গে সঙ্গেই বলবৎ হইয়াছে এবং ১৯৪৭ সালের ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত তাহা বলবৎ থাকিবে বলিয়াও ভারত গবর্ণমেণ্ট ঘোষণা করিয়াছেন।

বঙ্গীয় বস্ত্র ও সূতা নিয়ন্ত্রণাদেশ—গত ৫ই মে শনিবার কলিকাতা গেজেটের এক অতিরিক্ত সংখ্যায় প্রকাশিত এক বিজ্ঞপ্তিতে বাংলা গবর্ণমেণ্ট ১৯৪৩ সালের বঙ্গীয় কাপাস বস্ত্র ও সূতা নিয়ন্ত্রণাদেশ জারী করিয়াছেন। এই নূতন আদেশ চট্টগ্রাম পার্ব্বত্য অঞ্চল ব্যতীত সমগ্র বাংলাদেশে প্রযোজ্য হইবে বলিয়া উক্ত বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হইয়াছে। বিদ্যুত চালিত অথবা হস্তচালিত তাঁতে বস্ত্রাদি প্রস্তুত, তৈয়ারী পরিচ্ছদ ও হোসিয়ারী দ্রব্যাদি প্রভৃতি বস্ত্র শিল্প সংক্রান্ত সর্ব্ববিধ কার্য্যকে উক্ত নূতন আদেশের গণ্ডীর আওতায় আনা হইয়াছে। এই আদেশ বলবৎ হইবার পর কোন ব্যক্তি বিনা লাইসেন্সে বস্ত্রাদি প্রস্তুত, ক্রয়-বিক্রয় অথবা বস্ত্র কিংবা সূতা অথবা উভয় প্রকার মাল বিক্রয়ার্থ মজুত রাখার কোনরূপ ব্যবসায়ে লিপ্ত হইতে পারিবেন না। তবে পুরাতন আদেশ অনুযায়ী যাঁহারা লাইসেন্স লইয়াছেন কিম্বা নূতন আদেশ অনুযায়ী যাঁহারা লাইসেন্স লইবেন, এই আদেশ বলবৎ হইবার পর উক্ত নূতন আদেশ অনুসারে লাইসেন্স গ্রহণ করিবার জন্য তাঁহাদিগকে দুই মাসকাল সময় দেওয়া হইবে। লাইসেন্সকারী যদি একাধিক স্থানে ব্যবসায় করেন তবে এরূপ প্রত্যেক ব্যবসায়-স্থানের জন্য তাঁহাকে স্বতন্ত্রভাবে লাইসেন্স লইতে হইবে বলিয়াও উক্ত বিজ্ঞপ্তিতে নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

বৃটিশ সাধারণ নির্ব্বাচন—লোবের রাজনৈতিক সংবাদদাতা জানাইতেছেন যে, জার্ম্মানীর ঘটনাবলী পর্য্যালোচনা করিয়া কোন কোন রাজনৈতিক মহল এই অভিমত প্রকাশ করিতেছেন যে, আগামী জুন কি জুলাই মাসের মধ্যে বৃটেনের সাধারণ নির্ব্বাচন হওয়ার পথে এখন কোনও বাধা নাই। অপর পক্ষে অনেকে এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, নির্ব্বাচনের ব্যাপারে মনোযোগ বিক্ষিপ্ত না করিয়া জাপানের বিরুদ্ধে বৃটেনের সমগ্র শক্তি নিয়োজিত করা উচিত। নির্ব্বাচন সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ভার মিঃ চার্চ্চিলেরই হাতে বলিয়াও উক্ত সংবাদদাতা উল্লেখ করিয়াছেন।

কাপড়ের ব্যবসা সম্বন্ধে বিধিনিষেধ—সাধারণের ব্যবহার্য্য দ্রব্যাদির ডিরেক্টর জেনারেল কর্ত্তৃক গত ৭ই মে প্রচারিত এক আদেশে কলিকাতা ও সহরতলীতে গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নিযুক্ত ব্যবসায়িগণ ব্যতীত অপর সকলের পক্ষে ভারতীয় মিলে প্রস্তুত কাপড়ের ব্যবসায় করা নিষিদ্ধ হইয়াছে। ধুতি, শাড়ী, লুঙ্গী, জামার কাপড়, কোটের কাপড়, লংক্লথ, মার্কিন, ড্রিল, ভয়েল, সুজনি, চাদর, ছাপান কাপড় এবং পুপ লিন মিলে প্রস্তুত কাপড়ের তালিকার অন্তর্ভুক্ত হইবে বলিয়া উক্ত আদেশে উল্লেখ করা হইয়াছে।

কংগ্রেসকর্ম্মীদের গঠনমূলক কার্য্য—প্রকাশ, হুগলী জিলায় কংগ্রেসকর্ম্মিগণ গঠনমূলক

টেলিগ্রাম—আর্থিক মান পোঃ বক্স কেল—৬৫৯

প্রগতিশীল জাতীয় আর্থিক প্রতিষ্ঠান

ব্যাঙ্ক অব কামরূপ লিঃ

হেড অফিস : এনং সোয়ালো লেন, কলিকাতা

ম্যানেজিং ডাইরেক্টর—শ্রীঅমলেন্দু বাগচী

Gram : Cencomba Post Box No. 2282

সেণ্ট্রাল কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক

লিমিটেড

স্থাপিত—১৯২৮

হেড অফিস—১২, জ্যাকসন লেন, কলিকাতা।

সুদক্ষ ডিরেক্টরবর্গ কর্ত্তৃক পরিচালিত

ম্যানেজিং ডিরেক্টার :—মিঃ এস বি বিশ্বাস

দি ত্রিপুরা মডার্ণ ব্যাঙ্ক লিঃ

স্থাপিত—১৯২৯

পৃষ্ঠপোষক :

ত্রিপুরাধিপতি—শ্রীশ্রীযুত মহারাজা মাণিক্য বাহাদুর কে, সি, এস, আই,

অনুমোদিত মূলধন	...	৩০,০০,০০০ টাকা
বিক্রীত মূলধন	...	১৫,০০,০০০ টাকা
আদায়ীকৃত মূলধন	...	৮,৫৯,২৮০ টাকা
আমানত	...	১,৫০,০০,০০০ টাকার উর্দ্ধে
কার্য্যকরী মূলধন	...	২,৯৫,০০,০০০

রেজিঃ অফিস :

আগরতলা (ত্রিপুরা ষ্টেট)

চীফ অফিস :

আগরতলা (ত্রিপুরা ষ্টেট)

কলিকাতা অফিস :

৬, ক্লাইভ ষ্ট্রীট ও ২০১, হারিসন রোড, কলিকাতা।

বাংলা ও আসামের সর্ব্বত্রই শাখা আছে।

ব্যাঙ্কের সকল রকম কার্য্য করা হয়।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর :

রাজসভাভূষণ—শ্রীহরিদাস ভট্টাচার্য্য

কার্য্য-হিসাবে-সেচ-ব্যবস্থার-জন্য-একটি-নদী-হইতে—পরিশ্রুত—জলের—অভাব—ঘটিলে—জনসাধারণকে—ছয়টা—সাধনের-উদ্দেশ্যে-ব্যবস্থা-অবলম্বনের-জন্য—একখানা কাটিয়াছেন। সম্পূর্ণভাবে স্থানীয় কর্ম্মীদের উদ্যোগেই ঐ কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে বলিয়াও প্রকাশ।

অপরিশ্রুত জলের কল—কলিকাতা কর্পোরেশনের চীফ একজিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ার মিঃ পি সি গুপ্ত এক বিবৃতিতে বলেন যে, অপরিশ্রুত জলের কল যাঁহাদের বাড়ীতে রহিয়াছে তাঁহাদের বিরুদ্ধে আইনানুমোদিত ব্যবস্থা অবলম্বিত হইবে। (তিনি) আরও বলেন, পুনঃ পুনঃ সতর্ক করিয়া দেওয়া সত্ত্বেও অনেকের বাড়ীতে অপরিশ্রুত জলের কল রহিয়াছে। উক্ত বিবৃতিতে তিনি বলেন যে, অপরিশ্রুত জলের কলগুলি ব্যবহার করা বর্ত্তমানে বে-আইনী এবং স্বাস্থ্যের পক্ষে হানিকর। প্রকাশ, কলিকাতা সহরের বর্ত্তমানে ২৫০০ নলকূপ রহিয়াছে।

নিখিল ভারত কারিগরী শিক্ষা পরিষদ—প্রকাশ, কারিগরী শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন ও প্রসারের জন্য ভারত গবর্ণমেণ্ট শীঘ্রই নিখিল ভারত কারিগরী শিক্ষা পরিষদ স্থাপন করিবেন। উক্ত পরিষদ নাকি ভারতে কারিগরী শিক্ষার চাহিদা অনুধাবন করিয়া এই সম্পর্কে ভারত গবর্ণমেণ্টকে জানাইবেন। ভারত গবর্ণমেণ্ট উক্ত পরিষদের নির্দ্দেশানুযায়ী ভারতের বিভিন্ন স্থানে কারিগরী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিবার উপযুক্ত ব্যবস্থা করিবেন।

বস্তী অঞ্চলের উন্নতি—ইউনাইটেড প্রেস জানিতে পারিয়াছেন যে, বাংলা গবর্ণমেণ্ট কলিকাতার বস্তী অঞ্চলের উন্নতি ও নোংরা পল্লীর পরিশ্রুত জলের অভাব ঘটিলে জনসাধারণকে ছয়টা সাধনের উদ্দেশ্যে ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য যথোপযুক্ত ক্ষমতা লাভ করিবার প্রশ্ন সম্পর্কে বিবেচনা করিতেছেন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, বাংলা গবর্ণমেণ্ট এই উদ্দেশ্যে আইন প্রণয়নের ব্যবস্থা করিবার জন্য ভারত গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ জানাইয়াছিলেন; কিন্তু ভারত গবর্ণমেণ্ট এই বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে অসম্মতি প্রকাশ করিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ।

কলিকাতায় বস্ত্র বরাদ্দ—সাময়িকভাবে বস্ত্র বরাদ্দ ব্যবস্থানুসারে গত ৭ই মে সোমবার হইতে কলিকাতায় বস্ত্র বণ্টন আরম্ভ হইয়াছে। সহরের বিভিন্ন ওয়ার্ডে সাময়িকভাবে এই সম্পর্কে ২২৫টি দোকান নির্ব্বাচিত করা হইয়াছে। বিভিন্ন ওয়ার্ডে যে সকল সিভিল সাপ্লাইজ কমিটি গঠিত হইয়াছে, তাহাদের উপর যাঁহাদের অবিলম্বে কাপড়ের প্রয়োজন তাঁহাদিগকে অনুমতিপত্র দিবার ভার

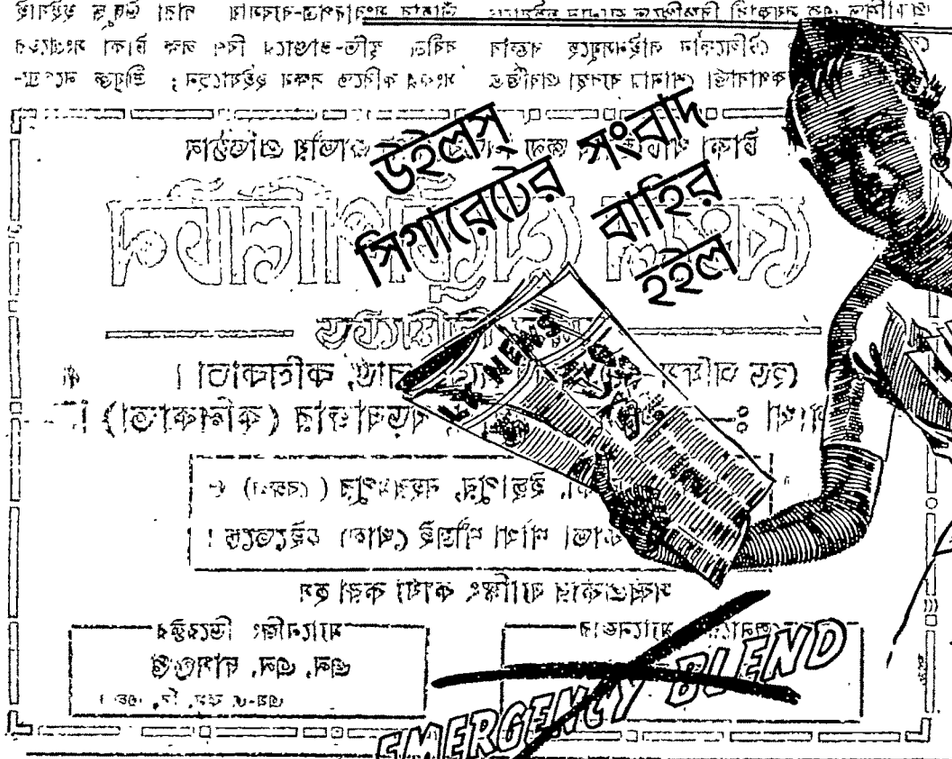

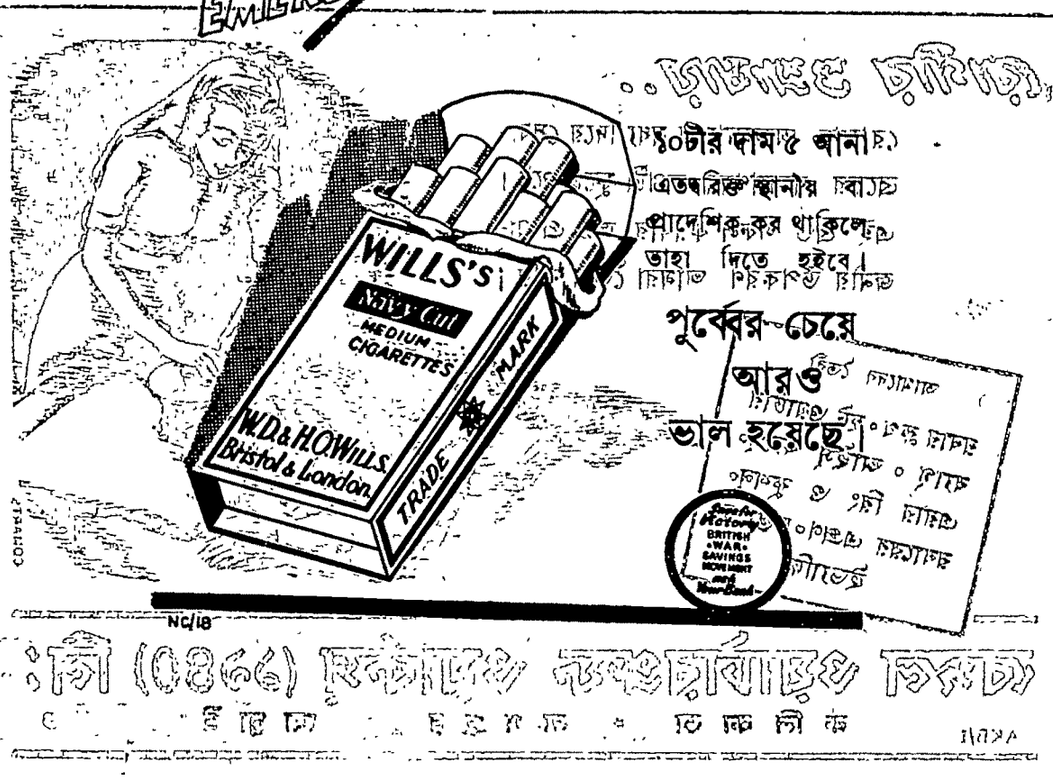

ন্যস্ত হইয়াছে। উক্ত অস্থায়ী ব্যবস্থায় বণ্টনের জন্য ২০০০ গাঁইট বস্ত্র উক্ত দোকানগুলির মারফৎ বণ্টন করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে।

কলিকাতা-চীন পাইপলাইন—চুংকিংয়ের সাম্প্রতিক সংবাদে প্রকাশ, কলিকাতা হইতে চীন পর্য্যন্ত তৈলবাহী নল বসাইবার কাজ সম্পন্ন হইয়াছে এবং এই নল দ্বারা চীনে ইতিমধ্যেই পেট্রল সরবরাহের কাজ আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। এই সম্পর্কে মার্কিন সামরিক কর্তৃপক্ষ জানাইয়াছেন যে, এই নল উত্তর ব্রহ্মের চারি শত মাইল দূর দিয়া নেওয়া হইয়াছে। উক্ত নলটি এমনভাবে বসান হইয়াছে যে, ইচ্ছামত উহা স্থানান্তরিত করা যায়। পৃথিবীর স্থানান্তরোপযোগী তৈলবাহী নলসমূহের মধ্যে ইহা সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ বলিয়া প্রকাশ।

কৃষিবিদ্যা শিক্ষা প্রসারের ব্যবস্থা—কৃষিবিদ্যা শিক্ষা সম্পর্কিত গ্রাজুয়েটদের সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য বাংলা গবর্ণমেণ্টের কৃষি বিভাগ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, কৃষিবিদ্যা শিক্ষাকালের মেয়াদ হ্রাস করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। বর্ত্তমান ব্যবস্থানুযায়ী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কৃষিবিদ্যা শিক্ষা সম্পর্কিত উপাধি লাভ করিতে হইলে ছাত্রদের চারি বৎসর লাগিত। তৎপর আরও দুই বৎসর ছাত্রদের হাতেকলমে কাজ শিখিতে হইত। নূতন ব্যবস্থানুসারে আই এস সি পরীক্ষা পাশ করিয়া ভর্ত্তি হইলে ছাত্রগণ তিন বৎসরেই কৃষিবিদ্যা শিক্ষা সম্পর্কিত গ্রাজুয়েট হইতে পারিবেন। উক্ত তিন বৎসরের মধ্যে তাঁহাদিগকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও বেঙ্গল এ্যাগ্রিকালচারেল ইনষ্টিটিউট উভয় স্থানেই আংশিকভাবে শিক্ষালাভ করিতে হইবে। একই সঙ্গে উক্ত তিন বৎসরের মধ্যেই হাতে কলমে কাজ শিখিবার ব্যবস্থাও করা হইয়াছে। আশা করা যায়, উক্ত নূতন ব্যবস্থানুযায়ী বৎসরে অন্ততঃ ৪০ জন ছাত্র কৃষিবিদ্যা শিক্ষা সম্পর্কিত উপাধি লাভ করিতে পারিবেন।

ভারতে প্রতিনিধি প্রেরণ—লণ্ডনের সাম্প্রতিক সংবাদে প্রকাশ, বৃটেনের ছয়টি যন্ত্রপাতি নির্ম্মাণের কারখানা সম্মিলিতভাবে যে একটি প্রতিষ্ঠান গঠন করিয়াছেন, তাহার পক্ষ হইতে ভারতীয় শিল্পপতিদের সহিত আলাপ-আলোচনার উদ্দেশ্যে যথাসম্ভব শীঘ্র ভারতে প্রতিনিধি প্রেরণ করিবেন। জে আর ডি টাটার নেতৃত্বে যে ভারতীয় প্রতিনিধি দল শীঘ্রই বৃটেন পরিদর্শনে যাইতেছেন উক্ত প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিবৃন্দ তাঁহাদের সহিতও আলাপ-আলোচনা চালাইবেন বলিয়া জানা গিয়াছে।

রবিশস্যের পূর্ব্বাভাষ—১৯৪৪-৪৫ সালে বাংলায় যে পরিমাণ রবিশস্য উৎপন্ন হইবে তাহার পূর্ব্বাভাষ সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে। আলোচ্য বৎসরে রবিশস্য (খাদ্য) আনুমানিক ৩৪৪৯৫০০ একর জমিতে এবং খাদ্য ভিন্ন অন্যান্য শস্য আনুমানিক ৬৯৮৯০০ একর জমিতে বপন করা হইয়াছে। গত বৎসর ঐ দুই প্রকার শস্য যথাক্রমে আনুমানিক ৩৪০৮৭০০ একর এবং ৭০৬৯০০ একর জমিতে বপন করা হইয়াছিল। উক্ত পূর্ব্বাভাষের হিসাব মত দেখা যায় যে, গত বৎসরের তুলনায় আলোচ্য বৎসরে মোট প্রায় শতকরা ১·২ ভাগ অধিক জমিতে রবিশস্য (খাদ্য) বপন করা হইয়াছে। আউস ধানের পরিমাণও শতকরা ৪·৩ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই বৎসর আনুমানিক ৫৪০১০০ একর জমিতে আউস ধান্য রোপিত হইয়াছে, গত বৎসর রোপিত হইয়াছিল ৫১৭৮০০ একর জমিতে। তামাক এই বৎসর আনুমানিক ২৯৯৯০০ একর জমিতে বপন করা হইয়াছে, গত বৎসর বপন করা হইয়াছিল ৩০০২০০ একর জমিতে।

টেলিফোন সম্পর্কে হুঁশিয়ারী—সম্প্রতি প্রকাশিত এক সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে জানান হইয়াছে যে, অ-সামরিক টেলিফোন লাইনসমূহে বক্তার অজ্ঞাতে তাহার কথাবার্ত্তা শোনার ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হইবে। কোন ব্যক্তি বেফাঁসভাবে কথাবার্ত্তা বলিয়া বা টেলিফোনের সাহায্যে অন্য কোন ভাবে নিরাপত্তা ব্যবস্থা ভঙ্গ করিলে তাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হইবে বা তাহার টেলিফোন সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হইবে বলিয়াও উক্ত বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হইয়াছে।

হিমকল্যাণ ওয়ার্কস লিঃ—গত শনিবার (৫ই মে) হিমকল্যাণ ওয়ার্কসের স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ শাস্ত্রী এক প্রীতি অনুষ্ঠানে কলিকাতার নূতন মেয়র শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন। শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন। ডেপুটি মেয়র মিঃ সামসুল হক, শ্রীযুক্ত বঙ্কিম মুখার্জ্জি ও 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র ম্যানেজিং ডিরেক্টর শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র মজুমদার এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ শাস্ত্রী তাঁহার অভিনন্দন পাঠ করিলে মেয়র তাঁহার অভিভাষণ পাঠ করেন। মেয়র শ্রীযুক্ত শাস্ত্রী মহাশয়ের ব্যবসায়-প্রচেষ্টাকে প্রশংসা করেন। শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র মজুমদার ও শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ শাস্ত্রী মহাশয়কে লক্ষ্য করিয়া বলেন যে, শ্রীযুক্ত মজুমদার তাঁহার সংবাদপত্র-ব্যবসায় দ্বারা উদ্বুদ্ধ হইয়াই রবীন্দ্র স্মৃতি-ভাণ্ডারে বিশ লক্ষ টাকা সংগ্রহের সংকল্প করিতে সক্ষম হইয়াছেন; শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র-

টাকা খাটাইবার জন্য নির্ভরযোগ্য জাতীয় প্রতিষ্ঠান

বেঙ্গল মেট্রোপলিটন

ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস—৩, মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড, কলিকাতা।
শাখা ঃ—কৃষ্ণনগর, নবদ্বীপ, বড়বাজার (কলিকাতা)।

মিরকাদিম, ঢাকা, ইছাপুর, বহরমপুর (বেঙ্গল) ও দক্ষিণ কলিকাতা শাখা শীঘ্রই খোলা হইতেছে।

সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়

জেনারেল ম্যানেজার
এম, সি, বাড়রী

ম্যানেজিং ডিরেক্টর
এন, এন, দাসগুপ্ত
এম-এ কম, বি, এল।

রোগীর শুশ্রূষায়...

রোগের অকল্যাণের মধ্য দিয়ে সেবা-ব্রতের কল্যাণময় রূপটী ফুটে ওঠে। এই ব্রত সফল করবার জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ আমরা তৈরী করি।

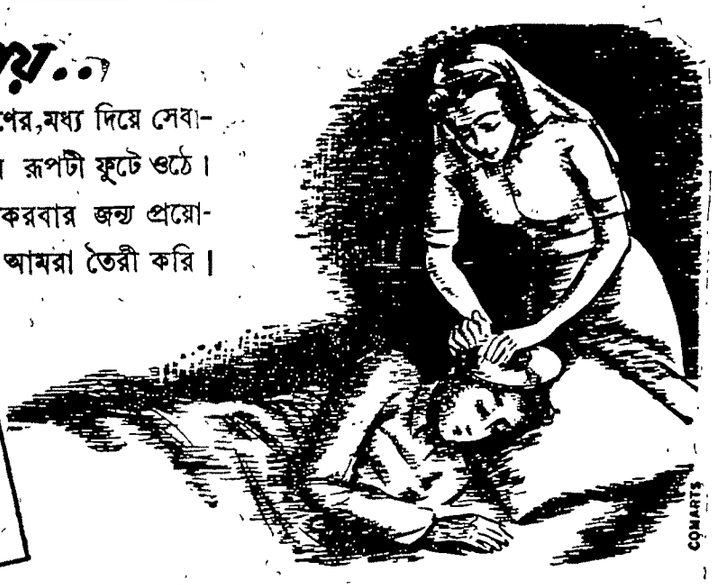

আমাদের তৈরী
রবার গ্লাভস • হট ওয়াটার ব্যাগ্ • আইস্ ব্যাগ্ • এয়ার রিং ও কুশন্ • রবারের এপ্রণ • দস্তানা ইত্যাদি

বেঙ্গল ওয়াটারপ্রুফ ওয়ার্কস্ (১৯৪০) লিঃ

AKB/1 কলিকাতা • নাগপুর • বোম্বাই

নাথ শাস্ত্রী মহাশয়ও রবীন্দ্র স্মৃতি-ভাণ্ডারে পাঁচ হাজার টাকা দান করিয়া তাঁহার তেলের ব্যবসায়ের গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছেন।

আসাম প্রাদেশিক ট্রেড ইউনিয়ন—কংগ্রেস নেতা শ্রীযুত অরুণকুমার চন্দের সভাপতিত্বে আগামী ২৬শে ও ২৭শে মে গৌহাটীতে আসাম প্রাদেশিক ট্রেড ইউনিয়ন সম্মেলনের অধিবেশন হইবে। মিঃ এস এন বড গোঁসাই সম্মেলন উদ্বোধন করিবেন বলিয়া প্রকাশ।

আবর্জ্জনা ও পানীয় সম্পর্কে সরকারী আদেশ—সম্প্রতি বাংলা গবর্ণমেণ্ট ১৮৯৭ সালের মহামারী সংক্রান্ত আইনানুসারে এই মর্ম্মে এক আদেশ জারী করিয়াছেন যে, কলিকাতা কর্পোরেশনের কোন কর্ম্মচারী অথবা কর্পোরেশন কর্ত্তৃক প্রাপ্ত ক্ষমতা ব্যতীত কোন লোক রাস্তা অথবা ডাষ্টবিনের আবর্জ্জনা স্পর্শ অথবা আবর্জ্জনা ফেলিবার আধার স্থানান্তরিত করিতে পারিবে না। এই সম্পর্কে আরও নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে যে, হোটেল, রেস্তোরাঁ, পান-ভোজন স্থানের মালিকগণ বরফ মিশ্রিত কোন খাদ্য বিক্রয় করিতে পারিবেন না। সোডা, লেমনেড, সরবৎ অথবা অন্যান্য পানীয় বিক্রেতাগণ বরফ মিশ্রিত কোন পানীয় কাহারও নিকট বিক্রয় করিতে পারিবে না বলিয়াও উক্ত সরকারী আদেশে নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

বি এণ্ড এ রেলওয়ে শ্রমিক ইউনিয়ন—বেঙ্গল এণ্ড আসাম রেলওয়ে ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের বার্ষিক সম্মেলন আগামী ১৯শে এবং ২০শে মে কাঁচড়াপাড়ায় অনুষ্ঠিত হইবে। উক্ত সম্মেলনে নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের সভাপতি কমরেড মৃণালকান্তি বসু, আসাম কংগ্রেস পার্লামেণ্টারী দলের ডেপুটি লীডার শ্রীযুক্ত অরুণকুমার চন্দ এম-এল-এ, ডাঃ নলিনাক্ষ সান্যাল এম-এল-এ, ডাঃ আবদুল মালেক এম-এল-এ, কলিকাতা কর্পোরেশনের শ্রমিক কাউন্সিলার কমরেড সোমনাথ লাহিড়ী এবং অন্যান্য বিশিষ্ট শ্রমিক নেতৃবৃন্দ বক্তৃতা করিবেন। ন্যায্য হারে দুর্ম্মূল্য ভাতা, পুরাতন বেতনের হার পরিবর্ত্তন, অস্থায়ীভাবে এই রেলওয়েতে নিযুক্ত ২৫ হাজার শ্রমিকের স্থায়ীভাবে নিয়োগের ব্যবস্থা, রেল শ্রমিক ও নিম্নপদস্থ কর্ম্মচারীদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা সম্পর্কে উক্ত সম্মেলনে আলোচনা হইবে বলিয়া প্রকাশ।

পাট চাষ সম্বন্ধে সুপারিশ—ইণ্ডিয়ান সেনট্রাল জুট কমিটির প্ল্যানিং সাব কমিটি দুই দিন ব্যাপী অধিবেশনেব পর (গত ৮ই মে এই অধিবেশন শেষ হইযাছে) ভবিষ্যতে সমগ্র ভারতে ১ কোটি গাঁইট পাট উৎপাদন অথবা প্রায় ৩৪ লক্ষ একর জমিতে পাট চাষের জন্য নির্দ্দিষ্ট করার সুপারিশ করিয়াছেন। উক্ত এক কোটি গাঁইট পাট দেশাভ্যন্তরস্থ মিলগুলির ব্যবহারের জন্য, ৬ লক্ষ গাঁইট দেশাভ্যন্তরস্থ পল্লী অঞ্চলের ব্যবহারের জন্য এবং ২৮ লক্ষ গাঁইট বিদেশে রপ্তানীর জন্য নির্দ্দিষ্ট করা হইয়াছে। পাট চাষের এলাকা ও উৎপাদনের ভিত্তিতে নিখিল ভারত পাট উৎপাদনের মোট পরিমাণ বাংলা, বিহার, আসাম ও উড়িষ্যা এই চারিটি প্রদেশের মধ্যে বিভক্ত হওয়া উচিত বলিয়াও উক্ত সাব কমিটি সুপারিশ করিয়াছেন।

রাশিয়ায় সংবাদপত্রের সংখ্যা—মস্কোবের সংবাদদাতা জানাইতেছেন যে, রাশিয়ার ৩০০ খানি রিজিওন্যাল, টেরিটোরিয়াল ও রিপাবলিক্যান সংবাদপত্র আছে। এতদ্ব্যতীত বিভিন্ন জেলায় ও সহরের সংবাদপত্রের সংখ্যা ৩ হাজার। রাশিয়ার ১ শতের বেশী কথ্য ভাষায় নাকি এই সমস্ত সংবাদ পত্র মুদ্রিত হয়।

বাগবাজার মার্কেট বন্ধ—সম্প্রতি প্রকাশিত এক সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে বাংলা গবর্ণমেণ্ট, বাজারের অস্বাস্থ্যকর অবস্থার জন্য বাগবাজার মার্কেট ১৫ দিনের জন্য বন্ধ রাখিবার আদেশ দিয়াছেন।

(নানাকথা ২৮ পৃষ্ঠার পর)

কম মূল্য পাইয়া থাকে তাহার প্রধান কারণ (১) এদেশে যানবাহনের অব্যবস্থা এবং উহার অত্যধিক ভাড়া, (২) পণ্য-উৎপাদনকারী ও পণ্য-দ্রব্য ব্যবহারকারীদের মধ্যে বহু শ্রেণীর পাইকারী ও খুচরা ব্যবসায়ীর প্রাধান্য, (৩) পণ্যদ্রব্য সংরক্ষণ ও প্যাক করিবার অব্যবস্থা হেতু চালানেব পথে অপচয়। শেষোক্ত ব্যাপার কিরূপ মাবাত্মক তাহা এই বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, উপযুক্তরূপ গুদাম না থাকা এবং গুদামজাত কবিবাব বৈজ্ঞানিক প্রণালী সম্বন্ধে অজ্ঞতার দরুণ এদেশে প্রত্যেক বৎসর একমাত্র সিন্ধু ও পাঞ্জাব প্রদেশেই বৎসবে দেড় কোটী টাকা মূল্যের সাড়ে আট লক্ষ মণ আলু পচিয়া নষ্ট হয়। প্যাক করিবার উপযুক্ত পদ্ধতি না জানার ফলে এবং চালান দিবার জন্য উপযুক্ত সংখ্যক ঠাণ্ডা মালগাড়ীর অভাবে বৎসরে এদেশে যে কত কোটী টাকা মূল্যের ডিম এবং আঙ্গুর, কমলালেবু ইত্যাদি ফল পচিয়া নষ্ট হয় তাহার ইয়ত্তা নাই। এদেশে যতদিন পর্য্যন্ত অল্প ভাড়ার যানবাহন, উপযুক্তরূপ গুদাম, প্যাকিং সম্বন্ধে জ্ঞানের প্রসার এবং যতদুব সম্ভব মধ্যব্যবসায়ী তুলিয়া দিয়া পণ্য উৎপাদকের নিকট হইতে সরাসরি পণ্য ব্যবহারকারীর নিকট পণ্য বিক্রয়ের ব্যবস্থা না হইবে ততদিন দেশের কৃষক সমাজ উহার উৎপন্ন মালের ন্যায্য মূল্য পাইবে না—উহাই ফেডারেশন কর্ত্তৃক প্রকাশিত পুস্তকের মূল বক্তব্য বিষয়। তথ্যানুসন্ধানী পাঠক পুস্তকখানা পাঠ করিলে বিশেষ উপকৃত হইবেন। তবে এই পুস্তকে পাট সম্বন্ধে কোন মন্তব্য করা হয় নাই দেখিয়া বাঙ্গালী পাঠকদের মধ্যে অনেকেই মনঃক্ষুণ্ণ হইবেন।

লয়্যাল ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস : চাঁদপুর (বেঙ্গল)

কলিকাতা অফিস : ২৯, ষ্ট্রাণ্ড রোড

ফোন : গ্রাম :

ক্যাল : ৫৭৬৬ 'Memorandum'

শাখা অফিস সকল ব্যবসাকেন্দ্রে

সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়

যাঁহারা সবচেয়ে বেশী গাড়ী চালান তাঁহাদের স্বীকারোক্তি—

"সর্ব্বাধিক দূরগামী টায়ার !"

ভারতবর্ষে প্রস্তুত

অদ্যাবধি গত ২৯ বৎসর যাবত—পৃথিবীর সর্বত্র অন্যান্য মেকের যে কোন টায়ারের চেয়ে গুডইয়ার টায়ারের ব্যবহারকারীর সংখ্যা অধিকতর।

গুডইয়ার টায়ার কেন বেশী টেকসই—তাহার কয়েকটী বিশেষ বৈশিষ্ট্য—

১। যুদ্ধ পূর্ব্ব কোয়ালিটির স্বল্প প্রসারিত রজ্জুর কাঠাম—থেতলান ও ফাটা নিরোধের ব্যবস্থা।

২। বৈজ্ঞানিক ডিজাইনে ঘর্ষণের উন্নততর ব্যবস্থা ও কাটা নিরোধকল্পে ট্রেডটিকে সঙ্কুচিত করিয়া রাখা।

৩। ট্রেড হুডকাইয়া যায় না—ঘর্ষণজনিত তাপ তাড়াতাড়ি জুড়াইতে পারে

৪। বীডস—রীমের সহিত যাহাতে ঠিক ঠিক খাপ খায় সেইভাবে পরিকল্পিত।

৫। উচ্চশ্রেণীর রাসায়নিক কম্পাউণ্ডস—গুডইয়ারের ৪৪ বৎসরের গবেষণা ও অভিজ্ঞতালব্ধ।

৬। বিশেষ যত্নসহকারে গুডইয়ারের মজবুত টায়ার ব্যবহার করিলে অনেক দিন টিকিবে—কোনরূপ মেরামত না করিয়াও অধিকতর মাইল অতিক্রম করিবে।

GOODYEAR

৭৪

ভারতীয় কোম্পানী আইনের ১০৫ (সি) ধারা অনুসারে নির্দ্দিষ্ট নোটীশ।

শেয়ার বিক্রয়ের বর্ত্তমান প্রস্তাব আগামী ১৫ই জুন, ১৯৪৫ তারিখ পর্য্যন্ত বলবৎ থাকিবে।

ভারতরক্ষা আইনের ৯৪-এ ধারা অনুযায়ী নিম্নোক্ত শেয়ার বিক্রয়ের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমতি পাওয়া গিয়াছে। তবে উহা সুনির্দ্দিষ্টরূপে জানিতে হইবে যে, এই সম্মতি দিয়া ভারত সরকার কোম্পানীর তরফ হইতে কোন বর্ণনা অথবা মতামতের অর্থনীতিক যাথার্থ্য সম্বন্ধে কোন দায়িত্ব গ্রহণ করিতেছেন না।

দি মাইকা মাইনিং এণ্ড ট্রেডিং কোং অব ইণ্ডিয়া লিমিটেড

(১৯১৩-৩৮ সালের ভারতীয় কোম্পানী আইন অনুসারে গঠিত)

রেজিষ্টার্ড অফিস—১২নং চৌরঙ্গী স্কোয়ার, কলিকাতা

অনুমোদিত মূলধন—২৫,০০,০০০৲ (পঁচিশ লক্ষ টাকা)

নিম্নলিখিতভাবে বিভক্ত

প্রতি শেয়ার ১০০৲ টাকা হিসাবে শতকরা বার্ষিক ৭৲ টাকা সুদের আয়করমুক্ত ২০০০ কিউমুলেটিভ প্রেফারেন্স শেয়ার। প্রতি শেয়ার ২৫৲ টাকা হিসাবে ৯০৮৪০ অর্ডিনারী শেয়ার। প্রতি শেয়ার ২৷৷০ হিসাবে ১১৬০০ ডেফার্ড শেয়ার।

বিলিকৃত মূলধন—১২,৫০,০০০৲ [বার লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা]

প্রতি শেয়ার ১০০৲ টাকা মূল্যের শতকরা বার্ষিক ৭৲ সুদের আয়করমুক্ত ১৫০০ প্রেফারেন্স শেয়ার। প্রতি শেয়ার ২৫৲ টাকা মূল্যের ৪২,৮৪০ অর্ডিনারী শেয়ার। প্রতি শেয়ার ২৷৷০ হিসাবে ১১৬০০ ডেফার্ড শেয়ার।

আদায়ী মূলধন—১০,৫০,০০০৲ [দশ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা]

১৯৪৪ সালের নভেম্বর মাস পর্য্যন্ত।

বর্ত্তমানে বিক্রয়ার্থ শেয়ার—১২,৫০,০০০৲ [বার লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা]

নিম্নলিখিতভাবে বিভক্ত

প্রতিখানি ১০০৲ টাকা মূল্যের শতকরা বার্ষিক ৭৲ সুদের আয়কর মুক্ত ৫০০ প্রেফারেন্স শেয়ার। প্রতিখানি ২৫৲ টাকা মূল্যের ৪৮,০০০ অর্ডিনারী শেয়ার।

১৯৪৫ সালের ৩০শে জুন তারিখ পর্য্যন্ত এক বৎসর কালের জন্য যদি কোন লভ্যাংশ ঘোষণা করা হয় তাহা হইলে বর্ত্তমানে যাঁহারা শেয়ার ক্রয় করিবেন তাঁহারাও সেই লভ্যাংশের অংশভাগী হইবেন।

অর্ডিনারী শেয়ার-হোল্ডারগণকে, কোম্পানীর প্রেফারেন্স শেয়ার-হোল্ডারগণকে শতকরা বার্ষিক ৭৲ টাকা হারে লভ্যাংশ দিবার পর যে লাভ অবশিষ্ট থাকিবে তাহা হইতে আদায়ী মূলধনের উপর শতকরা বার্ষিক ২০৲ টাকা হারে পর্য্যন্ত লভ্যাংশ দেওয়ার পর লাভের যে টাকা অবশিষ্ট থাকিবে তাহা অর্ডিনারী ও ডেফার্ড শেয়ার-হোল্ডারগণের মধ্যে লভ্যাংশ হিসাবে সমভাবে বণ্টিত হইবে। কোম্পানীর কাজকারবার গুটাইয়া লইলে অর্ডিনারী ও প্রেফারেন্স শেয়ার-হোল্ডারগণ সমভাবে কোম্পানীর লাভ ও সম্পত্তির অংশভাগী হইবেন।

শেয়ারের টাকা দিবার সর্ত্ত

প্রেফারেন্স শেয়ার—আবেদনের সঙ্গে প্রতি শেয়ারে দশ টাকা। বাকী ৯০৲ টাকা শেয়ার বিলি হইবার ৩০ দিনের মধ্যে।

অর্ডিনারী শেয়ার—আবেদনের সঙ্গে প্রতি শেয়ারে ২৷৷০ টাকা হিসাবে শেয়ার বিলির পর প্রতি শেয়ারে ১০৲ টাকা, বাকী ১২৷৷০ শেয়ার বিলি হইবার ৬০ দিনের মধ্যে।

শেয়ারের জন্য আবেদন

কোম্পানীর রেজিষ্টার্ড অফিস অথবা ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক অব্ ইণ্ডিয়া, সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব্ ইণ্ডিয়া লিঃ এবং দি পাইওনীয়ার ব্যাঙ্ক লিঃ-এর যে কোন অফিসে আবেদনপত্র পাওয়া যাইবে ও উহা ঐ সব স্থানে দাখিল করিতে হইবে।

বোর্ড অফ ডিরেক্টরস্

১। **মিঃ এস চ্যাটার্জ্জী**, ব্যাঙ্কার ও মার্চ্চেণ্ট
প্রোপ্রাইটর :—
মেসার্স এরিয়ান প্ল্যাণ্টার্স এজেন্সী ;
ম্যানেজিং এজেণ্টস্ :—
লেবং এণ্ড মিনারেল স্প্রীং টী কোং লিঃ,
দি সেণ্ট্রাল টিপারা টী কোং লিঃ,
দি লহর ভ্যালী টী কোং লিঃ,
এরিয়ান পেপার মিল্স্ লিঃ,
দি দার্জ্জিলিং এমালগামেটেড টী এষ্টেট্ লিঃ,
দি ডুয়ার্স প্লাণ্টিয়ার টী কোং লিঃ,
দি আসাম টী কোং লিঃ ;
ম্যানেজিং ডিরেক্টর :—
বেঙ্গল শেয়ার ডিলার্স সিণ্ডিকেট লিঃ,
এস চ্যাটার্জ্জী এণ্ড কোং লিঃ,
কেমিক্যাল ডেভেলপমেণ্ট কর্পোরেশন লিঃ,
এরিয়ান কোল কোং লিঃ,
ইণ্ডিয়ান কোলিয়ারীজ লিঃ,
গুহ, চ্যাটার্জ্জী এণ্ড সরকার লিঃ,
এরিয়ান সিল্ক এণ্ড কটন মিল্স্ লিঃ,
ন্যাশনাল নিউট্রিমেণ্ট্স্ লিঃ,
ল্যাণ্ড ট্রাষ্ট অব্ ইণ্ডিয়া লিঃ,
হিন্দুস্থান ল্যাবরেটরীজ লিঃ ;
ডিরেক্টর :—
প্রিমিয়ার মাইকা কোং লিঃ,
উড ডিষ্টিলার্স লিঃ ;
ইষ্টার্ণ স্পেণ্টিং এণ্ড রিফাইনারী কোং লিঃ ;
ম্যানেজিং এজেণ্টস :—
মেট্যাল কর্পোরেশন অব্ ইণ্ডিয়া লিঃ।

২। **মিঃ নিত্যরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা**, মার্চ্চেণ্ট,

৩। **মিঃ এন আর গুহ ঠাকুরতা**, মার্চ্চেণ্ট,
ম্যানেজিং ডিরেক্টর :—
গুহ, চ্যাটার্জ্জী এণ্ড সরকার লিঃ,
কেমিক্যাল ডেভেলপমেণ্ট কর্পোরেশন লিঃ,
উড ডিষ্টিলার্স লিঃ ;
ডিরেক্টর :—
এরিয়ান সিল্ক এণ্ড কটন মিল্স্ লিঃ,
ইকনমিক ট্রেডার্স লিঃ,
প্রিমিয়ার মাইকা কোং লিঃ,
লেবং এণ্ড মিনারেল স্প্রীং টী কোং লিঃ।

৪। **মিঃ বি বি সরকার**, মার্চ্চেণ্ট,
ম্যানেজিং ডিরেক্টর :—
এরিয়ান সিল্ক এণ্ড কটন মিলস লিঃ,
কেমিক্যাল ডেভেলপমেণ্ট কর্পোরেশন লিঃ,
গুহ, চ্যাটার্জ্জী এণ্ড সরকার লিঃ,
এস চ্যাটার্জ্জী এণ্ড কোং লিঃ,
ডিরেক্টর :—
বেঙ্গল শেয়ার ডিলার্স সিণ্ডিকেট লিঃ,
ন্যাশনাল নিউট্রিমেণ্টস্ লিঃ,
ল্যাণ্ড ট্রাষ্ট অব্ ইণ্ডিয়া লিঃ,
এরিয়ান পেপার মিল্স্ লিঃ,
লেবং এণ্ড মিনারেল স্প্রীং টী কোং লিঃ।

৫। **মিঃ পি সি চ্যাটার্জ্জী**, জমিদার ও মার্চ্চেণ্ট,
স্বত্বাধিকারী :—
পি সি চ্যাটার্জ্জী এণ্ড কোং ;
ডিরেক্টর :—
দি সিলেট ডুয়ার্স টী কোং লিঃ।
ম্যানেজিং ডিরেক্টর :—
ইণ্ডিয়ান টী এণ্ড প্রডিশান্স্ লিঃ।
ম্যানেজিং এজেন্সীর সদস্য :—
রুষ টী কোং লিঃ।

৬। **মিঃ পি এন ব্যানার্জ্জী**, মার্চ্চেণ্ট ও ষ্টক ব্রোকার।

৭। মিঃ জে এন মুখার্জ্জী, মার্চ্চেণ্ট ও ষ্টক ব্রোকার।
ডিরেক্টর :—
এরিয়ান পেপার মিল্‌স্ লিঃ,
এরিয়ান সিল্ক এণ্ড কটন মিল্‌স লিঃ।

ব্যাঙ্কারস্

ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া,
সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া লিঃ,
ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া লিঃ,
পাইওনীয়ার ব্যাঙ্ক লিঃ।

সলিসিটরস্

মেসার্স দত্ত এণ্ড সেন এটর্নী-এট-ল।
মিঃ এম কে রায় চৌধুরী, এম-এ, বি-এল এটর্নী-এট-ল।

অডিটরস্

মেসার্স এ সি রায় এণ্ড কোং,
রেজিষ্টার্ড একাউণ্ট্যাণ্টস্,
ইনকরপোরেটেড একাউণ্ট্যাণ্টস।
মেসার্স গুহ এণ্ড গুহ, আর এ।

ম্যানেজিং এজেণ্টস্

মেসার্স গুহ চ্যাটার্জ্জী এণ্ড সরকার লিঃ।

উদ্দেশ্য

কোম্পানীর মেমোরেণ্ডাম অব এসোসিয়েশনে যে সমস্ত উদ্দেশ্যের কথা বর্ণিত হইয়াছে সেই সব উদ্দেশ্যে এবং বিশেষভাবে খনি হইতে অভ্র উত্তোলনের ব্যবসা, সর্ব্বশ্রেণীর অভ্র ক্রয়-বিক্রয়, সর্ব্বপ্রকারের ও সর্ব্ব আকারের অভ্র ও মাইকানাইট-জাত দ্রব্য, রেডিয়ো ও অন্যান্য বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতির কণ্ডেন্সার, কৃষ্ণ ও পীতবর্ণের আঠাযুক্ত ফিতা, এম্পায়ার ক্লথ ও টিউব ইত্যাদি প্রস্তুতের জন্য এই কোম্পানী গঠিত হইয়াছে।

বর্ত্তমান শেয়ার বিক্রয়ের উদ্দেশ্য

৮০০০ একরেরও অধিক পরিমিত একটী সুবৃহৎ অভ্রখনি কোম্পানী কর্ত্তৃক সংগৃহীত হইয়াছে। হাজারীবাগ জেলার যে সমস্ত অঞ্চলে অভ্র পাওয়া যায় উপরোক্ত খনিটী সেই অঞ্চলে অবস্থিত এবং যে কৃষি মারকোভাইট অভ্রকে বিশেষজ্ঞগণ পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট অভ্র বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন তাহা এই খনির মধ্যে পাওয়া যাইবে। সংগৃহীত জমির মধ্যে অনেকগুলি খনি রহিয়াছে। এই সব খনির মধ্যে কতকগুলিতে ইতিমধ্যেই কোম্পানী কাজ আরম্ভ করিয়াছে এবং অন্য অনেকগুলি খনির উন্নতি বিধানের কাজ আরম্ভ হইয়াছে। এই সব খনিতে যে সমস্ত উৎকৃষ্ট শ্রেণীর অভ্রের সন্ধান পাওয়া যাইতেছে তাহাতে মনে হয় যে, উপরোক্ত খনিগুলি হইতে খুব বেশী পরিমাণে অভ্র পাওয়া যাইবে। বর্ত্তমানে যে সব খনির সন্ধান পাওয়া গিয়াছে অধিকৃত অঞ্চলের অন্যান্য অনাবিষ্কৃত অংশে তাহা ছাড়া আরও অভ্র পরিপূর্ণ অনেক খনি পাওয়া যাইবে বলিয়া বিশেষজ্ঞগণ মনে করেন। উহা সর্ব্বজনবিদিত যে, কোন খনিতে যদি আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রণালী অবলম্বনে কাজ চালান হয় তাহা হইলে এক একটী ভাল খনি হইতে অফুরন্ত পরিমাণ খনিজ দ্রব্য উত্তোলন করা যায় এবং এই খনি অপরিমিত অর্থসম্পদের জনক হইয়া উঠে।

এমতাবস্থায় কোম্পানী সর্ব্বাপেক্ষা আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রণালী অবলম্বনে এবং আধুনিকতম যন্ত্রপাতি সহায়ে এই সমস্ত খনিতে কাজ আরম্ভ করিবেন স্থির করিয়াছেন।

কোম্পানীর উপরোক্ত পরিকল্পনা ভারত সরকার কর্ত্তৃক অনুমোদিত হইয়াছে এবং কোম্পানীকে উহাদের অভীপ্সিত উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য সর্ব্বপ্রকার সাহায্য প্রদান করিবেন বলিয়া তাঁহাদের আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন।

অভ্রশিল্পের গুরুত্ব ও ভবিষ্যৎ

প্রকৃতপক্ষে আমাদের বৈদ্যুতিক ব্যাপক উন্নতি অভ্রশিল্পেরই বিজয় স্তম্ভ স্বরূপ, অভ্র বৈদ্যুতিক শিল্পের অত্যাবশ্যকীয় উপাদান। গত ৩০ বৎসরের ব্যাপক বিদ্যুতিকরণের ক্রমোন্নতির ইতিহাসের সঙ্গে আধুনিক অভ্রশিল্পের ক্রমোন্নতির ইতিহাসও অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত।

ভারতে কার্য্যতঃ অভ্র উৎপাদন ব্যাপারে একচেটিয়া অধিকার আছে; কারণ ভারতের অভ্রখনিজের গুণের উৎকর্ষ, পরিমাণের প্রাচুর্য্য এবং শ্রমশক্তির আধিক্য রহিয়াছে

যুদ্ধোত্তর কালে ব্যাপক ভাবে দ্রুত শিল্পোন্নতি আরম্ভ হইবে। ক্ষুদ্র, বৃহৎ উভয় প্রকারের শিল্প, কৃষি, যানবাহন সমস্তা বৈদ্যুতিক শক্তি দ্বারাই বহুলাংশে নিয়ন্ত্রিত হইবে।

যুদ্ধোত্তর পরিকল্পনায় বৈদ্যুতিক শক্তি প্রথম ও প্রধান স্থান অধিকার করিবে। অন্যান্য সর্ব্বপ্রকার শিল্পেরই উহা মূল উপাদান স্বরূপে। কিন্তু বিদ্যুৎশক্তি একান্তভাবেই অভ্রের উপর নির্ভরশীল। অভ্রজাতির শিল্পসৌধের সুদৃঢ় ভিত্তিস্বরূপ। যুদ্ধোত্তর যুগে অধিকতর ব্যাপকভাবে শিল্প প্রচেষ্টা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে, অভ্রের চাহিদাও স্বতাবতঃই অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইবে এবং যুদ্ধোত্তর যুগেও উহার ভবিষ্যৎ নিঃসন্দেহে সমুজ্জ্বল।

কর্ম্মপ্রচেষ্টা

কোম্পানী জয়েণ্ট মাইকা মিশনকে (সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের একমাত্র অভ্রক্রয়কারী প্রতিষ্ঠান) সম্পূর্ণ সন্তোষজনকভাবে অভ্র সরবরাহ করিয়া আসিতেছেন।

উক্ত মিশন বিভিন্ন মিত্রপক্ষীয় দেশসমূহের নিকট অভ্র রপ্তানী ও সরবরাহ করিতেছেন। কোম্পানীর উৎপাদিত অভ্র উৎকর্ষতার দিক হইতে ইতিমধ্যেই যথেষ্ট সুনাম অর্জ্জন করিয়াছেন। কোম্পানী এইভাবে যে সুনাম অর্জ্জন করিয়াছেন, তাহা যুদ্ধোত্তর যুগে কোম্পানীর পরম সম্পদ বলিয়া পরিগণিত হইবে। যুদ্ধোত্তর যুগে কোম্পানী সমস্ত পৃথিবীর অভ্র ব্যবহারকারী দেশের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে আসিবেন। যুদ্ধোত্তর যুগে কোম্পানীর সঙ্গে সরাসরি সংযোগ স্থাপনের জন্য সমস্ত অভ্র ব্যবহারকারী দেশ উন্মুখ হইয়া আছে।

যুদ্ধোত্তর যুগে অভ্র ব্যবহারকারী দেশসমূহের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে আসার সুবিধা লাভ করিবার জন্য নিউইয়র্ক এবং লণ্ডনে উক্ত কোম্পানীর দুইটি শাখা স্থাপন করা হইবে। নিউইয়র্ক এবং লণ্ডনই পৃথিবীর অভ্র ব্যবহার এবং বিতরণের প্রধান কেন্দ্রস্থল।

লভ্যাংশ

১৯৪১ সালে বর্ত্তমান কর্ত্তৃপক্ষ উক্ত কোম্পানীর পরিচালন ভার গ্রহণ করেন। তখন হইতেই অংশীদারগণকে নিয়মিত লভ্যাংশ প্রদান করা হইতেছে এবং রিজার্ভ ফণ্ডে যথেষ্ট অর্থ আমানত রাখিয়াও এ-পর্য্যন্ত মোট লভ্যাংশ স্বরূপ সাধারণ শেয়ারের শতকরা ৩২॥ ভাগ ও প্রেফারেন্স শেয়ারের শতকরা ২৮ ভাগ দেওয়া হইয়াছে।

শেয়ার আবেদনপত্র

দি মাইকা মাইনিং এণ্ড ট্রেডিং কোম্পানী অব ইণ্ডিয়া লিঃ-এর

অংশীদার মহোদয়গণ সমীপেষু—

তারিখ.....১৯৪

হেড অফিস—১২নং চৌরঙ্গী স্কোয়ার, কলিকাতা

ভদ্রমহোদয়গণ,

আমি/আমরা এই সঙ্গে.....টাকা, চেক দ্বারা/নগদ অথবা পোষ্টাল মনি অর্ডারে প্রতি সাধারণ/প্রেফারেন্স শেয়ারের আবেদন মূল্য হিসাবে ২৷৷০/১০৲ টাকা, ভর্ত্তি ফি হিসাবে ১৲ টাকা পাঠাইতেছি। এতদ্দ্বারা আপনাদিগকে অনুরোধ করা হইতেছে যে, আমাকে/আমাদিগকে———টি উক্ত কোম্পানীর ২৫৲।১০০৲ টাকার অর্ডিনারী/প্রেফারেন্স শেয়ার বিলি করা হউক। কোম্পানীর মেমোরেণ্ডাম এবং আর্টিকেল্ অফ এসোসিয়েশানের সর্ত্তানুসারে আমাকে/আমাদিগকে যে সব অথবা যত কম সংখ্যক শেয়ার আপনারা দিতে মনস্থ করেন আমি/আমরা তাহাই গ্রহণ করিতে সম্মত। আমি/আমরা বিলি অনুসারে প্রতি শেয়ারে ১০৲।৯০৲ টাকা সাধারণ/প্রেফারেন্স শেয়ার বাবৎ ত্রিশ দিনের মধ্যে এবং বাকী টাকা বিলি হওয়ার ষাট দিনের মধ্যে দিতে রাজী আছি। আমি/আমরা বিলিকৃত শেয়ারের যেম্বার সমূহের রেজেষ্টারীতে আমার/আমাদের নাম তালিকাভুক্ত করিতে আপনাদিগকে ক্ষমতা অর্পণ করিতেছি।

স্বাক্ষরের নকল

১।.....

২।.....

নাম (বড় হরপে).....

পেশা.....

পিতা অথবা স্বামীর নাম.....

বর্ত্তমান ঠিকানা.....

স্থায়ী ঠিকানা.....

বিশেষ দ্রষ্টব্য—চেক অথবা ড্রাফ্ট কলিকাতা ব্যাঙ্কের উপর কাটিতে হইবে। চেক। ড্রাফ্ট। মনি অর্ডারের বিশেষ বিবরণ

কোম্পানী প্রসঙ্গ

মাইকা মাইনিং এণ্ড ট্রেডিং কোং অব ইণ্ডিয়া লিঃ

অন্যত্র এই কোম্পানীর একটি প্রস্‌পেক্টাস বা অনুষ্ঠানপত্র মুদ্রিত হইয়াছে। ইতিপূর্ব্বে এই কোম্পানীর ১২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকার শেয়ার বিক্রীত হইয়াছিল। বর্ত্তমানে ভারত গবর্ণমেণ্টের অনুমতি নিয়া উহার ১০০ টাকা মূল্যের ৫০০টী নূতন প্রেফারেন্স শেয়ার ও ২৫ টাকা মূল্যের ৪৮ হাজার নূতন সাধারণ শেয়ার বাজারে বিক্রয়ার্থ উপস্থিত করা হইয়াছে। আগামী ১৫ই জুন পর্য্যন্ত ঐ শেয়ারের জন্য আবেদন গ্রহণ করা হইবে।

ভারতে অভ্র ব্যবসায় ক্ষেত্রে মাইকা মাইনিং-ট্রেডিং কোম্পানীর নাম আজ সুপরিচিত। এই কোম্পানী বিহারের হাজারিবাগ-অঞ্চলে ৮ হাজার একর জমির বন্দোবস্ত লইয়াছে। ঐ স্থানে উৎকৃষ্ট অভ্রের কতকগুলি খনি রহিয়াছে। কয়েকটি খনি নিয়া ইতিমধ্যে রীতিমতভাবে কোম্পানীর কাজ সুরু হইয়াছে। অপর কয়েকটি খনিকেও কোম্পানী গড়িয়া তুলিতে যত্নপর হইয়াছে। বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম হিসাবে অভ্রের প্রয়োজনীয়তা খুবই বেশী। অধিক নানা ক্ষেত্রেও আধুনিক যুগে অভ্র খুব কাজে লাগিয়া থাকে। এই অত্যাবশ্যকীয় জিনিষটি দুনিয়ার অনেক দেশেই পাওয়া যায় না। কাজেই জগতের হাটে ভারতীয় অভ্রের চাহিদা খুবই বেশী। মাইকা মাইনিং এণ্ড ট্রেডিং কোম্পানী সম্মিলিত জাতিসমূহের জয়েণ্ট মাইকা মিলসকে বর্ত্তমানে অভ্র সরবরাহ করিতেছে। নানা কাজে অভ্রের যে প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে তাহাতে ইহার ব্যাপক চাহিদা সমস্ত সময়ই বজায় থাকিবে সন্দেহ নাই। কাজেই এই শ্রেণীর একটি কোম্পানীর লাভের সুযোগ খুব বেশী বলিয়াই মনে হয়। মিঃ এস্ চ্যাটার্জ্জির সুনির্দ্দেশে বর্ত্তমানে মাইকা মাইনিং এণ্ড কোম্পানীর কাজ নিয়ন্ত্রিত হইতেছে। ব্যবসায় ক্ষেত্রে মিঃ চ্যাটার্জ্জি ইতিমধ্যে যে সাফল্য ও কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন তাহাতে তাঁহার পরিচালনায় এই কোম্পানীটি উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধির পথে অগ্রসর হইবে বলিয়া আশা করা যায়। কাজেই এই কোম্পানীর শেয়ার ক্রয়ে দেশের সঙ্গতিপন্ন লোকেরা বিশেষ আগ্রহান্বিত হইবেন বলিয়া আমাদের বিশ্বাস।

ভারতী সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক লিঃ

গত ৫ই মে ভারতী সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কের পুরাণবাজার শাখার উদ্বোধন হইয়া গিয়াছে। রায় সাহেব এম এস রায় এই উৎসবে পৌরোহিত্য করেন। বক্তৃতাপ্রসঙ্গে ব্যাঙ্কের ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ এন সি দত্ত যুদ্ধোত্তর ভারতে শিল্প-বাণিজ্যের নবজাগরণ সম্বন্ধে বলেন,—ভারতীয় ব্যাঙ্কসমূহের গঠনমূলক কার্য্যাবলীই এই জাগরণকে সার্থক করিবে। সভাপতি মহাশয় তাঁহার বক্তৃতায় মিঃ দত্তের দক্ষতার প্রশংসা করেন। পুরাণবাজারের ব্যাবসায়ী মহল ও জনসাধারণ মিঃ দত্তের আহবানে বিশেষ সহানুভূতি প্রকাশ করেন এবং উৎসব দিবসেই দুই লক্ষাধিক টাকা ব্যাঙ্কে জমা রাখেন।

নূতন যৌথ কোম্পানী

ইণ্ডাষ্ট্রিয়্যাল কনসালটেণ্টস্ এণ্ড প্ল্যাণ্টারস্ লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ বি কাশুব। রেজিষ্টার্ড অফিস—৩বি গারষ্টিন প্লেস, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—দশ লক্ষ টাকা। ইঞ্জিনীয়ারিং প্রতিষ্ঠান।

ইউনাইটেড মাইকা মাইনার্স লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ ডি ডি চ্যাটার্জ্জী। রেজিষ্টার্ড অফিস—১৩, সৈয়দ সেলী লেন, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—পাঁচ লক্ষ টাকা। অভ্রের ব্যবসা।

মোকামদিন এণ্ড সন্স এষ্টেট্‌স্ লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ এম ওয়াহ্‌রা। রেজিষ্টার্ড অফিস—পি ৩, চাঁদনী চক ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—তিন লক্ষ টাকা। এষ্টেট এজেণ্ট্‌স্।

বোম্বে সিল্ক ফাইলেচারস্ লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ নারায়ণ রাও জি নায়েক। রেজিষ্টার্ড অফিস—২১, তালকওয়াদী, বেলগাঁও। অনুমোদিত মূলধন—পঁচিশ লক্ষ টাকা। রেশম উৎপাদন।

শিবদাসী এষ্টেট্‌স্ লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ এস এন মুখার্জ্জী। রেজিষ্টার্ড অফিস—বাকুলিয়া গ্রাম, পোঃ আঃ হুগলী। অনুমোদিত মূলধন—এক লক্ষ টাকা। জমীদারী ব্যবসা।

রাধারাণী প্রপারটিস্ লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ এস এন মুখার্জ্জী। রেজিষ্টার্ড অফিস—বাকুলিয়া গ্রাম, পোঃ আঃ হুগলী। অনুমোদিত মূলধন—এক লক্ষ টাকা। জমীদারী ব্যবসা।

বাকুলিয়া জমিদারীস্ লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ এস এন মুখার্জ্জী। রেজিষ্টার্ড অফিস—বাকুলিয়া গ্রাম, পোঃ আঃ হুগলী। অনুমোদিত মূলধন—এক লক্ষ টাকা। জমীদারী ব্যবসা।

এম বি সরকার এণ্ড সন্স (সন্স এণ্ড গ্র্যাণ্ড সন্স অব লেট বি সরকার)—ডিরেক্টর মিঃ গোষ্ঠবিহারী সরকার। রেজিষ্টার্ড অফিস—১২৪ ও ১২৪।১, বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—পাঁচ লক্ষ টাকা। সোণা, রূপা ও অলঙ্কারের ব্যবসা।

মহাবীর জুট বেলিং কোং লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ দুর্গাদাস চ্যাটার্জ্জী। রেজিষ্টার্ড অফিস—১৩, সৈয়দ সেলী লেন, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—পাঁচ লক্ষ টাকা। পাটের ব্যবসা।

জে কে হালদার লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ জে কে হালদার। রেজিষ্টার্ড অফিস—১১৩, মনোহর দাস চক, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—এক লক্ষ টাকা। লোহা ও পিতলের আমদানী-রপ্তানী-কারক।

ভারত বোল্টস্ এণ্ড নাটস্ ম্যানুফ্যাকচারিং কোং লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ শঙ্করলাল বাজোরিয়া। রেজিষ্টার্ড অফিস—১৭৪, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—এক লক্ষ টাকা। বোল্ট, নাট, তার ইত্যাদি প্রস্তুতকারক।

বিভিন্ন কোম্পানীর লভ্যাংশ

পুর্টনবারী টী এসোসিয়েশন লিঃ—১৯৪৪ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা ৪৫৲ টাকা। পূর্ব্ব বৎসর প্রতি শেয়ারে শতকরা ৬০৲ টাকা লভ্যাংশ প্রদান করা হইয়াছিল। **নাগাইসুরী টী কোং লিঃ**—১৯৪৪ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা ৮০৲ টাকা। পূর্ব্ব বৎসর প্রতি শেয়ারে শতকরা ৯০৲ টাকা লভ্যাংশ প্রদান করা হইয়াছিল। **দি মিম টী কোং লিঃ**—১৯৪৪ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা ১৫৲ টাকা। পূর্ব্ব বৎসরও অনুরূপ হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল। **পুসিমবিং টী কোং লিঃ**—১৯৪৪ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা ৭৷৷০ আনা। পূর্ব্ব বৎসরও অনুরূপ হারে লভ্যাংশ দান করা হইয়াছিল। **নিউ সেণ্ট্রাল জুট মিলস্ কোং লিঃ**—১৯৪৪ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা ৭৷৷০ আনা। পূর্ব্ব ছয়মাসেও অনুরূপ হারে লভ্যাংশ প্রদান করা হইয়াছে। **বেলভেডিয়ার জুট মিলস্ কোং লিঃ**—১৯৪৪ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ছয়মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা ১০৲ টাকা। **কেলভিন জুট কোং লিঃ**—১৯৪৪ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ছয়মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা ৩০৲ টাকা। পূর্ব্ব ছয়মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা ২৫৲ টাকা লভ্যাংশ প্রদান করা হইয়াছিল। **দিলারাম টী কোং লিঃ**—১৯৪৪ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা ৭৷৷০ আনা। পূর্ব্ব বৎসরও অনুরূপ হারে লভ্যাংশ দান করা হইয়াছিল। **বোকারো এণ্ড রামগড় লিঃ**—১৯৪৪ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ছয়মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা ১০৲ টাকা। **সেণ্ট্রাল কুরকেন্দ কোল কোম্পানী লিঃ**—১৯৪৪ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ার শতকরা দশ টাকা।

অর্থনৈতিক পুস্তক ও পুস্তিকা

1. **Labour and Factory Legislation in India.**—By Mr. H. M. Trivedi. M/s. N. M. Tripathi Ltd. Bombay. Price Rs. 15/-.

2. **Gold and Guns on the Pathan Frontier.**—By Abdul Quaiyum. M.L.A. (Central). Published by Hind Kitabs, Bombay. 267, Hornby Road, Bombay. Price Rs. 3/12/-.

3. **Economic Development of England.**—By R. N. Dubey, M.A., D. Litt. University of Allahabad. Published by Kitab Mahal, Allahabad. Price Rs. 5/-

4. **Bankers' Advances Against Goods.**—By D. S. Sastri, M.A., C.A.I.B. Published by Messrs Thacker & Co. Ltd., Bombay. Price Rs. 12/8/-.

সেনট্রাল ক্যালকাটা ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস—৯-এ, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা ফোন কলিঃ ২১২৫,৬৪৮৩।

শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র দত্ত, আই, সি, এস (অবসর প্রাপ্ত)

ডিরেক্টর বোর্ডের চেয়ারম্যান

—শাখাসমূহ—

শ্যামবাজার	সিরাজগঞ্জ	জলপাইগুড়ি	ভাটপাড়া	পাটনা	সাহাজাদপুর
দক্ষিণ কলিকাতা	দিনাজপুর	বর্দ্ধমান	হিলি (দিনাজপুর)	কুচবিহার	আলিপুর দুয়ার
নিউ মার্কেট	সৈয়দপুর	আসানসোল	বালুরঘাট	বেনারস	বাঁকুড়া
নৈহাটী	রংপুর	সিউড়ী	দুবরাজপুর (বীরভূম)	এলাহাবাদ	লাহিড়ী-মোহনপুর
কাচরাপাড়া	নীলফামারী	পাবনা	আজমগড়	জৌনপুর	

সুদের হার ও অন্যান্য বিষয় পত্র লিখিলে জানান হইয়া থাকে।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—মিঃ ডি, রায়।

বাজারের হালচাল

টাকা ও বিনিময়

কলিকাতা, ১০ই মে—আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতায় টাকা ও বিনিময়ের বাজারে কোন পরিবর্ত্তন দেখা যায় নাই। ব্যাঙ্কসমূহের মধ্যে চাহিবামাত্র ঋণের সুদের হার কলিকাতায় ॥০ আনা ও বোম্বাইয়ে শতকরা ।০ আনা আছে। গত ৮ই মে ভারত সরকার কর্ত্তৃক আহূত তিন মাসের মেয়াদী ৪ কোটী টাকার ট্রেজারী বিলের জন্য মোট আবেদনের পরিমাণ হইয়াছিল ৫ কোটী ৭৫ লক্ষ টাকা। ৯৯৸৶৩ পাই মূল্যের সমুদয় আবেদন ও ৯৯৸৶০ আনা মূল্যের আবেদনসমূহের শতকরা প্রায় ৬৮ ভাগ গৃহীত হইয়াছে। মোট আবেদনের পরিমাণ পূর্ব্ব সপ্তাহের তুলনায় কম হওয়ার দরুণ আলোচ্য সপ্তাহের গৃহীত টেণ্ডারের গড়পড়তা সুদের হার শতকরা বার্ষিক ।৶১১ পাই ধার্য্য হইয়াছে; পূর্ব্ব সপ্তাহে এই সুদের হার ছিল শতকরা বার্ষিক ।৶১১ পাই।

আগামী ১৫ই মে মঙ্গলবার বেলা ১১টা পর্য্যন্ত বোম্বাইয়ে এবং ১৪ই সোমবার কাজকর্ম্ম বন্ধ না হওয়া পর্য্যন্ত অন্যান্য কেন্দ্রে ভারত সরকার কর্ত্তৃক তিন মাসের মেয়াদী ২ কোটী টাকার ট্রেজারী বিলের টেণ্ডার আহ্বান করা হইয়াছে। আলোচ্য সপ্তাহে ভারত সরকারের ট্রেজারী বিল সম্পর্কিত বিবৃতি দুইটি কারণে উল্লেখযোগ্য—প্রথমতঃ, পূর্ব্ব সপ্তাহের গৃহীত ট্রেজারী বিলের গড়পড়তা সুদের হার বৃদ্ধি এবং দ্বিতীয়তঃ, আগামী সপ্তাহে মোট আহূত ট্রেজারী বিলের পরিমাণ হ্রাস।

গত ৪ঠা মে যে সপ্তাহে শেষ হইয়াছে উহাতে ভারত সরকার কর্ত্তৃক রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ইস্যু বিভাগের সপক্ষে ৬৭ লক্ষ ৫০ হাজার টাকার ট্রেজারী বিল বিক্রীত হইয়াছে।

বিনিময়-বাজারে অলোচ্য সপ্তাহে নিম্নরূপ হারে বলবৎ ছিল :—

টেলিঃ হুণ্ডি (প্রতি টাকায়)	১ শিঃ ৫৯৳৳ পেঃ
ঐ দর্শনী („)	„ „
ডি এ তিন মাস („)	১ শিঃ ৬৪৳২ পেঃ
ডি এ চার মাস („)	১ শিঃ ৬৪৳৳ পেঃ
ডলার (প্রতিশত)	৩৩২৸০ আনা

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হিসাব :—রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গত ২৭শে এপ্রিলের হিসাবে দেখা যায় যে, ঐ তারিখে ভারতে চলতি নোটের পরিমাণ ছিল ১১০৭ কোটী ২ লক্ষ ৭৯ হাজার টাকা। এক সপ্তাহ পূর্ব্বে এই নোটের পরিমাণ ছিল ১১০৮ কোটী ৬৮ লক্ষ ৯২ হাজার টাকা। গত ২৭শে এপ্রিল রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কসমূহের চলতি ও স্থায়ী আমনাতের পরিমাণ যথাক্রমে ৬০৪ কোটী ৫৯ লক্ষ ৯৯ হাজার টাকা ও ২২৬ কোটী ১৭ লক্ষ ২০ হাজার টাকা ছিল। চলতি নোটের হিসাব হইতে লক্ষিত হইবে যে, বহুদিন পর আলোচ্য সপ্তাহে চলতি নোটের পরিমাণ পূর্ব্ব সপ্তাহের পরিমাণ অপেক্ষা কম। ইহার কারণ স্বরূপে বলা যাইতে পারে ভারত সরকার মুদ্রাস্ফীতি নিবারণকল্পে ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেছেন। অথবা রৌপ্য মুদ্রা বাজারে বেশী ছাড়া হইতেছে বলিয়া নোটের সংখ্যা হ্রাস পাইয়াছে।

কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার

কলিকাতা, ১১ই মে—গত সপ্তাহের শেষের দিকে কলিকাতার শেয়ার-বাজারে যে লক্ষণীয় নিরুৎসাহজনক মনোভাব সঞ্চারিত হইয়াছিল, আলোচ্য সপ্তাহে তাহা বহুলাংশে মন্দীভূত হয় এবং অধিকাংশ জনপ্রিয় শেয়ারসমূহের বিকিকিনিও বৃদ্ধি পায়।

কোম্পানীর কাগজ—আলোচ্য সপ্তাহেও কোম্পানীর কাগজ ও ঋণপত্র সমূহের কেনা-বেচা গত সপ্তাহের তুলনায় অনেকটা সীমাবদ্ধ হইলেও মূল্যের দিক হইতে সাধারণ ভাবে মোটামুটি স্থির ভাবই পরিলক্ষিত হয়। আলোচ্য সপ্তাহে শতকরা ৩৲ টাকা সুদের কোম্পানীর কাগজ ৯০৸৶০ আনা পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল। শতকরা ৩৷৷০ টাকা সুদের কোম্পানীর কাগজ ১০০৸৶০ আনা পর্য্যন্ত হস্তান্তরিত হইয়াছে।

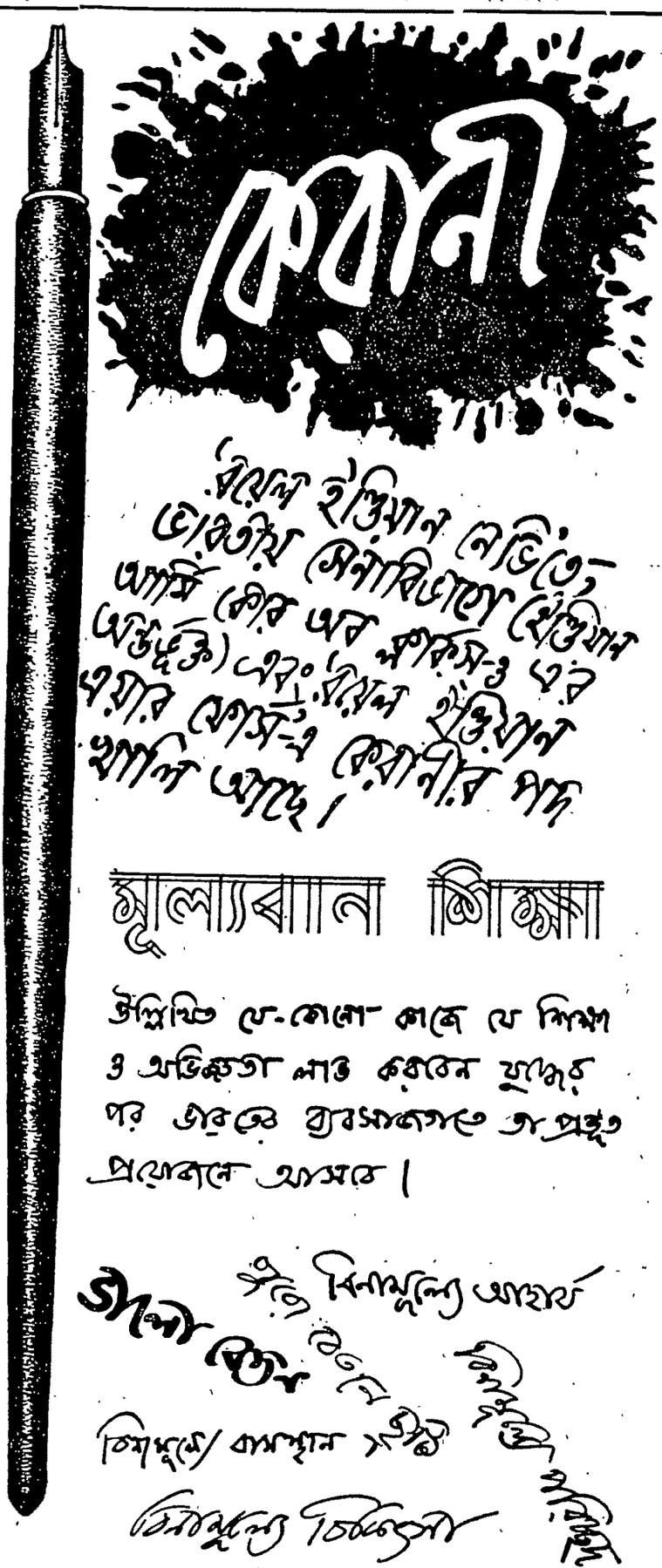

প্রবেশ-যোগ্যতা ও অন্যান্য বিষয়ে বিস্তারিত খবরের জন্য নিম্নলিখিত অফিসগুলির মধ্যে যেটি আপনার কাছাকাছি সেখানে আবেদন করুন।

১। ১৩/৩/১ রাসেল ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
২। টানবাজার রোড, নারায়ণগঞ্জ।
৩। সিরাজদ্দৌলা রোড, চট্টগ্রাম।
৪। সেক্রেটেরিয়েট হিল, শিলং।

AAA 134

কাপড়ের কল—আলোচ্য সপ্তাহে কাপড়ের কলের শেয়ার সমূহে গত সপ্তাহের তুলনায় উন্নতির ভাব পরিলক্ষিত হয়। মূল্য বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কাপড়ের কলের চাহিদাও বৃদ্ধি পায়।

কয়লা খনি—যুদ্ধোত্তর যুগে ভারত গবর্ণমেণ্টের কয়লা উত্তোলন এবং বণ্টন ব্যবস্থা সম্বন্ধে আলোচ্য সপ্তাহে কোন সুস্পষ্ট নীতি ঘোষিত না হইলেও আলোচ্য সপ্তাহে কয়লার শেয়ার সমূহের মূল্যের দিক হইতে তেমন উল্লেখযোগ্য কোন নূতন পরিস্থিতির উদ্ভব হয় নাই।

চটকল—আলোচ্য সপ্তাহে চটকল সমূহের প্রায় সমস্ত জনপ্রিয় শেয়ারের চাহিদা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে গত সপ্তাহের তুলনায় মূল্যের দিক হইতেও যথেষ্ট উন্নতি ঘটে।

চা-বাগান—আলোচ্য সপ্তাহেও এই বিভাগের অধিকাংশ জনপ্রিয় শেয়ারের বিকি-কিনি একেবারে সীমাবদ্ধ থাকিলেও মূল্যের দিক হইতে তেমন কোন লক্ষণীয় পরিবর্ত্তন দৃষ্ট হয় না।

চিনির কল—আলোচ্য সপ্তাহে এই বিভাগের অধিকাংশ জনপ্রিয় শেয়ারেরই বেচাকেনা এক রকম বন্ধ থাকে।

ইঞ্জিনিয়ারিং—আলোচ্য সপ্তাহে এই বিভাগের অধিকাংশ শেয়ারসমূহের গত সপ্তাহের তুলনায় মূল্য বৃদ্ধি ঘটে।

পাটের বাজার

কলিকাতা, ১১ই মে—আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতায় পাটের সকল বাজারেই অর্থাৎ পাট ও পাটজাত দ্রব্যের বাজারে উল্লেখযোগ্য মন্দার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। ইউরোপের যুদ্ধের বিরতিই প্রধানতঃ পাটজাত দ্রব্যের বাজারে মন্দার প্রধান কারণ। ইউরোপীয় যুদ্ধবিরতির সংবাদ ঘোষণার প্রতিক্রিয়া হিসাবে কলওয়ালাগণ পাটজাত দ্রব্য বিক্রয়ে অস্বাভাবিক আগ্রহ দেখান কিন্তু চাহিদার তেমন প্রাবল্য ছিল না বলিয়া পাটজাত দ্রব্যের অন্যান্য সপ্তাহ অপেক্ষা আলোচ্য সপ্তাহে অধিকতর মন্দা প্রকাশ পায়। অবশ্য ফাটকা বাজারেই এই মন্দার পরিচয় বেশী লক্ষিত হয়। আবার অপর দিকে মারোয়াড়ী মহলের ধারণা যে শান্তি স্থাপিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই ইউরোপে পাটের চাহিদা বৃদ্ধি পাইবে; কারণ যে সব চটকল সেখানে বর্ত্তমানে পাটের অভাবে অথবা অন্য সামরিক কারণে বন্ধ হইয়া আছে তাহারা যুদ্ধ শেষের সঙ্গে সঙ্গেই পুনরায় চালু হইবে। সুতরাং ভারতীয় পাটের চাহিদাও খুব বৃদ্ধি পাইবে। কিন্তু যাঁহারা এইরূপ চিন্তা করিতেছেন তাঁহারা ভাবেন না যে, ইউরোপে বিশেষতঃ জার্ম্মানীতে বেশীর ভাগ চটকলসমূহই মিত্রপক্ষীয় বোমার আঘাতে ধ্বংস অথবা অকেজো হইয়া আছে এবং এইগুলিকে পুনরায় কাজে লাগাইতে বেশ কিছু সময় দরকার হইবে। ইহা ছাড়া যে সব চটকল কার্য্যক্ষম অবস্থায় আছে তাহাদিগকেও সেখানে বিভিন্ন সামরিক দ্রব্যোৎপাদনে নিযুক্ত করা হইয়াছে এবং এই কলগুলিকে পুনরায় পাটজাত দ্রব্য তৈরী করিবার কাজে নিযুক্ত করিতে সময়ের দরকার। সব চেয়ে বড় কথা পূর্ব্বোক্ত ধারণাসম্পন্ন ব্যক্তিগণ চিন্তা করেন না যে, অন্য সর্ব্বপ্রকার সুবিধা থাকিলেও জার্ম্মানী শান্তিস্থাপিত হইবার পর মুহূর্ত্তেই মিত্রপক্ষীয় দেশসমূহের নিকট হইতে ধারে পাট বা অন্য কাঁচা মাল পাইবে না। আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্য ক্ষেত্রে ধার পাইবার মত অবস্থা লাভ করিতে জার্ম্মানীর এখনো দীর্ঘকাল অপেক্ষা করিতে হইবে।

আলোচ্য সপ্তাহে দৈনিক গড়ে ৮৭ মালগাড়ী কয়লা কলিকাতায় আসিয়াছে। এ পর্য্যন্ত এত বেশী কয়লা আর আসে নাই।

মফঃস্বলের পাটের বাজারে কোন উল্লেখযোগ্য পরিণতি দেখা যায় নাই। আবহাওয়ার অবস্থা মফঃস্বলে ভালই যদিও পশ্চিমবঙ্গে আরো কিছু বৃষ্টির দরকার। চারাগাছের অবস্থা সন্তোষজনক এবং নিড়ানীর কাজও যথাবিধি চলিতেছে। গত এপ্রিল মাসে মফঃস্বল হইতে আনুমানিক ৪ লক্ষ ২৫ হাজার বেল পাট কলিকাতায় আসিয়াছে। বৎসরের প্রথম হইতে এপ্রিল পর্য্যন্ত মোট ৫৪ লক্ষ

কমিশন

নৌবাহিনী, সৈন্যবাহিনী ও বিমানবাহিনীতে

ভারতীয় নৌবাহিনী, সৈন্যবাহিনী ও বিমানবাহিনীর অফিসারের জরুরী প্রয়োজন থাকার দরুণ নিম্নলিখিত হেডকোয়ার্টারগুলিতে ছয় জন "স্টাফ অফিসার" নিযুক্ত হয়েছেন। এই অফিসারেরা প্রত্যেকে নৌবাহিনী, সৈন্যবাহিনী ও বিমানবাহিনীর অফিসারদের নিয়ে এক একটি দল পরিচালনা করবেন এবং তাঁরা হেডকোয়ার্টারগুলির পার্শ্ববর্তী প্রদেশ ও মধ্যবর্তী সহরগুলি প্রদক্ষিণ করবেন। এই দলগুলির প্রধান কর্তব্য দু'টি।

(১) জনসাধারণকে উপরোক্ত তিন প্রকার কাজের জীবনযাত্রা প্রণালী ও মাহিনা সম্বন্ধে পরিচিত করা।

(২) উপরোক্ত তিন প্রকার চাকুরীতে কমিশনপ্রাপ্ত অফিসার-এর জন্য যোগ্য প্রার্থী নির্বাচন ক'রে চরম নির্বাচনের অধিকারী ছয়টি সার্ভিসেস সিলেকশান বোর্ড-এর সম্মুখে উপস্থিত করা।

এসাই বিল্‌ডিং, কোলাবা, বম্বে।
৫, ওয়ে রোড, লক্ষ্ণৌ।
১১০, সেণ্ট জন পার্ক, লাহোর।
১৫, ওল্‌ড কোর্ট হাউস স্ট্রীট, কলিকাতা।
অ্যাসেমব্লি রেস্ট হাউস, নাগপুর।
কাবন রোড, বাঙ্গালোর।

আপনার স্থানীয় সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন লক্ষ্য করুন

মনে রাখবেন এই ছয়টি দল প্রভিন্‌শিয়াল সিলেক্‌শান্ বোর্ডগুলিকে সাহায্য করবার জন্যই গঠিত হয়েছে, তাদের নাকচ করবার জন্য নয়। বোর্ডগুলিও কাজ করবে। আপনার আবেদনপত্র নিম্নলিখিত যে কোনো জায়গায় পাঠাতে পারেন: (১) আপনার জেলার সিলেকশান্ বোর্ডে, (২) আপনার কাছাকাছি রিক্রুটিং অফিসে অথবা সোজাসুজি স্টাফ অফিসার (রিক্রুটিং)-এর কাছেও উপস্থিত করতে পারেন—যখন তিনি আপনার এলাকায় যাবেন।

AAA 87

৪৫ হাজার বেল পাট মফঃস্বল হইতে কলিকাতায় আসিয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

মার্চ্চ মাসের মত এপ্রিল মাসেও মিলসমূহের মজুত মালের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। এপ্রিল মাসের শেষে মার্চ্চ মাস হইতে ২৫৯৫ টন মাল বেশী মজুত আছে। যে সমস্ত মাল এপ্রিল মাসের শেষে মিলসমূহের গুদামে মজুত ছিল তাহাদের মোট পরিমাণ ১ লক্ষ ৭৪ হাজার ৭ শত ১০ টন। বর্ত্তমানে যে হারে মাল প্রস্তুত হইতেছে তাহাতে এই মজুত মালের পরিমাণ মিলসমূহের দুই মাসের উৎপাদনের সমান। মজুতের এই আধিক্যের প্রধান কারণ স্বরূপ কয়লার যোগানের প্রাচুর্য্যের উল্লেখ করা যাইতে পারে।

আলগা পাটের বাজারে আলোচ্য সপ্তাহে বিশেষ কারবার হয় নাই। নতুন পাটের ইউরোপীয় জাত সামান্য মিডল ও বটম শ্রেণীর পাট যথাক্রমে ১৬৷৷০ আনা ও ১৩৸০ আনা মণ দরে ক্রয় বিক্রয় হইয়াছে। তোসা উইভিংও কিছু ১৬।০ আনা মণ দরে বিক্রীত হইয়াছে। অন্যান্য শ্রেণীর মাল বিশেষ বেচাকেনা হয় নাই।

রপ্তানী বাজারও যথেষ্ট নিস্তেজ ছিল। সর্ব্বনিম্ন মূল্যে আউট পোর্ট লাইটনিং শ্রেণীর মাল সামান্য বিক্রীত হইয়াছে—কিন্তু ক্রেতাগণ বিশেষ আগ্রহ দেখায় নাই। নতুন ও পুরাতন উভয় শ্রেণীর পাটেরই কিছু কাটিং সর্ব্বোচ্চ মূল্যে বিক্রীত হইয়াছে। মিলসমূহ নতুন পাট কিনিতে চাহিলে ফার্ষ্ট ও লাইটনিং শ্রেণীর মাল যথাক্রমে ৭৯৲ টাকা ও ৭৪৲ টাকা দর চাওয়া হয়, কিন্তু কেনাবেচা কিছুই হয় নাই।

তুলা ও রূপা

কলিকাতা, ১১ই মে—গত সপ্তাহের তুলনায় আলোচ্য সপ্তাহে বোম্বাইয়ের তুলার বাজারে সাধারণভাবে মোটামুটি অবনতির ভাবই পরিস্ফুট হইয়া উঠে। আলোচ্য সপ্তাহের প্রথমভাগে এবং শেষভাগে বোম্বাইয়ের তুলার দরে তেমন কোন উল্লেখযোগ্য নূতন পরিস্থিতির উদ্ভব না হইলেও সপ্তাহের মধ্যভাগে বোম্বাইয়ের তুলার দর বেশ উঠানামা করিয়াছে।

কাপড়—সম্প্রতি সাময়িক বরাদ্দ ব্যবস্থানুযায়ী কলিকাতায় বস্ত্র বণ্টনের জন্য ২২৫টি দোকান মনোনীত করা হইয়াছে। এন্‌ফোর্সমেণ্ট বিভাগের ডিরেক্টর জেনারেল কর্ত্তৃক প্রত্যেক ওয়ার্ডেই অসামরিক বস্ত্র সরবরাহ সম্পর্কিত কমিটিও গঠিত হইয়াছে। গত ৭ই মে হইতে কলিকাতায় পূর্ণাঙ্গ বস্ত্র বরাদ্দ ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত মনোনীত দোকানগুলির মারফৎ দুই হাজার গাঁইট বস্ত্র বণ্টন করার কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। কলিকাতার ৪০ লক্ষ অধিবাসীদের প্রয়োজনের তুলনায় এই ২ হাজার গাঁইট বস্ত্র বণ্টন ব্যবস্থা একান্ত অকিঞ্চিৎকর বলিয়া উক্ত ব্যবস্থা দ্বারা জনসাধারণের তেমন কোন উপকার হয় নাই। মফঃস্বলের অধিকাংশ স্থানেই আলোচ্য সপ্তাহেও (স্থাণ্ডলিং এজেণ্টগণের মফঃস্বলে বস্ত্র সরবরাহের সর্ব্বপ্রকার ব্যবস্থাসত্ত্বেও) বস্ত্রের প্রচণ্ড অভাব বিদ্যমান রহিয়াছে।

সোনা ও রূপা

কলিকাতা, ১১ই মে—গত সপ্তাহের তুলনায় আলোচ্য সপ্তাহেও কলিকাতা ও বোম্বাইয়ের বাজারে সোনার দরে অবনতির ভাব পরিলক্ষিত হয়। গত শুক্রবার রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ২৫ হাজার তোলা সোনা প্রতি ভরি ৭৩৸৵০ আনা দরে বিক্রয় করিয়াছিলেন। অদ্য শুক্রবার রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ২৫ হাজার তোলা সোনা প্রতি ভরি ৭১৷৷০ আনা দরে বিক্রয় করিয়াছেন। প্রকাশ, আগামী মঙ্গলবার ১৫ই মে হইতে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক সোনা বিক্রয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়া ৩৫ হাজার করিতে মনস্থ করিয়াছিলেন। গত সপ্তাহে কলিকাতা ও বোম্বাইয়ের বাজারে প্রতি ভরি সোনার দর যথাক্রমে ৭৪৷৵০ ও ৭৪৷৷০ আনা। বর্ত্তমানে তাহা যথাক্রমে ৭৩।৵০ আনা ও ৭৩৸০ আনা দাঁড়াইয়াছে। কলিকাতা ও বোম্বাইয়ের বাজারে প্রতিখণ্ড পিনি বর্ত্তমানে যথাক্রমে ৪৯৸০ আনা ও ৪৯৲ টাকা দাঁড়াইয়াছে।

রূপা—গত সপ্তাহের তুলনায় আলোচ্য সপ্তাহেও কলিকাতা ও বোম্বাইয়ের বাজারে রূপার দরে অবনতির ভাবই দৃষ্ট হয়। কলিকাতা ও বোম্বাই উভয় বাজারের সোনার দর হ্রাসের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করাই আলোচ্য সপ্তাহে রূপার দরের অবনতির কারণ। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক গত শুক্রবার ৩০০ বার রূপা প্রতি ২০০ ভরি ১২৭।০ আনা দরে বিক্রয় করিয়াছিলেন। অদ্য রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ১৬০ বার রূপা প্রতি ১০০ ভরি ১২৩৷৷০ আনা দরে বিক্রয় করিয়াছেন। গত সপ্তাহে কলিকাতা ও বোম্বাইয়ের বাজারে প্রতি ১০০ ভরি রূপার দর ছিল যথাক্রমে ১২৮।০ আনা ও ১২৭৷৷০ আনা। বর্ত্তমানে তাহা যথাক্রমে ১২৫৲ টাকা ও ১২৬।০ আনা দাঁড়াইয়াছে। প্রকাশ, আগামী মঙ্গলবার ১৫ই মে হইতে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ২৫০ বার রূপা বিক্রয় করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

ইহা প্রসপেক্টাস নহে—একটী বিবৃতি মাত্র

পিয়ারলেস রাবার এণ্ড ফুড গ্রোয়ার্স

অব ইণ্ডিয়া লিমিটেড

রেজিষ্টার্ড অফিস—বোলপুর (বাঙ্গলা)

অনুমোদিত ও বিক্রয়যোগ্য মূলধন ৫০০০০০৲ টাকা

প্রতি দশ টাকা মূল্যের ৫০০০০০ অভিনারী শেয়ারে বিভক্ত ও

নিম্নলিখিতভাবে দেয় :—

আবেদনের সহিত ৩৲ টাকা, শেয়ার বিলির পর ৩৲ টাকা এবং বাকী টাকা সমান দুই কিস্তিতে। প্রত্যেক আবেদনের সহিত এক টাকা ভর্ত্তির ফি দিতে হইবে।

ব্যাঙ্কার্স	অডিটরস
পাইয়োনীয়ার ব্যাঙ্ক লিঃ	মেসার্স এইচ সি দাস এণ্ড কোং
মনীন্দ্র ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন লিঃ	ইনকরপোরেটেড একাউণ্টেণ্ট
কুমিল্লা ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন লিঃ	১।১, ভ্যালিটার্ট রো, কলিকাতা।

ইউরোপ প্রত্যাগত বিশেষজ্ঞের তত্ত্বাবধানে এক হাজারেরও বেশী একর পরিমিত জমিতে চাষ কার্য্য আরম্ভ করা হইয়াছে। খুব উৎকৃষ্ট শ্রেণীর দুগ্ধবতী গাভীসমূহ ক্রয় করা হইয়াছে এবং বর্ত্তমানে উৎপাদিত সমস্ত দুগ্ধ স্থানীয় বাজারে বিক্রয় করা হইতেছে। বহুল পরিমাণে মাখন, ছানা ইত্যাদি প্রস্তুতের জন্য বিধিব্যবস্থা হইয়াছে। অনতিবিলম্বে কোম্পানীর মৎস্য উৎপাদন কেন্দ্রসমূহ হইতে ভালরূপ সভ্যাংশ পাওয়া যাইবে।

প্রথম বৎসর কার্য্যের পরেই কোম্পানী অংশীদারগণকে শতকরা ১০৲ টাকা হারে মধ্যবর্ত্তী লভ্যাংশ প্রদান করিতে পারিবেন আশা করেন।

বাকী শেয়ার বিক্রয়ের জন্য প্রতিপত্তিশালী এজেণ্ট আবশ্যক। কোম্পানীর প্রতিদ্বন্দ্বীহীন দ্রব্যসামগ্রী বিক্রয় করিবার জন্য ব্যবসায়ীদের আবেদন আহ্বান করা যাইতেছে।

ভারতরক্ষা আইনের ৯৪-এ ধারা অনুসারে কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমতি পাওয়া গিয়াছে। এতৎসম্পর্কে সুস্পষ্টভাবে ইহা জানিয়া লইতে হইবে যে, শেয়ার বিক্রয়ের অনুমতিদানকালে ভারত সরকার এতৎসম্পর্কে প্রদত্ত কোন রিপোর্ট বা মতামতের কোন দায়িত্ব লইতেছেন না।

অপিসের সরঞ্জাম

- হুট্ মার্কিং
- ষ্টিল ষ্ট্যাম্প
- রবার ষ্ট্যাম্প
- এম্‌বসিং মেসিন
- পিয়ন ব্যাজ্
- নেম্ প্লেট্
- টোকেন্ ও ক্রেষ্ট
- মেডেল ও তৎসংক্রান্ত ধাতু-চিহ্ন
- মিনে-করা ব্যাজ্
- গালার সীলমোহর
- পদমর্য্যাদা সংক্রান্ত ধাতু-চিহ্ন
- কৃষিকর্ম্মের নানাবিধ যন্ত্রপাতি
- সিট্ মেটালের তৈরি জিনিষপত্র

● কারখানার জন্য ইলেক্‌ট্রিক হাত-বাতি আমাদের শিল্প কারখানায় সুযোগ্য তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হয়। ব্যবহার করে দেখুন।

ব্লকো

১-৩এ, বিডন রো, কলিকাতা।

ফোন : বি বি ১২৩০

ইষ্ট ইণ্ডিয়া

কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ

ফোন : ক্যাল ৫৪৯

হেড অফিস— ৭ সোয়ালো লেন কলিকাতা

—শাখা—

শ্যামবাজার	সাতক্ষীরা	শ্রীহট্ট
কলেজ ষ্ট্রীট	সারদিয়া	তেজপুর
হাটখোলা	মেদিনীপুর	নবগঞ্জ
বালীগঞ্জ	খড়্গপুর	গৌহাটী
চরমুগুরিয়া	গিডনি	বড়পেটা
ফরিদপুর	দিনাজপুর	বেনারস
ঝাড়গ্রাম	কুমারখালী	দেওঘর
ইছাপুর	রাজবাড়ী	ঘাটশীলা
কুষ্টিয়া	ধুবড়ী	কটক

সকল প্রকার শেয়ারের কার্য্য, বিল অফ এক্সচেঞ্জ প্রভৃতি ক্রয়, আদায়াদি এবং সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—জে সি চক্রবর্ত্তী

সাপ্তাহিক বাজার দর

	৪ঠা মে	৭ই মে	৮ই মে	৯ই মে	১০ই মে	১১ই মে
সোনার দর—প্রতি ভরি (কলিকাতা) ...	৭৪৷৶০	৭৪৷৶০	৭২৶০			৭৩৷০
ঐ ঐ (বোম্বাই) ...	৭৪৷৹	৭৪৷০	৭২৸৶০			৭৩৶০
রূপার দর—প্রতি ১০০ ভরি (কলিকাতা) ...	১২৮৷৹	১২৭৲	১২৪৷০			১২৫৲
ঐ ঐ (বোম্বাই) ...	১২৭৷৹	১২৬৸৶০	১২৫৷৶০			১২৬৷০
গিণির দর—প্রতিখানা (কলিকাতা) ...	৫০৷৹	৫০৷৹	৫০৶০			৪২৸০
ঐ ঐ (বোম্বাই) ...	৫০৷০	৪৯৷৹	৪৯৲			৪৯৲
রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সুদের হার (শতকরা বার্ষিক) ...	৩৲	৩৲	৩৲			৩৲
কোম্পানীর কাগজ— ...						
কোম্পানীর কাগজ—শতকরা ৩৲ সুদের ...	—	—	৯০৷০			৯০৷৶০
ঐ ঐ ৩৷০ টাকা সুদের ...	১০০৲	—	১০০/০-১০০৲			১০০৷৶০-১০০৲
৩৲ টাকা সুদের ঋণপত্র (১৯৬৩-৬৫) ...	৯৮৸৶০	৯৯৲-৯৮৸৶০	৯৯৲-৯৮৸৶১০			—
৩৲ টাকা সুদের ঋণপত্র (১৯৬৬-৬৮) ...	৯৮৷০	৯৮৷০	৯৮৷০			—
৪৲ টাকা সুদের ঋণপত্র (১৯৬০-৭০) ...	—	১১২৷৵১০	—			—
৫৲ টাকা সুদের ঋণপত্র (১৯৪৫-৫৫) ...	—	—	১০১৸০-১০১৷৶০			১০২৲
ইঞ্জিনিয়ারিং ও ইলেকট্রিক— ...						
ইণ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড ষ্টীল কোং লিঃ ...	৩৯৷৶-৩৯৲	৩৮৸৶০-৩৮৷৶০	৩৯৶০-৩৮৶০			৩৯৸৶০-৩৯৷০
ষ্টীল কর্পোরেশন—অর্ডি ...	৩২৷০-৩২৲	৩২৶০-৩১৸৶০	৩২৷৶০-৩১৸০			৩৩৷০
কুমারধুবী—অর্ডি ...	১০৷০	৯৷৶০	১০৲			১০৷৶০-১০৷৶০
বার্ণ এণ্ড কোং ...	—	—	—			—
জেসপ ...	—	২৩৷৶০-২৩৷০	২৩৷০			২৩৸৶০-২৩৸০
মার্শালস ...	—	—	—			—
ন্যাশনাল আয়রণ এণ্ড ষ্টীল ...	—	১১৷০-১১৶০	—			—
আর্থার বাটলার ...	—	—	—			—
বেঙ্গল ইলেকট্রিক ল্যাম্প ...	—	—	—			—
চিটাগাং ইলেকট্রিক ...	—	—	—			—
খনি—বার্মা কর্পোরেশন ...	৫৸৶০-৫৷৶০	৫৸০-৫৷৶০	৫৸০-৫৷৹			৫৸০-৫৷৶০
ইণ্ডিয়ান কপার কর্পোরেশন ...	—	৩৲-২৸৶০	—			৩৶০
ব্যাঙ্ক—রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া ...	—	১৩৩৷০-১৩২৷৹	১৩৩৲			১৩৪৲
ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক ...	—	১৮৲	—			—
ক্যালকাটা ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক ...	১৫৷৶০	—	—			—
বেঙ্গল সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক ...	১৪৶০-১৩৸৶০	১৪৶১০	১৪৶০			১৪৶০
কুমিল্লা ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন ...	—	১৫৷০	—			১৫৷৹
মহালক্ষ্মী ব্যাঙ্ক ...	১০৷৶৫	১০৷৶১০	১০৷৶১০			১০৸১০
নিউ ষ্ট্যাণ্ডার্ড ব্যাঙ্ক ...	১০৷৶০	—	—			—
হিন্দুস্থান কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক ...	—	—	—			—
নাথ ব্যাঙ্ক ...	২৯৷০	—	—			—
কয়লা—বরাকর কোল্ কোং ...	৩৯৸-৩৮৷৶০	৩৯৷০-৩৮৷৹	৩৮৷৶০-৩৭৷৶০			৩৯৷৶০-৩৯৷০
তালচের ,, ...	১১৶০-১০৸৶০	১১৶০-১০৸৶০	১০৸৶০-১০৷৶০			১১৶০-১১৲
রাণীগঞ্জ ,, ...	৫১৶০-৫১৲	৫০৸০-৫০৷৹	—			—
ইকুইটেবল ,, ...	৬৭৲-৬৬৷০	৬৬৲ —	৬৬৷০-৬৬৲			৬৮৲-৬৭৷৶০
সাউথ করণপুরা ,, ...	২৮৷৶০-২৭৸০	২৮৶০-২৭৸৹	২৮৷৶০-২৭৷৶			২৯৷৹-২৮৷৶০
তুলনবরারি ...	—	—	২৯৷০			৩১৲-৩০৷৹
সেণ্ট্রাল কারকেণ্ড ...	—	৩৯৲	৩৯৲			৪০৲-৩৯৲
নিউ চুরুলিয়া ...	১১৸৶০-১১৶০	১১৷৶০-১১৷৶০	১১৸০-১১৷০			১২৶০-১২৲
ষ্ট্যাণ্ডার্ড ...	৪০৷৹-৪০৲	—	—			৪২৲-৪১৷৶০

বাজার বন্ধ

বাজার বন্ধ

দি ক্রিসেণ্ট
কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া লিমিটেড
হেড অফিস—৫৭, রাধাবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
ম্যানেজিং ডিরেক্টর :—মিঃ বি. নারায়ণ চৌধুরী

দি
হুগলী ব্যাঙ্ক
লিমিটেড

ব্যাঙ্ক অব ক্যালকাটা লিঃ
(ক্লিয়ারিংয়ের সর্ব্বপ্রকার ব্যবস্থা আছে)
১৯৪৪ সনের শেষে মোটামুটি আর্থিক পরিচয়
অনুমোদিত মূলধন ১,০০,০০,০০০৲ বিলিকৃত ও বিক্রীত মূলধন ১৪,০০,০০০৲
আদায়ীকৃত ও মজুত তহবিল ৮,০০,০০০৲ কার্য্যকরী মূলধন ১,০০,০০,০০০৲
ম্যানেজিং ডিরেক্টর— ডাঃ এম, এম, চ্যাটার্জ্জি

ইষ্ট ইণ্ডিয়া ইন্সিওরেন্স
কোম্পানী লিমিটেড
হেড অফিস—৪নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা
সুদৃঢ় বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত দেশীয় বীমা প্রতিষ্ঠান
—আমাদের বৈশিষ্ট্য—
দাবী প্রদানে তৎপরতা : : উদার বীমা সর্ত্ত
স্বল্প খরচের হার : : অভিনব বীমা প্রণালী (Schemes)
কতকগুলি স্থানে চীফ এজেণ্ট ও অর্গেনাইজারের পদ খালি আছে। ম্যানেজারের নিকট আবেদন করুন।

সাপ্তাহিক বাজার দর

	৪ঠা মে	৭ই মে	৮ই মে	৯ই মে	১০ই মে	১১ই মে
কাপড়ের কল—নিউ ভিক্টোরিয়া কটন মিলস লি	৬৸৵০	৬৸৵০-৬৸/০	৭৲-৬৸৵০			৭।৵০
বেনারস ...	—	১১৲-১০৸/০	—			—
কানপুর টেক্সটাইলস্ ...	১২৷৷০-১২/০	১২।০-১১৸/০	১২৵৫			১২৷৷০-১২।৵০
এলগিন কটন মিলস লিঃ ...	৬২৵০	৬১।০-৬০৷৷০	৬১।০-৬১৲			৬৪৲
ডানবার ...	—	—	২৮৫৲-২৮২৲			২৯৭৲-২৮৮৲
বঙ্গশ্রী ...	১৪।০	১৪।০	১৪৷৷০			১৪।৵০-১৪৵১০
বঙ্গেশ্বরী কটন মিলস্ ...	—	৭।০	৭।৵০			৭/০-৭৲
কাগজের কল—ইণ্ডিয়া পেপার পাল্প লিঃ ...	২১৪৲-২১৩৲	২১০৲	২১৫৲-২১৪৲			—
শ্রীগোপাল পেপার মিলস লিঃ ...	—	—	১৬৸৵০			—
টিটাগড় ...	২৬৸৵০-২৬৷৷৵০	২৭৲-২৬৷৷০	—			২৭।০-২৭৲
চটকল—অকল্যাণ্ড জুট মিলস লিঃ ...	—	৩৩২৲	৩৩৪৲-৩৩১৲			৩৩৭৲
এ্যাংলো ইণ্ডিয়া জুট মিলস লিঃ ...	৪৬৯৲	—	৪৭৭৲-৪৭৩৲			৪৮৩৲-৪৮১৲
কামারহাটি ...	৭০২৲-৬৯৮৲	৭০৮৲-৭০৫৲	৭১৯৲-৭১২৲			৭২৮৲-৭২৫৲
নদীয়া ...	—	১৩১৷৷০-১৩০৲	১৩১৲			১৩৫৲-১৩২৷৷০
প্রেসিডেন্সী ...	—	১১৸০	১১৸৵০			১২৷৷০-১২।০
রিলায়েন্স ...	—	—	৭৮৲-৭৬৸০			৭৮৸০
কাঁকনাড়া ...	৫৮৪৲	৫৯০৲	৫৯২৲			৬১০৲-৬০২৲
হাওড়া ...	৯৪।০-৯৩৸৵০	৯৩৸৵০-৯৩।৵০	৯৪৷৷০-৯৩৷৷০			১০০৵০-৯৮৷৷০
ডালহৌসী ...	—	৩৪৩৲-৩৩৮৲	—			—
কেদারনাথ ...	৫১৫৲	—	—			—
ষ্ট্যাণ্ডার্ড ...	—	—	—			২৯৬৲
এলায়েন্স ...	৬২৪৲	৬১৮৲	৬২৮৲-৬২১৲			৬৩৭৲-৬৩৩৲
চিনির কল—বেলসুন্দ সুগার কোং লিঃ ...	১৩৷৷০	—	—			১৩৷৵০
চম্পারণ সুগার কোং লিঃ ...	—	—	৩৬-৩৫।০			—
কেরু এণ্ড কোং লিঃ ...	—	২৫।০	২৫৸৵০-২৫৷৷৵০			—
চা বাগান—চন্দননগর টি ...	—	—	—			—
ইষ্টার্ণ হিন্দুস্থান ...	—	—	—			—
কল্যাণী ...	—৲	—	৪৮৲			—
লেবং এণ্ড মিনারেল ...	—	১৩৲	১৩৲			—
তেজপুর ...	—	—	—			২১।৵০-২১।০
বিশ্বনাথ ...	—	—	—			—
বিবিধ—ডালমিয়া সিমেন্ট কোং লিঃ ...	১৬৸০-১৬৷৷৵০	১৭-১৬৸/০	—			১৬৸৵০-১৬৸০
বি আই কর্পোরেশন ...	৬৲	৬৲	৬/০-৬৲			৬/০-৫৸/০
মেদিনীপুর জমিদারী কোং লিঃ ...	১৬৯৲-১৬৭৷৷০	১৬৭৷৷০	—			১৭৩৲-১৭২৲
রোটাস ইণ্ডাষ্ট্রীজ লিঃ	—	১৫।/০-১৫।০	১৫৵০			—
ইণ্ডিয়া জেনারেল নেভিগেশন কোং লিঃ ...	—	১৭৪৲	১৭০৲			১৭৬৲
আসাম-বেঙ্গল সিমেন্ট ...	—	—	—			১৯৲
ন্যাশনাল ইনসুলেটেড কেবলস ...	—	—	—			—
নিউ এসিয়াটিক ইনসিওরেন্স ...	—	—	—			৯৵০-৯৵০

বাজার বন্ধ

বাজার বন্ধ

ভারতের প্রাচীনতম বীমা প্রতিষ্ঠান

বম্বে মিউচুয়াল

লাইফ এসিওরেন্স সোসাইটী লিঃতে

[প্রতিষ্ঠিত — ১৮৭১ সাল]

বীমা করুন

—ঃ এই কোম্পানীর বৈশিষ্ট্য ঃ—

- কোম্পানীর সমগ্র লাভ পলিসিগ্রাহকদের মধ্যে বন্টিত হয়।
- অতিরিক্ত প্রিমিয়াম না দিয়াও স্থায়ী অকর্ম্মণ্যতার জন্য সুযোগ-সুবিধা পাওয়া যায়।
- যৎসামান্য প্রিমিয়াম দিলে দুর্ঘটনাজনিত ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করা হয়।
- কোম্পানীর তহবিলের পরিমাণ ৩ কোটী টাকার উপর।

বিস্তৃত বিবরণের জন্য নিম্ন ঠিকানায় আবেদন করুন ঃ—

দস্তিদার এণ্ড সন্স

চীফ এজেণ্টস্।

২ নং রয়েল এক্সচেঞ্জ প্লেস ঃ ঃ কলিকাতা।

ফোন ঃ—ক্যাল: ১০১৮

ইউনাইটেড ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল

ব্যাঙ্ক লিমিটেড

স্থাপিত ১৯৪০

সিডিউলভুক্ত ব্যাঙ্ক

চেয়ারম্যান—শ্রীযুক্ত যদুনাথ রায়

সুবিধাজনক সর্ত্তে সাধারণ ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ করা হয়।

হেড অফিস—

৭, ওয়েলেসলী প্লেস, কলিকাতা

শাখাসমূহ—

বড়বাজার, শ্যামবাজার, হাটখোলা (কলিকাতা), ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, চাঁদপুর ও ময়মনসিংহ।

পে-অফিস : মিরকাদিম

জেনারেল ম্যানেজার :

এ চ্যাটার্জি, বি-কম, সি-এ, আই, আই, বি

অক্ষয় কুমার লাহা
বি

বর্ত্তমান
বৈশিষ্ট্যের যুগে

আপনার ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত প্রয়োজনীয়তায় আমাদের বিশেষজ্ঞের উপদেশ একটি অপূর্ব্ব সুযোগ।

অর্থ পরিচালনার বৈজ্ঞানিক ও নিশ্চিত পথ আপনার ভবিষ্যৎ সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য আরও বাড়াইয়া দিবে।

নিরাপত্তা ও জনসাধারণের সেবা যে ব্যাঙ্কের লক্ষ্য ইহাই সেই

ক্যালকাটা
কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক
লিমিটেড
১৫নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

জে, এম, সেন, বি-এ, এক-আর-ই-এস্ (লণ্ডন), জেনারেল ম্যানেজার।
মিঃ এস্, দত্ত, ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

ভারতের সুবৃহৎ প্রতিষ্ঠান—
ওরিয়েণ্ট সেফ এণ্ড ক্যাবিনেট ষ্টোরস

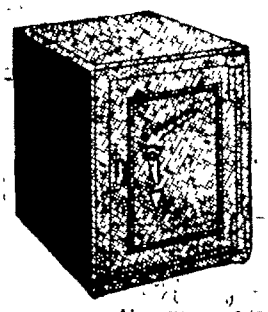

চোর ডাকাত ও আগুন হইতে যদি আপনার মূল্যবান দ্রব্যাদি রক্ষা করিতে চান তবে ওরিয়েণ্ট সেফ, ক্যাবিনেট, ষ্ট্রংরুম ডোর, ক্যাশবাক্স ও তালা ব্যবহার করুন।

ফোন: বি, বি-৫৮৯৩
শো রুম:—১৩৩নং ক্যানিং ষ্ট্রীট (জ্যাকসন লেন সাইড), কলিকাতা।

লিলি বিস্কুট

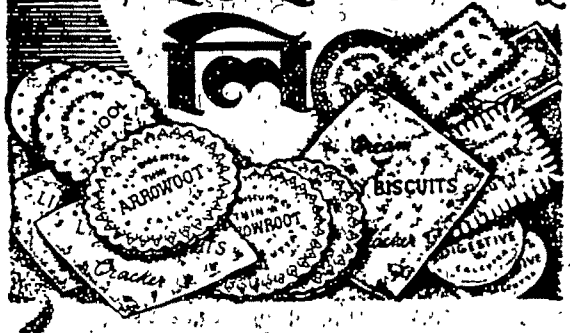

লিলি বিস্কুট স্বাদে ও গুণে— অপরাজেয়

লিলি বিস্কুট কোং · কলিকাতা

লিলি বার্লি আদর্শ পথ্য ও পানীয়

লিলি-বার্লি
লিলি বিস্কুট কোং · কলিকাতা

১২২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা—আর্থিক জগৎ প্রেসে শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য দ্বারা সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

PHONE :—B. B. 6382 REGD. NO. C. 2506

আর্থিক জগৎ

ARTHIK JAGAT

ব্যবসা-বাণিজ্য-শিল্প-অর্থনীতি-বিষয়ক সাপ্তাহিক

মূল্য—বার্ষিক সডাক ৯৲ সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য প্রতি সংখ্যা ৶০ আনা

অষ্টম বর্ষ] Monday, 21st May, 1945. সোমবার, ৭ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৫২ [৩য় সংখ্যা

'কার্টেলে'র দুর্নীতি

পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থায় কারটেল বা শিল্পসঙ্ঘ আজ অর্থনৈতিক শোষণের নবতম অস্ত্ররূপে আত্ম-প্রকাশ করিয়াছে। এইরূপ সঙ্ঘের ভিতর দিয়া পরস্পর মিলিত হইয়া শিল্পদ্রব্যের উৎপাদক ও ব্যবসায়ীরা ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে একচেটিয়া মুনাফা সম্ভোগের সুযোগ দেখিতেছে। দেশগত ও জাতিগত সীমানা লঙ্ঘন করিয়া এই কারটেল গঠনের রীতি আজ আন্তর্জ্জাতিক ক্ষেত্রেও ছড়াইয়া পড়িয়াছে। কোন দ্রব্য উৎপাদন ও বিক্রয় সম্পর্কে শিল্পী ও ব্যবসায়ীদের আত্মঘাতী প্রতিযোগিতার ভাব দূর করিয়া পারস্পরিক সম্প্রীতির ভিতর দুনিয়ার কল্যাণে একযোগে বেশী পণ্য উৎপাদন ও যথাসম্ভব কম দরে তাহা বিক্রয় উহাই প্রথমে কারটেল বা শিল্পসঙ্ঘের মূলনীতি বলিয়া প্রচার করা হইয়াছিল। কিন্তু দুনিয়ার অতিলোভী শিল্প-ব্যবসায়ীরা সেই মূলনীতিকে পদদলিত করিয়া এক্ষণে কারটেল জিনিষটাকে অনেক ক্ষেত্রে তাহাদের লাভের কারসাজি হিসাবেই ব্যবহার করিতেছে। জিনিষপত্রের উৎপাদন কম রাখিয়া কৃত্রিম দুষ্প্রাপ্যতার ভিতর একযোগে যথাসম্ভব চড়া দরে তাহা বিক্রয় করাই তাহাদের প্রধান লক্ষ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বোম্বাইয়ের 'এসিয়াটিক ডাইজেষ্ট' পত্রের গত এপ্রিল সংখ্যায় মিঃ জে এইচ পোলক লিখিত একটি প্রবন্ধে সেই কারসাজি ভাল ভাবেই উদ্ঘাটিত করা হইয়াছে। যুদ্ধের পূর্ব্বে জার্ম্মানীর সর্ব্বপ্রধান কারটেল বা শিল্পসঙ্ঘের নাম ছিল 'আই জি ফারবেন' ঐ ফারবেন আমেরিকা ক্যানাডা ও ইংলণ্ডের শিল্প-ব্যবসায়ীদের সহিত চুক্তি করিয়া ব্যবসাগত মুনাফার জন্য কৃত্রিম রবার, এলোমিনিয়াম, বাইনাকুলার, বিমান পোতের যন্ত্রপাতি এবং ঔষধপত্রের উৎপাদন ও বিক্রয় নিয়ন্ত্রিত রাখিয়াছিল। সেই গোপন চুক্তির জন্য জার্ম্মানীর সহিত যুদ্ধ বাধিবার পরও ঐ সমস্ত দ্রব্যের কম উৎপাদনের জন্য মিত্রপক্ষকে প্রথম অবস্থায় যথেষ্ট অসুবিধা ভোগ করিতে হইয়াছিল। জগতে কুইনাইনের যে মোট যোগান পাওয়া যায় তাহার শতকরা ৯০ ভাগই জাভা হইতে আসিয়া থাকে। কুইনাইন ম্যালেরিয়ার প্রধান প্রতিষেধক। কিন্তু হল্যাণ্ডের ব্যবসায়ীরা জাভাতে একটি কারটেল গঠন করিয়া এই অত্যাবশ্যকীয় জিনিষটি নিয়া বহুদিন হইতে যে লাভের ব্যবসা চালাইতেছে তাহা দুনিয়ার ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত লোকদের পক্ষে খুবই মারাত্মক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। জাভায় সিঙ্কোনা উৎপাদনের উন্নত ব্যবস্থা ও কুইনাইন প্রস্তুতের প্রকৃষ্ট রীতি সব কিছুই তাহারা দুনিয়ার লোকদের নিকট হইতে সযত্নে গোপন রাখিয়া চলিয়াছে। ইচ্ছা করিয়া কুইনাইনের উৎপাদন কম রাখিয়া তাহারা দুনিয়ার হাটে স্বল্পমাত্রায় উহা রপ্তানী করিতেছে। এই ভাবে অহেতুক দুষ্প্রাপ্যতা সৃষ্টি করিয়া চড়া দরের ভিতর দিয়া অপরিমিত লাভের সুবিধা করিয়া লইতেছে। কুইনাইনের অভাবে অনেক দেশে এখনও বিস্তর ম্যালেরিয়াক্রান্ত রোগী বিনা চিকিৎসায় মারা যাইতেছে। কিন্তু 'ডাচ কার্টেলে'র এমনই মহিমা যে, কোন সময়ে জাভায় কুইনাইনের উৎপাদন বেশী হইলে উহার দাম পড়িয়া যাইবে আশঙ্কায় তাহারা তাহার কতকাংশ পোড়াইয়া দিতে পর্য্যন্ত দ্বিধা করিতেছে না। কুইনাইন সম্বন্ধে যাহা বলা হইল ইন্সুলিন ও এটিব্রিন প্রভৃতি বহু মূল্য ঔষধ সম্বন্ধে এমনই ধরণের কারটেল গঠন করিবার এবং নিছক লাভের দিক লক্ষ্য রাখিয়া তাহার উৎপাদন ও বিক্রয় নিয়ন্ত্রণ করিবার যথেষ্ট নজীর আধুনিক দুনিয়ায় দেখা দিয়াছে। যুদ্ধের সময়ে প্রতিকূল অবস্থার সূচনায় এই শ্রেণীর কারটেল বা শিল্পসঙ্ঘের কার্য্যধারা বর্ত্তমানে অনেক পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত রহিয়াছে। যুদ্ধের পরে এই ধরণের প্রতিষ্ঠান যে আবার সগর্ব্বে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। মিঃ পোলক কার্টেলের এই দুর্নীতি বন্ধ করা সম্বন্ধে এখন হইতে সকলকে বিশেষভাবে সজাগ হইতে বলিয়াছেন। তাঁহার এই নির্দ্দেশ সর্ব্বথা বিবেচনার যোগ্য বলিয়াই আমরা মনে করি। দুনিয়ার লোকদের কল্যাণে কোন জিনিষের উৎপাদন বৃদ্ধি ও তাহার মূল্য হ্রাসের জন্য ঐ জিনিষের উৎপাদক ও ব্যবসায়ীরা কোন কার্টেল গঠন করিলে তাহাতে আমাদের আপত্তি করিবার কিছু নাই। কিন্তু জিনিষপত্রের অপ্রাচুর্য্য ঘটাইয়া কার্টেলের মারফতে উহা নিয়া অতিরিক্ত মুনাফাবৃত্তি আমরা চরম ব্যবসায়িক দুর্নীতি বলিয়াই মনে করি। যুদ্ধের পরে নূতন জগৎ সৃষ্টি করিতে গিয়া এই দুর্নীতির পথ চিরতরে বন্ধ করিবার ব্যবস্থা প্রয়োজন।

সাময়িক প্রসঙ্গ

বিষয়-সূচী

বিষয়	পৃষ্ঠা
সাময়িক প্রসঙ্গ	৪৯-৫১
নানাকথা	৫২
দুর্ভিক্ষ কমিশনের রিপোর্ট (২)	৫৩-৫৪
রাজনৈতিক প্রসঙ্গ	৫৫-৫৬
খেয়ালীর খাতা	৫৭-৫৮
আর্থিক দুনিয়ার খবরাখবর	৫৯-৬৪
কোম্পানী প্রসঙ্গ—	৬৫-৬৬
বাজারের হালচাল—	৬৭-৭২

ঘুষ ও দুর্নীতির প্রতিকার

বাঙ্গলার শাসন-ব্যবস্থা সম্পর্কে তদন্তের জন্য স্যার আর্চ্চিবল্ড রোল্যাণ্ডসের সভাপতিত্বে একটি তদন্ত কমিটি বসিয়াছিল। উক্ত কমিটি অন্যান্য বিষয় আলোচনার সঙ্গে তাঁহাদের রিপোর্টে সরকারী অফিসরদের ঘুষ ও দুর্নীতি বন্ধ করা সম্পর্কে কয়েকটি ব্যবস্থা অবলম্বনের নির্দ্দেশ দিয়াছেন। তাঁহারা বলিয়াছেন, যুদ্ধের সময় বেসামরিক প্রয়োজনে মালপত্র ক্রয় ও বণ্টনের যে কার্য্যনীতি গবর্ণমেণ্ট গ্রহণ করিয়াছেন তৎসম্পর্কেই সরকারী অফিসরদের ভিতর ঘুষ ও দুর্নীতির প্রাবল্য দেখা দিয়াছে। মালপত্র ক্রয় ও বিক্রয় সম্পর্কে কতিপয় ব্যবসায়ী নির্ব্বাচন করিয়া তাহাদিগকে সেজন্য সরকারী লাইসেন্স দেওয়া হইতেছে। সরকারী এজেণ্ট হিসাবে

একটী প্রথম শ্রেণীর জাতীয় আর্থিক প্রতিষ্ঠান

আপনার আর্থিক ব্যবস্থা সুনিয়ন্ত্রিত করতে আপনাকে সকল প্রকার সুযোগ-সুবিধায় সাহায্য করবে।

আমাদের কলিকাতা বা অন্যান্য যে কোনও ব্রাঞ্চে লিখিলে বা উপস্থিত হলে বিস্তারিত জানতে পারবেন।

দার্জিলিং ব্যাঙ্ক লিমিটেড

কলিকাতা

টেলি : "রেপবো" কলিকাতা
ফোন : পি কে—২৬৮১

বি, মুখার্জ্জী
ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

কাজ করিবার আগ্রহ নিয়া অনেক অসাধু ব্যবসায়ী ঘুষ দিয়া সেই লাইসেন্স সংগ্রহ করিবার চেষ্টা করিতেছে। যুদ্ধের সময়ে অস্থায়ীভাবে যে সব সরকারী চাকুরীয়া নিয়োগ করা হইয়াছে তাহারা ঘুষ লইয়া অনেকক্ষেত্রে অসাধু ব্যবসায়ীদিগকে কাজকারবারের লাইসেন্স দিতেছে। রোল্যাণ্ডস্ কমিটির মতে এই দুর্নীতি বন্ধ করিবার উপায় হইতেছে :—(১) লাইসেন্স বা পারমিট প্রদান সম্পর্কে নানা দিক দিয়া কড়াকড়ি বিধান বলবৎ করা (২) যে সব সরকারী কর্ম্মচারীর উপর এই শ্রেণীর পারমিট বা লাইসেন্স প্রদানের ভার থাকিবে তাহাদিগকে নিয়োগ করিবার সময়ে সকল দিক দিয়া যথেষ্ট বিচার-বিশ্লেষনের নীতি অনুসরণ করা (৩) এই সব কর্ম্মচারীর কার্য্যধারা সম্পর্কে সর্ব্বদা সতর্ক নজর রাখা (৪) কোন সন্দেহের কারণ দাঁড়াইলে তাহাদের সম্বন্ধে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করা (৫) ঘুষ ও দুর্নীতির দিক দিয়া কোন অফিসর অপরাধী সাব্যস্থ হইলে তাহাকে অবিলম্বে পদচ্যুত করা। ঘুষ ও দুর্নীতি বন্ধ করা সম্পর্কে বর্ত্তমান ফৌজদারী দণ্ডবিধি আইনের (ইণ্ডিয়ান পেনাল কোড) বিধানসমূহ যথোপযুক্ত নহে। সেই গলদ কাটাইয়া উঠিবার জন্য রোল্যাণ্ডস্ কমিটি উক্ত আইনটিকে সমুচিৎ ভাবে সংশোধন করিয়া লওয়ারও নির্দ্দেশ দিয়াছেন। এ বিষয়ে তাঁহাদের প্রস্তাবসমূহ হইতেছে এই :—(১) ইণ্ডিয়ান পেনাল কোডের ১৬১ ও ১৬৫ ধারাকে পরিবর্ত্তিত করিয়া ঘুষ প্রদানের খবর পাইলেই ম্যাজিষ্ট্রেটের অর্ডার ব্যতিরেকেও পুলিশ যাহাতে তৎসম্পর্কে তদন্ত করিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। (২) গ্রেট বৃটেনের ১৯০৬ সালের দুর্নীতি প্রতিরোধক আইনে (প্রিভেনসন অব করাপসন এ্যাক্ট) সরকারী কণ্ট্রাক্ট পাওয়ার তদ্বিরে কোন লোক সরকারী অফিসরকে টাকা বা উপহার দিলে তাহা ঘুষ বলিয়া ধরা হইয়া থাকে। সরকারী অফিসর অন্য কোন কারণে বা উদ্দেশ্যে উহা লওয়া হইয়াছে বলিয়া প্রমাণ না করিতে পারিলে ইহাতে তাহার দণ্ড হইয়া থাকে। গ্রেট বৃটেনের সেই বিধান ভারতীয় ফৌজদারী দণ্ডবিধিতেও অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে। (৪) কোন সরকারী কর্ম্মচারী ও তাহার পরিবার পরিজনদের ধনসম্পদ ও ভূসম্পত্তি হঠাৎ ফাঁপিয়া উঠিতে থাকিলে তাহার কারণ সম্বন্ধে খোঁজখবর লইবার এবং কোন ন্যায্য কারণ না পাওয়া গেলে তজ্জন্য তাহাকে দুর্নীতির জন্য অভিযুক্ত করিবার বিধান ভারতীয় ফৌজদারী দণ্ডবিধিতে সংযোজিত করিতে হইবে।

রোল্যাণ্ডস্ কমিটির এই সব মন্তব্য ও নির্দ্দেশ সম্বন্ধে আমাদের প্রথম কথা এই যে, তাঁহারা যুদ্ধের সময়ে নিযুক্ত অস্থায়ী সরকারী কর্ম্মচারীদের ভিতরই শুধু ঘুষ ও দুর্নীতি দেখা দিয়াছে বলিয়া যে মত প্রকাশ করিয়াছেন আমরা তাহা সত্য বলিয়া মনে করি না। স্থায়ী সিভিলিয়ান ও অন্য উচ্চ সরকারী অফিসরদের ভিতরও এই শ্রেণীর দুর্নীতির প্রাবল্য দেখা গিয়াছে এবং কয়েকটি ক্ষেত্রে তাঁহারা অভিযুক্তও হইয়াছেন। কাজেই দুর্নীতি দমনের সুসঙ্কল্পিত কার্য্যনীতি অবলম্বন করিতে হইলে সেজন্য কেবল অস্থায়ী কর্ম্মচারীদের সম্পর্কেই সতর্ক নজর রাখিলে চলিবে না স্থায়ী উচ্চ সরকারী অফিসরদের সম্পর্কেও সেরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে। ঘুষ ও দুর্নীতি নিবারণের জন্য কমিটি নানা দিক দিয়া ভারতীয় ফৌজদারী দণ্ডবিধি আইন সংশোধনের নির্দ্দেশ দিয়াছেন ইহা খুবই সময়োপযোগী বলিয়াই আমরা মনে করি। এবিষয়ে উপরোক্ত (৪)নং প্রস্তাবে কমিটি যে সুপারিশ প্রদান করিয়াছেন তাহা যথাযথ কার্য্যকরী হইলে এদেশে সরকারী অফিসরদের দুর্নীতি ধরিবার ও তাহাদিগকে সাজা দিবার পথ প্রশস্ত হইবে সন্দেহ নাই। যুদ্ধের সময়ে আজ দেশে বহু সরকারী কর্ম্মচারী রাতারাতি বড় লোক হইয়া উঠিতেছেন। তাহাদের ব্যাঙ্ক ব্যালান্স ক্রমান্বয়ে ফাঁপিয়া উঠিতেছে। এই দুর্ম্মূল্যের বাজারেও অলঙ্কার, ভূসম্পত্তি ও শেয়ার প্রভৃতিতে বিস্তর টাকা ছড়ান তাহাদের পক্ষে কঠিন হইতেছে না। এইভাবে প্রচুর ধনসম্পদের মালিক হওয়া তাহাদের পক্ষে কি করিয়া সম্ভবপর হইল সে বিষয়ে একটা নিরপেক্ষ তদন্তের ব্যবস্থা হওয়া প্রয়োজন। তাহা হইলে চুণোপুঁটি হইতে আরম্ভ করিয়া অনেক রাঘব বোয়ালকে ফৌজদারীতে সোপর্দ্দ করার পথ প্রশস্ত হইবে। সেজন্য অচিরে যদি দণ্ডবিধি আইন সংশোধন করা সম্ভবপর না হয় তবে ডিফেন্স অব ইণ্ডিয়া এ্যাক্ট অনুযায়ীই এই শ্রেণীর ব্যবস্থা অবলম্বনে প্রবৃত্ত হওয়া ভারত গবর্ণমেণ্ট ও বাঙ্গলা সরকারের কর্ত্তব্য।

ভারতে শিল্প প্রগতির ধারা

গত যুদ্ধের পর হইতে বর্ত্তমান যুদ্ধ সুরু হওয়ার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সামাজিক ও অর্থনৈতিক দিক দিয়া ভারতের উন্নতি কি দাঁড়াইয়াছে ভারত সরকারের ইকনমিক ষ্ট্যাটিষ্টিসিয়ান (অর্থনীতি বিষয়ক সংখ্যা তত্ত্ববিদ) মিঃ এস সুব্রহ্মণিয়া একটি পুস্তিকা প্রকাশ করিয়া সম্প্রতি তৎসম্পর্কে আলোচনা করিয়াছেন। এই পুস্তিকায় ভারতের শিল্পোন্নতি সম্পর্কে যে বিবরণ দেওয়া হইয়াছে তাহা বিশেষ-ভাবে প্রণিধানযোগ্য। মিঃ সুব্রহ্মণিয়া বলিয়াছেন, গত যুদ্ধের পর হইতে বর্ত্তমান যুদ্ধের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ভারতে শিল্প ব্যবসায়ে অগ্রগতি সাধিত হওয়ার জন্য বিদেশ হইতে এদেশে শিল্প দ্রব্যের আমদানী ক্রমে ক্রমে কমিয়া আসিয়াছে। ১৯৪০-৪১ সালে ভারতবর্ষে (ব্রহ্মদেশ সহ) বিদেশ হইতে যে জিনিষপত্র আমদানী হইয়াছিল তাহার মধ্যে শতকরা ৮৪ ভাগই ছিল তৈয়ারী মাল। ১৯৩৬-৩৭ সালে তৈয়ারী মালের আমদানী হ্রাস পাইয়া শতকরা ৭৫ ভাগ দাঁড়াইয়াছে। পূর্ব্বে বিদেশ হইতে ভারতে প্রভূত পরিমাণ বস্ত্র, লোহা ও ইস্পাত আসিত। দেশে ঐ সমস্ত তৈয়ারের কলকারখানার সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় এক্ষণে তাহা খুব কম পরিমাণে আমদানী হইতেছে। চিনি, সাবান ও দিয়াশলাই প্রভৃতির আমদানী এক্ষণে একেবারে বন্ধ হইয়া গিয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি করা হয় না। ১৯২০-২১ সালে আমদানীকৃত জিনিষ পত্রের ভিতর শিল্পোপযোগী কাঁচামালের পরিমাণ ছিল মাত্র শতকরা ৫ ভাগ। ১৯৩৬-৩৭ সালে তাহার পরিমাণ বাড়িয়া শতকরা ১৬ ভাগ দাঁড়াইয়াছে। গত যুদ্ধের সুরু হইতে বর্ত্তমান যুদ্ধের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত শিল্প ব্যবসায়ের দিক দিয়া ভারতের লোকদের কর্ম্মতৎপরতা যে কিরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে মিঃ সুব্রহ্মণিয়ার মতে ইহা তাহারই পরিচায়ক। তবে তিনি বলিয়াছেন যে, শিল্পোন্নতির জন্য ঐ সময়ে ভারত হইতে কাঁচামালের রপ্তানী কমে নাই। কাঁচামালের বদলে বিদেশে ভারতের তৈয়ারী শিল্প দ্রবে র রপ্তানীও প্রসারিত হয় নাই। গত ১৯২০-২১ সালে ভারত হইতে বাহিরে যে সব মালপত্র রপ্তানী হইয়াছিল কাঁচামালই ছিল তাহার মধ্যে শতকরা ৪৫ ভাগ। ১৯৩৬-৩৭ সালে সেই পরিমাণ বাড়িয়া শতকরা ৫৩ ভাগ দাঁড়াইয়াছে। অপরদিকে ভারত হইতে তৈয়ারী মাল রপ্তানীর পরিমাণ উপরোক্ত সময়ে শতকরা ৩৬ ভাগ হইতে কমিয়া শতকরা ২৬ ভাগে পরিণত হইয়াছে। মিঃ সুব্রহ্মণিয়া মন্তব্য করিয়াছেন তুলা ও চটের দর হ্রাস পাওয়াতেই মূল্যের দিক দিয়া তৈয়ারী মালের রপ্তানীর মোট পরিমাণ এইভাবে কমিয়া আসিয়াছে।

মিঃ সুব্রহ্মণিয়া যে ভাবেই অবস্থার গতি বিশ্লেষণ করুন না কেন তিনি যে সংখ্যা বিবরণ উপস্থিত করিয়াছেন তাহা দৃষ্টে গত যুদ্ধের পর হইতে বর্ত্তমান যুদ্ধের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ভারতে শিল্প ব্যবসায়ের তেমন কোন অগ্রগতির পরিচয় পাওয়া যায় না। বস্ত্র, লোহা, ইস্পাত ও চিনি উৎপাদনের জন্য উপরোক্ত সময়ে দেশে কতকগুলি কলকারখানা গড়িয়া উঠিয়াছে। আর সেই কলকারখানাসমূহ তাহাদের উৎপাদন দ্বারা ঐসব দিক দিয়া দেশের চাহিদা কতকাংশ মিটাইতে সমর্থ হইয়াছে সত্য, কিন্তু এই কয়েকটি শিল্প ছাড়া অন্য কোন ক্ষেত্রে দেশের কোন উল্লেখযোগ্য ক্রমোন্নতি তেমন কিছুই লক্ষিত হইতেছে না বলা চলে। মিঃ সুব্রহ্মণিয়া অবশ্য সাবান ও দিয়াশলাই শিল্পের কথাও সগর্ব্বে প্রচার করিয়াছেন। কিন্তু বাহির হইতে ভারতে এই দুইটি জিনিষের আমদানী হ্রাস পাইলেও এদেশে সাবান ও দিয়াশলাই তৈয়ারের প্রধান কারখানাসমূহ যে বিদেশীদেরই সম্পত্তি এবং তাহারাই যে উহাদের বেশীর ভাগ মুনাফা আত্মসাৎ করিতেছে ইহা কাহারও অজ্ঞাত নহে। বিদেশীদের কর্ত্তৃত্ব হইতে সাবান ও দিয়াশলাই শিল্প সম্পূর্ণভাবে ভারতীয়দের হাতে না আসা পর্য্যন্ত নিছক উহাদের আমদানী হ্রাস পাইয়াছে বলিয়াই এই সব শিল্পে দেশীয়দের অগ্রগতি ঘটিয়াছে বলিয়া আমরা ধরিয়া নিতে পারি না। বিদেশের হাটে শিল্প দ্রব্যের রপ্তানী বৃদ্ধি করিয়া জগতের অনেক দেশ তাহাদের জাতীয় সমৃদ্ধি গড়িয়া তুলিতেছে। বিদেশের হাটে প্রচুর পরিমাণে শিল্প দ্রব্য রপ্তানী করা দূরের কথা, ভারতবর্ষের লোকেরা অত্যাবশ্যকীয় শিল্প দ্রব্যের দিক দিয়া নিজেদের প্রয়োজন পর্য্যন্ত মিটাইতে পারিতেছে না। ইহা উন্নতির পরিচায়ক নহে শোচনীয় অবনতিরই পরিচায়ক।

ভারতীয় রেলওয়ের কৃতিত্ব

ইউরোপীয় রণাঙ্গনে মিত্রপক্ষের যে জয় হইয়াছে তাহার মূলে ভারতীয় রেলওয়ের দান সামান্য নহে। কলিকাতার শেতাঙ্গ সমাজের মুখপত্র 'ক্যাপিটেল' গত ১৭ই মে তারিখের সংখ্যায় তাহা ভালভাবে প্রমাণ করিয়াছেন। তাঁহারা বলিয়াছেন, ভারতীয় রেল বিভাগ যুদ্ধের সুরু হইতে এদেশ হইতে বাহিরে কোটি কোটি টাকার রেলের সরঞ্জাম প্রেরণ করিয়াছেন। মধ্যপ্রাচ্যেই মিত্রপক্ষের যুদ্ধজয়ের প্রধান সূচনা হয়। সেই মধ্যপ্রাচ্যে সৈন্য ও রসদ চলাচলের জন্য প্রয়োজনীয় রেলপথ নির্ম্মাণ ও পরিচালনার ব্যাপারে ভারতীয় রেলবিভাগ বিশেষ ভাবে সহায়তা করিয়াছেন। এদেশ হইতে রেল লাইন তুলিয়া লইয়া ঐ সব স্থানে নিয়া তাহা বসানো হইয়াছে। ভারত হইতে রেলগাড়ী, ইঞ্জিন ও অন্য সাজ সরঞ্জাম ও উপকরণ বিপুলভাবে রপ্তানী করা হইয়াছে। এইভাবে যানবাহনের সুব্যবস্থা হওয়াতেই মধ্যপ্রাচ্য হইতে শত্রুপক্ষীকে এক গজ হটাইয়া দিয়া ক্রমে ক্রমে ইউরোপে বিজয় অভিযান চালানো মিত্রপক্ষের পক্ষে সহজসাধ্য হইয়াছে। ভারতীয় রেলওয়ের সহায়তায় যুদ্ধের সময় পারস্যের ভিতর দিয়া যানবাহন চলাচলের পথ প্রশস্ত করা হইয়াছে। সেই পথ দিয়া রাশিয়ার জন্য সমর সরঞ্জাম ও অন্যান্য শ্রেণীর উপকরণ প্রেরণ করিয়া ঐ দেশকে যুদ্ধ পরিচালনার কার্য্যে প্রয়োজনীয় উৎসাহ ও সাহায্য দেওয়া সম্ভবপর হইয়াছে।

একটী অনুন্নত ও পরাধীন দেশেব রেল বিভাগের পক্ষে এ সমস্ত খুবই কৃতিত্বের কথা সন্দেহ নাই। কিন্তু এই কৃতিত্বের মূলে ভারত সম্পর্কে এদেশের রেল কর্ত্তৃপক্ষের অবিবেচনা ও দায়ীত্বহীনতা কি পরিমাণে নিহিত রহিয়াছে তাহা 'ক্যাপিটেল' পত্র পরিমাণ করিয়াছেন কি? ভারতে রেলপথের পরিসর এই বিরাট দেশের পক্ষে অনুপযুক্ত। রেলগাড়ী ও রেলের ইঞ্জিনের সংখ্যাও নিতান্ত কম। যুদ্ধের সময়ে ভারতে সৈন্য ও সমর সম্ভার চলাচলের পরিমাণ বাড়িয়াছে। বিভিন্ন অঞ্চলের বর্দ্ধিত চাহিদা অনুযায়ী এক স্থান হইতে অন্য স্থানে অত্যাবশ্যক জিনিষপত্র প্রেরণের আবশ্যকতা বড় হইয়া দেখা দিয়া দিয়াছে। এই অবস্থায় সামরিক ও বেসামরিক প্রয়োজন যথাযথ ভাবে মিটাইবার জন্য যুদ্ধের সময়ে নানাবিক দিয়া ভারতীয় রেলওয়ের সম্প্রসারণই বড় কর্ত্তব্য ছিল। কিন্তু রেল বিভাগ তাহা না করিয়া এই দুঃসময় এদেশ হইতে রেলপথ, রেল গাড়ী ও ইঞ্জিন

প্রভৃতি কতকাংশে মধ্যপ্রাচ্যে চালান দেওয়ার ব্যবস্থা করিয়াছিল। এই কার্য্যনীতির ফলে ভারতীয় রেলওয়ের পক্ষে এদেশের যুদ্ধকালীন প্রয়োজন মিটানো মোটেই সম্ভবপর হইতেছে না। বেসামরিক যাত্রী ও বেসামরিক মাল চলাচলের কাজ নিদারুণভাবে সঙ্কোচ করিয়া বর্ত্তমানে মুখ্যতঃ শুধু সৈন্য ও সমর সম্ভার চলাচলেই রেলওয়ের কাজ সীমাবদ্ধ করা হইয়াছে। ফলে দেশে বেসামরিক জনসাধারণের অভাব ও অসুবিধা আজ নিতান্ত মারাত্মক হইয়া দেখা দিয়াছে। এই সভ্য জগতে বাস করিয়াও লোকে তাহাদের ইচ্ছা ও প্রয়োজন অনুযায়ী এক স্থান হইতে অন্য স্থানে যাতায়াত করিতে পারিতেছে না। বিভিন্ন অঞ্চলের প্রয়োজনে উৎপাদন কেন্দ্র হইতে চাউল, কয়লা ও বস্ত্র প্রভৃতি সরবরাহ করা নিতান্ত কঠিন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। দেশেব প্রয়োজন সম্পর্কে ভারত সরকার ও রেল বিভাগের উপেক্ষা ও উদাসীনতাই যে এই দুঃখদুর্দ্দশার মুল কারণ তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। সে সব কথা বিচার না করিয়া ইউরোপের যুদ্ধ জয়ে ভারতীয় রেলওয়ের বিপুল সহায়তার জন্য 'ক্যাপিটেল' পত্র রেল বিভাগকে অভিনন্দিত করিতে পারেন, কিন্তু ভারতের বেসামরিক প্রয়োজন উপেক্ষা করিয়া নির্ব্বিচারে ভারত হইতে মধ্যপ্রাচ্যে ও অন্যান্য স্থানে রেল লাইন, রেলগাড়ী ও রেলের ইঞ্জিন প্রভৃতি প্রেরণের এই নীতি এদেশের জনসাধারণ সমর্থনের দৃষ্টিতে দেখিতে পারিবে না। তাহা ছাড়া মধ্যপ্রাচ্যের বৃটিশ সাম্রাজ্য রক্ষার জন্য ইংলণ্ড হইতে ঐ সব অঞ্চলে রেল লাইন ও রেলের সরঞ্জাম চালান না দিয়া সেজন্য ভারত হইতে তাহা কেন সরবরাহ করা হইল সে প্রশ্নও তাহারা অবশ্যই করিবে। সামরিক প্রয়োজন ও বেসামরিক প্রযোজন কোনটিকে উপেক্ষা না করিয়া যুদ্ধের সময় এ দুইয়ের ভিতর যথাসম্ভব সামঞ্জস্য রাখিয়া চলাই রেলকর্ত্তৃপক্ষের নীতি হওয়া উচিত। ভারতীয় রেল কর্ত্তৃপক্ষ যে সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে পারেন নাই ইহাতে তাঁহাদের অযোগ্যতা ও অসাফল্যই সূচিত হইয়াছে।

দেশীয় শিল্পকারখানার দুর্দ্দিন

ইংলণ্ড হইতে বিভিন্ন জিনিষপত্র আমদানী সম্পর্কে হায়দরী মিশন যে সুব্যবস্থা করিয়া আসিয়াছেন তার তীয় শিল্পের উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টির ভিতর দিয়া তাহার অবশ্যম্ভাবী কুফল ইতিমধ্যেই লক্ষ্য করা যাইতেছে। সামরিক প্রয়োজনে ভারত গবর্ণমেণ্ট গত কয় বৎসর যাবৎ দেশীয় সাবান শিল্পকে কিছু কিছু উৎসাহ দিয়া আসিয়াছিলেন। নারিকেল তৈল ও অন্য কতিপয় ধরণের কাঁচামাল সরকারীভাবে নিয়ন্ত্রিত হইলেও অর্ডার যোগাইবার জন্য দেশীয় সাবান শিল্পকে ঐ সব উপাদান সরবরাহ করা হইতেছিল। ইংলণ্ড হইতে সাবান পাওয়ার সুব্যবস্থা হওয়ায় গবর্ণমেণ্ট বর্ত্তমানে দেশীয় সাবান কারখানাগুলিতে ঐ জিনিষের জন্য অর্ডার দেওয়ার রীতি বন্ধ করিয়াছেন। ঐ সঙ্গে পূর্ব্বের অনুপাতে নারিকেল তৈল ও অন্য কাঁচামাল সরবরাহের কাজও বন্ধ হইয়াছে। রেল যোগে তৈয়ারী মাল প্রেরণ সম্পর্কে সাবান কারখানা সমূহ যে প্রাইওরিটি পাইতেছিল এক্ষণে তাহা হইতেও উহাদিগকে বঞ্চিত করা হইয়াছে। বেসামরিক প্রয়োজনে সাবান তৈয়ারের জন্য কারখানা সমূহকে সামান্য পরিমাণে যে নারিকেল তৈল ও অন্য উপাদান সরবরাহ করা হইতেছিল তাহা অবশ্য ঐ সব শ্রেণীর কারখানা রীতিমতই পাইবে। কিন্তু ঐ ধরণের সরবরাহ দ্বারা সাবান কারখানা সমূহের কাজ ভালভাবে চলিবার আশা নাই। মোট উৎপাদন ক্ষমতার শতকরা ২৫ ভাগই শুধু উহা দ্বারা চালু রাখিবার সুবিধা হইবে। কাজেই সামরিক অর্ডার বন্ধ হওয়ার অবশ্যম্ভাবী ফল হিসাবে দেশীয় সাবান কারখানাসমূহ অনেক পরিমাণে অচল হইয়া পড়িবে। এই শ্রেণীর প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত বহু লোকের কাজ যাইবে। কেবল সাবান কারখানা সমূহই নহে দেশে প্রেসার ল্যাম্প ও উইক্‌লেস পাম্প ষ্টোভ প্রস্তুতের জন্য যেসব কারখানা পরিচালিত হইতেছিল সামরিক অর্ডার যোগাইবার কাজ হইতে গবর্ণমেণ্ট তাহাদিগকেও আকস্মিকভাবে রেহাই দিয়াছেন। সামরিক অর্ডার বন্ধ হওয়ার সঙ্গে ঐ শ্রেণীর কারখানার জন্য পিতল সরবরাহের কাজও বন্ধ হইয়াছে। দেশে পিতলের যোগান গবর্ণমেণ্ট এখনও নিজেরাই নিয়ন্ত্রণ করিতেছেন। সামরিক অর্ডার বন্ধ হওয়ার ফলে সেই পিতল সংগ্রহ করা আজ কারখানা সমূহের পক্ষে নিতান্ত কঠিন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ফলে প্রেসার পাম্প ও উইকলেস ষ্টোভ তৈয়ারের প্রতিষ্ঠানগুলি আজ অচল হইবার উপক্রম হইয়াছে। কারখানাসমূহের এই বিপদে দেশীয় শিল্প ব্যবসায়ের ভবিষ্যৎ দুর্দ্দিনই সূচিত করিতেছে। এদেশের শিল্পোন্নতির জন্য ভবিষ্যতে অনেক কিছু সুব্যবস্থা করিবার ভরসা দিয়া গবর্ণমেণ্ট কার্য্যতঃ যেভাবে দেশায় শিল্প কারখানসমূহকে বিপদের মুখে ঠেলিয়া দিতেছেন তাহা কোন দিক দিয়াই আমরা তাহাদের শুভ বুদ্ধি ও সুবিবেচনার পরিচায়ক বলিয়া মনে করিতে পারি না। সামরিক বিভাগের প্রয়োজনীয় যেসব জিনিষ এদেশের শিল্প কারখানাসমূহ হইতে পাওয়া সম্ভবপর এদেশে বিলাতী মালের কাটতি বাড়াইবার ফিকিরে তাহা ইংলণ্ড হইতে সংগ্রহ করা সমর্থনযোগ্য নহে। অন্নবস্ত্রের মত নিত্য ব্যবহার্য্য-দ্রব্য সম্পর্কে সামরিক অর্ডারের চাপ এই ভাবে শিথিল করা হইলে তাহাতে অবশ্য আমাদের আপত্তি নাই। কিন্তু বিলাস উপকরণের ব্যাপারে এই নীতি কার্য্যকরী হওয়া দেশের পক্ষে খুবই ক্ষতিকর হইবার আশঙ্কা আছে। একথা সত্য যে, সামরিক অর্ডার দিয়া শিল্প কারখানাকে কর্ম্মব্যস্ত ও সচঞ্চল রাখা বরাবরের জন্য সম্ভবপর নহে। দুই দিন আগে বা পরে এই শ্রেণীর অর্ডার বন্ধ করিয়া দিতেই হইবে। কিন্তু তাই বলিয়া যুদ্ধ চলিতে থাকার সময়ে বিদেশী জিনিষ চালাইবার ফিকিরে এই নীতি অনুসৃত হওয়া খুবই অনুচিৎ। তাহা ছাড়া আমাদের কথা হইতেছে এই যে, যুদ্ধের সমাপ্তি আশা করিয়া যদি কারখানাসমূহে সামরিক অর্ডার দেওয়ার রীতি বন্ধ করিতেই হয় তবে নিতান্ত অকস্মাৎভাবে সে কার্য্যনীতি অবলম্বন না করিয়া ক্রমে ক্রমে অর্ডারের পরিমাণ হ্রাস করাই সঙ্গত। সামরিক অর্ডার কমিয়া আসার সঙ্গে বেসামরিক প্রয়োজনে দ্রব্য সামগ্রী উৎপাদনের পক্ষে কারখানা সমূহকে যাহাতে বেগ না পাইতে হয় সেজন্য রীতিমতভাবে উপযোগী কাঁচামাল সরবরাহেরও একটা সুব্যবস্থা দরকার। যুদ্ধের পরে শিল্প ব্যবসায়ের উন্নতি যথাসম্ভব বজায় রাখিবার জন্য অন্যান্য দেশের গবর্ণমেণ্ট আজ ঐভাবেই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেছেন। সকল দিক দিয়া সে বিবেচনা-সম্মত নীতি অনুসরণ করা ভারত সরকারেরও একান্ত কর্ত্তব্য।

মহাযুদ্ধের গতি

আলোচ্য সপ্তাহে ইউরোপীয় রণাঙ্গনে স্বভাবতঃই বিশেষ কোন কর্ম্মব্যস্ততা প্রকাশ পায় নাই; অপর দিকে এসিয়া রণাঙ্গনে যুদ্ধ ক্রমেই তীব্রতর পর্য্যায়ে উঠিতেছে।

সরকারীভাবে সমগ্র জার্ম্মানবাহিনী বিনাসর্ত্তে মিত্রপক্ষের নিকট আত্মসমর্পণ করিলেও ফিল্ড মার্শাল গোয়ারনারের অধীনস্থ জার্ম্মানবাহিনী তীব্রতার সঙ্গে চেকোশ্লোভাকিয়ায় বাধা দিতেছিল কিন্তু অবশেষে সেখানে তাহাদের পরাজয় স্বীকার করিতে হয় এবং জার্ম্মান তাঁবেদার প্রেসিডেণ্ট ও অন্যান্য নেতার পতন হয়। যুগোশ্লাভবাহিনী ত্রিয়েস্তের অধিকাংশ অঞ্চল শত্রুকবলমুক্ত করিয়াছে —এই দাবী করিয়া মার্শাল তিতো ত্রিয়েস্তের দখল ছাড়িতেছেন না।

মিত্রপক্ষীয় সামরিক কর্ত্তৃপক্ষের আদেশক্রমে নাজী দল ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইয়াছে। যুদ্ধোত্তর ইউরোপে প্রয়োজনানুযায়ী ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য শীঘ্রই নাকি চার্চ্চিল-ষ্ট্যালিন-ট্রুম্যান সাক্ষাৎকার ঘটিবে।

ব্রহ্ম রণাঙ্গনের এক সংবাদে প্রকাশ, চতুর্দ্দশ আর্ম্মির অগ্রগতি প্রোমের দক্ষিণ দিকে অব্যাহত আছে। পশ্চাদপসরণরত জাপবাহিনী মৌলমিনে পৌঁছিবার ব্যর্থ প্রয়াস করিতেছে এবং পশ্চাদপসরণের এই রাস্তা অক্ষত রাখিবার জন্য জাপবাহিনী আপ্রাণ চেষ্টা করিতেছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। টঙ্গু অঞ্চলে জাপ-প্রতিরোধ ক্ষীয়মাণ।

চীন রণাঙ্গনে আলোচ্য সপ্তাহে চীনের তথা মিত্রপক্ষের অনুকূল অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে এবং হইতেছে। পশ্চিম হুনান প্রদেশে চীনবাহিনী কর্ত্তৃক জাপ-আক্রমণ প্রতিহত হওয়ার খবর আসিয়াছে। কুরাইল দ্বীপস্থ জাপানী নৌঘাঁটীর উপর মার্কিন বিমানবহর প্রচণ্ড আক্রমণ করিয়াছে। ফরমোসার বিপরীত দিকে অবস্থিত ফুকিয়েন-এর অন্তর্গত বিশিষ্ট নৌঘাঁটি ও বন্দর ফুচৌ চীনবাহিনী কর্ত্তৃক অধিকৃত হইয়াছে।

প্রশান্ত মহাসাগরীয় রণাঙ্গণে ওকিনাওয়ায় এবং মিন্ডাওয়ে প্রচণ্ড যুদ্ধ চলিতেছে। ওকিনাওয়ায় মার্কিন ও জাপ বাহিনীর সর্ব্বশুদ্ধ প্রায় এক লক্ষ সৈন্য তীব্র হাতাহাতি যুদ্ধ করিতেছে বলিয়া সর্ব্বশেষ সংবাদে প্রকাশ। নিউ ইয়র্ক রেডিও ঘোষণা করিয়াছে যে, মার্কিণ সৈন্যদল ওকিনাওয়ার প্রধান সহর নাহা দখল করিয়াছে; এই সহর টোকিও হইতে মাত্র ৪০০ মাইল দূর।

প্রায় নয়শত সুপারফোর্টস শ্রেণীর বিমান খাস জাপানে গত ১৩ই মে সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত বোমা বর্ষণ করিয়াছে। ইহার পূর্ব্বে খাস জাপানে এত প্রচণ্ড বিমানাক্রমণ আর হয় নাই। সিঙ্গাপুর হইতে জাপান পর্য্যন্ত সুপারফোর্টস বিমানবহর মাইন স্থাপন করিতেছে। শীঘ্রই যে জাপানের বিরুদ্ধে চরম ও তীব্র আক্রমণ সুরু হইবে এই সব আয়োজন হইতে তাহাই অনুমিত হয়। কিন্তু মার্কিণ প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যান তাঁহার বিজয় বার্ত্তায় বলিয়াছেন যে, জাপান যদি বিনাসর্ত্তে আত্মসমর্পণ করে তবে ইহার অর্থ হইবে না যে জাপানকে মিত্রপক্ষ ধ্বংসস্তূপে পরিণত করিবেন। প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যানের এই ভরসার বাণী শুনিয়া মনে হয় জাপানের পক্ষে মিত্রপক্ষের সহিত সন্ধি করিবার দ্বার এখনো উন্মুক্ত আছে।

সর্ব্বশেষে প্রাপ্ত সংবাদে প্রকাশ, জাপান বৃটেন ও যুক্তরাষ্ট্রের নিকট সান ফ্রান্সিসকোতে এক শান্তিপ্রস্তাব পাঠাইয়াছে; কিন্তু মিত্রশক্তিত্রয় উক্ত প্রস্তাব বিনাসর্ত্তে আত্মসমর্পণমূলক না হওয়ায় প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন।

১৯-৫-৪৫

দি চাঁদপুর
মডেল ব্যাঙ্ক
লিমিটেড
স্থাপিত—১৯২৬
৫৭নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা
রেজিঃ অফিস—চাঁদপুর (ত্রিপুরা)
শাখাসমূহ—
পুরানবাজার, দামোদিয়া, নারায়ণগঞ্জ, লৌহজঙ্গ, পালং, ঢাকা, ফিরোজপুর, কামারখালি, এণ্টালি মার্কেট, দক্ষিণ কলিকাতা, বোয়ালমারি, ইছাপুর।
ম্যানেজিং ডিরেক্টর—এস, আর, দাশ।

নানা কথা

যুদ্ধের জন্য খাদ্যদ্রব্য, পরিচ্ছদ ইত্যাদি অপরিহার্য্য ও নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রীর দুর্ম্মূল্যতার জন্য যাঁহারা এতদিন হা হতোস্মি করিতেছিলেন, ইউরোপে যুদ্ধ পরিসমাপ্তির ফলে এবং ব্রহ্মদেশ জাপানের হাত হইতে মুক্ত হওয়ায় তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই অদূর ভবিষ্যতে খাদ্যদ্রব্য ও পরিচ্ছদের মূল্য হ্রাস পাইবে আশা করিয়া একটু সান্ত্বনা লাভ করিতেছেন। কিন্তু উঁহাদের আশা কতদূর ফলবতী হইবে, তাহা সন্দেহের বিষয়। বর্ত্তমান যুদ্ধে জাপানের বস্ত্রশিল্প ধ্বংস হইয়াছে এবং এক্ষণে আমেরিকার যুক্তরাজ্য, ইংলণ্ড, ভারতবর্ষ এবং দক্ষিণ আমেরিকা এই ৪টী স্থানেই বস্ত্র প্রস্তুত হইতেছে। এই ৪টী অঞ্চলে বর্ত্তমানে বৎসরে ২১ শত কোটী গজ বস্ত্র প্রস্তুত হয়। উহার মধ্যে জনসাধারণের প্রয়োজনে বৎসরে ১৫ শত কোটী গজ এবং সামরিক প্রয়োজনে ৪ শত কোটী গজ কাপড় ব্যবহার হইয়া থাকে এবং বাকী মাত্র ২ শত কোটী গজ বাহিরে রপ্তানী হয়। সমগ্র জগতের প্রয়োজনের তুলনায় উহা অতি নগণ্য। বস্ত্রশিল্পের প্রয়োজনীয় কলকব্জার অভাবহেতু জগতে বস্ত্রের উৎপাদন যে অদূর ভবিষ্যতে খুব বৃদ্ধি পাইবে, তাহারও আশা কম। এরূপ অবস্থায় আগামী কয়েক বৎসর পর্য্যন্ত সমগ্র জগতে বস্ত্রের দুর্ভিক্ষ বর্ত্তমান থাকিবে। ভারতবর্ষের পক্ষে আরও চিন্তার কথা এই যে, এদেশে উৎপন্ন বস্ত্রের একটা মোটা অংশ ইউরোপের বিধ্বস্ত দেশসমূহের এবং জাপানের কবল হইতে মুক্ত বিভিন্ন দেশের জনসাধারণের ব্যবহারার্থ ঐ সব দেশে রপ্তানী হইবে। কাজেই অদূর ভবিষ্যতে ভারতে বস্ত্রের স্বচ্ছলতা হইবে সেরূপ আশা খুবই কম। খাদ্যের ব্যাপারেও এই একই সমস্যা বর্ত্তমান। যুদ্ধের পূর্ব্বে ব্রহ্মদেশের চা'ল বাঙ্গলার অভাব মিটাইত। এক্ষণে ব্রহ্মদেশ জাপানের কবলমুক্ত হইয়াছে বটে, কিন্তু ঐ দেশে রপ্তানীযোগ্য যে স্বল্প পরিমাণ চা'ল পাওয়া যাইতেছে, সামরিক কর্ত্তৃপক্ষ তাহা ক্রয় করিয়া লইয়া ইউরোপের বিধ্বস্ত দেশসমূহে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিতেছেন। কাজেই অন্নবস্ত্রের ব্যাপারে এদেশের অবস্থা 'যে তিমিরে সেই তিমিরেই' থাকিয়া যাইবে বলিয়া মনে হইতেছে।

* * *

দিল্লীর সংবাদে প্রকাশ যে, কাপড়ের অভাব, উহার বিক্রয় সম্বন্ধে বিলি-ব্যবস্থার গলদ এবং মুনাফালোভী ও চোরাবাজারের ব্যবসায়ীদের প্রাদুর্ভাব দেখিয়া ভারত সরকার দেশের সর্ব্বত্র রেশন প্রথায় কাপড় বিলির জন্য প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টসমূহের উপর নির্দ্দেশ দিয়াছেন। প্রথমতঃ সহর অঞ্চলে খাদ্যদ্রব্যের জন্য যাহাদের নিকট রেশন কার্ড দেওয়া হইয়াছে, তাহাদিগকে প্রতি রেশন কার্ডের উপর নির্দ্দিষ্ট হারে কাপড় দেওয়া হইবে। বর্ত্তমানে কাপড়ের কলগুলিতে কিছু বেশী পরিমাণে কাপড় তৈয়ার হইতেছে এবং ইংলণ্ড ও আমেরিকা হইতে কাপড় আমদানীর ব্যবস্থা হইতেছে। উহা দেখিয়া ভারত সরকার নাকি প্রত্যেক প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টকে প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন যে, উঁহারা প্রত্যেক প্রদেশের মাথাপিছু বরাদ্দ অনুযায়ী যে কাপড় প্রয়োজন তাহা সরবরাহ করিবার ব্যবস্থা করিবেন। এই ব্যবস্থা নাকি আগামী তিন মাসের মধ্যেই সম্পূর্ণ হইবে। কাপড়ের অভাবে যাঁহারা এক প্রকার উলঙ্গ অবস্থায় দিন কাটাইতেছেন, তাঁহারা মাথাপিছু বৎসরে ১০ গজ কাপড়ের জন্য আরও তিন মাস কাল ধৈর্য্য অবলম্বন করুন!

* * *

কাণপুরের নিউ ভিক্টোরিয়া মিলের ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ জে কে শ্রীবাস্তব ভারতীয় বস্ত্রশিল্পের উন্নতির একটী প্রধান অন্তরায়ের সম্বন্ধে দেশবাসীর দৃষ্টি আকৃষ্ট করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, আমেরিকার যুক্তরাজ্যে যত বস্ত্র উৎপন্ন হয়, তাহা ৫০টী মাত্র ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের মারফতে বিক্রয় হইয়া থাকে। ইংলণ্ডে যত বস্ত্র উৎপন্ন হয়, তাহা ১২ শত ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের মারফতে বিক্রয় হয়। কিন্তু ভারতে যে বস্ত্র উৎপন্ন হয়, তাহা বিক্রয়ের জন্য ২০ লক্ষেরও অধিক ব্যবসায়ী নিযুক্ত রহিয়াছে। ভারতে এত অধিক সংখ্যক বস্ত্র ব্যবসায়ী থাকাতে মিলসমূহ ব্যবসায়ীদের নিকট হইতে এক এক ধরণের সামান্য পরিমাণ বস্ত্রের অর্ডার পাইয়া থাকে —ফলে কোন কলের পক্ষে অটোমেটিক যন্ত্রপাতি সহায়ে দীর্ঘকাল ধরিয়া একটানা একই প্রকার বস্ত্র প্রস্তুত করা সম্ভব হয় না। উহাতে কলসমূহের বস্ত্র প্রস্তুতের পড়তা বেশী পড়ে। অধিকন্তু বস্ত্র উৎপাদক এবং বস্ত্র ব্যবহারকারীর মধ্যে বহুসংখ্যক ব্যবসায়ী থাকার দরুণ লাভের একটা মোটা অংশ মধ্য-ব্যবসায়িগণ হস্তগত করে। মিঃ শ্রীবাস্তব বলেন যে, ভারতে মিলজাত বস্ত্র বিক্রয়ের জন্য সিমেণ্ট মার্কেটিং বোর্ডের অনুকরণে যদি একটি বোর্ড গঠিত হয়, তাহা হইলে এই সমস্যার অনেক মীমাংসা হইতে পারে। তাঁহার এই প্রস্তাব যে যুক্তিসঙ্গত, তাহাতে সন্দেহ নাই। বাঙ্গলা দেশে স্বাভাবিক সময়ে প্রত্যেক বৎসর বাঙ্গলায় উৎপন্ন এবং বাহির হইতে আমদানী বস্ত্র লইয়া কম পক্ষে ৫০ কোটী টাকা মূল্যের বস্ত্র বিক্রয় হইয়া থাকে। এই ব্যবসায়ে মধ্য-ব্যবসায়িগণ বৎসরে অন্ততঃ ১০ কোটী টাকা লাভ করিয়া থাকে এবং উহার প্রায় ষোল আনা বাঙ্গলার বাহিরের লোকের হস্তগত হয়। এই ব্যবসা প্রধানতঃ ব্যক্তিগত মূলধনে ব্যক্তিগত সম্পত্তি হিসাবে পরিচালিত হইয়া থাকে। উক্ত ব্যবসা হস্তগত করিবার জন্য বাঙ্গলায় ৫।৭টী বৃহদাকার যৌথ কোম্পানী স্থাপিত হইয়া উহা সাফল্যের সহিত পরিচালিত হইতে পারে। কিন্তু এদিকে বাঙ্গালী ব্যবসায়ী এবং পুঁজিপতিগণের কোন দৃষ্টি পড়িতেছে না।

* * *

আমেরিকার ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডাঃ জেরোম ডেভিস কিছুদিন পূর্ব্বে যখন ভারতবর্ষে আসেন, সেই সময়ে ভারতবর্ষের অবস্থা সম্বন্ধে মিঃ জি ডি বিড়লা তাঁহার নিকট নিম্নলিখিত বিবৃতি দেন —"ভারতবাসীর দারিদ্র্য একটী প্রবাদ বাক্যে পরিণত হইয়াছে। ভারতীয় জনসাধারণ না পায় আহারের জন্য উপযুক্ত খাদ্য, না পায় পরিধানের জন্য প্রয়োজনানুরূপ পরিচ্ছদ এবং না পায় বাসের জন্য উপযুক্ত বাসগৃহ। উহারা অর্দ্ধাশনে এবং অর্দ্ধ উলঙ্গ অবস্থায় প্রায় কুকুর বিড়ালের মত জীবন কাটায়। শিক্ষার ক্ষেত্রে উহারা অত্যধিক পশ্চাদপদ। জনসাধারণের স্বাস্থ্য অতি শোচনীয় এবং উহাদের মধ্যে মৃত্যুর হার অত্যধিক। এদেশে যত শিশু জন্মে, তাহার প্রতি এক হাজারের মধ্যে ১৬৭ জন এক বৎসর বয়স পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ভারতবাসীর মাথাপিছু গড়পড়তা আয় বৎসরে ৬৫ টাকা মাত্র। একজন ইংরাজ বৎসরে গড়ে একমাত্র সিগারেটের জন্য যত টাকা খরচ করে, ভারতবাসীর গড়পড়তা আয় তাহা অপেক্ষা বেশী নহে।" অধ্যাপক ডেভিস সম্প্রতি নিউইয়র্কে একটী বক্তৃতায় মিঃ বিড়লার এই মন্তব্য আমেরিকার জনসাধারণের কাছে প্রকাশ করিয়াছেন। মিঃ বিড়লার এই উক্তি যে মর্ম্মান্তিকভাবে সত্য এবং উহা দ্বারা ভারতে বৃটীশ শাসনের কুফল যে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হইয়াছে, তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।

* * *

যুদ্ধের সুযোগে এদেশে যে সমস্ত মধ্যবিত্ত পরিবারের এক বা একাধিক ব্যক্তি সামরিক, আধা সামরিক ও বেসামরিক বিভাগে চাকুরী পাইয়া এই দুর্ম্মূল্যের বাজারে আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিল যুদ্ধ পরিসমাপ্তির সম্ভাবনা দেখিয়া সেই সব পরিবারে বিষাদের কৃষ্ণচ্ছায়া আপতিত হইয়াছে। ইতিমধ্যেই এ আর পি প্রভৃতি অনেক বিভাগ হইতে বহু লোককে কাজ হইতে ছাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে এবং অন্যান্য বিভাগেও যে অদূর ভবিষ্যতে বহু লোকের চাকুরী যাইবে, তাহার আশঙ্কা দেখা যাইতেছে। পৃথিবীর স্বাধীন দেশসমূহে যাহারা যুদ্ধ-বিগ্রহের ন্যায় দেশের দুর্দ্দিনে বিপদ ঘাড়ে লইয়া গবর্ণমেণ্টকে সাহায্য করিয়া থাকে, সেই সব দেশে দুর্দ্দিনের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে গবর্ণমেণ্ট উহাদের ভরণপোষণের উপযুক্ত ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। আমাদের দেশে রাজশক্তি সেরূপ কর্ত্তব্যপরায়ণ নহেন। ১৯১৪-১৮ সালের ইউরোপীয় প্রথম মহাযুদ্ধের অবসানের পর এদেশে সামরিক ও বেসামরিক বিভাগ হইতে যাহাদিগকে বিদায় করিয়া দেওয়া হইয়াছিল, তাহাদের তিক্ত অভিজ্ঞতা হইতেই আমরা একথা বলিতেছি। বর্ত্তমান যুদ্ধের অবসানেও যে প্রথম মহাযুদ্ধের পরবর্ত্তী অবস্থার পুনরভিনয় হইবে, তাহার লক্ষণ দেখা যাইতেছে। সম্প্রতি গবর্ণমেণ্ট যুদ্ধ সম্পর্কিত কাজ হইতে বিমুক্ত ব্যক্তিদিগকে কাজে নিযুক্ত করিবার জন্য বিভিন্ন বণিক সভার নিকট একটী আবেদন পাঠাইয়াই তাঁহাদের কর্ত্তব্য শেষ করিয়াছেন। এই আবেদনে কতটা সুফল হইবে, তৎসম্বন্ধে আমরা খুবই সন্দিহান। গত ৯ই মে তারিখে এই বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের মনোভাব সম্বন্ধে দিল্লী হইতে ইউনাইটেড প্রেসের মারফতে যে সংবাদ প্রেরিত হইয়াছে, তাহা হইতেও আমরা তেমন কোন ভরসা লাভ করিতে পারিতেছি না। এই সংবাদে বলা হইয়াছে যে, যুদ্ধকার্য্য হইতে অবসরপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণকে কার্য্যে নিযুক্ত করিবার জন্য ভারত সরকার আগামী বৎসরের ফেব্রুয়ারী মাসের মধ্যে ৭১টী প্যানেল গঠন করিবেন। উহাতে এই গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে গবর্ণমেণ্টের অত্যধিক সময়ক্ষেপের প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। অধিকন্তু এদেশে শিল্পোন্নতির ব্যাপারে গবর্ণমেণ্ট যদি অবিলম্বে ব্যাপক পরিকল্পনা লইয়া কার্য্য আরম্ভ না করেন, তাহা হইলে যুদ্ধাবসানে লক্ষ লক্ষ বেকার ব্যক্তির কিছুতেই কর্ম্মের সংস্থান হইবে না বলিয়া আমরা মনে করি। বর্ত্তমানে যদি পণ্যদ্রব্যের মূল্য কমিয়া জীবিকা নির্ব্বাহের ব্যয় উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পাইত, তাহা হইলে দেশের আসন্ন বেকার সমস্যা লইয়া আমরা এত চিন্তিত হইতাম না। কিন্তু জীবিকা নির্ব্বাহের ব্যয় আশু হ্রাস পাইবার কোন সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে না। এরূপ অবস্থায় দেশে যদি ব্যাপকভাবে বেকার সমস্যা দেখা দেয়, তবে বহু পরিবার চূড়ান্তরূপে বিপদাপন্ন হইবে।

* * *

বাঙ্গলা দেশের বর্ত্তমান শাসন ব্যবস্থার উন্নতি বিধান সম্পর্কে পরামর্শ দানের জন্য গত ডিসেম্বর মাসে বাঙ্গলার গবর্ণর কর্ত্তৃক সার আর্চ্চিবল্ড রোল্যাণ্ডের সভাপতিত্বে যে কমিটী নিযুক্ত হইয়াছিল সম্প্রতি তাহার রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে। কমিটী উহার রিপোর্টে যে সমস্ত সুপারিশ করিয়াছেন, তাহার মধ্যে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য—শাসনতন্ত্রগত বিভিন্ন বিভাগের পুনর্গঠন, বাঙ্গলার প্রাকৃতিক সম্পদ এবং জনসম্পদকে কাজে লাগাইবার জন্য প্রধান মন্ত্রীর সভাপতিত্বে কতিপয় মন্ত্রীকে লইয়া কেবিনেট ডেভেলপমেণ্ট কমিটী নামে একটী কমিটীর প্রতিষ্ঠা, কমিশনারের পদ বিলোপ, বিভিন্ন বিভাগের কর্ম্মকর্ত্তাগণকে মন্ত্রীদের সহিত পরামর্শ না করিয়া জনহিতকর কার্য্যে অবতীর্ণ হওয়ার ক্ষমতা প্রদান, সমবায় ঋণদান সমিতিগুলিতে ঋণ গ্রহীতার প্রাধান্য বিলোপ, একমাত্র যোগ্যতার ভিত্তিতে সরকারী কর্ম্মচারীদের পদোন্নতি সাধন, সরকারী কর্ম্মচারিগণকে বুঝাইয়া দেওয়া যে তাহারা জনসাধারণের প্রভু নহে ভৃত্য মাত্র, সরকারী কর্ম্মচারীদের মধ্য হইতে ঘুষ ও দুর্নীতির বিলোপ, ৭৫ টাকার অধিক বেতনের সমস্ত সরকারী কর্ম্মচারী নিয়োগ এবং সরকারী কর্ম্মচারীদের পদোন্নতি ব্যাপারে পাব্লিক

(৬৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

দুর্ভিক্ষ কমিশনের রিপোর্ট (২)

উডহেড কমিশন বাঙ্গলার দুর্ভিক্ষ সম্পর্কে যে রিপোর্ট প্রদান করিয়াছেন তাহা হইতে দুর্ভিক্ষের কারণগুলি সম্পর্কে গত সপ্তাহে আমরা আলোচনা করিয়াছি। দুর্ভিক্ষের পরিণাম, দুর্ভিক্ষ সম্পর্কে সরকারী দায়িত্ব ও বাঙ্গলার ভবিষ্যৎ পুনরুজ্জীবন সম্পর্কে ঐ কমিশনের সিদ্ধান্ত ও মন্তব্য এ সপ্তাহে আমরা বিশ্লেষণ ও সমালোচনা করিব।

দুর্ভিক্ষ কমিশন ফ্লাউড কমিশন ও সেটলমেণ্ট ডিপার্টমেণ্টের প্রকাশিত বিবরণ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন যে, এই প্রদেশে ৪ জন লোক-বিশিষ্ট একটি কৃষক পরিবারের পক্ষে নিম্নতম জীবনযাত্রার মান বজায় রাখিবার জন্য কমপক্ষে ৫ একর জমি আবশ্যক। কিন্তু বাঙ্গলায় ৭৫ লক্ষ পরিবার তাহাদের জীবিকার জন্য মুখ্যতঃ জমিজমার উপর নির্ভরশীল হইলেও দুর্ভিক্ষের পূর্ব্বে এ প্রদেশে ২০ লক্ষ পরিবারের হাতেই চাষ ভূমির পরিমাণ ছিল ২ একর হইতে ৫ একরের মধ্যে। ১৫ লক্ষ পরিবারকে তাহাদের জীবিকার জন্য ২ একরেরও কম জমির উপর নির্ভর করিতে হইত। তাহা ছাড়া আর ২০ লক্ষ পরিবার ছিল ভূমিহীন কৃষক শ্রমিকের পর্য্যায়ভুক্ত। এই অবস্থায় স্বাভাবিক সময়েই প্রয়োজনীয় আহার্য্য দ্রব্যের দিক দিয়া দেশের বহু কৃষক পরিবারেরই বেশী রকম অভাব অনটন লক্ষিত হইতেছিল। ইহার উপর ১৯৪২ সালে বাঙ্গলায় জটিল খাদ্য-সমস্যা সৃষ্ট হইয়া ১৯৪৩ সালে তাহা রীতিমত দুর্ভিক্ষে পর্য্যবসিত হওয়ায় ঐ শ্রেণীর লোকদের উপর তাহার পরিণাম খুবই মারাত্মক হইয়া দাঁড়ায়। চাউলের দর দ্রুতগতিতে বাড়িয়া উঠার ফলে প্রায় ৬০ লক্ষ লোককে জটিল অন্ন সমস্যার সম্মুখীন হইতে হয়। খাদ্য সংগ্রহের জন্য প্রথমে তাহারা জমি ও ঘরবাড়ী বিক্রয় করিয়া দিতে আরম্ভ করে। পরে ইহাতেও যখন গ্রাসাচ্ছাদনের সমস্যা সমাধান হইল না, তখন তাহাদের মধ্যে কতক সংখ্যক লোক পরিবার পরিজন ছাড়িয়া জীবিকার সন্ধানে সহর অঞ্চলে অভিযান সুরু করিল। খাদ্য সমস্যার চাপে পরিবারের বন্ধন শিথিল হইয়া পড়িল—স্বামী স্ত্রীকে ছাড়িয়া, পিতা পুত্র-কন্যা ছাড়িয়া এবং নারীরা স্বামী ও শিশুদের ছাড়িয়া খাদ্যান্বেষণে বাহির হইয়া পড়িল। কলিকাতা ও অন্য কয়েকটি সহরে দুর্গতদের ভিড় মারাত্মক হইয়া দাঁড়াইল। এই ভাবেও যখন খাদ্যের সুব্যবস্থা হইল না, তখন দেশে অনাহারে মৃত্যুর শোচনীয় পরিণতি সুরু হইল। খাদ্যের অভাবে যাহাদের প্রাণ গেল না, ক্রমাগত অর্দ্ধাহার ও অনাহারের জন্য তাহাদের ভিতর কলেরা, আমাশয়, ম্যালেরিয়া প্রভৃতি রোগের প্রকোপ বাড়িয়া চলিল। ক্রমে ক্রমে জীবনীশক্তি হারাইয়া ঔষধ-পত্রের নিদারুণ অভাবের ভিতর তাহাদের মধ্যে অনেকে অসহায়ভাবে প্রাণত্যাগ করিতে লাগিল।

খাদ্যাভাব ও জনস্বাস্থ্যের দিক দিয়া সাধারণভাবে দুর্ভিক্ষের শোচনীয় পরিণতি বর্ণনা করিয়া উডহেড কমিশন অতঃপর দুর্ভিক্ষ হেতু লোকের মৃত্যুসংখ্যার পরিমাণ নির্ণয়ের চেষ্টা করিয়াছেন। উডহেড কমিশনের পূর্ব্বে বাঙ্গলায় প্রথমতঃ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃতত্ত্ব বিভাগের পক্ষ হইতে ও দ্বিতীয়তঃ, বাঙ্গলা সরকারের জনস্বাস্থ্য বিভাগের পক্ষ হইতে ঐ মৃত্যুসংখ্যা সম্পর্কে একটা সিদ্ধান্ত প্রকাশ করা হইয়াছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃতত্ত্ব বিভাগ দুর্ভিক্ষ জনিত মৃত্যুর হার নির্দ্ধারণের জন্য অধ্যাপক মিঃ কে পি চট্টোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে ১৯৪৩ সালে বাঙ্গলায় দশটি জেলায় Sample Survey বা নমুনামূলক তথ্যানুসন্ধান কার্য্য পরিচালনা করেন। ঐরূপ তদন্ত শেষ করিয়া অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায় মন্তব্য করেন, "স্বাভাবিক সময়ে বাঙ্গলায় বৎসরে প্রতি হাজারে ৩০ জন লোকের মৃত্যু হইয়া থাকে; নৃতত্ত্ব বিভাগের তথ্যানুসন্ধানের ফলে দুর্ভিক্ষের সময়ে ঐ মৃত্যুর হার হাজার করা ৮৫ বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। বাঙ্গলায় কম বেশী দুই-তৃতীয়াংশ অধিবাসী দুর্ভিক্ষের চাপে পড়িয়াছে বলিলে অত্যুক্তি হয় না। সেই হিসাবে সমগ্র বাঙ্গলায় দুর্ভিক্ষের ফলে ৩৫ লক্ষ লোকের মৃত্যু হইয়াছে বলিয়া ধরা যায়।" বাঙ্গলায় দুর্ভিক্ষ ঘটিবার মূলে বাঙ্গলা সরকারের উপেক্ষা উদাসীনতা ও দায়িত্বহীনতা অনেক পরিমাণে নিহিত রহিয়াছে। সেজন্য দুর্ভিক্ষের পরিণাম লঘু করিয়া দেখাইবার জন্য নৃতত্ত্ব বিভাগের সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর না করিয়া বাঙ্গলা সরকার তাঁহাদের জনস্বাস্থ্য বিভাগের মারফতে নিজেরা দুর্ভিক্ষজনিত মৃত্যুর একটা বরাদ্দ প্রকাশ করেন। গত ১৯৩৮ সাল হইতে ১৯৪২ সাল পর্য্যন্ত বাঙ্গলায় গড়ে বৎসরে ১১ লক্ষ ৮৪ হাজার ৯০৩ জনের মৃত্যু ঘটিয়াছিল। বাঙ্গলা সরকারের জনস্বাস্থ্য বিভাগের মতে ১৯৪৩ সালে সেই স্থলে ১৮ লক্ষ ৭৩ হাজার ৭৪৯ জন লোক মৃত্যুমুখে পতিত হয়। কাজেই স্বাভাবিক সময়ের তুলনায় ১৯৪৩ সালে অতিরিক্ত ৬ লক্ষ ৮৮ হাজার ৮৪৬ জনের প্রাণহানি ঘটিয়াছিল বলিয়া তাঁহারা সাব্যস্ত করেন। দুর্ভিক্ষ ১৯৪৩ সালে শেষ হয় নাই, ১৯৪৪ সালেও তাহার জের ভাল ভাবেই চলিয়াছিল। বাঙ্গলা সরকারের জনস্বাস্থ্য বিভাগ ঐ সালের জানুয়ারী হইতে জুন পর্য্যন্ত ছয় মাসের হিসাব প্রকাশ করিয়া জানাইয়াছেন, স্বাভাবিক সময়ের তুলনায় ঐ সময়েও অতিরিক্ত ৪ লক্ষ ২২ হাজার লোক প্রাণ হারাইয়াছে। কাজেই জনস্বাস্থ্য বিভাগের মতে দুর্ভিক্ষের ফলে ১৯৪৩ সালের জানুয়ারী হইতে ১৯৪৪ সালের জুন পর্য্যন্ত বাঙ্গলায় মোট ১১ লক্ষ লোকের মৃত্যু ঘটিয়াছে।

এই দুই শ্রেণীর মতবাদ লিপিবদ্ধ করিয়া কমিশন দুর্ভিক্ষজনিত মৃত্যু সম্পর্কে তাঁহাদের স্বাধীন বিবেকবুদ্ধি অনুযায়ী একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ায় চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহারা জানাইয়াছেন, নমুনামূলক তথ্যানুসন্ধানের ভিত্তিতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃতত্ত্ব বিভাগ যেভাবে দুর্ভিক্ষে ৩৫ লক্ষ লোকের মৃত্যু হইয়াছে বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন তাহা তাঁহারা গ্রহণ করিতে পারেন না। বাঙ্গলা সরকারের স্বাস্থ্য বিভাগ যে রিপোর্ট প্রকাশ করিয়াছেন তাঁহাদের মতে উহাতে মোট মৃত্যু অনেকটা কম করিয়াই বরাদ্দ করা হইয়াছে। অশিক্ষিত চৌকিদারদের মারফতে যেভাবে এই সকল বিবরণ সংগ্রহ করা হয় তাহা বিশেষ নির্ভরযোগ্য নহে। তাহা ছাড়া দুর্ভিক্ষের সময়ে কোন কোন স্থানে এই ধরণের বিবরণ সংগ্রহের কাজ একেবারে বন্ধ ছিল। কাজেই উডহেড কমিশন বরাদ্দ করিয়াছেন, জনস্বাস্থ্য বিভাগ ১৯৪৩ সালে বাঙ্গলায় যে পরিমাণ লোক মরিয়াছে বলিয়া অনুমান করিয়াছেন সে তুলনায় ঐ সালে শতকরা ৪০ ভাগ বেশী মৃত্যু ঘটিয়াছে অর্থাৎ ঐ সালে দুর্ভিক্ষে প্রায় ১০ লক্ষ লোকের প্রাণহানি হইয়াছে। ১৯৪৪ সালে দুর্ভিক্ষ ও তজ্জনিত মহামারীতে তাহাদের মতে আরও ৫ লক্ষ লোকের মৃত্যু হইয়াছে। কাজেই উডহেড কমিশনের মতে দুর্ভিক্ষ ও মহামারীতে ১৯৪৩ সালে ও ১৯৪৪ সালে মোটমাট ১৫ লক্ষ লোক প্রাণ হারাইয়াছে।

দুর্ভিক্ষের মৃত্যু-সংখ্যা সম্পর্কে উডহেড কমিশনের এই সিদ্ধান্ত আমরা নানা কারণে নির্ভরযোগ্য বলিয়া মনে করিতে পারি না। লোকের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ও ধারণার সহিত এই সিদ্ধান্তের কোন যোগ দেখা যায় না। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃতত্ত্ব বিভাগ দুর্ভিক্ষজনিত মৃত্যু সম্পর্কে যেভাবে তদন্ত পরিচালনা করিয়াছিলেন, তাহাতে উহাদের সিদ্ধান্তই জনসাধারণ নির্ভরযোগ্য বলিয়া মনে করিয়াছিল। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের সে সিদ্ধান্ত বহু লোক কর্ত্তৃক সমর্থিত হইয়াছে বলিয়া স্বীকার করিলেও উডহেড কমিশন তাহা প্রামাণ্য বলিয়া গণ্য করেন নাই। নিজেরা ব্যক্তিগতভাবে কোন গবেষণা বা তদন্ত পরিচালনা না করিয়াই খেয়ালখুসী মত বাঙ্গলার দুর্ভিক্ষে মাত্র ১৫ লক্ষ লোক মরিয়াছে বলিয়া তাঁহারা বরাদ্দ করিয়াছেন। বাঙ্গলা সরকারের জনস্বাস্থ্য বিভাগ যে রিপোর্ট দিয়াছেন তাহা নির্ভরযোগ্য নহে বলিয়া মন্তব্য করিলেও সামান্য অদল বদল করিয়া ঐ রিপোর্টের ভিত্তিতেই তাঁহারা একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার চেষ্টা করিয়াছেন। জনস্বাস্থ্য বিভাগ ১৯৪৩ সালে ও ১৯৪৪ সালের প্রথম ছয়মাসে বাঙ্গলায় দুর্ভিক্ষে যথাক্রমে ৬ লক্ষ ৮৮ হাজার ও ৪ লক্ষ ২২ হাজার লোক মারা গিয়াছে বলিয়া অনুমান করিয়াছেন। ১৯৪৪ সালের শেষ ছয় মাসে আরও ৪ লক্ষ লোকের মৃত্যু হইয়াছে বলিয়া ধরিলে দুর্ভিক্ষের দুই বৎসরে মোট মৃত্যু সংখ্যা ১৫ লক্ষের মতই দাঁড়ায়। জনস্বাস্থ্য বিভাগের রিপোর্টে শেষ পর্য্যন্ত ঐরূপ মৃত্যুহার ধরা পড়িবে মনে করিয়া দুর্ভিক্ষ কমিশনও ১৯৪৩ সালের মৃত্যু সংখ্যা কিছু বাড়াইয়া ও ১৯৪৪ সালের সংখ্যা কিছু কমাইয়া তাঁহাদের অনুরূপ একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছিবারই চেষ্টা করিয়াছেন। কারসাজি করিয়া এইভাবে সরকারী বরাদ্দের সহিত মিল রাখিয়া দুর্ভিক্ষের মৃত্যু সংখ্যা নির্ণয়ের কি যৌক্তিকতা ছিল তাহা আমরা বুঝি না। দুর্ভিক্ষের পরে মহামারীর ধ্বংসলীলা দেখা যাওয়ায় ১৯৪৩ সালের তুলনায় ১৯৪৪ সালে বাঙ্গলায় প্রাণহানির পরিমাণ কম দাঁড়ায় নাই। ঐ সালের বেশীর ভাগ সময়ে মৃত্যু সংখ্যা উচ্চ হারে বজায় ছিল বলিয়া কমিশনও তাঁহাদের রিপোর্টে স্বীকার করিয়াছেন। তথাপি শেষ পর্য্যন্ত ১৯৪৪ সালে মাত্র ৫ লক্ষ লোক দুর্ভিক্ষ ও মহামারীতে মারা গিয়াছে বলিয়া তাঁহারা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। দুর্ভিক্ষের পরিণাম লঘু করিয়া দেখাইবার জন্য বাঙ্গলা সরকার যে কারসাজি করিয়াছিলেন স্বাধীন বিবেকবুদ্ধি খাটাইবার বাহ্যিক ভান দেখাইয়া উডহেড কমিশনও কার্য্যতঃ সেই কারসাজিই অবলম্বন করিয়াছেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৪৩ সালে বাঙ্গলায় ৩৫ লক্ষ লোক দুর্ভিক্ষে মরিয়াছিল বলিয়া বরাদ্দ করিয়াছিলেন। ১৯৪৪ সালে দুর্ভিক্ষজনিত মহামারীতে আরও ২৫ লক্ষের মত লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে সন্দেহ নাই। কাজেই বাঙ্গলায় দুর্ভিক্ষ ও মহামারীতে ৬০ লক্ষ লোকের কম মরে নাই বলিয়াই এ প্রদেশের লোকদের ধারণা হইয়াছে। বাঙ্গলা সরকার বা দুর্ভিক্ষ কমিশন যাহাই বলুন না কেন তাঁহাদের ছেলে-ভুলানো যুক্তি শুনিয়া লোকের সে ধারণা দূর হইবে বলিয়া মনে হয় না।

টাকার নিরাপত্তা

রক্ষা করিয়া

টাকা খাটাইতে হইলে

রবীন্দ্র নগর

গঠন কার্য্যে টাকা খাটান।

স্থায়ী আমানতের

—সুদের হার—

১ বৎসরের জন্য	....	৫%
২ বৎসরের জন্য	....	৫৷৷%
৩ বৎসরের জন্য	...	৬%
৪ ও ৫ বৎসরের জন্য	....	৬৷৷%

দি ইনভেষ্টারস্ লিঃ

৬, ক্রশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

দুর্ভিক্ষের সূচনা ও গতি আলোচনা প্রসঙ্গে উডহেড কমিশন এদেশে উহা প্রতিরোধ সম্পর্কে সরকারী অক্ষমতা ও দায়িত্বহীনতার কথা কিছু কিছু বর্ণনা করিয়াছেন। গত সপ্তাহে আমরা তাহা সংক্ষিপ্তভাবে উল্লেখ করিয়াছি। কিন্তু কেবল খাদ্যদ্রব্য বণ্টন ও খাদ্যদ্রব্যের মূল্য নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কেই এই দায়িত্বহীনতা ও অব্যবস্থা লক্ষিত হয় নাই—দুর্ভিক্ষের পরে দেশে যে মহামারী আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল তৎসম্পর্কেও তাহা ভালভাবেই প্রত্যক্ষ করা গিয়াছিল। দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর পরে আজ যে পুনরুজ্জীবন সমস্যা দেখা দিয়াছে, সে বিষয়েও সরকারী শৈথিল্য ও ত্রুটি-বিচ্যুতি কম অনুভূত হইতেছে না। উডহেড কমিশন বলিয়াছেন, ভারতের কোন প্রদেশেই জনস্বাস্থ্য সম্পর্কিত বিধি-ব্যবস্থা তেমন উন্নত নহে। অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় এদিক দিয়া বাঙ্গলার অবস্থা ছিল বেশী পশ্চাৎপদ। যুদ্ধের পূর্ব্বে বাঙ্গলায় সরকারীভাবে নিয়োজিত ডাক্তারের সংখ্যা ছিল ৫১০ জন। কিছু সংখ্যক ডাক্তারকে সামরিক কার্য্যে নিয়োগ করায় ১৯৪৩ সালে ঐ সংখ্যা কমিয়া ৪২৫ জন দাঁড়াইয়াছিল। বেসামরিক হাসপাতালসমূহে নার্সের সংখ্যা পূর্ব্বেই কম ছিল। সামরিক কারণে ১৯৪৩ সালে উহাদের সংখ্যা সে তুলনায় আরও হ্রাস পায়। মফঃস্বলের সরকারী ডাক্তারদের দায়িত্বজ্ঞান এতই কম ছিল যে, দুর্ভিক্ষের ফলে বাঙ্গলায় রোগশোক যে বাড়িতে পারে ১৯৪৩ সালের আগষ্ট পর্য্যন্ত তাঁহারা তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারেন নাই। চিকিৎসা সম্পর্কিত সুব্যবস্থা সম্পর্কে উঁহারা বাঙ্গলা সরকারকে সজাগ করিয়া দেন নাই। বহু বিলম্বে ১৯৪৩ সালের শেষভাগে অবস্থার গতি বুঝিয়া বাঙ্গলা সরকার 'মেডিকেল রিলিফের' ব্যবস্থা করিতে আরম্ভ করেন, কিন্তু অনুপযুক্ত জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থা ও ঔষধপত্রের কম যোগানের জন্য দেশব্যাপী রোগশোকের কোন প্রতিবিধান করা তাঁহাদের পক্ষে সম্ভবপর ছিল না। ভারতবর্ষে সাধারণ সময়ে ২ লক্ষ পাউণ্ড কুইনাইন ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কুইনাইনের যোগান পাওয়ার পক্ষে যাভাই ছিল ভারতের বড় অবলম্বন। ঐ দেশ শত্রু কবলিত হওয়ার ফলে ১৯৪২ সাল হইতে কুইনাইনের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করা হয়। ফলে দুর্ভিক্ষের পর যখন বাঙ্গলায় ম্যালেরিয়া মহামারীরূপে আত্মপ্রকাশ করিল তখন ঐ প্রদেশ কুইনাইনের উপযুক্ত যোগান পায় নাই। কুইনাইনের দুষ্প্রাপ্যতার জন্য বাঙ্গলায় ঐ সময়ে উহার দর প্রতি পাউণ্ড ৩০০ টাকা পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল। জনসাধারণের ভিতর বিতরণের জন্য বাঙ্গলা সরকারকে যে কুইনাইন সরবরাহ করা হইয়াছিল বণ্টন সম্পর্কিত সুব্যবস্থার অভাবে ১৯৪৩ সালে তাহার মধ্যে ৪৩ হাজার পাউণ্ড কুইনাইন অবস্থিত অবস্থায়ই পড়িয়াছিল। বাঙ্গলা সরকার যে কুইনাইন বণ্টন করিয়াছিলেন তাহার মধ্যে প্রভূত পরিমাণ যে আবার চোরা-কারবারীদের হাতে গিয়া পড়িয়াছিল তাহা বাঙ্গলার স্বাস্থ্য বিভাগের ডিরেক্টর এক প্রকাশ্য বিবৃতিতে স্বীকার করিয়াছিলেন। ম্যালেরিয়ার প্রতিবিধান সম্পর্কে কমিশন যে অব্যবস্থার কথা বলিয়াছেন, কলেরা, বসন্ত, আমাশয় প্রভৃতি সম্পর্কেও কম বেশী পরিমাণে সেই অব্যবস্থাই লক্ষিত হইয়াছিল।

উডহেড কমিশন অতঃপর বাঙ্গলার পুনরুজ্জীবনের কথা নিয়া আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহারা বলিয়াছেন, দুর্ভিক্ষের ফলে বাঙ্গলার সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনে বিপর্য্যয় আসিয়াছে। বহু লোক জমি, বাড়ী বিক্রয় করিয়া দিয়াছে। অনেক লোক সব হারাইয়া দুর্গত জীবন যাপন করিতেছে। বহু শিশু অনাথ হইয়াছে। বহু ধীবর তাহার নৌকা হারাইয়া ও জাল বুনিবার সুতা না পাইয়া বেকার অবস্থায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। বহু সুতার, তাঁতী, কামার ও কুমার প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও কাঁচামাল যোগাড় করিতে না পারিয়া নিজেদের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহে অপারগ হইয়াছে। এই দুরবস্থায় বাঙ্গলার সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবন পুনঃসঞ্জীবিত করিতে হইলে সুপরিকল্পিত সরকারী কার্য্যনীতি ও ব্যাপক সরকারী সাহায্যের ব্যবস্থা প্রয়োজন। বাঙ্গলা সরকার সেজন্য ৪ কোটি টাকা ব্যয়ের একটি স্কীম তৈয়ার করিয়াছেন। ইহা সুখের বিষয়। কিন্তু ঐসব বিষয়ে কার্য্যকরী বিধিবিধান আজও বিশেষ কিছুই অবলম্বিত হইতেছে না, কাজেই কমিশন খোলাখুলিভাবে মন্তব্য করিতে বাধ্য হইয়াছেন, "বাঙ্গলার পুনরুজ্জীবন সম্পর্কে বাঙ্গলা সরকারের কার্য্যধারার গতি দেখিয়া আমরা কোনদিক দিয়াই সন্তুষ্ট হই নাই। অধিকতর উৎসাহে ও সঙ্কল্প নিয়া ঐ বিষয়ে কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়ার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আমরা বাঙ্গলা সরকারকে সজাগ করিয়া দিতেছি।"

১৯৪৩ সালে বাঙ্গলায় যে দুর্ভিক্ষ সূচিত হইয়াছিল তাহা মানুষের তৈয়ারী দুর্ভিক্ষ বলিয়া আমরা ইতিপূর্ব্বে বহুবার বর্ণনা করিয়াছি। দৈব-দুর্ব্বিপাকের চেয়ে খাদ্য বণ্টন ও খাদ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে সরকারী অকর্ম্মণ্যতা ও দায়িত্বই যে উহার প্রধান কারণ একথা আমরা বহুবার খোলাখুলিভাবে উল্লেখ করিয়াছি। কিন্তু উডহেড কমিশন কোন কোন দিক দিয়া সরকারী অকর্ম্মণ্যতার কথা স্বীকার করিলেও সকল ক্ষেত্রে সরকারী দায়িত্বহীনতা ও অব্যবস্থাকে ঠিক ঠিক ভাবে উদ্ঘাটিত করিবার চেষ্টা করেন নাই। এক ভূতপূর্ব্ব গভর্ণরের সভাপতিত্বে ও কতিপয় সিভিলিয়ান ও সরকারী কর্ম্মচারী দ্বারা গঠিত এই কমিশন ঐ শোচনীয় দুর্ঘটনা সম্পর্কে ভারত সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকারের দোষত্রুটি কোন কোন ক্ষেত্রে চাপিয়া যাওয়ার চেষ্টা করিয়াছেন। দুর্ভিক্ষের জন্য ভারতের অভিভাবক হিসাবে বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট যদিও কম দায়ী নহেন তথাপি তাহার উল্লেখটুকু পর্য্যন্ত রিপোর্টে করা হয় নাই। ইউরোপে যুদ্ধ সুরু হওয়ার পূর্ব্বেই বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট ইংলণ্ডের লোকদের জন্য খাদ্য বণ্টন ও খাদ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণের একটি পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিলেন। যুদ্ধ বাধিবার সঙ্গে সেই পরিকল্পনা ভালভাবে কার্য্যকরী হওয়ায় খাদ্য সম্বন্ধে কোন দিক দিয়া ইংলণ্ডের লোকদিগের অসুবিধা হয় নাই। খাদ্য সম্বন্ধে সুপরিকল্পিত বিধিব্যবস্থার জন্য সেখানে জনস্বাস্থ্যের বরং যথেষ্ট উন্নতিই ঘটিয়াছে। জার্ম্মাণীর বিরুদ্ধে নিজেরা যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট ভারতের অভিভাবক হিসাবে এদেশকেও যুদ্ধে লিপ্ত করিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। কিন্তু যুদ্ধ ঘোষণার পূর্ব্বে দূরের কথা যুদ্ধ সুরু হওয়ার পরেও এদেশের লোকদের ভবিষ্যৎ খাদ্য সমস্যার কথা ভাবিয়া সেজন্য কোন পরিকল্পনা গঠনের নির্দ্দেশ তাঁহারা দেন নাই। ব্রহ্মদেশে জাপানী অভিযানের পর ঐ দেশ হইতে ভারতে চাউল আসা বন্ধ হওয়ার পরও তাঁহারা এদেশে খাদ্য সরবরাহ সম্বন্ধে কোন সুব্যবস্থার গরজ দেখান নাই। বরং ভারতে বিদেশী সৈন্য প্রেরণ করিয়া সামরিক প্রচেষ্টায় সাহায্যের নামে এদেশের উৎপন্ন অন্নবস্ত্র সম্পর্কে একটা ভাগ বসাইবারই পাকা ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। এইরূপ অবস্থার ফলে যখন ভারতে রীতিমত দুর্ভিক্ষ দেখা দিল তখনও বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট এদেশে বাহির হইতে খাদ্য সরবরাহ সম্পর্কে কোন সাহায্য করেন নাই। বরং বৃটিশ সাম্রাজ্য রক্ষার প্রয়োজনে তাঁহারা এদেশের স্বল্প যোগান হইতে প্রচুর পরিমাণ চাউল ও গম বাহিরে রপ্তানীরই ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। এই শ্রেণীর চরম দায়িত্বহীনতা উডহেড কমিশনের চোখে মোটেই বিসদৃশ ঠেকে নাই। এই কমিশনের অন্যতম সদস্য শিক্ষাব্রতী মিঃ এম আফজল হুসেনই শুধু একটি স্বতন্ত্র রিপোর্টে তাহা কিছু কিছু উল্লেখ করিয়াছেন। ভারত সরকার ও বাঙ্গলা সরকারের কার্য্যধারা সমালোচনা করিতে গিয়া তাঁহাদের অকর্ম্মণ্যতা সম্পর্কে উডহেড কমিশন ততটা উপেক্ষার ভাব দেখান নাই সত্য, কিন্তু কোন কোন দিক দিয়া নানা শ্রেণীর মারাত্মক গলদ তাঁহারা ধামাচাপা দিতে ত্রুটি করেন নাই। ভারতের ভূতপূর্ব্ব বড়লাট লর্ড লিনলিথগো ভারতের হইয়া জার্ম্মাণী ও জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছিলেন। কিন্তু যুদ্ধের ফলে এদেশে দুর্ভিক্ষের সম্ভাবনা আছে বুঝিয়াও তিনি সময়মত এদেশে খাদ্যের যোগান ও বণ্টন সম্পর্কে কোন পরিকল্পনা গ্রহণ করেন নাই। রীতিমত দুর্ভিক্ষ দেখা না যাওয়া পর্য্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে কোন খাদ্য বিভাগ খোলা হয় নাই। দুর্ভিক্ষে যখন বাঙ্গলাদেশে অসহায় নরনারীর দল প্রাণ হারাইতে আরম্ভ করিল, তখন লর্ড লিনলিথগো একবার বাঙ্গলায় আসিয়া সে অবস্থা সম্পর্কে সাক্ষাৎ তদারকেরও কোন গরজ বোধ করিলেন না। উডহেড কমিশন লর্ড ওয়াভেলের কলিকাতা আগমন ও এপ্রদেশের খাদ্য-সমস্যা সমাধান সম্পর্কে তাঁহার ঐকান্তিক চেষ্টা যত্নের কথা উল্লেখ করিয়া উচ্ছ্বসিত প্রশংসা জ্ঞাপন করিয়াছেন, কিন্তু লর্ড লিনলিথগোর সে নিদারুণ উপেক্ষা ও দায়িত্বহীনতা সম্পর্কে সামান্য ইঙ্গিতটুকু পর্য্যন্ত করেন নাই। বাঙ্গলার ভূতপূর্ব্ব গবর্ণর স্যার জন হার্ব্বার্ট 'ডিনায়েল পলিসি' অনুসারে বিভিন্ন অঞ্চল হইতে খাদ্যদ্রব্য ও নৌকা প্রভৃতি সরাইয়া লওয়ার ব্যবস্থা করায় সেই কারণে এ প্রদেশে যথেষ্ট আতঙ্ক সৃষ্টি হইয়াছিল, দুর্ভিক্ষের গতি বিশেষভাবে প্রধাবিত হইয়াছিল। উডহেড কমিশন ঐ 'পলিসি'র কথা উল্লেখ করিলেও উহার অসমীচীনতা তাঁহারা কিছু দেখিতে পান নাই। 'ডিনায়েল পলিসি'র পরিণাম লঘু করিয়া দেখাইয়া ভূতপূর্ব্ব গবর্ণরের ত্রুটি বিচ্যুতি অনেক পরিমাণে ঢাকা দেওয়ার চেষ্টাই তাঁহারা করিয়াছেন। দেশে দুর্ভিক্ষের সূচনাতে বাঙ্গলার গবর্ণর ও সিভিলিয়ান কর্ম্মচারীরা মন্ত্রীদের পরামর্শ অনুযায়ী খাদ্য-সমস্যার প্রতিকারে যত্নবান হন নাই। মন্ত্রীদের না জানাইয়া অনেক কিছু বিরূপ কার্য্যনীতিই (যথা, ডিনায়েল পলিসি) তাঁহারা অবলম্বন করিয়াছিলেন। ভূতপূর্ব্ব প্রধান মন্ত্রী মিঃ ফজলুল হক ও অন্য কয়েকজন মন্ত্রী এ বিষয়ে ব্যবস্থা পরিষদে খোলাখুলি অভিযোগ করিলেও উডহেড কমিশন সে অভিযোগের কোন কারণ খুঁজিয়া পান নাই। বিশ্বাসভরে সরকারী নথিপত্র ঘাঁটিয়া ও পরম শ্রদ্ধাসহকারে সিভিলিয়ানদের ভাষণ গলাধঃকরণ করিয়া তাঁহারা গবর্ণর ও সিভিলিয়ানদের উপর ঐরূপ কোন দোষ চাপান যায় না বলিয়াই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। দুর্ভিক্ষের সময়ে এদেশের খাদ্য ব্যবস্থা সম্পর্কে সরকারী অফিসারদের যে মারাত্মক দুর্নীতি প্রকাশ পাইয়াছিল কমিশন তৎসম্পর্কে কোন খোঁজখবর লওয়া পর্য্যন্ত দরকার বোধ করেন নাই। অথচ দুর্ভিক্ষ কমিশনের ফলে আসল অপরাধীরা ধরা পড়িবে ও তাহাতে উহাদের ন্যায় বিচারের ব্যবস্থা হইবে এ আশাই এদেশের জনসাধারণ করিয়া আসিয়াছে। কমিশনের রিপোর্টে নানাদিক দিয়া সত্য গোপনের যে অপচেষ্টা লক্ষিত হইয়াছে তাহা এদেশবাসীরা নিতান্ত ক্ষোভের বিষয় বলিয়াই মনে করিবে। কিন্তু এই শ্রেণীর অপচেষ্টা সত্ত্বেও কমিশন খাদ্য বণ্টন, খাদ্য মূল্য নিয়ন্ত্রণ এবং রোগশোকের প্রতিকার সম্পর্কে সরকারী অব্যবস্থা ও দায়িত্বহীনতার কথা যেটুকু স্বীকার করিয়াছেন, বাঙ্গলার দুর্ভিক্ষ যে মূলতঃ মানুষের তৈয়ারী দুর্ভিক্ষ উহাতে তাহা ভালভাবেই প্রতিপন্ন হইয়াছে। আর সেজন্য ১৯৪৩ সালে ৩৫ লক্ষ ও ১৯৪৪ সালে আনুমানিক ২৫ লক্ষ লোকের শোচনীয় মৃত্যু সম্পর্কে এদেশের লোক বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট, ভারত সরকার ও বাঙ্গলা সরকারের নিকট ন্যায্যতঃই একটা কৈফিয়ৎ দাবী করিতে পারে।

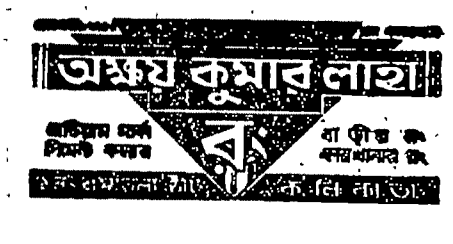

রাজনৈতিক প্রসঙ্গ

লর্ড ওয়াভেল ভারতবর্ষ ত্যাগ করিবার পর পুরা দুই মাস কাল অতিবাহিত হইল। ইতিমধ্যে তাঁহার লণ্ডন গমন লইয়া জল্পনা-গবেষণার যে তুফান উঠিয়াছিল তাহা এখন স্তিমিত হইয়া আসিয়াছে। প্রকাশ পাইয়াছিল, লর্ড ওয়াভেলের সহিত মিঃ আমেরীর প্রবল মতভেদ দেখা দিয়াছে। লর্ড ওয়াভেল নাকি ভারতীয় সমস্যার সমাধান করিতেই চাহেন, বাদ সাধিতেছেন ভারত সচিব। বড়লাট চূড়ান্ত নিষ্পত্তির জন্য মিঃ চার্চ্চিল ও তাঁহার মন্ত্রিমণ্ডলীর সঙ্গে আলোচনার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। ইউরোপের যুদ্ধের বিজয়োৎসব ও যুদ্ধবিরতি সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক জটিলতার জন্যই মিঃ চার্চ্চিল সময় করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না বলিয়াই নাকি ওয়াভেল বৈঠক শেষ হইতে বিলম্ব ঘটিতেছে। সর্ব্বশেষ সংবাদে প্রকাশ, লর্ড ওয়াভেল দিন দশেকের মধ্যে ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াই সমস্যার সত্বর সমাধানের জন্য মহাত্মা গান্ধী ও মিঃ জিন্নার সহিত আলোচনায় প্রবৃত্ত হইবেন। এই সমস্ত অনুমান আর গবেষণায় উৎসাহ বোধ করিবার কোন কারণ নাই। ভারত সম্পর্কে বৃটিশ শাসক-শ্রেণীর মনোবৃত্তি ও অনুসৃত নীতির পরিবর্ত্তন হইয়াছে বা হইতেছে কি না তাহা বুঝিতে বিলম্ব হয় না। যুদ্ধবিরতির সঙ্গে সঙ্গে ইংলণ্ডে যখন ব্যক্তি-স্বাধীনতা সম্পর্কিত সর্ব্বপ্রকার বাধানিষেধ প্রত্যাহৃত হইয়াছে সেই সময় বিজয়োৎসব উপলক্ষে ভারতের জাতীয় নেতৃগণের কারামুক্তি না হওয়া কি বৃটিশ শাসকদের পূর্ব্ব নীতি বজায় রাখারই সুস্পষ্ট লক্ষণ নহে? ভারতবর্ষ হইতে সানফ্রান্সিস্কোর দিকে দৃষ্টি ফিরাইলেও একই সিদ্ধান্তে পৌঁছিতে হইবে। ভারত সম্পর্কে পূর্ব্ব নীতি পরিবর্ত্তন করার ক্ষমতা যাঁহাদের হাতে তাঁহারাই বিশ্ব সম্মেলনে পররাজ্য শাসনের নূতন নামকরণ করিয়া ও নূতন ভোল লইয়া যুদ্ধোত্তর পৃথিবী সম্পর্কে বজ্র আঁটুনির ব্যবস্থা করিতে গলদঘর্ম্ম। ভারতবর্ষ সানফ্রান্সিস্কোর প্রকাশ্য ও নেপথ্যের জটিল চক্রান্তের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া প্রত্যাশার কোন কারণ খুঁজিয়া পাইতেছে না। এই কারণে লর্ড ওয়াভেলের আলোচনা বৈঠকের সম্ভাবিত ফলাফল সম্পর্কে মহাত্মা গান্ধীও স্পষ্ট ভাষায় সংশয় প্রকাশ না করিয়া পারেন নাই।

* * *

আসামের রাজনীতি ক্ষেত্রে আবার এক নূতন সঙ্কটের সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে। প্রকাশ, এবার সাদুল্লা-চৌধুরী মন্ত্রিসভার অভ্যন্তরেই বিরোধের উদ্ভব হইয়াছে। কিছুকাল পূর্ব্বে বর্ত্তমান মন্ত্রিমণ্ডল গঠনের ফলে যে সকল জটিল প্রশ্নের মীমাংসা হইল বলিয়া মনে করা গিয়াছিল, আসলে তাহার কিছুই হয় নাই। অধিকাংশ সর্ত্তই এ পর্য্যন্ত পূরণ হয় নাই এবং হইবার কোন সম্ভাবনা বা সদিচ্ছার লক্ষণ দেখা যাইতেছে না। ব্যক্তি-স্বাধীনতার পুনঃ প্রতিষ্ঠা করা হইবে বলিয়া স্যার সাদুল্লা যে সুস্পষ্ট প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন তাহা পালিত হয় নাই। আটক রাজবন্দীদের মুক্তির প্রশ্ন ছাড়িয়া দিলাম। মুক্তিপ্রাপ্ত রাজনৈতিক বন্দীদের গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করিয়া যে সমস্ত আদেশ জারী হইয়াছিল তাহার সবগুলি এখনও বলবৎ রহিয়াছে। এই সব নিয়ন্ত্রণাদেশ চালু রাখার অর্থই যে সর্ত্তাবলীর উপর ভিত্তি করিয়া নূতন গবর্ণমেণ্ট গঠিত হইয়াছিল সেই চুক্তিই অগ্রাহ্য করা হইতেছে। কেবল ব্যক্তি-স্বাধীনতার উপর নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের প্রশ্নই নহে, আরও বহু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নে চুক্তির সর্ত্ত অমান্য করা হইতেছে। অসমীয়াদের স্বার্থের পক্ষে সর্ব্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন জমি-বন্দোবস্তের প্রশ্ন—বিশেষতঃ সরকারী পশুচারণ ভূমিতে যাহারা বে-আইনীভাবে বসবাস করিতেছে তাহাদের উচ্ছেদ করার প্রশ্ন। এই ব্যাপারে গবর্ণমেণ্ট নীরব নিষ্ক্রিয়তার আশ্রয় লইয়াছেন। প্রকাশ, শাসন বিভাগের অন্যান্য মহলের বাধা, বিশেষ করিয়া স্বয়ং প্রধান মন্ত্রীর নিষ্ক্রিয় নীতির জন্য এই বিষয়ে মন্ত্রী শ্রীযুক্ত রোহিণীকুমার চৌধুরীর অকপট প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইয়া যাইতেছে। দেখিয়া শুনিয়া মনে হয়, স্যার সাদুল্লা পূর্ব্বোক্ত চুক্তির বাধ্যবাধকতা হইতে রেহাই পাইবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন এবং প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ

দুঃসাহসিকতাই রয়েল ইণ্ডিয়ান এয়ার ফোর্স-এর মূলমন্ত্র এবং দুঃসাহসের এই দুরন্ত নেশার জন্যই আর. আই. এ. এফ. এত দুর্ধর্ষ হতে পেরেছে। আজকের জগৎজোড়া ওলটপালটের দিনে জয়পরাজয়ের প্রায় সম্পূর্ণটাই নির্ধারিত হচ্ছে আকাশপথের আধিপত্য দিয়ে। আর. আই. এ. এফ. ও মিত্রপক্ষের অন্য বিমানবাহিনীগুলি জাপানীদের বুঝিয়ে দিচ্ছে যে দুঃসাহস ও সুশিক্ষা থাকার জন্যই আজ আকাশপথে আমাদের এত প্রতিপত্তি।

যুদ্ধের পর কী করবেন তা' ঠিক করবার সময় এখনই!

• রয়েল ইণ্ডিয়ান এয়ার ফোর্স-এর অফিসারেরা যে শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা লাভ করবেন তার সাহায্যে ভবিষ্যতে বেসামরিক জীবনে ভালো কাজ তাঁরা সহজেই পাবেন।

• যতদিন যুদ্ধ চলবে ততদিন গভর্নমেণ্ট অনেক চাকরি নিজেদের হাতে রাখবেন। যাঁরা এখন যুদ্ধে যোগ দিয়েছেন কেবল তাঁরাই পরে এ সব চাকরি পাবেন।

• এখন থেকেই বন্দোবস্ত চলছে যাতে যুদ্ধপ্রত্যাগত কর্মপ্রার্থীরা গভর্নমেণ্টের খরচে তাঁদের ইচ্ছে মত কাজ শিখতে পাবেন।

• যাঁরা য়ুনিভার্সিটির পড়া ছেড়ে কাজে যোগ দিয়েছেন তাঁদের জন্য যুদ্ধের পর শিক্ষাসংক্রান্ত অনেক সুবিধের বন্দোবস্ত আছে, এর সাহায্যে তাঁরা যুদ্ধের পর আবার পড়া শুরু করতে পারবেন। এ সম্বন্ধে নিজের নিজের য়ুনিভার্সিটি থেকে বিস্তারিত খবরাখবর পাবেন।

এই কুপনটি কেটে নিয়ে আপনার কাছাকাছি জি. ডি. (পাইলট) রিক্রুটিং অফিসারকে পাঠালে তিনি আপনাকে অ্যাপ্লিকেশান ফর্ম ও রয়েল ইণ্ডিয়ান এয়ার ফোর্স-এর কাজ সম্বন্ধে বিস্তারিত সর্ত ও বিবরণ পাঠাবেন।

নাম _____

ঠিকানা _____

আর. আই. এ. এফ-এ প্রবেশ যোগ্যতা: ভালো স্বাস্থ্য, সুস্থ দৃষ্টিশক্তি ও শ্রবণশক্তি এবং বয়স ১৭½ বছর থেকে ২৮ বছর। প্রচুর পরিশ্রমের ক্ষমতা থাকা চাই। আর চাই ভালো সাধারণ শিক্ষা ও ইংরিজিতে ভালো লিখতে ও বলতে জানা।

কুপনটি আপনার কাছাকাছি জি. ডি. আর. ও.কে পাঠিয়ে দিন

আর আই এ. এফ জি. ডি. (পাইলট) রিক্রুটিং অফিসার—কলকাতা

১৫. ওল্ড কোর্ট হাউস ষ্ট্রীট

1529

করিয়া সুকৌশল নিষ্ক্রিয়তার অন্তরালে আবার তিনি আসামের মুসলিম লীগ মহলে প্রতিষ্ঠালাভ করিতে ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছেন।

* * *

মিঃ এ কে ফজলুল হক কি আবার মুসলিম লীগে ফিরিয়া যাইতেছেন? লাহোর হইতে এসোসিয়েটেড প্রেসের সংবাদদাতা জানাইয়াছেন, সম্প্রতি মিঃ হক জনৈক সংবাদপত্র প্রতিনিধির নিকট বিবৃতি প্রসঙ্গে জানাইয়াছেন, তিনি পুনরায় মুসলিম লীগের পক্ষপুট-ছায়ায় আশ্রয় লইবেন। তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস, তিনি একবার কর্ণধার জিন্নার সঙ্গে মোলাকাৎ করিতে পারিলেই সকল গোলমাল গলিয়া মিলাইয়া যাইবে। হক সাহেব ভাব গদ-গদ হইয়া বলিয়াছেন, "আমি কায়মনোবাক্যে মুসলিম লীগেরই অনুপন্থী। আমাকে অন্যায়ভাবে লীগ হইতে বহিষ্কৃত করা হইয়াছে। আমি নিজে কিন্তু মুসলিম লীগ কখনও পরিত্যাগ করি নাই। মিঃ জিন্নার সহিত আমি সুদীর্ঘ ৩৩ বৎসর রাজনৈতিক ক্ষেত্রে একসঙ্গে কাজ করিয়াছি। মিঃ জিন্নার স্থলাভিষিক্ত হইতে পারেন এমন কোন মুসলমান বর্ত্তমান ভারতে নাই।" অতঃপর মিঃ হক বলেন, তিনি বড় ভাবপ্রবণ লোক; মনের আবেগকে যদি অপরাধ বলিয়া গণ্য করা হয় তবে সেই অপরাধের তুলনায় তাঁহার শাস্তিটা বড় কঠোর হইয়াছে।

মিঃ ফজলুল হকের এই "আর একবার সাধিলেই খাইবার" শুভ সঙ্কল্প সত্য কি না তাহা শীঘ্রই জানা যাইবে। উপরোক্ত সংবাদের প্রতিবাদ করিয়া মিঃ হক যদি অনতিবিলম্বে সংবাদপত্র মারফৎ কোন বিবৃতি প্রদান না করেন, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, ডিগবাজী-বিশারদ হক সাহেব পুনর্মূষিক হইবার পবিত্র সাধনায় লিপ্ত আছেন। হক সাহেবের রাজনৈতিক জীবনের পূর্ব্বাপর ইতিহাস যাঁহারা জানেন তাঁহারা ক্ষুব্ধও হইবেন না, বিস্ময়ও মানিবেন না।

* * *

সমগ্র ব্রহ্মদেশ পুনরধিকৃত হওয়ার আর বেশী দেরী নাই। গত ১৭ই মে সিমলা হইতে ব্রহ্মের গবর্ণর স্যার রেজিনাল্ড ডরম্যান স্মিথ ব্রহ্ম সম্পর্কে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের শ্বেতপত্র (হোয়াইট পেপার) প্রচার করিয়াছেন। ব্রহ্মের ভবিষ্যৎ শাসন-ব্যবস্থা সম্পর্কে বৃটিশ নীতি ঘোষণা করিয়া বলা হইয়াছে, ব্রহ্মে পূর্ণ স্বায়ত্ত শাসন ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করাই বৃটেনের লক্ষ্য।

সেই চির-পুরাতন মামুলী আশ্বাস। উক্ত বিঘোষিত শ্বেতপত্রে যথারীতি সেই "শনৈর্পন্থা শনৈর্পন্থা"র প্রতিশ্রুতি সাড়ম্বরে প্রতিধ্বনিত হইয়াছে। স্বায়ত্ত শাসন একদিন মিলিবে; তবে তাহা যে কখন এবং কতদিনে সেই প্রশ্ন পূর্ব্বের মতই অস্পষ্ট, অনুচ্চারিত। শ্বেতপত্রের ভাষায় ব্রহ্মদেশ "বৃটিশ কমনওয়েলথ-এর অন্তর্ভুক্ত থাকিয়া যাহাতে পূর্ণ স্বায়ত্ত শাসনের দায়িত্ব বহনের উপযুক্ত হয় সেজন্য উহার রাজনৈতিক সমুন্নতি সাধনই আমাদের উদ্দেশ্য।" ব্রহ্মদেশ উপযুক্ত হইতে যদি অনন্তকাল অপেক্ষা করিতেও হয়, তাহাতেও নিরাশ হইবার কারণ নাই। পরহিতব্রতী বৃটিশ শাসকরা কষ্ট করিয়া ব্রহ্মদেশে চিরদিন থাকিতে প্রস্তুত আছেন!

ব্রহ্ম সম্পর্কে বহু প্রত্যাশিত ঘোষণায় সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ সংরক্ষণের সেই পুরাতন বাঁধা বুলি! ব্রহ্ম সম্পর্কে জাপানীরা স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়াছিল। সেই স্বাধীনতার অন্তর্নিহিত মূল্য কি তাহা লইয়া বিচার বিশ্লেষণ না করিয়া এই কথা অনায়াসে মানিয়া লওয়া যায় যে, বহুকাল পদানত দেশের জনসাধারণের নিকট ঐরূপ স্বাধীনতা ঘোষণার একটা মনস্তাত্ত্বিক মূল্য আছে। ব্রহ্মদেশ পুনরধিকার করিয়া বৃটেন ব্রহ্মবাসীকে পুরাতন ফাঁকা আওয়াজ ছাড়া আর কি শুনাইল? ব্রহ্ম সম্পর্কে স্বাধীনতা ঘোষণার পথে ভারতের ন্যায় অনৈক্যের অজুহাত তো নাই। এমন কথা বলিবার উপায় নাই, ব্রহ্মদেশে হিন্দু ও মুসলমানের পারস্পরিক বিরোধের জন্যই প্রবল ইচ্ছা সত্ত্বেও সদাশয় বৃটেন স্বাধীনতা প্রদান করিতে পারিতেছে না। তবে? যুদ্ধোত্তর জগতেও সাম্রাজ্যবাদের যুদ্ধপূর্ব্ব বজ্রমুষ্টি অটুট রাখারই চেষ্টা চলিতেছে। সান্‌ফ্রান্সিস্কো সম্মেলনে বৃটিশ প্রতিনিধিদের মতিগতি লক্ষ্য করিয়া পুনরধিকৃত ব্রহ্ম সম্পর্কে আমরা ইহার অপেক্ষা এক তিল সন্তোষজনক ঘোষণার প্রত্যাশাও করি নাই।

* * *

যুদ্ধ সম্পর্কে বিবৃতিদানকালে বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতা সম্পর্কে বড় বড় বুলি আওড়াইয়াছেন। ইহার অপেক্ষাও বড় প্রহসন যে আর কি হইতে পারে জানি না। গোটা পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার এক-পঞ্চমাংশের পরাধীনতা সম্পর্কে সদম্ভ নিষ্ক্রিয়তা অবলম্বন করিয়া এমন উদার আদর্শের উচ্ছ্বসিত প্রচার চূড়ান্ত ভণ্ডামিরই নামান্তর। যাহা হউক মিঃ চার্চ্চিলের উপরোক্ত বিবৃতি সম্পর্কে আয়ারল্যাণ্ডের প্রধান মন্ত্রী ডি ভ্যালেরা যে সব মন্তব্য করিয়াছেন তাহা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য এবং যথেষ্ট উপভোগ্য। ডি ভ্যালেরার অনুসৃত নীতির সহিত সর্ব্ববিষয়ে আমরা একমত নহি। কিন্তু এই প্রসঙ্গে তিনি যে সব কথা বলিয়াছেন তাহার প্রায় প্রতি ছত্রে আমরা সায় দেই। ডি ভ্যালেরা বলিয়াছেন, "বৃটেনের প্রয়োজনই একমাত্র নৈতিক বিধান। এই প্রয়োজনই যেখানে বড সেখানে অপর কাহারও অধিকার গণ্য করার কথা উঠে না।...ফ্রান্সের পতনের পরে এবং আমেরিকার যুদ্ধে যোগদানের পূর্ব্বে- বৃটেন একা দাঁড়াইয়াছিল বলিয়া মিঃ চার্চ্চিল গর্ব্ব প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু তাহার মনে এই কথাটুকু স্বীকার করার ঔদার্য্যও ছিল না যে, এমন একটা 'ক্ষুদ্র' জাতিও আছে যে জাতি এক বৎসর নয়, দুই বৎসর নয়, শতাব্দী ব্যাপী এক আক্রমণের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া আছে—অশেষ ক্ষতি, দুর্ভিক্ষ ও হত্যাকাণ্ড সহিয়াছে; লাঠির পীড়নে বহুবার যাহাকে হতবুদ্ধি করা হইয়াছে; কিন্তু সম্বিৎ ফিরিয়া পাইয়া প্রতিবারেই সে আবার সংগ্রামে মাতিয়াছে।"

ডি ভ্যালেরার ভাষণ আয়ার সম্পর্কে হইলেও উহা ভারতের কথা বলিয়াও ধরা যায়। উহার প্রতিটি বাক্য আমরা ভারত সম্পর্কে প্রয়োগ করিয়া বিশ্ব শান্তি সম্পর্কে মিঃ চার্চ্চিলের চরম রসিকতার জবাব দিতে চাই।

* * *

ক্যালিফোর্ণিয়ার গবর্ণর কর্ত্তৃক আমন্ত্রিত হইয়া শ্রীযুক্তা বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত স্যাক্রামেণ্টোতে ক্যালিফোর্ণিয়ার পরিষদের যুক্ত অধিবেশনে এক বক্তৃতা করিয়াছেন। আইন সভার জন কয়েক সদস্য জরুরী বাজেট আলোচনার অজুহাত দেখাইয়া বাধাদানের চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত অধিকাংশ সদস্যের ইচ্ছারই জয় হইয়াছে। ভারতের পক্ষে ইহা অতীব আনন্দের কথা। ক্যালিফোর্ণিয়ার পরিষদে বক্তৃতা করার সম্মান ইতিপূর্ব্বে ফিলিপাইনের রসিউলো ও লর্ড হ্যালিফাক্স ছাড়া আর কেহ পান নাই। বলা বাহুল্য, শ্রীযুক্তা পণ্ডিত ভারতের পরাধীনতার জ্বালা ও স্বাধীনতার জন্মগত অধিকারের কথাই দৃঢ়তার সহিত ব্যক্ত করিয়াছেন। শ্রীযুক্তা পণ্ডিতকে ধন্যবাদ প্রদান করিতে উঠিয়া স্যাক্রামেণ্টো পরিষদের উক্ত অধিবেশনের স্পীকার মিঃ আর্ণেস ডেবস্ বলেন "দেড় শত বৎসর পূর্ব্বে আমেরিকার আমরা যে উদ্দেশ্যে প্রাণপণ করিয়া লড়িয়াছি আজ আপনি সেই ফললাভের জন্যই চেষ্টা করিতেছেন।"

* * *

সানফ্রান্সিস্কো সম্মেলনে বৃহৎ রাষ্ট্রগুলির পারস্পরিক মতভেদ ক্রমেই তীব্র হইয়া উঠিতেছে। অছিগিরির প্রশ্ন সম্পর্কিত সমস্যা সমাধানের পথে এখনও বিস্তর জটিলতার সৃষ্টি হইতেছে। অছিগিরি সম্পর্কিত দুইটি প্রধান প্রশ্নে চার শক্তি দুই ভাগে বিভক্ত হইয়াছে—এক দিকে বৃটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, আর একদিকে রুশিয়া ও চীন। প্রকাশ, বৃটিশ প্রতিনিধিগণ লণ্ডন হইতে নূতন নির্দ্দেশের অপেক্ষা করিতেছেন। বৃটেন ও আমেরিকা যে দুইটি প্রস্তাব সম্পর্কে একযোগে রুশিয়া ও চীনের বিরোধিতা করিতেছে তাহা হইতেছে: (ক) নূতন বিশ্বনিরাপত্তা প্রতিষ্ঠানের ম্যাণ্ডেটসমূহ পুনর্গঠন করার ক্ষমতা থাকিবে। (অষ্ট্রেলিয়া প্রস্তাবটি সমর্থন করিবে জানিয়াও বৃটেন ও আমেরিকা ইহার বিরোধিতা করিতেছে); (খ) "স্বাধীনতা"ই যে অছি ব্যবস্থাধীন পরাধীন জাতিসমূহের চূড়ান্ত আদর্শ তাহা সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করিতে হইবে।

পরাধীন জাতিসমূহের তথা ভবিষ্যৎ দুনিয়ার পক্ষে সর্ব্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ অছিগিরির প্রশ্নে সাম্রাজ্যবাদী মতলবের সুমার্জ্জিত ছদ্মবেশ একটু একটু করিয়া খুলিয়া পড়িতেছে। যাহা হউক, এই সমস্যা সম্পর্কে রুশিয়া ও চীন যে একযোগে কাজ করিতেছে নানা কারণেই তাহা ভরসার কথা।

হেডঅফিস বি.বি. ৪১৮ ★ স্থাপিত ১৯২৯ ★ ক্লাইভ ষ্ট্রীট বি.বি. ২৯৮০
পূর্ব্বতক ব্যাঙ্ক লিমিটেড
৬১, বহুবাজার ষ্ট্রীট ★ ৮১, ক্লাইভ ষ্ট্রীট
কলিকাতা
অন্যান্য শাখা:—চট্টগ্রাম, চন্দননগর, রাজসাহী, সিরাজগঞ্জ, জলপাইগুড়ি, মৈমনসিং ও সান্তাহার।
— সুদের হার —
কারেণ্ট ১/২% সেভিং ব্যাঙ্ক ২%
বাজার চলতি শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় হয়। অন্যান্য ডিপোজিট, লোন ও ওভারড্রাফ্‌ট সম্বন্ধে পত্র লিখুন
চেয়ারম্যান: শ্রী মতিলাল রায়।

স্থাপিত—১৯৩১ ফোন: ক্যাল ৪৫৪৯
ভাগীরথী ব্যাঙ্কিং এণ্ড হাউসিং
কোম্পানী লিমিটেড
রেজিষ্টার্ড অফিস—১৫, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা
চলতি হিসাবের সুদ ... ১/২%
সেভিংস্ আমানতের সুদ ... ২%
গত ৫ই মার্চ্চ, দক্ষিণ কলিকাতা শাখা, ৮৩এ রাসবিহারী এভিনিউস্থিত ভবনে খোলা হইয়াছে।
অনুমোদিত জামিনে ব্যবসায়িগণকে টাকা ধার দেওয়া হয়।
ম্যানেজিং ডিরেক্টর—মিঃ এস্ এম্ ব্যানার্জ্জি

খেয়ালীর খাতা

সকালবেলা ঘুম ভাঙিতেই সম্মুখের জানালা দিয়া যে জিনিষটা প্রথমে চোখে পড়ে, তাহা একটা পুষ্পিত কৃষ্ণচূড়ার গাছ। টকটকে লাল রঙের ফুল, সমস্ত গাছটা একেবারে ছাইয়া গিয়াছে ;—ফুল আর ফুল ; কোনখানে একটু পাতার চিহ্ন পর্য্যন্ত দেখা যায় না। মনটা খুসী লাগে, পথের কিনারে যাঁহারা এই গাছটিকে লাগাইয়াছিলেন, সেই অজ্ঞাতনামা নগরপালদের প্রতি কৃতজ্ঞ বোধ করি। আর ভাবি ফুলের দিকে এদেশে লোকের নজর কত কম। কলিকাতার একমাত্র কার্জ্জন পার্ক আর ইডেন গার্ডেন ছাড়া কোন পার্কে ফুলের চিহ্নমাত্র নাই। লণ্ডনে এমন একটি পার্কের কথা মনে করিতে পারি না, যেখানে ঘাস মখমলের মতো ঘন সবুজ নয়, ভূমি পুষ্পসম্ভারে আচ্ছন্ন নয়। অথচ এদেশে ফুল জন্মানো সহজ এবং সে ফুল বিলাতী ফুলের মতো গন্ধহীন নয়। লক্ষ্ণৌ ও লাহোরের পার্কগুলির পুষ্পসজ্জা দর্শনীয় এবং নয়াদিল্লীর চৌরাস্তার মোড়গুলি পর্য্যন্ত ফুলের কেয়ারি করা, যদিও উত্তর ভারতের রুক্ষ মাটিতে একটি ঘাস জন্মানো পর্য্যন্ত যথেষ্ট ব্যয় এবং শ্রম-সাপেক্ষ। বাঙ্গালী আর্টিষ্টের জাত বলিয়া আমাদের প্রত্যেকেরই মনে একটা গর্ব্ববোধ আছে। কিন্তু বাঙ্গালীর জীবনে সৌন্দর্য্যবোধের পরিচয়টা কি খুব স্পষ্ট? মনে তো হয় না। একটি দরিদ্র ইংরেজ পরিবারের সংসার খরচের মধ্যে মাসে দুই শিলিং ফুলের খরচ আছে। কয়টি মোটা আয়ের বাঙ্গালীর শয়নকক্ষে ফুলের গুচ্ছ দেখিয়াছেন? বালিগঞ্জ অঞ্চলে চার মহলা পাঁচ মহলা বাড়ী আছে, তাহার মার্ব্বেল করা মেঝে, মোজেকের সিঁড়ি। কিন্তু কয়টি বাড়ীর সামনে এক টুক্‌রা ফুলের বাগান আছে? প্রাচীনদের আমলে প্রত্যেক গৃহে গৃহদেবতা ছিল, তাঁহার পূজার আয়োজনে বাড়ীতে দেশী ফুলের গাছ যত্ন করিয়া রোপণ করা হইত,—শেফালী, জবা, বেল, জুঁই, দোপাটি, ইত্যাদি। আধুনিকাদের ঠাকুরঘরের জায়গা ড্রয়িংরুম দখল করিয়াছে, কিন্তু শেফালী, জুঁইর জায়গা নেলী বা গ্ল্যাডিওলাস আসিয়া লয় নাই। কারণ আধুনিক বাঙ্গালী বলিতে যাহাদের বুঝায় তাহারা আসলে এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান—জন্মে নয়, রুচিতে। তাহারা have lost the virtues of an Indian acquired the vices of an Englishman!

* * *

এবারের 'ভিক্টোরী সেলিব্রেশান' কেমন হইয়াছে? জবাব দেওয়া বাহুল্য। কলিকাতায় যাঁহারা ট্রামে বাসের প্রচণ্ড ভীড় সহ্য করিয়া আলোকসজ্জা দেখিতে বাহির হইয়াছিলেন, তাঁহারা বাড়ী ফিরিয়া অনুতাপ করিয়াছেন। একমাত্র ডালহৌসী স্কোয়ারে কয়েকটি দালান ছাড়া কোথাও বড় আলোর চিহ্ন ছিল না। একটি এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান কাগজে আলোকসজ্জার যে রিপোর্ট বাহির হইয়াছে, তাহাতে লেখা হইয়াছে, prominent buildings were flooded with light. আমার মনে হয় উহার মধ্যে একটু ছাপার ভুল আছে। prominent ও buildings কথা দুইটির মধ্যে আরও একটা শব্দ ছিল, তাহা মুদ্রাকর প্রমাদে বাদ পড়িয়াছে। উহা 'Government'। কলিকাতার শ্বেতাঙ্গ চটকলওয়ালারা, বিলাতী ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানীগুলি সবাই যুদ্ধের সুযোগে দুই হাতে পয়সা লুটিয়াছেন। কাহাকেও তো বিজয় উৎসবে এক পাই খরচ করিতে দেখিলাম না! পার্কে পার্কে লাট দম্পতি আসিয়া খাবার ও খানকয়েক কাপড় বিলাইয়াছেন। কিন্তু সেখানে দরিদ্র ফটোগ্রাফার ক্যামেরাম্যান ও সরকারী প্রচার বিভাগের কর্ত্তাদের সংখ্যা দরিদ্র জনসাধারণের চাইতে বেশী দেখিলাম। চৌরঙ্গী, উড ষ্ট্রীট, ক্যামাক ষ্ট্রীট, আলীপুর অঞ্চলে শ্বেতাঙ্গদের পাড়ায়ও কোন উৎসবের চিহ্ন দেখা গেল না। বোধকরি ইংরেজের জয়ে বিজয়োৎসবের শোভাযাত্রা প্রভৃতি যাহা কিছু ঘটা, তাহা আমাদের মানবেন্দ্র দাদার দলের উপর ছাড়িয়া দিয়াই তাঁহারা নিশ্চিন্ত হইয়াছেন।

* * *

ম্যাট্রিকুলেটদের জন্য যুদ্ধের কাজ

ভারতীয় সেনা বিভাগে উৎসাহী যুবকদের এখন অনেক সুযোগ আছে। এই সুযোগ নিলে এখন যেমন ভালো মাইনে পাওয়া যাবে যুদ্ধের পর তেমনি চাকরির আশাও সুনিশ্চিত থাকবে। কয়েকটি কাজের নমুনা নিচে দেওয়া হল।

ম্যাট্রিকুলেট (অথবা সমপর্যায়ের শিক্ষা প্রাপ্ত) কিংবা ৯।১০ জমাৎ-এ শিক্ষাপ্রাপ্ত যুবকেরা যারা সামরিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারবে তারা নিম্নলিখিত বিষয়গুলিতে বিনাখরচায় শিক্ষালাভের জন্য ভারতীয় সেনাবিভাগে যোগ দিতে পারে। ইন্‌স্ট্রুমেণ্ট মেকানিক্‌স্—রেডিয়ো মেকানিক্‌স্—ওয়্যারলেস্ মেকানিক্‌স্। শিক্ষাকালীন বেতন—মাসিক ৫৯।০। শিক্ষা শেষ হলে—মাসিক ৬৩৲ থেকে ৯৪৸৵০ পর্যন্ত। মাইনে ছাড়াও কর্মীরা বিনামূল্যে খাদ্য, পরিচ্ছদ, বাসস্থান ও চিকিৎসার সুবিধে পায়। প্রচুর ছুটি পায়। এবং আরো অনেক সুবিধে পায় যা বেসামরিকেরা পায় না।

ম্যাট্রিকুলেটরা বিস্তারিত খবরাখবরের জন্য আবেদন করুন। কোনো বুদ্ধিমান যুবকই এই সুযোগ ছাড়তে পারে না।

যুদ্ধের পর? ভুলে যাবেন না সেনাবাহিনীতে কাজ করলে যুদ্ধের পর অনেক সুযোগসুবিধে পাওয়া যাবে। ● যুদ্ধের কাজ করে যে শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা লাভ করা যাবে তার সাহায্যে যুদ্ধের পর বেসামরিক জীবনে ভালো চাকরি পাওয়া মোটেই কঠিন হবে না। ● যুদ্ধের কাজে যারা এখন যোগ দিচ্ছেন তাদের ভবিষ্যতের জন্য গভর্নমেণ্ট অনেক চাকরি খালি রেখেছেন। ● সেনাবাহিনী থেকে ছাড়া পাবার পর অনেকেই গভর্নমেণ্টের খরচে পছন্দমত কাজ শিখতে পারবে। ● যারা য়ুনিভার্সিটি ছেড়ে যাচ্ছে তাদের যুদ্ধের পর আবার পড়া চালাবার সুবিধে দেওয়া হবে। এ সম্বন্ধে য়ুনিভার্সিটির কর্তৃপক্ষদের কাছ থেকে বিস্তারিত খবর পাওয়া যাবে। ● ম্যাট্রিকুলেশন বা সমপর্যায়ের শিক্ষাপ্রাপ্ত যুবকেরা অবিলম্বে এই সব চাকরির জন্য দরখাস্ত করুন। বিস্তারিত বিবরণ যে কোনো রিক্রুটিং অফিস থেকে পাবেন।

1589

সদ্য প্রকাশিত রোল্যাণ্ডস্ কমিটির রিপোর্টের একটি মন্তব্য পড়িয়া বিশেষ কৌতুক বোধ করিলাম। সিভিল সার্ভিসের একদল লোক নিজেদের জনসাধারণের ভৃত্য মনে না করিয়া প্রভু মনে করেন কমিটির নিকট অনেকে এইরূপ অভিযোগ করিয়াছেন দেখিয়া কমিটি আশ্চর্য্য এবং ব্যথিত হইয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে, এরূপ মনোভাব অত্যন্ত অন্যায়। তবে কমিটির ধারণা এই যে, সরকারী চাকুরিয়াদের মধ্যে খুব অল্পসংখ্যক লোকই ঐরূপ মনোভাবসম্পন্ন। সরকারী চাকুরিয়াদের মধ্যে আই, সি, এসদের সঙ্গে যাঁহাদের সামান্য পরিচয় আছে, তাঁহারাই জানেন যে, ইহা offending minority'র কথা নয়। majority এমন কি প্রায় সকলেরই মনোভাব ঐ, বরং অন্য মনোভাবের অফিসারেরাই negligible minority. কমিটির ভাষায় যাঁহারা "adopt an attitude of aloof superiority", তাঁহারাই আমাদের শাসনযন্ত্রটা চালাইয়া থাকেন। অত্যন্ত লজ্জার সঙ্গে একথাটা বলিতে হইতেছে যে, এ বিষয়ে আমাদের স্বজাতীয় বাঙ্গালী আই, সি, এসেরা বেশী দোষী। দেশীয় লোকের সর্ব্বপ্রকার স্পর্শ সযত্নে বাঁচাইয়া চলাটাকেই ইঁহারা জীবনের ধর্ম্ম করিয়াছেন। যখন মেশেন তখন মুরুব্বিয়ানার চালে মেশেন, যেন তাঁহাদের স্বর্গস্থ আসন হইতে কৃপা করিয়া অনেকটা নামিয়া আসিলেন। পূর্ব্ববঙ্গের মফঃস্বল সহরে ও আসামে দেখিয়াছি, ইঁহারা বাঙ্গালী ভদ্র সমাজ অপেক্ষা স্থানীয় পাটকলের সাহেবদের ক্লাবে বা চা-বাগানের ম্যানেজারদের সঙ্গে আড্ডা দিয়া বেড়াইতে পছন্দ করেন—যাঁহাদের বিদ্যার দৌড় স্কুল পর্য্যন্ত এবং সামাজিক ও পারিবারিক পর্য্যায় হোটেল বয়, দোকান কর্ম্মচারী বা কুলী মজুরদের সমকক্ষ। কলিকাতা, দিল্লী, সিমলা, দার্জ্জিলিঙে ইঁহারা নিজেদের মধ্যে আলাদা একটা সমাজ গড়িয়া তোলেন, যেখানে আলোচনার বিষয় প্রোমোশন ও পোষ্টিং, পাঠ্য 'ষ্টেটসম্যান' পত্রিকার হেডলাইন এবং ধ্যান নববর্ষের অনার্স লিষ্ট।

* * *

ঘুষ ও দুর্নীতি সম্পর্কে কমিটি minor officials—ছোট কর্ম্মচারীদের—কথাটাই বলিয়াছেন। ইহাকে নিরপেক্ষতার পরিচয় বলিতে পারি না। চুণাপুঁটিরা যে ঘুষ খায় তাহার পরিমাণ সামান্য, তাহা লইয়া খুঁৎ খুঁৎ করি বটে, কিন্তু সহিয়াও যাই; বিশেষ সোরগোল করি না। সম্প্রতি রাঘব বোয়ালেরা যে রকম বিপুল রেটে ঘুষের বেসাতি সুরু করিয়াছেন, তাহা সহ্যের সীমা ছাড়াইয়াছে বলিয়াই জানাজানি হইতেছে। সুতরাং বাঙ্গলা দেশের ঘুষের দায়টা কেবল minor officials-দের ঘাড়ে চাপাইয়া দিলে অন্যায় হইবে। তাহা ছাড়া লাইসেন্স দেওয়ার ক্ষমতা—যাহা হইতে ঘুষের উদ্ভব হইয়াছে বলিয়া কমিটি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন—তাহা যে কেবল "Subordinate and temporary officials"-দের হাতেই ন্যস্ত ছিল একথাও সত্য নয়। জন দুই ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ইতিমধ্যেই বিচারে দণ্ডিত হইয়াছে, জনকয়েক আই, সি, এসের নামে মামলা বা তদন্ত চলিতেছে। ইহাদিগকে নিশ্চয়ই subordinate and temporary বলা চলে না, minor officialsও ইহারা নিশ্চয়ই নহে। কোন্ শ্বেতাঙ্গ কর্ত্তা তিন লাখ টাকা জমাইয়াছেন, কোন্ কৃষ্ণাঙ্গ সিভিলিয়ান ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স ভারী করিয়াছেন এবং কোন্ অতি উচ্চপদস্থ ব্যক্তির মেমসাহেবের লাখ টাকা দামের হীরার নেক্‌লেস কাষ্টমস্ কর্ম্মচারীদের হাতে ধরা পড়িয়াছে, সে সকল গুজব লোকের মুখে মুখে ফিরিতেছে। জনশ্রুতি সবটা বিশ্বাস করিতে নাই। কিন্তু যাহা রটে তাহার কিছু বটে। বাঙ্গলা দেশের শাসন-ব্যবস্থায় বর্ত্তমানে সিজর পত্নীর মতো সন্দেহাতীত সতীত্ব লইয়া কাজ করিতেছে এমন লোকের সংখ্যা কত, তাহা রোল্যাণ্ডস্ কমিটি জানিতে চেষ্টা করিয়াছেন কি না জানি না।

* * *

য়ুরোপের যুদ্ধবিরতি উপলক্ষে আমাদের বাঙ্গলা দেশের অনেক দৈনিক ও সাপ্তাহিক 'বিশেষ সংখ্যা' প্রকাশ করিয়াছেন। ঐগুলিতে যুদ্ধের দিনপঞ্জী আছে, চার্চ্চিলের সচিত্র জীবনী আছে, হিটলার-মুসোলিনীর বিস্তৃত কাহিনী আছে, রাশিয়ার সেনাপতি, সৈন্য, নেতাদের সম্পর্কে ঠাসবুনানী কলমে অজস্র প্রশংসা আছে। নাই কেবল এই যুদ্ধজয়ে বাঙ্গালীর কৃতিত্বের কাহিনীটুকু। সৈন্য বিভাগে, নৌবাহিনীতে ও বিমানবহরে, চিকিৎসা বিভাগে কতজন বাঙ্গালী অফিসার আছেন, তাঁহাদের মধ্যে কে কিরূপ কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন, সে কথা বোধ হয় মার্শাল টলবুথীনের কাহিনীর চাইতে কম প্রয়োজনীয় নয়—অন্ততঃ বাঙ্গালী পাঠকের কাছে। একটি লোকের কথা মনে হইতেছে, তাঁহাকে ব্যক্তিগতভাবে জানিতাম বলিয়া নয়, তিনি যথার্থই সম্মানের সঙ্গে যোগ্য বলিয়া। উইং কম্যাণ্ডার কে কে মজুমদার ডি, এফ, সি এ্যাণ্ড বার। এই যুদ্ধে বিমান-বাহিনীতে ইংরেজ, এমেরিকান, ক্যানেডিয়ান, অষ্ট্রেলিয়ান প্রভৃতি যত দেশ হইতে যত শ্রেষ্ঠ বৈমানিক যুদ্ধ করিয়াছেন, মজুমদার তাঁহাদের অন্যতম। তিনি ইউরোপের "ডি-ডে" হইতে সুরু করিয়া বহু প্রধান আক্রমণে যোগ দিয়াছেন, বিশেষ করিয়া নরম্যাণ্ডিতে প্রথম মিত্রসৈন্য অবতরণে তিনি যে বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন, তাহা সরকারী বিজ্ঞপ্তিতেও স্বীকৃত হইয়াছে। দুঃখের বিষয়, কিছুদিন আগে লাহোরে—যুদ্ধক্ষেত্রের বাহিরে এক প্রদর্শনীতে বিমানের খেলা দেখাইতে যাইয়া দুর্ঘটনায় তাঁহার মৃত্যু হয়। মনে আছে, ১৯৪২ সালে করাচীতে এক বন্ধুর বাড়ীতে ভোজসভায় তাঁহার সঙ্গে প্রথম দেখা হয়। ডিনারের পর অতিথিরা কেহ গান করিলেন, কেহ ম্যাজিক দেখাইলেন, কেহ বাঁশী বাজাইলেন। মজুমদার 'জাম্বো' নামেই তিনি বেশী পরিচিত ছিলেন—তিনি একটা বাংলা পদ্য আবৃত্তি করিলেন। তাহার প্রথম দুইটি লাইন আজও মনে পড়িতেছে :—"জীবনটা তো দেখা গেল শুধুই কেবল কোলাহল; সাহস যদি থাকে তবে মরণটা কি দেখবি চল্"। সাহস তাঁহার ছিল তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই। non-martial race বলিয়া বাঙ্গালীর যে দুর্নাম আছে, তাহা যাঁহারা মিথ্যা প্রমাণ করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে 'জাম্বো'র নাম অক্ষয় হইয়া রহিল।

—খেয়ালী

টেলিগ্রাম—"আর্থিক মান" পোঃ বক্স কেল—৬৫৯

প্রগতিশীল জাতীয় আর্থিক প্রতিষ্ঠান

ব্যাঙ্ক অব কামরূপ লিঃ

হেড অফিস : ৭নং সোয়ালো লেন, কলিকাতা

ম্যানেজিং ডাইরেক্টর—শ্রীঅমলেন্দু বাগচী

বাংলার প্রাচীনতম জাতীয় প্রতিষ্ঠান

স্থাপিত ১৯১০ ইং

মহালক্ষ্মী ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস : ১৫, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা ফোন কলিঃ ৪৭১৯

সিডিউল্ড ব্যাঙ্ক

ইহার পশ্চাতে রহিয়াছে ৩৩ বৎসরের জনসেবা; অভিজ্ঞ ও লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যবসায়িবর্গের সুপরিচালনায় গড়িয়া উঠিয়াছে ইহার প্রচুর সম্পদ, তাই ইহা আজ সুদৃঢ় আর্থিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত একান্ত নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।

শাখা অফিস :—পাটনা, বেনারস, মাদ্রাজ, বড়বাজার (কলিঃ), ভবানীপুর (কলিঃ), বেলিয়াঘাটা (কলিঃ), ঢাকা, টাঙ্গাইল, চট্টগ্রাম, মাণিকগঞ্জ, বরিশাল, পাবনা, নাটোর, নবদ্বীপ, কৃষ্ণনগর, তমলুক, শিলচর, শান্তিপুর, মহিষাদল, বঢ়, লক্ষ্ণৌ, টি নগর (মাদ্রাজ), মেদিনীপুর।

আমানতের হার ও সর্ত্তাদি সুবিধাজনক।

ব্যবসায়ীদিগকে সর্ব্বপ্রকার সুবিধা দেওয়া হয়।

ম্যানেজিং ডাইরেক্টর : জি. সি পাল, বি এল

আর্থিক দুনিয়ার খবরাখবর

ভারতে বস্ত্রের যোগান—ভারতে বস্ত্রের যোগান সম্বন্ধে মিঃ আগরওয়াল একটি তালিকা প্রকাশ করিয়াছেন। নিম্নে তাহা প্রদত্ত হইল :—গত ১৯৩৮-৩৯ সালে ভারতের কাপড়ের কলসমূহে ৪০০ কোটি গজ ও ভারতীয় তাঁতসমূহে ১৫০ কোটি গজ কাপড় উৎপন্ন এবং বিদেশ হইতে ৭০ কোটি গজ কাপড় আমদানী হয়। ঐ বৎসরে ভারতে সামরিক প্রয়োজনে কোন কাপড় ব্যবহৃত হয় নাই। তবে উক্ত বৎসরে ২০ কোটি গজ কাপড় ভারতবর্ষ হইতে বিদেশে রপ্তানী হয়। এই হিসাব হইতে বোঝা যায় যে, ১৯৩৮-৩৯ সালে ভারতবাসী নিজ ব্যবহারের জন্য ৬০০ কোটি গজ কাপড় পাইয়াছিল। ১৯৪২-৪৩ সালে ভারতীয় কাপড়ের কলে ৪০০ কোটি গজ এবং তাঁতে ১৫০ কোটি গজ কাপড় উৎপন্ন হয় বটে কিন্তু ঐ বৎসরে বিদেশ হইতে ভারতে কোন কাপড় আমদানী হয় নাই। পক্ষান্তরে উক্ত বৎসর সামরিক প্রয়োজনে ১১০ কোটি গজ কাপড় ব্যবহৃত হয় এবং ভারতবর্ষ হইতে বিদেশে ৭০ কোটি গজ কাপড় চালান যায়। ফলে ঐ বৎসরে ভারতীয় জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য মাত্র ৩৭০ কোটি গজ কাপড় পাওয়া গিয়াছিল। বর্ত্তমানে ভারতীয় কাপড়ের কল ও তাঁতে মোট কি পরিমাণ বস্ত্র প্রস্তুত হইতেছে, তাহার হিসাব জানা নাই। তবে চলতি বৎসরে সামরিক প্রয়োজনে ১০০ কোটি গজ কাপড় ব্যবহৃত হইয়াছে এবং বিদেশে ৬০ কোটি গজ কাপড় রপ্তানী হইয়াছে ধরিয়া মিঃ আগরওয়াল এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, এক্ষণে ভারতীয় জনসাধারণ তাহাদের ব্যবহারের জন্য বৎসরে ৩২০ কোটি গজের বেশী কাপড় পাইতেছে না।

শ্রমিক কল্যাণ সম্পর্কে ডিপ্লোমা—গত ১২ই মে শনিবার অপরাহ্ণে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট সমাজ সেবা, শ্রমিক কল্যাণ (ডিপ্লোমা কোর্স ইন সোশিয়েল ওয়ার্ক, লেবার ওয়েলফেয়ার) বিষয়ে ডিপ্লোমা প্রবর্ত্তন করিবার সিদ্ধান্ত করেন। সিনেট কর্ত্তৃক অনুমোদনের প্রস্তাব উত্থাপন করিয়া ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় বলেন যে, গত ১৯৪২ সালের ডিসেম্বর মাসে বিশ্ববিদ্যালয় পরীক্ষামূলকভাবে ইণ্ডিয়ান জুট মিল এসোসিয়েশনের সহযোগিতায় এই কোর্স প্রবর্ত্তন করেন। ডাঃ রায় আরও বলেন যে, শ্রমিক কল্যাণ সম্পর্কিত অফিসারগণ যাহাতে ইহার সুবিধা গ্রহণ করিতে পারেন, সেইভাবে কোর্সের অদল বদল করিবার জন্য ভারত গভর্ণমেণ্ট ও অন্যান্য শ্রমশিল্প প্রতিষ্ঠান বিশ্ববিদ্যালয়কে অনুরোধ জ্ঞাপন করেন। ডাঃ রায় প্রসঙ্গক্রমে এই মন্তব্য করেন যে, ভারতবর্ষে এই ধরণের শিক্ষা ইহাই প্রথম। কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট, প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট দেশীয় রাজ্যসমূহ এবং শ্রম শিল্প প্রতিষ্ঠানের অধীনে যে সকল শ্রমিক কল্যাণ কর্ম্মচারী কাজ করেন, তাঁহাদিগকে শিক্ষা দিবার জন্য ব্যবস্থা একমাত্র কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েই সর্ব্বপ্রথম করা হইয়াছে বলিয়াও ডাঃ রায় উল্লেখ করেন।

ঘোষ ট্রেভেলিং ফেলোসিপ—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট বিদেশে উচ্চ শিক্ষা লাভ ও গবেষণা করিবার জন্য নিম্নলিখিত প্রার্থিগণকে ১৯৪৫ সালের জন্য ঘোষ ট্রেভেলিং ফেলোসিপ প্রদান করিয়াছেন :—মিস সুরমা মিত্র শাস্ত্রী, এম এ, পি এইচ ডি; ডাঃ নিরঞ্জনাথ দাশগুপ্ত, পি এইচ ডি (লণ্ডন); ডাঃ জগন্নাথ গুপ্ত, ডি এস-সি, শ্রীযুক্ত অমিয়ভূষণ কর, এম এস-সি, শ্রীযুক্ত অরবিন্দ রায়, এম এস-সি, ডাঃ পি সি মহান্তি, ডি এস-সি ও শ্রীযুক্ত কমলেশ রায়, এম এস-সি।

হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে দান—দিল্লীর শ্রীযুক্ত রামস্বরূপ খান্না হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে এক লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে। এই টাকার সুদ হইতে উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোনীত উপযুক্ত ছাত্রদিগকে বৃত্তি দেওয়া হইবে বলিয়া প্রকাশ।

চীনা বাদাম উৎপাদন বৃদ্ধি প্রচেষ্টা—প্রকাশ, যুদ্ধোত্তর কালে চিনাবাদাম সম্পর্কে গবেষণা, প্রচার ও উৎপাদন দ্বারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় চীনা বাদাম কাউন্সিল আগামী ৩ বৎসরে ১০ লক্ষ ডলার ব্যয় করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন।

সৈন্যদের কর্ম্ম সংস্থাপনের প্রতিষ্ঠান—সম্প্রতি নয়া দিল্লীতে এক সাংবাদিক সম্মেলনে ভারত গবর্ণমেণ্টের শ্রম বিভাগের এডিশন্যাল সেক্রেটারী মিঃ এস লাল এক বিবৃতি প্রসঙ্গে বলেন যে, যুদ্ধ শেষে প্রত্যেক দেশেই যুদ্ধ-ফেরৎ সৈন্যদের পুনরায় নাগরিক জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত করার ব্যাপারে ভয়ানক সমস্যা দেখা দিবে। মিঃ এস লাল আরও বলেন যে, ভারতবর্ষের পক্ষে এই সমস্যা কোন কোন ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ নূতন রূপ ধারণ করিবে। এই প্রসঙ্গে তিনি মন্তব্য করেন যে, ভারতবর্ষে ইতিপূর্ব্বে কখনও ব্যাপক হারে সৈন্যদল নিরস্ত্রীকরণ এবং তাহাদের নাগরিক জীবনে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করার জন্য সুশৃঙ্খলভাবে ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে কোন চেষ্টা হয় নাই। মিঃ এস লালের মতে এই সমস্যা সমাধানে অন্যান্য দেশের অনুসৃত নীতি এবং ঐ সমস্ত বিষয়ে অভিজ্ঞতা ভারতের খুবই কাজে আসিবে। এই সম্পর্কে মিঃ এস লাল আরও বলেন যে, উক্ত সমস্যার গুরুত্ব বিবেচনা করিয়া ভারত গবর্ণমেণ্ট শ্রম বিভাগের অধীনে অবিলম্বে একটি পুনর্গঠন ও পুনর্নিয়োগ প্রতিষ্ঠান গঠন করার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। উক্ত প্রতিষ্ঠান মারফৎ কর্ম্মপ্রার্থী সৈন্যদিগকে কারিগরী ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা দেওয়া হইবে বলিয়াও মিঃ এস লাল উল্লেখ করেন।

শ্রমিক বিনিময় কেন্দ্র—ভারত গবর্ণমেণ্টের শ্রম বিভাগের অধীনে দেশের সর্ব্বত্র কতকগুলি শ্রমিক বিনিময় কেন্দ্র খোলা হইবে বলিয়া প্রকাশ। বর্ত্তমানে ভারতবর্ষে বিভিন্ন প্রদেশে মোট ১০টি শ্রমিক বিনিময় কেন্দ্র আছে বলিয়া জানা গিয়াছে। প্রকাশ, ১৯৪৬ সালের মধ্যে উহা বাড়াইয়া ৭১টি করা হইবে, উহার মধ্যে ১টি কেন্দ্রীয়, ৯টি রিজিওন্যাল, নৌ ও বিমান বাহিনীর লোকদের জন্য ২টি বিশেষ কেন্দ্র এবং ৫৯টি সাব-রিজিওন্যাল বিনিময় কেন্দ্র থাকিবে। এই সম্পর্কে আরও প্রকাশ যে, প্রত্যেক সাব-রিজিওন্যাল কেন্দ্রের সহিত কতকগুলি শ্রমিক সংবাদ প্রতিষ্ঠান (এমপ্লয়মেণ্ট ইনফরমেশন ব্যুরো) কাজ করিবে। রিজিওন্যাল এবং সাব-রিজিওন্যাল কেন্দ্রে স্থানীয় শ্রমিক ও মালিকদের প্রতিনিধি লইয়া গঠিত শ্রমিক পরামর্শদাতা কমিটিও থাকিবে। কাজের সুবিধার জন্য ভারতবর্ষকে ৯টি অঞ্চলে ভাগ করা হইয়াছে :—(১) পাঞ্জাব ও উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ (২) সিন্ধু ও বেলুচিস্থান (৩) দিল্লী, আজমীড় ও মারোয়াড় (৪) যুক্তপ্রদেশ, বিহার ও উড়িষ্যা (৫) বাঙ্গলা ও আসাম (৬) মধ্যপ্রদেশ ও বেরার (৭) বোম্বাই (৮) মাদ্রাজ এবং (৯) কুর্গ। প্রকাশ, আঞ্চলিক কেন্দ্রগুলি এক একজন ডিরেক্টর অব রিসেটেলমেণ্ট এণ্ড এমপ্লয়মেণ্টের পরিচালনাধীনে থাকিবে এবং কেন্দ্রে ডিরেক্টর জেনারেল অব রিসেটেলমেণ্ট এণ্ড এমপ্লয়মেণ্টের অধীনে ৬টি বিভিন্ন বিভাগ খোলা হইবে। এই পরিকল্পনা নাকি আপাততঃ পাঁচ বৎসরের জন্য করা হইয়াছে। উক্ত পাঁচ বৎসরের মেয়াদ শেষ হইবার পূর্ব্বে প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টদের সহিত পরামর্শ করিয়া উহার মেয়াদ বৃদ্ধির সম্বন্ধে নাকি পুনর্বিবেচনা করা হইবে। আপাততঃ সাময়িক হইলেও এই পরি-

—তার জন্ম পরে

বহুদিন ভুগেছিনু সূতিকার জ্বরে,
বাঁচিব, ছিল না আশা—

ভারতের লক্ষ লক্ষ মাতার
জীবন-মৃত্যুর এমনই সঙ্কট দোলায়

• ভাইনো-মল্ট •

সকল অবসাদ, দুর্ব্বলতা ও ক্লান্তি
দূর করিয়া সুঠাম স্বাস্থ্য ও
শক্তি ফিরাইয়া দিতে পারে।

টাইফয়েড
নিউমোনিয়া
ইনফ্লুয়েঞ্জা

প্রভৃতি কঠিন ও দীর্ঘ রোগভোগের পর
হৃতস্বাস্থ্য উদ্ধারে সহায়তা করে।

সমস্ত সম্ভ্রান্ত ঔষধালয়ে পাওয়া যায়।

কল্পনা শেষ পর্য্যন্ত স্থায়ীভাবেই গড়িয়া উঠিবে বলিয়া ভারত গবর্ণমেণ্ট আশা পোষণ করেন জানা গিয়াছে।

সাংবাদিকতার ডিপ্লোমা কোর্স—প্রকাশ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় নিয়োগ বোর্ড ভারতীয় সংবাদপত্র সেবীসঙ্ঘের সহযোগিতায় সাংবাদিকতা শিক্ষার ডিপ্লোমা কোর্স প্রবর্ত্তন করিবার যে পরিকল্পনা করিয়াছিলেন, কলিকাতা বিশ্ব বিদ্যালয়ের সিণ্ডিকেট গত ১২ই মে শনিবার উক্ত সিণ্ডিকেটের অধিবেশনে তাহা অনুমোদন করিয়াছেন। এই উদ্দেশ্যে গঠিত একটি বিশেষ কমিটির নিকট অতঃপর পরিকল্পনাটি প্রেরিত হয়। উক্ত বিশেষ কমিটি বিভিন্ন সংবাদপত্র ও সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি লইয়া গঠিত হইয়াছে। সিণ্ডিকেট কর্ত্তৃক অনুমোদিত হওয়ার পর পরিকল্পনাটি 'ফ্যাকালটি অব আর্টসের' নিকট উপস্থাপিত করা হয় এবং ফ্যাকালটি অব আর্টসও উহা অনুমোদন করিয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে। এই সম্বন্ধে আরও প্রকাশ, আগামী জুন মাসে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেটের যে অধিবেশন হইবে, তাহাতে উক্ত পরিকল্পনা অনুমোদিত হইলে পর উহাকে কার্য্যে পরিণত করা হইবে বলিয়া স্থির হইয়াছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধব্যয়—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অর্থ বিভাগ হইতে সম্প্রতি ঘোষণা করা হইয়াছে যে, ১৯৪৫ সালের ৫ই মে পর্য্যন্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রীয় গবর্ণমেণ্ট জাপানী যুদ্ধসহ সমগ্র যুদ্ধ প্রচেষ্টায় ২৭৫৭০৩০০০০০০ ডলার ব্যয় করিয়াছেন। এই সম্পর্কে আরও ঘোষণা করা হইয়াছে যে, গত মহাযুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ব্যয় হইয়াছিল ২৫৭২৯০০০০০০ ডলার। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, বর্ত্তমান মহাযুদ্ধের ব্যয়, গত মহাযুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যে ব্যয় করিয়াছিল তাহার দশগুণেরও অধিক।

বর্ত্তমান যুদ্ধে রুশদের হতাহতের সংখ্যা—প্রকাশ, নিজেদের দেশের স্বাধীনতা রক্ষায় এবং সর্ব্বশেষে বার্লিন বিজয়ে রুশদের ১ কোটি ২০ লক্ষ হইতে ১ কোটি ৫০ লক্ষ লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। ইহাদের প্রায় অর্দ্ধেক সৈন্য এবং অপর অর্দ্ধাংশ অসামরিক নাগরিক বলিয়া জানা গিয়াছে। এই প্রসঙ্গে জনৈক রুশ জেনারেল বলেন, 'এমন সময়ও দেখা গিয়াছে, যখন সেনাবাহিনীকে রক্ষা করিতে গিয়া আমাদিগকে ৫ লক্ষ সৈন্যও হারাইতে হইয়াছে।'

মূলধন বৃদ্ধির আবেদন পত্র—সম্প্রতি প্রকাশিত এক সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, এখন হইতে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান প্রভৃতির মূলধন বৃদ্ধির আবেদন কতকগুলি প্রশ্নের ছাপান উত্তর সম্বলিত পত্রাকারে করিতে হইবে। ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলির পক্ষ হইতে চাহিয়া পাঠাইলে গবর্ণমেণ্ট প্রশ্নগুলির তালিকা সরবরাহ করিবেন বলিয়াও উক্ত সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে ঘোষণা করা হইয়াছে। উক্ত সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে আরও ঘোষণা করা হইয়াছে যে, নূতন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের অন্যান্য প্রশ্নের উত্তরের সহিত প্রস্তাবিত ডিরেক্টরদের নামও উল্লেখ করিতে হইবে। এই সম্পর্কে উক্ত সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, অনেক ক্ষেত্রে নাকি প্রস্তাবিত ডিরেক্টরদের সহিত পরামর্শ না করিয়া বা অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাঁহাদের নাম ছাপাইয়া দেওয়া হইয়া থাকে। উক্ত সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে এই নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে যে, যাঁহারা লিখিতভাবে ডিরেক্টর হইতে রাজী হইয়াছেন, শুধু তাঁহাদের নামই নূতন প্রতিষ্ঠানের আবেদনে প্রস্তাবিত ডিরেক্টর হিসাবে দেখান চলিবে।

আসামে প্রস্তাবিত বিশ্ববিদ্যালয়—সম্প্রতি প্রকাশিত এক সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে আসাম গবর্ণমেণ্টের শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টর জানাইয়াছেন যে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কর্ত্তৃপক্ষ ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিদর্শকগণ আসামে প্রস্তাবিত বিশ্ববিদ্যালয় ফণ্ডের জন্য চাঁদা তুলিতে পারিবেন।

আমেরিকা কর্ত্তৃক ঋণ দানের সম্ভাবনা—প্রকাশ, ইউরোপীয় যুদ্ধের অবসান হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঋণ-ইজারা ব্যবস্থানুযায়ী রাশিয়াকে সাহায্য দান বন্ধ হইয়া গেলেও রাশিয়ায় পুনর্গঠন সম্পর্কে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র রাশিয়াকে প্রচুর অর্থ ঋণ দিবে। ইহা সুবিদিত যে, যুদ্ধের দরুণ রাশিয়ার যে ক্ষতি হইয়াছে, তাহা পূরণ করিবার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিকট হইতে কোটি কোটি ডলার ঋণ পাইবে বলিয়া রাশিয়াও আশা করে। এই সম্পর্কে আরও প্রকাশ যে, ঋণ-ইজারা ব্যবস্থা শুধু মাত্র যুদ্ধে জয়লাভের অস্ত্র হিসাবেই নাকি গ্রহণ করা হইয়াছিল।

চীনে বিরাট সেচ পরিকল্পনা—চুংকিং-এর সাম্প্রতিক সংবাদে প্রকাশ, কাংখু প্রদেশে সেচ ব্যবস্থার জন্য বিরাট ৩টি পরিকল্পনা করা হইয়াছে। আশা করা হইতেছে যে, বর্ত্তমান বৎসরের মধ্যেই কাজ সম্পন্ন হইয়া যাইবে। উক্ত সেচ ব্যবস্থার জন্য ১২৮ কোটী ৫০ লক্ষ ডলার ব্যয় করা হইবে বলিয়া প্রকাশ।

এ আর পি ও অসামরিক জনরক্ষা ব্যবস্থা—প্রকাশ, ভারত গবর্ণমেণ্ট অসামরিক জনরক্ষা ব্যবস্থা শিথিল করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করায় নিম্নলিখিত অঞ্চলের এ আর পি ও অসামরিক জনরক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি আগামী ১লা জুলাই হইতে তুলিয়া দেওয়া হইতেছে :—(১) কলিকাতা সহর (২) চব্বিশ পরগণা জেলা (৩) হাওড়া জেলা (৪) হুগলী জেলা (৫) ঢাকা সহর (৬) নারায়ণগঞ্জ (৭) ভৈরববাজার (ময়মনসিংহ) (৮) খড়্গপুর (মেদিনীপুর)। এই সম্বন্ধে আরও প্রকাশ, এই সমস্ত স্থানের এ আর পি প্রতিষ্ঠানসমূহ

দি সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া লিঃ

স্থাপিত—ডিসেম্বর—১৯১১

ভারতীয় বৃহত্তম জয়েণ্ট ষ্টক ব্যাঙ্ক

অনুমোদিত মূলধন ৫,২৫,০০,০০০৲ টাকা
বিলীকৃত মূলধন ৫,০৪,৩৯,৬০০৲ টাকা
আদায়ীকৃত মূলধন ২,৫১,০২,২০০৲ টাকা
রিজার্ভ ও অন্যান্য তহবিল ২,৫৪,৭২,০০০৲ টাকা
আমানতের পরিমাণ (৩১-১২-৪৪ তারিখে) ৯৪,৪৮,৩৭,০০০৲ টাকা
হেড অফিস—মহাত্মা গান্ধী রোড, ফোর্ট, বোম্বাই

ভারতের সর্ব্বত্র ২৬০টির অধিক ব্রাঞ্চ ও পে-অফিস আছে।

স্যার এইচ, পি, মোদী, কে, বি, ই, চেয়ারম্যান। ম্যানেজিং ডিরেক্টর : মিঃ এইচ, সি ক্যাপটেন, জে, পি।
লণ্ডন এজেণ্টস্ : বারক্লেস ব্যাঙ্ক লিঃ ও মিডল্যাণ্ড ব্যাঙ্ক লিঃ। নিউইয়র্ক এজেণ্ট : দি গ্যারাণ্টি ট্রাষ্ট কোং অব নিউইয়র্ক।
সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়। সর্ত্তাবলী পত্র লিখিয়া জানুন।

কলিকাতার শাখাসমূহ—মেন অফিস—১০০, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, বড়বাজার—৭১, ক্রশ ষ্ট্রীট, মিউ মার্কেট—১১, লিণ্ডসে ষ্ট্রীট, শ্যামবাজার—১৩৩, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, ভবানীপুর—৮-এ, রসা রোড। বঙ্গদেশ—ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, মীরকাদিম, জলপাইগুড়ি, শিলিগুড়ি, বর্দ্ধমান, দিনাজপুর, রংপুর, ভৈরববাজার, ময়মনসিংহ, কালিংপঙ্ এবং কুলটী। বিহার—জামসেদপুর, মুজাফরপুর, সাসারাম, গয়া, ছাপরা, জয়নগর, সীতামারি, বেট্টিয়া, মধুবাণী, খাগাড়িয়া, রকসউল, মোগাছিয়া, ভাগলপুর, পাটনা, পাটনা সিটি, কাটিহার, কিষাণগঞ্জ, ফরবেশগঞ্জ, সাহেবগঞ্জ, বালিয়া, বৈরাগনিয়া, কলগঞ্জ, সমস্তিপুর ও পুরুলিয়া, দেওঘর, বনমংখি। উড়িষ্যা—সম্বলপুর।

বাংলার বস্ত্র-শিল্পের অগ্রদূত

মোহিনী মিলস্ লিঃ

এই মিলের
বস্ত্রাদির জনপ্রিয়তার কারণ ব্যবহারেই বোধগম্য হইবে।

১নং মিল
কুষ্টিয়া (নদীয়া)

২নং মিল
বেলঘরিয়া (২৪ পরগণা)

ম্যানেজিং এজেণ্টস্ :—চক্রবর্ত্তী সন্স এণ্ড কোং
পোঃ কুষ্টিয়া বাজার (নদীয়া)

জীবনযাত্রার পাথেয়

জীবনযাত্রার অনিশ্চিতপথে
জীবনবীমা মানুষের
প্রধান পাথেয়।

আমাদের গৃহ-সংসার কত আশা, উৎসাহ, কত শান্তির ও সুখের স্বপ্ন দিয়ে তৈরী। বাপ-মায়ের সে স্বপ্ন বুঝি আজ রূঢ় বাস্তবের আঘাতে ভেঙ্গে যায়। তাই নিজের জন্যও যেমন তাদের দুশ্চিন্তা, ছেলেমেয়ে ও আত্মীয়-পরিজনের জন্যও তেমনি তাদের উদ্বেগ ও আশঙ্কা—কি উপায়ে তাদের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের উপযোগী সংস্থান করে রাখা যায়। বর্ত্তমান দুর্দ্দিনে ও ভবিষ্যতের আর্থিক সঙ্কটে তারা কোন্ পাথেয় নিয়ে দাঁড়াবে ?—
হিন্দুস্থানের বীমাপত্র সেই মূল্যবান্ পাথেয়—দুর্দ্দিনের সর্ব্বোত্তম আশ্রয়। উপার্জ্জনশীল ব্যক্তি মাত্রেরই অবিলম্বে এই পাথেয় সংগ্রহ করা উচিত।

১৯৪৪ সালে নূতন বীমা—১০ কোটি টাকার উপর

হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ
ইন্সিওরেন্স সোসাইটি, লিমিটেড
হেড অফিস—হিন্দুস্থান বিল্ডিংস, কলিকাতা।

উঠিয়া যাওয়ায় যে সকল লোকের চাকুরী যাইবে, তাহাদিগকে চাকুরী দিবার প্রয়োজনীয়তা দৃঢ়তার সঙ্গে ব্যক্ত করিয়া বাংলা গবর্ণমেণ্ট নাকি কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের নিকট পত্র লিখিয়াছেন।

আসামের 'লাইন প্রথা'—প্রকাশ, বসবাস স্থাপনের জন্য যে সমস্ত বাঙ্গালী আসামে যাইতেছে, 'লাইন প্রথা' প্রবর্ত্তনের ফলে তাহাদের যে সব অসুবিধা দেখা দিয়াছে, তাহা সম্যক ব্যক্ত করার উদ্দেশ্যে গত ১৫ই মে মঙ্গলবার মৌলানা আহম্মদ আক্রাম খাঁ, খাজা স্যার নাজিমুদ্দীন, মিঃ এইচ এস সুরাবর্দ্দি এবং মিঃ হামিদুল হক চৌধুরীকে লইয়া গঠিত বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের এক ডেপুটেশন বাংলার গবর্ণরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়াছেন।

পরিধেয় বস্ত্রের দৈর্ঘ্য হ্রাসের প্রস্তাব—প্রকাশ, ভারত গবর্ণমেণ্ট বাংলা গবর্ণমেণ্টের সিভিল সাপ্লাই বিভাগের নিকট এক পত্র দ্বারা বাংলার অধিবাসীদের পরিধেয় ধুতির দৈর্ঘ্য এক গজ করিয়া কমান যায় কি না, তাহা জানিতে চাহিয়াছেন। ভারত গবর্ণমেণ্ট নাকি এতৎসম্পর্কে জানাইয়াছেন যে, সাধারণতঃ বাংলায় যে ১০ গজ ৪৪ ইঞ্চি ধুতি ব্যবহৃত হয় তাহা যদি দৈর্ঘ্যে ধুতি প্রতি ১ গজ করিয়া কমান হয়, তবে বাংলার বরাদ্দ বস্ত্রের পরিমাণ আনুমানিক শতকরা ১০ ভাগ বাড়িতে পারে। প্রকাশ, উক্ত পত্রে এই বিষয় সম্পর্কে বাংলা গবর্ণমেণ্টের সুস্পষ্ট অভিমত কি তাহা জানিতে চাওয়া হইয়াছে এবং উল্লেখ করা হইয়াছে যে, বাংলা গবর্ণমেণ্ট যদি এই প্রস্তাবে সম্মত হইয়া ভারত গবর্ণমেণ্টকে জানান, তবে উহা কার্য্যকরী করা যাইতে পারে।

লণ্ডনে দেশীয় রাজ্যগুলির প্রচার প্রতিষ্ঠান—মোবের সংবাদদাতা জানাইতেছেন যে, ভারতের দেশীয় রাজ্যগুলি লণ্ডনে তাঁহাদের প্রচার প্রতিষ্ঠান স্থাপনের পরিকল্পনা রচনা করিতেছেন। দেশীয় রাজ্যগুলি হইতে ৪ জন মন্ত্রীকে লণ্ডনে যাইবার জন্য নাকি মনোনীত করা হইবে। প্রচার প্রতিষ্ঠানটি বেশ বড় করিয়াই স্থাপন করা হইবে বলিয়াও উক্ত সংবাদদাতা উল্লেখ করিয়াছেন।

বিলাতে শিক্ষার্থী প্রেরণের ব্যবস্থা—প্রকাশ, কয়লা খনির কলকব্জা প্রভৃতি সংরক্ষণ ও উহাদের মেরামতি কাজ শিখিবার জন্য ভারত গবর্ণমেণ্ট ১০ জন শিক্ষার্থীকে বিলাত পাঠাইবেন। উক্ত শিক্ষার্থীরা শেফিল্ডে যাইয়া এই সব বিষয়ে নাকি শিক্ষা গ্রহণ করিবেন। এই সম্বন্ধে আরও প্রকাশ যে, উক্ত শিক্ষার্থীদের সঙ্গে একজন কয়লা খনির ম্যানেজার ও ৯ জন কয়লা খনি সম্পর্কে ডিপ্লোমা প্রাপ্ত এবং কয়লা খনি বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তি থাকিবেন। শিক্ষার্থীদের ছয় মাস ট্রেণিং

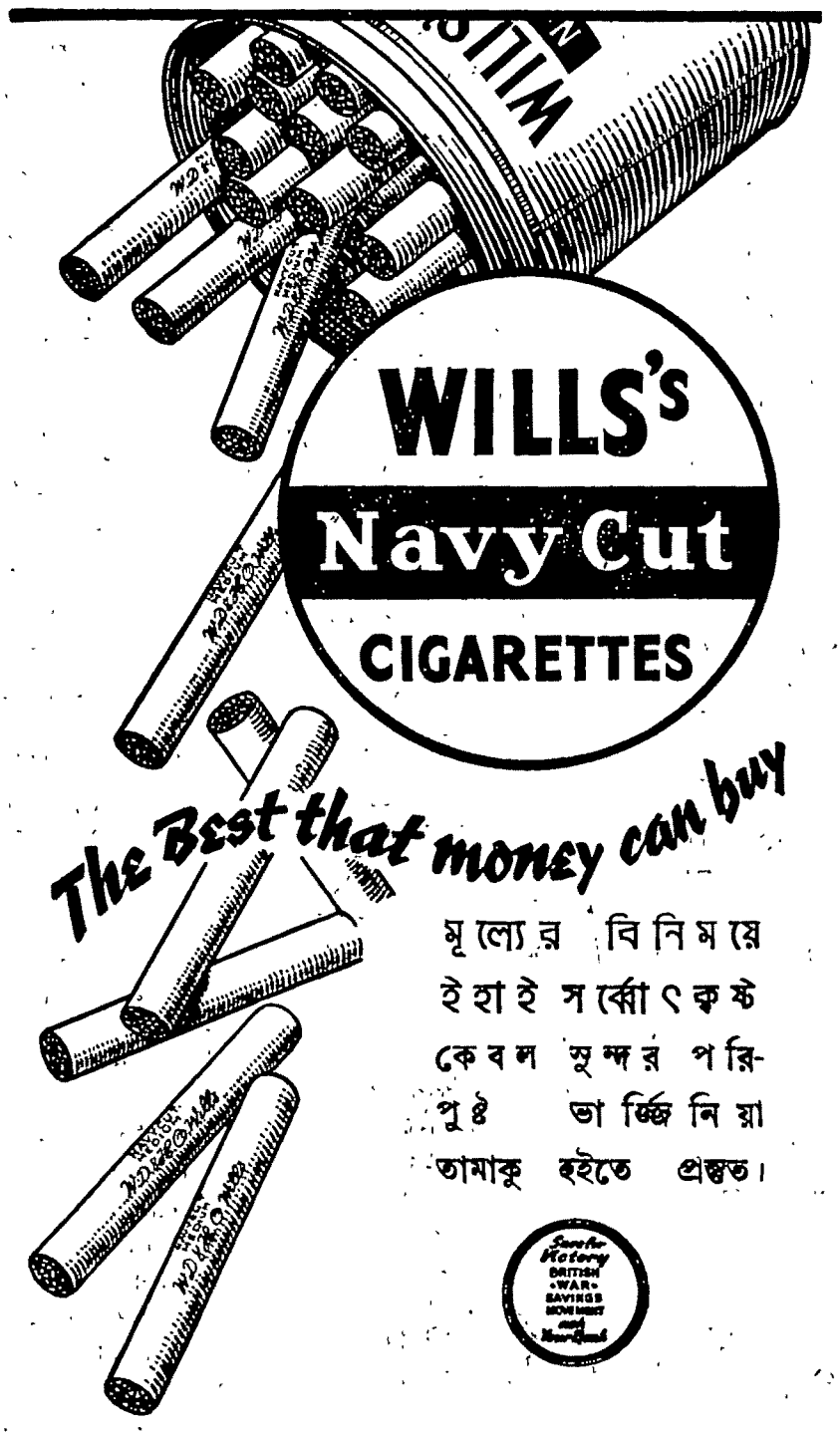

নিতে হইবে এবং ঐ সময়ের মধ্যে তাহাদের কয়লা খনির কলকব্জা সংক্রান্ত যাবতীয় খুঁটিনাটি বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হইবে বলিয়া জানা গিয়াছে।

মফঃস্বলে বস্ত্র প্রেরণের পরিমাণ—বাংলার অসামরিক সরবরাহ বিভাগ কর্ত্তৃক সম্প্রতি প্রকাশিত এক বিজ্ঞপ্তি হইতে জানা যায় যে, গত ১৫ই এপ্রিল হইতে ১২ই মে পর্য্যন্ত ৭৪২৫ গাঁইট কাপড় মফঃস্বলের কেন্দ্রসমূহে চালান দেওয়া হইয়াছে। উক্ত গাঁইটগুলিতে নাকি ১১১৩৭৫০০ গজ কাপড় ছিল এবং উহার মূল্য প্রায় ৬৫ লক্ষ টাকা। কোন্ কোন্ স্থলে কি পরিমাণ কাপড় প্রেরণ করা হইয়াছে, তাহার তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল :—বাখরগঞ্জ ৪৫০ গাঁইট, বাঁকুড়া ৩৭৫; বীরভূম—৩৭০; বগুড়া—২২৫; বর্দ্ধমান—৬০০; পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম—২২৫; চট্টগ্রাম—৩০০; ঢাকা—১৫০; দিনাজপুর—১৫০; হুগলী—১৫০; যশোহর—২৯৮; খুলনা—৭৫; মেদিনীপুর—৯০০; মুর্শিদাবাদ—৪৪৭; ময়মনসিংহ—২২৫; নদীয়া—৭১; নোয়াখালি—৬০০; পাবনা—২৮৯; রাজসাহী—২৭৫; রংপুর—৫১৬; ত্রিপুরা—৩০০; চব্বিশ-পরগণা—৫২৫; মোট ৭৪২৫ গাঁইট।

বৃটেনে কয়লা সমস্যা—প্রকাশ, বৃটেনের কয়লা শিল্পে বৃহত্তম সরবরাহ সঙ্কট সৃষ্টির আশঙ্কা দেখা দিয়াছে। সেনাবাহিনী ও সামরিক কারখানা হইতে বিশেষজ্ঞগণের প্রত্যাবর্ত্তন ও প্রবল প্রচেষ্টা ব্যতীত কয়লার অভাবে বৃটেনবাসীদের অসুবিধা সৃষ্টি অনিবার্য্য। অধিকন্তু উৎপন্ন কয়লার পরিমাণ ক্রমাগত হ্রাস পাইতেছে। এই সম্পর্কে আরও প্রকাশ যে, বৃটেনে বর্ত্তমানে ১৮ কোটী ৫০ লক্ষ টন কয়লা উৎপন্ন হয়। অর্থাৎ যুদ্ধের পূর্ব্বে যে পরিমাণ কয়লা বৃটেনে উৎপন্ন হইত, তদপেক্ষা ৫ কোটী টন কম কয়লা বর্ত্তমানে উৎপন্ন হইতেছে। বৃটেন বর্ত্তমানে কেবল মাত্র উৎপন্ন কয়লা দ্বারা নিজের প্রয়োজন মিটাইতেই সক্ষম। এই সম্পর্কে আরও প্রকাশ, বৃটেনে প্রায় ৭ লক্ষ ১৬ হাজার শ্রমিক বর্ত্তমানে কয়লার খনিতে কাজ করে। অর্থাৎ যুদ্ধ-পূর্ব্বে যত শ্রমিক খনিতে কাজ করিত, বর্ত্তমানে তদপেক্ষা ৫০ হাজার কম শ্রমিক কাজ করিতেছে।

যানবাহন সমস্যা—ভারত গবর্ণমেণ্টের সামরিক যানবাহন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সদস্য স্যার এডওয়ার্ড বেঙ্গল সম্প্রতি বেঙ্গল চেম্বার অব কমার্স ও বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার অব কমার্সের সহিত যানবাহন সম্পর্কিত সমস্যা সম্বন্ধে নাকি বলিয়াছেন যে, বিদেশ হইতে মালগাড়ীর যথেষ্ট সংখ্যক আমদানী না হওয়া পর্য্যন্ত যানবাহন অবস্থার বিশেষ কোন উন্নতি বর্ত্তমানে সম্ভব হইবে না। এই সম্পর্কে আরও প্রকাশ যে, স্যার এডওয়ার্ড বেঙ্গল সম্প্রতি বেঙ্গল এণ্ড আসাম রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজারের সহিত সামরিক স্পেশাল গাড়ীগুলি পরিদর্শন করেন এবং সৈন্যদের বর্ত্তমান ভ্রমণ ব্যবস্থার আরও উন্নতি সম্পর্কে আলোচনা করিয়াছেন।

লণ্ডনে ভারতীয় জাহাজ কোম্পানী—ভারতীয় অর্থে ও পরিচালনায় লণ্ডনে একটি ভারতীয় জাহাজ কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হইবে বলিয়া জানা গিয়াছে। প্রকাশ, বোর্ড অব ট্রেড এই কোম্পানীর রেজিষ্ট্রেশনের অনুমতি দিয়াছেন। এই নূতন কোম্পানীর নাম দেওয়া হইয়াছে, "ইণ্ডিয়ান ইউনিয়ন ষ্টীমসিপ কোম্পানী লিমিটেড"। উহার মূলধনের পরিমাণ প্রায় ১৩ লক্ষ টাকা। এই সম্পর্কে আরও প্রকাশ, আগামী ৪ সপ্তাহের মধ্যে এই কোম্পানী গঠিত হইবে এবং লণ্ডনে উহার প্রধান কার্য্যালয় থাকিবে। কোম্পানীর ডিরেক্টরদের মধ্যে একজন ইংরেজ থাকিবেন, কিন্তু কোম্পানীর মূলধন সম্পূর্ণভাবে ভারতীয়দের নিকট হইতেই গৃহীত হইবে বলিয়া জানা গিয়াছে। প্রধানতঃ মিঃ এন ঘোষের উদ্যোগেই এই নূতন কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হইতে যাইতেছে। এই সম্পর্কে মিঃ ঘোষ সম্প্রতি রয়টারকে বলেন যে, সুদূর প্রাচীর যুদ্ধ শেষ হইলেই আমেরিকার নিকট হইতে জাহাজ ক্রয় এবং জাহাজ ভাড়া করা সম্ভব হইবে। এই নূতন কোম্পানী ভারতীয় ছাত্রদের ভারত ও ইউরোপের মধ্যে যাতায়াতের সুবিধা প্রদান

আপনার নিজস্ব প্রতিষ্ঠান

দি

হুগলী ব্যাঙ্ক

লিমিটেড

৪৩নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ফোন : ক্যাল ২২৬০ (তিন লাইন)

৩০-৪-৪৫ তারিখের হিসাব

আদায়ীকৃত মূলধন	টাকা
সংরক্ষিত তহবিল	১২,২৫,০০০৲
নগদ, কোম্পানীর কাগজ ইত্যাদি	১,৩৬,১০,০০০৲
আমানত	২,২৪,৩৩,০০০৲
কার্য্যকরী মূলধন	২,২৫,১৭,০০০৲

আমাদের নির্ভরযোগ্যতাই আপনার অনাগত সুদিনের নিশ্চিত নিদর্শন।

ঢাকা ফেডারেল ব্যাঙ্ক

লিমিটেড

স্থাপিত—১৯৩৪

রেজিষ্টার্ড অফিস—ঢাকা

সেণ্ট্রাল অফিস—৫ ও ৬, হেয়ার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

—শাখাসমূহ—

নারায়ণগঞ্জ, মাণিকগঞ্জ (ঢাকা), শ্যামবাজার, মজঃফরপুর, বালেশ্বর।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—

মিঃ এন, কে, চক্রবর্ত্তী।

ডিরেক্টর ও সেক্রেটারী—

মিঃ অমিয় গুহ।

ক্লিয়ারিং-এর সুবিধা সহ জাতীয় আর্থিক প্রতিষ্ঠান

শিলং ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন লিঃ

টেলিঃ SHILLBANK হেড অফিস—শিলং ফোন : শিলং—১৬৬

কলিকাতা শাখা :—১৫নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, টেলিঃ BANKSHILLO ফোন : ক্যাল ৪৪৫৪

অন্যান্য শাখা—শ্রীহট্ট, হবিগঞ্জ, করিমগঞ্জ, গৌহাটী ও নওগাঁ (আসাম)।

শ্রীপ্রফুল্লকুমার চৌধুরী, ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

কুমিল্লা ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন লিমিটেড

স্থাপিত—১৯১৪

মূলধন

অনুমোদিত	৩,০০,০০,০০০৲
বিলিকৃত	১,০০,০০,০০০৲
বিক্রীত	১,০০,০০,০০০৲
আদায়ীকৃত	৫০,০০,০০০৲ উপর
রিজার্ভ ফাণ্ড	২৫,০০,০০০৲

হেড অফিস : কুমিল্লা

শাখাসমূহ

কলিকাতা	বোম্বে	ঢাকা
হাইকোর্ট	মাণ্ডভি	নবাবপুর
বড়বাজার	(বোম্বে)	নারায়ণগঞ্জ
দক্ষিণ কলিকাতা	দিল্লী	নিতাইগঞ্জ
নিউ মার্কেট	কাণপুর	বরিশাল
হাটখোলা	লক্ষ্ণৌ	ঝালকাটি
ডিব্রুগড়	বেনারস	চাঁদপুর
চট্টগ্রাম	ভাগলপুর	হাজিগঞ্জ
জলপাইগুড়ি	কটক	পুরাণবাজার
		ব্রাহ্মণবাড়িয়া
		বাজার ব্রাঞ্চ (কুমিল্লা)

লণ্ডন এজেণ্ট :—ওয়েষ্টমিনষ্টার ব্যাঙ্ক লিঃ।

নিউইয়র্ক এজেণ্ট :—ব্যাঙ্কার্স ট্রাষ্ট কোং অব নিউইয়র্ক।

অষ্ট্রেলিয়ান এজেণ্ট :—ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক অব অষ্ট্রেলেশিয়া লিঃ।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—মিঃ এন সি দত্ত, এম-এল-সি

সকলের পক্ষে সুসংবাদ !

আমরা আনন্দের সহিত ঘোষণা করিতেছি যে, ভারত সরকার আমাদের ব্যাঙ্ককে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়ার দ্বিতীয় তালিকার অন্তর্ভুক্ত করিবার নির্দ্দেশ দিয়াছেন। এই বিষয়ে ১৯৪৫ সালের ৮ই মে তারিখের ডি।৪।৩৬৮— এফ আই।৪৫ নং নির্দ্দেশ দ্রষ্টব্য।

দি ত্রিপুরা মডার্ণ ব্যাঙ্ক লিমিটেড

বোর্ড অফ ডাইরেক্টরস্

১। **মান্যবর রাজা রাণা বোধজঙ্গ বাহাদুর,** এফ-আর-জি-এস। ত্রিপুরা রাজ্যের প্রধান মন্ত্রী, ব্যাঙ্কার ও ডিরেক্টর বোর্ডের চেয়ারম্যান

২। **মহারাজকুমার দুর্জ্জয়কিশোর দেববর্ম্মন বাহাদুর,** ত্রিপুরা। ত্রিপুরার হিজ হাইনেস দি মহারাজা মাণিক্য বাহাদুরের প্রাইভেট সেক্রেটারী

৩। **রাজসভাভূষণ এইচ ভট্টাচার্য্য,** দি ত্রিপুরা হিল ডেভেলপমেণ্ট কোম্পানী লিমিটেড এবং দি আগরতলা ষ্টেট্ গ্যারাণ্টিড ইলেক্ট্রিক সাপ্লাই কোম্পানী লিমিটেডের ম্যানেজিং ডিরেক্টর, ত্রিপুরা রাজ্যের প্রিভি কাউন্সিলের সদস্য।

৪। **মিঃ পি এম ব্যানার্জ্জি,** ত্রিপুরা রাজ্যের এডভোকেট্।

৫। **মিঃ কে বি চক্রবর্ত্তী,** মার্চ্চেণ্ট এণ্ড ব্যাঙ্কার (ত্রিপুরা)

৬। **মিঃ গণেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য,** এম-এ, বি-এল। এডভোকেট, (ময়মনসিংহ)

৭। **মিঃ ইউ এ ন শর্ম্মা,** বি-এল (গোলাঘাট, আসাম)

৮। **মহারাজকুমার আদিত্যকিশোর দেববর্ম্মণ বাহাদুর।**

৯। **মিঃ বিনোদলাল দাস,** জমিদার এণ্ড ব্যাঙ্কার, (সিলেট)

পৃষ্ঠপোষক :

হিজ হাইনেস

দি মহারাজা মাণিক্য বাহাদুর

কে-সি-এস-আই, ত্রিপুরা।

প্রধান কার্য্যালয়ঃ

আগারতলা (ত্রিপুরা রাজ্য)

রেজিষ্টার্ড অফিস :

আখাউরা (বি এণ্ড এ রেলওয়ে)

কলিকাতার কার্য্যালয়সমূহ :

৬ নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট,

২০১ নং হ্যারিসন রোড।

শাখাসমূহ ঃ

আগরতলা, কলিকাতা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার, হাইলাকান্দি, তেজপুর, করিমগঞ্জ, ঢাকা, হবিগঞ্জ, কুটি, নেত্রকোণা, শিলচর, বদরপুর, ডিব্রুগড়, কুমিল্লা, বাজিতপুর, মজলদই, আজমীরগঞ্জ, গোলাঘাট, শিবসাগর, কিশোরগঞ্জ, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম, শিলং, নবদ্বীপ, ঝাড়গ্রাম, চিকিয়াজুলি, টেংলা, উত্তর লখিমপুর, কুলাউরা, কেঁচুগঞ্জ, আখাউরা (বি এণ্ড এ রেলওয়ে), **বড়বাজার** (কলিকাতা), **নারায়ণগঞ্জ, শ্রীহট্ট এবং গৌহাটী।**

অনুমোদিত মূলধন	...	৩০,০০,০০০৲ টাকা
বিলিকৃত ও বিক্রীত মূলধন	...	১৫,০০,০০০৲ টাকা
আদায়ীকৃত মূলধন	...	৮,৫৯,২৮০৲ টাকা
আমানত	...	১,৫০,০০,০০০৲ টাকার উপর
কার্য্যকরী মূলধন	...	১,৯৫,০০,০০০৲ টাকার উপর

রাজসভাভূষণ হরিদাস ভট্টাচার্য্য—ম্যানেজিং ডিরেক্টার

করিতে সক্ষম হইবেন বলিয়াও মিঃ ঘোষ উল্লেখ করিয়াছেন।

ইণ্ডিয়ান চেম্বার অব কমার্স—কলিকাতাস্থ ইণ্ডিয়ান চেম্বার অব কমার্স কমিটি ব্যবসায় বাণিজ্য সম্পর্কিত ব্যাপারে রক্ষাকবচের প্রশ্ন এবং ভারতের ভবিষ্যৎ শিল্পোন্নতিতে বিদেশী মূলধন নিয়োগ দ্বারা সহযোগিতা করা সম্পর্কে সম্প্রতি এক বিবৃতিতে বলিয়াছেন যে, অভারতীয় কর্তৃত্ব যে দেশের প্রকৃত উন্নতির পরিপন্থী তাহা স্বতঃসিদ্ধ। বিশেষতঃ, ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে ভারতীয় ব্যবসায় বাণিজ্য সম্পর্কিত স্বার্থের বিরুদ্ধে কতকগুলি বিধিনিষেধের সংরক্ষণ ব্যবস্থা ভারতের স্বার্থের পক্ষে বিশেষ হানিকারক বলিয়াই বিবেচিত হইয়া আসিতেছে। উক্ত বিবৃতিতে কমিটি ভারতীয় ব্যবসায় বাণিজ্যের স্বার্থবিরোধী বিধিব্যবস্থাসমূহ অবিলম্বে ভারত শাসন আইন হইতে তুলিয়া লওয়ার দৃঢ় দাবীও জানাইয়াছে। উক্ত বিবৃতিতে আরও উল্লেখ করা হইয়াছে যে, যদি বিদেশী মূলধনের প্রয়োজনই হয় তবে তাহা ভারতের স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া স্বাধীন এবং সর্ত্তহীনভাবেই গ্রহণ করা হইবে এবং তজ্জন্য ভারতের ব্যবসায় বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করিবার কোন অধিকার উত্তমর্ণ দেশের থাকিবে না। বিদেশ হইতে উপযুক্ত বিশেষজ্ঞ আনাইতে হইলেও ভারত নিজের সুবিধামত সর্ত্তেই তাহা করিবে এবং বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের নিকট ভারতের যে পাওনা ষ্টার্লিং আছে, ভারতবর্ষ তাহা হইতেই প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি, সাজসরঞ্জাম কিনিয়া লইতে পারিবে। সর্ব্বশেষে কমিটি ভারতীয় শিল্পোন্নতিতে বিদেশী স্বার্থ সৃষ্ট যে কোন কারণেই মোটেই বাঞ্ছনীয় নহে এইরূপ অভিমত জ্ঞাপন করিয়া রক্ষণ-শুল্ক প্রাচীরের অন্তরালে ভারতীয় শিল্পোন্নতির স্বার্থের বিরুদ্ধে যাহাতে বিদেশী স্বার্থের প্রতিষ্ঠা ঘটিতে না পারে, তৎপ্রতি সংশ্লিষ্ট সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন।

ডেয়ারীং সম্পর্কে শিক্ষা প্রদানের পরিকল্পনা—প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট এবং দেশীয় রাজ্যসমূহের যুদ্ধোত্তর যুগে দেশের উন্নয়ন সম্পর্কিত পরিকল্পনাগুলি কার্য্যে পরিণত করিতে সক্ষম এরূপ সুদক্ষ কর্ম্মচারিবর্গের ক্রমবর্দ্ধমান চাহিদা মিটাইবার উদ্দেশ্যে ভারত গবর্ণমেণ্ট সম্প্রতি বাঙ্গালোরের ইম্পিরিয়েল ডেয়ারী রিসার্চ ইনষ্টিটিউট-এ ট্রেনিং লওয়ার জন্য শিক্ষার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া ৩০ জন হইতে ৮৫ জন করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে। প্রকাশ, আগামী জুলাই মাস হইতেই উক্ত ব্যবস্থা কার্য্যকরী হইবে। এই উদ্দেশ্যে ভারত গবর্ণমেণ্ট সর্ব্বশুদ্ধ ১৪০৫০০৲ টাকা ব্যয় করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন বলিয়াও জানা গিয়াছে।

(নানাকথা ৫২ পৃষ্ঠার পর)

সার্ভিস কমিশনের নির্দ্দেশ মানিয়া চলা, মিউনিসিপালিটী, জেলাবোর্ড ও ইউনিয়ন বোর্ডে মনোনয়ন প্রথার বিলোপ এবং সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের জন্য এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানে পৃথক নির্ব্বাচকমণ্ডলী গঠন, বৃহদাকার জেলাগুলিকে বিভক্ত করিয়া অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র আয়তনের জেলা গঠন ইত্যাদি। কমিটীর এই সমস্ত সুপারিশ বাঙ্গলার গবর্ণর কতটা গ্রহণ করিবেন, তাহা এখনও জানান হয় নাই। এই সব সুপারিশ গ্রহণ করিলে বাঙ্গলার শাসন ব্যবস্থা যে কিছুটা উন্নত হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু বাঙ্গলার গবর্ণর যদি রোল্যাণ্ড কমিটীর সমস্ত সুপারিশ কার্য্যে পরিণত করেন, তাহা হইলেও বাঙ্গলার শাসন ব্যবস্থা যে আদর্শস্থানীয় হইবে এবং এই শাসনের আমলে বাঙ্গলার অধিবাসীদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য যে বৃদ্ধি পাইবে, তাহা আমরা মনে করি না। বাঙ্গলার শাসনক্ষেত্রে বর্ত্তমানে যে দুর্নীতি ও অযোগ্যতার প্রাবল্য ঘটিয়াছে এবং যে দুর্নীতি ও অযোগ্যতার ফলে দুর্ভিক্ষ তদন্ত কমিশনের মতে বাঙ্গলার ১৫ লক্ষ (আমাদের মতে ৬০ লক্ষ) লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে এবং আরও লক্ষ লক্ষ লোক তিল তিল করিয়া মৃত্যুর দ্বারে উপনীত হইতেছে, সেই দুর্নীতি ও অযোগ্যতা বিদূরিত করিয়া দেশে যোগ্য,সততাসম্পন্ন, নিরপেক্ষ এবং সমষ্টিগতভাবে দেশের জনসাধারণের স্বার্থের প্রতিভূ স্থানীয় কোন শাসন ব্যবস্থা এই প্রদেশে বলবৎ করিতে হইলে রোল্যাণ্ড কমিটীর নির্দ্দেশের অতিরিক্ত আরও অনেক কিছু করা দরকার হইবে। ম্যাকডোনাল্ড বাঁটোয়ারায় বাঙ্গলার আইন-সভায় ২৫ জন ইউরোপীয় সদস্যের স্থান দেওয়া হইয়াছে। ইউরোপীয়দের স্বার্থে আঘাত না করিলে উঁহারা চূড়ান্তরূপ দুর্নীতিপরায়ণ ও অযোগ্য মন্ত্রিমণ্ডলকেও সমর্থন করিতে দ্বিধাবোধ করেন না। এদিকে পৃথক নির্ব্বাচন প্রথার জন্য বঙ্গীয় আইন সভায় এরূপ সব অজ্ঞ ও নিরক্ষর সভ্য নির্ব্বাচিত হইতেছেন, যাঁহারা সামান্য ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য দেশের সমষ্টিগত স্বার্থ বিসর্জ্জন দিতে সতত প্রস্তুত। এই শ্রেণীর ইউরোপীয় ও দেশীয় সভ্যদের সহজলভ্য সমর্থন লাভের ফলেই বাঙ্গলার মন্ত্রিসভা এরূপ দায়িত্বজ্ঞানহীন ও দুর্নীতিপরায়ণ হইয়া উঠে এবং উহাদের দায়িত্বজ্ঞানহীনতা ও দুর্নীতি সর্ব্বশ্রেণীর রাজকর্ম্মচারীর মধ্যে বিসর্পিত হয়। যতদিন বাঙ্গলার শাসনক্ষেত্র হইতে স্বার্থপর ইউরোপীয়দের প্রাধান্য বিলুপ্ত না করা হইবে এবং যতদিন ঘোষ নির্ব্বাচকমণ্ডলীর মারফতে বাঙ্গলার আইন সভায় যোগ্য, কর্ত্তব্যপরায়ণ ও সততাসম্পন্ন ব্যক্তিগণকে প্রবেশ করিবার সুযোগ দেওয়া না হইবে, ততদিন বাঙ্গলায় জনসাধারণের স্বার্থের প্রতিভূস্থানীয় কোন গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হইবে না—ততদিন শাসনক্ষেত্র হইতে অযোগ্যতা, ঘুষ, দুর্নীতি, পক্ষপাতিত্ব ইত্যাদি বিদূরিত হইবে না এবং ততদিন পর্য্যন্ত বাঙ্গলার জনসাধারণকে অনশন, অর্দ্ধাশন, রোগ, সাম্প্রদায়িক বিরোধ ইত্যাদির ফলে চূড়ান্তরূপ বিপদের মধ্যে দিন কাটাইতে হইবে। রোল্যাণ্ড কমিটীর সুপারিশ মতে বর্ত্তমান শাসন ব্যবস্থার উপর একটু চুণকাম করিলে তাহা দ্বারা বাঙ্গলার বর্ত্তমান বিপদের মূলগত কোন প্রতিকার হইবে না—উহা সুনিশ্চিত।

অফিসের সরঞ্জাম

- হুট্ মার্কিং
- স্টিল ষ্ট্যাম্প
- রবার ষ্ট্যাম্প
- এম্‌বশিং মেসিন
- পিয়ন ব্যাজ্
- নেম্ প্লেট্
- টোকেন্ ও ক্রেষ্ট
- মেডেল ও তৎসংক্রান্ত ধাতু-চিহ্ন
- মিনে-করা ব্যাজ্
- গালার সীলমোহর
- পদমর্যাদা সংক্রান্ত ধাতু-চিহ্ন
- কৃষিকর্ম্মের নানাবিধ যন্ত্রপাতি
- সিট্ মেটালের তৈরি জিনিষপত্র

● কারখানার জন্য ইলেক্‌ট্রিক হাত-বাতি আমাদের নিজ কারখানায় সুযোগ্য তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হয়। ব্যবহার করে দেখুন।

ব্রহ্মকো

১-৩এ, বিডন রো, কলিকাতা।

ফোন : বি বি ১২৩০

পটারী মেসিন

প্রস্তুতকারক :

কুসুম ইঞ্জিনিয়ারিং

কোম্পানী লিঃ

পৃষ্ঠপোষক : কর্ম্মবীর আলামোহন দাশ

ম্যানেজিং এজেণ্টস্ :—এইচ, পি, বোস এণ্ড ব্রাদার্স লিঃ

২৫, সোয়ালো লেন : : কলিকাতা।

ইষ্টার্ণ ট্রেডার্স ব্যাঙ্ক লিঃ

স্থাপিত :—১৯২১। টেলিগ্রাম :—বার্টার

হেড অফিস :—৮৪নং আশুতোষ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা

ফোন সাউথ—২০০

কলিকাতা প্রধান শাখা—৯৭নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট। ফোন : কলি ৪১৭৩

অন্যান্য শাখা অফিস

কলিকাতা—বালীগঞ্জ, ভবানীপুর, শ্যামবাজার, এন্‌টালী, বড়বাজার (১১৮নংক্রস ষ্ট্রীট)

বাংলা প্রদেশ—হাওড়া, চট্টগ্রাম, ফেণী, নোয়াখালী, চাঁদপুর, পুরাণবাজার, চৌমুহনী, দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও, পটুয়াটুলী, নবাবপুর (ঢাকা), নারায়ণগঞ্জ।

বিহার প্রদেশ—পাটনা, আরা, পুর্ণিয়া, রাঁচী, মজঃফরপুর, পাটনা সিটি এবং ভাগলপুর।

দারভাঙ্গা শাখা ২০শে এপ্রিল খোলা হইয়াছে।

এলাহাবাদ শাখা ৮৮নং জিরো রোডে শীঘ্রই খোলা হইবে।

শতকরা ৮৲ হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইতেছে।

সেক্রেটারী—টি মজুমদার

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—মিঃ এম কে গুহ

কোম্পানী প্রসঙ্গ

কুমিল্লা ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন লিঃ

সম্প্রতি আমরা কুমিল্লা ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন লিমিটেডের গত ১৯৪৪ সালের কার্য্যবিবরণী সমালোচনার্থ পাইয়াছি। বাঙ্গলার সুপরিচালিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত বড় ব্যাঙ্কগুলির মধ্যে কুমিল্লা ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন অন্যতম। বর্ত্তমান রিপোর্ট দৃষ্টে পূর্ব্ব বৎসরের তুলনায় আলোচ্য বৎসরে নানাদিক দিয়া কোম্পানীটির উল্লেখযোগ্য উন্নতি লক্ষ্য করা যায়।

গত ১৯৪৩ সালের ৩১শে ডিসেম্বর কুমিল্লা ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন লিমিটেডের আদায়ী মূলধনের পরিমাণ ছিল ৩০ লক্ষ ৪৭ হাজার টাকা। ১৯৪৪ সালের উপরোক্ত তারিখে তাহা বৃদ্ধি পাইয়া ৪৫ লক্ষ ৮৯ হাজার টাকা দাঁড়াইয়াছে। ঐ সময়ে ব্যাঙ্কের মজুত তহবিলের পরিমাণ ১৪ লক্ষ টাকা হইতে ২৪ লক্ষ টাকা পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। গত ১৯৪৩ সালের শেষে ঐ ব্যাঙ্কে জনসাধারণের মোট ৫ কোটি ৬৪ লক্ষ টাকা আমানত ছিল। ১৯৪৪ সালের শেষ পর্য্যন্ত ঐ আমানতের পরিমাণ বাড়িয়া ৮ কোটি ১৬ লক্ষ টাকা দাঁড়াইয়াছে। কুমিল্লা ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন যে কিরূপ কৃতিত্বের সহিত পরিচালিত হইতেছে এবং এই ব্যাঙ্কটি যে দিন দিন দেশে কিরূপ জনপ্রিয় হইয়া দাঁড়াইতেছে, এক বৎসরে উহার কার্য্যধারার এই সমূহ উন্নতি দেখিয়া তাহা ভালভাবেই বুঝা যাইতেছে।

আদায়ীকৃত মূলধন, মজুত তহবিল ও সাধারণের আমানতি জমা প্রভৃতি শ্রেণীর দায় লইয়া ১৯৪৪ সালের শেষে ব্যাঙ্কের মোট দায় দেখানো হইয়াছে ৯ কোটি ৬৯ লক্ষ টাকা। ঐ দায়ের বদলে উপরোক্ত সময়ে ব্যাঙ্কের যে সম্পত্তি ছিল তাহার প্রধান প্রধান দফাগুলি এইরূপ :— হাতে ও ব্যাঙ্কে ৩ কোটি ৩৫ লক্ষ টাকা, সরকারী সিকিউরিটি ৩ কোটি ৬ লক্ষ টাকা, যৌথ কোম্পানীর শেয়ার ও ডিবেঞ্চার ৮ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা, ঋণ, ক্যাশ ক্রেডিট, ওভারড্রাফট ও বিল ২ কোটি ৩৭ লক্ষ টাকা। বাড়ীঘর ৮ লক্ষ ৩২ হাজার টাকা (মূল্যাপকর্ষ বাদে)। এই সমস্ত বিবরণ দৃষ্টে ব্যাঙ্কের তহবিল নিরাপদমূলক বিধিব্যবস্থায় নিয়োজিত রহিয়াছে তাহা স্পষ্টতঃই বুঝা যায়। নগদে ও সহজে নগদে পরিবর্ত্তনযোগ্য অবস্থায় ব্যাঙ্কের প্রচুর টাকা নিয়োজিত থাকায় ঐ ব্যাঙ্ক সর্ব্বদাই আমনতকারীদের দায় মিটাইতে সমর্থ। কাজেই যেদিক দিয়াই দেখা যাউক না কেন, উহাকে একটি বিশিষ্ট নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান বলিয়াই স্বীকার করিতে হয়।

ব্যাঙ্কিংয়ের কাজ-কারবার চালাইয়া আলোচ্য বৎসরে কুমিল্লা ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশনের ২১ লক্ষ ৫৭ হাজার টাকা আয় হয়। সমস্ত কার্য্য পরিচালনা ব্যয় মিটাইয়া শেষ পর্য্যন্ত নিট লাভ দাঁড়ায় ৫ লক্ষ ৮০ হাজার ৫৬৭ টাকা। পূর্ব্ব বৎসরের উদ্বৃত্ত যোগ করিয়া তাহা ৬ লক্ষ ৩৫ হাজার ৬১৮ টাকা দাঁড়ায়। উহার মধ্যে ১ লক্ষ ১০ হাজার টাকা মজুত তহবিলে ন্যস্ত করা হইয়াছে, ২ লক্ষ ১০ হাজার ৫৪৬ টাকা লভ্যাংশ প্রদানে নিয়োগ করা হইয়াছে ও ২ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা ট্যাক্স পরিশোধের জন্য রাখা হইয়াছে। বাকী টাকা আগামী বৎসরের হিসাবে জের টানা হইয়াছে। এ বৎসরের হিসাবে ব্যাঙ্কের অংশীদারেরা শতকরা ৭ টাকা হারে (আয়কর মুক্ত) লভ্যাংশ পাইবেন। কুমিল্লা ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশনের বর্ত্তমান উন্নতির মূলে ঐ কোম্পানীর ম্যানেজিং ডিরেক্টর কৃতী ও প্রবীণ ব্যবসায়ী শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রচন্দ্র দত্তের কর্ম্মকুশলতাই নিহিত রহিয়াছে। আমরা সেজন্য তাঁহাকে আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

দার্জ্জিলিং ব্যাঙ্ক লিঃ

সম্প্রতি শোনপুর ষ্টেটে দার্জ্জিলিং ব্যাঙ্কের শাখা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। শোনপুরের মহারাজা বাহাদুর উদ্বোধন উৎসব সম্পন্ন করেন এবং যুদ্ধোত্তর ভারতবর্ষের ব্যবসায় বাণিজ্য ও শিল্প প্রসারের জন্য ব্যাঙ্কের প্রয়োজনীতা সম্পর্কে একটি মনোজ্ঞ বক্তৃতা দেন। তিনি তাঁহার ষ্টেটের পক্ষ হইতে শোনপুর শাখার উন্নতির জন্য সাহায্য করিবার প্রতিশ্রুতি দেন এবং ব্যাঙ্কের পৃষ্ঠপোষক হইতে সম্মত হন। ষ্টেটের প্রধান মন্ত্রী রায় বি সি রায় বাহাদুর, উন্নয়ন বিভাগের মন্ত্রী মিঃ সিং এবং ব্যাঙ্কের জেনারেল ম্যানেজার মিঃ মুখার্জ্জিও ব্যাঙ্কের উন্নতি সম্পর্কে বক্তৃতা দেন। ঐ দিন শাখা অফিসে নানা হিসাবে মোট প্রায় এক লক্ষ টাকা জমা পাওয়া যায়।

সিটিজেন অব ইণ্ডিয়া লাইফ ইনসিওরেন্স কোং লিঃ

ভরতপুর রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত সিটিজেন অব ইণ্ডিয়া লাইফ ইনসিওরেন্স কোং লিঃর কলিকাতায় ১৭৭এ চিত্তরঞ্জন এভিনিউয়ে প্রধান অফিস প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কাশীমবাজারের মহারাজা শ্রীশচন্দ্র নন্দী, মৌলবী ফজলুল হক, স্যার হরিশঙ্কর পাল, শিতলাইয়ের জমিদার শ্রীযুত যোগেন্দ্রনাথ মৈত্র প্রভৃতি বিশিষ্ট বাঙ্গালীগণ এই কোম্পানীর অন্যতম ডিরেক্টার। বীমাক্ষেত্রে সুপরিচিত মিঃ বি বি মজুমদার এই কোম্পানীর ম্যানেজার এবং সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসা ব্যবসায়ী ডাঃ জে এন মৈত্র উহার প্রধান মেডিক্যাল অফিসার পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। কোম্পানীর প্রধান পরিচালক মিঃ পি এস নারায়ণ একজন কৃতী ব্যবসায়ী এবং বীমা ব্যবসায় সম্বন্ধে বিশেষ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন। কোম্পানী বীমার যে সব পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন তাহার মধ্যে হেরিডিটারি বেনিফিট পলিসি অন্যতম। এই পলিসি অনুযায়ী প্রত্যেক বীমাকারী বংশানুক্রমিকভাবে বীমার পূর্ণ টাকা পাইবার অধিকারী হইবেন। আমরা এই কোম্পানীর সাফল্য কামনা করি।

বেঙ্গল ফার্ম্মাসিউটিক্যাল এসোসিয়েশন

গত ১৩ই মে রবিবার অপরাহ্ণ ছয় ঘটিকায় এরিয়ান কেমিক্যাল ওয়ার্কসের প্রাঙ্গণে বেঙ্গল ফার্ম্মাসিউটিক্যাল এসোসিয়েশনের দ্বিতীয় অধিবেশন মহা সমারোহে সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। ওরিয়েণ্টাল রিসার্চ্চ এণ্ড কেমিক্যাল ল্যাবরেটারীর ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ রমণীমোহন মিত্র সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। যুদ্ধোত্তর সময়ে বঙ্গীয় রাসায়নিক গবেষণাগার এবং ঔষধ প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান সমূহের উন্নতিবিধান করে কি কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা প্রয়োজন এবং ভারতবর্ষে যাহাতে ভারতীয় ঔষধ সমূহই সর্ব্বদা সমাদৃত থাকে তাহার উপায় নির্দ্ধারণ ইত্যাদি সম্পর্কেই সভায় মোটামুটি ভাবে আলোচনা করা হয়। এরিয়ান কেমিক্যাল ওয়ার্কসের স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত নারায়ণ চক্রবর্ত্তীর উদ্যোগে সভার এই দ্বিতীয় অধিবেশনে বহু ঔষধ প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানের কর্ম্মকর্ত্তাগণ উপস্থিত হইয়াছিলেন। ঔষধ প্রস্তুত বিষয়ে বাংলার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান বর্ত্তমানে যে সকল সমস্যার সম্মুখীন হইয়াছেন তাহার আলোচনা করিয়া এবং ঐ সকল সমস্যা সমাধানের বিভিন্ন উপায় প্রদর্শন করিয়া শ্রীযুক্ত নারায়ণ চক্রবর্ত্তী এক নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা করেন। তিনি অনুরোধ করেন যে, বাংলার রাসায়নিক গবেষণাগার সমূহ এবং ঔষধ প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের মালিকগণ যেন সকলেই ভবিষ্যতের দিকে

সিটিজেন্স অব ইণ্ডিয়া

মিউচুয়াল ইন্সিওরেন্স কোম্পানী লিমিটেড

রেজিষ্টার্ড অফিস—ভরতপুর (রাজপুতানা)

প্রধান কার্য্যালয়—১৭৭-এ, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা

—বোর্ড অব ডিরেক্টরস্—

রায় বাহাদুর রামেশ্বর নাথানী (দুধেওয়ালা)
ব্যাঙ্কার ও মার্চ্চেণ্ট—চেয়ারম্যান

মহারাজা শ্রীশচন্দ্র নন্দী,
এম, এ, বি, এল, এম, এল, এ
(কাশীমবাজার)

মৌলবী এ, কে, ফজলুল হক,
এম, এ, বি, এল, এম, এল, এ,
এক্স-প্রিমিয়ার, বেঙ্গল

স্যার হরিশঙ্কর পাল, কে-টি
এম, এল, এ, ল্যাণ্ড হোল্ডার
ও মার্চ্চেণ্ট

শেঠ মনোহরলাল আগরওয়ালা,
ব্যাঙ্কার ও মার্চ্চেণ্ট

কুমার মহাবীর প্রসাদ, নাথানী,
ব্যাঙ্কার ও মার্চ্চেণ্ট

কুমার হরিনাম নাথানী,
ব্যাঙ্কার ও মার্চ্চেণ্ট

শেঠ রামকুমার আগরওয়ালা,
ব্যাঙ্কার ও মার্চ্চেণ্ট

মিঃ যোগেন্দ্রনাথ মৈত্র,
জমিদার, শিতলাই (পাবনা)

রাজমন্ত্র প্রবীণ এ, ভি, রামনাথন
দেওয়ান, ভরতপুর

মিঃ পি, এস, নারায়ণ,
(এক্স-অফিসিও)

জেনারেল ম্যানেজার :
মিঃ পি, এস, নারায়ণ

ম্যানেজার :
মিঃ বি, বি, মজুমদার
বি, এ, এল্, এল্, বি

সেক্রেটারী :
মিঃ এইচ চক্রবর্ত্তী
বি, এল্

ডাকাইয়া এই এসোসিয়েশনের সদস্যতালিকাভুক্ত হন। সভাপতির বক্তৃতার পর এই প্রতিষ্ঠানের নাম সর্ব্বসম্মতিক্রমে "বেঙ্গল ফার্ম্মাসিউটিক্যাল এসোসিয়েশন" নির্দ্ধারণ করা হয় এবং মিঃ রমণী-মোহন মিত্র ও শ্রীযুক্ত নারায়ণ চক্রবর্ত্তী যথাক্রমে এই প্রতিষ্ঠানের সভাপতি ও সম্পাদক নির্ব্বাচিত হন। অদূর ভবিষ্যতেই বাংলার সমস্ত ঔষধ প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রতিনিধিবৃন্দকে লইয়া এই এসোসিয়েশনের এক বিরাট অধিবেশনের আয়োজন করিবার জন্ত সভায় আর এক প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং সম্প্রতি এই এসোসিয়েশনের অফিস ১৫নং বৃন্দাবন মল্লিক লেনে অবস্থিত রাখিবার সিদ্ধান্ত করা হয়। সভাপতি অথবা সম্পাদক মহাশয়ের নির্দ্ধারিত তারিখে আগামী একপক্ষ কালের মধ্যেই উক্ত এসোসিয়েশনের তৃতীয় অধিবেশন হইবে বলিয়া এক প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। অধিবেশনের পর উপস্থিত অতিথিবৃন্দকে এরিয়ান কেমিক্যাল ওয়ার্কসের পক্ষ হইতে জলযোগে আপ্যায়িত করা হয়।

রাজসাহী ব্যাঙ্কিং এণ্ড ট্রেডিং কর্পোরেশন লিমিটেড

সম্প্রতি কলিকাতায় উল্লিখিত ৫৮নং ক্লাইভ-ষ্ট্রীটে এই ব্যাঙ্কের একটী শাখা খোলা হইয়াছে। এই ব্যাঙ্কটি ১৯০৮ সালে স্থাপিত হয়, হেড অফিস —রাজসাহী। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের পর উত্তর ও পূর্ব্ববঙ্গে অনেকগুলি লোন অফিস স্থাপিত হয় এই ব্যাঙ্কটি তাহাদের অন্যতম। উত্তরবঙ্গের মধ্যে ইহা একটী বৃহৎ ও সমৃদ্ধিশালী ব্যাঙ্ক। ১৯২৯ সালের পর একদিকে আর্থিক মন্দা দেখা দেয়, অপরদিকে ভারতে বাট্টার হার পরিবর্ত্তিত হওয়ায় জমি ও কৃষিজাত দ্রব্যমূল্য হ্রাস পায়; ফলে এই ব্যাঙ্কটি অন্যান্য লোন অফিসের ন্যায় বিপন্ন হইয়া পড়ে। এই অবস্থাবিপর্য্যয়ে অনেকগুলি ব্যাঙ্ক লিকুইডেশনে যাইতে বাধ্য হয় আর কতগুলি আজিও জীবন্মৃত অবস্থায় পড়িয়া আছে। এই ব্যাঙ্কের কর্ত্তৃপক্ষ ঐরূপ প্রতিকূল অবস্থার সহিত সংগ্রাম করিয়া ডিপজিটরদের অধিকাংশ আমানতি জমা পরিশোধ করিয়া দেন এবং কিছুকাল যাবৎ নূতন প্রণালীতে ব্যাঙ্কিং কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন। বর্ত্তমানে ইহার অনুমোদিত মূলধন দশ লক্ষ টাকা এবং আদায়ীকৃত মূলধন দুই লক্ষ চৌত্রিশ হাজার টাকা। এতদ্ব্যতীত ব্যাঙ্কের একটি নিজস্ব গৃহ এবং বিস্তর জমিসম্পত্তি রহিয়াছে। যে দুর্ব্বিপাক হইতে আত্মরক্ষা করিয়া বর্ত্তমানে উহা আত্মসম্প্রসারণে সমর্থ হইয়াছে, তাহাতে এই ব্যাঙ্কটি প্রত্যেক দেশহিতকামী ব্যক্তির সাহায্য, সহানুভূতি ও সমর্থন পাওয়ার যোগ্য। আমরা এই ব্যাঙ্কটির শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি।

বেঙ্গল মেট্রোপলিটান ব্যাঙ্ক লিঃ

গত ৬ই মে বেঙ্গল মেট্রোপলিটান ব্যাঙ্কের নূতন গৃহপ্রবেশ উপলক্ষে নদীয়ার ডিষ্ট্রিক্ট এবং সেসন জজ মিঃ এস এন গুহরায় আই সি এস মহাশয়ের সভাপতিত্বে একটি টি পার্টির ব্যবস্থা করা হয়। কৃষ্ণনগরের মহারাজ কুমার ব্যাঙ্ক গৃহের দ্বারোদ্ঘাটন করেন। পণ্ডিত লক্ষ্মীকান্ত মৈত্র এম এল এ (সেণ্ট্রাল), মিঃ পাঁচুগোপাল মোদক প্রভৃতি গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত থাকিয়া অনুষ্ঠান সাফল্যমণ্ডিত করেন। ব্যাঙ্কের জেনারেল ম্যানেজার মিঃ এম সি বাড়ুরী মহাশয় দেশের শিল্প বাণিজ্য প্রসারের জন্ত ব্যাঙ্ক যে একান্ত প্রয়োজনীয় ও সহায়ক তাহা বিশেষভাবে বুঝাইয়া বলেন। ব্যাঙ্কের স্থানীয় ম্যানেজার ও অন্যান্য কর্ম্মচারিবৃন্দ উপস্থিত ভদ্রমহোদয়গণকে সাদর অভ্যর্থনা করেন।

নূতন সৌথ কোম্পানী

বেঙ্গল টোবাক্যো এণ্ড বিড়ি-লিফ লাগ্লাইজ লিঃ — ডিরেক্টর-মিঃ হৃষীকেশ দে রেজিষ্টার্ড অফিস ২০, আর্ম্মেনিয়ান ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—২০ হাজার টাকা। বিড়ি, বিড়ির পাতা ও তামাকুর ক্রেতা বিক্রেতা এবং আমদানী ও রপ্তানীকারক।

প্রতাপ মাইনিং কোং লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ রতনলাল চামারিয়া। রেজিষ্টার্ড অফিস ৩, চাঁদমারী রোড, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন ২ লক্ষ টাকা। খনিজের ব্যবসা

ন্যাশনাল এডভারটাইজার্স লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ মণীন্দ্র গুহ। রেজিষ্টার্ড অফিস-৫-২, হেষ্টিংস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—২০ হাজার টাকা।

উইল্‌লাম্‌স্ লিঃ —ডিরেক্টর—মিঃ মুথাত শ্রীকুমার। রেজিষ্টার্ড অফিস—পি-৩৬০, সাদার্ণ এভেনিউ, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—৩৫ হাজার টাকা। এজেন্সীর ব্যবসা।

সেন ফ্রেণ্ডস্ লিঃ —ডিরেক্টর—মিঃ বীরেন্দ্র-কুমার উকীল। রেজিষ্টার্ড অফিস—২৮, ডালহৌসী স্কোয়ার, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—১ হাজার টাকা। ম্যানেজিং এজেন্টস্, সেক্রেটারীস্ ইত্যাদি।

বিভিন্ন কোম্পানীর লভ্যাংশ

এ্যাংলো ইণ্ডিয়া জুট মিলস্ কোম্পানী লিঃ—১৯৪৫ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসের জন্ত প্রতি শেয়ারে শতকরা ৭৷৹ আনা। পূর্ব্ব ছয় মাসেও প্রতি শেয়ারে শতকরা ৭৷৹ আনা লভ্যাংশ প্রদান করা হইয়াছিল। **ফোর্ট গ্লষ্টার জুট ম্যানুফ্যাকচারিং কোং লিঃ**—১৯৪৫ সালের ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত ছয় মাসের জন্ত প্রতি শেয়ারে শতকরা ২০ টাকা। পূর্ব্ব ছয় মাসে প্রতি শেয়ারে শতকরা ১৬৲ টাকা লভ্যাংশ প্রদান হইয়াছিল। **ফোর্ট উইলিয়াম জুট কোং লিঃ**—১৯৪৫ সালের ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত ছয় মাসের জন্ত প্রতি শেয়ারে শতকরা ৮৲ টাকা। পূর্ব্ব ষাণ্মাসিক লভ্যাংশের হার ও অনুরূপ ছিল।

দি ক্রিসেণ্ট কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক
অব ইণ্ডিয়া লিমিটেড
হেড অফিস :- ৫৭, রাধাবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা
ম্যানেজিং ডিরেক্টর :—মিঃ বি, নারায়ণ চৌধুরী

বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর

বৃষ্টির টাপুর টুপুর শৈশবের কত স্নিগ্ধ মধুর স্মৃতি বয়ে আনে। কত ছুটো-ছুটী, কত লুকোচুরি, কত আম কুড়ানোর ধুম!

তারপর যখন সুরু হয় বৃষ্টির প্রবল বন্যা তখন বাইরে বেরোতে হলে চাই ডাকব্যাক, যার আড়ালে থাকলে বৃষ্টির ছোঁয়া গায়ে লাগে না।

ডাকব্যাক
ভারতের প্রিয় বর্ষাতি
বেঙ্গল ওয়াটারপ্রুফ ওয়ার্কস (১৯৪০) লিঃ
কলিকাতা নাগপুর বোম্বাই

বাজারের হালচাল

টাকা ও বিনিময়

কলিকাতা, ১৮ই মে :—ইউরোপে যুদ্ধবিরতির জন্য বাজার ২।৩ দিন বন্ধ থাকে, কিন্তু এই যুদ্ধ বিরতির ফলে কলিকাতার টাকা ও বিনিময়ের বাজারে বিশেষ কোন প্রতিক্রিয়া লক্ষিত হয় নাই। আলোচ্য সপ্তাহেও টাকার বাজার মন্দা ছিল, কারণ যোগানের আধিক্য ও চাহিদার অপ্রাচুর্য্য। ব্যাঙ্ক সমূহের মধ্যে চাহিবামাত্র ঋণের সুদের হার কলিকাতায় ॥০ আনা ও বোম্বাইয়ে শতকরা ।০ আনা বজায় আছে।

গত ১৫ই মে ভারত সরকার কর্ত্তৃক আহূত তিন মাসের মেয়াদী ২ কোটী টাকার ট্রেজারী বিলের জন্য মোট ৫ কোটী ৭০ লক্ষ ৫০ হাজার টাকার টেণ্ডার দেওয়া হইয়াছিল। উহার মধ্যে ৯৯৮৶৩ পাই মূল্যের সমুদয় আবেদন ও ৯৯৮৶০ আনা মূল্যের মোট আবেদনের আনুমানিক শতকরা ১৯ ভাগ গৃহীত হইয়াছে। মোট ২ কোটী টাকার গৃহীত আবেদনের গড়পড়তা সুদের হার শতকরা বার্ষিক ।৶৫ পাই ধার্য্য হইয়াছে। পূর্ব্ব সপ্তাহের গড়পড়তা সুদের হার ছিল শতকরা বার্ষিক ।৶১১ পাই।

আগামী ২২শে মে মঙ্গলবার বেলা ১১টা পর্য্যন্ত বোম্বাইয়ে এবং ২১শে মে, সোমবার কাজ-কর্ম্ম বন্ধ না হওয়া পর্য্যন্ত অন্যান্য কেন্দ্রে ভারত সরকার কর্ত্তৃক তিন মাসের মেয়াদী ২ কোটী টাকার ট্রেজারী বিলের টেণ্ডার আহ্বান করা হইয়াছে।

গত ১১ই মে যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, উহাতে ভারত সরকার কর্ত্তৃক রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ইস্যু বিভাগের স্বপক্ষে ১ কোটী ৮২ লক্ষ টাকার ট্রেজারী বিল বিক্রীত হইয়াছে।

বিনিময় বাজারে আলোচ্য সপ্তাহে নিম্নরূপ হার বলবৎ ছিল :—

টেলিঃ হুণ্ডি (প্রতি টাকায়)	১ শিঃ ৫৯৳ পেঃ
ঐ দর্শনী („)	„ „
ডি এ তিন মাস („)	১ শিঃ ৬৪৳ পেঃ
ডি এ চার মাস („)	১ শিঃ ৬৪৳ পেঃ
ডলার (প্রতিশত)	৩৩২৸০ আনা

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হিসাব :—রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গত ৪ঠা মে-র হিসাবে দেখা যায় যে, ঐ তারিখে ভারতে চলতি নোটের পরিমাণ ছিল ১১১৫ কোটী ৭৮ লক্ষ ৭৯ হাজার টাকা। এক সপ্তাহ পূর্ব্বে পূর্ব্বোক্ত নোটের পরিমাণ ছিল ১১০৭ কোটী ২ লক্ষ ৭৯ হাজার টাকা। গত ৪ঠা মে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কসমূহের চলতি ও স্থায়ী আমানতের পরিমাণ যথাক্রমে ৬১৫ কোটী ৪০ লক্ষ ৭৩ হাজার টাকা ও ২২৭ কোটী ৪ লক্ষ ৮৫ হাজার টাকা ছিল।

কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার

কলিকাতা, ১৮ই মে—আলোচ্য সপ্তাহে ইউরোপীয় যুদ্ধ অবসানের পর কলিকাতার শেয়ার বাজারে উল্লেখযোগ্য কর্ম্মচাঞ্চল্য পরিলক্ষিত হয় এবং ক্রেতা বিক্রেতাগণের মনে উৎসাহ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে প্রায় অধিকাংশ শেয়ারসমূহের যথেষ্ট বিকি-কিনি হয় এবং মূল্যের দিক হইতেও যথেষ্ট উন্নতির ভাব দৃষ্ট হয়। কলিকাতার শেয়ার বাজারে অধিকাংশ জনপ্রিয় শেয়ারসমূহের আলোচ্য সপ্তাহে যথেষ্ট চাহিদা থাকায় প্রায় সকল শেয়ারেরই মূল্য বৃদ্ধি হইতে দেখা যায়। কয়লা খনির শেয়ারগুলিই আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার বাজারে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক আকর্ষণের বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছিল এবং অধিকাংশ কয়লা খনির শেয়ারেই চাহিদার চাপে লক্ষণীয় মূল্য বৃদ্ধি ঘটে। কয়লা খনির শেয়ারের পরেই আলোচ্য সপ্তাহে ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের অধিকাংশ জনপ্রিয় শেয়ারের উল্লেখযোগ্য কাজ হয় এবং মূল্যের দিক হইতেও বেশ উন্নতির ভাব পরিলক্ষিত হয়। তবে অন্য কলিকাতার শেয়ার বাজারে, শেয়ার বিক্রেতাগণের সংখ্যাধিক্য হেতু, প্রায় অধিকাংশ শেয়ারেরই মূল্য হ্রাস পায়।

বিজ্ঞপ্তি

আর্থিক জগতের বার্ষিক সংখ্যা প্রত্যেক বৎসর মে মাসের প্রথম সপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া থাকে। বর্ত্তমান বৎসরের এই সংখ্যা এখনও প্রকাশিত না হওয়ার জন্য পাঠকবর্গের মধ্যে অনেকে ঐ সম্বন্ধে আমাদের নিকট চিঠি লিখিতেছেন। তাঁহাদের অবগতির জন্য জানান যাইতেছে যে, বর্ত্তমান বৎসরে এই বিশেষ সংখ্যা প্রকাশের জন্য ভারত সরকারের অনুমতি অনেক বিলম্বে আমাদের হস্তগত হওয়ায় এই সংখ্যা বর্ত্তমান মাসের প্রথম সপ্তাহের পরিবর্ত্তে শেষ সপ্তাহে প্রকাশিত হইবে। আশাকরি পাঠকবর্গ এই অনিচ্ছাকৃত ত্রুটী মার্জ্জনা করিবেন।ইতি—

ম্যানেজার

কোম্পানীর কাগজ—আলোচ্য সপ্তাহে কোম্পানীর কাগজ ও ঋণপত্রসমূহের বিকি-কিনি অনেকটা সীমাবদ্ধ হইলেও, মূল্যের দিক হইতে সপ্তাহের আগাগোড়া স্থিরভাবই পরিলক্ষিত হয়। আলোচ্য সপ্তাহে শতকরা ৩৲ টাকা সুদের কোম্পানীর কাগজ ৯১৶০ আনা (সর্ব্বোচ্চ) পর্য্যন্ত হস্তান্তরিত হইয়াছে। শতকরা ৩।০ টাকা সুদের কোম্পানীর কাগজ ১০০॥৶০ আনা পর্য্যন্ত আলোচ্য সপ্তাহে (সর্ব্বোচ্চ) হস্তান্তরিত হইয়াছে। মেয়াদী ঋণপত্রসমূহের মধ্যে ৩৲ সুদের ঋণপত্র (১৯৪৬) ১০২।৶০ আনায়, ৩৲ টাকা সুদের ঋণপত্র (১৯৫৩-৫৫) ১০০॥৶০ আনায় আলোচ্য সপ্তাহে হস্তান্তরিত হইয়াছে। প্রাদেশিক ঋণপত্রসমূহের মধ্যে কেবলমাত্র পাঞ্জাব (১৯৪৮) ১০৪৲ টাকায় আলোচ্য সপ্তাহে হস্তান্তরিত হইয়াছে।

কাপড়ের কল—আলোচ্য সপ্তাহে কাপড়ের কলের শেয়ারসমূহে গত সপ্তাহের তুলনায় তেজী ভাব পরিলক্ষিত হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে চাহিদাও বৃদ্ধি পায়। নিউ ভিক্টোরিয়া ৭৷৶০ আনা, বেনারস ১১৶০ আনা, কাণপুর টেক্সটাইলস ১২।৶০ আনা, এলগিন কটন মিলস ৬৪৶০, কেশোরাম ১৭৶০

যশোহর-খুলনা ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস :—
১২নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা
টেলি { ফোন— ক্যাল্ : ২০৪৪
গ্রাম—যেশখ্

শাখা :—
১৩৯বি, রসা রোড, ভবানীপুর
টেলিফোন—সাউথ ২০৪৬

চেয়ারম্যান—রায় শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষ বাহাদুর
জেনারেল ম্যানেজার—শ্রীহরেন্দ্রনাথ ঘোষ এম, এ, বি-এল,

কুচবরণ কন্যা, মেঘবরণ চুলে

…তেপান্তরের মাঠ, কূল নাই, কিনারা
নাই, যতদূর চক্ষু যায় শুধুমাঠ ধূ ধূ করে;
রাজপুত্রের পক্ষীরাজ ঘোড়া ছুটে তীরের মত
মাঠের ওপারে রাজবাড়ীর দিকে যেখানে মণিময়
রাজপ্রাসাদের মণিকোঠায় রাজকন্যা "মধুমালা" ঘুমে
অচেতন; সেই যে কন্যা—"কুচ বরণ কন্যা তার
মেঘ বরণ চুল" কেশের এ গৌরব কাহিনী এ
দেশের রূপকথায় গীতিকাব্যে সমাজ-ধর্ম্মে
বিজড়িত, 'হিমকল্যাণ' আপনার
কেশেরও সে গৌরব বাড়িয়ে তুলবে

ভেষজ বিশারদ নগেন্দ্রনাথ শাস্ত্রীর

হিমকল্যাণ

মহোপকারী আয়ুর্ব্বেদীয় কেশতৈল

হিমকল্যাণ ওয়ার্কস • কলিকাতা

UPCD

আনা, বঙ্গশ্রী ১৪৷৷০ আনা, বঙ্গেশ্বরী ৭৷০ আনা পর্য্যন্ত আলোচ্য সপ্তাহে বিকি-কিনি হইয়াছে।

কয়লা খনি—আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার বাজারে কয়লা খনির শেয়ারসমূহই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক আকর্ষণের বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বরাকর ৪০৸৵০ আনা, তালচের ১১৸৵০ আনা, রাণীগঞ্জ ৫২৵০ আনা, ইকুইটেবল ৬৮৷৷০ আনা, সাউথ করণপুরা ৩০।৵০ আনা, নিউ চুরুলিয়া ১২৷৷০ আনা, ষ্ট্যাণ্ডার্ড ৪২।৵০ আনা পর্য্যন্ত আলোচ্য সপ্তাহে উঠিয়াছিল।

চটকল—আলোচ্য সপ্তাহে চটকলসমূহের অধিকাংশ জনপ্রিয় শেয়ারের মূল্যের দিক হইতে উন্নতির ভাব দৃষ্ট হয়। অকল্যাণ্ড ৩৪৬৲ টাকা, এ্যাংলো ইণ্ডিয়া ৪৮৪৲ টাকা, কামারহাটি ৭৩৩৲ টাকা, নদীয়া ১০৪৷৷০ আনা, প্রেসিডেন্সী ১২৷৷৵০ আনা, এলায়েন্স ৬৪২৲ টাকা, ষ্ট্যাণ্ডার্ড ৩০২৲ টাকা, হাওড়া ৯৬৸৵০ আনা পর্য্যন্ত আলোচ্য সপ্তাহে উঠিয়াছিল।

চা-বাগান—গত সপ্তাহের মত আলোচ্য সপ্তাহেও এই বিভাগের অধিকাংশ জনপ্রিয় শেয়ারের প্রায় কোনরূপ বিকি-কিনি হয় নাই। সেণ্ট্রাল কাছাড় ১১১৲ টাকায়, ইষ্ট ইণ্ডিয়া ১৭৲ টাকায়, তেজপুর ২১।৵০ আনায় আলোচ্য সপ্তাহে বিকি-কিনি হইয়াছে।

চিনির কল—আলোচ্য সপ্তাহে এই বিভাগের অধিকাংশ শেয়ারের মূল্য গত সপ্তাহের তুলনায় বৃদ্ধি পায় এবং বিকি-কিনিও অনেকটা বৃদ্ধি হয়। বেলসুন্দ ১৪৵০ আনা, চম্পারণ ৩৬৸০ আনা, কেরু এণ্ড কোং লিঃ ২৭৵০ আনায় আলোচ্য সপ্তাহে বিকি-কিনি হইয়াছে।

ইঞ্জিনিয়ারিং—আলোচ্য সপ্তাহে এই বিভাগের প্রায় সমস্ত শেয়ারসমূহেরই মূল্য বৃদ্ধি হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে চাহিদাও বৃদ্ধি পায়। আলোচ্য সপ্তাহে ইণ্ডিয়ান আয়রণ ৪০৸৵০ আনা, ষ্টীল কর্পোরেশন

দি ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ

বিক্রীত মূলধন ... ৪ কোটি
আদায়ীকৃত মূলধন ২ কোটি

বোর্ড অফ ডাইরেক্টরস্

মিঃ জি, ডি, বিড়লা, (চেয়ারম্যান)
মিঃ এম, এ, ইস্পাহানী (ভাইস চেয়ারম্যান)
মিঃ রমণলাল জি, সরাইয়া (ভাইস চেয়ারম্যান)
সার আদমজী হাজি দায়ুদ, কে, টি
মিঃ বৈজনাথ জালান
মিঃ ঈশ্বরীপ্রসাদ গোয়েঙ্কা
মিঃ অনন্তচরণ লাহা
মিঃ মহাদেওলাল দহনুকার
মিঃ নবীনচন্দ্র মফতলাল
মিঃ মদনমোহন আর, রুইয়া
মিঃ মতিলাল তাপুরিয়া

শাখা ও পে অফিসসমূহ ভারতের সর্ব্বত্র।

ফরেন এজেন্টস্ :
দি ন্যাশনাল সিটি ব্যাঙ্ক অব নিউইয়র্ক এবং
দি রয়েল ব্যাঙ্ক অব কানাডা

জেনারেল ম্যানেজার—
মিঃ বি, টি, ঠাকুর

হেড অফিস :
২ রয়েল এক্সচেঞ্জ প্লেস, কলিকাতা

কলিকাতা মেন :
ও, এইচ, ঘিওয়ালা, ম্যানেজার

বড়বাজার :
জে, পি, সেনগুপ্ত, ম্যানেজার

কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট :
বি, কে, মিত্র, ম্যানেজার

ভবানীপুর :
এম, এম, ব্যানার্জ্জী, ম্যানেজার

নিউ ষ্ট্যাণ্ডার্ড ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস :—কুমিল্লা

অনুমোদিত, বিলিকৃত ও বিক্রীত মূলধন ২০,০০,০০০৲
আদায়ীকৃত মূলধন (অগ্রিম জমাসহ) ১৬,৫০,০০০৲
রিজার্ভ ফাণ্ড ... ... ২,৫০,০০০৲ উপর

শাখা সমূহ

ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলেজ ষ্ট্রীট, বালীগঞ্জ, শ্যামবাজার, ময়মনসিংহ, ফরিদপুর, টাঙ্গাইল, আসানসোল, বর্দ্ধমান, খুলনা, শিলচর, সিলেট, শিলং, তিনসুকিয়া, জোড়হাট, ছাতক, রাঁচী ও এলাহাবাদ।

জব্বলপুর শাখা শীঘ্র খোলা হইবে।
এজেন্সী :—ভারতের বড় বড় ব্যবসাকেন্দ্রে।

টাকা খাটাইবার জন্য নির্ভরযোগ্য জাতীয় প্রতিষ্ঠান

বেঙ্গল মেট্রোপলিটন ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস—৩, মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড, কলিকাতা।
শাখা :—কৃষ্ণনগর, নবদ্বীপ, বড়বাজার (কলিকাতা)।

মিরকাদিম, ঢাকা, ইছাপুর, বহরমপুর (বেঙ্গল) ও দক্ষিণ কলিকাতা শাখা শীঘ্রই খোলা হইতেছে।

সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়

জেনারেল ম্যানেজার
এম, সি, বাড়রী

ম্যানেজিং ডিরেক্টর
এন, এন, দাসগুপ্ত
এম-এ কম, বি, এল।

নাথ ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস—১৩৫, ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
ফোন ক্যাল ৩২৫৩ (৩ লাইন)

—অফিসসমূহ—

কলিকাতা—শ্যামবাজার, হাটখোলা, বালিগঞ্জ, লেক মার্কেট, বড়বাজার, বহুবাজার, ভবানীপুর, হ্যারিসন রোড, হাওড়া। **বাঙ্গলা**—নোয়াখালি, চৌমুহনী, চট্টগ্রাম, ময়মনসিংহ, ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, চাঁদপুর (পুরাণবাজার), কুষ্টিয়া। **যুক্তপ্রদেশ**—দিল্লী, নয়াদিল্লী, লক্ষ্ণৌ, কাণপুর, মেষ্টন রোড (কাণপুর)। **বিহার**—পাটনা, পাটনা সিটি, জামসেদপুর, সাকচি, চাইবাসা, ঝরিয়া, মজঃফরপুর, ভাগলপুর **আসাম**—গৌহাটী, ধুবড়ী, তেজপুর, শিলং, নওগাঁও। **বোম্বাই**—বোম্বাই।

কে, এম, দালাল, ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

যুদ্ধোত্তরকালে গৃহ নির্ম্মাণের ব্যবস্থা

এখনই করা প্রয়োজন। ক্যালকাটা ইন্সিওরেন্সের **হাউসিং পলিসি** আপনার সে সুবিধা করিয়া দিবে। এই বীমাপদ্ধতি অনুসারে গৃহনির্ম্মাণেচ্ছুক জনসাধারণকে ঋণ দেওয়া হয়।...ঋণ অবশ্য হয়, কিন্তু এই মর্টগেজ-সহিত-বীমাপদ্ধতিতে সম্পত্তি সর্ব্বপ্রকার অঘটন হইতে নিরাপদ থাকে। ঋণ ক্রমে ক্রমে শোধ হইয়া যায় এবং ঋণকারী বা তাঁহার পরিবারবর্গের সম্পত্তির কোনই ক্ষতি হয় না।

পদ্ধতির সামান্য একটু আভাসমাত্র এখানে দেওয়া হইল। পূর্ণাঙ্গ বিবরণের জন্য ব্যক্তিগতভাবে আবেদন করুন।

ক্যালকাটা ইন্সিওরেন্স লিমিটেড

হেড অফিস : ১৫নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৩৩৷৵০ আনা, কুমারধুবী ১০৷৵০ আনা, ব্রইতওয়েইট ১১৸০ আনা, জেসপ ২৪/০ আনা, মার্সালস ৫।/০ আনা পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল।

পাটের বাজার

কলিকাতা, ১৮ই মে—আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার পাটের বাজারে অপেক্ষাকৃত তেজী-ভাব লক্ষিত হয়। গত মার্চ্চ মাসে রপ্তানীর আধিক্য এবং ফ্রান্স ও বেলজিয়াম কর্ত্তৃক অদূর ভবিষ্যতেই পাটজাত দ্রব্য কিনিবার সম্ভাবনার উপর ভরসা করিয়া মজুতদারগণ হাতের পাট ছাড়িতেছেন না বলিয়া পাটের বাজারে মন্দা দূরীভূত হইলেও কেনাবেচা বিশেষ হয় নাই। কলওয়ালাগণও আশা করিতেছে যে, নূতন পাট বাজারে উঠিলেই পাটের মূল্যে অবনতি হইবে, সুতরাং তাহারাও বর্ত্তমানে পাট ক্রয়ে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিতেছে না। ইহা ছাড়া গুদামের অসুবিধাও কম নয়; অনেক কলওয়ালাই তাহাদের ক্রীত পাট রাখিবার স্থানের অভাবে চিন্তিত। মফঃস্বলে নূতন ফসলের বুনন সন্তোষজনক ভাবে চলিতেছে এবং চারাগাছগুলির অবস্থাও আশাপ্রদ। পুরাতন পাটের আর এখন বেশী আমদানী হইতেছে না এবং যাহা মজুত আছে তাহাও মজুতদারগণ সুবিধামূলক দামের কমে ছাড়িতে রাজী হইতেছে না। এ পর্য্যন্ত যত পাট মফঃস্বল হইতে কলিকাতায় আমদানী হইয়াছে তাহা সরকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত গত বৎসরের ফসলের চূড়ান্ত পূর্ব্বাভাসের প্রায় সমান—সুতরাং মনে হয় মফঃস্বলে আর পুরাতন পাট বিশেষ মজুত নাই।

পাটজাত দ্রব্যের বাজারও পূর্ব্বাপেক্ষা তেজী। মিলসমূহ সর্ব্বোচ্চ দামের কমে কোন কারবার করিতে স্বীকৃত নয়। ইউরোপীয় যুদ্ধ বিরতির ফলে সমগ্র জগতে ২।৩ দিন কাজকারবার প্রায় বন্ধ ছিল বলিয়া আলোচ্য সপ্তাহে ভারতের বাহির হইতে চাহিদা বিশেষ হয় নাই। সম্প্রতি প্রকাশিত রিপোর্টে দেখা যায়, গত এপ্রিল মাসে মোট ৭৯ হাজার ৪ শত ২৩ টন পাটজাত দ্রব্য উৎপাদিত হয়। এই সংখ্যা গত মার্চ্চ মাসের উৎপাদনের পরিমাণ হইতে প্রায় ১১ হাজার টন কম। উৎপাদনের এই হ্রাসের জন্য দুইটি কারণের উল্লেখ করা যাইতে পারে; প্রথমতঃ মজুরের সংখ্যা হ্রাস ও দ্বিতীয়তঃ কয়লার যোগানের অপ্রাচুর্য্য। প্রত্যেক বৎসরই বৎসরের এই সময়ে অনেক মজুর তাহাদের গ্রামে ফিরিয়া যায় পাটচাষে সাহায্য করার জন্য। অভিজ্ঞগণ অনুমান করেন, বর্ত্তমান বৎসর এই অনুপস্থিতির পরিমাণ অন্যান্য বৎসরে অপেক্ষা বেশী হইয়াছে। ইহা ছাড়া অন্যান্য বৎসর যেমন অনুপস্থিত মজুরগণের স্থান "বদলী"-দের দ্বারা পূরণ করা হইয়া থাকে, বর্ত্তমান বৎসর সেরূপ কার্য্যকরী ভাবে সে ব্যবস্থা অবলম্বন সম্ভব হয় নাই।

মেসার্স লিনক্লেয়ার মারে এণ্ড কোং লিঃ-এর ১লা মে তারিখের রিপোর্ট অনুসারে বাংলা-দেশে পাট চাষের নিম্নরূপ অবস্থা লক্ষিত হয় :—

আবহাওয়া খুবই সন্তোষজনক। পূর্ব্বাঞ্চলের জিলাসমূহে বুনন সমাপ্ত এবং অন্যান্য জিলাতেও প্রায় সমাপ্ত। ফসলের অবস্থা আশাপ্রদ এবং নিড়ানীর কাজ যথাবিধি চলিতেছে। নদীসমূহের অবস্থা স্বাভাবিক।

পূর্ব্ব বৎসরের তুলনায় বুননের হার :—নারায়ণগঞ্জ ১৵০ আনা; ঢাকা ১৵০ আনা; চাঁদপুর—১৵০ আনা; হাজীগঞ্জ—১৵০ আনা; আশুগঞ্জ—১৵০ আনা, আখাউরা—১/০ আনা; নিকলাদাম পাড়া—১৵০ আনা; এলাসিন—১/০ আনা; সরিষাবাড়ী—৸৵০ আনা; ময়মনসিংহ—৸৵০ আনা—গত বৎসর এই সময় মোট ফসলের ৸৵৯ পাই চাষ হইয়াছিল; গাইবান্ধা—১।৫ আনা; সিরাগঞ্জ—১৵৬ পাই; ভাঙ্গুরা—৸৵০ আনা।

সোনা ও রূপা

কলিকাতা, ১৮ই মে—গত সপ্তাহের তুলনায় আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতা ও বোম্বাইয়ের বাজারে সোনার দরে উন্নতির ভাব পরিস্ফুট হইয়া উঠে। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক গত শুক্রবার ২৫ হাজার তোলা সোনা প্রতিভরি ৭১৷৷০ আনা দরে বিক্রয় করিয়াছিলেন। গত ১৫ই মে মঙ্গলবার হইতে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক প্রত্যহ ৩৫ হাজার তোলা সোনা বিক্রয় করিতেছেন। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক মঙ্গলবার (১৫ই মে) ৩৫ হাজার তোলা সোনা প্রতিভরি ৭৩৷৵০ আনা, বুধবার (১৬ই মে) ৩৫ হাজার তোলা সোনা প্রতিভরি ৭৩৸০ আনা, বৃহস্পতিবার (১৭ই মে) ৩৫ হাজার তোলা সোনা, প্রতিভরি ৭৫ টাকা এবং অদ্য ৩৫ হাজার তোলা সোনা প্রতিভরি ৭৫৷৵০ দরে বিক্রয় করিয়াছেন। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক গত সপ্তাহের তুলনায় আলোচ্য সপ্তাহে প্রতিভরি সোনার দর বৃদ্ধি করায় আলোচ্য সপ্তাহে সোনার দরে উন্নতিভাবের প্রধানতম কারণ। গত সপ্তাহে কলিকাতা ও বোম্বাইয়ের বাজারে প্রতিভরি সোনার দর ছিল যথাক্রমে ৭৩।/০ আনা ও ৭৩৲০ আনা। বর্ত্তমানে তাহা যথাক্রমে ৭৬৸০ আনা ও ৭৬৵০ আনা দাঁড়াইয়াছে। কলিকাতা ও বোম্বাইয়ের বাজারে প্রতিখণ্ড গিনি বর্ত্তমানে যথাক্রমে ৫০৸০ আনা ও ৫০৷৷০ আনা দরে বিক্রয় হইতেছে।

রূপা—গত সপ্তাহের তুলনায় আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতা ও বোম্বাইয়ের বাজারে রূপার দরে উন্নতির ভাব পরিলক্ষিত হয়। গত শুক্রবার রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ১৬০ বার রূপা প্রতি ১০০ ভরি ১২৩৷৷০ আনা দরে বিক্রয় করিয়াছিলেন। আলোচ্য সপ্তাহে মঙ্গলবার (১৫ই মে) রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ২৪০ বার রূপা প্রতি ১০০ ভরি ১২৭৷৵০ আনা দরে, বুধবার (১৬ই মে) ১৫০ বার প্রতি ১০০ ভরি ১৩০৲ টাকা দরে, বৃহস্পতিবার (১৭ই মে) ১৫০ বার প্রতি ১০০ ভরি ১২৯৲০ আনা দরে এবং অদ্য ১৫০ বার প্রতি ১০০ ভরি ১২৯৸০ আনা দরে বিক্রয় করিয়াছেন। গত সপ্তাহের তুলনায় আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক রূপার দর বৃদ্ধি করায় আলোচ্য সপ্তাহে রূপার দরে তেজী ভাবের প্রধানতম কারণ। গত সপ্তাহে কলিকাতা ও বোম্বাইয়ের বাজারে প্রতি ১০০ ভরি রূপার দর ছিল যথাক্রমে ১২৫৲ টাকা ও ১২৬।০ আনা। বর্ত্তমানে তাহা যথাক্রমে ১৩১৷৷০ আনা ও ১২৯৸০ আনা দাঁড়াইয়াছে।

চেকের অভ্যাস

সকল রকম অভ্যাস অপেক্ষা অধিক লাভজনক

আজই হোক বা কালই হোক এরূপ অভ্যাস দ্বারা আপনার জীবন পরিচালিত করিতেই হইবে। সুতরাং আপনার সঞ্চিত অর্থ খুব অল্পই হউক আর বেশীই হউক, আজই এই অভ্যাস ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাঞ্জল চেকের সাহায্যে সুরু করুন

ক্যালকাটা

কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক লিমিটেড

১৫নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মিঃ এস, দত্ত
ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

জে, এন, সেন, বি-এ, এফ্ আর-ই-এস্
(লণ্ডন) জেনারেল ম্যানেজার।

সাদার্ণ ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস—১৪, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ফোন—ক্যাল. ৫৯৮৯

ব্রাঞ্চ—বড়বাজার, শ্যামবাজার, ভবানীপুর, বসিরহাট, খুলনা ও পাটনা

সুবিধাজনক সর্ত্তে গভর্ণমেণ্ট ও মিলিটারী বিলের উপর টাকা ধার দেওয়া হয়

সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—ডাঃ অমলকুমার রায়চৌধুরী, এম্-ডি

ব্যাঙ্ক অব ক্যালকাটা লিঃ

(ক্লিয়ারিংয়ের সর্ব্বপ্রকার ব্যবস্থা আছে)

১৯৪৪ সনের শেষে মোটামুটি আর্থিক পরিচয়

অনুমোদিত মূলধন	১,০০,০০,০০০৲	বিলিকৃত ও বিক্রীত মূলধন	১৪,০০,০০০৲
আদায়ীকৃত ও মজুত তহবিল	৮,০০,০০০৲	কার্য্যকরী মূলধন	১,০০,০০,০০০৲

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—ডাঃ এম, এম, চ্যাটার্জ্জি

সাপ্তাহিক বাজার দর

	১১ই মে	১৪ই মে	১৫ই মে	১৬ই মে	১৭ই মে	১৮ই মে
সোনার দর—প্রতি ভরি (কলিকাতা) ...	৭৩।/০		৭৪৸০	৭৪৸/০	৭৫৷৷/০	৭৬৸/০
ঐ ঐ (বোম্বাই) ...	৭৩৶০		৭৩৸০	৭৪৷৷/০	৭৬৷৷/০	৭৬৶০
রূপার দর—প্রতি ১০০ ভরি (কলিকাতা) ...	১২৫৲		১২৯৸০	১৩১৸০	১৩১৷৷০	১৩১৷৷০
ঐ ঐ (বোম্বাই) ...	১২৬।০		১৩০।০	১৩০৷৷০	১২৯৲	১২৯৸০
গিনির দর—প্রতিখানা (কলিকাতা) ...	৪৯৸০		৫০।০	৫০।০	৫০।০	৫০৸০
ঐ ঐ (বোম্বাই) ...	৪৯৲		৪৯৷৷০	৫০৲	৫১৲	৫০৷৷০
রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সুদের হার (শতকরা বার্ষিক) ...	৩৲		৩৲	৩৲	৩৲	৩৲
কোম্পানীর কাগজ— ...						
কোম্পানীর কাগজ—শতকরা ৩৲ সুদের ...	৯০৷৷৶০		—	—	৯১৶০-৯১/০	৯০৸৶০-৯০৸৶০
ঐ ঐ ৩৷৷০ টাকা সুদের ...	১০০।৶০-১০০৲		১০০৶০-১০০৲	১০০৶০-১০০৸০	১০০।৶০	১০০।৶০-১০০৸৶০
৩৲ টাকা সুদের ঋণপত্র (১৯৬৩-৬৫) ...	—		—	—	—	৯৯/০
৩৲ টাকা সুদের ঋণপত্র (১৯৬৬-৬৮) ...	—		—	—	—	—
৪৲ টাকা সুদের ঋণপত্র (১৯৬০-৭০) ...	—		—	—	—	১১২।৶০
৫৲ টাকা সুদের ঋণপত্র (১৯৪৫-৫৫) ...	১০২৲		—	—	—	১০১।৶০
ইঞ্জিনিয়ারিং ও ইলেকট্রিক— ...						
ইণ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড ষ্টীল কোং লিঃ ...	৩৯৸০-৩৯।/০		৪০৲-৩৯৷৷৶০	৪০।৶০-৪০/০	৪০।০-৪০৶০	৪০।৶০-৩৯৸/০
ষ্টীল কর্পোরেশন—অর্ডি ...	৩৩।০		৩৩৲-৩২৸/০	৩৩।৶০-৩৩৶০	৩৩।৶০-৩৩৶০	৩৩৶০-৩২৸৶০
কুমারধুবী—অর্ডি ...	১০।৶০-১০।/০		১০।৶০-১০।০	১০।৶০-১০।/০	১০।৶০-১০।০	১০।/০-১০।০
ব্রেইতওয়েইট ...	—		১১৷৷৶০-১১।০	১১৸০-১১৸০	১১৷৷৶০-১১৷৷৶০	১১৷৷৶০
জেসপ ...	২৩৸০-২৩৸০		২৩।৶০-২৩৷৶০	২৩৸০	২৩৸০	২৪/০-২৩৸৶০
মার্শালস্ ...	—		৪৸৶০	৫/০-৪৸৶০	৫।/০-৫/০	৫।/০-৫/০
ন্যাশনাল আয়রণ এণ্ড ষ্টীল ...	—		১১।/০-১১।০	—	—	১১।৶০
আর্থার বাটলার ...	—		২৪।০	—	—	—
হিন্দুস্থান মোটরস্ ...	—		৪।১০	৪।৶০	৪।৶০-৪।/১৫	৪।/০
ক্যালকাটা ইনসিওরেন্স ...	—		১২৸০	—	১২৷৷০	—
খনি—বার্ণ কর্পোরেশন ...	৫৸০-৫৷৷/০		৫৷৷৶০-৫৷৶০	৫৷৷৶০-৫৷৷/০	৫৸/০-৫৷৷৶০	৪৸৶০-৫৷৷/০
ইণ্ডিয়ান কপার কর্পোরেশন ...	৩/০		৩৲	৩/০-৩৲	৩/০-৩৲	—
ব্যাঙ্ক—রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া ...	১৩৪৲		১৩২৲	১৩৪৲-১৩৩৲	১৩৩৲	—
ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক ...	—		—	১৮৸০	২০৶০-১৮৸০	২০৲
ক্যালকাটা ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক ...	—		—	—	—	১৫।৶০
বেঙ্গল সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক ...	১৪/০		১৪৶০	১৪৲-১৩৸/০	১৪।৶০-১৪/০	১৩৸৶০-১৩৷৷/১০
কুমিল্লা ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন ...	১৫৷৷০		—	১৫৷৷৶০	—	—
মহালক্ষ্মী ব্যাঙ্ক ...	১০৸১০		—	—	১১৶০	১১৶০
নিউ ষ্ট্যাণ্ডার্ড ব্যাঙ্ক ...	—		—	—	—	—
হিন্দুস্থান কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক ...	—		—	—	৫৩৲-৫২৸০	—
নাথ ব্যাঙ্ক ...	—		—	—	—	—
কয়লা—বরাকর কোল্ কোং ...	৩৯৷৶০-৩৯।০		৩৯৸৶০-৩৯।০	৪০৸০-৪০।০	৪১৲-৪০।০	৪০৸৶০-৪০।০
ভালচের ,, ,, ...	১১।৶০-১১৲		১১৶০	—	১১৸০-১১।৶০	১১৸/০-১১৷৷/০
রাণীগঞ্জ ,, ,, ...	—		৫১৷৷০	৫২৶০-৫১৸৶০	৫২।০	৫২৶০-৫২৲
ইকুইটেবল ,, ,, ...	৬৮৲-৬৭৷৷৶০		৬৮।০-৬৮৶০	৬৮৷৷০-৬৮৶০	৬৮।৶০-৬৮।/০	৬৮।৶০
সাউথ করণপুরা ,, ...	২৯।/০-২৮৷৷৶০		২৯৸০-২৯৲	৩০।৶০-৩০৶০	৩০।৶০-২৯৸৶০	৩০।০-২৯৷৷০
ভুলনবরারি ...	৩১৲-৩০৷৷০		—	—	—	—
সেণ্ট্রাল কারকেণ্ড ...	৪০৲-৩৯৲		—	৪০।০-৩৯৸০	৪০।৶০-৪০।০	—
নিউ চুরুলিয়া ...	১২/০-১২৲		১১৸০	১২।৶০-১২৶০	১২৷৷০-১২।০	১২।৶০
ষ্ট্যাণ্ডার্ড ...	৪২৲-৪১৷৷৶০		৪১৸/০	৪২।৶০-৪১৸৶০	৪২।০-৪২৲	—

বাজার বন্ধ

দাশ ব্যাঙ্ক লিমিটেড্

৯-এ ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

চেয়ারম্যান—কর্ম্মবীর আলামোহন দাশ

আধুনিক সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

সাবান প্রস্তুতের

যাবতীয় জিনিষ—সিলিকেট সোডা • সোপষ্টোন পাউডার • কষ্টিক সোডা • রজন • সিট্রোনেলা অয়েল • রঙ • হাইড্রোমিটার • প্রভৃতি পাইবেন

কোন :—

বড়বাজার :—১৩৯৭ অফিস

" :—১৫৯২ ফ্যাক্টরী

টেলিগ্রাম—"চীনামাটী"

কলিকাতা মিনারেল সাপ্লাই কোং লিঃ

৩১, অ্যাকলন লেন, কলিকাতা

নোয়াখালী ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিঃ

স্থাপিত : ১৯২৯

হেড অফিস : ১০, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ফোন : ক্যাল ২৩৩৯ (৩ লাইন)

কলিকাতা শাখা :

বালীগঞ্জ, ভবানীপুর, বড়বাজার ও শ্যামবাজার।

অন্যান্য শাখাসমূহ—

ঢাকা, কিশোরগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ, নোয়াখালি, সোনাপুর, চৌমুহনী, চাঁদপুর, পুরাণবাজার, ফেণী, কৃষ্ণনগর, বহরমপুর, জলপাইগুড়ী, বর্দ্ধমান, দৌলতগঞ্জ, জিয়াগঞ্জ, পূর্ণিয়া, পাটনা, আরা, রাঁচি, ভাগলপুর, জামসেদপুর, বেনারস, লক্ষ্ণৌ, আগ্রা, এলাহাবাদ, কাশপুর, মাদ্রাজ, কটক, মিরকাদিম, কাটিহার, বরিশাল, সিলেট, আসানসোল, সিরাজগঞ্জ, গৌহাটি, হিলি ও ময়মনসিংহ।

কার্য্যকরী মূলধন—দেড় কোটি টাকার উপর

দিল্লী শাখা ২৫শে এপ্রিল খোলা হইয়াছে

ম্যানেজিং ডিরেক্টর :—এস, সি, পাল

সাপ্তাহিক বাজার দর

	১১ই মে	১৪ই মে	১৫ই মে	১৬ই মে	১৭ই মে	১৮ই মে
কাপড়ের কল—নিউ ভিক্টোরিয়া কটন মিলস লিঃ	৬৸৵০		৭।৵০-৭।৵০	৭।৵০-৭।৵০	৭।৵০	৭।০
বেনারস ...	—		১১৲ ১০৸৵০	১১।০	১১৲-১০৸৵০	—
কানপুর টেক্সটাইলস্ ...	১২৷৷০-১২।০		১২।০	—	১২।৵০	১২।৵০
এলগিন কটন মিলস লিঃ ...	৬২৵০		৬৪৵০-৬৪৲	৬৩৸৵০	৬৪।০-৬৪৲	৬৩৸০
কেশোরাম ...	—		১৭।৵০-১৭৵০	১৭৸০-১৭৷৷৵০	১৭৸০-১৭৸০	—
বঙ্গশ্রী ...	১৪।০		১৪।০	—	১৪৷৷০	১৪।৵০
বঙ্গেশ্বরী কটন মিলস্ ...	—		৭।০	৭।০	৭৵০	৬৸৵০
কাগজের কল—ইণ্ডিয়া পেপার পাল্প লিঃ ...	২১৪৲-২১৩৲		—	২১২৲-২১৪৲	২১৭৲-২১৫৷৷০	২১৬৲
শ্রীগোপাল পেপার মিলস লিঃ ...	—		১৬৸০-১৬।০	১৬৸০-১৬।০	১৬৸০	—
টিটাগড় ...	২৬৸৵০-২৬৷৷৵০		২৭৵০-২৬৸৵০	২৭।৵০-২৭৵০	—	—
চটকল—অকল্যাণ্ড জুট মিলস লিঃ ...	—		৩৩৮৲-৩৩৫৲	—	৩৪৬৲-৩৪৩৲	—
এ্যাংলো ইণ্ডিয়া জুট মিলস লিঃ ...	৪৬৯৲		৪৮২৲-৪৭৯৲	৪৮৪৲-৪৮২৲	৪৮৪৲-৪৮২৲	৪৭৬৲-৪৭১৷৷০
কামারহাটি ...	৭০২৲-৬৯৮৲		৭২৭৲-৭২৪৲	৭৩৩৲-৭২৮৲	৭৩০৲-৭২৮৲	৭২৩৲
নদীয়া ...	—		১৩৪৷৷০-১৩৩৷৷০	১৩৪৷৷০-১৩৩৷৷০	১৩৩৷৷০-১৩৩৲	—
প্রেসিডেন্সী ...	—		১২।৵০-১২।০	১২৷৷০-১২।৵০	১২৷৷০-১২।৵০	১২৷৷০-১২।০
রিলায়েন্স ...	—		৭৯৲-৭৮৷৷০	৭৯৲-৭৮৸০	৭৯।০	—
কাঁকনাড়া ...	৫৮৪৲		৬১০৲-৬০৭৲	৬১৫৲-৬১১৲	৬১৩৲	৬০৯৲-৬০৭৲
হাওড়া ...	৯৪।০-৯৩৸৵০	বাজার বন্ধ	৯৬৸৵০-৯৫।০	৯৬।০-৯৫৷৷৵০	৯৫৵০-৯৪৷৷৵০	৯৪৷৷০-৯৩৸০
ডালহৌসী ...	—		৩৫০৲	—	৩৫৬৲	—
বজবজ ...	৫১৫৲		—	—	—	—
ষ্ট্যাণ্ডার্ড ...	—		৩০০৲-২৯৯৲	৩০২৲	—	—
এলায়েন্স ...	৬২৪৲		৬৪০৲-৬৩৫৲	৬৪১৲-৬৩৯৲	৬৪২৲	৬৪১৲
চিনির কল—বেলসুন্দ সুগার কোং লিঃ ...	১৩৷৷০		১৩৸৵০-১৩৷৷৵০	১৪৲	১৪৸০-১৪৲	—
চম্পারণ সুগার কোং লিঃ ...	—		—	৩৬।০	৩৬।০	৩৬৸০
কেরু এণ্ড কোং লিঃ ...	—		২৬৸০-২৬৲	২৬৷৷০-২৫৷৷০	২৬৸০-২৬৷৷৵০	২৭৵০ ২৬৷৷৵০
চা বাগান—চন্দননগর টি ...	—		—	—	—	—
ইষ্টার্ণ হিন্দুস্থান ...	—		—	—	—	—
কল্যাণী ...	—		—	—	—	—
লেবং এণ্ড মিনারেল ...	—		—	—	—	—
তেজপুর ...	—		২১।৵০-২১।০	—	—	—
বিশ্বনাথ ...	—		—	—	—	—
বিবিধ—ডালমিয়া সিমেণ্ট কোং লিঃ ...	১৬৸০-১৬৷৷৸০		—	১৭৲	১৭৲-১৬৸৸০	—
বি আই কর্পোরেশন ...	৬৲		৬৸০-৬৵০	৬৸০-৬।০	৬।০	৬।০
মেদিনীপুর জমিদারী কোং লিঃ ...	১৬৯৲-১৬৭৷৷০		১৭১৷৷০	১৭২৲	১৭৩৷৷০	১৭২৲
রোটাস ইণ্ডাষ্ট্রীজ লিঃ	—		১৪৸০	১৫৷৷০-১৫৷৷০	১৫৷৷৵০	১৫৷৷০
ইণ্ডিয়া জেনারেল নেভিগেশন কোং লিঃ ...	—		—	১৭৫৲-১৭৪৷৷০	১৭৯৷৷০	১৭৭৲-১৭৬৲
আসাম-বেঙ্গল সিমেণ্ট ...	—		১৯।৵০-১৯।০	১৯৸০-১৯।০	২০৲-১৯৷৷৵০	১৯৸০-১৯৸৵০
ন্যাশনাল ইনসুলেটেড কেবলস ...	—		—	—	১৪৵০-১৩৸৵০	—
নিউ এসিয়াটিক ইনসিওরেন্স ...	—		—	৯।০	—	—

ইষ্ট বেঙ্গল ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস—নারায়ণগঞ্জ স্থাপিত—১৯২৩ কলিকাতা অফিস—১৭৬ ক্রস্ ষ্ট্রীট

ফোন : বড়বাজার—৯৮৭

শীঘ্রই পাটনা সিটি শাখা খোলা হইবে।

অপরাপর শাখা—বরিশাল, ভৈরববাজার, কুমিল্লা, করিমগঞ্জ, মীরকাদিম, নিতাইগঞ্জ, পুরাণবাজার (চাঁদপুর), শিলচর, শ্রীহট্ট।

জেনারেল ম্যানেজার—কে, কে, পাল ম্যানেজিং ডিরেক্টর—এস, সি, সাহা

গ্রাম : দশেরদাবী কোন—ক্যাল :—৫৬৫৯

ইষ্টার্ণ কণ্টিনেণ্টাল ব্যাঙ্ক লিঃ

স্থাপিত : ১৯২৬ ইং

হেড অফিস—কুমিল্লা

সেন্ট্রাল অফিস :—৬, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বেগুসরাই (বেহার), মানসেরা (পাঞ্জাব), পাটনা ও নারায়ণগঞ্জ (ঢাকা) শাখা খোলা হইয়াছে।

লয়ালপুর, ক্যাম্বেলপুর এবং সেঘুপুরা (পাঞ্জাব) শাখা শীঘ্রই খোলা হইবে।

—— সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয় ——

ইউনাইটেড ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ব্যাঙ্ক লিমিটেড

স্থাপিত ১৯৪০

সিডিউলভুক্ত ব্যাঙ্ক

চেয়ারম্যান—শ্রীযুক্ত যদুনাথ রায়

সুবিধাজনক সর্ত্তে সাধারণ ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ করা হয়।

হেড অফিস—

৭, ওয়েলেসলী প্লেস, কলিকাতা

শাখাসমূহ—

বড়বাজার, শ্যামবাজার, হাটখোলা (কলিকাতা), ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, চাঁদপুর ও ময়মনসিংহ।

পে-অফিস : মিরকাদিম

জেনারেল ম্যানেজার :

এ চ্যাটার্জি, বি-কম, সি-এ, আই, আই, বি

শীর্ষের চারিটি

ব্রিজ খেলার "নো ট্রাম্পের" চারটী টেক্কার মতই জুয়েলের সুপ্রসিদ্ধ কেশতৈল চতুষ্টয়—ইহাদের দীর্ঘস্থায়ী সুরভি ও অনুপম গুণের জন্যই তৈল জগতে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া শ্রেষ্ঠ সম্মান লাভ করিয়াছে।

♠ কোকোলা ♣ জুয়েল আমলা
♠ কল্যানী ♦ ত্রিগুণ
কেশ তৈল

জুয়েল অফ ইণ্ডিয়া, কলিকাতা

ইণ্ডিয়ান
ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক লিঃ
হেড অফিস—৮, লায়ন্স রেঞ্জ, কলিকাতা
ক্লিয়ারিং-এর
সুবিধাযুক্ত সম্ভ্রান্ত প্রতিষ্ঠান।
সহজ সর্ত্তে টাকা কর্জ্জ দেওয়া এবং বিল ডিস্‌কাউণ্ট করা হয়।
ফিক্সড ডিপোজিট এবং অন্যান্য আমানতের উপর সুদের হার লাভজনক।
ব্যাঙ্কের "গাইড-টু-ইন্‌ভেষ্টারস্"-এর জন্য আবেদন করুন।
ব্রাঞ্চসমূহ—
বোম্বে, ঢাকা, দীঘিরপার, নবদ্বীপ, বড়বাজার, চাইবাসা, চক্রধরপুর, সাউথ কলিকাতা, রায়পুর, আজারিয়া, গৌহাটী, গোপালদী, নারায়ণগঞ্জ, নবাবগঞ্জ, নওগাঁ (আসাম), বাঘিয়া, সাটুরিয়া (ঢাকা), ও বেড়া (পাবনা)।
আর, রায়—ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া
কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ
ফোন: ক্যাল ৫৪৯
হেড অফিস—
৭ সোয়ালো লেন
কলিকাতা
—শাখা—

শ্যামবাজার	সাতক্ষীরা	শ্রীহট্ট
কলেজ ষ্ট্রীট	সারদিয়া	তেজপুর
হাটখোলা	মেদিনীপুর	নবগঞ্জ
বালীগঞ্জ	খড়্গপুর	গৌহাটী
চরমুগুরিয়া	গিডনি	বড়পেটা
ফরিদপুর	দিনাজপুর	বেনারস
বাড়গ্রাম	কুমারখালী	দেওঘর
ইছাপুর	রাজবাড়ী	ঘাটশীলা
কুষ্টিয়া	ধুবড়ী	কটক

সকল প্রকার শেয়ারের কার্য্য, বিল অফ এক্সচেঞ্জ প্রভৃতি ক্রয়, আদায়াদি এবং সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।
ম্যানেজিং ডিরেক্টর—জে সি চক্রবর্ত্তী

ইকনমিক ব্যাঙ্ক লিমিটেড
স্থাপিত—১৯২৯ ফোন: ক্যাল ৫৯৪৪
হেড অফিস—৮৬বি ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
—অন্যান্য শাখা—
বাঁকুড়া, ঘাটাল, টাটানগর, মির্জ্জাপুর, বেনারস, এলাহাবাদ, লাক্ষ্ণৌ, কাণপুর, বালিয়া, আরাউরা, দেউরিয়া, পুরুলিয়া, সাদার্ণ এভিনিউ, বড়বাজার, নোয়াপড় ও সোনামুখী (বাঁকুড়া)।
নিমতলা ও বেলগাছিয়া শাখা শীঘ্রই খোলা হইবে।

লিলি বিস্কুট

লিলি বিস্কুট স্বাদে ও গুণে—অপরাজেয়
লিলি বিস্কুট কোং · কলিকাতা

লিলি বার্লি আদর্শ পথ্য ও পানীয়
লিলি-বার্লি
লিলি বিস্কুট কোং · কলিকাতা

১২২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা—আর্থিক জগৎ প্রেসে শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য দ্বারা সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

PHONE :—B. B. 6382

REGD. NO. C. 2506

আর্থিক জগৎ

ARTHIK JAGAT

ব্যবসা-বাণিজ্য-শিল্প-অর্থনীতি-বিষয়ক সাপ্তাহিক

মূল্য—বার্ষিক সডাক ৯৲

সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

প্রতি সংখ্যা ৶০ আনা

অষ্টম বর্ষ] Monday, 28th May, 1945. সোমবার, ১৪ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৫২ [৪র্থ সংখ্যা

CALCUTTA CENTRAL LIBRARY

ভারতীয় শিল্পোন্নতিতে বৃটীশ স্বার্থ

কিছুদিন পূর্ব্বে ইংলণ্ডের বিশ্ববিশ্রুত শিল্প-পরিচালক লর্ড ম্যুফিল্ড ইংলণ্ডের 'সানডে টাইমস্' পত্রে একখানা চিঠিতে এরূপ মন্তব্য প্রকাশ করেন যে, ভারতবর্ষে যদি শিল্পের প্রসার হয় তাহা হইলে ভারতে ইংলণ্ড কোন মালপত্র বেচিতে সমর্থ হইবে না বলিয়া ইংরাজদের যে ভয় রহিয়াছে তাহার মূলে কোন সত্য নাই। লর্ড ম্যুফিল্ডের মতে ভারতে যদি শিল্পের প্রসার হয় তাহা হইলে ভারতবাসীর আয় বাড়িবে, উহাদের জীবনযাত্রার আদর্শ উন্নততর হইবে এবং ফলে উহারা বিদেশ হইতে বর্ত্তমানের তুলনায় অনেক বেশী মালপত্র ক্রয় করিবে। সুতরাং ভারতে শিল্পোন্নতি ঘটিলে ভারতের বাজারে ইংলণ্ডের পক্ষে মালপত্র বিক্রয় করিবার ক্ষেত্র আরও বিস্তৃত হইবে। লর্ড ম্যুফিল্ডের এই দূরদর্শিতামূলক উক্তি সম্বন্ধে গত ১৬ই এপ্রিল তারিখের 'আর্থিক জগতে' আমরা পাঠকবর্গের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিয়াছিলাম। সুখের বিষয় সম্প্রতি বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ্ এবং সান ফ্রান্সিস্কো সম্মেলনে ভারত সরকারের মনোনীত প্রতিনিধিদলের অর্থনীতিক উপদেষ্টা অধ্যাপক জে টমাসও লর্ড ম্যুফিল্ডের অনুরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। অধ্যাপক টমাস বলেন—"সমগ্র পৃথিবীর এক-পঞ্চমাংশ অধিবাসী ভারত বাসী —কিন্তু পৃথিবীর সমস্ত দেশের মধ্যে যে মালপত্র আদান-প্রদান হয় ভারতবর্ষের সহিত পৃথিবীর অন্যান্য দেশের উহার শতকরা ৫ ভাগের বেশী মালপত্র আদান-প্রদান হয় না। ভারতের উন্নতি বিধানে বর্ত্তমানে যে উদ্যোগ-আয়োজন চলিতেছে তাহা সফল হইলে ভারতবাসীর ক্রয়শক্তি বাড়িবে এবং উহার ফলে ভারতের বাজারে ইংলণ্ড ও আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে উৎপন্ন কলকব্জা এবং উন্নততর শ্রেণীর শিল্পদ্রব্যের চাহিদা সৃষ্টি হইবে। ভারতবর্ষের ৪০ কোটি লোকের আয় যদি বৃদ্ধি করা যায় তাহা হইলে ভারতে এত অধিক পরিমাণে এত বিচিত্র ধরণের শিল্পদ্রব্যের চাহিদা হইবে যাহার ফলে ভারতের বাজারে মালপত্র বিক্রয়ের জন্য ইংলণ্ড ও আমেরিকাকে পরস্পরের মধ্যে কোন প্রতিযোগিতাই করিতে হইবে না।" অধ্যাপক টমাসের এই উক্তি যে খুবই দূরদর্শিতা-মূলক তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু এই সব হিতকথা বলিয়া লাভ নাই। ইংরাজ জাতি বর্ত্তমানে এত স্বার্থান্ধ ও অদূরদর্শী হইয়া উঠিয়াছে যে, উহারা একথা কিছুতেই বুঝিতে পারিতেছে না যে ভারতবাসীর আয় বর্দ্ধিত না হইলে ভারতের বাজারে ইংলণ্ডের পক্ষে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে মালপত্র বিক্রয় করা সম্ভবপর হইবে না। বর্ত্তমান যুদ্ধের পূর্ব্বে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে ১ কোটি বেকার লোক ছিল। যুদ্ধের পরে আমেরিকার সমস্ত লোককে কাজে নিযুক্ত রাখিতে হইলে ঐ দেশে ৬ কোটি লোকের কর্ম্মসংস্থান করিতে হইবে এবং এজন্য আমেরিকাকে বিদেশে প্রতি বৎসর ১ হাজার কোটি ডলার মূল্যের মালপত্র বিক্রয় করিতে হইবে। ইহার জন্য আমেরিকার গবর্ণমেণ্ট ২।৩ হাজার কোটি টাকা খরচা করিয়া চীন দেশে দুই সহস্র শিল্প-প্রতিষ্ঠান, সহস্র সহস্র মাইল পরিমিত রেলপথ ও রাস্তাঘাট এবং সেচ কার্য্যের জন্য বিরাট বিরাট বাঁধ ও বিদ্যুৎ কারখানা স্থাপন করিতে সঙ্কল্প করিয়াছেন। কিন্তু যুদ্ধের পরে এক কোটি বেকার ব্যক্তির কর্ম্মসংস্থান করিতে হইবে দেখিয়াও ইংরাজ জাতি ভারতে শিল্পের প্রসার করতঃ এদেশে বৃটিশ পণ্য বিক্রয়ের কোন সুবিধা করিতে নারাজ। ভারতে শিল্পোন্নতি না হইলে ইংলণ্ডের বেকার সমস্যার যে কিছুতেই সমাধান হইবে না ইংরাজ তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না। বরং ভারতে বর্ত্তমানে যে সব শিল্প রহিয়াছে তাহা ধ্বংস করিয়া ভারতবাসীর ক্রয় ক্ষমতা খর্ব্ব করিতে এবং উহার অবশ্যম্ভাবী ফল হিসাবে ইংলণ্ডের বেকার সমস্যার তীব্রতা বৃদ্ধি করিতেই ইংলণ্ড অধিকতর আগ্রহ-শীল। উহা আত্মহত্যারই নামান্তর।

বিষয়-সূচী

বিষয়	পৃষ্ঠা
সাময়িক প্রসঙ্গ	৭৩-৭৫
নানাকথা	৭৬
ভারতবাসীর ঘাড়ে যুদ্ধের বোঝা	৭৭-৭৮
রাজনৈতিক প্রসঙ্গ	৭৯-৮০
খেয়ালীর খাতা	৮১-৮২
আর্থিক দুনিয়ার খবরাখবর	৮৩-৮৭
কোম্পানী প্রসঙ্গ—	৮৮-৮৯
বাজারের হালচাল—	৯০-৯৬

সাময়িক প্রসঙ্গ

খাদ্য সরবরাহে মুনাফাবৃত্তি

পাঞ্জাবের লাহোর, অমৃতসর ও রাউলপিণ্ডি সহরে গবর্ণমেণ্টের রেশনের দোকানগুলির মার-ফতে ১০৸৵০ হইতে ১১৲ টাকা মণ দরে জনসাধা-রণের নিকট গম বিক্রয় করা হইতেছে। কিন্তু উক্ত প্রদেশের বহু স্থানে যেখানে রেশন প্রথা বলবৎ হয় নাই এবং যে সব স্থানে ব্যবসায়িগণ গম বিক্রয় করে সেই সব স্থানে সাধারণের নিকট ৮৷৷০ আনা মণ দরে গম বিক্রয় হইতেছে। বাজার মূল্য এবং গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নির্দ্ধারিত মূল্যের এই তারতম্যের ফলে পাঞ্জাবে বিশেষ অসন্তোষের সৃষ্টি হইয়াছে। বাঙ্গলা দেশেও খাদ্যদ্রব্য সরবরাহের ব্যাপারে এই মুনাফাবৃত্তি চলিতেছে। কলিকাতার রেশনের দোকানের মারফতে কাঁকড় মিশ্রিত চা'ল ১৫ টাকার অধিক মূল্যে সাধারণের নিকট বিক্রয় করা হইতেছে। কিন্তু মফঃস্বলের বহু স্থানে যেখানে রেশন প্রথা বলবৎ নাই সেই সব স্থানে উহা অপেক্ষা অনেক উৎকৃষ্ট চা'লের মূল্য ১২।১৩ টাকার বেশী নহে। বর্ত্তমানে বাঙ্গলার অনেক স্থানে যে বুরো চা'ল আমদানী হইয়াছে তাহা ৬।৭ টাকা মণ দরে বিক্রয় হইতেছে। কিন্তু পাঞ্জাবের লাহোর প্রভৃতি সহরের অবস্থার সহিত কলিকাতার পার্থক্য রহিয়াছে। আমরা যতদূর জানি তাহাতে লাহোরের অধিবাসিগণ ইচ্ছা করিলে রেশনের দোকান হইতে অধিক মূল্য দিয়া গম না কিনিয়া ইচ্ছামত পাঞ্জাবের অন্য অঞ্চল হইতে অপেক্ষাকৃত

ন্যাশন্যাল কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক

লিমিটেড

ফোন : বি বি ৪২৯০

৫৭, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

বোর্ড অব ডিরেক্টারের চেয়ারম্যান ঃ

মৌলভী এ, কে, ফজলুল হক, বাংলার ভূতপূর্ব্ব প্রধানমন্ত্রী।

সোণা, রূপা, কোম্পানীর কাগজ, চলিত শেয়ার ও অনুমোদিত বিলের পরিবর্ত্তে ধার, ওভার ড্রাফট্ এবং অন্যান্য প্রকার্য্য কর্ত্তব্য দেওয়া হয়।

অল্পমূল্যে গম আনিতে পারে। কিন্তু বাঙ্গলার কোন স্থান হইতে কলিকাতায় এক মুষ্টি চা'ল আমদানী করিবার কাহারও অধিকার নাই। কাজেই কলিকাতা এলেকায় বাহিরে ৫।৭ মাইলের মধ্যে যদি চা'লের মূল্য দশ টাকাও থাকে তাহা হইলেও কলিকাতার অধিবাসিগণকে বাধ্য হইয়া ১৫ টাকার অধিক মূল্য দিয়া কাঁকড় মিশ্রিত চা'ল ক্রয় করিতে হইবে। বাঙ্গলার দুর্ভিক্ষের সময়ে যখন ভারত সরকার কলিকাতার অধিবাসীদের প্রয়োজনীয় চা'ল সরবরাহের দায়িত্ব গ্রহণ করেন তখন বাঙ্গলা সরকার অনেকটা প্রয়োজনবোধে এবং কতকটা ভারত সরকারকে জব্দ করিবার জন্য বাঙ্গলার বাহির হইতে কলিকাতায় চা'ল আমদানী বন্ধ করিয়া দেন। এক্ষণে সেই অবস্থার বহুল পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। সুতরাং এখন যদি বাঙ্গলা সরকার বাঙ্গলার বাহির হইতে কলিকাতায় চা'ল আমদানীর নিষেধবিধি তুলিয়া দেন তাহা হইলে কলিকাতার অধিবাসিগণ অপেক্ষাকৃত কম মূল্যে উৎকৃষ্টতর শ্রেণীর চা'ল সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইবে। উহার ফলে কৃষকগণও উপকৃত হইবে। কারণ মফঃস্বলের অনেক স্থানে ধান চা'লের মূল্য এত কমিয়া গিয়াছে যাহার ফলে ধানচাষী কৃষকদের সমূহ ক্ষতির কারণ ঘটিয়াছে।

শিল্প সহায়ক ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা

ভারতীয় ব্যাঙ্কসমূহে ভারতীয় জনসাধারণের সঞ্চিত শত শত কোটী টাকা মজুদ থাকা সত্ত্বেও ঐ সব ব্যাঙ্ক দেশের শিল্পোদ্যোগী ব্যক্তিগণকে শিল্প-কারখানা স্থাপন কালে দীর্ঘ দিনের মেয়াদে জমি, বাড়ীঘর ও কলকব্জা ইত্যাদির জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সরবরাহের ব্যাপারে খুবই সাহায্য করিতে পারিতেছে। উহার কারণ এই যে, দেশের প্রায় ষোল আনা ব্যাঙ্ক কমার্শিয়াল শ্রেণীর ব্যাঙ্ক। এই সব ব্যাঙ্ক আমানতকারীদের নিকট হইতে অল্প সময়ের ব্যবধানে পরিশোধের সর্ত্তে টাকা আমানত গ্রহণ করে বলিয়া উহাদিগকে হস্তস্থিত অর্থের প্রায় বার আনা নগদ অথবা সহজে নগদে পরিবর্ত্তনযোগ্য অবস্থায় রাখিতে হয়। এজন্য কাহারও পক্ষে ব্যাঙ্কে সঞ্চিত অর্থের একটা নগণ্য অংশের অতিরিক্ত টাকা দীর্ঘ দিনের মেয়াদে শিল্প-পরিচালকগণকে ধার দেওয়া সম্ভবপর হয় না। দেশের ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের এই মূলগত গলদের জন্য দেশে প্রয়োজনীয় অর্থ থাকা সত্ত্বেও তাহা দেশের শিল্প প্রসারে নিয়োজিত হইতে পারিতেছে না। ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গবর্ণর স্যার চিন্তামণ দেশমুখ সম্প্রতি বোম্বাইয়ে একটী বক্তৃতায় এই সমস্যার প্রতি দেশবাসীর দৃষ্টি আকৃষ্ট করিয়াছেন। এই ব্যাপারে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া ও জাপানে কি ভাবে কাজ হইতেছে প্রসঙ্গতঃ তিনি তাহাও উল্লেখ করিয়াছেন এবং পরিশেষে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, ভারতবর্ষে শিল্পের উন্নতির জন্য দীর্ঘ দিনের মেয়াদে ঋণ সরবরাহের উদ্দেশ্যে গবর্ণমেণ্ট, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক, কমার্শিয়াল ব্যাঙ্কসমূহ, বীমা কোম্পানীসমূহ এবং জনসাধারণের সহযোগিতায় একটী সর্ব্ব ভারতীয় ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত। স্যার চিন্তামণের এই মত যে বিশেষ গুরুত্বব্যঞ্জক তাহাতে সন্দেহ নাই। সরকারী ও বেসরকারী সমস্ত প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় দেশে উক্ত উদ্দেশ্যে খুব বৃহৎ আকারের একটী ব্যাঙ্ক স্থাপিত হওয়ার পক্ষে কোনই বাধা নাই। কিন্তু এই ব্যাপারে গবর্ণমেণ্ট ও রিজার্ভ ব্যাঙ্ককেই অগ্রণী হইয়া কাজ করিতে হইবে। দুঃখের বিষয় এই বিষয়ে গবর্ণমেণ্ট ও রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অগ্রণী হইয়া কাজ করিবেন কি না স্যার চিন্তামণের বক্তৃতা হইতে তাহার কোন আভাষ পাওয়া যায় নাই। পৃথিবীর অন্যান্য দেশে শিল্পের প্রসারের জন্য মূলধন সরবরাহের উদ্দেশ্যে দেশের রাজশক্তিই অগ্রণী হইয়া কাজ করিয়াছেন স্যার চিন্তামণ তাহা নিশ্চয়ই অবগত আছেন।

ভারতে বস্ত্রের উৎপাদন বৃদ্ধির সমস্যা

ভারতের লোকদের বস্ত্রের চাহিদা মিটাইবার জন্য এদেশের কাপড়ের কলসমূহে বর্ত্তমানের তুলনায় বেশী বস্ত্র উৎপাদনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়াছে। কিন্তু উপযুক্ত পরিমাণ কয়লার যোগান না পাওয়ায় দেশের কাপড়ের কলগুলি সে বিষয়ে যথোচিত চেষ্টা যত্ন নিয়োগ করিতে পারিতেছে না। এই অসুবিধা দূর করিবার জন্য কয়লা সরবরাহের সুব্যবস্থা করা সম্পর্কে গবর্ণমেণ্টের পক্ষে অচিরে মনোযোগী হওয়া প্রয়োজন সন্দেহ নাই, কিন্তু এই সমস্যা সমাধানের অন্য সম্ভবপর উপায়ও কিছু কিছু রহিয়াছে। বোম্বাইয়ের সুপ্রসিদ্ধ মিল মালিক স্যার ভিক্টোর সেসুন সম্প্রতি এক বক্তৃতায় সে সম্পর্কে একটি কার্য্যকরী নির্দ্দেশ প্রদান করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, বিভিন্ন ধরণের রঙ্গীন ও মার্সিরাইজড্ কাপড় প্রস্তুত করিতে গিয়া বর্ত্তমানে কাপড়ের কল সমূহের উৎপাদন ক্ষমতা ঐ বাবদ বেশী পরিমাণে সীমাবদ্ধ থাকিয়া যাইতেছে। ব্লিচিং করা, রং দেওয়া ও মার্সিরাইজ করার কাজে কয়লাও যথেষ্ট পরিমাণে খরচ করিতে হইতেছে। কাপড়ের শ্রেণী বিভাগ যথাসম্ভব হ্রাস করিলে এবং ব্লিচিং, ডাইয়িং ও মারসিরাইজিংয়ের কাজ কমাইয়া দিলে কাপড়ের কলসমূহের উৎপাদন ক্ষমতা বর্ত্তমানের তুলনায় বাড়িতে পারে, কয়লার অপচয় বন্ধ হইয়া দেশের প্রয়োজনে অধিক পরিমাণে কোরা ধুতি প্রস্তুতের পথ প্রশস্ত হইতে পারে। স্যার ভিক্টোর সেসুনের এই নির্দ্দেশ আমরা বর্ত্তমান অবস্থায় খুব সমীচীন ও সঙ্গত বলিয়াই মনে করি। তবে আমরা যতদূর খবর রাখি ভারত গবর্ণমেণ্ট সৈন্য বিভাগের জন্য বস্ত্রের অর্ডার দিতে গিয়া তৎসম্পর্কেই কাপড়ের শ্রেণী বিভাগের উপর বেশী পরিমাণে জোর দিতেছেন। সে কারণেই কাপড়ের কলের উৎপাদন ক্ষমতা অধিক পরিমাণে নিয়োজিত হইতেছে, আর কয়লার খরচও বেশী হইতেছে। কলসমূহে কোরা ধুতির উৎপাদন বাড়াইবার জন্য গবর্ণমেণ্ট সেই শ্রেণী বিভাগ সম্পর্কে একটা সুবিবেচনা করিবেন কি-না তাহা ভাবিবার বিষয়। স্যার ভিক্টোর সেসুনের মত লোক ঐ বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের উপর চাপ দিলে একটা সুফল পাওয়ার আশা থাকিত। কিন্তু এদেশের লোকদের প্রয়োজন বুঝিয়াও তিনি সে সম্পর্কে কিছুমাত্র উচ্চবাচ্য করেন নাই। দেশের বড় মিলমালিকদের ঐ শ্রেণীর মনোভাবের জন্যই গবর্ণমেণ্ট বস্ত্র সঙ্কট সমাধান সম্পর্কে জনমতের দাবী এই ভাবে উপেক্ষা করিয়া চলিতে সমর্থ হইতেছেন।

সিমেণ্ট শিল্পের প্রসার

ভারতে প্রতিষ্ঠিত অনেকগুলি সিমেণ্ট কোম্পানীকে একত্রীভূত করিয়া গত ১৯৩৬ সালের আগষ্ট মাসে এসোসিয়েটেড সিমেণ্ট কোম্পানীজ লিঃ প্রতিষ্ঠিত হয়। উহার পূর্ব্বে সিমেণ্ট কোম্পানীগুলি স্বাধীনভাবে পরস্পরের সহিত প্রতিযোগিতায় কাজ করিত এবং ফলে কোন কোম্পানীর পক্ষেই ভারতীয় সিমেণ্ট ব্যবহারকারীদের নিকট হইতে উচ্চমূল্য আদায় করা সম্ভব হইত না। ১৯৩৬ সালে সমস্ত সিমেণ্ট কোম্পানী উপরোক্তভাবে জোট বাঁধিবার পর হইতে ভারতবাসীকে সিমেণ্টের জন্য অযথা উচ্চমূল্য প্রদান করিতে হইতেছে। মধ্যে মিঃ ডালমিয়া ও অন্যান্য অনেকে নূতন সিমেণ্ট কোম্পানী স্থাপন করাতে সিমেণ্টের দর অনেকটা হ্রাস পায়। কিন্তু এসোসিয়েটেড সিমেণ্ট কোম্পানীজ লিঃ নূতন কোম্পানীগুলিকেও দলে টানিয়া নেন এবং এক্ষণে উভয় দলের মধ্যে বুঝাপড়া করিয়া ভারতের বাজারে সিমেণ্টের দর নির্দ্ধারিত হইতেছে। সম্প্রতি প্রকাশ যে, যুদ্ধের পরে বহু নূতন বাড়ীঘর, কলকারখানা, রাস্তা ইত্যাদি নির্ম্মাণের জন্য ভারতে সিমেণ্টের চাহিদা অনেক বাড়িয়া যাইবে এবং বিদেশেও অনেক সিমেণ্ট রপ্তানী হইবে মনে করিয়া এসোসিয়েটেড সিমেণ্ট কোম্পানীজ লিঃ প্রচলিত কারখানাগুলির সম্প্রসারণ এবং নূতন কারখানা স্থাপনের উদ্দেশ্যে শেয়ার বিক্রয় করিয়া বাজার হইতে সোয়া পাঁচ কোটী টাকা মূলধন সংগ্রহ করিবেন স্থির করিয়াছেন। উহাও প্রকাশ যে, এসোসিয়েটেড সিমেণ্ট কোম্পানীজ লিঃর এই পরিকল্পনা গবর্ণমেণ্টের সমর্থন লাভ করিয়াছে। ভারতীয় সিমেণ্ট শিল্পের এই প্রসার আনন্দের বিষয় সন্দেহ নাই। কিন্তু সিমেণ্ট কোম্পানীসমূহ জোট বাঁধিয়া দেশের সিমেণ্ট ব্যবহারকারীদের নিকট হইতে অযথা উচ্চমূল্য আদায় করিয়া যেভাবে দেশবাসীকে শোষণের পথ প্রশস্ত করিয়া লইয়াছে তাহার প্রতিকার হওয়া আবশ্যক। দেশে শিল্পোদ্যোগী ব্যক্তিগণ যদি মিঃ ডালমিয়া প্রভৃতির দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া দেশের নানা স্থানে আরও অনেকগুলি সিমেণ্ট কারখানা স্থাপন করেন তাহা হইলেই উপরোক্ত সমস্যার প্রতিকার হইতে পারে। কিন্তু বাঙ্গলা দেশ বহুল পরিমাণে সিমেণ্ট ব্যবহার করিলেও বাঙ্গলার শিল্পোদ্যোগী ব্যক্তিগণ এই বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন। বাঙ্গালা ও আসামে বর্ত্তমানে একটি মাত্র সিমেণ্ট কারখানা রহিয়াছে। উহারও সিমেণ্ট উৎপাদনের পরিমাণ এই দুই প্রদেশের প্রয়োজনের তুলনায় নগণ্য।

পাটের উৎপাদন বৃদ্ধির প্রস্তাব

এদেশে পাট ফসল সম্পর্কে একটি ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা স্থির করিবার জন্য ইণ্ডিয়ান সেনট্রাল জুট কমিটির অধীনে একটি প্ল্যানিং সাব কমিটি গঠন করা হইয়াছিল। ঐ সাব কমিটি ১৯৪৬-৪৭ সাল হইতে এদেশে পাটের উৎপাদন বাৎসরিক ১ কোটি বেল পর্য্যন্ত বৃদ্ধি করিবার নির্দ্দেশ দিয়াছেন। উৎপাদনের পরিমাণ ঐরূপ বৃদ্ধি করিবার জন্য বাঙ্গলা, বিহার, উড়িষ্যা ও আসাম ঐ চারি প্রদেশে বৎসরে মোট ৩৪ লক্ষ একরের মত জমিতে পাটের চাষ করা প্রয়োজন হইবে। উক্ত সাব কমিটি জানাইয়াছেন, সারা ভারতে বাৎসরিক ১ কোটি বেল পাট উৎপন্ন হইলে উহার মধ্যে ৬৬ লক্ষ বেল এদেশের পাটকলগুলিতে ব্যবহৃত হইবে, ৬ লক্ষ বেল গ্রামাঞ্চলের লোকদের নানা প্রয়োজনে খরচ হইবে, আর বাকী ২৮ লক্ষ বেল বাহিরে রপ্তানী করা যাইবে।

সরকারী বরাদ্দ অনুসারে বাঙ্গলা, বিহার, উড়িষ্যা ও আসাম ঐ চারি প্রদেশে গত ১৯৪৩ ও ১৯৪৪ সালে যথাক্রমে ২৬ লক্ষ ও ২০ লক্ষ একর জমিতে পাটের চাষ হইয়াছে এবং তাহাতে ঐ দুই বৎসর যথাক্রমে ৭০ লক্ষ বেল ও ৫৪ লক্ষ বেল পাট উৎপন্ন হইয়াছে। কাজেই দেখা যাইতেছে ইণ্ডিয়ান সেণ্ট্রাল জুট কমিটি ভবিষ্যতে পাটের চাষ ও উৎপাদন ঐ তুলনায় অনেক বেশী পরিমাণে বৃদ্ধি করিতে চান। এদেশে পাটের চাষ বৃদ্ধি করিয়া অতীতে তাহার কাটতি সম্বন্ধে যে অসুবিধা দেখা দিয়াছে এবং বর্ত্তমানে কম হারে পাট উৎপাদন করিয়াও ন্যায্য মূল্যে তাহা বিক্রয় করা কৃষকদিগের পক্ষে যেরূপ কঠিন হইয়া দাঁড়াইয়াছে তাহাতে ভবিষ্যতে পাটের উৎপাদন এত বেশী বৃদ্ধি করা কতদূর সঙ্গত হইবে সে বিষয়ে আমাদের সন্দেহ রহিয়াছে। ভারতের পাটকলগুলিতে পূর্ব্বে বৎসরে ৭০ লক্ষ বেল পাট ব্যবহৃত হইত। নানা কারণে চটের উৎপাদন হ্রাস পাওয়ায় কলসমূহে বর্ত্তমানে বৎসরে ৫০ লক্ষ বেলের বেশী পাট খরচ হইতেছে না। যুদ্ধের পরে পুনরায় পাটকলগুলির কাজ ভালভাবে চলিতে আরম্ভ করিবে বলিয়া আশা করা যায়। কাজেই প্ল্যানিং সাব কমিটির বরাদ্দ অনুযায়ী ঐ সমস্তের ভিতর বৎসরে ৬৬ লক্ষ বেলের মত পাট কাটতি হওয়া হয়ত অসম্ভব নহে। কিন্তু রপ্তানীর দিক দিয়া ভবিষ্যতে রীতিমতভাবে বৎসরে ২৮ লক্ষ বেল পাট কাটতি হইবে বলিয়া তাঁহারা যে বরাদ্দ ধরিয়াছেন তাহার যৌক্তিকতা আমরা বিশেষ কিছুই দেখিতেছি না। ১৯৪২-৪৩ সালে ভারত হইতে বিদেশে ১৩ লক্ষ বেল পাট রপ্তানী হইয়াছিল।

বর্ত্তমানে বাহিরে পাটের রপ্তানী হ্রাস পাইয়া বাৎসরিক ৯ লক্ষ বেলে পরিণত হইয়াছে। যুদ্ধের পরে বিভিন্ন দেশে পুনর্গঠন কার্য্য সুরু হওয়ার জন্য রপ্তানীর পরিমাণ ঐ তুলনায় কিছু বাড়িবে সন্দেহ নাই। কিন্তু কোন অবস্থায়ই প্ল্যানিং সাব কমিটির বরাদ্দ অনুযায়ী উহার পরিমাণ ২৮ লক্ষ বেলের মত উচ্চস্তরে দাঁড়াইবার সম্ভাবনা আছে বলিয়া আমরা মনে করি না। কাজেই রপ্তানী এত বেশী বাড়িবে বলিয়া ধরিয়া লইয়া তদনুযায়ী এদেশে অত্যধিক পাট উৎপাদনের ব্যবস্থা করা আমাদের মতে অনুচিৎ। যুদ্ধের পরে বিদেশের লোকেরা অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের গরজে ইচ্ছা হইলে কিছু বেশী পাট খরিদ করিতে পারেন সে কথা ভাবিয়া তাহাদের সুবিধার জন্য ধানের চাষ কমাইয়া এদেশে অত্যধিক পাট বুনিবার কোন অর্থ নাই।

পাটচাষ বৃদ্ধি ও কৃষকের স্বার্থ

এদেশের কৃষকেরা জমিতে পাট চাষ করিয়া তাহার ন্যায্য মূল্য পায় না। সঙ্ঘবদ্ধ পাটকলওয়ালা ও ফড়িয়ার দল সে বিষয়ে সর্ব্বদাই তাহাদিগকে বঞ্চিত করিয়া থাকে। দেশের গভর্ণমেণ্ট এই জুলুম বন্ধ করা সম্বন্ধে কোন দিন আন্তরিক ভাবে যত্নপর হন নাই। বরং পাটকলওয়ালাদের স্বার্থে পাটের দর যথাসম্ভব নিম্ন রাখা সম্পর্কেই তাঁহারা নানভাবে সাহায্য করিয়া আসিয়াছেন। এই যুদ্ধের সময়ে অন্ন বস্ত্রের মূল্য দেশে অত্যধিক পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। কিন্তু পাটকলওয়ালাদের সহিত চক্রান্ত করিয়া বাঙ্গলা সরকার বিজাতীয় স্বার্থে পাটের দর নিম্নস্তরে বাঁধিয়া রাখিবারই ব্যবস্থা করিয়াছেন। এই সব কারণে দেশে পাটের উৎপাদন নিয়ন্ত্রিত রাখিবার প্রয়োজনীয়তা এখনও বিশেষভাবে অনুভূত হইতেছে। সুখের বিষয় ভবিষ্যতে পাটের উৎপাদন বাড়াইবার কথা বলিতে গিয়া সেন্ট্রাল জুট কমিটির প্ল্যানিং সাব কমিটি ঐ মূলগত গলদ দূর করা সম্পর্কে কতকগুলি সময়োচিত নির্দ্দেশ প্রদান করিয়াছেন। তাঁহারা বলিয়াছেন, এদেশে পাটের উৎপাদন বৃদ্ধি করিতে হইলে গভর্ণমেণ্টকে কৃষকদিগের কল্যাণার্থ (১) পাটের ন্যায্য মূল্য সম্পর্কে একটা গ্যারাণ্টি দিতে হইবে। (২) পাটের মূল্য ন্যায্য স্তরের নিম্নে নামিয়া যাওয়ার নমুনা দেখা গেলে তাঁহাদিগকে যথোচিত দরে তাহা কিনিবার জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইবে। (৩) কৃষকেরা যাহাতে পাটের উপযুক্ত মূল্য পায় সেজন্য তাহাদের ভিতর সমবায় প্রথায় পাট বিক্রয়ের রীতি প্রচলন করিতে হইবে। (৪) পাটের শ্রেণী বিভাগের সুবন্দোবস্ত করিতে হইবে। (৫) পাট বিক্রয়ের জন্য সর্ব্বত্র 'রেগুলেটেড মার্কেট' বা নিয়ন্ত্রিত বাজার গড়িয়া তুলিতে হইবে। প্ল্যানিং কমিটির নির্দ্দেশ অনুযায়ী যদি গভর্ণমেণ্ট অচিরে আন্তরিকভাবে এইসব বিধি ব্যবস্থা অবলম্বনে ব্রতী হন তবে পাটের উৎপাদন বৃদ্ধিতে কৃষকদের দিক হইতে কোন আপত্তির কারণ থাকিতে পারে না। আমরাও তাহাদের আয় বৃদ্ধির পক্ষে উহা সমোচিৎ বলিয়া মনে করিব। তবে পাটের উৎপাদন বৃদ্ধির পূর্ব্বে সেই সব বিধান কার্য্যে পরিণত করা সম্পর্কে আমরা গবর্ণমেণ্টকে প্রথমে উদ্যোগী দেখিতে চাই। পাটের ন্যায্য দর পাওয়ার সুযোগ-সুবিধা যে পর্য্যন্ত কার্য্যতঃ না বাড়িবে শুধু মৌখিক আশাভরসার উপর নির্ভর করিয়া সেপর্য্যন্ত কৃষকদের পক্ষে পাটের উৎপাদন বৃদ্ধি করিতে যাওয়া আমাদের মতে সঙ্গত হইবে না।

মহাযুদ্ধের গতি

সমগ্র এসিয়া রণাঙ্গনে বিভিন্ন অঞ্চলে জাপানীদের তীব্র প্রতিরোধ ও স্থানে স্থানে প্রচণ্ড আক্রমণই আলোচ্য সপ্তাহে যুদ্ধের উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

ব্রহ্মরণাঙ্গনে টোঙ্গু-মাউচী রাস্তায় মার্কিণ চতুর্দ্দশ আর্ম্মির সৈন্যদলকে প্রতিরোধ করিবার জন্য জাপবাহিনী মরিয়া হইয়া যুদ্ধ করিতেছে এবং প্রচণ্ড পাল্টা আক্রমণ করিতেছে। পেগুর উত্তর-পশ্চিমে জাপবাহিনীর তীব্র সংগ্রামের খবর পাওয়া গিয়াছে—হয়ত মৌলমিনে উপস্থিত হওয়াই তাহাদের প্রধান লক্ষ্য। ব্রহ্মদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম বন্দর বেসিন মিত্রপক্ষীয় অভিযাত্রীবাহিনী কর্ত্তৃক অধিকৃত হইয়াছে।

সমগ্র চীন রণাঙ্গনে বিশেষতঃ হোনানহুপে এবং হুনান প্রদেশে জাপবাহিনী বারবার চীনবাহিনীর নিকট পর্য্যুদস্ত হইতেছে। চীনসৈন্যগণ বর্ত্তমানে কোয়াইচো-কোয়াংসি রেলপথ ধরিয়া আক্রমণ চালাইতেছে। এই পথে চীনসৈন্যদলের সাফল্যের ফলে জাপানিগণের ইন্দোচীন হইতে পলায়নের পথ রুদ্ধ হইবে। ফরাসী ইন্দোচীনে জাপবাহিনী ফরাসী সৈন্যদলের বিরুদ্ধে নূতন আক্রমণ সুরু করিয়াছে এমন সংবাদ আসিয়াছে।

প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে ওকিনাওয়ায় যুদ্ধের প্রচণ্ডতা খুবই বৃদ্ধি পাইয়াছিল কিন্তু সর্ব্বশেষ সংবাদে প্রকাশ সেখানে জাপানীদের অবস্থা ক্রমেই শোচনীয় হইয়া পড়িতেছে। জাপসৈন্যগণ ওকিনাওয়ায় নাকি মার্কিণ-ব্যূহের পশ্চাদ্ভাগে ঢুকিয়া পড়িবার চেষ্টা করিতেছে। তাহারা নিজেদের দেহে বিস্ফোরক পদার্থ বাঁধিয়া আমেরিকার ট্যাঙ্কের নীচে গিয়া বিধ্বংস বোমার কাজ করিতেছে বলিয়া প্রকাশ। জাপসৈন্যগণ ফিলিপাইনের দক্ষিণে সামরিক গুরুত্বপূর্ণ মরোতাই দ্বীপে পাল্টা অবতরণ করিয়াছে। মরোতাই ফিলিপাইনে অবস্থিত মার্কিণ বাহিনীর প্রধান সরবরাহ ঘাঁটি এবং ডাভাও ও তারাকানে অভিযান চালাইবার মূল কেন্দ্র।

আনকারা রেডিওর এক ঘোষণায় প্রকাশ যে, রুশিয়া জাপানের নিকট এক চরমপত্র পাঠাইছেন। উক্ত চরম পত্রে নাকি বলা হইয়াছে যে, জাপান যদি শীঘ্র বৃটেন ও আমেরিকার নিকট আত্মসমর্পণ না করে, তবে রুশিয়া জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিতে বাধ্য হইবে। মার্কিন সমর বিভাগের ঘোষণায় প্রকাশ, বিস্ফোরক পদার্থপূর্ণ ছোট ছোট দূর-পাল্লার জাপানী বেলুন দ্বারা গত কয়েক মাস যাবৎ উত্তর আমেরিকার পশ্চিমাংশের উপর আক্রমণ চালান হইতেছে। দুই কোটী জাপছাত্র-ছাত্রীকে যুদ্ধার্থ সমাবেশ করা হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে। মার্কিন প্রথম আর্মির সৈন্যদলকে ইউরোপ হইতে প্রশান্ত মহাসাগরীয় রণাঙ্গনে স্থানান্তরিত করা হইতেছে। তাহারা সেখানে জে হজেসের নেতৃত্বে জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবে বলিয়া প্রকাশ। ৫৫০টিরও অধিক সুপার ফোর্টস্ শ্রেণীর বিমান টোকিওর উপর প্রায় আট-লক্ষ আগ্নেয় বোমাবর্ষণ করিয়াছে বলিয়া সর্ব্বশেষ সংবাদে জানা গিয়াছে; টোকিওর উপর এত বড় বিমানাক্রমণে আর হয় নাই।

ইউরোপের মার্শাল ভিতো এবং ফিঃ মাঃ আলেকজাণ্ডারের পত্রাবলির ফলে মাঃ ভিতোর অধীনস্থ সমর নায়কগণ তাঁহাদের প্রধান কর্য্যালয় নাকি ত্রিয়েস্ত হইতে সরাইয়া নিয়াছেন; কিন্তু ত্রিয়েস্তের উপর যুগোশ্লাভ সামরিক কর্ত্তৃত্ব এখনও হ্রাস পায় নাই। লেভাঁতে ফরাসী সৈন্য আগমনের ফলে সিরিয়া ও লেবাননের সঙ্গে ফরাসী কর্ত্তৃপক্ষের মতান্তর উপস্থিত হইয়াছে। সিরিয়া আরব সৈন্যদলের এবং আরব রাষ্ট্রসমূহের সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছে। জেরুজালেমের গ্র্যাণ্ডমুফতী আমিন এল হুসেনকে ফরাসী সৈন্যগণ গ্রেপ্তার করিয়াছে; তাঁহাকে নাকি বৃটিশ কর্ত্তৃপক্ষের হাতে দেওয়া হইবে। দক্ষিণ অষ্ট্রিয়ায় করিন্থিয়া হইতে যুগোশ্লাভ সৈন্য সরান হইয়াছে এবং অষ্ট্রিয়ায় মিত্রপক্ষীয় সামরিক শাসন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এডমিরাল ডোয়েনেৎসের দলের হস্ত হইতে মিত্রপক্ষীয় সামরিক কর্ত্তৃপক্ষ সমস্ত ক্ষমতা গ্রহণ করিয়াছেন এবং ডোয়েনেৎস প্রমুখ অবশিষ্ট জার্ম্মান নেতৃবৃন্দ ধৃত হইয়াছিল। সরকারী সূত্রে প্রকাশিত হইয়াছে যে জার্ম্মান নেতা হিমলার বন্দী অবস্থায় আত্মহত্যা করিয়াছেন।

আর্থিক জগতের বার্ষিক সংখ্যা

আগামী ৩০শে মে বুধবার প্রকাশিত হইবে

এই সংখ্যার মূল্য দেড় টাকা

এই সংখ্যার লেখকগণ ও তাঁহাদের প্রবন্ধগুলির নাম নিম্নে উল্লেখ করা হইল ঃ—

বিমলচন্দ্র সিংহ	ভারতের যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠনের নীতি
অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার	ভারতের অন্তর্বাণিজ্য
স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য্য	প্ল্যানিংয়ের খেয়াল
অধ্যাপক শ্যামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়	যুদ্ধোত্তর বিমান শিল্প ও ভারতবর্ষ
বীরেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী	বাংলার শাসনকার্য্য সম্বন্ধে সরকারী কমিটির মন্তব্য
কালীচরণ ঘোষ	ভারত বাণিজ্যে বিদেশী শক্তির সংঘাত
সোমনাথ লাহিড়ী	বস্ত্র সমস্যা
গোপালচন্দ্র নিয়োগী	বাংলায় কাগজ শিল্পের সুযোগ
অধ্যাপক আশুতোষ ভট্টাচার্য্য	বাংলার লৌকিক ধর্ম্মানুষ্ঠানে কৃষিকার্য্য
তরুণ চট্টোপাধ্যায়	ট্রেড ইউনিয়ন প্রসঙ্গ
সুধাংশুভূষণ রায়	ইনফ্লেশন ও ডিফ্লেশন
বিজয়কৃষ্ণ বসু	ব্যবস্থা না অব্যবস্থা
ললিত হাজরা	নাইট্রোজেন শিল্পের গোড়ার কথা
সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়	বিজ্ঞাপনের উদ্দেশ্য ও সার্থকতা
তুষাররঞ্জন পত্রনবিশ	অনুকল্প দ্রব্যের বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ
ক্ষিতীশচন্দ্র বিশ্বাস	বয়ন শিল্পের সমরোত্তর সম্ভাবনা
সন্তোষ চট্টোপাধ্যায়	ভারতের কাষ্ঠসম্পদ ও প্লাইউড শিল্প
বরদা দত্ত রায়	তরুণ চীনের পল্লী সংস্কার
হেরম্বনাথ রায়	টেনিসিভেলী পরিকল্পনা ও তাহার শিক্ষা
অতুল দত্ত	গান্ধীবাদ বনাম মার্ক্সবাদ

নানা কথা

বর্ত্তমান যুদ্ধে জার্ম্মানীর কার্য্যকলাপের ফলে টাকার হিসাবে মিত্রপক্ষীয় বিভিন্ন দেশের মোট কি পরিমাণ ক্ষতি হইয়াছে ইউনাইটেড ষ্টেটস অফিস অব ওয়ার ইনফরমেশন হইতে তাহার একটি হিসাব প্রকাশ করা হইয়াছে। উহাদের মতে জার্ম্মানী সমুদ্রে যে সব জাহাজ ডুবাইয়া দিয়াছে এবং গোলাগুলী ও বোমা দ্বারা যে সব বাড়ী ঘর স্কুল, গির্জ্জা, কারখানা ইত্যাদি নষ্ট করিয়াছে তাহার মূল্য ১১ হাজার ৩০০ কোটি ডলার, বিভিন্ন দেশে জার্ম্মানগণ যে সম্পত্তি হরণ করিয়াছে তাহার মূল্য ১০ হাজার কোটি ডলার, বিভিন্ন দেশকে জার্ম্মানীর সঙ্গে যুদ্ধ চালাইবার জন্য যে অর্থ ব্যয় করিতে হইয়াছে তাহার পরিমাণ ২৯ হাজার ৫০০ কোটি ডলার এবং যুদ্ধে মিত্রপক্ষীয় যে সমস্ত লোক প্রাণ হারাইয়াছে তাহাদের মূল্য (প্রতি ব্যক্তির মূল্য ৬০০০ ডলার করিয়া ধরিয়া) ৯ হাজার ৬ শত কোটি ডলার। কাজেই জার্ম্মানী যুদ্ধ বাধাইয়া মিত্রপক্ষের মোট যে ক্ষতি করিয়াছে তাহার পরিমাণ হইতেছে ৬০ হাজার ৪০০ কোটি ডলার। (আমাদের দেশের হিসাবে ২ লক্ষ ১ হাজার ৩৩৪ কোটি টাকা)। এই ক্ষতির মধ্যে আমেরিকার অফিস অব ওয়ার ইনফরমেশনের মতে সোভিয়েট রুশিয়ার ৩১ হাজার ২০০ কোটি ডলার, বৃটিশ সাম্রাজ্যের ১০ হাজার ৩৫০ কোটি ডলার, ফ্রান্সের ৫ হাজার ৪০০ কোটি ডলার, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের ৩ হাজার ৮৭০ কোটি ডলার এবং মিত্রপক্ষীয় অন্যান্য দেশের ৯ হাজার ৫৮০ কোটি ডলার ক্ষতি হইয়াছে। উক্ত হিসাব মতে জার্ম্মানীর সাড়ে ছয় কোটি অধিবাসীর মধ্যে প্রত্যেককে প্রায় ১০ হাজার ডলারের ক্ষতির জন্য দায়ী দেখা যাইতেছে। ইউরোপীয় প্রথম মহাযুদ্ধের পরেও অনুরূপ হিসাব করা হইয়াছিল এবং জার্ম্মানীর ঘাড়ে বিপুল পরিমাণ ক্ষতিপূরণের বোঝা চাপান হইয়াছিল। কিন্তু পরে দেখা গেল যে, ইচ্ছা করিলেই একটা জাতির নিকট হইতে ক্ষতিপূরণ আদায় করা যায় না। এবার জার্ম্মানী মিত্রপক্ষীয় দেশগুলির যে ক্ষতি করিয়াছে প্রথম মহাযুদ্ধের তুলনায় তাহা বহুগুণ অধিক। এই ক্ষতির টাকা জার্ম্মানীর নিকট হইতে আদায় করিবার জন্য মিত্রপক্ষীয় দেশসমূহ এবারে কিরূপ ব্যবস্থা করিবেন এবং জার্ম্মানী যদি এবারও ক্ষতিপূরণের দায় এড়াইয়া চলিতে সমর্থ হয় তাহা হইলে উক্ত দেশ এবার কিরূপ অভিনব পদ্ধতি অবলম্বন করিবে তাহা একটা চিত্তাকর্ষক দ্রষ্টব্য বিষয় হইবে।

* * *

ইংলণ্ডের ডাঃ আর্ণেষ্ট উইলিয়াম বার্ণেস নামক একজন ধর্ম্মযাজক সুস্থ ও সবল জাতিগঠনের উদ্দেশ্যে এরূপ একটি আইন প্রণয়নের জন্য প্রস্তাব করিয়াছেন যাহার বলে দেশে যে সমস্ত রুগ্ন ও বিকলাঙ্গ শিশু জন্মগ্রহণ করিবে তাহাদিগকে যন্ত্রণাহীন কোন পদ্ধতিতে মারিয়া ফেলা যাইবে এবং দেশের মধ্যে যাহাতে রুগ্ন বিকলাঙ্গ অথবা দুর্নীতি পরায়ণ ব্যক্তিগণ অনুরূপ ধরণের সন্তান উৎপাদন করিতে সমর্থ না হয় তজ্জন্য তাহাদিগকে চিকিৎসা-শাস্ত্রসম্মত উপায়ে সন্তান প্রজননে অক্ষম করিয়া দেওয়া যাইবে। পৃথিবীর স্বাধীন দেশসমূহে দেশের লোকসম্পদকে সর্ব্বাপেক্ষা বড় সম্পদ বলিয়া গণ্য করা হইয়া থাকে এবং জন্মের পর হইতে প্রত্যেক শিশুকে উপযুক্তরূপ আহার্য্য দিয়া এবং উপযুক্তরূপ শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া উহারা যাহাতে সুস্থ সবল ও চরিত্রবান হইয়া উঠে এবং জাতির সম্পদ ও শ্রীবৃদ্ধির ব্যাপারে বিশেষভাবে সাহায্য করিতে পারে তজ্জন্য সর্ব্বপ্রকার চেষ্টা করা হয়। উহার ফলে স্বাধীন দেশসমূহের জনসাধারণ পরাধীন দেশের তুলনায় অনেক সবল অনেক শিক্ষিত ও অনেক বেশী কর্ম্মক্ষম হইয়া থাকে। ঐ সব দেশে রুগ্ন, বিকলাঙ্গ, দুর্নীতি-পরায়ণ কোন ব্যক্তি থাকিয়া যাহাতে উহারা সমাজের ভারবহ হইয়া না উঠে এবং উহারা যাহাতে নিজেদের ন্যায় রুগ্ন বিকলাঙ্গ বা দুর্নীতি-পরায়ণ সন্তান উৎপাদন করিয়া জাতির দুর্ব্বলতা বৃদ্ধি না করে তদুদ্দেশ্যেই ধর্ম্মযাজক বার্ণেস উপরোক্তরূপ একটা বিপ্লবমূলক প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছেন। আমাদের দেশে যেখানে জনসাধারণ উপযুক্তরূপ খাদ্য পরিচ্ছদ ও বাসস্থানের অভাবে অকালে প্রাণত্যাগ করে, যেখানে শিক্ষাদান ও চরিত্র গঠনের কোন চেষ্টাই নাই সেই দেশে উপরোক্তরূপ চিন্তা করিবার এখনও সময় উপস্থিত হয় নাই। তবে পৃথিবীর স্বাধীন দেশসমূহে দেশের জনসম্পদকে স্বাস্থ্য শিক্ষা নৈতিক উৎকর্ষতা প্রভৃতির দিক হইতে আদর্শস্থানীয় করিয়া তুলিবার জন্য যে চেষ্টা হইতেছে ভারতবর্ষকে যদি ঐ সব দেশের সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া বাঁচিয়া থাকিতে হয় তাহা হইলে এদেশেও আজ না হউক দু'দিন পরে ডাঃ বার্ণেসের প্রস্তাবিত পন্থা অথবা উহার অনুরূপ হিসাবে অন্য কোন পন্থা অবলম্বন করিতে হইবে।

* * *

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে অন্য দেশ হইতে যে সমস্ত পর্য্যটক বেড়াইতে আসেন তাহাদের মারফতে প্রত্যেক দেশের একটা মোটা আয় হইয়া থাকে। এই সব পর্য্যটকদের দ্বারা রেল কোম্পানী বিমান কোম্পানী, মোটর সার্ভিস, জাহাজ কোম্পানীর প্রভূত আয় হয় এবং হোটেল, রেস্তোঁরা, প্রমোদ গৃহ, পণ্যদ্রব্য বিক্রয়কারী বিশেষতঃ যাহারা খাদ্য পরিচ্ছদ ইত্যাদি বিক্রয় করে তাহারা অনেক লাভবান হইয়া থাকে। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে ইংলণ্ডে গত ১৯২৬ সাল হইতে ১৯৩৮ সাল পর্য্যন্ত প্রত্যেক বৎসরে বিদেশ হইতে আগত পর্য্যটকদলের জন্য উক্ত দেশের বৎসরে ২ কোটি ৪০ লক্ষ পাউণ্ড হইতে ৩ কোটী ৩০ লক্ষ পাউণ্ড আয় হইয়াছিল। এই আয় ইংলণ্ড হইতে পশমী দ্রব্য এবং কয়লা রপ্তানীর আয়ের সমান। সুইজারল্যাণ্ডে একমাত্র পর্য্যটকদলের বাসের জন্য ৭৭৭২টী হোটেল ও বোর্ডিং হাউস রহিয়াছে এবং এই সব হোটেল ও বোর্ডিং হাউসে মোট ৬৩২৫৮ জন লোক কর্ম্মে নিযুক্ত রহিয়াছে। ঐ দেশের সব চেয়ে বড শিল্প হইতেছে কলকব্জা প্রস্তুত শিল্প। উহাতে নিযুক্ত ব্যক্তির সংখ্যা ৭৫৫২। সুতরাং পর্য্যটক শিল্প সুইজারল্যাণ্ডের দ্বিতীয় বৃহত্তম শিল্প। ভারতবর্ষেও প্রত্যেক বৎসর বহু বিদেশী বেড়াইবার জন্য আসিয়া থাকেন এবং উহারা এদেশে গড়-পড়তায় ৩০০০ হাজার টাকা করিয়া খরচ করেন। উহাদের এই ব্যয়ের ফলে ভারতের যানবাহন, হোটেল ইত্যাদির ব্যবসা বিশেষভাবে উপকৃত হয়। এই শিল্পকে উন্নততর করিবার জন্য বর্ত্তমান যুদ্ধের অবসানে ভারতীয় রেলবিভাগ বিশেষরূপ বিধি-ব্যবস্থা করিবেন স্থির করিয়াছেন। পর্য্যটকদের জন্য স্পেশাল ট্রেণ ও ঐ সব ট্রেণকে এয়ার কন-ডিশন করা এবং রেল বিভাগের উদ্যোগে স্থানে স্থানে পর্য্যটকদের জন্য হোটেল ইত্যাদির ব্যবস্থা করাই রেল বিভাগের অভিপ্রায়। রেল বিভাগের এই আয়োজন ভারতীয় স্বার্থের অনুকূল সন্দেহ নাই। তবে এই ব্যবস্থা করিতে যাইয়া ভারতীয় রেল যাত্রীদের অসুবিধা না ঘটিলেই মঙ্গল।

* * *

চীনের ইয়াংসি নদী পৃথিবীর চারটী বৃহত্তম নদীর অন্যতম। সম্প্রতি আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রীয় গবর্ণমেণ্টের অর্থে উক্ত নদীর উপর যে একটী বাঁধ নির্ম্মাণের পরিকল্পনা হইয়াছে তাহা কার্য্যে পরিণত হইলে উহা পৃথিবীর সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ বাঁধ বলিয়া গণ্য হইবে। ইয়াংসি নদী যেখানে পার্ব্বত্য অঞ্চল হইতে সমভূমিতে পতিত হইয়াছে সেই স্থানে ঐ বাঁধ নির্ম্মাণ করা হইবে এবং বাঁধ হইতে ৫০ ফুট ব্যাস বিশিষ্ট ২৪টী সুড়ঙ্গ পথের সাহায্যে বাঁধের চতুর্দ্দিকে ৩০০ মাইল দূরবর্ত্তী স্থান পর্য্যন্ত কৃষিক্ষেত্রে জল সেচনের ব্যবস্থা করা হইবে। এই বাঁধের জলপ্রপাত হইতে ৯৬টী বিদ্যুৎ কেন্দ্র সহায়ে ১ কোটীরও অধিক কিলোওয়াট বিদ্যুৎ সরবরাহ করা যাইবে। এই বাঁধের জল সেচন করিয়া বাঁধের চতুর্দ্দিকস্থ ১ কোটী একর অনুর্ব্বর জমিকে উর্ব্বর জমিতে পরিণত করত: উহাতে বৎসরে দুই বার করিয়া ফসল জন্মান সম্ভবপর হইবে। বাঁধটী তৈয়ার করিতে ৭।৮ বৎসর সময় লাগিবে এবং উহা নির্ম্মাণ করিয়া উহাতে বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপন করিতে মোটমাট ব্যয় হইবে ১০০ কোটী ডলার (আমাদের দেশের হিসাবে ৩৩২ কোটী টাকা)। উক্ত বাঁধের ফলে চীনের ১৪ কোটী লোক উপকৃত হইবে। বিশেষজ্ঞগণ হিসাব করিয়া দেখিয়াছেন যে, এই বাঁধ হইতে জল ও বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য যে আয় হইবে তদ্দ্বারা ৫০ বৎসরের মধ্যে বাঁধের সমস্ত খরচা সুদে আসলে শোধ হইয়াও লাভ থাকিবে।

আমেরিকার বিশিষ্ট পূর্ত্তবিদ্যা বিশারদ মিঃ জন লুসিয়ান সেভেজ যখন ভারত সরকারের আমন্ত্রণে কিছু দিন পূর্ব্বে ভারতবর্ষে আসেন সেই সময়ে চীন গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে চীনে লইয়া যান। মিঃ সেভেজ প্রথমে চীনদেশে বাঁধ নির্ম্মাণের উপযুক্ত কতিপয় স্থান দেখিয়া অবশেষে ইয়াংসি নদীর জলপ্রপাত দেখিতে পান এবং উহাকে পৃথিবীর বৃহত্তম বাঁধ নির্ম্মাণের উপযুক্ত স্থান বলিয়া নির্দ্দেশ দেন। অবশেষে প্রেসিডেণ্ট চিয়াং কাইশেক এই পরিকল্পনা মঞ্জুর করেন। চীন দেশে আমেরিকার অর্থে যে বিরাট সেচকার্য্যের পরিকল্পনা হইয়াছে ভারতবর্ষেও অনুরূপ পরিকল্পনার ক্ষেত্র রহিয়াছে। এই ধরণের একটী কাজের জন্য আমেরিকা হইতে অর্থ সংগ্রহ করিতেও ভারতবাসীর কোন আপত্তি হইবে বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু ভারতের জনসাধারণের পক্ষে কল্যাণজনক এরূপ সমস্ত কাজের প্রতিকূল হইতেছেন বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট ও উহার দালাল ভারত গবর্ণমেণ্ট। উহারা নিজেরাও কিছু করিবেন না, ভারতবাসীকেও কিছু করিতে দিবেন না এবং আমেরিকার ন্যায় দেশকেও এদেশে আসিয়া কাজ করিবার পক্ষে বিপুল প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করিবেন। উহাদের কার্য্যকলাপের জন্যই ভারতবাসী আজ অন্নবস্ত্রের এত কাঙ্গাল হইয়া রহিয়াছে।

ক্লিয়ারিং-এর সুবিধা সহ জাতীয় আর্থিক প্রতিষ্ঠান

শিলং ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন লিঃ

টেলিঃ SHILLBANK. হেড অফিস—শিলং ফোন: শিলং—১৬৬

কলিকাতা শাখা:—১৫নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, টেলিঃ BANKSHILLO ফোন: ক্যাল ৪৪৫৪

অন্যান্য শাখা—শ্রীহট্ট, হবিগঞ্জ, করিমগঞ্জ, গৌহাটী ও নওগাঁ (আসাম)।

শ্রীপ্রফুল্লকুমার চৌধুরী, ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

ভারতবাসীর ঘাড়ে যুদ্ধের বোঝা

সুদীর্ঘ ছয় বৎসরকালব্যাপী যুদ্ধের পর সম্প্রতি ইউরোপে মহাযুদ্ধের অবসান ঘটিয়াছে। এই যুদ্ধ ভারতবাসীর যুদ্ধ ছিল না এবং ভারতবাসী স্বেচ্ছায় উহাতে যোগদান করে নাই। কিন্তু উহা সত্ত্বেও বিদেশী শাসকদের নির্দ্দেশে এই যুদ্ধের জন্য ভারতবাসীকে চূড়ান্ত-রূপ স্বার্থত্যাগ করিতে বাধ্য হইতে হইয়াছে। এখনও প্রাচ্য মহাদেশে যুদ্ধের অবসান ঘটে নাই এবং উহা কবে শেষ হইবে তাহা বলা কঠিন। সুতরাং শেষ পর্য্যন্ত বর্ত্তমান মহাযুদ্ধের জন্য ভারত-বাসীকে কি পরিমাণ স্বার্থত্যাগ করিতে হইবে তাহা এক্ষণে অনুমান করা শক্ত। তবে যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পর হইতে এই পর্য্যন্ত ভারতবাসীকে কি পরিমাণ স্বার্থত্যাগ করিতে হইয়াছে তাহা এক্ষণে আলোচনা করা নিরর্থক হইবে না।

গত ১৯৩৮-৩৯ সালে অর্থাৎ বর্ত্তমান যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরে ভারত সরকার সামরিক বিভাগের জন্য ৪৬ কোটী ১৮ লক্ষ টাকা এবং বে-সামরিক বিভাগসমূহের জন্য ৩৩ কোটী ১ লক্ষ টাকা—একুনে ৭৯ কোটী ১৯ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়াছিলেন। উহাকে স্বাভাবিক খরচা বলিয়া ধরিয়া লইয়া ১৯৩৯-৪০ সাল হইতে ১৯৪৪-৪৫ সাল পর্য্যন্ত ছয় বৎসরে সামরিক ও বে-সামরিক বিভাগে এতদতিরিক্ত যে খরচা হইয়াছে তাহাকেই আমরা বর্ত্তমান যুদ্ধের ব্যয় বলিয়া ধরিয়া লইতে পারি। এই ছয় বৎসরে ভারত সরকার সামরিক বিভাগে নিত্যনৈমিত্তিক খরচার হিসাবে ১১৯৭ কোটী ৩৩ লক্ষ টাকা এবং সামরিক কারখানা স্থাপন, এরোড্রোম নির্ম্মাণ প্রভৃতি এককালীন খরচার হিসাবে ১৪৯ কোটী ৩৭ লক্ষ টাকা—একুনে ১৪৪৬ কোটী ৭০ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়াছেন। ইহা ছাড়া এই কয় বৎসরে বে-সামরিক বিভাগগুলিতে ৩৫৩ কোটী ৪৯ লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছে। কাজেই এই ছয় বৎসরে গবর্ণমেণ্টের মোট ব্যয়ের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ১৭০০ কোটী ১৯ লক্ষ টাকা। গবর্ণমেণ্টের স্বাভাবিক সময়ের বার্ষিক খরচা ৭৯ কোটী ১৯ লক্ষ টাকা ধরিয়া ছয় বৎসরে মোট ৪৭৫ কোটী ১৪ লক্ষ টাকা ব্যয় হওয়া উচিত ছিল। সেই স্থলে ব্যয় হইয়াছে ১৭০০ কোটী ১৯ লক্ষ টাকা। কাজেই একথা বলা যাইতে পারে যে, যুদ্ধের জন্য ১৯৪৫ সালের মার্চ্চ মাস পর্য্যন্ত ভারতবাসীর পক্ষ হইতে ১২২৫ কোটী ৫ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হইয়াছে। এস্থলে উল্লেখযোগ্য যে, ১৯৪৪-৪৫ সালের সংশোধিত হিসাবের উপর নির্ভর করিয়া উপরোক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া গিয়াছে। কিন্তু পূর্ব্বাপর অভিজ্ঞতা হইতে একথা বলা যায় যে, ১৯৪৪-৪৫ সালের যখন চূড়ান্ত হিসাব প্রকাশিত হইবে তখন দেখা যাইবে যে, ঐ বৎসরে খরচা সংশোধিত হিসাবের তুলনায় আরও অনেক কোটী টাকা বেশী হইয়াছে। সেই হিসাবে বলা চলে যে, যুদ্ধের জন্য ১৯৪৫ সালের মার্চ্চ মাস পর্য্যন্ত ভারতবাসীর ব্যয়ের পরিমাণ ১২২৫ কোটী টাকা অপেক্ষাও বেশী হইয়াছে।

যুদ্ধের এই ব্যয় সঙ্কুলানের জন্য ভারত সরকার দেশবাসীর উপর বহুপ্রকার নূতন ট্যাক্স ধার্য্য করিয়াছেন এবং ভারতীয় জনসাধারণ ও ভারতীয় ব্যবসা ও শিল্পপ্রতিষ্ঠানসমূহকে বিনা প্রতিবাদে এই ট্যাক্সের বোঝা বহন করিতে হইয়াছে। উক্ত ট্যাক্সের বোঝা কি প্রকার মারাত্মক হইয়াছে তাহা এই বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, ১৯৩৮-৩৯ সালে যে স্থলে ভারতবাসী আয়করের, দফায় গবর্ণমেণ্টকে ১৭ কোটী ২৮ লক্ষ টাকা প্রদান করিয়াছিল সেই স্থলে আয়কর, সুপার ট্যাক্স, অতিরিক্ত লাভকর ইত্যাদি মিলিয়া ভারতবাসী গবর্ণমেণ্টকে ১৯৪৩-৪৪ সালে ১২৯ কোটী ১৪ লক্ষ টাকা এবং ১৯৪৪-৪৫ সালে (সংশোধিত হিসাব অনুযায়ী) ২১০ কোটী টাকা প্রদান করিতে বাধ্য হইয়াছে। ১৯৩৮-৩৯ সালে ভারতীয় শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহকে উৎপাদন-শুল্ক হিসাবে গবর্ণমেণ্টের নিকট ৮ কোটী ৬৬ লক্ষ টাকা দাখিল করিতে হইয়াছিল। সেই স্থলে এই বাবদ উহাদিগকে ১৯৪৩-৪৪ সালে ২৭ কোটী ৪২ লক্ষ টাকা এবং ১৯৪৪-৪৫ সালে ৩৯ কোটী ৭ লক্ষ টাকা গবর্ণমেণ্টের নিকট দাখিল করিতে হইয়াছে। যুদ্ধের জন্য গবর্ণমেণ্টের ডাক ও তার বিভাগ এবং রেল বিভাগে যে খরচা বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং যাহা দেশবাসীকেই প্রদান করিতে হইয়াছে—উপরে গবর্ণমেণ্টের বে-সামরিক বিভাগের যে খরচা ধরা হইয়াছে তাহার মধ্যে ঐ খরচা ধরা হয় নাই। উহা ছাড়িয়া দিলেও দেখা যায় যে, ভারত সরকার ১৯৩৮-৩৯ সালে ডাক ও তার বিভাগ এবং রেল বিভাগের লাভ হিসাবে যে স্থলে মাত্র ১ কোটী ৫৬ লক্ষ টাকা পাইয়াছিলেন সেই স্থলে ঐ দুইটী বিভাগের লাভ হিসাবে উহারা ১৯৪৩-৪৪ সালে ৪৬ কোটী ৬৭ লক্ষ টাকা এবং ১৯৪৪-৪৫ সালে ৪১ কোটী ৩২ লক্ষ টাকা পাইয়াছেন। মোটের উপর উপরোক্ত ৬ বৎসরে বর্ত্তমান যুদ্ধের ব্যয় হিসাবে ভারত সরকার যে ১২২৫ কোটী ৫ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়াছেন ভারতবাসীকে অতিরিক্ত মূল্যে কাপড়, লবণ, চিনি ইত্যাদি অপরিহার্য্য জিনিষ ক্রয় করিয়া, অতিরিক্ত ভাড়া দিয়া রেলে ভ্রমণ করিয়া ও রেল-পথে মাল প্রেরণ করিয়া এবং চিঠিপত্র, পার্শ্বেল, টেলিগ্রাম ইত্যাদির জন্য অতিরিক্ত ফি দিয়া তাহার বহুলাংশ যোগাইতে হইয়াছে।

বহুলাংশ এই জন্য বলিতেছি যে, উপরোক্ত ছয় বৎসরে বর্ত্তমান যুদ্ধের জন্য ভারত সরকার যে ১২২৫ কোটী টাকা ব্যয় করিয়াছেন দেশবাসীর নিকট হইতে অতিরিক্ত হারে ট্যাক্স আদায় করিয়াও তাহার সাকুল্য অংশের সঙ্কুলান করা সম্ভবপর হয় নাই। দেশবাসীর উপর অতিরিক্ত ট্যাক্স বসাইয়াও উপরোক্ত ছয় বৎসরে গবর্ণমেণ্টের আয়ের তুলনায় ব্যয় ৪৭৬ কোটী ৯৫ লক্ষ টাকা বেশী হইয়াছে এবং তাহা দেশবাসীর নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করিয়া পূরণ করা হইয়াছে। এই ঋণের পরিমাণ গত কয়েক বৎসরে কি ভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহা নিম্নের হিসাব হইতে বুঝা যাইবে। গত ১৯৩৯ সালের শেষে ভারত সরকার কর্ত্তৃক ভারতবর্ষে টাকার হিসাবে গৃহীত ঋণের পরিমাণ ৭৩৬ কোটী ৬৪ লক্ষ টাকা এবং ভারতবাসীর পক্ষ হইতে ইংলণ্ডে পাউণ্ডের হিসাবে গৃহীত ঋণের পরিমাণ ৪৬৯ কোটী ১৫ লক্ষ টাকা ছিল। কাজেই ঐ বৎসরের শেষে ভারত সরকারের মোট ঋণের পরিমাণ ছিল ১২০৫ কোটী ৭৬ লক্ষ টাকা। ১৯৪৫ সালের শেষ পর্য্যন্ত ইংলণ্ডে গৃহীত ঋণের টাকা বহুলাংশে শোধ করিয়া দেওয়াতে উক্ত দেশে পাউণ্ডের হিসাবে গৃহীত ঋণের পরিমাণ কমিয়া ৬৭ কোটী ১৫ লক্ষ টাকায় পরিণত হইয়াছে—কিন্তু ভারতবর্ষে টাকার হিসাবে গৃহীত ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া ১৭৮১ কোটী ৩২ লক্ষ টাকায় পরিণত হইয়াছে। সুতরাং যুদ্ধের এই কয় বৎসরে ভারত সরকারের মোট ঋণের পরিমাণ ৬৪২ কোটী ৭১ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি পাইয়াছে। বলা বাহুল্য যুদ্ধের ফলে ভারত সরকারের এই বর্দ্ধিত ঋণ ভারতীয় জনসাধারণকেই সুদে আসলে শোধ করিতে হইবে। তবে পার্থক্য এই দাঁড়াইয়াছে যে, যুদ্ধের পূর্ব্বেকার ঋণের এক তৃতীয়াংশ ইংলণ্ডের অধিবাসীদের পাওনা ছিল; এক্ষণে এই ঋণের শতকরা ৯৭ ভাগই ভারতবাসীর মধ্যে যাঁহারা গবর্ণমেণ্টকে ঋণ দিয়াছেন তাঁহাদের প্রাপ্য হইবে।

যুদ্ধের ফলে ভারতবাসীর ঘাড়ে ট্যাক্স ও ঋণের বোঝা কি প্রকার দুর্ব্বহ হইয়া উঠিয়াছে উপরোক্ত বিবরণ হইতে তাহা হৃদয়ঙ্গম করা যাইবে। কিন্তু যুদ্ধের জন্য ভারতবাসীকে যে বিপুল স্বার্থত্যাগ করিতে হইয়াছে উপরোক্ত বিবরণ হইতে তাহার পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায় না। যুদ্ধের এই কয় বৎসরে ভারত সরকার কেবল যে নিজেদের প্রয়োজনে সওয়া বার শত কোটী টাকা ব্যয় করিয়াছেন তাহা নহে—উহারা এই কয় বৎসরে ভারতবর্ষে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের প্রয়োজনে ১৪০০ কোটী টাকা ব্যয় করিয়াছেন। এই ব্যয়ের ফলে ইংলণ্ডে ভারতবর্ষের যে ঋণ ছিল তাহার প্রায় সাকুল্য অংশ শোধ হইয়াছে এবং এতদুপরি লণ্ডনে ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হাতে ভারতবাসীর এক হাজার কোটী টাকা অপেক্ষাও বেশী টাকা মজুদ হইয়াছে। উহাতে আপাতদৃষ্টিতে উহা মনে হইতে পারে যে, ভারত সরকার বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের প্রয়োজনে ভারতবর্ষে ১৪ শত কোটী টাকা ব্যয় করাতে ভারতবাসীর সমূহ উপকারই হইয়াছে। কিন্তু এই ধারণা নিতান্ত ভুল। ভারত গবর্ণমেণ্ট

ইন্সিওরেন্স অব
ইণ্ডিয়া লিমিটেড
হেড অফিস : কুমিল্লা
কলিকাতা অফিস : ২২নং ক্যানিং ষ্ট্রীট
অন্যান্য অফিস :
ডিব্রুগড় (আসাম) ও সিলেট
আর্থিক নিরাপত্তার ভিত্তিতে
পরিচালিত একটি উচ্চ শ্রেণীর
জীবন বীমার অফিস
বোনাস প্রতি হাজারে
আজীবন বীমায় ১৬৲
মেয়াদী বীমায় ১৩৲
চীফ এজেণ্টস্ :—
মেসার্স ম্যানেজার লিঃ—লক্ষ্ণৌ
ইউ. পি, সি. পি ও দিল্লীর জন্য
মেসার্স এইচ এ সেণ্টা এণ্ড কোং, কলিকাতা,
বর্দ্ধমান ডিভিসন ও বিহারের জন্য
চেয়ারম্যান :—এম সি দত্ত, এম এল সি

টাকার নিরাপত্তা
রক্ষা করিয়া
টাকা খাটাইতে হইলে
রবীন্দ্র নগর
গঠন কার্য্যে টাকা খাটান।
স্থায়ী আমানতের
—সুদের হার—
১ বৎসরের জন্য ৫%
২ বৎসরের জন্য ৫৷৷%
৩ বৎসরের জন্য ... ৬%
৪ ও ৫ বৎসরের জন্য ৬৷৷%
দি ইনভেষ্টারস্ লিঃ
৬, ক্রশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ভারতবর্ষে বৃটীশ গবর্ণমেণ্টের জন্য যে ব্যয় করিয়াছেন তাহার বদলে বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট উঁহাদের ষ্টার্লিং ঋণপত্র প্রদান করিয়াছেন এবং উহাই লণ্ডনে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিকট জমা হইয়াছে। এদিকে ভারতে যাঁহারা বৃটীশ গবর্ণমেণ্টের কনট্রাক্টের কাজ করিয়াছেন এবং যাঁহারা রসদ, সমর সরঞ্জাম ইত্যাদি সরবরাহ করিয়াছেন ভারতীয় নোট দিয়া তাঁহাদের প্রাপ্য শোধ করা হইয়াছে। ফলে একদিকে ভারতে জনসাধারণের ব্যবহার্য্য পণ্য-দ্রব্যের দারুণ অভাব সৃষ্টি হইয়াছে এবং অন্যদিকে জনসাধারণের মধ্যে এক শ্রেণীর লোকের হাতে অত্যধিক পরিমাণ অর্থ মজুদ হইয়াছে। উহার অবশ্যম্ভাবী প্রতিক্রিয়া হিসাবে ভারতে জীবন ধারণের প্রয়োজনীয় সমস্ত জিনিষের মূল্য ৩।৪ গুণ বর্দ্ধিত হইয়াছে, জনসাধারণ আহার্য্য পরিচ্ছদ বাসগৃহ হইতে বঞ্চিত হইয়াছে এবং লক্ষ লক্ষ লোক অনশন অর্দ্ধাশন ও তজ্জনিত মড়কে অকালে প্রাণ হারাইয়াছে। এই যে বৃটীশ গবর্ণমেণ্টের যুদ্ধ পরিচালনার কাজে অর্থসাহায্য করিতে গিয়া লক্ষ লক্ষ ভারতবাসী প্রাণ হারাইল এবং আরও লক্ষ লক্ষ লোক অনাহারে রোগে অকর্ম্মণ্য হইল, টাকার দ্বারায় তাহার ক্ষতির পরিমাণ নির্দ্ধারণ করা সম্ভব নহে। তবে এই ক্ষতি যে লণ্ডনে সঞ্চিত হাজার কোটী অপেক্ষা অনেক বেশী হইবে তাহা নিঃসন্দেহে বলা চলে। এই সম্বন্ধে আরও কথা এই যে, লণ্ডনে ভারতবাসীর নামে যে ষ্টার্লিং মুদ্রা জমা হইয়াছে শেষ পর্য্যন্ত ভারতবাসী তাহার কত অংশ ফেরৎ পাইবে তাহারও নিশ্চয়তা নাই। খুব সম্ভবতঃ ব্রহ্মদেশের যুদ্ধ ভারতের যুদ্ধ বলিয়া চালাইয়া দিয়া এই টাকার একটা মোটা অংশ কাটিয়া লওয়া হইবে এবং বাকী অংশ কতকগুলি ভাঙ্গা ও অকেজো কলকব্জা দিয়া শোধ দেওয়া হইবে।

যুদ্ধ পরিসমাপ্তি হইতে এখনও দেরী আছে। চলতি ১৯৪৫-৪৬ সালে সামরিক ও বে-সামরিক-বিভাগে স্বাভাবিক ব্যয়ের তুলনায় অতিরিক্ত ৪॥ শত কোটী টাকা খরচ করা হইবে বলিয়া বরাদ্দ করা হইয়াছে। এই টাকা যদি উপরে উল্লিখিত সওয়া বার শত কোটী টাকার সহিত যোগ দেওয়া যায় এবং তাহার সহিত যদি দেশে চলতি বৎসরে অকাল মৃত্যু ও অকর্ম্মণ্যতা জনিত ক্ষতির হিসাব করা হয় তাহা হইলে বর্ত্তমান যুদ্ধে ভারতবাসীর কত কোটী টাকা ক্ষতি হইল তাহার উত্তরের ভার দেশবাসীর উপর অর্পণ করিতেছি। এই সঙ্গে ভারতবাসী উহার বদলে কি পাইল—তাহাও তাহাদিগকে ভাবিয়া দেখিতে বলিতেছি।

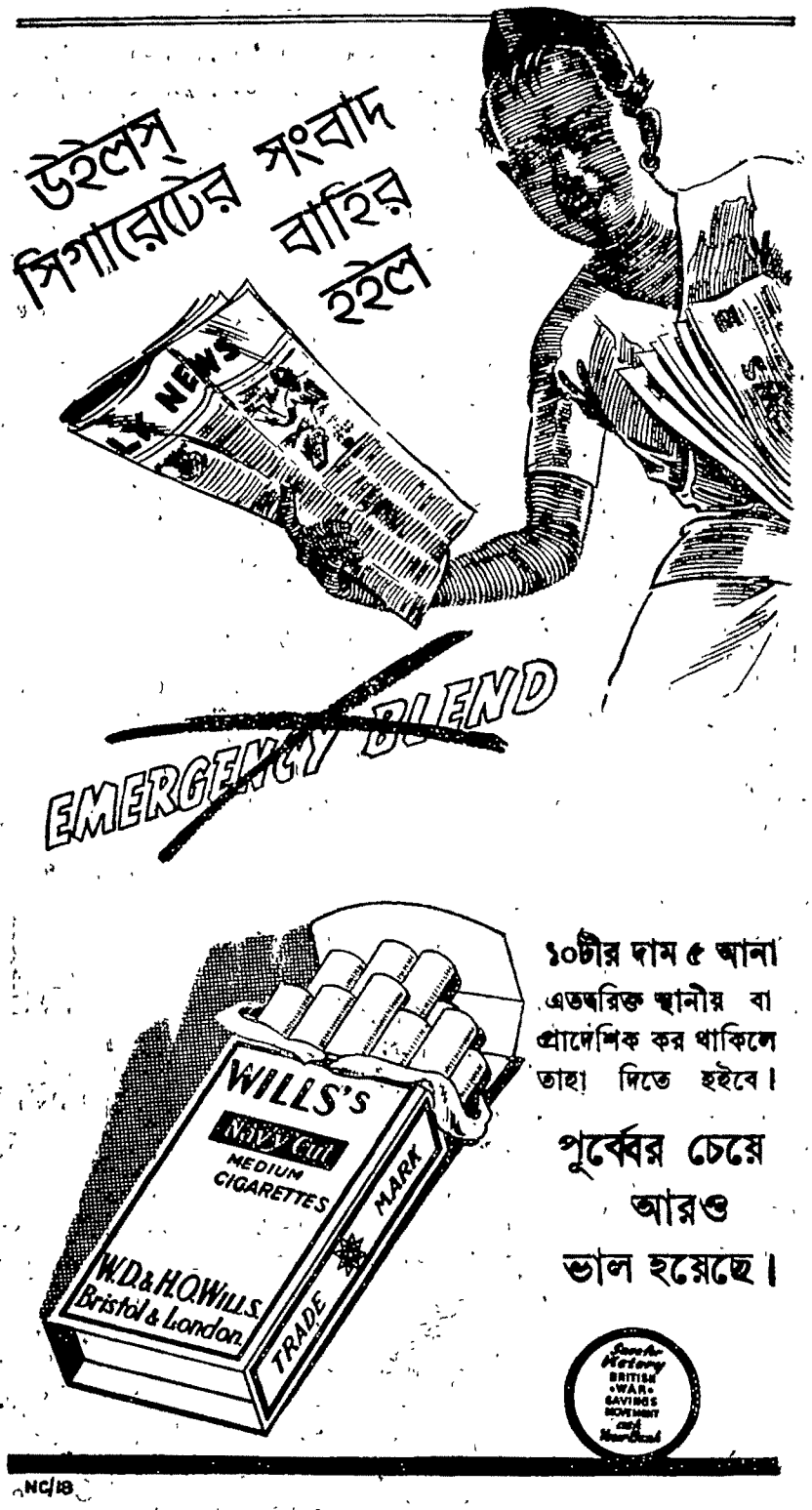

রাজনৈতিক প্রসঙ্গ

বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী মিঃ চার্চ্চিল গত ২৩শে মে পদত্যাগ করিয়াছেন। রাজা তাঁহার এই পদত্যাগ গ্রহণ করিয়া সঙ্গে সঙ্গেই পুনরায় তাঁহাকেই অস্থায়ীভাবে শাসনকার্য্য চালাইবার জন্য প্রধান মন্ত্রী পদে নিয়োগ করিয়াছেন। ডাউনিং ষ্ট্রীট হইতে সরকারী ঘোষণায় জানান হইয়াছে, আগামী ১৫ই জুন বর্ত্তমান পার্লামেণ্টের আয়ুষ্কাল শেষ হইবে। ৫ই জুলাই সাধারণ নির্ব্বাচন হইবে। তৎপূর্ব্বে মিঃ চার্চ্চিল তাঁহার মনোনীত ব্যক্তিদের লইয়া এক নূতন মন্ত্রিসভা গঠন করিয়া কাজ চালাইবেন। এই অস্থায়ী গবর্ণমেণ্ট গঠন না করা পর্য্যন্ত মিঃ চার্চ্চিল তাঁহার প্রাক্তন মন্ত্রিসভার শ্রমিকদলভুক্ত ও অন্যান্য সদস্যদিগকে স্ব স্ব পদে থাকিবার অনুরোধ জানাইয়াছেন। সর্ব্বশেষ সংবাদে প্রকাশ, মিঃ চার্চ্চিল তাঁহার "তত্ত্বাবধায়ক" গবর্ণমেণ্ট গঠন করিয়াছেন।

* * *

১৯৪০ সালের ১০ই মে এক ঘোর সঙ্কটের দিনে তৎকালীন নৌ-সচিব মিঃ চার্চ্চিলের নেতৃত্বে যে কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা গঠিত হইয়াছিল পাঁচ বৎসর পরে তাহার অবসান হইল। বর্ত্তমান পার্লামেণ্টের আয়ু আরও বেশী। বিগত দশ বৎসরের মধ্যে বৃটেনের সাধারণ নির্ব্বাচন হয় নাই। মিঃ চার্চ্চিল একাধিকবার—গত অক্টোবর মাসেও তাঁহার দেশবাসীকে দৃঢ়স্বরে জানাইয়াছিলেন, ইউরোপের যুদ্ধ শেষ হইবার পরে এবং জাপানের সহিত লড়াই সাঙ্গ হইবার পূর্ব্বেই সাধারণ নির্ব্বাচনের ব্যবস্থা তিনি করিবেন। কিন্তু ইউরোপের যুদ্ধ সাঙ্গ হইবার পরে মিঃ চার্চ্চিল সেই প্রতিশ্রুতি বিস্মৃত হইয়া বা বিস্মৃত না হইয়াই জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত বর্ত্তমান পার্লামেণ্টের অবসান ঘটাইতে নারাজ হন। কেবল প্রাচ্যখণ্ডের যুদ্ধের কথাই নহে, ইউরোপের ক্রমবর্দ্ধমান জটিলতার অজুহাত দেখাইয়াও মিঃ চার্চ্চিল কোয়ালিশন মন্ত্রিসভাকে বজায় রাখার পরামর্শ দেন।

* * *

মিঃ চার্চ্চিলের এরূপ সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে বৃটিশ শ্রমিকদল প্রতিবাদ জানাইল। কারণ সুস্পষ্ট। পার্লামেণ্টের সদস্যগণের মধ্যে এবং কোয়ালিশন মন্ত্রিমণ্ডলে রক্ষণশীলদেরই প্রভাব বেশী বলিয়া আন্তর্জ্জাতিক ক্ষেত্রে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থের অনুকূলে পররাষ্ট্র-নীতির অনুসরণের কাজ বেশ সহজ ছিল। বিশেষতঃ ইউরোপের অবস্থা দিনের পর দিন যেরূপ ঘোরাল হইয়া উঠিতেছে—গ্রীসে, বেলজিয়ামে, প্যালেষ্টাইনে, সিরিয়ায়, যুগোশ্লাভিয়ায়, চেকোশ্লোভাকিয়ায়, পোল্যাণ্ডে, ভারতবর্ষে যে ভাবে জনস্বার্থ ও সাম্রাজ্যবাদীর স্বার্থে ঠোকাঠুকি লাগিয়াছে ও লাগিতেছে তাহাতে প্রতিক্রিয়াশীল-গরিষ্ঠ কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা বজায় রাখিতে পারিলেই মিঃ চার্চ্চিল ও তাঁহার দলবলের সুবিধা ও সুযোগ থাকে। ইউরোপের যুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত অনিবার্য্য কারণেই বিরোধী দল সক্রিয়ভাবে মাথা তোলেন নাই। সম্প্রতি এই দলীয় স্বার্থ সাধনের বিরুদ্ধে শ্রমিকদলের প্রবল বিরোধিতা দেখা দিল। মিঃ চার্চ্চিল তাই শঙ্কিত হইলেন। ব্ল্যাকপুলে শ্রমিকদলের সম্মেলনে আগামী শরৎকালে সাধারণ নির্ব্বাচনের দাবী উত্থাপিত হইল। কিন্তু সুচতুর চার্চ্চিল শ্রমিকদলকে সেই সুবিধা দিতে পারেন না। তিনি নির্ব্বাচন চাহেন হয় প্রাচ্যখণ্ডের যুদ্ধ মিটিলে অর্থাৎ বহু পরে, নয় তো অনতিবিলম্বে। ইউরোপের যুদ্ধে সাফল্য অর্জ্জন করিয়া ব্যক্তিগতভাবে মিঃ চার্চ্চিল বৃটিশ জনসাধারণের নিকট যে মর্য্যাদা আদায় করিয়া লইয়াছেন সেই সুনাম নষ্ট হইবার আগে অনুকূল আবহাওয়া কাজে লাগাইতে হইলে শরৎকাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা করা তাঁহার দলের পক্ষে বিপজ্জনক হইবে। সান ফ্রান্সিস্কো সম্মেলনে ও পুনরধিকৃত ইউরোপের বিভিন্ন অঞ্চলে নেপথ্যে যে সব কূটনৈতিক কার্য্যকলাপ চলিতেছে, সেই পুঁজিবাদী স্বার্থ-সংরক্ষণের সকল কথা ভাল করিয়া প্রচারিত হওয়ার পূর্ব্বেই সাধারণ নির্ব্বাচন হইলে মিঃ চার্চ্চিলের দল সাফল্যের আশা রাখিতে পারেন। অধিকন্তু বিস্তর বৃটিশ সৈন্য এখন বিদেশে রহিয়াছে। যে সব বড় বড় বুলি আওড়াইয়া এই ছয় বৎসর যুদ্ধ পরিচালিত হইয়াছে বৃটিশ জনসাধারণ, বিশেষ করিয়া সাধারণ বৃটিশ সৈন্যরা, ভোট দানকালে সেই সব

সেবা · পৃথিবীর সব চেয়ে মহৎ কাজ।

সব রকম পেশার মধ্যে নার্সিং(সেবা)ই সব চেয়ে মহৎ কাজ। বুদ্ধিমতী স্ত্রীলোক মাত্রেই এই ধরণের কাজ করতে ভালোবাসেন। আর এটা সত্যিকারের সামরিক কাজ। শুভ্র এ.এন্.এস. য়ুনিফর্ম পরা নার্সেরা নিজেরাই আহত সৈন্যদের সেবা করেন।

আজকাল বাড়িতে কুঁড়ের মতো বসে থাকার চেয়ে কোনো কাজ করাই মেয়েদের ফ্যাশান্ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আপনিও এই চমৎকার নারীবাহিনীর সঙ্গে যোগ দিয়ে- আহত ও অসুস্থ সৈন্যদের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করুন।

এ.এন্.এস্. থেকে ভালোভাবে নার্সিং শিখে বের হলে যুদ্ধের পর বেসামরিক প্রয়োজনে নার্সিং ভালো উপজীবিকায় পরিণত হবে। নার্সিং-এর অভিজ্ঞতাকে যদি আপনি উপজীবিকায় পরিণত করতে নাও চান নিজের বাড়িতেই এই অভিজ্ঞতাকে অসুখবিসুখে কাজে লাগাতে পারেন, সামাজিক কর্তব্য হিসেবে জনসেবাতে ও লাগাতে পারবেন। এখনই এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করুন।

AAA 1198

জেনারেল সার্ভিসের বেতনের ছায় :

১। যে নার্সদের সার্টিফিকেট নেই তাদের বেতন মাসিক ১০০৲—১২৫৲ টাকা।

২। সার্টিফিকেটপ্রাপ্ত নার্সদের বেতন মাসিক ১৩৫৲ — ১৭৫৲ টাকা। বাসস্থান, আহার্য্য ও কয়লা, কাঠ সকলেই বিনামূল্যে পাবেন।

বৃটিশরাজের কিংবা কোনো ভারতীয় রাজার প্রজা এবং বয়স ১৭॥ থেকে ৪৫ বছর —এমন সব মহিলারাই এই কাজে যোগ দিতে পারেন।

কোনরূপ পূর্ব্ব অভিজ্ঞতা থাকার দরকার নেই, তবে যাঁদের নার্সিংএর অভিজ্ঞতা আছে তাঁরা বেশি বেতনে নিযুক্ত হবেন।

নার্সরা খুব যত্নে থাকেন, আর স্বেচ্ছায় বিদেশে যেতে না চাইলে ভারতের মধ্যেই কাজ করেন।

বিস্তারিত বিবরণের জন্য

লেডি ডিট্টিক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, সেণ্ট জন্ এম্বুলেন্স ব্রিগেড ওভারসিজ্, ৫নং গভর্ণমেণ্ট প্লেস, কলিকাতা, এবং লেডি ডিট্টিক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, সেণ্ট জন এম্বুলেন্স ব্রিগেড ওভারসীজ, অফিস অফ দি ইন্স্পেক্টর জেনারেল অফ সিভিল হস্পিট্যালস, শিলং-এ পত্র লিখুন।

কর্ম্মপ্রার্থীদের ভালো ইংরেজি বলতে ও লিখতে পারা চাই এবং আবেদন-পত্র অবশ্যই ইংরেজীতে লেখা হওয়া চাই।

এ.এন্.এস্. নার্সরা লেকচার শুনছেন

প্রতিশ্রুতি কতখানি পালিত হইতেছে বা হইবার সম্ভাবনা আছে তাহা বিশেষভাবে বিবেচনা করিয়া দেখিবে বলিয়াই আশা করা যায়। শ্রমিক দলের নেতারা তাই শরৎকালের পূর্ব্বে সাধারণ নির্ব্বাচনের বিরোধী। তাঁহারা একথাও জানাইয়াছিলেন যে, তৎপূর্ব্বে ভোটার তালিকা সুষ্ঠুভাবে তৈরী করা সম্ভবপর নহে। কিন্তু মিঃ চার্চ্চিল অকস্মাৎ পদত্যাগ করিয়া বসিয়াছেন। ৫ই জুলাই সাধারণ নির্ব্বাচন এবং ২৭শে জুলাই নির্ব্বাচনের ফলাফল ঘোষিত হইবে বলিয়া সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে। ঝুনো সাম্রাজ্যবাদী চার্চ্চিল ভাবিয়া চিন্তিয়া ভাল করিয়াই আটঘাট বাঁধিয়াছেন।

* * *

মিঃ চার্চ্চিলের অনুসৃত নীতি এশিয়া ও ইউরোপের রাজনীতিক্ষেত্রে গোলযোগ বাড়াইয়া তুলিয়া বিশ্বশান্তির সকল আশা একে একে চূর্ণ করিতেছে। ভারতবর্ষ সম্পর্কে তাঁহার অনমনীয় মনোভাব তৃতীয় মহাযুদ্ধেরই আগমনী। আজ হউক, কাল হউক, বৃটেনের জনমত ক্রমেই মিঃ চার্চ্চিলের বিরুদ্ধে যাইতে আরম্ভ করিবে। ব্ল্যাকপুল সম্মেলনে সেই অসন্তোষেরই প্রথম পর্ব্বের প্রতিফলন দেখা গিয়াছে। অবস্থা যেরূপ জটিল হইয়া দাঁড়াইয়াছে তাহাতে লর্ড ওয়াভেলের আলোচনা বোধ হয় আপাততঃ শূন্যেই ঝুলিতে থাকিবে, ভারতের বড়লাট শূন্য হাতেই ভারতে ফিরিবেন। নির্ব্বাচনে রক্ষণশীলদল জয়ী হইলে ভারতের অবস্থা 'যে তিমিরে, সে তিমিরে'ই রহিয়া যাইবে। "বৃটিশ সাম্রাজ্যের দেউলিয়ায় সাহায্য করার জন্য আমি প্রধান মন্ত্রী হই নাই" বলিয়া স্পষ্টবাদী মিঃ চার্চ্চিল যে স্পষ্ট কথা শুনাইয়াছিলেন, সেই উক্তির প্রতিটি অক্ষরই তিনি বাস্তবে বজায় রাখিবেন। আর শ্রমিক দল জয়লাভ করিলে ভারতের অচল অবস্থা দূর হইবে কি?

* * *

অচল অবস্থা হয়তো দূরীভূত হইবে। কিন্তু ভারত সম্পর্কে একটা জোড়াতালি দেওয়া ব্যবস্থার চেয়ে বেশী কিছু শ্রমিক দলের কাছে আশা করা আপাততঃ সম্ভব নয়। অতীতের ইতিহাস কোনরূপ ভরসার প্রশ্রয় দেয় না। একদা ভারত বন্ধু রামজে ম্যাকডোনাল্ড প্রধান মন্ত্রী হওয়ার পরে তাঁহার শ্রমিক মন্ত্রিসভা সকল পূর্ব্ব প্রতিশ্রুতি বিস্মৃত হইয়া ভারত সম্পর্কে যে নীতি অনুসরণ করিয়াছিলেন তাহা আমরা ভুলি নাই। বিগত মহাযুদ্ধের পর দুই দুইবার শাসনতন্ত্র করায়ত্ত করিয়াও বৃটিশ শ্রমিক দল ভারতের পরাধীনতা কায়েম করারই চেষ্টা করিয়াছেন। এবারেও কি তাহার ব্যতিক্রম হইবে?

* * *

বৃটিশ লেবার পার্টির অন্যতম নেতা ও কোয়ালিশন গবর্ণমেণ্টের শ্রম মন্ত্রী মিঃ আর্ণেষ্ট বেভিন শ্রমিক দলের পররাষ্ট্র নীতি ঘোষণা করিয়া বলিয়াছেন, "নির্ব্বাচনে জয়লাভ করিলে ইণ্ডিয়া অফিস আমরা তুলিয়া দিব। ইণ্ডিয়া অফিসের কাজকর্ম্মের ভার উপনিবেশ বিভাগের হাতে অর্পণ করা হইবে।" ভাল কথা! কিন্তু ইণ্ডিয়া অফিস তুলিয়া দিলেই কি ভারতের সুদিন আরম্ভ হইবে? মিঃ বেভিন ভরসা দিয়াছেন, "আন্তর্জ্জাতিক ক্ষেত্রে স্বৈরাচার শাসিত ভারত অপেক্ষা স্বাধীন ভারতই বৃটেনের পক্ষে অধিকতর সহায়ক হইবে। স্বৈরাচার শাসিত ভারতের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ বিনা বিচারে আটক ও কারারুদ্ধ আছেন এবং গবর্ণমেণ্টের উপর জনসাধারণের কোন আস্থা নাই।" মিঃ বেভিনের প্রতিটি বাক্য সত্য হইলেও তাঁহার ঐ নিছক শুভেচ্ছা প্রকাশের মধ্যে কার্য্যকরী পন্থার ভরসা কোথায়? আসল কথা, ভারতের স্বাধীনতা কখন ও কি ভাবে দেওয়া হইবে সেই প্রথম ও প্রধান কথা কি আছে? মিঃ বেভিন সর্ব্বশেষে ঘোষণা করিয়াছেন, "ভারতীয় সমস্যা সমাধানের জন্য আমরা প্রস্তুত। দায়িত্ব ভার ভারতের হাতে ক্রমে ক্রমে দেওয়া হইবে। বৎসরে বৎসরে সেই দায়িত্ব বৃদ্ধি পাইবে।"

* * *

নির্ব্বাচনদ্বন্দ্বের প্রাক্কালে বিবৃতির লড়াই সুরু হয়। প্রত্যেক দলই জনসাধারণের কাছে বড় বড় আদর্শের বুলি প্রচার করিতে থাকেন। পরে এই সব নির্ব্বাচনী প্রতিশ্রুতির অনেক কথাই চাপা পড়িয়া যায়। লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, শ্রমিক দলের পররাষ্ট্র নীতি ঘোষণা করিয়া মিঃ বেভিন যে সময়োচিত প্রাক্-নির্ব্বাচনী বিবৃতি দিয়াছেন তাহাতে ভারত সম্পর্কে তিনি 'বড় বড়' কথা পর্য্যন্ত শুনাইতে পারেন নাই। শ্রমিক দল ভারতের হাতে "ক্রমে ক্রমে দায়িত্ব" বুঝাইয়া দিবেন। সেই চিরাচরিত বৃটিশ নীতিরই প্রতিধ্বনি! ভারতবর্ষ অবিলম্বে স্বাধীনতা পাইবে এমন কথা যেখানে election stunt এর মুখে পর্য্যন্ত উচ্চারিত হইল না সেক্ষেত্রে পরে যে সুর কতখানি নামিয়া যাইবে তাহা সহজেই অনুমেয়। শ্রমিক গবর্ণমেণ্টের আমলে "বৎসরে বৎসরে দায়িত্ব বৃদ্ধির" প্রতিশ্রুতির সঙ্গে সম্প্রতি ব্রহ্মদেশ সম্পর্কে চার্চ্চিল গবর্ণমেণ্টের শ্বেতপত্রে প্রকাশিত "দায়িত্ব গ্রহণের" যোগ্যতা অর্জ্জন না করা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করার প্রতিশ্রুতির পার্থক্য কোথায়? সেই একই মনোবৃত্তি উভয় ক্ষেত্রেই সক্রিয়। শ্রমিক দলের মুখপাত্র প্রারম্ভেই আমাদের কাছে পেটের কথা ফাঁস করিয়া ফেলিয়াছেন।

* * *

শ্রমিক দল যে সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ সংরক্ষণের সম্পূর্ণ বিরোধী বেভিনের ভাষণে তাহার স্পষ্ট স্বীকৃতির একান্ত অভাব। আমরা আশা করিয়াছিলাম, শ্রমিক দলের বিঘোষিত পররাষ্ট্র নীতিতে সান্‌ফ্রান্সিস্কো সম্মেলনে 'অছিগিরি' ব্যবস্থা সম্পর্কে যে চক্রান্তের কথা প্রকাশ পাইতেছে তাহার বিরুদ্ধে মন্তব্য থাকিবে, সিরিয়া ও লেবাননে ফ্রান্স যে স্বৈরাচারী পন্থা অনুসরণ করিতেছে তাহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানান হইবে; ব্রহ্ম সম্পর্কে ভদ্র ভাষার আচরণে যে জঘন্য সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হইয়াছে তাহার নিন্দাবাদ শুনিতে পাওয়া যাইবে এবং ভারতবর্ষকে অনতিবিলম্বে স্বাধীনতা প্রদানের প্রতিশ্রুতি স্পষ্ট ভাষায় প্রতিধ্বনিত হইবে। কিন্তু এশিয়া ও ইউরোপের ক্রমবর্দ্ধমান জটিল সমস্যা সম্পর্কে শ্রমিক দলের বিঘোষিত পররাষ্ট্র নীতি পা বাঁচাইয়া চলিয়াছে। এইখানেই তাহাদের ভবিষ্যৎ কার্য্যকলাপ সম্পর্কে সন্দেহের উদ্রেক করে। মিঃ বেভিনের বিবৃতিতে বৃটিশ জনসাধারণের মনোভাব প্রকাশ পায় নাই বলিয়াই আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। শ্রমিক দলের নেতারা বাস্তবতঃ প্রগতিপন্থী হইলেও মূলতঃ সাম্রাজ্য রক্ষক বলিয়া দেশ-বিদেশে বহু দিনের যে অপবাদ আছে সেই ধারণা পরিবর্ত্তিত হইবার মত কোন লক্ষণ অন্ততঃ মিঃ বেভিনের নীতি ঘোষণার মধ্যে নাই। ইহাতে ভারতবর্ষ অবশ্য নৈরাশ্যে ভাঙ্গিয়া পড়িবে না। তাহারা জানে স্বাধীনতা দয়ার দান নহে যে, বাহির হইতে অপর কেহ আসিয়া হাতে ধরিয়া দিয়া যাইবে। সংগ্রামের পথেই ভারত একদিন তাহার স্বাধীনতা লাভ করিবে। সেই স্বাধীনতা লাভে বৃটিশ শ্রমিক সমাজ সহায়তা করিতে পারিলে কেবল বৃটেনের ও ভারতের জনসাধারণেরই মঙ্গল সাধিত হইবে তাহা নহে, প্রত্যাশিত প্রকৃত বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠার দিন বহু আগাইয়া আসিতে পারে। বৃটেনে এখনও এই বোধোদয় হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। এখনও ভিন্ন ক্ষেত্রে ভিন্ন মুখে সেই চার্চ্চিল নীতিরই জয়ধ্বনি শোনা যায়।

লয়্যাল ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস: চাঁদপুর (বেঙ্গল)

কলিকাতা অফিস: ২৯, ষ্ট্রাণ্ড রোড

ফোন: | গ্রাম:

ক্যাল: ৫৭৬৬ 'Memorandum'

শাখা অফিস সকল ব্যবসাকেন্দ্রে

সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়

ইহা প্রস্পেক্টাস নহে, ঘোষণা মাত্র।

কেন্দ্রীয় সরকার হইতে শেয়ার বিক্রীর অনুমতি পাওয়া গিয়াছে।

সোনেটা ডেয়ারী এণ্ড প্রডাক্টস্

লিমিটেড

শেয়ার দ্বারা সীমাবদ্ধ একটি যৌথ কোম্পানী

অনুমোদিত মূলধন ... ১০,০০,০০০৲ টাকা

প্রত্যেকটী ১০৲ মূল্যের এক লক্ষ শেয়ারে বিভক্ত, আবেদনের সঙ্গে ৫৲ টাকা, এলটমেণ্ট হইলে ২৲ টাকা এবং বাকী টাকা যখন দাবী করা হইবে তখন দেয়। প্রত্যেক আবেদনের সঙ্গে ১ টাকা ফি দিতে হয়। ইহা কলিকাতার সন্নিকটে অবস্থিত একটি অতিশয় উন্নতিশীল, আধুনিক বৈজ্ঞানিক নীতিসঙ্গত ডেয়ারী ও ফার্মিং প্রতিষ্ঠান।

সুযোগ্য ডিরেক্টর বোর্ড দ্বারা পরিচালিত

ডেয়ারী এণ্ড ফার্মিং:

কলিকাতার ১০ মাইলের মধ্যে সোনারপুরে প্রায় ৮০০ বিঘা জমি নেওয়া হইয়াছে। ইহার সংলগ্ন ১০০০ বিঘার আর একটি প্লটও নিবার ব্যবস্থা করা হইতেছে। উৎপন্ন দ্রব্য বাজারে ছাড়িবার ব্যবস্থাও প্রায় সম্পূর্ণ। কোম্পানী অচিরেই মধ্যবর্ত্তী (ইণ্টারিম) লভ্যাংশ ঘোষণা করার প্রস্তাব করিয়াছেন।

আপনার নিজের স্বার্থের ও দেশের বৃহত্তর স্বার্থের খাতিরে আপনার কষ্টার্জ্জিত ধন এই ব্যবসাতে খাটান এবং একটি জাতীয় শিল্প-প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলুন।

শীঘ্রই শেয়ার বিক্রয় বন্ধ করিয়া দেওয়া হইবে। শেয়ার ক্রয়ের জন্য এবং শেয়ার বিক্রয় এজেন্সীর জন্য আবেদন করুন।

ম্যানেজিং এজেণ্টস:

ইণ্ডিয়া প্রোডাক্টস এণ্ড মার্কেটিং কোম্পানী

রেজষ্টার্ড অফিস—৮নং ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ভারতরক্ষা আইনের ৯৪-এ ধারা অনুসারে কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমতি পাওয়া গিয়াছে। এতৎসম্পর্কে সুস্পষ্টভাবে ইহা জানিয়া লইতে হইবে যে, শেয়ার বিক্রয়ের অনুমতিদানকালে ভারত সরকার এতৎসম্পর্কে প্রদত্ত আর্থিক কোন রিপোর্ট বা মতামতের কোন দায়িত্ব লইতেছেন না।

খেয়ালীর খাতা

বাংলার গবর্ণর আর, জি, কেসি কলিকাতার কতকগুলি বাজার ঘুরিয়া বেড়াইয়াছেন। অনুমান করিতেছি তাঁহার পরিদর্শনের ফলেই কয়েকটি বাজারের মালিকের উপরে নোটিশ দেওয়া হইয়াছে যাহাতে নির্দ্দিষ্ট তারিখের মধ্যে বাজারের অস্বাস্থ্যকর ব্যবস্থা দূর করা হয়। বাগবাজার বাজারটি কিছুকালের জন্য একেবারে বন্ধও করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। কলিকাতায় কর্পোরেশনের কয়েকটি নিজস্ব বাজার আছে। তাহার মধ্যে স্যার ষ্টুয়ার্ট হগ্ মার্কেটটি সবচেয়ে প্রসিদ্ধ। তাহার আবহাওয়া পরিষ্কার, ব্যবস্থা ভালো। বলা বাহুল্য ইহা সাহেব পাড়ার এবং প্রধানতঃ সাহেবদের জন্য। সেই কারণে গোড়া হইতেই ইহার প্রতি সহরকর্ত্তাদের নজর ছিল বেশী। অন্যান্য মিউনিসিপ্যাল বাজারের মধ্যে কলেজ ষ্ট্রীট, ইটালী ও গড়িয়াহাটার বাজারগুলিও অনেকাংশে উন্নত ধরণের। প্রাইভেট বাজার, অর্থাৎ যেগুলি কর্পোরেশনের নয়, ব্যক্তি বিশেষের, সেগুলি বেশীরভাগই অত্যন্ত অপরিষ্কার। জিনিষপত্র যাহারা বেচিতে আসে এবং যাহারা কিনিতে যায় তাহারা সকলেই এই সকল বাজারের অপরিচ্ছন্নতার দুর্ভোগ ভোগ করে। অধিকাংশ বাজারগুলি জনসমাগমের তুলনায় অত্যন্ত ছোট, রাস্তাগুলি অপরিসর, জলে, কাদায়, কপির পাতা, কলার খোসা ইত্যাদি আবর্জ্জনায় পূর্ণ। বাজার ভাঙ্গিবার পরে ভালরকম ধোয়া মোছার ব্যবস্থা নাই, বীজাণুনাশক দ্রব্যের সাহায্যে বাজারের পথঘাট, দোকানপত্র রোগমুক্ত রাখিবার চেষ্টা নাই। যাহারা ক্রেতা তাহারা অসহায়। বেশীরভাগ লোকেরই দশটায় আপিসে হাজিরা দিতে হইবে। কাজেই লোকের ভীড়ে ধাক্কাধাক্কি করিয়া, জামা কাপড় ময়লা করিয়া, পচা মাছ ও পচা সব্জীর দুর্গন্ধ সহিয়া প্রত্যহ থলিয়া হাতে বাজারে সওদা করিতে হয়।

* * *

অথচ ইহার প্রতিকার দুঃসাধ্য নহে। বাজারের মালিকেরা বাজারের উন্নতির দিকে নজর বড় দেন না একথা ঠিক। সরকারী হুকুম বা বাজার বন্ধ করিয়া দেওয়ার হুমকি ছাড়া তাঁহাদের দিয়া কিছু করানোও সহজ নয় জানি। কিন্তু আরও একটা কথা আছে। এই বাজারগুলির বেশীরভাগই কলিকাতার পুরাণো আমলের। তখন সহরের লোক সংখ্যা ছিল কম। এখন সহরে লোক বাড়িয়াছে প্রচুর অথচ বাজারগুলির আকার যাহা ছিল তাহাই আছে। কাজেই, ভীড় ও অপরিচ্ছন্নতা বাড়িয়াছে বলিয়া অবাক হওয়ার কিছু নাই। বাজারগুলির সম্প্রসারণের ব্যবস্থা যদি অসম্ভব হয়, তবে বিভিন্ন এলাকায় বাজারের দূরত্ব হিসাব করিয়া মাঝখানে আরও নূতন বাজার বসানো উচিত এবং সে-বাজারগুলি কর্পোরেশনের বা ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাষ্টের পরিচালনাধীনে থাকা দরকার। বাজার শব্দটার অর্থই যে অপরিষ্কার, অপরিসর স্থান নয়, সার্টে দাগ ও জুতায় কাদামাটি না মাখিয়াও যে বাজার করা যাইতে পারে তাহার প্রমাণ নয়াদিল্লীতে দেখিয়াছি। মাছের দোকান আলাদা, মাংসের দোকান পৃথক। সেখানে মেছুনী ঝুড়ি লইয়া বসিয়া নোংরা জলের ঝাপটা দিয়া খরিদ্দারদের কাপড় ভিজাইতে পারে না। কসাই লোহার শিকে কাটা পাঁঠা ঝুলাইয়া মাছির মহোৎসব ডাকিতে পারে না। সরু জাল-ঘেরা ঘর, দরজায় স্প্রিং আটা যাহাতে উহা আপনি বন্ধ হইয়া যায়। পোকা-মাকড় মাছি ঢুকিবার উপায় নাই। শান বাঁধানো উঁচু বেদীর উপরে মাছ রাখা হয়। তাহার উপর দিয়া সছিদ্র পরিশ্রুত কলের জলের পাইপ হইতে ধীরে ধীরে জল পড়িয়া বেদীটি সর্ব্বক্ষণ আপনি ধোয়া হইতেছে। খোলা ঝুড়িতে মাছ রাখা নয়, বরফের বাক্সের ভিতরে পুরিয়া রাখিতে হয়। দুই বেলা ফিনাইল দিয়া মিউনিসিপ্যালিটির লোক আসিয়া ধুইয়া নিকাইয়া দিতেছে। ঝকঝকে তকতকে পরিষ্কার। কলিকাতা কর্পোরেশনের বাজার কর্ত্তৃপক্ষ নয়াদিল্লী দেখিয়া আসিলে উপকৃত হইবেন।

* * *

AAA 200

বিমানচালকদের সাহায্য করুন

গ্রাউণ্ড অফিসারের চাকরি খালি আছে

AAA202

২৮ থেকে ৪৫ বছর পর্যন্ত বয়স, সুশিক্ষিত কর্মপ্রার্থীদের জন্য 'কমিশন্‌ড্' চাকরি খালি আছে। এখনই দরকার। নিম্নলিখিত বিভাগগুলিতে লোক নেওয়া হবে :—

রয়েল ইণ্ডিয়ান এয়ার ফোর্স

গ্রাউণ্ড অফিসার (গ্রাউণ্ড)

সিগন্যালস্ (গ্রাউণ্ড)

বার্তাবিভাগ • সজ্জাবিভাগ

আবহবিভাগ

খাদ্যবিভাগ • শিক্ষাবিভাগ

এনজিনীয়ারিং • হিসাববিভাগ

মোটর চলাচল

পরিচালনা (সাধারণ)

পরিচালনা (কোড অ্যাণ্ড সাইফার)

মনে রাখবেন—আর. আই. এ. এফ্.-এর কাজে যে অভিজ্ঞতা লাভ করবেন শান্তি স্থাপিত হ'লে তা প্রচুর কাজ দেবে। শুধু বেসামরিক প্রতিষ্ঠানগুলিতেই যে শিক্ষিত কর্মচারীর দরকার হবে তাই নয়, প্রাক্তন সামরিক কর্মচারীদের জন্য গভর্নমেণ্টও বহুসংখ্যক কাজ নিজের হাতে রাখবেন। এরই সঙ্গে আবার যুদ্ধের পর প্রাক্তন সামরিক কর্মচারীদের মধ্যে যাঁরা ইচ্ছুক, তাদের জন্য ব্যবহারিক শিল্পশিক্ষার ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

নিচের ঠিকানা থেকে প্রবেশযোগ্যতা সম্বন্ধে বিস্তারিত খবর পাবেন...

১। দি ষ্টাফ অফিসার রিক্রুটিং—১৫, ওল্ড কোর্ট হাউস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
২। দি আর, আই, এ, এফ, সি, ডি (পাইলটস্) রিক্রুটিং অফিসার,—
১৫, ওল্ড কোর্ট হাউস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
৩। যে কোন রিক্রুটিং অফিসার অথবা টেকনিক্যাল রিক্রুটিং অফিসার অথবা—
দি চেয়ারম্যান, ক্যালকাটা প্রেসিডেন্সি ডিভিশন্, সিলেক্‌শন বোর্ড,
৩ নং চার্চপক্ প্লেস, কলিকাতা।

বাজারের উন্নতির সঙ্গে আরও একটা ব্যাপার খুব ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। সেটা বাড়ীতে ফেরী করিবার ব্যবস্থা। শাক সব্জী, ফলমূল, মাছ মাংস, ডিম, যদি সবই বাড়ীর দরজায় কিনিবার উপায় থাকে তবে স্বভাবতঃই বাজারে ভীড় কমিয়া যায়। কলিকাতায় গোয়ালা বাড়ীতে দুধ দিয়া যায়, রুটি ওয়ালাও অনেক বাড়ীতে প্রত্যহ রুটি পৌছাইয়া দেয়। আমের দিনে আম এবং শীতের সময় কমলালেবু কলিকাতার অলিতে গলিতে ফেরী করিতে সর্ব্বদাই দেখা যায়। ইহারই এক ধাপ উপরে উঠিলে প্রত্যহ সকালে শাক শব্জী ও মাছ মাংস দুয়ারে দুয়ারে বিক্রয়ের ব্যবস্থা হইতে পারে। আবার সেই নয়াদিল্লীর দৃষ্টান্তই উল্লেখ করিতে হইতেছে। সেখানে সকালে ঘুম হইতে উঠিবামাত্র যে হাক কানে আসে তাহা হইতেছে—"আলু লো, পিয়াজ লো, সীতাফল, টিমাটো লো" এবং যে দৃশ্য চোখে দেখা যায় তাহা হইতেছে একের পর এক ফেরীয়ালা। কাঁধে তাহাদের বাঁশের বাখারী, তাহার দুই প্রান্তে দড়ি দিয়া ঝুলানো বড বড় ঝুড়ি যাহাতে আলু, পিয়াজ, কুমড়া বিলাতী বেগুন ইত্যাদি প্রাত্যহিক প্রয়োজনীয় তরিতরকারী। একটু পরেই সাইকেলের পিছনে মাছের ঝুড়ি বসাইয়া আসে মাছওয়ালা। দরজায় আসিয়া হাঁক দেয় "মা-জী, কলকাত্তাকা হিল্সা লো, করাচীকা বড়িয়া চিংড়ি।" তাহার ঝুড়িটি বিশেষ ধরণের উপরে একটি সরু জালের ঢাকনী, যাহা মাছি নিবারণ করে। এই রকমে মাংস ও ডিম বিক্রেতা বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া বেড়ায়। বাড়ীর মেয়েরা নিজেরাই দরদস্তুর করে, বাবুদের খোসামোদ করিয়া বাজারে পাঠাইতে হয় না। বাজার হইতে কখন ফিরিবে সে আশায় উনানের আঁচ রহিয়া যায় না। পুরুষেরা সকালবেলা ধুমায়মান চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিতে দিতে নিশ্চিন্ত আলস্যে দৈনিক সংবাদপত্রের পাতায় মন নিবিষ্ট করিতে পারেন, গিন্নিরা পারেন ঠিক সময়ে "আপিসের রান্না" করিয়া কর্ত্তাদের সমুখে ভাতের থালা সাজাইতে। দুই পক্ষেরই মেজাজ ভালো থাকে, যেটা আমাদের গার্হস্থ্য ধর্ম্মে, বিশেষ করিয়া বিবাহের বছর তিন চার পরে, খুব চারটিখানি কথা নয়!

* * *

দিল্লীতে যাহা সম্ভব, কলিকাতায় তাহা অসাধ্য হওয়ার কথা নয়। সহরের আয়তন ও জনসংখ্যার অনুপাতে সাজসরঞ্জামগুলির একটু অদল বদল দরকার হইতে পারে। চাকাওয়ালা কাঁচের চৌকা বাক্স সাইকেলের সঙ্গে জুড়িয়া কলিকাতার রাস্তায় মাছ মাংস ফেরী করা কি একেবারেই অসম্ভব? আলু তো এখনও মাঝে মাঝে বাড়ীর পাশে হাঁকিয়া যাইতে শুনি। তবে কপি আর কড়াইশুঁটি বেগুন আর নটেশাক দরজায় আসিতে বাধা কি? গ্রীষ্মের রাত্রে তপ্‌সে মাছ রাস্তায় ডাকিতে শোনা যায়। দিনের বেলায় ভেট্‌কী তাহা হইলে বাজার ছাড়া পাওয়া যাইবে না কেন? পাওয়া যাইতে যে সত্যই কোন বাধা নাই তাহার প্রমাণও এই সেদিন চোখে পড়িল। বালীগঞ্জে অশ্বিনী দত্ত রোডে এক বান্ধবীর বাড়ীতে সকালবেলা দেখিলাম, একটা হিন্দুস্থানী সাইকেল চাপিয়া বাড়ীতে মাছ বেচিতে আনিয়াছে। সঙ্গে ধুতি পাঞ্জাবী পরা একটী ভদ্র বাঙ্গালী সন্তান। কৌতূহল হইল। খোঁজ নিয়া জানিলাম, হিন্দুস্থানীটী সাইকেল চাপিয়া প্রত্যহ ঐ পাড়ায় মাছ বিক্রয় করে। নিজে অক্ষরজ্ঞানহীন বলিয়া ৭০ টাকা মাহিনায় ঐ বাঙ্গালীটীকে রাখিয়াছে। সে সাথে সাথে ঘুরিয়া খাতায় হিসাব লেখে। মাসের শেষে মাছওয়ালা ঐ হিসাব দেখিয়া বিভিন্ন বাড়ী হইতে টাকা আদায় করে। লোকটা সমস্ত খরচ মায় ঐ কেরাণীর মাহিনা পর্য্যন্ত—বাদ দিয়া মাসে সাড়ে তিন শ' টাকা উপায় করে বলিয়া নিজেই স্বীকার করিল। একজন জুনিয়র মুন্সেফের মাহিনার চাইতে বেশী। বাঙ্গালী কাহাকেও এই ব্যবসায়ে দেখিলে খুসী হইতাম। এ-আর-পি হইতে ২২ হাজার লোক ১লা জুলাই ছাড়াইয়া দেওয়া হইবে শুনিতেছি। তাহারা কোথায় চাকুরী পাইবে তাহা লইয়া তাহাদের উদ্বেগের অন্ত নাই, কাগজে কাগজেও লেখালেখি হইতেছে। তাহাদের মধ্যে একদল এদিকে দৃষ্টি দেয়না কেন? কলিকাতায় এক একটা অঞ্চলে বহু কর্ম্মঠ যুবক এইরূপ নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষ দরজায় দরজায় বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিলে এ-আর-পির যাহা মাহিনা তাহা উপায় করা বোধ হয় কঠিন নয়। কারণ ঘরের দরজায় জিনিষ পাইলে একটু সামান্য বেশী দাম দিয়াও গৃহস্থেরা কিনিতে রাজী হয়—বাজারে ছুটিবার হাঙ্গামা এড়াইতে। সাজসরঞ্জামগুলি আধুনিক করিলে পেশাটা একেবারে অভদ্রও মনে হইবে না।

* * *

আই, এফ, এ কর্ত্তৃপক্ষ রবীন্দ্র স্মৃতি তহবিলের জন্য এ বছর একটী আকর্ষণীয় ফুটবল ম্যাচকে চ্যারিটি হিসাবে খেলাইবেন মনস্থ করিয়াছেন, অবশ্য যদি পুলিশ কমিশনারের অনুমতি পাওয়া যায়। আশা করি অনুমতি পাওয়া যাইবে। লীগের রিটার্ণ ম্যাচে মোহনবাগান বনাম মহাম্মেডান স্পোর্টিং অথবা ইষ্টবেঙ্গল বনাম মহাম্মেডান স্পোর্টিং-এর খেলাটি এই উদ্দেশ্যে 'চ্যারিটি' করিলে যথেষ্ট অর্থাগম হইবে আশা করা যায়। রবীন্দ্র স্মৃতি সমিতি আরও একটা দিকে দৃষ্টি দিলে তহবিলে অনেক টাকা উঠিবে। তাহা সিনেমা কোম্পানীগুলি। বাংলাদেশে প্রায় গুটি পাঁচেক প্রডিউসার নিয়মিতভাবে ছবি তোলেন। তাঁহারা প্রত্যেকেই যদি তাঁহাদের পরবর্ত্তী একটা ছবির উদ্বোধন দিবসের সমুদয় অর্থ রবীন্দ্রস্মৃতি ভাণ্ডারে দান করেন তবে অল্প সময়ে বহু টাকা সংগ্রহ হইতে পারে। বোম্বেতে ফিল্মস্থান ও বোম্বে টকিজে বাঙ্গালীর কর্ত্তৃত্ব আছে। বিশেষ করিয়া বোম্বে টকিজের বর্ত্তমান কর্ণধার শ্রীমতী দেবীকারাণী কবির আত্মীয়া। তাঁহারা তাঁহাদের একটি ছবির উদ্বোধন দিবসের টিকিটের অর্থ ঐ ভাবে স্মৃতিভাণ্ডারে দান করিলে আরও অনেক বেশী টাকা পাওয়া যাইতে পারে। কারণ দুঃখের সহিত স্বীকার করিতেই হইবে যে, বাংলা ছবি চাইতে হিন্দিছবি আজিকার দিনে বেশী পয়সা দেয়।

—খেয়ালী

দাশ ব্যাঙ্ক লিমিটেড্

৯-এ ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

চেয়ারম্যান—কর্ম্মবীর আলামোহন দাশ

আধুনিক সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

খোকার ভাবনা

বাইরে নেমেছে প্রবল বর্ষা। ঘরে বসে খোকা ভাব্‌ছে বাবা এখন কোথায়? হয় তো কোথাও পথের মাঝখানে, আর বৃষ্টি এসে পড়েছে হঠাৎ। কিন্তু খোকা জানে এক ফোঁটা বৃষ্টিও বাবাকে ছুঁতে পার্‌বে না, কেন না বাবার গায়ে আছে ডাকব্যাক।

ডাকব্যাক

ভারতের প্রিয় বর্ষাতি

বেঙ্গল ওয়াটারপ্রুফ ওয়ার্কস (১৯৪০) লিঃ

কলিকাতা নাগপুর বোম্বাই

আর্থিক দুনিয়ার খবরাখবর

ঋণ ও ইজারা ব্যবস্থায় রপ্তানী—আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট মিঃ ট্রুম্যান একটী বিবৃতিতে জানাইয়াছেন যে, উক্ত দেশ হইতে ঋণ ও ইজারা ব্যবস্থায় বিভিন্ন মিত্রশক্তিকে মালপত্র সরবরাহ আরম্ভ হইবার পর গত ১লা এপ্রিল তারিখ পর্য্যন্ত বিভিন্ন দেশে নিম্নলিখিত পরিমাণ ইহার মালপত্র রপ্তানী হইয়াছে। ইংলণ্ড ১২৭৭ কোটী ৫৩ লক্ষ ডলার, সোভিয়েট রুষিয়া ৮৪০ কোটি ৯৬ লক্ষ ডলার, আফ্রিকা মধ্যপ্রাচ্য ও ভূমধ্যসাগর তীরবর্ত্তী দেশসমূহ ৩৮১ কোটী ৩০ লক্ষ ডলার, চীন ও ভারতবর্ষ ২০২ কোটী ৩৩ লক্ষ ডলার, অষ্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যাণ্ড ১২৫ কোটী ৭০ লক্ষ ডলার, দক্ষিণ আমেরিকা ২২ কোটী ৬৮ লক্ষ ডলার এবং অন্যান্য দেশ ৮০ কোটী ৫০ লক্ষ ডলার।

ফ্রান্স ও বেলজিয়ামের সঙ্গে বাণিজ্য—ভারত সরকাব সম্প্রতি এক বিবৃতিতে ঘোষণা করিয়াছেন যে, ভারতবর্ষের পক্ষ হইতে বেলজিয়াম ও ফ্রান্সের সঙ্গে ব্যবসা বাণিজ্য সংক্রান্ত কাজ কাববার চালান যাইবে। যদিও বেলজিয়াম ও ফ্রান্সস্থিত যে সব ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের সম্পত্তি বর্ত্তমানে শত্রুপক্ষীয় সম্পত্তি রক্ষকের অধীনে ন্যস্ত আছে, সে সকল বর্ত্তমান অবস্থায়ই থাকিবে; তবু উক্ত ঘোষণার ফলে ঐ সব দেশের সহিত কারবারের ফলে যেসব আয়ের উদ্ভব হইবে তাহা ঐ রক্ষকের কাছে যাইবে না এবং এই উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় আদেশও জারী করা হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

পৃথিবীর স্বর্ণ উৎপাদন হ্রাস—দি ব্যাঙ্ক অব ইণ্টারন্যাশনাল সেটল্‌মেণ্ট-এর বার্ষিক রিপোর্টে জানা গিয়াছে যে, গত ১৯৪০ সাল হইতে পৃথিবীর স্বর্ণ উৎপাদনের হার হ্রাস পাইতেছে। ১৯৪১ সালে শতকরা ২ ভাগ, ১৯৪২ সালে শতকরা ৯ ভাগ, ১৯৪৩ সালে শতকরা ১৭ ভাগ, এবং ১৯৪৪ সালে শতকরা ১২ ভাগ হ্রাস পাইয়াছে। এই হিসাব হইতে দেখা যায় ১৯৪৪ সালে পৃথিবীতে স্বর্ণের মোট উৎপাদন ১৯৪০ সালের তুলনায় প্রায় এক তৃতীয়াংশ কম হইয়াছে। ১৯৪৪ সালে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র ও অষ্ট্রেলিয়ার উৎপাদন শতকরা ৭০ ভাগেরও বেশী, কানাডার উৎপাদন শতকরা ৪০ ভাগ এবং দক্ষিণ আফ্রিকার উৎপাদন শতকরা ১৫ ভাগ হ্রাস পাইয়াছে।

বোম্বাই-করাচী রেল লাইন—সাম্প্রতিক প্রেস রিপোর্টে প্রকাশ, রেলওয়ে বোর্ডের যুদ্ধোত্তর সম্প্রসারণের পরিকল্পনায় সিন্ধু-গুজরাট রেল লাইন খোলার ব্যাপারই অগ্রগণ্য হইবে। এই লাইন খোলা হইলে করাচীর সঙ্গে বোম্বাই সোজাসুজি যুক্ত হইবে। যুদ্ধের পূর্ব্বে অনুমান করা হইয়াছিল এই লাইন খুলিতে আনুমানিক চারি কোটী টাকা ব্যয় হইবে। এই লাইনের সুবিধা পাইলে করাচী হইতে বোম্বাইগামী যাত্রীগণের অন্ততঃ কুড়ি ঘণ্টা সময় বাঁচিয়া যাইবে।

ব্রহ্মদেশের ব্যবসা সম্পদ—গত ৭ই মে কলিকাতায় বার্মা সিভিল এফেয়ার্স সার্ভিস-এর এক সম্মেলনে স্থির হইয়াছে যে, আটটি অনুসন্ধানকারী দলকে ব্রহ্মদেশে প্রবেশ করিতে দেওয়া হইবে। তাহাদের উদ্দেশ্য হইবে ব্রহ্মদেশের ব্যবসা ও বাণিজ্য সম্পর্কীয় সম্পদাদি সম্বন্ধে অনুসন্ধান ও তৎপর সুপারিশ করা। নিম্নলিখিত বিষয়সমূহে দলটি বিশেষভাবে নজর দিবেন। (১) চাউল, (২) কাঠ, (৩) তৈল, (৪) খনি, (৫) রবার ও টিন, (৬) অন্যান্য উৎপন্ন দ্রব্য, (৭) জলপথ, বিদ্যুৎ, সরবরাহ, টেলিফোন ইত্যাদি এবং (৮) সাধারণ। লেঃ কর্ণেল বীচিনো-কে সম্পত্তি রক্ষক (কাষ্টডিয়ান অব প্রপার্টিস) নিযুক্ত করা হইয়াছে। উক্ত দল জুলাই মাসের মাঝামাঝি ব্রহ্মদেশে উপস্থিত হইবেন বলিয়া আশা করা হইতেছে।

ভারতের শিল্প সম্পদ—ভারত সরকারের বাণিজ্য বিভাগ ভারতের যুদ্ধোত্তর শিল্পোন্নতি সম্পর্কে কার্য্যকরী পন্থা অবলম্বন করিতেছেন বলিয়া প্রকাশ। মেজর পি ডবলিউ হমফ্রিকে ডিরেক্টর নিযুক্ত করিয়া ভারতের শিল্প সম্পদ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিবার জন্য বর্ত্তমান মাসে একটি অনুসন্ধান সমিতি গঠন করা হইয়াছে। এই সমিতির উদ্দেশ্য হইবে ভারতের মোট শিল্প সম্পদ ও ভারতীয় শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ সম্পর্কে খাঁটি খবর যোগাড করা ও সরকারের যুদ্ধোত্তর পরিকল্পনার জন্য দরকাব মত ঐসব খবর যোগান।

ডাক বিভাগে সচ্চরিত্র ভাতা—প্রকাশ, ভারত সরকার ডাক বিভাগের অল্প আয়ের কর্ম্মচারীগণকে মাসিক পাঁচ টাকা হিসাবে সচ্চরিত্র ভাতা (গুড কণ্ডাক্ট এলাওয়্যান্স) দিতে মনস্থ করিয়াছেন। এই ভাতা মাগগী ভাতার অতিরিক্ত পাওয়া যাইবে; কিন্তু ইহা পাইতে হইলে সৎচরিত্রের অধিকারী হওয়া দরকার হইবে।

কলেরা প্রতিষেধক নূতন ইনজেকশন—নিউ ইয়র্কের সাম্প্রতিক সংবাদে প্রকাশ, কলেরা প্রপীড়িত বাংলার সাহায্যকল্পে 'দি কমিটি অফ আমেরিকান রিলিফ ফর ইণ্ডিয়া' সম্প্রতি আমেরিকায় যে নূতন কলেরা প্রতিষেধক ইনজেকশন আবিষ্কৃত হইয়াছে সেই ইনজেকসন নাকি বাংলায় কোয়েকার রিলিফ কর্ম্মীদের নিকট পাঠাইয়াছেন। এই সম্পর্কে আরও প্রকাশ যে, উক্ত কলেরা প্রতিষেধক ইনজেকশনের অন্যতম সহ-আবিষ্কর্ত্তা ডাঃ রবার্ট কে জেনিংস্ বাংলায় এই নূতন কলেরা প্রতিষেধক ইনজেকশনের ফলাফল প্রত্যক্ষভাবে পরীক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে কলিকাতায় আসিবার জন্য ভারত গবর্ণমেণ্টের অনুমতির নাকি প্রতীক্ষা করিতেছেন। কোন মহামারীর ক্ষেত্রে উক্ত কলেরা প্রতিষেধক ইনজেকশনটি ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত না হইলেও গবেষণাগারের পরীক্ষায় নাকি দেখা গিয়াছে যে, এই কলেরা প্রতিষেধক নূতন ইনজেকশনটির কার্য্যকরী শক্তি বর্ত্তমানে প্রচলিত অন্যান্য কলেরা প্রতিষেধক ইনজেকশনের তুলনায় অনেক বেশী। উক্ত কলেরা প্রতিষেধক নূতন ইনজেকশনটি তৈয়ারীর প্রয়োজনীয় সমস্ত উৎপাদন পৃথিবীর প্রায় সমস্ত স্থানেই পাওয়া যায় বলিয়াও জানা গিয়াছে।

রেল ইঞ্জিন নির্ম্মাণের কারখানা—ইউনাইটেড প্রেস জানিতে পারিয়াছেন যে, কাঁচড়াপাড়ায় রেল ইঞ্জিন নির্ম্মাণের কারখানা সম্পর্কিত সমস্ত জ্ঞাতব্য বিষয় শিক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে ভারত গবর্ণমেণ্ট দুই জন অভিজ্ঞ রেলওয়ে ইঞ্জিনীয়ারকে শীঘ্রই ইংলণ্ডে ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রেরণের সংকল্প করিয়াছেন। এই সম্পর্কে আরও জানা গিয়াছে যে, কাঁচড়াপাড়ায় রেল ইঞ্জিন নির্ম্মাণের কারখানা স্থাপনের কাজ অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছে এবং কাবখানা সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতিরও নাকি অর্ডার দেওয়া হইতেছে। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, ভারত গবর্ণমেণ্ট ইতিমধ্যেই টাটা কোম্পানীর সঙ্গে টাটা নগরে আর একটি রেল ইঞ্জিন এবং বয়লার নির্ম্মাণের কারখানা স্থাপনের সম্পর্কে এক চুক্তিতে আবদ্ধ হইয়াছেন।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ক্ষয়-ক্ষতি—প্রথম মহাযুদ্ধ অপেক্ষা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ প্রায় ১৭ মাস অধিক স্থায়ী হইলেও, প্রথম মহাযুদ্ধের তুলনায় দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ক্ষতির পরিমাণ অপেক্ষাকৃত কম হইয়াছে। সমর বিভাগ হইতে প্রকাশিত তুলনামূলক হিসাব হইতে জানা যায়, ১৯১৪-১৮ সালে বৃটিশ সাম্রাজ্যের মোট ৯০৮৩৭১ জন নিহত ও ২০৯০২১২ জন আহত হইয়াছিল, কিন্তু ১৯৩৯-৪৫ সালে মোট ৩০৬৯৮৪ জন নিহত ও ৪২২৪৭৬ জন আহত হইয়াছে।

উদয়ের পথে

কুঁড়ির প্রয়োজন ধরণীর রসধারা।
নহিলে সে ফুটিবে কেমন করিয়া?
মানবদেহও পূর্ণ-পরিণতির পথে স্তরে স্তরে
বিচিত্র সঞ্জীবন-রসে সিঞ্চিত ও পুষ্ট হয়।

বাই — এ ড ল

(বিশুদ্ধ উদ্ভিজ্জ তৈল হইতে প্রস্তুত খাদ্যপ্রাণ ক ও ঘ সমন্বিত)

উপযুক্ত খাদ্যপ্রাণের অভাবজনিত

ক্ষীণপুষ্টি
দুর্ব্বলতা
ফুসফুস
ও
শ্বাসসংক্রান্ত রোগে অমোঘ ঔষধ

iii

ক্ষীণকায় দুর্ব্বল শিশু ও পূর্ণ বয়স্ক ব্যক্তি নিয়মিত সেবনে হৃষ্টপুষ্ট হয়; গর্ভাবস্থায় এবং প্রসবান্তে সেবন প্রশস্ত।

সকল সম্ভ্রান্ত ঔষধালয়ে পাওয়া যায়।

বস্ত্র শিল্প সম্পর্কে নূতন আদেশ—সম্প্রতি কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক প্রচারিত টেক্সটাইল ইণ্ডাষ্ট্রির (ন্যাশনেলাইজেশন অব প্রোডাক্সন) আদেশে এই নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে যে, আগামী ১লা জুন হইতে বস্ত্র উৎপাদনকারীদিগকে সাধারণ ব্যবহার্য্য বস্ত্রের অর্থাৎ ধুতি, শাড়ী, লংক্লথ, জামার কাপড়, ড্রিল ও টুইল প্রভৃতির উৎপাদন বৃদ্ধি করিতে হইবে। উক্ত আদেশে আরও নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে যে, কাপড়ের মিলগুলি অসামরিক অধিবাসীদিগের জন্য কাপড় উৎপাদনে যে শক্তি নিয়োগ করে, সাধারণ ব্যবহার্য্য কাপড়ের জন্য তাহার শতকরা ৯০ ভাগের বেশী শক্তি নিয়োগ করিতে পারিবে না। বস্ত্র উৎপাদকগণ কোন্ কোন্ রকমের কাপড় উৎপাদন করিতে পারিবেন, উক্ত আদেশে তাহাও নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

বোম্বাইয়ে বস্ত্র বরাদ্দ প্রথা প্রবর্ত্তন—প্রকাশ, আগামী জুন মাসের প্রথম সপ্তাহ হইতে বোম্বাই সহরে ও সহরতলীতে বস্ত্রের বরাদ্দ ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হইবে। এই সম্পর্কে আরও প্রকাশ, সর্ব্বসাকুল্যে মিলের পাঁচ প্রকারের বস্ত্র রেশনকার্ড অনুসারে দেওয়া হইবে। নিম্নলিখিত পাঁচ রকমের বস্ত্র সম্পর্কে বরাদ্দ ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হইবে বলিয়া জানা গিয়াছে :—ধুতি, শাড়ী, কোটের কাপড়, মলমল, ভয়েল, ডুরে ও জামার কাপড়। প্রকাশ, বর্ত্তমান পরিকল্পনানুসারে প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিকে ছয় মাসে সমস্ত প্রকারের মোট ১৬ গজ বস্ত্র দেওয়া হইবে। তবে মোট যে ১৬ গজ বস্ত্র দেওয়া হইবে, তাহার মধ্যে রেশনের প্রত্যেক রকমের বস্ত্রের সর্ব্বোচ্চ পরিমাণ কি হইবে, তাহা এখনও নাকি চূড়ান্তভাবে স্থিরীকৃত হয় নাই। আনুমানিক চারিশত অনুমোদিত দোকানের মারফতে সহরের প্রায় ১০ লক্ষ পরিবারকে (হোটেল প্রভৃতিতে অবস্থানকারিগণসহ) বস্ত্র বিলি করার পরিকল্পনা করা হইয়াছে। প্রকাশ, অনুমোদিত দোকানসমূহে নূতন নূতন ডিজাইনের বস্ত্র সরবরাহের কাজ ইতিমধ্যেই আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। জেলায় জেলায় বস্ত্র বরাদ্দ ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের বিষয় নাকি এখনও বিবেচনাধীন আছে।

'ভারতে গো-জাতির ভবিষ্যৎ'—প্রকাশ, শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত মহাশয় প্রণীত 'ভারতে গো-জাতির ভবিষ্যৎ' সম্পর্কে দুই হাজার পৃষ্ঠার একখানি পুস্তক শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে। গ্রন্থখানি দুই খণ্ডে বিভক্ত। এই সম্পর্কে আরও প্রকাশ, মহাত্মাজী এই গ্রন্থের ভূমিকা লিখিয়া দিয়াছেন এবং গ্রন্থখানির অশেষ প্রশংসা করিয়াছেন। গ্রন্থখানি ডেয়ারী, গো-পালন, গো-চিকিৎসা প্রভৃতি নানা তথ্যে পূর্ণ বলিয়া জানা গিয়াছে।

দুগ্ধে ভেজালের প্রাচুর্য্য—বাঙ্গলা সরকারের ডেয়ারী বিশেষজ্ঞ মিঃ জে, এ, সিঙ্গলটনের নির্দ্দেশক্রমে কলিকাতা কর্পোরেশন গত তিন বৎসর ধরিয়া কলিকাতার বিভিন্ন হোটেল, রেস্তোঁরা, গোশালা, বাজার ইত্যাদিতে দুগ্ধ পরীক্ষা করিয়াছেন। উক্ত পরীক্ষার ফলে জানা গিয়াছে যে পড়পড়তা হিসাব অনুসারে কলিকাতায় ব্যবহৃত সমগ্র দুধের শতকরা ৬৫ ভাগেরও অধিক পরিমাণ দুধে ভেজাল দেওয়া হয়। এই কার্য্যে কর্পোরেশন কর্ত্তৃক ৪৭০৯টি নমুনা পরীক্ষিত হইয়াছে। গত তিন বৎসরের পরীক্ষার ফল নিম্নে দেওয়া গেল :—

সাল	পরীক্ষিত নমুনার সংখ্যা	ভেজালের সংখ্যা	ভেজালের শতকরা হার
১৯৪২-৪৩	১৭২১	১১২০	৬৫
১৯৪৩-৪৪	১৪২১	১১০৮	৭৮.৪
১৯৪৪-৪৫	১৫৭৬	৮৭০	৫৫.২

কর্পোরেনকে লরী সরবরাহ—প্রকাশ, বাংলা গবর্ণমেণ্ট কলিকাতা কর্পোরেশনকে ৭৬টি লরী সরবরাহ করিতে সম্মত হইয়াছেন। ইহার মধ্যে ২০টি লরী নাকি ইতিমধ্যেই কর্পোরেশনকে দেওয়া হইয়াছে। বাকী ৫৬টি লরী এক মাসের মধ্যেই দেওয়া হইবে বলিয়া জানা গিয়াছে। প্রকাশ, সমস্ত লরীই কর্পোরেশনকে কিনিয়া লইতে হইবে। এই সম্পর্কে আরও প্রকাশ যে, ইতিমধ্যে কর্পোরেশনের কাজ চালাইবার জন্য ১৩টি ৫ টনের মিলিটারী লরী কর্পোরেশনের হেফাজতে দেওয়া হইয়াছে। এইগুলি নাকি বর্ত্তমান মাসের শেষভাগে ফেরৎ দিতে হইবে। এই সম্পর্কে আরও জানা গিয়াছে যে, বাংলা গবর্ণমেণ্ট সামরিক কর্ত্তৃপক্ষের সঙ্গে ব্যবস্থা করিয়া কর্পোরেশনের বর্ত্তমান প্রয়োজন মিটাইবার জন্য ১০০ খানি ৬ টনের মিলিটারী লরী অবিলম্বে কর্পোরেশনের হেফাজতে দেওয়ার বন্দোবস্ত করিয়াছেন।

ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়—প্রকাশ, আগামী ১৫ই ও ২৫শে জুন যথাক্রমে মস্কো ও ও লেলিনগ্রাদে সোভিয়েট রাশিয়ার একাডেমি অব সায়েন্সের যে ২২০তম জয়ন্তী উৎসব হইবে, উহাতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পোষ্ট গ্রাজুয়েট কাউন্সিলের প্রেসিডেণ্ট ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় উপস্থিত থাকিবেন। এই সম্পর্কে জানা গিয়াছে যে, উক্ত একাডেমি অব সায়েন্সের সেক্রেটারী সম্প্রতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকট এক তার পাঠাইয়া উক্ত উৎসবে বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন প্রতিনিধি পাঠাইতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিণ্ডিকেটের এক সাম্প্রতিক অধিবেশনে ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিরূপে পাঠাইবার সিদ্ধান্ত হইয়াছে। রাশিয়া যাওয়া ব্যবস্থার জন্য ডাঃ মুখোপাধ্যায় ভারত গবর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন করিয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে। ডাঃ মেবনাদ সাহাও নাকি উক্ত উৎসবে আমন্ত্রিত হইয়াছেন। তিনিও সম্ভবতঃ শীঘ্রই মস্কো যাত্রা করিবেন।

শীতকালীন কৃষি পণ্য বিক্রয় ব্যবস্থা—বাংলা গবর্ণমেণ্টের প্রচার বিভাগের ডিরেক্টর জানাইতেছেন যে, কৃষি-পণ্য সরবরাহ বিভাগের ডিরেক্টর কলিকাতায় গ্রীষ্মকালের ন্যায় শীতকালেও উদ্ভিজ্জাদি সর্ব্বোচ্চ পাইকারী ও খুচরা দামে (নিয়ন্ত্রিত দরে) বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিয়াছেন। এই সম্পর্কে কলিকাতায় প্রায় ২০টি বাজারের কয়েকজন উদ্ভিজ্জ ব্যবসায়ীকে নাকি লাইসেন্স দেওয়া হইয়াছে। প্রত্যেক লাইসেন্স প্রাপ্ত উদ্ভিজ্জ ব্যবসায়ীকে স্পষ্ট করিয়া মূল্য ঘোষণা করিতে হইবে বলিয়াও জানান হইয়াছে।

উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের জন্য বৃত্তি—যাদবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ভূতপূর্ব্ব ছাত্র ও কলেজের লেকচারার মিঃ জে, সি, সেনকে আমেরিকায় মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং সম্বন্ধে উচ্চ শিক্ষা লাভের জন্য জি, এ আচার্য্য বৃত্তি প্রদান করা হইয়াছে। আমেরিকায় কমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং সম্বন্ধে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের জন্য উক্ত কলেজের ভূতপূর্ব্ব ছাত্র অধ্যাপক মিঃ এ কে চট্টোপাধ্যায়কে বাতুমল ফাউণ্ডেশন বৃত্তি প্রদান করা হইয়াছে, জানা গিয়াছে।

স্থাপিত ১৯২৯
ভারত ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ব্যাঙ্ক লিমিটেড
১৫ বৎসরের কর্ম্মনিপুনতা

Gram : Cencomba Post Box No.2282
সেণ্ট্রাল কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক
—লিমিটেড—
স্থাপিত—১৯২৮
হেড অফিস—১২, জ্যাকসন লেন, কলিকাতা।
সুদক্ষ ডিরেক্টরবর্গ কর্ত্তৃক পরিচালিত
ম্যানেজিং ডিরেক্টার :—মিঃ এস বি বিশ্বাস

পটারী মেসিন
প্রস্তুতকারক :
কুসুম ইঞ্জিনিয়ারিং
কোম্পানী লিঃ
পৃষ্ঠপোষক : কর্ম্মবীর আলামোহন দাশ
ম্যানেজিং এজেণ্টস্ :—এইচ, পি, বোস এণ্ড ব্রাদার্স লিঃ
২৫, বোয়ালো লেন : : কলিকাতা।

পরিধেয় বস্ত্রের দৈর্ঘ্য হ্রাসের প্রস্তাব—প্রকাশ, পরিধেয় বস্ত্রের দৈর্ঘ্য প্রতি জোড়া ১০ গজ হইতে হ্রাস করিয়া ৯ গজ করিবার ও সেই অনুপাতে বাংলায় বস্ত্রের সরবরাহ বৃদ্ধির যে প্রস্তাব কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট সম্প্রতি করিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে জনমত সংগ্রহ করিবার উদ্দেশ্যে বাংলা গবর্ণমেণ্ট কলিকাতার বহু প্রতিষ্ঠান এবং বিশিষ্ট নাগরিক-বৃন্দের নিকট কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের উক্ত প্রস্তাব-সম্বলিত প্রচারপত্র পাঠাইয়াছেন। এই সম্পর্কে আরও প্রকাশ যে, এনফোর্সমেণ্ট এণ্ড পাবলিক রিলেশন-এর ডিরেক্টর জেনারেল সার্কুলার জারী করিয়া বঙ্গীয় উভয় আইন সভার সদস্যবৃন্দ এবং কলিকাতা কর্পোরেশনের কাউন্সিলরগণের মতামতও জানিতে চাহিয়াছেন।

কলিকাতার রাস্তার আলো—কলিকাতা কর্পোরেশনের প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা কর্পোরেশনের নিকট যে রিপোর্ট পেশ করিয়াছেন তাহাতে বলা হইয়াছে যে, কলিকাতার রাস্তায় আলোক নিয়ন্ত্রণের পূর্ব্বের ন্যায় আলো জ্বালান আপাততঃ সম্ভবপর হইবে না। কর্পোরেশনকে যে গ্যাস ও বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয় উহার পরিমাণ বৃদ্ধির জন্য গ্যাস ও ইলেক্‌ট্রিক কোম্পানীর উপর আদেশ জারীর জন্য নাকি তিনি গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করিয়াছিলেন; কিন্তু গত ১৭ই মে রাইটার্স বিল্ডিংয়ে আহূত এক সভায় এই মর্ম্মে এক সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে যে, কয়লা সংগ্রহের অসুবিধার জন্য বর্দ্ধিত পরিমাণে গ্যাস ও বিদ্যুৎ সরবরাহ সম্ভবপর হইবে না। এমতাবস্থায় আলোক নিয়ন্ত্রণের সময়ে যে সমস্ত গ্যাস ও বৈদ্যুতিক আলো জ্বালান হইত শুধু তৎসমুদয় রাত্রি ১০টা পর্য্যন্ত জ্বালানই সম্ভবপর হইবে বলিয়া প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা উল্লেখ করিয়াছেন।

বস্তি উন্নয়ন পরিকল্পনা—কলিকাতা কর্পোরেশনের বস্তি উন্নয়নের যে দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা বাংলা গবর্ণমেণ্টের নিকট পাঠান হইয়াছে, উহাতে ৭ কোটি টাকা ব্যয়ে বস্তিসমূহের এক লক্ষ অধিবাসীর জন্য নূতন গৃহ নির্ম্মাণের প্রস্তাব করা হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। উক্ত পরিকল্পনায় প্রস্তাবিত বিভিন্ন চারি শ্রেণীর অট্টালিকার মধ্যে খেলার ব্যবস্থা, স্কুল, গ্রন্থাগার, দোকান, পরিশ্রুত ও অপরিশ্রুত জল সরবরাহ, শৌচাগার ও আলোর ব্যবস্থা থাকিবে। প্রতি মাসের ভাড়া ৪৲ টাকা হইতে ৮৲ টাকা নির্দ্ধারিত হইবে বলিয়া প্রকাশ। প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা উক্ত পরিকল্পনা গবর্ণমেণ্টের নিকট পেশ করিবার সময়ে তাঁহার রিপোর্টে প্রস্তাব করিয়াছেন যে, উক্ত পরিকল্পনার সমগ্র ব্যয়ের দুই-তৃতীয়াংশ গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক বিনা সুদে অগ্রিম দেওয়া উচিত। উহা সমান বার্ষিক কিস্তীতে ৬০ বৎসরে শোধ করা হইবে এবং অবশিষ্ট এক-তৃতীয়াংশ অর্থ ৩৲ সুদের বণ্ড দ্বারা সংগৃহীত হইবে বলিয়া প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা উল্লেখ করিয়াছেন।

সুলভে গম ও আটা বিক্রয়ের ব্যবস্থা—প্রকাশ, সিন্ধু গবর্ণমেণ্ট জনসাধারণকে যাহাতে গম ও আটা প্রতি মণ ১০৲ টাকার অধিক মূল্যে ক্রয় করিতে না হয় তাহার ব্যবস্থা করিয়াছেন। এতদুদ্দেশ্যে ৯ লক্ষ টাকা সিন্ধু গবর্ণমেণ্ট মঞ্জুর করিয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে।

ট্রান্সপোর্ট প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা—এসিষ্ট্যাণ্ট প্রভিনসিয়াল ট্রান্সপোর্ট কমিশনার এবং বাংলা গবর্ণমেণ্টের স্বরাষ্ট্র বিভাগের এ্যাসিষ্ট্যাণ্ট সেক্রেটারী সম্প্রতি কলিকাতা কর্পোরেশনের প্রধান কর্ম্মকর্ত্তার এক পত্রের উত্তরে জানাইয়াছেন যে, যাহাতে আগামী ১৯৪৬ সালের ১লা জানুয়ারী হইতে কলিকাতা ট্রামওয়ে কোম্পানীর স্বত্ব গ্রহণ করা যাইতে পারে তদুদ্দেশ্যে কলিকাতা প্যাসেঞ্জার ট্রান্সপোর্ট বোর্ড প্রতিষ্ঠার জন্য উপযুক্ত সমস্ত ব্যবস্থাই করা হইতেছে। বাংলা গবর্ণমেণ্টের উক্ত পত্রে আরও জানান হইয়াছে যে, উক্ত বোর্ড গঠনের জন্য যে আইন পাশ করা প্রয়োজন তাহার খসড়াও রচনা করা হইতেছে।

শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার আপ্যায়িত—শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার তাঁহার সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত বিমলচন্দ্র ঘোষের সহিত ইংলণ্ড ও আমেরিকা যাত্রার প্রাক্কালে গত ১৫ই মে মঙ্গলবার বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার অব কমার্সের সভাপতি মিঃ আই বি সেন কর্ত্তৃক এক চায়ের আসরে আপ্যায়িত হন। এই আসরে উপস্থিত ছিলেন স্যার জে সি ঘোষ, স্যার আবদুল হালিম গজনভী, মিঃ শৈলপতি চ্যাটার্জ্জি, মিঃ জে সি মুখার্জ্জি, মিঃ তুষারকান্তি ঘোষ, মিঃ ডি এন সেন, মিঃ ডি সি ড্রাইভার, ডাঃ

* মেডিক্যাল গ্র্যাজুয়েট *

যুদ্ধ চলছে

আর তার ফলে অসংখ্য লোক হতাহত হচ্ছে। আহতদের তো চিকিৎসার দরকার। দলে দলে সামরিক ডাক্তারেরা তাই এদের পরিচর্যার ভার নিয়ে নিজেদের পেশাকে সার্থক করছেন। তারা বুঝতে শিখেছেন যে এইভাবে সৈন্যদের চিকিৎসা করে তারা যে শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা লাভ করছেন তা সাধারণ বেসামরিক কাজে কখনোই সম্ভব হত না। আই এ. এম্. সি.তে কাজের জন্য অবিলম্বে আরো গ্র্যাজুয়েট চাই। এখনই আবেদন করুন।

যোগ্যতা : প্রার্থীদের যুক্তরাজ্যে (য়ুনাইটেড কিংডাম্) রেজিস্ট্রি করা অথবা 'মেডিক্যাল কাউন্সিল অব ইণ্ডিয়া' কর্তৃক অনুমোদিত ডাক্তারী উপাধি থাকা চাই। যে-সব রেজিস্টার্ড ডাক্তারদের অনুমোদিত বিদেশী উপাধি অথবা নিম্নলিখিত উপাধি আছে তারাও এই কাজের যোগ্য—ডি. এম্. অ্যাণ্ড এস্ (মাদ্রাজ), এল্. এম্. অ্যাণ্ড এস্. (স্টেট মেডিক্যাল ফ্যাকাল্টি, পাঞ্জাব), এম্. সি. পি. অ্যাণ্ড এস্. (বোম্বাই), এম্. এম্. এফ. (বাংলা), এম্. এস্. এম্. এফ. (ইউ. পি., পাঞ্জাব) অথবা এম্. বি. বি. এস্. (মহিশূর ও ওসমানিয়া)। প্রার্থীদের বয়স সাধারণ ক্ষেত্রে ৪৫ বছরের নিচে হওয়া চাই এবং স্বাস্থ্য যুদ্ধের কাজের উপযুক্ত হওয়া চাই। নির্বাচিত প্রার্থীদের প্রথমে আই. এম্. এস্. এ নেওয়া হবে তার পরেই তাঁদের আই.এ.এম্. সি.র কাজে নিযুক্ত করা হবে। এখানে তাঁরা আই. এম্. এস্. অফিসারদের প্রাপ্য সুবিধে গুলি সবই পাবেন।

বেতন: লেফটেন্যাণ্টের পদে মাসিক ৪৫০৲ টাকা থেকে লেফটেন্যাণ্ট কর্নেলের পদে ১,৩৫০৲ টাকা পর্যন্ত। যাঁরা বিশিষ্ট স্পেশালিস্ট (বিশেষজ্ঞ) হিসেবে নিযুক্ত হন তাঁদের মেজরের পদ দেওয়া হয় এবং নির্দিষ্ট মাইনের উপরে ১০০৲ টাকা বেশি দেওয়া হয়। অন্য স্পেশালিস্টদের, গ্রেড অনুযায়ী যারা নিযুক্ত হন, ১০৲ টাকা বেশি দেওয়া হয় এবং মেজরের পদমর্যাদা দেওয়া হয় না। কর্তৃত্বপদের কাজের জন্য মাইনের উপরে ৩০৲ থেকে ২৪০৲ টাকা পর্যন্ত বেশি দেওয়া হয়। পোষাকপরিচ্ছদের জন্য ৭৩৩৲ টাকা। অগ্রিম বেতন ৩০০৲ টাকা পর্যন্ত নিয়োগের প্রথমেই দেওয়া হয়। চলতি নিয়ম অনুযায়ী এলাওয়েন্স : ভারতের বাইরে যেতে হলে ১৫০৲ থেকে ৪০০৲ টাকা পর্যন্ত এলাওয়েন্স দেওয়া হয়। ট্রাভেলিং এলাওয়েন্স ও লীভ কন্‌সেশান্ ভারতীয় সেনাবাহিনীর অন্যান্য অফিসারদের মতোই পাওয়া যায়। প্রথম বছর কাজের জন্য ২০০০৲ কিংবা ১০০০৲ টাকা গ্র্যাটুইটি (অফিসারটি ১৯৪০ সালের ১লা জানুয়ারির আগে না পরে ডাক্তারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন সেই অনুযায়ী) এবং তার পর থেকে প্রত্যেক বছর কাজের জন্য এক মাসের মাইনে হিসেবে গ্র্যাটুইটি দেওয়া হয়। শারীরিক অক্ষমতার জন্য পেন্‌শান্, পরিবার ও বিধবা স্ত্রীর ভরণপোষণ ও সন্তানের শিক্ষার খরচ সবই আই. এম্. এস্. রেগুলেশান্ অনুযায়ী দেওয়া হয়।

সামরিক কাজের উপকারিতা : আই. এ. এম্. সি. তে যারা কাজ করবেন তারা আধুনিকতম সরঞ্জামের সাহায্যে আধুনিকতম প্রথায় চিকিৎসা করবার সুযোগ পেয়ে যুদ্ধের পর বেসামরিক কাজে সাধারণ ডাক্তারদের চেয়ে যে বেশি দক্ষতা দেখাতে পারবেন সেবিষয় নিঃসন্দেহ। বিস্তারিত খবরাখবর নিম্নলিখিত অফিসারদের কাছ থেকে পাবেন : প্রাদেশিক 'মেডিক্যাল ডিপার্টমেণ্টে'র কর্তাদের কাছে (বেসামরিক হাসপাতালের সার্জন জেনারেল বা ইন্সপেক্টার জেনারেল); ভারতীয় সামরিক হাসপাতালের কর্তাদের কাছে; জি. এইচ. কিউ. নিউ দিল্লীতে "ডিরেক্টার অব মেডিক্যাল সার্ভিসেস্"এর কাছে অথবা নিউ দিল্লীতে "ডিরেক্টার জেনারেল, ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল সার্ভিস"এর কাছে।

Indian Army Medical Corps

১৩

এন এন লাহা, মিঃ এন এন রক্ষিত, মিঃ বি সেনগুপ্ত, মিঃ এস সি রায়, মিঃ বি কে রায়চৌধুরী এবং আরও অনেকে।

সরিষার তেলের মূল্য বৃদ্ধির সম্ভাবনা—প্রকাশ, সম্প্রতি বাংলা গবর্ণমেণ্ট সরিষার তেলের মিলের মালিকদিগের সহিত যে সাময়িক চুক্তি করিয়াছেন, তাহাতে গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নির্দ্ধারিত সরিষার তেলের সর্ব্বোচ্চ মূল্য আরও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে। এই সম্পর্কে জানা গিয়াছে যে, গবর্ণমেণ্ট হাওড়ার চাঁদমারি রোডস্থিত ইণ্ডিয়ান প্রডিউস এসোসিয়েশনের গুদাম হইতে তৈলবীজ ডেলিভারী লওয়ার আদেশ দেওয়ার ফলে প্রায় চারি সপ্তাহ কলিকাতা ও উহার উপকণ্ঠস্থ সরিষার তেলের মিলগুলির শতকরা ৯৫টি বন্ধ রাখা হয়। মিলমালিকগণ নাকি মনে করেন যে, গবর্ণমেণ্টের বর্ত্তমান পরিকল্পনা দ্বারা মিলের মালিকদের ব্যয়ই শুধু বৃদ্ধি পাইবে, কিন্তু আয় বর্দ্ধিত হইবে না। প্রকাশ, বর্ত্তমানে গবর্ণমেণ্ট নাকি এই আশ্বাস দিয়াছেন যে, মিলের মালিকগণ ব্যয় বৃদ্ধির কথা প্রমাণ করিতে পারিলে গবর্ণমেণ্ট সরিষার তেলের সর্ব্বোচ্চ মূল্য নির্দ্ধারণের সময়ে সে সম্বন্ধে বিবেচনা করিবেন। মিলের মালিকগণ গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে উক্ত প্রতিশ্রুতি পাইয়া পরীক্ষামূলকভাবে নাকি এক মাসের জন্য মিল চালাইতে আরম্ভ করিয়াছেন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়োগ বোর্ডের রিপোর্ট—সম্প্রতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এপয়েণ্টমেণ্ট এণ্ড ইনফরমেশন বোর্ডের সম্পাদক শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রকুমার সান্যাল বোর্ডের ১৯৪৩-৪৪ সালের রিপোর্টে বলেন যে, বর্ত্তমান মহাযুদ্ধ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই অধিকাংশ যুদ্ধশিল্প এবং যুদ্ধ সংক্রান্ত আফিসগুলি বন্ধ হইয়া যাইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য শিল্পবাণিজ্যও পরিমাণে কমিয়া যাইবে। তখনকার অবস্থা বর্ত্তমানের অর্থনৈতিক ভিত্তিকে প্রচণ্ডভাবে নাড়া দিবে। যাঁহারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যুদ্ধ সংক্রান্ত বিভিন্ন আফিসে নিযুক্ত আছেন, তাঁহাদের যুদ্ধের পরে কি ভাবে নিযুক্ত করা যায় সে বিষয়ে এখনই কোন পন্থা উদ্ভাবন করা প্রয়োজন বলিয়া বোর্ড মনে করেন। দেশের শিল্পবাণিজ্য বিশেষভাবে প্রসারিত না হইলে যুদ্ধ সংক্রান্ত বিভিন্ন আফিসে নিযুক্ত সকলকে বিভিন্ন কাজে নিযুক্ত করা সম্ভব হইবে বলিয়া বোর্ড মনে করেন না। কোন্ কোন্ আফিসে বোর্ড লোক নিযুক্ত করিতে পারিয়াছেন, রিপোর্টে তাহার আলোচনা প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত সান্যাল বলেন যে, ইণ্ডিয়ান এয়ার ট্রেণিং কোর প্রতিষ্ঠা বোর্ডের একটি উল্লেখযোগ্য কাজ। এই প্রসঙ্গে উক্ত রিপোর্টে শ্রীযুক্ত সান্যাল আরও বলেন যে, বোর্ড ১৯৪২-৪৩ সালে ১১৯ জনের এবং ১৯৪৩-৪৪ সালে ১৭১ জনের চাকুরী অথবা ট্রেণিং-এর ব্যবস্থা করিয়াছেন। এই দুই বৎসরে বোর্ড যথাক্রমে ৩৭৩ এবং ৪২২ জন প্রার্থীর নাম রেজিষ্টারী করিয়াছেন বলিয়াও শ্রীযুক্ত সান্যাল উল্লেখ করিয়াছেন। এই দুই বৎসরে ৫৮টি সদাগরী এবং সরকারী আফিস গ্রাজুয়েট অথবা আণ্ডার-গ্রাজুয়েটদিগকে শিক্ষানবীশ হিসাবে গ্রহণ করিয়াছেন অথবা কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছেন এবং আরও ২১১টি আফিস, ২৪টি সরকারী, আধা সরকারী ও মিলিটারী আফিস বোর্ডের সঙ্গে সহযোগিতা করিতে সম্মত হইয়াছেন বলিয়াও উক্ত রিপোর্টে উল্লেখ করা হইয়াছে।

বৃটিশ নৌবাহিনীর ক্ষতি—লোয়েডের সংবাদদাতা জানাইতেছেন যে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে এই পর্য্যন্ত বৃটেনের ৩৫৪ খানি বৃহৎ যুদ্ধ জাহাজ নিমজ্জিত হইয়াছে। প্রথম মহাযুদ্ধে ২৪১ খানি বড় যুদ্ধ জাহাজ ডুবিয়াছিল বলিয়াও উক্ত সংবাদদাতা উল্লেখ করিয়াছেন। এই সম্পর্কে আরও উল্লেখ করা হইয়াছে যে, বর্ত্তমান মহাযুদ্ধে ২৮ খানি ক্রুজার ডুবিয়াছে। উক্ত সংখ্যা বিগত যুদ্ধে যে ক্ষতি হইয়াছিল তাহার নাকি দেড়গুণ। ডেষ্ট্রয়ারের ক্ষতির পরিমাণ এই মহাযুদ্ধে ১২৭ খানি, উক্ত সংখ্যা গত মহাযুদ্ধের প্রায় দ্বিগুণ দাঁড়াইয়াছে। সাবমেরিণ ডুবিয়াছে এবার ৬৯ খানি, গতবারের তুলনায় উহা সওয়াগুণ বেশী। বিগত মহাযুদ্ধের তুলনায় এই মহাযুদ্ধে বিনষ্ট স্লুপ, ফ্রিগেট ও কর্ভেটের সংখ্যা দ্বিগুণেরও বেশী হইয়াছে। 'সানডে টাইমস' পত্রিকার নৌবিভাগীয় সংবাদদাতা বলিয়াছেন, একটি মাত্র শ্রেণীর জাহাজ এই মহাযুদ্ধে খুব কম নষ্ট হইয়াছে, তাহা হইতেছে, ক্যাপিটালশিপ (ব্যাটেলশিপ ও ব্যাটেলক্রুজার)। উক্ত সংবাদদাতার মতে এই মহাযুদ্ধে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ক্ষয়ক্ষতি ঘটিয়াছে ডেষ্ট্রয়ারগুলির। ছোট জাহাজগুলির মধ্যে বেশী ক্ষতি (১৮১ খানি) সহ্য করিতে হইয়াছে ট্রলারগুলির।

শ্রমিকদের সামাজিক নিরাপত্তা—প্রকাশ, ভারত গবর্ণমেণ্ট ভারতীয় শ্রমিকদের স্বাস্থ্য রক্ষা, প্রসূতি মঙ্গল, ক্ষতিপূরণ প্রভৃতি সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার জন্য একটি পরিকল্পনার খসড়া তৈয়ার করিয়াছেন। এই পরিকল্পনা সম্বন্ধে নাকি প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টদের মতামত চাহিয়া পাঠান হইয়াছে। প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টদের মতামত জানা গেলে উক্ত পরিকল্পনা সম্বন্ধে কেন্দ্রীয় পরিষদে একটি বিল উত্থাপনের কথা বিবেচনা করা হইবে বলিয়া প্রকাশ। শ্রমিকদের স্বাস্থ্য-বীমা সম্পর্কে অধ্যাপক আদারকর যে রিপোর্ট তৈয়ার করিয়াছিলেন, তাহার উপর ভিত্তি করিয়াই উক্ত পরিকল্পনা নাকি রচনা করা হইয়াছে। আন্তর্জ্জাতিক শ্রমিক আফিসের মিঃ ষ্ট্যাক ও মিঃ রাওএর পরামর্শমত অবিলম্বেই এই বিষয়ে কাজ সুরু হইবে বলিয়া জানা গিয়াছে।

শর্করা উৎপাদন শুল্ক ধার্য্য—১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের ৭২ ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে বড়লাট শর্করা অর্ডিন্যান্স জারী করিয়াছেন। উহা বৃটিশ ভারতের সর্ব্বত্র প্রযোজ্য এবং অবিলম্বে কার্য্যকরী হইবে। এই অর্ডিন্যান্স অনুসারে বায়ুশূন্য আধারে প্রস্তুত চিনির উপর মণ প্রতি ১৷৵০ আনা এবং অন্য প্রক্রিয়ায় প্রস্তুত চিনির উপর মণ প্রতি ১ টাকা হারে উৎপাদনশুল্ক ধার্য্য করা হইয়াছে।

হেডঅফিস বি.বি. ৪১৮ ★ স্থাপিত ১৯২৯ ★ ক্লাইভ ষ্ট্রীট বি.বি.২৯৮০

প্রবর্ত্তক ব্যাঙ্ক

লিমিটেড

৬১,বহুবাজার ষ্ট্রীট ★ ৮১,ক্লাইভ ষ্ট্রীট

কলিকাতা

অন্যান্য শাখা :—চট্টগ্রাম, চন্দননগর, রাজসাহী, সিরাজগঞ্জ, জলপাইগুড়ি, মৈমনসিং ও সান্তাহার।

— সুদের হার —

কারেণ্ট ১/২% সেভিং ব্যাঙ্ক ২%

বাজার চলতি শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় হয়। অন্যান্য ডিপোজিট, লোন ও ওভারড্রাফ্‌ট সম্বন্ধে পত্র লিখুন

চেয়ারম্যান : শ্রী মতিলাল রায়।

টেলিগ্রাম—"আর্থিক মান" পোঃ বক্স কেল—৬৫৯

প্রগতিশীল জাতীয় আর্থিক প্রতিষ্ঠান

ব্যাঙ্ক অব কামরূপ লিঃ

হেড অফিস : ৭নং সোয়ালো লেন, কলিকাতা

ম্যানেজিং ডাইরেক্টর—শ্রীঅমলেন্দু বাগচী

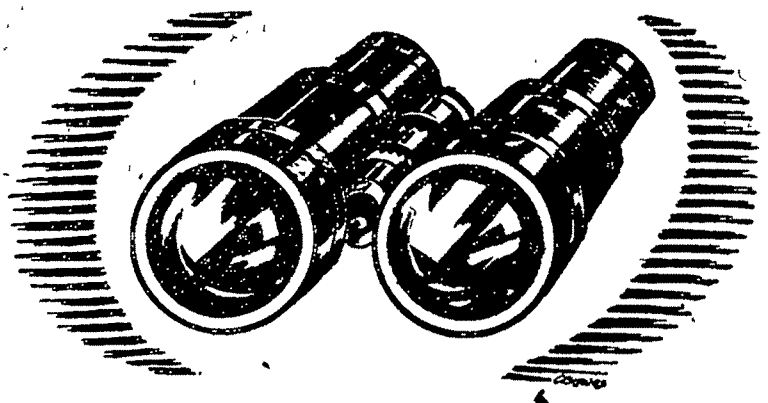

সজাগ দৃষ্টি

স্বাস্থ্য ও সম্পদের শ্রেষ্ঠ সহায় ইহা সর্বজনস্বীকৃত। সেজন্য সাধারণের সদা প্রয়োজনীয় ঔষধাবলী ক্যালকেমিকো তাঁর লব্ধপ্রতিষ্ঠ বৈজ্ঞানিক আধুনিক গবেষণা-গারে প্রস্তুত করেছেন

* ভাইভিনা-প্রাণদ রসায়ন * নোপেন-আকস্মিক দুর্ঘটনায়
* এণ্টিম্যালয়েড ট্যাবলেট-সর্বপ্রকার জ্বরে, মাণ্ডুয়েণ্টাম-চর্মরোগে

মূল্য তালিকার জন্য পত্র লিখুন

ক্যালকাটা কেমিক্যাল

কলিকাতা

জল সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ—বাংলা গবর্ণমেণ্ট সম্প্রতি ভারত রক্ষা বিধানানুসারে বাংলার মিউনিসিপ্যাল এলাকাসমূহে জল বণ্টন, ব্যবহার প্রভৃতির পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করিয়া এক আদেশ জারী করিয়াছেন। এই সম্পর্কে গবর্ণমেণ্ট আরও নির্দ্দেশ দিয়াছেন যে, বাংলার জনস্বাস্থ্য বিভাগের চীফ ইঞ্জিনিয়ারের পূর্ব্ব অনুমোদন ব্যতীত কোন বাড়ীতে বা জমিতে 'মেইন ওয়াটার সাপ্লাই' হইতে কোনও নূতন 'কনেকশন' দেওয়া হইবে না। এই আদেশে জনস্বাস্থ্য বিভাগের চীফ ইঞ্জিনিয়ারকে এই ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে যে, ত্রুটিপূর্ণ কলযন্ত্রের জন্য বা অন্য কোন কারণে জল সরবরাহ ব্যবস্থা বিপর্য্যস্ত হইলে পুনরায় স্বাভাবিক অবস্থা ফিরাইয়া আনিবার জন্য যেরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করা প্রয়োজন হইবে, নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তাহা সম্পূর্ণ করিবার জন্য স্থানীয় কর্তৃপক্ষের উপর তিনি আদেশ জারী করিতে পারিবেন।

বর্ত্তমান বৎসরের নোবেল পুরস্কার—ষ্টাশনাল সজেকওয়ান বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানের ডীন ডাঃ চাউহাউ হুকে এই বৎসর রসায়ন শাস্ত্রে গবেষণার জন্য নোবেল পুরস্কার দেওয়া হইবে বলিয়া চীনের বার্ত্তা সচিব এই মর্ম্মে এক ইস্তাহার প্রচার করিয়াছেন। চীনাদের মধ্যে তিনিই সর্ব্ব প্রথম নোবেল পুরস্কারের মত বিশ্ববিশ্রুত পুরস্কার পাইলেন। ডাঃ চাউ ফ্রান্সে ও জার্ম্মাণীতে রসায়ন শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। জাভীয় চেকিয়াং বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি ১০ বৎসরকাল রসায়ন শাস্ত্রের অধ্যাপক ছিলেন। তাঁহার বয়স এখন ৪১ বৎসর। লণ্ডনস্থ সুইডেন দূতাবাসের খবর অনুসারে এই বৎসর নবেম্বর মাসে ইহা যথারীতি সরকারীভাবে ঘোষণা করা হইবে বলিয়াও উক্ত ইস্তাহারে উল্লেখ করা হইয়াছে।

রাশিয়ার অধিক খাদ্য উৎপাদন প্রচেষ্টা—রাশিয়ায় যুদ্ধোত্তর যুগের পুনর্গঠন সম্পর্কিত কাজ ইতিমধ্যেই ব্যাপকভাবে আরম্ভ হইয়া গিয়াছে বলিয়া প্রকাশ। পুনর্গঠন সম্পর্কিত কাজের ব্যাপারে অধিক খাদ্য উৎপাদন প্রচেষ্টার উপরই রাশিয়া বর্ত্তমানে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক গুরুত্ব অরোপ করিয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে। এই সম্পর্কে আরও প্রকাশ যে, রাশিয়ার সর্ব্বত্র এখনও খাদ্য বরাদ্দ ব্যবস্থা পূর্ণভাবেই চালু রহিয়াছে। প্রকাশ যে, ১৯৪৪ সালের তুলনায় বর্ত্তমান বৎসরে রাশিয়ায় নাকি ইতিমধ্যেই ২ কোটি একর অধিক জমিতে খাদ্যশস্যের চাষ এবং ২ লক্ষ ৫০ হাজার একর অধিক জমিতে বীটের (ইহা হইতে চিনি প্রস্তুত হয়) চাষ করা হইয়াছে।

স্বর্গীয় সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—"বসুমতীর" স্বত্বাধিকারী স্বর্গীয় সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রথম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে গত ১৫ই মে মঙ্গলবার অপরাহ্ণে বহুবাজার ষ্ট্রীটস্থ বসুমতী সাহিত্য মন্দিরে এক মহতী স্মৃতি সভার অনুষ্ঠান হয়। শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন এবং ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন। বসুমতী সাহিত্য মন্দিরকে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা করিয়া উহার মধ্য দিয়া সংবাদপত্র সেবা এবং সুলভ মূল্যে বাংলা সাহিত্যের প্রচারের নিমিত্ত সতীশচন্দ্র সারা জীবন ধরিয়া কঠোর পরিশ্রমে যে কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া গিয়াছেন তাহার উল্লেখ করিয়া বিভিন্ন বক্তা সভায় তাঁহার চারিত্রিক গুণাবলী বিবৃত করেন। বহু সাংবাদিক, সাহিত্যিক এবং বিশিষ্ট ব্যক্তি অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

ওয়ার-রিস্কস্ ইনস্যিওরেন্স (ফ্যাক্টরীজ)—নয়াদিল্লী হইতে প্রকাশিত ১৫ই মে তারিখের এক সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, ১৯৪২ সালের যুদ্ধ-ঝুঁকি-বীমা আইন ও উহার নিয়ম কানুনের কিছুটা সংশোধন করা হইয়াছে। ঐ সংশোধিত আইনে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, যুদ্ধ কাজের দরুণ কলকারখানায় গোলা বারুদ বা কোন বিস্ফোরণ দ্রব্যাদি লইয়া কাজ করার সময় আগুন লাগা বা বিস্ফোরণ জনিত দুর্ঘটনার জন্যও যুদ্ধ-ঝুঁকি-বীমা করা চলিবে।

ভারতে আমেরিকার অর্থ ব্যয়—সম্প্রতি বৈদেশিক লেনদেনের হিসাব দিতে যাইয়া মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের সেনেটর টাইডিংস বলেন যে, ১৯৪০ সালের জুলাই হইতে ১৯৪৪ সালের ডিসেম্বর পর্য্যন্ত মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের নিকট হইতে ভারতবর্ষ যে অর্থ পাইয়াছে তাহার পরিমাণ ১৩ কোটি ৪০ লক্ষ ডলার। উক্ত অর্থের সমস্তই আর্ত্তত্রাণ, আর্থিক সাহায্য এবং ঋণ-ইজারা ব্যবস্থা বাবদ ব্যয়িত হইয়াছে বলিয়াও সেনেটর টাইডিংস উল্লেখ করিয়াছেন।

অর্থনৈতিক পুস্তক ও পুস্তিকা

Food Policy for India—By S. G. Tewari M.A. Nand Kishore & Bros. Benares. Price Re 1/-

The Cotton Industry of India—By K. L. Govil. Hind Kitabs, Bombay. Price Rs. 1/12/-

Future Prospect of War-Expanded Industries—By R. Balakrishna. Rochouse & Sons, Ltd. Madras, Price As. /12/-.

Britain's Sterling Balances and External Debt—By D. H. Heatherington. East End Publishers, Allahabad. Price Rs. 1/12/-

Economic Policy and Programme for Post-War India—By N. R. Sarkar. Patna University Publication. Price Rs. 2/8/-

The Equations of World Economy (In Their Bearings on Post-War Reconstruction)—By Benoy Kumar Sarkar. M.A. Chackervertty Chatterjee & Co, Ltd., Calcutta. Price Rs. 12/-

সাদার্ণ ব্যাঙ্কিং

হেড অফিস—১৪, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ফোন—ক্যাল. ৫৯৮৯

ব্রাঞ্চ—বড়বাজার, শ্যামবাজার, ভবানীপুর, বসিরহাট, খুলনা ও পাটনা

সুবিধাজনক সর্ত্তে গভর্ণমেণ্ট ও মিলিটারী বিলের উপর টাকা ধার দেওয়া হয়

সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—ডাঃ অমলকুমার রায়চৌধুরী, এম্-ডি

সুবারবন ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস—২২নং ষ্ট্র্যাণ্ড রোড, কলিকাতা। ফোন : ক্যাল—৪৮৬১

শাখাসমূহ

টালীগঞ্জ (৫৪নং টালীগঞ্জ সারকুলার রোড), দক্ষিণ কলিকাতা (২৬।১, রসা রোড), টালা, দমদম, বরানগর, আলমবাজার ও দেওঘর

ম্যানেজিং ডাইরেক্টর : মিঃ বি সি দাস, এম-এ, বি-এল

ঢাকা ফেডারেল ব্যাঙ্ক লিমিটেড

স্থাপিত—১৯৩৪

রেজিষ্টার্ড অফিস—ঢাকা

সেণ্ট্রাল অফিস—৫ ও ৬, হেয়ার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

—শাখাসমূহ—

নারায়ণগঞ্জ, মাণিকগঞ্জ (ঢাকা), শ্যামবাজার, মজঃফরপুর, বালেশ্বর।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—

মিঃ এন, কে, চক্রবর্ত্তী।

ডিরেক্টর ও সেক্রেটারী—

মিঃ অমিয় গুহ।

ইউনাইটেড ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন লিমিটেড

হেড অফিস :—২০।১ সি, লালবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শাখা :—বড়বাজার, শ্যামবাজার (কলিকাতা), গোপালগঞ্জ, মাদারীপুর, চরমুগুরিয়া, ভাঙ্গা (ফরিদপুর), নওপাড়া (যশোহর), মরেলগঞ্জ (খুলনা), সোনামুখী, বাঁকুড়া, কিরনাহার (বীরভূম)।

চলতি হিসাবে সুদ বার্ষিক শতকরা ১৲ সেভিংস শতকরা ২।।০

স্থায়ী আমানতে উচ্চহারে সুদ দেওয়া হয়।

সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

কোম্পানী প্রসঙ্গ

ইউনাইটেড ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক লিঃ

গত ২১শে মে সোমবার একটি নূতন ইনভেষ্টমেণ্ট ব্যাঙ্কের উদ্বোধন হইয়া গিয়াছে। রায় মেমোরিয়েল ইনষ্টিটিউট অব ইকনমিক রিসার্চ এর ডিরেক্টর এবং ক্যালকাটা ষ্টক এক্সচেঞ্জ অফিসিয়াল ইয়ার বুক-এর সম্পাদক মিঃ অতুলকুমার সুর এম-এ এক বিশিষ্ট জনমণ্ডলীর সম্মুখে ১৬ নং ক্যানিং ষ্ট্রীটে ইউনাইটেড ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের উদ্বোধন করিয়াছেন। ব্যাঙ্কের প্রেসিডেণ্ট মিঃ কালী পদ ভট্টাচার্য্য মিঃ সুরকে অভ্যর্থনা প্রসঙ্গে দেশে ইনভেষ্টমেণ্ট ব্যাঙ্কের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে মনোজ্ঞ বক্তৃতা করেন।

ঢাকা ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিঃ

গত ২০শে মে, মঙ্গলবার অপরাহ্নে ঢাকা ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের ডিরেক্টরগণ উক্ত ব্যাঙ্ক প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত এক প্রীতি সম্মেলনে ডাঃ মেঘনাদ সাহাকে সম্বর্দ্ধিত করেন। বিচারপতি মিঃ এস আর দাস সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সম্বর্দ্ধনার উত্তরে ডাঃ সাহা বলেন যে, যুদ্ধোত্তরকালে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মধ্যে আদান প্রদান বৃদ্ধি পাইবে এবং আন্তর্জ্জাতিক ব্যবসা-বাণিজ্য দ্রুত প্রসার লাভ করিবে। সুতরাং এই সময় দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতির ব্যাপারে ভারতীয় ব্যাঙ্কগুলির গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করিতে হইবে। তৎপর ডাঃ সাহা আমেরিকা ও অন্যান্য পাশ্চাত্য দেশসমূহের ব্যাঙ্কিং প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ভারতীয় ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের তুলনা করেন। উপসংহারে তিনি ভারতীয় ব্যাঙ্ক সমূহকে সুনির্দ্দিষ্ট ও সুপরিকল্পিত নীতি অনুসারে চলিতে বলেন। বিচারপতি মিঃ এস আর দাস, রায় বাহাদুর সত্যেন্দ্রনাথ দাস, ঢাকা ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের ম্যানেজিং ডিরেক্টর প্রভৃতি এই প্রীতি সম্মেলনে বক্তৃতা করেন ও ডাঃ সাহাকে অভিনন্দন জানান। কলিকাতা শাখার এজেণ্ট মিঃ ডি কে সাহা উপস্থিত ভদ্রমণ্ডলীকে ও ডাঃ সাহাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

গ্লোব রিসার্চ ইনষ্টিটিউট লিঃ—

গত ১৪ই মে বৈকাল ৬ ঘটিকার সময় গ্লোব রিসার্চ ইনষ্টিটিউটের ল্যাবরেটরীর বাড়ীতে, ৬-এ সনাতন শীল লেনে, এক সভার অধিবেশন হয়। মিঃ আর ঘোষ (এজেণ্ট, দি এসোসিয়েটেড ব্যাঙ্ক অব ত্রিপুরা লিঃ) সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। কোম্পানীর ম্যানেজিং ডিরেক্টর ডাঃ বি সি সেন এক বক্তৃতায় সুচারু কর্ম্মনৈপুণ্যের ও সততার সহিত ঔষধাদি প্রস্তুতের বিবরণ জানাইয়া সবাইকে তৃপ্ত করেন। সভায় অনেক পুণ্যমান্য ভদ্র মহোদয়গণের শুভাগমন হইয়াছিল এবং তাঁহাদের সকলকেই ভূরিভোজনে আপ্যায়িত করা হয়।

মেসার্স ভি আর প্যাটেল এণ্ড কোং

গত ১৪ই মে, ১০৭নং ওল্ড চীনাবাজার ষ্ট্রীটে এক বিশাল ও বিখ্যাত জনমণ্ডলীর উপস্থিতিতে কণ্ট্রাক্টার, ইনজিনীয়ার ও লেবার সাপ্লায়ার কোম্পানীর মেসার্স ভি আর প্যাটেল এণ্ড কোং'র উদ্বোধন হইয়া গিয়াছে। সিন্ধু প্রদেশের ভূতপূর্ব্ব স্বরাষ্ট্র সচিব মিঃ এম এইচ গজদার, কলিকাতার ভূতপূর্ব্ব মেয়র মিঃ আনন্দীলাল পোদ্দার, ডাঃ এস কে বসু, শেঠ যমুনা দাস, মিঃ জে সি প্যাটেল প্রভৃতি ভদ্রমহোদয়গণ অন্যান্যের সঙ্গে উক্ত উৎসবে উপস্থিত ছিলেন। মিঃ গজদার উক্ত কোম্পানীর প্রতিষ্ঠাতা মিঃ ভি আর প্যাটেলের ব্যবসায়ে কৃতিত্ব ও সততার উল্লেখ করেন এবং উক্ত কোম্পানীর উন্নতি কামনা করেন। অবশেষে মিঃ ভেলাজিভাই অতিথিবৃন্দকে ধন্যবাদ জানান।

বিভিন্ন কোম্পানীর লভ্যাংশ

দি বরপুকুরী টী কোং লিঃ—১৯৪৪ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা ১০৲ টাকা; পূর্ব্ব বৎসর প্রতি শেয়ারে শতকরা ১৫৲ টাকা লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল। এলেনবারী টী কোং লিঃ—১৯৪৪ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা ৬০৲ টাকা। পূর্ব্ব বৎসর প্রতি শেয়ারে শতকরা ৭০৲ টাকা লভ্যাংশ প্রদান করা হইয়াছিল। মানজরী টী কোং লিঃ—১৯৪৪ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা ৩৫৲ টাকা। পূর্ব্ব বৎসরও প্রতি শেয়ারে অনুরূপ

যশোহর-খুলনা ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক
লিমিটেড

হেড অফিস :—
১২নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা
টেলি { ফোন— ক্যাল্ : ২০৪৪
গ্রাম—যেশখু

শাখা :—
১৩৯বি, রসা রোড, ভবানীপুর
টেলিফোন—সাউথ ২০৪৬

চেয়ারম্যান—রায় শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষ বাহাদুর
জেনারেল ম্যানেজার—শ্রীহরেন্দ্রনাথ ঘোষ, এম, এ, বি-এল,
সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়
যশোহর, নড়াইল, খুলনা ও বাগেরহাটে শীঘ্রই শাখা খোলা হইবে।

দি কুমিল্লা ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিঃ

রেজিষ্টার্ড অফিস—৪নং, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। স্থাপিত—১৯২২

ডিপজিট	৯,৫০,০০,০০৲ টাকার উর্দ্ধে
কার্য্যকরী মূলধন	১১,০০,০০০,০০৲ টাকার উর্দ্ধে

কলিকাতা অফিস—৪নং, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, ২২৫, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট (কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট),
৯৯এ, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট (শ্যামবাজার), ১৩৯বি, রসা রোড, (ভবানীপুর)।
বাংলা, বিহার ও আসামের প্রধান প্রধান ব্যবসাকেন্দ্রে শাখা অবস্থিত।
গত ১০।৪।৪৫ ইং তারিখে বোম্বাই শাখা খোলা হইয়াছে।
লণ্ডন এজেণ্টস—বারক্লেজ ব্যাঙ্ক লিমিটেড। আমেরিকা এজেণ্টস্—গ্যারাণ্টি ট্রাষ্ট কোং অফ নিউ ইয়র্ক। অষ্ট্রেলিয়া এজেণ্টস্—ব্যাঙ্ক অফ নিউ সাউথ ওয়েলস্, সিডনি।
মিড্‌ল ইষ্ট এজেণ্টস্—বারক্লেজ ব্যাঙ্ক লিমিটেড।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—ডাঃ এস, বি, দত্ত, এম-এ, বি-এল, পি-এইচ-ডি (ইকন) লণ্ডন, বার-এ্যাট-ল

ভারতের প্রাচীনতম বীমা প্রতিষ্ঠান
বম্বে মিউচুয়াল
লাইফ এসিওরেন্স সোসাইটী লিঃ
[প্রতিষ্ঠিত — ১৮৭১ সাল]

বীমা করুন
—ঃ এই কোম্পানীর বৈশিষ্ট্য ঃ—

- কোম্পানীর সমগ্র লাভ পলিসিগ্রাহকদের মধ্যে বণ্টিত হয়।
- অতিরিক্ত প্রিমিয়াম না দিয়াও স্থায়ী অকর্ম্মণ্যতার জন্য সুযোগ-সুবিধা পাওয়া যায়।
- যৎসামান্য প্রিমিয়াম দিলে দুর্ঘটনাজনিত ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করা হয়।
- কোম্পানীর তহবিলের পরিমাণ ৩ কোটী টাকার উপর।

বিস্তৃত বিবরণের জন্য নিম্ন ঠিকানায় আবেদন করুন ঃ—

দস্তিদার এণ্ড সন্স
চীফ এজেণ্টস্

২ নং রয়েল এক্সচেঞ্জ প্লেস ঃ ঃ কলিকাতা।
ফোন ঃ—ক্যাল: ১০১৮

হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল। **দি ঘুইলিক এণ্ড মুসলিয়া কলিয়ারীস লিঃ**—১৯৪৪ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা ৯।৵০ আনা। পূর্ব্ব ছয় মাসে প্রতি শেয়ারে শতকরা ৭।৵০ আনা হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল। **রেওয়া কোল ফিল্ডস্ লিঃ**—১৯৪৪ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা ৮৸০ আনা। পূর্ব্ব ছয় মাসেও অনুরূপ হারে লভ্যাংশ প্রদান করা হইয়াছিল। **বেঙ্গল পেপার মিল কোং লিঃ**—১৯৪৪ সালের ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা ১০৲ টাকা বোনাস সহ মোট শতকরা ২২৷৷০ আনা লভ্যাংশ প্রদান করা হইয়াছিল। পূর্ব্ব ছয় মাসেও অনুরূপ হারে বোনাস ও লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল। **গঙ্গারাম টী কোং লিঃ**—১৯৪৪ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা ৩২৷৷০ আনা। পূর্ব্ব বৎসর প্রতি শেয়ারে শতকরা ৪৫৲ টাকা লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল। **কিলকট টী কোং লিঃ**—১৯৪৪ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা ৪০৲ টাকা। পূর্ব্ব বৎসর প্রতি শেয়ারে শতকরা ৫০৲ টাকা লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল। **ফাস্কোয়া টী কোং লিঃ**—১৯৪৪ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা ১০৲ টাকা। পূর্ব্ব বৎসরের প্রদত্ত লভ্যাংশের হার প্রতি শেয়ারে শতকরা ১২৷৷০ আনা। **দি ইণ্ডিয়ান গ্যালভানাইজিং কোং (১৯২৬) লিঃ**—১৯৪৪ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা ২৫৲ টাকা। পূর্ব্ব বৎসরে অনুরূপ হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল। **আসাম ম্যাচ কোং লিঃ**—১৯৪৪ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা ৭৷৷০ আনা। পূর্ব্ব বৎসরও প্রতি শেয়ারে অনুরূপ হারে লভ্যাংশ প্রদান করা হইয়াছিল। **দৌরাচেরা টী কোং লিঃ**—১৯৪৪ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা ১০৲ টাকা। পূর্ব্ব বৎসরও অনুরূপ হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল। **গিয়েল টী কোং লিঃ**—১৯৪৪ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা ১২৷৷০ আনা। পূর্ব্ব বৎসর প্রতি শেয়ারে শতকরা ১০৲ টাকা লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল।

নূতন যৌথ কোম্পানী

ইস্‌কুয়া প্রডাক্টস্ লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ অমিয় চৌধুরী। রেজিষ্টার্ড অফিস ৮৬বি, ক্লাইভ ষ্ট্রীট কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—১০ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা। বৈদ্যুতিক পাখা ইত্যাদি নির্ম্মাতা।

ইণ্ডিয়ান একাউণ্ট্যান্সি পাব্‌লিকেসান্‌স্ লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ জি বসু। রেজিষ্টার্ড অফিস—১৮, লোয়ার সার্কুলার রোড কলিকাতা। অনুমোদিত, মূলধন—এক হাজার টাকা। একাউণ্ট্যান্সি কমার্শিয়্যাল পত্রিকা সম্পাদন ও প্রকাশ করা।

ইউনিয়ান শেয়ার ডিলার্স লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ বিনয়েন্দ্রনাথ চৌধুরী। রেজিষ্টার্ড অফিস—১১৫, ক্যানিং ষ্ট্রীট কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—২০ হাজার টাকা। দালালীর ব্যবসা।

মডার্ণ ইণ্ডিয়া কমার্শিয়্যাল কর্পোরেশন লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ কালিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী। অনুমোদিত মূলধন—২০ হাজার টাকা। এজেণ্ট ও অর্ডার সাপ্লায়ার।

ন্যাশনাল প্রভিডিয়্যাল ট্রাষ্ট লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ কে পি দালাল। রেজিষ্টার্ড অফিস ১৩৫, ক্যানিং ষ্ট্রীট কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—১০ লক্ষ টাকা। ম্যানেজিং এজেণ্টস্ সেক্রেটারীস ইত্যাদি।

হিন্দুস্থান ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাষ্ট লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ জে সি বাগচী। রেজিষ্টার্ড অফিস—৩, কমার্শিয়্যাল বিল্ডিংস্, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—১ লক্ষ টাকা। বাড়ীঘর নির্ম্মাণ।

ক্যালকাটা রিটেল ইয়ার্ণ মার্চেণ্টস এসোসিয়েশন—সেক্রেটারী মিঃ বি ব্যানার্জ্জী। রেজিষ্টার্ড অফিস—৮৭, ক্রস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। সুতার খুচরা বিক্রয়ের উন্নতি সাধন।

জার্ডিন্‌স্ লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ সি ষ্টুয়ার্ট। রেজিষ্টার্ড অফিস—৪, ক্লাইভ রো, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—২ কোটি টাকা। জেনারেল মার্চেণ্ট, এজেণ্ট, কণ্ট্রাক্টার ইত্যাদি।

আর্কিটেক্টস্ এণ্ড বিল্ডার্স লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ এস কে ঘোষাল। রেজিষ্টার্ড অফিস—২৯০, টাউনশেন্ড রোড, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—১ হাজার টাকা। বাড়ীর জন্য জমীর উন্নতি সাধন।

ভারতের সুবৃহৎ প্রতিষ্ঠান—

ওরিয়েণ্ট সেফ্ এণ্ড ক্যাবিনেট ষ্টোরস

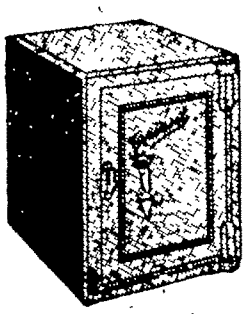

চোর ডাকাত ও আগুন হইতে যদি আপনার মূল্যবান দ্রব্যাদি রক্ষা করিতে চান তবে ওরিয়েণ্ট সেফ্, ক্যাবিনেট, ষ্ট্রংরুম ডোর, ক্যাশবাক্স ও তালা ব্যবহার করুন।

ফোন : বি, বি ৫৮৯৩

শো রুম :—১৩৩নং ক্যানিং ষ্ট্রীট (অ্যাকসন লেন সাইড), কলিকাতা।

ক্যালকাটা কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক

লিমিটেড

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার সিডিউলভুক্ত একটী উন্নতিশীল জাতীয় আর্থিক প্রতিষ্ঠান

হেড অফিস : ১৫, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ডিরেক্টরবর্গ

১।	মিঃ জে, সি, মুখার্জ্জি, বার-এট্-ল	... ভূতপূর্ব্ব চীফ একজিকিউটিভ অফিসার—কলিকাতা কর্পোরেশন, ডিরেক্টর :—আসাম বেঙ্গল সিমেণ্ট কোং লিঃ প্রভৃতি।
২।	খান বাহাদুর এম, এ, মমিন সি-আই-ই	... ডিরেক্টর :—নিউ এসিয়াটিক ইনসিওরেন্স কোং লিঃ, আর্য্যস্থান ইনসিওরেন্স কোং লিঃ প্রভৃতি।
৩।	মিঃ জি, ভি, সোয়াইকা	... প্রোপ্রাইটর :—সোয়াইকা অয়েল মিলস্, ডিরেক্টর :—দি বেঙ্গল ইন্‌সিওরেন্স এণ্ড রিয়েল প্রপারটী কোং লিঃ, ম্যানেজিং ডিরেক্টর :—সোয়াইকা কেমিকেল এণ্ড মিনারেল কোং লিঃ, সোয়াইকা ফারটিলাইজার লিঃ, সোয়াইকা ষ্ট্যাণ্ড অয়েল এণ্ড বার্ণিস্ কোং লিঃ, সোয়াইকা এক্সপোর্ট এণ্ড ইম্‌পোর্ট লিঃ, সোয়াইকা প্রপারটীজ লিঃ এবং মুর এভেনিউ প্রপারটীজ লিঃ।
৪।	মিঃ এন, সি, চন্দ্র	... ডিরেক্টর :—ন্যাশনাল ষ্টীল কর্পোরেশন লিঃ, বাসন্তী কটন মিলস্ লিঃ, মহালক্ষ্মী কটন মিলস্ লিঃ প্রভৃতি।
৫।	মিঃ বি, সি, ঘোষ	... কণ্ট্রোলার, হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ ইনসিওরেন্স সোসাইটি লিঃ।
৬।	মিঃ ডি, এন, দত্ত	... অংশীদার এল্লাস কিথ এণ্ড কোং।
৭।	মিঃ এস্, দত্ত, ম্যানেজিং ডিরেক্টর	... ডিরেক্টর :—এইচ, দত্ত এণ্ড সন্স লিঃ, রামদুর্লভপুর টী কোং লিঃ, ইণ্ডিয়া কলেক্‌টীভ ফার্ম্মস্ লিঃ প্রভৃতি।

জেনারেল ম্যানেজার—**মিঃ জে, এন, সেন,** বি, এ, এফ্-আর-ই-এস্, (লণ্ডন)।

বাজারের হালচাল

টাকা ও বিনিময়

কলিকাতা ২৫শে মে:—আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার টাকার বাজারে উল্লেখযোগ্য কোনই পরিবর্ত্তন লক্ষিত হয় নাই। ব্যাঙ্ক সমূহের মধ্যেও চাহিবামাত্র ঋণের সুদের হার অপরিবর্ত্তিত আছে যথা—কলিকাতার বাজারে শতকরা ॥০ আনা ও বোম্বাইয়ে শতকরা ।০ আনা, বিনিময়ের বাজারেও কোন উঠা-নামা হয় নাই।

ট্রেজারী বিলের প্রতি বাজারে গতানুগতিক আগ্রহ ছাড়া বিশেষ কিছু আলোচ্য সপ্তাহে প্রকাশ পায় নাই; যদিও মোট আহূত ট্রেজারী বিলের পরিমাণ মাত্র দুই কোটি টাকা হইয়াছিল, তথাপি গৃহীত আবেদনের গড়পড়তা সুদের হার হ্রাস পাইয়া শতকরা বার্ষিক ।৶০ আনা ধার্য্য হইয়াছে। গত ২২শে মে ভারত সরকার কর্ত্তৃক আহূত তিন মাসের মেয়াদী ২ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের জন্য মোট ৫ কোটি ৪১ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকার টেণ্ডার দেওয়া হইয়াছিল। উহার মধ্যে ৯৯৸৶৬ পাই মূল্যের সমুদয় আবেদন ও ৯৯৸৶০ পাই মূল্যের আবেদনের আনুমানিক শতকরা ৭৬ ভাগ গৃহীত হইয়াছে। নিম্নতর মূল্যের আবেদনসমূহ অগ্রাহ্য হইয়াছে। মোট গৃহীত ২ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের গড়পড়তা সুদের হার শতকরা বার্ষিক ।৶০ আনা ধার্য্য হইয়াছে। পূর্ব্ব সপ্তাহের গড়পড়তা সুদের হার ছিল শতকরা বার্ষিক ।৶৫ পাই।

আগামী ২৯শে মে, মঙ্গলবার বেলা ১১টা পর্য্যন্ত বোম্বাইয়ে এবং ২৮শে মে কাজকর্ম্ম বন্ধ না হওয়া পর্য্যন্ত অন্যান্য কেন্দ্রে ভারত সরকার কর্ত্তৃক তিন মাসের মেয়াদী ২ কোটী টাকার ট্রেজারী বিলের টেণ্ডার আহ্বান করা হইয়াছে। যাহাদের আবেদন গৃহীত হইবে তাহাদিগকে আগামী ১লা জুন শুক্রবার টাকা জমা দিতে হইবে। অন্যান্য সর্ত্তাদি পূর্ব্ববৎ।

গত ১৮ই মে যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে উহাতে ভারত সরকার কর্ত্তৃক রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ইস্যু বিভাগের সপক্ষে মোট ২ কোটী ১০ লক্ষ টাকার ট্রেজারী বিল বিক্রীত হইয়াছে।

বিনিময় বাজারে আলোচ্য সপ্তাহে নিম্নরূপ হার বলবৎ ছিল:—

টেলিঃ হুণ্ডি (প্রতি টাকায়)	১ শিঃ ৫৵৳ পেঃ
ঐ দর্শনী („)	„ „
ডি এ তিন মাস („)	১ শিঃ ৬৵৲ পেঃ
ডি এ চার মাস („)	১ শিঃ ৫৵৲ পেঃ
ডলার (প্রতি শত)	৩৩২৸০ আনা

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হিসাব:—রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গত ১১ই মে'র হিসাব হইতে দেখা যায় যে, ঐ তারিখে ভারতে চলতি নোটের পরিমাণ ছিল ১১২৫ কোটী ২ লক্ষ ৭২ হাজার টাকা। এক সপ্তাহ পূর্ব্বে পূর্ব্বোক্ত নোটের পরিমাণ ছিল ১১১৫ কোটি ৭৮ লক্ষ ৭৯ হাজার টাকা। গত ১১ই মে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্ক সমূহের চলতি ও স্থায়ী আমানতের পরিমাণ যথাক্রমে ৬০৭ কোটী ৮৯ লক্ষ ৯৯ হাজার টাকা ও ২২৮ কোটি ৮৪ লক্ষ ৯৭ হাজার টাকা ছিল।

কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার বাজারে তেজীভাব বিদ্যমান থাকে এবং বাজারে উল্লেখযোগ্য কর্ম্মচাঞ্চল্য পরিলক্ষিত হয়। মিত্রশক্তির বিরুদ্ধে জাপান শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত যুদ্ধ করিবে, কলিকাতার শেয়ার বাজারে এই মনোভাব সঞ্চারিত হওয়ার ফলেই আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার বাজারে উন্নতির ভাব পরিলক্ষিত হওয়ার প্রধানতম কারণ। জাপান মিত্রশক্তিবর্গের নিকট শান্তি প্রস্তাব করিয়াছে, এই মর্ম্মে এক সংবাদ প্রকাশিত হওয়ার ফলেই গত সপ্তাহের শেষভাগে কলিকাতার শেয়ার বাজারে মন্দাভাব পরিস্ফুট হইয়া উঠে। আলোচ্য সপ্তাহে তাহা সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত হয়। তবে আলোচ্য সপ্তাহের প্রথমভাগে বৃটিশ মন্ত্রিসভার অদল বদলের সম্ভাবনার জন্য জনসাধারণের মধ্যে সামান্য উদ্বিগ্নভাব সঞ্চারিত হইলেও, অল্প সময়ের মধ্যেই কলিকাতার শেয়ার বাজারের ক্রেতা-বিক্রেতাগণের সেই অস্থির মনোভাব প্রায় দূর হয় এবং শেয়ার সমূহের উন্নতির ভাব অব্যাহত থাকে। আলোচ্য সপ্তাহে চটকল এবং কয়লার শেয়ার সমূহেরই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বিকিকিনি হয়।

কোম্পানীর কাগজ—আলোচ্য সপ্তাহে কোম্পানীর কাগজ ও ঋণপত্রসমূহের অবস্থা প্রায় অপরিবর্ত্তিত থাকিলেও, বিকিকিনি অনেকটা বৃদ্ধি পায় এবং গত সপ্তাহের তুলনায় মূল্যের দিক হইতে সামান্য উন্নতিই দেখা যায়। আলোচ্য সপ্তাহে শতকরা ৩৲ টাকা সুদের কোম্পানীর কাগজ (সর্ব্বোচ্চ) ৯০৸৶০ আনা পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল। শতকরা ৩॥০ টাকা সুদের কোম্পানীর কাগজ ১০০॥৶০ আনা পর্য্যন্ত আলোচ্য সপ্তাহে হস্তান্তরিত হইয়াছে। মেয়াদী ঋণপত্রসমূহের মধ্যে ৩৲ টাকা সুদের ঋণপত্র (১৯৬৩-৬৫) ৯৯৲১০ পর্য্যন্ত বিকিকিনি হইয়াছে। আলোচ্য সপ্তাহে প্রাদেশিক ঋণপত্র সমূহের কোন বিকিকিনি হয় নাই।

কাপড়ের কল—আলোচ্য সপ্তাহে কাপড়ের কলের শেয়ার সমূহের চাহিদা গত সপ্তাহের তুলনায় অনেকটা সীমাবদ্ধ হয়, তবে মূল্যের দিক দিয়া গত সপ্তাহের তুলনায় সামান্য উন্নতির ভাবই পরিলক্ষিত হয়। নিউ ভিক্টোরিয়া ৭।৶০ আনা, কানপুর টেক্সটাইল ১২।৶০ আনা, এলগিন ৬৪।০ আনা, বঙ্গশ্রী ১৪॥০ আনা, বঙ্গেশ্বরী ৭৲ টাকা পর্য্যন্ত আলোচ্য সপ্তাহে হস্তান্তরিত হইয়াছে।

কয়লার খনি—আলোচ্য সপ্তাহেও কলিকাতার শেয়ার বাজারে কয়লা খনির শেয়ার সমূহই আকর্ষণের বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। বরাকর ৪১।৶০ আনা, তালচের ১১॥৶০ আনা, রাণীগঞ্জ ৫৪৶০ আনা, ইকুইটেবল ৬৭॥০ আনা, সাউথ করণপুরা ৩০৸৶০ আনা, ডুলনবরারি ৩২৲ টাকা, নিউ চুরুলিয়া ১২৲ টাকা পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল।

ক্যালকাটা সিটি ব্যাঙ্ক
—লিমিটেড—
ক্লিয়ারিংয়ের যাবতীয় সুবিধাযুক্ত
হেড অফিস—১০২বি, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
ফোন: কলিঃ ৩৪৪৭
—শাখাসমূহ—
বড়বাজার, বেলেঘাটা, শ্যামবাজার, আরামবাগ, চাঁপাডাঙ্গা, মিরকাদিম, নারায়ণগঞ্জ, দীঘিরপাড়, লাহেরিয়াসরাই, ভাগলপুর, নাথনগর, দ্বারভাঙ্গা, রায়পুর (সি-পি), পাটনা, ভিজিয়ানাগ্রাম, বোলাদীর ও কাটাবঞ্জী (পাটনা ষ্টেট)।
পাটনা সিটি ব্রাঞ্চ
২১শে এপ্রিল খোলা হইয়াছে।
CALCUTTA CITY BANK LIMITED
ম্যাঃ ডিরেক্টর—এইচ সি পাল, এম-এ, বি-এল

ইষ্ট ইণ্ডিয়া
কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ
ফোন: ক্যাল ৫৪৯
হেড অফিস—৭ সোয়ালো লেন কলিকাতা
—শাখা—
শ্যামবাজার, কলেজ ষ্ট্রীট, হাটখোলা, বালীগঞ্জ, চরমুগুরিয়া, ফরিদপুর, ঝাড়গ্রাম, ইছাপুর, কুষ্টিয়া, সাতক্ষীরা, সারদিয়া, মেদিনীপুর, খড়্গপুর, গিডনি, দিনাজপুর, কুমারখালী, রাজবাড়ী, ধুবড়ী, শ্রীহট্ট, তেজপুর, নবগঞ্জ, গৌহাটী, বড়পেটা, বেনারস, দেওঘর, ঘাটশীলা, কটক
সকল প্রকার শেয়ারের কার্য্য, বিল অফ এক্সচেঞ্জ প্রভৃতি ক্রয়, আদায়াদি এবং সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।
ম্যানেজিং ডিরেক্টর—জে সি চক্রবর্ত্তী

দি ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ
বিক্রীত মূলধন ... ৪ কোটি
আদায়ীকৃত মূলধন ২ কোটি
বোর্ড অফ ডাইরেক্টরস্
মিঃ জি, ডি, বিড়লা, (চেয়ারম্যান)
মিঃ এম, এ, ইস্পাহানী (ভাইস চেয়ারম্যান)
মিঃ রমণলাল জি, সরাইয়া (ভাইস চেয়ারম্যান)
সার আদমজী হাজি দায়ুদ, কে, টি
মিঃ বৈজনাথ জালান
মিঃ ঈশ্বরীপ্রসাদ গোয়েঙ্কা
মিঃ অনন্তচরণ লাহা
মিঃ মহাদেওলাল দহনুকার
মিঃ নবীনচন্দ্র মকতলাল
মিঃ মদনমোহন আর, রুইয়া
মিঃ মতিলাল তাপুরিয়া
শাখা ও পে অফিসসমূহ ভারতের সর্ব্বত্র।
ফরেন এজেন্টস:
দি ন্যাশনাল সিটি ব্যাঙ্ক অব নিউইয়র্ক এবং
দি রয়েল ব্যাঙ্ক অব কানাডা
জেনারেল ম্যানেজার—মিঃ বি, টি, ঠাকুর
হেড অফিস:
২ রয়েল এক্সচেঞ্জ প্লেস, কলিকাতা
কলিকাতা মেন:
ও, এইচ, ঘিওয়ালা, ম্যানেজার
বড়বাজার:
জে, পি, সেনগুপ্ত, ম্যানেজার
কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট:
বি, কে, মিত্র, ম্যানেজার
ভবানীপুর:
এম, এম, ব্যানার্জ্জী, ম্যানেজার

চটকল—আলোচ্য সপ্তাহেও চটকল সমূহের অধিকাংশ জনপ্রিয় সেয়ারের চাহিদা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মূল্যের দিক হইতে উন্নতির ভাব পরিস্ফুট হইয়া উঠে। আলোচ্য সপ্তাহে অকল্যাণ্ড ৩৪৬৲ টাকা, এ্যাংলো ইণ্ডিয়া ৪৭৬৷৹ আনা, কামারহাটি ৭২৫৲ টাকা, নদীয়া ১৩৩৲ টাকা, প্রেসিডেন্সী ১২৷৵ আনা হাওড়া ৯৪৷৹ আনা, বজবজ ৫৩৬৲ টাকা এবং এলায়েন্স ৬৫১৲ টাকা পর্য্যন্ত উঠিয়া ছিল।

চিনির কল—আলোচ্য সপ্তাহে এই বিভাগের অধিকাংশ সেয়ারের মূল্যে গত সপ্তাহের তুলনায় প্রায় স্থিরভাবই পরিলক্ষিত হইলেও বিকিকিনি গত সপ্তাহের তুলনায় অনেকটা সীমাবদ্ধ হয়। বেলসুন্দ ১৪৵০ আনা, চম্পারণ ৩৬৸০ আনা, কেরু এণ্ড কোং লিঃ ২৭৲ টাকা পর্য্যন্ত আলোচ্য সপ্তাহে হস্তান্তরিত হইয়াছে।

চা বাগান—আলোচ্য সপ্তাহে এই বিভাগের অধিকাংশ জনপ্রিয় শেয়ারের বিকিকিনি এক রকম বন্ধ থাকে এবং মূল্যের দিক হইতে এই বিভাগের শেয়ার সমূহের তেমন কোন উল্লেখযোগ্য নূতন পরিস্থিতির উদ্ভব হয় নাই। ইষ্ট ইণ্ডিয়া ১৭৵০ আনা, রাইডক ১০০৷০ আনা পর্য্যন্ত আলোচ্য সপ্তাহে হস্তান্তরিত হইয়াছে।

ইঞ্জিনিয়ারিং—আলোচ্য সপ্তাহে এই বিভাগের অধিকাংশ সেয়ার সমূহেরই চাহিদা সীমাবদ্ধ হয় এবং মূল্যের দিক হইতেও গত সপ্তাহের তুলনায় সামান্য অবনতির ভাব পরিস্ফুট হইয়া উঠে। ইণ্ডিয়ান আয়রণ ৪০৷৵ আনা, ষ্টিল কর্পোরেশন ৩৩৵০ আনা, কুমারধুবি ১০৷৵০ আনা জেসপ ২৪৵০ আনা, মার্শালস্ ৫৷৵০ আনা, ন্যাশনাল আয়রণ ১১৷০ আনা এবং আর্থার বাটলার ২৫৸০ আনা পর্য্যন্ত আলোচ্য সপ্তাহে বিকিকিনি হইয়াছে।

পাটের বাজার

কলিকাতা, ২৫শে মে—আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার পাটের বাজারে আবার মন্দা পরিলক্ষিত হয়। মজুর ও কয়লার অভাব থাকায় এবং পাটজাত দ্রব্যের বিশেষ চাহিদা না থাকায় কলওয়ালাগণও পাট ক্রয়ে বিশেষ আগ্রহ দেখাইতেছে না। ইহা ছাড়া তাহাদের হাতেও প্রচুর পাট মজুত রহিয়াছে। সুতরাং পাটের চাহিদা কম হওয়ার দরুণ উন্নতি লক্ষিত হয় নাই। অদূর ভবিষ্যতে আভ্যন্তরীণ যানবাহন ব্যবস্থার উন্নতির ফলেই কয়লা ইত্যাদির যোগান বৃদ্ধি পাইতে পারে, এই হিসাবে কলওয়ালাগণের বর্ত্তমান মনোভাবের পিছনে বিশেষ যুক্তি নাই। কিন্তু নূতন ফসলের সন্তোষজনক খবর পাওয়া যাইতেছে বলিয়াও কলওয়ালাগণ বর্ত্তমানে পাটক্রয়ে অনিচ্ছা প্রকাশ করিতেছে। যাহা হৌক, আগামী কয়েক মাসেই নূতন পাটের অবস্থার দরুণ কলওয়ালাগণের ঠিক মনোভাব বুঝা যাইবে এবং পাটের বাজারে একটা শৃঙ্খলা দেখা যাইবে আশা করা যায়। সাম্প্রতিক ঝড়বৃষ্টিতে পাট চাষের পক্ষে বিশেষ সুবিধা হইয়াছে এবং মফঃস্বলের খবরে জানা যায় যে, বর্ত্তমান বৎসর পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা চাষ কম হয় নাই, এমন কি কোন কোন জেলায় বর্ত্তমান বৎসর গত বৎসর অপেক্ষা বেশী চাষ হইয়াছে। মনে হয় এ বৎসর গত বৎসর অপেক্ষা ৫।১০ লক্ষ বেল বেশী পাট উৎপন্ন হইবে।

পাটজাত দ্রব্যের বাজারে আলোচ্য সপ্তাহে কোন উল্লেখযোগ্য পরিণতি লক্ষিত হয় নাই। বাহিরের চাহিদা অকিঞ্চিৎকর। কলওয়ালাগণ ভবিষ্যৎ চাহিদার জন্য অপেক্ষা করিতেছে। সরকারী চাহিদার কিঞ্চিৎ বৃদ্ধির ফলে পাটজাত দ্রব্যের বাজারে সামান্য উন্নতি দেখা গিয়াছে।

আলগা পাটের বাজারে বিশেষ কারবার হয় নাই। নূতন পাটের সুপারফাইণ্ড জাত মিডল ও বটম শ্রেণী যথাক্রমে ১৫৷০ আনা ও ১২৷০ আনা মণ দরে বিক্রীত হইয়াছে। তোষা শ্রেণীর পাটও অনুরূপ দরে বিক্রীত হইয়াছে। পুরাতন পাটের ক্রেতার খুবই অভাব লক্ষিত হয়।

পাকা বেল বিভাগে আউটপোর্ট ডেইলী শ্রেণীর মাল ৭৭৲ টাকা বেল দরে সামান্য বিক্রীত হয়; ইহা ছাড়া অন্যান্য শ্রেণীর মাল রপ্তানী হয় নাই। মিলসমূহ পুনরায় এন সি ও এম সি কাটিং যথাক্রমে ৪৩৲ টাকা ও ৪২৲ টাকা বেল হিসাবে ক্রয় করিয়াছে।

তুলা ও কাপড়

কলিকাতা, ২৫শে মে—আলোচ্য সপ্তাহে বোম্বাইয়ের তুলার বাজারে গত সপ্তাহের তুলনায় সাধারণভাবে মোটামুটি অবনতির ভাবই পরিলক্ষিত হয়। সপ্তাহের প্রথমভাগে এবং মধ্যভাগে বোম্বাইয়ের তুলার দর উঠা নামা করিলেও, আলোচ্য সপ্তাহের শেষভাগে বোম্বাইয়ের তুলার বাজারের বিক্রেতাগণের মধ্যে আন্তর্জ্জাতিক পরিস্থিতির ফলে অস্থিরতা দেখা দেয় এবং বোম্বাইয়ের তুলার দরে অবনতির ভাব পরিস্ফুট হইয়া উঠে। গত শুক্রবার বোম্বাইয়ের তুলার বাজারে মে মাসে ডেলিভারি দেওয়ার সর্ত্তের ঝরিলা তুলার দর

হয়তো শুনে থাকবেন

যে আমাদের তৈরী রবার ষ্ট্যাম্প ছাপার অক্ষরের মতো নিখুঁত ও সুন্দর। কিন্তু শোনা কথায় বিশ্বাস নাও হতে পারে। সেইজন্যই বলছি, কয়েকটা রবার ষ্ট্যাম্প আমাদের কাছ থেকে তৈরী করিয়ে দেখুন কথাটার পিছনে কোনও সত্য আছে কি না। এ-ছাড়া অফিসের কাজের ছুটি অতি প্রয়োজনীয় বস্তু—ডেটার্স ও নিউমারেটার্স—আমাদের নিজ কারখানায় সুযোগ্য তত্ত্বাবধানে তৈরী হয়ে থাকে। অফিস মালিকের অনেকে এ-দুটি ব্যবহার করে সুখ্যাতি করেছেন। আপনার প্রয়োজন থাকলে আজই লিখুন।

ন্যাশনাল রবার প্রোডাক্টস্

ম্যানেজিং এজেন্টস্: রয়কো,
১-৩এ, বিডন রো, কলিকাতা।

ক্যালকাটা ন্যাশনাল

ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস:—
ক্যালকাটা ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক বিল্ডিংস্
মিশন রো, কলিকাতা।

শাখা অফিস:

কলিকাতা	দিল্লী	বম্বে
বড়বাজার	সদরবাজার (দিল্লী)	কলবাদেবী
ক্যানিং ষ্ট্রীট		গ্রাণ্ডহাষ্ট রোড (বম্বে)
শ্যামবাজার	আগ্রা	
ভবানীপুর	মীরাট	আমেদাবাদ
বালীগঞ্জ	বেনারস	মসকটিবাজার (আমেদাবাদ)
ঢাকা	এলাহাবাদ	
নারায়ণগঞ্জ	কাটরা (এলাহাবাদ)	করাচী
ময়মনসিংহ		আজমীর
চট্টগ্রাম	লক্ষ্ণৌ	রায়পুর
কটক	আমিনাবাদ (লক্ষ্ণৌ)	নাগপুর
পাটনা		ইটওয়ারী (নাগপুর)
গয়া	কাণপুর	
মজঃফরপুর	মেষ্টন রোড (কাণপুর)	জব্বলপুর
বেরিলী		জব্বলপুর ক্যাণ্ট
বাজাজ	অমরাবতী	অমৃতসর
		লাহোর

লণ্ডন এজেন্টস্—
মিডল্যাণ্ড ব্যাঙ্ক লিঃ

পোষ্ট বক্স ঃ৫৪৯ টেলিগ্রাম ঃ "ব্যাঙ্কিনেন"

নিউ ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক লিঃ

১৪, হেয়ার ষ্ট্রীট ঃঃ কলিকাতা।

— শাখাসমূহ —

রাঁচি, বিহার শরীফ, পুরুলিয়া, লোহারডাগা,
হাজারিবাগ, ভাগলপুর।

পাটনা শাখা শীঘ্রই খোলা হইবে।

— বোর্ড অব ডিরেক্টরস্ —

মিঃ ডি, দত্ত চৌধুরী, এম-এ, বার-এট্-ল।
খানবাহাদুর এস, এম, আমেদ
বি-এ, এল-এল-বি, এম-এল-এ, এডভোকেট।
মিঃ রামনারায়ণ লাল জশোয়াল
ব্যাঙ্কার এবং মার্চ্চেণ্ট।
মিঃ এস, জালান
মার্চ্চেণ্ট এবং মিলিটারী কন্ট্রাক্টার।
মিঃ বিমল কৃষ্ণ ঘোষ
ব্যাঙ্কার এবং হার্ডওয়ার মার্চ্চেণ্ট।
মিঃ সি, গুহ, বি-এ,
মার্চ্চেণ্ট ও কয়লার খনির স্বত্বাধিকারী।
মিঃ এল, চক্রবর্ত্তী, এম-এ, আর-এ
রেজিষ্টার্ড একাউণ্টেণ্ট।
মিঃ এফ, এ, শা, ম্যানেজিং পার্টনার
মেসার্স এফ, এ, নুর হোসেন এণ্ড সন্স।

জেনারেল ম্যানেজার
মিঃ এস, আর, মুখার্জ্জি, বি-এ

ছিল ৪০০৲ টাকা। অদ্য শুক্রবার তাহা ৩৯৮৲ টাকা দাঁড়াইয়াছে। গত শুক্রবার জুলাই মাসে ডেলিভারি দেওয়ার ঝরিলা তুলার দর ছিল ৪১৫৲ টাকা। অদ্য শুক্রবার তাহা ৪১২৲ টাকা দাঁড়াইয়াছে। গত শুক্রবার সেপ্টেম্বর মাসে ডেলিভারি দেওয়ার সর্ত্তের ঝরিলা তুলার দর ছিল ৪২৯৲ টাকা। অদ্য শুক্রবার তাহা ৪২৫৲ টাকা দাঁড়াইয়াছে।

কাপড়—আলোচ্য সপ্তাহেও কলিকাতার কাপড়ের বাজারের অবস্থা দেখিয়া মনে হয় যে, কলিকাতার কাপড়ের বাজার হইতে মিলের ধুতি, শাড়ী প্রভৃতির বিকিকিনি যেন বন্ধ হইয়াই গিয়াছে। অবশ্য সাময়িক বস্ত্রবরাদ্দ ব্যবস্থানুযায়ী কলিকাতায় বণ্টনের জন্য ২২৫টি মনোনীত কাপড়ের দোকান মারফৎ গত এই মে হইতে ২ হাজার গাঁইট বস্ত্রবণ্টন ব্যবস্থা কার্য্যকরী হইয়াছে। কিন্তু উহা চাহিদার তুলনায় একান্ত অকিঞ্চিৎকর। প্রকাশ্য বাজারে তাঁতের ধুতি, শাড়ী প্রভৃতি বিক্রয় হইতেছে বটে, কিন্তু তাঁতের ধুতি, শাড়ী প্রভৃতির মূল্য এত অধিক যে, অধিক সংখ্যক লোকেরই তাহা নাগালের বাহিরে। গত ২৪শে মে বেঙ্গল চেম্বার অব কমার্স ভবনে আহূত এক সভায় এনফোর্সমেণ্ট এণ্ড পাবলিক রিলেশান্স বিভাগের ডিরেক্টর জেনারেল মিঃ পি, জে, গ্রিফিৎস ঘোষণা করেন যে, অতি শীঘ্রই কলিকাতায় পুনরায় বস্ত্র বরাদ্দ ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হইবে।

সোনা ও রূপা

কলিকাতা, ২৫শে মে—গত সপ্তাহের তুলনায় আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতা ও বোম্বাইয়ের বাজারে সোণার দরে তেমন কোন উল্লেখযোগ্য নূতন পরিস্থিতির উদ্ভব হয় নাই। তবে গত সপ্তাহের তুলনায় সোণার দরে আলোচ্য সপ্তাহে সাধারণভাবে মোটামুটি স্থিরভাব পরিলক্ষিত হইলেও, আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতা ও বোম্বাইয়ের বাজারে সোণার দরে সামান্য অবনতির ভাবই দেখা যায়। গত শুক্রবার রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ৩৫ হাজার তোলা সোণা প্রতিভরি ৭৫৷৵০ আনা দরে বিক্রয় করিয়াছিলেন। আলোচ্য সপ্তাহে, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক সোমবার ৩২ হাজার তোলা সোণা প্রতিভরি ৭৬৵০ আনা দরে; মঙ্গলবার ৩৫ হাজার তোলা সোণা প্রতিভরি ৭৫৷৹ আনা দরে, বুধবার ৩৫ হাজার তোলা সোণা প্রতিভরি ৭৫৷৵০ আনা দরে, বৃহস্পতিবার ৩৫ হাজার তোলা সোণা প্রতিভরি ৭৫৷৵০ আনা দরে এবং অদ্য শুক্রবার ৩৫ হাজার তোলা সোণা প্রতিভরি ৭৫৷৵০ আনা দরে বিক্রয় করিয়াছেন। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক গত সপ্তাহের তুলনায় আলোচ্য সপ্তাহে (গড়পড়তায়) সোণার দর সামান্য হ্রাস করার ফলেই, আলোচ্য সপ্তাহে সোণার দরের অবনতি ভাবের কারণ। গত সপ্তাহে কলিকাতা ও বোম্বাইয়ের বাজারে প্রতিভরি সোণার দর ছিল ৭৬৵০ আনা ও ৭৬৵০ আনা। অদ্য তাহা যথাক্রমে ৭৬৵০ আনা ও ৭৫৷০ আনা দাঁড়াইয়াছে। কলিকাতা ও বোম্বাইয়ের বাজারে প্রতিশুণ্ড পিণি বর্ত্তমানে যথাক্রমে ৫০৷৹ আনা ও ৫০৷০ আনা দরে বিক্রয় হইতেছে।

রূপা—গত সপ্তাহের তুলনায় আলোচ্য সপ্তাহেও কলিকাতা ও বোম্বাইয়ের বাজারে রূপার দরে উন্নতির ভাব পরিস্ফুট হইয়া উঠে। গত শুক্রবার রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ১৫০ বার রূপা প্রতি ১০০ ভরি ১২৮৷৹ আনা দরে বিক্রয়

টাকা খাটাইবার জন্য নির্ভরযোগ্য জাতীয় প্রতিষ্ঠান

বেঙ্গল মেট্রোপলিটন

ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস—৩, মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড, কলিকাতা।

শাখা ঃ—কৃষ্ণনগর, নবদ্বীপ, বড়বাজার (কলিকাতা)।

মিরকাদিম, ঢাকা, ইছাপুর, বহরমপুর (বেঙ্গল) ও দক্ষিণ কলিকাতা শাখা শীঘ্রই খোলা হইতেছে।

সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়

জেনারেল ম্যানেজার এম, সি, বাড়রী

ম্যানেজিং ডিরেক্টর এন, এন, দাসগুপ্ত এম-এ কম, বি, এল।

বেঙ্গল সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস ঃ—৮৬, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

আদায়ীকৃত মূলধন ও রিজার্ভ ফাণ্ড ইত্যাদি ঃ— পঞ্চাশ লক্ষ টাকার উপর

গভর্ণমেণ্ট পেপার ও অন্যান্য সিকিউরিটিসমূহের ঃ— বাজার দর চার কোটি সাড়ে সাঁইত্রিস লক্ষ টাকার উপর

ম্যানেজিং ডিরেক্টর ঃ—মিঃ জে সি দাশ

কুচবরণ কন্যা, মেঘবরণ চুলে

…তেপান্তরের মাঠ, কূল নাই, কিনারা
নাই, যতদূর চক্ষু যায় শুধুমাঠ ধূ ধূ করে;
রাজপুত্রের পক্ষীরাজ ঘোড়া ছুটে তীরের মত
মাঠের ওপারে রাজবাড়ীর দিকে যেখানে মণিময়
রাজপ্রাসাদের মণিকোঠায় রাজকন্যা "মধুমালা" ঘুমে
অচেতন; সেই যে কন্যা—"কুচ বরণ কন্যা তার
মেঘ বরণ চুল" কেশের এ গৌরব কাহিনী এ
দেশের রূপকথায় গীতিকাব্যে সমাজ-ধর্ম্মে
বিজড়িত, 'হিমকল্যাণ' আপনার
কেশেরও সে গৌরব বাড়িয়ে তুলবে

ভেষজ বিশারদ নগেন্দ্রনাথ শাস্ত্রীর

হিমকল্যাণ

মহোপকারী আয়ুর্ব্বেদীয় কেশতৈল

হিমকল্যাণ ওয়ার্কস • কলিকাতা

UPCO

অক্ষয় কুমার লাহা

ব্যাঙ্কার্স

৪৭, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

করিয়াছিলেন। গত সপ্তাহের তুলনায় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের রূপার দর বৃদ্ধি করাই আলোচ্য সপ্তাহে রূপার দরে উন্নতি ভাবের কারণ। গত সপ্তাহে কলিকাতা ও বোম্বাইয়ের বাজারে প্রতি ১০০ ভরি রূপার দর ছিল যথাক্রমে ১৩১৷৹ আনা ও ১২৯৸৹ আনা, অন্ত তাহা যথাক্রমে ১৩৪৷৹ আনা ও ১৩১৷৵৹ আনা দাঁড়াইয়াছে। আলোচ্য সপ্তাহে, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক সোমবার ১৬৫ বার রূপা প্রতি ১০০ ভরি ১৩০৸৵৹ আনা দরে, মঙ্গলবার ১৫০ বার রূপা প্রতি ১০০ ভরি ১৩০৷৹ আনা দরে, বুধবার ১৫০ বার রূপা প্রতি ১০০ ভরি ১৩০৷৵৹ আনা দরে, বৃহস্পতিবার ১৫০ রূপা ১৩১৷৵৹ আনা দরে এবং অন্ত শুক্রবার ১৫০ বার রূপা ১৩১৷৵৹ আনা দরে বিক্রয় করিয়াছেন।

কলিকাতার বাজারের অস্বাস্থ্যকর অবস্থা—প্রকাশ, কলিকাতর প্রাইভেট বাজারগুলির অস্বাস্থ্যকর অবস্থার জন্ম কলিকাতা কর্পোরেশনের হেলথ অফিসার ঐ সমস্ত বাজারের উন্নতি না করা হইলে প্রাইভেট বাজারের লাইসেন্স নূতন করিয়া লইতে হইবে বলিয়া সুপারিশ করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। কোন্ কোন্ বিষয়ের উন্নতি করিতে হইবে হেলথ অফিসার নাকি তাহা নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন। এই সম্পর্কে আরও প্রকাশ, হেলথ অফিসার উপযুক্ত পানীয় জলের ব্যবস্থা, যথেষ্ট সংখ্যক পায়খানা ও প্রস্রাবাগার এবং বাজারের যাবতীয় আবর্জ্জনা আচ্ছাদিত স্থানে রাখিবার সুপারিশ করিয়াছেন। পায়খানা অথবা প্রস্রাবাগারের পথের মধ্যে কোন খাদ্য দ্রব্য আচ্ছাদন না দিয়া রাখা চলিবে না বলিয়াও হেলথ অফিসার নাকি নির্দ্দেশ দিয়াছেন।

প্রসাধন দ্রব্যাদির মূল্য হ্রাস—প্রকাশ, ১৯৪৫ সালের ১লা জুলাই হইতে ভারতে প্রসাধন দ্রব্যাদির মূল্য হ্রাস হইবে। সম্প্রতি বোম্বাই-এ ভারত গবর্ণমেণ্টের অসামরিক সরবরাহ বিভাগের কণ্ট্রোলার জেনারেল কর্ত্তৃক আহূত প্রসাধন সম্পর্কিত প্যানেলের এক সভায় ঐ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ঐ সকল দ্রব্যাদির সরবরাহ বৃদ্ধি হওয়ায় নাকি ঐ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইয়াছে। এই সম্পর্কে আরও প্রকাশ, প্রসাধন দ্রব্যাদির লাভের পরিমাণ হ্রাস করিয়া শতকরা ৭০৲ টাকা হইতে ৫০৲ টাকা করা হইবে, প্রসাধনের সরঞ্জাম প্রভৃতির লাভের পরিমাণ শতকরা ৫০৲ টাকা হইতে ৪০৲ টাকা এবং যে সকল সেণ্টে স্পিরিট আছে তাহার লাভের পরিমাণ শতকরা ১৫০৲ টাকা হইতে ১০০৲ টাকা করা হইবে। উক্ত ব্যবস্থানুযায়ী শীঘ্রই নূতন মূল্য তালিকা প্রকাশ করা হইবে বলিয়াও জানা গিয়াছে।

দিল্লীতে বস্ত্র রেশনিং ব্যবস্থা—নয়া দিল্লীর সাম্প্রতিক সংবাদে প্রকাশ, রেশনিং কণ্ট্রোলার মিঃ আর কে রামধ্যানী সমবেত সাংবাদিকদের নিকট বলেন যে, দিল্লীতে বস্ত্রবরাদ্দের জন্য যে পরিকল্পনা করা হইয়াছে তাহাতে প্রতি বছর জন প্রতি ২৪ গজ কাপড় বরাদ্দের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এই সম্পর্কে আরও প্রকাশ, যাহারা আয়কর, ভাড়া বা ভূমি রাজস্ব দিয়া থাকেন, তাঁহাদের নাকি মিহি কাপড় দেওয়া হইবে। আট বছরের উর্দ্ধ বয়স্ক সকলেই পুরা বরাদ্দ পাইবে। নারীদের জন্য কোন বিশেষ কোটা নাকি দেওয়া হইবে না। তাঁতের কাপড়, বিদেশী কাপড়, রুমাল, গামছা, পর্দা, এবং অপরাপর তৈয়ারী জামা প্রভৃতি রেশনিং ব্যবস্থার অধীন হইবে না এবং পশমী বস্ত্রও ইহার আওতায় পড়িবে না বলিয়া জানা গিয়াছে।

অদৃশ্য বস্তুর পরিমাপ—গ্লোবের নিউইয়র্কের সংবাদদাতা জানাইয়াছেন যে, জেনারেল ইলেকট্রিক ল্যাবরেটরিসের সহিত সংশ্লিষ্ট একজন মহিলা বৈজ্ঞানিক এক রুলার তৈয়ারী করিয়াছেন। ইহার সাহায্যে নাকি এক ইঞ্চির দুই কোটির এক ভাগ পর্য্যন্ত মাপা যায়। উক্ত মহিলা বৈজ্ঞানিক এই আবিষ্কারের জন্য ২৫ শত ডলার পুরস্কার পাইয়াছেন। উক্ত সংবাদদাতা আরও জানাইয়াছেন যে, একখণ্ড কাঁচের উপর অতি সূক্ষ্মভাবে তরল পদার্থের দাগ দিয়া এই রুলার তৈয়ারী হইয়াছে। ঐ দাগগুলির উপর প্রতিফলিত আলোর রং দেখিয়া পরিমাপ কার্য্য চলে।

ব্রহ্ম হইতে ভারতে চাউল আমদানী—ব্রহ্মের গভর্ণরের পরামর্শদাতা স্যার রবার্ট ম্যাকডুগ্যাল সম্প্রতি বলিয়াছেন যে, ব্রহ্মের দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নতি সম্পর্কে তাঁহার বিশ্বাস আছে। এই সম্পর্কে তিনি আরও বলেন যে, ১৯৪৬ সালের প্রথম দিকেই ব্রহ্ম হইতে ভারতে চাউল রপ্তানী দ্বারাই এই উন্নতি দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইবে।

কলিকাতায় পূর্ণাঙ্গ বস্ত্র বরাদ্দ ব্যবস্থা—এনফোর্সমেণ্ট এণ্ড পাবলিক রিলেশান্স বিভাগের ডিরেক্টর জেনারেল মিঃ পি, জে, গ্রিফিৎস গত ২৪শে মে বেঙ্গল চেম্বার অব কমার্স ভবনে যে সভা আহূত করেন, তাহাতে ঘোষণা করেন যে অতি শীঘ্রই কলিকাতায় পূর্ণাঙ্গ বস্ত্র বরাদ্দ ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হইবে।

কলিকাতার ভাড়াবাড়ী—সম্প্রতি প্রকাশিত এক সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ, ১৯৪৩ সালের বাড়ীভাড়া নিয়ন্ত্রণাদেশ এবং ১৯৪২ সালের হোটেল বোর্ডিং নিয়ন্ত্রণাদেশ, (যাহা গত ১৯৪৩ সালের ২৬শে জুন হইতে কার্য্যকরী হইয়াছে)—এই উভয় আদেশেরই ফলাফল সন্তোষজনক। এই রিপোর্ট অনুযায়ী কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল এলাকায় ৭৯৫ হাজার ৯ শত ৩৮ খানি গৃহ আছে। ইহার মধ্যে ২১ হাজার ৫ শত ৫০ খানিতে গৃহকর্ত্তারাই বাস করেন। ৫৩ হাজার ৫ শত ৪৮ খানিতে বাস করেন ভাড়াটিয়াগণ। এতদ্ব্যতীত ৪ হাজার ৮ শত ৪০টি বস্তি গৃহও আছে। কলিকাতার জনসংখ্যার শতকরা ৯২ ভাগ বাস করেন ভাড়াবাড়ীতে। হোটেল-বোর্ডিং-এর সংখ্যা ২৬৭টি। উক্ত আদেশের ফলে ৭ হাজার ৭ শত ৬৯টি মামলা হয় এবং ইহার মধ্যে ৭ হাজার ১ শত ৩৯টির মীমাংসা হইয়া যায়। মামলাকারীদের মধ্যে ১ হাজার ৩১৯ জন হইতেছেন বাড়ীর মালিক, আর ৬ হাজার ৪ শত ১৫ জন ভাড়াটিয়া। এতদ্ব্যতীত হোটেল-বোর্ডিং-এর খরচ সম্পর্কীয় ৪৬টি মামলার নিষ্পত্তিও করা হয়।

দি ক্রিসেণ্ট

কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া লিমিটেড

হেড অফিস—৫৭, রাধাবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর :—মিঃ বি, নারায়ণ চৌধুরী

হিন্দুস্থান ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস—কলিকাতা

গ্রাম—শিল্পসখা। ফোন : কলি ৩৩৩৮

বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যাতে মাত্র ১০টি শাখা অফিস

শীঘ্রই সন্তোষজনক লভ্যাংশ ঘোষণা করা যাইবে বলিয়া আশা করা যায়।

মিঃ এস, আর, গুহ
ডিরেক্টর-ইন্-চার্জ।

মিঃ এস, এম, রায় চৌধুরী
ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

ভারত টুথ পাউডার

পাইরোরিয়া, দাঁতের বেদনা, মাড়ি ফোলা, রক্ত ও পুঁজ পড়া প্রভৃতি

সকল প্রকার দন্তরোগের অব্যর্থ ফলপ্রদ ঔষধ।

কলিকাতার সকল সম্ভ্রান্ত দোকানে পাওয়া যায়।

অর্গানাইজার ও এজেণ্ট আবশ্যক।

ভারত কেমিক্যাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ

১৪, ডাঃ জগবন্ধু লেন, বহুবাজার, কলিকাতা

দি

ত্রিপুরা মডার্ণ ব্যাঙ্ক লিমিটেড

(সিডিউলড্)

ভারত সরকার ইহাকে সিডিউলড্ ব্যাঙ্ক বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন।

পৃষ্ঠপোষক :

ত্রিপুরাধিপতি মহারাজ মাণিক্য বাহাদুর

কে, সি, এস, আই।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর :

রাজসভাভূষণ হরিদাস ভট্টাচার্য্য।

হেড অফিস—আগরতলা (ত্রিপুরা ষ্টেট)

রেজিষ্টার্ড অফিস—আখাউরা (বি এণ্ড এ রেলওয়ে)।

কলিকাতা অফিস সমূহ :

৬, ক্লাইভ ষ্ট্রীট

২০১, হ্যারিসন রোড।

সাপ্তাহিক বাজার দর

	১৮ই মে	২১শে মে	২২শে মে	২৩শে মে	২৪শে মে	২৫শে মে
সোনার দর—প্রতি ভরি (কলিকাতা) ...	৭৬৸/০	৭৬৸/০	৭৬৷৷/০	৭৬/০	৭৬/০	৭৬/০
ঐ ঐ (বোম্বাই) ...	৭৬৵০	৭৬৵০	৭৫৸৵০	৭৫৷৵০	৭৫৷৵০	৭৫৷৷০
রূপার দর—প্রতি ১০০ ভরি (কলিকাতা) ...	১৩১৷৷০	১৩২৲	১৩২৷৷০	১৩২৷৷০	১৩৩৷৷০	১৩৪৷০
ঐ ঐ (বোম্বাই) ...	১২৯৸০	১৩১৲	১৩১৵০	১৩১৸/০	১৩১৷৵০	১৩১৷/০
গিনির দর—প্রতিখানা (কলিকাতা) ...	৫০৸০	৫০৷৷৵০	৫০৸০	৫০৸০	৫০৷৷০	৫০৸০
ঐ ঐ (বোম্বাই) ...	৫০৷৷০	৫১৷০	৫১৷০	৫১৷০	৫১৷৷০	৫১৷০
রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সুদের হার (শতকরা বার্ষিক) ...	৩৲	৩৲	৩৲	৩৲	৩৲	৩৲
কোম্পানীর কাগজ—						
কোম্পানীর কাগজ—শতকরা ৩৲ সুদের ...	৯০৸৵০-৯০৸৵০	—	—	৯০৸৵০-৯০৸৵০	—	—
ঐ ঐ ৩৷০ টাকা সুদের ...	১০০৷৵০-১০০৵০	—	—	—	—	৯০৸৵০
৩৲ টাকা সুদের ঋণপত্র (১৯৬৩-৬৫) ...	৯৯/০	১০০৲-১০০৷৵০	১০০৷৷০-৯৯৸৵০	১০০৷৷০-১০০৵০	১০০৷৵-১০০৵১০	১০০৷/-১০০৵০
৩৲ টাকা সুদের ঋণপত্র (১৯৬৬-৬৮) ...	—	৯৯/০	৯৮৸৵০	৯৯৲	৯৯৲১০	—
৪৲ টাকা সুদের ঋণপত্র (১৯৮০-৭০) ...	১১২৷৵০	—	১১২৸০-১১২৷৷৵	—	১১২৷৷৵০	—
৫৲ টাকা সুদের ঋণপত্র (১৯৪৫-৫৫) ...	১০১৷৵০	—	১০১৷৷০-১০১৷৵০	১০১৷৷/০	১০১৷৷৵১০	১০১৷০-১০১৷৵০
ইঞ্জিনিয়ারিং ও ইলেকট্রিক—						
ইণ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড ষ্টীল কোং লিঃ ...	৪০৷৵০-৩৯৸/০	৪০৷০-৪০৲	৪০৵০-৩৯৸৵০	৪০৷৵০-৪০/০	৪০৲-৩৯৸৵০	৩৯৸৵০-৩৯৸০
ষ্টীল কর্পোরেশন—অর্ডি ...	৩৩৵০-৩২৸৵০	৩৩৲-৩২৸৵০	৩২৸৵০-৩২৸৵০	৩৩৵০	৩৩/০-৩২৸৵০	৩২৸৵০
কুমারধুবী—অর্ডি ...	১০৷/০-১০৷০	—	১০৷/০	১০৷/০-১০৵০	৯৸০	—
ব্রেইতওয়েইট ...	১১৷৷৵০	১১৷৵০-১১৷৷০	১১৷৵০	—	—	১১৷৷৵০-১১৷৷০
জেসপ ...	২৪৲০-২৩৸৵০	২৪৵০	২৪৲/০-২৪৵০	২৪৲/০-২৪৵০	—	২৪৲০
মার্শালস্ ...	৫৲/০-৫৲/০	৫৲/০-৫৵০	৫৲০-৫৵০	৫৲/০-৫৵০	৫৲০	৫৵০-৫৵০
ন্যাশনাল আয়রণ এণ্ড ষ্টীল ...	১১৲৵০	১১৲৵০-১১৲/০	১১৷৷০-১১৲/০	—	১১৷৷০	—
আর্থার বাটলার ...	—	—	—	—	—	২৫৸০
হিন্দুস্থান মোটরস্ ...	৪৲/০	৪৸০-৪৲৵০	৪৲৵১০-৪৵০	—	৪৵১০-৪৵০	৪৲৵০-৪৵০
ক্যালকাটা ইলসিওরেন্স ...	—	—	—	—	—	—
খনি—বার্ণ কর্পোরেশন ...	৪৸৵০-৫৷৷৵০	৫৸৵০-৫৸০	৫৸৵০-৫৸০	৫৸৵০-৫৸০	৫৸৵০-৫৷৷৵০	৫৷৷৵০-৫৷৷৵০
ইণ্ডিয়ান কপার কর্পোরেশন ...	—	৩৵০-৩/০	৩৵০-৩/০	৩৵০-৩/০	৩৵০-৩/০	৩/০
ব্যাঙ্ক—রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া ...	—	—	—	১৩৩৲	—	১৩৫৷৷০-১৩২৷৷০
ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক ...	২০৲	—	২০৲	—	২০৲	২১৲
ক্যালকাটা ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক ...	১৫৷৵০	—	১৫৷৵০-১৪৲	১৫৷৵০	১৫৷৵০	১৫৷৵০
বেঙ্গল সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক ...	১৩৸৵০-১৩৷৷১০	—	১৩৷৷৵১০-১৩৷৷৵০	১৩৷৷৵০-১৩৷৷০	১৩৷৷১০-১৩৷৷০	১৩৷৷৵০
কুমিল্লা ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন ...	—	—	—	১৬৲	—	১৫৷০
মহালক্ষ্মী ব্যাঙ্ক ...	১১৵০	—	১১৸১০	১২৵০	১২৵০	১২৷১০
নিউ ষ্ট্যাণ্ডার্ড ব্যাঙ্ক ...	—	—	—	—	—	—
হিন্দুস্থান কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক ...	—	—	—	—	—	—
নাথ ব্যাঙ্ক ...	—	২৯৷০	—	—	—	—
কয়লা—বরাকর কোল্ কোং ...	৪০৸৵০-৪০৷০	৪১৵০-৪০৸০	৪০৷৵০-৪০৷৷০	৪১৵০-৪০৸০	৪১৷৵০-৪০৸৵০	৪১৷৵০-৪১৷০
তালচের ...	১১৸৵০-১১৷৷৵০	১১৷৷৵০-১১৷৷৵০	—	১১৷৷৵০-১১৷৷০	১১৷৷৵০	১১৷৷/০
রাণীগঞ্জ ...	৫২৵০-৫২৲	৫২৷৷০-৫২৷০	৫২৷৵০	৫৪৵০-৫৩৷৷৵০	৫৩৷৷০-৩৩৷৵০	৫৩৷৷০-৫৩৷০
ইকুইটেবল ...	৬৮৷৵০	৬৬৸৵০	—	৬৭৷৷০-৬৬৸০	—	৬৭৲
সাউথ করণপুরা ...	৩০৷০-২৯৷৷০	৩০৷৷০-৩০৵০	৩০৷৵০-৩০৷০	৩০৷৷/০-৩০৷৵০	৩০/০-২৯৸০	৩০৷/০-২৯৸৵০
ডুলনবরারি ...	—	৩১৷/০-৩১৷০	৩১৲	৩০৸৵০-৩০৸৵০	৩১৷৷০-৩১৷০	৩২৲ ৩১৸৵০
সেণ্ট্রাল কারকেণ্ড ...	—	—	—	৪০৷৷০-৪০৲	—	৪০৲
নিউ চুরুলিয়া ...	১২৷৵০	১২৷৵০	—	—	—	১২৲-১১৸৵০
ষ্ট্যাণ্ডার্ড ...	—	—	—	৪২৷৵০	—	—

ত্রিপুরা ইণ্ডাষ্ট্রীস কর্পোরেশন
লিমিটেড

হেড অফিস—৮।২, হেষ্টিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
একটী সত্যাংশ ঘোষণাকারী উন্নতিশীল জাতীয় প্রতিষ্ঠান।
লম্বা আঁশের তুলার চাষ বিপুল আয়োজনে আরম্ভ হইয়াছে।
চালের কল চলিতেছে এবং শীঘ্রই "ষ্ট্র" বোর্ড প্রস্তুতের মিল স্থাপিত হইতেছে।
ফ্যাক্টরী ও কটন ষ্টেট—বামুটিয়া, ত্রিপুরা ষ্টেট।

ব্যাঙ্ক অব ক্যালকাটা লিঃ

(ক্লিয়ারিংয়ের সর্ব্বপ্রকার ব্যবস্থা আছে)

১৯৪৪ সনের শেষে মোটামুটি আর্থিক পরিচয়

অনুমোদিত মূলধন ১,০০,০০,০০০৲ বিলিকৃত ও বিক্রীত মূলধন ১৪,০০,০০০৲
আদায়ীকৃত ও মজুত তহবিল ৮,০০,০০০৲ কার্য্যকরী মূলধন ১,০০,০০,০০০৲
ম্যানেজিং ডিরেক্টর—ডাঃ এম, এম, চ্যাটার্জ্জি

আপনার নিজস্ব প্রতিষ্ঠান
দি
হুগলী ব্যাঙ্ক
লিমিটেড

৪৩নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
ফোন : ক্যাল ২২৬০ (তিন লাইন)
৩০-৪-৪৫ তারিখের হিসাব

	টাকা
আদায়ীকৃত মূলধন	১২,২৫,০০০৲
সংরক্ষিত তহবিল	
নগদ, কোম্পানীর কাগজ ইত্যাদি	১,৩৬,১০,০০০৲
আমানত	২,২৪,৩৩,০০০৲
কার্য্যকরী মূলধন	২,২৫,১৭,০০০৲

আমাদের নির্ভরযোগ্যতাই আপনার অনাগত সুদিনের নিশ্চিত নিদর্শন।

সাপ্তাহিক বাজার দর

	১৮ই মে	২১শে মে	২২শে মে	২৩শে মে	২৪শে মে	২৫শে মে
কাপড়ের কল—নিউ ভিক্টোরিয়া কটন মিলস লিঃ	৭।০	৭।/০	৭।/০-৭৶০	—	৭।০	—
বেনারস ...	—	—	—	—	—	—
কানপুর টেক্সটাইলস্ ...	১২।৶০	১২।৶০	১২।৶০-১২।/০	—	—	১২।৶০-১২।/০
এলগিন কটন মিলস লিঃ ...	৬৩৸০	৬৩৸৶০	—	৬৪৲-৬৩৷৷০	৬৩৸০-৬৩৷৷০	৬৪।০-৬৪৲
কেশোরাম ...	—	—	—	—	—	—
বঙ্গশ্রী ...	১৪।/০	—	—	১৪।০	—	১৪৷৷০
বঙ্গেশ্বরী কটন মিলস্ ...	৬৸৶০	—	—	৭৲	৭৲	—
কাগজের কল—ইণ্ডিয়া পেপার পাল্প লিঃ ...	২১৬৲	—	২১৫৲	২১৬৲	২১৬৷৷০	২১৭৲
শ্রীগোপাল পেপার মিলস লিঃ ...	—	—	—	—	—	১৭৲
টিটাগড় ...	—	২৭।৶০-২৭৶০	—	২৭।০	২৭।০-২৭৲	২৭।০
চটকল—অকল্যাণ্ড জুট মিলস লিঃ ...	—	৩৪৩৲	৩৪৫৲-৩৪৩৲	৩৪৬৲	৩৪৪৲	—
এ্যাংলো ইণ্ডিয়া জুট মিলস লিঃ ...	৪৭৬৲-৪৭১৷৷০	৪৭৪৲-৪৭৩৲	৪৭৫৲-৪৭৩৲	৪৭৬৷৷০-৪৭৫৲	৪৭২-৪৭১৲	৪৭২৲-৪৭০৷৷০
কামারহাটি	৭২৩৲	৭২৭৲	—	—	৭২৫৲	৭২৫৲-৭২৩৲
নদীয়া	—	১৩৩৲-১৩২৷৷০	—	১৩২৷৷০	১৩২।০-১৩২৲	১৩১৷৷০
প্রেসিডেন্সী	১২৷৷০-১২।০	১২।৶০-১২৶০	১২।০	১২।৶০-১২।০	১২।/০	—
রিলায়েন্স	—	৭৮৸০-৭৮৷৷০	—	৭৯৲	—	৭৮৷৷০
কাঁকনাড়া	৬০৯৲-৬০৭৲	৬১০৲-৬০৯৲	৬১২৲-৬১০৲	—	৬১১৲-৬০৭৲	—
হাওড়া	৯৪৷৷০-৯৩৸০	৯৪৷৷০-৯৩৸৶০	—	৯৪৷৷০-৯৪।/০	৯৩৸৶০-৯৯।/০	৯৩।৶০-৯৩৶০
ডালহৌসী	—	—	৩৫৩৲	—	৩৫৩৲-৩৪৮৲	—
বজবজ	—	৫৩৬৲-৫৩৪৲	৫৩৫৲	৫৩৬৲	৫৩৩৲	—
ষ্ট্যাণ্ডার্ড	—	—	৩০৬৲-৩০২৷৷০	৩০৬৲	—	—
এলায়েন্স	৬৪১৲	৬৪৬৲-৬৪৩৲	৬৪৭৲	৬৪৮৲-৬৪৫৲	৬৫০৲-৬৪৭৲	৬৫১৲-৬৪৭৲
চিনির কল—বেলসুন্দ সুগার কোং লিঃ ...	—	—	—	১৪৶০-১৪/০	—	১৩৸০
চম্পারণ সুগার কোং লিঃ ...	৩৬৸০	৩৬৸০	—	—	—	৩৬৸০
কেরু এণ্ড কোং লিঃ ...	২৭৶০-২৬৷৷৶	২৭৲—২৬৸৶৵	২৬৸০-২৬৷৷৶০	২৬৸০-২৬৷৷৶০	—	২৬৷৷৶০
চা বাগান—চন্দননগর টি ...	—	—	—	—	—	—
ইষ্টার্ণ হিন্দুস্থান	—	—	—	—	—	—
কল্যাণী	—	—	—	—	৪৮৲	—
লেবং এণ্ড মিমারেল ...	—	—	—	—	—	—
ভেজপুর	—	—	—	—	—	—
বিশ্বনাথ	—	—	—	—	—	—
বিবিধ—ডালমিয়া সিমেণ্ট কোং লিঃ ...	—	১৬৸৶০	১৬।৶০	—	১৭৶০	১৭৶০
বি আই কর্পোরেশন ...	৬।০	৬।০	৬৶০	৬।০-৬৶০	—	—
মেদিনীপুর জমিদারী কোং লিঃ ...	১৭২৲	১৭৩৷৷০-১৭৩৲	১৭২৲	১৭৩৷৷০-১৭২৷৷০	১৭৪৲-১৭২৷৷০	—
রোটাস ইণ্ডাষ্ট্রীজ লিঃ	১৫৷৷০	১৫৸০	১৬।৶০-১৫৸৶০	১৬।৶০-১৬।/০	১৬৷।/০-১৬।৶	—
ইণ্ডিয়া জেনারেল নেভিগেশন কোং লিঃ ...	১৭৭৲-১৭৬৲	১৮১৷৷০-১৮১৲	১৮৪৷৷০-১৮১৷৷০	১৯০৲-১৮৬৲	১৯০৲	১৮৮৲
আসাম-বেঙ্গল সিমেণ্ট	১৯৸৶০-১৯৸৶০	২০৶০-১৯৸/০	২০৲-১৯৸/০	২০৲	—	—
ন্যাশনাল ইনসুলেটেড কেবলস ...	—	—	—	—	—	১৪৲
নিউ এসিয়াটিক ইনসিওরেন্স ...	—	—	৯৶০	—	—	—

ইউনাইটেড ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ব্যাঙ্ক লিমিটেড

স্থাপিত ১৯৪০

সিডিউলভুক্ত ব্যাঙ্ক

চেয়ারম্যান—শ্রীযুক্ত যদুনাথ রায়

সুবিধাজনক সর্ত্তে সাধারণ ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ করা হয়।

হেড অফিস—

৭, ওয়েলেসলী প্লেস, কলিকাতা

শাখাসমূহ—

বড়বাজার, শ্যামবাজার, হাটখোলা (কলিকাতা), ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, চাঁদপুর ও ময়মনসিংহ।

পে-অফিস ঃ মিরকাদিম

জেনারেল ম্যানেজার ঃ

এ চ্যাটার্জি, বি-কম, সি-এ, আই, আই, বি

সাবান প্রস্তুতের

যাবতীয় জিনিষ—সিলিকেট, সোডা • সোপষ্টোন পাউডার • কষ্টিক সোডা • রজন • সিট্রোনেলা অয়েল • রঙ • হাইড্রোমিটার • প্রভৃতি পাইবেন

কোন :—

বড়বাজার :—১৩৯৭ অফিস

„ :—১৫৯২ ফ্যাক্টরী

টেলিগ্রাম—"চীনামাটী"

কলিকাতা মিনারেল সাপ্লাই কোং লিঃ

৩১, জ্যাকসন লেন, কলিকাতা

গ্রাম ঃ দশেরদাবী ফোন—ক্যাল ঃ—৫৬৫৯

ইষ্টার্ণ কণ্টিনেণ্টাল ব্যাঙ্ক লিঃ

স্থাপিত ঃ ১৯২৬ ইং

হেড অফিস—কুমিল্লা

সেন্ট্রাল অফিস ঃ—৬, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বেগুসরাই (বেহার), মানসেরা (পাঞ্জাব), পাটনা, ডালসিংসরাই (বেহার) ও নারায়ণগঞ্জ (ঢাকা) শাখা খোলা হইয়াছে।

লয়ালপুর, ক্যাম্বেলপুর এবং সেখুপুরা (পাঞ্জাব) শাখা শীঘ্রই খোলা হইবে।

—— সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয় ——

প্রাচীনতম আর্য্য ঋষিগণ অনুমোদিত আয়ুর্ব্বেদোক্ত দুষ্প্রাপ্য ও মহার্ঘ ভেষজাবলী সহযোগে প্রস্তুত উচ্চাঙ্গের সুরভি সমন্বিত এবং কেশের সুষ্ঠুতা সম্পাদন করিতে অতুলনীয়—

কল্যাণা

সুরভিত আয়ুর্ব্বেদীয় কেশ তৈল

জুয়েল অফ ইণ্ডিয়া কলিকাতা.

মেঘের মত প্রমান

চুকিয়ে দেওয়া দাবী মোট ৩·৮ কোটীটাকা

মোট চলতি বীমা ১৯·৩২ কোটীটাকা

১৯৪৪সালের নূতন বীমা ৪·৭৩ কোটীটাকা

(N.Y. a/c I.)

ন্যাশনাল

ইন্সিওরেন্স কোম্পানি লিমিটেড্

৭ নং, কাউন্সিল হাউস ষ্ট্রীট

ফোন : ক্যাল : ৫৭২৬

ভারতের সর্ব্বত্র ও ভারতের বাহিরে ব্রাঞ্চ অর্গানাইজেশন ও চীফ এজেন্সী অফিস বর্ত্তমান।

সোনাপুর ব্যাঙ্ক লিমিটেড

৫৭, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, (রাজাকাটরা) কলিকাতা।

টেলিগ্রাম : "মৌচাক" স্থাপিত ইং ১৯২১

শাখাসমূহ

দক্ষিণ কলিকাতা, ডালহৌসী, আমতা, ভোলা, উলুবেড়িয়া, চৌমুহানী, পরশুরাম ও ঢাকা।

৩০০% হারে ডিপজিট বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে।
আয়কর রহিত ৫% ডিভিডেণ্ড ঘোষণা করা হইয়াছে।

অপিসের সরঞ্জাম

- ছাট্ মার্কিং
- ষ্টিল ষ্ট্যাম্প
- রবার ষ্ট্যাম্প
- এম্‌বশিং মেসিন্
- পিয়ন ব্যাজ্
- নেম্ প্লেট্
- টোকেন্ ও ক্রেষ্ট
- মেডেল ও তৎসংক্রান্ত ধাতু-চিহ্ন
- মিনে-করা ব্যাজ্
- গালার সীলমোহর
- পদমর্যাদা সংক্রান্ত ধাতু-চিহ্ন
- কৃষিকর্ম্মের নানাবিধ যন্ত্রপাতি
- সিট্ মেটালের তৈরি জিনিষপত্র
- কারখানার জন্য ইলেক্‌ট্রিক হাত-বাতি

আমাদের নিজ কারখানায় সুযোগ্য তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হয়। ব্যবহার করে দেখুন।

ব্রুকো

১-৩এ, বিডন রো, কলিকাতা।

ফোন : বি বি ১২৩০

জাতীয় শিল্প ও বাণিজ্যের সমুন্নতির পথে একমাত্র সহায়

বেঙ্গল ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিঃ

রেজিঃ অফিস : চাঁদপুর | স্থাপিত : ১৯২৬ | সেণ্ট্রাল অফিস : ২৬৮, নবাবপুর রোড, ঢাকা

কলিকাতা অফিস : ৫৮নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, ২৭৮নং আপার চিৎপুর রোড, ২৪৯নং বহুবাজার ষ্ট্রীট (শিয়ালদহ), ১৩৩বি, রাসবিহারী এভেনিউ (বালিগঞ্জ)।

অন্যান্য শাখা—বাংলা, বিহার ও আসামের সর্ব্বত্র

১৯৪৪ সালের কাজের উপর শতকরা ৫৲ টাকা হারে এ্যাড-ইন্টিরিয়াম ডিভিডেণ্ড ঘোষণা করা হইয়াছে।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর :—এম চক্রবর্ত্তী

নাথ ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস—১৩৫, ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ফোন ক্যাল ৩২৫৩ (৩ লাইন)

—অফিসসমূহ—

কলিকাতা—শ্যামবাজার, হাটখোলা, বালিগঞ্জ, লেক মার্কেট, বড়বাজার, বহুবাজার, ভবানীপুর, হারিসন রোড, হাওড়া। বাঙ্গলা—নোয়াখালি, চৌমুহনী, চট্টগ্রাম, ময়মনসিংহ, ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, চাঁদপুর (পুরাণবাজার), কুষ্টিয়া। যুক্তপ্রদেশ—দিল্লী, নয়াদিল্লী, লক্ষ্ণৌ, কাণপুর, মেষ্টন রোড (কাণপুর)। বিহার—পাটনা, পাটনা সিটি, জামসেদপুর, সাকচি, চাইবাসা, ঝরিয়া, মজঃফরপুর, ভাগলপুর আসাম—গৌহাটী, ধুবড়ী, তেজপুর, শিলং, নওগাঁও। বোম্বাই—বোম্বাই।

কে, এন, দালাল, ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

PHONE :—B. B. 6382 REGD. NO. C. 2506

আর্থিক জগৎ

ARTHIK JAGAT

ব্যবসা-বাণিজ্য-শিল্প-অর্থনীতি-বিষয়ক সাপ্তাহিক

মূল্য—বার্ষিক সডাক ৯৲ সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য প্রতি সংখ্যা ৶০ আনা

অষ্টম বর্ষ] Monday, 4th June, 1945. সোমবার, ২১শে জ্যৈষ্ঠ ১৩৫২ [৫ম সংখ্যা

ব্যাঙ্কের আমানতকারীদের স্বার্থ রক্ষা

অষ্ট্রেলিয়ায় ব্যাঙ্ক ব্যবসায় নিয়ন্ত্রণের জন্য ঐ দেশের গবর্ণমেণ্ট একটি নূতন আইন প্রবর্ত্তনে ব্রতী হইয়াছেন। এ বিষয়ে একটি বিল অষ্ট্রেলিয়ার পার্লামেণ্টে বর্ত্তমানে আলোচিত হইতেছে। এই বিলটির বিশেষত্ব উহাতে সকল দিক দিয়া ব্যাঙ্কের আমানতকারীদের স্বার্থ সংরক্ষণের বিধান পরিকল্পিত হইয়াছে। সেই বিধানগুলির মধ্যে কয়েকটি এই :—(১) অষ্ট্রেলিয়ার ব্যাঙ্কের আমানতকারীদের স্বার্থ রক্ষার জন্য সকল শ্রেণীর ব্যাঙ্কের কার্য্য সম্বন্ধে নজর রাখা ও প্রয়োজন মত তাহাদের উপর কর্ত্তৃত্ব খাটানো ভবিষ্যতে কমনওয়েলথ ব্যাঙ্কের (অষ্ট্রেলিয়ার কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক) অবশ্য করণীয় হিসাবে গণ্য হইবে। (২) ব্যাঙ্কসমূহে অষ্ট্রেলিয়ার লোকদের যে আমানত থাকিবে ব্যাঙ্কসমূহকে সে আমানতের সমপরিমাণ সম্পত্তি ঐ দেশেই সংরক্ষণ করিতে হইবে। (৩) ব্যাঙ্কের সম্পত্তি সম্পর্কে আমানতকারীদের দাবীই সকল অবস্থায় অগ্রগণ্য হইবে। কোন কারণে ব্যাঙ্কের পতন ঘটিলে অন্যান্য শ্রেণীর দায় মিটানোর আগে প্রথমে উহার সম্পত্তি দ্বারা আমানতকারীদের দায় মিটাইবার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

অষ্ট্রেলিয়ার গবর্ণমেণ্টের মত ভারত সরকারও এদেশে ব্যাঙ্ক ব্যবসা নিয়ন্ত্রণের জন্য একটি আইনের বিল উপস্থিত করিয়াছেন। ব্যাঙ্কের আমানতকারীদের স্বার্থ রক্ষা করা এই সরকারী বিলেরও প্রধান উদ্দেশ্য বলিয়া ঘোষিত হইয়াছে। কিন্তু কার্য্যতঃ এই বিষয়ে অষ্ট্রেলিয়ার ব্যাঙ্ক বিলের সহিত ভারতীয় ব্যাঙ্ক বিলের কতই না প্রভেদ দেখা যাইতেছে! অষ্ট্রেলিয়ার ব্যাঙ্ক বিলে ঐ দেশের আমানতকারীদের মোট গচ্ছিত অর্থের সমপরিমাণ সম্পত্তি ব্যাঙ্কসমূহকে অষ্ট্রেলিয়াতেই দাদন ও নিয়োজিত রাখার নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু ভারতীয় ব্যাঙ্ক বিলে এদেশস্থ ব্যাঙ্কসমূহকে লোকের মোট আমানতী টাকার মাত্র শতকরা ৭৫ ভাগ বৃটিশ ভারতে সম্পত্তি হিসাবে দেখাইবার কথা বলা হইয়াছে। বৃটিশ ভারতে এই পরিমাণ সম্পত্তি দেখাইয়া ব্যাঙ্ক সমূহে তাহাদের বাকী সমস্ত অর্থ অন্য কোথাও নিয়োজিত রাখিলে তাহাতে কোন আপত্তির কারণ দাঁড়াইবে না। এদেশীয় লোকদের আমানতী টাকার শতকরা ৭৫ ভাগও যে সব সময়েই ব্যাঙ্কসমূহকে বৃটিশ ভারতে সম্পত্তি হিসাবে দেখাইতে হইবে তাহা নহে। বৎসরের শেষ দিন ব্যাঙ্কের পাকা হিসাব লিপিবদ্ধ করার সময়ে তাহা ঐ হারে বজায় থাকিলেই চলিবে। অষ্ট্রেলিয়ার ব্যাঙ্ক বিলে ব্যাঙ্কের দায় মিটাইবার ব্যাপারে উহার সম্পত্তি সম্পর্কে আমানতকারীদের দাবীই সকল অবস্থায় অগ্রগণ্য হইবে বলিয়া নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু ভারত গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদের উপস্থাপিত বিলটিতে সেরূপ কোন সর্ত্ত সংযোজিত করা প্রয়োজন বলিয়া মনে করেন নাই। ব্যাঙ্কের আমানতকারীদের স্বার্থ সংরক্ষণ সম্পর্কে ভারত গবর্ণমেণ্টের তথাকথিত ভণিতা যে কিরূপ আন্তরিক তাঁহাদের উপস্থাপিত বিলটির ঐ প্রকার ত্রুটি-বিচ্যুতি দৃষ্টে তাহা ভালভাবেই বুঝা যাইতেছে।

সাময়িক প্রসঙ্গ

ভারতের পাওনা ও বৃটিশ মনোভাব

যুদ্ধের সময়ে ইংলণ্ডকে মালপত্র যোগাইয়া ও এদেশস্থ বৃটিশ সৈন্যদের খরচপত্র নির্ব্বাহ করিয়া বৃটেনের নিকট ভারতের বিস্তর পাওনা দাঁড়াইয়াছে। এতদিন বৃটেনের লোকেরা ভরসা দিয়া আসিয়াছে যুদ্ধের পরে তাহারা ক্রমে ক্রমে এই পাওনা পরিশোধ করিয়া দিবে। কিন্তু যুদ্ধ সমাপ্তির পথে অগ্রসর হইতেছে দেখিয়া এক্ষণে তাহারা অন্য সুর ধরিতে আরম্ভ করিয়াছে। বিলাতী সংবাদপত্রগুলি রব তুলিয়াছে, যুদ্ধের সময়ে ভারতবর্ষ অত্যধিক চড়া দরে জিনিষপত্র যোগাইবার ফলেই বৃটেনের নিকট তাহার পাওনার অঙ্ক ফাঁপিয়া উঠিয়াছে। এই মুনাফাবৃত্তির জন্য যুদ্ধের পরে ভারতের সমস্ত পাওনা মিটাইয়া দেওয়ার কোন কথা উঠিতে পারে না। ভারতের উপর এই মুনাফাবৃত্তির অভিযোগ সর্ব্বৈব ভিত্তিহীন এবং পাওনা এড়াইবার সহজ কৌশল হিসাবেই ইংলণ্ডে বর্ত্তমানে এইরূপ প্রচারকার্য্য সুরু করা হইয়াছে বলিয়া আমাদের ধারণা। ভারতে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের খরচপত্র সম্পর্কে তদন্ত করিবার জন্য যে পার্লামেণ্টারী কমিটি বসিয়াছিল তাহাদের সাম্প্রতিক রিপোর্টেও উহা ভালভাবেই প্রমাণিত হইয়াছে। ঐ কমিটি মন্তব্য করিয়াছেন, সমর প্রচেষ্টার জন্য ভারত হইতে মালপত্র ক্রয় করিতে গিয়া বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট সর্ব্বদাই ন্যায্য দরে তাহা সংগ্রহ করিবার উপর জোর দিয়াছেন। ভারত সরকারও নিয়ন্ত্রিত দরে তাহা তাঁহাদিগকে সরবরাহ করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। ফলে ভারতের বেসামরিক জনসাধারণ যে দরে জিনিষপত্র কিনিয়াছে বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট সে তুলনায় অনেক কম দরে তাহা ঐ দেশ হইতে কিনিতে সমর্থ হইয়াছেন। বৃটিশ যুদ্ধ প্রচেষ্টার প্রয়োজনে ভারত হইতে বিস্তর ইস্পাত ক্রয় করা হইয়াছে। ভারতের টাটা কোম্পানী ও অন্য ইস্পাত শিল্প-প্রতিষ্ঠান সেজন্য কোন অত্যধিক মূল্য তাহাদের নিকট দাবী করেন নাই। যুদ্ধের প্রথম তিন বৎসর যে হারে বাহির হইতে ভারতে ইস্পাত আমদানী হইয়াছে ভারতে ক্রীত ইস্পাতের জন্য সেই হারেই বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের নিকট পাওনা সাব্যস্ত করা হইয়াছে। প্রথম তিন বৎসরের পর

বিষয়-সূচী

বিষয়	পৃষ্ঠা
সাময়িক প্রসঙ্গ	৯৭-৯৯
নানাকথা	১০০
সরকারী মুদ্রানীতির গলদ	১০১-১০২
ভারতে মূলধনের বাজার	১০৩-১০৪
রাজনৈতিক প্রসঙ্গ	১০৫-১০৬
খেয়ালীর খাতা	১০৭
আর্থিক দুনিয়ার খবরাখবর	১০৮-১১৫
কোম্পানী প্রসঙ্গ—	১১৬-১১৭
বাজারের হালচাল—	১১৮-১২২

একটী প্রথম শ্রেণীর জাতীয় আর্থিক প্রতিষ্ঠান

আপনার আর্থিক ব্যবস্থা সুনিয়ন্ত্রিত করতে আপনাকে সকল প্রকার সুযোগ-সুবিধায় সাহায্য করবে।

আমাদের কলিকাতা বা অন্যান্য যে কোনও ব্রাঞ্চে লিখিলে বা উপস্থিত হলে বিস্তারিত জানতে পারবেন।

দার্জিলিং ব্যাঙ্ক লিমিটেড

কলিকাতা

টেলি : "রেণবো" কলিকাতা
ফোন : পি কে—২৬৮১

বি, মুখার্জ্জী
ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

দর কিছু বাড়িয়াছে সত্য, কিন্তু সে অবস্থায়ও ভারতীয় ইস্পাতের জন্য বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের নিকট যুদ্ধের পূর্ব্ব সময়ের তুলনায় শতকরা ২৭ ভাগের চেয়ে বেশী মূল্য দাবী করা হয় নাই। যুদ্ধের সময়ে ভারতে বস্ত্রের দর পূর্ব্বের তুলনায় শতকরা ৫০০ ভাগ পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছিল। কিন্তু বৃটিশ সৈন্যদের জন্য বস্ত্র যোগাইতে গিয়া ভারতবর্ষ কখনও শতকরা ২০০ ভাগের বেশী মূল্য আদায়ের চেষ্টা করেন নাই। ঐ বাড়তি দরও পরে আরও কমাইয়া যুদ্ধের পূর্ব্ব সময়ের তুলনায় শতকরা ১৭০ ভাগে সীমাবদ্ধ করা হইয়াছে। ইস্পাত ও বস্ত্র সম্পর্কে যাহা বলা হইয়াছে ভারত হইতে সরবরাহকৃত অন্য দ্রব্যাদি সম্বন্ধেও তাহাই প্রযোজ্য; কাজেই বৃটিশ পার্লামেণ্টারী কমিটির মতে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টকে মাল যোগাইতে গিয়া ভারতবর্ষ কোন দিক দিয়া অনুচিত ও অসঙ্গত মূল্য দাবী করিয়াছে বলা চলে না।

কোনরূপ মুনাফাবৃত্তির জন্য যে বৃটেনের নিকট ভারতের পাওনার অঙ্ক ফাঁপিয়া উঠে নাই বৃটিশ পার্লামেণ্টারী কমিটির ঐ মন্তব্যের পর ইংলণ্ডের লোকেরা তাহা ভালভাবেই উপলব্ধি করিতে পারিবে। তবে বৃটেনের লোকেরা খুসী হইলেও এই রিপোর্টে যে তথ্য প্রকাশ পাইয়াছে তাহা দেখিয়া ভারতবাসী কোন তৃপ্তি বা আত্মশ্লাঘা বোধ করিবে না। যুদ্ধের সময়ে ভারতে দরিদ্র জনসাধারণকে এক টাকার বস্ত্র পাঁচ টাকা দিয়া কিনিতে হইয়াছে। কিন্তু বৃটিশ সৈন্যদিগকে ঐ বস্ত্র যোগাইতে গিয়া ভারত গবর্ণমেণ্ট কখনও দুই টাকার বেশী দর আদায় করেন নাই। বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের সহায়তার জন্য অন্যান্য জিনিষ সম্পর্কেও মূল্যের হার ঐরূপ কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত রাখা হইয়াছে। দেশের লোকের দুঃখ-দুর্দ্দশা উপেক্ষা করিয়া এই ভাবে বিজাতীয় স্বার্থের ধ্বজা বহন করিয়া চলা শুধু ভারতের মত পরাধীন দেশের গবর্ণমেণ্টের পক্ষেই সম্ভবপর।

ভারতের ইনফ্লেশন সম্পর্কে বৃটিশ দায়িত্ব

যুদ্ধের সময়ে ভারতে মারাত্মক ইনফ্লেশনের সূচনা হওয়ায় তাহাতে পণ্যমূল্য অত্যধিক হারে চড়িয়া উঠিয়াছে। ফলে দরিদ্র জনসাধারণের চরম দুঃখ-দুর্দ্দশার কারণ ঘটিয়াছে। যুদ্ধের সময়ে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের তরফ হইতে যে খরচপত্র করা হইতেছে এই ইনফ্লেশন সৃষ্টির জন্য তাহা কতদূর দায়ী বৃটিশ পার্লামেণ্টারী কমিটির উপর সে বিষয়েও তদন্তের ভার দেওয়া হইয়াছিল। ভারতে ক্রীত মালপত্রের মূল্য সম্পর্কে ঐ কমিটি কতকটা নিরপেক্ষ মতবাদ প্রকাশ করিলেও ইনফ্লেশন সম্পর্কে বৃটিশ দায়িত্ব আলোচনা করিতে গিয়া তাঁহারা আসল সত্য অনেক পরিমাণে ধামাচাপা দেওয়ারই চেষ্টা করিয়াছেন। উহারা বলিয়াছেন, যুদ্ধের সময়ে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের নামে ভারতে যে খরচপত্র হইতেছে তাহা ঐ দেশে ইনফ্লেশন ঘটিবার বড় কারণ বলিয়া তাঁহারা মনে করেন না। তবে তাঁহারা স্বীকার করিয়াছেন, "বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের যুদ্ধকালীন ক্রয়নীতির ফলে ভারত হইতে মালপত্র রপ্তানীর পরিমাণ বাড়িয়াছে, কিন্তু ঐ দেশে বাহির হইতে তদনুপাতে মালপত্র আমদানীর কোন সুবিধা হয় নাই। ফলে মুদ্রাস্ফীতির অতিরিক্ত কারণ ঘটিয়া ঐ দেশে ইনফ্লেশন সৃষ্টিতে তাহা কতক পরিমাণে সহায়তা করিয়াছে।" কমিটির মতে যাহা কতক পরিমাণে ভারতে ইনফ্লেশন সৃষ্টিতে সহায়তা করিয়াছে আমাদের মতে তাহাই এদেশে অতিরিক্ত নোট প্রসারের ও ইনফ্লেশন সৃষ্টির প্রধান কারণ। যুদ্ধ প্রচেষ্টা বাবদ ভারত সরকারের যে খরচপত্র হইতেছে বর্দ্ধিত ট্যাক্স ও নূতন নূতন ঋণের মারফতে ভারত সরকার তাহার সাকুল্য অংশই এদেশবাসীর নিকট হইতে গ্রহণ করিতেছেন। ফলে সরকারী বাজেটের ঘাটতি পূরণের জন্য এদেশে ফাঁকা নোট ছাড়িবার ও ইনফ্লেশন সৃষ্টি করিবার কোন কারণ ঘটে নাই। কিন্তু এদেশের প্রয়োজনে না হইলেও বৃটিশ গবর্ণমেণ্টকে যুদ্ধের মালপত্র দিয়া সাহায্য করিবার জন্য ভারত গবর্ণমেণ্ট ইনফ্লেশনের কার্য্যনীতি অবলম্বনে বাধ্য হইয়াছেন। বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের নামে যুদ্ধের সুরু হইতে এদেশে বিস্তর মাল ক্রয় করা হইতেছে। এইভাবে মালপত্র দিয়া বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে স্বর্ণ পাওয়া যাইতেছে না। কিংবা ইংলণ্ড হইতে তদুপযোগী জিনিষপত্রও আমদানী হইতেছে না। বৃটিশ গবর্ণমেণ্টকে মালপত্র দিয়া যুদ্ধের সময় তাঁহাদের নিকট হইতে পাওয়া যাইতেছে শুধু ষ্টার্লিং সিকিউরিটি। ঐ সিকিউরিটি রিজার্ভ ব্যাঙ্কের লণ্ডন অফিসে জমা হইতেছে, আর ভারত গবর্ণমেণ্ট এদেশের মাল বিক্রেতাদের মূল্য পরিশোধ করিবার জন্য তাহার ভিত্তিতে ক্রমাগত নোট ছাড়িয়া চলিয়াছেন। দেশে লোকের নিত্য ব্যবহার্য্য জিনিষপত্রের যোগান বৃদ্ধি পাইতেছে না অথচ ঐ বাড়তি নোট লোকের হাতে সঞ্চারিত হইয়া তাহাদের ক্রয়ক্ষমতা বাড়াইয়া দিতেছে। ফলে দেশে ইনফ্লেশন সৃষ্টি হইয়া পণ্যমূল্য খুবই চড়িয়া উঠিয়াছে, আর তাহাতে দেশের দরিদ্র জনসাধারণের অসহনীয় দুঃখ গ্লানির কারণ ঘটিয়াছে। কাজেই সকল দিক বিবেচনা করিয়া দেখিলে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের বর্ত্তমান ক্রয়নীতিই যে ইনফ্লেশন ও তজ্জনিত দুঃখ দুর্দ্দশার মূল হেতু সে বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকে না। বৃটিশ পার্লামেণ্টারী কমিটির সদস্যরা সেই তথ্য ধামাচাপা দিতে গিয়া তাঁহাদের চিরন্তন জাতীয় ভণ্ডামীরই পরিচয় দিয়াছেন।

কাপড়ের কল ও কয়লা সঙ্কট

বস্ত্রের প্রয়োজনীয় যোগানের অভাবে বাঙ্গলায় লোকের চরম দুঃখ দুর্দ্দশা দেখা দিয়াছে। ইহার উপর আবার কয়লার অভাবে এপ্রদেশে তিনটি কাপড়ের কলের কাজ বন্ধ হওয়ার খবর প্রকাশিত হইয়াছে। 'অমৃতবাজার পত্রিকা' সংবাদ দিয়াছেন গত ৩০শে মে হইতে ঢাকার ১নং ও ২নং ঢাকেশ্বরী মিলে এবং চিত্তরঞ্জন কটন মিলে কাপড় বুনার কাজ স্থগিত রাখা হইয়াছে। কয়লার যোগান পাওয়া যাইতেছে না বলিয়াই এইভাবে কল পরিচালনার কাজ বন্ধ করিতে হইয়াছে। মিলগুলি গত কয়েক বৎসর যাবৎই কয়লা সম্পর্কে নিদারুণ অসুবিধা ভোগ করিয়া আসিতেছে। কয়লার অভাবে ভাওয়ালের জঙ্গল হইতে কাঠ আনাইয়া অনেক সময় মিল চালাইবার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। এক্ষণে জ্বালানীর অভাব কোনরূপেই মিটাইতে না পারিয়া কর্ত্তৃপক্ষ মিলের কাজ একেবারে স্থগিত রাখিতে বাধ্য হইয়াছেন। মিলের কাজ বন্ধ করিবার পূর্ব্বে জটিল কয়লা সঙ্কটের কথা জ্ঞাপন করিয়া মিল কর্ত্তৃপক্ষ গবর্ণমেণ্টকে ঐ বিষয়ে সময়োচিত সুব্যবস্থা অবলম্বন করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। কিন্তু সে অনুরোধে কোন ফল হয় নাই।

এই নিদারুণ বস্ত্র সঙ্কটের দিনে কয়লার অভাবে ঢাকায় তিনটি কাপড়ের কলের কাজ বন্ধ হওয়ার সংবাদ দেশবাসীর মনে খুবই উদ্বেগের সঞ্চার করিয়াছে। ১নং ও ২নং ঢাকেশ্বরী মিলে ৫২ হাজার টাকু ও ১ হাজার ২৯টি তাঁতে কাপড় বোনার কাজ চলিত। চিত্তরঞ্জন কটন মিলেও ১০ হাজার টাকু ও ১৫০টি তাঁতে কাজ পরিচালিত হইত। যুদ্ধের সময়ে কাপড়ের বেশী রকম চাহিদা দেখা যাওয়ার জন্য গত কয় বৎসর যাবৎ দুই দল শ্রমিক দিয়া দিন ১৮ ঘণ্টা করিয়া এই সব মিলের কাজ চালানো হইতেছিল। এই ভাবে কাজ চলিবার ফলে তিনটি মিল হইতে দৈনিক ১২ হাজার জোড়া করিয়া ধুতী ও শাড়ী পাওয়া যাইতেছিল। তাহা ছাড়া গবর্ণমেণ্টের অর্ডারী বস্ত্রও বিস্তর পরিমাণে এই সব মিল হইতে সরবরাহ হইতেছিল। মিলের কাজ স্থগিত হওয়ার সঙ্গে আজ সে সমস্তের যোগানও বন্ধ হইয়াছে। অধিকন্তু যে ১১ হাজারের মত শ্রমিক এই সমস্ত মিলে চাকুরী করিত তাহারাও আজ সাময়িকভাবে বেকার হইতে বসিয়াছে। কয়লার অভাবে এই ভাবে সকল দিক দিয়া একটা সঙ্কটের কারণ সৃষ্টি হওয়া খুবই শোচনীয় ব্যাপার। ইহাতে বেসামরিক লোকদের সাধারণ প্রয়োজন মিটাইবার ব্যাপারে ভারত সরকার ও বাঙ্গলা সরকারের নিতান্ত অবহেলা ও অকর্ম্মণ্যতাই সূচিত হইতেছে। ভারতের অনেক প্রদেশে কয়লার যোগান নিতান্ত কম থাকা সত্ত্বেও সে সব অঞ্চলে মিল পরিচালনার ব্যাপারে কয়লার তেমন অভাব হইতেছে না। অথচ বাঙ্গলার রাণীগঞ্জ অঞ্চলে কয়লার অফুরন্ত যোগান থাকা সত্ত্বেও গবর্ণমেণ্ট বাঙ্গলার কাপড়ের কলসমূহকে রীতিমত কয়লা সরবরাহের সুব্যবস্থা করিতে পারিতেছেন না। যুদ্ধের সময়ে বাঙ্গলার লোকেদের নানা দুঃখ দুর্দ্দশার ভিতর ইহা নূতন করিয়া তাহাদের লাঞ্ছনা ও দুর্ভাগ্যের কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যে ভারত সরকার ও বাঙ্গলা সরকার যানবাহন সম্পর্কে ও মাল সরবরাহ সম্পর্কে অনেক কিছু সুব্যবস্থার ভরসা দিয়া আসিতেছেন, কয়লার অভাবে এই বস্ত্র সঙ্কটের দিনে বাঙ্গলায় কাপড়ের কলের কাজ বন্ধ হওয়ার সমুচিৎ কৈফিয়ৎ তাঁহারা দিবেন কি?

বিজ্ঞানের যুদ্ধকালীন উন্নতি ও যুদ্ধোত্তর ভবিষ্যৎ

যুদ্ধের প্রয়োজনে বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার অভূতপূর্ব্ব উন্নতি ঘটিয়াছে। বিশেষতঃ চিকিৎসা বিজ্ঞানে গত কয়েক বৎসরে কয়েকটি যুগান্তকারী আবিষ্কার হইয়াছে। অবশ্য সামরিক বিধিনিষেধ-

— একটি পায়োনীয়ার ক্লিয়ারিং ব্যাঙ্ক —

হিন্দুস্থান ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ব্যাঙ্ক

লিমিটেড

(নিউ ষ্ট্যাণ্ডার্ড ব্যাঙ্ক লিঃ, কলিকাতা, মারফৎ ক্লিয়ারিং-এর ব্যবস্থা আছে)

হেড অফিস :—

৫ ও ৬, হেয়ার ষ্ট্রীট।

খিদিরপুর ও রায়গড় শাখা শীঘ্রই খুলিবে।

Phone :—Cal. 3338 Gram :—Silpasakha, Cal.

বশতঃ আমরা সবগুলি আবিষ্কার সম্পর্কে অবগত নহি এবং সাধারণ্যে সকল আবিষ্কার প্রকাশিত হইতে আরো কিছু সময় অতিবাহিত হইবারই সম্ভাবনা; তথাপি কয়েকটি আবিষ্কারের শুধু সংবাদই জনসাধারণ পায় নাই সাক্ষাৎ উপকারও পাইয়াছে।

যুদ্ধের প্রয়োজনে যত আবিষ্কাব হইয়াছে তাহাদের মধ্যে শত্রুপক্ষীয় এরোপ্লেন এবং জাহাজের স্থান নিরূপণে রেডিওর ব্যবহারই হয়ত সর্ব্বাপেক্ষা চমকপ্রদ। তাহা ছাড়া রঞ্জন জাতীয় সিলিকন নামক একটি প্লাষ্টিক দ্রব্যও একটি প্রধান আধুনিক আবিষ্কার। বিদ্যুতের অপরিবাহন কার্য্যে এবং সার্চ্চলাইট ইত্যাদিতে তাপ নিবারণরূপে ইহা বহুলভাবে ব্যবহৃত হইতেছে।

চিকিৎসা বিজ্ঞানে আবিষ্কারসমূহই প্রত্যক্ষভাবে মানবহিতকর হিসাবে গণ্য। ইহাদের মধ্যে ডি-ডি-টি পেনিসিলিন, গ্যামাস্কিন, ফেনিক্সিটল উল্লেখযোগ্য। মশা, উকুন প্রভৃতি কীটধ্বংসী হিসাবে ডি-ডি-টি বিশ্ববিখ্যাত হইয়াছে। রোগ বীজাণুনাশের উদ্দেশ্যে পেনিসিলিনের সার্থকতা সর্ব্বজনবিদিত। কীটধ্বংসসাধনে ডি-ডি-টি অপেক্ষাও কার্য্যকর একটি ঔষধ আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার নাম গ্যামাস্কিন। বিশেষ প্রকার কাটা ঘা ইত্যাদিতে যে সব ক্ষেত্রে পেনিসিলিনের কোন প্রভাব নাই সেখানে নব আবিষ্কৃত ফেনিক্সিটল খুব ফল দিতেছে। সিনথিভাইন নামে অপর একটি ঔষধ ব্যবহারে পেনিসিলিন অপেক্ষাও অনেক বেশী উপকার পাওয়া গিয়াছে।

সঙ্গে সঙ্গে আমরা ইহাও স্বীকার করিতেছি এই যুদ্ধে যে নৃশংসভাবে মানুষ ধ্বংস করা হইয়াছে তাহার জন্যও বিজ্ঞান কম দায়ী নয়। কিন্তু এই মানব-ধ্বংসী আবিষ্কারসমূহই আবার সামান্য অদল-বদল করিয়া মানবহিতে নিয়োগ করিতে পারা যায়। যথা, চালকবিহীন এরোপ্লেনের সাহায্যে ভবিষ্যতে অধিকতর নিরাপত্তার সহিত যাতায়াত চলিবে ইহা নিতান্ত দুরাশা নয়। ভি ২ যন্ত্রসমূহ নব নব গ্রহ আবিষ্কারে নিয়োজিত হইতে পারে। তীব্র যে সব বিষ আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহাদের সাহায্যে মারাত্মক কীট পতঙ্গ অথবা ভীষণ বন্য জন্তুসমূহ নাশ করিয়া সভ্যতা বিস্তার করিতে ভবিষ্যৎ মানব সক্ষম হইবে।

মানব সভ্যতার ভবিষ্যৎ উন্নতিতে বিজ্ঞানের এই সব দানের উপরে শ্রেষ্ঠ দান হইতেছে বৈজ্ঞানিকগণের দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্ত্তন। বৈজ্ঞানিকগণ বর্ত্তমানে তাঁহাদের সাধনালব্ধ জ্ঞান শুধু পুঁথিপত্রের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখিতেছেন না পরন্তু তাঁহাদের অর্জ্জিত জ্ঞান কিভাবে ফলিত বিজ্ঞানের সাহায্যে মানব সমাজের প্রত্যক্ষ উপকারে লাগিতে পারে —ইহাই তাঁহাদের প্রধান লক্ষ্য এবং দৃষ্টিভঙ্গীর এই পরিবর্ত্তনই আধুনিক বিজ্ঞানের সমাজের প্রতি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দান। ভারত সরকারও যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠন বিষয়ে বিজ্ঞানের প্রয়োজন স্বীকার করিয়াছেন। আমরা অপেক্ষা করিতেছি ভারত সরকারের এই স্বীকৃতির কার্য্যকরী প্রয়োগ কতদূর হয় তাহা দেখিবার জন্য। এই সম্বন্ধে বেতারে প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক স্যার এস এস ভাটনগর এক মনোজ্ঞ, সময়োপযোগী ও সারগর্ভ বক্তৃতা দিয়াছেন।

কোম্পানী গঠন ও শেয়ার বিক্রয় সম্পর্কিত অর্ডিনান্স প্রত্যাহারের দাবী

গত ১৯৪৩ সালের মে মাসে গবর্ণমেণ্ট ভারত রক্ষা আইনের ৯৪ ধারা অনুসারে এদেশে কোম্পানী গঠন ও শেয়ার বিক্রয় সম্পর্কে একটি অর্ডিনান্স জারী করেন। এই অর্ডিনান্স দ্বারা এদেশে ভারত সরকারের অনুমতি ব্যতিরেকে কোন নূতন কোম্পানী গঠন করা কিংবা পুরাতন প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতে নূতন শেয়ার বিক্রয়ের ব্যবস্থা করা একেবারে নিষিদ্ধ হইয়াছে। এই বিধান জারী হওয়ার ফলে দেশে শিল্প ব্যবসায়ের অগ্রগতির পথে নিদারুণ বিঘ্ন সৃষ্টি হইয়াছে। অথচ গবর্ণমেণ্ট সে দিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া রীতিমতভাবেই তাহা বজায় রাখিয়া চলিয়াছেন! যুদ্ধকালীন অবস্থায় নানা প্রয়োজন দেখাইয়া গবর্ণমেণ্ট এই অর্ডিনান্স জারী করিয়াছিলেন। বর্ত্তমানে ইউরোপের যুদ্ধ শেষ হওয়ায় এবং প্রাচ্য ভূখণ্ডে জাপানের নিদারুণ পরাজয়ের সূচনা দেখা যাওয়ায় সেই ধরণের প্রয়োজনের অজুহাতেও এখন আর এই অর্ডিনান্স বজায় রাখিবার কোন অর্থ নাই। কাজেই বর্ত্তমানে এই অর্ডিনান্স তুলিয়া লওয়া সম্পর্কে দেশের ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের তরফ হইতে জোর দাবী উপস্থাপিত হইতেছে। কলিকাতার ইণ্ডিয়ান চেম্বার অব কমার্স কয়েকদিন পূর্ব্বে ভারত গবর্ণমেণ্ট সমীপে একটি স্মারকলিপি পেশ করিয়া তাহাদিগকে শিল্প ও ব্যবসা বাণিজ্যের উপর হইতে সমস্ত যুদ্ধকালীন নিয়ন্ত্রণ নীতি উঠাইয়া লইতে অনুরোধ করিয়াছেন। কলিকাতার মেট্রোপলিটন ব্যাঙ্কিং এসোসিয়েশনের পক্ষ হইতে উহার সভাপতি শ্রীযুক্ত নন্দলাল চট্টোপাধ্যায় সম্প্রতি কোম্পানী গঠন ও শেয়ার বিক্রয় সম্পর্কিত বিধিনিষেধ প্রত্যাহারের জন্য ভারত সরকারের অর্থ সচিবের নিকট এক আবেদন পেশ করিয়াছেন। ঐ আবেদনে বলা হইয়াছে যে, দেশে বর্ত্তমানে মূলধন সংগ্রহের প্রচুর সুযোগ সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও উপরোক্ত বিধিনিষেধের জন্য দেশের ব্যবসায়ীরা শিল্প বাণিজ্যের উন্নতির জন্য সে সুযোগ বিশেষ কিছুই কাজে লাগাইতে পারিতেছেন না। বর্ত্তমানে ইউরোপের যুদ্ধ শেষ হইয়া দেশে যখন স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়া আসিতেছে তখন ঐ অর্ডিনান্স প্রত্যাহার করিয়া নূতন কোম্পানী গঠন ও পুরাতন কোম্পানীর শেয়ার মূলধন বৃদ্ধি সম্পর্কে ব্যবসায়ীদিগকে পরিপূর্ণ সুবিধা দেওয়া গবর্ণমেণ্টের পক্ষে খুবই উচিত। মিঃ চ্যাটার্জ্জি আরও জানাইয়াছেন যে, যুদ্ধের পরে এদেশের ব্যবসা বাণিজ্য ক্ষেত্রে নিদারুণ বৈদেশিক প্রতিযোগিতা সুরু হওয়ার আশঙ্কা আছে। সেই বৈদেশিক প্রতিযোগিতার সমক্ষে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে হইলে মূলধনের দিক দিয়া এদেশের শিল্প ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানসমূহের ভিত্তি সুদৃঢ় হওয়া দরকার। কিন্তু শেয়ার বিক্রয় সম্পর্কিত বিধিনিষেধ বজায় থাকিলে দেশীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ সেভাবে প্রস্তুত হইতে পারিবে না। কাজেই ঐ দিক দিয়া বিচার করিলেও উপরোক্ত ৯৪ ধারার অর্ডিনান্সটি অচিরে প্রত্যাহার করা গবর্ণমেণ্টের পক্ষে একান্ত কর্ত্তব্য। মিঃ চ্যাটার্জ্জির এই দাবী সর্ব্বথা সঙ্গত। দেশের ব্যাঙ্ক কোম্পানীসমূহের কথা বিবেচনা করিলে এই দাবীর ন্যায্যতা খুব বেশী পরিমাণেই অনুভূত হয়। মূলধনের দিক দিয়া এদেশের ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানের ভিত্তি খুব সুদৃঢ় নহে বলিয়া রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্ত্তৃপক্ষ অনেকবার মন্তব্য করিয়াছেন। গবর্ণমেণ্টও সেজন্য বাহ্যিক উদ্বেগ প্রকাশ করিতে ছাড়েন নাই। কিন্তু অর্ডিনান্সের বলে শেয়ার বিক্রয় সম্পর্কে বিধিনিষেধ প্রয়োগ করিতে গিয়া অন্যান্য শ্রেণীর প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তাঁহারা এদেশের ব্যাঙ্ক কোম্পানীসমূহের মূলধন বৃদ্ধির পক্ষে বিরাট প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছেন। এখনও যদি ঐ বিধিনিষেধ প্রত্যাহারের ব্যবস্থা হয় তবে বর্ত্তমান অর্থ সাচ্ছল্যের দিনে ব্যাঙ্ক কোম্পানীসমূহ বাজারে উপযুক্ত পরিমাণ নূতন শেয়ার বিক্রয় করিয়া মূলধনের দিক দিয়া তাহাদের ভিত্তি ভবিষ্যতের জন্য সুদৃঢ় করিয়া লইতে পারে। দেশের কল্যাণ দেখিতে হইলে ব্যাঙ্কসমূহকে পরিপূর্ণভাবে সেই সুযোগ দেওয়া গবর্ণমেণ্টের পক্ষে একান্ত কর্ত্তব্য।

মহাযুদ্ধের গতি

আলোচ্য সপ্তাহেও এশিয়ার বিভিন্ন রণাঙ্গনে জাপ বাহিনীর তীব্র প্রতিরোধ ও পাল্টা আক্রমণের খবর পাওয়া গিয়াছে।

ব্রহ্ম রণাঙ্গনে মধ্য ব্রহ্মে জাপানীগণ নিজেদের সংঘবদ্ধ করিতেছে। তাহাদের লক্ষ্য সম্ভবতঃ পেগুতে অবস্থিত মিত্রবাহিনীর অবরোধের বিরুদ্ধে চরম পাল্টা আক্রমণ করা। মাউচী রাস্তায় জাপ বাহিনী প্রচণ্ড প্রতিরোধ করিতেছে। এই অঞ্চলে জাপানীগণ নাকি তাহাদের আত্মঘাতী বিমান (সুইসাইড প্লেন)সমূহ ব্যবহার করিতেছে। ইরাবতী নদীর পূর্ব্বতীরে তীব্র হাতাহাতি যুদ্ধ চলিতেছে।

চীন রণাঙ্গনে পশ্চাদপসরণরত জাপবাহিনীর পশ্চাদ্ধাবনকারী চীনা সৈন্যগণ কোয়াংসী প্রদেশের রাজধানী ন্যানিং ও গুরুত্বপূর্ণ সহর পিনইয়াং দখল করিয়াছে। উভয় দিকেই ন্যানিং ও পিনইয়াং অতিক্রম করিয়া চীনাবাহিনী আরো দূরে অগ্রসর হইতে সমর্থ হইয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

প্রশান্ত মহাসাগরীয় রণাঙ্গনে ওকিনাওধার যুদ্ধ চরম পর্য্যায়ে উপনীত হইয়াছে। ওকিনাওয়ার রাজধানী নাহার অধিকাংশ বর্ত্তমানে মার্কিন সৈন্যদলের দখলে আসিয়াছে। মার্কিন বাহিনী এই দ্বীপে গুরুত্বপূর্ণ সহর সুরি পর্য্যন্ত পৌঁছিতে সমর্থ হইলেও এখনো সেখানে তীব্র হাতাহাতি যুদ্ধ চলিতেছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। খাস জাপানের প্রবেশপথ হিসাবে এই দ্বীপের সামরিক গুরুত্ব খুব বেশী। জাপানী প্রধান মন্ত্রী সুজুকী ওকিনাওয়ার যুদ্ধ জাপানের ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত করিবে বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন এবং জাপানীদিগকে প্রাণপণে যুদ্ধ করিতে আহ্বান করিয়াছেন।

৪৫০টিরও অধিক সুপার ফোর্ট বিমান বহর অন্যতম প্রধান জাপ নৌ-ঘাঁটী ইয়োকোহামার উপর এক প্রচণ্ড বিমানাক্রমণ করিয়াছে এবং তাহার ফলে প্রায় ষাট হাজার ঘরবাড়ী বিনষ্ট হইয়াছে। টোকিও রেডিও দাবী করিয়াছে, জাপ বিমানবহরের আত্মঘাতী বিমানদল মিত্রপক্ষীয় প্রায় পাঁচ শত যুদ্ধজাহাজ নষ্ট করিয়াছে ও প্রায় পঞ্চাশ হাজার সৈন্য হতাহত করিয়াছে। জাপানের দ্বিতীয় বৃহত্তম নগরী ওসাকার উপর মিত্রপক্ষীয় বিমানবহর এক প্রচণ্ড আক্রমণ করিয়াছে।

ইরাণ কর্ত্তৃপক্ষ মিত্রশক্তিসমূহের নিকট আবেদন করিয়াছেন যাহাতে ইরাণ হইতে মিত্রপক্ষীয় সৈন্যদল সরাইয়া নেওয়া হয়।

ত্রিয়েস্তের গোলমাল এখনো শেষ হয় নাই। ফিউমে মাঃ তিতোর সৈন্যদলের সঙ্গে ইতালীয় দেশপ্রেমিকদের সংঘর্ষ চলিতেছে। কোহিমা যুদ্ধের বীর জেঃ স্টপফোর্ড-এর অধিনায়কত্বে দ্বাদশ আর্ম্মি নামে একটি নূতন বাহিনী গঠন করা হইয়াছে; এই বাহিনী দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়া কম্যাণ্ডের কাজ করিবে। সর্ব্বশেষ সংবাদে প্রকাশ, ফরাসী কর্ত্তৃপক্ষ লেভাঁতে যুদ্ধ বন্ধের আদেশ জারী করিয়াছেন।

২-৬-৪৫

দি চাঁদপুর
মডেল ব্যাঙ্ক
লিমিটেড
স্থাপিত—১৯২৬
৫৭নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা
রেজিঃ অফিস—চাঁদপুর (ত্রিপুরা)
শাখাসমূহ—
পুরানবাজার, দামোদিয়া, পালং, ঢাকা,
ফিরোজপুর, কামারখালি, এণ্টালি
মার্কেট, দক্ষিণ কলিকাতা,
বোয়ালমারি।
ম্যানেজিং ডিরেক্টর—এস, আর, দাশ।

নানা কথা

সম্প্রতি ভারতের বহির্ব্বাণিজ্যের গত জানুয়ারী মাসের যে হিসাব প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে, ১৯৪৪ সালের এপ্রিল মাস হইতে ১৯৪৫ সালের জানুয়ারী পর্য্যন্ত দশ মাসে বিদেশ হইতে ভারতবর্ষে সমুদ্রপথে মোট ১৬৩ কোটী ১২ লক্ষ টাকার মালপত্র আমদানী হইয়াছে এবং এই দশ মাসে ভারতবর্ষ হইতে বিদেশে ১৯৩ কোটী ৬৫ লক্ষ টাকা মূল্যের মালপত্র রপ্তানী হইয়াছে। কাজেই এই দশ মাসে ভারতবর্ষে বিদেশ হইতে আমদানীর তুলনায় ভারতবর্ষ হইতে বিদেশে রপ্তানীর পরিমাণ ৩০ কোটী ৫৩ লক্ষ টাকা বেশী হইয়াছে। ১৯৪৩-৪৪ সালে উক্ত দশ মাসে এই আধিক্যের পরিমাণ ৭৫ কোটী টাকা এবং ১৯৪২-৪৩ সালে উহা ৭১ কোটী ২৭ লক্ষ টাকা ছিল। বর্ত্তমান যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পর বিদেশ হইতে ভারতবর্ষে আমদানীর পরিমাণ যেভাবে হ্রাস পাইয়াছিল ভারতবর্ষ হইতে বিদেশে রপ্তানীর পরিমাণ সেইভাবে হ্রাস পায় নাই। ফলে এই কয় বৎসরের প্রত্যেক বৎসরেই রপ্তানী বাণিজ্যের মারফতে বিদেশে ভারতবর্ষের বহু কোটী টাকা সঞ্চিত হইয়াছে। লণ্ডনে বর্ত্তমানে ভারতবাসীর যে সহস্রাধিক কোটী টাকা মজুদ হইয়াছে আমদানীর তুলনায় রপ্তানীর এই আধিক্য তাহার একটী কারণ। কিন্তু সমুদ্রপথে জাহাজ চলাচল অনেকটা নিরাপদ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় রপ্তানী বাণিজ্যের এই অনুকূল অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে। ১৯৪৩-৪৪ সালের দশ মাসে রপ্তানীর আধিক্যের তুলনায় ১৯৪৪-৪৫ সালের দশ মাসে রপ্তানীর আধিক্য শতকরা ৬০ ভাগ হ্রাস পাওয়া হইতেই উহা প্রমাণিত হয়। বর্ত্তমানে ইউরোপীয় যুদ্ধের অবসান ঘটিয়াছে এবং জানুয়ারী মাসে ভারতের রপ্তানীর আধিক্য ঘটিয়াছে মাত্র ১ কোটী ২২ লক্ষ টাকা। স্যার আকবর হায়দারী সম্প্রতি ইংলণ্ড হইতে ভারতবর্ষে যে বিপুল পরিমাণ টাকার মালপত্র আমদানী করিবার ব্যবস্থা করিয়া আসিয়াছেন তাহাতে আগামীতে হয়ত ভারতের রপ্তানীর আধিক্য বিলুপ্ত হইয়া আমদানীর আধিক্য হইবে। এরূপ অবস্থায় লণ্ডনে সঞ্চিত ভারতের সহস্রাধিক কোটী টাকা হইতে অনেক টাকা কাটাকাটি হইয়া যাইবে। কাজেই যাহারা ভারতের ষ্টার্লিং পাওনা দ্বারা ভারতের উন্নতি বিধানের কাজ করা হইবে বলিয়া আশা করিতেছেন তাহাদের সেই আশা কতদূর ফলবতী হইবে তাহা সন্দেহের বিষয়।

* * *

বাঙ্গলার শাসন ব্যবস্থা সম্বন্ধে তদন্ত করিয়া রোল্যাণ্ডস কমিটী যে রিপোর্ট দিয়াছেন তাহার একস্থলে নিম্নলিখিত মন্তব্য করা হইয়াছে—"গত ২০ বৎসরকালের মধ্যে বাঙ্গলাদেশে জনসাধারণের স্বার্থ সম্পর্কিত ব্যাপারে কতগুলি তদন্ত কমিটী গঠিত হইয়াছে, ঐ সব কমিটী কিরূপ সুপারিশ করিয়াছেন এবং ঐ সব সুপারিশের কতটা কার্য্যে পরিণত করা হইয়াছে তৎসম্বন্ধে আমরা একটী বিবৃতি চাহিয়াছিলাম। বর্ত্তমান রিপোর্ট সহি করিবার পূর্ব্ব সময় পর্য্যন্ত আমরা আমাদের এই প্রশ্নের যে জবাব পাইয়াছি তাহা সম্পূর্ণ নহে। তবে যেটুকু বিবরণ আমরা পাইয়াছি তাহা হইতে স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, আমাদের পূর্ব্ববর্ত্তী কমিটীসমূহের সিদ্ধান্ত দ্বারা দেশের শাসন-ব্যবস্থা খুব কমই প্রভাবিত হইয়াছে।" এদেশে কমিটী কমিশন সম্বন্ধে দেশের লোকের তরফ হইতে বরাবরই বলা হইতেছে যে, এই সব কমিটী ও কমিশন সময়-ক্ষেপের একটা ফন্দী মাত্র এবং গবর্ণমেণ্ট কোন দিন কোন কমিটীর সুপারিশ কার্য্যে পরিণত করা আবশ্যক বোধ করেন না। সুখের বিষয়, রোলাণ্ডস্ কমিটীর ন্যায় একটী সরকারী কমিটীর মুখ দিয়া এতদিন পরে উপরোক্ত মন্তব্য সমর্থিত হইয়াছে। কিন্তু এই ব্যাপারে কেবল বাঙ্গলা সরকারই দোষী নহেন। ভারত সরকারের নিযুক্ত কমিটী কমিশনের সুপারিশও কোন দিন কার্য্যে পরিণত হয় না। সার আর্চ্চিবল্ড রোল্যণ্ড সম্প্রতি ভারত সরকারের অর্থ-সচিব পদে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন। তিনি বাঙ্গলায় যাহা দেখিয়া গেলেন ভারত সরকারের মধ্যেও তাহার অনেক নিদর্শন পাইবেন। কমিটী কমিশনের দ্বারা ভারতীয় অর্থের যে অপচয় হইতেছে সার আর্চ্চিবল্ড এক্ষণে তাহা বন্ধ করিবেন—তাহা আমরা আশা করিতে পারি কি?

* * *

কিছুদিন পূর্ব্বে এই মর্ম্মে একটী সংবাদ প্রকাশিত হয় যে, ভারতবর্ষে জাহাজী ব্যবসা পরিচালনার জন্য একজন ইংরাজ ডিরেক্টর লইয়া লণ্ডনে জনৈক মিঃ ঘোষ কর্ত্তৃক একটী 'ভারতীয়' জাহাজ কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সম্প্রতি আর একটী সংবাদে জানা গিয়াছে যে, মিঃ ভি পি কাউরা ও মিঃ মহম্মদ আলী করিমভাই নামক দুইজন ভারতীয় লণ্ডনে 'থ্রি ষ্টারস্ ফিল্ম কোম্পানী' নামে একটী কোম্পানী গঠন করিয়াছেন। এতদিন পর্য্যন্ত ইংরাজগণ লণ্ডনে কোম্পানী গঠন করিয়া উহার ভারতবর্ষস্থিত শাখার মারফতে ভারতে শিল্প-বাণিজ্য পরিচালনা করিতেছিলেন। এখন দেখা যাইতেছে যে, ভারতীয়গণ লণ্ডনে যাইয়া ভারতে ব্যবসা পরিচালনার জন্য কোম্পানী গঠন করিতেছেন। এই সব ঘটনা হইতে মনে হয় যে, ইঙ্গ-ভারতীয় 'অংশীদারত্ব' আস্তে আস্তে শিকড় গাড়িয়া বসিতেছে। এই সব তথাকথিত ভারতীয় কোম্পানী ইংরাজদের সহিত কি সর্ত্তে ব্যবসা চালাইয়া ভারতবর্ষকে শোষণ করিতে সঙ্কল্প করিতেছে তাহা জনসাধারণের মধ্যে প্রকাশ করা হইতেছে না। ভারতবর্ষে যদি জাতীয় গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হয় তাহা হইলে এই সব এংলো-ভারতীয় কোম্পানীসমূহ সম্পর্কে আমূল তদন্ত করা এবং ইংরাজগণ যাহাতে ভারতবাসীর সহযোগিতা লইয়া ভারতবর্ষকে শোষণ করিতে না পারে তাহার ব্যবস্থা করা জাতীয় গবর্ণমেণ্টের প্রথম ও প্রধান কর্ত্তব্য হইবে।

* * *

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের 'নিউজ উইক' নামক একটী সংবাদপত্রে এই মর্ম্মে সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে যে, আমেরিকার ৫০টী বড় বড় শিল্প পরিচালক কোম্পানী ইংলণ্ডে যাইয়া শিল্পকারখানা স্থাপন করিতে সঙ্কল্প করিয়াছেন। এই সংবাদে আরও প্রকাশ যে, লণ্ডনে ভারতবর্ষ, মিশর, আর্জ্জেন্টিনা প্রভৃতি দেশের যে ষ্টার্লিং পাওনা মজুদ হইয়াছে তাহার সুযোগ গ্রহণই আমেরিকান শিল্প পরিচালকগণের লণ্ডনে শিল্পকারখানা স্থাপনের প্রধান উদ্দেশ্য। ভারতবর্ষ এই সংবাদে আনন্দিতই হইবে। ইদানীং ইংলণ্ডের একাধিক বিশেষজ্ঞ কমিটীর রিপোর্টে একথা স্বীকৃত হইয়াছে যে, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে প্রস্তুত কলকব্জা ইংলণ্ডে প্রস্তুত কলকব্জার তুলনায় অনেক উৎকৃষ্ট। কিন্তু ইংলণ্ডে পাউণ্ডের হিসাবে ভারতবর্ষের যে সহস্রাধিক কোটি টাকা মজুদ হইয়াছে তাহা আমেরিকার ডলার মুদ্রায় রূপান্তরিত করিবার কোন উপায় না থাকাতে ভারতবাসী ইচ্ছা থাকিলেও আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের নিকট হইতে কলকব্জা আমদানী করিতে সমর্থ হইতেছে না। আমেরিকার শিল্প পরিচালকগণ যদি ইংলণ্ডে কারখানা স্থাপন করিয়া উৎকৃষ্টতর শ্রেণীর কলকব্জা প্রস্তুত করতঃ তাহা ভারতে রপ্তানী করিবার ব্যবস্থা করিতে পারেন তাহা হইলে ভারতবাসী পাউণ্ডের দ্বারাই তাহা ক্রয় করিতে সমর্থ হইবে। তখন ইংলণ্ডের পক্ষে ভারতবাসীকে আমেরিকান কলকব্জা ক্রয়ে বাধা দিবারও কোন উপায় থাকিবে না।

* * *

অনেকে আশা করিতেছিলেন যে, ইউরোপে যুদ্ধ পরিসমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে ভারতে স্বর্ণের মূল্য উল্লেখযোগ্য পরিমাণে হ্রাস পাইবে। কিন্তু প্রায় এক মাস হইল ইউরোপের যুদ্ধের অবসান ঘটিলেও স্বর্ণের মূল্য হ্রাস পাইবার কোন লক্ষণ দেখা যাইতেছে না। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক পূর্ব্বে প্রত্যহ ৩০০ বাট করিয়া স্বর্ণ বিক্রয় করিতেন—এক্ষণে উহারা প্রত্যহ ১৫০ বাট করিয়া স্বর্ণ বিক্রয় করিতেছেন। স্বর্ণের মূল্য হ্রাস না পাইবার উহা অন্যতম কারণ বটে। কিন্তু বোম্বাইয়ের সংবাদে প্রকাশ যে, ভারতবর্ষ হইতে প্রভূত পরিমাণে স্বর্ণ চীন দেশ ও সিংহলে রপ্তানী হওয়া স্বর্ণের মূল্য হ্রাস না পাইবার অন্যতম কারণ। সম্প্রতি পৃথিবীর সমস্ত দেশের খনি হইতে স্বর্ণ উত্তোলনের যে হিসাব প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে, সমগ্র পৃথিবীতে উত্তোলিত স্বর্ণের পরিমাণ ৩।৪ বৎসর পূর্ব্বের তুলনায় প্রায় এক তৃতীয়াংশ হ্রাস পাইয়াছে। এদিকে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে যে বিপুল পরিমাণ স্বর্ণ মজুদ আছে তাহা বাহিরে রপ্তানী হওয়ারও কোন লক্ষণ দেখা যাইতেছে না। অথচ পৃথিবীর সমস্ত দেশেই স্বর্ণের প্রভূত চাহিদা রহিয়াছে। এরূপ ক্ষেত্রে অদূর ভবিষ্যতে স্বর্ণের মূল্য যে উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পাইবে তাহার সম্ভাবনা খুবই কম।

* * *

বাঙ্গলার জনস্বাস্থ্য সম্বন্ধে সম্প্রতি গত ১৯৪২ সালের যে রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে

(১১৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

বাংলার প্রাচীনতম জাতীয় প্রতিষ্ঠান

স্থাপিত মহালক্ষ্মী ব্যাঙ্ক লিঃ ১৯১০ ইং

হেড অফিস : ১৫, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা ফোন কলিঃ ৪৭১৯

সিডিউল্ড ব্যাঙ্ক

ইহার পশ্চাতে রহিয়াছে ৩৩ বৎসরের জনসেবা; অভিজ্ঞ ও লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যবসায়িবর্গের সুপরিচালনায় গড়িয়া উঠিয়াছে ইহার প্রচুর সম্পদ, তাই ইহা আজ সুদৃঢ় আর্থিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত একান্ত নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।

শাখা অফিস :—পাটনা, বেনারস, মাদ্রাজ, বড়বাজার (কলিঃ), ভবানীপুর (কলিঃ), বেলিয়াঘাটা (কলিঃ), ঢাকা, টাঙ্গাইল, চট্টগ্রাম, মাণিকগঞ্জ, বরিশাল, পাবনা, নাটোর, নবদ্বীপ, কৃষ্ণনগর, তমলুক, শিলচর, শান্তিপুর, মহিষাদল, বঢ়, লক্ষ্ণৌ, টি' নগর (মাদ্রাজ), মেদিনীপুর, তেজপুর, মালদহ, রাজসাহী, ঝাড়গ্রাম, রাঁচি।

আমানতের হার ও সর্ত্তাদি সুবিধাজনক।

ব্যবসায়ীদিগকে সর্ব্বপ্রকার সুবিধা দেওয়া হয়।

ম্যানেজিং ডাইরেক্টর : জি সি পাল, বি এল

সরকারী মুদ্রানীতির গলদ

যুদ্ধের পরে এদেশে কিভাবে অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের কাজ সুরু করা যাইতে পারে ভারত-গবর্ণমেণ্ট বর্ত্তমানে তাহা নিয়া চিন্তা ভাবনা করিতেছেন। নানা বিষয় বিচার ও বিশ্লেষণের জন্য তাঁহারা ইতিমধ্যে অনেকগুলি কমিটি গঠন করিয়াছেন। কিন্তু এ সম্পর্কে যে জিনিষটা আমাদিগকে সবচেয়ে বিস্মিত করিয়াছে তাহা এই যে, গবর্ণমেণ্ট কৃষি, শিল্প ও যানবাহন প্রভৃতি বহু বিষয়ে যুদ্ধোত্তর উন্নতির পরিকল্পনা গ্রহণে সচেষ্ট হইলেও তাঁহারা এদেশের মুদ্রানীতি সম্পর্কে কোন দিক দিয়া এখনও পুনর্বিবেচনায় কোন আগ্রহ দেখাইতেছেন না। এ বিষয়ে সময়োচিত পরামর্শ দেওয়ার জন্য এ পর্য্যন্ত কোন বিশেষজ্ঞ কমিটিও নিয়োগ করা হয় নাই। মুদ্রানীতি সম্পর্কে বর্ত্তমানে বা ভবিষ্যতে কোন পরিবর্ত্তন সাধনের সঙ্কল্প তাঁহাদের মুখে একেবারেই শুনা যাইতেছে না। অথচ এদেশের আর্থিক উন্নতির জন্য সে ধরণের পুনর্বিবেচনার প্রয়োজনীয়তা আমরা বিশেষভাবেই উপলব্ধি করিতেছি।

ভারত সরকারের মুদ্রানীতি সম্পর্কে নানাদিক দিয়া বিস্তর ত্রুটি-বিচ্যুতি দীর্ঘকাল যাবৎ লক্ষ্য করা যাইতেছে। সুপ্রসিদ্ধ অর্থনীতিবিদ ডাঃ ভি কে আর ভি রাও সম্প্রতি একটি পুস্তকে (What is wrong with Indian Economic life by Dr. V. K. R. V. Rao. Published by Vora & Co Publishers Ltd 3. Round Building, Kalbadevi Road, Bombay 2. Price Rs 1-4) ভারতীয় অর্থনীতির অন্যান্য দিক আলোচনার সঙ্গে মুদ্রানীতি সম্পর্কে কয়েকটি প্রধান গলদ নিপুণভাবে বিশ্লেষণ ও সমালোচনা করিয়াছেন। ভারতীয় শিল্প-বাণিজ্যের কল্যাণে কি ভাবে সে সমস্ত গলদ দূর করা যায় সে বিষয়েও তিনি সময়োচিত নির্দ্দেশ দিয়াছেন। যুদ্ধের পরে ভারতের আর্থিক উন্নতির জন্য মুদ্রানীতি সম্পর্কে কিরূপ পরিবর্ত্তন ও সংশোধন দরকার ঐ সমস্ত হইতে তাহার আভাষ পাওয়া যায়। ডাঃ রাওয়ের মন্তব্য ও নির্দ্দেশসমূহকে ভিত্তি করিয়া মুদ্রানীতি সম্পর্কে কয়েকটি বিশেষ বিবেচ্য বিষয় নিয়া বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা আলোচনা করিব।

প্রচলিত মুদ্রাকে ভিত্তি করিয়া প্রত্যেক দেশে পণ্যমূল্য, মজুরী ও ঋণ সম্পর্কিত যাবতীয় লেনদেনের হার নিরূপিত হইয়া থাকে। ঐ সমস্ত জাতীয় ব্যবসা-বাণিজ্য ও আর্থিক জীবনকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করিয়া থাকে। কাজেই কোন দেশের আর্থিক উন্নতি সাধন করিতে হইলে সরকারী মুদ্রানীতি তদনুসারে সুনিয়ন্ত্রিত ও সুপরিচালিত হওয়া আবশ্যক। মুদ্রানীতির আদর্শ সম্বন্ধে প্রধান বিচার্য্য বিষয় হইতেছে তিনটি প্রথমতঃ দেশে যে মুদ্রা প্রচলন করা হইতেছে তাহার উপর দেশের জনসাধারণের পরিপূর্ণ আস্থার ভাব বর্ত্তমান আছে কি না, দ্বিতীয়তঃ দেশের অর্থনৈতিক কার্য্যধারা প্রসারের সঙ্গে প্রচলিত মুদ্রার পরিমাণ বৃদ্ধির সুযোগ ও সুব্যবস্থা রহিয়াছে কি না এবং তৃতীয়তঃ মুদ্রার বিনিময় মূল্য নিরূপণের কার্য্যনীতি বৈদেশিক বাজারের ঘাত প্রতিঘাত হইতে দেশের অর্থনৈতিক কার্য্যধারাকে সংরক্ষণ করিবার পক্ষে উপযোগী কি না। ঐ তিন দিক হইতে বিবেচনা করিলে ভারত সরকারের মুদ্রানীতি সম্পর্কে বর্ত্তমানে অনেক কিছু গলদই আমাদের চোখে পড়ে।

ভারতে সরকারীভাবে যে মুদ্রা ছাড়া হইতেছে তাহার উপর জনসাধারণের আস্থা নাই একথা অবশ্য এক কথায় বলা চলে না। লোকে দৈনন্দিন প্রয়োজনে এই মুদ্রা গ্রহণ ও ব্যবহার করিতেছে। দেশের ব্যবসা বাণিজ্য ঐ মুদ্রাকে ভিত্তি করিয়াই গড়িয়া উঠিতেছে। কিন্তু এ সমস্ত সত্ত্বেও ভারতীয় মুদ্রার উপর এদেশের জনসাধারণের পরিপূর্ণ আস্থার যে অভাব রহিয়াছে তাহার নমুনা আমরা প্রতিনিয়তই লক্ষ্য করিতেছি। যে মূল্যের মুদ্রা দেশের লোকের ভিতর প্রচলন করা হয় সে মুদ্রার মারফতে ঐ মূল্যের স্বর্ণ বা রৌপ্যে না পাইলে তাহার উপর সাধারণের পূর্ণ বিশ্বাস ও নির্ভরতা বজায় থাকিতে পারে না। ভারতের ক্ষেত্রে বর্ত্তমানে তাহাই হইয়াছে। এদেশের রূপার টাকায় বর্ত্তমানে মাত্র ১৬৫ ভাগ রৌপ্য থাকে আর বাকী সমস্ত ভাগই খাদ। উহার ফলে টাকার সত্যকার মূল্য দাঁড়াইয়াছে বর্ত্তমানে ।৶৬ পাই। সেজন্য টাকার চেয়ে লোকে স্বর্ণই বেশী পরিমাণে পছন্দ করিয়া থাকে। টাকার হিসাবে ব্যাঙ্কে নিজেদের সঞ্চয় জমা না রাখিয়া তাহারা যথাসম্ভব স্বর্ণ বা অন্য মূল্যবান সম্পদ কিনিয়া মজুত রাখিবার চেষ্টা করে। লোকের সঞ্চয়ের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ এইভাবে স্বর্ণ প্রভৃতিতে নিয়োজিত হওয়ায় দেশের ব্যবসায়িক উন্নতির কাজে সেই অর্থ যথাযথ নিয়োগ করা সম্ভবপর হইতেছে না। সে কারণে উপযুক্ত মূলধনের অভাবে শিল্প ব্যবসায়ের উন্নতির পথে যথেষ্ট বিঘ্ন দেখা দিয়াছে। ভারতের মত অনুন্নত দেশের পক্ষে এইরূপ একটা অবস্থা খুবই পরিতাপের বিষয়। এই অবস্থার প্রতিকারের জন্য হিল্টন ইয়ং কমিশন ১৯২৬ সালে তাঁহাদের রিপোর্টে টাকার বিনিময়ে নির্দ্দিষ্ট হারে স্বর্ণ প্রদান সম্পর্কে গবর্ণমেণ্টের উপর একটা বাধ্যবাধকতা আরোপ করিবার নির্দ্দেশ দিয়াছিলেন। অধিকন্তু তাঁহারা লোকের নিকট হইতে স্বর্ণ লইয়া তাহার বিনিময়ে 'গোল্ড ক্যাশ সার্টিফিকেট' দিবার রীতি প্রচলন করিবার জন্যও সুপারিশ করিয়াছিলেন। এইরূপ করা হইলে লোকের সঞ্চয় টানিয়া লইয়া তাহা শিল্প-ব্যবসায়ে নিয়োগের পথ প্রশস্ত হইত সন্দেহ নাই। কিন্তু ভারত গবর্ণমেণ্ট ঐ নির্দ্দেশ অনুযায়ী কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করেন নাই। ফলে প্রচলিত মুদ্রা সম্পর্কে দেশের লোকের পরিপূর্ণ আস্থার এখনও অভাব দেখা যাইতেছে। টাকার বদলে স্বর্ণ ও অন্যান্য শ্রেণীর সম্পদে লোকে তাহাদের সঞ্চয় নিয়োজিত রাখায় শিল্প-ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে তাহার সাহায্য এখনও উপযুক্ত মাত্রায় পাওয়া যাইতেছে না। এই অসুবিধা দূর করিবার জন্য যুদ্ধের পরে টাকার ধাতুগত মূল্য বাড়াইবার ও তাহার বিনিময়ে বাঁধা হারে স্বর্ণ দিবার রীতি প্রবর্ত্তিত হওয়া উচিত।

ভারতবর্ষের মুদ্রানীতির একটা বড় গলদ এই যে, এদেশে লোকের ব্যবসায়িক কার্য্যধারা প্রসারিত হওয়ার সঙ্গে তদনুপাতে মুদ্রার প্রচলন বাড়াইবার কোন ব্যবস্থা নাই। যে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হাতে মুদ্রা প্রচলনের দায়িত্ব ন্যস্ত, এ সম্পর্কে তাঁহার উপর আইনতঃ কোন বাধ্যবাধকতা আরোপ করা হয় নাই। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ইচ্ছা করিলে দেশের প্রয়োজন বুঝিয়া চলতি মুদ্রার পরিমাণ বাড়াইয়া দিতে পারেন, এই যুদ্ধের সময়ে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের জন্য মাল কিনিবার গরজে অতিরিক্ত নোট ছাড়িবার দৃষ্টান্ত আমরা ভালভাবেই লক্ষ্য করিয়াছি। কিন্তু নিছক কৃষি, শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রয়োজনে মুদ্রার পরিমাণ বৃদ্ধি করিবার কার্য্যনীতি এদেশে কোন দিনই অবলম্বিত হয় না। গবর্ণমেণ্ট বা রিজার্ভ ব্যাঙ্ক তাহা তাঁহাদের কর্ত্তব্য বলিয়াও মনে করেন না। ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক আইনে আভ্যন্তরীণ বাণিজ্য বিলের জামিনে দরকার মত ১২ কোটি টাকা পর্য্যন্ত অতিরিক্ত মুদ্রা ছাড়িবার একটা বিধান ছিল। এক্ষণে সেই বিধানটি পর্য্যন্ত উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে। এদেশে বর্ত্তমানে যে ব্যবস্থা চলিতেছে তাহাতে ব্যবসায়ীরা ষ্টার্লিং বিক্রয় করিতে পারিলে তাহার বিনিময়েই শুধু রিজার্ভ ব্যাঙ্ক হইতে কিছু অতিরিক্ত টাকা

টাকার নিরাপত্তা

রক্ষা করিয়া

টাকা খাটাইতে হইলে

রবীন্দ্র নগর

গঠন কার্য্যে টাকা খাটান।

স্থায়ী আমানতের

—সুদের হার—

১ বৎসরের জন্য	....	৫%
২ বৎসরের জন্য	....	৫৷৷%
৩ বৎসরের জন্য	...	৬%
৪ ও ৫ বৎসরের জন্য	....	৬৷৷%

দি ইনভেষ্টারস্ লিঃ

৬, ক্রশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সতর্ক লোকেরা — সব সময়ই

নিউ এশিয়াটিক ইনস্যুরেন্স কোং লিঃ-এর

নিকট বীমা করেন

জীবন, অগ্নি, নৌ, মোটর ইত্যাদি বীমা করা হয়;

এবং শ্রমিক ক্ষতিপূরণ, চুরি, অর্থ চলাচল, দাঙ্গা, ভূমিকম্প,

বিশ্বস্ততা গ্যারান্টি ইত্যাদি সম্পর্কে ঝুঁকি গ্রহণ করা হয়।

= হেড অফিস =

জীবন বীমার—নিউ এশিয়াটিক বিল্ডিং—কনট্ সার্কাস, নিউ দিল্লী।

সাধারণ—৮, রয়েল এক্সচেঞ্জ প্লেস, কলিকাতা।

বোম্বাই শাখা—ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক, এনেক্স ফোর্ট।

মাদ্রাজ শাখা—২৯৮, লিঙ্ক চেট্টী ষ্ট্রীট, জি, টি।

——অন্যান্য শাখাসমূহ——

কলিকাতা, লক্ষ্ণৌ, লাহোর, করাচী, নাগপুর, ইন্দোর, জেসগাঁও,

হায়দ্রাবাদ (দাক্ষিণাত্য), ত্রিচিনপল্লী, কালীকট,

বেজোয়াদা, কলম্বো।

দেশের ব্যবহারে আসিতে পারে। কিন্তু বিক্রয় করিবার মত ষ্টার্লিং ব্যবসায়ীরা কেবল রপ্তানী বাণিজ্যের মারফতেই পাইতে পারে। রপ্তানী বাণিজ্যের তুলনায় দেশের অন্তর্বাণিজ্য আয়তনে যত বেশীই হউক না কেন এবং এই বাণিজ্যের প্রয়োজনে যত বাড়তি টাকাই দরকার হউক না কেন সেজন্য রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ভিতর দিয়া বেশী টাকা আসিবার কোন সুবিধা নাই। এই কারণে স্বাভাবিক সময়ে ভারতে অর্থের প্রচলন প্রকৃত প্রয়োজনের তুলনায় খুবই সীমাবদ্ধ থাকে। তাহাতে ব্যবসা বাণিজ্যের অগ্রগতিও যথেষ্ট পরিমাণে বাধাপ্রাপ্ত হয়। দেশের কল্যাণ দেখিতে হইলে যুদ্ধের পরে মুদ্রা প্রচলন সম্পর্কে গবর্ণমেণ্ট ও রিজার্ভ ব্যাঙ্কের এই সঙ্কীর্ণ গোঁড়ানীতি সমুচিত ভাবে পরিবর্ত্তিত হওয়া দরকার।

১৯৩১ সালে বৃটেন স্বর্ণমান পরিহার করিবার পর হইতে পুরাপুরিভাবে একটা ষ্টার্লিং মানের (Sterling exchange Standard) ভিত্তিতে এদেশের মুদ্রানীতি পরিচালিত হইতেছে। টাকার মূল্য স্বর্ণের সহিত বিযুক্ত না থাকিয়া ঐ সময় হইতে তাহা ষ্টার্লিংয়ের উপরই একান্তভাবে নির্ভরশীল হইয়া পড়িয়াছে। সকল অবস্থায় ষ্টার্লিংয়ের সহিত টাকার বিনিময় হার ১ শিলিং ৬ পেনী হারে নির্দ্ধারিত রাখা—ইহাই হইতেছে ভারত সরকারের বর্ত্তমান মুদ্রানীতির লক্ষ্য। কিন্তু এই নীতি বৃটিশ বাণিজ্য স্বার্থের পরিপোষক হইলেও এদেশের জাতীয় অর্থনৈতিক স্বার্থের দিক হইতে তাহা খুবই ক্ষতিকর হইয়া দাঁড়াইয়াছে। দেশের প্রয়োজন অনুযায়ী নিজেদের ইচ্ছামত টাকার বিনিময় মূল্য স্থির করিবার স্বাধীনতা বিসর্জ্জন দিয়া গবর্ণমেণ্ট আজ সে বিষয়ে প্রকারান্তরে ইংলণ্ডের উপর নির্ভরশীল হইয়া পড়িয়াছেন। ষ্টার্লিংয়ের সহিত টাকার বিনিময় মূল্য সর্ব্ব অবস্থায় নির্দ্দিষ্ট রাখিতে গিয়া গবর্ণমেণ্ট এদেশের মুদ্রাকে কৃত্রিমভাবে একটা ভিন্ন দেশের মুদ্রামানের সহিত যুক্ত করিয়া ফেলিয়াছেন। ফলে ভারতের কৃষি-শিল্প ও ব্যবসা বাণিজ্যের সহিত কোন যোগসূত্র না রাখিয়া ইংলণ্ডে পাউণ্ড মুদ্রার উত্থান পতন দ্বারা এদেশেও টাকার মূল্যের অনুচিত উত্থান পতন ঘটিতেছে। অর্থনৈতিক অবস্থার দিক দিয়া ইংলণ্ডের সহিত ভারতের কোন মিল বা সাদৃশ্য একেবারেই নাই। অথচ কৃত্রিমভাবে একটা ষ্টার্লিং মান বজায় রাখিবার জন্য ঐ দেশের অবস্থা দ্বারাই কার্য্যতঃ ভারতে টাকার মূল্য নিয়ন্ত্রিত হইতেছে। ইংলণ্ডে কোন কারণে অর্থনৈতিক মন্দা দেখা দিলে তৎসঙ্গে আমাদের দেশেও পণ্য-মূল্য হ্রাস পাইতেছে। আবার কখনও হয়ত বা ইংলণ্ডের চড়তি বাজারের জন্য এদেশেও পণ্য-মূল্যের অনুচিৎ বাড়তি ঘটিতেছে। কৃষি শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যের দিক দিয়া জাতীয় কার্য্যধারা সম্প্রসারণের জন্য যখন ভারতে টাকা সুলভ হওয়া প্রয়োজন তখন তাহা সুলভ না হইয়া হয়ত অকারণভাবে দুষ্প্রাপ্য থাকিয়া যাইতেছে। আবার অন্য সময়ে ব্যবসা বাণিজ্য প্রসারের স্বাভাবিক সুযোগ বাধাপ্রাপ্ত হওয়া সত্ত্বেও হয়ত বা দেশে সস্তা মুদ্রার চলতি ক্রমাগত কেবল বাড়িয়াই চলিতেছে। টাকার মূল্য ১ শিলিং ৬ পেনীর মত চড়া হারে বাঁধিয়া রাখায় বাহিরে এদেশের রপ্তানী বাণিজ্য প্রসারের সুযোগ সম্ভাবনা অনেক ক্ষেত্রে ক্ষুণ্ণ হইতেছে। অপর দিকে ভারতীয় শিল্পের ক্ষতি করিয়া বিদেশী বণিকেরা ভারতে প্রচুর পরিমাণে তৈয়ারী মাল আমদানী করিবার সুবিধা পাইতেছে। এইভাবে বর্ত্তমান মুদ্রানীতির জন্য ভারতে কৃষি, শিল্প ও ব্যবসা বাণিজ্যের উন্নতি খুবই বাধাপ্রাপ্ত হইতেছে। কাজেই ভারতে ব্যবসা-বাণিজ্যের যুদ্ধোত্তর উন্নতির সুযোগ দেখিতে হইলে টাকার বিনিময় মূল্য সম্পর্কে একটা পুনর্বিবেচনা নিতান্ত আবশ্যক। এইরূপ পুনর্বিবেচনার উপর জোর দিতে গিয়া ডাঃ রাও অদূর ভবিষ্যতে এদেশে টাকার মুদ্রামূল্য হ্রাস বা মুদ্রামূল্য বৃদ্ধির কোন নির্দ্দিষ্ট কার্য্যনীতির জন্য ওকালতি করেন নাই। ষ্টার্লিংয়ের কায়েমী বন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া কৃষি শিল্প ও ব্যবসা বাণিজ্যের প্রয়োজনে স্বাধীনভাবে টাকার মূল্য নিরূপণের ব্যবস্থা করিবার নির্দ্দেশই তিনি এদেশের গবর্ণমেণ্টকে দিয়াছেন। ভারতের আর্থিক কল্যাণের দিক হইতে ডাঃ রাওয়ের এই নির্দ্দেশ আমরা সর্ব্বথা বিবেচনার যোগ্য বলিয়াই মনে করি।

তার অবশ্যই বিশেষ কারণ আছে—গত আঠার বছর ধ'রে উত্তরোত্তর অধিক সংখ্যক লোক ঢাকেশ্বরীর তৈরী কাপড় কিনছেন। এটা কি দৈবাৎ ঘটেছে বলে মনে করা যায়? না। বছরের পর বছর যা ঘটে তাকে দৈবাৎ বলা চলে না। যাঁরা ঢাকেশ্বরীর কাপড় কিনছেন তাঁরা নিশ্চয়ই তার মধ্যে এমন কোন বিশেষ গুণ অনুভব করেছেন যা সচরাচর সব কাপড়ে দেখা যায় না। কিন্তু কি সে গুণ? সেটা এই যে, ঢাকেশ্বরীর কাপড় টেকে বেশী; তুলনা ক'রে দেখলে, শতকরা অন্ততঃ পঁচিশ ভাগ বেশী টেকে। কেন এবং কি করে সেটা সম্ভব হয় তা জানবার জন্য পরবর্ত্তী বিজ্ঞাপনগুলি লক্ষ্য করুন। যাঁদের পয়সার দরদ আছে, যাঁরা জিনিষ কিনে যত বেশী দিন সম্ভব তা ব্যবহার করতে চান, তাঁরা আমাদের আলোচনা থেকে যথেষ্ট লাভবান হবেন এবং বুঝতে পারবেন ঢাকেশ্বরী মিলে কাপড় টেকসই করে তুলবার জন্য কত খানি যত্ন নেওয়া হয়ে থাকে। আর কেন বলা হয় যে—

যে কখানা ঢাকেশ্বরীর কাপড় আপনার আছে, তাই বিশেষ যত্ন করে পরুন; কেননা বর্ত্তমান অবস্থায় যত চান তত ঢাকেশ্বরী কাপড় জোগান সম্ভব নয়।

শতকরা ২৫ ভাগ বেশী পরতে হ'লে

কিনুন ঢাকেশ্বরী

ঢাকেশ্বরী কটন মিলস্ লিমিটেড

ম্যানেজিং ডিরেক্টার — শ্রীসূর্য্যকুমার বসু

DCB-15

ভারতে মূলধনের বাজার

শ্রীঅতুল সুর, এম-এ

সুগঠিত মূলধনের বাজারের অভাব ভারতবর্ষে সর্ব্বদাই অনুভূত হইয়াছে। এমন কি পাশ্চাত্যের উন্নত দেশসমূহে যে সকল প্রতিষ্ঠান লইয়া মূলধনের বাজার গঠিত হয়, তাহাদের অধিকাংশেরই এদেশে অস্তিত্ব পর্য্যন্ত নাই। ইস্যু হাউস, আণ্ডাররাইটিং ফার্ম, ইনভেষ্টমেণ্ট ট্রাষ্ট, ইনভেষ্টমেণ্ট ব্যাঙ্ক—এই সকল প্রতিষ্ঠান লইয়াই বিদেশে মূলধনের বাজার গঠিত হয়। দুঃখের বিষয়, মাত্র মুষ্টিমেয় ইনভেষ্টমেণ্ট ট্রাষ্ট ব্যতীত, অপর প্রতিষ্ঠানসমূহ এদেশে এখনও অঙ্কুর লাভ করিতে পারে নাই।

দেশের জনসাধারণের সঞ্চয়-মূলক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অর্থভাণ্ডারসমূহকে একত্রিত করিয়া, পরে শিল্প-প্রতিষ্ঠানসমূহকে ঐ টাকা দীর্ঘ মেয়াদে ধার দেওয়াই মূলধনের বাজারের কাজ। মূলধনের বাজারের সহিত টাকার বাজারের পার্থক্য এই স্থলে বিশেষ করিয়া উল্লেখ করা উচিত। টাকার বাজার ও দেশের জনসাধারণের সঞ্চয়মূলক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অর্থভাণ্ডারসমূহ একত্রিত করিয়া, পরে সেই টাকা দেশের ব্যবসা, বাণিজ্য ও শিল্পের প্রয়োজন মিটাইতে ধার দেয়। কিন্তু যেহেতু টাকার বাজার দেশের আমানতী-যৌথ-ব্যাঙ্কসমূহ লইয়া গঠিত হয় এবং আমানতকারীদের সহিত তাহাদের এই সর্ত্ত থাকে যে, তাহারা যে কোন মুহূর্ত্তে চেক্ কাটিয়া তাহাদের আমানতী অর্থভাণ্ডার তুলিয়া লইতে পারিবে, সেজন্য আমানতী ব্যাঙ্কসমূহ দীর্ঘ মেয়াদে টাকা ধার দিতে সাহস পায় না। এইখানেই টাকার বাজারের সহিত মূলধনের বাজারের পার্থক্য। এক কথায় "টাকার বাজার" স্বল্পমেয়াদী অর্থের বাজার এবং "মূলধনের বাজার" দীর্ঘমেয়াদী টাকার বাজার।

যে দেশে সুপ্রতিষ্ঠিত ও সুনিয়ন্ত্রিত মূলধনের বাজার আছে, সে দেশে শিল্প-প্রতিষ্ঠানসমূহকে মূলধনের অভাবে কষ্ট পাইতে হয় না। শিল্প-প্রতিষ্ঠানসমূহের মূলধনের প্রয়োজন সাধারণতঃ দুই প্রকার—চলতি খরচের জন্য সাময়িক মূলধন ও যন্ত্রপাতি প্রভৃতি ক্রয়ের জন্য দীর্ঘ মেয়াদী বা স্থায়ী মূলধন। চলতি মূলধন শিল্পপ্রতিষ্ঠানসমূহের পক্ষে "টাকার বাজার" হইতে সংগ্রহ করা সম্ভবপর হইলেও স্থায়ী বা দীর্ঘমেয়াদী মূলধন তাহাদের পক্ষে টাকার বাজারের অন্তর্ভুক্ত আমানতী ব্যাঙ্ক-সমূহের নিকট হইতে ধার পাওয়া সহজসাধ্য হয় না। অবশ্য আমানতী ব্যাঙ্কসমূহের নিরাপত্তার দিক হইতে তাহাদের নিকট হইতে দীর্ঘমেয়াদী মূলধন ধার পাওয়ার আশা পোষণ করাও অন্যায়। এ সম্পর্কে বহুদিন পূর্বে বিলাতের "প্রথম পঞ্চম" ব্যাঙ্কসমূহের অন্যতম বারক্লেস্ ব্যাঙ্কের চেয়ারম্যান মিঃ ডবলিউ. কেভিল টিউক্ বলিয়াছিলেন যে, "আমানতী ব্যাঙ্কের পক্ষে শিল্প-প্রতিষ্ঠানসমূহকে দীর্ঘমেয়াদে টাকা ধার দেওয়া ন্যায়সঙ্গত ব্যবসা-নীতির বহির্ভূত ব্যাপার এবং ইহা দ্বারা ব্যাঙ্কের ভিত্তি বিশেষভাবে শিথিল হয়।"

ভারতের অধিকাংশ শিল্পসম্পদই এখনও শৈশবাবস্থা অতিক্রম করে নাই। সেই জন্য তাহাদের পক্ষে আমানতী ব্যাঙ্কসমূহের নিকট হইতে চলতি মূলধন সংগ্রহ করাও দুঃসাধ্য হইয়া উঠে। ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক তো বরাবর এ সম্বন্ধে বিশেষ কড়াকড়ি নিয়ম প্রয়োগ করিয়া আসিয়াছে এবং মাত্র অল্পসংখ্যক নির্দ্দিষ্ট খরিদ্দার ব্যতীত অপর কোন শিল্প-প্রতিষ্ঠানকে টাকা ধার দেয় না। যৌথ ব্যাঙ্কসমূহও ঋণপ্রার্থীর "মানসম্ভ্রম" যাচাই করিয়া তবে টাকা ধার দেয়। উপরন্তু এইরূপ দাদন দিবার সময় তাহারা বিক্রয়যোগ্য জামীন, যথা মজুত কাঁচামাল, প্রস্তুত মাল প্রভৃতি হাতে না রাখিয়া কখনও টাকা ধার দেয় না। বস্তুতঃ আমানতী ব্যাঙ্কসমূহের সহিত এদেশের শিল্প-প্রতিষ্ঠানসমূহের সম্পর্ক খুব আন্তরিকতার সহিত গড়িয়া উঠে নাই।

চলতি মূলধন সম্পর্কে তো এদেশের শিল্প-প্রতিষ্ঠানসমূহের এই অবস্থা, চিরস্থায়ী মূলধনের তো কথাই নাই। চিরস্থায়ী মূলধন সাধারণতঃ পরিমিত দায়িত্বযুক্ত যৌথ কারবার গঠন করিয়া তাহার "অংশ" বা শেয়ার বিলি করিয়া তোলা হয়। কিন্তু এক্ষেত্রেও ইহার সফলতা নির্ভর করে প্রবর্ত্তকদের (Promoters) "নামযশ" ও প্রস্তাবিত ব্যবসার "ভালমন্দের" উপর।

এই সকল নানা কারণে এদেশে "ম্যানেজিং এজেণ্ট" সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইয়াছে। ভারতের শিল্প গঠনে তাঁহাদের কৃতিত্ব যথেষ্ট। কোন প্রতিষ্ঠান গঠন করিবার জন্য যে মূলধনের প্রয়োজন তাহা সংগ্রহ করিবার দায়িত্ব এযাবৎ কাল তাঁহারা নিজেদের স্কন্ধেই লইয়া আসিয়াছেন। এসম্পর্কে তাঁহাদের কর্মপ্রণালী অনেকটা ইয়োরোপের "মিশ্র ব্যাঙ্ক"সমূহের মত। তাঁহারা একাধারে ইস্যু হাউস্, প্রমোটার ও ইনভেষ্টমেণ্ট ব্যাঙ্কের কাজ করিয়া আসিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে নানা গলদ বর্ত্তমান। এই হেতু তাঁহাদের পরি-চালনায় এদেশের শিল্পোন্নতি সর্ব্বাঙ্গীন সম্পূর্ণতা ও দ্রুততা লাভ করিতে পারে নাই।

আজ আমরা যুদ্ধোত্তর কালে শিল্প প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা লইয়া বিশেষ ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছি। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে যদি মূলধনের বাজার প্রতিষ্ঠা করিতে না পারি, তাহা হইলে এই সকল শিল্পের জন্য সহজে টাকা আসিবে কোথা হইতে? যদি এ বিষয়ে আমরা বিশেষভাবে অবহিত না হইয়া মামুলী প্রথা ও পরিস্থিতির উপর নির্ভর করি, তাহা হইলে এই সকল শিল্পের ভবিষ্যৎ খুব উজ্জ্বল হইবে না। মনে রাখিতে হইবে যে, যুদ্ধোত্তরকালে আমাদের নিজেদের হাটেই আমাদের শিল্পসমূহকে সম্মুখীন হইতে হইবে সমগ্র জগতের প্রতি-যোগিতার। সেক্ষেত্রে যদি উপযুক্ত মূলধনের অভাবে আমাদের শিল্পসমূহকে সঙ্কটের মধ্যে পড়িতে হয়, তাহা হইলে সেই সকল শিল্প যে অকালে বিনষ্ট হইবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

বাড়তি উৎপাদন ও চা

লড়াই বাধবার পর থেকে অন্য সব দেশের মতো ভারত-বর্ষকেও বাড়তি উৎপাদনের জন্য উঠে পড়ে লাগতে হয়েছে। কিন্তু কাজটা অন্য দেশগুলিতে যতোটা সহজ হয়েছে ভারতবর্ষের পক্ষে মোটেই তা হয়নি। কারণ যুদ্ধরত সৈন্যদের চাহিদা অনুযায়ী মাল জোগাবার জন্য যে-সব বাড়তি যন্ত্রপাতি দরকার, যুদ্ধের জন্য বিদেশ থেকে সেগুলোর আমদানি বন্ধ, তার উপরে কারখানার কাজ-জানা মজুরেরও অভাব। এ সব অসুবিধে সত্ত্বেও বর্তমানে ভারতবর্ষের কারখানাগুলিতে যে পরিমাণ মাল উৎপন্ন হচ্ছে আগেকার দিনে তা ভাবাও যেতো না।

এই কৃতিত্বের মূলে ভারতীয় চায়ের দান যে কতোখানি তা ভাবলে সত্যি আশ্চর্য হতে হয়। আগেকার দিনে দেখা যেতো কাজের শেষের দিকে উৎপাদনের পরিমাণ অনেকটা কমে যায়। কিন্তু এখন আর এ কথা কেউ মানবে না, কারণ স্পষ্টই দেখা গেছে একটানা খাটুনির পর শ্রমিকদের চা দেওয়ার ফলে তাদের উদ্যম ফিরে আসে এবং মনোযোগও বাড়ে। তাই শেষপর্যন্ত মোট উৎপাদনের পরিমাণ চরমেই থাকে।

এ বিষয়ে যাঁরা আরো জানতে চান তাঁরা কলকাতায় ১০১ নম্বর ক্লাইভ স্ট্রীটে 'ইণ্ডিয়ান টী মার্কেট এক্স্-প্যান্ শান্ বোর্ড' থেকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও সাহায্য পাবেন।

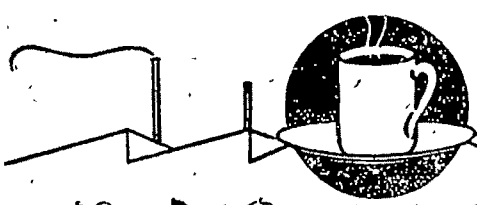

ইণ্ডিয়ান টী মার্কেট এক্স্প্যান্শান্ বোর্ড কর্তৃক প্রচারিত

IK 241

আগামী কালের জন্য আমাদের আজ হইতেই প্রস্তুত হইতে হইবে। যে সকল প্রতিষ্ঠান লইয়া বিদেশে মূলধনের বাজার গঠিত হয়, আমরা চাই সময় থাকিতে সেই সকল প্রতিষ্ঠান আজ গড়িয়া উঠুক দেশের সর্ব্বত্র। জনসাধারণের সঞ্চয়লব্ধ অর্থ যাহাতে সাফল্যের সহিত বিনিযুক্ত হইতে পারে দেশের শিল্প গঠনে, সে সম্বন্ধে বিশেষভাবে সহায়তা করিতেছে বিদেশের মূলধনের বাজারে ইনভেষ্টমেণ্ট ট্রাষ্ট ও ইনভেষ্টমেণ্ট ব্যাঙ্কসমূহ। ইনভেষ্টমেণ্ট ট্রাষ্টের গঠন ও কর্ম্মপ্রণালী সম্বন্ধে লেখক ইতিপূর্ব্বে আলোচনা করিয়াছেন এই পত্রিকারই পূর্ব্ববর্ত্তী এক বিশেষ সংখ্যায়। এই শ্রেণীর প্রতিষ্ঠানসমূহ বিশেষভাবে সহায়তা করে স্বল্পপুঁজিবিশিষ্ট ব্যক্তিদের শিল্পে অর্থ নিয়োগ করিতে। ভালভাবে চিন্তা করিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, সামান্য পুঁজিবিশিষ্ট ব্যক্তিদের হইয়া সাফল্যের সহিত শিল্পে অর্থ বিনিয়োগ করাই বর্ত্তমান যুগের ইনভেষ্টমেণ্ট ক্ষেত্রের প্রধান সমস্যা। সাধারণের পক্ষে নির্ভরযোগ্য শেয়ার নির্ব্বাচন করা অনেক সময়ই কঠিন হইয়া পড়ে। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও বিশ্লেষণ অবশ্য অনেককে এসম্পর্কে সাহায্য করে, কিন্তু বর্ত্তমানের কর্ম্মময় জীবনে কয়জন লোকের এসম্বন্ধে সুযোগ ও সুবিধা আছে। এইরূপ স্বল্পপুঁজির মালিকদের অর্থসম্পদ একত্রিত করিয়া, বিশেষভাবে বিশ্লেষণ করিয়া নানা শ্রেণীর শেয়ারে বিনিয়োগ করিয়া ঝুঁকির পরিমাণ কমাইয়া সাফল্যের সহিত অর্থ বিনিযোগ করিতে বিশেষভাবে সাহায্য করে ইনভেষ্টমেণ্ট ট্রাষ্টসমূহ। সেইজন্য স্বল্পপুঁজিবিশিষ্ট ব্যক্তিদের সাফল্যের সহিত অর্থ বিনিয়োগ করিতে সহয়াতা করিবার জন্য দেশের সর্ব্বত্র অসংখ্য ইনভেষ্টমেণ্ট ট্রাষ্ট গড়িয়া উঠা উচিত।

আর চাই, ইনভেষ্টমেণ্ট ব্যাঙ্ক। ইনভেষ্টমেণ্ট ব্যাঙ্ক ব্যতীত কোন দেশে মূলধনের বাজার গড়িয়া উঠিতে পারে না। এক কথায় বলিতে গেলে, ইনভেষ্টমেণ্ট বা দাদনী ব্যাঙ্কই সুসংযত মূলধনের বাজারের প্রধান প্রতিষ্ঠান। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমাদের দেশে আজ পর্য্যন্ত একটিও দাদনী ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারে নাই।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, আমানতী ব্যাঙ্কের সহিত দাদনী ব্যাঙ্কের পার্থক্য টাকা দাদনের মেয়াদ লইয়া। পূর্ব্বোক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ স্বল্পমেয়াদে টাকা ধার দেয়, আর দাদনী ব্যাঙ্ক দীর্ঘ মেয়াদে টাকা ধার দেয়। কিন্তু উভয়ের মধ্যে পার্থক্য কেবলমাত্র টাকা দাদনের মেয়াদেই নিবদ্ধ নহে। ইহাদের সাধারণ কর্ম্মপ্রণালীও স্বতন্ত্র। মোটামুটি, দাদনী ব্যাঙ্কের প্রধান কাজ, শিল্পসমূহের সহিত দাদনকারীদের আন্তরিক সংযোগ ও সম্পর্ক স্থাপন করা। এই জন্য ইহারা দেশের যে সকল লোক দীর্ঘমেয়াদে টাকা খাটাইতে সমর্থ ও ইচ্ছুক এইরূপ লোকের অর্থসম্পদ একত্রিত করে। তাহারা যে কেবল শিল্পপ্রতিষ্ঠানসমূহকে মুখ্যভাবে টাকা ধার দিয়াই তাহাদের মূলধনের প্রয়োজনীয়তা মিটায় তাহা নহে, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি পাশ্চাত্যের উন্নত দেশসমূহে দাদনী ব্যাঙ্কের আরও কাজ হইতেছে—শেয়ারের কেনাবেচায় সাধারণকে সুযোগ ও সুবিধা দেওয়া, দাদনকারীদের বিশ্লেষণপূর্ণ তথ্য প্রদান করা ও নূতন প্রতিষ্ঠানের শেয়ার সাধারণের মধ্যে বিলি করা। শেষোক্ত কাজের জন্য তাহারা নূতন প্রতিষ্ঠানের সমগ্র শেয়ার কিছু কম দামে একত্র কিনিয়া লয় এবং পরে দাদনকারীদের নিকট উহা শেয়ারে উল্লিখিত দামে বিক্রয় করে। দুই দামের মধ্যে যে পার্থক্য থাকে, তাহাই দাদনী ব্যাঙ্কের লাভ। অনেক সময়, নূতন শিল্প প্রতিষ্ঠানের শেয়ার এই ভাবে ক্রয় করিবার জন্য এত অধিক অর্থের প্রয়োজন হয় যে, অনেকগুলি ইনভেষ্টমেণ্ট ব্যাঙ্ক এই কার্য্য সমাধার জন্য সাময়িকভাবে "আণ্ডার রাইটিং সিণ্ডিকেট" গঠন করে এবং তাহার মধ্যস্থতায় সাধারণের নিকট ঐ প্রতিষ্ঠানের শেয়ার বিলি করে। এই নিমিত্ত বিদেশের ইনভেষ্টমেণ্ট ব্যাঙ্কসমূহকে ষ্টক-এক্সচেঞ্জের সভ্য হইতে হয়। আমাদের দেশের ষ্টক-এক্সচেঞ্জের নিয়ম অনুযায়ী কিন্তু কোন ব্যাঙ্ক ষ্টক-এক্সচেঞ্জের সভ্য হইতে পারে না। অবশ্য, এ বিষয়ে, এদেশের ষ্টক-এক্সচেঞ্জসমূহ এক ভ্রান্ত পথ অবলম্বন করিয়াছে। এদেশের ষ্টক-এক্সচেঞ্জসমূহ গঠিত হইয়াছে বিলাতের ষ্টক এক্সচেঞ্জের অনুকরণে। কিন্তু বিলাতে বেয়ারিংস্, রথস্‌চাইল্ডস, মরগান্ গ্রেনফেল, শ্রোডারস্, হামব্রোস্, এরলাং গারস্, হিগিংসনস্ ও ল্যাজার্ডস্ প্রমুখ বড বড় শেয়ার-বিলিকরণ প্রতিষ্ঠান বর্ত্তমান থাকায় বিলাতে ব্যাঙ্কসমূহকে এ বিষয়ে কখনও ষ্টক-এক্সচেঞ্জের সাহায্য লইতে হয় নাই। সুতরাং বিলাতের ষ্টক-এক্সচেঞ্জে ব্যাঙ্কসমূহের সভ্য না থাকার যুক্তিযুক্ততা পরিষ্কার বোঝা যায়। এদেশে কিন্তু শেয়ার-বিলিকরণ প্রতিষ্ঠান কখনও বর্ত্তমান ছিল না। সুতরাং এদেশের ষ্টক-এক্সচেঞ্জসমূহ হইতে ব্যাঙ্কসমূহকে বহির্ভূত করিবার কোন যুক্তিযুক্ততা দেখা যায় না। সম্পূর্ণভাবে এদেশে মূলধনের বাজার গঠন করিতে হইলে ব্যাঙ্কসমূহকে ষ্টক-এক্সচেঞ্জের সভ্য করিয়া লইতে হইবেই।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, পূর্ণাঙ্গভাবে মূলধনের বাজার গঠন করিতে হইলে লোকের সঞ্চয়লব্ধ অর্থ বাজারে ছড়াইয়া ফেলিতে হইবে। একথা এখানে বলা প্রয়োজন যে, ভারতীয়দের সঞ্চয়ের পরিমাণ সম্পর্কে এযাবৎ এদেশে ভ্রান্ত ধারণা বর্ত্তমান ছিল। মাত্র ত্রিশ পঁয়ত্রিশ কোটি টাকা বার্ষিক নব বিনিযুক্ত সঞ্চয়ের হিসাব তালিকা প্রকাশ করিয়া ভারতীয়দের সঞ্চয়ের পরিমাণ ১০০ কোটি টাকা অনুমিত হইত। কিন্তু বর্ত্তমান লেখক তাঁহার প্রণীত "সেভিংস্ ও ইনভেষ্টমেণ্ট ইন্ ইণ্ডিয়া" নামক পুস্তকে হিসাব তালিকা প্রকাশ করিয়া দেখাইয়া দিয়াছেন যে, বার্ষিক নব-বিনিযুক্ত সঞ্চয়ের পরিমাণ ২০০ কোটি টাকা এবং ভারতীয়দের মোট সঞ্চয়ের পরিমাণ ২৫০ হইতে ৩০০ কোটি টাকা হইবে। কিন্তু উক্ত গ্রন্থে প্রকাশিত হিসাব তালিকা দেখিলে দেখা যাইবে যে, ভারতীয়দের মোট সঞ্চয়ের সামান্য পরিমাণমাত্র শিল্পসমূহের পুষ্টি সাধনের নিমিত্ত বিনিযুক্ত হয়। সেজন্য আজ বিশেষভাবে প্রয়োজন দেশের জনসাধারণের ভিতর এমন মনোভাব সৃষ্টি করা যাহাতে তাহাদের সঞ্চিত অর্থ তাহারা দেশের শিল্প গঠনে নিয়োগ করিতে আগ্রহান্বিত হয়। আগামী কালে যে সকল ইনভেষ্টমেণ্ট ট্রাষ্ট ও ইনভেষ্টমেণ্ট ব্যাঙ্ক এদেশে প্রতিষ্ঠিত হইবে, তাহাদেরই সকলকে এই দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হইবে।

দি
ত্রিপুরা
মডার্ণ
ব্যাঙ্ক
লিমিটেড
(সিডিউলড্)

ভারত সরকার ইহাকে সিডিউলড্ ব্যাঙ্ক বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন।

পৃষ্ঠপোষক :
ত্রিপুরাধিপতি মহারাজ মাণিক্য বাহাদুর
কে, সি, এস, আই।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর :
রাজসভাভূষণ হরিদাস ভট্টাচার্য্য।

হেড অফিস—আগরতলা (ত্রিপুরা ষ্টেট)
রেজিষ্টার্ড অফিস—আখাউরা (বি এণ্ড এ রেলওয়ে)।

কলিকাতা অফিস সমূহ :
৬, ক্লাইভ ষ্ট্রীট
২০১, হ্যারিসন রোড।

দি ব্যাঙ্ক অফ্ বরোদা লিঃ

(১৯০৮ সালে বরোদায় সংগঠিত—সভ্যগণের দায়িত্ব সীমাবদ্ধ)
বরোদার মাননীয় মহারাজা গায়কোয়াড়এর গভর্ণমেণ্টের পৃষ্ঠপোষকতায় প্রতিষ্ঠিত

অনুমোদিত মূলধন	...	...	২,৪০,০০,০০০৲ টাকা
বিলিকৃত ও বিক্রীত মূলধন	...	...	২,০০,০০,০০০৲ ,,
ভাগিদ দেওয়া মূলধন	...	...	১,০০,০০,০০০৲ ,,
আদায়ীকৃত মূলধন (৩১-৮-৪৪)	...	...	৯৯,৯৯,৫৮০৲ ,,
মজুত তহবিল	...	...	১,০০,০০,০০০৲ ,,

হেড অফিস :—ব্যাঙ্ক রোড, বরোদা কলিকাতা অফিস :—১১, ক্লাইভ ষ্ট্রীট

শাখাসমূহ :
আমেদাবাদ (ভদ্রা), আমেদাবাদ (পাঁচকুভা), আমরেলী, ভবনগর, বিলিমোরা, বোম্বাই (ফোর্ট), বোম্বাই (জাভেরী বাজার), কলিকাতা, দাভয়, ধুলিয়া (পশ্চিম খান্দেস), দ্বারকা, হারিজ, জালগাঁও (পূর্ব্ব খান্দেস), কাঁদী, কালল, কপদ্বঞ্জ, কারজন, মেসানা, মিঠাপুর, নবসারী, পাটন, পেঠলাদ, পোর্ট ওখা, সঙ্খেদা, সিথপুর, সুরাট, উন্‌ঝা (এন, জি), ভিসনগর ভায়ারা।

ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত সকল প্রকার কাজ করা হয়।

ডব্লিউ জি গ্রাউণ্ডওয়াটার,
জেনারেল ম্যানেজার, বরোদা।

এম, জি, পারিখ,
এক্টিং ম্যানেজার, কলিকাতা

রাজনৈতিক প্রসঙ্গ

পুনরধিকৃত ব্রহ্মদেশ ধীরে ধীরে ছদ্মবেশী বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের স্বরূপ প্রকটিত করিতেছে। সম্প্রতি প্রকাশ পাইয়াছে, জাপ অধিকারের আমলে যে সব বর্ম্মীদের অস্ত্রশস্ত্র দেওয়া হইয়াছিল এবং তাহাদের 'ব্রহ্মদেশ মুক্ত কর' সংগ্রামে ও প্রচারকার্য্যে বৃটিশ কর্ত্তৃপক্ষ আপত্তি করা দূরে থাকুক বরং উৎসাহ ও ইন্ধনই জোগাইয়া আসিয়াছেন, তাহাদের নিকট হইতে এখন অস্ত্রশস্ত্র ফেরৎ চাওয়া হইতেছে; কিন্তু ব্রহ্মের ঐ গেরিলাদের অনেকে অস্ত্র ফেরৎ দিতে আপত্তি করিতেছে—এমন কি স্থানে স্থানে সংঘর্ষও চলিতেছে। প্রখ্যাত মার্কিন সাংবাদিক ড্রু পিয়ার্সন বলিয়াছেন, ব্রহ্মদেশে বোধ হয় গ্রীসের ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটিতেছে। স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, জাপ আমলে বিপাকে পড়িয়া যে মনোভাব দেখান হইয়াছিল জাপানীদের বিতাড়নের পরে সেই কথা বৃটিশ কর্ত্তৃপক্ষ বিলকুল ভুলিতে চাহিতেছেন। বিলাতের 'ট্রিবিউন' পত্রিকার অভিমতের প্রতিধ্বনি করিয়া বলা যায়, হতভাগ্য ব্রহ্ম এক সাম্রাজ্যবাদীর হাত হইতে আর এক সাম্রাজ্যবাদীর হাতে পুনরায় ফিরিয়া গেল মাত্র। বৃটিশ দুরভিসন্ধির পশ্চাতে মার্কিন গবর্ণমেণ্টেরও সমর্থন আছে বলিয়া সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ রহিয়াছে। 'নিউইয়র্ক ডেলি নিউজ' পর্য্যন্ত লিখিয়াছেন, "প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যানের নূতন শাসন বিভাগ তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তীর অনুসৃত নীতি মানিয়া এশিয়ায় ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদ পুনঃ প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করিবেন বলিয়া মনে হইতেছে। মনে হইতেছে, প্রাক্তন মনিবেরা জাপানীদের নিকট হইতে যে সমস্ত স্থান একদা রক্ষা করিতে পারেন নাই সেইগুলি আবার তাহাদের হাতেই ফিরাইয়া দিবার মতলব করা হইয়াছে।"

* * *

পুনরধিকৃত ব্রহ্মে যাহা ঘটিয়াছে ও ঘটিতে চলিয়াছে তাহা দেখিয়া শুনিয়া ভারতের পক্ষে শঙ্কিত হওয়ার উপযুক্ত কারণ আছে। ভারতবর্ষের প্রতিবেশী দেশ সম্পর্কে বৃটিশ 'শ্বেতপত্রে' যে নীতি ও অভিপ্রায় প্রকটিত হইয়াছে তাহার সহিত ভারতের প্রশ্ন বিচ্ছিন্ন ও স্বতন্ত্র মনে করিলে ভুল হইবে। মাদ্রাজের 'হিন্দু' পত্রিকা এই প্রসঙ্গে সমগ্র ভারতেরই শঙ্কা প্রকাশ করিয়া জানাইয়াছেন, "ব্রহ্মকে শত্রুকবলমুক্ত দেশ হিসাবে দেখা হইতেছে না, উহাকে পরাজিত ও পদানত দেশ হিসাবেই গণ্য করা হইতেছে।" বিঘোষিত "শ্বেতপত্রের" চূড়ান্ত ধাপ্পাবাজির একটু সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণ করিলেই যথেষ্ট হইবে। শ্বেতপত্রে তিনটি স্তরের পরিকল্পনা হইয়াছে। প্রথম পর্ব্বে বৃটিশ গবর্ণর ও তাঁহার মনোনীত সাঙ্গপাঙ্গরাই সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া থাকিবেন। অর্থাৎ ১৯৪৫ সালের ব্রহ্মদেশ ১৯১৯ সালের অবস্থায়ই থাকিয়া যাইবে। দ্বিতীয় পর্ব্বের সূচনা হইবে ১৯৪৮ সালের ডিসেম্বর মাসে—তখন ১৯৩৫ সালের ব্রহ্ম শাসন বিধান অনুসারে সাধারণ নির্ব্বাচন হইবে। অর্থাৎ জাপ অধিকারের অবসানের সাড়ে তিন বৎসর পরে ব্রহ্মদেশ তাহার যুদ্ধ-পূর্ব্ব (১৯৩৯ সালের আগেকার) অবস্থায় পৌঁছিবে। তৃতীয় পর্ব্ব যেন ক্রিপস্ প্রস্তাবেরই প্রতিধ্বনি—তথাকথিত স্বশাসনের পূর্ব্বে কতকগুলি সর্ত্ত পূরণে শাসক শ্রেণী-কল্পিত 'যদি' ও 'কিন্তু' জাতীয় সমস্যার সমাধান করিতে হইবে। ভারতের মতই ব্রহ্মের ক্ষেত্রেও "ব্রহ্মদেশের জনসাধারণের প্রতিনিধিরা নিজেদের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠা করিয়া নিজেদের উপযোগী ও সর্ব্বদলসম্মত শাসনতন্ত্র রচনা করিবেন।" শ্বেতপত্র প্রহসনের এখানেই শেষ নহে। ভবিষ্যতে "শনৈঃ শনৈঃ" যে স্বায়ত্ত শাসনের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছে তন্মধ্যে শান ষ্টেট ও কেরেন প্রভৃতি পার্ব্বত্য উপজাতি 'স্বেচ্ছায়' অন্তর্ভুক্ত না হইলে তাহাদিগকে গ্রহণ করা হইবে না। তাহাদের প্রতি পবিত্র বৃটিশ কর্ত্তব্যের কথা স্পষ্টাক্ষরে ঘোষিত হইয়াছে!

* * *

ব্রহ্মকে এরূপভাবে দাবাইয়া রাখিবার কারণ-স্বরূপ শ্বেতপত্রে জানান হইয়াছে, 'জাপ আক্রমণে ব্রহ্মের যে অর্থনৈতিক জীবন বিপর্য্যস্ত হইয়াছে তাহা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে।' এই প্রসঙ্গে বিলাতের 'ডেলি ওয়ার্কার' মন্তব্য করিয়াছেন, 'এরূপ অর্থনৈতিক বিপর্য্যয় তো ইউরোপের সকল পুনরধিকৃত দেশেই দেখা দিয়াছে।' 'ডেলি হেরাল্ড' আরও স্পষ্টভাবে লিখিয়াছেন, 'ফিলিপাইনও ব্রহ্মের মতই ক্ষতবিক্ষত ও বিপর্য্যস্ত হইয়াছে। কিন্তু ফিলিপাইনের ক্ষেত্রে পূর্ণ রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রদান করার ব্যবস্থা সম্ভব হইতেছে কেমন করিয়া?' এই সব প্রশ্নের জবাব সহজ। ব্রহ্মদেশ ইউরোপীয় কোন দেশ নহে, সুতরাং এশিয়ার কোন দেশ সম্পর্কে আটলান্টিক সনদ বা চতুর্ব্বিধ স্বাধীনতার বিধান প্রযুক্ত হইবে এমন কোন বিধান নাই। মূল কথা হইতেছে, ব্রহ্মে যে সুবিপুল বৃটিশ মূলধন খাটিতেছিল এবং আরও যে সব বৃটিশ মূলধন বিনিয়োগ করার অভিসন্ধি রহিয়াছে তাহার রক্ষা ও নিরাপত্তার জন্য নিরঙ্কুশ শাসন ও শোষণ ব্যবস্থা সাম্রাজ্যবাদীদের পক্ষে একান্তই অপরিহার্য্য। তাই ছয় মাস পূর্ব্বেও যাঁহারা ব্রহ্মের জনবাহিনীকে গোপনে গোপনে দেশোদ্ধারে উৎসাহ দিয়া আশান্বিত করিয়াছেন তাঁহারা আজ 'আস্তে ধীরে দায়িত্বশীল করিয়া তুলিবার' সেই চিরাচরিত কূটনৈতিক চাল চালিতেছেন। বিপদ পার হইয়াছে, এখন আর বিপদের দিনের প্রতিশ্রুতি স্মরণ রাখার প্রয়োজন নাই। বেশী দিনের কথা নয়, মাত্র দুই বৎসর পূর্ব্বেই ব্রহ্মের গবর্ণর স্যার রেজিনাল্ড ডরম্যান স্মিথ লণ্ডনে এক বক্তৃতা প্রসঙ্গে (আত্মবিস্মৃত হইয়াই বোধ হয়) বলিয়াছিলেন, 'বৃটেন তাহার অধীন জাতিগুলির স্বাধীনতা না দিবার অথবা বিলম্বিত করার জন্য যে সকল রাজনৈতিক বাঁধা বুলি কপচাইয়া থাকে, তাহা শুনিয়া শুনিয়া জগৎ বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছে।' ব্রহ্মের লাট স্যার রেজিনাল্ড আজ বুদ্ধিমানের মত একেবারে নির্ব্বাক নির্ব্বিকার পরম ব্রহ্ম সাজিয়াছেন। ১৯১৮-১৯ সালেও অনুরূপ বিপদের দিনে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা পরাধীন জাতিগুলিকে স্বায়ত্ত শাসন দিবার পবিত্র প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন। বিপদ উত্তীর্ণ হইলে পরে তাঁহারা একটি একটি করিয়া উল্টা আচরণ করিয়াছেন, সেই প্রতিশ্রুতি-ভঙ্গের মসিলিপ্ত ইতিহাসেরই পুনরাবৃত্তি হইতে চলিয়াছে। ভারত সম্পর্কে এবার যে সব প্রতিশ্রুতি শুনান হইয়াছে পুনরধিকৃত ব্রহ্মের দিকে তাকাইয়া সেই প্রতিশ্রুতি যে কতখানি পালিত হইবে তাহা বেশ বুঝিতে পারিতেছি।

* * *

যাহাদের নিকট হইতে অস্ত্রশস্ত্র কাড়িয়া লওয়া হইতেছে সেই বর্ম্মা জাতীয় বাহিনীর সংখ্যা দশ হাজারের মত। ইহাদের মধ্যে উদারনৈতিক নরমপন্থী হইতে উগ্রপন্থী থাকিন পার্টির সভ্য পর্য্যন্ত বিস্তর বর্ম্মী আছে। তিন বৎসর পূর্ব্বে এই বর্ম্মা জাতীয় বাহিনী বৃটেনের বিরুদ্ধে লড়িয়াছে, বছর খানিক হইল উহারা জাপানের বিরুদ্ধে লড়িয়া আসিয়াছে। ইহা হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়, স্বদেশের মুক্তিই ইহাদের একমাত্র কাম্য—জাপানকেও তাহারা চায় না, ইংরেজকেও তাহারা চায় না। বৃটিশ সুশাসনের সুশীতল ছত্রছায়ার সুতিক্ত অভিজ্ঞতাও তাহাদের আছে, জাপানী স্বাধীনতার উদার দাক্ষিণ্যের প্রত্যক্ষ স্বাদও তাহারা পাইয়াছে। আজ ইহাদের দাবাইয়া রাখিয়া ও ব্রহ্মকে তাহার ন্যায়সঙ্গত অধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়াই

সিটিজেন্স অব ইণ্ডিয়া

মিউচুয়াল ইন্সিওরেন্স কোম্পানী লিমিটেড

রেজিষ্টার্ড অফিস – ভরতপুর (রাজপুতানা)

প্রধান কার্য্যালয়—১৭৭-এ, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা

—বোর্ড অব ডিরেক্টরস্—

রায় বাহাদুর রামেশ্বর নাথানী (দুধেওয়ালা)
ব্যাঙ্কার ও মার্চ্চেণ্ট—চেয়ারম্যান

মহারাজা শ্রীশচন্দ্র নন্দী,
এম, এ, বি, এল, এম, এল, এ
(কাশীমবাজার)

মৌলবী এ, কে, ফজলুল হক,
এম, এ, বি, এল, এম, এল, এ,
এক্স-প্রিমিয়ার, বেঙ্গল

স্যার হরিশঙ্কর পাল, কে-টি
এম, এল, এ, ল্যাণ্ড হোল্ডার
ও মার্চ্চেণ্ট

শেঠ মনোহরলাল আগরওয়ালা,
ব্যাঙ্কার ও মার্চ্চেণ্ট

কুমার মহাবীর প্রসাদ, নাথানী
ব্যাঙ্কার ও মার্চ্চেণ্ট

কুমার হরিনাম নাথানী,
ব্যাঙ্কার ও মার্চ্চেণ্ট

শেঠ রামকুমার আগরওয়ালা,
ব্যাঙ্কার ও মার্চ্চেণ্ট

মিঃ যোগেন্দ্রনাথ মৈত্র,
জমিদার, শিতলাই (পাবনা)

রাজমন্ত্র প্রবীণ এ, ভি, রামনাথন
দেওয়ান, ভরতপুর

মিঃ পি, এস, নারায়ণ,
(এক্স-অফিসিও)

জেনারেল ম্যানেজার :
মিঃ পি, এস, নারায়ণ

ম্যানেজার :
মিঃ বি, বি, মজুমদার
বি, এ, এল্, এল্, বি

সেক্রেটারী :
মিঃ এইচ চক্রবর্ত্তী
বি, এল্

কি বিশ্ব-শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে? সান্‌ফ্রান্সিস্কোর সম্মেলনে কি এই জাতীয় বিশ্ব নিরাপত্তারই ভিত্তি রচিত হইতেছে? লক্ষ্য করার বিষয়, বৃটিশ শ্রমিক-নলের পররাষ্ট্র নীতি প্রচার করিয়া সম্প্রতি মিঃ এটিলী, মিঃ বিভান, মিঃ হার্ব্বার্ট মরিসন, মিঃ ভাল্টন, মিস এলেন উইলকিন্সন প্রমুখ বৃটিশ শ্রমিক নেতৃগণ যে-সব গরম গরম বাগবিভূতি বিস্তার করিয়াছেন তাহার ত্রিসীমানায় কোথাও ব্রহ্ম সম্পর্কে শ্বেতপত্রের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদের লেশমাত্রও নাই। আসলে বৃটিশ শ্রমিক নেতারাও পররক্ত-পুষ্ট সাম্রাজ্য-ব্যবস্থারই রক্ষক। তাঁহারা ব্রহ্ম ও ভারতের জনসাধারণের মিত্র তো নহেনই, পরন্তু তাঁহারা বৃটিশ জনসাধারণের, বিশেষ করিয়া বৃটিশ শ্রমিক সাধারণেরও মিত্র নহেন। এই প্রতিক্রিয়া-শীল নেতৃত্ব যতদিন শ্রমিক সমাজের স্কন্ধ হইতে বিতাড়িত ও বিদূরিত না হইতেছে ততদিন ভারত ও ব্রহ্ম তথা বৃটেন ও সমগ্র দুনিয়ার গণমুক্তি স্বপ্নেই সীমাবদ্ধ থাকিবে।

* * *

সিরিয়া ও লেবাননের গুরুতর পরিস্থিতি এবার সঙ্কটজনক অবস্থায় পৌঁছিয়াছে। প্রথমে বন্দুকের গুলি, তার পর কামানের গোলা, অবশেষে গোলা-গুলি বর্ষণের সঙ্গে সঙ্গে ফরাসী বিমান হইতে বোমা বর্ষণ সুরু হইয়াছে। একদিকে ক্ষমতালোলুপ ফ্রান্সের ট্যাঙ্ক ও সাঁজোয়া গাড়ী, আর একদিকে স্বাধীনতা রক্ষায় দৃঢ়সঙ্কল্প জাতীয় বাহিনীর রাইফেল ও হাত বোমা। সিরিয়ানরা ডেরার ফরাসী ঘাঁটি অধিকার করিয়াছে, ফরাসী সৈন্যরা সিরিয়ার পার্লামেন্ট ভবন দখল করিয়া বসিয়াছে। সিরিয়া ও লেবাননের সঙ্কটে সমগ্র আরব জগৎ তীব্র অসন্তোষে উত্তপ্ত, প্রতিবেশী সগোত্র রাষ্ট্রের পশ্চাতে একযোগে দণ্ডায়মান হওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ। মধ্য প্রাচ্য টলমল করিতেছে। কমন্স সভায় বৃটিশ পররাষ্ট্র সচিব মিঃ ইডেন জানাইয়াছেন, বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট আর নিষ্ক্রিয় থাকিতে পারেন না—তাঁহারা এই ব্যাপারে হস্তক্ষেপের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

* * *

বিগত মহাযুদ্ধের পরে ফ্রান্স সিরিয়া ও লেবাননে মেণ্ডেটরী শাসনাধিকার পাইয়া ১৯৪০ অবধি অবাধ শোষণ-নীতি বজায় রাখিয়াছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে ফ্রান্সের পতনের পরে বিপদের দিনে ফ্রান্স ও গ্রেট বৃটেন সিরিয়া ও লেবাননের স্বাধীনতা ও সার্ব্বভৌমত্ব স্বীকার করিয়া লইয়া বিপন্নপ্রায় নিকট ও মধ্যপ্রাচ্য সামলাইবার চেষ্টা করিয়াছে। সেই বিপদ কাটিয়া গিয়াছে। তাই আবার দেখা দিয়াছে পররাজ্য লোলুপতার পুরাতন নগ্নরূপ। ইতিমধ্যে—ফ্রান্সে জার্ম্মান অধিকারের আমলেই—সিরিয়া ও লেবানন লইয়া যখন গোল-যোগ দেখা দেয়, তখন ডি গল ও বৃটিশ কর্ত্তৃপক্ষ পূর্ব্ব প্রতিশ্রুতির পুনরাবৃত্তি করিয়া একটা সমাধান করেন। কিন্তু জার্ম্মানীর চূড়ান্ত পতনের পরে সিরিয়া ও লেবাননের সার্ব্বভৌম মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ করিয়া সম্প্রতি ফরাসী সৈন্যাবতরণের ফলে আগুন জ্বলিয়া উঠিয়াছে। ফরাসী কর্ত্তৃপক্ষ আন্তর্জ্জাতিক ও সাংস্কৃতিক নজির দেখাইয়া যে সব সর্ত্ত দিয়াছেন, তাহা আসলে সাম্রাজ্যবাদী দুরভিসন্ধিরই নামান্তর। সিরিয়া ও লেবানন ঐ সব স্বাধীনতানাশী সর্ত্তে সম্মত হয় নাই। পরিতাপের বিষয় যে, ফ্রান্স স্বাধীনতা হারাইয়া প্রায় পাঁচ বৎসর কাল পরপদানত ছিল সেই ফ্রান্সই আজ অপরের স্বাধীনতার বিঘ্ন হইয়া দাঁড়াইতে চাহে। বৃটেন এতদিন নিরপেক্ষ দর্শকের ন্যায় দূরে দাঁড়াইয়াছিল। এক্ষণে তাহার হস্তক্ষেপের সিদ্ধান্তকে সিরিয়া ও লেবাননের স্বাধীনতার প্রতি তাহার সহানুভূতি বলিয়া মনে করিলে ভুল হইবে। মধ্যপ্রাচ্যে বৃটেনের যে সব জমিদারী রহিয়াছে সিরিয়ার আগুনের আঁচ সেখানেও লাগিতেছে—সংক্রমণ-ভীতিই বৃটেনকে শঙ্কিত করিয়া তুলিয়াছে। অপিচ সুদূর প্রাচ্যের যুদ্ধে অপরিমেয় সরবরাহের পথ মধ্যপ্রাচ্যের মধ্য দিয়া।

স্পষ্টতঃ সিরিয়া লইয়া ফরাসী ও বৃটিশ এই দুই স্বরাজ্যবাদী স্বার্থের দ্বন্দ্ব সুরু হইয়াছে। গোলযোগের সুযোগ লইয়া বৃটেন সিরিয়ায় হাত বাড়াইতেছে কি?

এই শোচনীয় পরিস্থিতির পটভূমিতে সান্‌ফ্রান্সিস্কোর শান্তির দরবার প্রহসন মনে হয়। আধুনিক সামরিক বলে দুর্ব্বল এক ক্ষুদ্র রাষ্ট্রকে এক বৃহৎ ও বলীয়ান রাষ্ট্র আজ যে ছলে-কৌশলে গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছে দেখা যাউক, সেই সম্পর্কে ফিস্কো সম্মেলনের রাষ্ট্রধুরন্ধররা কি বলেন, কি করেন।

* * *

ত্রিয়েস্তে বিরোধের পরিণতিও অনুরূপ সঙ্গীন অবস্থায় আসিয়া ঠেকিয়াছে। এক অসমর্থিত সংবাদে প্রকাশ, ইতালীয়ান ও মার্শাল তিতোর সৈন্যদের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে।

আড্রিয়াতিক সাগরের সর্ব্বপ্রধান বন্দর ত্রিয়েস্তে লইয়া মিত্রপক্ষ ও মার্শাল তিতোর বিরোধের মূলে রহিয়াছে বিগত ২৭ বছরের ইতিহাস। গত মহাযুদ্ধের পরে ইতালী ত্রিয়েস্তে দখল করিয়া লয়। ভৌগোলিক ও জাতিগত দিক হইতে বিচার করিলে ত্রিয়েস্তে যুগোশ্লাভিয়ার অন্তর্গত। গত ৩০শে এপ্রিল মার্শাল তিতোর যুগোশ্লাভ জনবাহিনী জার্ম্মান ও ইতালীয়ান সৈন্যদের বিতাড়িত করিয়া ত্রিয়েস্তে অধিকার করে। বৃটিশ সৈন্যদল তখন বহু দূরে—ভেনিসের উত্তরে পিয়াভ নদীর তীরে। তিন দিন পরে মার্শাল আলেকজান্দারের সৈন্যরা ত্রিয়েস্তে পৌঁছায়। সুতরাং এই গুরুত্বপূর্ণ বন্দরটি কাহার, ইতালীর না যুগোশ্লাভিয়ার, সম্মিলিত পক্ষ সেই মালিকানা সম্পর্কিত সমস্যার সমাধান না করা পর্য্যন্ত ইউরোপের অন্যান্য অধি-কৃত অঞ্চলে মিত্রপক্ষ কর্ত্তৃক অনুসৃত নীতি অনুসারে ত্রিয়েস্তে যুগোশ্লাভ সৈন্যদেরই দখলে থাকার কথা। কিন্তু এই যুগোশ্লাভ-ইতালীয়ান বিরোধে বৃটেন নিরপেক্ষ থাকিতে পারে না। ভূমধ্যসাগরে আধিপত্য বজায় রাখার জন্য এই বন্দরের উপর প্রত্যক্ষ বৃটিশ কর্ত্তৃত্ব সম্ভব না হইলেও ইতালীয়ানদের সাহায্যে এক পরোক্ষ বৃটিশ প্রভাবের ব্যবস্থা একান্ত অপরিহার্য্য হইয়াছে। ত্রিয়েস্তে সঙ্কটের মূল রহস্য এইখানে।

* * *

সমস্যা কিন্তু আরও জটিল। মার্শাল তিতোর পশ্চাতে যে মস্কোর সমর্থন রহিয়াছে তাহা বুঝিতে বিলম্ব হয় না। ভূমধ্যসাগরগতপ্রাণ বৃটেনের শঙ্কা তাই আরও অধিক। সম্প্রতি বিলাতের 'ইকনমিষ্ট' পত্রিকা এই প্রসঙ্গে উদ্বেগ প্রকাশ করিয়া লিখিয়া-ছেন, ফিনল্যাণ্ড হইতে ত্রিয়েস্তে পর্য্যন্ত এক সোভিয়েট প্রাচীর গঠিত হইতে চলিয়াছে। মার্কিন কংগ্রেস সদস্যা শ্রীমতী ক্লেয়ার বুথও আশঙ্কা করিয়াছেন, "ইউরোপের মধ্যে প্রত্যেকটি গবর্ণমেণ্ট প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে মস্কোপন্থী শাসক কর্ত্তৃপক্ষ পরিচালিত হইতেছে।" স্পেনের বিচার-সচিব সিনর এডওয়ার্ড আউন্স পরিষ্কার বিধান দিয়াছেন, ইউরোপে রুশিয়াকে বাদ দিয়া বৃটেন, ফ্রান্স, স্পেন, পর্ত্তুগাল, ইতালী, স্ক্যাণ্ডিনাভিয়া ও অন্যান্য দেশ লইয়া এক "কণ্টিনেণ্টাল ইউরোপীয়ান ব্লক" গঠন করা হউক যাহার মধ্যে জার্ম্মানীকেও পরে গ্রহণ করা যাইবে। স্পষ্টতঃই ইউরোপ খণ্ডে শক্তি-সাম্যের চাবিকাঠি বৃটেনের হাত হইতে চিরতরে খসিয়া পড়িবার বিপদ দেখা দিয়াছে। সেই বিপদ ঠেকাইতে হইলে ভূমধ্যসাগরই প্রকৃষ্ট "jumping off ground" এবং উহার সর্ব্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ত্রিয়েস্তে বন্দর লইয়া সেই কারণেই কি এত চাঞ্চল্য, এত ঘনঘটা?

বৃষ্টির মুখোমুখি

বৃষ্টি যত প্রবলই হোক না কেন, আপনি নির্ভয়ে তার মুখোমুখি দাঁড়াতে পারেন। ডাকব্যাক বর্ষাতি গায়ে থাকলে এক ফোঁটা বৃষ্টিও আপনাকে স্পর্শ করতে পারবে না। এদেশের প্রবল বৃষ্টির জন্যই বিশেষ উপযোগী করে' ডাকব্যাক তৈরী।

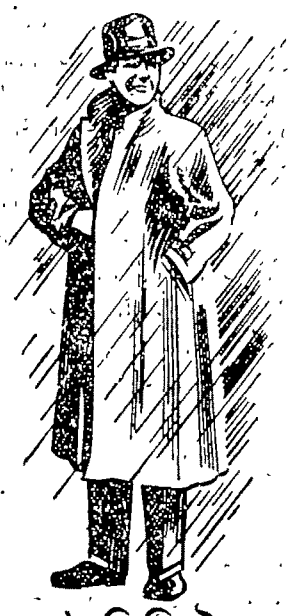

ডাকব্যাক

ভারতের প্রিয় বর্ষাতি

বেঙ্গল ওয়াটারপ্রুফ ওয়ার্কস (১৯৪০) লিমিটেড

কলিকাতা নাগপুর বোম্বাই

খেয়ালীর খাতা

মিঃ আসফ আলীকে গভর্ণমেণ্ট অবশেষে মুক্তি দিয়াছেন। দয়া করিয়া কি না জানি না। কারণ আরও কিছুদিন বন্দীশালায় রাখিলে গভর্ণমেণ্টকে হয়তো আর ছাড়িয়া দিতে হইত না, বন্দী নিজেই ছাড়িয়া যাইত। তাঁহার স্বাস্থ্যের অবস্থা এখনও ডাক্তারদের উদ্বেগের অতীত নয়। খবরের কাগজে একটি শিরোনামা দেখিলাম—"Asaf Ali, the Lonely man।" সত্যই তাই। স্ত্রী নিরুদ্দেশ, পুলিশের গোয়েন্দা তাঁহাকে সর্ব্বত্র খুঁজিয়া বেড়াইতেছে। মোটর গাড়ীটি গভর্ণমেণ্ট নীলামে বিক্রয় করিয়াছেন। তাঁহার বাড়ীটিও বাজেয়াপ্ত হইয়াছে। বাড়ীর টেলীফোনটি কাড়িয়া নেওয়া হইযাছে। পরাধীন দেশে যাঁহাবা স্বাধীনতা আনিতে চায় তাঁহাদের ইহাই পাওনা। কিন্তু ভারতবর্ষে যে-সকল মুসলমান জাতীয় আন্দোলনে যোগ দিয়াছেন তাঁহাদেব সম্পর্কে আরও একটা দিক বিচার করিবাব আছে। সে-কথাটাই বিশেষ করিয়া বলিতে চাই। ১৯৪২ সালের কথা। স্যার ষ্ট্যাফোর্ড ক্রীপস্ দিল্লীতে ভারতীয় নেতৃবর্গেব সঙ্গে আলাপ আলোচনা চালাইতেছেন। ক্রীপস্ যে কী প্রস্তাব নিয়া আসিয়াছেন তাহা তখনও জানা যায় নাই। প্রত্যহ সকাল সাড়ে ন'টা হইতে বিকাল সাড়ে পাঁচটা পর্য্যন্ত ৩নং কুইন ভিক্টোরিয়া রোডে ধর্ণা দিতেছি। মৌলানা আজাদের 'দোভাষী'রূপে আসফ আলী ক্রীপসের সঙ্গে বার কয়েক দেখা করিয়াছেন। একদিন সন্ধ্যাবেলা আমরা চারজন—আমি, নিউজ ক্রনিক্যালের Emeny (কিছুকাল পূর্ব্বে ব্রহ্ম সীমান্তে বিমান দুর্ঘটনায় যাঁহার মৃত্যু হইয়াছে), সিডনি মর্ণিং হেরাল্ডের Gardner, ও আমার একজন অবাঙ্গালী বান্ধবী যাঁহাব নাম বলা নিষেধ আছে—আসফ আলীব বাড়ীতে হানা দিলাম। ঘণ্টা দুই আলাপ আলোচনাব পরে আমরা যখন বিদায় লইতেছিলাম গৃহকর্ত্রী অরুণা আসফ আলী আমাদিগকে দরজা পর্য্যন্ত আগাইয়া দিতে আসিলেন। Emeny বলিল, "এদেশে যাঁহারা কংগ্রেসের লোক তাঁহাদিগকে বহু ত্যাগ ও বহু কষ্ট করিতে হয়, তাই না?" মিসেস আসফ আলী বলিলেন—"হ্যাঁ, তাই। কিন্তু মুসলমান কংগ্রেস কর্ম্মীদের তার চাইতেও অনেক বেশী কিছু করিতে হয। তাহা হইতেছে প্রলোভন দমন। 'ইসলাম বিপন্ন' বলিয়া মুসলীম লীগে ঢুকিয়া সাম্প্রদায়িকতার জয় গাহিলে রাতারাতি তাঁহারা যশঃ, মান, অর্থ ও প্রতিপত্তি পাইতে পারেন। জেলে যাইতে হয না, জরিমানা দিতে হয় না। সে সুবিধা না লইয়া কংগ্রেসের পথে অর্থাৎ বিপদের পথে, দুঃখের পথে, চলিতে অনেক বেশী মনের জোর, অনেক খাঁটি দেশপ্রেমের প্রয়োজন হয়।"

* * * *

খবব পাইলাম রোল্যাণ্ড কমিটির সুপারিশগুলির কতটা এবং কীভাবে কাজে লাগানো যাইতে পারে তাহা বিবেচনা করিবার জন্য বাংলা গভর্ণমেণ্ট মিঃ জেঙ্কিন্সকে স্পেশ্যাল অফিসার নিযুক্ত করিয়াছেন। অন্ততঃ একখানা রিপোর্ট সরকারী রেকর্ড রুমের আলমারীর তাকে ধূলিশয্যার চাইতে কিছুটা অধিক সদ্গতি লাভ করিবে এমন সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে। কমিটির অনেক মন্তব্য ও সুপারিশের সঙ্গে আমার মতের মিল নাই একথা ঠিক। আবার অনেকগুলির সঙ্গে আছে সে-কথাও সত্য। কিন্তু একটি শ্বেতাঙ্গ পরিচালিত পত্রিকায় এই রিপোর্টের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা ও সে উপলক্ষে বিলাত ও এদেশের তুলনা দেখিয়া হাসি পাইতেছে। লেখক বলিতেছেন, বিলাতে কোন সরকারী কর্ম্মচারী মন্ত্রীদের সঙ্গে দেখা করিলে তাহার চাকুরী যায়, আর এদেশে তাহাদের প্রমোশন হয়। দুঃখের কথা সন্দেহ নাই। কিন্তু দুঃখতো শুধু ঐ খানেই শেষ নয়। এদেশে আই, সি, এস সেক্রেটারীরা মন্ত্রীদের ডিঙাইয়া গভর্ণরের সঙ্গে দেখা করে। বিলাতে কোন কর্ম্মচারী রাজার কাছে সরাসরি হাজির হইলে বোধ হয় জেলে যাইবে। এখানে ম্যাজরিটি না থাকিলেও স্যার নাজিমুদ্দিনকে হার্ব্বার্ট সাহেব মন্ত্রিত্বের গদিতে বসাইয়া দিয়াছিলেন, সে দেশে রাজা জর্জ্জের সাধ্য আছে আর্চ্চিবল্ড সিন্‌ক্লেয়ারকে প্রধান মন্ত্রী করিবার?

* * *

বিলাতের বর্ত্তমান 'ঠিকা মন্ত্রিসভার' সলিসিটর জেনারেল নিযুক্ত হইয়াছেন স্যার ওয়াল্টার মনক্‌টন্। মনক্‌টন্ হ্যারো ও বেলিয়লের ছাত্র এবং অক্সফোর্ড ইউনিয়নের এককালে প্রেসিডেণ্ট ছিলেন। আইন ব্যবসায়ে তাঁহার আয় ছিল প্রায় ত্রিশ হাজার পাউণ্ড। কিন্তু এ-সকলই শুষ্ক তথ্য। তাঁহার সম্পর্কে সবচেয়ে কৌতূহলজনক খবর হইল এই যে, রাজা অষ্টম এডোয়ার্ডের সিংহাসন ত্যাগের ব্যাপারে তিনি রাজার ব্যক্তিগত উকীল ও পরামর্শদাতা ছিলেন। মিসেস সিমসন আখ্যায়িকার পূর্ণ কাহিনী যদি কেহ পুরাপুরি জানে তবে সে মনক্‌টন্। আর কিছুটা জানেন লর্ড বিভারব্রুক। কিন্তু মনক্‌টনের কাছ হইতে কোন সাংবাদিকই আজ পর্য্যন্ত ঐ সম্পর্কে একটি অক্ষরও বাহির করিতে পারে নাই। ভদ্রলোক জানেন কি করিয়া নিজের মুখ বন্ধ রাখিতে হয়। বোধ হয়, এই জন্যই এই যুদ্ধের সময় তাঁহাকে ডিরেক্টার জেনারেল অব সেন্সাবসিপ নিযুক্ত করা হইয়াছিল!

* * *

কলিকাতার ফুটবল খেলার যাঁহারা কিছুমাত্র খবর রাখেন তাঁহারাই জানেন ফুটবল মশুমের মাস দুই আগেই অন্য দল হইতে খেলোয়াড় ভাগাইয়া নিজের দলে আনিবার জন্য বিভিন্ন ক্লাবগুলির মধ্যে কি রকম তোলপাড় চলে। সম্প্রতি কলিকাতার ময়দানের এই খেলোয়াড ভাগাইবার প্রথা গভর্ণমেণ্ট ও সংবাদপত্রে সংক্রামিত হইতে দেখিতেছি। দিল্লীর 'ডন' পত্রিকার সম্পাদক পোথান জোসেফ ইনফরমেশান ডিপার্টমেণ্টে চাকুরী লইয়াছেন। জনশ্রুতি এই যে, বাংলা গভর্ণমেণ্টের ডিরেক্টার অব ইনফরমেশান আলতাফ হোসেনকে 'ডন' পত্রিকার সম্পাদক করিতেছেন। মহামেডান হইতে ইষ্টবেঙ্গল; ইষ্টবেঙ্গল হইতে মোহনবাগান!

* * *

কলিকাতা বেতারকেন্দ্রে রবীন্দ্র-সঙ্গীতের অশুদ্ধতা সম্পর্কে ইহার আগে একবার লিখিয়াছিলাম। সম্প্রতি একজন ওয়াকিবহাল লোক জানাইলেন, রবীন্দ্র-সঙ্গীত কমাইবার জন্য দায়ী বর্ত্তমান ষ্টেশান ডিরেক্টর বোখারী সাহেব নহেন। বিশ্বভারতী কর্ত্তৃপক্ষ নাকি ঠিক করিয়াছেন যে, রবীন্দ্র-সঙ্গীত যাহাতে "ঠিক সুরে গাওয়া" হয় তাহার জন্য তাঁহারা একটি কমিটি করিবেন এবং সেই কমিটি আগে বিচার করিয়া "পাশ" করিলে তবেই গায়ককে রবীন্দ্র-সঙ্গীত গাহিতে দেওয়া হইবে। রবীন্দ্র-সঙ্গীত শান্তিনিকেতনী ঢংএ না গাহিলে নাকি উহার জাত নষ্ট হয়। যদি জানিতে চাহেন যে, এই "শান্তিনিকেতনী ঢং"টা কী বস্তু তবে তাহার জবাব আমি দিতে পারিব না। তবে এইটুকু বলিতে পারি যে, রবীন্দ্র-সঙ্গীত যাঁহারা দেশে সবচেয়ে বেশী প্রচার ও জনপ্রিয় করিয়াছেন—পঙ্কজ মল্লিক, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, সন্তোষ সেনগুপ্ত সুনীল রায়—ইঁহারা কেহই অতঃপর আর রেডিওতে রবীন্দ্র-সঙ্গীত গাহিতে পারিবেন না। কারণ ইঁহাদের ঢং সম্পূর্ণ "শান্তিনিকেতনী" অর্থাৎ যথেষ্ট পরিমাণে বেসুরা, বেতালা ও ন্যাকামীপূর্ণ নয়!

—খেয়ালী

কুমিল্লা ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন লিমিটেড

স্থাপিত—১৯১৪

মূলধন

অনুমোদিত	৩,০০,০০,০০০৲
বিলিকৃত	১,০০,০০,০০০৲
বিক্রীত	১,০০,০০,০০০৲
আদায়ীকৃত	৫০,০০,০০০৲ উপর
রিজার্ভ ফাণ্ড	২৫,০০,০০০৲

হেড অফিস : কুমিল্লা

শাখাসমূহ

কলিকাতা	বোম্বে	ঢাকা
হাইকোর্ট	মান্দভি	নবাবপুর
বড়বাজার	(বোম্বে)	নারায়ণগঞ্জ
দক্ষিণ কলিকাতা	দিল্লী	নিতাইগঞ্জ
নিউ মার্কেট	কাণপুর	বরিশাল
হাটখোলা	লক্ষ্ণৌ	বালকাটি
ডিব্রুগড়	বেনারস	চাঁদপুর
চট্টগ্রাম	ভাগলপুর	হাজিগঞ্জ
জলপাইগুড়ি	কটক	পুরাণবাজার
		ব্রাহ্মণবাড়িয়া
		বাজার ব্রাঞ্চ (কুমিল্লা)

লণ্ডন এজেণ্ট :—ওয়েষ্টমিনষ্টার ব্যাঙ্ক লিঃ।
নিউইয়র্ক এজেণ্ট :—ব্যাঙ্কার্স ট্রাষ্ট কোং অব নিউইয়র্ক।
অষ্ট্রেলিয়ান এজেণ্ট :—ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক অব অষ্ট্রেলেশিয়া লিঃ।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—মিঃ এন সি দত্ত, এম-এল-সি

আর্থিক দুনিয়ার খবরাখবর

ভারতে পশমী দ্রব্যের আমদানী—ভারত সরকার ৫০ লক্ষ টাকারও অধিক মূল্যের পশমী কাপড় বাহির হইতে ভারতে আমদানীর ব্যবস্থা করিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ। আশা করা যায়, আগামী শীতকালের পূর্ব্বে ঐ বস্ত্র আসিয়া পৌছিলে ভারতে শীতের কাপড়ের বর্ত্তমান অভাব অনেকটা দূরীভূত হইবে।

বৃটেনে যুদ্ধোত্তর অতিকায় বিমান—প্রকাশ, বৃটেনের প্রথম যুদ্ধোত্তর অতিকায় বিমান—যাহা ভারতবর্ষ, ডোমিনিয়ানসমূহ ও আটলান্টিক মহাসাগরস্থিত দেশসমূহে চলাচল করিবে—সম্ভবতঃ ১৯৪৭ সালে কার্য্যকরী হইতে পারিবে। ভূতপূর্ব্ব বিমান নির্ম্মাণ মন্ত্রী (এয়ার-ক্র্যাফ্ট প্রডাক্সান্ মিনিষ্টার) লর্ড ব্র্যাবাজন-এর নামানুসারে উক্ত বিমানগুলির ব্র্যাবাজন নামকরণ হইয়াছে। প্রাথমিক ব্যবস্থা হিসাবে এই বিমান-সমূহে এক একটি দুই হাজার অশ্বশক্তি বিশিষ্ট আটটি ইঞ্জিন থাকিবে কিন্তু পরে ১৯৪৭ সালে যে সব বিমান প্রস্তুত হইবে তাহারা ইঞ্জিন বিহীন ও জেট-প্রপেলড্ হইবে—অর্থাৎ স্থান বিশেষ হইতে তাহাদিগকে গোলার ন্যায় প্রক্ষিপ্ত করা হইবে। উক্ত বিমানসমূহে রাত্রিকালের জন্য সত্তর জন শয়নাভিলাষী আরোহীর স্থান হইবে অথবা দিনের বেলায় আনুমানিক একশত জন আরোহী আরামে যাইতে পারিবে। বিমানসমূহের গতিও নাকি বেশ দ্রুত হইবে।

বাস আরোহীদের কিউ প্রথা—চৌরঙ্গী রোড ও কর্পোরেশন ষ্ট্রীটের সংযোগস্থলে কালীঘাট-শ্যামবাজার পথের বাসসমূহের আরোহী-দের জন্য কিউ প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। যাহাতে আরোহীগণ উক্ত প্রথা মান্য করেন সেই জন্য একটি কাঠের রেলিং নির্ম্মাণ করা হইয়াছে এবং সেখানে মৌখিক ও লাউড স্পীকারের সাহায্যে জনতাকে যথাকর্ত্তব্য পালনের নির্দ্দেশ দেওয়া হয়। এই পথে প্রায় ৭০টি বাস চলাচল করে।

রঙ্গিন তুলা উৎপাদন—সোভিয়েট দূতা-বাসের একটি বিবৃতিতে প্রকাশ, রাশিয়া ৭০০ টন রঙ্গিন তুলা উৎপাদনের উদ্দেশ্যে ৩৭০০ একর জমী নিয়োগ করিবে। বর্ত্তমান বৎসরই দশ লক্ষেরও অধিক গণ্ড ঘন সবুজ, গোলাপী, কমলা ইত্যাদি স্বাভাবিক রঙ্গের কাপড় নাকি রাশিয়ায় প্রস্তুত হইবে। নিউ ইয়র্কের ব্যবসায়ীদের নিকট হইতে জানা গিয়াছে যে, মিসিসিপির অন্তর্গত ষ্টোনভিল সরকারী গবেষণাগারেও রঙ্গিন তুলা উৎপাদন সম্ভব হইয়াছে। কিন্তু উহা নাকি এখনো সেখানে বহুলভাবে উৎপাদন করা সম্ভব হয় নাই।

ব্রহ্মদেশ পুনর্গঠন—প্রকাশ, ইংলণ্ড সরকার বর্ত্তমান বৎসরের শেষ ভাগে ব্রহ্মদেশ পুনর্গঠনের উদ্দেশ্যে ব্রহ্ম সরকারকে ঋণদানে স্বীকৃত হইয়াছেন। আগামী তিন বৎসরে মোট ২০ কোটী (২০০ মিলিয়ন) পাউণ্ড ঋণ দেওয়া হইবে, আশা করা যায়।

বিদেশী বস্ত্রের আমদানী—জানা গিয়াছে যে, এক কোটী টাকা মূল্যের বস্ত্র যুক্তরাজ্য হইতে ভারতে আমদানী হইয়াছে। ভারতের বর্ত্তমান তীব্র বস্ত্র-সমস্যার কথঞ্চিৎ সমাধানেই নাকি এই বস্ত্র আমদানী করা হইয়াছে। যুক্তরাজ্য ও যুক্ত-রাষ্ট্র হইতে প্রচুর পরিমাণ ইলেকট্রিক বাল্বও আমদানী হইতেছে।

সরকারী ইঞ্জিনীয়ারগণের বিদেশ যাত্রা—চারি জন সরকারী ইঞ্জিনীয়ার যুক্তরাষ্ট্রে কি ভাবে গ্রামসমূহে বিদ্যুৎ সরবরাহ হয় তাহা শিখিবার ও জানিবার জন্য শীঘ্রই ভারত হইতে সেণ্ট লুই অভিমুখে যাত্রা করিবেন। উক্ত দলে থাকিবেন মহীশূর রাজ্য বৈদ্যুতিক বিভাগের মিঃ রামকৃষ্ণ, মাদ্রাজ বৈদ্যুতিক বিভাগের মিঃ সোমায়াজুলু, কলিকাতা ইলেকট্রিক্যাল কমিশনারের অফিসের মিঃ ভেঙ্কটরামায়া ও যুক্তপ্রদেশে পূর্ত্তবিভাগের মিঃ ভাসন্।

যুক্তপ্রদেশে সমবায় আন্দোলন—যুক্তপ্রদেশের সরকার ঐ প্রদেশের জন্য একটি পঞ্চ-বার্ষিকী সমবায় নীতির পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে। উক্ত পরিকল্পনা অনুসারে যুদ্ধোত্তরকালে প্রত্যেক ১৫ হাজার গ্রামের জন্য একটি প্রাথমিক সমবায় সমিতি স্থাপিত হইবে। চাউলের ভাল বাজার রহিয়াছে বলিয়া প্রথমে দেরাদুন, গোণ্ডা, বাহ্রিক, বাস্তি ও গোরখপুর জেলা নিয়া কাজ আরম্ভ হইবে। ইহা ছাড়া যে সব স্থানে খুব গম উৎপন্ন হয় যেমন সাহারাণপুর এবং আলীগড়ের মধ্যবর্ত্তী দোয়াব, মোরাদাবাদ জিলান্তর্গত চান্দৌসীতে ও বুন্দেল-খণ্ডের অন্তর্গত তৈলবীজ উৎপাদনকারী চারিটী জিলায়ও সমবায় সমিতি স্থাপিত হইবে। আধুনিক কালে যুক্তপ্রদেশে সমবায়নীতিতে বিক্রয়-ব্যবস্থার, বিশেষতঃ ইক্ষু বিক্রয় ব্যবস্থার বিশেষ উন্নতি হইয়াছে।

অষ্ট্রেলিয়ায় কৃত্রিম রেশম উৎপাদন—বৃটিশ কৃত্রিম রেশম শিল্পের প্রতিনিধিবৃন্দের সঙ্গে অষ্ট্রেলিয়ার সেকেণ্ডারী ইণ্ডাষ্ট্রিজ কমিশন ও প্রাদে-শিক সরকার সমূহের এক সম্মেলনে সমগ্র অষ্ট্রেলিয়াব্যাপী কৃত্রিম রেশম উৎপাদন সম্পর্কে পরিকল্পনা আলোচিত হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। উক্ত সম্মেলনে বৃটিশ কৃত্রিম রেশম শিল্পের নেতা স্যার পারসী এশ্‌লী এই শিল্প সম্পর্কীয় কারখানা স্থাপনের বিষয়ে প্রস্তাবসমূহ ব্যাখ্যা করেন। বক্তা বলেন যে, যেহেতু পশম ও কৃত্রিম রেশমের সংযোগে বিবিধ প্রকার বস্ত্র তৈরী করা সম্ভব, সুতরাং কৃত্রিম রেশম শিল্পের উন্নতিতে পশম শিল্পের কোন হানি হইবে না।

ভারতে ব্যবহারের জন্য নূতন ট্রাক্টর—প্রকাশ, ফোর্ড মোটর কোম্পানীর ভাইস প্রেসিডেণ্ট মিঃ হেনরী ফোর্ড (জুনিয়ার) মনে করেন যে, ভারতীয় কৃষকদের ব্যবহারোপযোগী অল্প মূল্যের একটি নূতন ধরণের ট্রাক্টর তৈরী করা তাঁহার কোম্পানী দ্বারা সম্ভব ও বাঞ্ছনীয় বটে। ফোর্ড কোম্পানীর কর্ম্মচারিগণের ধারণা যে, যদি ঐ যন্ত্রটি ভারতে তৈরী হয় তাহা হইলে উহা মাত্র আড়াই হাজার টাকা মূল্যে বিক্রীত হইতে পারিবে। এই টাকায় উক্ত ট্রাক্টরের সঙ্গে লাঙ্গল ইত্যাদি আরও দশ রকম সরঞ্জামও পাওয়া যাইতে পারে।

পরিধেয় ধুতির দৈর্ঘ্য—প্রকাশ, পরিধেয় ধুতির দৈর্ঘ্য ১০ হাত হইতে কমাইয়া ৯ হাত করিবার ও প্রস্থ ৪৪ ইঞ্চিই রাখিবার যে প্রস্তাব সম্প্রতি ভারত গবর্ণমেণ্ট বাংলা গবর্ণমেণ্টের নিকট করিয়াছেন, তৎসম্পর্কে মতামত সংগ্রহের জন্য বাংলা গবর্ণমেণ্টের সিভিল সাপ্লাইজ ডিপার্টমেণ্ট কয়েকদিন পূর্ব্বে ৩৫০ খানি চিঠি আইন সভার সদস্য, মিউনিসিপ্যাল কাউন্সিলার ও কলিকাতার বিশিষ্ট নাগরিকবৃন্দের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে প্রায় ১০০ পত্রের জবাব নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই নাকি পাওয়া গিয়াছে। এই সম্পর্কে আরও প্রকাশ যে, প্রায় ৬০টি পত্রের জবাবে ধুতির দৈর্ঘ্য কমাইবার পক্ষে ও ৩৫টিতে উহার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করা হইয়াছে। এই জবাবের উপর ভিত্তি করিয়া বাংলা গবর্ণমেণ্ট নাকি ধুতি পিছু দৈর্ঘ্য ১ হাত কমাইবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে মনস্থ করিয়া-ছেন এবং তদনুসারেই তাঁহারা ভারত গবর্ণমেণ্টকে পরামর্শ দিয়াছেন।

কেন্দ্রীয় খাদ্য বিভাগ—সম্প্রতি কেন্দ্রীয় খাদ্য বিভাগের একটি নূতন শাখা নয়াদিল্লীতে স্থাপিত হইয়াছে। প্রকাশ, টাটকা খাদ্য, চিনি,

আবৃত্তিঃ সর্ব্বশাস্ত্রাণাং বোধাদপি গরীয়সী

অর্থাৎ

মেধাই শ্রেয়তর

একদা বাঙ্গালী সন্তান সমগ্র ন্যায়-শাস্ত্র মেধায় ধারণ করিয়া স্বদেশে সেই শাস্ত্রের প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন

আজ তাহা স্বপ্ন বলিয়া মনে হয়। কারণ সেই অসাধারণ স্মৃতিশক্তির পরিচয় একালে অতিশয় দুর্ল্লভ।

জাতির এই দুর্দ্দিনে

হিমো-লেসিথিন-ফস্

মেধাশক্তির পুনরুজ্জীবনে একমাত্র সহায়ক।

স্নায়ুদৌর্ব্বল্য

রক্তহীনতা

অনিদ্রা প্রভৃতি রোগে কার্য্যকরী।

সমস্ত সম্ভ্রান্ত ঔষধালয়ে পাওয়া যায়।

লবণ, তেল এবং বিদেশীয় সংরক্ষিত খাদ্য সমস্যা সম্বন্ধে এই শাখার উপর দায়িত্ব অর্পণ করা হইয়াছে। পঞ্চম খাদ্য সম্মেলনে গৃহীত অন্যতম প্রস্তাব অনুসারে নাকি এই সভার কার্য্য পরিচালিত হইবে। ঐ প্রস্তাব দ্বারা কেন্দ্রীয় সরকারের উপর খাদ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি এবং ডিম্ব, হাঁস, মুরগী, মৎস্য, দুগ্ধ, গবাদি পশু, টাটকা ফল, শাক-সব্জী, তেল প্রভৃতির সরবরাহ এবং বণ্টনের নিয়ন্ত্রণ বিষয়ে প্রাদেশিক সরকারসমূহকে সাহায্য করার ভার অর্পিত হইয়াছে। এই সম্পর্কে আরও প্রকাশ যে, প্রাদেশিক উৎপাদন, প্রয়োজন এবং সরবরাহ প্রভৃতি বিষয়ের বিভিন্ন সংবাদ প্রদেশসমূহ হইতে উক্ত কেন্দ্রীয় খাদ্য বিভাগে গৃহীত হইতেছে। প্রকাশ, এই সংবাদের উপর ভিত্তি করিয়াই ভবিষ্যতের কার্য্যসূচী নির্দ্ধারিত হইবে।

গ্রীসের শিল্পজাত দ্রব্য—গ্রীক নিউজ এজেন্সীর সাম্প্রতিক সংবাদে প্রকাশ যে, গ্রীসে শিল্পজাত দ্রব্য রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণাধীন করিবার জন্য যে আইন প্রণয়ন করা হইয়াছিল গ্রীসের মন্ত্রিসভা তাহা অনুমোদন করিয়াছেন।

পল্লী প্রচার প্রতিষ্ঠান—প্রকাশ, শীঘ্রই বাংলায় জাতীয় যুদ্ধ ফ্রন্টের অস্তিত্ব লোপ পাইবে এবং উহার স্থলে একটি পল্লী প্রচার প্রতিষ্ঠান গঠিত হইবে। এই সম্পর্কে আরও প্রকাশ যে, ভারত গবর্ণমেণ্ট ও বাংলা গবর্ণমেণ্ট যুক্তভাবে এই নূতন পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত করিবেন। এই পরিকল্পনা অনুসারে প্রত্যেক জেলায় নাকি একটি করিয়া পল্লী প্রচারকদল গঠিত হইবে। প্রকাশ, এই দল মোটর যান, সিনেমা এবং অন্যান্য সাজসরঞ্জামের সাহায্যে জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষামূলক প্রচারকার্য্য চালাইবেন।

খুচরা পয়সার চাহিদা—কর্ণেল এ জে র‍্যানস্ ফোর্ড এসোসিয়েটেড প্রেসের প্রতিনিধির নিকট সম্প্রতি বলেন যে, দেশে খুচরা পয়সার চাহিদা আর ১৯৪০ সালের মত তীব্র নহে বলিয়া বোম্বাই ট্যাকসালের কর্ত্তৃপক্ষ রাত্রে কাজ বন্ধ করিয়া দেওয়ার বিষয় চিন্তা করিতেছেন। কর্ণেল এ জে র‍্যানস ফোর্ড আরও বলেন যে, ইহার ফলে প্রায় ৬ শত লোক বেকার হইয়া পড়িবে। তবে কর্ম্মীদের বরখাস্ত করা সম্পর্কে এখনও কোনরূপ চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় নাই বলিয়া কর্ণেল এ জে র‍্যানস ফোর্ড উল্লেখ করিয়াছেন।

লৌহ ও ইস্পাত স্থানান্তর—রেলপথ, হাঁটা পথ ও নৌকা পথে লৌহ ও ইস্পাত স্থানান্তর সম্পর্কে যে নিষেধাজ্ঞা এ পর্য্যন্ত বলবৎ ছিল, ইণ্ডিয়া গেজেটের সম্প্রতি প্রকাশিত এক বিজ্ঞপ্তিতে তাহা উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

টাইফয়েড রোগের নূতন ঔষধ—'আমেরিকান মেডিকেল এসোসিয়েশন'-এর জার্ণালে লিখিত এক প্রবন্ধে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, সম্প্রতি পরীক্ষা দ্বারা জানা গিয়াছে যে, "ষ্ট্রেপ টোকিশন" নামে পেনিসিলিন জাতীয় এক প্রকার নূতন আবিষ্কৃত রসায়ন টাইফয়েড রোগের চিকিৎসায় যুগান্তর আনিতে সক্ষম।

৪০ লক্ষ টাকা প্রতারণা—ভারত গভর্ণমেণ্টের সমর বিভাগের অন্তর্গত স্পেশ্যাল পুলিশ আলিপুরের টেলিগ্রাফ ষ্টোরইয়ার্ডে এক প্রতারণার ব্যাপারে তদন্ত করিতেছে বলিয়া প্রকাশ। এই সম্পর্কে আরও জানা যায় যে, ভারত গবর্ণমেণ্টকে প্রায় ৪০ লক্ষ টাকা ঠকান হইয়াছে। প্রায় ২৫টি স্থানে ও ঠিকাদারী ফার্ম্মে এই সম্পর্কে খানাতল্লাস করিয়া কিছু কাগজপত্র হস্তগত করা হইয়াছে বলিয়াও প্রকাশ।

শ্রমিকদের মাগ্‌গি ভাতা—প্রকাশ, আমেদাবাদে বয়নশিল্পে নিযুক্ত এক লক্ষ ত্রিশ হাজার শ্রমিকের পক্ষ হইতে বর্ত্তমান হারেই মাগ্‌গি ভাতা দিবার জন্য এক নূতন নোটিশ আমেদাবাদের মিল-মালিক সংঘের কাছে পাঠানো হইয়াছে। এই সম্পর্কে আরও প্রকাশ যে, মিল-মালিক সঙ্ঘ ও বয়নশিল্প শ্রমিক সংঘের মধ্যে মাগ্‌গি ভাতা সম্পর্কে যে চুক্তি হইয়াছে, তাহার মেয়াদ নাকি আগামী ৮ই আগষ্ট শেষ হইবে। এই চুক্তির মেয়াদ শেষ হইলেও দ্রব্য-মূল্য যুদ্ধ-পূর্ব্ব অবস্থায় নামিয়া না আসা পর্য্যন্ত বর্ত্তমান

এখনই তৈরী হয়ে নিন

মেয়েরাও যে ব্যবসাবাণিজ্যের কাজ শিখতে পারে—ভারতের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কাছে এ এক নতুন ব্যাপার। অবশ্য অনেকদিন থেকেই মেয়েরা শিক্ষকতা, চিকিৎসা ও নার্সিং-এর কাজ করছে। কিন্তু কয়েকদিন আগে পর্যন্তও তাদের কাছে অন্য কোনো রকম পেশার অস্তিত্ব ছিল না। এখন এই অবস্থার পরিবর্তন ঘটছে। শিল্পে, বাণিজ্যে ভারতবর্ষ ক্রমোন্নতির পথে এগিয়ে চলেছে এবং এর ফলেই মেয়েরা কাজকর্ম শেখবার সুবিধে পাচ্ছে। স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে এলে যে বেসামরিক নানা কাজের জন্য অনেক সুশিক্ষিত স্ত্রী পুরুষের ডাক পড়বে সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। যুদ্ধের এই সঙ্কট মুহূর্তে ডব্লিউ. আর. আই. এন. এস.এর কাজে ভারতের মেয়েরা দেশের সেবা করবার অপূর্ব সুযোগ পাবে। শুধু তাই নয়, ডব্লিউ. আর. আই. এন.এ নতুন ধরণের কাজ করে মেয়েরা যে শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা লাভ করবে তার সাহায্যে বেসামরিক জীবনে ভালো চাকরি পেতে তাদের মোটেই অসুবিধে হবে না।

* বিস্তারিত বিবরণের জন্য যে কোনো রিক্রুটিং অফিসে কিংবা আপনার কাছাকাছি ডব্লিউ. আর. আই. এন. এস. য়ুনিট কমাণ্ডারকে অথবা যে কোনো বন্দরের ভারপ্রাপ্ত নেভাল অফিসারকে লিখুন।

ডব্লিউ. আর. আই. এন. এস.

এ যোগ দিন

উইমেন্‌স্ রয়েল ইণ্ডিয়ান নেভাল সার্ভিস্

উইমেন্‌স্ অকজিলিয়ারি কোর (ইণ্ডিয়া)

A.AA 15

হারে মাগ্‌গি ভাতা দেওয়ার অনুরোধ জানানো হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

যুক্তরাষ্ট্রের প্রাপ্য বিদেশীয় ঋণ—মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের সরকারী আর্থিক উন্নতি কমিটির মুখপাত্র মিঃ বেয়াউলে রুমল সম্প্রতি এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, অন্যান্য দেশের নিকট মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের প্রাপ্য সমরঋণের পরিশোধ শীঘ্র হওয়া আবশ্যক। মিঃ বেয়াউলে রুমল আরও বলেন যে, প্রয়োজন হইলে ঋণ ও ইজারা সংক্রান্ত পাওনার মীমাংসাও শীঘ্র করিয়া ফেলিতে হইবে। মিঃ বেয়াউলে রুমলের মতে ঐ ঋণের দ্রুত মীমাংসা দ্বারা যুদ্ধোত্তর বাণিজ্যের পথ মুক্ত হইবে। ঐ সকল ঋণ অনিশ্চয়তার উৎস এবং আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্যের বিঘ্নস্বরূপ বলিয়াও মিঃ বেয়াউলে উল্লেখ করিয়াছেন।

বাংলায় কাপড়ের কল বন্ধ—প্রকাশ, সম্প্রতি বাংলায় ৩টি কাপড়ের কল বন্ধ করা হইয়াছে। কয়লার অভাবই নাকি ঐগুলি বন্ধ করিবার কারণ।

রাশিয়ায় দেশ রক্ষার ব্যবস্থা—মস্কোর সাম্প্রতিক সংবাদে প্রকাশ, সোভিয়েট ইউনিয়নের ১৫ ও ১৬ বৎসর বয়স্ক প্রত্যেকটি বালককে সামরিক শিক্ষা গ্রহণের জন্য শীঘ্রই আহ্বান জানান হইবে। এই ঘোষণা উপলক্ষে দেশরক্ষার জন্য সাধারণ শিক্ষা পরিচালনা বিভাগের প্রধান কর্ত্তা লেফটেন্যান্ট জেনারেল এন প্রোনিন বলেন, 'যুদ্ধের সময় যে ভাবে সামরিক শিক্ষা প্রদান করা হইয়াছিল, বর্ত্তমানে তাহা অপেক্ষাও অধিক মাত্রায় শিক্ষা দেওয়া হইবে। আমাদের দেশ এখন শান্তির আবহাওয়ায় ফিরিয়া আসিতেছে। কিন্তু এই কারণে দেশ-রক্ষা-মূলক সমস্যাগুলির প্রতি আমাদের মনোযোগ শিথিল করা উচিত নহে।

বাংলায় সাধারণ নির্ব্বাচন—বর্ত্তমান বৎসরের (১৯৪৫) শেষভাগে বাংলার ব্যবস্থা পরিষদের সাধারণ নির্ব্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে বলিয়া বাংলার রাজনৈতিক মহলের ধারণা। আট বৎসর পূর্ব্বে ১৯৩৭ সালে বাংলার সাধারণ নির্ব্বাচন হইয়াছিল। কলিকাতায় বিশেষ তৎপরতার সহিত নূতন নির্ব্বাচকতালিকা প্রস্তুতের কাজ চলিতেছে বলিয়া জানা গিয়াছে। কলিকাতায় জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় এবং নির্ব্বাচকের শিক্ষার যোগ্যতার হ্রাস করায় এই ভোট দাতার সংখ্যা গত বারের দ্বিগুণ হইবে বলিয়া মনে হয়। ইতিমধ্যেই কলিকাতায় ২ লক্ষেরও অধিক নাম তালিকাভুক্ত করিবার জন্য নাকি পাঠানো হইয়াছে। আগামী আগষ্ট মাসের মধ্যেই প্রাথমিক তালিকা প্রস্তুতের কাজ শেষ করিবার জন্য কলিকাতা কর্পোরেশন প্রায় ৩০০ কর্ম্মচারী নিয়োগ করিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ। গৃহে গৃহে যাইয়া অনুসন্ধানপূর্ব্বক ভোটার তালিকা প্রণয়ন করিবার জন্য আরও ১ হাজার কর্ম্মচারী নিয়োগ করা হইবে বলিয়াও জানা গিয়াছে।

বঙ্গীয় প্রাদেশিক ট্রেড ইউনিয়ন—প্রকাশ, আগামী ৯ই ও ১০ই জুন কলিকাতায় বঙ্গীয় প্রাদেশিক ট্রেড ইউনিয়ন সম্মেলনের তৃতীয় অধিবেশন হইবে। কয়লার খনি, চা-বাগান, লৌহ কারখানা, চটকল, সূতা কল, রেল কোম্পানী, জাহাজ, ডক, ট্রাম, বাস, ইলেকট্রিক-কর্পোরেশন, বিড়ি কারখানা, প্রেস প্রভৃতি সকল প্রকার কল কারখানা ও ব্যবসায় হইতে শ্রমিকরা এই সম্মেলনে যোগদান করিবে। চট্টগ্রাম, ঢাকা, কুষ্টিয়া, আসানসোল, বাঁকুড়া, কলিকাতা, হাওড়া, ২৪ পরগণা ও খুলনা জেলার প্রত্যেকটি শ্রমিক এলাকা হইতেই শ্রমিকরা এই অধিবেশনে যোগ দিবে, জানা গিয়াছে।

কেরোসিন তৈলের রেশনিং প্রবর্ত্তন—প্রকাশ, কলিকাতার শিল্পাঞ্চলে শীঘ্রই কেরোসিন তৈলের রেশনিং প্রবর্ত্তিত হইবে। এই সম্পর্কে আরও প্রকাশ, শিল্পকার্য্যে নিযুক্ত ব্যক্তিদের কি পরিমাণ কেরোসিন তৈল প্রয়োজন হয়, তাহা নির্দ্ধারিত করিবার জন্য শীঘ্রই একটি কেরোসিন রেশনিং-এর তদন্তের আদেশ বাহির হইবে।

কর্পোরেশনের স্বাস্থ্য বিভাগ—প্রকাশ, বাংলা গবর্ণমেণ্ট কলিকাতা কর্পোরেশনের স্বাস্থ্য বিভাগের কার্য্য পরিচালন ব্যবস্থা পর্য্যবেক্ষণের উদ্দেশ্যে কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল আইনের ১৬ ধারা অনুসারে মেজর চাধা আই-এম-এসকে স্পেশাল অফিসার নিয়োগ করিয়াছেন। এই সম্পর্কে আরও প্রকাশ যে, মেজর চাধা গত বুধবার তাঁহার কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন।

যুদ্ধে হতাহতের সংখ্যা—হাউস অব কমন্সে প্রধান মন্ত্রী মিঃ চার্চ্চিল প্রকাশ করিয়াছেন যে, ১৯৩৯ সালের ৩রা সেপ্টেম্বর হইতে ১৯৪৫ সালের ফেব্রুয়ারীর শেষ পর্য্যন্ত বৃটিশ সাম্রাজ্যের অধীন সৈন্যগণের মধ্যে মোট ১১ লক্ষ ২৮ হাজার ৩ শত ১৫ জন হতাহত হইয়াছে—তাহার মধ্যে মৃত্যুর সংখ্যা ৩ লক্ষ ৭ হাজার ২ শত ২১। গত মহাযুদ্ধে মিঃ চার্চ্চিল বলিয়াছেন, বৃটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত সৈন্যদলের মোট ৯ লক্ষ ৯৬ হাজার ২ শত ৩০ জন হত ও ২২ লক্ষ ৮৯ হাজার ৮ শত ৬০ জন আহত হইয়াছিল। প্রধান মন্ত্রী আরো বলিয়াছেন যে, জার্ম্মাণ বোমার আঘাতে ৬০ হাজার ৫ শত ৮৫

ইষ্টার্ণ ট্রেডার্স ব্যাঙ্ক লিঃ

স্থাপিত :—১৯২১ টেলিগ্রাম :—বার্টার

হেড অফিস :—৮৪নং আশুতোষ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা

ফোন সাউথ—২০০

কলিকাতা প্রধান শাখা—৯৭নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট। ফোন : কলি ৪১৭৩

অন্যান্য শাখা অফিস

কলিকাতা—বালীগঞ্জ, ভবানীপুর, শ্যামবাজার, এন্‌টালী, বড়বাজার (১১৮নংক্রস ষ্ট্রীট)

বাংলা প্রদেশ—হাওড়া, চট্টগ্রাম, ফেণী, নোয়াখালী, চাঁদপুর, পুরাণবাজার, চৌমুহনী, দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও, পটুয়াটুলী, নবাবপুর (ঢাকা), নারায়ণগঞ্জ।

বিহার প্রদেশ—পাটনা, আরা, পূর্ণিয়া, রাঁচী, মজঃফরপুর, পাটনা সিটি এবং ভাগলপুর।

দ্বারভাঙ্গা শাখা ২০শে এপ্রিল খোলা হইয়াছে।

১৪ই মে এলাহাবাদ শাখা ও ১৭ই মে দৌলতগঞ্জ শাখা খোলা হইয়াছে।

শতকরা ৮৲ হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইতেছে।

সেক্রেটারী— টি মজুমদার

ম্যানেজিং ডিরেক্টর— মিঃ এম কে গুহ

জন অসামরিক অধিবাসী হত ও ৮৬ হাজার ১ শত ৭৫ জন আহত এবং ১ লক্ষ ৫০ হাজারেরও অধিক ঈষৎ আহত হইয়াছে।

বাংলার খাদ্যশস্য পর্য্যবেক্ষণ—প্রকাশ, ভারত গবর্ণমেণ্ট বাংলায় খাদ্যশস্যের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ সম্পর্কে একজন সহকারী ডিরেক্টর নিয়োগের প্রস্তাব করিয়াছেন। তিনি খুঁটিনাটি বিষয়ে রিজিওন্যাল ফুড কমিশনারকে নাকি পরামর্শ দিবেন। বিশ্লেষণ সম্পর্কিত গবেষণাগার তাঁহার তত্ত্বাবধানে থাকিবে বলিয়াও জানা গিয়াছে।

বাড়ীভাড়া সম্পর্কে বোম্বাই গবর্ণমেণ্ট—সম্প্রতি বোম্বাই ভূসম্পত্তির মালিক সমিতির একদল প্রতিনিধি বোম্বাই গবর্ণমেণ্টের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া শতকরা দশ টাকা হারে ভাড়া বৃদ্ধির অনুমতি চাহিলে বোম্বাই গবর্ণমেণ্ট এইরূপ সিদ্ধান্ত করেন যে, ভাড়া বৃদ্ধি করা চলিবে না।

রাশিয়ায় নূতন ঔষধ আবিষ্কার—এসেক্স কলেজ অব মেডিসিন এণ্ড সার্জ্জারী ঘোষণা করিয়াছেন যে, পেনিসিলিন পরীক্ষা দ্বারা আরোগ্য হয় না এমন ক্ষত সারাইবার উদ্দেশ্যে রাশিয়ায় প্রস্তুত এক বিশেষ প্রকার সিরায় হইতে একটি নূতন ঔষধ উক্ত কলেজের গবেষণাগারে আবিষ্কৃত হইয়াছে। ঐ বিবৃতিতে আরো প্রকাশ যে, জীবনীশক্তি কিভাবে বৃদ্ধি করা যায় এই উদ্দেশ্যে গবেষণাকারী বৈজ্ঞানিক অধ্যাপক এ এ বোগোমোলেটস্ এই ঔষধের আবিষ্কর্ত্তা। এই ঔষধ নাকি অসংখ্য জালফৌজের প্রাণরক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছে।

বাংলা গবর্ণমেণ্টের শিল্প বিভাগের কার্য্য বিবরণী—সম্প্রতি বাংলা গবর্ণমেণ্টের শিল্প বিভাগের ১৯৪৩-৪৪ সালের যে কার্য্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে জানান হইয়াছে যে, বাংলা দেশে কাগজের অভাব কিছুটা দূর করিবার উদ্দেশ্যে গবর্ণমেণ্ট একটি প্রচারকারী দল সংগঠন করিয়াছিলেন। উক্ত প্রচারকারী দল জনসাধারণকে কাগজ নির্ম্মাণে উৎসাহ দেয়। ইহার ফলে বাংলা দেশের বিভিন্ন স্থানে কয়েকটি হস্তনির্ম্মিত কাগজ উৎপাদনের কারখানা গড়িয়া উঠে। এতদ্ব্যতীত কয়েকটি কেন্দ্রে হস্তনির্ম্মিত কাগজের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য গবর্ণমেণ্ট হইতে কাঁচামাল সরবরাহ এবং নগদ টাকায় উৎপন্ন দ্রব্য ক্রয়ের ব্যবস্থা করা হয়। উক্ত কার্য্যবিবরণীতে আরও উল্লেখ করা হইয়াছে যে, কচুরীপানা হইতে বিভিন্ন দ্রব্য উৎপাদনের জন্য একটি কারখানা স্থাপিত হইয়াছে। উহাতে এক জাতীয় বরফের আধার তৈয়ার করা হইয়াছে। রেশম কীট পালন সম্পর্কে উক্ত কার্য্যবিবরণীতে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, ১৯৪৩-৪৪ সালে দুর্ভিক্ষের জন্য এই শিল্পের অগ্রগতি ব্যাহত হয়। এই সময় ৩৯ হাজার ৩৪৫ বিঘা

ইহা প্রস্‌পেক্টাস্ নহে—একটী বিবৃতি মাত্র।

(ডিফেন্স অব ইণ্ডিয়া আইনের নিয়মাবলীর ৯৪এ ধারা অনুসারে এই শেয়ার বিক্রয়ের জন্য কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের অনুমতি পাওয়া গিয়াছে। ইহা সুনির্দ্দিষ্টভাবে বুঝিতে হইবে যে, ভারত সরকার এই শেয়ার বিক্রয়ের অনুমতি দিয়া উক্ত কোম্পানীর কোন পরিকল্পনার অর্থনীতিক যুক্তিযুক্ততা অথবা এতদসম্পর্কিত কোন বর্ণনা বা মতামতের সত্যতা সম্বন্ধে কোন দায়িত্ব গ্রহণ করিতেছেন না)

ফোন ঃ কলিঃ ১৪৩৮ টেলিগ্রাম ঃ Majumbro

বেঙ্গল এগ্রিকালচারাল এ্যাণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল

কর্পোরেশন লিমিটেড্

(১৯১৩ সালের ভারতীয় কোম্পানী আইন অনুসারে সংগঠিত)

রেজিষ্টার্ড অফিস—৮নং সান-ইয়াৎ-সেন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

অনুমোদিত মূলধন—২০,০০,০০০৲ (বিশ লক্ষ টাকা)

প্রতিখানি ১০৲ টাকা মূল্যের ২,০০,০০০ অর্ডিনারী শেয়ারে বিভক্ত

বিক্রীত মূলধন—	—	১,৬১,০০০৲ টাকা
আদায়ীকৃত মূলধন—	—	৬০,০৮৫৲ টাকা
নূতন বিক্রয়যোগ্য মূলধন—	—	১০,০০,০০০৲ (দশ লক্ষ টাকা)

নিম্নলিখিত ভাবে দেয়ঃ—

আবেদনের সহিত ৩৲ টাকা। বিলিকৃত হইবার পর ৩৲ টাকা এবং বাকী টাকা অন্যূন এক মাস পর পর কল করা হইলে ২৲ টাকা হিসাবে দেয়।

পৃষ্ঠপোষক ঃ
বাঙ্গলার যন্ত্রশিল্প প্রতিভা
কর্ম্মবীর আলামোহন দাশ।

ম্যানেজিং এজেণ্টস্, ডিরেক্টরগণ এবং তাঁহাদের বন্ধুবর্গ মোট শেয়ারের শতকরা ২৫ ভাগ ক্রয় করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন এবং উহার মধ্যে ম্যানেজিং এজেণ্টগণ ইতিমধ্যে ১,০০,০০০৲ টাকার শেয়ার ক্রয় করিয়াছেন।

উপযুক্ত বিবেচিত হইলে ডিরেক্টারগণ যে কোন সময় শেয়ার বিলি বন্ধ করিতে পারিবেন।

ডিরেক্টরগণ

১। **মিঃ এস চাটার্জ্জি**, ব্যাঙ্কার ও মার্চ্চেণ্ট,
প্রোপ্রাইটার,
মেসার্স এরিয়ান প্লাণ্টার্স এজেন্সী
ম্যানেজিং ডিরেক্টর,
বেঙ্গল শেয়ার ডিলার্স সিণ্ডিকেট
ম্যানেজিং এজেণ্টস,
এরিয়ান পেপার মিলস লিঃ,
মাইকা মাইনিং এণ্ড ট্রেডিং কোম্পানী
অব ইণ্ডিয়া লিঃ,
হিন্দুস্থান ল্যাবরেটারিজ লিঃ,
ন্যাশনাল নিউট্রিমেণ্টস লিঃ ইত্যাদি ইত্যাদি

২। **মিঃ জে সি বসু**, বি এস ই, এরো-ই
(মিচিগান আমেরিকা)
জেনারেল ম্যানেজার,
বেলিয়াঘাটা ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস
ভূতপূর্ব্ব চীফ ইঞ্জিনিয়ার ও ওয়ার্কস ম্যানেজার
বেলুড় ইউনাইটেড আয়রণ এণ্ড
ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস লিঃ
ভূতপূর্ব্ব প্রধান ইঞ্জিনিয়ার,
কোচিন ব্রাণ্টন এণ্ড কোম্পানী
(ইঞ্জিনিয়ারস্)

৩। **মিঃ বি মজুমদার**, জমিদার,
ব্যাঙ্কার ও মার্চ্চেণ্ট,
পার্টনার—মজুমদার ব্রাদার্স।

৪। **মিঃ এস জালালুদ্দীন**, জমিদার,
ব্যাঙ্কার ও মার্চ্চেণ্ট, গভর্ণমেণ্ট ও মিলিটারী
কনট্রাক্টর।

৫। **মিঃ কে নন্দী**, মার্চ্চেণ্ট এণ্ড ষ্টকিষ্ট।

৬। **মিঃ এ দে**, মার্চ্চেণ্ট এণ্ড ষ্টকিষ্ট,
পার্টনার—মজুমদার ব্রাদার্স।

৭। **মিঃ সি চক্রবর্ত্তী**, ডিরেক্টর—
প্রভিডেণ্ট ইনসিওরেন্স হোম (ইণ্ডিয়া) লিঃ
(এক্স-অফিসিও)।

৮। **মিঃ এম মজুমদার**, মার্চ্চেণ্ট ও ষ্টকিষ্ট,
গবর্ণমেণ্ট ও মিলিটারী কনট্রাক্টর
(এক্স অফিসিও)।

ব্যাঙ্কারগণ

দি সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া লিঃ,
দি বেঙ্গল সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক লিঃ,
দি কুমিল্লা ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন লিঃ,
দি ইষ্টার্ণ ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিঃ,

ব্রোকারগণ

দি বেঙ্গল শেয়ার ডিলার্স সিণ্ডিকেট লিঃ,
১২নং চৌরঙ্গী স্কোয়ার, কলিকাতা।

অডিটার

মিঃ এন কে রায়, এম, এস, সি,
এ, এস, এ (লণ্ডন),
(ইনকরপোরেটেড একাউণ্ট্যাণ্ট)।
পি-১৫, বেণ্টিঙ্ক ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ম্যানেজিং এজেণ্টস

মজুমদার ব্রাদার্স এণ্ড কোং,
৮, সান্-ইয়াৎ-সেন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

প্রস্তাবনা

ভারতবর্ষে কৃষিই হইতেছে মৌলিক শিল্প। ভারতে কৃষি প্রণালী আজ যে, এত অবনত হইয়াছে তজ্জন্ত কৃষি সম্বন্ধে জ্ঞানের অভাব ততটা কারণ নহে—যতটা কারণ হইতেছে তজ্জন্ত উপযুক্তরূপে সুযোগ-সুবিধার অভাব। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে; আমাদের দেশের কৃষকগণ রাসায়নিক দ্রব্য এবং কৃত্রিম সারের প্রয়োগ সম্বন্ধে কার্য্যতঃ সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞ। কৃষক ও ফার্ম্ম ব্যবসায়ীর বর্ত্তমানের প্রধান প্রয়োজন হইতেছে বহুল পরিমাণে সার উৎপাদন এবং প্রচুর পরিমাণে তাহা সরবরাহ।

দেশের উন্নতির জন্ত এই গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার সমাধান করিবার উদ্দেশ্ত লইয়া কোম্পানীর ম্যানেজিং এজেন্টগণ বহুল পরিমাণে সার প্রস্তুত কার্য্য আরম্ভ করিবার সঙ্কল্প করেন এবং কোম্পানীকে একটী উপযুক্তরূপ পরিকল্পনা দিয়া সাহায্য করিবার অনুরোধ লইয়া বাঙ্গলা সরকারের শিল্প বিভাগের ডিরেক্টর এবং ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ইঞ্জিনিয়ার ডাঃ এ করিম, বি এস সি (কলিকাতা), পি এইচ ডি (লণ্ডন), ডি আই সি, এ আই সি, এ এম আই, কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারের সহিত সাক্ষাৎ করেন। ম্যানেজিং এজেন্টসগণ এক্ষণে আনন্দের সহিত ঘোষণা করিতেছেন যে, ডাঃ করিম কোম্পানীকে কেবল যে কলিকাতার ভূগর্ভস্থ নর্দ্দমার নরম কাদা হইতে সার প্রস্তুতের একটী মৌলিক পরিকল্পনা দিয়া বাধিত করিয়াছেন এরূপ নহে—এই পরিকল্পনা যাহাতে সফলতার সহিত কার্য্যে পরিণত হইতে পারে তজ্জন্ত তিনি অনুগ্রহপূর্ব্বক কোম্পানীকে তাঁহার মূল্যবান উপদেশ ও পৃষ্ঠ-পোষকতা প্রদান করিতেও প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। ডাঃ করিমের ন্যায় সুদীর্ঘকালের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন এবং উচ্চ ও গৌরবান্বিত পদের অধিকারী ব্যক্তির এই একান্ত ঈপ্সিত সহযোগিতা নিঃসন্দেহান্বিত-ভাবে যে কোন শিল্প প্রতিষ্ঠানের পক্ষে একটা অপূর্ব্ব সুযোগ ও সৌভাগ্যের কথা।

উদ্দেশ্য

কোম্পানীর মেমোরেণ্ডাম অব এসোসিয়েশনে বর্ণিত বিভিন্ন কার্য্য পরিকল্পনা এবং বিশেষভাবে সার ও উহা হইতে উদ্ভূত গ্যাস প্রভৃতি প্রস্তুত, করাতকল চালান এবং ফার্ম্মিংয়ের কাজই কোম্পানীর উদ্দেশ্ত। কোম্পানীর এই সব উদ্দেশ্ত অনতিবিলম্বে কার্য্যে পরিণত করিবার জন্ত ম্যানেজিং এজেন্টসগণ সর্ব্বপ্রকার প্রাথমিক বিধিব্যবস্থা করিয়াছেন।

করাতকল ও কাঠের কাজ (চলতি কাজ)

কোম্পানী কর্ত্তৃক সম্পূর্ণভাবে চলতি অবস্থায় বেলিয়াঘাটাতে যন্ত্রপাতি ও বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা সহ কতিপয় করাতকল ও কাঠের কারখানা ক্রীত হইয়াছে। এই সব করাতকল এবং কাঠের কারখানায় গবর্ণমেণ্টের সহিত কণ্ট্রাক্ট মত মাল সরবরাহের উদ্দেশ্তে দিবারাত্র কাজ চলিতেছে।

আয়ের পরিকল্পনা এবং প্রধান প্রধান বিশেষত্ব

ডাঃ করিম নর্দ্দমার কর্দ্দম দ্বারা কি কাজ হইতে পারে এবং সার হিসাবে উহার মূল্য কিরূপ তৎসম্বন্ধে গত ২৫ বৎসর কাল ধরিয়া নিয়মিতভাবে যে অনুশীলন ও গবেষণা করিয়াছেন এবং এই বিষয়ে অন্যান্ত অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ যে তথ্য সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছেন তাহার উপর ভিত্তি করিয়াই কোম্পানীর পরিকল্পনা রচিত হইয়াছে। এই পরিকল্পনা মতে নর্দ্দমার কাদা হইতে আনুষঙ্গিকভাবে গ্যাস ও সিমেণ্ট প্রস্তুতেরও সমূহ সম্ভাবনা রহিয়াছে।

এই প্রসঙ্গে আরও উল্লেখযোগ্য যে, আবর্জ্জনা হইতে সম্পদ সৃষ্টির ব্যাপারে ভারতবর্ষে উপরোক্ত পরিকল্পনা কেবল যে অগ্রণী এরূপ নহে—এই পরিকল্পনা বাঙ্গলার সার প্রস্তুতের সর্ব্ববৃহৎ পরিকল্পনা হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

পরিকল্পনার মোটামুটি বর্ণনা

কর্পোরেশনের পাম্পিং ষ্টেশনসমূহ হইতে নর্দ্দমার জল লইয়া তাহা সিচাইবার জন্ত কতিপয় প্রিসিপিটেটিং ও সেটলিং ট্যাঙ্কের মধ্যে ফেলা হইবে এবং এই জলের কঠিন অংশের প্রায় সাকুল্য অংশ ট্যাঙ্কের নিম্নদেশে জমা হইবে। কর্দ্দমের যে অংশ জল ঘোলা করে তাহা বাদ দিয়া পরিশ্রুত জল উপযুক্তরূপ জলপথের মধ্য দিয়া নিকটবর্ত্তী কোন জলপথে ফেলা হইবে। জলের যে তলানি থাকিবে তাহা সংগ্রহ করতঃ রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় ষ্টেরালাইজড করা হইবে এবং তৎপর উহাকে শুষ্ক চূর্ণে পরিণত করা হইবে।

কৃষি

সার প্রস্তুতের পরিকল্পনার সঙ্গে সঙ্গে কোম্পানী অনতিবিলম্বে ব্যাপকভাবে কৃষিকার্য্য আরম্ভ করিবে। কৃষি কার্য্যের জন্ত এক কিস্তায় এক হাজার বিঘা জমি সংগ্রহের জন্ত কথাবার্ত্তা চালান হইতেছে। এতদতিরিক্ত কোম্পানী আরও দশ হাজার বিঘা জমি সংগ্রহ করিবে, সঙ্কল্প করিয়াছে। কৃষিকার্য্য যাহাতে সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে পরিচালিত হয় এবং যথাসম্ভব কম ব্যয়ে যাহাতে যথাসম্ভব বেশী পরিমাণে ফসল পাওয়া যায় তজ্জন্ত ট্রাক্টর এবং অন্যান্ত যন্ত্রপাতিরও ব্যবস্থা হইতেছে।

শেয়ারের জন্য আবেদন

নিম্নলিখিত ফরমে শেয়ারের জন্ত আবেদন করিতে হইবে এবং এই সব ফরম ম্যানেজিং এজেণ্টস অথবা উহাদের ব্রোকারগণ এবং ব্যাঙ্কারগণের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে।

তারিখ..... .....১৯৪

বেঙ্গল এগ্রিকালচারাল এ্যাণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল কর্পোরেশন লিঃ-এর

ডিরেক্টরগণ সমীপে—

হেড অফিস—৮নং সান-ইয়াৎ-সেন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ভদ্র মহোদয়গণ,

আমি/আমারা এতৎসঙ্গে.....চেক দ্বারা/নগদ হিসাবে/পোষ্টাল মণিঅর্ডার যোগে আবেদনের সঙ্গে প্রেরিতব্য প্রতি শেয়ারে ২৲ টাকা হিসাবে ভর্ত্তির ফি বাবদ ১৲ টাকা সহ মোট.....পাঠাইয়া এতদ্বারা আপনাদিগকে অনুরোধ জানাইতেছি যে, আপনারা কোম্পানীর প্রতি শেয়ার ১০৲ টাকা মূল্যের হিসাবে.....টী শেয়ার আমার/আমাদের নামে বিলি করুন। আমি/আমারা মেমোরেণ্ডাম এবং আর্টিকেলস অব এসোসিয়েশনের বিধান সাপেক্ষে উপরোক্ত সংখ্যক শেয়ার অথবা আপনারা যদি আমি/আমাদের নামে উহা অপেক্ষা কম সংখ্যক শেয়ার বিলি করেন তবে তাহা গ্রহণ করিব বলিয়া অঙ্গীকার করিতেছি।

স্বাক্ষরের নমুনা

সাক্ষী.....

পূর্ণ নাম (বড় অক্ষরে).....

ব্যবসা.....

পিতা অথবা স্বামীর নাম.....

ঠিকানা.....

জমিতে তুঁতের চাষ হয় এবং প্রায় ৫৭ লক্ষ ৩৫ হাজার ৭৭৪৲ টাকার গুটি উৎপন্ন হয়। তাঁত বিভাগ হইতে ১৬টি দল বিভিন্ন স্থানে হাতে কলমে তাঁত চালান, কাপড় ছাপান প্রভৃতি শিক্ষা দেয়। ৪টি কেন্দ্রে নারিকেলের ছোবড়া দ্বারা দড়ি নির্ম্মাণ প্রণালী শিখান হয়। উহাতে ১১১ জন শিক্ষা লাভ করিয়াছে বলিয়া উক্ত কার্য্যবিবরণীতে উল্লেখ করা হইয়াছে। উক্ত কার্য্যবিবরণীতে আরও উল্লেখ করা হইয়াছে যে, বঙ্গীয় শিক্ষা গবেষণা বোর্ড যে ১২টি পরিকল্পনায় হাত দিয়াছিলেন, তাহার কাজ শেষ হইয়াছে। শিল্প তথ্যানুসন্ধান কমিটির কাজ ভালভাবেই চলিতেছে এবং চলতি বৎসরে উক্ত কমিটি চামড়া, লবণ ও বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যবস্থা সম্পর্কে তাঁহাদের রিপোর্ট শেষ করিয়াছেন বলিয়াও উক্ত কার্য্যবিবরণীতে উল্লেখ করা হইয়াছে। কানপুরে সুগার টেকনোলজিক্যাল ইনষ্টিটিউটে শিক্ষা লাভের উদ্দেশ্যে মাসিক ৩০ টাকা করিয়া ৫টি বৃত্তি, হস্তনির্ম্মিত কাগজ শিল্প, নারিকেলের দড়ি নির্ম্মাণ, মাছের চাষ, রং ও বার্ণিশ, চীনা মাটির বাসন, চামড়ার দ্রব্য, কালী ও আঠা নির্ম্মাণ প্রণালী শিক্ষার জন্য মাসিক ১৫৲ টাকা হইতে ৪০৲ টাকা পর্য্যন্ত ৩৫টি বিশেষ বৃত্তি দেওয়া হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত বে-সরকারী প্রতিষ্ঠানে টেকনিক্যাল শিল্পসংক্রান্ত কাজ শিক্ষার জন্য গবর্ণমেণ্ট ২ লক্ষ ৫৪ হাজার টাকা সাহায্য দিয়াছেন বলিয়াও উক্ত কার্য্যবিবরণীতে উল্লেখ করা হইয়াছে।

ম্যালেরিয়ার নূতন ঔষধ—অষ্ট্রেলিয়ার বেতার প্রতিষ্ঠান সম্প্রতি ঘোষণা করিয়াছেন যে, সিডনি ইউনিভার্সিটি রিসার্চ্চ লেবরেটরিস কর্ত্তৃক মনক্রিম নামে ম্যালেরিয়ার এক নূতন ঔষধ আবিষ্কৃত হইয়াছে। মনক্রিম ম্যালেরিয়া রোগের সর্ব্বাপেক্ষা কার্য্যকরী প্রতিষেধক। উহা পুরাতন সংক্রামিত ক্ষত নিরাময় করিতে অদ্বিতীয় বলিয়াও উক্ত বেতার প্রতিষ্ঠান উল্লেখ করিয়াছেন। এই সম্পর্কে আরও ঘোষণা করা হইয়াছে যে, মনক্রিম কোন কোন ক্ষেত্রে পেনিসিলিন অপেক্ষাও অধিকতর কার্য্যকরী।

বস্তি উন্নয়ন বিল—গত বৃহস্পতিবারের কলিকাতা গেজেটে বাংলা গবর্ণমেণ্ট ১৯৪৫ সালের বঙ্গীয় বস্তি উন্নয়ন বিলের বিশদ বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন। আগামী ২১শে জুন অথবা তৎপরবর্ত্তী কোন একদিন এই বিলটি বিবেচনা করা হইবে। উক্ত বিল সম্পর্কে যদি কাহারও কোন প্রকার আপত্তি অথবা কোন পরামর্শ দেওয়ার থাকে তবে তাহা আগামী ২১শে জুনের মধ্যেই করিতে হইবে বলিয়াও গেজেটে ঘোষণা করা হইয়াছে।

অপিসের সরঞ্জাম

- হুইট মার্কিং
- স্টিল স্ট্যাম্প
- রবার ষ্ট্যাম্প
- এম্‌বশিং মেসিন্
- পিয়ন ব্যাজ্
- নেম্ প্লেট্
- টোকেন্ ও ক্রেষ্ট
- মেডেল ও তৎসংক্রান্ত ধাতু-চিহ্ন
- মিনে-করা ব্যাজ্
- গালার সীলমোহর
- পদমর্য্যাদা সংক্রান্ত ধাতু-চিহ্ন
- কৃষিকর্ম্মের নানাবিধ যন্ত্রপাতি
- সিট্ মেটালের তৈরি জিনিষপত্র
- কারখানার জন্য ইলেক্‌ট্রিক হাত-বাতি

আমাদের নিজ কারখানায় সুযোগ্য তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হয়। ব্যবহার করে দেখুন।

ব্রহ্মকো

১৩এ, বিডন রো, কলিকাতা।

ফোন : বি বি ১২৩৫

বাংলায় জল সরবরাহের ব্যবস্থা—১৯৪৩ সালের বাংলার 'পাবলিক হেলথ্ এণ্ড স্যানিটরী' বোর্ডের প্রধান ইঞ্জিনিয়ারের রিপোর্টে প্রকাশ যে, ১৯৪৩ সালে বাংলা দেশে পানীয় জল সরবরাহ ও নর্দ্দমা প্রভৃতির জন্য যথাক্রমে ২০২৩৩৮৲ ও ৪৯৯১৩৲ টাকা খরচ হইয়াছে। উহার পূর্ব্ব বৎসর যথাক্রমে ৩৮৫০২৯৲ টাকা ও ৫৬৬৭৮৲ টাকা খরচ হইয়াছিল। আলোচ্য

"আজ এঁরাই খ্যাত"...যুদ্ধ আরম্ভ হবার পর থেকে বহুসংখ্যক ভারতীয় বৈমানিক জগৎকে বুঝিয়ে দিয়েছেন যে সুযোগ পেলে অন্যান্য জিনিসের মতো বিমান চালনাও ভারতীয়রা আয়ত্ত করতে পারেন। বীরত্বপূর্ণ কার্যকলাপের জন্য ইতিমধ্যেই 'রয়েল ইণ্ডিয়ান এয়ার ফোর্স' গৌরবোজ্জ্বল হয়ে উঠেছে—ভবিষ্যতের দিকে এ এক শুভ ইঙ্গিত। আজ দলে দলে নির্ভীকচেতা যুবকদের এই গৌরবপূর্ণ কাজে বিমান চালকরূপে যোগ দেবার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে। শান্তি স্থাপিত হ'লে এই বিভাগের শিক্ষা তাঁদের নিজেদের এবং সেই সঙ্গে ভারতেরও প্রভূত উপকারে আসবে। আজকের মতো তখনও 'রয়েল ইণ্ডিয়ান এয়ার ফোর্স'এর বৈমানিকেরা খ্যাতি অর্জন করবেন। আবেদনের নিয়মাবলী যে-কোনো রিক্রুটিং অফিসারের কাছ থেকে পাবেন।

AAA 80

বৎসর ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ হইতে যে সমস্ত পরিকল্পনা রচনা করা হইয়াছিল তাহাতে খরচ করা হয়, ১৪,৩৩,২০৩৲ টাকা। উক্ত রিপোর্টে আরও উল্লেখ করা হইয়াছে যে, আলোচ্য বৎসরে ১৩ দফা বিভিন্ন প্রকার স্বাস্থ্য সম্পর্কিত কার্য্য করা হয়। স্বাস্থ্য সম্পর্কিত কার্য্যাদির জন্য আলোচ্য বৎসরে ১৮৯৬৫৲ টাকা ব্যয় হইয়াছে। পূর্ব্ব বৎসর ১৯০-১১২৬১ গ্যালন পরিশ্রুত জল জনসাধারণকে সরবরাহ করা হয় বলিয়াও উক্ত রিপোর্টে উল্লেখ করা হইয়াছে। উক্ত রিপোর্টে আরও উল্লেখ করা হইয়াছে যে, ১৯৪১ সালে এ আর পি বিভাগ খোলা হয় এবং কলিকাতায় ১৯৪১ সালে ও ১৯৪২ সালে ২৪৯৭টি এ আর পি জলের কল বসানো হয়। ১৯৪৩ সালে ব্যাপক কলেরা ও অন্যান্য জলজ বীজাণু দ্বারা সংক্রামিত রোগের জন্য বাংলা দেশ-ব্যাপী পরিশ্রুত জল সরবরাহ ব্যবস্থা উন্নত করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় এবং তদনুসারে প্রথমে ১৬টি জেলায় কাজ সুরু করা হয় বলিয়াও উক্ত রিপোর্টে উল্লেখ করা হইয়াছে। উক্ত কার্য্যে প্রায় ১৫ লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছে বলিয়া উক্ত রিপোর্টে উল্লেখ করা হইয়াছে।

(নানাকথা—১০০ পৃষ্ঠার পর)

দেখা যায় উক্ত বৎসরে বাঙ্গলা দেশে ১৯৪১ সালের তুলনায় জন্মের সংখ্যা ১৫০৯২ জন হ্রাস পাইয়া ১৪ লক্ষ ৪৮ হাজার ২৯৯ জনে পরিণত হইয়াছিল। অথচ ঐ বৎসরে মৃত্যুর সংখ্যা ১৯৪১ সালের তুলনায় ৩১ হাজার ৩১৪ জন বৃদ্ধি পাইয়া ১২ লক্ষ ২২ হাজার ১৬৪ জনে পরিণত হইয়াছিল। উক্ত রিপোর্টে প্রকাশ ১৯৪২ সালে বাঙ্গলায় ম্যালেরিয়ায় ৪২৬৫৭৩ জন মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ১৯৪১ সালের তুলনায় উহা ৫০০০০ জন বেশী। উক্ত বৎসরে কলেরা রোগে মৃত্যুসংখ্যা ছিল ৭৮৩৯১—অর্থাৎ ১৯৪১ সালের তুলনায় ১৭০০০ জন বেশী। দেখা যাইতেছে যে, বাঙ্গলায় জনসাধারণের জীবনধারণের উপযোগী পণ্যদ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধির কুফল ১৯৪২ সালেই বেশ ভালরূপে প্রতিভাত হইয়াছিল। কিন্তু ১৯৪৩ এবং ১৯৪৪ সালেই বাঙ্গলার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দুর্দ্দিন গিয়াছে এবং এই দুই বৎসরেই অনাহার ও রোগে বাঙ্গলায় সর্ব্বাপেক্ষা অধিক লোক মরিয়াছে। ১৯৪২ সালের হিসাব হইতে এই অবস্থার মাত্র একটা পূর্ব্বাভাষ পাওয়া যায়। বাঙ্গলায় ১৯৪৩ ও ১৯৪৪ সালের জনস্বাস্থ্য সম্বন্ধে যদি নিরপেক্ষ বিবরণ প্রকাশিত হয় তাহা হইলে এই প্রদেশে জন্মের হার হ্রাস, মৃত্যুর প্রকোপ বৃদ্ধি এবং রোগের মড়কের বহর দেখিয়া জগতের লোক স্তম্ভিত হইবে।

* * *

কলিকাতার রেণ্ট কনট্রোলারের রিপোর্টে প্রকাশ যে, কলিকাতার মোট অধিবাসীর মধ্যে শতকরা ৯২ জন লোকই ভাড়াটিয়া বাড়ীতে বাস করে। এই শ্রেণীর লক্ষ লক্ষ লোক, স্বল্পসংখ্যক ভাগ্যবান লোক—যাহারা বাড়ী ভাড়া দিয়া থাকে তাহাদের দ্বারা যেভাবে উৎপীড়িত হইয়া থাকে তাহা বর্ণনাতীত। বাড়ী ভাড়া বৃদ্ধি রহিত করিয়া যে অর্ডিনান্স জারী হইয়াছে তাহার ফলে ভাড়াটিয়াগণ অতিরিক্ত ভাড়ার উৎপীড়ন হইতে রেহাই পাইয়াছে বটে। কিন্তু এই অর্ডিনান্সে বাড়ীতে জল সরবরাহ, খাস্ত রক্ষার ব্যবস্থা, প্রয়োজনীয় মেরামতীর কাজ ইত্যাদির ব্যাপারে বাড়ীর মালিকগণের উপর কোন বাধ্যবাধকতা আরোপ করা হয় নাই। ফলে ভাড়াটিয়াগণকে এখনও নানা দিক দিয়া চূড়ান্তরূপ অসুবিধার মধ্যে বসবাস করিতে হইতেছে। এই অবস্থার আশু প্রতিকার হওয়া বাঞ্ছনীয়। ভাড়াটিয়াগণ অর্থবলে বলীয়ান নহে—ইহাদের মধ্যে সঙ্ঘবদ্ধতারও অভাব রহিয়াছে। এরূপ অবস্থায় উহাদিগকে প্রবল মালিকদের উৎপীড়নের হস্ত হইতে রক্ষা করার দায়িত্ব গবর্ণমেণ্টের উপরই ন্যস্ত।

পুস্তক পরিচয়

ব্যাঙ্কার্স গাইড (Banker's Guide)—শ্রীনিত্যনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। প্রকাশক : ডি এম লাইব্রেরী, কলিকাতা। মূল্য ৭৲ টাকা।

দেশে ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রতিষ্ঠা ও প্রসারের পক্ষে দেশীয় ব্যাঙ্কের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে কোনও প্রশ্নই উঠিতে পারে না। বাঙ্গালী ব্যবসায়ী নহে—আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র বহুপূর্ব্বে এই আক্ষেপ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু বাঙ্গালী আজও ব্যাঙ্কার হইয়া উঠিতে পারিল না—ইহাও কম আক্ষেপের বিষয় নহে। আশার কথা, বিগত দশ বৎসরে বাঙ্গালীর প্রচেষ্টা এই ক্ষেত্রে বিশেষ সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে এবং সম্প্রতি কয়েকটি ব্যাঙ্কিং প্রতিষ্ঠান সর্ব্বভারতীয় ক্ষেত্রে যথেষ্ট সুনাম অর্জ্জন করিতে সক্ষম হইয়াছে। আরও আশার কথা এই যে, ইদানীং বহু শিক্ষিত বাঙ্গালী যুবক পেশা হিসাবে 'ব্যাঙ্কিং' গ্রহণ করিতে আগ্রহান্বিত হইয়া উঠিয়াছে। এদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে বা কলেজে ব্যাঙ্কিং সম্বন্ধে শিক্ষা দিবার বিশেষ সুব্যবস্থা নাই বলিলেই হয়; অথচ ব্যাঙ্কিং এমনই একটি জিনিষ যাহার মধ্যে অশিক্ষিত বা অনভিজ্ঞ লোকের স্থান হওয়া কঠিন। সুখের বিষয়, আলোচ্য গ্রন্থখানি এই দিক দিয়া বিশেষ সময়োপযোগী হইয়াছে এবং ব্যাঙ্কিং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিমাত্রেই ইহা দ্বারা যথেষ্ট উপকৃত হইবেন।

'ব্যাঙ্কার্স গাইড' নামক ইংরাজি পুস্তকটির লেখক শ্রীযুত নিত্যনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় নিজে একজন অভিজ্ঞ ব্যাঙ্কার এবং দীর্ঘকাল যাবৎ একটি ব্যাঙ্কিং প্রতিষ্ঠানের পরিচালনার কার্য্যে নিযুক্ত আছেন। ব্যাঙ্কিং সম্বন্ধে শিখিবার জন্য এখনও আমাদের নির্ভর করিতে হয় বিদেশী পুস্তকের উপর। কিন্তু আলোচ্য গ্রন্থখানি এমন একটি দৃষ্টিভঙ্গী হইতে লিখিত হইয়াছে যে, ব্যাঙ্ক ব্যবসায় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণের ইহা যথেষ্ট উপকারে লাগিবে। প্রত্যেকটি বিষয় কার্য্যকরীভাবে বিশ্লেষণ করা হইয়াছে এবং একটি ব্যাঙ্ক ঠিক কি ভাবে পরিচালনা করা দরকার, কোথায় ত্রুটি ঘটিলে পতন অনিবার্য্য, তাহাও গ্রন্থকার বিস্তারিতভাবেই আলোচনা করিয়াছেন। "ব্যাঙ্কার্স গাইড" পুস্তকখানি, আমাদের বিশ্বাস, ব্যাঙ্কিং মহলে যথেষ্ট সমাদৃত হইবে। হাতে-কলমে ব্যাঙ্কিং শিখিবার ও বুঝিবার পক্ষে এই পুস্তক অপরিহার্য্য। বইয়ের ভাষা সরল এবং মুদ্রণ অতি পরিপাটি। শ্রদ্ধেয় ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয় লিখিত ভূমিকাটি পুস্তকের গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছে।

অর্থনৈতিক পুস্তক ও পুস্তিকা

Review of Trade in India 1942-43—Published by the Office of the Economic Adviser, Govt. of India, 1945. Price Rs. 3/14/-.

The Cotton Industry of India—By K. L. Govil. Hind Kitabs, Bombay. Price Rs. 1/12/-.

From the Farmer to the Consumer—By M. C. Munshi, assisted by Bisham Sinha. Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry. New Delhi. Price Rs. 2/-.

সাবান প্রস্তুতের

কোন :—
বড়বাজার :— ১৩৯৭ অফিস
" :— ১৫৯২ ফ্যাক্টরী
টেলিগ্রাম—"চীনামাটী"

যাবতীয় জিনিষ—সিলিকেট সোডা • সোপষ্টোন পাউডার • কষ্টিক সোডা • রজন • সিট্রোনেলা অয়েল • রঙ • হাইড্রোমিটার • প্রভৃতি পাইবেন

কলিকাতা মিনারেল সাপ্লাই কোং লিঃ
৩১, জ্যাকসন লেন, কলিকাতা

ক্লিয়ারিং-এর সুবিধা সহ জাতীয় আর্থিক প্রতিষ্ঠান

শিলং ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন লিঃ

টেলিঃ SHILLBANK হেড অফিস—শিলং ফোন : শিলং—১৬৬
কলিকাতা শাখা :—১৫নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, টেলিঃ BANKSHILLO ফোন : ক্যাল ৪৪৫৪
অন্যান্য শাখা—শ্রীহট্ট, হবিগঞ্জ, করিমগঞ্জ, গৌহাটী ও নওগাঁ (আসাম)।
শ্রীপ্রফুল্লকুমার চৌধুরী, ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

গ্রামঃ দশেরদাবী ফোন—ক্যাল :—৫৬৫৯

ইষ্টার্ণ কণ্টিনেণ্টাল ব্যাঙ্ক লিঃ

স্থাপিত : ১৯২৬ ইং
হেড অফিস—কুমিল্লা
সেন্ট্রাল অফিস :—৬, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
বেগুসরাই (বেহার), মানসেরা (পাঞ্জাব), পাটনা, ভালসিংসরাই (বেহার) ও নারায়ণগঞ্জ (ঢাকা) শাখা খোলা হইয়াছে।
লয়ালপুর, ক্যাম্বেলপুর এবং সেখুপুরা (পাঞ্জাব) শাখা শীঘ্রই খোলা হইবে।
—— সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয় ——

কোম্পানী প্রসঙ্গ

নাথ ব্যাঙ্ক লিঃ
১৯৪৪ সালের রিপোর্ট

আমরা নাথ ব্যাঙ্ক লিঃর গত ১৯৪৪ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখ পর্য্যন্ত এক বৎসরের মুদ্রিত কার্য্যবিবরণী সমালোচনার্থ পাইয়াছি। উক্ত বৎসরে পূর্ব্ব বৎসরের তুলনায় ব্যাঙ্কের সর্ব্বতোমুখী উন্নতি হইয়াছে দেখা যায়। ১৯৪৩ সালের শেষে ব্যাঙ্কে মোট আমানতের পরিমাণ ছিল ৪ কোটী ৩ লক্ষ ৮০ হাজার ৮৫৪ টাকা, ১৯৪৪ সালের শেষে তাহা বৃদ্ধি পাইয়া ৬ কোটী ৭৫ লক্ষ ৫৩ হাজার ১৫৩ টাকায় পরিণত হইয়াছে। এই এক বৎসরে ব্যাঙ্কের আদায়ী মূলধনের পরিমাণ ২০ লক্ষ ২০ হাজার ৭৩২ টাকা হইতে ৩৪ লক্ষ ১৩ হাজার ৭৯২ টাকায় পরিণত হইয়াছে। ব্যাঙ্কের মজুদ তহবিলের পরিমাণও এক বৎসরের মধ্যে ২ লক্ষ ৯৬ হাজার ৯৫০ টাকা হইতে ৬ লক্ষ ৩৩ হাজার ৩৬০ টাকায় বৃদ্ধি পাইয়াছে।

আলোচ্য বৎসরে পূর্ব্ব বৎসরের জের হিসাবে ২৬ হাজার ১৭৩ টাকা লইয়া ব্যাঙ্কের মোট লাভের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৩ লক্ষ ৩৯ হাজার ৫৩৬ টাকা। ঐ লাভ হইতে আয়কর বাবদ ৬৫ হাজার টাকা এবং মজুদ তহবিল বাবদ ৬০ হাজার টাকা পৃথক করিয়া বাকী টাকা হইতে ব্যাঙ্কের অংশীদারগণকে শতকরা বার্ষিক আয়করমুক্ত ৮ টাকা হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইবে স্থির হইয়াছে।

আলোচ্য বৎসরের শেষে ব্যাঙ্কের কার্য্যকরী মূলধনের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৭ কোটী ৬৩ লক্ষ ১৭ হাজার ৬৩১ টাকা। উহার মধ্যে নগদ ও অন্য ব্যাঙ্ক আমানত হিসাবে ২ কোটী ৩৩ লক্ষ ৬১ হাজার ৭৩৭ টাকা এবং কোম্পানীর কাগজ, ডিবেঞ্চার ও শেয়ারে ২ কোটী ৬১ লক্ষ ৩৮ হাজার ২০৭ টাকা মজুদ রহিয়াছে। কাজেই ব্যাঙ্কের টাকা নগদ টাকার স্বচ্ছলতার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া লাদন করা রহিয়াছে বলা চলে।

নাথ ব্যাঙ্ক বাঙ্গলার পরিচালিত সর্ব্ববৃহৎ ব্যাঙ্ক-সমূহের অন্যতম। বর্ত্তমানে উহার ১৩৫নং ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতাস্থ হেড অফিস ছাড়া বাঙ্গলা, বিহার, আসাম, মধ্য প্রদেশ ও বোম্বাইয়ের ৩৭টী শাখা অফিসের মধ্য দিয়া উহার কাজ চলিতেছে। আমরা এই ব্যাঙ্কটীর আরও উন্নতি কামনা করি।

এলায়েড এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্ক লিঃ

গত ১৭ই মে ঝালকাঠি মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত ষষ্ঠীচরণ কুণ্ডুর সভাপতিত্বে এলায়েড এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্কের ঝালকাঠি শাখার উদ্বোধন হইয়া গিয়াছে। ব্যাঙ্কের সুশোভিত গৃহে সহরের গণ্যমান্য অনেক ব্যক্তি যথা ব্যবসায়ী, সরকারী কর্ম্মচারী, চিকিৎসক ইত্যাদি উৎসবে উপস্থিত ছিলেন। ইহা ছাড়া অন্যান্য শ্রেণীর অধিবাসিবৃন্দও উৎসবে অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। ব্যাঙ্কের ম্যানেজিং ডিরেক্টার তাঁর বক্তৃতায় ব্যাঙ্কটির ইতিহাস ও ক্রমোন্নতির বিবরণ বর্ণনা করেন। সভাপতি মহাশয় তাঁহার দীর্ঘ অভিভাষণে ব্যাঙ্কটির প্রশংসা করেন এবং উহার ভবিষ্যৎ উন্নতি কামনা করেন।

নূতন যৌথ কোম্পানী

টেক্সটাইল এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ট্রেডিং এজেন্সী লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ ডি এন মেহতা। রেজিষ্টার্ড অফিস—ওয়েষ্টার্ণ ইণ্ডিয়া হাউস, স্যার

সাদার্ণ ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস—১৪, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ফোন—ক্যাল. ৫৯৮৯

ব্রাঞ্চ—বড়বাজার, শ্যামবাজার, ভবানীপুর, বসিরহাট, খুলনা ও পাটনা

সুবিধাজনক সর্ত্তে গভর্ণমেণ্ট ও মিলিটারী বিলের উপর টাকা ধার দেওয়া হয়

সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—ডাঃ অমলকুমার রায়চৌধুরী, এম্-ডি

ক্যালকাটা কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক
লিমিটেড

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার সিডিউলভুক্ত একটী
উন্নতিশীল জাতীয় আর্থিক প্রতিষ্ঠান

হেড অফিস ঃ ১৫, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ডিরেক্টরবর্গ

১।	মিঃ জে, সি, মুখার্জ্জি, বার-এট্-ল ...	ভূতপূর্ব্ব চীফ একজিকিউটিভ অফিসার—কলিকাতা কর্পোরেশন, ডিরেক্টর :—আসাম বেঙ্গল সিমেণ্ট কোং লিঃ প্রভৃতি।
২।	খান বাহাদুর এম, এ, মমিন সি-আই-ই ...	ডিরেক্টর :—নিউ এসিয়াটিক ইনসিওরেন্স কোং লিঃ, আর্য্যস্থান ইনসিওরেন্স কোং লিঃ প্রভৃতি।
৩।	মিঃ জি, ভি, সোয়াইকা ...	প্রোপ্রাইটর :—সোয়াইকা অয়েল মিলস্, ডিরেক্টর :—দি বেঙ্গল ইন্সিওরেন্স এণ্ড রিয়েল প্রপার্টী কোং লিঃ, ম্যানেজিং ডিরেক্টর :—সোয়াইকা কেমিকেল এণ্ড মিনারেল কোং লিঃ, সোয়াইকা ফারটিলাইজার লিঃ, সোয়াইকা ষ্ট্যাণ্ড অয়েল এণ্ড বার্ণিস্ কোং লিঃ, সোয়াইকা এক্সপোর্ট এণ্ড ইম্পোর্ট লিঃ, সোয়াইকা প্রপার্টীজ লিঃ এবং মুর এভেনিউ প্রপার্টীজ লিঃ।
৪।	মিঃ এন, সি, চন্দ্র ...	ডিরেক্টর :—ন্যাশনাল ষ্টীল কর্পোরেশন লিঃ, বাসন্তী কটন মিলস্ লিঃ, মহালক্ষ্মী কটন মিলস্ লিঃ প্রভৃতি।
৫।	মিঃ বি, সি, ঘোষ ...	কণ্ট্রোলার, হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ ইনসিওরেন্স সোসাইটি লিঃ।
৬।	মিঃ ডি, এন, দত্ত ...	অংশীদার এন্ড্রাস্ কিথ এণ্ড কোং।
৭।	মিঃ এস্, দত্ত, ম্যানেজিং ডিরেক্টর ...	ডিরেক্টর :—এইচ, দত্ত এণ্ড সন্স লিঃ, রামদুর্লভপুর টী কোং লিঃ, ইণ্ডিয়া কলেক্টীভ ফার্ম্মস্ লিঃ প্রভৃতি।

জেনারেল ম্যানেজার—মিঃ জে, এন, সেন, বি, এ, এফ্-আর-ই-এস্, (লণ্ডন)।

ইণ্ডিয়ান
ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস—৮, লায়ন্স রেঞ্জ, কলিকাতা

ক্লিয়ারিং-এর
সুবিধাযুক্ত সম্ভ্রান্ত প্রতিষ্ঠান।

সহজ সর্ত্তে টাকা কর্জ্জ দেওয়া এবং বিল ডিস্কাউণ্ট করা হয়।

ফিক্সড ডিপোজিট এবং অন্যান্য আমানতের উপর সুদের হার লাভজনক।

ব্যাঙ্কের "গাইড-টু-ইনভেষ্টারস্"-এর জন্য আবেদন করুন।

ব্রাঞ্চসমূহ—

বোম্বে, ঢাকা, দীঘিরপার, নবদ্বীপ, বড়বাজার, চাইবাসা, চক্রধরপুর, সাউথ কলিকাতা, রায়পুর, আজারিয়া, গৌহাটী, গোপালদী, নারায়ণগঞ্জ, নবাবগঞ্জ, নওগাঁ (আসাম), বাঘিয়া, সাটুরিয়া (ঢাকা), ও বেড়া (পাবনা)।

আর, রায়—ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

ফিরোজশাহ মেহতা রোড, ফোর্ট, বোম্বে। অনুমোদিত মূলধন—১ লক্ষ টাকা। ম্যানুফ্যাকচারিং এণ্ড মারকেণ্টাইল এজেণ্টস্।

ভাটকন বন্দর কনষ্ট্রাকশন কোং লিঃ—ডিরেক্টর দেশবন্ধু এম শঙ্কর লিঙ্গে গৌদা। রেজিষ্টার্ড অফিস—১১৩, গিব টাওয়ার ধারওয়ার সিটি। অনুমোদিত মূলধন—১ লক্ষ ২০ হাজার টাকা। সামুদ্রিক ব্যবসা।

লিও কমার্শিয়াল সিণ্ডিকেট লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ ইউ পি মুরদেশ্বর। রেজিষ্টার্ড অফিস—২০, হামাম ষ্ট্রীট, বোম্বাই। অনুমোদিত মূলধন—১ লক্ষ টাকা। ঔষধ তৈয়ারী।

মহাবীর কাজোরা কলিয়ারীজ লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ বি ভূয়ালকা। রেজিষ্টার্ড অফিস—১৭৮, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—৫ লক্ষ টাকা। কয়লার ব্যবসা।

মনোরঞ্জন মিটিং এণ্ড কটন মিলস লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ জে সি চক্রবর্ত্তী। রেজিষ্টার্ড অফিস—১০৬এ, রাজা বসন্ত রায় রোড, কলিকাতা। অনুমোনিত মূলধন—৫ লক্ষ টাকা। হোসিয়ারী দ্রব্য তৈরীর ব্যবসা।

ফিসারীজ এণ্ড ফারমস্ লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ আর সি ব্যানার্জ্জী। রেজিষ্টার্ড অফিস—পি-৬, মিশন রো, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—৪০ লক্ষ টাকা। মৎস্য ও অন্যান্য চাষ।

প্রিমিয়ার টেক্সটাইল মিলস লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ জি ডি কোঠারী। রেজিষ্টার্ড অফিস—৮, রয়েল এক্সচেঞ্জ প্লেস, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—২ কোটী টাকা। তুলা ও পাট বয়ন।

ভারত ডিষ্ট্রীবিউটার্স এণ্ড এজেন্সী লিঃ ডিরেক্টর মিঃ ডি এন চ্যাটার্জ্জী। রেজিষ্টার্ড অফিস—১১, ব্রীজ রোড, আলীপুর, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—১ হাজার টাকা। ম্যানেজিং এজেণ্টস, ম্যানেজর ইত্যাদি।

খৈতান ব্রাদার্স লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ ডি এল খৈতান। রেজিষ্টার্ড অফিস—১৪, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—২০ হাজার টাকা। জেনারেল মার্চ্চেণ্টস ও এজেণ্টস।

মডার্ণ ইণ্ডিয়া মেসিন টুলস লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ হিমাংশুলাল নন্দী। রেজিষ্টার্ড অফিস—১৭-২-৪-১৮ ক্যানল ওয়েষ্ট রোড, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—২০ হাজার টাকা। যন্ত্রপাতি নির্ম্মাণের কারখানা।

মহাবীর ম্যানেজমেণ্ট লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ রামকুমার পাণ্ডা। রেজিষ্টার্ড অফিস ১৩, সৈয়দ সেলী লেন, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন ১০ লক্ষ টাকা। এজেন্সীর ব্যবসা।

হিন্দ ভেজিটেবল প্রডাক্টস্ লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ লক্ষণপ্রসাদ পোদ্দার। রেজিষ্টার্ড অফিস ৪, ব্যাঙ্কশাল ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন ৫০ লক্ষ টাকা। ভেজিটেবল দ্রব্যের ব্যবসা।

দিশেগড় কোল কোং লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ প্রেমরতন মেহতা। রেজিষ্টার্ড অফিস—৭, লায়ন্স রেঞ্জ, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন ১০ লক্ষ টাকা। কয়লা খনির ব্যবসা।

বিভিন্ন কোম্পানীর লভ্যাংশ

দি লক্ষ্মী কটন ম্যানুফ্যাকচারিং কোং লিঃ—১৯৪৪ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা ৩০৲ টাকা। পূর্ব্ব বৎসর প্রতি শেয়ারে শতকরা ৩৪৲ টাকা লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল। **দি বিষ্ণু কটন মিলস লিঃ**—১৯৪৪ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা ২৬ টাকা। পূর্ব্ব বৎসর প্রতি শেয়ারে শতকরা ৩৪৲ টাকা লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল। **ভিক্তাভ্যালী টী কোং লিঃ**—১৯৪৪ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা ২৫৲ টাকা। পূর্ব্ব বৎসরও অনুরূপ হারে লভ্যাংশ প্রদান করা হইয়াছিল। **তুমসঙ্গ টী কোং লিঃ**—১৯৪৪ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা ৫৲ টাকা। পূর্ব্ব বৎসরও প্রতি শেয়ারে শতকরা ৫৲ টাকা হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল। **নাজিরা কোল কোং লিঃ**—১৯৪৫ সালের ২৮শে ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা ২৷৷০ আনা। **ধেমো মেইন কলিয়ারীজ লিঃ**—১৯৪৪ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা ৩৸০ আনা। পূর্ব্ব ছয় মাসেও অনুরূপ হারে লভ্যাংশ প্রদান করা হইয়াছিল। **ইকুইটেবল্ কোল কোং লিঃ**—১৯৪৪ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা ১৭৷৷০ আনা। পূর্ব্ব ছয় মাসে প্রতি শেয়ারে শতকরা ১৫৲ টাকা লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল। **হারিলাদী কোল কোং লিঃ**—১৯৪৪ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা ১০৲ টাকা। পূর্ব্ব ছয় মাসে প্রতি শেয়ারে শতকরা ৭৷৷০ আনা হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল। **মণ্ডলপুর কোল কোং লিঃ**—১৯৪৪ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে ২৷৷০ আনা। পূর্ব্ব ছয় মাসেও অনুরূপ হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল। **ওয়েষ্ট জামুরিয়া কোল লিঃ**—১৯৪৪ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে ১৭৷৷০ আনা। পূর্ব্ব ছয় মাসে প্রতি শেয়ারে শতকরা ১৫৲ টাকা লভ্যাংশ প্রদান করা হইয়াছিল। **বালী জুট কোং লিঃ**—১৯৪৫ সালের ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা ৭৪৲ টাকা। পূর্ব্ব ছয় মাসের লভ্যাংশের হারও শতকরা প্রতি শেয়ারে ৪৲ টাকা ছিল। **গৌরীপুর কোং লিঃ**—১৯৪৫ সালের ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা ১২৷৷০ আনা। পূর্ব্ব ছয় মাসে প্রতি শেয়ারে শতকরা ১৫৲ টাকা লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল। **নদীয়া মিলস্ লি**—১৯৪৫ সালের ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা ৪৲ টাকা। পূর্ব্ব বাৎসরিক লভ্যাংশের হারও প্রতি শেয়ারে শতকরা ৪৲ টাকা ছিল। **খড়দহ কোং লিঃ**—১৯৪৫ সালের ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা ১৫ টাকা। পূর্ব্ব ছয় মাসেও অনুরূপ হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল।

দাশ ব্যাঙ্ক লিমিটেড

৯-এ ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

চেয়ারম্যান—কর্ম্মবীর আলামোহন দাশ

আধুনিক সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

Gram : Cencomba Post Box No.2282

সেণ্ট্রাল কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক

—লিমিটেড—

স্থাপিত—১৯২৮

হেড অফিস—১২, জ্যাকসন লেন, কলিকাতা।

সুদক্ষ ডিরেক্টরবর্গ কর্ত্তৃক পরিচালিত

ম্যানেজিং ডিরেক্টার :—মিঃ এস বি বিশ্বাস

ইন্সিওরেন্স অব ইণ্ডিয়া লিমিটেড

হেড অফিস : কুমিল্লা

কলিকাতা অফিস : ২২নং ক্যানিং ষ্ট্রীট

অন্যান্য অফিস :

ডিব্রুগড় (আসাম) ও সিলেট

আর্থিক নিরাপত্তার ভিত্তিতে পরিচালিত একটি উচ্চ শ্রেণীর জীবন বীমার অফিস

বোনাস প্রতি হাজারে

আজীবন বীমায় ১৬৲

মেয়াদী বীমায় ১৩৲

চীফ এজেণ্টস্ :—

মেসার্স ম্যানেজার লিঃ—লক্ষ্ণৌ

ইউ. পি, সি. পি ও দিল্লীর জন্য

মেসার্স এইচ এ সেণ্টা এণ্ড কোং, কলিকাতা,

বর্দ্ধমান ডিভিসন ও বিহারের জন্য

চেয়ারম্যান :—এন সি দত্ত, এম এল সি

ইষ্ট ইণ্ডিয়া

কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ

ফোন : ক্যাল ৫৪৯

হেড অফিস— ৭ সোয়ালো লেন কলিকাতা

—শাখা—

শ্যামবাজার	সাতক্ষীরা	শ্রীহট্ট
কলেজ ষ্ট্রীট	সারদিয়া	তেজপুর
হাটখোলা	মেদিনীপুর	নবগঞ্জ
বালীগঞ্জ	খড়্গপুর	গৌহাটী
চরমুগুরিয়া	পিঙনি	বড়পেটা
ফরিদপুর	দিনাজপুর	বেনারস
ঝাড়গ্রাম	কুমারখালী	দেওঘর
ইছাপুর	রাজবাড়ী	ঘাটশীলা
কুষ্টিয়া	ধুবড়ী	কটক

সকল প্রকার শেয়ারের কার্য্য, বিল অফ এক্সচেঞ্জ প্রভৃতি ক্রয়, আদায়াদি এবং সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—জে সি চক্রবর্ত্তী

বাজারের হালচাল

টাকা ও বিনিময়

কলিকাতা, ১লা জুন :—আলোচ্য সপ্তাহেও কলিকাতার টাকার বাজারে চাহিদা অপেক্ষা যোগানের আধিক্য দেখা যায় এবং অন্য কোন উল্লেখযোগ্য পরিবর্ত্তন লক্ষিত হয় নাই। ব্যাঙ্কসমূহের মধ্যে চাহিবামাত্র ঋণের সুদের হার কলিকাতায় শতকরা ॥০ আনা ও বোম্বাইয়ে শতকরা ।০ আনা বজায় আছে। বিনিময় বাজারেও মন্দা লক্ষিত হয়। ট্রেজারী বিলের চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় উহার গৃহীত আবেদনের উপর গড়পড়তা সুদের হার পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহের শতকরা বার্ষিক ।৶০ আনা হইতে কমাইয়া আলোচ্য সপ্তাহে শতকরা বার্ষিক ।৵০ আনা ধার্য্য করা হইয়াছে। গত ২৯শে মে ভারত সরকার কর্ত্তৃক আহূত তিন মাসের মেয়াদী ২ কোটী টাকার ট্রেজারী বিলের জন্য মোট ৭ কোটী ৩৮ লক্ষ টাকার আবেদন দেওয়া হইয়াছিল। উহার মধ্যে ৯৯৸৬ পাই মূল্যের আবেদনের আনুমানিক শতকরা ৭২ ভাগ গৃহীত হইয়াছে। নিম্নতর মূল্যের আবেদন অগ্রাহ্য হইয়াছে। মোট গৃহীত ২ কোটী টাকার ট্রেজারী বিলের আবেদনের গড়পড়তা সুদের হার শতকরা বার্ষিক ।৵০ আনা ধার্য্য করা হইয়াছে।

বিনিময় বাজারে আলোচ্য সপ্তাহে নিম্নরূপ হার বলবৎ ছিল :—

টেলিঃ হুণ্ডি (প্রতি টাকায়)	১ শিঃ ৫৭৳৳ পেঃ
ঐ দর্শনী (,,)	,, ,,
ডি এ তিন মাস (,,)	১ শিঃ ৬৩৳ পেঃ
ডি এ চার মাস (,,)	১ শিঃ ৬৩৳ পেঃ
ডলার (প্রতি শত)	৩৩২৸০ আনা

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হিসাব :—রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গত ১৮ই মের হিসাব হইতে দেখা যায় যে, ঐ তারিখে ভারতে চলতি নোটের পরিমাণ ছিল ১১২৫ কোটী ৩৮ লক্ষ ১৮ হাজার টাকা। এক সপ্তাহ পূর্ব্বে পূর্ব্বোক্ত নোটের পরিমাণ ছিল ১১২৫ কোটী ২ লক্ষ ২৬ হাজার টাকা। গত ১৮ই মে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কসমূহের চলতি ও স্থায়ী আমানতের পরিমাণ যথাক্রমে ৬১২ কোটী ৩ লক্ষ টাকা ও ২২৯ কোটী ৭৪ লক্ষ টাকা ছিল।

কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার

কলিকাতা, ১লা জুন—আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার-বাজারে ক্রেতা-বিক্রেতাগণের মনে যথেষ্ট উৎসাহ পরিলক্ষিত হয় এবং প্রায় অধিকাংশ জনপ্রিয় শেয়ার সমূহের যথেষ্ট বিকিকিনি হয়। সম্ভবতঃ শীঘ্রই প্রধান ত্রিশক্তি সম্মেলনের সম্ভাবনা এবং দলগত রাজনীতি দ্বারা যুদ্ধাদর্শকে ক্ষুণ্ণ করিতে দেওয়া হইবে না বলিয়া সম্প্রতি যে ঘোষণা করা হইয়াছে তাহার ফলেই আলোচ্য সপ্তাহেও কলিকাতার শেয়ার-বাজারে গত সপ্তাহের তেজী ভাব বিদ্যমান থাকে।

কোম্পানীর কাগজ—আলোচ্য সপ্তাহে কোম্পানীর কাগজ ও ঋণপত্রসমূহের অবস্থায় নিশ্চিতরূপে গত সপ্তাহের তুলনায় স্থিরভাব পরিলক্ষিত হয়। বিকিকিনিও বৃদ্ধি পায় এবং মূল্যের দিক হইতেও গত সপ্তাহের তুলনায় সামান্য উন্নতির ভাব দৃষ্ট হয়।

কাপড়ের কল—আলোচ্য সপ্তাহে কাপড়ের কলের শেয়ারসমূহের চাহিদা গত সপ্তাহের তুলনায় অনেকটা সীমাবদ্ধ হয়; তবে মূল্যের দিক দিয়া গত সপ্তাহের তুলনায় প্রায় স্থির ভাবই পরিলক্ষিত হয়। নিউ ভিক্টোরিয়া ৭।০ আনায়, কানপুর টেক্সটাইলস ১২।০ আনায়, এলগিন ৬৪।০ আনায়, কেশোরাম ১৭৷৵০ আনায়, বঙ্গশ্রী ১৪।০ আনায়, বঙ্গেশ্বরী ৭৷০ আনায় আলোচ্য সপ্তাহে হস্তান্তরিত হইয়াছে।

কয়লার খনি—গত সপ্তাহের মত আলোচ্য সপ্তাহেও কলিকাতার শেয়ার বাজারে কয়লাখনির শেয়ারসমূহই আকর্ষণের বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। বরাকর ৪২৲ টাকা, তালচের ১২।৵০ আনা, রাণীগঞ্জ ৫৬৸৵০ আনা, ইকুইটেবল ৬৭৸৵০ আনা, সাউথ করণপুরা ৩০।০ আনা, ভুলনবরারি ৩৩।০ আনা, নিউ চুরুলিয়া ১২৷০ আনা পর্য্যন্ত আলোচ্য সপ্তাহে উঠিয়াছিল।

চটকল—আলোচ্য সপ্তাহেও চটকলসমূহের অধিকাংশ জনপ্রিয় শেয়ারের চাহিদা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মূল্যের দিক হইতেও লক্ষ্যণীয় উন্নতির ভাব দৃষ্ট হয়। আলোচ্য সপ্তাহে অকল্যাণ্ড ৩৪১৲ টাকা, এ্যাংলো ইণ্ডিয়া ৪৭৭৲ টাকা, কামারহাটি ৭৩০৲ টাকা, নদীয়া ১৩২৲ টাকা, প্রেসিডেন্সী ১২।৵০ আনা, রিলায়েন্স ৭৮৷০ আনা, কাঁকনাড়া ৬১২৲ টাকা, হাওড়া ৯৩৸৵০ আনা, এলায়েন্স ৬৬১৲ টাকা পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল।

চিনির কল—আলোচ্য সপ্তাহে এই বিভাগের অধিকাংশ শেয়ারের বিকিকিনি গত সপ্তাহের তুলনায় অনেকটা সীমাবদ্ধ হইলেও, মূল্যের দিক হইতে গত সপ্তাহের তুলনায় উন্নতির ভাবই পরিলক্ষিত হয়। আলোচ্য সপ্তাহে বেলসুন্দ ১৪।৵০ আনা, চম্পারণ ৩৮৸০ আনা এবং কেরু-এণ্ড কোং লিঃ ২৮।৵০ আনা পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল।

চা-বাগান—আলোচ্য সপ্তাহেও এই বিভাগের অধিকাংশ জনপ্রিয় শেয়ারের বিকিকিনি একরকম বন্ধ থাকে এবং মূল্যের দিক হইতেও গত সপ্তাহের তুলনায় অবস্থা প্রায় অপরিবর্ত্তিত থাকে। আলোচ্য সপ্তাহে ইষ্ট-ইণ্ডিয়া ১৭২৲ টাকায়, টুমসং ২২৸৵০ আনায়, জুবা ১৮৷৵০ আনায়, কল্যাণী ৪৮৲ টাকায়, তেজপুর ২১৸০ আনায় হস্তান্তরিত হইয়াছে।

ইঞ্জিনিয়ারিং—আলোচ্য সপ্তাহে এই বিভাগের অধিকাংশ শেয়ারসমূহেরই চাহিদা গত সপ্তাহের তুলনায় বৃদ্ধি পায় এবং মূল্যের দিক হইতে উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। ইণ্ডিয়ান আয়রণ ৪।০ আনা, ষ্টীল কর্পোরেশন ৩৩।৵০ আনা, কুমারধুবী ১০।৵০ আনা, ব্রেইথওয়েইট ১২৷৵০ আনা, জেসপ ২৪৷৵০ আনা, মার্শালস্ ৫।৵০ আনা, আর্থার বাটলার ২৫৷৵০ আনা পর্য্যন্ত আলোচ্য সপ্তাহে উঠিয়াছিল।

পাটের বাজার

কলিকাতা, ১লা মে—আলোচ্য সপ্তাহে পাটের বাজারে নিস্তেজ ভাব পরিলক্ষিত হয় এবং কেনা-বেচাও যৎসামান্যই হইয়াছে। নূতন ফসলের প্রাচুর্য্যের সম্ভাবনায় এবং উৎপন্নদ্রব্যের বাজারে মন্দার আশঙ্কায় কলওয়ালাগণ পাট ক্রয়ে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিতেছে না। অপর দিকে পাট বিক্রেতাগণ নূতন ও পুরাতন উভয় শ্রেণীর পাট বিক্রয়েই ঔৎসুক্য দেখাইতেছে, ফলে পাটের দরেও অবনতি লক্ষিত হইতেছে। সম্প্রতি যত কারবার হইয়াছে তাহার অধিকাংশই হইয়াছে সর্ব্বনিম্ন দরে। তবে মনে হয় আগামী জুলাই মাস পর্য্যন্ত এই ভাবেই চলিবে অর্থাৎ নূতন পাট বাজারে পুরাপুরি না আসা পর্য্যন্ত পাটের মূল্যে আর বেশী অবনতি হইবে না। তথাপি মজুর সমস্যা ও কয়লা সমস্যার উন্নতি হইলে অদূর ভবিষ্যতেই কলসমূহে কার্য্যের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে পাটের দামেও উন্নতি দেখা যাইতে পারে। এখন পর্য্যন্ত রপ্তানীও তেমন বিশেষ হয় নাই কিন্তু আশা করা

টেলিগ্রাম—"আর্থিক মান" পোঃ বক্স কেল—৬৫৯

প্রগতিশীল জাতীয় আর্থিক প্রতিষ্ঠান

ব্যাঙ্ক অব কামরূপ লিঃ

হেড অফিস : ৭নং সোয়ালো লেন, কলিকাতা

ম্যানেজিং ডাইরেক্টর—শ্রীঅমলেন্দু বাগচী

ব্যাঙ্ক অব ক্যালকাটা লিঃ

(ক্লিয়ারিংয়ের সর্ব্বপ্রকার ব্যবস্থা আছে)

১৯৪৪ সনের শেষে মোটামুটি আর্থিক পরিচয়

অনুমোদিত মূলধন ১,০০,০০,০০০৲ বিলিকৃত ও বিক্রীত মূলধন ১৪,০০,০০০৲

আদায়ীকৃত ও মজুত তহবিল ৮,০০,০০০৲ কার্য্যকরী মূলধন ১,০০,০০,০০০৲

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—ডাঃ এম, এম, চ্যাটার্জ্জি

টাকা খাটাইবার নির্ভরযোগ্য উন্নতিশীল জাতীয় প্রতিষ্ঠান

বেঙ্গল মেট্রোপলিটন

ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিসঃ—৩, মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড, কলিকাতা।

শাখা অফিস :—ঢাকা, কৃষ্ণনগর, নবদ্বীপ, বড়বাজার (কলিকাতা)।

২৭শে মে বহরমপুর [বেঙ্গল] শাখা খোলা হইয়াছে।

— সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য সুনির্ব্বাহ করা হয় —

জেনারেল ম্যানেজার : এম, সি, বাড়ুরী।

ম্যানেজিং ডাইরেক্টার : এম, এন, দাশগুপ্ত, এম-এ (কম), বি-এল।

যায় শীঘ্রই যুক্তরাজ্য হইতে চাহিদার খবর পাওয়া যাইবে। সুতরাং জাহাজব্যবস্থার উন্নতির ফলে যদি রপ্তানী বৃদ্ধি হয় তাহা হইলে পাকা বেল বিভাগে দামে উন্নতি হইতে পারে। বর্ত্তমানে কাটিং শ্রেণীর পাট ভিন্ন অন্যান্য শ্রেণীর পাট সর্ব্বনিম্ন মূল্যেই ক্রয় বিক্রয় হইতেছে।

আন্না পাটের বাজারে ১৫।০ আনা মণদরে সুপারভাইজড্ জাত মিড্‌ল্ ও ১২।০ আনা দরে বটম শ্রেণীর পাটে সামান্য কারবার হইয়াছে।

পাকা বেল বিভাগে ডাণ্ডী ডেইজী শ্রেণীর দ্রব্য বেল প্রতি ৭৭৲ টাকা ও লাইটনিং ৭৪৲ টাকা দরে সামান্য কারবার হইয়াছে।

পাটজাত দ্রব্যের বাজারে আলোচ্য সপ্তাহে সামান্য তেজীভাব লক্ষিত হয়। তবে কারবার বেশীর ভাগ আভ্যন্তরীন বাজারেই সীমাবদ্ধ থাকে। মিলসমূহ সর্ব্বোচ্চ দরের কমে বিক্রয় করিতে অস্বীকৃত হয়। দেশীয় আভ্যন্তরীন চাহিদা ও সরকারী অর্ডারের দরুণই পাটজাত দ্রব্যের বাজারে এই উন্নতি লক্ষিত হইয়াছে।

মেসার্স সিমক্লেয়ার মারে এণ্ড কোং লিঃ-এর ২৬শে মে তারিখের রিপোর্ট অনুসারে বাংলাদেশে পাটচাষের নিম্নরূপ অবস্থার খবর পাওয়া গিয়াছে। আবহাওয়ার অবস্থা অনুকূল। ফসলের উন্নতি সন্তোষজনক। বুনন সমাপ্ত, গত বৎসরের তুলনায় বর্ত্তমান বৎসর ১৵০ আনা বেশী চাষ হইয়াছে। নিড়ানীর কাজ প্রয়োজন মত চলিতেছে। পূর্ব্বাঞ্চলে নদীসমূহ স্বাভাবিক অবস্থা এখনো প্রাপ্ত না হইলেও পশ্চিমাঞ্চলে নদীসমূহের অবস্থা স্বাভাবিক।

পূর্ব্ব বৎসরের তুলনায় বুননের হার :— নারায়ণগঞ্জ ১৵০ আনা; ঢাকা ১৵০ আনা চাঁদপুর ১৵০; আগুগঞ্জ ১৵০ আনা; আখাউরা ১/০ আনা; এলাসিন ১/০ আনা; সরিষাবাড়ী ১/০ আনা; ময়মনসিংহ ১৵০ আনা; গাইবান্ধা ১।০ আনা; সিরাজগঞ্জ ১৵৬ পাই; ভাঙ্গুরা ১৵০ আনা।

তুলা ও কাপড়

কলিকাতা, ১লা জুন—আলোচ্য সপ্তাহে বোম্বাইয়ের তুলার বাজারে গত সপ্তাহের তুলনায় তেমন কোন লক্ষণীয় নূতন পরিস্থিতির উদ্ভব না হইলেও আলোচ্য সপ্তাহে বোম্বাইয়ের তুলার দরে সাধারণভাবে মোটামুটি অবনতির ভাবই পরিলক্ষিত হয়। আলোচ্য সপ্তাহের মধ্যভাগে বোম্বাইয়ের তুলার দর বেশ উঠা-নামা করিয়াছে। গত শুক্রবার বোম্বাইয়ের তুলার বাজারে জুলাই মাসে ডেলিভারি দেওয়ার সর্ত্তের ঝরিলা তুলার দর ছিল ৪১২৲ টাকা। অদ্য শুক্রবার তাহা সামান্য হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়া ৪১১৷৷০ আনা দাঁড়াইয়াছে। গত শুক্রবার সেপ্টেম্বর মাসে ডেলিভারি দেওয়ার সর্ত্তের ঝরিলা তুলার দর ছিল ৪২৫৲ টাকা। অদ্য শুক্রবার তাহা ৪২৪৸০ আনা দাঁড়াইয়াছে।

কাপড়—আলোচ্য সপ্তাহেও কলিকাতার কাপড়ের বাজারে বিকি-কিনি একান্তভাবেই সীমাবদ্ধ থাকে এবং সম্প্রতি বেঙ্গল চেম্বার অব কমার্স ভবনে আহূত এক সভায় এনফোর্সমেণ্ট এণ্ড পাবলিক রিলেশান্স বিভাগের ডিরেক্টর জেনারেল মিঃ পি, জে, গ্রিফিৎসের 'অতি শীঘ্রই কলিকাতায় পূর্ণাঙ্গ বস্ত্র বরাদ্দ ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হইবে,' এই মর্ম্মের ঘোষণাবাণী অবাস্তব কল্পনা বলিয়াই বস্ত্রক্রয়েচ্ছু জনসাধারণের মনে হয়। আলোচ্য সপ্তাহেও প্রকাশ্য দোকানে তাঁতের ধুতি, শাড়ী প্রভৃতি বিক্রয় হয়, কিন্তু তাঁতের ধুতি, শাড়ী প্রভৃতির মূল্য এত অধিক যে, এই ফাঁপা বাজারেও খুব কমসংখ্যক লোকই তাঁতের ধুতি, শাড়ী প্রভৃতি কিনিতে সমর্থ।

সোনা ও রূপা

কলিকাতা, ১লা জুন—গত সপ্তাহের মত আলোচ্য সপ্তাহেও কলিকাতা ও বোম্বাইয়ের বাজারে সোনার দরে কোন লক্ষণীয় পরিবর্ত্তন পরিলক্ষিত হয় নাই। তবে সাধারণভাবে মোটামুটি আলোচ্য সপ্তাহেও সোনার দরে সামান্য অবনতির ভাবই দৃষ্ট হয়।

রূপা—গত সপ্তাহের তুলনায় আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতা ও বোম্বাইয়ের বাজারে রূপার দরেও অবনতির ভাব পরিস্ফুট হইয়া উঠে। গত শুক্রবার রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ১৫০ বার রূপা প্রতি ১০০ ভরি ১৩১৷৵০ আনা দরে বিক্রয় করিয়াছিলেন। গত সপ্তাহের তুলনায় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আলোচ্য সপ্তাহে গড়পড়তায় রূপার দর হ্রাস করায় ফলেই রূপার দরের অবনতিভাবের প্রধানতম কারণ।

কেরানী

'রয়েল ইণ্ডিয়ান নেভি', ভারতীয় সেনাবিভাগ
('ইণ্ডিয়ান আর্মি কোর অব ক্লার্কস্'-ও এর অন্তর্ভুক্ত)
এবং 'রয়েল ইণ্ডিয়ান এয়ার ফোর্স'-এ
কেরানীর পদ খালি আছে।

মূল্যবান শিক্ষা

উল্লিখিত যে-কোনো কাজে যে শিক্ষা ও
অভিজ্ঞতা লাভ করবেন যুদ্ধের পর
ভারতের ব্যবসাজগতে তা
প্রভূত প্রয়োজনে আসবে

আজই লিখুন

ভালো বেতন
পুরা বেতনে ছুটি
বিনামূল্যে আহার্য
বিনামূল্যে পরিচ্ছদ
বিনামূল্যে চিকিৎসা
বিনামূল্যে বাসস্থান

প্রবেশ-যোগ্যতা ও অন্যান্য বিষয়ে বিস্তারিত খবরের জন্য নিম্নলিখিত অফিসগুলির মধ্যে যেটি আপনার কাছাকাছি সেখানে আবেদন করুন :—

১। ২৮, থিয়েটার রোড, কলিকাতা।
২। টামবাজার রোড, নারায়ণগঞ্জ।
৩। সিরাজদ্দৌলা রোড, চট্টগ্রাম।
৪। সেক্রেটেরিয়েট হিল্, শিলং।

AAA 135

সাপ্তাহিক বাজার দর

	২৫শে মে	২৮শে মে	২৯শে মে	৩০শে মে	৩১শে মে	১লা জুন
সোনার দর—প্রতি ভরি (কলিকাতা) ...	৭৬/০	৭৫৸/০	৭৪৸/০	৭৫৵০	৭৫৵/০	৭৪৸/০
ঐ ঐ (বোম্বাই) ...	৭৫৷৷০	৭৫।/০	৭৪৸৵০	৭৫৲	৭৫৵/০	৭৪।/০
রূপার দর—প্রতি ১০০ ভরি (কলিকাতা) ...	১৩৪।০	১৩৪৲	১৩৩৷৷০	১৩৪৲	১৩৪৲	১৩২৸৹
ঐ ঐ (বোম্বাই) ...	১৩১৷৷/০	১৩২৸০	১৩২।৵০	১৩২৷৷০	১৩২।৵০	১৩১।০
গিণির দর—প্রতিখানা (কলিকাতা) ...	৫০৸০	৫০৸০	৫০৷৷০	৫০৸০	৫০৸০	৫০৸০
ঐ ঐ (বোম্বাই) ...	৫১।০	৫১।০	৫১৲	৫১৷৷০	৫১।০	৫১৲
রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সুদের হার (শতকরা বার্ষিক) ...	৩৲	৩৲	৩৲	৩৲	৩৲	৩৲
কোম্পানীর কাগজ—						
কোম্পানীর কাগজ—শতকরা ৩৲ সুদের ...	—	৯১।৵০-৯০৸/০	৯০৸৵১০	—	৯১৵০	—
ঐ ঐ ৩৷৷০ টাকা সুদের ...	—	১০০।৵০-১০০।/০	১০০।৶০-১০০।/০	১০০।৶০-১০০৷৷/০	১০০৷৷০	১০০।৶০-১০০।৵০
৩৲ টাকা সুদের ঋণপত্র (১৯৬৩-৬৫) ...	১০০।/০-১০০৶০	—	৯৯।০-৯৯৶০	—	৯৮৸৶০	—
৩৲ টাকা সুদের ঋণপত্র (১৯৬৬-৬৮) ...	—	—	—	—	৯৮।/০	—
৪৲ টাকা সুদের ঋণপত্র (১৯৬০-৭০) ...	—	—	১১২৷৷৶০	—	১১২৷৷৶০	—
৫৲ টাকা সুদের ঋণপত্র (১৯৪৫-৫৫) ...	১০১।০-১০১৵০	—	১০১।/০	—	১০১।/০	—
ইঞ্জিনিয়ারিং ও ইলেকট্রিক—						
ইণ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড ষ্টীল কোং লিঃ ...	৩৯৸৶০-৩৯৸০	৪০/০-৩৯৸৶০	৪০৲-৩৯৸৶০	৪০৲-৩৯৸৵০	৪০।০-৪০/০	৪০৶০
ষ্টীল কর্পোরেশন—অর্ডি ...	৩২৸৶০	৩৩৶০-৩২৸৵০	৩৩/০-৩২৸৶০	৩৩৲	৩৩।৶০-৩৩৶০	৩৩৶০-৩৩/০
কুমারধুবী—অর্ডি ...	—	১০।৵০-১০।/০	—	—	১০।৶০-১০।৵০	—
ব্রেইতওয়েইট ...	১১৷৷৵০-১১৷৷০	১১৸০-১১৷৷৵০	১১৷৷৵০	১১৸০-১১৷৷৵০	১২৷৷৵০-১২৲	১২৷৷/০-১২।৵০
জেসপ ...	২৪।০	২৫৷৷০-২৪।০	২৪৷৷০	২৪৷৷৵০-২৪।৵০	—	২৪৷৷৵০-২৪৷৷০
মার্শালস্ ...	৫৶০-৫৵০	৫।০-৫৶০	৫।০	৫।/০-৫।০	৫।৵০-৫।/০	—
ন্যাশনাল আয়রণ এণ্ড ষ্টীল ...	—	—	১২৲-১১৷৷৵০	১২৵০-১২/০	—	১১৸৶০-১১৸৵০
আর্থার বাটলার ...	২৫৸০	—	—	—	—	২৫৷৷৵০
হিন্দুস্থান মোটরস্ ...	৪।৵০-৪৶০	৪৵১০-৪/১০	৪৲১০	৪৵০-৪/০	৪৶১০-৩৸৶১০	৪৶১০-৩৸৶১০
ক্যালকাটা ইনসিওরেন্স ...	—	১২৸০	১২৸০	১২৷৷৵০	১২৸০	—
খনি—বার্ণ্মা কর্পোরেশন ...	৫৷৷৶০-৫৷৷৵০	৫৷৷৶০-৫৷৷৵০	৫৸০-৫৷৷৵০	৫৸০-৫৷৷৶০	৫৸০-৫৷৷৶০	৫৷৷৵০
ইণ্ডিয়ান কপার কর্পোরেশন ...	৩/০	৩৵০-৩/০	৩৵০-৩/০	৩৵০-৩/০	৩/০-৩৲	৩/০
ব্যাঙ্ক—রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া ...	১৩৫৷৷০-১৩২৷৷০	১৩৫৲-১৩৪।০	১৩৫৷৷০	১৩৫।০-১৩৫৲	—	—
ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক ...	২১৲	২০৲	—	২০৷৷০	২০৷৷০	২০।০
ক্যালকাটা ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক ...	১৫।৵০	১৫৷৷০-১৫।৵০	১৫৷৷০-১৫।৵০	১৫৷৷৵০-১৫।০	১৫৸০-১৫৷৷৵০	১৫৸০-১৫৷৷৵০
বেঙ্গল সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক ...	১৩৷৷৵০	১৩৷৷৵০-১৩৷৷১০	১৩৷৷০	১৩৷৷৵০	১৩৷৷৵০	১৩৷৷/০
কুমিল্লা ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন ...	১৫।০	—	—	—	—	—
মহালক্ষ্মী ব্যাঙ্ক ...	১২।১০	১২।/১০	১০৷৷০	—	—	—
নিউ ষ্ট্যাণ্ডার্ড ব্যাঙ্ক ...	—	—	—	—	—	—
হিন্দুস্থান কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক ...	—	—	—	—	—	—
নাথ ব্যাঙ্ক ...	—	—	—	—	—	—
কয়লা—বরাকর কোল্ কোং ...	৪১।৵০-৪১।০	৪১৸৵০-৪১৷৷০	৪২৲-৪১৸/০	৪১৸০-৪১৷৷৵০	৪২৵০-৪১৸০	৪২৲-৪১৸০
ভালচের " " ...	১১৷৷/০	১১৸০-১১৸০	১২।৵০-১১৸০	১২।৵০-১২৶০	১২।৵০-১২।০	১২।৶০-১২।০
রাণীগঞ্জ " " ...	৫৩৷৷০-৫৩।০	৫৪৲-৫৩৸০	৫৪৶০-৫৩৸৵০	৫৪।০-৫৩৸০	৫৪৸৵০-৫৪৷৷০	৫৬৵০-৫৪৷৷৵০
ইকুইটেবল " " ...	৬৭৲	৬৭৷৷০-৬৭।৵০	৬৭৸০-৬৭৷৷০	৬৭৸০-৬৭৷৷০	৬৭৸৶০-৬৭৸০	—
সাউথ করণপুরা " ...	৩০।/০-২৯৸৶০	৩০।০-৩০৵০	৩০৵০-৩০৲	২৯৸৶০	৩০৵০-২৯৸৶০	৩০/০-২৯৸৶০
ভুলনবরারি ...	৩২৲-৩১৸৵০	৩২৷৷০-৩২৵০	৩৩৲-৩২৷৷০	—	৩৩৲	৩৩।০-৩৩৲
সেণ্ট্রাল কারকেণ্ড ...	৪০৲	৪০।৵০-৪০।০	—	৪০৷৷০	৪০।০	—
নিউ চুরুলিয়া ...	১২৲-১১৸৶০	১২৶০-১২৵০	১২৷৷০-১২।৵০	—	১২।৵০	১২৷৷৵০-১২।৵০
ষ্ট্যাণ্ডার্ড ...	—	৪৩৷৷৵০-৪৩৲	৪৩৷৷৵০-৪৩৷৷০	৪৩৲-৪২৸৵০	৪২৸৵০	৪৩।৵০

পটারী মেসিন

প্রস্তুতকারক :

কুসুম ইঞ্জিনিয়ারিং

কোম্পানী লিঃ

পৃষ্ঠপোষক : কর্ম্মবীর আলামোহন দাশ

ম্যানেজিং এজেন্টস্ :—এইচ, পি, বোস এণ্ড ব্রাদার্স লিঃ

২৫, সোয়ালো লেন : : কলিকাতা।

হেড অফিস বি.বি. ৪১৮ ★ স্থাপিত ১৯২৯ ★ ক্লাইভ ষ্ট্রীট বি.বি.২৯৮০

পূরবীক ব্যাঙ্ক

লিমিটেড

৬১, বহুবাজার ষ্ট্রীট ★ ৮১, ক্লাইভ ষ্ট্রীট

কলিকাতা

অন্যান্য শাখা :—চট্টগ্রাম, চন্দননগর, রাজসাহী, সিরাজগঞ্জ, জলপাইগুড়ি, মৈমনসিং ও সান্তাহার।

— সুদের হার —

কারেণ্ট ১/২% সেভিং ব্যাঙ্ক ২%

বাজার চলতি শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় হয়। অন্যান্য ডিপোজিট, লোন ও ওভারড্রাফ্‌ট সম্বন্ধে পত্র লিখুন

চেয়ারম্যান : শ্রী মতিলাল রায়।

সাপ্তাহিক বাজার দর

	২৫শে মে	২৮শে মে	২৯শে মে	৩০শে মে	৩১শে মে	১লা জুন
কাপড়ের কল—নিউ ভিক্টোরিয়া কটন মিলস লিঃ	—	—	—	—	৭৷৷০-৭৵০	৭৷০
বেনারস ...	—	—	—	—	—	—
কানপুর টেক্সটাইলস্ ...	১২৷৵০-১২৷৵০	—	১২৷৶০-১২৷০	১২৷৶০-১২৷৵০	১২৷৶০	১২৷৷০-১২৷৵০
এলগিন কটন মিলস লিঃ ...	৬৪৷০-৬৪৲	৬৪৷০	৬৪৲-৬৩৷৷০	৬৪৲-৬৩৸০	৬৩৷৷০	৬৪৷০-৬৩৸০
কেশোরাম ...	—	—	১৭৷৵০	—	—	১৭৷৵০
বঙ্গশ্রী ...	১৪৷৷০	—	—	১৪৷০	১৪৷০	১৪৷০
বঙ্গেশ্বরী কটন মিলস্ ...	—	৭৷০	৭৷৶০-৭৷০	৭৷৷০	৭৷৵০	—
কাগজের কল—ইণ্ডিয়া পেপার পাল্প লিঃ ...	২১৭৲	—	—	—	—	—
শ্রীগোপাল পেপার মিলস লিঃ ...	১৭৲	—	১৭৷৵০-১৭৶০	—	—	১৮৷০
টিটাগড় ...	২৭৷০	২৭৷৷৵০-২৭৶০	২৭৷৷০-২৭৵০	২৭৷৷৵০-২৭৷৵০	২৭৷৶০-২৭৷৵০	২৭৸০-২৭৷৷০
চটকল—অকল্যাণ্ড জুট মিলস লিঃ ...	—	৩৪১৲	—	৩৩৬৲	—	—
এ্যাংলো ইণ্ডিয়া জুট মিলস লিঃ ...	৪৭২৲-৪৭০৷৷০	—	৪৭৪৲-৪৭১৲	৪৫৯৲	৪৭৩৲	৪৭৭৲-৪৭৪৲
কামারহাটি ...	৭২৫৲-৭২৩৲	৭২৬৲	৭২৫৲-৭২৩৲	৭২৫৲-৭২৪৲	৭২৫৲	৭৩০৲
নদীয়া ...	১৩১৷৷০	১৩২৲	১৩১৷৷০	—	১৩১৷৷০-১৩১৲	১৩২৲
প্রেসিডেন্সী ...	—	১২৷৵০	১২৷৵০-১২৶০	১২৷০-১২৵০	—	১২৷৵০-১২৷০
রিলায়েন্স ...	৭৮৷৷০	—	৭৮৷৷০-৭৭৸০	৭৭৷৷৵০	৭৮৲-৭৭৸০	—
কাঁকনাড়া ...	—	৬০৯৲-৬০৭৲	৬০৮৲-৬০৬৲	৬০৬৲	৬১১৲	৬১২৲
হাওড়া ...	৯৩৵০-৯৩৵০	৯৩৸০-৯৩৷০	৯৩৶০-৯৩৵০	৯৩৵০-৯২৷০	—	৯৩৵০
ডালহৌসী ...	—	৩৪৯৲	—	—	৩৪৬৲	—
বজবজ ...	—	—	৫৩১৲	—	—	৫৩৮৲-৫৩৪৲
ষ্ট্যাণ্ডার্ড ...	—	—	—	—	৩০৫৲	৩০৬৲-৩০৫৲
এলায়েন্স ...	৬৫১৲-৬৪৭৲	—	৬৫২৲-৬৫০৲	৬৫২৲	৬৫৫৲	৬৬১৲
চিনির কল—বেলসুন্দা সুগার কোং লিঃ ...	১৩৸০	—	—	১৪৲	১৪৲	১৪৶৵০-১৪৵০
চম্পারণ সুগার কোং লিঃ ...	৩৬৸০	৩৬৸০	৩৭৲	৩৭৷০	৩৮৲-৩৭৷৷৵০	৩৮৸০-৩৮৷০
কেরু এণ্ড কোং লিঃ ...	২৬৷৷৵০	২৬৸০	—	২৬৸০-২৬৷৷৵০	২৭৵০-২৭৲	২৮৷০-২৭৸০
চা বাগান—চন্দননগর টি ...	—	—	—	—	—	—
ইষ্টার্ণ হিন্দুস্থান ...	—	—	—	—	—	—
কল্যাণী ...	—	—	—	৪৮৲	৪৭৲	—
লেবং এণ্ড মিনারেল ...	—	—	—	—	—	—
তেজপুর ...	—	২১৸০-২১৷৷৵০	—	—	—	—
বিশ্বনাথ ...	—	—	—	—	—	—
বিবিধ—ডালমিয়া সিমেণ্ট কোং লিঃ ...	১৭৵০	—	—	—	—	—
বি আই কর্পোরেশন ...	—	—	৬৷০-৬৶০	৬৷৵০-৬৶০	৬৷৶০-৬৶০	৬৷০
মেদিনীপুর জমিদারী কোং লিঃ ...	—	—	১৭৩৷৷০	১৭৪৷৷০-১৭৩৷৷০	১৭৫৲	১৭৬৲-১৭৪৷৷০
রোটাস ইণ্ডাষ্ট্রীজ লিঃ	—	১৬৷৶০	—	১৬৵০-১৬৲	—	১৬৵০
ইণ্ডিয়া জেনারেল নেভিগেশন কোং লিঃ ...	১৮৮৲	—	১৮৮৲	১৮৮৲-১৮৬৷৷০	১৮৮৷৷০-১৮৮৲	—
আসাম-বেঙ্গল সিমেণ্ট ...	—	১৯৮৵০	—	—	—	১৯৮০
ন্যাশনাল ইনসুলেটেড কেবলস ...	১৪৲	—	১৪৲	—	—	১৩৵০
নিউ এসিয়াটিক ইনসিওরেন্স ...	—	৯৷০	৯৲	—	৯৶০-৯৵০	—

দি ক্রিসেণ্ট কমারসিয়াল ব্যাঙ্ক

অব ইণ্ডিয়া লিঃ

হেড অফিস—৫৭, রাধাবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর :—মিঃ বি, নারায়ণ চৌধুরী

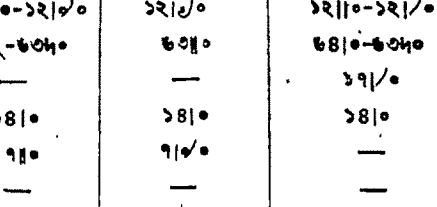

জীবনযাত্রার পাথেয়

আমাদের গৃহ-সংসার কত আশা, উৎসাহ, কত শান্তির ও সুখের স্বপ্ন দিয়ে তৈরী। বাপ-মায়ের সে স্বপ্ন বুঝি আজ রূঢ় বাস্তবের আঘাতে ভেঙ্গে যায়। তাই নিজের জন্যও যেমন তাদের দুশ্চিন্তা, ছেলেমেয়ে ও আত্মীয়-পরিজনের জন্যও তেমনি তাদের উদ্বেগ ও আশঙ্কা—কি উপায়ে তাদের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের উপযোগী সংস্থান করে রাখা যায়। বর্ত্তমান দুর্দ্দিনে ও ভবিষ্যতের আর্থিক সঙ্কটে তারা কোন্ পাথেয় নিয়ে দাঁড়াবে ?—

হিন্দুস্থানের বীমাপত্র সেই মূল্যবান্ পাথেয়—দুর্দ্দিনের সর্ব্বোত্তম আশ্রয়। উপার্জ্জনশীল ব্যক্তি মাত্রেরই অবিলম্বে এই পাথেয় সংগ্রহ করা উচিত।

জীবনযাত্রার অনিশ্চিতপথে জীবনবীমা মানুষের প্রধান পাথেয়।

১৯৪৪ সালে নূতন বীমা—১০ কোটি টাকার উপর

হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ

ইন্সিওরেন্স সোসাইটি, লিমিটেড

হেড অফিস—হিন্দুস্থান বিল্ডিংস, কলিকাতা।

ঢাকা ফেডারেল ব্যাঙ্ক

লিমিটেড

স্থাপিত—১৯৩৪

রেজিষ্টার্ড অফিস—ঢাকা

সেণ্ট্রাল অফিস—৫ ও ৬, হেয়ার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

—শাখাসমূহ—

নারায়ণগঞ্জ, মাণিকগঞ্জ (ঢাকা), শ্যামবাজার, মজঃফরপুর, বালেশ্বর।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—

মিঃ এন, কে, চক্রবর্ত্তী।

ডিরেক্টর ও সেক্রেটারী—

মিঃ অমিয় গুহ।

ব্রিজ খেলার "নো ট্রাম্পের" চারটী টেক্কার মতই জুয়েলের সুপ্রসিদ্ধ কেশতৈল চতুষ্টয়—ইহাদের দীর্ঘস্থায়ী সুরভি ও অনুপম গুণের জন্যই তৈল জগতে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া শ্রেষ্ঠ সম্মান লাভ করিয়াছে।

♠ কোকোলা ♣ জুয়েল আমলা
♦ কল্যানী ♦ ত্রিগুণ

জুয়েল অফ্ ইণ্ডিয়া, কলিকাতা

আপনার নিজস্ব প্রতিষ্ঠান

দি
হুগলী ব্যাঙ্ক
লিমিটেড

৪৩নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
ফোন : ক্যাল ২২৬০ (তিন লাইন)
৩০-৪-৪৫ তারিখের হিসাব

	টাকা
আদায়ীকৃত মূলধন	
সংরক্ষিত তহবিল	১২,২৫,০০০৲
মগদ, কোম্পানীর কাগজ ইত্যাদি	১,৩৬,১০,০০০৲
আমানত	২,২৪,৩৩,০০০৲
কার্য্যকরী মূলধন	২,২৫,১৭,০০০৲

আমাদের নির্ভরযোগ্যতাই আপনা অনাগত সুদিনের নিশ্চিত নিদর্শন

যশোহর-খুলনা ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক
লিমিটেড

হেড অফিস :—
১২নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা
টেলি { ফোন— ক্যাল্ : ২০৪৪ / গ্রাম—যেশখু

শাখা :—
১৩৯বি, রসা রোড, ভবানীপুর
টেলিফোন—সাউথ ২০৪৬

চেয়ারম্যান—রায় শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষ বাহাদুর
জেনারেল ম্যানেজার—শ্রীহরেন্দ্রনাথ ঘোষ, এম, এ, বি-এল,
সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়
যশোহর, মড়াইল, খুলনা ও বাগেরহাটে শীঘ্রই শাখা খোলা হইবে।

ইউনাইটেড ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল
ব্যাঙ্ক লিমিটেড
স্থাপিত ১৯৪০
সিডিউলভুক্ত ব্যাঙ্ক
চেয়ারম্যান—শ্রীযুক্ত যদুনাথ রায়
সুবিধাজনক সর্ত্তে সাধারণ ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ করা হয়।
হেড অফিস—
৭, ওয়েলেসলী প্লেস, কলিকাতা
শাখাসমূহ—
বড়বাজার, শ্যামবাজার, হাটখোলা (কলিকাতা) ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, চাঁদপুর ও ময়মনসিংহ
পে-অফিস : মিরকাদিম
জেনারেল ম্যানেজার :
এ চ্যাটার্জি, বি-কম, সি-এ, আই, আই, ই

লিলি বিস্কুট

লিলি বিস্কুট স্বাদে ও গুণে— অপরাজেয়

লিলি বিস্কুট কোং · কলিকাতা

লিলি বার্লি
আদর্শ পথ্য ও পানীয়

লিলি-বার্লি
লিলি বিস্কুট কোং · কলিকাতা

১২২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা—আর্থিক জগৎ প্রেসে শ্রীযতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য দ্বারা সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

PHONE :—B. B. 6382 REGD. NO. C. 2506

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY

আর্থিক জগৎ

ARTHIK JAGAT

ব্যবসা-বাণিজ্য-শিল্প-অর্থনীতি-বিষয়ক সাপ্তাহিক

মূল্য—বার্ষিক সডাক ৯ সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য প্রতি সংখ্যা ৶০ আনা

অষ্টম বর্ষ] Monday, 11th June, 1945. সোমবার, ২৮শে জ্যৈষ্ঠ ১৩৫২ [৬ষ্ঠ সংখ্যা

বিদেশী মূলধন আমদানীর প্রশ্ন

ভারতের শিল্পোন্নতির জন্য বিদেশ হইতে মূলধন আমদানীর প্রয়োজনীয়তা আছে কি না সে বিষয়ে দেশের সমক্ষে আজ প্রশ্ন দাঁড়াইয়াছে। মিঃ মনু সুবেদার সংবাদপত্রে একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়া সম্প্রতি সেই প্রশ্নের জবাব দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, ভারতবর্ষের শিল্পোন্নতি তথা আর্থিক উন্নতির জন্য যে সব পরিকল্পনা কার্য্যকরী করার কথা উঠিয়াছে সেজন্য ভবিষ্যতে বিদেশী মূলধন আমদানীর প্রয়োজনীয়তা দাঁড়াইবে কি না তাহা বলা কঠিন। তবে এদেশের বর্ত্তমান অবস্থা বিবেচনা করিলে এখন সেরূপ কোন প্রয়োজনীয়তা কিছুই দেখা যাইতেছে না। পূর্ব্বে এদেশে শিল্প ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের জন্য মূলধন সংগ্রহে যথেষ্ট বেগ পাইতে হইত কিন্তু সে অসুবিধা ভারতবর্ষ এখন কাটাইয়া উঠিয়াছে। ভারতের লোকেরা যে দেশী শিল্পপ্রতিষ্ঠানের জন্য অর্থ নিয়োগে বর্ত্তমানে আগ্রহশীল, শর্করা শিল্প ও সিমেণ্ট শিল্পের দৃষ্টান্ত হইতে তাহা ভালভাবেই বুঝা গিয়াছে। যুদ্ধের সময়ে এদেশের লোক বিস্তর পরিমাণে সরকারী ঋণপত্র ক্রয় করিয়াছে। শেয়ার বিক্রয়ের বিধিনিষেধ সত্ত্বেও যুদ্ধের প্রথম হইতে এ পর্য্যন্ত ভারতে শিল্প ও ব্যবসা কোম্পানীর জন্য এক কোটি টাকার উপর নূতন মূলধন সংগ্রহ করা সম্ভবপর হইয়াছে। ভারতের লোকদের হাতে যে প্রচুর অর্থ রহিয়াছে এবং তাহারা যে উহা দাদন করিতে আগ্রহশীল এ সমস্ত হইতে তাহারই পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। উদ্বৃত্ত ষ্টার্লিং বাবদ বৃটেনের নিকট এই যুদ্ধের সময়ে ভারতের ১২০০ কোটি টাকার মত পাওনা দাঁড়াইয়াছে। এই পাওনা আদায় হইয়া আসিলে এদেশের শিল্পোন্নতির জন্য তাহা অনায়াসে ব্যবহার করা যাইতে পারে। এই অবস্থায়ও কেন যে ভারতের কতিপয় শিল্পোদ্যোগী বৃটেন ও অন্য দেশ হইতে অতিরিক্ত কয়েক কোটি টাকা মূলধন সংগ্রহের আগ্রহ দেখাইতেছেন তাহা বুঝিয়া উঠা বাস্তবিকই কঠিন। মিঃ মনু সুবেদারের এই মন্তব্য আমরা খুব সঙ্গত ও সময়োচিত বলিয়াই মনে করি। বিদেশী মূলধন আমদানীর অব্যাহত সুযোগ দিয়া চীন, আফ্রিকা ও মধ্য প্রাচ্যের দেশসমূহকে শিল্প বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বৈদেশিক বণিকদের অবাঞ্ছিত কর্ত্তৃত্ব মানিয়া লইতে হইয়াছে। ভারতে নিয়োজিত বৃটিশ মূলধনের জন্য কেবল এদেশের শিল্প ব্যবসায়ে ইংরাজ বণিকদের কায়েমী স্বার্থ ও প্রভুত্বই গড়িয়া উঠে নাই, সেই স্বার্থ ও প্রভুত্বের সুযোগে উহারা এদেশের রাজনৈতিক অগ্রগতির পথেও নিদারুণ বিঘ্ন সৃষ্টি করিতে সমর্থ হইয়াছে। কাজেই দেশের কল্যাণ দেখিতে হইলে বিদেশী মূলধন আমদানীর নীতি আমাদিগকে এখন হইতে যথাসম্ভব পরিহার করিয়াই চলিতে হইবে।

মিঃ মনু সুবেদার বলিয়াছেন, ভারতের প্রয়োজনে ভবিষ্যতে কোনদিন যদি বিদেশ হইতে মূলধন সংগ্রহ করিতেই হয় তবে দেশের শিল্প ব্যবসায়ীদের হাতে তাহার অধিকার ও দায়িত্ব ন্যস্ত করা ঠিক হইবে না। তাঁহারা তাঁহাদের নিজস্ব প্রয়োজন বুঝিয়া যে কোন সর্ত্তে বিদেশী মূলধন গ্রহণ করিতে গেলে উহা দেশের পক্ষে সমূহ ক্ষতিকর হইবার আশঙ্কা আছে। দেশের শিল্পোন্নতির জন্য মূলধন আবশ্যক হইলে তাহা সংগ্রহের দায়িত্ব দেশের গবর্ণমেণ্টের হাতেই ন্যস্ত রাখিতে হইবে। দেশের স্বার্থ বুঝিয়া গবর্ণমেণ্টকেই সেজন্য বাহির হইতে কম সুদে ও অন্য সুবিধাজনক সর্ত্তে ঋণ গ্রহণের চেষ্টা করিতে হইবে। ভারতবর্ষ কোন দেশের নিকট ঋণী নহে বলিয়া বিদেশের বাজারে এদেশের ক্রেডিট যেরূপ বেশী তাহাতে সেভাবে ঋণ সংগ্রহ করা এদেশের গবর্ণমেণ্টের পক্ষে কঠিন হইবে না। মিঃ মনু সুবেদারের এই নির্দ্দেশ আমরা সর্ব্বথা বিবেচনার যোগ্য বলিয়াই মনে করি।

সাময়িক প্রসঙ্গ

বিষয়-সূচী

বিষয়	পৃষ্ঠা
সাময়িক প্রসঙ্গ	১২৩-২৫
নানাকথা	১২৬
বস্ত্রের উৎপাদন বৃদ্ধির পরিকল্পনা	১২৭-২৮
রাজনৈতিক প্রসঙ্গ	১২৯-৩০
খেয়ালীর খাতা	১৩১-১৩২
আর্থিক দুনিয়ার খবরাখবর	১৩৩-১৩৯
কোম্পানী প্রসঙ্গ—	১৪০-১৪২
বাজারের হালচাল—	১৪৩-১৪৮

উচ্চ চাকুরীয়া নিয়োগের সরকারী নীতি

ভারত সচিবের কর্ত্তৃত্বে ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস ও ইণ্ডিয়ান পুলিস সার্ভিসে যেভাবে এতদিন কর্ম্মচারী নিয়োগের ব্যবস্থা হইয়াছে তাহা নানাকারণে এদেশবাসীর মনঃপুত হয় নাই। তবু প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা লওয়ার রীতি বজায় থাকার জন্য এইসব গুরুত্বপূর্ণ পদে মাঝে মাঝে কিছু পরিমাণ উপযুক্ত লোক নিযুক্ত হওয়ার একটা সম্ভবনা ছিল। কিন্তু এক্ষণে যুদ্ধের কাজে নিযুক্ত লোকদের মধ্য হইতে এই ধরণের চাকুরীয়া লওয়ার যে নীতি ভারত গবর্ণমেণ্ট ঘোষণা করিয়াছেন তাহাতে সে সম্ভাবনাটুকও আজ বিদূরিত হইতে চলিয়াছে। গত কয়েক বৎসর ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসে ও ইণ্ডিয়ান পুলিস সার্ভিসে কোন নূতন লোক নিযুক্ত না হওয়ায় ১৯৪৪ সালের শেষে এই দুই শ্রেণীর সার্ভিসে ২৬৫টি পদ খালি পড়িয়াছে। ভারত সরকার ঘোষণা করিয়াছেন, তাঁহারা যুদ্ধের কাজে নিযুক্ত ইউরোপীয় ও ভারতীয় কর্ম্মচারীদের ভিতর হইতে এই সব পদসমূহের জন্য লোক নির্ব্বাচন করিবেন। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা দ্বারা সকল শ্রেণীর প্রার্থীদের ভিতর হইতে উপযুক্ত লোক নিয়োগের ব্যবস্থা না করিয়া শুধু সামরিক কর্ম্মচারীদের জন্য এতগুলি পদ সংরক্ষিত রাখিবার এই নীতি আমাদিগকে বিস্মিত করিয়াছে। নিয়মিতভাবে ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস ও ইণ্ডিয়ান পুলিস সার্ভিসের লোকদের মোটা মাহিয়ানা ও ভাতা যোগাইয়া আসিলেও দরিদ্র ভারতবাসীরা এতদিন কোন দিক দিয়া তাঁহাদের কৃতকার্য্যতার পরিচয় পায় নাই। তাঁহাদের অকর্ম্মণ্যতার জন্য শাসন ব্যবস্থার সকল ক্ষেত্রে অযোগ্যতা ও দুর্নীতি ভাল করিয়াই লক্ষিত হইয়াছে। বাঙ্গলার দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে তদন্ত করিতে গিয়া উডহেড কমিশন

সোনাপুর ব্যাঙ্ক লিমিটেড

৫৭, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, রাজাকাটরা কলিকাতা।

টেলিগ্রাম : "মৌচাক" স্থাপিত ইং ১৯২১

শাখাসমূহ

দক্ষিণ কলিকাতা, ডালহৌসী, আমতা, ভোলা, উলুবেড়িয়া, চৌমুহানী, পরশুরাম ও ঢাকা।

৩০০% হারে ডিপজিট বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে।
আয়কর রহিত ৫% ডিভিডেণ্ড ঘোষণা করা হইয়াছে।

তাঁহাদের রিপোর্টে সে অযোগ্যতা সম্পর্কে খোলাখুলী ইঙ্গিত করিয়াছেন। সিভিল সার্ভিস ও পুলিস সার্ভিসে উপযুক্ত লোক বিশেষ নাই বলিয়া রোল্যাণ্ডস কমিটিও সম্প্রতি তাঁহাদের রিপোর্টে খেদ প্রকাশ করিয়াছেন। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা দ্বারা সকল শ্রেণীর প্রার্থী হইতে ঐ সব গুরুত্বপূর্ণ পদে লোক নিয়োগের নীতি রহিত হওয়ায় ভবিষ্যতে সেই অযোগ্যতা ও অকর্ম্মণ্যতা আরও বেশী করিয়াই দেখা যাইবে বলিয়া আমাদের আশঙ্কা হইতেছে। নানা আশাভরসা দিয়া গবর্ণমেণ্ট এদেশের লোককে এতদিন যুদ্ধের কাজে যোগদানের জন্য প্রলুব্ধ করিয়াছেন। যুদ্ধের কাজে বর্ত্তমানে যাহারা নিযুক্ত আছে যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর তাহাদের পুনঃ কর্ম্মসংস্থানের জন্য গবর্ণমেণ্ট একটা সুব্যবস্থা করুন ইহা আমরা চাই। কিন্তু তাই বলিয়া বেসামরিক প্রার্থীদের বাদ দিয়া শাসন কার্য্যের সমস্ত দায়িত্বপূর্ণ পদগুলিই ভবিষ্যতে যে উহাদিগকে অর্পণ করিতে হইবে তাহার কোন অর্থ নাই। যদি গবর্ণমেণ্ট তাহা করেন তবে ওয়ার সার্ভিসের লোকদের প্রতি অতিরিক্ত বাৎসল্য দেখাইতে গিয়া উহা শাসন-ব্যবস্থার অযোগ্যতা বৃদ্ধিরই সামিল হইবে।

বস্ত্র বণ্টনে গলদ

বাংলার বস্ত্র-সমস্যা ক্রমে ক্রমে সঙ্কটের অতীত অবস্থায় আসিয়া পড়িতেছে। মফঃস্বল হইতে ঘন ঘন বিক্ষোভ প্রদর্শনের সংবাদ আসিতেছে। কিন্তু কর্ত্তৃপক্ষ এই সব আবেদন নিবেদনের প্রতি কোন মনোযোগ প্রদর্শন করিতেছেন—এমন প্রমাণ আমরা আজ পর্য্যন্ত বিশেষ পাই নাই। কলিকাতায় সাময়িকভাবে বস্ত্র বণ্টনের একটা পরিকল্পনা কার্য্যকরী করা হইয়াছে সত্য, কিন্তু বস্ত্রের বরাদ্দ এত সামান্য যে, যে-পল্লীতে মোট জনসংখ্যা ৩০ হাজার সেই পল্লীতে মাত্র ২৫০ খানি বস্ত্র বণ্টনের জন্য দেওয়া হইয়াছে! ইহা কি বস্ত্র-সমস্যা সমাধানের নামে বস্ত্র-সমস্যায় প্রপীড়িত জনসাধারণকে উপহাস করা নয়? মফঃস্বলের অবস্থা আরও শোচনীয়। এমন গ্রাম বিরল নয় যেখানে ৫০০ অধিবাসীর জন্য মাত্র ১০খানি বস্ত্রও বণ্টনের জন্য দেওয়া হয় নাই। ইহার উপর মফঃস্বলে এই বণ্টনের ব্যাপারে যে কী হীন ষড়যন্ত্র চলিতেছে তাহা কয়েকদিন পূর্ব্বে বগুড়ার জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট কর্ত্তৃক তথাকার বস্ত্র ব্যবসায়ীদের নিকট লিখিত এক পত্র হইতে জানিতে পারা গিয়াছে। উক্ত পত্রে ম্যাজিষ্ট্রেট বস্ত্র ব্যবসায়ীদের নির্দ্দেশ দিয়াছেন যে, বগুড়ায় বস্ত্র বিক্রয়ে মোট যে পরিমাণ লাভ হইবে, হিন্দু ও মুসলমান ব্যবসায়িগণ তাহা আধাআধিভাবে গ্রহণ করিবেন। আপাতঃ-দৃষ্টিতে মনে হয় যে, আধাআধি বখরায় কি আপত্তি হইতে পারে। কিন্তু যখন আমরা দেখি যে, মোট ১৯ জন ব্যবসায়ী মধ্যে ১৫ জন হিন্দু ব্যবসায়ী যে লাভ পাইবেন অবশিষ্ট ৪ জন মুসলমান ব্যবসায়ীও সেই পরিমাণ লাভের অধিকারী হইবেন—তখন ইহাকে কি সাম্প্রদায়িকতা দোষে দুষ্ট হীন ষড়যন্ত্র বলিলে সত্যের অপলাপ হইবে? এই শ্রেণীর অপরাধ নাজীম মন্ত্রিমণ্ডলীর প্রধান ত্রুটি ছিল এবং এই ষড়যন্ত্রের বলেই তাঁহারা টিকিয়া ছিলেন। কিন্তু খোদ শ্বেতাঙ্গ লাটবাহাদুরের নিজের হাতে শাসনভার ন্যস্ত থাকা সত্ত্বেও দেশে এই প্রকার অবিচার সংঘটিত হইতেছে ইহা নিতান্ত পরিতাপের বিষয়।

যুদ্ধকালীন নিয়ন্ত্রণ-নীতি উঠাইয়া লওয়ার দাবী

কলিকাতার ইণ্ডিয়ান চেম্বার অব কমার্স ভারত গবর্ণমেণ্ট সমীপে একটি স্মারকলিপি পেশ করিয়া তাঁহাদিগকে দেশের শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যের উপর হইতে যুদ্ধকালীন নিয়ন্ত্রণ নীতি উঠাইয়া লইতে অনুরোধ করিয়াছেন। ঐসব নিয়ন্ত্রণ-নীতির ফলে দেশের ব্যবসায়িক কর্ম্মধারা প্রসারের পথে নানা প্রতিবন্ধক সৃষ্টি হইয়াছে। উহাদের জন্য শিল্প ব্যবসায়ের যুদ্ধোত্তর উন্নতির সুযোগ দেখা দেশের ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের পক্ষে কঠিন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কাজেই দেশীয় শিল্প-বাণিজ্যের কল্যাণ চিন্তা করিয়া গত সপ্তাহে একটি সম্পাদকীয় নিবন্ধে যুদ্ধকালীন নিয়ন্ত্রণ-নীতি প্রত্যাহার সম্পর্কে ইণ্ডিয়ান চেম্বার অব কমার্সের ঐ দাবী আমরা সমর্থন করিয়াছি। কিন্তু আমরা দেখিয়া বিস্মিত হইলাম যে, ইণ্ডিয়ান চেম্বারের উপরোক্ত দাবী আমরা খুব সময়োচিত বলিয়া মনে করিলেও বোম্বাইয়ের 'কমার্স' পত্র তাহা বর্ত্তমান অবস্থায় মোটেই সঙ্গত ও সমীচীন বলিয়া বিবেচনা করেন না। ব্যবসায়ীদের মুনাফাবৃত্তির জন্য অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যসামগ্রী বণ্টনের পথে যাহাতে অসুবিধা সৃষ্টি না হয় এবং দেশের জনসাধারণ যাহাতে ন্যায্য মূল্যে প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র সংগ্রহ করিতে পারে সেজন্য ঐ পত্রের মতে আরও কিছুকাল যুদ্ধকালীন নিয়ন্ত্রণ-নীতি বলবৎ রাখা দরকার। ইংলণ্ডের জনসাধারণের সুবিধার জন্য বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট পণ্যমূল্য ও পণ্য বণ্টন সম্পর্কে তাঁহাদের প্রবর্ত্তিত যুদ্ধকালীন নিয়ন্ত্রণ-নীতি ভবিষ্যতেও অনেক পরিমাণে অব্যাহত রাখিবার সঙ্কল্প জ্ঞাপন করিয়াছেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও অনেক পরিমাণে ঐরূপ কার্য্যনীতি অনুসরণেরই ব্যবস্থা হইতেছে। 'কমার্স' পত্র উপরোক্ত মতবাদ প্রকাশ করিতে গিয়া নজীর হিসাবে সেই সব দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিয়াছেন।

শিল্প ও ব্যবসা বাণিজ্যের উপর হইতে যুদ্ধকালীন নিয়ন্ত্রণ নীতি উঠাইয়া লওয়া সম্পর্কে কমার্স পত্রের এই আপত্তি আমাদের নিকট নিতান্ত অসমীচীন ও একদেশদর্শী বলিয়াই মনে হইয়াছে। ভারত সরকারের প্রবর্ত্তিত নিয়ন্ত্রণ নীতি সমর্থন করিতে গিয়া উহারা ইংলণ্ড ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দৃষ্টান্তকে নজীর হিসাবে গ্রহণ করিয়াছেন ইহাতেও আমরা কম বিস্মিত হই নাই। ইংলণ্ড ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পুরাপুরি স্বাধীন দেশ। জনপ্রতিনিধিদের দ্বারা ঐ সব দেশের গবর্ণমেণ্ট গঠিত হইয়া থাকে। ফলে ঐ সব গবর্ণমেণ্টের সকল কার্য্যে আমরা জনসাধারণের স্বার্থ রক্ষার আন্তরিক চেষ্টাই লক্ষ্য করিয়া থাকি। যুদ্ধের সময়ে পণ্যবণ্টন সম্পর্কে ইংলণ্ড ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের লোকদের সুবিধার জন্য ঐ সব দেশের গবর্ণমেণ্ট রেশনিং ও মূল্য নিয়ন্ত্রণের ব্যাপক কার্য্যনীতি অবলম্বন করিয়াছেন। প্রকৃত জনকল্যাণের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া সেই কার্য্যনীতি অবলম্বিত হওয়ায় যুদ্ধের সময়ে ইংলণ্ড ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সাধারণের সুখ সুবিধা অনেক পরিমাণে অব্যাহত রহিয়াছে। কোন কোন ক্ষেত্রে স্বাস্থ্য ও সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের দিক দিয়া পূর্ব্বের তুলনায় অবস্থার উন্নতি ঘটিয়াছে। কাজেই সেখানে যুদ্ধকালীন নিয়ন্ত্রণ নীতি আরও কিছুকাল বজায় রাখা সম্পর্কে লোকের আপত্তির কোন কারণ ঘটে নাই। কিন্তু ইংলণ্ড ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের লোকদের পক্ষে যাহা সমর্থনযোগ্য ভারতের লোকদের পক্ষে তাহা অনেক বিষয়েই সমর্থনযোগ্য নহে। ভারতবর্ষ পরাধীন দেশ। যে বৃটিশ আমলাতান্ত্রিক গবর্ণমেণ্ট এদেশ শাসন করিয়া আসিতেছেন তাহার সহিত এদেশের লোকদের কোন আন্তরিক যোগ নাই। ইহাদের কোন কার্য্যনীতিতে প্রকৃত জনকল্যাণ সাধনের কোন চেষ্টা দেখা যায় না। অন্যান্য দেশের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া ভারত গবর্ণমেণ্ট যুদ্ধের সময়ে জনসাধারণের কল্যাণের নামে শিল্প বাণিজ্যের উপর নানা বিধিনিষেধ জারী করিয়াছেন। পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ ও রেশনিং প্রথার একটা বাহ্যিক আড়ম্বর দেখাইতেও তাঁহারা ত্রুটি করিতেছেন না। কিন্তু এই সব ব্যবস্থার ফলে শিল্প ও ব্যবসা বাণিজ্যের স্বাভাবিক কার্য্যধারার পথেই শুধু প্রতিবন্ধক সৃষ্টি হইয়াছে, জনসাধারণের পক্ষে ন্যায্য মূল্যে ও উপযুক্ত পরিমাণে অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্য সামগ্রী পাওয়ার পথ প্রশস্ত হয় নাই। খাদ্য সম্পর্কে সরকারী নিয়ন্ত্রণ নীতির ফলে অনেক পুরাণো ব্যবসায়ীদের কারবার বন্ধ হইয়াছে কিন্তু তাহাতে সাধারণের খাদ্য সমস্যা সমাধানের পথ সুগম হয় নাই। বস্ত্র নিয়ন্ত্রণের ফলে বহু ব্যবসায়ীকে পিতৃ পিতামহের আমলের ব্যবসা ছাড়িয়া পথে আসিয়া দাঁড়াইতে বাধ্য হইয়াছে। কিন্তু সরকারী ব্যবস্থার ফলে লোকের পক্ষে বস্ত্র সংগ্রহের সুযোগ সুবিধা কিছুমাত্র বাড়ে নাই। বরং ঐ দিক দিয়া জনসাধারণের অসহায়তাই বৃদ্ধি পাইয়াছে। কাজেই 'কমার্স' পত্র যে জনকল্যাণের নাম করিয়া সরকারী নিয়ন্ত্রণ নীতি বজায় রাখিবার জন্য ওকালতি করিয়াছেন সে জনকল্যাণ সাধনের বিশেষ কোন নমুনাই আমরা এদেশে দেখিতেছি না। এই যেখানে সত্যকার অবস্থা সেখানে সরকারী নিয়ন্ত্রণ নীতি দ্বারা মিছামিছি শিল্প ব্যবসায়ের অগ্রগতির পথ রুদ্ধ করিয়া রাখিবার কোন অর্থ নাই। এই নিয়ন্ত্রণ নীতি তুলিয়া লইলে তাহাতেই বরং জনসাধারণের সুখ সুবিধার পথ প্রশস্ত হইবে বলিয়া আমাদের ধারণা।

বাঙ্গলায় বিদেশী জাহাজ কোম্পানী

ইণ্ডিয়া জেনারেল নেভিগেসন কোম্পানী ও রিভারস্ ষ্টীম নেভিগেসন কোম্পানী নামক দুইটি বিলাতী ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান দীর্ঘকাল যাবৎ বাঙ্গলা ও আসামের জলপথে সাফল্যের সহিত জাহাজী ব্যবসা পরিচালনা করিয়া আসিতেছে। রেলপথের প্রতিযোগী হিসাবে ইহারা অনেক ক্ষেত্রে যাত্রী এবং মাল চলাচলের কাজ নির্ব্বাহ করিতেছে। কোন কোন ক্ষেত্রে রেলওয়েরই সহযোগী প্রতিষ্ঠান হিসাবে উহারা নদীপথে এক লাইনের যাত্রী ও মাল অন্য লাইনে চলাচল করিতেছে। উহাদের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবার মত কোন উপযুক্ত দেশী প্রতিষ্ঠান বাঙ্গলা দেশে নাই। কোন দেশীয় কোম্পানী সেই প্রতিযোগিতায় নামিলে আই জি এন কোম্পানী ও আর এস এন কোম্পানী যাত্রী ও মাল ভাড়া হ্রাসের সনাতন কারসাজি অবলম্বন করিয়া সহজেই তাহাকে ঐ ব্যবসা হইতে হটাইয়া দিতে পারে। উহাদের প্রচুর অর্থসঙ্গতির জন্য কোন দেশীয় প্রতিষ্ঠানের পক্ষে উহাদের সমক্ষে দাঁড়ান সম্ভবপর হয় না। কাজেই এই দুইটি কোম্পানী অনেকটা নির্ব্বিবাদে দীর্ঘকাল যাবৎ এই প্রদেশে তাহাদের একচেটিয়া লাভের ব্যবসা পরিচালনা করিয়া আসিতেছে। একে বিলাতী প্রতিষ্ঠান তাহার উপর এজেণ্ট ও প্রধান কর্ম্মচারীদের অধিকাংশই শ্বেতাঙ্গ। কাজেই উহাদের কাজ কারবারের ফলে উচ্চ লভ্যাংশ ও মোটা মাহিয়ানার ভিতর দিয়া প্রতি বৎসর বিস্তর অর্থ এই প্রদেশ হইতে ইংলণ্ডে চালান যাইতেছে। জাতীয় অর্থসম্পদের এই অপচয় বন্ধ করিবার জন্য এবং বাঙ্গলার আভ্যন্তরীণ জাহাজী ব্যবসায়ে দেশীয়দের স্বার্থ ও অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য এই দুইটি বিলাতী কোম্পানী কিনিয়া লওয়া ভারত সরকারের কর্ত্তব্য। কিন্তু তাঁহারা সে কর্ত্তব্য সম্বন্ধে এখনও সচেতন হইতেছেন না। ভারত গবর্ণমেণ্ট এদেশের রেল কোম্পানীসমূহ কিনিয়া লইয়া তাহাদিগকে সরকারী প্রতিষ্ঠান হিসাবে পরিচালনা করিতেছেন। সম্প্রতি তাঁহারা তাঁহাদের যুদ্ধোত্তর শিল্পনীতি ব্যাখ্যা করিতে গিয়া দেশের ইস্পাত শিল্প, যন্ত্রপাতি শিল্প,

হিন্দুস্থান ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ
(পায়োনিয়ার ক্লিয়ারিংভুক্ত)
(ক্লিয়ারিং-এর ব্যবস্থা নিউ ষ্ট্যাণ্ডার্ড ব্যাঙ্ক লিমিটেড-এর মারফতে আছে)।
হেড অফিস—৫ ও ৬ হেয়ার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
Gram—Silpasakha, Cal. Phone—Cal 3338

সিমেন্ট শিল্প, মোটর শিল্প, বিদ্যুৎ শিল্প ও বিমান-পোত শিল্প প্রভৃতিকে ভবিষ্যতে নিজেদের কর্তৃত্বে লওয়ার ব্যবস্থা করিবেন বলিয়াও জানাইয়াছেন। কিন্তু বৃটিশ মূলধনে ও বৃটিশ কর্তৃত্বে পরিচালিত এদেশের জাহাজী কোম্পানীসমূহকে এই ভাবে সরকারে খাস করিবার কোন ইচ্ছা তাঁহারা একেবারেই প্রকাশ করেন নাই। ভারতে রেলপথ পরিচালনার সঙ্গে সরকারী রেল বিভাগ এদেশের রাস্তাগুলিতে নিজস্ব মোটর সার্ভিস চালাইবার সঙ্কল্প করিয়াছেন। এবারকার রেল বাজেটে সেজন্য মোটা টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে। কিন্তু রেলপথের প্রতিযোগী হিসাবে যে সব বিদেশী প্রতিষ্ঠান এদেশে জাহাজী ব্যবসা পরিচালনা করিতেছে তাহাদিগকে নিজেদের কর্তৃত্বে লওয়ার কোন সঙ্কল্প রেল বিভাগের দেখা যাইতেছে না। রেল বিভাগের নিজস্ব মোটর সার্ভিস গড়িয়া তোলার ফলে মোটর ব্যবসায়ে নিযুক্ত দেশীয় প্রতিষ্ঠানগুলি বিপর্য্যস্ত হয় ক্ষতি নাই, কিন্তু রেল পরিচালনার পক্ষে ও রেলওয়ের মুনাফা বৃদ্ধির পক্ষে খুব সুবিধাজনক হইলেও বিলাতী জাহাজ কোম্পানীর স্বাধীন ব্যবসায়ে হস্তক্ষেপ করিতে তাঁহারা নারাজ। এদেশে ইংরাজ জাতির বাণিজ্যস্বার্থ বজায় রাখিতে গিয়া সকল দিক দিয়া এইরূপ অনিষ্টকর পক্ষপাতমূলক নীতি আর কতদিন চলিবে তাহাই আমরা ভাবিতেছি।

ভারতের শিল্পোন্নতি ও বৃটিশ সহযোগিতা

ভারতের যুদ্ধোত্তর শিল্পোন্নতি সম্পর্কে বৃটিশ সাহায্য ও সহযোগিতার কথা উঠিয়াছে। দেশের একদল শিল্প-ব্যবসায়ী যে কোন সর্ত্তে সেই সাহায্য ও সহযোগিতা পাওয়ার জন্য উৎসুক হইয়া উঠিয়াছেন। মিঃ জে আর ডি টাটা ও মিঃ জি ডি বিরলার নেতৃত্বে শিল্পপতিদের একটি মিশন সম্প্রতি ইংলণ্ড ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সফর করিতে গিয়াছেন। এই সফর উপলক্ষে ইংলণ্ডের শিল্পপতিদের সহিত সাহায্য ও সহযোগিতার একটা পাকাপাকি সর্ত্ত স্থির করিয়া আসাই ঐ মিশনের লক্ষ্য বলিয়া প্রকাশ পাইয়াছে। সেই গূঢ় উদ্দেশ্যের আশঙ্কা করিয়া মহাত্মা গান্ধী নিজে এক বিবৃতিতে দেশবাসীর পক্ষ হইয়া উপরোক্ত শিল্প-মিশনের বিরুদ্ধে গভীর ক্ষোভ প্রকাশ করিয়াছেন। কংগ্রেস কার্য্যকরী সমিতির সদস্যরা যখন বিনা বিচারে জেলে আবদ্ধ তখন বে-সরকারী শিল্প-মিশনের নাম করিয়া এদেশীয় বড় শিল্পপতিদের পক্ষে ইংলণ্ডে যাওয়া ও বৃটিশ শিল্প-ব্যবসায়ীদের সহিত একটা সহযোগিতামূলক চুক্তি সম্পাদনের চেষ্টা করা নিতান্ত গর্হিত বলিয়াই তিনি মন্তব্য করিয়াছেন। কিন্তু মহাত্মাজীর এই প্রতিবাদ সত্ত্বেও মিঃ টাটা ও মিঃ বিরলা প্রমুখ শিল্পপতিরা ইংলণ্ড গমন করিয়াছেন। আর এদেশের শিল্প-ব্যবসায়ীদের মধ্যে এক শ্রেণীর লোক তাঁহাদের সমর্থক সাজিয়া শিল্প-মিশনের মহান উদ্দেশ্যের কথা ব্যাখ্যা করিতেছেন। তাঁহারা প্রচার করিয়া বেড়াইতেছেন, ভারতের শিল্পোন্নতির জন্য শিল্পপতিদের উপর আস্থার ভাব বজায় রাখিয়া চলা ও সেজন্য দরকার হইলে বৃটিশ সহযোগিতাকে বরণ করিয়া নেওয়া এদেশের লোকদের কর্ত্তব্য। দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির চেয়ে অধিকতর কাম্য আর কিছু হইতে পারে না। সে উন্নতি সাধনের জন্য বৃটিশ সহযোগিতার সুযোগ উপেক্ষা করা ভারতের লোকদের পক্ষে অনুচিৎ। দেশের কতিপয় শিল্প-ব্যবসায়ীকে এই শ্রেণীর মনোভাব প্রকাশ করিতে দেখিয়া আমরা তাহাতে যারপর নাই বিস্মিত হইয়াছি। ক্যালকাটা ন্যাশনেল ব্যাঙ্কের ম্যানেজিং ডিরেক্টর কৃতী ব্যবসায়ী মিঃ এম এম ভট্টাচার্য্য সম্প্রতি সংবাদপত্রে একটি বিবৃতি দিয়া এই ধরণের প্রচার কার্য্যের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিয়াছেন ইহা খুবই সুখের বিষয়। তিনি বলিয়াছেন, ভারতবর্ষ অনুন্নত ও অধঃপতিত থাকে তাহা বরং ভাল তথাপি বিদেশী মূলধন ও পরিচালনায় এদেশে বহু প্রকার শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠা ও তাহার ভিতর দিয়া বিদেশের লোকদের একচেটিয়া মুনাফা ও অর্থনৈতিক কর্তৃত্বের সুযোগ বরাবরের জন্য কায়েম হওয়া কোন মতেই বাঞ্ছনীয় নহে। অন্য সব ধরণের দাবী ও বিচার বিবেচনা বাদ দিয়া প্রথমে অর্থনৈতিক সুযোগ সুবিধাকে মুখ্য প্রয়োজন হিসাবে গ্রহণ করিবার যে যুক্তি দেখান হইতেছে মিঃ ভট্টাচার্য্য তাঁহার বিবৃতিতে উহার অসারতাও ভালভাবেই প্রতিপন্ন করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, বর্ত্তমান যুগে রাজনৈতিক স্বাধিকার লাভ ছাড়া কোন জাতি অর্থনৈতিক দিক দিয়া কোন উল্লেখযোগ্য উন্নতি সাধন করিতে পারে না। স্বাধীনতা না থাকিলে বিদেশী প্রভুদের মরজি মাফিক দেশের অর্থনৈতিক কার্য্যধারা নিয়ন্ত্রিত হইতে বাধ্য। আর তাহাতে দেশের লোকের স্বার্থের বিনিময় সকল দিক দিয়া বৈদেশিক শোষণের সুযোগ সুবিধা কায়েম হওয়াই স্বাভাবিক। এই বিংশ শতাব্দীর যুগে ইনফ্লেশন ও অন্য অর্থনৈতিক প্রক্রিয়ার মারফতে বিদেশী প্রভুদের দ্বারা পরাধীন দেশের সঞ্চিত অর্থ সম্পদ লুণ্ঠিত ও শোষিত হওয়ার দৃষ্টান্ত প্রতিনিয়তই লক্ষ্য করা যাইতেছে। কাজেই প্রকৃত অর্থনৈতিক উন্নতি সাধন করিতে হইলে প্রথমে রাজনৈতিক স্বাধিকার অর্জ্জনের দিকেই ভারতের মত পরাধীন দেশের লোকদিগকে আন্তরিকভাবে মনোযোগী হইতে হইবে। বিদেশী মনিবের অধীন থাকিয়া ও বিদেশী সহযোগিতায় শিল্প বা বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিয়া কোন দিন এদেশবাসীর সমষ্টিগত সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের পথ প্রশস্ত হইবে না। মিঃ এস এম ভট্টাচার্য্যের এই সব মন্তব্য যে বর্ণে বর্ণে সত্য সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

মহাযুদ্ধের গতি

আলোচ্য সপ্তাহেও জাপ প্রতিরোধের তীব্রতা বজায় আছে। এশিয়া রণক্ষেত্রে সমস্ত অঞ্চলেই জাপবাহিনী আক্রান্ত ও প্রচণ্ডভাবে মিত্রপক্ষীয় অভিযাত্রী বাহিনীর আক্রমণ ও অগ্রগতি প্রতিহত করিবার চেষ্টা করিতেছে।

ব্রহ্ম রণাঙ্গনে পেগুর উত্তর পশ্চিমে শক্তিশালী জাপ সেনাবাহিনী এক দিন সমস্ত রাত ধরিয়া অবিরাম মিত্রপক্ষীয় টহলদার সেনাগণের উপর আক্রমণ চালায় এবং বর্ত্তমানে এখন সেখানে প্রবল সংঘর্ষ হইতেছে। প্রোমের পূর্ব্বে জাপানীদের প্রচণ্ড প্রতিরোধ সত্ত্বেও বৃটিশ বাহিনী কালাও পাহাড়ের নিকটে উপনীত হইতে পারিয়াছে।

চীন রণাঙ্গনে চীনাবাহিনী ফুচাও-এর ৭০ মাইল উত্তর-পশ্চিমে মাইপু দখল করিয়াছে। জাপানীগণ সাংহাই-এর ২২০ মাইল দক্ষিণ দিকবর্ত্তী ওয়েনচাও গামী রাস্তা ধরিয়া পলায়ন করিতেছে বলিয়া প্রকাশ। সাংহাই রক্ষায় জাপানীগণ সুদৃঢ় ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেছে। ফুকিয়েন প্রদেশে জাপবাহিনী ফুটিং দখল করিয়াছে।

প্রশান্তমহাসাগরীয় রণাঙ্গনে ওকিনাওয়ার যুদ্ধ যে কোন মুহূর্ত্তে সমাপ্ত হইতে পারে বলিয়া সমরপর্য্যবেক্ষকদের ধারণা। ওকিনাওয়ায় জাপবাহিনীর প্রতিরোধ ক্ষীয়মান; এই দ্বীপের রাজধানী নাহা মিত্রপক্ষের দখলে আসিয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে।

পূর্ব্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে মিত্রবাহিনী উত্তর বোর্ণিওর তারাকান সেতুমুখের ২০০ মাইল উত্তর পশ্চিমে সান্দাকানের নিকট নূতন আক্রমণের চেষ্টা করে কিন্তু, টোকিও রেডিওর ঘোষণানুসারে, জাপ সৈন্য দল এই অভিযান প্রতিহত করিয়াছে।

ব্রাজিল জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছে বলিয়া প্রকাশ। মিত্রপক্ষীয় অভিযান প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে খাস জাপানে নাকি সুদৃঢ় রক্ষা ব্যূহ রচনা করা হইয়াছে; ভূগর্ভেও অনেক ঘাঁটি স্থাপন করা হইয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া যাইতেছে।

ইউরোপে মিত্রশক্তির প্রতিনিধিবর্গের আলোচনার ফলে বিজিত জার্ম্মানীর শাসন ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হইয়াছে। জার্ম্মানী অষ্ট্রিয়া ও সুদেতেন-ল্যাণ্ডের শাসন ভার হইতে বঞ্চিত হইল। ভাগ-বাটোয়ারার সর্ত্তানুযায়ী যুক্তরাজ্য জার্ম্মানীর উত্তর-পশ্চিম ভাগ, রাশিয়া পূর্ব্ব ভাগ, যুক্তরাষ্ট্র দক্ষিণ-পশ্চিম ভাগ এবং ফ্রান্স পশ্চিম ভাগের অধিকার পাইবে। জার্ম্মানীর সৈন্যদল ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইবে এবং সৈন্যগণকে যুদ্ধ বন্দী হিসাবে গণ্য করা হইবে। এরোপ্লেন, জাহাজ, কারখানাসমূহ ইত্যাদি সম্পদ মিত্রপক্ষের প্রয়োজনমত ব্যবহার করা হইবে। রাশিয়া তাহার অধিকৃত অঞ্চল হইতে মার্কিণ ও এল্‌ব নদীর পূর্ব্বতট হইতে বৃটিশ সৈন্য অপসারণের দাবী জানাইয়াছে। উত্তর অষ্ট্রিয়ায় এখনো নাকি মার্কিণ সৈন্যের বিরুদ্ধে জার্ম্মান বাহিনী সংঘর্ষ চালাইতেছে। যুগোশ্লাভ নেতা মার্শাল তিতো বেলগ্রেড রেডিও মারফৎ এক বক্তৃতায় বলিয়াছেন, "ক্রিষ্টিয়া আমাদের, আমরা উহা ফিরিয়া পাইবার জন্য যুদ্ধ চালাইয়া যাইব। (ক্রিষ্টিয়া অষ্ট্রিয়ার একটি প্রদেশ। ফিঃ মার্শাল আলেকজাণ্ডারের সৈন্যদল উহা জার্ম্মানীর নিকট হইতে দখল করিয়াছে।) ত্রিয়েস্তের সমস্যার এখনো পূর্ণ সমাধান হয় নাই। লেঁভা সমস্যা নিয়া সিরিয়াও এখন পর্য্যন্ত শান্ত হয় নাই। এই ব্যাপারে পঞ্চ শক্তির বৈঠক ও সমাধান সম্বন্ধে সিরিয়া সম্প্রতি সম্মতি প্রকাশ করিয়াছে।

৮ ৬-৪৫

যুদ্ধ শেষ হ'য়ে এলো। অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ সাম্‌নে। এখনও নিজের ও পরিবারবর্গের নিরাপত্তার জন্য সঞ্চয়শীল হউন। আগামী যুদ্ধোত্তর শিল্পবিপ্লবের দিনে জীবনকে স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে টেনে নিতে অগ্রণী হ'য়ে দাঁড়ান।
দি
ইষ্ট বেঙ্গল মার্কেণ্টাইল ব্যাঙ্ক
লিমিটেড
২০।১সি, লালবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
শাখা :—ভাঙ্গর (২৪ পরগণা)

নানা কথা

আগামী জুলাই মাস হইতে পাটের নূতন মরশুম আরম্ভ হইবে বিধায় এখন হইতে আগামী বৎসরে অর্থাৎ আগামী জুলাই মাস হইতে ১৯৪৬ সালের জুন পর্য্যন্ত এক বৎসরে পাটের কিরূপ চাহিদা ও জোগান হইবে তৎসম্বন্ধে জল্পনা-কল্পনা আরম্ভ হইয়াছে। 'ইণ্ডিয়ান ফিনান্স' পত্রে জনৈক লেখক এরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, চলতি বৎসরে অর্থাৎ বর্ত্তমান জুন মাসে যে বৎসর শেষ হইবে তাহাতে মোট ৬৫ লক্ষ বেল পাট উৎপন্ন হইয়াছে এবং গত বৎসরের জের হিসাবে আগত ৩১ লক্ষ ৫৫ হাজার ৩৭৯ বেল পাট লইয়া এবার বাজারে যে ৯৬ লক্ষ ৫৫ হাজার ৩৭৯ বেল পাটের জোগান হইয়াছে তাহা হইতে বর্ত্তমান জুন মাসের শেষ পর্য্যন্ত চটকলসমূহে ও বিদেশে রপ্তানী মিলিয়া মোট ৭৫ লক্ষ বেল পাট খরচ হইবে। কাজেই আগামী জুলাই মাসের প্রথম তারিখে বর্ত্তমান বৎসরের পাট হইতে ২১ লক্ষ ৫৫ হাজার ৩৭৯ বেল পাট অবশিষ্ট থাকিবে। এদিকে পাট চাষের যে খবর প্রকাশিত হইয়াছে তাহা হইতে বুঝা যাইতেছে যে, গত বারের তুলনায় এবার দুই আনা অধিক জমিতে পাটের চাষ হইয়াছে এবং এবার ফসলের অবস্থাও গতবারের তুলনায় অনেক ভাল। এরূপ অবস্থায় এবার মোট ৭৪ লক্ষ বেল পাট উৎপন্ন হইবে বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। কাজেই আগামী জুলাই মাস হইতে যে বৎসর আরম্ভ হইবে তাহাতে চলতি বৎসরের জের ২১ লক্ষ ৫৫ হাজার ৩৯৭ বেল পাট লইয়া মোট পাটের জোগান হইবে ৯৫ লক্ষ ৫৫ হাজার ৩৯৭ বেল। তবে আগামী বৎসরে, চটকলসমূহে অধিকতর কয়লার জোগান হেতু অধিকতর পরিমাণে পাট খরচ হইবে এবং বিদেশেও চলতি বৎসরের তুলনায় অধিকতর পরিমাণে পাট রপ্তানী হইবে। কাজেই উপরোক্ত লেখকের মতে আগামী মরশুমে বাজারে চাহিদার তুলনায় অত্যধিক বেশী পরিমাণে পাটের জোগান হওয়ার আশঙ্কা নাই।

* * *

কলিকাতায় দুগ্ধের অভাব কি প্রকার বেশী তৎসম্বন্ধে বাঙ্গলা সরকারের কৃষি বিভাগের স্পেশিয়াল অফিসার ডাঃ এল সি সিক্কা সম্প্রতি কতকগুলি তথ্যতালিকা প্রকাশ করিয়াছেন। ডাঃ সিক্কা বলেন যে, গত ১৯৪১ সালের মার্থাগুণতি অনুসারে কলিকাতায় অধিবাসীর সংখ্যা ছিল ২৭ লক্ষ; উহা এক্ষণে বৃদ্ধি পাইয়া ৪০ লক্ষে পরিণত হইয়াছে। কিন্তু কলিকাতার অধিবাসীর মধ্যে মোট ২৭ লক্ষ ৭০ হাজার রেশন কার্ড বিলি করা হইয়াছে। মানুষের জীবন ধারণের পক্ষে রাষ্ট্রসঙ্ঘের স্বাস্থ্য কমিটী প্রতি ব্যক্তির জন্য যতটা দুগ্ধের প্রয়োজন বলিয়া স্থির করিয়াছেন, তদনুসারে উক্ত ২৭ লক্ষ ৭০ হাজার অধিবাসীর প্রত্যহ বিশ হাজার মণ দুগ্ধের প্রয়োজন। উহার সহিত যদি সৈন্যদের, হাসপাতালের রোগীদের এবং মিঠাই প্রস্তুতের জন্য ব্যবহৃত দুগ্ধ যোগ দেওয়া যায় তাহা হইলে কলিকাতায় প্রত্যহ ২২ হাজার ২ শত মণ দুগ্ধ দরকার। কিন্তু সম্প্রতি তদন্ত করিয়া এরূপ দেখা গিয়াছে যে, কলিকাতায় প্রত্যহ মাত্র ৩৭০০ মণ অর্থাৎ মোট প্রয়োজনের এক-ষষ্ঠাংশ দুগ্ধ বিক্রয় হয়। এই দুগ্ধও খাঁটী নহে। ইতিমধ্যে বাজার হইতে ২২৪টী দুগ্ধের নমুনা লইয়া তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখা হইয়াছিল। পরীক্ষায় প্রমাণিত হইয়াছে যে, উহার মধ্যে ১৭৮টী নমুনাই অর্থাৎ মোট নমুনার শতকরা ৭৯ ভাগই ভেজাল। এই সব দুধ যে কেবল জলমিশ্রিত এরূপ নহে, অনেকগুলি নমুনার মধ্যে রোগ-বীজাণুও পাওয়া গিয়াছে। কলিকাতায় যে দুগ্ধ বিক্রয় হয় উহার শতকরা ৭২ ভাগই মহিষের দুগ্ধ এবং উহার মূল্য প্রতি সের দশ আনা হইতে বার আনা। ডাঃ সিক্কা বলেন যে, যতদিন পর্য্যন্ত কলিকাতায় অধিকতর পরিমাণে দুগ্ধের সরবরাহ না হইবে এবং সমস্ত দুগ্ধ-বিক্রেতাকে লাইসেন্স লইতে বাধ্য করা না যাইবে ততদিন পর্য্যন্ত কলিকাতায় দুগ্ধ সরবরাহের এই শোচনীয় অবস্থার প্রতিকার হইবে না। প্রসঙ্গতঃ ডাঃ সিক্কা উহাও উল্লেখ করেন যে, আপাততঃ যাহাতে দুগ্ধ মিঠাই ইত্যাদি প্রস্তুতে ব্যবহৃত না হইতে পারে, মফঃস্বল হইতে যাহাতে অধিকতর পরিমাণে দুগ্ধ কলিকাতায় আমদানী হইতে পারে এবং কলিকাতায় যাহাতে অপেক্ষাকৃত কম মূল্যে দুগ্ধবতী গাভী ও মহিষ বিক্রয় হয় তাহারও ব্যবস্থা করিতে হইবে। এই প্রসঙ্গে কলিকাতা কর্পোরেশনের স্বাস্থ্য বিভাগের কর্ত্তা ডাঃ আহম্মদ বলেন যে, বাঙ্গলা সরকার যদি কলিকাতার দুগ্ধসমস্যার সমাধানের জন্য কোন পরিকল্পনা গ্রহণ করেন তবে ভারত সরকার তাহার অর্দ্ধেক ব্যয় বহন করিতে রাজী আছেন। কিন্তু বাঙ্গলা সরকার কবে কিরূপ ধরণের পরিকল্পনা গ্রহণ করিবেন তাহাই চিন্তনীয় বিষয়।

* * *

যুদ্ধাবসানের সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গলায় বেকার-সমস্যা কিরূপ জটীল হইয়া উঠিবার আশঙ্কা উপস্থিত হইয়াছে তৎসম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বে আমরা পাঠকবর্গের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিয়াছিলাম। সম্প্রতি এই বিষয়ে কিছু তথ্যতালিকা প্রকাশিত হইয়াছে। বাঙ্গলা সরকার সরকারী চাকুরী হইতে অবসরপ্রাপ্ত বেকারদের একটী তালিকা রাখিয়া থাকেন। এই তালিকাতে গত এপ্রিল মাসের শেষ তারিখে ৪৬৮০৬ জন বেকার ব্যক্তির নাম ছিল। উহার মধ্যে ১৬১৫৪ জন পরবর্ত্তীকালে চাকুরীতে ভর্ত্তি হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে। এপ্রিল মাসে এ আর পি হইতে ২৯৭৪ জনকে বরখাস্ত করা হইয়াছিল। উহাদের মধ্যে মাত্র ২৬৩ জন চাকুরী পাইয়াছে। এপ্রিল মাসের পরে যে সরকারী কর্ম্মচারীদের মধ্যে আরও বহু ব্যক্তি বেকার হইয়াছে এবং অদূর ভবিষ্যতে যে আরও সহস্র সহস্র ব্যক্তি বেকার হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। ইউরোপে যুদ্ধ পরিসমাপ্তির ফলে কেবল যে বাঙ্গলা সরকারের অধীনস্থ বহু ব্যক্তিই বেকার হইয়াছে এরূপ নহে। সম্প্রতি জানা গিয়াছে যে, ভারত সরকারের সাপ্লাই বিভাগ হইতে ইতিমধ্যেই শতকরা দশ জন এবং যুদ্ধ সরঞ্জাম প্রস্তুতের কারখানাসমূহের শতকরা ৫০ জন লোককে কাজ হইতে ছাড়াইয়া দেওয়ার আদেশ জারী করা হইয়াছে। উহার ফলে ৬০ হাজার লোক বেকার হইবে এবং উহার মধ্যে বাঙ্গলারও বহু ব্যক্তি পড়িবে তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু যুদ্ধ সম্পূর্ণ শেষ হইলে বাঙ্গলায় যে ভাবে সহস্র সহস্র লোক বেকার হইয়া পড়িবে উপরোক্ত হিসাব নিকাশ হইতে তাহার খুব কমই পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। উহার সহিত বর্ত্তমানে যাহারা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ বা অকৃতকার্য্য হইয়া চাকুরীর ক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হইবার চেষ্টা করিবে তাহাদিগকে যদি ধরা যায় তাহা হইলে বাঙ্গলায় বেকার-সমস্যা কি প্রকার মর্ম্মান্তিক হইয়া উঠিবে তাহা সহজে অনুমান করা যায়।

* * *

নিখিল ভারতীয় কাটুনী সঙ্ঘের বাঙ্গলা শাখার সেক্রেটারি শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী সম্প্রতি যে বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছেন তাহা হইতে জানা গিয়াছে যে, গত ১৯৪১-৪২ সালে সমগ্র ভারতবর্ষে ১ কোটী ৬০ লক্ষ ৭ হাজার ৮২৯ বর্গগজ, ১৯৪২-৪৩ সালে ১ কোটী ৪৫ হাজার ২১৪ বর্গগজ এবং ১৯৪৩-৪৪ সালে ১ কোটী ১১ লক্ষ ৫৩ হাজার ৭৫৫ বর্গগজ খাদি উৎপন্ন হইয়াছিল। কিন্তু ১৯৪২-৪৩ সালের তুলনায় ১৯৪৩-৪৪ সালে সমগ্র ভারতে খাদির উৎপাদন বৃদ্ধি পাইলেও বাঙ্গলায় উহার উৎপাদন ১৯৪২-৪৩ সালে ৮ লক্ষ ৬৫ হাজার ৮২০ বর্গগজ হইতে ১৯৪৩-৪৪ সালে ৩ লক্ষ ২৮ হাজার ৬১০ বর্গগজে নামিয়া গিয়াছে। বাঙ্গলায় খাদির উৎপাদন এই প্রকার অস্বাভাবিকভাবে হ্রাস পাওয়ার কারণ হইতেছে যে, বাঙ্গলায় ৩০টী খাদি উৎপাদন কেন্দ্রের মধ্যে ২৮টী কেন্দ্রই গত ১৯৪২ সালে বাঙ্গলা সরকার কর্ত্তৃক বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। অথচ নিখিল ভারত কাটুনী সঙ্ঘকে একটী বে-আইনী প্রতিষ্ঠান বলিয়া ঘোষণা করা হয় নাই। বাঙ্গলা সরকার যদি এই ভাবে বাঙ্গলার খাদি উৎপাদন কেন্দ্রগুলিকে বন্ধ করিয়া না রাখিতেন তাহা হইলে ঐ সব কেন্দ্রের উৎপাদন ১৯৪৩-৪৪ সালে বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়া বাঙ্গলার কাপড়ের দুর্ভিক্ষ অনেকটা প্রশমিত করিতে পারিত।

* * *

ভারতবর্ষে জনসাধারণের জন্য বর্ত্তমানে বৎসরে ১ লক্ষ ১০ হাজার টন কাগজের প্রয়োজন হইয়া থাকে। কিন্তু ভারতীয় কাগজের কলসমূহে এক্ষণে বৎসরে ৭০ হাজার টনের বেশী কাগজ প্রস্তুত হয় না। উহার মধ্যেও বহুল পরিমাণ কাগজ সামরিক বিভাগের প্রয়োজনে গ্রহণ করা হইয়া থাকে। ফলে এদেশে কাগজের দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়াছে এবং সাময়িক পত্র প্রকাশ ও অন্যান্য বহুবিধ প্রয়োজনের জন্য উপযুক্ত পরিমাণে কাগজ পাওয়া যাইতেছে না। যুদ্ধের সময়ে এই অবস্থার প্রতিকার করা সহজ ছিল না। কিন্তু এক্ষণে ইউরোপে যুদ্ধের

(১৩৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

ঢাকুরিয়া ব্যাঙ্কিং
কর্পোরেশন লিঃ।
হেড অফিস ঃ ২১এ ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিঃ।
ফোন : ক্যাল ১৭৪৪ গ্রাম : ষ্ট্রংরুম
শাখাসমূহ
ঢাকুরিয়া, সাদার্ণ মার্কেট, ক্যানিং, ঔরঙ্গাবাদ, জঙ্গীপুর, পাকুর, রামপুরহাট, বারহারওয়া, ধুলিয়ান, সাহেবগঞ্জ, শেওড়াফুলি ও কোন্নগর
ম্যানেজিং ডিরেক্টর : মিঃ ডি এন চাটার্জ্জী

ইউনাইটেড
ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল
ব্যাঙ্ক লিমিটেড
স্থাপিত ১৯৪০
সিডিউলভুক্ত ব্যাঙ্ক
চেয়ারম্যান—শ্রীযুক্ত যদুনাথ রায়
সুবিধাজনক সর্ত্তে সাধারণ ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ করা হয়।
হেড অফিস—
৭, ওয়েলেসলী প্লেস, কলিকাতা
শাখাসমূহ—
বড়বাজার, শ্যামবাজার, হাটখোলা (কলিকাতা), ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, চাঁদপুর ও ময়মনসিংহ।
পে-অফিস : মিরকাদিম
জেনারেল ম্যানেজার :
এ চ্যাটার্জি, বি-কম, সি-এ, আই, আই, বি

বস্ত্রের উৎপাদন বৃদ্ধির পরিকল্পনা

ভারতবর্ষের কাপড়ের কলসমূহে যুদ্ধের পূর্ব্বে বৎসরে ৪০০ কোটি গজ বস্ত্র উৎপন্ন হইত। ঐ উৎপাদন বৃদ্ধি পাইয়া বর্ত্তমানে তাহা বৎসরে ৪৮০ কোটি গজের মত দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু যুদ্ধের সময়ে নানা দিক দিয়া বস্ত্রের চাহিদা এত বৃদ্ধি পাইয়াছে যে, ঐরূপ বেশী কাপড় প্রস্তুত হওয়া সত্ত্বেও তাহা দ্বারা দেশের চাহিদা মিটানো সম্ভবপর হইতেছে না। প্রয়োজনীয় কাপড়ের অভাবে জনসাধারণকে অবর্ণনীয় দুঃখ-কষ্ট ভোগ করিতে হইতেছে। ভারতের উৎপন্ন বস্ত্র হইতে নির্দ্দিষ্ট অংশ সামরিক কারণে ও রপ্তানীর জন্য সংরক্ষিত রাখিয়া টেক্সটাইল কণ্ট্রোল বোর্ড নানা বস্ত্র দ্বারা বিভিন্ন অঞ্চলের লোকদের দাবী পূরণের চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু চাহিদার তুলনায় তাহাদের মোট সরবরাহ খুবই কম বলিয়া উহাতে বস্ত্রসঙ্কট দূর হইতেছে না বরং দিন দিনই তাহা আরও জটিল হইয়া দেখা দিতেছে। বস্ত্রের উৎপাদন অধিকতর বৃদ্ধি করা ছাড়া এই সঙ্কট দূর হওয়ার কোন আশা নাই বুঝিতে পারিয়া টেক্সটাইল কণ্ট্রোল বোর্ড এসম্পর্কে উপযুক্ত বিধি ব্যবস্থার নির্দ্দেশ দেওয়ার জন্য গত এপ্রিল মাসে কতিপয় সদস্যকে নিয়া একটি রেসনেলাইজেসন এণ্ড ষ্ট্যাণ্ডার্ডাইজেসন সাব কমিটি গঠন করেন। ঐ সাব কমিটি সমস্ত বিষয় বিবেচনা করিয়া ভারতের কলসমূহে বস্ত্রের উৎপাদন বৃদ্ধি সম্পর্কে সম্প্রতি একটি পরিকল্পনা উপস্থিত করিয়াছেন। ঐ পরিকল্পনায় ভারতে বস্ত্রের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য নিম্নরূপ বিধিনিষেধ প্রয়োগ করিবার নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে :—

(১) কাপড়ের কলসমূহে অনেক শ্রেণীর সূতা প্রস্তুতের উপর জোর না দিয়া প্রত্যেক মিলের নিজস্ব প্রয়োজন অনুযায়ী উহাকে নির্দ্দিষ্ট কতিপয় নম্বরের সূতা প্রস্তুত সম্পর্কে বাধ্য করিতে হইবে। বহু প্রকারের সূতা তৈয়ারের জন্য কলের টাকুগুলি নিয়োজিত না হইয়া যদি কয়েক নম্বরের সূতা প্রস্তুতে ঐ সমস্ত নিয়োগ করা হয় তবে সূতার মোট উৎপাদন তাহাতে বাড়িয়া যাইবে। (২) কাপড়ের কলসমূহের মোট তাঁতের শতকরা ৯০ ভাগ ইউটিলিটি ক্লথ (utility cloth) বা সাধারণের উপযোগী ধরণের বস্ত্র প্রস্তুতে নিয়োজিত রাখিতে হইবে। মিলের যে-সকল তাঁত সামরিক প্রয়োজনে বস্ত্র উৎপাদনে নিযুক্ত আছে সেই সব তাঁত বাদ দিয়াই মোট তাঁতের শতকরা ৯০ ভাগ অংশ বরাদ্দ করিতে হইবে। (৩) টেক্সটাইল কমিশনার বা টেক্সটাইল কণ্ট্রোল বোর্ডের চেয়ারম্যান যে কোন মিলের শতকরা ৫০ ভাগ তাঁত শুধু সাড়ী ও ধুতী প্রস্তুতে নিয়োগ করিবার জন্য মিল কর্ত্তৃপক্ষকে নির্দ্দেশ দিতে পারিবেন। সে নির্দ্দেশ মানিয়া চলা মিল কর্ত্তৃপক্ষের পক্ষে বাধ্যতামূলক হইবে। (৪) কোন মিল উহার প্রতি ১০০টি তাঁতে এক সময়ে তিন রকমের বেশী বস্ত্র প্রস্তুত করিতে পারিবে না। অর্থাৎ উৎপাদন বাড়াইবার জন্য মাত্র কতিপয় ধরণের কাপড় প্রস্তুতকার্য্যেই মিলসমূহের কর্ম্মক্ষমতা নিয়োজিত রাখিতে হইবে। (৫) কাপড় বুননের ব্যাপারে পিকস্ বা গাঁতি ব্যবহারের মাত্রা সীমাবদ্ধ রাখিতে হইবে। অর্থাৎ বেশী ঘন বুননের জন্য যাহাতে কাপড়ের গড় উৎপাদন বৃদ্ধির অসুবিধা না ঘটে তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। রেসনেলাইজেসন এণ্ড ষ্ট্যাণ্ডার্ডাইজেসন সাব কমিটি বরাদ্দ করিয়াছেন, মিলসমূহে ঐ সব বিধিনিষেধ যথাযথ কার্য্যকরী হইলে ভারতে কাপড়ের উৎপাদন বৎসরে ৪০ কোটি গজ পরিমাণে বৃদ্ধি পাইবে। এই পরিকল্পনাটি ভারত গবর্ণমেণ্ট অনুমোদন করিয়াছেন এবং উপরোক্ত সমস্ত বিধিব্যবস্থা কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য গত ১৮ই মে তারিখের গেজেট অব ইণ্ডিয়ায় তাঁহারা ভারত রক্ষা আইন অনুসারে একটি টেক্সটাইল ইণ্ডাষ্ট্রী (কণ্ট্রোল অব প্রডাকসন) অর্ডার জারী করিয়াছেন। ঐ অর্ডারে ১লা জুন হইতে ভারতের কাপড়ের কলসমূহকে উপরে উল্লিখিত বিধিনিষেধগুলি মানিয়া চলিতে নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

ভারতে বস্ত্রের উৎপাদন বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা যেরূপ বড় হইয়া দেখা দিয়াছে তাহাতে ঐ সম্পর্কে টেক্সটাইল কণ্ট্রোল বোর্ডের উপরোক্ত পরিকল্পনা আমরা সর্ব্বথা সমর্থনযোগ্য বলিয়াই মনে করি। ঐ পরিকল্পনা অনুযায়ী কার্য্যকরীভাবে উপযুক্ত বিধিব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য ভারত গবর্ণমেণ্ট ইতিমধ্যেই একটি অর্ডার জারী করিয়াছেন ইহা খুবই সুখের বিষয়। এই বস্ত্রসঙ্কটের দিনে বিভিন্ন রুচি অনুযায়ী অসংখ্য শ্রেণীর বস্ত্র তৈয়ার করিতে গিয়া দেশের মিলসমূহ তাহাদের কর্ম্মশক্তির অপব্যবহার করিতেছে। সাধারণের ব্যবহারোপযোগী বস্ত্র কম উৎপন্ন হওয়ায় লোকের পক্ষে তাহা সংগ্রহ করা নিতান্ত কঠিন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সে কথা বিবেচনা করিয়া গবর্ণমেণ্ট ও টেক্সটাইল কণ্ট্রোল বোর্ড মিলসমূহের উৎপাদন-ক্ষমতার বেশীর ভাগ অংশ আজ ইউটিলিটি ক্লথ প্রস্তুতের কার্য্যে নিয়োগ করার ব্যবস্থা করিতেছেন ইহা খুবই ভাল কথা। ঐ ইউটিলিটি ক্লথের ভিতর ধুতি, সাড়ী, চাদর, জামার কাপড়, ভয়লা, ড্রিল ও টাওয়েল প্রভৃতি অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। এ ছাড়া সৌখীন রুচির যাবতীয় কাপড়ের উৎপাদন এখন হইতে বিশেষভাবে কমাইয়া দেওয়ার কথা বলা হইয়াছে। ইউটিলিটি ক্লথের ভিতর যে সমস্ত শ্রেণীর বস্ত্র অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে জনসাধারণের স্বাভাবিক প্রয়োজন মিটাইবার পক্ষে তাহা যথেষ্ট বলিয়াই আমরা মনে করি। সৌখীন বস্ত্রের শ্রেণীবিভাগ ও উৎপাদন কমাইয়া এবং কাপড়ের কলের সূতা বয়নের কাজ বিশেষ কতিপয় নম্বরের ভিতর সীমাবদ্ধ রাখিয়া যদি দেশে ইউটিলিটি ক্লথ বা সাধারণের ব্যবহারোপযোগী বস্ত্রের যোগান বৎসরে ৪০ কোটি গজ পরিমাণ বৃদ্ধি পায় তবে তাহাতে দেশের বস্ত্র-সঙ্কট সমাধানের পথ প্রশস্ত হইতে পারে।

তবে এদেশে কাপড়ের কলের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য গবর্ণমেণ্ট যেভাবে কার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন তাহাতে কয়েকটী বিষয়ে তাহাদের ত্রুটিবিচ্যুতির কথা আমরা এই প্রসঙ্গে উল্লেখ না করিয়া পারি না। প্রথমতঃ বলা যায় ১৮ই মে তারিখের গেজেটে সরকারী অর্ডার জারী করিয়া ১লা জুন হইতে কাপড়ের কলসমূহকে তাহা যথাযথ মানিয়া চলিতে নির্দ্দেশ দেওয়া তাঁহাদের পক্ষে সুবিবেচনার পরিচায়ক নহে। কারণ সূতা ও বস্ত্র উৎপাদন সম্পর্কে পূর্ব্বেকার কার্য্যনীতি সমুচিৎভাবে পরিবর্ত্তন করিতে হইলে মিলসমূহের কিছু সময় দরকার। সেই অসুবিধার কথা বিবেচনা করিয়া গবর্ণমেণ্ট অচিরে সমস্ত নিয়ম-কানুন কড়াকড়িভাবে কার্য্যকরী না করিয়া মিলসমূহকে প্রস্তুত হওয়ার জন্য কিছু সময় দিবেন বলিয়া আমরা আশা করি।

মিল চালানোর উপযোগী কয়লা ও কাঁচামাল সম্পর্কে এদেশের কাপড়ের কলগুলি নিদারুণ অসুবিধা ভোগ করিতেছে। কয়লার উপযুক্ত যোগান না পাইয়া দেশের অনেক মিলকে মাঝে মাঝে কাজ বন্ধ রাখিতে হইতেছে। এইভাবে কাজ বন্ধ রাখিতে হওয়ায় ১৯৪৫ সালের গত কয়েক মাসে দেশে কাপড়ের উৎপাদন প্রায় ৪ কোটি ৮০ লক্ষ গজ পরিমাণে হ্রাস পাইয়াছে বলিয়া শুনা যাইতেছে। এই সব অসুবিধার কথা স্মরণ করিয়া টেক্সটাইল কণ্ট্রোল বোর্ডের রেশনেলাইজেসন এণ্ড ষ্ট্যাণ্ডার্ডাইজেন সাব-কমিটি মিলসমূহের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য সূতা ও বস্ত্র বয়নের কাজ

টাকার নিরাপত্তা রক্ষা করিয়া
টাকা খাটাইতে হইলে
রবীন্দ্র নগর
গঠন কার্য্যে টাকা খাটান।
স্থায়ী আমানতের
—সুদের হার—
১ বৎসরের জন্য ৫%
২ বৎসরের জন্য ৫৷৷%
৩ বৎসরের জন্য ৬%
৪ ও ৫ বৎসরের জন্য ৬৷৷%
দি ইনভেষ্টারস্ লিঃ
৬, ক্রেশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ত্রিপুরা ইণ্ডাষ্ট্রীস কর্পোরেশন
লিমিটেড
হেড অফিস—৮।২, হেষ্টিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
একটী লভ্যাংশ ঘোষণাকারী উন্নতিশীল জাতীয় প্রতিষ্ঠান।
লম্বা আঁশের তুলার চাষ বিপুল আয়োজনে আরম্ভ হইয়াছে।
চালের কল চলিতেছে এবং শীঘ্রই "ষ্টু" বোর্ড প্রস্তুতের মিল স্থাপিত হইতেছে।
ফ্যাক্টরী ও কটন ষ্টেট—বামুটিয়া, ত্রিপুরা ষ্টেট।

ফোন কলিঃ—৪৪৯৮ স্থাপিত—১৯২০
কাশীপুর ব্যাঙ্ক লিমিটেড
হেড অফিস—কাশীপুর (যশোহর) ব্রাঞ্চ—লোহাগড়া (যশোহর)
সেণ্ট্রাল অফিস—১, বৃটিশ ইণ্ডিয়ান ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
প্রধান প্রধান ব্যবসাকেন্দ্রে শীঘ্রই ব্রাঞ্চ খোলা হইবে।
সর্ব্ব প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।
জেনারেল ম্যানেজার—এস্, কে, সমাদ্দার ম্যানেজিং ডিরেক্টর—ডাঃ ডি, বি, চ্যাটার্জ্জী

সুনিয়ন্ত্রণের সঙ্গে উহাদিগকে যথোচিত পরিমাণে কয়লা, তুলা ও অন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ সরবরাহের কথা বলিয়াছেন। এসম্পর্কে অচিরে সুসঙ্কল্পিত বিধিব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য তাঁহারা গবর্ণমেণ্টকে নির্দ্দেশ দিয়াছেন। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট সুতা ও বস্ত্র বয়নের কাজে নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে উক্ত সাব-কমিটির প্রস্তাবসমূহ কার্য্যে পরিণত করিবার ব্যবস্থা করিলেও কয়লা ও অন্য কাঁচামাল সরবরাহ সম্পর্কে কমিটির নির্দ্দেশ অনুযায়ী কাজ করিবার কোন গরজ তাঁহারা দেখাইতেছেন না। মিলগুলিকে সকল রকমে উৎপাদন বৃদ্ধির উপর জোর দিতে বলিয়া কয়লা ও কাঁচামাল সরবরাহ সম্পর্কে নিজেদের দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য পালনে তাঁহারা পূর্ব্বেকার মত অবহেলার ভাবই প্রদর্শন করিতেছেন। এইরূপ মনোভাব লইয়া তাঁহারা দেশে কাপড়ের উৎপাদন কি ভাবে উল্লেখযোগ্যরূপ বৃদ্ধি করিতে পারিবেন তাহা আমরা বুঝি না।

কেবল কয়লা ও কাঁচামাল সরবরাহের প্রশ্নই নহে। সামরিক অর্ডার সম্পর্কে ও রপ্তানী সম্পর্কে গবর্ণমেণ্টের যে অপরিবর্ত্তিত মনোভাব আমরা লক্ষ্য করিতেছি দেশে সাধারণের জন্য বস্ত্রের যোগান বৃদ্ধির দিক দিয়া তাহা মোটেই কিছু আশাপ্রদ নহে। সৈন্য বিভাগের প্রয়োজনে গবর্ণমেণ্ট বর্ত্তমানে বৎসরে ৭৫ কোটি গজ বস্ত্র নিয়োগ করিতেছেন। এই সব বস্ত্রের স্পেসিফিকেসন বা শ্রেণী বিভাগ সম্পর্কে বেশী রকম জোর দেওয়ায় ভারতের কাপড়ের কলগুলির মোট উৎপাদন-ক্ষমতার একটা উল্লেখযোগ্য অংশ বর্ত্তমানে ঐ বাবদই নিয়োজিত হইতেছে। মিলসমূহকে শতকরা ৯০ ভাগ অংশ ইউটিলিটি ক্লথ প্রস্তুতে নিয়োগ করিবার যে নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে সামরিক অর্ডার প্রস্তুতে নিয়োজিত তাঁত বাদ দিয়া মিলের বাকী তাঁত হইতেই সেই শতকরা ৯০ ভাগ নির্দ্ধারিত হইবে। ৭৫ কোটি গজের চেয়ে অনেক কম বস্ত্রে সামরিক বিভাগের বর্ত্তমান প্রয়োজন মিটিতে পারে বলিয়া দেশের লোকের ধারণা জন্মিয়াছে। সামরিক বস্ত্র সম্পর্কে স্পেসিফিকেশনের কড়াকড়ি হ্রাস করিলে তাহাতে কাপড়ের কলসমূহের পক্ষে সাধারণের প্রয়োজনে অধিক বস্ত্র প্রস্তুত করা সম্ভবপর হইবে বলিয়া দেশের মিলমালিকেরা মনে করিতেছেন। কিন্তু টেক্সটাইল কণ্ট্রোল বোর্ডের রেশনেলাইজেসন এণ্ড ষ্ট্যাণ্ডার্ডাইজেসন সাব-কমিটি জনসাধারণের কল্যাণে সাহস করিয়া এই সব বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের উপর চাপ দেন নাই। মিলসমূহে বস্ত্রের উৎপাদন বৃদ্ধি সম্পর্কে অডিনান্সী ব্যবস্থা জারী করিতে গিয়া গবর্ণমেণ্ট নিজেরাও সামরিক অর্ডার সম্পর্কে ঐরূপ কোন সুবিবেচনার গরজ দেখান নাই। ভারতের লোকদের বস্ত্রের অভাব সত্ত্বেও এদেশের উৎপাদন হইতে গবর্ণমেণ্ট বৎসরে ৬০ কোটী গজ বস্ত্র বাহিরে রপ্তানী করিতেছেন। প্রকাশ্য রপ্তানী ছাড়া নানা ফিকির-ফন্দীতে ৬০ কোটী গজ ছাড়াও আরও কিছু বস্ত্র বাহিরে চালান হইতেছে বলিয়া শুনা যাইতেছে। অদূর ভবিষ্যতে রপ্তানীর এই মোটা অঙ্ক হ্রাস করিবার কোন আগ্রহ গবর্ণমেণ্টের দেখা যাইতেছে না। নানা কারণে ইউরোপের দেশসমূহে বর্ত্তমানে বস্ত্রের নিদারুণ অভাব সূচিত হইয়াছে। সেই অভাব পূরণের সদুপায় সম্পর্কে কিছুদিন পূর্ব্বে ওয়াশিংটনে মিত্রপক্ষীয় বড কর্ত্তাদের একটা বৈঠক বসিয়াছিল। ইউরোপে বস্ত্র যোগাইবার জন্য ঐ বৈঠকে ভারতের কলসমূহে বস্ত্রের উৎপাদন বৃদ্ধি সম্পর্কে জোর দেওয়ার একটা কার্য্যনীতি স্থির হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। কাজেই এদেশ হইতে বাহিরে বস্ত্র রপ্তানী বন্ধ হইবার কোন আশা দেখা যাইতেছে না। বরং অদূর ভবিষ্যতে তাহা কি ভাবে আরও বাড়ানো যায় ভারত গবর্ণমেণ্টের সহযোগিতায় বৃটিশ ও মার্কিন গবর্ণমেণ্ট তাহারই পরিকল্পনা প্রস্তুত করিতেছেন বলিয়াই বুঝা যাইতেছে। কাপড়ের কলের উৎপাদন বৃদ্ধি সম্পর্কে বর্ত্তমান সরকারী অর্ডারটী সেই পরিকল্পনা অনুযায়ীই জারী করা হইয়াছে বলিয়া অনেকের ধারণা। কাপড়ের কলের উৎপাদন বৃদ্ধি পাইলেও এদেশের জনসাধারণের প্রয়োজনে তাহা নিয়োজিত হইবার সম্ভাবনা যেস্থলে কম সেস্থলে আমরা বর্ত্তমান টেক্সটাইল ইণ্ডাষ্ট্রী (কণ্ট্রোল অব প্রডাকসন্) অর্ডার হইতে কোন কার্য্যকরী সুফল পাওয়ার আশা পোষণ করিতে পারি না।

ম্যাট্রিকুলেশন্ পরীক্ষার্থি
বালকদের পিতামাতা ও
অভিভাবকদের প্রতি

আপনার ছেলে পরীক্ষায় পাসই করুক বা ফেলই করুক সে রয়েল ইণ্ডিয়ান নেভি, ইণ্ডিয়ান আর্মি অথবা রয়েল ইণ্ডিয়ান এয়ার ফোর্সএর যে-কোনো বিভাগে কাজ পেতে পারে। এ সব কাজে উন্নতির প্রচুর সম্ভাবনা। উঁচুদরের শিল্প শিক্ষা পেতে হলে যথেষ্ট খরচ করতে হয় কিন্তু ইণ্ডিয়ান ডিফেন্স সার্ভিসের কাজে আপনার ছেলে সম্পূর্ণ বিনা খরচে বিশেষজ্ঞ হয়ে বেরোতে পারবে। তা ছাড়া শিক্ষাকালে তাকে ভালো মাইনেও দেওয়া হবে। আপনার ছেলেকে এই অপূর্ব সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে উদ্বুদ্ধ করাই আপনাব কর্তব্য। যুদ্ধের পর যদি আপনার ছেলে বেসামরিক শিল্পবিশেষজ্ঞেব পেশা নিতে চায় তবে সে-কাজের জন্য সে প্রস্তুত হয়েই থাকবে কারণ শিল্পবিষয়ক কাজের জন্য যে দক্ষতা, উদ্যম ও শারীরিক শক্তি থাকা দরকার সামরিক কাজে ইতিমধ্যেই সে তা অর্জন করবে।

আপনার ছেলের উন্নতি ও সাফল্যের পথে বাধা দেবেন না

AAA 180

নিম্নলিখিত যে-কোনো ঠিকানা থেকে বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যাবে।

১। ২৮, থিয়েটার রোড, কলিকাতা।
২। টানবাজার রোড—নারায়ণগঞ্জ।
৩। সেক্রেটেরিয়েট হিল—শিলং।
৪। সিরাজদ্দৌলা রোড—চট্টগ্রাম।

রাজনৈতিক প্রসঙ্গ

লর্ড ওয়াভেলের আড়াই মাস কাল স্থায়ী দৌত্যের পরিসমাপ্তি হইয়াছে। ভারতের বড়লাট আবার ভারতে ফিরিয়া আসিয়াছেন। কেহ কেহ বলিতেছেন, তিনি খালি হাতে ফিরেন নাই; কেহ বা শঙ্কা প্রকাশ করিতেছেন, তিনি সমস্যা সমাধানের উপযোগী বিশেষ কিছু আনিতে সক্ষম হন নাই। এই সমস্তই জল্পনা-গবেষণার কথা। আগামী ১৩ই জুন তারিখে বিলাতে ও ভারতে যুগপৎ ভারত সম্পর্কে লর্ড ওয়াভেল মারফৎ নূতন বৃটিশ প্রস্তাব ঘোষিত হইবে বলিয়া প্রকাশ। অতএব আমরা এই সম্পর্কে এখন কোনরূপ মন্তব্য না করিয়া বড়লাটের ঘোষণা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিব। পাঠকগণকেও আমরা সাগ্রহে প্রতীক্ষা করিতে অনুরোধ করিতেছি।

* * *

আসামে কংগ্রেসকে আইনানুমোদিত বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে। এই সংবাদে আমরা আনন্দিত হইয়াছি।

আসাম প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি ও উহার বিভিন্ন শাখা প্রতিষ্ঠান বে-আইনী ঘোষণা করিয়া যে সকল আদেশ জারী করা হইয়াছিল আসাম গেজেটের এক ঘোষণা বলে তাহা এতদিনে প্রত্যাহৃত হইল। আসামের ন্যায় অন্যান্য প্রদেশেও গর্ব্বান্ধ আমলাতন্ত্রের শুভ বুদ্ধির উদয় হইতে আর কত দেরী হইবে?

* * *

নিউইয়র্কের 'পি এম' পত্রিকা সিরিয়া ও লেবাননের স্বাধীনতা সম্পর্কে মিঃ জিন্নার আকুলতার আলোচনা প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন, "কিন্তু ভারতের স্বাধীনতা সম্পর্কে তিনি (মিঃ জিন্না) কোন কথাই বলেন না। ভারতের ভেদ সৃষ্টির যে ভূমিকায় তিনি অবতীর্ণ হইয়াছেন, এই নীরবতাই তাহাকে উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছে।

* * *

অষ্ট্রেলিয়ার মন্ত্রিসভার অন্যতম সদস্য মিঃ ইভাট সম্প্রতি 'অমৃতবাজার পত্রিকা'র বিশেষ সংবাদদাতা ডাঃ কৃষ্ণলাল শ্রীধরণীর নিকট ভারতীয় সমস্যা প্রসঙ্গে মন্তব্য করিয়াছেন, "নেহেরুর মন অপরিসীম সংগঠনী শক্তির আধার। আমি তাঁহার গুণমুগ্ধ। তিনি এখনও কারারুদ্ধ আছেন। ইহা অপেক্ষা চূড়ান্ত কলঙ্কের কথা আর কি হইতে পারে?" পণ্ডিত জওহরলাল প্রসঙ্গে সম্প্রতি অক্সফোর্ড বিশ্ব-বিদ্যালয়ের এক সভায় বিশ্ববিশ্রুত ইংরেজ লেখক জি বি প্রিষ্টলিও বলিয়াছেন, "একজন সমাজতান্ত্রিক হিসাবে পণ্ডিত নেহেরুর তুলনা নাই বলিলেই চলে। সমাজতন্ত্রবাদের ক্ষেত্রে তাঁহার স্থান মার্শাল ষ্ট্যালিনেরই পরে।"

অক্সফোর্ড হইতে অষ্ট্রেলিয়া এবং হংকং হইতে হার্ভার্ড পর্য্যন্ত সমগ্র দুনিয়ার শুভ বুদ্ধি একবাক্যে যাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিয়া লয় সেই বিরাট ব্যক্তিত্ব বৃটিশ রাজ-কারাগারে বিনা বিচারে অনির্দ্দিষ্টকালের জন্য আবদ্ধ রহিয়াছেন!

* * *

সান্ ফ্রান্সিস্কো সম্মেলনের সমাপ্তির প্রাক্কালে নিরাপত্তা পরিষদ সংক্রান্ত 'ভিটো' প্রশ্ন লইয়া অচল অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে। 'ভিটো' প্রশ্নে একদিকে সোভিয়েট রুশিয়া, আর একদিকে বাকী শক্তি-চতুষ্টয়—বৃটেন, আমেরিকা, ফ্রান্স ও চীন। আঞ্চলিক চুক্তি ব্যবস্থা সম্পর্কেও রুশিয়ার সহিত চতুঃশক্তির প্রবল মতবিরোধ দেখা দিয়াছে। সোভিয়েট প্রতিনিধি মঃ সবোলেভকে হঠাৎ মস্কোতে ডাকিয়া পাঠান হইয়াছে। এই ক্রমবর্দ্ধমান জটিলতার মধ্যে বিশ্বশান্তির ভরসা কোথায়? কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য ডাঃ সৈয়দ মামুদ এই সব কারণেই বোধ হয় নৈরাশ্য প্রকাশ করিয়া জানাইয়াছেন:—"এই সম্মেলন হইতে আশাপ্রদ কিছু পাওয়া যাইবে না।"

* * *

সাধারণ নির্ব্বাচনের অভিযানে অবতীর্ণ হইয়া মিঃ চার্চ্চিল তাঁহার প্রথম বেতার বক্তৃতায় সমাজতন্ত্রবাদের অসারতা সম্পর্কে যে সব কথা বলিয়াছেন সেই শূন্যগর্ভ বাগবিস্তার সম্পর্কে আমরা কিছু বলিব না। কিন্তু এই প্রসঙ্গে সমাজতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থা সম্পর্কে স্বকপোলকল্পিত চিত্র আঁকিতে গিয়া তিনি যে গণতান্ত্রিক আদর্শের দোহাই পাড়িয়াছেন সেই পরিহাস সত্যই উপভোগ্য। মিঃ চার্চ্চিল বলিয়াছেন:—"সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র গেষ্টাপোর দ্বারা পরিচালিত হইবে—তাহাকে রাজনৈতিক পুলিশের সহায়তা গ্রহণ করিতেই হইবে।" অনাগত সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের কথা থাক্, বর্ত্তমানে 'গণতন্ত্রবাদী' মিঃ চার্চ্চিলের গবর্ণমেণ্টের ভারত শাসনে রাজনৈতিক পুলিশের সহায়তার ও বৃটিশ-মার্কা গেষ্টাপোর যে অভিজ্ঞতা আমাদের আছে, তাহাতে অন্ততঃ আমরা ভারতবাসীরা বৃটিশ প্রধান মন্ত্রীর ভীতি-প্রদর্শনে কর্ণপাতও করিব না। আসলে সমাজতন্ত্রবাদের বিরুদ্ধে মিঃ চার্চ্চিল যাহা দাঁড় করাইতে চাহিয়াছেন তাহা গণতন্ত্র নহে, তাহা অবিমিশ্র পুঁজিতন্ত্রেরই ভাষান্তর মাত্র।

* * *

সম্প্রতি মার্কিন প্রতিনিধি পরিষদের রিপাবলিকান দলের সদস্যা মিসেস ক্লারা বুথ লুস প্রচার করিয়াছেন, "রুশিয়া ভারতীয় বিপ্লববাদীদের গোপনে গোপনে সাহায্য দিয়া বিপ্লবের পথ পরিষ্কার করিতেছে। এই উদ্দেশ্যে কাজানে সোভিয়েট প্রচার-বিদ্যা শিক্ষালয়ে ভারতের সাম্য-বাদ প্রচারকারীদের বিশেষ শিক্ষা দেওয়া হয়। অনেকে ইতিমধ্যেই, শিক্ষা সমাপনান্তে, ভারতে প্রচারকার্য্যে ব্রতী হইয়াছে। বৃটেন ও মার্কিন যুক্ত-রাষ্ট্র যদি একযোগে ভারতের স্বাধীনতার প্রশ্ন সম্পর্কে অনতিবিলম্বে বিশেষ ব্যবস্থা না করে তাহা হইলে আগামী দশ বৎসরকালের মধ্যে ভারত-বর্ষকে সোভিয়েট রুশিয়ার অন্তর্ভুক্ত দেখিব।"

ভারতের স্বাধীনতার জন্য মিসেস লুসের এই উদগ্র আগ্রহ সম্পর্কে ভারতীয় কমিউনিষ্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক মিঃ পি সি যোশী মন্তব্য করিয়াছেন: "মিসেস লুসের এই প্রস্তাবের তাৎপর্য্য এই যে, উনবিংশ শতাব্দীতে বৃটেন যেমন দুনিয়া শাসন করিয়াছে, বিংশ শতাব্দীতে তাহা করিবে আমেরিকা। বৃটিশ জনসাধারণকে লালাতঙ্কে বিভ্রান্ত করার জন্যই ঐরূপ মিথ্যা প্রচারের আশ্রয় লওয়া হইয়াছে।" "পিপলস্ ওয়ার" পত্রিকার সম্পাদক মিঃ জি অধিকারীও লিখিয়াছেন "বৃটিশ সাম্রাজ্য-বাদীদের উদ্দেশ করিয়াই এরূপ সতর্কবাণী করা হইয়াছে।"

মিত্রপক্ষের সংহতি নাশের উদ্দেশ্যে বলশেভিক জুজুকে টানিয়া বাহির করার অপচেষ্টা বলিয়া সোভিয়েট রুশিয়ার সংবাদপত্রগুলিও মিসেস লুসের অপপ্রচারের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে বিশ্ব-বিখ্যাত মার্কিন লেখিকা শ্রীমতী পার্ল বাকের

আরও সাফল্য

১৯৪৪ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত হিসাব।

অনুমোদিত মূলধন	...	৫০,০০,০০০	লক্ষ
বিলিকৃত মূলধন	...	১৫,১৮,৩০০	লক্ষ
আদায়ীকৃত মূলধন	...	৬,৮৮,৮২১	লক্ষ
আমানত	...	৭৮,১৫,৭৫৯৷৩	লক্ষ
রিজার্ভ ফণ্ড	...	৬৪,০০০	
কার্য্যকরী তহবিল	...	৮৭,৩৭,৯৮৩৸৬	লক্ষ
নগদ মজুত, ব্যাঙ্কে জমা, গবর্ণমেণ্ট ও অন্যান্য বাজার চালু সিকিউরিটিতে লগ্নী		৭১,৪২,৩২৪৷৵৬	লক্ষ

দার্জিলিং ব্যাঙ্ক

লিমিটেড

কলিকাতা

●

পৃষ্ঠপোষক ঃ

সোনপুরের মহারাজা ও শাসনকর্ত্তা

মহামান্য মহারাজা সুধাংশুশেখর সিংহ দেও

ডিরেক্টর বোর্ড

কৃতী ব্যবসায়িগণ কর্ত্তৃক গঠিত।

এন, মুখার্জ্জি, জেনারেল ম্যানেজার।

অভিমত সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। সম্প্রতি তিনি বলিয়াছেন "এশিয়ার বিভিন্ন পরাধীন জাতি ও উপনিবেশিক দেশগুলির উন্নতির পথে সোভিয়েট রুশিয়াই সহায়ক হইবে—সোভিয়েট নেতৃত্ব গ্রহণ করাই পরাধীন দেশগুলির কর্ত্তব্য।" আমরা কাহার কথায় কর্ণপাত করিব—মিসেস পার্ল বাকের, না মিসেস ক্লারা বুথ লুসের ?

* * *

প্রখ্যাত সোভিয়েট সাংবাদিক অধ্যাপক করোভিন লালফৌজের মুখপত্র 'রেড ষ্টার'-এ লিখিয়াছেন "যতদিন পর্য্যন্ত কোন না কোন আকারে ঔপনিবেশিক পীড়ন ব্যবস্থা চলিতে থাকিবে এবং যতদিন পর্য্যন্ত গুটিকয়েক রাষ্ট্র ও জাতি অন্যান্য জাতিগুলির উপর প্রভুত্ব বজায় রাখিবে, ততদিন পর্য্যন্ত বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক, প্রকৃত আত্মনিয়ন্ত্রণ, মানবিক অধিকার ও মূলগত ব্যক্তি স্বাধীনতা সম্পর্কে যে শ্রদ্ধার সৃষ্টি হইতে পারে না, তাহা কি যুক্তি-তর্ক দিয়া বুঝাইবার প্রয়োজন আছে ?"

* * *

যাঁহারা মনে করেন, জাপান শীঘ্রই পরাভব মানিয়া লইবে টোকিওস্থ ভূতপূর্ব্ব বৃটিশ দূত স্যার রবার্ট ক্রেগী তাঁহাদের নিরাশ করিয়াছেন। তাঁহার ন্যায় জাপান সম্পর্কে বিশেষ ওয়াকিবহাল ব্যক্তি 'সানডে এক্সপ্রেস' পত্রিকায় লিখিয়াছেন "আগামী বৎসর জুন মাসে জাপান বিনাসর্ত্তে আত্মসমর্পণ করিবে বলিয়া যাহারা আশা করিতেছেন তাঁহারা সম্ভবত নিরাশই হইবেন। খাদ্য সমস্যা জাপানের নিকট কোন সমস্যাই নহে। সামান্য মাছ ও ভাত খাইয়াই সমগ্র পরিবার বাঁচিয়া থাকিতে জানে। ইউরোপীয়গণ ইহা ধারণাও করিতে পারে না। জাপানের কলকারখানা যাহাতে সহজে শত্রুর দৃষ্টিপথে না পড়িতে পারে তাহার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। অত্যাবশ্যক শিল্পগুলি সব ভূগর্ভে নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে।"

* * *

সংবাদপত্রে প্রকাশ, বাঙ্গলায় ৯৩ ধারার শাসনের অবসান সংক্রান্ত প্রশ্ন লইয়া মিঃ এ কে ফজলুল হক নাকি মিঃ আর জি কেসির নিকট এক পত্র লিখিয়াছিলেন এবং গবর্ণর নাকি পরিষদের বিরোধী দলের নেতার ঐ চিঠির জবাবে জানাইয়াছেন, তিনি বর্ত্তমান পরিস্থিতি পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন এবং এক গণতান্ত্রিক গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি বিশেষভাবে ব্যগ্র। ভাল কথা!

আসল প্রশ্ন হইতেছে : কবে, কতদিনে ?

* * *

সংবাদ আসিয়াছে, আসাম উপত্যকার জেলাগুলিতে বহিরাগতের সমস্যাকে কেন্দ্র করিয়া স্যার সাদুল্লার মন্ত্রিমণ্ডল ভাঙ্গিয়া যাইতে পারে। সরকারী গোচারণের রিজার্ভ ভূমিতে বহিরাগতদের প্রতিষ্ঠিত করার জন্য সম্প্রতি সঙ্ঘবদ্ধভাবে চেষ্টা করা হইতেছে। প্রকাশ, মুসলিম লীগের নেতা নবাবজাদা লিয়াকৎ আলী খা খান ও চৌধুরী খালিকুজ্জমান আসামের দুইজন মন্ত্রীকে লইয়া আসাম উপত্যকায় সফর করিয়া গিয়াছেন এবং তাহার পর হইতেই ঐ ধরণের ব্যাপার ঘটিতেছে। এই প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত গোপীনাথ বরদলৈ এক বিবৃতি প্রসঙ্গে অভিযোগ করিয়াছেন, আসাম হইতে বহিরাগতদের উচ্ছেদ করার কোন নীতিই গবর্ণমেণ্ট প্রয়োগ করেন নাই। এই বহিরাগত সমস্যা আসামবাসীদের নিকট জীবন-মরণ সমস্যা। মুসলিম লীগের প্রভাব-পরিচালিত স্যার সাদুল্লা আর কতদিন জনস্বার্থের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া চলিতে পারিবেন ?

* * *

নিউইয়র্কের 'ডেলি নিউজ' পত্রিকা উহার সম্পাদকীয় প্রবন্ধে আন্তর্জ্জাতিক পরিস্থিতির আলোচনা প্রসঙ্গে বৃটেনের সহিত রুশিয়ার সংঘর্ষ বাধিতে পারে বলিয়া এক ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছেন। উক্ত পত্রিকা অতঃপর লিখিতেছেন, রুশিয়া যদি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আক্রমণ না করে তাহা হইলে মার্কিন রাষ্ট্র যেন কিছুতেই রুশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধে যোগদান না করে।

* * *

'জন্মভূমি'র সম্পাদক শ্রীযুক্ত অমৃতলাল শেঠ সানফ্রান্সিস্কো হইতে ভারতে ফিরিয়া জানাইয়াছেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থিত ভারতের এজেণ্ট জেনারেল একজন স্বাধীন অফিসর নহেন, তিনি ওয়াশিংটনের বৃটিশ দূতাবাসেরই একজন কর্ম্মচারী মাত্র। এরূপ অপমানকর ব্যবস্থা নাকি ভারত সরকার মানিয়া লইয়াছেন। আমাদের এতদিনের ধারণা ছিল উহার বিপরীত। বাহিরে ভারতীয়দের স্বাধীন প্রতিনিধিত্বের এক লোক-দেখান ঠাট বজায় রাখিয়া ভিতরে ভিতরে এরূপ অসাধু ব্যবস্থা অবলম্বনের উক্ত বিবরণ সত্য হইলে ভারত সরকার এখন কি কৈফিয়ৎ গাহিবেন ?

* * *

মার্শাল চিয়াংকাইশেক চীনের প্রধানমন্ত্রীর পদত্যাগ করিয়াছেন। এই ঘটনা যেমনি আকস্মিক, তেমনি সবিশেষ অর্থপূর্ণ। এই পদত্যাগের কার্য্যকারণের মধ্যে ষ্টিলওয়েলের সহিত চিয়াং কাইশেখ মতবিরোধের জের রহিয়াছে কিনা তাহা ভাবিবার বিষয়। নূতন প্রেসিডেণ্ট ডাঃ সুঙ্ এখনও কিন্তু আমেরিকায়ই রহিয়াছেন। চিয়াং সরিয়া দাঁড়াইবার ফলে কুওমিণ্টাং ও কমিউনিষ্ট চীনের ঐক্যের পথ সুগম হইল মনে করিলে ভুল হইবে। চীনের জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পথ সম্ভবতঃ আরও জটিল হইয়া দাঁড়াইল। ডাঃ সুঙ-এর আগামী মস্কো দৌত্য সফল না হইলে কমিউনিষ্ট চীন মারফৎ সোভিয়েট প্রভাব আর কুওমিণ্টাং মারফৎ মার্কিণ প্রভাব—এই দুই ধারার শক্তি-পরীক্ষাই কি চীনের অদূরবর্ত্তী ইতিহাস ? যাহা হউক, প্রধান মন্ত্রীর পদ ত্যাগ করিলেও মার্শাল চিয়াংকাইশেক জাতীয় গবর্ণমেণ্টের প্রেসিডেণ্ট, কুওমিণ্টাং-এর প্রেসিডেণ্ট এবং জাতীয় মন্ত্রণা পরিষদের চেয়ারম্যান এই তিনটি গুরুত্বপূর্ণ পূর্ব্ব পদে অধিষ্ঠিত রহিয়া গেলেন।

* * *

সম্প্রতি কমিউনিষ্ট নেতা মিঃ মোজাফ্‌ফর আহামদ সংবাদপত্র মারফৎ বৈপ্লবিক কার্য্যকলাপের জন্য দণ্ডিত বা নিরাপত্তার অজুহাতে ধৃত রাজবন্দী

(১৩৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

কারেন্ট একাউণ্ট

চল্‌তি হিসাব

যে কোন ব্যক্তি, কোম্পানী কিংবা মফঃস্বলের ব্যাঙ্কিং কোম্পানী কমপক্ষে ২০০৲ টাকা জমা দিয়া চলতি হিসাব খুলিতে পারেন। দৈনিক সর্ব্বনিম্ন বাকী ১০০৲ টাকার উপর শতকরা বার্ষিক আট আনা হিসাবে সুদ দেওয়া হয়। পাশ বই ও চেক্ বইয়ের কোন দাম দিতে হয় না। পাঁচ টাকা হইতে আরম্ভ করিয়া জমা অনুযায়ী যে কোন টাকার চেক্ কাটা চলে।

হাজরাদী ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস :
৮০, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
ভারতের সর্ব্বত্র ইহার শাখা-প্রশাখা বিস্তৃত। সবিশেষ জানিতে হইলে বড়বাজার ৫১০ নম্বরে ফোন্ করুন অথবা পত্র লিখুন।

কালীচরণ সেন,
ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

M P 336

কেশ গৌরব মালা নং ২ ★★★★ ইতিহাসে ★★

কেশ দিয়া বিনাইলো ধনুকের ছিলা

…শত্রু দুয়ারে; রাণা সমর সিংহের সাহায্য চেয়ে পাঠালেন দিল্লীশ্বর পৃথ্বীরাজ; রাণী পৃথা স্বামীকে বীরসাজে সাজিয়ে দিলেন নিজহাতে ঢাল, তলোয়ার, বর্শা, ধনুর্ব্বাণ দিয়ে, সর্ব্বশেষে হাতে তুলে দিলেন তাঁরই সুদীর্ঘ কেশগুচ্ছে বিনানো ধনুকের 'ছিলা'।

প্রিয়তমার কেশগুচ্ছে বিনানো ধনুকের ছিলা বহু রাজপুতবীরকে করেছে অনুপ্রাণিত; কেশের গৌরব কাহিনী বর্ত্তমানে বীরত্বের ব্যঞ্জনা না দিলেও নারীসৌন্দর্য্য রচনায় সুদীর্ঘ কেশ অপরিহার্য্য, 'হিমকল্যাণ' আপনার কেশের গৌরব বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয়।

ভেষজ বিশারদ নগেন্দ্রনাথ শাস্ত্রীর
হিমকল্যাণ
মহোপকারী আয়ুর্ব্বেদীয় কেশতৈল

হিমকল্যাণ ওয়ার্কস • কলিকাতা

UPCD HK-3

খেয়ালীর খাতা

একজন রেলকর্ম্মচারী অত্যন্ত চটিয়াছেন। চটিয়াছেন এবং চটিয়া একখানা দীর্ঘ পত্র লিখিয়াছেন। কারণ কিছুদিন আগে রেলকর্ম্মচারীরা মাহিনা ও অন্যান্য সুবিধার দিক দিয়া যে সুযোগ-সুবিধার ব্যবহার পাইতেছে সে-কথাটা লিখিয়াছিলাম। মানুষের আঁতে ঘা লাগিলে রাগ হওয়াটা স্বাভাবিক। সুতরাং রাগের জন্য ভাবনা নাই। কিন্তু ভদ্রলোক চিঠিতে এমন কতকগুলি বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছেন যাহার আর একটু আলোচনা আবশ্যক। তাঁহার বক্তব্য মোটামুটি এই :—(১) রেলে যাহারা মোটা মাহিনা, ভালো বাংলো, প্রায় বিনা পয়সায় কয়লা ও ইলেকট্রিসিটি, বাজারের সিকি দামে জ্যাম, জেলী, বিস্কুট মায় স্ত্রীর জন্য পাউডার, পমেটম পায় তাহারা বেশীর ভাগই ইংরেজ, অল্প কয়েকজন মাত্র ভারতবাসী। (২) রেলের সাধারণ কর্ম্মচারীরা অত্যন্ত কম মাহিনা পায়, তাহাদের মাহিনা আরও বেশী হওয়া উচিত। (৩) রেলের 'পাশ' মাত্র বছরে তিনখানা। পাশের লোভ না থাকিলে রেলে কেহ চাকুরী করিতেই আসিত না। (৪) রেলের কর্ম্মচারীদের প্রতি তিন মাসে একখানা কাপড় দেওয়ার ব্যবস্থা সম্প্রতি তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে, উহা আবার প্রবর্ত্তন করা উচিত। (৫) অফিসার ছাড়া সাধারণ কর্ম্মচারীরা সস্তা দামে জিনিষ পত্র পায় না। (৬) জগতে ভারতীয় রেলকর্ম্মচারীদের মতো দুঃখী আর কেহ নাই।

আমার জবাব :—(১) রেলের অফিসারেরা 'জামাই আদরে' চাকুরী করিতেছেন ইহাই আমার বক্তব্য; তাঁহারা ভারতীয় কি য়ুরোপীয় তাহা নয়। য়ুরোপীয় হইলেই তাঁহাদের অশোভন সুযোগ সুবিধাগুলির গুরুত্ব কমিয়া যায় না। তাঁহারা ভারতীয় করদাতাদের শোষণ করিতেছেন;—ভারতীয়ের দ্বারাই হউক কিম্বা য়ুরোপীয়ের দ্বারাই হউক শোষণ কথাটার অর্থ সব সময়েই এক। (২) সাধারণ কর্ম্মচারীরা ভারতবর্ষে সকল ক্ষেত্রেই কম মাহিনা পায়। শুধু রেলে নয়,—গভর্ণমেণ্টে, মার্চ্চেণ্ট আফিসে, ব্যাঙ্কে, পোষ্ট আফিসে সর্ব্বত্র। সকলেরই মাহিনা আরও বেশী হওয়া উচিত—একা রেলকর্ম্মচারীদের নহে। (৩) 'পাশ' বছরে তিনখানা কেন, আধখানাও থাকা উচিত নয়—on principle নতুবা পোষ্ট আফিসের কেরাণীদের চিঠি লিখিতে ডাক টিকিট লাগা উচিত নয়, অন্ততঃ বছরে তিনখানা চিঠির। কিম্বা টাকশালের কর্ম্মচারীদের যত ইচ্ছা নোট কুড়াইয়া আনিতে বাধা থাকা উচিত নয়, অন্ততঃ বছরে তিনবার। 'পাশ' না থাকিলে রেলে কেহ চাকুরী করিতে আসিত না একথা রেলকর্ম্মচারী নিজে এবং তাহার স্ত্রী-পুত্র ব্যতীত সংসারে আর কেহ বিশ্বাস করিবে না। (৪) কাপড় যদি চাকুরী হিসাবে পাওয়ার দাবী হয়, তবে গোটা রাইটার্স বিল্ডিং হইতে সুরু করিয়া কর্পোরেশান পর্য্যন্ত সকলকেই কাপড় দেওয়া দরকার। দিতে পারিলে অবশ্যই ভালো কথা। কারণ সকলেই নিজ নিজ আফিসের মারফতে কাপড় পাইলে সহরে কাপড়ের দুর্ভিক্ষ থাকিবে না। আফিসে চাকুরী করে না এমন লোকের সংখ্যা এখন বেশী নয়। কিন্তু তাহা না হইলে রেলের কর্ম্মচারী বলিয়াই তাহারা কাপড় পাইবেন এ ব্যবস্থা ভালো নয়, তাঁহারা কিছুদিন যে পাইয়াছেন তাহাই অন্যায়! (৫) কথাটা সত্য নয়। চাল, ডাল, আটা, ঘি এমন কি গোল আলু পর্য্যন্ত রেলকর্ম্মচারীরা—ছোট বড় সকলে—অত্যন্ত সস্তা দরে পাইয়াছেন, তাঁহাদের সস্তা দরে এ সকল যোগাইবার ফলে জনসাধারণকে রেল বাজেট হইতে কত লক্ষ টাকা 'সেলামী' দিতে হইয়াছে তাহার হিসাব স্যার এডোয়ার্ড বেম্থল এসেম্ব্লীতে দিয়াছেন। (৬) ইহা যুক্তি নয়, সেণ্টিমেণ্ট!

* * *

এইখানেই থামিতে পারিতাম। কিন্তু পত্রলেখক চিঠিতে আগাগোড়া, বিশেষ করিয়া উপসংহারে এমন একটা ভাব প্রকাশ করিয়াছেন যেন এই বিশ্বসংসারে রেলের ছোট কর্ম্মচারীদের মতো এমন সজ্জন, সাধু, স্বেচ্ছাসেবক সদৃশ নিষ্কাম পরহিতব্রতী দ্বিতীয় আর কেহ কোথাও নাই। ইহাকে রসিকতা মনে করিলে অবশ্য কথা নাই। নতুবা যে সকল প্রসঙ্গ উত্থাপন করিতে হয়, সেগুলি রুচিকর হইবে না। বলিতে হয় যে, ভারতবর্ষে দুর্নীতির—ঘুষ অথবা চুরির অপবাদ যে সকল বিভাগ সম্পর্কে সব চেয়ে বেশী পুরাতন ও পরিচিত তাহা হইতেছে পুলিশ, রেল ও আদালত। সম্প্রতি অবশ্য সরবরাহ বিভাগও এই তালিকায় যোগ হইয়াছে এবং অরুচিকর হইলেও গোপন করিয়া লাভ নাই যে, রেলের যে-দুর্নীতির সঙ্গে জনসাধারণের প্রায় প্রত্যহ পরিচয় তাহার বেশীর ভাগই ঘটে ছোট কর্ম্মচারীদের দ্বারা। ক্রুদ্ধ পত্রলেখক যদি বলেন যে, ঐ দুর্নীতির লোভ না থাকিলে কেহ রেলে চাকুরী করিতেই আসিত না তবে অবশ্য আমি নাচার। নতুবা কম বেতন বলিয়াই যে রেলে দুর্নীতির প্রসার একথা মানিতে রাজী নই। রেলে একটি মাল 'বুক' বা মাল খালাস করিতে হইলে মালবাবুকে কিঞ্চিৎ 'পান খাইতে' না দিলে কতদিন ঘুরিতে হয়, কতক্ষণ দাঁড়াইতে হয় তাহা আমরা সকলেই জানি।

১৯৫৯-৬১র
৩%
দ্বিতীয়
ভিক্টরি লোন
সম্বন্ধে কয়েকটি কথা

প্রথম ৩% ভিক্টরি লোন (১৯৫৭)-এ এগার মাসেরও কম সময়ে ১১২ কোটি টাকার উপর জমা হবার পর, এই ঋণ গ্রহণ ১৯৪৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে বন্ধ হয়।

প্রথম ভিক্টরি লোনের মতই সুবিধাজনক সর্তে ৩% দ্বিতীয় ভিক্টরি লোন প্রবর্তিত হ'লো এবং জারি থাকবে যতদিন পর্যন্ত না সরকারী বিজ্ঞাপনের দ্বারা এই ঋণ গ্রহণ বন্ধ হয়।

আপনার ব্যাঙ্কারকে লিখলেই তাঁরা সব বন্দোবস্ত করে দেবেন। তা না হ'লে, বোম্বাই, কলিকাতা, মাদ্রাজ, দিল্লী ও কানপুরের রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার অফিসে, কিংবা ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের যে কোনো শাখা অফিসে, কিংবা ট্রেজারিতে এই উদ্দেশ্যে লিখুন।

আয়কর বাদ দিয়ে শতকরা তিন টাকা হারের সুদ ১৫ই অগস্ট ও ১৫ই ফেব্রুয়ারি আপনার ঠিকানায় পাঠানো হবে। এই ঋণে আপনি যথেচ্ছ পরিমাণ টাকা খাটাতে পারবেন। এতে আপনার মূলধন সম্পূর্ণ নিরাপদ। ১৫ই অগস্ট ১৯৫৯ ও ১৫ই অগস্ট ১৯৬১র মধ্যে আপনার টাকা ফেরত পাবেন।

এ-ছাড়া হস্তান্তরের বাধা না থাকায়, আপনি যে কোনো সময়ে এই লোন বণ্ড বিক্রি ক'রে আপনার টাকা ফেরত পাবেন। এই বেলা দরখাস্ত করুন।

যাঁদের আয়কর দিতে হয় না, কিংবা অপেক্ষাকৃত কম হারে দিতে হয়, তাঁরা এই ঋণের সুদের উপর বার্ষিক আয়করও ফেরত পাবেন।

AAA 223

আপনার সহজ
১৯৫৯-৬১র
৩%
দ্বিতীয়
ভিক্টরি লোন-এ
নিয়োগ করুন

'ফিনান্স ডিপার্টমেণ্ট, গভর্নমেণ্ট অব ইণ্ডিয়া' কর্তৃক প্রচারিত

কিন্তু পোষ্টাফিসে মণিঅর্ডার পাঠাইতে তো মণি-অর্ডার ক্লার্কের বাম হস্তে কিছু গুজিতে হয় না! অথচ মণিঅর্ডার কেরাণীর মাহিনা রেলের গুডস ক্লার্কের চাইতে খুব বেশী নয়। ফার্ষ্টক্লাশে বার্থ না থাকিলেও কি করিয়া বার্থ পাওয়া যাইতে পারে, ওয়াগন কি করিয়া যোগাড় হয় তাহা আমরা শিখিয়াছি; যদিও প্রকাশ্যে বলিতে চাহি না। দানাপুর হইতে একঝুড়ি ল্যাংড়া আম পাঠাইলে হাওড়া ষ্টেশনে আসিয়া পৌছিবার পূর্ব্বেই তাহা কী প্রক্রিয়ায় অর্দ্ধ ঝুড়িতে পরিণত হয় তাহা আইনষ্টাইনের Theory of Relativityতে লেখা নাই,—প্রভাত মুখোপাধ্যায়ের গল্পগ্রন্থে আছে!

* * *

আচার ছাড়িয়া এবার আচরণের কথা বলা যাউক। এদেশের সাধারণ লোক—আপনি ও আমি—বেশীর ভাগ তৃতীয় শ্রেণীতেই যাতায়াত করি। আমাদের প্রতি রেল কর্ম্মচারীদের ব্যবহারটা কী রকম তাহা আমরাই জানি। বিশেষ করিয়া ক্ষুদে কর্ম্মচারীদের। আমরা নিজের পয়সায় টিকিট কাটিয়া রেলে চড়িতে পারিতেছি ইহাই যেন একটা মহা অনুগ্রহ প্রকাশ। অন্ততঃ তাহাদের ভাবখানা সেই রকমই। কোন এক গ্রাম্য বৃদ্ধা একদা এক ইংরেজ ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের সৌজন্যে মুগ্ধ হইয়া তাহাকে দারোগা হইবার আশীর্ব্বাদ জানাইয়াছিল। রেলের টিকিট চেকার হইতে বলিলে অধিকতর সঙ্গত হইত। পরাক্রম মেজাজ, বিক্রম ও অভদ্রতায় দারোগারা ইহাদের নিকট শিশু বলিলেই চলে। জানি ইহাদের দোষ দেওয়া বৃথা। কারণ গলদ কর্ম্মচারীদের নয়, গলদ ব্যবস্থার অর্থাৎ সিষ্টেমের।

ডাক বিভাগের সঙ্গে তুলনাটা আর একবার টানিতে হইতেছে। সেখানে সমস্ত সিষ্টেমটার মধ্যে জনসাধারণের কাজে লাগিবার—অর্থাৎ ইংরেজীতে যাহাকে বলে service—সেই মনোভাব আছে; রেলে নাই। তাই পোষ্ট আপিসে একটী অভিযোগ করিলে অবিলম্বে তাহার তদন্ত হয়। রেলে পাঁচখানা চিঠি লিখিবার আগে যদি কেহ জবাব পাইয়া থাকেন তবে তাহাকে ডার্ব্বি সুইপের টিকিট কিনিবার পরামর্শ দিব!

* * *

কলিকাতার রাস্তায় কতকগুলি নতুন বাস দেখা যাইতেছে। কিছুদিন হইল লীজ-লেণ্ডে প্রাপ্ত ৪৪টী নতুন বাস যাত্রী বহনের জন্য দেওয়া হইতেছে। আরও পঞ্চাশটী বাসের ইঞ্জিন ইত্যাদি আসিয়া পৌছিয়াছে, উপরের 'বডি'টা তৈয়ার হইলেই সেগুলিও রাস্তায় চলিতে সুরু হইবে। কিন্তু যাত্রীদের ভীড়ের তুলনায় এই সংখ্যাটা কিছুই নয়। শুধু সংখ্যার বিচারে নয়, বাসগুলি যেভাবে যাত্রী বোঝাই হয়, তাহা দেখিলেও বুঝা যাইবে কলিকাতায় যে পরিমাণে লোক বাড়িয়াছে সে তুলনায় যানবাহনের ব্যবস্থা মোটেই যথেষ্ট নয়। এ-আর-পি ও সিভিল ডিফেন্সের জন্য কলিকাতার রাস্তায় চালু প্রায় ১০৫টী গাড়ী গভর্ণমেণ্ট রিকুইজিশান করিয়াছিলেন। এখন তাহার বদলে মাত্র ৯৪টী গাড়ী দিলে চলিবে কেন? অন্ততঃ আরও একশ' বাস ও পঞ্চাশটী ট্রামগাড়ী রাস্তায় চালাইতে পারিলে লোকের দুর্দ্দশা কিছু কমিত। সে-সম্ভাবনা আছে কি না, অন্ততঃ অদূর ভবিষ্যতে আছে কি না সন্দেহ। আমার মনে হয় আর একটা ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। বাসের সংখ্যা যদি বাড়ানো সম্ভব না হয়, তবে একতলার বদলে দোতলা বাস চলতি করা ভালো। দশটা-পাঁচটায় আফিসের যাত্রী ও বাড়ী ফিরতির দল হাতের সামনে যে-বাসটা পায় তাহাতে চাপিবার জন্যই ব্যগ্র হয়, পরেরটার জন্য অপেক্ষা করিতে চায় না, দোতলা বাস একবারে যাত্রী বহন করিতে পারে বেশী। দুইটি একতলা বাস চালাইতে যে খরচ, একটি দোতলা বাস চালাইতে তাহার চাইতে খরচ কম। অন্ততঃ ড্রাইভার কণ্ডাক্টর যে কম লাগিবে তাহাও একটা সুবিধা। কারণ ভুক্তভোগীরা জানেন আজকাল কলিকাতা সহরে চেষ্টা করিলে মেয়ে বিয়ের পাত্র মেলে, কিন্তু ড্রাইভার মিলে না।

* * *

বাস চলাচলের সঙ্গে পেট্রোল রেশনিংএর সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ। এখন বেশীর ভাগই গ্যাসে চলে। নতুন বাস কিনিবার অনুমতি পাইতে হইলে আগের ভাগে স্বীকৃতি দিতে হইবে যে, বাসটি গ্যাসে চলিবে। এ-ব্যবস্থায় বাস চালাইবার উৎসাহ অনেকটা কমিয়া আসে। কারণ বেঙ্গল সাহেবের দপ্তর হইতে গ্যাস প্ল্যাণ্টের যত প্রশস্তি পত্রই প্রকাশিত হউক না কেন, আসলে মোটর গাড়ীতে গ্যাস প্ল্যাণ্ট বসানো যে খুব সুবিধাজনক নয়, সেকথা এখন প্রায় সকলেই জানে। কাজেই পেট্রোল বরাদ্দ না বাড়াইলে রাস্তায় বেশী চলিবার সম্ভাবনা নাই। পেট্রোলের বরাদ্দ বাড়াইতে এখন বিশেষ অসুবিধা আছে এমন তো মনে হয় না। ইউরোপের যুদ্ধ শেষ হইয়া গিয়াছে। সমুদ্রপথ প্রায় পূর্ণ নিরাপদ। পারস্য হইতে পেট্রোল আনিতে বাধা নাই। সুতরাং অসামরিক লোকের জন্য কিছু পেট্রোল অবশ্যই দেওয়া যাইতে পারে। অন্ততঃ বেসিক রেশনের পরিমাণ প্রতি ইউনিটে দুই গ্যালন করিয়া দিলে—যাহা সর্ব্বপ্রথমে ছিল—যে-সকল মোটর গাড়ীর মালিক এখন ট্রামে বাসে ভীড় বাড়াইতে বাধ্য হইতেছেন তাহারা গাড়ী ব্যবহার করিতে পারেন। ফলে মোটরহীনেরা ট্রামে বাসে একটু হাত-পা ছড়াইবার স্থান পাইতে পারে। কলিকাতার ব্ল্যাক আউট যেমন প্রয়োজন না থাকা সত্ত্বেও অনর্থক অনেকদিন বজায় রাখা হইয়াছে, আমার ধারণা পেট্রোল রেশনিং সম্পর্কেও এখন অনাবশ্যক কড়াকড়ি চলিতেছে।

—খেয়ালী

কুমিল্লা ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন লিঃ

হেড অফিস :—কুমিল্লা। স্থাপিত — ১৯১৪।

মূলধন

অনুমোদিত— ৩,০০,০০,০০০৲ বিক্রীত— ১,০০,০০,০০০৲
বিলিকৃত— ১,০০,০০,০০০৲ আদায়ীকৃত— ৫০,০০,০০০৲ উপর
রিজার্ভ ফাণ্ড — ২৫,০০,০০০৲ উপর

শাখাসমূহ :—কলিকাতা, হাইকোর্ট, বড়বাজার, দক্ষিণ কলিকাতা, নিউ মার্কেট, হাটখোলা, ডিব্রুগড়, চট্টগ্রাম, জলপাইগুড়ি, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, বোম্বে, মান্দভি, (বোম্বে), দিল্লী, কাণপুর, লক্ষ্ণৌ, বেনারস, ভাগলপুর, কটক, ঢাকা, নবাবপুর, নারায়ণগঞ্জ, নিতাইগঞ্জ, বরিশাল, ঝালকাটি, চাঁদপুর, হাজিগঞ্জ, পুরাণবাজার, বাজার ব্রাঞ্চ (কুমিল্লা)।

লণ্ডন এজেণ্ট :—ওয়েষ্টমিনষ্টার ব্যাঙ্ক লিমিটেড।
নিউইয়র্ক এজেণ্ট :—ব্যাঙ্কার্স ট্রাষ্ট কোং অব নিউইয়র্ক।
অষ্ট্রেলিয়ান এজেণ্ট :—ন্যাশন্যাল ব্যাঙ্ক অব অষ্ট্রেলেশিয়া লিঃ।
ম্যানেজিং ডিরেক্টর :—মিঃ এন, সি, দত্ত, এম-এল-সি।

উন্নতির পরিচয়

	১৯৪৩	১৯৪৪
নূতন বীমা	১২,০০,০০০৲	২৪,০০,০০০৲
ডিপোজিট	১,০০,০০০৲	২,০০,০০০৲
বীমা তহবিল	৬,০০০৲	৭২,০০০৲
		(অডিট সাপেক্ষ)
বর্ত্তমান ডিপোজিট		৪,৫৩,০০০৲

হাওড়া ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ

—— চেয়ারম্যান ——

কর্ম্মবীর আলামোহন দাশ

৩০নং ষ্ট্র্যাণ্ড রোড্, ঃঃ কলিকাতা।

ফোন—কলিঃ ৭৫৭

আর্থিক দুনিয়ার খবরাখবর

বিদেশে রেশম উৎপাদন—"ম্যাঞ্চেষ্টার গার্ডিয়ান"-এর খবরে প্রকাশ, দুইটি দেশ অবিলম্বে রেশম উৎপাদনের এক বিশাল পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছে। ইতালীয় সরকার রেশম উৎপাদনকারী প্রদেশসমূহে প্রত্যেক রেশমচাষীকে রেশম কীটের ডিম সরবরাহ করিতেছেন এবং যাহাতে প্রচুর পরিমাণে রেশম প্রস্তুত হইতে পারে, তাহার জন্য উৎসাহ দিতেছেন। স্বাধীন চীনে চারিটি সরকারী ব্যাঙ্ক জেচোয়ানের রেশম শিল্পের সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণকে ১২০ কোটী চীনা ডলার ঋণ দিতে মনস্থ করিয়াছেন। জেচোয়ানে অবস্থিত রেশম শিল্পের প্রভূত উন্নতি হইয়াছে এবং এখানে নাকি আরো উন্নতি হইবার অবকাশ রহিয়াছে।

মহীশূরে রেডিও নির্ম্মাণ শিল্প—প্রকাশ, গ্রেটবৃটেনস্থিত ফিলকো ইলেকট্রিক্যাল এণ্ড ইঞ্জিনীয়ারিং রেডিও গ্রুপ-এর চেয়ারম্যান ও ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ এল ব্যানেট-এর সঙ্গে মহীশূর রাজ সরকারের প্রতিনিধির এক সম্মেলনে যুদ্ধের পর মহীশূরে রেডিও নির্ম্মাণ শিল্প স্থাপনার বিষয় আলোচনা হইয়াছে।

ভারতীয় ছাত্রদের বিদেশ যাত্রা—ভারত সরকার প্রায় ১২০০০ আবেদনকারী ছাত্রের মধ্যে প্রায় ৬০০ জনকে বিভিন্ন কার্য্যকরী বিদ্যা শিক্ষার জন্য বিদেশে পাঠাইতে নির্ব্বাচিত করিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ। এই ৬০০ জন ছাত্রের মধ্যে ১৫০ জন কৃষি সম্পর্কে হাতে-কলমে শিক্ষালাভ করিবেন।

হাঙ্গরের যকৃৎ হইতে তৈল—প্রকাশ, ১৯৪৩-৪৪ সালে মাদ্রাজ সরকারের মৎস্য বিভাগ কর্ত্তৃক হাঙ্গরের যকৃৎ হইতে উৎপন্ন তৈলের মোট পরিমাণ হইয়াছে ৬ হাজার ৮ শত ৫ গ্যালন। পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসর মোট ৩ হাজার ৫ শত ৭৫ টন তৈল উৎপাদিত হইয়াছিল। এই তৈল নাকি কড মাছের যকৃৎ হইতে লব্ধ তৈল (কডলিভার অয়েল) হইতেও অধিকতর পুষ্টিকর।

বাংলায় পশুপালন ব্যবস্থা—কতক দিন পূর্ব্বে বাংলা সরকার তিনজন নিউজিল্যাণ্ডবাসী বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিকে এই প্রদেশের গোধন সমস্যা সম্পর্কে অনুসন্ধান করিবার জন্য আমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। ঐ বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিত্রয় বাংলা সরকারের অধীন একজন পশুপালনাভিজ্ঞের সঙ্গে সমগ্র প্রদেশের গোজাতি সমস্যার প্রয়োজনানুযায়ী অনুসন্ধানাদি সম্প্রতি সমাপ্ত করিয়াছেন ও নদীয়া এবং ২৪-পরগণা জিলাদ্বয়ের প্রান্তবর্ত্তী কোন জায়গায় প্রায় ৬ হাজার একর পরিমিত স্থানব্যাপী গো-প্রজনন ও পালনের একটি কেন্দ্র স্থাপন করিবার পরিকল্পনা রচনা করিয়াছেন। এই পরিকল্পনাটি কার্য্যকরী করিতে প্রায় ৫৪ লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে বলিয়া অনুমিত হয়। পরিকল্পনাটি নাকি বঙ্গীয় সরকার কর্ত্তৃক সমর্থিত হইয়াছে। প্রস্তাবিত প্রতিষ্ঠানটি স্থানীয় প্রজনন-সমস্যা, পশুর খাদ্যসমস্যা এবং উন্নততর উপায়ে দুগ্ধজাত দ্রব্য উৎপাদন ও উৎপাদিত দ্রব্য বাজারে বিক্রয় ইত্যাদি সমস্যার সমাধানে নিযুক্ত থাকিবে। কার্য্যে পরিণত হইলে পরিকল্পনাটি দ্বারা কলিকাতার দুগ্ধ-সমস্যার কথঞ্চিৎ সমাধান হইবে আশা করা যায়। উক্ত কেন্দ্র হইতে বাৎসরিক ৯ লক্ষ ২৫ হাজার টাকার অধিক আয় হইবে অনুমিত হয়।

বিলাতী সাইকেল—ক্যানাডার একটি পত্রিকায় প্রকাশ, যুদ্ধ বিরতির এক বৎসরের মধ্যেই ব্রিটিশ সাইকেল উৎপাদনকারিগণ প্রতি বৎসরে ৬০ লক্ষ সাইকেল প্রস্তুত করিতে পারিবেন। উক্ত ব্যবসায়িগণ আশা করেন যে, যুদ্ধের পর যে সমস্ত উপনিবেশে জাপানী সাইকেল বিক্রয় হইত এবং ইউরোপে যেসব স্থানে জার্ম্মাণীর সাইকেল বিক্রয় হইত, সেই সব স্থানে বিলাতী সাইকেল অধিক সংখ্যায় বিক্রীত হইতে পারিবে।

কম্পার্টমেণ্ট্যাল পরীক্ষা—আই এ ও আই এস-সি পরীক্ষায় অকৃতকার্য্য ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে যাঁহারা এক বিষয়ে অকৃতকার্য্য হইয়াছেন অথচ সমস্ত নম্বর মিলাইয়া মোট সর্ব্বনিম্ন পাশ-নম্বর পাইয়াছেন, তাঁহাদের সকলকেই এই বৎসর কম্পার্টমেণ্ট্যাল পরীক্ষা দিতে অনুমতি দেওয়া হইবে বলিয়া জানা গিয়াছে। প্রকাশ, কম্পার্টমেণ্ট্যাল পরীক্ষার্থীর সংখ্যা প্রায় ২৬৭২ জন হইবে। এই সম্পর্কে আরও প্রকাশ যে, আই এ ও আই এস-সির কম্পার্টমেণ্ট্যাল পরীক্ষা আগামী আগষ্ট মাসে অনুষ্ঠিত হইবে।

বোম্বাই সহরে দুগ্ধ সরবরাহ—প্রকাশ, বোম্বাই গবর্ণমেণ্ট ৮১৭টি দুগ্ধশালার সম্পূর্ণ দুগ্ধ গ্রহণের সিদ্ধান্ত করায় দুগ্ধশালাগুলির মালিকরা তাহাদের গ্রাহকবর্গকে গত ১লা জুন হইতে টাটকা দুগ্ধ সরবরাহ বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। এই সম্পর্কে আরও প্রকাশ, সরকারী দুগ্ধ বিতরণ কেন্দ্রগুলির জন্য যথেষ্ট দুগ্ধ প্রাপ্তির উদ্দেশ্যেই সরকার দুগ্ধশালাগুলির দুগ্ধ গ্রহণের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। এই সকল সরকারী দুগ্ধ বিতরণ কেন্দ্রগুলি হইতে নাকি অনধিক দশ বৎসর বয়স্ক বালক-বালিকা, প্রসূতি ও আসন্নপ্রসবা নারীদের সুলভে দুগ্ধ সরবরাহ করা হইয়া থাকে।

রাসায়নিক প্রতিনিধিমণ্ডলী—ভারত গবর্ণমেণ্ট ভারতীয় রাসায়নিক উৎপাদক সমিতির এক দল প্রতিনিধিকে ইংলণ্ড ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গমনের সুযোগ প্রদান করিতে সম্মত হইয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে। প্রকাশ, উক্ত প্রতিনিধিদল ঐসমস্ত দেশে রাসায়নিক শিল্পের আধুনিক উন্নতির সহিত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হইবেন। এই সম্পর্কে আরও প্রকাশ, ভারতের প্রসিদ্ধ রাসায়নিক প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রায় ১০ জন প্রতিনিধি আগামী আগষ্ট মাসে ইংলণ্ডে রওনা হইবেন।

১ হাজার গাঁইট সুতা বণ্টন—প্রকাশ, বাংলা গবর্ণমেণ্ট বঙ্গীয় কাপড়ের কল মালিক সমিতির মারফৎ ১ হাজার গাঁইট সুতা কতকগুলি মিলে বণ্টন করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। যে সমস্ত মিলে সুতা প্রস্তুত হয় না, সেই সমস্ত মিলের মধ্যেই উক্ত ১ হাজার গাঁইট সুতা বণ্টন করা হইবে বলিয়া প্রকাশ।

রবীন্দ্র-স্মৃতি-ভাণ্ডার—নিখিল ভারত রবীন্দ্র স্মৃতি রক্ষা সমিতির জেনারেল সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত এস সি মজুমদার সম্প্রতি ঘোষণা করিয়াছেন যে, গত মে মাসে রবীন্দ্র স্মৃতি রক্ষা ভাণ্ডারে ১ লক্ষ ৫১ হাজার ৫০৯।৵৩ পাই সংগৃহীত হইয়াছে। এই সম্পর্কে শ্রীযুক্ত মজুমদার আরও ঘোষণা করিয়াছেন যে, রবীন্দ্র-স্মৃতি-ভাণ্ডারে এই পর্য্যন্ত সংগৃহীত মোট অর্থের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৪ লক্ষ ৫৪ হাজার ৩৫৩৵৬ পাই।

চীনে মার্কিন স্বর্ণ আনয়ন—আমেরিকার ওয়ার্ল্ড ডেলী নিউজ পত্রিকার সাম্প্রতিক সংবাদে প্রকাশ যে, আগামী জুলাই মাসের শেষভাগে আমেরিকা হইতে চীন ৭০০,০০০ আউন্স স্বর্ণ আনয়ন করিবে। চীনের অর্থনৈতিক সঙ্কট দূর করিবার উদ্দেশ্যেই এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইয়াছে বলিয়াও উক্ত সংবাদপত্রে উল্লেখ করা হইয়াছে।

বোম্বাইয়ে মিলের কাপড়ের রেশনিং—প্রকাশ, গত ৩রা জুন, রবিবার হইতে বোম্বাই সহরে ও সহরতলী অঞ্চলে মিলে প্রস্তুত কাপড়ের রেশনিং আরম্ভ হইয়াছে। এই দিন উক্ত সমগ্র অঞ্চলের ৩১৫টি অনুমোদিত দোকানে জোর কাপড় বিক্রয় হইয়াছে বলিয়াও প্রকাশ। যে সমস্ত কাপড়ের দোকান সাধারণতঃ রবিবার বন্ধ থাকে সেই সমস্ত দোকানও নাকি ঐদিন খোলা ছিল। প্রায় ৬ হাজার গাঁইট জামার কাপড়, ধুতি, শাড়ী, লংক্লথ প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকারের কাপড় অনুমোদিত

জয় পরাজয়——

——নির্ভর করে
স্নায়ুশক্তির উপরে
কারণ—প্রচুর সমরোপকরণ
কৌশলী সেনাপতি
চতুর রাষ্ট্রপতিই
যথেষ্ট নয়—
সকল সার্থক সংগ্রামে প্রয়োজন
দুর্দ্ধর্ষ সেনাবাহিনী
অনমনীয় স্নায়ুশক্তি।

স্নায়ুশক্তির কর্ম্মক্ষমতা পুনরুজ্জীবনে— মল্ট-ইষ্টন অমোঘ টনিক

ম্যালেরিয়া ও ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জার পরে, স্নায়ুদৌর্ব্বল্যে এবং বৃদ্ধিপ্রাপ্ত প্লীহা ও যকৃতের অবস্থায় নিশ্চিত ব্যবহার্য্য।

সমস্ত সম্ভ্রান্ত ঔষধালয়ে পাওয়া যায়।

দোকানগুলিতে বিলি করা হইয়াছে। অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়ার জন্য আবশ্যক বস্ত্র সরবরাহের নিমিত্ত ৪৭টি অনুমোদিত দোকানের সহিত বিশেষ বন্দোবস্ত করা হইয়াছে বলিয়াও প্রকাশ। এই সমস্ত দোকানে নাকি ২৩ গাঁইট কাপড় দেওয়া হইয়াছে। হাসপাতালের জন্য বস্ত্র সরবরাহের বিশেষ ব্যবস্থা করা হইয়াছে বলিয়াও জানা গিয়াছে।

কর্পোরেশন শ্রমিকের নিম্নতম বেতন—প্রকাশ, কলিকাতা কর্পোরেশনের আগামী সভায় বাংলার লেবার কমিশনারের নিকট হইতে কর্পোরেশনের সমস্ত শ্রমিক ও নিম্নতম কর্ম্মচারী, যাহারা ১৩৲ টাকা হইতে ২০৲ টাকা মাসিক বেতন পায়, তাহাদের নিম্নতম বেতন নির্দ্দিষ্ট করিবার সম্পর্কে যে চিঠি দিয়াছেন, তাহার সম্বন্ধে বিবেচনা করা হইবে। এই সম্পর্কে আরও প্রকাশ যে, লেবার কমিশনার এই সমস্ত শ্রমিক ও কর্ম্মচারীদের নিম্নতম বেতন ২০৲ টাকা ধার্য্য করিতে বলিয়াছেন। কলিকাতা কর্পোরেশনের এইরূপ প্রায় ১৪০০০ শ্রমিক ও কর্ম্মচারী আছে বলিয়া জানা গিয়াছে। তাহাদের মধ্যে প্রায় ১২০০০ আর্দ্দালী ও পিয়ন রহিয়াছে। এই সমস্ত আর্দ্দালী ও পিয়ন ১৪-১-২০ টাকা হিসাবে নিযুক্ত হয়।

কুনমিং কলিকাতা টেলিফোন যোগাযোগ—চীনে মাল সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নতিসাধনকল্পে কলিকাতা হইতে কুনমিং (চীন) পর্য্যন্ত ২০০০ মাইল দীর্ঘ টেলিফোন লাইন বসান হইয়াছে বলিয়া কুনমিং-এর সাম্প্রতিক সংবাদে ঘোষণা করা হইয়াছে।

মেডিক্যাল স্কুলকে কলেজ করিবার প্রস্তাব—বাংলা গবর্ণমেণ্টের সার্জ্জন জেনারেল সম্প্রতি ঢাকা মিটফোর্ড হাসপাতাল পরিদর্শন করেন। প্রকাশ, তিনি ঢাকার সিভিল সার্জ্জনের সহিত স্থানীয় মেডিকেল স্কুলটিকে কলেজে পরিণত করিবার প্রস্তাব কিভাবে কার্য্যকরী করা যায় সে সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করেন। তাঁহাদের রচিত পরিকল্পনা নাকি বাংলা গবর্ণমেণ্টের অনুমোদনের অপেক্ষায় আছে। আগামী ১৯৪৭ সালে ঢাকার মেডিকেল স্কুলটিকে মেডিকেল কলেজে পরিণত করা হইবে বলিয়া নাকি তাঁহারা আশা করেন। এই সম্পর্কে আরও প্রকাশ, মিটফোর্ড হাসপাতালে বর্ত্তমানে ২৬০টি বেড আছে।

বাড়ী রং ও মেরামত সম্পর্কিত আদেশ—বাংলা গবর্ণমেণ্টের সম্প্রতি প্রকাশিত এক বিজ্ঞপ্তিতে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, বাংলা দেশে বাড়ী রং করা ও গৃহাদি মেরামত সম্পর্কে সমস্ত নিয়ন্ত্রণাদেশ প্রত্যাহার করা হইয়াছে।

যুদ্ধোত্তর ভারতে বিমান চলাচল—যুদ্ধোত্তর ভারতে বেসামরিক বিমান চালনা সম্বন্ধে কেন্দ্রীয় সরকার যে পরিকল্পনা রচনা করিয়াছেন তাহাতে স্থির হইয়াছে যে, ভারতের প্রধান প্রধান বিমান বন্দরগুলিকে আকাশপথে পরস্পরের সহিত সংযুক্ত করা হইবে। কলিকাতা ও করাচী ভারতে গমনাগমনের দুইটি প্রধান কেন্দ্র। প্রকাশ, এই দুইটি সহরকে আকাশ পথে কয়েকটি মূল পথ দ্বারা যুক্ত করা হইবে এবং ইহার সহিত যোগাযোগ রক্ষা করিয়া দিল্লী, বোম্বাই ও মাদ্রাজ হইতেও কতকগুলি যাত্রী ও মালবাহী বিমান চলাচল করিবে। এই সম্পর্কে আরও প্রকাশ, এই সকল যাত্রী ও মালবাহী বিমানের ভ্রমণ-পথ মোট ১১ হাজার মাইলের উপর হইবে এবং প্রতি বিমানে ১০ হইতে ২০ জন যাত্রীর স্থান থাকিবে। যুদ্ধোত্তর যুগের প্রথম দিকটায় এইরূপভাবেই কাজ চলিবে বলিয়া জানা গিয়াছে। ইহা হইতে একথা বোঝায় না যে, ভবিষ্যতে এই বিমান চলাচল আরও বৃদ্ধি পাইবে না। ভারত গবর্ণমেণ্ট আশা করেন যে, অদূর ভবিষ্যতে এই বিমানপথের বহু নূতন শাখা-প্রশাখা প্রসারিত হইবে।

সার্ভিস এডভারটাইজিং এজেন্সী—মিঃ আনন্দ মুন্সী সার্ভিস এডভারটাইজিং এজেন্সীর আর্ট ডিরেক্টর হিসাবে যোগদান করিয়াছেন। ইতিপূর্ব্বে তিনি টাইমস অব ইণ্ডিয়া এবং ডি জে কিমার এণ্ড কোম্পানীর সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। মিঃ মুন্সী ভারতবর্ষের সৃজনীশক্তিসম্পন্ন আর্টিষ্টদের অন্যতম। আধুনিক কালে তিনি অনেক চমকপ্রদ বিজ্ঞাপন প্রচারের পরিচালক হিসাবে কাজ করিয়াছেন। আশা করা যায় যে, মিঃ মুন্সীর সাহচর্য্যে সার্ভিস এডভারটাইজিং এজেন্সী ভারতীয় বিজ্ঞাপন শিল্পে অধিকতর কৃতকার্য্যতা লাভ করিতে পারিবেন।

ভারতে ইঞ্জিন ও বয়লার নির্ম্মাণ—প্রকাশ, শীঘ্রই ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ের সিংভূম কারখানার পরিচালনা ভার ইণ্ডিয়ান ষ্টেট রেলওয়েজ হইতে টাটা কোম্পানীর নিকট হস্তান্তরিত করা হইবে এবং টাটা কোম্পানী বয়লার ও রেল

দাশ ব্যাঙ্ক লিমিটেড্

৯-এ ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

চেয়ারম্যান—কর্ম্মবীর আলামোহন দাশ

আধুনিক সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

ব্যাঙ্ক অব ক্যালকাটা লিঃ

(ক্লিয়ারিংয়ের সর্ব্বপ্রকার ব্যবস্থা আছে)

১৯৪৪ সনের শেষে মোটামুটি আর্থিক পরিচয়

অনুমোদিত মূলধন ১,০০,০০,০০০৲ বিলিকৃত ও বিক্রীত মূলধন ১৪,০০,০০০৲

আদায়ীকৃত ও মজুত তহবিল ৮,০০,০০০৲ কার্য্যকরী মূলধন ১,০০,০০,০০০৲

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—ডাঃ এম, এম, চ্যাটার্জ্জি

স্থাপিত—১৯৩১ ফোন : ক্যাল ৪৫৪৯

ভাগীরথী ব্যাঙ্কিং এণ্ড হাউসিং

কোম্পানী লিমিটেড্

রেজিষ্টার্ড অফিস—১৫, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

চল্‌তি হিসাবের সুদ ... ½%

সেভিংস্ আমানতের সুদ ... ২%

গত ৫ই মার্চ্চ, দক্ষিণ কলিকাতা শাখা, ৮৬এ রাসবিহারী এভিনিউস্থিত ভবনে খোলা হইয়াছে।

অনুমোদিত জামিনে ব্যবসায়িগণকে টাকা ধার দেওয়া হয়।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—মিঃ এস্ এম্ ব্যানার্জ্জি

দি

ত্রিপুরা মডার্ণ ব্যাঙ্ক

লিমিটেড

(সিডিউল্‌ড্)

ভারত সরকার ইহাকে সিডিউল্‌ড্ ব্যাঙ্ক বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন।

পৃষ্ঠপোষক :

ত্রিপুরাধিপতি মহারাজ মাণিক্য বাহাদুর

কে, সি, এস, আই।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর :

রাজসভাভূষণ হরিদাস ভট্টাচার্য্য।

হেড অফিস—আগরতলা (ত্রিপুরা ষ্টেট)

রেজিষ্টার্ড অফিস—আখাউরা (বি এণ্ড এ রেলওয়ে)।

কলিকাতা অফিসসমূহ :

৬, ক্লাইভ ষ্ট্রীট

২০১, হ্যারিসন রোড।

ইঞ্জিন নির্ম্মাণ করিবেন। এই প্রসঙ্গে ইহাও উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, এই সর্ব্বপ্রথম ভারতীয়দের দ্বারা ভারতীয় রেলপথে ব্যবহারের জন্য রেল ইঞ্জিন নির্ম্মাণ করা হইবে। এই সম্পর্কে আরও প্রকাশ যে, এই বৎসরের শেষভাগে সিংভূম কারখানায় প্রথমে বয়লার নির্ম্মাণ করা হইবে। পরে যথাসম্ভব দ্রুত রেল ইঞ্জিন নির্ম্মাণের ব্যবস্থা করা হইবে। টাটা কোম্পানী প্রথম বৎসর ৫০টি বয়লার ও দ্বিতীয় বৎসর হইতে প্রতি বর্ষে ১০০টি বয়লার নির্ম্মাণ করিবেন বলিয়া জানা গিয়াছে। প্রকাশ, ভারত গবর্ণমেণ্ট টাটা কোম্পানীর প্রস্তুত বয়লার ও রেল ইঞ্জিন ক্রয় করিবেন এই মর্ম্মে এক প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। এই সম্পর্কে আরও প্রকাশ যে, টাটা কোম্পানী যদি অধিকসংখ্যক রেলওয়ে ইঞ্জিন ও বয়লার প্রস্তুত করিতে সমর্থ হন, তবে ভারত গবর্ণমেণ্ট বিদেশ হইতে বয়লার ও রেল ইঞ্জিন আমদানী না করিয়া টাটা কোম্পানীর প্রস্তুত বয়লার ও রেল ইঞ্জিনই শুধু ক্রয় করিবেন বলিয়াও নাকি ভারত গবর্ণমেণ্ট প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন।

রেডিও সন্ড—প্রকাশ, ভারতীয় আবহাওয়া বিভাগ সম্প্রতি রেডিও সন্ড নামে এক প্রকার নূতন যন্ত্র আবিষ্কার করিয়াছেন। দিল্লীর আপার এয়ার অফিস ও পুণা আবহাওয়া অফিসের আপার এয়ার সেক্সন নাকি এই প্রকার যন্ত্র উদ্ভাবন করেন। প্রকাশ, বায়ুমণ্ডলের উপরের স্তরের চাপ, উত্তাপ ও জলীয় বাষ্প সম্বন্ধীয় বহু মূল্যবান সংবাদ সংগ্রহের কার্য্যে এই যন্ত্রটি বিশেষ সহায়তা করিবে। মাত্র কয়েক আউন্স ওজনের এই ক্ষুদ্র যন্ত্রটি একটি বেলুনের সহিত বাঁধিয়া দেওয়া হয়। হাইড্রোজেন গ্যাস দ্বারা স্ফীত বেলুন এই যন্ত্রকে ৮ হইতে ১০ মাইল উর্দ্ধে লইয়া যায়। বায়ুমণ্ডলের এইরূপ উচ্চ স্তর হইতে রেডিওসন্ড রেডিও তরঙ্গের সাহায্যে ভূমিতে বার্ত্তা প্রেরণ করিয়া থাকে। সেই বার্ত্তা আবার আপনা হইতেই ভূমিতে রক্ষিত যন্ত্রে ধরা পড়ে। প্রকাশ, একমাত্র রেডিও বালব ছাড়া, রেডিওসন্ডের আর সমস্ত অংশই ভারতবর্ষে প্রস্তুত হইতেছে।

বিনামূল্যে দুগ্ধ বিতরণ—প্রকাশ, মাদ্রাজ গবর্ণমেণ্ট মাদ্রাজ কর্পোরেশনের অধীনে শিশু মঙ্গল কেন্দ্রের মারফতে দুই বৎসরের কম বয়স্ক শিশুকে এবং প্রসূতিদিগকে বিনামূল্যে দুগ্ধ সরবরাহ করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। মাদ্রাজ গবর্ণমেণ্টই দুগ্ধের মূল্য দিবেন এবং বিনামূল্যে বিতরণের জন্য ঐ দুগ্ধ কর্পোরেশনের হাতে দেওয়া হইবে বলিয়াও প্রকাশ।

কাপড়ের গাঁইট সম্পর্কে নির্দ্দেশ—সম্প্রতি ইণ্ডিয়া গেজেটে একটি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করিয়া ভারত গবর্ণমেণ্ট সমস্ত কাপড় প্রস্তুত

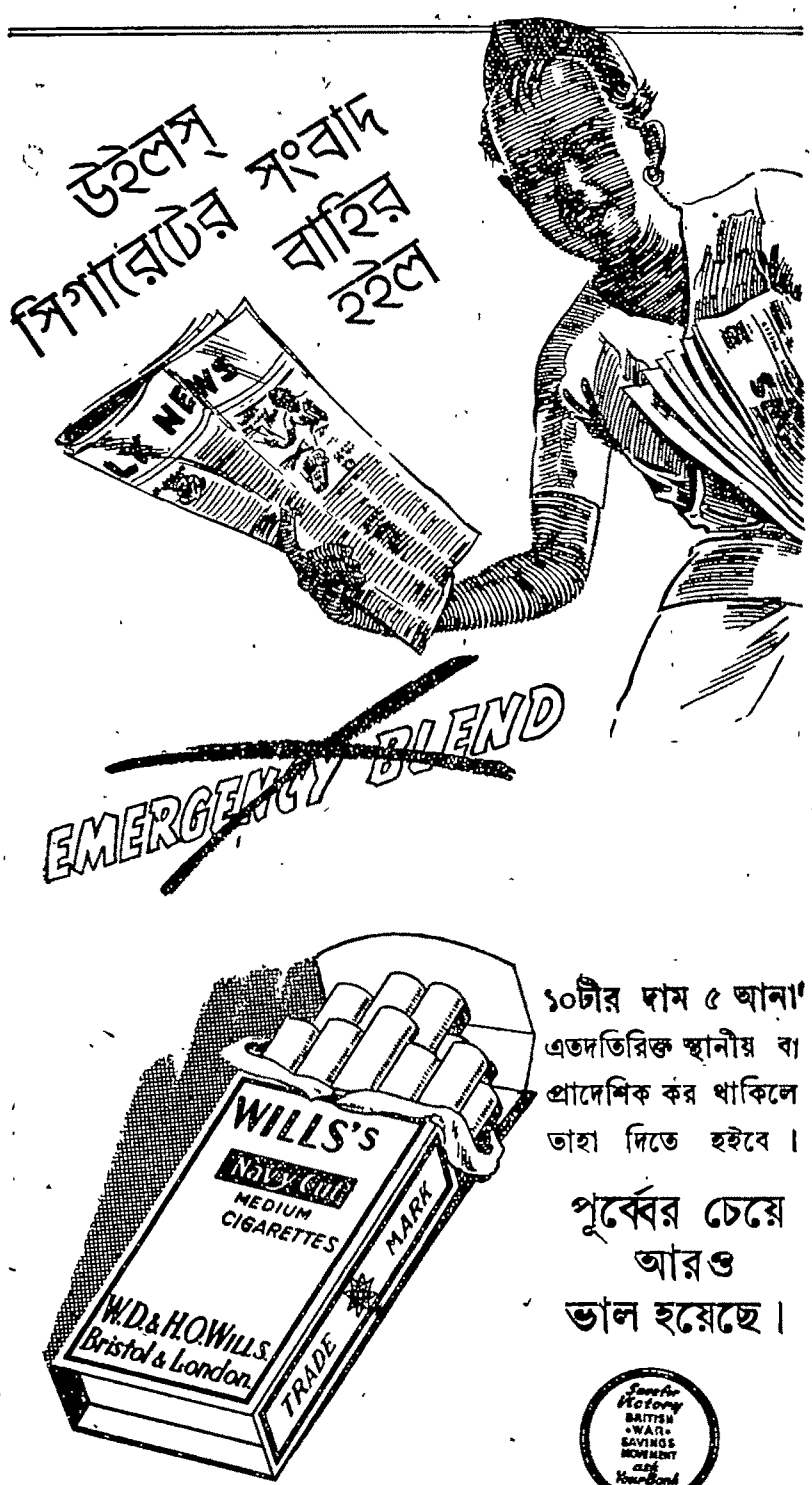

কারককে এই নির্দ্দেশ দিয়াছেন যে, টেক্সটাইল কমিশনারের বিশেষ আদেশ ব্যতীত কেহ প্রতি গাঁইটে ১৪৫০ গজের কম অথবা ১৫৫০ গজের বেশী কাপড় বাঁধিতে পারিবে না। যে সমস্ত কাপড় বিদেশে রপ্তানী হইবে শুধু সেই সম্পর্কেই এই নির্দ্দেশ প্রযোজ্য হইবে না বলিয়াও উক্ত বিজ্ঞপ্তিতে নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

সৈন্যদের জন্য স্নানাগার—প্রকাশ, বাংলার বৃটিশ ও ভারতীয় বাহিনীর জেনারেল কম্যাণ্ডিং অফিসার মেজর জেনারেল ডি ষ্টুয়ার্ট গত ৭ই জুন অপরাহ্ণ সাড়ে পাঁচ ঘটিকার সময় ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হলের নিকটে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল স্নানাগার নামে একটি স্নানাগারের উদ্বোধন করিয়াছেন। এই স্নানাগারে প্রায় ১০ লক্ষ গ্যালন জল ধরে এবং জল সর্ব্বদাই বিশুদ্ধ রাখারও ব্যবস্থা করা হইয়াছে। সৈন্যদলের নারী কর্ম্মিগণও এই স্নানাগার ব্যবহার করিতে পারিবে। প্রত্যহ বেলা ১০টা হইতে রাত্রি ৮টা পর্য্যন্ত উক্ত স্নানাগার সৈন্যদের জন্য উন্মুক্ত থাকিবে বলিয়া জানা গিয়াছে। স্নানার্থীদের আট আনা করিয়া প্রবেশমূল্য দিতে হইবে এবং ঐ আট আনার মধ্যেই তাহাকে স্নানের পোষাক ও তোয়ালে দেওয়া হইবে। সাধারণ মূল্যে খাদ্য সরবরাহের জন্য তথায় একটি ক্যাণ্টিনের ব্যবস্থাও করা হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

ঔষধ নিয়ন্ত্রণ আদেশ—নয়াদিল্লীর সম্প্রতি প্রকাশিত এক সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ, ভারত গবর্ণমেণ্ট ঔষধ নিয়ন্ত্রণ আদেশের সংশোধন করিয়াছেন। উহার ফলে, কতকগুলি ঔষধের মূল্য কমিয়া গিয়াছে। আগামী ২রা জুলাই হইতে পরিবর্ত্তিত মূল্যে ঐ সকল ঔষধ বিক্রয় করা হইবে। লাইসেন্সপ্রাপ্ত খুচরা ঔষধ বিক্রেতাদিগকে শীঘ্রই ঐ পরিবর্ত্তিত মূল্যতালিকা সরবরাহ করা হইবে বলিয়াও উক্ত বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হইয়াছে।

মিঃ বি, আর সেন—প্রকাশ, ভারত গবর্ণমেণ্টের খাদ্য বিভাগের সেক্রেটারী মিঃ হাচিন্স সম্প্রতি চারি মাসের ছুটিতে বিলাত যাইবেন। তাঁহার স্থলে ভারত গবর্ণমেণ্টের ফুড ডিরেক্টর জেনারেল মিঃ বি আর সেন সাময়িকভাবে নিযুক্ত হইয়াছেন, জানা গিয়াছে। এই সম্পর্কে আরও প্রকাশ যে, বিলাতে অবস্থানকালে খাদ্য পরিচালন সম্পর্কে বিলাতে প্রচলিত ব্যবস্থাদির পর্য্যবেক্ষণ করিয়া ভারতে প্রত্যাবর্ত্তনের পর বিলাতে প্রচলিত খাদ্য ব্যবস্থাদি ভারতেও প্রয়োগ করিতে পারিবেন বলিয়া মিঃ হাচিন্স্ নাকি আশা পোষণ করেন।

বেঙ্গল মেডিকেল রিলিফ কো-অর্ডিনেশন কমিটি—প্রকাশ, বাংলা গবর্ণমেণ্ট ১৯৪৫ সালের মে মাস হইতে ৬ মাসকাল বেঙ্গল মেডিকেল রিলিফ কো-অর্ডিনেশন কমিটি ও উহার অধীনস্থ সমস্ত রিলিফ প্রতিষ্ঠানের অর্দ্ধেক ব্যয় বহন করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন। এই সম্পর্কে আরও প্রকাশ যে, বর্ত্তমানে উক্ত কমিটির বাংলার বিভিন্ন স্থানে ৭৪টি কেন্দ্র আছে। উক্ত প্রত্যেক কেন্দ্রের জন্য নাকি মাসিক প্রায় ৬ শত টাকা ব্যয় হয়। বাংলা গবর্ণমেণ্ট বিনামূল্যে ম্যালেরিয়া প্রতিষেধক ঔষধও উক্ত কেন্দ্রগুলিতে সরবরাহ করিতে সম্মত হইয়াছেন বলিয়াও জানা গিয়াছে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়—প্রকাশ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিণ্ডিকেট গত ১লা জুন হইতে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ম্মচারিগণকে নিম্নলিখিত হারে মাগগী ভাতা মঞ্জুর করিয়াছেন :—

মাসিক ১ শত টাকা বেতনের কর্ম্মচারিগণকে শতকরা ১৭৷৷০ টাকা হারে এবং ১ শত টাকার উপর হইতে মাসিক ৩ শত টাকা বেতনের কর্ম্মচারিগণকে শতকরা ১০৲ টাকা হারে। এই সম্পর্কে আরও প্রকাশ, বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃপক্ষ নিম্ন বেতনের কর্ম্মচারীদের মাসিক ১১ টাকা এবং ২৫০ টাকা টাকা বেতন পর্য্যন্ত অপরাপর কর্ম্মচারীদের মাসিক ১৫৲ টাকা করিয়া ইতিপূর্ব্বে মাগগী ভাতা দিয়া আসিতেছিলেন।

ভারতীয় ফিল্ম শিল্পের প্রতিনিধিদল—প্রকাশ, ফিল্ম শিল্পের অধুনাতম উন্নতি সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভের জন্য ভারতীয় ফিল্ম শিল্পের একটি প্রতিনিধিদল শীঘ্রই বৃটেন ও আমেরিকায় যাইবেন। ভারতীয় ছায়াচিত্রের উৎপাদন প্রণালীর উন্নতি বিধানের উদ্দেশ্যে উক্ত দুইটি

এ.এন্.এস্. নার্স হাতের ক্ষত ব্যাণ্ডেজ করছে

আহতের সেবাই সত্যিকার যুদ্ধের কাজ—আপনার সেবাপ্রবৃত্তিকে এই কাজে লাগান।

যুদ্ধে মেয়েদের যতরকম কাজ আছে তার মধ্যে নার্সিং-ই সব চেয়ে গৌরবজনক ও দরকারী কাজ। অক্জিলিয়ারি নার্সিং সার্ভিসের য়ুনিফর্ম যারা পরেন তারা ফ্লোরেন্স্ নাইটিংগেলের পদাঙ্ক অনুসরণ ক'রে সত্যিকার পরোপকার করার আনন্দ পান। চমৎকার এ কাজ। যুদ্ধের পর যখন আপনি এ.এন্.এস্. থেকে বেরিয়ে আসবেন তখন স্বাধীন উপজীবিকার জন্য বেশ উপযুক্ত হয়েই আপনি বেরোবেন, কারণ এ.এন্.এস্. এর শিক্ষা বাস্তবিকই উঁচুদরের! সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসা সংক্রান্ত যে অভিজ্ঞতা আপনি লাভ করবেন তা বাড়িতে অসুখবিসুখের সময়ে ও দেশের সেবায় কাজে লাগবে। এখনই নাম লেখান।

বিস্তারিত খবরাখবরের জন্য আজই আপনার এলাকার সেণ্ট্ জন অ্যাম্বুলেন্স্ ব্রিগেডের পরিদর্শিকাকে অথবা নিউ দিল্লীতে "ডিরেক্টর জেনারেল, ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল সার্ভিস"কে লিখুন।

এ.এন্.এস্.

মেয়েদের পক্ষে সবচেয়ে গৌরবজনক কাজ।

এ.এন্.এস্.এর বেতন অনেক বাড়ানো হয়েছে। জেনারেল সার্ভিস-এর বেতনের বর্ধিত হার: মাসিক—১৩৫৲—১৭৫৲ টাকা। বাসস্থান, আহার্য ও চাকর বিনামূল্যে পাওয়া যায়। কিংবা ইচ্ছে করলে এই সুবিধেগুলো না নিয়ে বেতনই ২০৩৲—২৪৩৲ টাকা নেওয়া চলে।

বৃটিশরাজের কিংবা কোনো ভারতীয় রাজার প্রজা এবং বয়স ১৭ বছর থেকে ৪৫ বছর এমন সব মহিলারাই এই কাজে যোগ দিতে পারেন।

কোনো রকম পূর্ব-অভিজ্ঞতা থাকার দরকার নেই, তবে যাদের আছে তারা বেশি বেতনে নিযুক্ত হবেন।

নার্স্রা খুব যত্নে থাকেন, আর স্বেচ্ছায় বিদেশে যেতে না চাইলে ভারতের মধ্যেই কাজ করেন।

AAA 1199

দেশের চিত্র নির্ম্মাণের ও তৎসংক্রান্ত কাঁচা মালের কেন্দ্রগুলি উক্ত প্রতিনিধিদল নাকি পরিদর্শন করিবেন। এই সম্পর্কে আরও প্রকাশ, উক্ত দলের দুই জন প্রতিনিধি যাতায়াতের সম্পর্কে ভারত গবর্ণমেণ্টের পদস্থ কর্ম্মচারীদের সঙ্গে নাকি ইতিমধ্যেই আলোচনা করিয়াছেন। উক্ত প্রতিনিধিদলে আছেন এস মুখার্জ্জি, কেদার শর্ম্মা, হরিশ্চন্দ্র রাও, কে এস হিরলেকার, পি এন রায়, কে শোরো ও এস সুন্দরজন।

কয়লার মূল্য হ্রাস—কেন্দ্রীয় কয়লা নিয়ন্ত্রণ বোর্ডের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া ভারত গবর্ণমেণ্ট গত ১লা জুন হইতে (১৯৪৫) কয়লার (সফট কোক) মূল্য হ্রাস করিয়া প্রতি টনের মূল্য ১৯৲ টাকা হইতে ১৭৲ টাকা ধার্য্য করার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। গত ২৫শে মে তারিখের ইণ্ডিয়া গেজেটে এই মূল্য হ্রাসের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হইয়াছে।

আই এ ও আই এস-সি পরীক্ষার ফল—প্রকাশ, আই এ পরীক্ষায় এই বৎসর শতকরা ২৯'১ জন উত্তীর্ণ হইয়াছে। গত বৎসর উত্তীর্ণ হইয়াছিল শতকরা ৩৯ জন। আই এস-সি পরীক্ষায় এবার উত্তীর্ণদের হার শতকরা ৩৫'২ জন। পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরে উত্তীর্ণদের হার ছিল শতকরা ৪৫'১ জন। আই এ ও আই এস-সি পরীক্ষার ফল ইতিমধ্যেই কলিকাতার ও মফঃস্বলের কলেজ সমূহে পাঠান হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে। এই বৎসর মোট ৮৩৭৮ জন ছাত্রছাত্রী আই এ পরীক্ষা দিবে বলিয়া নাম রেজেষ্টারী করিয়াছিলেন; তন্মধ্যে ৮০৮৯ জন উক্ত পরীক্ষা দেন। ইহাদের মধ্যে ২৩৫৬ জন উক্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন; তন্মধ্যে ৭১৫ জন প্রথম বিভাগে, ১২১৬ জন দ্বিতীয় বিভাগে এবং ৪১৬ জন তৃতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছেন। আই এস সি পরীক্ষায় এইবার মোট ৫৯৭১ জন ছাত্রছাত্রী পরীক্ষা দিবার জন্য নাম রেজেষ্টারী করিয়াছিলেন তন্মধ্যে ৫৮৪৭ জন পরীক্ষা দিয়াছিলেন। ২০৫৯ জন আই এস সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। তন্মধ্যে ৭৪৫ জন প্রথম বিভাগে, ৮৭২ জন দ্বিতীয় বিভাগে এবং ৩৫০ জন তৃতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

পরলোকে ডাঃ এইচ কে সেন—গত রবিবার বেলা দেড়টায় (৩রা জুন) কলিকাতায় বিহার গবর্ণমেণ্টের শিল্প বিভাগের ডিরেক্টর ডাঃ এইচ কে সেন পরলোক গমন করিয়াছেন। পরলোকগত ডাঃ সেনের বাড়ী ঢাকা জেলায়। তিনি অতিশয় মেধাবী ছাত্র ছিলেন। ১৯০৯ সালে তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে এম এ ডিগ্রী লাভ করেন এবং ১৯১১ সালে প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি লাভ করেন। ঐ একই বছর তিনি ইংলণ্ড যাত্রা করেন এবং লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ডি এস সি ডিগ্রী পান। অতঃপর ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া তিনি রেঙ্গুনের এক কেমিক্যাল ফ্যাক্টরীতে যোগ দেন। কিছু দিন পর তিনি ১৯২০ সালে কলিকাতায় সায়েন্স কলেজে ব্যবহারিক রসায়নের প্রধান অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হন। ইহার পর তিনি রাঁচিতে লাক্ষা রিসার্চ্চ ইনষ্টিটিউট-এর ডিরেক্টর হন। ১৯৪৪ সালে উক্ত পদ হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া তিনি বিহার গবর্ণমেণ্টের শিল্প বিভাগের ডিরেক্টর হন। মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত তিনি উক্ত পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি পত্নী ও একমাত্র পুত্র রাখিয়া গিয়াছেন। ভারতের রাসায়নিক শিল্পের তিনি একজন পৃষ্ঠপোষক ছিলেন এবং ভারতের প্লাষ্টিক শিল্পেরও তিনি অন্যতম প্রবর্ত্তক।

বিমান চালনায় রেকর্ড—প্রকাশ, রাজকীয় বিমানবাহিনীর একখানি মস্কুইটো বিমান গত ২রা জুন ইংলণ্ড হইতে ভারতে মাত্র ১২ ঘণ্টা ২৫ মিনিটে পৌছিয়া পৃথিবীর মধ্যে দ্রুত বিমান চালনার রেকর্ড করিয়াছে। উক্ত সময়ের মধ্যে সময়মত তেল লইবার জন্য কায়রোতে ৪০ মিনিট অবস্থানের সময়ও ধরা হইয়াছে। উক্ত বিমানখানি ৪৬০০ মাইল পথ ঘণ্টায় গড়ে ৪ শত মাইল বেগে অতিক্রম করিয়াছে। ইহার পূর্ব্বে ১৬ ঘণ্টা ৪৬ মিনিটে ইংলণ্ড হইতে ভারতে বিমানপথে পৌছানর রেকর্ড ছিল।

বিমান হইতে বস্তি অঞ্চলের ফটো গ্রহণ—সম্প্রতি প্রকাশিত একটি সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে জানান হইয়াছে যে, বৃটিশ বিমানবহরের "মস্কুইটো" বিমান সম্প্রতি নিম্নাকাশ হইতে কলিকাতার বস্তি অঞ্চলের ফটোগ্রাফ লইয়াছে। এই সকল ফটোগ্রাফ পরীক্ষা করিয়া যাহাতে ব্যাপকভাবে বস্তি অঞ্চলের উন্নতির ব্যবস্থা করিতে পারেন তজ্জন্য বাংলার গবর্ণর মিঃ কেসী উক্ত বিমানবাহিনীকে ফটোগ্রাফ গ্রহণের জন্য নাকি অনুরোধ জ্ঞাপন করিয়াছিলেন।

ভারত-রাশিয়া রাস্তা—হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ডের নয়াদিল্লীর সংবাদদাতার সংবাদে প্রকাশ যে, ভারত হইতে সোভিয়েট ইউনিয়নের দক্ষিণ সীমান্ত পর্য্যন্ত এক ৬০০ মাইল বাঁধান রাস্তা নির্ম্মিত হই-

টাকা খাটাইবার নির্ভরযোগ্য উন্নতিশীল জাতীয় প্রতিষ্ঠান

বেঙ্গল মেট্রোপলিটন

ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিসঃ—৩, মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড, কলিকাতা।

শাখা অফিস :—ঢাকা, কৃষ্ণনগর, নবদ্বীপ, বড়বাজার (কলিকাতা)।

২৭শে মে বহরমপুর [বেঙ্গল] শাখা খোলা হইয়াছে।

— সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য সুনির্ব্বাহ করা হয় —

জেনারেল ম্যানেজার : এম, সি, বাড়রী।

ম্যানেজিং ডাইরেক্টার : এন, এন, দাশগুপ্ত, এম-এ (কম), বি-এল।

ক্যালকাটা কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক

লিমিটেড

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার সিডিউলভুক্ত একটী উন্নতিশীল জাতীয় আর্থিক প্রতিষ্ঠান

হেড অফিস ঃ ১৫, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ডিরেক্টরবর্গ

১।	মিঃ জে, সি, মুখার্জ্জি, বার-এট্-ল	ভূতপূর্ব্ব চীফ একজিকিউটিভ অফিসার—কলিকাতা কর্পোরেশন, ডিরেক্টর :—আসাম বেঙ্গল সিমেণ্ট কোং লিঃ প্রভৃতি।
২।	খান বাহাদুর এম, এ, মমিন সি-আই-ই	ডিরেক্টর :—নিউ এসিয়াটিক ইনসিওরেন্স কোং লিঃ, আর্য্যস্থান ইনসিওরেন্স কোং লিঃ প্রভৃতি।
৩।	মিঃ জি, ডি, সোয়াইকা	প্রোপ্রাইটর :—সোয়াইকা অয়েল মিলস্, ডিরেক্টর :—দি বেঙ্গল ইন্‌সিওরেন্স এণ্ড রিয়েল প্রপারটী কোং লিঃ, ম্যানেজিং ডিরেক্টর :—সোয়াইকা কেমিকেল এণ্ড মিনারেল কোং লিঃ, সোয়াইকা ফারটিলাইজার লিঃ, সোয়াইকা ষ্ট্যাণ্ড অয়েল এণ্ড বার্ণিস্ কোং লিঃ, সোয়াইকা এক্সপোর্ট এণ্ড ইম্‌পোর্ট লিঃ, সোয়াইকা প্রপারটীজ লিঃ এবং মুর এভেনিউ প্রপারটীজ লিঃ।
৪।	মিঃ এম, সি, চন্দ্র	ডিরেক্টর :—ন্যাশনাল ষ্টীল কর্পোরেশন লিঃ, বাসন্তী কটন মিলস্ লিঃ, মহালক্ষ্মী কটন মিলস্ লিঃ প্রভৃতি।
৫।	মিঃ বি, সি, ঘোষ	কণ্ট্রোলার, হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ ইনসিওরেন্স সোসাইটি লিঃ।
৬।	মিঃ ডি, এন, দত্ত	অংশীদার এঙ্গাস কিথ এণ্ড কোং।
৭।	মিঃ এস্, দত্ত, ম্যানেজিং ডিরেক্টর	ডিরেক্টর :—এইচ, দত্ত এণ্ড সন্স লিঃ, রামদুর্লভপুর টী কোং লিঃ, ইণ্ডিয়া কলেক্‌টীভ ফার্ম্মস্ লিঃ প্রভৃতি।

জেনারেল ম্যানেজার—**মিঃ জে, এন, সেন,** বি, এ, এফ্-আর-ই-এস্, (লণ্ডন)।

য়াছে। এই রাস্তা দিয়া ভারতবর্ষ হইতে রাশিয়ায় পাট, রবার, হেসিয়ান, তামা ও টিন চালান যাইতেছে। এই সম্পর্কে আরও প্রকাশ যে, উপযুক্ত যন্ত্রপাতির অভাবে হাজার হাজার শ্রমিক হাতেই রাস্তাটি তৈয়ার করিয়াছে। আট মাসের মধ্যে রাস্তাটির নির্ম্মাণকার্য্য সম্পন্ন হয়। এই অল্প সময়ের মধ্যে পাথর দিয়া নদীগর্ভ বাঁধানো হয়, ড্রেন তৈয়ারী করা হয় এবং শত শত সেতু নির্ম্মাণ করা হয়। প্রকাশ, মোট ৩০ হাজার নরনারী এই কার্য্যে নিযুক্ত হয়। ৬ জন বৃটিশ ইঞ্জিনিয়ার উক্ত রাস্তা নির্ম্মাণকার্য্যের তত্ত্বাবধান করেন। ডেনিশ, নরউইজান, চেক ও অষ্ট্রীয়ান—চারিটি বিদেশী কোম্পানী এই রাস্তা নির্ম্মাণের কনট্রাক্ট লন। গ্রীক, যুগোশ্লাভ, বেলজিয়ান, রুশ, তুর্ক, ইতালীয়, বুলগার রুমানিয়ান ও ইরাণী—এতগুলি জাতির লোক এই কার্য্যে ব্যাপৃত হয়। ইরাণীরা প্রধানতঃ শ্রমিকের কাজ করে। বৃটিশ ও মার্কিণ সরবরাহের জন্য পশ্চিম ইরাণে যে প্রধান রাস্তা আছে, উক্ত রাস্তাটি নাকি তাহারই পরিপূরক।

মজুদ ও অতিলাভের অভিযোগ—প্রকাশ, কলিকাতা পুলিশের এনফোর্সমেণ্ট ব্রাঞ্চ ১৯৪৪ সালের জুন মাস হইতে ১৯৪৫ সালের মে মাস পর্য্যন্ত এক বৎসরে মজুদ ও অতিলাভ প্রভৃতি অপরাধের জন্য বিভিন্ন আদালতে ৯৯০৪টি মামলা দায়ের করে। উক্ত ৯৯০৪টি মামলার মধ্যে ৬৪৩টি মামলায় দণ্ড দেওয়া হয় এবং আসামীদিগকে যে অর্থদণ্ড করা হয় তাহার পরিমাণ ৯,৩১,৭২১৲ টাকা।

নিয়ন্ত্রিত মূল্যে ছাতা সরবরাহ—বোম্বাই সরকার ঘোষণা করিয়াছেন যে, আগামী কয়েক সপ্তাহের ভিতরই নিয়ন্ত্রিত মূল্যে প্রায় ১৩ লক্ষ ছাতা বাজারে বিক্রয়ের জন্য ছাড়া হইবে। পুরুষদের ব্যবহার্য্য ২৫ ইঞ্চি ছাতাসমূহের বিক্রয়মূল্য অসামরিক সরবরাহ বিভাগের কনট্রোলার জেনারেল মহোদয় কর্ত্তৃক অনুমোদিত হইয়াছে। এই ছাতাগুলি চার শ্রেণীতে বিভক্ত হইবে এবং উহাদের খুচরা বিক্রয় মূল্য ৪৲ টাকা হইতে আরম্ভ করিয়া ৮৸৵০ আনা পর্য্যন্ত হইবে।

শ্রীমান্ অরুণকুমার দত্তগুপ্ত—শ্রীকাইল কলেজ (ত্রিপুরা) হইতে শ্রীমান্ অরুণকুমার দত্তগুপ্ত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে আই-এ পরীক্ষায় এই বৎসর প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছে।

কুসুম ইঞ্জিনিয়ারিং কোং লিঃ

পটারী মেশিনারীর একমাত্র প্রস্তুতকারক।

পরিচালকমণ্ডলী আনন্দের সহিত ঘোষণা করিতেছেন যে, কোম্পানী ভারত সরকারের নিকট হইতে নূতন ৭,৫০,০০০৲ টাকার শেয়ার বিক্রয় করিবার অনুমতি পাইয়াছে। এতৎসম্পর্কে যথাসময়ে বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হইবে।

— সম্ভ্রান্ত এজেণ্ট আবশ্যক —

ম্যানেজিং এজেণ্টস্ :—এইচ, পি, বোস এণ্ড ব্রাদার্স লিঃ
২৫, সোয়ালো লেন : : কলিকাতা।
কারখানা—বেলঘরিয়া

গ্রামঃ দশেরদাবী ফোন—ক্যাল ঃ—৫৬৫৯

ইষ্টার্ণ কণ্টিনেণ্টাল ব্যাঙ্ক লিঃ

স্থাপিত ঃ ১৯২৬ ইং

হেড অফিস—কুমিল্লা

সেন্ট্রাল অফিস ঃ—৬, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
বেগুসরাই (বেহার), মানসেরা (পাঞ্জাব), পাটনা, ভালসিংসরাই (বেহার) ও নারায়ণগঞ্জ (ঢাকা) শাখা খোলা হইয়াছে।
লয়ালপুর, ক্যাম্বেলপুর এবং সেখুপুরা (পাঞ্জাব) শাখা শীঘ্রই খোলা হইবে।

—— সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয় ——

লয়্যাল ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস ঃ চাঁদপুর (ত্রিপুরা)
কলিকাতা অফিস ঃ ২৯, ষ্ট্র্যাণ্ড রোড
গ্রাম ঃ মেমোর্য্যাণ্ডাম্ ফোন ঃ ক্যাল ৫৭৬৬

শাখাসমূহ :
শিয়ালদহ, ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জ, পুরাণবাজার, মালদহ, টাঙ্গাইল, সিরাজদিখা, পাটকেলঘাটা (খুলনা), নরসিংদি।

সকলপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর :
মিঃ মনকুমার নাগ।
কলিকাতা এজেণ্ট :
মিঃ হরিহর চক্রবর্ত্তী।

অপচয় বন্ধ করুন

আপনার শরীরেই যে ছিদ্র রয়ে গেছে তার খবর রাখেন কি? নিতান্তই শব্দগত অর্থ করবেন না যেন, তাহ'লে ভুল হবে। ডাল, ভাত, মাছ, মাংস, তরী-তরকারী, দুধ, ঘি, যাহাই খাচ্ছেন গায়ে লাগছে না—এক্ষেত্রে বুঝতে হবে শরীরেই কোথাও ত্রুটি আছে, অর্থাৎ ছিদ্র আছে।

পাকস্থলীতে পরিপাক হয় ডায়াস্টেস্ এবং পেপ্সিনের সাহায্যে। সুস্থ শরীরে স্বাভাবিক নিয়মেই যথেষ্ট পরিমাণে এই দুটি জারক রস নিঃসৃত হতে থাকে কিন্তু যদি কোনও কারণে তা' না হয় তা, হ'লেই হজমের গোলমাল আরম্ভ হয়।

ডায়াপেপ্সিন

শর্করা জাতীয় এবং শ্বেতসারযুক্ত খাদ্য পাচক

ইউনিয়ন ড্রাগ

কলিকাতা

No. 1

বঙ্গীয় চান্দিনা প্রজাস্বত্ব সংশোধন বিল—সম্প্রতি বাংলার গবর্ণর ১৯৪৫ সালের বঙ্গীয় চান্দিনা (সাময়িক ব্যবস্থা) সংশোধন বিলে সম্মতি প্রদান করিয়া বিলটি বিধিবদ্ধ করিয়াছে।

(রাজনৈতিক প্রসঙ্গ—১৩০ পৃষ্ঠার পর)

যুবকদের মুক্তির প্রশ্ন দেশবাসীর সম্মুখে বড় করিয়া তুলিয়া ধরিবার চেষ্টা করিয়াছেন। এই বিস্মৃত-প্রায় দেশপ্রেমিকদের কারামুক্ত করার জন্য দেশ-ব্যাপী আন্দোলনের প্রয়োজন আমরাও স্বীকার করি। আমরা জানি, যাবজ্জীবন দণ্ডাদেশপ্রাপ্ত সাধারণ কয়েদিদের পর্য্যন্ত ১৪ বৎসর দণ্ড ভোগের পরে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। উপরোক্ত বন্দীদের মধ্যে ২১ জনের দণ্ডভোগের মেয়াদ ১৪ বৎসর পার হওয়া সত্ত্বেও তাঁহাদের এখনও মুক্তি দেওয়া হয় নাই। ২৮ জন বন্দী পূর্ণ দণ্ডভোগের পর মুক্তি লাভ করিয়া আবার ভারত রক্ষা বিধানের বলে কারারুদ্ধ আছেন। দীর্ঘ কালের কারাবাসের ফলে অধিকাংশেরই স্বাস্থ্যের অবস্থা শোচনীয়। এই প্রসঙ্গে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য, চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার মামলার কারারুদ্ধ আসামীরা ১৯৪২ সালে গবর্ণমেণ্ট মারফৎ দেশবাসীর কাছে বিবৃতি প্রদান করিয়া স্পষ্টভাষায় জানাইয়াছেন, তাঁহারা সন্ত্রাসবাদ বর্জ্জন করিয়া সমাজতন্ত্রবাদ গ্রহণ করিয়াছেন এবং ফ্যাসিষ্টবিরোধী যুদ্ধে তাঁহাদের পূর্ণ সমর্থন রহিয়াছে। তৎসত্ত্বেও এখন পর্য্যন্ত তাঁহাদের মুক্তি দেওয়া হয় নাই। লর্ড ওয়াভেলের দৌত্যের ফলে আমাদের বহুপ্রত্যাশিত কংগ্রেস নেতৃগণের মুক্তি হয় ত শীঘ্রই হইবে। এই সময় সন্ত্রাসবাদী বলিয়া বর্ণিত এই সব বন্দীর মুক্তির প্রশ্নকে দেশের গবর্ণমেণ্ট ও জনসাধারণের সামনে তুলিয়া না ধরিলে তাঁহাদের শোচনীয় অবস্থা যেমন আছে তেমনি থাকিয়া যাইবে। আমরা আশা করি তাহাদের মুক্তির দাবী জানাইয়া অচিরেই দেশ-ব্যাপী আন্দোলন আরম্ভ হইবে।

(নানাকথা —১২৬ পৃষ্ঠার পর)

অবসান ঘটিয়াছে এবং সুইডেন হইতে ভারতে প্রচুর পরিমাণে কাগজ আমদানীর সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে। কিন্তু ভারত সরকার কোন ব্যবসায়ীকে এক্ষণে সুইডেন হইতে কাগজ আমদানীর জন্য লাইসেন্স প্রদান করিতেছেন না। এই সম্পর্কে সম্প্রতি 'কমার্স' পত্রে জনৈক ব্যক্তি এরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, বৃটীশ গবর্ণমেণ্ট সুইডেনে আড়াই লক্ষ টন কাগজ মণ্ডের অর্ডার দিয়াছেন। এই মণ্ড হস্তগত হইলে তাহা হইতে কাগজ প্রস্তুত করিয়া উহা ভারতের বাজারে বিক্রয় করিবার উদ্দেশ্যেই ভারতবাসীকে এক্ষণে সুইডেন হইতে সরাসরি কাগজ আমদানীর অনুমতি দেওয়া হইতেছে না। তিনি বলেন যে, ভারতীয় কাগজের কলগুলি—যাহার মধ্যে ইংরাজদের স্বার্থই বেশী—যাহাতে অধিক পরিমাণে লাভ করিতে পারে তাহাও গবর্ণমেণ্টের উপরোক্ত মনোভাবের অন্যতম কারণ। মন্তব্য অনাবশ্যক।

* * *

বর্ত্তমান যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পর জার্ম্মানী যখন সোভিয়েট রুষিয়া আক্রমণ করে সেই সময়ে উক্ত দেশের পশ্চিম অঞ্চলস্থ সমস্ত কলকারখানা উক্ত দেশের পূর্ব্ব প্রান্তবর্ত্তী সাইবিরিয়া, উরল প্রভৃতি অঞ্চলে স্থানান্তর করা হয়। প্রকাশ যে, এই ভাবে কলকারখানা স্থানান্তর করিতে রুষিয়ার ১২ লক্ষ মালগাড়ী ও মোটর লরীর প্রয়োজন হইয়াছিল। উহার ফলে বর্ত্তমানে রুষিয়ার পূর্ব্ব অঞ্চলে বিপুল পরিমাণে ইস্পাত, কলকব্জা, বয়লার, ইঞ্জিন, ক্রেন, ট্রাক্টর, রাসায়নিক দ্রব্য, এরোপ্লেন, ডিজেল মোটর প্রভৃতি প্রস্তুত হইতেছে। প্রকাশ যে, সোভিয়েট রুষিয়া কেবল যে পশ্চিম অঞ্চল হইতে সমস্ত কল-কারখানা পূর্ব্ব অঞ্চলে স্থানান্তরিত করিয়াছে এরূপ নহে; এই সব কলকারখানা পরিচালনার জন্য উক্ত দেশের কর্ণধারগণ উরল ও সাইবিরিয়া অঞ্চলে জলপ্রপাত হইতে বিরাট বিরাট বিদ্যুৎকেন্দ্রও স্থাপন করিয়াছেন। এক্ষণে ইউরোপীয় যুদ্ধের অবসান ঘটিয়াছে। কিন্তু রুষিয়ার কর্ত্তৃপক্ষ এক্ষণে পূর্ব্ব অঞ্চল হইতে কলকারখানাগুলি আর পশ্চিম অঞ্চলে সরাইয়া আনিতেছেন না। উহার বদলে উহারা পশ্চিম অঞ্চলে অগণিত বৃহদাকার শিল্প-প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিতেছেন। মোটের উপর বর্ত্তমান যুদ্ধের ফলে রুষিয়াতে অভূতপূর্ব্বভাবে শিল্পের প্রসার হইয়াছে। এই ভাবে শিল্পের প্রসারের ফলে অদূর ভবিষ্যতে জগতের বাজারে রুষিয়া শিল্পদ্রব্য বিক্রেতা হিসাবে ইংলণ্ড ও আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের এক প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া উঠিবে বলিয়া উক্ত দেশসমূহ আশঙ্কা করিতেছেন।

পুস্তক পরিচয়

স্যাটারডে মেইল (Saturday Mail)—ইংরাজী সাপ্তাহিক পত্রিকা; সম্পাদক—মিঃ পি বি রায়। সম্পাদক কর্ত্তৃক ৫২-১এ, আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত।

আমরা সম্প্রতি উক্ত পত্রিকার একটি বার্ষিক সংখ্যা পাইয়াছি। এই সংখ্যাটি মনোজ্ঞ প্রবন্ধ-সম্ভারে সমৃদ্ধ। লেখকগণের মধ্যে শ্রীযুক্ত রাজা-গোপালাচারী, ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত হারীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, ডাঃ অমিয় চক্রবর্ত্তী, প্রফেসার ও সি গাঙ্গুলী ও শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্র-প্রসাদ ঘোষের নাম উল্লেখযোগ্য। বর্ত্তমান সংখ্যার প্রবন্ধসমূহ ভাবে ও ভাষায় সত্যই সমাদরণীয় হইয়াছে। প্রবন্ধ গৌরবের বিষয় বিবেচনা করিয়া, বিশেষতঃ কাগজের বর্ত্তমান দুর্ম্মূল্যতা ও দুষ্প্রাপ্যতা স্মরণ করিয়া সংখ্যাটির ১।০ আনা মূল্য কম বলিয়াই মনে হয়। যে সব প্রবন্ধ ও কবিতা এই সংখ্যায় স্থান পাইয়াছে তাহার প্রত্যেকটিই সারগর্ভ ও সুপাঠ্য কিন্তু এই প্রসঙ্গে আমরা ইহাও সম্পাদক মহাশয়কে স্মরণ করাইয়া দিতে চাই যে, সংস্কৃতিমূলক পত্রিকার এই রকম বিশেষ সংখ্যায় অর্থনীতিবিষয়ক কোন প্রবন্ধ না থাকিলে সমগ্র পত্রিকাটির অঙ্গহানি হয়। আশা করি সম্পাদক মহাশয়ও এই সম্বন্ধে আমাদের সঙ্গে একমত হইবেন। যাহা হউক, সর্ব্বদিক বিবেচনা করিয়া পত্রিকাটি বিদ্বজ্জন সমাজে বিশেষ প্রচারলাভ করিবে এই বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ।

গ্রাম : Ratnasree. স্থাপিত : ১৯২৯

মিনার্ভা ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন লিমিটেড

৩০, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়। উদ্যমশীল ব্যবসায়ীগণকে সুবিধাজনক সর্ত্তে ধার দেওয়া আমাদের বিশেষত্ব।

ক্যাপ্টেন জে, এম, ভাদুড়ী, চেয়ারম্যান। শ্রীঅবনী নাথ পণ্ডিত, ম্যানেজিং ডিরেক্টর
মিঃ টি, পণ্ডিত, বি, এল; কণ্ট্রোলার। মিঃ এস, বি, সরকার, ম্যানেজার।

সুবারবন ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস—২২নং ষ্ট্র্যাণ্ড রোড, কলিকাতা। ফোন : ক্যাল—৪৮৬১

শাখাসমূহ

টালীগঞ্জ (৫৪নং টালীগঞ্জ সারকুলার রোড), দক্ষিণ কলিকাতা (২৬।১, রসা রোড), টালা, দমদম, বরানগর, আলমবাজার ও দেওঘর।

ম্যানেজিং ডাইরেক্টর : মিঃ বি সি দাস, এম-এ, বি-এল

হয়তো শুনে থাকবেন

যে আমাদের তৈরী রবার ষ্ট্যাম্প ছাপার অক্ষরের মতো নিখুঁত ও সুন্দর। কিন্তু শোনা কথায় বিশ্বাস নাও হতে পারে। সেইজন্যই বলছি, কয়েকটা রবার ষ্ট্যাম্প আমাদের কাছ থেকে তৈরী করিয়ে দেখুন কথাটার পিছনে কোনও সত্য আছে কি না। এ-ছাড়া অপিসের কাজের দুটি অতি প্রয়োজনীয় বস্তু—ডেটার্স ও নিউমারেটার্স—আমাদের নিজ কারখানার সুযোগ্য তত্ত্বাবধানে তৈরী হয়ে থাকে। অপিস মালিকের অনেকে এ-দুটি ব্যবহার করে সুখ্যাতি করেছেন। আপনার প্রয়োজন থাকলে আজই লিখুন।

ন্যাশনাল রবার প্রোডাক্টস্

ম্যানেজিং এজেন্টস্ : রয়কো,
১-৩এ, বিডন রো, কলিকাতা।

দি সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া লিঃ

স্থাপিত—ডিসেম্বর—১৯১১

ভারতীয় বৃহত্তম জয়েণ্ট ষ্টক ব্যাঙ্ক

অনুমোদিত মূলধন ৫,২৫,০০,০০০৲ টাকা
বিলীকৃত মূলধন ৫,০৪,৩৯,৬০০৲ টাকা
আদায়ীকৃত মূলধন ২,৫১,০২,২০০৲ টাকা
রিজার্ভ ও অন্যান্য তহবিল ২,৫৪,৭২,০০০৲ টাকা
আমানতের পরিমাণ (৩১-১২-৪৪ তারিখে) ৯৪,৪৮,৬৭,০০০৲ টাকা
হেড অফিস—মহাত্মা গান্ধী রোড, ফোর্ট, বোম্বাই

ভারতের সর্ব্বত্র ২৬০টীর অধিক ব্রাঞ্চ ও পে-অফিস আছে।

স্যার এইচ, পি, মোদী, কে, বি, ই, চেয়ারম্যান। ম্যানেজিং ডিরেক্টর : মিঃ এইচ, সি ক্যাপটেন, জে, পি।
লণ্ডন এজেণ্টস্ : বারক্লেস ব্যাঙ্ক লিঃ ও মিডল্যাণ্ড ব্যাঙ্ক লিঃ। নিউইয়র্ক এজেণ্ট : দি গ্যারাণ্টি ট্রাষ্ট কোং অব নিউইয়র্ক।
সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়। সর্ত্তাবলী পত্র লিখিয়া জানুন।

কলিকাতার শাখাসমূহ—মেন অফিস—১০০, ক্লাইভ ষ্ট্রীট; বড়বাজার—৭১, ক্রশ ষ্ট্রীট; নিউ মার্কেট—১০, লিণ্ডসে ষ্ট্রীট; শ্যামবাজার—১৩৩, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট; ভবানীপুর—৮-এ, রসা রোড। বঙ্গদেশ—ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, মীরকাদিম, জলপাইগুড়ি, শিলিগুড়ি, বর্দ্ধমান, দিনাজপুর, রংপুর, ভৈরববাজার, ময়মনসিংহ, কালিংপঙ্ এবং কুলটী। বিহার—জামসেদপুর, মজাফ্‌রপুর, সাসারাম, গয়া, ছাপরা, জয়নগর, সীতামারি, বেটিয়া, মধুবণী, খাগাড়িয়া, রকসউল, মোগাছিয়া, ভাগলপুর, পাটনা, পাটনা সিটি, কাটিহার, কিষাণগঞ্জ, ফরবেশগঞ্জ, সাহেবগঞ্জ, বালিয়া, বৈরাগলিয়া, কলগঞ্জ, সমস্তিপুর ও পুকলিয়া, দেওঘর, বনমংখি। উড়িষ্যা—সম্বলপুর।

কোম্পানী প্রসঙ্গ

নাথ ব্যাঙ্ক লিঃ

গত সপ্তাহে নাথ ব্যাঙ্কের ১৯৪৪ সালের কার্য্যবিবরণী সমালোচনা প্রসঙ্গে মুদ্রাকর প্রমাদ বশতঃ এরূপ প্রকাশিত হইয়াছে যে, উক্ত বৎসরে এই ব্যাঙ্ক উহার অংশীদারগণকে আয়করমুক্ত শতকরা বার্ষিক ৮৲ টাকা হারে লভ্যাংশ দিবেন স্থির করিয়াছেন। প্রকৃত প্রস্তাবে উক্ত বৎসরের জন্য ব্যাঙ্কের অংশীদারগণকে আয়করমুক্ত শতকরা বার্ষিক ৮৲ টাকা হারে লভ্যাংশ দেওয়া স্থির হইয়াছে।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ

আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম যে, সম্প্রতি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কমার্শিয়াল ব্যাঙ্কের পুরী, সুনামগঞ্জ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, বহুবাজার ও পার্ক সার্কাস শাখাসমূহ খোলা হইয়াছে। ভাশন্যাল লিটারেচার কোম্পানীর ভূতপূর্ব্ব জেনারেল ম্যানেজার শ্রীযুত অমরেন্দ্র মুখোপাধ্যায় গত বৈশাখ হইতে এই ব্যাঙ্কের শ্যামবাজার শাখার ম্যানেজাররূপে যোগদান করিয়া অত্যল্পকালের মধ্যেই উক্ত শাখার প্রভূত উন্নতি সাধন করিয়াছেন। আমরা এই প্রতিষ্ঠানের সর্ব্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করি।

ডি জে টাইপরাইটার্স এণ্ড ইঞ্জিনীয়ারীং ওয়ার্কস্ লিঃ

সম্প্রতি টাইপরাইটার, গ্রামোফোন, সাইকেল, সেলাই-কল ইত্যাদি ও ইহাদের অংশসমূহ তৈরী করার উদ্দেশ্যে উপরি উল্লিখিত কোম্পানীটি গঠিত হইয়াছে। কোম্পানীর অনুমোদিত মূলধন ৫ লক্ষ টাকা। মিঃ জয়কৃষ্ণ সিংহ উহার ম্যানেজিং ডিরেক্টর নিযুক্ত হইয়াছেন। ৭, গণেশচন্দ্র এভেনিউ-এ "ব্র্যাবোর্ন কোর্টে" কোম্পানীর রেজিষ্টার্ড অফিস। আমাদের দেশে টাইপরাইটার ইত্যাদি যন্ত্র তৈরী তো হয়ই নাই এমন কি ইহাদের অংশসমূহও আমাদিগকে বিদেশ হইতে সংগ্রহ করিতে হয়। এই অসুবিধা আমরা সকলেই বর্ত্তমানে যুদ্ধের জন্য বিশেষভাবে অনুভব করিতেছি। সুতরাং উক্ত কোম্পানী যদি এই উদ্দেশ্যে সাফল্যের সঙ্গে কাজ করিতে পারেন তবে দেশের একটি সত্যিকারের অসুবিধা দূরীভূত হয়।

সোনার বাংলা ব্যাঙ্ক লিঃ

গত ২৭শে মে ১২৯সি, রসা রোডে রায় অঘোর নাথ অধিকারী বাহাদুরের সভাপতিত্বে সোনার বাংলা ব্যাঙ্কের কালীঘাট শাখার উদ্বোধন হয়। দক্ষিণ কলিকাতার বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি সভায় উপস্থিত ছিলেন। ব্যাঙ্কের ম্যানেজিং ডিরেক্টার মিঃ সুনীলকৃষ্ণ রায় চৌধুরী ব্যাঙ্কটির ইতিহাস বর্ণনা করেন। শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন যে, শিল্প ও বাণিজ্যে আমাদের দেশকে স্বাবলম্বী করিতে হইলে এই ধরণের বহু ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হওয়া আবশ্যক। সভাপতি মহাশয় ব্যাঙ্কের উন্নতি কামনা করেন। শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত সভাপতিকে ধন্যবাদ দিবার পর জলযোগান্তে সভার কার্য্য শেষ হয়।

লয়্যাল ব্যাঙ্ক লিঃ

গত ২১শে মে, সোমবার খুলনা জেলার পাটকেলঘাটায় ও ২৪শে মে, বৃহস্পতিবার ঢাকা জেলার নরসিংদিতে লয়্যাল ব্যাঙ্কের দুইটি শাখার উদ্বোধন করা হইয়াছে। উভয় স্থানেই স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও ভদ্রমহোদয়গণ উদ্বোধন উৎসবে যোগদান করিয়া ব্যাঙ্কের উদ্যোক্তাগণকে উৎসাহিত করিয়াছেন। কলিকাতা হইতে ব্যাঙ্কের ডিরেক্টার মিঃ হরেন্দ্রচন্দ্র পাল ও এজেন্ট মিঃ হরিহর চক্রবর্ত্তী নরসিংদি শাখার উদ্বোধন উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। সভান্তে উভয়স্থানেই উপস্থিত ভদ্রলোকদিগকে জলযোগে আপ্যায়িত করা হয়।

মহালক্ষ্মী ব্যাঙ্ক লিঃ

গত ২৪শে মে মিঃ সরল কুমার ঘোষ কর্ত্তৃক মহালক্ষ্মী ব্যাঙ্কের রাজসাহী ব্রাঞ্চের উদ্বোধন হইয়া গিয়াছে। জেলা জজ মিঃ পি পি আই বৈদ্যনাথন উৎসবে পৌরোহিত্য করেন। ম্যানেজিং ডিরেক্টারের অনুপস্থিতিতে ব্যাঙ্কের জেনারেল ম্যানেজার মিঃ এ কে হালদার ম্যানেজিং ডিরেক্টারের অভিভাষণ সভায় পাঠ করেন। মিঃ ঘোষ ও জেলা জজ উভয়েই তাঁহাদের বক্তৃতায় ব্যাঙ্কটির প্রশংসা করেন এবং জনসাধারণকে উহার সঙ্গে সহযোগিতা করিতে অনুরোধ জানান। উৎসবে অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিলেন।

হাবিব ব্যাঙ্ক লিঃ

গত ২রা জুন কলিকাতার বহু বিশিষ্ট ব্যবসায়ীর উপস্থিতিতে ৪৩নং এজরা ষ্ট্রীটে হাবিব ব্যাঙ্কের কলিকাতা শাখার উদ্বোধন হইয়া গিয়াছে। স্যার আদমজী হাজী দাউদ এই উৎসবে পৌরোহিত্য করেন। উপস্থিত ব্যবসায়ী সম্প্রদায় এই ব্যাঙ্ক স্থাপনে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করেন ও অনেকগুলি আমানত খোলা হয়। ব্যাঙ্কের ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ মহম্মদ আলি হাবিব ব্যাঙ্কটির ক্রমবর্দ্ধমান উন্নতির ইতিহাস বিবৃত করেন।

নিউ ষ্ট্যাণ্ডার্ড ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস :—কুমিল্লা

অনুমোদিত, বিলিকৃত ও বিক্রীত মূলধন	২০,০০,০০০৲
আদায়ীকৃত মূলধন (অগ্রিম জমাসহ)	১৬,৫০,০০০৲
রিজার্ভ ফাণ্ড	২,৫০,০০০৲ উপর

শাখা সমূহ

ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলেজ ষ্ট্রীট, বালীগঞ্জ, শ্যামবাজার, ময়মনসিংহ, ফরিদপুর, টাঙ্গাইল, আসানসোল, বর্দ্ধমান, খুলনা, শিলচর, সিলেট, শিলং, তিনসুকিয়া, জোড়হাট, ছাতক, রাঁচী ও এলাহাবাদ।

জব্বলপুর শাখা শীঘ্র খোলা হইবে।

এজেন্সী :—ভারতের বড় বড় ব্যবসাকেন্দ্রে।

পোষ্ট বক্স নং ২০৫৪ কলিকাতা টেলিগ্রাম : "BUDI" Calcutta

মজুমদার ব্যাটারী কোং (ইণ্ডিয়া) লিমিটেড

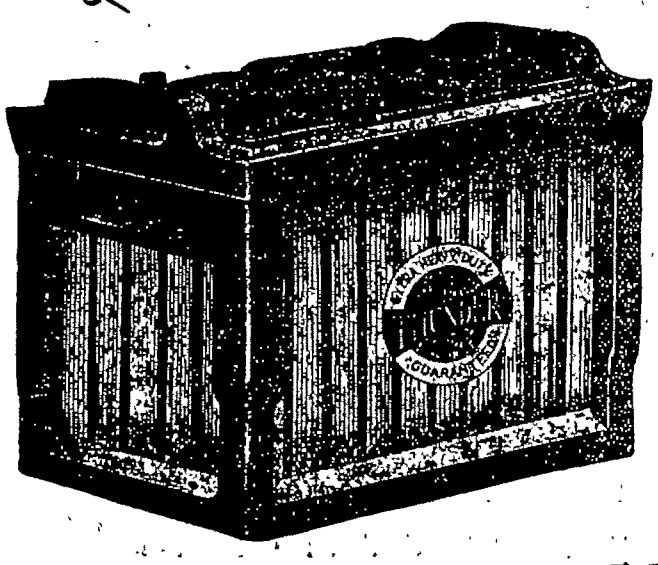

৩ ও ৪ মোহনবাগান লেন, শ্যামবাজার
কলিকাতা।

এই ব্যয়সঙ্কোচের দিনে
সময় থাকিতেই আপনার ব্যাটারী মেরামত করান।
আরও অনেকদিন চলিবে।
গ্যারাণ্টি দিয়া মেরামত করা হয়।

কে, পি, মজুমদার
ম্যানেজিং ডিরেক্টর

বেঙ্গল এগ্রিকালচারেল এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল কর্পোরেশন লিঃ

গত সপ্তাহে ৮নং সান-ইয়াৎ-সেন ষ্ট্রীটস্থ বেঙ্গল এগ্রিকালচারেল এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল কর্পোরেশন লিঃর একটি বিবৃতিপত্র প্রকাশিত হইয়াছে। কলিকাতার নর্দ্দমাসমূহে যে তরল কাদা পাওয়া যায় তাহা হইতে কৃষিকার্য্যের উপযুক্ত সার প্রস্তুত এবং বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে চাষবাসের কার্য্য চালানই এই কোম্পানীর প্রধান উদ্দেশ্য। ভারতে উন্নত ধরণে ও বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে কৃষিকার্য্য প্রচলনের এবং কৃষির জন্য রাসায়নিক সার প্রস্তুতের প্রয়োজনীয়তা সর্ব্বজন স্বীকৃত। দেশে শিল্পের প্রসার অপেক্ষা উহা কম গুরুত্বজনক নহে। দেশে যদি উন্নত ধরণের কৃষিকার্য্যের সহায়ে জমিতে উৎপন্ন ফসলের পরিমাণ বৃদ্ধি করতঃ কৃষিজীবিদের—দেশের অধিবাসীদের মধ্যে যাহাদের সংখ্যা শত করা প্রায় ৯০ জন তাহাদের—আয় বৃদ্ধি না হয় তাহা হইলে দেশের শিল্প টিকিয়া থাকা কঠিন। কারণ বর্ত্তমানের এই আন্তর্জ্জাতিক প্রতিযোগিতার দিনে দেশে উৎপন্ন শিল্পদ্রব্য যাহাতে দেশের ভিতরেই যতদূর সম্ভব বেশী পরিমাণে বিক্রয় হইতে পারে তাহার ব্যবস্থা অত্যাবশ্যক আর কৃষিজীবিদের আয় বাড়িলেই দেশের শিল্পজাত দ্রব্য অধিক পরিমাণে দেশবাসীর মধ্যে কাটতি হইতে পারে। সেই হিসাবে দেখিতে গেলে বেঙ্গল এগ্রিকালচারেল এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল কর্পোরেশনের পরিচালকবর্গ একটী অতি প্রশংসনীয় উদ্যমে ব্রতী হইয়াছেন। এই ধরণের প্রচেষ্টা যে খুব লাভজনক হওয়ার সম্ভাবনা রহিয়াছে তাহাতেও সন্দেহ নাই। আমরা আশা করি এই প্রচেষ্টার সাফল্যের জন্য দেশবাসীর যতটা পৃষ্ঠপোষকতা আবশ্যক কোম্পানীর পরিচালকবর্গ তাহা সহজেই লাভ করিতে পারিবেন।

নূতন যৌথ কোম্পানী

প্ল্যাষ্টিক ইণ্ডাষ্ট্রীজ লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ কে জি বুটানী। অনুমোদিত মূলধন ২৫ লক্ষ টাকা। লাক্ষা, তৈল ও অন্যান্য প্ল্যাষ্টিক দ্রব্য নির্ম্মাতা।

শ্রীশ্যামনাথ মিলস্ লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ সত্যনারায়ণ মুরারকা। রেজিষ্টার্ড আফিস—৯৫, লোয়ার চিৎপুর রোড, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—১১ লক্ষ টাকা। চাল, গম ইত্যাদির কারখানা।

সৎসঙ্গ ট্র্যান্সপোর্ট সার্ভিস এণ্ড ইঞ্জিনীয়ারীং লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ পি সি চক্রবর্ত্তী। রেজিষ্টার্ড আফিস—পাবনা। অনুমোদিত মূলধন—১০ লক্ষ টাকা। ইঞ্জিনীয়ার ও যন্ত্রপাতি প্রস্তুতকারক।

মোটর ইণ্ডাষ্ট্রীয়্যাল ওয়ার্কস্ লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ কালী প্রসাদ ব্যানার্জ্জী। রেজিষ্টার্ড আফিস—১২৪।৬, রসা রোড, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—৫ লক্ষ টাকা। মোটর গাড়ী, মোটর সাইকেল ইত্যাদি প্রস্তুত ও মেরামতকারক।

পারফেকশান গ্লাস প্রডাক্টস্ লিঃ—ডিরেক্টর সচ্চিদানন্দ রাজরা। রেজিষ্টার্ড আফিস—৩।১, ব্যাঙ্কশাল ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—২০ লক্ষ টাকা। কাঁচদ্রব্য প্রস্তুতকারক।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া রাইস এণ্ড অয়েল কোং লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ এইচ সি মজুমদার। রেজিষ্টার্ড আফিস—১৭, ম্যাঙ্গো লেন, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—১০ লক্ষ টাকা। চাল, আটা ও তেলের কল।

মুরারকাস্ লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ চুণীলাল মুরারকা। রেজিষ্টার্ড আফিস—২৪, টাউনসেণ্ড রোড, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—১০ লক্ষ টাকা। মার্চ্চেণ্টস্ ও এজেণ্টস্।

শঙ্কর পেপ্ট এণ্ড অয়েল মিলস্ লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ রতনলাল মুরারকা। রেজিষ্টার্ড আফিস—২৪, টাউনসেণ্ড রোড, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—১০ লক্ষ টাকা।

ক্যালকাটা বার্ম্মা সিগার ম্যানুফ্যাকচারীং কোং লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ মণীন্দ্রনাথ গুহ। রেজিষ্টার্ড আফিস—৪৪, রাঙ্গারাম অক্রুর লেন, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—৫০

আর·আই·এ·এফ·এর জন্য
ADMINISTRATIVE ASSISTANT এর
জরুরী প্রয়োজন

নন-কমিশনড্ অফিসারদের জন্য আর. আই. এ. এফ.-এ একটা নতুন বিভাগ খোলা হয়েছে। এই বিভাগের কাজে যে চমৎকার শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা অর্জন করা যায় তার সাহায্যে বেসামরিক জীবনে ভালো প্রতিষ্ঠা সহজেই পাওয়া যাবে। ভারতীয় বৈমানিকদের সুখসুবিধের প্রতি লক্ষ্য রাখতে এবং তাদের পরিচালিত করতে কমাণ্ডিং অফিসারদের সাহায্য করাই administrative assistantদের কাজ। যুদ্ধের পর যাঁরা আর. আই. এ. এফ.-এ থাকবেন না তাঁদের সরকারী কাজ পাবার যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকবে, কারণ যুদ্ধের কাজ যাঁরা করছেন তাঁদের জন্য গভর্নমেণ্ট অনেক চাকরি হাতে রেখেছেন।

যোগ্যতা

শিক্ষা ঃ যে কোনো ভারতীয় য়ুনিভার্সিটির গ্র্যাজুয়েট হওয়া চাই। **বয়স ঃ** ২০ থেকে ৩৮ বছর। **স্বাস্থ্য ঃ** রোগমুক্ত ও পরিশ্রমের উপযুক্ত হওয়া চাই। **পদমর্যাদা ঃ** প্রার্থীদের ২য় শ্রেণীর এয়ারক্রাফ্ট্স্ম্যান হিসেবে ভর্তি করা হবে এবং শিক্ষাকালে অ্যাকটিং সার্জেণ্টের পদে উন্নীত করা হবে, মাইনেও সার্জেণ্টদের সমান দেওয়া হবে। **বেতনের হার ঃ** অ্যাকটিং সার্জেণ্ট—মাসিক ১১৫৲ টাকা। ফ্লাইট সার্জেণ্ট—মাসিক ১৩০৲ টাকা। ওয়ারেণ্ট অফিসার—মাসিক ২০০৲ টাকা। **অন্যান্য সুবিধা ঃ** সকল administrative assistantরাই বিনাখরচে খাদ্য, পরিচ্ছদ, বাসস্থান ও চিকিৎসার সুবিধে পায় ঃ এ ছাড়া-ও রয়েল ইণ্ডিয়ান এয়ার ফোর্স-এর অন্য অফিসারদের সমান নানা রকমের এলাওয়েন্সও-সুবিধে পায়।

আবেদনের নিয়ম

আপনার কাছাকাছি রিক্রুটিং অফিসে খোঁজ করুন কিংবা লিখুন। নিচে একটা তালিকা দেওয়া হল :—

১। ২৮, থিয়েটার রোড, কলিকাতা।
২। টানবাজার রোড—নারায়ণগঞ্জ।
৩। সেক্রেটেরিয়েট হিল—শিলং।
৪। সিরাজদ্দৌলা রোড—চট্টগ্রাম।

149

হাজার টাকা। তামাক, সিগার ইত্যাদির কারখানা।

রূপশ্রী টেক্সটাইলস্ লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ শৈলেন্দ্রনাথ মিত্র। রেজিষ্টার্ড আফিস—৬ ও ৭, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—২০ হাজার টাকা। কাপড়ের কল।

মিনারেল এজেন্সীজ এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রীজ লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ পুরুষোত্তম এম চাওরা। রেজিষ্টার্ড আফিস—১৪, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—এক লক্ষ টাকা। খনিজের ব্যবসা।

গামি এণ্ড হেসিয়ান ডিলার্স এসোসিয়েশন লিঃ—মেম্বার মিঃ রাধাশ্যাম কানোরিয়া। রেজিষ্টার্ড আফিস—৭০, কটন ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ১০০ জন সদস্য। গামি ও হেসিয়ান ব্যবসায়ীদের স্বার্থরক্ষা।

আমিন বুট হাউস লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ এম সিদ্দিক। রেজিষ্টার্ড আফিস—১৫০, লোয়ার চিৎপুর রোড, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—৫ লক্ষ টাকা। জুতার ও চামড়া দ্রব্যের ব্যবসা।

(বোম্বাই) ঈগল প্রডাক্টস্ লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ এন এস ভাঠেনা। রেজিষ্টার্ড আফিস—এশ্ লেন, মেডোস্ ষ্ট্রীট, ফোর্ট, বোম্বে। অনুমোদিত মূলধন ১০ লক্ষ টাকা। কাপড়ের কল।

(বোম্বাই) ভুসাওয়াল ট্রেডিং কোং লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ ডি আর রাণে। রেজিষ্টার্ড আফিস—ভুসাওয়াল (ইষ্ট-খাণ্ডেস)। অনুমোদিত মূলধন ১ লক্ষ টাকা। ষ্টোর কীপার।

(জয়পুর) কামানী-ইঞ্জিনীয়ারিং কর্পোরেশন লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ রাজরত্না রামজী হংসরাজ কামানী। রেজিষ্টার্ড আফিস—কিউ কলোনী, জয়পুর। অনুমোদিত মূলধন ১ কোটী ৫০ লক্ষ টাকা। মেকানিক্যাল ইঞ্জিনীয়ার।

বিভিন্ন কোম্পানীর লভ্যাংশ

দি ডেকান সুগার এণ্ড আকবরী কোং লিঃ—১৯৪৪ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ১০৲ টাকা। পূর্ব্ব বৎসর প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ১৫৲ টাকা লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল। **আইভান জোন্স্ লিঃ**—১৯৪৪ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ১০৸৵০ আনা। পূর্ব্ব বৎসর প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ৯।৵০ আনা হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল। **দি আপকার কলিয়ারীজ্ লিঃ**—১৯৪৪ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ২৷৷০ আনা। পূর্ব্ব বৎসর কোন লভ্যাংশ দেওয়া হয় নাই।

রাজনগর টী কোং লিঃ—১৯৪৪ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ৫৲ টাকা। পূর্ব্ব বৎসরও প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ৫৲ টাকা হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল। **পেরিয়ার রবার কোং লিঃ**—১৯৪৪ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা ৯৲ টাকা। **উদয়গিরি রবার কোং লিঃ**—১৯৪৪ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা ১০৲ টাকা। পূর্ব্ব বৎসরও অনুরূপ হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল। **নর্থ দামুদা কোল কোং লিঃ**—১৯৪৫ সালের ৩১শে জানুয়ারী পর্য্যন্ত ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা ১০৲ টাকা। পূর্ব্ব ছয় মাসেও অনুরূপ হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল। **রেওয়া কোল ফিল্ড্স্ লিঃ**—১৯৪৪ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা ১৭৷৷০ আনা। পূর্ব্ব ছয় মাসে প্রতি শেয়ারে শতকরা ১৫৲ টাকা হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল। **মথোল কোং লিঃ**—১৯৪৪ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা ২৫৲ টাকা। পূর্ব্ব বৎসর প্রতি শেয়ারে শতকরা ৩০৲ টাকা হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল।

টেলিগ্রাম—"আর্থিক মান" পোঃ বক্স কেল—৬৫৯

প্রগতিশীল জাতীয় আর্থিক প্রতিষ্ঠান

ব্যাঙ্ক অব কামরূপ লিঃ

হেড অফিস : ৭নং সোয়ালো লেন, কলিকাতা

ম্যানেজিং ডাইরেক্টর—শ্রীঅমলেন্দু বাগচী

Gram : Cencomba Post Box No.2282

সেণ্ট্রাল কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক

—লিমিটেড—

স্থাপিত—১৯২৮

হেড অফিস—১২, জ্যাকসন লেন, কলিকাতা।

সুদক্ষ ডিরেক্টরবর্গ কর্ত্তৃক পরিচালিত

ম্যানেজিং ডিরেক্টার :—মিঃ এস বি বিশ্বাস

আপনার নিজস্ব প্রতিষ্ঠান

দি

হুগলী ব্যাঙ্ক

লিমিটেড

৪৩নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ফোন : ক্যাল ২২৬০ (তিন লাইন)

৩০-৪-৪৫ তারিখের হিসাব

আদায়ীকৃত মূলধন	টাকা
সংরক্ষিত তহবিল	১২,২৫,০০০৲
নগদ, কোম্পানীর কাগজ ইত্যাদি	১,৩৬,১০,০০০৲
আমানত	২,২৪,৩৩,০০০৲
কার্য্যকরী মূলধন	২,২৫,১৭,০০০৲

আমাদের নির্ভরযোগ্যতাই আপনার অনাগত সুদিনের নিশ্চিত নিদর্শন।

বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর

বৃষ্টির টাপুর টুপুর শৈশবের কত স্নিগ্ধ মধুর স্মৃতি বয়ে আনে। কত ছুটোছুটি, কত লুকোচুরি, কত আম কুড়ানোর ধুম!

তারপর যখন সুরু হয় বৃষ্টির প্রবল বন্যা, তখন বাইরে বেরোতে হলে চাই ডাকব্যাক, যার আড়ালে থাক্‌লে বৃষ্টির ছোঁয়া গায়ে লাগে না।

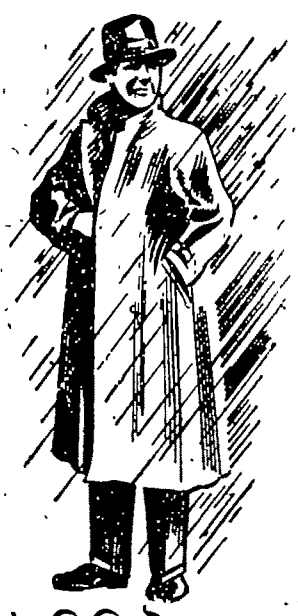

ডাকব্যাক

ভারতের প্রিয় বর্ষাতি

বেঙ্গল ওয়াটারপ্রুফ ওয়ার্কস (১৯৪০) লিমিটেড

কলিকাতা নাগপুর বোম্বাই

বাজারের হালচাল

টাকা ও বিনিময়

কলিকাতা, ৮ই জুন :—কলিকাতার টাকার বাজারে আলোচ্য সপ্তাহেও মন্দার ভাব বজায় আছে। ব্যাঙ্কসমূহের মধ্যে চাহিবামাত্র ঋণের সুদের হার অপরিবর্ত্তিতই আছে। টাকার বাজারে চাহিদা অপেক্ষা যোগানের আধিক্য হওয়ায় আলোচ্য সপ্তাহে ট্রেজারী বিলসমূহের গড়পড়তা সুদের হারে অভূতপূর্ব্ব অবনতি লক্ষিত হয়। রপ্তানী কারবার সামান্য হইলেও বিনিময়ের বাজারে পূর্ব্ব সপ্তাহে লক্ষিত মন্দার কোন উন্নতি হয় নাই। গত ৫ই জুন ভারত সরকার কর্ত্তৃক আহূত মাত্র ২ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের জন্য মোট ৮ কোটি ৮৬ লক্ষ ২৫ হাজার টাকার টেণ্ডার উপস্থাপিত করা হইয়াছিল। ট্রেজারী বিলের যোগানের তুলনায় চাহিদার আধিক্য হওয়ায় এ সপ্তাহে গৃহীত আবেদনের গড়পড়তা সুদের হার মাত্র শতকরা বার্ষিক ।১১পাই ধার্য্য হইয়াছে। পূর্ব্ব সপ্তাহে এই সুদের হার ছিল শতকরা বার্ষিক ।৶০ আনা। আবেদনের মধ্যে ৯৯৸৶০ আনা মূল্যের সমগ্র আবেদন এবং ৯৯৸৶৯ পাই মূল্যের আবেদন সমূহের শতকরা ৭৩ ভাগ আবেদন গৃহীত হইয়াছে। নিম্নতর মূল্যের আবেদন অগ্রাহ্য হইয়াছে। আগামী মঙ্গলবার ১২ই জুন ভারত সরকার কর্ত্তৃক তিন মাসের মেয়াদী ২ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের টেণ্ডার গৃহীত হইবে। গত ১লা জুন যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে উহাতে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ইস্যু বিভাগের স্বপক্ষে ভারত সরকার কর্ত্তৃক মোট ২ কোটি ৪৫ লক্ষ টাকার ট্রেজারী বিল বিক্রীত হইয়াছে।

বিনিময় বাজারে আলোচ্য সপ্তাহে নিম্নরূপ হার বলবৎ ছিল:—

টেলিঃ হুণ্ডি (প্রতি টাকায়)	১ শিঃ ৫৪৩/৪ পেঃ
ঐ দর্শনী (,,)	,, ,,
ডি এ তিন মাস (,,)	১ শিঃ ৬৬/১৬ পেঃ
ডি এ চার মাস (,,)	১ শিঃ ৬৬/৪ পেঃ
ডলার (প্রতি শত)	৩৩২৸০ আনা

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হিসাব :—রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গত ২৫শে মে-র হিসাব হইতে দেখা যায় যে, ঐ তারিখে ভারতে চলতি নোটের পরিমাণ ছিল ১১২১ কোটি ১ লক্ষ ৫৬ হাজার টাকা। এক সপ্তাহ পূর্ব্বে পূর্ব্বোক্ত নোটের পরিমাণ ছিল ১১২৫ কোটি ৩৮ লক্ষ ১৮ হাজার টাকা। গত ২৫শে মে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কসমূহের চলতি ও স্থায়ী আমানতের পরিমাণ যথাক্রমে ৬২০ কোটি ৫৪ লক্ষ ২৯ হাজার টাকা ও ২৩০ কোটি ৬৭ লক্ষ ২৪ হাজার টাকা ছিল।

কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার

কলিকাতা, ৮ই জুন—আলোচ্য সপ্তাহেও কলিকাতার শেয়ার বাজারে উল্লেখযোগ্য কর্ম্মচাঞ্চল্য পরিলক্ষিত হয় এবং অধিকাংশ শেয়ারসমূহের যথেষ্ট কেনাবেচা হয়। কলিকাতার শেয়ার বাজারে চটকল, কয়লাখনি, ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের শেয়ারসমূহের জন্য আলোচ্য সপ্তাহে যথেষ্ট চাহিদা বিদ্যমান থাকায় উক্ত বিভাগসমূহের প্রায় অধিকাংশ জনপ্রিয় শেয়ারেরই লক্ষণীয় মূল্যবৃদ্ধি ঘটে। চটকল ও কয়লাখনির শেয়ারগুলিই এই সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার বাজারে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক আকর্ষণের বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছিল এবং অধিকাংশ কয়লাখনি এবং চটকলসমূহের শেয়ারেই চাহিদার চাপে উল্লেখযোগ্য মূল্য বৃদ্ধি ঘটিয়াছে। সপ্তাহের প্রথমদিকের চাইতে সপ্তাহের শেষ দিকেই অধিকাংশ জনপ্রিয় শেয়ারসমূহে তেজীভাব দেখা যায়। আলোচ্য সপ্তাহে ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের কয়েকটি শেয়ারেও কর্ম্মচাঞ্চল্য বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মূল্যের দিক হইতে উন্নতি দেখা যায়। মোটের উপর আলোচ্য সপ্তাহে এক চা-বাগানের শেয়ার ভিন্ন অন্য সকল বিভাগেই যথেষ্ট কাজকর্ম্ম হয় এবং মূল্যের দিক হইতে উন্নতি ঘটে।

কোম্পানীর কাগজ—আলোচ্য সপ্তাহে কোম্পানীর কাগজ ও ঋণপত্রসমূহের যথেষ্ট মূল্যবৃদ্ধি ঘটে এবং বিকি-কিনিও বেশ বৃদ্ধি পায়। আলোচ্য সপ্তাহে শতকরা ৩৲ টাকা সুদের কোম্পানীর কাগজ ৯২/০ আনা পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল। শতকরা ৩৷৷০ টাকা সুদের কোম্পানীর কাগজ ১০১৸০ আনা পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল। মেয়াদী ঋণপত্রসমূহের মধ্যে ৩৲ টাকা সুদের ঋণপত্র (১৯৬৩-৬৫) ৯৯৸০ আনা পর্য্যন্ত উঠিয়াছে। ৪৲ টাকা সুদের ঋণপত্র (১৯৬০-৭০) ১১২৸০ আনা পর্য্যন্ত আলোচ্য সপ্তাহে হস্তান্তরিত হইয়াছে।

কয়লাখনি—আলোচ্য সপ্তাহেও কলিকাতার শেয়ার বাজারে কয়লাখনির শেয়ারসমূহের বিকি-

ভারতের সুবৃহৎ প্রতিষ্ঠান—

ওরিয়েণ্ট সেফ্ এণ্ড ক্যাবিনেট ষ্টোরস

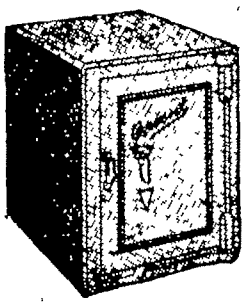

চোর ডাকাত ও আগুন হইতে যদি আপনার মূল্যবান দ্রব্যাদি রক্ষা করিতে চান তবে ওরিয়েণ্ট সেফ্, ক্যাবিনেট, ষ্ট্রংরুম ডোর, ক্যাশবাক্স ও তালা ব্যবহার করুন।

ফোন : বি, বি ৫৮৯৩

শো রুম :—১৩৩নং ক্যানিং ষ্ট্রীট (অ্যাকসন লেন সাইড্), কলিকাতা।

শুভ-সংবাদ

আমাদের অগণিত শুভানুধ্যায়ী ও বন্ধু-বান্ধবগণ জানিয়া সুখী হইবেন যে, আমাদের নূতন পরিকল্পনা অনুযায়ী আমাদের এই প্রতিষ্ঠানটিকে "পাবলিক লিমিটেড্" হিসাবে রূপান্তরিত করিবার জন্য কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে প্রয়োজনীয় অনুমতি পাওয়া গিয়াছে।

এই সুযোগে আমাদের এই প্রতিষ্ঠানটিকে একটি প্রকৃত জাতীয় প্রতিষ্ঠানে পরিণত করিবার সুযোগ পাইয়া আমরা জনসাধারণের নিকট কিছু কিছু শেয়ার বিক্রয়ের বন্দোবস্ত করিয়াছি। আমরা ভরসা করি যে, আপনাদের অর্থ ও নির্দ্দেশে এবং আমাদের পরিশ্রম ও দীর্ঘ দ্বাদশ বৎসরের অভিজ্ঞতায় অতি শীঘ্রই এই জনপ্রিয় প্রতিষ্ঠানটি ভারতের শিল্প ও ব্যবসায়ক্ষেত্রে অতি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিতে পারিবে।

শেয়ার ক্রয়ের আবেদনপত্র ও অন্যান্য বিশেষ বিবরণের জন্য লিখুন।

——ম্যানেজিং ডিরেক্টর——

দি জি, এস্ এম্পোরিয়াম লিঃ

৪৭এ, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা

ব্রাঞ্চ :—শিলং, কুচবিহার ও জলপাইগুড়ি

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—ডিফেন্স অফ ইণ্ডিয়া রুলের ৯৪-এ ধারা অনুসারে কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে শেয়ার বিক্রয়ের যথাযথ অনুমতি পাওয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু, কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট ইহার আর্থিক নিরাপত্তা বা এই সম্পর্কে প্রকাশিত বিবরণ বা অভিমতের নির্ভুলতা সম্বন্ধে কোনরূপ দায়িত্বই গ্রহণ করিতেছেন না।

হেডঅফিস বি.বি. ৪১৮ ★ স্থাপিত ১৯২৯ ★ রেজিষ্টার্ড ষ্ট্রীট বি.বি. ২৯৮০

প্রবর্ত্তক ব্যাঙ্ক লিমিটেড্

৬১,বহুবাজার ষ্ট্রীট ★ ৮১,রেজিষ্টার্ড ষ্ট্রীট

কলিকাতা

অন্যান্য শাখা :—চট্টগ্রাম, চন্দননগর, রাজসাহী, সিরাজগঞ্জ, জলপাইগুড়ি, মৈমনসিং ও সাস্তাহার।

— সুদের হার —

কারেণ্ট ১/২% সেভিং ব্যাঙ্ক ২%

বাজার চলতি শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় হয়।

অন্যান্য ডিপোজিট, লোন ও ওভারড্রাফ্ট সম্বন্ধে পত্র লিখুন

ম্যানেজিং ডাইরেক্টর : শ্রী মতিলাল রায়।

কিনি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মূল্যের দিক হইতেও লক্ষণীয় উন্নতি দৃষ্ট হয়। বরাকর ৪২৸৶০ আনা, ভালচের ১২৸৶০ আনা, রাণীগঞ্জ ৬৩।০ আনা, ইকুইটেবল ৬৯৷৶০ আনা, সাউথ করণপুরা ৩৩৲ টাকা, ভুলনবরারি ৩৩৸৶০ আনা পর্য্যন্ত আলোচ্য সপ্তাহে হস্তান্তরিত হইয়াছে।

চটকল—আলোচ্য সপ্তাহেও চটকলসমূহের অধিকাংশ জনপ্রিয় শেয়ারের চাহিদা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মূল্যের দিক হইতেও যথেষ্ট উন্নতি দেখা যায়। এলায়েন্স ৬৭৮৲ টাকা, অকল্যাণ্ড ৩৪৪৲ টাকা, এ্যাংলো ইণ্ডিয়া ৪৮৫৲ টাকা, হাওড়া ৯৪৷৶০ আনা, কাঁকনাড়া ৬২৭৲ টাকা, প্রেসিডেন্সী ১২৸০ আনা, রিলায়েন্স ৭৯৸০ আনা পর্য্যন্ত আলোচ্য সপ্তাহে হস্তান্তরিত হইয়াছে।

চিনির কল—আলোচ্য সপ্তাহে এই বিভাগের অধিকাংশ শেয়ারসমূহে স্থির ভাব পরিলক্ষিত হয়। কাণপুর সুগার ৩৯৸৶০ আনা, রামনগর কেইন এণ্ড সুগার ১৫৸০ আনা, বলরামপুর ১৬৷৶০ আনা, বেলসুন্দ ১৫৲ টাকা, চম্পারণ ৩৮৸০ আনা এবং কেরু এণ্ড কোং লিঃ ২৯।০ আনা (সর্ব্বোচ্চ) পর্য্যন্ত বিকি-কিনি হইয়াছে।

ইঞ্জিনিয়ারিং—আলোচ্য সপ্তাহে এই বিভাগের অধিকাংশ শেয়ারসমূহে উল্লেখযোগ্য কর্ম্মচাঞ্চল্য পরিলক্ষিত হয় এবং মূল্যের দিক হইতেও উন্নতি দেখা যায়। ব্রেইথওয়েইট ১৩৶০ আনা, ইণ্ডিয়ান আয়রণ ৪১৸০ আনা, জেসপ ২৫৷৶০ আনা পর্য্যন্ত আলোচ্য সপ্তাহে বিকিকিনি হইয়াছে।

পাটের বাজার

কলিকাতা, ৮ই মে :—আলোচ্য সপ্তাহেও কলিকাতার পাটের বাজারে স্তিমিত ভাব পরিলক্ষিত হয়। মফঃস্বল হইতে পাটের ফসলের খবর সন্তোষজনক পাওয়া যাইতেছে। আগামী ফসলের সন্তোষজনক পূর্ব্বাভাষই পাটের বাজারে মন্দার প্রধান কারণ। আমাদের পূর্ব্ব সপ্তাহে বর্ণিত কারণসমূহ যথা নূতন ফসলের প্রাচুর্য্যের সম্ভাবনা, মজুর সমস্যা ও কয়লার যোগানের অসুবিধার ফলেই পাট ও পাট জাত দ্রব্যের বাজারে কোন উন্নতি বর্ত্তমান সপ্তাহেও সম্ভব হয় নাই।

আলগা পাটের বাজারে বিক্রেতাগণ তাহাদের হাতে মজুত পুরাতন পাট বিক্রয় করিতে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন কিন্তু কেনাবেচা বিশেষ হইতেছে না। পুরাতন পাটে আলোচ্য সপ্তাহে নিম্নরূপ অবস্থা বলবৎ ছিল :—

জাত হোয়াইট টপ ১৭৲ টাকা মিড্‌ল্ ১৫৲ টাকা ও বটম ১২৲ টাকা ; ডিষ্ট্রিক্ট হোয়াইট—টপ ১৬৷০ আনা মিড্‌ল্ ১৪৷০ কানা ও বটম ১১৷০ আনা ; জাত তোষা—টপ ১৭৷০ আনা, মিড্‌ল্ ১৫৷০ আনা ও বটম ১২৷০ আনা ; ডিষ্ট্রিক্ট তোষা—টপ ১৭৲ টাকা, মিডিল্—১৫৲ টাকা বটম—১২৲ টাকা।

পাকা গাঁইট বিভাগে পুরাতন পাটে ইউরোপীয়ান টুয়িষ্ট্‌স্ ও লাইটনিং যথাক্রমে ৮৩৲ টাকা ও ৭৮ টাকা দরে সামান্য কারবার ছাড়া অন্যান্য শ্রেণীর মালে বিশেষ কাজ হয় নাই। মাড়ওয়ারী গাঁইটসমূহ নূতন ও পুরাতন উভয় শ্রেণীর মালেই সর্ব্বনিম্ন দরে বেচাকেনা হইয়াছে। তবে এস এম আর শ্রেণীর মাল গাঁইট প্রতি ৫৯৲ টাকা দরে এবং সর্ব্বোচ্চ দরে কিছু কাটিং শ্রেণীর মাল বিক্রয় হইয়াছে। রপ্তানীর চাহিদা কিছুই লক্ষিত হয় নাই।

হোসিয়ান বাজারেও বিশেষ উঠানামা হয় নাই।

মেসার্স সিনক্লেয়ার মারে এণ্ড কোং লিঃ :—এর ৭ই জুন তারিখের রিপোর্ট অনুসারে বাংলাদেশে পাট চাষের নিম্নরূপ অবস্থার খবর পাওয়া গিয়াছে। আবহাওয়া অনুকূল ; ফসলের অবস্থা সন্তোষজনক। পূর্ব্ববঙ্গে নদীসমূহ পূর্ব্ব-বৎসরের তুলনায় স্বাভাবিক অবস্থায় পরিণত হইয়াছে এবং পশ্চিমবঙ্গে এখনো পূর্ব্ব-বৎসরের তুলনায় সামান্য নীচে আছে। পূর্ব্ব-বৎসরের তুলনায় বুনানের হার :—

নারায়ণগঞ্জ—১৸০ আনা ; ঢাকা—১৸০ ; চাঁদপুর—১৸০ আনা ; হাজীগঞ্জ—১৸০ ; আখউরা—১/০ আনা ; নিকলীদামপারা—১৸০ আনা ; এলাসিন—১/০ আনা ; সরিবাবাড়ী—১/০ আনা ; ময়মনসিংহ—১৸০ আনা ; গাইবান্ধা—১।০ আনা ; সিরাজগঞ্জ—১৸৬ পাই ; ভাঙ্গুরা—১৸০ আনা।

দুইটী নির্ভরযোগ্য জাতীয় প্রতিষ্ঠান

গ্রেট ইষ্টার্ণ ব্যাঙ্ক লিমিটেড

স্থাপিত : ১৯২৮ ঃঃ টেলি : "PURSE"-CAL.

হেড অফিস—৪৪-৪৬, ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ব্রাঞ্চ—বেলিয়াঘাটা, হবিগঞ্জ, জলপাইগুড়ী। সৈয়দপুর (রংপুর) ও শ্রীমঙ্গল (শ্রীহট্ট) শাখা শীঘ্রই খোলা হইবে।

— জীবনবীমার জন্য —

দি নর্থ বেঙ্গল প্রভিডেণ্ট ইন্সিওরেন্স কোম্পানী লিমিটেড।

বি সেনগুপ্ত, ম্যানেজিং ডিরেক্টর

স্বাধীন ব্যাঙ্কিং

হেড অফিস—১৪, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ফোন—ক্যাল ৫৯৮৯

ব্রাঞ্চ—বড়বাজার, শ্যামবাজার, ভবানীপুর, বসিরহাট, খুলনা ও পাটনা

সুবিধাজনক সর্ত্তে গভর্ণমেণ্ট ও মিলিটারী বিলের উপর টাকা ধার দেওয়া হয়

সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

চেয়ারম্যান—মিঃ দেবেন্দ্রনাথ মুখার্জ্জি, মেয়র, কলিকাতা কর্পোরেশন।

নাথ ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস—১৩৫, ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
ফোন ক্যাল ৩২৫৩ (৩ লাইন)

—অফিসসমূহ—

কলিকাতা—শ্যামবাজার, হাটখোলা, বালিগঞ্জ, লেক মার্কেট, বড়বাজার, বহুবাজার, ভবানীপুর, হ্যারিসন রোড, হাওড়া। বাঙ্গলা—নোয়াখালি, চৌমুহনী, চট্টগ্রাম, ময়মনসিংহ, ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, চাঁদপুর (পুরাণবাজার), কুষ্টিয়া। যুক্তপ্রদেশ—দিল্লী, নয়াদিল্লী, লক্ষ্ণৌ, কাণপুর, মেষ্টন রোড (কাণপুর)। বিহার—পাটনা, পাটনা সিটি, জামসেদপুর, সাকচি, চাইবাসা, ঝরিয়া, মজঃফরপুর, ভাগলপুর আসাম—গৌহাটী, ধুবড়ী, তেজপুর, শিলং, নওগাঁও। বোম্বাই—বোম্বাই।

কে, এন, দালাল, ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

জাতীয় শিল্প ও বাণিজ্যের সমুন্নতির পথে একমাত্র সহায়

বেঙ্গল ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিঃ

রেজিঃ অফিস : চাঁদপুর | স্থাপিত : ১৯২৬ | সেণ্ট্রাল অফিস : ২৬৮, নবাবপুর রোড, ঢাকা

কলিকাতা অফিস : ৫৮নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, ২৭৮নং আপার চিৎপুর রোড, ২৪৯নং বহুবাজার ষ্ট্রীট (শিয়ালদহ), ১৩৩বি, রাসবিহারী এভেনিউ (বালিগঞ্জ)।

অন্যান্য শাখা—বাংলা, বিহার ও আসামের সর্ব্বত্র

১৯৪৪ সালের কাজের উপর শতকরা ৫৲ টাকা হারে এ্যাড-ইটিরিয়াম ডিভিডেণ্ড ঘোষণা করা হইয়াছে।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর :—এম চক্রবর্ত্তী

তুলা ও কাপড়

কলিকাতা, ৮ই জুন—গত শুক্রবার বোম্বাইয়ের তুলার বাজারে জুলাই মাসে ডেলিভারি দেওয়ার সর্ত্তের ঝরিলা তুলার দর ছিল ৪১১৷৷০ আনা। অদ্য শুক্রবার তাহা সামান্য বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া ৪১২৸০ আনা দাঁড়াইয়াছে। গত শুক্রবার সেপ্টেম্বর মাসে ডেলিভারি দেওয়ার সর্ত্তের ঝরিলা তুলার দর ছিল ৪২৪৸০ আনা। অদ্য শুক্রবার তাহা (সর্ব্বোচ্চ) ৪২৮।০ আনা দাঁড়াইয়াছে।

কাপড়—আলোচ্য সপ্তাহেও কলিকাতার কাপড়ের বাজারে বিকিকিনি একান্তভাবেই সীমাবদ্ধ থাকে। তবে সম্প্রতি ওয়ার্ড কমিটিগুলির কার্য্যাবলীর বিরুদ্ধে নানা প্রকার অভিযোগ উত্থাপিত হওয়ার ফলে ডিরেক্টর অব এনফোর্সমেণ্ট গত ৭ই মে হইতে কলিকাতায় সাময়িকভাবে যে বস্ত্র বরাদ্দ ব্যবস্থা চালু হইয়াছে তাহা অধিকতর সুষ্ঠুভাবে কার্য্যে পরিণত করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন বলিয়া মনে হয়।

সোনা ও রূপা

কলিকাতা, ৮ই জুন—গত সপ্তাহের তুলনায় আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতা ও বোম্বাইয়ের বাজারে সোনার দরে লক্ষণীয় উন্নতির ভাব পরিলক্ষিত হয়। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক গত সপ্তাহের তুলনায় আলোচ্য সপ্তাহে (গড়পড়তায়) সোনার দর বৃদ্ধি করার ফলেই আলোচ্য সপ্তাহে সোনার দরে তেজী ভাবের প্রধানতম কারণ। গত শুক্রবার রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ৩১ হাজার তোলা সোনা প্রতি ভরি ৭৪৸৶০ আনা দরে বিক্রয় করিয়াছিলেন। আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক (অদ্য শুক্রবার পর্য্যন্ত) ১ লক্ষ ৩১ হজার তোলা সোনা বিক্রয় করিয়াছেন। গত সপ্তাহে কলিকাতা ও বোম্বাইয়ের বাজারে প্রতিভরি সোনার দর ছিল যথাক্রমে ৭৪৸০ আনা ও ৭৪।০ আনা। অদ্য তাহা যথাক্রমে ৭৭।০ আনা ও ৭৬৸৶০ আনা দাঁড়াইয়াছে। কলিকাতা ও বোম্বাইয়ের চোরাবাজারে প্রতিখণ্ড গিনি বর্ত্তমানে যথাক্রমে ৫২।০ আনা ও ৫১৸৶০ আনা দরে বিক্রয় হইতেছে।

রূপা—সোনার দর বৃদ্ধির সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া গত সপ্তাহের তুলনায় আলোচ্য সপ্তাহে রূপার দরেও উল্লেখযোগ্য উন্নতি পরিস্ফুট হইয়া উঠে। গত শুক্রবার রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ১৪০ বার রূপা প্রতি ১০০ ভরি ১৩২।৶০ আনা দরে বিক্রয় করিয়াছিলেন। আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক গত সপ্তাহের তুলনায় (গড়পড়তায়) রূপার দর বৃদ্ধি করার ফলেই, রূপার দরে তেজীভাব পরিলক্ষিত হয়। গত সপ্তাহে কলিকাতা ও বোম্বাইয়ের বাজারে প্রতি ১০০ ভরি রূপার দর ছিল যথাক্রমে ১৩২৸০ আনা ও ১৩১।০ আনা। অদ্য তাহা যথাক্রমে ১৩৪৷৷০ ও ১৩৪।৶০ আনা দাঁড়াইয়াছে। আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক (অদ্য শুক্রবার পর্য্যন্ত) ৬৭০ বার রূপা বিক্রয় করিয়াছেন।

দি ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ

বিক্রীত মূলধন ... ৪ কোটি
আদায়ীকৃত মূলধন ২ কোটি
রিজার্ভ ফণ্ড ৭৷৷ লক্ষ

বোর্ড অফ ডাইরেক্টরস্

মিঃ জি, ডি, বিড়লা, (চেয়ারম্যান)
মিঃ এম, এ, ইস্পাহানী (ভাইস চেয়ারম্যান)
মিঃ রমণলাল জি, সরাইয়া (ভাইস চেয়ারম্যান)
সার আদমজী হাজি দায়ুদ, কে, টি
মিঃ বৈজনাথ জালান
মিঃ ঈশ্বরীপ্রসাদ গোয়েঙ্কা
মিঃ অনন্তচরণ লাহা
মিঃ মহাদেওলাল দহনুকার
মিঃ নবীনচন্দ্র মফতলাল
মিঃ মদনমোহন আর, রুইয়া
মিঃ মতিলাল তাপুরিয়া

শাখা ও পে অফিসসমূহ ভারতের সর্ব্বত্র।
বিদেশে সর্ব্বত্র এজেণ্ট আছে।

জেনারেল ম্যানেজার—
মিঃ বি, টি, ঠাকুর

হেড অফিস :
২ রয়েল এক্সচেঞ্জ প্লেস, কলিকাতা

কলিকাতা মেন :
ও, এইচ, ঘিওয়ালা, ম্যানেজার

বড়বাজার :
জে, পি, সেনগুপ্ত, ম্যানেজার

কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট :
বি, কে, মিত্র, ম্যানেজার

ভবানীপুর :
এম, এম, ব্যানার্জ্জী, ম্যানেজার

নোয়াখালী ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিঃ

স্থাপিত : ১৯২৯
হেড অফিস : ১০, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা
ফোন : ক্যাল ২৩৩৯ (৩ লাইন)
কলিকাতা শাখা :
বালীগঞ্জ, ভবানীপুর, বড়বাজার ও শ্যামবাজার।

অন্যান্য শাখাসমূহ—
ঢাকা, কিশোরগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ, নোয়াখালি, সোনাপুর, চৌমুহনী, চাঁদপুর, পুরাণবাজার, ফেণী, কৃষ্ণনগর, বহরমপুর, জলপাইগুড়ী, বর্দ্ধমান, দৌলতগঞ্জ, জিয়াগঞ্জ, পূর্ণিয়া, পাটনা, আরা, রাঁচি, ভাগলপুর, জামসেদপুর, বেনারস, লক্ষ্ণৌ, আগ্রা, এলাহাবাদ, কাণপুর, মাদ্রাজ, কটক, মিরকাদিম, কাটিহার, বরিশাল, সিলেট, আসানসোল, সিরাজগঞ্জ, গৌহাটি, হিলি ও ময়মনসিংহ।

কার্য্যকরী মূলধন—দেড় কোটি টাকার উপর
দিল্লী শাখা ২৫শে এপ্রিল খোলা হইয়াছে

ম্যানেজিং ডিরেক্টর :—এস, সি, পাল

ক্যালকাটা ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস :—
ক্যালকাটা ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক বিল্ডিংস্
মিশন রো, কলিকাতা।

শাখা অফিস :

কলিকাতা	দিল্লী	বম্বে
বড়বাজার	সদরবাজার	কলবাদেবী
ক্যানিং ষ্ট্রীট	(দিল্লী)	স্যাণ্ডহার্ষ্ট রোড (বম্বে)
শ্যামবাজার	আগ্রা	
ভবানীপুর	মীরাট	আমেদাবাদ
বালীগঞ্জ	বেনারস	মসকটিবাজার (আমেদাবাদ)
ঢাকা	এলাহাবাদ	করাচী
নারায়ণগঞ্জ	কাটরা (এলাহাবাদ)	আজমীর
ময়মনসিংহ		রায়পুর
চট্টগ্রাম	লক্ষ্ণৌ	নাগপুর
কটক	আমিনাবাদ (লক্ষ্ণৌ)	ইটওয়ারী (নাগপুর)
পাটনা	কাণপুর	জব্বলপুর
গয়া	মেষ্টন রোড (কাণপুর)	জব্বলপুর ক্যাণ্ট
মজঃফরপুর	অমরাবতী	অমৃতসর
বেরিলী		লাহোর
মাদ্রাজ		

লণ্ডন এজেণ্টস্—
মিডল্যাণ্ড ব্যাঙ্ক লিঃ

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস : ৭, সোয়ালো লেন, কলিকাতা। ফোন ক্যাল, ৫৪৯
বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা, আসাম ও যুক্তপ্রদেশের নানা কেন্দ্রে ৩৫টির অধিক শাখা।

সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয় এবং শেয়ার ক্রয় বিক্রয়ে গ্রাহকদের বিশেষভাবে সাহায্য করা হয়।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর : শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র চন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

দি কুমিল্লা ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিঃ

রেজিষ্টার্ড অফিস—৪নং, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। স্থাপিত—১৯২২

ডিপজিট	৯,৫০,০০,০০৲ টাকার উর্দ্ধে
কার্য্যকরী মূলধন	১১,০০,০০,০০৲ টাকার উর্দ্ধে

কলিকাতা অফিস—৪নং, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, ২২৫, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট (কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট), ৯৯এ, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট (শ্যামবাজার), ১৩৯বি, রসা রোড, (ভবানীপুর)।
বাংলা, বিহার ও আসামের প্রধান প্রধান ব্যবসাকেন্দ্রে শাখা অবস্থিত।
গত ১০।৪।৪৫ ইং তারিখে বোম্বাই শাখা খোলা হইয়াছে।
লণ্ডন এজেণ্টস্—বারক্লেজ ব্যাঙ্ক লিমিটেড। আমেরিকা এজেণ্টস্—গ্যারাণ্টি ট্রাষ্ট কোং অফ নিউ ইয়র্ক। অষ্ট্রেলিয়া এজেণ্টস্—ব্যাঙ্ক অফ নিউ সাউথ ওয়েলস্, সিডনি।
মিড্‌ল ইষ্ট এজেণ্টস্—বারক্লেজ ব্যাঙ্ক লিমিটেড।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—ডাঃ এস, বি, দত্ত, এম-এ, বি-এল, পি-এইচ-ডি (ইকন) লণ্ডন, বার-এ্যাট-ল

সাপ্তাহিক বাজার দর

	১লা জুন	৪ঠা জুন	৫ই জুন	৬ই জুন	৭ই জুন	৮ই জুন
সোনার দর—প্রতি ভরি (কলিকাতা) ...	৭৪৸/০	৭৪৸/০	৭৫।০	৭৬/০	৭৭/০	৭৭।০
ঐ ঐ (বোম্বাই) ...	৭৪।/০	৭৫৲	৭৫।৶/০	৭৬৶/০	৭৬।৶/০	৭৬৸/০
রূপার দর—প্রতি ১০০ ভরি (কলিকাতা) ...	১৩২৸০	১৩২৸০	১৩২৸০	১৩৩৸০	১৩৪৲	১৩৪।৲
ঐ ঐ (বোম্বাই) ...	১৩১।০	১৩২॥০	১৩২৸৶/০	১৩৩॥০	১৩৩৸৶/০	১৩৪৶/০
গিনির দর—প্রতিখানা (কলিকাতা) ...	৫০৸০	৫১৲	৫১৶/০	৫১৸০	৫১৸/০	৫২।০
ঐ ঐ (বোম্বাই) ...	৫১৲	৫১॥০	৫১॥০	৫১৸০	৫২।০	৫১৸৶/০
রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সুদের হার (শতকরা বার্ষিক) ...	৩৲	৩৲	৩৲	৩৲	৩৲	৩৲
কোম্পানীর কাগজ—						
কোম্পানীর কাগজ—শতকরা ৩৲ সুদের ...	—	৯১৶/০	৯১॥০-৯১।৶/১০	৯১৸৶/০-৯১৸০	৯১৸৶/০	৯২/০-৯২৲
ঐ ঐ ৩।০ টাকা সুদের ...	১০০।৶/০-১০০।৶/০	১০০॥৶/০-১০০॥০	১০০৸৶/০-১০০৸৶/০	১০০৶/০-১০০৸/০	১০১৶/০	১০১৶/০-১০১/০
৩৲ টাকা সুদের ঋণপত্র (১৯৬৩-৬৫) ...	—	৯৯/০-৯৯৲/০	৯৯।৶/০	৯৯৶/০	—	—
৩৲ টাকা সুদের ঋণপত্র (১৯৬৬-৬৮) ...	—	—	৯৮॥/০	—	—	—
৪৲ টাকা সুদের ঋণপত্র (১৯৬০-৭০) ...	—	—	১১২৸০	১১২৸৶/০	—	—
৫৲ টাকা সুদের ঋণপত্র (১৯৪৫-৫৫) ...	—	১০১।/০-১০১।০	১০১।০	১০১।৶/০	১০১॥০	—
ইঞ্জিনিয়ারিং ও ইলেকট্রিক—						
ইণ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড ষ্টীল কোং লিঃ ...	৪০৶/০	৩৯৸/০-৩৯॥৶/০	৪০॥/০-৪০৲	৪১৲-৪০॥৶/০	৪১।/০-৪০৸৶/০	৪১৸০-৪১॥০
ষ্টীল কর্পোরেশন—অর্ডি ...	৩৩৶/০-৩৩/০	৩৩৶/০	৩৩।৶/০-৩৩।০	৩৩৸৶/০-৩৩॥/০	৩৩৸৶/০-৩৩৸/০	৩৪।০-৩৩॥৶/০
কুমারধুবী—অর্ডি ...	—	১০।০	—	১০৶/০	১০।০-১০৶/০	১০।০
ব্রেইথওয়েইট ...	১২॥/০-১২।৶/০	১২৸০-১২॥০	১২৸৶/০	১২৸৶/০-১২৸৶/০	১৩৶/০-১২৸৶/০	১৩/০
জেসপ ...	২৪॥৶/০-২৪॥০	২৫৲-২৪॥৶/০	২৫৶/০-২৪৸৶/০	২৫।৶/০-২৫৶/০	২৫।৶/০-২৫।/০	২৫॥৶/০-২৫।৶/০
মার্শালস্ ...	—	৫৶/০-৫/০	৫৶/০-৪৸৶/০	৫৶/০	৫৶/০-৫/০	৫॥/০-৫৶/০
ন্যাশনাল আয়রণ এণ্ড ষ্টীল ...	১১৸৶/০-১১৸৶/০	—	১২৲-১১৸৶/০	১২।০-১২।০	১২৶/০-১১৸৶/০	—
আর্থার বাটলার ...	২৫॥৶/০	২৫॥০	—	—	—	—
হিন্দুস্থান মোটরস্ ...	৪৶/১০-৩৸৶/১০	৪।৶/০	৪/০-৪৲/১০	৪/১০-৪/০	৪৶/১০-৪৶/০	—
ক্যালকাটা ইনসিওরেন্স ...	—	১২৸০	১২৸৶/০	—	—	—
খনি—বার্মা কর্পোরেশন ...	৫॥৶/০	৫৸০-৫॥৶/০	৫॥৶/০-৫॥৶/০	৫॥৶/০-৫॥৶/০	৫॥৶/০-৫॥/০	৫॥৶/০
ইণ্ডিয়ান কপার কর্পোরেশন ...	৩/০	৩৶/০-৩/০	৩৶/০-৩/০	৩৶/০-৩৶/০	৩৶/০-৩৶/০	৩৶/০-৩৶/০
ব্যাঙ্ক—রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া ...	—	১৩৬৲-১৩৫৸০	—	১৩৬৲	১৩৬॥০	—
ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক ...	২০।০	২০॥০	২০॥০	২১৲	২১।০	—
ক্যালকাটা ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক ...	১৫৸০-১৫॥৶/০	১৫৸/০-১৫৸০	১৫৸০	১৫৸০	১৫৸০	১৫॥৶/০
বেঙ্গল সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক ...	১৩॥/০	১৩॥/০	১৩॥/০-১৩॥০	১৩৷১০-১৩॥০	১৩॥৶/০-১৩॥০	১৩॥/০
কুমিল্লা ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন ...	—	১৫৲	১৫৲	১৫/০-১৫৲	১৫৲	১৫।৶/০-১৫৶/০
মহালক্ষ্মী ব্যাঙ্ক ...	—	—	—	—	—	—
নিউ ষ্ট্যাণ্ডার্ড ব্যাঙ্ক ...	—	—	—	—	—	—
হিন্দুস্থান কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক ...	—	—	—	—	—	—
নাথ ব্যাঙ্ক ...	—	৩১৲	৩১৲-৩০৸০	২৯৸০	—	—
কয়লা—বরাকর কোল্ কোং ...	৪২৲-৪১৸০	৪২।/০-৪২/০	৪২॥৶/০-৪২।৶/০	৪২৸/০-৪২।৶/০	৪২।৶/০-৪২৶/০	৪২৸৶/০-৪২॥০
তালচের	১২।৶/০-১২।০	—	১২।০-১২৶/০	১২॥/০-১২।৶/০	১২॥০-১২।৶/০	১২৸৶/০-১২॥৶/০
রাণীগঞ্জ	৫৬৶/০-৫৪॥৶/০	৫৭৸০-৫৬।০	৫৮॥০-৫৭৸৶/০	৬৫৲-৫৯।৶/০	৬১।০-৬০৲	৬৩।০-৬১৲
ইকুইটেবল	—	৬৮॥০-৬৮৶/০	৬৮৸০-৬৮॥০	৬৯।/০-৬৮৶/০	৬৮৶/০	৬৯॥৶/০-৬৮॥০
সাউথ করণপুরা	৩০।৶/০-২৯৸৶/০	৩০।৶/০-৩০৶/০	৩০।৶/০-৩০৶/০	৩১।৶/০-৩০॥০	৩১৸৶/০-৩১৶/০	৩৩৲-৩২।৶/০
তুলনবয়ারি ...	৩৩।০-৩৩৲	৩৩॥০-৩৩।০	৩৩॥৶/০	৩৩৸৶/০-৩৩॥০	৩৩॥৶/০-৩৩॥/০	৩৩৸/০-৩২৸৶/০
সেণ্ট্রাল কারকেণ্ড ...	—	—	৪২॥০-৪২৲	৪২॥০-৪২।৶/০	৪১॥৶/০	৪৩৲-৪২।০
নিউ চুরুলিয়া ...	১২॥৶/০-১২।৶/০	১৩৶/০-১৩৶/০	১৩॥৶/০-১৩।০	১৩।৶/০-১৩।/০	১৩॥০	১৩॥৶/০-১৩॥০
ষ্ট্যাণ্ডার্ড ...	৪৩।৶/০	৪৩৸৶/০-৪৩॥০	—	৪৩৲-৪৩॥০	৪৩৸০	—

দি ক্রিসেণ্ট কমারসিয়াল ব্যাঙ্ক
—অব ইণ্ডিয়া লিঃ—
হেড অফিস—৫৭, রাধাবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
ম্যানেজিং ডিরেক্টর :—মিঃ বি, নারায়ণ চৌধুরী

অক্ষয় কুমার লাহা
বং
কলিকাতা

বাংলার বস্ত্র-শিল্পের অগ্রদূত
মোহিনী মিলস্ লিঃ
এই মিলের
বস্ত্রাদির জনপ্রিয়তার কারণ ব্যবহারেই বোধগম্য হইবে।
১নং মিল
কুষ্টিয়া (নদীয়া)
২নং মিল
বেলঘরিয়া (২৪ পরগণা)
ম্যানেজিং এজেণ্টস্ :—চক্রবর্ত্তী সন্স এণ্ড কোং
পোঃ কুষ্টিয়া বাজার (নদীয়া)

ইষ্ট ইণ্ডিয়া ইন্সিওরেন্স
কোম্পানী লিমিটেড
হেড অফিস—৪নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা
সুদৃঢ় বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত দেশীয় বীমা প্রতিষ্ঠান
—আমাদের বৈশিষ্ট্য—
দাবী প্রদানে তৎপরতা : : উদার বীমা সর্ত্ত
অল্প খরচের হার : : অভিনব বীমা প্রণালী (Schemes)
কতকগুলি স্থানে চীফ এজেণ্ট ও অর্গেনাইজারের পদ খালি আছে। ম্যানেজারের নিকট আবেদন করুন।

সাপ্তাহিক বাজার দর

	১লা জুন	৪ঠা জুন	৫ই জুন	৬ই জুন	৭ই জুন	৮ই জুন
কাপড়ের কল—নিউ ভিক্টোরিয়া কটন মিলস লিঃ	৭।০	৭।০-৭৵০	৭৶০-৭৵০	—	৭।৵০-৭৶০	—
বেনারস ...	—	—	—	—	—	—
কানপুর টেক্সটাইলস্ ...	১২৷৷০-১২।৵০	১২।৵০-১২৶০	১২।০	১২।৵০-১২৵০	১২।০-১২৵০	১২৵০
এলগিন কটন মিলস লিঃ ...	৬৪।০-৬৩৸০	৬৩৸০	৬৪।০-৬৩৸৵০	৬৪৷৷০-৬৩৷৷০	৬৩৷৷০	৬৩৷৷৵০-৬৩৷৷০
কেশোরাম ...	১৭।৵০	—	—	—	—	—
বঙ্গশ্রী ...	১৪।০	১৩৸০	১৪।০	১৪৲-১৫৸৵০	—	১৪।০-১৪৲
বঙ্গেশ্বরী কটন মিলস্ ...	—	৭।৶০-৭।০	৭।০	৭।০	৭।৶০-৭।০	৭।৵০-৭।৵০
কাগজের কল—ইণ্ডিয়া পেপার পাল্প লিঃ ...	—	২২৯৲-২১৯৲	২৩২৲-২৩০৲	—	—	—
শ্রীগোপাল পেপার মিলস লিঃ ...	১৮।০	১৯৲-১৮৷৷৵০	—	—	—	১৮।০
টিটাগড় ...	২৭৸০-২৭৷০	২৮৶০-২৭৸০	২৮।৵০-২৮৶০	২৮৸০-২৮।৵০	২৮৷৷০-২৮।৵০	২৮৸০-২৮৷৷০
চটকল—অকল্যাণ্ড জুট মিলস লিঃ ...	—	—	—	৩৪৪৲	৩৪৪৲-৩৪৩৲	—
এ্যাংলো ইণ্ডিয়া জুট মিলস লিঃ ...	৪৭৭৲-৪৭৪৲	৪৭৮৲-৪৭৪৲	৪৮০৲-৪৭৭৲	৪৮১৲	৪৮২৲-৪৮১৲	৪৮৫৲-৪৮৪৲
কামারহাটি ...	৭৩০৲	৭২৯৲-৭২৭৲	৭৩৮৲-৭৩৩৲	৭৪২৶০-৭৩৯৲	৭৪৩৲-৭৪১৲	৭৪৬৲-৭৪৫
নদীয়া ...	১৩২৲	১৩২৲	—	১৩৩৷৷০	১৩২৷৷০	১৩৪৲
প্রেসিডেন্সী ...	১২।৵০-১২।০	১২।৶০	১২।৶০-১২।৵০	১২৷৷০-১২।৶০	১২৷৷০-১২।৶০	১২৸০-১২৷৷০
রিলায়েন্স ...	—	—	৭৯।৵০-৭৯।০	—	৭৯৸০-৭৯৷৷০	—
কাঁকনাড়া ...	৬১২৲	—	৬১৬৲-৬১৪৲	৬২২৲-৬২১৷৷০	৬২৫৲-৬২০৲	৬২৭৲-৬২৫৲
হাওড়া ...	৯৩৶০	৯৩৸৶০-৯৩৷৷৶০	৯৪৷৷০-৯৪৶০	৯৪৷৷৶০-৯৪।৵০	৯৩৸৶০-৯২৸০	৯৩৸৶০-৯৩৷৷৶০
ডালহৌসী ...	—	—	৩৫৬৲	৩৫৫৲-৩৫৩৲	৩৫৬৲-৩৫০৲	—
বজবজ ...	৫৩৮৲-৫৩৪৲	—	৫৪০৲	৫৫০৲-৫৪৮৲	৫৫২৲	৫৫৫৲-৫৫২৲
ষ্ট্যাণ্ডার্ড ...	৩০৬৲-৩০৫৲	—	৩১০৲	৩১০৲	৩১২৲-৩০৭৲	—
এলায়েন্স ...	৬৬১৲	৬৬৩৲-৬৬১৲	৬৬০৲	৬৬৬৲	৬৭৩৲-৬৬৮৲	৬৭৮৲-৬৭৭৲
চিনির কল—বেলসুন্দ সুগার কোং লিঃ ...	১৪।৶০-১৪৵০	১৪৷৷০-১৪।৵০	১৪৸০-১৪৷৷০	১৫৵০-১৪৸০	১৫৲-১৪৸৵০	—
চম্পারণ সুগার কোং লিঃ ...	৩৮৸০-৩৮।০	৩৮৷৷০-৩৮।৵০	৩৮৷৷৵০	৩৮৸০-৩৮৷৷০	—	—
কেরু এণ্ড কোং লিঃ ...	২৮।৵০-২৭৸০	২৮৶০-২৭৸৵০	২৮।৵০-২৭৸৶০	২৮৸৶০-২৭।৶০	২৮।৶০-২৮।০	২৯৵০-২৮৷৷৵০
চা বাগান—চন্দননগর টি ...	—	—	—	—	—	—
ইষ্টার্ণ হিন্দুস্থান ...	—	—	—	—	—	—
কল্যাণী ...	—	—	—	—	—	—
লেবং এণ্ড মিনারেল ...	—	—	—	—	—	—
তেজপুর ...	—	—	২১৷৷৵০	২১৸০	—	—
বিশ্বনাথ ...	—	—	—	—	—	—
বিবিধ—ডালমিয়া সিমেণ্ট কোং লিঃ ...	—	১৭৲	১৭।০-১৭৲	১৭।৵০	—	১৭৸০
বি আই কর্পোরেশন ...	৬।০	—	—	৬।৶০-৬।৵০	৬৷৷০	৬।৶০
মেদিনীপুর জমিদারী কোং লিঃ ...	১৭৮৲-১৭৪৷৷০	১৮৪৷৷০-১৭৯৲	১৮৪৲-১৮৩৲	১৮৫৲-১৮৪৲	১৮৬৲-১৮৪৷৷০	১৮৮৲-১৮৬৲
রোটাস ইণ্ডাষ্ট্রীজ লিঃ ...	১৬৵০	১৬৵০-১৬৲	১৬৲	১৬৵০	—	১৬৵০
ইণ্ডিয়া জেনারেল নেভিগেশন কোং লিঃ ...	—	১৯৫৷৷০-১৮৯৲	১৯৬৲-১৯৫৲	১৯৬৲-১৯৫৲	১৯৫৲-১৯১৷৷০	—
আসাম-বেঙ্গল সিমেণ্ট ...	১৯৸০	—	—	—	—	—
ন্যাশনাল ইনসুলেটেড কেবলস ...	১৩৵০	১৩৸০	—	—	—	—
নিউ এসিয়াটিক ইনসিওরেন্স ...	—	—	—	—	—	৯৵০

ইষ্ট বেঙ্গল ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস—নারায়ণগঞ্জ স্থাপিত—১৯২৩ কলিকাতা অফিস—১৭৬ ক্রস্ ষ্ট্রীট

ফোন : বড়বাজার—৯৮৭

শীঘ্রই পাটনা সিটি শাখা খোলা হইবে।

অপরাপর শাখা—বরিশাল, ভৈরববাজার, কুমিল্লা, করিমগঞ্জ, মীরকাদিম, নিতাইগঞ্জ, পুরাণবাজার (চাঁদপুর), শিলচর, শ্রীহট্ট।

জেনারেল ম্যানেজার—কে, কে, পাল ম্যানেজিং ডিরেক্টর—এস, সি, সাহা

ইকনমিক ব্যাঙ্ক লিমিটেড

স্থাপিত—১৯২৯ ফোন : ক্যাল ৫৯৪৪

হেড অফিস—৮৬বি ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

অন্যান্য শাখা

বাঁকুড়া, ঘাটাল, টাটানগর, মির্জ্জাপুর, বেনারস, এলাহাবাদ, লাক্ষ্ণৌ, কাণপুর, বালিয়া, আরাউরা, দেউরিয়া, পুরুলিয়া, সাদার্ণ এভিনিউ, বড়বাজার, নোয়াগড় ও সোনামুখী (বাঁকুড়া)।

নিমতলা ও বেলগাছিয়া শাখা শীঘ্রই খোলা হইবে।

ভারতের প্রাচীনতম বীমা প্রতিষ্ঠান

বম্বে মিউচুয়াল

লাইফ এসিওরেন্স সোসাইটি লিঃ

[প্রতিষ্ঠিত — ১৮৭১ সাল]

বীমা করুন

— এই কোম্পানীর বৈশিষ্ট্য —

- কোম্পানীর সমগ্র লাভ পলিসিগ্রাহকদের মধ্যে বণ্টিত হয়।
- অতিরিক্ত প্রিমিয়াম না দিয়াও স্থায়ী অকর্ম্মণ্যতার জন্য সুযোগ-সুবিধা পাওয়া যায়।
- যৎসামান্য প্রিমিয়াম দিলে দুর্ঘটনাজনিত ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করা হয়।
- কোম্পানীর তহবিলের পরিমাণ ৩ কোটী টাকার উপর।

বিস্তৃত বিবরণের জন্য নিম্ন ঠিকানায় আবেদন করুন :—

দস্তিদার এণ্ড সন্স

চীফ এজেণ্টস্

২নং রয়েল এক্সচেঞ্জ প্লেস :: কলিকাতা।

ফোন :—ক্যাল : ১০১৮

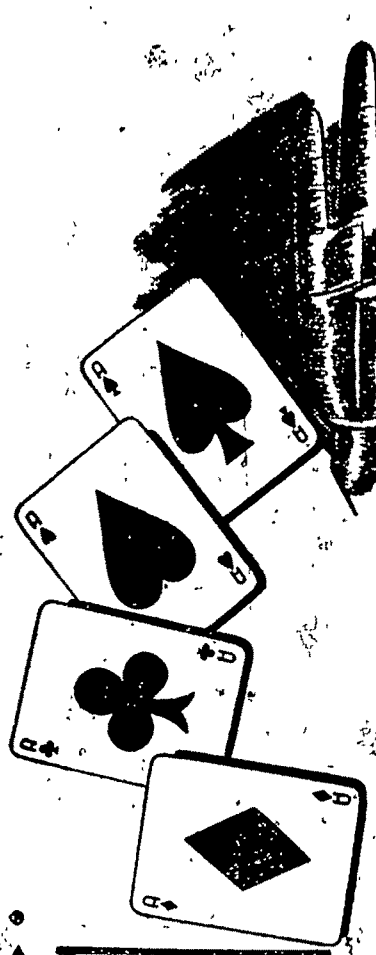

শীর্ষের চারিটি

ব্রিজ খেলার "নো ট্রাম্পের" চারটী টেক্কার মতই জুয়েলের সুপ্রসিদ্ধ কেশতৈল চতুষ্টয়—ইহাদের দীর্ঘস্থায়ী সুরভি ও অনুপম গুণের জন্যই তৈল জগতে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া শ্রেষ্ঠ সম্মান লাভ করিয়াছে।

♠ কোকোলা ♣ জুয়েল আমলা
♠ কল্যানী ♦ ত্রিগুণ
কেশ তৈল

জুয়েল অফ ইণ্ডিয়া, কলিকাতা

মেনে নেবার মত প্রমান

চুকিয়ে দেওয়া দাবী মোট ৩·৮ কোটীটাকা
মোট চলতি বীমা ১৯·৩২ কোটীটাকা
১৯৪৪সালের নূতন বীমা ৪·৭৩ কোটীটাকা

(N.F. a/b 1.)

ন্যাশন্যাল
ইন্সিওরেন্স কোম্পানি লিমিটেড্
৭ নং, ওল্ড কোর্ট হাউস ষ্ট্রীট

ফোন : ক্যাল : ৫৭২৬
ভারতের সর্ব্বত্র ও ভারতের বাহিরে ব্রাঞ্চ অর্গানাইজেশন ও চীফ এজেন্সী অফিস বর্ত্তমান।

ক্লিয়ারিং-এর সুবিধা সহ জাতীয় আর্থিক প্রতিষ্ঠান
শিলং ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন লিঃ
টেলিঃ SHILLBANK হেড অফিস—শিলং ফোন : শিলং—১৬৬
কলিকাতা শাখা :—১৫নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, টেলিঃ BANKSHILLO ফোন : ক্যাল ৪৪৫৪
অন্যান্য শাখা—শ্রীহট্ট, হবিগঞ্জ, করিমগঞ্জ, গৌহাটী ও নওগাঁ (আসাম)।
শ্রীপ্রফুল্লকুমার চৌধুরী, ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

ক্যালকাটা সিটি ব্যাঙ্ক
—লিমিটেড—
(ক্লিয়ারিংয়ের যাবতীয় সুবিধাযুক্ত)
হেড অফিস—১০২বি, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
ফোন : কলিঃ ৩৪৪৭
—শাখাসমূহ—
বড়বাজার, বেলেঘাটা, শ্যামবাজার, আরামবাগ, চাঁপাডাঙ্গা, মিরকাদিম, নারায়ণগঞ্জ, দীঘিরপাড়, লাহেরিয়াসরাই, ভাগলপুর, নাথনগর, দ্বারভাঙ্গা, রায়পুর (সি-পি), পাটনা, পাটনা সিটি, ভিজিয়ানাগ্রাম, বোলাঙ্গীর ও কাটারঙ্গী (পাটনা ষ্টেট)।

CALCUTTA CITY BANK LIMITED

ম্যাঃ ডিরেক্টর—এইচ সি পাল, এম-এ, বি-এল

সাবান প্রস্তুতের
যাবতীয় জিনিষ—সিলিকেট সোডা • সোপষ্টোন পাউডার • কষ্টিক সোডা • রজন • সিট্রোনেলা অয়েল • রঙ • হাইড্রোমিটার • প্রভৃতি পাইবেন
ফোন :—
বড়বাজার :—১৩৯৭ অফিস
" :—১৫৯২ ফ্যাক্টরী
টেলিগ্রাম—"চীনামাটী"
কলিকাতা মিনারেল সাপ্লাই কোং লিঃ
৩১, অ্যাকলন লেন, কলিকাতা

বেঙ্গল সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক লিমিটেড
হেড অফিস :—৮৬, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
—— শাখাসমূহ ——
কলিকাতায়—হ্যারিসন রোড, শ্যামবাজার, বৌবাজার, মাণিকতলা, জোড়াসাঁকো, বড়বাজার, ভবানীপুর, হাওড়া, শালকিয়া।
বাংলায়—ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, রংপুর, পাবনা, বগুড়া, বহরমপুর, বাঁকুড়া, নবদ্বীপ, কৃষ্ণনগর।
বিহারে—পাটনা, গয়া, রাঁচী, হাজারীবাগ, কোডারমা ও গিরিডি।
লণ্ডন এজেন্টস্—মিডল্যাণ্ড ব্যাঙ্ক লিমিটেড।
নিউইয়র্ক এজেন্টস্—ন্যাশনাল সিটি ব্যাঙ্ক অফ নিউইয়র্ক।
ম্যানেজিং ডিরেক্টর :—মিঃ জে, সি, দাশ।

যুদ্ধোত্তরকালে গৃহ নির্ম্মাণের ব্যবস্থা
এখনই করা প্রয়োজন। ক্যালকাটা ইন্সিওরেন্সের হাউসিং পলিসি আপনার সে সুবিধা করিয়া দিবে। এই বীমাপদ্ধতি অনুসারে গৃহনির্ম্মাণেচ্ছুক জনসাধারণকে ঋণ দেওয়া হয়।...ঋণ অবশ্য হয়, কিন্তু এই মর্টগেজ-সহিত-বীমাপদ্ধতিতে সম্পত্তি সর্ব্বপ্রকার অঘটন হইতে নিরাপদ থাকে। ঋণ ক্রমে ক্রমে শোধ হইয়া যায় এবং ঋণকারী বা তাঁহার পরিবারবর্গের সম্পত্তির কোনই ক্ষতি হয় না।
পদ্ধতির সামান্য একটু আভাসমাত্র এখানে দেওয়া হইল। পূর্ণাঙ্গ বিবরণের জন্য ব্যক্তিগতভাবে আবেদন করুন।
ক্যালকাটা ইন্সিওরেন্স লিমিটেড
হেড অফিস : ১৫নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

১২২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা—আর্থিক জগৎ প্রেসে শ্রীযতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য দ্বারা সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

PHONE :—B. B. 6382 REGD. NO. C. 2506

আর্থিক জগৎ

ARTHIK JAGAT

ব্যবসা-বাণিজ্য-শিল্প-অর্থনীতি-বিষয়ক সাপ্তাহিক

মূল্য—বার্ষিক সডাক ৯৲ সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য প্রতি সংখ্যা ৶০ আনা

অষ্টম বর্ষ] Monday, 18th June, 1945. সোমবার, ৪ঠা আষাঢ় ১৩৫২ [৭ম সংখ্যা

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY

বৃটেনে ভারতীয় শিল্পপতি মিশন

ভারতের যেসব শিল্পপতি ইংলণ্ড সফরে গিয়াছেন রয়টারের মারফতে তাঁহাদের নানারকম কার্য্যধারার খবর এদেশে আসিয়া পৌঁছিতেছে। বার্ম্মিংহামের এক সংবাদে প্রকাশ, শ্রীযুক্ত নলিনী রঞ্জন সরকার সেখানের শিল্পপতিদের সহিত ভারতে যন্ত্রপাতি আমদানী সম্পর্কে আলোচনা চালাইয়াছেন। তিনি নাকি এরূপ বলিয়াছেন যে, যন্ত্রপাতির মূল্য সম্পর্কে এবং উহা ভারতে প্রেরণের তারিখ সম্পর্কে যদি একটা সন্তোষজনক বুঝাপড়া সম্ভবপর হয় তবে শিল্পপতি মিশনের প্রত্যেক সদস্যই ব্যক্তিগতভাবে বৃটিশ শিল্পপতিদের নিকট যন্ত্রপাতির অর্ডার দিতে প্রস্তুত আছেন। ভারতের জন্য সুবিধাজনক সর্ত্তে যন্ত্রপাতি আমদানীর ব্যবস্থা হয় ইহা আমরা চাই। কিন্তু শ্রীযুক্ত সরকারের ঐরূপ উক্তিটিতে কয়েকটি বিষয়ে আমাদের মনে সন্দেহ ও আশঙ্কার কারণ দাঁড়াইয়াছে। শিল্পপতি মিশনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাইয়া মহাত্মা গান্ধী একটি বিবৃতি দেওয়ার পর ঐ মিশনের অন্যতম প্রধান সদস্য মিঃ জে আর ডি টাটা তাহার উত্তরে জানাইয়াছিলেন যে, তাঁহারা ইংলণ্ড ও আমেরিকায় যাইতেছেন ঐ সব দেশের শিল্প প্রগতির ধারা অনুধাবন করিবার জন্য। নিজেদের শিল্প কারখানার জন্য ব্যক্তিগতভাবে যন্ত্রপাতি আমদানীর ব্যবস্থা করা এবং ইংলণ্ডের শিল্পপতিদের সহিত আলাদাভাবে কোন চুক্তি করা তাঁহাদের উদ্দেশ্য নহে। কিন্তু শ্রীযুক্ত সরকারের উপরোক্ত উক্তি হইতে অবস্থার গতি অন্যরূপ বলিয়াই বুঝা যাইতেছে। শিল্পপতি মিশনের সদস্য হইয়া যাঁহারা ইংলণ্ডে গিয়াছেন ভারতীয় শিল্প ব্যবসায়ের মাত্র এক-তৃতীয়াংশ তাঁহারা নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকেন। উহারা যদি নিজেদের স্বার্থ বুঝিয়া আলাদাভাবে যন্ত্রপাতি আমদানীর ব্যবস্থা করেন তবে বাকী দুই-তৃতীয়াংশ শিল্প কারখানার জন্য যন্ত্রপাতি আমদানীর দায়িত্ব কাহারা গ্রহণ করিবেন তাহাই আমরা ভাবিতেছি। তাহাছাড়া শিল্প মিশনের সদস্যরা ব্যক্তিগতভাবে বৃটেনের শিল্পপতিদের সহিত যে চুক্তি করিবেন তাহা তাঁহাদের নিজেদের স্বার্থের পরিপোষক হইলেও উহা যে ভারতবাসীদের জাতীয় স্বার্থের পরিপোষক হইবে তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই। কাজেই আলাদাভাবে যন্ত্রপাতি আমদানীর রফা করা সেদিক দিয়াও বিশেষ আপত্তিকর। ঐরূপ কোন গোপন বুঝাপড়া করা হইবে না বলিয়া দেশবাসীকে সান্ত্বনা দিয়া শেষ পর্য্যন্ত শিল্পপতি মিশনের সদস্যরা যদি কার্য্যতঃ তাহাই করিতে অগ্রসর হন তবে উহা তাঁহাদের পক্ষে খুব গর্হিত হইবে বলিয়াই আমরা মনে করি।

যুদ্ধের পরে ভারতে সুপরিকল্পিতভাবে শিল্প প্রসারের কথা উঠিয়াছে। সেজন্য বাহির হইতে

সাময়িক প্রসঙ্গ

যথেষ্ট যন্ত্রপাতি আমদানীর প্রয়োজন রহিয়াছে সন্দেহ নাই। কিন্তু শিল্প মিশনের সদস্যরা নিজেদের মরজিমত যেভাবে আলাদাভাবে ঐ সমস্তের জন্য অর্ডার দিতে উদ্যোগী হইয়াছেন তাহাতে এদেশে শিল্পের সুসঙ্গত প্রসার সম্ভবপর হইবে বলিয়া আশা করা যায় না। এই রীতিতে কাজ চলিলে ভারতে যে সব শিল্প প্রতিষ্ঠিত আছে হয়ত তাহাদের সংখ্যা অনুচিতভাবে বাড়িয়া যাইবে। আর যে সব নূতন মৌলিক শিল্প আমরা দেশে ব্যাপকভাবে গড়িয়া তুলিতে চাই যুদ্ধের পরেও হয়ত সে সব শিল্প বর্ত্তমানের ন্যায় অবহেলিতই থাকিয়া যাইবে। কাজেই দেশে কোন্ কোন্ শিল্প স্থাপন করা দরকার তাহা পূর্ব্বাহ্নে স্থির করিয়া লইয়া সেই পরিকল্পনা অনুযায়ীই বাহির হইতে সুবিধাজনক সর্ত্তে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি আমদানীর সুযোগ দেখিতে হইবে। শিল্পপতিদিগকে তাঁহাদের ব্যক্তিগত খেয়াল ও অভিরুচি অনুযায়ী যন্ত্রপাতি আনিবার সুযোগ দিলে তাহাতে দেশে সুপরিকল্পিত শিল্প প্রসারের পথ প্রশস্ত হইবে না।

বিষয়-সূচী

বিষয়	পৃষ্ঠা
সাময়িক প্রসঙ্গ	১৪৯-৫১
নানাকথা	১৫২
রিজার্ভ ব্যাঙ্কের দশ বৎসর	১৫৩-৫৪
রাজনৈতিক প্রসঙ্গ	১৫৫-৫৬
খেয়ালীর খাতা	১৫৭-১৫৮
আর্থিক দুনিয়ার খবরাখবর	১৫৯-১৬৫
কোম্পানী প্রসঙ্গ—	১৬৬-১৬৮
বাজারের হালচাল—	১৬৯-১৭৪

বাংলার দুর্ভিক্ষ ও কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ

১৯৪৩ সালে বাঙ্গলায় যে দুর্ভিক্ষ দেখা গিয়াছিল তাহার সকরুণ স্মৃতি আজও লোকের মনে জাগরূক হইয়া রহিয়াছে। কেবল ৩৫ লক্ষ লোকের প্রাণহানিতে এই দুর্ভিক্ষের যবনিকাপাত হয় নাই। আজিকার রোগশোক ও অকালমৃত্যুর ভিতর দিয়াও তাহার ভয়াবহ শোচনীয় পরিণতি আমরা প্রত্যক্ষ করিতেছি। কংগ্রেস নেতৃবৃন্দকে গবর্ণমেণ্ট কারারুদ্ধ করিয়া রাখায় ঐ দুর্ভিক্ষের সময়ে তাঁহারা দেশের দুর্গত জনসাধারণের পাশে আসিয়া দাঁড়াইতে পারেন নাই। কিন্তু বাঙ্গলার সে মর্ম্মন্তুদ পরিস্থিতি কারাপ্রাচীরের অন্তরালে তাঁহাদের জীবন দুঃখ ও বেদনায় সমাচ্ছন্ন করিয়া তুলিয়াছিল। তাঁহারা কারারুদ্ধ থাকায় মানুষের তৈয়ারী ঐ দুর্ভিক্ষ সম্পর্কে এতদিন উঁহারা কোন ক্ষোভ বা প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিতে পারেন নাই। এক্ষণে জেলের বাহিরে আসিয়া অনেকে তাঁহাদের বক্তৃতা ও বিবৃতিতে ঐ সম্পর্কে খোলাখুলীভাবে তাঁহাদের মতবাদ প্রকাশ করিতেছেন। কংগ্রেস সভাপতি মৌলানা আবুল কালাম আজাদ বাঁকুড়ায় তাঁহার বন্দিদশা হইতে মুক্তি পাইয়া উপস্থিত

ন্যাশন্যাল কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক

লিমিটেড

ফোন : বি বি ৪২৯০

৫৭, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

বোর্ড অব ডিরেক্টারের চেয়ারম্যান :

মৌলভী এ, কে, ফজলুল হক, বাংলার ভূতপূর্ব্ব প্রধানমন্ত্রী।

সোণা, রূপা, কোম্পানীর কাগজ, চলিত শেয়ার ও অনুমোদিত বিলের পরিবর্ত্তে ধার, ওভার ড্রাফট্ এবং অন্যান্য প্রকার কর্জ্জ দেওয়া হয়।

সাংবাদিকদের নিকট বলেন, "বাঙ্গলায় গত ১৯৪৩ সালে যে শোচনীয় দুর্ভিক্ষ আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট এবং ভারতের কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকার সকলেই তাহার জন্য দায়ী। কলিকাতার রাস্তায় যখন বহু লোক না খাইয়া মরিতেছিল তখনও ভারত সচিব মিঃ এমেরী ভারতে দুর্ভিক্ষ হয় নাই বলিয়া পার্লামেণ্টে ঘোষণা করিয়াছিলেন। গত কয় বৎসরে বহু দুঃখগ্লানি আমাদিগকে ভোগ করিতে হইয়াছে। কিন্তু বাঙ্গলার দুর্ভিক্ষ যে ক্ষত রাখিয়া গিয়াছে তাহার দাগ মিলাইতে বহু বৎসর লাগিবে।" আলমোড়া জেল হইতে মুক্তি পাইয়া পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু এসোসিয়েটেড প্রেসের প্রতিনিধির নিকট বলেন, "এই যুদ্ধে ভয়াবহ যাহা কিছু ঘটিয়াছে বাংলার দুর্ভিক্ষ ভীষণতায় তদপেক্ষা অধিক না হইলেও উহা কোনরূপেই কম মর্ম্মান্তিক নহে। এই দুর্ভিক্ষ কেবল ভারতে বৃটিশ শাসনের শোচনীয় ব্যর্থতা সম্পর্কেই চরম রায় প্রদান করে নাই, যে অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় এইরূপ শোচনীয় দুর্ঘটনা ঘটিতে পারে উহা সে অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উচ্ছেদের পূর্ব্বাভাষই সূচিত করিতেছে।" পণ্ডিত নেহেরুর এই উক্তিতে দুর্ভিক্ষের কারণ সম্পর্কেও বৃটিশ শাসনের অযোগ্যতা ও অকৃতকার্য্যতা সম্পর্কে যে রূঢ় ইঙ্গিত করা হইয়াছে সভ্যতাগর্ব্বী ইংরাজ জাতি ও তাঁহাদের আমলাতান্ত্রিক গবর্ণমেণ্টের পক্ষে তাহা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য।

বৃটিশ ম্যানেজিং এজেন্সী ফার্ম্মে ভারতীয় ডিরেক্টর

ভারতে বৃটিশীয়দের পরিচালিত যে সব বড় বড় ম্যানেজিং এজেন্সী ফার্ম্ম রহিয়াছে তাহাদের মধ্যে কোন কোন প্রতিষ্ঠান বর্ত্তমানে উহাদের পরিচালক বোর্ডে দুই একজন ভারতীয়কে ডিরেক্টর হিসাবে নিয়োগ করিতেছে। ইতিপূর্ব্বে এণ্ড উইল কোম্পানী স্যার ওঙ্কারমল জেটিয়া ও মিঃ এন আর আইয়ারকে উহাদের পরিচালক বোর্ডে গ্রহণ করিয়াছিল। সম্প্রতি ম্যাকলয়েড এণ্ড কোম্পানীও মিঃ ছোটলাল কানোরিয়াকে উহাদের অন্যতম ডিরেক্টর হিসাবে নিয়োগ করিয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে। ভারতে বৃটিশ ম্যানেজিং এজেন্সী প্রতিষ্ঠানের পরিচালক বোর্ডে এতদিন ভারতীয়দের কোন স্থান ছিল না। এক্ষণে ঐ সমস্ত পরিচালক বোর্ডে ভারতীয়দিগকেও লওয়া হইতেছে, ইহা সুখের বিষয়। কিন্তু বৃটিশ বণিকদের অর্থনৈতিক শোষণের বিরুদ্ধে ভারতের লোক যেভাবে দিন দিনই সচেতন হইয়া উঠিতেছে, তাহাতে বৃটিশ ম্যানেজিং এজেন্সী ফার্ম্মসমূহের এই কথঞ্চিৎ সুবিবেচনা তাহাদের ক্ষোভ মিটাইতে সমর্থ হইবে না। এই সব বিদেশী ফার্ম্ম এদেশের অনেক শিল্প ব্যবসায়কে করায়ত্ত রাখিয়া তাহাদের মারফতে স্থায়ীভাবে মোটা মুনাফার সুযোগ করিয়া লইয়াছে। উহাদের প্রদত্ত লভ্যাংশের ভিতর দিয়া প্রতি বৎসর বহু অর্থ ভারতের বাহিরে চলিয়া যাইতেছে। উহাদের পরিচালিত আফিস ও শিল্প কারখানায় বড ও দায়িত্বশীল পদসমূহে ভারতীয়দের কোন স্থান নাই। ইংলণ্ড হইতে শ্বেতাঙ্গ আমদানী করিয়া তাহাদিগকেই মোটা বেতনে ঐ সমস্ত পদে নিয়োগ করা হইয়া থাকে। কম বেতনের কেরাণী ও শ্রমিক হিসাবেই শুধু এদেশীয়রা ঐ সব ফার্ম্মে চাকুরী করিবার সুযোগ পায়। কাজেই এদেশের জাতীয় কল্যাণের সহিত ঐ সব ফার্ম্মের কোন যোগ নাই। এদেশের জাতীয় স্বার্থ সর্ব্বপ্রকারে পদদলিত করিয়া শ্বেতাঙ্গ স্বার্থের ধ্বজা উড্ডীন রাখাই ঐ সব প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। ভারতের লোকদের ভিতর জাতীয়তাবোধ জাগ্রত হওয়ার সঙ্গে আজ তাহারা সকল ক্ষেত্রেই নিজেদের স্বাধিকার প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হইয়াছে। ঐ সব ম্যানেজিং এজেন্সী ফার্ম্মের কায়েমী শোষণ বন্ধ করিতে না পারিলে এদেশের অর্থনৈতিক কল্যাণের পথ যে প্রশস্ত হইবে না ইহা তাহারা আজ ভালরূপই বুঝিতে পারিয়াছে। সেজন্য এদেশস্থ বিদেশী ফার্ম্ম ও শিল্প প্রতিষ্ঠান সমূহ কিনিয়া লওয়ার জন্য আজ দেশবাসীর তরফ হইতে সজোর দাবী উপস্থাপিত হইতেছে। বৃটিশ ম্যানেজিং এজেন্সী প্রতিষ্ঠানসমূহ অবস্থার এই গতি দেখিয়া নিতান্ত সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিয়াছেন। সুবিধামত দুই একজন ভারতীয়কে পরিচালক বোর্ডে লইয়া তাঁহারা এদেশবাসীকে তুষ্ট করিবার চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু এইরূপ কারসাজি দ্বারা জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করা এখন আর সম্ভবপর নহে। দুই একজন ভারতীয়কে ডিরেক্টর বোর্ডে গ্রহণ করিলেই যে ঐ সব ম্যানেজিং এজেন্সী ফার্ম্মের স্বরূপ বদলাইবে না এবং উহাদের পরিচালিত শিল্প কারখানাসমূহ যে জাতীয় স্বার্থের পরিপোষক হইয়া দাঁড়াইবে না ইহা তাহারা ভালরূপই বুঝিতে পারে। বিদেশী ম্যানেজিং এজেন্সী ফার্ম্ম ও বিদেশী শিল্প প্রতিষ্ঠান সব গুলিকে সম্পূর্ণ জাতীয় কর্তৃত্বে লওয়াই ভারতবাসীর বর্ত্তমান দাবী। সেই দাবী পূরিপূরিত না হওয়া পর্য্যন্ত ভারতের জনমত শান্ত হইবে না।

গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক সুতার কল স্থাপন

কিছুদিন পূর্ব্বে বাঙ্গলায় যখন নাজীম মন্ত্রিমণ্ডলীর রাজত্ব ছিল সেই সময়ে এই মর্ম্মে একটি সংবাদ প্রকাশিত হয় যে, বাঙ্গলার তাঁতিগণের মধ্যে সুতা সরবরাহের উদ্দেশ্যে বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক দুইটী সুতার কল স্থাপন করা হইবে। আমরা তখন এই প্রস্তাবের বিরোধিতা জ্ঞাপন করিয়াছিলাম। সম্প্রতি গত ১২ই জুন তারিখে সংবাদপত্রে প্রকাশ করা হইয়াছে যে, মিঃ কেসীর চালিত বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্ট এই প্রস্তাব পরিত্যাগ করিয়াছেন। উহাতে আমরা সুখী হইলাম। বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্টের উদ্যোগে এদেশে যে সমস্ত পাট বিক্রয় সমিতি গঠিত হইয়াছিল তাহা ফেল পড়ার দরুণ বাঙ্গলার অধিবাসীদের ৫০।৬০ লক্ষ টাকা ক্ষতি হইয়াছে। পাটের মূল্য চড়াইবার জন্য বাঙ্গলা সরকার যে পাট ক্রয় করেন তজ্জন্যও বাঙ্গলার অধিবাসীদের বহু লক্ষ টাকা ক্ষতি হইয়াছে। বাঙ্গলা সরকার কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ক্রেডিট সিণ্ডিকেট এবং সমবায় জীবনবীমা সমিতি ফেল পড়াতেও বাঙ্গলার করদাতাদের এবং দরিদ্র পলিসি-গ্রাহকদের বহু ক্ষতি হইয়াছে। সিভিল সাপ্লাইজ বিভাগের দুর্নীতি ও অকর্ম্মণ্যতার জন্য বাঙ্গলায় যে কোটী কোটী টাকা অপচয় হইয়াছে তাহা সকলেই জানে। মোটের উপর আজ পর্য্যন্ত বাঙ্গলা সরকার ব্যবসা ও শিল্প সম্পর্কে যত কাজে হাত দিয়াছেন তাহার সমস্তই চূড়ান্তরূপ ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হইয়াছে। এই গবর্ণমেণ্টের কার্য্যদক্ষতা ও সততার কোন সুনামই নাই। এরূপ অবস্থায় উহারা যদি তাঁতীদের হিতসাধনের নাম লইয়া সুতার কল স্থাপনে অগ্রসর হইতেন তাহা হইলে উহাতে তাঁতীদের কোন লাভ হইত না এবং লাভের মধ্যে বাঙ্গলার করদাতাদের কষ্টার্জ্জিত অর্থ হইতে ৫০ লক্ষ কি ১ কোটী টাকা উড়িয়া যাইত। নাজীম মন্ত্রিমণ্ডলীর এই অপচেষ্টা যে ৯৩ ধারার শাসন কর্ত্তৃপক্ষ অগ্রাহ্য করিয়াছেন তজ্জন্য আমরা গবর্ণর মিঃ কেসীর নিকট কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

মহাযুদ্ধের গতি

আলোচ্য সপ্তাহে এশিয়া রণাঙ্গনে অপেক্ষাকৃত স্তিমিতভাব লক্ষিত হয়।

ব্রহ্ম রণাঙ্গনে প্রচণ্ড জাপ প্রতিআক্রমণ সত্ত্বেও মিত্রপক্ষীয় অভিযাত্রী বাহিনী মাণ্ডালে রাস্তায় অগ্রগতি বজায় রাখিতে সমর্থ হইয়াছে।

চীন রণাঙ্গনে কোয়াংসী প্রদেশের রাজধানী কোয়েইলীন হইতে চীনাবাহিনী দশ মাইলেরও কম দূরে উপস্থিত হইতে সমর্থ হইয়াছে। কিন্তু অপর দিকে জাপানীদের পাল্টা আক্রমণের ফলে চীনা সৈন্যদল কোয়াংসী প্রদেশের লুংচিংকু সহর ত্যাগ করিয়াছে। জাপবাহিনী ইশান সহর পুনরধিকার করিয়াছে।

প্রশান্ত মহাসাগরীয় রণাঙ্গনে ওকিনাওয়ায় মার্কিন বাহিনীকে হঠাইয়া দিবার জন্য জাপ সৈন্য দল প্রচণ্ড সংগ্রাম করিতেছে। জাপানীদের নিকট আত্মসমর্পণের জন্য যে চরমপত্র দেওয়া হইয়াছিল তাহারা উহা প্রত্যাখ্যান করিয়াছে এবং মৃত্যুপণ করিয়া সংগ্রাম চালাইয়া যাইবার সঙ্কল্প করিয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

পূর্ব্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে জাপানী অধিকৃত বৃটিশ উত্তর বোর্ণিওতে তীব্র জাপ প্রতিরোধ উপেক্ষা করিয়া অষ্ট্রেলিয় বাহিনী অবতরণ করিয়াছে এবং লেবুয়ান সহর অধিকার করিতে পারিয়াছে। অষ্ট্রেলিয় বাহিনী বোর্ণিওতে মুয়ারা দ্বীপও দখল করিতে পারিয়াছে।

জেঃ ষ্টীলওয়েল ওকিনাওয়া রণক্ষেত্র পরিদর্শন করিতে গিয়াছিলেন; সেখানে তিনি বলিয়াছেন যে, জাপানীদের সঙ্গে যুদ্ধ আরও অন্ততঃ দুই বৎসর চলিবে। কয়েকদিন পূর্ব্বে জাপানী আইনসভা এক বিশেষ আইনের বলে প্রধান মন্ত্রীকে একচ্ছত্র ক্ষমতা প্রদান করিয়াছে।

সিরিয়ায় যদিও কয়েক দিন পূর্ব্বে সংঘর্ষ বিরতির আদেশ জারী করা হইয়াছিল, তথাপি সেখানে স্থানে স্থানে এখনও সংঘর্ষ চলিতেছে। এই সমস্যার সমাধানকল্পে মার্কিন প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যান এক নোট প্রচার করিয়াছেন; এই নোট প্রচারের ফলে ঠিক হইয়াছে যে, জেনারেল ডি গল যুক্তরাষ্ট্রে গমন করিবেন যাহাতে লেভা সম্পর্কিত গোলযোগ শীঘ্রই মিটিয়া যায়। ১৫-৬-৪৫

— একটি পায়োনীয়ার ক্লিয়ারিং ব্যাঙ্ক —

হিন্দুস্থান ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ব্যাঙ্ক

লিমিটেড

(নিউ ষ্ট্যাণ্ডার্ড ব্যাঙ্ক লিঃ, কলিকাতা, মারফৎ ক্লিয়ারিং-এর ব্যবস্থা আছে)

হেড অফিস :—

৫ ও ৬, হেয়ার ষ্ট্রীট।

খিদিরপুর ও রায়গড় শাখা শীঘ্রই খুলিবে।

Phone :—Cal. 3338 Gram :—Silpasakha, Cal.

বৃটেনে স্বর্ণের মূল্য বৃদ্ধি

যুদ্ধের সুরু হইতে এতদিন বৃটেনে স্বর্ণের মূল্য প্রতি আউন্স ৮ পাউণ্ড ৮ শিলিং হারে নিয়ন্ত্রিত রাখা হইয়াছিল। বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট গত ৯ই জুন হইতে উহার দর ৮ পাউণ্ড ১২ শিলিং ৩ পেনী হারে নির্দ্ধারিত করিয়াছেন। ইংলণ্ডের তুলনায় অন্য অনেক দেশেই এতদিন সোনার দর চড়া ছিল। উহাতে উৎপাদনকারী দেশসমূহ ইংলণ্ডের নিকট সোনা বিক্রয় না করিয়া ঐ সব দেশের নিকট তাহা বিক্রয় করা সম্পর্কেই আগ্রহ দেখাইতেছিল। সাম্রাজ্যভুক্ত দেশসমূহ হইতে বাহিরে সোনা রপ্তানীর সেই স্বাভাবিক গতি প্রতিরোধ করিয়া ইংলণ্ডে তাহার আমদানী যথাসম্ভব বাড়াইবার জন্যই বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট উপরোক্ত কার্য্যনীতি অবলম্বন করিয়াছেন বলিয়া বুঝা যাইতেছে। যুদ্ধের প্রথম দিকে সোনা দিয়া অনেক দেশ হইতে জিনিষপত্র সংগ্রহ করিতে হওয়ায় বৃটেনের সঞ্চিত স্বর্ণ অনেক পরিমাণে ক্ষয় হইয়া গিয়াছে। যুদ্ধের পরে জাতীয় অর্থনীতিক বনিয়াদ সুদৃঢ় করিতে হইলে সেজন্য স্বর্ণ তহবিল বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। আন্তর্জ্জাতিক মুদ্রানীতির পরিকল্পনা প্রস্তুত করিতে গিয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যেভাবে স্বর্ণ তহবিলের উপর জোর দিতেছে তাহাতে সে কারণেও ভবিষ্যতের জন্য স্বর্ণ মজুত করিয়া রাখা বৃটেনের লোকেরা নিতান্ত আবশ্যক বলিয়া মনে করিতেছে। কাজেই সোনা ক্রয় ও আহরণের সুবিধার্থ বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট উহার মূল্য চড়াইয়া দিয়াছেন। সোনার দর প্রতি আউন্সে ৪ শিলিং ৩ পেনী করিয়া বাড়িবার ফলে উৎপাদনকারী দেশসমূহ লণ্ডনে তাহা রপ্তানী করা সম্বন্ধে আগ্রহান্বিত হইবে এবং ব্যাঙ্ক অব ইংলণ্ড তাহা বেশী পরিমাণে ক্রয় করিবার সুবিধা পাইবে—সেই কথা ভাবিয়াই উপরোক্ত কার্য্যনীতি অবলম্বিত হইয়াছে। যুদ্ধের জটিলতার জন্য এতদিন জাহাজে মাল চলাচলের ভাড়া বেশী ছিল, জিনিষপত্র বীমা করিতে গিয়া অধিক হারে প্রিমিয়ামও জোগাইতে হইত। কাজেই সোনার দর ৮ পাউণ্ড ৮ শিলিংয়ের মত কম হারে নির্দ্ধারিত থাকিলেও বাহির হইতে সোনা সংগ্রহ করিতে গিয়া ব্যাঙ্ক অব ইংলণ্ডকে কার্য্যতঃ ঐ তুলনায় বেশী অর্থব্যয় করিতে হইত। এক্ষণে ইউরোপের যুদ্ধ শেষ হইয়া যাওয়ায় জাহাজের মালভাড়া ও বীমার হার কমিয়া আসিতেছে। ফলে সোনার আমদানী খরচও হ্রাস পাইতেছে। আমদানী খরচ হ্রাস পাওয়ার সেই নমুনা দেখিয়াই বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট সোনার দর বর্ত্তমানে কিছু বাড়াইয়া দিতে সাহসী হইয়াছেন। ইহার ফলে বাহির হইতে সোনা ক্রয় করিতে গিয়া ব্যাঙ্ক অব ইংলণ্ডকে আসলে পূর্ব্বের চেয়ে বেশী মূল্য দিতে হইবে না, কেন না আমদানী খরচ হ্রাস পাওয়ার জন্য যাহা বাঁচিবে তাহা দ্বারা সোনার দর বৃদ্ধিজনিত ক্ষতি তাহারা পূরণ করিতে পারিবে। অথচ এইরূপ দর বৃদ্ধিতে ইংলণ্ডে বাহির হইতে সোনার যোগান বাড়িয়া দেশের যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠনের পক্ষে তাহা বিশেষ সুবিধাজনক হইবে। সেই সুবিধার কথা ভাবিয়াই যে বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট উপরোক্ত কার্য্যনীতি অবলম্বন করিয়াছেন তাহাতে সন্দেহ নাই।

ভারতের বাজারে তাহার প্রতিক্রিয়া

ইংলণ্ডে সোনার দর বৃদ্ধি পাওয়ায় ভারতে সোনার বাজারে তাহার কি প্রতিক্রিয়া দাঁড়াইবে অনেকে তাহা নিয়া গবেষণা করিতেছেন। পূর্ব্বে ইংলণ্ডের সোনার দরের সহিত ভারতে সোনার দরের একটা যোগ ছিল। ইংলণ্ডে সোনার দরের উঠানামা ঘটিলে তাহাতে পূর্ব্বে এদেশেও উহার দরের উঠানামা হইত। আগেকার সেই সম্পর্ক বজায় থাকিলে লণ্ডনে প্রতি আউন্স সোনার দর ৪ শিলিং ৩ পেনী বৃদ্ধি পাওয়াতে তাহার প্রতিক্রিয়ায় এদেশেও সোনার দর প্রতি তোলা এক টাকার মত বৃদ্ধি পাওয়ার কারণ ঘটিত। কিন্তু লণ্ডনের বাজারের সহিত ভারতের বাজারের সেই যোগসূত্র বর্ত্তমানে অনেক পরিমাণে হ্রাস পাইয়াছে। যুদ্ধের সময়ে ইংলণ্ডে সোনার দর প্রথম হইতে নিয়ন্ত্রিত রাখা হইয়াছে। ভারতবর্ষে গবর্ণমেণ্টের দিক হইতে সোনার দর নিয়ন্ত্রিত রাখিবার এ পর্য্যন্ত কোন ব্যবস্থাই অবলম্বিত হয় নাই। ফলে এই জিনিষটিকে কেন্দ্র করিয়া যুদ্ধের সময়ে ঝুঁকিদারী কাজকারবার খুবই বাড়িয়া চলিয়াছে। পূর্ব্বে বাজারে সোনার দর ছিল যেস্থলে প্রতি তোলা ৩৮ টাকা, যুদ্ধের সময়ে ক্রমে বাড়িয়া আজ তাহার মূল্য অধিকাংশ সময়ই প্রতি তোলা ৭০ টাকার উপর বজায় থাকিতেছে। এই কৃত্রিম অবস্থার জন্য লণ্ডনের সহিত ভারতের বাজারের আজ আর কোন যোগসূত্র নাই। বর্ত্তমানে ৪ শিলিং ৩ পেনী মূল্য বাড়িবার ফলে লণ্ডনে প্রতি আউন্সে সোনার নির্দ্দিষ্ট দর দাঁড়াইয়াছে ৮ পাউণ্ড ১২ শিলিং ৩ পেনী। ষ্টার্লিং ও টাকার বাট্টার হার হইতে বরাদ্দ করিলে ঐ বৃদ্ধির পরও এদেশে প্রতি তোলায় সোনার মূল্য হওয়া উচিত মাত্র ৪৬ টাকা। কিন্তু আসলে ভারতের বাজারে সোনার দর ঐ তুলনায় অনেক চড়া হারেই বর্ত্তমান আছে। লণ্ডনের বাজারের সহিত কোনরূপ যোগসূত্র না রাখিয়া ভারতের বাজারে সোনার দর যেখানে পূর্ব্বেই যথেষ্ট বাড়িয়া গিয়াছে সেখানে নূতন করিয়া স্থায়ীভাবে উহা বৃদ্ধি পাওয়ার সুযোগ কোথায়? কিন্তু লণ্ডনে সোনার দর বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে এদেশে সোনার দর নূতন করিয়া বাড়িবার কোন সঙ্গত কারণ না থাকিলেও গত ৯ই জুন বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের কার্য্যনীতি ঘোষিত হওয়ার পর এদেশে তাহা কার্য্যতঃ আরও কিছু চড়িয়া উঠিবার নমুনা দেখা গিয়াছে। ইহা আমাদের মতে বাজারের স্পেকুলেটর বা ঝুঁকিদারী ব্যবসায়ীদের কারসাজি ছাড়া আর কিছু নহে। ভারতে সোনার দর কৃত্রিমভাবে প্রতি তোলা ৭৮৷৷ টাকা পর্য্যন্ত বাড়ান হইয়াছে, আন্তর্জ্জাতিক বাজারের গতি বিবেচনা করিলে এই মূল্য অত্যধিক চড়া বলিয়াই মনে হয়। সামঞ্জস্য ও সমীচীনতার মাত্রা লঙ্ঘন করিয়া এইরূপ উচ্চ হারে সোনার দর বজায় রাখা কঠিন। অদূর ভবিষ্যতে একদিন তাহা নামিয়া আসিবেই। লণ্ডনের বাজারে সোনার দর বৃদ্ধি পাইতে দেখিয়া স্পেকুলেটররা সাময়িকভাবে উহা চড়াইতে দিতে পারেন কিন্তু সেই বৃদ্ধি কিছুতেই স্থায়ী হইবার নহে।

যুদ্ধোত্তর শিল্পোন্নতির জন্য যন্ত্রপাতির প্রয়োজনীয়তা

ভারতে শিল্প-কারখানায় ব্যবহৃত যন্ত্রপাতির মধ্যে অনেকগুলিই পুরানো হইয়া পড়িয়াছে, যুদ্ধের দিনে অতিরিক্ত সময় কাজ চালাইবার জন্য তাহাদের পরমায়ু দিন দিন ফুরাইয়া আসিতেছে। এই সমস্ত নিয়া যুদ্ধের পরে ব্যাপক শিল্প সংগঠন সম্ভবপর নহে। কাজেই যুদ্ধের পরে শিল্প প্রসারের সুযোগ দেখিতে হইলে পুরানো শিল্প-কারখানার পরিবর্ত্তন ও সম্প্রসারণের জন্য এবং প্রয়োজনমত নূতন কারখানাসমূহ গড়িয়া তোলার জন্য বাহির হইতে বিস্তর যন্ত্রপাতি আমাদিগকে আমদানী করিতে হইবে। দেশের শিল্পোন্নতি সম্পর্কে বর্ত্তমানে সরকারী ও বে-সরকারীভাবে উপযুক্ত পরিকল্পনা গঠনের আয়োজন দেখা যাইতেছে। কিন্তু কোন্ শিল্পের জন্য যুদ্ধের পরে কত টাকার নূতন যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করিতে হইবে সে বিষয়ে কোন নির্ভরযোগ্য বরাদ্দ আজ পর্য্যন্ত প্রস্তুত হইতেছে না। অথচ শিল্পোন্নতির জন্য এসম্পর্কে পূর্ব্ব হইতেই একটা ধারণা নিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া দরকার। এই অবস্থায় 'কমার্স' পত্রের দিল্লীস্থ বিশেষ সংবাদদাতা ঐ পত্রে যন্ত্রপাতির প্রয়োজন সম্পর্কে একটা বরাদ্দ প্রকাশ করিয়াছেন দেখিয়া আমরা সুখী হইলাম। ঐ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন, ভারতের চলতি কাপড়ের কলসমূহের জন্য যুদ্ধের পরে ৪০ কোটি টাকার যন্ত্রপাতি ক্রয় করিতে হইবে। দেশে নূতন কাপড়ের কল স্থাপনের যে পরিকল্পনা হইতেছে সেজন্যও আরও ৩০ কোটি টাকার যন্ত্রপাতি লাগিবে। তাহাছাড়া সিমেণ্ট কারখানার জন্য ২০ কোটি টাকার, মোটর শিল্পের জন্য ৬ কোটি টাকা হইতে ১০ কোটি টাকার, উদ্ভিজ্জ ঘৃত তৈয়ারের কারখানার জন্য ৬ কোটি টাকা হইতে ৮ কোটি টাকার, শর্করা শিল্পের জন্য ৯ কোটি টাকার, কাগজ শিল্পের জন্য ৭ কোটি টাকার, কৃত্রিম রেশম কারখানার জন্য ৬ কোটি টাকার এবং রসায়ন শিল্প ও খনি শিল্পের জন্য যথাক্রমে ৫ কোটি ও ৬ কোটি টাকার যন্ত্রপাতি আবশ্যক হইবে। তাহাছাড়া অন্যান্য ধরণের শিল্প-কারখানার জন্যও নূতন যন্ত্রপাতি লাগিবে। 'কমার্স' পত্রের দিল্লীস্থ সংবাদদাতার ধারণা সমস্ত মিলাইয়া যুদ্ধের পরে শিল্প সংগঠনের জন্য কমপক্ষে ২০০ কোটি টাকার যন্ত্রপাতি কিনিবার প্রয়োজনীয়তা দাঁড়াইবে।

ঐ বরাদ্দকে খুব নির্ভরযোগ্য বলিয়া মনে না করিলেও উহা হইতে বিভিন্ন শিল্পের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সম্পর্কে আমরা একটা মোটামুটি ধারণায় উপনীত হইতে পারি। যুদ্ধের সময়ে বৃটেনের নিকট ভারতের ১২০০ কোটি টাকার মত উদ্বৃত্ত ষ্টার্লিং পাওনা দাঁড়াইয়াছে। সেই উদ্বৃত্ত পাওনা যদি বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট ভারতবর্ষকে মিটাইয়া দিতে প্রস্তুত থাকেন, তবে যন্ত্রপাতি আমদানীর জন্য ২০০ কোটি টাকার মত নিয়োগ করা এদেশের পক্ষে কঠিন হইবে না। কিন্তু সে পাওনা বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট শেষ পর্য্যন্ত পরিশোধ করিতে রাজী হইবেন কি না তাহাই প্রশ্ন। তাহা ছাড়া আর একটি বিবেচ্য বিষয় হইতেছে ভারতের জন্য যে যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করা হইবে তাহা কোন্ দেশ হইতে ক্রয় করা হইবে। বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের মনোভাব দেখিয়া বুঝা যাইতেছে ভারতের পাওনা মিটাইয়া দেওয়াও যদি তাঁহারা স্থির করেন তবে বৃটেন হইতে যন্ত্রপাতি ও অন্য উপকরণ দিয়াই তাঁহারা তাহা পরিশোধ করিবার চেষ্টা করিবেন। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সুইজারল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশ হইতে যন্ত্রপাতি না আনাইয়া বৃটেন হইতে তাহা আনিতে যাওয়া ভারতের পক্ষে ক্ষতিকর হইবে। আমরা যতদূর খবর রাখি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সুইজারল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশের তুলনায় বৃটেনে যন্ত্রপাতির দর অনেক বেশী। কাজেই ঐ দেশ হইতে যন্ত্রপাতি আনিতে গেলে ২০০ কোটি টাকার স্থলে তজ্জন্য হয়ত আমাদিগকে ৩০০ বা ৪০০ কোটি টাকা মূল্য দিতে হইবে। কাজেই যন্ত্রপাতি আমদানী সম্পর্কে মূল্যের কথাটা ভালরূপ মনে রাখা দরকার। সেজন্য উদ্বৃত্ত ষ্টার্লিংকে ডলারে রূপান্তরিত করিয়া আমেরিকা হইতে উহা আমদানীর চেষ্টা করা আমাদের পক্ষে সঙ্গত হইবে।

দি চাঁদপুর
মডেল ব্যাঙ্ক
লিমিটেড
স্থাপিত—১৯২৬
৫৭নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা
রেজিঃ অফিস—চাঁদপুর (ত্রিপুরা)
শাখাসমূহ—
পুরানবাজার, দামোদিয়া, পালং, ঢাকা,
ফিরোজপুর, কামারখালি, এণ্টালি
মার্কেট, দক্ষিণ কলিকাতা,
বোয়ালমারি।
ম্যানেজিং ডিরেক্টর—এস, আর, দাশ।

নানা কথা

ইদানীং কৃষিকার্য্য ব্যাপারে যে সমস্ত অভাবনীয় আবিষ্কার হইয়াছে তাহার কথা অনেকেই অবগত আছেন। এই সব আবিষ্কারের মধ্যে ভার্ণেলাইজেশন নামক এক প্রকার পদ্ধতি অবলম্বনে অল্প সময়ে অধিকতর পরিমাণে ফসল উৎপাদন, কৃষিক্ষেত্রে লাল নীল সবুজ ইত্যাদি বিভিন্ন বর্ণের তুলা উৎপাদন এবং আঁটীহীন আম জাম লীচু ও বীজহীন পেয়ারা কমলালেবু ইত্যাদির উৎপাদন প্রভৃতি বিষয় উহার অন্যতম। কিন্তু কেবল কৃষিকার্য্য নহে পশুপালন ও পশু প্রজনন সম্বন্ধেও সম্প্রতি অনেক যুগান্তকারী আবিষ্কার হইয়াছে। "সায়েন্স এণ্ড কালচার" পত্রের গত জুন মাসের সংখ্যায় মিঃ পি মাহেশ্বরী কর্ত্তৃক লিখিত একটী প্রবন্ধে এই সমস্ত আবিষ্কারের একটী বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে। মিঃ মাহেশ্বরী বলেন যে, সাধারণতঃ একটী বৃষ বৎসরে ৮০ হইতে ১০০টী গাভীর বেশী সংখ্যক গাভীর গর্ভ সঞ্চার করিতে পারে না। কিন্তু ইদানীং এমন বৈজ্ঞানিক প্রণালী আবিষ্কার হইয়াছে যাহার ফলে এক একটী বৃষ হইতে শুক্র লইয়া তাহা দ্বারা কৃত্রিম উপায়ে উপরোক্ত সংখ্যক গাভী অপেক্ষা দশ গুণ অধিক গাভীর গর্ভ সঞ্চার করা সম্ভবপর হইতেছে। উক্ত উদ্ভাবনের ফলে আর একটী এই সুবিধা হইয়াছে যে, এক স্থানের উৎকৃষ্ট শ্রেণীর বৃষের শুক্র দ্বারা সহস্র সহস্র মাইল দূরবর্ত্তী অন্য স্থানের গাভীর সন্তান উৎপাদন করা সম্ভবপর হইতেছে। কেবল তাহাই নহে। বর্ত্তমানে বৃষকে উন্নততর ধরণের খাদ্য খাওয়াইয়া উহা হইতে স্বাভাবিকের তুলনায় অনেক বেশী পরিমাণে শুক্র সংগ্রহ করা এবং উহার সাহায্যে অগণিত সংখ্যক গাভীর গর্ভ সঞ্চার করার কাজ বহু দূর অগ্রসর হইয়াছে। গরু, ভেড়া প্রভৃতির বংশবৃদ্ধির আর একটী প্রক্রিয়া আরও চমকপ্রদ। এই প্রক্রিয়া মতে এক একটী উন্নত ধরণের গাভীর বৎসরে ১০ হইতে ২০ বার গর্ভ সঞ্চার করিয়া উহার জীবকোষ অপেক্ষাকৃত অপকৃষ্ট শ্রেণীর গাভীর গর্ভকোষে স্থানান্তরিত করা হইতেছে এবং উহার ফলে একটী মাত্র উন্নত শ্রেণীর গাভীর মারফতে বৎসরে ১০ হইতে ২০টী উন্নত শ্রেণীর শাবক উৎপাদন করা সম্ভবপর হইতেছে। উহা ছাড়া আমেরিকার ডাঃ পিনকাস নামক একজন প্রাণীবিদ্যাবিশারদ খরগোস প্রভৃতি প্রাণীর শুক্র লইয়া রাসায়নিক দ্রব্য সংযোগে তাহা হইতে খরগোস শাবক উৎপাদন করিতে সমর্থ হইয়াছেন। কালে এই ভাবে স্ত্রী-পুরুষের সংস্পর্শ ব্যতিরেকে মানুষ ঘোড়া গরু প্রভৃতি প্রাণীরও সন্তান উৎপাদন করা সম্ভবপর হইবে বলিয়া ডাঃ পিনকাস আশা করিতেছেন। কৃষি, পশুপক্ষী প্রজনন, পশুপক্ষী পালন প্রভৃতি সম্বন্ধে এই সব আবিষ্কার যদি ব্যাপকভাবে মনুষ্য সমাজে প্রচারিত হয়, তাহা হইলে মনুষ্য জাতির জীবনযাত্রা প্রণালীর যে অভাবনীয় উন্নতি ঘটিবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

* * *

এই প্রসঙ্গে সোভিয়েট রুষিয়ার কৃতিত্ব বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। উক্ত দেশে ব্যাপকভাবে ভার্ণেলাইজেশন পদ্ধতি অবলম্বিত হইতেছে এবং প্রায় সকল-ক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত অল্প সময়ের মধ্যে উৎপন্ন ফসলের পরিমাণ দুই হইতে তিনগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। বৈজ্ঞানিকদের চেষ্টায় উক্ত দেশে বিভিন্ন ধরণের ফল ও বীজ শস্যের সংমিশ্রণে সঙ্কর জাতীয় যে কত নূতন ধরণের ফল ও বীজ শস্যের উদ্ভব হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। গত ১৯৪৪ সাল হইতে উক্ত দেশে এক প্রকার 'স্থায়ী' গমের চাষ হইতেছে। এই গম একবার চাষ করিয়া তাহা হইতে ৭।৮ বার ফসল পাওয়া সম্ভব হইতেছে এবং প্রত্যেক বারে প্রতি একরে প্রায় ২৬ মণ গম পাওয়া যাইতেছে। কৃষিক্ষেত্রে বিভিন্ন রঙ্গের তুলা উৎপাদনও রুষিয়ার একটী মৌলিক আবিষ্কার। গবেষণার ফলে উক্ত দেশে বর্ত্তমানে প্রতি একরে ২৭০ হইতে ২৮৩ মণ করিয়া নিরোগ গোলআলু উৎপাদন করা সম্ভব হইতেছে। কৃত্রিম উপায়ে পশুপক্ষী প্রজনন প্রথাও উক্ত দেশে ব্যাপকভাবে অনুসৃত হইতেছে। গত ১৯৩৮ সালে উক্ত দেশে একটী বৃষের শুক্র দ্বারা ১৫৩৬টী গাভীর গর্ভ সঞ্চার করা হয় এবং উহা হইতে ১৪৯০টী বাছুর উৎপন্ন হয়। এই বৎসরে একটী ভেড়ার শুক্র দ্বারা ১৫০১৬টী ভেড়ীর গর্ভ সঞ্চার করা হয় এবং উহা হইতে ১৫৬২টী মেষশাবক পাওয়া যায়। উক্ত বৎসরে রুষিয়াতে মোট ৫ কোটী পশুর কৃত্রিম উপায়ে গর্ভ সঞ্চার করা হইয়াছিল। উৎকর্ষতার দিক হইতেও সোভিয়েট রুষিয়াতে পশুপক্ষীর অভূতপূর্ব্ব উন্নতি সাধিত হইয়াছে। উক্ত দেশে বর্ত্তমানে প্রত্যেকটী গাভী বৎসরে গড়পড়তায় ৮৪ মণ করিয়া দুধ দিতেছে এবং কারাভেয়োতে যে সরকারী কৃষি ফার্ম্ম রহিয়াছে তাহাতে 'পশুপক্ষীবিৎসা' নামক একটী গাভী এক বৎসরে ৪৩২ মণ দুধ দিয়াছে। ঐ দেশে এক প্রকার শূকর উৎপাদন করা হইতেছে যাহা হইতে ৪০ মণ মাংস পাওয়া যায়। গবেষণার ফলে উক্ত দেশে বর্ত্তমানে এক একটী ভেড়া হইতে বৎসরে অত্যুৎকৃষ্ট শ্রেণীর সাড়ে ৫ সের করিয়া পশম, এক একটী মুরগী হইতে বৎসরে বৃহদাকার ১৬৫টী করিয়া ডিম এবং এক একটী মৌচাক হইতে বৎসরে ৩।০ মণ করিয়া মধু পাওয়া যাইতেছে। ঐ দেশে এক্ষণে ২ বৎসর ৪ মাস বয়সের এক একটী বাছুর হইতে ৭ মণেরও অধিক মাংস পাওয়া যাইতেছে, যাহা উৎকর্ষতার দিক হইতে পৃথিবীর সর্ব্বোৎকৃষ্ট শ্রেণীর গোমাংসের সমতুল্য। বস্তুতঃ সোভিয়েট রুষিয়াতে বর্ত্তমানে কৃষি ও পশুপক্ষী পালনের পদ্ধতি এমন এক উন্নত স্তরে আসিয়া পৌঁছিয়াছে যাহা সত্য সত্যই একটী বিস্ময়জনক ব্যাপার।

* * *

খাদ্যদ্রব্যের ব্যাপারে বাঙ্গলায় জনসাধারণ যেরূপ পরনির্ভরশীল যুদ্ধের পূর্ব্বে ইংলণ্ডের জনসাধারণ এই ব্যাপারে তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী পরনির্ভরশীল ছিল। ঐ সময়ে উক্ত দেশে প্রতি ৭ দিনে যে পরিমাণ খাদ্যদ্রব্য ব্যবহৃত হইত তাহার তুলনায় দেশে মাত্র ২ দিনের খাদ্যদ্রব্য উৎপন্ন হইত। কিন্তু যুদ্ধের এই কয় বৎসরে ইংলণ্ডের জনসাধারণের স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটিয়াছে, জন্মের হার বাড়িয়াছে ও মৃত্যুর হার কমিয়াছে। পক্ষান্তরে এই কয় বৎসরে খাদ্যাভাব এবং তজ্জনিত রোগে বাঙ্গলা দেশের ৬০ লক্ষ লোক প্রাণ হারাইয়াছে এবং বাঙ্গলায় ভয়াবহভাবে জন্মের হার হ্রাস পাইয়াছে ও মৃত্যুর হার বাড়িয়াছে। উহার কারণ এই যে, যুদ্ধের সূত্রপাত হইতে বৃটীশ গবর্ণমেণ্ট ইংলণ্ডের জনসাধারণ যাহাতে উপযুক্ত পরিমাণ খাদ্য হইতে বঞ্চিত না হয় তৎপক্ষে যথারীতি বিলি-ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। পক্ষান্তরে বাঙ্গলার অযোগ্য ও দুর্নীতিপরায়ণ গবর্ণমেণ্ট তাহা করেন নাই বা করিতে পারেন নাই। এই দিক দিয়া বৃটীশ গবর্ণমেণ্টের চেষ্টায় ইংলণ্ডে উক্ত কয় বৎসরে কিরূপ কাজ হইয়াছে তৎসম্বন্ধে সম্প্রতি কতকগুলি তথ্য-তালিকা প্রকাশিত হইয়াছে। যুদ্ধের পূর্ব্বে গত ১৯৩৯ সালে ইংলণ্ডের মোট ৩ কোটী ৭ লক্ষ ৫০ হাজার একর আবাদযোগ্য জমির মধ্যে মাত্র ১ কোটী ৩০ লক্ষ একর জমিতে চাষ হইত এবং উহাতে যে খাদ্যদ্রব্য পাওয়া যাইত তদতিরিক্ত আরও ২ কোটী ২০ লক্ষ ২৬ হাজার টন খাদ্যদ্রব্য ইংলণ্ডের অধিবাসিগণকে বিদেশ হইতে ক্রয় করিতে হইত। যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পর বৃটীশ গবর্ণমেণ্ট দেশের আবাদযোগ্য জমি যাহাতে চাষাবাদ হইত না তাহাতে যাহাতে খাদ্যদ্রব্য উৎপন্ন হয় তাহার ব্যবস্থা করেন এবং দেশে ব্যবহৃত ট্রাক্টর বা চাষযন্ত্রের সংখ্যা ৩৫ হাজার হইতে ১ লক্ষ ৮০ হাজারে বর্দ্ধিত করেন। উহার ফলে ১৯৪৪ সাল পর্য্যন্ত ইংলণ্ডে আবাদী জমির পরিমাণ ১ কোটী ৯০ লক্ষ একরে পরিণত হইয়াছে এবং দেশে উৎপন্ন খাদ্যদ্রব্যের পরিমাণ শতকরা ৭০ ভাগ বর্দ্ধিত হইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে ইংলণ্ডে বিদেশ হইতে আমদানী খাদ্যদ্রব্যের পরিমাণও ২ কোটী ২০ লক্ষ ২৬ হাজার টন হইতে কমিয়া ১ কোটী ১৫ লক্ষ ২৫ হাজার টনে পরিণত হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে আরও উল্লেখযোগ্য যে, যুদ্ধের সময়ে দেশের ভবিষ্যৎ ভরসাস্থানীয় শিশুগণ যাহাতে দুগ্ধের অভাবে স্বাস্থ্যহীন না হইয়া পড়ে তজ্জন্য বৃটীশ গবর্ণমেণ্ট যুদ্ধের সূত্রপাত হইতে দেশে দুগ্ধ উৎপাদনের উপর বিশেষভাবে জোর দেন। ফলে যে স্থলে ইংলণ্ডে যুদ্ধের পূর্ব্বে বৎসরে ৮৭ কোটী গ্যালন দুগ্ধ উৎপন্ন হইত সেই স্থলে ১৯৪৪ সালে উক্ত দেশে ১২০ কোটী গ্যালন দুগ্ধ উৎপন্ন হইয়াছে। স্বাধীন ও পরাধীন দেশে কতই না পার্থক্য! এই জন্যই জাতীয় জীবনের যত কিছু অনর্থ তাহার প্রতিকার

(১৬৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

পোষ্ট বক্স নং—২৪০৩ টেলিগ্রাম—'লেনদেন', কলিঃ

বগুড়া সিটি ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস ঃ—

১৫বি, ক্লাইভ রো, কলিকাতা।

সুবিধাজনক সর্ত্তে সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

ভারতে ৩৫টি প্রধান প্রধান স্থানে ও ব্যবসায় কেন্দ্রে শাখা অফিস আছে।

ম্যানেজিং ডাইরেক্টর—এম, এল, মিত্র

এসিষ্ট্যাণ্ট ম্যানেজিং ডাইরেক্টর বি সেন।

সুপারভাইজিং ডাইরেক্টর এইচ, সি, মিত্র

BG | I. U.P.S.

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের দশ বৎসর

গত ১৯৩৫ সালে ভারতের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক হিসাবে বর্ত্তমান রিজার্ভ ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। গত মার্চ্চ মাসে ঐ ব্যাঙ্কের দশ বৎসর অতিক্রান্ত হইয়াছে। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সময় লোকে আশা করিয়াছিল ভারতের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক হিসাবে উহা দেশে শিল্প ও ব্যবসা বাণিজ্যের গতি এবং প্রয়োজন বুঝিয়া মুদ্রা ও ক্রেডিটের প্রসার নিয়ন্ত্রণ করিবে। (২) দেশের ব্যাঙ্কসমূহকে নিজেদের আওতার মধ্যে আনিয়া তাহাদের কার্য্য-ধারার সমন্বয় সাধন করিবে এবং তাহাদের মারফতে কৃষি, শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রয়োজনে সময়োচিত ধার প্রদানের পথ প্রশস্ত করিবে। (৩) দেশের কল্যাণ বুঝিয়া গবর্ণমেণ্টকে মুদ্রা ও রাজস্বনীতি নিয়ন্ত্রণে সময়োচিত সুপরামর্শ দিবে। কিন্তু রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গত দশ বৎসরের কার্য্যধারা দেখিয়া ঐ সমস্ত দিক দিয়া দেশের লোককে বিশেষভাবে নিরাশ হইতে হইয়াছে। গবর্ণমেণ্টের এজেণ্ট হিসাবে গত দশ বৎসরে সকল ব্যাপারে গবর্ণমেণ্টের ইচ্ছা ও নির্দ্দেশ অনুযায়ী তাঁহাদের কাজ তামিল করিয়া যাওয়াই ঐ ব্যাঙ্কের একমাত্র কর্ত্তব্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে; দেশের কৃষি, শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রয়োজন বুঝিয়া কোন বিষয়ে কোন সুব্যবস্থা তাঁহারা করেন নাই। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক হিসাবে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কার্য্য দ্বারা দেশের অর্থনৈতিক কল্যাণ সাধিত হওয়া দূরের কথা, উহার বিরূপ কার্য্যধারার ফলে নানা দিক দিয়া দেশের অর্থনৈতিক কল্যাণ বরং ব্যাহতই হইতেছে।

এদেশে মুদ্রা প্রচলনের দায়িত্ব ও কর্ত্তৃত্ব মুখ্যতঃ রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হাতে ন্যস্ত রহিয়াছে। সেই কর্ত্তৃত্ব ও দায়িত্বভার লইয়া কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক হিসাবে ঐ ব্যাঙ্ক ব্যবসায়িক কার্য্যধারার প্রয়োজন বুঝিয়া দেশে মুদ্রা সঙ্কোচন ও প্রসারণের ব্যবস্থা করিবেন ইহাই ছিল রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আইনের একটি বড় নির্দ্দেশ। কিন্তু গত দশ বৎসরে ঐ নির্দ্দেশ অনুযায়ী মুদ্রা প্রচলন সম্পর্কে কোন বিবেচনাসম্মত কার্য্যনীতি অনুসরণের দৃষ্টান্ত আমরা লক্ষ্য করি নাই। কৃষি, শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যের দিক দিয়া জাতীয় কার্য্যধারা সম্প্রসারণের জন্য যখন ভারতে টাকা সুলভ হওয়া প্রয়োজন তখন রিজার্ভ ব্যাঙ্ক হয়ত অকারণে দেশে মুদ্রা সঙ্কোচের ব্যবস্থা করিয়াছেন। আবার অন্য সময়ে ব্যবসা-বাণিজ্যের স্বাভাবিক সুযোগ বাধাপ্রাপ্ত হওয়া সত্ত্বেও হয়ত দেশে সস্তা মুদ্রার চলতি ক্রমাগত কেবল বাড়িয়াই চলিয়াছে। ফলে অসুচিতভাবে ডিফ্লেশন ও ইনফ্লেশন সৃষ্টি হইয়া দেশের লোকের যথেষ্ট অসুবিধা ও দুঃখকষ্টের কারণ ঘটিয়াছে। গত ১৯৩১ সালে জগদ্ব্যাপী আর্থিক মন্দা সূচিত হওয়ায় তাহার প্রতিক্রিয়ায় ভারতের কৃষি, শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্য ক্ষেত্রে নিদারুণ অবসাদের ভাব সৃষ্টি হইয়াছিল। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক স্থাপিত হওয়ার পরও দেশে এই অবসাদের ভাব অনেক পরিমাণে অব্যাহত ছিল। অর্থনৈতিক মন্দার সেই শোচনীয় অবস্থায় দেশের কৃষি, শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যকে উৎসাহিত করিবার জন্য ঐ সময়ে দেশে মুদ্রা ও ক্রেডিট প্রসারের সুব্যবস্থা করা রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্ত্তৃপক্ষের পক্ষে খুবই সঙ্গত ছিল। পাউণ্ডের সহিত টাকার বাট্টার হার হ্রাস করিয়া রপ্তানী বাণিজ্য সম্প্রসারণের সুযোগ দেওয়ার জন্য ঐ সময়ে অনেক হিতকামী ব্যক্তি রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে পরামর্শও দিয়াছিলেন। কিন্তু উক্ত ব্যাঙ্ক কর্ত্তৃপক্ষ সেরূপ কোন সুব্যবস্থা অবলম্বনের চেষ্টা করেন নাই। নিদারুণ আর্থিক মন্দার ভিতরও তাঁহারা টাকার বিনিময় মূল্য সর্ব্বপ্রযত্নে উচ্চ হারে অটুট রাখিয়াছিলেন। মুদ্রা ও ক্রেডিট প্রসারের কার্য্যনীতি অনুসরণ না করিয়া তাঁহারা বরং মুদ্রা সঙ্কোচ ও ডিফ্লেশনের অনিষ্টকর নীতিই অবলম্বন করিয়াছিলেন। কিন্তু দেশের প্রয়োজনে অর্থ ও ক্রেডিট প্রসারের যে কার্য্যনীতি সম্পর্কে তাঁহারা সেদিন উপেক্ষা দেখাইয়াছিলেন যুদ্ধের সময়ে বৃটেনের প্রয়োজনে আজ বিপুল উদ্যমে সে কার্য্যনীতি অবলম্বন করিতে তাঁহাদের বাধিতেছে না। বৃটিশ গবর্ণমেণ্টকে ভারত হইতে তাঁহাদের চাহিদামত মালপত্র জোগাইবার গরজে আজ তাঁহারা ষ্টার্লিংয়ের ভিত্তিতে ক্রমাগত নোট ছাড়িতেছেন। উহার ফলে নিদারুণ ইনফ্লেশন সৃষ্টি হইয়া দেশে লোকের চরম দুঃখদুর্দ্দশার কারণ ঘটিয়াছে। সেই শোচনীয় দুঃখদুর্দ্দশার কারণ ঘটিয়াছে। সেই শোচনীয় দুঃখদুর্দ্দশা দেখিয়াও তাঁহারা আজ পর্য্যন্ত ইনফ্লেশন প্রতিরোধের কোন আন্তরিক আগ্রহ দেখাইতেছেন না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সহিত বাণিজ্যে আমদানীর তুলনায় রপ্তানীর আধিক্য হওয়ায় ঐ দেশের নিকট ভারতের উদ্বৃত্ত ডলার পাওনা দাঁড়াইতেছে। ঐ উদ্বৃত্ত ডলার ভারতের জন্য সংরক্ষিত হইলে এদেশবাসীর বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রয়োজনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে অতিরিক্ত যন্ত্রপাতি ও অন্য মালপত্র সংগ্রহ করার সুবিধা হইত। কিন্তু রিজার্ভ ব্যাঙ্কের বিনিময় নিয়ন্ত্রণের কার্য্যনীতি এমনই অদ্ভুৎ যে, তাঁহারা সেই উদ্বৃত্ত ডলার ভারতের প্রয়োজনে খরচ করিতে না দিয়া ষ্টার্লিংয়ের পরিবর্ত্তে তাহা বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের হাতেই তুলিয়া দিতেছেন। ভারতের লোকদের জীবন-মরণ সংগ্রামে এদেশীয় কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক হিসাবে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের এই প্রকার বিরূপ মনোভাব উহার গত দশ বৎসরের ইতিহাসে এক কলঙ্কময় অধ্যায় সূচিত করিয়াছে।

দেশের ব্যাঙ্কসমূহকে একসূত্রে গ্রথিত করিয়া তাহাদের মারফতে কৃষি-শিল্প ও ব্যবসা বাণিজ্যের প্রয়োজনে সময়োচিত ধার প্রদানের যে সুব্যবস্থা করিবার দায়িত্ব রিজার্ভ ব্যাঙ্কের উপর ন্যস্ত করা হইয়াছিল এই ব্যাঙ্কের কর্ত্তৃপক্ষ সে দায়িত্ব পালনেও নিদারুণভাবে ব্যর্থ হইয়াছেন। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আইনে শেয়ার, মূলধন ও মজুত তহবিল মিলাইয়া ৫ লক্ষ টাকা বা তাহার বেশী হইলে কোন ব্যাঙ্ককে ঐ ব্যাঙ্কের তালিকাভুক্ত করার নিয়ম আছে। ঐ নিয়ম অনুসারে দেশের ৫৭টি ব্যাঙ্ককে তালিকাভুক্ত শ্রেণীতে উন্নত করা হইয়াছিল। কিন্তু ব্যাঙ্কসমূহকে ঐ শ্রেণীতে উন্নীত করা সম্পর্কে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্ত্তৃপক্ষ বর্ত্তমানে এমনই কড়া নীতি অনুসরণ করিতেছেন যে, এখন নূতন কোন ব্যাঙ্কের পক্ষে

জন-স্বাস্থ্যে
জনকল্যাণ
সমষ্টিকে কেন্দ্র করিয়া কর্ম্মের অনুসরণ আধুনিক সভ্যতার মূল-নীতি। সহরের জনস্বাস্থ্য সংরক্ষণে কর্ত্তৃপক্ষের ব্যাকুলতা প্রশংসনীয়। আইনের সুস্থ পরিকল্পনা আজ সহসা জাগরুক, কিন্তু—
অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বেই
জনস্বাস্থ্য সংরক্ষণে খাদ্য পরিবেশকের যে গুরু দায়িত্ব—
"দ্বারিক"
অনুভব করিয়াছিল, তাহার প্রত্যক্ষ পরিচয়—
প্রতিষ্ঠানসমূহের ব্যয়বহুল—
রচনা
সংরক্ষণ
ও
পরিবেশন পদ্ধতি
জনপ্রিয় জনকল্যাণ অনুষ্ঠান
দ্বারিকানাথ ঘোষ এণ্ড সন্স লিঃ
ভারতের বৃহত্তম মিষ্টান্ন প্রতিষ্ঠান
শাখা কলিকাতার সর্ব্বত্র

ঐরূপ পদমর্য্যাদা লাভের বড় একটা সুযোগ হইতেছে না। ৫ লক্ষ টাকার চেয়ে বেশী মূলধন ও মজুত তহবিল লইয়াও গত ১৯৪৩ সালের শেষে দেশের ৩৫টি ব্যাঙ্ককে তালিকাভুক্ত শ্রেণীর বাহিরে থাকিতে হইয়াছিল। বর্ত্তমানে ঐরূপ ব্যাঙ্কের সংখ্যা সে তুলনায় অনেক বাড়িয়া গিয়াছে। দেশে ৫ লক্ষ টাকার কম মূলধনযুক্ত যেসব ব্যাঙ্ক রহিয়াছে তাহাদের সহিত রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সাক্ষাৎ যোগসূত্র বিশেষ কিছু নাই। দেশের গ্রামাঞ্চলে অসংখ্য মহাজনী প্রতিষ্ঠানের মারফতে টাকা লেনদেনের কাজ পরিচালিত হইতেছে। ঐ ধরণের প্রতিষ্ঠানসমূহও আজ পর্য্যন্ত সম্পূর্ণভাবে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের আওতার বাহিরে থাকিয়া যাইতেছে। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সহিত কোন সাক্ষাৎ যোগসূত্র না থাকায় ঐ সব ব্যাঙ্কের কার্য্যনীতির সমন্বয় সাধনে ও তাহাদের মারফতে সুনিয়ন্ত্রিতভাবে ক্রেডিট প্রসারে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্ত্তৃপক্ষ কোন তৎপরতা দেখাইতে পারিতেছেন না। তাঁহাদের গোঁড়া নীতির জন্য রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিকট হইতে সময়োচিত ধার পাওয়াও সকল শ্রেণীর ব্যাঙ্কের পক্ষেই নিতান্ত কঠিন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক হইতে শিল্প-বাণিজ্য সংক্রান্ত বিলের জামিনে কোন ব্যাঙ্ককে টাকা ধার দেওয়ার নিয়ম নাই। সোনা রূপা ও সরকারী সিকিউরিটির জামিনে তাঁহারা তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কসমূহকে টাকা ধার দিতে প্রস্তুত আছেন সত্য, কিন্তু সেজন্য যে চড়া সুদ দাবী করা হয় তাহাতে উঁহাদের নিকট হইতে সেভাবে টাকা গ্রহণ করা কোন ব্যাঙ্কের পক্ষেই বিশেষ সুবিধাজনক বলিয়া বিবেচিত হয় না। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের আইনে ঐ ব্যাঙ্ককে কৃষি সংক্রান্ত বিল রিডিসকাউন্ট করিবার অর্থাৎ ঐ শ্রেণীর বিলের জামিনে ব্যাঙ্কসমূহকে টাকা দিবার ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। দেশে কৃষির উন্নতির জন্য এই শ্রেণীর ধারের প্রয়োজনীয়তা যথেষ্টই রহিয়াছে। কিন্তু রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অহেতুক কড়া নীতির জন্য সে ধার কার্য্যতঃ বিশেষ কিছুই আদায় করা সম্ভবপর হইতেছে না। ফলে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক স্থাপিত হওয়ার ফলে দেশে কৃষি, শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রয়োজনে সময়োচিত ক্রেডিট প্রসারের যে সুযোগ হইবে বলিয়া লোকে আশা করিয়াছিল তাহা নিতান্তই ব্যর্থ হইতে চলিয়াছে।

দেশের কল্যাণ বুঝিয়া গবর্ণমেণ্টকে মুদ্রানীতি নিয়ন্ত্রণে সময়োচিত সুপরামর্শ প্রদানের যে দায়িত্ব রিজার্ভ ব্যাঙ্কের উপর ন্যস্ত করা হইয়াছিল, ঐ ব্যাঙ্কের কর্ত্তৃপক্ষ তাহা পরিচালনেও বিশেষভাবে অপারগ হইয়াছেন। ভিতরের খবর জানিবার উপায় বিশেষ নাই সত্য, কিন্তু বাহ্যতঃ যাহা দেখিতেছি তাহাতে মুদ্রানীতি সম্পর্কে গবর্ণমেণ্টকে সুপরামর্শ দিবার ও তাহা কার্য্যে পরিণত হইবার কোন নজীর গত দশ বৎসরে আমরা পাই নাই। ভারতের বৃটিশ আমলাতান্ত্রিক গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদের ইচ্ছামত এদেশের মুদ্রানীতি ও রাজস্বনীতি নিয়ন্ত্রণ করিয়া চলিয়াছেন। অনেক দিক দিয়া দেশের পক্ষে তাহা ক্ষতিকর হইলেও রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্ত্তৃপক্ষ তাহার বিরুদ্ধে কোন উচ্চবাচ্য করিতেছেন না। দেশের স্বার্থ বুঝিয়া গবর্ণমেণ্টের কার্য্যনীতি নিয়ন্ত্রণ করিবার বদলে তাঁহারা সকল রকমে গবর্ণমেণ্টের অর্ডার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইতেছেন। বড়লাট বাহাদুর ও তাঁহার শাসনপরিষদের হুকুম তামিল করিয়া রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কেন্দ্রীয় বোর্ডের সদস্যরা তাঁহাদের পদ বহাল রাখিতেছেন। এই জোহুকুম বৃত্তির জন্য রিজার্ভ ব্যাঙ্কের বার্ষিক রিপোর্টে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে কোন নির্ভীক সমালোচনা আমরা দেখিতে পাই না। স্যার চিন্তামণি দেশমুখ রিজার্ভ ব্যাঙ্কের প্রথম ভারতীয় গবর্ণর নিযুক্ত হওয়ায় তাঁহার নেতৃত্বে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কার্য্যনীতির মোড় ঘুরিবে বলিয়া কেহ কেহ মনে করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনিও গবর্ণর হিসাবে একান্তভাবে সরকারী উমেদারের ভূমিকায়ই অবতীর্ণ হইয়াছেন। তাঁহার যাবতীয় বক্তৃতা ও বিবৃতিতে আমরা সরকারী নীতির একঘেঁয়ে সমর্থনই লক্ষ্য করিয়া আসিতেছি। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কেন্দ্রীয় বোর্ডে যেসব নির্ব্বাচিত সদস্য রহিয়াছেন তাঁহারা সকলেই যে দেশের স্বার্থ সম্বন্ধে একেবারে উদাসীন এবং নির্ব্বিচারে সকল ব্যাপারে সরকারী নির্দ্দেশ মানিয়া চলাই যে তাঁহাদের জীবনের পরম লক্ষ্য আমরা অবশ্য তাহা মনে করি না। ব্যক্তিগতভাবে অনেক সদস্যকে আমরা সরকারী নীতির নিন্দা করিতে দেখিয়াছি। তথাপি যে তাঁহারা রিজার্ভ ব্যাঙ্ক পরিচালনার ব্যাপারে দেশের স্বার্থ বুঝিয়া কোন স্বাধীন কর্ম্মনীতি অনুসরণ করিতে পারিতেছেন না—ইহার মূলে ঐ ব্যাঙ্কের গঠননীতির গলদই বিশেষভাবে নিহিত রহিয়াছে। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আইনে ঐ ব্যাঙ্কের উপর বড়লাট ও তাঁহার শাসনপরিষদকে যে অত্যধিক ক্ষমতা খাটাইবার সুযোগ দেওয়া হইয়াছে এবং সরকারীভাবে কেন্দ্রীয় বোর্ডের কতিপয় সদস্য মনোনয়নের যে নিয়ম বিধিবদ্ধ হইয়াছে তাহার ফলেই দেশের স্বার্থ বুঝিয়া ঐ ব্যাঙ্কের কার্য্যধারা নিয়ন্ত্রণ কঠিন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। দেশে জাতীয় গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত না হইলে কিংবা রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কর্ত্তৃত্বভার পুরাপুরিভাবে কোন নির্ব্বাচিত বোর্ডের উপর অর্পিত না হইলে ঐ ব্যাঙ্কের সে ত্রুটিবিচ্যুতি দূর হওয়ার কোন আশা দেখা যাইতেছে না।

দাশ ব্যাঙ্ক লিমিটেড্

৯-এ ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

চেয়ারম্যান—কর্ম্মবীর আলামোহন দাশ

আধুনিক সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

জীবনযাত্রার পাথেয়

জীবনযাত্রার অনিশ্চিতপথে
জীবনবীমা মানুষের
প্রধান পাথেয়।

আমাদের গৃহ-সংসার কত আশা, উৎসাহ, কত শান্তির ও সুখের স্বপ্ন দিয়ে তৈরী। বাপ-মায়ের সে স্বপ্ন বুঝি আজ রূঢ় বাস্তবের আঘাতে ভেঙ্গে যায়। তাই নিজের জন্যও যেমন তাদের দুশ্চিন্তা, ছেলেমেয়ে ও আত্মীয়-পরিজনের জন্যও তেমনি তাদের উদ্বেগ ও আশঙ্কা—কি উপায়ে তাদের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের উপযোগী সংস্থান করে রাখা যায়। বর্ত্তমান দুর্দ্দিনে ও ভবিষ্যতের আর্থিক সঙ্কটে তারা কোন্ পাথেয় নিয়ে দাঁড়াবে?—
হিন্দুস্থানের বীমাপত্র সেই মূল্যবান্ পাথেয়—দুর্দ্দিনের সর্ব্বোত্তম আশ্রয়। উপার্জ্জনশীল ব্যক্তি মাত্রেরই অবিলম্বে এই পাথেয় সংগ্রহ করা উচিত।

১৯৪৪ সালে নূতন বীমা—১০ কোটি টাকার উপর

হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ
ইন্সিওরেন্স সোসাইটি, লিমিটেড
হেড অফিস—হিন্দুস্থান বিল্‌ডিংস, কলিকাতা।

ইষ্টার্ণ ট্রেডার্স ব্যাঙ্ক লিঃ

স্থাপিত :—১৯২১ টেলিগ্রাম :—বার্টার

হেড অফিস :—৮৪নং আশুতোষ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা
ফোন সাউথ—২০০

কলিকাতা প্রধান শাখা—৯৭নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট। ফোন : কলি ৪১৭৩

অন্যান্য শাখা অফিস

কলিকাতা—বালীগঞ্জ, ভবানীপুর, শ্যামবাজার, এন্‌টালী, বড়বাজার (১১৮নংক্রস ষ্ট্রীট)
বাংলা প্রদেশ—হাওড়া, চট্টগ্রাম, ফেণী, নোয়াখালী, চাঁদপুর, পুরাণবাজার, চৌমুহনী, দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও, পটুয়াটুলী, নবাবপুর (ঢাকা), নারায়ণগঞ্জ।
বিহার প্রদেশ—পাটনা, আজা, পুর্ণিয়া, রাঁচী, মজঃফরপুর, পাটনা সিটি এবং ভাগলপুর।

দ্বারভাঙ্গা শাখা ২০শে এপ্রিল খোলা হইয়াছে।
১৪ই মে এলাহাবাদ শাখা ও ১৭ই মে দৌলতগঞ্জ শাখা খোলা হইয়াছে।

শতকরা ৮৲ হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইতেছে।

সেক্রেটারী—
টি মজুমদার

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—
মিঃ এম কে গুহ

রাজনৈতিক প্রসঙ্গ

ভারত সম্পর্কে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের বহু-প্রত্যাশিত ও বহু-বিলম্বিত নূতন প্রস্তাব বিঘোষিত হইয়াছে। গত ১৪ই জুন তারিখ ভারতের বড়লাট লর্ড ওয়াভেল বেতারযোগে তাঁহার আড়াই মাস স্থায়ী দৌত্যের ফলাফল প্রকাশ করিয়াছেন। ঐ দিবস বিলাতেও কমন্স সভায় ভারত সচিব মিঃ আমেরী বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের ভারত সম্পর্কিত শ্বেতপত্র ঘোষণা প্রসঙ্গে এক নাতিদীর্ঘ বিবৃতি দিয়াছেন। ভারত ও বৃটেনের বহু লোকের বহুবিধ জল্পনা-গবেষণার এতদিনে অবসান ঘটিল।

* * *

লর্ড ওয়াভেলের ঘোষণায় কেন্দ্রে একটি নূতন শাসন পরিষদ গঠনের প্রস্তাব করা হইয়াছে। প্রধান প্রধান সম্প্রদায়গুলির প্রতিনিধি এবং সমসংখ্যক বর্ণ-হিন্দু ও মুসলমানদিগকে লইয়া প্রস্তাবিত শাসন পরিষদ গঠিত হইবে। বড়লাট ও জঙ্গীলাটকে বাদ দিলে এই পরিষদে আর সমস্ত সদস্যই থাকিবেন ভারতীয়। যে দুইটি দপ্তরের ভার ইতিপূর্ব্বে কোনও ভারতীয়ের উপর অর্পিত হয় নাই, অর্থসচিব ও স্বরাষ্ট্র-সচিবের সেই দুই দপ্তরের ভার গ্রহণ করিবেন দুই জন ভারতীয় প্রতিনিধি। প্রধান সেনাপতি সমর দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত সদস্যরূপে পরিষদে থাকিবেন। বহির্ভারতীয় বিষয় সম্পর্কিত দপ্তর এতকাল বড়লাটের হাতে ছিল। ভারত রক্ষায় অন্তর্ভুক্ত বিধায় উপজাতীয় ও সীমান্ত সম্পর্কিত সমস্যাসমূহ ব্যতিরেকে বৃটিশ ভারতের ব্যাপার সম্পর্কিত বহির্ভারতীয় দপ্তরটির ভারও বড়লাটের শাসন পরিষদের জনৈক ভারতীয় সদস্যের হস্তে ন্যস্ত করা হইবে। অন্যান্য উপনিবেশের মত ভারতবর্ষেও গ্রেট বৃটেনের বাণিজ্যিক ও অন্যবিধ স্বার্থ সংরক্ষণ ও তদারকের জন্য একজন বৃটিশ হাই কমিশনার নিযুক্ত থাকিবেন। এই সব ব্যবস্থার ফলে বড়লাটের নূতন শাসন পরিষদের সদস্যগণকে অবশ্যই এই সর্ত্তে কর্ম্মভার গ্রহণ করিতে হইবে যে, তাঁহারা সর্ব্বান্তঃকরণে জাপানের বিরুদ্ধে সার্থক যুদ্ধ পরিচালনায় সহযোগিতা করিবেন। কেন্দ্রে প্রস্তাবিত নূতন শাসন পরিষদ বর্ত্তমান শাসনতন্ত্রের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়াই গঠিত হইবে। অতএব বড়লাটের বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগ না করার প্রশ্নই উঠে না। তবে বড়লাট তাঁহার বিশেষ ক্ষমতা অসঙ্গতভাবে ব্যবহার করিবেন না। রাজপ্রতিনিধি হিসাবে বড়লাট মারফৎ দেশীয় রাজ্যসমূহের প্রতি যে সব বাধ্যবাধকতা আছে, বর্ত্তমান প্রস্তাবসমূহের দ্বারা সেই সম্পর্কের কোন প্রকার রদবদল হইবে না। প্রস্তাবিত পরিবর্ত্তনসমূহ ভারতের ভবিষ্যৎ স্থায়ী রাষ্ট্রতন্ত্রের মূল বনিয়াদের উপর কোনপ্রকার প্রভাব বিস্তার করিবে না।

* * *

বড়লাট তাঁহার ঘোষণায় প্রস্তাবিত শাসন পরিষদ গঠনে তাঁহাকে পরামর্শ দিবার জন্য আগামী ২৫শে জুন সিমলায় বড়লাটের প্রাসাদে এক সম্মেলন আহ্বান করিয়াছেন। মহাত্মা গান্ধী ও মিঃ জিন্নাসহ ২১ জন নেতাকে আমন্ত্রণ-লিপি প্রেরণ করা হইয়াছে। এই ২১ জন নেতার মধ্যে আছেন কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদের বিভিন্ন দলের ৪ জন নেতা, কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রীয় পরিষদের ২ জন নেতা (কেবল কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ), বর্ত্তমানে ৯৩ ধারার আমলে শাসিত প্রদেশগুলিতে যাঁহারা সর্ব্বশেষে প্রধানমন্ত্রীর পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন এমন নেতা ৫ জন, বর্ত্তমানে মন্ত্রিত্বের শাসনাধীন প্রদেশগুলিতে এখন প্রধানমন্ত্রীর পদে আসীন ৪ জন এবং শিখ ও তপশিলী সম্প্রদায়ের ২ জন প্রতিনিধি। আসন্ন শিমলা সম্মেলনে যোগদানার্থ আমন্ত্রিত নেতৃগণের নামের তালিকা পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় কংগ্রেস ৯ জন, মুসলিম লীগ ৬ জন, অ-কংগ্রেসী হিন্দু ২ জন, অ-মুসলিম-লীগ মুসলমান ১ জন, ইউরোপীয়ান ১ জন, তপশিলী সম্প্রদায় ১ জন ও শিখ সম্প্রদায় ১ জন।

* * *

প্রস্তাবিত সিমলা সম্মেলন ব্যর্থ হইলে বর্ত্তমান অচল অবস্থাই চলিতে থাকিবে বলিয়া জানান হইয়াছে। ১৯৪২ সালে আগষ্ট হাঙ্গামার ফলে যাঁহারা আটক আছেন, তাঁহাদের মুক্তি সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের ভার নূতন শাসন পরিষদ (যদি গঠিত হয়) এবং বিভিন্ন প্রাদেশিক সরকারের উপর ন্যস্ত করার সিদ্ধান্ত ঘোষিত হইয়াছে। কমন্স সভায় ভারত-সচিব তাঁহার বিবৃতিতে জানাইয়াছেন, কেন্দ্রে সহযোগিতা সম্পাদন সম্ভব হইলে প্রদেশসমূহেও অনুরূপ ব্যবস্থা অবলম্বিত হইবে এবং সর্ব্বত্র শাসন ব্যাপারে সেই সেই প্রদেশের প্রধান প্রধান দলগুলি সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিবে।

যুগপৎ ভারতের বড়লাট ও ভারত সচিব মারফৎ ইহাই ভারতের নিকট বৃটেনের নূতন প্রস্তাব।

* * *

লর্ড ওয়াভেল তাঁহার ঘোষণার প্রারম্ভে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির অবরুদ্ধ সদস্যদের মুক্তি প্রদানের

আপনার গৃহ ও অন্ন সমস্যার সমাধানে

বিল্ডিং এণ্ড ল্যাণ্ড ট্রাষ্ট (ইণ্ডিয়া) লিমিটেড-এর

সম্পূর্ণ নূতন ও অভিনব পরিকল্পনায় প্রত্যেক অংশীদার আমানতকারী ও কর্ম্মীরই উজ্জ্বল লাভজনক ভবিষ্যতের সুযোগ মিলিবে।

কিছু বাজেয়াপ্ত শেয়ার বিক্রয় ও আমানত সংগ্রহের জন্য

উৎসাহী পুরুষ ও মহিলা কর্ম্মী আবশ্যক।

বিস্তৃত বিবরণের জন্য, ৩ নং ম্যাসো লেন-এ লিখুন

অথবা

ক্যাল ১৪৫৩-এ টেলিফোন করুন।

খোকার ভাবনা

বাইরে নেমেছে প্রবল বর্ষা। ঘরে বসে খোকা ভাব্‌ছে বাবা এখন কোথায়? হয় তো কোথাও পথের মাঝখানে, আর বৃষ্টি এসে পড়েছে হঠাৎ। কিন্তু খোকা জানে এক ফোঁটা বৃষ্টিও বাবাকে ছুঁতে পার্‌বে না, কেন না বাবার গায়ে আছে ডাকব্যাক।

ডাকব্যাক

ভারতের প্রিয় বর্ষাতি

বেঙ্গল ওয়াটারপ্রুফ ওয়ার্কস (১৯৪০) লিঃ

কলিকাতা নাগপুর বোম্বাই

No. 2

সিদ্ধান্তের কথা জানাইয়াছেন। সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রপতি আজাদের মুক্তির সংবাদ আসিয়াছে। বাকী ৭ জন সদস্যকেও মুক্তি দেওয়া হইয়াছে। বাঙ্গলা ও বিহার সরকার কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির উপর হইতে তাঁহাদের নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার ঘোষণা করিয়াছেন। আশা করা যায়, অন্যান্য প্রদেশেও অনুরূপ সিদ্ধান্ত অগৌণে ঘোষিত হইবে। এই সব শুভ লক্ষণ সন্দেহ নাই। গর্ব্বান্ধ আমলাতন্ত্রের এতদিনে সুবুদ্ধির উদয় হইয়াছে বলিয়া মনে করা যায়। অনমনীয় জেদের মূঢ় পন্থা ত্যাগ করিয়া স্পষ্টতঃই তাঁহারা মীমাংসার সুস্থ পথে আসিতে চাহিতেছেন।

* * *

এই সদিচ্ছার পটভূমিতে নূতন প্রস্তাব কতখানি সন্তোষজনক এখন তাহাই বিচার্য্য বিষয়। প্রথমেই আমরা দেশরক্ষা দপ্তরের কথা বলিতে চাই। এই সম্পর্কে স্যার ষ্ট্যাফোর্ড ক্রিপস্ তাঁহার আলোচনা বৈঠকের প্রথমদিকে যতখানি বা যতটুকু অগ্রসর হইতে চাহিয়াছিলেন নূতন প্রস্তাবে সেরূপ প্রচেষ্টার বাষ্পটুকুও নাই। দেশরক্ষার কার্য্যকরী দিকটা সম্পূর্ণ অঙ্গীলাটের হাতে ছাড়িয়া দিয়া দেশরক্ষা সংক্রান্ত সাধারণ নীতি নির্দ্ধারণের ব্যাপারে কিছু কিছু দায়িত্ব একজন ভারতীয় সদস্যের উপর ন্যস্ত করার প্রস্তাব স্যার ষ্ট্যাফোর্ড করিয়াছিলেন। কিন্তু কংগ্রেস প্রতিনিধিরা ঐটুকু দয়াদানে তখন রাজী হইতে পারেন নাই। বর্ত্তমান প্রস্তাবে দেশরক্ষার সমস্ত দিকের সমস্ত দায়িত্বই অ-ভারতীয় অঙ্গীলাটের হাতে থাকিবে—ভারতীয় সদস্যদের ঐ সম্পর্কে কোন হাত থাকিবে না। অথচ জাপানের বিরুদ্ধে সামগ্রিক সংগ্রামে সম্পূর্ণ সহযোগিতা করিতে হইবে বলিয়া ভারতীয় সদস্যদের প্রাথমিক সর্ত্তে রাজী হইতে হইবে।

দ্বিতীয় অসন্তোষজনক বিষয় বড়লাটের 'ভিটো' সংক্রান্ত প্রশ্ন। নূতন প্রস্তাবে বড়লাটের বিশেষ ক্ষমতা সম্পর্কে বলা হইয়াছে যে, ঐ সম্পর্কে কোন প্রশ্নই উঠিতে পারে না, অর্থাৎ বড়লাটের বিশেষ ক্ষমতা যেন প্রাকৃতিক নিয়মের মত অনড় ও অনিবার্য্য। অবশ্য বলা হইয়াছে, বড়লাট তাঁহার বিশেষ ক্ষমতা অসঙ্গতভাবে প্রয়োগ করিবেন না। সঙ্গত কি অসঙ্গত তাহা বিচার করার কর্ত্তা যেখানে স্বয়ং বড়লাট সেক্ষেত্রে আমাদের কাছে যাহা অসঙ্গত তাঁহার কাছে সেই বিষয় সঙ্গত বলিয়া বিবেচিত হওয়া সম্ভবও, স্বাভাবিকও। এ বিষয়ে অতীতের নজীর আছে বিস্তর। ১৯৩৭ সালে কংগ্রেস কর্ত্তৃক মন্ত্রিত্ব গ্রহণের প্রাক্কালে লর্ড লিনলিথগো লর্ড ওয়াভেলের অপেক্ষা আরও স্পষ্টাক্ষরে যে অধিকতর প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন, পরে কেন্দ্রে ও বিভিন্ন প্রদেশে বহুবার সেই প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিয়া অসঙ্গতভাবেই যখনতখন বিশেষ ক্ষমতা ব্যবহার করা হইয়াছে।

তৃতীয়তঃ নূতন বৃটিশ প্রস্তাবে রাজনৈতিক অপেক্ষা সাম্প্রদায়িক দিকেই অধিক জোর দেওয়া হইয়াছে। স্যার ষ্ট্যাফোর্ড রাজনৈতিক দল হিসাবেই কংগ্রেস প্রতিনিধিদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা চালাইয়াছিলেন এবং পূর্ব্বাপর সমস্ত আলোচনা উভয়পক্ষেই একটা রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী হইতে পরিচালিত হইয়াছিল। কিন্তু নূতন প্রস্তাব সমস্যা সমাধান করিতে চাহিয়াছে বহুলাংশে সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিকোণ হইতে। যে ক্ষেত্রে বর্ণহিন্দু ২৫ কোটি ও মুসলমান ৮ কোটি ৯০ লক্ষ, সেক্ষেত্রে বর্ণহিন্দু ও মুসলমানেরা শাসন পরিষদে সমান সমান আসন পাইবে এরূপ ব্যবস্থার মধ্যে সাম্প্রদায়িক ভিত্তির উপর সমস্যা সমাধানের উদগ্র প্রয়াস প্রকট হইয়াছে। অবশ্য সমগ্র প্রস্তাবই এক সাময়িক ব্যবস্থা। কিন্তু অতীতের অভিজ্ঞতা হইতে আমাদের জানা আছে, কি শাসনকার্য্যে কি পৌর কার্য্যে এরূপ সাম্প্রদায়িক ভাগ বাঁটোয়ারা পরে অনৈক্য ও অনর্থ সৃষ্টি করিয়া থাকে। প্রস্তাবিত সিমলা বৈঠকেও দেখিতেছি নেতৃ-নির্ব্বাচনের ব্যাপারে রাজনৈতিক দল অপেক্ষা সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধিত্বের উপরেই জোর দেওয়া হইয়াছে। যাহা হউক, এরূপ ক্ষেত্রেও হিন্দুমহাসভার কোন প্রতিনিধি আমন্ত্রিত না হওয়া অসঙ্গত ও অযৌক্তিক বলিয়াই আমরা মনে করি। আর এক দিক দিয়া বিচার করিলেও এই ব্যাপার বিশেষ আপত্তিজনক। মুসলিম লীগ সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান। তাহাদের প্রতিনিধিরা মুসলিম ভারতের মুখপাত্র হইবেন। হিন্দু ভারতের প্রতিনিধি হইবেন কে বা কাহারা?

(১৬৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

বেশী লোকে কেন পরে

ঢাকেশ্বরী

১ জগতের সব সেরা তুলা দিয়ে তৈরী। সূতী কাপড়ের ভাল মন্দ বিচার করতে গেলে প্রথমেই আসে তুলার কথা। কেননা তুলাই হচ্ছে সূতী কাপড়ের প্রধান উপাদান। আমেরিকা এবং মিশর দেশে যে তুলা উৎপন্ন হয় তাই হচ্ছে জগতের সব তুলার সেরা। ও দেশের তুলার আঁশগুলি যেমন লম্বা তেমন শক্ত আর তেমনি সরু। আর তুলাগুলিও বেশ নরম ও প্রায় রেশমের মত উজ্জ্বল। আমাদের দেশেও ঐ সব মার্কিণী এবং মিশরী তুলার বীজ থেকে অনেক তুলা উৎপন্ন হয়। এই তুলাগুলি গুণের দিক থেকে খাস মার্কিণী ও মিশরী তুলার মতনই হয়। ঢাকেশ্বরী মিলের সব সরেস কাপড়গুলিই খাস মার্কিণী ও মিশরী তুলা এবং ঐ তুলার সমশ্রেণীর দেশজ তুলা দিয়ে তৈরী হয়। আর বাকী সব কাপড় তৈরী হয় শ্রেষ্ঠ ভারতীয় তুলা থেকে। সুতরাং ঢাকেশ্বরীর কাপড়গুলি যে অনেক বেশী দিন পরা চলে, ওগুলি যে শতকরা অন্ততঃ পঁচিশ ভাগ বেশী টেকসই হয়, তাতে আশ্চর্য্য হবার কি আছে? কাজেই

যে কখানা ঢাকেশ্বরীর কাপড় আপনার আছে, তাই বিশেষ যত্ন করে পরুন; কেননা বর্ত্তমান অবস্থায় যত চান তত ঢাকেশ্বরীর কাপড় জোগান সম্ভব নয়।

শতকরা ২৫ ভাগ বেশী পরতে হ'লে

কিনুন ঢাকেশ্বরী

ঢাকেশ্বরী কটন মিলস্ লিমিটেড

ম্যানেজিং ডিরেক্টার — শ্রী সূর্য্য কুমার বসু

DCB—19

খেয়ালীর খাতা

বর্ত্তমান রক্ষণশীল ভারত সচিবের পুত্র জন্ এমেরী জার্ম্মেনীতে রহিয়া যুদ্ধের কয় বৎসর ইংরেজের বিরুদ্ধে বেতার বক্তৃতা করিয়াছেন। যুদ্ধক্ষেত্রের বাহিরে প্রচারকার্য্যের দ্বারা হিটলারকে যুদ্ধে যতখানি সাহায্য করা সম্ভব জন্ তাহা পুরাপুরিভাবে করিয়াছেন। জার্ম্মেনীর আত্মসমর্পণের পরে সম্প্রতি ইনি ধরা পড়িয়াছেন। হিটলারের সহায়ক এবং দেশদ্রোহী হিসাবে ইহার বিচার ও শাস্তি হওয়ার কথা—অন্ততঃ স্বাভাবিক নিয়মে তাহাই হওয়া উচিত। কিন্তু শোনা যাইতেছে ব্রিটেনে প্রভাবশালী একদল লোক চেষ্টা করিতেছেন জন্‌কে যাহাতে বিচার হইতে রেহাই দেওয়া হয়। ইতিমধ্যেই দুইবার গুজব রটিয়াছে—কিম্বা রটনা করা হইয়াছে—যে, তাহার মাথা খারাপ সুতরাং আইনের চক্ষে বিচারের অযোগ্য! ইহাতে আশ্চর্য্যের কিছুই নাই। মামার জোরে, দাদার জোরে আধুনিক সমাজে অনেক অপকীর্ত্তি করিয়াও পার পাওয়া যায়। বাংলাদেশে অবশ্য সন্ত্রাসবাদের সময় পুত্র, ভ্রাতুষ্পুত্র এমন কি মাতুল পুত্রের বৈপ্লবিক কার্য্যের সঙ্গে কিছুমাত্র সম্পর্ক আছে এমন সন্দেহেও অনেক বৃদ্ধ ভদ্রলোকের সরকারী চাকুরী গিয়াছে, বাড়ীঘর লণ্ডভণ্ড ও শারীরিক ও মানসিক লাঞ্ছনার একশেষ হইয়াছে। বাংলাদেশে এই প্রথার যিনি প্রবর্ত্তক সেই স্যার জন এণ্ডারসন সাহেব এখন ইংলণ্ডের অর্থ সচিব। কিন্তু যে আইন পরাধীন বাঙ্গলাদেশের হতভাগ্য ব্যক্তিদের জন্য প্রযোজ্য সে-আইন তাঁহারই অন্যতম সুহৃদ ও সহকর্ম্মী ভারত সচিবের জন্য নয়, যদিও দুর্ভাগ্যক্রমে বর্ত্তমান ভারত সচিবও ভারতবর্ষেই জন্মিয়াছেন। জন্ এমেরী বেকসুর খালাস পাইলে অবাক হইব না, কারণ তাঁহার বাবা বাঙ্গালী হিন্দু ঘোষ, বসু, মিত্র, মুখার্জ্জী নহেন, তাঁহার বাবা ভগবান খৃষ্টের সেবক লিওপল্ড এমেরী!

* * *

প্রায় মাস দুই আগে একটি ইংরেজ বন্ধুর সঙ্গে আলাপ হইতেছিল। জার্ম্মেনীর তখনও পতন হয় নাই। সাংবাদিক হিসাবে বন্ধুটির নাম আছে। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে তিনি সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। বিগত বাজেট অধিবেশনের কথা আলোচনা করিতেছিলাম। কথা হইতেছিল সরকার ও বিপক্ষ দলের সদস্যগণ সম্পর্কে। বন্ধুটি বলিলেন, "স্যার রামস্বামী বক্তা হিসাবে প্রথম শ্রেণীর"। আমি তাঁহার সহিত একমত নহি। রামস্বামী অনর্গল এবং দ্রুত বলিতে পারেন, কিন্তু শ্রোতাদের উপরে তাঁহার কোন প্রভাব হয় না। ইংরেজীতে যাহাকে বলে not effective. তিনি বলিলেন এবার স্যান্ ফ্রান্সিস্কোতে ভারতীয় প্রতিনিধি প্রেরণ সম্পর্কে যেদিন বক্তৃতা হয় সে-দিন রামস্বামী অত্যন্ত effective হইয়াছিলেন। রামস্বামী ও ফিরোজ খান নুন ভারতের প্রকৃত প্রতিনিধি নহেন বিরোধী দল এই কথা বলিলে রামস্বামী উঠিয়া দাঁড়াইলেন। বলিলেন, "You Congress people don't know the first principle of patriotism. That principle is not to let down your own countrymen when they go abroad." ইহাতে নাকি সমস্ত বিরোধী দল একেবারে চুপ হইয়া যায়। আমি তো ইহার মধ্যে effective কিছু দেখিলাম না। বন্ধুটিকে বলিলাম, "বটে, তবে ইংরাজেরা যদি দেশপ্রাণ বলিয়া গণ্য হইতে চায় তবে কোন ইংরেজই must not let down John Amery and Lord Haw Haw।" বন্ধুটির মুখ চোখ লাল হইয়া যাইতে লক্ষ্য করিলাম। এক চুমুকে গ্লাসের লাইম এ্যাণ্ড জীনটুকু শেষ করিয়া বিদায় লইলেন এবং অনুমান করিতেছি খুব হৃষ্টচিত্তে নহে।

* * *

পিতা পুত্রের কাহিনী নূতন আর একটি প্রকাশিত হইয়াছে। এমেরীর চাইতে বড়দরের যদিও স্বগোষ্ঠীর। এটি চার্চ্চিল সংক্রান্ত। উইনষ্টন ও র‍্যানডলফ্। দিন কয়েক আগে আগামী সাধারণ নির্ব্বাচনে সেনাবাহিনীর লোকেরা কি পোষাক পরিয়া ভোট দিবে বা ভোট সংগ্রহ করিবে তাহা লইয়া হাউস অব কমন্সে বিতর্ক হইতেছিল। বিরোধী পক্ষ তীব্র ভাষায় গভর্ণমেণ্টকে আক্রমণ করিলে চার্চ্চিল জবাব দিতে উঠিলেন। শ্রমিকদল হইতে কড়া কড়া প্রশ্ন ও সমালোচনা সুরু হইল। রক্ষণশীল দলের সদস্যেরাও তাহার জবাবে কড়া উত্তর দিতে লাগিলেন। হৈচৈ হট্টগোলে কে কি বলিতেছে তাহা শোনাই যায় না—এই অবস্থা। চার্চ্চিল হঠাৎ পিছনে ফিরিয়া নিজ দলের হট্টগোলকারী একজনকে জোর ধমক দিয়া বলিলেন, "বিরোধী পক্ষের জবাব যাহা দেওয়ার আমিই দিচ্ছি। চুপ কর তোমরা।" তাহার পর দেখিলেন যাহাকে ধমকাইতেছেন তিনি আর কেহ নহেন, নিজ পুত্র র‍্যানডলফ চার্চ্চিল। সভায় হাসির রোল উঠিল! সংস্কৃত শ্লোক অনুসারে দশ বছর পর্য্যন্তই

ভারতের
ধন সম্পদ

প্রথম ৩% ভিক্টরি লোন (১৯৫৭)এ এগারো মাসেরও কম সময়ে ১১২ কোটি টাকা জমা হ'বার পর এই ঋণ গ্রহণ ১৯৪৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে বন্ধ করা হয়।

এত অল্প সময়ে এত টাকা ধার পাওয়াতে, উক্ত লোনের নিরাপত্তা ও সর্বসাধারণের গভর্নমেণ্ট লোনের উপর আস্থা প্রমাণিত হয়। প্রথম ভিক্টরি লোনের মতই সুবিধাজনক সর্তে ৩% দ্বিতীয় ভিক্টরি লোন প্রবর্তিত হোলো, যথা—প্রতি ছয় মাস অন্তর আয়কর বাদ দিয়ে সুদের টাকা আপনার কাছে পৌছে দেওয়া, ১৫ই অগস্ট ১৯৫৯ ও ১৫ই অগস্ট ১৯৬২র মধ্যে আপনার ন্যস্ত টাকা প্রত্যর্পণ, যথেচ্ছ পরিমাণে টাকা আমানত করবার অধিকার, আপনার টাকার নিরাপত্তা, যে কোনো সময়ে হস্তান্তর ক'রে টাকা ফেরত পাওয়া—আপনাকে আয়কর দিতে না হ'লে কিংবা অপেক্ষাকৃত কম হারে দিতে হ'লে সুদের উপর ধার্য আয়কর ফেরত দেওয়া ইত্যাদি। ভিক্টরি লোনে টাকা খাটিয়ে যুদ্ধ প্রচেষ্টাকে সাহায্য ও মুদ্রাস্ফীতিকে লাঘব করুন। এই ঋণে আপনার টাকা সম্পূর্ণ নিরাপদ এবং এর সুদও আপনার পক্ষে লাভজনক।

আপনার ব্যাঙ্কারকে, কিংবা বোম্বাই, দিল্লী, কলিকাতা, কানপুর ও মাদ্রাজের রিজার্ভ ব্যাঙ্কে, কিংবা ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের যে কোনো শাখা অফিসে, কিংবা গভর্নমেণ্ট ট্রেজারিতে, লিখে এই ঋণে টাকা দাদন করতে পারবেন।

AAA 223

আপনার সহায়
১৯৫৯–৬১র
৩%
দ্বিতীয়
ভিক্টরি লোন-এ
নিয়োগ করুন

'ফিনান্স ডিপার্টমেণ্ট, গভর্নমেণ্ট অব ইণ্ডিয়া' কর্তৃক প্রচারিত

ছেলেদের তাড়না করা যায়, প্রাপ্তেতু ষোড়শ বর্ষে পুত্রকে মিত্রবৎ জ্ঞান করার কথা। র‍্যানডলফের বয়স আশা করি ষোল পার হইয়াছে।

* * *

ইহারই কাছাকাছি একটি স্বদেশীয় ঘটনা মনে পড়িতেছে। ১৯৩৮ সালের কথা। লক্ষ্ণৌতে প্রাদেশিক আইনসভার অধিবেশন হইতেছে। শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত স্বাস্থ্য ও স্বায়ত্তশাসন বিভাগের মন্ত্রী। প্রেস গ্যালারীতে আমি, দুর্গাদাস (তখন ষ্টেটসম্যানের লক্ষ্ণৌ-সংবাদদাতা) ও ন্যাশন্যাল হেরাল্ডের চেলাপতি—বর্ত্তমানে ছদ্মনামে ইংরেজী রসরচনার জন্য যিনি খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন—মৃদুস্বরে গল্প করিতেছিলাম। হঠাৎ কানে গেল stirred questionএর জবাবে শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী যুক্তপ্রদেশে কতগুলি সরকারী সাহায্য-প্রাপ্ত হাসপাতাল আছে তাহার হিসাব দিতেছেন। সংখ্যাটা প্রদেশের প্রয়োজনের তুলনায় সামান্য। বিরোধীদলের প্রশ্নকর্ত্তার উদ্দেশ্য ছিল প্রমাণ করা যে, কংগ্রেস মন্ত্রিত্বেও দেশে জনসাধারণের চিকিৎসা ব্যবস্থার বিশেষ উন্নতি হয় নাই। তৎক্ষণাৎ শ্রীযুক্ত আর, এস, পণ্ডিত একটি অতিরিক্ত প্রশ্ন করিলেন, "Will the Honourable minister be pleased to state what has been the percentage of increase in the number of Government aided or Government conducted hospitals in the province since the present Government came into power?" শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী বলিলেন, "60 per cent." বিরোধীদলের একজন সদস্য, তাঁহার নামটা ঠিক স্মরণ হইতেছে না, অমনি স্পীকার শ্রীযুক্ত পুরুষোত্তমদাস ট্যাণ্ডনকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "On a point of order Sir, could not this information be passed on by the Hon'ble minister in her bed-room?" মনে আছে, সভায় হাসির রোল থামিতে প্রায় পাঁচ মিনিট লাগিয়াছিল!

* * *

আর, এস, পণ্ডিতের অকাল মৃত্যু দেশের পক্ষে অত্যন্ত শোকাবহ। তাঁহার সম্পর্কে আমাদের দেশে খুব কম লোকই বিশেষ খবর রাখে। অথচ তাঁহার সঙ্গে পরিচিত হইবার, অন্তরঙ্গ হইবার সুযোগ যাঁহারা পাইয়াছেন তাঁহারাই জানেন এই স্বল্পভাষী, সুদর্শন ব্যক্তিটির মধ্যে কতখানি বিদ্যা ও প্রতিভা ছিল। সংস্কৃত সাহিত্যে তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল, বহু বিখ্যাত সংস্কৃত কবি ও নাট্যকারের বহু রচনা তাঁহার কণ্ঠস্থ থাকিত এবং আবৃত্তি করিবার ক্ষমতাও ছিল অসাধারণ। রাজতরঙ্গিনীর তিনি চমৎকার ইংরেজী অনুবাদ করিয়াছিলেন। খ্যাতিশীলা মহিলাদের স্বামী হওয়ার একটা বিপদ আছে। স্বনামে পুরুষ ধন্য হয়—ইহাই প্রচলিত প্রবাদ। কিন্তু লেডী ডাক্তারের স্বামীর মতো নাম-করা মেয়েদের স্বামীকেও স্ত্রীর পরিচয়ে চিনিতে হয়। তাহাতে অনেক প্রতিভাবান ব্যক্তির প্রতিভাও অলক্ষিত রহিয়া যায়। ম্যাডাম কুরীর স্বামী বৈজ্ঞানিক হিসাবে, সরোজিনী নাইডুর স্বামী ডাক্তার হিসাবে, ইন্দিরা নেহেরুর স্বামী কংগ্রেস-কর্ম্মী হিসাবে নিশ্চয় জনসমাজে পরিচিত হইবার মতো কৃতিত্বের অধিকারী ছিলেন। আর, এস, পণ্ডিতের রসবোধও ছিল প্রচুর। মনে আছে, একবার বোম্বেতে একটি গুজরাটি ভদ্রলোকের গৃহে অতিথি হইয়াছিলাম। ভদ্রলোক কলেজে আর, এস, পণ্ডিতের সহপাঠী এবং বিশেষ বন্ধু ছিলেন যদিও এখন দুই জনের পথ একেবারে আলাদা। তিনি গভর্ণমেণ্টের ইণ্ডিয়ান অডিট সার্ভিসের একজন উচ্চ কর্ম্মচারী; আর, এস কংগ্রেসে। আর, এস, বিজয়লক্ষ্মী ও তাঁহাদের কন্যারা সে-সময়ে বোম্বেতে আসিয়াছিলেন। একদিন সন্ধ্যাবেলায় তাঁহারা সবাই বন্ধুর গৃহে দেখা করিতে আসিলেন। বিজয়লক্ষ্মী তখন মন্ত্রী,—ভারতবর্ষের একমাত্র মহিলা মন্ত্রী। কথায় কথায় কংগ্রেস মন্ত্রীদের পার্লামেণ্টারী সেক্রেটারী নিয়োগের প্রশ্ন উঠিল। আমার বন্ধুটি ঠাট্টা করিয়া বলিলেন, "আপনি আর বাইরের লোক নেবেন কেন, রঞ্জিৎকে পার্লামেণ্টারী সেক্রেটারীর চাকুরী দিন—একেবারে ২৪ ঘণ্টার সার্ভিস।" প্রবল হাস্যরোলের মধ্যে আর, এস উঠিয়া দাঁড়াইয়া জোর হস্তে বলিল, "God save the King! I have had enough of un-parliamentary behaviour in Her Majesty's Home Government. Won't think of accepting a parliamentary appointment outside!"

* * *

ইণ্ডিয়ান ফুটবল ফেডারেশনের সম্পাদক মিঃ দত্তরায় সম্প্রতি ফুটবলে পেশাদার খেলোয়াড় প্রবর্ত্তনের প্রশ্ন তুলিয়াছেন। বিষয়টি অতি পুরাতন এবং ইহা লইয়া বাদানুবাদ অনেকবার অনেকই হইয়াছে। দিন কয়েক আগে কলিকাতা বেতারে বিভিন্ন ক্রীড়া সম্পাদকদের একটি আসরেও ইহা লইয়া আলোচনা হইয়াছে। ফুটবল যাহারা খেলিবে তাহারা নিছক সখের জন্যই খেলিবে, টাকার জন্য নয় ইহাই এদেশের ফুটবলের নিয়ম। বিলাতে লোকের টাকা উপায়ের সহস্র পথ আছে, তবুও সেখানে খেলাকে কেবল সখের গণ্ডীতে রাখা হয় না, অর্থার্জ্জনের উপায়রূপে ব্যবহার করা হয়। এদেশে জীবিকার্জ্জনের উপায় একান্ত সীমাবদ্ধ, সুতরাং ফুটবল খেলিয়া যদি কেহ অর্থ উপার্জ্জন করিতে পারে তাহাতে বাধা দেওয়া কেন? যে গান জানে সে গান গাহিয়া টাকা উপায় করিতে পারে। যে অভিনয় করে, তাহার অর্থ উপায়ে বাধা নাই। আপত্তি শুধু খেলোয়াড়দের বেলায়। উপজীবিকা যেন অপজীবিকা না হয়, শুধু সে-দিকেই সমাজের, রাষ্ট্রের দৃষ্টি রাখা দরকার, তাহার বেশী নয়। ফুটবল খেলা দেখাইবার ব্যবস্থা করিয়া হেডোয়ার্ড কোম্পানী হাজার হাজার টাকা লুটিবেন, গভর্ণমেণ্ট কুড়াইবেন মোটা ট্যাক্স। আর যাহাদের খেলা দেখিয়া লোকে এই পয়সা দিতেছে শুধু তাঁহারাই হইবেন 'সৌখীন'—এ রকম অন্যায় শুধু এদেশেই চলিতে পারে, অন্য কোথাও নয়।

* * *

অথচ professionalism যে ফুটবলে নাই তাহা নহে। কলিকাতার ফুটবল সম্পর্কে যাঁহারা ওয়াকিবহাল তাঁহারা জানেন, খেলোয়াড়েরা সকলেই একেবারে নির্জ্জলা সৌখীন নহেন। প্রায় সবগুলি বড় ক্লাবেই বেনামীতে কিছু না কিছু টাকার লেনদেন আছে। চাকুরী যোগাড় করিয়া দিয়া খেলোয়াড় দলে রাখা সর্ব্বাপেক্ষা সরল professionalism. দরকারী জিনিষপত্র জামা, জুতা, ধুতি হইতে সুরু করিয়া মায় নগদ টাকা পর্য্যন্ত অনেক খেলোয়াড়কে দেওয়া হয়। গত বছর আমার একটি খেলোয়াড় বন্ধুকে—বন্ধুটি কলিকাতা ফুটবলের একটি স্তম্ভ বিশেষ, সিনেমার ভাষায় যাহাকে বলা যাইতে পারে 'ষ্টার'—দর্জ্জির দোকানে একবারে এক ডজন সিল্কের সার্ট অর্ডার দিতে দেখিলাম। একটি সার্টের মূল্য ২২ টাকা। বিলটা ক্লাবের সেক্রেটারীর নামে পাঠাইবার নির্দ্দেশ। আর একটি খেলোয়াড়কে জানি—বর্ত্তমানে ইনি চলতি ফুটবলে অংশ নেন না, বয়স হইয়াছে, veterans-এর দলে তিনি তাঁহার বোনের বিয়ের জন্য ক্লাবের কাছ হইতে মোটা টাকা আদায় করিয়াছিলেন। যদিও সেটা ক্লাবের খাতায় 'স্বেচ্ছাকৃত দান' বলিয়াই অডিটারের সার্টিফিকেট পাইয়াছে, আসলে সেটা খেলোয়াড়টিকে দল ছাড়িয়া অন্য ক্লাবে যাইতে না দেওয়ার দক্ষিণা। পাড়াগাঁয়ে বধা ছেলেরা যেমন গুরুজনদের সম্মানে পিছন ফিরিয়া তামাক খায়, কলিকাতার ফুটবলের এমেচারিসমও তেমনি। সোজাসুজি খেলোয়াড়দের মাহিনা নেওয়ার বাধা না থাকিলে এসকল লুকোচুরির দরকার হইত না। আফিসের কেরাণীরা যেমন জানে ভালো কাজ না করিলে উন্নতি নাই, খেলোয়াড়েরাও তেমনি বুঝিত ভালো না খেলিলে মাহিনা নাই। তাহা হইলে তাহারা খেলার উন্নতি করিতে চেষ্টা করিত, ক্লাবের প্রতি অধিকতর loyal হইত, ফুটবলের ষ্ট্যাণ্ডার্ড ভালো হইত। —খেয়ালী

সাদার্ণ ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস—১৪, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ফোন—ক্যাল ৫৯৮৯

ব্রাঞ্চ—বড়বাজার, শ্যামবাজার, ভবানীপুর, বসিরহাট, খুলনা ও পাটনা

সুবিধাজনক সর্ত্তে গভর্ণমেণ্ট ও মিলিটারী বিলের উপর টাকা ধার দেওয়া হয়

সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

চেয়ারম্যান—মিঃ দেবেন্দ্রনাথ মুখার্জ্জি, মেয়র, কলিকাতা কর্পোরেশন।

বাংলার প্রাচীনতম জাতীয় প্রতিষ্ঠান

স্থাপিত মহালক্ষ্মী ব্যাঙ্ক লিঃ ১৯১০ ইং

হেড অফিস : ১৫, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা ফোন কলিঃ ৪৭১৯

সিডিউল্ড ব্যাঙ্ক

ইহার পশ্চাতে রহিয়াছে ৩৩ বৎসরের জনসেবা; অভিজ্ঞ ও লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যবসায়িবর্গের সুপরিচালনায় গড়িয়া উঠিয়াছে ইহার প্রচুর সম্পদ, তাই ইহা আজ সুদৃঢ় আর্থিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত একান্ত নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।

শাখা অফিস :—পাটনা, বেনারস, মাদ্রাজ, বড়বাজার (কলিঃ), ভবানীপুর (কলিঃ), বেলিয়াঘাটা (কলিঃ), ঢাকা, টাঙ্গাইল, চট্টগ্রাম, মাণিকগঞ্জ, বরিশাল, পাবনা, নাটোর, নবদ্বীপ, কৃষ্ণনগর, তমলুক, শিলচর, শান্তিপুর, মহিষাদল, রচু, লক্ষ্ণৌ, টি' নগর (মাদ্রাজ), মেদিনীপুর, তেজপুর, মালদহ, রাজসাহী, ঝাড়ুগ্রাম, রাঁচি।

আমানতের হার ও সর্ত্তাদি সুবিধাজনক।

ব্যবসায়ীদিগকে সর্ব্বপ্রকার সুবিধা দেওয়া হয়।

ম্যানেজিং ডাইরেক্টর : জি সি পাল, বি এল

আর্থিক দুনিয়ার খবরাখবর

ভারত সরকারের শুল্কনীতি—প্রকাশ, ভারত সরকারের শুল্কনীতি শীঘ্রই বিঘোষিত হইবে।

বৃটিশ রেডিও আমদানী—যুক্তরাজ্য হইতে নাকি ২৫ হাজার অল্পদামী বেতারযন্ত্র ভারতে আমদানী করা হইবে। ইহারা এদেশে বর্ত্তমান বৎসরের শেষ ভাগে আসিয়া পৌছিবে এমন আশা করা যায় এবং জনসাধারণের নিকট নিয়ন্ত্রিত মূল্যে বিক্রীত হইবে।

ভারতে তৈলচালিত কল নির্ম্মাণ—দি ব্রাশ ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনীয়ারিং কোং ও দি ব্রিটিশ অয়েল ইঞ্জিন এক্সপোর্ট কোং ঘোষণা করিয়াছেন যে, তাঁহারা ভারতের বিখ্যাত ইঞ্জিনীয়ারিং কোম্পানী মেসার্স কিরলোস্কার ব্রাদার্স-এর সঙ্গে ভারতে তৈলচালিত ইঞ্জিন নির্ম্মাণ ও বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিয়াছেন। কিরলোস্কার ব্রাদার্স তাঁহাদের আধুনিক সরঞ্জামে সজ্জিত কারখানা এই উদ্দেশ্যে নিয়োজিত করিবেন এবং উপরি উক্ত ব্যবস্থানুসারে ভারতীয় কর্ম্মিগণের বিলাতে বিশেষ ভাবে শিক্ষা দেওয়া হইবে ও ইংলণ্ড হইতে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সরবরাহ করা হইবে। কিরলোস্কার ব্রাদার্স ১ হইতে ১৫ শত অশ্বশক্তি-বিশিষ্ট ইঞ্জিন নির্ম্মাণ করিবেন বলিয়া জানা গিয়াছে।

নিজামরাজ্যের যুদ্ধোত্তর পরিকল্পনা—হায়দরাবাদের পলিটিক্যাল ও ইনফরমেশন সেক্রেটারী নবাব মইন নাওয়াজ জং বাহাদুর সম্প্রতি বলিয়াছেন যে, হায়দরাবাদ রাজ্যে যুদ্ধোত্তর কালে সকল বিভাগেই যথা—কৃষি, বিদ্যুৎ, শিল্প ও খনিজ তত্ত্ব প্রভৃতিতে সুদূরপ্রসারী উন্নতি সাধনের নিমিত্ত তথ্যানুসন্ধানের জন্য একটি বোর্ড গঠিত হইয়াছে। ঐ রাজ্যের জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি ও আনুষঙ্গিক উন্নতির জন্য যুদ্ধোত্তরকালে মোট ১৫ কোটী টাকা ব্যয় হইবে বলিয়া সেক্রেটারী মত প্রকাশ করিয়াছেন। ঐ রাজ্যে কাগজ নির্ম্মাণ শিল্প সমৃদ্ধ। শর্করা, বস্ত্র, কাচ, কয়লা, লৌহ, রৌপ্য, স্বর্ণ ও মৃৎ শিল্পেও যাহাতে ভবিষ্যতে দ্রুত উন্নতি সম্ভবপর হয় সে চেষ্টাও হইবে। প্রত্যেক গ্রামে একটি করিয়া সমবায় সমিতি স্থাপন করার বিষয়ও রাজ সরকার চিন্তা করিতেছেন।

মনু সুবেদার পরিকল্পনায় কোচীন রাজ—কয়েক মাস পূর্ব্বে কোচীন সরকার ঐ রাজ্যে শিল্পোন্নতির সুযোগ সম্ভাবনা বিষয়ে তথ্যানুসন্ধানের জন্য মিঃ মনু সুবেদারের সভাপতিত্বে একটি কমিটি গঠিত করিয়াছিলেন। সম্প্রতি এই কমিটির সুপারিশসমূহ কোচীন রাজ সরকার বিবেচনা করিয়া দেখিয়াছেন এবং অধিকাংশ সুপারিশ কার্য্যে পরিণত করিবার উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় আদেশ জারী করিয়াছেন।

মেক্সিকোয় নূতন তৈলাঞ্চল—সোবিয়েত রাষ্ট্রের (মেক্সিকো) অন্তর্গত টুক্সপানের নিকট একটি বৃহৎ তৈল অঞ্চল আবিষ্কৃত হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। এই অঞ্চল হইতে প্রায় ২০ কোটী ব্যারেল (পিপা) তৈল উত্তোলিত হইতে পারিবে বলিয়া বিশেষজ্ঞগণ অনুমান করিতেছেন। প্রায় মাস দেড়েক পূর্ব্বে এই অঞ্চলে প্রথম তৈল কূপ খনন করা হয়। এখান হইতে নাকি গন্ধকযুক্ত অতি উৎকৃষ্ট শ্রেণীর তৈল দৈনিক প্রায় ১৫০ ব্যারেল করিয়া উত্তোলিত হইতেছে।

নারিকেল তৈল রপ্তানীর উপর নিষেধাজ্ঞা—যুক্ত প্রাদেশিক কর্তৃপক্ষ যুক্তপ্রদেশ হইতে নারিকেল, নারিকেল তৈল এবং খৈল রপ্তানী নিষিদ্ধ করিয়া এক আদেশ জারী করিয়াছেন। ঐ প্রদেশের আভ্যন্তরীণ ব্যবহারের পর্য্যাপ্ততা রক্ষার উদ্দেশ্যে এই আদেশ জারী হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

ভারতে মার্কিন কৃষি বিশেষজ্ঞ—যুক্ত রাষ্ট্রের একজন বিশিষ্ট কৃষি-বিশেষজ্ঞ মিঃ ডিকেন্স নয়া দিল্লীতে আমেরিকান্ মিশন্ হেড কোয়ার্টার্সে নিযুক্ত হইয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে। তিনি শীঘ্রই ভারতে আসিয়া পৌছিবেন। ভারতীয় কৃষির উন্নতিকল্পে মার্কিন যন্ত্রপাতি আমদানী সম্পর্কে তিনি প্রয়োজন হইলে ভারত সরকারকে সাহায্য করিবেন।

ভারতীয় কাপড়ের কল ও বিদেশী তুলা—ভারতের কাপড়ের কলসমূহ ১৯৪৫ সালের ২৮শে ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত ছয় মাসে ৩ লক্ষ ৩৬ হাজার ৪ শত ৩৭ গাঁইট বিদেশী তুলা ব্যবহার করিয়াছে। পূর্ব্ববর্ত্তী ১৯৪৩-৪৪ সালে এই কলসমূহ কর্ত্তৃক মোট ২ লক্ষ ৯১ হাজার ১ শত ৬৯ গাঁইট বিদেশী তুলা ব্যবহৃত হইয়াছিল। তুলা চলাচল নিয়ন্ত্রণ আদেশ অনুসারে ভারত যে সব বিভাগে বিভক্ত তাহাদের মধ্যে বোম্বাইয়ে ১৯৪৫ সালের ২৮শে ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত ১ লক্ষ ২৭ হাজার ৫ শত ৪৯ গাঁইট বিদেশী তুলা ব্যবহৃত হইয়াছে এবং ১৯৪৩-৪৪ সালে ছয় মাসে বোম্বাইয়ে ১ লক্ষ ১২ হাজার ১ শত ২৫ গাঁইট তুলা ব্যবহৃত হইয়াছে। আহমেদাবাদে অনুরূপ ব্যবহারের পরিমাণ যথাক্রমে ১২০৯৪২ গাঁইট ও ১০৪৭৩৪ গাঁইট; পশ্চিম অঞ্চলের অবশিষ্ট স্থানের ব্যবহারের পরিমাণ যথাক্রমে ৩৬৫০৩ গাঁইট ও ৩৫৮৫১ গাঁইট। উত্তর ও দক্ষিণ অঞ্চলে ১৯৪৪-৪৫ সালে প্রথম ছয় মাসে যথাক্রমে ১৩৪৪৭ গাঁইট ও ৩৫৬৬০ গাঁইট ব্যবহৃত হইয়াছে; ১৯৪৩-৪৪ সালে ছয় মাসে এই অঞ্চল দুইটি যথাক্রমে ১১৪০৯ গাঁইট ও ২৫৬৫৬ গাঁইট ব্যবহার করিয়াছে। মোট ৩৩৬৪৩৭ গাঁইট ব্যবহৃত বিদেশী তুলার ভিতর মিশরীয় তুলা ছিল ১৩৯-১৬২ গাঁইট, মিশরীয় সুদানের ৫২৪০০ গাঁইট, সুদান আফ্রিকার ৮৫৩৭ গাঁইট, পূর্ব্ব আফ্রিকার ১২৮২৩১ গাঁইট, আফগান তুলা ৪৬৪২ গাঁইট এবং অবশিষ্ট ২৪৬০ গাঁইট অন্যান্য বিদেশ হইতে আসে। মাত্র পাঁচ গাঁইট তুলা আমেরিকা হইতে আসিয়াছে।

১৯৪৫ সালের ২৮শে ফেব্রুয়ারীর শেষে মোট ২৫২৩১৪ গাঁইট বিদেশী তুলা ভারতীয় কাপড়ের কলসমূহে মজুত ছিল; পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা এই সংখ্যা ২৩৫৮৭ গাঁইট কম। মোট মজুত মালের ভিতর পশ্চিম অঞ্চলে আছে ১৯৯৫৭১ গাঁইট; উত্তর অঞ্চলে ১৪৮০৩ গাঁইট ও দক্ষিণ অঞ্চলে ৩৭১০০ গাঁইট মজুত আছে।

মোট মজুত বিদেশী তুলার মধ্যে বিভিন্ন দেশের অংশ নিম্নরূপ :—

স্থান	২৮-২-১৯৪৫	২৮-২-১৯৪৪
মিশর	১৩০৯০০	১৪৬৬৪৪
মিশরীয় সুদান	৩৫৫৮৬	৪২২২৪
মার্কিন সুদান	৩১৬১	৭৭৮৩
পূর্ব্ব আফ্রিকা	৭৪৮১১	৭৩৩৬২
আফগান	৫৪৫৮	৪৮৪৪
আমেরিকা	৮	১০৩
অন্যান্য বিদেশ	২৩৯০	৯৪১
মোট	২৫২৩১৪	২৭৫৯০১

বেকার লোকদের কাজের ব্যবস্থা—প্রকাশ, বহুসংখ্যক বেকার লোককে কাজ দেওয়ার জন্য বাংলা গবর্ণমেণ্ট শীঘ্রই কতকগুলি যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠন পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত করিবেন। উক্ত পরিকল্পনাসমূহে নাকি রাস্তা, ইমারত, বস্তী প্রভৃতির উন্নয়ন ও সেচ প্রভৃতি কাজ স্থান পাইবে। বাংলা গবর্ণমেণ্টের বিভিন্ন বিভাগ এই জন্য যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠন পরিকল্পনাগুলি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা করিতেছেন বলিয়াও জানা গিয়াছে।

ট্রাম কোম্পানীর কর্তৃত্বভার গ্রহণ—প্রকাশ, কলিকাতা ট্রামওয়ে কোম্পানীর কর্তৃত্ব গ্রহণ এবং ট্রান্সপোর্ট বোর্ড গঠন সম্পর্কে বাংলা

আধুনিক সভ্যতার
অভিশাপ

● যন্ত্রণাদায়ক—ইনফ্লুয়েঞ্জা, বুক ব্যথা, কাশি
● প্রাণঘাতী—নিউমোনিয়া, ফুসফুস ও অন্ত্রপ্রদাহ
● শ্বাসরোধকর—হাঁপানী, ব্রঙ্কাইটিস্
● যক্ষ্মাদূত—ক্ষয়রোগ, প্লুরিসি

প্রভৃতি রোগে

পেট্রোমালসন—
—ও পেট্রোমালসন উইথ গোয়াইয়াকল

দ্রুত ও নিশ্চিত স্বাস্থ্যলাভের নির্ভরযোগ্য ঔষধ।
— ইহা স্নিগ্ধ, অনুত্তেজক, সুস্বাদু ও সদ্‌গন্ধযুক্ত —
সমস্ত সম্ভ্রান্ত ঔষধালয়ে পাওয়া যায়।

গবর্ণমেণ্টের স্বরাষ্ট্র বিভাগ (ট্রান্সপোর্ট) কলিকাতা কর্পোরেশনকে জানাইয়াছেন যে, ট্রামওয়ে কোম্পানীর কর্তৃত্ব গ্রহণ এবং ট্রান্সপোর্ট বোর্ড গঠনের উদ্দেশ্যে আইনের খসড়া রচিত হইতেছে। ১৯৪৬ সালের ১লা জানুয়ারী হইতে যাহাতে ট্রাম কোম্পানীর কর্তৃত্ব গ্রহণ করা যাইতে পারে তাহার জন্য যথাসময়ে বোর্ড গঠন করা সম্পর্কে উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইতেছে বলিয়াও বাংলা গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক কর্পোরেশনকে নাকি জানান হইয়াছে।

ইউনাইটেড কিংডম কমার্শিয়াল কর্পোরেশন—সম্প্রতি প্রকাশিত ভারত গবর্ণমেণ্টের এক সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ, ইউনাইটেড কিংডম কমার্শিয়াল কর্পোরেশনের ভারতে অবস্থিত সমস্ত আফিস যত সত্বর সম্ভব বন্ধ করিয়া দেওয়া হইবে বলিয়া এক সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে। এই সম্পর্কে উক্ত বিজ্ঞপ্তিতে আরও উল্লেখ করা হইয়াছে যে, ভারত হইতে রাশিয়ায় সরবরাহ প্রেরণ সংক্রান্ত যে সমস্ত কাজ উক্ত প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সম্পাদিত হইত, বর্ত্তমানে কেন্দ্রীয় বাণিজ্য বিভাগ দ্বারা ঐ সমস্ত কার্য্য পরিচালিত হইবে।

বাংলায় সুতার কল—প্রকাশ, যুদ্ধোত্তর অন্যতম ব্যবস্থা হিসাবে বাংলায় একটি সুতার কল খোলার যে প্রস্তাব ছিল বাংলা গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক উহা পরিত্যক্ত হইয়াছে। এই সম্পর্কে আরও প্রকাশ যে, বাংলায় একটি সুতার কল খোলার সরকারী সিদ্ধান্ত গত মার্চ্চ মাসে বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের অধিবেশনেই প্রথম তদানীন্তন শ্রম-মন্ত্রী কর্তৃক ঘোষিত হয়। তারপর পরিষদের ঐ অধিবেশনেই সমবায় বিভাগের মন্ত্রীও ঐ সিদ্ধান্ত পুনরায় ঘোষণা করেন। অতঃপর বাংলায় ৯৩ ধারা প্রবর্ত্তিত হইবার পর এই সিদ্ধান্ত পুনরায় বিবেচনা করিয়া দেখা হয়। বর্ত্তমানে জানা গিয়াছে যে, এই প্রস্তাবটি শেষ পর্য্যন্ত পরিত্যক্ত হইয়াছে। প্রস্তাবটি পরিত্যক্ত হওয়ার কারণ নাকি এই যে, গবর্ণমেণ্টের নিজস্ব নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনাধীন কোন শিল্প-প্রতিষ্ঠান চালাইবার পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষের পছন্দ নহে। তবে এই সম্পর্কে আরও প্রকাশ যে, কোন ব্যক্তিবিশেষ বা প্রতিষ্ঠান যদি এইরূপ কোন কল প্রতিষ্ঠা করিতে চাহেন তাহা হইলে গবর্ণমেণ্ট কয়েকটি সর্ত্তে তজ্জন্য সুবিধাদি করিয়া দিতে নাকি প্রস্তুত আছেন।

যাদবপুর কলেজে দান—বেলেঘাটার জমিদার ও ব্যবসায়ী মিঃ পি সি মিত্র যাদবপুর কলেজে পাঁচ হাজার টাকা দান করিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ।

নিখিল ভারত কস্তুরবা স্মৃতি ট্রাষ্ট ফণ্ড—নিখিল ভারত কস্তুরবা স্মৃতি ট্রাষ্ট ফণ্ডের কেন্দ্রীয় আফিস ওয়ার্দ্ধায় স্থাপিত হইবে বলিয়া চূড়ান্তভাবে স্থিরীকৃত হইয়াছে। আগামী মাসের প্রথম ভাগেই উক্ত আফিস ওয়ার্দ্ধায় স্থানান্তরিত হইবে। ঐ সময়ে মহাত্মা গান্ধীও পাঁচগণি হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন বলিয়া আশা করা যাইতেছে।

বাংলায় কাপড়ের কল প্রতিষ্ঠা—বিশিষ্ট ভারতীয় শিল্পপতি শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার বর্ত্তমানে ইংলণ্ডে আছেন। প্রকাশ, শ্রীযুক্ত সরকার বাংলা দেশে দশ হইতে কুড়িটি কাপড়ের কল প্রতিষ্ঠার এক পরিকল্পনা করিয়াছেন। সম্প্রতি রয়টারের প্রতিনিধি শ্রীযুক্ত সরকারের সহিত সাক্ষাৎ করিলে তিনি বলেন যে, বাংলায় এখনও কল প্রতিষ্ঠার সুযোগ রহিয়াছে। শ্রীযুক্ত সরকার আরও বলেন যে, তাঁহার পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত করার জন্য প্ল্যাট ব্রাদার্স নামক বৃটিশ ফার্ম্মকে প্রয়োজনীয় যন্ত্রাদির মূল্য জানাইবার জন্য অনুরোধ জানাইয়াছেন। বাংলা দেশে নূতন নূতন কল প্রতিষ্ঠা ভারতবর্ষকে দ্রুত শিল্পপ্রধান করিবার নীতির অন্তর্গত বলিয়াও শ্রীযুক্ত সরকার উল্লেখ করেন।

ফোনস—ক্যাল ১৪৬৪, ১৪৬৫ গ্রাম ঃ ARYOPLANTS

এরিয়ান পেপার মিলস্ লিঃ

— রেজিষ্টার্ড অফিস —

১২, চৌরঙ্গী স্কোয়ার, কলিকাতা।

মিল সাইট ও প্লাণ্টেশান ঃ—মহুদা (বি, এন, আর)।

কয়েকটি বিশেষ জ্ঞাতব্য বিষয়

(ক) কোম্পানীর নিজস্ব জমিতে সাবয় ঘাস ইত্যাদি পেপার পাল্পের চাষ আবাদ।

(খ) নদী তীরে কয়লাখনি অঞ্চলে কারখানার অবস্থান ও

(গ) কারখানার সংলগ্নেই রেলওয়ে সাইডিং প্রভৃতি বিশেষ সুবিধা থাকায় কাগজ তৈয়ারীর খরচ অন্যান্য কোম্পানীর তুলনায় অনেক কম পড়িবে।

কোম্পানীর ডিরেক্টরগণ, ম্যানেজিং এজেণ্টস্ ও তাঁহাদের আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবেরাই দশ লক্ষ টাকার শেয়ার ক্রয় করিয়াছেন।

- অর্ডিনারী ও প্রেফারেন্স শেয়ার হোল্ডারগণকে যথাক্রমে অন্ততঃপক্ষে শতকরা বার্ষিক ৫৲ ও ৬৲ হারে আয়করমুক্ত লভ্যাংশ না দেওয়া পর্য্যন্ত ম্যানেজিং এজেণ্টস্ কোনও পারিশ্রমিক গ্রহণ করিবেন না।
- প্রেফারেন্স শেয়ার হোল্ডারগণ শেয়ারের টাকা সম্পূর্ণ পরিশোধের দিন হইতেই নির্দ্ধারিত আয়করমুক্ত শতকরা বার্ষিক ৬৲ হারে লভ্যাংশ পাইবেন।
- সংশ্লিষ্ট বৃহৎ যন্ত্রপাতি স্থাপনের পূর্ব্বেই কেবল মাত্র সাবয় ঘাস ও অন্যান্য পেপার পাল্প এবং কার্ড বোর্ড ও ষ্ট্র বোর্ড বিক্রয় করিয়াই ভাল লভ্যাংশ দেওয়ার আশা করা যায়।
- সুবিধাজনক কিস্তিতে শেয়ারের টাকা পরিশোধের ব্যবস্থা আছে।

আধুনিক যন্ত্রপাতি স্থাপনের আবশ্যকীয় আগ্রম টাকা ইতিমধ্যেই দেওয়া হইয়া গিয়াছে।

এখনও সমমূল্যে শেয়ার পাওয়া যায়।

প্রতিখানি ১০৲ মূল্যের অর্ডিনারী শেয়ার ঃ—আবেদনের সহিত ১৲, শেয়ার বিলির এক মাসের মধ্যে ১৲ এবং বক্রী টাকা সমান চারি কিস্তিতে ২ মাস অন্তর দিতে হইবে।

প্রতিখানি ১০০৲ মূল্যের প্রেফারেন্স শেয়ার শতকরা বার্ষিক ৬৲ সুদের হারের (আয়করমুক্ত কিম্যুলেটিভ) ঃ— আবেদনের সহিত ১০৲ এবং শেয়ার বিলির ৭ দিনের মধ্যে বক্রী টাকা দিতে হইবে।

— প্রতিপত্তিশালী এজেণ্ট আবশ্যক —

অনির্দ্দিষ্ট ভবিষ্যতে ছাড়া মূলধনের যে অংশ ভালভাবে ব্যয় করা যাইবে না বলিয়া কেন্দ্রীয় সরকার মনে করেন, মূলধনের সেই অংশ কতকগুলি সিকিউরিটিতে গচ্ছিত রাখিতে হইবে, কেবলমাত্র এই সর্ত্তেই কেন্দ্রীয় সরকার এই শেয়ার বিক্রয়ের অনুমতি দিয়াছেন। সিকিউরিটিতে লগ্নীকৃত টাকা তুলিয়া লইবার জন্য আবেদন করার সময় কেন্দ্রীয় সরকার (কোন দেশীয় রাজ্যের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট থাকিলে রাজপ্রতিনিধির সহিত পরামর্শ করিয়া) বিবেচনা করিয়া দেখিবেন যে, উক্ত টাকা তুলিয়া লইবার সময় আসিয়াছে কিনা এবং এই সময়ে প্রচলিত যে কোন নিয়ন্ত্রণসূচক বিধিব্যবস্থার সহিত সমতা আছে এমন কোন উদ্দেশ্যেই টাকা তুলিয়া লওয়া হইতেছে কি না এবং তাঁহারা সন্তুষ্ট হইলে তবেই উক্ত টাকা তুলিয়া লওয়া যাইবে। একথা পরিষ্কারভাবে জানান যাইতেছে যে, এই অনুমতি প্রদানের দ্বারা ভারত সরকার এতদর্থে প্রচারিত কোন পরিকল্পনার আর্থিক নিরাপত্তা সম্বন্ধে অথবা বিবৃতির যথার্থতা সম্বন্ধে কোন দায়িত্ব গ্রহণ করিতেছেন না।

ভারতে হাল্কা মোটর গাড়ী নির্ম্মাণ—বিড়লা ব্রাদার্স লিমিটেডের ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ জি ডি বিড়লা সম্প্রতি ইংলণ্ডের মুফিল্ড প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করিয়া দশ অশ্বশক্তিবিশিষ্ট হাল্কা মোটর গাড়ী ভারতে ব্যাপকভাবে প্রস্তুত করিতে অনুপ্রাণিত হইয়াছেন বলিয়া প্রকাশ। শ্রীযুক্ত বিড়লার ধারণা এই যে, ভারতে উক্ত হাল্কা মোটর গাড়ী খুবই বিক্রয় হইবে। ভারতে অল্প মূল্যে সাইকেল প্রস্তুত করিবার জন্য তিনি হারকিউলিস সাইকেল ফ্যাক্টরী পরিদর্শন করিবেন বলিয়াও জানা গিয়াছে।

মাইকেল মধুসূদন কলেজে দান—শ্রীযুক্ত মহীতোষ রায় চৌধুরী জানাইতেছেন যে, ছিম-কল্যাণ ওয়ার্কসের স্বত্বাধিকারী পণ্ডিত নগেন্দ্রনাথ শাস্ত্রী মহাশয় মাইকেল মধুসূদন কলেজ ফণ্ডে পাঁচ হাজার টাকা দান করিয়াছেন।

আই-এ এবং আই-এস-সি কম্পার্টমেণ্টাল পরীক্ষা—জানা গিয়াছে যে, এবার আই-এ এবং আই-এস-সি কম্পার্টমেণ্টাল পরীক্ষা আগামী ১৩ই আগষ্ট তারিখে গৃহীত হইবে। এই সম্পর্কে আরও প্রকাশ যে, কলিকাতা, গৌহাটি এবং শ্রীহট্ট এই তিন কেন্দ্রে উক্ত পরীক্ষা গৃহীত হইবে। শেষোক্ত দুইটি কেন্দ্র কেবলমাত্র আসামের কলেজগুলির ছাত্রছাত্রীদের সুবিধার্থ আসাম গবর্ণমেণ্টের অনুরোধে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এই বৎসর প্রথম খুলিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ। এই বৎসর মোট ২৬৭২ জন ছাত্রছাত্রী আই-এ এবং আই-এস-সির কম্পার্টমেণ্টাল পরীক্ষা দিতে পারিবে; তন্মধ্যে ২২৬ জন আসামের কলেজ-সমূহের ছাত্রছাত্রী।

কাষ্ঠ হইতে খাদ্য উৎপাদন—সালসবুর্গ যন্ত্রাগারে পচা কাষ্ঠকে মাংসের মত এক প্রকার খাদ্যদ্রব্যে পরিণত করা হইতেছে বলিয়া প্রকাশ। খাদ্য প্রাণের দিক হইতে উহা নাকি গোমাংস অপেক্ষাও বেশী সারবান। এই বিস্ময়কর আবিষ্কারটি করিয়াছেন বিখ্যাত জার্ম্মাণ বৈজ্ঞানিক ডাঃ ফ্রাইডরিক বের্গিয়ান। প্রকাশ, বহু বৎসর যাবৎ গবেষণা করিয়া ডাঃ ফ্রাইডরিক বের্গিয়ান করাতের গুঁড়া ও পচা কাষ্ঠখণ্ডকে খাদ্যদ্রব্যে পরিণত করার ব্যবস্থা করিয়াছেন। এই সম্পর্কে আরও প্রকাশ যে, মিত্রপক্ষ বোমাবর্ষণ দ্বারা জার্ম্মাণ শিল্প ধ্বংস করার পূর্ব্বে ম্যানহাইম ও রেগেনসবুর্গের দুইটি কারখানা হইতে মাসিক ৮ শত টন কাষ্ঠ খাদ্য উৎপন্ন হইয়াছে। যুদ্ধকালে জার্ম্মাণীতে মাংস রেশনের ভিত্তিতে উহা দ্বারা ১৭ লক্ষ লোককে খাওয়ান চলিত বলিয়াও প্রকাশ। ডাঃ বের্গিয়ানের বিশ্বাস যে, এইরূপ ১ শত কারখানা হইতে এত খাদ্য উৎপন্ন হইতে পারে যে, যুদ্ধ

পরবর্ত্তী বৎসরগুলিতে ইউরোপে অনশনের আশঙ্কাকে অতিক্রম করা চলিবে। ডাঃ ফ্রাইডরিক বের্গিয়ান ১৯৩১ সালে রসায়ন শাস্ত্রে নোবেল প্রাইজ পাইয়াছেন। ১৮৮৪ সালে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। হ্যানোভারে তিনি নিজে একটি গবেষণাগার প্রতিষ্ঠা করেন এবং কয়লাকে তৈল এবং কাষ্ঠকে চিনিতে পরিবর্ত্তিত করার ব্যবস্থাও আবিষ্কার করেন বলিয়া প্রকাশ।

কলিকাতার জল নিষ্কাশন ব্যবস্থা—প্রকাশ, কলিকাতার ড্রেন ব্যবস্থার উন্নতি সাধনকল্পে বিশেষজ্ঞদিগকে লইয়া একটি কমিটি গঠনের প্রস্তাব করিয়া বাংলা গবর্ণমেণ্ট কলিকাতা কর্পোরেশনের নিকট একটি চিঠি প্রেরণ করিয়াছেন। উক্ত চিঠিতে বিশেষজ্ঞগণের নামও গবর্ণমেণ্ট উল্লেখ করিয়াছেন। নিম্নে বিশেষজ্ঞগণের নাম দেওয়া গেল :—(১) সেচ বিভাগের প্রধান ইঞ্জিনিয়ার (চেয়ারম্যান), (২) জনস্বাস্থ্য বিভাগের প্রধান ইঞ্জিনিয়ার, (৩) কলিকাতা কর্পোরেশনের প্রধান ইঞ্জিনিয়ার, (৪) কলিকাতা ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাষ্টের প্রধান ইঞ্জিনিয়ার এবং (৫) সেচ বিভাগের সুপারিণ্টেণ্ডিং ইঞ্জিনিয়ার (সাদার্ণ সার্কেল)। পুনর্গঠন পরিকল্পনার যে কার্য্যসূচী কর্পোরেশনের সম্মুখে আছে, তৎসম্বন্ধে কর্পোরেশনের মতামত অতি সত্বর গবর্ণমেণ্টকে জানাইবার জন্যও নাকি উক্ত চিঠিতে অনুরোধ করা হইয়াছে।

সরিষার তৈলের নিয়ন্ত্রিত মূল্য—বাংলা গবর্ণমেণ্টের অসামরিক সরবরাহ বিভাগ সরিষার তৈলের দর হ্রাস করিয়া উহার পাইকারী মূল্য মণ প্রতি ৩৭৲ টাকা ধার্য্য করিবার বিষয় বিবেচনা করিতেছেন বলিয়া প্রকাশ। বর্ত্তমানে সরিষার তৈলের পাইকারী মূল্য প্রতি মণ ৪৪৷০ আনা। এই সম্পর্কে আরও প্রকাশ যে, বেঙ্গল অয়েল মিলস্ এসোসিয়েশন উক্ত সরিষার তৈলের দর মণ প্রতি ৩৪৲ টাকা ধার্য্য করিবার জন্য গবর্ণমেণ্টের নিকট নাকি সুপারিশ করিয়াছেন। সম্প্রতি যুক্তপ্রদেশে সরিষার মূল্য হ্রাস পাওয়ার দরুণই বেঙ্গল অয়েল মিলস্ এসোসিয়েশন গবর্ণমেণ্টকে সরিষার তৈলের দর মণপ্রতি ৩৪৲ টাকা ধার্য্য করিবার জন্য সুপারিশ করিয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে।

ইন্সিওরেন্স অব
ইণ্ডিয়া লিমিটেড
হেড অফিস : কুমিল্লা
কলিকাতা অফিস : ২২নং ক্যানিং ষ্ট্রীট
অন্যান্য অফিস :
ডিব্রুগড় (আসাম) ও সিলেট
আর্থিক নিরাপত্তার ভিত্তিতে
পরিচালিত একটি উচ্চ শ্রেণীর
জীবন বীমার অফিস
বোনাস প্রতি হাজারে
আজীবন বীমায় ১৬৲
মেয়াদী বীমায় ১৩৲
চীফ এজেণ্টস্ :—
মেসার্স ম্যানেজার লিঃ—লক্ষ্ণৌ
ইউ. পি, সি. পি ও দিল্লীর জন্য
মেসার্স এইচ এ সেণ্টা এণ্ড কোং, কলিকাতা,
বর্দ্ধমান ডিভিসন ও বিহারের জন্য
চেয়ারম্যান :—এস সি দত্ত, এম এল সি

সাবান
প্রস্তুতের
যাবতীয় জিনিষ—সিলিকেট সোডা • সোপষ্টোন
পাউডার • কষ্টিক সোডা • রজন • সিট্রোনেলা
অয়েল • রঙ • হাইড্রোমিটার • প্রভৃতি পাইবেন
কোন :—
বড়বাজার :—১৩৯৭ অফিস
" :—১৫৯২ ফ্যাক্টরী
টেলিগ্রাম—"চীনামাটী"
কলিকাতা মিনারেল সাপ্লাই কোং লিঃ
৩১, জ্যাকসন লেন, কলিকাতা

কুসুম ইঞ্জিনিয়ারিং কোং লিঃ
পটারী মেশিনারীর একমাত্র প্রস্তুতকারক।
পরিচালকমণ্ডলী আনন্দের সহিত ঘোষণা করিতেছেন যে, কোম্পানী ভারত সরকারের নিকট হইতে নূতন ৭,৫০,০০০৲ টাকার শেয়ার বিক্রয় করিবার অনুমতি পাইয়াছে। এতৎসম্পর্কে যথাসময়ে বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হইবে।
— সম্ভ্রান্ত এজেণ্ট আবশ্যক —
ম্যানেজিং এজেণ্টস্ :—এইচ, পি, বোস এণ্ড ব্রাদার্স লিঃ
২৫, সোয়ালো লেন : : কলিকাতা।
কারখানা—বেলঘরিয়া।

এম্পায়ার অব্ ইণ্ডিয়া
লাইফ এসিওরেন্স কোম্পানী
লিমিটেড
স্থাপিত—১৮৯৭ সাল
—উন্নতির পরিচয়—
সম্পত্তির পরিমাণ
৬,৩০,০০,০০০৲ টাকার উপর
চলতি বীমার পরিমাণ
১৬,৪৯,০০,০০০৲ টাকার উপর
দাবী শোধ
৮,৩৮,৫০,০০০৲ টাকার উপর
বর্ত্তমান অনিশ্চিতকর সময়ে জীবন বীমার পলিসি ক্রয় করা আপনার পক্ষে অত্যাবশ্যক, কারণ পরিবর্ত্তনশীল জগতের বহুবিধ দুঃখ-দুর্দ্দশায় ইহাই আপনাকে একমাত্র রক্ষা করিতে পারে।
ডি, এম, দাস এণ্ড সন্স লিঃ
চীফ এজেণ্টস্
বাঙ্গলা, বিহার, উড়িষ্যা ও আসাম
২৮, ডালহৌসি স্কোয়ার, কলিকাতা।

বেঙ্গল মেট্রোপলিটন
ব্যাঙ্ক লিমিটেড
হেড অফিস :—৩, মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড, কলিকাতা।
কৃষ্ণনগর শাখার নূতন গৃহপ্রবেশ উপলক্ষে অনুষ্ঠিত সভায় ইষ্ট বেঙ্গল সোলাইটির পার্টনার শ্রীযুক্ত রাসবিহারী মোদক মহাশয়ের বাণী :—
"সততার সহিত পরিচালিত হইলে কোন ব্যাঙ্কই নষ্ট হইতে পারে না। এই ব্যাঙ্কের পরিচালকমণ্ডলীর সততার উপর আমার বিশেষ আস্থা আছে। আমি নিঃসন্দেহে বলিতে পারি, এই ব্যাঙ্কের উন্নতি সুনিশ্চিত।"
বহরমপুর (বেঙ্গল) শাখার শুভ-উদ্বোধন উপলক্ষে শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত (এ্যাডভোকেট, বহরমপুর) মহাশয়ের অভিভাষণ :—
"আমি এই ব্যাঙ্কের পরিচালকবর্গের সহিত বিশেষভাবে পরিচিত। সৎ এবং অভিজ্ঞ কর্ম্মঠ কর্ম্মীদ্বারা এই ব্যাঙ্ক পরিচালিত হইতেছে। আমি দৃঢ়তার সহিত বলিতে পারি যে, আপনারা নির্ভয়ে এই ব্যাঙ্কে টাকা জমা রাখিতে পারেন।"
২৭শে মে বহরমপুর (বেঙ্গল) শাখা খাগড়ায় খোলা হইয়াছে।
শাখা অফিস :—ঢাকা, কৃষ্ণনগর, নবদ্বীপ, বহরমপুর (বেঙ্গল), বড়বাজার (কলিকাতা)।
সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।
জেনারেল ম্যানেজার : এম, সি, বাড়ুরী।
ম্যানেজিং ডাইরেক্টার : এন, এন, দাশগুপ্ত, এম-এ (কম), বি-এল।

পতঙ্গ নিধনে নূতন আবিষ্কার—প্রকাশ, ইম্পিরিয়াল কেমিক্যাল ইণ্ডাষ্ট্রিজ সম্প্রতি পতঙ্গ নিধনের নূতন ঔষধ আবিষ্কার করিয়াছেন। পঙ্গপাল, গাঁধি-পোকা, মশা, ফড়িংএর নিধন ব্যাপারে ইহা নাকি অব্যর্থ। উক্ত নূতন ঔষধটির নাম গ্যামাকসিন। ডাঃ রোল্যাণ্ড গ্রেভ উহার আবিষ্কর্ত্তা। প্রকাশ, উহা ব্যবহার করাকালীন ধূম্রের সৃষ্টি হয়।

পেনিসিলিন প্রয়োগের ক্ষেত্র—পেনিসিলিনের আবিষ্কর্ত্তা বৈজ্ঞানিক স্যার আলেকজাণ্ডার ফ্লেমিং বর্ত্তমানে ইনজেক্সনের পরিবর্ত্তে পানীয়ের সহিত রোগীর দেহে পেনিসিলিনের প্রয়োগ বিষয়ে গবেষণা করিতেছেন বলিয়া প্রকাশ। গণোরিয়া আক্রান্ত রোগীকে পেনিসিলিন নিরাময় করিতে সক্ষম, কিন্তু সিফিলিসের বিরুদ্ধে উহা কার্য্যকরী নহে বলিয়া তিনি মত প্রকাশ করেন। পেনিসিলিনকে সর্ব্বব্যাধি নিরাময়রূপে গণ্য করা এবং উপযুক্ত ক্ষেত্র ব্যতীত উহা ব্যবহার করা নিরাপদ নহে বলিয়াও তিনি সকলকে সতর্ক করিয়া দিয়াছেন।

ছাগল ও ভেড়া হত্যা সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞা—ভারতরক্ষা বিধানবলে সম্প্রতি একটি আদেশ জারী করিয়া বাংলা গবর্ণমেণ্ট দুই বৎসরের কম বয়স্ক ভেড়া ও ছাগল হত্যা নিষিদ্ধ করিয়াছেন। আগামী ১৬ই জুন হইতে উক্ত আদেশ বলবৎ হইবে। যাহারা এই আদেশ অমান্য করিবে, তাহাদিগকে তিন বৎসর পর্য্যন্ত কারাদণ্ড অথবা অর্থদণ্ড অথবা উভয়বিধ দণ্ডেই দণ্ডিত করা হইবে বলিয়াও উক্ত বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হইয়াছে।

প্রস্তাবিত সার উৎপাদনের কারখানা—ভারত গবর্ণমেণ্ট দশ কোটি টাকা ব্যয়ে ভারতে সার উৎপাদনের যে কারখানা নির্ম্মাণের সঙ্কল্প করিয়াছেন করাচীর এক সাম্প্রতিক সাংবাদিক সম্মেলনে শ্রীযুক্ত অমৃতলাল শেঠ তাহার প্রতিবাদ করেন। তিনি বলেন, আমেরিকায় সার উৎপাদন ও কৃষি সম্পর্কিত অন্যান্য ব্যবস্থার এত উন্নতি হইয়াছে যে, ইংরাজেরা এই বিষয়ে আমেরিকার অনেক পিছনে পড়িয়া আছে। সার উৎপাদন ও কৃষি সম্পর্কিত বিষয়ে তাঁহারা আমেরিকার নিকট শিক্ষা লাভের চেষ্টা করিতেছেন। ভারতে সার উৎপাদনের যে কারখানা নির্ম্মিত হইবে তাহা ইংরেজদের জ্ঞানবুদ্ধির দ্বারাই পরিচালিত হইবে বলিয়া শ্রীযুক্ত অমৃতলাল শেঠ উল্লেখ করেন। শ্রীযুক্ত অমৃতলাল শেঠ আরও উল্লেখ করেন যে, সার উৎপাদন বাবদ ভারতের করদাতাদের যে দশ কোটি টাকা ব্যয় হইবে তাহা একেবারে জলে যাইবে। শ্রীযুক্ত শেঠ এই প্রসঙ্গে ভারতীয়, ইংরাজ ও আমেরিকান লইয়া গঠিত একদল প্রতিনিধিকে এই বিষয়ে সমস্ত খুঁটিনাটি বিষয়ের অনুসন্ধানের জন্য বিলাত ও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে পাঠাইবার প্রস্তাবও করেন।

কয়লা সরবরাহ সমস্যা—ভারত গবর্ণমেণ্টের সহকারী টেক্সটাইল কমিশনার মিঃ জি এন কে আয়ার বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার্স অব কমার্সের নিকট সম্প্রতি যে পত্র দিয়াছেন, তাহা হইতে জানা যায় যে, ভারত গবর্ণমেণ্ট বাংলার কলসমূহে কয়লা সরবরাহ প্রশ্ন সম্পর্কে বিবেচনা করিতেছেন। এই সম্পর্কে আরও প্রকাশ যে, বাংলার প্রধান তিনটি কাপড়ের কল—চিত্তরঞ্জন কটন মিলস, শ্রীরাধাকৃষ্ণ কটন মিলস এবং ঢাকেশ্বরী কটন মিলস কয়লার

গ্রামঃ দশেরদাবী ফোন—ক্যাল ঃ—৫৬৫৯

ইষ্টার্ণ কণ্টিনেণ্টাল ব্যাঙ্ক লিঃ

স্থাপিত ঃ ১৯২৬ ইং

হেড অফিস—কুমিল্লা

সেন্ট্রাল অফিস ঃ—৬, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বেগুসরাই (বেহার), মানসেরা (পাঞ্জাব), পাটনা, ভালসিংসরাই (বেহার) ও নারায়ণগঞ্জ (ঢাকা) শাখা খোলা হইয়াছে।

লয়ালপুর, ক্যাম্বেলপুর এবং সেখুপুরা, (পাঞ্জাব) শাখা শীঘ্রই খোলা হইবে।

—— সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয় ——

কলিকাতায় বস্ত্র বিতরণ

৭ই মে—৩রা জুন

কলিকাতায় বস্ত্র রেশনিং পরিকল্পনা কার্য্যকরী হইবার তারিখ ৭ই মে হইতে ৩রা জুন পর্য্যন্ত মোট ২,৬৭,৬৬০ রেশন ইউনিট বস্ত্র বিতরণ করা হইয়াছে। জনসাধারণের বুঝিবার জন্য এই মোট বস্ত্র কিভাবে বিতরণ করা হইয়াছে, তাহা ওয়ার্ড অনুযায়ী ও বস্ত্রের বিভিন্নতা অনুযায়ী দেখান হইল। মধ্যে মধ্যে এইরূপ বিবৃতি প্রকাশ করা হইবে।

প্রকার ভেদে বণ্টন

প্রকার	রেশন ইউনিট	প্রকার	রেশন ইউনিট
ধুতি	৫৮,৯৫০	মূল নয়নসুখ আদি	২০০
শাড়ী	৫৫,১০০	ভয়েলস্	৯,০০০
লুঙ্গি কাপড়	১,০৫০	চাদর সুজনী এবং	
শার্টিং	২৫,৪৫০	বিছানার চাদর	১৭,০৬০
টুইল, কোরা	৮,৬০০	শিটিং	১০,৫০০
টুইল, ধোয়া	১১,১৫০	তোষকের কাপড়	৪০০
টুইল, রঙীন	১,৩৫০	ড্রিল, কোরা	১,৮০০
লংক্লথ	১৩,৬৫০	ড্রিল, ধোয়া	৭,৮০০
পপলিন	৫,৪০০	ড্রিল, রঙীন	৮,০০০
মার্কিণ অথবা		কোটিং	৬,৪০০
কোরা শার্টিং	১৫,৬০০	ছাপান কাপড়	১০,২০০

মোট = ২,৬৭,৬৬০

ওয়ার্ড অনুযায়ী বণ্টন

ওয়ার্ড স	রেশন ইউনিট	ওয়ার্ডস	রেশন ইউনিট
১	১৭,২০০	১৭	৩,৪০০
২	৮,২৫০	১৮	৫,০০০
৩	৭,৫০০	১৯	৭,২০০
৪	১৭,৮৩০	২০	৮,২০০
৫	১৭,৫৯০	২১	৬,৬০০
৬	১০,৭০০	২২	৮,০৫০
৭	৬,৪০০	২৩	৬,০০০
৮	৮,৩০০	২৪	৫,৮৫০
৯	১৫,৩০০	২৫	৬,৬৫০
১০	১০,০৬০	২৬	৫,৮০০
১১	৭,০০০	২৭	২১,৫০০
১২	২,৫১০	২৮	৭,৯১০
১৩	৩,০৫০	২৯	১২,০৪০
১৪	৭,৭০০	৩০	৩,৬৫০
১৫	৩,৫০০	৩১	৪,৪০০
১৬	৩,৭০০	৩২	৮,১২০

মোট = ২,৬৭,৬৬০

বাংলার অসামরিক সরবরাহ বিভাগ

টাকার নিরাপত্তা রক্ষা করিয়া টাকা খাটাইতে হইলে

রবীন্দ্র নগর

গঠন কার্য্যে টাকা খাটান।

স্থায়ী আমানতের —সুদের হার—

১ বৎসরের জন্য	....	৫%
২ বৎসরের জন্য	....	৫৷৷%
৩ বৎসরের জন্য	...	৬%
৪ ও ৫ বৎসরের জন্য	....	৬৷৷%

দি ইনভেষ্টারস্ লিঃ

৬, ক্রেশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

অভাবে মে মাসের শেষ সপ্তাহে বন্ধ ছিল। প্রকাশ, ইহাদের মধ্যে চাকেশ্বরী কটন মিলস এই সপ্তাহের মধ্যেই পুনরায় কার্য্য আরম্ভ করিবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে।

রচনা প্রতিযোগিতা—ইণ্ডিয়ান ডেসিমেল সোসাইটি "ভারতে মুদ্রার বিভাগ এবং মাপ ও ওজন নির্দ্ধারণে দশমিক পদ্ধতির প্রয়োগ"—এই বিষয়বস্তু অবলম্বনে মনোজ্ঞ প্রবন্ধ রচনার জন্য তিনটি পুরস্কার ঘোষণা করিয়াছেন। প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় পুরস্কার (নগদ) যথাক্রমে ৫০৲ টাকা, ৩০৲ টাকা এবং ২০৲ টাকা। বিস্তৃত বিবরণ জানিতে হইলে উক্ত সোসাইটির সেক্রেটারীর নিকট ২৯।১এ, বলদেওপাড়া রোড, কলিকাতা এই ঠিকানায় অনুসন্ধান করিতে হইবে।

পরলোকে রামগোপাল মুখোপধ্যায়—খিদিরপুরস্থ বাকুলিয়া ভবনের শ্রীযুক্ত রামগোপাল মুখোপাধ্যায় স্বল্পকাল রোগভোগের পর ৫৬ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তিনি পত্নী, একটিমাত্র পুত্র, বহু বন্ধুবান্ধব এবং আত্মীয়-স্বজন রাখিয়া গিয়াছেন। পরলোকগত শ্রীযুক্ত রামগোপাল মুখোপাধ্যায় মেসার্স জি ডি ব্যানার্জ্জি এণ্ড কোং লিমিটেডের অন্যতম ডিরেক্টর ছিলেন।

কলিকাতা বস্তী অঞ্চলের উন্নয়ন—বাংলা গবর্ণমেণ্টের জনস্বাস্থ্য বিভাগ হইতে যে 'বস্তী অঞ্চল উন্নয়ন বিল' রচিত হইয়াছে, উক্ত বিভাগের সেক্রেটারী মিঃ জে এল লিউলিন গত ৮ই জুন সেক্রেটারীয়েটে এক সাংবাদিক সম্মেলনে তৎসম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে কলিকাতার বস্তী অঞ্চলের উন্নতি বিধানের জন্য গবর্ণমেণ্টের অল্পমেয়াদী এবং দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা বিবৃত করেন। মিঃ লিউলিন বলেন যে, কলিকাতায় খুব অল্প করিয়া ধরিলেও অন্ততঃ ১০ হাজার বর্গ একর জমিতে বস্তী অঞ্চল আছে এবং এই বস্তী অঞ্চলগুলিতে বর্ত্তমানে ৪ হইতে ৪॥০ লক্ষ লোক বাস করে। মিঃ লিউলিন বলেন, সহরের এই বস্তীগুলি তুলিয়া দেওয়াই গবর্ণমেণ্টের উদ্দেশ্য। সেই জন্য গবর্ণমেণ্ট বস্তী অঞ্চলগুলির উন্নতি বিধানের জন্য দুইটি উপায় অবলম্বন করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। প্রথমটি হইতেছে এই যে, গবর্ণমেণ্ট এক অল্প মেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ করিবেন এবং তাহা প্রায় অবিলম্বেই কার্য্যকরী করা হইবে এবং ইহার ফলে বর্ত্তমান বস্তীগুলি স্বাস্থ্য রক্ষার দিক হইতে মানুষের বাসযোগ্য হইবে। দ্বিতীয়টি হইতেছে দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা। উহা কার্য্যকরী হইলে নূতন অঞ্চলে (সম্ভবতঃ সহরতলী অঞ্চলে) বস্তির অধিবাসীদের জন্য নির্ম্মিত গৃহাদিতে অধিকতর স্বাস্থ্যকর পরিবেশের মধ্যে বাস করার সুযোগ দেওয়া হইবে। মিঃ লিউলিন আরও বলেন যে, এই বিল যদি আগামী জুলাই মাসের মধ্যে আইনে পরিণত হয়, তবে গভর্ণমেণ্ট অল্প মেয়াদী পরিকল্পনানুসারে বিবিধ কাজ আগামী আগষ্ট মাসেই সুরু করিবেন এবং দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনানুসারে পাঁচ বৎসর পরে কাজ আরম্ভ হইবে।

কর্পোরেশনকে মোটরলরী প্রদান—আবর্জ্জনা পরিষ্কারের জন্য বাংলা গভর্ণমেণ্ট সম্প্রতি কলিকাতা কর্পোরেশনকে আরও ২০ খানি মোটর লরী প্রদান করিয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে। এই সম্পর্কে আরও প্রকাশ, কর্পোরেশনের ব্যবহারের জন্য মোট ৭০ খানি মোটর লরী মঞ্জুর করা হইয়াছে। কর্পোরেশন মোট ১৬০ খানি মোটর লরী প্রদানের জন্য বাংলা গভর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন করিয়াছিলেন বলিয়াও প্রকাশ।

সরকারী দুগ্ধ ক্যান্টিন—১৯৪৫ সালের মে মাসের দ্বিতীয় পক্ষকালে সমগ্র বাংলায় সরকার পরিচালিত ১ হাজার ৮ শত ৬০টি দুগ্ধক্যান্টিন হইতে ১ লক্ষ ২২ হাজার ৯ শত ২২ জনকে দুগ্ধ বিতরণ করা হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

সরকার অনুমোদিত বস্ত্রের এজেন্ট—সম্প্রতি অতিরিক্ত কলিকাতা গেজেটে প্রকাশিত হইয়াছে যে, সরকার অনুমোদিত বস্ত্র প্রতিষ্ঠান (হ্যাণ্ডলিং এজেণ্ট বলিয়া অভিহিত) ভিন্ন বাংলা গবর্ণমেণ্ট আরও ২টি প্রতিষ্ঠানকে এজেণ্ট নিযুক্ত করিয়াছেন। শেষোক্ত ২টির নাম মেসার্স আবদুল করিম ব্রাদার্স লিমিটেড, ৯-এ, জ্যাকারিয়া ষ্ট্রীট এবং মেসার্স রামস্বরূপ মালি রাম.৪৩,কটন ষ্ট্রীট।

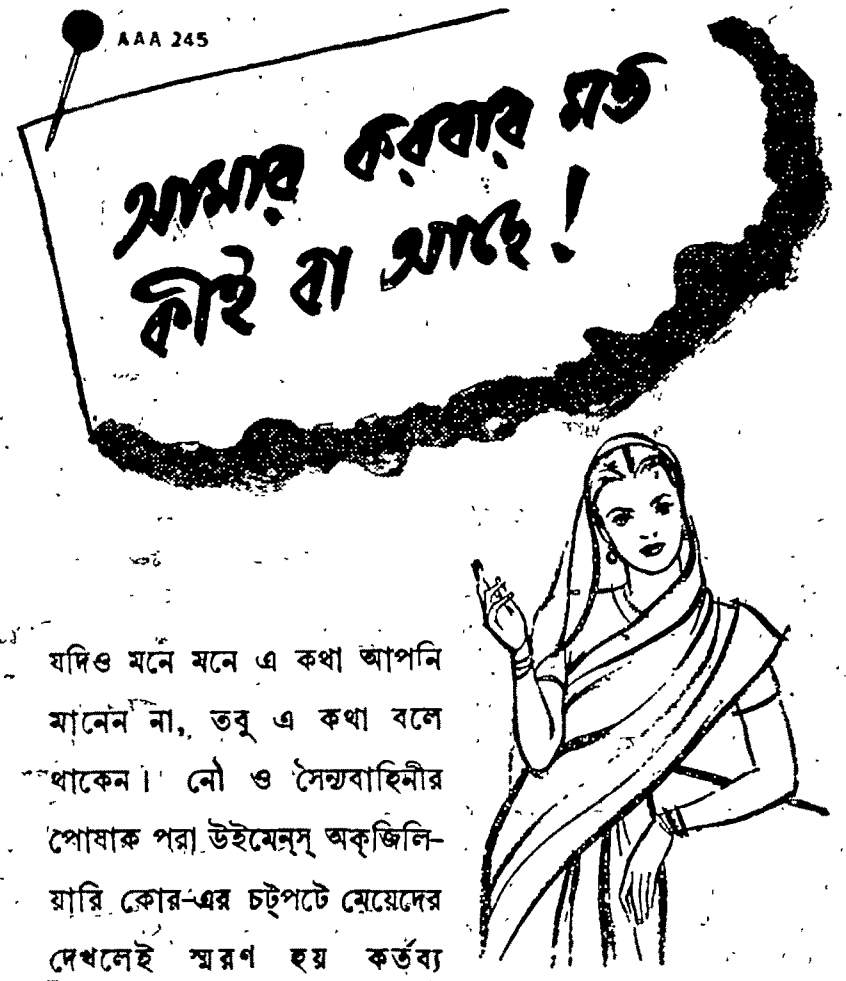

যদিও মনে মনে এ কথা আপনি মানেন না, তবু এ কথা বলে থাকেন। নৌ ও সৈন্যবাহিনীর পোষাক পরা উইমেন্‌স্ অক্‌জিলিয়ারি কোর-এর চট্‌পটে মেয়েদের দেখলেই স্মরণ হয় কর্তব্য আপনাদেরও আছে এবং জয়-লাভকে দ্রুততর করবার জন্য আপনাদের সাহায্য একান্ত দরকার। হতাহতের সংখ্যা তাতে কিছু কমতে পারে। কর্তব্যপালন করার সুখ ছাড়াও এই সব মেয়েদের আরো কিছু ভাববার আছে। ভারতবর্ষকে যদি পৃথিবীর অন্যান্য সব শক্তির সমকক্ষ হতে হয় তবে ভারতীয় মেয়েদের প্রগতিশীল হওয়া দরকার এবং অবিলম্বেই। এই কাজে অক্‌জিলিয়ারি কোর-এর মেয়েদের দান প্রচুর। এঁরা আরো জানেন যে যে-শিক্ষা তাঁরা যুদ্ধের কাজ করে পাচ্ছেন তার সাহায্যে সমরোত্তর শিল্প গঠনে ও ব্যবসাক্ষেত্রে তাঁরা সহজেই স্থান করে নিতে পারবেন। এই কাজে যোগ দেওয়া সম্বন্ধে মন স্থির করার আগে বিস্তারিত খবর কোনো ডব্লিউ. এ. সি. (আই) মহিলা রিক্রুটিং অফিসার (নিচে ঠিকানা দেওয়া হল) অথবা যে-কোনো ডব্লিউ.এ.সি. (আই) য়ুনিট কমাণ্ডারের কাছ থেকে জেনে নেবেন।

সহকারী টেক্‌নিক্যাল রিক্রুটিং অফিসার—[ডি. টি. আর. ও, ডব্লিউ. এ. সি (আই), ১৩।বি১. রাসেল ষ্ট্রীট, কলিকাতা। এ. টি. আর. ও, ডব্লিউ. এ. সি (আই), একজিবিশন রোড, পাটনা। ডি. এ. টি. আর. ও, ডব্লিউ. এ. সি (আই). c/o য়্যাসিষ্টাণ্ট টেক্‌নিক্যাল রিক্রুটিং অফিসার, সেক্রেটেরিয়েট হিল, শিলং। ডি. এ. টি. আর. ও, ডব্লিউ. এ. সি (আই), c/o য়্যাসিষ্ট্যাণ্ট টেক্‌নিক্যাল রিক্রুটিং অফিসার, হ্যাড্‌লী হাউস্, রাঁচি। ডি. এ. টি. আর. ও, [ডব্লিউ. এ. সি (আই), c/o ডেপুটি রিক্রুটিং অফিসার, ৪২ নাইভেলা কাট্‌রা রোড, নিমতালি, ঢাকা।

● (উইমেন্‌স্ অক্‌জিলিয়ারি কোর) ●

অর্থনৈতিক পুস্তক ও পুস্তিকা

সোভিয়েট রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থার কাঠামো—ন্যায়রত্নচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। বুক এম্পোরিয়াম, কলিকাতা। মূল্য—১৷৷০ আনা।

Statistical Summary of the Social and Economic Trends in India (In the Inter-war Period)—By S. Subramanian. The Manager of Publications. Delhi. Price Rs. 1/8/-.

Economic Problems in Indian Agriculture—By Mahesh Chand. Vora & Co. Publishers Ltd. Bombay. Price 1/4/-.

Mineral Resources—By A. M. Herson. Oxford University Press. Price As. -/6/-.

(নানাকথা—১৫২ পৃষ্ঠার পর)

হিসাবে দেশের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ জাতীয় গবর্ণমেণ্টের অপরিহার্য্যতার কথা উল্লেখ করিয়া থাকেন।

* * *

ভারতবর্ষে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি ও উহার সদ্ব্যবহার সম্বন্ধে ইদানীং অনেকগুলি তথ্যবহুল রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে। এই বিষয়ে ভারত সরকারের জুলজিক্যাল সার্ভে বিভাগের ডিরেক্টর ডাঃ বেণীপ্রসাদ "ভারতে মাছের চাষের যুদ্ধোত্তর পরিকল্পনা" শীর্ষক একটী বিবৃতিতে প্রস্তাব করেন যে, এই উদ্দেশ্যে ভারত সরকারের অধীনে একটী কেন্দ্রীয় গবেষণাগার স্থাপন করা হউক। উহার পর ভারত সরকারের কৃষি উন্নতি ও পশুপক্ষী পালন বিষয়ক এক হাজার কোটী টাকার পরিকল্পনাতে মন্তব্য প্রকাশ করা হয় যে, ভারতবর্ষে মাছের চাষ সম্বন্ধে একটী কেন্দ্রীয় এবং কতিপয় স্থানীয় গবেষণাগার স্থাপন করা আবশ্যক। এজন্য কেন্দ্রীয় গবেষণাগারে এককালীন ব্যয় হিসাবে ১০ লক্ষ টাকা ও বার্ষিক ব্যয় হিসাবে ২০ লক্ষ টাকা এবং স্থানীয় প্রত্যেক গবেষণাগারের বার্ষিক ব্যয় হিসাবে ৫ লক্ষ টাকা করিয়া ব্যয় বরাদ্দ করা হয়। অতঃপর ভারত সরকারের যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠন কমিটীর দ্বিতীয় রিপোর্টে ভারতে মাছের চাষের জন্য একটি কেন্দ্রীয় গবেষণাগার স্থাপনের প্রস্তাব সমর্থিত হয়। উহার পর ভারতে মাছের চাষের উন্নতি বিধান সম্পর্কে পরামর্শদানের জন্য ভারত সরকার সার ইব্রাহিম রহিমতুল্লার সভাপতিত্বে এবং ডাঃ বেণীপ্রসাদের সম্পাদকত্বে একটি কমিটি গঠন করেন। উক্ত কমিটী উহাদের রিপোর্টে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, ভারতবর্ষে বৎসরে ১ কোটী ৭৯ লক্ষ ৩০ হাজার মণের বেশী মাছ ধরা পড়ে না এবং উহা ভারতবাসীর প্রয়োজনের তুলনায় নিতান্ত অপর্য্যাপ্ত। উহার প্রতিকারকল্পে কমিটী প্রস্তাব করিয়াছেন যে, ভারতে মাছের চাষ ও মৎস্য সংগ্রহ এবং উহার সদ্ব্যবহার সম্বন্ধে গবেষণার জন্য অবিলম্বে একটি কেন্দ্রীয় মৎস্য কমিটি এবং সামুদ্রিক মাছের জন্য ২টি ও নদীজাত মাছের জন্য ৩টি—মোট ৫টি স্থানীয় গবেষণাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত করা হউক। প্রসঙ্গতঃ কমিটি উহাও প্রস্তাব করিয়াছেন যে, ধীবরদের অবস্থার উন্নতি বিধান এবং মাছ হইতে শিল্পদ্রব্য প্রস্তুতের উপায়ও এই সব গবেষণাগারের অন্যতম আলোচ্য বিষয় হওয়া আবশ্যক। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, আমেরিকার যুক্তরাজ্যে মাছের কোন অংশই অপচয় করা হয় না। এদেশে মাছের যে অংশ ফেলিয়া দেওয়া হয় আমেরিকাতে তাহা সার ও হাঁস মুরগী ইত্যাদির খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করা হয় এবং মাছের আঁশ হইতে শিরীষ প্রস্তুত করা হয়। কমিটির উপরোক্ত প্রস্তাবসমূহ কার্য্যে পরিণত হইলে এদেশের অধিবাসিগণের খাদ্যসমস্যার অনেকটা সমাধান হইতে পারে এবং মৎস্য সম্পর্কিত শিল্প অবলম্বনে দেশের বহু ব্যক্তি অন্ন সংস্থানের পথ করিতে পারে।

(রাজনৈতিক প্রসঙ্গ—১৫৬ পৃষ্ঠার পর)

কংগ্রেস সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান নহে—ইহা হিন্দু ও মুসলমান এবং অন্যান্য সকল সম্প্রদায়েরই প্রতিষ্ঠান। নূতন প্রস্তাবে হিন্দু সম্প্রদায়ের পক্ষ হইতে কোনও প্রতিনিধি আহ্বান না করিয়া তবে কি বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট মিঃ জিন্না ও মুসলিম লীগের অসঙ্গত দাবী অর্থাৎ কংগ্রেস হিন্দুদের প্রতিষ্ঠান সেই মিথ্যা অপব্যাখ্যাই প্রকারান্তরে মানিয়া লইলেন? এই প্রশ্নটা এই কারণেই বড় হইয়া দেখা দিয়াছে যে, নূতন বৃটিশ প্রস্তাবে ও প্রস্তাবিত সিমলা বৈঠকের ব্যবস্থায় রাজনৈতিক দল হিসাবে প্রতিনিধিত্ব আহ্বান না করিয়া সাম্প্রদায়িক মাপকাঠিতেই প্রতিনিধি ডাকা হইয়াছে। মহাত্মা গান্ধীও 'বর্ণ হিন্দু' কথায় ঘোর আপত্তি জানাইয়া লর্ড ওয়াভেলকে পূর্ব্বাহ্নে সচেতন করিতে চাহিয়াছেন।

চতুর্থতঃ সিমলা বৈঠকে আহূত প্রতিনিধিদের আলোচনার ফলে বর্ত্তমান প্রস্তাবের কোনও অংশ রদবদল করা চলিবে কি-না, সেই সম্পর্কে ওয়াভেল ঘোষণায় কোনও আভাস নাই। প্রস্তাবের স্পষ্ট ইঙ্গিত যেন: হয় পুরাপুরি গ্রহণ কর, নতুবা পুরাপুরি বর্জ্জন কর। অধিকন্তু সিমলা বৈঠক ব্যর্থ হইলে বর্ত্তমান অচল অবস্থাই চলিতে থাকিবে বলিয়া যে আগাম সিদ্ধান্ত জানান হইয়াছে, তাহা যেন মৃদুমন্দ হুমকি বা পরোক্ষ কায়দায় চাপ দিয়া রাজী করাইবার মনোবৃত্তিপ্রসূত বলিয়া মনে হয়। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যগণ ছাড়া আগষ্ট আন্দোলনের অন্যান্য আটক বন্দীদের মুক্তি সম্পর্কেও অনুরূপ পরোক্ষ চাপ সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। বর্ত্তমান প্রস্তাব গৃহীত হইলে তবেই নূতন শাসন পরিষদ এবং নবগঠিত প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টসমূহ নিজেরাই বন্দীদের মুক্তি দিতে পারিবেন ও দিবেন, অন্যথা তাঁহারা কারাগারে যেমন পচিতেছেন তেমনি পচিতে থাকিবেন।

* * *

নূতন বৃটিশ প্রস্তাবের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে আরও আলোচনার ও আপত্তি জানাইবার অবসর আছে। কিন্তু আপাততঃ এই সম্পর্কে স্পষ্ট ও সুনির্দ্দিষ্ট অভিমত জ্ঞাপন না করাই আমরা বাঞ্ছনীয় মনে করি। কেন-না প্রস্তাবে সংক্ষেপে একটা কাঠামো প্রকাশিত হইয়াছে। উহার নানা বিষয় সম্পর্কে আরও স্পষ্ট ব্যাখ্যা বৃটিশ কর্ত্তৃপক্ষকে দিতে হইবে। বলা বাহুল্য, মহাত্মা গান্ধী ও মুক্ত কংগ্রেস নেতৃগণ নানান খুঁটিনাটি সম্পর্কে বড়লাটের নিকট হইতে আরও আলোকপাতের দাবী জানাইবেন। দূরদৃষ্টিসম্পন্ন কংগ্রেস নেতৃগণ সকল দিক বিচার-বিশ্লেষণ করিয়া জাতীয় স্বার্থের দিক হইতে গ্রহণযোগ্য মনে করিলে নূতন প্রস্তাব অবশ্যই গ্রহণ করিবেন। কিন্তু প্রস্তাব সম্পর্কিত আরও বহু তথ্য উদ্ঘাটিত হওয়ার পর নূতন প্রস্তাব যদি সন্তোষজনক বলিয়া বিবেচিত না হয় তাহা হইলে ভারতের জাতীয় ভাবধারার ধারক ও বাহকরা নিশ্চয়ই উহা অগ্রাহ্য করিবেন। সিমলা বৈঠকের পূর্ব্বে কারামুক্ত কংগ্রেস নেতৃগণের সঙ্গে মহাত্মা গান্ধী ও অন্যান্য কংগ্রেস নেতাদের আলোচনার ফলাফল এবং লর্ড ওয়াভেল কর্ত্তৃক বহু বিষয়ে আরও আলোকসম্পাত না হওয়া পর্য্যন্ত নূতন প্রস্তাব সম্পর্কে একটা সুনির্দ্দিষ্ট স্থির সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করিয়া সমগ্র দেশবাসীর সহিত আমরা সাগ্রহে অপেক্ষা করিতে থাকিব। ১৬-৬-৪৫

Gram : Cencomba Post Box No.2282

সেণ্ট্রাল কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক
—লিমিটেড—
স্থাপিত—১৯২৮
হেড অফিস—১২, জ্যাকসন লেন, কলিকাতা।
সুদক্ষ ডিরেক্টরবর্গ কর্ত্তৃক পরিচালিত
ম্যানেজিং ডিরেক্টার :—মিঃ এস বি বিশ্বাস

এক বিশিষ্ট সম্মেলনে
গত ১৬ই মে, ১৯৪৫ ত্রিপুরা মডার্ণ ব্যাঙ্কের সিডিউলভুক্ত হওয়া উপলক্ষে
ত্রিপুরা রাজ্যের প্রধান মন্ত্রী বলিয়াছেন,
"অল্প যে কয়টি ব্যাঙ্কের সিডিউলভুক্ত হওয়ার সৌভাগ্য হইয়াছে, ত্রিপুরা মডার্ণ ব্যাঙ্ক নিজেদের অবস্থা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষিত হইবার পর, সেই কয়টি ব্যাঙ্কের শ্রেণীভুক্ত হইতে পারিয়াছে। ইহাতে আমরা সম্মানিত বোধ করিতেছি এবং যেহেতু ত্রিপুরারাজ্যের জীবনে এইরকম ঘটনা এই প্রথম সেই জন্য আমরা যথেষ্ট আনন্দিতও হইয়াছি। আমরা ব্যাঙ্কটির আরও উন্নতি ও অগ্রগতি কামনা করি।"
দি
ত্রিপুরা মডার্ণ ব্যাঙ্ক লিঃ
(সিডিউল্ড)
পৃষ্ঠপোষক :—হিজ হাইনেস্ দি মহারাজা মাণিক্য বাহাদুর, কে, সি, এস, আই অফ ত্রিপুরা।
ম্যানেজিং ডিরেক্টর :—রাজসভাভূষণ হরিদাস ভট্টাচার্য্য।
প্রধান অফিস :—আগরতলা (ত্রিপুরা ষ্টেট)।
রেজিঃ অফিস :—আখাউরা (বি এণ্ড এ রেলওয়ে)।
কলিকাতা অফিস :—৬, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, ২০১, হ্যারিসন রোড।
শাখা—ভারতের সর্ব্বত্র।

কোম্পানী প্রসঙ্গ

এরিয়ান পেপার মিলস্ লিঃ

বাঙলা দেশে এ যাবৎ কাগজ শিল্প ছিল এক-চেটিয়াভাবে বিদেশীর হাতে; বাঙালীর মূলধনে এবং বাঙালীর পরিচালনায় আধুনিক বিজ্ঞান-সম্মত উপায়ে কাগজ উৎপাদনের কোন কারখানা বাঙলায় ছিল না। বিখ্যাত ব্যবসায়ী মিঃ এস, চাটার্জ্জির নেতৃত্বে এরিয়ান পেপার মিলস লিঃ গড়িয়া উঠায় এতদিনে বাঙলার এই অভাব দূর হইতে চলিল। ৫০ লক্ষ টাকার অনুমোদিত মূলধন লইয়া এরিয়ান পেপার মিলস লিঃ স্থাপিত হইয়াছে। আমরা অবগত হইলাম ইতিমধ্যেই ২০ লক্ষ টাকার শেয়ার বিক্রয় হইয়া গিয়াছে। কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ মজুমদার (বি, এন, আর) কয়লা খনি অঞ্চলে মিল স্থাপন ও সাবয় ঘাস ও অন্যান্য পাল্প চাষ আবাদের জন্য বিস্তৃত জমি সংগ্রহ করিয়াছেন। সাবয় ঘাসের চাষ ইতিমধ্যেই আরম্ভ হইয়া গিয়াছে এবং আবশ্যকীয় যন্ত্রপাতির জন্য ইংলণ্ডের বিখ্যাত মেসার্স জেম্‌স্ বারটাম এ্যাণ্ড সন্স লিঃ-এর স্থানীয় এজেন্টকে যথোপযুক্ত অগ্রিম টাকাও কর্তৃপক্ষ দিয়া দিয়াছেন।

প্রয়োজনের তুলনায় কাগজের কলের সংখ্যা ভারতে অনেক কম। এদেশে উৎপন্ন কাগজে এদেশের চাহিদা মিটানো সম্ভবপর হয় না বলিয়া এতদিন প্রভূত পরিমাণ কাগজ বাহির হইতে আমদানী করিতে হইয়াছে। যুদ্ধের সময়ে সেই আমদানীর পথে অসুবিধা সৃষ্টি হওয়ায় এদেশে কাগজের ব্যবহার সম্পর্কে গভর্ণমেণ্টকে কঠোর নিয়ন্ত্রণ নীতি বলবৎ করিতে হইয়াছে। কাগজের মূল্যও অসম্ভবভাবে বাড়িয়া গিয়াছে। বর্ত্তমানে দেশে কাগজের যেরূপ চাহিদা রহিয়াছে এবং ভবিষ্যতে শিক্ষা-দীক্ষা প্রসারের সঙ্গে এই চাহিদা আরও যেরূপ বৃদ্ধি পাইবে মনে হইতেছে তাহাতে এরিয়ান পেপার মিলস লিঃ উপযুক্ত শ্রেণীর কাগজ প্রস্তুত করিয়া সহজেই লাভ দেখাইতে পারিবেন বলিয়া আশা করা যায়।

মেসার্স এরিয়ান প্লান্টার্স এজেন্সি কোম্পানীর ম্যানেজিং এজেন্টস্ নিযুক্ত হইয়াছেন। ব্যবসা-বাণিজ্যের বিভিন্ন ক্ষেত্রে এরিয়ান প্লান্টার্স এজেন্সি ইতিমধ্যেই যে সাফল্য অর্জ্জন করিয়াছেন তাহাতে উঁহাদের পরিচালনায় এরিয়ান পেপার মিলস দ্রুত উন্নতির পথে অগ্রসর হইবে বলিয়া আশা করা যায়। কোম্পানীর শেয়ার এখনও সমমূল্যে বিক্রয় হইতেছে এবং ১২নং চৌরঙ্গী স্কোয়ারে কোম্পানীর ম্যানেজিং এজেন্টস্-এর নিকট আবেদন করিলে শেয়ার পাওয়া যায়। দেশের সঙ্গতিপন্ন লোকেরা এই কোম্পানীর শেয়ার ক্রয় করিয়া দেশের কাগজ শিল্প প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করিতে ও লগ্নীকার হিসাবে নিজেদের লাভের পথ প্রশস্ত করিতে আগ্রহান্বিত হইবেন বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। আমরা কোম্পানীটির সাফল্য কামনা করি।

মহালক্ষ্মী ব্যাঙ্ক লিঃ

গত ৬ই জুন মালদহে মহালক্ষ্মী ব্যাঙ্কের এক শাখার উদ্বোধন হইয়া গিয়াছে। স্থানীয় সরকারী উকীল রায় বাহাদুর পি মজুমদার এই উৎসবে সভাপতিত্ব করেন। ব্যাঙ্কের জেনারেল ম্যানেজার একটি মনোজ্ঞ বক্তৃতায় ব্যাঙ্কটির ক্রম-বর্দ্ধমান উন্নতির ইতিহাস বর্ণনা করেন। অবশেষে সভাপতি তাঁহার সারগর্ভ অভিভাষণে ব্যাঙ্কটির সুষ্ঠু কাজের প্রশংসা করেন ও জনসাধারণকে এই আশ্বাস প্রদান করেন যে, এই প্রতিষ্ঠানে তাঁহাদের পূর্ণ আস্থা থাকা নিরাপদ কারণ অল্প দিনের ভিতরই ব্যাঙ্কটি কর্তৃপক্ষের কর্ম্মদক্ষতার গুণে উন্নতি লাভ করিতে পারিবে।

বেঙ্গল মেট্রোপলিটান ব্যাঙ্ক লিঃ

২৭শে মে মুর্শিদাবাদের অন্তর্গত খাগড়ায় বেঙ্গল মেট্রোপলিটান ব্যাঙ্কের বহরমপুর শাখার উদ্বোধন হইয়া গিয়াছে। বহরমপুর মিউনিসিপ্যালিটির ভূতপূর্ব্ব চেয়ারম্যান শ্রীযুত অম্বিকাচরণ রায় এই উৎসবে পৌরোহিত্য করিয়াছিলেন এবং নসীপুরের মহান্ত মহারাজ ভগবানদাস প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন।

ক্রিসেণ্ট কমারসিয়াল ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া লিঃ

৫৭, রাধাবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা ● ম্যাঃ ডিঃ—মিঃ বি, নারায়ণ চৌধুরী।

স্থাপিত—১৯৩১ ফোন: ক্যাল ৪৫৪৯

ভাগীরথী ব্যাঙ্কিং এণ্ড হাউসিং

কোম্পানী লিমিটেড

রেজিষ্টার্ড অফিস—১৫, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

চলতি হিসাবের সুদ ... ½%

সেভিংস্ আমানতের সুদ ... ২%

গত ৫ই মার্চ্চ, দক্ষিণ কলিকাতা শাখা, ৮৬এ রাসবিহারী এভিনিউস্থিত ভবনে খোলা হইয়াছে।

অনুমোদিত জামিনে ব্যবসায়িগণকে টাকা ধার দেওয়া হয়।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—মিঃ এস্ এম্ ব্যানার্জ্জি

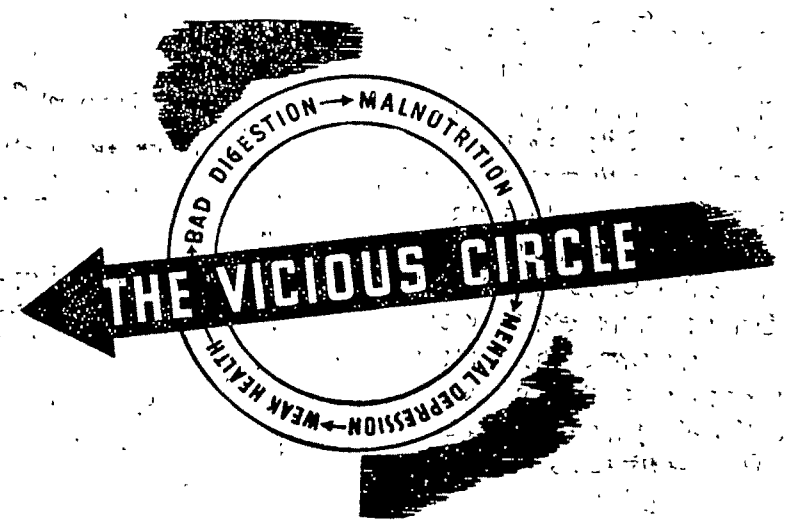

দুষ্ট চক্র

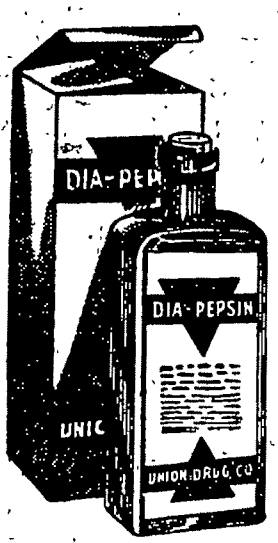

দুষ্ট চক্রের ফাঁদে পড়লে আর পরিত্রাণ নেই —একটার পর একটা গোলোযোগ লেগেই থাকবে। ভেদ করে বেরিয়ে আসা শক্ত নয় যদি

ডায়াপেপসিন

নিয়মিতভাবে কিছুদিন খাদ্যের সাথে ব্যবহার করেন। ডায়াপেপসিন স্বাভাবিক হজমশক্তি ফিরিয়ে আনে—হজম ভাল হ'লেই শরীরের পুষ্টি সাধন হয় এবং তা'হলে মানসিক অবসাদও দূর হয়; মন উৎফুল্ল থাকলে গ্লানি দূর হয়ে শক্তি ফিরে আসে শরীরে। চক্রের গতি তখন হয় বিপরীত —ডায়াপেপসিনের আর দরকার হয় না কিছুদিনের মধ্যেই।

ইউনিয়ন ড্রাগ, কলিকাতা।

No. 2

ক্যালকাটা ইয়ার্ন মার্চ্চেণ্ট্‌স্‌ এসোসিয়েশন

গত শনিবার, ৯ই জুন অপরাহ্ণে মিঃ ছগনলাল লাধাভাই-এর সভাপতিত্বে দি ক্যালকাটা ইয়ার্ন মার্চ্চেণ্টস্‌ এসোসিয়েশনের পঞ্চম বার্ষিক সাধারণ সভায় নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ ১৯৪৫-৪৬ সালের জন্য কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন :—প্রেসিডেণ্ট—মিঃ রাধাচরণ রায়; ভাইস-প্রেসিডেণ্টগণ—মিঃ মন্দকিশোর বাঙ্গারিয়া ও মিঃ আবদুল সাত্তার; অবৈতনিক সম্পাদক—মিঃ যতীন্দ্রমোহন দে; অবৈতনিক সম্পাদকগণ—মিঃ কাপূরচাঁদ ও মিঃ মদনলাল পাতোদিয়া।

ব্যাঙ্ক অব ক্যালকাটা লিঃ

গত ২৫শে মে ৩, ম্যাঙ্গো লেন-এ ব্যাঙ্কের হেড অফিসে ব্যাঙ্ক অব ক্যালকাটার কর্ত্তৃপক্ষ নববর্ষ উৎসব পালন করিয়াছেন। ব্যাঙ্কের প্রায় সকল এজেণ্ট, ডিরেক্টর ও অন্যান্য কর্ম্মচারিবৃন্দই উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। ব্যাঙ্কের ম্যানেজিং ডিরেক্টর ডাঃ এম এম চ্যাটার্জ্জী বক্তৃতা প্রসঙ্গে ব্যাঙ্কটির ক্রমিক উন্নতির ইতিহাস বিবৃত করেন।

নূতন যৌথ কোম্পানী

ইষ্টার্ণ ন্যাশনাল শিপিং কোং লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ এস এন বসু। রেজিষ্টার্ড অফিস—৬১, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—২ কোটী টাকা। জাহাজের ব্যবসা।

বি এন ব্যানার্জ্জী লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ বি এন ব্যানার্জ্জী। রেজিষ্টার্ড অফিস—১০, ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—১ হাজার টাকা। কয়লার ব্যবসা।

ষ্টার ম্যানুফ্যাকচারিং লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ জে এম জালান। রেজিষ্টার্ড অফিস—৮, রয়্যাল এক্সচেঞ্জ প্লেস, কলিকাতা। দিল্লী হইতে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে।

ওরিয়েণ্টাল কমার্শিয়াল হাউস লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ ভি সি ধারীওয়াল। রেজিষ্টার্ড অফিস—৮, রয়্যাল এক্সচেঞ্জ প্লেস, কলিকাতা। দিল্লী হইতে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে।

ওরিয়েণ্টাল ষ্টোর্স সাপ্লাইয়িং কোং লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ ভি সি ধারীওয়াল। রেজিষ্টার্ড অফিস—৮, রয়্যাল এক্সচেঞ্জ প্লেস, কলিকাতা। দিল্লী হইতে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে।

ষ্ট্যাণ্ডার্ড ট্রেডিং কোং লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ ভি আর দানী। রেজিষ্টার্ড অফিস—৮, রয়্যাল এক্সচেঞ্জ প্লেস, কলিকাতা। দিল্লী হইতে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে।

দিল্লী ম্যানুফ্যাকচারিং কোং লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ ভি'আর দানী। রেজিষ্টার্ড অফিস—৮, রয়্যাল এক্সচেঞ্জ প্লেস, কলিকাতা। দিল্লী হইতে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে।

সেণ্ট্রাল কমার্শিয়াল এজেন্সী লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ রমেনচন্দ্র বসুমদার। রেজিষ্টার্ড অফিস—১৩, সৈয়দ সেলী লেন, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—১০ লক্ষ টাকা। জেনারেল মার্চ্চেণ্টস্‌ ও এজেণ্টস্‌।

মাধবপুর কোল কোং লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ

ঢাকা ফেডারেল ব্যাঙ্ক
লিমিটেড
স্থাপিত—১৯০৪
রেজিষ্টার্ড অফিস—ঢাকা
সেণ্ট্রাল অফিস—৫ ও ৬, হেয়ার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
—শাখাসমূহ—
নারায়ণগঞ্জ, মাণিকগঞ্জ (ঢাকা), শ্যামবাজার, মজঃফরপুর, বালেশ্বর।
ম্যানেজিং ডিরেক্টর—
মিঃ এন, কে, চক্রবর্ত্তী।
ডিরেক্টর ও সেক্রেটারী—
মিঃ অমিয় গুহ।

মেডিক্যাল লাইফ্‌লেনশিয়েট্‌

জনসেবায় রত

বর্ত্তমান মহাযুদ্ধ প্রায় শেষ পর্য্যায়ে এসে পৌঁছেচে। জাপানকে পরাজিত করবার এই প্রচেষ্টায় আমাদের অনেক সৈন্য-সামন্ত হতাহত হবার আশঙ্কা আছে। আহতদের জন্য ডাক্তারের চিকিৎসা, পরিচর্য্যা ও সহানুভূতি একান্ত ভাবে দরকার। সামরিক ডাক্তারেরা আহত সৈন্যদের চিকিৎসা ক'রে যে অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করবেন শান্তি স্থাপিত হলে বেসামরিক প্রয়োজনে তা বিশেষ কার্য্যকরী হবে। এই কাজের জন্য "ইণ্ডিয়ান আর্মি মেডিক্যাল কোর"এ আজই নাম লেখান। **প্রবেশ যোগ্যতা**: প্রার্থীদের বয়স সাধারণতঃ ৪৫ বছরের নিচে এবং স্বাস্থ্য সামরিক কাজের উপযুক্ত হওয়া চাই। এল্‌. সি. পি. এস্‌., এল্‌. এস্‌. এম্‌. এফ্‌., এল্‌. এম্‌. এফ্‌., এল্‌. এম্‌. পি. অথবা সমপর্য্যায়ের ডিপ্লোমা থাকা চাই।

চাকরির সর্ত

"এ" ক্লাস সার্ভিস: এই কাজে ডাক্তারদের ভারতের বাইরে যেতে হয়, ফলে তাদের অভিজ্ঞতার প্রসারও বেড়ে যায় অনেক। পদোন্নতির সুযোগও প্রচুর। মাইনে সেকেণ্ড লেফ্‌টেন্যাণ্টের পদে ৪০০৲ টাকা থেকে শুরু ক'রে পদোন্নতির সঙ্গে বেড়ে লেফ্‌টেন্যাণ্ট কর্ণেলের পদে ১৩৫০৲ টাকা পর্য্যন্ত হয়।
"বি" ক্লাস সার্ভিস: এই কাজে ডাক্তারদের ভারতের মধ্যেই কাজ দেওয়া হয়। চরম উন্নতি ক্যাপ্টেনের পদে। মাইনে সেকেণ্ড লেফ্‌টেন্যাণ্টের পদে ২৫০৲ টাকা থেকে শুরু করে ক্রমে ক্যাপ্টেনের পদে ৫৫০৲ টাকা পর্য্যন্ত হয়।

এলাওয়েন্স (দু' ক্লাসেরই জন্য)
স্পেশালিস্টদের (বিশেষজ্ঞ) মাইনে: যাঁরা স্পেশালিস্ট হিসেবে নিযুক্ত হন তাঁদের নির্দ্দিষ্ট মাইনের উপরে ১০০৲ টাকা বেশি দেওয়া হয়। সামরিক চিকিৎসকমণ্ডলের কর্ত্তৃপদে নিযুক্ত অফিসারদের মাইনের উপরে ৩০৲ টাকা থেকে ২৪০৲ টাকা পর্য্যন্ত বেশি দেওয়া হয়। **পোষাক পরিচ্ছদের জন্য** নিয়োগের সঙ্গে ৭৩৩৲ টাকা দেওয়া হয়। **অগ্রিম বেতন**: নিয়োগের প্রথমে ৩০০৲ টাকা পর্য্যন্ত দেওয়া হয়। **গ্র্যাচুইটি**: সমর বিভাগ ছাড়ার পর প্রত্যেক বছরের জন্য এক মাসের নির্দ্দিষ্ট মাইনে হিসেবে টাকা পাওয়া যায়। তা ছাড়া শারীরিক অক্ষমতার জন্য পেন্‌শান্‌, পরিবার ও বিধবা স্ত্রীর ভরণ-পোষণ এবং সন্তানের শিক্ষার খরচ সবই চলতি রেগুলেশান্‌ অনুযায়ী পাওয়া যায়। ইণ্ডিয়ান ল্যাণ্ড ফোর্সের অন্যান্য অফিসারদের মতো সেপারেশান্‌ এলাওয়েন্স, ট্রাভেলিং এলাওয়েন্স এবং লীভ কন্‌সেশান্‌ও পাওয়া যায়।

বিস্তারিত খবরাখবর নিম্নলিখিত অফিসারদের কাছ থেকে পাবেন: প্রাদেশিক 'মেডিক্যাল ডিপার্টমেণ্টে'র কর্ত্তাদের কাছে (বেসামরিক হাসপাতালের সার্জন-জেনারেল বা ইন্সপেক্টার জেনারেল); ভারতীয় সামরিক হাসপাতালের কর্ত্তাদের কাছে; জি. এইচ. কিউ. নিউ দিল্লীতে "ডিরেক্টার অব মেডিক্যাল সার্ভিসেস্‌"এর কাছে অথবা নিউ দিল্লীতে "ডিরেক্টার জেনারেল, ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল সার্ভিস"এর কাছে।

Indian Army Medical Corps

বি ডি দেগা। রেজিষ্টার্ড অফিস—৩, সিনাগগ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—৫ লক্ষ টাকা। কয়লা প্রভৃতি খনিজের ব্যবসা।

নবগড় প্রপারটীস লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ এ সি টমাস। রেজিষ্টার্ড অফিস—৩, সিনাগগ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন ৫ লক্ষ টাকা। কয়লা প্রভৃতি খনিজের ব্যবসা।

বিভিন্ন কোম্পানীর লভ্যাংশ

নিউ চিনাটোলিয়া টি কোং লিঃ—১৯৪৪ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ২৫৲ টাকা। পূর্ব্ব বৎসর প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ২৭৷৷০ আনা হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল। **দি হাণ্টাপাড়া টি কোং লিঃ**—১৯৪৪ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ৫০৲ টাকা। পূর্ব্ব বৎসর প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ৬০৲ টাকা হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল। **হলদিবাড়ী টি এসোসিয়েশন লিঃ**—১৯৪৪ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ১৫৲ টাকা। পূর্ব্ব বৎসর প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ২০৲ টাকা হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল। **জয়বীরপাড়া (ডুয়ার্স) টি কোং লিঃ**—১৯৪৪ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ৩৫৲ টাকা। পূর্ব্ব বৎসর প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ৩০৲ টাকা হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল। **বীরপাড়া টি কোং লিঃ**—১৯৪৪ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ২০৲ টাকা। পূর্ব্ব বৎসর প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ২৭৷৷০ আনা হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল। **সীয়ক টি কোং লিঃ**—১৯৪৪ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ৫৲ টাকা। পূর্ব্ব বৎসর প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ৭৷৷০ আনা হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল। **দি ইণ্ডিয়া গ্যালভানাইজিং কোং (১৯২৬) লিঃ**—১৯৪৪ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ২৫৲ টাকা। পূর্ব্ব বৎসরও অনুরূপ হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল। **কুমারধুবী ইঞ্জিনীয়ারিং ওয়ার্কস লিঃ**—১৯৪৪ সালের ৩০শে নভেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ১০৷৷০ আনা। **বেঙ্গল পেপার মিলস কোং লিঃ**—১৯৪৪ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ২২৷৷০ আনা। পূর্ব্ব ছয় মাসের জন্যও অনুরূপ হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল। **আসাম ছ' মিলস এণ্ড টিম্বার কোং লিঃ**—১৯৪৪ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ৩৭৷৷০ আনা। পূর্ব্ব বৎসরও অনুরূপ হারে লভ্যাংশ প্রদান করা হইয়াছিল। **জেনারেল ইনভেষ্টমেণ্ট এণ্ড ট্রাষ্ট কোং লিঃ**—১৯৪৫ সালের ২৮শে ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ৫৲ টাকা। **দি ইনভেষ্টমেণ্ট এণ্ড ফাইনান্স কোং লিঃ**—১৯৪৫ সালের ২৮শে ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ১০৲ টাকা। **ধেমো মেইন কলিয়ারীজ লিঃ**—১৯৪৪ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ৭৷৷০ আনা। পূর্ব্ব ছয় মাসের জন্য কোন লভ্যাংশ দেওয়া হয় নাই। **ইকুইটেবল কোল কোং লিঃ**—১৯৪৪ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ৬৲ টাকা। পূর্ব্ব ছয় মাসেও অনুরূপ হারে লভ্যাংশ প্রদান করা হইয়াছিল।

ব্যাঙ্ক অব ক্যালকাটা লিঃ

(ক্লিয়ারিংয়ের সর্ব্বপ্রকার ব্যবস্থা আছে)

১৯৪৪ সনের শেষে মোটামুটি আর্থিক পরিচয়

অনুমোদিত মূলধন ১,০০,০০,০০০৲ বিলিকৃত ও বিক্রীত মূলধন ১৪,০০,০০০৲

আদায়ীকৃত ও মজুত তহবিল ৮,০০,০০০৲ কার্য্যকরী মূলধন ১,০০,০০,০০০৲

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—ডাঃ এম, এম, চ্যাটার্জ্জি

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস : ৭, সোয়ালো লেন, কলিকাতা। ফোন ক্যাল, ৫৪৯

বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা, আসাম ও যুক্তপ্রদেশের নানা কেন্দ্রে ৩৫টির অধিক শাখা।

সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয় এবং শেয়ার ক্রয় বিক্রয়ে গ্রাহকদের বিশেষভাবে সাহায্য করা হয়।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর : শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র চন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

যশোহর-খুলনা ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস :— ১২নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

টেলি { ফোন— ক্যাল্ : ২০৪৪ গ্রাম—যেশখু

শাখা :— ১৩৷৷বি, রসা রোড, ভবানীপুর

টেলিফোন—সাউথ ২০৪৬

চেয়ারম্যান—রায় শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষ বাহাদুর

জেনারেল ম্যানেজার—শ্রীহরেন্দ্রনাথ ঘোষ, এম, এ, বি-এল,

সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়

যশোহর, নড়াইল, খুলনা ও বাগেরহাটে শীঘ্রই শাখা খোলা হইবে।

ইউনাইটেড ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ব্যাঙ্ক লিমিটেড

স্থাপিত ১৯৪০

সিডিউলভুক্ত ব্যাঙ্ক

চেয়ারম্যান—শ্রীযুক্ত যদুনাথ রায়

সুবিধাজনক সর্ত্তে সাধারণ ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ করা হয়।

হেড অফিস—

৭, ওয়েলেসলী প্লেস, কলিকাতা

শাখাসমূহ—

বড়বাজার, শ্যামবাজার, হাটখোলা (কলিকাতা), ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, চাঁদপুর ও ময়মনসিংহ।

পে-অফিস : মিরকাদিম

জেনারেল ম্যানেজার :

এ চ্যাটার্জ্জি, বি-কম, সি-এ, আই, আই, বি

ইকনমিক ব্যাঙ্ক লিমিটেড

স্থাপিত—১৯২৯ ফোন : ক্যাল ৫৯৪৪

হেড অফিস—৮৬বি ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

অন্যান্য শাখা

বাঁকুড়া, ঘাটাল, টাটানগর, মির্জ্জাপুর, বেনারস, এলাহাবাদ, লাক্ষ্ণৌ, কাণপুর, বালিয়া, আরাউরা, দেউরিয়া, পুরুলিয়া, সাদার্ণ এভিনিউ, বড়বাজার, নোয়াগড় ও সোনামুখী (বাঁকুড়া)।

নিমতলা ও বেলগাছিয়া শাখা শীঘ্রই খোলা হইবে।

বাজারের হালচাল

টাকা ও বিনিময়

কলিকাতা, ১৫ই জুন—কয়েক সপ্তাহ ধরিয়া পরিলক্ষিত মন্দা কলিকাতার টাকার বাজারে আলোচ্য সপ্তাহে আরও বেশী করিয়া দেখা গিয়াছে। আলোচ্য সপ্তাহে ট্রেজারী বিলের মোট টেণ্ডারের পরিমাণ কম হইলেও পড়পড়তা সুদের হার পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহ হইতেও কমিয়া শতকরা বার্ষিক ।৹ আনা ধার্য্য হইয়াছে। ব্যাঙ্কসমূহের মধ্যে চাহিবামাত্র ঋণের সুদের হার কলিকাতায় শতকরা ॥৹ আনা ও বোম্বাইয়ে শতকরা ।৹ আনা বজায় থাকিলেও টাকা লেনদেন বিশেষ হয় নাই। বিনিময় বাজারেও সামান্যই কারবার হইয়াছে। তবে বহির্ব্বাণিজ্যের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বিনিময় বাজারে অদূর ভবিষ্যতে তেজী দেখা যাইতে পারে। গত ১২ই জুন ভারত সরকার কর্ত্তৃক আহূত ২ কোটী টাকার ট্রেজারী বিলের জন্য মোট ৫ কোটী ৫১ লক্ষ ২৫ হাজার টাকার টেণ্ডার উপস্থাপিত করা হইয়াছিল। উহার মধ্যে ৯৯৸৵০ আনা মূল্যের আবেদনসমূহের শতকরা আনুমানিক ৯৯ ভাগ গৃহীত হইয়াছে। নিম্নতর মূল্যের আবেদনসমূহ প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে মোট গৃহীত ২ কোটী টাকার ট্রেজারী বিলের টেণ্ডারসমূহের পড়পড়তা সুদের হার শতকরা বার্ষিক ।৹ আনা ধার্য্য হইয়াছে। আগামী ১৯শে জুন, মঙ্গলবার ভারত সরকার কর্ত্তৃক তিন মাসের মেয়াদী ২ কোটী টাকার ট্রেজারী বিলের টেণ্ডার গৃহীত হইবে। সর্ত্তাদি পূর্ব্ববৎ। গত ৮ই জুন যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে উহাতে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ইস্যু বিভাগের স্বপক্ষে ভারত সরকার কর্ত্তৃক মোট ৪ কোটী ৫৬ লক্ষ ৫০ হাজার টাকার ট্রেজারী বিল বিক্রীত হইয়াছে।

বিনিময় বাজারে আলোচ্য সপ্তাহে নিম্নরূপ হার বলবৎ ছিল :—

টেলিঃ হুণ্ডি (প্রতি টাকায়)	১ শিঃ ৫৯৸৵ পেঃ
ঐ দর্শনী (,,)	,, ,,
ডি এ তিন মাস (,,)	১ শিঃ ৬৯/১৬ পেঃ
ডি এ চার মাস (,,)	১ শিঃ ৬৯/১৬ পেঃ
ডলার (প্রতি শত)	৩৩২৸৵০ আনা

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হিসাব :—রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গত ১লা জুনের হিসাব হইতে দেখা যায় যে, ঐ তারিখে ভারতে চলতি নোটের পরিমাণ ছিল ১১২৩ কোটী ৬১ লক্ষ ৩২ হাজার টাকা। এক সপ্তাহ পূর্ব্বে এই নোটের পরিমাণ ছিল ১১২১ কোটী ১ লক্ষ ৫৬ হাজার টাকা। গত ১লা জুন রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কসমূহের চলতি ও স্থায়ী আমানতের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৬২৫ কোটী ৩৪ লক্ষ ৯৭ হাজার টাকা ও ২৩২ কোটী ৬৬ লক্ষ ৭৭ হাজার টাকা।

কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার

কলিকাতা, ১৫ই জুন—কলিকাতার শেয়ার বাজারে আলোচ্য সপ্তাহেও যথেষ্ট কর্ম্মচাঞ্চল্য পরিলক্ষিত হয় এবং প্রায় সমস্ত শেয়ারসমূহেরই উল্লেখযোগ্য বিকি-কিনি হয়। আলোচ্য সপ্তাহের প্রথম তিনদিন কলিকাতার শেয়ার বাজারে কোম্পানীর কাগজ, কয়লাখনি, চটকল এবং ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের অধিকাংশ জনপ্রিয় শেয়ার-সমূহের মূল্য বৃদ্ধি পায়। কয়লাখনির শেয়ার-সমূহই আলোচ্য সপ্তাহে সর্ব্বাধিক আকর্ষণের বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। সপ্তাহের শেষ দুই দিন কলিকাতার শেয়ার বাজারে শেয়ার বিক্রেতা-গণের মধ্যে অস্থিরতা দেখা দেওয়ার ফলে প্রায় সকল বিভাগের শেয়ারের মূল্য হ্রাস পায়। আলোচ্য সপ্তাহের আগাগোড়া কোম্পানীর কাগজ-সমূহের উচ্চ দরের কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই। আগামী সোমবার কলিকাতার শেয়ার বাজার বন্ধ থাকিবে।

কোম্পানীর কাগজ—আলোচ্য সপ্তাহেও কোম্পানীর কাগজ এবং ঋণপত্রসমূহের যথেষ্ট মূল্য বৃদ্ধি ঘটে এবং বিকি-কিনিও উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি পায়। আলোচ্য সপ্তাহে শতকরা ৩৲ টাকা সুদের কোম্পানীর কাগজ ৯৩৸৵০ আনা পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল। শতকরা ৩॥০ টাকা সুদের কোম্পানীর

"গৌরবোজ্জ্বল বাহিনী"...'রয়েল ইণ্ডিয়ান এয়ার ফোর্স'-এ বৈমানিক হ'তে হলে ভালো শিক্ষা ও ভালো স্বাস্থ্য থাকার সঙ্গে আরো থাকা চাই সাহস, দৃঢ় সংকল্প ও পরিশ্রমের ক্ষমতা। সাহস ও কার্যকুশলতা থাকার দরুন বহুসংখ্যক ভারতীয় বৈমানিক এই যুদ্ধে অনেক দুরূহ অভিযানকে সফল করতে পেরেছেন। এই রকম একটি দলে স্থান পাওয়া শুধু ভাগ্যের কথা নয়, এ কাজে সম্মানও প্রচুর। আজ 'রয়েল ইণ্ডিয়ান এয়ার ফোর্স'-এর বৈমানিকেরা বীরত্বে ভারতের গৌরবপূর্ণ ঐতিহ্যকে রক্ষা করছেন। ভবিষ্যতে এঁরাই অসামরিক বিমান চালনায় ভারতবর্ষের স্বার্থ বজায় রাখবার ভার নেবেন। আবেদনের নিয়মাবলী যে-কোনো রিক্রুটিং অফিসারের কাছ থেকে পাবেন।

AAA 81

কাগজ ১০১৸০ আনা পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল। মেয়াদী ঋণপত্রসমূহের মধ্যে ৩৲ টাকা সুদের ঋণপত্র (১৯৫১-৫৪) ১০১/০ আনা, ৩৲ টাকা সুদের ঋণপত্র (১৯৫৩-৫৫) ১০০৸৶০ আনা, ৩৲ টাকা সুদের ঋণপত্র (১৯৫৭) ১০০।৶০ আনা, ৪ টাকা সুদের ঋণপত্র (১৯৬০-৭০) ১১৩।৶০ আনা পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল।

চটকল—কলিকাতার শেয়ার বাজারে আলোচ্য সপ্তাহেও চটকলের শেয়ারসমূহের যথেষ্ট মূল্য বৃদ্ধি ঘটে এবং কাজকর্ম্মও বেশ হয়। এ্যাংলো-ইণ্ডিয়া ৪৭৮৲ টাকা, হাওড়া ৯১৸০ আনা, কামারহাটি ৭৪১৲ টাকা, রিলায়েন্স ৭৮৲ টাকা, প্রেসিডেন্সী ১২৷৷০ আনা পর্য্যন্ত আলোচ্য সপ্তাহে হস্তান্তরিত হইয়াছে।

কয়লাখনি—কলিকাতার শেয়ার বাজারে কয়লাখনির শেয়ারসমূহ আলোচ্য সপ্তাহেও সর্ব্বাপেক্ষা আকর্ষণের বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। বরাকর ৪৩৸৶০ আনা, ইকুইটেবল ৭০৲ টাকা, ধেমোমেইন ৩০।০ আনা, ইষ্টইণ্ডিয়া ৪২৷৷৶০ আনা, সাউথ করণপুরা ৩৩৷০ আনা, ষ্ট্যাণ্ডার্ড ৪৬।০ আনা পর্য্যন্ত আলোচ্য সপ্তাহে উঠিয়াছিল।

কাপড়ের কল—আলোচ্য সপ্তাহে এই বিভাগের অধিকাংশ জনপ্রিয় শেয়ারসমূহে মোটা-মুটি স্থিরভাবই পরিলক্ষিত হয়। কানপুর টেক্স-টাইল ১২৸৶০ আনা, এলগিন ৬৬।০ আনা, নিউ-ভিক্টোরিয়া ৭৸০ আনা, বেঙ্গল নাগপুর ৪৪।৶০ আনা, ডানবার ৩১৪৲ টাকা, কেশোরাম ১৭৸৶০ আনা পর্য্যন্ত আলোচ্য সপ্তাহে হস্তান্তরিত হইয়াছে।

চিনির কল—আলোচ্য সপ্তাহে এই বিভাগের অধিকাংশ শেয়ারসমূহে গত সপ্তাহের তুলনায় উন্নতির ভাব পরিস্ফুট হইয়া উঠে। কেরু এণ্ড কোং লিঃ ২৯।০ আনা, রামনগর কেইন ১৯৲ টাকা, বলরামপুর ১৬।০ আনা, বেলমুন্দ ১৫৶০ আনা, চম্পারণ ৩৮৲ টাকা পর্য্যন্ত আলোচ্য সপ্তাহে বিকি-কিনি হইয়াছে।

চা-বাগান—আলোচ্য সপ্তাহে এই বিভাগের অধিকাংশ জনপ্রিয় শেয়ারের কাজকর্ম্ম অনেকটা সীমাবদ্ধ হইলেও, মূল্যের দিক হইতে লক্ষণীয় উন্নতি দেখা যায়। সেণ্ট্রাল কাছাড় ১৪৪৲ টাকা, ফাসকোওয়া ১১৯৲ টাকা, টিনআলী ১৮৷০ আনা, টেঙ্গপানী ২৭৸০ আনা পর্য্যন্ত আলোচ্য সপ্তাহে কেনা-বেচা হইয়াছে।

ইঞ্জিনিয়ারিং—আলোচ্য সপ্তাহেও এই বিভাগের অধিকাংশ শেয়ারসমূহের ভাল কাজ-কর্ম্ম হয় এবং মূল্য বৃদ্ধি পায়। ষ্টীল কর্পোরেশন ৩৪।০ আনা, ইণ্ডিয়ান আয়রণ ৪১৷৷৶০ আনা, জেসপ ২৫৷৷৶০ আনা, কুমারধুবী ১১।০ আনা, বার্ণ এণ্ড কোং ৪১৫৲ টাকা, আর্থার বাটলার ২৫৷৷০ আনা পর্য্যন্ত আলোচ্য সপ্তাহে উঠিয়াছিল।

পাটের বাজার

কলিকাতা, ১৫ই মে :—আগামী ফসল সম্বন্ধে আশাতিরিক্ত সন্তোষজনক পূর্ব্বাভাসের ফলে আলোচ্য সপ্তাহেও পাটের বাজারে মন্দা বিরাজ করে। বর্ত্তমানে পাটকলসমূহের সম্মুখে যে শ্রমিক সমস্যা দেখা দিয়াছে যদি উহা দীর্ঘদিন বজায় থাকে তবে বর্ত্তমান বৎসরের শেষে মিল-সমূহের হাতে যে পরিমাণ পাট মজুত থাকিবার আশা করা গিয়াছিল তাহা হইতে অধিক পরিমাণ মজুত থাকিবে। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র কর্ত্তৃক চটের জন্য অর্ডার দেওয়া সত্ত্বেও পাটের বাজারে

সুবারবন ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস—২২নং ষ্ট্র্যাণ্ড রোড, কলিকাতা। ফোন : ক্যাল—৪৮৬১

শাখাসমূহ

টালীগঞ্জ (৫৪নং টালীগঞ্জ সারকুলার রোড), দক্ষিণ কলিকাতা (২৬।১, রসা রোড), টালা, দমদম, বরানগর, আলমবাজার ও দেওঘর

ম্যানেজিং ডাইরেক্টর : মিঃ বি সি দাস, এম-এ, বি-এল

ইউনাইটেড ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন লিমিটেড

হেড অফিস :—২০।১ সি, লালবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শাখা :—বড়বাজার, শ্যামবাজার (কলিকাতা), গোপালগঞ্জ, মাদারীপুর, চরমুগুরিয়া, ভাঙ্গা (ফরিদপুর), নওপাড়া (যশোহর), মরেলগঞ্জ (খুলনা), সোনামুখী, বাঁকুড়া, কিরনাহার (বীরভূম)।

চলতি হিসাবে সুদ বার্ষিক শতকরা ১৲, সেভিংস শতকরা ২৷৷০
স্থায়ী আমানতে উচ্চহারে সুদ দেওয়া হয়।
সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

ভারতের সুবৃহৎ প্রতিষ্ঠান—

ওরিয়েণ্ট সেফ্ এণ্ড ক্যাবিনেট ষ্টোরস

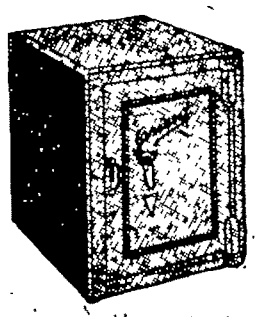

চোর ডাকাত ও আগুন হইতে যদি আপনার মূল্যবান দ্রব্যাদি রক্ষা করিতে চান তবে ওরিয়েণ্ট সেফ্, ক্যাবিনেট, ষ্ট্রংরুম ডোর, ক্যাশবাক্স ও তালা ব্যবহার করুন।

ফোন : বি, বি ৫৮৯৩

শো রুম :—১৩৩নং ক্যানিং ষ্ট্রীট (অ্যাকসন লেন সাইড), কলিকাতা।

টেলিগ্রাম—Assambank
টেলিফোন—কলি: ৬৯৪০

দি ব্যাঙ্ক অব আসাম

— লিমিটেড —

(১৯৩৬ সালে স্থাপিত)
হেড অফিস—শিলং
কলিকাতা অফিস—৬ নং ক্লাইভ রো।
শাখাসমূহ :—বড়পেটা, যুবড়ী, গৌহাটী, গোয়ালপাড়া, নওগাঁ (আসাম)।

আদায়ীকৃত মূলধন ও রিজার্ভ— ৬,০০,০০০৲ টাকার উপর
আমানত— ৬০,০০,০০০৲ টাকা
কার্য্যকরী মূলধন ৭৪,০০,০০০৲ টাকা

ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত সমস্ত প্রকার কাজ করা হয়।

এ বি দত্ত, এম-এ, এফ আর ইকন
এস, এ আই বি'র (লণ্ডন) সার্টিফিকেটপ্রাপ্ত
কলিকাতাস্থ এজেণ্ট।

এইচ ব্যানার্জ্জি, বি-এ,
এ আই বি'র (লণ্ডন) সার্টিফিকেটপ্রাপ্ত
ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

বিশেষ উল্লেখযোগ্য পরিবর্ত্তন দেখা যায় নাই। মিলসমূহ চট ও থলে সরবরাহের, অর্ডারের সর্ব্বোচ্চ মূল্য পাইতেছে না বলিয়া পাটক্রয়ে অধিকতর আগ্রহ প্রকাশ করিতেছে না। বিক্রেতাগণও পাটবিক্রয়ে বিশেষ উৎসাহী নয়। সর্ব্বনিম্নদরে সামান্য কেনাবেচা হইয়াছে।

পুরাতন পাটের সুপারভাইজড্, জাত মিডল্ ও বটম্ শ্রেণী যথাক্রমে ১৫৲ টাকা ও ১২৲ টাকা দরে বিক্রীত হইয়াছে। নূতন পাট মণপ্রতি ॥০ আনা অধিক দরে বিক্রীত হইয়াছে।

পাকা গাঁইট বিভাগে রপ্তানীর পরিমাণ সামান্য, ডাণ্ডী ডেইজী শ্রেণীর গাঁইট ৭৭৲ টাকা দরে বিক্রয় হইয়াছে। এস এম আর ও কাটিং শ্রেণীর পাটে সামান্য চাহিদা আলোচ্য সপ্তাহে লক্ষিত হইয়াছে।

পাটজাত দ্রব্যের বাজারেও স্তিমিত ভাব পরিলক্ষিত হয়। শ্রমিক সমস্যা তীব্র থাকা সত্ত্বেও গত মাসের উৎপাদনের পরিমাণ তৎপূর্ব্ব মাসের পরিমাণ হইতে বৃদ্ধি পাইয়াছে। ভারতীয় পাটকল সমিতির রিপোর্টে প্রকাশ, মে মাসে মোট ৭৫৭০৩ টন চট ও ১০২২০৮ টন থলে উৎপাদিত হইয়াছে। এপ্রিল মাসে এই পরিমাণ যথাক্রমে ৭৫৫৭১ টন ও ৯৯২০৫ টন ছিল।

মেসার্স সিনক্লেয়ার মারে এণ্ড কোং লিঃ এর ৯ই জুন তারিখের রিপোর্ট অনুসারে বাংলা-দেশে পাট চাষের নিম্নরূপ অবস্থার খবর পাওয়া গিয়াছে :—দুই একটি স্থানে অতিবৃষ্টি হইয়াছে। তাহাছাড়া সাধারণ আবহাওয়া ফসলের পক্ষে অনুকূল। ফসলের অবস্থাও সন্তোষজনক। নদীসমূহে জল বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং তাহারা এখন পূর্ব্ব বৎসরের তুলনায় প্রায় স্বাভাবিক অবস্থায় আসিয়াছে।

ভারতের প্রাচীনতম বীমা প্রতিষ্ঠান

বম্বে মিউচুয়াল

লাইফ এসিওরেন্স সোসাইটি লিঃ

[প্রতিষ্ঠিত — ১৮৭১ সাল]

বীমা করুন

— এই কোম্পানীর বৈশিষ্ট্য —

- কোম্পানীর সমগ্র লাভ পলিসিগ্রাহকদের মধ্যে বণ্টিত হয়।
- অতিরিক্ত প্রিমিয়াম না দিয়াও স্থায়ী অকর্ম্মণ্যতার জন্য সুযোগ-সুবিধা পাওয়া যায়।
- যৎসামান্য প্রিমিয়াম দিলে দুর্ঘটনাজনিত ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করা হয়।
- কোম্পানীর তহবিলের পরিমাণ ৩ কোটী টাকার উপর।

বিস্তৃত বিবরণের জন্য নিম্ন ঠিকানায় আবেদন করুন :—

দস্তিদার এণ্ড সন্স
চীফ এজেণ্টস্
২নং রয়েল এক্সচেঞ্জ প্লেস :: কলিকাতা।

ফোন :—ক্যাল : ১০১৮

তুলা ও কাপড়

কলিকাতা, ১৫ই জুন—আলোচ্য সপ্তাহে বোম্বাইয়ের তুলার বাজারে গত সপ্তাহের তুলনায় তেজীভাব পরিস্ফুট হইয়া উঠে। বোম্বাইয়ের তুলার বাজারে ক্রেতাধিক্য হওয়াই উহার প্রধানতম কারণ। গত শুক্রবার বোম্বাইয়ের তুলার বাজারে জুলাই মাসে ডেলিভারি দেওয়ার সর্ত্তের ঝরিলা তুলার দর ছিল ৪১২৸০ আনা। অদ্য শুক্রবার তাহা ৪১৩৲ টাকা দাঁড়াইয়াছে। বোম্বাইয়ের তুলার বাজারে গত শুক্রবার সেপ্টেম্বর মাসে ডেলিভারি দেওয়ার সর্ত্তের ঝরিলা তুলার দর ছিল ৪২৮।০ আনা। অদ্য শুক্রবার তাহা (সর্ব্বোচ্চ) ৪৩২৲ টাকা দাঁড়াইয়াছে।

কাপড়—আলোচ্য সপ্তাহেও কলিকাতার কাপড়ের বাজারে বিকিকিনি একান্তভাবেই সীমাবদ্ধ থাকে। চাহিদার তুলনায় যোগান একান্ত সীমাবদ্ধ হওয়ায় ওয়ার্ড কমিটিগুলি সুষ্ঠুভাবে গত ৭ই মে হইতে কলিকাতায় সাময়িকভাবে যে বস্ত্র বরাদ্দ-ব্যবস্থা চালু হইয়াছে তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে পারেন নাই। ডিরেক্টর অব এনফোর্সমেণ্ট আশা করেন যে, অদূর ভবিষ্যতেই কলিকাতায় পূর্ণাঙ্গ বস্ত্র বরাদ্দ ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হইবে। আলোচ্য সপ্তাহেও মফঃস্বলের স্থানে স্থানে তীব্র বস্ত্রাভাব অনুভূত হয় এবং বস্ত্রাভাবের দরুণ মফঃস্বলে আত্মহত্যার সংবাদও পাওয়া যায়।

সোনা ও রূপা

কলিকাতা, ১৫ই জুন—আলোচ্য সপ্তাহেও গত সপ্তাহের তুলনায় কলিকাতা ও বোম্বাইয়ের বাজারে সোনার দরে তেজীভাব দেখা যায়। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক গত সপ্তাহের তুলনায় আলোচ্য সপ্তাহে সোনার দর (গড়পড়তায়) বৃদ্ধি করার ফলেই আলোচ্য সপ্তাহে সোনার দরে লক্ষণীয় উন্নতিভাবের প্রধানতম কারণ। গত শুক্রবার রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ২০ হাজার তোলা সোনা প্রতি ভরি ৭৬৸০ আনা দরে বিক্রয় করিয়াছিলেন। আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক (সোমবার হইতে অদ্য শুক্রবার পর্য্যন্ত) ১ লক্ষ ৩ হাজার তোলা সোনা বিক্রয় করিয়াছেন। গত সপ্তাহে কলিকাতা ও বোম্বাইয়ের বাজারে প্রতি ভরি সোনার দর ছিল যথাক্রমে ৭৭।০ আনা ও ৭৬৸০ আনা। অদ্য তাহা যথাক্রমে ৭৮।০ আনা ও ৭৮৲ টাকা দাঁড়াইয়াছে। কলিকাতা ও বোম্বাইয়ের বাজারে প্রতি শত গিনি বর্ত্তমানে যথাক্রমে ৫২।০ আনা ও ৫১৸০ আনা দরে বিক্রয় হইতেছে।

রূপা—আলোচ্য সপ্তাহেও সোনার দর বৃদ্ধির সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া গত সপ্তাহের তুলনায় রূপার দরেও তেজীভাব পরিলক্ষিত হয়। গত শুক্রবার রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ১০০ বার রূপা প্রতি ১০০ ভরি ১৩৪।০ আনা দরে বিক্রয় করিয়াছিলেন। আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক গত সপ্তাহের তুলনায় রূপার দর (গড়পড়তায়)—বৃদ্ধি করার ফলেই রূপার দরে উন্নতিভাবের প্রধানতম কারণ। গত সপ্তাহে কলিকাতা ও বোম্বাইয়ের বাজারে প্রতি ১০০ ভরি রূপার দর ছিল যথাক্রমে ১৩৪৷০ আনা ও ১৩৪৸০ আনা। অদ্য তাহা যথাক্রমে ১৩৬৷০ আনা ও ১৩৫৸০ আনা দাঁড়াইয়াছে। আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ৫৪০ বার রূপা (সোমবার হইতে অদ্য শুক্রবার পর্য্যন্ত) বিক্রয় করিয়াছেন।

বস্ত্রাভাবে তরুণীর আত্মহত্যা—সম্প্রতি বাঁকুড়ার কিষাণ সভার আফিসে সংবাদ আসিয়াছে যে, ওন্দা থানার অধীন ইটাপাড়া গ্রামের অক্রুর সূত্রধরের ১৭ বৎসর বয়স্কা পত্নী একখানা শাড়ী না পাওয়ায় আত্মহত্যা করিয়াছে। এই সম্পর্কে প্রকাশ যে, সে যাত্রাভিনয় দেখিতে যাইবার জন্য তাহার স্বামীর নিকট একখানা শাড়ী চাহে। তাহার স্বামী অনেক চেষ্টা করিয়াও শাড়ী সংগ্রহ করিতে না পারায় তরুণী নৈরাশ্যে আত্মহত্যা করে।

ভোটার তালিকা প্রণয়ন—বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদ ও ব্যবস্থাপক সভার নির্ব্বাচক মণ্ডলীর তালিকা প্রণয়ন সম্পর্কে সরকারী মহলে অনুসন্ধান করিয়া জানা গিয়াছে যে, বিভিন্ন নির্ব্বাচন কেন্দ্রের ভোটারদের নামের তালিকা প্রস্তুতের জন্য ইতিপূর্ব্বে যে সময় নির্দ্ধারণ করা হইয়াছে গবর্ণমেণ্ট তাহা আর বাড়াইতে চাহেন না।

শেয়ার বিক্রয়ের বিধিনিষেধ—১৪নং ক্লাইভ-রো স্থিত কলিকাতা চেম্বার অব কমার্সের তরফ হইতে ভারত সরকারের রাজস্ব বিভাগের নিকট বর্ত্তমানে লিমিটেড কোম্পানীর শেয়ার বিক্রয়ের যে বিধিনিষেধ রহিয়াছে তাহা তুলিয়া দিবার জন্য এক আবেদন প্রেরিত হইয়াছিল। এই আবেদনের উত্তরে রাজস্ব বিভাগ হইতে জানান হইয়াছে যে, এক্ষণে এই বিধিনিষেধ তুলিয়া দিতে গবর্ণমেণ্ট প্রস্তুত নহেন।

কাশ্মীরে রেলপথ নির্ম্মাণের পরিকল্পনা—নয়াদিল্লীর সাম্প্রতিক সংবাদে প্রকাশ যে, কাশ্মীর ভারতের অবশিষ্টাংশের সহিত রেলপথ দ্বারা সংযুক্ত হইবে। যুদ্ধোত্তর যুগে এই রেলওয়ে পরিকল্পনা ব্যতীত প্রথম দশ বৎসরে প্রতি বৎসর পাঁচশত মাইল হিসাবে ৫ হাজার মাইল রাস্তা নির্ম্মাণের পরিকল্পনা করা হইয়াছে বলিয়াও প্রকাশ। এই সম্পর্কে আরও প্রকাশ যে, সর্ব্বাপেক্ষা পশ্চাৎপদ উড়িষ্যা প্রদেশ রেলওয়ে নির্ম্মাণ ব্যাপারে প্রথম স্থান অধিকার করিবে। বিহার, বাংলা এবং সিন্ধু প্রদেশেও রেলওয়ের প্রসার লাভ ঘটিবে বলিয়া প্রকাশ।

অক্ষয় কুমার লাহা
রং
কলিকাতা

টেলিগ্রাম—"আর্থিক মান"— পোঃ বক্স কেল—৬৫৯

প্রগতিশীল জাতীয় আর্থিক প্রতিষ্ঠান

ব্যাঙ্ক অব কামরূপ লিঃ

হেড অফিস : ৭নং সোয়ালো লেন, কলিকাতা

ম্যানেজিং ডাইরেক্টর—শ্রীঅমলেন্দু বাগচী

উন্নতিশীল বীমা কোম্পানী

আর্য্যস্থানে

বীমা করিয়া

ব্যবসায়ে লাভের টাকার সংস্থিতি ও আয়করের গুরু ভার লাঘব করুন।

হেড অফিস

আর্য্যস্থান ইনসিওরেন্স বিল্ডিং

১৫, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ

কলিকাতা।

সাপ্তাহিক বাজার দর

	৮ই জুন	১১ই জুন	১২ই জুন	১৩ই জুন	১৪ই জুন	১৫ই জুন
সোনার দর—প্রতি ভরি (কলিকাতা) ...	৭৭।০	৭৭৷৷০	৭৭৸/০	৭৭৸৶/০	৭৮৸/০	৭৮।/০
ঐ ঐ (বোম্বাই) ...	৭৬৸৶/০	৭৭৷৷০	৭৭৷৷০	৭৮।/০	৭৮৷৷৶/০	৭৮৲
রূপার দর—প্রতি ১০০ ভরি (কলিকাতা) ...	১৩৪৷৷০	১৩৪।০	১৩৪।০	১৩৪৷৷০	১৩৬৷৷০	১৩৬৷৷০
ঐ ঐ (বোম্বাই) ...	১৩৪৶/০	১৩৪৶/০	১৩৪৷৷৶/০	১৩৫৶/০	১৩৫৸৶/০	১৩৫৸৶/০
গিনির দর—প্রতিখানা (কলিকাতা) ...	৫২।০	৫২৲	৫২৶/০	৫২৶/০	৫২।৶/০	৫৩৶০
ঐ ঐ (বোম্বাই) ...	৫১৸৶/০	৫৩৶/০	৫৩।০	৫৩।০	৫৩৷৷০	৫৩।০
রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সুদের হার (শতকরা বার্ষিক) ...	৩৲	৩৲	৩৲	৩৲	৩৲	৩৲
কোম্পানীর কাগজ—						
কোম্পানীর কাগজ—শতকরা ৩৲ সুদের ...	৯২৶/০-৯২৲	৯২৷৷০-৯২৶/০	৯৩৸৶/০-৯৩৲	৯৩৸০-৯৩৷৷৶/০	—	৯৩৷৷৬
ঐ ঐ ৩৷৷০ টাকা সুদের ...	১০১৶/০-১০১৶/০	১০১৶/০-১০১৲	১০১৸০-১০১।০	১০১৸০-১০১৷৷৶/০	১০১।৶/০-১০১।৶/০	১০১৷৷৶/০-১০১।৶/০
৩৲ টাকা সুদের ঋণপত্র (১৯৬৩-৬৫) ...	—	৯৯৲।০	৯৯৶/০	৯৯৶/০	—	—
৩৲ টাকা সুদের ঋণপত্র (১৯৬৬-৬৮) ...	—	৯৮৸৶/১০	—	৯৮।৶/০	৯৮।৶/০-৯৮।৶/০	—
৪৲ টাকা সুদের ঋণপত্র (১৯৬০-৭০) ...	—	—	—	—	১১৩।৶/০	—
৫৲ টাকা সুদের ঋণপত্র (১৯৪৫-৫৫) ...	—	—	১০১৷৷০	১০১।৶/০	—	—
ইঞ্জিনিয়ারিং ও ইলেকট্রিক—						
ইণ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড ষ্টীল কোং লিঃ ...	৪১৸০-৪১৷৷০	৪১৸৶/০-৪১৸০	৪২।/০-৪১৸৶/০	৪২৶/০-৪২৶/০	৪২।০-৪১৷৷৶/০	৪১৸/০-৪১৶/০
ষ্টীল কর্পোরেশন—অর্ডি ...	৩৪।০-৩৩৷৷৶/০	৩৪।০-৩৩৸৶/০	৩৪।৶/০-৩৪৲	৩৪।/০-৩৪৲	৩৪।০-৩৩৸৶/০	৩৩৸০-৩৩।/০
কুমারধুবী—অর্ডি ...	১০।০	১০।৶/০-১০।০	১০।৶/০-১০৶/০	১০৷৷০-১০।/০	১১৸৶/০-১০৸৶/০	১১।/০-১১৶/০
ব্রেইতওয়েইট ...	১৩/০	১৩/০-১৩৲	১২৸০	১৩৶/০-১২৷৷৶/০	—	১২৸০-১২।৶/০
জেসপ ...	২৫৷৷৶/০-২৫।৶/০	২৫৸/০-২৫৷৷৶/০	২৫৸৶/০-২৫৷৷০	২৫৸/০-২৫৷৷০	—	২৫৷৷০-২৫৶/০
মার্শালস্ ...	৫৷৷/০-৫৶/০	৫৷৷০-৫।৶/০	৫৷৷০-৫।৶/০	৫৷৷০-৫।৶/০	৫।৶/০-৫।৶/০	৫।৶/০-৫।/০
ন্যাশনাল আয়রণ এণ্ড ষ্টীল ...	—	১২৶/০-১২৶/০	১২৶/০-১২৶/০	১২৶/০	১২৶/০	—
আর্থার বাটলার ...	—	—	২৫।০	—	২৫৷৷০	—
হিন্দুস্থান মোটরস্ ...	—	৪।১০-৪৶/০	৪৶/০	৪৶১০-৪৶/০	৪।৶/০-৪৶১৫	৪৶/০
ক্যালকাটা ইনসিওরেন্স ...	—	—	—	—	১২৲	১২৲
খনি—বার্মা কর্পোরেশন ...	৫৷৷৶/০	৫৷৷৶/০-৫৷৷৶/০	৫৷৷৶/০-৫৷৷৶/০	৫৷৷৶/০-৫৷৷৶/০	৫৷৷৶/০-৫৷৷৶/০	৫৷৷/০
ইণ্ডিয়ান কপার কর্পোরেশন ...	৩৶/০-৩৶/০	৩।০-৩৶/০	৩।/০-৩৶/০	৩।/০-৩।০	৩।০-৩৲	—
ব্যাঙ্ক—রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া ...	—	১৩৭৲	১৩৬৷৷০	১৩৭৲	১৩৬৷৷০	১৩৬৷৷০
ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক ...	—	—	—	—	—	—
ক্যালকাটা ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক ...	১৫৷৷৶/০	১৫৸০	১৫৸৶/০-১৫৸০	১৫৸৶/০-১৫৸০	১৫৸০	১৫৸০-১৫৷৷৶/০
বেঙ্গল সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক ...	১৩৷৷/০	১৩৷৷/০	১৩৷৷৶/০	১৩৷৷৶/০	১৩৷৷৶/০	১৩৷৷৶/০
কুমিল্লা ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন ...	১৫।৶/০-১৫৶/০	১৫।৶/০	—	১৪।০	১৪৷৷০	১৪৷৷৶/০
মহালক্ষ্মী ব্যাঙ্ক ...	—	—	১২।০	—	—	—
নিউ ষ্ট্যাণ্ডার্ড ব্যাঙ্ক ...	—	—	—	—	—	—
হিন্দুস্থান কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক ...	—	—	—	—	—	—
নাথ ব্যাঙ্ক ...	—	৩১।০	—	—	—	—
কয়লা—বরাকর কোল্ কোং ...	৪২৸৶/০-৪২৷৷০	৪৩।০-৪২৸৶/০	৪৩৸৶/০-৪৩।০	৪৩৸০-৪৩।৶/০	৪৩৷৷৶/০-৪২৸০	৪৩৲-৪২।/০
ভালচের ...	১২৸৶/০-১২৷৷/০	১২৸/০-১২৷৷/০	১২৷৶/০-১২৷৷৶/০	—	১২৷৷০	১২৷৷০-১২।০
রাণীগঞ্জ ...	৬৩।০-৬২৲	৬২।০-৬১৲	৬১৸০-৬১৷৷০	৬১৶/০-৬২৲	৬১৷৷০-৬০৸০	৬১৶/০-৬০৷৷৶/০
ইকুইটেবল ...	৬৯৷৷৶/০-৬৮৷৷০	৬৯৸৶/০-৬৯৷৷/০	৭০৲-৬৯৷৷০	৬৯৷৶/০-৬৯।০	৬৯৷৷০-৬৮৷৷০	—
সাউথ করণপুরা ...	৩৩৲-৩২৸৶/০	৩২৸৶/০-৩২৷৷/০	৩৩৶/০-৩৩৲	৩৩৲-৩২।/০	৩২৷৶/০-৩২৲	৩১৸৶/০-৩১।৶/০
ভুলনবয়ারি ...	৩৩৸৶/০-৩২৸৶/০	৩৩৷৶/০	৩৩৸৶/০-৩৩৷৷৶/০	৩৩৷৶/০-৩৩৷৷০	৩৩৶/০	—
সেণ্ট্রাল কারকেণ্ড ...	৪৩৲-৪২।০	—	৪৩৲-৪২৷৷৶/০	—	—	—
নিউ চুরুলিয়া ...	১৩৷৷৶/০-১৩৷৷০	—	১৩৷৷০	—	—	—
ষ্ট্যাণ্ডার্ড ...	—	৪৪৶/০-৪৫৷৷৶/০	৪৬৸/০-৪৪।০	৪৫৸০-৪৫।৶/০	—	৪৪৷৷৶/০-৪৪।৶/০

সেনট্রাল ক্যালকাটা ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস—৯-এ, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা ফোন কলিঃ ২১২৫,৬৪৮৩।

শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র দত্ত, আই, সি, এস (অবসর প্রাপ্ত)
ডিরেক্টর বোর্ডের চেয়ারম্যান

—শাখাসমূহ—

শ্যামবাজার	সিরাজগঞ্জ	জলপাইগুড়ি	ভাটপাড়া	পাটনা	সাহাজাদপুর
দক্ষিণ কলিকাতা	দিনাজপুর	বর্দ্ধমান	হিলি (দিনাজপুর)	কুচবিহার	আলিপুর দুয়ার
নিউ মার্কেট	সৈয়দপুর	আসানসোল	বালুরঘাট	বেনারস	বাঁকুড়া
নৈহাটী	রংপুর	সিউড়ী	দুবরাজপুর (বীরভূম)	এলাহাবাদ	লাহিড়ী-মোহনপুর
কাঁচরাপাড়া	নীলফামারী	পাবনা	আজমপড়	জৌনপুর	

সুদের হার ও অন্যান্য বিষয় পত্র লিখিলে জানান হইয়া থাকে।
ম্যানেজিং ডিরেক্টর—মিঃ ডি, রায়।

হেড অফিস বি.বি. ৪১৮ ★ স্থাপিত ১৯২৯ ★ ক্লাইভ ষ্ট্রীট বি.বি.২৯৮০

পূরবীক ব্যাঙ্ক লিমিটেড

৬১, বহুবাজার ষ্ট্রীট ★ ৮১, ক্লাইভ ষ্ট্রীট
কলিকাতা

অন্যান্য শাখা :—চট্টগ্রাম, চন্দননগর, রাজসাহী, সিরাজগঞ্জ, জলপাইগুড়ি, মৈমনসিং ও সান্তাহার।
— সুদের হার —
কারেণ্ট ১/২% সেভিং ব্যাঙ্ক ২
বাজার চলতি শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় হয়।
অন্যান্য ডিপোজিট, লোন ও ওভারড্রাফ্ট সম্বন্ধে পত্র লিখুন

চেয়ারম্যান : শ্রী মতিলাল রায়।

সাপ্তাহিক বাজার দর

	৮ই জুন	১১ই জুন	১২ই জুন	১৩ই জুন	১৪ই জুন	১৫ই জুন
কাপড়ের কল—নিউ ভিক্টোরিয়া কটন মিলস লিঃ	—	৭।০	৭।৶০-৭।৶০	৭৸০-৭।৶০	৭৸৶০-৭।৶০	৭৷৶০-৭৷৷০
বেনারস	—	—	—	১১।০-১১৶০	১১।০-১১৶০	—
কানপুর টেক্সটাইলস্	১২৶০	১২৶০-১২।০	১২৷৶০-১২৷৷০	১২৸০-১২৷৷০	১২৸৶০-১২৷৷৶০	১৩৷৶০-১২।৶০
এলগিন কটন মিলস লিঃ	৬৩৷৶০-৬৩৷৷০	৬৩৸০-৬৩।৶০	৬৫৷৷৶০-৬৫৲	৬৬৶০-৬৫।৶০	৬৬।০-৬৬৲	—
কেশোরাম	—	—	১৮৲	—	১৭৸৶০	—
বঙ্গশ্রী	১৪।০-১৪৲	—	১৪৲	১৪৲	১৪৲	১৪।০
বঙ্গেশ্বরী কটন মিলস্	৭।৶০-৭।৶০	—	৭।০	৭।০	৭।০	৭।৶০
কাগজের কল—ইণ্ডিয়া পেপার পাল্প লিঃ	—	২২৭৷৷০	২২৮৲-২২৭৲	—	২২৭৲	—
শ্রীগোপাল পেপার মিলস লিঃ	১৮।০	—	১৮।৶০-১৮।০	—	—	—
টিটাগড়	২৮৸০-২৮৷৷০	২৯৲-২৮৸০	৩০।০-২৮৸৶০	৩০৸৶০-৩০৲	৩০৸০-৩০।৶০	৩০।০-৩০।৶০
চটকল—অকল্যাণ্ড জুট মিলস লিঃ	—	—	—	—	৩৪১৲	৩৩৭৷৷০
এ্যাংলো ইণ্ডিয়া জুট মিলস লিঃ	৪৮৫৲-৪৮৪৲	৪৮২৲-৪৭২৷৷০	৪৮৩৲-৪৮২৷৷০	৪৮১৲	—	৪৮৫৲-৪৭৭৲
কামারহাটি	৭৪৬৲-৭৪৫৲	৭৪৪৲	৭৪৬৲	৭৪৩৲	৭৪১৲	—
নদীয়া	১৩৪৲	১৩২৲	১৩৩৲	১৩২।০	—	—
প্রেসিডেন্সী	১২৸০-১২৷৷০	১২৷৶০-১২৷৷০	১২৷৷৶০-১২৷৷৶০	১২৷৷৶০-১২৷৷৶০	১২৷৷৶০-১২।৶০	১২৷৷৶০-১২৷৷০
রিলায়েন্স	—	৭৮৶০	—	—	৭৮৲	—
কাঁকনাড়া	৬২৭৲-৬২৫৲	—	৬২৪৲	৬২৪৲-৬২৩৲	—	—
হাওড়া	৯৩৸০-৯৩৷৷৶০	৯২।০	৯২৷৷৶০-৯২৷৷০	৯২।৶০-৯১৸০	৯২৲-৯১।০	৯১৷৷৶০-৯০৸০
ডালহৌসী	—	—	—	—	—	—
বজবজ	৫৫৫৲-৫৫২৲	—	৫৫৪৲	৫৫৩৷৷০	—	—
ষ্ট্যাণ্ডার্ড	—	৩১০৲	৩০৯৲	—	৩০৫৲	—
এলায়েন্স	৬৭৮৲-৬৭৭৲	৬৭৬৲-৬৭৫৲	৬৭৬৲	৬৭৭৲-৬৭৬৲	৬৭৭৲	—
চিনির কল—বেলসুন্দ সুগার কোং লিঃ	—	১৫।৶০-১৫।০	১৫।৶০-১৫৲	১৫।৶০-১৫।০	১৫।৶০-১৫৶০	—
চম্পারণ সুগার কোং লিঃ	—	৩৯।০-৩৯৶০	৩৮৸০	—	৩৮৲	—
কেরু এণ্ড কোং লিঃ	২৯।০-২৮৷৷০	২৯৷৷০-২৯৲	২৯৷৷৶০-২৮৸৶০	২৮৸৶০-২৮৷৷০	২৮৸৶০-২৮৲	২৮৶০-২৭৸৶০
চা বাগান—চন্দননগর টি	—	—	—	—	—	—
ইষ্টার্ণ হিন্দুস্থান	—	—	—	—	—	—
কল্যাণী	—	—	—	—	—	—
লেবং এণ্ড মিনারেল	—	—	—	—	—	—
ভেজপুর	—	—	—	—	—	—
বিশ্বনাথ	—	—	—	—	—	—
বিবিধ—ডালমিয়া সিমেণ্ট কোং লিঃ	১৭৸০	১৭৷৷০-১৭৷৶০	—	—	১৭৷৷৶০-১৭৷৷৶০	১৭।৶০
বি আই কর্পোরেশন	৬।৶০	৬৷৷০-৬৷৶০	৬৸৶০-৬৷৷৶০	৬৷৶০-৬৷৷৶০	—	—
মেদিনীপুর জমিদারী কোং লিঃ	১৮৮৲-১৮৬৲	১৮৮৷৷০-১৮৫৲	১৮৮৲-১৮৬৲	১৮৮৲-১৮৪৷৷০	১৮৫৲-১৮৪৲	—
রোটাস ইণ্ডাষ্ট্রীজ লিঃ	১৬৶০	—	১৪৸৶০	১৬৶০-১৫৸৶০	১৫৶০-১৬৲	—
ইণ্ডিয়া জেনারেল নেভিগেশন কোং লিঃ	—	—	১৯৪৲	১৯৫৲-১৯৩৲	১৯৫৲	১৯২৲
আসাম-বেঙ্গল সিমেণ্ট	—	—	১৯৷৶০-১৯৷৷০	১৯৷৷০-১৯৷৶০	—	—
ন্যাশনাল ইনসুলেটেড কেবলস	—	—	—	—	—	—
নিউ এসিয়াটিক ইনসিওরেন্স	৯৶০	—	—	—	৯।০-৯।০	—

ইণ্ডিয়ান
ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক লিঃ
হেড অফিস—৮, লায়ন্স রেঞ্জ, কলিকাতা
ক্লিয়ারিং-এর
সুবিধাযুক্ত সম্ভ্রান্ত প্রতিষ্ঠান।
সহজ সর্ত্তে টাকা কর্জ্জ দেওয়া এবং বিল ডিস্কাউণ্ট করা হয়।
ফিক্সড ডিপোজিট এবং অন্যান্য আমানতের উপর সুদের হার লাভজনক।
ব্যাঙ্কের "গাইড-টু-ইন্‌ভেষ্টারস্"-এর জন্য আবেদন করুন।
ব্রাঞ্চসমূহ—
বোম্বে, ঢাকা, দীঘিরপার, নবদ্বীপ, বড়বাজার, চাইবাসা, চক্রধরপুর, সাউথ কলিকাতা, রায়পুর, আজারিয়া, গৌহাটী, গোপালদী, নারায়ণগঞ্জ, নবাবগঞ্জ, নওগাঁ (আসাম), বাঘিয়া, সাটুরিয়া (ঢাকা), ও বেড়া (পাবনা)।
আর, রায়—ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

নিরাপত্তা ও কার্য্যতৎপরতার জন্য
ইষ্টার্ণ ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিমিটেড
রেজিঃ অফিস—ঢাকা :: কলিকাতা অফিস—১৪, ক্লাইভ ষ্ট্রীট।
স্থাপিত—১৯২৮ ফোন : কলিঃ—৪৪০১
শাখাসমূহ
বরিশাল, ভোলা, চট্টগ্রাম, নারায়ণগঞ্জ, পাইরাদ্দা, শ্রীহট্ট ও সুনামগঞ্জ।
দক্ষিণ কলিকাতা অফিস—
৩৯।২-এফ, মনোহরপুকুর রোড।
(১নং হিন্দুস্থান পার্কের সম্মুখ)
আধুনিক সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।
বি, এম, ভট্টাচার্য্য—ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

ক্লিয়ারিং-এর সুবিধা সহ জাতীয় আর্থিক প্রতিষ্ঠান
শিলং ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন লিঃ
টেলিঃ SHILLBANK হেড অফিস—শিলং ফোন : শিলং—১৬৬
কলিকাতা শাখা :—১৫নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, টেলিঃ BANKSHILLO ফোন : ক্যাল ৪৪৫৪
অন্যান্য শাখা—শ্রীহট্ট, হবিগঞ্জ, করিমগঞ্জ, গৌহাটী ও নওগাঁ (আসাম)।
শ্রীপ্রফুল্লকুমার চৌধুরী, ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

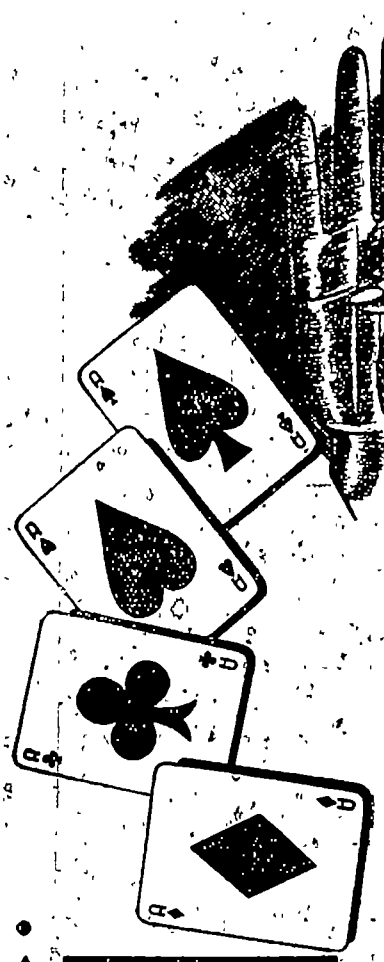

শীর্ষের চারিটি

ব্রিজ খেলার "নোট্রাম্পের" চারটী টেক্কার মতই জুয়েলের সুপ্রসিদ্ধ কেশতৈল চতুষ্টয়—ইহাদের দীর্ঘস্থায়ী সুরভি ও অনুপম গুণের জন্যই তৈল জগতে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া শ্রেষ্ঠ সম্মান লাভ করিয়াছে।

♠ কোকোলা ♣ জুয়েল আমলা
♠ কল্যানী ♦ ত্রিগুণ
কেশ তৈল

জুয়েল অফ্ ইণ্ডিয়া, কলিকাতা

আর মিত্রের ময়ূরমার্কা তিলতৈল

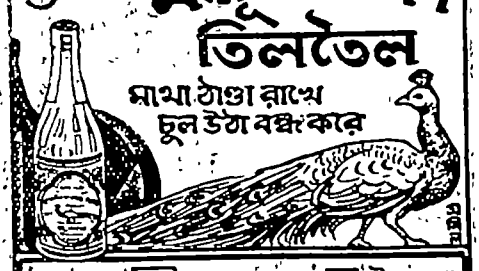

আর মিত্র — পারফিউমার
২৭নং বিবেকানন্দ রোড, কলিকাতা

আপনার নিজস্ব প্রতিষ্ঠান

দি

হুগলী ব্যাঙ্ক

লিমিটেড

৪৩নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
ফোন : ক্যাল ২২৬০ (তিন লাইন)

১৪-২-১৩৫২ তারিখের হিসাব

	টাকা
আদায়ীকৃত মূলধন ও সংরক্ষিত তহবিল	১৪,৪৪,০০০৲
নগদ, কোম্পানীর কাগজ, ইত্যাদি	১,৪৪,৪১,০০০৲
আমানত	২,৩৩,০৩,০০০৲
কার্য্যকরী মূলধন	২,৬৮,৭৪,০০০৲

আমাদের নির্ভরযোগ্যতাই আপনার অনাগত সুদিনের নিশ্চিত নিদর্শন।

স্থাপিত—১৯২৯

ব্যাঙ্ক অব কমার্স লিঃ

(সিডিউলভুক্ত)

হেড অফিস—১২নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

অনুমোদিত মূলধন	২০,০০,০০০৲	টাকা
বিলিকৃত বা বিক্রীত মূলধন...	১০,৩২,৩২০৲	„
আদায়ীকৃত „ ...	৯,৬৬,১৮৯৲	„
কার্য্যকরী „ ...	৯৫,০০,০০০৲	„ উপরে

শাখাসমূহ :—কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা, বালিগঞ্জ, খিদিরপুর, বর্দ্ধমান, খুলনা, বাগেরহাট, দৌলতপুর এবং ঢাকা।
সর্ব্ব প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

নাথ ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস—১৩৫, ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
ফোন ক্যাল ৩২৫৩ (৩ লাইন)

—অফিসসমূহ—

কলিকাতা—শ্যামবাজার, হাটখোলা, বালিগঞ্জ, লেক মার্কেট, বড়বাজার, বহুবাজার, ভবানীপুর, হ্যারিসন রোড, হাওড়া। বাঙ্গলা—নোয়াখালি, চৌমুহনী, চট্টগ্রাম, ময়মনসিংহ, ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, চাঁদপুর (পুরাণবাজার), কুষ্টিয়া। যুক্তপ্রদেশ—দিল্লী, নয়াদিল্লী, লক্ষ্ণৌ, কাণপুর, মেষ্টন রোড (কাণপুর)। বিহার—পাটনা, পাটনা সিটি, জামসেদপুর, সাকচি, চাইবাসা, ঝরিয়া, মজঃফরপুর, ভাগলপুর। আসাম—গৌহাটী, ধুবড়ী, তেজপুর, শিলং, নওগাঁও। বোম্বাই—বোম্বাই।

কে, এল, দালাল, ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

লিলি বিস্কুট

লিলি বিস্কুট স্বাদে ও গুণে— অপরাজেয়

লিলি বিস্কুট কোং · কলিকাতা

লিলি বার্লি
আদর্শ পথ্য ও পানীয়

লিলি-বার্লি

লিলি বিস্কুট কোং · কলিকাতা

১২২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা—আর্থিক জগৎ প্রেসে শ্রীযতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য দ্বারা সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

PHONE :—B. B. 6382 REGD. NO. C. 2506

আর্থিক জগৎ

ARTHIK JAGAT

ব্যবসা-বাণিজ্য-শিল্প-অর্থনীতি-বিষয়ক সাপ্তাহিক

মূল্য—বার্ষিক সডাক ৯৲ সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য প্রতি সংখ্যা ৶০ আনা

অষ্টম বর্ষ] Monday, 25th June, 1945. সোমবার, ১১ই আষাঢ় ১৩৫২ [৮ম সংখ্যা

ব্রহ্মদেশ হইতে চাউল আমদানী

গত ১৯৪৩ সালে বাঙ্গলায় মারাত্মক দুর্ভিক্ষ আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। যদিও সে দুর্ভিক্ষের অবসান ঘটিয়াছে তবু দেশে চাউলের দুর্ম্মূল্যতা এখনও তেমন কমিতেছে না। যুদ্ধের পূর্ব্বে চাউলের মণপ্রতি মূল্য ছিল ৪ টাকা। রেশন ব্যবস্থার আমলে কলিকাতায় সেই স্থলে বর্ত্তমানেও মণপ্রতি ১৬।০ আনা দরে চাউল বিক্রীত হইতেছে। মফঃস্বলে চাউলের দর এখনও অনেক স্থলে ১২ টাকার নিম্নে যায় নাই। আমন ধানের ক্রয়-বিক্রয় শেষ হইয়া আসার সঙ্গে কোন কোন স্থলে চাউলের মূল্য পুনরায় কিছু চড়িবার নমুনা দেখা গিয়াছে। বাহির হইতে চাউল আমদানীর ব্যবস্থা না হইলে উহার দুর্ম্মূল্যতা হ্রাস পাইবে না—কাজেই ব্রহ্মদেশ পুনরধিকৃত হওয়ার সঙ্গে ঐ দেশ হইতে উপযুক্ত পরিমাণ চাউল আমদানী হইবে আশায় লোকে দিন গণিতেছে। সম্প্রতি ইউনাইটেড প্রেস অব এমেরিকা রেঙ্গুণ হইতে খবর দিয়াছেন ব্রহ্মদেশে বর্ত্তমানে প্রচুর ধান রহিয়াছে কিন্তু চাউলের কলের যন্ত্রপাতি বিনষ্ট ও অপসারিত হওয়ায় এবং চটের থলির ভীষণ অভাব দেখা যাওয়ায় ব্যাপকভাবে চাউল উৎপাদন ও রপ্তানীর ব্যবস্থা সম্ভবপর হইতেছে না। আবশ্যকীয় যন্ত্রপাতি ও চটের থলির জন্য কলিকাতায় অর্ডার দেওয়া হইয়াছে। সে সমস্ত ব্রহ্মদেশে পৌছিতে আর বিলম্ব নাই। সে সমস্ত পৌছিলে বিস্তর পরিমাণে চাউল উৎপাদন ও বস্তাবন্দি করিয়া আগামী জুলাই মাসের মধ্যভাগ হইতেই উহা ভারতবর্ষ ও মধ্য ইউরোপে রপ্তানী করা হইবে। যুদ্ধের জন্য ব্রহ্মদেশে নূতন ধান চাষের ব্যবস্থা এ বৎসর বিশেষ অগ্রসর হয় নাই। তবে এখন হইতে সে বিষয়ে যত্ন নেওয়া হইতেছে। ফলে এ বৎসর ব্রহ্মদেশে যুদ্ধের পূর্ব্ব সময়ের তুলনায় অন্ততঃ দুই-তৃতীয়াংশ ফসল উৎপন্ন হইবে বলিয়া মনে হইতেছে। বাঙ্গলা, উড়িষ্যা ও দক্ষিণ ভারতের কোন কোন স্থানে চাউলের অভাবের জন্য রেশন প্রথায় উহার বণ্টন নিয়ন্ত্রিত করা হইয়াছে। ব্রহ্মদেশ হইতে চাউলের আমদানী সুরু হওয়ার ফলে ১৯৪৬ সালের প্রথম ভাগে সেই রেশন ব্যবস্থা উঠাইয়া লওয়া সম্ভবপর হইতে পারে বলিয়া ইউনাইটেড প্রেস অব এমেরিকা আশা করিতেছেন।

চাউলের দুর্ম্মূল্যতার জন্য এদেশের লোকদিগকে যথেষ্ট দুঃখ-দুর্দ্দশা ভোগ করিতে হইতেছে। এই অবস্থায় ব্রহ্মদেশ হইতে অচিরে চাউল আমদানী হওয়ার সম্ভাবনা দেখিয়া তাহারা অনেকটা আশান্বিত হইবে। রেশন ব্যবস্থার আমলে চড়া দরে কদর্য্য চাউল খাইয়া কলিকাতার জনসাধারণ অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছে। ব্রহ্মদেশ হইতে চাউল আমদানীর ফলে সেই রেশন ব্যবস্থা উঠিয়া যাওয়ার সম্ভাবনা তাহাদিগকে উল্লসিত করিয়া তুলিবে। কিন্তু ঐ সব আশাভরসা কার্য্যতঃ কতদূর ফলবতী হইবে সে বিষয়ে নানা কারণে আমাদের মনে সন্দেহের অবকাশ রহিয়াছে। ইউনাইটেড প্রেস অব এমেরিকা ব্রহ্মদেশ হইতে অচিরে কেবল ভারতে চাউল রপ্তানীর কথা বলেন নাই, মধ্য ইউরোপেও প্রচুর পরিমাণে উহা রপ্তানী করিবার কথা বলিয়াছেন। ব্রহ্মদেশে মিত্রপক্ষীয় সামরিক কর্ত্তৃপক্ষ ঐ দেশের আগামী দুই বৎসরের ধান ফসল কিনিয়া লওয়ার সঙ্কল্প জ্ঞাপন করিয়াছেন ইহাও তাঁহারা জানাইয়াছেন। ইহাতে ভারতের জন্য ব্রহ্মদেশ হইতে অদূর ভবিষ্যতে বিশেষ কিছু চাউল বাস্তবিকই সংগ্রহ করা সম্ভবপর হইবে বলিয়া আমরা মনে করি না। সামরিক প্রয়োজন ও বাহিরের লোকদের প্রয়োজনে এদেশের চাউল ও বস্ত্র নিয়োগ করিয়া ভারতের জনসাধারণকে এ সমস্ত হইতে বঞ্চিত করিবার দৃষ্টান্ত আমরা এতদিন ভালভাবেই লক্ষ্য করিয়াছি। ঐ দুই প্রয়োজনকে বড় করিয়া দেখিতে গিয়া বৃটিশ কর্ত্তৃপক্ষ ব্রহ্মদেশ হইতে চাউল আমদানীর আশাও অনেক পরিমাণে ব্যর্থ করিয়া দিবেন বলিয়াই আমাদের আশঙ্কা হইতেছে।

সাময়িক প্রসঙ্গ

স্বর্ণের মূল্য বৃদ্ধি

ভারতে সোনার মূল্য নূতন করিয়া বৃদ্ধি পাইতে আরম্ভ করিয়াছে। জুন মাসের প্রথম দিকে বোম্বাইয়ের বাজারে প্রতি ভরি সোণার দর ৭৩ টাকা হইতে ৭৫ টাকার মধ্যে ছিল। গত ১০ই জুন তাহা ৭৬।৵০ আনা হয়। পরে ক্রমে বাড়িয়া এসপ্তাহে তাহা ৭৯৲ টাকার উপর উঠিয়াছে। স্পেকুলেটর বা ফুঁকিদারী ব্যবসায়ীদের কাজ কারবারের জন্যই যে সোনার মূল্য এই ভাবে বাড়িতেছে তাহাতে সন্দেহ নাই। সোনার স্বল্প যোগানের ভিতর তাহা কিনিয়া লইয়া ঐ শ্রেণীর ব্যবসায়ীরা প্রথম হইতেই মুনাফার সুযোগ দেখিতেছে। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কিছু বেশী পরিমাণে সোনা বিক্রয়ের চেষ্টা করায় উহাদের লাভের ব্যবসা কতকটা নিয়ন্ত্রিত হইবার নমুনা দেখা গিয়াছিল। কিন্তু এক্ষণে রিজার্ভ ব্যাঙ্কও নানা কারণে সোনা বিক্রয়ের পরিমাণ কমাইতে বাধ্য হইয়াছেন। গত সপ্তাহে ঐ ব্যাঙ্ক হইতে বোম্বাইয়ের বাজারে প্রতিদিন ৩৫ হাজার তোলা করিয়া সোনা বাজারে ছাড়া হইয়াছিল। এ সপ্তাহে তাঁহারা সোনা বিক্রয়ের পরিমাণ ২০ হাজার তোলা পর্য্যন্ত হ্রাস করিয়াছেন। ফুঁকিদারী ব্যবসায়ীদের ধারণা

বিষয়-সূচী

বিষয়	পৃষ্ঠা
সাময়িক প্রসঙ্গ	১৭৫-৭৭
নানাকথা	১৭৮
কাপড়ের কলের যন্ত্রপাতি সংগ্রহের প্রশ্ন	১৭৯-৮০
রাজনৈতিক প্রসঙ্গ	১৮১-৮২
খেয়ালীর খাতা	১৮৩-১৮৪
আর্থিক দুনিয়ার খবরাখবর	১৮৫-১৯২
কোম্পানী প্রসঙ্গ—	১৯৩-১৯৫
বাজারের হালচাল—	১৯৬-২০০

একটী প্রথম শ্রেণীর জাতীয় আর্থিক প্রতিষ্ঠান

আপনার আর্থিক ব্যবস্থা সুনিয়ন্ত্রিত করতে আপনাকে সকল প্রকার সুযোগ-সুবিধায় সাহায্য করবে।

আমাদের কলিকাতা বা অন্যান্য যে কোনও ব্রাঞ্চে লিখিলে বা উপস্থিত হলে বিস্তারিত জানতে পারবেন।

দার্জ্জিলিং ব্যাঙ্ক লিমিটেড

কলিকাতা

টেলি : "রেণবো" কলিকাতা। ফোন : পি কে—২৬৮১

বি, মুখার্জ্জী ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষের পক্ষে অদূর ভবিষ্যতে বেশী সোনা বিক্রয় করা সম্ভবপর হইবে না। যেটুকু সোনা বর্ত্তমানে তাঁহারা বাজারে ছাড়িতেছেন ভবিষ্যতে তাহাও কমাইয়া দিতে বাধ্য হইবেন। ভারতে আমেরিকান সৈন্যদের খরচপত্র নির্ব্বাহের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গবর্ণমেণ্ট রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে কিছু কিছু স্বর্ণ যোগাইতেন। এক্ষণে এদেশে আমেরিকার যুদ্ধব্যয় কমিয়া আসিবার নমুনা দেখা গিয়াছে। ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে পূর্ব্বের মত সোনা পাওয়া যাইবে না বলিয়া মনে হইতেছে। ভারতের চড়া বাজারে সোনা বিক্রয়ের লোভে বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে কিছুকাল যাবৎ ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে সোনা সরবরাহ করিয়া আসিতেছিলেন। কিন্তু ইউরোপে যুদ্ধসমাপ্তির পর বৃটেন তাহার ভবিষ্যৎ প্রয়োজনীয়তা বিবেচনা করিয়া এখন হইতে স্বর্ণ মজুত সম্বন্ধে তৎপর হইয়াছে। লণ্ডনে সোনার মূল্য প্রতি আউন্স ৮ পাউণ্ড ৮ শিলিং হইতে বাড়াইয়া ৮ পাউণ্ড ১২ শিলিং ৩ পেনী নির্দ্ধারণ করাতে তাহা ভালভাবেই বুঝা গিয়াছে। কাজেই অদূর ভবিষ্যতে দক্ষিণ আফ্রিকা হইতেও সোনার যোগান বিশেষ পাওয়ার আশা নাই বলা চলে। এই ভাবে যদি বাহির হইতে সোণার আমদানী বন্ধ হয় তবে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের পক্ষে ভারতের বাজারে তাহা বেশী পরিমাণে বিক্রয় করা কঠিন হইয়া দাঁড়াইবে। এই সমস্ত দিক বিবেচনা করিয়া ঝুঁকিদারী ব্যবসায়ীরা খুবই উল্লসিত হইয়াছেন। আর বাজারে সোনার স্বল্প যোগানের কথা ভাবিয়া এখন হইতে উহার দর বাড়াইয়া দেওয়ার কার্য্যনীতিই তাঁহারা অবলম্বন করিয়াছেন। গত কয়েক দিনে সোনার বাজার বেশীরকম চড়িয়া উঠার ইহাই প্রধান কারণ। ঝুঁকিদারী ব্যবসায়ীদের এই শ্রেণীর মুনাফাবৃত্তির জন্য সাধারণের পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনেও আজ সোনা যোগাড় করা কঠিন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। দেশের কল্যাণেই ইহাদের এই মুনাফাবৃত্তি প্রতিরোধের ব্যবস্থা করা গবর্ণমেণ্টের পক্ষে একান্ত সঙ্গত।

মহাযুদ্ধের গতি

আলোচ্য সপ্তাহে এশিয়ার বিভিন্ন রণাঙ্গনের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া মনে হয় জাপানের পরাজয়ের দিন ঘনাইয়া আসিয়াছে।

ব্রহ্ম রণাঙ্গনে রেঙ্গুণ-এর ৪২ মাইল উত্তর-পশ্চিমে জাপবাহিনী পাল্টা আক্রমণ করিলে মিত্রপক্ষীয় সৈন্যদল উহাদের হঠাইয়া দিয়াছে। টোঙ্গু-মাওচী রাস্তায় এবং কালাও পাহাড় অঞ্চলে মিত্রপক্ষের অগ্রগতি বজায় আছে। প্রোমের দক্ষিণ-পূর্ব্ব দিকে অগ্রসর হইয়া বৃটিশ বাহিনী দুইটি গ্রাম দখল করিয়াছে।

প্রশান্ত মহাসাগরীয় রণাঙ্গনে ওকিনাওয়া অঞ্চলে মিত্রপক্ষীয় যুদ্ধ জাহাজসমূহ একত্রিত হইতেছে—ইহাতে খাস জাপানে আক্রমণ আসন্ন আশঙ্কা করিয়া জাপানীগণ উদ্বিগ্ন হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। এডঃ নিমিৎসের হেড কোয়ার্টার্স হইতে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, ৮২ দিন যুদ্ধের পর গত ২০শে জুন ওকিনাওয়ার যুদ্ধে জয়লাভ হইয়াছে।

পূর্ব্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে অষ্ট্রেলিয় বাহিনী লেবুয়ান দ্বীপের পূর্ব্বে ব্রুনেই উপসাগব অঞ্চলের পশ্চিমে নূতন এক স্থানে অবতরণ করিয়াছে বলিয়া প্রকাশ। বালিক পাপান তৈল অঞ্চল মিত্রপক্ষীয় বিমানবহর প্রচণ্ড আক্রমণ করিতেছে। অষ্ট্রেলিয় বাহিনী লেবুয়ান দ্বীপে মেম্পাকুল নামক স্থানেও অবতরণ করিয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে।

চীন রণাঙ্গনে সাংহাই-এর ২২৫ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত বন্দর' ওয়েনচো জাপানীগণ পুনরধিকার করিয়াছে।

ব্রহ্মদেশ হইতে বৃটিশ বাহিনী ও উত্তর-পূর্ব্ব দিক হইতে চীনাবাহিনী কর্ত্তৃক বিচ্ছিন্ন হইবার পূর্ব্বে জাপবাহিনী হয়ত সিঙ্গাপুর এলাকা ত্যাগ করিয়া পশ্চাদপসরণ করিবে। সিঙ্গাপুর হইতে ব্যাপক ও ইন্দোচীনের উত্তর দিকে রেলপথে অত্যধিক যাত্রীসংখ্যা এই অনুমান দৃঢ় করিতেছে। সুদূর প্রাচ্যস্থিত হল্যাণ্ড বাহিনীর অধিনায়ক ভাইস-এডমিরাল হেলফ্রিক-এর ধারণা জাপানের সঙ্গে যুদ্ধ কয়েক বৎসর ধরিয়া চলিবে কারণ জাপ-সেনাপতিগণ কার্য্যতঃ অনেকটা স্বাধীন সুতরাং যে-সব স্থানে ইঁহারা বর্ত্তমানে নেতৃত্ব করিতেছেন সে-সব স্থানে তাঁহারা অন্ত নিরপেক্ষ হইয়াও যুদ্ধ চালাইতে থাকিবেন।

ইউরোপে জার্ম্মানীর ধ্বংসাবশিষ্ট কারখানাসমূহ জাপানের বিরুদ্ধে কার্য্যে নিয়োজিত হইতেছে। ওয়ারস রেডিওর এক সংবাদে প্রকাশ, পোলিশ সৈন্যদল কয়লাখনি অঞ্চল টেস্‌চেন্ দখল করিয়াছে। সিরিয়ায় এখনও গোলযোগ চলিতেছে। বৃটিশ সৈন্যদল ফরাসী ও সিরিয়ানদের মধ্যে শান্তি-শৃঙ্খলা স্থাপনের চেষ্টা করিতেছে। ত্রিয়েস্তে সমস্যার সম্পূর্ণ সমাধান হইয়াছে। ভূমধ্য সাগরস্থ মিত্রপক্ষীয় চীফ অব ষ্টাফ লেঃ জেঃ উইলিয়াম মর্গানের নামানুসারে 'মর্গান লাইন' দ্বারা মিত্রপক্ষের ও-মাঃ তিতোব অধিকার সীমা নির্দ্ধারিত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। পোলা সম্পর্কে সম্পূর্ণ মতৈক্য হইয়াছে।

২২-৬-৪৫

বিক্রয় করের জুলুম

বাঙ্গলা দেশে জিনিষপত্র বিক্রয়ের উপর প্রতি টাকায় দুই পয়সা হারে কর নির্দ্ধারিত ছিল। বাঙ্গলা সরকার ২৫শে জুন হইতে ঐ কর টাকায় তিন পয়সা হারে বৃদ্ধি করার সঙ্কল্প ঘোষণা করিয়াছেন। এ প্রদেশের লোকদের নানা দুঃখদুর্দ্দশার ভিতর তাহাদের উপর নূতন করিয়া করভার চাপাইবার এই সঙ্কল্প আমাদিগকে বিস্মিত করিয়াছে।

পণ্য সামগ্রী ক্রয় বিক্রয়ের উপর কর আদায়ের নীতি প্রথমে অনেক দেশে 'পার্চ্চেজ ট্যাক্স' (Purchase Tax) বা ক্রয় কর হিসাবেই প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। পরে কোন কোন দেশের গবর্ণমেণ্ট কারসাজি করিয়া উহাকে 'সেলস্ ট্যাক্স' বা বিক্রয়-কর নামে চালাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। 'পার্চ্চেজ ট্যাক্স' নামটা সাক্ষাৎভাবে ক্রেতাদের উপর একটা অভিযান চালানোর সামিল। সেজন্য বুদ্ধিমান অর্থসচিবেরা বিক্রয়-কর নামেই উহাকে পরিচিত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু নাম যাহাই হউক জিনিষপত্রের ক্রেতাদিগকেই যে এই শ্রেণীর করের সম্পূর্ণ চাপ বহন করিতে হয় তাহাতে সন্দেহ নাই। ১৯৪১ সালে প্রথম যখন বাঙ্গলায় এই কর বসান হয় তখন বাঙ্গলার অর্থসচিব হিসাবে মিঃ এইচ্ এস্ সুরাবর্দ্দী বলিয়াছিলেন যে, ক্রেতাদের নিকট হইতে এই কর আদায় না করিয়া ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের লাভের অঙ্ক হইতে উহা আদায় করাই গবর্ণমেণ্টের লক্ষ্য। কিন্তু কার্য্যতঃ দেখা গিয়াছে যাবতীয় বিক্রয়-কর ব্যবসায়ীরা খরিদ্দারদের নিকট হইতেই আদায় করিয়াছেন। গবর্ণমেণ্টকে কর যোগাইতে গিয়া সাধারণের ক্রয়যোগ্য জিনিষের দরও ট্যাক্সের আনুপাতিক হারে বৃদ্ধি পাইয়াছে। প্রথমে টাকায় এক পয়সা হারে ট্যাক্স বসানো হইয়াছিল। নাজিম মন্ত্রিমণ্ডলীর কৃপায় তাহা এক পয়সা হইতে দুই পয়সা হারে বৃদ্ধি পায়। ৯৩ ধারা অনুসারে বাঙ্গলার শাসনকার্য্য পরিচালনা করিতে গিয়া গবর্ণর মিঃ কেসী বর্ত্তমানে ঐ ট্যাক্সের হার টাকায় তিন পয়সা পর্য্যন্ত বাড়াইয়া দিয়াছেন। ইহার তাৎপর্য্য হইতেছে এই যে, বিক্রয়-করের জন্য এক টাকা মূল্যের যে জিনিষের ক্রয়মূল্য পূর্ব্বে এক টাকা দুই পয়সা দাঁড়াইয়াছিল, এখন হইতে তাহার দর এক টাকা তিন পয়সা দাঁড়াইবে। গবর্ণমেণ্ট পয়সার যোগান বাড়াইতে পারিতেছেন না বলিয়া দেশে জিনিষ ক্রয়-বিক্রয়ের কাজে উহার ব্যবহার একরূপ উঠিয়া গিয়াছে। কাজেই সেই অসুবিধার ভিতর তিন পয়সা হারে বিক্রয়-কর ধার্য্য করিবার ফলে অনেক স্থলে এক টাকার জিনিষ জনসাধারণকে এক টাকা এক আনা দিয়াই খরিদ করিতে হইবে। দেশে বস্ত্র ও অন্য অনেক প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রী ইতিমধ্যেই দুর্ম্মূল্য ও দুষ্প্রাপ্য হইয়া পড়িয়াছে। তাহার উপর নূতন করিয়া বিক্রয়-কর বৃদ্ধিতে জনসাধারণের দুঃখদুর্দ্দশার সীমা থাকিবে না। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট তাহা বিবেচনা করিয়া দেখিতে নারাজ। যুদ্ধের সময়ে বাঙ্গলা সরকারের খরচপত্র বাড়িয়া যাওয়ায় তাহা মিটাইবার জন্যই এদেশে প্রথমে বিক্রয়-কর বসান হইয়াছিল। ১৯৪৪ সালে উহার হার যখন টাকায় দুই পয়সা পর্য্যন্ত বৃদ্ধি করা হয় তখন তাহার অজুহাতস্বরূপ গবর্ণমেণ্ট দুর্ভিক্ষ প্রশমন ও বেসামরিক আত্মরক্ষা বাবদ বর্দ্ধিত খরচপত্রের কথা উল্লেখ করিয়াছিলেন। কিন্তু বর্ত্তমানে ঐ কর নূতন করিয়া বৃদ্ধি করিবার মূলে সেরূপ কোন বিশেষ কারণও আমরা একেবারেই দেখিতেছি না। দুর্ভিক্ষ রিলিফ বাবদ গবর্ণমেণ্টের খরচপত্র বর্ত্তমানে পূর্ব্বের তুলনায় যথেষ্ট হ্রাস পাইয়াছে। ভারত সীমান্ত ও ব্রহ্মদেশ হইতে জাপানী বাহিনী অপসারিত হওয়ায় বেসামরিক আত্মরক্ষাজনিত সরকারী ব্যয়ও কমিয়া আসিয়াছে। এ আর পি সার্ভিস উঠাইয়া দেওয়ার জন্য ইতিমধ্যেই আদেশ জারী হইয়াছে। ইহা সত্ত্বেও নূতন করিয়া ট্যাক্স বাড়াইবার কি কারণ থাকিতে পারে তাহা আমরা বুঝিতে অক্ষম। বিক্রয়-কর বৃদ্ধির ভিতর দিয়া গবর্ণরের স্বকীয় কার্য্য পরিচালনার যে-স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে তাহাতে এ প্রদেশে ৯৩ ধারার শাসন কবে বন্ধ হইবে তাহাই আমরা ভাবিতেছি।

যুদ্ধজনিত ক্ষতিপূরণ বীমা

১৯৪২ সালে ভারতে জাপানী আক্রমণের আশঙ্কা দেখিয়া গবর্ণমেণ্ট এদেশীয় কলকারখানার যুদ্ধজনিত ক্ষতিপূরণের জন্য একটি বীমার পরিকল্পনা প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন। সেই পরিকল্পনা অনুসারে কলকারখানার মালিকদের নিকট হইতে বীমার চাঁদা হিসাবে তখন হইতে বহু টাকা গবর্ণমেণ্ট গ্রহণ করিয়া আসিয়াছেন। বর্ত্তমানে ইউরোপে যুদ্ধের অবসান ঘটিয়াছে। ভারতের পূর্ব্বসীমান্ত হইতে জাপানী বাহিনী বিদূরিত হইয়া আজ তাহারা ব্রহ্মদেশের দক্ষিণ সীমানায় গিয়া পৌঁছিয়াছে। প্রাচ্য ভূখণ্ডে যুদ্ধের অবস্থা যেরূপ দেখা যাইতেছে তাহাতে জাপানের চরম পরাজয় অবধারিত বলিয়াই মনে হইতেছে। এই অবস্থায় যুদ্ধজনিত সম্ভবপর ক্ষতিপূরণের জন্য পূর্ব্বে ভারতীয় কলকারখানার মালিকদের নিকট হইতে বীমার চাঁদা গ্রহণের যে সার্থকতাই থাকুক না কেন বর্ত্তমানে উহা আদায় করিবার কোন যৌক্তিকতাই দেখা যাইতেছে না। সেই কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া ভারতীয় শিল্পপরিচালক সঙ্ঘের (এম্প্লয়ার্স ফেডারেশন অব ইণ্ডিয়া) সভাপতি স্যার এইচ্ পি মোদী সম্প্রতি ভারত সরকারের নিকট ঐ বীমার চাঁদা আদায়ের রীতি বন্ধ করার জন্য একটি আবেদন পেশ করিয়াছেন। যুদ্ধের পরিবর্ত্তিত অবস্থায়

ইণ্ডিয়া সিকিউরিটী
ব্যাঙ্ক লিমিটেড
৭, সোয়ালো লেন, কলিকাতা।
শাখা—মগরা (হুগলী), জগদ্দল

তাঁহার এই দাবী আমরা খুব সঙ্গত ও সমীচীন বলিয়াই মনে করি। যুদ্ধজনিত ক্ষতিপূরণ বীমা বলবৎ করিতে গিয়া প্রথমে কলকারখানার মালিকদের নিকট হইতে যন্ত্রপাতি ও অন্য সাজসরঞ্জামের মোট মূল্যের শতকরা ৪ ভাগ অনুপাতে প্রিমিয়াম আদায়ের নিয়ম বিধিবদ্ধ করা হইয়াছিল। কিছুদিন পূর্ব্বে গবর্ণমেণ্ট ঐ চাঁদার বার্ষিক হার কতকটা হ্রাস করিয়াছেন। কিন্তু বর্ত্তমানে ইউরোপের যুদ্ধ শেষ হইয়া যাওয়ায় ও জাপানী বাহিনী ব্রহ্মদেশের শেষ প্রান্ত পর্য্যন্ত অপসারিত হওয়ায় বর্ত্তমানে সকল দিক দিয়া যে অনুকূল অবস্থার সূচনা হইয়াছে তাহাতে বীমার প্রিমিয়ামের হার কতকটা হ্রাস করাতেই আমরা সন্তুষ্ট হইতে পারি না। ভারতের উপর বিমান আক্রমণের আর কোন আশঙ্কা নাই জানিয়া গবর্ণমেণ্ট যেস্থলে এ আর পি সার্ভিস বন্ধ করিয়া দেওয়ার ব্যবস্থা করিয়াছেন সেস্থলে কলকারখানার মালিকদের নিকট হইতে যুদ্ধজনিত ক্ষতিপূরণ বীমার চাঁদা আদায় বর্ত্তমানে একেবারে বন্ধ করিয়া দেওয়াই তাঁহাদের পক্ষে সঙ্গত। গত কয় বৎসর নিয়মিত হারে চাঁদা আদায় করিয়া উপরোক্ত যুদ্ধবীমা তহবিলে ৪৫ কোটি টাকা সঞ্চিত হইয়াছে। সেই অর্থের খুব সামান্য অংশই এপর্য্যন্ত ক্ষতিপূরণ বাবদ নিয়োগ করিতে হইয়াছে। ভারতে বিমান আক্রমণের সম্ভাবনা এখন আর নাই। যদি অদূর ভবিষ্যতে কোন কারণে সে সম্ভাবনা বাস্তবিকই দেখা দেয়, তবে সম্ভবপর ক্ষতিপূরণের পক্ষে উপরোক্ত বীমা তহবিলের সঞ্চিত অর্থই আমরা যথেষ্ট বলিয়া মনে করি। কলকারখানার মালিকদের নিকট হইতে নূতন কোন প্রিমিয়াম গ্রহণ না করিয়াও ঐ তহবিল সম্বল করিয়া গবর্ণমেণ্ট আগামী কয়েক বৎসরের জন্য উহাদের সে ক্ষতিপূরণের দায়িত্ব গ্রহণ করিতে পারেন। বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট ইংলণ্ডের কলকারখানার মালিকদের নিকট হইতে যুদ্ধজনিত ক্ষতিপূরণ বীমার প্রিমিয়াম আদায়ের রীতি বন্ধ করিয়াছেন। অষ্ট্রেলিয়ার গবর্ণমেণ্টও কোন নূতন প্রিমিয়াম গ্রহণ না করিয়া বর্ত্তমানে ঐ দেশের কলকারখানাসমূহের যুদ্ধজনিত ক্ষতিপূরণের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছেন। প্রশান্ত মহাসাগরের নিকটে জাপানী রণক্ষেত্রের আওতার ভিতর থাকিয়া অষ্ট্রেলিয়া গবর্ণমেণ্ট যেস্থলে বিনা প্রিমিয়ামে এতটুকু দায়িত্ব গ্রহণে সাহসী হইয়াছেন সেস্থলে ভারত গবর্ণমেণ্ট এদেশীয় কলকারখানার যুদ্ধজনিত ক্ষতিপূরণ সম্পর্কে কেন বিনা প্রিমিয়ামে অনুরূপ দায়িত্ব গ্রহণ করিবেন না তাহা আমরা বুঝি না।

চোরা কারবার দমনের উপায়

এই যুদ্ধের বাজারে চোরা কারবার চালাইয়া ব্যবসায়ীরা প্রচুর মুনাফা করিয়া লইতেছে। ঐ ধরণের কাজকারবার ও ঐ ধরণের প্রচুর মুনাফার জন্য জনসাধারণের পক্ষে ন্যায্য মূল্যে অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যসামগ্রী পাওয়া কঠিন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। দেশের কল্যাণে এই শ্রেণীর কারবার অচিরে বন্ধ হওয়া প্রয়োজন। যাহারা এই সব জঘন্য কার্য্যে লিপ্ত আছে তাহাদিগের জন্য কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করা গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট চোরাকারবারীদের জন্য কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করিবেন কি এই সব দুষ্কৃতিকারীদিগকে ধরিবার কোন সুব্যবস্থাই তাঁহারা আজ পর্য্যন্ত করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। নানারূপ কারসাজি অবলম্বন করিয়া ব্যবসায়ীরা তাহাদের চোরাকারবার সমস্তই গোপন রাখিয়া চলিয়াছে। আর লোকচক্ষুর অন্তরালে মোটা লাভের অঙ্ক আত্মসাৎ করিতেছে। ব্যাঙ্কের মারফতে জিনিষপত্র কেনাবেচার কাজ চালানো হইলে তাহাতে ব্যবসায়ীদের গোপন কারবার জানাজানি হইয়া পড়িবার সম্ভাবনা আছে। সেজন্য তাহারা চেক দ্বারা মাল বিক্রেতাদের পাওনা পরিশোধ না করিয়া নগদ টাকার হিসাবে জিনিষপত্রের মূল্য প্রদান করিতেছে। কম টাকার নোট দ্বারা ঐ শ্রেণীর বড় কাজ কারবার সমাধা করার অসুবিধা অনেক বলিয়া তাহারা সেজন্য মুখ্যতঃ ১০০ টাকা ও ১ হাজার টাকার নোটই ব্যবহার করিতেছে। চোরাকারবারের ফলে যে প্রচুর লাভ পাওয়া যাইতেছে তাহা ব্যবসায়ীদের নামে ব্যাঙ্কে জমা করা হইলে গবর্ণমেণ্টের পক্ষে তাহা ধরিয়া ফেলা সম্ভবপর হইতে পারে। এই আশঙ্কায় চোরা কারবারের লাভ দ্বারা ব্যাঙ্ক ব্যালান্স না বাড়াইয়া ব্যবসায়ীরা সোনা বা বেশী মূল্যের নোটের হিসাবে সেই লাভের টাকা নিজেদের কাছে মজুত রাখিতেছে। এই প্রকার কারসাজির জন্য খাতাপত্রে চোরা কারবারের কোন রেকর্ড পাওয়া যাইতেছে না। ফলে তাহাদিগকে ধরিয়া উপযুক্ত শাস্তি দেওয়া গবর্ণমেণ্টের পক্ষে কঠিন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। দেশে চোরাবাজারের কাজকারবারও অব্যাহত থাকিয়া যাইতেছে। কিন্তু এদেশের গবর্ণমেণ্ট এই সমস্যার কোন কিনারা করিতে না পারিলেও সরকারী চেষ্টায় ইংলণ্ডে এই শ্রেণীর সমস্যা সমাধানের সদুপায় অবলম্বিত হইয়াছে। সাধারণতঃ ১০ পাউণ্ড ও তাহার বেশী মূল্যের নোট দ্বারা নগদে চোরাবাজারের কেনাবেচা নিয়ন্ত্রিত হয় বলিয়া বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের নির্দ্দেশে ব্যাঙ্ক অব ইংলণ্ড গত এপ্রিল মাস হইতে ঐ মূল্যের সমস্ত নোট টানিয়া লইতে আরম্ভ করিয়াছেন। ইংলণ্ডে এই শ্রেণীর নূতন নোটের চলতি বন্ধ হইয়াছে। ঐরূপ কার্য্যনীতি অবলম্বিত হওয়ার ফলে ইংলণ্ডের চোরাকারবারীরা আনক্রসড্ চেক (যে কোন লোক দ্বারা অতি সহজে যে চেকের টাকা ব্যাঙ্ক হইতে তুলিয়া লওয়া সম্ভবপর) দ্বারা মাল বিক্রেতাদের পাওনা পরিশোধ করিতে সুরু করিয়াছে। ব্যাঙ্কে যাহাতে এই লেনদেনের কোন নির্ভরযোগ্য রেকর্ড না থাকে সে জন্যই ক্রসড্ চেকের বদলে আনক্রসড্ চেক দেওয়া হইতেছে। বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট দেশের ব্যাঙ্ক পরিচালকদের সহযোগিতায় চোরাকারবারীদের এই ধরণের কারসাজিও বন্ধ করিতে উদ্যোগী হইয়াছেন। গত ৪ঠা জুন হইতে ইংলণ্ডে ১০ পাউণ্ডের উর্দ্ধ মূল্যের কোন আনক্রসড্ চেক ভাঙ্গাইবার সুযোগ দেওয়া ব্যাঙ্কসমূহের পক্ষে নিষিদ্ধ হইয়াছে। আশা করা যাইতেছে এই ব্যবস্থার ফলে ইংলণ্ডে চোরাবাজারের কারবার অনেক পরিমাণে বন্ধ হইবে। ভারতবর্ষে চোরাকারবার দিন দিনই যেরূপ প্রসার লাভ করিতেছে তাহাতে উহা দমন ও প্রশমনের জন্য এদেশের গবর্ণমেণ্টের পক্ষেও অনুরূপ বিধিবিধান অবলম্বন করা সঙ্গত বলিয়াই আমরা মনে করি।

কলিকাতার বাসস্থান সমস্যা

যুদ্ধের দরুণ কলিকাতাবাসী খাদ্য, পরিধেয়, যান-বাহন ইত্যাদি নানা রকম অসুবিধার ভিতর কাল কাটাইতে বাধ্য হইতেছে। বাসস্থান-সমস্যাও খাদ্য, বস্ত্র ইত্যাদি সমস্যা অপেক্ষা কম তীব্র নহে। এই মহানগরীর জনসংখ্যা যুদ্ধের পূর্ব্বের তুলনায় বর্ত্তমানে প্রায় দ্বিগুণ —কিন্তু সে তুলনায় বাসযোগ্য গৃহের পরিমাণ বৃদ্ধি তো হয় নাই পরন্তু সংস্কার কর্ত্তৃক নানা কারণে বাসযোগ্য অনেক গৃহ সাময়িকভাবে অধিকার করা হইয়াছে। সুতরাং চাহিদার তুলনায় বাসস্থানের এই অপ্রাচুর্য্যের ফলে কলিকাতার গৃহসমস্যা ক্রমে ক্রমে অতি তীব্র আকার ধারণ করিয়াছে। নবাগত ব্যক্তি মাত্রকেই এই অসুবিধা বিশেষ তীক্ষ্ণভাবে ভোগ করিতে হইতেছে—তবে উচ্চপদস্থ সরকারী কর্ম্মচারীদের কথা স্বতন্ত্র—তাঁহারা এই নগরীতে বদলী হইয়া আসিলেই তাঁহাদের বাসস্থানের সুবন্দোবস্ত সরকারী ইঙ্গিতে অনায়াসেই হইয়া থাকে। অন্য সব ব্যাপারে যেমন এই ক্ষেত্রেও তেমনি কষ্টের বোঝা সাধারণ নাগরিককেই বহন করিতে হইতেছে। নবাগত নাগরিকদের অসুবিধা তো আছেই অধিকন্তু যাঁহারা ভাগ্যক্রমে একটু মাথা গুঁজিবার স্থানের যোগাড় করিতে পারিয়াছেন তাঁহারাও নিরবচ্ছিন্ন স্বস্তিতে দিন কাটাইতে পারিতেছেন না। অবশ্য কলিকাতা বাড়ীভাড়া নিয়ন্ত্রণাদেশ (ক্যালকাটা হাউস-রেণ্ট কণ্ট্রোল অর্ডার) দ্বারা কলিকাতার অধিবাসীদের যথেষ্ট উপকার হইতেছে। কিন্তু উক্ত আইনের কয়েকটি ত্রুটির সুযোগ গ্রহণ করিয়া, লোভী বাড়ীওয়ালাদের মুনাফাবৃত্তির ফলে ভাড়াটেগণকে হয়রান ও লোকসানগ্রস্ত হইতে হইতেছে। অবশ্য সব বাড়ীওয়ালাই লোভী অথবা অসাধু ইহা বলা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। কিন্তু বাড়ীভাড়া যথেষ্ট বাড়াইতে না পারিয়া অন্যায় হইলেও বেআইনী নহে এমন সব আচরণ দ্বারা ভাড়াটেদের ক্ষতিগ্রস্ত করে এমন বাড়ীওয়ালার সংখ্যাও নিতান্ত কম নয়। প্রথমতঃ এই সব বাড়ীওয়ালা নিজেদের ব্যবহারের অজুহাতে তাহাদের ভাড়াটেদের বাড়ী খালি করিবার নোটিশ দেয়। সেইমত বাড়ী খালি হইলে দিন কয়েক নিজেরা ব্যবহার করিয়া কিছুদিন পরে বেশী ভাড়ায় সেই বাড়ী ভাড়া দেয়। ভাড়াটেগণের অবশ্য আইনানুসারে এই রকম দুরভিসন্ধিমূলক কার্য্যের প্রতিকার পাইবার উপায় আছে—কিন্তু উপায় শুধু থাকিলেই তো হয় না—অনেক ভাড়াটের উক্ত আইনের বিধিনিষেধসমূহ ভালভাবে জানা নাই এবং যাঁহারা আইনের বিধান সম্বন্ধে অবহিত তাঁহারাও হাঙ্গামের ভয়ে অবিচার বরং সহ্য করিয়াই যান। নজরানা অথবা সেলামী প্রথা লোভী বাড়ীওয়ালাদের দ্বিতীয় অস্ত্র। ভাড়া গ্রহণেচ্ছু ব্যক্তিদের নিকট হইতে ভাড়া আদায়ের হার বজায় রাখিয়া এক সঙ্গে বেশ কিছু টাকার বিনিময়ে বাড়ীওয়ালা তাহার বাড়ী ভাড়া দেয়। শুনিতে পাওয়া যায় ৩০৲ টাকা ভাড়ার বাড়ীর জন্য নাকি ৪।৫ শত টাকা পর্য্যন্ত সেলামী দিতে হয়! অনেক স্থলে আবার বাড়ীওয়ালা এক বৎসরের বাড়ী ভাড়ার টাকা অগ্রিম চাহিয়া বসে এবং নিরুপায় ভাড়াটেকে তাহাতেই স্বীকৃত হইতে হয়। তারপর, কতক অসাধু বাড়ীওয়ালা বাড়ী ভাড়ার বিনিময়ে রসিদ দিতে ইচ্ছা করিয়া বিলম্ব করে এবং ভাড়া দিবার মেয়াদ চলিয়া গেলে বাকী ভাড়ার নামে নালিশ করিয়া ভাড়াটেকে উদ্বাস্তু করে। এইরূপ বিভিন্ন রকমের কারসাজীর সাহায্যে বাড়ীওয়ালাগণ নিজেদের গৃধ্নুতার পোষণ করিতেছে। কলিকাতার বর্ত্তমান বাড়ীভাড়া নিয়ন্ত্রণাদেশের দ্বারা এই সব অনাচার বন্ধ করা সম্ভবপর নহে। যদি দিল্লীর বাড়ীভাড়া নিয়ন্ত্রণাদেশের অনুসরণে কর্ত্তৃপক্ষ বৃটিশ সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় মহানগরীর বাড়ীভাড়া নিয়ন্ত্রণাদেশের সংশোধন করেন তাহা হইলে তাঁহারা একটি বাস্তবিক জনহিতকর কার্য্য করিবেন।

হিন্দুস্থান ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ

(পায়োনিয়ার ক্লিয়ারিংভুক্ত)

(ক্লিয়ারিং-এর ব্যবস্থা নিউ ষ্ট্যাণ্ডার্ড ব্যাঙ্ক লিমিটেড-এর মারফতে আছে)।

হেড অফিস—৫ ও ৬ হেয়ার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

Gram—Silpasakha, Cal. Phone—Cal. 3338

নানা কথা

'আর্থিক জগতের' বার্ষিক সংখ্যায় শ্রীযুক্ত সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় 'বিজ্ঞাপনের উদ্দেশ্য ও সার্থকতা' শীর্ষক একটী তথ্যবহুল প্রবন্ধে উল্লেখ করিয়াছেন যে গত ১৯৩৫ সালে বিলাতের ব্যবসায়ী ও শিল্পিগণ বিজ্ঞাপনের জন্য দৈনিক ও সাময়িক পত্রে ৩ কোটী ৯০ লক্ষ পাউণ্ড, রেডিয়োতে ১০ লক্ষ পাউণ্ড, হোর্ডিং বিজ্ঞাপনে ও বাস ইত্যাদিতে প্রাচীরপত্রে ১ কোটী টাকা এবং ডাক বিভাগের মারফতে ৫ কোটী টাকা খরচ করিয়াছিল। কিন্তু আমেরিকার যুক্তরাজ্যে বিজ্ঞাপনের বহর উহা অপেক্ষাও চমকপ্রদ, বর্ত্তমান যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পূর্ব্ববর্ত্তী সময়ে বিজ্ঞাপন বাবদ আমেরিকাতে যে অর্থব্যয় হইত তাহার পরিমাণ বৎসরে ১৭৮ কোটী ২০ লক্ষ ডলার। উহার শতকরা ৬২ ভাগ খরচ হইত দৈনিক ও সাময়িকপত্রে বিজ্ঞাপন দিবার জন্য। আমেরিকার একজন বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি বলেন যে, 'বিজ্ঞাপনের ফলে পণ্যদ্রব্য ব্যবহারকারিগণ অপেক্ষাকৃত কম মূল্যে অভীপ্সিত প্রকার দ্রব্যসামগ্রী ক্রয় করিতে পারে; কেন না বিজ্ঞাপনের জন্য প্রত্যেক ব্যক্তি তাহার প্রয়োজনীয় দ্রব্য-সামগ্রী সহস্র প্রকার দৃষ্টি দ্বারা বিচার করিতে পারে।' উক্ত বিশেষজ্ঞের মত কতদূর বিচারসহ তাহা বলা কঠিন। কেননা বিজ্ঞাপন অনেক সময়ে পণ্যদ্রব্য ব্যবহারকারীকে ভ্রান্ত পথে পরিচালিত করে এবং উহার প্রতিরোধকল্পে আমেরিকার যুক্তরাজ্যে একাধিক আইনও বলবৎ করা হইয়াছে। যাহা হউক বিজ্ঞাপনের যে প্রয়োজনীয়তা আছে এবং বিজ্ঞাপন শিল্প যে দেশের সম্পদ বৃদ্ধি ও বেকার সমস্যা সমাধানে বিশেষভাবে সাহায্য করিতেছে তাহাতে সন্দেহ নাই। দুঃখের বিষয় বিভিন্ন শ্রেণীর বিজ্ঞাপনের জন্য ভারতীয় ব্যবসায়ী ও শিল্প পরিচালকগণ বৎসরে কত টাকা ব্যয় করিতেছেন এবং কোন্ পন্থায় কত টাকা ব্যয় হইতেছে, বিজ্ঞাপনের জন্য দেশের শিল্প-ব্যবসা কিরূপ উন্নতি লাভ করিতেছে, বিজ্ঞাপন শিল্পের আশ্রয়ে দেশের কত লোক জীবিকা সংস্থান করিতেছে ইত্যাদি বিষয় সম্বন্ধে এদেশে আজ পর্য্যন্ত নির্ভরযোগ্য কোন বিবরণ প্রকাশিত হয় নাই। কোন বিজ্ঞাপনদাতা প্রতিষ্ঠান এই বিষয়ে জনসাধারণ ও ব্যবসায়ী মহলের অজ্ঞতা দূরীকরণে চেষ্টা করিলে ভাল হয়।

* * *

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে শিল্প প্রচেষ্টা সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে নিয়মিতভাবে তথ্যতালিকা প্রকাশিত হইয়া থাকে এবং উহার ফলে শিল্প-ব্যবসায়ের সহিত সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন শ্রেণীর ব্যক্তিগণ শিল্পের বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ উপলব্ধি করিয়া কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিতে পারে। ঐ সব দেশে সরকারী, আধা-সরকারী ও বেসরকারী সমস্ত শ্রেণীর প্রতিষ্ঠানই শিল্প সম্পর্কে তথ্যতালিকা সংগ্রহ ও প্রকাশের ব্যাপারে বিশেষ উৎসাহ প্রদর্শন করিয়া থাকে। এদেশে সেরূপ কোন চেষ্টা হয় না বলিয়া সকল সময়েই দেশবাসীকে অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া পথ চলিতে হয়। যাহা হউক কলিকাতার ইউরোপীয়দের দ্বারা পরিচালিত 'ক্যাপিটাল' পত্র কয়েক বৎসর যাবৎ প্রতি মাসে এই ধরণের একটী বিবরণ প্রকাশ করিয়া থাকেন এবং তাহা হইতে ভারতীয় শিল্প কোন্ পথে চলিতেছে তাহার অনেকটা পরিচয় পাওয়া যায়। সম্প্রতি উক্ত পত্রে ভারতীয় শিল্পের গতি সম্বন্ধে গত ফেব্রুয়ারী মাসের পর্য্যন্ত বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। উহাতে দেখা যায় যে, গত ১৯৩৫-৩৬ সালে ভারতীয় শিল্পের পরিধি ১০০ ধরিয়া ১৯৪৪ সালের অক্টোবর মাস পর্য্যন্ত উহা ১২৬'৬ এ পরিণত হইয়াছিল। অর্থাৎ যুদ্ধের এই কয় বৎসরে ভারতীয় শিল্পের পরিধি শতকরা ২৬'৬ ভাগ বর্দ্ধিত হইয়াছিল। উহার পর গত নবেম্বর মাসে ভারতীয় শিল্পের পরিধি কমিয়া ১২২ এবং ডিসেম্বর মাসে ১০৯ এ পরিণত হয়। জানুয়ারী মাসে উহা বৃদ্ধি পাইয়া ১৩১'৭ এ পরিণত হইয়াছিল। কিন্তু ফেব্রুয়ারী মাসে উহা ১৬ পয়েন্ট কমিয়া ১১৫'৫ এ দাঁড়াইয়াছে। ভারতীয় শিল্পের প্রসারের এই সূচীসংখ্যা দেখিয়া মনে হয় যে, যুদ্ধের ফলে ভারতীয় শিল্পের যেটুকু প্রসার ঘটিয়াছিল যুদ্ধ-বিরতির সম্ভাবনা এবং পরিশেষে ইউরোপে যুদ্ধ-বিরতির ফলে তাহা পুনরায় সঙ্কুচিত হইতেছে। ফেব্রুয়ারী মাসের পর হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত ভারতীয় শিল্পের কি প্রকার অবস্থা ঘটিয়াছে তাহা জানিতে দেরী হইবে। তবে এই সময়ের মধ্যে যে অবস্থার কোন উন্নতি ঘটে নাই তাহা বুঝা যাইতেছে। খুব সম্ভবতঃ অদূর ভবিষ্যতে ভারতীয় শিল্পের অবস্থা পুনরায় ১৯৩৫-৩৬ সালের কোঠায় আসিয়া পৌঁছিবে। যুদ্ধের ফলে ভারতে শিল্পের উল্লেখযোগ্য প্রসার ঘটিয়াছে বলিয়া যাঁহারা প্রচার করিতেছেন, 'ক্যাপিটাল' পত্রের সূচীসংখ্যা দেখিয়া তাঁহাদের উক্তি যে সত্য নহে তাহা প্রমাণিত হইতেছে।

* * *

ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে এবং বিশেষভাবে বাঙ্গলায় যে নিদারুণ বস্ত্রসমস্যা দেখা দিয়াছে তাহার কথঞ্চিৎ প্রতিকারের জন্য করাচী বণিক সভা একটী অতি সময়োচিত প্রস্তাব করিয়াছেন। উক্ত বণিকসভা বলেন যে, ভারতে বর্ত্তমানে জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য যে পরিমাণ কাপড় পাওয়া যাইতেছে তাহার উপর নির্ভর করিয়া জনসাধারণের জন্য মাথাপিছু বৎসরে ১২ গজ মাত্র কাপড়ের বরাদ্দ করা হইয়াছে। কিন্তু সামরিক বিভাগের জন্য যে কাপড় গ্রহণ করা হইতেছে এবং এই বিভাগে যে পরিমাণ কাপড় মজুদ করা রহিয়াছে তাহার পরিমাণ মাথাপিছু বৎসরে ২ শত গজ। করাচী বণিকসভা বলেন যে, বর্ত্তমানে ইউরোপের যুদ্ধের অবসান ঘটিয়াছে বিধায় সামরিক বিভাগের জন্য বস্ত্রের প্রয়োজন অনেকটা হ্রাস পাইয়াছে। এই অবস্থায় সামরিক বিভাগের জন্য মজুদ বস্ত্রের কতকাংশ যদি এক্ষণে সাধারণের ব্যবহারের জন্য বাজারে ছাড়িয়া দেওয়া হয় তাহা হইলে দেশের বস্ত্র সমস্যার অনেকটা সমাধান হইতে পারে। উক্ত বণিকসভা আরও বলেন যে, সমস্ত কাপড়ের কলে জনসাধারণের নিত্যব্যবহার্য্য বস্ত্র অধিক পরিমাণে প্রস্তুত করিবার জন্য চেষ্টা হইতেছে এবং বিদেশ হইতে বস্ত্র আমদানী করিবার পথও প্রশস্ত হইয়াছে। এরূপ অবস্থায় সামরিক বিভাগের লোকদের জন্য মজুদ বস্ত্রের পরিমাণ হ্রাস করিলে অদূর ভবিষ্যতে তাহা পূরণ করা যাইবে না—এরূপ আশঙ্কা করিবার কোন কারণ নাই। উক্ত বণিকসভা কাপড়ের সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন খাদ্যদ্রব্য, পেট্রল, কেরোসিন, সিমেণ্ট, গৃহসরঞ্জাম প্রভৃতি জনসাধারণের ব্যবহার্য্য আরও বহুবিধ জিনিষ সম্বন্ধেও তাহা সত্য। সামরিক বিভাগের প্রয়োজনে এই সব জিনিষও অনাবশ্যকরূপ অধিক পরিমাণে মজুদ করিয়া রাখা হইয়াছে এবং উহার ফলে দেশের

(১৯১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

বেচারি

রাতের পর রাত ঘুম নেই, সারাদিন পরিশ্রম করতে হয়, কী কষ্ট! যদি এমনও হ'ত যে কোনও কারণে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়েছেন কিংবা বাড়ীতে অসুখ-বিসুখ হয়েছে রাত জাগতে হয়, তাহ'লেও একটা কথা ছিল। কিন্তু তা ত' নয়, বদহজমের জন্য এঁর এই দুরবস্থা।

স্বাভাবিক ভাবে হজম হ'লে ক্লান্ত স্নায়ুগুলি ক্ষিপ্ত না হয়ে স্নিগ্ধ হয় এবং সময় মত সুনিদ্রা হয়।

অধিকাংশ অসুখ-বিসুখই বদহজমের পরিণাম।

ডায়াপেপ্‌সিন

এসবের হাত থেকে রক্ষা করে ডায়াপেপ্‌সিন হজমের সাহায্য করে কিন্তু অভ্যাসে পরিণত হয় না।

ইউনিয়ন ড্রাগ কলিকাতা

No 3.

কাপড়ের কলের যন্ত্রপাতি সংগ্রহের প্রশ্ন

ভারতে শিল্পোন্নতির একটা বিশেষ অসুবিধা এই যে, শিল্প স্থাপন ও পরিচালনার উপযোগী যন্ত্রপাতি এদেশে প্রায় কিছুই তৈয়ার হয় না। শিল্পের প্রয়োজনে বিস্তর যন্ত্রপাতি ও সাজসরঞ্জাম পূর্ব্বে বাহির হইতে আমদানী করা হইয়াছে। যুদ্ধোত্তর কালে নূতন শিল্প স্থাপন ও পুরাতন শিল্প কারখানা প্রসারের পরিকল্পনা উপস্থিত করিতে গিয়া সকলেই সেজন্য যাবতীয় যন্ত্রপাতি পূর্ব্বের মত বিদেশ হইতেই আমদানীর কথা বলিতেছেন। কিন্তু এত বড় একটা যুদ্ধের পর অনতিবিলম্বে বিদেশ হইতে এত বেশী পরিমাণ যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করিবার সুবিধা কোথায় তাহা কেহই ভালরূপ বিচার বিশ্লেষণ করিতেছেন না। ইহাতে ভারতের যুদ্ধোত্তর শিল্পোন্নতির পরিকল্পনা অনেকটা অবাস্তব কল্পনা বিলাসে পরিণত হওয়ারই আশঙ্কা দেখা যাইতেছে। বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা বস্ত্র শিল্পের দিক দিয়া যন্ত্রপাতির প্রয়োজনীয়তা ও তাহা আমদানীর সুযোগ সম্ভাবনা বিশেষভাবে আলোচনা করিব।

যুদ্ধের সময়ে আজ ভারতে নিদারুণ বস্ত্রসঙ্কট আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। এই সঙ্কট দেখিয়া বস্ত্রের দিক দিয়া এদেশকে ভবিষ্যতে স্বাবলম্বী করিয়া তুলিবার প্রয়োজনীয়তা আমরা বিশেষভাবে অনুভব করিতেছি। ভারতের লোকদের প্রয়োজন অনুপাতে এদেশে কাপড়ের কলের সংখ্যা কম। যে সব কল চলতি আছে তাহাদের যন্ত্রপাতি ইতিমধ্যে যথেষ্ট পুরানো হইয়া পড়িয়াছে। যুদ্ধের দিনে অতিরিক্ত সময় কাজ চলিবার ফলে উহাদের পরমায়ু প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। এই সমস্ত নিয়া যুদ্ধের পরে বস্ত্র শিল্পের ব্যাপক সংগঠন সম্ভবপর নহে। কাজেই ভবিষ্যতে বস্ত্রের দিক দিয়া দেশকে স্বাবলম্বী করিতে হইলে পুরানো কাপড়ের কলসমূহের পরিবর্ত্তন ও সম্প্রসারণের জন্য এবং কতকগুলি নূতন কল গড়িয়া তোলার জন্য বিস্তর যন্ত্রপাতি আমাদের প্রয়োজন হইবে। বিশেষজ্ঞ মহলের ধারণা চলতি কাপড়ের কলসমূহের জন্য যুদ্ধের পরে ৪০ কোটি টাকার নূতন যন্ত্রপাতি ক্রয় করিতে হইবে। তাহা ছাড়া নূতন কাপড়ের কলের জন্যও আরও ৩০ কোটি টাকার যন্ত্রপাতি লাগিবে। এত বেশী টাকার যন্ত্রপাতি কোথা হইতে কেমন করিয়া সংগ্রহ করা যাইবে এক্ষণে তাহাই বিবেচ্য।

কাপড়ের কলের যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করিতে গিয়া অতীতে ভারতবর্ষ বৃটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জার্ম্মানী ও জাপান প্রভৃতি দেশের উপর নির্ভর করিয়াছে। বর্ত্তমান যুদ্ধে জার্ম্মানী পরাজিত ও ঘায়েল হইয়াছে। মিত্রপক্ষীয় বিমান আক্রমণের ফলে তাহার যন্ত্রপাতি তৈয়ারের কারখানা অধিকাংশই বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। পরাজিত জার্ম্মানীর পক্ষে অদূর ভবিষ্যতে সেই বিনষ্ট শিল্প পুনঃসঞ্জীবিত করিয়া তোলা সম্ভবপর নহে। কাজেই অনেকদিন পর্য্যন্ত ঐ দেশ হইতে যন্ত্রপাতি আমদানীর কোন আশা নাই। জাপান যদিও এখনও পরাজিত হয় নাই তথাপি মিত্রপক্ষীয় প্রবল বিমান হানার ফলে তাহার শিল্প কারখানা বর্ত্তমানে বিশেষভাবে ঘায়েল হইতেছে। যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর সত্বর ঐ সব বিনষ্ট শিল্পকারখানাকে পুনর্গঠন করা জাপানের পক্ষে কঠিন হইয়া দাঁড়াইবে। ভারত ও অন্যান্য দেশে যন্ত্রপাতি রপ্তানী করা দূরের কথা ঐ দিক দিয়া নিজ দেশের প্রয়োজন মিটানোই যুদ্ধের পরে জাপানীদের পক্ষে অসম্ভব হইয়া পড়িবে। এই অবস্থায় যুদ্ধোত্তরকালে যন্ত্রপাতি আমদানীর জন্য ভারতকে বিশেষভাবে বৃটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উপরই নির্ভর করিতে হইবে। কিন্তু ঐ দুই দেশ হইতে উপযুক্ত পরিমাণ যন্ত্রপাতি পাওয়া ভারতের পক্ষে সম্ভবপর হইবে কি না নানা কারণে সে বিষয়ে আমাদের সন্দেহ রহিয়াছে।

বৃটেনে কাপড়ের কলের যন্ত্রপাতি তৈয়ারের জন্য যে সব শিল্পকারখানা ছিল তাহাতে যুদ্ধের পূর্ব্বে বৎসরে ১ কোটি ২০ লক্ষ পাউণ্ড মূল্যের যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম প্রস্তুত হইত। ঐ যন্ত্রপাতির মধ্যে শতকরা ৫০ ভাগ বাহিরে রপ্তানী হইত। মোট রপ্তানীকৃত সরঞ্জামের মধ্যে শতকরা ৩১ ভাগ ভারতে আসিত। যুদ্ধের সময়ে বর্ত্তমানে সেই সব শিল্পকারখানায় যন্ত্রপাতি বিশেষ কিছু তৈয়ার হইতেছে না। কারখানাসমূহের মোট উৎপাদন-ক্ষমতার শতকরা ৯০ ভাগই সামরিক সরঞ্জাম প্রস্তুতে নিয়োজিত হইয়াছে। ফলে ঐ সব কারখানার স্বল্প উৎপাদন দ্বারা বাহিরের দাবী পূরণ দূরের কথা, ইংলণ্ডের প্রয়োজন মিটানোও বর্ত্তমানে সম্ভবপর হইতেছে না। যুদ্ধের পরে পুনরায় ঐ সব কারখানায় পুরাদমে যন্ত্রপাতি তৈয়ারের কাজ সুরু হইবে সন্দেহ নাই, কিন্তু যুদ্ধোত্তরকালে সকল দিক দিয়া যন্ত্রপাতির যে বিরাট চাহিদা দেখা দিবে ঐ সব শিল্পকারখানা তাহার সহিত তাল রাখিয়া উৎপাদন বাড়াইতে পারিবে বলিয়া মনে হয় না। ইংলণ্ডের চলতি কাপড়ের কলকলসমূহের যন্ত্রপাতি ইতিমধ্যে পুরানো হইয়া গিয়াছে। কাপড়ের কলসমূহের পুনর্গঠনের জন্য এখন হইতে বহু নূতন যন্ত্রপাতি বসাইতে হইবে। তাহা ছাড়া ইংলণ্ডের বস্ত্রের অভাব পূরণের জন্য ঐ দেশের ব্যবসায়ীরা নূতন কাপড়ের কল স্থাপনের পরিকল্পনাও গ্রহণ করিতেছেন। ইংলণ্ডের বস্ত্র শিল্প বোর্ডের বরাদ্দ এই সকল দিক দিয়া দেশের এই আভ্যন্তরীণ দাবী পূরণের জন্যই যুদ্ধের পরে বৎসরে ৬০ লক্ষ পাউণ্ডের নূতন যন্ত্রপাতি প্রয়োজন হইবে। প্রথমে দেশের এই আভ্যন্তরীন চাহিদা পূরণেই ইংলণ্ডের যন্ত্রপাতি তৈয়ারের কারখানাসমূহকে ব্যাপৃত থাকিতে হইবে। ঐ দাবী পরিপূরণ করিয়া বাকি যন্ত্রপাতিই শুধু তাহারা বাহিরে রপ্তানী করিতে পারিবে। কিন্তু সেই রপ্তানী দ্বারা বাহিরের দাবী মিটিবে বলিয়া আশা করা যায় না। যুদ্ধের সময়ে বিমান আক্রমণের ফলে ইউরোপের অনেক দেশেই কাপড়ের কলসমূহের যন্ত্রপাতি বিনষ্ট হইয়াছে। সেই বিনষ্ট যন্ত্রপাতি পরিবর্ত্তনের জন্য অনেক দেশই এক সঙ্গে ইংলণ্ডে অর্ডার দিতে আরম্ভ করিয়াছে। অষ্ট্রেলিয়া, ভারতবর্ষ ও দক্ষিণ আফ্রিকা প্রভৃতি বৃটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত দেশগুলি হইতেও যন্ত্রপাতির জন্য বিস্তর অর্ডার যাইতেছে। এই প্রকার দাবী-দাওয়া যথাযথ পূরণ করা বৃটেনের

টাকার নিরাপত্তা রক্ষা করিয়া
টাকা খাটাইতে হইলে
রবীন্দ্র নগর
গঠন কার্য্যে টাকা খাটান।
স্থায়ী আমানতের
—সুদের হার—

১ বৎসরের জন্য	....	৫%
২ বৎসরের জন্য	....	৫৷৷%
৩ বৎসরের জন্য	....	৬%
৪ ও ৫ বৎসরের জন্য	....	৬৷৷%

দি ইনভেষ্টারস্ লিঃ
৬, ক্রেশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কলিকাতায় বস্ত্র রেশনিং ব্যবস্থা

যে সমস্ত কর্ম্মচারী তাঁহাদের নিয়োগকারী মালিকের দোকান হইতে তাঁহাদের স্ব স্ব রেশন করা খাদ্যদ্রব্যাদি লইয়া থাকেন, তাঁহারা রেশনিং প্রথাতেই যথারীতি বস্ত্রাদি পাইতে পারিবেন—ইহাতে কোনরূপ পূর্ব্বাধিকারের (Priority) প্রশ্ন নাই। ক্লথ রেশন (এ) মালিকের দোকানের মারফত ফুড রেশন কার্ডের ভিত্তিতে স্ত্রী-পুরুষ ও শিশু সকলকেই দেওয়া হইবে। তবে শিশুদের (১২ বৎসরের কম বয়স্ক) জন্য রেশন অপেক্ষাকৃত কম হইবে। কেবল যাঁহারা ইতিপূর্ব্বেই প্রথম রেশন (ক্লথ রেশন-এ) পাইয়াছেন, তাঁহারা আপাততঃ আর কোন কিছু পাইবেন না।

মালিকের দোকানসমূহের মারফৎ এইভাবে বস্ত্র সরবরাহ দ্বারা প্রায় সাড়ে বার লক্ষ লোককে অর্থাৎ মোটামুটি কলিকাতার লোকসংখ্যার প্রায় এক-তৃতীয়াংশকেই সরবরাহ করা যাইবে। আপাততঃ অন্যেরা ওয়ার্ড কমিটির মারফতই তাঁহাদের বস্ত্রাদি পাইবেন।

ফুড রেশনিং স্কীম অনুযায়ী যে সমস্ত মালিকের ফুড রেশন শপ্স্ বা ষ্টোর্স আছে, কেবলমাত্র সাধারণভাবে তাঁহাদের বেলায়ই এই স্কীম প্রযোজ্য হইবে। সম্প্রসারিত খাদ্য রেশন অঞ্চলের এলাকাধীন শ্রমিক নিয়োগকারিগণও এক্ষণে তাঁহাদের ষ্টোরে বা দোকানে নাম রেজিষ্টারী করা তাঁহাদের কর্ম্মচারী ও কর্ম্মচারীদের পোষ্যবর্গের জন্য ক্লথ রেশন (এ) ইস্যু করিয়া বস্ত্র সরবরাহ করার জন্য অর্ডার দিতে পারেন। আবশ্যকীয় উপদেশাবলী সমেত অর্ডার দেওয়ার ফরম্ (ফরম্স্ অব ইণ্ডেণ্ট) ডিরেক্টরেট অব টেক্সটাইলস্ কর্ত্তৃক তাঁহাদের নিকট প্রেরিত হইয়াছে; উহা যথারীতি পূরণ করিয়া এমন সময়ে পাঠাইতে হইবে যাহাতে উহা ১৯৪৫ সালের ৩০শে জুন মধ্যে তাঁহার নিকট পৌঁছে।

১৯৪৫ সালের ২৫শে জুন মধ্যে যদি কোন নিয়োগকারী ইণ্ডেণ্ট ফরম্ ও উপদেশাদি না পান, তবে তাঁহাকে ডিরেক্টরেট অব টেক্সটাইলস্ (ফোন—ক্যাল ১৬২৬) নিকট খোঁজ করিতে বলা যাইতেছে।

বাংলার অসামরিক সরবরাহ বিভাগ।

পক্ষে সম্ভবপর নহে। নিজেদের বাণিজ্য স্বার্থ বজায় রাখিবার জন্য ইংলণ্ডের শিল্পকারখানার মালিকেরা তাঁহাদের স্বল্প উৎপাদন হইতে সকল খরিদ্দারকেই যথাসম্ভব সন্তুষ্ট করিবার চেষ্টা করিবেন। ভারতবর্ষের প্রয়োজনীয়তা বেশী হইলেও যন্ত্রপাতির দিক দিয়া কোন প্রাইওরিটি এদেশ ইংলণ্ডের নিকট হইতে পাইবে না। প্রাইওরিটি যদি দেওয়া হয় তবে রাজনৈতিক কারণে রাশিয়া ও ইউরোপের অন্যান্য দেশকেই তাহা দেওয়া হইবে। কাজেই যুদ্ধের পরে বস্ত্রশিল্পের উন্নতির জন্য ভারতবর্ষ ইংলণ্ড হইতে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি আমদানী করিতে পারিবে বলিয়া আশা করা বৃথা।

ভারতের দাবী পূরণে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইতেও যে যুদ্ধোত্তরকালে বিশেষ সহায়তা পাওয়া যাইবে নানা কারণে তাহার সম্ভাবনাও আমরা দেখিতেছি না। ভারতবর্ষ যুদ্ধের পূর্ব্বে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে খুব কম পরিমাণে কাপড়ের কলের যন্ত্রপাতি ক্রয় করিত। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রপ্তানীকৃত মোট ১ কোটী ৫ লক্ষ ডলারের যন্ত্রপাতির (কাপড়ের কলের) মধ্যে ৯২ হাজার ডলারের যন্ত্রপাতিই শুধু ভারতে আসিত। বাকী যন্ত্রপাতি কাটতির জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে চীন, ক্যানাডা ও দক্ষিণ আমেরিকার দেশগুলির উপর নির্ভর করিতে হইত। যুদ্ধের পরে বস্ত্রশিল্প পুনর্গঠনের জন্য সেই পুরানো বড় খরিদ্দারেরা ঐ দেশে বিস্তর পরিমাণে যন্ত্রপাতির অর্ডার দিবে। তাহাদের সঙ্গে ভারতবর্ষও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে যন্ত্রপাতি আনিবার চেষ্টা করিবে সন্দেহ নাই। কিন্তু একসঙ্গে বিস্তর চাহিদা দেখা যাওয়ায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রথমে চীন ও ক্যানাডা প্রভৃতি পূর্ব্বতন বড় খরিদ্দারদের দাবী পূরণেরই চেষ্টা করিবে। কাজেই ভারতের চাহিদা অনুযায়ী উপযুক্ত পরিমাণ যন্ত্রপাতি অদূর ভবিষ্যতে সে দেশ হইতে পাওয়ার আশা নাই।

তাহা ছাড়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে উপযুক্ত পরিমাণ যন্ত্রপাতি পাওয়ার পক্ষে ভারতের অন্য অসুবিধাও রহিয়াছে। যুদ্ধের সময়ে বৃটেনকে মালপত্র জোগাইয়া ঐ দেশের নিকট ভারতের ১২ শত কোটি টাকার উদ্বৃত্ত ষ্টার্লিং পাওনা দাঁড়াইয়াছে। ভারতের লোকদের প্রভূত স্বার্থত্যাগের ভিতর দিয়া এই তহবিল গড়িয়া উঠিয়াছে। যুদ্ধের পরে বিদেশ হইতে উহা দ্বারা প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি আমদানী করাই বর্ত্তমানে তাহাদের লক্ষ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু বৃটেনের লোকেরা যেভাবে ঐ পাওনা পরিশোধের কথা বলিতেছে তাহাতে উহার বিনিময়ে ইংলণ্ড ছাড়া অন্য কোন দেশ হইতে যন্ত্রপাতি আমদানী করার সুবিধা হইবে বলিয়া মনে হয় না। ভারতের উদ্বৃত্ত ষ্টার্লিং পাওনা দ্বারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করিতে হইলে ঐ ষ্টার্লিংকে ডলারে রূপান্তরিত করা দরকার। কিন্তু সে সুবিধা ভারতকে দেওয়া বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের উদ্দেশ্য নহে। বৃটেন যদি ভারতের পাওনা আদৌ পরিশোধ করিতে সম্মত হয়। তবে স্বল্প যন্ত্রপাতি যোগাইয়া বহু বৎসরের কিস্তিতেই সেই পাওনা বৃটেন পরিশোধ করিতে চাহিবে। নিজেদের স্বার্থবুদ্ধি হইতে উদ্বৃত্ত ষ্টার্লিংকে ডলারে রূপান্তরিত করিবার সুযোগ ঐ দেশ কিছুতেই ভারতবর্ষকে দিবে না। ফলে ঐ কারণেও যুদ্ধের পরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে উপযুক্ত পরিমাণে কাপড়ের কলের যন্ত্রপাতি আমদানী করা ভারতের পক্ষে কঠিন হইয়া দাঁড়াইবে।

এইরূপ অবস্থায় উপযুক্ত পরিমাণ যন্ত্রপাতির জন্য এদেশের পক্ষে বাহিরের উপর একান্তভাবে নির্ভর করিয়া থাকা অনুচিত। যুদ্ধের পরে ভারতে যদি বস্ত্রশিল্পের সমুচিত উন্নতি সাধন করিতে হয় তবে এখন হইতে কাপড়ের কলের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি আমাদিগকে যথাসম্ভব এদেশেই তৈয়ারের ব্যবস্থা করিতে হইবে। ভারতে কাপড়ের কল স্থাপনের সঙ্গে উহার আবশ্যকীয় যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম এতদিন দেশে প্রস্তুতের চেষ্টা হয় নাই। ইহাতে ভারতীয় বস্ত্রশিল্পের ক্ষেত্রে একটা বড় গলদ রহিয়া গিয়াছে। দেশের কল্যাণ দেখিতে হইলে সেই গলদ যথাসম্ভব সত্বর আমাদিগকে কাটাইয়া উঠিতে হইবে। দুঃখের বিষয় ভারতের শিল্প ব্যবসায়ীর, বিশেষ করিয়া এদেশের মিল মালিকেরা সে বিষয়ে এখনও পরিপূর্ণ মনোযোগ নিবদ্ধ করিতেছেন না। ভারতীয় শিল্পপতি মিশনের সদস্যরা লণ্ডনে গিয়া বর্ত্তমানে কাপড়ের কলের যন্ত্রপাতি আমদানী সম্পর্কে বৃটিশ শিল্পকারখানার মালিকদের সহিত আলাপ আলোচনা চালাইয়াছেন। রয়টারের এক খবরে প্রকাশ, শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার ইংলণ্ডের সুপ্রসিদ্ধ ম্যাসিনারী ফার্ম প্ল্যাট ব্রাদার্স লিমিটেডের সহিত এ বিষয়ে একটি বুঝাপড়া করিবার চেষ্টা করিতেছেন। কাপড়ের কলের যন্ত্রপাতি আমদানী সম্পর্কে শিল্প মিশনের সদস্যদের এই চেষ্টা প্রশংসনীয় সন্দেহ নাই, কিন্তু কেবল ঐরূপ চেষ্টা দ্বারা ভারতে বস্ত্রশিল্পের বনিয়াদ সুদৃঢ় হওয়া কঠিন। ইংলণ্ডের প্ল্যাট ব্রাদার্স লিমিটেড ও টেক্সটাইল ম্যাসিনারী মেকার্স লিমিটেড প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান কেবল কাপড়ের কলের যন্ত্রপাতিই প্রস্তুত করেন না উহারা ঐ যন্ত্রপাতি প্রস্তুতের উপযুক্ত সরঞ্জামও বিদেশে রপ্তানী করিয়া থাকেন। সেই সরঞ্জাম সংগ্রহ করিয়া কাপড়ের কলের যন্ত্রপাতি তৈয়ারের জন্য ভারতে উপযুক্ত কারখানা গড়িয়া তোলা যায় কি না মিঃ সরকার ও অন্যান্য সদস্যদের তাহা ভাবিয়া দেখা উচিত। সেই কারখানা স্থাপন সম্পর্কে প্ল্যাট ব্রাদার্স লিমিটেড ও অন্যান্য শিল্পপ্রতিষ্ঠানের সহায়তা যদি তাঁহারা আদায় করিতে পারেন তবে তাহাতেই ভারতে বস্ত্রশিল্পের স্থায়ী উন্নতির পথ প্রশস্ত হইতে পারে।

ছয় মাস পর পর

আপনার লভ্যাংশ

আপনার ঠিকানায় পাঠানো হয়

প্রথম ৩% ভিক্টরি লোন (১৯৫৭)এ এগারো মাসেরও কম সময়ে ১১২ কোটি টাকা জমা হ'বার পর এই ঋণ গ্রহণ ১৯৪৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে বন্ধ করা হয়।

শতকরা তিন টাকা সুদের দ্বিতীয় ভিক্টরি লোন (১৯৫৯-৬১) প্রথম লোনের মতই সুবিধাজনক সর্তে পাওয়া যাবে। আজকাল ছোটো, বড় সকলের পক্ষেই এই ঋণে নিজ নিজ সঞ্চয় নিয়োগ সর্বাপেক্ষা নিরাপদ। এই ঋণে যথেচ্ছ পরিমাণ টাকা খাটানো যায়।

এই ঋণের পেছনে রয়েছে সমস্ত ভারতের ধন সম্পদ এবং ভারত সরকারের ১৯৫৯এর ১৫ই অগস্ট ও ১৯৬১র ১৫ই অগস্টের মধ্যে আপনার টাকা ফেরত দেবার দায়িত্ব। সে সময়ের আগে টাকার দরকার হ'লে আপনার প্রদত্ত ঋণ হস্তান্তরিত ক'রে আপনার টাকা তুলে নিতে পারবেন।

আয়কর বাদ দিয়ে, বছরে দু'বার আপনার প্রদত্ত ঋণের উপর শতকরা তিন টাকা সুদের একটি 'ডিভিডেণ্ড ওয়ারেণ্ট' ১৫ই অগস্ট ও ১৫ই ফেব্রুয়ারি আপনার কাছে পাঠানো হবে। সাধারণ চেকের মতই এই ডিভিডেণ্ড ওয়ারেণ্টটি ভাঙ্গানো যাবে। যথেষ্ট লভ্যাংশ ছাড়াও যুদ্ধ প্রচেষ্টায় ও মুদ্রাস্ফীতি লাঘবে সাহায্য করার জন্য আপনি নিজের মনে আনন্দ অনুভব করবেন।

এই ঋণে টাকা নিয়োগ করতে হ'লে, আপনার নিজের ব্যাঙ্কারের কাছে, কিংবা বোম্বাই, কলিকাতা, মাদ্রাজ, দিল্লী ও কানপুরের রিজার্ভ ব্যাঙ্কে, কিংবা ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের যে কোনো শাখায় ও গভর্নমেণ্ট ট্রেজারিতে আবেদন করুন।

AAA 224

আপনার সঞ্চয়

১৯৫৯—৬১র

৩%

দ্বিতীয়

ভিক্টরি লোন-এ

নিয়োগ করুন

'ফিনান্স ডিপার্টমেণ্ট, গভর্নমেণ্ট অব ইণ্ডিয়া' কর্তৃক প্রচারিত

রাজনৈতিক প্রসঙ্গ

ওয়াভেল প্রস্তাব সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার জন্য বোম্বাইএ কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির গুরুত্বপূর্ণ অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। সদস্যগণ ব্যতীত বিশেষ আমন্ত্রণে মহাত্মা গান্ধী ঐ বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। কংগ্রেস নেতৃগণ সিমলা সম্মেলনে কংগ্রেসের প্রতিনিধি প্রেরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। রাষ্ট্রপতি আজাদ ওয়ার্কিং কমিটির অনুমোদনক্রমে বড়লাটের আমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া সমস্ত ভূতপূর্ব্ব কংগ্রেসী প্রধানমন্ত্রী ও আমন্ত্রিত অন্যান্য কংগ্রেসসেবীকে সম্মেলনে যোগদানের নির্দ্দেশ জানাইয়া তার প্রেরণ করিয়াছেন। সমগ্র দেশের দৃষ্টি বোম্বাই হইতে স্থানান্তরিত হইয়া এবার সিমলায় গিয়া নিবদ্ধ হইবে।

যাঁহাদের উপর আমাদের জাতীয় অদৃষ্ট নিরূপণের ভার ন্যস্ত রহিয়াছে সেই কংগ্রেস নেতৃগণ দেশাত্মবোধে কোন দেশের কোন যুগের দেশপ্রেমিকের অপেক্ষা খাট নহেন, তাঁহাদের স্থির বুদ্ধি ও সূক্ষ্ম বিচার-বিবেচনার শক্তি পৃথিবীর কাহারো অপেক্ষা বেশী বৈ কম নহে। এই কথা আমরা যেন বিস্মৃত না হই। কংগ্রেস প্রতিনিধিরা সবিস্তারে বিচার-বিশ্লেষণ করিয়া ওয়াভেল প্রস্তাব দেশের স্বার্থের দিক হইতে গ্রহণযোগ্য মনে করিলে নিশ্চয়ই গ্রহণ করিবেন, গ্রহণ-যোগ্য মনে না করিলে জাতীয় স্বার্থের খাতিরে নিঃসন্দেহে তাহা বর্জ্জন করিবেন। অতএব নিশ্চিন্ত বিশ্বাস লইয়া নেতৃ-সম্মেলনের ফলাফল ঘোষিত না হওয়া পর্য্যন্ত অপেক্ষা করাই আমরা সঙ্গত বলিয়া মনে করি।

* * *

তথাপি দুই একটি বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা লাভের জন্য আমাদের অসহিষ্ণু ঔৎসুক্যের কথা এখানে সংক্ষেপে আলোচনা করিব। শাসন পরিষদে সমান সংখ্যক হিন্দু ও মুসলমান সদস্য গ্রহণের কথা ওয়াভেল প্রস্তাবে ঘোষিত হইয়াছে। এই সমতার স্বরূপ কি? যে কয়জন মুসলমান শাসন পরিষদে যোগদান করিবেন তাঁহাদের সকলেই কি মুসলিম লীগের মনোনীত ব্যক্তি হইবেন? মুসলিম লীগ ছাড়াও একাধিক শক্তিশালী মুসলিম সংগঠন রহিয়াছে এবং কংগ্রেসের অভ্যন্তরেও নেতৃস্থানীয় মুসলমানের অভাব নাই। শাসন পরিষদের মুসলিম সদস্যদের মধ্যে অ-লীগ মুসলমানও থাকিবেন কিনা বা থাকিতে পারিবেন কিনা সেই বিষয় সিমলা বৈঠকে পরিষ্কার হইবে তাহা জানিয়াও পূর্ব্বাহ্ণে আমরা উদ্বেগ প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারিতেছি না। সমস্ত মুসলিম সদস্যই যদি মুসলিম লীগ হইতে গ্রহণ করা হয় তাহা হইলে সেই ব্যবস্থা সমগ্র মুসলিম ভারতের দিক হইতে বিচার করিলে অসঙ্গত ও অস্বাভাবিক কাজ হইবে।

* * *

আমাদের দ্বিতীয় শঙ্কা বিভিন্ন প্রদেশ সম্পর্কে। ভারত-সচিব মিঃ আমেরীর ভাষণে ও ব্যাখ্যায় প্রকাশ পাইয়াছে, ওয়াভেল প্রস্তাব গৃহীত হইলে কেন্দ্রের ন্যায় প্রদেশসমূহেও হিন্দু ও মুসলমানের অনুরূপ সমতার ভিত্তিতে শাসনকার্য্য চালু করা হইবে। অর্থাৎ মুসলমান-গরিষ্ঠ বাংলা দেশের মন্ত্রিমণ্ডলীতে হিন্দুর সংখ্যা হইবে মুসলমানের সমান এবং অত্যধিক হিন্দু-গরিষ্ঠ মাদ্রাজের মন্ত্রিসভায় মুসলমানদিগকে হিন্দুর সমান আসন দিতে হইবে। এই দুইটি প্রদেশের দৃষ্টান্তই ঐরূপ প্রস্তাবের অসঙ্গতি সম্পর্কে যথেষ্ট নজির। প্রদেশসমূহে ঐ জাতীয় সমতার নীতি গণতান্ত্রিক ন্যায়নীতির পরিপোষক না হইয়া পরিপন্থী হইবে বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। এই বিষয়ে স্পষ্ট আলোকসম্পাত না হওয়া পর্য্যন্ত আমাদের শঙ্কিত মনে প্রশ্নের পর প্রশ্ন দেখা দিতেছে।

* * *

পণ্ডিচেরীর আশ্রম হইতে শ্রীঅরবিন্দ ওয়াভেল প্রস্তাব যে আকারে ঘোষিত হইয়াছে সেই আকারেই উহা গ্রহণ করার জন্য কংগ্রেস ও ভারতবাসীকে পরামর্শ দিয়াছেন। দূর হইতে শ্রীঅরবিন্দের এরূপ উপদেশ বর্ষণ নানা কারণেই আপত্তিজনক। রাজনীতি-ক্ষেত্র হইতে সরিয়া পড়িয়া তিনি বহুকাল যাবৎ আশ্রমের নিভৃত প্রকোষ্ঠে যোগ সাধনায় মাতিয়া আছেন। দেশের সংগ্রামশীল রাজনীতির সহিত কোন সক্রিয় সংযোগ তাঁহার নাই—সেই দিকে তাঁহার না আছে চেষ্টা, না আছে ইচ্ছা। দেশের বাস্তব সমস্যাগুলির সহিত তাঁহার যতটুকু সম্পর্ক, আটলান্টিক মহাসাগরের ওপারে সংবাদপত্র পাঠ করিয়া অনেক নিরপেক্ষ মার্কিন দর্শকের ভারতের সহিত সম্পর্কই বা উহার অপেক্ষা কম কিসে? শ্রীঅরবিন্দের পায়ের তলা হইতে তাঁহার স্বদেশ ও সারা দুনিয়া অনেক দূর সরিয়া গিয়াছে—তাঁহার আমলের ভাসা-ভাসা লক্ষ্য আজ 'পূর্ণ স্বাধীনতার' বলিষ্ঠ দাবীতে পরিণতি লাভ করিয়াছে। শ্রীঅরবিন্দ যেন চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বের চশমা চোখে আঁটিয়া বর্ত্তমান ভারতের সমস্যাকে দেখিতেছেন। যাঁহাদের তিনি পরামর্শ দিবার ধৃষ্টতা দেখাইয়াছেন সেই কংগ্রেস নেতৃগণ কঠিন বাস্তবের সহিত যোগাযোগ-বিহীন এক একজন অতীন্দ্রিয়তাসর্ব্বস্ব যোগী পুরুষ নহেন। তাঁহাদের দূরদৃষ্টি, বিচার-শক্তি, বাস্তববোধ ও দেশাত্মপ্রেম বহু বাধা বিঘ্ন, দুঃখ-ভোগ ও বিপর্য্যয়ের অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া খাঁটি সোনার পবিত্রতায় অম্লান ও অনমনীয়। বাহিরের উপদেশে তাঁহাদের বিচার-বুদ্ধি প্রভাবিত হইতে পারে কংগ্রেস নেতৃগণকে শ্রীঅরবিন্দ এতখানি খাট চক্ষে দেখিতেছেন কোন্ যোগলব্ধ ঐশী শক্তির স্পর্দ্ধিত অভিমানে?

* * *

বিলাতের স্বতন্ত্র শ্রমিক দলের (ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট লেবার পার্টি) মুখপত্র 'নিউ লীডার'-এ বিখ্যাত ঐতিহাসিক মিঃ ফ্যারিডলি ভারত প্রসঙ্গ আলোচনায় লিখিয়াছেন, 'ভারত সরকার একাধারে সামন্ততান্ত্রিক ও আমলাতান্ত্রিক বিশুদ্ধ স্বৈরাচারের উপর প্রতিষ্ঠিত। লর্ড ক্লাইভ ও ওয়ারেন হেষ্টিংসের আমল হইতে আজ পর্য্যন্তও তাহার বিন্দুমাত্র উন্নতি হয় নাই। ভারতস্থ বৃটিশ সরকারকে যে ফ্যাসিষ্ট বলা

জন-স্বাস্থ্যে
জনকল্যাণ

সমষ্টিকে কেন্দ্র করিয়া কর্ম্মের অনুসরণ আধুনিক সভ্যতার মূল-নীতি। সহরের জনস্বাস্থ্য সংরক্ষণে কর্ত্তৃপক্ষের ব্যাকুলতা প্রশংসনীয়। আইনের সুষ্ঠু পরিকল্পনা আজ সহসা জাগরুক, কিন্তু—

অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বেই

জনস্বাস্থ্য সংরক্ষণে খাদ্য পরিবেশকের যে গুরু দায়িত্ব—

"দ্বারিক"

অনুভব করিয়াছিল, তাহার প্রত্যক্ষ পরিচয়—
প্রতিষ্ঠানসমূহের ব্যয়বহুল—

রচনা
সংরক্ষণ
ও
পরিবেশন পদ্ধতি

জনপ্রিয় জনকল্যাণ অনুষ্ঠান

দ্বারিকানাথ ঘোষ এণ্ড সন্স লিঃ

ভারতের বৃহত্তম মিষ্টান্ন প্রতিষ্ঠান

শাখা কলিকাতার সর্ব্বত্র

হয় না, তাহার একমাত্র কারণ ফ্যাসিজম বিংশ শতাব্দীর মতবাদ।...বাস্তবিক উভয়ের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য নাই। ফ্যাসিষ্টগণ বৃটিশের ভারত শাসন ব্যবস্থা হইতেই তাহাদের বন্দীশিবিরগুলির মাহাত্ম্য হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিল।" মিঃ ফ্যারিডলির এই মন্তব্যের উপর মন্তব্য করা নিরর্থক ও নিষ্প্রয়োজন। আমরা কেবল তাঁহার প্রবন্ধের নিম্নোক্ত অংশটুকু উদ্ধৃত করিয়া দিয়া পাঠকদের বিচার-বুদ্ধির উপর সমগ্র প্রসঙ্গটা ছাড়িয়া দিতে চাহি: "বহুকাল অধিকৃত ভারতকে বহুকাল ধরিয়া স্বাধীনতার অঙ্গীকার শুনান হইতেছে। এক-কথার মানুষ ইংরেজ 'ভদ্রলোকেরা' এই প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিলেও বিস্মিত হইবার কিছু নাই।...আজ ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ এক অভূতপূর্ব্ব বিপাকে পড়িয়াছে। ভারত সম্পর্কে মিত্রপক্ষীয় শক্তিবর্গ তাহার বিরুদ্ধে মতবাদ পোষণ করে। সকলেই চাহে যে, ভারত হইতে বৃটিশেরা দূর হউক। কারণ চীন এশিয়াকে এশিয়াবাসীর জন্যই দেখিতে চায়, রুশিয়া তাহার প্রধান ইউরোপীয় প্রতিদ্বন্দ্বীকে এশিয়ার বাহিরেই রাখিতে চায়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যবাদ সুদূর প্রাচ্যে শিল্পোন্নয়নের নামে নিরঙ্কুশভাবে প্রাচ্যের বাজার শোষণ করিতে চায়।...বিভিন্ন মতবাদের মধ্য দিয়া হইলেও কার্য্যকরীভাবে সমগ্র দুনিয়াই চাহে, বৃটিশ ভারতবর্ষ ছাড়িয়া চলিয়া যাউক। শান্তিপূর্ণ উপায়েই হউক বা রক্তপাতের পথেই হউক, বৃটিশ শাসকদের শীঘ্রই ভারত ত্যাগ করিতে হইবে। লর্ড ওয়াভেলই কি সাদা সাহেবদের শেষ ধ্বজাধারী?"

* * *

সদ্য মুক্ত পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু ভারতে বৃটিশ শাসনের কলঙ্কের কথা বলিতে গিয়া বাংলার মন্বন্তরের কথাটাই বড় করিয়া ধরিয়াছেন। বাঙ্গলার শোচনীয় দুর্গতির স্মরণে অশ্রুভারাক্রান্ত কণ্ঠে পণ্ডিতজী বলিয়াছেন, "কলিকাতার রাজপথ যখন মৃতদেহ-সমাকীর্ণ হইয়া চলিয়াছে, সেই সময় অনুগৃহীতের দল নৃত্যোৎসবে দিন কাটাইয়াছেন। মুমূর্ষু বাংলায় খাদ্য সরবরাহের জন্য যখন রেলওয়ে ওয়াগনের অভাব, তখন কলিকাতায় ঘোড়দৌড়ের জন্য ঘোড়া চালান হইতেছিল।" পণ্ডিত জওহরলালের ন্যায় দেশবরেণ্য নেতার ব্যাপক দৃষ্টিশক্তি কেবল ঐ চূড়ান্ত কলঙ্কের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নাই। "এদেশের গৌরবান্বিত সিভিল সার্ভিসের বিস্ময়কর অযোগ্যতার" উল্লেখ করিয়া তিনি "নয়াদিল্লীর সেক্রেটারীয়েটকে বাঙ্গলার সেক্রেটারীয়েটের সমান অপরাধী" বলিয়াই খালাস হইতে পারেন না। ঐ সরকারী অপরাধের প্রসঙ্গে বে-সরকারী অপরাধের কথাও তিনি বিস্মৃত হন নাই। তিনি ঘৃণামিশ্রিত দৃঢ়কণ্ঠে বলিয়াছেন, "এই দুর্দ্দিনে আমাদের দেশের যাহারা চোরাবাজারের লাভের নেশায় মাতিয়াছিল তাহাদের অপরাধও কম নয়।" আর এক বক্তৃতায় (বোম্বাইএ) ঐ প্রসঙ্গেরই সূত্র ধরিয়া পণ্ডিতজী মন্তব্য করিয়াছেন, "বাংলার দুর্ভিক্ষ দুর্নীতি ও অযোগ্যতার স্বাভাবিক পরিণতি মাত্র। দলে দলে নরনারী যখন খাদ্যাভাবে প্রাণ ত্যাগ করিতেছে তখন তাহাদেরই স্বদেশবাসী আর একদল লোক অতিলাভ করিয়া অর্থ সঞ্চয় করিয়াছে। সমগ্র ব্যবস্থাই ঘোর দুর্নীতিদুষ্ট।"

* * *

গত সপ্তাহের পূর্ব্ব সপ্তাহে রাজনৈতিক বন্দীদের আশু মুক্তির দাবী জানাইয়া আমরা আলোচনা করিয়াছিলাম। তাহার পরে কংগ্রেসী নেতৃগণ কারামুক্ত হইয়াছেন। কিন্তু আগষ্ট আন্দোলনের আমলের অন্যান্য আটক বন্দী এবং সন্ত্রাসবাদী বলিয়া অভিহিত রাজনৈতিক বন্দীরা এখনও কারা-প্রাচীরের অন্তরালে তিলে তিলে জীবনীশক্তি হারাইতেছেন। ইতিমধ্যে তাঁহাদের মুক্তির দাবী জানাইয়া নানা সূত্রে নানা স্থানে আন্দোলন দেখা দিতেছে। সম্প্রতি কলিকাতার মেয়র প্রমুখ ২৬ জন বিশিষ্ট নাগরিক বন্দী-মুক্তির প্রশ্নকে বড় করিয়া তুলিয়া ধরিয়াছেন। আমরা আশা করি, এই আবেদনে দেশের সর্ব্বত্র সাড়া জাগিবে। এই প্রসঙ্গে আমরা বিশেষ করিয়া শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসুর কথা উল্লেখ করিব। তাঁহার স্বাস্থ্যের গুরুতর অবস্থার কথা বিবেচনা করিয়া অবিলম্বে তাঁহার মুক্তি আবশ্যক। তাঁহার ন্যায় দেশ-নেতারা চূড়ান্ত দুর্দ্দিনে আমাদের মধ্যে থাকিলে অবস্থা কিছুতেই এতখানি আয়ত্তের বাহিরে যাইতে পারিত না। দুর্দ্দশার পর্ব্ব এখনও শেষ হয় নাই। আমরা আশা করি, সমগ্র দেশ শরৎবাবুর মুক্তির জন্য জোর আন্দোলন করিবে। জাগ্রত জনমতের চাপে গর্ব্বান্ধ আমলাতন্ত্রকে বাধ্য না করিলে তাঁহারা দেশজননীর বরেণ্য সন্তানদের কারামুক্ত করিবেন না। বোম্বাই-এ ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে আগত মহাত্মা গান্ধী শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসুর মুক্তি প্রসঙ্গে বিবৃতি দিয়া বলিয়াছেন, অন্ততঃ তাঁহাকে বাঙ্গলার কোন এক স্বাস্থ্যকর স্থানে অনতিবিলম্বে স্থানান্তরিত করা হউক।

দি কুমিল্লা ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিঃ

রেজিষ্টার্ড অফিস—৪নং, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। স্থাপিত—১৯২২

ডিপজিট	৯,৫০,০০,০০০৲ টাকার উর্দ্ধে
কার্য্যকরী মূলধন	১১,০০,০০,০০০৲ টাকার উর্দ্ধে

কলিকাতা অফিস—৪নং, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, ২২৫, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট (কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট), ৯৯এ, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট (শ্যামবাজার), ১৩৯বি, রসা রোড, (ভবানীপুর)।

বাংলা, বিহার, বোম্বাই ও আসামের প্রধান প্রধান ব্যবসাকেন্দ্রে শাখা অবস্থিত।

গত ৭।৬।৪৫ ইং তারিখে ভাগলপুর শাখা খোলা হইয়াছে।

লণ্ডন এজেন্টস্—**বারক্লেজ ব্যাঙ্ক লিমিটেড**। আমেরিকা এজেন্টস্—**গ্যারাণ্টি ট্রাষ্ট কোং অফ নিউ ইয়র্ক**। অষ্ট্রেলিয়া এজেন্টস্—**ব্যাঙ্ক অফ নিউ সাউথ ওয়েলস্, সিডনি**। মিড্‌ল ইষ্ট এজেন্টস্—**বারক্লেজ ব্যাঙ্ক লিমিটেড**।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—**ডাঃ এস, বি, দত্ত,** এম-এ, বি-এল, পি-এইচ-ডি (ইকন) লণ্ডন, বার-এ্যাট-ল

TWO REASONS—

এক একটি গুডইয়ার টায়ার দ্বারা যত মাইল পথ অতিক্রম করা যায় তৎসম্বন্ধে ভারতের সকল স্থান হইতে যে রিপোর্ট পাওয়া গিয়াছে তাহা হইতে প্রমাণিত হয় যে, গুডইয়ার টায়ার সত্যসত্যই অনন্যসাধারণ কাজ দিতেছে — অনেক ক্ষেত্রে এই কাজের পদ্ধতি যুদ্ধের পূর্ব্বেকার সময়ের সহিত তুলনীয়।

আজিকার দিনের সর্ব্বোৎকৃষ্ট টায়ার

১। কাঠাম

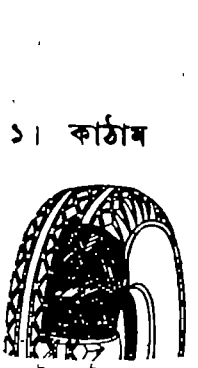

গুডইয়ার টায়ারসমূহ নিম্নপ্রসারিত রজ্জুদ্বারায় গ্রথিত হওয়ায় ঐ সমস্ত টায়ার নিরাপদ, মজবুত, জখম প্রতিরোধক এবং দীর্ঘকাল স্থায়ী হইয়া থাকে।

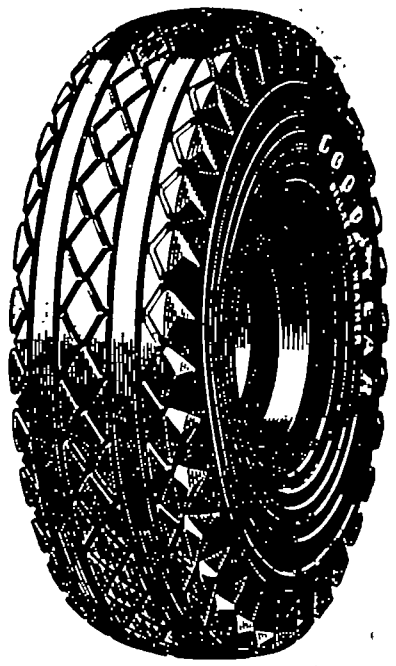

২। ট্রেড

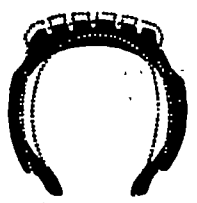

গুডইয়ার টায়ারসমূহ এরূপভাবে নির্ম্মিত যে, উহা বায়ুপূর্ণ করা হইলে উহার ট্রেড বর্দ্ধিত না হইয়া দৃঢ়সংবদ্ধ হয়। উহার পরিকল্পনা এরূপ যে, দৃঢ়সংবদ্ধ হওয়ার ফলে ফাটিয়া যায় না এবং ঘর্ষণে সহজে ক্ষয় পায় না।

—AND ONE PROOF

গুডইয়ার টায়ারের নির্ম্মাণপদ্ধতির সুবিধা, অধিকতর ভারসাম্যতা এবং দীর্ঘতরকালব্যাপী স্থায়িত্বের সর্ব্বাপেক্ষা বড় প্রমাণ হইতেছে এই যে, গত ২৯ বৎসর কালের ন্যায় আজিকার দিনেও সমগ্র জগতে অধিকতর সংখ্যক লোক অন্য সমস্ত শ্রেণীর টায়ার অপেক্ষা গুডইয়ার টায়ারের সাহায্যে মোটর ভ্রমণ করিয়া থাকে।

GOODYEAR

THE GREATEST NAME IN RUBBER

NO—100

খেয়ালীর খাতা

অন্য আর পাঁচজনের মতো ওয়েভেল পরিকল্পনা সম্বন্ধে আমারও একটা নিজস্ব অভিমত অবশ্যই আছে। কিন্তু সেটা না জানিলে কাহারও কোন ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। সুতরাং সে-প্রসঙ্গ থাকুক। তবে এ সম্পর্কে একটি ব্যাপার লক্ষ্য করিয়া খুসী হইলাম। সেটা এই যে, ওয়েভেল প্রস্তাব প্রকাশ করিতে কেন্দ্রীয় সরকার এবার সাংবাদিকদের যথার্থ মর্য্যাদা দিয়াছেন। নয়াদিল্লীতে ১৪ই সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় গভর্ণমেণ্ট যে-সাংবাদিক সম্মেলন ডাকিয়াছিলেন তাহার ব্যবস্থা ইহার আগের যে কোন প্রেস কনফারেন্সের চাইতে ভালো হইয়াছে। সেক্রেটারীয়েটের নর্থ ব্লকের দোতলায় স্যার সুলতান আহম্মদের ঘরে কনফারেন্সের জায়গা করা হইয়াছিল। ঘরের জানালা দিয়া অদূরবর্ত্তী ওয়ার মেমোরিয়্যাল দেখা যায়। দেখা যায় পুরানো কেল্লা যেখানে একদিন যুধিষ্ঠির রাজত্ব করিতেন বলিয়া কিংবদন্তী আছে। উহারই মধ্যে একটি দালানের সিঁড়ি হইতে পড়িয়া মোগল সম্রাট হুমায়ুনের মৃত্যু হয়। সাতটা পঁয়তাল্লিশ মিনিটে লর্ড ওয়েভেল রেডিওতে তাঁহার প্রস্তাব পড়িয়া শুনাইবেন। সাংবাদিকেরা যাহাতে তাঁহার বক্তৃতা শুনিতে পারেন সেজন্য ঘরে দুইটি সুদৃশ্য রেডিও সেট রাখা হইয়াছে। বড়লাটের বক্তৃতা ও সেক্রেটারী অব ষ্টেটের বক্তৃতার পাণ্ডুলিপি সাংবাদিকদের সেখানে দেওয়া হয়। কনফারেন্সে যিনি বক্তৃতা করিলেন,—তাঁহার নাম উল্লেখে বাধা আছে—তিনি সিমলায় কনফারেন্স সম্পর্কে আশ্বাস দিলেন, যে-সকল রিপোর্টার সিমলায় যাইতে চাহেন তাঁহারা তাঁহাদের নাম ও কোন্ শ্রেণীতে যাইবেন তাহা জানাইলে রেলওয়ে বোর্ড তাঁহাদের বার্থের ব্যবস্থা করিয়া দিবে। সিমলাতে স্থানাভাব। হোটেলগুলি সবই ভর্ত্তি। সেবার ডিপার্টমেণ্ট রিপোর্টারদের সিমলায় থাকিবার জায়গাও যোগাড় করিয়া দিবে। পোষ্ট এণ্ড টেলীগ্রাফ ডিপার্টমেণ্ট তাহাদের ব্যবহারের জন্য সিমলায় দশটি নূতন টেলীফোন লাইন বসাইবেন। ক্রিপস্ প্রস্তাবের সময় গভর্ণমেণ্ট সাংবাদিকদের জন্য কোন বিশেষ ব্যবস্থাই করেন নাই। বিলাতে ও য়ুরোপে সাংবাদিকদের জন্য সকল রকম ব্যবস্থা—থাকার, খাওয়ার, যাতায়াতের—করিয়া দেওয়ার জন্য গভর্ণমেণ্টের আলাদা বিভাগ আছে। কলিকাতায় রাইটার্স বিল্ডিং-এ সাংবাদিকেরা পাঁচ মিনিট বসিতে পারে এমন স্থান নাই, একটি জরুরী খবর পাঠাইতে পারে এমন টেলীফোন নাই, দুই গ্যালন সাপ্লিমেণ্টারী পেট্রোল পাইতে তাঁহাদের প্রাণান্ত দরবার করিতে হয়।

* * *

চার বছর পরে সিমলা এই প্রথম আবার রাজনৈতিক ঘটনার কেন্দ্র হইল। ১৯৪১ সালে লর্ড লিনলিথগো তাঁহার এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের প্রথম সম্প্রসারণ করেন কয়েকজন দলহীন ভারতীয়কে সদস্য করিয়া। স্যার হোমী মোদী, স্যার ফিরোজ খাঁ নুন, পরলোকগত রাঘবেন্দ্র রাও, এককালীন কংগ্রেস নেতা মাধব শ্রীহরি আনে ইত্যাদি। নলিনীরঞ্জন সরকারের কথা আগে কেহই ভাবে নাই, তালিকায় তাঁহার নামটা অনেকটা অপ্রত্যাশিত। শ্রীযুক্ত সরকার তখন বোম্বেতে। ট্রাঙ্ক-টেলীফোনে তাঁহাকে খবরটা সর্ব্বপ্রথম যে-বন্ধুটি জানাইয়াছিলেন, ইনফরমেশান ডিপার্টমেণ্টে তিনি একজন বিশিষ্ট অফিসার। সেবারের এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলে যাঁহারা গিয়াছিলেন, তাহারা ভারতীয় হইলেও দেশের প্রতিনিধি ছিলেন না, একমাত্র তাঁহাদের নিজ অভিমত দেওয়া ছাড়া সমস্ত দেশের পক্ষে কথা বলিবার তাঁহাদের কোন ক্ষমতা ছিল না। এবারে যদি প্রস্তাব গৃহীত হয়, তবে এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের শুধু আকৃতি বদল হইবে না, প্রকৃতিও।

* * *

সিমলার এইরূপ আর একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার কথা মনে পড়িতেছে। বহু বছর আগে, দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকের ঠিক আগে। গান্ধী-আরউইন প্যাক্ট অনুসারে সমস্ত কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ ও কর্ম্মীরা জেল হইতে বাহির হইয়াছেন। কংগ্রেসের উপর নিষেধাজ্ঞা তুলিয়া লওয়া হইয়াছে। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি গান্ধীজীকে লণ্ডনে গোলটেবিল বৈঠকে যোগ দেওয়ার জন্য কংগ্রেসের একমাত্র মুখপাত্র নির্ব্বাচন করিয়াছেন। দেশের সর্ব্বত্র একটা আশার সঞ্চার হইয়াছে। কিন্তু শেষ মুহূর্ত্তে আবার একটা বিঘ্ন দেখা দিল, ইংরেজীতে যাহাকে বলে last moment hitch. সকাল বেলা হইতে আমরা গর্টন ক্যাসেলে ঘোরাঘুরি করিতেছি। হোম সেক্রেটারী, পলিটিক্যাল সেক্রেটারী, কাহারও কাছ হইতেই কোন খবর পাওয়া যাইতেছে না। গান্ধীজী রাজকুমারী অমৃত কাউরের বাড়ীতে আছেন। সেখানেও মহাদেব দেশাই একেবারে মুখে কুলুপ আঁটিয়া আছেন। একটু আভাষ ইঙ্গিত পাওয়ার যো পর্য্যন্ত নাই। গান্ধীজী লণ্ডনে যাইবেন কি যাইবেন না তাহাই প্রশ্ন। অনেক সন্ধানে এইটুকু জানা গেল যে, ভাইসরয় ও গান্ধীজীর মধ্যে একটা মীমাংসার চেষ্টা চলিতেছে, উহার ফলাফলের উপরই যাওয়া-না-যাওয়া নির্ভর করিতেছে। সেদিন বিকালের ট্রেণে রওনা না হইলে বোম্বেতে জাহাজ ধরিবার উপায় নাই। কাজেই আমরা সাংবাদিকেরা ঐ ট্রেণটির উপরে নজর রাখিলাম। বেলা চারটার সময় কার্টরোড দিয়া কালকার ট্রেণ ধীর মন্থর সরীসৃপ গতিতে রওনা হইয়া গেল। সে-ট্রেণে গান্ধীজী গেলেন না। সুতরাং মীমাংসা হয় নাই, কংগ্রেস গোলটেবিল বৈঠক বর্জ্জন করিল। সকলেরই এই সিদ্ধান্ত। সারাদিন পরিশ্রমে ক্লান্তদেহে গৃহে ফিরিলাম সবাই—শুধু এ, এস, আয়েঙ্গার (বর্ত্তমানে ট্রিবিউনের দিল্লী-সংবাদদাতা) ছাড়া। সে গান্ধীজীর আস্তানায় গেল। সেখানে শুনিল, পাশের ঘরে গান্ধীজী কাহার সঙ্গে টেলীফোনে আলাপ করিতেছেন। প্রায় আধ ঘণ্টা গেল। আয়েঙ্গারের সন্দেহ হইল, এতক্ষণ গান্ধীজী কাহার সঙ্গে কথা বলিতেছেন? আবার ভাইসরয় নয়তো? এমন সময় দেবীদাস গান্ধী এ-ঘরে আসিয়া একটি ইংরেজ রিপোর্টারকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"অক্টোবরে লণ্ডনের শীত কি খুব কড়া?" আয়েঙ্গার সেই মুহূর্ত্তে ছুটিয়া যাইয়া বিলাতে টেলিগ্রাম পাঠাইল, "GANDHI DEFINITELY

৭০ বৎসরাধিক কাল ব্যাপী অগণিত গৃহে ও পরিবারে "ওরিয়েণ্টাল" শান্তি ও নিরাপত্তার বাণী বহন করিয়া আনিয়াছে। একমাত্র ১৯৪৪ সালেই বীমাকারীর সংখ্যা ৮৭,৩৯৮ এবং মোট জীবনবীমার পরিমাণ প্রায়—

২২,০০,০০,০০০ টাকা

মূলধন ৩৬¾ কোটি টাকারও উপর

জীবনবীমা সংক্রান্ত যে-কোন প্রয়োজনে আপনি আমাদের নিকট আসিলে নিশ্চয়ই উপকৃত হইবেন।

ওরিয়েণ্টাল

গভর্ণমেণ্ট সিকিউরিটি লাইফ এসিওরেন্স কোং লিমিটেড।

১৮৭৪ সালে ভারতবর্ষে প্রতিষ্ঠিত।

হেড অফিস — বোম্বাই

— ব্রাঞ্চ অফিস —

— ওরিয়েণ্টাল এসিওরেন্স বিল্ডিংস —

২, ক্লাইভ রো :: কলিকাতা। ফোন — কলিঃ ৫০০

সোনাপুর ব্যাঙ্ক লিমিটেড

৫৭, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, রাজাকাটরা কলিকাতা।

টেলিগ্রাম: "মৌচাক" স্থাপিত ইং ১৯২১

শাখাসমূহ

দক্ষিণ কলিকাতা, ডালহৌসী, আমতা, ভোলা, উলুবেড়িয়া, চৌমুহানী, পরশুরাম ও ঢাকা।

৩০০% হারে ডিপজিট বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে।

আয়কররহিত ৫% ডিভিডেণ্ড ঘোষণা করা হইয়াছে।

ATTENDING ROUNDTABLE।" ঘণ্টা দুই পরে একটি মোটরকার গান্ধীজীকে লইয়া দ্রুতবেগে সিমলা হইতে কালকায় ট্রেণ ধরাইয়া দিতে রওনা হইল। আয়েঙ্গারের ঐটিই সর্ব্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ এবং গৌরবজনক scoop.

* * *

আজ, সোমবার, সিমলায় বড়লাটের কনফারেন্স। ইহার সিদ্ধান্তের উপর সমগ্র ভারতবর্ষের ভাগ্য নির্ভর করিতেছে। হয়তো আজই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হইবে না, প্রাথমিক আলোচনার পর পরবর্ত্তী কোন তারিখে আবার কনফারেন্স বসিবে। তবুও আজিকার আলোচনার ধারা দেখিয়া ভবিষ্যৎ অনেকটা অনুমান করা যাইবে। সুতরাং উহা জানিবার জন্য সর্ব্বসাধারণের ঔৎসুক্য স্বাভাবিক। খবরের কাগজগুলি হয়তো বিকালের দিকে 'টেলিগ্রাফ' অর্থাৎ বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করিবেন। কিন্তু যাহাতে খবরগুলি ব্যাপকভাবে সর্ব্বত্র সহজে এবং তাড়াতাড়ি প্রচারিত হইতে পারে সে দিকে আমাদের সংবাদপত্র ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলি ব্যবস্থা করিতে পারেন। যেমন সিনেমা ঘরগুলি তাঁহাদের ছবির মাঝখানে slide দেখাইতে পারেন "Congress accepts Viceroy's offer" অথবা "Jinnah disagrees" অথবা "Conference adjourns till 1st July. Prospects of agreement brighter." ইত্যাদি। আই, এফ, এ খেলার মাঠে একটি বোর্ডে ঐরূপ সংক্ষিপ্ত খবর লিখিয়া তাহা ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া দর্শকদের দেখাইতে পারেন, যেমন এখন অন্যান্য মাঠের খেলার খবর দেখানো হয়। রাজা এডোয়ার্ডের সিংহাসন ত্যাগের সময় ষ্টেটসম্যান পত্রিকা তাঁহাদের দোতলার বারান্দায় একটি সাদা পর্দ্দা টাঙাইয়া তাহাতে ঘণ্টায় ঘণ্টায় লণ্ডনের সংবাদ ম্যাজিক ল্যাণ্টার্ণের সাহায্যে প্রকাশ করিতেন। আমাদের অমৃতবাজার পত্রিকার সিটি আপিসে ঐ ব্যবস্থা কি করা যায় না? নিশ্চয় সিমসন-এডোয়ার্ডের খবরের চাইতে ভারতবর্ষের স্বাধীনতার খবর কম মূল্যবান নয়!

* * *

কলিকাতায় একটি ইলেকট্রিক নিউজ পেপারের অভাব এখন বিশেষ করিয়া অনুভব করিতেছি। কয়েক বছর আগে এসপ্লেনেডে কে, সি, দাশের দোকানের উপরে একটি ইলেকট্রিক নিউজ পেপার ছিল। তাহারও আগে একবার ব্রিষ্টল হোটেলের উপরেও একটি আরম্ভ করা হইয়াছিল। একটিও টিকিয়া রহে নাই। কেন, তাহা জানি না। লাভজনক নয়? না হওয়ার কারণ দেখি না। বিজ্ঞাপন তো প্রচুর পাওয়ার কথা। বিশেষ করিয়া এখন আবার কেহ সুরু করিলে বিজ্ঞাপনের অভাব হইবে এমন মনে হয় না। খবরের কাগজে এমন স্থানাভাব যে, অনেক বিজ্ঞাপনদাতা বড় বড় সংবাদপত্রে টাকা এবং খোসামোদ দুইই যথেষ্ট পরিমাণে খরচ করিয়াও বিজ্ঞাপনের জায়গা পান না। তাঁহারা ইলেকট্রিক নিউজ পেপারে বিজ্ঞাপন দিতে কার্পণ্য করিবেন এমন মনে হয় না। ইলেকট্রিক নিউজ পেপার চৌরঙ্গীর মোড়, কলেজ ষ্ট্রীট, হ্যারিসন রোড জংসন ও রাসবিহারী-রসা রোডের জংসনে খুব উপযোগী হইবে। সর্ব্বসাধারণের মধ্যে সংবাদ প্রচারের ইহা একটি প্রধান উপায়। সে-দিক হইতে, বাংলা সরকার এবং কর্পোরেশন উভয়েই ইহাকে আর্থিক সাহায্যদানের বিষয়ও চিন্তা করিতে পারেন। ইলেকট্রিক নিউজ পেপারের সঙ্গে একটি রেডিও জুড়িয়া দিলে যাহারা পড়িতে জানে না তাহারাও খবর জানিতে পারিবে। দিল্লীর কনট প্লেস, কুইনস্ গার্ডেন, লাহোরের আনারকলীতে, পাটনার হার্ডিঞ্জ গার্ডেনে ঐ রকম সর্ব্বসাধারণের মধ্যে সংবাদ প্রচারের জন্য রেডিওর ব্যবস্থা দেখিয়াছি। বর্ত্তমানে অবশ্য ঐগুলির সাহায্যে যুদ্ধের প্রোপাগাণ্ডাই বেশী হয়। কিন্তু যুদ্ধ চিরস্থায়ী নয় এবং গভর্ণমেণ্টও চিরকাল ইংরেজের হাতেই থাকিবে না।

* * *

কিছুকাল আগে রোল্যাণ্ডস কমিটির রিপোর্ট আলোচনা প্রসঙ্গে লিখিয়াছিলাম যে, আই, সি, এসদের মধ্যে প্রায় সকলেই নিজেকে উচ্চতর-শ্রেণীর জীব বলিয়া মনে করে এবং জনসাধারণের ভৃত্য মনে করা দূরে থাকুক জনসাধারণের সহিত কোন সম্পর্ক স্বীকার করিতেও তাহারা অনিচ্ছুক। ইহার একটি প্রমাণ হাতে হাতে মিলিয়াছে। গত বৃহস্পতিবার হাইকোর্টে নিয়াজ মহম্মদ খান নামক একজন আই, সি, এস জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের অপকীর্ত্তি উদ্ঘাটিত হইয়াছে। ইনি ১৯৪১ সালে যখন যশোহরে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন, তখন রেল ষ্টেশানের বিশ্রামাগারে একজন ভদ্রলোককে গ্রেপ্তার ও পরে আদালতে দণ্ডিত করিবার ব্যবস্থা করেন। ভদ্রলোকের অপরাধ তিনি বিশ্রামাগারের একটিমাত্র আরাম কেদারা দখল করিয়াছিলেন এবং খান সাহেব আসা মাত্রই তাঁহাকে তাহা ছাড়িয়া দেন নাই। অত্যন্ত মারাত্মক অপরাধ সন্দেহ নাই; প্রায় রাজদ্রোহ বলিলেই চলে। হাইকোর্টের ইংরেজ জজ তাঁহার রায়ে বলিয়াছেন, খান সাহেব was a bad witness. His demeanour was most unsatisfactory. সাদা কথায় ইহার অর্থ দাঁড়ায় এই যে, তিনি মিথ্যা মামলা সাজাইয়াছেন মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়াছেন। এই আই, সি, এস পুঙ্গবের ইহাই প্রথম কীর্ত্তি নহে। ইহার আগে মেদিনীপুরেও একবার ঠিক একই কারণে—অর্থাৎ তাঁহার কল্পিত প্রেষ্টিজে আঘাত লাগিয়াছে ধারণায়—আর একজন ভদ্রলোককে ভারতরক্ষা আইনের অপপ্রয়োগ দ্বারা তিনি সায়েস্তা করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। সেবারও হাইকোর্টের জজ মন্তব্য করিয়াছিলেন, "This prosecution is an example of pettifogging high-handedness arising out of the Magistrate's exaggerated notions of his dignity." ইহার অনুবাদ অনাবশ্যক। ইতিপূর্ব্বে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় হাকিম হিসাবেও তিনি হাকিমী মেজাজের বহু পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহা লইয়া দুই একটা মামলা পর্য্যন্ত হইয়াছিল। বাংলার লাট কেসী সাহেব অবিলম্বে এই বহুবার প্রমাণিত "ব্ল্যাকশিপটি"কে চাকুরী হইতে তাড়াইয়া দেওয়ার জন্য সেক্রেটারী অব ষ্টেটকে অনুরোধ করিবেন কি না বাংলার জনসাধারণ তাহা সাগ্রহে লক্ষ্য করিবে।

—খেয়ালী

দি ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ

বিক্রীত মূলধন ... ৪ কোটি
আদায়ীকৃত মূলধন ২ কোটি
রিজার্ভ ফণ্ড ৭॥ লক্ষ

বোর্ড অফ ডাইরেক্টরস্

মিঃ জি, ডি, বিড়লা,
(চেয়ারম্যান)
মিঃ এম, এ, ইস্পাহানী
(ভাইস চেয়ারম্যান)
মিঃ রমণলাল জি, সরাইয়া
(ভাইস চেয়ারম্যান)
সার আদমজী হাজি দায়ুদ, কে, টি
মিঃ বৈজনাথ জালান
মিঃ ঈশ্বরীপ্রসাদ গোয়েঙ্কা
মিঃ অনন্তচরণ সাহা
মিঃ মহাদেওলাল দহলুকার
মিঃ নবীনচন্দ্র মফতলাল
মিঃ মদনমোহন আর, রুইয়া
মিঃ মতিলাল তাপুরিয়া

শাখা ও পে অফিসসমূহ ভারতের সর্ব্বত্র।
বিদেশে সর্ব্বত্র এজেন্ট আছে।

জেনারেল ম্যানেজার—
মিঃ বি, টি, ঠাকুর

হেড অফিস :
২ রয়েল এক্সচেঞ্জ প্লেস, কলিকাতা

কলিকাতা মেন :
ও, এইচ, ঘিওয়ালা, ম্যানেজার

বড়বাজার :
জে, পি, সেনগুপ্ত, ম্যানেজার

কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট :
বি, কে, মিত্র, ম্যানেজার

ভবানীপুর :
এম, এম, ব্যানার্জ্জী, ম্যানেজার

দাশ ব্যাঙ্ক লিমিটেড

৯-এ ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
চেয়ারম্যান—কর্ম্মবীর আলামোহন দাশ
আধুনিক সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

গ্রামঃ দশেরদাবী কোন—ক্যাল ঃ—৫৬৫৯

ইষ্টার্ণ কণ্টিনেণ্টাল ব্যাঙ্ক লিঃ

স্থাপিত ঃ ১৯২৬ ইং
হেড অফিস—কুমিল্লা
সেন্ট্রাল অফিস ঃ—৬, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
বেগুসরাই (বেহার), মানসেরা (পাঞ্জাব), পাটনা, ডালসিংসরাই (বেহার) ও নারায়ণগঞ্জ (ঢাকা) শাখা খোলা হইয়াছে।
লয়ালপুর, ক্যাম্বেলপুর এবং সেখুপুরা (পাঞ্জাব) শাখা শীঘ্রই খোলা হইবে।
—— সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয় ——

আর্থিক দুনিয়ার খবরাবর

ব্রহ্মদেশ হইতে চাউল আমদানী—সম্প্রতি নিখিল ভারত বেতার কেন্দ্রের রেঙ্গুনস্থিত সংবাদদাতা জানাইয়াছেন যে, শীঘ্রই ভারতে ব্রহ্মের চাউল আমদানী সুরু হইবে। ব্রহ্ম হইতে ভারতে আমদানীকৃত চাউলের পরিমাণ আনুমানিক ৫ লক্ষ টন হইবে বলিয়াও উক্ত সংবাদদাতা উল্লেখ করিয়াছেন।

ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার ফলাফল—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার ফলাফল আগামী সপ্তাহে প্রকাশিত হইবে বলিয়া আশা করা যায়। অন্যান্য বারের মত এই বৎসরও এই পরীক্ষার ফলাফল বিশ্ববিদ্যালয় ভবনে এবং অন্যান্য কয়েকটি কলেজভবনে টাঙ্গাইয়া দেওয়া হইবে বলিয়াও প্রকাশ।

বস্ত্রাভাবে মৃত্যু বরণ—যশোহর জেলা কম্যুনিষ্ট পার্টির সেক্রেটারী জানাইতেছেন যে, যশোহর জেলার ঝিকরগাছা থানার অন্তর্গত লাউজানী গ্রামের জনৈক ব্যক্তির স্ত্রী বস্ত্রাভাবে গত ৭ই জুন রাত্রিতে উদ্বন্ধনে আত্মহত্যা করিয়াছে। প্রকাশ, স্ত্রীলোকটির স্বামী সর্ব্বপ্রকার চেষ্টা করিয়াও তাহার জন্য কাপড় যোগাড় করিতে পারেন নাই; ফলে স্ত্রীলোকটি আত্মহত্যা করিয়া বস্ত্রসমস্যার সমাধান করিয়াছে।

দি অটোমোবাইল এসোসিয়েশন অব বেঙ্গল—গত ৩১শে মে (১৯৪৫) তারিখের বার্ষিক সাধারণ সভায় আগামী বর্ষের জন্য নিম্নলিখিত ব্যক্তিবর্গকে লইয়া কমিটি গঠিত হইয়াছে। সভাপতি মিঃ এ এ লেসলি, সহ সভাপতি মিঃ এস এন ব্যানার্জ্জি এম-এ বি-এল ও মিঃ আর এফ স্পেন্স।

ডাঃ অমিয়ভূষণ মুখোপাধ্যায়—১১নং একডালিয়া প্লেসের (বালিগঞ্জ) ডাঃ অমিয়ভূষণ মুখোপাধ্যায় এম বি (কলিকাতা) এম-আর সি-পি (লণ্ডন) এবার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে চিকিৎসা বিদ্যায় ডক্টরেট উপাধি লাভ করিয়াছেন। তিনি এই প্রদেশের তৃতীয় ও সর্ব্বকনিষ্ঠ এম ডি এবং এম আর সি পি। ডাঃ মুখোপাধ্যায় বঙ্গবাসী কলেজের অধ্যাপক ননীগোপাল মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্র।

পৃথিবীতে খাদ্যের ঘাটতি—সম্প্রতি লণ্ডনে অনুষ্ঠিত পশ্চিমের মিত্রশক্তিসমূহের খাদ্য সম্মেলনে বৃটেনের খাদ্য সচিব কর্ণেল জন লুয়েলিন অতি শোচনীয় খাদ্যপরিস্থিতির উল্লেখ করিয়া বলেন যে, অন্ততঃ আরও দুই বৎসর কম খাইতে হইবে। তাঁহার মতে পৃথিবীতে খাদ্যদ্রব্যের উৎপাদন অনেক হ্রাস পাইয়াছে। তিনি আরও বলেন যে, যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও বৃটেন এই তিন দেশ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, জাপান পরাজিত না হওয়া পর্য্যন্ত সম্মিলিত খাদ্য বোর্ড কাজ করিয়া যাইবে।

মাথাপিছু চিনির ব্যবহার হ্রাস—সম্প্রতি ওয়াশিংটনে মিত্রশক্তিসমূহের মধ্যে আলোচনায় প্রকাশ পাইয়াছে যে, বর্ত্তমান বৎসরে পৃথিবীতে চিনি ১৫ লক্ষ টন কম, চর্ব্বি ১০ লক্ষ টনেরও অধিক কম, এবং মাংস ২৫ লক্ষ টনের অধিক কম হইবে। এই সম্পর্কে আরও প্রকাশ, জার্ম্মাণ কবলমুক্ত ইউরোপ ও উত্তর আফ্রিকার জন্য এই বৎসর ৭ লক্ষ ৮০ হাজার টন চিনির বরাদ্দ করা হইয়াছে। প্রকাশ, চিনির অভাবের প্রতিকারের জন্য আমেরিকা ও বৃটেনের প্রত্যেক অধিবাসী বার্ষিক মাথাপিছু চিনির ব্যবহার যথাক্রমে ৮৯.৮৫ ও ৭১.৫ পাউণ্ড হইতে কমাইয়া ৭০.৮ পাউণ্ড করিতে সম্মত হইয়াছেন। ইহা সত্ত্বেও নাকি সরবরাহের অপ্রতুলতার ফলে উক্ত দেশসমূহে এই বৎসর চিনির ব্যবহার আরও হ্রাস পাইতে পারে।

ভারতীয় সেনাদলকে ভারতীয় করণ—সম্প্রতি নয়া দিল্লীতে এক সাংবাদিক সম্মেলনে ভারতের জঙ্গীলাট স্যার ক্লড অকিনলেক বলেন যে, ভারতীয় সৈন্যবাহিনীকে সম্পূর্ণরূপে ভারতীয় করাই তাঁহার ও ভারত গভর্ণমেণ্টের অভিপ্রায়। তিনি আরও বলেন যে, এই দেশের সমগ্র সৈন্যবাহিনীর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কর্ত্তৃপক্ষের সহিত আলোচনা করার উদ্দেশ্যেই সম্প্রতি তিনি ইংলণ্ডে গিয়াছিলেন। তাঁহার বিলাত গমনের কোন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছিলনা বলিয়াও তিনি উল্লেখ করেন। স্যার ক্লড অকিনলেক আরও বলেন যে, যুদ্ধের প্রারম্ভে ৭১৩ জন ভারতীয় কমিশনড অফিসার ছিলেন; এক্ষণে উহার সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে প্রায় ১২ হাজার।

সমগ্র আসাম 'বিপন্মুক্ত অঞ্চল'—সমগ্র আসাম এক্ষণে বিপন্মুক্ত অঞ্চল বলিয়া ঘোষিত হইয়াছে এবং আসাম প্রদেশের এ আর পি ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইতেছে বলিয়া আসাম গভর্ণমেণ্টের সম্প্রতি প্রকাশিত এক সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে ঘোষণা করা হইয়াছে। গভর্ণমেণ্ট ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান ও জনসাধারণের সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসাবে বিফল প্রাচীর প্রভৃতি যাহা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন এক্ষণে তাহা ভাঙ্গিয়া দেওয়া যাইতে পারে বলিয়াও উক্ত সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হইয়াছে।

লেডী টাটা মেমোরিয়েল ট্রাষ্ট—সম্প্রতি লেডী টাটা মেমোরিয়েল ট্রাষ্টের ট্রাষ্টিগণ লেডি টাটার মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে ১৯৪৫-৪৬ সালের জন্য যাঁহারা বৃত্তি ও অর্থ সাহায্য পাইয়াছেন তাঁহাদের নাম ঘোষণা করিয়াছেন। রক্ত সম্পর্কিত রোগের গবেষণার জন্য নিম্নোক্ত ব্যক্তিগণ আন্তর্জ্জাতিক বৃত্তিলাভ করিয়াছেন বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে: ইংলণ্ডের ডাঃ গোরাব, ডাঃ এ এইচ টি রব স্মির্থ, ডাঃ ওয়ার্ণার জ্যাকসেন ও ডাঃ (মিস) পি বি এম হ্যামিক। মানুষের দুঃখ-দুর্দ্দশা লাঘব সম্পর্কিত ব্যাপারের বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য নিম্নোক্ত ব্যক্তিগণ এক বৎসরের জন্য প্রতি মাসে ১৫০৲ টাকা করিয়া ভারতীয়দের জন্য নির্দ্ধারিত বৃত্তি লাভ করিয়াছেন:—মিসেস আসা মেলা ভেঙ্কটরমন (বোম্বাই), মেসার্স এস দত্তাত্রেয় রাও (বাঙ্গালোর), এল ভি সানোভি (বোম্বাই), টি এ ভেঙ্কটসুব্রাহ্মণিয়ান (আর্ণাকুলাম), জি বালসুব্রাহ্মণ্যম (বাঙ্গালোর), ডাঃ কে ওয়াধানী (বাঙ্গালোর), রবীন্দ্রকুমার বসু (কলিকাতা), এবং কালীপদ মুখার্জ্জি (ঢাকা)। গবেষণার বিষয়সমূহের মধ্যে ভিটামিন, খাদ্যমণ্ড, সালফেনাইলেমাইড ঔষধসমূহ, ইনসুলিন ঔষধসমূহ এবং গ্রীষ্মপ্রধান দেশের রোগ প্রভৃতি অন্তর্ভুক্ত।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ভারতীয় ছাত্র পাঠাইবার ব্যবস্থা—নিউইয়র্কস্থিত ভারত গভর্ণমেণ্টের সংযোগ রক্ষাকারী অফিসার মিঃ এম এস সুন্দরম সম্প্রতি নিউইয়র্ক টাইমসের প্রতিনিধিকে বলিয়াছেন যে, যুদ্ধোত্তর যুগের ব্যাপক শিক্ষাপরিকল্পনার অংশ হিসাবে ভারত গভর্ণমেণ্ট ১৯৪৫ সাল, ১৯৪৬ সাল এবং ১৯৪৭ সালে প্রতি বৎসরে ৫ শত জন করিয়া ভারতীয় শিক্ষার্থীকে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের কলেজসমূহে শিক্ষা গ্রহণের জন্য পাঠাইবার মনস্থ করিয়াছেন। এই সম্পর্কে মিঃ সুন্দরম আরও ঘোষণা করেন যে, উক্ত ছাত্রগণ চল্লিশ রকমের বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষালাভ করিবেন। ভারত গভর্ণমেণ্টই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রেরিত ছাত্রগণের সমস্ত ব্যয়ভার বহন করিবেন বলিয়াও মিঃ সুন্দরম উল্লেখ করিয়াছেন।

ভারতে কয়লার অবস্থা—প্রকাশ, ভারতে কয়লার অবস্থা সম্পর্কে অনুসন্ধান করিবার জন্য ভারত গভর্ণমেণ্ট একটি বিশেষ কমিটি নিয়োগ

সেকাল —ও— একাল

গৌরীদানের প্রথা
বহু বিবাহের বহুল প্রচলন
বৈধব্যের কঠোর সংযম
সতীদাহের সুদৃঢ়-সংস্কার

বাল্য-বিবাহ রদ
বহু বিবাহের উচ্ছেদ
বিধবার পুনর্ব্বিবাহ
সতীদাহ নিবারণ

কিন্তু

সেকালের নারী যে অটুট এবং সুদৃঢ়
স্বাস্থ্যের অধিকারী ছিলেন একালে
তাঁহার সে গৌরব নাই।

বহুক্ষেত্রে
স্ত্রী-ব্যাধিই
একালের স্ত্রী-জাতির
হীন ও দুর্ব্বল
স্বাস্থ্যের কারণ।

ইহার একমাত্র প্রতিকার হরমোজেন

বাধক, অকাল-বার্দ্ধক্য, বন্ধ্যাত্ব প্রভৃতি সকল ব্যাধিই মুক্ত করিয়া দেহের লাবণ্য ও স্বাস্থ্যের সৌন্দর্য্য বিধান করে।

=সমস্ত সম্ভ্রান্ত ঔষধালয়ে পাওয়া যায়=

করিয়াছেন। মিঃ কে সি মহীন্দ্র উক্ত কমিটির চেয়ারম্যান নিযুক্ত হইয়াছেন বলিয়াও প্রকাশ।

যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠন বোর্ড—সম্প্রতি প্রকাশিত একটি সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে বলা হইয়াছে যে, উন্নয়ন বোর্ড গঠন সম্পর্কে রাউল্যাণ্ড কমিটির সুপারিশসমূহ কার্য্যে পরিণত করার উদ্দেশ্যে বাংলা গভর্ণমেণ্ট সাময়িক ব্যবস্থা হিসাবে একটি যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠন বোর্ড গঠনের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে লইয়া এই বোর্ড গঠিত হইবে বলিয়া প্রকাশ করা হইয়াছে :—যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠন কমিশনার, চেয়ারম্যান; মিঃ আর এল ওয়াকার সি আই ই, আই সি এস, ভাইসচেয়ারম্যান; কৃষি বিভাগের সেক্রেটারী; পি এইচ এণ্ড এল এস জি বিভাগের সেক্রেটারী; শিক্ষা, সমবায় ও পল্লীঋণ বিভাগের সেক্রেটারী; বাণিজ্য, শ্রম ও শিল্প বিভাগের সেক্রেটারী; যানবাহান ও পূর্ত্ত বিভাগের সেক্রেটারী। যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠন বিভাগের জয়েণ্ট সেক্রেটারী এই বোর্ডের সেক্রেটারীর কার্য্য করিবেন বলিয়াও উক্ত সরকারি বিজ্ঞপ্তিতে ঘোষণা করা হইয়াছে।

মিঃ আর দত্তের ইংলণ্ড যাত্রা এইচ দত্ত এণ্ড সন্স লিমিটেড এবং ইণ্ডিয়া কলেকটিভ ফার্মস লিমিটেডের অন্যতম ডিরেক্টর মিঃ আর দত্ত গত ১৭ই জুন বিমানযোগে এইচ দত্ত এণ্ড সন্স-এর পরিচালনাধীন কারখানসমূহের জন্য কাপড়ের কল, প্লাষ্টিক মেশিনারী ও অয়েল রিফাইনারীর নূতন যন্ত্রপাতি আমদানীর উদ্দেশ্যে ইংলণ্ড গমন করিয়াছেন।

সেলট্যাক্স বৃদ্ধি—সম্প্রতি প্রকাশিত এক সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ, ১৯৪১ সালের বেঙ্গল ফিনান্স (সেলসট্যাক্স) এক্ট অনুসারে পণ্যদ্রব্য বিক্রয়ের উপর প্রতি টাকায় দুই পয়সা হিসাবে যে সেলট্যাক্স ধার্য্য আছে বাংলা গভর্ণমেণ্ট তাহা বৃদ্ধি করিয়া প্রতি টাকায় তিন পয়সা হিসাবে সেল ট্যাক্স ধার্য্য করার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। এতদুদ্দেশ্যে উক্ত আইনের সংশোধন করা হইবে এবং ১৯৪৫ সালের ২৫শে জুন হইতে নূতন হারে সেলট্যাক্স আদায় করা হইবে বলিয়াও উক্ত সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে ঘোষণা করা হইয়াছে। উক্ত সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে আরও ঘোষণা করা হইয়াছে যে, যে সমস্ত পণ্যদ্রব্য এই ট্যাক্স হইতে রেহাই পাইয়াছে তৎসম্পর্কে কোনরূপ পরিবর্ত্তন হইবে না।

মহাদেব দেশাই স্মৃতিভাণ্ডার—মহাদেব দেশাই স্মৃতি-ভাণ্ডারের সেক্রেটারী মিঃ এস আর জীবনজী দেশাই সম্প্রতি ঘোষণা করিয়াছেন যে, উক্ত ভাণ্ডারের গুজরাট শাখায় এই পর্য্যন্ত ১ লক্ষ ১৫ হাজার টাকা সংগৃহীত হইয়াছে।

আসামে নূতন নূতন কলেজ প্রতিষ্ঠা—প্রকাশ, বর্ত্তমান বৎসরের জুলাই মাসের সেশন হইতে ডিব্রুগড়ে আর একটি কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইবে। শিবসাগর হইতে প্রাপ্ত এক সংবাদে প্রকাশ, স্থানীয় জনসাধারণ এক জনসভায় আগামী বৎসর হইতে একটি নূতন কলেজ স্থাপনের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন এবং এই সম্পর্কে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা ইতিপূর্ব্বেই আরম্ভ হইয়াছে। এই সম্পর্কে আরও প্রকাশ, বর্ত্তমান বৎসরের জুলাই মাস হইতে নলবাড়ীতে একটি নূতন কলেজ ও তেজপুরে আর একটি নূতন কলেজ খোলা হইবে এবং এইজন্য নাকি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রয়োজনীয় অনুমোদন পাওয়া গিয়াছে। প্রকাশ, ধুবড়ী ও অভয়াপুরীর জনসাধারণও দুইটি কলেজ প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করিতেছে।

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের মর্ম্মর মূর্ত্তি—আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয়ের মৃত্যু তিথিতে বিশিষ্ট বাঙ্গালী ব্যবসায়ী কর্ম্মবীর শ্রীযুক্ত আলামোহন দাশ মহাশয় আচার্য্যদেব প্রতিষ্ঠিত তাঁহার পল্লীভূমির উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে আচার্য্যদেবের একটি মর্ম্মর মূর্ত্তি দানের প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ। খুলনা মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান রায় মহেন্দ্রকুমার ঘোষ বাহাদুর শ্রীযুক্ত দাশের উক্ত অভিপ্রায় নিমতলা শ্মশানে সমবেত ভদ্রমণ্ডলীকে জ্ঞাপন করেন বলিয়াও প্রকাশ।

বেঙ্গল মেট্রোপলিটন
ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস :—৩, মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড, কলিকাতা।

কৃষ্ণনগর শাখার নূতন গৃহপ্রবেশ উপলক্ষে অনুষ্ঠিত সভায় ইষ্ট বেঙ্গল সোসাইটির পার্টনার শ্রীযুক্ত রাসবিহারী মোদক মহাশয় বলেন :—

"সততার সহিত পরিচালিত হইলে কোন ব্যাঙ্কই নষ্ট হইতে পারে না। এই ব্যাঙ্কের পরিচালকমণ্ডলীর সততার উপর আমার বিশেষ আস্থা আছে। আমি নিঃসন্দেহে বলিতে পারি, এই ব্যাঙ্কের উন্নতি সুনিশ্চিত।"

বহরমপুর (বেঙ্গল) শাখার শুভ-উদ্বোধন উপলক্ষে শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত (এ্যাডভোকেট, বহরমপুর) মহাশয়ের অভিভাষণ :—

"আমি এই ব্যাঙ্কের পরিচালকবর্গের সহিত বিশেষভাবে পরিচিত। সৎ এবং অভিজ্ঞ কর্ম্মঠ কর্ম্মীদ্বারা এই ব্যাঙ্ক পরিচালিত হইতেছে। আমি দৃঢ়তার সহিত বলিতে পারি যে, আপনারা নির্ভয়ে এই ব্যাঙ্কে টাকা জমা রাখিতে পারেন।"

২৭শে মে বহরমপুর (বেঙ্গল) শাখা খাগড়ায় খোলা হইয়াছে।

শাখা অফিস :—ঢাকা, কৃষ্ণনগর, নবদ্বীপ, বহরমপুর (বেঙ্গল), বড়বাজার (কলিকাতা)।

সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

জেনারেল ম্যানেজার : এম, সি, বাড়ুরী।

ম্যানেজিং ডাইরেক্টার : এন, এন, দাশগুপ্ত, এম-এ (কম), বি-এল।

সমবেত সম্ভ্রান্ত জনমণ্ডলীর সমক্ষে

গত ১৬ই মে (১৯৪৫) বুধবার

ত্রিপুরা রাজ্যের প্রধান মন্ত্রী

সিডিউলভুক্ত ব্যাঙ্কসমূহের তালিকায় ত্রিপুরা মডার্ণ ব্যাঙ্কের নাম অন্তর্ভুক্তি সম্পর্কে বলেন—"পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে যোগ্যতা পরীক্ষায় এরূপ তৎপরতার সহিত রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সিডিউল্ডভুক্ত হওয়ার গৌরব আজকাল অতি অল্প প্রতিষ্ঠানের ভাগ্যেই ঘটে। ত্রিপুরা মডার্ণ ব্যাঙ্ক ত্রিপুরারাজ্যে সর্ব্বপ্রথম ও একমাত্র সিডিউল্ড ব্যাঙ্কে পরিণত হওয়ায় আমরা সকলেই গৌরব ও আনন্দ বোধ করিতেছি এবং ক্রমোন্নতিশীল এই প্রতিষ্ঠানের অধিকতর উন্নতি হউক ইহাই সর্ব্বান্তঃকরণে কামনা করি।"

দি
ত্রিপুরা মডার্ণ ব্যাঙ্ক লিঃ
(সিডিউল্ড)

পৃষ্ঠপোষক :—
হিজ হাইনেস্ দি মহারাজা মাণিক্য বাহাদুর,
কে, সি, এস, আই, ত্রিপুরা।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর :—রাজসভাভুষণ হরিদাস ভট্টাচার্য্য।

প্রধান অফিস :—আগরতলা (ত্রিপুরা রাজ্য)।

রেজিঃ অফিস :—আখাউরা (বি এণ্ড এ রেলওয়ে)।

কলিকাতা অফিসসমূহ :—৬, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, ২০১, হ্যারিসন রোড।

ভারতের সর্ব্বত্র শাখা আছে।

ক্রিমির উৎপাত থেকে মুক্তি পেতে হোলে

ডাঃ এ, কে, চৌধুরীর

ক্রিমি-নাশিনী

খাওয়া উচিত

সর্ব্বত্র পাওয়া যায়।

প্রস্তুতকারক :—

এস, সি, চৌধুরী এণ্ড ব্রাদার্স

৪৭, বেন্টিঙ্ক ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ইহা প্রসপেক্টাস নহে, একটি ঘোষণা মাত্র।

কুসুম ইঞ্জিনীয়ারিং কোম্পানী লিমিটেড

(১৯১৩ সালের ভারতীয় কোম্পানী আইনানুসারে পাবলিক লিমিটেড কোম্পানী হিসাবে সংগঠিত)

রেজিষ্টার্ড অফিস ঃ—২৫, সোয়ালো লেন, কলিকাতা।

অনুমোদিত মূলধন— ২৫,০০,০০০৲ টাকা

পূর্ব্বে বিক্রীত শেয়ার— ৯৭,৪১০৲ টাকা

বর্ত্তমানে বিক্রয়যোগ্য শেয়ার ঃ—

৭৫০০০ সাধারণ শেয়ার প্রতি শেয়ারের মূল্য ১০৲ টাকা হিসাবে মোট ৭,৫০,০০০৲ টাকা। ইহার মধ্যে ১৫০০০ সাধারণ শেয়ার ইতিমধ্যেই ডিরেক্টরবর্গ এবং তাঁহাদের বন্ধুদিগের মধ্যে বিলি করা হইয়া গিয়াছে।

নিম্নোক্ত ভাবে দেয় ঃ—

আবেদনের সঙ্গে ২৲ টাকা, বিলির সময় ৩৲ টাকা এবং বাকী ৫৲ টাকা, ২৷৷০ টাকার দুইটি সমান কিস্তিতে দিতে হইবে। কিস্তির সময়ের ব্যবধান দুই মাস অপেক্ষা কম হইবে না। ভর্ত্তি ফিঃ ১৲ টাকা প্রত্যেক আবেদন পত্রের সঙ্গে দিতে হইবে।

— ডিরেক্টরবর্গ —

১। **অনারেবল রায় এস কে দাশ বাহাদুর,** ঢাকা।
কাউন্সিল অব ষ্টেটস্‌এর সদস্য।
স্বত্বাধিকারী—আর এম দাশ এণ্ড সন্স।
ডিরেক্টর—
ঢাকা ইলেক্‌ট্রিক সাপ্লাই কোম্পানী লিঃ।
ইউনাইটেড ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ
ঢাকা কটন মিলস্ লিমিটেড।
সভাপতি—ঢাকা চেম্বার অব কমার্স।

২। **মিঃ আর সি রায় চৌধুরী,** জমিদার
বাইসরসী, ফরিদপুর।
জয়েন্ট ম্যানেজিং ডিরেক্টর—
নিউ ইণ্ডিয়া মেটাল ওয়ার্কস লিঃ।
ডিরেক্টর—
কন্টিনেন্টাল ব্যাঙ্ক অফ এশিয়া লিঃ।
পপুলার ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক লিঃ।

৩। **মিঃ এস এল বর্ম্মণ,** পাট ব্যবসায়ী।
স্বত্বাধিকারী—এস এল বর্ম্মণ এণ্ড কোং।

৪। **মিঃ জি কে চৌধুরী,**
সেক্রেটারী এবং এজেন্ট—
শ্রীদুর্গা কটন স্পিনিং এণ্ড উইভিং মিলস্ লিঃ
মার্কারি কেমিক্যাল ইণ্ডাষ্ট্রিজ (ইণ্ডিয়া) লিঃ।

৫। **মিঃ এম এল বসু,** এ এম আই এস্‌ই,
টেক্সটাইল ইঞ্জিনীয়ার।
অংশীদার—এশিয়াটিক রিসার্চ্চ ল্যাবরেটরী।
ডিরেক্টর—সেণ্ট্রাল কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ।

৬। **মিঃ এস্ এম ঘোষ,** এম-এ, সুতা ব্যবসায়ী
অংশীদার—যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ এণ্ড সন্স।

৭। **মিঃ এস বি বিশ্বাস,**
ম্যানেজিং ডিরেক্টর—
সেণ্ট্রাল কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক লিমিটেড।
ডিরেক্টর—ভারত হোসিয়ারী মিলস্ লিঃ।

৮। **মিঃ কে এল বসু,** এ এম এম ই,
মেকানিক্যাল ইঞ্জিনীয়ার।
ডিরেক্টর—ত্রিপুরা ইণ্ডাষ্ট্রীজ কর্পোরেশন লিঃ
অংশীদার—এভারেষ্ট পটারী ওয়ার্কস্।

— কোম্পানীর ভবিষ্যৎ —

কোম্পানী বর্ত্তমানে কেবলমাত্র পটারী মেশিন প্রস্তুত করণেই নিযুক্ত আছেন। ভারতবর্ষে এবং সিংহলে পটারী মেশিন প্রস্তুত করণের ইহাই একমাত্র প্রতিষ্ঠান। ভারতে মৃৎশিল্পের (পটারী) বর্ত্তমান যুদ্ধে বিশেষ প্রসারলাভ ঘটিয়াছে। ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোডস্থিত উহার দুইটি কারখানায় কোম্পানী গত ছয় বৎসর যাবত পূর্ণোদ্যমে সরকারী, বে-সরকারী, সিংহল গবর্ণমেণ্টের, নেপাল এবং অন্যান্য দেশীয় রাজ্যের চাহিদা মিটাইবার উদ্দেশ্যে কাজ চালাইতেছেন। ভারতে এই শিল্পের পক্ষে অত্যাবশ্যকীয় উচ্চশ্রেণীর কাঁচা মাল প্রভূত পরিমাণে উৎপন্ন হওয়ায়, মৃৎশিল্প (পটারী) ভারতীয় ধনপতিদিগের পক্ষে উপযোগী, প্রিয় এবং লাভজনক। সমবায় ভিত্তিতে এই শিল্পকে গ্রাম্য শিল্পে পরিণত করার প্রচেষ্টা কতকগুলি দেশীয় রাজ্যে সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে এবং শিল্পক্ষেত্রে প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট সমূহের "রুরেল ডেভলপমেণ্ট" বিভাগে ইহার মর্য্যাদা স্বীকৃত হইতেছে। যন্ত্রপাতি প্রস্তুতকারক হিসাবে কোম্পানীর সম্মান ও খ্যাতি উচ্চপদস্থ এবং খ্যাতনামা যন্ত্র বিশেষজ্ঞগণ কর্ত্তৃক "আমদানীকৃত মাল অপেক্ষা কোন অংশেই হীন নহে" এইরূপে প্রশংসিত হওয়ায় যুদ্ধোত্তর যুগেও কোম্পানীর সমৃদ্ধি সুনিশ্চিত। নব সংগৃহীত মূলধন পরিচালকমণ্ডলীর হস্তগত হইলে কোম্পানী প্রতিযোগিতা ক্ষেত্রে যে কোন প্রতিদ্বন্দ্বীর সমকক্ষ হইতে পারিবেন। অধিকন্তু কোম্পানী পরবর্ত্তী কাজ হিসাবে **বয়নশিল্প, রবার, রং এবং চর্ম্ম সংস্কার শিল্পের যন্ত্রপাতি প্রস্তুত করিবেন।**

এই সমস্ত কারণে এবং বর্ত্তমানে কোম্পানীর হস্তগত বহুল পরিমাণ অর্ডার যুদ্ধোত্তর যুগেও বর্ত্তমানের ন্যায় কমপক্ষেও ৭৫% আয়করমুক্ত লভ্যাংশ নিশ্চিতরূপে রক্ষা করিতে সমর্থ হইবে। যোগ্যতার উপরই ইহার ভিত্তি, ভাবাবেগের উপর নহে।

— ব্যাঙ্কারস্ —

মেসার্স কুমিল্লা ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিমিটেড।
" ক্যালকাটা ন্যাশন্যাল ব্যাঙ্ক লিমিটেড।
" নাথ ব্যাঙ্ক লিমিটেড।
" এসোসিয়েটেড ব্যাঙ্ক অব ত্রিপুরা লিঃ।
" হাজরাণী ব্যাঙ্ক লিমিটেড।
" সেণ্ট্রাল কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক লিমিটেড।

— অডিটারস্ —

মেসার্স জে এম রায় এণ্ড কোং
রেজিষ্টার্ড একাউণ্টেণ্ট।
২৩-২৪, ষ্ট্র্যাণ্ড রোড, কলিকাতা।

— দলিল পত্রাদি —

কোম্পানীর রেজিষ্টার্ড অফিসে কোম্পানীর দলিলপত্রাদি পরিদর্শন করা যাইতে পারে।

— আবেদন পত্র —

শেয়ারের জন্য আবেদন পত্রের ফরম কোম্পানীর রেজিষ্টার্ড অফিস হইতে, এজেণ্টদিগের নিকট হইতে অথবা কোম্পানীর ব্যাঙ্কারগণের যে কোন শাখা অফিস হইতে পাওয়া যাইতে পারে। প্রথম কিস্তির টাকা কোম্পানীর হেড অফিসে অথবা ব্যাঙ্কারদের যে কোন শাখা অফিসে জমা দেওয়া যাইতে পারে। তবে আবেদন পত্রের সঙ্গে ব্যাঙ্কারদের নিকট জমা টাকার রসিদও প্রেরণ করিতে হইবে।

শেয়ার বিক্রয় আরম্ভ হইয়াছে এবং পূর্ব্বে কোন নোটীশ না দিয়াই শেয়ার বিক্রয় বন্ধ করিয়া দেওয়া হইতে পারে।

ম্যানেজিং এজেণ্টস্—**এইচ পি বসু এণ্ড ব্রাদার্স লিঃ।**

কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমতি পাওয়া গিয়াছে। ইহা সুস্পষ্টরূপে মনে রাখিতে হইবে যে, এই অনুমতি প্রদানের দ্বারা কেন্দ্রীয় সরকার এতদ্বর্ষে প্রচারিত কোন পরিকল্পনার অর্থনৈতিক নিরাপত্তা সম্বন্ধে অথবা কোনও বিবৃতি অথবা মতামতের সত্যতা সম্বন্ধে কোন প্রকার দায়িত্ব গ্রহণ করিতেছেন না।

সত্যার্থ প্রকাশের উপর নিষেধাজ্ঞা—সম্প্রতি সংবাদপত্রে এক বিবৃতি প্রদান প্রসঙ্গে বাবু রাজেন্দ্র প্রসাদ বলিয়াছেন যে, সিন্ধু সরকার সত্যার্থ প্রকাশের চতুর্দ্দশ অধ্যায়ের উপর যে নিষেধাজ্ঞা জারী করিয়াছেন তাহা ন্যায়সঙ্গত নহে। রাজেন্দ্র প্রসাদ আরও বলেন যে, কোন পুস্তকের প্রচার অথবা কোন পুস্তক প্রকাশ করা সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞা জারী করা উচিত নহে। এই নীতির সত্যতা ধর্ম্ম-পুস্তক সম্বন্ধেও প্রযোজ্য বলিয়া বাবু রাজেন্দ্র প্রসাদ উল্লেখ করেন। বাবু রাজেন্দ্র প্রসাদ আরও বলেন যে, সত্যার্থ প্রকাশের কোন অংশ সম্বন্ধে নিষেধাজ্ঞা জারী করা কোন মতেই ন্যায়সঙ্গত নহে। কারণ ইহা বহুদিন হইতে প্রকাশিত হইতেছে। পরিশেষে বাবু রাজেন্দ্র প্রসাদ বলেন যে, সত্যার্থ প্রকাশের যে সমস্ত অংশ আপত্তিকর বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে অন্যান্য ধর্ম্মপুস্তকেও তাহা আছে এবং অনুরূপ বিষয় সাময়িক পত্রাদিতেও প্রকাশিত হয়। সিন্ধু মন্ত্রি-সভার ঐ নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা উচিত বলিয়াও বাবু রাজেন্দ্র প্রসাদ মত প্রকাশ করেন।

শ্রীকাইল কলেজ (ত্রিপুরা)—লেখাপড়া, চাকুরী, ব্যবসা, রাজনীতি প্রভৃতি সব ক্ষেত্রেই বাঙ্গালী হিন্দু ও মুসলমান উভয়ই হটিয়া যাইতেছে। কোন কোন দেশহিতৈষী ইহা উপলব্ধি করিয়া বাংলা দেশের কোন কোন স্থানে আদর্শ শিক্ষায়তন গড়িয়া তুলিবার জন্য যত্নবান হইয়াছেন। এই প্রকার প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ত্রিপুরার শ্রীকাইল কলেজের নাম উল্লেখযোগ্য। এখানে নিয়মানু-বর্ত্তিতা, পড়াশোনার প্রতি মনোযোগ, পরীক্ষায় সাফল্য, স্বাস্থ্য, চরিত্রগঠন প্রভৃতি বিষয়ে কর্ত্তৃপক্ষ সর্ব্বদাই বিশেষ দৃষ্টি রাখেন। প্রতিষ্ঠাতা নিজেও এ বিষয়ে সর্ব্বদা ব্যক্তিগতভাবে দৃষ্টি রাখিয়া থাকেন ও যথোচিত ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া থাকেন। আমরা এই প্রতিষ্ঠানের উন্নতি কামনা করি। আশা করি এই জাতীয় প্রতিষ্ঠান বাংলা দেশে আরও গড়িয়া উঠিয়া দেশের ও দশের সেবায় নিয়োজিত হইবে।

ইক্ষু উৎপাদনের চূড়ান্ত পূর্ব্বাভাষ—সম্প্রতি প্রকাশিত ১৯৪৪-৪৫ সালের চূড়ান্ত পূর্ব্বা-ভাষে দেখা যায় যে, এ বৎসর মোট ৪১ লক্ষ ৩৪ হাজার একর জমিতে ইক্ষু চাষ হইয়াছে। ১৯৪৩-৪৪ সালে মোট ৪২ লক্ষ ৩৪ হাজার একর জমীতে ইক্ষু চাষ হইয়াছিল; অর্থাৎ বর্ত্তমান বৎসর পূর্ব্ব বৎসর হইতে শতকরা ২ ভাগ কম জমিতে চাষ হইয়াছে। পূর্ব্ব বৎসরের ৫৮ লক্ষ ৪৮ হাজার টনের তুলনায় বর্ত্তমান বৎসর ৫৪ লক্ষ ২২ হাজার টন ইক্ষু উৎপন্ন হইবে বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। এই উৎপাদনের পরিমাণ পূর্ব্বোক্ত উৎপাদন অপেক্ষা শতকরা ৭ ভাগ কম। গত ৩১শে মে পর্য্যন্ত মোট ৯ লক্ষ ৬৭ হাজার ২ শত ৬৫ টন ইক্ষু এ বৎসর উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

প্রগতি শিল্পী সঙ্ঘ—গত ১০ই জুন ২০৯নং, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটে প্রগতি শিল্পী সঙ্ঘের সাধারণ সভায় নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে লইয়া ১৯৪৫ সালের জন্য এক কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি গঠিত হই-য়াছে :—

শ্রীযুক্ত তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় সভাপতি; শ্রীযুত শচীন্দ্র সেন গুপ্ত ও ডক্টর শশধর সিংহ সহঃ সভাপতি; শ্রীযুত সুধীরকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সাধারণ সম্পাদক; শ্রীযুত ধীরেন রায়, জীবন মুখার্জ্জি ও মৃণাল সেন যুগ্ম-সম্পাদক; শ্রীযুত কমল-ভূষণ মজুমদার কোষাধ্যক্ষ; শ্রীযুত সত্য রায়, তারাপদ চক্রবর্ত্তী ও মণীন্দ্র গুহ ও দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির সভ্য।

এতদ্ব্যতীত নাটক, অর্থ ও প্রচার এই তিনটি সাব কমিটি গঠিত হয়।

এলুমিনিয়াম প্রস্তুতের নূতন প্রণালী—আমেরিকান ইনষ্টিটিউট অব মেকানিক্যাল ইঞ্জিনীয়ার্স নামক প্রতিষ্ঠানের এক সম্মেলনে সম্প্রতি কাদামাটি হইতে সালফ্যুরিক এসিডের সাহায্যে এলুমিনিয়াম প্রস্তুতের এক নূতন প্রণালী সম্পর্কে ঘোষণা করা হইয়াছে। কাদামাটি পৃথিবীর প্রায় সর্ব্বত্রই পাওয়া যায় এবং ইহাতে এলুমিনিয়ামের পরিমাণও নাকি খুব বেশী আছে; কিন্তু অতীতে এই কাদামাটির ভিতর হইতে লৌহ কঙ্কর (সিলিকা) ও এলুমিনিয়ামকে পৃথক করা সম্ভব হয় নাই। অবশেষে এক বিশেষ প্রণালী অবলম্বনে এই উদ্দেশ্য সাধিত হইয়াছে।

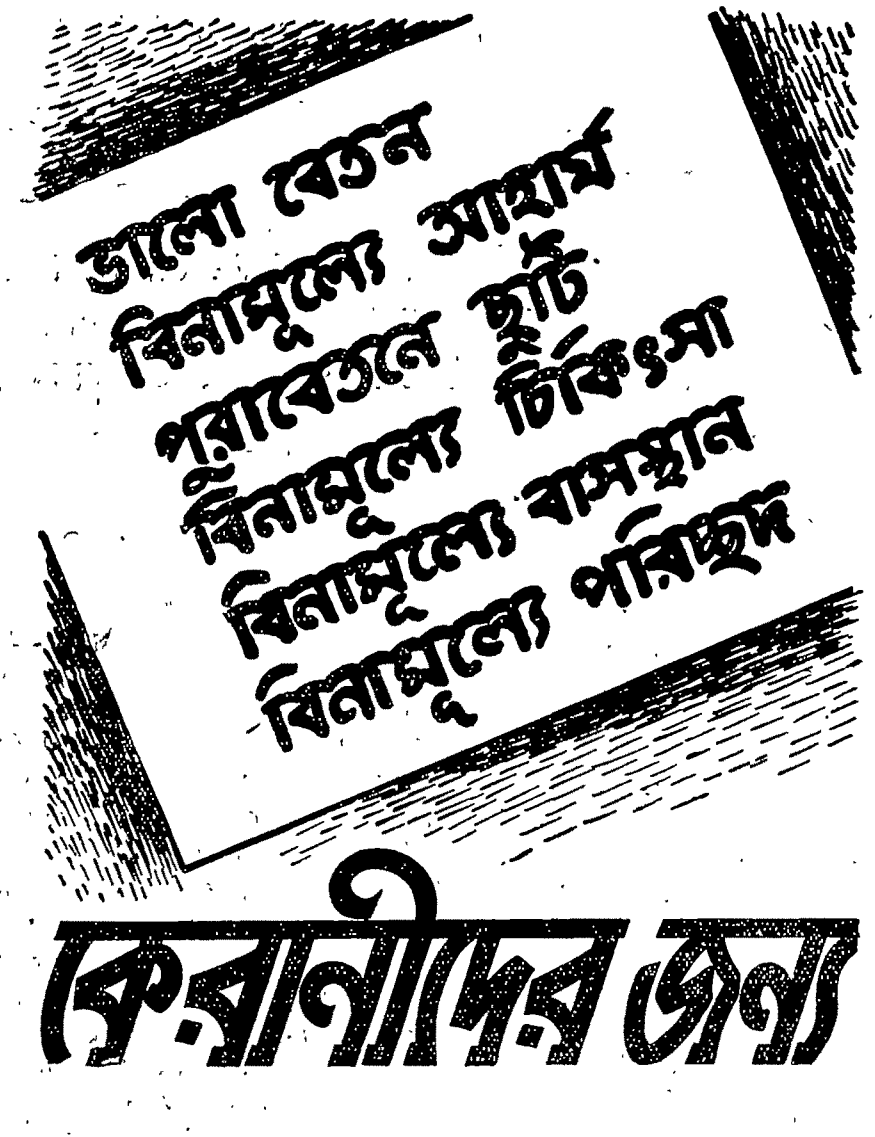

স্থায়ী পেইণ্ট আবিষ্কৃত—সম্প্রতি রাশিয়া হইতে এক বেতার ঘোষণায় জানান হইয়াছে যে, অধ্যাপক ষ্টিপান টুমানফ এক প্রকার স্থায়ী পেইণ্ট প্রস্তুত করিতে সক্ষম হইয়াছেন। উক্ত ঘোষণায় প্রকাশ করা হইয়াছে যে, এই নূতন রঙ সম্পর্কে খুঁটিনাটি তথ্য এখনও পাওয়া সম্ভব হয় নাই। প্রকাশ, উক্ত অধ্যাপক চূণী ও মুক্তা প্রভৃতি রঙের তত্ত্ব পর্য্যালোচনা ও গবেষণা করিয়া এবং তাহার ফলাফলের উপর ভিত্তি করিয়া তাঁহার নূতন আবিষ্কারের পরীক্ষাকার্য্য আরম্ভ করিয়াছিলেন। অধ্যাপক টুমানফের উক্ত স্থায়ী পেইণ্ট ভীষণ শৈত্য এবং গরমেও উহার কার্য্যকরী শক্তি নাকি হারাইবে না।

ষ্টার্লিং ব্যালান্স সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার—গত ৮ই জুনের "ইষ্টার্ণ ইকনমিষ্ট"-এ ষ্টার্লিং ব্যালান্স সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকারের সাম্প্রতিক বিবৃতি 'দুরভিসন্ধিমূলক' বলিয়া যে মন্তব্য করা হইয়াছিল তৎপ্রতি শ্রীযুক্ত সরকারের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইলে (শ্রীযুক্ত সরকার বর্ত্তমানে লণ্ডনে অবস্থান করিতেছেন), তিনি রয়টারের মারফৎ এক বিবৃতিতে বলেন যে, ইংলণ্ডে অবস্থান কালে তিনি ষ্টার্লিং ব্যালান্স সম্বন্ধে কোন বিবৃতি প্রকাশ করেন নাই। পক্ষান্তরে, উক্ত ষ্টার্লিং ব্যালান্স বহু ভারতীয়দের অতুলনীয় স্বার্থ্য ত্যাগ দ্বারাই সঞ্চয় হওয়া সম্ভব হইয়াছে এবং তিনি বহুবার বিবৃতি ও বক্তৃতা দ্বারা উক্ত সঞ্চিত ষ্টার্লিং ব্যালান্সের দাবী করিয়াছেন বলিয়াও বিবৃতিতে উল্লেখ করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার এখনও সেই মতই পোষণ করেন, উক্ত বিবৃতিতে দৃঢ়ভাবে তাহার উল্লেখ করেন।

ভোটার তালিকা প্রণয়ন—বঙ্গীয় আইন সভার ভোটার তালিকা প্রণয়নে বাংলা গবর্ণমেণ্ট যথাসম্ভব কম ভোটার তালিকাভুক্ত করিতে এবং এই বিষয়ে রাজনীতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের সংস্রব এড়াইয়া চলিতে নির্দ্দেশ দিয়াছেন বলিয়া সম্প্রতি কোন কোনও সংবাদপত্রে যাহা প্রকাশিত হইয়াছে বাংলা গবর্ণমেণ্ট তাহার প্রতিবাদে গত ২০শে জুন এক ইস্তাহার প্রচার করিয়া বলিয়াছেন, ভোটার তালিকা যথাসম্ভব পূর্ণাঙ্গ করিতে এবং রাজনীতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের সহযোগিতা লাভের জন্য গবর্ণমেণ্ট কংগ্রেস কর্ত্তৃপক্ষকে পূর্ব্বেই নির্দ্দেশ দিয়াছেন।

তেরশত কোটী টাকা মূল্যের স্বর্ণ রৌপ্য—প্যারিসের সাম্প্রতিক সংবাদে প্রকাশ যে, মিত্রপক্ষীয় সামরিক গবর্ণমেণ্টের অফিসারেরা রেগেন্সবুর্গের রাইখস ব্যাঙ্কের সিন্দুক হইতে এক-শত কোটী ষ্টার্লিং আনুমানিক তেরশত কোটী টাকার স্বর্ণ রৌপ্য উদ্ধার করিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ।

তুলার ভবিষ্যৎ—ফর্চুন নামক পত্রিকায় প্রকাশ, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের হাতে ১১ লক্ষ গাঁইটেরও অধিক পরিমাণ তুলা মজুত আছে এবং অন্যান্য দেশসমূহের হাতেও নাকি মজুত তুলার পরিমাণ ১৫ লক্ষ গাঁইটের অধিক। সুতরাং ঐ পত্রিকা আশঙ্কা প্রকাশ করিয়াছেন যে, যদি ভবিষ্যতে তুলার চাষ অর্থনৈতিক মন্দার যুগের উৎপাদনের সমানও হয় তথাপি মজুত ও নূতন উৎপন্ন তুলা মিলিয়া ১৯৪৫-৪৬ সালে মোট পরিমাণ ৫ কোটী গাঁইটের সীমানাও ছাড়াইয়া যাইতে পারে। এই প্রসঙ্গে ঐ পত্রিকা জানাইয়াছেন যে, ১৯৩৬-৩৭ সালে যখন সমগ্র পৃথিবীতে সর্ব্বাধিক তুলা ব্যবহৃত হইয়াছিল তখনও মাত্র ৩ কোটী ১০ লক্ষ গাঁইট তুলা ব্যবহৃত হইয়াছিল।

কেরোসিন আমদানীর পরিমাণ বৃদ্ধি—এক সাম্প্রতিক সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ, গত মার্চ্চ মাসে যখন হায়দরী মিশন যুক্তরাজ্যে অবস্থিত ছিলেন তখন তাঁহারা ব্রিটিশ কর্ত্তৃপক্ষের সঙ্গে ভারতে অসামরিক ব্যবহারের জন্য কেরোসিন আমদানীর পরিমাণ বৃদ্ধির সম্পর্কে আলাপ আলোচনা করিয়াছিলেন। সেই সময় ইউরোপের যুদ্ধের জন্য ব্রিটিশ কর্ত্তৃপক্ষ হায়দরী মিশনের চাহিদামত কেরোসিন সরবরাহ করিতে পারেন নাই। কিন্তু বর্ত্তমান ভারতে কেরোসিন সরবরাহের পরিমাণ বৃদ্ধি করা সম্ভব হইয়াছে এবং স্থির হইয়াছে যে, ১লা জুলাই হইতে প্রতি মাসে দশ হাজার টন পর্য্যন্ত অতিরিক্ত কেরোসিন ভারতে অসামরিক ব্যবহারের জন্য আমদানী করা হইবে। সেই তারিখ হইতে অর্থাৎ ১লা জুলাই হইতে অসামরিক ব্যবহারের জন্য বর্দ্ধিত হারে কেরোসিন বাজারে ছাড়া হইবে। বর্ত্তমানে যে পরিমাণ কেরোসিন অসামরিক ব্যবহারের জন্য বাজারে সরবরাহ করা হয়, তাহা ১৯৪১ সালের ব্যবহারের অর্দ্ধেক।

প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারীদের মাগ্‌গী ভাতা—প্রকাশ, যে সমস্ত প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদের কর্ম্মচারীদিগকে প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের নিজস্ব হার কিংবা বেতনের শতকরা দশ টাকা – এতদুভয়ের মধ্যে যাহা বেশী সেই হারে মাগ্‌গী ভাতা দিয়া আসিতেছেন, সেই সমস্ত প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট এখন হইতে ভারত গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক সম্প্রতি তাঁহাদের কর্ম্মচারীদের জন্য অনুমোদিত হারে অর্থাৎ বেতনের শতকরা ১৭৷৷০ টাকা হারে মাগ্‌গী ভাতা দিবেন।

মিলমালিক ও কোটাহোল্ডারদের সভা—সম্প্রতি বেঙ্গল মিলওনার্স এসোসিয়েশন ভবনে বাংলার মিলমালিক ও কোটাহোল্ডারদের এক ঘরোয়া বৈঠক হয়। এই বৈঠকে বাংলার পণ্য-দ্রব্যের ডিরেক্টর জেনারেল মিঃ ডবলিউ এস্ সি টুলী এবং ভারত গবর্ণমেণ্টের এসিষ্ট্যাণ্ট টেক্সটাইল কমিশনার মিঃ জি এন কে আয়ার উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারা কোটাহোল্ডার ও মিলমালিক-দের অভিযোগ শ্রবণ করেন এবং যতদূর সম্ভব প্রতিকারের প্রতিশ্রুতি দেন বলিয়া প্রকাশ। এই সম্পর্কে আরও প্রকাশ, কোটা-হোল্ডার ও মিল মালিকদের সমস্ত অভিযোগ নিষ্পত্তির জন্য কোটা-হোল্ডারদের ৪ জন প্রতিনিধি, সুতা মালিকদের ১ জন প্রতিনিধি এবং মিল মালিকদের ৪ জন প্রতিনিধি লইয়া একটি কমিটি গঠিত হইয়াছে। উক্ত কমিটি নাকি বস্ত্র নিয়ন্ত্রণ আদেশের ভিত্তিতে যতদূর সম্ভব সমস্ত অভাব অভিযোগের নিষ্পত্তি করিবেন। উক্ত বৈঠকে উপস্থিত পাইকারী ব্যবসায়িগণ বলেন যে, হ্যাণ্ডলিং এজেণ্টদের মারফৎ সমস্ত বস্ত্র হস্তগত করার যে ব্যবস্থা গবর্ণমেণ্ট করিয়াছেন, তাহা তাঁহাদের স্বার্থের বিরোধী এবং উহার ফলে বহু লোক বেকার হইবে।

বাংলার দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে জওহরলাল—সম্প্রতি নৈনীতালে একটি জনসভায় বক্তৃতা কালে ভারত গবর্ণমেণ্টের বর্ত্তমান নীতির তীব্র সমালোচনা করিয়া পণ্ডিত জওহরলাল বলেন, 'বাংলার বিগত দুর্ভিক্ষ ভারতে বৃটিশ শাসনের ইতিহাসে সর্ব্বাপেক্ষা ঘৃণ্যতম কলঙ্ক। কলিকাতার রাজপথসমূহ যে সময় শবরাশিতে সমাচ্ছন্ন ছিল, সেই সময় বিশেষভাবে অনুগৃহীতের দল নাচগান চালাইয়াছে এবং প্রমোদ ও উল্লাসে প্রমত্ত হইয়াছে। বাংলার জন্য খাদ্য লইবার মালগাড়ী মিলে নাই; কিন্তু কলিকাতার ঘোড় দৌড়ের জন্য ঘোড়া লইবার গাড়ীর অভাব ঘটে নাই। এই সঙ্কটকালে আমাদের দেশবাসীর মধ্যে যাহারা চোরা বাজারী ও লাভ খোরের ব্যবসা চালাইয়াছে, তাহাদের আচরণও কম ঘৃণিত নয়। শুধু খাদ্য সরবরাহের দ্বারা এ সমস্যার প্রতীকার হইবে না, যে রাজনীতিক এবং অর্থনীতিক ব্যবস্থার ফলে ইহা সম্ভব হইয়াছে, তাহাকে সমূলে উৎখাত করিতে হইবে'।

নোয়াখালী ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিঃ

স্থাপিত : ১৯২৯

হেড অফিস : ১০, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ফোন : ক্যাল ২৩০৯ (৩ লাইন)

কলিকাতা শাখা :

বালীগঞ্জ, ভবানীপুর, বড়বাজার ও শ্যামবাজার।

অন্যান্য শাখাসমূহ—

ঢাকা, কিশোরগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ, নোয়াখালি, সোনাপুর, চৌমুহনী, চাঁদপুর, পুরাণবাজার, ফেণী, কৃষ্ণনগর, বহরমপুর, জলপাইগুড়ী, বর্দ্ধমান, দৌলতগঞ্জ, জিয়াগঞ্জ, পূর্ণিয়া, পাটনা, আরা, রাঁচি, ভাগলপুর, জামসেদপুর, বেনারস, লক্ষ্ণৌ, আগ্রা, এলাহাবাদ, কাণপুর, মাদ্রাজ, কটক, মিরকাদিম, কাটিহার, বরিশাল, সিলেট, আসানসোল, সিরাজগঞ্জ, গৌহাটি, হিলি, ময়মনসিংহ ও দিল্লী।

কার্য্যকরী মূলধন—দেড় কোটী টাকার উপর

চট্টগ্রাম ও মজঃফরপুর শাখা খোলা হইবে

ম্যানেজিং ডিরেক্টর :—এস, সি, পাল

সাদার্ণ ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস—১৪, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ফোন—ক্যাল ৫৯৮৯

ব্রাঞ্চ—বড়বাজার, শ্যামবাজার, ভবানীপুর, বসিরহাট, খুলনা ও পাটনা

সুবিধাজনক সর্ত্তে গভর্ণমেণ্ট ও মিলিটারী বিলের উপর টাকা ধার দেওয়া হয়

সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

চেয়ারম্যান—মিঃ দেবেন্দ্রনাথ মুখার্জ্জি, মেয়র, কলিকাতা কর্পোরেশন।

বৃষ্টির মুখোমুখি

বৃষ্টি যত প্রবলই হোক না কেন, আপনি নির্ভয়ে তার মুখোমুখি দাঁড়াতে পারেন। ডাকব্যাক বর্ষাতি গায়ে থাকলে এক ফোঁটা বৃষ্টিও আপনাকে স্পর্শ করতে পারবে না। এদেশের প্রবল বৃষ্টির জন্যই বিশেষ উপযোগী করে' ডাকব্যাক তৈরী।

ডাকব্যাক

ভারতের প্রিয় বর্ষাতি

বেঙ্গল ওয়াটারপ্রুফ ওয়ার্কস (১৯৪০) লিমিটেড

কলিকাতা নাগপুর বোম্বাই

পুস্তক পরিচয়

ইকনমিক প্রব্লেমস ইন ইণ্ডিয়ান এগ্রিকালচার (Economic Problems in Indian Agriculture)—শ্রীযুক্ত মহেশ চাঁদ, এম এ প্রণীত। প্রকাশক—ভোরা এণ্ড কোং পাব্লিশার্স লিঃ, ৩-৪, রাউণ্ড বিল্ডিং, কলবাদেবী রোড্, বোম্বাই ২।

লেখক শ্রীযুক্ত মহেশ চাঁদ উপরোক্ত ইংরেজী গ্রন্থটিতে ভারতে কৃষিপণ্যসমূহের উৎপাদনক্ষেত্র, উৎপন্ন দ্রব্যের পরিমাণ প্রভৃতি প্রয়োজনীয় তথ্য-সমূহ স্বল্পপরিসর ৫৬ পৃষ্ঠার এই গ্রন্থের মধ্যে সহজ অথচ বলিষ্ঠ ভাষায় সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। লেখক তাঁহার বক্তব্য এই কয়টি অধ্যায়ে বিবৃত করিয়াছেন :—(১) কৃষির অর্থনৈতিক স্বরূপ (২) ভারতে কৃষিপণ্যের বাজার (৩) সঙ্ঘ, সমবায় অথবা যৌথ প্রণালী (৪) ভারতে সেচব্যবস্থা (৫) ভূমিক্ষয়—ক্রমাগ্রসরমান মৃত্যু (৬) গোসম্পদের উন্নতি বিধান (৭) যান্ত্রিক কৃষিকার্য্য (৮) পরিকল্পনানুযায়ী চাষব্যবস্থা (৯) আদর্শ ভূমিব্যবস্থা। উপরোক্ত অধ্যায়-গুলির তালিকা হইতে লেখকের আলোচ্য বিষয়ের বিস্তৃতি ও পরিধি কতকটা অনুমান করা যায়। সম্প্রতি কৃষির উন্নতি সাধনের জন্য দেশ-বাসীর মধ্যে সাড়া, আশা ও চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছে। কৃষিপ্রধান ভারতবর্ষে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে কৃষির উন্নতি না হইলে ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ আর্থিক উন্নয়নের পরিকল্পনা যে ব্যর্থ হইতে বাধ্য, চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই আজ তাহা মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিতেছেন, সন্দেহ নাই। সারা পৃথিবীতে আজ যুদ্ধোত্তর পরিকল্পনার মহড়া চলিয়াছে। ভারতবর্ষের কৃষি এবং শিল্পেও যুদ্ধোত্তর পরিকল্পনার প্রয়োজন আছে, অভাব শুধু পরিকল্পনাকারীর। আমাদের কৃষি সম্বন্ধে আমরা নিজেরা যদি কিঞ্চিৎ সচেতন হই, তবে কিছুটা কাজ সম্ভব হইতে পারে। এই দিক দিয়া এই সময়ে আলোচ্য পুস্তকখানার প্রকাশ বিশেষ সময়োপযোগী হইয়াছে। লেখকের পর্য্যবেক্ষণ শক্তি সূক্ষ্ম, দৃষ্টিভঙ্গী বৈজ্ঞানিক এবং বিশ্লেষণ শক্তি মনোরম্। লেখকের প্রকাশ-ভঙ্গীর গুণে কৃষির মত নীরস বৈজ্ঞানিক বিষয়ও চিত্তাকর্ষক হইয়া উঠিয়াছে। আমরা দেশের পাঠক-পাঠিকাদের মধ্যে আলোচ্য পুস্তি-কাটির বহুল প্রচার হওয়া বাঞ্ছনীয় মনে করি।

(নানাকথা—১৭৮ পৃষ্ঠার পর)

জনসাধারণকে চূড়ান্তরূপ দুর্ভোগ ভুগিতে হইতেছে। কর্ত্তৃপক্ষ কাপড়ের ন্যায় ঐ সব জিনিষেরও কতকাংশ বাজারে বিক্রয় করিবার বিষয় চিন্তা করিয়া দেখিতে পারেন।

* * *

গত ১৯৪০ সালের বঙ্গীয় মহাজনী আইনের ২ (১২) (ডি) (আই) ধারায় এরূপ বিধান দেওয়া হইয়াছিল যে, ১৯৩৯ সালের ১লা জানুয়ারী তারিখে যে সব ব্যাঙ্ক রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তালিকাভুক্ত ছিল সেই সব ব্যাঙ্কের দাদন এবং যে সব ব্যাঙ্ক উক্ত আইনের ৩ ধারা মতে 'ঘোষিত' (notified) বলিয়া গণ্য হইবে সেই সব ব্যাঙ্কের দাদন বঙ্গীয় মহাজনী আইনের আওতায় পড়িবে না। উক্ত আইনের ৩ ধারায় এরূপ নির্দ্দেশ রহিয়াছে যে, রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তালিকা বহির্ভূত কোন ব্যাঙ্ক প্রাদেশিক ব্যবস্থা পরিষদ কর্ত্তৃক নির্দ্ধারিত সর্ত্তসমূহ প্রতিপালন না করিলে "ঘোষিত" ব্যাঙ্ক বলিয়া গণ্য হইবে না। ১৯৪০ সালের বঙ্গীয় মহাজনী আইন দেশে বলবৎ হওয়ার পর হইতে বহু ব্যাঙ্ক "ঘোষিত" ব্যাঙ্ক বলিয়া গণ্য হইবার সর্ত্ত কি তাহা জানিবার জন্য এবং "ঘোষিত" ব্যাঙ্ক বলিয়া গণ্য হইবার জন্য কর্ত্তৃপক্ষের নিকট আবেদন নিবেদন করিয়াছে। কিন্তু বিষয়টী বিতর্কমূলক বলিয়া এবং বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের বিভিন্ন দলের সভ্যগণ এই বিষয়ে একমত নহেন বলিয়া এই সব আবেদন নিবেদনে কোন ফল হয় নাই। অবশেষে গত ১৯৪২-৪৩ সালে এই বিষয়ে কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণের জন্য ব্যবস্থা পরিষদের বিভিন্ন দলের প্রতিনিধিদের একটী বৈঠক হয়। এই বৈঠকে এক একটী ব্যাঙ্কের পক্ষে "ঘোষিত" বলিয়া গণ্য হইবার জন্য কি কি সর্ত্ত পালন করিতে হইবে তাহা স্থিরীকৃত হয় এবং রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এই সব সর্ত্তের কিছু অদলবদল করেন। গত ২১শে জুন তারিখের কলিকাতা গেজেটে এই সব সর্ত্ত প্রকা-শিত হইয়াছে এবং এই বিষয়ে যাঁহারা সংশ্লিষ্ট তাঁহাদিগকে আগামী ১৫ই আগষ্ট তারিখের মধ্যে এই বিষয়ে তাঁহাদের অভিমত বাঙ্গলা সরকারের জুডিসিয়াল বিভাগের নিকট জানাইবার জন্য অনুরোধ জ্ঞাপন করা হইয়াছে। বাঙ্গলার যে সমস্ত তালিকাভুক্ত ও তালিকা-বহির্ভূত ব্যাঙ্ক "ঘোষিত" ব্যাঙ্ক বলিয়া গণ্য না হওয়ার দরুণ উহাদের দাদনী টাকা আদায়ে বিশেষ বেগ পাইতেছেন তাঁহারা উক্ত ব্যাপারে অবহিত হইতে পারেন।

* * *

ভারত সরকার এরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া-ছেন যে, বৃটীশ ভারতে জমি চাষাবাদের জন্য যত কৃষকের প্রয়োজন তাহার তুলনায় দেশে ১ কোটী ৫৪ লক্ষ ৯৫ হাজার ৬১২ জন বেশী কৃষক রহিয়াছে। ভারত সরকারের মতে কৃষকের হাতে জমির অপ্রচু-রতাই কৃষকের দুর্দ্দশার কারণ। এই প্রসঙ্গে বলা যাইতে পারে যে, কৃষকের হাতে জমির অপ্রাচুর্য্যতা কৃষকের দুর্দ্দশার একমাত্র কারণ নহে—উহা বহু কারণের মধ্যে অন্যতম কারণ। এদেশের কৃষকদের দুর্দ্দশা অপনোদনের জন্য সরকারী মহল হইতে অনেকে কৃষিজাত পণ্যের সর্ব্বনিম্ন মূল্য নির্দ্ধারণ করিয়া দিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। কিন্তু উহাতে কৃষিজীবীদের দুর্দ্দশার প্রতিকার হইতে পারে না। এদেশে (১) যদি গবর্ণমেণ্ট ও চাষীর মধ্যে যে সমস্ত মধ্য স্বত্বাধিকারী রহিয়াছেন তাঁহাদিগকে উচ্ছেদ না করা হয় (২) যদি এক এক অঞ্চলের সমস্ত জমি একত্রীভূত করিয়া তাহা কৃষকগণ কর্ত্তৃক যৌথ-ভাবে চাষ করাইবার ব্যবস্থা না হয় (৩) যদি আধু-নিক বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে উন্নত ধরণের যন্ত্রপাতি সহায়ে চাষের ব্যবস্থা করিয়া জমিতে উৎপন্ন ফসলের পরিমাণ বর্দ্ধিত করা না হয় এবং (৪) জমিতে উৎপাদিত ফসল কৃষকের প্রয়োজনানুরূপ-ভাবে তাহাদের মধ্যে বণ্টন করিবার ব্যবস্থা না হয়, তাহা হইলে কৃষকের দুর্দ্দশার কিছুতেই অবসান হইবে না। কিন্তু দেশে জাতীয় গবর্ণমেণ্টের প্রতিষ্ঠা না হওয়া পর্য্যন্ত এই ধরণের কার্য্যপ্রণালী অবলম্বিত হওয়া অসম্ভব।

টেলিগ্রাম—Assambank
টেলিফোন—কলিঃ ৬৯৪০

দি ব্যাঙ্ক অব আসাম
— লিমিটেড —
(১৯৩৬ সালে স্থাপিত)
হেড অফিস—শিলং
কলিকাতা অফিস—৬ নং ক্লাইভ রো।
শাখাসমূহ :—বড়পেটা, ধুবড়ী, গৌহাটী, গোয়ালপাড়া, নওগাঁ (আসাম)।

আদায়ীকৃত মূলধন ও রিজার্ভ— ৬,০০,০০০৲ টাকার উপর
আমানত— ৬০,০০,০০০৲ টাকা
কার্য্যকরী মূলধন ৭৪,০০,০০০৲ টাকা

ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত সমস্ত প্রকার কাজ করা হয়।

এ বি দত্ত, এম-এ, এফ আর ইকন
এস, এ আই বি'র (লণ্ডন) সার্টিফিকেটপ্রাপ্ত
কলিকাতাস্থ এজেণ্ট।
এইচ ব্যানার্জ্জি, বি-এ,
এ আই বি'র (লণ্ডন) সার্টিফিকেটপ্রাপ্ত
ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

ক্রিসেণ্ট কমারসিয়াল ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া লিঃ
৫৭, রাধাবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা ● ম্যাঃ ডিঃ—মিঃ বি, নারায়ণ চৌধুরী।

জাতীয় ব্যাঙ্ক লিমিটেড
হেড অফিস :—
৭, সোয়ালো লেন,
কলিকাতা।

দি সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া লিঃ
স্থাপিত—ডিসেম্বর—১৯১১
ভারতীয় বৃহত্তম জয়েণ্ট ষ্টক ব্যাঙ্ক

অনুমোদিত মূলধন ৫,২৫,০০,০০০৲ টাকা
বিলীকৃত মূলধন ৫,০৪,৩৯,৬০০৲ টাকা
আদায়ীকৃত মূলধন ২,৫১,০২,২০০৲ টাকা
রিজার্ভ ও অন্যান্য তহবিল ২,৫৪,৭২,০০০৲ টাকা
আমানতের পরিমাণ (৩১-১২-৪৪ তারিখে) ৯৪,৪৮,৬৭,০০০৲ টাকা
হেড অফিস—মহাত্মা গান্ধী রোড, ফোর্ট, বোম্বাই
ভারতের সর্ব্বত্র ২৬০টীর অধিক ব্রাঞ্চ ও পে-অফিস আছে।

স্যার এইচ, পি, মোদী, কে, বি, ই, চেয়ারম্যান। ম্যানেজিং ডিরেক্টর : মিঃ এইচ, দি ক্যাপটেন, জে, পি।
লণ্ডন এজেণ্টস্ : বারক্লেস ব্যাঙ্ক লিঃ ও মিডল্যাণ্ড ব্যাঙ্ক লিঃ। নিউইয়র্ক এজেণ্ট : দি গ্যারাণ্টি ট্রাষ্ট কোং অব নিউইয়র্ক।
সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়। সর্ত্তাবলী পত্র লিখিয়া জানুন।
কলিকাতার শাখাসমূহ—মেন অফিস—১০০, ক্লাইভ ষ্ট্রীট ; বড়বাজার—৭১, ক্রশ ষ্ট্রীট ; নিউ মার্কেট—১০, লিণ্ডসে ষ্ট্রীট ; শ্যামবাজার—১৩৩, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট ; ভবানীপুর—৮-এ, রসা রোড। বঙ্গদেশ—ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, মীরকাদিম, জলপাইগুড়ি, শিলিগুড়ি, বর্দ্ধমান, দিনাজপুর, রংপুর, ভৈরববাজার, ময়মনসিংহ, কালিংপঙ এবং কুলটী। বিহার—জামসেদপুর, মজাফরপুর সাসারাম, পরা, ছাপরা, জয়নগর, সীতামারি, বেট্টিয়া, মধুবানী, খাগাড়িয়া, রকসউল, মৌগাছিয়া, ভাগলপুর, পাটনা, পাটনা সিটি, কাটিহার, কিষাণগঞ্জ, ফয়বেশগঞ্জ, সাহেবগঞ্জ, বালিয়া, বৈরাগনিয়া, কলগঞ্জ, সমস্তিপুর ও পুরুলিয়া, দেওঘর, বনমংখি। উড়িষ্যা—সম্বলপুর।

বিজ্ঞপ্তি

ইহা একটী বিজ্ঞপ্তি মাত্র—প্রসপেক্টাস নহে

আগামী ১৮ই জুলাই, ১৯৪৫ তারিখে অথবা ডিরেক্টরগণের বিবেচনাক্রমে উহার পুর্ব্বেই শেয়ার বিক্রয় বন্ধ করা হইবে।

ন্যাশন্যাল অয়েল রিফাইনারিজ এণ্ড কেমিক্যালস লিমিটেড

(১৯১৩ সালের ভারতীয় কোম্পানী আইন অনুসারে গঠিত)

অনুমোদিত মূলধন ২৫,০০,০০০৲ (পঁচিশ লক্ষ) টাকা

বিক্রয়যোগ্য মূলধন ২৫,০০,০০০৲ টাকা

এই শেয়ার শতকরা বার্ষিক সাড়ে ছয় টাকা সুদের প্রতি ১০০৲ টাকা মূল্যের ৫,০০০ ট্যাক্সমুক্ত কিউমুলেটিভ প্রেফারেন্স শেয়ার (শেয়ারের সমমূল্যে পরিশোধযোগ্য) এবং প্রতি ১০৲ টাকা মূল্যের ২,০০,০০০ অর্ডিনারী শেয়ারে বিভক্ত। অর্ডিনারী শেয়ারের জন্য প্রতি শেয়ারে আবেদনের সহিত ২৷৷০ আনা, শেয়ার বিলি হইবার পর ২৷৷০ আনা এবং কল দেওয়া হইলে দুইটী সমান কিস্তিতে ৫৲ হিসাবে দেয়। প্রত্যেক আবেদনের সহিত ১৲ টাকা ভর্ত্তির ফি দিতে হইবে।

উপরোক্ত শেয়ারের মধ্যে ডিরেক্টরবর্গ এবং তাঁহাদের বন্ধুগণ শতকরা বার্ষিক ৬৷৷০ আনা সুদের ট্যাক্সমুক্ত সমগ্র ৫,০০০ কিউমুলেটিভ প্রেফারেন্স শেয়ার এবং প্রতি শেয়ার ১০৲ টাকা মূল্যের (সমমূল্যে ক্রয়যোগ্য) ১;০০,০০০ অর্ডিনারী শেয়ার ক্রয় করিতে সম্মত হইয়াছেন।

বাকী প্রতি ১০৲ টাকা মূল্যের ১,০০,০০০ অর্ডিনারী শেয়ার (সমমূল্যে বিক্রয়যোগ্য) সর্ব্বসাধারণের নিকট বিক্রয়ার্থ উপস্থিত করা হইল।

ডিরেক্টরগণ

১। মিঃ জে সি মুখার্জ্জি
ভিলিয়ার্স লিঃর ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

২। মিঃ সুন্দর লাল দাগা এম-এল-এ, (কেন্দ্রীয়) জে পি।

৩। সার এ এইচ গজনভি কেটি, এম-এল-এ (কেন্দ্রীয়)।

৪। মিঃ কে সি সেন
হাজরাদি ব্যাঙ্ক লিঃর ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

৫। মিঃ বি এন মৌলিক
ডিরেক্টর, সিটি অয়েল এণ্ড ফ্লাওয়ার মিলস্ লিঃ।

৬। মিঃ বি কে মিত্র, মার্চ্চেণ্ট

ম্যানেজিং এজেণ্টস্
মৌলিক ব্রাদার্স

৩৭নং ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

প্রস্তাবিত ব্যাঙ্কারগণ

১। ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া

২। ব্যাঙ্ক অব কমার্স লিঃ

৩। দি হাজরাদি ব্যাঙ্ক লিঃ

অডিটার

মিঃ এন সি চৌধুরী বি-এস-সি, এ-এস-এ-এ (লণ্ডন), আর-এ, ইন্সকরপোরেটেড একাউণ্টাণ্ট (লণ্ডন), রেজিষ্টার্ড একাউণ্টাণ্ট ২৬সি ক্রিক রো, কলিকাতা।

রেজিষ্টার্ড অফিস

৩৭নং ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা

কোম্পানীর উদ্দেশ্য ও কর্ম্মক্ষেত্র

কোম্পানী উহার মেমোরেণ্ডাম অব এসোসিয়েশনে বর্ণিত উদ্দেশ্য সিদ্ধি এবং বিশেষভাবে উদ্ভিজ্জ ঘৃত, সকল শ্রেণীর তৈল, রাসায়নিক দ্রব্য এবং তৈল ও চর্ব্বিযুক্ত এসিড প্রস্তুতের জন্য গঠিত হইয়াছে।

জমি ও কলকব্জা

কোম্পানীর ম্যানেজিং এজেণ্টগণ ইতিমধ্যেই সাঁতরাগাছিতে রেলষ্টেশনের বিপরীত দিকে এক কিত্তা উপযুক্তরূপ জমির ব্যবস্থা করিয়াছেন।

কোম্পানীর প্রয়োজনীয় সমস্ত কলকব্জা যাহাতে কলিকাতায় প্রস্তুত হইতে পারে তজ্জন্য কোম্পানী ইতিমধ্যেই কার্য্যদক্ষ শিল্পবিশারদ ব্যক্তিদের সাহায্যলাভ করিতে সমর্থ হইয়াছেন।

কার্য্য পরিচালনা

মেসার্স মৌলিক ব্রাদার্স কোম্পানীর ম্যানেজিং এজেণ্টস্ নিযুক্ত হইয়াছেন। উঁহাদের মধ্য দিয়া কোম্পানীর ডিরেক্টরগণ কোম্পানীর কার্য্য পরিচালনা করিবেন।

যতদিন পর্য্যন্ত কোম্পানীর কারখানায় কলকব্জা বস্যানো না হইবে ততদিন পর্য্যন্ত ম্যানেজিং এজেণ্টগণ মাসে ৫০০৲ টাকা করিয়া এলাউন্স পাইবেন। উঁহার পর তাঁহারা মাসে ১০০০৲ টাকা করিয়া এলাউন্স এবং ১৯১৩ সালের ভারতীয় কোম্পানী আইনের ৮৭। সি (৩) ধারা অনুযায়ী নির্দ্ধারিত কোম্পানীর নিট বার্ষিক লাভের শতকরা ৫৲ টাকা হিসাবে কমিশন পাইবেন। ম্যানেজিং এজেণ্টদের এই পারিশ্রমিকের পরিমাণ সময় সময় বর্দ্ধিত করিবার পক্ষে ডিরেক্টরদের ক্ষমতা রহিল।

ডিরেক্টরগণের যোগ্যতা ও পারিশ্রমিক

কোম্পানীর ১০,০০০৲ টাকা মূল্যের অর্ডিনারী এবং/অথবা প্রেফারেন্স শেয়ার ক্রয় করিলে ডিরেক্টর হওয়ার যোগ্যতা জন্মিবে। প্রত্যেক ডিরেক্টর উঁহাদের সভায় উপস্থিত হইলে তাঁহার কার্য্যের জন্য পারিশ্রমিক হিসাবে কোম্পানীর তহবিল হইতে ১৬৲ টাকা হিসাবে পাইবেন।

আবেদন

আবেদনের সহিত দেয় এবং ভর্ত্তির ফি হিসাবে দেয় টাকাসহ শেয়ারের আবেদনের ফরমে শেয়ারের জন্য আবেদন করিতে হইবে। আবেদনের পর যদি শেয়ার বিলি না করা হয় তাহা হইলে ডিপোজিটের টাকা সম্পূর্ণ ফেরৎ দেওয়া হইবে। যদি আবেদনে উল্লিখিত শেয়ার অপেক্ষা কম সংখ্যক শেয়ার বিলি করা হয় তাহা হইলে ডিপোজিটের উদ্বৃত্ত টাকা শেয়ার বিলি হইবার পর দেয় টাকা পরিশোধের জন্য নিয়োজিত করা হইবে। শেয়ার বিলি হইবার পর দেয় টাকা প্রদত্ত না হইলে পূর্ব্বে প্রদত্ত টাকা বাজেয়াপ্ত হইতে পারিবে।

দলিলপত্র

যতদিন পর্য্যন্ত শেয়ার বিক্রয় চলিতে থাকিবে ততদিন অফিস খোলা থাকিবার দিবসসমূহে অফিসের কার্য্য চলার সময় যে কোন সময়ে ৩৭নং ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতাস্থ কোম্পানীর অফিসে কোম্পানীর মেমোরেণ্ডাম এণ্ড আর্টিকেলস অব এসোসিয়েশনের এক কপি পরীক্ষা করিয়া দেখা যাইতে পারিবে।

কোম্পানীর রেজেষ্টরীকৃত অফিসে এবং হাজরাদি ব্যাঙ্কের যে কোন অফিসে কোম্পানীর শেয়ারের আবেদনপত্র পাওয়া যাইবে এবং এই সব অফিসে কোম্পানীর শেয়ারের জন্য আবেদনপত্র জমা দেওয়া যাইবে। হাজরাদি ব্যাঙ্কের সমস্ত অফিসকে কোম্পানীর তরফ হইতে টাকা জমা লওয়ার জন্য ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে।

অনির্দ্দিষ্ট ভবিষ্যতে ছাড়া মূলধনের যে অংশ ভালভাবে ব্যয় করা যাইবে না বলিয়া কেন্দ্রীয় সরকার মনে করেন, মূলধনের সেই অংশ কতকগুলি সিকিউরিটিতে গচ্ছিত রাখিতে হইবে; কেবলমাত্র এই সর্ত্তেই কেন্দ্রীয় সরকার এই শেয়ার বিক্রয়ের অনুমতি দিয়াছেন। সিকিউরিটিতে লগ্নীকৃত টাকা তুলিয়া লইবার জন্য আবেদন করার সময় কেন্দ্রীয় সরকার (কোন দেশীয় রাজ্যের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট থাকিলে রাজপ্রতিনিধির সহিত পরামর্শ করিয়া) বিবেচনা করিয়া দেখিবেন যে, উক্ত টাকা তুলিয়া লইবার সময় আসিয়াছে কিনা এবং এই সময়ে প্রচলিত যে কোন নিয়ন্ত্রণসূচক বিধিব্যবস্থার সহিত সমতা আছে এমন কোন উদ্দেশ্যেই টাকা তুলিয়া লওয়া হইতেছে কি না এবং তাঁহারা সন্তুষ্ট হইলে তবেই উক্ত টাকা তুলিয়া লওয়া যাইবে। একথা পরিষ্কারভাবে জানান যাইতেছে যে, এই অনুমতি প্রদানের দ্বারা ভারত সরকার এতদর্থে প্রচারিত কোন পরিকল্পনার আর্থিক নিরাপত্তা সম্বন্ধে অথবা বিবৃতির যথার্থতা সম্বন্ধে কোন দায়িত্ব গ্রহণ করিতেছেন না।

কোম্পানী প্রসঙ্গ

হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ ইন্সিওরেন্স সোসাইটি লিঃ

সম্প্রতি আমরা সুবিখ্যাত বীমা প্রতিষ্ঠান হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ ইন্সিওরেন্স সোসাইটির গত ১৯৪৪ সালের বার্ষিক রিপোর্ট সমালোচনার্থ পাইয়াছি। আলোচ্য বৎসরে নূতন বীমার দিক দিয়া এই কোম্পানীর যে অগ্রগতি দেখা গিয়াছে তাহা তাহাদের অভাবনীয় সাফল্যের পরিচায়ক বলা চলে। গত ১৯৪৩ সালে 'হিন্দুস্থান' ৫ কোটি ৩১ লক্ষ টাকার নূতন বীমাপত্র প্রদান করিয়াছিল। আলোচ্য ১৯৪৪ সালে কোম্পানীর নূতন কাজের পরিমাণ বাড়িয়া ১০ কোটি ১৪ লক্ষ টাকা দাঁড়াইয়াছে। বীমা প্রতিষ্ঠান হিসাবে হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ ইন্সিওরেন্স সোসাইটি যে এদেশবাসীর নিকট দিন দিনই কিরূপ বেশী জনপ্রিয় হইয়া উঠিতেছে এক বৎসরে উহার নূতন বীমার পরিমাণ প্রায় দ্বিগুণ বাড়িয়া যাওয়াতে তাহা ভালভাবেই প্রমাণিত হইয়াছে।

আলোচ্য বৎসরে প্রিমিয়াম বাবদ ১ কোটি ৪৯ লক্ষ টাকা, দাদনী তহবিলের সুদ বাবদ ২৪ লক্ষ টাকা ও অন্যান্য ধরণের আয় লইয়া কোম্পানীর মোট আয় দাঁড়ায় ১ কোটি ৭৪ লক্ষ টাকা। ব্যয়ের দিকে পলিসিগ্রাহকদের মৃত্যু বাবদ ১৯ লক্ষ টাকা, পলিসির মেয়াদ পূর্ণ হওয়া বাবদ ১৮ লক্ষ টাকা ও প্রত্যর্পণ মূল্য বাবদ ২ লক্ষ ২৬ হাজার টাকা দাবী হয়। কার্য্য পরিচালনা ব্যয় ও অন্যান্য শ্রেণীর ব্যয় মিটাইয়া কোম্পানীর আয় হইতে বাকী টাকা জীবনবীমা তহবিলে ন্যস্ত করা হয়। বৎসরের প্রথমে ঐ তহবিলের পরিমাণ ছিল ৫ কোটি ৩৯ লক্ষ টাকা। বৎসরের শেষে তাহা বাড়িয়া ৬ কোটি ২৩ লক্ষ টাকা দাঁড়ায়। গত কয় বৎসরে হিন্দুস্থানের নূতন বীমার পরিমাণ যথেষ্ট বাড়িয়া গিয়াছে। এই বর্দ্ধিত বীমার জন্য কোম্পানীর মোট খরচের পরিমাণ স্বভাবতঃই বৃদ্ধি পাইয়াছে। কিন্তু লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, মোট খরচের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইলেও কোম্পানী রিনুয়েল প্রিমিয়াম সম্পর্কে তাহার ব্যয়ের হার বৎসর বৎসরই হ্রাস করিয়া চলিয়াছে। গত ১৯৪৩ সালে রিনুয়েল প্রিমিয়াম বাবদ আয়ের শতকরা ১৪'৫৪ ভাগ কমিশন ও কার্য্য পরিচালনা বাবদ ব্যয় করা হইয়াছিল। ১৯৪৪ সালে ঐ খরচের হার আরও কমাইয়া তাহা রিনুয়েল প্রিমিয়ামের শতকরা ১০'২ ভাগে পরিণত করা হইয়াছে। যুদ্ধের সময়ে নানা প্রতিকূল অবস্থার ভিতরও 'হিন্দুস্থান' ঐরূপ উল্লেখযোগ্য পরিমাণে তাহার ব্যয়ের হার হ্রাস করিতে সমর্থ হইয়াছে—ইহা এই কোম্পানীর পরিচালকদের যথেষ্ট সুবিবেচনা ও দূরদর্শী কার্য্যনীতির পরিচায়ক সন্দেহ নাই।

জীবনবীমা তহবিল, মজুত তহবিল, শেয়ার মূলধন ও অপরিশোধিত দাবী প্রভৃতি শ্রেণীর দায় মিলাইয়া বর্ত্তমান কার্য্যবিবরণীতে ১৯৪৪ সালের শেষে হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ ইন্সিওরেন্স সোসাইটির মোট দায় দেখানো হইয়াছে ৬ কোটি ৮৯ লক্ষ টাকা। ঐ দায়ের বদলে উপরোক্ত তারিখে কোম্পানীর যে সম্পত্তি (ভারতে) ছিল তাহার প্রধান প্রধান দফাগুলি এইরূপ :—

ভারত সরকারের সিকিউরিটি ২ কোটি ৫৩ লক্ষ টাকা, প্রাদেশিক সরকারসমূহের সিকিউরিটি ৮০ লক্ষ টাকা, যৌথ কোম্পানীর শেয়ার ৩৫ লক্ষ টাকা, কোম্পানীর পলিসি বন্ধকী ঋণ ৪৮ লক্ষ টাকা, মিউনিসিপ্যালিটি ও ইম্প্রুভমেণ্ট ট্রাষ্ট সিকিউরিটি ৩৯ লক্ষ টাকা; সম্পত্তি বন্ধকে দাদন ২৫ লক্ষ টাকা, জমি বাড়ী ১ কোটি ৯ লক্ষ টাকা, হাতে ও ব্যাঙ্কে ৫৭ লক্ষ টাকা। এই সব বিবরণ দৃষ্টে কোম্পানীর তহবিল বিবেচনাসম্মত উপায়ে ও নিরাপদমূলকভাবে দাদন করা হইয়াছে বলিয়াই বুঝা যাইতেছে। 'হিন্দুস্থানের' দাদন নীতির একটা বিশেষত্ব এই যে, এই কোম্পানী কোন এক শ্রেণীর সিকিউরিটিতে মোট তহবিলের অধিকাংশ অর্থ কেন্দ্রীভূত না রাখিয়া নানা শ্রেণীর সিকিউরিটিতে তাহা নিয়োজিত রাখিয়াছে। এই ব্যবস্থার ফলে এই যুদ্ধের দিনেও প্রাপ্তব্য সুদের দিক দিয়া কোম্পানীর আয় অনেকটা উচ্চ হারে বজায় রাখা সম্ভবপর হইয়াছে। ইহা কোম্পানীর পরিচালকদের যথেষ্ট সুবিবেচনা ও কৃতিত্বের পরিচয় বলিয়া আমরা মনে করি। আমরা এই জনপ্রিয় ও নির্ভরযোগ্য বীমা প্রতিষ্ঠানটির উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি।

ব্যাঙ্ক অব কলিকাতা লিঃ

১৯৪৪ সালের কার্য্যবিবরণী

আমরা ব্যাঙ্ক অব কলিকাতা লিঃর (হেড অফিস—৩নং ম্যাঙ্গো লেন; কলিকাতা) গত ১৯৪৪ সালের মুদ্রিত কার্য্যবিবরণী সমালোচনার্থ পাইয়াছি। উক্ত রিপোর্ট দৃষ্টে বুঝা যায় যে, ১৯৪৪ সালে ১৯৪৩ সালের তুলনায় সকল দিক দিয়াই ব্যাঙ্কটীর উল্লেখযোগ্য উন্নতি হইয়াছে। আলোচ্য বর্ষের শেষে ব্যাঙ্কের আদায়ী মূলধনের পরিমাণ ৪ লক্ষ ৫৫ হাজার ৬ শত টাকা হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ৭ লক্ষ ৩৪ হাজার ২০৪ টাকায় এবং ব্যাঙ্কের কার্য্যকরী মূলধনের পরিমাণ ৫০ লক্ষ টাকা হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ১ কোটী টাকায় পরিণত হইয়াছে। এই এক বৎসরের মধ্যে ব্যাঙ্কের মজুদ তহবিলের পরিমাণও ১০ হাজার টাকা হইতে ২৬ হাজার টাকায় বৃদ্ধি পাইয়াছে। উক্ত বৎসরে ব্যাঙ্কের মোট লাভ হইয়াছে ৭৭ হাজার ৫৭৩ টাকা। উহা হইতে ১৬ হাজার টাকা মজুদ তহবিলে ন্যস্ত হইয়াছে এবং

ব্যাঙ্ক অব ক্যালকাটা লিঃ

(ক্লিয়ারিংয়ের সর্ব্বপ্রকার ব্যবস্থা আছে)

১৯৪৪ সনের শেষে মোটামুটি আর্থিক পরিচয়

অনুমোদিত মূলধন	১,০০,০০,০০০৲	বিলিকৃত ও বিক্রীত মূলধন	১৪,০০,০০০৲
আদায়ীকৃত ও মজুত তহবিল	৮,০০,০০০৲	কার্য্যকরী মূলধন	১,০০,০০,০০০৲

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—ডাঃ এম, এম, চ্যাটার্জ্জি

ত্রিপুরা ইণ্ডাষ্ট্রীস কর্পোরেশন

লিমিটেড

হেড অফিস—৮।২, হেষ্টিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

একটী লভ্যাংশ ঘোষণাকারী উন্নতিশীল জাতীয় প্রতিষ্ঠান।

লম্বা আঁশের তুলার চাষ বিপুল আয়োজনে আরম্ভ হইয়াছে।

চালের কল চলিতেছে এবং শীঘ্রই "ষ্ট্র" বোর্ড প্রস্তুতের মিল স্থাপিত হইতেছে।

ফ্যাক্টরী ও কটন ষ্টেট—বামুটিয়া, ত্রিপুরা ষ্টেট।

পোষ্ট বক্স নং—২৪০৩ টেলিগ্রাম—'লেনদেন', কলিঃ

বগুড়া সিটি ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস ঃ—

১৫বি, ক্লাইভ রো, কলিকাতা।

সুবিধাজনক সর্ত্তে সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

ভারতে ৩৫টি প্রধান প্রধান স্থানে ও ব্যবসায় কেন্দ্রে শাখা অফিস আছে।

ম্যানেজিং ডাইরেক্টর—এম, এল, মিত্র

এসিষ্ট্যাণ্ট ম্যানেজিং ডাইরেক্টর বি সেন।

সুপারভাইজিং ডাইরেক্টর এইচ, সি, মিত্র

বাকী টাকা হইতে ব্যাঙ্কের অংশীদারগণকে আয়-করবর্জ্জিত শতকরা বার্ষিক ৭ টাকা হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছে। ১৯৪৩ সালে এই লভ্যাংশের পরিমাণ ছিল শতকরা ৬ টাকা। ব্যাঙ্কের ব্যালান্স শীটে দেখা যায় যে, উহার কার্য্যকরী মূলধনের মধ্যে ৩৮ লক্ষ ১৮ হাজার ৯২৫ টাকা নগদ হিসাবে এবং ৪২ লক্ষ ১০ হাজার ৮৫৭ টাকা কোম্পানীর কাগজ ও স্বর্ণ হিসাবে দাদন করা রহিয়াছে। উহাতে বুঝা যায় যে, ব্যাঙ্কের পরিচালকবর্গ নিরাপত্তা ও নগদ টাকার স্বচ্ছলতার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া ব্যাঙ্কের তহবিল দাদন করিয়াছেন।

ব্যাঙ্ক অব কলিকাতা বাঙ্গলার উন্নতিশীল ব্যাঙ্কসমূহের অন্যতম। বর্ত্তমানে বাঙ্গলা, বিহার, উড়িষ্যা, আসাম, দিল্লী, মধ্যপ্রদেশ ও সংযুক্ত প্রদেশে ৬০টী শাখা ও পে-অফিসের মধ্য দিয়া উহার কাজ চলিতেছে। আমরা এই ব্যাঙ্কটীর উত্তরোত্তর আরও উন্নতি কামনা করি।

সেণ্ট্রাল ক্যালকাটা ব্যাঙ্ক লিঃ

গত ১৮ই জুন সোমবার সকাল ৮ টায় মহারাজাধিরাজ বাহাদুর স্যার উদয়চাঁদ মহাতাব কে-সি-আই-ই কর্ত্তৃক সেণ্ট্রাল ক্যালকাটা ব্যাঙ্কের বর্দ্ধমান শাখার উদ্বোধন হইয়া গিয়াছে। এই উপলক্ষে বিশিষ্ট নাগরিকগণ সম্মিলিত হইয়াছিলেন। ব্যাঙ্কের পক্ষ হইতে ব্যাঙ্কের স্থানীয় ডিরেক্টর ইনচার্জ্জ এবং এই জিলার একজন বিশিষ্ট জমিদার ও চাউল ব্যবসায়ী মিঃ লক্ষ্মী-নারায়ণ হাজরা এক চিত্তগ্রাহী বক্তৃতায় সেণ্ট্রাল ক্যালকাটা ব্যাঙ্কের ইতিহাস ও বর্দ্ধমানে উহার প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করেন। উপস্থিত ভদ্রমণ্ডলীর বক্তৃতাদির পর মহারাজা বাহাদুর এক চমৎকার অভিভাষণ দান করেন। তিনি আন্তরিকতার সঙ্গে বলেন যে, অবসরপ্রাপ্ত সিবিলিয়ান মিঃ সি-সি দত্তের মত ব্যক্তি যে প্রতিষ্ঠানের পিছনে আছেন—সেই প্রতিষ্ঠানের প্রতি তাঁহার যথেষ্ট শ্রদ্ধা ও আস্থা আছে। তিনি ব্যাঙ্কটিকে তাঁহার নগরে অকুণ্ঠ আহ্বান জানান এবং ব্যাঙ্কের সাফল্য কামনা করেন। সভান্তে অভ্যাগতবৃন্দকে জল-যোগে আপ্যায়িত করা হয়।

দি ন্যাশনাল কটন মিলস্ লিঃ

যুদ্ধের পরিস্থিতির দরুণ ১৯৪২ সালের মাঝা-মাঝি মিলটি বন্ধ হইয়া যায়। বর্ত্তমানে মিল কর্ত্তৃপক্ষ আশা করিতেছেন যে, মিলটির উপর হইতে সমস্ত বাধানিষেধ দূর হইবে এবং তাঁহারা মিলটি আবার খুলিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। সুতরাং উক্ত মিলের যেসব অংশীদার এখনও "কলের" টাকা দেন নাই, মিলকর্ত্তৃপক্ষ তাঁহা-দিগকে অবিলম্বে "কলের" টাকা পাঠাইতে অনুরোধ জানাইয়াছেন। যাঁহারা "কলের" টাকা সম্পূর্ণ পরিশোধ করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে শত-করা ৪% লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছে। মিঃ কে-কে সেন মিলের ম্যানেজিং ডিরেক্টর এবং ১নং গঙ্গারাম পালিত লেন, কলিকাতা—এই ঠিকানায় মিলের অফিস অবস্থিত।

নূতন যৌথ কোম্পানী

ইণ্টার ন্যাশনাল কন্ট্রাকশান লিঃ—
ডিরেক্টর—মিঃ অবনীমোহন পাঞ্জুলী। রেজিষ্টার্ড

কর্মরত এ.এন্.এস্. নার্স

আপনি কি মনে করেন যে পরোপকার করতে পারলে মেয়েরা সুখী হয়?

ভারতের সামরিক হাসপাতালগুলিতে যে সব নার্স্‌রা আজ আহত ও অসুস্থ সৈন্যদের সেবা করছে তাদের দেবী আখ্যা দিয়ে উপযুক্ত সম্মানই দেওয়া হয়েছে। মেয়েদের জন্য যতোরকম পেশা আছে অক্‌জিলিয়ারি নার্সিং সার্ভিসের কাজই তাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি সম্মানজনক। এই কাজে যোগ দিয়ে আপনি যুদ্ধজয়ে সাহায্য করতে পারবেন।

এ.এন্.এস্.এর শিক্ষা বাস্তবিকই এত চমৎকার যে যুদ্ধের পর এখান থেকে বেরিয়ে আপনি অনায়াসেই বেসামরিক প্রয়োজনে আপনার অভিজ্ঞতাকে স্বাধীন ও কার্যকরী উপজীবিকায় পরিণত করতে পারবেন—অবশ্য যদি আপনার তেমন অভিরুচি হয়। এমনিতেও চিকিৎসাসংক্রান্ত যে জ্ঞান আপনি লাভ করবেন স্ত্রী ও মা হিসেবে অথবা দেশ সেবায় তাকে যথেষ্ট কাজে লাগাতে পারবেন।

জেনারেল সার্ভিসের বেতনের হার ঃ

১। যে নার্সদের সার্টিফিকেট নেই তাদের বেতন—মাসিক ১০০৲—১২৫৲ টাকা।

২। সার্টিফিকেটপ্রাপ্তনার্সদের বেতন—মাসিক ১৩৫৲—১৭৫৲ টাকা।

বাসস্থান আহার্য ও কয়লা, কাঠ সকলই বিনামূল্যে পাবেন। বৃটিশ-রাজের কিংবা কোনো ভারতীয় রাজার প্রজা এবং বয়স ১৭॥০ থেকে ৪৫ এমন সব মহিলারাই এই কাজে যোগ দিতে পারবেন। কোনো রকম পূর্ব-অভিজ্ঞতা থাকার দরকার নেই, তবে যাদের নার্সিং-এর অভিজ্ঞতা আছে তারা বেশি বেতনে নিযুক্ত হবেন। নার্সরা খুব যত্নে থাকেন আর স্বেচ্ছায় বিদেশে যেতে না চাইলে ভারতের মধ্যেই কাজ করেন।

বিস্তারিত বিবরণের জন্য লেডি ডিরেক্টর সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, সেণ্ট জন্ এম্বুলেন্স ব্রিগেড ওভারসিজ্, ৫ নং গভর্ণমেণ্ট প্লেস, কলিকাতা, এবং লেডি ডিরেক্টর সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, সেণ্ট জন এম্বুলেন্স ব্রিগেড ওভারসীজ, অফিস অফ দি ইন্‌স্পেক্টর জেনারেল অফ সিভিল হস্‌পিট্যালস্, শিলং-এ পত্র লিখুন।

কর্মপ্রার্থীদের ভালো ইংরেজি বলতে ও লিখতে পারা চাই এবং আবেদন-পত্র অবশ্যই ইংরেজিতে লেখা হওয়া চাই।

1200

এম্বুলেন্স

অক্‌জিলিয়ারি নার্সিং সার্ভিস

মেয়েদের পক্ষে সবচেয়ে গৌরবজনক কাজ

হেড অফিস বি.বি. ৪১৮ ★ স্থাপিত ১৯২৯ ★ রেজিঃ স্ট্রীট বি.বি.২৯৮০

প্রবর্ত্তক ব্যাঙ্ক লিমিটেড্

৬১,বহুবাজার স্ট্রীট ★ ৮১,ক্লাইভ স্ট্রীট

কলিকাতা

অন্যান্য শাখা :—চট্টগ্রাম, চন্দননগর, রাজসাহী, সিরাজগঞ্জ, জলপাইগুড়ি, মৈমনসিং ও সান্তাহার।

— সুদের হার —

কারেণ্ট ১/২% সেভিং ব্যাঙ্ক ২%

বাজার চলতি শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় হয়।

অন্যান্য ডিপোজিট, লোন ও ওভারড্রাফ্‌ট সম্বন্ধে পত্র লিখুন।

চেয়ারম্যান : শ্রীমতিলাল রায়।

কোম্পানী প্রসঙ্গ

হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ ইন্সিওরেন্স সোসাইটি লিঃ

সম্প্রতি আমরা সুবিখ্যাত বীমা প্রতিষ্ঠান হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ ইন্সিওরেন্স সোসাইটির গত ১৯৪৪ সালের বার্ষিক রিপোর্ট সমালোচনার্থ পাইয়াছি। আলোচ্য বৎসরে নূতন বীমার দিক দিয়া এই কোম্পানীর যে অগ্রগতি দেখা গিয়াছে তাহা তাহাদের অভাবনীয় সাফল্যের পরিচায়ক বলা চলে। গত ১৯৪৩ সালে 'হিন্দুস্থান' ৫ কোটি ৩১ লক্ষ টাকার নূতন বীমাপত্র প্রদান করিয়াছিল। আলোচ্য ১৯৪৪ সালে কোম্পানীর নূতন কাজের পরিমাণ বাড়িয়া ১০ কোটি ১৪ লক্ষ টাকা দাঁড়াইয়াছে। বীমা প্রতিষ্ঠান হিসাবে হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ ইন্সিওরেন্স সোসাইটি যে এদেশবাসীর নিকট দিন দিনই কিরূপ বেশী জনপ্রিয় হইয়া উঠিতেছে এক বৎসরে উহার নূতন বীমার পরিমাণ প্রায় দ্বিগুণ বাড়িয়া যাওয়াতে তাহা ভালভাবেই প্রমাণিত হইয়াছে।

আলোচ্য বৎসরে প্রিমিয়াম বাবদ ১ কোটি ৪৯ লক্ষ টাকা, দাদনী তহবিলের সুদ বাবদ ২৪ লক্ষ টাকা ও অন্যান্য ধরণের আয় লইয়া কোম্পানীর মোট আয় দাঁড়ায় ১ কোটি ৭৪ লক্ষ টাকা। ব্যয়ের দিকে পলিসিগ্রাহকদের মৃত্যু বাবদ ১৯ লক্ষ টাকা, পলিসির মেয়াদ পূর্ণ হওয়া বাবদ ১৮ লক্ষ টাকা ও প্রত্যর্পণ মূল্য বাবদ ২ লক্ষ ২৬ হাজার টাকা দাবী হয়। কার্য্য পরিচালনা ব্যয় ও অন্যান্য শ্রেণীর ব্যয় মিটাইয়া কোম্পানীর আয় হইতে বাকী টাকা জীবনবীমা তহবিলে জমা করা হয়। বৎসরের প্রথমে ঐ তহবিলের পরিমাণ ছিল ৫ কোটি ৩৯ লক্ষ টাকা। বৎসরের শেষে তাহা বাড়িয়া ৬ কোটি ২৩ লক্ষ টাকা দাঁড়ায়। গত কয় বৎসরে হিন্দুস্থানের নূতন বীমার পরিমাণ যথেষ্ট বাড়িয়া গিয়াছে। এই বর্দ্ধিত বীমার জন্য কোম্পানীর মোট খরচের পরিমাণ স্বভাবতঃই বৃদ্ধি পাইয়াছে। কিন্তু লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, মোট খরচের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইলেও কোম্পানী রিনুয়েল প্রিমিয়াম সম্পর্কে তাহার ব্যয়ের হার বৎসর বৎসরই হ্রাস করিয়া চলিয়াছে। গত ১৯৪৩ সালে রিনুয়েল প্রিমিয়াম বাবদ আয়ের শতকরা ১৪'৫৪ ভাগ কমিশন ও কার্য্য পরিচালনা বাবদ ব্যয় করা হইয়াছিল। ১৯৪৪ সালে ঐ খরচের হার আরও কমাইয়া তাহা রিনুয়েল প্রিমিয়ামের শতকরা ১০'২ ভাগে পরিণত করা হইয়াছে। যুদ্ধের সময়ে নানা প্রতিকূল অবস্থার ভিতরও 'হিন্দুস্থান' ঐরূপ উল্লেখযোগ্য পরিমাণে তাহার ব্যয়ের হার হ্রাস করিতে সমর্থ হইয়াছে—ইহা এই কোম্পানীর পরিচালকদের যথেষ্ট সুবিবেচনা ও দূরদর্শী কার্য্যনীতির পরিচায়ক সন্দেহ নাই।

জীবনবীমা তহবিল, মজুত তহবিল, শেয়ার মূলধন ও অপরিশোধিত দাবী প্রভৃতি শ্রেণীর দায় মিলাইয়া বর্ত্তমান কার্য্যবিবরণীতে ১৯৪৪ সালের শেষে হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ ইন্সিওরেন্স সোসাইটির মোট দায় দেখানো হইয়াছে ৬ কোটি ৮৯ লক্ষ টাকা। ঐ দায়ের বদলে উপরোক্ত তারিখে কোম্পানীর যে সম্পত্তি (ভারতে) ছিল তাহার প্রধান প্রধান দফাগুলি এইরূপ :—

ভারত সরকারের সিকিউরিটি ২ কোটি ৫৩ লক্ষ টাকা, প্রাদেশিক সরকারসমূহের সিকিউরিটি ৮০ লক্ষ টাকা, যৌথ কোম্পানীর শেয়ার ৩৫ লক্ষ টাকা, কোম্পানীর পলিসি বন্ধকী ঋণ ৪৮ লক্ষ টাকা, মিউনিসিপ্যালিটি ও ইম্প্রুভমেন্ট ট্রাষ্ট সিকিউরিটি ৩৯ লক্ষ টাকা, সম্পত্তি বন্ধকে দাদন ২৫ লক্ষ টাকা, জমি বাড়ী ১ কোটি ৯ লক্ষ টাকা, হাতে ও ব্যাঙ্কে ৫৭ লক্ষ টাকা। এই সব বিবরণ দৃষ্টে কোম্পানীর তহবিল বিবেচনাসম্মত উপায়ে ও নিরাপদমূলকভাবে দাদন করা হইয়াছে বলিয়াই বুঝা যাইতেছে। 'হিন্দুস্থানের' দাদন নীতির একটা বিশেষত্ব এই যে, এই কোম্পানী কোন এক শ্রেণীর সিকিউরিটিতে মোট তহবিলের অধিকাংশ অর্থ কেন্দ্রীভূত না রাখিয়া নানা শ্রেণীর সিকিউরিটিতে তাহা নিয়োজিত রাখিয়াছে। এই ব্যবস্থার ফলে এই যুদ্ধের দিনেও প্রাপ্তব্য সুদের দিক দিয়া কোম্পানীর আয় অনেকটা উচ্চ হারে বজায় রাখা সম্ভবপর হইয়াছে। ইহা কোম্পানীর পরিচালকদের যথেষ্ট সুবিবেচনা ও কৃতিত্বের পরিচয় বলিয়া আমরা মনে করি। আমরা এই জনপ্রিয় ও নির্ভরযোগ্য বীমা প্রতিষ্ঠানটির উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি।

ব্যাঙ্ক অব কলিকাতা লিঃ

১৯৪৪ সালের কার্য্যবিবরণী

আমরা ব্যাঙ্ক অব কলিকাতা লিঃর (হেড অফিস—৩নং ম্যাঙ্গো লেন, কলিকাতা) গত ১৯৪৪ সালের মুদ্রিত কার্য্যবিবরণী সমালোচনার্থ পাইয়াছি। উক্ত রিপোর্ট দৃষ্টে বুঝা যায় যে, ১৯৪৪ সালে ১৯৪৩ সালের তুলনায় সকল দিক দিয়াই ব্যাঙ্কটীর উল্লেখযোগ্য উন্নতি হইয়াছে। আলোচ্য বর্ষের শেষে ব্যাঙ্কের আদায়ী মূলধনের পরিমাণ ৪ লক্ষ ৫৫ হাজার ৬ শত টাকা হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ৭ লক্ষ ৩৪ হাজার ২০৪ টাকায় এবং ব্যাঙ্কের কার্য্যকরী মূলধনের পরিমাণ ৫০ লক্ষ টাকা হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ১ কোটী টাকায় পরিণত হইয়াছে। এই এক বৎসরের মধ্যে ব্যাঙ্কের মজুদ তহবিলের পরিমাণও ১০ হাজার টাকা হইতে ২৬ হাজার টাকায় বৃদ্ধি পাইয়াছে। উক্ত বৎসরে ব্যাঙ্কের মোট লাভ হইয়াছে ৭৭ হাজার ৫৭৩ টাকা। উহা হইতে ১৬ হাজার টাকা মজুদ তহবিলে ন্যস্ত হইয়াছে এবং

ব্যাঙ্ক অব ক্যালকাটা লিঃ

(ক্লিয়ারিংয়ের সর্ব্বপ্রকার ব্যবস্থা আছে)

১৯৪৪ সনের শেষে মোটামুটি আর্থিক পরিচয়

অনুমোদিত মূলধন ১,০০,০০,০০০৲ বিলিকৃত ও বিক্রীত মূলধন ১৪,০০,০০০৲
আদায়ীকৃত ও মজুত তহবিল ৮,০০,০০০৲ কার্য্যকরী মূলধন ১,০০,০০,০০০৲
ম্যানেজিং ডিরেক্টর—ডাঃ এম, এম, চ্যাটার্জ্জি

ত্রিপুরা ইণ্ডাষ্ট্রীস কর্পোরেশন লিমিটেড

হেড অফিস—৮।২, হেষ্টিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
একটী লভ্যাংশ ঘোষণাকারী উন্নতিশীল জাতীয় প্রতিষ্ঠান।
লম্বা আঁশের তুলার চাষ বিপুল আয়োজনে আরম্ভ হইয়াছে।
চালের কল চলিতেছে এবং শীঘ্রই "ষ্ট্র" বোর্ড প্রস্তুতের মিল স্থাপিত হইতেছে।
ফ্যাক্টরী ও কটন ষ্টেট—বামুটিয়া, ত্রিপুরা ষ্টেট।

পোষ্ট বক্স নং—২৪০৩ টেলিগ্রাম—'লেনদেন', কলিঃ

বগুড়া সিটি ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস ঃ—
১৫বি, ক্লাইভ রো, কলিকাতা।

সুবিধাজনক সর্ত্তে সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

ভারতে ৩৫টি প্রধান প্রধান স্থানে ও ব্যবসায় কেন্দ্রে শাখা অফিস আছে।

ম্যানেজিং ডাইরেক্টর—এম, এল, মিত্র
এসিষ্ট্যাণ্ট ম্যানেজিং ডাইরেক্টর বি সেন।
সুপারভাইজিং ডাইরেক্টর এইচ, সি, মিত্র

BG | I. U.P.S.

বাকী টাকা হইতে ব্যাঙ্কের অংশীদারগণকে আয়-করবর্জ্জিত শতকরা বার্ষিক ৭ টাকা হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছে। ১৯৪৩ সালে এই লভ্যাংশের পরিমাণ ছিল শতকরা ৬ টাকা। ব্যাঙ্কের ব্যালান্স শীটে দেখা যায় যে, উহার কার্য্যকরী মূলধনের মধ্যে ৩৮ লক্ষ ১৮ হাজার ৯২৫ টাকা নগদ হিসাবে এবং ৪২ লক্ষ ১০ হাজার ৮৫৭ টাকা কোম্পানীর কাগজ ও স্বর্ণ হিসাবে দাদন করা রহিয়াছে। উহাতে বুঝা যায় যে, ব্যাঙ্কের পরিচালকবর্গ নিরাপত্তা ও নগদ টাকার স্বচ্ছলতার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া ব্যাঙ্কের তহবিল দাদন করিয়াছেন।

ব্যাঙ্ক অব কলিকাতা বাঙ্গলার উন্নতিশীল ব্যাঙ্কসমূহের অন্যতম। বর্ত্তমানে বাঙ্গলা, বিহার, উড়িষ্যা, আসাম, দিল্লী, মধ্যপ্রদেশ ও সংযুক্ত প্রদেশে ৬০টী শাখা ও পে-অফিসের মধ্য দিয়া উহার কাজ চলিতেছে। আমরা এই ব্যাঙ্কটীর উত্তরোত্তর আরও উন্নতি কামনা করি।

সেণ্ট্রাল ক্যালকাটা ব্যাঙ্ক লিঃ

গত ১৮ই জুন সোমবার সকাল ৮ টায় মহারাজাধিরাজ বাহাদুর স্যার উদয়চাঁদ মহাতাব কে-সি-আই-ই কর্ত্তৃক সেণ্ট্রাল ক্যালকাটা ব্যাঙ্কের বর্দ্ধমান শাখার উদ্বোধন হইয়া গিয়াছে। এই উপলক্ষে বিশিষ্ট নাগরিকগণ সম্মিলিত হইয়াছিলেন। ব্যাঙ্কের পক্ষ হইতে ব্যাঙ্কের স্থানীয় ডিরেক্টর ইনচার্জ্জ এবং এই জিলার একজন বিশিষ্ট জমিদার ও চাউল ব্যবসায়ী মিঃ লক্ষ্মী-নারায়ণ হাজরা এক চিত্তগ্রাহী বক্তৃতায় সেণ্ট্রাল ক্যালকাটা ব্যাঙ্কের ইতিহাস ও বর্দ্ধমানে উহার প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করেন। উপস্থিত ভদ্রমণ্ডলীর বক্তৃতাদির পর মহারাজা বাহাদুর এক চমৎকার অভিভাষণ দান করেন। তিনি আন্তরিকতার সঙ্গে বলেন যে, অবসরপ্রাপ্ত সিবিলিয়ান মিঃ সি-সি দত্তের মত ব্যক্তি যে প্রতিষ্ঠানের পিছনে আছেন—সেই প্রতিষ্ঠানের প্রতি তাঁহার যথেষ্ট শ্রদ্ধা ও আস্থা আছে। তিনি ব্যাঙ্কটিকে তাঁহার নগরে অকুণ্ঠ আহ্বান জানান এবং ব্যাঙ্কের সাফল্য কামনা করেন। সভান্তে অভ্যাগতবৃন্দকে জল-যোগে আপ্যায়িত করা হয়।

দি ন্যাশনাল কটন মিলস্ লিঃ

যুদ্ধের পরিস্থিতির দরুণ ১৯৪২ সালের মাঝা-মাঝি মিলটি বন্ধ হইয়া যায়। বর্ত্তমানে মিল কর্ত্তৃপক্ষ আশা করিতেছেন যে, মিলটির উপর হইতে সমস্ত বাধানিষেধ দূর হইবে এবং তাঁহারা মিলটি আবার খুলিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। সুতরাং উক্ত মিলের যেসব অংশীদার এখনও "কলের" টাকা দেন নাই, মিলকর্ত্তৃপক্ষ তাঁহা-দিগকে অবিলম্বে "কলের" টাকা পাঠাইতে অনুরোধ জানাইয়াছেন। যাঁহারা "কলের" টাকা সম্পূর্ণ পরিশোধ করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে শত-করা ৪% লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছে। মিঃ কে কে সেন মিলের ম্যানেজিং ডিরেক্টর এবং ১নং গঙ্গারাম পালিত লেন, কলিকাতা—এই ঠিকানায় মিলের অফিস অবস্থিত।

নূতন যৌথ কোম্পানী

ইণ্টার ন্যাশনাল কনষ্ট্রাকশান লিঃ—
ডিরেক্টর—মিঃ অবনীমোহন গাঙ্গুলী। রেজিষ্টার্ড

কর্মরত এ.এন্.এস্. নার্স

আপনি কি মানেন যে পরোপকার করতে পারলে মেয়েরা সুখী হয়?

ভারতের সামরিক হাসপাতালগুলিতে যে সব নার্স্‌রা আজ আহত ও অসুস্থ সৈন্যদের সেবা করছে তাদের দেবী আখ্যা দিয়ে উপযুক্ত সম্মানই দেওয়া হয়েছে। মেয়েদের জন্য যতোরকম পেশা আছে অক্‌জিলিয়ারি নার্সিং সার্ভিসের কাজই তাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি সম্মানজনক। এই কাজে যোগ দিয়ে আপনি যুদ্ধজয়ে সাহায্য করতে পারবেন।

এ.এন্.এস্.এর শিক্ষা বাস্তবিকই এত চমৎকার যে যুদ্ধের পর এখান থেকে বেরিয়ে আপনি অনায়াসেই বেসামরিক প্রয়োজনে আপনার অভিজ্ঞতাকে স্বাধীন ও কার্যকরী উপজীবিকায় পরিণত করতে পারবেন—অবশ্য যদি আপনার তেমন অভিরুচি হয়। এমনিতেও চিকিৎসাসংক্রান্ত যে জ্ঞান আপনি লাভ করবেন স্ত্রী ও মা হিসেবে অথবা দেশ সেবায় তাকে যথেষ্ট কাজে লাগাতে পারবেন।

জেনারেল সার্ভিসের বেতনের হার ঃ

১। যে নার্সদের সার্টিফিকেট নেই তাদের বেতন—মাসিক ১০০৲—১২৫৲ টাকা।

২। সার্টিফিকেটপ্রাপ্তনার্সদের বেতন—মাসিক ১৩৫৲—১৭৫৲ টাকা। বাসস্থান আহার্য ও কয়লা, কাঠ সকলই বিনামূল্যে পাবেন। বৃটিশ-রাজের কিংবা কোনো ভারতীয় রাজার প্রজা এবং বয়স ১৭½০ থেকে ৪৫ এমন সব মহিলারাই এই কাজে যোগ দিতে পারবেন। কোনো রকম পূর্ব-অভিজ্ঞতা থাকার দরকার নেই, তবে যাদের নার্সিং-এর অভিজ্ঞতা আছে তারা বেশি বেতনে নিযুক্ত হবেন। নার্সরা খুব যত্নে থাকেন আর স্বেচ্ছায় বিদেশ যেতে না চাইলে ভারতের মধ্যেই কাজ করেন।

বিস্তারিত বিবরণের জন্য লেডি ডিষ্ট্রীক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, সেণ্ট জন্ এম্বুলেন্স ব্রিগেড ওভারসিজ্, ৫ নং গভর্ণমেণ্ট প্লেস, কলিকাতা, এবং লেডি ডিষ্ট্রীক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, সেণ্ট জন এম্বুলেন্স ব্রিগেড ওভারসীজ, অফিস অফ দি ইন্‌স্পেক্টর জেনারেল অফ সিভিল হস্‌পিট্যালস্, শিলং-এ পত্র লিখুন।

কর্মপ্রার্থীদের ভালো ইংরেজি বলতে ও লিখতে পারা চাই এবং আবেদন-পত্র অবশ্যই ইংরেজিতে লেখা হওয়া চাই।

1200

এ.এন.এস্.

অক্‌জিলিয়ারি নার্সিং সার্ভিস

মেয়েদের পক্ষে সবচেয়ে গৌরবজনক কাজ

হেড অফিস ★ স্থাপিত ★ রাইটার্স ষ্ট্রীট
বি.বি. ৪১৮ ★ ১৯২৯ ★ বি.বি.২৯৮০

প্রবর্ত্তক ব্যাঙ্ক লিমিটেড্

৬১, বহুবাজার ষ্ট্রীট ★ ৮১, রাইড ষ্ট্রীট
কলিকাতা

অন্যান্য শাখা :—চট্টগ্রাম, চন্দননগর, রাজসাহী, সিরাজগঞ্জ, জলপাইগুড়ি, ময়মনসিং ও সান্তাহার।

— সুদের হার —

কারেণ্ট ১/২% সেভিং ব্যাঙ্ক ২%
বাজার চলতি শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় হয়।
অন্যান্য ডিপোজিট, লোন ও ওভারড্রাফ্‌ট সম্বন্ধে পত্র লিখুন।

ম্যানেজার : শ্রী মতিলাল রায়।

অফিস—১২, ডালহৌসী স্কোয়ার, ইষ্ট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—এক লক্ষ টাকা। গৃহনির্ম্মাণ ইত্যাদি।

শ্রী এস বি লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ লক্ষ্মীপ্রসাদ শাহ। রেজিষ্টার্ড অফিস—৯, জগমোহন মল্লিক লেন, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—এক হাজার টাকা। ম্যানেজিং এজেণ্টস্।

লণ্ট ডিষ্ট্রীবিউটিং সিণ্ডিকেট লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ ললিতচন্দ্র চক্রবর্ত্তী। রেজিষ্টার্ড অফিস—১৪, শঙ্কর হালদার লেন, কলিকাতা। লবণ ব্যবসায়।

শঙ্কর আইস ফ্যাক্টরী লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ পটনলাল চামরিয়া। রেজিষ্টার্ড অফিস—১২৫, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—দশ লক্ষ টাকা। বরফের কারখানা।

লক্ষ্মী টেক্সটাইল মিলস্ লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ লক্ষ্মীপ্রসাদ শাহ। রেজিষ্টার্ড অফিস—৯, জগমোহন মল্লিক লেন, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—২৫ লক্ষ টাকা। সুতার কারখানা।

বিভিন্ন কোম্পানীর লভ্যাংশ

দি চাঁপদানী জুট কোং লিঃ—১৯৪৫ সালের ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ৪৲ টাকা। পূর্ব্ব ছয় মাসেও অনুরূপ হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল। **দি ইণ্ডিয়ান জুট কোং লিঃ**—১৯৪৫ সালের ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ২।০ আনা। পূর্ব্ব ছয় মাসে প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ৩৲ টাকা লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল। **দি মেঘনা মিলস লিঃ**—১৯৪৫ সালের ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ৫৲ টাকা। পূর্ব্ব ছয় মাসেও অনুরূপ হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল। **দি আলেকজান্দ্রা জুট মিলস লিঃ**—১৯৪৪ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ৫৲ টাকা। পূর্ব্ব ছয় মাসেও অনুরূপ হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল। **এলায়েন্স জুট মিলস্ লিঃ**—১৯৪৫ সালের ৩১শে জানুয়ারী পর্য্যন্ত ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ১৫৲ টাকা। পূর্ব্ব অর্দ্ধ বাৎসরিক লভ্যাংশের পরিমাণ ছিল প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ১৭৷৷০ আনা। **দি অকল্যাণ্ড জুট মিলস লিঃ**—১৯৪৫ সালের ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ৫৲ টাকা। পূর্ব্ব ছয় মাসের জন্যও শতকরা বার্ষিক প্রতি শেয়ারে ৫৲ লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল। **দি ডালহৌসী জুট কোং লিঃ**—১৯৪৫ সালের ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ৫৲ টাকা। পূর্ব্ববর্ত্তী ছয় মাসেও অনুরূপ হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল। **দি নর্থব্রুক জুট কোং লিঃ**—১৯৪৫ সালের ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ৩৸০ আনা। পূর্ব্ববর্ত্তী ছয় মাসেও অনুরূপ হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল।

ক্যালকাটা সিটি ব্যাঙ্ক
—লিমিটেড—
(ক্লিয়ারিংয়ের যাবতীয় সুবিধাযুক্ত)

হেড অফিস—১০২বি, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
ফোন : কলিঃ ৩৪৪৭

—শাখাসমূহ—

বড়বাজার, বেলেঘাটা, শ্যামবাজার, আরামবাগ, চাঁপাডাঙ্গা, মিরকাদিম, নারায়ণগঞ্জ, দীঘিরপাড়, লাহেরিয়াসরাই, ভাগলপুর, নাথনগর, দারভাঙ্গা, রায়পুর (সি-পি), পাটনা, পাটনা সিটি, ভিজিয়ানাগ্রাম, বোলাদীর, কাটাবঞ্জী (পাটনা ষ্টেট), নাগপুর ও সম্বলপুর।

CALCUTTA CITY BANK LIMITED

ম্যাঃ ডিরেক্টর—এইচ সি পাল, এম-এ, বি-এল

নন্-কমিশনড্ অফিসারদের জন্য আর. আই. এ. এফ.-এ একটা নতুন বিভাগ খোলা হয়েছে। এই বিভাগের কাজে যে চমৎকার শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করা যায় তার সাহায্যে বেসামরিক জীবনে ভালো প্রতিষ্ঠা সহজেই পাওয়া যাবে। ভারতীয় বৈমানিকদের সুখসুবিধের প্রতি লক্ষ্য রাখতে এবং তাদের পরিচালিত করতে কমাণ্ডিং অফিসারদের সাহায্য করাই administrative assistantদের কাজ। যুদ্ধের পর যাঁরা আর. আই. এ. এফ.-এ থাকবেন না তাঁদের সরকারী কাজ পাবার যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকবে, কারণ যুদ্ধের কাজ যাঁরা করছেন তাঁদের জন্য গভর্নমেণ্ট অনেক চাকরি হাতে রেখেছেন।

যোগ্যতা

শিক্ষা : যে কোনো ভারতীয় য়ুনিভার্সিটির গ্র্যাজুয়েট হওয়া চাই। **বয়স :** ২০ থেকে ৩৮ বছর। **স্বাস্থ্য :** রোগমুক্ত ও পরিশ্রমের উপযুক্ত হওয়া চাই। **পদমর্যাদা :** প্রার্থীদের ২য় শ্রেণীর এয়ারক্রাফ্‌ট্‌স্‌ম্যান হিসেবে ভর্তি করা হবে এবং শিক্ষাকালে অ্যাকটিং সার্জেণ্টের পদে উন্নীত করা হবে, মাইনেও সার্জেণ্টদের সমান দেওয়া হবে। **বেতনের হার :** অ্যাকটিং সার্জেণ্ট—মাসিক ১১৫৲ টাকা। ফ্লাইট সার্জেণ্ট—মাসিক ১৩০৲ টাকা। ওয়ারেণ্ট অফিসার—মাসিক ২০০৲ টাকা। **অন্যান্য সুবিধা :** সকল administrative assistantরাই বিনাখরচে খাদ্য, পরিচ্ছদ, বাসস্থান ও চিকিৎসার সুবিধে পায় : এ ছাড়া-ও রয়েল ইণ্ডিয়ান এয়ার ফোর্স-এর অন্য অফিসারদের সমান নানা রকমের এলাওয়েন্সও সুবিধে পায়।

আবেদনের নিয়ম

আপনার কাছাকাছি রিক্রুটিং অফিসে খোঁজ করুন কিংবা লিখুন। নিচে একটা তালিকা দেওয়া হল :—

১। ২৮, থিয়েটার রোড, কলিকাতা।
২। টানবাজার রোড—নারায়ণগঞ্জ।
৩। সেক্রেটেরিয়েট হিল—শিলং।
৪। সিরাজদ্দৌলা রোড—চট্টগ্রাম।

বাজারের হালচাল

টাকা ও বিনিময়

কলিকাতা, ২২শে জুন—আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার টাকার বাজারে কোন উল্লেখযোগ্য পরিবর্ত্তন লক্ষিত হয় নাই। ব্যাঙ্কসমূহের মধ্যে চাহিবামাত্র ঋণের সুদের হার কলিকাতায় শতকরা ৪৷০ আনা ও বোম্বাইয়ে শতকরা ।০ আনা বজায় আছে। ব্যাঙ্কসমূহের আমানত ও নগদের পরিমাণ ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে এবং এই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত টাকা নিয়োগের কোন লাভজনক পন্থাও বাজারে নাই; সুতরাং ট্রেজারী বিলসমূহের গৃহীত টেণ্ডারের গড়পড়তা সুদের হারে অবনতি দেখা যাইতেছে। আলোচ্য সপ্তাহে বিনিময় বাজারে বরং কিছু কর্ম্মব্যস্ততা পরিলক্ষিত হইয়াছে। ডলার বিল ও ষ্টার্লিং বিল—উভয়ের পরিমাণই বৃদ্ধি পাইয়াছে। গত ১৯শে জুন ভারত সরকার কর্ত্তৃক আহূত তিন মাসের মেয়াদী ২ কোটী টাকার ট্রেজারী বিলের জন্য মোট ৪ কোটী ১১ লক্ষ ২৫ হাজার টাকার টেণ্ডার উপস্থাপিত হইয়াছিল। উহার মধ্যে ২৯৸৵৩ পাই মূল্যের সমুদয় টেণ্ডার ও ৯৯৸৵০ আনা মূল্যের টেণ্ডারসমূহের শতকরা ৯৫ ভাগ গৃহীত হইয়াছে। গৃহীত আবেদনসমূহের গড়পড়তা সুদের হার শতকরা বার্ষিক ।০ আনা ধার্য্য হইয়াছে। আগামী ২৬শে জুন, মঙ্গলবার ভারত সরকার কর্ত্তৃক তিন মাসের মেয়াদী ২ কোটী টাকার ট্রেজারী বিলের টেণ্ডার গৃহীত হইবে। সর্ত্তাদি পূর্ব্ববৎ। গত ১৫ই জুন যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে উহাতে ভারত সরকার কর্ত্তৃক রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ইস্যু বিভাগের স্বপক্ষে মোট ৮ কোটী ১১ লক্ষ টাকার ট্রেজারী বিল বিক্রীত হইয়াছে।

বিনিময় বাজারে আলোচ্য সপ্তাহে নিম্নরূপ হার বলবৎ ছিল:—

টেলিঃ হুণ্ডি (প্রতি টাকায়)	১ শিঃ ৫৵৯ পেঃ
ঐ দর্শনী („)	„ „
ডি এ তিন মাস („)	১ শিঃ ৬৵৯ „
ডি এ চার মাস („)	১ শিঃ ৬৵৯ „
ডলার (প্রতি শত)	৩৩২৸০ আনা

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হিসাব:—রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গত ৮ই জুনের হিসাব হইতে দেখা যায় যে, ঐ তারিখে ভারতে চলতি নোটের পরিমাণ ছিল ১১৩৬ কোটী ৬১ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা। এক সপ্তাহ পূর্ব্বে এই নোটের পরিমাণ ছিল ১১২৩ কোটী ৬১ লক্ষ ৩২ হাজার টাকা। গত ৮ই জুন রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কসমূহের চলতি ও স্থায়ী আমানতের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৬১৮ কোটী ৯৫ লক্ষ ১৯ হাজার টাকা ও ২৩৩ কোটী ৯৮ লক্ষ ৭৮ হাজার টাকা।

কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার

কলিকাতা, ২২শে জুন—গত সপ্তাহের শেষভাগে কলিকাতার শেয়ার বাজারে বর্ত্তমান রাজনৈতিক অবস্থার পরিণতি এবং প্রস্তাবিত আসন্ন সিমলা সম্মেলনের সিদ্ধান্ত সম্পর্কে শেয়ার বিক্রেতাগণের মধ্যে নানা প্রকার জল্পনা-কল্পনা চলার ফলে অস্থিরতা দেখা দেওয়ার জন্য কলিকাতার শেয়ার বাজারে প্রায় সকল বিভাগের শেয়ারের মূল্যেই যে অবনতির ভাব পরিলক্ষিত হইয়াছিল, আলোচ্য সপ্তাহে তাহা বহুলাংশে দূরীভূত হইয়াছে এবং আসন্ন সিমলা সম্মেলন সাফল্যমণ্ডিত হইবে—কলিকাতার শেয়ার বাজারে এই মনোভাব সঞ্চারিত হওয়ার ফলে প্রায় সকল বিভাগের জনপ্রিয় শেয়ারসমূহেরই আলোচ্য সপ্তাহে উল্লেখযোগ্য মূল্যবৃদ্ধি ঘটিয়াছে। আলোচ্য সপ্তাহের শেষভাগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে পাটজাত দ্রব্যের প্রচুর পরিমাণ অর্ডার আসার সংবাদ প্রকাশিত হওয়ায় চটকলের শেয়ারসমূহের উল্লেখযোগ্য মূল্যবৃদ্ধি পাইয়াছে। আগামী ২৫শে জুন সোমবার কলিকাতার শেয়ার বাজার চন্দ্রগ্রহণের জন্য সম্পূর্ণরূপে বন্ধ থাকিবে।

কোম্পানীর কাগজ—আলোচ্য সপ্তাহে কোম্পানীর কাগজ এবং ঋণপত্রসমূহের বিকি-কিনি বৃদ্ধি পায় এবং মূল্যের দিক হইতেও যথেষ্ট উন্নতি দেখা যায়। আলোচ্য সপ্তাহে শতকরা ৩৲ টাকা সুদের ঋণপত্র ৯৩৸০ আনা পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল। শতকরা ৩৷০ টাকা সুদের কোম্পানীর কাগজ ১০১৷০ আনা পর্য্যন্ত হস্তান্তরিত হইয়াছে। আলোচ্য সপ্তাহে মেয়াদী ঋণপত্রসমূহের মধ্যে ৪৲ টাকা সুদের ঋণপত্র (১৯৬০-৭০) ১১৩৲ টাকা পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল। শতকরা ৫৲ টাকা সুদের ঋণপত্র (১৯৪৫—৫৫) ১০১৸০ আনা পর্য্যন্ত আলোচ্য সপ্তাহে বিকি-কিনি হইয়াছে। আলোচ্য সপ্তাহে প্রাদেশিক ঋণপত্রসমূহের কোন বিকি-কিনি হয় নাই।

চটকল—আলোচ্য সপ্তাহের শেষভাগে কলিকাতার শেয়ার বাজারে চটকলসমূহের শেয়ারে রপ্তানীর পরিমাণ বৃদ্ধির সম্ভাবনার জন্য যথেষ্ট মূল্যবৃদ্ধি ঘটে। এলায়েন্স ৬৯০৲ টাকা, ষ্ট্যাণ্ডার্ড ৩০৯৷০ আনা, বজবজ ৫৫৫৲ টাকা, ডালহৌসী ৩৫৫৲ টাকা, হাওড়া ৯২৸০ আনা, কাঁকনাড়া ৬৩০৷৷০ আনা, রিলায়েন্স ৭৮৸০ আনা, প্রেসিডেন্সী ১২৷০ আনা, নদীয়া ১৩৩৲ টাকা, কামারহাটি ৭৫১৲ টাকা, এ্যাংলো ইণ্ডিয়া ৪৯১৷০ আনা এবং অকল্যাণ্ড ৩৩৯৷০ আনা পর্য্যন্ত আলোচ্য সপ্তাহে কেনাবেচা হইয়াছে।

ঢাকুরিয়া ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন লিঃ

হেড অফিস: ২১এ ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিঃ।
ফোন: ক্যাল ১৭৪৪ গ্রাম: ষ্ট্রংরুম

শাখাসমূহ

ঢাকুরিয়া, সাদার্ণ মার্কেট, ক্যানিং, ঔরঙ্গাবাদ, জঙ্গীপুর, পাকুড়, রামপুরহাট, বারহারওয়া, ধুলিয়ান, সাহেবগঞ্জ, শেওড়াফুলি ও কোন্নগর

ম্যানেজিং ডিরেক্টর: মিঃ ডি এন চাটার্জ্জী

ক্যালকাটা ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস:—
ক্যালকাটা ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক বিল্ডিংস্
মিশন রো, কলিকাতা।

শাখা অফিস:

কলিকাতা	দিল্লী	বম্বে
বড়বাজার	সদরবাজার (দিল্লী)	কলবাদেবী
ক্যানিং ষ্ট্রীট		ভাণ্ডহাষ্ট রোড (বম্বে)
শ্যামবাজার	আগ্রা	আমেদাবাদ
ভবানীপুর	মীরাট	মসকটিবাজার (আমেদাবাদ)
বালীগঞ্জ	বেনারস	করাচী
ঢাকা	এলাহাবাদ	আজমীর
নারায়ণগঞ্জ	কাটরা (এলাহাবাদ)	রায়পুর
ময়মনসিংহ	লক্ষ্ণৌ	নাগপুর
চট্টগ্রাম	আমিনাবাদ (লক্ষ্ণৌ)	ইটওয়ারী (নাগপুর)
কটক	কাণপুর	জব্বলপুর
পাটনা	মেষ্টন রোড (কাণপুর)	জব্বলপুর ক্যাণ্ট
গয়া	অমরাবতী	অমৃতসর
মজঃফরপুর		লাহোর
বেরিলী		
মাদ্রাজ		

লণ্ডন এজেণ্টস্—
মিডল্যাণ্ড ব্যাঙ্ক লিঃ

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস: ৭, লোয়ালো লেন, কলিকাতা। ফোন ক্যাল, ৫৪৯
বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা, আসাম ও যুক্তপ্রদেশের নানা কেন্দ্রে ৩৫টির অধিক শাখা।
সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয় এবং শেয়ার ক্রয় বিক্রয়ে গ্রাহকদের বিশেষভাবে সাহায্য করা হয়।
ম্যানেজিং ডিরেক্টর: শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র চন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

জাতীয় শিল্প ও বাণিজ্যের সমুন্নতির পথে একমাত্র সহায়

বেঙ্গল ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিঃ

রেজিঃ অফিস: চাঁদপুর | স্থাপিত: ১৯২৬ | সেণ্ট্রাল অফিস: ২৬৮, নবাবপুর রোড, ঢাকা।
কলিকাতা অফিস: ৫৮নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, ২৭৮নং আপার চিৎপুর রোড,
২৪৯নং বহুবাজার ষ্ট্রীট (শিয়ালদহ),
১৩৩বি, রাসবিহারী এভেনিউ (বালিগঞ্জ)।
অন্যান্য শাখা—বাংলা, বিহার ও আসামের সর্ব্বত্র

১৯৪৪ সালের কাজের উপর শতকরা ৫৲ টাকা হারে এ্যাড-ইন্টিরিয়াম ডিভিডেণ্ড ঘোষণা করা হইয়াছে।
ম্যানেজিং ডিরেক্টর:—এম চক্রবর্ত্তী

কয়লা—আলোচ্য সপ্তাহেও কলিকাতার শেয়ার বাজারে কয়লাখনির শেয়ারসমূহে আকর্ষণের বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। বরাকর ৪৩৸০ আনা, তালচের ১২৷০ আনা, রাণীগঞ্জ ৬২৷০ আনা, ইকুইটেবল ৭০৲ টাকা, সাউথ করণপুরা ৩২৸৵০ আনা, ভুলনবারারি ৩৩৲ টাকা, নিউ চুরুলিয়া ১৩৷৵০ আনা পর্য্যন্ত আলোচ্য সপ্তাহে বিকি-কিনি হইয়াছে।

চা-বাগান—আলোচ্য সপ্তাহেও এই বিভাগের অধিকাংশ জনপ্রিয় শেয়ারের কাজকর্ম্ম অনেকটা সীমাবদ্ধ হয় এবং মূল্যের দিক হইতেও কোন উল্লেখযোগ্য পরিবর্ত্তন পরিলক্ষিত হয় নাই। হাতীকীরা ২৫৷৵০ আনা, মহিমা ১৪৲ টাকা এবং তেজপুর ২১৸০ আনা পর্য্যন্ত আলোচ্য সপ্তাহে হস্তান্তরিত হইয়াছে।

পাটের বাজার

কলিকাতা, ২২শে জুন :—আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার পাটের বাজারে উল্লেখযোগ্য-স্তিমিতভাব লক্ষিত হয়। চটের বাজারে বিশেষ সুযোগ-সুবিধা না থাকায় কলসমূহ পাট ক্রয়ে বিশেষ আগ্রহশীল নয়—সুতরাং পাটের বাজারে আলোচ্য সপ্তাহে কেনাবেচা যৎসামান্যই হইয়াছে। হাতে মজুত পাট থাকায় এবং শীঘ্রই নূতন পাট বাজারে আসিবার সম্ভাবনায় মজুতদারগণ নূতন পাটের জন্য স্থান করিবার জন্য ব্যগ্র—এই সব কারণে পুরাতন পাটের মূল্যে উল্লেখযোগ্য অবনতি দেখা যায়। কলিকাতায় পাটের মূল্যে অবনতি দেখা গেলেও মফঃস্বলে বরং নূতন পাটের মূল্যে আলোচ্য সপ্তাহে উন্নতিই দেখা গিয়াছে। আলপা পাটের বাজারে পুরাতন পাটের সুপারভাইজড জাত মিডল্ ও বটম্ শ্রেণী যথাক্রমে ১৫৲ টাকা ও ১২৲ টাকা দরে বিক্রীত হইয়াছে। বাজারে কোথাও কোথাও মাল অপেক্ষাকৃত অল্পমূল্যেও কারবার হইয়াছে এই সর্ত্তে যে, বেশী মাল খরিদ করা হইবে। সরকার নির্দ্দিষ্ট সর্ব্বনিম্ন মূল্যেরও কমে এই ক্রয়-বিক্রয় বিস্ময়কর। পাকা গাঁইট বিভাগে রপ্তানী কারবার সামান্যই হইয়াছে। মিলসমূহ এস এম আর শ্রেণীর মাল ৫৬৲ টাকা দরে, স্পেশিয়্যাল এন সি ৪৭৲ টাকা দরে এবং এম-সি ও এম-সি যথাক্রমে ৪৩৲ ও ৪২৲ টাকা দরে ক্রয় করিয়াছে।

পাটজাত দ্রব্যের বাজারেও আলোচ্য সপ্তাহে মন্দা বিরাজ করে। মার্কিন চাহিদা বৃদ্ধির খবর পাওয়া গেলেও উহাতে বাজারের কোন উল্লেখযোগ্য পরিবর্ত্তন হয় নাই। মিলসমূহ এখনও আশা করিতেছে যে, চটের বাজারে উন্নতি দেখা যাইবে—ভবিষ্যতের এই আশায় তাহারা বর্ত্তমানে বিশেষ কাজ করিতেছে না। কিন্তু জাহাজের অবস্থা দৃষ্টে মনে হয় মিলসমূহের এই আশা কার্য্যে পরিণত হওয়ার আশু কোন সম্ভাবনা নাই। অগ্রিম কারবারে মূল্যে সামান্য উন্নতি দেখা গিয়াছে।

মফঃস্বলের আবহাওয়ার খবর মোটের উপর অনুকূল। নূতন ফসলের অবস্থাও সন্তোষজনক। কিন্তু পূর্ব্ব ও উত্তর বঙ্গ হইতে অতিবৃষ্টির খবর পাওয়া যাইতেছে—সে সব অঞ্চলে বৃষ্টির পরিমাণ অপেক্ষাকৃত কম হইলে ভাল হইত।

আগামী ১৩ই জুলাই শুক্রবার পাটচাষের পূর্ব্বাভাষ কলিকাতা রাইটার্স বিল্ডিংস ভবনে টাঙ্গাইয়া দেওয়া হইবে।

তুলা ও কাপড়

কলিকাতা, ২২শে জুন—বোম্বাইয়ের তুলার বাজারে চাহিদার তুলনায় যোগান বৃদ্ধি পাওয়ার এবং বিক্রেতাগণের মধ্যে অস্থিরতা দেখা দেওয়ার দরুণ আলোচ্য সপ্তাহের প্রথম ও মধ্যভাগে বোম্বাইয়ের তুলার দরে অবনতি ভাব দেখা গেলেও, আলোচ্য সপ্তাহের শেষ ভাগে বোম্বাইয়ের তুলার দরে ক্রেতাধিক্য হওয়ার জন্য আবার বোম্বাইয়ের তুলার দরে তেজী ভাবই পরিস্ফুট হইয়া উঠে। গত শুক্রবার বোম্বাইয়ের তুলার বাজারে জুলাই মাসে ডেলিভারি দেওয়ার সর্ত্তের ঝরিলা তুলার দর ছিল ৪১৬৲ টাকা। অদ্য শুক্রবার তাহা ৪১৮৲ টাকা দাঁড়াইয়াছে। বোম্বাইয়ের তুলার বাজারে গত শুক্রবার সেপ্টেম্বর মাসে ডেলিভারি দেওয়ার সর্ত্তের ঝরিলা তুলার দর ছিল ৪৩২৲ টাকা। অদ্য শুক্রবার তাহা ৪৩০৲ টাকা দাঁড়াইয়াছে।

কাপড়—চাহিদার তুলনায় যোগান একান্ত সীমাবদ্ধ হওয়ায় আলোচ্য সপ্তাহেও কলিকাতার কাপড়ের বাজারে কোন প্রকার কর্ম্মচাঞ্চল্য পরিলক্ষিত হয় নাই। গত ৭ই মে হইতে কলিকাতায় সাময়িকভাবে যে বস্ত্র বরাদ্দ ব্যবস্থা চালু হইয়াছে তাহা অধিকতর সুষ্ঠুভাবে চালু করাই নাকি কর্ত্তৃপক্ষের অভিপ্রায়। ডিরেক্টর অব এনফোর্সমেন্টের 'অদূর ভবিষ্যতেই কলিকাতায় পূর্ণাঙ্গ বস্ত্রবরাদ্দ ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হইবে' এই আশ্বাসবাণী শুধু স্তোকবাক্য বলিয়াই বর্ত্তমানে কলিকাতার জনসাধারণ মনে করিতেছেন। গত সপ্তাহের মত আলোচ্য সপ্তাহেও মফঃস্বলের বিভিন্ন স্থান হইতে তীব্র বস্ত্রাভাবের খবর আসিয়াছে এবং তীব্র বস্ত্রাভাবের দরুণ মফঃস্বলের স্থানে স্থানে আত্মহত্যার সংবাদও পাওয়া গিয়াছে।

সোনা ও রূপা

কলিকাতা, ২২শে জুন — আলোচ্য সপ্তাহে গত সপ্তাহের তুলনায় কলিকাতা ও বোম্বাইয়ের বাজারে সোনার দরে উন্নতির ভাব পরিস্ফুট হইয়া উঠে। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক গত সপ্তাহের তুলনায় আলোচ্য সপ্তাহে অপেক্ষাকৃত কম পরিমাণ সোনা বিক্রয় করার ফলে এবং আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক গত সপ্তাহের তুলনায় সোনার দর (গড়পড়তায়) বৃদ্ধি করার জন্যই আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতা ও বোম্বাইয়ের বাজারে সোনার দরে উন্নতি ভাবের প্রধানতম কারণ।

রূপা—আলোচ্য সপ্তাহে সোনার দরের উন্নতিভাবের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া গত সপ্তাহের তুলনায় রূপার দরেও সামান্য তেজীভাব দৃষ্ট হয়। আলোচ্য সপ্তাহের প্রথম ভাগে এবং মধ্যভাগে কলিকাতা ও বোম্বাইয়ের বাজারে রূপার দরে বেশ উঠা-নামা করিয়াছে। গত শুক্রবার রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ১০০ বার রূপা প্রতি ১০০ তরি ১৩৫৸০ আনা দরে বিক্রয় করিয়াছিলেন।

কারেন্ট একাউন্ট

চল্‌তি হিসাব

যে কোন ব্যক্তি, কোম্পানী কিংবা মফঃস্বলের ব্যাঙ্কিং কোম্পানী কমপক্ষে ২০০৲ টাকা জমা দিয়া চল্‌তি হিসাব খুলিতে পারেন। দৈনিক সর্ব্বনিম্ন বাকী ১০০৲ টাকার উপর শতকরা বার্ষিক আট আনা হিসাবে সুদ দেওয়া হয়। পাশ বই ও চেক্ বইয়ের কোন দাম দিতে হয় না। পাঁচ টাকা হইতে আরম্ভ করিয়া জমা অনুযায়ী যে কোন টাকার চেক্ কাটা চলে।

হাজরাদী ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস :
৮০, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
ভারতের সর্ব্বত্র ইহার শাখা-প্রশাখা বিস্তৃত। সবিশেষ জানিতে হইলে বড়বাজার ৫১০ নম্বরে ফোন্ করুন অথবা পত্র লিখুন।

কালীচরণ সেন,
ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

M P 336

ক্লিয়ারিং-এর সুবিধা-সহ জাতীয় আর্থিক প্রতিষ্ঠান

শিলং ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন লিঃ

টেলিঃ SHILLBANK হেড অফিস—শিলং ফোন : শিলং—১৬৬
কলিকাতা শাখা :—১৫নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, টেলিঃ BANKSHILLO ফোন : ক্যাল ৪৪৫৪
অন্যান্য শাখা—শ্রীহট্ট, হবিগঞ্জ, করিমগঞ্জ, গৌহাটী ও নওগাঁ (আসাম)।
শ্রীপ্রফুল্লকুমার চৌধুরী, ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

সাবান প্রস্তুতের

যাবতীয় জিনিষ—সিলিকেট সোডা • সোপষ্টোন পাউডার • কষ্টিক সোডা • রজন • সিট্রোনেলা অয়েল • রঙ • হাইড্রোমিটার • প্রভৃতি পাইবেন

ফোন :—
বড়বাজার :—১৩৯৭ অফিস
" :—১৫৯২ ফ্যাক্টরী
টেলিগ্রাম—"চীনামাটী"

কলিকাতা মিনারেল সাপ্লাই কোং লিঃ
৩১, জ্যাকসন লেন, কলিকাতা

ইষ্ট বেঙ্গল ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস—নারায়ণগঞ্জ স্থাপিত—১৯২৩ কলিকাতা অফিস—১৭৬ ক্রস ষ্ট্রীট
ফোন : বড়বাজার—৯৮৭
শীঘ্রই পাটনা সিটি শাখা খোলা হইবে।
অপরাপর শাখা—বরিশাল, ভৈরববাজার, কুমিল্লা, করিমগঞ্জ, মীরকাদিম, নিতাইগঞ্জ, পুরাণবাজার (চাঁদপুর), শিলচর, শ্রীহট্ট।
জেনারেল ম্যানেজার—কে, কে, পাল ম্যানেজিং ডিরেক্টর—এস, সি, সাহা

সাপ্তাহিক বাজার দর

	১৫ই জুন	১৮ই জুন	১৯শে জুন	২০শে জুন	২১শে জুন	২২শে জুন
সোনার দর—প্রতি ভরি (কলিকাতা) ...	৭৮।/০	৭৯॥/০	৭৮৸০	৭৮৸০	৭৮৸৵০	৭৯।৶০
ঐ ঐ (বোম্বাই) ...	৭৮৲	৭৯॥৵০	৭৮॥৵০	—	—	৭৯।৵০
রূপার দর—প্রতি ১০০ ভরি (কলিকাতা) ...	১৩৬॥০	১৩৮॥০	১৩৭।০	১৩৬৸০	২৩৬॥০	১৩৬৸০
ঐ ঐ (বোম্বাই) ...	১৩৫৸৵০	১৩৬॥০	১৩৭৲	—	—	১৩৭।০
গিণির দর—প্রতিখানা (কলিকাতা) ...	৫৩৵০	৫৩॥০	৫৩৲	৫৩৲	৫৩৲	৫৩।০
ঐ ঐ (বোম্বাই) ...	৫৩।০	৫৩।০	৫৩।০	—	—	৫৩।০
রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সুদের হার (শতকরা বার্ষিক) ...	৩৲	৩৲	৩৲	৩৲	৩৲	৩৲
কোম্পানীর কাগজ—						
কোম্পানীর কাগজ—শতকরা ৩৲ সুদের ...	৯৩৷৬		৯৩৶০	৯৩।০-৯৩৶০	৯৩।/০	—
ঐ ঐ ৩৷০ টাকা সুদের ...	১০১৷৶০-১০১।৵		১০১।৶০-১০১।৵	১০১॥০-১০১।৶০	১০১॥০-১০১।৶০	১০১॥০-১০১।৵০
৩৲ টাকা সুদের ঋণপত্র (১৯৬৩-৬৫) ...	—		—	—	—	—
৩৲ টাকা সুদের ঋণপত্র (১৯৬৬-৬৮) ...	—		—	—	—	—
৪৲ টাকা সুদের ঋণপত্র (১৯৬০-৭০) ...	—		—	১১৩৲	১১২৸৶০	—
৫৲ টাকা সুদের ঋণপত্র (১৯৪৫-৫৫) ...	—		—	—	—	১০১৵০
ইঞ্জিনিয়ারিং ও ইলেকট্রিক—						
ইণ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড ষ্টীল কোং লিঃ ...	৪১৸০-৪১৶০		৪২৶০-৪১॥৵০	৪১৸৵০-৪১॥০	৪১৸/০-৪১॥০	৪১।৶০-৪১৶০
ষ্টীল কর্পোরেশন—অর্ডি ...	৩৩৸০-৩৩।/০		৩৪।/০-৩৪/০	৩৪॥/০-৩৪।/০	৩৪॥০-৩৪৶০	৩৪৶০-৩৪৲
কুমারধুবী—অর্ডি ...	১১।/০-১১৵০		১১॥৶০-১১।০	১১॥৶০-১১।৵০	১১॥/০-১১।০	১১।০-১১৶০
ব্রেইথওয়েইট ...	১২৸০-১২।৵০		১৩৲	—	১২৸০	—
জেসপ ...	২৫॥০-২৫৵০		২৫॥৵০-২৫॥০	২৫৸০-২৫॥০	২৫৸৵০-২৫॥০	২৫৸০-২৫॥৶০
মার্শালস্ ...	৫।৶০-৫।/০		—	৫।৵০	৫।৵০-৫৶০	—
ন্যাশনাল আয়রণ এণ্ড ষ্টীল ...	—		১২৵০	১২৲	১২৵০-১২৲	১২৵০-১১৸৶০
আর্থার বাটলার ...	—		—	—	—	—
হিন্দুস্থান মোটরস্ ...	৪৶০		৪৶০	৪।০	৪৶১০-৪৶০	৪।০-৪৶০
ক্যালকাটা ইলেসিওরেল ...	১২৲		১২৲	১২।৵০	১২৵০	১২/০
খনি—বার্মা কর্পোরেশন ...	৫॥৶০		৫॥৵০-৫॥০	৫॥০	৫॥/০-৫॥০	৫॥০-৫।৶০
ইণ্ডিয়ান কপার কর্পোরেশন ...	—		৩।০-৩৶০	৩।০-৩৶০	৩৶০	৩।০
ব্যাঙ্ক—রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া ...	১৩৬॥০		—	—	১৩৮॥০-১৩৮	১৩৯॥০-১৩৮॥০
ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক ...	—		২২৲-২১৲	—	২১৲	২২৲-২১।৵০
ক্যালকাটা ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক ...	১৫৸০-১৫॥৵০		১৫৸০	১৫৸০-১৫॥৵০	১৫৸০	১৫৸০-১৫॥৵০
বেঙ্গল সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক ...	১৩॥৵০		১৩॥৵০	১৩॥৵০	১৩॥৵০	—
কুমিল্লা ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন ...	১৪॥৵০		১৪॥০	—	—	—
মহালক্ষ্মী ব্যাঙ্ক ...	—		—	—	১০॥১০	১০।১০
মিউ ষ্ট্যাণ্ডার্ড ব্যাঙ্ক ...	—		—	—	—	—
হিন্দুস্থান কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক ...	—		—	—	—	৫৩৲
নাথ ব্যাঙ্ক ...	—		—	—	—	—
কয়লা—বরাকর কোল্ কোং ...	৪৩৲-৪২।/০		৪৩॥৵০-৪৩।০	৪৩।/০-৪৩॥০	৪৩৸০-৪৩/০	৪৩।/০-৪২৸০
তালচের ...	১২॥০-১২।০		১২।৵০-১২।০	১২।/০	১২॥০-১২।/০	১২॥০-১২।/০
রাণীগঞ্জ ...	৬১৶০-৬০॥৵০		৬১৸০-৬১৸০	৬২৲-৬১৸৵০	৬২।০-৬১৸০	৬২৲
ইকুইটেবল ...	—		৭০৲	—	৬৯৶০-৬৮॥০	৬৯৶০
সাউথ করণপুরা ...	৩১৸০-৩১।/০		৩২৸/০-৩২।৵০	৩২৸০-৩২॥/০	৩২॥৵০-৩২৶০	৩২॥৵০-৩১৸/০
ভুলনবরারি ...	—		—	৩২৶০	৩৩৲	—
সেণ্ট্রাল কারকেণ্ড ...	—		—	—	—	৫২৸৵০-৫০৸০
মিউ চুরুলিয়া ...	—		১৩।/০-১৩৶০	১৩।/০-১৩।৵০	—	—
ষ্ট্যাণ্ডার্ড ...	৪৪॥/০-৪৪।৵০		৪৫৲	—	—	৪৫।০-৪৫৲

আপনার গৃহ ও অন্ন সমস্যার সমাধানে

বিল্ডিং এণ্ড ল্যাণ্ড ট্রাষ্ট (ইণ্ডিয়া) লিমিটেড-এর

সম্পূর্ণ নূতন ও অভিনব পরিকল্পনায় প্রত্যেক অংশীদার আমানতকারী ও কর্ম্মীরই উজ্জ্বল লাভজনক ভবিষ্যতের সুযোগ মিলিবে।

কিছু বাজেয়াপ্ত শেয়ার বিক্রয় ও আমানত সংগ্রহের জন্য উৎসাহী পুরুষ ও মহিলা কর্ম্মী আবশ্যক।

বিস্তৃত বিবরণের জন্য, ৩ নং ম্যাঙ্গো লেন-এ লিখুন

অথবা

ক্যাল ১৪৫৩-এ টেলিফোন করুন।

হয়তো শুনে থাকবেন

যে আমাদের তৈরী রবার ষ্ট্যাম্প ছাপার অক্ষরের মতো নিখুঁত ও সুন্দর। কিন্তু শোনা কথায় বিশ্বাস নাও হতে পারে। সেইজন্যই বলছি, কয়েকটা রবার ষ্ট্যাম্প আমাদের কাছ থেকে তৈরী করিয়ে দেখুন কথাটার পিছনে কোনও সত্য আছে কি না। এ-ছাড়া অপিসের কাজের দুটি অতি প্রয়োজনীয় বস্তু—ডেটাস ও নিউ-মারেটার্স—আমাদের নিজ কারখানায় সুযোগ্য তত্ত্বাবধানে তৈরী হয়ে থাকে। অপিস মালিকের অনেকে এ-দুটি ব্যবহার করে সুখ্যাতি করেছেন। আপনার প্রয়োজন থাকলে আজই লিখুন।

ন্যাশনাল রবার প্রোডাক্টস্

ম্যানেজিং এজেণ্টস্ : রয়কো,

১-৩এ, বিডন রো, কলিকাতা।

সাপ্তাহিক বাজার দর

	১৫ই জুন	১৮ই জুন	১৯শে জুন	২০শে জুন	২১শে জুন	২২শে জুন
কাপড়ের কল—নিউ ভিক্টোরিয়া কটন মিলস লিঃ	৭৷৵০-৭৷০		৭৷৵০	৭৷৵০-৭৷০	৭৷৹	৭৷৹-৭৷৵০
বেনারস	—		—	১১৵০-১১/০	—	—
কানপুর টেক্সটাইলস্	১৩৷৵০-১২।/০		১২৷।/০	১২৷৷৵০-১২।৵০	১২৷৹-১২।৵০	—
এলগিন কটন মিলস লিঃ	—		৬৬৷৹	৬৬৲	—	—
কেশোরাম	—		—	—	—	—
বঙ্গশ্রী	১৪।০		১৪৲	—	—	—
বঙ্গেশ্বরী কটন মিলস্	৭।৵০		৭।০	—	—	—
কাগজের কল—ইণ্ডিয়া পেপার পাল্প লিঃ	—		—	—	—	—
শ্রীগোপাল পেপার মিলস লিঃ	—		—	—	—	—
টিটাগড়	৩০।০-৩০।৵০		৩১।/০-৩০৷।/০	৩১।/০-৩১৲	৩১/০-৩০৷৵০	৩০৷৹
চটকল—অকল্যাণ্ড জুট মিলস লিঃ	৩৩৭৷০		৩৩৯৲	৩৩৯৲	৩৩৯৷০	—
এ্যাংলো ইণ্ডিয়া জুট মিলস লিঃ	৪৮৫৲-৪৭৭৲		৪৮৮৲-৪৮৫৲	৪৯১৲-৪৮৭৷০	৪৯১৷০-৪৯০৲	৪৯১৲-৪৮৭৲
কামারহাটি	—		৭৫০৲-৭৪৫৲	৭৫০৲	৭৫১৲-৭৪৯৲	—
নদীয়া	—		—	—	১৩৩৲-১৩২৷৷০	—
প্রেসিডেন্সী	১২৷৵০-১২৷৷০		১২৷৷০-১২।৵০	—	১২৷৷৵০-১২।০	১২।৵০
রিলায়েন্স	—		৭৮৮০	—	৭৮৮০-৭৮৷৵০	৭৮।৵০-৭৮।০
কাঁকনাড়া	—		৬২৩৲	৬৩০৷৷০-৬২৯৲	৬২৭৲	—
হাওড়া	৯১৷৵০-৯০৸০		৯১৷।/০	৯২৷৷০-৯২।৵০	৯২৸৵০-৯২।০	৯২।০
ডালহৌসী	—		—	—	৩৫৪৲-৩৫৩৲	৩৫৫৲
বজবজ	—		—	৫৫৩৲	৫৫৫৲	—
ষ্ট্যাণ্ডার্ড	—		—	—	৩০৯৷৷০	—
এলায়েন্স	—		৬৮০৲	৬৮২৲	৬৮৮৲	৬৯০৲-৬৮৮৲
চিনির কল—বেলসুন্দ সুগার কোং লিঃ	—		—	—	—	—
চম্পারণ সুগার কোং লিঃ	—		—	৩৯।০-৩৮।৵০	৩৯৲-৩৮৸০	৩৮৸০
কেরু এণ্ড কোং লিঃ	২৮৵০-২৭৸৵০		২৮৷৵০-২৮৷৷০	২৮৸৵০-২৮৷৵০	২৮৸৵০-২৮৷/০	—
চা বাগান—ইষ্ট ইণ্ডিয়া	—		১৭।৵০-১৭।০	—	—	—
ইষ্টার্ণ হিন্দুস্থান	—		—	—	—	—
কল্যাণী	—		৪৬৲	—	৪৫৷৷০	৪৬৲
লেবং এণ্ড মিনারেল	—		—	—	—	—
তেজপুর	—		২১৸০-২১৷৵০	—	—	—
বিশ্বনাথ	—		—	—	—	—
বিবিধ—ডালমিয়া সিমেন্ট কোং লিঃ	১৭।/০		১৭।/০	—	১৭৲	—
বি আই কর্পোরেশন	—		৬৷০	৬৷০	৬৷০	৬৷/০
মেদিনীপুর জমিদারী কোং লিঃ	—		১৮৪৲-১৮২৲	১৮৪৲	১৮৫৷০-১৮৪৲	১৮৪৲
রোটাস ইণ্ডাষ্ট্রীজ লিঃ	—		১৬৲-১৫৸৵০	১৫৸৵০-১৫৸৵০	১৬৲-১৫৸৵০	—
ইণ্ডিয়া জেনারেল নেভিগেশন কোং লিঃ	১৯২৲		১৯৮৲-১৯৬৲	১৯৯৲	২০৬৲-২০১৲	২০৫৲-২০৩৲
আসাম-বেঙ্গল সিমেন্ট	—		১৯৷৵০	১৯৸০	১৯৷।/০	—
ন্যাশনাল ইনসুলেটেড কেবলস	—		—	—	—	—
নিউ এসিয়াটিক ইনসিওরেন্স	—		—	৯৲	৮৸৵০	—

বাজার বন্ধ

টেলিগ্রাম—"আর্থিক মান" পোঃ বক্স কেস—৬৫৯

প্রগতিশীল জাতীয় আর্থিক প্রতিষ্ঠান

ব্যাঙ্ক অব কামরূপ লিঃ

হেড অফিস : ৭নং সোয়ালো লেন, কলিকাতা

ম্যানেজিং ডাইরেক্টর—শ্রীঅমলেন্দু বাগচী

অক্ষয় কুমার লাহা

নিউ ষ্ট্যাণ্ডার্ড ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস :—কুমিল্লা

অনুমোদিত, বিলিকৃত ও বিক্রীত মূলধন ২০,০০,০০০৲

আদায়ীকৃত মূলধন (অগ্রিম জমাসহ) ১৬,৫০,০০০৲

রিজার্ভ ফাণ্ড ... ... ২,৫০,০০০৲ উপর

শাখা সমূহ

ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলেজ ষ্ট্রীট, বালীগঞ্জ, শ্যামবাজার, ময়মনসিংহ, ফরিদপুর, টাঙ্গাইল, আসানসোল, বর্দ্ধমান, খুলনা, শিলচর, সিলেট, শিলং, তিনসুকিয়া, জোড়হাট, ছাতক, রাঁচী ও এলাহাবাদ।

জব্বলপুর শাখা শীঘ্র খোলা হইবে।

এজেন্সী :—ভারতের বড় বড় ব্যবসাকেন্দ্রে।

আপনার নিজস্ব প্রতিষ্ঠান

দি হুগলী ব্যাঙ্ক লিমিটেড

৪৩নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ফোন : ক্যাল ২২৬০ (তিন লাইন)

১৪-২-১৩৫২ তারিখের হিসাব

	টাকা
আদায়ীকৃত মূলধন ও সংরক্ষিত তহবিল	১৪,৪৪,০০০৲
নগদ, কোম্পানীর কাগজ, ইত্যাদি	১,৪৪,৪১,০০০৲
আমানত	২,৩৩,০৩,০০০৲
কার্য্যকরী মূলধন	২,৬৮,৭৪,০০০৲

আমাদের নির্ভরযোগ্যতাই আপনার অনাগত সুদিনের নিশ্চিত নিদর্শন।

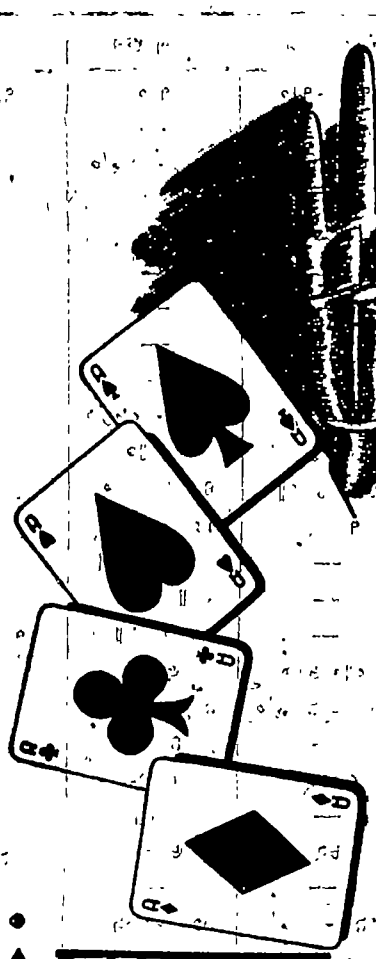

দীর্ঘের চারিটি

ব্রিজ খেলার "নোট্রাম্পের" চারটী টেকার মতই জুয়েলের সুপ্রসিদ্ধ কেশতৈল চতুষ্টয়—ইহাদের দীর্ঘস্থায়ী সুরভি ও অনুপম গুণের জন্যই তৈল জগতে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া শ্রেষ্ঠ সম্মান লাভ করিয়াছে।

♠ কোকোলা ♣ জুয়েল আমলা
♠ কল্যানী ♦ ত্রিগুণ
কেশ তৈল
জুয়েল অফ ইণ্ডিয়া, কলিকাতা

বাংলার বস্ত্র-শিল্পের অগ্রদূত
মোহিনী মিলস্ লিঃ
এই মিলের
বস্ত্রাদির জনপ্রিয়তার কারণ ব্যবহারেই বোধগম্য হইবে।
১নং মিল কুষ্টিয়া (নদীয়া) — ২নং মিল বেলঘরিয়া (২৪ পরগণা)
ম্যানেজিং এজেন্টস্ :—চক্রবর্ত্তী সন্স এণ্ড কোং
পোঃ কুষ্টিয়া বাজার (নদীয়া)

দুইটী নির্ভরযোগ্য জাতীয় প্রতিষ্ঠান
গ্রেট ইষ্টার্ণ ব্যাঙ্ক
লিমিটেড
স্থাপিত : ১৯২৮ :: টেলি : "PURSE"-CAL.
হেড অফিস—৪৪-৪৬, ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা
ব্রাঞ্চ—বেলিয়াঘাটা, হবিগঞ্জ, জলপাইগুড়ী।
সৈয়দপুর (রংপুর) ও শ্রীমঙ্গল (শ্রীহট্ট)
শাখা শীঘ্রই খোলা হইবে।
— জীবনবীমার জন্য —
দি নর্থ বেঙ্গল প্রভিডেণ্ট
ইন্সিওরেন্স কোম্পানী লিমিটেড।
বি সেনগুপ্ত, ম্যানেজিং ডিরেক্টর

ইউনাইটেড
ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল
ব্যাঙ্ক লিমিটেড
স্থাপিত ১৯৪৩
সিডিউলভুক্ত ব্যাঙ্ক
চেয়ারম্যান—শ্রীযুক্ত যদুনাথ রায়
সুবিধাজনক সর্ত্তে সাধারণ ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ করা হয়।
হেড অফিস—
৭, ওয়েলেসলী প্লেস, কলিকাতা
শাখাসমূহ—
বড়বাজার, শ্যামবাজার, হাটখোলা (কলিকাতা), ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, চাঁদপুর ও ময়মনসিংহ।
পে-অফিস : মিরকাদিম
জেনারেল ম্যানেজার :
এ চ্যাটার্জি, বি-কম, সি-এ, আই, আই, বি

লিলি বিস্কুট

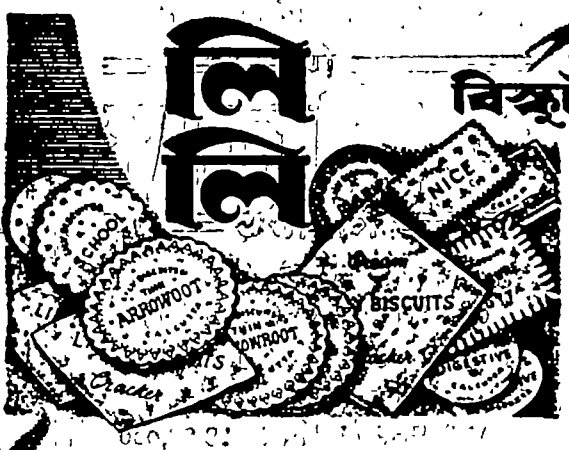

লিলি বিস্কুট, স্বাদে ও গুণে—অপরাজেয়

লিলি বিস্কুট কোং • কলিকাতা

লিলি বার্লি আদর্শ পথ্য ও পানীয়

লিলি বার্লি
লিলি বিস্কুট কোং • কলিকাতা

১২২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা—আর্থিক জগৎ প্রেসে শ্রীযতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য দ্বারা সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

PHONE :—B. B. 6382 REGD. NO. C. 2506

CALCUTTA CENTRAL LIBRARY UNIVERSITY

আর্থিক জগৎ

ARTHIK JAGAT

ব্যবসা-বাণিজ্য-শিল্প-অর্থনীতি-বিষয়ক সাপ্তাহিক

মূল্য—বার্ষিক সডাক ৯ সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য প্রতি সংখ্যা ৶০ আনা

অষ্টম বর্ষ] Monday, 2nd July, 1945. সোমবার, ১৮ই আষাঢ় ১৩৫২ [৯ম সংখ্যা

ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের যুদ্ধোত্তর সমস্যা

সাময়িক ব্যয়ের জন্য উপযুক্ত অর্থ সংগ্রহের পক্ষে সকল দেশেই ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানসমূহ আজ গবর্ণমেণ্টের বড় অবলম্বন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যুদ্ধের সময়ে ব্যাঙ্কে লোকের আমানত বেশী পরিমাণে বাড়িয়া চলিয়াছে। আর ব্যাঙ্কসমূহ সেই অর্থের একটা বিপুল অংশ সরকারী ঋণপত্র ও ট্রেজারী বিল ক্রয়ে নিয়োগ করিতেছে। তাহা ছাড়া অন্য নানাভাবেও তাহারা গবর্ণমেণ্টকে অর্থ যোগাইতেছে। যুদ্ধের পূর্ব্বে ব্যাঙ্কসমূহের দাদনী টাকার একটা বড় অংশ শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রয়োজনে খাটান হইত। এক্ষণে ব্যাঙ্কের আমানত বাড়িলেও সেই শ্রেণীর দাদন মোটেই বাড়িতেছে না। বৃটিশ ব্যাঙ্কসমূহের কার্য্যধারা বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় ঐ দেশে ব্যাঙ্ক সমূহের মোট দাদনী অর্থের প্রায় ৯০ ভাগই বর্ত্তমানে সরকারী ঋণে আবদ্ধ রহিয়াছে। শিল্প ও ব্যবসা বাণিজ্যে ব্যাঙ্কসমূহের নিয়োজিত অর্থের পরিমাণ তাহাদের দাদনী তহবিলের শতকরা ১০ ভাগের চেয়েও কম। সরকারী ঋণপত্রে বেশী পরিমাণে অর্থ নিয়োগ করা ব্যাঙ্কসমূহের স্বাদেশিকতার পরিচায়ক হইতে পারে কিন্তু দাদন নীতির দিক দিয়া তাহা উহাদের ব্যবসাগত লাভের পরিপোষক নহে। শিল্প বাণিজ্যে অর্থ নিয়োগ করিয়া তাহা হইতে সরকারী ঋণপত্রের তুলনায় বেশী সুদ পাওয়া যায়। কাজেই যুদ্ধের সময়ে সরকারী ঋণপত্রে অধিক অর্থ নিয়োগ করিয়া ব্যাঙ্কসমূহকে প্রকারান্তরে কতকটা ক্ষতি স্বীকার করিতে হইতেছে। তবে যুদ্ধের সময়ে সাধারণ শিল্প ব্যবসায়ের সুযোগ অনেকটা সীমাবদ্ধ বলিয়া ঐ দিকে অর্থ খাটাইবার সুবিধা কম। আর ব্যাঙ্কসমূহ তাহাদের বর্ত্তমান দাদননীতি সম্পর্কে সে অজুহাত অবশ্যই তুলিতে পারে। কিন্তু যুদ্ধের পরে শিল্প ব্যবসায়ের সুযোগ সুবিধা পুনরায় বাড়িবে। পুনর্গঠন পরিকল্পনা কার্য্যকরী হওয়ার জন্য তখন শিল্প বাণিজ্যে ব্যাঙ্কের দাদন বাড়াইবার নিতান্ত আবশ্যকতাও দেখা দিবে। সরকারী ঋণপত্র হইতে তাহাদের নিয়োজিত অর্থ তুলিয়া লইয়া ব্যাঙ্কসমূহ তখন কিভাবে ঐ শ্রেণীর দাদন বৃদ্ধি করিবে তাহা একটা ভাবিবার বিষয়। শুনা যাইতেছে বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট এই সমস্যা সমাধানের জন্য দীর্ঘ মেয়াদী সরকারী ঋণপত্রে ভবিষ্যতে বেশী অর্থ নিয়োগ সম্পর্কে জনসাধারণের নিকট আবেদন উপস্থিত করিবেন। ঐ ভাবে গৃহীত অর্থ দ্বারা ব্যাঙ্কসমূহের নিকট হইতে প্রাপ্ত স্বল্প মিয়াদী ঋণ তাহাদিগকে শোধ করিয়া দেওয়া হইবে। এই কার্য্যনীতি কতদূর সাফল্যমণ্ডিত হইবে তাহা আমরা জানি না; তবে যুদ্ধোত্তর শিল্প ব্যবসায়ে ব্যাঙ্কের দাদন বাড়াইবার জন্য এইরূপ একটা ব্যবস্থা যে খুবই দরকার সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। ভারতবর্ষের ব্যাঙ্কসমূহ যুদ্ধের সময়ে সরকারী ঋণপত্রে বহু অর্থ

সাময়িক প্রসঙ্গ

দাদন করিয়াছে। যুদ্ধের পরে শিল্প বাণিজ্যের উন্নতিতে উহারা যাহাতে প্রয়োজনীয় অর্থ নিয়োগ করিতে পারে সেজন্য সরকারী ঋণপত্রে উহাদের নিয়োজিত অর্থ ব্যাঙ্কসমূহের পক্ষে অন্ততঃ কতকাংশে ফিরিয়া পাওয়া দরকার। সে বিষয়ে এদেশের ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ীরা কোন চিন্তা ভাবনা করিতেছেন না এবং ভারত গবর্ণমেণ্টও সে বিষয়ে কোন পরিকল্পনা গ্রহণ করিতেছেন না, ইহা দুঃখের বিষয়।

শেয়ার বিক্রেয়র বিধিনিষেধ প্রত্যাহারের দাবী

গত ১৯৪৩ সালের মে মাস হইতে ভারত গবর্ণমেণ্ট এদেশে শেয়ার বিক্রয় সম্পর্কে কতকগুলি বিধিনিষেধ জারী করিয়া রাখিয়াছেন। ঐ বিধিনিষেধের ফলে ভারতে শিল্প-ব্যবসায়ের অগ্রগতির পথে নিদারুণ প্রতিবন্ধক সৃষ্টি হইয়াছে। ইউরোপের যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর হইতে এদেশের ব্যবসায়ীরা শেয়ার বিক্রয় সম্পর্কিত অর্ডিনান্সটি উঠাইয়া লওয়া সম্পর্কে গবর্ণমেণ্টের নিকট সজোর দাবী উপস্থিত করিয়া আসিয়াছেন। নূতন দিল্লীর এক খবরে প্রকাশ, ভারত গবর্ণমেণ্ট সম্প্রতি শেয়ার বিক্রয় সম্পর্কিত বিধিনিষেধ কতক পরিমাণে শিথিল করিবার কথা বিবেচনা করিতেছেন। উপরোক্ত অর্ডিনান্স অনুসারে বর্ত্তমানে গবর্ণমেণ্টের অনুমতি ব্যতিরেকে কোন নূতন কোম্পানীর পক্ষে ১ হাজার টাকার অধিক শেয়ার বিক্রয় করা নিষিদ্ধ আছে। গবর্ণমেণ্ট ভবিষ্যতে নূতন কোম্পানীসমূহকে সরকারী অনুমতি ব্যতীত ১ হাজার টাকার স্থলে ১ লক্ষ টাকা পর্য্যন্ত শেয়ার বিক্রয়ের ক্ষমতা দিবেন বলিয়া গুজব উঠিয়াছে। এদেশে যে সব যৌথ কোম্পানী স্থাপিত হয় তাহাদের মধ্যে এক লক্ষ টাকা ও তাহার কম মূলধনযুক্ত কোম্পানীর সংখ্যাই অধিক। কাজেই গবর্ণমেণ্ট ক্যাপিটেল ইস্যু সম্পর্কিত অর্ডিনান্সটি সংশোধন করিয়া যদি নূতন কোম্পানীসমূহকে সরকারী অনুমোদন ছাড়া এক লক্ষ টাকা পর্য্যন্ত শেয়ার বিক্রয়ের ক্ষমতা দেন তবে তাহাতে দেশে ছোট ও মাঝারি ধরণের শিল্প এবং ব্যবসা প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলার পক্ষে সুবিধা হইবে সন্দেহ নাই। কিন্তু তাই বলিয়া দেশে এক লক্ষ টাকার বেশী মূলধনযুক্ত শিল্প ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের পথে ভবিষ্যতেও বাধা সৃষ্টি করিয়া রাখা আমরা সমর্থন করি না। ভারতের অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য এদেশে বড় প্রতিষ্ঠান গড়িয়া

বিষয়-সূচী

বিষয়	পৃষ্ঠা
সাময়িক প্রসঙ্গ	২০১-৩
নানাকথা	২০৪
ভারতে সমাজ কল্যাণ	২০৫-৬
রাজনৈতিক প্রসঙ্গ	২০৭-৮
খেয়ালীর খাতা	২০৯-১০
আর্থিক দুনিয়ার খবরাখবর	২১১-১৮
কোম্পানী প্রসঙ্গ—	২১৯-২১
বাজারের হালচাল—	২২২-২৬

একটী প্রথম শ্রেণীর জাতীয় আর্থিক প্রতিষ্ঠান

আপনার আর্থিক ব্যবস্থা সুনিয়ন্ত্রিত করতে আপনাকে সকল প্রকার সুযোগ-সুবিধায় সাহায্য করবে।

আমাদের কলিকাতা বা অন্যান্য যে কোনও ব্রাঞ্চে লিখিলে বা উপস্থিত হলে বিস্তারিত জানতে পারবেন।

দার্জিলিং ব্যাঙ্ক লিমিটেড

কলিকাতা

টেলিঃ "রেণবো" কলিকাতা। ফোন : পি কে—২৬৮১

বি, মুখার্জ্জী ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

তোলার প্রয়োজনীয়তা আছে। বিশেষ করিয়া মৌলিক শিল্পের দিক দিয়া দেশের পশ্চাদ্‌পদ অবস্থা কাটাইয়া উঠিতে হইলে সেজন্য বড় যৌথ কোম্পানী স্থাপিত হওয়া খুবই দরকার। সরকারী অনুমতি ছাড়া বেশী টাকার শেয়ার বিক্রয়ের সুযোগ না দিলে ও সরকারীভাবে বিচার ও বিশ্লেষণের নামে এ সম্পর্কিত যাবতীয় আবেদন দীর্ঘকাল গবর্ণমেণ্টের দপ্তরে স্তূপীকৃত করিয়া রাখিলে তাহাতে দেশের যুদ্ধোত্তর অর্থনৈতিক উন্নতির পথ সুগম হইবে না। পুরাতন কোম্পানীসমূহের নূতন শেয়ার বিক্রয় সম্পর্কে যে বিধিনিষেধ বলবৎ আছে, দেশে শিল্প ব্যবসায়ের উন্নতির জন্য তাহার সম্পর্কেও অচিরে একটা পুনর্বিবেচনা দরকার। এই সব প্রতিষ্ঠান যদি প্রয়োজনমত নূতন শেয়ার বিক্রয়ের সুযোগ না পায় তবে যুদ্ধোত্তরকালে সমুচিতভাবে কার্য্যধারা প্রসারণ করা উহাদের পক্ষে কঠিন হইয়া দাঁড়াইবে। কাজেই সকল দিক বিবেচনা করিয়া আমরা শেয়ার বিক্রয় সম্পর্কিত বর্ত্তমান বিধিনিষেধ একেবারে উঠাইয়া দেওয়ার জন্য গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করিতেছি।

ব্রহ্মদেশের চাউল ব্যবসায়

ব্রহ্মদেশ পুনরধিকৃত হওয়ার সঙ্গে ঐ দেশ হইতে শীঘ্রই বাহিরে চাউল রপ্তানী সুরু হইবে বলিয়া শুনা যাইতেছে। ব্রহ্মদেশে ধান উৎপাদন ও ঐ দেশ হইতে বাহিরে চাউল রপ্তানীর ব্যাপারে ভারতীয়রা পূর্ব্বে একটা উল্লেখযোগ্য অংশ গ্রহণ করিত। কিন্তু বর্ত্তমানে ব্রহ্মদেশের গবর্ণর ও তাঁহার পরামর্শদাতারা যেভাবে ঐ দেশের চাউলের ব্যবসা নিয়ন্ত্রণ করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন তাহাতে সেসব দিক দিয়া ভারতীয়দের কোন অধিকার ও কর্তৃত্ব বজায় থাকিবে বলিয়া আশা করা যায় না। গবর্ণর বাহাদুর জানাইয়াছেন, বৃটিশ সরকারের খাদ্য বিভাগের (বৃটিশ মিনিষ্ট্রী অব ফুড) এজেণ্ট হিসাবে ব্রহ্মদেশে একটি এগ্রিকালচারেল প্রজেক্টস্ বোর্ড গঠন করা হইবে। ঐ বোর্ড ব্রহ্মদেশের সমস্ত উদ্বৃত্ত চাউল নিজেদের কর্তৃত্বে লইয়া তাহা বৃটিশ সরকারের খাদ্য বিভাগের নিকট বিক্রয় করিবেন। সে চাউল কোথায় কি পরিমাণে রপ্তানী করা হইবে বৃটিশ মিনিষ্ট্রী অব ফুডই তাহা স্থির করিবেন। ব্রহ্মদেশে যেসব বৃটিশ এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্ক রহিয়াছে তাঁহারাই চাউল ব্যবসায়ের কাজে প্রয়োজনীয় অর্থ লেনদেন করিবেন। ব্রহ্মদেশে যে চাউল উৎপন্ন হয় তাহার শতকরা ৪০ ভাগ অংশ যুদ্ধের পূর্ব্বে ভারতীয়দের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হইত। ভারতে ও সিংহলে প্রতি বৎসরে যে ২৫ লক্ষ টন পরিমাণ ব্রহ্মদেশীয় চাউল রপ্তানী হইত ভারতীয় ব্যবসায়ীরাই তাহাতে একাধিপত্য করিত। এখন হইতে বৃটিশ সরকারের খাদ্য বিভাগ ও তাঁহাদের এজেণ্ট হিসাবে এগ্রিকালচারেল প্রজেক্টস্ বোর্ড দ্বারা ব্রহ্মদেশের চাউলের ব্যবসায় নিয়ন্ত্রণ করার সহজ অর্থ হইতেছে এ বিষয়ে যাবতীয় কর্তৃত্ব ও অধিকার ভারতীয়দের বদলে বৃটিশীয়দের হাতে তুলিয়া দেওয়া। ইউনাইটেড কিংডম কমার্শিয়াল কর্পোরেশন নামক বিলাতী বণিক প্রতিষ্ঠানকে মধ্যপ্রাচ্যে ব্যবসা পরিচালনার অব্যাহত সুযোগ দেওয়ায় ঐ সব স্থানের কাজ-কারবার হইতে ভারতীয় ব্যবসায়ীদিগকে ইতিমধ্যে হটিয়া আসিতে হইয়াছে। ব্রহ্মদেশের চাউল ব্যবসায় বৃটিশ মিনিষ্ট্রী অব ফুডের হাতে যাওয়ায় ভবিষ্যতে ঐ ব্যবসায়েও ভারতীয়দের কোন স্থান থাকিবে না। এদেশের বাণিজ্য স্বার্থের দিক হইতে ইহা খুবই আতঙ্কের কথা। যুদ্ধের সময়ে ভারতে জটিল খাদ্য-সমস্যা আত্মপ্রকাশ করায় এদেশে বাহির হইতে খাদ্য আমদানীর প্রয়োজনীয়তা বড় হইয়া দেখা দিয়াছে। ব্রহ্মদেশ জাপানীদের কবলিত হওয়ায় গত কয় বৎসর ঐ দেশ হইতে চাউল আমদানী সম্ভবপর হয় নাই। ঐ দেশ পুনরধিকৃত হওয়ায় বর্ত্তমানে সে আমদানীর সুযোগ আসিয়াছে। কিন্তু বৃটিশ সরকারের খাদ্য বিভাগের কর্ত্তারা যেভাবে ব্রহ্মদেশের রপ্তানী বাণিজ্য নিজেরা নিয়ন্ত্রণ করিতে উদ্যোগী হইয়াছেন, তাহাতে হাজার প্রয়োজনেও আর উপযুক্ত পরিমাণ চাউল ব্রহ্মদেশ হইতে পাওয়া যাইবে বলিয়া মনে হয় না। ব্রহ্মদেশ হইতে চাউল আমদানী করিতে হইলে বর্ত্তমান ব্যবস্থা অনুসারে ভারত গবর্ণমেণ্টকে সেজন্য বৃটিশ মিনিষ্ট্রী অব ফুডের নিকট আবেদন করিতে হইবে। ইউরোপের দেশসমূহে লোকের খাদ্যাভাব সমস্যা জটিল হইয়া দেখা দিয়াছে। রাজনৈতিক কারণে সেই সব দেশের সমস্যা সমাধানেই বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট বেশী পরিমাণে মনোযোগী হইয়াছেন। কাজেই পূর্ব্বাহ্নে ব্রহ্মদেশের চাউল দ্বারা ইউরোপের খাদ্যাভাব দূর করিবার চেষ্টা না করিয়া ভারতের প্রয়োজনে সে চাউল তাঁহারা ছাড়িতে রাজী হইবেন বলিয়া আশা করা যায় না। ব্রহ্মদেশ হইতে উপযুক্ত চাউল সংগ্রহ করিতে না পারিলে ভারতের খাদ্য-সমস্যা মিটিবার নহে। কাজেই ঐ দেশের চাউলের ব্যবসায় বৃটিশ সরকারের হাতে যাইতে দেখিয়া আমরা বিশেষভাবে নিরাশ হইয়াছি। ভারতীয় ব্যবসায়ীদের বাণিজ্যগত স্বার্থরক্ষা ও এদেশের খাদ্যাভাব পূরণ ঐ দুই দিক হইতেই উপরোক্ত ব্যবস্থার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জ্ঞাপন করা ভারত সরকারের কর্ত্তব্য।

মহাযুদ্ধের গতি

আবহাওয়া বিশেষ অনুকূল না থাকা সত্ত্বেও আলোচ্য সপ্তাহে মিত্রপক্ষের বিশেষ কর্ম্মতৎপরতার খবর এশিয়ার প্রায় সমস্ত রণাঙ্গন হইতে পাওয়া গিয়াছে।

ব্রহ্ম রণাঙ্গনে পেগু ইওমা অঞ্চলে এবং মাওচী রাস্তায় তুমুল যুদ্ধ চলিতেছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। মিত্রপক্ষের আক্রমণ আশঙ্কায় জাপানীগণ আত্মরক্ষার ব্যবস্থাসমূহ পাকা করার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছে। মাওচী রাস্তায় বৃষ্টিবাদলের জন্য মিত্রপক্ষের অগ্রগতি সাময়িকভাবে ব্যাহত হইলেও জাপানীগণের পশ্চাদপসরণের খবর পাওয়া যাইতেছে। পেগুর ২৪ মাইল উত্তর-পূর্ব্বে জাপবাহিনী তীব্র প্রতিরোধ করিতেছে।

চীন রণাঙ্গনে চীনা বাহিনী তাপুচেন পুনরধিকার করিয়াছে। জাপবাহিনী সাংহাই-এর ১৬৫ মাইল দক্ষিণে এবং ওয়েনচৌ-এর ৬৫ মাইল উত্তর-পূর্ব্বে লিনহাই-এর দিকে পশ্চাদপসরণ করিতেছে।

প্রশান্তমহাসাগরীয় রণাঙ্গনে ওকিনাওয়ার রাজধানী নাহার ৫০ মাইল পশ্চিমে কুমে নামক স্থানে মিত্রপক্ষীয় অভিযাত্রী বাহিনী অবতরণ করিয়াছে বলিয়া টোকিও রেডিও ঘোষণা করিয়াছে। ওকিনাওয়া হইতে যাত্রা করিয়া ২০০ যুদ্ধ জাহাজের এক মিত্রপক্ষীয় নৌবহর খাস জাপানের প্রায় ১৫০ মাইলের ভিতর পৌঁছিয়াছে বলিয়াও ঐ রেডিও প্রকাশ করিয়াছে। জেঃ ম্যাক আর্থার ঘোষণা করিয়াছেন যে, ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের অন্তর্ভুক্ত লুজন দ্বীপটি সম্পূর্ণভাবে জাপ কবলমুক্ত হইয়াছে।

পূর্ব্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের অন্তর্ভুক্ত বোর্ণিওর পূর্ব্ব উপকূলে বালিকপাপানে মিত্রপক্ষীয় সৈন্যদল অবতরণ করিয়াছে বলিয়া টোকিও রেডিওর এক ঘোষণায় প্রকাশ। তারকান হইতে বালিকপাপান ৩০০ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত।

জাপ মন্ত্রিসভা জাপানীগণের উদ্দেশ্যে এই মর্ম্মে এক সতর্কবাণী প্রচার করিয়াছেন যে, সাতশত বৎসর পূর্ব্বে এই দেশের উপর মঙ্গোলিয়ার অভিযানের পর আমরা আর একটি বৃহত্তম সঙ্কটের সম্মুখীন হইয়াছি।

জাপ সাম্রাজ্যের ভবিষ্যৎ নির্দ্ধারণের সময় আসিয়াছে। জাপ মন্ত্রিসভা ওকিনাওয়ার পতন স্বীকার করিয়াছেন। অপরদিকে মার্শাল চিয়াং-কাইশেক এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলিয়াছেন যে, জার্ম্মাণীর ন্যায় জাপানকেও সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করিতে হইলে আঠার মাসেরও অধিককাল যুদ্ধ করিতে হইবে। বিনাসর্ত্তে জাপানের আত্মসমর্পণ সম্ভবপর নয় বলিয়াও তিনি মনে করেন।

ইউরোপের খবরে প্রকাশ যে, সেখানে অবস্থিত প্রায় ৩০ লক্ষ মার্কিন সৈন্যের অধিকাংশকে আমেরিকায় ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় রণক্ষেত্রসমূহে ফিরাইয়া আনা হইতেছে এবং মাত্র ৫ লক্ষ মার্কিন সৈন্যকে জার্ম্মাণীতে মার্কিন-অধিকৃত অঞ্চল পাহারা দিবার জন্য রাখা হইবে বলিয়া লণ্ডনে ঘোষণা করা হইয়াছে। দার্দ্দানেলিস নিয়া তুরস্ক ও রাশিয়ার মধ্যে মনোমালিন্যের সৃষ্টি হইয়াছে। রাশিয়া দার্দ্দানেলিসের ভিতর দিয়া পূর্ব্ব ভূমধ্যসাগরে যাতায়াতের অগ্রাধিকার দাবী করিতেছে।

২৯-৬-৪৫

উদ্বৃত্ত ডলার সিকিউরিটি ও বৃটিশ কারসাজি

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সহিত বাণিজ্যে আমদানীর তুলনায় রপ্তানীর আধিক্য হওয়ায় ঐ দেশের নিকট ভারতের বিস্তর উদ্বৃত্ত ডলার পাওনা দাঁড়াইতেছে। ঐ উদ্বৃত্ত ডলার ভারতের জন্য সংরক্ষিত হইলে এদেশবাসীর বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রয়োজনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে অতিরিক্ত যন্ত্রপাতি ও মালপত্র সংগ্রহ করার সুবিধা হইত। কিন্তু বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের কারসাজির জন্য সে সুবিধা ভারতবর্ষ প্রায় কিছুই পাইতেছে না। বৃটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত দেশগুলির পাওনা উদ্বৃত্ত ডলার আহরণ করিবার জন্য উক্ত গবর্ণমেণ্ট একটি 'এস্পায়ার ডলার পুল' গঠন করিয়াছেন। এই তহবিলে সংগৃহীত সমস্ত ডলার সিকিউরিটি বৃটেনের ব্যবহারের জন্য সংরক্ষিত রাখিয়া তৎপরিবর্ত্তে বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট সাম্রাজ্যভুক্ত দেশগুলিকে ষ্টার্লিং সিকিউরিটি দিতেছেন। যুদ্ধের সময়ে বৃটেনকে মালপত্র যোগাইতে গিয়া ঐ দেশের নিকট ভারতের যথেষ্ট ষ্টার্লিং পাওনা দাঁড়াইতেছে। 'এম্পায়ার ডলার পুলের' মারফতে ভারতের উদ্বৃত্ত ডলার টানিয়া লওয়ায় ও তাহার বদলে ষ্টার্লিং দেওয়ায় সেই ফাঁকা ষ্টার্লিংয়ের বহরই শুধু বৃদ্ধি পাইতেছে—উহা দ্বারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে ভারতের জন্য প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র আমদানীর কোন সুবিধা হইতেছে না। এই ব্যবস্থা ভারতের পক্ষে খুব ক্ষতিকর বলিয়া এদেশের লোকেরা গত কয় বৎসর যাবৎ উহার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিয়া আসিয়াছে। এই নীতির বিরুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের লোকেরা এতদিন কোন উচ্চবাচ্য করে নাই। ভারত মার্কিন বাণিজ্যের উপর ঐ ব্যবস্থার ক্রমিক বিরূপ প্রতিক্রিয়া উপলব্ধি করিয়া বর্ত্তমানে কেহ কেহ উহার বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 'হাউস্ অব রিপ্রেজেনটেটিভ'-এর সদস্য মিঃ

হিন্দুস্থান ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ
(পায়োনিয়ার ক্লিয়ারিংভুক্ত)
(ক্লিয়ারিং-এর ব্যবস্থা নিউ ষ্ট্যাণ্ডার্ড ব্যাঙ্ক লিমিটেড-এর মারফতে আছে)।
হেড অফিস—৫ ও ৬ হেয়ার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
Gram—Silpasakha, Cal. Phone —Cal. 3338

এমানুয়েল সেলার সম্প্রতি এক বক্তৃতায় বলিয়াছেন, "মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বেশী পরিমাণে পাট, ম্যাঙ্গানীজ ও অন্যান্য শ্রেণীর মালপত্র বিক্রয় করিয়া ভারতের যথেষ্ট উদ্বৃত্ত ডলার পাওনা দাঁড়াইতেছে। সেই উদ্বৃত্ত নিয়োগ করিয়া ভারতবর্ষ এই দেশ হইতে অতিরিক্ত দ্রব্যসামগ্রী ক্রয় করিতে ইচ্ছুক আছে। কিন্তু বৃটেন ভারতের পাওনা ডলার নিজেদের করায়ত্ত করিয়া লওয়ায় ভারতবর্ষ সে সুযোগ বর্ত্তমানে কিছুই পাইতেছে না। দ্রব্যসামগ্রীর কম যোগানের ভিতর উদ্বৃত্ত ডলার সহায়ে জিনিষ-পত্র ক্রয়ের এই অসুবিধা ভারতে লোকের দুঃখকষ্ট বাড়াইয়া চলিয়াছে। কেবল ভারতের লোকদের দুঃখকষ্টই নহে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের এই ব্যবস্থার ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেরও ক্ষতির কারণ দেখা দিয়াছে। গত ১৯৪০ সাল হইতে এপর্য্যন্ত ভারতের ৫০ লক্ষ ডলারের মত উদ্বৃত্ত পাওনা বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট ষ্টার্লিং-য়ের বদলে নিজেদের করায়ত্ত করিয়াছেন। সমস্ত ডলার পাওনা এই ভাবে বৃটেনের করায়ত্ত না হইলে ভারতবর্ষ তাহা দ্বারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে নানা জিনিষপত্র ক্রয় করিত। উহাতে এদেশের ব্যবসাগত লাভের সুযোগ বাড়িত। মার্কিন শিল্প-কারখানার লোকেরাও তাহাতে উপকৃত হইত। ভারতের উদ্বৃত্ত ডলার বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট নিজেদের হাতে তুলিয়া লওয়ায় ভারতে মার্কিন রপ্তানী বাণিজ্য প্রসারের স্বাভাবিক সুযোগ বন্ধ হইয়া উপরোক্ত সকল দিক দিয়াই একটা বিরূপ প্রতি-ক্রিয়ার সঞ্চার হইয়াছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্যগত স্বার্থ দেখিতে হইলে ভারতের উদ্বৃত্ত ডলার ঐ দেশের প্রয়োজনে ব্যবহৃত হইতে দেওয়া সঙ্গত। সে বিষয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ হইতে বৃটিশ সরকারের নিকট অচিরে দাবী পেশ করা প্রয়োজন।" মিঃ এমানুয়েল সেলার কেবল এই সমস্ত উক্তি করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। তিনি উপরোক্ত বিষয়ে সরকারী দৃষ্টি আক-র্ষণ করিবার জন্য মার্কিন গবর্ণমেণ্টের এসিষ্ট্যাণ্ট সেক্রেটারী অব ষ্টেটের নিকটও একটি পত্র লিখিয়াছেন।

উদ্বৃত্ত ডলার আহরণ ও সংরক্ষণ সম্পর্কে বৃটিশ সরকার যুদ্ধের সুরু হইতে যে স্বার্থপর নীতি অনু-সরণ করিতেছেন এতদিন পরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের লোকদের নিকটও তাহার স্বরূপ ধরা পড়িয়াছে ইহা সুখের বিষয়। ভারতের সমূহ ক্ষতির কারণ হইতেছে দেখিয়া এদেশবাসীরা উহার বিরুদ্ধে যে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিয়াছিল বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট তাহাতে কর্ণপাত করেন নাই। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্যগত সুযোগ খর্ব্ব হইতেছে বলিয়া ঐ দেশের লোকেরা আজ উপরোক্ত নীতির বিরুদ্ধে যে অভি-যোগ তুলিয়াছে বৃটিশ সরকার তাহার উত্তরে কি কৈফিয়ৎ দেন তাহা দেখিবার বিষয়।

ভেজাল দ্রব্য ও সরকার

খাদ্যদ্রব্যে ও ঔষধে ভেজাল দেওয়া ভারতবর্ষে মামুলী ব্যাপার। যুদ্ধের আগে এক শ্রেণীর ব্যব-সায়ী বাজারে ভেজাল জিনিষ চালাইয়া বেশী লাভের সুযোগ দেখিত। বর্ত্তমানে অর্থাৎ যুদ্ধের সময় সেই রীতি আরও ব্যাপকভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। বিভিন্ন প্রকারের খাদ্যদ্রব্যে যথা তৈল, ঘি, মাখন ইত্যাদিতে এবং বিভিন্ন ঔষধেও ভেজাল মিশাইয়া বিজ্ঞা-পনের জোরে ভারতের অসাধু ব্যবসায়ীমহল জন-সাধারণের স্বার্থ ও স্বাস্থ্য হানি করিয়া নিজেদের হীন স্বার্থ পোষণ করিতেছে। খাদ্যদ্রব্যে ভেজালের পরিমাণ যে আজকাল কত তাহা ভুক্তভোগী মাত্রেই উপলব্ধি করেন। তার উপর আছে ঔষধ! "অব্যর্থ", "দৈবপ্রাপ্ত" হইতে আরম্ভ করিয়া 'মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়' পর্য্যন্ত বিজ্ঞাপনের জোরে কাটিয়া যাইতেছে। যে-সব অসাধু ব্যবসায়ী মিথ্যা বিজ্ঞাপনের সাহায্যে তাহাদের অপদার্থ বেসাতী নির্ব্বিবাদে চালাইয়া যাইতেছে, তাহাদের কঠোর দণ্ড পাওয়া উচিত—এ সম্পর্কে কাহারও সন্দেহ থাকা উচিত নয়। কিন্তু আমাদের সদাশয় সর-কারের এ সব জনস্বার্থের পরিপন্থী কার্য্যাবলীর প্রতি যথাযোগ্য দৃষ্টি দিবার সময় নাই বলিয়াই মনে হয়—তাহা না হইলে তাহাদের চোখের উপর এ সব অন্যায় আচার কিভাবে অনুষ্ঠিত হইতে পারে? জনসাধারণের ব্যবহার্য্য দ্রব্যে ভেজাল মিশান দণ্ডনীয় অপরাধ এবং ভেজালদাতাদিগকে আইনতঃ সোপর্দ্দ করার ব্যবস্থাও আছে সন্দেহ নাই—কিন্তু অভাব আন্তরিকতার। আন্তরিকতার অভাবে সেসব আইন প্রহসনে পরিণত হইয়াছে। এ বিষয়ে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে সরকার কতদূর কর্ম্মকুশল সে বিষয়ে আমাদের জানা দরকার। আমেরিকায় আজ প্রত্যেক সহরে খাদ্যদ্রব্য সম্পর্কে বিধিনিষেধ জারী আছে এবং প্রত্যেক সহরে সজাগ কর্ত্তৃপক্ষও বিরাজমান, যাঁহাদের লক্ষ্য এই সব বিধিনিষেধ যাহাতে পালিত হয় তাহার দিকে। আমেরিকার কংগ্রেস ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে প্রথম খাদ্য ও ঔষধ সম্বন্ধীয় আইন জারী করেন এবং তারপর সেই আইন ক্রমে ক্রমে অনেকবার পরিবর্দ্ধিত ও সংশোধিত হইয়াছে। সমগ্র আমেরিকায় কৃষি বিভাগের অধীনস্থ একটি খাদ্য ও ঔষধ সম্বন্ধীয় উপবিভাগ আছে যাহা জনসাধারণের বাস্তবিক স্বার্থ ও স্বাস্থ্যরক্ষক। এই বিভাগের শ্যেনদৃষ্টি এড়া-ইয়া কাহারও সাধ্য নাই বাজারে ভেজালের ব্যবসা করে। এই বিভাগ পরিচালিত পরীক্ষাগারে বাজারে নতুন ঔষধ বা কৌটায়-ভরা খাদ্য বাহির হইলেই তাহাদের নমুনা পরীক্ষা করা হয় এবং দেখা হয় শিশি অথবা কৌটার বাহিরে যাহা লেখা আছে ভিতরের দ্রব্যের সঙ্গে তাহা মিলে কি না—যদি কোন ভেজাল ধরা পড়ে তবে তৎক্ষণাৎ প্রস্তুতকারীকে কঠোর দণ্ড ভোগ করিতে হয়। আমেরিকায় মিথ্যা অথবা অতিরঞ্জিত বিজ্ঞাপনকেও বে-আইনী বলিয়া গণ্য করা হইয়া থাকে এবং জনসাধারণের হিতার্থে বিজ্ঞাপনসমূহ যাহাতে বিজ্ঞাপিত দ্রব্যের সত্যনির্দ্ধারক হয় তাহার প্রতি যথাযোগ্য দৃষ্টি দেওয়া হইয়া থাকে।

মোট কথা নানাভাবে মার্কিন সরকার আমে-রিকার জনসাধারণের স্বার্থ ও স্বাস্থ্য রক্ষা করিয়া আসিতেছেন। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য এদেশে ভেজালদাতাদিগকে উপযুক্ত শাস্তি দিতে সর-কারের আগ্রহের অভাব। ভেজাল দ্রব্য ব্যব-হারের ফলে শুধু ব্যবহারকারীর অর্থ ও স্বাস্থ্যই বিপন্ন হয় এমন নহে পরন্তু ভেজাল খাদ্য ও ঔষধ ব্যবহারের ফলে যাহারা দেশের ভবিষ্যৎ—শিশুরা নির্ব্বীর্য্য ও স্বাস্থ্যহীন হইয়া পড়ায় দেশের শুধু বর্ত্তমানই নয় ভবিষ্যৎও অন্ধকার হইয়া যায়। আশা করি এ বিষয়ে জনসাধারণ অগ্রণী হইয়া আন্দোলন করিয়া কর্ত্তৃপক্ষকে তাঁহাদের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে সজাগ করিবেন।

শ্রমিকদের যুদ্ধকালীন ভাতা বন্ধের ব্যবস্থা

আমেদাবাদের কাপড়ের কলের মালিকেরা গত ১৯৪০ সাল হইতে তথাকার শ্রমিকদিগকে একটা মাগগি ভাতা দিয়া আসিয়াছেন। আমেদাবাদ কল মালিক সমিতি (ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল কোর্টের অনুমোদন ক্রমে) আগামী আগষ্ট মাস হইতে শ্রমিকদের ঐ ভাতা বন্ধ করিয়া দেওয়ার সঙ্কল্প করিয়াছেন। ইউরোপে যুদ্ধের অব-সান ঘটায় তাহার নজীর দেখাইয়াই ভাতা বন্ধের এই সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হইয়াছে। কিন্তু সেই অজুহাতে এদেশে শ্রমিকদের যুদ্ধকালীন ভাতা বন্ধ করিবার কোন যৌক্তিকতা বাস্তবিকই আছে কি না সে বিষয়ে আমাদের যথেষ্ট সন্দেহ রহিয়াছে। প্রথমতঃ বলা যায় ইউরোপে যুদ্ধ শেষ হইলেও প্রাচ্য ভূখণ্ডে আজও যুদ্ধের ঘনঘটা দূর হয় নাই। জাপান মরিয়া হইয়া মিত্রপক্ষের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাইয়াছে। এই যুদ্ধ আরও দেড় বৎসর কি দুই বৎসর চলিতে পারে বলিয়া আমেরিকা ও ইংলণ্ডের কোন কোন সামরিক বিশেষজ্ঞ অনুমান করিতেছেন। জাপানী যুদ্ধের সহিত ভারতের নিকট সংযোগ রহিয়াছে। সে হিসাবে ইউরোপে যুদ্ধ শেষ হওয়ার সঙ্গে এদেশে যুদ্ধকালীন অবস্থার অবসান ঘটিল বলিয়া ধরা যায় না। দ্বিতীয়তঃ বলা যায় যুদ্ধের বাজারে জিনিষপত্রের দুর্ম্মূল্যতার ভিতর শ্রমিক-দিগকে তাহাদের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহে সাহায্য করাই যদি যুদ্ধকালীন ভাতার উদ্দেশ্য হইয়া থাকে তবে অদূর ভবিষ্যতেও সেই ভাতা বজায় রাখিবার বিশেষ প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে। ইউরোপের সমর শেষ হইলেও ভারতে অত্যাবশ্যকীয় জিনিষ-পত্রের দর আজও কিছু হ্রাস পাইতেছে না। বরং কাপড় ও অন্য কয়েকটি জিনিষের দুর্ম্মূল্যতা ও দুষ্প্রাপ্যতা পূর্ব্বের তুলনায় আরও বাড়িয়া গিয়াছে। কাজেই শ্রমিকদের জীবনযাত্রা-ব্যয় কোন দিক দিয়াই কমিবার নমুনা আমরা দেখিতেছি না। ১৯২৬-২৭ সালের তুলনায় ১৯৩৯ সালে আমেদা-বাদে শ্রমিকদের জীবনযাত্রা-ব্যয়ের সংখ্যাসূচী কমিয়া শতকরা ৭৩ ভাগ হইয়াছিল। যুদ্ধের সময় জীবনযাত্রা-ব্যয়ের সেই সংখ্যাসূচী বাড়িয়া গত ফেব্রুয়ারী মাসে তাহা শতকরা ১৯৫ ভাগ দাঁড়াইয়া-ছিল। ফেব্রুয়ারী মাসের পর ঐ সংখ্যাসূচী কিছু-মাত্র কমিয়াছে বলিয়া মনে হয় না। অথচ আমেদাবাদ মিলমালিক সমিতি সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া আগামী আগষ্ট মাস হইতে মাগগি ভাতা হ্রাসের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। মাগগি ভাতা ছাড়া বর্ত্তমানে শ্রমিকদের পক্ষে জীবনযাত্রা-ব্যয় নির্ব্বাহ করা কঠিন। আগষ্ট মাসের পরে জিনিষ-পত্রের মূল্য কমিবার কোন লক্ষণ যেখানে দেখা যাইতেছে না সেখানে ঐসময় হইতে মাগগি ভাতা বন্ধ করিয়া দিলে তাহাদের পক্ষে কি ভাবে দিন গুজরান সম্ভবপর হইবে তাহা আমরা বুঝি না। শ্রমিকদিগকে সাহায্য করা যদি কলমালিকেরা তাঁহাদের কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করেন তবে যে দুর্দ্দিনের কথা স্মরণ করিয়া ১৯৪০ সাল হইতে এ পর্য্যন্ত তাহাদিগকে মাগগি ভাতা দেওয়া হইয়াছে সেই দুর্দ্দিনের কথা স্মরণ করিয়া জাপানী যুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত ভবিষ্যতেও তাহাদিগকে ঐ ভাতা দেওয়া উচিত। যুদ্ধের সময়ে বস্ত্রের কাটতি ও মূল্যবৃদ্ধি পাওয়ার জন্য মিলসমূহের আয় যথেষ্ট বাড়িয়া গিয়াছে। সেই আয় হইতে শ্রমিকদের যুদ্ধকালীন ভাতা যোগাইয়াও মিলমালিকদের যথেষ্ট মুনাফা থাকিতেছে। বস্ত্রের চাহিদা ও দুর্ম্মূল্যতা অদূর ভবিষ্যতে হ্রাস পাওয়ার সম্ভাবনা নাই। সে কারণে আমেদাবাদ মিলমালিকদের মুনাফাও শীঘ্র কমিবার কথা নহে। তথাপি যেভাবে তাঁহারা মাগগি ভাতা বন্ধের জন্য তৎপর হইয়াছেন তাহাতে শ্রমিক কল্যাণ সম্পর্কে উহাদের সাধারণ কর্ত্তব্যজ্ঞানের অভাব দেখিয়া আমরা বিস্মিত হইয়াছি।

দি চাঁদপুর
মডেল ব্যাঙ্ক
লিমিটেড
স্থাপিত—১৯২৬
৫৭নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা
রেজিঃ অফিস—চাঁদপুর (ত্রিপুরা)
শাখাসমূহ—
পুরানবাজার, দামোদিয়া, পালং, ঢাকা,
ফিরোজপুর, কামারখালি, এণ্টালি
মার্কেট, দক্ষিণ কলিকাতা,
বোয়ালমারি।
ম্যানেজিং ডিরেক্টর—এস, আর, দাশ।

নানা কথা

বিগত দুর্ভিক্ষের ফলে বাঙ্গলা দেশের আর্থিক ক্ষেত্রে কি প্রকার বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে তাহার পূর্ণ বিবরণ এখনও জনসমক্ষে উদ্ঘাটিত হয় নাই। দুর্ভিক্ষ তদন্ত কমিশনের রিপোর্টে উহার কিছু কিছু বিবরণমাত্র প্রকাশিত হইয়াছে। ফ্লাউড কমিশনের মতে বাঙ্গলা দেশের শতকরা ৪৬টী কৃষক পরিবারের হাতে যে আবাদী জমি রহিয়াছে তাহার পরিমাণ দুই একরের কম। অথচ অন্ততঃ ২॥ একর জমি হাতে না থাকিলে কোন কৃষক পরিবারের পক্ষেই কোনওক্রমে দু'বেলার অন্ন সংস্থান করা সম্ভবপর নহে। গত দুর্ভিক্ষের সময়ে এই শ্রেণীর কৃষকদের মধ্যে অনেকেই উহাদের হস্তস্থিত জমি বিক্রয় করিয়া ফেলিয়াছে। সরকারী হিসাব অনুসারে দুর্ভিক্ষের সময়ে বাঙ্গলার কৃষকগণ ১০ কোটী টাকা মূল্যের জমি বিক্রয় করিয়া দিতে বাধ্য হইয়াছে। প্রকাশ যে, দুর্ভিক্ষের সময়ে শতকরা ৫ জন কৃষক উহাদের হস্তস্থিত সমস্ত জমি এবং শতকরা ১১ জন কৃষক উহাদের হস্তস্থিত জমির একটা উল্লেখযোগ্য অংশ বিক্রয় করিতে বাধ্য হইয়াছে। দুর্ভিক্ষের ফলে কৃষক ছাড়া অন্যান্য শ্রেণীর ব্যক্তিদেরও কম দুরবস্থা ঘটে নাই। দুর্ভিক্ষের সময়ে জেলেগণ উহাদের নৌকা ও জাল বিক্রয় করিয়া দিতে বাধ্য হইয়াছিল এবং এখন পর্য্যন্ত উহারা তাহা সংগ্রহ করিতে সমর্থ হয় নাই। বাঙ্গলায় তাঁতীর সংখ্যা ১২ লক্ষ। সুতার অভাবে উহারাও বেকার হইয়াছে। কাঁচামালের অভাবে কর্ম্মকার, কুম্ভকার ও চর্ম্মকারদেরও দুরবস্থা চরমে উঠিয়াছে। প্রকাশ যে, দুর্ভিক্ষে বাঙ্গলায় অন্ততঃপক্ষে ১২ লক্ষ লোক একেবারে নিঃস্ব হইয়াছে এবং ১৪ লক্ষ দরিদ্র কৃষক, সমসংখ্যক জেলে, তাঁতী, কর্ম্মকার ইত্যাদি কারিগর শ্রেণীর লোক, ২৭ লক্ষ কৃষক-শ্রমিক এবং ২৫ হাজার স্কুল মাষ্টার নিঃস্বের অবস্থায় আসিয়া পৌছিয়াছে। উহাই শেষ নহে। বাঙ্গলায় বর্ত্তমানে চাষাবাদের খরচা বাড়িয়া গিয়াছে এবং দেশে গো মহিষের সংখ্যা অনেক হ্রাস পাইয়াছে। দুর্ভিক্ষের পূর্ব্বে বাঙ্গলায় চাষ-কার্য্যের উপযোগী যত মহিষ ছিল তাহার অর্দ্ধেক সংখ্যক মহিষ শতকরা ২০ জন সঙ্গতিপন্ন কৃষকের হাতে ছিল এবং বাকী শতকরা ৮০ জন কৃষকের হাতে শতকরা ৫০টী মহিষ ছিল। দুর্ভিক্ষের ফলে উক্ত শতকরা ৮০ জন কৃষকের হাত হইতে শতকরা ৫০টী মহিষের বহুলাংশ সঙ্গতিপন্ন কৃষকদের হাতে হস্তান্তরিত হইয়াছে। পিপলস রিলিফ কমিটি সরজমিনে তদন্ত করিয়া যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন তাহাতে জানা যায় যে, দুর্ভিক্ষের ফলে বাঙ্গলার ১৫টী মহকুমায় শতকরা ৭টি পরিবার একেবারে ছত্রভঙ্গ হইয়া গিয়াছে। বাঙ্গলা সরকারের মতে বাঙ্গলায় ৪৪ হাজার গ্রামের শতকরা ১০টী পরিবারের এইরূপ অবস্থা ঘটিয়াছে। উহাই বাঙ্গলার অর্থনীতিক ক্ষেত্রে দুর্ভিক্ষের প্রভাবের আনুপূর্ব্বিক বিবরণ। তবে দুর্ভিক্ষের ফলে বাঙ্গলার জনসাধারণের স্বাস্থ্যের অবনতি, উহাদের মধ্যে জন্মের হার হ্রাস ইত্যাদির জন্য কিরূপ আর্থিক ক্ষতি হইয়াছে উপরোক্ত বর্ণনার মধ্যে তাহার কিছু উল্লেখ নাই। ক্রমে উহা জনসাধারণের চক্ষের সমক্ষে উদ্ঘাটিত হইবে আশা করা যায়।

* * *

দারিদ্র্য হেতু ভারতের জনসাধারণের মধ্যে অধিকাংশ ব্যক্তি যে উপযুক্তরূপ পুষ্টিকর খাদ্য পাইতে পারে না তাহা সর্ব্বজনবিদিত। ভারতবর্ষে যাঁহারা ভেষজ সম্বন্ধে গবেষণায় লিপ্ত রহিয়াছেন গত ১৯২৪ সালে তাঁহাদের একটী সম্মেলন হয়। এই সম্মেলনে উহারা সিদ্ধান্ত করেন যে, উপযুক্তরূপ খাদ্যাভাবহেতু ভারতবর্ষে গড়পড়তায় প্রত্যেক ব্যক্তির কর্ম্মক্ষমতা শতকরা ২০ ভাগ হ্রাস পাইয়াছে। উহার ফলে দেশের যে কত সহস্র কোটী টাকা ক্ষতি হইতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই। দেশের এই ক্ষতি নিবারণের জন্য বর্ত্তমানে গবর্ণমেণ্ট একটু অবহিত হইয়াছেন। এই বিষয়ে পরামর্শদানের জন্য গবর্ণমেণ্ট সম্প্রতি যে উপদেষ্টা কমিটী (Nutrition Advisory Committee) গঠন করিয়াছিলেন, তাঁহারা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, ভারতবর্ষে প্রত্যেক ব্যক্তির কর্ম্মক্ষমতা অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য এবং উহাদিগকে রোগের আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার জন্য উহাদিগের প্রত্যহ অন্ততঃ ১৪ আউন্স চাল গম ইত্যাদি খাদ্যশস্য, ৩ আউন্স ডাল, ১০ আউন্স শাকসব্জি, ৩ আউন্স ফল, ১০ আউন্স দুধ, ২ আউন্স গুড় বা চিনি, ২ আউন্স তৈল বা ঘৃত, ৩ আউন্স মাছ বা মাংস ও ১টী ডিম খাওয়া আবশ্যক। যাঁহারা নিরামিষাশী তাঁহাদের জন্য কমিটী মাছ মাংস ও ডিমের পরিবর্ত্তে অনুকল্প হিসাবে অনুরূপ খাদ্যের ব্যবস্থা করিয়াছেন। প্রকাশ যে, যুদ্ধোত্তরকালে ভারতের প্রত্যেক ব্যক্তি যাহাতে উপরোক্ত পরিমাণে খাদ্যদ্রব্য পাইতে পারে তাহার ব্যবস্থা করাই গবর্ণমেণ্টের উদ্দেশ্য। কিন্তু এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে হইলে দেশের ভিতরে ৪০ কোটী লোকের উপযুক্ত পরিমাণে খাদ্যদ্রব্য উৎপাদনের ব্যবস্থা করিতে হইবে, যে সব খাদ্যদ্রব্য দেশের ভিতরে উপযুক্ত পরিমাণে উৎপাদন করা সম্ভবপর হইবে না তাহা বিদেশ হইতে আমদানীর ব্যবস্থা করিতে হইবে এবং প্রত্যেক ব্যক্তি যাহাতে উপরোক্ত পরিমাণ খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহ করিতে পারে তদনুরূপভাবে তাহার অর্থসঙ্গতি বৃদ্ধি করিতে হইবে। বিদেশী শাসনের আমলে এই পরিকল্পনা সাফল্যমণ্ডিত হওয়া অসম্ভব। একমাত্র জাতীয় গবর্ণমেণ্টই এই ধরণের কর্ম্মপন্থা সফল করিয়া তুলিতে পারেন।

* * *

যুদ্ধোত্তরকালে এদেশে শিল্পের প্রসার সম্পর্কে গবর্ণমেণ্টের তরফ হইতে অনেক তোড়জোড় হইতেছে। এদেশে অনেকগুলি শিল্প গবর্ণমেণ্টের প্রদত্ত মূলধনে স্থাপিত হইবে এবং গবর্ণমেণ্টই ঐ সব শিল্পের পরিচালনা করিবেন বলিয়া স্থির হইয়াছে। কিন্তু দেশের অধিকাংশ শিল্পই বেসরকারী মূলধনে স্থাপিত হইবে এবং বেসরকারীভাবে পরিচালিত হইবে বলিয়া গবর্ণমেণ্ট নির্দ্দেশ দিয়াছেন। দুঃখের বিষয় এই শেষোক্ত শ্রেণীর শিল্পের জন্য মূলধন সংগ্রহের কি ব্যবস্থা হইবে তৎসম্বন্ধে এখন পর্য্যন্ত গবর্ণমেণ্ট কোন সুনির্দ্দিষ্ট পরিকল্পনা দেশবাসীর সমক্ষে উপস্থিত করেন নাই। এই বিষয়ে বৃটীশ গবর্ণমেণ্টের কার্য্যনীতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইংলণ্ড শিল্পের ব্যাপারে বিশেষ উন্নত। শিল্পের জন্য মূলধনেরও উক্ত দেশে কোন অভাব নাই। উহা সত্ত্বেও যুদ্ধোত্তরকালে ইংলণ্ডের কোন শিল্প যাহাতে মূলধনের অভাবে বিব্রত না হয় তজ্জন্য বৃটীশ গবর্ণমেণ্টের নির্দ্দেশে উক্ত দেশে ফাইনান্স কর্পোরেশন লিঃ এবং ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল এণ্ড কমার্শিয়াল ফাইনান্স কর্পোরেশন লিঃ নামে দুইটী কোম্পানী গঠিত হইয়াছে। উহার মধ্যে প্রথম কোম্পানীটি বৃহদাকার শিল্পের এবং দ্বিতীয় কোম্পানীটি মাঝারি ও ছোট আকারের শিল্পের মূলধন সরবরাহে সাহায্য করিবে। প্রথম কোম্পানীটির অনুমোদিত মূলধন আড়াই কোটী পাউণ্ড (৩৩ কোটী টাকার উপর)। এই মূলধনের মাত্র শতকরা ২ ভাগ শেয়ার বিক্রয় করিয়া সংগ্রহ করা হইবে এবং এই শেয়ারের শতকরা ৪০ ভাগ ইংলণ্ডের বীমা কোম্পানীসমূহ, শতকরা ৩০ ভাগ উক্ত দেশের ট্রাষ্ট কোম্পানীসমূহ এবং শতকরা ৩০ ভাগ উক্ত দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক—ব্যাঙ্ক অব ইংলণ্ড ক্রয় করিবেন। কিন্তু উক্ত প্রতিষ্ঠান উহার অনুমোদিত মূলধনের ৪ গুণ পরিমাণ টাকা ঋণ করিয়া সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইবে এবং দেশের ক্লিয়ারিং ব্যাঙ্কসমূহ ও স্কটল্যাণ্ডস্থিত ব্যাঙ্কসমূহ এই ঋণ সরবরাহ করিবে। একটী শিল্প উপদেষ্টা কমিটী এই প্রতিষ্ঠানে মজুদ অর্থ শিল্পের প্রসারে বিনিয়োগ করিবার ব্যাপারে উপদেশ দিবে এবং এই কমিটীতে মূলধন সরবরাহকারী ও শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকদের প্রতিনিধি রাখা হইবে। দেশে শিল্পের প্রসার সম্বন্ধে যাঁহাদের বিস্তৃত অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান রহিয়াছে তাঁহারা এই প্রতিষ্ঠানের পরিচালক বোর্ডে স্থান গ্রহণ করিবেন। দ্বিতীয় প্রতিষ্ঠানটির মূলধন হইবে দেড় কোটী পাউণ্ড এবং উক্ত প্রতিষ্ঠান উপরোক্ত শেয়ার বিক্রয়লব্ধ মূলধনের দ্বিগুণ পরিমাণ অর্থ ঋণ গ্রহণ করিতে সমর্থ হইবেন। দেশের ক্লিয়ারিং ব্যাঙ্কসমূহ, স্কটল্যাণ্ডস্থিত ব্যাঙ্কসমূহ এবং ব্যাঙ্ক অব ইংলণ্ড এই প্রতিষ্ঠানেরও শেয়ার বিক্রয় ও ঋণ সংগ্রহের ব্যাপারে সমবেতভাবে সাহায্য করিবেন। এই প্রতিষ্ঠান শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলিকে দীর্ঘদিনের মেয়াদে ৫ হাজার পাউণ্ড হইতে ২ লক্ষ পাউণ্ড পর্য্যন্ত ঋণদান করিবে। ইংলণ্ডে উপরোক্ত যে ২টী প্রতিষ্ঠান গঠিত হইয়াছে তাহা শেয়ার বিক্রয় করিয়া এবং ঋণ গ্রহণ করিয়া মোটমাট যে পরিমাণ মূলধন সংগ্রহ করিবে তাহার পরিমাণ ৬৩ কোটি টাকার কিছু বেশী। এদেশে গবর্ণমেণ্ট যদি উদ্যোগী হন তাহা হইলে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক, দেশের বীমা কোম্পানীসমূহ এবং কমার্শিয়াল ব্যাঙ্কসমূহের নিকট হইতে অনায়াসে এই পরিমাণ অর্থ সংগৃহীত হইতে পারে এবং এই অর্থ যদি উপযুক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহে নিয়োজিত হয় তাহা হইলে উহা দেশের শিল্পের প্রসারের

(২১৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

বাংলার প্রাচীনতম জাতীয় প্রতিষ্ঠান

স্থাপিত **মহালক্ষ্মী ব্যাঙ্ক লিঃ** ১৯১০ ইং

হেড অফিস : ১৫, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ফোন কলিঃ ৪৭১৯

সিডিউল্ড ব্যাঙ্ক

ইহার পশ্চাতে রহিয়াছে ৩৩ বৎসরের জনসেবা; অভিজ্ঞ ও লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যবসায়িবর্গের সুপরিচালনায় গড়িয়া উঠিয়াছে ইহার প্রচুর সম্পদ, তাই ইহা আজ সুদৃঢ় আর্থিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত একান্ত নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।

শাখা অফিস :—পাটনা, বেনারস, মাদ্রাজ, বড়বাজার (কলিঃ), ভবানীপুর (কলিঃ), বেলিয়াঘাটা (কলিঃ), ঢাকা, টাঙ্গাইল, চট্টগ্রাম, মাণিকগঞ্জ, বরিশাল, পাবনা, নাটোর, নবদ্বীপ, কৃষ্ণনগর, তমলুক, শিলচর, শান্তিপুর, মহিষাদল, বঢ়, লক্ষ্ণৌ, টি' নগর (মাদ্রাজ), মেদিনীপুর, ভেজপুর, মালদহ, রাজসাহী, ঝাড়গ্রাম, রাঁচি।

আমানতের হার ও সর্ত্তাদি সুবিধাজনক।

ব্যবসায়ীদিগকে সর্ব্বপ্রকার সুবিধা দেওয়া হয়।

ম্যানেজিং ডাইরেক্টর : জি সি পাল, বি এল

ভারতে সমাজ কল্যাণ

কৃষি, শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্রমিক অগ্রগতি সত্ত্বেও ধনতান্ত্রিক দেশসমূহে সাধারণ লোকের দুঃখ-দুর্দ্দশা দূর হইতেছে না। ধন বণ্টনের মূলগত বৈষম্য হেতু জাতীয় আয় ও সম্পদ মুষ্টিমেয়ের হাতে গিয়া কেন্দ্রীভূত হইতেছে। অপর দিকে অগণিত জনসাধারণ মনুষ্যোচিত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য হইতে বঞ্চিত থাকিয়া যাইতেছে। সম্পদ সৃষ্টির অফুরন্ত সুযোগ ও সুখ-শান্তির অসংখ্য উপকরণ থাকা সত্ত্বেও বহু লোক দারিদ্র্য ও বেকার দশায় কষ্ট পাইতেছে। আয়ের স্বল্পতা, চাকুরীর অনিশ্চয়তা ও কর্ম্মহীনতার জ্বালা অধিকাংশের জীবন গ্লানিময় করিয়া তুলিয়াছে। অনেক অসহায় লোক রোগ, বার্দ্ধক্য ও অকর্ম্মণ্য দশায় বিনা চিকিৎসায় ও বিনা সাহায্যে মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে। এই অবস্থার আংশিক প্রতিকারের জন্য জগতের উন্নতিশীল দেশের গবর্ণমেণ্টসমূহ যুদ্ধের পূর্ব্বেই Social security. measures বা সমাজ কল্যাণমূলক বিধিব্যবস্থা অবলম্বনে ব্রতী হইয়াছিলেন। যুদ্ধোত্তর যুগে জনসাধারণের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের সুযোগ অধিকতর বৃদ্ধি করিবার জন্য এখন হইতে তাঁহারা ঐ সমস্ত ধরণের বিধি-ব্যবস্থা আরও প্রসারিত করিবার কথা বিবেচনা করিতেছেন। ইংলণ্ডে হেলথ ইন্সিওরেন্স, ওয়ার্কম্যানস্ কমপেনসেসন, ডিসএবিলিটি বেনিফিট, আন-এমপ্লোয়মেণ্ট ইন্সিওরেন্স, ওল্ড এজ্ পেন্সন্ ও আন-এমপ্লোয়মেণ্ট রিলিফ প্রভৃতির ব্যবস্থা থাকার জন্য ঐ দেশে কলকারখানার শ্রমিক ও আফিসের কেরাণীরা তাহাদের রোগ, বার্দ্ধক্য, বেকারত্ব ও অকর্ম্মণ্য দশায় কিছু কিছু ভাতা ও পেন্সন পাইয়া আসিতেছিল। সমাজ কল্যাণের বেভারিজ প্ল্যান গ্রহণ করিয়া বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট ইংলণ্ডের জনসাধারণের সুখ-সুবিধা ঐ তুলনায় ভবিষ্যতে অনেকটা বৃদ্ধি করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন। ঐ পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত হইলে ইংলণ্ডে সকল শ্রেণীর লোকের জন্যই একটা নিম্নতম আয়ের ব্যবস্থা হইবে। অভাব ও দুঃখ-দুর্দ্দশার কোন কারণ ঘটিলে তাহারা সরকারের নিকট হইতে সকল ক্ষেত্রেই উপযুক্ত সাহায্য ও সহায়তা পাইবে। বিদেশে সমাজ কল্যাণের এই ব্যাপক আয়োজন লক্ষ্য করিয়া ভারতের লোকেরাও এ সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করিতে আরম্ভ করিয়াছে। ভারতে দারিদ্র্য, বেকার দশা ও রোগের আধিক্য খুবই বেশী। পূর্ব্বে ভারতের গ্রামসমূহ অর্থনৈতিক দিক দিয়া স্বয়ংসম্পূর্ণ (Self-sufficient village economy) থাকায় ও দেশে যৌথ পরিবার প্রথা প্রচলিত থাকায় রোগ, বার্দ্ধক্য ও বেকার দশায় লোকের ভিতর পারস্পরিক সাহায্য ও সহযোগিতার একটা বন্ধন ছিল। কিন্তু নানা কারণে সে বন্ধনও আজ শিথিল হইয়া পড়িয়াছে। ফলে লোকের অসহায়তা ও দুঃখ-দুর্দ্দশা দিন দিন কেবলই বৃদ্ধি পাইতেছে। এই অবস্থায় ভারতে নানা দিক দিয়া সমাজ কল্যাণমূলক বিধিব্যবস্থা অবলম্বনের প্রয়োজনীয়তা যেরূপ বেশী সেরূপ আর কোথাও নাই বলা চলে। কিন্তু প্রয়োজনীয়তা থাকিলেও এই কৃষিপ্রধান দেশে ব্যাপকভাবে সমাজ কল্যাণমূলক বিধিব্যবস্থা অবলম্বন করা কতদূর সম্ভবপর সে বিষয়ে প্রশ্ন দাঁড়াইয়াছে। ভারতের বৃটিশ আমলাতান্ত্রিক গবর্ণমেণ্ট সেই প্রশ্ন তুলিয়া উপরোক্ত বিষয়ে তাঁহাদের দায়িত্ব যথাসম্ভব এড়াইয়া যাওয়ার চেষ্টা করিতেছেন। এই অবস্থায় সুবিজ্ঞ অধ্যাপক বি পি আদারকর সম্প্রতি একটি পুস্তিকা (Planning of Social Security in India. By Prof B. P. Adarkar. Published by Kitabisthan, Allahabad.) প্রকাশ করিয়া ভারতে সমাজ কল্যাণমূলক বিধিব্যবস্থা অবলম্বনের সুযোগ-সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছেন দেখিয়া আমরা সুখী হইলাম। ভারতের বর্ত্তমান অবস্থায় সমাজ কল্যাণের বিধান কি ভাবে কতদূর পরিমাণে কার্য্যকরী করা যাইতে পারে অধ্যাপক আদারকরের মন্তব্য ও নির্দ্দেশ হইতে বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা তাহা বিশ্লেষণ করিব।

ভারতের মত অনুন্নত ও দরিদ্র দেশে সমাজ কল্যাণের ব্যাপক বিধিব্যবস্থা সম্ভবপর কিনা অধ্যাপক আদারকর তাঁহার পুস্তিকায় প্রথমে ঐ বিষয় নিয়া আলোচনা করিয়াছেন। তিনি স্যার উইলিয়াম বেভারিজের উক্তি উদ্ধৃত করিয়া বলেন যে, যে দেশের লোক যত দরিদ্র ও অধঃপতিত সমাজ কল্যাণমূলক ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা সে দেশে তত বেশী। বহু লোক বেকার ও রোগগ্রস্ত থাকিলে তাহাতে দেশের কর্ম্মশক্তি কমিয়া আসে। অধিকাংশ লোককে কাজে লাগাইবার ব্যবস্থা করিতে পারিলে, সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করিয়া জনস্বাস্থ্যের উন্নতি করিতে পারিলে তাহাতে দেশের উৎপাদন ক্ষমতা বাড়িবে। ফলে ঐ সঙ্গে সম্পদ ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধির উপায় হইবে। কাজেই ব্যাপকভাবে সমাজ কল্যাণমূলক বিধিব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া অন্যান্য দেশের মত রোগ, বেকারদশা ও অকর্ম্মণ্যতা হইতে এদেশের লোককে যথাসম্ভব উদ্ধার করিবার চেষ্টা একান্ত প্রয়োজন। তবে জগতের উন্নতিশীল দেশসমূহের সহিত ভারতের অবস্থার একটা মূলগত পার্থক্য রহিয়াছে। অর্থনৈতিক দিক দিয়া অন্যান্য দেশ যেরূপ অগ্রসর ভারতবর্ষ সেরূপ অগ্রসর নহে। এদেশে কৃষি ও শিল্পের

টাকার নিরাপত্তা রক্ষা করিয়া
টাকা খাটাইতে হইলে

রবীন্দ্র নগর

গঠন কার্য্যে টাকা খাটান।

স্থায়ী আমানতের
—সুদের হার—

১ বৎসরের জন্য	....	৫%
২ বৎসরের জন্য	....	৫৷৷%
৩ বৎসরের জন্য	...	৬%
৪ ও ৫ বৎসরের জন্য	....	৬৷৷%

দি ইনভেষ্টারস্ লিঃ

৬, ক্রশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কে এই ছেলেটির মা ?

এমন সুন্দর সুস্থ সবল হাসি-খুশী এই ছেলেটী দেখলেই আনন্দ হয়। মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলে বলেই ত মনে হয়, কিন্তু আজকালকার এই দুঃসময়ে এবং সাংসারিক নানারকম বিড়ম্বনা ত আছেই, কে তিনি যিনি এমন সুন্দর করে মানুষ করে তুলেছেন একে? প্রশংসা করতে হয় ছেলেটির মাকে!
খোকাকে যে এমন করে মানুষ করে তুলতে পারছেন তার প্রধান কারণ খোকার মা ডাক্তারের একটা উপদেশ মনে রেখেছেন। ডাক্তার বলেছিলেন—দৃষ্টি রাখবেন খোকার যেন হজমে গোলমাল না হয়; যদি হঠাৎ কোনও কারণে হয়

ডা য়া পে প্ সি ন্

ব্যবহার করবেন।

ইউনিয়ন ড্রাগ, কলিকাতা।

পরিপূর্ণ সুযোগ থাকা সত্ত্বেও সে সুযোগ আজও যথাযথ কাজে লাগাইবার ব্যবস্থা হয় নাই। সে কারণে ভারতে দরিদ্র ও বেকারের সংখ্যা অন্যান্য দেশের তুলনায় খুবই বেশী। অর্থনৈতিক দিক দিয়া দেশের কার্য্যধারা সম্যক প্রসারিত করিতে না পারিলে এই দারিদ্র্য ও বেকার দশার সম্যক প্রতিকার সম্ভবপর নহে। কাজেই এদেশের গবর্ণমেণ্টকে সুপরিকল্পিত কার্য্যনীতি অবলম্বন করিয়া প্রথমে কৃষি ও শিল্পের সমুচিত উন্নতি সাধনে ব্রতী হইতে হইবে। ঐভাবে বর্ত্তমানের তুলনায় লোকের আয় বাড়াইতে হইবে। সেই ব্যবস্থা হইলে দেশে গরীব ও বেকারের সংখ্যা কমিয়া আসিবে আর রাষ্ট্রের দিক হইতে দেশে সামাজ কল্যাণমূলক কার্য্যধারা অবলম্বন করাও তখন সহজসাধ্য হইবে। কিন্তু কৃষি ও শিল্পের দিক দিয়া সমুচিত উন্নতি সাধিত না হওয়া পর্য্যন্ত সমাজ কল্যাণের সাধারণ বিধিব্যবস্থা সম্পর্কে নিশ্চেষ্ট থাকা গবর্ণমেণ্টের পক্ষে সঙ্গত হইবে না। কৃষিকার্য্যে নিয়োজিত লোকের সংখ্যা বিপুল ও তাহারা আলাদা আলাদাভাবে চাষাবাদের কাজ পরিচালনা করে বলিয়া উহাদের সম্পর্কে বেকার বীমা, বার্দ্ধক্য ভাতা ও রোগ বীমা প্রভৃতির প্রচলন যদিইবা বর্ত্তমানে কঠিন হয় তবে অন্ততঃ দেশের শিল্প কারখানার শ্রমিক ও ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্ম্মচারীদের সম্পর্কে ঐ ধরণের বিধিবিধান গবর্ণমেণ্টকে অচিরেই প্রবর্ত্তন করিতে হইবে। এদেশের বর্ত্তমান অবস্থায় ঐ দিক দিয়া কতদূর কি করা সম্ভবপর অধ্যাপক আদারকর অতঃপর তাহা নিয়া আলোচনা করেন।

শ্রমিক কল্যাণমূলক ব্যবস্থা হিসাবে জগতের উন্নতিশীল দেশসমূহে বর্ত্তমানে অনেক প্রকার আইন প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। কলকারখানার মালিকেরা যাহাতে ইচ্ছামত কম মাহিয়ানায় শ্রমিক নিয়োগ করিতে না পারে সেজন্য অনেক স্থলে সরকারীভাবে বিভিন্ন শিল্পের জন্য নিম্নতম মজুরীর হার নির্দ্ধারণ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। কলকারখানার মালিকেরা যাহাতে অযথা কোন শ্রমিককে কর্ম্মচ্যুত করিতে না পারে সেজন্য কোন কোন দেশে সরকারীভাবে সংরক্ষণমূলক ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছে। কারখানায় কাজ করিবার সময় কোন দুর্ঘটনায় পড়িয়া যদি কোন শ্রমিক আহত বা নিহত হয় সেজন্য তাহাকে বা তাহার পরিবার-পরিজনকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দেওয়ার নীতি আজ সর্ব্বত্রই স্বীকৃত হইয়াছে। ওয়ার্কম্যানস্ কমপেনসেসন্ এ্যাক্টের মারফতে কলকারখানার মালিকদিগকে সকল দেশেই সে ক্ষতিপূরণে বাধ্য করা হইতেছে। খনিতে ও কলকারখানায় শিশু ও নারী নিয়োগ সম্পর্কে অনেক দেশেই আজ নানা বিধিনিষেধ প্রযুক্ত হইয়াছে। নারী শ্রমিকদের সম্পর্কে প্রসূতি ভাতা বা মেটারনিটি বেনিফিট প্রদানের নিয়ম সর্ব্বত্রই কড়াকড়িভাবে কার্য্যকরী হইয়াছে। দুঃখের বিষয় এই সব শ্রমিক কল্যাণমূলক বিধিব্যবস্থার দিক দিয়া ভারতবর্ষ অন্যান্য দেশের তুলনায় আজও খুব পশ্চাদ্‌পদ রহিয়াছে। শ্রমিকদের বেতনের নিম্নতম হার বাঁধিয়া দেওয়া সম্পর্কে ও তাহাদের চাকুরীর স্থায়িত্ব সম্পর্কে এদেশের গবর্ণমেণ্ট আজও কোন বিধান বলবৎ করেন নাই। ওয়ার্কম্যানস কমপেনসেসন এ্যাক্ট ও মেটারনিটি বেনিফিট এ্যাক্ট ভারতে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে সত্য, কিন্তু নানা কারণে এদিক দিয়া শ্রমিকদের পক্ষে সুবিচার পাওয়ার পথ এখনও প্রশস্ত হয় নাই। কলকারখানার কোন শ্রমিক দুর্ঘটনায় পড়িলে তাহাকে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হইবে কি না ও ক্ষতিপূরণ পাওয়ার যোগ্য বলিয়া সাব্যস্ত হইলে কত টাকা কার্য্যতঃ দেওয়া হইবে অনেক ক্ষেত্রে কলকারখানার মালিকদের উপরই তাহা নির্ভর করে। ক্ষতিপূরণের জন্য মামলা মোকদ্দমার পথ খোলা আছে সন্দেহ নাই, কিন্তু শ্রমিকদের পক্ষে সে সুযোগ গ্রহণ করা অনেক ক্ষেত্রেই সম্ভবপর হয় না। একে শ্রমিকেরা আইন-কানুন সম্পর্কে অজ্ঞ তাহার উপর কলকারখানার ধনী মালিকদের বিরুদ্ধে বিচারালয়ে মামলা চালাইবার সুযোগ ও সঙ্গতি তাহাদের নাই। এই অবস্থায় ওয়ার্কম্যানস্ কমপেনসেসন এ্যাক্ট বলবৎ থাকা সত্ত্বেও আহত বা নিহত শ্রমিকদের পরিবার-পরিজনদের পক্ষে কলকারখানার মালিকদের নিকট হইতে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ আদায় করা অনেক সময়ই কঠিন হইয়া পড়ে। দুর্ঘটনা সম্পর্কে ক্ষতিপূরণ আদায়ের যে অসুবিধার কথা বলা হইল মেটারনিটি বেনিফিট এ্যাক্ট অনুযায়ী প্রসূতি ভাতা আদায় সম্পর্কেও অনেকটা তাহাই প্রযোজ্য। সন্তান হওয়ার সময়ে ছুটি ও ভাতা দিতে হইবে জানিয়া কলকারখানার মালিকেরা অনেক সময় গর্ভ লক্ষণ প্রকাশ পাওয়ার সঙ্গেই নারী শ্রমিকদিগকে কারখানার কাজ হইতে পদচ্যুত করিয়া বসেন। চাকুরী থাকিলেও প্রসূতিদের পক্ষে সব সময় ন্যায্য ভাতা আদায় করা সম্ভবপর হয় না। প্রাদেশিক মেটারনিটি এ্যাক্ট সমূহে যে পরিমাণ ভাতা দেওয়ার নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে তাহা প্রসূতিদের চিকিৎসা ও ভরণ-পোষণের পক্ষে যথোপযুক্তও নহে। এই সব অসুবিধার কথা স্মরণ করিয়া অধ্যাপক আদারকর গবর্ণমেণ্টকে ওয়ার্কম্যানস্ কমপেনসেসন এ্যাক্ট ও মেটারনিটি এ্যাক্টকে সমুচিতভাবে সংশোধন করিয়া লওয়ার পরামর্শ দিয়াছেন। অধিকন্তু দুর্ঘটনার ক্ষতিপূরণ ও প্রসূতি ভাতা প্রভৃতি প্রদানের দায়িত্ব কেবল কলকারখানার মালিকদের উপর ন্যস্ত না রাখিয়া গবর্ণমেণ্টকেও সে দায়িত্বের অংশ গ্রহণের নির্দ্দেশ দিয়াছেন। তাঁহার এই নির্দ্দেশ আমরা খুব সঙ্গত বলিয়াই মনে করি।

ভারতে প্রয়োজনীয় সমাজকল্যাণমূলক বিধিব্যবস্থা হিসাবে অধ্যাপক আদারকর অতঃপর রোগ বীমা, বেকার বীমা ও বার্দ্ধক্য বীমার কথা উল্লেখ করেন। কলকারখানার শ্রমিকেরা রুগ্ন হইয়া পড়িলে তাহারা যাহাতে সুচিকিৎসার সুযোগ পায় সেজন্য পাশ্চাত্য দেশসমূহে ব্যাপকভাবে রোগ বীমার প্রচলন হইয়াছে। শ্রমিকেরা বেকার হইলে ও কালক্রমে বার্দ্ধক্য দশায় উপনীত হইলে তাহাদিগকে যাহাতে অশেষ দুঃখ-দুর্দ্দশায় না পড়িতে হয় সেজন্য ঐ সব দেশে বেকার বীমা ও বার্দ্ধক্য বীমা চালু করা হইয়াছে। ঐ সব বীমা পরিকল্পনা অনুসারে ভবিষ্যৎ রোগ, বার্দ্ধক্য ও বেকার দশার সম্ভাবনা বিবেচনা করিয়া কলকারখানার শ্রমিকদের মাহিয়ানা হইতে একটা সামান্য অংশ নিয়মিতভাবে কাটিয়া রাখা হয়। শ্রমিকদের দেয় অংশের অনুরূপ অর্থ কলকারখানার মালিকদের নিকট হইতে ও গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে অতিরিক্ত চাঁদা হিসাবে গ্রহণ করিয়া পরে এই তিন শ্রেণীর আদায়ী অর্থ দ্বারা রোগ, বার্দ্ধক্য ও বেকার দশার জন্য এক একটি বীমা তহবিল গড়িয়া তোলা হয়। কোন শ্রমিক রোগগ্রস্ত হইলে, বৃদ্ধ হইলে অথবা বেকার হইলে ঐ সব তহবিল হইতে তাহাদিগকে নির্দ্দিষ্ট হারে সাহায্য প্রদান করা হয়। এই সব শ্রেণীর বীমা প্রচলিত হওয়ার জন্য পাশ্চাত্য দেশসমূহে শ্রমিকদের দুঃখদুর্দ্দশা আজ অনেক পরিমাণে দূর হইয়াছে। রোগ, বার্দ্ধক্য ও বেকার দশার আতঙ্ক হইতে রক্ষা পাইয়া ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আস্থা ও ভরসা নিয়া তাহারা জীবন পথে অগ্রসর হওয়ার সুযোগ পাইতেছে। ভারতে শ্রমিক সমাজের অবস্থার উন্নতির জন্য এদেশেও ঐ সব শ্রেণীর বীমা পরিকল্পনা কার্য্যকরী হওয়া দরকার। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট সে বিষয়ে আজও তেমন আগ্রহ দেখাইতেছেন না। শ্রমিকদের রোগ বীমা সম্পর্কে ছোটখাট একটি পরিকল্পনা প্রস্তুত হইয়াছে। কিন্তু উহাও যে কবে পর্য্যন্ত কার্য্যকরী হইবে তাহা আজ পর্য্যন্ত কিছুই বুঝা যাইতেছে না। রোগ বীমা সম্পর্কে অধ্যাপক আদারকর তাঁহার রিপোর্টে শ্রমিক ও কলকারখানার মালিকদের সমপর্য্যায়ে গবর্ণমেণ্টকেও ঐ নিমিত্ত একটা চাঁদা দিতে নির্দ্দেশ দিয়াছিলেন কিন্তু ভারত গবর্ণমেণ্ট সেরূপ চাঁদা প্রদান সম্পর্কে তাঁহাদের অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। অধ্যাপক আদারকরের মতে ভারতে রাষ্ট্রের সাহায্যে শ্রমিকদের রোগ, বার্দ্ধক্য ও বেকারদশা সম্পর্কে বীমা পরিকল্পনা কার্য্যকরী করার যথেষ্ট সুযোগ সুবিধা রহিয়াছে। যুদ্ধের সময়ে গবর্ণমেণ্ট যেখানে নানা আনপ্রডাকটিভ কাজে (যে কাজ হইতে আর্থিক প্রতিদান পাওয়ার আশা নাই) বিস্তর অর্থব্যয় করিতে সমর্থ হইয়াছেন সেখানে উপরোক্ত শ্রেণীর বীমা পরিকল্পনা বাবদ সরকারীভাবে কিছু চাঁদা প্রদান করা তাঁহাদের পক্ষে বাস্তবিকই কঠিন নহে। আমরা অধ্যাপক আদারকরের এই মত সমর্থন করি। নানা অবান্তর কাজ নিয়া ব্যস্ত থাকিয়া ঐদেশের গবর্ণমেণ্ট জনসাধারণের কল্যাণের কথা এখনও মোটেই চিন্তা করিতেছেন না, সেজন্য অর্থ ও চেষ্টাযত্ন নিয়োগে তাঁহাদের আগ্রহ নাই। এই আন্তরিকতার অভাবই এদেশের সমাজ কল্যাণের বড় প্রতিবন্ধক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই প্রতিবন্ধক দূর করিতে হইলে এদেশে সর্ব্বাগ্রে জাতীয় গবর্ণমেণ্ট স্থাপনের ব্যবস্থা প্রয়োজন।

দাশ ব্যাঙ্ক লিমিটেড্

৯-এ ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

চেয়ারম্যান—কর্ম্মবীর আলামোহন দাশ

আধুনিক সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

বাংলার বস্ত্র-শিল্পের অগ্রদূত

মোহিনী মিলস্ লিঃ

এই মিলের

বস্ত্রাদির জনপ্রিয়তার কারণ ব্যবহারেই বোধগম্য হইবে।

১নং মিল
কুষ্টিয়া (নদীয়া)

২নং মিল
বেলঘরিয়া (২৪ পরগণা)

ম্যানেজিং এজেণ্টস্ঃ—চক্রবর্ত্তী সন্স এণ্ড কোং

পোঃ কুষ্টিয়া বাজার (নদীয়া)

রাজনৈতিক প্রসঙ্গ

সিমলা সম্মেলন সম্পর্কে প্রথম দিকে যে সব সংবাদ ও বিবরণ প্রকাশিত হইতেছিল এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের বিশিষ্ট মুখপাত্রগণ বিবৃতি ও প্রশ্নোত্তরে যে সব আভাস-ইঙ্গিত দিয়া আসিতেছিল তাহাতে আলোচনা-বৈঠকের সাফল্য সম্পর্কে দেশ বিদেশে একটা ভরসার ভাব দেখা দিয়াছিল। হিন্দু ও মুসলমানদের সম-প্রতিনিধিত্বের প্রশ্নে মুসলিম লীগের অনমনীয় মনোভাব, বিশেষ করিয়া মিঃ জিন্নার একগুয়েমির সংবাদ প্রকাশ হওয়া সত্ত্বেও সকলে আশা পোষণ করিতেছিলেন, শেষ পর্য্যন্ত একটা মীমাংসার পথ আবিষ্কৃত হইবেই। ঘন ঘন জিন্না-পন্থ আলোচনার সংবাদ এরূপ আশার মূলে যথেষ্ট উৎসাহ সঞ্চার করিয়াছিল। কিন্তু হঠাৎ শুক্রবারের সংবাদপত্রে এক স্পষ্ট, অচল অবস্থার সংবাদে সর্ব্বত্র একটা হতাশার ভাব লক্ষিত হয়। সংবাদে প্রকাশ, শাসন পরিষদে লীগ বহির্ভূত মুসলমান সদস্য গ্রহণের প্রশ্নে মিঃ জিন্না ঘোর আপত্তি জানাইতেছেন। যতদূর সংবাদ পাওয়া গিয়াছে তাহাতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়, কংগ্রেস-নেতৃগণ আপোষ-মীমাংসার সর্ব্ববিধ উপায় অবলম্বন করিয়াও মুসলিম লীগের অসঙ্গত দাবীর জন্য ঐক্য স্থাপন করিতে পারেন নাই। মুসলিম লীগের একাংশ মিঃ জিন্না আপোষবিরোধী মনোভাবের বিরুদ্ধে দাঁড়াইবার সঙ্কল্প করিতেছেন বলিয়া পূর্ব্বাহ্নে যে এক ভরসার কথা প্রচারিত হইয়াছিল পরে নবাবজাদা লিয়াকৎ আলী খাঁয়ের উক্তিতে তাহা সত্য নহে বলিয়া প্রকাশ পাইয়াছে। সম্মেলনে অন্যান্য দলের প্রতিনিধিরা মিঃ জিন্নার অসঙ্গত দাবীর বিরোধী বলিয়া প্রকাশ। তাঁহারা মনে করেন, কংগ্রেস যখন একটি আসন কংগ্রেস বহির্ভূত অ-মুসলমানকে এবং সম্ভবতঃ আর একটি আসন কংগ্রেস-বহির্ভূত হিন্দুকে ছাড়িয়া দিতে সম্মত আছেন, তখন মুসলিম লীগই বা ঐরূপ মনোভাব কেন দেখাইবেন না?

* * *

এই কয়দিনের অজস্র রিপোর্ট বিচার-বিশ্লেষণ করিয়া দেখা যায়, সম্মেলনের সিদ্ধান্তের পথে মুসলিম লীগ দুইটি অন্তরায় সৃষ্টি করিয়াছেন। প্রথমতঃ মুসলিম লীগই ভারতের মুসলমান সমাজের একমাত্র মুখপাত্র, সুতরাং শাসন পরিষদের মুসলমান সদস্য মনোনয়নের অধিকার একমাত্র তাঁহাদেরই, এই অসঙ্গত দাবী। দ্বিতীয় অসঙ্গত দাবী এই যে, সমগ্র শাসন পরিষদের এবং অন্যান্য সংখ্যালঘিষ্ঠ দলের জন্য নির্দ্দিষ্ট সদস্যসংখ্যা এমনভাবে নির্দ্ধারিত করিতে হইবে যাহাতে লীগ দলভুক্ত সদস্যের সংখ্যানুপাত কম হইয়া না যায়। এই কারণেই লীগের পক্ষ হইতে নানারূপ প্রস্তাব করা হইতেছে—কখনও শাসন পরিষদের সদস্য সংখ্যা বাড়াইবার কথা বলা হইতেছে, কখনও কমাইয়া মাত্র দশ জন করার পরামর্শ দেওয়া হইতেছে। যাহা হউক শেষ পর্য্যন্ত আশা করা গিয়াছিল, দেশের ভবিষ্যৎ স্বার্থ ও বর্ত্তমান পরিস্থিতির কথা বিবেচনা করিয়া মুসলিম লীগ সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতার উর্দ্ধে উঠিতে পারিবেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় শুক্রবার ৩০শে জুনের সংবাদপত্রে সম্মেলনের অচল অবস্থা অর্থাৎ প্রতিনিধিত্বের প্রশ্নে কংগ্রেস ও লীগের মধ্যে ঐক্যমতের অভাবের সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। সোজা কথায় সদস্য মনোনয়নের সমস্যা সমাধানের ভার এখন তৃতীয় পক্ষ অর্থাৎ বড়লাটের হাতে চলিয়া গেল। সরকারীভাবে জানান হইয়াছে, প্রতিনিধিগণকে ঘরোয়া আলোচনার নিমিত্ত অধিকতর সময় দানের জন্য মেতৃসম্মেলনের অধিবেশন আপাততঃ স্থগিত রাখা হইল। সম্ভবতঃ ১৪ই জুলাই সিমলায় সম্মেলনের পুনরধিবেশন হইবে। রাষ্ট্রপতি আজাদ পণ্ডিত জওহরলালকে অবিলম্বে সিমলা আগমনের জন্য এক জরুরী তার প্রেরণ করিয়াছেন।

* * *

মৌলানা আজাদ আগামী ৩রা জুলাই সিমলায় কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির এক বৈঠক আহ্বান করিয়াছেন। মুসলিম লীগের ওয়ার্কিং কমিটিরও এক বৈঠক ৬ই জুলাই আহূত হইবে বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে।

কোনরূপ আপোষ মীমাংসা না হওয়ায় বড়লাট কংগ্রেস ও মুসলিম লীগকে শাসন পরিষদের জন্য স্ব স্ব মনোনীত ব্যক্তিদের নামের তালিকা দিতে বলিয়াছেন। ৬ই জুলাই ঐ তালিকা পেশ করার শেষ দিন।

* * *

অবশ্য এখনও সাফল্য সম্পর্কে নৈরাশ্য প্রকাশ করার সময় আসে নাই। জটিল অবস্থার কথা সম্পূর্ণ স্বীকার করিয়াও মীমাংসা যে একেবারে অসম্ভব নয়, এমন কথা মনে করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। মার্কিণ সাংবাদিকের নিকট বিবৃতি দান প্রসঙ্গে মহাত্মা গান্ধী বলিয়াছেন, সম্মেলন অচল অবস্থায় আসিয়া ঠেকিয়াছে এবং ব্যর্থ হইবার উপক্রম করিয়াছে; তৎসত্ত্বেও উহার সন্তোষজনক পরিণতি ঘটিবে বলিয়া তিনি আশা করেন। রাষ্ট্রপতি আজাদও অনুরূপ শুভেচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। আমরা জানি, কংগ্রেস জাতীয় স্বার্থকে সবার উপরে স্থান দেন বলিয়াই শেষ পর্য্যন্ত মীমাংসার জন্য তাঁহারা অকপটে চেষ্টা করিবেন। ইতিমধ্যে কংগ্রেসের উপর মিঃ জিন্নার অহেতুক সন্দেহ ও অবিশ্বাস দূর হইবে বলিয়া আমরা কামনা করিতেছি।

* * *

প্যাসিফিক ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস ৪—৮, লায়ন্স রেঞ্জ, কলিকাতা

প্রগতিশীল জাতীয় প্রতিষ্ঠান

সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়

ভারতের প্রধান প্রধান ব্যবসাকেন্দ্রে শাখা অফিস আছে।

চেয়ারম্যান—রঘুবন্স নারায়ণ সিংহ

সমবেত সম্ভ্রান্ত জনমণ্ডলীর সমক্ষে

গত ১৬ই মে (১৯৪৫) বুধবার

ত্রিপুরা রাজ্যের প্রধান মন্ত্রী

সিডিউলভুক্ত ব্যাঙ্কসমূহের তালিকায় ত্রিপুরা মডার্ণ ব্যাঙ্কের নাম অন্তর্ভুক্তি সম্পর্কে বলেন—"পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে যোগ্যতা পরীক্ষায় এরূপ তৎপরতার সহিত রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সিডিউলভুক্ত হওয়ার গৌরব আজকাল অতি অল্প প্রতিষ্ঠানের ভাগ্যেই ঘটে। ত্রিপুরা মডার্ণ ব্যাঙ্ক ত্রিপুরারাজ্যে সর্ব্বপ্রথম ও একমাত্র সিডিউল্ড ব্যাঙ্কে পরিণত হওয়ায় আমরা সকলেই গৌরব ও আনন্দ বোধ করিতেছি এবং ক্রমোন্নতিশীল এই প্রতিষ্ঠানের অধিকতর উন্নতি হউক ইহাই সর্ব্বান্তঃকরণে কামনা করি।"

দি

ত্রিপুরা মডার্ণ ব্যাঙ্ক লিঃ

(সিডিউল্ড)

পৃষ্ঠপোষক :—

হিজ হাইনেস্ দি মহারাজা মাণিক্য বাহাদুর,

কে, সি, এস, আই, ত্রিপুরা।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর :—রাজসভাভূষণ হরিদাস ভট্টাচার্য্য।

প্রধান অফিস :—আগরতলা (ত্রিপুরা রাজ্য)।

রেজিঃ অফিস :—আখাউরা (বি এণ্ড এ রেলওয়ে)।

কলিকাতা অফিসসমূহ :—৬, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, ২০১, হ্যারিসন রোড।

ভারতের সর্ব্বত্র শাখা আছে।

মুসলিম লীগই যে মুসলমান ভারতের একমাত্র মুখপাত্র নহেন তাহা প্রকাশ্য দিবালোকের মতই পরিষ্কার। গত ২৮শে জুন বড়লাট, কংগ্রেস ও লীগ নেতৃদ্বয়ের নিকট জমায়েৎ-উল-উলেমা-ই-হিন্দ, নিখিল ভারত মুসলিম মজলিস, নিখিল ভারত মমিন সম্প্রদায়, বেলুচিস্তানের আঞ্জুমান-ই-ওয়াতন ও বিহারের ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট পার্টি—এই পাঁচটি জাতীয়তাবাদী মুসলমান প্রতিষ্ঠান তাঁহাদের এক সভায় সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত প্রস্তাব প্রেরণ ক'রয়া জানাইয়াছেন, "এই সভা বার বার করিয়া স্মরণ করাইয়া দিতে চাহেন যে, মুসলিম লীগই মুসলমানদের একমাত্র প্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠান নহে। মুসলিম লীগ ভিন্ন আরও বিভিন্ন মুসলিম প্রতিষ্ঠান আছে, যাহারা ভারতের স্বাধীনতা লাভের জন্য চেষ্টা ও আত্মত্যাগ করিয়া আসিতেছে।"

* * *

সানফ্রান্সিস্কো সম্মেলন সাঙ্গ হইল। গত ২৬শে জুন পৃথিবীর পঞ্চাশটি রাষ্ট্রের প্রতিনিধিগণ শান্তি- সনদে স্বাক্ষর করিয়াছেন। এই নূতন রাষ্ট্রপুঞ্জ প্রতিষ্ঠানের অস্থায়ী সদর দপ্তর লণ্ডনে স্থাপিত হইবে বলিয়া স্থির হইয়াছে।

প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যান তাঁহার পরিসমাপ্তি বক্তৃতায় বলিয়াছেন, "আর কয়েক বৎসর পূর্ব্বেও যদি এরূপ নূতন নিরাপত্তা সনদ রচিত হইত এবং সর্ব্বোপরি ইহা প্রয়োগের সঙ্কল্প থাকিত তাহা হইলে যে লক্ষ লক্ষ লোক প্রাণ হারাইয়াছে তাহারা আজ বাঁচিয়া থাকিত। আগামী কালেও আমরা যদি বিশ্ব-নিরাপত্তার এই অপূর্ব্ব বিধান প্রয়োগের সঙ্কল্প হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়ি তাহা হইলে পুনরায় লক্ষ লক্ষ লোকের প্রাণনাশ সুনিশ্চিত। শান্তি রক্ষার উদ্দেশ্যে আমরা যদি এই সনদকে কাজে লাগাইতে দ্বিধা বোধ করি তাহা হইলে যাঁহারা নিজের প্রাণ বলি দিয়া নিরাপদে এই সম্মেলন অনুষ্ঠান সম্ভবপর করিয়াছেন আমরা তাঁহাদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার কার্য্য করিব। আবার যদি আমরা কোন রাষ্ট্রবিশেষের সুবিধার জন্য স্বার্থপরভাবে ইহা ব্যবহার করি তাহা হইলে আমরা বিশ্বাসঘাতকতা করিব।"

মার্কিন রাষ্ট্রপতির শুভসঙ্কল্পের সহিত একমত হইয়া আমরাও বলিব, পৃথিবীতে প্রকৃত শান্তি প্রতিষ্ঠিত হউক—আন্তর্জ্জাতিক সাম্রাজ্যবাদের চিতাভস্মের উপর এক আন্তর্জ্জাতিক সৌভ্রাত্রের পবিত্র সৌধ গড়িয়া উঠুক।

* * *

নানা দিক দিয়া এই নূতন সনদের গলদ আছে—বিশেষ করিয়া পরাধীন ও ঔপনিবেশিক শাসনাধীন দেশগুলি সম্পর্কে শান্তি সম্মেলনে সন্তোষজনক বিধান রচিত হইতে পারে নাই। সমস্ত ত্রুটি-বিচ্যুতি লইয়াও নূতন শান্তি সনদ নিঃসন্দেহে পুরাতন রাষ্ট্রসঙ্ঘের গঠনাদর্শের তুলনায় অনেকখানি আশাপ্রদ। রাষ্ট্রপুঞ্জ প্রতিষ্ঠানের আক্রমণ রোধ করার জন্য এক আন্তর্জ্জাতিক সশস্ত্রবাহিনী থাকিবে, সাধারণ অধিবেশনে আন্তর্জ্জাতিক বিচারালয় ও প্রস্তুতি কমিশন গঠনের সিদ্ধান্তও গৃহীত হইয়াছে। পূর্ব্বের জাতি সঙ্ঘের বিধানের ন্যায় এই সনদ চিরস্থায়ী থাকিবে বলিয়া কোন দাবী করা হয় নাই। গঠনতন্ত্র পরিবর্ত্তন না করিয়াও পরিবর্ত্তিত অবস্থার সহিত এই সনদে বর্ণিত চুক্তির সমতা রক্ষা করা যাইবে। এই সম্মিলিত রাষ্ট্রপুঞ্জ প্রতিষ্ঠানের সদস্যদের পক্ষে শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার্থ পারস্পরিক কার্য্য চুক্তির মত বাধ্যবাধকতামূলক হইবে। পূর্ব্বের জাতিসঙ্ঘ কেবল সুপারিশ করিতে পারিত এবং বিভিন্ন রাষ্ট্র ইচ্ছা করিলে তাহা অগ্রাহ্য করিতে পারিত।

* * *

বৃহৎ রাষ্ট্রগুলি যদি কায়েমী স্বার্থ সংরক্ষণ ও পররাজ্য শোষণ পরিত্যাগ করিয়া অগ্রসর হইতে পারেন তাহা হইলে পৃথিবী হইতে বিশ্বব্যাপী নরমেধের সম্ভাবনা দূর হইবে। পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু কারামুক্ত হইবার পরে তাঁহার একাধিক ভাষণে নূতন শান্তি সনদের একাধিক ত্রুটি সম্পর্কে সম্যক সচেতন থাকা সত্ত্বেও আশাবাদী না হইয়া পারেন নাই। মূলনীতির দিক হইতে তিনি সম্মিলিত রাষ্ট্রপুঞ্জ প্রতিষ্ঠানের সমর্থন করিয়াছেন। শ্রীযুক্তা বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত নিউইয়র্কে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া বষটারের প্রতিনিধির নিকট বিবৃতি প্রসঙ্গে জানাইয়াছেন, "আমি আশা করি, বিশ্বের সংশ্লিষ্ট গবর্ণমেণ্টসমূহ এই সনদ অনুমোদন করিবেন। এই সঙ্গে আমি আরও আশা ও বিশ্বাস করি যে, এই সনদে এখনও যে সব গলদ রহিয়াছে শীঘ্রই তাহা সংশোধিত করা সম্ভব হইবে। আমি এই আশাও পোষণ করি যে, এশিয়াবাসী সমস্ত জাতির মর্ম্মবাণী স্বাধীন ভারতের কণ্ঠে প্রতিধ্বনিত হইবে।"

* * *

শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসুকে তাঁহার বন্দীদশা হইতে সগৌরবে মুক্তি দিবার দাবী জানাইয়া ইতিপূর্ব্বে আমরা আলোচনা করিয়াছি। ভরসার কথা শরৎবাবুর আশু মুক্তির বিষয়ে জনমত জাগ্রত হইয়াছে। গত ২৭শে জুন সৈয়দ নৌশের আলীর সভাপতিত্বে কলিকাতায় এক বিরাট জনসভায় শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু ও সমস্ত রাজবন্দীর মুক্তির দাবী জানাইয়া এক প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। ইতিপূর্ব্বে কলিকাতা কর্পোরেশন, বঙ্গীয় আইন সভার সদস্যগণ, হাইকোর্টের বার লাইব্রেরী ও এটর্নিগণ, বিভিন্ন রাজনৈতিক ও ছাত্র প্রতিষ্ঠান অনুরূপ দাবীর কথা জোর গলায় ব্যক্ত করিয়াছেন। শরৎবাবুর ভগ্নস্বাস্থ্য দেশের পক্ষে বিশেষ উদ্বেগের কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তাঁহার দীর্ঘকালীন ডায়াবেটিশ রোগের সঙ্গে এবার চক্ষুরোগ দেখা দিয়াছে। আমরা আশা করি, সিমলা সম্মেলনের সমাপ্তির পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসুকে মুক্তি দিয়া আমলাতন্ত্র জনমতের প্রতি মর্য্যাদা প্রদর্শন করিবেন।

* * *

ভারত সচিব মিঃ আমেরীর নির্ব্বাচন-কেন্দ্র স্পার্কব্রুকে পূর্ব্ব হইতেই ভারতের প্রশ্নকে সম্মুখে রাখিয়া তাঁহার বিরুদ্ধে জোর অভিযান আরম্ভ হইয়াছে। মিঃ আমেরীর কমিউনিষ্ট প্রতিদ্বন্দ্বী মিঃ রজনীপাম দত্তকে মহাত্মা গান্ধী ও পণ্ডিত জওহরলাল শুভেচ্ছাসূচক বাণী প্রেরণ করিয়াছেন। মিঃ চার্চ্চিল ভাবিয়াছিলেন, তাঁহার নির্ব্বাচকমণ্ডলীতে তিনি বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায়ই জয়লাভ করিবেন। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তাহা সম্ভব হইল না। তাঁহারও প্রতিদ্বন্দ্বী আসরে নামিয়াছেন, তাঁহার বিরুদ্ধেও ভারতীয় সমস্যাকে পুরোভাগে রাখিয়া জোর অভিযানের আয়োজন চলিতেছে। মিঃ ফ্রেণার ব্রকওয়ের সভাপতিত্বে গঠিত ভারতের স্বাধীনতা প্রচার কমিটির উদ্যোগে যে আন্দোলন চলিতেছে তাহার সাফল্য কামনা করিয়া মহাত্মা গান্ধী, মৌলানা আজাদ ও মিঃ ইউসুফ মেহের আলী তারযোগে বাণী প্রেরণ করিয়াছেন। ভারতের স্বাধীনতা প্রচার কমিটির পক্ষ হইতে ইংলণ্ডের আরও নানাস্থানে সভা-সমিতি ও শোভাযাত্রা করিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ভারতের স্বাধীনতার প্রধান অন্তরায় মিঃ চার্চ্চিল ও মিঃ আমেরী যেরূপ নির্ব্বিবাদে জয়লাভ করিবেন বলিয়া আশা করিয়াছিলেন, ফলাফল যাহাই হউক, ব্যাপার তত সহজ নয়। স্ব স্ব নির্ব্বাচকমণ্ডলীর কাছে ভারতের প্রশ্নকে তাঁহারা এড়াইয়া যাইতে পারিবেন না।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া ইন্সিওরেন্স

কোম্পানী লিমিটেড

হেড অফিস—৪নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

সুদৃঢ় বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত দেশীয় বীমা প্রতিষ্ঠান

—আমাদের বৈশিষ্ট্য—

দাবী প্রদানে তৎপরতা : : উদার বীমা সর্ত্ত

স্বল্প খরচের হার : : অভিনব বীমা প্রণালী (Schemes)

কতকগুলি স্থানে চীফ এজেণ্ট ও অর্গেনাইজারের পদ খালি আছে। ম্যানেজারের নিকট আবেদন করুন।

পোষ্ট বক্স নং ২০৫৪ কলিকাতা

টেলিগ্রাম : "BUDI" Calcutta

মজুমদার ব্যাটারী কোং (ইণ্ডিয়া) লিমিটেড

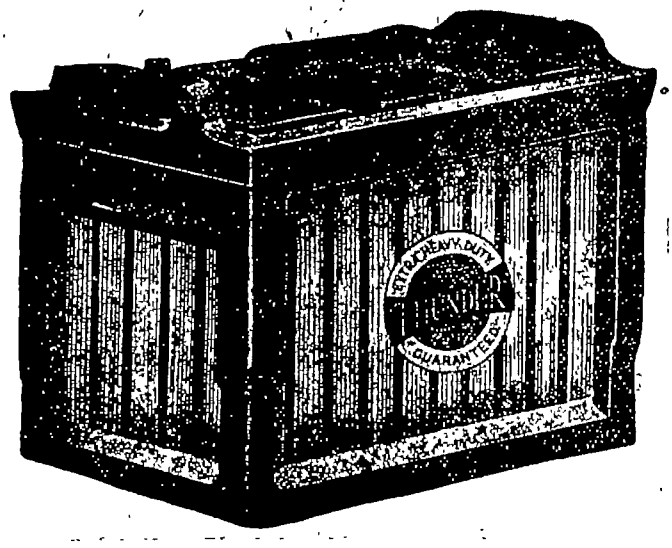

৩ ও ৪, মোহনবাগান লেন, শ্যামবাজার, কলিকাতা।

এই ব্যয়সঙ্কোচের দিনে
সময় থাকিতেই আপনার ব্যাটারী মেরামত করান।
আরও অনেকদিন চলিবে।
গ্যারাণ্টি দিয়া মেরামত করা হয়।

কে, পি, মজুমদার
ম্যানেজিং ডিরেক্টর

খেয়ালীর খাতা

ডাঃ ফ্রস ওয়েষ্টকট ভারতবর্ষের মেট্রোপলিটান, অর্থাৎ এখানকার সমুদয় চার্চ্চের প্রধান ধর্ম্মযাজকের পদ হইতে অবসর গ্রহণ করিলেন। আসামের বিশপ হাবাক্ নূতন মেট্রোপলিটান নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। ডাঃ ওয়েষ্টকট দীর্ঘকাল, পঞ্চান্ন বছর, ভারতবর্ষে কাটাইয়াছেন। সেটা বড় কথা নয়। ক্লাইভ ষ্ট্রীটের অনেক বড় সাহেবও কাটাইয়া থাকেন। চারশ' টাকা মাহিনার এ্যাসিষ্টেণ্ট হইয়া আসিয়া চার লাখ টাকা আয়ের পার্টনাররূপে অনেক সাহেবই রিটায়ার করিয়া দেশে যায়। যথা, স্যার জর্জ্জ ক্যাম্পবেল, স্যার জর্জ্জ গডফ্রে, আর, বি, ওয়াকার ইত্যাদি। কিন্তু ওয়েষ্টকট ভারতবর্ষকে ভালো বাসিয়াছেন। এখানে শুধু জীবন যাপন করেন নাই, জীবন ধারণ করিয়াছেন। ভারতবর্ষের আশা আকাঙ্ক্ষা, স্বাধীনতার জন্য তাঁহার সত্যিকার সহানুভূতি ও আগ্রহ ছিল। মেট্রোপলিটান সরকারী তহবিল হইতে মাহিনা পান সুতরাং সরকারী কর্ম্মচারী হিসাবে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক আন্দোলন সম্পর্কে কোন কথা বলা তাঁহার পক্ষে নিরাপদ নয়। কিন্তু বহুবার তিনি ভারতীয় স্বাধীনতার অনুকূলে প্রকাশ্যে মতামত দিয়াছেন। মহাত্মাজীর তিনি একজন অকৃত্রিম ও অত্যন্ত অনুরাগী বন্ধু। স্যার সর্ব্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ সম্পাদিত গান্ধী-জয়ন্তী পুস্তকে মহাত্মাজী সম্পর্কে ওয়েষ্টকটের মনোজ্ঞ প্রবন্ধটিতেও তাহার প্রমাণ আছে। গত দুর্ভিক্ষের সময় আর্ত্তত্রাণের জন্য তাঁহাকে দিনের পর দিন কঠোর পরিশ্রম করিতে দেখিয়াছি। এখনও তিনি ভারতে থাকিয়া জনসাধারণের সেবাকার্য্য করিবেন বলিয়াই স্থির করিয়াছেন। যে কেহ তাঁহার সহিত একটু ঘনিষ্ঠভাবে মিশিয়াছেন তিনিই তাঁহার দীর্ঘ বলিষ্ঠ দেহের মধ্যে একটি দরাজ হৃদয়ের এবং পক্ক কেশের অন্তরালে একটি প্রখর রসবোধের পরিচয় পাইয়া থাকিবেন। ভারতবর্ষে সেবাব্রতী, অসাময়িক ও ভারতহিতৈষী ইংরেজের সংখ্যা দ্রুত কমিয়া আসিতেছে। ডাঃ ওয়েষ্টকট সেই ক্ষীয়মান দলের অন্যতম।

* * *

বাংলা বই পয়সা দিয়া কিনিবার বদ অভ্যাস যাহাদের আছে আমি তাহাদের মধ্যে একজন। আলমারী সাজাইবার জন্য নয়, পড়িবার জন্য। অবশ্য সাজাইবার জন্য কিনিবার উপায় নাই। শতকরা নিরানব্বইটি বইয়ের ছাপা বাঁধাই সাজাইবার মতো নয়। কিন্তু সম্প্রতি যে-জিনিষটা সবচেয়ে পীড়া দিতেছে,—শুধু চক্ষুকে নয়, পকেটকেও —তাহা হইতেছে মূল্যবৃদ্ধি। চাল, তেল, নুন সব জিনিষেরই মতো বইয়ের দামও বাড়িতে পারে এবং বাড়া স্বাভাবিক। কাগজ, কালী, দপ্তরী সব কিছুরই খরচ আগের চাইতে বেশী হইয়াছে। কিন্তু দেখিতেছি বাংলা বই বেশীর ভাগই ছাপা দামের উপরেও চার আনা, আট আনা, এমন কি বারো-আনা বেশী দামে বিক্রী হইতেছে। ছোট্ট একটি রাবার ষ্ট্যাম্পের অপেক্ষা মাত্র। দাম লেখা আড়াই টাকা। তাহার পাশে একটি রাবার ষ্ট্যাম্প দেওয়া হইল,—"মূল্য বৃদ্ধি বারো আনা।" ব্যস্! তিন টাকা চার আনা হইয়া গেল। এই রাবার ষ্ট্যাম্প প্রকাশক দিতেছেন, কি পুস্তক বিক্রেতা দিতেছেন তাহা জানি না। কিন্তু যিনিই দিন তিনি যে খরচের পড়তা ইত্যাদি হিসাব না করিয়া নিছক খেয়াল খুশীমতোই দিতেছেন, এমন সন্দেহ করিবার কারণ আছে। এই রোগ ইংরেজী বইগুলিকেও বছর খানেক আগে ধরিয়াছিল। কিন্তু গভর্ণমেণ্ট তাহার দাওয়াই দিয়াছেন। কারণটা জানি। বর্ত্তমান কনট্রোলার জেনারেল সি, সি দেশাই আই, সি, এস। কিন্তু তিনি বই পড়িয়া থাকেন। ইংরেজী বইয়ের শিলিং ও ডলারের কনট্রোল দাম তিনি গোড়াতেই বাঁধিয়া দিয়াছেন। বাংলা বইতেও "প্রফিটিয়ারিং" যাহাতে বন্ধ হয় সে চেষ্টা গভর্ণমেণ্ট কবে করিবেন? পূর্ব্বাঞ্চলের ডেপুটি কনট্রোলার জেনারেল পুলিশের লোক। তিনি নিজের সখে বাংলা বই পড়িবেন এমন দুরাশা করি না। তবে চাকুরীর খাতিরে এদিকে নজর দিতে দোষ কি?

* * *

আলমারী সাজাইবার প্রসঙ্গে একটি বইয়ের কথা মনে পড়িতেছে। রবীন্দ্র রচনাবলী। বিশ্বভারতী প্রকাশিত। রচনাবলী—অর্থাৎ ভল্যুম বা সেট শ্রেণীর বইগুলি লোকে শুধু পড়িবার জন্য কেনে না, কিছুটা ঘর এবং বুককেশ সাজাইবার উদ্দেশ্য উহার সঙ্গে জড়িত। ইংরেজী এই শ্রেণীর যে কোন একটি বইয়ের দৃষ্টান্ত মনে করুন। বার্ণার্ড শ'র নাটক সংগ্রহ, ব্রাউনিংএর কাব্য গ্রন্থ, কিম্বা স্কটের উপন্যাসসমূহ সবই চমৎকার বাঁধাই সেট পাওয়া যায়। ঝকঝকে, তকতকে। কাহাকেও দিতে আনন্দ, পাইতে সুখ, পড়িতে আকর্ষণীয় এবং গৃহশয্যায় সুখদৃশ্য। রবীন্দ্র রচনাবলী সম্পর্কেও এই কথা বলিতে পারিলে খুসী হইতাম। 'অচলিত সংগ্রহ' লইয়া এ পর্য্যন্ত ২০ খণ্ড রবীন্দ্র রচনাবলী প্রকাশিত হইয়াছে। রেক্সিনের বাঁধাই কোনটা লাল, কোনটা বা খয়ের রং-এর। একই খণ্ড দুই রংএর বাঁধাই পর্য্যন্ত আছে। ফলে যাহারা কিনিতেছে, তাহারা আগাগোড়া এক রকম, ইংরেজীতে যাহাকে বলে uniform, সেট করিতে পারিতেছে না। যুদ্ধের জন্য জিনিষপত্র সব সময়ে পাওয়া সহজ নয় জানি। কিন্তু বিশ্বভারতীর মতো প্রকাশক যখন ঐ রকম একটি বৃহৎ কর্ম্মে হাত দিবেন, তখন আগের ভাগে সব যোগাড়যন্ত্র করিয়াই দিবেন এ-রকম আশা করা অন্যায় নয়। যাহারা গ্রন্থাবলী কিনিতে ইচ্ছুক তাহাদের মধ্যে অনেকের আগ্রহ যে এই 'সাড়ে বত্রিশ ভাজা' ধরণের বাঁধাইর জন্যই কমিয়া আসে তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণও জানি। রবীন্দ্রনাথের রচনা বাঙ্গালীর গর্ব্বের বিষয়, তাহা বেশী লোক কিনিবে ইহা আশা করি এবং এক সঙ্গে রবীন্দ্র রচনা প্রকাশের চেষ্টাও অত্যন্ত প্রশংসার যোগ্য। এই কারণেই ইহার সম্পর্কে বাঁধাইর ত্রুটিটা বেশী আপত্তিকর।

* * *

সিমলার ওয়েভেল কনফারেন্সের প্রথম দিন সদস্যেরা সকলেই বক্তৃতা করেন। সবাই বলিয়াছেন ইংরেজীতে একমাত্র মওলানা আবুল কালাম আজাদ ছাড়া। তিনি উর্দ্দুতে বলেন এবং কন-

ক্যালকাটা কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক
লিমিটেড
রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার সিডিউলভুক্ত একটী
উন্নতিশীল জাতীয় আর্থিক প্রতিষ্ঠান
হেড অফিস ঃ ১৫, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ডিরেক্টরবর্গ

১। মিঃ জে, সি, মুখার্জ্জি, বার-এট্-ল	...	ভূতপূর্ব্ব চীফ একজিকিউটিভ অফিসার—কলিকাতা কর্পোরেশন, ডিরেক্টর :—আসাম বেঙ্গল সিমেণ্ট কোং লিঃ প্রভৃতি।
২। খান বাহাদুর এম, এ, মমিন সি-আই-ই	...	ডিরেক্টর :—মিউ. এসিয়াটিক ইনসিওরেন্স কোং লিঃ, আর্য্যস্থান ইনসিওরেন্স কোং লিঃ প্রভৃতি।
৩। মিঃ জি, ডি, সোয়াইকা	...	প্রোপ্রাইটর :—সোয়াইকা অয়েল মিলস্, ডিরেক্টর :—দি বেঙ্গল ইন্সিওরেন্স এণ্ড রিয়েল প্রপার্টী কোং লিঃ, ম্যানেজিং ডিরেক্টর :—সোয়াইকা কেমিকেল এণ্ড মিনারেল কোং লিঃ, সোয়াইকা ফারটিলাইজার লিঃ, সোয়াইকা ষ্ট্যাণ্ড অয়েল এণ্ড বার্ণিস্ কোং লিঃ, সোয়াইকা এক্সপোর্ট এণ্ড ইম্পোর্ট লিঃ, সোয়াইকা প্রপার্টীজ লিঃ এবং মুর-এভেনিউ প্রপার্টীজ লিঃ।
৪। মিঃ এন, সি, চন্দ্র	...	ডিরেক্টর :—ন্যাশনাল ষ্টীল কর্পোরেশন লিঃ, বাসন্তী কটন মিলস্ লিঃ, মহালক্ষ্মী কটন মিলস্ লিঃ প্রভৃতি।
৫। মিঃ বি, সি, ঘোষ	...	কণ্ট্রোলার, হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ ইনসিওরেন্স সোসাইটি লিঃ।
৬। মিঃ ডি, এন, দত্ত	...	অংশীদার এদাস কিথ এণ্ড কোং।
৭। মিঃ এস্, দত্ত, ম্যানেজিং ডিরেক্টর	...	ডিরেক্টর :—এইচ, দত্ত এণ্ড সন্স লিঃ, রামদুর্লভপুর টী কোং লিঃ, ইণ্ডিয়া কলেক্টীভ ফার্ম্মস্ লিঃ প্রভৃতি।

জেনারেল ম্যানেজার—মিঃ জে, এন, সেন, বি, এ, এফ্-আর-ই-এস্, (লণ্ডন)।

ফারেন্সের একজন সদস্য—যিনি কংগ্রেসী নহেন—স্বীকার করিয়াছেন যে, তাঁহার বক্তৃতাটিই সব চেয়ে ভালো হইয়াছিল। খুবই স্বাভাবিক। আজাদের উর্দ্দু যাঁহারা শুনিয়াছেন তাঁহারাই জানেন ধ্বনি ও শব্দের এক আশ্চার্য্য পরিবেশ সৃষ্টি করিবার ক্ষমতা তাঁহার কতখানি। আজাদ যে ইংরেজী বলেন না (যদিও কাজ চালাইবার মতো ইংরেজী তিনি জানেন) এবং দোভাষীর সাহায্যে আলাপ আলোচনা চালান ইহাতে খুব গৌরব বোধ করি। ক্রীপস দৌত্যের সময়ে দেখিয়াছি বিদেশী সাংবাদিকেরাও ইহাকে সম্ভ্রমের চোখেই দেখে। আমার তো মনে হয়, কংগ্রেস সভাপতি যে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের প্রতিভূর সঙ্গেও উর্দ্দুতে কথা বলেন, ইহাও কংগ্রেসকে একটি বিশিষ্ট মর্য্যাদা দান করে। কংগ্রেস সভাপতি ও ভাইসরয় যখন কোন সীমাংসার বিষয় আলোচনা করেন, তখন উভয়ের status-ই সমান। ভাইসরয় যদি তাঁহার নিজের ভাষা ছাড়া অন্য ভাষায় কথা না বলেন, তবে কংগ্রেস সভাপতিকেইবা ভাইসরয়ের ভাষা শিখিতে হইবে কেন? স্যান্ ফ্রান্সিস্কো কনফারেন্সে মলোটভ বক্তৃতা করিয়াছেন তাঁহার নিজের ভাষায়। রামস্বামী মুদালিয়ার বলিয়াছেন ইংরেজী। কারণ অনর্গল ইংরেজী বলিতে পারাটাই রামস্বামীর কৃতিত্ব। শুধু রামস্বামীর নয়, এদেশে ইংরেজী ভালো বলিতে বা লিখিতে পারা না-পারার উপরেই অর্থ ও সম্মান ও প্রতিপত্তি নির্ভর করে—একথা গৃহিণীরাও জানেন। শুধু স্বামীদের নয়, স্বামীজীদেরও।

* * *

রেলওয়ে বোর্ড সম্প্রতি একদল নূতন কর্ম্মচারী নিয়োগ করিয়াছেন যাহাদের কাজ হইল গাড়ীতে যাত্রীরা যাহাতে একরাশ মোটঘাট লইয়া না চলে তাহার দিকে নজর রাখা। রেলে 'ভ্রমণ কমাও' আন্দোলনের পরিপূরক হিসাবে "খুব কম জিনিষপত্র লইয়া গাড়ীতে চলিও"—If travel you must, travel light—অনুরোধ অনেকদিন হইতেই করা হইতেছে। তাহাতে বিশেষ ফল হয় না বলিয়াই এই নূতন খবরদারী-কর্ম্মচারীদের আমদানী। গাড়ীতে লটবহরের দৌরাত্ম্যে আমরা প্রায়ই বিব্রত হই সন্দেহ নাই। অনেক ক্ষেত্রে ভীড়ের দিনে বাক্স, পেটারা, মুড়ির টিন, দুধের কলসী ইত্যাদি দ্বারা গাড়ীর মধ্যে এমন বিন্ধ্য পর্ব্বতের সৃষ্টি হইতে দেখা যায় যাহাতে অপর যাত্রীদের দাঁড়াইবার স্থান তো থাকেই না, এমন কি নিশ্বাস পর্য্যন্ত আটকাইয়া আসিবার উপক্রম হয়! ফার্ষ্ট ক্লাশে পর্য্যন্ত মারোয়াড়ী বাবুদের জলের কুঁজা, বিয়ের হাঁড়ি, আচারের টিন, পানের কটোরা, দাঁতনের আঁটিসহ এমনভাবে যাইতে দেখা যায়, যাহাতে রেলগাড়ীকে মল্লিক বাজারের পুরানো লোহালক্করের দোকান বলিয়া সহজেই ভ্রম হইতে পারে। নানা কারণে ভারতবর্ষে যাত্রীদের পক্ষে কিছু মালপত্র সঙ্গে নেওয়া অপরিহার্য্য। কিন্তু যাহাতে অপর যাত্রীদের অসুবিধা না হয়, গাড়ীতে মালের পরিমাণ মালিকের চাইতে বেশী না হয় সে-দিকে লক্ষ্য রাখা উচিত। রেল কোম্পানী কর্ম্মচারী রাখিয়া ইহা কিছুটা হয়তো নিবারণ করিতে পারিবেন, সবটা নহে। রেল গাড়ীকে মালগুদামে পরিণত না করিবার উপায় যাত্রীদের মাল বহনের উন্নততর ব্যবস্থা। প্রত্যেক গাড়ীতে মালপত্র রাখিবার আলাদা গাড়ী—ব্রেক ভ্যানের মতো - বেশী দিলে, মালপত্রের ভালো তদারক করিলে, গন্তব্য ষ্টেশানে সেই মাল যাত্রীদের নির্ঝঞ্ঝাটে খালাস করিবার ব্যবস্থা করিলেই বসিবার বেঞ্চি ঝুরি, বাল্‌তি বা আঁশবটি দ্বারা মাইনপাতা যুদ্ধক্ষেত্রের মতো বিপজ্জনক হইয়া রহিবে না। প্রমাণ দার্জ্জিলিং-হিমালয় রেলওয়ের অবজার্ভেশান গাড়ীগুলি। যাত্রীরা তাহার ভিতরে একমাত্র ওভারকোট, রেনকোট, ছড়ি ও এটাসী কেস্ ছাড়া আর কিছুই নিতে পারে না। কারণ সেখানে পাশের গাড়ীতে যাত্রীর সমুদয় মালপত্র বহনের সুশৃঙ্খল ব্যবস্থা আছে।

* * *

ইণ্ডিয়ান সিগনেল কোরের লোকেরা রেঙ্গুণে নূতন টেলীফোন লাইন বসাইতেছে এই সংবাদ একটি আধা-সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে খুব ফলাও করিয়া ছাপা হইয়াছে। ১৯৪২ সালে ইংরেজ সৈন্যেরা ব্রহ্মদেশ হইতে পালাইয়া আসিবার সময় সেখানকার টেলীফোনের তার ও এক্সচেঞ্জের যন্ত্রপাতি নষ্ট করিয়া আসিয়াছিল। এখন আবার তাহা মেরামতের পালা। পুরানো তার যাহা ছিল তাহা জোড়াতালি দেওয়া হইতেছে। নূতন তারও পাঁচ শ' মাইল ইতিমধ্যেই বসানো হইয়াছে। কৃতিত্বের কথা, মানিলাম। কিন্তু কৈ এরকম কৃতিত্বের সিকি ভাগও তো বেসামরিক কাজে দেখি না। কলিকাতা সহরে টেলীফোনের অনটন আমরা প্রত্যহ হাড়ে হাড়ে টের পাইতেছি। রেঙ্গুণে মাস দুইর মধ্যে যাহা হইয়াছে এখানে বছর দুইর মধ্যেও কি তাহা হইতে পারিল না? যদি বলা হয় যে, মিলিটারীদের প্রয়োজন সর্ব্বাগ্রে—their need comes first (ব্যবসায়ীদের বিজ্ঞাপনকে ধন্যবাদ!) তাহারও জবাব আছে। জবাব এই যে, কলিকাতায় যে টেলীফোনের অভাব সে তো মিলিটারীদের জন্যই। তাহারা যদি নিজেদের প্রয়োজনীয় লাইন নিজেরাই রেঙ্গুণের মতো তৎপরতায় বসাইয়া লইত, আমাদের টেলীফোন লইয়া টানাটানি না করিত তবে আমাদের আপত্তি ছিল না। ইণ্ডিয়ান সিগন্যাল কোরই হউক, ইংলিশ সিগন্যাল কোরই হউক, যে-কেহ মিলিটারীর জন্য আলাদা তার বসাইতো তাহারই জয়ধ্বনি করিতে পারিতাম। যতদূর স্মরণ হইতেছে কলিকাতার "সাউথ" এক্সচেঞ্জটি অটোম্যাটিক করা হইবে, 'পার্ক' এক্সচেঞ্জে নূতন টেলীফোন বাড়ানো হইবে বলিয়া প্রায় বছর খানেক আগে টেলীফোন বিভাগ প্রচার করিয়াছিলেন। তাহা কি রাবণের প্রস্তাবিত স্বর্গের সিঁড়ির মতো কেবল জল্পনা-কল্পনায়ই থাকিয়া যাইবে? বেলা বারোটার সময়ও ব্যাঙ্কে টেলীফোন চাহিয়া "নো রিপ্লাই" শুনিয়া শুনিয়া আর তো পারি না!

—খেয়ালী

জাতীয় ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস :—

৭, সোরাবজী লেন,

কলিকাতা।

বৃষ্টি পড় টাপুর টুপুর

বৃষ্টির টাপুর টুপুর শৈশবের কত স্নিগ্ধ মধুর স্মৃতি বয়ে আনে। কত ছুটোছুটি, কত লুকোচুরি, কত আম কুড়ানোর ধূম!

তারপর যখন সুরু হয় বৃষ্টির প্রবল বন্যা, তখন বাইরে বেরোতে হলে চাই ডাকব্যাক, যার আড়ালে থাকলে বৃষ্টির ছোঁয়া গায়ে লাগে না।

ডাকব্যাক

ভারতের প্রিয় বর্ষাতি

বেঙ্গল ওয়াটারপ্রুফ ওয়ার্কস (১৯৪০) লিমিটেড

কলিকাতা নাগপুর বোম্বাই

আর্থিক দুনিয়ার খবরাখবর

পাটের পূর্ব্বাভাষ—বঙ্গীয় সরকারের এক বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ, অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এ বৎসরও আগামী ৩রা, ৪ঠা, ৫ই ও ৬ই জুলাই অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকার সময় এবং ৭ই জুলাই শনিবার দ্বিপ্রহর ১২ টায় কলিকাতা রাইটার্স বিল্ডিংএর পশ্চিম দ্বারে বঙ্গদেশ, আসাম, বিহার, উড়িষ্যা, কুচবিহার ও ত্রিপুরা রাজ্যের পাটচাষের পূর্ব্বাভাষ, টাঙ্গাইয়া দেওয়া হইবে। পূর্ব্বোক্ত স্থানে ১৩ই জুলাই শুক্রবার দ্বিপ্রহর ১২টার সময় বাংলা, বিহার, কুচবিহার, উড়িষ্যা ও ত্রিপুরার পাটের চাষ, ফসল ও আবহাওয়ার অবস্থা সম্পর্কে এক মুদ্রিত বিবরণ টাঙ্গাইয়া দেওয়া হইবে।

মহীশূর রাজ্যে রেডিও কারখানা—মহীশূর রাজ্যে জলস্রোত হইতে বিদ্যুৎ উৎপাদনের কারখানা, লৌহ ও কাগজের কারখানা, চিনি ও সাবানের কল, রেশমের কারখানা ইত্যাদি নানা শিল্প প্রতিষ্ঠান বর্ত্তমান। এক সাম্প্রতিক সংবাদে প্রকাশ, এই শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের সহিত শীঘ্রই রেডিও ও অন্যান্য বেতার-যন্ত্রপাতি নির্ম্মাণের একটি কারখানা যুক্ত হইবে। এই কারখানায় রেডিও এবং টেলিভিশন সেটও নির্ম্মিত হইবে বলিয়া ঐ সংবাদে প্রকাশ। এই উদ্দেশ্যে মহীশূর রাজসরকারের সঙ্গে ইংলণ্ডস্থিত ফিলকো রেডিও কোম্পানীর কর্ত্তৃপক্ষের আলাপ আলোচনাও নাকি সমাপ্ত হইয়াছে এবং আগামী বৎসরের পূর্ব্বেই এই বিষয়ে কাজ আরম্ভ হইবে বলিয়া অনুমিত হইতেছে।

ওয়ার্ড কমিটির জন্য কেরাণী ও ভৃত্যাদির ব্যবস্থা—কলিকাতার অস্থায়ী বস্ত্র রেশনিং ব্যাপারে ওয়ার্ড কমিটির জন্য কেরাণী ও ভৃত্যাদির ব্যবস্থা করা হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে। গবর্ণমেণ্ট নাকি তাহাদের বেতন দিবেন এবং এ আর পি হইতে বরখাস্ত লোকদিগকেই নিয়োগ করিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। হাওড়া জিলার মিউনিসিপ্যাল এলাকাভুক্ত অঞ্চলেও অনুরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইতেছে বলিয়াও প্রকাশ। এই সম্পর্কে আরও জানা গিয়াছে যে, অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র ওয়ার্ড কমিটিতে একজন কেরাণী এবং বড় কমিটিতে তিনজন পর্য্যন্ত কেরাণী থাকিবে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাজেট—গত শনিবার (২৩শে জুন) সেনেটের এক বিশেষ সভায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯৪৫-৪৬ সালের বাজেট উত্থাপিত এবং গৃহীত হয়। বাজেটে আগামী বৎসরে (১৯৪৫-৪৬) বিশ্ববিদ্যালয়ের মোট ৩৯৩৬৫২৪৲ টাকা আয় এবং মোট ৪৭৫৯৪০৲ টাকা ব্যয় হইবে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে। ইহাতে মোট যে ৮২৩৪১৬৲ টাকা ঘাটতি হইবে তাহা চলতি বৎসরের (১৯৪৪-৪৫) শেষে বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্বৃত্ত ২০১৩৯১৲ টাকা দিয়া আংশিকভাবে পূরণ করিয়া বর্ষশেষে বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘাটতি ৬২২০২৫৲ টাকা দাঁড়াইবে বলিয়া ধরা হইয়াছে। ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় বাজেট উত্থাপন করিয়া বলেন যে, উপরের অনুমিত ঘাটতি ৬২২০২৫৲ টাকার মধ্যে বিভিন্ন পরীক্ষার পরীক্ষকদের খাতা পরীক্ষা ফি শতকরা ২৫ ভাগ বৃদ্ধি এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ম্মচারীদের মাগগী ভাতা বৃদ্ধি প্রভৃতি কয়েকটি নূতন ধরণের অত্যাবশ্যক ব্যয় বাবত ৪৬৬১৭৮৲ টাকা ধরা হইয়াছে।

নিয়ন্ত্রিত দ্রব্যের পারমিট—সম্প্রতি প্রকাশিত এক সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ, নিত্যব্যবহার্য্য যে সমস্ত দ্রব্য সম্পর্কে নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা করা হইয়াছে এবং যে সমস্ত দ্রব্য কিনিতে হইলে সরকারী পারমিট প্রয়োজন হয়, আগামী ১লা জুলাই (১৯৪৫) হইতে তাহার জন্য ডিরেক্টর অব কনজিউমার গুডস, গবর্ণমেণ্ট অব বেঙ্গল সি—৬, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা এই ঠিকানায় আবেদন পত্রাদি পাঠাইতে হইবে।

পূর্ব্বে ভারত গবর্ণমেণ্টের বে-সামরিক সরবরাহ বিভাগের কনট্রোলার জেনারেলের নিকট আবেদনপত্র পাঠাইতে হইত।

মস্কোয় 'রেডিও ভবন'—রেডিওর উন্নতি সাধনের কেন্দ্ররূপে মস্কোতে একটি 'রেডিও ভবন' প্রতিষ্ঠিত হইবে বলিয়া মস্কোর সাম্প্রতিক সংবাদে ঘোষিত হইয়াছে। প্রকাশ, মস্কো নগরে এক রেডিও সম্মেলনে সম্প্রতি এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে। উক্ত সম্মেলনে ৯৫০ জন বৈজ্ঞানিক, রেডিও বিশেষজ্ঞ, ইঞ্জিনিয়ার, লালফৌজ ও সোভিয়েট নৌবিভাগের বিশেষজ্ঞগণও উপস্থিত ছিলেন বলিয়া প্রকাশ।

টাটা ট্রাষ্টের দান—সম্প্রতি জামিয়ামিলিয়ার ভাইস চ্যান্সেলার ডাঃ জাকীর হোসেনের জন্য স্যার সোরাবজী টাটা যে ভোজসভাব ব্যবস্থা করেন, তাহাতে ঘোষিত হয় যে, কারিগরী শিক্ষার সাহায্যকল্পে স্যার সোরাবজী টাটা ট্রাষ্ট হইতে দিল্লীর জামিয়ামিলিয়া ইসলামিয়াকে এককালীন ৫০ হাজার টাকা দেওয়া হইল। মুসলমানদের জন্য একটি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করায় স্যার সোরাবজী ডাঃ হোসেন ও তাঁহার সহকর্ম্মীদিগকে অভিনন্দিত করেন এবং জামিয়ামিলিয়ার প্রসারের উদ্দেশ্যে মুক্তহস্তে অর্থসাহায্য করিবার জন্য আবেদন জানান।

সাবান প্রস্তুত শিক্ষার কোর্স—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট গত শনিবারের সভায় (২৩শে জুন) সাবান প্রস্তুত শিক্ষার ডিপ্লোমা কোর্স সংক্রান্ত নিয়মাবলী গ্রহণের সুপারিশ করিয়া ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় জানান যে, অল ইণ্ডিয়া সোপ ম্যানুফ্যাকচারার্স এসোসিয়েশন-এর সহযোগিতায় এই পরিকল্পনা প্রস্তুত হইয়াছে। উক্ত এসোসিয়েশন এই কোর্সের জন্য এককালীন ১৫ হাজার টাকা দিবেন বলিয়া ডাঃ রায় ঘোষণা করেন। যে সমস্ত ছাত্রছাত্রী ফলিত রসায়নে এম-এস-সি পড়িবেন, তাঁহারাই এই কোর্স পাঠ করিতে পারিবেন এবং এই কোর্স এক বৎসর পাঠ করিতে হইবে বলিয়াও ডাঃ রায় ঘোষণা করেন।

টেনিসিভ্যালী বিশেষজ্ঞ স্পেশ্যাল রীডার—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিণ্ডিকেট সম্প্রতি আমেরিকার টেনিসিভ্যালীর চীফ প্ল্যানিং অফিসার এবং বর্ত্তমানে ভারত গবর্ণমেণ্টের সেনট্রাল পাওয়ার কমিশনের সদস্য মিঃ ডবলিউ এলভুর ডুইনকে টেনিসিভ্যালী পরিকল্পনা ভারতীয় নদীগুলির ক্ষেত্রে প্রয়োগ করার প্রশ্ন সম্বন্ধে ও অন্যান্য বিষয়ে কতকগুলি বক্তৃতা দেওয়ার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের স্পেশ্যাল রীডাররূপে নিয়োগ করার জন্য নির্ব্বাচন করিয়াছেন। এই জন্য তাঁহাকে এক হাজার টাকা দেওয়া হইবে।

ডাঃ সুশীল আচার্য্য—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পোষ্ট-গ্রাজুয়েট বিভাগের কাজ অত্যন্ত বৃদ্ধি পাওয়ায় বিশ্ববিদ্যালয়ের সিণ্ডিকেট সম্প্রতি পোষ্ট-গ্রাজুয়েট কাউন্সিল অব টিচিং ইন আর্টস এণ্ড সায়েন্সের সেক্রেটারীর পদটি দুই ভাগে পৃথক করিয়া আর্টস এবং সায়েন্স বিভাগের সেক্রেটারী এইরূপ দুইটি পদ সৃষ্টি করার জন্য সেনেটের নিকট সুপারিশ করিয়াছেন। শেষোক্ত পদে নিয়োগের জন্য ডাঃ সুশীল আচার্য্যের নাম উত্থাপন করা হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

ডাঃ এ পি দাশগুপ্ত—সিণ্ডিকেট কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি এডিশন্যাল কনট্রোলার অব একজামিনেশনস্-এর পদ সৃষ্টি করার জন্য সুপারিশ করিয়াছেন, বলিয়া প্রকাশ। এই পদে নিয়োগের জন্য বর্ত্তমান অস্থায়ী কনট্রোলার অব একজামি-

উদয়ের পথে

কুঁড়ির প্রয়োজন ধরণীর রসধারা!
নহিলে সে ফুটিবে কেমন করিয়া?
মানবদেহও পূর্ণ-পরিণতির পথে স্তরে স্তরে
বিচিত্র সজীবন-রসে সিঞ্চিত ও পুষ্ট হয়।

বাই — এডল

(বিশুদ্ধ উদ্ভিজ্জ তৈল হইতে প্রস্তুত খাদ্যপ্রাণ ক ও ঘ সমন্বিত)

উপযুক্ত খাদ্যপ্রাণের অভাবজনিত
ক্ষীণপুষ্টি
দুর্ব্বলতা
ফুসফুস
ও
শ্বাসসংক্রান্ত রোগে অমোঘ ঔষধ

ক্ষীণকায় দুর্ব্বল শিশু ও পূর্ণ বয়স্ক ব্যক্তি নিয়মিত সেবনে হৃষ্টপুষ্ট হয়;
গর্ভাবস্থায় এবং প্রসবান্তে সেবন প্রশস্ত।

সকল সম্ভ্রান্ত ঔষধালয়ে পাওয়া যায়।

নেশনস্ ডাঃ এ পি দাশগুপ্ত নির্ব্বাচিত হইয়াছেন বলিয়াও প্রকাশ।

মহীশূর গবর্ণমেণ্টের সামুদ্রিক বন্দর লাভের চেষ্টা—সম্প্রতি মহীশূর ব্যবস্থাপক সভায় এক প্রশ্নের উত্তরে পূর্ত্ত সচিব বলেন যে, মহীশূর গবর্ণমেণ্ট ভাটকল বন্দর লাভের উদ্দেশ্যে ভারত গবর্ণমেণ্ট ও বোম্বাই গবর্ণমেণ্টের সহিত আলোচনা চালাইতেছেন। ভাটকল আরব উপসাগরের তীরে অবস্থিত; ইহা মহীশূরের নিকটতম সামুদ্রিক বন্দর এবং বোম্বাই প্রদেশের অংশবিশেষ। মন্ত্রী মহোদয় আরও বলেন যে, ২৫ বছর পূর্ব্বে প্রস্তাবিত পরিকল্পনার আনুমানিক ব্যয় এবং সামুদ্রিক বাণিজ্যের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা সম্পর্কে অনুসন্ধান করা হয়; কিন্তু এই ব্যাপার পুনরায় অনুসন্ধান করিবার প্রয়োজন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই সম্পর্কে এক অতিরিক্ত প্রশ্নের উত্তরে তিনি জানান যে, ভাটকল পোতাশ্রয়ের উন্নতিকল্পে কোন বে-সরকারী কোম্পানী গঠনের সংবাদ গবর্ণমেণ্ট অবগত নহেন।

চাউলের উৎপাদন হ্রাস—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কৃষি বিভাগের সাম্প্রতিক রিপোর্টে প্রকাশ যে, ১৯৪৪-৪৫ সালের মরসুমে পৃথিবীতে পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসর অপেক্ষা সামান্য কম এবং যুদ্ধের পূর্ব্ববর্ত্তী প্রত্যেক বৎসর অপেক্ষা শতকরা ৫ হইতে ১০ ভাগ কম চাউল উৎপন্ন হইবে। উক্ত রিপোর্টে আরও প্রকাশ যে, পৃথিবীর উত্তর অর্দ্ধাংশের দেশসমূহের ১৯৪৪ সালের শস্যের সহিত দক্ষিণ অর্দ্ধাংশের দেশসমূহের ১৯৪৫ সালে উৎপন্ন ফসল যোগ করিয়া এই বরাদ্দ করা হইয়াছে। এই সম্পর্কে উক্ত রিপোর্টে আরও উল্লেখ করা হইয়াছে যে, পৃথিবীতে চাউলের উৎপাদন হ্রাস পাওয়ার কারণ এশিয়ায় চাউলের উৎপাদন হ্রাস। বর্ত্তমান সময়ে বিভিন্ন দেশে চাউলের চাহিদা এত অধিক যে, যুদ্ধের পর এক বৎসরের অধিক সময় অতীত না হইলে প্রয়োজন মিটাইবার পক্ষে যথেষ্ট চাউল পাওয়া সম্ভব হইবে না বলিয়াও উক্ত রিপোর্টে উল্লেখ করা হইয়াছে।

ভারতে রংয়ের ব্যবসায়—প্রকাশ, মার্কিন পরিকল্পনা ও ফরমুলা অনুযায়ী কিরূপে ভারতে রংয়ের ব্যবসায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তাহা নিউ ইয়র্কের 'ন্যাশনাল বিজনেস' পত্রের জুন সংখ্যায় বিবৃত হইয়াছে। 'নিউ ইয়র্ক জার্নাল অব কমার্স' পত্রে প্রকাশ যে, কার্পেট প্রস্তুত করিবার উপযোগী ১০ হাজার গাঁইট পশম শীঘ্রই জাহাজযোগে ভারত হইতে যুক্তরাষ্ট্রে পৌঁছিবে।

মহাদেব দেশাই স্মৃতিভাণ্ডার—মহাদেব দেশাই স্মৃতিভাণ্ডারের সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত জীবরাজ দেশাই সম্প্রতি বোম্বাইয়ে গান্ধীজী ও সর্দ্দার প্যাটেলের সহিত দেখা করেন। প্রকাশ, আগামী ১৫ই আগষ্টের মধ্যে নির্দ্ধারিত ২৫ লক্ষ টাকা সংগ্রহ করিবার জন্য গান্ধীজী ও সর্দ্দার প্যাটেল শ্রীযুক্ত দেশাইকে অনুরোধ জ্ঞাপন করিয়াছেন।

এ্যালুমিনিয়ামের ধুতি—নিউ ইয়র্কের সাম্প্রতিক সংবাদে প্রকাশ যে, এ্যালুমিনিয়াম কোম্পানী অব আমেরিকা নাকি জানাইয়াছেন যে, যুদ্ধের পরে এ্যালুমিনিয়াম হইতে প্রস্তুত কাপড় পাওয়া যাইবে। প্রকাশ, এই নূতন কাপড় পোষাক তৈয়ারীর পক্ষে বিশেষ উপযোগী হইবে। এই সম্পর্কে আরও প্রকাশ যে, এ্যালুমিনিয়ামের কাপড় নানান রঙের হইতে পারিবে। উহার নাকি বৈশিষ্ট্য হইবে এই যে, বাহিরের গরম প্রতিরোধ করার ক্ষমতা যেমন উহার থাকিবে, তেমনি সঙ্গে সঙ্গে দেহের উষ্ণতাও উহা বজায় রাখিতে সক্ষম হইবে।

শ্রীযুক্ত মাখনলাল সেনের মুক্তিলাভ—গত সোমবার মধ্যাহ্নে (২৫শে জুন) শ্রীযুক্ত মাখনলাল সেন প্রেসিডেন্সী জেল হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছেন। বহু বিশিষ্ট সাংবাদিক তাঁহাকে

LOTUS brand OILS
The name you can trust
LOTUS OIL CO., 10, BEADON ROW, CAL.

Gram : Cencomba Post Box No. 2282
সেণ্ট্রাল কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ
স্থাপিত—১৯২৮
হেড অফিস—১২, জ্যাকসন লেন, কলিকাতা।
অনুমোদিত জামিনে ধার, ক্যাশ ক্রেডিট ও ওভারড্রাফট দেওয়া হয়। বিল ডিভিডেণ্ড প্রভৃতির টাকা সুবিধাজনক সর্ত্তে আদায় করিয়া দেওয়া হয়।
ম্যানেজিং ডিরেক্টার :—মিঃ এস বি বিশ্বাস

কুমিল্লা ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন লিঃ
হেড অফিস :—কুমিল্লা স্থাপিত — ১৯১৪
মূলধন
অনুমোদিত— ৩,০০,০০,০০০৲
বিলিকৃত ও বিক্রীত— ১,০০,০০,০০০৲
আদায়ীকৃত— ৫৩,০০,০০০৲ উপর
রিজার্ভ ফণ্ডে— ২৫,০০,০০০৲ উপর
কলিকাতা অফিস—৪নং ক্লাইভ ঘাট ষ্ট্রীট
হাইকোর্ট, বড়বাজার, দক্ষিণ কলিকাতা, নিউ মার্কেট ও হাটখোলা।
বাংলার বাহিরে শাখাসমূহ :—
বোম্বে, মাদ্রাজ (বোম্বে), দিল্লী, কাণপুর, লক্ষ্ণৌ, বেনারস, ভাগলপুর ও কটক।
পাটনা শাখা শীঘ্রই খোলা হইবে।
লণ্ডন এজেণ্ট :—ওয়েষ্টমিনষ্টার ব্যাঙ্ক লিমিটেড।
নিউইয়র্ক এজেণ্ট :—ব্যাঙ্কার্স ট্রাষ্ট কোং অব নিউইয়র্ক।
অষ্ট্রেলিয়ান এজেণ্ট :—ন্যাশন্যাল ব্যাঙ্ক অব অষ্ট্রেলেশিয়া লিঃ।
ম্যানেজিং ডিরেক্টর :—মিঃ এন, সি, দত্ত, এম-এল-সি।

এরিয়ান ব্যাঙ্ক লিঃ
৯নং ক্লাইভ রো,
কলিকাতা।
* ক্লিয়ারীং সুবিধা প্রাপ্ত জাতীয় ব্যাঙ্ক।
* আসাম, বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা, মধ্যপ্রদেশ ও যুক্তপ্রদেশে বড় বড় ব্যবসাকেন্দ্রে শাখা আছে।
* বিদেশী মাল আমদানী রপ্তানীর জন্য লেটার অব ক্রেডিট ইস্যু করা হয়।
লণ্ডন, অষ্ট্রেলিয়া ও আমেরিকার এজেণ্টস্ :—
দি ন্যাশন্যাল সিটি ব্যাঙ্ক অব নিউইয়র্ক

জেল-গেটে সম্বর্দ্ধনা জানান। ১৯৪২ সালের ২৬শে নভেম্বর শ্রীযুক্ত সেনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল।

ভারতের খনিজ সম্পদ—সম্প্রতি বোম্বাইয়ে স্যার বদ্রীদাস গোয়েঙ্কার সভাপতিত্বে ফেডারেশন অব ইণ্ডিয়ান চেম্বার অব কমার্স এই মর্ম্মে গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে, বৈদেশিক প্রতিষ্ঠানের নিকট ভারতের খনিজ সম্পদ বন্ধক রাখিবার ব্যবস্থা রহিত করিতে হইবে। সম্প্রতি কয়েকটি প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক অ-ভারতীয় প্রতিষ্ঠানের নিকট খনিজ সম্পদ উত্তোলন করিবার অধিকার প্রদান সম্পর্কেই নাকি উক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সুন্দরবন অঞ্চলের দুরবস্থা—রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটি হলে গত ২১শে জুন বৃহস্পতিবার মিঃ এল এম ফলসের সভাপতিত্বে এক সভার অধিবেশন হয়। কয়েকজন বক্তা সুন্দরবন অঞ্চলের সমস্যার বিষয় আলোচনা করেন। এই সভার প্রধান বক্তা সুন্দরবন প্রজা-মঙ্গল সমিতির সভাপতি (বেঙ্গল ল্যাণ্ড রেকর্ডস্ এ্যাণ্ড সার্ভের অবসরপ্রাপ্ত ডিরেক্টর) রায় বাহাদুর বিজয়বিহারী মুখার্জ্জি বক্তৃতাপ্রসঙ্গে বলেন যে, সুন্দরবন অঞ্চলের সমস্যা এতই বিশাল যে, একজন কালেক্টরের পক্ষে তাহার সমাধান করা অসম্ভব। এজন্য ৩।৪ জন কালেক্টর নিযুক্ত হওয়া আবশ্যক। রায় বাহাদুর বাঁধ নির্ম্মাণের প্রয়োজনীয়তার উপরও বিশেষ জোর দেন। কারণ, সমুদ্রের জল প্রবেশ করিয়া প্রতি বৎসরেই নাকি ফসল নষ্ট করিয়া ফেলে। সুন্দরবন অঞ্চলে যানবাহনের এবং পানীয় জলের অভাবের বিষয়ও রায় বাহাদুর উল্লেখ করেন। বক্তার বিশ্বাস, সুন্দরবন অঞ্চলের জমি-গুলির যত্ন লইলে প্রভূত কল্যাণ সাধিত হইতে পারে।

ট্রান্সপোর্ট বোর্ড গঠন সম্পর্কে প্রস্তাব—সম্প্রতি ট্রামওয়ের স্বত্ব ক্রয় সম্পর্কে ট্রান্সপোর্ট বোর্ড গঠন সম্পর্কে কলিকাতা কর্পোরেশন এক প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন। উক্ত প্রস্তাবে কর্পো-রেশন দুঃখ প্রকাশ করিয়া এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, যদিও কর্পোরেশন বিগত ২২শে ডিসেম্বর এই বিষয়ে এক প্রস্তাব গ্রহণ করেন এবং যথাসময়ে উক্ত প্রস্তাব গবর্ণমেণ্টের নিকট প্রেরণ করেন তথাপি উক্ত প্রস্তাব অনুসারে গবর্ণমেণ্ট এই ব্যাপক ট্রান্সপোর্ট বোর্ড গঠন বিষয়ে সমস্ত খুঁটি-নাটির মীমাংসাকল্পে একটি জয়েণ্ট কমিটি গঠনের জন্য কোন ব্যবস্থাই গ্রহণ করেন নাই। উক্ত প্রস্তাবে কর্পোরেশন আরও বলেন যে, এই জয়েণ্ট-কমিটি গঠন কর্পোরেশনের বিগত ১৯৪৪ সালের ২২শে ডিসেম্বরের প্রস্তাবের মুখ্য বিষয় ছিল। কর্পোরেশনের সহিত পূর্ব্বে কোনরূপ পরামর্শ না করিয়াই এক্ষণে ট্রান্সপোর্ট বোর্ড গঠনের জন্য গবর্ণমেণ্ট প্রয়োজনীয় আইনের খসড়া রচনায় প্রবৃত্ত হওয়ায় কর্পোরেশন গবর্ণমেণ্টের উক্ত কার্য্যের নিন্দা করেন। গবর্ণমেণ্ট যাহাতে ট্রান্সপোর্ট বোর্ডের গঠন সম্পর্কে কর্পোরেশনের প্রতিনিধিগণের সহিত পরামর্শ করিয়া মীমাংসায় উপনীত হন অথবা তাহা সম্ভবপর না হইলে আগামী ১লা জানুয়ারী হইতে কর্পোরেশন যাহাতে কলিকাতা ট্রামওয়ের স্বত্ব ক্রয় করিয়া নিজেদের এজেণ্ট দ্বারা ট্রামওয়ের কার্য্য পরিচালনা করিতে পারেন, তদুদ্দেশ্যে ১৯২৩

সিটীজেন্স অব ইণ্ডিয়া
মিউচুয়াল ইন্‌সিওরেন্স
কোং লিঃ

ফোন : বি, বি ৩১৫৮
গ্রাম—সিটিজেন্স

ইহা একমাত্র
পলিসী-হোল্ডারগণের প্রতিষ্ঠান
ইহাতে বীমা করিয়া
অধিকতর লাভবান হউন

হেড অফিস—ভরতপুর

প্রধান অফিস—
১৭৭-এ, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা

জেনারেল ম্যানেজার :
মিঃ পি, এস, নারায়ণ

ম্যানেজার :
মিঃ বি, বি, মজুমদার
বি-এ, এল-এল-বি

সেক্রেটারী :
মিঃ এইচ চক্রবর্ত্তী
বি-এল

ইউনাইটেড
ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল
ব্যাঙ্ক লিমিটেড
স্থাপিত ১৯৪০
সিডিউলভুক্ত ব্যাঙ্ক
চেয়ারম্যান—শ্রীযুক্ত যদুনাথ রায়
সুবিধাজনক সর্ত্তে সাধারণ ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত
যাবতীয় কাজ করা হয়।
হেড অফিস—
৭, ওয়েলেসলী প্লেস, কলিকাতা
শাখাসমূহ—
বড়বাজার, শ্যামবাজার, হাটখোলা (কলিকাতা),
ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, চাঁদপুর ও ময়মনসিংহ।
পে-অফিস : মিয়কাদিম
জেনারেল ম্যানেজার :
এ চ্যাটার্জি, বি-কম, সি-এ, আই, আই, বি

কেশ গৌরব মালা নং ২ ★★★★ ইতিহাসে ★★

★ কেশ দিয়া বিনাইলো ধনুকের ছিলো ★

...শত্রু দুয়ারে; রাণা সমর সিংহের সাহায্য চেয়ে পাঠালেন দিল্লীশ্বর পৃথ্বীরাজ; রাণী পৃথা স্বামীকে বীরসাজে সাজিয়ে দিলেন নিজহাতে ঢাল, তলোয়ার, বর্শা, ধনুর্ব্বাণ দিয়ে, সর্ব্বশেষে হাতে তুলে দিলেন তাঁরই সুদীর্ঘ কেশ-গুচ্ছে বিনানো ধনুকের 'ছিলা'।

প্রিয়তমার কেশগুচ্ছে বিনানো ধনুকের ছিলা যহ রাজপুতবীরকে করেছে অনুপ্রাণিত; কেশের গৌরব কাহিনী বর্ত্তমানে বীরত্বের ব্যঞ্জনা না দিলেও নারীসৌন্দর্য্য রচনায় সুদীর্ঘ কেশ অপরিহার্য্য, 'হিমকল্যাণ' আপনার কেশের গৌরব বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয়।

ভেষজ বিশারদ নগেন্দ্রনাথ শাস্ত্রীয়
হিমকল্যাণ
মহোপকারী আয়ুর্ব্বেদীয় কেশতৈল

হিমকল্যাণ ওয়ার্কস • কলিকাতা

UP.CO.

সালের কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল আইন সংশোধন এবং অন্যান্য আইন প্রণয়ন বিষয়ে গবর্ণমেণ্ট যাহাতে ব্যবস্থা অবলম্বন করেন তজ্জন্য গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ জ্ঞাপনের নিমিত্ত কর্পোরেশনের প্রধান কর্ম্মকর্ত্তাকে গৃহীত প্রস্তাবে নির্দ্দেশ দেওয়া হয়।

স্যার আর্চিবল্ড রোল্যাণ্ডস—সম্প্রতি লণ্ডনে জনরব রটিয়াছে যে, বৃটেনের পক্ষ হইতে স্যার আর্চিবল্ড রোল্যাণ্ডস ভারতে প্রথম হাই কমিশনার হইবেন।

অনশনক্লিষ্টের প্রাণরক্ষার নূতন চিকিৎসা ব্যবস্থা—জার্ম্মান অধিকারের আমলে হল্যাণ্ডের যে সমস্ত লোক অনাহারের ফলে খাদ্য-দ্রব্য জীর্ণ করার ক্ষমতা হারাইয়া ফেলিয়াছে তাহাদের বাঁচাইবার জন্য শিরার ভিতর দিয়া দেহাভ্যন্তরে 'আমিজেন' নামক এক প্রোটিন জাতীয় ইন্‌জেকশনের ব্যবস্থা করা হইবে বলিয়া প্রকাশ। এই উদ্দেশ্যে বৃটেন হইতে নাকি ১৬ হাজার পাউণ্ড আমিজেন জাহাজযোগে হল্যাণ্ডে পাঠান হইবে।

বোম্বাইয়ের বাজারে মাংসের অভাব—প্রকাশ, বোম্বাই-এর নিকটবর্ত্তী দেশীয় রাজ্যগুলি হইতে ছাগল চালান সম্পর্কে বিধিনিষেধ জারী হওয়ায় বোম্বাইয়ের বাজারে মাংসের অভাব দেখা দিয়াছে। এই সম্বন্ধে অবস্থার উন্নতিকল্পে গত ২৫শে জুন নয়া দিল্লীতে এক অধিবেশন হইয়াছে। দক্ষিণ ও মধ্য ভারতের সামরিক প্রতিনিধিগণ এবং বোম্বাই গবর্ণমেণ্ট ও রাজপুতনার দেশীয় প্রতিনিধিগণ এই অধিবেশনে যোগ দিয়াছিলেন বলিয়া জানা গিয়াছে। এই সম্পর্কে আরও প্রকাশ যে, মাংসের প্রয়োজনে বোম্বাই প্রদেশের ছাগল ভেড়া ও অন্যান্য পশুহত্যার সর্ব্বোচ্চ সংখ্যা বোম্বাই গবর্ণমেণ্ট ইতিমধ্যেই বাঁধিয়া দিয়াছেন।

বৃটিশ কারিগর ও ভারতীয় দক্ষশ্রমিক বিনিময়ের ব্যবস্থা—প্রকাশ, গত ২০শে জুন লণ্ডনে ম্যুনিফিল্ড প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রধান কর্ম্মকর্ত্তাদের ও শ্রীযুক্ত বিড়লার মধ্যে আলাপ আলোচনার ফলে বৃটিশ কারিগর এবং ভারতীয় দক্ষশ্রমিক বিনিময়ের বন্দোবস্ত হইয়া গিয়াছে।

ক্যান্সারের অব্যর্থ ঔষধ—মস্কোর সাম্প্রতিক সংবাদে প্রকাশ যে, অধ্যাপক মিখাইল নোভিয়াডমস্কি নামক এক তরুণ রুশ বৈজ্ঞানিক ক্যান্সার রোগের এক নূতন চিকিৎসা প্রণালী উদ্ভাবন করিয়াছেন। ন্যাপথলিন হইতে প্রাপ্ত এক বিশেষ শ্রেণীর চর্ব্বি সংমিশ্রন হইতে নাকি তিনি ঔষধ প্রস্তুত করিয়াছেন। এই সম্পর্কে আরও প্রকাশ, আট শতাধিক জীব জন্তুর উপর পরীক্ষা কার্য্য চালাইয়া উক্ত রুশ অধ্যাপক মানুষের উপর পরীক্ষা কার্য্য সুরু করেন। এই পর্য্যন্ত ৪৮৯টি জটিল রোগের মধ্যে তিনি শতকরা ৯৯ জনের ক্যান্সার রোগ নিরাময় করিতে সক্ষম হইয়াছেন বলিয়াও প্রকাশ।

মনুষ্য কঙ্কালের লাইব্রেরী—গ্রোবের নিউইয়র্কস্থিত সংবাদদাতার সাম্প্রতিক সংবাদে প্রকাশ, নিউইয়র্কের আমেরিকান মিউজিয়াম অব ন্যাচারাল হিষ্টরির কর্ত্তৃপক্ষ মনুষ্য কঙ্কালের লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা করিতে উদ্যোগী হইয়াছেন। উক্ত লাইব্রেরীই নাকি হইবে পৃথিবীর প্রথম নর-

সুবারবন ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস—২২নং ষ্ট্র্যাণ্ড রোড, কলিকাতা। ফোন : ক্যাল—৪৮৬১

শাখাসমূহ

টালীগঞ্জ (৫৪নং টালীগঞ্জ সারকুলার রোড),
দক্ষিণ কলিকাতা (২৬।১, রসা রোড), টালা,
দমদম, বরানগর, আলমবাজার ও দেওঘর

ম্যানেজিং ডাইরেক্টর : মিঃ বি সি দাস, এম-এ, বি-এল

ভারতের সুবৃহৎ প্রতিষ্ঠান—

ওরিয়েণ্ট সেফ্ এণ্ড ক্যাবিনেট ষ্টোরস

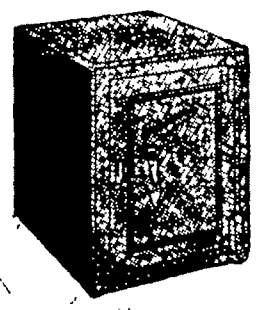

চোর ডাকাত ও আগুন হইতে যদি আপনার মূল্যবান দ্রব্যাদি রক্ষা করিতে চান তবে ওরিয়েণ্ট সেফ্, ক্যাবিনেট, ষ্ট্রংরুম ডোর, ক্যাশবাক্স ও তালা ব্যবহার করুন।

ফোন : বি, বি ৫৮৯৩

শো রুম :—১৩৩নং ক্যানিং ষ্ট্রীট (জ্যাকসন লেন সাইড), কলিকাতা।

জীবনযাত্রার পাথেয়

আমাদের গৃহ-সংসার কত আশা, উৎসাহ, কত শান্তির ও সুখের স্বপ্ন দিয়ে তৈরী। বাপ-মায়ের সে স্বপ্ন বুঝি আজ রূঢ় বাস্তবের আঘাতে ভেঙ্গে যায়। তাই নিজের জন্যও যেমন তাদের দুশ্চিন্তা, ছেলেমেয়ে ও আত্মীয়-পরিজনের জন্যও তেমনি তাদের উদ্বেগ ও আশঙ্কা—কি উপায়ে তাদের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের উপযোগী সংস্থান করে রাখা যায়। বর্ত্তমান দুর্দ্দিনে ও ভবিষ্যতের আর্থিক সঙ্কটে তারা কোন্ পাথেয় নিয়ে দাঁড়াবে ?—

হিন্দুস্থানের বীমাপত্র সেই মূল্যবান্ পাথেয়—দুর্দ্দিনের সর্ব্বোত্তম আশ্রয়। উপার্জ্জনশীল ব্যক্তি মাত্রেরই অবিলম্বে এই পাথেয় সংগ্রহ করা উচিত।

জীবনযাত্রার অনিশ্চিতপথে
জীবনবীমা মানুষের
প্রধান পাথেয়।

১৯৪৪ সালে নূতন বীমা—১০ কোটি টাকার উপর

হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ
ইন্সিওরেন্স সোসাইটি, লিমিটেড

হেড অফিস—হিন্দুস্থান বিল্‌ডিংস, কলিকাতা।

হেড অফিস বি.বি. ৪১৮ ★ স্থাপিত ১৯২৯ ★ ক্লাইভ ষ্ট্রীট বি.বি.২৯৮৩

প্রবর্ত্তক ব্যাঙ্ক লিমিটেড

৬১, বহুবাজার ষ্ট্রীট ★ ৮১, ক্লাইভ ষ্ট্রীট
কলিকাতা

অন্যান্য শাখা :—চট্টগ্রাম, চন্দননগর, রাজসাহী, সিরাজগঞ্জ, জলপাইগুড়ি, মৈমনসিং ও সান্তাহার।

— সুদের হার —

কারেণ্ট ১/২% সেভিং ব্যাঙ্ক ২%

বাজার চলতি শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় হয়। অন্যান্য ডিপোজিট, লোন ও ওভারড্রাফ্‌ট সম্বন্ধে পত্র লিখুন।

ম্যানেজিং ডাইরেক্টর : শ্রী মতিলাল রায়।

যুদ্ধ ঘোষনার প্রথম দিবস
১৯৩৯ সনের ৩রা সেপ্টেম্বর তারিখের
ভবিষ্যদ্বাণী সফল হইল

অলৌকিক দৈবশক্তিসম্পন্ন ভারতের শ্রেষ্ঠ তান্ত্রিক ও জ্যোতির্ব্বিদ্, মহামান্য ভারত সম্রাট ষষ্ঠ জর্জ্জ কর্ত্তৃক উচ্চপ্রশংসিত, ভারতের অপ্রতিদ্বন্দ্বী হস্তরেখাবিদ্ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জ্যোতিষ, তন্ত্র ও যোগাদিশাস্ত্রে অসাধারণ শক্তিশালী আন্তর্জ্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন **রাজজ্যোতিষ জ্যোতিষশিরোমণি যোগবিদ্যাবিভূষণ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য জ্যোতিষার্ণব, সামুদ্রিকরত্ন এম-আর-এ-এস্ (লণ্ডন)** অল ইণ্ডিয়া এষ্ট্রোলজিক্যাল এণ্ড এষ্ট্রোনমিক্যাল সোসাইটীর প্রেসিডেন্ট মহোদয় বুদ্ধারম্ভকালীন মহামান্য ভারত সম্রাট এবং ব্রিটেনের গ্রহ নক্ষত্রাদির অবস্থান ও পরিস্থিতি গণনা করিয়া এই ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন যে :—

"বর্ত্তমান যুদ্ধের ফলে ব্রিটিশের সম্মান বৃদ্ধি হইবে এবং ব্রিটিশ পক্ষ জয়লাভ করিবে।"

এই ভবিষ্যদ্বাণী মহামান্য ভারত সম্রাট মহোদয়কে এবং ভারতের গভর্ণর জেনারেল ও বাংলার গভর্ণর মহাশয়গণকে পাঠান হইয়াছিল। তাঁহারা যথাক্রমে ১২ই ডিসেম্বর (১৯৩৯) তারিখের ৩৬১-এ-× ×-এ-২৪ নং চিঠি, ৭ই অক্টোবর (১৯৩৯) তারিখের ৩-এম, পি নং চিঠি এবং ৬ই সেপ্টেম্বর (১৯৩৯) তারিখের ডি-৩-৩৯-টি নং চিঠি দ্বারা উহার প্রাপ্তি স্বীকার করিয়াছিলেন। পণ্ডিতপ্রবর জ্যোতিষ শিরোমণি মহোদয়ের এই ভবিষ্যদ্বাণী সফল হওয়ায় ইহার নির্ভুল গণনা ও অলৌকিক দিব্যদৃষ্টির আর একটীর জাজ্বল্য প্রমাণ পাওয়া গেল।

এই অলৌকিক প্রতিভাসম্পন্ন যোগী কেবল দেখিবামাত্র মানবজীবনের ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্ত্তমান নির্ণয়ে সিদ্ধহস্ত। যাঁহার তান্ত্রিকক্রিয়া ও অসাধারণ জ্যোতিষিক ক্ষমতা ভারতে লুপ্ত জ্যোতিষশাস্ত্রের নব অভ্যুদয় আনয়নপূর্ব্বক জনসাধারণ ও দেশের **বহু রাজা, মহারাজা, হাইকোর্টের জজ, বিভাগীয় কমিশনার, রাজকীয় উচ্চপদস্থ ব্যক্তি, স্বাধীন রাজ্যের নরপতি এবং দেশীয় নেতৃবৃন্দ ছাড়াও ভারতের বাহিরে যথা— ইংলণ্ড, আমেরিকা, চীন, জাপান, মালয়, সিঙ্গাপুর** প্রভৃতি দেশের মনীষিবৃন্দকে যেরূপভাবে চমৎকৃত ও বিস্মিত করিয়াছেন, তাহা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নহে। যাঁহারাই একবার তাঁহার অলৌকিক ক্ষমতা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন তাঁহারাই কেবল উপলব্ধি করিতে সক্ষম—এই সম্বন্ধে ভূরি ভূরি প্রশংসাকারীদের হস্তলিখিত পত্রাদি হেড অফিসে দেখিলেই এই সম্বন্ধে বুঝিতে পারা যায়। ভারতের মধ্যে ইনিই একমাত্র জ্যোতির্ব্বিদ— যাঁহার গণনাশক্তি উপলব্ধি করিয়া মহামান্য সম্রাট স্বয়ং প্রশংসা জানাইয়াছেন, এবং যাঁহাকে আঠারজন বিশিষ্ট স্বাধীন নরপতি উচ্চ সম্মানে ভূষিত করিয়াছেন।

ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের শতাধিক পণ্ডিত ও অধ্যাপকমণ্ডলী সমবেত হইয়া ইঁহার জ্যোতিষ এবং তন্ত্রে অলৌকিক প্রতিভা এবং অনন্যসাধারণ সাফল্যের জন্য একমাত্র ইঁহাকেই ভারতীয় পণ্ডিত মহামণ্ডলের সভায় "জ্যোতিষ শিরোমণি" উপাধি দানে সর্ব্বোচ্চ সম্মানে ভূষিত করেন। যোগবলে ও তান্ত্রিক ক্রিয়াদির অব্যর্থ শক্তি প্রয়োগে ডাক্তার-কবিরাজ পরিত্যক্ত যে কোনও দুরারোগ্য ব্যাধি নিরাময়, জটীল মোকদ্দমায় জয়লাভ, সর্ব্বপ্রকার আপদুদ্ধার, বংশনাশ হইতে রক্ষা, দুরদৃষ্টের প্রতিকার, সাংসারিক জীবনে সর্ব্বপ্রকার অশান্তির হাত হইতে রক্ষা প্রভৃতিতে তিনি দৈবশক্তিসম্পন্ন। অতএব যাঁহারা সর্ব্বপ্রকারে নিরাশ হইয়া নিজের জীবনের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়াছেন তাঁহারা পণ্ডিত মহাশয়ের অলৌকিক ক্ষমতা প্রত্যক্ষ করিতে অবশ্যই ভুলিবেন না।

সর্ব্বসাধারণের অবগতির জন্য কয়েকজন সর্ব্বজনবিদিত দেশবিদেশের বিশিষ্ট ব্যক্তির অভিমত দেওয়া হইল।

হিজ হাইনেস মহারাজা আটগড়—"পণ্ডিতজীর অলৌকিক ক্ষমতায় মুগ্ধ ও বিস্মিত।"

হার হাইনেস মাননীয়া বর্ত্তমাতা মহারাণী ত্রিপুরা ষ্টেট—"ইঁহার তান্ত্রিক ক্রিয়া ও প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ কবচাদির শক্তি দেখিয়া চমৎকৃত হইয়াছি। সত্যই তিনি দৈবশক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষ।"

কলিকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি মাননীয় স্যার মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়, কে-টি—"শ্রীমান রমেশচন্দ্রের অলৌকিক গণনাশক্তি ও প্রতিভা কেবলমাত্র স্বনামধন্য পিতার উপযুক্ত পুত্রেতেই সম্ভব।"

উড়িষ্যার মাননীয় এডভোকেট জেনারেল মিঃ বি কে রায়—"আমাকে দেখিয়াই আমার সম্বন্ধে বলিতে লাগিলেন, তিনি আমার কর্ত্তার ও পুত্রের সম্বন্ধে যে সমস্ত ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছেন তাহা আশ্চর্য্যজনকভাবে মিলিয়াছে। সত্যই তিনি অলৌকিক দৈবশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি। ইঁহার শক্তিতে আমি পুনঃ পুনঃ বিস্মিত।"

বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্টের মন্ত্রী রাজা বাহাদুর শ্রীপ্রসন্নদেব রায়কত—"পণ্ডিতজীর গণনা ও তান্ত্রিকশক্তি পুনঃ পুনঃ প্রত্যক্ষ করিয়া স্তম্ভিত হইয়াছি। আমি বলিতে বাধ্য যে, তিনি অনন্যসাধারণ দৈবশক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষ।"

কেউন্‌ঝড় হাইকোর্টের মাননীয় জজ রায়সাহেব শ্রীসূর্য্যমণি দাস—"তিনি আমার মৃতপ্রায় পুত্রের জীবন দান করিয়াছেন—আমি ইঁহার তান্ত্রিক ক্ষমতায় বলিতে বাধ্য যে, আমার জীবনে এরূপ দৈবশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি দেখি নাই।"

ভারতের শ্রেষ্ঠ বিদ্বান ও সর্ব্বশাস্ত্রে পণ্ডিত মনীষী মহামহোপাধ্যায় ভারতাচার্য্য মহাকবি শ্রীহরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ—"শ্রীমান রমেশচন্দ্র বয়সে নবীন হইলেও ইঁহার জ্যোতিষ ও তন্ত্রে অনন্যসাধারণ ক্ষমতায় আমি মুগ্ধ—ইনি দৈবশক্তিসম্পন্ন যোগী।"

উড়িষ্যার কংগ্রেসনেত্রী ও এসেম্বলীর মেম্বার শ্রীযুক্তা সরলা দেবী—"আমার জীবনে এইরূপ বিদ্বান্ দৈবশক্তিসম্পন্ন জ্যোতিষী আমি দেখি নাই।"

বিলাতের প্রিভি কাউন্সিলের মাননীয় বিচারপতি স্যার সি মাধবম্ নায়ার—"পণ্ডিতজীর বহু গণনা প্রত্যক্ষ করিয়াছি, সত্যই তিনি একজন বড় জ্যোতিষী।"

চীন মহাদেশের সাংহাই নগরীর মিঃ কে, রুচপল—"আপনার তিনটি প্রশ্নের উত্তরই বর্ণে বর্ণে মিলিয়াছে।"

জাপানের অসাকা সহর হইতে মিঃ জে, এ, লরেন্স—"আপনার দৈবশক্তি-সম্পন্ন কবচে আমার সাংসারিক জীবন শান্তিময় হইয়াছে—পূজার জন্য ৭৫৲ পাঠাইলাম।"

ইহা ছাড়াও

উড়িষ্যা এসেমব্লীর মেম্বর এবং বড়কিমেদির রাজা বাহাদুর; মহারাজ-কুমার হিন্দোল, লুইসিঙ্গা, পাটনা ষ্টেটের কুমার; মহারাজকুমার বি, এন, রায় চৌধুরী, ব্যারিষ্টার, ডেপুটি মেয়র কলিকাতা কর্পোরেশন; কটকের ডেপুটি পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট রায় সাহেব মিঃ হৃদয়বল্লভ দে; মহারাজকুমার পি, এন, রায় চৌধুরী, বি-এ, ভাইস কন্‌সাল, স্পেন; কলিকাতা প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ই, এ, এরেকী, এম-এ (ক্যান্টাব), জে, পি; বেঙ্গল লেজিস্‌লেটিভ কাউন্সিলের সভাপতি মাননীয় সত্যেন্দ্রচন্দ্র মিত্র, এম-এ, বি-এল; ক্যাপ্টেন মিঃ পি এন, পি, উনাউয়ালা (আন্দামান); বিখ্যাত ভাণ্ডয়াল মামলার মেজকুমার শ্রীরমেন্দ্রনারায়ণ রায়; দেশনেতা জমিদার চৌধুরী মোয়াজ্জেম হোসেন (লাল মিঞা) এম-এল-সি, কলিকাতা; খান বাহাদুর মিঃ এম, কে, হাসান, সি-আই-ই ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার, ই, আই, রেলওয়ে; মিঃ ইসাক মামি এটীয়া, পশ্চিম আফ্রিকা এবং এইরূপ আরও অনেকে।

প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ কয়েকটী অত্যাশ্চর্য্য কবচ

উপকার না হইলে মূল্য ফেরৎ, গ্যারাণ্টিপত্র দেওয়া হয়।

ধনদা কবচ—স্বল্পায়াসে ধনলাভ করিতে হইলে এই কবচ ধারণ একান্ত আবশ্যক। চঞ্চলা লক্ষ্মী অচলা হইয়া পুত্র, আয়ু, বিজয়, মান, মনোহভীষ্টসিদ্ধি প্রভৃত ধন ও কীর্ত্তি দান করেন। ইহা ধারণে ক্ষুদ্র ব্যক্তিও রাজতুল্য ঐশ্বর্য্যশালী হয়। (তন্ত্রোক্ত) মূল্য ৭৷৷৵০। অদ্ভুত শক্তিসম্পন্ন ও সত্বর ফলপ্রদ কল্পবৃক্ষতুল্য বৃহৎ কবচ ২৯৷৷৵০, প্রত্যেক গৃহী ও ব্যবসায়ীর অবশ্য ধারণ কর্ত্তব্য।

বগলামুখী কবচ—শত্রুদিগকে বশীভূত ও পরাজয় এবং যে কোন মামলা মোকদ্দমায় সুফললাভ, আকস্মিক সব প্রকার বিপদ হইতে রক্ষা ও উপরিস্থ মনিবকে সন্তুষ্ট রাখিয়া কর্ম্মোন্নতিলাভে ব্রহ্মাস্ত্র। মূল্য ৯৵০, শক্তি-শালী বৃহৎ ৩৪৵০ (এই কবচে ভাওয়াল সন্ন্যাসী জয়লাভ করিয়াছেন)।

বশীকরণ কবচ—ধারণে অভীষ্টজন বশীভূত ও স্বকার্য্যসাধনযোগ্য হয়। (শিব বাক্য) মূল্য ১১৷৷০, শক্তিশালী ও সত্বর ফলদায়ক বৃহৎ ৩৪৵০। ইহা ছাড়াও বহু কবচ আছে।

অল ইণ্ডিয়া এষ্ট্রোলজিক্যাল এণ্ড এষ্ট্রোনমিক্যাল সোসাইটী (রেজিঃ)
ভারতের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ এবং নির্ভরশীল জ্যোতিষ ও তান্ত্রিক ক্রিয়াদির প্রতিষ্ঠান—(স্থাপিত ১৯০৭)

হেড অফিস :—১০৫, (আ-জ) গ্রে ষ্ট্রীট, "বসন্ত-নিবাস" (শ্রীশ্রীনবগ্রহ ও কালীমন্দির), কলিকাতা।

ফোন :—বি, বি, ৩৬৮৫। সাক্ষাতের সময় প্রাতে ৮৷৷টা হইতে ১১৷৷টা।

ব্রাঞ্চ অফিস :—৪৭, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, (ওয়েলিংটন স্কোয়ার জংশন), কলিঃ।

ফোন :—কলিকাতা ৫৭৪২। সময়—বৈকাল ৫৷৷টা হইতে ৭৷৷টা।

লণ্ডন অফিস :—মিঃ এম, এ, কার্টিস, ৭-এ, ওয়েষ্টওয়ে রেইনিস পার্ক, লণ্ডন
চিঠিপত্র ও টাকা-কড়ি হেড অফিসে পাঠাইবেন।

কঙ্কাল লাইব্রেরী। এই সম্পর্কে আরও প্রকাশ, উক্ত মিউজিয়ামের সংগ্রহের মধ্যে নর-কঙ্কালের সকল রকম নমুনা থাকিবে। বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণার কাজে বৈজ্ঞানিকেরা ঐ সমস্ত নর-কঙ্কাল ব্যবহার করার সুযোগ পাইবেন বলিয়াও উক্ত সংবাদদাতা উল্লেখ করিয়াছেন।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মোট সৈন্য ক্ষয়—ওয়াশিংটন হইতে সম্প্রতি ঘোষণা করা হইয়াছে যে, এই যুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ১০১৭০৯৭ সৈন্য ক্ষয় হইয়াছে। যুদ্ধ আরম্ভ হওয়া অবধি ৮৯৯৯৫২ স্থল সৈন্য এবং ১১৭১৪৫ নৌ-সৈন্য ক্ষয় হইয়াছে বলিয়াও প্রকাশ করা হইয়াছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বৃটিশ প্রচারকার্য্য—এটর্ণি জেনারেল বিডল্ সম্প্রতি ওয়াশিংটনে প্রকাশ করিয়াছেন যে, ১৯৪৪ সালে বিভিন্ন বিদেশী গবর্ণমেণ্ট মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ৫০ লক্ষ ডলার প্রচারকার্য্যের উদ্দেশ্যে ব্যয় করিয়াছেন। এই সম্পর্কে তিনি আরও বলেন যে, বৃটেন ১৯৪৪ সালে ২১ লক্ষ ৪৩ হাজার ডলার প্রচারকার্য্যের উদ্দেশ্যে ব্যয় করিয়াছেন। কোন বিদেশী গবর্ণমেণ্টই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রচারকার্য্যের জন্য এত ব্যয় করে নাই বলিয়াও এটর্ণি জেনারেল উল্লেখ করিয়াছেন। বিডল আরও বলেন যে, উক্ত ২১ লক্ষ ৪৩ হাজার ডলারের মধ্যে ইণ্ডিয়ান এজেন্সি জেনারেলের প্রোপাগাণ্ডা বুরোর মারফৎ যে ব্যয় হয় তাহা ধরা হয় নাই।

নৌকা চলাচলের আদেশ শিথিল—পূর্ব্ব বঙ্গের অর্থনৈতিক অবস্থার সহায়তাকল্পে এবং মৎস্য চাষ বৃদ্ধি পরিকল্পনাকে কার্য্যে পরিণত করার উদ্দেশ্যে সামরিক কর্ত্তৃপক্ষ নোয়াখালি এবং চট্টগ্রাম জেলার নৌ-চলাচলের উপর যে বিধি-নিষেধ ছিল সেই সমস্ত বহুলাংশে শিথিল করিতে সম্মত হইয়াছেন বলিয়া প্রকাশ।

পাঁচ শত কোটি পাউণ্ড ক্ষতিপূরণ—ওয়াকিবহাল মার্কিন কূটনৈতিক সূত্রে প্রাপ্ত সংবাদে প্রকাশ, জার্ম্মানীকে ক্ষতিপূরণ স্বরূপ মিত্রপক্ষকে পাঁচ শত কোটি পাউণ্ড দিতে হইবে, এই মর্ম্মে মার্শাল ষ্ট্যালিন বৃটেন ও আমেরিকার নিকট নাকি এক প্রস্তাব প্রেরণ করিয়াছেন। অন্য সূত্রে প্রাপ্ত সংবাদে প্রকাশ, উপরোক্ত অর্থের অর্দ্ধেক যন্ত্রপাতির দ্বারা আর বাকী অর্দ্ধেক ব্যবহারোপযোগী পণ্য দ্বারা মিটাইতে হইবে। এই সম্পর্কে আরও প্রকাশ, মস্কোতে মিত্রপক্ষের ক্ষতিপূরণ কমিশনের কার্জ সম্প্রতি মাত্র আরম্ভ হইয়াছে। উহাদের সিদ্ধান্ত বা আলোচনার ফলাফল সংক্রান্ত খুঁটিনাটি তথ্য সংক্রান্ত রিপোর্ট প্রকাশে বিলম্ব ঘটিতে পারে বলিয়াও জানা গিয়াছে।

হিন্দী-রুশ ও উর্দ্দু-রুশ অভিধান—রুশ-বিজ্ঞান পরিষদের সাহিত্য ও ভাষা বিভাগের প্রাচ্য সংসদ হিন্দী-রুশ ও উর্দ্দু-রুশ অভিধান প্রণয়নের কাজ আরম্ভ করিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ। উক্ত সংসদ জাপ-রুশ এবং চীনা-রুশ অভিধান প্রণয়ন করিতেছেন বলিয়াও প্রকাশ।

বাংলায় সরিষার তৈল সরবরাহের ব্যবস্থা—সম্প্রতি নয়া দিল্লীতে অনুষ্ঠিত পূর্ব্ব ও উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের রিজিওন্যাল ফুড কমিশনার এবং যুক্তপ্রদেশ, বাংলা, পাঞ্জাব গবর্ণমেণ্ট এবং কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের বাণিজ্য দপ্তরের প্রতিনিধি-গণের এক সম্মেলনে স্থির হইয়াছে যে, যুক্তপ্রদেশ

টেলিগ্রাম—"আর্থিক মান" পোঃ বক্স কেল—৬৫৯

প্রগতিশীল জাতীয় আর্থিক প্রতিষ্ঠান

ব্যাঙ্ক অব কামরূপ লিঃ

হেড অফিস : ৭নং সোয়ালো লেন, কলিকাতা

ম্যানেজিং ডাইরেক্টর—শ্রীঅমলেন্দু বাগচী

প্রতিদিন ৩৪ লক্ষ টাকা খাটানো হয়েছে

প্রথম ৩% ভিক্টরি লোন (১৯৫৭)এ এগারো মাসেরও কম সময়ে ১১২ কোটি টাকা জমা হ'বার পর এই ঋণ গ্রহণ ১৯৪৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে বন্ধ করা হয়।

এখন ৩% দ্বিতীয় ভিক্টরি লোন (১৯৫৯-৬১) প্রবর্তিত হওয়ায় আগের মতই সুবিধাজনক সর্তে টাকা দাদন করার সুযোগ হ'লো। এই সুযোগ গ্রহণ করলে আপনি জিনিসপত্রের দাম কমিয়ে দেশকে সাহায্য করবেন ও সেই সঙ্গে ঘরে বসে প্রতি ছয় মাস অন্তর আয়কর বাদ দিয়ে বার্ষিক শতকরা তিন টাকা সুদ পাবেন।

এই ঋণে আপনি যথেচ্ছ পরিমাণ টাকা ন্যস্ত করতে পারেন—১৫ই অগস্ট ১৯৫৯ ও ১৫ই অগস্ট ১৯৬১র মধ্যে ভারত সরকার আপনার ঋণ শোধ করবেন। এর মধ্যে আপনার টাকার দরকার হ'লে আপনার লোন বণ্ড হস্তান্তর ক'রে যে কোনো সময় টাকা তুলতে পারবেন। আপনার বার্ষিক আয় যদি আয়করমুক্ত হয় কিংবা যদি আপনাকে অপেক্ষাকৃত কম হারে আয়কর দিতে হয়, তা হলে আপনার লভ্যাংশের উপর ধার্য আয়করও ফেরত পাবেন। এই ঋণের জন্য আপনার ব্যাঙ্কারকে কিংবা রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার বোম্বাই, কলিকাতা, মাদ্রাজ, দিল্লী ও কানপুরের অফিসে কিংবা গভর্নমেণ্ট ট্রেজারিতে লিখুন। AAA 228

আপনার সঞ্চয়

১৯৫৯—৬১র

৩%

দ্বিতীয়

ভিক্টরি লোন-এ

নিয়োগ করুন

'ফিনান্স ডিপার্টমেণ্ট, গভর্নমেণ্ট অব ইণ্ডিয়া' কর্তৃক প্রচারিত

আপনার নিজস্ব প্রতিষ্ঠান

দি

হুগলী ব্যাঙ্ক

লিমিটেড

৪৩নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ফোন : ক্যাল ২২৬০ (তিন লাইন)

১৪-২-১৩৫২ তারিখের হিসাব

	টাকা
আদায়ীকৃত মূলধন ও সংরক্ষিত তহবিল	১৪,৪৪,০০০৲
নগদ, কোম্পানীর কাগজ, ইত্যাদি	১,৪৪,৪১,০০০৲
আমানত	২,৩৩,০৩,০০০৲
কার্য্যকরী মূলধন	২,৬৮,৭৪,০০০৲

আমাদের নির্ভরযোগ্যতাই আপনার অনাগত সুদিনের নিশ্চিত নিদর্শন।

হইতে বাংলায় ২০ লক্ষ মণ সরিষা এবং সাড়ে ৯ লক্ষ মণ সরিষার তৈল সরবরাহ করা হইবে। এতদ্ব্যতীত পাঞ্জাব, মধ্যপ্রদেশ এবং রাজপুতনার রাজ্যসমূহ হইতে আরও সরিষা এবং সরিষার তৈল বাংলায় পাঠান হইবে বলিয়াও উক্ত সম্মেলনে এক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইয়াছে।

সিপাহীর ভিক্টোরিয়া ক্রস লাভ—লণ্ডনের সাম্প্রতিক সংবাদে প্রকাশ, ইতালীতে শৌর্য্যের পরিচয় দেওয়ার জন্য গত এপ্রিল মাসে পঞ্চম মারহাট্টা পদাতিক বাহিনীর সিপাহী নামদেও যাদাওকে ভিক্টোরিয়া ক্রস প্রদান করা হইয়াছে।

রেলওয়েসমূহের চীফ কমিশনার—নয়াদিল্লীর সাম্প্রতিক সংবাদে প্রকাশ, রেলওয়েসমূহের চীফ কমিশনার স্যার আর্থার গ্রিফিন শীঘ্রই ছুটিতে বিলাতে যাইতেছেন। তিনি আগষ্ট মাসের প্রথমদিকে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন বলিয়া আশা করা যায়। তাঁহার অনুপস্থিতিতে রেলওয়ে বোর্ডের ইঞ্জিনিয়ারিং সদস্য স্যার লক্ষ্মীপতি মিশ্র চীফ কমিশনাররূপে কার্য্য করিবেন।

বাংলার কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান—বাংলার গবর্ণর নিম্নলিখিত কংগ্রেস কমিটিগুলির উপর হইতে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করিয়াছেন, জানা গিয়াছে :—ত্রিপুরা জেলা কংগ্রেস কমিটি, চাঁদপুর কংগ্রেস কমিটি, নোয়াখালী জেলা কংগ্রেস কমিটি, মণ্ডল প্রাইমারী কংগ্রেস কমিটি (নোয়াখালী জেলা), যশোহর কংগ্রেস, বর্দ্ধমান জেলা কংগ্রেস কমিটি, কাটোয়া টাউন কংগ্রেস কমিটি, কাটোয়া মহকুমা কংগ্রেস কমিটি, বোলপুর শিক্ষাগার, তাঁতিপাড়া কংগ্রেস কমিটি, বীরভূম জেলা কংগ্রেস কমিটি।

বিভিন্ন দেশের শতায়ু লোকের হিসাব—মানুষের বয়স সম্পর্কে গবেষণাকারী রুশ অধ্যাপক ইলিন সম্প্রতি বলিয়াছেন যে, ককেসাসে যত বেশী দীর্ঘায়ু লোক আছে সেরূপ আর কোন দেশেই নাই। এই সম্পর্কে তিনি আরও বলেন যে, চারি বৎসর পূর্ব্বে রাশিয়ায় ১২৬ হইতে ১৩৬ বৎসর বয়স্ক লোকের সংখ্যা ছিল ২৫ জন। উহার অধিকাংশই নাকি ককেসাসের লোক। চারি বৎসর পূর্ব্বে শতায়ু ও শতাধিক বৎসর বয়স্ক লোকের সংখ্যা ইংলণ্ডে ছিল ১০ জন, সুইডেনে ৬৫ জন ও বুলগেরিয়ায় ৪২৮ জন। এই সম্পর্কে আরও প্রকাশ যে, গত আদমসুমারী অনুসারে রাশিয়ায় শতায়ু লোকের সংখ্যা ছিল প্রায় ৩০ হাজার। ঐ সময় রাশিয়ায় সর্ব্বাধিক বৃদ্ধের বয়স ছিল ১৬৬ বৎসর।

ঢাকা টেক্সটাইল এডভাইসরী বোর্ডের বৈঠক—প্রকাশ, গত ১৫ই জুন জেলা বোর্ড অফিসে ঢাকা টেক্সটাইল এডভাইসরী বোর্ডের এক বৈঠক হইয়া গিয়াছে। বাংলা গবর্ণমেণ্টের অসামরিক সরবরাহের ডিষ্ট্রিক্ট কণ্ট্রোলার মিঃ এমদাদ আলী উহাতে সভাপতিত্ব করেন। উক্ত বৈঠকে সর্ব্বশুদ্ধ ৭৪টি কাপড়ের দোকান অনুমোদিত হয় এবং এক প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া এই সমস্ত অনুমোদিত কাপড়ের দোকান মারফৎ অবিলম্বে কাপড় সরবরাহের নিমিত্ত ডিষ্ট্রিক্ট কণ্ট্রোলারের নিকট অনুরোধ জ্ঞাপন করা হয়।

ঢাকুরিয়া ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশান লিঃ

হেড অফিস : ২১এ ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিঃ।
ফোন : ক্যাল ১৭৪৪ গ্রাম : ষ্ট্রংরুম
শাখাসমূহ
ঢাকুরিয়া, সাদার্ণ মার্কেট, ক্যানিং, ঔরঙ্গাবাদ, জঙ্গীপুর, পাকুড়, রামপুরহাট, বারহারওয়া, ধুলিয়ান, সাহেবগঞ্জ, শেওড়াফুলি ও কোন্নগর
ম্যানেজিং ডিরেক্টর : মিঃ ডি এন চাটার্জ্জী

ঢাকায় বস্ত্ররেশনিং ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন—প্রকাশ, আগামী ২রা জুলাই হইতে ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জে বস্ত্ররেশনিং ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের কথা ছিল। এই সম্পর্কে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি অবলম্বিত না হওয়ায় উক্ত বস্ত্ররেশনিং ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনে আরও কয়েকদিন বিলম্ব হইবে বলিয়া জানা গিয়াছে।

ঘোষণা—
গত ১৯শে জুন
নয়াদিল্লী কনট সার্কাসে
(Cannaught Circus)
আমাদের নয়াদিল্লী শাখা
খোলা হইয়াছে।
শ্রী ব্যাঙ্ক লিঃ
৩-১, ব্যাংকশাল ষ্ট্রীট, কলিকাতা

মৃতদেহ আচ্ছাদনের ও শ্রাদ্ধাধিকারীদের জন্য বস্ত্র বরাদ্দ ব্যবস্থা।

বিভিন্ন কমিটীর সহিত পরামর্শক্রমে সরকার মৃতদেহ আচ্ছাদনের ও শ্রাদ্ধাধিকারীদের জন্য যে বস্ত্র বণ্টনের ব্যবস্থা আছে তাহার পরিমাণ ও ব্যবস্থা সম্পর্কে পর্য্যালোচনা করিয়াছেন এবং ১৯৪৫ সালের ২৫শে জুন হইতে নিম্নলিখিত ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করিয়াছেন :—

সম্প্রদায়	পরিমাণ ও বণ্টন ব্যবস্থা
সুন্নী মুসলমান—	**প্রতি পুরুষ মৃতদেহের জন্য ১২ গজ মার্কিন বা লংক্লথ এবং স্ত্রীলোকের জন্য ১৫ গজ।** ওয়ার্ড কমিটিসমূহ উক্ত বস্ত্রের পারমিট ইস্যু করিবে। কেবল বেওয়ারিশ শবের জন্য ৩১ মুফিদুল ইসলাম লেন, কলিকাতায় অবস্থিত আঞ্জুমান মুফিদুল ইসলামের নিকট বিতরণের উদ্দেশ্যে বস্ত্র মজুত করা হইবে।
শিয়া মুসলমান—	**মৃতদেহ পিছু ১৫ গজ লংক্লথ বা মার্কিন।** ৫১, এজরা ষ্ট্রীট, কলিকাতায় অবস্থিত আঞ্জুমান মুর্ত্তাজী কর্ত্তৃক বস্ত্র মজুত ও বণ্টিত হইবে।
হিন্দু—	**ধুতি বা শাড়ী বা সর্ব্বোচ্চ পরিমাণ ২০ গজ মার্কিন — মৃতদেহ আবরণের জন্য ৫ গজ ও শ্রাদ্ধাধিকারীদের জন্য ১৫ গজ। বস্ত্রের প্রয়োজন কম হইলে, বস্ত্র বিলির পরিমাণও হ্রাস করা হইবে।** ওয়ার্ড কমিটিসমূহ উক্ত বস্ত্রের পারমিট ইস্যু করিবে। কেবল বেওয়ারিশ শবের জন্য, ৫, শম্ভু চাটার্জ্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতায় অবস্থিত হিন্দু সৎকার সমিতির নিকট বিতরণের উদ্দেশ্যে বস্ত্র মজুত করা হইবে।
খৃষ্টান—	**৮ বৎসরের অধিক বয়স্ক বিবাহিত ব্যক্তিদের জন্য ১১॥০ গজ লংক্লথ এবং ৪॥০ গজ কাল ক্যালিকো বা লংক্লথ। ৮ বৎসরের অধিক বয়স্ক অবিবাহিত ব্যক্তিদের জন্য ১৫ গজ লংক্লথ। ৮ বৎসরের কম বয়স্ক শিশুর জন্য ৭॥০ গজ লংক্লথ।** নিম্নলিখিত ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানগুলি বস্ত্র বণ্টনের উদ্দেশ্যে বস্ত্র মজুত করিবে— লিউয়েলিন এণ্ড কোং—৯-৯/১, ওয়াটারলু ষ্ট্রীট। ডি সোয়ারীজ এণ্ড কোং—১৬, ম্যাঙ্গো লেন। লরেন্স এণ্ড কোং—১৭৫/বি, লোয়ার সারকুলার রোড। ব্রাউন এণ্ড কোং—৯৩, ইলিয়ট রোড। জে ম্যাত্তিরা এণ্ড কোং—১৩, বহুবাজার ষ্ট্রীট।
পার্শী—	**শবের জন্য ২০ গজ মার্কিন বা লংক্লথ।** ২১, পার্শী চার্চ্চ ষ্ট্রীট, কলিকাতায় অবস্থিত জোরাষ্ট্রীয়ান কমিউনিটিস রিলিজিয়াস এণ্ড চ্যারিটি ফাণ্ডস বিলি করার উদ্দেশ্যে বস্ত্র মজুত করিবে।
ইহুদী—	**৮ বৎসরের অধিক বয়স্ক ব্যক্তির জন্য ১০ গজ লংক্লথ।** **৮ বৎসরের কম বয়স্ক শিশুর জন্য ৫ গজ লংক্লথ।** ৬, ম্যাঙ্গো লেন, কলিকাতায় অবস্থিত ওসে-হাইসাদ জুইস বারিয়াল বোর্ড বস্ত্র বরাদ্দের উদ্দেশ্যে মজুত করিবে।

শব আচ্ছাদন ও শ্রাদ্ধাধিকারীদের বস্ত্র সরবরাহ সম্পর্কে ওয়ার্ড কমিটিসমূহ কেবল হিন্দু ও সুন্নী মুসলমানগণের জন্য ব্যবস্থা করিবে (বেওয়ারিশ শবের জন্য ব্যতীত) কিন্তু অন্যান্য সম্প্রদায় উপরে উল্লিখিত নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানগুলির মারফৎ বস্ত্র বণ্টনের ব্যবস্থা করিয়াছে।

বাংলার অসামরিক সরবরাহ বিভাগ

পরলোকে শ্রীযুক্ত কে এম ব্যানার্জ্জি—গত ২৯শে জুন শুক্রবার পুরীতে 'ইণ্ডাষ্ট্রী' পত্রের ম্যানেজিং এডিটর শ্রীযুক্ত কে এম ব্যানার্জ্জি পরলোক গমন করিয়াছেন। ১৯১০ সাল হইতে তিনি 'ইণ্ডাষ্ট্রী' পত্র প্রথম প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন। তদবধি তিনি বিশেষ দক্ষতার সহিত উক্ত পত্রের সম্পাদনা করিতেছিলেন। তিনি ১২ বৎসর ভারতীয় সংবাদপত্র সেবী সঙ্ঘের সম্পাদকের পদে রত ছিলেন।

(নানা কথা—২০৪ পৃষ্ঠার পর)

ব্যাপারে বিশেষভাবে সাহায্য করিতে পারে। কিন্তু এখনও এই ধরণের কোন কার্য্যকরী পরিকল্পনার কথা শুনা যাইতেছে না।

ভারতবাসীর ভাগ্য নির্দ্ধারণার্থ সিমলাতে যে বৈঠক আহূত হইয়াছে তাহা আগামী ১৪ই জুলাই তারিখ পর্য্যন্ত স্থগিত হইয়াছে। ইতিমধ্যে সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে যে, কংগ্রেস, মুসলীম লীগ ও অন্যান্য রাজনীতিক ও সাম্প্রদায়িক দল বড়লাট লর্ড ওয়াভেলের প্রস্তাবের মূলনীতি সমর্থন করিয়াছেন—যদিও বড়লাটের নূতন শাসন পরিষদে মোট কতজন সদস্য থাকিবেন, উহারা কি ভাবে নির্ব্বাচিত হইবেন ইত্যাদি বিষয় সম্বন্ধে এখন পর্য্যন্ত কোন মীমাংসা হয় নাই। এই সম্পর্কে অন্যত্র 'রাজনৈতিক প্রসঙ্গে' বিস্তৃত আলোচনা করা হইল। এখানে ভারতবর্ষের অর্থনীতিক ক্ষেত্রে বড়লাটের প্রস্তাবের কিরূপ প্রতিক্রিয়া হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে তৎসম্বন্ধে পাঠকবর্গকে কিছু আভাষ দিতে আমরা চেষ্টা করিব। বড়লাটের প্রস্তাবে বলা হইয়াছে যে, সামরিক বিভাগ ছাড়া অন্য সমস্ত বিভাগ ভারতীয় জনগণের প্রতিনিধিস্থানীয় ব্যক্তিদের কর্ত্তৃত্বাধীনে আনা হইবে এবং বড়লাট "অযৌক্তিকভাবে" উহাদের কাজে কোন বাধা দিবেন না। যদি তাহা হয় তাহা হইলে দেশের শিল্পনীতি, মুদ্রানীতি, বাট্টানীতি, ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত নীতি, বাণিজ্যনীতি, যানবাহননীতি, সংবাদ আদান-প্রদান নীতি, ট্যাক্সনীতি এবং সরকারী রাজস্ব ব্যয়ের নীতি ভারতের প্রতিনিধিস্থানীয় ব্যক্তিদের কর্ত্তৃত্বাধীনে আসিবে। উহার অর্থ এই হইতেছে যে (১) ভারতের জনমতের প্রতিনিধিগণ দেশীয় শিল্পকে রক্ষণশুল্ক, ঋণ, অর্থ সাহায্য ইত্যাদি দ্বারা সাহায্য করিতে পারিবেন। (২) ভারতের সামুদ্রিক বাণিজ্য যাহাতে ভারতবাসীর স্বার্থের অনুকূল পথে পরিচালিত হয় তজ্জন্য ভারতের জনমতের প্রতিনিধিগণ আমেরিকার যুক্তরাজ্য, রুশিয়া, চীন প্রভৃতি দেশের সহিত বাণিজ্যচুক্তি সম্পাদন করিতে সমর্থ হইবেন (৩) ভারতীয় মুদ্রানীতি ও বাট্টানীতি ভারতীয় জনসাধারণের স্বার্থের অনুকূল পথে পরিচালিত হইতে পারিবে (৪) ভারতীয় রেলপথসমূহ কাঁচামাল সরবরাহ ও শিল্পদ্রব্য যথাস্থানে প্রেরণ করিবার সুবিধা দিয়া ভারতীয় শিল্পসমূহকে বিশেষভাবে সাহায্য করিতে পারিবে (৫) ভারতীয় কৃষি ও শিল্পের উন্নতির জন্য কৃষি ও শিল্পের উপর ট্যাক্সভার লাঘব করা সম্ভবপর হইবে (৬) গবর্ণমেণ্ট প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ট্যাক্স সহায়ে দেশবাসীর নিকট হইতে যে অর্থ আদায় করিবেন তাহার একটা উল্লেখযোগ্য অংশ দেশের জনসাধারণের অর্থনীতিক উন্নতিমূলক প্রচেষ্টায় নিয়োজিত হইতে পারিবে। এই ধরণের আরও দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। লর্ড ওয়াভেলের পরিকল্পনা গৃহীত হইলে এবং বড়লাট 'অযৌক্তিকভাবে' তাঁহার বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগ করিবেন না বলিয়া যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন তাহা রক্ষিত হইলে আর একটি সুবিধা এই হইবে যে দেশের শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানসমূহ গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে সময়মত এবং উপযুক্ত পরিমাণে সাহায্য পাইবে। একথা সর্ব্বজনবিদিত যে বর্ত্তমানে দেশে যে গভর্ণমেণ্ট রহিয়াছে তাহা দেশের শিল্পগুলিকে সংরক্ষণ শুল্কের সুবিধা ছাড়া আর কোন সাহায্য করে না এবং এই সুবিধাও সময়মত ও উপযুক্ত পরিমাণে দেওয়া হয় না।

ত্রিপরা ইণ্ডাষ্ট্রীস কর্পোরেশন
লিমিটেড
হেড অফিস—৮।২, হেষ্টিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
একটী লভ্যাংশ ঘোষণাকারী উন্নতিশীল জাতীয় প্রতিষ্ঠান।
লম্বা আঁশের তুলার চাষ বিপুল আয়োজনে আরম্ভ হইয়াছে।
চালের কল চলিতেছে এবং শীঘ্রই "ষ্ট্র" বোর্ড প্রস্তুতের মিল স্থাপিত হইতেছে।
ফ্যাক্টরী ও কটন ষ্টেট—বামুটিয়া, ত্রিপুরা ষ্টেট।

ব্যাঙ্ক অব ক্যালকাটা লিঃ
(ক্লিয়ারিংয়ের সর্ব্বপ্রকার ব্যবস্থা আছে)
১৯৪৪ সনের শেষে মোটামুটি আর্থিক পরিচয়
অনুমোদিত মূলধন ১,০০,০০,০০০৲ বিলিকৃত ও বিক্রীত মূলধন ১৪,০০,০০০৲
আদায়ীকৃত ও মজুত তহবিল ৮,০০,০০০৲ কার্য্যকরী মূলধন ১,০০,০০,০০০৲
ম্যানেজিং ডিরেক্টর—ডাঃ এম, এম, চ্যাটার্জ্জি

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক লিমিটেড
হেড অফিস : ৭, সোয়ালো লেন, কলিকাতা। ফোন ক্যাল, ৫৪৯
বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা, আসাম ও যুক্তপ্রদেশের নানা কেন্দ্রে ৩৫টির অধিক শাখা।
সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয় এবং শেয়ার ক্রয় বিক্রয়ে গ্রাহকদের বিশেষভাবে সাহায্য করা হয়।
ম্যানেজিং ডিরেক্টর : শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র চন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

দি সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া লিঃ
স্থাপিত—ডিসেম্বর—১৯১১
ভারতীয় বৃহত্তম জয়েণ্ট ষ্টক ব্যাঙ্ক
অনুমোদিত মূলধন ৫,২৫,০০,০০০৲ টাকা রিজার্ভ ও অন্যান্য তহবিল ২,৫৪,৭২,০০০৲ টাকা
বিলীকৃত মূলধন ৫,০৪,৯৯,৬০০৲ টাকা আমানতের পরিমাণ (৩১-১২-৪৪ তারিখে) ৯৪,৪৮,৬৭,০০০৲ টাকা
আদায়ীকৃত মূলধন ২,৫১,০২,২০০৲ টাকা হেড অফিস—মহাত্মা গান্ধী রোড, ফোর্ট, বোম্বাই
ভারতের সর্ব্বত্র ২৬০টির অধিক ব্রাঞ্চ ও পে-অফিস আছে।
স্যার এইচ, পি, মোদী, কে, বি, ই, চেয়ারম্যান। ম্যানেজিং ডিরেক্টর : মিঃ এইচ, দি ক্যাপটেন, জে, পি।
লণ্ডন এজেণ্টস্ : বারক্লেস ব্যাঙ্ক লিঃ ও মিডল্যাণ্ড ব্যাঙ্ক লিঃ। নিউইয়র্ক এজেণ্ট : দি গ্যারাণ্টি ট্রাষ্ট কোং অব নিউইয়র্ক।
সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়। সর্ত্তাবলী পত্র লিখিয়া জানুন।
কলিকাতার শাখাসমূহ—মেন অফিস—১০০, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, বড়বাজার—৭১, ক্রশ ষ্ট্রীট, নিউ মার্কেট—১০, লিণ্ডসে ষ্ট্রীট, শ্যামবাজার—১৩৩, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, ভবানীপুর—৮-এ, রসা রোড। বঙ্গদেশ—ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, মীরকাদিম, জলপাইগুড়ি, শিলিগুড়ি, বর্দ্ধমান, দিনাজপুর, রংপুর, ভৈরববাজার, ময়মনসিংহ, কালিংপঙ্ এবং কুলটী। বিহার—জামসেদপুর, মজাফরপুর সাসারাম, গয়া, ছাপরা, জয়নগর, সীতামারি, বেট্টিয়া, মধুবাণী, খাগাড়িয়া, রকসউল, মোগাছিয়া, ভাগলপুর, পাটনা, পাটনা সিটি, কাটিহার, কিষাণগঞ্জ, ফরবেশগঞ্জ, সাহেবগঞ্জ, রাণিয়া, বৈরাগনিয়া, কলগঞ্জ, সমস্তিপুর ও পুকলিয়া, দেওঘর, বনুমংখি। উড়িষ্যা—সম্বলপুর।

পোষ্ট বক্স নং—২৪০৩ টেলিগ্রাম—'লেনদেন', কলিঃ
বগুড়া সিটি ব্যাঙ্ক লিঃ
হেড অফিস ঃ—
১৫বি, ক্লাইভ রো, কলিকাতা।
সুবিধাজনক সর্ত্তে সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।
ভারতে ৩৫টি প্রধান প্রধান স্থানে ও ব্যবসায় কেন্দ্রে শাখা অফিস আছে।
ম্যানেজিং ডাইরেক্টর—এম, এল, মিত্র
এসিষ্ট্যাণ্ট ম্যানেজিং ডাইরেক্টর বি সেন।
সুপারভাইজিং ডাইরেক্টর এইচ, সি, মিত্র

কোম্পানী প্রসঙ্গ

এলায়েড ব্যাঙ্ক লিঃ

গত ২৭শে জুন কলিকাতায়—৩নং ম্যাঙ্গো লেনে এলায়েড ব্যাঙ্ক লিমিটেডের একটি শাখা আফিস খোলা হইয়াছে। ঢাকায় এই ব্যাঙ্কের হেড আফিস অবস্থিত। ময়মনসিংহ ও কিশোরগঞ্জে উহার দুইটি শাখা আফিস রহিয়াছে। মিঃ হরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ম্যানেজিং ডিরেক্টররূপে এই ব্যাঙ্কটি পরিচালনা করিতেছেন। তাঁহার কর্ম্মকুশলতায় গত কয় বৎসরে এলায়েড ব্যাঙ্কের উল্লেখযোগ্য উন্নতি দেখা গিয়াছে। আমানতকারীদের স্বার্থের দিকে নজর রাখিয়া বিবেচনাসম্মত উপায়ে ব্যাঙ্কিংয়ের কাজ নিয়ন্ত্রণ করাই এই ব্যাঙ্কের পরিচালকদের উদ্দেশ্য। এই বিশেষত্বের জন্য এলায়েড ব্যাঙ্ক ক্রমেই বেশ জনপ্রিয় হইয়া উঠিতেছে—বিভিন্ন শাখার ভিতর দিয়া উহার কার্য্যধারাও ভালরূপ প্রসার লাভ করিতেছে। মিঃ অজিতকুমার সোম সম্প্রতি এই ব্যাঙ্কের পরিচালক বোর্ডে যোগদান করিয়াছেন। তাঁহার উদ্যোগেই কলিকাতায় ঐ ব্যাঙ্কের শাখা আফিসটি স্থাপিত হইয়াছে। ব্যাঙ্কিংয়ের কাজে মিঃ সোমের বহু দিনের অভিজ্ঞতা রহিয়াছে। তাঁহার মত কৃতী ব্যক্তির সহযোগিতায় কলিকাতায় ও অন্যত্র এলায়েড ব্যাঙ্কের সুনাম ও প্রতিষ্ঠা দিন দিন বেশ বৃদ্ধি পাইবে বলিয়াই আমরা আশা করি।

কুসুম ইঞ্জিনীয়ারিং কোং লিঃ

গত সপ্তাহের 'আর্থিক জগৎ'-এ কুসুম ইঞ্জিনীয়ারিং কোম্পানী লিমিটেডের একটি ঘোষণাপত্র প্রকাশিত হইয়াছিল। এই কোম্পানীর অনুমোদিত মূলধন ২৫ লক্ষ টাকা। এই কোম্পানীর ৯৭ হাজার টাকার শেয়ার পূর্ব্বে বিক্রীত হইয়াছিল। বর্ত্তমানে কোম্পানী কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমতি লইয়া ১০৲ টাকা মূল্যের ৭৫ হাজার নূতন শেয়ার বাজারে বিক্রয়ার্থ উপস্থিত করিয়াছে।

কুসুম ইঞ্জিনীয়ারিং কোম্পানী পটারি ইণ্ডাষ্ট্রী বা মৃৎশিল্পের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি প্রস্তুতকার্য্যে নিয়োজিত আছে। ভারতে মৃৎশিল্প প্রস্তুতের উপকরণ প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। মৃৎশিল্প প্রস্তুতের যন্ত্রপাতি তৈয়ার করিয়া ঐ কোম্পানী সে শিল্পকে সুগঠিত করা সম্পর্কে সাহায্য ও সহায়তা করিতেছে। অতীতকাল হইতে মৃৎশিল্প ভারতের সকল শ্রেণীর লোকদের নিকট সমাদর লাভ করিয়া আসিতেছে। গ্রাম্য শিল্পের ক্ষেত্রে মৃৎশিল্পের স্থান অগ্রগণ্য। দেশীয় রাজ্য ও প্রাদেশিক সরকারসমূহের গ্রামোন্নতি ও শিল্পোন্নতির পরিকল্পনায় এই শিল্প যুদ্ধের পরে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিবে সন্দেহ নাই। কুসুম ইঞ্জিনীয়ারিং কোম্পানীর কারখানায় তৈয়ারী মৃৎশিল্প প্রস্তুতের যন্ত্রপাতি দেশের বহু মৃৎশিল্প কারখানায় ব্যবহৃত হইতেছে। মৃৎশিল্পকে উৎসাহ দিতে গিয়া গবর্ণমেণ্টও এই কোম্পানীর যন্ত্রপাতির জন্য অর্ডার দিতেছেন। যুদ্ধের পর এই কোম্পানীর তৈয়ারী যন্ত্রপাতির জন্য সরকারী ও বেসরকারী দাবী-দাওয়া আরও বাড়িবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে। এই কোম্পানী নূতন শেয়ার বিক্রয় করিয়া যে মূলধন সংগ্রহ করিবে তাহা কেবল মৃৎশিল্পের উপযোগী যন্ত্রপাতি নির্ম্মাণে নিয়োজিত হইবে না, ঐ মূলধন দ্বারা কোম্পানী বয়নশিল্প, রবার, রং এবং চর্ম্ম সংস্কার শিল্পের যন্ত্রপাতি প্রস্তুতেও যত্নপর হইবে। এই সব শ্রেণীর যন্ত্রপাতি দেশে ব্যাপকভাবে কাটতি হওয়ার সম্ভাবনা আছে। কুসুম ইঞ্জিনীয়ারিং কোম্পানী এই প্রকার জিনিষ তৈয়ার করিয়া তাহাদের লাভের পথ বেশ প্রশস্ত করিতে পারিবে বলিয়া আশা করা যায়। কাজেই এই উন্নতিশীল কোম্পানীটির শেয়ার ক্রয়ে অনেকেই আগ্রহান্বিত হইবেন সন্দেহ নাই।

ন্যাশনেল অয়েল রিফাইনারিজ এণ্ড কেমিক্যালস্ লিঃ

গত সপ্তাহের 'আর্থিক জগতে' ন্যাশনেল অয়েল রিফাইনারিজ এণ্ড কেমিক্যালস্ লিমিটেডের একটি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হইয়াছে। এই কোম্পানীর অনুমোদিত মূলধন ২৫ লক্ষ টাকা। উহা ১০০৲ টাকা মূল্যের ৫ হাজার কিউমুলেটিভ প্রেফারেন্স শেয়ার ও ১০৲ টাকা মূল্যের ২ লক্ষ সাধারণ শেয়ারে বিভক্ত। কোম্পানীর ডিরেক্টর-

ইষ্ট বেঙ্গল ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস—নারায়ণগঞ্জ স্থাপিত—১৯২৩ কলিকাতা অফিস—১৭৬, ক্রস্ ষ্ট্রীট
ফোন : বড়বাজার—৯৮৭

শীঘ্রই পাটনা সিটি শাখা খোলা হইবে।

অপরাপর শাখা—বরিশাল, ভৈরববাজার, কুমিল্লা, করিমগঞ্জ, মীরকাদিম, নিতাইগঞ্জ, পুরাণবাজার (চাঁদপুর), শিলচর, শ্রীহট্ট।

জেনারেল ম্যানেজার—কে, কে, পাল ম্যানেজিং ডিরেক্টর—এস, সি, সাহা

ইকনমিক ব্যাঙ্ক লিমিটেড

স্থাপিত—১৯২৯ ফোন : ক্যাল ৫৯৪৪

হেড অফিস—৮৬বি ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

অন্যান্য শাখা

বাঁকুড়া, ঘাটাল, টাটানগর, মির্জ্জাপুর, বেনারস, এলাহাবাদ, লাক্ষ্ণৌ, কাণপুর, বালিয়া, আরাউরা, দেউরিয়া, পুরুলিয়া, সাদার্ণ এভিনিউ, বড়বাজার, নোয়াগড় ও সোনামুখী (বাঁকুড়া)।

নিমতলা ও বেলগাছিয়া শাখা শীঘ্রই খোলা হইবে।

কেনা ও বেচার নূতন অধ্যায়

ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে একটা সহজ সম্বন্ধ গড়ে তোলবার ইচ্ছা নিয়ে আমরা নিম্নলিখিত কাজে হাত দিয়েছি। পর্য্যায় হিসাবে তার নাম হচ্ছে এজেণ্ট, ডিষ্ট্রিবিউটর, মিল মালিকের প্রতিনিধি, কমিশন এজেণ্ট, আমদানিকারক, রপ্তানিকারক এবং জেনারেল মার্চ্চেণ্ট। বড়ো মিল মালিক থেকে আরম্ভ করে সামান্য লোক পর্য্যন্ত সকলে আমাদের সহায়তা নিয়ে কেনাবেচা করলে অনেক দুশ্চিন্তার হাত থেকে রেহাই পেতে পারেন। বর্ত্তমানে আমরা নীচের জিনিষ গুলো নিয়ে কেনাবেচা করছি। আপনার প্রয়োজন থাকলে লিখুন।

তেল—মহুয়া তেল, তিসির তেল, বাদাম তেল।
বীজ—তিসির বীজ, মহুয়া বীজ
অন্যান্য জিনিষ—ইলেকট্রিক সরঞ্জাম, কৃষিকার্য্যের যন্ত্রপাতি, শিল্পকর্ম্মের যন্ত্রপাতি, শিল্প সম্বন্ধীয় রাসায়নিক দ্রব্য, পাটের প্রস্তুত জিনিষপত্র, মৌচাকের মোম, ঔষধপত্র, ছুরি, কাঁচি প্রভৃতি গৃহস্থালীয় সরঞ্জাম, পুস্তক ও সাময়িক পত্রিকা, হোসিয়ারি, প্রসাধন দ্রব্য, বিস্কুট ও মিঠাই, জমানো দুধ, চা, বার্লি, টিনে রক্ষিত ফুল ও খেলনা।

প্রতিনিধিত্ব :—এ ছাড়া আমরা শিল্প প্রতিষ্ঠানের নানা রূপ প্রতিনিধিত্ব গ্রহণ করি, যথা : লোকাল পারচেজিং এজেণ্ট, লোকাল ডিষ্ট্রিবিউটিং এজেণ্ট, লোকাল এনকোয়ারিং এজেণ্ট ইত্যাদি

বিস্তারিত বিবরণের জন্য আজই লিখুন।

রয়কো ইনডাষ্ট্রিস

লিমিটেড

১-৩এ, বিডন রো, কলিকাতা

ফোন : বি বি ১২৩০ গ্রাম : STAMPIT

র্গ ও তাঁহাদের বন্ধুগণ সবপ্রথম কিউমুলেটিভ প্রফারেন্স শেয়ার ও ১০৲ টাকা মূল্যের ১ লক্ষ সাধারণ শেয়ার ক্রয় করিতে সম্মত হইয়াছেন। ১০৲ টাকা মূল্যের বাকী ১ লক্ষ অভিনারী শেয়ার বর্ত্তমানে সাধারণের নিকট বিক্রয়ের জন্য উপস্থিত করা হইয়াছে।

উদ্ভিজ্জ ঘৃত, সকল শ্রেণীর তৈল, রাসায়নিক দ্রব্য এবং তৈল ও চর্ব্বিযুক্ত এসিড প্রস্তুতের জন্য বর্ত্তমান কোম্পানীটি গঠিত হইয়াছে। কোম্পানীর উদ্যোক্তাগণ সাঁতরাগাছিতে কারখানা স্থাপনের জন্য উপযুক্ত জমি সংগ্রহের ব্যবস্থা করিয়াছেন। মিঃ জে সি মুখার্জ্জি, মিঃ সুন্দরলাল দাগা, স্যার এ এইচ গজনভি, মিঃ কে সি সেন, মিঃ বি কে মিত্র ও মিঃ বি এন মৌলিককে ডিরেক্টর হিসাবে লইয়া বর্ত্তমান কোম্পানীটি গঠিত হইয়াছে। ডিরেক্টরগণের মধ্যে অনেকেই নানা শ্রেণীর ব্যবসায়ে ইতিমধ্যেই উল্লেখযোগ্য কৃতকার্য্যতা দেখাইয়াছেন। যেসব জিনিষ তৈয়ারের উদ্দেশ্য লইয়া কোম্পানীটি স্থাপিত হইয়াছে, দেশে বর্ত্তমানে ও ভবিষ্যতে সেই সব জিনিষ ব্যাপকভাবে কাটতি হওয়ার যথেষ্ট সুযোগ রহিয়াছে। এই অবস্থার সকল দিক দিয়াই আমরা কোম্পানীটির সাফল্য ও শ্রীবৃদ্ধি আশা করিতে পারি। দেশের সঙ্গতিপন্ন লোকেরা এই কোম্পানীর শেয়ার ক্রয় করিয়া নিজেদের লাভের পথ প্রশস্ত করিতে ও তৎসঙ্গে দেশীয় শিল্পকে উৎসাহ দিতে আগ্রহান্বিত হইবেন বলিয়া আমাদের বিশ্বাস।

নূতন যৌথ কোম্পানী

আর এন শ' এণ্ড কোং লিঃ—ম্যানেজিং ডিরেক্টর—মিঃ বি সি শ'। রেজিষ্টার্ড অফিস—৫৫—৩২ ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—৪৮ হাজার টাকা। মদ, তৈল, ঔষধ ইত্যাদির ব্যবসা।

বি রায় এণ্ড কোং লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ তারকেশ্বর রায়। রেজিষ্টার্ড অফিস—২৫, বলিয়াঘাটা মেন রোড, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—২০ হাজার টাকা। কেমিষ্টস্ ও ড্রাগিষ্টস্।

ব্রিটীশ ইণ্ডিয়া মেশিনারীস্ লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ সুরেশচন্দ্র মজুমদার। রেজিষ্টার্ড অফিস—৫৭, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—৫০ লক্ষ টাকা। যন্ত্রপাতি নির্ম্মাণের কারখানা।

নন্দ কমার্শিয়্যাল কর্পোরেশন লিঃ—ডিরেক্টর—মহঃ সাদেক। রেজিষ্টার্ড অফিস—৭, পুলটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—১ লক্ষ টাকা। রবার ক্রেপ ঘৃতা, টায়ার ইত্যাদির আমদানী রপ্তানীকারক।

আপার ইণ্ডিয়া গানি এক্সপোর্ট কোং লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ দুর্গাদাস চ্যাটার্জ্জি। রেজিষ্টার্ড অফিস—১৩, সৈয়দ সেলী লেন, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—দশ লক্ষ টাকা। চট, থলে ইত্যাদি আমদানী রপ্তানীকারক।

জেনারেল কমার্শিয়্যাল কর্পোরেশন (ইণ্ডিয়া) লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ বি কে সেন। রেজিষ্টার্ড অফিস—১২, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—২০হাজার টাকা।

বাটলুলস্ লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ ডি জি বুটানী। রেজিষ্টার্ড অফিস—৩১-১ তিলজলা রোড, পার্ক সার্কাস, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—দশ হাজার টাকা। ম্যানেজিং এজেন্টস্, সেক্রেটারীস্ ইত্যাদি।

বেষ্ট ড্রাগস্ এণ্ড কেমিক্যালস্ লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ অমরেন্দ্র সিংহ। (ঠিকানা ফাইল করা হয় নাই।) অনুমোদিত মূলধন—এক কোটী টাকা। ঔষধ ও রাসায়নিক দ্রব্যাদি প্রস্তুতকারক।

ইষ্টার্ণ পটারীস্ এণ্ড এনামেলীং ওয়ার্কস্ লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ শিশিরকুমার চৌধুরী। রেজিষ্টার্ড অফিস—১ বি ওল্ড পোষ্ট অফিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—৫ লক্ষ টাকা। পেয়ালা, ভাণ্ড ইত্যাদির প্রস্তুতকারক।

রাণীগঞ্জ প্রপার্টিস্ লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ এ সি টমাস। রেজিষ্টার্ড অফিস—৬৮, বর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—৫ লক্ষ টাকা। কয়লা ও অন্যান্য খনিজের ব্যবসা।

হিন্দুস্থান জেনারেল ইলেকট্রিক্যাল কর্পোরেশন লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ যমুনা দাস খেমকা। রেজিষ্টার্ড অফিস—৫, রয়েল এক্সচেঞ্জ প্লেস, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—৫০ লক্ষ টাকা। রেডিও, রেডিওগ্রাম ও অন্যান্য বেতার যন্ত্রাদির ব্যবসা।

ক্রিসেণ্ট কমারসিয়াল ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া লিঃ

৫৭, রাধাবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা ● ম্যাঃ ডিঃ—মিঃ বি, নারায়ণ চৌধুরী।

সাদার্ণ ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস—১৪, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ফোন—ক্যাল ৫৯৮৯

ব্রাঞ্চ—বড়বাজার, শ্যামবাজার, ভবানীপুর, বলিয়হাট, খুলনা ও পাটনা

সুবিধাজনক সর্ত্তে গভর্ণমেণ্ট ও মিলিটারী বিলের উপর টাকা ধার দেওয়া হয়

সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

চেয়ারম্যান—মিঃ দেবেন্দ্রনাথ মুখার্জ্জি, মেয়র, কলিকাতা কর্পোরেশন।

অবসন্নতা

কারখানার বিভিন্ন ধরণের কাজ একটানা কোনটা কতক্ষণ চলতে পারে সে সম্বন্ধে এখনো যথেষ্ট গবেষণা চলছে। এ বিষয়ে জেনেভার আন্তর্জাতিক শ্রমিকসঙ্ঘই বিশেষ মনোযোগ দিয়েছে। কাজের রকম ছাড়াও আরো অনেক জিনিসই এ সম্পর্কে বিবেচ্য। যেমন, কারখানার আবহাওয়া, শ্রমিকদের রকমভেদ, তাদের দৈহিক ও মানসিক সামর্থ্য, এবং বিশ্রামের মাত্রা ইত্যাদি। কয়েক বছর থেকে লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে শ্রমিকদের দৈহিক সামর্থ্যের সীমার মধ্যেও কাজের মাত্রামাফিক উৎপাদনের পরিমাণ কমে যায়। আগেকার দিনে অনেকের ধারণা ছিল শারীরিক অবসাদের জন্যই এটা ঘটে। কিন্তু আধুনিক শিল্পপতিরা এখন জানতে পেরেছেন যে এর প্রকৃত কারণ হচ্ছে মনোযোগের অভাব, দৈহিক সামর্থ্যের নয়।

মনোযোগ যাতে না কমে যায়—এ সমস্যার সমাধান একমাত্র চা-ই করতে পারে। কাজের ফাঁকে ফাঁকে শ্রমিকদের চা খেতে দিলে তাদের মনোযোগ ঠিক থাকে। পৃথিবীর সর্বত্র বহু কারখানায় এটা পরীক্ষা করে দেখা গেছে। এ বিষয়ে যাঁরা আরো জানতে চান তাঁরা কলকাতায় ১০১ নম্বর ক্লাইভ স্ট্রীটে 'ইণ্ডিয়ান টী মার্কেট এক্স্প্যান্শান্ বোর্ড' থেকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও সাহায্য পাবেন।

ইণ্ডিয়ান্ টী মার্কেট এক্সপ্যানশান্ বোর্ড কর্তৃক প্রচারিত

IK 242

বিজয় কটন মিলস্ লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ মদনলাল হিম্মৎসিংকা। রেজিষ্টার্ড অফিস—৬, ওল্ড পোষ্ট অফিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—৫০ লক্ষ টাকা। সুতার কারখানা।

মেসার্স কে এল দত্ত এণ্ড কোং লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ খগেন্দ্রনাথ দত্ত। রেজিষ্টার্ড অফিস—১১, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—এক লক্ষ টাকা। খনিজের ব্যবসা।

বোম্বাই :—

প্যানাসিয়া ফারমাসিউটিক্যাল এণ্ড কেমিক্যাল কোং লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ আর এস সালভেকার। রেজিষ্টার্ড অফিস—লাসানওয়ালা-চল্ ঘাটকোপার, বোম্বাই। অনুমোদিত মূলধন—এক লক্ষ টাকা। কেমিষ্টস্ এণ্ড ড্রাগিষ্টস্।

ভাসানজী সন্স্ এণ্ড কোং লিঃ—ডিরেক্টর—স্যার মথুরাদাস ভাসানজী কোটি। রেজিষ্টার্ড অফিস—৯, ওয়ালেস ষ্ট্রীট, বোম্বাই। অনুমোদিত মূলধন—৩০ লক্ষ টাকা। ম্যানেজিং এজেণ্টস্।

ডেকান এগ্রিকালচার এণ্ড ডেয়ারী ফার্মিং লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ এন জি পাওয়ার। রেজিষ্টার্ড অফিস—১১৬ এ, শুক্রাওয়ার পেঠ, পুণা। অনুমোদিত মূলধন—৫ লক্ষ টাকা। ডেয়ারী ব্যবসা।

বিভিন্ন কোম্পানীর লভ্যাংশ

মিনার্ভা মিলস্ লিঃ—১৯৪৪ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ৬৲ টাকা ও বোনাস শেয়ার প্রতি ৬৲ টাকা। পূর্ব্ব বৎসরও লভ্যাংশের পরিমাণ ইহাই ছিল কিন্তু বোনাস পূর্ব্ব বৎসর প্রতি শেয়ারে ১৪৲ টাকা প্রদান করা হইয়াছিল। **হাণ্টাপাড়া টি কোং লিঃ**—১৯৪৪ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ৪০৲ টাকা। পূর্ব্ব বৎসর শতকরা বার্ষিক ৫০৲ টাকা হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল। **বীরপাড়া টি কোং লিঃ**—১৯৪৪ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ২০৲ টাকা। পূর্ব্ব বৎসর প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ২৭৷৷০ আনা হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল। **নিউ সিনা-টোলিয়া টি কোং লিঃ**—১৯৪৪ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ২৫৲ টাকা। পূর্ব্ব বৎসর প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ২৭৷৷০ আনা হারে লভ্যাংশ প্রদান করা হইয়াছিল। **মানাবাড়ী টি কোং লিঃ**—১৯৪৪ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ৩৫৲ টাকা। পূর্ব্ব বৎসরও অনুরূপ হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল। **ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া ইলেক-ট্রিক কনষ্ট্রাকশন কোং লিঃ**—১৯৪৪ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ৩৷৷০ আনা। পূর্ব্ব ছয় মাসেও অনুরূপ হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল। **তেলিয়াপাড়া টি কোং লিঃ**—১৯৪৪ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ৪০৲ টাকা। পূর্ব্ব বৎসরও অনুরূপ হারে লভ্যাংশ প্রদান করা হইয়াছিল। **আদমজী জুট মিলস্ লিঃ**—১৯৪৫ সালের ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে ৷৷০ আনা। পূর্ব্ব ছয় মাসেও অনুরূপ হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল। **মার্শাল সন্স এণ্ড কোং লিঃ**—১৯৪৪ সালের ৩০শে জুন পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ১০৲ টাকা। পূর্ব্ব বৎসর প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ৭৷৷০ আনা হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল। **নর্থ ওয়েষ্টার্ণ কাছার টি কোং লিঃ**—১৯৪৪ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ২০৲ টাকা। পূর্ব্ব বৎসর প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ২৭৷৷০ আনা হারে লভ্যাংশ প্রদান করা হইয়াছিল। **এলেনবাড়ী টি কোং লিঃ**—১৯৪৪ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ৬০৲ টাকা। এক বৎসর পূর্ব্বে প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ৭০৲ টাকা হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল। **সিয়ারসোল কোল কোং লিঃ**—১৯৪৫ সালের ৩১শে জানুয়ারী পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ১০৲ টাকা। পূর্ব্ব বৎসর প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ২৲ টাকা হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল।

"আজ এঁরাই খ্যাত"...বন্ধু আমার

ছবার পর থেকে বহুসংখ্যক ভারতীয় বৈমানিক জগৎকে বুঝিয়ে দিয়েছেন যে সুযোগ পেলে অন্যান্য জিনিসের মতো বিমান চালনাও ভারতীয়রা আয়ত্ত করতে পারেন। বীরত্বপূর্ণ কার্যকলাপের জন্য ইতিমধ্যেই 'রয়েল ইণ্ডিয়ান এয়ার ফোর্স' গৌরবোজ্জ্বল হয়ে উঠেছে—ভবিষ্যতের দিকে এ এক শুভ ইঙ্গিত। আজ দলে দলে নির্ভীকচেতা যুবকদের এই গৌরবপূর্ণ কাজে বিমান চালকরূপে যোগ দেবার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে। শান্তি স্থাপিত হ'লে এই বিভাগের শিক্ষা তাঁদের নিজেদের এবং সেই সঙ্গে ভারতেরও প্রভূত উপকারে আসবে। আজকের মতো তখনও 'রয়েল ইণ্ডিয়ান এয়ার ফোর্স'এর বৈমানিকেরা খ্যাতি অর্জন করবেন। আবেদনের নিয়মাবলী যে-কোনো রিক্রুটিং অফিসারের কাছ থেকে পাবেন।

AAA 80

বাজারের হালচাল

টাকা ও বিনিময়

কলিকাতা, ২৯শে জুন :—আলোচ্য সপ্তাহেও কলিকাতার টাকার বাজারে বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন দেখা যায় নাই। ব্যাঙ্কসমূহের মধ্যে চাহিবামাত্র পরিশোধের সর্ত্তে ঋণের সুদের হার কলিকাতায় শতকরা ।৶০ আনা ও বোম্বাইয়ে শতকরা ।০ আনা বজায় আছে। সুদের এই হার বজায় থাকিলেও বাজারে নিয়োগকামী টাকার যথেষ্ট প্রাচুর্য্য লক্ষিত হইয়াছে। বিনিময়ের বাজারেও আলোচ্য সপ্তাহে মন্দা বিরাজ করে এবং কারবারও সামান্যই হইয়াছে। আলোচ্য সপ্তাহে ট্রেজারী বিলের গড়পড়তা সুদের হারে পূর্ব্বাপেক্ষাও অধিকতর অবনতি লক্ষিত হইয়াছে। গত ২৬শে জুন ভারত সরকার কর্ত্তৃক আহূত তিন মাসের মেয়াদী ২ কোটী টাকার ট্রেজারী বিলের জন্য মোট ৫ কোটী ৮০ লক্ষ টাকার টেণ্ডার উপস্থাপিত করা হইয়াছিল। উহাদের মধ্যে ৯৯৸৶৩ পাই মূল্যের সমুদয় টেণ্ডার এবং ৯৯৸৶০ আনা মূল্যের মোট টেণ্ডারের শতকরা আনুমানিক ৬০ ভাগ আবেদন গৃহীত হইয়াছে। নিম্নতর মূল্যের আবেদন অগ্রাহ্য হইয়াছে।

মোট গৃহীত আবেদনের গড়পড়তা সুদের হার শতকরা ৶১১ পাই ধার্য্য করা হইয়াছে। আগামী ৩রা জুলাই মঙ্গলবার বেলা ১১টা পর্য্যন্ত ভারত সরকার কর্ত্তৃক ২ কোটী টাকার ট্রেজারী বিলের টেণ্ডার গ্রহণ করা হইবে। যাহাদের টেণ্ডার গ্রাহ্য হইবে তাহাদিগকে ৬ই জুলাই শুক্রবার টাকা জমা দিতে হইবে। অন্যান্য সর্ত্তাদি পূর্ব্ববৎ। গত ২২শে জুন যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে উহাতে ভারত সরকার কর্ত্তৃক রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ইস্যু বিভাগের স্বপক্ষে মোট ৩ কোটী ৯০ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকার ট্রেজারী বিল বিক্রীত হইয়াছে।

বিনিময় বাজারে আলোচ্য সপ্তাহে নিম্নরূপ হার বলবৎ ছিল :—

টেলিঃ হুণ্ডি (প্রতি টাকায়)	১ শিঃ ৫৩৳২ পেঃ
ঐ জর্ম্মনী („)	„ „
ডি এ তিন মাস („)	১ শিঃ ৬৩৳২ „
ডি এ চার মাস („)	১ শিঃ ৬৪৳২ „
ডলার (প্রতি শত)	৩৩২৸০ আনা

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হিসাব :—রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গত ১৫ই জুনের হিসাব হইতে দেখা যায় যে, ঐ তারিখে ভারতে চলতি নোটের পরিমাণ ছিল ১১৩৬ কোটী ৫১ লক্ষ ৭৩ হাজার টাকা। এক সপ্তাহ পূর্ব্বে এই নোটের পরিমাণ ছিল ১১৩৬ কোটী ৬১ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা। গত ১৫ই জুন রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কসমূহের চলতি ও স্থায়ী আমানতের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৬২৪ কোটী ২৫ লক্ষ ৪২ হাজার টাকা ও ২৩৪ কোটী ৪৮ লক্ষ ৫৮ হাজার টাকা।

কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার

কলিকাতা, ২৯শে জুন—'আসন্ন সিমলা সম্মেলন সাফল্যমণ্ডিত হইবে'—কলিকাতার শেয়ার বাজারে এই মনোভাব সঞ্চারিত হওয়ার ফলে আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার বাজারের প্রায় সকল বিভাগেরই জনপ্রিয় শেয়ারসমূহের ভাল কাজ হইয়াছে এবং মূল্যের দিক হইতেও উন্নতি পরিলক্ষিত হইয়াছে। চটকলের শেয়ার সমূহই আলোচ্য সপ্তাহে সর্ব্বাপেক্ষা আকর্ষণের বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। আলোচ্য সপ্তাহে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র হইতে পাটজাত দ্রব্যের প্রচুর পরিমাণ অর্ডার আসার দরুণ চটকলের শেয়ারসমূহের উল্লেখযোগ্য মূল্য বৃদ্ধি ঘটিয়াছে। আলোচ্য সপ্তাহে আগাপোড়া কোম্পানী কাগজসমূহের তেজীভাব বিদ্যমান ছিল। আগামী ২রা জুলাই সোমবার কলিকাতার শেয়ার বাজার বন্ধ থাকিবে।

কোম্পানীর কাগজ—আলোচ্য সপ্তাহে কোম্পানীর কাগজ এবং ঋণপত্রসমূহের বিকিকিনি বৃদ্ধি পায় এবং মূল্যের দিক হইতেও উন্নতি পরিস্ফুট হইয়া উঠে। আলোচ্য সপ্তাহে শতকরা ৩৲ টাকা সুদের কোম্পানীর কাগজ ৯৮৸০ আনা পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল। শতকরা ৩।০ টাকা সুদের কোম্পানীর কাগজ ১০১।৶০ আনা পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল। আলোচ্য সপ্তাহে মেয়াদী ঋণপত্রসমূহের মধ্যে ৩৲ টাকা সুদের ঋণপত্র (১৯৬৬-৬৮) ৯৮।৶১০ আনা, ৩৲ টাকা সুদের ঋণপত্র (১৯৫৯-৬১) ৯৯৸৶০ আনা, ৩৲ টাকা সুদের ঋণপত্র (১৯৫১-৫৪) ১০১৲ টাকা, ৫৲ টাকা সুদের ঋণপত্র (১৯৪৫-৫৫) ১০১।৶১ আনা এবং ৪৲ টাকা সুদের ঋণপত্র (১৯৬০-৭০) ১১৩।০ পর্য্যন্ত হস্তান্তরিত হইয়াছে।

চটকল—আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার বাজারে চটকলসমূহের শেয়ারসমূহই সর্ব্বাপেক্ষা আকর্ষণের বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। অকল্যাণ্ড ৩৪২৲ টাকা, এ্যাংলো ইণ্ডিয়া ৫০৩৲ টাকা, কামারহাটী ৭৫২৲ টাকা, নদীয়া ১৩৪৲ টাকা, প্রেসিডেন্সী ১২৷৶০ আনা, রিলায়েন্স ৭৯।০

সাবান প্রস্তুতের

কোন :—
বড়বাজার :—১৩৯৭ অফিস
„ :— ১৫৯২ ফ্যাক্টরী
টেলিগ্রাম—"চীনামাটী"

যাবতীয় জিনিষ—সিলিকেট সোডা • সোপষ্টোন পাউডার • কষ্টিক সোডা • রজন • সিট্রোনেলা অয়েল • রঙ • হাইড্রোমিটার • প্রভৃতি পাইবেন

কলিকাতা মিনারেল সাপ্লাই কোং লিঃ
৩১, জ্যাকসন লেন, কলিকাতা

ইন্সিওরেন্স অব ইণ্ডিয়া লিমিটেড
হেড অফিস : কুমিল্লা
কলিকাতা অফিস : ২২নং ক্যানিং ষ্ট্রীট
অন্যান্য অফিস :
ডিব্রুগড় (আসাম) ও সিলেট
আর্থিক নিরাপত্তার ভিত্তিতে পরিচালিত একটি উচ্চ শ্রেণীর জীবন বীমার অফিস
বোনাস প্রতি হাজারে
আজীবন বীমায় ১৬৲
মেয়াদী বীমায় ১৩৲
চীফ এজেন্টস্ :—
মেসার্স ম্যানেজার লিঃ—লক্ষ্ণৌ
ইউ. পি, সি. পি ও দিল্লীর জন্য
মেসার্স এইচ এ সেপ্টা এণ্ড কোং, কলিকাতা, বর্দ্ধমান ডিভিসন ও বিহারের জন্য
চেয়ারম্যান :—এম সি দত্ত, এম এল সি

উন্নতির পরিচয়

	১৯৪৩	১৯৪৪
নূতন বীমা	১২,০০,০০০৲	২৪,০০,০০০৲
ডিপোজিট	১,০০,০০০৲	২,০০,০০০৲
বীমা তহবিল	৬,০০০৲	৭২,০০০৲
		(অডিট সাপেক্ষ)
বর্ত্তমান ডিপোজিট		৪,৫৩,০০০৲

হাওড়া ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ
—— চেয়ারম্যান ——
কর্ম্মবীর আলামোহন দাশ
৩০নং ষ্ট্র্যাণ্ড রোড, ঃ ঃ কলিকাতা।
ফোন—কলিঃ ৭৫৭

আনা, কাঁকনাড়া ৬৩২৲ টাকা, ডালহৌসী ৩৬৫৲ টাকা, বজবজ ৫৬২৲ টাকা, এলায়েন্স ৭২৫ টাকা পর্য্যন্ত বিকিকিনি হইয়াছে।

কয়লা খনি—আলোচ্য সপ্তাহেও কলিকাতার শেয়ার-বাজারে কয়লা খনির শেয়ারসমূহে তেজী-ভাব পরিলক্ষিত হয় এবং এই বিভাগের অধিকাংশ শেয়ারসমূহের যথেষ্ট কর্ম্মচাঞ্চল্য পরিলক্ষিত হয়। বরাকর ৪৩৸৵০ আনা, তালচের ১৪৶০ আনা, রাণীগঞ্জ ৬৩৲ টাকা, ইকুইটেবল ৭১৸৵০ আনা, সাউথ করণপুরা ৩৩।৵০, ভুলনবরারি ৩২৸০ আনা, সেণ্ট্রাল কারকেণ্ড ৫১॥৵০ আনা, নিউ চুরুলিয়া ১৩।৶০ আনা, ষ্ট্যাণ্ডার্ড ৪৫৸০ পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল।

চিনির কল—আলোচ্য সপ্তাহে এই বিভাগের অধিকাংশ শেয়ারসমূহের কাজকর্ম্মে তেমন উৎসাহ পরিলক্ষিত হয় নাই এবং মূল্যের দিক হইতেও তেমন কোন উল্লেখযোগ্য পরিবর্ত্তন দৃষ্ট হয় নাই। বেলসুন্দ ১৫।৵০, চম্পারণ ৩৯৲ টাকা, কেরু এণ্ড কোং লিঃ ২৮৸০ আনা, কাণপুর ৩৮॥০ আনা, নিউ সাবান ২৫॥৵০ আনা, বলরামপুর ১৭।০ আনা, রামনগর কেম এণ্ড সুগার ১৮।০ আনা পর্য্যন্ত আলোচ্য সপ্তাহে হস্তান্তরিত হইয়াছে।

চা-বাগান—আলোচ্য সপ্তাহে গত সপ্তাহের তুলনায় এই বিভাগের কাজকর্ম্ম অনেকটা ভাল হইয়াছে, তবে মূল্যের দিক হইতে তেমন কোন উল্লেখযোগ্য পরিবর্ত্তন পরিলক্ষিত হয় নাই। হাতীকীরা ২৫॥৵০ আনা, রাইডক ১০১৲ টাকা, ইষ্টার্ণ কাছার ১২৲ টাকা, তেজপুর ২১৸০ আনা, কল্যাণী ৪৫৲ টাকা, লেবং এণ্ড মিনারেল ১২॥০ আনা এবং চন্দননগর টি ১০।৵০ আনা পর্য্যন্ত হস্তান্তরিত হইয়াছে।

পাটের বাজার

কলিকাতা, ২৯শে জুন :—আলোচ্য সপ্তাহে সর্ব্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ খবর সরকার কর্ত্তৃক মিল-সমূহের নিকট থলের এক বিরাট অর্ডার স্থাপন। বাজারে এই অর্ডারের ফলে যথেষ্ট কর্ম্মচাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছে। এ পর্য্যন্ত পাটের বাজারে চট ও থলে বিভাগেই অপেক্ষাকৃত অধিক মন্দা লক্ষিত হইয়াছে। বাহির হইতেও বিশেষ রপ্তানীর খবর সম্প্রতি পাওয়া যায় নাই। সুতরাং এই অর্ডারের ফলে সেই মন্দার প্রকোপ অনেকটা দূরীভূত হইয়াছে এবং মনে হয় বর্ত্তমান বৎসরের বাকী কয় মাসও এই অর্ডারের ফলে পাটজাত দ্রব্যের বাজারে তেজী বজায় থাকিবে। এই অর্ডার প্রাপ্তির পর মিলসমূহ যে পরিমাণ পাট খরিদ করিয়াছে তাহার সহিত উক্ত অর্ডারের সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য না থাকিলেও আশা করা যায় অদূর-ভবিষ্যতেই মিলসমূহ আরো পাট ক্রয় করিবে। মিলসমূহ পাটক্রয়ে ইচ্ছুক হইলেও প্রয়োনীয় গুদামের অভাবে কিছু অসুবিধা হইতেছে। সুতরাং পাটের চাহিদা এই কারণে বাড়িলেও কলিকাতায় পাটের দামে হয়ত বেশী উন্নতি হইবে না কারণ কলিকাতার বাজারে প্রচুর পরিমাণ পাট বর্ত্তমান। পাটের দর না বাড়িবার অন্যান্য কারণ হিসাবে আগামী ফসল সম্পর্কে সন্তোষজনক রিপোর্ট, কয়লার যোগানের অভাব, গুদামে স্থানাভাব ইত্যাদি উল্লেখ করা যাইতে পারে। মফঃস্বলে পাটের দর কলিকাতার বাজারের দর অপেক্ষা সামান্য উর্দ্ধে আছে। মফঃস্বলের আবহাওয়াও নূতন ফসলের পক্ষে অনুকূল। পূর্ব্ববঙ্গ অপেক্ষা পশ্চিম বঙ্গে বৃষ্টি অধিক হইয়াছে। ফসলের অবস্থাও মোটামুটি সন্তোষজনক।

আলগা পাটের বাজারে আলোচ্য সপ্তাহে কারবার মোটের উপর ভালই হইয়াছে। সপ্তাহের প্রথমদিকে সুপারভাইজ্‌ড, মিডল ও বটমশ্রেণীর পাট যথাক্রমে ১৪॥০ আনা ও ১১॥০ আনা দরে বিক্রীত হইয়াছে, কিন্তু চট ও থলে সম্পর্কিত সরকারী অর্ডারের খবর প্রকাশ হওয়ায় পাটের দরে উন্নতি দেখা গিয়াছে।

পাকা গাঁইট বিভাগেও আলোচ্য সপ্তাহে যথেষ্ট কাজ হইয়াছে।

তুলা ও কাপড়

কলিকাতা, ২৯শে জুন—বোম্বাইয়ের তুলার বাজারে গত সপ্তাহে বিক্রেতাগণের মধ্যে যে অস্থিরতা দেখা গিয়াছিল আলোচ্য সপ্তাহে তাহা বহুলাংশে দূরীভূত হইয়াছে এবং বোম্বাইয়ের তুলার দরে সপ্তাহের প্রথম ভাগ এবং মধ্যভাগে বেশ উঠা-নামা করিলেও সাধারণভাবে আলোচ্য সপ্তাহে বোম্বাইয়ের তুলার দরে মোটামুটী উন্নতির ভাবই পরিস্ফুট হইয়া উঠে। গত শুক্রবার বোম্বাই-য়ের তুলার বাজারে জুলাই মাসে ডেলিভারি দেওয়ার সর্ত্তের ঝরিলা তুলার দর ছিল ৪১৮৲ টাকা। অদ্য শুক্রবার তাহা ৪২০।০ আনা দাঁড়াই-য়াছে। বোম্বাইয়ের বাজারে গত শুক্রবার সেপ্টে-ম্বর মাসে ডেলিভারি দেওয়ার সর্ত্তের ঝরিলা তুলার দর ছিল ৪৩০৲ টাকা। অদ্য শুক্রবার তাহা ৪৩৩৷০ আনা দাঁড়াইয়াছে।

কাপড়—গত ৭ই মে হইতে কলিকাতায় সাময়িকভাবে যে বস্ত্র বরাদ্দ ব্যবস্থা চালু হইয়াছে তাহা অধিকতর স্পষ্টভাবে চালু করা কর্ত্তৃপক্ষের অভিপ্রায় হইলেও, চাহিদার তুলনায় যোগান একান্ত সীমাবদ্ধ হওয়ার দরুণ কলিকাতার জনসাধা-রণের একখণ্ড বস্ত্র সংগ্রহের ব্যাপারে অত্যন্ত হয়রান হইতে হয়। কলিকাতায় কবে পূর্ণাঙ্গ বস্ত্র বরাদ্দ ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হইবে, জনসাধারণের বর্ত্ত-মানে সেই দিকেই দৃষ্টি নিবদ্ধ। আলোচ্য সপ্তাহে মফঃস্বলের বিভিন্ন স্থান হইতে প্রচণ্ড বস্ত্রাভাবের খবর আসিয়াছে এবং প্রচণ্ড বস্ত্রাভাবের দরুণ মফঃস্বলের বিভিন্ন স্থান হইতে আত্মহত্যারও সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

সোনা ও রূপা

কলিকাতা, ২৯শে জুন—আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতা ও বোম্বাইয়ের বাজারে সোনার দরে গত সপ্তাহের তুলনায় তেমন কোন উল্লেখযোগ্য নূতন পরিস্থিতির উদ্ভব না হইলেও, গত সপ্তাহের তুলনায় আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতা ও বোম্বাইয়ের বাজারে সোনার দরে সামান্য অবনতির ভাবই দৃষ্ট হয়। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক গত সপ্তাহের তুলনায় আলোচ্য সপ্তাহে সোনার দর গড়পড়তা সামান্য হ্রাস করার ফলেই আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতা ও বোম্বাইয়ের বাজারে সোনার দরের অবনতি ভাবের প্রধানতম কারণ। গত শুক্রবার রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ২০ হাজার তোলা সোনা প্রতি ভরি ৭৯।৵০ আনা দরে বিক্রয় করিয়াছিলেন। আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক (সোমবার হইতে অদ্য শুক্রবার পর্য্যন্ত) ১ লক্ষ তোলা সোনা বিক্রয় করিয়াছেন। গত সপ্তাহে কলিকাতা ও বোম্বাইয়ের বাজারে প্রতি ভরি সোনার দর ছিল যথাক্রমে ৭৯।৵০ ও ৭৯।৵০ আনা। অদ্য তাহা যথাক্রমে ৭৮৵০ আনা ও ৭৭॥০ আনা দাঁড়াইয়াছে। কলিকাতা ও বোম্বাইয়ের বাজারে প্রতিশুদ্ধ গিনি অদ্য যথাক্রমে ৫০৲ টাকা ও ৫২॥০ আনা দরে বিক্রয় হইতেছে।

রূপা—আলোচ্য সপ্তাহে সোনার দরের অবনতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া রূপার দরেও অবনতিভাব পরিস্ফুট হইয়া উঠে। গত সপ্তাহের তুলনায় আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক রূপার দর (গড়পড়তায়) হ্রাস করার ফলেই রূপার দরের অবনতি ভাবের প্রধানতম কারণ। গত শুক্রবার রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ১০০ বার রূপা প্রতি ১০০ ভরি ১৩৬॥৵০ আনা দরে বিক্রয় করিয়াছিলেন। আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক (সোমবার হইতে অদ্য শুক্রবার পর্য্যন্ত) ৫০০ বার রূপা বিক্রয় করিয়াছেন। গত সপ্তাহে কলিকাতা ও বোম্বাই-য়ের বাজারে প্রতি ১০০ ভরি রূপার দর ছিল যথাক্রমে ১৩৩৸০ আনা ও ১৩৭।০ আনা। অদ্য তাহা যথাক্রমে ১৩২৸০ আনা ও ১৩২।৵০ আনা দাঁড়াইয়াছে।

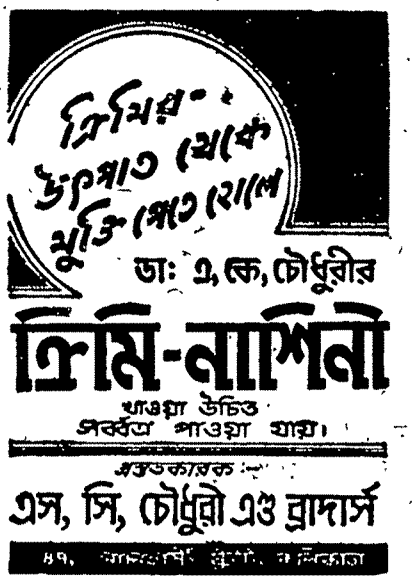

স্থাপিত—১৯২৯

ব্যাঙ্ক অব কমার্স লিঃ

(সিডিউলভুক্ত)

হেড অফিস—১২নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

অনুমোদিত মূলধন	২০,০০,০০০৲	টাকা
বিলিকৃত বা বিক্রীত মূলধন...	১০,৩২,৩২০৲	,,
আদায়ীকৃত ,, ...	৯,৬৬,১৮৯৲	,,
কার্য্যকরী ,, ...	৯৫,০০,০০০৲	,, উপরে

শাখাসমূহ :—কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা, বালিগঞ্জ, খিদিরপুর, বর্দ্ধমান, খুলনা, বাগেরহাট, দৌলতপুর এবং ঢাকা।

সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

জাতীয় শিল্প ও বাণিজ্যের সমুন্নতির পথে একমাত্র সহায়

বেঙ্গল ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিঃ

রেজিঃ অফিস :	স্থাপিত :	সেণ্ট্রাল অফিস :
চাঁদপুর	১৯২৬	২৬৮, নবাবপুর রোড,
	কলিকাতা অফিস :	ঢাকা

৫৮নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, ২৭৮নং আপার চিৎপুর রোড, ২৪৯নং বহুবাজার ষ্ট্রীট (শিয়ালদহ), ১৩৩বি, রাসবিহারী এভেনিউ (বালিগঞ্জ)।

অন্যান্য শাখা—বাংলা, বিহার ও আসামের সর্ব্বত্র

১৯৪৪ সালের কাজের উপর শতকরা ৫৲ টাকা হারে এ্যাড-ইটিরিয়াম ডিভিডেণ্ড ঘোষণা করা হইয়াছে।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর :—এম চক্রবর্ত্তী

সাপ্তাহিক বাজার দর

	২২শে জুন	২৫শে জুন	২৬শে জুন	২৭শে জুন	২৮শে জুন	২৯শে জুন
সোনার দর—প্রতি ভরি (কলিকাতা) ...	৭৯।৶০	৭৮।০	৭৮।৵০	৭৭।৵০	৭৮/০	৭৮/০
ঐ ঐ (বোম্বাই) ...	৭৯।৵০	৭৮৶০	৭৮৶০	৭৭৶০	৭৭৷৶০	৭৭৷০
রূপার দর—প্রতি ১০০ ভরি (কলিকাতা) ...	১৩৬৸০	১৩৪৸০	১৩৫৷০	১৩৩৷০	১৩৩৸০	১৩২৸০
ঐ ঐ (বোম্বাই) ...	১৩৭।০	১৩৪।৵০	১৩৪।০	১৩১৸৵০	১৩২৶০	১৩২।৵০
গিনির দর—প্রতিখানা (কলিকাতা) ...	৫৩।০	৫৩৲	৫৩৲	৫২৸০	৫৩৲	৫৩৲
ঐ ঐ (বোম্বাই)	৫৩।০	৫৩৲	৫১৸০	৫২৲	৫১৸০	৫২৷০
রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সুদের হার (শতকরা বার্ষিক) ...	৩৲	৩৲	৩৲	৩৲	৩৲	৩৲
কোম্পানীর কাগজ—						
কোম্পানীর কাগজ—শতকরা ৩৲ সুদের ...	—		৯৮৶০	—	—	৯০।৵০-৯৩।৵০
ঐ ঐ ৩৷০ টাকা সুদের ...	১০১৷৷০-১০১।৵০		১০১৷৷৵০	১০১৷০	১০১৷৷০	১০১৷৷০-১০১।৶০
৩৲ টাকা সুদের ঋণপত্র (১৯৬৩-৬৫) ...	—		৯৯৶০	—	—	—
৩৲ টাকা সুদের ঋণপত্র (১৯৬৬-৬৮) ...	—		৯৮।৵০	—	৯৮।৶১০	—
৪৲ টাকা সুদের ঋণপত্র (১৯৬০-৭০) ...	—		১১৩৲-১১২৸৵০	—	১১৩।০	—
৫৲ টাকা সুদের ঋণপত্র (১৯৪৫-৫৫) ...	১০১৵০		—	—	১০১।৵০	—
ইঞ্জিনিয়ারিং ও ইলেকট্রিক—						
ইণ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড ষ্টীল কোং লিঃ ...	৪১।৶০-৪১৶০		৪১৸০-৪১৷০	৪১৸০-৪১৲	৪১৵০-৪০৸৶০	৪১৶০-৪০৸৵০
ষ্টীল কর্পোরেশন—অর্ডি ...	৩৪৶০-৩৪৲		৩৪৷৶০-৩৪।০	৩৪।০-৩৩৸৵০	৩৪৶০-৩৩৸৶০	৩৪৵০-৩৪৲
কুমারধুবী—অর্ডি ...	১১।০-১১৶০		১১।৶০-১১।৵০	১১৷০-১১।৵০	১১।৵০-১১।৵০	১১।৶০-১১।০
ব্রেইতওয়েইট ...	—		—	—	১২৸০-১২৷০	—
জেসপ ...	২৫৸০-২৫৷৶০		২৫৸০-২৫৷০	২৫৷৵০	২৫৷০	২৫৷৶০-২৫৷০
মার্শালস্ ...	—		৫৷৵০-৫।৶০	৫৷০-৫।৵০	৫৸৵০-৫।৶০	৬।৵০-৬৲
ন্যাশনাল আয়রণ এণ্ড ষ্টীল ...	১২৵০-১১৸৶০		১২৶০-১২৲	১২৵০	১২৵০	১২।০-১২৲
আর্থার বাটলার ...	—		—	২৫৸৵০-২৫৸০	২৫৸০	২৫৸৵০
হিন্দুস্থান মোটরস্ ...	৪।০-৪৶০		৪।০-৪৶১০	৪।০-৪৶৫	৪৶৫	৪।০-৪৶০
ক্যালকাটা ইনসিওরেন্স ...	১২৶০		১২।৵০	১২।০	১২।০	১২।০
খনি—বার্ণা কর্পোরেশন ...	৫৷৷০-৫।৶০		৫৷৷৵০-৫।৶০	৫৷৵০-৫৷৷০	৫৷৷৵০-৫৷৷০	৫৷৷০
ইণ্ডিয়ান কপার কর্পোরেশন ...	৩।০		৩।০	৩৶০	৩৶০-৩৵০	৩৶০
ব্যাঙ্ক—রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া ...	১৩৯৷৷০-১৩৮৷৷০		১৩৮৷৷০-১৩৮৲	১৩৮৲-১৩৭৲	—	—
ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক ...	২২৲-২১৷৵০		২১৸০	২১।০	—	২১৲
ক্যালকাটা ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক ...	১৫৸০-১৫৷৷৵০		১৫৸০-১৫৸০	—	১৫৸০-১৫৷৷০	১৫৸০-১৫৸০
বেঙ্গল সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক ...	—		১৩।৶০-১৩।৵১০	১৩৷৷০	১৩।৶১০-১৩।৶০	—
কুমিল্লা ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন ...	—		১৪।৵০	—	—	১৪৲
মহালক্ষ্মী ব্যাঙ্ক ...	১০।১০		১০৲	—	১০৲	১০৲
নিউ ষ্ট্যাণ্ডার্ড ব্যাঙ্ক ...	—		—	—	—	—
হিন্দুস্থান কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক ...	৫৩।০		—	—	—	—
নাথ ব্যাঙ্ক ...	—		—	—	—	—
কয়লা—বরাকর কোল্ কোং ...	৪৩৶০-৪২৸০		৪৩৸৵০-৪৩৷৶০	৪৩৷৵০-৪৩৲	৪৩৷৷০-৪৩৵০	৪৩৷৷০-৪২।৵০
তালচের ...	১২৷৷০-১২।০		১৪৶০-১২৸৶০	১৪৶০-১৩৸০	১৩৷৷০	১৩৸০-১৩৷৷০
রাণীগঞ্জ ...	৬২৲		৬৩৲-৬২।৵০	৬২৸০-৬২৷৷৵০	৬২৷৷৵০	৬৩৲-৬২৷৷৵০
ইকুইটেবল ...	৬৯৵০		৭১৸৵০-৬৯৸৵০	৭১।৶০	৭১৵০-৭০৸৶০	৭১৷৷৵০-৭০৷৷৶০
সাউথ করণপুরা ...	৩২৷৷৵০-৩১৸৶০		৩৩।৵০-৩২৸০	৩৩।০-৩২৷৷৵০	৩২৷৷৵০-৩২৷৷৵০	৩২৸৵০-৩২৷৷৶০
তুলনবরারি ...	—		—	—	৩২৸০	—
সেণ্ট্রাল কারকেণ্ড ...	৫২৸৵০-৫০৸০		—	—	৫১৲-৪৯৷৷০	৫১৷৵০
নিউ চুরুলিয়া ...	—		১৩।৶০-১৩৲	—	১৩৵০-১৩০	—
ষ্ট্যাণ্ডার্ড ...	৪৫।০-৪৫৲		—	৪৫৸০	৪৪৸০-৪৪৷৷৵০	৪৪৸৵০

বাজার বন্ধ

গ্রামঃ দশেরদাবী ফোন—ক্যাল ঃ—৫৬৫৯

ইষ্টার্ণ কণ্টিনেণ্টাল ব্যাঙ্ক লিঃ

স্থাপিত : ১৯২৬ ইং

হেড অফিস—কুমিল্লা

সেনট্রাল অফিস ঃ—৬, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বেগুসরাই (বেহার), মানসেরা (পাঞ্জাব), পাটনা, ডালসিংসরাই (বেহার) ও নারায়ণগঞ্জ (ঢাকা) শাখা খোলা হইয়াছে।

লয়ালপুর, ক্যাম্বেলপুর এবং শেখুপুরা (পাঞ্জাব) শাখা শীঘ্রই খোলা হইবে।

—— সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয় ——

হয়তো শুনে থাকবেন

যে আমাদের তৈরী রবার ষ্ট্যাম্প ছাপার অক্ষরের মতো নিখুঁত ও সুন্দর। কিন্তু শোনা কথায় বিশ্বাস নাও হতে পারে। সেইজন্যই বলছি, কয়েকটা রবার ষ্ট্যাম্প আমাদের কাছ থেকে তৈরী করিয়ে দেখুন কথাটার পিছনে কোনও সত্য আছে কি না। এ-ছাড়া অপিসের কাজের ছুটি অতি প্রয়োজনীয় বস্তু—ডেটাস ও মিউ-মারেটাস—আমাদের নিজ কারখানায় সুযোগ্য তত্ত্বাবধানে তৈরী হয়ে থাকে। অপিস মালিকের অনেকে এ-দুটি ব্যবহার করে সুখ্যাতি করেছেন। আপনার প্রয়োজন থাকলে আজই লিখুন।

ন্যাশনাল রবার প্রোডাক্টস্

ম্যানেজিং এজেণ্টস্ : রয়কো, ৬-৩এ, বিডন রো, কলিকাতা।

সাপ্তাহিক বাজার দর

		২২শে জুন	২৫শে জুন	২৬শে জুন	২৭শে জুন	২৮শে জুন	২৯শে জুন
কাপড়ের কল—নিউ ভিক্টোরিয়া কটন মিলস লিঃ		৭৷৷০-৭৷৶০		৭৷৷৶০-৭৷৷০	৭৷৷৶০-৭৷৶০	৭৷৷০	৭৷৶০
বেনারস	..	—		—	—	—	১১৷০
কানপুর টেক্সটাইলস্	...	—		১২৷৶০-১২৷৷০	১২৷৶০-১২৷৷০	—	—
এলগিন কটন মিলস লিঃ	...	—		—	৬৬৲	—	৬৬৲-৬৫৷৷০
কেশোরাম	...	—		—	—	১৭৷৷৶০	—
বঙ্গশ্রী	...	—		—	১৪৷০	১৪৲	১৪৲
বঙ্গেশ্বরী কটন মিলস্	...	—		৭৶০	৭৷০	৭৷৶০	৭৷৶০
কাগজের কল—ইণ্ডিয়া পেপার পাল্প লিঃ	...	—		২২৮৲	২২৮৲	—	—
শ্রীগোপাল পেপার মিলস লিঃ	...	—		—	১৮৲	—	—
টিটাগড়	...	৩০৷৷০		৩৫৷৷০-৩০৷০	—	৩০৷৶০-২৯৷৷৶০	৩০৷৷০-৩০৶০
চটকল—অকল্যাণ্ড জুট মিলস লিঃ	...	—		—	৩৪২৲	—	—
এ্যাংলো ইণ্ডিয়া জুট মিলস লিঃ	...	৪৯১৲-৪৮৭৲		৫০২৲-৪৯৬৲	৪৯৮৲-৪৯৫৲	৫০০৲-৪৯৮৲	৫০৩৲-৫০০৲
কামারহাটি	...	—		৭৫০৲	৭৪৮৲-৭৪৩৲	৭৪৫৲-৭৪৭৲	৭৫২৲-৭৫০৲
নদীয়া	...	—		১৩৩৲	১৩৩৷৷০-১৩৩৲	১৩৩৷৷০-১৩৩৲	১৩৪৲-১৩৩৲
প্রেসিডেন্সী	...	১২৷৶০		১২৲	১২৷৷০	১২৷৷০-১২৷৶০	১২৷৷০-১২৷৶০
রিলায়েন্স	...	৭৮৷৶০-৭৮৷০		৭৯৷০-৭৯৲	—	—	৭৯৷০-৭৯৲
কাঁকনাড়া	...	—	বাজার বন্ধ	৬২৯৲-৬২৭৲	৬২৭৲-৬২৬৲	—	৬৩২৲-৬২৭৲
হাওড়া	...	৯২৷০		৯২৷৶০-৯২৷৶০	৯২৷৶০-৯১৸০	৯২৷৶০-৯২৲	৯২৸৶০-৯২৷০
ডালহৌসী	...	৩৫৫৲		৩৬৫৲	—	৩৬৪৲	—
বজবজ	...	—		৫৫৫৲-৫৫৪৲	৫৫৭৲	৫৫৭৲	৫৬২৲-৫৫৮৲
ষ্ট্যাণ্ডার্ড	...	—		৩১২৲	৩১৬৲	৩১৯৲-৩১৬৲	৩২০৲-৩২০৲
এলায়েন্স	...	৬৯০৲-৬৮৮৲		৬৮৮৲	৭০১৲-৬৯০৲	৭০৬৲-৭০৪৲	৭২৫৲-৭১৯৲
চিনির কল—বেলসুন্দ সুগার কোং লিঃ	...	—		১৫৷৶০-১৫৲	—	—	১৫৶০-১৪৸৶০
চম্পারণ সুগার কোং লিঃ	...	৩৮৸০		৩৯৲-৩৮৷৷০	৩৭৸৶০	—	৩৮৷০-৩৮৲
কেরু এণ্ড কোং লিঃ	...	—		২৮৷৶০-২৮৷৶০	২৮৷৷০-২৮৲	২৮৶০-২৮৶০	২৮৸০-২৮৷৶০
চা বাগান—চন্দননগর টি	...	—		—	১০৷৶০	১০৷৶০	১০৷৶০
ইষ্টার্ণ হিন্দুস্থান	...	—		—	—	—	—
কল্যাণী	...	৪৬৲		—	৪৫৲	৪০৲	—
লেবং এণ্ড মিনারেল	...	—		—	—	১২৷৷০	—
তেজপুর	...	—		—	—	—	২১৸০
বিশ্বনাথ	...	—		—	—	—	—
বিবিধ—ডালমিয়া সিমেণ্ট কোং লিঃ	...	—		১৭৷০-১৬৸০	—	১৭৷৶০-১৭৶০	১৭৷৶০-১৭৲
বি আই কর্পোরেশন	...	৬৷৶০		৬৷৷০	৬৷৶০	—	৬৷৶০-৬৷৷০
মেদিনীপুর জমিদারী কোং লিঃ	...	১৮৪৲		১৮৮৷৷০-১৮৭৲	১৮৮৲-১৮৬৲	১৮৮৲-১৮৫৷৷০	১৮৮৲-১৮৭৲
রোটাস ইণ্ডাষ্ট্রীজ লিঃ		—		১৬৶০-১৫৸০	১৫৸৶০	১৫৸০	১৬৲-১৫৸৶০
ইণ্ডিয়া জেনারেল নেভিগেশন কোং লিঃ	...	২০৫৲ ২০৩৲		২০৪৲	—	২১০৷৷০-২০৮৲	২১০৲-২০৮৲
আসাম-বেঙ্গল সিমেণ্ট	...	—		১৯৷৶০	১৯৲	—	—
ন্যাশনাল ইনসুলেটেড কেবলস	...	—		১৩৸৶০	১৩৸০	১৩৸৶০	—
নিউ এসিয়াটিক ইনসিওরেন্স	...	—		৯৷৶০-৯৶০	—	৯৷৶০-৯৷৷০	১০৲-৯৸০

ক্লিয়ারিং-এর সুবিধা সহ জাতীয় আর্থিক প্রতিষ্ঠান.

শিলং ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন লিঃ

টেলিঃ SHILLBANK — হেড অফিস—শিলং — ফোন : শিলং—১৬৬

কলিকাতা শাখা :—১৫নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, টেলিঃ BANKSHILLO ফোন : ক্যাল ৪৪৫৪

অন্যান্য শাখা—শ্রীহট্ট, হবিগঞ্জ, করিমগঞ্জ, গৌহাটী ও নওগাঁ (আসাম)।

শ্রীপ্রফুল্লকুমার চৌধুরী, ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

কুসুম ইঞ্জিনিয়ারিং কোং লিঃ

পটারী মেশিনারীর একমাত্র প্রস্তুতকারক।

পরিচালকমণ্ডলী আনন্দের সহিত ঘোষণা করিতেছেন যে, কোম্পানী ভারত সরকারের নিকট হইতে নূতন ৭,৫০,০০০৲ টাকার শেয়ার বিক্রয় করিবার অনুমতি পাইয়াছে। এতৎসম্পর্কে যথাসময়ে বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হইবে।

— সম্ভ্রান্ত এজেণ্ট আবশ্যক —

ম্যানেজিং এজেণ্টস্ :—এইচ, পি, বোস এণ্ড ব্রাদার্স লিঃ

২৫, সোয়ালো লেন : : কলিকাতা।

কারখানা—বেলঘরিয়া

অক্ষয় কুমার লাহা

এলুমিনিয়াম মার্কা সিমেণ্ট কলার — বা ড়ী র রং — কারখানার রং

৯নং ধর্মতলা ষ্ট্রীট — ক লি কা তা

নোয়াখালী ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিঃ

স্থাপিত : ১৯২৯

হেড অফিস : ১০, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ফোন : ক্যাল ২৩৩৯ (৩ লাইন)

কলিকাতা শাখা :

বালীগঞ্জ, ভবানীপুর, বড়বাজার ও শ্যামবাজার।

অন্যান্য শাখাসমূহ—

ঢাকা, কিশোরগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ, নোয়াখালি, সোনাপুর, চৌমুহনী, চাঁদপুর, পুরাণবাজার, ফেণী, কৃষ্ণনগর, বহরমপুর, জলপাইগুড়ী, বর্দ্ধমান, দৌলতগঞ্জ, জিয়াগঞ্জ, পূর্ণিয়া, পাটনা, আরা, রাঁচি, ভাগলপুর, জামসেদপুর, বেনারস, লক্ষ্ণৌ, আগ্রা, এলাহাবাদ, কাণপুর, মাদ্রাজ, কটক, মিরকাদিম, কাটিহার, বরিশাল, সিলেট, আসানসোল, সিরাজগঞ্জ, গৌহাটি, হিলি, ময়মনসিংহ ও দিল্লী।

কার্য্যকরী মূলধন—দেড় কোটি টাকার উপর

চট্টগ্রাম ও মজঃফরপুর শাখা খোলা হইবে

ম্যানেজিং ডিরেক্টর :—এস, সি, পাল

শীর্ষের চারিটি

ব্রিজ খেলার "নোট্রাম্পের" চারটী টেক্কার মতই জুয়েলের সুপ্রসিদ্ধ কেশতৈল চতুষ্টয়—ইহাদের দীর্ঘস্থায়ী সুরভি ও অনুপম গুণের জন্যই তৈল জগতে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া শ্রেষ্ঠ সম্মান লাভ করিয়াছে।

♠ কোকোলা ♣ জুয়েল আমলা
♠ কল্যানী ♦ ত্রিগুণ
কেশ তৈল

জুয়েল অফ্ ইণ্ডিয়া, কলিকাতা

আর মিত্রের ময়ূরমার্কা তিলতৈল

আর মিত্র — পারফিউমার
২৭ নং বিবেকানন্দ রোড, কলিকাতা

ক্যালকাটা ন্যাশনাল
ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস :—
ক্যালকাটা ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক বিল্ডিংস্
মিশন রো, কলিকাতা।

CALCUTTA NATIONAL BANK LTD.

শাখা অফিস :

কলিকাতা	দিল্লী	বম্বে
বড়বাজার	সদরবাজার	কলবাদেবী
ক্যানিং ষ্ট্রীট	(দিল্লী)	ষ্ট্যাণ্ডহার্ষ্ট রোড
শ্যামবাজার	আগ্রা	(বম্বে)
ভবানীপুর	মীরাট	আমেদাবাদ
বালীগঞ্জ	বেনারস	মসকটিবাজার
ঢাকা	এলাহাবাদ	(আমেদাবাদ)
নারায়ণগঞ্জ	কাটরা	করাচী
ময়মনসিংহ	(এলাহাবাদ)	আজমীর
চট্টগ্রাম	লক্ষ্ণৌ	রায়পুর
কটক	আমিনাবাদ	নাগপুর
পাটনা	(লক্ষ্ণৌ)	ইটওয়ারী
গয়া	কাণপুর	(নাগপুর)
মজঃফরপুর	মেইন রোড	জব্বলপুর
বেরিলী	(কাণপুর)	জব্বলপুর ক্যাণ্ট
মাদ্রাজ	অমরাবতী	অমৃতসর
	লণ্ডন এজেণ্টস্—	লাহোর

মিডল্যাণ্ড ব্যাঙ্ক লিঃ

যশোহর-খুলনা ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক
লিমিটেড

হেড অফিস :—
১২নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা
টেলি { ফোন— ক্যাল্ : ২০৪৪ / গ্রাম—যেশখু

শাখা :—
১৩৯বি, রসা রোড, ভবানীপুর
টেলিফোন—সাউথ ২০৪৬

চেয়ারম্যান—রায় শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষ বাহাদুর
জেনারেল ম্যানেজার—শ্রীহরেন্দ্রনাথ ঘোষ, এম, এ, বি-এল,

সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়

যশোহর, নড়াইল, খুলনা ও বাগেরহাটে শীঘ্রই শাখা খোলা হইবে।

লিলি বিস্কুট

লিলি
বিস্কুট
স্বাদে ও
গুণে—
অপরাজেয়

লিলি বিস্কুট কোং • কলিকাতা

লিলি বার্লি
আদর্শ পথ্য ও পানীয়

লিলি বার্লি
লিলি বিস্কুট কোং • কলিকাতা

১২২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা—আর্থিক জগৎ প্রেসে শ্রীযতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য দ্বারা সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

PHONE :—B. B. 6382 REGD. NO. C. 2508

আর্থিক জগৎ

ARTHIK JAGAT

ব্যবসা-বাণিজ্য-শিল্প-অর্থনীতি-বিষয়ক সাপ্তাহিক

মূল্য—বার্ষিক সডাক ৯ সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য প্রতি সংখ্যা ৶০ আনা

অষ্টম বর্ষ] Monday, 9th July, 1945. সোমবার, ২৫শে আষাঢ় ১৩৫২ [১০ম সংখ্যা

CALCUTTA UNIVERSITY

শেয়ার বাজারের সংস্কার

ভারতবর্ষে যেসব ষ্টক এক্সচেঞ্জ বা শেয়ার বাজার প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, তাহাদের কার্য্যধারা সম্পর্কে তদন্ত করিয়া উহাদের সুনিয়ন্ত্রণ বিষয়ে নির্দ্দেশ দেওয়ার জন্য গবর্ণমেণ্ট ডাঃ পি জে টমাসকে বিশেষ অফিসর হিসাবে নিয়োগ করিয়াছেন। এদেশে যেভাবে শেয়ার বাজারসমূহ পরিচালিত হইতেছে তাহাতে উহাদের কার্য্যধারার ভিতর অনেক কিছু গলদই আমরা লক্ষ্য করিতেছি। যৌথ কোম্পানী হিসাবে ষ্টক এক্সচেঞ্জ গড়িয়া তুলিয়া নির্দ্ধারিত সংখ্যক অংশীদার এই শ্রেণীর প্রতিষ্ঠানের কার্য্য নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকেন। শেয়ার ক্রয় বিক্রয়ের কাজ চালাইয়া ব্যক্তিগত মুনাফার সুযোগ প্রসারিত করাই তাঁহাদের প্রধান উদ্দেশ্য। সেজন্য নানা কারসাজিতে শেয়ার মূল্যের অহেতুক উত্থান পতন ঘটাইতে উঁহারা কখনও দ্বিধা করেন না। শেয়ার বাজারের সহিত দেশের শিল্প ব্যবসায়ের স্বার্থ বিশেষভাবে জড়িত। ষ্টক এক্সচেঞ্জের অংশীদার ও সদস্যদের অনিয়মিত লাভের ব্যবসা ও অতিরিক্ত ফাটকাবাজির জন্য সেই স্বার্থ নানাভাবে ক্ষুণ্ণ হইতেছে। দেশের ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানসমূহ যৌথ কোম্পানীর শেয়ার বন্ধক রাখিয়া ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে টাকা ধার দিয়া থাকে। শেয়ার বাজারে দরের অহেতুক পতন ঘটিবার ফলে উহাদিগকে অনেক সময় বিপদের সম্মুখীন হইতে হয়। একথা সত্য যে, ব্যাঙ্কসমূহ নিজেদের নিরাপত্তা রক্ষার জন্য সাধারণতঃ শেয়ারের নির্দ্দিষ্ট মূল্যের চেয়ে কম পরিমাণ অর্থই উহাদের জামিনে দাদন করিয়া থাকে। কিন্তু শেয়ার বাজারের কাজ কারবার সম্পর্কে কোন নিয়ন্ত্রণ নীতি অবলম্বিত না হইলে ব্যাঙ্কসমূহের এই সতর্ক নীতি সত্ত্বেও ঝুঁকিদারী বেচাকেনার প্রাবল্য ঘটিয়া তাহাদের নিয়োজিত অর্থের নিরাপত্তা খর্ব্ব হইতে পারে। কার্য্যতঃ তাহা হইতেও দেখা গিয়াছে। কেবল ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানের কথাই নহে। যেসব শিল্প ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের শেয়ার বাজারে বিকিকিনি হয়, অনুচিতভাবে দর পড়িয়া গেলে তাহাদেরও যথেষ্ট ক্ষতির কারণ ঘটিয়া থাকে। কাজেই দেশের শিল্প ব্যবসায়ের কল্যাণে শেয়ার বাজারের কার্য্যধারা সম্পর্কে একটা তদন্ত হওয়া ও উহার প্রয়োজনীয় সংস্কার সম্পর্কে সরকারীভাবে বিধিব্যবস্থা অবলম্বিত হওয়া আমরা একান্ত বাঞ্ছনীয় বলিয়াই মনে করি। ভারত গবর্ণমেণ্ট সে বিষয়ে আজ মনোযোগী হইয়াছেন ইহা খুবই ভরসার কথা। শিল্প ব্যবসায়ের কল্যাণে শেয়ার বাজারের সংস্কার সাধন করিতে হইলে আমাদের মতে প্রথমতঃ ঐ বাজারের উপর মুষ্টিমেয় অংশীদার ও সদস্যদের একাধিপত্য বন্ধ করিতে হইবে। দশের স্বার্থে শেয়ার বাজারের কার্য্যধারা সুনিয়ন্ত্রণের জন্য ষ্টক এক্সচেঞ্জের পরিচালনা কমিটিতে সাধারণ অংশীদারদের সঙ্গে জনসাধারণের প্রতিনিধি ও ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিও গ্রহণ করিতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ শেয়ার বাজারের দালালরা নিজেদের জন্য শেয়ার বেচাকেনার কাজ না চালাইয়া একান্তভাবে যাহাতে বাহিরের লোকদের জন্যই ঐ শ্রেণীর কারবার পরিচালনা করিতে বাধ্য হয় তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। শেয়ার বাজার সংস্কারে ব্রতী হইয়া গবর্ণমেণ্ট এই সমস্ত বিষয় ভালরূপ বিবেচনা করিবেন বলিয়াই আমরা আশা করি।

সাময়িক প্রসঙ্গ

গবর্ণরের ভাষণ

বাঙ্গলার গবর্ণর মিঃ কেসি সম্প্রতি এক বেতার বক্তৃতা দিয়া এপ্রদেশের লোকদিগকে আশা ও ভরসার বাণী শুনাইয়াছেন। তাঁহার মতে সরকারী চেষ্টার ফলে বাঙ্গলায় ইতিমধ্যেই খাদ্য সমস্যার প্রায় সমাধান হইয়া গিয়াছে। বস্ত্র সমস্যা সম্পর্কে গবর্ণমেণ্ট যেভাবে মনোযোগী হইয়াছেন, তাহাতে এই সমস্যারও সমাধান হইয়া আসিল বলিয়া। সাময়িক ব্যবস্থা হিসাবে ওয়ার্ড কমিটির মারফতে কলিকাতায় কয়েক বেল করিয়া কাপড় বিক্রয় করা হইতেছে। পুরাপুরি রেশন ব্যবস্থার জন্য গবর্ণমেণ্ট যথাসম্ভব চেষ্টা করিতেছেন। যত শীঘ্র পারেন তাঁহারা উহা কার্য্যে পরিণত করিয়া ছাড়িবেন। কলিকাতার যে অসংখ্য লোক গত কয়েক মাস যাবৎ শত চেষ্টায়ও পরিবার কাপড় কিনিতে পাইতেছে না, বস্ত্র সমস্যা সম্পর্কে গবর্ণরের এই আশার বাণী তাহাদের কাণে বিদ্রূপের মতই শুনাইবে। বাঙ্গলায় চাউলের প্রচুর যোগান (?) দেখিয়া গবর্ণর এতই আশান্বিত হইয়াছেন যে, তিনি ব্রহ্মদেশ পুনরধিকৃত হওয়া সত্ত্বেও চলতি ১৯৪৫ সালে ঐ দেশ হইতে কোন চাউল আমদানীর সুযোগ পর্য্যন্ত দেখিতেছেন না। ১৯৪৪ সালে বাঙ্গলা সরকারের বেসামরিক মাল সরবরাহ বিভাগ ১০ লক্ষ টনেরও বেশী চাউল (২ কোটি ৭০ লক্ষ মণের উপর) খরিদ করিয়াছিলেন। ১৯৪৫ সালে তাঁহারা ৫০ লক্ষ টন চাউল নিয়া খাদ্য বণ্টনের কাজ শুরু করিয়াছেন। কাজেই গবর্ণরের মতে এবার আর আশঙ্কার কোন কারণ নাই। সুতরাং বাঙ্গলা সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হইয়া তিনি ভারত সরকারের সহিত একযোগে অন্যান্য প্রদেশ ও সিংহলের খাদ্যাভাব সমস্যা সমাধানে যত্নপর হইয়াছেন। সেজন্য বাঙ্গলার নিজস্ব যোগান হইতে ১ লক্ষ টন চাউল তিনি ভারত

বিষয়-সূচী

বিষয়	পৃষ্ঠা
সাময়িক প্রসঙ্গ	২২৭-২৯
নানাকথা	২৩০
ভারতে লোক বাহুল্যের আতঙ্ক	২৩১-৩২
রাষ্ট্রনৈতিক প্রসঙ্গ	২৩৩-৩৪
খেয়ালীর খাতা	২৩৫-৩৬
আর্থিক দুনিয়ার খবরাখবর	২৩৭-৪৩
কোম্পানী প্রসঙ্গ—	২৪৪-৪৫
বাজারের হালচাল—	২৪৬-৫০

— একটি পায়োনীয়ার ক্লিয়ারিং ব্যাঙ্ক —

হিন্দুস্থান ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ব্যাঙ্ক

লিমিটেড

(নিউ ষ্ট্যাণ্ডার্ড ব্যাঙ্ক লিঃ, কলিকাতা, মারফৎ ক্লিয়ারিং-এর ব্যবস্থা আছে)

হেড অফিস :—

৫ ও ৬, হেয়ার ষ্ট্রীট।

খিদিরপুর ও রায়গড় শাখা শীঘ্রই খুলিবে।

Phone :—Cal. 3338 Gram :—Silpasakha, Cal.

গবর্ণমেণ্টের হাতে প্রদান করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন। যুদ্ধের পূর্ব্ব সময়ের তুলনায় ৩।৪ গুণ বেশী মূল্য দিয়া বর্ত্তমানেও যেখানে বাঙ্গলার লোককে চাউল সংগ্রহ করিতে হইতেছে, সেখানে গবর্ণরের মুখে এই সমস্ত বিবরণ শুনিয়া তাহারা কতদূর আশ্বস্ত বোধ করিবে তাহা ভাবিবার বিষয়। বাঙ্গলায় গত বৎসর হইতে চাউলের যোগান যথেষ্ট বাড়িয়াছে বলিয়া গবর্ণর বাহাদুর মনে করিতেছেন, এবৎসরও ভাল ফসল পাওয়া যাইবে বলিয়া তাঁহার ধারণা। যদি তাহাই সত্য হয়, তবে এই অবস্থায়ও বাঙ্গলার মফঃস্বলে অধিকাংশ স্থলেই চাউলের দর কেন মণ প্রতি ১২।১৩ টাকার নীচে যাইতেছে না, তাহা তিনি একবার অনুসন্ধান করিয়া দেখিবেন কি? চাউলের যোগান যদি যথেষ্ট বাড়িয়া থাকে, তবে সরকারী রেশন ব্যবস্থার আমলে কলিকাতায় যে চাউল বণ্টন করা হইতেছে, তাহার মণকরা মূল্যই বা এখনও ১৬।০ আনার মত চড়া হারে নির্দ্ধারিত রাখা হইতেছে কেন? চাউলের চড়া মূল্যের জন্য জনসাধারণকে যথেষ্ট দুঃখ-দুর্দ্দশা ভোগ করিতে হইতেছে। কিন্তু এই অবস্থায়ও গবর্ণর বাহাদুর ব্রহ্মদেশ হইতে সস্তা দরে চাউল আনাইবার কোন আগ্রহ দেখাইতেছেন না। অপর দিকে বাঙ্গলার চাউল এ প্রদেশের বাহিরে রপ্তানী হইতে দিয়া তিনি নূতন করিয়া উহার অপ্রাচুর্য্য ঘটাইবার ব্যবস্থা করিতেছেন। খাদ্য সম্বন্ধে আশ্বস্ত হওয়া দূরের কথা, উহাতে লোকের উদ্বেগ বৃদ্ধি পাইবে বলিয়াই আমাদের আশঙ্কা হইতেছে।

বাঙ্গলা সরকারের বেসামরিক সরবরাহ বিভাগ যেভাবে এ প্রদেশে খাদ্য বণ্টনের কাজ নিয়ন্ত্রণ করিতেছেন তাহাতে গবর্ণর বাহাদুর তাঁহার বেতার বক্তৃতায় সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন। খাদ্যদ্রব্য সংরক্ষণের জন্য ঐ বিভাগের অধীনে কতকগুলি গুদাম স্থাপিত হইয়াছে। বর্ত্তমান দুর্য্যোগ কাটিয়া গেলেও ঐসব সরকারী গুদামে বাঙ্গলার লোকদের বিপদাপদের জন্য ভবিষ্যতেও চাউল মজুত করা হইবে বলিয়া তিনি মত প্রকাশ করিয়াছেন। অর্থাৎ যুদ্ধ শেষ হইয়া গেলেও বর্ত্তমান বেসামরিক মাল সরবরাহ বিভাগের কাজ ফুরাইবে না। বাঙ্গলার লোকদের উপকারার্থ ঐ বিভাগ চাউল ক্রয় ও বণ্টনের কাজ যথাসম্ভব চালাইয়া যাইতে থাকিবে। বাঙ্গলা সরকারের বেসামরিক মাল সরবরাহ বিভাগের কৃতকার্য্যতার গুণে চড়া মূল্যে পাথর ও ধূলি মিশ্রিত কদর্য্য চাউল খাইয়া কলিকাতার লোক অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছে। তাঁহাদের সুদক্ষ পরিচালনার গুণে চাউল সংরক্ষণ ও বণ্টনের ব্যাপারে ১৯৪৪-৪৫ সাল পর্য্যন্ত বাঙ্গলা সরকারকে ২২ কোটি টাকা ক্ষতি স্বীকার করিতে হইয়াছে। ইহার পরও গবর্ণর বাহাদুর এই বিভাগটিকে জিয়াইয়া রাখিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন—উহা বাঙ্গলার লোকদের প্রতি তাঁহার অসীম দরদের পরিচয়ই বলিতে হইবে।

বস্ত্র বরাদ্দ ব্যবস্থা

সম্প্রতি কলিকাতার সাময়িক বস্ত্র বরাদ্দ ব্যবস্থার যে হিসাব প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাতে দেখা যায় যে, কিঞ্চিদধিক ৩ লক্ষ অনুমতিপত্র ২০শে মে হইতে ২৪শে জুন পর্য্যন্ত বিলি করা হইয়াছে। প্রায় ৪০ লক্ষ অধিবাসীর মধ্যে তিন লক্ষ জন হয়ত এই অনুমতি পত্রের জোরে কাপড় যোগাড় করিতে পারিবেন কিন্তু তাহাও যে তাঁহারা পছন্দমত পাইবেন তার কোন নিশ্চয়তা নাই। আমরা খবর পাইয়াছি অনেক যায়গায় যাঁহারা ৪৪" কি তাহার চেয়েও অধিক চওড়া ধুতি ব্যবহার করিতে অভ্যস্ত তাঁহাদিগকে বাধ্য হইয়া ৪২" বহরের ধুতি কিনিতে হইতেছে। এই সব অনাবশ্যক জুলুম সত্ত্বেও যাঁহারা অনুমতিপত্র পাইয়াছেন তাঁহারা নিজেদের অদৃষ্টকে ধন্যবাদ দিতেছেন কিন্তু কর্ত্তৃপক্ষ কি একবারও ভাবিয়া দেখিয়াছেন যে, এই গতিতে কাজ চলিলে সমগ্র অধিবাসীর বস্ত্র সংগ্রহ করিতে কতদিন লাগিবে এবং এত দীর্ঘ দিন ধরিয়া লজ্জা নিবারণের ক্ষমতা তাহাদের থাকিবে কি? বস্ত্র বহুদিন ধরিয়াই দুর্লভ ও দুর্ম্মূল্য। সুতরাং লোকের ঘরে অতিরিক্ত বস্ত্র আছে ইহা মনে করা মোটেই যুক্তিসঙ্গত নহে। এমতাবস্থায় যত শীঘ্র সম্পূর্ণ বরাদ্দ ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হয় ততই মঙ্গল। শুনিতেছি আগামী দুর্গাপূজার পূর্ব্বে পুরাপুরি বস্ত্র বরাদ্দ ব্যবস্থা চালু হইবে। সাময়িক বস্ত্র বরাদ্দ ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের পূর্ব্বে সরকার কলিকাতার ব্যবসায়ী মহলের নিকট হইতে ২০ হাজারেরও অধিক গাঁইট বস্ত্র আটক করিয়াছিলেন, তাহা ছাড়া আরও প্রায় ৩০ হাজার গাঁইট বস্ত্র মজুত ছিল—এই মোট ৫০ হাজার গাঁইটের ভিতর কলিকাতায় ২ হাজার গাঁইট ও মফঃস্বলে ১৯ হাজার গাঁইট বস্ত্র বিলি করা স্থির হইয়াছে। বাকী প্রায় ৩০ হাজার গাঁইট কাপড়ের কি হইল এই প্রশ্ন কি আমরা কর্ত্তৃপক্ষকে জিজ্ঞাসা করিতে পারি না? সমগ্র দেশব্যাপী এই দারুণ বস্ত্র সঙ্কটের সময় হাতে বস্ত্র রাখিয়াও এই ভাবে জনসাধারণকে তাহাদের অবশ্য প্রয়োজনীয় বস্ত্র হইতে বঞ্চিত করা উহাদের একান্ত দুর্দ্দিনে নিতান্ত পরিহাস ছাড়া আর কিছু নহে।

ব্যাঙ্ক কোম্পানীর শেয়ার মূলধন

ভারত সরকার এদেশের ব্যাঙ্ক ব্যবসায় নিয়ন্ত্রণের জন্য যে আইনের বিল উপস্থিত করিয়াছেন, তাহাতে ব্যাঙ্কের মূলধন সম্পর্কে কতকগুলি কড়াকড়ি বিধান পরিকল্পিত হইয়াছে। প্রথমতঃ বলা হইয়াছে, আদায়ী মূলধন ও মজুত তহবিল মিলিয়া ১ লক্ষ টাকা না হইলে এদেশে কোন ব্যাঙ্ককে ব্যবসা পরিচালনা করিতে দেওয়া হইবে না। যে সব স্থানের জনসংখ্যা ১ লক্ষের উপর, সেই সব স্থানে ব্যবসা চালাইতে হইলে দুই লক্ষ টাকা মূলধন দরকার হইবে। কলিকাতা ও বোম্বাইয়ের মত বড় সহরে এবং অন্যান্য প্রদেশে কারবার চালাইতে হইলে ব্যাঙ্কসমূহের যথাক্রমে ৫ লক্ষ টাকা ও ২০ লক্ষ টাকা মূলধন থাকিতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ বলা হইয়াছে, এদেশে ব্যাঙ্কিংয়ের কাজ নিয়ন্ত্রণ করিতে হইলে প্রত্যেক ব্যাঙ্ক কোম্পানীকেই উহাদের অনুমোদিত মূলধনের অর্দ্ধেক পরিমাণ বিক্রীত মূলধন ও বিক্রীত মূলধনের অর্দ্ধেক পরিমাণ আদায়ী মূলধন দেখাইতে হইবে। এদেশে ব্যাঙ্কের মূলধন সম্পর্কে এইরূপ কড়াকড়ি নিয়ম প্রয়োগের নির্দ্দেশ আমাদের নিকট অনেকটা অসঙ্গত বলিয়াই মনে হইয়াছে। গবর্ণমেণ্ট বলিতেছেন, আমানতকারীদের স্বার্থরক্ষার জন্যই তাঁহারা এই শ্রেণীর বিধান বলবৎ করিতে উদ্যোগী হইয়াছেন। কিন্তু আমরা জানি কত টাকা লইয়া কোন্ ব্যাঙ্ক কাজ সুরু করিল এবং বিক্রীত মূলধনের তুলনায় উহার আদায়ী মূলধন কত, তাহা ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানের নির্ভরযোগ্যতার মাপকাঠি নহে। কোন ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানের নির্ভরযোগ্যতা সম্বন্ধে প্রধান বিবেচ্য বিষয় হইতেছে—(১) আয়ের অনুপাতে উহার ব্যয় কম কি না, (২) উহা নিরাপদভাবে উহার তহবিল খাটাইতেছে কি না এবং (৩) আমানতকারীদের দাবী পরিশোধ করিবার মত টাকা উহা নগদ অথবা সহজে নগদে পরিবর্ত্তনযোগ্য অবস্থায় রাখিতেছে কি না, ঐ সব দিক দিয়া ব্যাঙ্কের কার্য্যধারা সম্পর্কে যদি কোন গলদ না থাকে, তবে অল্প মূলধন সত্ত্বেও একটি ব্যাঙ্ক আদর্শ শ্রেণীর প্রতিষ্ঠান হইয়া দাঁড়াইতে পারে। কাজেই এই সমস্ত বিষয় বিবেচনা করিয়া ব্যাঙ্ক বিলের মূলধন নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত বিধি-বিধানগুলির বিরুদ্ধে আমরা ইতিপূর্ব্বে তীব্র প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিয়াছি। সম্প্রতি আমরা দেখিয়া সুখী হইলাম, সুপ্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী শেঠ রামকৃষ্ণ ডালমিয়া ভারত ব্যাঙ্কের চেয়ারম্যান হিসাবে উক্ত ব্যাঙ্কের বার্ষিক সভায় বক্তৃতা দিতে গিয়া ব্যাঙ্ক বিলের মূলধন সম্পর্কিত বিধানগুলির বিরুদ্ধে আপত্তি তুলিয়াছেন। বিক্রীত মূলধনের তুলনায় শতকরা ৫০ ভাগ আদায়ী মূলধন না দেখাইতে পারিলে কোন ব্যাঙ্ককে কাজ চালাইতে দেওয়া হইবে না—ইহা তিনি আমানতকারীদের স্বার্থের দিক হইতেও নিতান্ত অসঙ্গত হইবে বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, বিক্রীত মূলধনের যে অংশ আদায় করা হয় নাই, তাহা ভবিষ্যতে পরিশোধ করিয়া দেওয়া সম্পর্কে ব্যাঙ্কের অংশীদারদের একটা বাধ্যবাধকতা রহিয়াছে। সেই বাধ্যবাধকতার জন্য ব্যাঙ্কের প্রয়োজনে যে কোন সময়ে উহা টানিয়া লওয়া সম্ভবপর। এই কারণে ব্যাঙ্কের অনাদায়ী বিক্রীত মূলধনকে একদিক দিয়া উহার মজুত তহবিলের সামিল বলিয়া মনে করা চলে। ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানের বিপদ ঘটিলে ঐ মজুত অর্থ টানিয়া লইয়া আমানতকারীদের দাবী পূরণে তাহা ব্যবহার করা যাইতে পারে। কাজেই ব্যাঙ্কের অনাদায়ী বিক্রীত মূলধন বেশী হইলে তাহাকে অবাঞ্ছিত ফাঁকা মূলধন হিসাবে বিবেচনা না করিয়া সাধারণের আমানতী জমা সম্পর্কে উহা এক ধরণের গ্যারাণ্টি বলিয়াই ধরিয়া লইতে হইবে। ইংলণ্ড, আমেরিকা, ক্যানাডা ও অষ্ট্রেলিয়ায় এমন অনেক ব্যাঙ্ক রহিয়াছে, যাহাদের বিক্রীত মূলধন আদায়ী মূলধনের চেয়ে তিন চার গুণ বেশী। সেজন্য ঐ সব দেশের ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে কোন কথা উঠে না। ভারতবর্ষে আইন করিয়া ব্যাঙ্কসমূহকে কম পক্ষে বিক্রীত মূলধনের অর্দ্ধেক পরিমাণ আদায়ী মূলধন দেখাইতে বাধ্য করিলে তাহা উহাদের সম্পর্কে ত বটেই, ব্যাঙ্কের আমানতকারীদের সম্পর্কেও অসঙ্গত হইবে।

ব্যাঙ্কের শেয়ার মূলধন সম্পর্কে শেঠ রামকৃষ্ণ ডালমিয়ার এই মন্তব্য আমরা খুব সমর্থনযোগ্য বলিয়াই মনে করি। অনুমোদিত মূলধনের পরিমাণ বেশী করিয়া নির্দ্ধারণ করিতে গিয়া ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানের কর্ত্তৃপক্ষ অনেক সময় জনসাধারণকে অযথা বিভ্রান্ত করিয়া থাকেন। সে হিসাবে ব্যাঙ্কসমূহকে অনুমোদিত মূলধনের অর্দ্ধেক পরিমাণ বিক্রীত মূলধন দেখাইতে বাধ্য করা হউক, ইহা আমরা চাই। কিন্তু বিক্রীত মূলধনের অনাদায়ী অংশ যে স্থলে ব্যাঙ্কের পক্ষে ভবিষ্যতে টানিয়া লওয়া সম্ভবপর, সে স্থলে আদায়ী মূলধনের পরিমাণ বিক্রীত মূলধনের অর্দ্ধেকের চেয়ে কম হইলেই সেজন্য কোন ব্যাঙ্ককে কাজ চালাইতে না দেওয়া অনুচিত।

দার্জ্জিলিং ব্যাঙ্ক লিঃ

সম্প্রতি আমরা দার্জ্জিলিং ব্যাঙ্ক লিমিটেডের গত ১৯৪৪ সালের যে রিপোর্ট পাইয়াছি, তাহা দৃষ্টে আলোচ্য বৎসরে এই ব্যাঙ্কের সমূহ উন্নতির পরিচয় পাওয়া যায়। ১৯৪৩ সালের শেষে এই ব্যাঙ্কের আদায়ী মূলধন ও মজুত তহবিলের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৩ লক্ষ ৮২ হাজার টাকা ও ৭ হাজার টাকা। ১৯৪৪ সালের শেষে তাহা বাড়িয়া যথাক্রমে ৬ লক্ষ ৮৮ হাজার টাকা এবং ৬৪ হাজার টাকা দাঁড়াইয়াছে। পূর্ব্ব বৎসরে ঐ ব্যাঙ্কটিতে সাধারণের ৪৪ লক্ষ ১৯ হাজার টাকা আমানত ছিল। আলোচ্য বৎসরে তাহা ৭৮ লক্ষ ১৫ হাজার টাকা পর্য্যন্ত বাড়িয়াছে। এক বৎসরে আদায়ী মূলধন, আমানতী জমা ও মজুত তহবিলের এই বৃদ্ধি দার্জ্জিলিং ব্যাঙ্কের ক্রমিক জনপ্রিয়তার পরিচায়ক সন্দেহ নাই।

বর্ত্তমান কার্য্য বিবরণীতে গত ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে দার্জ্জিলিং ব্যাঙ্কের মোট দায়ের পরিমাণ দেখানো হইয়াছে ৮৭ লক্ষ টাকা। ঐ পরিমাণ দায়ের বদলে উপরোক্ত তারিখে ব্যাঙ্কের যে সম্পত্তি ছিল তাহার প্রধান প্রধান দফাগুলি এইরূপ :—হাতে ও ব্যাঙ্কে ১৮ লক্ষ ৭ হাজার টাকা, সরকারী সিকিউরিটি ৫ লক্ষ ৮২ হাজার টাকা, ঋণ ওভারড্রাফ্‌ট ও বিল ৪৯ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা। এই সমস্ত বিবরণ দৃষ্টে ব্যাঙ্কের তহবিল ভালভাবে নিয়োজিত রহিয়াছে বলিয়াই বুঝা যায়।

আলোচ্য বৎসরে কাজকারবার চালাইয়া খরচ বাদে দার্জ্জিলিং ব্যাঙ্কের নিট লাভ দাঁড়ায় ৩২

হাজার ৪৯৮ টাকা। পূর্ব্ব বৎসরের উদ্বৃত্ত যোগ করিয়া তাহা মোট ৫৭ হাজার ১০২ টাকা দাঁড়ায়। ঐ টাকা হইতে ২০ হাজার ৯৯৭ টাকা নিয়োগ করিয়া কোম্পানীর অংশীদারদিগকে শতকরা ৬।০ আনা হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছে। মিঃ বি মুখার্জ্জি ম্যানেজিং ডিরেক্টররূপে কৃতকার্য্যতার সহিত বর্ত্তমানে ব্যাঙ্কটি পরিচালনা করিতেছেন। তাঁহার কর্ম্মকুশলতায় ব্যাঙ্কটি উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধির পথে অগ্রসর হইবে বলিয়া আমরা আশা করি।

মহাযুদ্ধের গতি

আলোচ্য সপ্তাহে সমগ্র এসিয়া রণাঙ্গনেই জাপানীদের শক্তিক্ষয়ের খবর পাওয়া গিয়াছে।

ব্রহ্ম রণাঙ্গনে অবিশ্রান্ত বর্ষণের ফলে কিছু দিন স্তিমিত থাকিবার পর আলোচ্য সপ্তাহে সিতাং নদীর ধারে প্রায় দেড়শত মাইল স্থানব্যাপী আবার প্রচণ্ড যুদ্ধ শুরু হইয়াছে। এই নদীর পশ্চিমে পেগু-ইয়োমাস অঞ্চলে কয়েক হাজার জাপ সৈন্য (ইহাদের মধ্যে নারী সৈন্যও আছে) অবরুদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে। কতক স্থানে হাতাহাতি যুদ্ধও চলিতেছে বলিয়া খবর পাওয়া গিয়াছে। প্রোম-রেঙ্গুন রেলপথে লেটপাডান নামক স্থানে জাপ বাহিনী পাল্টা আক্রমণ করিয়াছিল কিন্তু অল্পায়াসেই মিত্রপক্ষীয় সৈন্যদল তাহাদিগকে পশ্চাদপসরণ করিতে বাধ্য করে।

চীন রণাঙ্গনে জাপ সৈন্যগণ ইন্দোচীন-কোয়াংসী সীমান্তে চুংচিংকু পুনরধিকার করিয়াছে বলিয়া প্রকাশ। এদিকে চীন বাহিনীও কোয়াংসী প্রদেশের লিউচেং অধিকার করিয়াছে।

প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে সর্ব্বপ্রধান খবর ফিলিপাইন সম্পর্কিত। জেঃ ম্যাকআর্থারের হেড কোয়ার্টার হইতে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ সম্পূর্ণভাবে শত্রু কবলমুক্ত হইয়াছে, সুতরাং ফিলিপাইনের যুদ্ধ সমাপ্ত হইয়াছে বলা যাইতে পারে। ফিলিপাইনের যুদ্ধে জাপানী-গণ অভূতপূর্ব্ব ক্ষতির সম্মুখীন হইয়াছে বলিয়াও উক্ত ঘোষণায় প্রকাশ করা হইয়াছে। এই যুদ্ধে নাকি প্রায় ২৩টি জাপ ডিভিসন নিশ্চিহ্ন হইয়াছে। পাঁচটি মার্কিন যুদ্ধ জাহাজ জাপানের সর্ব্বোত্তরস্থিত দ্বীপ শিকুকার উপর প্রচণ্ড গোলাবর্ষণ করিয়াছে। ওকিনাওয়ার যুদ্ধে দুইটি মার্কিন ডেষ্ট্রয়ার ধ্বংস হওয়ার ফলে বহু হতাহত হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ করা হইয়াছে।

পূর্ব্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে তীব্র জাপ প্রতি-আক্রমণ সত্ত্বেও অষ্ট্রেলিয় বাহিনী বালিকপাপানে তিন মাইলেরও অধিক অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে সমর্থ হইয়াছে। বালিকপাপানের বৃহৎ তৈলাঞ্চল অষ্ট্রেলিয় বাহিনী কর্ত্তৃক অবরুদ্ধ হওয়ার সংবাদ পাওয়া গিয়াছে এবং মনে হয় বালিকপাপানের পতন আসন্ন।

সিঙ্গাপুর হইতে অপ্রয়োজনীয় লোকগণকে জুলাই মাসের মধ্যভাগ হইতে অপসারিত করা হইবে বলিয়া জাপ নিয়ন্ত্রিত জাভা রেডিওর এক ঘোষণায় প্রকাশ। টোকিও রেডিও প্রকাশ করিয়াছে যে, ৩১শে মে পর্য্যন্ত পাঁচটি জাপ সহরে মিত্রপক্ষের বিমান আক্রমণের ফলে মোট ৪৯ লক্ষ জাপ নরনারী হতাহত অথবা আশ্রয়চ্যুত হইয়াছে এবং ১১ লক্ষ ৩৫ হাজার গৃহ ধ্বংস হইয়াছে। টোকিও রেডিও আরও ঘোষণা করিয়াছে যে, জার্ম্মানদের সিগফ্রিড লাইনের অনুকরণে সমগ্র জাপ উপকূলে একটি ব্যূহ রচনা করা হইতেছে এবং এই উদ্দেশ্যে রাতদিন কাজ চলিতেছে।

ইউরোপের খবরে প্রকাশ, টেসচেন নিয়া পোল্যাণ্ড ও চেকোশ্লোভাকিয়ার মধ্যে কোন মিট-মাট এখন পর্য্যন্ত হয় নাই। স্মরণ থাকিতে পারে, উভয়ের সীমান্তবর্ত্তী এই সহরটির অধিকার উভয় দেশই দাবী করিতেছে। বৃহত্তর বার্লিনকে রাশিয়া, ফরাসী, বৃটিশ ও মার্কিন এই চারি ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছিল। সম্প্রতি প্রকাশিত খবরে জানা গিয়াছে, এই চতুঃশক্তির পক্ষ হইতে সৈন্যদল-সমূহ বার্লিনে তাহাদের নিজ নিজ এলাকায় প্রবেশ করিয়াছে।

ব্রডগজ বনাম মিটারগজ

অষ্ট্রেলিয়ার গবর্ণমেণ্ট ঐ দেশে রেল কোম্পানী সমূহকে লাইন স্থাপনের অনুমতি দিতে গিয়া তাহা-দিগকে ইচ্ছামত ব্রডগজ, মিটারগজ ও নেরুগজ লাইন বসাইবার অধিকার দিয়াছিলেন। উহার ফলে ঐ দেশে ঐ তিন শ্রেণীর রেলপথই ব্যাপক-ভাবে গড়িয়া উঠিয়াছে। ব্রডগজ লাইনের তুলনায় মিটারগজ ও নেরুগজ লাইনের পার্থক্য এই যে, ব্রডগজের চেয়ে ঐ সব লাইন সঙ্কীর্ণ। ঐ সব লাইনে যেসব গাড়ী চলে তাহা ব্রডগজ লাইনের গাড়ীর তুলনায় অপ্রশস্ত। সেজন্য ব্রডগজ লাইন হইতে মিটারগজ ও নেরুগজ লাইনে চলাচল করিতে যাত্রীদিগকে গাড়ী বদল করিতে হয়। এক লাইনের মালগাড়ী হইতে মাল সরাইয়া লইয়া অন্য লাইনের ওয়াগনে তাহা বোঝাই করিতে হয়। ইহাতে খরচপত্র ও অসুবিধা দুইই বাড়িয়া যায়। যাত্রী ও মাল চলাচলে বিলম্বও যথেষ্টই ঘটিয়া থাকে। এই সব অসুবিধার কথা স্মরণ করিয়া অষ্ট্রেলিয়ার গবর্ণমেণ্ট যুদ্ধোত্তর রেলওয়ে পরিকল্পনা গঠন করিয়া দেশের মিটারগজ ও নেরুগজ লাইনসমূহকে ব্রডগজ লাইনে রূপান্তরিত করিবার আয়োজন করিতেছেন। এ বিষয়ে বিধিসঙ্গত উপায় ও সম্ভবপর খরচপত্রের কথা বিবেচনা করি-বার জন্য অষ্ট্রেলিয়া সরকার স্যার হ্যারল্ড ক্লেপ নামক একজন রেলওয়ে বিশেষজ্ঞের উপর ভারার্পণ করিয়াছিলেন। উক্ত বিশেষজ্ঞ ২০০ পাউণ্ড খরচ করিয়া অষ্ট্রেলিয়ার যাবতীয় রেল লাইনকে ৪ ফুট ৮½ ইঞ্চি মাপের ব্রডগজ লাইনে পরিণত করিবার জন্য একটি স্কীম গবর্ণমেণ্ট সমীপে পেশ করিয়া-ছেন। অষ্ট্রেলিয়ার কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক গবর্ণ-মেণ্টের ভিতর বর্ত্তমানে ঐ স্কীম নিয়া আলোচনা চলিয়াছে। আশা করা যাইতেছে যুদ্ধোত্তর রেল-ওয়ে পরিকল্পনা হিসাবে ঐ স্কীমটি গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক গৃহীত ও কার্য্যকরী হইবে।

অষ্ট্রেলিয়ার এই দৃষ্টান্ত দেখিয়া আমাদের মনে ভারতের রেলপথের কথা মনে হইতেছে। এদেশে ৪০ হাজার মাইল ব্যাপী রেলপথ রহিয়াছে। উহার মধ্যে ২০ হাজার মাইল ব্রডগজ লাইন, ১৫ হাজার মাইল মিটারগজ লাইন ও ৩ হাজার মাইল নেরুগজ লাইন। এত বেশী পরিমাণ মিটারগজ লাইনের জন্য এদেশে যাত্রী ও মাল চলাচলে যথেষ্ট খরচপত্র ও হাঙ্গামা হইতেছে; অহেতুক বিলম্বেরও কারণ দাঁড়াইতেছে। এই অবস্থায় সমস্ত মিটারগজকে ব্রড-গজে পরিণত করিয়া ভারতে সর্ব্বত্র এক শ্রেণীর প্রশস্ত লাইন গড়িয়া তোলা সম্পর্কে দেশের লোকেরা বহু দিন হইতে দাবী জানাইতেছে। ভারত গবর্ণমেণ্ট এতদিন সে দাবী সম্পর্কে কর্ণপাত করেন নাই। বর্ত্তমানে যুদ্ধোত্তর রেলওয়ে পরিকল্পনা গঠন করিতে গিয়াও ঐ অত্যাবশ্যকীয় বিষয় তাঁহারা উপেক্ষা করিয়াই চলিয়াছেন। ভারত সরকারের তরফ হইতে স্যার লক্ষ্মীপতি মিশ্র ৩১৯ কোটি টাকা ব্যয়ের যে রেলওয়ে পরিকল্পনা উপস্থিত করিয়াছেন তাহাতে যুদ্ধের পরে কতিপয় বৎসরের মধ্যে এদেশে ৫ হাজার মাইল নূতন রেল লাইন স্থাপনের কথা বলা হইয়াছে। তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের সুখ সুবিধার জন্য কিছু কিছু ব্যবস্থা অবলম্বনের নির্দ্দেশও উহাতে রহিয়াছে। কিন্তু ভারতের মিটারগজ লাইনসমূহকে ব্রডগজে পরিণত করিবার কোন কার্য্যনীতি উহার অন্তর্ভুক্ত করা হয় নাই। ঐরূপ একটি অত্যাবশ্যকীয় বিষয় বাদ পড়িয়া যাওয়ায় রেলওয়ে পরিকল্পনাটি এদেশের পক্ষে খুবই অনুপযুক্ত হইয়াছে। মিটার-গজ লাইনসমূহকে ব্রডগজ লাইনে পরিণত করিবার একান্ত প্রয়োজন বুঝিয়া গবর্ণমেণ্ট ঐ সম্পর্কে একটা কর্ম্মনীতি রেলওয়ে পরিকল্পনার ভিতর অন্তর্ভুক্ত করিবেন বলিয়া আমরা আশা করি।

ভারতে খাদ্য শিল্পের সুযোগ সম্ভাবনা

তরি-তরকারি, ফল, মাছ, মাংস, দুধ ও মাখন প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক উপায়ে বিশুষ্ক ও সংরক্ষিত করিয়া তাহা বেশীদিন খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করিবার রীতি আজ অনেক দেশেই প্রচলিত হইয়াছে। টিনের কৌটায় ভালভাবে প্যাক করিয়া এই সমস্ত সংরক্ষিত খাদ্য দেশের অভ্যন্তরে ও বাহিরে চালান দেওয়ার খুবই সুবিধা রহিয়াছে। এই ভাবে খাদ্য-দ্রব্য প্যাকিং করিয়া অষ্ট্রেলিয়া উহা দ্বারা আজ দুনিয়ার বিভিন্ন দেশে এক বিরাট রপ্তানী বাণিজ্য গড়িয়া তুলিয়াছে। তাজা ফল, তরিতরকারি, মাছ মাংস প্রভৃতির সঙ্গে অষ্ট্রেলিয়া হইতে প্রেরিত টিন ভর্ত্তি ঐ সব ধরণের বিশুষ্ক খাদ্য ইংলণ্ড এবং অন্যান্য দেশে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হইতেছে। অষ্ট্রেলিয়ার তৈয়ারী কনডেনসড্ মিল্ক ও বাটার সর্ব্বত্র সমাদৃত হইতেছে। খাদ্যদ্রব্য বিশুষ্ক ও সংরক্ষিত করিয়া এই-ভাবে লাভজনক শিল্প ব্যবসায় গড়িয়া তোলার চেষ্টা ভারতে আজ পর্য্যন্ত বিশেষ কিছু হয় নাই। সম্প্রতি কোন কোন শিল্পোদ্যোগীর দৃষ্টি এই দিকে কিছু পরিমাণে নিয়োজিত হইতেছে ইহা সুখের বিষয়। রয়টার সংবাদ দিয়াছেন মিঃ এস এ ফজলভয় নামক একজন ভারতীয় ফিল্ম ব্যবসায়ী এদেশে তরিতর-কারি ফল ও মাছ প্রভৃতি হইতে ক্যানড্ খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুতের জন্য উপযুক্ত কারখানা গড়িয়া তোলার সঙ্কল্প করিয়াছেন। লণ্ডনে গিয়া সম্প্রতি তিনি ঐ শ্রেণীর কারখানার জন্য উপযুক্ত যন্ত্রপাতি সংগ্রহের চেষ্টা করিতেছেন। কেবল ঐ ধরণের সংরক্ষিত খাদ্য শিল্পই নহে, মিঃ ফজলভয় এদেশে বিস্কুট, কেক, প্যাস্ট্রি ও গ্লুকোজ প্রভৃতি সৌখীন খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুতের জন্যও কয়েকটি কারখানা স্থাপনের পরি-কল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ। ভারতে বিভিন্ন প্রকারের খাদ্যশিল্প গড়িয়া তোলা সম্পর্কে মিঃ ফজলভয়ের এই উদ্যম খুবই প্রশংসনীয়। ভারতের লোকদের প্রয়োজন বুঝিয়া এই শ্রেণীর অত্যাবশ্যকীয় শিল্প প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে অচিরে দেশের আরও কতিপয় শিল্প ব্যবসায়ী কার্য্যকরীভাবে উদ্যোগী হইবেন বলিয়া আমরা আশা করি।

যুদ্ধ শেষ হ'য়ে এলো। অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ সাম্‌নে। এখনও নিজের ও পরিবারবর্গের নিরাপত্তার জন্য সঞ্চয়শীল হউন। আগামী যুদ্ধোত্তর শিল্পবিপ্লবের দিনে জীবনকে স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে টেনে নিতে অগ্রণী হ'য়ে দাঁড়ান।

দি

ইষ্ট বেঙ্গল মার্কেণ্টাইল ব্যাঙ্ক

লিমিটেড

২০।১সি, লালবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শাখা :—ভাঙ্গর (২৪ পরগণা)

নানা কথা

গত ১৯৪৪ সালের মার্চ্চ মাসে যে সরকারী বৎসর শেষ হইয়াছে, তাহাতে ভারত সরকারের মোট ২৫০ কোটী টাকা আয় ও ৪৪০ কোটী টাকা ব্যয় হইয়াছে এবং ফলে এই বৎসরে ভারত সরকারের মোট ১৯০ কোটী টাকা ঘাটতি হইয়াছে বলিয়া সম্প্রতি দিল্লী হইতে সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। গত ১৯৪৩ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে যখন ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদে ১৯৪৩-৪৪ সালের বাজেট উপস্থিত করা হয়, তখন দেশবাসীকে জানান হইয়াছিল যে, এই বৎসরে ধার্য্য নূতন ট্যাক্সলব্ধ আয় লইয়া গবর্ণমেণ্টের মোট ২১৯ কোটী ৪০ লক্ষ টাকা আয় ও ২৫৯ কোটী ৫৯ লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে এবং উহার ফলে শেষ পর্য্যন্ত গবর্ণমেণ্টের ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়াইবে ৪০ কোটী ১৯ লক্ষ টাকা। কিন্তু এক্ষণে চূড়ান্ত হিসাব দৃষ্টে জানান হইতেছে যে, উক্ত ১৯৪৩-৪৪ সালে গবর্ণমেণ্টের মোট আয় হইয়াছে ২৫০ কোটী টাকা ও ব্যয় হইয়াছে ৪৪০ কোটী টাকা এবং উহার ফলে ঘাটতি হইয়াছে ১৯০ কোটী টাকা। এই হিসাব অনুযায়ী দেখা যাইতেছে যে, ১৯৪৩-৪৪ সালের বাজেট উপস্থিত করার কালে দেশের জনসাধারণের নিকট আয়ের পরিমাণ ৩০ কোটী ৬০ লক্ষ টাকা, ব্যয়ের পরিমাণ ১৮০ কোটী ৪১ লক্ষ টাকা এবং ঘাটতির পরিমাণ ১৪৯ কোটী ৮১ লক্ষ টাকা কম করিয়া দেখান হইয়াছিল। যুদ্ধের অনিশ্চিত অবস্থার মধ্যে কোন দেশের অর্থসচিবের পক্ষেই পূর্ব্ব হইতে আয় ব্যয় ও ঘাটতির পরিমাণ ঠিক ঠিক ভাবে বরাদ্দ করা সম্ভবপর নহে—উহা আমরা স্বীকার করি। কিন্তু বর্ত্তমান ক্ষেত্রে অনুমিত আয় ব্যয় ও ঘাটতির তুলনায় প্রকৃত আয় ব্যয় ও ঘাটতির যে বিপুল পরিমাণ তারতম্য ঘটিয়াছে, তাহা সত্য সত্যই বিস্ময়জনক। এই শ্রেণীর তারতম্যের ফলে ভারত সরকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত বাজেটের হিসাব নিকাশ যে একটা প্রহসন মাত্র, তাহা বুঝা যাইতেছে। গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব বিভাগের কর্ম্মচারীদের অজ্ঞতাই উহার একমাত্র কারণ বলিয়া আমরা মনে করিতে পা র না। উহার মধ্যে দেশবাসীকে বিভ্রান্ত করিবার একটা চেষ্টা রহিয়াছে বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস।

* * *

বর্ত্তমান যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে ভারত সরকারের কমার্শিয়াল ইনটেলিজেন্স এণ্ড ষ্টেটিসটিকস্ বিভাগ হইতে প্রত্যেক মাসে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্যে কি পরিমাণ মূলধন সংগ্রহের অনুমতি লইয়া কতগুলি যৌথ কোম্পানী রেজেষ্টরীকৃত হইত তাহার একটি বিবরণ প্রকাশিত হইত এবং এদেশে যৌথ কোম্পানী সহায়ে কোন্ শ্রেণীর শিল্প প্রতিষ্ঠার জন্য কিরূপ উদ্যোগ আয়োজন হইতেছে এই সব রিপোর্ট হইতে দেশবাসী তাহা জানিতে পারিত। যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পর হইতে গবর্ণমেণ্ট এই ধরণের মাসিক রিপোর্ট প্রকাশ করা বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। ফলে গত ২।৩ বৎসরের মধ্যে কোন্ শ্রেণীর শিল্প স্থাপনের জন্য ভারতের কোন্ প্রদেশে ও দেশীয় রাজ্যে কতগুলি কোম্পানী স্থাপিত হইয়াছে, তাহার সমষ্টিগত হিসাব দেশবাসী কিছুই জানিতে পারে নাই। সম্প্রতি উপরোক্ত বিভাগ হইতে ১৯৪২ সালের জানুয়ারী মাস হইতে ১৯৪৪ সালের মার্চ্চ মাস পর্য্যন্ত এদেশে যৌথ কোম্পানী প্রতিষ্ঠা সম্পর্কিত তথ্যতালিকাসহ একখানা রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে। এই রিপোর্টখানা সাধারণ পুস্তকের আকারে ৭৫ পৃষ্ঠায় ছাপা হইয়াছে এবং উহার মূল্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে ৯ টাকা। উক্ত রিপোর্ট হইতে গত ১৯৪২ ও ১৯৪৩ সাল এবং ১৯৪৪ সালের প্রথম তিন মাসে ভারতে যৌথ কোম্পানী প্রতিষ্ঠার সমস্ত তথ্য জানা যাইবে আশা করিয়া আমরা নগদ ৯ টাকা মূল্য দিয়া একখানা রিপোর্ট ক্রয় করিয়াছিলাম। কিন্তু উহার পাতা উল্টাইয়া দেখা গেল যে, উক্ত সালের প্রত্যেক মাসে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে কি পরিমাণ মূলধন লইয়া কতকগুলি কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে মাত্র তাহার বিবরণ এবং উক্ত সোয়া দুই বৎসরে দেশে যে সব কোম্পানী রেজেষ্টরীকৃত হইয়াছে, তাহার একটী বর্ণানুক্রমিক তালিকা ছাড়া আর কোন বিষয়ই নাই। এই রিপোর্ট হইতে দেশে উপরোক্ত সময়ে কোন্ ধরণের শিল্প ও বাণিজ্যিক প্রচেষ্টায় কতগুলি কোম্পানী রেজেষ্টরীকৃত হইয়াছে, তাহা জানিবার কোন উপায় নাই। অথচ উক্ত রিপোর্টে সাধারণের দিক হইতে উহাই প্রধান জ্ঞাতব্য বিষয় ছিল। এই ধরণের একখানা ৭৫ পৃষ্ঠার বাজে রিপোর্ট জনসাধারণের নিকট ৯ টাকা মূল্যে বিক্রয় করা হইতেছে। উহা হইতে কি একথা বলা যায় না যে, বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্ট চোরা বাজারের কারবারীদের অপেক্ষাও অধিকতর মুনাফালোভী হইয়া উঠিয়াছেন?

* * *

ভারত সরকারের টেলিফোন বিভাগের অব্যবস্থার ফলে কলিকাতাস্থিত টেলিফোন গ্রাহকদের যে চূড়ান্তরূপ দুর্গতি উপস্থিত হইয়াছে, তাহার কৈফিয়ৎ হিসাবে কলিকাতাস্থ টেলিফোন ব্যবস্থার জেনারেল ম্যানেজার মিঃ জনসন সম্প্রতি একটী বিবৃতি দিয়াছেন। এই বিবৃতিতে তিনি টেলিফোনের অব্যবস্থার জন্য নিম্নলিখিত কারণের কথা উল্লেখ করিয়াছেন (১) বর্ত্তমানে কলিকাতায় প্রত্যেক মাসে যুদ্ধের পূর্ব্বের তুলনায় ১২॥ লক্ষ বেশী টেলিফোন 'কল' হইতেছে (২) পূর্ব্বে প্রত্যেক 'কলের' সময়ে প্রতি ব্যক্তি যে স্থলে গড়পড়তায় ২·৪২ মিনিট কাল কথা বলিত, সেই স্থলে এক্ষণে প্রতি ব্যক্তি প্রত্যেক 'কলের' সময়ে ৩·৬ মিনিট কাল ধরিয়া কথা বলিতেছে (৩) 'কলের' সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য টেলিফোন এক্সচেঞ্জগুলিতে যে ১৫৮ জন নূতন অপারেটার নিযুক্ত করা হইয়াছে, তাহার শতকরা ৬৫ জনই অনভিজ্ঞ এবং (৪) যুদ্ধের ফলে টেলিফোনের সুইচ বোর্ডের জন্য প্রয়োজনীয় সাজসরঞ্জাম আমদানী করা সম্ভবপর হইতেছে না। মিঃ জনসনের উল্লিখিত কারণগুলি আমরা অবিশ্বাস করিতেছি না। কিন্তু যুদ্ধের সময়ে বেসরকারী টেলিফোন গ্রাহকগণের মধ্যে হঠাৎ অধিক সংখ্যক 'কল' করিবার এবং অধিকতর সময় ব্যাপিয়া কথা বলিবার ঝোঁক চাপিয়াছে তাহা মনে করিবার কোন কারণ নাই। সামরিক বিভাগের লোকদের জন্যই 'কলের' সংখ্যা এত বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং প্রতি 'কলে' অধিকতর সময়ক্ষেপ হইতেছে, উহা আমরা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি। গবর্ণমেণ্ট যুদ্ধের সময়ে বিদেশ হইতে মদ, রেসের ঘোড়া—এমন কি সৈন্যদের সেবার জন্য নার্স ইত্যাদি আমদানী করিতে সমর্থ হইয়াছেন। ইচ্ছা করিলে উঁহারা সামরিক বিভাগের প্রয়োজন মিটাইবার জন্য বিদেশ হইতে টেলিফোনের সরঞ্জাম ও অভিজ্ঞ অপারেটারও আমদানী করিতে পারিতেন। তাহা উহারা করেন নাই। তজ্জন্যই বর্ত্তমানে কলিকাতাস্থ টেলিফোন গ্রাহকগণ গাঁটের পয়সা খরচ করিয়াও চূড়ান্তরূপ নাজেহাল হইতেছে।

* * *

যুদ্ধোত্তরকালে ভারতে এবং ভারতবর্ষের নিকটবর্ত্তী দেশসমূহে যাত্রী ও মালপত্র বহনের জন্য বিমানপথ স্থাপন সম্পর্কে ভারত গবর্ণমেণ্টের নীতি ও কর্ম্মপন্থা কি তাহা সম্প্রতি জানা গিয়াছে। প্রকাশ যে, ভারতবর্ষের অভ্যন্তরে বিভিন্ন অঞ্চলে বিমান চলাচলের ভার ৫টী বেসরকারী কোম্পানীর উপর ন্যস্ত করা হইবে। বর্ত্তমানে দেশে ২টী বেসরকারী বিমান কোম্পানী রহিয়াছে। এতদতিরিক্ত আরও ৩টী কোম্পানী স্থাপিত হইবে। প্রথম অবস্থায় বিমানপোত চালাইতে এই সব কোম্পানীর যে ক্ষতি হইবে, গবর্ণমেণ্ট তাহা বহন করিবেন এবং বিমান কোম্পানীগুলির আর্থিক স্বচ্ছলতার সঙ্গে সঙ্গে গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক অর্থ সাহায্যের পরিমাণ কমাইয়া দেওয়া হইবে। এই সব কোম্পানী যাহাতে দক্ষ বিমান চালকের অভাবে বিব্রত না হয়, তজ্জন্য গবর্ণমেণ্ট নিজ ব্যয়ে স্থানে স্থানে শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করিবেন। বিমান কোম্পানীগুলি যাহাতে দক্ষতার সহিত এবং লাভজনক পথে পরিচালিত হয় তজ্জন্যও গবর্ণমেণ্ট এই সব কোম্পানীর উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখিবেন। উপরোক্ত ৫টী কোম্পানী ছাড়াও গবর্ণমেণ্ট ২টী কোম্পানী স্থাপন করিবেন এবং এই দুইটী কোম্পানীর জন্য প্রয়োজনীয় মূলধনের শতকরা ৯০ ভাগ গবর্ণমেণ্ট সরবরাহ করিবেন ও বাকী ১০ ভাগ মূলধন জনসাধারণের নিকট শেয়ার বিক্রয় করিয়া সংগ্রহ করা হইবে। উক্ত দুইটী কোম্পানীর মধ্যে প্রথম কোম্পানীটি ভারতবর্ষ হইতে ব্রহ্মদেশ, চীন, মালয়, সুমাত্রা, জাভা ইত্যাদি দেশে এবং দ্বিতীয় কোম্পানীটী ইরাক, ইরাণ, সিরিয়া, আরব প্রভৃতি দেশে বিমানপথে যাত্রী ও মাল বহনের ব্যবস্থা করিবেন এবং গবর্ণমেণ্ট স্বয়ং এই দুইটী কোম্পানীর পরিচালনা করিবেন। উহাই হইল ভারতে এবং ভারতবর্ষের নিকটবর্ত্তী দেশসমূহে বিমান চলাচল সম্পর্কে গবর্ণমেণ্টের মনোগত অভিপ্রায়। তবে সিমলা বৈঠক যদি সফল হয় এবং ভারতীয় জনমতের প্রতিনিধিগণ যদি যানবাহন বিভাগের ভার গ্রহণ করেন তাহা হইলে এই পরিকল্পনা পরিবর্ত্তিত হইতে পারে। এই জন্য গবর্ণমেণ্ট আপাততঃ এতদ সম্পর্কে সমস্ত কাজ স্থগিত রাখিয়াছেন।

* * *

বর্ত্তমান যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে গত ১৯৩৮ সালের শেষে সমগ্র পৃথিবীতে মোটরগাড়ী ও ট্যাক্সির মোট সংখ্যা ছিল ৩ কোটী ৫০ লক্ষ এবং উহার মধ্যে ২ কোটী ৫০ লক্ষ মোটরগাড়ী ও ট্যাক্সিই ছিল আমেরিকার যুক্তরাজ্যে। যুদ্ধের সময়ে বিভিন্ন দেশে মোটরগাড়ী ও ট্যাক্সি অনেক কম পরিমাণে উৎপন্ন হওয়াতে বর্ত্তমানে জগতে মোট মোটরগাড়ী ও ট্যাক্সির সংখ্যা অনেক হ্রাস পাইয়াছে এবং উহা পূরণ করিতে ৪।৫ বৎসর সময় লাগিবে বলিয়া মনে হইতেছে। এই সম্পর্কে জানা গিয়াছে যে, এখন হইতে আমেরিকার যুক্তরাজ্যে বৎসরে ৪০ লক্ষ করিয়া এবং ইংলণ্ডে ৬ লক্ষ করিয়া মোটরগাড়ী ও ট্যাক্সি নির্ম্মাণের চেষ্টা করা হইবে। আরও প্রকাশ যে, যুদ্ধোত্তরকালে মোটর বিহার যাহাতে অধিকতর আরামদায়ক হয় এবং

(২৪৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

দুইটী নির্ভরযোগ্য জাতীয় প্রতিষ্ঠান

গ্রেট ইষ্টার্ণ ব্যাঙ্ক

লিমিটেড

স্থাপিত ঃ ১৯২৮ ঃঃ টেলি ঃ "PURSE"-CAL.

হেড অফিস—৪৪-৪৬, ক্যানিং ষ্ট্রীট,

কলিকাতা

ব্রাঞ্চ—বেলিয়াঘাটা, হবিগঞ্জ, জলপাইগুড়ী।

সৈয়দপুর (রংপুর) ও শ্রীমঙ্গল (শ্রীহট্ট)

শাখা শীঘ্রই খোলা হইবে।

— জীবনবীমার জন্য —

দি নর্থ বেঙ্গল প্রভিডেণ্ট

ইন্সিওরেন্স কোম্পানী লিমিটেড।

বি সেনগুপ্ত, ম্যানেজিং ডিরেক্টর

ভারতে লোক-বাহুল্যের আতঙ্ক

ভারতের জনসংখ্যা বৃদ্ধিকে অনেকে এদেশের বর্ত্তমান দুঃখ-দুর্দ্দশার কারণ বলিয়া উল্লেখ করিতেছেন। কেহ কেহ উহাকে এদেশবাসীর জীবন-যাত্রার মনে উন্নত করিবার পক্ষে প্রধান প্রতিবন্ধক বলিয়া মান করিতেছেন। ভারত সচিব মিঃ এমেরী বাঙ্গলার দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে হাউস-অব কমনস্-এ বক্তৃতা দিতে গিয়া ভারতে জন বৃদ্ধির মারাত্মক গতিই উহার মুখ্য কারণ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছিলেন। ভারত সরকারের প্রাক্তন অর্থসচিব স্যার জেরেমী রেইজম্যান সম্প্রতি লণ্ডনে এক বক্তৃতায় বলিয়াছেন, "ভারতে লোকের আহার্য্য ও বাসস্থান প্রভৃতি সম্পর্কে অবস্থার উন্নতি সাধনের জন্য বর্ত্তমানে পরিকল্পনা গঠনের আয়োজন চলিয়াছে ইহা ভাল কথা। কিন্তু ঐ দেশের জনসংখ্যা যেখানে বৎসরে প্রায় ১ কোটির মত বৃদ্ধি পাইতেছে, সেখানে ঐ সব অর্থনৈতিক উন্নতির পরিকল্পনা কি করিয়া কার্য্যকরী হইবে তাহা আমি বুঝি না। দশজন লোকের জন্য বাসস্থানের ব্যবস্থা করিতে গিয়া উহা দ্বারা বারজন লোকের অভাব পূরণ যেমন সম্ভবপর নহে, আর্থিক পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়া ভারতের ক্রমবর্দ্ধিত জনসংখ্যার ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করাও তেমনই কঠিন বলিতে হইবে। ভারতের কল্যাণ দেখিতে হইলে প্রথমে ঐ দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির গতি প্রতিহত করিতে হইবে। অন্যান্য দেশের মত ভারতের স্ত্রীলোক-দিগকে জন্ম নিয়ন্ত্রণের বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া শিক্ষা দেওয়ার জন্য ঐ দেশে ক্লিনিক স্থাপন করিতে হইবে। আর ভারত সরকারকে ঐ বিষয়ে প্রাথমিক বিধিব্যবস্থা অবলম্বনে যত্নপর হইতে হইবে। তবে জন্ম নিয়ন্ত্রণের বিরুদ্ধে দেশের ধর্ম্ম ও সমাজ-নীতিক প্রতিষ্ঠানগুলির বিরোধিতা যেরূপ তীব্র হইয়া দেখা যাইবার আশঙ্কা আছে তাহাতে কোন গবর্ণমেণ্ট সে বিষয়ে সাহসী হইবেন কি না সে বিষয়ে আমার মনে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে।"

স্যার জেরেমী রেইজম্যান ভারতের লোক বাহুল্যের সমস্যাকে জটিল করিয়া দেখাইতে গিয়া বাৎসরিক জনবৃদ্ধির পরিমাণ ১ কোটি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু ইহা সত্য নহে। গত ১৯৩১ সালে ভারতের লোকসংখ্যা ছিল ৩৩ কোটি ৮১ লক্ষ। ১৯৪১ সালে তাহা বাড়িয়া ৩৮ কোটি ৮৯ লক্ষ দাঁড়াইয়াছে। কাজেই ভারতের জনসংখ্যা আসলে বাৎসরিক ৫০ লক্ষ করিয়া বৃদ্ধি পাইতেছে বলা চলে। যাহা হউক, ভারতের মত দরিদ্র দেশে বৎসরে ৫০ লক্ষ করিয়া লোক বাড়িয়া যাওয়া উপেক্ষণীয় নহে। কৃষি ও শিল্প কারখানার সামান্য উৎপাদন দ্বারা যেখানে বর্ত্তমান জনসমষ্টিরই ভরণ-পোষণ সম্ভবপর হইতেছে না, সেখানে এই ভাবে লোক বাড়িতে থাকিলে উহার সঙ্গে দেশে দুঃখ দারিদ্র্যও নিদারুণভাবে বাড়িয়া চলিবে সন্দেহ নাই। কাজেই ভারতের কল্যাণে জনবৃদ্ধির এই গতি কতক পরিমাণে প্রতিহত হওয়া প্রয়োজন। স্যার জেরেমী সেজন্য জন্ম নিয়ন্ত্রণের বিধিবিধান অবলম্বনের নির্দ্দেশ দিয়াছেন এবং ভারত গবর্ণমেণ্টকে ক্লিনিক স্থাপনে উদ্যোগী হওয়ার জন্য পরামর্শ দিয়াছেন ইহা ভাল কথা। ভারত গবর্ণমেণ্ট এ সম্পর্কে কার্য্যে ব্রতী হইলে আমরা তাহা সুখের বিষয় বলিয়াই মনে করিব। যদিও দেশব্যাপী দারিদ্র্য ও অজ্ঞতার মধ্যে জন্ম নিয়ন্ত্রণের প্রচারকার্য্য চালাইয়া ও সেজন্য ক্লিনিক স্থাপন করিয়া বর্ত্তমান অবস্থায় আসল উদ্দেশ্য কতদূর সাধিত হইবে সে বিষয়ে আমাদের মনে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে।

তবে লোকসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের আবশ্যকতা স্বীকার করিলেও আমরা ইহা বলিতে চাই যে, ভারতের জনবৃদ্ধির সমস্যাকে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা যত বড় করিয়া দেখাইতেছেন, আসলে তাহা তত বড় সমস্যা নহে। ভারতের প্রাকৃতিক সংস্থান ব্যাপকভাবে কৃষি ও শিল্প পরিচালনার উপযোগী। আধুনিক উন্নত প্রক্রিয়া অবলম্বন করিয়া ঐ সব কাজে ব্রতী হইলে ভারতবর্ষের লোকেরা খাদ্য, বস্ত্র ও অন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রীর দিক দিয়া নিজেদের অভাব ভালভাবেই পূরণ করিতে পারে। বর্ত্তমানের তুলনায় মাথাপিছু আয় বাড়াইয়া শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও বাসস্থান প্রভৃতির দিক দিয়া মনুষ্যোচিত জীবন-যাত্রার অধিকারী হইতে পারে। কৃষির দিক দিয়া ভারতে বর্ত্তমানের তুলনায় যে যথেষ্ট উন্নতির সুযোগ রহিয়াছে সে বিষয়ে বিশেষজ্ঞ লোকেরা সকলেই একমত। এদেশে কৃষি পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধির সুযোগ সম্ভাবনা সম্পর্কে তদন্তের জন্য ভারত গবর্ণমেণ্ট কিছুকাল পূর্ব্বে ডাঃ ভাল্লিউ বার্ণস্‌কে বিশেষ অফিসর হিসাবে নিয়োগ করিয়াছিলেন। ঐ বিশেষ অফিসর তাঁহার রিপোর্টে বলিয়াছেন, ভারতে জমির জলসেচ সম্পর্কে কোন সুবন্দোবস্ত নাই, জমিতে উন্নত শ্রেণীর সার ও বীজ প্রয়োগের রীতি আজও গড়িয়া উঠে নাই। এদেশের কৃষকেরা চাষাবাদের কাজে যে সব যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে, তাহা অধিকাংশ ক্ষেত্রে নিতান্ত সেকেলে ধরণের। তাহা ছাড়া পোকা-মাকড়ের ও পরগাছার উপদ্রব হইতে ফসল রক্ষার জন্য এদেশে কোন সুব্যবস্থা নাই। এই সমস্ত কারণে জগতের অন্য অনেক দেশের তুলনায় এদেশে একর প্রতি ফসলের উৎপাদন কম। উপরোক্ত গলদ দূর করা সম্বন্ধে যদি যথোপযুক্ত বিধিব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়, তবে এদেশে ফসলের উৎপাদন বর্ত্তমানের তুলনায় অনেক বৃদ্ধি পাইতে পারে। চাউলের কথা উল্লেখ করিয়া ডাঃ বার্ণস্ দেখাইয়াছেন, গত ১৯৩৮-৩৯ সালে যে স্থলে ইটালীতে একর প্রতি ২ হাজার ৯০৩ পাউণ্ড (১ পাউণ্ড আধ সেরের কিছু কম), মিশরে ২

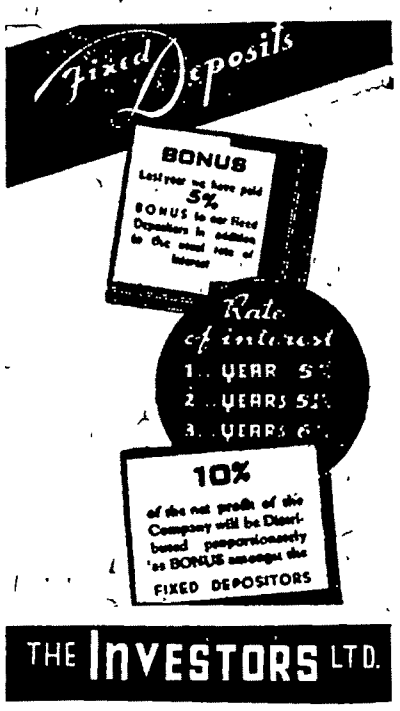

THE INVESTORS LTD.

SIX CROSS STREET
CALCUTTA

অপচয় বন্ধ করুন

আপনার শরীরেই যে ছিদ্র রয়ে গেছে তার খবর রাখেন কি? নিতান্তই শব্দগত অর্থ করবেন না যেন, তাহ'লে ভুল হবে। ডাল, ভাত, মাছ, মাংস, তরী-তরকারী, দুধ, ঘি, যাহাই খাচ্ছেন গায়ে লাগছে না—এক্ষেত্রে বুঝতে হবে শরীরেই কোথাও ত্রুটি আছে, অর্থাৎ ছিদ্র আছে।

পাকস্থলীতে পরিপাক হয় ডায়াস্টেস্ এবং পেপ্‌সিনের সাহায্যে। সুস্থ শরীরে স্বাভাবিক নিয়মেই যথেষ্ট পরিমাণে এই দুটি জারক রস নিঃসৃত হতে থাকে কিন্তু যদি কোনও কারণে তা' না হয়, তা হ'লেই হজমের গোলমাল আরম্ভ হয়।

ডায়াপেপ্‌সিন

শর্করা জাতীয় এবং শ্বেতসারযুক্ত খাদ্য পাচক

ইউনিয়ন ড্রাগ

কলিকাতা

হাজার ১৫৩ পাউণ্ড, জাপানে ২ হাজার ২৭৬ পাউণ্ড, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে ১ হাজার ৪৬৯ পাউণ্ড ও ব্রহ্মদেশে ৯৫৯ পাউণ্ড চাউল উৎপন্ন হইয়াছে, সে স্থলে ঐ সালে ভারতে চাউল উৎপন্ন হইয়াছে গড়ে একর প্রতি ৭৩৮ পাউণ্ড (১,১০৯ পাউণ্ড ধান)। চাষাবাদ সম্পর্কে উন্নত বিধিব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া এদেশে যে চাউলের উৎপাদন ভবিষ্যতে কিরূপ বৃদ্ধি করা যাইতে পারে অন্যান্য দেশের ঐ সব বিবরণ সে বিষয়ে দৃষ্টান্তস্থল। জমিতে ভাল সার প্রয়োগ করিয়া ও উন্নত শ্রেণীর ধানের বীজ রোপণ করিয়া ভারতবর্ষের কোন কোন স্থলে ইতিমধ্যে প্রতি একরে ১,১০৯ পাউণ্ড পর্য্যন্ত চাউল উৎপাদন করা সম্ভবপর হইয়াছে। সেই দৃষ্টান্ত লক্ষ্য করিয়া ডাঃ বার্ণস সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, ভারতে ব্যাপকভাবে চাষাবাদের উন্নতি সাধন করা হইলে এদেশে ধান-চাউলের উৎপাদন বর্ত্তমানের তুলনায় ভবিষ্যতে শতকরা ৩০ ভাগ বাড়ানো যাইতে পারে। (উন্নত বীজ বপনের ব্যবস্থা করিয়া শতকরা ৫ ভাগ, ভাল সার ব্যবহার করিয়া শতকরা ২০ ভাগ ও পোকা-মাকড়ের উপদ্রব নিবারণ করিয়া শতকরা ৫ ভাগ বেশী ফসল পাওয়া যাইতে পারে) গমের চাষ সম্পর্কে ডাঃ বার্ণস বলেন, ইউরোপের দেশ-সমূহে প্রতি একরে গড়ে ১ হাজার ১৪৬ পাউণ্ড গম উৎপন্ন হইতেছে। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও অষ্ট্রেলিয়ায় যথাক্রমে ৮৪৬ পাউণ্ড, ৯৭২ পাউণ্ড ও ৭১৪ পাউণ্ড গম পাওয়া যাইতেছে, কিন্তু ভারতে সেস্থলে গম উৎপন্ন হইতেছে মাত্র ৬৩৬ পাউণ্ড। জলসেচের সুব্যবস্থা ও অব্যবস্থার উপর গমের উৎপাদন বেশী পরিমাণে নির্ভর করিয়া থাকে। পাঞ্জাব প্রদেশের কয়েকটি অঞ্চলে জলসেচের সুব্যবস্থা করিয়া প্রতি একরে ৯৬০ পাউণ্ড হইতে ১,২৬০ পাউণ্ড পর্য্যন্ত গম উৎপাদন করা সম্ভবপর হইয়াছে। কাজেই অন্যান্য অঞ্চলে এইরূপ সুবিধা অবলম্বন করা হইলে ভারতে গমের গড় উৎপাদন বর্ত্তমানের তুলনায় অনেকটা বৃদ্ধি করা যাইতে পারে। জলসেচের সুবন্দোবস্ত করিয়া ভারতে অনুরূপভাবে বর্ত্তমানের তুলনায় যোয়ারের উৎপাদন শতকরা ২০ ভাগ, বজরার উৎপাদন শতকরা ২৫ ভাগ, সরিষার উৎপাদন শতকরা ১০ ভাগ বৃদ্ধি করা যায় বলিয়া ডাঃ বার্ণস মন্তব্য করিয়াছেন। খাদ্য ফসলের যোগান বাড়াইয়া বর্ত্তমানের তুলনায় ভারতে যে অনেক বেশী জনসংখ্যাকে পরিপোষণ করা সম্ভবপর ডাঃ বার্ণসের এই সব সিদ্ধান্ত হইতে তাহা ভালভাবেই প্রমাণিত হইয়াছে।

ভারতে নানা শ্রেণীর শিল্প ব্যবসায় গড়িয়া তোলার প্রচুর সুযোগ সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও সে বিষয়ে এদেশবাসীর মনোযোগ বিশেষ কিছু নিবদ্ধ হইতেছে না। শিল্পের তুলনায় কৃষি হইতে আয়ের সুযোগ সীমাবদ্ধ হইলেও শতকরা ৬৭ ভাগ লোক কৃষিকেই আঁকড়াইয়া রহিয়াছে। ইংলণ্ডে ও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে যথাক্রমে শতকরা ৪৭ ভাগ ও ৩২ ভাগ লোক শিল্প ব্যবসায়ে নিয়োজিত রহিয়াছে। কিন্তু ভারতে মোট জনসংখ্যার শতকরা মাত্র ১০ ভাগই শুধু আজ পর্য্যন্ত উন্নত ধরণের শিল্প ব্যবসায়ে আত্ম-নিয়োগ করিয়াছে। ফলে শিল্প ব্যবসায় হইতে ইংলণ্ড ও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে যেস্থলে লোক পিছু ৪৬৩ টাকা ও ৮৩০ টাকা আয় হইতেছে, সেস্থলে ভারতে শিল্প ব্যবসায় হইতে লোকের মাথাপিছু আয় বর্ত্তমানে মাত্র ১২ টাকা দাঁড়াইয়াছে। শিল্পের দিক দিয়া এই পশ্চাৎপদ অবস্থার জন্য ভারতে লোকের প্রয়োজনানুরূপ শিল্পদ্রব্য এদেশে প্রস্তুত হইতেছে না। বাহির হইতে বিস্তর দ্রব্য সামগ্রী ক্রয় করিতে গিয়া প্রতি বৎসর এদেশ হইতে বহু টাকা বিদেশে চলিয়া যাইতেছে। দেশের লোক-সংখ্যা বাড়িবার সঙ্গে জনসাধারণের দারিদ্র্য ও দুঃখ-দুর্দ্দশা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। অথচ ভারতে শিল্পোপযোগী কাঁচামালের যে যোগান রহিয়াছে তাহা দ্বারা সম্ভবপর শিল্প গড়িয়া তোলার ব্যবস্থা হইলে উহাতে দেশের অভাব মিটিতে পারে—লোকের সুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধিরও উপায় হইতে পারে। এই সমস্ত বিষয় বিবেচনা করিয়া দেখিলে ভারতে জনসংখ্যার বৃদ্ধির বর্ত্তমান গতি খুব আশঙ্কাজনক বলা চলে না। আধুনিক প্রণালীতে ব্যাপকভাবে কৃষি ও শিল্প পরিচালনার ব্যবস্থা করিয়া এই বর্দ্ধিত জনসংখ্যার সম্যক ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা আমরা করিতে পারি। বর্ত্তমানের তুলনায় লোকের আয় বাড়াইয়া তাহাদের জীবনযাত্রার মান উন্নত করিয়া তুলিতে পারি। সেজন্য বড় প্রয়োজন হইতেছে এখন হইতে একটি সুবিন্যস্ত আর্থিক পরিকল্পনা লইয়া সুসঙ্কল্পিতভাবে কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া। গবর্ণমেণ্টকে ও দেশের লোককে আজ সে বিষয়ে আমরা আন্তরিকভাবে উদ্যোগী দেখিতে চাই।

স্যার জেরেমী রেইজম্যান ভারতে জনবৃদ্ধির গতি দেখিয়া যথেষ্ট উদ্বেগ প্রকাশ করিলেও সেই সমস্যা সমাধানের জন্য ব্যাপক আর্থিক পরিকল্পনা কার্য্যকরী করার উপর জোর দিতেছেন না ইহা দুঃখের বিষয়। তিনি তাঁহার বক্তৃতায় প্রকারান্তরে যে জিনিষটা বলিতে চাহিয়াছেন, তাহা হইতেছে এই যে, প্রথমে লোকসংখ্যা বৃদ্ধির গতি নিয়ন্ত্রণ না করিয়া এদেশে জনকল্যাণের জন্য কোন পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত করা সম্ভবপর নহে। তাঁহার এই মন্তব্য যেমন অদ্ভুত, তেমনি দুরভিসন্ধিমূলক বলিয়া আমরা মনে করি। তিনি বলিয়াছেন, দশজন লোকের জন্য বাসস্থানের ব্যবস্থা করিতে গিয়া উহা দ্বারা বারজন লোকের অভাব পূরণ সম্ভবপর নহে। কাজেই লোকসংখ্যা বাড়িবে জানিয়া ঐরূপ পরিকল্পনায় হাত দেওয়া অর্থহীন। কিন্তু আমরা জানি বাসস্থানের সুব্যবস্থা বর্ত্তমানে যেস্থলে একেবারেই নাই সেস্থলে দশজনের জন্য কেন, পাঁচজনের জন্য বাসস্থান তৈয়ার করিয়া রাখাও ভবিষ্যতের পক্ষে কল্যাণকর। কেন না উহাতে ১২ জন লোকের পক্ষে সুবিধাজনকভাবে থাকিবার সুবিধা না হইলেও অন্ততঃ তাহাদের পক্ষে মাথা গুঁজিবার স্থান হইবে। ভবিষ্যতে ১০ জনের স্থলে লোকসংখ্যা ১২ জন হইবে বলিয়া বাসস্থান সম্পর্কে বর্ত্তমানে কোন উন্নতি সাধনের চেষ্টা না করা সকল দিক দিয়াই ক্ষতিকর। তাহা ছাড়া লোকসংখ্যা ভবিষ্যতে ১২ জন হইবে বলিয়া ধরিয়া লইয়া এখন হইতে ঐ ১২ জনের উপযোগী বাসস্থান গড়িয়া তোলা কেন সম্ভবপর নহে, তাহা আমরা বুঝি না। জনসংখ্যা বৃদ্ধি আর্থিক পরিকল্পনা কার্য্যকরী করার পক্ষে কোন বাধা নহে। দেশের বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ লোকসংখ্যার জন্য খাদ্য, বস্ত্র ও বাসস্থান প্রভৃতির সুব্যবস্থা করাই অর্থনৈতিক পরিকল্পনার উদ্দেশ্য। দেশের লোকসংখ্যা বাৎসরিক কি পরিমাণ বৃদ্ধি পায়, তাহার গড় পরিমাণ যেখানে আমাদের অজ্ঞাত নহে, সেখানে ১০ বৎসর বা ১৫ বৎসর পরে ভারতের লোকসংখ্যা বৃদ্ধির একটা বরাদ্দ লইয়া আমরা অবশ্যই সেই বর্দ্ধিত জনসংখ্যার উপযোগী খাদ্য, বস্ত্র ও বাসস্থান সংস্থানের পরিকল্পনা গ্রহণ করিতে পারি। সেই ভাবে শিক্ষা, জনস্বাস্থ্য ও চিকিৎসা প্রভৃতি সম্পর্কেও পূর্ব্ব হইতে সুবিন্যস্ত কার্য্যধারা অবলম্বন করা সম্ভবপর। আর তাহার ভিতরই জাতীয় পরিকল্পনার সার্থকতা। বোম্বাই পরিকল্পনার উদ্যোগীরা জনসংখ্যা বৃদ্ধির পরিমাণ সম্পর্কে একটা বরাদ্দ নিয়া সেভাবেই বর্দ্ধিত লোকসংখ্যার ভরণ-পোষণের উপযোগী বিধিব্যবস্থা অবলম্বনের নির্দ্দেশ দিয়াছেন। বিভিন্ন দেশে আর্থিক পরিকল্পনা গঠনের এই রীতি ও ধারার কথা ভালরূপ জানিয়া শুনিয়াও স্যার জেরেমী রেইজম্যান জনসংখ্যা বৃদ্ধিকে এইরূপ পরিকল্পনা গ্রহণের পক্ষে নিতান্ত বাধা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ইহা ভারতের আর্থিক উন্নতি সম্পর্কে তাঁহার মত বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের স্বার্থপর বিরূপ প্রচারকার্য্য ছাড়া আর কিছু নহে। কৃষি, শিল্প ও ব্যবসা বাণিজ্যের দিক দিয়া ভারতবর্ষ সমুন্নত হইয়া উঠিলে এদেশকে বৃটেনের স্বার্থে শোষণ করা যাইবে না। সে কথা ভাবিয়াই ভারতে আর্থিক পরিকল্পনার তোড়জোড় দেখিয়া তাঁহারা উহার বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করিতে সুরু করিয়াছেন। ভারতে জনবাহুল্যের সমস্যা ও লোকের জীবনযাত্রার উন্নতির সমস্যা যদি আমাদিগকে সমাধান করিতে হয়, তবে এই শ্রেণীর স্বার্থপর উক্তিতে বিভ্রান্ত না হইয়া এখন হইতে দৃঢ় সঙ্কল্পিতভাবে ব্যাপক আর্থিক পরিকল্পনা নিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়াই আমাদের পক্ষে সঙ্গত।

ইউনাইটেড ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন
লিমিটেড
হেড অফিস ঃ—২০।১ সি. লালবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
শাখা ঃ—বড়বাজার, শ্যামবাজার (কলিকাতা), গোপালগঞ্জ, মাদারীপুর, চরমুগুরিয়া, ভাঙ্গা (ফরিদপুর), নওপাড়া (যশোহর), মরেলগঞ্জ (খুলনা), সোনামুখী, বাঁকুড়া, কিরনাহার (বীরভূম)।
চলতি হিসাবে সুদ বার্ষিক শতকরা ১৲ সেভিংস শতকরা ২৷৷০
স্থায়ী আমানতে উচ্চহারে সুদ দেওয়া হয়।
সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

দেশের ও দশের সেবায়
বিল্ডিং এণ্ড ল্যাণ্ড ট্রাষ্ট (ইণ্ডিয়া) লিমিটেড-এর
অভিনব পরিকল্পনা অংশীদার ও আমানতকারিগণের অন্ন ও গৃহ সমস্যার সমাধান করিয়া উৎসাহী কর্ম্মীদিগকে উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গঠনে সহায়তা করিবে।
অদ্যই নিয়মাবলীর জন্য লিখুন :—
৩নং ম্যাঙ্গো লেন, কলিকাতা।
ফোন ঃ—কলিঃ ১৪৫৩

রাজনৈতিক প্রসঙ্গ

সিমলা শৈলের নৈরাশ্যের মেঘভার এ সপ্তাহে অনেকখানি কাটিয়াছে বলা যায়। মুসলিম লীগের অনমনীয় মনোভাব সত্ত্বেও স্থিতধী কংগ্রেস নেতৃগণের দূরদৃষ্টি উন্মুখ দেশের সামনে ভরসার আলো তুলিয়া ধরিয়াছে। রাষ্ট্রপতি আজাদ ঘোষণা করিয়াছেন, বড়লাটের শাসন পরিষদের প্রতিনিধিদের নামের তালিকা সম্পর্কে ওয়ার্কিং কমিটি চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াছেন। বড়লাট ও জঙ্গীলাট ছাড়া কংগ্রেস ১৫টি নাম তালিকাভুক্ত করিয়াছেন। শুনা যাইতেছে, এই তালিকায় মুসলমান, হিন্দু, শিখ, তপশিলী ও অন্যান্য সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের লোকও অন্তর্ভুক্ত হইয়াছেন। ৭ই জুলাই এই নামের তালিকা লর্ড ওয়াভেলের নিকট পেশ করা হইয়াছে। মাষ্টার তারা সিং শিখদের পক্ষ হইতে ৩টি নামের এবং কেন্দ্রীয় পরিষদের জাতীয় দলের নেতা ডাঃ পি এন ব্যানার্জ্জি তাঁহাদের ৩টি নামের তালিকা পূর্ব্বেই পেশ করিয়াছেন। মুসলিম লীগ তাঁহাদের নামের তালিকা পেশ করিবেন কি করিবেন না তাহা এখনও জানা যায় নাই। লীগ যদি সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িক স্বার্থ ও দীর্ঘকালের প্রশ্রয়পুষ্ট মান-অভিমানের বশে শেষ পর্যান্ত সরিয়া দাঁড়ায়, তাহা হইলে কংগ্রেস ও অন্যান্য দল দেশের বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ এবং আন্তর্জ্জাতিক পরিস্থিতি বিচার-বিশ্লেষণ করিয়া শাসন-পরিষদে যোগদান করিলে সেই সিদ্ধান্ত আমরা সমীচীন কার্য্য ও সুদূর প্রসারী মঙ্গল বলিয়া মনে করিব।

* * *

কংগ্রেসের নামের তালিকা ঠিক হইলেও নাম এখন প্রকাশ করা হইবে না। সকল দলের তালিকা পাইয়া বড়লাট তাঁহার চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের পর আগামী ১৪ই জুলাই যে ঘোষণা করিবেন তৎপূর্ব্বে সংবাদদাতাদের অনুমান আর গবেষণা ছাড়া সঠিক ব্যাপার জানা যাইবে না। প্রকাশ, রাষ্ট্রপতি আজাদ ও পণ্ডিত নেহেরু, প্যাটেল ও ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ শাসন পরিষদে যোগ দিবেন। আরও একাধিক বিশিষ্ট লোকের নাম সম্পর্কে গুজব রটিয়াছে। নামের তালিকা প্রণয়নে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটী যে নীতি দ্বারা পরিচালিত হইয়াছেন তৎসম্পর্কে সিমলার এক সাংবাদিক সম্মেলনে মৌলানা আজাদ জানাইয়াছেন : প্রথমতঃ, যোগ্য ব্যক্তিদের বাছাই করা ; দ্বিতীয়তঃ নাম মনোনয়ন দলের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রাখা ; তৃতীয়তঃ যথাসম্ভব সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের অধিকসংখ্যক প্রতিনিধির নাম তালিকায় সন্নিবেশ করা। রাষ্ট্রপতি আজাদ কর্ত্তৃক প্রকাশিত এই নীতি অনুসরণে কংগ্রেস যে নামের তালিকা প্রণয়ন করিয়াছেন তাহা প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বেও আমরা এখন নিঃসংশয়ে বলিতে পারি, উহার অপেক্ষা নিখুঁৎ ও সন্তোষজনক তালিকা দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় আর কেহ তৈরী করিতে পারিতেন না।

* * *

গত ৩০শে জুন বোম্বাই-এর এক জনসভায় বক্তৃতাপ্রসঙ্গে সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেল বলেন, "'ভারত ত্যাগ কর' প্রস্তাবের একটি শব্দও বিলোপ বা পরিবর্ত্তন করা যায় না। হ্যাঁ, ইহার পর যদি কিছু পরিবর্ত্তন করিতেই হয়, তবে উহা পরিবর্ত্তন করিয়া 'এশিয়া ত্যাগ কর' করা হইবে।"

* * *

কংগ্রেস যে জাতীয় স্বার্থকে সর্ব্বাগ্রে বিবেচনা করেন এবং জাতীয় স্বার্থের জন্য কংগ্রেস নেতৃগণ যে কতখানি স্বার্থত্যাগে প্রস্তুত আছেন, জিন্না-পন্থ আলোচনা ব্যর্থ হওয়ার অব্যবহিত পরে এসোসিয়েটেড প্রেসের প্রতিনিধির নিকট পণ্ডিত গোবিন্দবল্লভ পন্থের নিম্নোক্ত উক্তিতেই তাহা স্পষ্ট বুঝা যায় : "যে-কোনভাবেই হউক, সংখ্যালঘিষ্ঠরা সংখ্যাগরিষ্ঠে এবং যে সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের জনসংখ্যা অপরাপর সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের প্রায় ত্রিগুণ, সেই সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় শাসন পরিষদে সংখ্যালঘিষ্ঠে পরিণত হইবে এবং তাঁহাদের প্রতিনিধি সংখ্যা মোট জনসংখ্যার অনুপাতে এক-তৃতীয়াংশের বেশী হইবে না। সংখ্যালঘিষ্ঠের ইচ্ছা ও বিচারবুদ্ধির নিকট সংখ্যাগরিষ্ঠদের এই যে আত্মসমর্পণ, তাহাও যদি সংখ্যালঘিষ্ঠদিগকে সন্তুষ্ট না করিতে পারে, তবে আর কিসে তাঁহারা সন্তুষ্ট হইবেন, তাহা আমার অজ্ঞাত। সংখ্যাগরিষ্ঠদের এভাবে সংখ্যালঘিষ্ঠে পরিণত হওয়ার নজীর-জগতের আর কোথাও পাওয়া যাইবে না।"

* * *

বঙ্গীয় প্রাদেশিক মোমিন আনসার সম্মেলনের সেক্রেটারী মিঃ খলিল-উল রহমান রাষ্ট্রপতি আজাদের নিকট তার করিয়া জানাইয়াছেন : "ভারতের ৫ কোটি মোমিন লীগের নীতি সমর্থন করেন না। মিঃ জিন্না এই ৫ কোটি মুসলমানের মুখপাত্র নহেন।"

* * *

৫ই জুলাই ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকের পরে রাষ্ট্রপতি আজাদ এ-পি'র প্রতিনিধিকে বলিয়াছেন, "অবস্থা বেশ ভাল। রাস্তা বেশ পরিষ্কার আছে। এতাবৎ কোন বাধা-বিঘ্ন দেখা দেয় নাই। সোমবার জওহরলালজীর সহিত বড়লাটের সাক্ষাৎকারের ফল খুব সন্তোষজনক হইয়াছে। ওয়ার্কিং কমিটির আলোচনায় উহা অনেকখানি সাহায্য করিয়াছে।"

* * *

মুসলিম লীগ যদি সরিয়া দাঁড়ায়, সে ক্ষেত্রে কংগ্রেস কি করিবে সেই প্রশ্নের জবাবে রাষ্ট্রপতি

ক্লিয়ারিং-এর সুবিধা সহ জাতীয় আর্থিক প্রতিষ্ঠান

শিলং ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন লিঃ

টেলিঃ SHILLBANK — হেড অফিস—শিলং — ফোন : শিলং—১৬৬

কলিকাতা শাখা :—১৫নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, টেলিঃ BANKSHILLO ফোন : ক্যাল ৪৪৫৪

অন্যান্য শাখা—শ্রীহট্ট, হবিগঞ্জ, করিমগঞ্জ, গৌহাটী ও নওগাঁ (আসাম)।

শ্রীপ্রফুল্লকুমার চৌধুরী, ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

খোকার ভাবনা

বাইরে নেমেছে প্রবল বর্ষা। ঘরে বসে খোকা ভাব্‌ছে বাবা এখন কোথায়? হয়তো কোথাও পথের মাঝখানে, আর বৃষ্টি এসে পড়েছে হঠাৎ। কিন্তু খোকা জানে এক ফোঁটা বৃষ্টিও বাবাকে ছুঁতে পার্‌বে না, কেন না বাবার গায়ে আছে ডাকব্যাক।

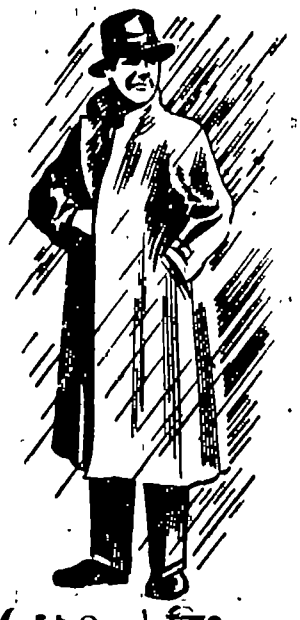

ডাকব্যাক

ভারতের প্রিয় বর্ষাতি

বেঙ্গল ওয়াটারপ্রুফ ওয়ার্কস (১৯৪০) লিঃ

কলিকাতা নাগপুর বোম্বাই

No. 2

বলেন, "বড়লাট কি করিবেন না করিবেন তাহা তাঁহারই বিবেচ্য বিষয় আমি শুধু কংগ্রেসের কথাই বলিতে পারি। আমরা পরিষ্কারভাবে বুঝাইয়া দিয়াছি যে, আমরা আমাদের দায়িত্বভার গ্রহণে প্রস্তুত।"

* * *

সিমলার সিসিল হোটেলে জনৈক শ্বেতাবধারী উচ্চপদস্থ ইংরাজ 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র নিজস্ব সংবাদদাতাকে বলিয়াছেন, "আপনাদের নেতারা জয়ী হইলেন। কারাবাস হইতে তাঁহারা বড়লাট ভবনে আসিয়াছেন। আমরা, ইংরাজরা, শেষ পর্য্যন্ত কেবলমাত্র বিদ্রোহীদের সঙ্গেই মিটমাট করি বলিয়া যে ধারণা আছে, উহা পুনরায় সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইল।"

ইংরেজরা কবে ভারতবর্ষ ত্যাগ করিতেছেন, এই প্রশ্নের উত্তরে উক্ত উচ্চপদস্থ শ্বেতাঙ্গ মন্তব্য করেন, "সমস্ত কিছুই এখন মিঃ জিন্নার উপর নির্ভর করিতেছে।

* * *

বার্লিনে প্রস্তাবিত ত্রিনেতৃ সম্মেলন সম্ভবতঃ স্থগিত রাখা হইবে, এই মর্ম্মে সংবাদ রটিয়াছে। বৃটেনের আভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক অবস্থার অনিশ্চয়তা এবং টাঞ্জিয়ার্সের ব্যাপারে রুশিয়ার দাবী ইহার কারণ বলিয়া অনুমিত হইয়াছে।

* * *

ভিয়েনায় ডাঃ কার্ল রেনারের নেতৃত্বে গঠিত অষ্ট্রিয়ান গবর্ণমেণ্টকে বৃটিশ ও মার্কিন গবর্ণমেণ্ট স্বীকার করিয়া লইবেন বলিয়া ওয়াকিবহাল মহল হইতে সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে।

* * *

লর্ড ট্রাবলগী সম্প্রতি এক বক্তৃতা প্রসঙ্গে মন্তব্য করিয়াছেন, "একদা ডিজরেলীর প্রতিভার ফলে ভারত সাম্রাজ্যের সৃষ্টি হইয়াছিল। মিঃ চার্চ্চিলের একগুঁয়েমির জন্য ইংরাজ সেই রাজ্য হারাইতে বসিয়াছে।"

* * *

বৃটেনের ন্যায় ইউরোপের আরও তিনটি দেশে শীঘ্রই সাধারণ নির্ব্বাচন হইবে। এই তিনটি দেশ হইতেছে, ফ্রান্স, বেলজিয়াম ও পোল্যাণ্ড।

* * *

চীনের নূতন প্রধান মন্ত্রী ডাঃ টি ভি সুং এখন মস্কোতে আছেন। তিনি মিঃ ষ্ট্যালিনের সঙ্গে ইতিমধ্যেই সাক্ষাৎ করিয়াছেন। কূট-নৈতিক ব্যাপারে তিনি সংশ্লিষ্ট মহলের সহিত আলোচনায় ব্যস্ত রহিয়াছেন। ডাঃ সুংএর মস্কো সফর নানা কারণেই সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। বহির্মঙ্গোলিয়ার প্রধান মন্ত্রীও মস্কো গিয়াছেন। এ সংবাদও সবিশেষ অর্থপূর্ণ। কেবল জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ সম্পর্কে চীনের আভ্যন্তরীণ গোলযোগ মিটাইবার প্রশ্নই নহে, পরন্তু চীনে ক্রমবর্দ্ধমান মার্কিন প্রভাবের দিক হইতেও এই সফরকে বুঝিবার চেষ্টা করিতে হইবে।

* * *

প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যান ইণ্ডিয়ান ইমিগ্রেশন বিল অনুমোদন করিয়া ইমিগ্রেশন এণ্ড নেচারেলিজেশন কমিটির কাছে এক বাণী প্রেরণ করিয়া এই বিল যাহাতে অনুমোদিত হয়, তজ্জন্য ব্যক্তিগতভাবে হস্তক্ষেপের ইচ্ছা জ্ঞাপন করিয়াছেন। মার্কিন রাষ্ট্রপতির এই রাজনৈতিক বিচক্ষণতায় আমরা সন্তোষ প্রকাশ করিব। আমেরিকায় ভারতীয়ের বসবাস ও নাগরিক অধিকার সম্পর্কিত বাধানিষেধ বহু পূর্ব্বেই তুলিয়া দেওয়া উচিত ছিল। যাহা হউক, বিলম্বে হইলেও এই কার্য্যের দ্বারা মার্কিণ-ভারত সম্পর্ক বন্ধুত্বপূর্ণ হইবে।

* * *

সিমলা সম্মেলন সম্পর্কে লর্ড্ড বার্ণার্ড শ'মন্তব্য করিয়াছেন, "কংগ্রেস নেতাদের গ্রেপ্তার আমার কাছে অতীব গর্হিত কাজ বলিয়া মনে হইয়াছিল। যাহা হউক, লর্ড ওয়াভেল সেই ত্রুটি সংশোধন করিয়াছেন। মিঃ জিন্নাকে এখন মিটমাট করিয়া ফেলিতে হইবে।"

* * *

বিখ্যাত সাংবাদিক ড্রু পিয়ার্সন লিখিয়াছেন, "প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যান বৃটিশ প্রধান মন্ত্রীর প্রতি প্রসন্ন নহেন। মার্কিন কংগ্রেসের সদস্যদের ধারণা এই যে, রুশিয়া ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে হাঙ্গামা সৃষ্টির মতলবে মিঃ চার্চ্চিল ইংরাজদের স্বাভাবিক 'শক্তি-সামঞ্জস্য রক্ষার নীতি' অনুসরণ করিতেছেন।"

* * *

দীর্ঘ ১০ বৎসর কাল পরে গত ৫ই জুলাই বৃটেনে সাধারণ নির্ব্বাচনের ভোট গ্রহণ আরম্ভ হইয়াছে। ঐ দিবস রাত্রিকালে ভোটের ফলাফল ঘোষণা করাই চিরাচরিত রীতি ছিল। কিন্তু এবার তাহা হইবে না। সাগরপারে বিভিন্ন দেশে বৃটিশ সৈন্য বাহিনীতে যে সব ভোটদাতা আছেন, তাঁহাদের প্রেরিত ব্যালটপত্র গণনা করিয়া উঠা সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। এই কারণে নির্ব্বাচনের ফলাফল ২৬শে জুলাইয়ের পূর্ব্বে ঘোষিত হইবে না। এবার বৃটেনে নূতন পার্লামেণ্টে ৬৪০ জন প্রতিনিধি প্রেরণের জন্য প্রায় ৩ কোটি লোক ভোট দিতেছেন। ১৯৩৫ সালের নির্ব্বাচনে ভোটদাতার মোট সংখ্যা ছিল ২ কোটি ৯৫ লক্ষ জন।

* * *

বৃটিশ সাধারণ নির্ব্বাচনের ফলাফল সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী না করাই ভাল। তবে বিলাতের ওয়াকিবহাল মহলের অনেকে ইতিমধ্যেই বলিতেছেন, রক্ষণশীল দলের নাকি অল্প সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করিয়া জয়লাভের সম্ভাবনা রহিয়াছে। আবার কেহ কেহ জানাইয়াছেন, এতাবৎ শ্রমিক দলই আগাইয়া চলিয়াছেন। এই সবই আন্দাজ ও অনুমানের কথা। ২৬শে জুলাই পর্য্যন্ত আমাদের অপেক্ষা করিতে হইবে।

* * *

বৃটিশ নির্ব্বাচন প্রসঙ্গে একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে, যুদ্ধের দরুণ লোক নানাস্থানে ছড়াইয়া পড়ায় বহু লক্ষ লোক সাময়িকভাবে ভোটাধিকার হইতে বঞ্চিত হইয়াছেন। উদারনৈতিক পত্রিকা 'নিউজ ক্রনিকল' লিখিয়াছেন, "জগা খিচুড়ি পাকাইবার জন্য এবং আমলাতান্ত্রিক দীর্ঘসূত্রতার ফলে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে অবস্থিত বহু সৈন্য ভোটাধিকার হইতে বঞ্চিত হইয়াছে। পশ্চিম ইউরোপের সহস্র সহস্র সৈন্য রেজিষ্ট্রেশন কর্ম্ম না পৌঁছানতে ভোট দিতে পারিল না।" এই প্রসঙ্গে স্বতঃই আমাদের দেশের কথা আসিয়া পড়ে। যেরূপ তাড়াহুড়া করিয়া আমাদের ভোটার হইবার দরখাস্ত করিতে হইয়াছে এবং কর্ত্তৃপক্ষ সহরে ও গ্রামাঞ্চলে যে অব্যবস্থার পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে লক্ষ লক্ষ দেশবাসীর ভোটাধিকার থাকা সত্ত্বেও আগামী নির্ব্বাচনে তাঁহারা ভোট দিতে পারিবেন না। বিভিন্ন সংবাদপত্র ও প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতে দরখাস্ত গ্রহণের শেষ তারিখ কিছুকাল পিছাইয়া দিবার জন্য বিস্তর অনুরোধ জানান সত্ত্বেও কর্ত্তৃপক্ষ কর্ণপাত করেন নাই। অথচ আমাদের নির্ব্বাচন যে কবে হইবে, তাহা এখনও কেহ জানে না। ইংলণ্ডের কয়েক লক্ষ লোকের বঞ্চনার মূলে না হয় যুদ্ধজনিত অস্বাভাবিক ব্যবস্থা অল্পবিস্তর ছিল; কিন্তু আমাদের দেশের অ-সামরিক জনসাধারণকে এভাবে বঞ্চিত করার মূলে কি কারণ ছিল? জেদ ও খেয়াল ছাড়া আর কিছুই নাই।

* * *

পোল্যাণ্ড লইয়া যে জটিলতার সৃষ্টি হইয়াছিল, এতদিনে তাহা মিটিয়া গেল। মস্কো ত্রয়ী কমিশনের উদ্যোগে পোল্যাণ্ডের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিগণ আলোচনা বৈঠকে মিলিত হইয়া তাঁহাদের দেশের জন্য সম্প্রতি যে নূতন সর্ব্বদলীয় গবর্ণমেণ্ট গঠন করিয়াছেন, তাহাকে গত ৫ই জুলাই বৃটিশ ও মার্কিণ গবর্ণমেণ্ট স্বীকার করিয়া লইয়াছেন।

(২৪৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

লয়্যাল ব্যাঙ্ক লিমিটেড
হেড অফিস : উকিলপুকুর (হুগলী)
কলিকাতা অফিস : ২৯, ষ্ট্র্যাণ্ড রোড
গ্রাম : মেমোরাণ্ডাম, ফোন : ক্যাল ৫৭৬৬
শাখাসমূহ :
শিয়ালদহ, ঢাকা,
নারায়ণগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জ,
পুরাণবাজার, মালদহ,
টাঙ্গাইল, সিরাজদিখা,
পাটকেলঘাটা (খুলনা),
নরসিংদি।
সকলপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।
ম্যানেজিং ডিরেক্টর :
মিঃ মনকুমার নাগ।
কলিকাতা এজেণ্ট :
মিঃ হরিহর চক্রবর্ত্তী।

নিম
টুথ পেষ্ট
এবং
মার্গো ক্রিস্
নিম ডেণ্টাল পাউডার
পঁচিশ বৎসর ধরে ভারতের ঘরে ঘরে এই উৎকৃষ্ট মাজন সমাদৃত হয়ে আসছে।
ক্যালকাটা কেমিক্যাল
কলিকাতা।

খেয়ালীর খাতা

কলিকাতা ফুটবল লীগের মোহনবাগান-মহাম্মোডান স্পোর্টিং খেলাটি হইতে পারে নাই। ক্যালকাটা মাঠে খেলাটি হওয়ার কথা ছিল। মাঠে মোহনবাগান ও মহাম্মোডান স্পোর্টিংএর সদস্যদের জন্য যথেষ্ট জায়গা ছিল না। শাদা ষ্ট্যাণ্ডগুলির বেশী অংশ শ্বেতাঙ্গদের জন্য নির্দ্দিষ্ট রাখার ফলে যে-দুই ক্লাব খেলিবে তাহাদের সদস্যরা অনেকে মাঠে ঢুকিতেই পারে নাই। এই ব্যবস্থার প্রতিবাদে দুইদলই খেলিতে অস্বীকার করে। এই অপ্রীতিকর ব্যাপারের জন্য দোষী কে, তাহা লইয়া চুলচেরা বিচার করিতে চাহি না। কেবল এইটুকু বলিব যে, ইহাতে কলিকাতায় একটি ষ্ট্যাডিয়ামের প্রয়োজনীয়তা আর একবার প্রমাণিত হইল। শুধু ক্লাবের সদস্যদের জন্য নয়, সর্ব্বসাধারণের জন্যই একটি ষ্ট্যাডিয়াম অবিলম্বে আবশ্যক। যে-কোন একটি ভালো খেলার দিনে কত লোককে টিকিট না পাইয়া ফিরিয়া যাইতে হয়, ফোর্টের উঁচু জমিটায় ভীড় করিতে হয় এবং কতজনকে ইডেন গার্ডেনের গাছের ডালে চাপিয়া বসিতে দেখা যায় তাহার সংখ্যা নাই। পাঁচটা পঁয়তাল্লিশ মিনিটে খেলা আরম্ভ। কিন্তু মোহনবাগান-ইষ্টবেঙ্গল, ইষ্টবেঙ্গল-মহাম্মোডান প্রভৃতির খেলার দিনে চারটায়, কখনও কখনও সাড়ে তিনটায় মাঠের গেট বন্ধ করিয়া দিতে হয়। স্থানাভাব। একটি ষ্ট্যাডিয়াম থাকিলে এখনকার ডবল লোক নিশ্চিন্ত আরামে বসিয়া খেলা দেখিতে পারিত। আমাদের জীবনে আনন্দের পরিসর অল্প, ব্যয়সাধ্য আমোদ-প্রমোদ দেশের শতকরা নিরানব্বুই জন লোকের কপালে জুটিতে পারে না। ছ'আনা পয়সা খরচে এক ঘণ্টার নির্দ্দোষ এবং স্বাস্থ্যকর আনন্দলাভের উপায় এই খেলা দেখা। ইহাকে যত বেশী লোকের পক্ষে সম্ভব করিয়া তোলা যায়, ততই মঙ্গল। কনট্রোলের চাল, 'কিউ' করিয়া কাপড়, চিনি, ছাড়া চা, ছেলের চাকুরী, মেয়ের বিয়ে ইত্যাদি হাজার রকমের দুর্ভাবনায় কণ্টকিত জীবনে উহার মধ্য দিয়া একটু হাঁপ ছাড়িবার অবকাশ মিলে।

* * *

বিষয়টি পুরাতন। আলোচনাও এই প্রথম নহে। প্রায় বছর পনর ধরিয়া এই ষ্ট্যাডিয়াম সম্পর্কে সচেতন হইবার কারণ ঘটিতেছে। কিন্তু ঐ চেতনা পর্য্যন্তই, তাহার বেশী আর কিছু নয়। এক একবার খেলার মাঠে প্রচণ্ড ভীড় হয়, হাজার হাজার লোক ফিরিয়া যায়। কাগজে দিন দুই ষ্ট্যাডিয়ামের অভাব লইয়া সম্পাদকীয় মন্তব্য প্রকাশিত হয়। তাহার পর আবার যে-কে-সেই। চুপ চাপ। পরলোকগত সন্তোষের মহারাজার ফুটবল খেলায় উৎসাহ ছিল খুব। তিনি কলিকাতায় একটি ষ্ট্যাডিয়াম নির্ম্মাণের জন্য অনেক চেষ্টাও করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহা সফল হয় নাই। প্রথম আপত্তি তখন ছিল বোধহয় সামরিক কর্ত্তৃপক্ষের। ময়দানে একটা পাকা কোঠা বাড়ি জাতীয় কিছু তুলিতে দিতে তাহাদের আপত্তি ছিল। কিন্তু ইডেন গার্ডেনে যেখানে ক্যালকাটা ক্লাবের ক্রিকেটের মাঠ আছে, সেখানে ষ্ট্যাডিয়াম করিতে সে-বাধা নাই। অবশ্য অর্থের প্রয়োজন প্রচুর।০ কিন্তু সেটা নিশ্চয়ই অলঙ্ঘনীয় অন্তরায় নয়। প্রথমতঃ খেলার মাঠগুলি জাতীয় সম্পত্তি। সেগুলি জাতির কল্যাণকর উপকরণ। কলিকাতা কর্পোরেশনের উচিত ষ্ট্যাডিয়াম তৈয়ারীর সমুদয় ব্যয় বহন করা। উহা একেবারে খয়রাতি ব্যাপার নয়, অত্যন্ত লাভজনক। সুতরাং কর্পোরেশান ডিরেক্টার তুলিয়া অবশ্যই প্রয়োজনীয় টাকার সংস্থান করিতে পারেন। কর্পোরেশান একা যদি এতবড় ব্যাপারে হাত দিতে না চাহেন, বাংলা গভর্ণমেণ্ট ও কর্পোরেশান ভাগাভাগি করিয়া টাকা দিতে পারেন। একান্তই যদি তাহা সম্ভব না হয়, তবে যে-কোন ব্যবসায়ী এ বিষয়ে উদ্যোগী হইতে পারেন। যে-কোন কোম্পানী ষ্ট্যাডিয়াম করিলে অংশীদারদের বছরে ফেলিয়া ছড়াইয়া দশ পার্সেণ্ট ডিভিডেণ্ড দিতে পারিবেন। যুদ্ধের কনট্রাক্ট করিয়া কোটি টাকা করিয়াছেন বাংলাদেশে এমন গুটি কয়েক ব্যবসায়ীকে জানি। তাঁহারা কথাটা একবার ভাবিয়া দেখিতে পারেন। কলিকাতায় বাঙ্গালী পরিচালিত গুটি পাঁচেক ভালো ব্যাঙ্ক আছে। ইচ্ছা করিলে তাঁহারা সবাই মিলিয়া আণ্ডারবেট করিয়া রাতারাতি এইরূপ একটি কোম্পানীর শেয়ার তুলিয়া দিতে পারেন।

* * *

একটি সাংবাদিক বন্ধু অভিযোগ করিতেছিলেন, সিমলা নেতৃ সম্মেলন সম্পর্কে অল ইণ্ডিয়া রেডিও

নেস্‌ল্‌-এর মল্‌টেড্‌ মিল্ক

ভিটামিন 'বি' যুক্ত

পরিপূর্ণ স্বাস্থ্য ও শক্তির জন্য!

সুন্দর স্বাস্থ্য আর প্রচুর প্রাণশক্তি কে না চায়। তার জন্যে প্রয়োজন যথেষ্ট ভিটামিন 'বি'। প্রত্যহ নেস্‌ল্‌-এর মল্‌টেড্‌ মিল্ক পান করলে এই ভিটামিন 'বি' আপনার দেহে সঞ্চারিত হবে। খাঁটি দুধ আর যবের সারাংশ থেকে এই পানীয় তৈরি, তার সঙ্গে ভিটামিন 'বি' প্রচুর পরিমাণে মেশানো। ফলে নেস্‌ল্‌-এর মল্‌টেড্‌ মিল্ক শুধু যে উৎকৃষ্ট পানীয় তা-ই নয়, টনিকের কাজও করে।

নিখুঁত স্বাস্থ্যের জন্যে প্রত্যহ এই অতি প্রয়োজনীয় ভিটামিন 'বি'-র প্রয়োজন। ভিটামিন 'বি'-র অভাবে হজমের গোলমাল, শরীর অপুষ্ট, ওজন কমে যাওয়া, দুর্বলতা, ক্লান্তি, কোষ্ঠবদ্ধতা এবং কোলাইটিস হয়। নেস্‌ল্‌-এর মল্‌টেড্‌ মিল্ক-এর প্রচুর ভিটামিন 'বি' এই সব অসুখ-বিসুখের হাত থেকে আপনাকে বাঁচাবে এবং প্রাণশক্তি বাড়াবে।

হইতে যে খবর দেওয়া হয়, তাহা পক্ষপাতহীন নহে। মুসলীম লীগের গুরুত্ব বাড়াইবার একটা প্রচ্ছন্ন চেষ্টা উহার মধ্যে সুস্পষ্ট। শুধু তাহাই নহে, মুসলীম লীগের পক্ষে অসুবিধাজনক কথাগুলি বেমালুম চাপিয়া যাওয়ার চেষ্টাও আছে। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ মিঃ জীন্নার প্রেস-কনফারেন্সের কথা তিনি উল্লেখ করিলেন। কনফারেন্সে মিঃ জীন্না বলিলেন, সাড়া ভারতবর্ষের আইন সভাগুলিতে মুসলমান সদস্যের সংখ্যা ছয়শ'। তাহার মধ্যে কংগ্রেসের লোক মাত্র ৩০ জন। এই খবরটি অল ইণ্ডিয়া রেডিওর সংবাদদাতা বলিয়াছেন। কিন্তু ঐ প্রসঙ্গে উপস্থিত সাংবাদিকদের মধ্যে একজন জিজ্ঞাসা করিলেন, ঐ ছয়শ'র মধ্যে মুসলীম লীগ সদস্য কত জন? মাত্র ৪২০ জন। আর একজন জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহা কি সত্য নয় যে, লীগ টিকিটে নির্ব্বাচিত মুসলমান সদস্য মাত্র ৪০ জন? রেডিওর নিউজ বুলেটিনে এ-সকলের উল্লেখমাত্র নাই। ইহার ফলে শ্রোতাদের মনে, বিশেষ করিয়া বিলাতে ও এমেরিকায় এই ধারণা জন্মিবে এবং হয়তো জন্মিয়াছে যে, ৬০০ মুসলমান সদস্যের মাত্র ৩০ জন বাদে আর বাকী ৫৭০ জনই লীগের লোক। ৩০শে জুন বিকালে গান্ধীজি এসোসিয়েটেড প্রেস অব ইণ্ডিয়ার প্রতিনিধির কাছে একটি বিবৃতি দেন। তাহাতে ভাইসরয়ের সম্পর্কে তিনি একটি গুরুত্বপূর্ণ উক্তি করেন। পরদিন সকালে রেডিও সংবাদে তাহার উল্লেখমাত্র ছিল না। ইহা "অনেষ্ট রিপোর্টিং" নহে। অল ইণ্ডিয়া রেডিও সরকারী প্রতিষ্ঠান। দেশের সর্ব্বসাধারণের টাকায় তাহা চলে। এবং যদি সাম্প্রদায়িক প্রশ্ন তুলিতে হয়, তবে বলা যাইতে পারে যে, সে টাকার শতকরা ৯৫ অংশ দেয় অমুসলমানেরা। সুতরাং তাহাদের অর্থে পরিচালিত বেতার প্রতিষ্ঠান মুসলীম লীগের প্রচারকার্য্যে সহায়তা করিবেন কেন? শুধু লীগ বলিয়া নহে, কোন বিশেষ রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের ওকালতি করাই তাহার পক্ষে অন্যায়।

* * *

বন্ধুর ক্ষোভের কারণ বুঝিতে পারি। কিন্তু অল ইণ্ডিয়া রেডিওর সংবাদ বিভাগ—সেন্ট্রাল নিউজ অর্গেনাইজেশান—সম্পর্কে যাঁহাদের জ্ঞান আছে, তাঁহারাই স্বীকার করিবেন রেডিওর কর্ম্মচারী নিয়োগ ও পরিচালনা নীতিই এ-ধরণের যে, তাহাতে এ-রকম অনুচিত ব্যাপার না ঘটিয়া উপায় নাই। সেন্ট্রাল নিউজ অর্গেনাইজেশানের প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা বার্ণস্‌কে ঘনিষ্ঠভাবে জানি। তাঁহার যোগ্যতা আছে, দুষ্ট বুদ্ধি নাই এবং খাঁটি সাংবাদিকের কর্ত্তব্য কি তাহা তাঁহার অজানা নহে। (প্রসঙ্গতঃ একথা উল্লেখ করিতে চাই যে, বার্ণস দম্পতি, স্বামী-স্ত্রী সাংবাদিক এবং স্ত্রী মার্গারিটার লেখা বইটিই ভারতীয় সংবাদপত্র সম্পর্কে সর্ব্বাপেক্ষা বিস্তৃত ও প্রামাণ্য ইতিহাস। বিস্ময়ের কিছুই নাই। আমাদের দেশের অনেক কাজ যাহা আমাদের করা উচিত ছিল, তাহা বিদেশীয়েরাই করিয়াছে। বাংলা ছাপাখানার প্রবর্ত্তক বিদেশীয়, প্রথম বাংলা ব্যাকরণ লেখা অভারতীয়ের। ভারতের প্রথম বিস্তৃত ইতিহাস লেখা ইংরেজের!) বার্ণস সাহেবের অধস্তন কর্ম্মচারীরা সাম্প্রদায়িক হার অনুসারে নিযুক্ত, সাংবাদিক যোগ্যতার বিচারে নয়। ফলে রিপোর্টিং সংবাদের গুরুত্ব দিয়া হয় না, হয় সাম্প্রদায়িক প্রশ্ন দ্বারা। মুসলমান রিপোর্টার সংগ্রহ করে লীগের খবর, হিন্দু করে কংগ্রেসের। ইহার উল্টা ব্যবস্থা হইলেও হয়তো অবস্থা একই থাকিত! তাহার উপর আছে আবার সংবাদ বলার সময়ের কমিউন্যাল রেশিও। যদি কংগ্রেসের সংবাদ ৪ মিনিট বলা হয়, তবে লীগের খবরও ৪ মিনিট বলিতে হইবে। যে দিন কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটির সভা হয়, সংবাদপত্রে সে দিন স্বভাবতঃই কংগ্রেসের খবর বেশী থাকে। যে দিন মিঃ জীন্না ভাইসরয়ের সঙ্গে দেখা করেন, সেদিন লীগের খবর হইবে বেশী। কিন্তু রেডিওতে তাহা হইবার উপায় নাই। parity must be maintained!

* * *

এবার আয়নাতে একবার নিজের চেহারা দেখা যাউক। আমরাই কি রিপোর্টিং-এ নিছক সাংবাদিকের দৃষ্টি—ইংরেজীতে যাহাকে বলে—objective view—সব সময়ে রক্ষা করিতেছি? সত্য কথা বলিতে হইলে নিশ্চয়ই স্বীকার করিতে হইবে যে, করিতেছি না। সিমলা হইতে নিজস্ব সংবাদদাতা ও বিশেষ সংবাদদাতারা যে সকল 'ডেস্‌প্যাচ'—খবর—পাঠাইতেছেন, তাহার মধ্যে কতখানি সংবাদ, কতখানি 'গবেষণা' ও কতখানি wishful thinking আছে তাহা খবর যাঁহারা পাঠাইতেছেন, তাঁহারা একান্তে একটু ভাবিয়া দেখিলে নিজেরাই বুঝিতে পারিবেন। আশা করি, পাঠকেরাও অনেকেই অন্ততঃ কিছু কিছু বুঝিতে পারিতেছেন। কারণ তাঁহারা ঘাস খান না, ভাত খান। এক বিখ্যাত এমেরিকান সংবাদদাতা বছর দেড়েক এদেশে কাটাইয়া গত জুলাই মাসে দেশে ফিরিবার সময়ে বলিলেন, "দেখ তোমাদের দেশের সাংবাদিকেরা জানে শোনে অনেক, যোগ্যতাও আছে অনেকের। কিন্তু মুস্কিল হইল এই যে, তাহারা নিজেদের শুধু সাংবাদিক ভাবিয়াই সন্তুষ্ট নয়, তাহারা ভাবে তাহারাও রাজনৈতিক। তাহাতে তোমাদের রিপোর্টিং সাংবাদিকতার বিচারে উৎরায় না।" ইহার আগেও আরও দুই একজন বিদেশী সাংবাদিক প্রায় ঐ ধরণেরই মন্তব্য করিয়াছেন। সুতরাং কথাটা উড়াইয়া দেওয়ার মতো নয়।

* * *

ক্রীপস্ আলোচনার সময়কার একটি ঘটনা মনে পড়িতেছে। যে-প্রেস্ কনফারেন্সে ক্রীপস্ তাঁহার পরিকল্পনাটি প্রথম সর্ব্বসাধারণের কাছে প্রকাশ করিলেন, তাহাতে ক্রীপস্ প্রায় দুই ঘণ্টা ধরিয়া সাংবাদিকদের নানা প্রশ্নের জবাব দেন। ক্রীপসের প্রেস কনফারেন্সে যাঁহারা অন্ততঃ একদিনও যোগ দিয়াছেন, তাঁহারাই জানেন কনফারেন্স পরিচালনায় কেহ তাঁহার জুড়ী নাই। ভারতবর্ষে প্রেস কনফারেন্সের একটা অত্যন্ত হাই ষ্ট্যাণ্ডার্ড তিনি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। (ক্রীপস দৌত্যের ঐটুকুই বোধ হয় একমাত্র লাভ!) সে কনফারেন্সে একজন পাঞ্জাবী সাংবাদিক ক্রীপস্‌কে প্রশ্ন করিলেন, "Why the War Cabinet has shown so much solicitude for the princes? Why this exuberance of patronage and protection?" নিশ্চয়ই ইহা সাংবাদিকের ভাষা নয়,—রাজনৈতিক বক্তার। আশ্চর্য্য নয় যে, ক্রীপসের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিয়াছিল। ভারতবর্ষে Specialisationএ বিশ্বাস অল্প। যে ডাক্তার নিমোনিয়ার চিকিৎসা করেন, তিনিই পেটে অপারেশান করেন, চোখের ওষুধ দেন, সময় সময় দাঁত পর্য্যন্ত তোলেন!

* * *

একটি অত্যন্ত কৌতুকজনক ব্যাপার লক্ষ্য করিয়া হাসি পাইতেছে। সিমলায় মিঃ জীন্না এবারও তাঁহার পুরাতন চাল্,—অর্থাৎ নিজের জিদ হইতে এক চুল নড়িতে অস্বীকার—চালিয়াছেন। কিন্তু উহাতে ঠিক ফল হইবে কি না সে বিষয়ে তাঁহার নিজের মনেও বোধ হয় এবার সন্দেহ দেখা দিয়াছে। নতুবা বর্ত্তমান কনফারেন্স বর্জ্জন করিয়া গান্ধীজিকে তাঁহার সঙ্গে আপোষের কথা বলিবার পাত্র তিনি নহেন। এ সম্পর্কে বাংলাদেশে লীগের মুখপত্র 'আজাদ' পত্রিকা মন্তব্য করিয়াছেন যে, গান্ধীজি মিঃ জিন্নার সহিত আপোষ আলোচনায় অত্যন্ত উদ্‌গ্রীব ছিলেন। কিন্তু পারেন নাই শুধু মওলানা আজাদের জন্য। গান্ধীজি যে আবার সাধিয়া মিঃ জীন্নার সঙ্গে কথা-বার্ত্তা বলিতে যাইবেন ইহা নাকি মওলানা আজাদ পছন্দ করেন না এবং তিনি অত্যন্ত জোর দিয়া বলাতেই নাকি গান্ধীজি সে ইচ্ছা ত্যাগ করেন। ব্যাপারটা সত্য কি মিথ্যা জানি না। সত্য হইলে অবাক হওয়ার কিছু নাই। wild goose chase করিয়া সময় নষ্ট করা মওলানা আজাদ কেন, যে-কোন লোকই অপছন্দ করিবেন। গান্ধীজির কথা আলাদা। কিন্তু সব চেয়ে মজা এই যে, আজাদ পত্রিকা তো এতকাল তাঁহার নেতা জনাব জীন্নার অনুকরণে মওলানাকে কংগ্রেসে সাক্ষী গোপাল বলিয়াই নস্যাৎ করিয়া আসিয়াছেন। এবার তাঁহারা নিজেই স্বীকার করিলেন যে, কংগ্রেসে মওলানার কর্ত্তৃত্ব এতখানি যে, গান্ধীজিকে পর্য্যন্ত তাঁহার অভিমত অনুসরণ করিয়া চলিতে হয়। তাঁহার অমতে মহাত্মাজী পর্য্যন্ত কিছু করিতে পারেন না। ইংরেজী অভিধানে Show boy কথাটার অর্থ বদলাইতে হইবে দেখিতেছি।

—শেয়ালী

এরিয়ান ব্যাঙ্ক লিঃ

৯নং ক্লাইভ রো, কলিকাতা।

* ক্লিয়ারীং সুবিধাপ্রাপ্ত জাতীয় ব্যাঙ্ক।

* আসাম, বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা, মধ্যপ্রদেশ ও যুক্তপ্রদেশে বড় বড় ব্যবসাকেন্দ্রে শাখা আছে।

* বিদেশী মাল আমদানী রপ্তানীর জন্য লেটার অব ক্রেডিট ইস্যু করা হয়।

লণ্ডন, অষ্ট্রেলিয়া ও আমেরিকার এজেণ্টস্ ঃ—

দি ন্যাশন্যাল সিটি ব্যাঙ্ক অব নিউইয়র্ক

গ্রামঃ দশেরদাবী ফোন—ক্যাল ঃ—৫৬৫৯

ইষ্টার্ণ কণ্টিনেণ্টাল ব্যাঙ্ক লিঃ

স্থাপিত ঃ ১৯২৬ ইং

হেড অফিস—কুমিল্লা

সেন্ট্রাল অফিস ঃ—৬, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বেগুসরাই (বেহার), মানসেরা (পাঞ্জাব), পাটনা, ডালসিংসরাই (বেহার) ও নারায়ণগঞ্জ (ঢাকা) শাখা খোলা হইয়াছে।

লয়ালপুর, ক্যাম্বেলপুর এবং সেখুপুরা (পাঞ্জাব) শাখা শীঘ্রই খোলা হইবে।

—— সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয় ——

আর্থিক দুনিয়ার খবরাখবর

ইণ্ডিজেনাস ম্যানুফ্যাকচারার্স এসোসিয়েশন—গত ২৯শে জুন শুক্রবার কর্পোরেশন কমার্শিয়াল মিউজিয়মে ইণ্ডিজেনাস ম্যানুফ্যাকচারার্স এসোসিয়েশনের বার্ষিক সভা হয়। অধ্যাপক এস কে রায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভাপতি মহাশয় বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন যে, দেশের লোকের একটা ধারণা জন্মিয়াছে যে, দেশের শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ দেশের প্রয়োজন মিটাইতে সমর্থ নহে। সভাপতি মহাশয়ের মতে এই ধারণা ভ্রান্ত এবং অবিলম্বে এই ভ্রান্ত ধারণা দূর করা আবশ্যক। দৃষ্টান্ত স্বরূপ তিনি বলেন যে, বর্ত্তমানে ভারতীয় কাপড়ের কলে যুদ্ধ পূর্ব্ববর্ত্তীকাল অপেক্ষা তিন লক্ষ বেশী লোক কাজ করে। এই সম্পর্কে তিনি আরও বলেন যে, বর্ত্তমানে দেশীয় কাপড়ের কলগুলিতে ৪ শত ৮০ কোটী গজ কাপড় বৎসরে উৎপন্ন হয়। অধ্যাপক রায়ের মতে যুদ্ধের পূর্ব্বে বৎসরে দেশের কাপড়ের কলগুলিতে উৎপন্ন হইত ৩ শত ৮০ কোটী গজ কাপড় এবং ১৯৪৩-৪৪ সালে তাঁতের কাপড়সহ মোট ৫ শত ৮৬ কোটী ৮০ লক্ষ গজ কাপড় অসামরিক জনসাধারণের মধ্যে বণ্টন করা সম্ভব হইত। অধ্যাপক রায়ের মতে যুদ্ধের পূর্ব্বে সাধারণতঃ অসামরিক জনসাধারণ যে কাপড় ব্যবহার করিত, ইহা তাহার শতকরা ৯৪% ভাগ। অধ্যাপক রায় আরও বলেন যে, মিলে কম কাপড় উৎপন্ন হয় বলিয়াই যে বস্ত্রাভাব হইয়াছে তাহা নহে, তাহার কারণ অন্যত্র অনুসন্ধান করিতে হইবে। অধ্যাপক রায় সর্ব্বশেষে গবর্ণমেণ্টকে দেশীয় শিল্পীদিগকে সর্ব্বপ্রকার সাহায্য দিতেও অনুরোধ করেন।

ইণ্ডিজেনাস ম্যানুফ্যাকচারার্স এসোসিয়েশনের কর্ম্মকর্ত্তামণ্ডলী—নিম্নলিখিতভাবে আগামী বৎসরের ইণ্ডিজেনাস ম্যানুফ্যাকচারার্স এসোসিয়েশনের কর্ম্মকর্ত্তামণ্ডলী গঠিত হইয়াছে :—প্রেসিডেণ্ট—অধ্যাপক এস কে রায়, বেঙ্গল বেল্টিং ওয়ার্কস লিঃ. পুনঃ নির্ব্বাচিত ; ভাইস প্রেসিডেণ্ট—লেঃ কর্ণেল ডি এন ভট্টাচার্য্য, মেসার্স বেঙ্গল এনামেল ওয়ার্কস লিঃ, জয়েণ্ট অনারারী সেক্রেটারী—মিঃ জে এন বানার্জ্জি (মেসার্স হিমানী ওয়ার্কস) ও মিঃ এস সি দে (ইণ্ডিজেনাস বেল্টিং ইণ্ডাষ্ট্রিজ এসোসিয়েশন), অনারারী ট্রেজারার—মিঃ ডি এন বসু (হোসিয়ারী ফ্যাক্টরী)। কার্য্যকরী সমিতিতে ১১ জন সদস্য লওয়া হইয়াছে এবং মিঃ জে নিয়োগী, ডাঃ মেঘনাদ সাহা, মিঃ জে এল মেটা, মিঃ মহম্মদ রফিক ও ডাঃ বি সি গুহকে উক্ত এসোসিয়েশনের অবৈতনিক সদস্য নির্ব্বাচন করা হইয়াছে।

জওহরলাল কর্ত্তৃক বোম্বাই পরিকল্পনার প্রশংসা—গত ২৮শে জুন সন্ধ্যায় এলাহাবাদের সাংবাদিকদের এক সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে পণ্ডিত জওহরলাল বলেন যে, যদি বর্ত্তমানকালে দেশে কোন অর্থনৈতিক পরিকল্পনাকে সার্থক করিতে হয়, তবে উহাকে ব্যাপক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। এই প্রসঙ্গে বোম্বাই পরিকল্পনায় তিনি সন্তোষ প্রকাশ করেন। পণ্ডিত জওহরলাল আরও বলেন যে, বোম্বাই পরিকল্পনার কতকগুলি প্রস্তাব তিনি সমর্থন না করিলেও, পরিকল্পনাটি ব্যাপক শিল্প প্রচেষ্টার ভিত্তিতে রচিত হইয়াছে দেখিয়া তিনি সন্তোষ লাভ করিয়াছেন। তাঁহার মতে যতদূর সম্ভব অল্প সময়ে ব্যাপকভাবে দেশের আর্থিক সমৃদ্ধি বিধানের উদ্দেশ্য লইয়াই বোম্বাই পরিকল্পনা রচিত হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে দেশে শিল্প বিস্তার সম্পর্কে পণ্ডিত জওহরলাল এই অভিমত প্রকাশ করেন যে, শিল্প ও কৃষি পরস্পর অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। জওহরলালের মতে এই উভয়েরই উন্নতি করিতে হইলে উৎপাদন আরও ব্যাপকভাবে করিতে হইবে এবং তাহার অর্থই হইতেছে কৃষকদের আর্থিক সঙ্গতিরও উন্নতি বিধান করা। রাষ্ট্র কর্ত্তৃক শিল্প নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে তিনি বলেন যে, মূল শিল্পগুলির শতকরা ১ শত ভাগই রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে থাকা উচিত।

ইণ্ডিয়ান ইনস্যুরান্স ইনষ্টিটিউট—নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ ১৯৪৫-৪৬ সালের জন্য ইনষ্টিটিউট কাউন্সিলের কর্ম্মকর্ত্তা নির্ব্বাচিত হইয়াছেন :—সভাপতি—মিঃ এস বাগচি (ভাগ্যলক্ষ্মী), সহ-সভাপতি—মিঃ বি সি ঘোষ (হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ), মিঃ পি আর গুপ্ত (রুবি জেনারেল), মিঃ এস এন রায়চৌধুরী (বোম্বে মিউচুয়াল), সম্পাদক—মিঃ এস কে আচার্য্য (বঙ্গলক্ষ্মী), যুগ্ম-সহযোগী সম্পাদক—মিঃ এস সি মিত্র (ইণ্ডিয়ান মিউচুয়াল), মিঃ বি এন চৌধুরী (হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ), কোষাধ্যক্ষ—মিঃ এইচ সি নাগ (ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ও প্রুডেনসিয়াল), হিসাব পরীক্ষক—রায় ও বাগচী। সদস্যগণ—মিঃ এ সি সেন (এম্পায়ার), মিঃ এস সি রায় (আর্য্যস্থান), মিঃ কে এম নায়েক (ন্যাশন্যাল), মিঃ জে সি ঘোষ দস্তিদার (বোম্বে মিউচুয়াল), মিঃ এ কে ঘোষ (বেঙ্গল ইন-স্যুরেন্স এণ্ড রিয়্যাল প্রোপার্টি), মিঃ এ কে গাঙ্গুলী (ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল এণ্ড প্রুডেনসিয়াল), মিঃ এন সি চক্রবর্ত্তী (আর্য্যস্থান), মিঃ আই বি সেন (বোম্বে লাইফ), মিঃ কে সি বানার্জ্জি (ভাগ্যলক্ষ্মী), মিঃ এম পি বসু (ন্যাশনাল ইণ্ডিয়ান), মিঃ এ টি পাল (ন্যাশনাল ইণ্ডিয়ান), মিঃ এস বসাক (ডোমিনিয়ন ইনস্যুরেন্স), মিঃ এন সি ঘোষ (এম্পায়ার), ও মিঃ বি বি বসু (ন্যাশন্যাল)।

বস্ত্রাভাবে নারীর আত্মহত্যা—মুক্তাগাছা থানার এলাকাধীন নাগদা বোলীয়া গ্রামের আসোরণ বিবি নাম্নী জনৈকা বিধবা নারী গত ২৬শে জুন ঘরের কড়িকাঠে ফাঁসী দিয়া আত্মহত্যা করিয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে। প্রকাশ, মহিলাটি তাহার স্বামীকে কয়েকবার কাপড় আনিয়া দিতে বলে। কিন্তু বহু চেষ্টা সত্ত্বেও তাহার স্বামী একখানা কাপড়ও জোগাড় করিয়া উঠিতে পারে না। অতঃপর মহিলাটি ক্ষুব্ধ হইয়া ফাঁসী দিয়া আত্মহত্যা করে।

নাবিক-মঙ্গল বিভাগ—প্রকাশ, ভারতের বিভিন্ন বন্দরের নাবিকদের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ও সুবিধার জন্য ভারত গবর্ণমেণ্ট একটি নাবিক-মঙ্গল বিভাগের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। পিকিং বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক রেভারেণ্ড এস আর্ম্মষ্ট্রং এই বিভাগের কর্ত্তৃত্ব ভার পাইয়াছেন বলিয়া প্রকাশ। দুইজন ডেপুটি ডিরেক্টর নাকি তাঁহার কার্য্যে সাহায্য করিবেন।

দুর্ভিক্ষ তদন্ত কমিশন—দুর্ভিক্ষ তদন্ত কমিশনের (স্যার জন উডহেড উহার চেয়ারম্যান) দ্বিতীয় এবং শেষাংশ বর্ত্তমানে সম্পূর্ণ হইয়া আসিয়াছে বলিয়া প্রকাশ। উহা আগামী ১৫ই জুলাইয়ের মধ্যে নাকি ভারত গবর্ণমেণ্টের নিকটে দাখিল করা হইবে।

ভারত-ব্রহ্ম ডাক চলাচল—গত ৩রা জুলাই ব্রহ্ম গবর্ণমেণ্ট ভারত হইতে রেঙ্গুণ, মান্দালয় ও মনিওয়াতে ও ব্রহ্মের ঐ সকল শত্রু কবলমুক্ত সহর হইতে ভারতে পুনরায় ডাক চলাচল আরম্ভের কথা ঘোষণা করিয়াছেন।

ভারতীয় ফিল্ম ব্যবসায়ী পর্য্যটক দল—মাদ্রাজের সাম্প্রতিক সংবাদে প্রকাশ যে, দক্ষিণ ভারতীয় ফিল্ম ব্যবসায়ী সমিতির সেক্রেটারীর এক বিবৃতিতে জানা যায় যে, ভারতীয় ফিল্ম ব্যবসায়ী পর্য্যটক দল ইংলণ্ড ও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে ভ্রমণ করিবার উদ্দেশ্যে গত ৮ই জুলাই ইংলণ্ড যাত্রা করিয়াছেন।

বাংলায় ফলের অভাব—বাংলা গবর্ণমেণ্ট বাংলা দেশের সমস্ত মিউনিসিপ্যাল ও ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের কর্ত্তৃপক্ষকে ফলের গাছের কলম সরবরাহের জন্য নার্শারী স্থাপন করিতে নির্দ্দেশ

"চাই বল, চাই স্বাস্থ্য, আনন্দ-উজ্জ্বল পরমায়ু
সাহস-বিস্তৃত বক্ষপট"

কিন্তু কোন্ পথে ?

● যখন দেখি ঘরে ঘরে, নগরে নগরে, পথে প্রান্তরে নিত্য অসুস্থ, দুর্ব্বল, অবসাদ-ক্লিষ্ট নরনারীর মেলা —— যাদের ……বেরি-বেরি, শোথ, স্নায়ু-দৌর্ব্বল্য, ক্ষুধামান্দ্য, পুষ্টিহীনতা, প্রভৃতি……জীবন-শত্রুর অন্ত নাই—তখন স্বাস্থ্য, শক্তি ও আনন্দ-উজ্জ্বল পরমায়ু লাভের আর যত পথই থাকুক—

বাই-ভিটা-বি

সেবন অন্যতম শ্রেষ্ঠ পথ

সমস্ত সম্ভ্রান্ত ঔষধালয়ে পাওয়া যায়।

দিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ। বাংলাদেশে প্রয়োজনীয় ফলের অভাব মিটাইবার জন্য এই ব্যবস্থা করা হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে।

বেঙ্গল ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড এসোসিয়েশন—বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন হলে অনুষ্ঠিত বেঙ্গল ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড এসোসিয়েশনের ৭ম বার্ষিক সাধারণ সভায় ১৯৪৫-৪৬ সালের জন্য নিম্নলিখিত কর্ম্মকর্ত্তাগণ নির্ব্বাচিত হইয়াছেন :—

সভাপতি শ্রীযুক্ত তারকনাথ মুখোপাধ্যায়, এম এল এ, হুগলী ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের চেয়ারম্যান; সহকারী সভাপতি খানবাহাদুর নুরুল আমিন এম এল সি, ময়মনসিংহ ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের চেয়ারম্যান; রায় বাহাদুর ডি এম ভট্টাচার্য্য, এম এল এ, মেদিনীপুর ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের চেয়ারম্যান; খানবাহাদুর আব্দুল ওয়াহেব খান, এম এল এ, বাখরগঞ্জ ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের চেয়ারম্যান; যুগ্ম-সম্পাদক—খানবাহাদুর জসীম উদ্দীন আমেদ, এম এল এ, ২৪ পরগণা ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের চেয়ারম্যান ও খানবাহাদুর এস সামসুজ্জহা, এম এল সি, নদীয়া ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের চেয়ারম্যান।

কলিকাতার ভোটার সংখ্যা—প্রকাশ, বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদ ও ব্যবস্থাপক সভার আগামী নির্ব্বাচনে কলিকাতা ও কলিকাতার সহরতলীর বিভিন্ন নির্ব্বাচন কেন্দ্রে ভোটার সংখ্যা পূর্ব্ববারের সংখ্যাপেক্ষা একলক্ষ অধিক হইবে। এই সম্পর্কে আরও প্রকাশ যে, গতবারের কলিকাতা ও কলিকাতার সহরতলীর ভোটার সংখ্যা ছিল ২৩৩০০০। এইবার উক্ত সংখ্যা ৩৩৩০০০ বলিয়া আশা করা যায়।

অভিনব দন্ত চিকিৎসা—লণ্ডনের সাম্প্রতিক সংবাদে প্রকাশ যে, যন্ত্রণাদায়ক দাঁত তুলিয়া লইয়া পেনিসিলিনের সাহায্যে উহাকে সারাইয়া আবার মাড়িতে যথাস্থানে স্বাভাবিক ভাবে বাড়িয়া উঠিতে দেওয়া যায়। লণ্ডনের সেণ্ট মেরীস হাসপাতালে এই নূতন দন্ত চিকিৎসা পদ্ধতি নাকি অনুসৃত হইতেছে। এই হাসপাতালেই স্যার আলেকজাণ্ডার ফ্লেমিং তাঁহার পেনিসিলিন আবিষ্কার করেন।

গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়—প্রস্তাবিত গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় ট্রাষ্ট বোর্ড সহর হইতে প্রায় ৩ মাইল দূরে ২১ হাজার বিঘা পরিমিত একখণ্ড জায়গা নির্ব্বাচিত করিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ। উহার মূল্য নাকি প্রায় ১ লক্ষ টাকা হইবে।

সরিষার তৈল বণ্টন সমস্যা—ইউনাইটেড প্রেস জানিতে পারিয়াছেন যে, বেঙ্গল অয়েলমিলস এসোসিয়েশন (কলিকাতা), কলিকাতা ও সহরতলীতে সরিষার তৈল বণ্টনের জন্য বাংলার রেশনিং কনট্রোলারের নিকট সম্প্রতি একটি খসড়া পরিকল্পনা দাখিল করিয়াছেন। এই পরিকল্পনায় নাকি উল্লেখ করা হইয়াছে যে, উক্ত এসোসিয়েশনের অন্তর্ভুক্ত মিলসমূহ তাঁহাদের মিল ভবনে খুচরা বিক্রয়ের দোকান বা ডিপো খুলিয়া সরিষার তৈল বণ্টনের ভার গ্রহণ করিতে প্রস্তুত আছেন। উক্ত পরিকল্পনায় নাকি আরও উল্লেখ করা হইয়াছে যে, সরিষার তৈলের মূল্য প্রতিমণ ৩৫৲ টাকা নির্দ্ধারিত করিতে হইবে এবং অসামরিক সরবরাহ বিভাগকে প্রতিমণ ৩৪৲ টাকা দরে (পাইকারী দর) স্বীকার করিয়া লইতে হইবে।

মহীশূরে প্রাণদণ্ড লোপের ব্যবস্থা—সম্প্রতি মহীশূর রাজ্যে প্রাণদণ্ড লোপের জন্য মহীশূর ব্যবস্থাপক সভায় এক ছাঁটাই প্রস্তাব উত্থাপন করা হয়। প্রস্তাবটি গৃহীত হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। সরকার পক্ষ নাকি নিরপেক্ষ ছিলেন।

পরলোকে কেশোরাম পোদ্দার—গত ২৫শে জুন মাড়োয়ারী সমিতির প্রাক্তন সভাপতি কেশোরাম পোদ্দার দীর্ঘকাল অসুস্থতার পর ৬৪ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেন। মিঃ পোদ্দারের চিনি ও চটের বিরাট ব্যবসায় ছিল। তিনি বাংলা দেশের বহু জুট ও কটন মিলের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তাঁহার নিজ নামে পরিচিত কাপড়ের মিলটি তিনি বিস্তৃত করেন। তিনি অত্যন্ত দানশীল ছিলেন ও বহু জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। মাড়োয়ারী হাসপাতালেরও তিনি একজন ট্রাষ্টি ছিলেন। গত মহাযুদ্ধে তিনি ৬৬ লক্ষ টাকার ওয়ার বণ্ড কিনিয়াছিলেন। তিনি একবার বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্যও নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্ত্তন উৎসব—প্রকাশ যে, আগামী ১২ই, ১৩ই ও ১৪ই জুলাই সিনেট হলে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্ত্তন উৎসবে ৫ হাজার ৬ শত ৫০ জন গ্রাজুয়েট উপাধি গ্রহণ করিবেন। এতদ্ব্যতীত ৫ জনকে পি-এইচ-ডি, ১০ জনকে ডি-এস-সি ও ২ জনকে এম-ডি উপাধি বিতরণ করা হইবে।

কুড়ি হাজার মণ পচা গম—প্রকাশ, মাদারীপুরের গুদামে কুড়ি হাজার মণ পচা গম কিনিবার জন্য কোন টেণ্ডার না পাওয়ায় গবর্ণমেণ্ট পুনরায় উক্ত গম কলিকাতায় স্থানান্তরিত করিয়াছেন।

নিউ ইয়র্কে ভারতীয় শিল্পপতিবৃন্দ—ভারতীয় শিল্পপতি মিশনের দলপতি মিঃ জে আর ডি টাটা সম্প্রতি বিমানযোগে নিউ ইয়র্কে আসিয়া পৌছিয়াছেন। তাঁহার সঙ্গে স্যার জে জে গান্ধী, স্যার সুলতান চিনয়, মিঃ লিয়াকৎ আলী এবং মিঃ এ ভি স্রফও আসিয়াছেন। তাঁহারা দুই এক দিন নিউ ইয়র্কে অবস্থান করিবার পর মার্কিন

দাশ ব্যাঙ্ক লিমিটেড

৯-এ ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

চেয়ারম্যান—কর্ম্মবীর আলামোহন দাশ

আধুনিক সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

ফোন কলিঃ—৪৪৯৮ স্থাপিত—১৯২০

কাশীপুর ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস—কাশীপুর (যশোহর) ব্রাঞ্চ—লোহাগড়া (যশোহর)

সেণ্ট্রাল অফিস—১, বৃটিশ ইণ্ডিয়ান ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

প্রধান প্রধান ব্যবসাকেন্দ্রে শীঘ্রই ব্রাঞ্চ খোলা হইবে।

সর্ব্ব প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

জেনারেল ম্যানেজার—এস, কে, সমাদ্দার ম্যানেজিং ডিরেক্টর—ডাঃ ডি, বি, চ্যাটার্জ্জী

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস: ৭, সোয়ালো লেন, কলিকাতা। ফোন ক্যাল, ৫৪৯

বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা, আসাম ও যুক্তপ্রদেশের নানা কেন্দ্রে ৩৫টির অধিক শাখা।

সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয় এবং শেয়ার ক্রয় বিক্রয়ে গ্রাহকদের বিশেষভাবে সাহায্য করা হয়।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর: শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

পোষ্ট বক্স নং—২৪০৩ টেলিগ্রাম—'লেনদেন', কলিঃ

বগুড়া সিটি ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস ঃ—

১৫বি, ক্লাইভ রো, কলিকাতা।

সুবিধাজনক সর্ত্তে সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

ভারতে ৩৫টি প্রধান প্রধান স্থানে ও ব্যবসায় কেন্দ্রে শাখা অফিস আছে।

ম্যানেজিং ডাইরেক্টর—এম, এল, মিত্র

এসিষ্ট্যাণ্ট ম্যানেজিং ডাইরেক্টর বি সেন।

সুপারভাইজিং ডাইরেক্টর এইচ, সি, মিত্র

যুক্তরাষ্ট্রের শিল্পপতিদের সহিত আলোচনা ও বিভিন্ন শিল্পকেন্দ্র পরিদর্শন আরম্ভ করিবেন।

যাদবপুর যক্ষ্মা হাসপাতালে দান—প্রকাশ, শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী সাধুখাঁ তাঁহার পুত্র পঞ্চানন সাধুখাঁর স্মৃতিরক্ষার্থ একটি 'বেড' সৃষ্টির জন্য যাদবপুর যক্ষ্মা হাসপাতালে সাত হাজার টাকা দান করিয়াছেন। যক্ষ্মা হাসপাতালের কর্তৃপক্ষ উক্ত দানের প্রাপ্তি স্বীকার করিয়াছেন বলিয়াও প্রকাশ।

অল ইণ্ডিয়া ম্যানুফ্যাকচারার্স অর্গানাইজেশন—গত ১৭ই জুন বোম্বাইয়ে অনুষ্ঠিত অল ইণ্ডিয়া ম্যানুফ্যাকচারার্স অর্গানাইজেশনের কেন্দ্রীয় কমিটির প্রথম ত্রৈমাসিক সভায় নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ ১৯৪৫ সালের জন্য কর্ম্মকর্ত্তা নির্ব্বাচিত হইয়াছেন:—স্যার এম বিশ্বেশ্বরায়া কে সি আই ই, সভাপতি; শ্রীযুক্ত শঙ্করচাঁদ জি শা, স্যার গোকুলচাঁদ নারাঙ্গ ও দেওয়ান বাহাদুর এইচ এল কাঙ্গী, সহ-সভাপতি; মিঃ এইচ পি মার্চ্চেণ্ট, অবৈতনিক সম্পাদক; ডাঃ এল সি হাণ্ডীওয়ালা, মিঃ মোরাবজী জে বৈদ্য ও মিঃ এন ডি সাহুকর, সহ-সম্পাদক। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে কমিটিতে প্রতিনিধি গ্রহণ করা হইয়াছে।

জার্ম্মান বৈজ্ঞানিক পরিকল্পনা—মিত্রপক্ষের অভিযাত্রী বাহিনীর সদর দপ্তর হইতে মার্কিণ সৈন্য বাহিনীর বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান বিভাগের কর্ত্তা লেঃ কর্ণেল জন এ কেক সম্প্রতি সাংবাদিকদের নিকট বলেন যে, জার্ম্মান বৈজ্ঞানিকগণ সূর্য্য রশ্মির প্রয়োগ দ্বারা জাতিকে জাতি ও নগরসমূহ ভস্মীভূত করিবার উদ্দেশ্যে এক পরিকল্পনা রচনা করিয়াছিলেন। কর্ণেল কেক বলেন যে, উক্ত পরিকল্পনায় ২ শত বর্গ মাইল পরিধি বিশিষ্ট বিরাট রশ্মি-ক্ষেপণী যন্ত্রের সাহায্যে সূর্য্যের দাহিকা শক্তি লক্ষ্যবস্তুর উপর কেন্দ্রীভূত করার ব্যবস্থাও করা হয়। উক্ত যন্ত্রটিকে পৃথিবী হইতে পাঁচ হাজার মাইল উর্দ্ধে স্থাপনেরও নাকি পরিকল্পনা করা হয়, কারণ ঐখানে মাধ্যাকর্ষণ শক্তির কোন কার্য্যকরী ক্ষমতা নাই। এই সম্পর্কে কর্ণেল কেক আরও উল্লেখ করেন যে, জার্ম্মান বৈজ্ঞানিকেরা ৫০ হইতে ১ শত বৎসর পরবর্ত্তী কালের পরিকল্পনা রচনার কাজে এতদূর মগ্ন ছিলেন যে, তাঁহারা যুদ্ধকালীন জরুরী প্রয়োজনের বিষয় পর্য্যন্ত অবহেলা করেন। জার্ম্মান বৈজ্ঞানিকগণ এক প্রকার রকেটকে সমুদ্র হইতে ঊর্দ্ধাকাশে ছাড়িবার ব্যবস্থাও করেন এবং ১৫ হইতে ২০ বৎসরের মধ্যে আটলান্টিক মহাসাগরের তলদেশ দিয়া উক্ত রকেটে ডাক চলাচল এবং যাত্রী চলাচলের ব্যবস্থাও নাকি তাঁহারা সম্ভবপর বলিয়া মনে করিয়াছিলেন।

কুইনিনের সর্ব্বোচ্চ মূল্য ধার্য্য—কলিকাতা গেজেটের এক সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ যে, বাংলা গবর্ণমেণ্ট সিনকোনাজাত কুইনিনের নিম্নলিখিতরূপ মূল্য (সর্ব্বোচ্চ) ধার্য্য করিয়া দিয়াছেন :—

কুইনিন সালফেট ৫ গ্রেণের প্রতি ট্যাবলেটের মূল্য /০ আনা, ৫টি ট্যাবলেটের মূল্য ।০ আনা এবং ৯টি ট্যাবলেটের মূল্য ।৶০ আনা।

৪ গ্রেণের প্রতি ট্যাবলেটের মূল্য /০ আনা, ৬টি ট্যাবলেটের মূল্য ।০ আনা এবং ১১টি ট্যাবলেটের মূল্য ।৶০ আনা।

কেন্দ্রীয় খাদ্য বিভাগের উদ্যোগ—কেন্দ্রীয় খাদ্য বিভাগের পরিকল্পনা আফিস (প্ল্যানিং সেকশান) হইতে ভারতবাসীদিগের জন্য একটা পুষ্টিকর খাদ্যমানের তালিকা প্রস্তুতের চেষ্টা করা হইবে বলিয়া প্রকাশ। এই উদ্দেশ্যে ভারতবর্ষের বিভিন্ন অংশের বিভিন্ন শ্রেণীর লোকের খাদ্য তালিকার অনুসন্ধান লইয়া একটা পুষ্টিকর খাদ্যমানের তালিকা রচনা করা হইতেছে বলিয়াও জানা গিয়াছে। এই সম্পর্কে ভারতবর্ষের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে ছাত্রদের স্বাস্থ্য এবং তাহাদের খাদ্য সম্বন্ধে সমস্ত খুঁটিনাটি তথ্যাদি জানাইতে নাকি অনুরোধ করা হইয়াছে। এই সম্পর্কে আরও প্রকাশ যে, বিভিন্ন প্রদেশ এবং দেশীয় রাজ্যের শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টরবৃন্দকে তাঁহাদের নিজ নিজ এলাকার স্কুল কলেজের ছাত্রাবাসে পরিবেশিত খাদ্য ও উহার খরচ এবং জেল কর্ত্তৃপক্ষকে জেলের কয়েদীদের দৈনিক খাদ্য তালিকাও জানাইতে জানান হইয়াছে। এই সমস্ত তথ্য সংগৃহীত হইলে একটা পুষ্টিকর খাদ্য তালিকা প্রণয়ন করা যাইবে বলিয়া আশা করা যায়।

কেমিকেল এণ্ড ফার্মাসিউটিক্যাল ম্যানুফাকচারার্স—গত ২০শে জুন শনিবার রাসায়নিক দ্রব্য ও ঔষধ প্রস্তুতকারক সম্মেলনে সভাপতির অভিভাষণে শ্রীযুক্ত বি, মৈত্র ভারতীয় রাসায়নিক শিল্পের উন্নতিকল্পে কাঁচামাল সরবরাহের সুযোগ সুবিধা এবং মাল চালানের সুব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তার বিষয় উল্লেখ করেন। কাঁচামাল ও রাসায়নিক দ্রব্য এবং এদেশে প্রস্তুত ঔষধপত্র চলাচলের জন্য যানবাহনাদির অসুবিধার বিষয় উল্লেখ করিয়া ডাঃ এইচ ঘোষ বলেন যে, শিল্পোন্নতির পক্ষে যানবাহন সংক্রান্ত অসুবিধা প্রধান অন্তরায়। তিনি আরও বলেন যে, উপযুক্ত চলাচল ব্যবস্থার অভাবের জন্যই ঔষধপত্রেরও অভাব ঘটিয়াছে।

একাউন্ট্যান্সী পরীক্ষার ফল—১৯৪৫ সালের এপ্রিল মাসে যাঁহারা রেজিষ্টার্ড একাউন্ট্যাণ্ট (আর এ) পরীক্ষা দিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে নিম্নোক্ত বাঙ্গালী ব্যক্তিগণ উত্তীর্ণ বলিয়া ঘোষিত হইয়াছেন। পরীক্ষার্থীদের নামের পাশে প্রত্যেকের রোল নাম্বার দেওয়া হইল :—কে জি বন্দ্যোপাধ্যায় (১৫২), অমলেন্দু চাটার্জ্জি (১৪৩), আর জি চৌধুরী (১১৭), ইউ এস দাস (১২১), শচীন্দ্র দত্ত (১১৫), এস কে দত্ত (১০৮), এস কে গঙ্গোপাধ্যায় (১১১), জি এন গাঙ্গুলী, রামলাল মল্লিক (১৬১), আর এন মিত্র (১১২), পি এন মুখার্জ্জি (১৩১), ও এন-এন রায় (১৫৪)।

ঢাকায় মেডিকেল কলেজ—বাংলা গবর্ণমেণ্ট ঢাকায় একটি মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ। যে স্থানে উক্ত মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার প্রস্তাব হইয়াছে, সেই স্থান সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্ট এক পত্র লিখিয়াছেন বলিয়াও প্রকাশ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্য্যনির্ব্বাহক কাউন্সিলের এক সভায় ঐ পত্র সম্বন্ধে আলোচনা হইয়াছে বলিয়াও জানা গিয়াছে।

কৃষি কলেজের জন্য দান—প্রকাশ, আসামের বিখ্যাত চা-কর শ্রীযুক্ত শশিপ্রসাদ বড়ুয়া জোড়হাট কৃষি কলেজের জন্য ৫০ হাজার টাকা দান

ভারতের প্রাচীনতম বীমা প্রতিষ্ঠান

বম্বে মিউচুয়াল

লাইফ এসিওরেন্স সোসাইটি লিঃ

[প্রতিষ্ঠিত — ১৮৭১ সাল]

বীমা করুন

— এই কোম্পানীর বৈশিষ্ট্য —

- কোম্পানীর সমগ্র লাভ পলিসিগ্রাহকদের মধ্যে বণ্টিত হয়।
- অতিরিক্ত প্রিমিয়াম না দিয়াও স্থায়ী অকর্ম্মণ্যতার জন্য সুযোগ-সুবিধা পাওয়া যায়।
- যৎসামান্য প্রিমিয়াম দিলে দুর্ঘটনাজনিত ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করা হয়।
- কোম্পানীর তহবিলের পরিমাণ ৩ কোটী টাকার উপর।

বিস্তৃত বিবরণের জন্য নিম্ন ঠিকানায় আবেদন করুন :—

দস্তিদার এণ্ড সন্স

চীফ এজেণ্টস্

২নং রয়েল এক্সচেঞ্জ প্লেস :: কলিকাতা।

ফোন :—ক্যাল : ১০১৮

ইউনাইটেড ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল

ব্যাঙ্ক লিমিটেড

স্থাপিত ১৯৪০

সিডিউলভুক্ত ব্যাঙ্ক

চেয়ারম্যান—শ্রীযুক্ত যদুনাথ রায়

সুবিধাজনক সর্ত্তে সাধারণ ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ করা হয়।

হেড অফিস—

৭, ওয়েলেসলী প্লেস, কলিকাতা

শাখাসমূহ—

বড়বাজার, শ্যামবাজার, হাটখোলা (কলিকাতা), ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, চাঁদপুর ও ময়মনসিংহ।

পে-অফিস : মিরকাদিম

জেনারেল ম্যানেজার :

এ চ্যাটার্জি, বি-কম, সি-এ, আই, আই, বি

কলিকাতায় বস্ত্র-বণ্টন ব্যবস্থার ক্রমোন্নতি

ওয়ার্ডকমিটিসমূহ রেশনিংএর মধ্যবর্ত্তীকালে কলিকাতায় বস্ত্র-বণ্টন কার্য্যে বিশেষরূপে অগ্রসর হইয়াছেন। ২৪শে জুন যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, উহাতে তাঁহারা ১,০৫,৫৬০ পারমিট বিতরণ করিয়াছেন। ইহা ২০শে মে পর্য্যন্ত প্রথম পনেরো দিনে প্রদত্ত পারমিটের (১৫,৩৯২) প্রায় সাতগুণ।

নিম্নের চিত্রে কলিকাতায় বস্ত্রবণ্টন কার্য্যের সুস্পষ্ট ক্রমোন্নতির ধারা বুঝা যাইবে।

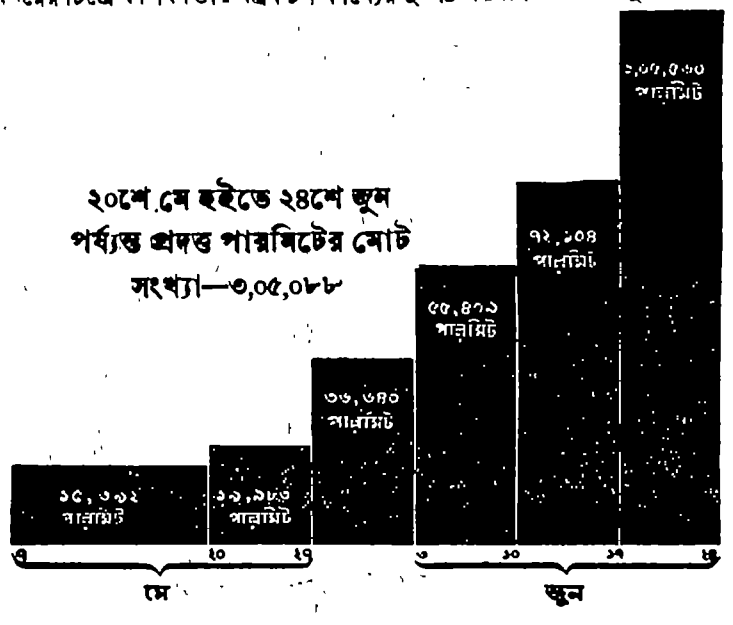

সম্ভবতঃ, সপ্তাহে লক্ষাধিক পারমিট বিতরণ হইয়া থাকিলেও উহাই সর্ব্বোচ্চ সংখ্যা নহে। আশা করা যায়, ওয়ার্ডকমিটিসমূহ ক্লার্কের সাহায্য পাওয়াতে প্রাপ্ত বস্ত্রের পুরোপুরি বণ্টনে পূর্ণ উদ্যমে অগ্রসর হইতে পারিবেন। ইহার অর্থ, এনফোর্সমেণ্ট এবং পাবলিক রিলেশনের ডিরেক্টর জেনারেল কর্ত্তৃক ওয়ার্ডকমিটিসমূহের নিকট প্রদত্ত সার্কুলারের ভাষায়, "কমিটিসমূহ আরও উদার হইতে পারেন অর্থাৎ মনোনয়নের ব্যাপারে পূর্ব্বের মত কঠোরতা অবলম্বন করিতে হইবে না।"

বাংলার অসামরিক সরবরাহ বিভাগ

করিয়াছেন। এই পরিবার আরও বহু সৎকার্য্যে প্রচুর টাকা দান করিয়াছেন বলিয়াও প্রকাশ।

আমেরিকায় ভারতীয় মালের চাহিদা—আমেরিকার যুদ্ধ সরঞ্জাম উৎপাদন সমিতি (ওয়ার প্রোডাকসন বোর্ড) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ব্যক্তিগতভাবে পাটের ব্যবসা সুরু করিবার অনুমতি দিয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে। এই বৎসরের গোড়ার দিকে যুক্তরাষ্ট্রের কারখানার মালিকদিগকে পাট হইতে ৯৬ হাজার ৫ শত গাঁইট বা ১৯ কোটি ৩০ লক্ষ গজ চটের থলিয়া প্রস্তুত করার অনুমতিও নাকি ঐ পরিষদ দিয়াছেন। পাট ও শণ ব্যবসায়ীদের উপর মজুত মালের হিসাব দাখিল করার যে আদেশ ছিল, তাহাও নাকি প্রত্যাহার করা হইয়াছে। ভারতবর্ষ হইতে পশম এবং ৫১ হাজার গাঁইট ভারতীয় তুলা আমদানীর অর্ডারও দেওয়া হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। ভারত হইতে ভেড়া ও ছাগলের চামড়া আমদানীর বন্দোবস্তও পুনরায় করা হইয়াছে এবং লাক্ষা ব্যবসায়ীদেরও লাক্ষা সরবরাহের সমস্ত সুযোগ দেওয়া হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। নিউ ইয়র্কের ভারত গবর্ণমেণ্টের বাণিজ্য প্রতিনিধি সম্প্রতি এক বিবৃতিতে বলিয়াছেন যে, ভারত হইতে আমেরিকায় শণ চালান দেওয়া ইতিমধ্যেই সুরু হইয়া গিয়াছে। এই জিনিষটির চাহিদা নাকি আমেরিকায় খুব বেশী। লাক্ষার চাহিদাও বেশী, তবে এখনও উহার বাণিজ্যের প্রসার তেমন হয় নাই বলিয়া উক্ত বিবৃতিতে উল্লেখ করা হইয়াছে। পশম ও ভারতীয় তুলার চাহিদা খুব বেশী এবং মার্কিন ব্যবসায়িগণ ইতিমধ্যেই নাকি এই সকল দ্রব্যের আমদানী সম্পর্কে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মাগগী ভাতা—বাংলা গবর্ণমেণ্টের শিক্ষা বিভাগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ম্মচারীদিগকে মাগগী ভাতা দেওয়ার পরিকল্পনা অনুমোদন করিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ। গত বৎসরের জুলাই মাস হইতেই ঐ ভাতা দেওয়া হইবে বলিয়াও ঘোষণা করা হইয়াছে।

ব্রহ্ম হইতে চাউল আমদানী—ব্রহ্ম হইতে ভারতে চাউল আমদানীর সম্ভাবনা সম্বন্ধে সরকারী মহল মনে করেন যে, বর্ত্তমানে ব্রহ্ম হইতে চাউল পাওয়ার কোন সম্ভাবনা নাই। যুদ্ধের অবস্থা যদি ভালর দিকেই চলিতে থাকে তবে ১৯৪৬এর শেষভাগে ভারত ব্রহ্ম হইতে চাউল পাওয়ার আশা করিতে পারে বলিয়া সরকারী মহলের ধারণা। এই সম্পর্কে আরও প্রকাশ যে, সেই সময় যে চাউল পাওয়া যাইবে, তাহা ভারতের যে সমস্ত প্রদেশে এখন চড়া দামে চাউল বিক্রয় হইতেছে সেই সমস্ত দেশেই পাঠানো হইবে। তবে কর্ত্তৃপক্ষ যখন দেখিবেন যে, সমগ্র ভারতে চাউলের একই রকম মূল্য চালু হইয়াছে, তখন মাদ্রাজের মত প্রদেশেও নাকি প্রয়োজনমত চাউল পাঠানোর অনুমতি দেওয়া হইবে।

মৎস্য ব্যবসায় নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা—প্রকাশ, বাংলা গবর্ণমেণ্ট ভারতরক্ষা বিধানানুসারে কলিকাতা ও হাওড়ায় মৎস্যের বড় বড় আমদানীকারক এবং কমিশন এজেণ্টদিগকে লাইসেন্স লইতে হইবে বলিয়া এক আদেশ জারী করিবেন। কলিকাতায় মোট কি পরিমাণ মৎস্য আমদানী করা হইয়া থাকে, কোন্ কোন্ স্থান হইতে মৎস্য সরবরাহ করা হয় এবং একদল মৎস্য ব্যবসায়ী কৃত্রিম উপায়ে কলিকাতার মাছের দাম চড়াইয়া রাখিতেছে কি না ইত্যাদি বিষয় গবর্ণমেণ্ট এই আদেশ জারী করার ফলে নাকি অবগত হইতে পারিবেন। বৈধভাবে মৎস্য ব্যবসায় পরিচালনায় ধীবরগণ কর্ত্তৃক মৎস্য বিক্রয়ে কিম্বা যে সমস্ত পাইকারী ও খুচরা ব্যবসায়ী সরাসরিভাবে মৎস্য আমদানী করে না, তাহাদের কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবার অভিপ্রায়ে এই আদেশ জারী করা হইতেছে না বলিয়া গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে জানান হইয়াছে।

কয়লা খনি নিয়ন্ত্রণ আদেশ—সম্প্রতি প্রকাশিত এক সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ, ভারত গবর্ণমেণ্ট কয়লা নিয়ন্ত্রণ বোর্ডের সহিত পরামর্শ করিয়া কয়লা খনি অঞ্চলের নূতন কোন কয়লা খনি খোলা বা বন্ধ খনিতে পুনরায় কাজ আরম্ভ করা সম্বন্ধে নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। উক্ত বিজ্ঞপ্তিতে আরও প্রকাশ যে, সম্প্রতি কয়েক মাসের মধ্যে কতকগুলি ছোট ছোট নূতন কয়লা

মেডিক্যাল লাইসেন্‌শিয়েট্

জনসেবায় রত

বর্ত্তমান মহাযুদ্ধ প্রায় শেষ পর্যায়ে এসে পৌঁছেচে। জাপানকে পরাজিত করবার এই প্রচেষ্টায় আমাদের অনেক সৈন্য-সামন্ত হতাহত হবার আশঙ্কা আছে। আহতদের জন্য ডাক্তারের চিকিৎসা, পরিচর্যা ও সহানুভূতি একান্ত ভাবে দরকার। সামরিক ডাক্তারেরা আহত সৈন্যদের চিকিৎসা ক'রে যে অভিজ্ঞতা অর্জন করবেন শান্তি স্থাপিত হলে বেসামরিক প্রয়োজনে তা বিশেষ কার্যকরী হবে। এই কাজের জন্য "ইণ্ডিয়ান আর্মি মেডিক্যাল কোর"এ আজই নাম লেখান। **প্রবেশ যোগ্যতা :** প্রার্থীদের বয়স সাধারণতঃ ৪৫ বছরের নিচে এবং স্বাস্থ্য সামরিক কাজের উপযুক্ত হওয়া চাই। এল্. সি. পি. এস্., এল্. এস্. এম্. এফ্., এল্. এম্. এফ্., এল্. এম্. পি. অথবা সমপর্য্যায়ের ডিপ্লোমা থাকা চাই।

চাকরির সর্ত

"এ" ক্লাস সার্ভিস : এই কাজে ডাক্তারদের ভারতের বাইরে যেতে হয়, ফলে তাদের অভিজ্ঞতার প্রসারও বেড়ে যায় অনেক। পদোন্নতির সুযোগও প্রচুর। মাইনে সেকেণ্ড লেফটেন্যাণ্টের পদে ৪০০৲ টাকা থেকে শুরু ক'রে পদোন্নতির সঙ্গে বেড়ে লেফটেন্যাণ্ট কর্নেলের পদে ১৩৫০৲ টাকা পর্যন্ত হয়।

"বি" ক্লাস সার্ভিস : এই কাজে ডাক্তারদের ভারতের মধ্যেই কাজ দেওয়া হয়। চরম উন্নতি ক্যাপ্টেনের পদে। মাইনে সেকেণ্ড লেফটেন্যাণ্টের পদে ২৫০৲ টাকা থেকে শুরু করে ক্রমে ক্যাপ্টেনের পদে ৫৫০৲ টাকা পর্যন্ত হয়।

এলাওয়েন্স (দু' ক্লাসেরই জন্য) স্পেশালিস্টদের (বিশেষজ্ঞ) মাইনে : যাঁরা স্পেশালিস্ট হিসেবে নিযুক্ত হন তাঁদের নির্দিষ্ট মাইনের উপরে ১০০৲ টাকা বেশি দেওয়া হয়। সামরিক চিকিৎসকদলের কর্তৃত্বপদে নিযুক্ত অফিসারদের মাইনের উপরে ৩০৲ টাকা থেকে ২৪০৲ টাকা পর্যন্ত বেশি দেওয়া হয়। **পোষাক পরিচ্ছদের জন্য** নিয়োগের সঙ্গে ৭৩৩৲ টাকা দেওয়া হয়। **অগ্রিম বেতন :** নিয়োগের প্রথমে ৩০০৲ টাকা পর্যন্ত দেওয়া হয়। **গ্র্যাচুইটি :** সমর বিভাগ ছাড়ার পর প্রত্যেক বছরের জন্য এক মাসের নির্দিষ্ট মাইনে হিসেবে টাকা পাওয়া যায়। তা ছাড়া শারীরিক অক্ষমতার জন্য পেন্‌শান্, পরিবার ও বিধবা স্ত্রীর ভরণ-পোষণ এবং সন্তানের শিক্ষার খরচ সবই চলতি রেওলেশান্ অনুযায়ী পাওয়া যায়। ইণ্ডিয়ান ল্যাণ্ড ফোর্সের অন্যান্য অফিসারদের মতো সেপারেশান্ এলাওয়েন্স, ট্রাভেলিং এলাওয়েন্স এবং লীভ কন্‌সেশান্‌ও পাওয়া যায়।

বিস্তারিত খবরাখবর নিম্নলিখিত অফিসারদের কাছ থেকে পাবেন : প্রাদেশিক 'মেডিক্যাল ডিপার্টমেণ্টে'র কর্তাদের কাছে (বেসামরিক হাসপাতালের সার্জন জেনারেল বা ইন্সপেক্টার জেনারেল); ভারতীয় সামরিক হাসপাতালের কর্তাদের কাছে; জি. এইচ. কিউ. নিউ দিল্লীতে "ডিরেক্টার অব মেডিক্যাল সার্ভিসেস্"এর কাছে অথবা নিউ দিল্লীতে "ডিরেক্টার জেনারেল, ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল সার্ভিস"এর কাছে।

Indian Army Medical Corps

খনিতে কাজ আরম্ভ হওয়ায় স্থায়ী কয়লা খনিগুলির বহু শ্রমিক নূতন খনিতে যোগ দিয়াছে। ফলে বড় বড় খনিগুলিতে শ্রমিকের অভাব পড়িয়াছে। উপরন্তু সুষ্ঠু ভাবে কাজ না করায় ছোট খনিগুলিতে কেবল নিকৃষ্ট শ্রেণীর কয়লাই উত্তোলিত হইতেছে। ইহার একটা সুব্যবস্থার জন্যই ভারত গবর্ণমেণ্ট ১৯৪৪ সালের কয়লা খনি নিয়ন্ত্রণ আইন সংশোধন করিয়া এক আদেশে জানাইয়াছেন যে, গবর্ণমেণ্টের অনুমতি ব্যতীত কয়লা খনি অঞ্চলের নূতন কোন কয়লা খনি খোলা বা যে সমস্ত কয়লা খনি দুই মাসের অধিককাল যাবৎ বন্ধ আছে উহাতে আবার নূতন করিয়া কাজ আরম্ভ করা যাইবে না। কাজ আরম্ভ করার আগে খনির মালিককে কয়লা কমিশনারের অনুমোদনের জন্য দরখাস্ত করিতে হইবে। ভারতের কয়লা খনিসমূহের চীফ ইন্সপেক্টরের সহিত পরামর্শ করিয়া এই অনুমতি দেওয়া হইবে। স্থানীয় অঞ্চলের কয়লা নিয়ন্ত্রণ কর্ত্তার নিকট এই দরখাস্তের ফরম পাওয়া যাইবে বলিয়াও উক্ত বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হইয়াছে।

সরিষার তৈলের সরকারী কারখানা—প্রকাশ, সমগ্র ভারতবর্ষে সরকার কর্ত্তৃক ১৫টি তৈলের কল স্থাপিত হইবে। ইহাদের মধ্যে একটি নাকি সিন্ধু প্রদেশের করাচীতে স্থাপিত হইবে।

কোয়েম্বাটুরে ইঞ্জিনীয়ারীং কলেজ—মাদ্রাজে আর একটি ইঞ্জিনীয়ারীং কলেজ স্থাপিত হইবে বলিয়া জানা গিয়াছে। কলেজটি কোয়েম্বাটুরে প্রতিষ্ঠিত হইবে এবং জনৈক ব্যবসায়ী মিঃ জি ডি নাইডু আসবাবপত্রাদি ছাড়াও ২ লক্ষ টাকা এই উদ্দেশ্যে দান করিবেন বলিয়া নাকি প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন।

করাচীতে বিদেশী বস্ত্র—করাচীর বাজারে বিদেশজাত কৃত্রিম রেশম ও সুতি বস্ত্র বহুল পরিমাণে আসিয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

দুগ্ধ সরবরাহ—প্রকাশ, বাংলা গভর্ণমেণ্ট কৃষি বিভাগের এসিষ্ট্যাণ্ট সেক্রেটারী মিঃ এস কে গুপ্ত এবং স্পেশ্যাল অফিসার মিঃ এল সি সিক্কাকে বোম্বাই গভর্ণমেণ্টের দুগ্ধ সরবরাহ ব্যবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিবার জন্য বোম্বাই প্রেরণ করিয়াছেন। আরও প্রকাশ যে, তাঁহারা ঐ সহরের শিশু, প্রসূতি ও আসন্নপ্রসবা নারীদের জন্য দুগ্ধ সরবরাহের বিষয় বিশেষভাবে পর্য্যালোচনা করিবেন।

বস্ত্রপ্রার্থী জনতার উপর গুলীচালনা—প্রকাশ, গাইবান্ধার অন্তর্গত বামনডাঙ্গায় স্থানীয় ফুড কমিটির সেক্রেটারী মিঃ এস সি মজুমদার যখন কাপড়ের অনুমতিপত্র বিতরণ করিতেছিলেন, তখন জনতা প্রত্যেকের জন্যই অনুমতিপত্র দাবী করিতে থাকে। কিন্তু ঐরূপ ব্যবস্থা করা কর্ত্তৃপক্ষের ক্ষমতার বহির্ভূত। জনতা ক্রমেই উত্তেজিত হইয়া উঠে এবং পুলিশের সাহায্য চাহিয়া পাঠান হয়। বিক্ষুব্ধ জনতাকে আয়ত্তে আনিতে অক্ষম হইয়া পুলিশ গুলী চালায় এবং জনতা তখন ছত্রভঙ্গ হইয়া যায়। একজন প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট ও পুলিশ সুপার পরে ঘটনাস্থলে যান।

অষ্ট্রেলিয়ার বস্ত্রশিল্প—প্রকাশ, আগামী পাঁচ বৎসরের মধ্যে অষ্ট্রেলিয়ার বস্ত্রশিল্পে অভূতপূর্ব্ব উন্নতি সাধিত হইবে। ব্রিটিশ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানসমূহের সাহায্য নিয়া প্রায় ৯০ লক্ষ পাউণ্ড ব্যয়ে বস্ত্রশিল্পে উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি করা হইবে। মোট ১০ কোটি পাউণ্ড সূতা ও ৯ কোটি ২০ লক্ষ গজ বস্ত্র প্রতি বৎসর তৈরী করার পরিকল্পনা করা হইয়াছে। এই পরিমাণ বস্ত্র ও সূতা প্রস্তুত হইলে অষ্ট্রেলিয়ার মোট শতকরা ৪০ ভাগ প্রয়োজন মিটান যাইবে।

হায়দরাবাদ রাজ্যে ইঞ্জিনীয়ারিং রিসার্চ—প্রকাশ, নিজাম রাজ্যের পি ডব্লিউ ডি মেম্বার নবাব জৈন ইয়ার জং বাহাদুর কর্ত্তৃক ঐ রাজ্যে প্রায় ৬ লক্ষ টাকা ব্যয়ে একটি ইঞ্জিনীয়ারিং রিসার্চ বিভাগ প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা নিজাম সরকার অনুমোদন করিয়াছেন। ওসমানিয়া ইঞ্জিনীয়ারিং

LOTUS brand OILS
The name you can Trust
LOTUS OIL CO., 10, BEADON ROW, CAL.

ব্যাঙ্ক অব ক্যালকাটা লিঃ
(ক্লিয়ারিংয়ের সর্ব্বপ্রকার ব্যবস্থা আছে)
১৯৪৪ সনের শেষে মোটামুটি আর্থিক পরিচয়
অনুমোদিত মূলধন ১,০০,০০,০০০৲ বিলিকৃত ও বিক্রীত মূলধন ১৪,০০,০০০৲
আদায়ীকৃত ও মজুত তহবিল ৮,০০,০০০৲ কার্য্যকরী মূলধন ১,০০,০০,০০০৲
ম্যানেজিং ডিরেক্টর—ডাঃ এম, এম, চ্যাটার্জ্জি

সোনাপুর ব্যাঙ্ক লিমিটেড
৫৭, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, রাজাকাটরা কলিকাতা।
টেলিগ্রাম: "মৌচাক" স্থাপিত ইং ১৯২১
শাখাসমূহ
দক্ষিণ কলিকাতা, ডালহৌসী, আমতা, ভোলা, উলুবেড়িয়া, চৌমুহানী, পরশুরাম ও ঢাকা।
৩০০% হারে ডিপজিট বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে।
আয়কররহিত ৫% ডিভিডেণ্ড ঘোষণা করা হইয়াছে।

দি ব্যাঙ্ক অফ বরোদা লিঃ
(১৯০৮ সালে বরোদায় সংগঠিত—সভ্যগণের দায়িত্ব সীমাবদ্ধ)
"বরোদার মাননীয় মহারাজা গায়কোয়াড়এর গভর্ণমেণ্টের পৃষ্ঠপোষকতায় প্রতিষ্ঠিত"

অনুমোদিত মূলধন	...	২,৪০,০০,০০০৲	টাকা
বিলিকৃত ও বিক্রীত মূলধন	...	২,০০,০০,০০০৲	"
তাগিদ দেওয়া মূলধন	...	১,০০,০০,০০০৲	"
আদায়ীকৃত মূলধন (৩১-৮-৪৪)	...	৯৯,৯৯,৫৮০৲	"
মজুত তহবিল	...	১,০০,০০,০০০৲	"

হেড অফিস:—ব্যাঙ্ক রোড, বরোদা কলিকাতা অফিস:—১১, ক্লাইভ ষ্ট্রীট
শাখাসমূহ:
আমেদাবাদ (ভদ্রা), আমেদাবাদ (পাঁচকুভা), আমরেলী, ভবনগর, বিলিমোরা, বোম্বাই (ফোর্ট), বোম্বাই (জাভেরী বাজার), কলিকাতা, দাভয়, ধুলিয়া (পশ্চিম খান্দেস), দ্বারকা, হারিজ, জালগাঁও (পূর্ব্ব খান্দেস), কাঁদী, কালল, কপদ্বঞ্জ, কারজন, মেসানা, মিঠাপুর, নবসারী, পাটন, পেঠলাদ, পোর্ট ওখা, সঙ্খেদা, সিথপুর, সুরাট, উন্‌বা (এন, জি), ভিসনগর ভায়ারা।
ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত সকল প্রকার কাজ করা হয়।
ডব্লিউ জি গ্রাউণ্ডওয়াটার, জেনারেল ম্যানেজার, বরোদা।
এম, জি, পারিখ, এক্টিং ম্যানেজার, কলিকাতা

কলেজের অধ্যক্ষ ডাঃ এস পি রাও এই বিভাগের প্রধান কর্ত্তা নিযুক্ত হইয়াছেন এবং তাঁহাকে একটি পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনা গঠন করিতে বলা হইয়াছে। এই বিভাগের অধীন নিম্নলিখিত বিষয়-সমূহ থাকিবে:—সেচকার্য্য, ভূমি-বিজ্ঞান, গৃহ-নির্ম্মাণ কলা, গৃহ সমস্যা, রাস্তা সম্পর্কে গবেষণা, জনস্বাস্থ্য সম্পর্কিত ইঞ্জিনীয়ারিং, কৃষি-বিজ্ঞান, ব্যবসা সম্পর্কিত মনস্তত্ত্ব ইত্যাদি। হিমায়েৎসাগর সহরের দশ মাইল দূরে এই প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইবে এবং আগামী অক্টোবর হইতে কাজ আরম্ভ হইবে বলিয়াও প্রকাশ।

(নানাকথা—২৩০ পৃষ্ঠার পর)

মোটরগাড়ী রাখার খরচ যাহাতে হ্রাস পায় তজ্জন্যও চেষ্টা করা হইবে, যদিও এই চেষ্টা ফলবতী হইতে কিছুদিন সময় লাগিবে। মোটর বিহারীদের পক্ষে এই সমস্ত সুসংবাদ সন্দেহ নাই। ভারতবর্ষে বর্ত্তমানে যাঁহারা মোটরগাড়ী ও ট্যাক্সি প্রস্তুতের জন্য কারখানা স্থাপনে তোড়জোড় করিতেছেন, তাঁহাদের পক্ষেও এই সমস্ত সংবাদ খুব উৎসাহোদ্দীপক বলা যাইতে পারে। যুদ্ধোত্তরকালে তাঁহারা বিদেশীর প্রবল প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হইবেন সন্দেহ নাই, কিন্তু এই সময়ে ভারতে মোটরগাড়ীর চাহিদাও অত্যধিক বাড়িয়া যাইবে এবং ৪।৫ বৎসর পর্য্যন্ত উৎপন্ন মোটরগাড়ী বিক্রয়ের জন্য উঁহাদিগকে কোন ভাবনায় পড়িতে হইবে না।

* * *

সম্প্রতি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে কার্পাস তুলা উৎপাদনের যে হিসাব প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা হইতে জানা গিয়াছে যে, চলতি ১৯৪৪-৪৫ সালে (১৯৪৪ সালের সেপ্টেম্বর হইতে ১৯৪৫ সালের আগষ্ট পর্য্যন্ত এক বৎসরে) উৎপন্ন তুলা এবং ১৯৪৩-৪৪ সালের খরচের অবশিষ্ট তুলা লইয়া সমগ্র পৃথিবীতে মোট ৫ কোটী ১০ লক্ষ বেল (প্রতি বেল ৫০০ পাউণ্ড ধরিয়া) তুলার যোগান হইবে। কিন্তু চলতি বৎসরে সমগ্র পৃথিবীর কাপড়ের কল-গুলিতে এবং অন্যান্য কাজে ২ কোটী ৭০ লক্ষ বেলের বেশী তুলা খরচ হইবে না। কাজেই চলতি বৎসরের অর্থাৎ আগামী আগষ্ট মাসের শেষে সর্ব্বত্র জগতে মোট ২ কোটী ৭০ লক্ষ বেল তুলা জের হিসাবে থাকিয়া যাইবে। ১৯৪৫-৪৬ সালে সমগ্র জগতে যে তুলা উৎপন্ন হইবে বলিয়া বিভিন্ন দেশের তুলা উৎপাদনের পূর্ব্বাভাসে জানা গিয়াছে, তাহা হইতেও বহু তুলা অবশিষ্ট থাকিয়া যাইবে। বিশেষজ্ঞদের মতে ১৯৪৬ সালের আগষ্ট মাসের শেষে সমগ্র জগতে ৫ কোটী বেল তুলা অর্থাৎ সমগ্র জগতের এক বৎসরের প্রয়োজনীয় তুলার প্রায় দ্বিগুণ পরিমাণ তুলা উদ্বৃত্ত থাকিয়া যাইবে। বর্ত্তমানে পৃথিবীর অনেক দেশে আইন করিয়া তুলা উৎপাদনের পরিমাণ কমাইয়া দেওয়া হইয়াছে। উহা সত্ত্বেও সমগ্র পৃথিবীতে উৎপন্ন তুলার অর্দ্ধেকেরও বেশী পরিমাণ তুলা খরচ হইতেছে না এবং এজন্য পৃথিবীর তুলা উৎপাদন-কারী সমস্ত দেশে তুলার মূল্য অস্বাভাবিকরূপে হ্রাস পাইয়া কোটী কোটী তুলা উৎপাদনকারী কৃষকের সমূহ ক্ষতির আশঙ্কা দেখা দিয়াছে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, যখন বাজারে মজুদ তুলা পৃথিবীর বহু দেশের সমক্ষে একটা বড় সমস্যা হইয়া দেখা দিয়াছে, সেই সময়ে পৃথিবীর সমগ্র জনসমষ্টির অধিকাংশকে তুলা হইতে প্রস্তুত বস্ত্রের অভাবে অর্দ্ধ উলঙ্গ অবস্থায় দিন কাটাইতে হইতেছে। উহাকে কেবল যুদ্ধের প্রভাব বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া চলে না। বর্ত্তমানের পুঁজিবাদী ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থাও উহার জন্য বহুলাংশে দায়ী। পৃথিবীর প্রত্যেক ব্যক্তিকে উপযুক্ত পরিমাণ বস্ত্র দেওয়া হইবে এরূপ যদি কোন ব্যবস্থা বলবৎ করা যাইত, তাহা হইলে সমগ্র জগতে বর্ত্তমানের তুলনায় দশগুণ বেশী তুলা উৎপাদন করিলেও তাহা খরচের জন্য কাহারও চিন্তিত হইবার কারণ ঘটিত না।

(রাজনৈতিক—২৩৪ পৃষ্ঠার পর)

ইউনাইটেড প্রেসের লণ্ডনস্থিত সংবাদদাতা জানাইয়াছেন, শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসুর মুক্তির জন্য বাংলার গভর্ণর ব্যক্তিগতভাবে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত বসু ছাড়া বাংলার আরও জনকয়েক রাজনৈতিক বন্দীর মুক্তির কথাও নাকি বিবেচনা করা হইতেছে। সুসংবাদ সন্দেহ নাই। আমরা আশা করি, অনতিবিলম্বে ভগ্ন-স্বাস্থ্য শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু ও অন্যান্য আটক বন্দীদের মুক্তি দেওয়া হইবে।

* * *

ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলন কমিটির কার্য্য-কলাপের কিঞ্চিৎ উল্লেখ গত সপ্তাহে আমরা করিয়াছি। সম্প্রতি তাঁহাদের উদ্যোগে মিঃ চার্চ্চিলের নির্ব্বাচন-কেন্দ্রে মিঃ ফেনার ব্রকওয়ের সভাপতিত্বে যে এক জনসভা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহাতে বিখ্যাত ঐতিহাসিক মিঃ এফ এ রিডলে বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন, "নাৎসীদের যেমন ইউ-রোপের উপর প্রভুত্ব করার কোন অধিকার নাই, তেমনি বৃটেনেরও ভারতের উপর প্রভুত্ব করিবার কোনই অধিকার নাই।" সভাপতি মিঃ ফেনার ব্রকওয়ে বলেন, "বর্ত্তমান সময়ে কংগ্রেস নেতৃবৃন্দই মানব স্বাধীনতার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধারক।"

* * *

ওয়াভেল পরিকল্পনা নির্ব্বিচারে গ্রহণ করিবার জন্য দেশবাসীকে উপদেশ দিয়া শ্রীঅরবিন্দ যে বিবৃতি দেন, তজ্জন্য আমরা তাঁহার বিরুদ্ধে কিঞ্চিৎ অপ্রিয় মন্তব্য করিতে বাধ্য হইয়াছিলাম। শ্রীঅরবিন্দ ক্রিপস্ প্রস্তাবও নির্ব্বিচারে গ্রহণের জন্য দেশবাসীকে উপদেশ দিয়াছিলেন এবং বর্ত্তমান যুদ্ধকে 'জাতীয় যুদ্ধ' বলিয়া গ্রহণ করিয়া উহার জন্য মোটা টাকা চাঁদাও দিয়াছিলেন। এই সব কারণে আমাদের ধারণা জন্মিয়াছে যে, দেশের সক্রিয় রাজনীতি হইতে তিনি দূরে সরিয়া গিয়াছেন এবং তাঁহার বিরুদ্ধে মন্তব্যে আমাদের উহাই প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল। এই মন্তব্যে আমাদের কোন কোন পাঠক বিরক্তি প্রকাশ করিয়া আমাদের নিকট পত্র দিয়াছেন। তাঁহা-দের অবগতির জন্য আমরা জানাইতে চাহি যে, শ্রীঅরবিন্দের স্বদেশপ্রেম, তপস্যা ও তাঁহার বিশ্বব্যাপী খ্যাতি সম্বন্ধে আমাদের কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু পণ্ডিচেরীর আশ্রম হইতে বিনা বিচারে বৃটীশ গবর্ণমেণ্টের যে কোন প্রস্তাব গ্রহণের জন্য তিনি সময় সময় দেশবাসীকে যে উপদেশ দিতেছেন, তাহা আমরা গ্রহণযোগ্য বলিয়া মনে করি না। আমাদের মনে হয় যে, শ্রীঅরবিন্দের যোগসাধনায় নিমগ্ন থাকিয়া দেশের রাজনীতিক সমস্যার সমাধানের ভার মহাত্মা গান্ধী প্রভৃতি যাঁহারা বহু বাধাবিঘ্ন, দুঃখ ও বিপর্য্যয়ের মধ্য দিয়া আদর্শ সিদ্ধির পথে অগ্রসর হইতেছেন, তাঁহাদের হাতে ছাড়িয়া দেওয়া উচিত।

ক্রিসেণ্ট কমারসিয়াল ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া লিঃ

৫৭, রাধাবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা ● ম্যাঃ ডিঃ—মিঃ বি, নারায়ণ চৌধুরী।

টেলিগ্রাম—"আর্থিক মান" পোঃ বক্স কেল—৬৫৯

প্রগতিশীল জাতীয় আর্থিক প্রতিষ্ঠান

ব্যাঙ্ক অব কামরূপ লিঃ

হেড অফিস: ৭নং সোয়ালো লেন, কলিকাতা

ম্যানেজিং ডাইরেক্টর—শ্রীঅমলেন্দু বাগচী

সাদার্ণ ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস—১৪, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ফোন—ক্যাল ৫৯৮৯

ব্রাঞ্চ—বড়বাজার, শ্যামবাজার, ভবানীপুর, বসিরহাট, খুলনা ও পাটনা

সুবিধাজনক সর্ত্তে গভর্ণমেণ্ট ও মিলিটারী বিলের উপর টাকা ধার দেওয়া হয়

সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

চেয়ারম্যান—মিঃ দেবেন্দ্রনাথ মুখার্জ্জি, মেয়র, কলিকাতা কর্পোরেশন।

দি কুমিল্লা ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিঃ

রেজিষ্টার্ড অফিস—৪নং, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। স্থাপিত—১৯২২

ডিপজিট	৯,৫০,০০,০০০৲ টাকার উর্দ্ধে
কার্য্যকরী মূলধন	১১,০০,০০,০০০৲ টাকার উর্দ্ধে

কলিকাতা অফিস—৪নং, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, ২২৫, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট (কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট), ৯৯এ, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট (শ্যামবাজার), ১৩৯বি, রসা রোড, (ভবানীপুর)।

বাংলা, বিহার, বোম্বাই ও আসামের প্রধান প্রধান ব্যবসাকেন্দ্রে শাখা অবস্থিত।

গত ৭।৬।৪৫ ইং তারিখে ভাগলপুর শাখা খোলা হইয়াছে।

লণ্ডন এজেণ্টস—বারক্লেজ ব্যাঙ্ক লিমিটেড। আমেরিকা এজেণ্টস্—গ্যারাণ্টি ট্রাষ্ট কোং অফ নিউ ইয়র্ক। অষ্ট্রেলিয়া এজেণ্টস্—ব্যাঙ্ক অফ নিউ সাউথ ওয়েলস্, সিডনি। মিড্‌ল ইষ্ট এজেণ্টস্—বারক্লেজ ব্যাঙ্ক লিমিটেড।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—ডাঃ এস, বি, দত্ত, এম-এ, বি-এল, পি-এইচ-ডি (ইকন) লণ্ডন, বার-এ্যাট-ল

কোম্পানী প্রসঙ্গ

এসোসিয়েটেড ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া লিঃ

গত ২০শে জুন রংপুরে এসোসিয়েটেড ব্যাঙ্কের এক শাখার উদ্বোধন হইয়া গিয়াছে। রংপুরের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ আয়েঙ্গার উৎসবে পৌরোহিত্য করেন। সভাপতি তাঁহার অভিভাষণে ভারতের অর্থনৈতিক উন্নতিতে ব্যাঙ্কসমূহের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে এক নাতিদীর্ঘ ও সারগর্ভ আলোচনা করেন। তিনি এই ব্যবসায়ের উন্নতির জন্য জনসাধারণের সহযোগিতা কামনা করিয়াছেন। ব্যাঙ্কের জেনারেল ম্যানেজার ব্যাঙ্কটির ইতিহাস-সম্বলিত একটি লিপি পাঠ করেন এবং সাধারণকে যথাসম্ভব সর্ব্বপ্রকার পরামর্শ দেওয়া হইবে বলিয়া জানান।

হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ-ইনস্যুরেন্স ফিল্ড-ওয়ার্কার্স এসোসিয়েশন

সম্প্রতি এই এসোসিয়েশনের এক সাধারণ সভায় নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ কর্ম্মকর্ত্তা নির্ব্বাচিত হইয়াছেন :—মিঃ স্বর্ণকমল সেন—প্রেসিডেণ্ট; মেসার্স কে পি মুখার্জ্জী ও ডি এল রায়—ভাইস-প্রেসিডেণ্টস্; মিঃ সুকুমার বিশ্বাস—জেনারেল সেক্রেটারী; মেসার্স এম এল বোস ও বি এন বাগচী—জয়েণ্ট-সেক্রেটারীস্; মেসার্স পরেশ চক্রবর্ত্তী ও বি এন মুখার্জ্জী—এসিষ্ট্যাণ্ট সেক্রেটারীস্; মিঃ হরিনারায়ণ চ্যাটার্জ্জী—ট্রেসারার।

প্রভিডেণ্ট ইনস্যুরেন্স কোম্পানীস এসোসিয়েশন অব ইণ্ডিয়া

গত ২৬শে জুন এই এসোসিয়েশনের যে বার্ষিক সাধারণ সভা হইয়া গিয়াছে, তাহাতে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ বর্ত্তমান বৎসরের কর্ম্মকর্ত্তা নির্ব্বাচিত হইয়াছেন :—প্রেসিডেণ্ট—মিঃ ভি রাজাগোপাল—সালেম প্রভিডেণ্ট সোসাইটি লিঃ; ডেপুটী প্রেসিডেণ্ট—মিঃ এস কে মজুমদার—নিউ বেঙ্গল প্রভিডেণ্ট ইনস্যুরেন্স কোং লিঃ ও মিঃ ইন্দ্র প্রকাশ—গৃহলক্ষ্মী ইনস্যুরেন্স (প্রভিডেণ্ট) লিঃ; অনারারী সেক্রেটারী—মিঃ আশুতোষ ব্যানার্জ্জী—বেঙ্গল প্রভিডেণ্ট ইনস্যুরেন্স কোং লিঃ; এসিষ্ট্যাণ্ট সেক্রেটারী—মিঃ এস সি বোস—বিশ্বভারতী প্রভিডেণ্ট ইনস্যুরেন্স কোং লিঃ; কমিটি মেম্বার্স—মেসার্স এল এম সিংহ, কে এস রামচন্দ্র আয়ার, বি সেন, বি চক্রবর্ত্তী, পি কে চ্যাটার্জ্জী, এইচ এল ভট্টাচার্য্য।

নূতন যৌথ কোম্পানী

ডাঙ্গর এগ্রিকালচ্যারাল ফার্ম এণ্ড ফিসারিস লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ সনাতন মণ্ডল। রেজিষ্টার্ড অফিস—পি-২৭, ভূপেন্দ্র বোস এভেনিউ, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—৪১ হাজার টাকা। মাছ ও অন্যান্য কৃষিকার্য্য।

এম আরফ খান এণ্ড কোং লিঃ—ডিরেক্টর এম আরফ খান। রেজিষ্টার্ড অফিস—লোহাটী, টাঙ্গাইল। অনুমোদিত মূলধন—৫ লক্ষ টাকা। কাগজের ব্যবসা।

শ্রীশ্যাম অয়েল মিলস্ লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ পান্নালাল তিব্রাওয়ালা। রেজিষ্টার্ড অফিস—২৬।৩ আর্মেনিয়ান ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—এক লক্ষ টাকা। সরিষা, তিসি ইত্যাদি তৈলের কারখানা।

নর্থ একরা কোল কোং লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ রামগোপাল তিব্রাওয়ালা। রেজিষ্টার্ড অফিস—১২১, চিত্তরঞ্জন এভেনিউ, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—৫০ হাজার টাকা। কয়লার খনির মালিক।

গ্রাম : লাইভ ব্যাঙ্ক : কলিঃ
টেলিফোন : ক্যাল { ৩২৭৫ / ৪৭৩১

স্থাপিত—১৯৩০

গিরিশ ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস :
২১-এ, ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

নিষ্ঠা, নিরাপত্তা, নির্ভরযোগ্যতাই
আমাদের সমস্ত শাখা ও কেন্দ্রের বৈশিষ্ট্য।
ব্যাঙ্কিং কার্য্যে অতুলনীয় সুবিধা
এখানে পাইবেন।

চেয়ারম্যান :
রায় জে, এন, মুখার্জ্জি বাহাদুর
গবর্ণমেণ্ট প্লীডার ও পাবলিক প্রসিকিউটার
(হুগলী)

ডিরেক্টর ইন-চার্জ্জ :
মিঃ হৃষীকেশ মুখার্জ্জি।

১৯৫৯-৬১র
৩%
দ্বিতীয়
ভিক্টরি লোন
সম্বন্ধে কয়েকটি কথা

প্রথম ৩% ভিক্টরি লোন (১৯৫৭)-এ এগার মাসেরও কম সময়ে ১১২ কোটি টাকার উপর জমা হবার পর, এই ঋণ গ্রহণ ১৯৪৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে বন্ধ হয়।

প্রথম ভিক্টরি লোনের মতই সুবিধাজনক সর্তে ৩% দ্বিতীয় ভিক্টরি লোন প্রবর্তিত হ'লো এবং জারি থাকবে যতদিন পর্যন্ত না সরকারী বিজ্ঞাপনের দ্বারা এই ঋণ গ্রহণ বন্ধ হয়।

আপনার ব্যাঙ্কারকে লিখলেই তাঁরা সব বন্দোবস্ত করে দেবেন। তা না হ'লে, বোম্বাই, কলিকাতা, মাদ্রাজ, দিল্লী ও কানপুরের রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার অফিসে, কিংবা ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের যে কোনো শাখা অফিসে, কিংবা ট্রেজারিতে এই উদ্দেশ্যে লিখুন।

আয়কর বাদ দিয়ে শতকরা তিন টাকা হারের সুদ ১৫ই অগস্ট ও ১৫ই ফেব্রুয়ারি আপনার ঠিকানায় পাঠানো হবে। এই ঋণে আপনি যথেচ্ছ পরিমাণ টাকা খাটাতে পারবেন। এতে আপনার মূলধন সম্পূর্ণ নিরাপদ। ১৫ই অগস্ট ১৯৫৯ ও ১৫ই অগস্ট ১৯৬১র মধ্যে আপনার টাকা ফেরত পাবেন।

এ-ছাড়া হস্তান্তরের বাধা না থাকায়, আপনি যে কোনো সময়ে এই লোন বণ্ড বিক্রি ক'রে আপনার টাকা ফেরত পাবেন। এই বেলা দরখাস্ত করুন।

যাঁদের আয়কর দিতে হয় না, কিংবা অপেক্ষাকৃত কম হারে দিতে হয়, তাঁরা এই ঋণের সুদের উপর বার্ষ আয়করও ফেরত পাবেন।

AAA 222

আপনার সঞ্চয়
১৯৫৯-৬১র
৩%
দ্বিতীয়
ভিক্টরি লোন-এ
নিয়োগ করুন

'ফিনান্স ডিপার্টমেণ্ট, গভর্নমেণ্ট অব ইণ্ডিয়া' কর্তৃক প্রচারিত

ন্যাশনাল ফার্মাস লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ জিতেন্দ্রমোহন মজুমদার। রেজিষ্টার্ড অফিস—১৪।২, ওল্ড চীনাবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—৫০ হাজার টাকা। পশু ও পক্ষী পালন এবং মৎস্য ও অন্যান্য কৃষিকার্য্য।

সান্যাল এণ্ড কোং—ডিরেক্টর মিঃ সুধীন্দ্রমোহন সান্যাল। রেজিষ্টার্ড অফিস—৩, ম্যাঙ্গো লেন, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—২০ হাজার টাকা। জেনারেল মার্চ্চেণ্টস ও আমদানী রপ্তানীকারক।

জেনারেল মার্চ্চেণ্টাইজ ডীলার্স লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ নেমচাঁদ আগরওয়ালা। রেজিষ্টার্ড অফিস—১৩২।১, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—৫ লক্ষ টাকা। জেনারেল মার্চ্চেণ্টস।

ডায়মণ্ড তেতুরিয়া কলিয়ারী কোং লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ রামশরণ দাস কাকার। রেজিষ্টার্ড অফিস—১১, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—এক লক্ষ টাকা। কয়লা খনির মালিক।

মহাবীর কাজোরা কলিয়ারীজ লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ রাজরংলাল ভুওয়ালকা। রেজিষ্টার্ড অফিস—১৭৮, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—৫ লক্ষ টাকা। কয়লার খনি।

কস্‌মোপলিটান ট্রেডার্স লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ নগেন্দ্রনাথ মুখার্জ্জী। রেজিষ্টার্ড অফিস—৩।১, ম্যাঙ্গো লেন, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—২০ হাজার টাকা। বৈদ্যুতিক ও ধাতুদ্রব্যের প্রস্তুতকারক।

ইষ্টল্যাণ্ড এজেন্সী লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ পরেশচন্দ্র কর। রেজিষ্টার্ড অফিস—৭৮, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—২০ হাজার টাকা। ডাক্তারী যন্ত্রপাতির প্রস্তুতকারক।

বিভিন্ন কোম্পানীর লভ্যাংশ

অকল্যাণ্ড জুট কোং লিঃ—১৯৪৫ সালের ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ৫৲ টাকা। পূর্ব্ব ছয় মাসের জন্যও অনুরূপ হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল। **ক্লাইভ মিলস্ লিঃ**—১৯৪৫ সালের ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ৭৷৷০ আনা। পূর্ব্ব ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ৪৷৵০ আনা লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল। **ডালহৌসী জুট কোং লিঃ**—১৯৪৫ সালের ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ৫৲ টাকা। পূর্ব্ব ছয় মাসেও অনুরূপ হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল। **কিলিনন জুট মিলস্ লিঃ**—১৯৪৫ সালের ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ৫৲ টাকা। পূর্ব্ব ছয় মাসের জন্যও অনুরূপ হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল। **ল্যান্সডাউন জুট কোং লিঃ**—১৯৪৫ সালের ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত ছয় মাসের জন্য কোন লভ্যাংশ দেওয়া হয় নাই। পূর্ব্ব ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ১৲ টাকা লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল। **নরেন্দ্র জুট কোং লিঃ**—১৯৪৫ সালের ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ২ টাকা। পূর্ব্ব ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ৪৲ টাকা লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল। **নৈহাটী জুট মিলস্ কোং লিঃ**—১৯৪৫ সালের ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ২ টাকা। পূর্ব্ব ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ৪৷৷০ আনা লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল। **নর্থব্রুক জুট কোং লিঃ**—১৯৪৫ সালের ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ৩৷৷০ আনা। পূর্ব্ব ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ৪৲ টাকা। পূর্ব্ব ছয় মাসের জন্যও প্রতি শেয়ারে অনুরূপ হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল। **ইউনিয়ান জুট কোং লিঃ**—১৯৪৫ সালের ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ৭৷৷০ আনা। পূর্ব্ব ছয় মাসের জন্যও অনুরূপ হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল।

সাবান প্রস্তুতের

কোন :—
বড়বাজার :—১৩৯৭ অফিস
" :— ১৫৯২ ফ্যাক্টরী
টেলিগ্রাম—"চীনামাটী"

যাবতীয় জিনিষ—সিলিকেট সোডা • সোপষ্টোন পাউডার • কষ্টিক সোডা • রজন • সিট্রোনেলা অয়েল • রঙ • হাইড্রোমিটার • প্রভৃতি পাইবেন

কলিকাতা মিনারেল সাপ্লাই কোং লিঃ
৩১, জ্যাকসন লেন, কলিকাতা

নিউ ষ্ট্যাণ্ডার্ড ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস :—কুমিল্লা

অনুমোদিত মূলধন	১,০০,০০,০০০৲
বিলিকৃত ও বিক্রীত মূলধন	২০,০০,০০০৲
আদায়ীকৃত মূলধন	১৭,০০,০০০৲ উপর
রিজার্ভ ফাণ্ড	২,৫০,০০০৲ উপর

শাখাসমূহ
ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলেজ ষ্ট্রীট, বালীগঞ্জ, শ্যামবাজার, ময়মনসিংহ, ফরিদপুর, টাঙ্গাইল, আসানসোল, বর্দ্ধমান, খুলনা, শিলচর, সিলেট, শিলং, তিনসুকিয়া, জোড়হাট, ছাতক, রাঁচী ও এলাহাবাদ।

জব্বলপুর শাখা ১১ই জুন '৪৫ তারিখে খোলা হইয়াছে।
এজেন্সী :—ভারতের বড় বড় ব্যবসাকেন্দ্রে।

সমবেত সম্ভ্রান্ত জনমণ্ডলীর সমক্ষে
গত ১৬ই মে (১৯৪৫) বুধবার
ত্রিপুরা রাজ্যের প্রধান মন্ত্রী

সিডিউলভুক্ত ব্যাঙ্কসমূহের তালিকায় ত্রিপুরা মডার্ণ ব্যাঙ্কের নাম অন্তর্ভুক্তি সম্পর্কে বলেন—"পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে যোগ্যতা পরীক্ষায় এরূপ তৎপরতার সহিত রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সিডিউলভুক্ত হওয়ার গৌরব আজকাল অতি অল্প প্রতিষ্ঠানের ভাগ্যেই ঘটে। ত্রিপুরা মডার্ণ ব্যাঙ্ক ত্রিপুরারাজ্যে সর্ব্বপ্রথম ও একমাত্র সিডিউল্ড ব্যাঙ্কে পরিণত হওয়ায় আমরা সকলেই গৌরব ও আনন্দ বোধ করিতেছি এবং ক্রমোন্নতিশীল এই প্রতিষ্ঠানের অধিকতর উন্নতি হউক ইহাই সর্ব্বান্তঃকরণে কামনা করি।"

দি
ত্রিপুরা মডার্ণ ব্যাঙ্ক লিঃ
(সিডিউল্ড)

পৃষ্ঠপোষক :—
হিজ হাইনেস্ দি মহারাজা মাণিক্য বাহাদুর,
কে, সি, এস, আই, ত্রিপুরা।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর :—রাজসভাভূষণ হরিদাস ভট্টাচার্য্য।
প্রধান অফিস :—আগরতলা (ত্রিপুরা রাজ্য)।
রেজিঃ অফিস :—আখাউরা (বি এণ্ড এ রেলওয়ে)।
কলিকাতা অফিসসমূহ :—৬, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, ২০১, হ্যারিসন রোড।

ভারতের সর্ব্বত্র শাখা আছে।

অক্ষয় কুমার লাহা
রেডিয়াম মার্বল, সিমেন্ট কলার বা ড্রাগন রং বারান্দার রং
৯নং ডেকার্স লেন কলিকাতা

বাজারের হালচাল

টাকা ও বিনিময়

কলিকাতা, ৭ই জুলাই :—আলোচ্য সপ্তাহেও কলিকাতার টাকার বাজারে বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন লক্ষিত হয় নাই। ব্যাঙ্কসমূহের মধ্যে চাহিবামাত্র পরিশোধের সর্ত্তে ঋণের সুদের হার অপরিবর্ত্তিতই আছে অর্থাৎ কলিকাতার বাজারে শতকরা বার্ষিক ॥০ আনা ও বোম্বাইয়ে ।০ আনা। টাকার বাজারে উল্লেখযোগ্য মন্দা দেখা গেলেও আলোচ্য সপ্তাহে ভারত সরকারের ট্রেজারী বিলের জন্য তেমন টেণ্ডার দেওয়া হয় নাই। পূর্ব্ব সপ্তাহে ২ কোটী টাকার ট্রেজারী বিলের জন্য ৫ কোটী ৮০ লক্ষ টাকার টেণ্ডার দেওয়া হইয়াছিল, সেই তুলনায় আলোচ্য সপ্তাহের টেণ্ডারের পরিমাণ খুবই কম। গত ৩রা জুলাই ভারত সরকার কর্ত্তৃক আহূত তিন মাসের মেয়াদী ২ কোটী টাকার ট্রেজারী বিলের জন্য মোট ২ কোটী ৮৬ লক্ষ টাকার টেণ্ডার উপস্থাপিত করা হইয়াছিল। উহাদের মধ্যে ৯৯৸৵০ আনা ও তদূর্দ্ধ মূল্যের সমুদয় আবেদন গৃহীত হইয়াছে। নিম্নতর মূল্যের আবেদন অগ্রাহ্য হইয়াছে। মোট ৮৬ লক্ষ টাকার টেণ্ডার গৃহীত হইয়াছে। গৃহীত টেণ্ডারসমূহের গড়পড়তা সুদের হার পূর্ব্ব সপ্তাহের ন্যায় এ সপ্তাহেও শতকরা ৶১১ পাই ধার্য্য হইয়াছে। আগামী ১০ই জুলাই মঙ্গলবার বোম্বাইয়ে এবং ৯ই জুলাই অন্যান্য স্থানে ভারত সরকার কর্ত্তৃক তিন মাসের মেয়াদী ২ কোটী টাকার ট্রেজারী বিলের টেণ্ডার গৃহীত হইবে। যাহাদের টেণ্ডার গ্রাহ্য হইবে তাহাদিগকে আগামী ১৪ই জুলাই টাকা জমা দিতে হইবে। মাদ্রাজ ও আসাম সরকারও যথাক্রমে ১ কোটী ও ১৷০ কোটী টাকার ট্রেজারী বিলের জন্য টেণ্ডার আহ্বান করিয়াছেন।

গত ২৯শে জুন যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে উহাতে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ইস্যু বিভাগের সপক্ষে ভারত সরকার কর্ত্তৃক মোট ৩ কোটী ৩০ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকার ট্রেজারী বিল বিক্রীত হইয়াছে।

বিনিময় বাজারেও আলোচ্য সপ্তাহে নিম্নরূপ হার বলবৎ ছিল :—

টেলিঃ হুণ্ডি (প্রতি টাকায়)	১ শিঃ ৫৩৳ পেঃ
ঐ জর্ম্মনী (,,)	,, ,,
ডি এ তিন মাস (,,)	১ শিঃ ৬৩৳ ,,
ডি এ চার মাস (,,)	১ শিঃ ৬৪৳ ,,
ডলার (প্রতি শত)	৩৩২৸০ আনা

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হিসাব :—রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গত ২২শে জুনের হিসাব হইতে দেখা যায় যে, ঐ তারিখে ভারতে চলতি নোটের পরিমাণ ছিল ১১৩৩ কোটী ৮৩ লক্ষ ১ হাজার টাকা। এক সপ্তাহ পূর্ব্বে এইরূপ নোটের পরিমাণ ছিল ১১৩৬ কোটী ৫১ লক্ষ ৭৩ হাজার টাকা। গত ২২শে জুন রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কসমূহের চলতি ও স্থায়ী আমানতের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৬২৪ কোটী ১৭ লক্ষ ২৪ হাজার টাকা ও ২৩৬ কোটী ৯৬ লক্ষ ৪ হাজার টাকা।

কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার

কলিকাতা, ৬ই জুলাই—আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার বাজারে উল্লেখযোগ্য কর্ম্মতৎপরতা দৃষ্ট হয় এবং বাজারে অধিকাংশ শেয়ারের চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মূল্যের দিক হইতেও লক্ষণীয় উন্নতি ঘটে। কলিকাতার শেয়ার বাজারে বর্ত্তমান সপ্তাহে যেরূপ তেজীভাব দেখা দিয়াছে, তাহা লক্ষ্য করিয়া মনে হয় 'আসন্ন সিমলা সম্মেলন সাফল্যমণ্ডিত হইবে'—ব্যবসায়ী মহলের মধ্যে এই মনোভাব সঞ্চারিত হওয়ার ফলে তাঁহারা এই আশা পোষণ করিতেছেন যে, ভারতীয় নেতৃবৃন্দ ক্ষমতা লাভ করিলে যুদ্ধোত্তর শিল্পোন্নতির সুযোগের দিকেই তাঁহারা বেশী জোর দিবেন এবং জাপানের পরাজয়ের পরে ভারতে বিভিন্ন কারখানা আরও সম্প্রসারিত হইবে এবং শেয়ারসমূহের মূল্যে বিশেষ অবনতি ঘটিবে না। এতদ্ব্যতীত আলোচ্য সপ্তাহে ট্রেজারী বিলের গড়পড়তা সুদের হারে বিশেষ অবনতি দেখা দেওয়ার (আলোচ্য সপ্তাহে ট্রেজারী বিলের সুদের হার শতকরা বার্ষিক ৶১১ পাই.) ব্যবসায়ী মহল লাভজনকভাবে টাকা খাটাইবার জন্য শেয়ার বাজারের দিকেই ঝুঁকিয়া পড়ার ফলে ক্রেতাধিক্যের জন্যও আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার বাজারে অধিকাংশ জনপ্রিয় শেয়ারেরই উল্লেখযোগ্য বিকিকিনি হয় এবং মূল্য বৃদ্ধি ঘটে। চটকলের শেয়ারসমূহই আলোচ্য সপ্তাহে সর্ব্বাপেক্ষা আকর্ষণের বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।

কোম্পানীর কাগজ—আলোচ্য সপ্তাহে কোম্পানীর কাগজ এবং ঋণপত্রসমূহের বিকিকিনি বৃদ্ধি পায় এবং মূল্যের দিক হইতেও উল্লেখযোগ্য উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। আলোচ্য সপ্তাহে শতকরা ৩৲ টাকা সুদের কোম্পানীর কাগজ ৯৫।০ আনা পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল। শতকরা ৩৷০ টাকা সুদের কোম্পানীর কাগজ ১০২।০ আনা পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল। মেয়াদী ঋণপত্রসমূহের মধ্যে ৩৲ টাকা সুদের ঋণপত্র (১৯৫৩-৫৫) ১০১৲ টাকা, ৩৲ টাকা সুদের ঋণপত্র (১৯৫১-৫৪) ১০১।৵১০ আনা, ৩৲ টাকা সুদের ভিক্টরী বণ্ড্স্ ১০০।৶০ আনা, ৪৲ টাকা সুদের ঋণপত্র ১১৩৵১০ পর্য্যন্ত আলোচ্য সপ্তাহে হস্তান্তরিত হইয়াছে।

চটকল—আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার বাজারে চটকলসমূহের শেয়ারসমূহই সর্ব্বাপেক্ষা আকর্ষণের বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে পাটজাত দ্রব্যের আরও অর্ডার আসার সম্ভাবনাই নাকি উহার প্রধানতম কারণ। আলোচ্য সপ্তাহে ভাগলপুর ৩৬।০ আনা, কামারহাটি ৭৬৮৲ টাকা, অকল্যাণ্ড ৩৪৫৲ টাকা, এ্যাংলো ইণ্ডিয়া ৫১৩৲ টাকা, নদীয়া ১৩৯৲ টাকা, প্রেসিডেন্সী ১৩৬৵০ আনা, রিলায়েন্স ৮০৬০ আনা, কাঁকনাড়া ৬৪৪৲ টাকা, হাওড়া ৯৩৷৵০ আনা, ডালহৌসী ৩৭৩৲ টাকা এবং এলায়েন্স ৭৪০৲ টাকা পর্য্যন্ত হস্তান্তরিত হইয়াছে।

কয়লা খনি—আলোচ্য সপ্তাহে চটকলের শেয়ারসমূহের মূল্য বৃদ্ধির সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া কয়লা খনির শেয়ারসমূহেও বিকিকিনি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে উল্লেখযোগ্য মূল্য বৃদ্ধি ঘটিয়াছে। বরাকর ৪৩৷৵০ আনা, তালচের ১৩৸০ আনা, রাণীগঞ্জ ৬৭।০ আনা, ইকুইটেবেল ৭৩৵০ আনা, সাউথ করনপুরা ৩৩।০ আনা, ষ্ট্যাণ্ডার্ড ৪৫৲ টাকা পর্য্যন্ত আলোচ্য সপ্তাহে হস্তান্তরিত হইয়াছে।

কাপড়ের কল—আলোচ্য সপ্তাহে এই বিভাগের অধিকাংশ শেয়ারসমূহের তেমন কাজ কর্ম্ম বৃদ্ধি না পাইলেও মূল্যের দিক হইতে গত সপ্তাহের তুলনায় আলোচ্য সপ্তাহে এই বিভাগের অধিকাংশ জনপ্রিয় শেয়ারসমূহের সামান্য উন্নতিভাবই পরিস্ফুট হইয়া উঠে। নিউ ভিক্টোরিয়া ৭৷৵০ আনা, কাণপুর টেক্সটাইল ১২৷৵০ আনা, এলগিন ৬৬৵০ আনা, কেশোরাম ১৭৸৵০ আনা, বঙ্গশ্রী ১৪৷০ আনা ও বঙ্গেশ্বরী কটন মিলস ৭।৵০ আনা পর্য্যন্ত আলোচ্য সপ্তাহে কেনাবেচা হইয়াছে।

পাটের বাজার

কলিকাতা, ৭ই জুলাই—আলোচ্য সপ্তাহে বাংলা সরকার তাঁহাদের পাটক্রয় নীতির অঙ্গরূপে কয়েকটি স্থানের নাম প্রকাশ করিয়াছেন, যে সব স্থানে সরকার দরকার হইলে পাট ক্রয় করিবেন। কি দরে পাট ক্রয় করা হইবে তাহাও প্রকাশ করা হইয়াছে। প্রয়োজনমত গুদামের ব্যবস্থা যদি আগেই না করা হয়, তাহা হইলে ক্রীত পাট নিয়া সরকারকে মুস্কিলে পড়িতে হইবে। গত সপ্তাহে দৈনিক আনুমানিক ৪৫ মালগাড়ী কয়লা আমদানী হইয়াছিল। এই অবস্থা পূর্ব্ব সপ্তাহের চেয়ে অপেক্ষাকৃত আশাপ্রদ। বাজারে এখনও পূর্ব্ব সপ্তাহে প্রকাশিত সরকারী অর্ডারের প্রভাব বর্ত্তমান। এই অর্ডারের ফলে বাজার অপেক্ষাকৃত তেজী। অদূর ভবিষ্যতে আরো অর্ডার পাওয়া যাইবে বলিয়া গুজব রটনা হওয়ায় এই তেজীভাব স্থায়ী হইবে বলিয়া আশা করা যায়। এই গুজবের কোন সরকারী ভিত্তি নাই। যাহা হোক বর্ত্তমান বৎসরের শেষভাগ পর্য্যন্ত এই তেজী ভাব বজায় থাকিতে পারে।

পাটজাত দ্রব্যের বাজারে আলোচ্য সপ্তাহে বিক্রেতাদের আগ্রহের অভাবে বিশেষ কারবার হয় নাই। মিলসমূহ সর্ব্বোচ্চ দামের কমে কারবার করিতে স্বীকৃত নয়। মফঃস্বলে বৃষ্টির জন্য বাজারে বিশেষ পাটের আমদানী আলোচ্য সপ্তাহে হয়

ইষ্টার্ণ ট্রেডার্স ব্যাঙ্ক লিঃ

স্থাপিত :—১৯২১ টেলিগ্রাম :—বার্টার

হেড অফিস :—৮৪নং আশুতোষ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা

ফোন সাউথ—২০০

কলিকাতা প্রধান শাখা—৯৭নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট। ফোন : কলি ৪১৭৩

অন্যান্য শাখা অফিস

কলিকাতা—বালীগঞ্জ, ভবানীপুর, শ্যামবাজার, এন্‌টালী, বড়বাজার (১১৮নং ক্রস ষ্ট্রীট)

বাংলা প্রদেশ—হাওড়া, চট্টগ্রাম, কেণী, নোয়াখালী, চাঁদপুর, পুরাণবাজার, চৌমুহনী, দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও, পটুয়াটুলী, নবাবপুর (ঢাকা), নারায়ণগঞ্জ।

বিহার প্রদেশ—পাটনা, আরা, পুর্ণিয়া, রাঁচী, মজঃফরপুর, পাটনা সিটি এবং ভাগলপুর।

দ্বারভাঙ্গা শাখা ২০শে এপ্রিল খোলা হইয়াছে।

১৪ই মে এলাহাবাদ শাখা ও ১৭ই মে দৌলতগঞ্জ শাখা খোলা হইয়াছে।

শতকরা ৮৲ হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইতেছে।

সেক্রেটারী— টি মজুমদার

ম্যানেজিং ডিরেক্টর— মিঃ এম কে গুহ

-নাই। তবে আশা করা যায় যে, আবহাওয়ার উন্নতি হইলে আমদানীরও উন্নতি হইবে।

আলগা পাটের বাজারে আলোচ্য সপ্তাহে যথেষ্ট কারবার হইয়াছে। পুরাতন পাট মিডল ১৫৲ টাকা হইতে ১৫৷৷০ আনা ও বটম ১২৲ টাকা হইতে ১২৷৷০ আনা দরে বিক্রীত হইয়াছে। নূতন পাট মণপ্রতি ৷৷০ আনা অধিক দরে বিক্রীত হইয়াছে। পাকা গাঁইট বিভাগে বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য কোন কারবার হয় নাই। বাহিরের চাহিদাও সামান্যই ছিল। সর্ব্বনিম্নমূল্যে এস এম আর ও কাটিং ছাড়া অন্যান্য শ্রেণীর মালে সামান্য ক্রয় বিক্রয় হয়।

তুলা ও কাপড়

কলিকাতা, ৬ই জুলাই—আলোচ্য সপ্তাহে বোম্বাইয়ের তুলার বাজারে সপ্তাহের প্রথম ভাগে বোম্বাইয়ের তুলার দরে স্থির ভাব দৃষ্ট হয়; সপ্তাহের মধ্যভাগে ক্রেতাধিক্য হওয়ায় তেজী ভাব পরিস্ফুট হইয়া উঠে এবং সপ্তাহের শেষভাগে বোম্বাইয়ের তুলার বাজারে বিক্রেতাদের মধ্যে অস্থিরতা দেখা দেওয়ার ফলে বোম্বাইয়ের তুলার দরে অবনতি ভাব পরিলক্ষিত হয়। গত শুক্রবার বোম্বাইয়ের তুলার বাজারে জুলাই মাসে ডেলিভারি দেওয়ার সর্ত্তের ক্যরিলা তুলার দর ছিল ৪২০৷৷০ আনা। অদ্য শুক্রবার তাহা ৪১৯৷০ আনা দাঁড়াইয়াছে। বোম্বাইয়ের বাজারে গত শুক্রবার সেপ্টেম্বর মাসে ডেলিভারি দেওয়ার সর্ত্তের ক্যরিলা তুলার দর ছিল ৪৩৩৷৷০ আনা। অদ্য শুক্রবার তাহা ৪২০৷৷০ আনা দাঁড়াইয়াছে।

কাপড়—আলোচ্য সপ্তাহেও কলিকাতার কাপড়ের বাজারে অত্যন্ত নিরুৎসাহজনক মনোভাব পরিলক্ষিত হয় এবং বিকি-কিনি একান্তভাবেই সীমাবদ্ধ থাকে। গত ৭ই মে হইতে কলিকাতায় সাময়িকভাবে যে বস্ত্র বরাদ্দ ব্যবস্থা চালু হইয়াছে, তাহা অধিকতর সুষ্ঠুভাবে কার্য্যকরী করা কর্ত্তৃপক্ষের অভিপ্রায় হইলেও, চাহিদার তুলনায় কাপড়ের যোগান একান্ত অকিঞ্চিৎকর বলিয়া কলিকাতার জনসাধারণের সাধারণ একখণ্ড বস্ত্র সংগ্রহের ব্যাপারে কষ্টের আর অবধি নাই। সম্প্রতি বাংলার গবর্ণর বেতার বক্তৃতায় এই আশা পোষণ করিয়াছেন যে, পূজার পূর্ব্বেই পূর্ণাঙ্গ বস্ত্র বরাদ্দ ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হইবে। কলিকাতায় সাময়িকভাবে যে বস্ত্র বরাদ্দ ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, জনসাধারণ তাহাতে অত্যন্ত অস্বস্তি অনুভব করিতেছে। কবে পূর্ণাঙ্গ বস্ত্র বরাদ্দ ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হইবে, কলিকাতার জনসাধারণের দৃষ্টি সেই দিকেই নিবদ্ধ। মফঃস্বলে আলোচ্য সপ্তাহেও তীব্র বস্ত্রাভাবের দরুণ আত্মহত্যার সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

সোনা ও রূপা

কলিকাতা, ৬ই জুলাই—আলোচ্য সপ্তাহে গত সপ্তাহের তুলনায় কলিকাতা ও বোম্বাইয়ের বাজারে সোনার দরে তেজীভাব পরিস্ফুট হইয়া উঠে। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক গত সপ্তাহের তুলনায় আলোচ্য সপ্তাহে অপেক্ষাকৃত কম পরিমাণ সোনা বেশী দামে বিক্রয় করার ফলেই আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতা ও বোম্বাইয়ের বাজারে সোনার দরের তেজীভাবের প্রধানতম কারণ। এতদ্ব্যতীত সম্প্রতি মার্কিণ গবর্ণমেণ্ট সোনা বিক্রয় বন্ধ করিয়া দেওয়ার ফলে বাজারে গুজব রটিয়াছে যে, অদূর ভবিষ্যতেই রিজার্ভ ব্যাঙ্ক সোনা বিক্রয় বন্ধ করিয়া দিবেন। ইহাতে লাভান্বেষিগণ অদূর ভবিষ্যতেই সোনার দর আরও বৃদ্ধি পাইবে এই মনোভাবের দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়া বহুল পরিমাণ সোনা সঞ্চয় করিতেছেন। সোনার দর বৃদ্ধির ইহাও অন্যতম কারণ।

রূপা—রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আলোচ্য সপ্তাহে এক মাত্র ৩রা জুলাই ভিন্ন (মঙ্গলবার) আর কোন দিন রূপা বিক্রয় করেন নাই। আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক রূপা বিক্রয় বন্ধ করিয়া দেওয়ার ফলে রূপার দরেও গত সপ্তাহের তুলনায় আলোচ্য সপ্তাহে খুব তেজীভাব পরিলক্ষিত হয়। প্রকাশ, আমেরিকা হইতে আমদানীকৃত রূপার বেশীর ভাগই মুদ্রা তৈয়ারীর কাজে ব্যবহৃত হওয়ায় রূপার অপ্রতুলতা ঘটে এবং সেই ব্যাঙ্ক রূপা বিক্রয় বন্ধ করিয়া দিয়া ভবিষ্যতে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের রূপা বিক্রয় কম বলিয়াই অনেকে মনে করেন।

২ দামী তুলা কমদামী কাপড়ে। তুলার মধ্যে মার্কিণী এবং মিশরী তুলাই যে শ্রেষ্ঠ আর ঢাকেশ্বরী মিলে যে কাপড় তৈরী হয় তাতে যে খাস মার্কিণ ও মিশর দেশজাত তুলা, উহার সমশ্রেণী দেশজ তুলা ও শ্রেষ্ঠ ভারতীয় তুলা ছাড়া অন্য কোন তুলা ব্যবহার করা হয়না—এ কথা এখন সবাই জেনেছেন। কিন্তু মার্কিণ, মিশর প্রভৃতি বিভিন্ন দেশের নাম শুনে মুগ্ধ হওয়ার মত কিছু নেই। কোন বিশেষ দেশে যত তুলা উৎপন্ন হয়, তার সবগুলিই কিছু গুণের দিক থেকে সমান হয় না। তাদের ভালমন্দ স্তর বিভাগ থাকেই, বিভিন্ন স্তরের তুলার দামেও যথেষ্ট প্রভেদ থাকে। প্রতি গাঁটের দাম আটশ' টাকা এমন তুলাও আছে, আবার প্রতি গাঁট চারশ' টাকা এমন তুলাও আছে। কিন্তু কম দামী তুলা দিয়ে তৈরী কাপড়ের পরমায়ু-ও যে কম হবে, তা সহজেই বোঝা যায়। সে জন্যই ত ঢাকেশ্বরী মিলে কম দামী তুলা ব্যবহার করা হয় না; প্রকৃতপক্ষে ঢাকেশ্বরী মিলে ব্যবহৃত তুলার গড়পড়তা দাম দেশের মধ্যে সর্ব্বোচ্চ। অথচ ঢাকেশ্বরীর কাপড় কত সস্তা। তাইত বলি—

যে কখানা ঢাকেশ্বরীর কাপড় আপনার আছে, তাই বিশেষ যত্ন করে পরুন; কেননা বর্ত্তমান অবস্থায় যত চান তত ঢাকেশ্বরীর কাপড় জোগান সম্ভব নয়।

শতকরা ২৫ ভাগ বেশী পরতে হ'লে

বিমান ঢাকেশ্বরী

ঢাকেশ্বরী কটন মিলস্ লিমিটেড

ম্যানেজিং ডিরেক্টার — শ্রী সূর্য্য কুমার বসু

DCB—20

সাপ্তাহিক বাজার দর

	২৯শে জুন	২রা জুলাই	৩রা জুলাই	৪ঠা জুলাই	৫ই জুলাই	৬ই জুলাই
সোনার দর—প্রতি ভরি (কলিকাতা) ...	৭৮/০		৭৮৷৶০	৭৯/০	৭৮৶/০	৭৮৶/০
ঐ ঐ (বোম্বাই) ...	৭৭৷০		৭৮৷৶০	৭৯৷৶০	৭৮৷০	৭৯৷০
রূপার দর—প্রতি ১০০ ভরি (কলিকাতা) ...	১৩২৸০		১৩৬৷০	১৩৭৸০	১৩৮৷০	১৩৮৷০
ঐ ঐ (বোম্বাই) ...	১৩২৷৶০		১৩৬৸০	১৩৭৸০	১৩৭৸০	১৩৮৷০
পিনির দর—প্রতিখানা (কলিকাতা) ...	৫৩৲		৫৩৷০	৫৩৸০	৫৩৷৶০	৫৩৷৶
ঐ ঐ (বোম্বাই) ...	৫২৷৷০		৫৩৷০	৫৩৷৶০	৫৩৷০	৫৩৷০
রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সুদের হার (শতকরা বার্ষিক) ...	৩৲		৩৲	৩৲	৩৲	৩৲
কোম্পানীর কাগজ—						
কোম্পানীর কাগজ—শতকরা ৩৲ সুদের ...	৯৩৷৶০-৯৩৷৶০		৯৩৷৶০-৯৩৷৶০	৯৩৸০-৯৩৷৶০	৯৪৷৶০-৯৪৲	৯৫৷০-৯৪৸৶০
ঐ ঐ ৩৷০ টাকা সুদের ...	১০১৷৷০-১০১৷৶০		১০১৷৷৶০-১০১৷৷০	১০১৸০-১০১৷৷৶০	১০১৸৶০-১০১৷৶	১০২৷০-১০২৲
৩৲ টাকা সুদের ঋণপত্র (১৯৬৩-৬৫) ...	—		৯৯৶০	—	৯৯৶০	৯৯৶০
৩৲ টাকা সুদের ঋণপত্র (১৯৬৬-৬৮) ...	—		৯৮৷৷০	—	৯৮৷১০	৯৮৷১০
৪৲ টাকা সুদের ঋণপত্র (১৯৬০-৭০) ...	—		১১৩/০	১১৩৶১০-১১৩/০	—	—
৫৲ টাকা সুদের ঋণপত্র (১৯৪৫-৫৫) ...	—		—	—	—	—
ইঞ্জিনিয়ারিং ও ইলেকট্রিক—						
ইণ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড ষ্টীল কোং লিঃ ...	৪১৶০-৪০৸৶০		৪১৶০-৪০৸৶০	৪১৷৶০-৪১৶০	৪১৶০-৪১৲	৪১৷৷০-৪১৲
ষ্টীল কর্পোরেশন—অর্ডি ...	৩৪৶০-৩৪৲		৩৪৶০-৩৩৸৶০	৩৪৷০-৩৪৶০	৩৪/০-৩৩৸৶০	৩৪৷০-৩৪/০
কুমারধুবী—অর্ডি ...	১১৷৶০-১১৷০		১১৷৶০-১১৷৶০	১১৷৷৶০-১১৷৷০	১১৷৷৶০-১১৷৷০	১১৷৷৶০-১১৷৷০
ব্রেইথওয়েইট ...	—		—	—	—	১২৸৶০
জেসপ ...	২৫৷৷৶০-২৫৷৷০		২৫৷৷৶০-২৫৷৷০	২৫৸৶০-২৫৸০	২৫৸৶০-২৫৸০	২৬/০-২৫৸৶০
মার্শালস্ ...	৬৷৶০-৬৲		৬৷০-৬৶০	৬৷৶০-৬৶০	৬৷৶০-৬৷০	৬৷৶০-৬৲
ন্যাশনাল আয়রণ এণ্ড ষ্টীল ...	১২৷০-১২৲		—	১২৶০	১২৶০	১২৷৶০-১২৷০
আর্থার বাটলার ...	২৫৸৶০		২৫৸৶০	—	—	—
হিন্দুস্থান মোটরস্ ...	৪৷০-৪৶০		—	৪৷০	৪৷/০	৪৷/০
ক্যালকাটা ইনসিওরেন্স ...	১২৷০		১২৷/০	১২৷০	—	—
খনি—বার্মা কর্পোরেশন ...	৫৷৷০		৫৷৷/০-৫৷৷০	৫৷৷/০-৫৷৷০	৫৷৷৶০-৫৷৷০	৫৷৷৶০-৫৷৷০
ইণ্ডিয়ান কপার কর্পোরেশন ...	৩৶০		৩৶০	৩৷০-৩৶০	৩৷০-৩/০	৩৷০
ব্যাঙ্ক—রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া ...	—		১৩৮৲	১৩৮৲	১৩৭৲	১৩৭৷৷০
ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক ...	২১৲		২২৲	২৩৲	—	২২৷৷০
ক্যালকাটা ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক ...	১৫৸৶০-১৫৸০		—	১৫৸৶০	—	—
বেঙ্গল সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক ...	—		১৩৷৶০-১৩৷৶০	১৩৷৷০	১৩৷৷/০	১৩৷৷/০-১৩৷৶০
কুমিল্লা ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন ...	১৪৲		১৪৷৷০	১৪৷৷০	১৪৷৷০	১৪৷৷০
মহালক্ষ্মী ব্যাঙ্ক ...	১০৲		১০৲	—	—	—
নিউ ষ্ট্যাণ্ডার্ড ব্যাঙ্ক ...	—		—	—	—	—
হিন্দুস্থান কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক ...	—		—	—	—	—
নাথ ব্যাঙ্ক ...	—		২৯৷০	—	—	—
কয়লা—বরাকর কোল্ কোং ...	৪৩৷৷০-৪২৷৶০		৪৩৷/০-৪৩৷০	৪৩৷৷০-৪৩৷/০	৪৩৷০-৪৩/০	৪৩৷৶০-৪৩৷০
তালচের " " ...	১৩৸০-১৩৷৷/০		১৩৷৷০-১৩৷৶০	১৩৷৶০-১৩৷৷০	১৩৷৷/০	১৩৸০-১৩৷৷/০
রাণীগঞ্জ " " ...	৬৩৲-৬২৷৶০		৬৩৲-৬২৸৶০	৬৫৲-৬৪৲	৬৬৷৷০-৬৫৷০	৬৭৷০-৬৬৷৶০
ইকুইটেবল " " ...	৭১৷৷/০-৭০৷৶০		৭১৷৷৶০-৭১৷৶০	৭২৲-৭১৸৶০	৭২৷৶০-৭১৸৶০	৭৩৶০-৭২৸০
সাউথ করণপুরা " ...	৩২৸৶০-৩২৷৷৶০		৩২৸৶০-৩২৷৷০	৩২৸৷০-৩২৸৶০	৩২৸০-৩২৷৷৶০	৩৩৷০-৩২৸৶০
ঝুলনবরারি ...	—		—	—	—	৩৩৶০
সেণ্ট্রাল কারকেণ্ড ...	৫১৷৷৶০		—	—	—	—
নিউ চুরুলিয়া ...	—		—	—	১৩৶০-১৩৲	—
ষ্ট্যাণ্ডার্ড ...	৪৪৸৶০		৪৫৲-৪৪৸০	৪৫৲-৪৪৷০	৪৪৷৶০-৪৪৷৶০	৪৪৷০

কুসুম ইঞ্জিনিয়ারিং কোং লিঃ

পটারী মেশিনারীর একমাত্র প্রস্তুতকারক।

পরিচালকমণ্ডলী আনন্দের সহিত ঘোষণা করিতেছেন যে, কোম্পানী ভারত সরকারের নিকট হইতে নূতন ৭,৫০,০০০৲ টাকার শেয়ার বিক্রয় করিবার অনুমতি পাইয়াছে। এতৎসম্পর্কে যথাসময়ে বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হইবে।

— সম্ভ্রান্ত এজেণ্ট আবশ্যক —

ম্যানেজিং এজেণ্টস্ :—এইচ, পি, বোস এণ্ড ব্রাদার্স লিঃ
২৫, সোয়ালো লেন : : কলিকাতা।
কারখানা—বেলঘরিয়া

হেডঅফিস বি.বি. ৪১৮ ★ স্থাপিত ১৯২৯ ★ রেজিঃ ষ্ট্রীট বি.বি.২৯৮০

প্রবর্ত্তক ব্যাঙ্ক লিমিটেড

৬২,বহুবাজার ষ্ট্রীট ★ ৮১,ক্লাইভ ষ্ট্রীট
কলিকাতা

অন্যান্য শাখা :—চট্টগ্রাম, চন্দননগর, রাজসাহী, সিরাজগঞ্জ, জলপাইগুড়ি, মৈমনসিং ও সান্তাহার।

— সুদের হার —

কারেণ্ট ১/২% সেভিং ব্যাঙ্ক ২%

বাজার চলতি শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় হয়। অন্যান্য ডিপোজিট, লোন ও ওভারড্রাফ্‌ট সম্বন্ধে পত্র লিখুন।

ম্যানেজার : শ্রী মতিলাল রায়।

খেয়ালীর খাতা

সিমলা কনফারেন্সের রাজনৈতিক খবর দিতে চাইনা। আজাদের সঙ্গে গান্ধীজীর কখন কী কথা হইতেছে, জিন্নার বৈঠকে কোন্ মুসলীম লীগ সদস্য কংগ্রেসের সঙ্গে আপোষের জন্য উদগ্রীব ছিলেন ইত্যাদি সম্পর্কে অন্যান্য সাংবাদিকেরা এত গবেষণা, কল্পনা ও স্বপ্ন রচনা করিয়া সারিয়াছেন যে, তাহার উপরে আর কোন রং ফলাইতে পারিব এমন সম্ভাবনা নাই। বিশেষ করিয়া আজাদ যে নামের তালিকা পেশ করিয়াছেন তাহা লইয়া ভবিষ্যদ্বাণীর তো আর অন্ত নাই। আমার এক ধনী আত্মীয় তিপ্পান্ন বছর বয়সে স্ত্রীর মৃত্যুর পরে দ্বিতীয় বার দার পরিগ্রহ করেন। প্রত্যহ দুপুরে বাড়ীর বাচ্চাদের তিনি বলিতেন তাঁহার পাকাচুল তুলিয়া দিতে। তিনি বাংলা মাসিক পত্রিকার মালিক ছিলেন না; পয়সা দেওয়াতে বিশ্বাস করিতেন। একশ পাকাচুল তুলিলে এক আনা। কাছাকাছি ফ্যাক্টরী ইনস্পেক্টর ছিলনা, সুতরাং বাচ্চারা প্রত্যহ লজনচুসের জন্য যথেষ্ট উপায় করিত। দুর্ভাগ্যক্রমে একদা নববিবাহিতা পত্নী ব্যাপারটা জানিতে পারিয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া ইহা বন্ধ করিতে চাহিলেন। তিনি প্রাক্‌বিবাহিত জীবনে মেয়েস্কুলের 'দিদিমণি' ছিলেন। পঞ্চাশোর্দ্ধের বরকে বিবাহ করিয়াছেন, রূপের জন্য নয়, রূপার জন্য। জানেন মাথার চুল অনিত্য, কিন্তু আনাগুলি সত্য। ভদ্রলোক সকরুণ কণ্ঠে একটু মৃদু প্রতিবাদ করিয়া কহিলেন, "কাঁচায় পাকায় মিলে মাথাটা কেমন দেখায়। তাই—।" পত্নী বাধা দিয়া কহিলেন, "তা'হলে কাঁচা কটা তুলিয়ে ফেলো। সময় লাগবে কম, পয়সা বাঁচবে অনেক।" বিভিন্ন কাগজে সম্ভবপর একসিকিউটিভ কাউন্সিলরদের নামের speculation দেখিয়া সেই ঘটনা মনে পড়িতেছে। তালিকায় কাহার নাম আছে তাহা না বলিয়া কাহার নাম নাই তাহা বলা সহজ। বিশ্বস্ত সূত্রে জানিতে পারিলাম মৌলানার লিষ্টে পি, জে, গ্রিফিথস্ সি, আই, ই, আই, সি, এস, (রিটায়ার্ড), মৌলভী মোজাম্মেল হক ও শ্রীযুক্ত বরদাপ্রসন্ন পাইনের নাম নাই!

* * *

'গুরুত্বপূর্ণ' খবরের ভার দৈনিক পত্রিকার বিশেষ সংবাদদাতা ও "সবিশেষ প্রতিনিধি"দের উর্ব্বর মস্তিষ্কেরই monopoly থাকুক। আমি একটি সাধারণ ঘটনার বিবরণ দিতেছি। কনফারেন্সের highlight নয়, sidelight। প্রথমদিন মৌলানা যখন ভাইসরয় হাউসের খোলা মাঠে ঢুকিলেন মিঃ জিন্না তাঁহাকে দেখিতে পাইলেও তখনই অন্যদিকে ফিরিয়া দাঁড়াইলেন। অবশ্য আজাদের দোভাষীর কাজ যিনি করিয়াছেন সেই পন্থজীর সঙ্গে তিনি বেশ হৃদ্যতার সঙ্গে আলাপ করিলেন। পণ্ডিত পন্থ এক সময়ে কেন্দ্রীয় পরিষদের সদস্য ছিলেন। রাজনীতি পৃথক হইলেও বিরোধী দল হিসাবে উভয়ের মধ্যে যোগাযোগ ছিল। মৌলানা আজাদ কলিকাতা হইতে বোম্বে, বোম্বে হইতে আম্বালা, আম্বালা হইতে সিমলা, এই ট্রেণ-এরোপ্লেন-মোটর যাত্রার ধকলে বেশ ক্লান্ত বোধ করিতেছিলেন। মাঠের একপ্রান্তে একটি চেয়ার ছিল। তিনি যাইয়া সেখানে বসিয়া পড়িলেন। ভাইসরয় আসিয়া অন্যান্য সদস্যদের সঙ্গে করমর্দ্দন ও কথাবার্ত্তা সুরু করিলেন। ইহাতে একটু অপ্রতিভ অবস্থা, ইংরেজীতে যাহাকে বলা যাইতে পারে ডিপ্লোমেটিক সিচুয়েশান, সৃষ্টি হইল। ভাইসরয় উপস্থিত হইলে সকলেই উঠিয়া দাঁড়াইবেন, বসিয়া থাকিবেন না ইহাই সরকারী রীতি। রাও বাহাদুর ভি, পি, মেননকে তাড়াতাড়ি মৌলানার কাছে যাইতে দেখা গেল। কিন্তু ফিস্ ফিস্ করিয়া যদি কোন ইঙ্গিত মেনন করিয়া থাকেন, তাহাতে কোন ফল হইয়াছে মনে হইল না। ইংরেজ মহিলা পরিব্রাজক ও সাহিত্যিক ফ্রেডা ষ্টার্ক ভাইসরয়ের অতিথি হিসাবে কয়েকদিন ভাইসরয় হাউসে বাস করিতেছেন। হঠাৎ দেখি তিনি মৌলানার নিকটে আসিলেন। ফ্রেডা ষ্টার্ক আরবী বলিতে পারেন। মৌলানাকে আরবীতে সম্ভাষণ জানাইলেন। একজন মহিলার সম্মুখে চেয়ারে বসিয়া থাকা চলেনা। সুতরাং আজাদ উঠিয়া দাঁড়াইয়া তাঁহার দক্ষিণ হস্ত নবপরিচিতার দিকে প্রসারিত করিলেন। পরনে সাদা ধবধবে খদ্দরের চুড়িদার পাজামা, তাহার উপর ঈষৎ হলদে ধরণের সেরোয়ানী, (সেরোয়ানীটি একটু ঢিলা ঢিলা দেখাইতেছিল। আশ্চর্য্য নয়। জেলে মৌলানা আজাদ আধমণের উপরে ওজনে কমিয়াছেন।) মাথায় কালো ফারের টুপী। সুদীর্ঘ দেহ, প্রশস্ত ললাট, বুদ্ধিদীপ্ত চক্ষু। পরে ষ্টার্কের সঙ্গে আলাপ করিয়াছি। আজাদের প্রসঙ্গও উঠিল। বলিলেন—হ্যাণ্ডসাম, সুপুরুষ। পরিহাস করিয়া বলিলাম, "You haven't fallen in love, I believe." উচ্ছ্বসিত হাস্যে মাথা দোলাইয়া বলিলেন, "Oh, I might have!"

* * *

ভারতের
ধন সম্পদ

প্রথম ৩% ভিক্টরি লোন (১৯৫৭)এ এগারো মাসেরও কম সময়ে ১১২ কোটি টাকা জমা হ'বার পর এই ঋণ গ্রহণ ১৯৪৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে বন্ধ করা হয়।

এত অল্প সময়ে এত টাকা ধার পাওয়াতে, উক্ত লোনের নিরাপত্তা ও সর্বসাধারণের গভর্নমেণ্ট লোনের উপর আস্থা প্রমাণিত হয়। প্রথম ভিক্টরি লোনের মতই সুবিধাজনক সর্তে ৩% দ্বিতীয় ভিক্টরি লোন প্রবর্তিত হোলো, যথা—প্রতি ছয় মাস অন্তর আয়কর বাদ দিয়ে সুদের টাকা আপনার কাছে পৌঁছে দেওয়া, ১৫ই অগস্ট ১৯৫৯ ও ১৫ই অগস্ট ১৯৬২র মধ্যে আপনার ন্যস্ত টাকা প্রত্যর্পণ, যথেচ্ছ পরিমাণে টাকা আমানত করবার অধিকার, আপনার টাকার নিরাপত্তা, যে কোনো সময়ে হস্তান্তর করে টাকা ফেরত পাওয়া—আপনাকে আয়কর দিতে না হ'লে কিংবা অপেক্ষাকৃত কম হারে দিতে হ'লে সুদের উপর ধার্য আয়কর ফেরত দেওয়া ইত্যাদি। ভিক্টরি লোনে টাকা খাটিয়ে যুদ্ধ প্রচেষ্টাকে সাহায্য ও মুদ্রাস্ফীতিকে লাঘব করুন। এই ঋণে আপনার টাকা সম্পূর্ণ নিরাপদ এবং এর সুদও আপনার পক্ষে লাভজনক।

আপনার ব্যাঙ্কারকে, কিংবা বোম্বাই, দিল্লী, কলিকাতা, কানপুর ও মাদ্রাজের রিজার্ভ ব্যাঙ্কে, কিংবা ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের যে কোনো শাখা অফিসে, কিংবা গভর্নমেণ্ট ট্রেজারিতে, লিখে এই ঋণে টাকা দাদন করতে পারবেন। AAA 223

আপনার সঞ্চয়
১৯৫৯—৬১র
৩%
দ্বিতীয়
ভিক্টরি লোন-এ
নিয়োগ করুন

'ফিনান্স ডিপার্টমেণ্ট, গভর্নমেণ্ট অব ইণ্ডিয়া' কর্তৃক প্রচারিত

বম্বে বেতারে বলা হইয়াছে, ১৯৪১ সাল হইতে ১৯৪৪ সাল পর্য্যন্ত বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট প্রবাসী পোলিশ গবর্ণমেণ্টকে ৪ কোটি পাউণ্ডেরও বেশী অর্থ সাহায্য করিয়াছেন। ইহা ছাড়াও বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট পোলিশ বাহিনীর খরচ বহন করিয়াছেন।

* * *

আসাম প্রাদেশিক জমিয়ৎ-উল-উলেমার পক্ষ হইতে মৌলবী আবদুল হালিম রাষ্ট্রপতি আজাদের নিকট এক তার প্রেরণ করিয়া জানাইয়াছেন, বিগত সাধারণ নির্ব্বাচনে মুসলিম লীগ ব্যবস্থা পরিষদে মাত্র ৪ জন প্রার্থী প্রেরণ করিতে পারিয়াছে। আসামে লীগের কিছুমাত্র প্রভাব নাই।

* * *

সম্প্রতি আইরিশ ডেইলে প্রধানমন্ত্রী মিঃ ডি ভ্যালেরা ঘোষণা করিয়াছেন, "আয়ার একটি প্রজাতন্ত্র।" মিঃ ডি ভ্যালেরা আয়ারকে প্রজাতন্ত্র বলিয়া এই প্রথম সরাসরি ঘোষণা করিলেন। ফলে বৃটিশ কমনওয়েলথের অন্যান্য দেশের সহিত এখন আয়ারের সম্পর্ক কিরূপ দাঁড়াইবে তাহা নিয়মতান্ত্রিক বিশেষজ্ঞদের বিবেচ্য বিষয়। এতদিন রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ সর্ব্ব ব্যাপারে ইংলণ্ডের রাজাকে বাদ দেওয়া হইলেও পররাষ্ট্রীয় ব্যাপার সম্পর্কিত বিধানাবলীতে বৃটিশ কমনওয়েলথের সহিত সম্পর্ক ও রাজার প্রতি একটা আনুগত্য দেখা গিয়াছে। সেই আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতিটুকুও আয়ার এবার সম্পূর্ণভাবে বর্জ্জন করিতে চাহিতেছে কি ?

* * *

তুরস্কের রাজ্যখণ্ড লইবার জন্য রুশিয়ার দাবীর সমর্থনে তুর্ক-বুলগার সীমান্তে লালফৌজের সমাবেশ হইতেছে, এই মর্ম্মে প্যারিস বেতারে প্রচারিত এক সংবাদ ইস্তাম্বুলের সংবাদপত্রগুলি আতঙ্কময় শিরোনামা দিয়া প্রকাশ করেন। উক্ত সংবাদে বলা হইয়াছে, তুরস্কের পূর্ব্বদিকস্থ কার্স ও আর্ত্তাডিন অঞ্চল আপোষে ছাড়িয়া না দিলে রুশিয়া উহা বলপূর্ব্বক অধিকার করিবে। এই বিষয়ে আনকারা কিন্তু এখনও নীরব রহিয়াছে।

* * *

তুর্কী প্রধান মন্ত্রীর আসন্ন লণ্ডন আগমন সম্পর্কে লণ্ডনের রাজনৈতিক মহলে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হইতেছে। প্রকাশ, আরব লীগের প্রতি তুরস্কের মনোভাব সহানুভূতিশীল করার জন্য রুশদের বিরুদ্ধে বৃটিশ পক্ষ তুরস্ককে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিতে পারে। এ যাবৎ তুরস্ক আরব লীগ গঠন সম্পর্কে স্পষ্টভাবে কোন মতামত প্রকাশ করে নাই এবং পূর্ব্বাপর নিরপেক্ষ রহিয়াছে। সানফ্রান্সিস্কো সম্মেলনে আরব লীগ বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থেরই সৃষ্টি এরূপ কথা প্রকাশ্যে আলোচিত হইয়াছে বলিয়াও সংবাদ আসিয়াছিল। সে যাহাই হউক, লণ্ডনের কর্ত্তৃপক্ষ আশা রাখেন, তাঁহারা তুরস্ককে অন্ততঃ এই কথাটা বুঝাইতে সমর্থ হইবেন যে, বৃটেন ও তুরস্কের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা থাকিলে তাহা মধ্যপ্রাচ্যে সোভিয়েট প্রভাবের বিরুদ্ধে একটি বড় রকমের রক্ষা-কবচ হইবে।

* * *

বিখ্যাত মার্কিন লেখক এডগার স্নো তাঁহার নব-প্রকাশিত পুস্তকে দৃঢ়ভাবে বলিয়াছেন, ঘটনা পরম্পরায় রুশিয়া জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হইবে ইহা সুনিশ্চিত। তাঁহার অভিমতে, রুশিয়া যদি চীনা কমিউনিষ্ট গবর্ণমেণ্টকে সমর্থনের জন্য আক্রমণাত্মক নীতি অবলম্বন করে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যদি কমিউনিষ্টদের ঘোর শত্রু চিয়াং কাইশেক ও কুওমিণ্টাং পার্টিকে সমর্থন করিতে থাকে, তাহা হইলে এক গুরুতর অবস্থার উদ্ভব হইবে।

* * *

গ্রীক জাতীয় মুক্তি ফ্রণ্ট বিশ্বের জনসাধারণের নিকট আবেদন জানাইয়াছে, ফ্যাসিষ্টপন্থী কুইসলিং ও প্রাক্তন জার্ম্মান সহযোগীরা গ্রীসের শাসন ব্যাপারে প্রভুত্ব করিতেছে। প্রতিরোধ-আন্দোলনের টুঁটি চাপিয়া মারা হইতেছে। এলাসের ৬০ হাজার লোককে শাস্তিদান, কারাদণ্ডিত, নির্য্যাতিত ও নিহত করা হইয়াছে। গ্রীসে গণতান্ত্রিক গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠার জন্য আবেদন জানাইয়া এই সম্পর্কে লণ্ডনে এক বিবৃতি প্রকাশ করা হইয়াছে।

* * *

বহিরাগতদের জমি বিলি সম্পর্কিত প্রশ্নে আসামের মন্ত্রিসভা এক সঙ্কটের সম্মুখীন হইয়াছেন বলিয়া সংবাদ আসিয়াছে। প্রতিশ্রুতি ভঙ্গকারী সাদুল্লা-মন্ত্রিত্ব আর কতদিন টিকিবে ?

"জাতীয় ব্যবসায়িক প্রচেষ্টার সাহায্যে"

ব্যাঙ্কের সহযোগিতার পরিমাপের উপর দেশের শিল্পোন্নতি বহুল পরিমাণে নির্ভরশীল হইয়া থাকে, কাঁচা মাল সংগ্রহ হইতে শিল্পদ্রব্য উৎপাদন, বাণিজ্যের ব্যাপক প্রথা।—প্রত্যেক ক্ষেত্রেই ব্যাঙ্কের সাহায্য অত্যাবশ্যক।

ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক প্রত্যেক নির্ভরযোগ্য ব্যবসায়িক প্রচেষ্টায় সাহায্য করিতে প্রস্তুত আছে।

পৃথিবীর সর্ব্বত্র ব্যাঙ্কের এজেন্ট রহিয়াছে।

বিক্রীত মূলধন	৪ কোটী টাকা
আদায়ীকৃত মূলধন	২ কোটী টাকা
মজুত তহবিল	৭৷৷ লক্ষ টাকা

জি, ডি, বিড়লা—চেয়ারম্যান

দি

ইউনাইটেড কমার্শিয়াল

ব্যাঙ্ক লিমিটেড

জেনারেল ম্যানেজার—বি, টি, ঠাকুর

২নং রয়েল এক্সচেঞ্জ প্লেস : কলিকাতা।

আমাদের একশো বছর আগে

● ১৮২০ সালে জন্মেছিলেন ফ্লোরেন্স্ নাইটিঙ্গেল্। রোগী ও আহতের সেবায় জীবন উৎসর্গ করে তিনি সেবাব্রতের উজ্জ্বল আদর্শ স্থাপন করে গেছেন।

● আমাদের সুরু হয়েছিলো ১৯২০ সালে। তারপর থেকে রোগের চিকিৎসায় এবং রোগীর শুশ্রূষায় প্রয়োজনীয় রবারের জিনিষ আমরা তৈরী করে আস্‌ছি।

আমাদের তৈরী

রবার ক্লথ, হট্‌ওয়াটার ব্যাগ, আইস্ ব্যাগ, হাওয়া বালিশ ও বিছানা, এয়ার রিং, এয়ার কুশন, ডাক্তারী দস্তানা ইত্যাদি।

বেঙ্গল ওয়াটারপ্রুফ ওয়ার্কস্ (১৯৪০) লিমিটেড

কলিকাতা নাগপুর বোম্বাই

রাজনৈতিক প্রসঙ্গ

ওয়াভেল প্রস্তাবের ভিত্তিতে সিমলা সম্মেলন ভাঙিয়া গিয়াছে। অন্যান্য সকল দলের অকপট আগ্রহ ও সম্মতি থাকা সত্ত্বেও কেবল মুসলিম লীগের অনমনীয় জেদই ভারতের অচল অবস্থা অবসানের পথ রোধ করিয়া রহিল।

* * *

মুসলিম লীগের দুইটি দাবীই অসঙ্গত ও অযৌক্তিক। এই প্রসঙ্গে মুসলিম দাবীর প্রতি অত্যধিক অবহিত বলিয়া সুবিদিত শ্রীযুক্ত রাজাগোপালাচারীর অভিমত নানা কারণেই সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। রাজাজী বলিয়াছেন, "মিঃ জিন্না দুইটি জটিল ও গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন তুলিয়াছেন। একটি হইতেছে পাকিস্থানের প্রশ্ন। দ্বিতীয় প্রশ্নটি হইতেছে, মুসলিম লীগের ভারতের আপামর মুসলমান জনসাধারণের প্রতিনিধিত্ব করার দাবী। কিন্তু যুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত সাময়িকভাবে একটা মিটমাট করিয়া মধ্যবর্ত্তী সময়ের জন্য শাসন পরিষদ গঠন করিতে হইলে আপাততঃ এই দুইটি সমস্যাকেই অনির্দ্ধারিত রাখিতে হইবে। নূতন শাসনতন্ত্র রচনার কাজে যখন হাত দেওয়া হইবে কেবল তখনই পাকিস্থান প্রশ্নের মীমাংসা হইতে পারে। আর ভারতের সমস্ত মুসলমানের প্রতিনিধিত্ব করার যে দাবী লীগ তুলিয়াছে আগামী সাধারণ নির্ব্বাচনে যদি উহার যথার্থতা সে প্রমাণিত করিতে পারে, তাহা হইলেই তাহার দাবী স্বীকার করা যাইতে পারে। নির্ব্বাচনের পূর্ব্বেই লীগ কেন যে তাহার এই দাবী স্বীকার করাইয়া লইবার জন্য চাপ দিতেছে তাহা সকলেই বুঝিতে পারিতেছে। বর্ত্তমানের অবস্থা বিবেচনা করিলে দেখা যায়, লীগের দাবীর পিছনে রহিয়াছে শুধুই কল্পনা।... মুসলিম লীগকে এখন তাহার পথ বাছিয়া লইতে হইবে। লীগ যদি এবারও দূরে দাঁড়াইয়া থাকে তাহা হইলে বিশ্ববাসীর নিকট তাহার আচরণে যৌক্তিকতা প্রমাণ করা তাহার পক্ষে কষ্টসাধ্য হইবে।"

* * *

শ্রীযুক্ত শ্রীনিবাস শাস্ত্রী এক বিবৃতি প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, "মিঃ জিন্না মীমাংসাবিমুখতা ও বাধাদানের নীতি দ্বারা শক্তি সঞ্চয় করিয়াছেন। তিনি যদি দেশের প্রগতিতে সাহায্য করিতে না চাহেন, তবে তিনি এই মনোভাব পরিবর্ত্তন করিতে পারেন না।...সহযোগিতার ব্যাপারে কংগ্রেস যে সাহসিকতা ও উদারতা প্রদর্শন করিয়াছে, তাহা অতুলনীয়।"

* * *

সিমলার এক নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা গিয়াছে বলিয়া প্রকাশ যে, কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদের নির্ব্বাচন ১৯৪৬ সাল পর্য্যন্ত স্থগিত রাখা হইবে।

* * *

সিমলা সম্মেলনে ইউরোপীয়ান সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি স্যার হেনরী রিচার্ডসন একটি বিবৃতি প্রচার করিয়া জানাইয়াছেন, লর্ড ওয়াভেলের নিকট তিনি কোন নামের তালিকা পেশ করিতেছেন না। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে, ভারতবর্ষের গঠনতন্ত্র প্রণয়নের কার্য্য কেবলমাত্র ভারতীয় জনসাধারণ কর্ত্তৃক সাধিত হইতে পারে বলিয়া ১৯৪২ সালের ক্রীপস্ প্রস্তাবে যে বিবৃতি দেওয়া হইয়াছে, ইউরোপীয়ান সম্প্রদায় তাহা স্বীকার করিয়া লইয়াছেন।

* * *

আমেরিকার ইউনাইটেড প্রেসের সংবাদদাতা জানাইয়াছেন, সিমলা সম্মেলন ও ওয়াভেল প্রস্তাব সম্পর্কে যাহা কিছুই ঘটুক না কেন, মিঃ জিন্না ইঙ্গ-মার্কিন জনসাধারণের নিকট লীগের উদ্দেশ্য প্রচার করার জন্য শীঘ্রই লণ্ডন ও আমেরিকা ভ্রমণে যাইবেন। বিশিষ্ট লীগ নেতাদের এক ডেপুটেশন ইংলণ্ড ও আমেরিকায় পাঠাইবার সুবিধা করিয়া দিবার জন্য লীগ বহু পূর্ব্ব হইতেই ভারত সরকারকে অনুরোধ করিতেছেন।

* * *

গত ডিসেম্বর মাসে নরেন্দ্রমণ্ডলের ষ্ট্যাণ্ডিং কমিটির সদস্যগণ পদত্যাগ করার পর হইতে নরেন্দ্রমণ্ডল ও রাজপ্রতিনিধির মধ্যে যে অচল অবস্থা বিদ্যমান ছিল তাহার অবসান হইয়াছে। গত ১০ই জুলাই বোম্বাই-এ রাজন্যবর্গের স্পেশাল কমিটির সভায় নরেন্দ্রমণ্ডলের স্বাভাবিক কার্য্য পরিচালন ব্যবস্থা পুনরায় ফিরাইয়া আনিবার জন্য ব্যবস্থা অবলম্বনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

* * *

সানফ্রান্সিস্কো সম্মেলনে মার্কিন প্রতিনিধিদলের প্রধান রিপাব্লিকান সদস্য আর্থার ভাণ্ডেনবের্গ সেনেটের পররাষ্ট্র কমিটিতে এক বিবৃতি দিয়া বলেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যে কোন সময় খুসীমত সম্মিলিত রাষ্ট্রপুঞ্জ প্রতিষ্ঠান হইতে বাহির হইয়া আসিতে পারিবে।

* * *

গত ৯ই জুলাই ফরাসী মন্ত্রিসভার বিশেষ অধিবেশন শেষ হইলে ঘোষণা করা হয়, ফরাসী জাতি গণভোট দ্বারা একটি জাতীয় গণপরিষদ গঠন করিবে এবং উক্ত গণপরিষদ একটি নূতন শাসনতন্ত্র রচনা করিয়া মতামতের জন্য উহা পেশ করিবে। বামপন্থী ও প্রতিরোধপন্থীদল একটি পরিষদ চাহিতেছেন, কিন্তু র‍্যাডিক্যালরা দুইটি পরিষদের পক্ষপাতী। জেনারেল ডি গল এই শেষোক্ত পক্ষ সমর্থন করিতেছেন। র‍্যাডিক্যালরা ১৮৭৫ সালের শাসনতন্ত্র সংস্কার করিতে চাহে, বিরোধী দল সম্পূর্ণ নূতন শাসনতন্ত্র রচনার পক্ষপাতী।

* * *

শুধু "জীবন" নয়

যে কোন প্রকার বীমা, যথা—

"লাইফ", "ফায়ার", "মেরিণ"

"এক্সিডেণ্ট", "মোটরগাড়ী"—

ইত্যাদি সর্বপ্রকার বীমার জন্য প্রগতিশীল প্রতিষ্ঠান হচ্ছে—

হাওড়া ইন্সিওরেন্স কোং, লিঃ

চেয়ারম্যান : কর্মবীর আলামোহন দাশ

৩০নং ষ্ট্র্যাণ্ড রোড্ ঃঃ কলিকাতা। ফোন—কলিঃ ৭৭৫

সিটিজেন্স অব ইণ্ডিয়া

মিউচুয়াল ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ

ফোন ঃ বি, বি ৩১৫৮
গ্রাম—সিটিজেন্স

ইহা একমাত্র পলিসী-হোল্ডারগণের প্রতিষ্ঠান ইহাতে বীমা করিয়া অধিকতর লাভবান হউন

হেড অফিস—ভরতপুর

প্রধান অফিস—

১৭৭-এ, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা

জেনারেল ম্যানেজার : মিঃ পি, এস, নারায়ণ

ম্যানেজার : মিঃ বি, বি, মজুমদার বি-এ, এল-এল-বি

সেক্রেটারী : মিঃ এইচ চক্রবর্ত্তী বি-এল

দের দ্বারা গঠিত একটী প্রতিষ্ঠানের মারফতে বাঙ্গলার সর্ব্বসাধারণ যাহাতে নির্দ্দিষ্ট মূল্য দিয়া উহাদের প্রয়োজনীয় আহার্য্য, পরিচ্ছদ ও ঔষধ সংগ্রহ করিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। তৃতীয়তঃ বাঙ্গলার যে সমস্ত কৃষক পাট প্রভৃতি অর্থকরী ফসল উৎপাদন করে তাহারা যাহাতে নিজেদের উৎপাদিত দ্রব্য-সামগ্রী ন্যায্য মূল্যে বিক্রয় করিতে পারে ও বাঙ্গলার বেকার ব্যক্তিগণের যাহাতে কর্ম্ম সংস্থান হয় তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে এবং দেশে যে সব ভূমিহীন কৃষক ও মজুর রহিয়াছে এবং যাহারা বার্দ্ধক্য ও রোগের ফলে কর্ম্মক্ষমতা হারাইয়াছে তাহাদিগকে আপাততঃ কিছু দিন পর্য্যন্ত সরকার হইতে অর্থ সাহায্য করিয়া বাঁচাইয়া রাখিতে হইবে। মোটের উপর বর্ত্তমানে (১) উৎপাদন ও আমদানীর মারফতে জীবন ধারণের পক্ষে অপরিহার্য্য অধিকতর দ্রব্য-সামগ্রীর জোগান, (২) এই সব জিনিষ প্রয়োজনানুরূপভাবে দেশবাসীর মধ্যে বণ্টন এবং (৩) প্রত্যেক পরিবারের অপরিহার্য্য ব্যয় ও আয়ের সামঞ্জস্য বিধান—এই তিনটীই বাঙ্গলার মূল সমস্যা। দেশে যদি সকল দলের সমর্থিত একটী শাসনযন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এই শাসনযন্ত্র যদি ঐকান্তিকভাবে বাঙ্গলার দুর্দ্দশা অপনোদনে অগ্রসর হন তবে অনতিবিলম্বে বাঙ্গলার অবস্থার যে উল্লেখযোগ্য উন্নতি ঘটিবে তাহা আমরা সম্পূর্ণভাবে বিশ্বাস করি।

প্রথমতঃ জনসাধারণের জীবন ধারণের পক্ষে অপরিহার্য্য দ্রব্যসামগ্রীর জোগানের কথা ধরা যা'ক। চা'লের ব্যাপারে বাঙ্গলাদেশ পরনির্ভরশীল একথা সত্য। কিন্তু এই ব্যাপারে বাঙ্গলার পরনির্ভরশীলতা খুব বেশী নহে। বর্ত্তমান যুদ্ধের সূত্রপাত হইতে বাঙ্গলায় যদি পাট ও খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয় না এরূপ অন্যান্য ফসলের (Non-food crops) চাষ কমাইয়া দেওয়া হইত, স্থানে স্থানে খাল কাটাইয়া বাঙ্গলায় ধানের উৎপাদন বৃদ্ধি করা হইত, বাঁধ নির্ম্মাণ করিয়া বন্যা হইতে ফসল রক্ষা করা হইত এবং বাঙ্গলাদেশ হইতে বাঙ্গলার বাহিরে চা'ল রপ্তানী বন্ধ করিয়া দেওয়া হইত তাহা হইলে এই যুদ্ধের সময়ে বাঙ্গলায় চা'লের অভাব ঘটিত না। কাপড়ের ব্যাপারে বাঙ্গলা অধিকতর পরনির্ভরশীল সন্দেহ নাই। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট ইচ্ছা করিলে বহু পূর্ব্বেই বাঙ্গলার কাপড়ের কলগুলিকে নানাভাবে সাহায্য করিয়া বাঙ্গলায় অধিকতর পরিমাণে কাপড় উৎপাদনের ব্যবস্থা করিতে পারিতেন এবং ভারতের অন্যান্য প্রদেশ হইতে বাঙ্গলায় পর্য্যাপ্ত পরিমাণে কাপড় আমদানী করিতে পারিতেন। যুদ্ধের প্রথম হইতে গবর্ণমেণ্টের উপযুক্তরূপ সাহায্য পাইলে বাঙ্গলার প্রয়োজনীয় লবণ বাঙ্গলাতেই উৎপন্ন হইতে পারিত। জনসাধারণ যাহাতে তৈল, কেরোসিন, ঔষধ ইত্যাদির অভাবে বিপন্ন না হয় তদুপযুক্ত কর্ম্মপন্থা অবলম্বনও বাঙ্গলা সরকারের শক্তির অতীত ছিল না। কিন্তু কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টে যে সমস্ত ব্যক্তির উপর এই দায়িত্ব অর্পিত ছিল তাঁহারা এই দায়িত্ব পালনে অগ্রসর হন নাই। এই দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন করিতে হইলে বিদেশী কায়েমী স্বার্থবিশিষ্ট ব্যক্তিদের সহিত অনিবার্য্য সংঘর্ষ উপস্থিত হইত—এই সংঘর্ষে লিপ্ত হইবার মতও উহাদের কোন সাহস ছিল না। উহার ফলেই বাঙ্গলার অধিবাসীদের প্রয়োজনীয় দ্রব্য-সামগ্রীর জোগান দেওয়ার ব্যবস্থা সম্ভবপর হয় নাই। দ্বিতীয় সমস্যা হইতেছে দেশে পণ্যদ্রব্যের উপযুক্তরূপ বণ্টনের ব্যবস্থা। একথা নূতন করিয়া বলিবার আবশ্যকতা নাই যে, বাঙ্গলার অধিবাসীদের দুরবস্থার একটী মূল কারণ হইতেছে গবর্ণমেণ্ট অনুসৃত বণ্টন ব্যবস্থার গলদ। এই বণ্টন ব্যবস্থায় উচ্চনীচ সকল শ্রেণীর রাজকর্ম্মচারীদের ঘুষ গ্রহণ করিবার সুযোগ হইয়াছে—জনসাধারণের উহাতে প্রায় কোনই সুবিধা হয় নাই। বণ্টন ব্যবস্থা সাফল্যমণ্ডিত করিতে হইলে যাহাদের উপর বণ্টনের ভার পড়িবে তাহাদের যোগ্যতা, কর্ত্তব্যপরায়ণতা ও সততাসম্পন্ন হইতে হইবে। বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্টের কোন স্তরে এরূপ যোগ্যতা, কর্ত্তব্যপরায়ণতা ও সততা নাই। তৃতীয় সমস্যা জনসাধারণের ব্যয়ের অনুপাতে আয়ের ব্যবস্থা করা। লোকের আয় বৃদ্ধি অথবা/এবং ব্যয় সঙ্কোচ দ্বারা এই উদ্দেশ্যসিদ্ধি করা যাইতে পারে। কৃষি ও শিল্পের মারফতে অধিকতর পণ্যদ্রব্যের উৎপাদন, পাট প্রভৃতি পণ্যদ্রব্যের উপযুক্তরূপ মূল্য নির্দ্ধারণ, বেকারের কর্ম্মসংস্থান দ্বারা লোকের আয় বৃদ্ধি ঘটিতে পারে এবং জীবনধারণের পক্ষে অপরিহার্য্য দ্রব্যসামগ্রীর মূল্য হ্রাস দ্বারা লোকের ব্যয় সংক্ষেপ করা যাইতে পারে। কিন্তু উৎপাদন বৃদ্ধি, উপযুক্ত মূল্য নির্দ্ধারণ বা বেকারের কর্ম্মসংস্থানের দিক দিয়া আজ পর্য্যন্ত এদেশের গবর্ণমেণ্ট কোন কার্য্যকরী ব্যবস্থা করেন নাই। এই বিষয়ে একটী মাত্র দৃষ্টান্ত দিলেই অবস্থা হৃদয়ঙ্গম করা যাইতে পারে। বর্ত্তমানে চটের যে মূল্য নির্দ্ধারিত রহিয়াছে তাহাতে পাটের দর যদি প্রতি মণ ৩০৲ টাকা নির্দ্ধারিত করা যায় তাহা হইলেও চটকলওয়ালারা প্রভূত পরিমাণে লাভ করিতে পারে। কিন্তু শ্বেতাঙ্গ চটকলওয়ালাদের স্বার্থের খাতিরে পাটের মণ ৯।১০ টাকায় নির্দ্ধারিত করিয়া রাখা হইয়াছে। গত বৎসর বাঙ্গলায় প্রায় ২৪ কোটী মণ পাট উৎপন্ন হইয়াছে এবং উহার জন্য কৃষকগণ গড়পড়তায় দশ টাকা মণ হিসাবে ২৫ কোটী টাকার মত পাইয়াছে। এই পাটের যদি উপযুক্তরূপ মূল্য নির্দ্ধারিত হইত তাহা হইলে কৃষকগণ প্রতি মণে আরও ২০ টাকা বেশী পাইত এবং সমগ্র পাট চাষীর আয় আরও ৫০ কোটী টাকা বাড়িত। উহার ফলে বাঙ্গলার লক্ষ লক্ষ লোক অনশন অর্দ্ধাশন হইতে রক্ষা পাইত। কিন্তু দেশে জনসাধারণের স্বার্থের প্রতিভূস্থানীয় কোন গবর্ণমেণ্ট না থাকাতে এবং বাঙ্গলার মন্ত্রিবর্গ নিজেদের চাকুরী বজায় রাখিবার জন্য ইউরোপীয় সদস্যদের সমর্থনের উপর নির্ভরশীল হওয়াতে তাহা সম্ভবপর হয় নাই।

সিমলা বৈঠকের ফলে কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টে যদি যোগ্য, কর্ত্তব্যপরায়ণ ও সততাসম্পন্ন ব্যক্তিগণের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় এবং বাঙ্গলায় যদি ইউরোপীয় দলের অনুগ্রহপুষ্ট মন্ত্রিমণ্ডলের অবসান ঘটিয়া দেশের হিন্দু-মুসলমানের নির্ব্বাচিত সদস্যদের সমর্থিত শক্তিশালী ও কর্ত্তব্যপরায়ণ মন্ত্রিমণ্ডল প্রতিষ্ঠিত হয় তাহা হইলে অনতিবিলম্বে দেশে জনসাধারণের প্রয়োজনীয় দ্রব্য-সামগ্রীর জোগান বাড়িবে, এই সব দ্রব্য-সামগ্রী উপযুক্তভাবে দেশবাসীর মধ্যে বণ্টনের ব্যবস্থা হইবে এবং প্রত্যেক ব্যক্তিই যাহাতে জীবনধারণের উপযোগী দ্রব্য-সামগ্রী সংগ্রহ করিতে পারে তদনুরূপভাবে তাহার অর্থসঙ্গতির ব্যবস্থা হইবে। এই কারণেই আদর্শস্থানীয় না হইলেও লর্ড ওয়াভেলের প্রস্তাব সমর্থন করিয়া আমরা সিমলা বৈঠকের সাফল্য কামনা করিতেছি। যাঁহারা ব্যক্তিগণ জেদ ও প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার মোহে এই সম্মেলনকে পণ্ড করিবার চেষ্টা করিতেছেন তাঁহারা বাঙ্গলার ৬ কোটী নিরন্ন ও রোগগ্রস্ত ব্যক্তির চূড়ান্তরূপ শত্রুতাই করিতেছেন—একথা আমরা অসঙ্কোচে বলিতে পারি।

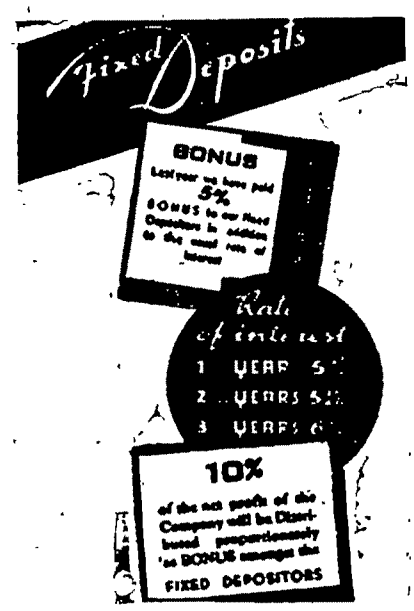

THE INVESTORS LTD.

SIX CROSS STREET
CALCUTTA

কোথায় টাকা রাখিবেন?

বেঙ্গল মেট্রোপলিটন

ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস :—৩, মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড, কলিকাতা।

মাণিকগঞ্জ ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ব্যাঙ্ক

লিমিটেড

হেড অফিস : ১০৭, ওল্ড চীনাবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা
ব্রাঞ্চ :—মেদিনীপুর।

বাড়ী ভাড়া আদায়ের কাজ গ্রহণ করা হয়, খরচা সামান্য মাত্র, বাড়ীর মালিকগণ এই ব্যাঙ্কএর সহিত যোগাযোগ স্থাপন করুন।

সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।
পাটনা এবং অন্যান্য শাখা শীঘ্রই খোলা হইবে।
এস, এম, চক্রবর্ত্তী—ম্যানেজিং ডাইরেক্টর

সিমলা বৈঠক ও বাঙ্গলার সমস্যা

সিমলা বৈঠকের শেষ পরিণতি কি ঘটিবে বর্ত্তমান প্রবন্ধ লেখার সময় পর্য্যন্ত তাহা বলিবার মত সঠিকভাবে কিছু জানা যায় নাই। মুসলীম লীগ ছাড়া বৈঠকে নিমন্ত্রিত অন্য সমস্ত দলের সদস্যগণ বড়লাট লর্ড ওয়াভেলের প্রস্তাবিত শাসন সংস্কার মানিয়া লইয়া নিজ নিজ দলের মনোনীত সদস্য দলের নামের তালিকা বড়লাট সকাশে প্রেরণ করিয়াছেন। মুসলীম লীগ বড়লাটের প্রস্তাবিত শাসন সংস্কারের প্রস্তাব সমর্থন করিলেও বড়লাটের প্রস্তাবিত নূতন শাসন পরিষদের সব কয়টী পদ লীগের মনোনীত সদস্যদের মধ্য হইতে গ্রহণ করিতে বলিয়া দাবী করিয়াছেন এবং এই দাবী গৃহীত না হওয়াতে লীগের তরফ হইতে আজ পর্য্যন্ত কোন নামের তালিকা পেশ হয় নাই। অনেকে বলিতেছেন যে, শেষ পর্য্যন্ত লীগ যদি নূতন প্রস্তাবের ভিত্তিতে দেশের শাসনকার্য্যে লর্ড ওয়াভেলের সহিত সহযোগিতা না করেন তাহা হইলে বড়লাট লীগকে বাদ দিয়াই নূতন পরিষদ গঠন করিবেন। অন্য দিকে সংবাদ প্রকাশিত হইতেছে যে, বৃটীশ মন্ত্রিসভা লীগকে বাদ দিয়া নূতন কোন শাসন পরিষদ গঠনের বিরোধী। যদি শেষ সংবাদ সত্য হয় তাহা হইলে সিমলা বৈঠক ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হইবে। 'আর্থিক জগতের' বর্ত্তমান সংখ্যা পাঠকবর্গের হস্তগত হইবার পূর্ব্বেই এই বিষয়ে উহারা অধিকতর নির্ভরযোগ্য সংবাদ জানিতে পারিবেন আশা করা যায়।

এই বৈঠক যদি শেষ পর্য্যন্ত ব্যর্থ হয় তাহা হইলে উহা বাঙ্গলাদেশের পক্ষে নিতান্ত দুঃখের কারণ ঘটিবে। বর্ত্তমান যুদ্ধে বাঙ্গলাদেশ যে প্রকার ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে, ভারতের অন্য কোন প্রদেশ এমন কি মিত্রপক্ষীয় যুদ্ধরত কোন দেশ এরূপ অধিক ক্ষতিগ্রস্ত হয় নাই। যুদ্ধের প্রতিক্রিয়ায় বাঙ্গলায় দুর্ভিক্ষের ফলে ৩৫ লক্ষ লোক অনশনে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে এবং আরও অন্ততঃ ২৫ লক্ষ লোক অর্দ্ধাশন ও তজ্জনিত রোগে ভবলীলা সাঙ্গ করিয়াছে। বর্ত্তমানেও বাঙ্গলাদেশে জীবন ধারণের পক্ষে অপরিহার্য্য চা'ল, নূন, তৈল, কাপড়, কেরোসিন, ঔষধ ইত্যাদি এত অধিক মূল্যে বিক্রয় হইতেছে যাহা সংগ্রহ করিবার মত অর্থসঙ্গতি বাঙ্গলার অধিকাংশ ব্যক্তির নাই। ফলে যাহারা বাঁচিয়া আছে তাহারাও তিল তিল করিয়া মৃত্যুর দ্বারে উপনীত হইতেছে। স্বভাবতঃই বাঙ্গলার এই পরিস্থিতি সিমলা বৈঠকে উপস্থিত নেতৃবৃন্দের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে এবং জাতীয় গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হইলে বাঙ্গলার এই শোচনীয় অবস্থার প্রতিকার যে উহার প্রথম ও প্রধান কর্ত্তব্য হইবে তাহা হিন্দু-মুসলমান নির্ব্বিশেষে একাধিক নেতা স্পষ্টাক্ষরে ঘোষণা করিয়াছেন।

একথা বলাই বাহুল্য যে, বাঙ্গলাদেশের অধিবাসীর জীবন ধারণের জন্য যে পরিমাণ আহার্য্য দ্রব্য, পরিচ্ছদ, ঔষধ ইত্যাদির প্রয়োজন বাঙ্গলায় যদি তাহার জোগান হয়, এই আহার্য্য, পরিচ্ছদ ইত্যাদি যদি সর্ব্বসাধারণের মধ্যে প্রয়োজনানুরূপ ভাবে বণ্টিত করিবার সুব্যবস্থা হয় এবং বাঙ্গলার সর্ব্বশ্রেণীর লোক যাহাতে উহাদের প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী ক্রয় করিতে পারে তদনুরূপভাবে যদি তাহাদের অর্থসঙ্গতির ব্যবস্থা করা যায় তাহা হইলেই আপাততঃ বাঙ্গলা দেশ রক্ষা পাইতে পারে। এই কাজের জন্য বাঙ্গলায় অধিকতর পরিমাণে আহার্য্য, পরিচ্ছদ ইত্যাদির উৎপাদন ও যাহা বাঙ্গলায় উৎপন্ন হওয়া সম্ভবপর নহে তাহা বাঙ্গলার বাহির হইতে আমদানীর ব্যবস্থা করিয়া বাঙ্গলায় এই সব জিনিষের চাহিদা ও জোগানের সামঞ্জস্য বিধান করিতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ বাঙ্গলায় অভিজ্ঞ, কার্য্যদক্ষ ও সততাসম্পন্ন ব্যক্তি-

গত ১৯শে জুন কনট সার্কাসে
নয়া দিল্লী শাখা খোলা হইয়াছে।
—অন্যান্য শাখাসমূহ—
বড়বাজার, বহুবাজার, কালীঘাট, শ্যামবাজার,
ল্যান্সডাউন রোড, খিদিরপুর, কলেজ ষ্ট্রীট,
ডায়মণ্ডহারবার, বেহালা, বাটানগর, বজবজ,
ঘাটশিলা, মধুপুর, সিলেট, কারসিয়ং, মেদিনীপুর,
বিষ্ণুপুর, শিলিগুড়ি ও দিল্লী।
সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়
শ্রী ব্যাঙ্ক লিঃ
৩-১, ব্যাংকশাল ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ইউনাইটেড ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল
ব্যাঙ্ক লিমিটেড
স্থাপিত ১৯৪০
সিডিউলভুক্ত ব্যাঙ্ক
চেয়ারম্যান—শ্রীযুক্ত যদুনাথ রায়
সুবিধাজনক সর্ত্তে সাধারণ ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত
যাবতীয় কাজ করা হয়।
হেড অফিস—
৭, ওয়েলেসলী প্লেস, কলিকাতা
শাখাসমূহ—
বড়বাজার, শ্যামবাজার, হাটখোলা (কলিকাতা),
ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, চাঁদপুর ও ময়মনসিংহ।
পে-অফিস : মিরকাদিম
জেনারেল ম্যানেজার :
এ চ্যাটার্জ্জি, বি-কম, সি-এ, আই, আই, বি

গত ১৪ বৎসরে কোম্পানীর
ক্রমোন্নতির পরিচয়
চলতি বীমার পরিমাণ ৩১-১২-৪৪ তারিখে
৫,০৭,৯৪,০০০৲ টাকার উপর
মোট সম্পত্তির পরিমাণ ৫৬,৩১,০০০৲ টাকার উপর
বীমা তহবিল ৫১,৮০,০০০৲ ,, ,,
দাবী মেটানোর মোট পরিমাণ ১৪,৫৬,০০০৲ ,, ,,
১৯৪৪ সনে নূতন কাজের পরিমাণ—
২,১৩,৫২,৮২৫৲ টাকা
দি
মেট্রোপলিটন ইন্সিওরেন্স কোং
লিমিটেড
হেড অফিস :—
"দি মেট্রোপলিটন ইন্সিওরেন্স হাউস্"
কলিকাতা।

যুক্ত সংখ্যক আসন রাখা হয় না। এজন্য বহু সময়ে যাত্রিগণকে দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত দাঁড়াইয়া সময় কাটাইতে হয়। উহা গেল গাড়ীর বাহিরের কথা। কোনও প্রকারে টীকেট কাটিয়া গাড়ীতে বসিলে যাত্রীদের দুর্দ্দশা আরও চরমে উঠে। এদেশে তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রিগণ যে প্রকার ভীড়ের মধ্য দিয়া সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করে অন্য দেশে গরু ভেড়াও এরূপ ঠাসাঠাসি করিয়া পথ চলে না। গাড়ীতে যে পায়খানা থাকে তাহাতে জল পাওয়া অনেক সময়ে সৌভাগ্যের কথা এবং পায়খানা এত অল্প পরিসর ও দুর্গন্ধময় থাকে যাহা ব্যবহার করা এক প্রকার অসম্ভব হইয়া উঠে। যে সব যাত্রী ২।৩ দিন ব্যাপী দীর্ঘ পথ ভ্রমণ করে তাহাদের রাস্তায় আহারের বা ঘুমাইবার কোন ব্যবস্থা অনেক সময়েই থাকে না। বৈদ্যুতিক পাখাও অনেক গাড়ীতেই নাই। অথচ সমস্ত গাড়ীতে পাখার ব্যবস্থা এবং প্রত্যেক দূরগামী ট্রেণের সঙ্গে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের ন্যায় এক একটী ডাইনিং কার রাখিতে কর্ত্তৃপক্ষেরও কোন বাধাই নাই। গত ১৯৪৫-৪৬ সালের রেলওয়ে বাজেট উপস্থিত করিবার কালে যানবাহন বিভাগের সদস্য সার এডওয়ার্ড বেঙ্গল এরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, ভারতের রেলপথ সম্বন্ধে তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিধান সম্পর্কে রেল কর্ত্তৃপক্ষ বিবেচনা করিতেছেন এবং এই উদ্দেশ্যে কি কি ব্যবস্থা করা হইবে কর্ত্তৃপক্ষ শীঘ্রই তাহার খুটিনাটি সমস্ত ব্যাপার স্থির করিবেন। এজন্য বোম্বাইয়ের মার্চ্চেণ্টস চেম্বার তৃতীয় শ্রেণীর রেল-যাত্রীদের উপরোক্তরূপ বিবিধ অসুবিধার কথা জানাইয়া রেল কর্ত্তৃপক্ষের নিকট একটী বিবৃতি প্রেরণ করিয়াছেন। এই বিবৃতিতে যে সব প্রস্তাব করা হইয়াছে, রেল কর্ত্তৃপক্ষ তাহা মানিয়া লইলে এদেশে তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের দুঃখ-দুর্দ্দশার অনেকটা অপনোদন হইতে পারে।

ভাড়াটিয়াদের সম্বন্ধে সুবিচার

কলিকাতায় যাঁহারা ভাড়াটিয়া বাড়ীতে বাস করেন এবং ব্যবসা বাণিজ্য পরিচালনা করেন তাঁহাদের স্বার্থ সম্পর্কিত একটী মামলায় কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি খন্দকার সম্প্রতি একটী গুরুত্বপূর্ণ রায় প্রদান করিয়াছেন। মামলার বিবরণে প্রকাশ যে, দাস এণ্ড ভৌমিক নামক একটী কোম্পানী ২নং ডালহৌসী স্কোয়ার ইষ্ট, কলিকাতাস্থ একটী বাড়ী ভাড়া লইয়া উহার একটী অংশ এসিয়া মিউচুয়েল ইনসিওরেন্স কোম্পানী লিঃ'কে ভাড়া দেন এবং এসিয়া মিউচুয়েল পুনরায় উহার অধিকৃত অংশ হইতে একটী অংশ এলায়েড এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্ককে ভাড়া দেন। সম্প্রতি দাস এণ্ড ভৌমিক কোম্পানী নিজেদের ব্যবসা সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে এসিয়া মিউচুয়েল ইনসিওরেন্স কোম্পানীকে উহাদের অধিকৃত অংশ হইতে উঠিয়া যাইবার জন্য নোটীশ দেন। এসিয়া মিউচুয়েল এজন্য সময় প্রার্থনা করায় উহাদিগকে প্রথমে এক বৎসরের জন্য সময় দেওয়া হয় এবং পরে এই সময়ের মেয়াদ গত ৩রা জুলাই তারিখ পর্য্যন্ত বর্দ্ধিত করা হয়। এই তারিখ উত্তীর্ণ হইবার পূর্ব্বে এলায়েড এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্ক প্রার্থনা করেন যে, এসিয়া মিউচুয়েলের উপর উচ্ছেদের ডিক্রী তাঁহাদের উপর বলবৎ নহে বলিয়া ঘোষণা করা হউক। উক্ত মামলার বিচারে প্রধান বিবেচ্য বিষয় ছিল যে, যাহারা মূল ভাড়াটিয়ার নিকট হইতে বাড়ী ভাড়া করেন সেই শ্রেণীর কোর্ফা ভাড়াটিয়া (Sub-tenant) ১৯৪৩ সালের ক্যালকাটা হাউস রেণ্ট কনট্রোল অর্ডারের সুবিধা পাইবার অধিকারী কি-না। বিচারক খন্দকার এই প্রশ্নের কোন মীমাংসা করেন নাই। তবে তিনি এরূপ মন্তব্য করেন যে, কোর্ফা ভাড়াটিয়াগণ হাউস রেণ্ট কনট্রোল অর্ডার অনুযায়ী মূল ভাড়াটিয়ার সমস্ত অধিকার ভোগ করিতে অধিকারী বলিয়া সাব্যস্ত হওয়ার সঙ্গত কারণ রহিয়াছে। এসিয়া মিউচুয়েল ইনসিওরেন্স কোম্পানীর ব্যবসা সম্প্রসারণের জন্য এলায়েড এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্ক কর্ত্তৃক অধিকৃত অংশ ফিরিয়া পাওয়ার পক্ষে তাঁহাদের দাবীও যে যুক্তিসঙ্গত তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু এস্থলে উহা বিচার্য্য যে, এলায়েড এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্ক যদি এক্ষণে উহাদের অধিকৃত অংশ ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হয় তাহা হইলে উহারা পথে দাঁড়াইবে। অথচ এই শ্রেণীর পরিস্থিতিকে এড়াইবার উদ্দেশ্য লইয়াই কলিকাতার বাড়ীভাড়া নিয়ন্ত্রণ আদেশ বলবৎ করা হইয়াছিল। অত্রাবস্থায় বিচারক খন্দকার রায় দিয়াছেন যে, এই মামলার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি না হওয়া পর্য্যন্ত এলায়েড এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্ক এক বৎসরের ভাড়া অগ্রিম দেওয়ার সর্ত্তসাপেক্ষে তাহাদের অধিকৃত স্থানে থাকিয়া ব্যবসা চালাইতে পারিবে। বিচারপতি খন্দকারের এই সিদ্ধান্ত কলিকাতাস্থ বহুসংখ্যক কোর্ফা ভাড়াটিয়ার যে সন্তুষ্টি বিধান করিবে তাহাতে সন্দেহ নাই। আশা করা যায় যে, এই গুরুত্বপূর্ণ রায়ের ফলে বাঙ্গলা সরকার এক্ষণে উহাদের জারীকৃত হাউস রেণ্ট কনট্রোল অর্ডারের সংশোধন করিয়া কোর্ফা ভাড়াটিয়াগণকেও মূল ভাড়াটিয়ার সমানাধিকার প্রদান করিবার ব্যবস্থা করিবেন। কলিকাতায় বাড়ীর মালিকগণ যাহাতে অত্যধিক ভাড়া আদায় করিতে না পারে তাহার উদ্দেশ্য লইয়াই উপরোক্ত আদেশ জারী হয়। কিন্তু এই আদেশে কোর্ফা ভাড়াটিয়াদের স্বার্থ সম্পর্কে কোন বিধান না থাকাতে বাড়ীর মালিকগণ কোন বাড়ী খালি হইলে নূতন ভাড়াটিয়ার নিকট হইতে গোপনে প্রচুর পরিমাণে সেলামী আদায় করিতেছে এবং এইভাবে বাড়ীভাড়া নিয়ন্ত্রণ আদেশের মূল উদ্দেশ্য পণ্ড করিয়া দিতেছে। কোর্ফা ভাড়াটিয়াগণকে যদি মূল ভাড়াটিয়ার সমান অধিকার দেওয়া হয় তাহা হইলে এই শ্রেণীর অনাচার বন্ধ হইবে।

ভবানীপুর ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন লিঃ

বর্ত্তমান যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে ভবানীপুর ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন লিঃ বাঙ্গলার বাঙ্গালী পরিচালিত সর্ব্ব বৃহৎ ৫টী ব্যাঙ্কের অন্যতম ছিল। কতিপয় দুরভিসন্ধিপরায়ণ ব্যক্তির ষড়যন্ত্রের ফলে এই ব্যাঙ্কের অনেক টাকা নষ্ট হইয়া যাওয়াতে ব্যাঙ্কটীর উপর আমানতকারীদের আস্থা নষ্ট হইয়া যায় এবং উহার ফলে উহারা ব্যাঙ্ক হইতে উহাদের আমানত তুলিয়া লইতে আরম্ভ করে। ব্যাঙ্ক কর্ত্তৃপক্ষ এই অবস্থায় আমানতকারীদের ৫৫ লক্ষ টাকা পর্য্যন্ত শোধ করিয়া দেন এবং অবশেষে, আর নগদ টাকার সংস্থান করিতে না পারিয়া ব্যাঙ্কের দরজা বন্ধ করেন। উহার পর হইতে অধুনা পরলোকগত স্বনামখ্যাত ব্যবসায়ী সচ্চিদানন্দ ভট্টাচার্য্য মহাশয় এই ব্যাঙ্কটীকে পুনরুজ্জীবিত করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টায় ব্রতী হন। তাঁহার এই চেষ্টার এতদিন পর সুফল ফলিতে আরম্ভ করিয়াছে এবং ব্যাঙ্ক কর্ত্তৃপক্ষ সম্প্রতি ব্যাঙ্কের বিশেষ শ্রেণীর স্থায়ী আমানতকারীদের দাবী পূর্ণভাবে পরিশোধ করিয়া দিবেন বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। ক্রমে উহারা ব্যাঙ্কের সমস্ত শ্রেণীর পাওনাদারদের দাবী মিটাইবার ব্যবস্থা করিয়া ব্যাঙ্কটীকে পুনরায় সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে পারিবেন বলিয়া আশা করা যায়। পরলোকগত সচ্চিদানন্দ ভট্টাচার্য্য মহাশয় ব্যাঙ্ক সম্পর্কে তাঁহার মহৎ প্রচেষ্টার পূর্ণ সুফল দেখিয়া যাইতে পারেন নাই—উহা অত্যন্ত দুঃখের বিষয়। কিন্তু তিনি যে কর্ম্মপন্থা অনুসরণ করিয়া গিয়াছেন তাঁহার সুযোগ্য পুত্র মিঃ ডি এন ভট্টাচার্য্য এবং তাঁহার সহকর্ম্মী রায় বাহাদুর এস সি চৌধুরী তাহা অনুসরণ করিবেন এবং উহার ফলে ভবানীপুর ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন লিঃ পুনরায় দেশবাসীর পূর্ণ আস্থা অর্জ্জন করিতে সমর্থ হইবে—তাহাতে আমাদের কোন সন্দেহ নাই।

মহাযুদ্ধের গতি

ব্রহ্ম রণাঙ্গনে অবরুদ্ধ জাপসৈন্য দলকে সিতাং-নদী পার হইবার সুবিধা দিবার জন্য এই নদীর তীরসমূহে জাপসৈন্যগণ প্রচণ্ড আক্রমণ করিতেছে। এই অঞ্চলে পেগুর ২৫ মাইল উত্তর-পূর্ব্বে যে তীব্র যুদ্ধ চলিতেছে সেখান হইতে মিত্রপক্ষীয় সৈন্যদল পশ্চাদপসরণ করিয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

চীনা হাই কম্যাণ্ড ঘোষণা করিয়াছেন যে, জাপ-বাহিনী আময়-এর দক্ষিণ-পূর্ব্বে গত ৩০শে জুন তারিখে ফুকিয়েন উপকূলে অবতরণ করিয়াছিল কিন্তু অনেক ক্ষতি সহ্য করিয়া অবশেষে তাহাদিগকে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হয়।

ফিলিপাইনের যুদ্ধ সম্পূর্ণভাবে শেষ হইয়া যাওয়ায় প্রশান্তমহাসাগরীয় রণাঙ্গনের উল্লেখযোগ্য কোন খবর নাই।

পূর্ব্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে বালিকপাপান উপসাগরের উত্তর তীরে ওলন্দাজ সৈন্যগণ অবতরণ করিয়াছে বলিয়া জেঃ ম্যাকআর্থারের হেড-কোয়ার্টার্স হইতে ঘোষণা করা হইয়াছে। এই রণাঙ্গনে অষ্ট্রেলিয় ৭ম ও ৯ম ডিভিসন সৈন্যদল তাহাদের অগ্রগতি বজায় রাখিয়া তৈলাঞ্চলসমূহ হস্তগত করিতেছে এবং প্রতিরোধকারী জাপ বাহিনীকে পশ্চাদপসরণ করিতে বাধ্য করিতেছে।

বিমানবাহী জাহাজ হইতে এক হাজারেরও অধিক মার্কিণ বিমান টোকিওর উপর নয় ঘণ্টা-ব্যাপী প্রচণ্ড আক্রমণ করিয়াছে। ক্রমান্বয়ে বিমান আক্রমণের ফলে জাপ আকাশের উপর নাকি মার্কিণ বিমানবহরের একাধিপত্য হইতে চলিয়াছে। মার্কিণ পররাষ্ট্র দপ্তর হইতে বলা হইয়াছে যে, জাপানের তরফ হইতে শান্তি প্রস্তাবের গুজব আমেরিকায় পৌঁছাইলেও জাপানের কোন সরকারী মহল হইতে মার্কিণ সরকার কোন শান্তি প্রস্তাব পান নাই।

ইউরোপে চেকগণ সীমান্তবর্ত্তী সহর টেসচেন নিজেদের অধিকারে রাখিতে কৃতসঙ্কল্প। বুলগেরিয়া ও তুরস্কের সীমান্তে ২৪ ডিভিসন সোভিয়েট সৈন্য সমাবেশ করা হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে। রাশিয়া কর্ত্তৃক তুরস্কের কারা ও আর্ত্তবিণ প্রদেশ দাবী করা হইয়াছে—অন্যথায় রাশিয়া নাকি বলপ্রয়োগের ভয় দেখাইয়াছে। বার্লিনের শাসন ব্যবস্থা, বিশেষতঃ খাদ্যব্যবস্থা সম্পর্কে রুশ, বৃটিশ, মার্কিণ ও ফরাসী—এই চতুঃশক্তির মধ্যে একটা সম্মিলিত পন্থা নির্দ্ধারিত হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। লেভান্ত সমস্যার এখনও কোন মীমাংসার খবর পাওয়া যায় নাই।

চাঁদপুর
মডেল ব্যাঙ্ক
লিমিটেড
স্থাপিত—১৯২৬
রেজিঃ অফিস—চাঁদপুর (ত্রিপুরা)
হেড অফিস :—
৪নং সিনাগগ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
অন্যান্য অফিস :—
বড়বাজার, দক্ষিণ কলিকাতা, হাটখোলা, ইটালি মার্কেট, ডামুড্যা, পুরাণবাজার, পালং, ঢাকা, বোয়ালমারি, পিরোজপুর, কামারখালি ও বোলপুর।
ম্যানেজিং ডিরেক্টর—
মিঃ এস আর দাশ।

সারণ, পুরাতন কলকব্জার সংস্কার এবং পুরাতনের বদলে নূতন কলকব্জা সংগ্রহের জন্য পর্য্যাপ্ত পরিমাণ অর্থ সঞ্চয় করা সম্ভবপর হইতেছে না। এদেশের শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানসমূহ স্বাধীন ও সমৃদ্ধ দেশসমূহের অনুরূপ প্রতিষ্ঠানের তুলনায় অনেক দুর্ব্বল। এরূপ অবস্থায় এদেশে শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির উপর অপেক্ষাকৃত কম পরিমাণে ট্যাক্সভার ফেলা বিশেষ প্রয়োজন। দুঃখের বিষয় বিদেশী গবর্ণমেণ্ট এই নীতির যুক্তিযুক্ততা স্বীকার করিতেছেন না। ফলে এদেশে শিল্প বাণিজ্যের সন্তোষজনক উন্নতি ঘটিয়া দেশে জনসাধারণের আয় বৃদ্ধি ও দেশের বেকার-সমস্যার সমাধান হইতেছে না।

শিল্প বাণিজ্যে সরকারী নিয়ন্ত্রণ

স্যার আবদুল হালিম গজনভি এদেশের শিল্প বাণিজ্যে সরকারী নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কেও কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য করিয়াছেন। ব্যবসা বাণিজ্যে সরকারী নিয়ন্ত্রণ যুদ্ধের সময় অপরিহার্য্য। কিন্তু এ বিষয়ে ভারত সরকারের অবলম্বিত নীতির ফলে দেশবাসীকে যে অবস্থার সম্মুখীন হইতে হইয়াছে তাহাকে স্যার আবদুল বাঞ্ছনীয় মনে করেন না। তাঁহার মতে, যুদ্ধকালীন সরকারী নিয়ন্ত্রণের ফলে এদেশে ব্যাপকভাবে ঘুষ ও অন্যান্য প্রকার দুর্নীতি প্রসারের অবকাশ ঘটিয়াছে এবং এইভাবে ব্যবসা বাণিজ্যের সাধারণ সুষ্ঠু গতি ব্যাহত হইতেছে। সুতরাং গজনভি সাহেব বলিয়াছেন যে, ইউরোপে যুদ্ধ শেষ হইয়া যাওয়ায় এবং প্রাচ্য রণাঙ্গনেও মিত্রপক্ষের অনুকূল পরিস্থিতির উদ্ভব হওয়ায় শিল্প বাণিজ্যে ভারত সরকারের আর নিয়ন্ত্রণ-নীতি বজায় রাখা সমীচীন নহে; পরন্তু কর্ত্তৃপক্ষের উচিত যাহাতে ভবিষ্যৎ শিল্পোন্নতির উদ্দেশ্যে ভারতীয় ব্যবসায়িগণ বিদেশ হইতে অবাধে যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী সংগ্রহ করিতে পারেন তদ্বিষয়ে সাহায্য করা। প্রসঙ্গক্রমে গজনভি সাহেব উল্লেখ করিয়াছেন যে, ভারতীয় শিল্পসমূহকে বৈদেশিক অসঙ্গত প্রতিযোগিতার হাত হইতে রক্ষা করার জন্য ভারত সরকারের অবশ্য কর্ত্তব্য বিদেশ হইতে যে সব পণ্যদ্রব্য ভারতে আমদানী হইতেছে তাহা নিয়ন্ত্রিত করা। ভবিষ্যৎ শিল্পোন্নতির জন্য ভারতে বিপুল পরিমাণ মূলধনের আবশ্যক হইবে; সঞ্চয় ব্যতীত মূলধনের যোগাড় হওয়া অসম্ভব। সুতরাং এই সঞ্চয়ের উদ্দেশ্যেও পণ্যদ্রব্যের উপর সরকারী নিয়ন্ত্রণ অত্যাবশ্যক। এই সম্পর্কে আমাদের সুচিন্তিত অভিমত এই যে যুদ্ধোত্তর যুগে অতিলোভ, অতি উৎপাদন ইত্যাদি অনর্থ হইতে দেশের শিল্প বাণিজ্যসমূহকে রক্ষা করিতে হইলে দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ও যুক্তিসহ সরকারী পরিকল্পনা তথা পরিচালনা অবশ্য দরকার। কিন্তু বর্ত্তমানে যুদ্ধকালীন অবস্থার দোহাই দিয়া সরকার যে ভাবে নিয়ন্ত্রণের নামে ব্যবসা বাণিজ্য ক্ষেত্রে অস্বাভাবিক অবস্থার সৃষ্টি করিয়াছেন—আমরা তাহার ঘোরতর বিরোধী। আশা করি নিয়ন্ত্রণ তুলিয়া দেওয়ার নামে স্যার আবদুল হালিম গজনভিও নিয়ন্ত্রণের নামে এই অনাচারের কথাই মনে করিয়াছেন এবং যুক্তিপূর্ণ পরিকল্পনা ও পরিচালনার প্রস্তাবের বিরোধিতা করা তাঁহার অভিপ্রেত নহে।

ব্রহ্মদেশবাসীর বিপদ

রেঙ্গুনের সংবাদে প্রকাশ যে, বর্ত্তমানে ব্রহ্মদেশের যে অংশ মিত্রশক্তিদের দ্বারা অধিকৃত হইয়াছে সেই অংশের অধিবাসিগণ এক মহা বিপদের সম্মুখীন হইয়াছে। ব্রহ্মদেশ যতদিন ইংরাজের অধিকারে ছিল ততদিন পর্য্যন্ত উক্ত দেশে ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নোট দ্বারা কাজ-কারবার চলিত। উক্ত দেশ জাপানের অধিকারে আসার পর জাপানীগণ ঐ দেশে নিজেদের নোট প্রচলিত করে। প্রকাশ যে, ব্রহ্মদেশ যতদিন জাপানের অধিকারে ছিল ততদিন ব্রহ্মদেশ হইতে সংগৃহীত সৈন্য, কর্ম্মচারী, মজুর ইত্যাদির বেতন এবং ব্রহ্মদেশ হইতে ক্রীত মালপত্রের মূল্য পরিশোধের জন্য জাপানীগণ উক্ত দেশে মোটমাট ২৩১ কোটী টাকার নোট ছাড়িয়াছিল এবং এই নোটের সাহায্যেই ব্রহ্মদেশের অধিবাসিগণ পরস্পরের মধ্যে মালপত্র ও মজুরীর আদান প্রদান করিয়াছিল। কিন্তু এক্ষণে ব্রহ্মদেশ পুনরায় মিত্রশক্তিদের অধিকারে আসায় উহারা ব্রহ্মদেশ হইতে গৃহীত মালপত্র ও মজুরীর বিনিময়ে নিজেদের নোট দিতেছেন বটে—কিন্তু মিত্রশক্তিগণ ব্রহ্মদেশের অধিবাসীদের নিকট হইতে জাপানী নোট গ্রহণ করিতেছেন না। ফলে সমগ্র দেশ জাপানী নোটের উপর আস্থা হারাইয়াছে এবং দেশের দরিদ্র জনসাধারণ—যাহাদের হাতে জাপানী নোট ছাড়া আর কিছুই নাই, তাহারা উহার বিনিময়ে বাজার হইতে কোন জিনিষ সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইতেছে না। ব্রহ্মদেশের অধিবাসীদের উপর মিত্রশক্তিদের এই ব্যবহার আমরা অযৌক্তিক বলিয়া মনে করি। জাপান যখন ব্রহ্মদেশ দখল করে তখন ব্রহ্মদেশবাসীর হস্তস্থিত ভারতীয় নোট সম্বন্ধে উহারা কিরূপ কার্য্যনীতি গ্রহণ করিয়াছিল তাহার সঠিক বিবরণ জানা নাই। তবে লোকমুখে তখন এরূপ শুনা গিয়াছিল যে, জাপানীগণ ব্রহ্মদেশবাসীর হস্তস্থিত এক টাকার ভারতীয় নোটের বদলে ব্রহ্মদেশবাসীকে যে জাপানী নোট দিয়াছিল তাহার বিনিময়ে উহারা বাজার হইতে বার আনা মূল্যের জিনিষপত্র সংগ্রহ করিতে পারিত। অর্থাৎ জাপান কর্ত্তৃক ব্রহ্মদেশ অধিকৃত হওয়ার ফলে ব্রহ্মদেশবাসীর সঞ্চিত অর্থের শতকরা ২৫ ভাগ মাত্র ঘাটতি হইয়াছিল। কিন্তু মিত্রশক্তিসমূহ এক্ষণে যে কার্য্যনীতি গ্রহণ করিয়াছেন তাহার ফলে দরিদ্র ব্রহ্মবাসিগণ এতদিন মজুরী দিয়া এবং মালপত্র বিক্রয় করিয়া যাহা সঞ্চয় করিয়াছিল তাহার সমগ্র হারাইতে বসিয়াছে। ব্রহ্মদেশ ইংরাজের অধিকৃত ছিল এবং বিদেশীর আক্রমণ হইতে উহাকে রক্ষা করিবার দায়িত্বও ছিল ইংরাজের। ইংরাজগণ সেই দায়িত্ব পালন করিতে পারেন নাই বলিয়াই ব্রহ্মদেশবাসী বাধ্য হইয়া জাপানের নোট গ্রহণ করিয়াছিল। এক্ষণে এই নোট গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিয়া ব্রহ্মদেশবাসীকে সর্ব্বস্বান্ত করিলে উহাদের উপর চূড়ান্তরূপ অবিচারই করা হইবে।

ভারতীয় কাগজ শিল্পের সমস্যা

ভারতীয় কাগজের কল সমিতির (Indian Paper Mills Association) চতুর্থ বার্ষিক অধিবেশনে উহার সভাপতি মিঃ এস পি জৈন ভারতীয় কাগজ শিল্পের সমস্যা সম্পর্কে সম্প্রতি কয়েকটি সময়োপযোগী কথা বলিয়াছেন। মিঃ জৈন প্রথমেই এই শিল্পে সরকারী নিয়ন্ত্রণের নিন্দা করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে, এতদিন সরকারী নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়তা থাকিলেও বর্ত্তমানে কাগজ শিল্প নিয়ন্ত্রণের ফলে ব্যবসায়ী ও ব্যবহারকারী উভয় সম্প্রদায়ই ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছেন এবং কাগজের কলসমূহে উৎপন্ন কাগজের অনেকাংশ অবিক্রীত অবস্থায় পড়িয়া থাকিতেছে। সরকারী নিয়ন্ত্রণের ফলে দেশে যত কাগজ প্রস্তুত হইতেছে তাহা প্রয়োজনীয়তার অনুপাতে বণ্টন করা হইতেছে না বলিয়া জনসাধারণ, বিশেষ করিয়া ছাত্রসমাজ বিশেষ অসুবিধা ভোগ করিতেছে। সুতরাং মিঃ জৈনের অভিমত, সরকারের অবিলম্বে কাগজ শিল্পের উপর হইতে নিয়ন্ত্রণ তুলিয়া দেওয়া উচিত অথবা অন্ততঃ শিথিল করা উচিত। তাছাড়া উৎপাদনের সম্পর্কেও কাগজ-শিল্পকে সরকারী অবিচারের ফলে বিশেষ অসুবিধায় পড়িতে হইতেছে। কাগজ শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় কয়লা সরকার কর্ত্তৃক সরবরাহ করার ব্যবস্থা হইতেছে না। এই বিষয়েও মিঃ জৈন বলিয়াছেন, প্রয়োজনীয়তাই একমাত্র মান ধরিয়া পাট শিল্প ও বস্ত্রশিল্পের সহিত কাগজ শিল্পকেও "প্রাইওরিটি" অথবা অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত। কয়লা ভিন্ন অন্যান্য কাঁচামালের বিষয়েও কাগজ শিল্পকে অসুবিধা ভোগ করিতে হইতেছে। সৈন্য বিভাগ কর্ত্তৃক প্রচুর পরিমাণে বাঁশ ক্রয় করিবার ফলে কাগজ প্রস্তুতের জন্য অবশ্য দরকারী এই জিনিষটির মূল্য প্রায় পাঁচগুণ বাড়িয়া গিয়াছে। রাসায়নিক দ্রব্যাদিরও মূল্য অসম্ভব বৃদ্ধির ফলে মোটের উপর কাগজ উৎপাদনের খরচ বহুগুণে বাড়িয়া গিয়াছে। সুতরাং যদি এই সব অসুবিধা দূর না করিয়া সরকার বিদেশী কাগজ আমদানীর ব্যবস্থা করেন তাহা হইলে দেশী কাগজের কলসমূহ প্রতিযোগিতায় বিদেশী প্রতিষ্ঠানদিগের পিছনে পড়িয়া থাকিবে। উপরোক্ত অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়া মিঃ জৈন মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন যে, দেশীয় কাগজের কলসমূহকে তাহাদের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য যে সব বিধিনিষেধ দূর করা এবং যে ভাবে সাহায্য করা সম্ভব সকলই ভারত সরকারের করা উচিত। পরিশেষে মিঃ জৈন বলিয়াছেন যে, ভারতে মাথাপ্রতি কাগজ ব্যবহারের পরিমাণ খুবই সামান্য। আমেরিকায় যেখানে বৎসরে মাথাপিছু ২৪১ পাউণ্ড কাগজ ব্যবহার হয় সেখানে ভারতে ব্যবহৃত হয় মাথাপিছু মাত্র ১ পাউণ্ড। অতএব ভবিষ্যতে কাগজের ব্যবহারের পরিমাণ বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় কাগজ শিল্পের কার্য্যাবলীরও বহুগুণ প্রসার সম্ভব। এমতাবস্থায় যদি মিলসমূহকে বিনা বাধায় কাজ করিতে না দেওয়া হয় তাহা হইলে এই অবশ্য প্রয়োজনীয় শিল্পটিই শুধু ক্ষতিগ্রস্ত হইবে না—ভারতের শিক্ষাভিলাষী জনগণেরও অসুবিধার সীমা থাকিবে না। সরকার সম্প্রতি দেশে প্রস্তুত কাগজের শতকরা ৬০ ভাগ অসামরিক ব্যবহারের উদ্দেশ্যে বাজারে ছাড়িতে আদেশ দিয়াছেন; কিন্তু যদি কাগজের উৎপাদন বৃদ্ধি না করা হয় তাহা হইলে এই আদেশে কোন কার্য্যকরী ফল হইবে না। আমরা মিঃ জৈনের এই মূল্যবান মন্তব্যসমূহ সম্পূর্ণভাবে সমর্থন করি এবং আশা করি ভারত সরকারও এই অবশ্য প্রয়োজনীয় শিল্পটির উন্নতিকল্পে যথাকর্ত্তব্য করিতে ত্রুটি করিবেন না।

তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীর দুর্দ্দশা

ভারতবর্ষের রেলপথসমূহে যত যাত্রী ভ্রমণ করিয়া থাকে তাহার মধ্যে শতকরা ৯৬ জনই তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রী এবং সমস্ত রেলপথে যাত্রীভাড়া বাবদ যত টাকা আদায় হয় তাহার শতকরা ৮৫ টাকা তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীরা প্রদান করিয়া থাকে। কিন্তু রেল কর্ত্তৃপক্ষ তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের সুখ-সুবিধার সম্বন্ধে চিরদিন উদাসীন আছেন। রেল কর্ম্মচারিগণ অনেক সময়ে তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের উপর অমানুষের মত ব্যবহার করিয়া থাকে। এই বিষয়ে উর্দ্ধতন কর্ত্তৃপক্ষের কোন দৃষ্টি নাই এবং রেলপথের বড় বড় ষ্টেশনে তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের অভাব-অভিযোগ শুনিবার জন্য অন্যান্য দেশে যে সমস্ত শাস্ত্রিক রিলেশন অফিসার রাখা হয় এদেশে উহার কোন ব্যবস্থা নাই। এদেশে বিভিন্ন ষ্টেশনে তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের জন্য যে ওয়েটিং রুম রহিয়াছে তাহা কদর্য্য ও অল্পপরিসর। যাত্রিগণ যাহাতে প্রয়োজন হইলে সামান্য কিছু ফি দিয়া এই সব ওয়েটিং রুমে রাত্রি যাপন করিতে পারে কর্ত্তৃপক্ষ তাহার কোন ব্যবস্থা করেন নাই। এইসব ওয়েটিং রুমে পানীয় জল, স্নানের জল এবং পায়খানার ব্যবস্থাও নিতান্ত অসন্তোষজনক। তারপর অধিকাংশ ষ্টেশনে গাড়ী ষ্টেশনে আসিবার অতি অল্প সময় পূর্ব্বে টিকেট দেওয়া আরম্ভ হয়। উহার ফলে যাত্রিগণকে টীকেট কিনিবার জন্য ধ্বস্তাধ্বস্তি করিতে হয় এবং অনেক সময়ে উহা সত্ত্বেও যাত্রিগণ টীকেট কিনিতে অসমর্থ হইয়া গাড়ী ফেল করিয়া থাকে। বহুক্ষেত্রে ষ্টেশনস্থিত টীকেট বিক্রেতাগণ বাট্টার কারবার করিয়া থাকে এবং খুচরা পয়সা থাকা সত্ত্বেও উহারা যাত্রিগণের নিকট টীকেটের মূল্য হিসাবে খুচরা পয়সা দাবী করে। ফলে অনেক যাত্রী টীকেট কিনিতে সমর্থ হয় না। প্লাটফরমগুলিও অনেক স্থানে যাত্রীর তুলনায় অল্পপরিসর এবং উহাতে যাত্রীদের বসিবার জন্য উপ-

PHONE:—B. B. 6382 —REGD. NO.-C.-2506

আর্থিক জগৎ

ARTHIK JAGAT

ব্যবসা-বাণিজ্য-শিল্প-অর্থনীতি-বিষয়ক সাপ্তাহিক

মূল্য—বার্ষিক সডাক ৯ সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য প্রতি সংখ্যা ৶০ আনা

অষ্টম বর্ষ] Monday. 16th July, 1945. সোমবার, ৩২শে আষাঢ় ১৩৫২ [১১শ সংখ্যা

CALCUTTA CENTRAL LIBRARY

জনসাধারণের ব্যবহার্য্য জিনিষ সরবরাহ

বর্ত্তমান যুদ্ধের সূত্রপাত হইতে এদেশের জনসাধারণ উহাদের জীবন ধারণের পক্ষে অপরিহার্য্য ও নিত্য ব্যবহার্য্য জিনিষের অভাবে কি প্রকার দুর্ভোগ ভুগিতেছে এবং এজন্য দেশে অকালমৃত্যু, রোগ ইত্যাদির কিরূপ প্রাদুর্ভাব ঘটিয়াছে তাহা নূতন করিয়া বলিবার কোন আবশ্যকতা নাই। বর্ত্তমানে ইউরোপীয় যুদ্ধের অবসান ঘটিয়াছে বিধায় এই অবস্থার বহুলাংশে উন্নতি ঘটিবে বলিয়া অনেকে আশা করিতেছেন। কিন্তু সম্প্রতি ভারত সরকারের সিভিল সাপ্লাইজ বিভাগের কনট্রোলার জেনারেল মিঃ সি সি দেশাই ঐ সম্পর্কে বোম্বাইয়ে যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন তাহা হইতে জনসাধারণ কোন সান্ত্বনা লাভ করিবে না। মিঃ দেশাই বলেন, অদূর ভবিষ্যতে এদেশে বিদেশ হইতে অনেক প্রসাধন সামগ্রী, কৃত্রিম রেশমজাত বস্ত্র, ষ্টেশনারি দ্রব্য, ঘড়ি, চশমার ফ্রেম আমদানী হইবে। তিনি আরও বলেন যে, হায়দারি মিশনের চেষ্টার ফলে সাধারণের ব্যবহার্য্য অনেক জিনিষ এক মাস কালের মধ্যেই এদেশে আসিয়া পৌঁছাইবে। এই প্রসঙ্গে তিনি বিশেষ ভাবে রেশমী জিনিষ ও মদের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। তবে তাঁহার মতে জাহাজের অভাবে বর্ত্তমানে বিদেশ হইতে এদেশে সাধারণের ব্যবহার্য্য জিনিষের আমদানী হইতে পারিতেছে না—বিশেষতঃ বিদেশী জিনিষের মূল্য এখনও এত বেশী যে, ঐ সব জিনিষ এদেশে আমদানী হইলেও যে জনসাধারণ উহা কম মূল্যে ক্রয় করিতে সমর্থ হইবে তাহার সম্ভাবনা কম। এদেশের অধিবাসীদের মধ্যে শতকরা ৯৫ জন লোক ঘড়ি, চশমা, পশমী জিনিষ, প্রসাধন দ্রব্য ইত্যাদি ব্যবহার করে না। বিলাতী মদ খাইবার মত সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্যও উহাদের নাই। দেশের শতকরা ৯৫ জন লোক অপেক্ষাকৃত কম মূল্যে সুতী কাপড়, লবণ, কেরোসিন, ঔষধ ইত্যাদি পাইবার জন্যই বর্ত্তমানে ব্যগ্র আছে। দুঃখের বিষয় মিঃ দেশাইয়ের মন্তব্যের মধ্যে এই সব জিনিষের নামগন্ধও নাই। এদেশে যুদ্ধের সময়ে যখন খাদ্যদ্রব্য ও ঔষধের অভাবে দেশের লক্ষ লক্ষ লোক প্রাণ হারাইয়াছে এবং উহার চতুর্গুণ লোক রোগে জীর্ণ, শীর্ণ হইয়াছে তখনও এই সব জিনিষ আমদানীর ব্যবস্থা না করিয়া জাহাজযোগে বিদেশ হইতে মদ, রেসের ঘোড়া ও অনেক বিলাস সামগ্রী আমদানী হইয়াছে। মিঃ দেশাইয়ের বিবৃতি হইতে মনে হয় যে, যুদ্ধাবসানেও গবর্ণমেণ্টের পূর্ব্বতন নীতির কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই। যতদিন পর্য্যন্ত দেশের জনমতের প্রতিনিধিস্থানীয় ব্যক্তিগণ—যাঁহারা দেশের দরিদ্র জনসাধারণের দুঃখ প্রাণ দিয়া অনুভব করিতে পারেন এবং দরিদ্রের দুঃখ মোচনই সর্ব্বাপেক্ষা বড় কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করেন—তাঁহাদের হাতে দেশের শাসনভার অর্পিত না হইবে তত দিন এই নীতির পরিবর্ত্তনেরও কোন আশা নাই।

সাময়িক প্রসঙ্গ

সরকারী ট্যাক্সনীতির গলদ

ইণ্ডিয়ান চেম্বার অব কমার্সের ত্রৈমাসিক সভায় সম্প্রতি উহার সভাপতি সার আবদুল হালিম গজনভি ভারত সরকারের ট্যাক্সনীতির গলদ এবং উহার ফলে দেশের শিল্প বাণিজ্য কি ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে তৎপ্রতি দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। সার গজনভি বলেন—বর্ত্তমানে দেশের শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানগুলির উপর এরূপ অধিক পরিমাণে ট্যাক্সভার ফেলা হইয়াছে যাহার ফলে কোন শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের পক্ষেই পুরাতন কলকব্জার সংস্কার এবং পুরাতন কলকব্জার স্থলে নূতন কলকব্জা ক্রয়ের জন্য উপযুক্ত পরিমাণে অর্থ সঞ্চয় করা সম্ভবপর হইতেছে না। ইংলণ্ডের কারখানাগুলিতে কলকব্জার ও বাড়ীঘরের জন্য যে অর্থ ব্যয়িত হয় তাহার সমপরিমাণ টাকা শিল্প কারখানার পরিচালকগণ যাহাতে লাভের টাকা হইতে সঞ্চয় করিতে পারেন তৎপ্রতি লক্ষ্য করিয়া ঐ দেশে শিল্প প্রতিষ্ঠানের উপর ট্যাক্সের পরিমাণ নির্দ্ধারিত করা হইয়া থাকে। সার গজনভি বলেন যে, ভারতবর্ষেও এই নীতি অনুসৃত হওয়া আবশ্যক। সার গজনভির এই সব কথা যে দেশবাসী মাত্রেই সমর্থন করিবে তাহাতে সন্দেহ নাই। এদেশে অধিকাংশ শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান যৌথ কোম্পানীর দ্বারা পরিচালিত হইয়া থাকে। পূর্ব্বে এই সব কোম্পানীর একটা নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ লাভের উপর সুপার ট্যাক্স আদায় করা হইত না। কিন্তু এক্ষণে কোন কোম্পানীর এক টাকা লাভ হইলেও উহাকে এই টাকার উপর সুপার ট্যাক্স দিতে হয়। এদিকে এই সব কোম্পানীর উপর আয়করের হার এবং আয়কর ও সুপার ট্যাক্সের উপর সারচার্জ্জের পরিমাণও ইদানীং বর্দ্ধিত করা হইয়াছে। ফলে এদেশের ছোট ও মাঝারি শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলিকেও লাভের অর্দ্ধেক পরিমাণ টাকা গবর্ণমেণ্টের দরবারে আয়কর ও সুপার ট্যাক্স হিসাবে দাখিল করিতে হইতেছে। বৃহদাকার কোম্পানীসমূহ—যে সব কোম্পানী অতিরিক্ত লাভকরের আওতায় পড়িয়াছে, তাহাদিগের মধ্যে কাহাকেও লাভের শতকরা ৮০ ভাগ এবং কাহাকেও ৯০ ভাগ পর্য্যন্ত আয়কর, সুপার ট্যাক্স ও অতিরিক্ত লাভকর হিসাবে গবর্ণমেণ্টকে প্রদান করিতে হইতেছে। ফলে কোন শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের পক্ষেই কাজের সম্প্র-

বিষয়-সূচী

বিষয়	পৃষ্ঠা
সাময়িক প্রসঙ্গ	২৫১-৫৩
সিমলা বৈঠক ও বাঙ্গলার সমস্যা	২৫৪-৫৫
রাজনৈতিক প্রসঙ্গ	২৫৬ ৫৭
খেয়ালীর খাতা	২৫৮-৫৯
আর্থিক দুনিয়ার খবরাখবর	২৬০-৬৭
কোম্পানী প্রসঙ্গ—	২৬৮-৬৯
বাজারের হালচাল—	২৭০-৭৪

ন্যাশন্যাল কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক

লিমিটেড

ফোন : বি বি ৪২৯০

৫৭, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

বোর্ড অব ডিরেক্টারের চেয়ারম্যান :

মৌলভী এ, কে, ফজলুল হক, বাংলার ভূতপূর্ব্ব প্রধানমন্ত্রী।

সোণা, রূপা, কেম্পানীর কাগজ, চলিত শেয়ার ও অনুমোদিত বিলের পরিবর্ত্তে ধার, ওভার ড্রাফট্ এবং অন্যান্য প্রকার কর্জ্জ দেওয়া হয়।

শীর্ষের চারিটি

ব্রিজ খেলার "নোট্রাম্পের" চারটী টেক্কার মতই জুয়েলের সুপ্রসিদ্ধ কেশতৈল চতুষ্টয়—ইহাদের দীর্ঘস্থায়ী সুরভি ও অনুপম গুণের জন্যই তৈল জগতে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া শ্রেষ্ঠ সম্মান লাভ করিয়াছে।

♠ কোকোলা ♣ জুয়েল আমলা
♠ কল্যানী ♦ ত্রিগুণ
কেশ তৈল
জুয়েল অফ্ ইণ্ডিয়া, কলিকাতা

আর মিত্রের ময়ূরমার্কা তিলতৈল

আর মিত্র—পারফিউমার
২৭ নং বিবেকানন্দ রোড, কলিকাতা

ঢাকা ফেডারেল ব্যাঙ্ক
লিমিটেড
স্থাপিত—১৯৩৪
রেজিষ্টার্ড অফিস—ঢাকা
সেণ্ট্রাল অফিস—৫ ও ৬, হেয়ার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
—শাখাসমূহ—
নারায়ণগঞ্জ, মাণিকগঞ্জ (ঢাকা), শ্যামবাজার, মজঃফরপুর, বালেশ্বর।
ম্যানেজিং ডিরেক্টর—
মিঃ এন, কে, চক্রবর্ত্তী।
ডিরেক্টর ও সেক্রেটারী—
মিঃ অমিয় গুহ।

ঘোষণা—
গত ১৯শে জুন
নয়াদিল্লী কনট সার্কাসে
(Cannaught Circus)
আমাদের নয়াদিল্লী শাখা খোলা হইয়াছে।
শ্রীব্যাঙ্ক লিঃ
৩-১, ব্যাংকশাল ষ্ট্রীট, কলিকাতা

এম্পায়ার অব্ ইণ্ডিয়া
লাইফ এসিওরেন্স কোম্পানী
লিমিটেড
স্থাপিত—১৮৯৭ সাল
—উন্নতির পরিচয়—
সম্পত্তির পরিমাণ
৬,৩০,০০,০০০৲ টাকার উপর
চলতি বীমার পরিমাণ
১৬,৪৯,০০,০০০৲ টাকার উপর
দাবী শোধ
৮,৩৮,৫০,০০০৲ টাকার উপর

বর্ত্তমান অনিশ্চিতকর সময়ে জীবন বীমার পলিসি ক্রয় করা আপনার পক্ষে অত্যাবশ্যক, কারণ পরিবর্ত্তনশীল জগতের বহুবিধ দুঃখ-দুর্দ্দশায় ইহাই আপনাকে একমাত্র রক্ষা করিতে পারে।

ডি, এম, দাস এণ্ড সন্স লিঃ
চীফ এজেণ্টস্
বাঙ্গলা, বিহার, উড়িষ্যা ও আসাম
২৮, ডালহৌসি স্কোয়ার, কলিকাতা।

নাথ ব্যাঙ্ক লিমিটেড
হেড অফিস—১৩৫, ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
ফোন ক্যাল ৩২৫৩ (৩ লাইন)
—অফিসসমূহ—
কলিকাতা—শ্যামবাজার, হাটখোলা, বালিগঞ্জ, লেক মার্কেট, বড়বাজার, বহুবাজার, ভবানীপুর, হ্যারিসন রোড, হাওড়া। বাঙ্গলা—নোয়াখালি, চৌমুহনী, চট্টগ্রাম, ময়মনসিংহ, ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, চাঁদপুর (পুরাণবাজার), কুষ্টিয়া। যুক্তপ্রদেশ—দিল্লী, নয়াদিল্লী, লক্ষ্ণৌ, কাণপুর, মেষ্টন রোড (কাণপুর)। বিহার—পাটনা, পাটনা সিটি, জামসেদপুর, সাকচি, চাইবাসা, ঝরিয়া, মজঃফরপুর, ভাগলপুর। আসাম—গৌহাটী, ধুবড়ী, তেজপুর, শিলং, নওগাঁও। বোম্বাই—বোম্বাই।
কে, এন, দালাল, ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

১২২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা—আর্থিক জগৎ প্রেসে শ্রীযতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য দ্বারা সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সাপ্তাহিক বাজার দর

	২৯শে জুন	১লা জুলাই	৩রা জুলাই	৪ঠা জুলাই	৫ই জুলাই	৬ই জুলাই
কাপড়ের কল—নিউ ভিক্টোরিয়া কটন মিলস লিঃ	৭৷৵০		৭৷৷০	৭৷৵০	৭৷৵০-৭৷৷০	৭৷৵০-৭৷৷০
বেনারস ...	১১৷০		—	—	—	—
কানপুর টেক্সটাইলস্ ...	—		১২৷৷৵০-১২৷৷০	১২৷৷৵০-১২৷৷৵০	১১৷৷৵০	—
এলগিন কটন মিলস লিঃ ...	৬৬৲-৬৫৷৷০		—	—	৬৬৵০-৬৫৷৷০	—
কেশোরাম ...	—		—	—	১৭৸৵০	১৭৷৷৵০
বঙ্গশ্রী ...	১৪৲		১৪৵০	১৪৲	১৪৲	১৪৷৷০
বঙ্গেশ্বরী কটন মিলস্ ...	৭৷৵০		—	৭৷৵০	—	—
কাগজের কল—ইণ্ডিয়া পেপার পাল্প লিঃ ...	—		২২৯৷৷০-২২৮৲	২৩০৲	—	—
শ্রীগোপাল পেপার মিলস লিঃ ...	—		—	১৮৲-১৭৸০	—	—
টিটাগড় ...	৩০৷৷০-৩০৵০		৩০৷০	৩০৷৵০-৩০৷০	৩০৷৵০-৩০৷০	৩০৷৷৵০-৩০৷৵০
চটকল—অকল্যাণ্ড জুট মিলস লিঃ ...	—		৩৪৩৲-৩৪১৲	৩৪৫৲-৩৪৩৲	৩৪৩৲-৩৪১৲	৩৪৩৲
এ্যাংলো ইণ্ডিয়া জুট মিলস লিঃ ...	৫০৩৲-৫০০৲		৫০৮৲-৫০২৲	৫১০৲-৫০৮৲	৫০৮৲-৫০৬৲	৫১৩৲-৫০৪৲
কামারহাটি ...	৭৫২৲-৭৫০৲		৭৬৫৲-৭৫৪৲	৭৬৫৲-৭৬৩৲	৭৬২৲	৭৬৮৲-৭৬৪৲
নদীয়া ...	১৩৪৲-১৩৩৲		১৩৮৲-১৩৫৲	১৩৮৲-১৩৬৲	১৩৯৲-১৩৭৲	১৩৭৷৷০-১৩৭৲
প্রেসিডেন্সী ...	১২৷৵০-১২৷৷০		১৩৶০-১২৷৶০	১৩৷৷০-১৩৲	১৩৸০-১৩৷৷০	১৩৸০-১৩৷৵০
রিলায়েন্স ...	৭৯৷০-৭৯৲		৮০৸০-৮০৲	৮০৷৷০	৮০৷৵০	—
কাঁকনাড়া ...	৬৩২৲-৬২৭৲		৬৪২৲-৬৩৮৲	৬৪৪৲-৬৪১৲	৬৩৫৲	৬৪২৲-৬৪০৲
হাওড়া ...	৯২৸০-৯২৷০		৯৩৷০-৯২৸০	৯৩৷৷৵০-৯৩৷৶০	৯৩৷০-৯২৸০	৯৩৷৵০-৯৩৵০
ভালহৌসী ...	—		৩৭২৲-৩৭১৲	৩৭৩৲	৩৭১৲	৩৭২৲-৩৬৮৲
বজবজ ...	৫৬২৲-৫৫৮৲	বাজার বন্ধ	৫৬৬৲-৫৬১৲	৫৬৩৲	—	৫৬২৲
ষ্ট্যাণ্ডার্ড ...	৩২০৲		৩২০৲-৩১৮৲	৩২৩৲-৩১৯৲	৩১৯৲-৩১৭৲	৩২৪৲
এলায়েন্স ...	৭২৫৲-৭১৯৲		৭৪০৲	৭৩৪৲	—	—
চিনির কল—বেলসুন্দ সুগার কোং লিঃ ...	১৫৵০-১৪৸০		—	১৪৸৵০-১৪৸০	১৪৸৵০	১৫৷০-১৪৷৷৵০
চম্পারণ সুগার কোং লিঃ ...	৩৮৷০-৩৮৲		—	—	—	৩৯৷০-৩৮৷৷৵০
কেরু এণ্ড কোং লিঃ ...	২৮৸০-২৮৷৷৵০		২৮৸০-২৮৷৷৵০	২৯৷০-২৮৸০	২৯৷৵০-২৯৵০	২৯৷৷৵০-২৯৷০
চা বাগান—চন্দননগর টি ...	১০৷৵০		১০৷৵০	১০৷৷০	—	১০৷৷০
ইষ্টার্ণ হিন্দুস্থান ...	—		—	—	—	—
কল্যাণী ...	—		—	—	৪৫৲	—
লেবং এণ্ড মিনারেল ...	—		—	—	১২৷৷০	১২৷৷০
তেজপুর ...	২১৸০		২১৸৵০	২১৸৵০	২১৸০	—
বিশ্বনাথ ...	—		—	৪৩৷৵০-৪৩৷০	—	৪৩৷৵০
বিবিধ—ডালমিয়া সিমেণ্ট কোং লিঃ ...	১৭৷৵০-১৭৲		১৭৷৵০	১৭৲	১৭৷০	১৭৷০
বি আই কর্পোরেশন ...	৬৷৷০-৬৷৷০		৬৷৷০-৬৷৷০	৬৷৷০	৬৷৷০-৬৷৷০	৬৷৷০-৬৷৷০
মেদিনীপুর জমিদারী কোং লিঃ ...	১৮৮৲-১৮৭৲		১৮৮৷৷০-১৮৭৲	১৮৯৲-১৮৭৲	১৮৮৲-১৮৮৷৷০	১৮৯৲-১৮৭৷৷০
রোটাস ইণ্ডাষ্ট্রীজ লিঃ	১৬৲-১৫৸৵০		১৫৸৶০-১৫৷৷৶০	১৫৸৵০	১৫৸৵০-১৫৷৷৶০	১৫৸০
ইণ্ডিয়া জেনারেল নেভিগেশন কোং লিঃ ...	২১০৲-২০৮৲		২১০৲-২০৯৲	২১০৷৷০-২০৯৲	২১১৲-২০৭৷৷০	২১১৲
আসাম-বেঙ্গল সিমেণ্ট ...	—		১৯৵০-১৮৸৶০	১৯৸৵০	১৯৶০	১৯৶০
ন্যাশনাল ইনসুলেটেড কেবলস ...	—		—	—	—	—
নিউ এসিয়াটিক ইনসিওরেন্স ...	১০৲-৯৸০		১০৶০-১০৲	১০৷৶০-১০৶০	১০৸০-১০৷৵০	১০ ৸৵-১০৷৷০

কোম্পানীর পরিচালনাধীনে প্রতাপগড় টি এষ্টেট এবং প্রতাপগড় এগ্রিকালচারেল গার্ডেন ও ফলবাগান আছে। ফলবাগানটি পরিবর্দ্ধন ও অন্যান্য কার্য্যের জন্য সেনট্রাল গভর্ণমেণ্ট হইতে প্রতি শেয়ারে ১০৲ টাকা হিসাবে ১৫,০০০ পনের হাজার শেয়ার বিক্রয়ের অনুমতি পাওয়া গিয়াছে।

দি

টিপারা হিল ডেভলপমেণ্ট

কোং লিমিটেড

রেজিষ্টার্ড অফিস—আখাউরা (বি এণ্ড এ রেলওয়ে)

প্রধান অফিস—আগরতলা (ত্রিপুরা ষ্টেট)

ডিভিডেণ্ট ৫% হিসাবে দেওয়া হইয়াছে।

কোম্পানীটি ত্রিপুরা মডার্ণ ব্যাঙ্ক লিমিটেডের ম্যানেজিং ডিরেক্টর

রাজসভাভূষণ শ্রীযুত হরিদাস ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের

সুপরিচালনাধীনে আছে।

শেয়ার বিক্রয় করিবার জন্য ডিফেন্স অব ইণ্ডিয়া রুলের ৯৪-এ ধারা অনুসারে কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টের অনুমতি পাওয়া গিয়াছে। ইহা পরিষ্কারভাবে জানিবেন যে, এই অনুমতি দানের জন্য কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্ট কোন পরিকল্পনার আর্থিক অবস্থার কিম্বা বিবৃতির সত্যতা অথবা কোন মতামতের জন্য দায়ী নন।

টেলিগ্রাম—Assambank

টেলিফোন—কলিঃ ৬৯৪০

দি ব্যাঙ্ক অব আসাম

— লিমিটেড —

(১৯০৬ সালে স্থাপিত)

হেড অফিস—শিলং

কলিকাতা অফিস—৬ নং ক্লাইভ রো।

শাখাসমূহ :—বড়পেটা, ধুবড়ী, গৌহাটী, গোয়ালপাড়া, নওগাঁ (আসাম)।

আদায়ীকৃত মূলধন ও রিজার্ভ— ৬,০০,০০০৲ টাকার উপর

আমানত— ৬০,০০,০০০৲ টাকা

কার্য্যকরী মূলধন ৭৪,০০,০০০৲ টাকা

ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত সমস্ত প্রকার কাজ করা হয়।

এ বি দত্ত, এম-এ, এফ আর ইকন
এস, এ আই বি'র (লণ্ডন) সার্টিফিকেটপ্রাপ্ত
কলিকাতায় এজেণ্ট।

এইচ ব্যানার্জ্জি, বি-এ,
এ আই বি'র (লণ্ডন) সার্টিফিকেটপ্রাপ্ত
ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

একজন মুসলমান কাউন্সিলর কর্পোরেশনে চৌরঙ্গী রাস্তার নাম বদলাইয়া 'রবীন্দ্রনাথ ওয়ে' করিবার একটি প্রস্তাব আনিয়াছিলেন। প্রস্তাবটি পাশ হয় নাই। চৌরঙ্গী সম্পর্কে আপত্তি করিয়া একজন য়ুরোপীয় সদস্য বলিয়াছেন; চৌরঙ্গী রাস্তাটা অতি কদর্য্য। ডাষ্টবিন হইতে জঞ্জাল স্তূপ উপচাইয়া পড়িতেছে। মিলিটারী লরী, গাড়ী, ঘোড়া, ট্রামের ঘর্ ঘর্ শব্দ, লোকের ভীড়, গাড়ী চাপা পড়িয়া মানুষ মরিতেছে। কবির নামের সঙ্গে এই রাস্তা খাপ খায় না। তাঁহার নামে হইবে সুন্দর প্রশস্ত রাস্তা, ধ্বনিবিরল, ছায়াবহুল। গাড়ী ঘোড়ার দৌরাত্ম্য অল্প, দুই পাশে ছবির মত বাড়ী ইত্যাদি। গড়িয়াহাটা রোড—রাসবিহারী এভিনিউ হইতে লেক পর্য্যন্ত। সেটাকে রবীন্দ্রনাথ ওয়ে' নাম দেওয়া হউক। লেকটাকেও কবির নামের সঙ্গে জড়ানো যাইতে পারে। বিষয়টি একটি কমিটিতে বিবেচনার জন্য দেওয়া হইয়াছে। ফলাফল কি হইবে জানি না, তবে চৌরঙ্গীর বিরুদ্ধে যুক্তিটা খুব জোরালো মনে হইতেছে না। রাস্তার নামের সঙ্গে কাহারও নাম যুক্ত করিবার উদ্দেশ্য ঐ ব্যক্তির স্মৃতি সর্ব্বসাধারণের স্মরণে রাখা। সে জন্য খ্যাতিমান লোকের নাম এমন রাস্তার সঙ্গে জড়ানো দরকার যে-রাস্তার পথ হিসাবে খ্যাতি আছে, যে-রাস্তায় বেশী লোককে যাওয়া আসা করিতে হয়, যে-রাস্তা শহর, প্রদেশ, এমন কি দেশের বাহিরেও পরিচিত। কলিকাতার চৌরঙ্গী ও ক্লাইভ ষ্ট্রীটের নাম স্বদেশে ও বিদেশে লোকের যতটা জানা আছে এমন আর কোনটারই নয়। রবীন্দ্রনাথের নামে যদি কোন রাস্তা করিতেই হয়, তবে উহার মধ্যে একটিই করা উচিত। ক্লাইভ ষ্ট্রীটের নাম বদল সম্ভব নয়, বোধ হয় উচিতও নয়। বাঙ্গালীর কলঙ্কের, বিশ্বাস-ঘাতকতার ও আত্মঘাতী বুদ্ধির কথা ভবিষ্যৎ বংশ-ধরগণের স্মরণ ও সাবধান করাইবার জন্য উহা থাকুক। চৌরঙ্গীকে রবীন্দ্রনাথের নাম দিলে বিদেশীয়েরা এদেশে আসিয়া অন্ততঃ এইটুকু জানিতে পারিবে রবিঠাকুরকে তাঁহার দেশের লোকেরা একেবারে ভোলে নাই। গড়িয়াহাটা রোড রবীন্দ্র রোড হইলে তাহার খবর বিদেশীয় কেন অনেক স্বদেশীয়কেও 'গুপ্তপ্রেস' পঞ্জিকার ডাইরেক্টরীতে খুঁজিতে হইবে।

* * *

কিন্তু আপত্তিটা শুধু কাব্যিক পরিবেশের নহে বলিয়া সন্দেহ হইতেছে। য়ুরোপীয় ভদ্রলোক চৌরঙ্গীর হট্টগোলকে বিশ্বকবির নামের অযোগ্য বলিয়া রুচির পরিচয় দিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু রায় কহে ইহ বাহ্য আগে কহ আর। আসল কথাটা হইল সাহেবী নামের মোহ। রবীন্দ্রনাথ ওয়ে নামটাতে পুরাপুরি য়ুরোপীয়ানা নাই। যে-পাড়ায় সাহেবেরা থাকিবেন সে পাড়ার রাস্তার বাঙ্গালী নাম তাহাদের ভালো লাগিবার কথা নহে। চৌরঙ্গীটা ফিফথ এভিনিউ, ব্রডওয়ে বা চ্যাথাম প্লেসের মতো একে-বারে নির্জ্জলা সাহেবী না হইলেও উহার গায়ে বাঙ্গালী ছাপ নাই। বিশেষতঃ ইংরেজীতে লেখা ও বলার সময়ে যখন উহাকে 'চৌরিঙ্গী' করার সুবিধা আছে। ঠিক অনুরূপ একটি ঘটনা মনে পড়িতেছে, বছর কয়েক পূর্ব্বে বর্ত্তমান ল্যান্সডাউন রোড এক্সটেন্শান্‌কে 'বিপিন পাল রোড' নাম দেওয়ার একটা প্রস্তাব খবরের কাগজে করা হয়। কর্পোরেশানেও কথাটা তোলা হইয়াছিল। কিন্তু ঐ অঞ্চলের বাসিন্দারা বিশেষ করিয়া রাস্তার দুপাশের বাড়ীয়ালারা হন্তদন্ত হইয়া উহার বিরুদ্ধে এক দরখাস্ত করেন। তাঁহাদের বক্তব্য এই যে, তাহারা যখন জমি কিনিয়াছিলেন তখন এরূপ আশা করিয়াছিলেন যে, ঐ অঞ্চলের "আভিজাত্য" নষ্ট হইতে পারে ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাষ্ট বা কর্পোরেশান এমন কোন কাজ করিবেন না। ল্যান্সডাউন এক্সটেনশানের নাম বিপিন পাল রোড করিলে রাস্তার দুই পাশের জমির দাম কমিয়া যাইবে। শেষ পর্য্যন্ত অন্ত একটি ক্ষুদ্র রাস্তাকেই বিপিন পাল রোড নাম দিতে হইয়াছে। শুধু দরখাস্তকারীদের দোষ দিয়া লাভ নাই। একজন বাঙ্গালী সিভি-লিয়ানকে জানি যিনি দুই রাস্তার মোড়ের একটি বাড়ীর দক্ষিণের ফ্ল্যাট ছাড়িয়া অপেক্ষাকৃত হাওয়া আলোহীন উত্তরের ফ্ল্যাটে উঠিয়া গিয়াছিলেন। কারণ দক্ষিণের ফ্ল্যাটগুলির নম্বর শম্ভুনাথ পণ্ডিত ষ্ট্রীটে, উত্তরের দিকটা চৌরঙ্গী ট্যারেস্।

* * *

পালাক্রমে নানা সময়ে নানারকম ভাবে আমরা স্বদেশী করিয়াছি। যদিও সবকয়টাই অত্যন্ত অল্প দিনের জন্য। খদ্দর পরিয়াছি, চিনির-বদলে গুড় দিয়া চা খাইয়াছি, সিগারেট ছাড়িয়া বিড়ি টানিয়াছি। কিন্তু ইংরেজী নামের প্রতি ভক্তিটা ভিতরে ভিতরে রহিয়াই গিয়াছে। মেয়ে-দের পোষাকী নাম গীতা, গায়ত্রী, বসুধারা, অম্বা-পালী যত সংস্কৃতমূলকই হউক না কেন, ডাক নাম সুসী, ডলী, এ্যানি, রুবি ও কুইনি ইত্যাদিই বেশী চল। কুকুর শাবকের নাম জ্যাকী, জিমি কিম্বা টেরার না রাখিয়া বাঘা রাখিতে চাহিলে শুধু গৃহিণী নয়, শিশু পুত্র কন্যাগণের পর্য্যন্ত আপত্তি হইতে পারে। আমাদের বসুরা বোস এবং গঙ্গোপাধ্যায়েরা গাঙ্গুলী হইয়াছেন। শুধু ইংরে-জীতে নহে, বাংলায়ও। স্বর্গগত সাহিত্যিক চারু বাবু ছাড়া সারা বাংলাদেশে বন্দ্যোপাধ্যায় কেহ ছিলেন বা আছেন বলিয়া জানিনা (ইঞ্জিনিয়র শচীন্দ্র বাবু ইম্‌প্রুভমেণ্ট ট্রাষ্টের গোষ্ঠে পড়িয়া শচীন্ ব্যাণ্ডো হইয়া আছেন বটে!) এবং আই, সি, এস সত্যেন রায় জুনিয়ারকে দিল্লীতে এস, এন, রে হইতে দেখিয়াছি!

* * *

স্বীকার করিতেই হইবে নামের এই সাহেবী অনুবাদ মুসলমানদের মধ্যে নাই। স্যার মহম্মদ জাফরুল্লার নাম উর্দ্দু ও ইংরেজীতে একই থাকে। অথচ হিন্দুসভার সভাপতি ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখো-পাধ্যায় ইংরেজী হরফের ছোঁয়া লাগিলেই শ্যামা-প্রসাদ মুখার্জ্জী হইয়া পড়েন। বিকৃত উচ্চারণের দ্বারা ইচ্ছাকৃত নাম পরিবর্ত্তনের এই হাস্যকর প্রয়াস পাঞ্জাবীদের মধ্যেও লক্ষ্য করিয়াছি। লণ্ডনে হাণ্ডা নামক একটি পাঞ্জাবী ছাত্রের সঙ্গে হৃদ্যতা ছিল। রেলওয়ে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়িত। ষ্ট্যানহোপ গার্ডেনস এক বাড়ীতে পেয়িং গেষ্ট থাকিত। এদেশে ফিরিয়া কেহ কাহারও খবর রাখি নাই। বছর চারেক আগে মুসৌরীতে লাক্সমাউণ্ট হোটেলের লাউঞ্জে বসিয়া মাসিক কাগজের ছবি দেখিতেছিলাম। হঠাৎ এক ভদ্র-লোক আসিয়া বলিলেন, "এক্সকিউস মি, আমাকে কি চিনিতে পারেন?" চিনিতে পারিলাম। লণ্ডনের সেই পাঞ্জাবী ইঞ্জিনিয়ারিং পরীক্ষার্থী হাণ্ডা। বলিল, হোটেলে সে আমার পাশের ঘরেই থাকে এবং সে আশা করিতেছিল যে, আমি তাহাকে চিনিতে পারিয়া আলাপ করিব। তাহা করি নাই বলিয়া সে আশ্চর্য্য হইয়াছে। মনে মনে বলিলাম আশ্চর্য্য তো তোমার হওয়ার কথা নয়, আশ্চর্য্য হওয়ার পালা আমার। পাশের ঘরের দরজায় নেম প্লেটটি চোখে পড়িয়াছে বটে, কিন্তু লণ্ডনের জগদীশ্ লাল হাণ্ডা যে ভারতবর্ষে রেল কোম্পানীর ইঞ্জিনিয়ার হইয়া মিঃ জে, এল, হ্যাণ্ডস্ বনিয়া গিয়াছেন। তাহা বুঝিব কেমন করিয়া?

—খেয়ালী

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস: ৭, সোয়ালো লেন, কলিকাতা। ফোন ক্যাল, ৫৪৯

বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা, আসাম ও যুক্তপ্রদেশের নানা কেন্দ্রে ৩৫টির অধিক শাখা।

সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয় এবং শেয়ার ক্রয় বিক্রয়ে গ্রাহকদের বিশেষভাবে সাহায্য করা হয়।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর: শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

ত্রিপুরা ইণ্ডাষ্ট্রিজ কর্পোরেশন

লিমিটেড

৮।২, হেষ্টিংস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ভারত সরকার আরও ১৫ লক্ষ টাকা মূল্যের শেয়ার বিক্রয়ের অনুমতি দিয়াছেন।

প্রতিটী ১০৲ মূল্যের শেয়ার এখনও সমমূল্যেই পাওয়া যায়।

প্রতি শেয়ার বাবদ দরখাস্তের সঙ্গে ২৲ টাকা, বিলির পর ৫৲ টাকা এবং বাকী টাকা অন্যূন ৬০ দিনের ব্যবধানে ২॥০ দুইটী সমান তাগিদে আদায় দিতে হইবে। দরখাস্তের সঙ্গে এ্যাডমিশন ফি ১৲ টাকা দিতে হয়।

কোম্পানীর অংশীদারগণকে লভ্যাংশ দেওয়া হইতেছে।

বর্ত্তমানে সুদক্ষ ডিরেক্টারগণের পরিচালনায় লম্বা আঁশের তুলার চাষ, ফল ও অন্যান্য কৃষিকার্য্য করা হইতেছে এবং চাউলের কল চলিতেছে।

(ভারত রক্ষা আইনের ৯৪-এ ধারায় কেন্দ্রীয় সরকার অনুমতি দিয়াছেন। এই অনুমতিদানকালে ভারত সরকার এতৎসম্পর্কে প্রদত্ত আর্থিক কোন—রিপোর্ট বা মতামতের কোন দায়িত্ব লইতেছেন না।)

আর্থিক দুনিয়ার খবরাখবর

খাঁটি জমাট দুগ্ধ—খাদি প্রতিষ্ঠান সম্প্রতি জমাট খাঁটি গো দুগ্ধ কুটীর শিল্প হিসাবে প্রস্তুত করিতেছেন বলিয়া প্রকাশ। খাদি প্রতিষ্ঠানের এই পন্থানুযায়ী গ্রামবাসীরা দুগ্ধের প্রাচুর্য্যের সময় উহা জমাট করিয়া ভবিষ্যতের ব্যবহারের জন্য রাখিতে পারিবে বলিয়াও জানা গিয়াছে। কলিকাতা ও মফঃস্বলে অধুনা খাঁটি দুগ্ধের যেরূপ অভাব হইয়াছে, তাহাতে খাদি প্রতিষ্ঠানের এই দুগ্ধ নাকি জনসাধারণের বিশেষ উপকারে আসিবে। যে সমস্ত স্থানে শিশুদের জন্যও দুগ্ধ দুষ্প্রাপ্য সেখানে ইহার দ্বারা প্রভূত জনকল্যাণ সাধিত হইবে বলিয়া আশা করা হইতেছে।

শ্রীহট্টে মেডিক্যাল কলেজ—শ্রীহট্ট সহরে একটি মেডিক্যাল কলেজ স্থাপনের উদ্দেশ্যে শ্রীহট্টের জমিদার মিঃ বি গুপ্ত ১ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা দান করিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ। এই সম্পর্কে রায় বাহাদুর পি সি দত্তকে চেয়ারম্যান করিয়া একটি কমিটি গঠিত হইয়াছে বলিয়াও প্রকাশ। উক্ত কমিটি নাকি ৫ লক্ষ টাকা সংগ্রহ করিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন।

বাংলায় শস্য বীজ বণ্টন—নয়াদিল্লীর সাম্প্রতিক সংবাদে প্রকাশ, বাংলাদেশে শস্য বীজ বণ্টন সম্পর্কিত বিভিন্ন পরিকল্পনার জন্য ভারত গবর্ণমেণ্ট ১৯৪৫-৪৬ সালের জন্য ৩৬ লক্ষ ৮৩ হাজার টাকা ঋণ মঞ্জুর করিয়াছেন। 'আরও খাদ্য ফলাও আন্দোলন' সম্পর্কেই নাকি এই ঋণ মঞ্জুর করা হইয়াছে। এই ঋণ বিনা সুদে দেওয়া হইবে এবং এক বৎসরের মধ্যে উহা পরিশোধ করিতে হইবে বলিয়াও প্রকাশ। এই সম্পর্কে আরও প্রকাশ যে, বাংলা গবর্ণমেণ্টও এই সকল পরিকল্পনা সম্পর্কে অনুরূপ অর্থ ব্যয় করিবেন।

উড়িষ্যার নূতন এডভোকেট জেনারেল—প্রকাশ, মিঃ লিঙ্গরাজ পাণিগ্রাহী উড়িষ্যার এডভোকেট জেনারেল নিযুক্ত হইয়াছেন। মিঃ বি কে রায় পাটনা হাইকোর্টের অন্যতম বিচারপতি নিযুক্ত হওয়ার ফলেই নাকি এই পদটি শূন্য হয়। মিঃ পাণিগ্রাহী এক্ষণে গঞ্জামে পাবলিক প্রসিকিউটারের পদে অধিষ্ঠিত আছেন বলিয়াও প্রকাশ।

রাজনৈতিক বন্দীদের পরীক্ষার ফি—প্রকাশ, বঙ্গীয় রিলিফ কমিটি রাজনৈতিক ও সিকিউরিটি বন্দীদের পরীক্ষার ফি বাবদ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকট ৮ হাজার টাকা প্রেরণ করিয়াছেন। এই সম্পর্কে আরও প্রকাশ যে, ইহার পূর্ব্বেও উক্ত কমিটি আর একবার এই উদ্দেশ্যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে দশ হাজার টাকা প্রদান করিয়াছিলেন।

রেশন দোকানে তিন রকম চাউল—বাংলা গবর্ণমেণ্টের অসামরিক সরবরাহ বিভাগের এক সাম্প্রতিক প্রেসনোটে প্রকাশ, বর্ত্তমানে কলিকাতা ও কলিকাতার শিল্প এলাকায় যে 'খ' শ্রেণীর চাউল সরবরাহ করা হইতেছে, তাহা ছাড়াও গবর্ণমেণ্ট 'ক' শ্রেণীর মিহি চাউল ও 'গ' শ্রেণীর মোটা চাউল সরবরাহ করিবেন স্থির করিয়াছেন। ১৬ই জুলাই সোমবার (অদ্য) ৭৭ রেশন সপ্তাহ সুরু হইবে; অদ্য হইতে জনসাধারণকে এই তিন শ্রেণীর চাউল দেওয়া হইবে। নূতন দুই শ্রেণীর সরু ও মোটা চাউলের খুচরা মূল্য যথাক্রমে সের প্রতি দশ আনা ও চার আনা স্থির করা হইয়াছে বলিয়াও উক্ত প্রেসনোটে উল্লেখ করা হইয়াছে। 'খ' শ্রেণীর চাউলের মূল্য পূর্ব্বের মত সাড়ে ছয় আনাই থাকিবে। এই সম্পর্কে উক্ত বিজ্ঞপ্তিতে আরও উল্লেখ করা হইয়াছে যে, সর্ব্বদা 'ক' শ্রেণীর চাউল সরবরাহের গবর্ণমেণ্ট কোন নিশ্চয়তা দিতে পারিবেন না। 'খ' শ্রেণীর চাউল অবশ্য সর্ব্বদাই সরবরাহ করা যাইবে বলিয়াও উক্ত প্রেসনোটে জানান হইয়াছে। এই সম্পর্কে আরও প্রকাশ করা হইয়াছে যে, সাপ্তাহিক নির্দ্দিষ্ট হার অনুসারে কার্ড পিছু যত চাউল পাওয়া যায়, 'খ' ও 'গ' শ্রেণীর চাউল ততটাই পাওয়া যাইবে। কিন্তু 'ক' শ্রেণীর চাউল ১ ইউনিট বা ২ ইউনিট কার্ড পিছু সপ্তাহে এক পোয়ার বেশী সরবরাহ করা হইবে না। অর্দ্ধ ইউনিট অর্থাৎ শিশুদের রেশন কার্ডে 'ক' শ্রেণীর চাউল পাওয়া যাইবে না। এই নিয়ম অক্ষুণ্ণ রাখিয়া ক্রেতা এক বা একাধিক রকম চাউল ক্রয় করিতে পারিবেন বলিয়াও উল্লেখ করা হইয়াছে।

বিদেশ হইতে ভারতে গম প্রেরণ—নয়াদিল্লীর সাম্প্রতিক সংবাদে প্রকাশ যে, বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট ভারত গবর্ণমেণ্টকে এই প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন যে, তাঁহারা জাহাজ যোগে আগামী ছয় মাসকাল প্রতি মাসে এক লক্ষ টন হিসাবে গম সরবরাহ করিবেন।

ডাঃ মেঘনাদ সাহা—ডাঃ মেঘনাদ সাহা রাশিয়ার বিজ্ঞান পরিষদের জুবিলি অনুষ্ঠানে যোগদান করিবার পর গত ৮ই জুলাই কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। মস্কো এবং লেনিনগ্রাদে উক্ত বিজ্ঞান পরিষদের জুবিলি অনুষ্ঠান হইয়াছিল।

বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের উপনির্ব্বাচন—মালদহের সাম্প্রতিক সংবাদে প্রকাশ, তারিণী পরামাণিকের মৃত্যুতে বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে তপশীলী উপনির্ব্বাচনে কংগ্রেস মনোনীত প্রার্থী শ্রীযুক্ত বীরশা ধাঙ্গড় ৪ হাজার ২ শত ১৮ ভোট পাইয়া নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী হিন্দু-মহাসভার মনোনীত প্রার্থী ২ হাজার ৩ শত ৯২ ভোট পাইয়াছেন বলিয়াও প্রকাশ।

ভারতীয় ফিল্ম প্রতিনিধি শিল্প—ভারতের ফিল্ম শিল্পের ৪ জন প্রতিনিধি সম্প্রতি ইংলণ্ড পৌঁছিয়াছেন। তাঁহাদের নাম মিঃ পি এন রায় (নেতা), মিঃ এস সুন্দরজন, মিঃ কেদার শর্ম্মা এবং মিঃ কে এস হায়ারলেকার (সেক্রেটারী)। মিঃ রূপ কে শোরে (পাঞ্জাবী ফিল্ম শিল্পপতি) শীঘ্রই উক্ত প্রতিনিধিদের সঙ্গে ইংলণ্ডে মিলিত হইবেন বলিয়াও প্রকাশ। মিঃ হায়ারলেকার এই সম্পর্কে বলেন যে, তাঁহারা ইউরোপে ৬ সপ্তাহ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ৮ সপ্তাহ অবস্থান করিবেন এবং ফ্রান্স সুইডেন গমনের ইচ্ছাও তাঁহাদের আছে। তাঁহাদের বিদেশ যাত্রার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে মিঃ হায়ারলেকার উল্লেখ করেন যে, ফিল্ম শিল্পের আধুনিক উন্নতি সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করা এবং ঐ সকল দেশের ফিল্ম শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির খুঁটিনাটি সংবাদ সংগ্রহ করাই তাঁহাদের প্রধানতম লক্ষ্য।

ইস্পাতের মূল্য হ্রাস—গত ৩০শে জুন তারিখের ইণ্ডিয়া গেজেটের এক বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ যে, ইস্পাতের নিয়ন্ত্রিত বিক্রয় মূল্য আরও কমান হইয়াছে। আগামী কয়েক মাসের মধ্যে ইস্পাতের মূল্য কমিয়া যাইবার সম্ভাবনা আছে বলিয়াই এইরূপ করা হইয়াছে বলিয়াও উক্ত বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হইয়াছে।

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের অভূতপূর্ব্ব আয়-ব্যয়—মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের ট্রেজারী-সেক্রেটারী মিঃ হেন্‌রী মরগেনথাউ সম্প্রতি ওয়াশিংটনে ঘোষণা করিয়াছেন যে, গত ৩০শে জুন যে আর্থিক বৎসর শেষ হইয়াছে, তাহা মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের আয়-ব্যয়ের পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের সমস্ত হিসাবকে অতিক্রম করিয়াছে। উক্ত আর্থিক বৎসরে নাকি মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে সর্ব্বপ্রথম ফেডারেল গবর্ণমেণ্ট দশ হাজার কোটি ডলার বা তেত্রিশ হাজার কোটি টাকার উপর ব্যয় করিয়াছেন। উক্ত বৎসরে যুদ্ধের জন্য ৯ হাজার কোটি ডলার বা প্রায় ত্রিশ হাজার কোটি টাকা ব্যয় হইয়াছে বলিয়াও মিঃ মরগেনথাউ উল্লেখ করিয়াছেন।

কেরোসিন তেলের সরবরাহ—ভারত গবর্ণমেণ্ট জুলাই মাসে কেরোসিন তেলের সরবরাহের পরিমাণ শতকরা ১০ ভাগ বৃদ্ধি করিয়া-

আবৃত্তিঃ সর্ব্বশাস্ত্রাণাং বোধাদপি গরীয়সী

অর্থাৎ

মেধাই শ্রেয়তর

একদা বাঙ্গালী সন্তান সমগ্র ন্যায়-শাস্ত্র মেধায় ধারণ করিয়া স্বদেশে সেই শাস্ত্রের প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন

আজ তাহা স্বপ্ন বলিয়া মনে হয়। কারণ সেই অসাধারণ স্মৃতিশক্তির পরিচয় একালে অতিশয় দুর্ল্লভ।

জাতির এই দুর্দ্দিনে

হিমো-লেসিথিন-ফস্

মেধাশক্তির পুনরুজ্জীবনে একমাত্র সহায়ক।

স্নায়ুদৌর্ব্বল্য

রক্তহীনতা

অনিদ্রা প্রভৃতি রোগে কার্য্যকরী।

সমস্ত সম্ভ্রান্ত ঔষধালয়ে পাওয়া যায়।

ছেন বলিয়া প্রকাশ। সহর ও গ্রামের লোকদের প্রাপ্য পরিমাণ এই অনুসারে বৃদ্ধি করা হইয়াছে। পরবর্ত্তী মাসগুলিতেও বর্দ্ধিত পরিমাণ তৈল দেওয়া হইবে কি-না তাহা জানা যায় নাই।

উচ্চ শিক্ষার জন্য বিলাত প্রেরণ—প্রকাশ, আসাম গবর্ণমেণ্ট আসামের ৬ জন মনোনীত ব্যক্তিকে উচ্চ শিক্ষার জন্য বিলাতে পাঠাইবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

অধ্যাপক পি সান্যাল—প্রকাশ, মিঃ এ লেইচ এম বি ই'র অনুপস্থিতিকালে অধ্যাপক পি সান্যাল অস্থায়ীভাবে আসাম শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টারের কাজ করিবেন। মিঃ লেইচ ডবল নিওমোনিয়া ও এপেণ্ডিসাইটিসে আক্রান্ত হইয়া নাকি হাসপাতালে রহিয়াছেন।

গৌহাটিতে বস্ত্র রেশনিং—গত ১লা জুলাই হইতে গৌহাটিতে বস্ত্র রেশনিং প্রবর্ত্তিত হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। ৩৮ হাজার রেশন কার্ড নাকি এই সম্পর্কে বণ্টন করা হইয়াছে। কেবলমাত্র ধুতি, শাড়ী ও মিহি জামার কাপড় এই পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে বলিয়াও প্রকাশ।

বিমান আক্রমণের সঙ্কেতধ্বনি—বাংলা গবর্ণমেণ্টের এক সাম্প্রতিক প্রেস নোটে প্রকাশ, যুদ্ধ পরিস্থিতির উন্নতি হওয়ায় বাংলা গবর্ণমেণ্ট স্থির করিয়াছেন যে, বিমান আক্রমণের সঙ্কেতধ্বনি বন্ধ করা হইবে এবং নিম্নলিখিত অঞ্চলসমূহে আশ্রয়স্থলগুলি যত শীঘ্র সম্ভব ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইবে :—কলিকাতার শিল্পাঞ্চলসমূহ, মেদিনীপুর জেলার খড়গপুর সহরতলী, ময়মনসিংহ জেলার ভৈরব বাজার, ঢাকা, চট্টগ্রাম, নোয়াখালী ও ত্রিপুরা জেলার এ আর পি অঞ্চলসমূহ।

আমেরিকায় অধ্যয়নের জন্য ভারতীয় ছাত্রী—প্রকাশ, নাগপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েট এবং মরিস কলেজের প্রাক্তন ছাত্রী কুমারী প্রমীলা এস পণ্ডিতকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হোম ইকনমিকস্ এসোসিয়েশন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে হোম ইকনমিকস্ অধ্যয়ন করিবার জন্য বৃত্তি দিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। কুমারী প্রমীলা সম্প্রতি এলাহাবাদ এগ্রিকালচারাল ইনষ্টিটিউট হইতে হোম ইকনমিকস্ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন বলিয়াও প্রকাশ। কুমারী প্রমীলা নাকি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এই আমন্ত্রণ গ্রহণ করিবেন।

ইংলণ্ডের পুনর্গঠন কার্য্য—বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠন কার্য্যের প্রধান এবং প্রথম কর্ত্তব্যই নাকি হইবে গৃহ নির্ম্মাণ করা। ১২ লক্ষ ৫০ হাজার লোক এই গৃহ নির্ম্মাণ কার্য্যে কম পক্ষে ১২ বৎসর যাবৎ লিপ্ত থাকিবে বলিয়া প্রকাশ। উক্ত সময়ের মধ্যে নাকি ৪০ লক্ষ গৃহ নির্ম্মাণ করিতে হইবে। ইহার মধ্যে ৫ লক্ষ ৮৮

হাজার ৮ শত ৮০ খানি গৃহের দুই বৎসরের মধ্যেই নির্ম্মাণ কার্য্য সমাপ্ত করা হইবে বলিয়াও প্রকাশ। গত ৯ই জুলাই এই সম্পর্কে ৪ লক্ষ শ্রমিককে নিযুক্ত করা হইয়াছে এবং ১ বৎসরের মধ্যেই নাকি উক্ত শ্রমিকসংখ্যা দ্বিগুণ বৃদ্ধি পাইবে। এই সম্পর্কে আরও প্রকাশ যে, বোমা-বিধ্বস্ত গৃহ সংস্কার পরিকল্পনার সহিত উক্ত গৃহ নির্ম্মান ব্যবস্থার কোন সম্পর্ক নাই। প্রকাশ, বোমা-বিধ্বস্ত গৃহ সংস্কার পরিকল্পনানুযায়ী ২ লক্ষ ৫০ হাজার গৃহের সংস্কার কার্য্য সুরু হইয়াছে। ইহার সহিত গ্যাস ও বৈদ্যুতিক শক্তির উন্নয়নের ব্যবস্থা হইতেছে বলিয়াও প্রকাশ। ৫ লক্ষ শ্রমিক নাকি বৈদ্যুতিক উৎপাদন বিভাগে কার্য্য করিতেছে। এই কার্য্যের জন্য কেন্দ্রীয় বৈদ্যুতিক বোর্ড ৯ কোটি পাউণ্ড ব্যয়ের এক পরিকল্পনা নাকি রচনা করিয়াছেন এবং বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদন কোম্পানীগুলির সঙ্ঘ এই উদ্দেশ্যে ১০ কোটি পাউণ্ড খরচ করিবেন বলিয়াও প্রকাশ।

হস্তচালিত তাঁতের সূতা—প্রকাশ, হস্তচালিত তাঁতে কাপড় তৈয়ার করা বাংলার অর্থনৈতিক অবস্থার পক্ষে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া বাংলার জন্য কাপড় বরাদ্দ করিতে যাইয়া বাংলা গবর্ণমেণ্ট বাংলাদেশে প্রস্তুত হস্তচালিত তাঁতের কাপড়ও হিসাবে ধরিয়াছেন। মোটামুটি ১ বেল সূতায় ওজন ৪শত পাউণ্ড এবং এক পাউণ্ড সূতায় ৪। গজ হইতে ৫ গজ কাপড় প্রস্তুত হয়। বর্ত্তমানে বাংলায় হস্তচালিত তাঁতের জন্য বরাদ্দ সূতার পরিমাণ প্রতি মাসে ৭১ হাজার বেল এবং প্রতি হাজার তাঁতের জন্য ২৪ বেল হিসাবে বণ্টন করিয়া অবশিষ্ট বেল অন্যান্য রকমারী তাঁত বস্ত্র প্রস্তুতকারীদের বণ্টন করা হয়। ১৯৪৫ সালের ১৯শে মে হইতে ১৮ই জুন পর্য্যন্ত সময়ের মধ্যে মোট প্রেরিত সূতায় পরিমাণ ৫ হাজার ৪ শত ৮৬ বেল।

ভারতে বস্ত্র সমস্যা সমাধানের নূতন উপায়—লণ্ডনস্থ ইণ্ডিয়া লীগের সেক্রেটারী ডাঃ ভি কে কৃষ্ণমেনন সম্প্রতি জানাইয়াছেন যে, ভারতের বস্ত্র সমস্যা সমাধানকল্পে তাঁহারা এক নূতন ধরণের চরকা উদ্ভাবন করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন, এই বিষয়ে বৃটেনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ইঞ্জিনিয়ারের সাহায্য পাওয়া গিয়াছে। তিনি উল্লেখ করেন যে, উক্ত নূতন চরকার দ্বারা বস্ত্রের উৎপাদন ৫।৬ গুণ বৃদ্ধি পাইবে। সেলাই-এর কলের ন্যায় হাত কিংবা পায়ের সাহায্যে একজন লোকই উহা চালাইতে পারিবে। ইহাতে সূক্ষ্ম সূতা উৎপন্ন হইবে বলিয়া প্রকাশ। উপযুক্ত ব্যবস্থায় উক্ত চরকা নাকি সম্পূর্ণভাবে অথবা আংশিকভাবে ভারতেও প্রস্তুত করা যাইবে।

বাংলায় বস্ত্রোৎপাদন বৃদ্ধির কথা—প্রকাশ, কাপড়ের কলগুলিকে প্রতি দিন এক কিংবা দুই ঘণ্টা করিয়া অতিরিক্ত কাজ করিতে দেওয়ার সিদ্ধান্তের ফলে বাংলায় প্রতি মাসে ১ হাজার বেল কাপড় এবং ১ হাজার বেল সূতার উৎপাদন বৃদ্ধি পাইবে। এই উৎপাদন বৃদ্ধির ফলে নাকি প্রতি মাসে ১ লক্ষ ৫০ হাজার জোড়া সাড়ী ও ধুতি অধিক প্রস্তুত হইবে। এই ভাবে বস্ত্রের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য ভারত গবর্ণমেণ্টের সহকারী টেক্সটাইল কমিশনার মিঃ জি এন কে আয়ার বাংলার প্রায় সমস্ত কাপড়ের কল সম্প্রতি পরিদর্শন করিয়াছেন। প্রকাশ, ঐ সম্পর্কে মিল-মালিকগণ এবং অন্যান্য কর্ত্তৃপক্ষের নিকট হইতে সহযোগিতা ও সাহায্য লাভের প্রতিশ্রুতি তিনি পাইয়াছেন।

লরী ক্রয়ের জন্য কর্পোরেশনকে অর্থ প্রদান—সম্প্রতি বাংলা গবর্ণমেণ্টের এক প্রেস-নোটে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, কর্ণেল হ্যারিসের সুপারিশ অনুসারে কর্পোরেশনের আবর্জ্জনা দূরীকরণ বিভাগের কার্য্য সুষ্ঠুভাবে পরিচালনের জন্য কর্পোরেশন যাহাতে আরও ৯০ খানি লরী ক্রয় করিতে পারেন তজ্জন্য বাংলা গবর্ণমেণ্ট কর্পোরেশনকে আরও ৭ লক্ষ ২০ হাজার টাকা ঋণ মঞ্জুর

টেলিগ্রাম—"আর্থিক মান" পোঃ বক্স কেল—৬৫৯

প্রগতিশীল জাতীয় আর্থিক প্রতিষ্ঠান

ব্যাঙ্ক অব কামরূপ লিঃ

হেড অফিস : ৭নং সোয়ালো লেন, কলিকাতা

ম্যানেজিং ডাইরেক্টর—শ্রীঅমলেন্দু বাগচী

ক্লিয়ারিং-এর সুবিধা সহ জাতীয় আর্থিক প্রতিষ্ঠান

শিলং ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন লিঃ

টেলিঃ SHILLBANK হেড অফিস—শিলং ফোন : শিলং—১৬৬

কলিকাতা শাখা :—১৫নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, টেলিঃ BANKSHILLO ফোন : ক্যাল ৪৪৫৪

অন্যান্য শাখা—শ্রীহট্ট, হবিগঞ্জ, করিমগঞ্জ, গৌহাটী ও নওগাঁ (আসাম)।

শ্রীপ্রফুল্লকুমার চৌধুরী, ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

সাদার্ণ ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস—১৪, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ফোন—ক্যাল ৫৯৮৯

ব্রাঞ্চ—বড়বাজার, শ্যামবাজার, ভবানীপুর, বসিরহাট, খুলনা ও পাটনা

সুবিধাজনক সর্ত্তে গভর্ণমেণ্ট ও মিলিটারী বিলের উপর টাকা ধার দেওয়া হয়

সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

চেয়ারম্যান—মিঃ দেবেন্দ্রনাথ মুখার্জ্জি, মেম্বর, কলিকাতা কর্পোরেশন।

দি সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া লিঃ

স্থাপিত—ডিসেম্বর—১৯১১

ভারতীয় বৃহত্তম জয়েণ্ট ষ্টক ব্যাঙ্ক

অনুমোদিত মূলধন	৫,২৫,০০,০০০৲ টাকা	রিজার্ভ ও অন্যান্য তহবিল	২,৫৪,৭২,০০০৲ টাকা
বিলীকৃত মূলধন	৫,০৪,৩৯,৬০০৲ টাকা	আমানতের পরিমাণ (৩১-১২-৪৪ তারিখে)	৯৪,৪৮,৬৭,০০০৲ টাকা
আদায়ীকৃত মূলধন	২,৫১,২২,২০০৲ টাকা	হেড অফিস—মহাত্মা গান্ধী রোড, ফোর্ট, বোম্বাই	

ভারতের সর্ব্বত্র ২৬০টার অধিক ব্রাঞ্চ ও পে-অফিস আছে।

স্যার এইচ, পি, মোদী, কে, বি, ই, চেয়ারম্যান। ম্যানেজিং ডিরেক্টর : মিঃ এইচ, সি ক্যাপটেন, জে, পি।

লণ্ডন এজেণ্টস্ : বার্ক্লেস ব্যাঙ্ক লিঃ ও মিডল্যাণ্ড ব্যাঙ্ক লিঃ। নিউইয়র্ক এজেণ্ট : দি গ্যারাণ্টি ট্রাষ্ট কোং অব নিউইয়র্ক।

সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়। সর্ত্তাবলী পত্র লিখিয়া জানুন।

কলিকাতার শাখাসমূহ—মেন অফিস—১০০, ক্লাইভ ষ্ট্রীট ; বড়বাজার—৭১, ক্রশ ষ্ট্রীট ; নিউ মার্কেট—১০, লিণ্ডসে ষ্ট্রীট ; শ্যামবাজার—১৩৩, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট ; ভবানীপুর—৮-এ, রসা রোড। বঙ্গদেশ—ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, মীরকাদিম, জলপাইগুড়ি, শিলিগুড়ি, বর্দ্ধমান, দিনাজপুর, রংপুর, ভৈরববাজার, ময়মনসিংহ, কালিংপঙ্ এবং কুল্‌টী। বিহার—জামসেদপুর, মজাফরপুর সাসারাম, গয়া, ছাপরা, জয়নগর, সীতামারি, বেট্টিয়া, মধুবাণী, খাগাড়িয়া, রকসউল, মোগাছিয়া, ভাগলপুর, পাটনা, পাটনা সিটি, কাটিহার, কিষাণগঞ্জ, ফরবেশগঞ্জ, সাহেবগঞ্জ, বালিয়া, বৈরাগনিয়া, কলগঞ্জ, সমস্তিপুর ও পুরুলিয়া, দেওঘর, বনমংখি। উড়িষ্যা—সম্বলপুর।

কুমিল্লা ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন লিঃ

হেড অফিস :—কুমিল্লা স্থাপিত — ১৯১৪

মূলধন

অনুমোদিত—	৩,০০,০০,০০০৲	
বিলিকৃত ও বিক্রীত—	১,০০,০০,০০০৲	
আদায়ীকৃত—	৫৩,০০,০০০৲	উপর
রিজার্ভ ফণ্ডে—	২৫,০০,০০০৲	উপর

কলিকাতা অফিস্—৪নং ক্লাইভ ঘাট ষ্ট্রীট

হাইকোর্ট, বড়বাজার, দক্ষিণ কলিকাতা, নিউ মার্কেট ও হাটখোলা।

বাংলার বাহিরে শাখাসমূহ :—

বোম্বে, মাজ্ঞভি (বোম্বে), দিল্লী, কাণপুর, লক্ষ্ণৌ, বেনারস, ভাগলপুর ও কটক।

পাটনা শাখা শীঘ্রই খোলা হইবে।

লণ্ডন এজেণ্ট :—ওয়েষ্টমিনষ্টার ব্যাঙ্ক লিমিটেড।

নিউইয়র্ক এজেণ্ট :—ব্যাঙ্কার্স ট্রাষ্ট কোং অব নিউইয়র্ক।

অষ্ট্রেলিয়ান এজেণ্ট :—ন্যাশন্যাল ব্যাঙ্ক অব অষ্ট্রেলেশিয়া লিঃ।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর :—মিঃ এন, সি, দত্ত, এম-এল-সি।

করিয়াছেন। উক্ত টাকার উপর শতকরা বার্ষিক দুই টাকা হারে সুদ চলিবে এবং বাংলা গবর্ণমেণ্ট কর্পোরেশনকে ১৯৪৫ সালের এপ্রিল মাসে যে ৫ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা ঋণ দিয়াছিলেন তাহার সহিত উক্ত ঋণ আগামী পাঁচ বৎসরের মধ্যে পরিশোধ করিতে হইবে। বাংলা গবর্ণমেণ্ট কর্পোরেশনকে প্রাদেশিক ট্রান্সপোর্ট এডভাইসরি কমিটির নিকট ৯০ খানি লরী ক্রয়ের জন্য আবেদনপত্র প্রেরণ করিবার পরামর্শ দিয়াছেন বলিয়াও উক্ত প্রেসনোটে উল্লেখ করা হইয়াছে।

মাদ্রাজে তাঁত-বস্ত্র রপ্তানী নিয়ন্ত্রণ—মাদ্রাজের টেক্সটাইল কমিশনার সম্প্রতি এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, মাদ্রাজ প্রদেশ হইতে প্রতি মাসে ৬০ লক্ষ গজের অধিক তাঁতে প্রস্তুত বস্ত্র রপ্তানী হইতে পারিবে না। তিনি আরও সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, যে সকল ব্যবসায়ী অতীতে মাদ্রাজ হইতে অন্যান্য প্রদেশে তাঁত বস্ত্র রপ্তানী করিয়াছেন কেবল তাঁহাদিগকেই বর্ত্তমানে তাঁত-বস্ত্র রপ্তানীর অনুমতি-পত্র দেওয়া হইবে। উক্ত টেক্সটাইল কমিশনার এতৎসম্পর্কে বলিয়াছেন যে, নিখিল ভারত বস্ত্র বিতরণ পরিকল্পনা অনুসারে মাদ্রাজ প্রদেশে প্রস্তুত তাঁত-বস্ত্রের শতকরা ৮০ ভাগ মাদ্রাজ প্রদেশে আবদ্ধ রাখার কথা ছিল। কিন্তু বর্ত্তমানে নাকি শতকরা ৫০ ভাগেরও বেশী তাঁত-বস্ত্র মাদ্রাজ হইতে রপ্তানী করিবার চেষ্টা হইতেছে। তাঁহার মতে মাদ্রাজবাসীদের স্বার্থ রক্ষার জন্য এইরূপ নিয়ন্ত্রণ আবশ্যক হইয়াছে।

বাংলায় গম শস্যের দ্বিতীয় পূর্ব্বাভাষ—সম্প্রতি বাংলায় গম শস্যের দ্বিতীয় পূর্ব্বাভাষ প্রকাশিত হইয়াছে। এই দ্বিতীয় পূর্ব্বাভাষ অনুসারে বাংলায় ১ লক্ষ ৬৭ হাজার ৫ শত একর জমিতে গমের চাষ হইয়াছে। গত বৎসর দ্বিতীয় পূর্ব্বাভাষ অনুসারে ১ লক্ষ ৮৬ হাজার ৬ শত এবং চূড়ান্ত পূর্ব্বাভাষ অনুসারে ১ লক্ষ ৯২ হাজার ২ শত একর জমিতে গম শস্য চাষ করা হইয়াছিল। উক্ত দ্বিতীয় পূর্ব্বাভাষ অনুসারে গড়পড়তা ফলন স্বাভাবিক অবস্থার শতকরা ৭৩ ভাগ হইয়াছে; গত বৎসর দ্বিতীয় পূর্ব্বাভাষ অনুসারে উক্ত ফলন স্বাভাবিক অবস্থার শতকরা ৭৭ ভাগ ও চূড়ান্ত পূর্ব্বাভাষ অনুসারে উক্ত ফলন স্বাভাবিক অবস্থার শতকরা ৮০ ভাগ হইয়াছিল বলিয়াও প্রকাশ।

সাম্রাজ্যিক বিমান চলাচল ব্যবস্থা—সাম্রাজ্যিক বিমান চলাচল সম্বন্ধে গত ডিসেম্বর মাসে ভারত গবর্ণমেণ্টের প্রতিনিধিগণ বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের সহিত পরামর্শ করিয়া স্থির করিয়াছিলেন যে, বৃটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে বিমান চলাচল বিষয়ে একটি পরিষদ গঠিত করা হইবে। এই পরিষদ নাকি সাম্রাজ্যের বে-সামরিক বিমান চলাচল ব্যবস্থার উন্নতি বিধানের জন্য সর্ব্বপ্রকার চেষ্টা করিবেন। এই সম্বন্ধে সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন দেশের মতামত সংগ্রহ ও মতামত আদান প্রদানের ব্যবস্থা এবং সাম্রাজ্যের যে কোন গভর্ণমেণ্টকে উপদেশ ও পরামর্শ দিবার ভারও তাঁহারা লইবেন। তবে পরামর্শ দেওয়া ছাড়া এই পরিষদের আর কোন অধিকার থাকিবে না বলিয়াও প্রকাশ। গত ৯ই জুলাই লণ্ডনে উক্ত পরিষদের প্রথম অধিবেশন হইয়াছে। ভারত গবর্ণমেণ্টের প্রতিনিধিরূপে ডাক ও তার বিভাগের সেক্রেটারী স্যার গুরুনাথ বেউর এবং ভারতের বে-সামরিক বিমান চলাচল বিভাগের পরিচালক স্যার ফ্রেডারিক টিমস্‌ও যোগদান করিয়াছিলেন। উক্ত পরিষদে প্রধান প্রধান বিষয় হিসাবে ভাবী কর্ম্মপদ্ধতি, নূতন দপ্তর স্থাপন, এই পর্য্যন্ত বে-সামরিক বিমান চালনা ব্যবস্থায় কি কি উন্নতি হইয়াছে তাহার বিবরণী, নূতন বিমান চলাচল পথ স্থাপনের পরিকল্পনা এবং সিকাগোর আন্তর্জ্জাতিক বে-সামরিক বিমান চলাচল সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাব সম্বন্ধে আলোচনা হইয়াছিল বলিয়াও জানা গিয়াছে।

বি-এ বি-এস-সি পরীক্ষার ফল—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গত বি-এ, বি-এস-সি পরী-

হস্তচালিত তাঁতের সুতো

হস্তচালিত তাঁতে কাপড় তৈরী বাংলার অর্থনৈতিক অবস্থার পক্ষে বিশেষ ও রুহত্পূর্ণ। বাংলার জন্য কাপড় বরাদ্দ করতে কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট এবং জেলা সমূহের জন্য কাপড় বরাদ্দ করতে বাংলা গবর্ণমেণ্ট এই প্রদেশে তৈরী হস্তচালিত তাঁতের কাপড়ও ধরেন। মোটামুটি ১ বেল সুতোর ওজন ৪০০ পাউণ্ড এবং এক পাউণ্ড সুতোয় ৫½ থেকে ৫ গজ কাপড় তৈরী হয়।

বর্ত্তমানে বাংলায় হস্তচালিত তাঁতের জন্য বরাদ্দ সুতোর পরিমাণ প্রতি মাসে ৭,১০০ বেল এবং প্রতি হাজার তাঁতের জন্য ২৪ বেল হিসেবে বণ্টন করে অবশিষ্ট বেল অন্যান্য রকমারী তাঁত-বস্ত্র নির্ম্মাতাদের বণ্টন করা হয়।

সূক্ষ্ম কাপড় তৈরীর জন্য প্রসিদ্ধ কয়েকটি অঞ্চলের উৎপাদনের বৈশিষ্ট্য বজায় রাখার নিমিত্ত বাংলার জন্য যে সামান্য পরিমাণ সূক্ষ্ম সুতো পাওয়া যায়, তা' থেকেই বেশীর ভাগ সুতো ঐ সব অঞ্চলে পাঠানো হয়।

১৯৪৫ সালের ১৯শে মে থেকে ১৮ই জুন—এই সময়ের মধ্যে মোট প্রেরিত সুতোর পরিমাণ—৫,৪৮৬ বেল।

মফঃস্বলে বণ্টন

মহকুমা	তাঁতের সংখ্যা হাজারে	মাসিক কোটা (বেলে)	মহকুমা	তাঁতের সংখ্যা হাজারে	মাসিক কোটা (বেলে)
২৪ পরগণা			মেহেরপুর ...	১·১	২৬
আলীপুর ...	১.৫	৩৬	**খুলনা** ...	·৮	১৯
ব্যারাকপুর ...	.০৬	১	বাগেরহাট ...	১·৪	৩৪
বসিরহাট ...	৪.	৯৬	সাতক্ষীরা ...	২·৯	৭০
বারাসত ...	.৮	১৯	জলপাইগুড়ি ...	১·	২৪
ডায়মণ্ডহারবার ...	১.৫	৩৬	আলীপুর দুয়ার্স ...	...	...
ঢাকা ...	৯.৫	২২৮	**দার্জ্জিলিং** ...	·২	৫
মুন্সীগঞ্জ ...	১৪.	৩৩৬	কার্সিয়াং ...	...	১
মাণিকগঞ্জ ...	২.৯	৭০	শিলিগুড়ি ...	·১	২
নারায়ণগঞ্জ ...	১৪.	৩৩৬	কালিম্পং ...	·১	২
ফরিদপুর ...	৩৮.	৯১২	**হাওড়া** ...	১·৩	৩২
গোয়ালন্দ ...	১·৫	৩৬	উলুবেড়িয়া ...	·৫	১২
মাদারীপুর ...	৬·৫	১৫৬	**ত্রিপুরা রাজ্য** ...	...	৩৫
গোপালগঞ্জ ...	২·৫	৬০	**চন্দননগর** ...	...	১২
বাখরগঞ্জ			**বর্দ্ধমান** ...	২·	৪৮
বরিশাল ...	৯·	২১৬	আসানসোল ...	·৭	১৭
পিরোজপুর ...	২·	৪৮	কাটোরা ...	১·৩	৩১
পটুয়াখালি ...	৩·	৭২	কালনা ...	·৪	৯
ভোলা ...	·৫	১২	**মেদিনীপুর** ...	২·৭	৬৫
ময়মনসিংহ ...	১·৫	৩৬	ঘাটাল ...	১·২	২০
জামালপুর ...	·৩	৭	তমলুক ...	১২·০	২৮৮
টাঙ্গাইল ...	৫·	১২০	কাঁথি ...	৬·৫	১৫৬
নেত্রকোণা ...	১·২	২৯	ঝাড়গ্রাম ...	১·৯	৪৬
কিশোরগঞ্জ ...	১·২	২৯	**বাঁকুড়া** ...	৮·	১৯২
পাবনা ...	৬·০	১৪৪	বিষ্ণুপুর ...	২·	৪৮
সিরাজগঞ্জ ...	১৪·৩	৩৪৩	**বীরভূম**		
বগুড়া ...	৪·১	৯৮	সিউড়ী ...	১·৮	৪৬
রাজসাহী ...	·৭	১৭	রামপুরহাট ...	২·	৪৮
নাটোর ...	·২	৫	**হুগলী** ...	·৩	৭
নওগাঁ ...	·৫	১২	শ্রীরামপুর ...	৪·১	৯৮
দিনাজপুর ...	২·০	৪৮	আরামবাগ ...	৩·৫	৮৪
ঠাকুরগাঁ ...	১·৯	৪৬	**চট্টগ্রাম (এ)** ...	১·৬	৩৮
বালুরঘাট ...	·৩	৭	**চট্টগ্রাম (বি)** ...	·৬	১৪
রংপুর ...	·১	২	কক্সবাজার ...	২·৪	৫৮
গাইবান্ধা ...	·১	২	সি এইচ টি (রামগড়) ...	৮·	১৯২
কুড়িগ্রাম ...	·৬	৬	**ত্রিপুরা**		
নীলফামারী ...	·৪	৯	লাকসাম ...	৩·৯	৯৪
মালদহ ...	৪·১	৯৮	চান্দিনা ...	১০·০	২৪০
নোয়াখালী ...	১০·৫	২৫২	চাঁদপুর ...	২·৯	৭০
ফেণী ...	৪·	৯৬	ব্রাহ্মণবাড়িয়া ...	৫·	১২০
মুর্শিদাবাদ ...	২·৫	৬০	**যশোহর** ...	৬·১	১৪৬
জঙ্গীপুর ...	·৬	১৪	ঝিনাইদহ ...	২·	৪৮
কান্দী ...	২·	৪৮	মাগুড়া ...	·৬	১৪
লালবাগ ...	·৫	১২	নড়াইল ...	১·৫	৩৬
নদীয়া			বনগাঁও ...	১·০	২৪
কৃষ্ণনগর ...	২·০	৪৮		২৮৯·৪৬	৬৯৮৪
রাণাঘাট ...	১·৬	৩৮			
চুয়াডাঙ্গা ...	·৬	১৪			
কুষ্টিয়া ...	৪·০	৯৬			

বাংলার অসামরিক সরবরাহ বিভাগ

ফার ফল আগামী সপ্তাহেই প্রকাশিত হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

দুইটি চিনির কলে কাজ বন্ধ—প্রকাশ, ঢাকা জেলার চরসিন্দুর এবং কালীগঞ্জে অবস্থিত দুইটি চিনির কলের কাজ কিছুদিন যাবৎ বন্ধ আছে। উক্ত চিনির কল দুয়ের কর্তৃপক্ষ নাকি বলিতেছেন যে, গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক নির্দ্ধারিত মূল্যে চিনি বিক্রয় করিতে হইলে তাঁহারা কিছু লাভ করিতে পারেন না। এই সম্পর্কে আরও প্রকাশ যে, সমস্ত অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া রিপোর্ট দাখিল করিবার জন্য ভারত গবর্ণমেণ্ট নাকি কাণপুর হইতে জনৈক শর্করা বিশেষজ্ঞকে তথায় প্রেরণ করিয়াছেন। উক্ত শর্করা বিশেষজ্ঞ বর্ত্তমানে কল দুইটি পরিদর্শন করিতেছেন বলিয়াও প্রকাশ।

বিদ্যুতাহত মৃত ব্যক্তির পুনর্জীবন লাভের উপায়—মস্কোর সাম্প্রতিক সংবাদে প্রকাশ যে, উচ্চ শক্তির তড়িৎ সংস্পর্শে মানুষের মৃত্যু সম্পর্কে গবেষণা করিয়া একদল রুশ বৈজ্ঞানিক উহার কারণতত্ত্ব উদ্ঘাটিত করিয়াছেন। এই বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে লীনা ষ্টার্ণ নাম্নী একজন মহিলা বিশেষজ্ঞও আছেন। বিদ্যুৎ-স্পর্শে মৃত ব্যক্তির পুনর্জীবন লাভের উপায়ও আবিষ্কৃত হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। এই সম্পর্কে উক্ত বৈজ্ঞানিকগণ বলেন যে, বিদ্যুৎ প্রবাহ সাধারণতঃ হৃৎপিণ্ড আক্রমণ করে বলিয়াই মুহূর্ত্ত মধ্যে মানুষের মৃত্যু ঘটে। তাঁহাদের মতে এইরূপ মৃতদেহে প্রাণ সঞ্চারের উপায় হইতেছে, দুই হাজার হইতে পাঁচ হাজার ভোল্ট বিশিষ্ট দ্রুত কম্পনধর্ম্মী তড়িৎ প্রবাহের প্রয়োগ। উহা নাকি হৃৎপিণ্ডের উপর ক্রিয়া করিয়া নিলয়ের পেশীতন্তুগুলিকে সজীব করিয়া তুলিয়া আবার হৃৎস্পন্দন ফিরাইয়া আনে। এই সম্পর্কে আরও প্রকাশ, তড়িতাহত হইবার অব্যবহিত পরেই যদি উক্তরূপ প্রক্রিয়া অবলম্বন করা যায় তাহা হইলে আর অন্য কোনরূপ ব্যবস্থার প্রয়োজন হইবে না। কয়েক মিনিট দেরী হইয়া গেলে সে ক্ষেত্রে কৃত্রিম উপায়ে শ্বাসপ্রশ্বাস আনয়নের যন্ত্র ব্যবহার করিতে হইবে বলিয়াও উক্ত বৈজ্ঞানিক জানাইয়াছেন। এতাবৎ বহু জীবজন্তু, বিশেষ করিয়া কুকুরের ক্ষেত্রে উক্ত পরীক্ষাকার্য্য সফল হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে।

ভারতীয় বীমা কোম্পানীসমূহের কার্য্যাবলী—ভারতীয় বীমা কোম্পানীসমূহের মধ্যে কয়েকটি প্রধান কোম্পানীর গত ১৯৪৪ সালের কার্য্যাবলীর বিবরণ নিম্নে দেওয়া গেল :—

কোম্পানীর নাম	কাজের পরিমাণ
ওরিয়েণ্টাল	২১ কোটী ৮৩ লক্ষ টাকা
হিন্দুস্থান	১০ ,, ১১ ,, ,,
নিউ ইণ্ডিয়া	৬ ,, ৭ ,, ,,
বোম্বে মিউচুয়্যাল	৫ ,, ,,
ন্যাশনাল	৪ ,, ৭৪ ,, ,,
ইউনাইটেড ইণ্ডিয়া	৩ ,, ৪০ ,, ,,
ভারত	৩ ,, ,,
জেনারেল	২ ,, ৬৩ ,, ,,
লক্ষ্মী	২ ,, ৬০ ,, ,,
বোম্বে লাইফ	২ ,, ৫১ ,, ,,
মেট্রোপলিটান	২ ,, ১৩ ,, ,,
এম্পায়ার	২ ,, ১১ ,, ,,
ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল এণ্ড প্রভিডেন্সিয়াল	২ ,, ৫ ,, ,,
নিউ এসিয়াটিক	১ ,, ৮০ ,, ,,
এসিয়ান	১ ,, ৭৭ ,, ,,
ন্যাশনাল ইণ্ডিয়ান	১ ,, ৭১ ,, ,,
ওয়েষ্টার্ণ ইণ্ডিয়া	১ ,, ৬৭ ,, ,,
রুবি জেনারেল	১ ,, ৬০ ,, ,,
জুপিটার জেনারেল	১ ,, ২৫ ,, ,,
ইণ্ডিয়ান লাইফ	১ ,, ২০ ,, ,,
জুবে ইন্সিওরেন্স	১ ,, ১২ ,, ,,
ইষ্ট এণ্ড ওয়েষ্ট	১ ,, ৭ ,, ,,
ওয়ার্ডেন	১ ,, ৪ ,, ,,

সন্ন্যাসী প্রদত্ত ঔষধে

(হাঁপানীর) ৪২ দিনে স্থায়ী চিকিৎসা।

চুক্তিতে চিকিৎসা করা হয়। মূল্য সপ্তাহ—১০৲।
রোগের বিবরণ সহ পত্র লিখুন।

বিশিষ্ট 'কয়েকজন আরোগ্যলাভ ব্যক্তির নাম'

১। অক্ষয়কুমার দাস, ডাক্তার চাঁদসী ধুবড়ী, আসাম।
২। মিঃ আই মজিদ, আই, সি, এস, ডিব্রুগড়, আসাম।
৩। মিঃ লালমোহন চৌধুরী, অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট, চিটাগাং।
৪। মিঃ শ্রীশচন্দ্র ঘোষ, আলীপুর দুয়ার জলপাইগুড়ি, ৭০৫০ ইনজেকশন নেওয়ার পর এই ঔষধে আরোগ্য।
৫। সরোজবালা দেবী, ১৪।১, মুখার্জ্জি পাড়া লেন, কালীঘাট, কলিঃ।
৬। শনীগোপাল মজুমদার, এক্সচেঞ্জ ইন্‌সপেক্টর, পি এণ্ড টি টেলিফোনস, কলিঃ।
৭। সুকোমল মজুমদার C/o বাবু যোগেন্দ্রকুমার মজুমদার, চৌমুহনী, নোয়াখালী।

প্রাপ্তিস্থান ও বিবরণ জানুন :

পি কে মজুমদার, ৪৮এ, বিবেকানন্দ রোড, কলিকাতা।
কে সি ভৌমিক, উকিল, ধুবড়ী, আসাম।

ক্যালকাটা সিটি ব্যাঙ্ক
—লিমিটেড—

(ক্লিয়ারিংয়ের যাবতীয় সুবিধাযুক্ত)

হেড অফিস—১০২বি, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
ফোন : কলিঃ ৩৪৪৭

—শাখাসমূহ—

বড়বাজার,	দীঘিরপাড়,	পাটনা সিটি,
বেলেঘাটা,	লাহেরিয়াসরাই,	ভিজিয়ানাগ্রাম,
শ্যামবাজার,	ভাগলপুর,	বোলাজীর,
আরামবাগ,	নাথনগর,	কাটাবজী
চাঁপাডাঙ্গা,	ধারভাঙ্গা,	(পাটনা ষ্টেট)
মিরকাদিম,	রায়পুর,	নাগপুর
নারায়ণগঞ্জ,	পাটনা,	সম্বলপুর।

ক্রিসেণ্ট কমারসিয়াল ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া লিঃ

৫৭, রাধাবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা ● ম্যাঃ ডিঃ—মিঃ বি, নারায়ণ চৌধুরী।

বাংলার প্রাচীনতম জাতীয় প্রতিষ্ঠান

স্থাপিত **মহালক্ষ্মী ব্যাঙ্ক লিঃ** ১৯১০ ইং

হেড অফিস : ১৫, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা ফোন কলিঃ ৪৭১৯

সিডিউল্ড ব্যাঙ্ক

ইহার পশ্চাতে রহিয়াছে ৩৩ বৎসরের জনসেবা ; অভিজ্ঞ ও লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যবসায়িবর্গের সুপরিচালনায় গড়িয়া উঠিয়াছে ইহার প্রচুর সম্পদ, তাই ইহা আজ সুদৃঢ় আর্থিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত একান্ত নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।

শাখা অফিস :—পাটনা, বেনারস, মাদ্রাজ, বড়বাজার (কলিঃ), ভবানীপুর (কলিঃ), বেলিয়াঘাটা (কলিঃ), ঢাকা, টাঙ্গাইল, চট্টগ্রাম, মাণিকগঞ্জ, বরিশাল, পাবনা, মাটোর, নবদ্বীপ, কৃষ্ণনগর, তমলুক, শিলচর, শান্তিপুর, মহিষাদল, বহু, লক্ষ্ণৌ, টি' নগর (মাদ্রাজ), মেদিনীপুর, তেজপুর, মালদহ, রাজসাহী, ঝাড়গ্রাম, রাঁচি।

আমানতের হার ও সর্ত্তাদি সুবিধাজনক।
ব্যবসায়ীদিগকে সর্ব্বপ্রকার সুবিধা দেওয়া হয়।
ম্যানেজিং ডাইরেক্টর : জি সি পাল, বি এল

জীবনযাত্রার পাথেয়

জীবনযাত্রার অনিশ্চিতপথে
জীবনবীমা মানুষের
প্রধান পাথেয়।

আমাদের গৃহ-সংসার কত আশা, উৎসাহ, কত শান্তির ও সুখের স্বপ্ন দিয়ে তৈরী। বাপ-মায়ের সে স্বপ্ন বুঝি আজ রূঢ় বাস্তবের আঘাতে ভেঙ্গে যায়। তাই নিজের জন্যও যেমন তাদের দুশ্চিন্তা, ছেলেমেয়ে ও আত্মীয়-পরিজনের জন্যও তেমনি তাদের উদ্বেগ ও আশঙ্কা—কি উপায়ে তাদের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের উপযোগী সংস্থান করে রাখা যায়। বর্ত্তমান দুর্দ্দিনে ও ভবিষ্যতের আর্থিক সঙ্কটে তারা কোন্ পাথেয় নিয়ে দাঁড়াবে ?—

হিন্দুস্থানের বীমাপত্র সেই মূল্যবান্ পাথেয়—দুর্দ্দিনের সর্ব্বোত্তম আশ্রয়। উপার্জ্জনশীল ব্যক্তি মাত্রেরই অবিলম্বে এই পাথেয় সংগ্রহ করা উচিত।

১৯৪৪ সালে নূতন বীমা—১০ কোটি টাকার উপর

হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ
ইন্সিওরেন্স সোসাইটি, লিমিটেড

হেড অফিস—হিন্দুস্থান বিল্‌ডিংস, কলিকাতা।

ইহা প্রসপেক্টাস নহে, একটি ঘোষণা মাত্র।

কুসুম ইঞ্জিনীয়ারিং কোম্পানী লিমিটেড

(১৯১৩ সালের ভারতীয় কোম্পানী আইনানুসারে পাবলিক লিমিটেড কোম্পানী হিসাবে সংগঠিত)

রেজিষ্টার্ড অফিস ঃ—২৫, সোয়ালো লেন, কলিকাতা।

অনুমোদিত মূলধন— ২৫,০০,০০০৲ টাকা

পূর্ব্বে বিক্রীত শেয়ার— ৯৭,৪১০৲ টাকা

বর্ত্তমানে বিক্রয়যোগ্য শেয়ার ঃ—

৭৫০০০ সাধারণ শেয়ার প্রতি শেয়ারের মূল্য ১০৲ টাকা হিসাবে মোট ৭,৫০,০০০৲ টাকা। ইহার মধ্যে ১৫০০০ সাধারণ শেয়ার ইতিমধ্যেই ডিরেক্টরবর্গ এবং তাঁহাদের বন্ধুদিগের মধ্যে বিলি করা হইয়া গিয়াছে।

নিম্নোক্ত ভাবে দেয় ঃ—

আবেদনের সঙ্গে ২৲ টাকা, বিলির সময় ৩৲ টাকা এবং বাকী ৫৲ টাকা, ২৷৷০ টাকার দুইটি সমান কিস্তিতে দিতে হইবে। কিস্তির সময়ের ব্যবধান দুই মাস অপেক্ষা কম হইবে না। ভর্ত্তি ফিঃ ১৲ টাকা প্রত্যেক আবেদন পত্রের সঙ্গে দিতে হইবে।

— ডিরেক্টরবর্গ —

১। **অনারেবল রায় এস কে দাশ বাহাদুর,** ঢাকা।
কাউন্সিল অব ষ্টেটস্‌এর সদস্য।
স্বত্বাধিকারী—আর এম দাশ এণ্ড সন্স।
ডিরেক্টর—
ঢাকা ইলেক্‌ট্রিক সাপ্লাই কোম্পানী লিঃ।
ইউনাইটেড ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ
ঢাকা কটন মিলস্ লিমিটেড।
সভাপতি—ঢাকা চেম্বার অব কমার্স।

২। **মিঃ আর সি রায় চৌধুরী,** জমিদার
বাইসরসী, ফরিদপুর।
জয়েণ্ট ম্যানেজিং ডিরেক্টর—
নিউ ইণ্ডিয়া মেটাল ওয়ার্কস লিঃ।
ডিরেক্টর—
কন্টিনেন্টাল ব্যাঙ্ক অফ এশিয়া লিঃ।
পপুলার ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক লিঃ।

৩। **মিঃ এস এল বর্ম্মণ,** পাট ব্যবসায়ী।
স্বত্বাধিকারী—এস এল বর্ম্মণ এণ্ড কোং।

৪। **মিঃ জি কে চৌধুরী,**
সেক্রেটারী এবং এজেণ্ট—
শ্রীদুর্গা কটন স্পিনিং এণ্ড উইভিং মিলস্ লিঃ
মার্কারি কেমিক্যাল ইণ্ডাষ্ট্রিজ (ইণ্ডিয়া) লিঃ।

৫। **মিঃ এম এল বসু,** এ এম আই এস ই,
টেক্সটাইল ইঞ্জিনীয়ার।
অংশীদার—এশিয়াটিক রিসার্চ্চ ল্যাবরেটরী।
ডিরেক্টর—সেণ্ট্রাল কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ।

৬। **মিঃ এস্ এম ঘোষ,** এম-এ, স্থতা ব্যবসায়ী.
অংশীদার—যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ এণ্ড সন্স।

৭। **মিঃ এস বি বিশ্বাস,**
ম্যানেজিং ডিরেক্টর—
সেণ্ট্রাল কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক লিমিটেড।
ডিরেক্টর—ভারত হোসিয়ারী মিলস্ লিঃ।

৮। **মিঃ কে এল বসু,** এ এম এম ই,
মেকানিক্যাল ইঞ্জিনীয়ার।
ডিরেক্টর—ত্রিপুরা ইণ্ডাষ্ট্রীজ কর্পোরেশন লিঃ
অংশীদার—এডারেষ্ট পটারী ওয়ার্কস্।

— কোম্পানীর ভবিষ্যৎ —

কোম্পানী বর্ত্তমানে কেবলমাত্র পটারী মেশিন প্রস্তুত করণেই নিযুক্ত আছেন। ভারতবর্ষে এবং সিংহলে পটারী মেশিন প্রস্তুত করণের ইহাই একমাত্র প্রতিষ্ঠান। ভারতে মৃৎশিল্পের (পটারী) বর্ত্তমান যুদ্ধে বিশেষ প্রসারলাভ ঘটিয়াছে। ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোডস্থিত উহার দুইটি কারখানায় কোম্পানী গত ছয় বৎসর যাবৎ পূর্ণোদ্যমে সরকারী, বে-সরকারী, সিংহল গবর্ণমেণ্টের, নেপাল এবং অন্যান্য দেশীয় রাজ্যের চাহিদা মিটাইবার উদ্দেশ্যে কাজ চালাইতেছেন। ভারতে এই শিল্পের পক্ষে অত্যাবশ্যকীয় উচ্চশ্রেণীর কাঁচা মাল প্রভূত পরিমাণে উৎপন্ন হওয়ায়, মৃৎশিল্প (পটারী) ভারতীয় ধনপতিদিগের পক্ষে উপযোগী, প্রিয় এবং লাভজনক। সমবায় ভিত্তিতে এই শিল্পকে গ্রাম্য শিল্পে পরিণত করার প্রচেষ্টা কতকগুলি দেশীয় রাজ্যে সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে এবং শিল্পক্ষেত্রে প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট সমূহের "রুরেল ডেভলপমেণ্ট" বিভাগে ইহার মর্য্যাদা স্বীকৃত হইতেছে। যন্ত্রপাতি প্রস্তুতকারক হিসাবে কোম্পানীর সম্মান ও খ্যাতি উচ্চপদস্থ এবং খ্যাতনামা যন্ত্র বিশেষজ্ঞগণ কর্ত্তৃক "আমদানীকৃত মাল অপেক্ষা কোন অংশেই হীন নহে" এইরূপে প্রশংসিত হওয়ায় যুদ্ধোত্তর যুগেও কোম্পানীর সমৃদ্ধি সুনিশ্চিত। নব সংগৃহীত মূলধন পরিচালকমণ্ডলীর হস্তগত হইলে কোম্পানী প্রতিযোগিতা ক্ষেত্রে যে কোন প্রতিদ্বন্দ্বীর সমকক্ষ হইতে পারিবেন। অধিকন্তু কোম্পানী পরবর্ত্তী কাজ হিসাবে **বয়নশিল্প, রবার, রং এবং চর্ম্ম সংস্কার শিল্পের যন্ত্রপাতি প্রস্তুত করিবেন।**

এই সমস্ত কারণে এবং বর্ত্তমানে কোম্পানীর হস্তগত বহুল পরিমাণ অর্ডার যুদ্ধোত্তর যুগেও বর্ত্তমানের ন্যায় কমপক্ষেও ৭৷৷% আয়করমুক্ত লভ্যাংশ নিশ্চিতরূপে রক্ষা করিতে সমর্থ হইবে। যোগ্যতার উপরই ইহার ভিত্তি, ভাবাবেগের উপর নহে।

— ব্যাঙ্কারস্ —

মেসার্স কুমিল্লা ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিমিটেড।
„ ক্যালকাটা ন্যাশন্যাল ব্যাঙ্ক লিমিটেড।
„ নাথ ব্যাঙ্ক লিমিটেড।
„ এসোসিয়েটেড ব্যাঙ্ক অব ত্রিপুরা লিঃ।
„ হাজরাদী ব্যাঙ্ক লিমিটেড।
„ সেণ্ট্রাল কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক লিমিটেড।

— অডিটারস্ —

মেসার্স জে এম রায় এণ্ড কোং
রেজিষ্টার্ড একাউণ্টেণ্ট।
২৩-২৪, ষ্ট্র্যাণ্ড রোড, কলিকাতা।

— দলিল পত্রাদি —

কোম্পানীর রেজিষ্টার্ড অফিসে কোম্পানীর দলিলপত্রাদি পরিদর্শন করা যাইতে পারে।

— আবেদন পত্র —

শেয়ারের জন্য আবেদন পত্রের ফরম কোম্পানীর রেজিষ্টার্ড অফিস হইতে, এজেণ্টদিগের নিকট হইতে অথবা কোম্পানীর ব্যাঙ্কারগণের যে কোন শাখা অফিস হইতে পাওয়া যাইতে পারে। প্রথম কিস্তির টাকা কোম্পানীর হেড অফিসে অথবা ব্যাঙ্কারদের যে কোন শাখা অফিসে জমা দেওয়া যাইতে পারে। তবে আবেদন পত্রের সঙ্গে ব্যাঙ্কারদের নিকট জমা টাকার রসিদও প্রেরণ করিতে হইবে।

শেয়ার বিক্রয় আরম্ভ হইয়াছে এবং পূর্ব্বে কোন নোটীশ না দিয়াই শেয়ার বিক্রয় বন্ধ করিয়া দেওয়া হইতে পারে।

ম্যানেজিং এজেণ্টস্—**এইচ পি বসু এণ্ড ব্রাদার্স লিঃ।**

কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমতি পাওয়া গিয়াছে। ইহা সুস্পষ্টরূপে মনে রাখিতে হইবে যে, এই অনুমতি প্রদানের দ্বারা কেন্দ্রীয় সরকার এতদ্বর্থে প্রচারিত কোন পরিকল্পনার অর্থনৈতিক নিরাপত্তা সম্বন্ধে অথবা কোনও বিবৃতি অথবা মতামতের সত্যতা সম্বন্ধে কোন প্রকার দায়িত্ব গ্রহণ করিতেছেন না।

আমেরিকা হইতে ভারতে বিমান চলাচল—বোম্বাই-এর সাম্প্রতিক সংবাদে প্রকাশ, ইউরোপ ও তুরস্কের মধ্য দিয়া আমেরিকা হইতে ভারতে বিমান চলাচল ব্যবস্থার বিষয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিবেচনা করিতেছেন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে সাহায্য প্রদান—ঘাটতি পূরণ এবং কর্ম্মচারীদিগকে দুর্ম্মূল্য ভাতা দেওয়ার জন্য বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্টের নিকট কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে ৪ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা সাহায্য করার জন্য যে প্রস্তাব করা হইয়াছিল তাহা বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক সম্প্রতি মঞ্জুর করা হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

শ্রীযুক্ত দেবেশ চন্দ্র ঘোষ—বেঙ্গল চেম্বার অব কমার্স কর্ত্তৃক উহার প্রতিনিধি হিসাবে শ্রীযুক্ত দেবেশ চন্দ্র ঘোষ পোর্ট-ট্রাষ্টের কমিশনার নির্ব্বাচিত হইয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে।

কেন্দ্রীয় সরকারের মাসিক আয় ব্যয়—এসোসিয়েটেড প্রেস কেন্দ্রীয় সরকারের গত এপ্রিল মাসের আয় ব্যয়ের একটা মোটামুটি হিসাব প্রকাশ করিয়াছেন; তাহা নিম্নে দেওয়া হইল:—এই মাসে মোট ব্যয় মোট আয় হইতে ১৮½ কোটী টাকা বেশী হইয়াছে; ১৯৪৪ সালে এপ্রিল মাসে ব্যয়ের পরিমাণ আয়ের পরিমাণ হইতে ১৭½ কোটী টাকা বেশী ছিল। ১৯৪৪ সালের এপ্রিল মাস অপেক্ষা এ বৎসরের এপ্রিল মাসে মোট আয় ৬½ কোটী টাকা বেশী হইলেও সামরিক ব্যয় ১৯৪৪ সালের এপ্রিল মাসের ব্যয় হইতে ৬½ কোটী টাকা বাড়িয়া ১৯৪৫ সালের এপ্রিলে মোট ২৯½ কোটী টাকা দাঁড়াইয়াছে। রেলওয়েসমূহ হইতে এই এপ্রিলে ১½ কোটী টাকা বেশী পাওয়া গিয়াছে। স্থায়ী-ঋণের খাতেও এই এপ্রিলে প্রায় ৫১ কোটী টাকা বেশী জমা হইয়াছে।

মৎস্য ব্যবসায় নিয়ন্ত্রণ—প্রকাশ, বাঙ্গলার গবর্ণর ভারতরক্ষা বিধানের ৮১ বিধির (২) উপ-বিধান অনুযায়ী ১৯৪৫ সালের বঙ্গীয় মৎস্য-জীবীদের লাইসেন্স গ্রহণের এক আদেশ জারী করিয়াছেন। ইহা কলিকাতায় ও হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটিতে প্রযোজ্য হইবে। এই আদেশে বিহিত হইয়াছে যে, এই আদেশ জারী হওয়ার পর এই আদেশ অনুযায়ী গৃহীত লাইসেন্স ব্যতীত কেহ মৎস্যের আমদানীকারী কিংবা পাইকারী বিক্রেতা হিসাবে মৎস্যের ব্যবসায় করিতে পারিবে না। উক্ত আদেশে আরও নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে যে, এই আদেশ প্রবর্ত্তিত হওয়ার সময়ে যাহারা এইরূপ ব্যবসায় করিতেছে, তাহাদিগকে লাইসেন্স দেওয়ার জন্য এই আদেশ প্রবর্ত্তনের তারিখ হইতে একমাস সময় দেওয়া হইবে। মৎস্য বিভাগের ডিরেক্টরের নিকট দরখাস্ত করিলে যে কোন ব্যক্তিকে মৎস্যের আমদানীকারী কিংবা পাইকারী বিক্রেতা হিসাবে ব্যবসায় করিবার লাইসেন্স দেওয়া হইবে বলিয়াও উক্ত আদেশে উল্লেখ করা হইয়াছে। এই সম্পর্কে উক্ত আদেশে আরও নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে যে, প্রত্যেক লাইসেন্স গ্রহীতাকে প্রতি মাসের ৭ই তারিখের মধ্যে মৎস্য বিভাগের ডিরেক্টরের নিকট পূর্ব্ববর্ত্তী মাসে প্রাপ্ত ও বিক্রীত মৎস্যের হিসাব দাখিল করিতে হইবে এবং প্রতিদিন প্রাপ্ত ও বিক্রীত মৎস্যের দৈনিক রেজিষ্টার রাখিতে হইবে।

বিভিন্ন প্রদেশের ষ্ট্যাণ্ডার্ড কাপড়—প্রকাশ, আগামী ১লা আগষ্ট হইতে বিভিন্ন প্রদেশের জন্য ষ্ট্যাণ্ডার্ড কাপড় উৎপাদন ও সরবরাহ করিবার দায়িত্ব লইতে পারিবেন না বলিয়া কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট বিভিন্ন প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টকে জানাইয়াছেন। কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট নাকি আরও জানাইয়াছেন যে, প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টসমূহ যদি ষ্ট্যাণ্ডার্ড কাপড় পাইতে চাহেন, তবে মিল মালিকদের সহিত তাঁহাদের নিজেদেরই সেই সম্পর্কে ব্যবস্থা করিতে হইবে।

LOTUS brand OILS
The name you can trust
LOTUS OIL CO., 10, BEADON ROW, CAL.

পোষ্ট বক্স নং—২৪০৩ টেলিগ্রাম—'লেনদেন', কলিঃ

বগুড়া সিটি ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস ঃ—
১৫বি, ক্লাইভ রো, কলিকাতা।

সুবিধাজনক সর্ত্তে সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

ভারতে ৩৫টি প্রধান প্রধান স্থানে ও ব্যবসায় কেন্দ্রে শাখা অফিস আছে।

ম্যানেজিং ডাইরেক্টর—এম, এল, মিত্র
এসিষ্ট্যাণ্ট ম্যানেজিং ডাইরেক্টর বি সেন।
সুপারভাইজিং ডাইরেক্টর এইচ, সি, মিত্র

BG | I. U.P.S.

দুষ্ট চক্র

দুষ্ট চক্রের ফাঁদে পড়লে আর পরিত্রাণ নেই—একটার পর একটা গোলোযোগ লেগেই থাকবে। ভেদ করে বেরিয়ে আসা শক্ত নয় যদি

ডায়াপেপসিন

নিয়মিতভাবে কিছুদিন খাদ্যের সাথে ব্যবহার করেন। ডায়াপেপ্‌সিন স্বাভাবিক হজমশক্তি ফিরিয়ে আনে—হজম ভাল হ'লেই শরীরের পুষ্টি সাধন হয় এবং তা'হলে মানসিক অবসাদও দূর হয়; মন উৎফুল্ল থাকলে গ্লানি দূর হয়ে শক্তি ফিরে আসে শরীরে। চক্রের গতি তখন হয় বিপরীত—ডায়াপেপ্‌সিনের আর দরকার হয় না কিছুদিনের মধ্যেই।

ইউনিয়ন ড্রাগ, কলিকাতা।

No. 2

ইউ এন আর আর এ মিশন—সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের রিলিফ ও পুনর্গঠন সাহায্য (ইউ এন আর আর এ) মিশন সম্প্রতি বিমানযোগে নয়া দিল্লীতে পৌছিয়াছেন।

নিয়ন্ত্রিত মূল্যে ছাতা—শিলং-এর সাম্প্রতিক সংবাদে প্রকাশ যে, ১৪ লক্ষ ছাতা কয়েক সপ্তাহের মধ্যে নিয়ন্ত্রিত মূল্যে বাজারে পাওয়া যাইবে। এই সম্পর্কে আরও প্রকাশ যে, ৪৲ টাকা হইতে ৮৸৵০ মূল্যের বিভিন্ন ৪ রকমের ছাতা নাকি উক্ত নিয়ন্ত্রিত মূল্যে বিক্রয়ের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের নামে রাস্তা—গত ১০ই জুলাই মঙ্গলবার কলিকাতা কর্পোরেশনের সভায় চৌরঙ্গী রোডকে 'রবীন্দ্রনাথ ওয়ে' নামে অভিহিত করার জন্য উত্থাপিত এক প্রস্তাব আলোচিত হইয়াছে। মহম্মদ ইসমাইল ঐ প্রস্তাব উত্থাপন করিয়া উহা সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইবে বলিয়া আশা প্রকাশ করেন। তিনি বলেন যে, রবীন্দ্রনাথ জাতি ধর্ম্ম ও বর্ণনির্ব্বিশেষে সকল দেশেই জনগণের পরম শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ যে এই দেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, বক্তা ভারতীয় হিসাবে তজ্জন্য গর্ব্ব অনুভব করেন। শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ ঘোষ বলেন যে, অতীতের রীতি অনুসারে প্রস্তাবটি প্রথমে সংশ্লিষ্ট ডিষ্ট্রিক্ট কমিটিতে উত্থাপন করিয়া স্থানীয় অধিবাসীদের মতামত গ্রহণ করা উচিত। তিনি এই প্রস্তাবটি ৩নং ও ৪নং ডিষ্ট্রিক্ট কমিটি দুইটির বিবেচনার্থ প্রেরণের এক সংশোধন প্রস্তাব করেন। উক্ত প্রস্তাবে এইরূপ নির্দ্দেশ দেওয়া হয় যে, এই ব্যাপারটি এক মাসের মধ্যেই কর্পোরেশনের সম্মুখে উপস্থিত করিতে হইবে। মূল প্রস্তাবক মহম্মদ ইসমাইল শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ ঘোষের সংশোধন প্রস্তাব মানিয়া লন এবং মূল প্রস্তাবটি ৩নং ও ৪নং ডিষ্ট্রিক্ট কমিটিগুলিতে প্রেরণ করা হয়।

ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অব আর্ট ইন ইণ্ডাষ্ট্রি—ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অব আর্ট ইন ইণ্ডাষ্ট্রি নামে সম্প্রতি যে প্রতিষ্ঠানটি রেজিষ্টারি কৃত হইয়াছে প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টসমূহের মধ্যে বাংলা গবর্ণমেণ্ট তাহার প্রথম সদস্য হইয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে। এই সম্পর্কে আরও প্রকাশ, বাংলা গবর্ণমেণ্ট ১৯৪৭-৪৮ সাল হইতে কতিপয় সর্ত্তে ইহাকে প্রতি বৎসর ২৫ হাজার টাকা করিয়া দিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। ১৯৪৫—৪৬ সাল এবং ১৯৪৬—৪৭ সালেও উক্ত ইনষ্টিটিউটের জন্য বাংলা গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নাকি অল্প পরিমাণ অর্থ মঞ্জুর করা হইয়াছে। এই সম্পর্কে আরও জানা গিয়াছে যে, ইহার কর্ম্মসূচী পূর্ণাঙ্গ করিতে প্রায় আড়াই বৎসর সময় লাগিবে এবং কর্ম্মসূচী পূর্ণাঙ্গ হইলে পরবৎসরে ইহার সাড়ে পাঁচ লক্ষ টাকা প্রয়োজন হইবে। ইহা প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টসমূহের নিকট হইতে দেড় লক্ষ এবং কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে এক লক্ষ টাকা বৎসরে পাইবার আশা করে এবং বাকী বাৎসরিক ২ লক্ষ টাকা উক্ত প্রতিষ্ঠান নিজেই সংগ্রহ করিতে পারিবে বলিয়া আশা করা যায়। ব্যবহারিক শিল্পের কারিগরি শিক্ষা সম্পর্কিত সর্ব্বপ্রকার পরিকল্পনায় ইনষ্টিটিউট গবর্ণমেণ্টকে সহায়তা করিবে এবং সমগ্র দেশে পল্লী শিল্প এবং হস্তনির্ম্মিত শিল্পে সাহায্য করার ব্যাপারে উক্ত ইনষ্টিটিউট গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করিবে বলিয়াও প্রকাশ।

উদ্যোগীদের নিকট ভবিষ্যৎ সমুজ্জ্বল

ভারতের ভবিষ্যত গঠনের কঠিন কাজ নির্ভর করে ব্যবসা বাণিজ্যের উন্নতি ও বিস্তৃতির উপর। এই প্রকার কর্ম্মসূচীতে আমাদের ব্যাঙ্ক তার কর্ত্তব্য করিতেছে।

দি ত্রিপুরা মডার্ণ ব্যাঙ্ক লিঃ

(সিডিউলভুক্ত)

পরিচয়-জ্ঞাপক সংখ্যা :—

অনুমোদিত মূলধন—	৩০,০০ ০০০৲ টাকা
বিলিকৃত মূলধন—	২২,৫০,০০০৲ টাকা
বিক্রীত মূলধন—	২১,১৩,২২৫৲ টাকা
আদায়ীকৃত মূলধন ও রিজার্ভ তহবিল—	১১,৮২,০০০৲ টাকা
আমানত—	১,০০,০০,০০০৲ টাকা
কার্য্যকরী মূলধন—২ কোটী টাকার অধিক	

যে কোন প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্যের জন্য নিম্নঠিকানায় লিখুন :—

প্রধান অফিস :—
আগরতলা (ত্রিপুরা রাজ্য)।

রেজিঃ অফিস :—
আখাউরা (বি এণ্ড এ রেলওয়ে)।

কলিকাতা অফিসসমূহ :—৬, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, ২০১, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট।

শাখা বাংলা ও আসামের সর্ব্বত্র।

পৃষ্ঠপোষক :—
হিজ্ হাইনেস্ দি মহারাজা মাণিক্য বাহাদুর,
কে, সি, এস, আই, ত্রিপুরা।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর :—রাজসভাভূষণ হরিদাস ভট্টাচার্য্য।

কেনা ও বেচার

নূতন অধ্যায়

ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে একটা সহজ সম্বন্ধ গড়ে তোলবার ইচ্ছা নিয়ে আমরা নিম্নলিখিত কাজে হাত দিয়েছি। পর্য্যায় হিসাবে তার নাম হচ্ছে এজেন্ট, ডিষ্ট্রিবিউটর, মিল মালিকের প্রতিনিধি, কমিশন এজেন্ট, আমদানিকারক, রপ্তানিকারক এবং জেনারেল মার্চ্চেন্ট। বড়ো মিল মালিক থেকে আরম্ভ করে সামান্য লোক পর্য্যন্ত সকলে আমাদের সহায়তা নিয়ে কেনা-বেচা করলে অনেক দুশ্চিন্তার হাত থেকে রেহাই পেতে পারেন। বর্ত্তমানে আমরা নীচের জিনিষগুলো নিয়ে কেনাবেচা করছি। আপনার প্রয়োজন থাকলে লিখুন।

তেল—মহুয়া তেল, তিসির তেল, বাদাম তেল।
বীজ—তিসির বীজ, মহুয়া বীজ
অন্যান্য জিনিষ—ইলেকট্রিক সরঞ্জাম, কৃষিকার্য্যের যন্ত্রপাতি, শিল্পকর্ম্মের যন্ত্রপাতি, শিল্প সম্বন্ধীয় রাসায়নিক দ্রব্য, পাটের প্রস্তুত জিনিষপত্র, মৌচাকের মোম, ঔষধপত্র, ছুরি, কাঁচি প্রভৃতি গৃহস্থালীয় সরঞ্জাম, পুস্তক ও সাময়িক পত্রিকা, হোসিয়ারি, প্রসাধন দ্রব্য, বিস্কুট ও মিঠাই জমানো দুধ, চা, বালি, টিনে রক্ষিত ফুড ও খেলনা।

প্রতিনিধিত্ব :—এ ছাড়া আমরা শিল্প প্রতিষ্ঠানের নানা রূপ প্রতিনিধিত্ব গ্রহণ করি, যথা : লোকাল পারচেজিং এজেন্ট, লোকাল ডিষ্ট্রিবিউটিং এজেন্ট, লোকাল এনকোয়ারিং এজেন্ট ইত্যাদি

বিস্তারিত বিবরণের জন্য আজই লিখুন।

রয়কো ইনডাষ্ট্রিস

লিমিটেড

১-৩ এ, বিডন রো, কলিকাতা

ফোন : বি বি ১২৩০ গ্রাম : STAMPIT

ক্রিমির উপাদ্য থেকে মুক্তি পেতে হোলে

ডাঃ এ, কে, চৌধুরীর

ক্রিমি-নাশিনী

খাওয়া উচিত
সর্ব্বত্র পাওয়া যায়।

প্রস্তুতকারক :—
এস, সি, চৌধুরী এণ্ড ব্রাদার্স
৪৭, আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা

কোম্পানী প্রসঙ্গ

হুগলী ব্যাঙ্ক লিঃ

১৯৪৪ সালের কার্য্যবিবরণী

আমরা হুগলী ব্যাঙ্ক লিঃর গত ১৯৪৪ সালের মুদ্রিত কার্য্যবিবরণী সমালোচনার্থ পাইয়াছি। এই বিবরণী হইতে দেখা যায় যে, গত ১৯৪৩ সালের তুলনায় ১৯৪৪ সালে ব্যাঙ্কটীর কার্য্যক্ষেত্র উল্লেখযোগ্যভাবে সম্প্রসারিত হইয়াছে। এই এক বৎসরের মধ্যে ব্যাঙ্কের আদায়ীকৃত মূলধনের পরিমাণ ৫ লক্ষ টাকা হইতে ৮ লক্ষ ৩ হাজার টাকায়, মজুদ তহবিলের পরিমাণ ১ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা হইতে ২ লক্ষ ২৭ হাজার টাকায় এবং ব্যাঙ্কের কার্য্যকরী মূলধনের পরিমাণ ১ কোটী ১৬ লক্ষ ২৬ হাজার টাকা হইতে ২ কোটী ৮ লক্ষ ২০ হাজার টাকায় বর্দ্ধিত হইয়াছে। আলোচ্য বৎসরে ব্যাঙ্ক কর্ত্তৃপক্ষ ভারত সরকারের নিকট হইতে ৪॥ লক্ষ টাকার নূতন শেয়ার বিক্রয়ের অনুমতি পাইয়াছিলেন। উহার সাকুল্য বিক্রয় হইয়া গিয়াছে। সম্প্রতি ব্যাঙ্ক কর্ত্তৃপক্ষ আরও ২০ লক্ষ টাকার নূতন শেয়ার বিক্রয়ের অনুমতি লাভ করিয়াছেন।

আলোচ্য বৎসরে ব্যাঙ্কের মোট লাভের পরিমাণ ছিল ৫৪ হাজার ১৭৩ টাকা। পূর্ব্ব বৎসরের লাভের জের লইয়া উহা ৬৪ হাজার ১৪০ টাকায় দাঁড়ায়। উহা হইতে ১১ হাজার ১৮৯ টাকা মজুদ তহবিলে ন্যস্ত করা হইয়াছে এবং বাকী টাকা হইতে ব্যাঙ্কের অংশীদারগণকে আয়করযুক্ত শতকরা বার্ষিক ১০৲ টাকা হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইবে স্থির হইয়াছে। এজন্য ৩২ হাজার ৫৭৮ টাকা ব্যয়িত হইবে। উহার পরেও চলতি বৎসরের লাভের হিসাবে ২০ হাজার ৩৭২ টাকা জের রহিয়াছে।

ব্যাঙ্কের ব্যালান্স সীটে দেখা যায় যে, বৎসরের শেষে উহার যে ২ কোটী ৮ লক্ষ ২০ হাজার টাকা কার্য্যকরী মূলধন ছিল তাহার মধ্যে ৪৪ লক্ষ ৯৮ হাজার টাকা কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার মার্কেটে বিক্রয়যোগ্য শেয়ারে এবং ৬৭ লক্ষ ৩৯ হাজার টাকা নগদ টাকায় ও স্বর্ণে নিয়োজিত ছিল। সুতরাং নগদ টাকার স্বচ্ছলতার চূড়ান্তরূপ ব্যবস্থা করিয়া যে ব্যাঙ্কের দাদননীতি পরিচালিত হইতেছে তাহা বুঝা যায়।

আলোচ্য বৎসরে ব্যাঙ্কের ৯টী নূতন শাখা খোলা হইয়াছে। এই লইয়া বৎসরের শেষে ব্যাঙ্কের মোট শাখার সংখ্যা ছিল ১৬টী।

হুগলী ব্যাঙ্ক লিঃ ভারতবর্ষের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সুপরিচালিত ব্যাঙ্কসমূহের অন্যতম। এই কারণেই ব্যাঙ্কটী এরূপ দ্রুতগতিতে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে, অদূর ভবিষ্যতে হুগলী ব্যাঙ্ক লিঃ বাঙ্গালী পরিচালিত সর্ব্বাপেক্ষা বৃহদাকার ৩।৪টী ব্যাঙ্কের অন্যতম ব্যাঙ্ক বলিয়া পরিগণিত হইবে।

হুগলী ব্যাঙ্ক লিঃর ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ ডি এন মুখার্জ্জি এম-এল-এ'র অক্লান্ত পরিশ্রম, দূরদৃষ্টি, সুষ্ঠু পরিচালনা এবং সততার গুণেই ব্যাঙ্কটী বর্ত্তমানে এরূপ গৌরবজনক স্থান অধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছে। এজন্য তাঁহাকে আমরা অভিনন্দিত করিতেছি।

ইণ্ডিয়ান ন্যাশন্যাল ব্যাঙ্ক লিঃ

১৯৪৪ সালের কার্য্যবিবরণী

আমরা ৮নং লায়ন্স রেঞ্জ, কলিকাতাস্থ ইণ্ডিয়ান ন্যাশন্যাল ব্যাঙ্কের ১৯৪৪ সালের মুদ্রিত কার্য্য-বিবরণী সমালোচনার্থ পাইয়াছি। ব্যাঙ্কের ব্যালান্স সীটে দেখা যায় যে, ১৯৪৪ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে আদায়ীকৃত মূলধন ৩ লক্ষ ৪৭ হাজার ৫৫৬ টাকা এবং আমানত ৫৪ লক্ষ ৬৭ হাজার ১৫০ টাকা লইয়া ব্যাঙ্কের মোট কার্য্যকরী মূলধনের পরিমাণ ছিল ৬৬ লক্ষ ২২ হাজার ৪৭৬ টাকা। উহার মধ্যে বৎসরের শেষে ব্যাঙ্কের হাতে নগদ টাকা হিসাবে ৬ লক্ষ ২৩ হাজার ৬১৬ টাকা, অন্য ব্যাঙ্কে আমানত হিসাবে ৯ লক্ষ ২২ হাজার ৮৫৩ টাকা, কোম্পানীর কাগজে ১০ লক্ষ ৭৭ হাজার ১৬৫ টাকা ও শেয়ারে ৪ লক্ষ ৮৩ হাজার ৪৬২ টাকা নিয়োজিত ছিল। উহা হইতে বুঝা যায় যে, নগদ টাকার স্বচ্ছলতার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া ব্যাঙ্কের দাদননীতি পরিচালিত হইতেছে।

দাশ ব্যাঙ্ক লিমিটেড্

৯-এ ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

চেয়ারম্যান—কর্ম্মবীর আলামোহন দাশ

আধুনিক সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

ইষ্ট বেঙ্গল ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস—নারায়ণগঞ্জ স্থাপিত—১৯২৩ কলিকাতা অফিস—১৭৬, ক্রস ষ্ট্রীট

ফোন : বড়বাজার—৯৮৭

পাটনা সিটি শাখা ১১ই জুলাই খোলা হইয়াছে।

অপরাপর শাখা—বরিশাল, ভৈরববাজার, কুমিল্লা, করিমগঞ্জ, মীরকাদিম, নিতাইগঞ্জ, পুরাণবাজার (চাঁদপুর), শিলচর, শ্রীহট্ট।

জেনারেল ম্যানেজার—কে, কে, পাল ম্যানেজিং ডিরেক্টর—এস, সি, সাহা

ব্যাঙ্ক অব ক্যালকাটা লিঃ

(ক্লিয়ারিংয়ের সর্ব্বপ্রকার ব্যবস্থা আছে)

১৯৪৪ সনের শেষে মোটামুটি আর্থিক পরিচয়

অনুমোদিত মূলধন ১,০০,০০,০০০৲ বিলিকৃত ও বিক্রীত মূলধন ১৪,০০,০০০৲

আদায়ীকৃত ও মজুত তহবিল ৮,০০,০০০৲ কার্য্যকরী মূলধন ১,০০,০০,০০০৲

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—ডাঃ এম, এম, চ্যাটার্জ্জি

এলায়েড ব্যাঙ্ক লিমিটেডের

— কলিকাতা শাখা —

গত ২৭শে জুন, ১৯৪৫এ

৩নং ম্যাঙ্গো লেনে

খোলা হইয়াছে।

পৃষ্ঠপোষক, শুভাকাঙ্ক্ষী ও সর্ব্বসাধারণের সহানুভূতি প্রার্থনা করিতেছি।

কারেণ্ট, সেভিংস ও ফিক্সড ডিপোজিট একাউণ্ট খোলা হয়।

১৯৪৪ সালে শতকরা ৬৲ টাকা হারে ডিভিডেণ্ড দেওয়া হইয়াছে।

হরেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য, এম-এ ম্যানেজিং ডিরেক্টার।

অজিত কুমার সোম, বি-এ ডিরেক্টার ইন্‌চার্জ্জ।

আর মিত্রের ময়ূরমার্কা তিলতৈল

মাথা ঠাণ্ডা রাখে চুল উঠা বন্ধ করে

আর মিত্র—পারফিউমার্স

২৭ নং বিবেকানন্দ রোড, কলিকাতা

আলোচ্য বর্ষে ব্যাঙ্কের লাভ হইতে ৬ হাজার টাকা মজুদ তহবিলে ন্যস্ত করিয়া এবং লাভের সহিত পূর্ব্ব বৎসরের লাভের জের ১ হাজার ৪৪ টাকা যোগ দিয়া ব্যাঙ্কের মোট লাভের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ২১ হাজার ৮৫০ টাকা। উহা হইতে ব্যাঙ্কের অংশীদারগণকে আয়করযুক্ত শতকরা বার্ষিক ৭৷৷০ টাকা হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছে।

আমরা ইণ্ডিয়ান ষ্টাশন্যাল ব্যাঙ্কের উত্তরোত্তর আরও উন্নতি কামনা করি।

হাওড়া ইনসিওরেন্স কোং লিঃ

১৯৪৪ সালের রিপোর্ট

আমরা ৩০নং ষ্ট্র্যাণ্ড রোড, কলিকাতাস্থ হাওড়া ইনসিওরেন্স কোম্পানীর গত ১৯৪৪ সালের মুদ্রিত কার্য্যবিবরণী সমালোচনার্থ পাইয়াছি। উক্ত বৎসরে কোম্পানী ৬৯২টী পলিসিতে মোট ২৪ লক্ষ ৮ হাজার ৫ শত টাকার নূতন বীমাপত্র প্রদান করিয়াছেন। ১৯৪৩ সালে উহার পরিমাণ ছিল ১২ লক্ষ ৯ হাজার টাকা। কাজেই আলোচ্য বৎসরে কোম্পানীর নূতন কাজের পরিমাণ প্রায় দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হইয়াছে। আলোচ্য বৎসরে প্রিমিয়াম বাবদ ১ লক্ষ ৪৮ হাজার ৩৪৪ টাকা এবং দাদনী তহবিলের সুদ বাবদ ১৫ হাজার ৬৫৮ টাকা আয় লইয়া কোম্পানীর মোট ১ লক্ষ ৭০ হাজার ৯৫৫ টাকা আয় হইয়াছে। এই বৎসরে মৃত্যুদাবী বাবদ কোম্পানীর উপর ৫৫০০ টাকা দাবী হইয়াছে এবং কোম্পানীর কার্য্য পরিচালনা বাবদ ২৩ হাজার ৭১০ টাকা ব্যয় হইয়াছে। অন্যান্য ব্যয় বাবদে এই বৎসরে কোম্পানীর আয় হইতে যে টাকা উদ্বৃত্ত হইয়াছে তাহা জীবনবীমা তহবিলে ন্যস্ত করা হইয়াছে। বৎসরের প্রথমে এই তহবিলের পরিমাণ ছিল ৬৯০০ টাকা, বৎসরের শেষে উহার পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৬৯ হাজার ৪১৫ টাকা। এই বৎসরের শেষে কোম্পানীর আদায়ী মূলধন ৭ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা লইয়া কোম্পানীর মোট দায়ের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৮ লক্ষ ৩৫ হাজার ৮৭৯ টাকা। এই দায়ের বদলে কোম্পানীর হাতে বৎসরের শেষে যে সম্পত্তি ছিল তাহার প্রধান প্রধান দফাগুলি এইরূপ—রিজার্ভ ব্যাঙ্কে আমানত ২ লক্ষ ৪ হাজার ৭৩৭ টাকা, শেয়ার ৩ লক্ষ ৩৭ হাজার ২২৭ টাকা, হাতে নগদ ১ লক্ষ ৯৯ হাজার ৪৩৭ টাকা।

উপরোক্ত হিসাব নিকাশ হইতে বুঝা যায় যে, হাওড়া ইনসিওরেন্স কোম্পানীর কার্য্যক্ষেত্রে দ্রুত প্রসার লাভ করিতেছে, উহার জীবনবীমা তহবিল খুব সন্তোষজনকভাবে বৃদ্ধি পাইতেছে, উহার আদায়ী মূলধনের প্রাচুর্য্য রহিয়াছে, উহার তহবিল নিরাপদভাবে দাদন করা আছে এবং উহার উপর মৃত্যুদাবীর পরিমাণ খুব কম হইতেছে। এই জীবনবীমা কোম্পানীটি ক্ষুদ্রাবয়ব হইলেও উহা যে বেশ নির্ভরযোগ্য তাহাতে সন্দেহ নাই। কর্ম্মবীর আশামোহন দাশ এই কোম্পানীর ডিরেক্টর বোর্ডের চেয়ারম্যান। আমরা আশা করি তাঁহার সুপরিচালনায় হাওড়া ইনসিওরেন্স কোম্পানী লিঃ ভবিষ্যতে আরও উল্লেখযোগ্য উন্নতিলাভ করিতে সমর্থ হইবে।

এরিয়ান ব্যাঙ্কের উদ্যম

বর্ত্তমান যুদ্ধের অবসানে ভারতবাসীর অর্থনীতিক উন্নতিমূলক বিবিধ পরিকল্পনাকে সাফল্যমণ্ডিত করিবার জন্য ভারতীয় শিল্পপরিচালক ও ব্যবসায়িবৃন্দকে ইংলণ্ড, আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশের সহিত যুদ্ধের পূর্ব্বের তুলনায় অধিকতর ঘনিষ্ঠভাবে ব্যবসাগত সম্পর্ক স্থাপন করিতে হইবে। এই কাজ ব্যাঙ্কের সহায়তা ব্যতীত সম্ভবপর হইতে পারে না। এজন্য ৯নং ক্লাইভ রো, কলিকাতাস্থ এরিয়ান ব্যাঙ্ক সম্প্রতি আমেরিকার বিশ্ববিশ্রুত ষ্টাশন্যাল সিটি ব্যাঙ্ক অব নিউইয়র্ককে উহার লণ্ডন, অষ্ট্রেলিয়া ও আমেরিকার এজেন্ট নিযুক্ত করিয়াছেন। এরিয়ান ব্যাঙ্কের এই উদ্যম প্রশংসনীয় এবং আশা করা যায় যে, এদেশের ব্যবসায়িগণ ঐ সব দেশে ব্যবসা সম্পর্ক স্থাপনের জন্য এরিয়ানের সাহায্য গ্রহণ করিবেন।

Gram : Cencomba Post Box No. 2282

সেণ্ট্রাল কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ

স্থাপিত—১৯২৮

হেড অফিস—১২, জ্যাকসন লেন, কলিকাতা।

অনুমোদিত জামিনে ধার, ক্যাশ ক্রেডিট ও ওভারড্রাফট দেওয়া হয়। বিল ডিভিডেণ্ড প্রভৃতির টাকা সুবিধাজনক সর্ত্তে আদায় করিয়া দেওয়া হয়।

ম্যানেজিং ডিরেক্টার :—মিঃ এস বি বিশ্বাস

নিরাপত্তা ও কার্য্যতৎপরতার জন্য

ইষ্টার্ণ ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিমিটেড

রেজিঃ অফিস—ঢাকা ঃঃ কলিকাতা অফিস—১৪, ক্লাইভ ষ্ট্রীট।

স্থাপিত—১৯২৮ ফোন : কলিঃ—৪৪০১

শাখাসমূহ
বরিশাল, ভোলা, চট্টগ্রাম, নারায়ণগঞ্জ, গাইবান্ধা, শ্রীহট্ট ও সুনামগঞ্জ।

দক্ষিণ কলিকাতা অফিস—
৩৯।২-এফ, মনোহরপুকুর রোড।
(১নং হিন্দুস্থান পার্কের সম্মুখ)

আধুনিক সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।
বি, এম, ভট্টাচার্য্য—ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

গ্রামঃ দশেরদাবী ফোন—ক্যাল ঃ—৫৬৫৯

ইষ্টার্ণ কণ্টিনেণ্টাল ব্যাঙ্ক লিঃ

স্থাপিত : ১৯২৬ ইং

হেড অফিস—কুমিল্লা

সেন্ট্রাল অফিস ঃ—৬, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বেগুসরাই (বেহার), মানসেরা (পাঞ্জাব), পাটনা, ডালসিংসরাই (বেহার) ও নারায়ণগঞ্জ (ঢাকা) শাখা খোলা হইয়াছে।

লয়ালপুর, ক্যাম্বেলপুর এবং সেখুপুরা (পাঞ্জাব) শাখা শীঘ্রই খোলা হইবে।

—— সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয় ——

চাকুরিয়া ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন লিঃ

হেড অফিস ঃ ২১এ ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিঃ

ফোন : ক্যাল ১৭৪৪ গ্রাম : ষ্ট্রংরুম

শাখাসমূহ :-চাকুরিয়া, সাদার্ণ মার্কেট, ক্যানিং ঔরঙ্গাবাদ, জঙ্গীপুর, পাকুড়, রামপুরহাট, বারহারওয়া, ধুলিয়ান, সাহেবগঞ্জ ও কোল্লপর

ম্যানেজিং ডিরেক্টর : মিঃ ডি এন চাটার্জ্জী এফ, আর, ই, এস্ (লণ্ডন)

নোয়াখালী ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিঃ

স্থাপিত : ১৯২৯

হেড অফিস ঃ ১০, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ফোন : ক্যাল ২৩৩৯ (৩ লাইন)

কলিকাতা শাখা :
বালীগঞ্জ, ভবানীপুর, বড়বাজার ও শ্যামবাজার।

অন্যান্য শাখাসমূহ—
ঢাকা, কিশোরগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ, নোয়াখালি, সোনাপুর, চৌমুহনী, চাঁদপুর, পুরাণবাজার, ফেণী, কৃষ্ণনগর, বহরমপুর, জলপাইগুড়ী, বর্দ্ধমান, দৌলতগঞ্জ, জিয়াগঞ্জ, পূর্ণিয়া, পাটনা, আরা, রাঁচি, ভাগলপুর, জামসেদপুর, বেনারস, লক্ষ্ণৌ, আগ্রা, এলাহাবাদ, কাণপুর, মাদ্রাজ, কটক, মিরকাদিম, কাটিহার, বরিশাল, সিলেট, আসানসোল, সিরাজগঞ্জ, গৌহাটি, হিলি, ময়মনসিংহ ও দিল্লী।

কার্য্যকরী মূলধন—দেড় কোটী টাকার উপর

চট্টগ্রাম ও মজঃফরপুর শাখা খোলা হইবে

ম্যানেজিং ডিরেক্টর :—এস, সি, পাল

ইন্সিওরেন্স অব ইণ্ডিয়া লিমিটেড

হেড অফিস ঃ কুমিল্লা

কলিকাতা অফিস ঃ ২২নং ক্যানিং ষ্ট্রীট

অন্যান্য অফিস :
ডিব্রুগড় (আসাম) ও সিলেট

আর্থিক নিরাপত্তার ভিত্তিতে পরিচালিত একটি উচ্চ শ্রেণীর জীবন বীমার অফিস

বোনাস প্রতি হাজারে
আজীবন বীমায় ১৬৲
মেয়াদী বীমায় ১৩৲

চীফ এজেণ্টস্ :—
মেসার্স ম্যানেজার লিঃ—লক্ষ্ণৌ
ইউ. পি, সি. পি ও দিল্লীর জন্য
মেসার্স এইচ এ সেপ্টা এণ্ড কোং, কলিকাতা, বর্দ্ধমান ডিভিসন ও বিহারের জন্য

চেয়ারম্যান :—এম সি দত্ত, এম এল সি

বাজারের হালচাল

টাকা ও বিনিময়

কলিকাতা, ১৩ই জুলাই :—কলিকাতার টাকার বাজারে আলোচ্য সপ্তাহে কোনই উল্লেখযোগ্য উন্নতি দেখা যায় নাই। ব্যাঙ্কসমূহের মধ্যে চাহিবামাত্র পরিশোধের সর্ত্তে ঋণের সুদের হার কলিকাতায় শতকরা বার্ষিক ॥০ আনা ও বোম্বাইএ।০ আনা। শতকরা ২॥০ আনা সুদের ২০ কোটী টাকার সরকারী ঋণপত্রের সাম্প্রতিক ঘোষণা টাকার বাজারে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিতে পারিতেছে না। কারণ ব্যাঙ্কসমূহের চাহিবামাত্র পরিশোধের সর্ত্তে ঋণের যোগানের পরিমাণ অনেক বেশী। আলোচ্য সপ্তাহে ভারত সরকারের ট্রেজারী বিলের গড়পড়তা সুদের হারে কিঞ্চিৎ উন্নতি দেখা গেলেও মোট উপস্থাপিত টেণ্ডারের পরিমাণ পূর্ব্ব সপ্তাহ অপেক্ষা হ্রাস পাইয়াছে।

বিনিময় বাজার আলোচ্য সপ্তাহে তেজী ছিল। সামান্য রপ্তানী কারবার হইয়াছে। বিনিময় বাজারে নিম্নরূপ হার বলবৎ ছিল :—

টেলিঃ হুণ্ডি (প্রতি টাকায়)	১ শিঃ ৫৩৭/৮ পেঃ
ঐ দর্শনী (,,)	,, ,,
ডি এ তিন মাস (,,)	১ শিঃ ৬৩৭/৮ ,,
ডি এ চার মাস (,,)	১ শিঃ ৬৪/৮ ,,
ডলার (প্রতি শত)	৩৩২৸০ আনা

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হিসাব :—রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গত ২৯শে জুনের হিসাব হইতে দেখা যায় যে, ঐ তারিখে ভারতে চলতি নোটের পরিমাণ ছিল ১১৩৬ কোটী ৯৭ লক্ষ ৫ হাজার টাকা। এক সপ্তাহ পূর্ব্বে এইরূপ নোটের পরিমাণ ছিল ১১৩৩ কোটী ৮৩ লক্ষ ১ হাজার টাকা। গত ২৯শে জুন রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কসমূহের চলতি ও স্থায়ী আমানতের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৬২৯ কোটী ৪৪ লক্ষ ৪২ হাজার টাকা ও ২৩৯ কোটী ১৩ লক্ষ ৪৫ হাজার টাকা।

কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার

কলিকাতা, ১৩ই জুলাই—আলোচ্য সপ্তাহেও কলিকাতার শেয়ার বাজারে যথেষ্ট কর্ম্মচাঞ্চল্য পরিলক্ষিত হয়; বাজারে অধিকাংশ জনপ্রিয় শেয়ারের চাহিদা বৃদ্ধি পায় এবং মূল্যের দিক হইতেও উল্লেখযোগ্য উন্নতি পরিস্ফুট হইয়া উঠে। কলিকাতার শেয়ার বাজারে আলোচ্য সপ্তাহের তেজীভাব লক্ষ্য করিয়া মনে হয় যে, সম্প্রতি ভারত গবর্ণমেণ্ট শতকরা বার্ষিক ২॥০ টাকা সুদের অল্প মেয়াদী ঋণপত্র ঘোষণা করার ফলে ব্যবসায়ী মহল এই আশা পোষণ করিতেছেন যে, যুদ্ধোত্তর শিল্পোন্নতির সুযোগ-সুবিধার সম্প্রসারণের দিকেই ভারত গবর্ণমেণ্ট বিশেষ জোর দিবেন এবং জাপানের পরাজয়ের অব্যবহিত পরেই ভারতের বর্ত্তমান বিভিন্ন কলকারখানাগুলি আরও বিস্তৃত করা হইবে, নূতন নূতন কলকারখানা স্থাপিত হইবে এবং শেয়ারসমূহের মূল্যেও বিশেষ অবনতি ঘটিবে না। ব্যবসায়ী মহলের মধ্যে উক্ত মনোভাব সঞ্চারিত হওয়ার ফলেই আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার বাজারে তেজীভাবের প্রধানতম কারণ। চটকল এবং কয়লা খনির শেয়ারসমূহই আলোচ্য সপ্তাহে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক আকর্ষণের বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।

কোম্পানীর কাগজ—আলোচ্য সপ্তাহেও কোম্পানীর কাগজ এবং ঋণপত্রসমূহের বিকিকিনি বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মূল্যের দিক হইতেও উল্লেখযোগ্য উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। আলোচ্য সপ্তাহে শতকরা ৩৲ টাকা সুদের কোম্পানীর কাগজ ৯৬৲ টাকা পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল। শতকরা ৩॥০ টাকা সুদের কোম্পানীর কাগজ ১০২৸০ আনা পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল। মেয়াদী ঋণপত্রসমূহের মধ্যে ৩৲ টাকা সুদের ঋণপত্র (১৯৫১-৫৪) ১০১॥০ আনা, ৩৲ টাকা সুদের ঋণপত্র (১৯৫৭) ১০০৸০ আনা পর্য্যন্ত হস্তান্তরিত হইয়াছে; আলোচ্য সপ্তাহে প্রাদেশিক ঋণপত্রসমূহের কোন বিকিকিনি হয় নাই।

চটকল—আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার বাজারে চটকলসমূহের শেয়ারেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মূল্য বৃদ্ধি ঘটে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ভারত গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে পাটজাত দ্রব্যের আরও অর্ডার আসার সম্ভাবনাই নাকি উহার প্রধানতম কারণ।

কয়লা খনি—আলোচ্য সপ্তাহেও চটকলের শেয়ারসমূহের মূল্য বৃদ্ধির সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া কয়লা খনির শেয়ারসমূহেরও বিকিকিনি বৃদ্ধি পায় এবং মূল্যের দিক হইতেও লক্ষণীয় উন্নতি পরিদৃষ্ট হয়।

পাটের বাজার

কলিকাতা, ১৩ই জুলাই—গত সপ্তাহে বর্ত্তমান বৎসরের পাট চাষের প্রাথমিক সরকারী পূর্ব্বাভাষ প্রকাশিত হইয়াছে। বাংলা দেশে মোট ৫৪ লক্ষ একর পাটচাষযোগ্য জমী আছে। উহার মধ্যে ২৫ লক্ষ ৪৬ হাজার ৯২৫ একর জমীতে পাট চাষের লাইসেন্স দেওয়া হইয়াছে। প্রাথমিক পূর্ব্বাভাষের জন্য মোট ৪ লক্ষ ৩৮ হাজার ১৮০ একর জমী পরীক্ষা করা হইয়াছে এবং দেখা গিয়াছে উহাদের মধ্যে ৩ লক্ষ ৬২ হাজার ২৫ একর জমীতে শেষ পর্য্যন্ত পাট চাষ হইয়াছে। অর্থাৎ বর্ত্তমান বৎসর লাইসেন্স প্রাপ্ত জমীর শতকরা ৮২·৬২ ভাগ জমীতে পাটের চাষ করা হইয়াছে। সমগ্র প্রদেশ সম্পর্কে এই হিসাব ধরিলে দেখা যায় মোট ২১ লক্ষ ৪ হাজার একর জমীতে বর্ত্তমান বৎসর পাট চাষ হইয়া থাকিবে। ১৯৪৪ সালের চূড়ান্ত পূর্ব্বাভাষ অনুসারে প্রতি একর জমীতে ২.৮৯ গাঁইট পাট হিসাব করিলে বর্ত্তমান বৎসর মোট ৬০ লক্ষ ৮১ হাজার গাঁইট পাট হইতে পারে। তবে চাষের অবস্থা দেখিয়া মনে হয় বর্ত্তমান বৎসর পূর্ব্ববৎসর অপেক্ষা একর প্রতি বেশী পাট উৎপন্ন হইবে। কুচবিহার, ত্রিপুরা, উড়িষ্যা, বিহার ও আসামে বর্ত্তমান বৎসর যথাক্রমে ২১ হাজার ৩ শত একর, ১০ হাজার একর, ১৪ হাজার ৩ শত একর, ১ লক্ষ ৬১ হাজার ৮ শত একর ও ১ লক্ষ ৮১ হাজার ৬ শত একর জমীতে পাট চাষ হইয়াছে বলিয়া প্রকাশিত হইয়াছে। এই সকল রাজ্যে ও প্রদেশে গত বৎসরের মোট ৩ লক্ষ ৬৫ হাজার ২ শত একরের তুলনায় এ বৎসর মোট ৩ লক্ষ ৮৯ হাজার একর জমীতে পাট চাষ হইয়াছে। একর প্রতি গত বৎসরের ১.৬৪ গাঁইট হিসাবে এবৎসর উক্ত জমীতে মোট ৬ লক্ষ ৩৮ হাজার গাঁইট পাট উৎপন্ন হওয়া উচিত, কিন্তু এসব স্থানেও বর্ত্তমান বৎসর পাটের চাষ ভাল হইয়াছে। সুতরাং পূর্ব্ব বৎসরের হিসাবমত সমগ্র জমীতে এ বৎসর মোট ৬৭ লক্ষ ১৯ হাজার গাঁইট পাট হওয়া উচিত হইলেও বাস্তবিক পক্ষে হয়ত বর্ত্তমান বৎসর মোট ৭১।৭২ লক্ষ গাঁইট পাট উৎপন্ন হইবে।

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার পাটের বাজার তেজী ছিল। পাটজাত দ্রব্যের বাজারে এ সপ্তাহেও পূর্ব্বোক্ত সরকারী অর্ডারের প্রভাবে তেজী ভাব বর্ত্তমান। আগামী বৎসরের মার্চ্চ মাস পর্য্যন্ত ডেলিভারী দেওয়ার সর্ত্তেও ক্রেতার আধিক্য লক্ষিত হইয়াছে। কিন্তু বিক্রেতৃগণের আগ্রহের অভাবে মূল্যে উল্লেখযোগ্য উন্নতি হয়।

আলগা পাটের বাজারে আলোচ্য সপ্তাহে যথেষ্ট কারবার হইয়াছে। সুপ্যারভাইজড জাত মিড্‌ল ও বটম্ শ্রেণীর পাট যথাক্রমে ১৫॥০ আনা ও ১২॥০ আনা দরে বিক্রীত হইয়াছে। ইউরোপীয় মিড্‌ল্ ও বটম বিক্রীত হইয়াছে যথাক্রমে ১৬॥০ ও ১৩॥০ আনা দরে। পুরান পাটে বিশেষ কারবার হয় নাই।

পাকা গাঁইট বিভাগেও রেডস্, ফাষ্টস্ ও লাইটনিংস্ শ্রেণীর মালে যথেষ্ট কারবার ভাল দামেই হইয়াছে। হার্টস্, ডাণ্ডী ও আউটপোর্ট তোষা শ্রেণীর মাল সর্ব্বনিম্নদরে কিছু বিকিকিনি হইয়াছে। মোট ৬০ হাজার গাঁইটেরও উপর মাল আলোচ্য সপ্তাহে বিক্রীত হইয়াছে।

ক্যালকাটা ন্যাশনাল
ব্যাঙ্ক লিমিটেড
হেড অফিস :—
ক্যালকাটা ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক বিল্ডিংস্
মিশন রো, কলিকাতা।

CALCUTTA NATIONAL BANK LTD.

শাখা অফিস :

কলিকাতা	দিল্লী	বম্বে
বড়বাজার	সদরবাজার	কলবাদেবী
ক্যামিং ষ্ট্রীট	(দিল্লী)	ষ্ট্যাণ্ডহার্ষ্ট রোড
শ্যামবাজার	আগ্রা	(বম্বে)
ভবানীপুর	মীরাট	আমেদাবাদ
বালীগঞ্জ	বেনারস	মসকটিবাজার
ঢাকা	এলাহাবাদ	(আমেদাবাদ)
নারায়ণগঞ্জ	কাটরা	করাচী
ময়মনসিংহ	(এলাহাবাদ)	আজমীর
চট্টগ্রাম	লক্ষ্ণৌ	রায়পুর
কটক	আমিনাবাদ	নাগপুর
পাটনা	(লক্ষ্ণৌ)	ইটওয়ারী
গয়া	কাণপুর	(নাগপুর)
মজঃফরপুর	মেষ্টন রোড	জব্বলপুর
বেরিলী	(কাণপুর)	জব্বলপুর ক্যাণ্ট
মাদ্রাজ	অমরাবতী	অমৃতসর
		লাহোর

লণ্ডন এজেন্টস্—
মিডল্যাণ্ড ব্যাঙ্ক লিঃ

সাবান প্রস্তুতের
কোম :—
বড়বাজার :— ১৩৯৭ অফিস
,, :— ১৫৯২ ফ্যাক্টরী
টেলিগ্রাম—"চীনামাটী"

যাবতীয় জিনিষ—সিলিকেট সোডা • সোপষ্টোন পাউডার • কষ্টিক সোডা • রজন • সিট্রোনেলা অয়েল • রঙ • হাইড্রোমিটার • প্রভৃতি পাইবেন

কলিকাতা মিনারেল সাপ্লাই কোং লিঃ
৩১, অ্যাকলম লেন, কলিকাতা

তুলা ও কাপড়

কলিকাতা, ১৩ই জুলাই—আলোচ্য সপ্তাহেও বোম্বাইয়ের তুলার দরে সপ্তাহের প্রথমভাগে স্থির ভাব পরিলক্ষিত হয়; সপ্তাহের মধ্যভাগে গবর্ণমেণ্ট বোম্বাইয়ের তুলার সর্ব্বনিম্ন দর বাঁধিয়া দিবেন এইরূপ গুজব রটনা হওয়ার দরুণ বোম্বাইয়ের তুলার দরে অবনতি পরিস্ফুট হইয়া উঠে এবং সপ্তাহের শেষভাগে ক্রেতাধিক্যের দরুণ আবার বোম্বাইয়ের তুলার দরে উন্নতি সূচিত হয়। গত শুক্রবার বোম্বাইয়ের তুলার বাজারে জুলাই মাসে ডেলিভারি দেওয়ার সর্ত্তের ঝরিলা তুলার দর ছিল ৪১৯।০ আনা। অদ্য শুক্রবার তাহা ৪১৭।০ আনা দাঁড়াইয়াছে। বোম্বাইয়ের বাজারে গত শুক্রবার সেপ্টেম্বর মাসে ডেলিভারি দেওয়ার সর্ত্তের ঝরিলা তুলার দর ছিল ৪২৮৸০ আনা। অদ্য শুক্রবার তাহা ৪২৭৸০ আনা দাঁড়াইয়াছে।

কাপড়—আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার কাপড়ের বাজারে কর্ম্মচাঞ্চল্য একেবারেই সীমাবদ্ধ থাকে এবং চাহিদার তুলনায় কাপড়ের যোগান অত্যন্ত সীমাবদ্ধ হওয়ায় 'পারমিট' পাওয়া সত্ত্বেও জনসাধারণের একখণ্ড কাপড় সংগ্রহ করিতে অত্যন্ত হয়রাণ হইতে হয়। এতদ্ব্যতীত ওয়ার্ড কমিটিগুলিকে স্ব স্ব এলাকার দোকানগুলির 'ষ্টক' জানাইতে হইবে না বলিয়া গবর্ণমেণ্ট সম্প্রতি যে নির্দ্দেশ দিয়াছেন, তাহাতে লাভায়েষিগণ চোরা-বাজারের সৃষ্টি করিতে অধিকতর সুযোগ পাইবে বলিয়া অনেকেই মনে করিতেছেন। মোট কথা পূর্ণাঙ্গ বস্ত্র বরাদ্দ প্রথা প্রবর্ত্তনের দিকেই সকলের দৃষ্টি নিবদ্ধ। মফঃস্বলে বস্ত্রাভাবের প্রচণ্ডতা এখনও সমভাবে অনুভূত হইতেছে এবং আলোচ্য সপ্তাহেও বস্ত্রাভাবের তীব্রতার দরুণ মফঃস্বলের বিভিন্ন স্থান হইতে আত্মহত্যার সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

সোনা ও রূপা

কলিকাতা, ১৩ই জুলাই—আলোচ্য সপ্তাহে গত সপ্তাহের তুলনায় কলিকাতা ও বোম্বাইয়ের বাজারে সোনার দরের তেজীভাবের কোন উল্লেখ-যোগ্য পরিবর্ত্তন পরিলক্ষিত না হইলেও, আলোচ্য সপ্তাহে সোনার দরে গত সপ্তাহের তুলনায় সামান্য অবনতিই পরিস্ফুট হইয়া উঠে। গত সপ্তাহে বাজারে গুজব রটিয়াছিল যে, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অদূর ভবিষ্যতেই সোনা বিক্রয় বন্ধ করিয়া দিবে; কিন্তু আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক গত সপ্তাহের তুলনায় (গড়পড়তা) সোনার দর সামান্য হ্রাস করিয়াছেন এবং সোমবার হইতে অদ্য শুক্রবার পর্য্যন্ত ১ লক্ষ তোলা সোনা বিক্রয় করিয়া উক্ত গুজবের মূলে কোন সত্য নিহিত নাই প্রতিপন্ন করার ফলেই, আলোচ্য সপ্তাহে সোনার দরে সামান্য অবনতি পরিদৃষ্ট হওয়ার প্রধানতম কারণ।

রূপা—রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য রূপা বিক্রয় বন্ধ করিয়া দেওয়া সত্ত্বেও, আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতা ও বোম্বাইয়ের বাজারে রূপার দরে অবনতি দেখা দেয়। প্রচুর পরিমাণ পুরাতন রৌপ্যমুদ্রা আমদানী হওয়ার ফলে রূপার ষ্টক ৩ হাজার বার দাঁড়াইয়াছে বলিয়া প্রকাশ; আলোচ্য সপ্তাহে রূপার এই 'ষ্টক' বৃদ্ধির জন্যই রূপার দরে সামান্য অবনতি পরিলক্ষিত হয়।

"সভ্যিকারের উদীয়মান যাঁরা . . . রয়েল ইণ্ডিয়ান এয়ার ফোর্স-এর বৈমানিকেরা শুধু যে বিমানচালনা করতেই জানেন তা নয়, তাঁদের অন্য গুণও আছে। সব গুণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ গুণ সাহস—চল্‌তি কথায় যাকে আমরা বলি 'বুকের পাটা', তা এদের যথেষ্ট পরিমাণে আছে।

এ ছাড়া এদের বুদ্ধিমত্তা, কাজের গুরুদায়িত্ব এবং দেশের ও নিজেদের ভবিষ্যৎ উন্নতির জন্য এদের প্রচেষ্টা—এ সব দিক বিচার করলে সহজেই বুঝতে পারবেন ভারতের উদীয়মান যুবসম্প্রদায়ের মধ্যে এরাই সবচেয়ে সেরা কেন। যে-কোনো রিক্রুটিং অফিসারের কাছ থেকে আবেদনের নিয়মাবলী পাবেন।

AAA 63

ইণ্ডিয়ান
ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক লিঃ
হেড অফিস—৮, লায়ন্স রেঞ্জ, কলিকাতা
ক্লিয়ারিং-এর
সুবিধাযুক্ত সম্ভ্রান্ত প্রতিষ্ঠান।
সহজ সর্ত্তে টাকা কর্জ্জ দেওয়া এবং বিল ডিস্‌কাউণ্ট করা হয়।
ফিক্সড ডিপোজিট এবং অন্যান্য আমানতের উপর সুদের হার লাভজনক।
ব্যাঙ্কের "গাইড-টু-ইন্‌ভেষ্টারস্"-এর জন্য আবেদন করুন।
ব্রাঞ্চসমূহ—
বোম্বে, ঢাকা, দীঘিরপার, নবদ্বীপ, বড়বাজার, চাইবাসা, চক্রধরপুর, সাউথ কলিকাতা, রায়পুর, আজারিয়া, গৌহাটী, গোপালদী, নারায়ণগঞ্জ, নবাবগঞ্জ, নওগাঁ (আসাম), বাঘিয়া, সাটুরিয়া (ঢাকা) ও বেড়া (পাবনা)।
আর, রায়—ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

সাপ্তাহিক বাজার দর

	৬ই জুলাই	৯ই জুলাই	১০ই জুলাই	১১ই জুলাই	১২ই জুলাই	১৩ই জুলাই
সোনার দর—প্রতি ভরি (কলিকাতা) ...	৭৮৸৵০	৭৯৷৷০	৭৮৸৵০	—	৭৮৶০	৭৮৷০
ঐ ঐ (বোম্বাই) ...	৭৯৷৷০	৭৮৸৵০	৭৮৷৷০	৭৭৸৵০	৭৭৸৵০	—
রূপার দর—প্রতি ১০০ ভরি (কলিকাতা) ...	১৩৮৷০	১৩৮৷৷০	১৩৯৷০	—	১৩৬৷০	১৩৬৷০
ঐ ঐ (বোম্বাই) ...	১৩৮৷০	১৩৭৷৷০	১৩৯৷৷০	১৩৭৵০	১৩৭৵০	—
গিণির দর—প্রতিখানা (কলিকাতা) ...	৫৩৷৵০	৫৩৷৵০	৫৩৷৵০	—	৫৩৷০	৫৩৵০
ঐ ঐ (বোম্বাই) ...	৫৩৷০	৫৩৲	৫৩৲	৫৩৲	৫৩৲	—
রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সুদের হার (শতকরা বার্ষিক) ...	৩৲	৩৲	৩৲	৩৲	৩৲	৩৲
কোম্পানীর কাগজ—						
কোম্পানীর কাগজ—শতকরা ৩৲ সুদের ...	৯৫৷০-৯৪৸৵০	৯৫৷৷৵০-৯৫৷৵০	৯৫৷৷৵০-৯৫৷৷০	৯৫৷৷০-৯৫৷৵০	৯৫৷৵০	—
ঐ ঐ ৩৷০ টাকা সুদের ...	১০২৷০-১০২৲	১০২৸০-১০২৷৷৵০	১০২৸৵০-১০২৷৷৵০	১০২৸০-১০২৷৷৵০	১০২৷৷৵০-১০২৷৷৵০	১০২৸০-১০২৷৷৵০
৩৲ টাকা সুদের ঋণপত্র (১৯৬৩-৬৫) ...	৯৯৵০	—	৯৯৵০-৯৯৵০	৯৯৵০	৯৯৵০	৯৯৵০
৩৲ টাকা সুদের ঋণপত্র (১৯৬৬-৬৮) ...	৯৮৷৷১০	৯৮৸০	৯৮৷৷৵০	—	৯৮৷৷১০	—
৪৲ টাকা সুদের ঋণপত্র (১৯৬০-৭০) ...	—	—	—	—	—	১১৩৷০
৫৲ টাকা সুদের ঋণপত্র (১৯৪৫-৫৫) ...	—	—	—	—	—	—
ইঞ্জিনিয়ারিং ও ইলেকট্রিক—						
ইণ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড ষ্টীল কোং লিঃ ...	৪১৷৷০-৪১৲	৪১৸৵০-৪১৷৷৵০	৪২৲০-৪১৷৵০	৪১৷৷৵০-৪১৷৷৵০	৪২৵০-৪১৸০	৪১৸৵০-৪১৷৷৵০
ষ্টীল কর্পোরেশন—অর্ডি ...	৩৪৷০-৩৪৲০	৩৪৵০-৩৪৲	৩৪৷০-৩৪৵০	৩৪৲০-৩৩৸৵০	৩৪৵০-৩৪৵০	৩৪৲-৩৩৸৵০
কুমারধুবী—অর্ডি ...	১১৷৷৵০-১১৷৷০	১২৷৷৵০-১২৲	১২৷৷৵০-১২৷৲০	১২৷৵০-১২৷০	১২৷০-১২৵০	১২৵০-১১৸৵০
ব্রেইতওয়েইট ...	১২৸৵০	১৩৲০	১৩৵০-১৩৷০	১৩৵০	১৩৷৷০-১৩৲০	১৩৷৵৵-১৩৷০
জেসপ ...	২৬৲০-২৫৸৵০	২৬৷০-২৬৲০	২৬৷৵০-২৬৷৵০	২৬৸০-২৬৷৵০	২৭৵০-২৬৸০	২৭৵০-২৬৸০
মার্শালস্ ...	৬৷৲০-৬৲	৬৷৵০-৬৷০	৬৷৵০-৬৷০	৬৷৵০-৬৵০	৬৷৵০-৬৷০	৬৷৵০-৬৵০
ন্যাশনাল আয়রণ এণ্ড ষ্টীল ...	১২৷৵০-১২৷০	১২৷৷৵০-১২৲	১২৸৵০-১২৸০	১২৸৵০-১২৸৵০	১৩৲-১২৷৵০	১৩৲-১২৸৵০
আর্থার বাটলার ...	—	—	২৪৸৵০	—	—	—
হিন্দুস্থান মোটরস্ ...	৪৷৲০	৪৷৵০-৪৷১০	৪৷৵০-৪৷১০	৪৷৵০-৪৷৵০	৪৷৷০-৪৷৵০	৪৷৵০-৪৷৵১৫
ক্যালকাটা ইনসিওরেন্স ...	—	১২৲	১২৷০	১২৷০	১২৷০	১২৵০
খনি—বার্ণ্ড কর্পোরেশন ...	৫৷৷৵০-৫৷৷০	৫৷৷৵০	৫৷৷৵০	—	৫৷৷৵০-৫৷৵০	৫৷৷৵০
ইণ্ডিয়ান কপার কর্পোরেশন ...	৩৷০	৩৷০-৩৵০	৩৷৵০-৩৷০	৩৷৵০-৩৵০	৩৷৵০-৩৷০	৩৷০
ব্যাঙ্ক—রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া ...	১৩৭৷৷০	১৩৮৲	১৩৯৲-১৩৮৷৷০	১৩৯৲-১৩৮৷৷০	১৩৯৲	১৪০৲
ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক ...	২২৷৷০	২৩৲	২৩৲-২২৷৷০	২৪৸০-২৪৷৷০	২৭৸০-২৭৲	২৮৷৷০
ক্যালকাটা ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক ...	—	—	১৬৲-১৫৸৵০	—	—	—
বেঙ্গল সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক ...	১৩৷৵০-১৩৷৵০	১৩৷৵০-১৩৷৵০	১৩৷৵০	১৩৷৵০-১৩৷৵০	১৩৷৵০	১৩৷৵০-১৩৷৵০
কুমিল্লা ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন ...	১৪৷৷০	১৪৷৷০	১৪৷৷০	১৪৷৷০	১৪৷৷০	১৪৷৵০-১৪৷৵০
মহালক্ষ্মী ব্যাঙ্ক ...	—	—	—	—	—	—
নিউ ষ্ট্যাণ্ডার্ড ব্যাঙ্ক ...	—	—	—	—	—	—
হিন্দুস্থান কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক ...	—	—	—	৫৪৷৷০	—	—
নাথ ব্যাঙ্ক ...	—	—	—	—	—	—
কয়লা—বরাকর কোল্ কোং ...	৪৩৷৵০-৪৩৵০	৪৪৸০-৪৪৵০	৪৪৸৵০-৪৪৷৵০	৪৪৵০-৪৪৷০	৪৫৷৵০-৪৪৷৵০	৪৪৸৵০-৪৪৷৷০
তালচের	১৩৸০-১৩৷৵০	১৪৵০-১৪৲	১৪৷৵০-১৪৵০	১৪৷৵০-১৪৷০	১৪৸৵০-১৪৷৵০	—
রাণীগঞ্জ	৬৭৷০-৬৬৷৵০	৬৭৸০-৬৭৵০	৬৭৷৷০-৬৭৵০	৬৭৷৷০-৬৭৲	৬৭৷৷৵০-৬৭৷০	৬৭৷৵০-৬৭৷০
ইকুইটেবল	৭৩৵০-৭২৸০	৭৩৸০-৭২৸৵০	৭৩৷৵০-৭৩৵০	৭৩৲	৭৪৲-৭৩৷০	৭৩৷৵০-৭৩৷০
সাউথ করণপুরা	৩৩৷০-৩২৸৵০	৩৪৵০-৩৩৷৵০	৩৪৸৵০-৩৪৵০	৩৪৸০-৩৪৷৷০	৩৬৷৵০-৩৫৷৷০	৩৬৷৷০-৩৫৸০
ভুলনবরারি ...	৩৩৵০	৩৪৷৵০-৩৩৸৵০	৩৫৷৵০-৩৪৷০	৩৫৷৵০-৩৫৷৵০	৩৬৷০-৩৬৲	৩৬৲-৩৫৷৷০
সেণ্ট্রাল কারকেণ্ড ...	—	—	৫১৸০-৫১৲	৫৩৸০-৫২৷৷০	৫৩৸০-৫৩৵০	—
নিউ চুরুলিয়া ...	—	—	—	১৩৸০-১৩৷৵০	১৪৷০-১৪৵০	১৪৲-১৩৸৵০
ষ্ট্যাণ্ডার্ড ...	৪৪৷০	—	—	—	৪৫৵০-৪৪৸০	৪৬৷৵০-৪৫৷৷০

ভারতের সুবৃহৎ প্রতিষ্ঠান—

ওরিয়েণ্ট সেফ্ এণ্ড ক্যাবিনেট ষ্টোরস

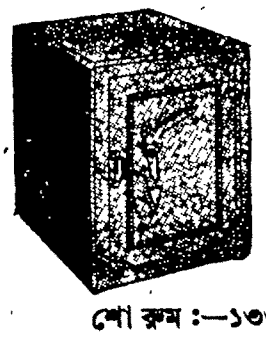

চোর ডাকাত ও আগুন হইতে যদি আপনার মূল্যবান দ্রব্যাদি রক্ষা করিতে চান তবে ওরিয়েণ্ট সেফ্, ক্যাবিনেট, ষ্ট্রংরুম ডোর, ক্যাশবাক্স ও তালা ব্যবহার করুন।

ফোন : বি, বি ৫৮৯৩

শো রুম :—১৩৩নং ক্যানিং ষ্ট্রীট (জ্যাকসন লেন সাইড্), কলিকাতা।

হেডঅফিস বি.বি. ৪১৮ ★ স্থাপিত ১৯২৯ ★ কনটাক্ট ষ্ট্রীট বি.বি.২৯৮৩

প্রবর্ত্তক ব্যাঙ্ক

লিমিটেড্

৬১,বহুবাজার ষ্ট্রীট ★ ৮১,ক্লাইভ ষ্ট্রীট

কলিকাতা

অন্যান্য শাখা :—চট্টগ্রাম, চন্দননগর, রাজসাহী, সিরাজগঞ্জ, জলপাইগুড়ি, ময়মনসিং ও সান্তাহার।

— সুদের হার —

কারেণ্ট ১/২% সেভিং ব্যাঙ্ক ২% বাজার চলতি শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় হয়। অন্যান্য ডিপোজিট, লোন ও ওভারড্রাফ্ট সম্বন্ধে পত্র লিখুন।

ম্যানেজার : শ্রী মতিলাল রায়।

০ সাপ্তাহিক বাজার দর

	৬ই জুলাই	৯ই জুলাই	১০ই জুলাই	১১ই জুলাই	১২ই জুলাই	১৩ই জুলাই
কাপড়ের কল—নিউ ভিক্টোরিয়া কটন মিলস লিঃ	৭৷৶০-৭৷৷০	৮৲-৭৸৶০	৮৲-৭৷৷০	৮৲-৭৸৶০	৮/০-৭৸৶০	৮/০-৭৸৶০
বেনারস ...	—	—	—	—	১১৷০	—
কানপুর টেক্সটাইলস্ ...	—	১৩৶০-১২৸০	১৩৷০-১৩৲	১৩৶০	১৩৷০-১৩৶০	১৩৶০
এলগিন কটন মিলস লিঃ ...	—	৬৮৷৷০-৬৭৲	৬৮৷৷০-৬৭৸০	৬৮৲	৬৮৷৷০-৬৮৲	৬৮৷০
কেশোরাম ...	১৭৷৷৶০	১৮৸৶০-১৮৷৶০	১৯৶০-১৮৸৶০	১৯৶০-১৮৸৶০	১৯৷৷০-১৯৷০	—
বঙ্গশ্রী ...	১৪৷৷০	১৪৷০-১৪৲	—	—	—	—
বঙ্গেশ্বরী কটন মিলস্ ...	—	—	—	—	—	—
কাগজের কল—ইণ্ডিয়া পেপার পাল্প লিঃ ...	—	২৩৮৲- ৩৪৲	২৪১৲-২৩৫৷৷০	২৪৩৲-২৪০৲	২৪৩৲-২৪০৲	২৪২৲-২৪১৲
শ্রীগোপাল পেপার মিলস্ লিঃ ...	—	—	—	—	—	১৮৷৶০-১৮৷৶০
টিটাগড় ...	৩০৷৷৶০-৩০৷৶০	৩১৷৷৶০-৩১৷০	৩২৶০-৩১৷৶০	৩১৸৶০-৩১৷৷৶০	৩২৶০-৩১৸৶০	৩২৲-৩১৷৷৶০
চটকল—অকল্যাণ্ড জুট মিলস লিঃ ...	৩৪৩৲	৩৫২৲ ৩৪৮৲	৩৫৫৲-৩৫২৲	৩৫৭৲-৩৫৩৲	৩৬৬৲-৩৬০৲	৩৬৭৲-৩৬০৲
এ্যাংলো ইণ্ডিয়া জুট মিলস লিঃ ...	৫১৩৲-৫০৪৲	৫১৮৲-৫১২৲	৫২০৲-৫১৫৲	৫২৩৲-৫২০৲	৫২৮৲-৫২১৲	৫২৪৲-৫১৮৲
কামারহাটি ...	৭৬৮৲-৭৫৪৲	৭৭৮৲-৭৭১৲	৭৮১৲	৭৯৫৲-৭৮৩৲	৮০০৲-৭৯৮৲	৭৯৪৲-৭৮৮৲
নদীয়া ...	১৩৭৷৷০-১৩৭৲	১৩৮৷৷০	১৩৯৲-১৩৭৲	১৩৯৷৷০-১৩৯৲	১৪১৷৷০ ১৩৯৷৷০	১৪০৲-১৩৯৷৷০
প্রেসিডেন্সী ...	১৩৮৶০-১৩৷৷৶০	১৩৮৶০-১৩৷৶০	১৩৮৶০-১৩৷৷৶০	১৩৮০-১৩৷৶০	১৩৷৷০-১৩৷৶০	১৩৷৶০-১৩৷৶০
রিলায়েন্স ...	—	৮১৲	৮২৲-৮১৲	৮২৷০	—	৮২৷৷৶০-৮২৲
কাঁকনাড়া ...	৬৪২৲-৬৪০৲	৬৪৮৲-৬৪৭৲	৬৫৮৲-৬৪৭৲	৬৬৮৲-৬৬০৲	৬৭৪৲-৬৬৮৲	৬৭১৲-৬৬৩৲
হাওড়া ...	৯৩৶০-৯৩৶০	৯৪৶০	৯৪৸০-৯৩৸৶০	৯৪৷৷৶০	৯৫৸০-৯৫৲	৯২৷০-৯৪৷৷৶০
ডালহৌসী ...	৩৭২৲-৩৬৮৲	—	৩৭৮৲-৩৭৫৲	—	৩৮৫৲-৩৮১৲	৩৯০৲-৩৮৬৲
বজবজ ...	৫৬২৲	৫৭৫৲-৫৭০৲	৫৭৭৲	৫৯৯৲	—	৬০৩৲
ষ্ট্যাণ্ডার্ড ...	৩২৪৲	৩২০৲	৩২৪৲-৩২০৲	৩২৮৲-৩২২৲	৩৩১৲-৩২৬৲	৩৩১৲
এলায়েন্স ...	—	৭৩৪৲	৭৩৫৲ ৭৩৪৲	৭৩৮৲-৭৩৬৲	৭৪৫৲	—
চিনির কল—বেলসুন্দ সুগার কোং লিঃ ...	১৫৷০-১৪৷৷৶০	১৫৷৷০-১৫৷৶০	১৫৷৷০-১৫৷৶০	১৫৷৷৶০	১৬৷৷৶০-১৫৸০	১৭৶০-১৬৷৷
চম্পারণ সুগার কোং লিঃ ...	৩৯৷০-৩৮৷৶০	৪০৲-৩৯৷০	৪০৲-৩৯৸৶০	৩৯৸৶০-৩৯৷৷০	৪০৶০-৩৯৸০	৪০৶০-৪০৲
কেরু এণ্ড কোং লিঃ ...	২৯৷৷৶০-২২৷০	৩০৸০-৩০৷৶০	৩১৶০-৩০৷৶০	৩০৸৶০-৩ ৷৶০	৩০৷৶০-৩০৷৶০	৩০৷৷৶০-৩০৶০
চা বাগান—চন্দননগর টি ...	১০৷৷০	১০৷৷০	১০৷৷০	—	—	—
ইষ্টার্ণ হিন্দুস্থান ...	—	—	—	—	—	—
কল্যাণী ...	—	৪৫৲-৪৫৲	—	—	—	—
লেবং এণ্ড মিনারেল ...	১২৷৷০	১২৷৷০	—	—	—	—
তেজপুর ...	—	২১৸০-২১৷৷৶০	২১৸০	—	—	২১৸৶০
বিশ্বনাথ ...	৪৩৷৷৶০	৪৩৸৶০-৪৩৸০	৪৪৷৷৶০-৪৪৲	—	—	৪৫৶০
বিবিধ—ডালমিয়া সিমেণ্ট কোং লিঃ ...	১৭৷০	—	—	১৭৷০-১৭৲	১৭৶০-১৭৸৶০	১৭৸০-১৭৷৶০
বি আই কর্পোরেশন ...	৬৷৷৶০-৬৷৷০	৬৷৶০	৬৸৶০-৬৷৷৶০	৬৸০	৬৸৶০-৬৸০	৬৸০
মেদিনীপুর জমিদারী কোং লিঃ ...	১৮৯৲-১৮৭৷৷০	১৯২৲-১৯১৸০	২০২৲-১৯৯৲	১৯৯৲-১৯৮৲	২০১৲-১৯৯৲	২০১৷৷০-১৯৭৲
রোটাস ইণ্ডাষ্ট্রীজ লিঃ	১৫৸০	১৫৸৶০	১৬৶০	১৬৷৶০-১৬৶০	১৬৸৶০-১৬৷০	১৬৸৶০-১৬৷৶০
ইণ্ডিয়া জেনারেল নেভিগেশন কোং লিঃ ...	২১১৲	২১৪৲-২১৩৲	২২০৲-২১৮৲	২১৮৲	২২১৲-২২০৲	২২০৷৷০৲-২১৭৲
আসাম-বেঙ্গল সিমেণ্ট ...	১৯৶০	—	১৯৷৶০	১৯৷৶০	১৯৷৶০	—
ক্যাশনাল ইনসুলেটেড কেবলস ...	—	—	—	—	১৪৲	—
নিউ এসিয়াটিক ইনসিওরেন্স ...	১০৸৶০-১০৷৷০	১০৸৶০-১০৷০	১০৸০-১০৷৶০	—	১০৷৶০-১০৷৷৶০	১০৷৶০

কোম্পানীর পরিচালনাধীনে প্রতাপগড় টি এষ্টেট এবং প্রতাপগড় এগ্রিকালচারেল গার্ডেন ও ফলবাগান আছে। ফলবাগানটি পরিবর্দ্ধন ও অন্যান্য কার্য্যের জন্য সেন্ট্রাল গভর্ণমেণ্ট হইতে প্রতি শেয়ারে ১০৲ টাকা হিসাবে ১৫,০০০ পনের হাজার শেয়ার বিক্রয়ের অনুমতি পাওয়া গিয়াছে।

দি

টিপারা হিল ডেভলপমেণ্ট

কোং লিমিটেড

রেজিষ্টার্ড অফিস—আখাউরা (বি এণ্ড এ রেলওয়ে)

প্রধান অফিস—আগরতলা (ত্রিপুরা ষ্টেট)

ডিভিডেণ্ট ৫% হিসাবে দেওয়া হইয়াছে।

কোম্পানীটি ত্রিপুরা মডার্ণ ব্যাঙ্ক লিমিটেডের ম্যানেজিং ডিরেক্টর

রাজসভাভূষণ শ্রীযুত হরিদাস ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের

সুপরিচালনাধীনে আছে।

শেয়ার বিক্রয় করিবার জন্য ডিফেন্স অব ইণ্ডিয়া রুলের ৯৪-এ ধারা অনুসারে কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টের অনুমতি পাওয়া গিয়াছে। ইহা পরিষ্কারভাবে জানিবেন যে, এই অনুমতি দানের জন্য কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্ট কোন পরিকল্পনার আর্থিক অবস্থার কিম্বা বিবৃতির সত্যতা অথবা কোন মতামতের জন্য দায়ী নন।

অক্ষয় কুমার লাহা

ব্রাডিয়াম মার্কা সিমেণ্ট কলার বা ফ্লীর ও কারখানার রং

১নং কস্তুরিলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

এরিয়ান ব্যাঙ্ক লিঃ

৯নং ক্লাইভ রো, কলিকাতা।

* ক্লিয়ারীং সুবিধাপ্রাপ্ত জাতীয় ব্যাঙ্ক।
* আসাম, বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা, মধ্যপ্রদেশ ও যুক্তপ্রদেশে বড় বড় ব্যবসাকেন্দ্রে শাখা আছে।
* বিদেশী মাল আমদানী রপ্তানীর জন্য লেটার অব ক্রেডিট ইসু করা হয়।

লণ্ডন, অষ্ট্রেলিয়া ও আমেরিকার এজেণ্টস্ :—

দি ন্যাশন্যাল সিটি ব্যাঙ্ক অব নিউইয়র্ক

শীর্ষের চারিটি

ব্রিজ খেলার "নোট্রাম্পের" চারটী টেক্কার মতই জুয়েলের সুপ্রসিদ্ধ কেশতৈল চতুষ্টয়—ইহাদের দীর্ঘস্থায়ী সুরভি ও অনুপম গুণের জন্যই তৈল জগতে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া শ্রেষ্ঠ সম্মান লাভ করিয়াছে।

♠ কোকোলা ♣ জুয়েল আমলা
♠ কল্যানী ♦ ত্রিগুণ
কেশ তৈল

জুয়েল অফ ইণ্ডিয়া, কলিকাতা

N.P. 1/5-2

গৃহলক্ষ্মীর কামনা

সুখের সংসারে শাড়ী ও অলঙ্কারের স্থান থাকবেই। কিন্তু বুদ্ধিমতী গৃহলক্ষ্মীর কাছে তাঁর নিজের নামে একটী বীমা খুব পছন্দসই হবে সন্দেহ নেই। আপনার গৃহলক্ষ্মীকে একটী বীমাপত্র উপহার দিলে তিনি শুধু যে খুসী হবেন তা নয়, সেই সম্পদ তিনি তাঁর ছেলেমেয়েদের ও স্বামীর কাজে মনোমত ভাবে লাগাতে পারবেন।

ন্যাশনাল
ইন্সিওরেন্স কোম্পানি লিমিটেড্
৭ নং, কাউন্সিল হাউস ষ্ট্রীট
ফোন : ক্যাল : ৫৭২৬
ভারতের সর্ব্বত্র ও ভারতের বাহিরে ব্রাঞ্চ অর্গানাইজেশন ও চীফ এজেন্সী অফিস বর্ত্তমান।

যুদ্ধোত্তরকালে গৃহ নির্ম্মাণের ব্যবস্থা

এখনই করা প্রয়োজন। ক্যালকাটা ইন্সিওরেন্সের হাউসিং পলিসি আপনার সে সুবিধা করিয়া দিবে। এই বীমাপদ্ধতি অনুসারে গৃহনির্ম্মাণেচ্ছুক জনসাধারণকে ঋণ দেওয়া হয়।...ঋণ অবশ্য হয়, কিন্তু এই মর্টগেজ-সহিত-বীমাপদ্ধতিতে সম্পত্তি সর্ব্বপ্রকার অঘটন হইতে নিরাপদ থাকে। ঋণ ক্রমে ক্রমে শোধ হইয়া যায় এবং ঋণকারী বা তাঁহার পরিবারবর্গের সম্পত্তির কোনই ক্ষতি হয় না।

পদ্ধতির সামান্য একটু আভাসমাত্র এখানে দেওয়া হইল। পূর্ণাঙ্গ বিবরণের জন্য ব্যক্তিগতভাবে আবেদন করুন।

ক্যালকাটা ইন্সিওরেন্স লিমিটেড
হেড অফিস : ১৫নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

জাতীয় শিল্প ও বাণিজ্যের সমুন্নতির পথে একমাত্র সহায়

বেঙ্গল ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিঃ

রেজিঃ অফিস :	স্থাপিত :	সেণ্ট্রাল অফিস :
চাঁদপুর	১৯২৬	২৬৮, নবাবপুর রোড, ঢাকা

কলিকাতা অফিস : ৫৮নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, ২৭৮নং আপার চিৎপুর রোড, ২৪৯নং বহুবাজার ষ্ট্রীট (শিয়ালদহ), ১৩৩বি, রাসবিহারী এভেনিউ (বালিগঞ্জ)।

অন্যান্য শাখা—বাংলা, বিহার ও আসামের সর্ব্বত্র

১৯৪৪ সালের কাজের উপর শতকরা ৫৲ টাকা হারে এ্যাড-ইক্টিরিয়াম ডিভিডেণ্ড ঘোষণা করা হইয়াছে।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর :—এম চক্রবর্ত্তী

লিলি বিস্কুট

লিলি বিস্কুট, স্বাদে ও গুণে—অপরাজেয়

লিলি বিস্কুট কোং · কলিকাতা

লিলি বার্লি
আদর্শ পথ্য ও পানীয়

লিলি বার্লি
লিলি বিস্কুট কোং · কলিকাতা

১২২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা—আর্থিক জগৎ প্রেসে শ্রীযতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য দ্বারা সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

PHONE :—B. B. 6382 REGD. NO. C. 2506

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY

আর্থিক জগৎ

ARTHIK JAGAT

ব্যবসা-বাণিজ্য-শিল্প-অর্থনীতি-বিষয়ক সাপ্তাহিক

মূল্য—বার্ষিক সডাক ৯ সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য প্রতি সংখ্যা ৵০ আনা

অষ্টম বর্ষ] Monday, 23rd July, 1945. সোমবার, ৭ই শ্রাবণ, ১৩৫২ [১২শ সংখ্যা

৪৪৪

সাময়িক প্রসঙ্গ

কোম্পানী আইনের সংশোধন

ইংলণ্ডে লিমিটেড কোম্পানীর গঠন ও পরিচালনা সম্পর্কে কোহেন কমিটী নামে একটী কমিটী বসান হইয়াছে এবং এই কমিটীর নির্দ্দেশমত শীঘ্রই উক্ত দেশের কোম্পানী আইনের সংশোধন করা হইবে বলিয়া জানা গিয়াছে। প্রকাশ যে, প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানীসমূহ উহার পাওনাদারদের অজ্ঞাতসারে এবং সম্মতি ব্যতিরেকে যাহাতে স্বেচ্ছায় লিকুইডেশনে যাইতে না পারে, সমস্ত লিমিটেড কোম্পানী উহার বিক্রয়যোগ্য মূলধনের একটা সর্ব্বনিম্ন অংশ বিক্রয় করিয়া উহার নির্দ্দিষ্ট অংশ গবর্ণমেণ্টের নিকট জমা রাখিবার পূর্ব্বে যাহাতে ব্যবসা আরম্ভের (Commencement of Business) সার্টিফিকেট না পায়, শেয়ার বিক্রয় কালে কোম্পানীর পরিচালকদের যোগ্যতা কিরূপ তাহা যাহাতে শেয়ার ক্রেতাগণকে যথাযথভাবে জানান হয়, ডিরেক্টরগণ ফি ও বেতন হিসাবে কত টাকা গ্রহণ করিবেন তাহা যাহাতে কোম্পানীর মেমোরেণ্ডাম ও আর্টিকেলে জানান হয়, কোম্পানীর অডিটারগণ কোম্পানী পরিচালকের ইচ্ছামত রিপোর্ট না দিয়া যাহাতে স্বাধীনভাবে কোম্পানীর অবস্থা অংশীদারগণকে জানাইতে পারেন, কোম্পানী পরিচালকগণ যাহাতে যথাতথা ডিবেঞ্চার বিক্রয় করিতে না পারেন, প্রক্সির যাহাতে কোন অপব্যবহার না হয়, কোম্পানীর অর্থ হইতে যাহাতে অন্যায়ভাবে শেয়ার বিক্রয়ের কমিশন ও আণ্ডার-রাইটিং কমিশন প্রদত্ত না হয় ইত্যাদি বিষয়ে কোহেন কমিটী সুপারিশ করিবেন এবং এই সব সুপারিশ অবলম্বনেই ইংলণ্ডে প্রচলিত কোম্পানী আইনের সংশোধন করা হইবে। ভারতবর্ষে বর্ত্তমানে যে কোম্পানী আইন বলবৎ আছে তাহা ইংলণ্ডে চলিত কোম্পানী আইনকে ভিত্তি করিয়াই রচিত হইয়াছিল। এরূপ অবস্থায় ইংলণ্ডের কোম্পানী আইন যদি উপরোক্তভাবে সংশোধিত হয় তাহা হইলে ভারতীয় কোম্পানী আইনও সম্ভবতঃ এই ভাবে সংশোধিত করা হইবে।

ভারতের প্রতি অবিচার

ব্রেটন উডে নির্দ্ধারিত আন্তর্জ্জাতিক অর্থনীতিক পরিকল্পনা সম্বন্ধে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের সিনেট সভায় বিতর্ক কালে সিনেটার টেফট এই মর্ম্মে অভিযোগ করিয়াছেন যে, ভারতে আমেরিকান সৈন্য বাহিনীর খরচের বদলে আমেরিকা যে ডলার মুদ্রা দিতেছে ইংলণ্ড তাহা হস্তগত করিয়া আমেরিকার সহিত ভারতের পণ্যদ্রব্য আদান প্রদানে বহুল প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করিয়াছে। বর্ত্তমান যুদ্ধের সূত্রপাত হইতে ভারতীয় অর্থনীতিবিদগণ এই মর্ম্মে অভিযোগ করিয়া আসিতেছেন। সিনেটার টেফটের মত একজন দায়িত্বশীল ব্যক্তিও উহা সমর্থন করিয়াছেন দেখিয়া আমরা সুখী হইলাম। বর্ত্তমান যুদ্ধের আমলে আমদানীর তুলনায় আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে অধিকতর পরিমাণে মাল রপ্তানীর জন্য এবং ভারতে আমেরিকান সৈন্যদের রসদ জোগাইবার ফলে আমেরিকার নিকট ভারতবর্ষের যে ডলার পাওনা হইয়াছে তাহা যদি গত কয়েক বৎসরের মধ্যে আমেরিকা হইতে কলকব্জা, খাদ্যদ্রব্য, পরিচ্ছদ ইত্যাদির আমদানীর জন্য নিয়োজিত হইত তাহা হইলে ভারতে জনসাধারণের ব্যবহার্য্য পণ্যদ্রব্যের উৎপাদন বাড়িত এবং ভারতীয় জনসাধারণ নিত্যব্যবহার্য্য পণ্যদ্রব্যের জন্য এত বিব্রত হইত না। কিন্তু বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট, ভারতবাসীর পরাধীনতার সুযোগে এই ডলার হস্তগত করিয়া তদ্দ্বারা আমেরিকা হইতে ইংলণ্ডের জনসাধারণের ব্যবহার্য্য দ্রব্যসামগ্রী ইংলণ্ডে আমদানী করিয়াছেন এবং এই ডলারের বদলে ষ্টার্লিং দিয়া তাঁহারা ভারতে নোটের প্রচলন করিয়া এদেশে পণ্যদ্রব্যের মূল্য চড়াইয়া দিয়াছেন। ইংরাজ জাতি ভারতবাসীর উপর যত অবিচার করিয়াছে তাহার মধ্যে যুদ্ধকালীন এই অর্থনীতিকে একটি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মসীকৃষ্ণ নীতি বলিয়া অভিহিত করা যাইতে পারে।

কৃত্রিম রেশম শিল্প

ভারতবর্ষে যে সমস্ত নূতন শিল্প প্রতিষ্ঠার চূড়ান্ত রূপ সুযোগ সুবিধা রহিয়াছে তাহার মধ্যে কৃত্রিম রেশম শিল্প অন্যতম। ইদানীং এদেশে কৃত্রিম রেশমজাত বস্ত্রের ব্যবহার অনেক বাড়িয়া গিয়াছে এবং দিন দিন উহার ব্যবহার বৃদ্ধি পাইতেছে। কিন্তু ভারতে কৃত্রিম রেশম প্রস্তুতের জন্য আজ পর্য্যন্ত একটীও কারখানা স্থাপিত হয় নাই—যদিও এদেশে কৃত্রিম রেশম প্রস্তুতের কাঁচামাল প্রচুর পরিমাণে বর্ত্তমান রহিয়াছে। এজন্য প্রত্যেক বৎসর বিদেশ হইতে এদেশে প্রভূত পরিমাণে কৃত্রিম রেশম আমদানী হইতেছে। বর্ত্তমান যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে এদেশে কেবল কৃত্রিম রেশমের সূতাই প্রতি বৎসর ৩ কোটী ৩০ লক্ষ পাউণ্ড করিয়া আমদানী হইত। এতদ্ব্যতীত কৃত্রিম রেশমের এবং কৃত্রিম রেশম মিশ্রিত বস্ত্রও প্রতি বৎসর বহুল পরিমাণে আমদানী হইত। এদেশের দরিদ্র জনসাধারণের মধ্যে অনেকেই খাঁটি রেশমের বস্ত্র ব্যবহার করিতে পারে না এবং উহারা অপেক্ষাকৃত অনেক সুলভ কৃত্রিম রেশম ব্যবহার করিয়া থাকে। যুদ্ধাবসানের পর এদেশে কৃত্রিম রেশমের ব্যবহার অনেক বাড়িবে। বিশেষজ্ঞদের ধারণা—এদেশে অদূর ভবিষ্যতে বৎসরে ২০০ কোটী গজ কৃত্রিম রেশমের বস্ত্রের চাহিদা হইবে এবং এজন্য বৎসরে ৩৩ কোটী পাউণ্ড কৃত্রিম রেশমের প্রয়োজন হইবে।

সুখের বিষয় ইদানীং ভারতের অনেক অঞ্চলে কৃত্রিম রেশম প্রস্তুতের জন্য ভোডজোড আরম্ভ

বিষয়-সূচী

বিষয়	পৃষ্ঠা
সাময়িক প্রসঙ্গ	২৭৫-৭৭
নানাকথা	২৭৮
ব্যবসা বাণিজ্যের ভবিষ্যৎ	২৭৯-৮০
রাজনৈতিক প্রসঙ্গ	২৮১-৮২
খেয়ালীর খাতা	২৮৩-৮৪
আর্থিক দুনিয়ার খবরাখবর	২৮৫-৯১
কোম্পানী প্রসঙ্গ—	২৯২-৯৩
বাজারের হালচাল—	২৯৪-৯৮

একটী প্রথম শ্রেণীর জাতীয় আর্থিক প্রতিষ্ঠান

আপনার আর্থিক ব্যবস্থা সুনিয়ন্ত্রিত করতে আপনাকে সকল প্রকার সুযোগ-সুবিধায় সাহায্য করবে।

আমাদের কলিকাতা বা অন্যান্য যে কোনও ব্রাঞ্চে লিখিলে বা উপস্থিত হলে বিস্তারিত জানতে পারবেন।

দার্জ্জিলিং ব্যাঙ্ক লিমিটেড

কলিকাতা

টেলি : "রেণবো" কলিকাতা। বি, মুখার্জ্জী

ফোন : পি কে—২৬৮১ ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

হইয়াছে। হায়দ্রাবাদ রাজ্যের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান ইঞ্জিনিয়ার নবাব আসাফ ইয়ার জঙ্গ ৭০ ভাগ শণ ও ৩০ ভাগ তুলার মিশ্রণে একপ্রকার কৃত্রিম রেশম প্রস্তুতের পরিকল্পনা করিয়াছেন এবং উক্ত রাজ্যে পৌণে দুই কোটী টাকা মূলধন লইয়া একটী কারখানা স্থাপনের উদ্যোগ হইতেছে। ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যের আলওয়ে নামক স্থানেও দেড় কোটী টাকা মূলধন লইয়া একটী কৃত্রিম রেশমের কারখানা স্থাপনের প্রস্তাব স্থিরীকৃত হইয়াছে। ত্রিবাঙ্কুর সরকার এজন্য ৩০ লক্ষ টাকা মূলধন দিয়াছেন। শীঘ্রই এই কারখানার কাজ আরম্ভ হইবে। ভারত সরকারও ভারতের নানাস্থানে কতিপয় কৃত্রিম রেশমের কারখানা স্থাপনের জন্য একটী প্যানেল গঠন করিয়াছেন এবং ভারতে এই শিল্পের উন্নতির পক্ষে কিরূপ সুযোগ সুবিধা রহিয়াছে তাহা জানাইবার জন্য নিউইয়র্কের একটী বিশিষ্ট ফার্ম্মের উপর ভার দেওয়া হইয়াছে। এদেশে যে কৃত্রিম রেশম ব্যবহৃত হয় তাহার একটা উল্লেখযোগ্য অংশ বাঙ্গলা দেশেই বিক্রয় হইয়া থাকে। দুঃখের বিষয় এই সম্পর্কে আজ পর্য্যন্ত বাঙ্গলা দেশে কোন উদ্যোগ আয়োজন দেখা যাইতেছে না।

জনসাধারণের উপর অন্যায় অভিযোগ

মিঃ এম পি গান্ধী ভারতীয় বস্ত্রশিল্প ও শর্করা শিল্প সম্বন্ধে একজন বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি এবং তিনি প্রত্যেক বৎসর উক্ত দুইটী শিল্পের অবস্থা সম্বন্ধে যে বার্ষিক বিবরণ পুস্তকাকারে প্রকাশ করিয়া থাকেন তাহা জনসাধারণ আদরের সহিত পাঠ করিয়া থাকে। সম্প্রতি ভারতীয় বস্ত্রশিল্প সম্বন্ধে তিনি যে বার্ষিক পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে প্রকাশিত একটী মন্তব্য দেখিয়া আমরা অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম। তিনি বলেন, ভারতে বর্ত্তমানে বস্ত্রের উৎপাদন ও জনসাধারণের মধ্যে তাহা সরবরাহের জন্য যাহারা ভার গ্রহণ করিয়াছেন জনসাধারণের উচিত ছিল তাঁহাদিগকে সর্ব্বপ্রকারে সাহায্য করা। কিন্তু জনসাধারণ কিছুতেই চোরাবাজার হইতে কাপড় ক্রয়ের প্রলোভন সম্বরণ করিতে পারিতেছে না এবং উহারা প্রকৃত প্রস্তাবে চোরাবাজারের সাহায্যকারী (abettor) হইয়া দাঁড়াইয়া টেক্সটাইল কনট্রোলারের কাজে বিঘ্ন উপস্থিত করিয়াছে। মিঃ গান্ধীর এই উক্তির নিন্দা করিবার আমরা ভাষা খুঁজিয়া পাইতেছি না। ভারতে কাপড়ের জন্য জনসাধারণের আজ যে দুর্দ্দশা হইয়াছে টেক্সটাইল কনট্রোলারের অযোগ্যতাও তাহার জন্য বহুলাংশে দায়ী। এদেশে যখন কাপড়ের দুর্ভিক্ষের সূত্রপাত হয় তখন প্রথমে ষ্ট্যাণ্ডার্ড কাপড় প্রস্তুতের প্রস্তাব হয়। কিন্তু এই বিষয়ে দুই বৎসরকাল ধরিয়া টালবাহানা করিয়া কাটাইয়া দেওয়া হয়। তৎপর টেক্সটাইল কনট্রোলার যত নিয়ম-কানুন প্রবর্ত্তন করেন তাহার প্রত্যেকটীর মধ্যে এরূপ ফাঁক রাখিয়া দেওয়া হয় যাহার ফলে চোরাবাজারের কারবারিগণ দেশের ভিতরে সরবরাহকৃত বস্ত্রের বহুলাংশ নিজেদের আয়ত্বের মধ্যে আনিতে সমর্থ হয়। জনসাধারণ যে চোরাবাজার হইতে টেক্সটাইল কনট্রোলার কর্ত্তৃক নির্দ্ধারিত দর অপেক্ষা ৪।৫ গুণ মূল্য দিয়া বস্ত্র কিনিয়াছে তাহা তাহারা ইচ্ছা করিয়া করে নাই। নিজের ও পরিবারভুক্ত অন্যান্য ব্যক্তির লজ্জা নিবারণের অত্যধিক প্রয়োজনের জন্যই তাহারা অধিক মূল্য দিয়া বস্ত্র ক্রয় করিতে বাধ্য হইয়াছে। যেখানে বস্ত্রের অভাবে লোকে লজ্জা নিবারণ করিতে পারিতেছে না, ধর্ম্মকার্য্য ও ঔর্দ্ধদৈহিক কার্য্যের জন্য অবশ্য প্রয়োজনীয় বস্ত্র সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইতেছে না এবং অনেক ক্ষেত্রে অনন্যোপায় হইয়া আত্মহত্যা করিতে পর্য্যন্ত বাধ্য হইতেছে সেখানে উহারা ইচ্ছা করিয়া গাঁট হইতে পয়সা খরচ করিয়া চোরাবাজারের সহায়তা করিতেছে—একথা বলা মূর্খতা ও নিষ্ঠুরতারই পরিচায়ক। টেক্সটাইল কনট্রোলারকে খুসী করা মিঃ গান্ধীর প্রয়োজন হইতে পারে—কিন্তু অসহায় জনসাধারণকে দোষারোপ না করিয়াও তিনি উহা করিতে পারিতেন।

মূল্য নিয়ন্ত্রণের মেয়াদ

সম্প্রতি ভারত সরকারের অসামরিক সরবরাহ বিভাগের কণ্ট্রোলার জেনারেল মিঃ সি সি দেশাই এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলিয়াছেন যে, জাপানী যুদ্ধ শেষ হইলেও আরও তিন বৎসর সরকারী মূল্য নিয়ন্ত্রণ বজায় থাকিবে। যুদ্ধের অস্বাভাবিক অবস্থায় সরকার কর্ত্তৃক মূল্য নিয়ন্ত্রণ ও শিল্প বাণিজ্যের উপর অন্যান্য প্রকার নিয়ন্ত্রণের যৌক্তিকতা আমরা অস্বীকার করি না; কিন্তু শান্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠার পরও সরকার কর্ত্তৃক নিয়ন্ত্রণের ফলে ব্যবসা-বাণিজ্যের স্বাভাবিক গতি ব্যাহত করিয়া ব্যবসায়ী মহলের ও জনসাধারণের স্বার্থহানির অপচেষ্টার আমরা ঘোরতর বিরোধী। সরকার কর্ত্তৃক নিয়ন্ত্রণের যে তিক্ত অভিজ্ঞতা আমাদের আছে তাহাতে প্রয়োজন অপেক্ষা এক মুহূর্ত্তেরও অধিক মূল্য নিয়ন্ত্রণ থাকে ইহা আমরা আদৌ বাঞ্ছনীয় মনে করি না। সরকারী নিয়ন্ত্রণের ফলেই প্রধানতঃ চোরাবাজারের সৃষ্টি হইয়াছে। মূল্য নিয়ন্ত্রণের সঙ্গে সঙ্গে যদি পণ্য নিয়ন্ত্রণ না হয় তাহা হইলেই চোরাবাজারের উদ্ভব হয় এবং চোরাবাজার যে জনস্বার্থের কতদূর হানিকর তাহা ব্যাখ্যা করা নিষ্প্রয়োজন। এখনও যুদ্ধ সম্পূর্ণভাবে শেষ হয় নাই, তথাপি জাহাজসমূহ অপেক্ষাকৃত নিরাপদভাবে যাতায়াত আরম্ভ করিয়াছে—ফলে আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্যের পথও ক্রমেই সুগম হইতেছে। এমতাবস্থায় যদি দেশের আভ্যন্তরীণ শিল্পসমূহের উন্নতির প্রতি সরকার দৃষ্টি দেন তবেই বাস্তবিক জনস্বার্থের অনুকূল কাজ করা হইবে। পণ্যদ্রব্যের চাহিদার তুলনায় যোগানের অভাব হইলে মূল্য নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন হয়; কিন্তু যদি আভ্যন্তরীণ উৎপাদন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বিদেশজাত দ্রব্যাদির আমদানীও বৃদ্ধি পায় তবে মূল্য নিয়ন্ত্রণের কী প্রয়োজন থাকিতে পারে তাহা আমাদের বুদ্ধির অতীত। একথা অবশ্য স্বীকার্য্য যে, ত্রুটীপূর্ণ সরকারী নিয়ন্ত্রণ অপেক্ষা স্বাভাবিক ব্যবসা বাণিজ্যের মন্থন গতিই জনসাধারণের হিতার্থে অধিকতর কাম্য। সুতরাং আমরা আশা করি সরকার যুদ্ধবিরতির পর অযথা কালবিলম্ব না করিয়া ব্যবসা-বাণিজ্যের স্বাভাবিক গতি পুনরায় ফিরাইয়া আনিবার ব্যবস্থা করিবেন। যদি তাহা না করেন তবে বুঝিতে হইবে জনসাধারণের মঙ্গল অপেক্ষা অমঙ্গলই তাঁহাদের অধিকতর কাম্য। স্বীকার করি মূল্য নিয়ন্ত্রণের অজুহাতে শিল্প বাণিজ্য ক্ষেত্রে সরকারী কর্ম্মচারিবৃন্দের ক্ষমতা জাহির করার সুবিধা হয় এবং এই উপলক্ষে জনসাধারণকে অযথা বিব্রত করার ক্ষমতাও তাঁহারা পান। কিন্তু জনস্বার্থের পরিপন্থী এই অনাচারকেই কি সরকার আঁকড়াইয়া ধরিয় থাকিবেন, তাঁহাদের শুভবুদ্ধির উদয় কি কোন দিনই হইবে না?

কনট্রাক্টরদের বিপদ

বর্ত্তমান যুদ্ধের সূত্রপাত হইতে এই পর্য্যন্ত ভারত সরকারের বিভিন্ন বিভাগ এদেশের শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির নিকট শত শত কোটী টাকা মূল্যের অস্ত্রশস্ত্র ও যুদ্ধসরঞ্জাম সরবরাহের জন্য কনট্রাক্ট দিয়াছেন। উহার ফলে দেশের শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি উহাদের কলকব্জার অধিকাংশ যুদ্ধসরঞ্জাম প্রস্তুতে নিয়োজিত করাতে এবং শিল্পদ্রব্য প্রস্তুতের উপযোগী কাঁচা মালের অধিকাংশ এই সব যুদ্ধ সরঞ্জামের জন্য খরচ হওয়াতে দেশের জনসাধারণ, কাপড়, কাগজ, সিমেণ্ট, কাঠ, লৌহজাত দ্রব্য, পশমীদ্রব্য, চামড়ার জিনিষ ইত্যাদি বহু প্রকার নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষের অভাবে কি প্রকার দুর্দ্দশা ভোগ করিয়াছে এবং এখনও করিতেছে তাহা কাহারও অবিদিত নাই। কিন্তু দুঃসময়ে গবর্ণমেণ্ট যাহাদের সাহায্য গ্রহণ করিয়া যুদ্ধ পরিচালিত করিতেছিলেন এক্ষণে সুসময় আসিবার সম্ভাবনা দেখিয়া গবর্ণমেণ্ট সেই সব শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির স্বার্থ অবজ্ঞা করিতেছেন। ইতিমধ্যে ভারতের ডিরেক্টর জেনারেল অব মিউনিশন প্রডাকশন এই মর্ম্মে এক সার্কুলার জারী করিয়াছেন যে, শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির পক্ষে যুদ্ধসরঞ্জাম প্রস্তুতের জন্য কনট্রাক্ট পাইবার আর আশা নাই। ভারত সরকারের সাপ্লাই বিভাগও ইদানীং নির্ব্বিচারে উহাদের প্রদত্ত কনট্রাক্ট বাতিল করিয়া দিতেছেন। সম্প্রতি ভারত সরকারের যে বিভাগের মারফতে মালপত্র ক্রয় করা হয় সেই বিভাগের উপর আদেশ দেওয়া হইয়াছে যে, প্রদত্ত কনট্রাক্টসমূহ কমাইয়া এবং ক্ষেত্র বিশেষে বাতিল করিয়া দেওয়া হউক। অধিকন্তু ইদানীং কনট্রাক্টরগণ কোন সর্ত্ত খিলাপ করিলে নির্ব্বিচারে উহাদের কনট্রাক্ট বাতিল করিয়া দিবার ব্যবস্থা হইতেছে। গবর্ণমেণ্টের এই কার্য্যনীতির ফলে যে সমস্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান এতদিন গবর্ণমেণ্টের কাজে ব্যাপৃত ছিল তাহা সমূহ ক্ষতির সম্মুখীন হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, যুদ্ধ সরঞ্জাম প্রস্তুতের অধিকাংশ কনট্রাক্টর ব্যাঙ্কসমূহ হইতে টাকা ধার লইয়া এতদিন কাজ চালাইতেছিল। হঠাৎ উহারা কনট্রাক্ট হইতে বঞ্চিত হওয়াতে এবং অনেকের কনট্রাক্টের পরিমাণ কমিয়া যাওয়াতে যে সব ব্যাঙ্ক কনট্রাক্টরগণকে টাকা ধার দিয়াছিল তাহাও সমূহ ক্ষতির সম্মুখীন হইয়াছে। গবর্ণমেণ্টের এই কার্য্যনীতির ফলে দেশের লক্ষ লক্ষ ব্যক্তি যে বেকার হইতেছে তাহাও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

আমরা একথা বলিতে চাহিনা যে, যুদ্ধাবসানের পরে প্রয়োজন না থাকা সত্ত্বেও গবর্ণমেণ্টের পক্ষে দেশের শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির উপর কোটী কোটী টাকার কনট্রাক্ট অর্পণ করা সঙ্গত হইবে। কিন্তু এক্ষেত্রে গবর্ণমেণ্টের উচিত যে, কনট্রাক্ট গুটাইবার সময়ে শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির কাজ যাহাতে হঠাৎ বন্ধ হইয়া না যায় এবং এই সব শিল্প প্রতিষ্ঠান যাহাতে আর্থিক ক্ষতিগ্রস্ত না হয় তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখা। গবর্ণমেণ্টের কনট্রাক্টপ্রাপ্ত সমস্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান যাহাতে এখন হইতে জনসাধারণের প্রয়োজনীয় পণ্যদ্রব্য প্রস্তুত করিতে পারে তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিয়া উহাদিগকে সর্ব্ব প্রকারে সাহায্য করাও গবর্ণমেণ্টের অন্যতম প্রধান কর্ত্তব্য। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট সেরূপ কোন কার্য্যনীতি অবলম্বনে অগ্রসর হইতেছেন না। উহার কারণ এই প্রকাশিত হইয়াছে যে, হায়দারি মিশন এখন হইতে ভারতে প্রয়োজনীয় অধিকাংশ যুদ্ধসরঞ্জাম ইংলণ্ড হইতে আমদানীর ব্যবস্থা করিয়া আসিয়াছেন এবং এই জন্যই ভারত সরকারের বিভিন্ন বিভাগ তাড়াহুড়া করিয়া ভারতে প্রদত্ত সমস্ত কনট্রাক্ট গুটাইয়া ফেলিতেছেন। যদি তাহা সত্য হয় তাহা হইলে গবর্ণমেণ্টের পক্ষে উহা অপেক্ষা নিন্দনীয় কাজ আর কিছু হইতে পারে না।

দেশের ও দশের সেবায়
নির্ভরযোগ্য ও নিরাপদ প্রতিষ্ঠান
ইণ্ডিয়ান
সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।
পিপলস্ ব্যাঙ্ক লিঃ
৫।১, রয়েল এক্সচেঞ্জ প্লেস,
কলিকাতা
ফোন: কলিঃ ৩৩৮১ :: তার: 'Honey Comb,' Cal
আমাদের বিশেষজ্ঞ দ্বারাই ষ্টক এক্সচেঞ্জের বিবিধ শেয়ার ও সিকিউরিটি ক্রয় বিক্রয় করা হয়।
আপনাদের সহানুভূতি প্রার্থনীয়

অতিরিক্ত লাভকর

সম্প্রতি আমেরিকার হাউস অব রিপ্রেজেন্টেটিভ এই মর্ম্মে একটি আইন পাশ করিয়াছেন যে, ভবিষ্যতে কোন ব্যবসা ও শিল্প প্রতিষ্ঠানের লাভের পরিমাণ ২৫ হাজার ডলারের উপর না হইলে উহার উপর অতিরিক্ত লাভকর ধরা হইবে না। এতদিন পর্য্যন্ত আমেরিকার কোন ব্যবসা ও শিল্প-প্রতিষ্ঠানের ১০ হাজার ডলারের উপর লাভ হইলেই উহাকে অতিরিক্ত লাভকর দিতে হইত। এই আইনটি আমেরিকার সিনেট সভাতেও পাশ হইবার নিশ্চিত সম্ভাবনা রহিয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে। আমেরিকার ব্যবসা ও শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির উপর এইভাবে ট্যাক্সভার লঘু করা ছাড়া আমেরিকার গবর্ণমেণ্ট সমস্ত ব্যবসা ও শিল্প প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে গৃহীত ট্যাক্স হইতে ৫০০ কোটী ডলার পরিমিত ট্যাক্স ফেরৎ দিবেন বলিয়াও জানা গিয়াছে। প্রকাশ যে, দেশের ব্যবসা ও শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির উপর অধিক করভার চাপাইবার ফলে যাহাতে উহার উন্নতিতে কোন বিঘ্ন না ঘটে এই উদ্দেশ্যেই অতিরিক্ত লাভকর কমাইয়া দেওয়া হইতেছে এবং জাপানের সহিত যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধ-বিরতির সঙ্গে সঙ্গে উক্ত দেশ হইতে অতিরিক্ত লাভকর উঠাইয়া দেওয়া হইবে। ইংলণ্ডেও কয়েক মাস পূর্ব্বে অনুরূপভাবে অতিরিক্ত লাভকর ধার্য্যযোগ্য লাভের পরিমাণ বেশী করিয়া নির্দ্ধারিত করা হইয়াছে এবং উহার ফলে ইংলণ্ডের সহস্র সহস্র ব্যবসা ও শিল্প প্রতিষ্ঠান অতিরিক্ত লাভকরের দায় হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়াছে। ভারতবর্ষে ব্যবসা ও শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র ও ইংলণ্ডের অনুরূপ প্রতিষ্ঠানসমূহের তুলনায় অর্থবলে অনেক দুর্ব্বল এবং এদেশে গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে ট্যাক্সের সম্পর্কে ব্যবসা ও শিল্প প্রতিষ্ঠানের সাহায্য পাওয়ার দাবী অনেক বেশী। কিন্তু ভারত সরকার এই বিষয়ে ব্যবসা ও শিল্প পরিচালকদের দাবীতে ভ্রুক্ষেপও করিতেছেন না। এদেশে এখনও অতিরিক্ত লাভকর ধার্য্যযোগ্য লাভের সর্ব্বনিম্ন পরিমাণ পূর্ব্বের মতই অব্যাহত রাখা হইয়াছে।

পাটের ভবিষ্যৎ

বর্ত্তমান জুলাই মাস হইতে পাটের যে নূতন মরশুম আরম্ভ হইয়াছে তাহাতে পাটের চাহিদা ও জোগান কিরূপ হইবে তৎসম্বন্ধে নানাবিধ গবেষণা চলিতেছে। গবর্ণমেণ্ট পক্ষ হইতে সম্প্রতি পাটের যে প্রাথমিক বরাদ্দ প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে জানান হইয়াছে যে, এবার বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্ট মোট ২৫ লক্ষ ৪৬ হাজার ৯২৫ একর জমিতে পাটের চাষের জন্য লাইসেন্স দিয়াছিলেন। উহার মধ্যে প্রাথমিক বরাদ্দ প্রকাশের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ৩ লক্ষ ৩৮ হাজার ১৮০ একর জমিতে পাটের চাষ কিরূপ হইয়াছে তাহা গবর্ণমেণ্ট পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পাইয়াছিলেন যে, উহার মধ্যে ৩ লক্ষ ৬২ হাজার ২৫ একর জমিতে অর্থাৎ লাইসেন্সপ্রাপ্ত জমির শতকরা ৮৫ ভাগ জমিতে পাটের চাষ হইয়াছে। বাঙ্গলার সর্ব্বত্র এই অনুপাত অনুসারে পাটের চাষ হইয়াছে ধরিয়া লইলে এবার বাঙ্গলায় মোট ২১ লক্ষ একর জমিতে পাটের চাষ হইয়াছে এবং প্রতি একরে ৩ বেল পাট হইবে ধরিয়া এই প্রদেশে মোট ৬৩ লক্ষ বেল পাট জন্মিবে মনে করা যায়। আসাম প্রভৃতি অন্যান্য প্রদেশ ও কুচবিহার প্রভৃতি দেশীয় রাজ্যে ৭ লক্ষ বেল পাট উৎপন্ন হইবে ধরিয়া উহার সহিত বাঙ্গলায় উৎপন্ন পাট ধরিলে এবার উৎপন্ন মোট পাটের পরিমাণ দাঁড়ায় ৭০ লক্ষ বেল। এই পাটের সহিত গত বৎসরের উদ্বৃত্ত ১২ লক্ষ বেল পাট ধরিলে এবার বাজারে মোট ৮২ লক্ষ বেল পাটের যোগান হইবে আশা করা যায়। চাহিদার দিকে—গত বৎসর (১৯৪৪ সালের জুলাই হইতে গত জুন পর্য্যন্ত এক বৎসরে) ভারতীয় চটকলসমূহের সদস্যভুক্ত চটকলসমূহে ৫৫ লক্ষ ৯৯ হাজার বেল, চটকল সমিতির বহির্ভূত চটকলসমূহে ৩ লক্ষ বেল ও জনসাধারণের গৃহস্থালীর প্রয়োজনে ৬ লক্ষ বেল একুনে ৬৪ লক্ষ ৯৯ হাজার বেল পাট খরচ হইয়াছিল এবং ভারতবর্ষ হইতে ১০ লক্ষ ৩৯ হাজার বেল পাট বিদেশে রপ্তানী হইয়াছিল। কাজেই গত বৎসর মোট ব্যয়িত পাটের পরিমাণ ছিল ৭৫ লক্ষ ৩৮ হাজার বেল। গত জুলাই হইতে পাটের যে নূতন বৎসর আরম্ভ হইয়াছে তাহাতে ভারতীয় চটকলসমূহে অধিকতর পরিমাণে পাটের দরকার হইবে এবং ভারতবর্ষ হইতে বিদেশে পাটের রপ্তানী অন্ততঃ দ্বিগুণ হইবে আশা করা যাইতেছে। সেই হিসাবে চলতি বৎসরে ৯০ লক্ষ বেল পাটের কাটতি হওয়া খুবই সম্ভব—অথচ চলতি বৎসরে পাটের জোগান হইবে ৮২ লক্ষ বেল। সুতরাং এবার কৃষকগণ যদি কিছুদিন পাট ধরিয়া রাখিতে পারে তবে উহারা পাটের ভালরূপ মূল্য পাইবার আশা করিতে পারে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এবার পাট চাষের জমির পরিমাণ নির্দ্ধারণকালে চটকলসমূহের সহিত স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ পাটের অভাব হইবার আশঙ্কা দেখাইয়া গবর্ণমেণ্ট যাহাতে অধিকতর পরিমাণ জমিতে পাট চাষের লাইসেন্স দেন তজ্জন্য আন্দোলন করিয়াছিল। এক্ষণে চলতি বৎসরে হিসাবপত্র দেখিয়া যদিও একথা স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে এবার পাটের চাহিদার তুলনায় জোগান কম হইবে তথাপি উহারা বলিতেছে যে, চলতি বৎসরে প্রয়োজনের তুলনায় পাটের জোগান অনেক বেশী হইবে। উহা পাট চাষী কৃষককে বিভ্রান্ত করিয়া কম মূল্যে পাট ক্রয় করিবার একটা ষড়যন্ত্র ভিন্ন আর কিছু নহে।

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সুদের হার

গত নভেম্বর মাসে বাজারে এরূপ গুজব রটিয়াছিল যে, ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক উহার সুদের হার হ্রাস করিবেন এবং ঐ সময়ে একটী প্রবন্ধে আমরা উহার যুক্তিযুক্ততা এবং সুদের হার কমিলে ভারতীয় শিল্প বাণিজ্যের উপর উহার কিরূপ সুফল ফলিবে তৎসম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়াছিলাম। কিন্তু তখন এই গুজব সত্যে পরিণত হয় নাই। সম্প্রতি আবার গুজব রটিয়াছে যে, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক উহার সুদের হার হ্রাস করিবেন। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক উহার তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কসমূহের উপস্থাপিত হুণ্ডী ও সরকারী সিকিউরিটির জামীন সাময়িক ভাবে টাকা দেওয়ার সময়ে যে সুদ আদায় করেন তাহাই রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সুদের হার এবং উহা সাধারণতঃ ব্যাঙ্ক রেট নামে অভিহিত হইয়া থাকে। এই সুদের হার গত ১৯৩৬ সাল হইতে শতকরা বার্ষিক ৩ টাকায় বলবৎ রহিয়াছে। প্রত্যেক দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক যে সুদে টাকা ধার দেয় তাহার তুলনায় বাজারে ব্যাঙ্ক সমূহ কর্ত্তৃক ধার্য্য সুদের হার বেশী থাকে। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে টাকার বাজার এত সস্তা হইয়াছে যে, ব্যাঙ্কসমূহ রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তুলনায় অনেক কম সুদে টাকা ধার দিতেছে। বর্ত্তমানে গবর্ণমেণ্ট বাজারে যে ট্রেজারী বিল ছাড়িতেছেন তজ্জন্য ব্যাঙ্কসমূহ শতকরা বার্ষিক চার আনা সুদে টাকা দিতেছে। বর্ত্তমানে বিভিন্ন ব্যাঙ্কে এত টাকা মজুদ আছে যে, কোন ব্যাঙ্কেই 'কল মানির' (চাহিবামাত্র পরিশোধের সর্ত্তে প্রদত্ত ঋণ) জন্য লালায়িত নহে এবং এই কল মানির সুদের হার বোম্বাইয়ে শতকরা বার্ষিক আট আনা এবং কলিকাতায় চার আনা মাত্র। ভারত সরকার সম্প্রতি শতকরা বার্ষিক ২৷৷০ টাকা সুদে যে ২০ কোটী টাকা ঋণ চাহিয়াছিলেন এক ঘণ্টা কালের মধ্যে ব্যাঙ্কসমূহ হইতে তাহা আদায় হইয়াছে। উহা হইতে স্পষ্ট প্রতিভাত হইতেছে যে, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক যে সুদে টাকা ধার দিতে প্রস্তুত আছেন বাজারে প্রচলিত সুদের তুলনায় তাহা অনেক বেশী। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের এই কার্য্যনীতির ফলে দেশের কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানসমূহের পক্ষে ব্যাঙ্কসমূহ হইতে অপেক্ষাকৃত কম সুদে টাকা পাওয়ার পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হইয়াছে। সুতরাং রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সুদের হার অবিলম্বে ২৲ টাকা না হউক অন্ততঃ ২৷৷০ টাকায় নির্দ্ধারিত হওয়া উচিত। এস্থলে উল্লেখযোগ্য ইংলণ্ডের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক ব্যাঙ্ক অব ইংলণ্ডের সুদের হার বর্ত্তমানে শতকরা বার্ষিক দুই টাকা মাত্র।

মহাযুদ্ধের গতি

আলোচ্য সপ্তাহে প্রায় সমস্ত রণাঙ্গন হইতেই জাপানীদের পরাজয় ও মিত্রপক্ষের অগ্রগতির খবর পাওয়া গিয়াছে।

ব্রহ্ম রণাঙ্গনে অবরুদ্ধ জাপগণের সহিত মিলিত হইবার জন্য সিতাং নদীর অপর পারে জাপ-সৈন্যগণ আপ্রাণ চেষ্টা করিতেছে। সর্ব্বশেষ সংবাদে প্রকাশ, সিতাং নদীর পারে উভয় পক্ষীয় সৈন্যদল চরম আক্রমণের উদ্দেশ্যে সম্মিলিত হইয়াছে; সম্প্রতি সেখানে যে সাময়িক বিরতি লক্ষিত হইতেছে তাহাকে অভিজ্ঞগণ ঝড়ের পূর্ব্বে শান্ত অবস্থা বলিয়া মনে করেন। পেগুর ২৬ মাইল উত্তর-পূর্ব্বস্থিত রেল ষ্টেশন লাষা অধিকারকারী গুর্খা সৈন্যদল জাপ বাহিনী কর্ত্তৃক ভীষণভাবে আক্রান্ত হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

চীন রণাঙ্গনে ক্যাষ্টন-হাঙ্কাও রেলপথের পূর্ব্বে অবস্থিত বিমানঘাঁটী কাঙ্যাও চীনাবাহিনী কর্ত্তৃক অধিকৃত হইয়াছে। কোয়াংসী প্রদেশে কোয়েইলিনের পশ্চিমে ২৫ মাইল পর্য্যন্ত চীনাবাহিনী অগ্রসর হইতে পারিয়াছে বলিয়া খবর পাওয়া গিয়াছে। লিউচৌ-কোয়েইলিন পথেও নাকি চীনা সৈন্যগণ গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছে। হিঙ্গানের নিকট চীনা সৈন্যগণ এক জাপ প্রতি-আক্রমণ বিফল করিয়াছে।

প্রশান্ত মহাসাগরীয় রণাঙ্গনে অবস্থিত এডমিরাল নিমিৎসের হেড কোয়ার্টার্সের এক ঘোষণায় প্রকাশ, ওকিনাওয়ায় আরও দুইটি দ্বীপ মিত্রপক্ষের হস্তগত হইয়াছে এবং জাপবাহিনীর নিকট হইতে এই ব্যাপারে বিশেষ বাধা পাওয়া যায় নাই। ওয়েক দ্বীপে সাড়ে চারিশত মিত্রপক্ষীয় বিমান বিমানবাহী জাহাজ হইতে প্রচণ্ড আক্রমণ করিয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

পূর্ব্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের বোর্ণিও অঞ্চলে যুদ্ধের শ্লথ গতির সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। তীব্র প্রতি-আক্রমণের বিরুদ্ধে অষ্ট্রেলিয় ৭ম ডিভিসন সৈন্যদল বালিক-পাপানের ৬ মাইল উত্তর-পূর্ব্বে সামান্য অগ্রসর হইতে সমর্থ হয় এবং ৯ম ডিভিসন সৈন্যদল জাপবাহিনীকে বালিক-পাপানের অভ্যন্তরে ধীরে ধীরে পশ্চাদপসরণ করিতে বাধ্য করিতেছে বলিয়া জানা গিয়াছে।

বৃটিশ জাহাজবাহিত বিমান-বহর মার্কিন বিমান বহরের সঙ্গে যোগ দিয়া টোকিও অঞ্চলের উপর প্রচণ্ড আক্রমণ করিয়াছে। প্রশান্ত মহাসাগরে নাকি এত বড় আক্রমণ আর হয় নাই। মার্কিন ও বৃটিশ নৌবহরের খাস জাপানের সন্নিকটে আধিপত্য বিস্তৃত হওয়ায় কূট রাজনৈতিক মহল আশা করেন আগামী তিন মাসের মধ্যেই মিত্রপক্ষীয় অভিযাত্রী বাহিনী জাপান আক্রমণ করিতে পারে। জাপান আক্রমণের আশঙ্কা বৃদ্ধি পাওয়ায় জাপানে জনসাধারণের মনোবল ক্ষুণ্ণ হইয়া পড়ার লক্ষণ নাকি প্রকাশ পাইতেছে।

ইউরোপে লেভা সমস্যার এখনও কোন মীমাংসা হয় নাই। সিরিয়া-তুর্ক সীমান্তে ফরাসী ও সিরিয়া সৈন্যগণের সংঘর্ষের সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। এই সমস্যার সমাধানের অন্যতম সর্ত্ত রূপে হয়ত সিরিয়া ও লেবাননকে স্বতন্ত্র সৈন্যদল রাখিবার ক্ষমতা দেওয়া হইবে।

নানা কথা

ভারতবর্ষে শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান স্থাপনের জন্য মূলধন সংগ্রহের উদ্দেশ্যে কিরূপভাবে যৌথ কোম্পানী রেজেষ্টরীকৃত করা হইতেছে তৎসম্বন্ধে গত ১৯৪১ সালের ডিসেম্বর মাস পর্য্যন্ত বিবরণ প্রকাশ করিবার পর ভারত সরকার উহার প্রকাশ বন্ধ করিয়া দেন। সম্প্রতি এই সম্পর্কে ১৯৪২ সালের জানুয়ারী হইতে ১৯৪৪ সালের মার্চ্চ পর্য্যন্ত ২৭ মাসের কিছু বিবরণ ভারত সরকারের কমার্শিয়াল ইনটেলিজেন্স এণ্ড ষ্টেটিষ্টিক্স বিভাগ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। উহাতে দেখা যায় যে, যুদ্ধের এই কয় বৎসরে যৌথ কোম্পানী প্রতিষ্ঠার দিক হইতে ভারতবর্ষ তেমন কোন উন্নতিলাভ করিতে পারে নাই। গত ১৯৩৯ সালের মার্চ্চের শেষে ভারতবর্ষে মোট ১১ হাজার ১১৪টী যৌথ কোম্পানী রেজেষ্টারীকৃত ছিল। সেই স্থলে ভারতবর্ষে ১৯৪০ সালের মার্চ্চের শেষে ১১ হাজার ৩৭২টী, ১৯৪১ সালের মার্চ্চের শেষে ১১ হাজার ৬১৭টী, ১৯৪২ সালের মার্চ্চের শেষে ১২ হাজার ১৭৬টী, ১৯৪৩ সালের মার্চ্চের শেষে ১২ হাজার ৯৯৩টী এবং ১৯৪৪ সালের মার্চ্চের শেষে ১৩ হাজার ৯২২টী যৌথ কোম্পানী রেজেষ্টারীকৃত ছিল। উহাতে দেখা যায় যে, যুদ্ধের ৫ বৎসর কালের মধ্যে ভারতে যৌথ কোম্পানীর সংখ্যা মাত্র ২৮০৭টী (বৎসরে গড়ে ৫৬১টী করিয়া) বৃদ্ধি পাইয়াছে। অবশ্য এই কয়েক বৎসরে রেজেষ্টারীকৃত কোম্পানীর সংখ্যা উহা অপেক্ষা বেশী হইয়াছে এবং অনেক কোম্পানী ফেল পড়াতে রেজেষ্টার হইতে বহু কোম্পানীর নাম কাটিয়া দেওয়া হইয়াছে বলিয়াই বৃদ্ধির সংখ্যা উপরোক্তরূপ দাঁড়াইয়াছে। যাহাই হউক যুদ্ধের পূর্ব্বেকার সময়ে দেশে চলতি যৌথ কোম্পানীর সংখ্যা যে ভাবে বৃদ্ধি পাইত যুদ্ধের সময়ে তাহা সেরূপ ভাবে বৃদ্ধি পায় নাই। মূলধনের দিক হইতেও এই কয় বৎসরে ভারতীয় যৌথ কোম্পানীসমূহ তেমন উন্নতি লাভ করিতে পারে নাই। ১৯৩৯ সালের শেষে ভারতের সমস্ত চলতি যৌথ কোম্পানীর বিলিকৃত মূলধন ও আদায়ীকৃত মূলধনের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৩২৯ কোটী ১৭ লক্ষ ৬৮ হাজার এবং ২৯০ কোটী ৩৯ লক্ষ ১৯ হাজার টাকা। ১৯৪৪ সালের মার্চ্চের শেষে উহার পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে যথাক্রমে ৩৪২ কোটী ১৪ লক্ষ ও ৩০৯ কোটী ১ লক্ষ ১৪ হাজার টাকা। উহা হইতে দেখা যায় যে, ৫ বৎসর কালের মধ্যে ভারতবর্ষের মত মহাদেশে সমস্ত যৌথ কোম্পানীর বিলিকৃত মূলধনের পরিমাণ ২২ কোটী ৯৬ লক্ষ ১২ হাজার টাকা এবং আদায়ীকৃত মূলধনের পরিমাণ ১৮ কোটী ৬১ লক্ষ ৮৫ হাজার টাকা মাত্র বৃদ্ধি পাইয়াছে। অথচ আমেরিকার যুক্তরাজ্যে এরূপ এক একটী যৌথ কোম্পানী রহিয়াছে যাহার মূলধন দেড় হাজার কোটী টাকা। ইংলণ্ডেও ৬।৭ শত কোটী টাকা আদায়ী মূলধন রহিয়াছে এরূপ যৌথ কোম্পানীর অভাব নাই। অন্যান্য দেশের মত ভারতবর্ষেও বর্ত্তমানে শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান স্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় মূলধন যৌথ কোম্পানীর মারফতে সংগৃহীত হইয়া থাকে—এজন্য যৌথ কোম্পানীর সংখ্যা ও আকার দ্বারা এদেশে শিল্প-বাণিজ্যের পরিমাপ করা যায়। এই দিক হইতে বিবেচনা করিলে উহা স্পষ্ট প্রতিভাত হইতেছে যে, বর্ত্তমান যুদ্ধের সুযোগে ভারতবর্ষ শিল্প-বাণিজ্য ক্ষেত্রে একপ্রকার কিছুই উন্নতিলাভ করিতে সমর্থ হয় নাই।

* * *

বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক প্রকাশিত সংবাদে প্রকাশ যে, বর্ত্তমান যুদ্ধের সূত্রপাত হইতে গত ৩১শে মে পর্য্যন্ত জলে, স্থলে ও অন্তরীক্ষে ইংলণ্ড ও বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত সমস্ত দেশের যুদ্ধরত ১৪ লক্ষ ২৭ হাজার ৬৩৪ জন লোক হতাহত হইয়াছে। উহার মধ্যে নিহতের সংখ্যা ৫ লক্ষ ৩২ হাজার ২৩—বাকী লোক আহত, নিরুদ্দেশ ও শত্রুপক্ষের নিকট বন্দী হইয়াছে। উপরোক্ত হিসাবের মধ্যে ২৩ হাজার ২৯৫ জন নিহত, ১২ হাজার ২৬৪ জন নিরুদ্দিষ্ট, ৬২ হাজার ৬৪ জন আহত এবং ৭৯ হাজার ৬৯২ জন বন্দী—একুনে ১ লক্ষ ৭৭ হাজার ১৫ জন ভারতবাসীকেও ধরা হইয়াছে। এই সম্পর্কে ওয়াশিংটন হইতে প্রাপ্ত সংবাদে প্রকাশ যে, বর্ত্তমান যুদ্ধে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের যোগদানের পর হইতে গত ১২ই জুলাই তারিখ পর্য্যন্ত আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের সৈন্যদের মধ্যে ২ লক্ষ ৪৩ হাজার ১৬৫ জন নিহত, ৬ লক্ষ ৩৫ হাজার ৮৩৯ জন আহত, ৪৮ হাজার ৭৭৭ জন নিরুদ্দিষ্ট এবং ১ লক্ষ ২১ হাজার ২৩২ জন বন্দী—একুনে ১০ লক্ষ ৯৪ হাজার ১০৪ জন হতাহত হইয়াছে। প্রথম ইউরোপীয় মহাযুদ্ধে বৃটীশ সাম্রাজ্যের মোট ৩৪ লক্ষ ৯০ হাজার ৯০৭ জন লোক হতাহত হয় এবং উহার মধ্যে নিহত হয় ১০ লক্ষ ৮৯ হাজার ৯১৯ জন। দেখা যাইতেছে যে, এবারের যুদ্ধে অধিকতর মারাত্মক ধরণের অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহৃত হওয়া সত্ত্বেও যুদ্ধরত দেশগুলির লোকক্ষয় অনেক কম হইয়াছে। এই চিত্রের সহিত ভারতবর্ষের চিত্র মিলাইয়া দেখা যাক্। বাঙ্গলায় যুদ্ধের অবশ্যম্ভাবী প্রতিক্রিয়া হিসাবে যে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয় তাহাতে সরকারী মতে ১৫ লক্ষ লোক অনশনে মরিয়াছে। বে-সরকারী হিসাব ৩৫ লক্ষ। উহার সহিত যদি অনশন ও অর্দ্ধাশনজনিত মৃত্যুর সংখ্যা যোগ দেওয়া যায় তাহা হইলে বাঙ্গলায় মৃত্যুর সংখ্যা দাঁড়ায় কম পক্ষে ৬০ লক্ষ। ইউরোপের প্রথম মহাযুদ্ধে যুদ্ধরত সমস্ত দেশের ৭০ লক্ষের মত সৈন্য মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল—কিন্তু যুদ্ধাবসানে ভারতে যে সমর-জ্বরের প্রাদুর্ভাব হয় তাহার ফলে ভারতের ১ কোটী লোক মৃত্যুমুখে পতিত হয়। সুতরাং এই প্রমাণিত হইতেছে যে, স্বাধীন দেশের লোক যুদ্ধ করিয়া যে ভাবে মরে—পরাধীন দেশের লোক যুদ্ধের প্রতিক্রিয়ায় অনশন, অর্দ্ধাশন ও রোগে তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী সংখ্যায় ভবলীলা সাঙ্গ করে। অন্য ভাষায় যুদ্ধ যতটা মারাত্মক ব্যাপার—তাহা অপেক্ষা পরাধীনতা চতুর্গুণ অধিক মারাত্মক।

* * *

ইংলণ্ডে ঘোড়দৌড়, কুকুর দৌড়, ফুটবল খেলা ইত্যাদির আশ্রয়ে জুয়াখেলার কি প্রকার প্রাবল্য ঘটিয়াছে তৎসম্বন্ধে জন হিল নামক জনৈক ভদ্রলোক সম্প্রতি 'হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড' পত্রে একটী প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। উক্ত প্রবন্ধে প্রকাশ যে, ইংলণ্ডের লোক বৎসরে এই সব জুয়াখেলায় ৫০ কোটী পাউণ্ড (আমাদের দেশের হিসাবে ৬৬৬ কোটী টাকা) খরচ করিয়া থাকে। মিঃ হিল বলেন যে, এই হিসাবও প্রকৃত হিসাব নহে। কারণ ইংলণ্ডের ১৫ হইতে ১৮ বৎসর বয়সের যুবকগণ ঘোড়দৌড় ইত্যাদিতে যে অর্থ ব্যয় করে উপরোক্ত হিসাবের মধ্যে তাহা ধরা হয় নাই। মিঃ হিল বলেন যে, ইংলণ্ডে ১০৪টি কুকুর দৌড়ের মাঠ আছে এবং উহাতে বৎসরে ১২ কোটী পাউণ্ড (১৬০ কোটী টাকা) বাজী রাখা হয়। উক্ত দেশে প্রত্যেক শনিবারে ফুটবল খেলায় কে জিতিবে তাহা লইয়া যে বাজী রাখা হয় তাহার পরিমাণ বৎসরে ৫ কোটী পাউণ্ড (প্রায় ৬৭ কোটী টাকা)। প্রকাশ, এই শ্রেণীর বাজীতে ১ কোটী লোক যোগদান করিয়া থাকে। ইংলণ্ডের লোকের কেবল যে জুয়াপ্রবণতা এত বেশী এবং জুয়াখেলায় কেবল যে এত অর্থ ব্যয় হইতেছে তাহা নহে। এই জুয়াপ্রবণতা এবং জুয়াখেলায় ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ দিন দিন বর্দ্ধিত হইতেছে। এজন্য ইংলণ্ডের ধর্ম্মযাজকগণ অত্যন্ত ভীত হইয়াছেন এবং এই জুয়াপ্রবণতা রোধ করিবার জন্য আন্দোলন আরম্ভ করিয়াছেন। ভারতবর্ষ দরিদ্র দেশ। এদেশবাসীর জুয়ায় এত অর্থ ব্যয়ের ক্ষমতা নাই। কিন্তু আমরা যতদূর জানি কলিকাতায় ঘোড়দৌড়ের মাঠেই বৎসরে ৩ কোটী টাকার মত ব্যয়িত হয়। সৌভাগ্য ক্রমে এখানে কুকুর দৌড়ের জুয়া উঠিয়া গিয়াছে। কলিকাতায় ফুটবলের ফলাফল লইয়া এবং তাস খেলার অনেক জুয়াতে অর্থব্যয় হয় শুনিয়াছি। পরিমাণ কত জানা নাই। তবে ভারতবর্ষের সমস্ত স্থানে বিভিন্ন শ্রেণীর জুয়ায় বৎসরে ১০০ কোটী টাকা ব্যয়িত হওয়া বিচিত্র নহে এবং উহার পরিমাণ যে দিন দিন বর্দ্ধিত হইতেছে তাহাতেও সন্দেহ নাই। এদেশেও এই বিষয়ে সময় থাকিতে সতর্ক হওয়া আবশ্যক।

* * *

বাঙ্গলার গবর্ণর মিঃ কেসি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্ত্তন সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে উপস্থিত সকলকে সম্বোধন করিয়া বলেন—"আপনারা শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইবেন যে, বাঙ্গলা সরকারের অধীনে বর্ত্তমানে ৩১৪২ জন গেজেটেড অফিসার আছেন। উহার মধ্যে শতকরা ৮॥ জন মাত্র অর্থাৎ ২৬৬ জন ইউরোপীয় এবং বাকী শতকরা ৯১॥ জন অর্থাৎ ২৮৭৬ জন ভারতবাসী।" তিনি আরও বলেন যে, বাঙ্গলা সরকারের অধীনে ৫ শত টাকার উর্দ্ধ বেতনের যত কর্ম্মচারী আছেন তাহার মধ্যে শতকরা ২২ জন মাত্র ইউরোপীয় এবং বাকী ৭৮ জনই ভারতীয়। লাটসাহেব উপস্থিত ডিগ্রীপ্রাপ্ত ছাত্রদের সমক্ষে এই সব তথ্য তালিকা উপস্থিত করিয়া এরূপ মন্তব্য প্রকাশ করেন যে, তাহাদের সমক্ষে সন্তোষজনক ও গুরুত্বপূর্ণ চাকুরীর ক্ষেত্র

(২৯০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

মাণিকগঞ্জ ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ-এর
পরিবর্ত্তিত নাম
পাইওনিয়ার ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ
হেড অফিস: ১০৭, ওল্ড চীনাবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা
ব্রাঞ্চ: মেদিনীপুর
এখন হইতে এই নূতন নামেই ব্যাঙ্কের সকলপ্রকার আদান প্রদান করা হইবে।
সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।
পাটনা এবং অন্যান্য শাখা শীঘ্রই খোলা হইবে।
এস্ এম্ চক্রবর্ত্তী, ম্যানেজিং ডিরেক্টর

ব্যবসা বাণিজ্যের ভবিষ্যৎ

বিগত ১৯১৪-১৮ সালে যে ইউরোপীয় মহাসমর অনুষ্ঠিত হয় তাহার পরিসমাপ্তির পরে পৃথিবীর সর্ব্বত্র শিল্প-বাণিজ্য ক্ষেত্রে সাময়িকভাবে একটা সমৃদ্ধি দেখা দেয় এবং ভারতবর্ষেও তাহার প্রতিক্রিয়া দৃষ্টিগোচর হইয়াছিল। ১৯১৮ সালে যুদ্ধাবসানের পর ভারতের শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি সমৃদ্ধ হইয়া উঠে এবং ভারতের বাজার হইতে অধিকতর পরিমাণে পাট, তুলা, সিমেণ্ট, লৌহ, তৈলবীজ, চামড়া, চা প্রভৃতি বিদেশে রপ্তানী হইতে থাকে। এই সমৃদ্ধির ফলে যুদ্ধের সময়ে যাঁহারা প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন তাঁহারা অগণিত যৌথ কোম্পানী স্থাপন করিয়া দেশে শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের পত্তন করিতে আরম্ভ করেন এবং উহার ফলে দেশে বেকার-সমস্যা তেমনভাবে তীব্র হইয়া উঠিতে পারে নাই। এই সময়ে দেশে যে সমস্ত যৌথ কোম্পানী ছিল তাহার অংশীদারগণ প্রচুর পরিমাণে লভ্যাংশ পাইতে আরম্ভ করে এবং উহার ফলে শেয়ার বাজারে বহু যৌথ কোম্পানীর শেয়ারের মূল্য অত্যধিকভাবে চড়িতে আরম্ভ করে। মোটের উপর ১৯১৮ সালে যুদ্ধাবসানের পর হইতে ১৯২০ সাল পর্য্যন্ত ভারতের শিল্প-বাণিজ্য ক্ষেত্রে একটা অভূতপূর্ব্ব সমৃদ্ধি দেখা যায়। কিন্তু ১৯২০ সাল হইতে পৃথিবীর অন্যান্য দেশে ব্যবসা বাণিজ্য ও শিল্পের মোড় ঘুড়িয়া গিয়া এক সুদীর্ঘকালব্যাপী মন্দার সূত্রপাত হয় এবং ভারতবর্ষেও উহার প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। এই সময়ে ইংলণ্ড ও অন্যান্য অনেক দেশের ন্যায় ভারতেও মুদ্রা-সঙ্কোচ আরম্ভ হয়। উহার ফলে ভারতে কৃষি ও শিল্পজাত সমস্ত শ্রেণীর পণ্যদ্রব্যের মূল্য হ্রাস পাইতে থাকে। যুদ্ধের সময়ে এবং যুদ্ধাবসানের অব্যবহিত পরে ভারতে যে প্রকার চড়া হারে পণ্যদ্রব্যের মূল্য নির্দ্ধারিত ছিল তাহা দীর্ঘকাল স্থায়ী হইবে মনে করিয়া ভারতের অনেক শিল্প ব্যবসায়ী অত্যধিক চড়া মূল্যে যন্ত্রপাতি ক্রয় করিয়া দেশে শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিয়াছিলেন। এই শ্রেণীর শিল্প প্রতিষ্ঠাতাগণ পণ্যমূল্য হ্রাসের ফলে চূড়ান্তরূপে বিব্রত হইয়া পড়েন এবং বহু শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান লিকুইডেশনে যাইতে আরম্ভ করে। যাহারা টিঁকিয়া থাকে ভারতীয় টাকার মূল্য এক শিলিং ছয় পেনীতে নির্দ্ধারিত করার ফলে তাহাদের পক্ষেও বিদেশের সহিত প্রতিযোগিতায় টিঁকিয়া থাকা কষ্টকর হইয়া উঠে। এই ভাবে কিছু দিন চলার পর ১৯২৯ সালের বিশ্বব্যাপী মন্দা উপস্থিত হয় এবং অবস্থা চরম পরিণতি লাভ করে। ১৯৩৪ সালের পূর্ব্বে উপরোক্ত মন্দার কোন উন্নতির আশা দেখা যায় নাই। উহার পর হইতে বর্ত্তমান যুদ্ধ আরম্ভ হইবার আশঙ্কায় পৃথিবীর সকল দেশেই শিল্প ও কৃষিজাত দ্রব্যের অধিকতর চাহিদা দেখা দেয় এবং বিশ্বব্যাপী মন্দার ধীরে ধীরে অবসান ঘটে।

বর্ত্তমান যুদ্ধের অবসানের পরেও কি ইউরোপীয় প্রথম যুদ্ধের পরবর্ত্তী অবস্থার পুনরাবৃত্তি ঘটিবে—যুদ্ধাবসানের সম্ভাবনা দেখিয়া অন্যান্য দেশে অনেকে এই প্রশ্ন উত্থাপন করিতেছেন। এদেশে যাঁহারা শিল্প ব্যবসায়ে নিযুক্ত আছেন তাঁহাদের মনেও এই চিন্তার উদয় হইয়াছে এবং ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কোন সুনিশ্চিত ধারণা না থাকার দরুণ অনেকেই নূতন শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও প্রচলিত শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের সম্প্রসারণ সম্পর্কে ইতস্ততঃ করিতেছেন। আমাদের মনে হয় যে, প্রথম ইউরোপীয় মহাযুদ্ধের পরবর্ত্তী অবস্থার কথা ভাবিয়া বর্ত্তমানে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে ভীত ও সন্ত্রস্ত হইবার কোন কারণ নাই। কেননা ইউরোপীয় প্রথম মহাযুদ্ধের পরবর্ত্তী অবস্থার সহিত বর্ত্তমানের অবস্থার অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে।

এই পরিবর্ত্তনসমূহ কি? প্রথমতঃ ইউরোপীয় প্রথম মহাযুদ্ধে যুদ্ধরত দেশসমূহ যে অর্থব্যয় করিয়াছিল তাহার তুলনায় বর্ত্তমান মহাযুদ্ধে বহুগুণ বেশী অর্থ ব্যয় হইয়াছে এবং উহার ফলে প্রত্যেক দেশের জনসাধারণের হাতে বিপুল পরিমাণ অর্থ সঞ্চিত হইয়াছে। প্রথম মহাযুদ্ধে পৃথিবীর কোন দেশে রেশন প্রথা বলবৎ ছিল না বিধায় জনসাধারণ যুদ্ধের সুযোগে উপার্জ্জিত অর্থের বহুলাংশ যুদ্ধের চড়াবাজারে ব্যয় করিয়া ফেলিয়াছিল। কিন্তু বর্ত্তমান মহাযুদ্ধে জনসাধারণের হাতে প্রথম মহাযুদ্ধের তুলনায় অনেক বেশী পরিমাণ অর্থ সঞ্চিত হওয়া সত্ত্বেও রেশনিং প্রথার জন্য উহারা তাহা ব্যয় করিতে পারে নাই। যুদ্ধাবসানে উহারা এই অর্থ

ইউনাইটেড
ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল
ব্যাঙ্ক লিমিটেড
স্থাপিত ১৯৪০
সিডিউলভুক্ত ব্যাঙ্ক
চেয়ারম্যান—শ্রীযুক্ত যদুনাথ রায়
সুবিধাজনক সর্ত্তে সাধারণ ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত
যাবতীয় কাজ করা হয়।
হেড অফিস—
৭, ওয়েলেসলী প্লেস, কলিকাতা
শাখাসমূহ—
বড়বাজার, শ্যামবাজার, হাটখোলা (কলিকাতা),
ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, চাঁদপুর ও ময়মনসিংহ।
পে-অফিস: মিরকাদিম
জেনারেল ম্যানেজার:
এ চ্যাটার্জ্জি, বি-কম, সি-এ, আই, আই, বি

আদর্শের অনুপ্রেরণা...
কর্ত্তব্য-নিষ্ঠাই কর্ম্মের আদর্শের আবাহন। ঐকান্তিক নৈষ্ঠিক আচরণ কর্ম্মীর আত্মবিশ্বাস জাগিয়ে তুলে—আর কর্ম্মক্ষেত্রের বিশালতার জ্ঞান সুস্পষ্ট হ'য়ে উঠে।
অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে
আদর্শের নৈষ্ঠিক পূজারী
'মাণিক'
বুঝিয়াছিল ভারতীয় মিষ্টান্নের
সার্ব্বজনীন
সমাদরের সম্ভাবনা
ও ভারতীয় মিষ্টান্নের সমুজ্জ্বল ভবিষ্যৎ। সেই অনুভূতির অভিব্যক্তিই তাঁহার
আধুনিক অনুষ্ঠান ★ ★ অভিনব রচনা
রচনা কৌশলী-নৈষ্ঠিক পরিবেশক
দ্বারিকানাথ ঘোষ এণ্ড সন্স লিঃ
ভারতের বৃহত্তম মিষ্টান্ন প্রতিষ্ঠান

ব্যয় করিতে আরম্ভ করিবে। উহার ফলে সুদীর্ঘকাল পর্য্যন্ত পৃথিবীর সকল দেশে পণ্যদ্রব্যের চাহিদা উচ্চস্তরে বর্ত্তমান থাকিয়া শিল্প-ব্যবসা ক্ষেত্রের সম্ভাবিত মন্দাকে বাধা দিবে। দ্বিতীয়তঃ বর্ত্তমান যুদ্ধে পৃথিবীর সকল দেশের বাড়ীঘর, রাস্তা, রেলপথ, সেতু, কলকারখানা, জাহাজ ইত্যাদি যে ভাবে বিনষ্ট হইয়াছে গত যুদ্ধে কোন দেশে সেরূপ ধ্বংসকার্য্য ঘটে নাই। উহার ফলে বর্ত্তমান যুদ্ধের অবসানে সকল দেশেই বাড়ীঘর, কলকারখানা ইত্যাদি পুনঃনির্ম্মাণের জন্য সুদীর্ঘকাল পর্য্যন্ত চেষ্টা উদ্যোগ চলিবে। এজন্য সকল দেশেই কাঁচা মাল ও শিল্পদ্রব্যের অত্যধিক চাহিদা হইবে এবং লক্ষ লক্ষ লোক চাকুরীর সুযোগ পাইবে। তৃতীয়তঃ বর্ত্তমান যুদ্ধের ফলে পৃথিবীর দুইটী শিল্পপ্রধান দেশ—জার্ম্মানী ও জাপান বিপর্য্যস্ত হইয়া যাওয়ায় পৃথিবীর অন্যান্য শিল্পপ্রধান দেশসমূহ অধিকতর পরিমাণে শিল্পদ্রব্য উৎপাদনের এবং অধিকতর সংখ্যায় জনসাধারণকে কার্য্যে নিযুক্ত রাখিবার সুযোগ লাভ করিবে। চতুর্থতঃ বিগত ১৯১৮ সালের পর কৃষি ও শিল্পদ্রব্য উৎপাদন, উহার বিক্রয়, বিভিন্ন দেশের বিনিময় হার, নূতন শিল্পের প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি ব্যাপারে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মধ্যে কোন একটা বুঝাপড়া ছিল না। উহার ফলে প্রত্যেক দেশ ইচ্ছামত শিল্পের ও কৃষির সম্প্রসারণ করিয়া অধিকতর পরিমাণে কৃষি ও শিল্পজাত দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধি করিয়াছে এবং এই সব কৃষি ও শিল্পজাত দ্রব্য ভিন্ন দেশে অপেক্ষাকৃত কম মূল্যে বিক্রয়ার্থ উপস্থিত করিয়া ঐ সব দেশে মন্দার সৃষ্টি করিয়াছে এবং অন্য দেশের মুদ্রার হিসাবে নিজ দেশের মুদ্রার মূল্য হ্রাস করিয়া ও রক্ষণশুল্ক কমাইয়া আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্যে বিঘ্ন সৃষ্টি করিয়াছে। এই অবাধ প্রতিযোগিতার জন্য পৃথিবীর সমস্ত দেশ নির্দ্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুযায়ী নিজ নিজ অর্থনীতিকে নিয়ন্ত্রিত করিতে সমর্থ হয় নাই এবং এজন্য সমস্ত দেশেই মন্দার উদ্ভব হইয়াছে। বর্ত্তমানে এই অবস্থার আমূল পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। বর্ত্তমান যুদ্ধের মধ্যেই পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বাণিজ্যনীতি ও মুদ্রানীতি যাহাতে সুসমঞ্জসভাবে পরিচালিত হইতে পারে তজ্জন্য অনেকগুলি আন্তর্জ্জাতিক সম্মেলন হইয়া গিয়াছে। ভবিষ্যতে এই সব সম্মেলনের অনেক সুফল দেখা দিবে এবং উহার ফলে বিশ্বব্যাপী মন্দার আশঙ্কা বহুলাংশে তিরোহিত হইবে আশা করা যায়। ইউরোপীয় প্রথম মহাযুদ্ধের পরবর্ত্তী সময়ের সহিত বর্ত্তমান সময়ে জগতে আর একটী বিপুল পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। (উহা হইতেছে প্রত্যেক দেশের মুদ্রানীতি পরিচালনা সম্পর্কে বিভিন্ন দেশের অর্থনীতিবিদগণের জ্ঞানের প্রসার। বিগত ১৯১৪ সালে যখন প্রথম ইউরোপীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হয় তাহার পূর্ব্বে পৃথিবীর সকল দেশে স্বর্ণমান প্রতিষ্ঠিত ছিল। যুদ্ধের সময়ে উহা পরিত্যক্ত হয় এবং যুদ্ধের পরে পুনরায় বিভিন্ন দেশে স্বর্ণমান পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা হয়। এই স্বর্ণমানের একটী বড় গলদ হইতেছে যে, কোন দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের হাতে যদি কোন কারণে স্বর্ণের অপ্রাচুর্য্য ঘটে তবে এই দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ককে বাধ্য হইয়া দেশে প্রচলিত নোটের পরিমাণ কমাইয়া দিতে হয়। এই ভাবে মুদ্রাসঙ্কোচের ফলে ঐ দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যে মন্দা উপস্থিত হয় এবং ক্রমে উহার প্রভাবে অন্যান্য দেশেও মন্দা উপস্থিত হইয়া থাকে। ইউরোপীয় প্রথম মহাযুদ্ধের পরে পৃথিবীতে যে মন্দা উপস্থিত হয় স্বর্ণমান তাহার জন্য বহুলাংশে দায়ী ছিল। কিন্তু বর্ত্তমান যুদ্ধ আরম্ভ হইবার অনেক পূর্ব্ব হইতেই পৃথিবীর প্রায় সমস্ত দেশ স্বর্ণমান ত্যাগ করিয়াছে। কাজেই বর্ত্তমান যুদ্ধের অবসানে স্বর্ণমানের জন্য জগতে মন্দা উপস্থিত হইবার কোন আশঙ্কা নাই। বর্ত্তমানে মুদ্রানীতি সম্পর্কে আর একটী বিশেষ উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হইতেছে মুদ্রাস্ফীতির কুফল প্রতিরোধ—অন্য কথায় ম্যানেজড কারেন্সী সম্বন্ধে জ্ঞানের প্রসার। পূর্ব্বে যুদ্ধ-বিগ্রহের সময়ে অথবা দারুণ মন্দার সময়ে কোন দেশের গবর্ণমেণ্ট যদি নোট ছাপাইয়া উহার সাহায্যে শাসনকার্য্য চালাইতেন, তাহা হইলে উহার ফলে দেশে ইনফ্লেশন বা মুদ্রাস্ফীতির উদ্ভব হইত। এই মুদ্রাস্ফীতিজনিত মূল্য বৃদ্ধি রোধ করিবার যথাযথ উপায় সম্বন্ধে পূর্ব্বে পৃথিবীর কোন দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক বা রাজপুরুষের সম্যক জ্ঞান ছিল না। এজন্য পূর্ব্বে প্রায় প্রত্যেক যুদ্ধের পরে ইনফ্লেশনের জন্য পণ্যদ্রব্যের মূল্য অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পাইয়া একাধিক দেশ একেবারে বিপর্য্যস্ত হইয়া যাইত এবং উহার প্রতিক্রিয়ায় অন্যান্য দেশেও দারুণ মন্দা উপস্থিত হইত। প্রথম মহাযুদ্ধের পরে জার্ম্মানী, অষ্ট্রীয়া প্রভৃতি দেশে ইনফ্লেশনের জন্য কিরূপ বিপ্লব উপস্থিত হয় এবং এই সব দেশে মন্দার প্রভাবে ক্রমে পৃথিবীর সমস্ত দেশ কি ভাবে জড়াইয়া পড়ে তাহা সকলেরই স্মরণ আছে। কিন্তু এক্ষণে এই আশঙ্কা আর নাই। বর্ত্তমান যুদ্ধে এরূপ দেখা গিয়াছে যে, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র, ইংলণ্ড, জার্ম্মানী, জাপান প্রভৃতি দেশে যুদ্ধের জন্য প্রচলিত নোটের পরিমাণ বহুগুণ বৃদ্ধি পাইলেও, ঐ সব দেশে পণ্যদ্রব্যের মূল্য শতকরা ২৫।৩০ ভাগের বেশী বৃদ্ধি পায় নাই। এই সব দেশের গবর্ণমেণ্টসমূহ কর্ত্তৃক পণ্যমূল্য রোধের বিবিধ প্রকার কার্য্যকরী উপায় অবলম্বনের ফলেই উহা সম্ভবপর হইয়াছে। এক্ষণে এরূপ অবস্থা ঘটিয়াছে যে, কোন দেশের গবর্ণমেণ্ট যদি দেশের ধনসম্পদ বৃদ্ধিমূলক কাজের জন্য দেশে প্রচলিত নোটের পরিমাণ ৮।১০ গুণও বৃদ্ধি করেন এবং সঙ্গে সঙ্গে যদি পণ্যমূল্য বৃদ্ধি প্রতিরোধকল্পে কার্য্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন করেন তাহা হইলেও কোন দেশে ইনফ্লেশনের সৃষ্টি হইয়া মন্দার উদ্ভব হইবে না। মোটের উপর এবারকার যুদ্ধের অবসানের পর ইনফ্লেশনের জন্য যে সমগ্র জগতে মন্দা উপস্থিত হইবে—সেরূপ আশঙ্কাও খুবই কম।

উপরোক্ত আলোচনা হইতে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের রাজশক্তির মধ্যে অর্থনীতিক ব্যাপারে একই নীতি ও কার্য্যপন্থা অবলম্বনে কাজ করিবার বর্ত্তমানে যে আগ্রহ দেখা দিয়াছে এবং মুদ্রানীতির পরিচালনার ব্যাপারে বিভিন্ন দেশের মধ্যে যে জ্ঞানের প্রসার হইয়াছে তাহার ফলে বর্ত্তমান যুদ্ধের অবসানে বিশ্বব্যাপী মন্দা প্রতিরোধ করিবার জন্য কার্য্যকরীভাবে চেষ্টা হইবে এবং এই চেষ্টা বহুল পরিমাণে সাফল্যমণ্ডিত হইবে। ভারতবর্ষও এই চেষ্টার সুফল ভোগ করিতে পারিবে। প্রথমতঃ পৃথিবীর কোন দেশ যদি সমৃদ্ধ হইয়া উঠে তাহা হইলে উহার শত্রু মিত্র সকল দেশই এই সমৃদ্ধির ফলভোগ করিয়া থাকে। আন্তর্জ্জাতিক সংগঠন এবং নূতন জ্ঞানের প্রসারের ফলে ইংলণ্ড, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র যদি সমৃদ্ধ হয় তবে ভারতবর্ষেও উহার সন্তোষজনক প্রতিক্রিয়া দেখা দিবে। দ্বিতীয়তঃ ভারতের ৪০ কোটী লোক যদি বর্ত্তমানের মত দরিদ্র থাকে এবং উহাদের জীবনযাত্রার আদর্শের যদি উন্নতি না হয় তাহা হইলে ইংলণ্ড ও আমেরিকার প্রস্তুত পণ্যসামগ্রী বিক্রয়ের সুবিধা হইবে না—ফলে ঐ সব দেশের বেকার-সমস্যা অধিকতর মারাত্মক হইয়া উঠিবে—উহা উক্ত দুই দেশের বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ও শিল্প পরিচালকগণ বিশেষভাবে হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইয়াছেন। ইংলণ্ডের বিশিষ্ট শিল্প ব্যবসায়ী লর্ড ম্যুফিল্ড—এমন কি স্বয়ং আমেরী সাহেব পর্য্যন্ত এই ধরণের মনোভাব প্রকাশ করিয়াছেন। সুতরাং যুদ্ধাবসানে বিদেশীয় প্রতিযোগিতায় ভারতে ভারতবাসীর পরিচালিত শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান বিনষ্ট হইবে এবং দেশে মারাত্মক ধরণের মন্দা উপস্থিত হইবে এই আশঙ্কা অমূলক। এদেশে যাঁহারা শিল্প ব্যবসায়ে নিযুক্ত রহিয়াছেন ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে পূর্ণ বিশ্বাস লইয়া তাঁহারা কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে পারেন। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে, ভারতবর্ষ অনতিবিলম্বে এই অভাবনীয় শিল্প-বিপ্লবের সম্মুখীন হইতেছে। অধ্যবসায় ও সততার সহিত কাজ করিলে এই বিপ্লবে যে কোন শিল্প-ব্যবসায়ী উল্লেখযোগ্যরূপ সাফল্য অর্জ্জন করিতে সমর্থ হইবেন।

দি টিনিটি মিউচুয়াল এ্যাসিওরেন্স কোং
লিমিটেড—(বোম্বাই)
কোম্পানীর সমুদয় লভ্যাংশ কেবলমাত্র বীমাকারিগণই পাইবার অধিকারী।
বীমাকর্ম্মীদের সর্ত্ত অতীব সুবিধাজনক।
বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা ও আসামের চীফ এজেণ্ট
রায় এণ্ড সন্স
৮৪-এ, ক্লাইভ ষ্ট্রীট : : কলিকাতা।
পোষ্ট বক্স—জি পি ও, ১৩৪ ফোন—ক্যাল: ৬১৩৩

ইকনমিক ব্যাঙ্ক লিমিটেড।
ইকনমিক ব্যাঙ্ক স্থাপিত—১৯২৯ ফোন: ক্যাল ৫৯৪৪
হেড অফিস—৮৬বি ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
অন্যান্য শাখা
বাঁকুড়া, ঘাটাল, টাটানগর, মির্জ্জাপুর, বেনারস, এলাহাবাদ, লাক্ষ্ণৌ, কাণপুর, বালিয়া, আরাউরা, দেউরিয়া, পুরুলিয়া, সাদার্ণ এভিনিউ, বড়বাজার, রবার্টসগঞ্জ, জৈতপুর নোয়াগড় ও সোনামুখী (বাঁকুড়া)।
নিমতলা ও বেলগাছিয়া, মোরাদাবাদ, গান্ধিনগর, দিল্লী, মীরাট, আগ্রা শাখা শীঘ্রই খোলা হইবে।
মেহেরপুর শাখা গত ১৮ই জুলাই খোলা হইয়াছে।

রাজনৈতিক প্রসঙ্গ

সিমলা বৈঠকের ব্যর্থতার সংবাদ গত সপ্তাহেই আমরা প্রকাশ করিয়াছিলাম। কিন্তু এই সংবাদ অসময়ে হস্তগত হওয়াতে আমরা এই বিষয়ে গত সপ্তাহে বিস্তৃত অভিমত ব্যক্ত করিতে পারি নাই।

* * *

বৈঠক অকস্মাৎ ভঙ্গ হওয়াতে সমগ্র দেশে একটা নৈরাশ্যের সঞ্চার হইয়াছে। যাহারা মনে করিয়াছিলেন যে, সামরিক বিভাগ ছাড়া অন্য সমস্ত বিভাগে ভারতীয় জনমতের প্রতিনিধিস্থানীয় ব্যক্তিগণ—যে সমস্ত ব্যক্তি দেশের জনসাধারণের দুঃখদুর্দ্দশা অপনোদনই উহাদের প্রথম ও প্রধান কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করেন—তাঁহাদের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হইলে অন্ন, বস্ত্র, যানবাহন, ঔষধ ইত্যাদির অভাবে দেশবাসী আজ যে দুর্গতির চূড়ান্ত সীমায় উপস্থিত হইয়াছে তাহা হইতে তাহারা রক্ষা পাইবে, বৈঠক ব্যর্থ হওয়ার ফলে উহাদেরই অধিকতর দুঃখের কারণ হইয়াছে। কিন্তু এজন্য দুঃখ করিয়া লাভ নাই। স্বাধীনতা সংগ্রামে মিটমাটই বড় কথা নহে। সম্মানজনকভাবে এবং সকল শ্রেণীর উপর সুবিচারের ভিত্তিতে মিটমাট না হইলে সেই মিটমাটের কোন মূল্য নাই। কংগ্রেস যদি যে-কোন সর্ত্তে শাসনভার গ্রহণ করা সমীচীন মনে করিত তাহা হইলে গত ২৫ বৎসর কাল ধরিয়া দেশের অধিবাসিগণকে পুলিশের গুলী ও বহুবিধ লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইত না এবং সহস্র সহস্র দেশবাসীকে কারাগারে অবরুদ্ধ থাকিতে হইত না। যখন ন্যায়ের ভিত্তিতে মিটমাট হওয়া সম্ভবপর হয় নাই তখন উহা না হওয়াই ভাল হইয়াছে।

* * *

সিমলা সম্মেলনের ব্যর্থতার জন্য দায়ী কে? সকলেই মিঃ জিন্নার অনমনীয় ভাবকে এজন্য দায়ী করিতেছেন। কিন্তু উহা ভুল। মিঃ জিন্না বৃটীশ সাম্রাজ্যবাদীদের হাতের পুতুল মাত্র। তাঁহার মনে এই ধারণা বদ্ধমূল যে, যতদিন বৃটীশ গবর্ণমেণ্টের সহিত কংগ্রেসের বিরোধ বর্ত্তমান থাকিবে ততদিনই মুসলমান সম্প্রদায়ের পক্ষে মঙ্গলের কথা। কংগ্রেসের অসহযোগের ফলে গত ২৫ বৎসর কাল ধরিয়া মুসলমানগণ প্রায় একচেটিয়া ভাবে ইংরাজদের অনুগ্রহ লাভ করিয়া আসিয়াছে। মিঃ জিন্না মুসলমান সমাজের পক্ষে উহাকেই সবচেয়ে বড় সুযোগ বলিয়া মনে করেন এবং সম্ভবতঃ অন্ততঃ আরও ৫০ বৎসর কাল পর্য্যন্ত ভারতীয় রাজনীতিক সমস্যার কোন সমাধান না হউক—উহা কামনা করেন। কাজেই তিনি যে একটা অনমনীয় ভাব দেখাইয়া বৈঠক পণ্ড করিতে চেষ্টা করিবেন উহা পূর্ব্ব হইতেই সকলের জানা ছিল। এমন কি কোন একটা দল স্বেচ্ছাবশতঃ বৈঠক পণ্ড করিবার চেষ্টা করিলে তাহাতে বাধা দেওয়া হইবে বলিয়া বৈঠকের পূর্ব্বে বড়লাট লর্ড ওয়াভেল মৌলানা আজাদকে প্রতিশ্রুতিও দিয়াছিলেন। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত মিঃ জিন্নারই অভিপ্রায় পূর্ণ হইয়াছে।

* * *

মিঃ জিন্না বা মুসলীম লীগের কোন দুর্দ্দমনীয় শক্তির ভয়ে বড়লাট পূর্ব্বে প্রতিশ্রুতি দেওয়া সত্ত্বেও শেষ পর্য্যন্ত মিঃ জিন্নার নিকট আত্মসমর্পণ করেন নাই। বৃটীশ গবর্ণমেণ্টের মধ্যে যে অগণিত প্রতিক্রিয়াপন্থী সাম্রাজ্যবাদী আছে, ভারতবাসীর হাতে কোন দিন কোন প্রকার ক্ষমতা না দেওয়াই যাহাদের অভিপ্রায় এবং বড়লাট লর্ড ওয়াভেলের চেষ্টা যাহারা কোনদিন ভাল চক্ষে দেখে নাই, অথচ তাঁহাকে বাধা দিতেও সাহস পায় নাই সেই শ্রেণীর প্রতিক্রিয়াপন্থী ব্যক্তিগণ যখনই দেখিতে পাইল যে, মিঃ জিন্না বাঁকিয়া বসিয়াছেন তখনই উহারা উহাকে একটা সুযোগ হিসাবে গ্রহণ করিয়াছে এবং বড়লাট লর্ড ওয়াভেলকে চাপ দিয়া বৈঠক পণ্ড করিয়াছে। উহারাই বৈঠক ভঙ্গের জন্য দায়ী—মিঃ জিন্না উহাদের হাতের একটা 'পুতুল' মাত্র।

* * *

কিন্তু লর্ড ওয়াভেলের সমক্ষে ভারতীয় রাজনীতিক সমস্যার সমাধানের পক্ষে এখনও কি অলঙ্ঘ্য প্রতিবন্ধক রহিয়াছে তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। বড়লাট কাহাকে তাঁহার শাসন পরিষদের সদস্য করিবেন—এই বিষয়ে তাঁহার এক প্রকার নিরঙ্কুশ ক্ষমতা রহিয়াছে। সদস্যগণের কার্য্যে কতটা হস্তক্ষেপ করা হইবে তাহাও একপ্রকার তাঁহারই ইচ্ছাধীন ব্যাপার। কংগ্রেস সুদীর্ঘ ২৫ বৎসর কাল পর্য্যন্ত অসহযোগিতা অবলম্বন করিয়া এতদিন পরে অভিমত প্রকাশ করিয়াছে যে, লর্ড ওয়াভেলের পরিকল্পিত সর্ত্তে কংগ্রেস গবর্ণমেণ্টের সহযোগিতা করিতে রাজী আছে। সিমলা বৈঠক ব্যর্থ হওয়ার পরও কংগ্রেস এই সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি তুলিয়া লয় নাই। কাজেই সিমলা বৈঠকে উত্থাপিত প্রস্তাব এবং ঐ বৈঠকের কথা ভুলিয়া গিয়া লর্ড ওয়াভেল এখনও ইচ্ছা করিলে তাঁহার শাসন পরিষদে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু, মৌলানা আজাদ প্রভৃতি ব্যক্তিগণকে গ্রহণ করিতে পারেন এবং বাঙ্গলা ও আসামের ব্যবস্থা পরিষদস্থিত ইউরোপীয় সদস্যগণকে কংগ্রেসের সহিত সহযোগিতা করিতে নির্দ্দেশ দিয়া ভারতের সমস্ত প্রদেশে কংগ্রেস মন্ত্রীত্ব প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করিতে পারেন। কংগ্রেস যখন বড়লাটের শাসন পরিষদ বর্জ্জন করে সেই সময়ে লীগপন্থী স্যার আজিজুল হক এবং স্যার ফিরোজ খাঁ নুনকে বড়লাটের শাসন পরিষদে লওয়া সম্ভব হইয়াছিল। এখন লীগ বড়লাটের শাসন পরিষদ বর্জ্জন করিতে চাহিতেছে কাজেই এক্ষণে যদি কংগ্রেস পন্থী পণ্ডিত নেহরু এবং মৌলানা আজাদকে বড়লাটের শাসন পরিষদে গ্রহণ করা হয় তাহা হইলে লীগ আপত্তি করিবে কেন?

* * *

হয়ত করিবে। যখন লীগ নায়ক মিঃ জিন্না একথা বুঝিতে পারিয়াছেন যে, যতদিন পর্য্যন্ত তাঁহার সম্মতি না পাওয়া যায় ততদিন ভারতের রাজনীতিক সমস্যার মিটমাট হইবে না তখন তাঁহার পক্ষে নিত্যনূতন অযৌক্তিক ও অসম্ভব দাবী উত্থাপন করা বিচিত্র নহে। এইখানেই ভারতীয় রাজনীতিক সমস্যার সমাধানের বড় বিঘ্ন। যতদিন এই বিঘ্ন অপসারিত না হয় ততদিন এদেশে ইংরাজের আধিপত্য বর্ত্তমান থাকিবে এবং ততদিন দেশবাসী অনশন, অর্দ্ধাশন ও তজ্জনিত রোগে ইতর প্রাণীর মত দলে দলে মৃত্যুমুখে পতিত হইবে?

* * *

বহুবিঘোষিত ত্রিনেতৃ সম্মেলন আরম্ভ হইয়াছে। বার্লিন মহানগরীর অদূরস্থ ঐতিহাসিক পোষ্টডাম প্রাসাদের এই আলোচনা-বৈঠক অত্যন্ত গোপনে অনুষ্ঠিত হইতেছে। সাংবাদিকদের পক্ষে তাই আলোচ্য-বিষয় সম্পর্কে গবেষণা করা ছাড়া গত্যন্তর নাই। বার্লিন হইতে এতাবৎ যেসব সংবাদ আসিয়াছে তাহাতে জার্ম্মানীর শাসন সংক্রান্ত জটিল সমস্যা হইতে আরম্ভ করিয়া জাপানের বিরুদ্ধে রুশিয়ার যুদ্ধে যোগদানের প্রশ্ন পর্য্যন্ত বহু বিষয় আলোচনা হইতেছে ও হইবে বলিয়া প্রকাশ। যাহা হউক, ত্রিনেতৃ সম্মেলন সমাপ্ত হইবার পরে এবং ইতিমধ্যে এই সম্পর্কে সরকারীভাবে যতখানি

রবীন্দ্র নগর—

কলিকাতা হইতে ২২ মাইল দূরে চুঁচুড়া ও হুগলী ষ্টেসনদ্বয়ের মধ্যে এবং গ্র্যাণ্ড ট্র্যাঙ্ক রোডের উপরে এই উদ্যান নগরী গঠন করা হইবে। পূর্ব্বাহ্ণে স্থান রিজার্ভ করুন।

দি হনডেভেলপার্স লি

৬, ক্রস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ক্যালকেমিকোর

ক্যাষ্টরল

ভিটামিন 'এফ' সংযুক্ত তেল, কেশ প্রসাধনীর জন্য শ্রেষ্ঠ উপাদান।

৫, ১০ ও ২০ আউন্স শিশিতে পাওয়া যায়।

ক্যালকাটা কেমিক্যাল

বা যতটুকু প্রকাশ করা হইবে] তাহা না জানা পর্য্যন্ত নীরব থাকাই সমীচীন।

* * *

জেনারেল ফ্রাঙ্কো ঘোষণা করিয়াছেন, তাঁহার পরবর্ত্তী একমাত্র সম্ভাব্য শাসনতন্ত্র হইবে রাজতন্ত্র এবং স্পেনে রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আয়োজন আরম্ভ হইয়াছে। ফ্রাঙ্কোর এই সিদ্ধান্তের সহিত সম্প্রতি স্পেন-ফরাসী সীমান্তে দিন কয়েক বিশ্রাম উপভোগের উদ্দেশ্যে বৃটিশ প্রধান মন্ত্রীর অবস্থানের কোনও কার্য্যকারণ-ঘটিত সম্পর্ক আছে কি? রাজতন্ত্রের প্রতি মিঃ চার্চ্চিলের উদগ্র আশক্তি বহুকালের ইতিহাস।

* * *

গত ১৮ই জুলাই আয়ারের প্রধানমন্ত্রী মিঃ ডি ভ্যালেরা তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী ঘোষণার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ডেইলের সদস্যবৃন্দের নিকট বলেন, "আয়ার ১৯৩৭ সালের ২৯শে ডিসেম্বর হইতে স্বাধীন প্রজাতন্ত্রের মর্য্যাদা লাভ করিয়াছে। আয়ারল্যাণ্ড এখন একাধারে স্বাধীন প্রজাতন্ত্র এবং বৃটিশ কমনওয়েলথের অঙ্গ বিশেষ।"

* * *

সিমলা হইতে কাশ্মীর যাইবার পথে লাহোরে এক বক্তৃতা প্রসঙ্গে পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু বলেন, "১৯৪২ সালের ঘটনাবলী সম্পর্কে আমি গর্ব্ব অনুভব করি। জনসাধারণ যদি বিনা প্রতিবাদে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের নিকট নতি স্বীকার করিত, তাহা হইলে সত্যই আমি দুঃখিত হইতাম। উহার দ্বারা কাপুরুষতারই পরিচয় দেওয়া হইত এবং আমাদের যুগসঞ্চিত সাধনা ব্যর্থ হইয়া যাইত।"

* * *

প্রসঙ্গান্তরে পণ্ডিতজী বলেন "ভারতের ন্যায় এমন দুর্নীতিপরায়ণ ও অযোগ্য গবর্ণমেণ্ট আর কোন দেশে নাই। এখানে আশ্রিত-পোষণ ও উৎকোচ গ্রহণের রাজত্ব চলিতেছে। ছোট-বড় কাহারও এতটুকু বিবেকের দংশন নাই। এই ব্যাপারে ভারতবাসী ও ইংরেজ যেন হরিহরাত্মা হইয়া গিয়াছে। এই সমস্ত ভারতবাসীর কার্য্যে আমরা লজ্জা অনুভব করি। জনসাধারণের প্রতি ইহাদের যেন কিছুমাত্র নৈতিক দায়িত্ব নাই।"

* * *

রাষ্ট্রপতি আজাদ দিল্লী ষ্টেশনে বলিয়াছেন, তিনি অবশিষ্ট রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি সম্পর্কে ভারত সরকারের সহিত পত্র ব্যবহার করিতেছেন এবং বর্ত্তমানে উহার ফলাফলের অপেক্ষা করিতেছেন।

* * *

কমিউনিষ্টদের প্রতি কংগ্রেসের মনোভাব সম্পর্কে মৌলানা আজাদ জানাইয়াছেন, "গত তিন বৎসর কমিউনিষ্টরা যে সমস্ত কার্য্য করিয়াছে সেই সম্পর্কে পূর্ণ বিবরণ না পাওয়া পর্য্যন্ত আমি এই বিষয়ে কোন মতামত ব্যক্ত করিতে পারি না। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি ও নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতি এই বিষয়ে বিবেচনা করিয়া তাঁহাদের সিদ্ধান্ত ব্যক্ত করিবেন।"

* * *

আসামের সাদুল্লা-চৌধুরী মন্ত্রিসভার পতন প্রত্যাসন্ন। আসাম ব্যবস্থা পরিষদে কংগ্রেস কোয়ালিশন ও স্বতন্ত্র মুসলিম দলের নেতা শ্রীযুক্ত গোপীনাথ বরদলৈ প্রধান মন্ত্রী স্যার মহম্মদ সাদুল্লার নিকট এক দীর্ঘ পত্রে জানাইয়াছেন, গবর্ণমেণ্ট দল ও বিরোধী দলের মধ্যে বিগত মার্চ্চ মাসে যে চুক্তি সম্পাদিত হইয়াছিল এতাবৎ তাহার প্রধান প্রধান সর্ত্তগুলি গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক কার্য্যে পরিণত না হওয়ায়

(২৯১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

হয়তো শুনে থাকবেন

- যে আমাদের তৈরী রবার ষ্ট্যাম্প ছাপার অক্ষরের মতো নিখুঁত ও সুন্দর। কিন্তু শোনা কথায় বিশ্বাস নাও হতে পারে। সেইজন্যই বলছি, কয়েকটা রবার ষ্ট্যাম্প আমাদের কাছ থেকে তৈরী করিয়ে দেখুন কথাটার পিছনে কোনও সত্য আছে কি না। এ-ছাড়া অপিসের কাজের ছুটি অতি প্রয়োজনীয় বস্তু—ডেটার্স ও নিউমারেটার্স—আমাদের নিজ কারখানায় সুযোগ্য তত্ত্বাবধানে তৈরী হয়ে থাকে। অপিস মালিকের অনেকে এ-দুটি ব্যবহার করে সুখ্যাতি করেছেন। আপনার প্রয়োজন থাকলে আজই লিখুন।

ন্যাশনাল রবার প্রোডাক্টস্
ম্যানেজিং এজেণ্টস্: রয়কো,
১-৩এ, বিডন রো, কলিকাতা।

বেশী লোকে কেন পরে

৩ সুতার টান সইবার অধিকতর ক্ষমতা—ছোট বেলায় কোনদিন ধুতি বা শাড়ী নিয়ে টানাটানি খেলতে গিয়ে কাপড়খানি ছিঁড়ে যাওয়ায় মায়ের ধমক খেয়েছেন? ছিঁড়ে না গিয়ে কাপড়ের টান সইবার যে ক্ষমতা তাকে বলে তার প্রসারনীয় শক্তি (Tensile Strength)। যে কাপড়ের এই শক্তি যত বেশী, সে কাপড় তত বেশী টেকসই হয়। প্রত্যেক মিলেই কাপড় বোনা আরম্ভ করার আগে সুতাগুলির প্রসারনীয় শক্তি পরীক্ষা করে দেখা হয়। পরীক্ষার প্রক্রিয়াটি হচ্ছে এক "লী" (Lee) বা আশী গাছা সুতা না ছিড়ে কতটা ভার ঝুলিয়ে রাখতে পারে তা দেখা। এর ফলাফল টেনে দেখার ফলাফলের মতই। ঢাকেশ্বরীর তৈরী যে কোন নম্বরের আশী গাছা সুতায় একই নম্বরের আশী গাছা অন্য সুতার চাইতে শতকরা অন্ততঃ ২৫ ভাগ বেশী ভার ঝুলিয়ে রাখা চলে। অর্থাৎ ঢাকেশ্বরীর সুতার প্রসারনীয় শক্তি শতকরা পঁচিশ ভাগ বেশী। কাজেই

যে কখানা ঢাকেশ্বরীর কাপড় আপনার আছে, তাই বিশেষ যত্ন করে পরুন; কেননা বর্ত্তমান অবস্থায় যত চান তত ঢাকেশ্বরীর কাপড় জোগান সম্ভব নয়।

শতকরা ২৫ ভাগ বেশী পরতে হলে

বিজন ঢাকেশ্বরী

ঢাকেশ্বরী কটন মিলস্ লিমিটেড
ম্যানেজিং ডিরেক্টার — শ্রী সূর্য্য কুমার বসু

DCB—21

খেয়ালীর খাতা

এযুদ্ধে বহু এমেরিকান বিলাতে আসিয়াছে, সেখানকার সমাজ ও পরিবারে মিশিয়াছে। যদিও ইংরেজ মেয়েরা যাহাতে এমেরিকান বিয়ে না করে সে-জন্য যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করা হইয়াছিল, তবুও অনেকে মার্কিন যুবককে স্বামী করিয়াছে। ইহাদের সংখ্যা প্রায় ২০,০০০এর কাছাকাছি। তাহারা এমেরিকার জীবন, সেখানকার ঘরকন্না সম্পর্কে জানিতে চায়, শিখিতে চায়। সম্প্রতি মিস্ এলসি সেলী নাম্নী একটি এমেরিকান মেয়ে লণ্ডনে একটি স্কুল খুলিয়াছেন, তাহার নাম "স্কুল ফর্ দি ব্রাইডস"—স্ত্রীদের স্কুল। সেলী এমেরিকান রেডক্রসের একজন উৎসাহী কর্ম্মী, ব্রিটেনে আসিবার আগে আইসল্যাণ্ডে মানবহিতকর কাজ করিতেছিলেন। ১৯৪৩ সালের ডিসেম্বর মাসে সেলী রেডক্রসের একজন পরিচালিকারূপে লণ্ডনে আসেন। বড় দিনের সময় লণ্ডনের এমেরিকান প্রবাসী ও তাহাদের ইংরেজ স্ত্রীদের জন্য তিনি একটি চা-মজলিসের আয়োজন করেন। সেখানে ইংরেজ মহিলারা তাহাদের শ্বশুরকুল অর্থাৎ এমেরিকা সম্পর্কে নিমন্ত্রণকর্ত্রীকে এত প্রশ্ন করেন যে, সেলী তাঁহাদের জন্য একটি স্কুল খুলিবার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। ইহা হইতেই স্কুল ফর্ দি ব্রাইডসের উদ্ভব। প্রথমে বিবাহিতা এবং বাগদত্তা উভয় শ্রেণীর ইংরেজ মেয়েদেরই স্কুলে নেওয়া হইতেছিল। কিন্তু ছাত্রীসংখ্যা এত বাড়িয়াছে যে, বিবাহিতাদেরই সকলের যায়গা হইতেছে না। কাজেই বাগদত্তাদের এখন আর স্কুলে ভর্ত্তি করা হয় না। গত সেসানে ২৪২ জন আবেদনকারিণী—সকলেই বিবাহিতা—স্থানাভাবে ফিরিয়া গিয়াছে।

* * *

স্কুলে যে-সকল বিষয় শেখানো হয় তাহার মধ্যে রান্নাটা প্রধান। ইংরেজ ও এমেরিকানের খাদ্যরুচি এক নয়। কতকগুলি বিশেষ ধরণের আহার্য্য আছে যে-গুলি এমেরিকানরা পছন্দ করে, অথচ ইংলণ্ডে তাহার চল্ নাই। মার্কিন স্বামীর ইংরেজ স্ত্রীর পক্ষে সে-গুলি জানা দরকার। কি করিয়া "ডো-নাট" (dough nuts) তৈয়ার করিতে হয়, কেমন করিয়া ওয়াফলস (waffles) তৈয়ার করিতে হয়, কিভাবে রাঁধিতে হয় বোষ্টন বেকড্ বিনস্ (Boston baked beans) তাহা শেখানো হয় মিস সেলীর স্কুলে। মিস সেলীর চেষ্টায় এমেরিকান অফিস অব ওয়ার ইনফরমেশান সম্প্রতি একটি এমেরিকান পাক-প্রণালী প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে ছাত্রীদের অনেক সুবিধা হইয়াছে। আরও একটি পুস্তিকা ছাপা হইয়াছে, তাহার নাম "ব্রাইডস্ গাইড ও এমেরিকা"। তাহাতেও এমেরিকান সমাজের রীতি নীতির ব্যাখ্যার সঙ্গে রান্নার একটি অধ্যায় আছে। মার্কিন মুল্লুকেও ঘরকন্নার উপরে এত বেশী গুরুত্ব দেওয়া হয় দেখিয়া অনেকে অবাক হইতে পারেন। কারণ এমেরিকা বলিলেই যে-কথা আমাদের মনে আসে তাহা "হলিউড"—বৃহদাকার মোটরকার, জম্‌কালো হোটেল, মহার্ঘ পোষাক, অজস্র অর্থ, প্রচুর অবকাশ, আরাম ও বিলাস। কিন্তু সেখানে যে শতকরা বিশজন লোক মাসে ১২০ টাকার কম উপার্জ্জনে জীবন কাটায় এবং দেশের চার ভাগের এক ভাগ লোকের আয় মাত্র মাসে ১৩০ টাকা হইতে ২৫০ টাকা সে খবর আমাদের অনেকেরই জানা নাই। সেখানে যে কেবলই সুইমিং পুল, আর ককটেল পার্টি আর হ্যারি জেমসের ব্যাণ্ড নয় এ ধারণা আমাদের নাই। কারণ এমেরিকা সম্বন্ধে আমাদের যাহা কিছু জ্ঞান তাহা নিউ এম্পায়ার লাইটহাউসের মারফতে। সে দেশেও যে ছেলেরা আপিসে, কারখানায় হাড়ভাঙা খাটুনি খাটে, বাড়ীভাড়া, দুধের দাম লইয়া বিব্রত হয়, মেয়েরা ঘরের মেজে নিকোয়, বাচ্চা ঠেঙায় তাহা কারমেন্ মিরাণ্ডা বা রেড স্কেলটন্ দেখিয়া মনে না হইবারই কথা।

* * *

মিস্ সেলীর স্কুলের কথা শুনিয়া অনেকের মনে আমাদের দেশের মেয়ে-স্কুলগুলির সম্পর্কে প্রশ্ন জাগিবে। অন্ততঃ জাগা উচিত। এদেশে মেয়েদের লেখাপড়া শেখার প্রবর্ত্তন করেন বিদ্যাসাগর ও বেথুন। তাঁহাদের আমল হইতে ১৯৪৫ সাল পর্য্যন্ত ধারাটা অনেকদূর আগাইয়া আসিয়াছে। ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় মেয়ে পরীক্ষার্থীর সংখ্যা এখন হাজার হাজার। কিন্তু স্ত্রী-শিক্ষা মানে যদি স্ত্রীর শিক্ষা হয়, তবে ফল কিছু হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। যদিও মেয়েদের লেখাপড়া শেখানোর পিছনে আসল উদ্দেশ্যটা বিয়ে। বক্তৃতায় এবং

মেরা জিনিস এর জন্যে

এর স্বাস্থ্য ও সুখের জন্য
ল্যাকটোজেন।

ল্যাকটোজেন

উপকারিতায় ল্যাকটোজেন মাতৃদুগ্ধের ঠিক পরেই। শিশুদের দ্রুত বাড়ের মুখে ঠিক যে ধরণের পুষ্টিকর খাদ্যের প্রয়োজন ল্যাকটোজেন-এ সে সমস্তই আছে। স্বাস্থ্য নিখুঁত হলে শিশুদের হাড় মজবুত, দাঁত শক্ত, মাংসপেশী দৃঢ় এবং সর্ব্বদাই মন্ প্রফুল্ল থাকে। ল্যাকটোজেন খাওয়ানোর পর থেকেই স্পষ্ট উন্নতি দেখা যায়।

আপনার শিশুর খবর কি? তার উপযোগী খাবার সে কি পায়? এ সম্বন্ধে আপনার মনে কোনো রকম দ্বিধা থাকলে আজ থেকেই ল্যাকটোজেন খাওয়ানো শুরু করুন।

'ল্যাকটোজেন মাদার বুক'-এ প্রসূতিদের জন্য নানা প্রয়োজনীয় খবর আছে। 'নেসলস্' পোষ্ট বক্স ৩৯৬ কলিকাতা, এই ঠিকানায় চার আনার ডাক টিকিট পাঠালেই আপনাকে এক কপি পাঠানো হবে।

PS—NL—1

ছাপার প্রবন্ধে যাহাই বলিনা কেন, মেয়ের মা, বাবা এবং মেয়ে নিজে সবাই জানেন একটু লেখা-পড়া না জানিলে আজকাল ছেলেরা কনে পছন্দ করে না, তাই স্কুলে পড়াটা দরকার। ছেলেরা যেমন টাইপরাইটিং শেখেন, সর্টহ্যাণ্ড শেখেন, একাউন্টেন্সী পড়েন জ্ঞান অর্জ্জনের জন্ত নয়, চাকুরীর জন্ত মেয়েরাও তেমনি সেকেণ্ড ক্লাশ বা ম্যাট্রিক পাশ করে। কিন্তু শিক্ষার উদ্দেশ্যটা যাহা রকমটা তাহার উপযোগী নয়। আমাদের মেয়ে স্কুলগুলির কোন নিজস্ব সত্তা নাই। আসলে সেগুলি ছেলেদের স্কুলগুলিরই Ladies edition মাত্র।

* * *

আমাদের মেয়ে স্কুলে যাহা শেখানো হয় তাহা সাপ্লাই ডিপার্টমেণ্ট বা রেশনিং আপিসের কেরাণীগিরির জন্ত যথেষ্ট হইতে পারে, ঘরকন্নার জন্ত নয়। কলেজে যাহারা পড়ে তাহারাও ঐ একই প্রকার প্যান্সনের ইকনমিক্স এবং এ, সি, মিত্রের Inductive Logic পড়িয়া য়ুনিভার্সিটির পরীক্ষা পাশ করা যায়, বাড়ীর ঠাকুর বা ঝি পালাইলে কি করিতে হয়, তাহা জানা যায় না। জানা যায় না কেমন করিয়া দেড়শ টাকায় সংসার চালাইতে হয়, শেখা যায় না কেমন করিয়া বাচ্চা মানুষ করা যায়। আমার মেজ শ্যালক সরকারী দপ্তরে বড় চাকুরী করে, মোটা মাহিনা পায়, বয়স ৩৫, আজও অবিবাহিত। শাশুড়ীর অনুরোধে একদিন বিশেষ করিয়া চাপিয়া ধরাতে বলিল, "আজকালকার মেয়েদের নিয়ে মেট্রোতে সিনেমা দেখা যায়, ফেরাজিনীতে চা খাওয়া যায় এবং এমেরিকান ধরিবে আশঙ্কা না থাকিলে সন্ধ্যাবেলা লেকে বেড়াইতেও যাওয়া যায়;—কিন্তু বিয়ে করিয়া ঘর করা যায় না।"

* * *

সপ্তাহ কয়েক আগে ডি, জে, কিমার কোম্পানীর আপিসে অনুষ্ঠিত একটি চিত্রপ্রদর্শনী দেখিতে গিয়াছিলাম। প্রদর্শনীটি আকারে ছোট, মাত্র জন চার, পাঁচ শিল্পীর আঁকা ছবি লইয়া। তাহারা সকলেই কিমার কোম্পানীর নিযুক্ত আর্টিষ্ট। এ-ধরণের প্রদর্শনীতে বৈচিত্র্যের অভাব এড়ানো সম্ভব নয়, কারণ বিভিন্ন লোকের আঁকা ছবি না হইলে রকমারি আনা শক্ত। তবুও প্রদর্শনীটি দর্শনযোগ্য ছিল। W. L. B. Eggleton-এর আঁকা খানকয়েক চিত্র মনে রাখিবার মতো, বিশেষ করিয়া Manipur women ছবিটি। বাঙ্গালী শিল্পীর মুরেল পদ্ধতিতে আঁকা ঘোড়সোয়ারের ছবিটিও ভালো। আজকালকার দিনে শিল্প-প্রদর্শনীর সংখ্যা অল্প। একটি ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান ইহার ব্যবস্থা করিয়া নিজেদের সুরুচির পরিচয় দিয়াছেন। কিন্তু প্রদর্শনীতে ব্যবসায়িক শিল্প—ইংরেজীতে যাহাকে বলে কমার্শিয়েল আর্ট—তাহার চিহ্নমাত্র ছিল না। ইহা দুঃখের কথা। কিমার কোম্পানী কমার্শিয়েল আর্টের ব্যবসা করেন, তাঁহাদের অনুষ্ঠিত প্রদর্শনীতে তাহার কিছু ভালো নমুনা দেখিব আশা করিয়াছিলাম। কিন্তু প্রদর্শনীর উদ্যোক্তারা বোধ হয় ফাইন আর্টসে তাঁহাদের শিল্পীদের কৃতিত্ব দেখাইতেই ইহার আয়োজন করিয়াছেন। কিন্তু আর্টের বিচার তো ব্যবহারে নয়, ব্যঞ্জনায়। যে শিল্পীর মধ্যে সৃষ্টি করিবার ক্ষমতা আছে, সে কমার্শিয়েল আর্টই হউক বা ফাইন আর্টই হউক সর্ব্বত্রই সেই সৃজন ক্ষমতার পরিচয় দিতে পারেন। আশা করি কিমার কোম্পানীর ভবিষ্যৎ প্রদর্শনীতে এই ত্রুটি রহিবে না। তাঁহাদের নিযুক্ত শিল্পীরা প্রমাণ করিবেন যে, dutyর সঙ্গে beautyর বিরোধ নাই।

* * *

শিল্প প্রদর্শনী মাস দুই পূর্ব্বে আরও একটি হইয়াছিল, যাহার সম্পর্কে আরও আগেই লিখিব মনে করিয়াছিলাম এবং লিখিতে পারি নাই বলিয়া লজ্জিত বোধ করিতেছি। সেটি গভর্ণমেণ্ট হাউসে মিসেস্ আর, জি, কেসীর উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয়। প্রদর্শনীটি সত্যই প্রশংসনীয় হইয়াছিল। সাধারণতঃ এদেশে যে-সকল ইংরেজ বা স্কচ লাট বড়লাট হইয়া আসেন তাঁহারা রাজ্য শাসন, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মহিমা সংরক্ষণ ও সংযোজনের প্রয়োজনে আসেন। দেশের শিল্প, সঙ্গীত, সাহিত্য বা কালচারের জন্ত তাঁহাদের কোন মাথাব্যথা থাকে না। বেশীর ভাগই পাঁচ বছর খানা খাইয়া, অভিনন্দন পত্র লইয়া, খেতাব বিতরণ করিয়া, অবসর গ্রহণ করিয়া যখন মোটা পেন্সন ও মোটা সঞ্চয় সহ দেশে ফেরেন তখন ভারতবর্ষ সম্পর্কে আর মাথা ঘামান না। (যাঁহারা ঘামান তাঁহারা আরও সাঙ্ঘাতিক। তাঁহারা কবিয়া ভারতবর্ষকে গালি পাড়িতে থাকেন!) অবশ্য মাঝে মাঝে দুই একজন আসেন যাঁহাদের পুলিশের গুণকীর্ত্তন, ও কংগ্রেস ঠেঙ্গানো অপেক্ষা আরও দুই একটা বিষয়ে উৎসাহ থাকে। যেমন লর্ড কার্জ্জনের পুরাকীর্ত্তির প্রতি অনুরাগ, লর্ড রোনাল্ডসের ছিল ভারতের ঐতিহ্যে, ষ্ট্যানলী জ্যাক্সনের ছিল ক্রিকেটে। কিন্তু লাটসাহেবের ব্রাহ্মণীরা এ-বিষয়ে একেবারে নিষ্পাপ, নিষ্কলঙ্ক। পাঁচ বছরে পাঁচ হাজার পুরস্কার বিতরণী সভায় সভানেত্রীত্ব করিয়া দেশ পরিত্যাগের কালে পাঁচটি স্কুল, পাঁচটি হাসপাতাল ও পাঁচটি পার্কে নিজনাম যুক্ত করিয়া যাইতে পারাটাই তাঁহাদের একমাত্র করণীয়। সকলেই তাহা করেন। কাজেই মিসেস কেসীকে এদেশের চিত্র ও আনুষঙ্গিক শিল্পে আগ্রহ প্রকাশ করিতে দেখিয়া কিছুটা অবাক হইয়াছি। তিনি নিজে ছবি আঁকিয়া থাকেন, চিত্র শিল্পীর ষ্টুডিওতে ছবি দেখিতে যান। গভর্ণমেণ্ট হাউসে প্রদর্শনীর ব্যবস্থাটা নূতন, তাহা বেসরকারী লোকদের দেখিতে দেওয়াটা নতুনতর। যদিও একথা স্বীকার করিব যে, দর্শকের সংখ্যা যতটা আশা করা গিয়াছিল ততটা হয় নাই, তাহার কিছুটা বোধ হয় সরকারী আওতার কারণে।

খেয়ালী

সন্ন্যাসী প্রদত্ত ঔষধে

(হাঁপানীর) ৪২ দিনে স্থায়ী চিকিৎসা।

চুক্তিতে চিকিৎসা করা হয়। মূল্য সপ্তাহ—১০৲।

রোগের বিবরণ সহ পত্র লিখুন।

বিশিষ্ট 'কয়েকজন আরোগ্যলাভ ব্যক্তির নাম'

১। অক্ষয়কুমার দাস, ডাক্তার চাঁদসী ধুবড়ী, আসাম।
২। মিঃ আই মজিদ, আই, সি, এস, ডিব্রুগড়, আসাম।
৩। মিঃ লালমোহন চৌধুরী, অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট, চিটাগাং।
৪। মিঃ শ্রীশচন্দ্র ঘোষ, আলীপুর দুয়ার জলপাইগুড়ি, ৭০৫০ ইনজেকশন নেওয়ার পর এই ঔষধে আরোগ্য।
৫। সরোজবালা দেবী, ১৪।১, মুখার্জ্জি পাড়া লেন, কালীঘাট, কলিঃ।
৬। মনীগোপাল মজুমদার, এক্সচেঞ্জ ইন্সপেক্টর, পি এণ্ড টি টেলিফোনস, কলিঃ।
৭। সুকোমল মজুমদার C/o বাবু যোগেন্দ্রকুমার মজুমদার, চৌমুহনী, নোয়াখালী।

প্রাপ্তিস্থান ও বিবরণ জানুন :

পি কে মজুমদার, ৪৮এ, বিবেকানন্দ রোড, কলিকাতা।
কে সি ভৌমিক, উকিল, ধুবড়ী, আসাম।

টেলিগ্রাম—"আর্থিক মান" পোঃ বক্স কেল—৬৫৯

প্রগতিশীল জাতীয় আর্থিক প্রতিষ্ঠান

ব্যাঙ্ক অব কামরূপ লিঃ

হেড অফিস : ৭নং সোয়ালো লেন, কলিকাতা

ম্যানেজিং ডাইরেক্টর—শ্রীঅমলেন্দু বাগচী

উদ্যোগীদের নিকট ভবিষ্যৎ সমুজ্জ্বল

ভারতের ভবিষ্যৎ গঠনের কঠিন কাজ নির্ভর করে ব্যবসা বাণিজ্যের উন্নতি ও বিস্তৃতির উপর। এই প্রকার কর্ম্মসূচীতে আমাদের ব্যাঙ্ক তার কর্ত্তব্য করিতেছে।

দি ত্রিপুরা মডার্ণ ব্যাঙ্ক লিঃ

(সিডিউলভুক্ত)

পরিচয়-জ্ঞাপক সংখ্যা :—

অনুমোদিত মূলধন—	৩০,০০,০০০৲ টাকা
বিলিকৃত মূলধন—	২২,৫০,০০০৲ টাকা
বিক্রীত মূলধন—	২১,১৩,২২৫৲ টাকা
আদায়ীকৃত মূলধন ও রিজার্ভ তহবিল—	১১,৮২,০০০৲ টাকা
আমানত—	১,০০,০০,০০০৲ টাকা
কার্য্যকরী মূলধন—২ কোটী টাকার অধিক	

যে কোন প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্যের জন্ত নিম্নঠিকানায় লিখুন :—

প্রধান অফিস :—
আগরতলা (ত্রিপুরা রাজ্য)।

রেজিঃ অফিস :—
আখাউরা (বি এণ্ড এ রেলওয়ে)।

কলিকাতা অফিসসমূহ :—৬, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, ২০১, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট।

আখা বাংলা ও আসামের সর্ব্বত্র।

পৃষ্ঠপোষক :—
হিজ্ হাইনেস্ দি মহারাজা মাণিক্য বাহাদুর,
কে, সি, এস, আই, ত্রিপুরা।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর :—রাজসভাভূষণ হরিদাস ভট্টাচার্য্য।

আর্থিক দুনিয়ার খবরাখবর

বাংলায় আলু সরবরাহ—আসাম গবর্ণমেণ্ট বাংলা গবর্ণমেণ্টের অনুরোধক্রমে ৪০ হাজার মণ গোলআলু বাংলায় সরবরাহ করিতে রাজী হইয়াছেন বলিয়া প্রকাশ। আগামী আগষ্ট মাসের মধ্যেই উক্ত ৪০ হাজার মণ গোলআলু কলিকাতায় যাহাতে আসিয়া পৌছাইতে পারে তাহার জন্য নাকি ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইতেছে। বাংলার এ্যাগ্রিকালচারাল মার্কেটিং ডিরেক্টরের নিয়ন্ত্রণাধীনে লাইসেন্সপ্রাপ্ত বিক্রেতাদের মারফৎ উক্ত গোলআলু বিক্রয় করা হইবে বলিয়াও প্রকাশ।

সমবায় সমিতি—প্রকাশ, কারিগর এবং ধীবরদের পুনর্ব্বসতি পরিকল্পনানুসারে যে সমস্ত সমবায় সমিতি গড়িয়া উঠিয়াছে, গত জুন মাসের শেষার্দ্ধে তাহাদের মোট সংখ্যা দাঁড়াইয়াছিল ১ হাজার ১ শত ৮৯ এবং উক্ত সমবায় সমিতিগুলির মোট সভ্যসংখ্যা দাঁড়াইয়াছিল ৩৪ হাজার ৫ শত ২৫ জন।

মাছের চাষ—প্রকাশ, মাছের সরবরাহ যাহাতে বৃদ্ধি পায় সেজন্য বাংলা গবর্ণমেণ্টের মৎস্য বিভাগ বাংলার পুষ্করিণীগুলিতে মাছের চাষ করিবার চেষ্টা করিতেছেন। এই প্রচেষ্টায় নাকি বেশ সুফল দেখা দিয়াছে। রেল কর্ত্তৃপক্ষের সাহায্যে চট্টগ্রাম ও গঙ্গাতীরবর্ত্তী মৎস্য চাষকেন্দ্রগুলি হইতে কলিকাতায় এবং বাংলার অন্যান্য জেলায় প্রচুর মাছের পোনা পাঠানো হইতেছে বলিয়াও প্রকাশ। এই সম্পর্কে আরও জানা গিয়াছে যে, মাছের পোনার যাহাতে অভাব না হয় সেজন্য চট্টগ্রাম, ত্রিপুরা, বাখরগঞ্জ, ঢাকা, খুলনা, বীরভূম, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর ও রাজসাহী জেলায় মৎস্য পালন কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত উন্নত প্রণালীতে মাছের চাষপদ্ধতি দেখাইবার জন্য ত্রিপুরা, বীরভূম ও বাঁকুড়া জেলায় মৎস্য প্রদর্শনী কেন্দ্রও স্থাপিত হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

সরিষার তেলের মূল্য হ্রাস—কলিকাতা গেজেটের এক অতিরিক্ত সংখ্যায় সম্প্রতি এই মর্ম্মে এক বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হইয়াছে যে, বাংলা গবর্ণমেণ্ট গত ১৬ই জুলাই হইতে সরিষার তেলের মূল্য হ্রাস করিয়া উহার পাইকারী মূল্য মণপ্রতি ৪৪৷০ আনা হইতে ৩৭৷৷০ আনা এবং খুচরা মূল্য সের প্রতি ১৵০ আনা হইতে ১৲ টাকা ধার্য্য করিয়াছেন।

বাংলা গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক বৃত্তির ব্যবস্থা—প্রকাশ, ঢাকায় বেঙ্গল এ্যাগ্রিকালচারাল ইনষ্টিটিউটে কৃষিবিদ্যা শিক্ষায় ছাত্রদের উৎসাহ দিবার জন্য বাংলা গবর্ণমেণ্ট ২০৲ টাকার বৃত্তির সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়াছেন। প্রত্যেক বৎসর প্রতি ক্লাশে প্রয়োজনীয় সংখ্যক ছাত্রের অভাব হইবে না এই সর্ত্তে ১৯৪৫-৪৬ সালের জন্য ৩২টি, ১৯৪৬-৪৭ সালের জন্য ৪৮টি, ১৯৪৭-৪৮ সালের জন্য ৫৬টি এবং ১৯৪৮-৪৯ সালের জন্য ৪৮টি ২০৲ টাকার বৃত্তির ব্যবস্থা করা হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে উক্ত বৃত্তি সরকারী নিয়মানুসারে বণ্টন করা হইবে বলিয়াও প্রকাশ।

জাপান অধিকৃত অঞ্চলে পত্র প্রেরণ—নয়াদিল্লীর সাম্প্রতিক সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ, রেডক্রশ সোসাইটির মারফৎ জাপান অধিকৃত ব্রহ্ম, মালয়, ডাচ ইষ্ট ইণ্ডিজ ও ফিলিপাইনস্থিত বে-সামরিক অধিবাসী এবং ভারতস্থিত তাহাদের আত্মীয় স্বজনের মধ্যে চিঠিপত্র ও তার বিনিময়ের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এই সকল দেশে যাঁহারা চিঠিপত্র কিংবা তার পাঠাইতে ইচ্ছুক তাঁহারা এই সম্পর্কে বিস্তৃত বিবরণ এবং আবেদন পত্র রেডক্রশ পোষ্টাল মেসেজ ব্যুরো হইতে পাইবেন বলিয়াও উক্ত সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হইয়াছে। ঠিকানা—প্রিন্স অব ওয়েলস মিউজিয়াম, বোম্বাই, কিংবা গবর্ণমেণ্ট হাউস, মাদ্রাজ কিংবা ৯নং ওল্ড কোর্ট হাউস ষ্ট্রীট কলিকাতা।

কংগ্রেস সদস্য-সংখ্যা বৃদ্ধির পরিকল্পনা—প্রকাশ, বোম্বাই প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সাধারণ সম্পাদক মিঃ এস কে পাতিল ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সদস্যসংখ্যা ২ কোটির অধিক করিবার জন্য এক ত্রৈবার্ষিক পরিকল্পনা রচনা করিয়াছেন।

বাণিজ্য ও আবগারী শুল্কের পরিমাণ—১৯৪০ সালের জুন মাসে ভারতীয় জল ও স্থলপথে লবণ ব্যতীত বাণিজ্য শুল্কের পরিমাণ ১৪ কোটি ৪৪ লক্ষ টাকা। ১৯৪৫ সালের মে মাসে উহার পরিমাণ ৯ কোটি ৮৫ লক্ষ টাকা ও ১৯৪৪ সালের জুন মাসে উহার পরিমাণ ছিল ৭ কোটি ৬ লক্ষ বলিয়াও প্রকাশ। কেন্দ্রীয় আবগারী বিভাগের মোট শুল্কের পরিমাণ ১৯৪৫ সালের জুন মাসে ২ কোটি ১৫ লক্ষ টাকা, মে মাসে ৩ কোটি ৪৮ লক্ষ টাকা ও ১৯৪৪ সালের জুন মাসে ২ কোটি ৯৩ লক্ষ টাকা ছিল বলিয়াও এসোসিয়েটেড প্রেসের সাম্প্রতিক সংবাদে প্রকাশ।

ইম্পিরিয়াল সি, আই, ডি, বিভাগ—এলাহাবাদের সাম্প্রতিক সংবাদে প্রকাশ, ভারত গবর্ণমেণ্ট 'ইম্পিরিয়াল সি আই ডি' নামে একটি নূতন বিভাগ খুলিয়াছেন। নয়াদিল্লী হইতে এই বিভাগ নাকি লক্ষ্ণৌতে স্থানান্তরিত হইয়াছে। এই বিভাগ বড়লাটের নিজ তত্ত্বাবধানে থাকিবে বলিয়াও প্রকাশ।

স্যার শান্তিস্বরূপ ভাটনগর—সায়েণ্টিফিক্ এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রিয়েল রিসার্চ্চ বোর্ডের ডিরেক্টর স্যার শান্তিস্বরূপ ভাটনগর লাক্ষা কর কমিটির পরামর্শ দাতা বোর্ডের সভাপতিত্ব করিবার জন্য সম্প্রতি কলিকাতা আসিয়া পৌছিয়াছেন। কলিকাতা থাকাকালে স্যার শান্তিস্বরূপ যাদবপুর সেণ্ট্রাল গ্লাস রিসার্চ্চ এণ্ড সিরামিক ইনষ্টিটিউট নির্ম্মাণের প্রাথমিক ব্যবস্থা করিয়া যাইবেন বলিয়া প্রকাশ। প্রস্তাবিত গ্লাস রিসার্চ্চ ও সিরামিক ইনষ্টিটিউটের স্পেশ্যাল অফিসার ডাঃ আত্মারাম স্যার শান্তিস্বরূপের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়াছেন। স্যার শান্তিস্বরূপ সম্প্রতি রাশিয়া প্রত্যাগত অধ্যাপক মেঘনাদ সাহার সহিতও সাক্ষাৎ করিয়াছেন।

পারস্যের ছাত্রদের জন্য বৃত্তির ব্যবস্থা—সম্প্রতি এক সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে জানান হইয়াছে যে, ভারত গবর্ণমেণ্ট পারস্য দেশীয় ছাত্রদের জন্য ভারতের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মোট ১৭টি বৃত্তির ব্যবস্থা করিয়াছেন। তদনুসারে নাকি লাহোর এইচিসন কলেজ হইতে ৬টি; লায়ালপুর কৃষি কলেজ হইতে ৪টি; দেরাদুনের ফরেষ্ট কলেজ হইতে ২টি; দিল্লী পলিটেক্নিক্ ইনষ্টিটিউশন হইতে ৫টি; ইঞ্জিনিয়ারিং বিদ্যার জন্য ৩টি এবং বস্ত্র শিল্পের জন্য ২টি বৃত্তি পারস্য দেশীয় কৃতী ছাত্রদের জন্য দেওয়া হইবে বলিয়া স্থির হইয়াছে। এই সম্পর্কে উক্ত বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, এইচিসন কলেজের বৃত্তি এখনও অনুমোদিত হয় নাই, কারণ অল্প বয়স্ক ছাত্রেরা বৃত্তি পাইয়াও এতদূরে পড়াশুনা করিতে আসিতে পারিবে কিনা সে সম্বন্ধে নাকি সন্দেহ আছে। উক্ত বিজ্ঞপ্তিতে আরও জানান হইয়াছে যে, বাকী ১১টি বৃত্তি অনুমোদিত হইয়াছে এবং বৃত্তি ধারীদের মধ্যে একজন ব্যতীত সকলেই নাকি ভারতে আসিয়া পৌছিয়াছেন এবং বাকী ছাত্রটিও পরে যোগ দিবেন বলিয়া জানা গিয়াছে। উক্ত সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে সর্ব্বশেষে এই আশা পোষণ করা হইয়াছে যে, ভবিষ্যতে এইভাবে সাংস্কৃতিক আদান-প্রদান আরও প্রসার লাভ করিবে এবং অনুরূপভাবে ভারত হইতেও ছাত্র প্রেরণ করা সম্ভব হইবে।

সিগারেটের মূল্য হ্রাস—সম্প্রতি এক সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, ভারত গবর্ণমেণ্ট কতকগুলি সিগারেটের খুচরা দর নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন। কৌটা সমেত ৫০টি প্লেয়ার্স ৩ নং ২৷৷০ আনা; থ্রিক্যাস্লস্ ২৷৵০ আনা, ব্যাচিলর সিটি ২৷০ আনা; ক্যাপষ্টান নেভিকাট মিডিয়াম ১৸৵০ আনা। প্যাকেটসহ থ্রিক্যাস্লস্

ক্ষুধিত কঙ্কাল

জীবনের আশা না মিটতেই যারা অকালে
তিলে তিলে শুকিয়ে ক্ষয়ে যায়, চোখের
দীপ্তি, দেহের লাবণ্য হতে যারা
বঞ্চিত, কালের করাল গ্রাস হতে
তাদের অব্যাহতি কোথায়
?

শতাব্দীর বিজ্ঞান গবেষণা
তার উত্তর দিয়েছে—
মানুষের কল্যাণের জন্যই
তার মৃত্যুঞ্জয় মন্ত্রের সাধনা।
শীর্ণ, বিকৃত-অস্থি, নিত্যক্ষীয়মান
দুর্গত মানুষ এগিয়ে চলেছে
অস্বাভাবিক পরিণতির দিকে—
তাদের পথ রোধ করতে পারে
বি-আই-ইমালসন অব
কড-লিভার অয়েল।

বি-আই
ইমালসন
অব
কড-লিভার
অয়েল

শীর্ণতা, অস্থি-বিকৃতি, ফুসফুস ও
ক্ষয় রোগে অমোঘ ঔষধ।

সমস্ত সম্ভ্রান্ত ঔষধালয়ে পাওয়া যায়।

সিগারেটের ২৫টি এবং ব্যাচিলর সিটি ও ক্যাপষ্টান নেভিকাট মিডিয়াম সিগারেটের ১০টির দাম, যথাক্রমে ১৶০ আনা, ।৶০ আনা ও ।৵০ আনা ধার্য্য করা হইয়াছে।

করাচীর টেলিফোন ব্যবস্থা—করাচীর সাম্প্রতিক সংবাদে প্রকাশ যে, পোষ্টস্ এণ্ড টেলিগ্রাফ কর্ত্তৃপক্ষ টেলিফোনের এক্সচেঞ্জ বিভাগের কাজের চাপ লাঘব করিবার জন্য করাচীর ৭ শত টেলিফোন কনেকসন কাটিয়া দিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। এই সম্পর্কে আরও প্রকাশ যে, করাচীতে সর্ব্বশুদ্ধ ৩ হাজার টেলিফোন কনেকসন আছে।

বাংলায় দুগ্ধবতী গো-মহিষ আমদানী—পাঞ্জাব এবং যুক্তপ্রদেশের গবর্ণমেণ্ট বাংলা গবর্ণমেণ্টের সুপারিশক্রমে 'পারমিট' অনুযায়ী কতকগুলি দুগ্ধবতী গো-মহিষ বাংলায় রপ্তানী করিতে সম্মতি দিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ। এই সম্পর্কে আরও প্রকাশ যে, উপরোক্ত গবর্ণমেণ্টসমূহের নিকট সুপারিশ করিবার জন্য কলিকাতার ৪নং হেষ্টিংস ষ্ট্রীটস্থ ডিরেক্টর অব এ্যাগ্রিকালচারকে ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। আমদানীকৃত গো-মহিষাদি দুধ দেওয়া বন্ধ করিলেও তাহাদিগকে পালন করিবার জন্য যে সমস্ত ক্রেতা প্রতিশ্রুতি দিবেন শুধু তাঁহাদিগের জন্যই নাকি সুপারিশ করা হইবে। বাংলার যে সমস্ত গো-মহিষ ব্যবসায়ী ও ডেয়ারী মালিক উপরোক্ত প্রদেশসমূহ হইতে দুগ্ধবতী গো-মহিষাদি আমদানী করিতে ইচ্ছা, পোষণ করেন তাহাদিগকে প্রয়োজনীয় সাহায্যের জন্য ডিরেক্টর অব এ্যাগ্রিকালচারের সংস্পর্শে আসিতে হইবে।

কেন্দ্রীয় পরিষদের আয়ুষ্কাল—হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড-এর সিমলার নিজস্ব সংবাদদাতা জানাইতেছেন যে, লর্ড ওয়াভেলের দিল্লী প্রত্যাবর্ত্তনের পর যথাসম্ভব শীঘ্র কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদের আয়ু ১লা অক্টোবর হইতে আরও এক বৎসর বর্দ্ধিত করিয়া একটি সরকারী ঘোষণা প্রকাশ করা হইবে। উক্ত সংবাদদাতা আরও জানাইয়াছেন যে, কংগ্রেস এবং লীগ উভয় দলের নেতৃবৃন্দের পক্ষ হইতে নাকি লর্ড ওয়াভেলকে জানাইয়া দেওয়া হইয়াছে যে, সাধারণ নির্ব্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হইলে তাঁহারা সন্তুষ্টই হইবেন।

কাশীপুরে চাউলের গুদাম উদ্বোধন—সম্প্রতি কাশীপুর চাউলের গুদামের উদ্বোধন প্রসঙ্গে গবর্ণর বলেন যে, কাশীপুর চাউলের গুদাম নির্ম্মাণ বাংলার খাদ্য সরবরাহে এক নূতন অধ্যায়ের সৃষ্টি করিয়াছে। এই প্রসঙ্গে গবর্ণর বলেন যে, কাশীপুরের চাউলের গুদামে ১২৩টি পাকা ঘর আছে। প্রত্যেক ঘরে ৬০০ টন (প্রায় সাড়ে ষোল হাজার মণ) চাউল ধরে এবং সারা ভারতে এই ধরণের প্রকাণ্ড গুদাম আর একটিও নাই। ৪ মাসের মধ্যে এই প্রকাণ্ড গুদামের নির্ম্মাণকার্য্য শেষ হইয়াছে, শ্রমিক ও মাল মসলার অভাব সত্ত্বেও এত অল্প সময়ের মধ্যে ইহার নির্ম্মাণ কার্য্য শেষ করা বিশেষ প্রশংসনীয় বলিয়াও গবর্ণর উল্লেখ করেন। এই গুদাম নাকি এইরূপ বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে নির্ম্মিত হইয়াছে যে, আর্দ্রহাওয়া ও মূষিকাদির উৎপাত হইতে শস্যহানির সম্ভাবনা খুব কম হইবে। প্রসঙ্গক্রমে গবর্ণর আরও বলেন যে, কলিকাতায় এমন এক দিন ছিল যখন ইহার মজুত শস্যে দুই সপ্তাহের বেশী চলিবার সম্ভাবনা ছিল না। কাশীপুরের এই বিপুল শস্যভাণ্ডার সেদিনকে অতীতের ইতিহাসে পরিণত করিবে; ভবিষ্যতে সেরূপসঙ্কটজনক অবস্থা ঘটিবার সম্ভাবনা আর নাই বলিয়াও গবর্ণর মন্তব্য করেন। যাঁহারা এই গুদাম ঘরের নির্ম্মাণকার্য্যে সাহায্য করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে সিভিল সাপ্লাইজ কমিশনার মিঃ উইলিয়ামস্, এ্যাডিশন্যাল কমিশনার মিঃ অ্যালড্রিজ এবং ইঞ্জিনিয়র মিঃ ষ্টিলের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য বলিয়াও গবর্ণর উল্লেখ করেন এবং তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ জানান।

বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ

ভবিষ্যতে সুখ-শান্তি ভোগের জন্য সুখস্বপ্নই বর্ত্তমানকে ক'রে তোলে কর্ম্মময়—সেই কর্ম্ম-শক্তির উদ্দীপনা মানুষকে এনে দেয় আয়ের সংস্থান—তখন মানুষ উপার্জ্জিত অর্থের সদ্ব্যবহার ক'রতে যায় ভুলে—স্বপ্ন স্বপ্নই থাকে।

*

ভবিষ্যতের আশা পূরণ ক'রতে হ'লে যে সুযোগ্য প্রতিষ্ঠানের পরিকল্পনায় চালিত হওয়া দরকার উহাই—

!!!

ক্যালকাটা কম্মার্শিয়াল ব্যাঙ্ক লিমিটেড

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার সিডিউলড্ ভুক্ত

১৫, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মিঃ এস, দত্ত ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

ইণ্ডিয়ান টি এণ্ড প্রভিশনস্ লিঃ

৬নং মিশন রো, কলিকাতা।

অনুমোদিত মূলধন ৫,০০,০০০৲ টাকা।

প্রত্যেকটি ১০৲ টাকা মূল্যের ৫০,০০০ শেয়ারে বিভক্ত।

বর্ত্তমানে বিক্রয়ার্থ ১,০০,০০০৲ টাকা।

আরও ৪,০০,০০০৲ টাকার শেয়ার বিক্রীর জন্য আবেদন করা হইয়াছে

ডিরেক্টরবর্গ

১। মিঃ এস বড়ুয়া, টি প্ল্যাণ্টার, প্রোঃ চাঁদমারী টি এষ্টেট এবং বুড়পাহাড় টি এষ্টেট, পোঃ তিনসুকিয়া (আসাম)।

২। মিঃ জে, পি, চালিহা, এম এল এ, টি প্ল্যাণ্টার, প্রোঃ করঞ্জিনী টি এষ্টেট, ডিরেক্টর—ব্লুমফিল্ড টি কোং লিঃ, পি-২৯, গল্‌ফ ক্লাব রোড, টালিগঞ্জ।

৩। মিঃ পি, সি, চ্যাটার্জ্জি, মার্চ্চেণ্ট, ডিরেক্টর—দি ব্লুমফিল্ড টি কোং লিঃ, ৬, মিশন রো, কলিকাতা।

৪। মিঃ ডি, বর্ম্মণ, এম এ, এম-কম্, বি এল, আর্থালিষ্ট, ডিরেক্টর—সিলেট ডুয়ার্স টি কোং লিঃ, পি-৪৩৬।১, কবীর রোড, কলিকাতা।

৫। মিঃ বি, বি, রায়, এম এ, বি এল, কুমিল্লা ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিঃ, কলিকাতা।

এই কোম্পানী পাইকারী চা বিক্রী ও রপ্তানির কাজ করিয়া থাকে।

লভ্যাংশ

(আয়করমুক্ত)

১৯৪১ ... শতকরা ১০৲ ১৯৪৩ ... শতকরা ১০৲

১৯৪২ ... ,, ১০৲ ১৯৪৪ ... ,, ১০৲

৭,৫০,০০০৲ টাকায় লোয়ার আসামে অবস্থিত **শ্যামগুড়ি টি এষ্টেট** এই বৎসরের উৎপন্ন চা সহ ক্রয় করা হইয়াছে। এই বাগানে ফ্যাক্টরী, আবশ্যকীয় যন্ত্রপাতি, ধানি জমি ও প্রচুর কুলি আছে। এতদ্ব্যতীত মূল্যবান বন আছে।

মোট জমী	বর্ত্তমানে আবাদ	উৎপন্ন চা
২০১৪ একর	৩৭০ একর	৩৫০০ মণ

ক্রমশঃই ফসল বৃদ্ধি পাইবে

শেয়ার বিক্রয়ের এজেন্সী ও বিশেষ বিবরণের জন্য লিখুন।

কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্ট ডিফেন্স অব ইণ্ডিয়া রুলের ৯৪-এ ধারা অনুসারে এই কোম্পানীর আরও শেয়ার বিক্রয়ের আদেশ দিয়াছেন। এই আদেশ দ্বারা ইহার অর্থনৈতিক স্বাচ্ছল্য, কোনও বিবৃতির সত্যতা বা কোনও মন্তব্যের সম্বন্ধে কোন প্রকার দায়িত্ব গ্রহণ করিতেছেন না।

মফঃস্বলের জন্য কাপড়

১৯৪৫ সালের ১৫ই এপ্রিল থেকে ৩০শে জুন পর্য্যন্ত

গত ১৫ই এপ্রিল থেকে নন্-ষ্ট্যাণ্ডার্ড কাপড় (কলিকাতার অনুমোদিত ডিলারদের মারফৎ প্রাপ্ত) মফঃস্বলে চালান দেওয়া আরম্ভ হয়েছে। সেই থেকে ৩০শে জুন পর্য্যন্ত ৩০,১০৭ বেল প্রেরিত হয়েছে। এতে কাপড় হয় ৪,৫১,৬০,৫০০ গজ—মূল্য আনুমানিক আড়াই কোটি টাকা। প্রেরিত কাপড়ের প্রায় অর্দ্ধেক ধুতি ও শাড়ী।

যে যে মহকুমা ও জেলায় যত বেল কাপড় পাঠানো হয়েছে, তার সংক্ষিপ্ত তালিকা নীচে দেওয়া হল। এই সময়ের ভেতর ৫,০০০ বেলেরও বেশী ষ্ট্যাণ্ডার্ড কাপড় মফঃস্বলে পাঠানো হয়েছে—তা এই হিসেবে ধরা হয়নি।

১৯৪৫ সালের ১৫ই এপ্রিল থেকে ৩০শে জুন পর্য্যন্ত জনসাধারণের জন্য যে পরিমাণ কাপড় প্রেরিত হয়েছে তার বিবরণ।

ক্রমিক নম্বর	জেলা	মহকুমা	লোকসংখ্যা (হাজারে)	ধুতি ও শাড়ী (বেলে)	বিবিধ	মহকুমায় প্রেরিত মোট বেল	জেলায় প্রেরিত মোট বেল
১।	বাখরগঞ্জ ...	সদর	১৪২৯	৩৭০	৩৮০	৭৫০	
		ভোলা	৫৩৬	২০৭	১৯৩	৪০০	
		পটুয়াখালি	৭৯৫	২৮৪	২১৬	৫০০	
		পিরোজপুর	৭৯৫	৩২২	১৭৮	৫০০	২১৫০
২।	বাঁকুড়া ...	সদর	৯৩৬	৩১২	৩৩৮	৬৫০	
		বিষ্ণুপুর	৩৫৩	১২৩	১২৭	২৫০	৯০০
৩।	বীরভূম ...	সদর	৬৪৪	১৮৫	৩১০	৪৯৫	
		রামপুরহাট	৪৪৪	১৩৭	১৬৩	৩০০	৭৯৫
৪।	বগুড়া ...	সদর	১৪০০	২৮০	৫৫৩	৮৩৩	৮৩৩
৫।	বর্দ্ধমান ...	সদর	৭৩৭	২৭৬	৪৯৯	৭৫৫	
		কাটোয়া	২৯৯	১১২	১১৩	২২৫	
		কালনা	২৪৮	১২৩	১০২	২২৫	
		আসানসোল	৬০৫	২০২	৪২৩	৬২৫	১৮৫০
৬।	চট্টগ্রাম ...	সদর	১৭৫৬	৪৩৪	৫৫১	৯৮৫	
	...	কক্সবাজার	৩৯৭	৮৪	১৪১	২২৫	১২১০
৬(ক)	পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম ...	রাঙ্গামাটি	১৮৭	৮১	৬৯	১৫০	
		রামগড়	৬০	২৫	৫০	৭৫	২২৫
৭।	দার্জ্জিলিং ...	সদর	১৪৭	১৫	৮৫	১০০	
		কালিম্পং	৭৮	—	—	—	
		কার্সিয়াং	৫৯	২৭	৪৮	৭৫	
		শিলিগুড়ি	৯০	৪৪	১৩১	১৭৫	৩৫০
৮।	ঢাকা ...	সদর	১৬২০	২৬৪	৩৮৬	৬৫০	
		নারায়ণগঞ্জ	১৩৬০	১০৬	২৪৪	৩৫০	
		মুন্সীগঞ্জ	৯৬০	১১	১৪	২৫	
		মাণিকগঞ্জ	৬৪০	১১৬	১৮৪	৩০০	১৩২৫
৯।	দিনাজপুর ...	সদর	৮২২	১২৪	২৫১	৩৭৫	
		বালুরঘাট	৫২৯	৯২	২০৮	৩০০	
		ঠাকুরগাঁও	৫৮৫	১৫৮	১৪২	৩০০	৯৭৫
১০।	ফরিদপুর ...	সদর	৬৬৪	১৫৪	২৯৬	৪৫০	
		গোপালগঞ্জ	৬২৯	১৬৭	২৩৩	৪০০	
		মাদারীপুর	১০৯৩	১৩৫	৪১৪	৫৪৯	
		গোয়ালন্দ	৩৩৮	১২০	৫	১২৫	১৫২৪
১১।	হাওড়া ...	সদর	৮৩০	১২৮	১০২	৩০০	
		উলুবেড়িয়া	৬৬০	৭৫	৭৫	১৫০	৪৫০
১২।	যশোহর ...	সদর	৫০০	৯০	৬০	১৫০	
		ঝিনাইদহ	৩৭৩	২৩	৫২	৭৫	
		মাগুড়া	৩০৭	৯৫	৭৮	১৭৩	
		নড়াইল	৩৭৯	১২২	১০৩	২২৫	
		বনগাঁও	২৮০	৯০	৬০	১৫০	৭৭৩
১৩।	জলপাইগুড়ি ...	সদর	৭৮৪	১০৪	১৯৩	২৯৭	
		আলিপুর দুয়ার	৩১২	৯০	১২৯	২১৯	৫১৬
১৪।	খুলনা ...	সদর	৬২৯	২১৯	১৫৬	৩৭৫	
		বাগেরহাট	৬১২	২২৬	১৪৮	৩৭৪	
		সাতক্ষীরা	৬৯৪	১৯২	২০৮	৪০০	১১৪৯
১৫।	মালদহ ...		১৩৬০	২০৩	২২২	৪২৫	৪২৫

ক্রমিক নম্বর	জেলা	মহকুমা	লোকসংখ্যা (হাজারে)	ধুতি ও শাড়ী (বেলে)	বিবিধ	মহকুমায় প্রেরিত মোট বেল	জেলায় প্রেরিত মোট বেল
১৬।	মেদিনীপুর ...	সদর	৯৬১	২৬৮	৪৮২	৭৫০	
		ঝাড়গ্রাম	৪২৬	৭৯	৭১	১৫০	
		ঘাটাল	২৯৫	৫২	৮৮	১৫০	
		তমলুক	৭৫৩	৮২	৬৮	১৫০	
		কাঁথি	৭৫৫	১১৯	১৩১	২৫০	১৪৫০
১৭।	মুর্শিদাবাদ ...	সদর	৫০০	১৫১	২১২	৩৬৩	
		লালবাগ	৩৬৪	৪০	১০৯	১৪৯	
		জঙ্গীপুর	৪১২	১১৪	১৬১	২৭৫	
		কান্দী	৩৮৫	১৩৬	১৬৪	৩০০	১০৮৭
১৮।	ময়মনসিংহ ...	সদর	১৭৬০	৩৩২	৩৩৩	৬৬৫	
		টাঙ্গাইল	১২৯৫	৩৭৯	৩৪৬	৭২৫	
		নেত্রকোণা	৯২০	২৩৯	১৩৬	৩৭৫	
		কিশোরগঞ্জ	১১৪২	২৩৫½	১৮৯½	৪২৫	
		জামালপুর	১২৮০	২১৬	২১৪	৪৩০	২৬২০
১৯।	নদীয়া ...	সদর	৩৪৬	১৩৭	১৬৩	৩০০	
		রাণাঘাট	২৬৬	১১০	১১৫	২২৫	
		কুষ্টিয়া	৫১৯	১৬১	২১০	৩৭১	
		মেহেরপুর	৩৪৮	১৫১	১১০	২২৫	
		চুয়াডাঙ্গা	২৮১	১৬৩	১৩৭	৩০০	১৪½১
২০।	হুগলী ...	সদর	৩৯৯	৯৪	১৩১	২২৫	
		শ্রীরামপুর	৬৩৪	৭৫	৭৫	১৫০	
		আরামবাগ	৩৪৪	১৬২	১১৩	২৭৫	৬৫০
২১।	নোয়াখালী ...	সদর	১৭১৪	১৭৫	৩৭৪	৫৪৯	
		ফেনী	৫৩২	১৫০	২৫০	৪০০	৯৪৯
২২।	পাবনা ...	সদর	৭৬০	১৬২	১৩৬	২৯৮	
		সিরাজগঞ্জ	১২০	১৭০	২০৫	৩৭৫	৬৭৩
২৩।	২৪-পরগণা	সদর (আলীপুর)	১২২৫	১৪৮	১৮৭	৩৩৫	
		বারাসত	৩১৭	১২৬	৭৪	২০০	
		বারাকপুর	৫৮০	১৮৫	১১৫	৩০০	
		বসিরহাট	৫৯৪	১৭৮	১২২	৩০০	
		ডায়মণ্ড হারবার	৮১৮	১৬৫	১৬০	৩২৫	১৪৬০
২৪।	রাজসাহী ...	সদর	৫৮০	১৩২	১৬৮	৩০০	
		নাটোর	৩৭৩	৮৮	১৫৯	২৪৭	
		নওগাঁ	৬১৯	১৪৭	১৮৩	৩৩০	৮৭৭
২৫।	রংপুর ...	সদর	৫৮৪	১৭৭	১৯২	৩৬৯	
		নীলফামারী	৫৯৮	৮৫	১১০	১৯৫	
		কুড়িগ্রাম	৬৯৩	১৬৩	২০৮	৩৭১	
		গাইবাঁধা	৭৫৬	১০৩	১৯৭	৩০০	১২৩৫
২৬।	ত্রিপুরা ...	চান্দিনা					
		লাকসাম	১৭০৭	৫৬৭	৫০৭	১০৭৪	
		ব্রাহ্মণবাড়িয়া	১০৪৭	১২০	১০৫	২২৫	
		চাঁদপুর	১০৭২	৪৫৯	৪৭৭	৯৩৬	২২৩৫
				১৩৭১৬½	১৬৩৯০½	৩০১০৭	৩০১০৭

বাংলার অসামরিক সরবরাহ বিভাগ

নিখিল ভারত সংবাদপত্র সম্পাদক সম্মেলন—আগামী ২৮শে ও ২৯শে জুলাই বোম্বাই-এ নিখিল ভারত সংবাদপত্র সম্পাদক সম্মেলনের ষ্ট্যাণ্ডিং কমিটির এক অধিবেশন হইবে বলিয়া জানা গিয়াছে।

কলিকাতা হইতে চুংকিং পর্য্যন্ত টেলিফোন—চুংকিং-এর সাম্প্রতিক সংবাদে প্রকাশ যে, কলিকাতা হইতে কুনমিং পর্য্যন্ত সম্প্রতি যে টেলিফোন লাইন বসান হইয়াছিল, তাহা চুংকিং পর্য্যন্ত লইয়া যাওয়া হইয়াছে। সামরিক ও গুরুত্বপূর্ণ কাজেই নাকি এই টেলিফোন শুধু ব্যবহার করা হইবে।

পরলোকে শ্রীযুক্ত মুরারিমোহন চট্টোপাধ্যায়—শ্রীযুক্ত মুরারিমোহন চট্টোপাধ্যায় গত ১৪ই জুলাই, শনিবার মধ্যরাত্রে তাঁহার কলিকাতার ৫৭।৭নং ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোডস্থ বাসভবনে পরলোক গমন করেন। তিনি আনন্দবাজার পত্রিকার অন্যতম সহকারী সম্পাদক ছিলেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স মাত্র ৪১ বৎসর হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত চট্টোপাধ্যায় মৃত্যুকালে দুই পুত্র এবং এক কন্যা রাখিয়া গিয়াছেন। তিনি অত্যন্ত অমায়িক এবং নির্ব্বিরোধ ব্যক্তি ছিলেন।

বৃটিশ ম্যাগাজিন বাজেয়াপ্ত—লণ্ডনের রেনল্ড নিউজে সম্প্রতি প্রকাশ করা হইয়াছে যে, ভারতীয় সেন্সর বিভাগ পুনরায় তৎপর হইয়া উঠিয়াছে এবং উক্ত বিভাগ প্রায়ই বিভিন্ন প্রকার সংবাদ কাট ছাঁট করিতে আরম্ভ করিয়াছে। সম্প্রতি একখানা বৃটিশ ম্যাগাজিনে বিহারে সেভিং সার্টিফিকেট ক্রয়ের জন্য বৃটিশ কর্ম্মচারিগণ কর্ত্তৃক কৃষকদের উপর বল প্রয়োগের সংবাদ ছাপা হওয়ায় উক্ত পত্রিকাখানি নাকি বাজেয়াপ্ত করা হয়। এই সম্পর্কে রেনল্ড নিউজে আরও উল্লেখ করা হইয়াছে যে, ভারতের কেন্দ্রীয় পরিষদে প্রথমে ব্যাপারটি উত্থাপিত হইয়াছিল। পরে কমন্স সভায় মিঃ আমেরীও সংবাদটি স্বীকার করিয়াছিলেন। এই সম্পর্কে আরও প্রকাশ যে, উপরোক্ত বৃটিশ ম্যাগাজিনখানার নাম হইতেছে নিউজ রিভিউ এবং উক্ত বাজেয়াপ্ত সংখ্যাটি হইতেছে ১৯৪৫ সালের ৮ই মার্চ্চ তারিখের।

সরকারী কর্ম্মচারিগণ কর্ত্তৃক পীড়ন সম্পর্কে তদন্ত কমিটি—১৯৪২ সালে এবং তাহার পরে সরকারী কর্ম্মচারিগণ কর্ত্তৃক উৎপীড়ন সম্বন্ধে তদন্ত করিবার জন্য মধ্যপ্রদেশ ও বেরারের ২১ জন বিশিষ্ট কংগ্রেস নেতা সম্প্রতি একটি কমিটি গঠন করিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ। উক্ত কমিটি মধ্যপ্রদেশের বিভিন্ন কারাগারে রাজনৈতিক বন্দীদের প্রতি ব্যবহার সম্বন্ধে প্রকৃত ঘটনা জানাইবার অনুরোধ করিয়া বিভিন্ন সংবাদপত্র সমূহের নিকট এক সার্কুলার প্রেরণ করিয়াছেন বলিয়াও জানা গিয়াছে। উক্ত সার্কুলারে আরও উল্লেখ করা হইয়াছে যে, কমিটি বিবরণ রচনা করিবেন, বিভিন্ন স্থান পরিদর্শন করিবেন ও বিভিন্ন লোকের নিকট সাক্ষ্য গ্রহণ করিবেন। শেঠ গোবিন্দ দাস, মিঃ আর কে পাতিল এবং প্রাদেশিক ব্যবস্থা পরিষদের ছয় জন সদস্য নাকি উক্ত কমিটিতে আছেন। উক্ত সদস্যগণের মধ্যে মিঃ আর কে পাতিল সম্প্রতি ভারতীয় সিভিল সার্ভিস হইতে পদত্যাগ করিয়াছেন।

পেট্রলের বরাদ্দ দ্বিগুণ—ভারত গবর্ণমেণ্টের যুদ্ধ সংক্রান্ত যানবাহন বিভাগ কর্ত্তৃক সম্প্রতি প্রচারিত এক বিবৃতিতে প্রকাশ যে, ভারত গবর্ণমেণ্ট প্রাইভেট মোটর গাড়ী ও মোটর সাইকেলের জন্য পেট্রলের বরাদ্দ দ্বিগুণ করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

দক্ষিণ কলিকাতা নারী শিল্প কেন্দ্র—নিখিল ভারত নারী সম্মেলনের কলিকাতা শাখা নারীদের জন্য দক্ষিণ কলিকাতায় যে শিল্পকেন্দ্র স্থাপন করিয়াছেন, তাহা ৩নং রায় ষ্ট্রীট, ভবানীপুরে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে। কাগজ প্রস্তুত ও সেলাই বিভাগের কার্য্য আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। বয়ন, বেতের কাজ এবং কাটিং-এর ক্লাশ শীঘ্রই আরম্ভ করা হইবে। এই সম্পর্কে যাহারা উৎসাহী তাহাদিগকে ৩নং রায় ষ্ট্রীটে শিল্পকেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত সদস্যের নিকট অবিলম্বে দরখাস্ত করিতে হইবে, কেননা শিক্ষার্থীদের সীট অতি অল্পই অবশিষ্ট রহি-

ব্যাঙ্ক অব ক্যালকাটা লিঃ

(ক্লিয়ারিংয়ের সর্ব্বপ্রকার ব্যবস্থা আছে)

১৯৪৪ সনের শেষে মোটামুটি আর্থিক পরিচয়

অনুমোদিত মূলধন ১,০০,০০,০০০৲ বিলিকৃত ও বিক্রীত মূলধন ১৪,০০,০০০৲

আদায়ীকৃত ও মজুত তহবিল ৮,০০,০০০৲ কার্য্যকরী মূলধন ১,০০,০০,০০০৲

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—ডাঃ এম, এম, চ্যাটার্জ্জি

LOTUS brand OILS

The name you can trust

LOTUS OIL CO., 10, BEADON ROW, CAL.

জগতের রাজপথে

জগতের অলিগলিতে

সমগ্র জগতে অন্য সমস্ত শ্রেণীর টায়ার অপেক্ষা গুডইয়ারের বিরাট টায়ারের সাহায্যে অধিকতর সংখ্যক মালপত্র আমদানী রপ্তানী হয়

GOODYEAR TYRES

প্রথমেই গুড ইয়ার টায়ার গ্রহণ করিবেন।

কারণ উহা সর্ব্বাপেক্ষা দীর্ঘ পথ অতিক্রমকারী, উহার ট্রেড দীর্ঘতম, দীর্ঘস্থায়ী এবং উহা সর্ব্বাপেক্ষা কম খরচে পথ চলে।

No. 101

য়াছে এবং কাগজ প্রস্তুত বিভাগে সীটের সংখ্যা একান্তভাবেই সীমাবদ্ধ।

সুর্ম্মা উপত্যকা চেম্বার অব কমার্স গঠিত—প্রকাশ, বিশিষ্ট ব্যবসায়ীদের এক সভায় শ্রীহট্টে সুর্ম্মা উপত্যকা চেম্বার অব কমার্স গঠিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী, এম-এল-একে নাকি সভাপতি এবং শ্রীযুক্ত এইচ, পি, দাসকে সাধারণ সম্পাদক করা হইয়াছে।

ডাঃ বীরেশচন্দ্র গুহ—ভারত গবর্ণমেণ্টের চীফ টেকনিক্যাল ফুড এডভাইসর ডাঃ বীরেশচন্দ্র গুহ গত ১৫ই জুলাই কলিকাতা আসিয়া পৌছিয়াছেন।

জাতীয় শিল্প পরিকল্পনা কমিটি—লাহোরের সাম্প্রতিক সংবাদে প্রকাশ, জাতীয় শিল্প পরিকল্পনা কমিটির চেয়ারম্যান হিসাবে পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু উহার সদস্যদিগের সহিত যোগাযোগ রাখিবার চেষ্টা করিতেছেন এবং শীঘ্রই উক্ত কমিটির অধিবেশন আহ্বান করিবার আয়োজন করিয়াছেন। স্মরণ থাকিতে পারে, ১৯৩৮ সালে পণ্ডিত জওহরলালের উদ্যোগে নিখিল ভারত কংগ্রেস কর্ত্তৃক কয়েকজন বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিক, ইঞ্জিনিয়ার ও বিশিষ্ট ব্যক্তির সমবায়ে এই কমিটি গঠিত হয়। এই সম্পর্কে আরও প্রকাশ যে, পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু মিঃ কে টি শা ও জাতীয় শিল্প পরিকল্পনা কমিটির অন্যান্য সদস্যদের সহিত পত্রালাপ করিতেছেন।

রাউল্যাণ্ডস্ রিপোর্ট পরীক্ষা—ছুটি হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পর বাংলার গবর্ণরের প্রাক্তন সেক্রেটারী মিঃ এ ই পোর্টার আই-সি-এস গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে রাউল্যাণ্ডস রিপোর্ট পরীক্ষার জন্য স্পেশ্যাল অফিসার নিযুক্ত হইয়াছেন বলিয়া প্রকাশ। রাউল্যাণ্ডস্ কমিটির সুপারিশ কখন এবং কিভাবে প্রয়োগ করা যাইতে পারে তাহাই নাকি তাঁহার উক্ত রিপোর্ট পরীক্ষার মূল উদ্দেশ্য।

ভারত-চীন পাইপ লাইন—মার্কিন সমর বিভাগের আণ্ডার সেক্রেটারী প্যাটারসন সম্প্রতি ওয়াশিংটনে সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন যে, ভারতবর্ষ হইতে চীনে যে পাইপ লাইন গিয়াছে তাহা দিয়া এই বৎসর জুন মাসে ১২ লক্ষ গ্যালন মোটর গাড়ীর তৈল এবং ১ লক্ষ ৩৯ হাজার গ্যালন বিমান পোতে ব্যবহারের তৈল চীনে প্রেরণ করা হইয়াছে। উক্ত পাইপ লাইন নাকি ষ্টিলওয়েল রোডের সমান্তরালভাবে আসাম প্রদেশের অন্তর্গত লেডো হইতে দক্ষিণ চীনের ইউনান প্রদেশের অন্তর্গত কুনমিং পর্য্যন্ত বিস্তৃত।

ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশনের স্বত্ব ক্রয়—সম্প্রতি কলিকাতা কর্পোরেশনের সভায় পাবলিক ইউটিলিটিজ ও মার্কেট কমিটির এক সুপারিশ

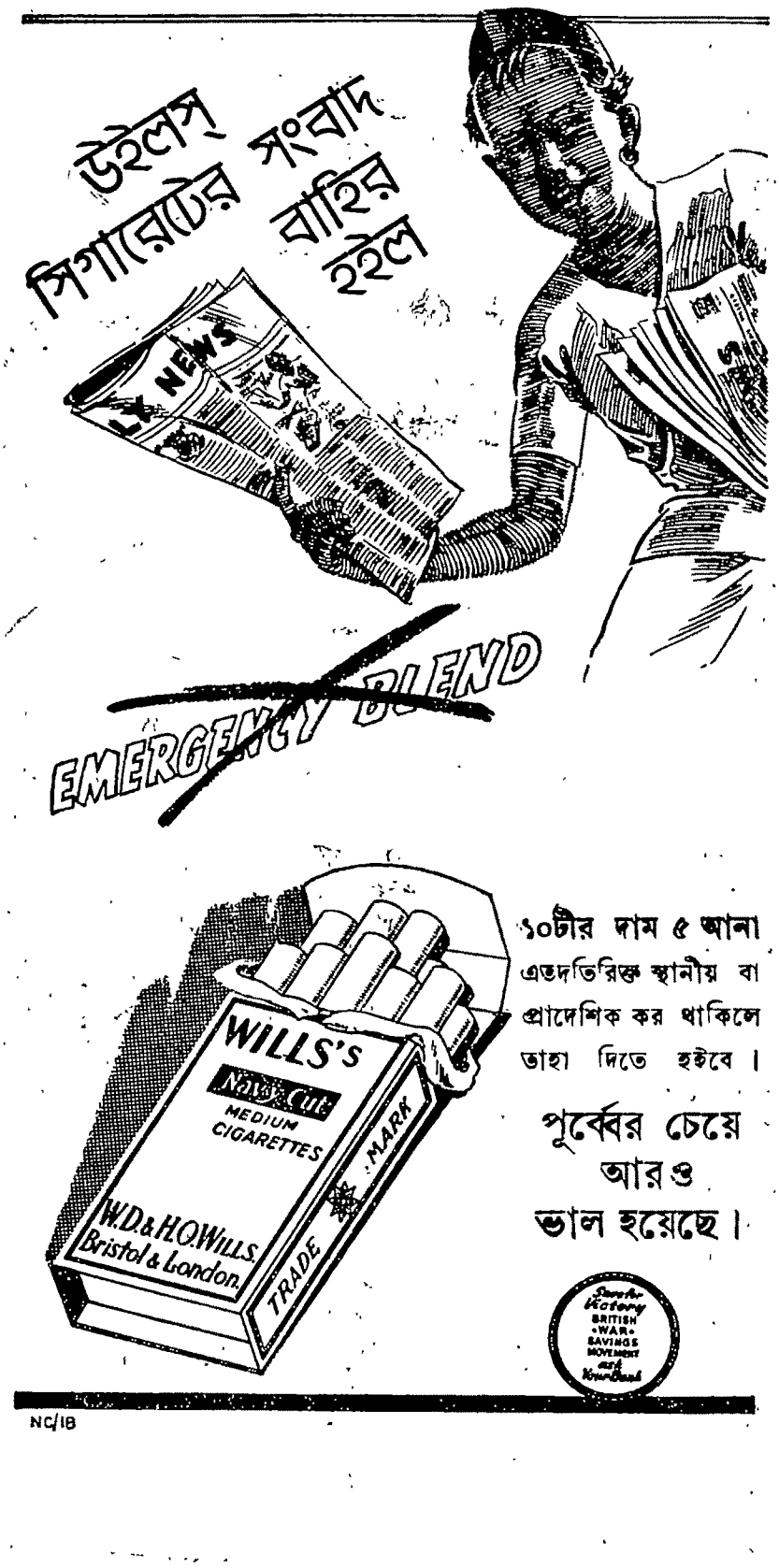

অনুসারে কলিকাতা কর্পোরেশন কলিকাতা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশনের কলিকাতা অঞ্চলের লাইসেন্স এলাকাভুক্ত অংশের স্বত্ব ক্রয় করার নীতি পুনরায় গ্রহণ করেন এবং এইরূপ ঘোষণা করেন যে, উপরোক্ত লাইসেন্সের সর্ত্তানুযায়ী কর্পোরেশন আগামী ১৯৪৮ সালের মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখে ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশনের উক্ত স্বত্ব ক্রয় করিবেন। কর্পোরেশন ইতিমধ্যে এই মিউনিসিপ্যালিটিকে ১৯৪৮ সালের ঐ তারিখ হইতে উক্ত স্বত্ব ক্রয়ের অধিকার মঞ্জুর করিবার জন্য বাংলা গবর্ণমেণ্টকে একখানি পত্র লেখার সিদ্ধান্তও গ্রহণ করেন।

(নানাকথা—২৭৮ পৃষ্ঠার পর)

পড়িয়া আছে। ভাল কথা। কিন্তু লাটসাহেবকে জিজ্ঞাসা করি বাঙ্গলায় গেজেটেড অফিসারদের মধ্যে শতকরা যে ৮৷৷ জন ইউরোপীয় রহিয়াছেন তাঁহারা সকলে মিলিয়া গেজেটেড অফিসারগণকে মোটমাট যে বেতন, এলাউন্স, রাহাখরচ ইত্যাদি দেওয়া হয় তাহার কত অংশ পাইয়া থাকেন? দ্বিতীয়তঃ ৫ শত টাকার উর্দ্ধ বেতনের কর্ম্মচারীদের মধ্যে যে শতকরা ৭৮ জন ভারতবাসী রহিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে কতজন আজ পর্য্যন্ত লাটসাহেবের দপ্তরের সেক্রেটারি, কলিকাতার পুলিশ কমিশনার, পুলিশ বিভাগের ইন্সপেক্টর জেনারেল, বিভাগীয় কমিশনার, জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট, পুলিশের ডেপুটি কমিশনার, এস পি প্রভৃতি দায়িত্বপূর্ণ পদ অধিকারের সুযোগ লাভ করিয়াছেন? লাট সাহেবের মন্তব্য হইতে বাঙ্গলার শাসন ব্যাপারে ভারতীয়গণ আধিপত্য লাভ করিয়াছে—এরূপ একটা ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হইতে পারে মনে করিয়াই আমরা এত কথা বলিলাম।

* * *

বর্ত্তমান মহাযুদ্ধ এখনও শেষ হয় নাই। এই যুদ্ধ কবে শেষ হইবে তাহারও কোন নিশ্চয়তা নাই। কাজেই এই যুদ্ধে যুদ্ধরত সমস্ত দেশের মোটমাট কত টাকা ক্ষয়ক্ষতি হইবে তাহা বলিবার এখনও সময় উপস্থিত হয় নাই। তবে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের মিঃ উইটিনস্কি নামক জনৈক বিশেষজ্ঞ এই বিষয়ে একটি হিসাব প্রস্তুত করিয়াছেন এবং ইউনাইটেড ষ্টেটস অফিস অব ওয়ার ইনফরমেশনের সৌজন্যে তাহা আমাদের হস্তগত হইয়াছে। মিঃ উইটিনস্কির মতে এই যুদ্ধে গত জানুয়ারী মাস পর্য্যন্ত আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের ১৮ হাজার কোটী ডলার (এক ডলার ৩৷৵০ আনার মত), ইংলণ্ড ও উহার অধীনস্থ দেশসমূহের ১৫ হাজার কোটী ডলার, জার্ম্মানী ও উহার পক্ষভুক্ত দেশসমূহের ১৮ হাজার কোটী ডলার ও রুষিয়ার ৫ হাজার কোটী ডলার খরচ হইয়াছে এবং যুদ্ধের ফলে জার্ম্মানীর ৫ হাজার কোটী ডলার, ইংলণ্ডের দেড় হাজার কোটী ডলার, রুষিয়া ও পোলাণ্ডের সাড়ে তিন হাজার কোটী ডলার মূল্যের সম্পত্তি নষ্ট হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত বিভিন্ন দেশের ১ হাজার কোটী ডলার মূল্যের জাহাজ সমুদ্রে নিমজ্জিত হইয়াছে। কাজেই মিঃ উইটিনস্কির মতে ইউরোপীয় রণক্ষেত্রে সমস্ত যুদ্ধরত দেশের মোট ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ ৬৭ হাজার কোটী ডলার। অবশ্য এই ক্ষতির মধ্যে লোকক্ষয়জনিত বিভিন্ন দেশের যে ক্ষতি হইয়াছে তাহার হিসাব ধরা হয় নাই। মিঃ উইটিনস্কি বলেন যে, ইউরোপীয় প্রথম মহাযুদ্ধে জার্ম্মানী ও উহার পক্ষভুক্ত দেশসমূহের ৮ হাজার ৩০০ কোটী ডলার এবং ইংলণ্ড ও উহার পক্ষভুক্ত দেশসমূহের ১৬ হাজার ৭০০ কোটী ডলার খরচ হয় এবং যুদ্ধের জন্য সমস্ত যুদ্ধরত দেশের ২ হাজার কোটী ডলার মূল্যের সম্পত্তি বিনষ্ট হয়। কাজেই প্রথম মহাযুদ্ধে ইউরোপীয় রণক্ষেত্রে সমস্ত যুদ্ধরত দেশের মোট ক্ষতির পরিমাণ ছিল ২৭ হাজার কোটী ডলার মাত্র। এই প্রসঙ্গে একথাও উল্লেখযোগ্য যে, টাকা পয়সার হিসাবে এক একটা দেশের ক্ষতির পরিমাপ করা যায় না। এক একটা দেশ যুদ্ধে যত মানুষ এবং যে পরিমাণ দ্রব্যসামগ্রী হারায় তাহাই উহার ক্ষতির প্রকৃত হিসাব। ইউরোপীয় প্রথম মহাযুদ্ধে যুদ্ধরত সকল দেশেই যুদ্ধসরঞ্জামের মূল্য বর্ত্তমান যুদ্ধের তুলনায় অনেক বেশী ছিল। বর্ত্তমান যুদ্ধে সেই তুলনায় যুদ্ধসরঞ্জামের মূল্য অনেক কম করিয়া নির্দ্ধারিত রাখা হইয়াছে। তাহা সত্ত্বেও বর্ত্তমান ইউরোপীয় রণক্ষেত্রে সমস্ত যুদ্ধরত দেশের ক্ষতির পরিমাণ টাকার হিসাবে আড়াইগুণ বেশী হইয়াছে। যুদ্ধ সরঞ্জামের পরিমাণের হিসাবে বর্ত্তমান যুদ্ধে উহা কমপক্ষে ৫ গুণ বেশী হইবে।

"জয়লাভের ইচ্ছা" . . . বর্তমান যুদ্ধ সুরু হবার বহু পুর্ব থেকেই ভারতীয় যোদ্ধা ও নাবিকদের সাহস ও বীরত্বের কথা সমগ্র বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছিল। সকলের কাছ থেকে এঁরা শ্রদ্ধা ও প্রশংসা অর্জন করেছেন।

আজ এঁদের খ্যাতির সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ভারতীয় বৈমানিকদের ক্রমবর্ধমান কৃতিত্ব, ফলে সুনাম ক্রমেই বাড়ছে। 'রয়েল ইণ্ডিয়ান এয়ার ফোর্স'এর বৈমানিকেরা ভারতের বীরত্বের ধারা সর্বতোভাবে বজায় রাখছেন। সাহস, বুদ্ধি এবং জয়লাভের ইচ্ছাই এঁদের চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। আজ এঁরা জাপানিদের ধ্বংস করতে ব্যস্ত। ভবিষ্যতে এঁরাই হবেন সমরোত্তর ভারতের বিমান-চালনার কর্ণধার। বর্তমানে 'রয়েল ইণ্ডিয়ান এয়ার ফোর্স'এ এঁদের মতো আরো অনেক বৈমানিকের দরকার। আবেদনের নিয়মাবলী যে কোনো রিক্রুটিং অফিসারের কাছ থেকে পাবেন।

AAA 83

এ আর পি কর্ম্মচারীদের সম্পর্কে নূতন ব্যবস্থা—প্রকাশ, বাংলা গবর্ণমেণ্ট এখন পর্য্যন্ত যে সকল এ আর পি কর্ম্মচারী অন্যত্র চাকুরী লাভ করেন নাই তাঁহাদিগকে ৩১শে জুলাইয়ের পর আরও এক মাস চাকুরীতে বহাল রাখিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। বাংলা গবর্ণমেণ্ট আগামী ৩১শে জুলাইয়ের মধ্যে এ আর পি প্রতিষ্ঠান ভাঙ্গিয়া দেওয়ার আদেশ দিয়াছিলেন।

ভারতবর্ষ হইতে বস্ত্র প্রেরণ—সম্মিলিত রাষ্ট্রপুঞ্জ সাহায্য ও পুনর্গঠন প্রতিষ্ঠানের তিনজন অষ্ট্রেলিয়ান সদস্য গত ১৮ই জুলাই করাচী হইয়া ইউরোপ যাত্রা করিয়াছেন। ইউরোপের দুর্গত জনসাধারণকে খাদ্য ও বস্ত্র যোগাইবার যে বিপুল দায়িত্ব সম্মিলিত রাষ্ট্রপুঞ্জের রহিয়াছে তাহার উল্লেখ করিয়া জনৈক সদস্য বলেন, অন্ততঃ ৯০ লক্ষ লোকের অন্ন বস্ত্রের ব্যবস্থা করিতে হইবে। তিনি বলেন, বিভিন্ন দেশ বিভিন্ন প্রকারের রিলিফের কাজের দায়িত্ব লইবে। এই সম্পর্কে তিনি আরও বলেন যে, ভারতবর্ষ বস্ত্র পাঠাইবে এবং অষ্ট্রেলিয়া খাদ্য যোগাইবে।

(রাজনৈতিক—২৮২ পৃষ্ঠার পর)

তাঁহার দল আর গবর্ণমেণ্টকে সমর্থন করিতে পারেন না। প্রকাশ, অবস্থা বিবেচনায় প্রয়োজন-বোধে আসামে কংগ্রেসী মন্ত্রিসভা গঠনের জন্য কংগ্রেসের উর্দ্ধতন কর্ত্তৃপক্ষ আসামের ভূতপূর্ব্ব প্রধান মন্ত্রী শ্রীযুক্ত গোপীনাথ বরদলৈকে ক্ষমতা দিয়াছেন।

* * *

মহাত্মা গান্ধী, কংগ্রেস ও হরিজন সেবাসঙ্ঘের উপর সম্প্রতি ডাঃ আম্বেদকর যে বিষোদ্গার করিয়াছেন তাহার প্রতিবাদ করিয়া মাদ্রাজের ভূতপূর্ব্ব পার্লামেণ্টারী সেক্রেটারী ও বিশিষ্ট হরিজন নেতা শ্রীযুক্ত বি এস মূর্ত্তি সংবাদপত্রে বিবৃতি দান প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, "সাধারণ নির্ব্বাচনে কংগ্রেস হরিজন আসনের শতকরা ৯২টি অধিকার করিয়াছিল। অবশিষ্ট ১২টি আসন কংগ্রেস বহির্ভূত অনুন্নত শ্রেণীর প্রার্থীর দ্বারা অধিকৃত হয় বটে, কিন্তু তাহাও কংগ্রেস প্রদত্ত সুবিধা সুযোগের বলেই সম্ভব হইয়াছে। ডাঃ আম্বেদকর কি এক মুহূর্ত্তের জন্য তাঁহার পূর্ব্বকল্পিত বিকৃত ধারণা দূর করিয়া সত্য ঘটনার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে পারেন না?"

* * *

উত্তর ইতালীতে নানা স্থানে রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা ও ধর্ম্মঘট চলিতেছে বলিয়া সংবাদ আসিয়াছে।

* * *

নয়াদিল্লী হইতে সরকারীভাবে ঘোষণা করা হইয়াছে, আগামী ১লা ও ২রা আগষ্ট বড়লাট লর্ড ওয়াভেল নয়াদিল্লীতে প্রাদেশিক গবর্ণরদের এক সম্মেলন আহ্বান করিয়াছেন।

* * *

এসোসিয়েটেড প্রেসের প্রতিনিধির নিকট মৌলানা আজাদ বলিয়াছেন, আগামী বড়দিনের ছুটিতে কিংবা আগামী বৎসর ইষ্টারের ছুটির সময় দীর্ঘ ৫ বৎসর পরে কংগ্রেসের প্রকাশ্য সাধারণ অধিবেশনের সম্ভাবনা আছে। অবশ্য ইতিমধ্যে নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় মহাসভার উপর আরোপিত নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহৃত হওয়া চাই।

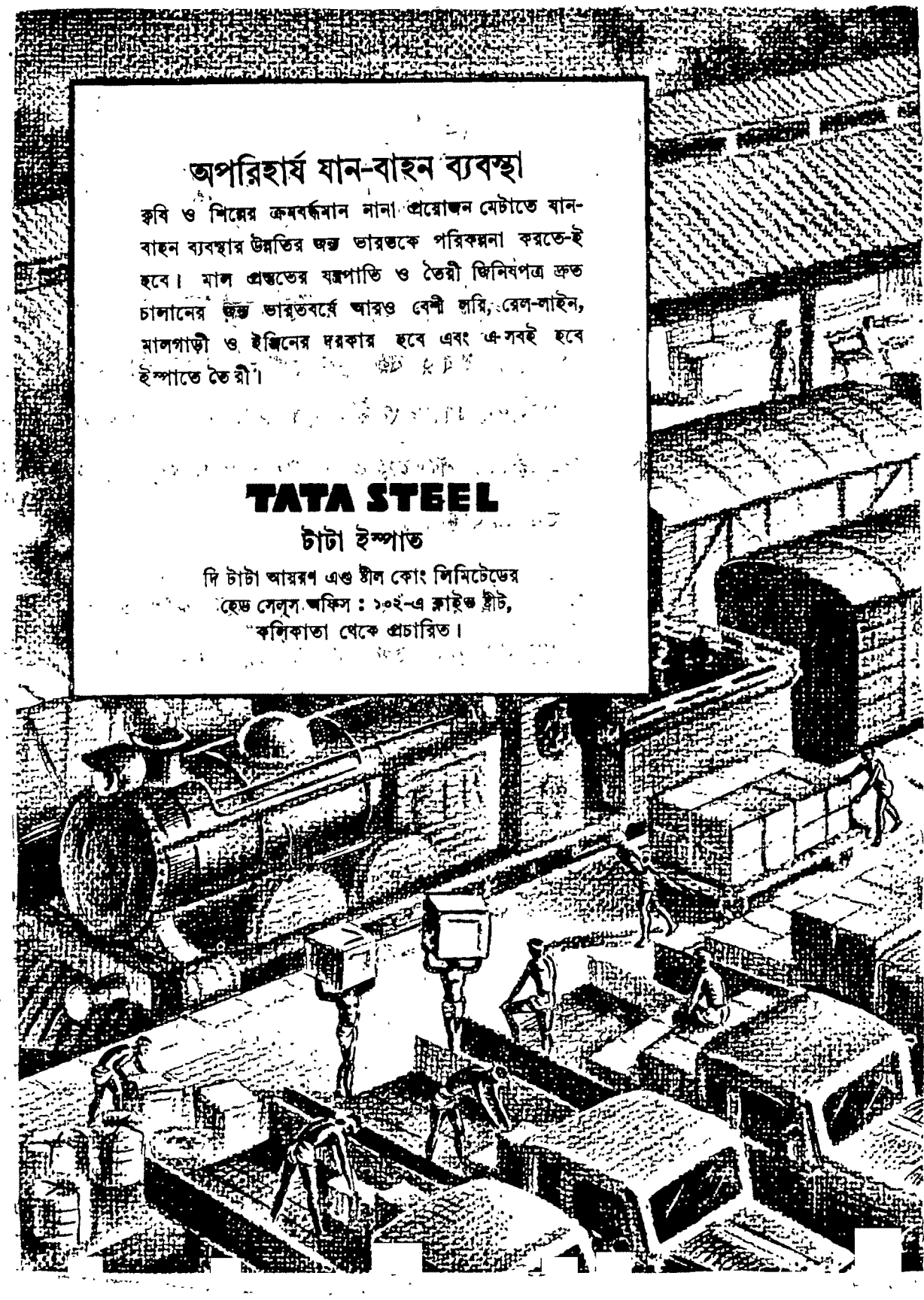

কোম্পানী প্রসঙ্গ

ব্যাঙ্ক অব কমার্স

১৯৪৪ সালের রিপোর্ট

সম্প্রতি ১২নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতাস্থ ব্যাঙ্ক অব কমার্স লিঃর গত ১৯৪৪ সালের যে রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে তাহা হইতে এই বৎসরে ব্যাঙ্কটীর উল্লেখযোগ্য উন্নতি দেখিয়া আমরা আনন্দিত হইলাম। উক্ত বৎসরের শেষে ব্যাঙ্কের আদায়ীকৃত মূলধনের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৯ লক্ষ ৬৬ হাজার ১৮৯ টাকা এবং ব্যাঙ্কে সাধারণের আমানতের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৭৭ লক্ষ ৯৩ হাজার ৫৪১ টাকা। পূর্ব্ব বৎসরের আমানতের উহা দ্বিগুণ। ব্যাঙ্কের মজুদ তহবিলও এই বৎসরে ৯ হাজার টাকা বৃদ্ধি পাইয়া ৮৫ হাজার ৫৪৮ টাকায় পরিণত হইয়াছে।

আলোচ্য বৎসরের শেষে ব্যাঙ্কের কার্য্যকরী মূলধনের পরিমাণ ছিল ৯৫ লক্ষ ৯৩ হাজার ৮৪০ টাকা। উহার মধ্যে ব্যাঙ্কের হাতে নগদ ও অন্যান্য ব্যাঙ্কে আমানত হিসাবে ৩১ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা এবং কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ারে ৪ লক্ষ ৮৭ হাজার টাকা নিয়োজিত ছিল। উহা হইতে বুঝা যায় যে, নগদ টাকার স্বচ্ছলতার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া ব্যাঙ্কের দাদননীতি পরিচালিত হইতেছে। একথা উল্লেখযোগ্য যে, ব্যাঙ্কের ব্যালান্স সীটে কোন অপ্রত্যক্ষ সম্পত্তি (intangible asset) প্রদর্শিত হয় নাই।

আলোচ্য বৎসরে পূর্ব্ব বৎসরের লাভের জের হিসাবে সংরক্ষিত ৬০ হাজার ৮৩২ টাকা লইয়া ব্যাঙ্কের লাভের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৬৫ হাজার ৬৫৩ টাকা। এই লাভের টাকা হইতে ব্যাঙ্কের অর্ডিনারী শেয়ার-হোল্ডারগণকে আয়করমুক্ত শতকরা বার্ষিক ৬।০ টাকা হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছে। এই বাবদ ১০ হাজার ৯৮ টাকা লাগিয়াছে। লাভ হইতে সমস্ত খরচা বাদ দিয়া ১৬ হাজার ৯৬৫ টাকা চলতি বৎসরের লাভের হিসাবে জের টানা হইয়াছে।

ব্যাঙ্ক অব কমার্স বাঙ্গলার রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কসমূহের অন্যতম। সুষ্ঠু পরিচালনা গুণে উহা দিন দিন উল্লেখযোগ্যরূপ উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে। এজন্য উহার ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ এস পি চৌধুরীর কার্য্যকুশলতা বিশেষ প্রশংসনীয়।

ন্যাশন্যাল সিটি ইনসিওরেন্স লিঃ

১৯৪৪ সালের কার্য্যবিবরণী

আমরা উপরোক্ত ইনসিওরেন্স কোম্পানীর ১৯৪৪ সালের মুদ্রিত কার্য্যবিবরণী সমালোচনার্থ পাইয়াছি। উক্ত বৎসরে কোম্পানী মোট ১১ লক্ষ ৪৩ হাজার টাকার বীমাপত্র প্রদান করিয়াছেন। পূর্ব্ব বৎসরে উহার পরিমাণ ছিল ৮ লক্ষ ৫৭ হাজার টাকা। আলোচ্য বৎসরে প্রিমিয়াম বাবদ ১ লক্ষ ৬৩ হাজার ৮১ টাকা আয় লইয়া কোম্পানীর মোট আয় হইয়াছে ১ লক্ষ ৭১ হাজার ৩৬০ টাকা। উহা হইতে কোম্পানীর সমস্ত ব্যয় বাদ দিয়া যে ৫৫ হাজার টাকা উদ্বৃত্ত হইয়াছে তাহা কোম্পানীর বীমা তহবিলে ন্যস্ত করা হইয়াছে। বৎসরের শেষে উহার পরিমাণ দাঁড়ায় ১ লক্ষ ৬৯ হাজার ৭৬৭ টাকা। এই টাকার সহিত কোম্পানীর আদায়ীকৃত মূলধন ১ লক্ষ ৩৫ হাজার ৬০ টাকা, বীমার অপরিশোধিত দাবী ১৪ হাজার টাকা ও অন্যান্য দায় লইয়া বৎসরের শেষে কোম্পানীর মোট দায় দাঁড়ায় ৩ লক্ষ ৪৩ হাজার ৮০৬ টাকা। উহার মধ্যে বৎসরের শেষে কোম্পানীর কাগজে ২ লক্ষ ৬ হাজার ৩৬৩ টাকা, লিমিটেড কোম্পানীর শেয়ারে ৬২ হাজার ১৩ টাকা, আদায়যোগ্য প্রিমিয়াম হিসাবে ২৫ হাজার ৪৪৫ টাকা এবং নগদ হিসাবে কোম্পানীর হাতে ২৪ হাজার ৮৯৪ টাকা মজুদ ছিল।

১৩৫নং ক্যানিং ষ্ট্রীটে ন্যাশন্যাল সিটি ইনসিওরেন্স লিঃর হেড অফিস অবস্থিত এবং মিঃ কে পি দালাল উহার পরিচালক। আমরা এই কোম্পানীর আরও উন্নতি কামনা করি।

দার্জ্জিলিং ব্যাঙ্ক লিঃ

গত ১৬ই জুলাই সোমবার দার্জ্জিলিং ব্যাঙ্কের ময়মনসিংহ শাখার উদ্বোধন হইয়াছে। ময়মনসিংহ মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান মহারাজা কুমার সুধাংশুকান্ত আচার্য্য বাহাদুর উক্ত উৎসবের পৌরোহিত্য করেন। মহারাজকুমার সীতাংশুকুমার আচার্য্য বাহাদুর প্রধান অতিথিরূপে উৎসবে উপস্থিত ছিলেন। ব্যাঙ্কের জেনারেল ম্যানেজার শ্রীযুক্ত এন মুখার্জ্জি এক সুন্দর বক্তৃতায় ব্যাঙ্কের অতীত ইতিহাস ও বর্ত্তমান উন্নতির বিষয় বর্ণনা করেন। সভাপতি মহাশয় বক্তৃতাপ্রসঙ্গে জনসাধারণকে ব্যাঙ্কের সহিত সর্ব্বতোভাবে সহযোগিতা করিবার জন্য অনুরোধ জানান। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য্য-এর মত জনপ্রিয় জেলা কংগ্রেস কমিটির সেক্রেটারী

ছয় মাস পর পর

আপনার লভ্যাংশ

আপনার ঠিকানায় পাঠানো হয়

প্রথম ৩% ভিক্টরি লোন (১৯৫৭)এ এগারো মাসেরও কম সময়ে ১১২ কোটি টাকা জমা হ'বার পর এই ঋণ গ্রহণ ১৯৪৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে বন্ধ করা হয়।

শতকরা তিন টাকা সুদের দ্বিতীয় ভিক্টরি লোন (১৯৫৯-৬১) প্রথম লোনের মতই সুবিধাজনক সর্তে পাওয়া যাবে। আজকাল ছোটো, বড় সকলের পক্ষেই এই ঋণে নিজ নিজ সঞ্চয় নিয়োগ সর্বাপেক্ষা নিরাপদ। এই ঋণে যথেচ্ছ পরিমাণ টাকা খাটানো যায়।

এই ঋণের পেছনে রয়েছে সমস্ত ভারতের ধন সম্পদ এবং ভারত সরকারের ১৯৫৯এর ১৫ই অগস্ট ও ১৯৬১র ১৫ই অগস্টের মধ্যে আপনার টাকা ফেরত দেবার দায়িত্ব। সে সময়ের আগে টাকার দরকার হ'লে আপনার প্রদত্ত ঋণ হস্তান্তরিত ক'রে আপনার টাকা তুলে নিতে পারবেন। আয়কর বাদ দিয়ে, বছরে দু'বার আপনার প্রদত্ত ঋণের উপর শতকরা তিন টাকা সুদের একটি 'ডিভিডেণ্ড ওয়ারেণ্ট' ১৫ই অগস্ট ও ১৫ই ফেব্রুয়ারি আপনার কাছে পাঠানো হবে। সাধারণ চেকের মতই এই ডিভিডেণ্ড ওয়ারেণ্টটি ভাঙ্গানো যাবে। যথেষ্ট লভ্যাংশ ছাড়াও যুদ্ধ প্রচেষ্টায় ও মুদ্রাস্ফীতি লাঘবে সাহায্য করার জন্য আপনি নিজের মনে আনন্দ অনুভব করবেন।

এই ঋণে টাকা নিয়োগ করতে হ'লে, আপনার নিজের ব্যাঙ্কারের কাছে, কিংবা বোম্বাই, কলিকাতা, মাদ্রাজ, দিল্লী ও কানপুরের রিজার্ভ ব্যাঙ্কে, কিংবা ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের যে কোনো শাখায় ও গভর্নমেণ্ট ট্রেজারিতে আবেদন করুন।

AAA 224

আপনার সঞ্চয়

১৯৫৯—৬১র

৩%

দ্বিতীয়

ভিক্টরি লোন-এ

নিয়োগ করুন

'ফিনান্স ডিপার্টমেণ্ট, গভর্নমেণ্ট অব ইণ্ডিয়া' কর্তৃক প্রচারিত

উক্ত ব্যাঙ্কের ময়মনসিংহ শাখার ম্যানেজার নিযুক্ত করায় সভাপতি মহাশয় বিশেষ সন্তোষ জ্ঞাপন করেন। রায় সাহেব ডি সি গাঙ্গুলী, ডেভেলপমেণ্ট অফিসার, স্থানীয় শাখার ম্যানেজার এবং ব্যাঙ্কের জেনারেল ম্যানেজার উপস্থিত অভ্যাগতদের বিশেষভাবে অভ্যর্থনা করেন। উক্ত উদ্বোধন উৎসব উপলক্ষে ব্যাঙ্কের জন্য আশাতিরিক্ত আমানতও সংগৃহীত হয়।

হিন্দুস্থান ইণ্ডাষ্ট্রিয়্যাল ব্যাঙ্ক লিঃ

গত ১০ই জুলাই হিন্দুস্থান ইণ্ডাষ্ট্রিয়্যাল ব্যাঙ্কের রায়গড় (সি, পি,) শাখার উদ্বোধন হইয়া গিয়াছে। রায়গড়ের মহারাজা রাজাসাহেব শ্রীচন্দ্রাকর সিংজী দেও এই উৎসবে সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন।

নূতন যৌথ কোম্পানী

মনোরঞ্জন নিটিং এণ্ড কটন মিলস্ লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ জগদীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী। রেজিষ্টার্ড অফিস—১০৬এ, রাজা বসন্ত রায় রোড, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—৫ লক্ষ টাকা। হোসিয়ারী দ্রব্য ও সূতি, পশমী এবং সিল্ক বস্ত্রের কল।

মডার্ণ ষ্টোর্স (ইণ্ডিয়া) লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী। রেজিষ্টার্ড অফিস—১৪২।১, রাসবিহারী এভেনিউ, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—এক লক্ষ টাকা। প্রিণ্টার, লিথোগ্রাফার ও মনোহারী দ্রব্যের ব্যবসা।

কুচবিহার ইণ্ডাষ্ট্রীজ লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ শঙ্করলাল বাজোরিয়া। রেজিষ্টার্ড অফিস—১৭৪, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—এক হাজার টাকা। এজেন্সী ব্যবসা।

ইউনাইটেড কিংডম ক্যারিয়িং কর্পোরেশন লিঃ—সেক্রেটারী মিঃ ভি শ্রীনিবাস। রেজিষ্টার্ড অফিস—১৫, চৌরঙ্গী, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—এক হাজার টাকা। রেলওয়ে এবং ফরওয়ার্ডিং এজেন্টস্।

অস্তি বান্ধব এণ্ড কোং লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ নরেন্দ্রনাথ মিত্র। রেজিষ্টার্ড অফিস—সৎসঙ্গ, পাবনা। অনুমোদিত মূলধন—এক হাজার টাকা। ম্যানেজিং এজেন্টস্ ইত্যাদি।

বেঙ্গল পাইওনীয়ারস্ লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ কে এল কবীর। রেজিষ্টার্ড অফিস—২৯, ওয়াটালু ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—২০ হাজার টাকা। ম্যানেজিং এজেন্টস্ ইত্যাদি।

বিভিন্ন কোম্পানীর লভ্যাংশ

ওয়েভারলি জুট মিলস্ লিঃ—১৯৪৫ সালের ৩১শে জানুয়ারী পর্য্যন্ত ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ১২৷৷০ আনা। পূর্ব্ব ছয় মাসে প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ১০৲ টাকা হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল। **ক্রেগ জুট মিলস্ লিঃ**—১৯৪৫ সালের ৩১শে জানুয়ারী পর্য্যন্ত ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ১২৷৷০ আনা। পূর্ব্ব ষাণ্মাসিক লভ্যাংশের হার ছিল প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ১০৲ টাকা। **দি হুগলী মিলস্ কোং লিঃ**—১৯৪৫ সালের ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ৫০৲ টাকা। পূর্ব্ব বৎসর প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ৪০৲ টাকা হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল। **মহীম লিঃ**—১৯৪৪ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ২৷৷০ আনা। পূর্ব্ব বৎসর প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ৫৲ টাকা হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল।

সাদার্ণ ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস—১৪, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ফোন—ক্যাল ৫৯৮৯

ব্রাঞ্চ—বড়বাজার, শ্যামবাজার, ভবানীপুর, বসিরহাট, খুলনা ও পাটনা

সুবিধাজনক সর্ত্তে গভর্ণমেণ্ট ও মিলিটারী বিলের উপর টাকা ধার দেওয়া হয়

সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

চেয়ারম্যান—মিঃ দেবেন্দ্রনাথ মুখার্জ্জি, মেয়র, কলিকাতা কর্পোরেশন।

ইষ্টার্ণ ট্রেডার্স ব্যাঙ্ক লিঃ

স্থাপিত :—১৯২১ টেলিগ্রাম :—বার্টার

হেড অফিস :—৮৪নং আশুতোষ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা

ফোন সাউথ—২০০

কলিকাতা প্রধান শাখা—৯৭নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট। ফোন : কলি ৪১৭৩

অন্যান্য শাখা অফিস

কলিকাতা—বালীগঞ্জ, ভবানীপুর, শ্যামবাজার, এন্‌টালী, বড়বাজার (১১৮নং ক্রস ষ্ট্রীট)

বাংলা প্রদেশ—হাওড়া, চট্টগ্রাম, ফেণী, নোয়াখালী, চাঁদপুর, পুরাণবাজার, চৌমুহনী, দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও, পটুয়াটুলী, নবাবপুর (ঢাকা), নারায়ণগঞ্জ।

বিহার প্রদেশ—পাটনা, আরা, পূর্ণিয়া, রাঁচী, মজঃফরপুর, পাটনা সিটি এবং ভাগলপুর।

দ্বারভাঙ্গা শাখা ২০শে এপ্রিল খোলা হইয়াছে।

১৪ই মে এলাহাবাদ শাখা ও ১৭ই মে দৌলতগঞ্জ শাখা খোলা হইয়াছে।

শতকরা ৮৲ হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইতেছে।

সেক্রেটারী— টি মজুমদার

ম্যানেজিং ডিরেক্টর— মিঃ এম কে গুহ

বৃষ্টির মুখোমুখি

বৃষ্টি যত প্রবলই হোক না কেন, আপনি নির্ভয়ে তার মুখোমুখি দাঁড়াতে পারেন। ডাকব্যাক বর্ষাতি গায়ে থাকলে এক ফোঁটা বৃষ্টিও আপনাকে স্পর্শ করতে পারবে না। এদেশের প্রবল বৃষ্টির জন্যই বিশেষ উপযোগী করে' ডাকব্যাক তৈরী।

ডাকব্যাক

ভারতের প্রিয় বর্ষাতি

বেঙ্গল ওয়াটার প্রুফ ওয়ার্কস (১৯৪০) লিমিটেড

কলিকাতা নাগপুর বোম্বাই

No. 3

বাজারের হালচাল

টাকা ও বিনিময়

কলিকাতা, ২০শে জুলাই :—সরকার কর্ত্তৃক সম্প্রতি শতকরা ২৷৷০ আনা সুদের ২০ কোটী টাকার ঋণপত্র বিক্রীত হওয়ায়ও কলিকাতার টাকার বাজারে আলোচ্য সপ্তাহে বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই। টাকার যোগানের পরিমাণ এখনও চাহিদার তুলনায় প্রচুর। ব্যাঙ্কসমূহের মধ্যে চাহিবামাত্র পরিশোধের সর্ত্তে ঋণের সুদের হার অপরিবর্ত্তিতই আছে। গত ১৭ই জুলাই ভারত সরকার কর্ত্তৃক আহূত তিন মাসের মেয়াদী ২ কোটী টাকার ট্রেজারী বিলের জন্য মাত্র ৭০ লক্ষ টাকার টেণ্ডার উপস্থাপিত করা হইয়াছিল; উহার মধ্যে ৯৯৸৶০ আনা মূল্যের সমুদয় টেণ্ডার গৃহীত হইয়াছে ও নিম্নতর মূল্যের টেণ্ডার অগ্রাহ্য হইয়াছে। মোট ৫৮ লক্ষ টাকার গৃহীত টেণ্ডারসমূহের গড়-পড়তা সুদের হার শতকরা বার্ষিক ।০ আনা ধার্য্য হইয়াছে। পূর্ব্ব সপ্তাহেও ট্রেজারী বিলের গড়-পড়তা সুদের অনুরূপ হার ছিল।

বিনিময় বাজারে বিশেষ উল্লেখযোগ্য কিছু না ঘটিলেও আলোচ্য সপ্তাহে রপ্তানী যথেষ্ট হইয়াছে। আলোচ্য সপ্তাহে বিনিময় বাজারে নিম্নরূপ হার বলবৎ ছিল :—

টেলিঃ হুণ্ডি (প্রতি টাকায়)	১ শিঃ ৩৵৯ পেঃ
ঐ দর্শনী (,,)	,, ,,
ডি এ তিন মাস (,,)	১ শিঃ ৩৵৯২ ,,
ডি এ চার মাস (,,)	১ শিঃ ৩৵৯২ ,,
ডলার (প্রতি শত)	৩৩২৸০ আনা

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হিসাব :—রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গত ৬ই জুলাই-এর হিসাব হইতে দেখা যায় যে, ঐ তারিখে, ভারতে চলতি নোটের পরিমাণ ছিল ১১৩৮ কোটী ৯৩ লক্ষ ৬১ হাজার টাকা। এক সপ্তাহ পূর্ব্বে এইরূপ নোটের পরিমাণ ছিল ১১৩৬ কোটী ৯৭ লক্ষ ৫ হাজার টাকা। গত ৬ই জুলাই রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কসমূহের চলতি ও স্থায়ী আমানতের পরিমাণ যথাক্রমে ৬২৪ কোটী ৪ লক্ষ ৮১ হাজার টাকা ও ২৪০ কোটী ১৬ লক্ষ ১৮ হাজার টাকা ছিল।

কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার

কলিকাতা, ২০শে জুলাই—গত সপ্তাহের মত আলোচ্য সপ্তাহেও কলিকাতার শেয়ার বাজারে যথেষ্ট কর্ম্মচাঞ্চল্য দেখা যায়; বাজারে প্রায় সমস্ত জনপ্রিয় শেয়ারের চাহিদা বৃদ্ধি পায় এবং মূল্যের দিক হইতেও উল্লেখযোগ্য উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। সম্প্রতি ভারত গবর্ণমেণ্ট শতকরা বার্ষিক ২৷৷০ টাকা সুদের ২০ কোটী টাকার অল্প মেয়াদী ঋণপত্র (১৯৫০) ঘোষণা করার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সমস্ত বিক্রয় হইয়া যাওয়ার দরুণ ব্যবসায়ী মহল নির্ভরযোগ্য উপায় হিসাবে টাকা খাটাইবার জন্য শেয়ার বাজারের দিকেই বিশেষভাবে ঝুঁকিয়া পড়েন এবং ইহার দরুণ শেয়ার ক্রয়ে বহু জনগণের সংখ্যাধিক্যই আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার বাজারে তেজীভাবের প্রধানতম কারণ। তবে আলোচ্য সপ্তাহের শেষ দুই দিন কলিকাতার শেয়ার বাজারে শেয়ারসমূহের মূল্যে তেমন কোন উল্লেখযোগ্য উন্নতি দেখা যায় নাই। আলোচ্য সপ্তাহের মধ্যভাগে বোম্বাইয়ের শেয়ার বাজারে জাপান সন্ধি প্রস্তাব করিয়াছে, এইরূপ যে মনোভাব সঞ্চারিত হইয়াছিল, কলিকাতার শেয়ার বাজারেও এইরূপ মনোভাব সঞ্চারিত হওয়ার ফলেই আলোচ্য সপ্তাহের শেষ দুই দিন কলিকাতার শেয়ার বাজারের প্রায় অধিকাংশ শেয়ারের কোন মূল্যবৃদ্ধি হয় নাই। মোটের উপর আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার বাজারে মোটামুটি তেজীভাব বর্ত্তমান ছিল এবং প্রায় সমস্ত শেয়ারের বিকিকিনিও বিশেষভাবে বৃদ্ধি পায়।

কোম্পানীর কাগজ—আলোচ্য সপ্তাহে কোম্পানীর কাগজ এবং ঋণপত্রসমূহের বিকিকিনি সীমাবদ্ধ হইলেও মূল্যের দিক হইতে কিন্তু উল্লেখযোগ্য উন্নতি পরিদৃষ্ট হয়। কোম্পানীর কাগজ এবং ঋণপত্রসমূহের ক্রেতার অভাবের দরুণই আলোচ্য সপ্তাহে কোম্পানীর কাগজ ও ঋণপত্রসমূহের বিকিকিনি গত সপ্তাহের তুলনায় সীমাবদ্ধ হয়।

চটকল—আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার বাজারে চটকলসমূহের শেয়ারেরই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মূল্য বৃদ্ধি ঘটে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউ এন আর আর এ কর্ত্তৃক পাটজাত দ্রব্যের আরও অর্ডার আসার সম্ভাবনার জন্যই চটকলসমূহের মূল্য বৃদ্ধির প্রধানতম কারণ বলিয়া প্রকাশ।

কয়লা খনি—আলোচ্য সপ্তাহেও চটকলের শেয়ারসমূহের মূল্যবৃদ্ধির সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া কয়লা খনির শেয়ারসমূহেও বিকিকিনি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মূল্যের দিক হইতেও উল্লেখযোগ্য উন্নতি পরিস্ফুট হইয়া উঠে।

পাটের বাজার

কলিকাতা, ২০শে জুলাই—আলোচ্য সপ্তাহে আবার পাটজাত দ্রব্যের বাজারে মন্দার সূচনা হইতেছিল কিন্তু কতকটা কয়লার অভাবে এবং

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক লিমিটেড
হেড অফিস : ৭, সোয়ালো লেন, কলিকাতা। ফোন ক্যাল, ৫৪৯
বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা, আসাম ও যুক্তপ্রদেশের নানা কেন্দ্রে ৩৫টির অধিক শাখা।
সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয় এবং শেয়ার ক্রয় বিক্রয়ে গ্রাহকদের বিশেষভাবে সাহায্য করা হয়।
ম্যানেজিং ডিরেক্টর : শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

সুবারবন ব্যাঙ্ক লিমিটেড
হেড অফিস—২২নং ষ্ট্র্যাণ্ড রোড, কলিকাতা। ফোন : ক্যাল—৪৮৬১
শাখাসমূহ
টালীগঞ্জ (৫৪নং টালীগঞ্জ সারকুলার রোড), দক্ষিণ কলিকাতা (২৬।১, রসা রোড), টালা, দমদম, বরানগর, আলমবাজার ও দেওঘর
ম্যানেজিং ডাইরেক্টর : মিঃ বি সি দাস, এম-এ, বি-এল

প্যাসিফিক ব্যাঙ্ক লিমিটেড
হেড অফিস ঃ—৮, লায়ন্স রেঞ্জ, কলিকাতা
প্রগতিশীল জাতীয় প্রতিষ্ঠান
সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়
ভারতের প্রধান প্রধান ব্যবসাকেন্দ্রে শাখা অফিস আছে।
চেয়ারম্যান—রঘুবর নারায়ণ সিংহ

যশোহর-খুলনা ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিমিটেড
হেড অফিস :—
১২নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা
টেলি { ফোন—ক্যাল : ২০৪৪ / গ্রাম—যেশখু
শাখা :—
১৩৯বি, রসা রোড, ভবানীপুর
টেলিফোন—সাউথ ২০৪৬
চেয়ারম্যান—রায় শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষ বাহাদুর
জেনারেল ম্যানেজার—শ্রীহরেন্দ্রনাথ ঘোষ, এম, এ, বি-এল,
সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়
২৫শে জুলাই খুলনা শাখা খোলা হইবে।
যশোহর, নড়াইল ও বাগেরহাটে শীঘ্রই শাখা খোলা হইবে।

বিশেষতঃ সরকার কর্ত্তৃক একটি অর্ডার উপস্থাপিত করায় পাটদ্রব্যের মূল্যে বিশেষ অবনতি দেখা যায় নাই। আলোচ্য সপ্তাহে দৈনিক গড়ে ৩২ মালগাড়ী কয়লা কলিকাতায় আমদানী হয়। কয়লার যোগান এত হ্রাস পাওয়ায় কয়েকটা মিল কাজ বন্ধ করিতে বাধ্য হইয়াছে। কয়লার অবস্থার কোন উন্নতি না হইলে উৎপাদন কমিয়া যাওয়ায় অদূর ভবিষ্যতে পাটজাত দ্রব্যের মূল্যে উন্নতি দেখা যাইতে পারে। গত জুন মাসে কলিকাতা হইতে মোট ১ লক্ষ ৩ হাজার গাঁইট পাট রপ্তানী হইয়াছে —মে মাসে রপ্তানী হইয়াছিল ৯৬ হাজার গাঁইট।

পাটের বাজারে আলোচ্য সপ্তাহে মন্দা পরিলক্ষিত হয়। সোজাসুজি আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে সামান্য পাট আলোচ্য সপ্তাহে রপ্তানী হইয়াছে।

মফঃস্বলে নূতন ও পুরাতন উভয় শ্রেণীর পাটই কম আমদানী হইতেছে। আলোচ্য সপ্তাহে নূতন পাট পূর্ব্ব সপ্তাহ অপেক্ষা কিছু বেশী আমদানী হইলেও বাজার তেজী এবং ঐ বেশ চড়া দামেই কারবার হইতেছে। ক্রেতাদের মধ্যে ইউরোপীয়-দেরই আধিক্য লক্ষিত হয়। ফসলের পক্ষে আবহাওয়া অনুকূল হইলেও স্থানে স্থানে নদীসমূহে জল কিছু কমিয়া যাওয়ায় যে সব পাট জলে ছিল তাহাদের সামান্য ক্ষতি হইতে পারে।

আলগা পাটের বাজারে অপেক্ষাকৃত মন্দা লক্ষিত হইয়াছে। আলোচ্য সপ্তাহে সাধারণ দর পূর্ব্ব সপ্তাহ অপেক্ষা মণপ্রতি ।০ আনা কম। সুপারভাইজড্ জাত তোষা বটম শ্রেণীর পাট সম্প্রতি ১৩৲ টাকা দরে অল্প-বিকিকিনি হইয়াছে।

পাকাগাঁইট বিভাগেও বিশেষ কারবার আলোচ্য সপ্তাহে হয় নাই। স্পেশ্যাল ফার্ষ্ট শ্রেণী ৮৩৲ দরে, স্পেশ্যাল লাইটনিংস্ ৭৬৲ দরে ও ডাণ্ডী ডেইজী সর্ব্বনিম্ন দরে কিছু কারবার হইয়াছে।

তুলা ও কাপড়

কলিকাতা, ২০শে জুলাই—বোম্বাইয়ের তুলার বাজারে গত সপ্তাহের তুলনায় সাধারণভাবে তেমন কোন নূতন পরিস্থিতির উদ্ভব না হইলেও, আলোচ্য সপ্তাহে বোম্বাইয়ের তুলার দরে বেশ উঠা-নামা করিয়াছে। সপ্তাহের প্রথমভাগে ক্রেতাধিক্যের দরুণ বোম্বাইয়ের তুলার দরে তেজীভাব পরিলক্ষিত হয়, সপ্তাহের মধ্যভাগে বিক্রেতাগণের মধ্যে অস্থিরতা দেখা দেওয়ার ফলে বোম্বাইয়ের তুলার দরে অবনতি দেখা দেয় এবং সপ্তাহের শেষভাগে বোম্বাইয়ের তুলার দরে আরও অবনতি পরিলক্ষিত হয়।

কাপড়—আলোচ্য সপ্তাহেও কলিকাতার কাপড়ের বাজারে তেমন কোন উল্লেখযোগ্য নূতন পরিস্থিতির উদ্ভব হয় নাই।

সোনা ও রূপা

কলিকাতা, ২০শে জুলাই—গত সপ্তাহের তুলনায় আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতা ও বোম্বাইয়ের বাজারে সোনার দরে তেজীভাব পরিলক্ষিত হয়। সম্প্রতি ভারত গবর্ণমেণ্ট শতকরা বার্ষিক ২৷৷০ টাকা সুদের ২০ কোটি টাকার অল্প মেয়াদী ঋণপত্র (১৯৫০) ঘোষণা করার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সমস্তই বিক্রয় হইয়া যাওয়ার ফলে লাভান্বেষিগণ সোনা ক্রয় করার দিকে বিশেষভাবে জোর দেওয়ার দরুণ আলোচ্য সপ্তাহে সোনার দরের তেজী ভাবের প্রধানতম কারণ। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক গত সপ্তাহে ১ লক্ষ তোলা সোনা বিক্রয় করিয়াছিলেন। আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক (সোমবার হইতে অদ্য শুক্রবার পর্য্যন্ত) ১ লক্ষ ৩ হাজার তোলা সোনা বিক্রয় করিয়াছেন।

রূপা—সোনার দর বৃদ্ধির সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতা ও বোম্বাই-য়ের বাজারে রূপার দরেও উল্লেখযোগ্য তেজী ভাব পরিলক্ষিত হয়। এতদ্ব্যতীত রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য রূপা বিক্রয় বন্ধ করিয়া দেওয়ার দরুণও লাভান্বেষিগণ প্রচুর রূপা সঞ্চয়ের দিকে জোর দিয়াছেন।

ক্রিসেণ্ট কমারসিয়াল ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া লিঃ
৫৭, রাধাবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা ● ম্যাঃ ডিঃ—মিঃ বি, নারায়ণ চৌধুরী।

ক্লিয়ারিং-এর সুবিধা সহ জাতীয় আর্থিক প্রতিষ্ঠান
শিলং ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন লিঃ
টেলি: SHILLBANK হেড অফিস—শিলং ফোন: শিলং—১৬৬
কলিকাতা শাখা :—১৫নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, টেলি: BANKSHILLO ফোন: ক্যাল ৪৪৫৪
অন্যান্য শাখা—শ্রীহট্ট, হবিগঞ্জ, করিমগঞ্জ, গৌহাটী ও নওগাঁ (আসাম)।
শ্রীপ্রফুল্লকুমার চৌধুরী, ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

দাশ ব্যাঙ্ক লিমিটেড্
৯-এ ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
চেয়ারম্যান—কর্ম্মবীর আলামোহন দাশ
আধুনিক সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

কোথায় টাকা রাখিবেন?
বেঙ্গল মেট্রোপলিটন
ব্যাঙ্ক লিমিটেড
হেড অফিস :—৩, মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড, কলিকাতা।

সাবান প্রস্তুতের
যাবতীয় জিনিষ—সিলিকেট সোডা ● সোপষ্টোন পাউডার ● কষ্টিক সোডা ● রজন ● সিট্রোনেলা অয়েল ● রঙ ● হাইড্রোমিটার ● প্রভৃতি পাইবেন
ফোন :—
বড়বাজার :—১৩৯৭ অফিস
„ :—১৫৯২ ফ্যাক্টরী
টেলিগ্রাম—"চীনামাটী"
কলিকাতা মিনারেল সাপ্লাই কোং লিঃ
৩১, অ্যাকসন লেন, কলিকাতা

পোষ্ট বক্স নং—২৪০৩ টেলিগ্রাম—'লেনদেন', কলিঃ
বগুড়া সিটি ব্যাঙ্ক লিঃ
হেড অফিস :—
১৫বি, ক্লাইভ রো, কলিকাতা।
সুবিধাজনক সর্ত্তে সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।
ভারতে ৩৫টি প্রধান প্রধান স্থানে ও ব্যবসায় কেন্দ্রে শাখা অফিস আছে।
ম্যানেজিং ডাইরেক্টর—এম, এল, মিত্র
এসিষ্ট্যাণ্ট ম্যানেজিং ডাইরেক্টর বি সেন।
সুপারভাইজিং ডাইরেক্টর এইচ, সি, মিত্র

সাপ্তাহিক বাজার দর

	১৩ই জুলাই	১৬ই জুলাই	১৭ই জুলাই	১৮ই জুলাই	১৯শে জুলাই	২০শে জুলাই
সোনার দর—প্রতি ভরি (কলিকাতা) ...	৭৮।০	৭৯৲	৭৯৲	৭৯।০	৭৯।৶০	৭৯৷৷০
ঐ ঐ (বোম্বাই) ...	—	৭৯৷৷৶০	৭৯৷৷৶০	৭৯।০	৭৯৶০	৭৯।৶০
রূপার দর—প্রতি ১০০ ভরি (কলিকাতা) ...	১৩৬।০	১৩৭৸০	১৩৮।০	১৩৮।০	১৩৮।০	১৩৯।০
ঐ ঐ (বোম্বাই) ...	—	১৩৮।৶০	১৩৭৷৷৶০	১৩৭।৶০	১৩৮।০	১৩৯৲
গিনির দর—প্রতিখানা (কলিকাতা) ...	৫৩৶০	৫৩।০	৫৩।০	৫৩৶০	৫৩৸০	৫৪৶০
ঐ ঐ (বোম্বাই) ...	—	৫৩৸০	৫৪৲	৫৪৲	৫৪৲	৫৪৲
রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সুদের হার (শতকরা বার্ষিক) ...	৩৲	৩৲	৩৲	৩৲	৩৲	৩৲
কোম্পানীর কাগজ—						
কোম্পানীর কাগজ—শতকরা ৩৲ সুদের ...	—	৯৫৷৷৶০-৯৫৷৷০	৯৫৷৷৶০	৯৫৸০-৯৫।৶০	৯৫৷৷০-৯৫।৶০	—
ঐ ঐ ৩৷৷০ টাকা সুদের ...	১০২৸০-১০২৷৷৶০	১০২৸৶০-১০২৸০	১০৩৶০-১০২৷৷৶০	১০২৸০-১০২৸০	১০৩৶০-১০২৷৷৶০	—
৩৲ টাকা সুদের ঋণপত্র (১৯৬৩-৬৫) ...	৯৯।৶০	৯৯৶০	৯৯।০	৯৯।০	—	—
৩৲ টাকা সুদের ঋণপত্র (১৯৬৬-৬৮) ...	—	—	—	—	—	—
৪৲ টাকা সুদের ঋণপত্র (১৯৬০-৭০) ...	১১৩।০	১১৩।৵০	—	—	—	—
৫৲ টাকা সুদের ঋণপত্র (১৯৪৫-৫৫) ...	—	—	—	—	—	—
ইঞ্জিনিয়ারিং ও ইলেকট্রিক—						
ইণ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড ষ্টীল কোং লিঃ ...	৪১৸০-৪১৷৷৶০	৪২৶০-৪১৷৷৶০	৪২৸০-৪২।০	৪২৷৷৶০-৪২।৶০	৪২।৵০-৪২।০	৪২৷৷৵০-৪২।৵০
ষ্টীল কর্পোরেশন—অর্ডি ...	৩৪৲-৩৩৸০	৩৪৶০-৩৩৸০	৩৪৷৷৶০-৩৪।৶০	৩৪৷৷০-৩৪৶০	৩৪৶০-৩৪৲	৩৪।৶০-৩৪৶০
কুমারধুবী—অর্ডি ...	১২৶০-১১৸৶০	১২৶০-১২৲	১২।০-১২৲	১২।০-১২।০	১২।০-১২৶০	১২৷৷৶০-১২।০
ব্রেইতওয়েইট ...	১৩।৶০-১৩।০	১৩৷৷০-১৩।৶০	১৩৸০-১৩৷৷০	১৩৸০-১৩৷৷০	১৩৷৷৶০	১৩৸০-১৩৷৷০
জেসপ ...	২৭৶০-২৬৸০	২৬৸৶০-২৬৸০	২৭।৶০-২৬৸৶০	২৭৶০-২৬৸৶০	২৭।০-২৭৲	২৭৷৷৶০-২৭।৶০
মার্শালস্ ...	৬।৶০-৬৶০	৬।৶০-৬।০	৬।৶০-৬।০	৬৷৷০-৬।৶০	৬৷৷০-৬।৶০	৭৶০-৬৷৷০
ন্যাশনাল আয়রণ এণ্ড ষ্টীল ...	১৩৲-১২৸৶০	১৩৶০-১২৸৶০	১৩৶০-১২৸৶০	১৩৶০-১৩৲	১৩৲	১৩৶০-১৩৲
আর্থার বাটলার ...	—	—	—	—	২৫৸০-২৫৷৷৶০	—
হিন্দুস্থান মোটরস্ ...	৪।৶০-৪।৶১৫	৪।৶০	৪৷৷০-৪।৶০	৪৷৷১০-৪।৶১০	৪৷৷০	৪।৶১০-৪।৶১৫
ক্যালকাটা ইনসিওরেন্স ...	১২৶০	১২৷৷০	১২৷৷০	১২৷৷০	১২৷৷০	১২৷৷০
খনি—বার্মা কর্পোরেশন ...	৫৷৷৶০	৫৷৷৶০-৫৷৷৶০	৫৷৷৶০	৫৷৷৶০-৫৷৷০	৫৷৷৶০-৫৷৷০	৫৸০-৫৷৷০
ইণ্ডিয়ান কপার কর্পোরেশন ...	৩।০	৩।০	৩।৶০-৩।০	৩।৶০	৩।৶০-৩৶০	৩৷৷০-৩।০
ব্যাঙ্ক—রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া ...	১৪০৲	১৪০৲-১৩৯৷৷০	১৪০৲-১৩৯৲	১৪০৷৷০	১৩৯৷৷০	—
ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক ...	২৮৷৷০	২৯৲-২৮৲	২৯৲	—	২৮।০-২৮৲	২৮৷৷০-২৮৲
ক্যালকাটা ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক ...	—	১৬৲-১৫৸০	—	—	—	—
বেঙ্গল সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক ...	১৩৶৶০-১৩।৶০	১৩।৶০	১৩।১০	১৩।৶০	—	১৩।৶০
কুমিল্লা ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন ...	১৪৷৷০-১৪।৶০	১৪৷৷০	১৪৷৷০	—	—	১৪৷৷০
মহালক্ষ্মী ব্যাঙ্ক ...	—	—	—	—	—	—
মিউ ষ্ট্যাণ্ডার্ড ব্যাঙ্ক ...	—	—	—	—	—	—
হিন্দুস্থান কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক ...	—	—	—	৫৫৲	—	—
নাথ ব্যাঙ্ক ...	—	৩০৲	৩০।০-২৯৸০	৩১।০-৩০৲	৩২।০-৩১।০	৩২।০-৩১৸০
কয়লা—বরাকর কোল্ কোং ...	৪৪৸৶০-৪৪৷৷০	৪৬৶০-৪৫৲	৪৭।০-৪৬৶০	৪৭৶০-৪৬৷৷০	৪৬।৵০-৪৫৸৶০	৪৬৸৶০-৪৬৷৷০
তালচের	—	১৪।৶০-১৪।০	১৪৷৷৶০-১৪৶০	১৪৷৷০-১৪।৶০	১৪।৶০-১৪।৶০	১৫৲-১৪।৶০
রাণীগঞ্জ	৬৭৷৷৶০-৬৭।০	৬৭৸০	৬৯৲-৬৮৷৷০	৬৮৷৷০	৬৭৷৷৶০	—
ইকুইটেবল	৭৩।৶০-৭৩।০	৭৩৸০-৭৩।৶০	৭৪৸০-৭৪।০	৭৪৷৷০-৭৪৲	৭৪৲-৭৩৸০	৭৪৶০-৭৪।০
সাউথ করণপুরা ...	৩৬৷৷০-৩৫৸০	৩৭৷৷০-৩৬৷৷৶০	৩৭৸৶০-৩৭৶০	৩৭।০-৩৬৷৷৶০	৩৬৷৷৶০-৩৬।০	৩৭৶০-৩৬৷৷৶০
ভুলনবরারি ...	৩৬৲-৩৫৷৷০	৩৬৲-৩৫৸৶০	৩৬৷৷৶০-৩৫৸৶০	৩৬৷৷০-৩৬৶০	৩৬৶০	৩৬।০-৩৬।০
সেণ্ট্রাল কারকেণ্ড ...	—	—	—	—	—	—
মিউ চুরুলিয়া ...	১৪৲-১৩৸৶০	১৪৶০-১৪৲	১৪৶০-১৩৸৶০	১৪৲-১৩৸০	১৫৲-১৩৸৶০	১৫৷৷০-১৫৲
ষ্ট্যাণ্ডার্ড ...	৪৬৷৷৶০-৪৫৷৷০	৪৮৷৷০-৪৭।০	৪৮৷৷০-৪৮৲	—	—	৪৭৷৷৶০

দি কুমিল্লা ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিঃ

রেজিষ্টার্ড অফিস—৪নং, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। স্থাপিত—১৯২২

ডিপজিট ৯,৫০,০০,০০০৲ টাকার উর্দ্ধে
কার্য্যকরী মূলধন ১১,০০,০০,০০০৲ টাকার উর্দ্ধে

কলিকাতা অফিস—৪নং, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, ২২৫, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট (কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট), ৯৯এ, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট (শ্যামবাজার), ১৩৯বি, রসা রোড, (ভবানীপুর)।

বাংলা, বিহার, বোম্বাই ও আসামের প্রধান প্রধান ব্যবসাকেন্দ্রে শাখা অবস্থিত।

গত ৭।৬।৪৫ ইং তারিখে ভাগলপুর শাখা খোলা হইয়াছে।

লণ্ডন এজেণ্টস্—বারক্লেজ ব্যাঙ্ক লিমিটেড। আমেরিকা এজেণ্টস্—গ্যারাণ্টি ট্রাষ্ট কোং অফ নিউ ইয়র্ক। অষ্ট্রেলিয়া এজেণ্টস্—ব্যাঙ্ক অফ নিউ সাউথ ওয়েলস্, সিডনি। মিড্‌ল ইষ্ট এজেণ্টস্—বারক্লেজ ব্যাঙ্ক লিমিটেড।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—ডাঃ এস, বি, দত্ত, এম-এ, বি-এল, পি-এইচ-ডি (ইকন) লণ্ডন, বার-এ্যাট-ল

হেডঅফিস বি.বি. ৪১৮ ★ স্থাপিত ১৯২৯ ★ ক্লাইভ ষ্ট্রীট বি.বি.২৯৮০

প্রবর্ত্তক ব্যাঙ্ক

লিমিটেড

৬১,বহুবাজার ষ্ট্রীট ★ ৮১,ক্লাইভ ষ্ট্রীট

কলিকাতা

অন্যান্য শাখা :—চট্টগ্রাম, চন্দননগর, রাজসাহী, সিরাজগঞ্জ, জলপাইগুড়ি, মৈমনসিং ও সান্তাহার।

— সুদের হার —

কারেণ্ট ১/২% সেভিং ব্যাঙ্ক ২%

বাজার চলতি শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় হয়। অন্যান্য ডিপোজিট, লোন ও ওভারড্রাফট্ সম্বন্ধে পত্র লিখুন।

চেয়ারম্যান : শ্রী মতিলাল রায়।

সাপ্তাহিক বাজার দর

	১৩ই জুলাই	১৬ই জুলাই	১৭ই জুলাই	১৮ই জুলাই	১৯শে জুলাই	২০শে জুলাই
কাপড়ের কল—নিউ ভিক্টোরিয়া কটন মিলস লিঃ	৮/০-৭৸৵০	৮।৵০-৭৸৶০	৮৷৷০-৮।০	৮।৶০-৮৶০	৮৷৷০-৮।৵০	৮৷৷৵০-৮।৵০
বেনারস	—	১১।৵০	১১।৵০	১১।৵০	১১৷৷০-১১।৵০	—
কানপুর টেক্সটাইলস্	১৩৵০	১৩৷০-১৩/০	১৩৸০-১৩।৶০	১৩৸৵০-১৩৷৷০	১৩৸০-১৩৷৶০	১৩৸০-১৩৷৷০
এলগিন কটন মিলস লিঃ	৬৮।০	৬৮৷৷০	৭০।০-৬৯৲	৭০।০-৬৯৷৷০	৭০৷৷০-৬৯৷৷০	৭১৷৷০
কেশোরাম	—	১৯৷৷০-১৯।০	২০৲-১৯৷৷৶০	১৯৸০-১৯৷৷৶০	১৯৸০-১৯৷৷৶০	—
বঙ্গশ্রী	—	—	—	—	১৪৷৷০	১৪৷৷০
বঙ্গেশ্বরী কটন মিলস্	—	—	—	৭।৵০	৭।৵০	৭৷৷০
কাগজের কল—ইণ্ডিয়া পেপার পাল্প লিঃ	২৪২৲-২৪১৲	২৪১৲-২৪০৲	—	—	২৪০৲	—
শ্রীগোপাল পেপার মিলস লিঃ	১৮।৶০-১৮।৵০	১৮৷৷০	—	—	১৮৷৷০	—
টিটাগড়	৩২৲-৩১৷৷৵০	৩২৲-৩১৷৷৶০	৩২৷৷০-৩২।০	৩২৷৷০-৩২৲	৩২৵০-৩২৲	৩৩৲-৩২৷৷০
চটকল—অকল্যাণ্ড জুট মিলস লিঃ	৩৬৭৲-৩৬০৲	৩৭৫৲ ৩৫৬৲	৩৯০৲-৩৮৫৲	৩৮৬৲-৩৭৯৷৷০	৩৮২৲-৩৮১৲	৩৮৮৲-৩৮১৲
এ্যাংলো ইণ্ডিয়া জুট মিলস লিঃ	৫২৪৲-৫১৮৲	৫২৪৲-৫২০৲	৫৩৬৲-৫৩৩৲	৫৩২৲-৫২৪৲	৫২৭৲-৫২৪৲	৫৩৬৲-৫২৭৲
কামারহাটি „ „ „	৭৯৪৲-৭৮৮৲	—	৮০২৲-৭৯৮৲	৮০০৲-৭৯৪৲	—	৮০২৲
নদীয়া „ „ „	১৪০৲-১৩৯৷৷০	১৪২৲-১৪০৲	১৪৫৲-১৪০৷৷০	১৪৪৲-১৪২৲	১৪৮৲-১৪৬৲	১৫১৲-১৪৮৲
প্রেসিডেন্সী „ „ „	১৩৷৷৵০-১৩৷৵০	১৩৷৷৵০	১৩৷৷৵০-১৩৷৷০	১৩৷৷৵০-১৩৷৷০	১৩৸০-১৩৷৷৵০	১৫৷৷০-১৪৸০
রিলায়েন্স „ „ „	৮২৷৷৵০-৮২৲	৮৪৷০-৮২।০	৮৬৲-৮৪৸০	৮৫৷৷০-৮৪৸০	৮৬।৵০-৫৮৷৷০	৮৭।০-৮৬৷৷০
কাঁকনাড়া „ „ „	৬৭১৲-৬৬৩৲	৬৭২৲-৬৬৫৲	৬৭৬৲	৬৬৭৲	৬৭৩৲	৬৭৬৲-৬৭২৷৷০
হাওড়া „ „ „	৯৫।০-৯৪৷৷৶০	৯৫৸০-৯৫৵০	৯৬৷৶০-৯৫৷৷৶০	৯৬৷৷০-৯৬।০	৯৬৲	৯৭৲-৯৬৸০
ডালহৌসী „ „ „	৩৯০৲-৩৮৬৲	৪১৫৲-৩৮৮৲	৪২২৲-৪১৫৲	৪১৮৲-৪১২৲	৪১৬৲-৪১৫৲	৪২০৲-৪১৭৲
বজবজ „ „ „	৬০৩৲	৬০১৷৷০	৬০৫৲-৬০৩৲	৬০৪৲-৬০৩৲	—	৬০৩৲
ষ্ট্যাণ্ডার্ড „ „ „	৩৩৩৲	৩৩৬৲-৩৩৪৲	৩৪৮৲-৩৪০৲	৩৪৩৲-৩৪১৲	৩৪৪৲	৩৪৬৲-৩৪০৲
এলায়েন্স „ „ „	—	—	৭৫০৲ ৭৪৩৲	৭৭৫৲	৭৫১৲	—
চিনির কল—বেলসুন্দ সুগার কোং লিঃ	১৭/০-১৬৷৷০	১৮/০-১৭।০	১৮৲-১৭।৵০	১৭৷৷০-১৭৲	১৭।০-১৬৸৵০	১৭৲-১৬৸৵০
চম্পারণ সুগার কোং লিঃ	৪০৵০-৪০৲	৪০।০-৪০৲	৪০৷৷৵০-৪০।৵০	৪০৷৷০-৪০।০	৪০৸০-৪০৷৷০	৪১৵০-৪০৸৵০
কেরু এণ্ড কোং লিঃ	৩০৷৷৵০-৩০৵০	৩০৷৷০-৩০৵০	৩১৲-৩০৷৷৵০	৩১৲-৩০৷৷০	৩০।৵০	৩০৷৷৵০-৩০৷৷০
চা বাগান—চন্দননগর টি	—	—	—	—	—	—
ইষ্টার্ণ হিন্দুস্থান „ „ „	—	—	—	—	—	—
কল্যাণী „ „ „	—	—	—	—	—	—
লেবং এণ্ড মিনারেল	—	—	—	১২৲	১২৲	—
তেজপুর „ „ „	২১৸০	২২৷৷৵০-২২৷৷০	—	২৩।৵০	—	—
বিশ্বনাথ „ „ „	৪৫৵০	৪৮৲-৪৬৸০	৪৮৷৷৵০-৪৮৲	৪৮।০	৪৯/০-৪৮।৵০	—
বিবিধ—ডালমিয়া সিমেণ্ট কোং লিঃ	১৭।৶০-১৭।৵০	১৭৷৷০-১৭৷৷০	—	১৭৷৷০-১৭৲	১৭৷৶০-১৭৷৷০	১৭৸০
বি আই কর্পোরেশন	৬৸০	৬৸৶০-৬৸৵০	৭।৵০-৭৶০	৭৸৶০-৭।০	৮৷৷৵০-৮/০	৮৷৷৵০-৮৵০
মেদিনীপুর জমিদারী কোং লিঃ	২০১৷৷০-১৯০৲	২০২৲-১৯৮৲	২০২৲-২০০৲	১৯৯৷৷০-১৯৯	১৯৯৲-১৯৭৲	২০২৲-১৯২৲
রোটাস ইণ্ডাষ্ট্রীজ লিঃ	১৬৸০-১৬৷৷৵০	১৭৲-১৬৸০	১৮৵০-১৭।০	১৮৲-১৭৸০	১৭৸০-১৭৷৷০	১৭৸০-১৭৷৷০
ইণ্ডিয়া জেনারেল নেভিগেশন কোং লিঃ	২২০৷৷০-২১৭৲	২২০৲-২১৮৲	২২৩৲-২১৮৲	২১০৲-২১৪৲	২১৩৲-২১২৲	২১৭৲-২১৪৲
আসাম-বেঙ্গল সিমেণ্ট „ „	—	১৯৷৷৵০	—	১৯৸০-১৯৷৷৵০	—	২০/০-১৯৷৷৵০
ক্যাশনাল ইনসুলেটেড কেবলস	—	—	—	—	—	—
নিউ এসিয়াটিক ইনসিওরেন্স	১০৷৷৵০	১০৷৷৵০	১০৷৷৶০-১০৷৷৵০	১০৸০	—	—

কোম্পানীর পরিচালনাধীনে প্রতাপগড় টি এষ্টেট এবং প্রতাপগড় এগ্রিকালচারেল গার্ডেন ও ফলবাগান আছে। ফলবাগানটি পরিবর্দ্ধন ও অন্যান্য কার্য্যের জন্য সেন্ট্রাল গভর্ণমেণ্ট হইতে প্রতি শেয়ারে ১০৲ টাকা হিসাবে ১৫,০০০ পনের হাজার শেয়ার বিক্রয়ের অনুমতি পাওয়া গিয়াছে।

দি

ত্রিপুরা হিল ডেভলপমেণ্ট

কোং লিমিটেড

রেজিষ্টার্ড অফিস—আখাউরা (বি এণ্ড এ রেলওয়ে)

প্রধান অফিস—আগরতলা (ত্রিপুরা ষ্টেট)

ডিভিডেণ্ড ৫% হিসাবে দেওয়া হইয়াছে।

কোম্পানীটি ত্রিপুরা মডার্ণ ব্যাঙ্ক লিমিটেডের ম্যানেজিং ডিরেক্টর

রাজসভাভূষণ শ্রীযুত হরিদাস ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের

সুপরিচালনাধীনে আছে।

শেয়ার বিক্রয় করিবার জন্য ডিফেন্স অব ইণ্ডিয়া রুলের ৯৪-এ ধারা অনুসারে কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টের অনুমতি পাওয়া গিয়াছে। ইহা পরিষ্কারভাবে জানিবেন যে, এই অনুমতি দানের জন্য কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্ট কোন পরিকল্পনার আর্থিক অবস্থার কিম্বা বিবৃতির সত্যতা অথবা কোন মতামতের জন্য দায়ী নন।

টেলিগ্রাম—Assambank

টেলিফোন—কলিঃ ৬৯৪০

দি ব্যাঙ্ক অব আসাম

— লিমিটেড —

(১৯৩৮ সালে স্থাপিত)

হেড অফিস—শিলং

কলিকাতা অফিস—৬ নং ক্লাইভ রো।

শাখাসমূহ :—বড়পেটা, ধুবড়ী, গৌহাটী, গোয়ালপাড়া, নওগাঁ (আসাম)।

আদায়ীকৃত মূলধন ও রিজার্ভ— ৬,০০,০০০৲ টাকার উপর

আমানত— ৬০,০০,০০০৲ টাকা

কার্য্যকরী মূলধন ৭৪,০০,০০০৲ টাকা

ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত সমস্ত প্রকার কাজ করা হয়।

এ বি দত্ত, এম-এ, এফ আর ইকন

এস, এ আই বি'র (লণ্ডন) সার্টিফিকেটপ্রাপ্ত

কলিকাতাস্থ এজেণ্ট।

এইচ ব্যানার্জ্জি, বি-এ,

এ আই বি'র (লণ্ডন) সার্টিফিকেটপ্রাপ্ত

ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

শীর্ষের চারিটি

ব্রিজ খেলার "নোট্রাম্পের" চারটী টেক্কার মতই জুয়েলের সুপ্রসিদ্ধ কেশতৈল চতুষ্টয়—ইহাদের দীর্ঘস্থায়ী সুরভি ও অনুপম গুণের জন্যই তৈল জগতে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া শ্রেষ্ঠ সম্মান লাভ করিয়াছে।

♠ কোকোলা ♣ জুয়েল আমলা
♠ কল্যানী ♦ ত্রিগুণ
কেশ তৈল
জুয়েল অফ্ ইণ্ডিয়া, কলিকাতা

অক্ষয় কুমার লাহা
রেডিয়াম মার্বে সিমেন্ট কলার
বাড়ীর রং কারখানার রং
৯নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট কলিকাতা

আর মিত্রের ময়ূরমার্কা তিলতৈল
মাথা ঠাণ্ডা রাখে চুল উঠা বন্ধ করে
আর মিত্র — পারফিউমার
২৭ নং বিবেকানন্দ রোড, কলিকাতা

গত ১৯শে জুন কনট সার্কাসে
নয়া দিল্লী শাখা খোলা হইয়াছে।
—অন্যান্য শাখাসমূহ—
বড়বাজার, বহুবাজার, কালীঘাট, শ্যামবাজার, ল্যান্সডাউন রোড, খিদিরপুর, কলেজ ষ্ট্রীট, ডায়মণ্ডহারবার, বেহালা, বাটানগর, বজবজ, ঘাটশিলা, মধুপুর, সিলেট, কারসিয়ং, মেদিনীপুর, বিষ্ণুপুর, শিলিগুড়ি ও দিল্লী।
সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়
শ্রীব্যাঙ্ক লিঃ
৩-১, ব্যাংকশাল ষ্ট্রীট, কলিকাতা

এরিয়ান ব্যাঙ্ক লিঃ
৯নং ক্লাইভ রো, কলিকাতা।
* ক্লিয়ারীং সুবিধাপ্রাপ্ত জাতীয় ব্যাঙ্ক।
* আসাম, বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা, মধ্যপ্রদেশ ও যুক্তপ্রদেশে বড় বড় ব্যবসাকেন্দ্রে শাখা আছে।
* বিদেশী মাল আমদানী রপ্তানীর জন্য লেটার অব ক্রেডিট ইস্যু করা হয়।
লণ্ডন, অষ্ট্রেলিয়া ও আমেরিকার এজেণ্টস্ঃ—
দি ন্যাশন্যাল সিটি ব্যাঙ্ক অব নিউইয়র্ক

গ্রামঃ দশেরদাবী ফোন—ক্যাল ঃ—৫৬৫৯
ইষ্টার্ণ কণ্টিনেণ্টাল ব্যাঙ্ক লিঃ
স্থাপিত ঃ ১৯২৬ ইং
হেড অফিস—কুমিল্লা
সেন্ট্রাল অফিস ঃ—৬, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
বেগুসরাই (বেহার), মানসেরা (পাঞ্জাব), পাটনা, ডালসিংসরাই (বেহার) ও নারায়ণগঞ্জ (ঢাকা) শাখা খোলা হইয়াছে।
লয়ালপুর, ক্যাম্বেলপুর এবং সেখুপুরা (পাঞ্জাব) শাখা শীঘ্রই খোলা হইবে।
—— সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয় ——

ভারতের প্রাচীনতম বীমা প্রতিষ্ঠান
বম্বে মিউচুয়াল
লাইফ এসিওরেন্স সোসাইটি লিঃ
[প্রতিষ্ঠিত — ১৮৭১ সাল]
বীমা করুন
— এই কোম্পানীর বৈশিষ্ট্য —
● কোম্পানীর সমগ্র লাভ পলিসিগ্রাহকদের মধ্যে বণ্টিত হয়।
● অতিরিক্ত প্রিমিয়াম না দিয়াও স্থায়ী অকর্ম্মণ্যতার জন্য সুযোগ-সুবিধা পাওয়া যায়।
● যৎসামান্য প্রিমিয়াম দিলে দুর্ঘটনাজনিত ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করা হয়।
● কোম্পানীর তহবিলের পরিমাণ ৩ কোটী টাকার উপর।
বিস্তৃত বিবরণের জন্য নিম্ন ঠিকানায় আবেদন করুন :—
দস্তিদার এণ্ড সন্স
চীফ এজেণ্টস্
২নং রয়েল এক্সচেঞ্জ প্লেস :: কলিকাতা।
ফোন :—ক্যাল : ১০১৮

১২২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা—আর্থিক জগৎ প্রেসে শ্রীযতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য দ্বারা সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

PHONE :—B. B. 6382 REGD. NO. C. 2508

আর্থিক জগৎ

ARTHIK JAGAT

ব্যবসা-বাণিজ্য-শিল্প-অর্থনীতি-বিষয়ক সাপ্তাহিক

মূল্য—বার্ষিক সডাক ৯৲ সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য প্রতি সংখ্যা ৶০ আনা

অষ্টম বর্ষ] Monday, 30th July, 1945. সোমবার, ১৪ই শ্রাবণ, ১৩৫২ [১৩শ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

চাউলের যোগান বৃদ্ধি ?

এসোসিয়েটেড প্রেস নূতন দিল্লী হইতে খবর প্রচার করিয়াছেন, চাউলের দিক দিয়া দেশের অবস্থার সমূহ উন্নতি ঘটিয়াছে। বাঙ্গলায় চাউলের উৎপাদন বাড়িয়া যাওয়ায় এবং চাউল ক্রয় ও সরবরাহ সম্পর্কে বাঙ্গলা সরকারের কার্য্যনীতি সাফল্যমণ্ডিত হওয়ায় দুর্ভিক্ষের অবস্থা কাটিয়া গিয়া ঐ প্রদেশে চাউলের উদ্বৃত্ত দেখা দিয়াছে। এইরূপ অবস্থার ফলে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের প্রয়োজনে কেন্দ্রীয় সরকার এবার অধিক পরিমাণ চাউল রপ্তানী করিতে পারিবেন বলিয়া আশা করিতেছেন।

যুদ্ধের পূর্ব্ব সময়ের তুলনায় ৩।৪ গুণ বেশী মূল্য দিয়া বাঙ্গলার লোককে বর্ত্তমানেও যেখানে চাউল ক্রয় করিতে হইতেছে সেখানে এসোসিয়েটেড প্রেসের এই খবরে তাহারা কতদূর আশ্বস্ত বোধ করিবে তাহা সন্দেহের বিষয়। চাউলের যোগান বাড়িলে তাহার ফলে উহার মূল্য হ্রাস পাওয়াই স্বাভাবিক নিয়ম। কিন্তু সেরূপ কোন গতি বাঙ্গলা দেশে একেবারেই লক্ষিত হইতেছে না। বরং গত বৎসরের আমন চাউল নিঃশেষ হইয়া আসিবার সঙ্গে মফঃস্বলে চাউলের দর দিন দিন বাড়িয়া উঠিতেছে। মণকরা ১৩।১৪ টাকার নীচে এখন আর কোথাও চাউল বড় একটা মিলিতেছে না। সরকারী রেশন ব্যবস্থার আমলে যে চাউল দেওয়া হয় চাউলের যোগান বাড়িলে তাহার মূল্যও নামিয়া আসার কথা। কিন্তু দেড় বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতায় রেশনের যে চাউল ১৬।০ আনা দরে বিক্রীত হইত এখনও তাহা সেই দরেই বিক্রীত হইতেছে (বেসামরিক মাল সরবরাহ বিভাগ বর্ত্তমানে দশ টাকা দরে এক শ্রেণীর চাউল ছাড়িতেছেন বটে, কিন্তু ধূলি ও পাথর মিশানো সে অখাদ্য চাউলের কথা এখানে উল্লেখ না করাই ভাল)। ইহা চাউলের প্রাচুর্য্য কিংবা জনসাধারণের প্রতি সরকারী উদারতার পরিচায়ক নহে। কিসব বিবরণের উপর নির্ভর করিয়া এসোসিয়েটেড প্রেস চাউলের যোগান বৃদ্ধির কথা প্রচার করিয়াছেন তাহা আমরা জানি না। এদেশে ধানের জমি ও চাউলের উৎপাদন সম্বন্ধে ১৯৪৪-৪৫ সালের যে সর্ব্বশেষ পূর্ব্বাভাষ ভারত সরকারের কমার্শিয়াল ইণ্টেলিজেন্স এবং স্ট্যাটিস্‌টিকস্ বিভাগ সম্প্রতি প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে গত বৎসরের তুলনায় এবার দেশে চাউলের ঘাটতিই বরং আমরা লক্ষ্য করিতেছি। ঐ পূর্ব্বাভাষে বলা হইয়াছে ১৯৪৩-৪৪ সালে যেস্থলে ভারতে ৮ কোটি ২১ লক্ষ একর জমিতে ধানের চাষ হইয়াছিল ১৯৪৪-৪৫ সালে সেস্থলে ৮ কোটি ৭ লক্ষ একর জমিতে ধানের চাষ হইয়াছে। গত বৎসর দেশে ৩ কোটি ৬ লক্ষ টন চাউল উৎপন্ন হইয়াছিল; এবার (১৯৪৪-৪৫) সেস্থলে মাত্র ২ কোটি ৭১ লক্ষ টন চাউল উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া সরকারী ভাবে অনুমান করা হইয়াছে। ধানের জমি শতকরা ০·৪ ভাগ ও চাউলের উৎপাদন শতকরা ১১·৬ ভাগ হ্রাস পাওয়ার পরও কি করিয়া এসোসিয়েটেড প্রেস এবার চাউলের স্বাভাবিক যোগান বাড়িয়াছে বলিয়া প্রচার করিতেছেন তাহা আমরা বুঝিতে অক্ষম। বাঙ্গলায় দুর্ভিক্ষ দেখা যাওয়ার পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে ভারত সরকারের খাদ্য সচিব হিসাবে স্যার আজিজুল হক এদেশে চাউলের প্রাচুর্য্য রহিয়াছে বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন। এসোসিয়েটেড প্রেসের বর্ত্তমান খবর সে ধরণের দায়িত্বহীন সরকারী প্রচার কার্য্য ছাড়া আর কিছু নহে। বাঙ্গলার জনসাধারণ চড়া দরে চাউল কিনিয়া ফতুর হইতেছে। এই অবস্থায়ও ভারতের অন্যান্য প্রদেশ ও সিংহলের অভাব পূরণের জন্য বাঙ্গলা সরকার ১ লক্ষ টন চাউল ভারত সরকারের হাতে প্রদান করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন। ব্রহ্মদেশ পুনরধিকৃত হওয়ার সঙ্গে বর্ত্তমানে ঐ দেশ হইতে বাহিরে চাউলের রপ্তানী সুরু হইয়াছে। কিন্তু ভারত সরকার বা বাঙ্গলা সরকার এদেশের জন্য ব্রহ্মদেশ হইতে চাউল সংগ্রহের কোন গরজ দেখাইতেছেন না। এই ধরণের সরকারী দায়িত্বহীনতা ও অকর্ম্মণ্যতার সাফাই হিসাবেই এসোসিয়েটেড প্রেস তাহার বর্ত্তমান প্রচার কার্য্য সুরু করিয়াছেন বলিয়া মনে হইতেছে।

বস্ত্র রেশনের পরিকল্পনা

কলিকাতায় রেশন প্রথায় বস্ত্র বণ্টন সম্পর্কে বাঙ্গলা সরকারের পক্ষ হইতে মিঃ পি জে গ্রিফিথ্ (ডিরেক্টর জেনারেল অব এনফোর্সমেণ্ট) সম্প্রতি একটি পরিকল্পনা প্রকাশ করিয়াছেন। এই পরিকল্পনায় প্রথম নয় মাস কালের জন্য কলিকাতায় ১২ বৎসরের উর্দ্ধ বয়স্ক প্রতি লোক পিছু ২০ গজ ও ১২ বৎসর ও তাহার নিম্ন বয়স্ক শিশুদের প্রতি জনপিছু ১০ গজ বস্ত্র বরাদ্দ করা হইয়াছে। ধুতী, চাদর, জামার কাপড় প্রভৃতি সমস্ত শ্রেণীর প্রয়োজনীয় বস্ত্র মিলাইয়া মোটামুটি হারে ঐ পরিমাণ কাপড়ই শুধু প্রত্যেক ব্যক্তিকে দেওয়া হইবে। তাঁত বস্ত্র ও তৈয়ারী জামা রেশনিংয়ের অন্তর্ভুক্ত হইবে না। ফুড রেশনিং অর্ডিনান্সের মত বস্ত্র রেশনিং সম্পর্কেও যথাসময়ে একটি অর্ডিনান্স জারী করা হইবে। রেশনিং ব্যবস্থা বলবৎ হইলে নয় মাসের নির্দ্ধারিত বস্ত্র জনসাধারণকে এক সঙ্গে দিয়া দেওয়া হইবে না। তিন কিস্তিতে (তিন মাসে একবার করিয়া) মোট ২০ গজ বস্ত্র লোকে রেশন শপ হইতে ক্রয় করিতে পাইবে। মধ্যবর্ত্তী রেশন ব্যবস্থায় যাহারা ইতিমধ্যে কাপড় পাইয়াছে পূরাপূরি রেশনিং প্রথা কার্য্যকরী হইলে বরাদ্দকৃত মোট ২০ গজ কাপড় হইতে তাহাদিগকে সেজন্য ৫ গজ কম কাপড় দেওয়া হইবে।

বিষয়-সূচী

বিষয়	পৃষ্ঠা
সাময়িক প্রসঙ্গ	২৯৯-৩০১
নানাকথা	৩০২
মালভাড়া সম্পর্কে ভারতীয় রেলওয়ের নীতি	৩০৩-৪
রাজনৈতিক প্রসঙ্গ	৩০৫-৬
খেয়ালীর খাতা	৩০৭-৮
আর্থিক দুনিয়ার খবরাখবর	৩০৯-১৫
কোম্পানী প্রসঙ্গ—	৩১৬-১৯
বাজারের হালচাল—	৩১৮-২২

ত্রিপুরা ইণ্ডাষ্ট্রীজ কর্পোরেশন লিমিটেড

৮।২, হেষ্টিংস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ভারত সরকার আরও ১৫ লক্ষ টাকা মূল্যের শেয়ার বিক্রয়ের অনুমতি দিয়াছেন।

প্রতিটী ১০৲ মূল্যের শেয়ার এখনও সমমূল্যেই পাওয়া যায়।

প্রতি শেয়ার বাবদ দরখাস্তের সঙ্গে ২৲ টাকা, বিলির পর ৩৲ টাকা এবং বাকী টাকা অন্যূন ৬০ দিনের ব্যবধানে ২৷৷০ দুইটী সমান ভাগিদে আদায় দিতে হইবে।

দরখাস্তের সঙ্গে এ্যাডমিশন ফি ১৲ টাকা দিতে হয়।

কোম্পানীর অংশীদারগণকে লভ্যাংশ দেওয়া হইতেছে।

বর্ত্তমানে সুদক্ষ ডিরেক্টারগণের পরিচালনায় লম্বা আঁশের তুলার চাষ, ফল ও অন্যান্য কৃষিকার্য্য করা হইতেছে এবং চাউলের কল চলিতেছে।

(ভারত রক্ষা আইনের ৯৪-এ ধারায় কেন্দ্রীয় সরকার অনুমতি দিয়াছেন। এই অনুমতিদানকালে ভারত সরকার এতৎসম্পর্কে প্রদত্ত আর্থিক কোন রিপোর্ট বা মতামতের কোন দায়িত্ব লইতেছেন না।)

বস্ত্র রেশনিং সম্পর্কে দীর্ঘকাল জল্পনা কল্পনা করিয়া এতদিন পরে বাঙ্গলা সরকার একটি পরিকল্পনা প্রস্তুত করিতে পারিয়াছেন ইহা সুখের কথা। কিন্তু এই পরিকল্পনায় লোকপিছু বস্ত্রের বরাদ্দ মাত্র ২০ গজ নির্দ্ধারিত হইতে দেখিয়া আমরা নিরাশ হইয়াছি। এদেশে গ্রামাঞ্চলের লোকদের পক্ষে যত কম বস্ত্রই দরকার হউক না কেন সহর অঞ্চলে আফিস ও কারখানার কর্ম্মব্যস্ত লোকদের জন্য ধুতী, জামা ও প্যান্ট প্রভৃতিতে মাথাপিছু ২০ গজের চেয়ে অনেক বেশী বস্ত্রই দরকার হইয়া থাকে। কাজেই কলিকাতার লোকদের জন্য ঐ সামান্য পরিমাণ বস্ত্রের বরাদ্দ হওয়াতে উহাতে লোকের ন্যায্য প্রয়োজন মিটিবার আশা নাই। বোম্বাই সহরের জন্য বস্ত্র রেশনিংয়ের পরিকল্পনা গ্রহণ করিতে গিয়া ঐ প্রদেশের গবর্ণমেণ্ট ৬ বৎসরের উর্দ্ধ বয়স্ক লোকপিছু ৩০ গজ ও ৬ বৎসরের নিম্ন বয়স্কদের জন্য মাথাপিছু ১৫ গজ কাপড় বরাদ্দ করিয়াছেন। কলিকাতা সহরে লোকপিছু ঐ পরিমাণ বস্ত্রও কেন দেওয়া সম্ভবপর হইবে না তাহা আমরা বুঝিতে অক্ষম। সমগ্র ভারতের উৎপাদিত বস্ত্র টেক্সটাইল কনট্রোল বোর্ডের কর্ত্তৃত্বাধীনে লইয়া বিভিন্ন অঞ্চলের লোকদের প্রয়োজন অনুযায়ী তাহা বণ্টন করাই যেখানে গবর্ণমেণ্টের নীতি সেখানে বোম্বাইয়ের তুলনায় কলিকাতার লোকদের জন্য মাথাপিছু কম পরিমাণ বস্ত্র নির্দ্ধারিত হওয়া খুবই অনুচিত। মিঃ প্রিফিপথ জানাইয়াছেন, লোকপিছু ২০ গজ কাপড়ের কুপন বিতরণ করিয়া নির্ব্বাচিত দোকান হইতে তদনুযায়ী বস্ত্র বণ্টন করা হইবে। কিন্তু নির্ব্বাচিত দোকানের কথা উল্লেখ করিলেও কি পদ্ধতিতে তাহা নির্ব্বাচিত হইবে উহা তিনি ব্যাখ্যা করেন নাই। খাদ্য রেশানিংয়ের জন্য দোকান মনোনয়ন করিতে গিয়া বাঙ্গলা সরকারের বেসামরিক মাল সরবরাহ বিভাগ সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি অনুযায়ীই কাজ করিয়াছিলেন। উহাতে বহু হিন্দু চাউল ব্যবসায়ীকে তাহাদের পিতৃ পিতামহের আমলের কারবার গুটাইয়া দিতে হইয়াছিল। বস্ত্রের ব্যাপারে সেই নীতি অনুসৃত হইলে নূতন করিয়া বহু হিন্দু ব্যবসায়ীকে তাহাদের বহু দিনের কাপড়ের কারবার হইতেও সরিয়া দাঁড়াইতে হইবে। সে কথা ভাবিয়া দোকান নির্ব্বাচনের ব্যাপারে এবার প্রথম হইতে একটা সুচিন্তিত কার্য্যনীতি স্থির হওয়া আমরা প্রয়োজন বলিয়া মনে করি। ব্যবসায়ী সম্প্রদায় ও বণিক সংসদগুলির সহিত পরামর্শ করা হইলে এ বিষয়ে তাঁহারা গবর্ণমেণ্টকে সুনির্দ্দেশ প্রদান করিতে পারেন। কলিকাতার জন্য বস্ত্র রেশনিংয়ের পরিকল্পনা প্রস্তুত করা হইলেও কবে পর্য্যন্ত তাহা কার্য্যকরী হইবে সে বিষয়ে গবর্ণমেণ্ট কোন পাকা কথা দেন নাই। তবে কর্পোরেশনের নিকট গবর্ণমেণ্টের প্রেরিত ইস্তাহারে প্রকাশ, আগামী ৩রা সেপ্টেম্বর হইতে ঐ প্রথা অনুযায়ী কাপড় বণ্টনের কাজ সুরু হইবে। গত মার্চ্চ মাসে কাপড়ের দোকানের মজুত মাল গবর্ণমেণ্ট আটক করিবার পর হইতে কলিকাতায় মিলের ধুতীর বিকিকিনি বন্ধ হইয়াছে। মধ্যবর্ত্তী ব্যবস্থা হিসাবে ওয়ার্ড কমিটির মারফতে গবর্ণমেণ্ট কিছু কাপড় বণ্টন করিয়াছেন, কিন্তু তাহাতে অধিকাংশ লোকের পক্ষে একখানা করিয়া কাপড় পাওয়াও এখন পর্য্যন্ত সম্ভবপর হয় নাই। এই অবস্থায় রেশনের কাপড় পাইতে আগামী সেপ্টেম্বর মাস পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে হইলে জনসাধারণের দুঃখ দুর্দ্দশার সীমা থাকিবে না। কাজেই আর অযথা টালবাহনা না করিয়া অবিলম্বে রেশনিং ব্যবস্থা কার্য্যকরী করাই গবর্ণমেণ্টের একান্ত কর্ত্তব্য বলিয়া আমরা মনে করি।

ভারতে শ্রমিক কল্যাণ

যুদ্ধের পূর্ব্বে ভারতে শ্রমিক কল্যাণের দিকে কল কারখানার মালিকদের বিশেষ কিছু মনোযোগ ছিল না। গবর্ণমেণ্টও শ্রমিকদের পক্ষ হইয়া তাহাদের জন্য ন্যায্য সুখ সুবিধা আদায়ে পরাঙ্মুখ ছিলেন। কিন্তু যুদ্ধের জন্য এই শ্রেণীর মনোভাব সম্পর্কে আজ একটা পরিবর্ত্তন দেখা দিয়াছে। ইনফ্লেশনের জন্য জীবনযাত্রা বৃদ্ধি পাওয়ায় শ্রমিকদের মজুরী ও ভাতা বৃদ্ধির দাবী আজ তীব্র হইয়া দেখা দিয়াছে। অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্য সামগ্রী দুষ্প্রাপ্য ও দুর্ম্মূল্য হওয়ায় এসমস্ত সরবরাহ সম্পর্কেও শ্রমিকেরা একটা সুব্যবস্থার জন্য আন্দোলন করিতেছে। যুদ্ধের সময়ে কলকারখানার উৎপাদন বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা বড় হইয়া দেখা দিয়াছে। নানা কাজে শ্রমিকের চাহিদাও বেশী পরিমাণেই অনুভূত হইতেছে। কাজেই কলকারখানার মালিকেরা শ্রমিকদের দাবী দাওয়া সম্পর্কে এখন আর আগেকার মত উদাসীন থাকিতে পারিতেছেন না। ইচ্ছায় হউক অনিচ্ছায় হউক নানা দিক দিয়া শ্রমিকদের ন্যায্য অভাব তাহাদিগকে আজ পূরণ করিতে হইতেছে। যুদ্ধ প্রচেষ্টার কাজে শ্রমিক সম্প্রদায়ের স্বেচ্ছামূলক সহযোগিতা গবর্ণমেণ্টের নিকট বর্ত্তমানে নিতান্ত প্রয়োজনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ফলে তাঁহারাও আজ শ্রমিক কল্যাণের ব্যাপারে কতকটা উদ্যোগী হইয়াছেন। যুদ্ধকালীন অবস্থায় কলকারখানার শ্রমিকেরা যাহাতে কিছু কিছু মাগগী ভাতা পায় এবং এই দুষ্প্রাপ্যতার বাজারে নির্দ্দিষ্ট মূল্যে ও নির্দ্ধারিত পরিমাণে তাহাদিগকে যাহাতে অত্যাবশ্যক দ্রব্যসামগ্রী সরবরাহ করা হয় সেজন্য গবর্ণমেণ্ট নানাভাবে চেষ্টা করিতেছেন। তাহা ছাড়া যুদ্ধের পরে শ্রমিক সমাজের অবস্থার উন্নতির জন্য কলকারখানার মজুরীর হার নিয়ন্ত্রণ, আবিট্রেসন কোর্টের মারফতে সালিশী ব্যবস্থায় শ্রমিক বিক্ষোভ নিবারণ, রোগ বীমার স্কীম কার্য্যকরী করিয়া অসুস্থ শ্রমিকদিগকে উপযুক্ত ভাতা প্রদান এবং ভবিষ্যতে উহাদের পক্ষে প্রয়োজনীয় ছুটিছাটা পাওয়ার সুবিধা করিয়া দেওয়া সম্পর্কে গবর্ণমেণ্ট বিবেচনা করিতেছেন। এই ধরণের কার্য্যনীতি দুনিয়ার উন্নতিশীল দেশসমূহে বহু পূর্ব্বেই অনুসৃত হইয়াছে। এদেশের গবর্ণমেণ্ট ও এদেশের কল মালিকেরা এই সব দিকে মনোযোগী হওয়ায় উহা তাহাদিগের পক্ষে অস্বাভাবিক কিছু করা হইয়াছে বলিয়া আমরা মনে করি না। বরং বর্ত্তমান দুর্দ্দিনে শ্রমিকদের সুখ সুবিধার মাত্রা যে আরও বৃদ্ধি করা সম্ভবপর হয় নাই এবং শ্রমিক কল্যাণের অনেক কিছু বিধি-ব্যবস্থা যে গবর্ণমেণ্ট এখনও বিচার বিবেচনার নামে ভবিষ্যতের জন্য ফেলিয়া রাখিয়াছেন তাহাতে আমাদের যথেষ্ট ক্ষোভ রহিয়াছে। দেশের প্রয়োজন বুঝিয়া গবর্ণমেণ্ট সেসমস্ত সত্বর কার্য্যকরী করুন ইহাই আমরা চাই।

শ্রমিক কল্যাণ সম্পর্কে ইউরোপীয় বণিকদের মনোভাব

দুঃখের বিষয় অনেক স্বার্থবাদী লোক সেরূপ উদার দৃষ্টিভঙ্গী হইতে এখনও এদেশে শ্রমিক সমস্যার কথা বিবেচনা করিতে পারিতেছেন না। বিশেষ করিয়া এদেশের ইউরোপীয় ব্যবসায়ী সম্প্রদায় ভারতে শ্রমিক কল্যাণের সামান্য আয়োজন দেখিয়াও স্বার্থহানির আশঙ্কায় শঙ্কিত হইয়া উঠিতেছেন। শ্রমিকদের উপকারার্থে আরও কিছু করিবার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করা দূরের কথা, সেজন্য এপর্য্যন্ত যাহা করা হইয়াছে তাহাতেই উহাদের ক্ষোভের সীমা নাই। এই সম্প্রদায়ের মুখপত্র 'ক্যাপিটেল' পত্র গত ২৬শে জুলাই তারিখের সংখ্যায় লিখিয়াছেন "যুদ্ধের সময়ে ভারতে কলকারখানার শ্রমিকদের সুখ-সুবিধা বৃদ্ধির জন্য যে সব বিধিব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে তাহাতে ভারতে কলকারখানার খরচ যথেষ্ট পরিমাণে বাড়িয়া গিয়াছে। যুদ্ধের পরে এই খরচপত্র মিটানোর সমস্যা কঠিন হইয়া দাঁড়াইবে। তাহার উপর গবর্ণমেণ্ট শ্রমিকদের প্রতি সহানুভূতিশীল হইয়া তাহাদের অবস্থার উন্নতির জন্য মজুরী নিয়ন্ত্রণ, রোগ-বীমা প্রচলন ও পূরা বেতনে নির্দ্দিষ্ট সময় ছুটি প্রদানের ব্যবস্থা সম্পর্কেও নূতন করিয়া উদ্যোগী হইতেছেন। এইরূপ বিধিব্যবস্থা অবলম্বিত হইলে যুদ্ধের পরে কলকারখানার ব্যয় মিটানোর সমস্যা মালিকদের পক্ষে নিতান্তই জটিল হইয়া দেখা দিবে। সেই সমস্যার কথা ভাবিয়া কল-মালিকেরা ভবিষ্যৎ সম্পর্কে উদ্বেগ প্রকাশ করিতেছেন। এইরূপ উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা তাঁহাদের পক্ষে খুবই স্বাভাবিক। কাজেই নূতন করিয়া শ্রমিক কল্যাণের বিধিব্যবস্থা কার্য্যকরী করার পূর্ব্বে ঐ দিক দিয়া ইতিপূর্ব্বেই ভারতবর্ষ অস্বাভাবিকরূপ দ্রুত তালে অগ্রসর হইয়াছে কিনা তাহা আমাদের পক্ষে বিচার করিয়া দেখা আবশ্যক।" ক্যাপিটেল পত্রের এইরূপ মন্তব্য আমরা খুব অনুচিত ও অশোভন বলিয়াই মনে করি। এদেশে যুদ্ধের সময়ে লোকের জীবনযাত্রার ব্যয় অনেক ক্ষেত্রেই তিন-চার গুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। কিন্তু শ্রমিকদের মজুরী ও ভাতা সে তুলনায় খুব কম পরিমাণেই বৃদ্ধি পাইয়াছে। কাজেই শ্রমিকদিগকে অন্যায়ভাবে বেশী অর্থ দেওয়া হইতেছে বলিয়া ক্ষোভ প্রকাশ করা কলকারখানার মালিকদের পক্ষে অযৌক্তিক, বিশেষতঃ তাহাদের মুনাফার অংশ পূর্ব্বের তুলনায় হ্রাস পাওয়ার কোন লক্ষণ আমরা এখনও যেখানে বিশেষ কিছুই দেখিতেছি না। যুদ্ধের পরে কলকারখানার উৎপন্ন দ্রব্যের চাহিদা ও মূল্য হ্রাস পাইলে সে অবস্থায় শ্রমিকদের বাবদ বর্দ্ধিত ব্যয় পুনরায় হ্রাস করা প্রয়োজন হইতে পারে সন্দেহ নাই। কিন্তু সেরূপ কোন মন্দা আশঙ্কা করিয়া এখন হইতেই শ্রমিকদের মজুরী ও ভাতা ছাটাই করিবার চেষ্টা অনুচিত। শ্রমিকদের বর্ত্তমান দুর্দ্দিনে তাহাদের অভাব পূরণের ব্যবস্থা করিলে কলকারখানার ভবিষ্যৎ দুর্দ্দিনে শ্রমিকেরা যে তাহাদের অতিরিক্ত পাওনা ছাড়িতে রাজী হইবে, না—ইহাই বা ক্যাপিটেল পত্র পূর্ব্ব হইতে আশঙ্কা করিতেছেন কেন?

এদেশস্থ যে সব ইউরোপীয় শিল্পপতি কলকারখানায় কম মাহিয়ানায় শ্রমিক নিয়োগ করিয়া তাহাদের ন্যায্য সুখ সুবিধার বিনিময়ে দীর্ঘকাল যাবৎ নিজেদের অতিলাভের বেসাতি চালাইয়া আসিয়াছে ক্যাপিটেল পত্রের ঐ উক্তির ভিতর দিয়া তাহাদের গোপন আশঙ্কাই আজ প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে।

কৃষি শিল্প ও শ্রমিক সমস্যা সম্পর্কে লেবার পার্টির সমাজতন্ত্রবাদী নীতির কথা জানিয়াও ইংলণ্ডের লোক বর্ত্তমান নির্ব্বাচনে তাহাদের সমর্থন করিয়াছে। নবযুগের সে দাবী বুঝিতে না পারিয়া এদেশে তাহাদের জাতভাইরা এখনও উগ্র সাম্রাজ্যবাদী ও ধনিনতন্ত্রবাদী নীতিরই জাল বুনিতেছে। কবে ইহাদের চৈতন্য হইবে তাহাই আমরা ভাবিতেছি।

দেশের ও দশের সেবায়
নির্ভরযোগ্য ও নিরাপদ প্রতিষ্ঠান
ইণ্ডিয়ান পিপলস্ ব্যাঙ্ক লিঃ
সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।
৫।১, রয়েল এক্সচেঞ্জ প্লেস,
কলিকাতা
ফোন: কলিঃ ৩৩৮১ :: তার: 'Honey Comb,' Cal
আমাদের বিশেষজ্ঞ দ্বারাই ষ্টক এক্সচেঞ্জের বিবিধ শেয়ার ও সিকিউরিটি ক্রয় বিক্রয় করা হয়।
আপনাদের সহানুভূতি প্রার্থনীয়

কলিকাতায় দুগ্ধ সরবরাহ

কলিকাতায় দুগ্ধের যে চূড়ান্তরূপ অভাব রহিয়াছে তাহার প্রতিকারের জন্য বাঙ্গলা সরকারের একটি কার্য্যনীতির কথা সম্প্রতি জনসমক্ষে প্রকাশিত করা হইয়াছে। গবর্ণমেণ্টের মতে কলিকাতায় তরল দুগ্ধ হিসাবে ব্যবহারের জন্য দৈনিক ২১ হাজার ২১১ মণ দুগ্ধ সরবরাহ হওয়া আবশ্যক—তবে দৈনিক অন্ততঃ ১০ হাজার ৮৯৮ মণ তরল দুগ্ধ না পাইলে কিছুতেই চলিতে পারে না। সেই স্থলে সহরে বর্ত্তমানে প্রত্যহ মাত্র ৩ হাজার ৬৯৩ মণ দুগ্ধ সরবরাহ হয়। এই দুগ্ধও বিশুদ্ধ নহে। সম্প্রতি কলিকাতাস্থ বিভিন্ন দুধের বাজার হইতে ২২৪টি দুধের নমুনা লইয়া তাহা পরীক্ষা করা হইয়াছিল। পরীক্ষা হইতে দেখা গিয়াছে যে, উহার মধ্যে ১৭৮টী (শতকরা ৭৯ ভাগ) নমুনাই ভেজাল, জল মিশ্রিত ও বীজাণুপূর্ণ। কাজেই কলিকাতায় আপাততঃ যে পরিমাণ তরল দুগ্ধ না পাইলে দুগ্ধপোষ্য শিশু, গর্ভবতী নারী ও রুগ্ন ব্যক্তিদের জীবনরক্ষা পাইতে পারে না সেই পরিমাণ দুগ্ধের ব্যবস্থা করিতে হইলেও কলিকাতায় দুগ্ধের যোগান ৩ গুণ বর্দ্ধিত করিতে হইবে এবং উহা যাহাতে বিশুদ্ধ হয় তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। এই অবস্থায় প্রতিকারের জন্য বাঙ্গলা সরকার যে কার্য্যক্রম উপস্থিত করিয়াছেন তাহাতে কলিকাতায় দুগ্ধ উৎপাদন, দুগ্ধ বিক্রয় ও দুগ্ধের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রতিনিধিস্থানীয় ব্যক্তিগণকে লইয়া একটি মিল্ক কাউন্সিল গঠন করা হইবে। এই কাউন্সিল (১) কলিকাতা সহরে দুগ্ধ উৎপাদন বন্ধ করিয়া দিয়া সহরের বাহিরে দুগ্ধ উৎপাদনের ব্যবস্থা করিবেন, (২) দুগ্ধে যাহাতে কোন ভেজাল মিশ্রিত না হয় তদুদ্দেশ্যে উক্ত কাউন্সিল দুগ্ধ উৎপাদন, দুগ্ধজাত দ্রব্য প্রস্তুত, দুগ্ধ বিক্রয় এবং দুগ্ধ বোতলে ভর্ত্তি করা সম্পর্কে সর্ব্বপ্রকার নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থা করিবেন, (৩) বাজারে যাহাতে নির্দ্দিষ্ট উৎকর্ষতাসম্পন্ন দুগ্ধ বিক্রয় হয় তাহার ব্যবস্থা করিবেন এবং (৪) দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্য যাহাতে কাউন্সিল কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট দরে বাজারে বিক্রয় হয় তাহার ব্যবস্থা করিবেন। সরকারী পরিকল্পনায় আরও প্রকাশ যে লাইসেন্স না লইয়া কোন ব্যক্তি কলিকাতায় দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্য বিক্রয় করিতে পারিবে না। দুগ্ধ উৎপাদন সম্পর্কে এরূপ প্রস্তাব করা হইয়াছে যে, এই উদ্দেশ্যে একটি যৌথ কোম্পানী স্থাপিত হইবে এবং উহার মূলধন গবর্ণমেণ্ট, কলিকাতা কর্পোরেশন ও দুধের ব্যবসার সহিত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের নিকট হইতে গ্রহণ করা হইবে এবং প্রথম দশ বৎসর পর্য্যন্ত উক্ত কোম্পানীর অংশীদারগণ যাহাতে অন্ততঃ শতকরা বার্ষিক ৩৲ টাকা হারে লভ্যাংশ পায় তৎপক্ষে বাঙ্গলা সরকার ও কলিকাতা কর্পোরেশন গ্যারাণ্টি দিবেন।

এই পরিকল্পনার মধ্যে কলিকাতা সহরে দুগ্ধ উৎপাদন বন্ধ করিয়া দেওয়া হইবে বলিয়া যে কথা বলা হইয়াছে তাহার তাৎপর্য্য আমরা বুঝিতে পারিলাম না। উহার অর্থ যদি এই হয় যে, সহরের অভ্যন্তরে কাহাকেও নিজের প্রয়োজনে দুগ্ধবতী গাভী বা মহিষ পালন করিতে দেওয়া হইবে না তাহা হইলে উহাতে অনেকেরই আপত্তি হইবে। যাহা হউক সমগ্র পরিকল্পনার দিক হইতে উহা একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নহে। পরিকল্পনা মত কাজ হইলে উহাতে কলিকাতার দুগ্ধ সমস্যার সমাধানের যে পথ হইবে এবং এই পরিকল্পনায় ব্রতী হইলে বাঙ্গলা সরকার, কলিকাতা কর্পোরেশন এবং শেয়ার ক্রেতা কাহারও যে কোন আর্থিক ক্ষতি হইবে না তাহা আমরা বিশ্বাস করি। কিন্তু সরকারী বা আধা-সরকারী কোন প্রতিষ্ঠান কর্ত্তৃক কোন ব্যবসা বা শিল্পের পরিচালনাভার গৃহীত হইলে উহার সাফল্যের জন্য দক্ষ পরিচালনা ও সততা অত্যাবশ্যক। এই দক্ষতা ও সততা না থাকিলে ঘুষ ও দুর্নীতির প্রাবল্য ঘটে এবং প্রায় সকল ক্ষেত্রেই উক্ত ব্যবসা ও শিল্পের সম্পর্কে জনসাধারণের অসুবিধা বৃদ্ধি পায়। বর্ত্তমান যুদ্ধের আমলে এদেশে ব্যবসা ও শিল্পের বহু ক্ষেত্রে সরকারী নিয়ন্ত্রণনীতির ফলে দেশবাসীর অবস্থার উন্নতি তো ঘটেই নাই—বরং অনেক ক্ষেত্রে দেশবাসীর চূড়ান্তরূপ দুর্ভোগের উদ্ভব হইয়াছে। কলিকাতায় দুগ্ধ সরবরাহ সম্পর্কে সরকারী পরিকল্পনা হইতে আমরা অনুরূপ আশঙ্কাই করিতেছি।

কংগ্রেসের জাতীয় পরিকল্পনা

ভারতীয় জনসাধারণের আয়বৃদ্ধি এবং জীবনযাত্রার ধারার উন্নতি বিধানের উদ্দেশ্যে কংগ্রেসের তরফ হইতেই সর্ব্বপ্রথম দেশবাসীর সমক্ষে একটী সুনির্দ্দিষ্ট পরিকল্পনা উপস্থিত করা হইয়াছিল এবং এই পরিকল্পনাকে কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য দেশের বহু বিশিষ্ট ও বিশেষজ্ঞ ব্যক্তির সহায়তায় একটী ন্যাশন্যাল প্ল্যানিং কমিটি গঠন করিয়া উহার অধীনে বিভিন্ন বিষয়ে পরামর্শদানের জন্য ২৯টী সাব কমিটী গঠন করা হইয়াছিল। এই সব কমিটীর মধ্যে অনেকগুলি কমিটীই ন্যাশন্যাল প্ল্যানিং কমিটীর সমক্ষে উহাদের রিপোর্ট পেশ করেন। কিন্তু কতিপয় কমিটীর রিপোর্ট পেশ হইবার পূর্ব্বেই ন্যাশন্যাল প্ল্যানিং কমিটীর সভাপতি পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু কংগ্রেসের অন্যান্য নেতৃবৃন্দের সহিত গ্রেপ্তার হন। ফলে ন্যাশন্যাল প্ল্যানিং কমিটীর কার্য্য স্থগিত থাকে। ইতিমধ্যে অনুরূপ উদ্দেশ্য লইয়া বোম্বাই পরিকল্পনা প্রভৃতি বহু নূতন পরিকল্পনা দেশবাসীর সমক্ষে উপস্থিত হইয়াছে। কিন্তু দেশের অধিকাংশ লোকই কংগ্রেসকে উহাদের স্বার্থের ধারক ও বাহক বলিয়া মনে করে। কাজেই বোম্বাই পরিকল্পনা প্রভৃতি অন্য সমস্ত পরিকল্পনার তুলনায় কংগ্রেসের পরিকল্পনার গুরুত্ব অনেক অধিক—যদিও ন্যাশন্যাল প্ল্যানিং কমিশনের সভাপতি হিসাবে সম্প্রতি পণ্ডিত জওহরলাল বোম্বাই পরিকল্পনার মূলনীতি সমর্থন করিয়াছেন। যাহা হউক কারামুক্তির পর সিমলা সম্মেলনের জটিল পরিস্থিতি হইতে অবসর পাইয়াই পণ্ডিতজী ন্যাশন্যাল প্ল্যানিং কমিটীর প্রতি দৃষ্টি দিয়াছেন এবং তাঁহার নির্দ্দেশে কমিটীর সেক্রেটারি অধ্যাপক কে টি সাহ উপরোক্ত ২৯টী সাব কমিটীর মধ্যে যে সব সাব কমিটী এখনও রিপোর্ট দেন নাই তাহার উপর আগামী ১০ই আগষ্ট তারিখের মধ্যে রিপোর্ট দাখিল করিবার জন্য নির্দ্দেশ দিয়াছেন। এই সমস্ত রিপোর্ট পণ্ডিতজীর নিকট উপস্থিত করা হইবে এবং তৎপর সমস্ত রিপোর্ট সম্বন্ধে আলোচনার জন্য বোম্বাই অথবা এলাহাবাদে ন্যাশন্যাল প্ল্যানিং কমিটীর পূর্ণ বৈঠক বসিবে। জাতীয় উন্নতি সম্বন্ধে বোম্বাই পরিকল্পনা প্রভৃতি যত পরিকল্পনা দেশবাসীর সমক্ষে উপস্থিত হইয়াছে তাহার প্রত্যেকটীরই একাধিক ত্রুটী-বিচ্যুতি সম্বন্ধে দেশে আলোচনা হইতেছে। আশা করা যায় যে, কংগ্রেসের ন্যাশন্যাল প্ল্যানিং কমিটী এই সব সমালোচনা লক্ষ্য রাখিয়া এই সম্পর্কে কংগ্রেসের নীতি ও কর্ম্মপন্থা স্থির করিবেন। এই বিষয়ে প্রথমে কমিটী এবং পরে ভারতীয় রাষ্ট্রমহাসভা দেশবাসীকে কিরূপ নির্দ্দেশ দেন তাহা জানিবার জন্য সমগ্র দেশবাসী উদ্‌গ্রীব হইয়া থাকিবে।

মহাযুদ্ধের গতি

ব্রহ্ম রণাঙ্গনে পেগু ইয়োমাস অঞ্চলে প্রায় নয় হাজার জাপ সৈন্য অবরুদ্ধ ছিল—পলায়নের চেষ্টায় তাহাদের মধ্যে প্রায় ৭ হাজার হতাহত হইয়াছে। এখনও সিতাং নদীর উভয় পারে ৭৭ মাইল স্থানব্যাপী প্রচণ্ড যুদ্ধ হইতেছে। টিডিম-ইম্ফল রাস্তার এবং মিটকিলা অঞ্চলের যুদ্ধের পর সমস্ত ব্রহ্মে এরূপ রক্তক্ষয়কারী যুদ্ধ আর হয় নাই বলিয়া অভিজ্ঞগণ মত প্রকাশ করেন।

চীন রণাঙ্গনে কোয়াংসী প্রদেশের রাজধানী কোয়েইলিঙ-এর ২৫ মাইল পশ্চিমস্থিত বিমান ঘাঁটি পেইশো চীনাবাহিনী কর্ত্তৃক পুনরধিকৃত হইয়াছে। চীনাবাহিনী কোয়েইলিন-এর ৮ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে অপর একস্থানেও উপনীত হইতে সমর্থ হইয়াছে, আময় হইতে পশ্চাদপসরণকারী জাপ বাহিনী ফুকিয়েন-এর সীমান্তে পৌঁছিতে পারিয়াছে এবং চীনাবাহিনী তাহাদিগকে অনুসরণ করিতেছে। মধ্যচীনে জাপগণ তাহাদের সৈন্য সংখ্যা বৃদ্ধি করিতেছে—কূটনৈতিক মহল অনুমান করেন জাপ বাহিনী শেষ পর্য্যন্ত সাংহাই রক্ষা করিবার জন্যই এইসব ব্যবস্থা করিতেছে।

প্রশান্ত মহাসাগরীয় রণাঙ্গনে তেমন বিশেষ কোন খবর নাই।

জাপ সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠানের এক খবরে প্রকাশ, মিত্রসৈন্য মালয় ও ব্রহ্মদেশের সীমান্তে পুকেট দ্বীপে অবতরণ করিয়াছে। এই দ্বীপ থাইল্যাণ্ড (শ্যাম)-এর অন্তর্ভুক্ত।

ওসাকা ও নাগোয়ার উপর মার্কিন বিমানবহর প্রচণ্ড আক্রমণ করিয়াছে; ৬০০ সুপার ফোর্টস্‌সহ প্রায় দুই হাজার বিমান এই আক্রমণে অংশ গ্রহণ করিয়াছে বলিয়া প্রকাশ। সাইবেরিয়া হইতে আরম্ভ করিয়া দক্ষিণ-পূর্ব্ব চীনের উপকূল পর্য্যন্ত ২৩ শত মাইলব্যাপী স্থান জুড়িয়া মিত্রপক্ষীয় এক বিরাট নৌবহর জাপানের উপর চূড়ান্ত আক্রমণের উদ্দেশ্যে সুসজ্জিত হইয়াছে বলিয়া এডমিরাল ফেলসী ঘোষণা করিয়াছেন। এই অভিযানে অংশ গ্রহণ করিবার জন্য সহস্র সহস্র মার্কিন সৈন্য ইউরোপ হইতে প্রশান্ত মহাসাগরের দিকে আসিতেছে বলিয়াও সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। পট্‌সডাম সম্মেলনের ফলে রাশিয়া হয়ত পরোক্ষভাবে জাপানের বিরুদ্ধে মিত্রপক্ষকে সাহায্য করিতে পারে; মিত্রপক্ষ হয়ত জাপানের বিরুদ্ধে রুশ বিমানঘাঁটিসমূহ ব্যবহারের অনুমতি পাইতে পারেন। সর্ব্বশেষ সংবাদে প্রকাশ, টোকিও রেডিও আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের নিকট এক ঘোষণায় বলিয়াছে যে, জাপান বিনাসর্ত্তে আত্মসমর্পণ ছাড়া অন্য কোন সর্ত্তে যুদ্ধ বন্ধ করিতে স্বীকৃত আছে। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন ও চীন একত্রে জাপানকে যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব জানাইয়াছেন, অন্যথায় জাপানকে নাকি সম্পূর্ণ ধ্বংস করিয়া দেওয়া হইবে। আমেরিকার অপর এক সংবাদে প্রকাশ, জাপান সম্বন্ধে সন্ধির সর্ত্ত নিয়া আমেরিকায় দুইটি দলের সৃষ্টি হইয়াছে; একদল চায় জাপশক্তিকে সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিহ্ন করিতে, অপর দলের ইচ্ছা জাপানকে একটি শক্তিশালী গণতন্ত্রে পরিণত করিতে।

ইউরোপে দার্দ্দানেলিস ও আর্মেনিয়ান প্রদেশসমূহ নিয়া রাশিয়া ও তুরস্কের মধ্যে মনোমালিন্যের সূচনা হইয়াছে; পটসডাম সম্মেলনে এই সমস্যার সমাধান হইতে পারে। মার্কিন গুপ্তচর বিভাগের এক সংবাদে প্রকাশ, নাজী ঝটিকাবাহিনীর সৈন্যগণ এখনও নাকি বেভেরিয়ার জঙ্গল ও পাহাড় অঞ্চলসমূহে গরিলাযুদ্ধ করিতেছে; কতক সৈন্যাদি অদূর ভবিষ্যতে পুনরায় বড় রকমের একটা যুদ্ধ করিবার জন্য গোপনে তোড়জোড় করিতেছে।

২৭-৭-৪৫

ইণ্ডিয়া সিকিউরিটী
ব্যাঙ্ক লিমিটেড
৭, সোয়ালো লেন, কলিকাতা।
শাখা—মগরা (হুগলী), জগদ্দল

নানা কথা

কিছুদিন পূর্ব্বে ভারত সরকারের ভূতপূর্ব্ব অর্থসচিব স্যার জেরেমি রেইজম্যান একটী বক্তৃতায় এরূপ অভিমত প্রকাশ করেন যে, ভারতের জনসংখ্যা অত্যধিত দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পাইতেছে এবং এইভাবে জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রতিরোধ করিতে না পারিলে ভারতবাসীর আর্থিক অবস্থার উন্নতি বিধান করা সম্ভবপর হইবে না। স্যার জেরেমির এই উক্তি বিশ্লেষণ করিলে উহার সারবত্তা খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। পৃথিবীর অন্যান্য দেশে ইদানীং কয়েক বৎসরে জনসংখ্যা কি ভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহা জানা যায় নাই। তবে ১৮৭০ সাল হইতে ১৯৩০ সাল পর্য্যন্ত ৬০ বৎসরের হিসাবে দেখা যায় যে, ঐ সময়ের মধ্যে রুষিয়া ব্যতীত ইউরোপের অন্যান্য দেশের জনসংখ্যা শতকরা ৬৪ জন, জার্ম্মানীর জনসংখ্যা শতকরা ৬০ জন, ইটালীর জনসংখ্যা শতকরা ৬০ জন, ইংলণ্ডের জনসংখ্যা শতকরা ৭৭ জন, রুষিয়ার জনস খ্যা শতকরা ১১৫ জন, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের জনসংখ্যা শতকরা ১২৫ জন এবং জাপানের জনসংখ্যা শতকরা ১১৩ জন বৃদ্ধি পাইয়াছে। কিন্তু এই ৬০ বৎসরে ভারতের জনসংখ্যা বাড়িয়াছে মাত্র শতকরা ৩০·৭ জন। এই সময়ে পৃথিবীর অন্যান্য দেশে জনসংখ্যা ভারতের তুলনায় অনেক বেশী বৃদ্ধি পাইলেও ঐ সব দেশের জনসাধারণের জীবনযাত্রার আদর্শ বহুল পরিমাণে উন্নীত হইয়াছে এবং উহাদের গড়পড়তা আয়ুর হার বাড়িয়াছে। পক্ষান্তরে এই সময়ের মধ্যে ভারতবর্ষের জনসাধারণের আর্থিক অবস্থার অবনতি ঘটায় উহাদের জীবন-যাত্রার আদর্শ পূর্ব্বের তুলনায় অনেক খর্ব্ব হইয়াছে। ভারতে যাঁহারা শাসনদণ্ড পরিচালনা করিতেছেন তাঁহাদের অকর্ম্মণ্যতা ও স্বার্থপরতার জন্যই পৃথিবীর অন্যান্য দেশের তুলনায় ভারতবাসীর এই অবনতি ঘটিয়াছে। ভারতের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার হ্রাস করিলে উহার প্রতিকার হইবে না। দেশের অর্থনীতিক উন্নতি বিধানই জনসংখ্যা বৃদ্ধির কুফলের প্রকৃষ্ট প্রতিকার। কিছুদিন পূর্ব্বে মাদ্রাজে একটী বক্তৃতাপ্রসঙ্গে স্যার জে সি ঘোষের ন্যায় বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিক এরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, যদি বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে ভারতের সম্পদকে জনসাধারণের কাজে লাগান হয় তাহা হইলে আগামী ২০ বৎসর কালের মধ্যে ভারতের জনসাধারণ ইংলণ্ড অথবা কানাডার জনসাধারণের ন্যায় সুখে ও স্বাচ্ছন্দ্যে জীবন অতিবাহিত করিবার ক্ষমতা লাভ করিতে পারে। তাঁহার এই উক্তি হাসিয়া উড়াইয়া দিবার বিষয় নহে।

* * *

বর্ত্তমান যুদ্ধে বিমান আক্রমণের ফলে ইংলণ্ডের সহস্র সহস্র বাড়ীঘর বিনষ্ট হইয়াছে এবং সামরিক প্রয়োজনে সহস্র সহস্র পরিবারের অধিকৃত বাড়ীঘর ব্যবহৃত হওয়াতে ঐ সব বাড়ীঘর ব্যবহারের অযোগ্য হইয়া পড়িয়াছে। বর্ত্তমানে যুদ্ধ সমাপ্তির ফলে বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট জনসাধারণের বাড়ীঘর প্রস্তুত করিয়া দেওয়া একটী সর্ব্বপ্রথম কর্ত্তব্য বলিয়া স্থির করিয়াছেন। বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের হিসাব মতে ইংলণ্ডের প্রত্যেক পরিবারকে যদি একটী করিয়া নিজস্ব বাড়ী দিতে হয় তাহা হইলে ঐ দেশে আরও ১২½ লক্ষ বাড়ী তৈয়ার করিতে হইবে। কিন্তু এত অধিক সংখ্যক বাড়ী তৈয়ারের জন্য ইংলণ্ডে মালমসল্লা ও মজুরের অভাব থাকাতে আপাততঃ দেশে ৭ লক্ষ ৪৫ হাজার 'অস্থায়ী' বাড়ী তৈয়ার করা হইবে স্থির হইয়াছে। এই সমস্ত 'অস্থায়ী' বাড়ীর অধিকাংশের মালমসল্লা আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র হইতে আমদানী করা হইবে এবং এই সব বাড়ীতে জনসাধারণ দশ বৎসর কাল পর্য্যন্ত বসবাস করিতে পারিবে। এই সব বাড়ী ছাড়া বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট আগামী দুই বৎসর কালের মধ্যে ৩ লক্ষ স্থায়ী বাড়ী নির্ম্মাণ করিয়া দিবেন স্থির করিয়াছেন এবং উহারা এজন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত মালমসল্লা ও ৮ লক্ষ মজুরের ব্যবস্থা করিয়াছেন। ইংলণ্ডে বাড়ীর অভাবে বিপন্ন জনসাধারণের সাহায্যের জন্য বৃটীশ গবর্ণমেণ্ট যে উদ্যমে ব্রতী হইয়াছেন তাহা খুবই প্রশংসনীয় সন্দেহ নাই। কিন্তু এদেশে বৃটীশ গবর্ণমেণ্টের এজেণ্ট হিসাবে যাঁহারা দেশশাসনে নিযুক্ত আছেন তাঁহাদিগকে অনুরূপ উদ্যমে ব্রতী হইতে দেখিলে আমরা অধিকতর সুখী হইতাম। কলিকাতা সহরে বোমার আক্রমণে বাড়ীঘর বিনষ্ট হয় নাই বটে। কিন্তু এই সহরে লোকসংখ্যা প্রায় দ্বিগুণ হইয়াছে এবং সহরের বহু বসতবাড়ী সামরিক ও আধা-সাম রক প্রয়োজনে গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক অধিকৃত হইয়াছে। অথচ ইঁট, সিমেণ্ট, লৌহ ইত্যাদির অভাবের জন্য গত কয়েক বৎসরের মধ্যে সহরে নূতন বাড়ী একপ্রকার নির্ম্মিত হয় নাই বলা চলে। গবর্ণমেণ্ট যদি সাময়িকভাবে অর্থ সাহায্য করিয়া কলিকাতায় একটী বৃহদাকার বিল্ডিং সোসাইটী স্থাপন করেন এবং এই সোসাইটীর হাতে বাড়ী নির্ম্মাণের উপযোগী ইঁট, সিমেণ্ট, লৌহ ইত্যাদি প্রয়োজনানুরূপভাবে সরবরাহ করেন তাহা হইলে সমস্যা অনেকটা সহজ হইয়া আসিতে পারে। কিন্তু দেশের রাজশক্তি জনসাধারণের অন্য দশ প্রকারের প্রয়োজন মিটাইবার ব্যাপারে যেরূপ নির্ব্বিকার রহিয়াছেন, তাহাতে সাধারণের বাসের উপযোগী বাড়ী নির্ম্মাণের ব্যাপারে উহারা অবহিত হইবেন সেরূপ আশা কোথায় ?

* * *

সম্প্রতি ভারতের সামুদ্রিক বাণিজ্যের গত ফেব্রুয়ারী মাসের হিসাব প্রকাশিত হইয়াছে। এই হিসাবে দেখা যায় যে, গত ফেব্রুয়ারী মাসে ভারতে বিদেশ হইতে সমুদ্রপথে মোট ১৭ কোটী ৮৪ লক্ষ টাকা মূল্যের মালপত্র আমদানী হইয়াছে এবং ভারতবর্ষ হইতে সমুদ্রপথে বিদেশে ১৮ কোটী ৩৬ লক্ষ টাকা মূল্যের মালপত্র রপ্তানী হইয়াছে। কাজেই এই মাসে আমদানীর তুলনায় ভারতবর্ষ হইতে বিদেশে ৫২ লক্ষ টাকার বেশী মাল রপ্তানী হইয়াছে। গত জানুয়ারী মাসে রপ্তানীর আধিক্যের পরিমাণ ছিল ১ কোটী ২৭ লক্ষ টাকা। ফেব্রুয়ারী মাসে ভারতের রপ্তানী যে সামান্য কিছু বেশী হইয়াছে তাহার কারণ এই যে, উক্ত মাসে ভারতবর্ষে বিদেশ হইতে যে মালপত্র আসে তাহা হইতে ২ কোটী ৪৫ লক্ষ টাকার মালপত্র পুনরায় বিদেশে রপ্তানী হইয়াছিল। যদি কেবল ভারতীয় মালপত্রের হিসাব ধরা হয় তাহা হইলে ফেব্রুয়ারী মাসে ভারতবর্ষ বিদেশে যত টাকার মাল বেচিয়াছে তাহার তুলনায় বেশী টাকার মাল বিদেশ হইতে ক্রয় করিয়াছে। ১৯৪৪ সালের এপ্রিল মাসে নূতন সরকারী বৎসর আরম্ভ হইবার পর হইতে গত ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত ১১ মাসের হিসাবে দেখা যায় যে, ঐ সময়ে বিদেশ হইতে ভারতবর্ষে ১৮১ কোটী ৩২ লক্ষ টাকার মাল আমদানী হইয়াছে এবং ভারতবর্ষ হইতে বিদেশে ২১২ কোটী ৪ লক্ষ টাকার মাল রপ্তানী হইয়াছে। কাজেই এই ১১ মাসে ভারতের রপ্তানীর আধিক্য হইয়াছে ৩০ কোটী ৭২ লক্ষ টাকা—অথচ গত ১৯৪৩-৪৪ সালের এই ১১ মাসে ভারতের রপ্তানীর আধিক্যের পরিমাণ ছিল ৮৬ কোটী ৬৫ লক্ষ টাকা। ইউ-রোপে বর্ত্তমান যুদ্ধের অবসানের পর হইতেই দেখা যাইতেছে যে, বিদেশ হইতে ভারতে আমদানীর পরিমাণ ক্রমে বাড়িতেছে—অথচ ভারত হইতে বিদেশে রপ্তানীর পরিমাণ একই প্রকার আছে। উহার ফলেই ভারতের রপ্তানীর আধিক্যের পরিমাণ দ্রুতগতিতে হ্রাস পাইতেছে। আগামী কয়েক মাসের মধ্যে হয়ত দেখা যাইবে যে, ভারতবর্ষ হইতে বিদেশে রপ্তানীর তুলনায় বিদেশ হইতে ভারতের আমদানীর পরিমাণ বহু কোটী টাকা বেশী হইয়াছে। উহার ফলে ইংলণ্ডে বর্ত্তমানে ভারতের যে ষ্টার্লিং মুদ্রা জমা হইয়াছে তাহার উল্লেখযোগ্য অংশ বিদেশী মালের মূল্য শোধের জন্য ব্যয়িত হইয়া যাওয়ার আশঙ্কা উপস্থিত হইয়াছে।

* * *

বর্ত্তমান যুদ্ধের আমলে ইংলণ্ডের জনসাধারণের স্বাস্থ্যের কি ভাবে উন্নতি হইয়াছে, জন্মের হার কি ভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং মৃত্যুর হার কি ভাবে কমিয়াছে তৎসম্বন্ধে আমরা একাধিকবার আলোচনা করিয়াছি। সম্প্রতি আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের জনসাধারণের স্বাস্থ্য সম্পর্কে কতকগুলি তথ্য আমাদের হস্তগত হইয়াছে। গত ১৯৪৩ সালে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে প্রতি এক হাজার লোকের মধ্যে গড়পড়তায় মাত্র ১০·৯ জন লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল—১৯৪৪ সালে এই হার কমিয়া ১০·৬ জনে পরিণত হইয়াছে। ১৯৪৩ সালে উক্ত দেশে প্রতি এক হাজার লোকের মধ্যে ২১·৫টী করিয়া শিশু জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। ১৯৪৪ সালে এই হার কিছু কমিয়া ২০·৩ জনে দাঁড়াইয়াছে বটে। কিন্তু জন্মের হার হ্রাসের এই ক্ষতি অন্যদিক দিয়া শোধরাইয়া গিয়াছে। গত ১৯৪৩ সালে জীবন্ত অবস্থায় ভূমিষ্ঠ প্রতি এক হাজার শিশুর মধ্যে গড়ে ৪০·১ জন শিশু মৃত্যুমুখে পতিত হয়—কিন্তু ১৯৪৪ সালে প্রতি এক হাজার শিশুর মধ্যে গড়ে ৩৯·২টী শিশু মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে গত ১৯০০ সালে ভূমিষ্ঠ এক একটী শিশুর সম্ভাবিত আয়ুর পরিমাণ ছিল গড়পড়তায় ৫০ বৎসর—এক্ষণে দেশের স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটায় এবং অধিকতর সংখ্যক লোক দীর্ঘজীবী হওয়াতে উক্ত দেশে প্রত্যেকটী শিশুর সম্ভাবিত আয়ুর পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে গড়-পড়তায় ৬৫ বৎসর। এই চিত্রের সহিত ভারতীয় চিত্রের কতই না পার্থক্য রহিয়াছে। এদেশে যত শিশু জন্মে তাহার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ শিশু এক বৎসর কালের মধ্যে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। অধিকন্তু বাঙ্গলায় বর্ত্তমানে যত লোক জন্মিতেছে তাহার তুলনায় বেশী সংখ্যক লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে!

* * *

লণ্ডনে মিঃ মহম্মদ আলী করিমভাই প্রমুখ কতিপয় ভারতবাসী এবং কতিপয় বৃটীশ ব্যবসায়ীর

(৩১৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া

ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত সমস্ত প্রকার কাজের সুবিধা দেওয়া হয়।

স্থানীয় হেড অফিস :
কলিকাতা * বোম্বাই
মাদ্রাজ

এতদ্ব্যতীত ভারতের সর্ব্বত্র, ব্রহ্মদেশ ও সিংহলে ৪০০এর উপর শাখা ও সাব-অফিস রহিয়াছে।

লণ্ডন অফিস :
২৫, ওল্ড ব্রড ষ্ট্রীট।

মালভাড়া সম্পর্কে ভারতীয় রেলওয়ের নীতি

ভারত সরকারের তরফ হইতে স্যার লক্ষ্মীপতি মিশ্র যুদ্ধোত্তর রেলওয়ে উন্নতির জন্য ৩১৯ কোটি টাকা ব্যয়ের একটা পরিকল্পনা উপস্থিত করিয়াছেন। তাহাতে যুদ্ধের পরে কতিপয় বৎসরের মধ্যে এদেশে ৫ হাজার মাইল নূতন রেলপথ স্থাপনের কথা বলা হইয়াছে। রেলের তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের সুখ-সুবিধার জন্য কিছু কিছু সুব্যবস্থা অবলম্বনের নির্দেশও উহাতে রহিয়াছে। ভারতে এ পর্য্যন্ত মাত্র ৪০ হাজার মাইলব্যাপী রেলপথ গড়িয়া উঠিয়াছে। এই বিরাট দেশের পক্ষে উহা নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর বলা চলে। সে হিসাবে যুদ্ধের পরে ৫ হাজার মাইল নূতন রেলপথ নির্ম্মাণের প্রস্তাব খুবই সমর্থনযোগ্য। ভারতবর্ষের রেলপথসমূহে যত যাত্রী চলাচল করিয়া থাকে তাহার মধ্যে শতকরা ৯৬ জনই তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রী। উহাদের নানারূপ দুঃখ-দুর্দ্দশা সম্বন্ধে রেল কর্ত্তৃপক্ষ এতদিন বিশেষ কোন নজর দেন নাই। যুদ্ধের পরে তাহারা তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের সম্পর্কে নানারূপ সুব্যবস্থা অবলম্বনের প্রস্তাব করিয়াছেন ইহাও একটা ভরসার কথা। কিন্তু ভারতীয় রেলওয়ের উন্নতিসাধন করিয়া এদেশের কল্যাণের পথ প্রশস্ত করিতে হইলে কয়েক হাজার মাইল নূতন রেলপথ নির্ম্মাণ ও তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের কথঞ্চিৎ সুখ-সুবিধার ব্যবস্থাই কেবল আমাদের বিচার্য্য বিষয় নহে। রেলের মালভাড়া নির্ণয় ও রেলওয়ে চাকুরীতে লোক নিয়োগ সম্পর্কে রেল কর্ত্তৃপক্ষ বর্ত্তমানে যে নীতি অনুসরণ করিতেছেন তাহা অনেক দিক দিয়াই দেশের স্বার্থের প্রতিকূল। ভারতীয় রেলওয়ের উন্নতিসাধন করিতে হইলে ঐ সব নীতি সম্পর্কেও একটা সময়োচিত পরিবর্ত্তন দরকার। স্যার লক্ষ্মীপতি মিশ্রের পরিকল্পনায় ঐ সব প্রয়োজনীয় বিষয়ে কোন সুচিন্তিত প্রস্তাব না দেখিয়া আমরা যারপরনাই বিস্মিত হইয়াছি। রেলের মালভাড়ার সহিত দেশের শিল্প ও ব্যবসা বাণিজ্যের ঘনিষ্ঠ সংযোগ রহিয়াছে। দেশের স্বার্থ বুঝিয়া ঐ দিক দিয়া যথাসম্ভব সুচিন্তিত কার্য্যনীতি অবলম্বনের ব্যবস্থা না হইলে যুদ্ধের পরেও ভারতে শিল্পব্যবসায়ের উন্নতি নিদারুণভাবে অবহেলিত থাকিয়া যাইবে। সে কথা ভাবিয়া মালভাড়া সম্পর্কে রেল কর্ত্তৃপক্ষের বর্ত্তমান নীতির গলদ ও ভবিষ্যতে তাহা সংশোধনের উপায় সম্পর্কে বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা আলোচনা করিব।

ভারতে ইংরাজ রাজত্ব সুরু হওয়ার প্রথম হইতে নিয়োজিত মূলধনের উপর উচ্চ সুদের গ্যারান্টি দিয়া গবর্ণমেণ্ট কোম্পানীসমূহের মারফতে এদেশে রেলপথ গড়িয়া তোলার চেষ্টা করিয়াছেন। এই গ্যারান্টি সিষ্টেমের জন্য কেবলমাত্র লাভের দিকে চাহিয়া যাত্রী ও মাল চলাচলের ভাড়ার হার উচ্চ হারে নির্দ্ধারণ করাই প্রথম হইতে এদেশে রেলওয়ে পরিচালনার মূলনীতি হইয়া দাঁড়াইয়াছে। দেশের স্বার্থ বুঝিয়া মালভাড়ার সর্ব্বোচ্চ ও সর্ব্বনিম্ন হার নির্ণয় করিয়া দেওয়ার ক্ষমতা ও অধিকার অবশ্য গবর্ণমেণ্টের পূর্ব্বেও ছিল এবং এখনও আছে। কিন্তু সেই ক্ষমতা গবর্ণমেণ্ট এ পর্য্যন্ত খুব কমই ব্যবহার করিয়াছেন। মালভাড়া নির্ণয় সম্পর্কে গবর্ণমেণ্ট কোম্পানীসমূহকে অব্যাহত ক্ষমতা দেওয়ায় সেই সুযোগে কোম্পানীসমূহ ইচ্ছামত ভাড়া নির্দ্ধারণ করিয়া বরাবর উচ্চ মুনাফারই সুবিধা দেখিয়াছে। এদেশে আজও শিল্প বাণিজ্যের সমুচিত উন্নতি সাধিত হয় নাই। শিল্প ও বাণিজ্যের দিক দিয়া দেশের অগ্রগতির পথ প্রশস্ত করিতে হইলে দেশীয় ব্যবসায়ীদিগকে যথাসম্ভব কম ভাড়ায় কাঁচামাল সংগ্রহ ও তৈয়ারী মাল চলাচলের সুযোগ দেওয়া একান্ত দরকার। জগতের উন্নতিশীল দেশসমূহে শিল্প ব্যবসায়ীরা সে সুযোগ যথেষ্টই পাইয়া থাকে। কিন্তু এদেশের রেল কোম্পানীসমূহ সেদিকে কোনরূপ গরজ দেখায় নাই। দেশীয় শিল্পব্যবসায়ের ক্ষতি করিয়া তাহারা নিজেদের লাভের জন্য মালভাড়ার হার অনুচিতভাবে চড়া রাখিয়াই চলিয়াছে।

কেবল মালভাড়ার হার অনুচিতভাবে বৃদ্ধি পাওয়াই নহে, কোম্পানীসমূহকে তাহাদের ইচ্ছামত ভাড়া নির্দ্ধারণ করিবার ক্ষমতা দেওয়ার ফলে এদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে উহার হার সম্পর্কে অহেতুক তারতম্যও যথেষ্ট পরিমাণেই ঘটিয়াছে। এক শ্রেণীর জিনিষ এক এক লাইনে চলাচল করিতে মাইল হিসাবে ভিন্নরূপ ভাড়া ব্যবসায়ীদিগকে দিতে হইতেছে। ইহার ফলে শিল্পব্যবসায়ের উন্নতি সম্পর্কে সমস্ত দেশের স্বার্থ বুঝিয়া কোন সমন্বয় নীতি কার্য্যকরী করা কঠিন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। "মালভাড়া অপেক্ষাকৃত কম থাকায় কোন অঞ্চলে শিল্পব্যবসায় অনুচিতভাবে কেন্দ্রীভূত হইতেছে। মালভাড়ার হার অত্যধিক বেশী বলিয়া কোন অঞ্চল হয়ত শিল্পোন্নতির সাধারণ সুযোগ-সুবিধা হইতেও বঞ্চিত থাকিয়া যাইতেছে। এ বিষয়ে বহু দৃষ্টান্ত নানা কমিটি ও কমিশনের রিপোর্টে প্রকাশ পাইয়াছে। ভারতীয় রেলওয়ের কার্য্যধারা সম্পর্কে তদন্ত করিয়া ওয়েজউড কমিটি গত ১৯৩৭ সালে যে রিপোর্ট প্রদান করেন তাহাতে তাঁহারা বলিয়াছিলেন, "এদেশের রেলপথসমূহে মালভাড়ার বেশী রকম তারতম্য দেখিয়া আমরা বিস্মিত হইয়াছি। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় এদেশের বারটি প্রথম শ্রেণীর রেলওয়েতে সিমেণ্টের জন্য মাইল হিসাবে সাত প্রকার ভাড়ার হার নির্দ্ধারিত রহিয়াছে। কোন লাইনে প্রতি মণ সিমেণ্টের জন্য ৩০০ মাইলে ৷৩ পাই হারে ভাড়া আদায় করা হইয়া থাকে। কোন লাইনে আবার সমান দূরবর্ত্তী অঞ্চলে ঐ পরিমাণ সিমেণ্ট চলাচল করিতে ৷৶৬ পাই পর্য্যন্ত অধিক ভাড়া প্রদান করিতে হয়। লবণ ও খাদ্যশস্য চলাচল সম্পর্কে ভারতীয় রেলপথসমূহে প্রতি মণ ও প্রতি মাইলের হিসাবে দশ রকমের ভাড়ার হার আমরা চলতি থাকিতে দেখিয়াছি।" রেলে কোন জিনিষ চলাচল করিতে ন্যায্য ভাড়া কি হওয়া উচিত সে বিষয়ে রেল কর্ত্তৃপক্ষ অনেক স্থলেই বিবেচনাসম্মত নীতি অনুসরণ করেন না। ইহাতে কাঁচা মালের

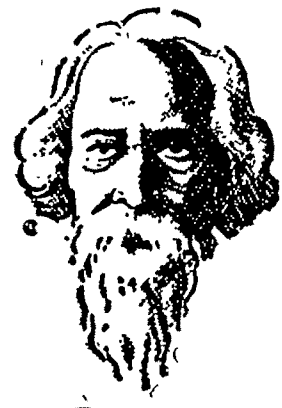

রবীন্দ্র নগর—

কলিকাতা হইতে ২২ মাইল দূরে চুঁচুড়া ও হুগলী ষ্টেসনদ্বয়ের মধ্যে এবং গ্র্যাণ্ড ট্র্যাঙ্ক রোডের উপরে এই উদ্যান নগরী গঠন করা হইবে। পূর্ব্বাহ্নে স্থান রিজার্ভ করুন।

দি ইনভেসটারস লিঃ

৬, ক্রস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সঞ্চয়-প্রোগ্রেস

অপচয়ের সমস্যা সমাধানের নামই সঞ্চয়—সঞ্চিত অর্থে শুধু অপব্যয়ের হাত হ'তে রক্ষা পাওয়া যায় না—ইহা দুর্দ্দিনেও একান্ত বন্ধুর কাজ করে, অধিকন্তু জাতীয় শিল্প উন্নতিতে সাহায্য ক'রে দেশের আর্থিক উন্নতির পরিকল্পনায় জাতীয় কর্ত্তব্য পালন করে।

*

এই অপচয়ের সদ্ব্যবহার ক'রে কি ভাবে সঞ্চয়ী হ'তে পারেন সেই সুপরামর্শ দিতে পারে একটি সুপরিচালিত আর্থিক প্রতিষ্ঠান—

ক্যাল কাটা
কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক
লিমিটেড

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার সিডিউলড্ ভুক্ত

১৫, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মিঃ এস, দত্ত ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

সহিত তৈয়ারী মালের ও তৈয়ারী মালের সহিত কাঁচা মালের রেলভাড়া সম্পর্কে বিরাট অসামঞ্জস্য ঘটিয়া থাকে। এক অঞ্চলের ক্ষতি করিয়া অন্য অঞ্চলের সমৃদ্ধির পথ প্রশস্ত হয়। এ বিষয়ে দৃষ্টান্ত-স্বরূপ আমরা যুক্তপ্রদেশের সরিষা ও বাঙ্গলার সরিষার তৈলের কথা উল্লেখ করিতে পারি। বাঙ্গলা দেশে যেসব তৈলের কল পরিচালিত হইতেছে উপযুক্ত শ্রেণীর সরিষার জন্য উহাদিগকে বিশেষভাবে যুক্তপ্রদেশের উপর নির্ভর করিতে হয়। গত মহাযুদ্ধের পূর্ব্বে যুক্তপ্রদেশের কানপুর, আগ্রা, এটওয়া ও হাতরাস প্রভৃতি অঞ্চল হইতে রেলে যে সরিষা কলিকাতায় আমদানী হইত তাহার উপর ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেল কোম্পানী প্রতি মাইলের জন্য প্রতি মণে ১০ পাই হারে ভাড়া নির্দ্ধারিত করিয়া রাখিয়াছিল। কিন্তু পরবর্ত্তী কালে ঐ ভাড়ার হার শতকরা ৬০ ভাগ বাড়াইয়া দেওয়া হয়। এইভাবে বেশী দামে সরিষা কিনিতে বাধ্য হওয়ায় বাঙ্গলার কলসমূহে উৎপাদিত তৈলের পড়তা দরও বেশী পড়িতেছে। পক্ষান্তরে যুক্তপ্রদেশে যে সব তৈলের কল রহিয়াছে তাহাদের উৎপাদিত তৈল কলিকাতায় আমদানী করা সম্পর্কে ঐ কোম্পানী এমন একটা সুবিধামূলক হার বলবৎ রাখিয়াছেন যাহার জন্য বাঙ্গলায় যুক্ত প্রদেশের তৈল অপেক্ষাকৃত কম দরে বিক্রয় করা সম্ভবপর হইতেছে। এইরূপ প্রতিযোগিতার অবশ্যম্ভাবী ফল দাঁড়াইয়াছে এই যে, বাঙ্গলার তৈলের কলগুলির পক্ষে উপযুক্ত মুনাফা করা দূরে থাকুক তাহাদের পক্ষে নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখাই দিন দিন কঠিন হইয়া দাঁড়াইতেছে। মাল ভাড়া সম্পর্কে অহেতুক তারতম্যের ফলে বিভিন্ন অঞ্চলে অন্য অনেক শিল্প সম্পর্কেও এইরূপ শোচনীয় পরিণাম আমরা প্রতিনিয়তই লক্ষ্য করিতেছি।

মালভাড়া সম্পর্কে রেল কোম্পানীসমূহের নীতি আর একটি দিক দিয়াও দেশের পক্ষে নিদারুণ ক্ষতিকর হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এদেশে রেল কোম্পানী পরিচালনায় বিদেশী লগ্নীকারক ও উচ্চ বৃটিশ কর্ম্মচারীদের প্রাধান্য ও কর্ত্তৃত্ব থাকায় তাহারা রেলের মালভাড়া সম্পর্কে ভারতীয় মালের বদলে বিদেশী পণ্যের অনুকূলে বরাবরই একটা বৈষম্যমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া আসিয়াছে। বাহির হইতে আমদানী পণ্য যাহাতে যথাসম্ভব কম মূল্যে এদেশের হাটে বিক্রীত হয় সেজন্য উহারা তাহার সম্বন্ধে অন্যায়ভাবে সুবিধাজনক হার প্রবর্ত্তন করিয়াছে। ন্যায্য ভাড়ায় ভারতীয় পণ্য চলাচল করা কঠিন বলিয়া তাহাতে দেশীয় শিল্প ব্যবসায়ের প্রসার বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছে। কিন্তু সামুদ্রিক বন্দর হইতে দেশের অভ্যন্তরে বিদেশী মাল আমদানীর ভাড়ার হার কম নির্দ্ধারিত থাকায় বিদেশী বণিকেরা এদেশে যথেচ্ছ পরিমাণ বাহিরের পণ্য বিক্রয়ের সুযোগ পাইয়াছে। কম ভাড়ায় এইভাবে বাহিরের পণ্য আমদানী হওয়ার ফলে তাহার বিরূপ প্রতিক্রিয়ায় দেশীয় শিল্পের উন্নতি ব্যাহত হইয়াছে। দেশীয় ব্যবসায়ীদের ক্ষতি করিয়া বিদেশীরা ভারতের ব্যবসা-বাণিজ্য ক্ষেত্রে নানাদিক দিয়া একটা একচেটিয়া প্রভুত্ব বিস্তার করিয়াছে। পাঞ্জাবে উন্নত শ্রেণীর তুলা উৎপন্ন হইলেও রেলে মালভাড়াজনিত খরচ বেশী পড়ে বলিয়া আমেদাবাদ ও নাগপুরের কাপড়ের কলগুলি প্রয়োজনমত তাহা আমদানীর সুযোগ পায় নাই। বিদেশ হইতে আমদানী তুলা বোম্বাই বন্দর হইতে কম রেলভাড়া দিয়া আমেদাবাদ ও নাগপুরে আনয়ন করা সম্ভবপর বলিয়া ঐ সব অঞ্চলের মিলগুলি ব্যাপকভাবে বিদেশী তুলাই ব্যবহার করিয়া আসিয়াছে।

মালভাড়া সম্পর্কে রেল কোম্পানীসমূহের এই নীতি দেশের পক্ষে সকল দিক দিয়া ক্ষতিকর হইলেও ভারত গবর্ণমেণ্ট ইহার প্রতিকারকল্পে কোন সুব্যবস্থা অবলম্বন করেন নাই। একওয়ার্থ কমিটির সুপারিশ অনুসারে ১৯২৬ সাল হইতে তাঁহারা অবশ্য একটি রেট এডভাইসরী কমিটি (মালভাড়া সম্পর্কিত পরামর্শ সমিতি) গঠন করিয়াছেন। কিন্তু নানা কারণে এই কমিটির কার্য্যধারার ফলে মালভাড়া সম্পর্কে কোন বিবেচনা-সম্মত রীতি প্রবর্ত্তন করা সম্ভবপর হয় নাই। এই কমিটি যে ভাবে গঠিত হইয়াছে তাহাতে দেশের প্রয়োজন বুঝিয়া উহার পক্ষে কোন বিষয়ে সত্বর কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা কঠিন। তাহা ছাড়া মূলতঃ উহা কেবল একটি পরামর্শ সমিতি বলিয়া উহার কোন সিদ্ধান্ত মানিয়া লওয়া ও অবিলম্বে তাহা কার্য্যকরী করা সম্পর্কে গবর্ণমেণ্ট ও রেল কোম্পানীসমূহের কোন বাধ্য-বাধকতা নাই। এই ভাবে কাজ চলিলে ভারতে রেলের মালভাড়া সম্পর্কে কোন দিন সমুচিত কার্য্যনীতি অবলম্বনের পথ প্রশস্ত হইবে বলিয়া আশা করা যায় না।

দেশীয় শিল্প-ব্যবসায়ের স্বার্থ বুঝিয়া ভারতে রেলের মালভাড়া সম্পর্কে বিবেচনা সম্মত রীতি প্রবর্ত্তন করিতে হইলে ভারত গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য দেশের জনপ্রতিনিধি ও দেশের শিল্প-ব্যবসায়ের প্রতিনিধিদের লইয়া একটি সেন্ট্রাল রেট ফিক্সিং বোর্ড (কেন্দ্রীয় মালভাড়া নির্দ্ধারণ বোর্ড) গঠন করা ও মালভাড়া সম্পর্কিত সকল ব্যাপারে তাঁহার নির্দ্দেশ মানিয়া চলা। দেশের রেল কোম্পানীসমূহ সরকারী কর্ত্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণাধীনে না থাকায় পূর্ব্বে ঐরূপ ব্যবস্থা অবলম্বনের পক্ষে একটা অসুবিধা ছিল। কিন্তু বর্ত্তমানে দেশের প্রধান প্রধান সমস্ত রেলওয়েই গবর্ণমেণ্ট খাস করিয়া লইয়াছেন। কাজেই এক্ষণে সমস্ত রেলওয়েকে একসূত্রে গ্রথিত করিয়া একটি সেন্ট্রাল রেট ফিক্সিং অথরিটির মারফতে দেশের স্বার্থ বুঝিয়া মালভাড়া সম্পর্কে তাহাদের উপর একটা বিবেচনা-সম্মত রীতি কার্য্যকরী করার পক্ষে কোন বাধা নাই। এই বিষয়ে সুসঙ্কল্পিত বিধি-ব্যবস্থার নির্দ্দেশ আমরা ভারতের যুদ্ধোত্তর রেলওয়ে পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত দেখিতে চাই।

টেলিগ্রাম—"আর্থিক মান" পোঃ বক্স কেল—৬৫৯
প্রগতিশীল জাতীয় আর্থিক প্রতিষ্ঠান
ব্যাঙ্ক অব কামরূপ লিঃ
হেড অফিস : ৭নং সোয়ালো লেন, কলিকাতা
ম্যানেজিং ডাইরেক্টর—শ্রীঅমলেন্দু বাগচী

আদর্শের অনুপ্রেরণা...
কর্ত্তব্য-নিষ্ঠাই কর্ম্মের আদর্শের আবাহন। ঐকান্তিক নৈষ্ঠিক আচরণ কর্ম্মীর আত্মবিশ্বাস জাগিয়ে তুলে—আর কর্ম্মক্ষেত্রের বিশালতার জ্ঞান সুস্পষ্ট হ'য়ে উঠে।
অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে
আদর্শের নৈষ্ঠিক পূজারী
'মাণিক'
বুঝিয়াছিল ভারতীয় মিষ্টান্নের
সার্ব্বজনীন
সমাদরের সম্ভাবনা
ও ভারতীয় মিষ্টান্নের সমুজ্জ্বল ভবিষ্যৎ। সেই অনুভূতির অভিব্যক্তিই তাঁহার
আধুনিক অনুষ্ঠান ★ ★ অভিনব রচনা
রচনা কৌশলী-নৈষ্ঠিক পরিবেশক
দ্বারিকানাথ ঘোষ এণ্ড সন্স লিঃ
ভারতের বৃহত্তম মিষ্টান্ন প্রতিষ্ঠান

রাজনৈতিক প্রসঙ্গ

গত ২৬শে জুলাই বৃটেনের সাধারণ নির্ব্বাচনের ফলাফল ঘোষিত হইয়াছে। শ্রমিক দল এবার অন্যনিরপেক্ষ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করিয়াছে। শ্রমিক নেতা মিঃ এটলিকে রাজা নূতন মন্ত্রিমণ্ডলী গঠন করিতে আহ্বান করিয়াছেন। ইতিপূর্ব্বে শ্রমিক দল দুইবার নির্ব্বাচনে জয়ী হইলেও বৃটেনের ইতিহাসে এই তাহারা সর্ব্বপ্রথম অন্যনিরপেক্ষ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করিল। মিঃ চার্চ্চিল পদত্যাগ করিয়াছেন। রক্ষণশীল দলের শোচনীয় পরাজয়ের দ্বারা এই কথাই প্রমাণিত হইল, বর্ত্তমান বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের উপর বৃটিশ জনসাধারণের অধিকাংশেরই আস্থা ছিল না।

মিঃ চার্চ্চিল ও মিঃ ইডেন পুনরায় নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। আমাদের পক্ষে সর্ব্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ হইতেছে, স্পার্কব্রুক কেন্দ্রে মিঃ আমেরীর শোচনীয় পরাজয়। বৃটিশ নির্ব্বাচকমণ্ডলী মিঃ আমেরী তথা বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের অনুসৃত ভারত নীতি যে সমর্থন করে না, ভারত-সচিবের পরাভব তাহারই পরিচয়।

এতাবৎ যে হিসাব পাওয়া গিয়াছে তাহাতে জানা যায়, নির্ব্বাচিত সদস্যদের মধ্যে শ্রমিক দল ৩৮০, রক্ষণশীল ১৯২, লিবারেল ন্যাশনাল ১৪, লিবারেল ১১ ও কমিউনিষ্ট ২ জন। মাত্র ৭টি কেন্দ্রের নির্ব্বাচনফল এখনও প্রকাশিত হয় নাই।

* * *

নির্ব্বাচনের ফলাফল ঘোষিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ভারত-সচিব কে হইবেন তাহা লইয়া গবেষণা আরম্ভ হইয়াছে। স্যার ষ্ট্যাফোর্ড ক্রীপস, না লর্ড লিষ্টওয়েল ? যিনিই হউন, সর্ব্বাগ্রে নিপীড়িত ভারত সম্পর্কে আমেরী অনুসৃত নীতির পরিবর্ত্তন অত্যাবশ্যক। শ্রমিকদলের জয়লাভে খুব বেশী আশান্বিত না হইলেও আমরা সংশয় ও নৈরাশ্যের প্রশ্রয় দিব না। অতীতে দুই-দুইবার শাসনের বলগা হাতে পাইয়াও ভারত সম্পর্কে শ্রমিকদলের কায়েমী স্বার্থ-সংরক্ষণের সেই পুরাতন নীতির পুনরাবৃত্তি হওয়া এবার আর সম্ভব নহে। সম্ভব নহে নানা কারণেই—ইংলণ্ডের ও ভারতবর্ষের জাতীয় জীবনের আভ্যন্তরীণ কার্য্যকারণ এবং সর্ব্বোপরি দ্রুত পরিবর্ত্তনশীল আন্তর্জ্জাতিক পরিস্থিতির অপ্রতিরোধ্য জটিলতা। পৃথিবী যুদ্ধের পূর্ব্বে যেখানে ছিল সেখানেই দাঁড়াইয়া নাই, বর্ত্তমানে যেখানে আছে সেখানেও অচল হইয়া থাকিতে পারিবে না। ইতিহাসের অমোঘ বিধানের রথচক্র কত কূটচক্র কত চক্রান্ত ভাঙ্গিয়া সরাইয়া অগ্রসর হইতে থাকিবে। ক্রীপস দৌত্য বানচাল হইয়াছে, সিমলার নেতৃ-সম্মেলন ব্যর্থ হইয়াছে। তবু নৈরাশ্যের কারণ নাই। নূতন শ্রমিক গবর্ণমেণ্টকে ভারতীয় সমস্যা সমাধানে নূতন করিয়া অগ্রসর হইতেই হইবে। আজ ইংলণ্ডের সর্ব্বাধিক জনপ্রিয় ব্যক্তি মিঃ চার্চ্চিলের সমর্থনপুষ্ট রক্ষণশীলদলের শোচনীয় পরাজয়ের মধ্যে যে ভাবীকালের ইঙ্গিত পরিস্ফুট হইল, তাহাকে অস্বীকার করিবার ক্ষমতা নূতন প্রধান মন্ত্রী মিঃ এটলিরও নাই—তাঁহার শ্রমিক দলেরও নাই।

এখনও বহু বাধা বহু জটিলতা অতিক্রম করিতে হইবে তাহা আমরা জানি। তবু শ্রমিক দলের জয়লাভে ভারতবর্ষের সন্তোষ প্রকাশের উপযুক্ত কারণ রহিয়াছে। লণ্ডনে ও নয়াদিল্লীতে নূতন প্রচেষ্টার আয়োজন অবশ্যম্ভাবী।

* * *

লণ্ডনের এক খবরে প্রকাশ, সর্ব্বত্র রক্ষণশীল দলের প্রচারপত্রে মিঃ চার্চ্চিলের প্রতিচ্ছবি কে বা কাহারা বিকৃত করিয়া রাখিতেছে এবং ট্রেণের কামরায় এরূপ লেখা সচরাচরই চোখে পড়ে :—"চার্চ্চিলকে ভোট দেওয়ার অর্থ আর এক ভয়ঙ্কর মহাযুদ্ধ।"

* * *

'হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড' পত্রিকার রাজনৈতিক সংবাদদাতা লিখিয়া পাঠাইয়াছেন, বিশ্বস্তসূত্রে জানিতে পারা গিয়াছে যে, আগামী বৎসরের প্রথমভাগে সাধারণ নির্ব্বাচনের ব্যবস্থা করাই বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্টের অভিপ্রায়। নয়াদিল্লীতে আসন্ন প্রাদেশিক গবর্ণর সম্মেলনে বাঙ্গলার গবর্ণর নাকি উপরোক্ত অভিমত প্রকাশ করিবেন।

* * *

কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির ভূতপূর্ব্ব সদস্য ডাঃ সৈয়দ মামুদ মিঃ জিন্নাকে চ্যালেঞ্জ করিয়া বলিয়াছেন, সীমান্ত প্রদেশের আইন সভার নির্ব্বাচনে মিঃ জিন্না যেন সমুদয় আসন দখল করার চেষ্টা করেন। পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর সুশৃঙ্খল ও সুসংহত "লাল কোর্ত্তা" দল লীগের সহিত কঠোর সংগ্রামে অবতীর্ণ হইয়া মুসলিম লীগের প্রভাবের স্বরূপ প্রকাশ করিয়া দিবে বলিয়া ডাঃ মামুদের দৃঢ় বিশ্বাস।

* * *

মৌলানা আজাদ বলিয়াছেন, ওয়ার্কিং কমিটির সহিত পরামর্শ না করিয়া তিনি নিজ দায়িত্বেই মুসলিম লীগকে এই প্রস্তাব করিয়াছিলেন যে, লীগ যদি কংগ্রেসীও নহেন, লীগপন্থীও নহেন এমন দুই জন যোগ্য ও সমর্থ জাতীয়তাবাদী মুসলমানকে গ্রহণ করিতে সম্মত হন, তাহা হইলে তিনি (রাষ্ট্রপতি) কংগ্রেসী মুসলমান গ্রহণের জন্য জিদ করিবেন না। মিঃ জিন্নার জিদ ইহাতেও টলে নাই।

* * *

লক্ষ্ণৌর এক সংবাদে প্রকাশ, আগষ্ট হাঙ্গামা হইতে উদ্ভূত মামলা সম্পর্কে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত সমস্ত ব্যক্তির প্রাণদণ্ড স্থগিত রাখার অনুরোধ জানাইয়া মহাত্মা গান্ধী বড়লাটের নিকট এক পত্র প্রেরণ করিয়াছেন।

* * *

কংগ্রেস সিমলা সম্মেলনে যোগ দিয়াছিল কেন, এলাহাবাদের এক জনসভায় এই প্রশ্নের উত্তরে আচার্য্য কৃপালনী বলেন, "ভারতীয় জনসাধারণ আজ অন্নহীন, বস্ত্রহীন, সরকারী কর্ম্মচারীদের অনাচার হইতে তাহারা আমাদের নিকট মুক্তি প্রার্থনা করিতেছে। জনসাধারণকে সাহায্য

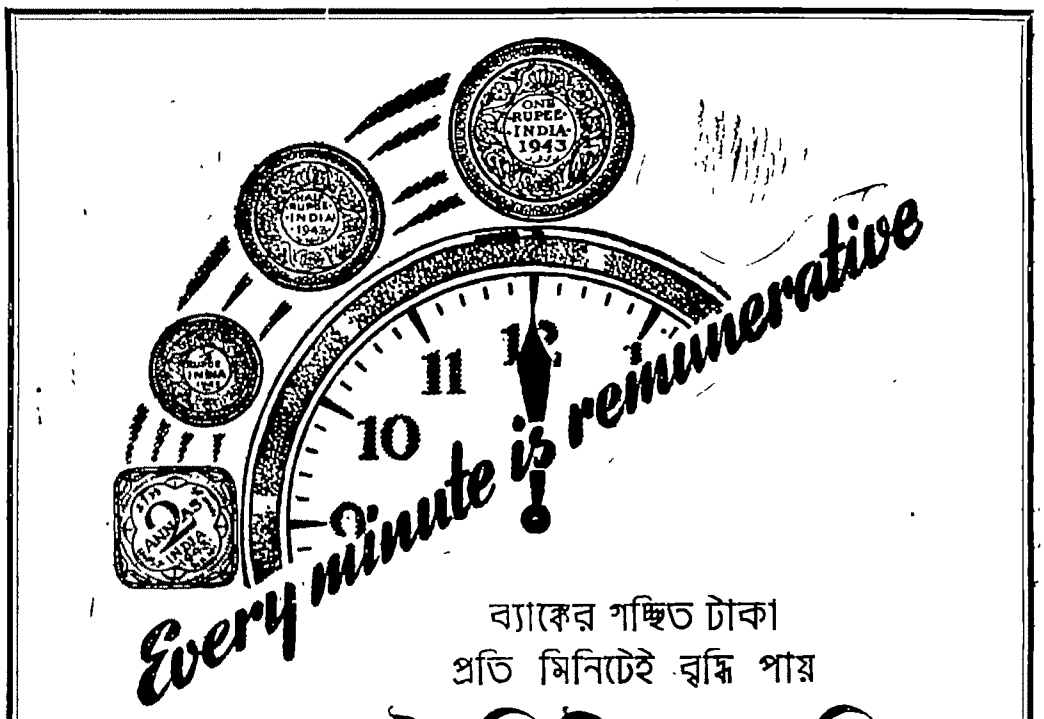

ব্যাঙ্কের গচ্ছিত টাকা
প্রতি মিনিটেই বৃদ্ধি পায়

ক্যালকাটা সিটি ব্যাঙ্ক লিঃ

১০২ বি, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ব্রাহ্মণবাড়িয়া

করোনেশন ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস—৪০।এ, আর্মেনিয়ান ষ্ট্রীট, কলিকাতা

—ঃ শাখা ঃ—

জোড়াসাঁকো, নিমতলা, জলপাইগুড়ি ও ধুপগুড়ি

শ্যামবাজার শাখা শীঘ্রই খোলা হইবে।

সুদক্ষ এবং সুপরিচিত ও বিশিষ্ট পরিচালক মণ্ডলী

ডাইরেক্টর বোর্ডের চেয়ারম্যান : ডাঃ এস, এইচ, পাল এল, আর, সি, পি, ডি, পি, এইচ (লণ্ডন); এম, আর, সি, এস (ইংলণ্ড); ডি, টি, এম, (লিভ); আসাম গভর্ণমেণ্টের ভূতপূর্ব্ব ডাইরেক্টর অব্ পাবলিক হেলথ্।

—আবশ্যক—
সমস্ত প্রধান প্রধান ব্যবসায়কেন্দ্রে প্রস্তাবিত শাখা অফিসের জন্য ম্যানেজার, ক্যাশিয়ার ও একাউণ্টেণ্ট আবশ্যক

—ভাইস চেয়ারম্যান—
ডাঃ এস. কে, বাসু এম, ডি, (ইউ, এস, এ) ডি, ও, (প্যারী);
ডাঃ অপ্ট (ফিল); এফ, আই, ও; এফ, স, এম, সি (ইংলণ্ড)।

ম্যানেজিং ডাইরেক্টর মিঃ এন, চক্রবর্ত্তী
জেনারেল ম্যানেজার মিঃ পি, কে, রাউৎ
সেক্রেটারী মিঃ বি, এন, গুপ্ত

করিবার উদ্দেশ্যেই আমরা সাময়িক চুক্তিতে সম্মত হইয়াছিলাম।"

* * *

সম্প্রতি "ম্যাঞ্চেষ্টার গার্ডিয়ান" পত্রিকা তিন শক্তির কূটনৈতিক হালচাল সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে আশঙ্কা প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন, ভূমধ্য-সাগরে আবার পুরাতন দ্বন্দ্বকেই আত্মপ্রকাশ করিতে দেওয়া হইতেছে। প্রকৃত শান্তি স্থাপিত না হইলে আগামী যুদ্ধের ঝটিকা-কেন্দ্র কি ভূমধ্য সাগর?

* * *

সম্প্রতি সোভিয়েট সংবাদপত্রগুলিতে এই মর্ম্মে সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে যে, জেনারেলিসিমো ষ্ট্যালিন যে দার্দ্দানেলিসের ভবিষ্যৎ নিরাপত্তার জন্য চাপ দিবেন তাহা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে। এই সংবাদে বোধ হয় তুরস্কের অপেক্ষাও বেশী উদ্বেগ বোধ করিবে বৃটেন।

* * *

পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু শ্রীনগরে এক বিরাট জনসভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, "স্বাধীনতা অর্জ্জনই ভারতের সমস্যা। হিটলারের পক্ষে যেমন ইউরোপের বিজিত জাতিগুলির স্বাধীনতার স্পৃহা দমন করা সম্ভব হয় নাই, তেমনি মিঃ চার্চ্চিলের পক্ষেও কংগ্রেস ও গান্ধীজীকে ধ্বংস করা সম্ভব হইবে না।"

* * *

জাতীয় পরিকল্পনা কমিটির আহ্বায়ক (কনভেনর) মিঃ ভি ভি গিরি জানাইয়াছেন, পরিকল্পনা কমিটির প্রেসিডেন্ট পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু অবিলম্বে বৈঠক আহ্বান করার জন্য কমিটির সেক্রেটারী অধ্যাপক কে টি শাহকে নির্দ্দেশ দিয়াছেন। কিন্তু এই বিষয়ে একটা সমস্যা দেখা দিয়াছে। পণ্ডিতজী তাঁহার সাধারণ রিপোর্ট লিখিতে পারিতেছেন না। কেন না আমেদনগর দুর্গে পণ্ডিতজীর নিকট এই সম্পর্কিত যে সকল কাগজপত্র ছিল সেই সব বাহির করিয়া আমার অনুমতি দিতে অস্বীকার করা হইয়াছে। আমরা আশা করি, গবর্ণমেণ্ট অনতিবিলম্বে ঐ সব কাগজপত্র বাহিরে আনার অনুমতি প্রদান করিয়া সুবুদ্ধির পরিচয় দিবেন।

* * *

করাচীর এক সংবাদে প্রকাশ, 'সত্যার্থ প্রকাশ' সম্পর্কিত নিষেধাজ্ঞার প্রশ্ন লইয়া সিন্ধুর মন্ত্রিসভায় পুনরায় সঙ্কট দেখা দিবার উপক্রম করিয়াছে।

* * *

টোকিও রেডিওর ঘোষণায় প্রকাশ, চীন ও রুশিয়ার মধ্যে এক পারস্পরিক অর্থনৈতিক চুক্তি সম্পাদিত হইয়াছে। টোকিও বেতার আরও জানাইয়াছে যে, চুংকিংকে মস্কোর সহিত সংযুক্ত করার জন্য একটি রেলপথ নির্ম্মাণের কাজ আরম্ভ হইয়াছে।

* * *

গত ২৫শে জুলাই আটকের জিলা ম্যাজিষ্ট্রেটের নিষেধাজ্ঞা অমান্যের অভিযোগে পাঞ্জাব পুলিশ খান আবদুল গফুর খানকে গ্রেপ্তার করিয়াছে। আটক জেলার ডেপুটি কমিশনার ভারতরক্ষা বিধান বলে খান আবদুল গফুর খানের উপর এক আদেশ জারী করিয়া আটক জেলায় তাঁহার প্রবেশ ও আটকের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের লিখিত অনুমতি ব্যতীত কোনও জনসভায় তাঁহার বক্তৃতা প্রদান নিষিদ্ধ করিয়াছিলেন।

* * *

সর্ব্বশেষ সংবাদে প্রকাশ, সীমান্ত গান্ধীকে পরে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। কর্ত্তৃপক্ষ কর্ত্তৃক জননেতাদের এই ধরণের হয়রানি সর্ব্বথা নিন্দনীয়। এরূপ গণতন্ত্রবিরোধী অনাচার কেবল ভারতবর্ষেই সম্ভব!

* * *

পাঞ্জাব গবর্ণমেণ্ট আগষ্ট আন্দোলন সম্পর্কিত সমস্ত কংগ্রেসী বন্দীকে মুক্তি প্রদানের জন্য আদেশ জারী করিয়াছেন। ইহা সুসংবাদ সন্দেহ নাই। কিন্তু মুক্তিদানের পরে কোন কোন কংগ্রেসী বন্দীর উপর বাধানিষেধ জারী করা হইবে বলিয়া প্রকাশ। আমরা আশা করি পাঞ্জাব গবর্ণমেণ্ট এরূপ বুদ্ধিহীনতার পথ অবলম্বন করিবেন না।

* * *

বাঙ্গলার অবস্থা পরিদর্শনের জন্য মহাত্মা গান্ধী আগামী সেপ্টেম্বর মাসে বাঙ্গলায় আসিতে পারেন বলিয়া এক সংবাদ আসিয়াছে। আমরা সাগ্রহে সমর্থিত সংবাদের প্রতীক্ষায় রহিলাম।

* * *

মার্কিন সেনেটর মিঃ আলবার্ট স্যাণ্ডলার সংবাদপত্রে এক বিবৃতি দিয়া বলিয়াছেন, ভারতের সহিত রাজদূত পর্য্যায়ের কূটনৈতিক এজেণ্ট বিনিময়ের উদ্দেশ্যে মার্কিন গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক অগৌণে আলোচনা আরম্ভ হওয়া উচিত। ভাবীকালে উভয় দেশের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের উন্নতি অপরিহার্য্য। তাহার ভিত্তি রচনায় নয়াদিল্লীতে যুক্তরাষ্ট্রের এক প্রথম শ্রেণীর কূটনীতিজ্ঞের অবস্থান অত্যাবশ্যক।

এই সাধু প্রস্তাব শুভবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিমাত্রেই সমর্থন করিবেন। কিন্তু প্রশ্ন এই, এই প্রস্তাবে ওয়াশিংটন ও নয়াদিল্লী সম্মতি দিবে কি?

* * *

ইউনাইটেড প্রেসের প্রতিনিধি আচার্য্য কৃপালনীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন. বাঙ্গলাদেশের বিশেষ অবস্থার কথা বিবেচনা করিয়া কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি বাঙ্গলা কংগ্রেসকে জনপ্রিয় মন্ত্রিমণ্ডল গঠনে সহায়তা করিতে অনুমতি দিবেন কি না। এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীযুক্ত কৃপালনী বলেন, এরূপ মন্ত্রিমণ্ডলী যদি বাঙ্গলার দুর্গতি সত্যই মোচন করিতে পারেন, তাহা হইলে সে ক্ষেত্রে ওয়ার্কিং কমিটি তাহাতে বাদ সাধিবেন না।

বাংলার বস্ত্র-শিল্পের অগ্রদূত

মোহিনী মিলস্ লিঃ

এই মিলের

বস্ত্রাদির জনপ্রিয়তার কারণ ব্যবহারেই বোধগম্য হইবে।

১নং মিল	=	২নং মিল
কুষ্টিয়া (নদীয়া)		বেলঘরিয়া (২৪ পরগণা)

ম্যানেজিং এজেণ্টস্ঃ—চক্রবর্ত্তী সন্স এণ্ড কোং

পোঃ কুষ্টিয়া বাজার (নদীয়া)

দি এসোসিয়েটেড ব্যাঙ্ক অব ত্রিপুরা লিঃ

পৃষ্ঠপোষক: ত্রিপুরেশ্বর শ্রীশ্রীযুত মহারাজা মাণিক্য বাহাদুর কে, সি, এস, আই

ম্যাঃ ডিরেক্টর: মহারাজকুমার শ্রীব্রজেন্দ্র কিশোর দেববর্ম্মণ

চীফ্ অফিস: আগরতলা। রেজিঃ অফিস: গঙ্গাসাগর

কলিকাতা অফিস: ১১নং ক্লাইভ রো :: ৩নং মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড।

টেলিফোন: ১৩৩২ কলিকাতা টেলিগ্রাম: "ব্যাঙ্কত্রিপুর"

অন্যান্য অফিসসমূহ:

শ্রীমঙ্গল, আজমীরিগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ, কৈলাসহর, সমসেরনগর, নর্থ লখীমপুর, ঢাকা, কমলপুর, ভানুগাছ, জোড়হাট (আসাম), চকবাজার (ঢাকা), মাদু, গোলাঘাট, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, গৌহাটী, তেজপুর ও হবিগঞ্জ।

শিলং ব্রাঞ্চ খোলা হইয়াছে।

সোনাপুর ব্যাঙ্ক লিমিটেড

৫৭, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, রাজাকাটরা কলিকাতা।

টেলিগ্রাম: "মৌচাক" স্থাপিত ইং ১৯২১

শাখাসমূহ

দক্ষিণ কলিকাতা, ডালহৌসী, আমতা, ভোলা, উলুবেড়িয়া, চৌমুহানী, পরশুরাম ও ঢাকা।

৩০০% হারে ডিপজিট বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে।
আয়কররহিত ৫% ডিভিডেণ্ড ঘোষণা করা হইয়াছে।

খেয়ালীর খাতা

বাংলার গভর্ণর মিঃ কেসী সম্প্রতি কাশীপুরে সিভিল সাপ্লাইজের কতকগুলি গুদাম উদ্বোধন করিয়াছেন। এই গুদামগুলিতে সবশুদ্ধ ৭৩,৮০০ টন চাল ধরিবে। ভারতবর্ষে এত বড় Storage —গোলা—আর দ্বিতীয় নাই। ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষের দিনগুলির কথা একবার মনে করুন। বাজারে যথেষ্ট চাল নাই,—সেতো প্রধান সমস্যা। কিন্তু চাল যখন অন্যান্য প্রদেশ হইতে আসিতে লাগিল তখন তাহা রাখিবার সমস্যাটাও নেহাৎ সহজ হইল না। অন্য আর কোথাও জায়গা না মিলাতে শেষ কালে বোটানিক্যাল গার্ডেনস-এ ত্রিপল ঢাকা দিয়া রাখা হইল হাজার হাজার মণ চাল। সে চাল কতটা যে মানুষের পেটে গিয়াছে আর কতটা আস্তাকুড়ে তাহা সঠিক জানিবার উপায় নাই। কাজেই গভর্ণমেণ্টের এই নিজস্ব মজুদ রাখিবার ব্যবস্থাটা দেখিয়া খুসী হইলাম। বাংলাদেশের জলবায়ু স্বাস্থ্যকর নহে। মানুষের স্বাস্থ্য, নেতাদের বুদ্ধি, মন্ত্রীদের ন্যায়বোধ, কর্ম্মচারীদের সততা হইতে সুরু করিয়া চাল, আটা পর্য্যন্ত সবকিছুই এখানে তাড়াতাড়ি ঘুণে ধরিয়া নষ্ট হয়। কাজেই, কেবল খাদ্যশস্য রাখিবার গুদাম তৈয়ার করাটাই সব নয়; গুদামের বস্তাবন্দী জিনিষগুলি পচিয়া না যায় তাহার ব্যবস্থাটাও প্রয়োজনীয়। এদিক দিয়া সিভিল সাপ্লাইজ ডিপার্টমেণ্টের রেকর্ড খুসী হওয়ার মতো নয়। চাল, ডাল, আটা সরকারী গুদাম হইতে ঠিক কতটা নষ্ট হইয়াছে তাহার হিসাব আমরা জানিনা। কারণ যাহাতে না জানিতে পারি সেজন্য যথেষ্ট সতর্কতা ও গোপনীয়তা অবলম্বন করা হয়। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও খবরের কাগজের রিপোর্টারেরা সেই গোপন তথ্য কিছুটা উদ্ঘাটিত করিয়া মাঝে মাঝে গভর্ণমেণ্টকে বিপদে ফেলিয়াছে। শুধু সেই খবরগুলি হইতে পচিয়া যাওয়া ডালের পরিমাণটা যোগ করিয়া দেখিলেই বুঝা যাইবে কত লোকের কত বেলার আহার অব্যবস্থায় নষ্ট হইয়াছে, তাহা দিয়া কত হতভাগ্যের জীবন রক্ষা সম্ভব হইত!

* * *

কাশীপুরের গুদামে ইঁদুর নিরোধক ব্যবস্থা করা হইয়াছে দেখলাম। সেটা ভালো। গুদামের মেজগুলিও চোখে দেখিতে ভালোই মনে হয়, কিন্তু বস্তা সাজাইবার ব্যবস্থাটা পচন নিবারণের পক্ষে যথেষ্ট কিনা জানি না। বোম্বেতে দেখিয়াছি গুদামে বস্তাগুলিকে সোজা সুজি না সাজাইয়া একটা লম্বা ভাবে এবং তাহার পাশে আর একটা আড় ভাবে রাখা হয়। তাহাতে বস্তাগুলির মধ্যে অনেকটা ফাঁক থাকে। সেই ফাঁকের মধ্য দিয়া হাওয়া চলাচল হইতে পারে। ফলে বস্তার জিনিষ পোকা ধরে না বা পচিয়া নষ্ট হয়না। এখানে দেখিলাম বস্তাগুলি একটার উপরে একটা সমান্তরালভাবে রাখা হইয়াছে। সিভিল সাপ্লাইজের কমিশনার উইলিয়ামস্ বলিলেন, এভাবে বস্তা রাখায় check করার, অর্থাৎ গুণতি করিবার সুবিধা হয়। তাহা হয়তো হয়। কিন্তু বস্তার সংখ্যা সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হওয়াটাই তো দুর্ভিক্ষ নিবারণের গ্যারান্টি নয়। বস্তার চাইতে বস্তার ভিতরের বস্তুটা অধিকতর মূল্যবান।

* * *

সরকারী দপ্তরের কাজকর্ম্ম ঢিলা গতিতে চলে, আঠারো মাসে বছর। কিন্তু সিভিল সাপ্লাইজ এই গুদামগুলি যেরূপ অল্প সময়ের মধ্যে তুলিয়াছেন তাহা প্রশংসার যোগ্য। উদ্বোধন বক্তৃতায় গভর্ণমেণ্ট আশ্বাস দিয়াছেন যে, গুদামগুলি হইতে মাল আনা-নেওয়ার ব্যবস্থা রেল পথে ও সাধারণ রাস্তার সাহায্যে হইবে। দুই পাশে গুদাম রাখিয়া মাঝখানে রেল লাইন বসাইবার উদ্যোগও দেখিলাম। অনুমান করিতেছি চিৎপুর কিম্বা কাছাকাছি অন্য কোন রেলওয়ে সাইডিং-এর সঙ্গে উহা যুক্ত হইবে। গুদামের স্থান নির্ব্বাচন কি ভাবে হইয়াছে জানি না। তবে নদীর ধারে কোথাও জায়গা পাইলে সেখানে এই Storage আরও বেশী সুবিধাজনক হইত। রেলের উপরে একান্তভাবে নির্ভর করিবার বিপদ কতখানি এই যুদ্ধের কয়বছরে তাহা আমরা হাড়ে হাড়ে বুঝিয়াছি। কয়লা যদি নৌকায় আনিবার ব্যবস্থা থাকিত তবে রাণীগঞ্জ বা বরাকর হইতে কয়লা রীতিমত ভাবে কলিকাতার বাজারে আসিতে পারিত, ওয়াগনের অভাবে ব্ল্যাকমার্কেটের সৃষ্টি হইত না, বাড়ীর ঝি, চাকর হইতে সুরু করিয়া বাড়ীর কর্ত্তাকে আপিস ফেরৎ বস্তা বা ঝুরি হস্তে দিগ্বিদিকে তল্লাস করিয়া মরিতে হইত না। কাশীপুরের গুদামে চাউলের বস্তা কলিকাতার লোকের পক্ষে আশ্বাসের কথা। কিন্তু কিশোরগঞ্জ বা চাঁদপুরের লোক দুর্ভিক্ষের দিনে অন্ন পাইবে এমন ভরসা পাওয়ার জন্য চাই দ্রুত মাল চলাচলে নিশ্চিত ব্যবস্থা। তাহা নদীপথের যোগাযোগ থাকিলে সহজতর হইত।

* * *

Gilded travell লইয়া সম্প্রতি কাগজে যে লেখালেখি চলিতেছে তাহাতে প্রত্যেক রেলযাত্রীই খুসী হইবেন। কারণ গাঁটের কড়ি খরচ করিয়া ভারতবর্ষে রেলযাত্রায় যে দুর্ভোগ ভুগিতে হয় তাহা কাহারও অজানা নাই। কিন্তু এবিষয়ে একটা জিনিষ লক্ষ্য করিতেছি। অভিযোগটা যাহা কিছু সবই বেসামরিক হোমরা-চোমরা সরকারী কর্ম্মচারীদের সম্পর্কে। নাগপুর ষ্টেশনে ফেডারেল কোর্টের প্রধান বিচারপতির সেলুন জুড়িয়া দিলে ট্রেনের একটি বগি কাটিয়া রাখিতে হয়। তাহার ফলে অনেক যাত্রীর অসুবিধা ঘটে ইহা সত্য কথা, এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের সদস্যদের সেলুনের জন্যও অনেক ট্রেনে সাধারণ গাড়ার সংখ্যা কমাইতে হয়। তাহাতে সাধারণ কামরাগুলিতে আরও বেশী ভীড় হয়। যাত্রীরা মর-মর হইয়া হাত, পা, মাথা ভাঙ্গিয়া রাখিয়া যাত্রা শেষ করে—কখনও এপারে, কখনও বা পরপারে! কিন্তু মিলিটারীদের সম্পর্কে তো এপর্য্যন্ত কোন উচ্চবাচ্য দেখিতেছি না। অথচ তাহারা বেসামরিক জনসাধারণের যে অসুবিধা ঘটাইয়া

দি ট্রিনিটি মিউচুয়াল এ্যাসিওরেন্স কোং
লিমিটেড—(বোম্বাই)
কোম্পানীর সমুদয় লভ্যাংশ কেবলমাত্র বীমাকারিগণই পাইবার অধিকারী।
বীমাকর্ম্মীদের সর্ত্ত অতীব সুবিধাজনক।
বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা ও আসামের চীফ এজেণ্ট
রায় এণ্ড সন্স
৮৪-এ, ক্লাইভ ষ্ট্রীট : : কলিকাতা।
পোষ্ট বক্স—জি পি ও, ১৩৪ ফোন—ক্যাল: ৬১৩৩

থাকেন—কখনও ইচ্ছায় কখনও অনিচ্ছায়—তাহার দিকেও দৃষ্টি আকর্ষণ করা উচিত। তাঁহারা সেকেণ্ড ক্লাশের টিকিট কাটিয়া ফার্ষ্ট ক্লাশে চড়িবার সুবিধা পান, ইণ্টার ক্লাশের ভাড়ায় সেকেণ্ড ক্লাশ। বেসামরিক যাত্রীদের ট্রেন তুলিয়া দিয়া, গাড়ী কমাইয়া এমনিতেই অনেক অসুবিধা করা হইয়াছে। তাহার উপরে আবার খাকী পোষাকের দৌরাত্ম্যও সহিতে হইবে? সাধারণ সময়ে আপত্তি করিতাম না; কিন্তু যুদ্ধের সময়ে যাহা কিছু অসুবিধা সবটাই আমরা বেসামরিক লোকেরা সহিব আর তোমরা অর্থাৎ হিজ মেজেষ্টিস ডিফেন্স সার্ভিস, কাঁধের উপর পিতলের তারকা আঁটিয়া ষোল আনার উপরে আঠারো আনা সুবিধা ভোগ করিতেই থাকিবে এ কেমন কথা?

* * *

গাড়ীর ভিতরে লটবহর জড়ো করিয়া বসিবার জায়গা যাহাতে না নষ্ট করা হয় সেদিকে রেল কোম্পানী যাত্রীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া থাকেন। তাহাদের slogan হইল If travel you must, travel light. মনে হয় উহা শুধু আমার আপনার মতো যাত্রীদের জন্যই, মিলিটারীদের জন্য নয়। একজন সেকেণ্ড লেফটেন্যান্ট একখানা সেকেণ্ড ক্লাশের টিকেট কাটিয়া তাঁহার সাড়ে চার ফুট লম্বা ইউনিফর্ম্মের ট্রাঙ্ক, ক্যাম্বিসের স্যাক্, তিনটি সুটকেস ইত্যাদি সহ একটি প্রথমশ্রেণীর কামরার অর্দ্ধেকের বেশী দখল করিয়া বসেন। একজন পাঞ্জাবী হাবিলদার অনুরূপ মোটঘাট মায় গড়গড়া পর্য্যন্ত লইয়া ইণ্টার ক্লাশের ভাড়ায় সেকেণ্ড ক্লাশে আর দশজন নিরীহ বেসামরিক যাত্রীর অসুবিধা ঘটাইয়া থাকেন। আজকাল সৈন্য বিভাগের জন্য আলাদা কামরা মার্কা দেওয়া থাকে। সেখানে বেসামরিক যাত্রীদের প্রবেশ নিষেধ। কিন্তু মিলিটারী ইচ্ছামতো আমাদের কামরায় চড়াও করিতে পারিবেন। গাছের খাওয়া এবং তলায় কুড়ানো দুই একই সঙ্গে চালাইতে যাঁহাদের বাধা নাই তাঁহাদের নাম মিলিটারী!

* * *

বাংলা দেশের ক্রিকেট লইয়া দীর্ঘকালব্যাপী যে কোন্দল চলিতেছিল, মনে হইতেছে, এতদিনে তাহার একটা মীমাংসা হইল। মিঃ এন কে বসু, অধ্যাপক এস রায়, লজফিল্ড প্রভৃতিকে লইয়া এই বিবাদের সুরাহা করিতে যে কমিটি নিযুক্ত হইয়াছিল, তাহার রিপোর্ট ক্রিকেট এসোসিয়েশান অব বেঙ্গল গ্রহণ করিয়াছেন। গৃহীত সিদ্ধান্তগুলির মধ্যে প্রধান:—(১) বেঙ্গল জিমখানা অতঃপর কোন ক্লাবকে affiliation দিতে পারিবেনা (২) ক্রিকেট ক্লাবগুলিকে প্রথম শ্রেণীতে ওঠা-নামার একটা নিয়ম মানিতে হইবে। (৩) ৩টি ক্লাবকে প্রথম শ্রেণীতে রাখা হইবে এবং (৪) পরিচালক সমিতি অনুমোদিত ক্লাবগুলির ভোটে গঠিত হইবে ও তাহাতে ২১ জন সদস্য থাকিবে। ইত্যাদি। যাহাহউক দুই বিবদমান দলের মধ্যে একটা যে রফা হইয়াছে ইহাই খুসীর কথা। অতঃপর কে বোস ও মহারাজা কুচবিহার এক সঙ্গে খেলিয়া বাংলাদেশের ক্রিকেটকে বিভিন্ন অন্তঃপ্রাদেশিক প্রতিযোগিতায় প্রতিষ্ঠিত করিবেন এমন আশা করা যাইতে পারে কি?

* * *

একটি সাংবাদিক প্রতিষ্ঠানের খবরে প্রকাশ, ভাইসরয় লর্ড ওয়াভেলের এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলে সমস্যা দেখা দিয়াছে। এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের বর্ত্তমান সদস্যগণ নাকি বড়লাটকে বলিয়াছেন তাঁহাদের সদস্যপদ সম্পর্কে একটা স্থায়িত্বের আশ্বাস দিতে হইবে। নতুবা তাঁহারা কাজ চালাইতে অনিচ্ছুক। গুজব এই যে, গত কয় সপ্তাহ ধরিয়া এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্ত হয় নাই; কারণ ঐরকম আশ্বাস না পাওয়া পর্য্যন্ত সদস্যগণ কাজ করিবার মতো উৎসাহ পাইতেছেন না। সাধারণভাবে দেখিতে গেলে H. M. (His Majesty নহে, Honourable Member) দের দাবীকে হয়তো অন্যায় মনে হইবে না, কারণ বেচারাদের প্রতি গভর্ণমেণ্টের ব্যবহারটা মোটেই তদ্রোচিত নহে। ডাকিয়া নিয়া তাঁহাদের মেম্বার করা হইল। দেশের লোক তাঁহাদের যে-চোখে দেখে সে কথা স্মরণ করিলে তাঁহাদের নিজেদের চোখে জল আসে। বড়লাট, সেক্রেটারী অব ষ্টেট, চার্চ্চিল প্রভৃতি তাঁহাদের পিঠ চাপড়াইয়া মাঝে মাঝে "Wise men" ইত্যাদি বলেন বটে। কিন্তু সে-কেবল যখন কংগ্রেসকে নস্যাৎ করিবার প্রয়োজন। যেই কংগ্রেসের সঙ্গে আপোষ আলোচনার চেষ্টা হয়, তখন আর হতভাগ্যদের দিকে তাকাইয়াও দেখা হয়না। ক্রীপস আলোচনার সময় দেখিয়াছি, তাঁহারা পিতৃমাতৃহীন অনাথ বালকের ন্যায় ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়া আছেন। ক্রীপস্ মহাত্মা গান্ধী, মৌলানা আজাদ, পণ্ডিত নেহেরু, মিঃ জিন্নাকে লইয়া মাতামাতি করিতেছেন। এবার সিমলা কনফারেন্সেও দেখিলাম, সেই একই দৃশ্য। কনফারেন্সে যোগ দেওয়ার নিমন্ত্রণতো নাইই, তাঁহাদের কথা একবার কেহ জিজ্ঞাসাও করে না। আমার তো রীতিমতো করুণা হইত! অকৃতজ্ঞ বড়লাট! দড়ি ধরিবার প্রয়োজন ও কি ফুরাইয়া গিয়াছে?

* * *

না ফুরায় নাই। এবং ফুরায় নাই বলিয়াই আবার তাঁহারা কোট, সার্ট, টাই, কলার ঝাড়িয়া পুছিয়া বাহির করিতেছেন। মোটরের বনেটের মাথায় E. C. মার্কা নিশান উড়াইয়া কুইন ভিক্টোরিয়া রোড এবং কিং এডোয়ার্ড রোড হইতে সেক্রেটারিয়েট ও ভাইসরয় হাউসে যাতায়াত করিতেছেন। তবে হাঁ, অভিমান একটু হইতে পারে বই কি! হাজার হউক রক্তমাংসের শরীর তো! ভাবিয়া দেখিলে অবশ্য ব্যাপারটাকে সহজভাবে মানিয়াও নিতে পারিবেন। যুদ্ধের প্রয়োজনে গভর্ণমেণ্টের অনেক নূতন চাকুরী সৃষ্টি হইয়াছে। যুদ্ধের প্রয়োজনেই এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলেও ভারতীয় নেওয়া হইয়াছে। ঐ ডিপার্টমেণ্টের নবনিযুক্ত চাকুরীয়ারা জানেন যুদ্ধ যতদিন আছে, তাঁহাদের চাকুরীও ততদিনের। এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলারগণও চাকুরী করিতে আসিয়াছেন। সে চাকুরীও অস্থায়ী। তফাৎ শুধু এই যে, সাপ্লাই ডিপার্টমেণ্টের কর্ম্মচারীদের চাকুরীর মিয়াদ War duration. এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলরদের deadlock duration.

—খেয়ালী

ক্রিসেণ্ট কমারসিয়াল ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া লিঃ

৫৭, রাধাবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা ● ম্যাঃ ডিঃ—মিঃ বি, নারায়ণ চৌধুরী।

ইউনাইটেড ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন লিমিটেড

হেড অফিস ঃ—২০।১ সি, লালবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শাখা ঃ—বড়বাজার, শ্যামবাজার (কলিকাতা), গোপালগঞ্জ, মাদারীপুর, চরমুগুরিয়া, ভাঙ্গা (ফরিদপুর), নওপাড়া (যশোহর), মরেলগঞ্জ (খুলনা), সোনামুখী, বাঁকুড়া, কিরনাহার (বীরভূম)।

চলতি হিসাবে সুদ বার্ষিক শতকরা ১৲ সেভিংস শতকরা ২৷৷০

স্থায়ী আমানতে উচ্চহারে সুদ দেওয়া হয়।

সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

কোম্পানীর পরিচালনাধীনে প্রতাপগড় টি এষ্টেট এবং প্রতাপগড় এগ্রিকালচারেল গার্ডেন ও ফলবাগান আছে। ফলবাগানটি পরিবর্দ্ধন ও অন্যান্য কার্য্যের জন্য সেনট্রাল গভর্ণমেণ্ট হইতে প্রতি শেয়ারে ১০৲ টাকা হিসাবে ১৫,০০০ পনের হাজার শেয়ার বিক্রয়ের অনুমতি পাওয়া গিয়াছে।

দি

টিপারা হিল ডেভলপমেণ্ট কোং লিমিটেড

রেজিষ্টার্ড অফিস—আখাউরা (বি এণ্ড এ রেলওয়ে)

প্রধান অফিস—আগরতলা (ত্রিপুরা ষ্টেট)

ডিভিডেণ্ড ৫% হিসাবে দেওয়া হইয়াছে।

কোম্পানীটি ত্রিপুরা মডার্ণ ব্যাঙ্ক লিমিটেডের ম্যানেজিং ডিরেক্টর রাজসভাভুষণ শ্রীযুত হরিদাস ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সুপরিচালনাধীনে আছে।

শেয়ার বিক্রয় করিবার জন্য ডিফেন্স অব ইণ্ডিয়া রুলের ৯৪-এ ধারা অনুসারে কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টের অনুমতি পাওয়া গিয়াছে। ইহা পরিষ্কারভাবে জানিবেন যে, এই অনুমতি দানের জন্য কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্ট কোন পরিকল্পনার আর্থিক অবস্থার কিম্বা বিবৃতির সত্যতা অথবা কোন মতামতের জন্য দায়ী নন।

আর্থিক দুনিয়ার খবরাখবর

রেলভাড়া নির্দ্ধারণ নীতি—মারোয়াড়ী চেম্বার অব কমার্স কমিটি ভারতে রেলের ভাড়ার হার পরিবর্ত্তনের প্রয়োজনীয়তার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া রেলওয়ে বোর্ড এবং ভারত গবর্ণমেণ্টের যুদ্ধ-যানবাহন সচিবের (ওয়ার ট্রান্সপোর্ট) নিকট এক লিপি প্রেরণ করিয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে। উক্ত কমিটি নাকি মনে করেন যে, দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় রেলের ভাড়া নির্দ্ধারণ নীতি পুনর্ব্বিবেচনা করা প্রয়োজন। যদি সম্ভব হয় তবে দেশে শিল্প ও বণিজ্যের উন্নতির জন্য ইহার সংশোধন অবিলম্বে করিতে হইবে বলিয়াও কমিটি উক্ত লিপিতে অভি-মত জ্ঞাপন করিয়াছেন। গত ২৫শে জানুয়ারী ভরত গবর্ণমেণ্টের যুদ্ধ যানবাহন সচিব রেলপথ ও সমুদ্র পথের ভাড়ার হার এক রকম করিবার জন্য এবং লবণ, কয়লা প্রভৃতি কয়েকটি দ্রব্যের রেলের ভাড়া বৃদ্ধি করিবার জন্য যে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করিয়া-ছিলেন, তাহার উল্লেখ করিয়া কমিটি বলেন যে, জনমত সংগ্রহ না করিয়া এইরূপ একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিকল্পনা করা ভারত গবর্ণমেণ্টের পক্ষে যুক্তিযুক্ত হইবে না। কমিটি উক্ত চিঠিতে আরও উল্লেখ করিয়াছেন যে, অবিলম্বে একটি কেন্দ্রীয় ভাড়া নির্দ্ধারক কর্ত্তৃপক্ষ স্থাপন করা প্রয়োজন।

ই আই রেলে অদলবদল—আমরা বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইলাম যে, বর্ত্তমান মাসের শেষ হইতে ই আই রেলের চিফ অপারেটিং সুপারি-ণ্টেণ্ডেণ্ট মিঃ এন ডব্লিউ চিজন অবসর গ্রহণের পূর্ব্বে ছুটীতে যাইতেছেন এবং চিফ কমার্শিয়াল ম্যানেজার মিঃ এন ডব্লিউ সিনট অবসর গ্রহণ করিতেছেন। প্রথম পদে মিঃ টাকার এবং দ্বিতীয় পদে মিঃ এইচ ডি হেসন নিযুক্ত হইতেছেন। প্রকাশ যে, উক্ত রেলের চিফ ইঞ্জিনিয়ার মিঃ এন কে মিত্রের কার্য্যকালও শীঘ্রই শেষ হইবে এবং তাঁহার স্থলে রায় বাহাদুর পি এল গুপ্ত চিফ ইঞ্জি-নিয়ার পদে অধিষ্ঠিত হইবেন।

৪ লক্ষ টাকার বস্ত্র হস্তগত—কলিকাতা পুলিশের এনফোর্সমেণ্ট ব্রাঞ্চের অফিসারগণ কলিকাতার কোন এক ব্যবসা কেন্দ্রে যুগপৎ তল্লাসী করিয়া প্রায় ৪ লক্ষ টাকার বস্ত্র হস্তগত করিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ।

ক্যান্সার রোগের নূতন ঔষধ—লণ্ডনের এইচ জি টম্পসন-এর নেতৃত্বে একদল বৈজ্ঞানিক ১৫ বৎসর যাবৎ গবেষণার পর ক্যান্সার রোগের নিরাময় হিসাবে "H 11" নামে একটি ঔষধ আবিষ্কার করিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ। এই বিষয়ে 'মেডিকেল ওয়ার্ল্ড' নামক পত্রিকায় ডাঃ লোয়ে এবং ডাঃ ওলেংনেসা এক প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়া উহাতে বলিয়াছেন যে, "এইচ ইলেভেন" ঔষধ প্রয়োগ করিয়া শতকরা ৬৭.৮টি ক্ষেত্রে ঐ রোগের বৃদ্ধি বন্ধ করা গিয়াছে এবং কয়েকটি ক্ষেত্রে রোগ সম্পূর্ণ নিরাময় হইয়াছে। উক্ত প্রবন্ধে আরও বলা হইয়াছে যে, ১৯৪০ সাল হইতে ঐ ঔষধ ২ হাজার ৫ শত রোগীকে প্রয়োগ করা হইয়াছে এবং হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে, নিরাময়ের পর ৪ বৎসরের মধ্যেও ঐ রোগের পুনরাক্রমণ হয় নাই। এই ঔষধ সকল প্রকার ক্যান্সার রোগে এবং শরীরের যে কোন অংশ আক্রান্ত হইলেও ব্যবহার করিয়া ফল পাওয়া গিয়াছে। প্রবন্ধে এইচ ইলেভেনকে ক্যান্সার রোগের সমস্ত বয়সের রোগীদের ক্ষেত্রে ব্যবহার করিতে নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

ছাতার গায়ে মূল্য লেখা—প্রকাশ,—বেসামরিক সরবরাহ বিভাগের কন্‌ট্রোলার জেনা-রেলের আদেশানুসারে ছাতা ব্যবসায়িগণকে এই মাস হইতেই প্রত্যেক ছাতার গায়ে কারখানার পড়তা দর এবং খুচরা বিক্রয় দর লিখিয়া দিতে হইবে। ছাতার খুচরা বিক্রয় দর অতি লাভ দমন আইনের অনুমোদিত হইতে হইবে।

রেডক্রশ সোসাইটির উদ্যম—গত চারি বৎসরে রেডক্রশ সোসাইটি মারফৎ ভারতীয় যুদ্ধ বন্দীদের নিকট ডাক ও তারযোগে যে সকল বাণী প্রেরিত হইয়াছে, নিম্নে তাহার হিসাব দেওয়া গেল :—

সাল	ডাকযোগে	তারযোগে
১৯৪১	২ হাজার ১ শত	৮ শত
১৯৪২	৩ হাজার ৫ শত	১ হাজার ২ শত
১৯৪৩	৩ হাজার	১ হাজার ১ শত
১৯৪৪	২ হাজার ৭ শত	৮ শত

যুদ্ধবন্দীদের নিকট হইতে আত্মীয়দের উদ্দেশ্যে যে সকল বাণী প্রেরিত হইয়াছে, নিম্নে তাহার সংখ্যা লিপিবদ্ধ হইল :—

সাল	ডাকযোগে	তারযোগে
১৯৪১	১ হাজার ৮ শত	৫ শত
১৯৪২	৬ হাজার ৫ শত	৬ শত
১৯৪৩	১১ হাজার	৭ শত ৫০
১৯৪৪	১১ হাজার ৬ শত	১১ হাজার ১ শত ৭০

এতদ্ব্যতীত বেতারযোগে যুদ্ধ বন্দীদের উদ্দেশ্যে তিন মাসে একবার করিয়া আত্মীয় স্বজন বন্ধু-বান্ধবের বাণী দেওয়া হয়। উক্ত বেতার বাণীতে এক একজন বন্দীর উদ্দেশ্যে অনধিক ৩০টি শব্দ ব্যবহার করা হয় বলিয়াও প্রকাশ করা হইয়াছে।

বিহারে গম প্রেরণের কোটা বৃদ্ধি—রাঁচির সাম্প্রতিক সংবাদে প্রকাশ, ভারত গবর্ণমেণ্ট বর্ত্তমান বৎসরে বিহারে গম প্রেরণের কোটা বৃদ্ধি করিয়া ১২ হাজার টন হইতে ১৮ হাজার টন করিয়াছেন।

মাদ্রাজে ভিক্ষাবৃত্তি দমন আইন—প্রকাশ, মাদ্রাজ প্রদেশে ভিক্ষাবৃত্তি দমনের উদ্দেশ্যে মাদ্রাজ গবর্ণমেণ্ট বড়লাটের সম্মতিসহ এক আইন প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। এই আইনানুসারে নাকি মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীর যে কোন স্থানে ভিক্ষুকদিগকে গ্রেপ্তার করিয়া কোন কর্ম্মশালা অথবা বিশেষ ভিক্ষুক আশ্রমে প্রেরণ করা চলিবে। ট্রেনে অথবা রেলওয়ে ষ্টেশনে ভিক্ষা বন্ধ করিবার উদ্দেশ্যেও ঐ আইনে বিশেষ ধারা সংযুক্ত করা হইয়াছে। আরও প্রকাশ যে, মাদ্রাজ প্রদেশের যে কোন অঞ্চলে গবর্ণমেণ্টের পূর্ব্ব বিজ্ঞপ্তি অনুসারে যে কোন সময়ে উক্ত আইন কার্য্যকরী হইতে পারিবে।

চাউল উৎপাদনের পূর্ব্বাভাষ—সম্প্রতি কমার্শিয়াল ইণ্টেলিজেন্স এণ্ড ষ্ট্যাটিস্‌টিক্স বিভাগ কর্ত্তৃক ১৯৪৪-৪৫ সালের নিখিল ভারত চাউল উৎপাদনের চূড়ান্ত পূর্ব্বাভাষ প্রকাশিত হইয়াছে। উক্ত পূর্ব্বাভাষ মতে আলোচ্য বৎসরে ৮ কোটি ৭ লক্ষ ৫৪ হাজার একর জমিতে ধানের চাষ করা হইয়াছে এবং ২ কোটি ৭১ লক্ষ ২২ হাজার টন চাউল উৎপন্ন হইবে। ১৯৪৩-৪৪ সালে যথাক্রমে ৮ কোটি ১১ লক্ষ ১৭ হাজার একর জমিতে ধানের চাষ এবং ৩ কোটি ৬ লক্ষ ৬৪ হাজার টন ধান্য উৎপাদন হইয়াছিল বলিয়াও উক্ত চূড়ান্ত পূর্ব্বাভাষে উল্লেখ করা হইয়াছে। পূর্ব্ব বৎসরের তুলনায় উক্ত চূড়ান্ত পূর্ব্বাভাষ অনুযায়ী ধানের চাষ ও উৎপাদনের হার শতকরা যথাক্রমে ০·৪ ভাগ ও ১১·৬ ভাগ হ্রাস পাইয়াছে।

আগষ্ট আন্দোলনের তথ্যাদি সংগ্রহের ব্যবস্থা—ইউনাইটেড প্রেস জানিতে পারিয়াছেন যে, কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যগণকে গ্রেপ্তার করার পর হইতে দেশে যে সকল ঘটনা ঘটিয়াছিল আনন্দভবনে কংগ্রেস দপ্তরখানা তৎসংক্রান্ত তথ্যাদি সংগ্রহের কার্য্যে ব্যস্ত রহিয়াছেন। বিভিন্ন প্রদেশের কংগ্রেস কর্ম্মীদিগকে বিভিন্ন জিলায় ভ্রমণ করিয়া আগষ্ট ঘটনাবলী সম্পর্কে এবং ১৯৪২ সাল হইতে দেশের বিভিন্ন দল জাতীয় জীবনে কি অংশ গ্রহণ করিয়াছিল তৎসম্পর্কিত তথ্যাদি সংগ্রহ করিতে নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে। প্রকাশ, তথ্যাদি সংগৃহীত হইবার পর নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির দপ্তরখানা উহা পুস্তিকাকারে প্রকাশ করিবেন।

গোলাপী রক্তিম আভা
রোগে ম্লান শীর্ণ পাণ্ডুর গণ্ডে
ফুটাইয়া তুলিতে সক্ষম—

রাসায়নিক সাধনার অবদান—

বাই-কলো-আয়রণ

ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর, নিওমোনিয়া, সূতিকা প্রভৃতি দীর্ঘ কঠিন রোগ-ভোগান্তে বা অন্যবিধ কারণে যাঁহারা রক্তশূন্যতার দরুণ নষ্ট জীবনীশক্তি ও স্বাস্থ্য ফিরিয়া পাইতেছেন না তাঁহাদের পক্ষে বিশেষ উপযোগী—

বিশুদ্ধ রক্তকণিকা বর্দ্ধক
লৌহঘটিত পরীক্ষিত টনিক

বেঙ্গল ইমিউনিটি কোং লিঃ, কলিকাতা

কলিকাতার সহরতলীর মিউনিসিপ্যালিটিসমূহ—বঙ্গীয় শাসন ব্যবস্থা তদন্ত কমিটি (রোল্যাণ্ডস্ কমিটি) তাঁহাদের রিপোর্টে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে গার্ডেন রীচ, সাউথ সুবারবণ এবং টালিগঞ্জ মিউনিসিপ্যালিটিগুলিকে কলিকাতা কর্পোরেশনের সহিত সংযুক্ত ও অন্তর্ভুক্ত করার জন্য যে সুপারিশ করিয়াছেন তৎ সম্বন্ধে বাংলা গবর্ণমেণ্ট কলিকাতা কর্পোরেশনের অভিমত চাহিয়া পাঠাইয়াছেন বলিয়া প্রকাশ। উক্ত বিষয়টি আগামী সপ্তাহে কর্পোরেশনের সভায় উত্থাপিত হইবে।

নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির অধিবেশন—সম্প্রতি কলিকাতা প্রত্যাবর্ত্তনের পথে কানপুর ষ্টেশনে পৌছিলে কংগ্রেস কর্ম্মিগণ মৌলানা আজাদকে সম্বর্দ্ধিত করেন। এই প্রসঙ্গে মৌলানা আজাদ বলেন যে, নিখিল ভারত বা রাষ্ট্রীয় সমিতির পরবর্ত্তী অধিবেশন বোম্বাইতে অনুষ্ঠিত হইবে বলিয়া তিনি আশা করেন। মৌলানা আজাদ আরও বলেন যে, নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির অধিবেশন যাহাতে কানপুরে হয়, সেজন্য সেখান হইতে আমন্ত্রণ পাওয়া গিয়াছে এবং এই বিষয় ওয়াকিং কমিটির নিকট উপস্থাপিত হইয়াছে। কিন্তু তিনি নিজে এইরূপ মনে করেন যে, বোম্বাইয়ে উক্ত অধিবেশনের ব্যবস্থা করিলেই অধিকতর সুবিধাজনক হইবে।

কর্পোরেশনের ময়লা নিষ্কাশন ও জল সরবরাহ—বাংলা গবর্ণমেণ্ট কলিকাতা কর্পোরেশনের ময়লা নিষ্কাশন ও জল সরবরাহ বিভাগের কার্য্যপ্রণালী সম্পর্কে তদন্তের জন্য দুইজন অফিসার নিযুক্ত করিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ। বাংলার পাবলিক হেলথ বিভাগের কর্ত্তা মেজর এম জাফর এবং উক্ত বিভাগের সহিত সংশ্লিষ্ট মেজর এম এস বান্দা সম্প্রতি কর্পোরেশনের স্বাস্থ্য বিভাগের কাজ-কর্ম্ম পরিদর্শন করিয়াছেন বলিয়াও প্রকাশ।

৩ কোটি গ্যালন পেট্রল কম খরচ—ভারত গবর্ণমেণ্টের প্রচার বিভাগ হইতে সম্প্রতি জানান হইয়াছে যে, ভারতে মোটরবাসসমূহে কাঠকয়লার গ্যাস ব্যবহৃত হওয়ায়, বৎসরে তিন কোটি গ্যালন পেট্রল কম খরচ হইতেছে। এই পরিমাণ পেট্রল সমুদ্রপথে এদেশে আমদানী করিতে হইত। সম্মিলিত জাতিসমূহের মধ্যে সম্ভবতঃ এই কৃতিত্বের তুলনা মিলেনা বলিয়াও উক্ত প্রচার বিভাগ হইতে ঘোষণা করা হইয়াছে।

শিক্ষকদিগকে দুর্ম্মূল্য ভাতা দিবার ব্যবস্থা—বাংলা গবর্ণমেণ্টের প্রচার বিভাগের ডিরেক্টর সম্প্রতি জানাইয়াছেন যে, বেসরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহের (মাদ্রাসা ও টোল সহ) এবং বে-সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহের শিক্ষক ও অন্যান্য কর্ম্মচারিগণকে দুর্ম্মূল্য ভাতা প্রদানের উদ্দেশ্যে গত বৎসরের ন্যায় বর্ত্তমান বৎসরেও বাংলা গবর্ণমেণ্ট বর্ত্তমান আর্থিক বৎসরে ৫৭ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন। অনতিবিলম্বে ঐ টাকা বণ্টনের নির্দ্দেশ দিয়া বণ্টন এজেন্সীসমূহের হাতে বরাদ্দের টাকা প্রদান করা হইয়াছে বলিয়াও উক্ত ডিরেক্টর উল্লেখ করিয়াছেন।

ইংলণ্ড ও ভারতের মধ্যে বিমান চলাচল—ডেইলী মেইল পত্রিকার এক সাম্প্রতিক সংবাদে প্রকাশ যে, আগামী শংৎকালে রাজকীয় বিমান বাহিনীর যাত্রীবাহী ৩ শত বিমান ইংলণ্ড ও ভারতের মধ্যে নিয়মিতভাবে যাতায়াত করিবে। বর্ত্তমানেও বিমানযোগে ইংলণ্ড হইতে ভারতে প্রচুর পরিমাণে সৈন্য ও সমরোপকরণ সরবরাহ করা হইতেছে বটে, তবে বর্ত্তমান বৎসরের শেষ-ভাগে ইংলণ্ড ও ভারতের মধ্যে প্রতি মাসে ১০ হাজার লোক বিমানযোগে যাতায়াত করিতে পারিবে বলিয়া উক্ত পত্রিকা আশা পোষণ করেন। এই সম্পর্কে উক্ত পত্রিকায় আরও উল্লেখ করা হইয়াছে যে, বিমান পথে বৃটেন হইতে ভারতের দূরত্ব ৬ হাজার মাইলেরও বেশী এবং এত দীর্ঘ বিমানপথ বৃটিশ সাম্রাজ্যে আর নাই।

নাগপুর বিশ্ববিদ্যালয়কে সাহায্য প্রদান—নাগপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্ চ্যান্সেলার বিচারপতি ডব্লিউ আর পুরানিকের আবেদনক্রমে টাটা কোম্পানী উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে ভূতত্ত্ব বিভাগ প্রতিষ্ঠার জন্য ৫০ হাজার টাকা দান করিয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে। উক্ত ৫০ হাজার টাকার মধ্যে ৪০ হাজার টাকা স্যার দোরাবজী টাটা ট্রাষ্ট হইতে এবং ১০ হাজার টাকা সেণ্ট্রাল ইণ্ডিয়া স্পিনিং, উইভিং এণ্ড ম্যানুফ্যাক্চারিং কোম্পানী লিমিটেড হইতে নাকি দেওয়া হইয়াছে। এই

"চূড়ান্ত সাহস"...সাহসের প্রখর ও গৌরবদীপ্ত প্রকাশকেই বীরত্ব ব'লে বর্ণনা করা হয়েছে। রয়েল ইণ্ডিয়ান এয়ার ফোর্সের একজন বৈমানিক যখন তাঁর জঙ্গীবিমানে উঠে ব'সে উড়বার জন্য প্রস্তুত হন তখন তাঁকে ধরেই নিতে হয় যে ফেরবার আগে বীরত্ব-পূর্ণ কোনো কাজ করবার সুযোগ পাওয়া তাঁর পক্ষে মোটেই বিচিত্র নয়। কিন্তু এ কথা ভেবে এঁরা মোটেই পেছপা হন না। কারণ, এঁরা যে রয়েল ইণ্ডিয়ান এয়ার ফোর্স থেকে বৈমানিকের শিক্ষা পেয়ে কর্মক্ষেত্রে নেমেছেন তার থেকেই প্রমাণ হয় সাধারণ লোকের চেয়ে এঁদের সাহস অনেক বেশি। রয়েল ইণ্ডিয়ান এয়ার ফোর্সে বৈমানিকরূপে শিক্ষিত ক'রে তোলার জন্য আরো অনেক সাহসী ও শিক্ষিত যুবকের দরকার। এই কাজে যুবকেরা যে শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা লাভ করবেন যুদ্ধের পর তা নিজেদের এবং সমগ্র ভারতের প্রভূত উপকারে আসবে। আবেদনের নিয়মাবলী যে-কোনো রিক্রুটিং অফিসারের কাছ থেকে পাবেন।

AAA 84

ইহা একটী বিজ্ঞপ্তি মাত্র—প্রসপেক্টাস নহে

ডিফেন্স অব ইণ্ডিয়া আইনের নিয়মাবলীর ৯৪ক ধারা অনুসারে বর্ত্তমান শেয়ার বিক্রয়ের জন্য ভারত সরকারের অনুমতি পাওয়া গিয়াছে। একথা সুনিশ্চিতভাবে বুঝিতে হইবে যে, এই অনুমতি দিয়া ভারত সরকার কোম্পানীর অর্থনীতিক ক্ষমতা অথবা এতদসম্পর্কিত কোন বিবৃতি কি এতদসম্পর্কে প্রকাশিত কোন মতামতের সম্বন্ধে কোন দায়িত্ব গ্রহণ করিতেছেন না।

দি মাইকা মাইনিং এণ্ড ট্রেডিং কোম্পানী

অব ইণ্ডিয়া লিমিটেড

(১৯১৩-৩৮ সালের ভারতীয় কোম্পানী আইনানুসারে গঠিত)

রেজিষ্টার্ড অফিস ঃ—১২নং চৌরঙ্গী স্কোয়ার, কলিকাতা

অনুমোদিত মূলধন— ২৫,০০,০০০৲ (পঁচিশ লক্ষ টাকা) মাত্র

বিলিকৃত মূলধন— ১২,৫০,০০০৲ (বার লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা)

আদায়ীকৃত মূলধন— ১১,৫৬,৯০৩৲ (১৯৪৫ সালের ৩০শে এপ্রিল পর্য্যন্ত)

বর্ত্তমানে বিক্রয়যোগ্য শেয়ার ঃ—

১২,৫০,০০০৲ (বার লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা) মাত্র

প্রতি শেয়ার ১০০৲ টাকা হিসাবে শতকরা বার্ষিক ৭৲ টাকা সুদের (আয়করযুক্ত) ৫০০ কিউমুলেটীভ প্রেফারেন্স শেয়ার এবং প্রতি শেয়ার ২৫৲ টাকা হিসাবে ৪৮০০০ অর্ডিনারী শেয়ার।

প্রেফারেন্স শেয়ারের সমস্ত বিলি হইয়া গিয়াছে।

অর্ডিনারী শেয়ারসমূহ এখনও শেয়ারের সমমূল্যে পাওয়া যায়।

শেয়ারের টাকা পরিশোধের সর্ত্ত

অর্ডিনারী শেয়ার

প্রতি শেয়ারে আবেদনের সহিত ২৷৷০ টাকা।

প্রতি শেয়ারে শেয়ার বিলি হইবার ৩০ দিনের মধ্যে ১০৲ টাকা।

বাকী প্রতি শেয়ারে শেয়ার বিলি হইবার ৬০ দিনের মধ্যে ১২৷৷০ আনা।

শেয়ারের জন্য আবেদন

কোম্পানীর রেজেষ্টরীকৃত অফিসে আবেদনের ফরম ও প্রসপেক্টাস পাওয়া যাইবে এবং কোম্পানীর রেজেষ্টারীকৃত অফিস ও সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া লিঃ এবং পাইয়োনীয়ার ব্যাঙ্ক লিঃর যে কোন অফিসে আবেদনপত্র প্রেরণ করিতে হইবে।

অভ্র শিল্পের ভবিষ্যৎ

ইহা সুনিশ্চিতভাবে বলা চলে যে, আমাদের দেশে বিদ্যুৎ শিল্পের যে বিপুল উন্নতি হইয়াছে তাহা অভ্রেরই একটা বিজয় স্তম্ভ, আর বিদ্যুৎশিল্পে এই অভ্র অপরিহার্য্য। গত ত্রিশ বৎসর কালের মধ্যে এদেশে বিদ্যুৎ শিল্পের ব্যাপক উন্নতির ইতিহাসকে আধুনিক কালের অভ্র শিল্পেরই ইতিহাস বলা যায়।

ভারতে খনিগর্ভে প্রচুর পরিমাণে অত্যুৎকৃষ্ট শ্রেণীর অভ্র থাকায় এবং এদেশে অভ্র উত্তোলনের জন্য শ্রমিকের প্রাচুর্য্য থাকাতে ভারতবর্ষ প্রকৃত প্রস্তাবে এই শিল্পে একাধিপত্য করিতেছে।

বর্ত্তমান যুদ্ধের অবসানের পর অধিকতর দ্রুত ও বিস্তৃতভাবে এদেশে শিল্পের প্রসার ঘটিবে এবং বিদ্যুৎ শিল্পের উন্নতির উপরে এদেশে ছোট বড় সমস্ত শিল্প, কৃষি, যানবাহন ইত্যাদির উন্নতি নির্ভর করিবে।

যুদ্ধোত্তর পরিকল্পনায় বিদ্যুতের প্রসার প্রথম ও প্রধান স্থান অধিকার করিয়া আছে। কেন না উহা অন্য সমস্ত শিল্পের চাবিকাঠিস্বরূপ। কিন্তু বিদ্যুৎ শিল্প সম্পূর্ণভাবে অভ্রের উপর নির্ভরশীল। কাজেই অভ্র হইতেছে জাতির শিল্পোন্নয়নের একটি শক্তিশালী ভিত্তি: যুদ্ধের পরে যতই ব্যাপকভাবে দেশে শিল্পোন্নয়নের প্রসার হইবে স্বভাবতঃ ততই অভ্রের চাহিদা বৃদ্ধি পাইবে। কাজেই যুদ্ধের পরে এই শিল্পের উন্নতি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নিশ্চয়তা রহিয়াছে।

লভ্যাংশ

গত ১৯৪১ সালে বর্ত্তমান পরিচালকগণ কর্ত্তৃক কোম্পানীর পরিচালনা ভার গৃহীত হইয়াছে। সেই হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত পরিচালকগণ একটা উল্লেখযোগ্য পরিমাণ টাকা রিজার্ভ ফণ্ডে রাখিয়া অর্ডিনারী শেয়ারহোল্ডারগণকে প্রদত্ত টাকার মোট শতকরা ৩২½ ভাগ এবং প্রেফারেন্স শেয়ার-হোল্ডারগণকে প্রদত্ত টাকার মোট শতকরা ২৮ ভাগ লভ্যাংশ হিসাবে প্রদান করিয়াছেন।

সম্পর্কে আরও জানা গিয়াছে যে, স্যার রতন টাটা দাতব্য ভাণ্ডার হইতেও ৫ বৎসর পর্য্যন্ত প্রতি বৎসর ৫ হাজার টাকা করিয়া উক্ত বিভাগের দৈনন্দিন ব্যয় নির্ব্বাহ করিবার উদ্দেশ্যে সাহায্য দানের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছে।

বে-সামরিক অধিবাসীদের জন্য টেলিফোন—প্রায় ছয় মাস সময়ের মধ্যেই বে-সামরিক অধিবাসিগণের পক্ষে অধিক সংখ্যক টেলিফোন কনেকসন পাওয়া সম্ভব হইবে বলিয়া প্রকাশ। এই সম্পর্কে টেলিফোন কর্ত্তৃপক্ষ মান্নোয়াড়ী চেম্বার অব কমার্সকে সম্প্রতি এক চিঠিতে নাকি জানাইয়াছেন যে, এ আর পি প্রতিষ্ঠানসমূহের টেলিফোন কনেকসনসমূহ খুলিয়া লওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই যে সমস্ত বে-সামরিক টেলিফোন কনেকসন বিচ্ছিন্ন করিয়া দেওয়া হইয়াছিল সেই সমস্ত কনেকসন পুনরায় সংযুক্ত করা হইতেছে।

কীটধ্বংসী ঔষধ—ইম্পিরিয়াল কেমিক্যাল ইণ্ডাষ্ট্রীস-এর গবেষণাগারের অধ্যক্ষ (রিসার্চ কণ্ট্রোলার) ডাঃ রোলাণ্ড গ্রেড সম্প্রতি একটি কীটধ্বংসী ঔষধের আবিষ্কারের সংবাদ প্রকাশ করিয়াছেন। ঔষধটির নাম 'গ্যামাক্সিন'। ইহা নাকি কীটধ্বংসী অপর ঔষধ ডি ডিটি অপেক্ষা পাঁচগুণ অধিক ক্ষমতাশালী।

পেনিসিলিনের প্রতিদ্বন্দ্বী—ষ্ট্রেপ্টোমাইসিন নামে একটি ঔষধ সম্পর্কে ফিলাডেলফিয়ার তিনজন বৈজ্ঞানিক গবেষণা করিতেছেন বলিয়া প্রকাশ। এই ঔষধটি যেসব ক্ষেত্রে পেনিসিলিন কার্য্যকরী হয় না সেইসব ক্ষেত্রেও সফল হইতে পারে; বিশেষতঃ টাইফয়েড রোগে নাকি ইহা বিশেষ ফলপ্রসূ।

প্লিওবণ্ড সিমেণ্ট—রয়টারের এক সংবাদে প্রকাশ, গুডইয়ার রিসার্চ ল্যাবরেটরী প্লিওবণ্ড নামে এক নূতন ধরণের সিমেণ্ট আবিষ্কার করিয়াছে। এই সিমেণ্ট ব্যবহারের ফলে পোষাক পরিচ্ছদে সূচ ও সূতার প্রয়োজনীয়তা নাকি আর থাকিবে না। গুডইয়ার ল্যাবরেটরীর ডিরেক্টর ডাঃ এল বি সেব্রেল ঘোষণা করিয়াছেন যে, প্লিওবণ্ড যে কোন পরিষ্কার শুষ্ক কাপড়ের সাথে এমনভাবে লাগিয়া থাকে যে, উহার নমনীয়তা, জল নিরোধকশক্তি ও অন্যান্য শক্তি শূন্য ডিগ্রীরও নীচে ৭০ ডিগ্রী হইতে উপরে ১৪০ ডিগ্রী পর্য্যন্ত বজায় থাকে।

ভারত গভর্ণমেণ্টের উন্নয়ন পরিকল্পনা—ভারত গবর্ণমেণ্টের প্ল্যানিং এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সচিব স্যার আর্দ্দেশীর দালাল সম্প্রতি অটোয়াতে এক সাংবাদিক বৈঠকে বলিয়াছেন, যুদ্ধোত্তর উন্নয়নের সম্পর্কে ভারত আশা করিতেছে যে, কানাডা, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইংলণ্ড বহু পরিমাণ যন্ত্রপাতি ভারতে প্রেরণ করিবে। স্যার আর্দ্দেশীর বলেন, ১৫ বৎসরে ভারতের জাতীয় আয় ৩ গুণ বৃদ্ধি করিবার পরিকল্পনা রচনা করা হইয়াছে। উন্নয়ন পরিকল্পনার সংশ্রবে কৃষির উন্নতি, ৪০ হাজার মাইল রাস্তা নির্ম্মাণ, শিল্প ও হাইড্রো-ইলেকট্রিক পদ্ধতির বিস্তারের প্রয়োজনীয়তার প্রতিও স্যার আর্দ্দেশীর সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এই প্রসঙ্গে স্যার আর্দ্দেশীর আরও বলেন যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইংলণ্ডের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে প্রতি বৎসর ৭ শত ভারতীয় ছাত্র প্রেরণের প্রস্তাবও ভারত গবর্ণমেণ্ট গ্রহণ করিয়াছেন।

বাংলায় রেশম শিল্পের পুনর্গঠন—প্রকাশ, বাংলা গবর্ণমেণ্ট মালদহের প্রাক্তন জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ সি এইচ গর্ডন আই-সি-এসকে রেশম শিল্প সম্পর্কে স্পেশ্যাল অফিসার নিযুক্ত করিয়াছেন। যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠন পরিকল্পনার অংশ হিসাবে তিনি বাংলার রেশম শিল্পের পুনর্গঠনের সম্ভাব্যতা সম্পর্কে নাকি পর্য্যবেক্ষণ করিবেন। গত ১৮ই জুলাই মিঃ গর্ডন বহরমপুর গিয়াছেন। তিনি সেখানকার রেশম শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি পরিদর্শন করিবেন বলিয়া জানা গিয়াছে।

বস্ত্র সম্পর্কে মিতব্যয়িতা—বিভিন্ন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান, শিল্প সমিতি, বণিক সমিতি, ক্লাব এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের নিকট বে-সামরিক সরবরাহ বিভাগের কমিশনার মিঃ উইলিয়ামস এক বিজ্ঞপ্তিতে বলিয়াছেন, 'বস্ত্রের রেশনিং প্রবর্ত্তিত হইলেও বস্ত্র সম্পর্কে মিতব্যয়িতা অবলম্বন করিতে হইবে। যুদ্ধের পূর্ব্বে মানুষের যে পরিমাণ বস্ত্রের প্রয়োজন হইত, রেশনিং প্রবর্ত্তিত হইলে সেই পরিমাণ বস্ত্র সরবরাহ করা সম্ভব নয়। সুতরাং বস্ত্র সম্পর্কে যথাসম্ভব মিতব্যয়িতা প্রয়োজন।'

আমেরিকার নিকট হইতে মালপত্র ক্রয়—নিউ ইয়র্কের সাম্প্রতিক সংবাদে প্রকাশ, কলিকাতার মিঃ আলি আইজাক্স ও রাজকোটের মিঃ মান হারাই ছাওভা, ভারত গবর্ণমেণ্টের বৈদেশিক বাণিজ্য প্রতিনিধিমণ্ডলীর এই দুইজন সদস্য বলেন যে, যুদ্ধোত্তরকালে ভারত আমেরিকার নিকট হইতে প্রতি বৎসর ১৬৬ কোটি টাকার মালপত্র ক্রয় করিবে। মিঃ আইজাক আরও বলেন যে, ভারত বৎসরে আমেরিকার নিকট ১৬ লক্ষ টাকার অধিক মূল্যের ভারতীয় কার্পেট বিক্রয়

সিটিজেন্স অব ইণ্ডিয়া

ফোন : বি, বি ৩১৫৮
গ্রাম—সিটিজেন্স

মিউচুয়াল ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ

ইহা একমাত্র
পলিসী-হোল্ডারগণের প্রতিষ্ঠান
ইহাতে বীমা করিয়া
অধিকতর লাভবান হউন

হেড অফিস—ভরতপুর

প্রধান অফিস—
১৭৭-এ, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা

জেনারেল ম্যানেজার :
মিঃ পি, এস, নারায়ণ

ম্যানেজার :
মিঃ বি, বি, মজুমদার
বি-এ, এল-এল-বি

সেক্রেটারী :
মিঃ এইচ চক্রবর্ত্তী
বি-এল

উদ্যোগীদের নিকট ভবিষ্যৎ সমুজ্জ্বল

ভারতের ভবিষ্যৎ গঠনের কঠিন কাজ নির্ভর করে ব্যবসা বাণিজ্যের উন্নতি ও বিস্তৃতির উপর। এই প্রকার কর্ম্মসূচীতে আমাদের ব্যাঙ্ক তার কর্ত্তব্য করিতেছে।

দি ত্রিপুরা মডার্ণ ব্যাঙ্ক লিঃ

(সিডিউলভুক্ত)

পরিচয়-জ্ঞাপক সংখ্যা :—

অনুমোদিত মূলধন—	৩০,০০ ০০০৲ টাকা
বিলিকৃত মূলধন—	২২,৫০,০০০৲ টাকা
বিক্রীত মূলধন—	২১,১৩,২২৫৲ টাকা
আদায়ীকৃত মূলধন ও রিজার্ভ তহবিল—	১১,৮২,০০০৲ টাকা
আমানত—	১,৬০,০০,০০০৲ টাকা
কার্য্যকরী মূলধন—	২ কোটী টাকার অধিক

যে কোন প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্যের জন্য নিম্নঠিকানায় লিখুন :—

প্রধান অফিস :—
আগরতলা (ত্রিপুরা রাজ্য)।

রেজিঃ অফিস :—
আখাউরা (বি এণ্ড এ রেলওয়ে)।

কলিকাতা অফিসসমূহ :—৬, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, ২০১, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট।

শাখা বাংলা ও আসামের সর্ব্বত্র।

পৃষ্ঠপোষক :—
হিজ হাইনেস্ দি মহারাজা মাণিক্য বাহাদুর,
কে, সি, এস, আই, ত্রিপুরা।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর :—রাজসভাভুষণ হরিদাস ভট্টাচার্য্য।

করিবে। ইতিমধ্যেই ৩ লক্ষ টাকার ভারতীয় কার্পেট নাকি বিক্রয় করা হইয়াছে। শীঘ্রই আমেরিকা হইতে রেশম ও তুলাজাত দ্রব্যের প্রভূত অর্ডারও নাকি পাওয়ার সম্ভাবনা আছে। এই সম্পর্কে ভারতে যানবাহন সমস্যার সমাধানের নিমিত্ত আমেরিকাকে অনুরোধ জ্ঞাপন করার প্রয়োজনীয়তাও তিনি ব্যক্ত করেন।

ভারতবর্ষে খাদ্য নিয়ন্ত্রণ ও বরাদ্দ ব্যবস্থা—ভারত গবর্ণমেণ্টের রেশনিং এডভাইসর মিঃ কারবি নয়াদিল্লীতে সংবাদপত্র প্রতিনিধিদের নিকট সম্প্রতি ঘোষণা করিয়াছেন, ভারতের খাদ্য নিয়ন্ত্রণ ও বরাদ্দ ব্যবস্থা যুদ্ধের পরেও তিন বৎসর হইতে পাঁচ বৎসর পর্য্যন্ত চালু রাখা হইবে। মিঃ কারবি এই সম্পর্কে বলেন যে, বর্ত্তমান বরাদ্দ ব্যবস্থার পরিমাণ বৃদ্ধির সম্ভাবনা নাই—তাঁহার উপরোক্ত মন্তব্য হইতে এইরূপ মনে করা সঙ্গত হইবে না। মিঃ কারবি আরও বলেন যে, ভারতের সহরে ও পল্লী অঞ্চলে বর্ত্তমানে প্রায় ৫০ হাজার লোক রেশনিং সম্পর্কিত কাজে নিযুক্ত আছে। প্রয়োজন-বোধে তাহাদের অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করিতে পারিবেন, ভারত গবর্ণমেণ্ট এই আশা পোষণ করেন বলিয়াও মিঃ কারবি উল্লেখ করেন।

সাবানের মূল্য নিয়ন্ত্রণ—গত ২০শে জুলাই তারিখের ইণ্ডিয়া গেজেটের এক সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে ঘোষণা করা হইয়াছে, অতিলাভ ও মজুত নিবারণ আইনানুযায়ী কয়েকটি ভারতীয় ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের নামাঙ্কিত কাপড় কাচা, গায়ে মাখা ও কারবলিক সাবান প্রভৃতির মূল্য নিয়ন্ত্রণ করা হইয়াছে। এই সম্পর্কে উক্ত বিজ্ঞপ্তিতে আরও উল্লেখ করা হইয়াছে যে, ইতিপূর্ব্বে কোন কোন সাবানের তিনটি খণ্ডের মূল্য একত্রে নির্দ্দিষ্ট ছিল, এখন হইতে তাহাদের প্রতিটির খুচরা মূল্যও নির্দ্দিষ্ট করা হইল। ইউনাইটেড ট্রেডার্স লিমিটেড কর্ত্তৃক সরবরাহকৃত কতকগুলি সাবানের মূল্যও এই সঙ্গে নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে বলিয়াও উক্ত বিজ্ঞপ্তিতে জানান হইয়াছে।

উন্নত ধরণের পাট উৎপাদন—সম্প্রতি রঞ্জনরশ্মি, নিউট্রোন ও গামা রশ্মি দ্বারা পাট পরীক্ষা করিয়া উন্নত শ্রেণীর পাট আবিষ্কারের উদ্দেশ্যে তিন বৎসরের জন্য ২০ হাজার টাকা খরচের প্রস্তাব করিয়া বোস রিসার্চ্চ ইনষ্টিটিউট-এর পক্ষ হইতে যে পরিকল্পনা উপস্থিত করা হইয়াছিল, গত ১৮ই জুলাই কলিকাতার ইণ্ডিয়ান সেণ্ট্রাল জুট কমিটির বর্ষাকালীন অধিবেশনে সেই পরিকল্পনাটি গৃহীত হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। কলিকাতা ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিগণ এই অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন। বাংলায় উন্নত ধরণের পাট বীজের দুষ্প্রাপ্যতা দূর করার উদ্দেশ্যে

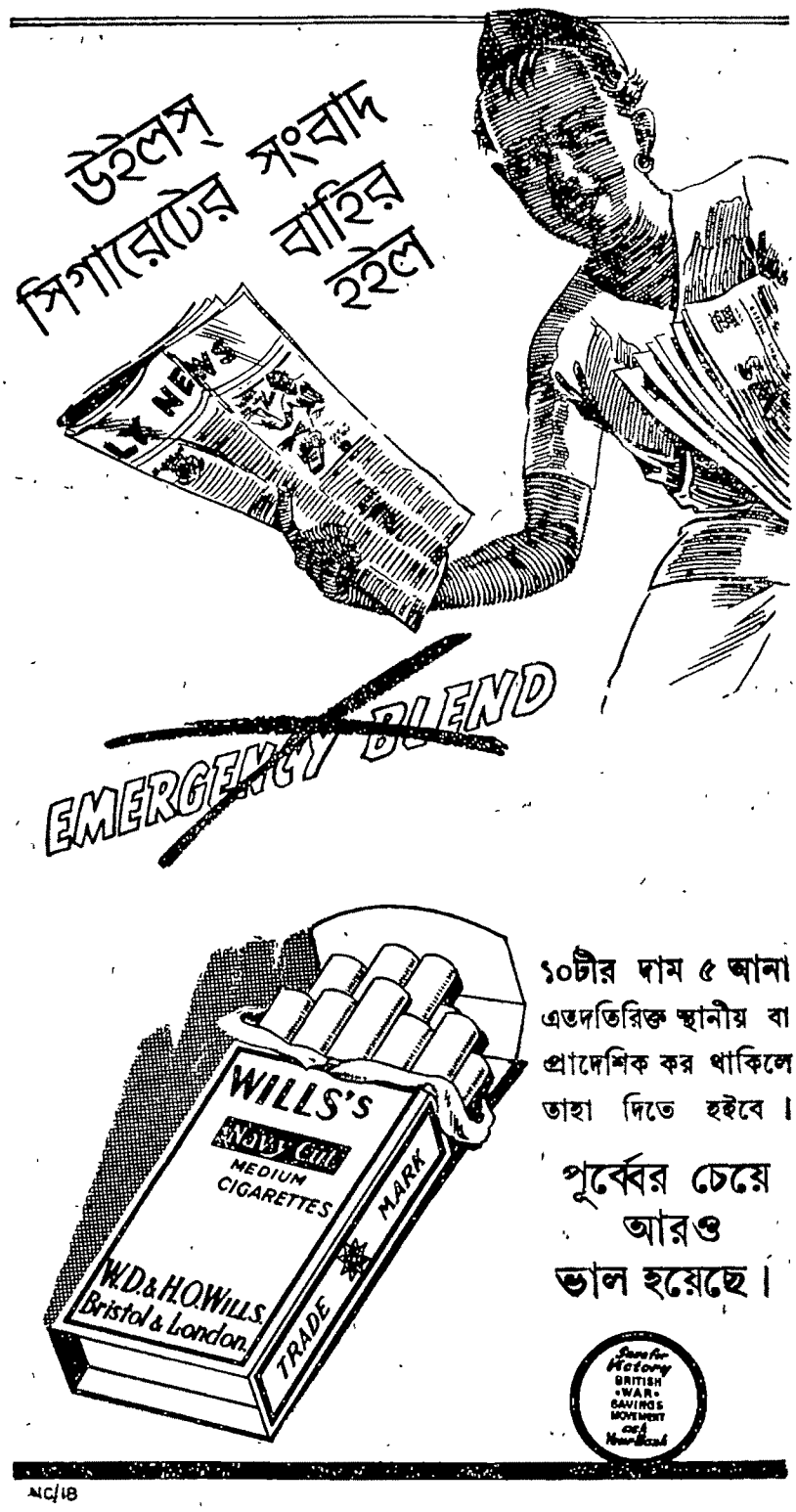

ইণ্ডিয়ান সেণ্ট্রাল জুট কমিটি বাংলা গবর্ণমেণ্টের কৃষি বিভাগের ডিরেক্টরের প্রস্তাবানুসারে বাংলা গবর্ণমেণ্টকে একটি বৃহৎ পাট বীজ বৃদ্ধি প্রতিষ্ঠান (জুট সীড মালটিপ্লিকেশন ফার্ম্ম) স্থাপনের কার্য্যে সাহায্য করিতে সম্মত হইয়াছেন বলিয়াও জানা গিয়াছে। ভারত গবর্ণমেণ্ট বাংলায় কুটীরজাত পাট শিল্পের ব্যাপারে সাহায্য করিবার প্রস্তাবটি অনুমোদন করায় উক্ত কমিটি বাংলা গবর্ণমেণ্টকে পাঁচ বৎসরের জন্য ৫০ হাজার টাকা অগ্রিম সাহায্য করিবারও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এতদ্ব্যতীত এইরূপ স্থিরীকৃত হয় যে, প্রথমে বাংলা দেশে কুটীর শিল্পীদের লইয়া দুইটি সমবায় সমিতি খোলা হইবে। এই সম্পর্কে উক্ত কমিটিতে প্রস্তাব করা হয় যে, সুতাকাটা, রং করা ও বুননের ব্যাপারে উক্ত দুইটি সমিতি বাংলা গবর্ণমেণ্টের শিল্প বিভাগের সহানুভূতি এবং সাহচর্য্য লাভেরও চেষ্টা করিবে।

ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অব আর্ট ইন ইণ্ডাষ্ট্রী কাউন্সিল—সম্প্রতি ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অব আর্ট ইন ইণ্ডাষ্ট্রী কাউন্সিলের অধিবেশনে সভানেত্রীরূপে মিসেস কেসী বলেন যে, উক্ত ইনষ্টিটিউটের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তিনি বিশেষ আশাশীল। ভারতে কমার্শিয়াল আর্ট ও ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ডিজাইনের উন্নতি বিধান এবং শিল্প ও শিল্পীদের মধ্যে সংযোগ বিধানই উক্ত প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য বলিয়াও মিসেস কেসী উল্লেখ করেন। প্রসঙ্গক্রমে মিসেস কেসী আরও বলেন যে, হস্তশিল্প ও কারখানাজাত শিল্পের মধ্যে প্রতিযোগিতা হইবার কোন হেতু নাই। কারণ তাঁহার মতে প্রত্যেকেরই স্ব স্ব ক্ষেত্র রহিয়াছে। উপসংহারে মিসেস কেসী এই আশা পোষণ করেন যে, উক্ত প্রতিষ্ঠান হস্তশিল্প এবং কারখানাজাত শিল্পের মধ্যে সংযোগ বিধান করিতে সমর্থ হইবে। উক্ত প্রতিষ্ঠান কুটির শিল্পে উৎসাহ দিবার আশাও পোষণ করেন, মিসেস কেসী উল্লেখ করেন।

মাদ্রাজে তাঁতবস্ত্র—কলিকাতাস্থ দক্ষিণ ভারত তাঁত-বস্ত্র ব্যবসায়ী সমিতি কর্ত্তৃক মাদ্রাজের প্রাদেশিক টেক্সটাইল কমিশনারের নিকট সম্প্রতি লিখিত এক পত্রে অনুরোধ করা হইয়াছে যে, মাদ্রাজ হইতে মিহি সুতায় নির্ম্মিত তাঁত-বস্ত্রের রপ্তানী বন্ধ না করিয়া এমন ভাবে নিয়ন্ত্রিত করা হউক, যাহাতে কলিকাতায় অবস্থিত ২০ হাজার দক্ষিণ ভারতীয়ের চাহিদা মিটানের জন্য উপযুক্ত পরিমাণ তাঁতবস্ত্র কলিকাতায় প্রেরিত হয়। উক্ত পত্রে আরও নাকি বলা হইয়াছে যে, উপরোক্ত দক্ষিণ ভারতীয়দের মাদ্রাজ হইতে আমদানীকৃত তাঁতবস্ত্রের উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিতে হয়।

শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ সেন—কাজের সুবিধার জন্য সেণ্ট্রাল এ্যাগ্রিকাল্‌চারেল্ রিসার্চ্চ ইনষ্টিটিউট কেন্দ্রীয় পাট কমিটিকে উক্ত পরিষদ ও উহার পরামর্শদাতা সমিতিতে একজন সদস্য মনোনীত করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। কেন্দ্রীয় পাট কমিটির বিগত সভায় শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ সেন সর্ব্বসম্মতিক্রমে উক্ত পদে নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

শেঠ গোবিন্দরাম সাকসেরিয়ার বদান্যতা—ইন্দোরের সাম্প্রতিক সংবাদে প্রকাশ, ইন্দোর ও বোম্বাইয়ের প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী শেঠ গোবিন্দরাম সাকসেরিয়া 'গোবিন্দরাম সাকসেরিয়া দাতব্য ধনভাণ্ডার' প্রতিষ্ঠানের কথা ঘোষণা করেন। উহাতে তিনি এককালীন ৫০ লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন। প্রকাশ, উক্ত ধনভাণ্ডারের শতকরা ষাট ভাগ আয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও উহার আর্থিক সাহায্য দানে ব্যয়িত হইবে এবং অবশিষ্ট ৪০ ভাগ আয় ভারতের সর্ব্বত্র চিকিৎসার সাহায্যকল্পে ব্যয়িত হইবে।

সার্জ্জেণ্ট পরিকল্পনা—হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড পত্রিকার নিজস্ব সংবাদদাতা জানাইয়াছেন যে, বিহার গবর্ণমেণ্ট শিক্ষার উন্নতি সম্পর্কে সার্জ্জেণ্ট পরিকল্পনা সম্পূর্ণভাবেই গ্রহণ করিয়াছেন। বিহার গবর্ণমেণ্ট এই পরিকল্পনা তাঁহাদের যুদ্ধোত্তর পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। উক্ত সংবাদদাতা আরও জানাইয়াছেন যে, এই

ইউনাইটেড ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ব্যাঙ্ক লিমিটেড
স্থাপিত ১৯৪০
সিডিউলভুক্ত ব্যাঙ্ক
চেয়ারম্যান—শ্রীযুক্ত যদুনাথ রায়
সুবিধাজনক সর্ত্তে সাধারণ ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ করা হয়।
হেড অফিস—
৭, ওয়েলেসলী প্লেস, কলিকাতা
শাখাসমূহ—
বড়বাজার, শ্যামবাজার, হাটখোলা (কলিকাতা), ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, চাঁদপুর ও ময়মনসিংহ।
পে-অফিস : মিরকাদিম
জেনারেল ম্যানেজার :
এ চ্যাটার্জ্জি, বি-কম, সি-এ, আই, আই, বি

অক্ষয় কুমার লাহা
রেডিয়াম মার্কা সিমেণ্ট কলার
বা ড়ী র রং কারখানার রং
৯নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট কলিকাতা

এরিয়ান ব্যাঙ্ক লিঃ
৯নং ক্লাইভ রো, কলিকাতা।
* ক্লিয়ারীং সুবিধাপ্রাপ্ত জাতীয় ব্যাঙ্ক।
* আসাম, বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা, মধ্যপ্রদেশ ও যুক্তপ্রদেশে বড় বড় ব্যবসাকেন্দ্রে শাখা আছে।
* বিদেশী মাল আমদানী রপ্তানীর জন্য লেটার অব ক্রেডিট ইসু করা হয়।
লণ্ডন, অষ্ট্রেলিয়া ও আমেরিকার এজেণ্টস্ :—
দি ন্যাশন্যাল সিটি ব্যাঙ্ক অব নিউইয়র্ক

LOTUS brand OILS
The name you can trust
LOTUS OIL CO., 10, BEADON ROW, CAL.

সাদার্ণ ব্যাঙ্ক লিঃ
হেড অফিস—১৪, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ফোন—ক্যাল ৫৯৮৯
ব্রাঞ্চ—বড়বাজার, শ্যামবাজার, ভবানীপুর, বসিরহাট, খুলনা ও পাটনা
সুবিধাজনক সর্ত্তে গভর্ণমেণ্ট ও মিলিটারী বিলের উপর টাকা ধার দেওয়া হয়
সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।
চেয়ারম্যান—মিঃ দেবেন্দ্রনাথ মুখার্জ্জি, মেয়র, কলিকাতা কর্পোরেশন।

পোষ্ট বক্স নং—২৪০৩ টেলিগ্রাম—'লেনদেন', কলিঃ
বগুড়া সিটি ব্যাঙ্ক লিঃ
হেড অফিস :—
১৫বি, ক্লাইভ রো, কলিকাতা।
সুবিধাজনক সর্ত্তে সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।
ভারতে ৩৫টি প্রধান প্রধান স্থানে ও ব্যবসায় কেন্দ্রে শাখা অফিস আছে।
ম্যানেজিং ডাইরেক্টর—এম, এল, মিত্র
এসিষ্ট্যাণ্ট ম্যানেজিং ডাইরেক্টর বি সেন।
সুপারভাইজিং ডাইরেক্টর এইচ, সি, মিত্র

পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত করার জন্য বিহার গবর্ণমেণ্ট যুদ্ধোত্তরকালে বিহার প্রদেশের বিভিন্ন অংশে শিক্ষার উন্নতির জন্য পাঁচ হাজার বনিয়াদী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিবেন।

স্যার ফিরোজশা মেটা জন্মশতবার্ষিকী—বোম্বাই মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন পরলোকগত স্যার ফিরোজশা মেটার জন্ম শতবার্ষিকী স্মৃতিরক্ষাকল্পে বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ে সিভিক্স ও পলিটিক্সের এক প্রধান অধ্যাপকের পদ সৃষ্টি করিবার জন্য গত ২৩শে জুলাই ১ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন। কংগ্রেস মিউনিসিপ্যাল দলের নেতা শ্রীযুক্ত এস কে পাতিল উক্ত প্রস্তাব আনয়ন করেন, এবং উক্ত প্রস্তাব সভাস্থ সকল দল কর্ত্তৃক সমভাবে সমর্থিত হয়।

(নানাকথা—৩০২ পৃষ্ঠার পর)

যোগাযোগে থ্রি ষ্টার ফিল্ম কোম্পানী লিঃ নামে একটী ফিল্ম কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। আধুনিকতম বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে ছায়াচিত্র তোলা এবং ভারতে ও ভারতের বাহিরে উহার প্রচারই উক্ত কোম্পানীর অভিপ্রায়। কোম্পানীর উদ্যোক্তাগণ বলেন যে, ভারতে মাত্র ১৪ শত হইতে ১৫ শত সিনেমা হাউস আছে এবং এত বড় বিরাট দেশের পক্ষে উহা নিতান্ত অপর্য্যাপ্ত। কাজেই এদেশে যাহাতে আপাততঃ ৬ হাজার সিনেমা গৃহ প্রতিষ্ঠিত হয় তজ্জন্যও থ্রি ষ্টার ফিল্ম কোম্পানী ব্যবস্থা করিবেন। সিনেমা কেবল যে জনসাধারণের আনন্দ বর্দ্ধনের একটী উপায় এরূপ নহে উহা জনসাধারণের মধ্যে দেশপ্রেমিকতার উদ্ভব ও কার্য্যকরী শিক্ষার বাহনরূপেও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কিন্তু এদেশে জাতির দেশাত্মবোধ উদ্বোধনকল্পে যদি কোন ছায়াচিত্র প্রস্তুত হয় তাহা হইলে তাহা কখনও সিনেমার সেন্সর বোর্ড কর্ত্তৃক পাশ হয় না। এজন্য ছায়াচিত্র প্রস্তুতকারকগণ প্রধানতঃ যে সব ছবি দেশের যুবক-যুবতীদের মধ্যে বিকৃত রুচির প্রসার করে সেইরূপ ছায়াচিত্র প্রস্তুত করেন। ফলে এদেশের সিনেমা দেশের নৈতিক অবনতিরই একটা মারাত্মক পন্থারূপে পরিণত হইয়াছে। থ্রি ষ্টার ফিল্ম কোম্পানী যদি এই অনর্থ এড়াইয়া দেশে ছায়াচিত্রের প্রসার করিতে পারেন তবেই উহাদের উদ্যম সার্থক হইবে।

* * *

সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের বিশিষ্ট লেখক এম ডি মিকিভ ভারত ভ্রমণের পর দেশে গিয়া ভারতবাসীর অবস্থা সম্বন্ধে একটী প্রবন্ধে লিখিয়াছেন—"আমরা ভারতবর্ষের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত ভ্রমণ করিয়াছি। সেখানে সঙ্কীর্ণ-বক্ষ, যষ্টির ন্যায় পদ, চর্ম্মসংলগ্ন পঞ্জরাস্থি এবং রোগে জীর্ণশীর্ণ ও বুভুক্ষু লোকের যে মর্ম্মান্তিক দৃশ্য আমরা দেখিয়াছি তাহা চিরদিন আমাদের মনে থাকিবে। ভারতে মজুরের মত সস্তা জিনিষ আর কিছু নাই। এদেশে দুইজন ভৃত্য পাওয়া কঠিন—কিন্তু ভারতে সহজেই এক ডজন ভৃত্য পাওয়া যায়। ভারতের জনসাধারণের জন্য যে রেলগাড়ী চালান হয় তাহা গড়পড়তায় ঘণ্টায় ১৫ মাইলের বেশী চলে না। কিন্তু শ্বেতাঙ্গদের জন্য উক্ত দেশে ঠাণ্ডা আবহাওয়া ও স্নানাগার সম্পন্ন দ্রুতগামী এক্সপ্রেস ট্রেণ চলে। উহাই রূপকথার ভারতবর্ষ—সমৃদ্ধ ও দরিদ্র ভারত। ঐ দেশের যেখানেই গিয়াছি সেখানেই একথা শুনিতে পাইয়াছি, আমাদিগকে স্বাধীন হইতে দাও—তোমরা এদেশ ত্যাগ কর।" ইংলণ্ডের ফ্লাইট লেফটেনেণ্ট জি এইচ লোম্যান ভারতবর্ষ হইতে স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়া 'মাঞ্চেষ্টার গার্ডিয়ান' পত্রে লিখিয়াছেন—"ইংরাজগণ ভারতে জাতিভেদের অনিষ্টকারিতা সম্বন্ধে অনেক কথা বলে। কিন্তু উহারা একথা কদাচিৎ অনুভব করিতে পারে যে, শ্বেতাঙ্গগণই ভারতে জাতিভেদের প্রবর্ত্তক। উহারা ভারতবাসী হইতে পৃথক স্থানে বসবাস করে এবং মেথর, কুলী, বেহারা, ভিস্তি ছাড়া আর কাহারও সংস্পর্শে আসিতে চাহে না।" মন্তব্য অনাবশ্যক।

"জাতীয় ব্যবসায়িক প্রচেষ্টার সাহায্যে"

ব্যাঙ্কের সহযোগিতার পরিমাপের উপর দেশের শিল্পোন্নতি বহুল পরিমাণে নির্ভরশীল হইয়া থাকে, কাঁচা মাল সংগ্রহ হইতে শিল্পদ্রব্য উৎপাদন, বাণিজ্যের ব্যাপক প্রথা।—প্রত্যেক ক্ষেত্রেই ব্যাঙ্কের সাহায্য অত্যাবশ্যক।

ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক প্রত্যেক নির্ভরযোগ্য ব্যবসায়িক প্রচেষ্টায় সাহায্য করিতে প্রস্তুত আছে।

পৃথিবীর সর্ব্বত্র ব্যাঙ্কের এজেণ্ট রহিয়াছে।

বিক্রীত মূলধন	৪ কোটী টাকা
আদায়ীকৃত মূলধন	২ কোটী টাকা
মজুত তহবিল	৭॥ লক্ষ টাকা

জি, ডি, বিড়লা—চেয়ারম্যান

দি

ইউনাইটেড কমার্শিয়াল

ব্যাঙ্ক লিমিটেড

জেনারেল ম্যানেজার—বি, টি, ঠাকুর

২নং রয়েল এক্সচেঞ্জ প্লেস : কলিকাতা।

ঢাকা ফেডারেল ব্যাঙ্ক

লিমিটেড

স্থাপিত—১৯৩৪

রেজিষ্টার্ড অফিস—ঢাকা

সেণ্ট্রাল অফিস—৫ ও ৬, হেয়ার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

—শাখাসমূহ—

নারায়ণগঞ্জ, মাণিকগঞ্জ (ঢাকা), শ্যামবাজার, মজঃফরপুর, বালেশ্বর।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—

মিঃ এন, কে, চক্রবর্ত্তী।

ডিরেক্টর ও সেক্রেটারী—

মিঃ অমিয় গুহ।

দুইটী নির্ভরযোগ্য জাতীয় প্রতিষ্ঠান

গ্রেট ইষ্টার্ণ ব্যাঙ্ক

লিমিটেড

স্থাপিতঃ ১৯২৮ ঃঃ টেলিঃ "PURSE"-CAL.

হেড অফিস—৪৪-৪৬, ক্যানিং ষ্ট্রীট,

কলিকাতা

ব্রাঞ্চ—বেলিয়াঘাটা, হবিগঞ্জ, জলপাইগুড়ী।

সৈয়দপুর (রংপুর) ও শ্রীমঙ্গল (শ্রীহট্ট) শাখা শীঘ্রই খোলা হইবে।

— জীবনবীমার জন্য —

দি নর্থ বেঙ্গল প্রভিডেণ্ট

ইন্সিওরেন্স কোম্পানী লিমিটেড।

বি সেনগুপ্ত, ম্যানেজিং ডিরেক্টর

ক্লিয়ারিং-এর সুবিধা সহ জাতীয় আর্থিক প্রতিষ্ঠান

শিলং ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন লিঃ

টেলিঃ SHILLBANK হেড অফিস—শিলং ফোন : শিলং—১৬৬

কলিকাতা শাখা :—১৫নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, টেলিঃ BANKSHILLO ফোনঃ ক্যাল ৪৪৫৪

অন্যান্য শাখা—শ্রীহট্ট, হবিগঞ্জ, করিমগঞ্জ, গৌহাটী ও নওগাঁ (আসাম)।

শ্রীপ্রফুল্লকুমার চৌধুরী, ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

বেঙ্গল সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস :—৮৬, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

—— শাখাসমূহ ——

কলিকাতায়—হ্যারিসন রোড, শ্যামবাজার, বৌবাজার, মাণিকতলা, জোড়াসাঁকো, বড়বাজার, ভবানীপুর, হাওড়া, শালকিয়া।

বাংলায়—ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, রংপুর, পাবনা, বগুড়া, বহরমপুর, বাঁকুড়া, নবদ্বীপ, কৃষ্ণনগর।

বিহারে—পাটনা, গয়া, রাঁচী, হাজারীবাগ, কোডারমা ও গিরিডি।

লণ্ডন এজেণ্টস্—মিডল্যাণ্ড ব্যাঙ্ক লিমিটেড।

নিউইয়র্ক এজেণ্টস্—ন্যাশনাল সিটি ব্যাঙ্ক অফ নিউইয়র্ক।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর :—মিঃ জে, সি, দাশ।

কোম্পানী প্রসঙ্গ

বেঙ্গল ওয়াটারপ্রুফ ওয়ার্কস (১৯৪০) লিঃ

১৯৪৪ সালের কার্য্যবিবরণী

আমরা স্বনামখ্যাত বেঙ্গল ওয়াটারপ্রুফ ওয়ার্কস (১৯৪০) লিঃ-র গত ১৯৪৪ সালের কার্য্য-বিবরণী সমালোচনার্থ পাইয়াছি। আলোচ্যবর্ষে রবার, রাসায়নিক দ্রব্য, কার্পাসজাত জিনিষ, কয়লা ইত্যাদি সংগ্রহের চূড়ান্তরূপে অসুবিধা থাকা সত্ত্বেও কোম্পানীর কারখানাতে প্রায় ৩০ লক্ষ টাকার মাল-পত্র প্রস্তুত হইয়াছে এবং পূর্ব্ব বৎসরের মজুত মাল-পত্র সহ এই বৎসরে কোম্পানীর মোট ৩৫ লক্ষ ৪২ হাজার টাকার মালপত্র বিক্রয় হইয়াছে। এই বৎসরে কোম্পানীর কারখানা এবং হেড অফিস ও শাখা অফিসের পরিচালনা বাবদ যাবতীয় ব্যয় বাদে কোম্পানীর মোট লাভের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৪ লক্ষ ৪২ হাজার ৩২৬ টাকা। উহার সহিত পূর্ব্ব বৎসরের লাভের জের হিসাবে সংরক্ষিত ৪ লক্ষ ৫৩ হাজার ৪৩ টাকা যোগ দিয়া যে ৮ লক্ষ ৯৩ হাজার ৩৬৯ টাকা হইয়াছে তাহা হইতে মধ্যবর্ত্তী ডিভিডেণ্ড ও আয়কর বাবদ যথাক্রমে ৮০ হাজার টাকা ও ৬২ হাজার ১৮ টাকা বাদ দেওয়া হইয়াছে এবং ২ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা বিভিন্ন তহবিলে মজুদ করা হইয়াছে। ফলে যে ৪ লক্ষ ৭৬ হাজার ৩৫০ টাকা অবশিষ্ট রহিয়াছে তাহা হইতে অর্ডিনারি শেয়ার-হোল্ডারগণকে চূড়ান্তভাবে আয়করমুক্ত শতকরা বার্ষিক ৭ টাকা হিসাবে এবং ডেফার্ড শেয়ার-হোল্ডারগণকে চূড়ান্তভাবে আয়-করমুক্ত শতকরা বার্ষিক ২১ টাকা হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছে। বাকী টাকা চলতি বৎসরের লাভের হিসাবে জের টানা হইয়াছে।

আলোচ্য বৎসরে কোম্পানী ভারত সরকারের নিকট হইতে ৬ লক্ষ টাকার নূতন শেয়ার বিক্রয়ের অনুমতিলাভ করিয়াছিলেন। উহার মধ্যে বৎসর শেষ হইবার পূর্ব্বেই ১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকার প্রেফারেন্স শেয়ার এবং ৩ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকার অর্ডিনারি শেয়ার বিক্রয় হইয়া যায় এবং বৎসরের শেষ তারিখ পর্য্যন্ত কোম্পানীর বিক্রীত মূলধন ১৩ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা এবং আদায়ী মূলধন ৮ লক্ষ টাকায় পরিণত হয়।

কোম্পানীর ব্যালান্সসীটে দেখা যায় যে, উহার আদায়ী মূলধন ৮ লক্ষ টাকা, ব্যবসা সম্প্রসারণের জন্য মজুদ তহবিল ১ লক্ষ ৪০ হাজার ৪৯৭ টাকা, আকস্মিক প্রয়োজনের জন্য মজুদ তহবিল (Contingent reserve) ৯ লক্ষ টাকা, শেয়ার বাবদ আমানত ২ লক্ষ ৬০ হাজার ২৫ টাকা, মজুদ তহবিলের ৭৫ হাজার টাকা, লভ্যাংশ সমীকরণ তহবিলের ২০ হাজার টাকা, লভ্যাংশের হিসাবে ৪ লক্ষ ৭৬ হাজার ৩৫০ টাকা লইয়া বৎসরের শেষে উহার মোট দায়ের পরিমাণ ছিল ২৮ লক্ষ ৯৪ হাজার ৩২ টাকা। উহার বদলে বৎসরের শেষে কোম্পানীর হাতে যে সব সম্পত্তি ছিল তাহার প্রধান প্রধান দফাগুলি এইরূপ—জমি ৭৯ হাজার ৫৩৬ টাকা, কারখানার বাড়ীঘর ১ লক্ষ ৯০ হাজার ৮৮৯ টাকা, যন্ত্রপাতি ৯৮ হাজার ২৪৭ টাকা, আসবাবপত্র ২০ হাজার ৭২৮ টাকা, মালপত্র ৪ লক্ষ ৯ হাজার ৭৫৯ টাকা, বাজারে পাওনা ৬ লক্ষ ২৪ হাজার ৭০৬ টাকা, অগ্রিম প্রদত্ত টাকা ৭০ হাজার ৪৪৩ টাকা, বিভিন্ন ব্যাঙ্কে মজুদ ১৩ লক্ষ ৩১ হাজার ৬০৬ টাকা এবং হাতে নগদ ১৬ হাজার ৪৬৫ টাকা। ব্যালান্স-সীটের এই বিবরণী হইতে একথা স্পষ্ট বুঝা যায় যে, কোম্পানীর আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত স্বচ্ছল এবং উহার প্রত্যেকটী পয়সা সম্পূর্ণ নিরাপদ।

বেঙ্গল ওয়াটারপ্রুফ ওয়ার্কস বাঙ্গালীর শিল্প-সাফল্যের একটী চূড়ান্ত নিদর্শন। এই কোম্পানীর প্রস্তুত ওয়াটারপ্রুফ ও অনুরূপ অন্যান্য বহুবিধ জিনিষ কেবল যে ভারতের সর্ব্বত্র জনপ্রিয় হইয়াছে এরূপ নহে; সিংহল ও পাশ্চাত্য অনেক দেশেও কোম্পানীর প্রস্তুত জিনিষপত্রের বিশেষ সমাদর হইতেছে। বর্ত্তমান যুদ্ধের অবসানে যখন উৎপাদন ও বণ্টন সম্পর্কে বিভিন্ন সরকারী নিয়ন্ত্রণ-নীতি উঠিয়া যাইবে তখন বেঙ্গল ওয়াটারপ্রুফ ওয়ার্কস উহার কাজের আরও উল্লেখযোগ্য সম্প্র-সারণ করিতে সমর্থ হইবে। ওয়াটারপ্রুফের মত একটী অনন্যসাধারণ শিল্পে এরূপ কৃতিত্বের জন্য কোম্পানীর পরিচালকবর্গ এবং বিশেষভাবে উহার পরিচালক বোর্ডের সভাপতি এবং ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ এস এম বসুকে আমরা আমাদের আন্তরিক অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি। বর্ত্তমানে মহেশ ব্যানার্জ্জি রোড, পাণিহাটী, জিঃ ২৪ পরগণা-এই ঠিকানায় কোম্পানীর হেড অফিস অবস্থিত।

ইণ্ডিয়ান মিউচুয়াল লাইফ এসোসিয়েশন লিমিটেড

১৯৪৪ সালের রিপোর্ট

আমরা উপরোক্ত জীবনবীমা কোম্পানীর (হেড অফিস ১০নং মাউণ্ট রোড, মাদ্রাজ) গত ১৯৪৪ সালের মুদ্রিত কার্য্যবিবরণী সমালোচনার্থ পাইয়াছি। আলোচ্য বর্ষে কোম্পানী ২১৮১টী পলিসিতে মোট ৪৬ লক্ষ ৪২ হাজার ৭৫০ টাকার নূতন বীমাপত্র প্রদান করিয়াছে। ১৯৪৩ সালে উহার পরিমাণ ছিল ৩০ লক্ষ ৯৫ হাজার ২৫০ টাকা। এই বৎসরে প্রিমিয়াম বাবদ ৮ লক্ষ ৫ হাজার ৮৯৫ টাকা এবং দাদনী তহবিলের আয় বাবদ ৮২ হাজার ৭৭৯ টাকা আয় লইয়া কোম্পানীর মোট ১০ লক্ষ ১৮ হাজার ৮৩৯ টাকা আয়

দেশের ও দশের সেবায়

বিল্ডিং এণ্ড ল্যাণ্ড ট্রাষ্ট (ইণ্ডিয়া) লিমিটেড-এর

অভিনব পরিকল্পনা অংশীদার ও আমানতকারিগণের অন্ন ও গৃহ
সমস্যার সমাধান করিয়া উৎসাহী কর্ম্মীদিগকে
উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গঠনে সহায়তা করিবে।

●

অন্যই নিয়মাবলীর জন্য লিখুন :—

৩নং ম্যাঙ্গো লেন, কলিকাতা।

ফোন :—কলিঃ ১৪৫৩

সেনট্রাল ক্যালকাটা ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস—৯-এ, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা ফোন কলিঃ ২১২৫,৬৪৮৩।

শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র দত্ত, আই, সি, এস (অবসরপ্রাপ্ত)
ডিরেক্টর বোর্ডের চেয়ারম্যান

—শাখাসমূহ—

শ্যামবাজার	সিরাজগঞ্জ	জলপাইগুড়ি	ভাটপাড়া	পাটনা	সাহাজাদপুর
দক্ষিণ কলিকাতা	দিনাজপুর	বর্দ্ধমান	হিলি (দিনাজপুর)	কুচবিহার	আলিপুর দুয়ার্স
নিউ মার্কেট	সৈয়দপুর	আসানসোল	বালুরঘাট	বেনারস	বাঁকুড়া
নৈহাটী	রংপুর	সিউড়ী	ছুবরাজপুর (বীরভূম)	এলাহাবাদ	লাহিড়ী-মোহনপুর
কাঁচরাপাড়া	নীলফামারী	পাবনা	আজমগড়	জৌনপুর	

সুদের হার ও অন্যান্য বিষয় পত্র লিখিলে জানান হইয়া থাকে।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—মিঃ ডি, রায়।

হইয়াছে। উহার মধ্যে এই বৎসরে কোম্পানীর উপর মৃত্যুদাবী বাবদ ৯৩ হাজার ৭৬০ টাকা এবং বীমার মেয়াদ পূর্ণ হওয়া বাবদ ৫৬ হাজার ৪১ টাকা দাবী হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত কোম্পানীর আয় হইতে অফিসের কার্য্য পরিচালনাবাবদ ব্যয় ও অন্যান্য ছোটখাট ব্যয় বাদে যে টাকা উদ্বৃত্ত হইয়াছে তাহা জীবনবীমা তহবিলে ন্যস্ত করা হইয়াছে। বৎসরের প্রথমে এই তহবিলের পরিমাণ ছিল ২০ লক্ষ ৩ হাজার ১৮৫ টাকা। বৎসরের শেষে উহা ২৫ লক্ষ ৬৯ হাজার ৮৪৫ টাকায় পরিণত হইয়াছে।

কোম্পানীর ব্যালান্সসীট দৃষ্টে দেখা যায় যে, উহার মোট ২৭ লক্ষ ৭৪ হাজার ২৫৯ টাকা দায়ের মধ্যে সম্পত্তি ও পলিসি বন্ধকে ৫ লক্ষ ২ হাজার ২১৯ টাকা এবং কোম্পানীর কাগজ ও ডিবেঞ্চার ইত্যাদিতে ১৭ লক্ষ ৬১ হাজার ৪৮১ টাকা দাদন করা ছিল। উহাতে বুঝা যায় যে, কোম্পানীর সম্পত্তি নিরাপদভাবে দাদন করা আছে।

এই কোম্পানীর একটী বিশেষত্ব হইতেছে মিতব্যয়িতার সহিত উহার কার্য্য পরিচালনা। গত ১৯৪৩ সালে উহার কার্য্যপরিচালনার ব্যয় ছিল রিনিউয়েল প্রিমিয়ামের শতকরা ১৫ ভাগ। ১৯৪৪ সালে উহা শতকরা ১৪.৬ ভাগে পরিণত হইয়াছে।

ইণ্ডিয়ান মিউচুয়াল বীমাকারীদের একটি নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান। আমরা উহার আরও উন্নতি কামনা করি।

ন্যাশনাল এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্ক লিঃ

গত ২০শে জুলাই ২২৩নং মহর্ষি দেবেন্দ্র রোডে ন্যাশনাল এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্কের বড়বাজার শাখার উদ্বোধন সম্পন্ন হইয়াছে। স্থানীয় ব্যবসায়ী, ব্যাঙ্কার ও অন্যান্য সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ উৎসবে উপস্থিত ছিলেন। ব্যাঙ্কের ম্যানেজিং ডিরেক্টর শ্রীরাজলক্ষ্মী মজুমদার মহাশয় ব্যাঙ্কটির ক্রমোন্নতি ও বর্ত্তমান আর্থিক সুদৃঢ় ভিত্তি সম্বন্ধে বিশদভাবে আলোচনা করেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের হোষ্টেলসমূহের ইনস্পেক্টর শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাস মহাশয় বর্ত্তমান যুদ্ধের দরুণ নানা প্রতিকূল অবস্থা সত্ত্বেও ব্যাঙ্কটির ক্রমোন্নতির জন্য আনন্দ প্রকাশ করেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের হোষ্টেল-সমূহের মহিলা পরিদর্শক শ্রীযুক্ত এল ব্যানার্জ্জি ব্যাঙ্কটির উন্নতি কামনা করেন।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ

গত ১৬ই জুলাই ইষ্ট ইণ্ডিয়া কমার্শিয়াল ব্যাঙ্কের কালিম্পং শাখার শুভ উদ্বোধন সুসম্পন্ন হইয়াছে। স্থানীয় মহকুমা হাকিম মিঃ হোয়াইট উদ্বোধন উৎসবে সভাপতিত্ব করেন এবং একটি সংক্ষিপ্ত সুন্দর বক্তৃতায় ভারতীয় ব্যাঙ্কসমূহের সাফল্য কামনা করেন। ব্যাঙ্কের জনপ্রিয় ম্যানেজিং ডিরেক্টর অক্লান্ত কর্ম্মী শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এক সারগর্ভ বক্তৃতায় "ইষ্ট ইণ্ডিয়ার" ক্রমোন্নতি ও কর্ম্মপদ্ধতির পরিচয় প্রদান করেন। স্থানীয় ইংরাজী বালিকা বিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে উৎসব অনুষ্ঠিত হয় এবং সভায় কালিম্পংয়ের প্রায় সকল গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

নূতন যৌথ কোম্পানী

মিউচুয়্যাল ইনভেষ্টমেণ্ট ট্রাষ্ট লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ এন এন ব্যানার্জ্জী। রেজিষ্টার্ড অফিস—৬, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—৫ লক্ষ টাকা। ইনভেষ্টমেণ্ট স্কীম।

ইউনাইটেড ষ্টেশনারী এণ্ড আর্টস্ লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ শিবকুমার ব্যানার্জ্জী। রেজিষ্টার্ড অফিস—পি-৫৯, রাজা নবকিষেণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—৫০ হাজার টাকা। ষ্টেশনার্স প্রিণ্টার্স লিথোগ্রাফার্স।

প্রিমিয়ার টেক্সটাইল মিলস্ লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ জি ডি কোঠারী। রেজিষ্টার্ড অফিস—৮, রয়েল এক্সচেঞ্জ প্লেস, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—২ কোটী টাকা। কার্পাস, শণ, পাট ইত্যাদির সূতার কল।

লীলা ফার্ম্মেসী লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ সতীন্দ্র নাথ বোস। রেজিষ্টার্ড অফিস—৭২বি, পার্ক ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—২০ হাজার টাকা। ঔষধের দোকান।

রূপবাণী থিয়েটার্স লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ প্রকাশচন্দ্র নাগ। রেজিষ্টার্ড অফিস—৭৬।৩, কর্ণ-ওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—২ লক্ষ টাকা। সিনেমা হাউস।

ফিসারীস্ এণ্ড ফার্ম্মস্ লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ রতীশচন্দ্র ব্যানার্জ্জী। রেজিষ্টার্ড অফিস—পি-৬, মিশন রো, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—৪০ লক্ষ টাকা। মৎস্যের চাষ ও অন্যান্য কৃষিকার্য্য।

তাজমহল এজেন্সীজ লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ টি সি মিত্র। রেজিষ্টার্ড অফিস—১, ওয়াটসন ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—আট শত টাকা। জেনারেল মার্চ্চেণ্টস্।

নিউ ছটবর কোল কোং লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ থেমকরণ ভুটেরিয়া। রেজিষ্টার্ড অফিস—৩১, বড়তলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—৫ লক্ষ টাকা। কয়লার ব্যবসা।

টাঙ্গাইল বসাক সম্মিলনী লিঃ—সেক্রেটারী—মিঃ রঘুনাথ বসাক। রেজিষ্টার্ড অফিস—টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ। বস্ত্র ও সূতা সম্পর্কিত ব্যবসা বাণিজ্যের উন্নতি।

এভা টর্স্ (ক্যালকাটা) লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ ডি মামুদ। রেজিষ্টার্ড অফিস—৬, হেষ্টিংস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—১ লক্ষ টাকা। বিজ্ঞাপনের ব্যবসা ও প্রিণ্টার্স।

বিভিন্ন কোম্পানীর লভ্যাংশ

দি এলগিন মিলস্ কোং লিঃ—১৯৪৫ সালের ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ১২৷৷০ আনা। পূর্ব্ব ছয় মাসে প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ১৫৲ টাকা হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল। **কানপুর টেক্সটাইল্স্ লিঃ**—১৯৪৫ সালের ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ৬।০ আনা। পূর্ব্ব ছয় মাসে প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ৭৷৷০ আনা হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল। **দি সারণ ইঞ্জিনীয়ারিং কোং লিঃ**—১৯৪৫ সালের ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ২৫৲ টাকা। পূর্ব্ব বৎসরও অনুরূপ হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল। **গইরখাটা টি কোং লিঃ**—১৯৪৪ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ২০৲ টাকা। পূর্ব্ব বৎসর প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ৩০৲ টাকা হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল। **দি লাকাটুরা টি কোং লিঃ**—১৯৪৪ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ১০৲ টাকা। পূর্ব্ব বৎসর প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ১৫৲ টাকা হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল। **দি টেংপানি টি কোং লিঃ**—১৯৪৪ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ১৫৲ টাকা। পূর্ব্ব বৎসর প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ২০৲ টাকা হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল।

ব্যাঙ্ক অব ক্যালকাটা লিঃ

(ক্লিয়ারিংয়ের সর্ব্বপ্রকার ব্যবস্থা আছে)

১৯৪৪ সনের শেষে মোটামুটি আর্থিক পরিচয়

অনুমোদিত মূলধন ১,০০,০০,০০০৲ বিলিকৃত ও বিক্রীত মূলধন ১৪,০০,০০০৲
আদায়ীকৃত ও মজুত তহবিল ৮,০০,০০০৲ কার্য্যকরী মূলধন ১,০০,০০,০০০৲

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—ডাঃ এম, এম, চ্যাটার্জ্জি

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস :
৭, সোয়ালো লেন, কলিকাতা।
ফোন : ক্যাল ৫৪৯

বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা, আসাম ও যুক্তপ্রদেশের নানা কেন্দ্রে ৩৫টির অধিক শাখা।

ব্যাঙ্ক-সংশ্লিষ্ট সকল প্রকার কাজে গ্রাহক ও আমানতকারীদের সর্ব্বপ্রকার সুবিধা দেওয়া হয়। শেয়ার ক্রয়-বিক্রয়ে গ্রাহকদের নানা বিষয়ে বিশেষ সুবিধাজনক সর্ত্তাবলীর জন্য অনুসন্ধান করুন।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর : শ্রীযুক্ত জে, সি, চক্রবর্ত্তী।

গ্রামঃ দশেরদাবী ফোন—ক্যাল :—৫৬৫৯

ইষ্টার্ণ কণ্টিনেণ্টাল ব্যাঙ্ক লিঃ

স্থাপিত : ১৯২৬ ইং

হেড অফিস—কুমিল্লা

সেন্ট্রাল অফিস :—৬, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বেগুসরাই (বেহার), মানসেরা (পাঞ্জাব), পাটনা, ডালসিংসরাই (বেহার) ও নারায়ণগঞ্জ (ঢাকা) শাখা খোলা হইয়াছে।

লয়ালপুর, ক্যাম্বেলপুর এবং লেখুপুরা (পাঞ্জাব) শাখা শীঘ্রই খোলা হইবে।

—— সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয় ——

বাজারের হালচাল

টাকা ও বিনিময়

কলিকাতা, ২৭শে জুলাই—ব্যাঙ্কসমূহের মধ্যে চাহিবামাত্র পরিশোধের সর্ত্তে ঋণের সুদের হার অপরিবর্ত্তিত থাকিলেও (অর্থাৎ কলিকাতার বাজারে শতকরা বার্ষিক ।০ আনা ও বোম্বাইয়ে ।০ আনা) আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার টাকার বাজারে তেমন মন্দা দেখা দেয় নাই। বোম্বাইয়ের কোন কোন ভারতীয় ব্যাঙ্ক চাহিবামাত্র পরিশোধের সর্ত্তে ঋণের সুদের হার শতকরা বার্ষিক ১৲ টাকা করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন বলিয়াও প্রকাশ। তবে টাকার যোগানের পরিমাণ এখনও চাহিদার তুলনায় প্রচুর। গত ২৪শে জুলাই গ্রহণের জন্য ভারত গবর্ণমেণ্ট তিন মাসের মেয়াদী ৪ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের যে টেণ্ডার আহ্বান করিয়াছিলেন তজ্জন্য মোট আবেদনের পরিমাণ হইয়াছিল ৫৭ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা। তন্মধ্যে ৯৯৸৶৬ পাই মূল্যের এবং উহা অপেক্ষা অধিক মূল্যের আবেদন সমস্তই গৃহীত হইয়াছে। উহা অপেক্ষা কম মূল্যের আবেদন সমস্তই অগ্রাহ্য হইয়াছে। ৪৭ লক্ষ ২৫ হাজার টাকার ট্রেজারী বিল গৃহীত হইয়াছে এবং শতকরা বার্ষিক ।৵১ পাই সুদের হার ধার্য্য হইয়াছে। আগামী ৩১শে জুলাই মঙ্গলবার বেলা ১১টা পর্য্যন্ত বোম্বাই-এ এবং ৩০শে জুলাই সোমবার কাজকর্ম্ম বন্ধ না হওয়া পর্য্যন্ত অন্যান্য কেন্দ্রে ভারত গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক আহূত ৪ কোটি টাকার ট্রেজারী বিল গৃহীত হইবে। যাঁহাদের আবেদন গৃহীত হইবে আগামী ৩রা আগষ্ট তাঁহাদিগকে টাকা জমা দিতে হইবে। অন্যান্য সর্ত্তাদি পূর্ব্ববৎ। ২০শে জুলাই যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে সেই সপ্তাহে ভারত গবর্ণমেণ্ট ১ কোটি ১০ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকার ট্রেজারী বিল ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ইসু বিভাগের অনুকূলে বিক্রয় করিয়াছেন।

বিনিময় বাজারে আলোচ্য সপ্তাহে নিম্নরূপ হার বলবৎ ছিল :—

টেলিঃ হুণ্ডি (প্রতি টাকায়)	১ শিঃ ৩৲ পেঃ
ঐ দর্শনী („)	„ „
ডি এ তিন মাস („)	১ শিঃ ৩৩৲ „
ডি এ চার মাস („)	১ শিঃ ৩৩৲ „
ডলার (প্রতি শত)	৩৩২৸০ আনা

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হিসাব :—রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গত ১৭ই জুলাই-এর হিসাব হইতে দেখা যায় যে, ঐ তারিখে ভারতে চলতি নোটের পরিমাণ ছিল ১১৪০ কোটি ৬৮ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা। এক সপ্তাহ পূর্ব্বে এইরূপ নোটের পরিমাণ ছিল ১১৩৮ কোটি ৯৩ লক্ষ ৬১ হাজার টাকা। গত ১৩ই জুলাই রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কসমূহের চলতি ও স্থায়ী আমানতের পরিমাণ যথাক্রমে ৬২৩ কোটি ৪৫ লক্ষ ৮২ হাজার টাকা ও ২৪০ কোটি ২৭ লক্ষ ৯৫ হাজার টাকা ছিল।

কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার

কলিকাতা, ২৭শে জুলাই—আলোচ্য সপ্তাহের প্রথম তিন দিন কলিকাতার শেয়ার-বাজারে উল্লেখযোগ্য কর্ম্ম প্রবণতা দৃষ্টি হয়; বাজারে অধিকাংশ জনপ্রিয় শেয়ারের চাহিদা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মূল্যের বৃদ্ধিও ঘটে। কিন্তু গত বৃহস্পতিবার এবং আবার জাপান সন্ধির জন্য আগ্রহান্বিত, রাশিয়া জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিবে, এইরূপ মনোভাব সঞ্চারিত হওয়ার ফলে শেয়ার-সমূহের মূল্যের দিক হইতে তেমন কোন উল্লেখযোগ্য পরিবর্ত্তন পরিলক্ষিত না হইলেও, শেয়ার-সমূহের বিকিকিনি তেমন বিস্তৃতিলাভ করে নাই। এতদ্ব্যতীত বৃটিশ সাধারণ নির্ব্বাচনে শ্রমিকদলের বিপুল সংখ্যাধিক্যও লাভান্বেষিগণকে শেয়ার ক্রয়ের দিকে তেমন উদ্বুদ্ধ করিতে পারে নাই। তবে শেয়ারসমূহের মূল্য হ্রাস এতই সামান্য যে, ইহা আন্তর্জ্জাতিক পরিস্থিতির দ্বারা প্রভাবান্বিত জোর করিয়া এমন বলা যায় না। মোটের উপর আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার-বাজারে সাধারণভাবে তেজীভাব বিদ্যমান ছিল এবং শেয়ার বিক্রয়েচ্ছু জনগণের মধ্যে অস্থিরতা দেখা দেওয়ার ফলে আলোচ্য সপ্তাহের শেষভাগে শেয়ারসমূহের মূল্যে সামান্য অবনতি পরিস্ফুট হইয়া উঠে।

কোম্পানীর কাগজ—আলোচ্য সপ্তাহে কোম্পানীর কাগজ এবং ঋণপত্রসমূহের বিকিকিনি গত সপ্তাহের তুলনায় সীমাবদ্ধ হয় এবং মূল্যের দিক হইতেও সামান্য অবনতি দৃষ্ট হয়।

চটকল—আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার-বাজারে চটকলসমূহের শেয়ারেরই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মূল্য বৃদ্ধি ঘটে। তবে গত বৃহস্পতিবার এবং শুক্রবার বৃটিশ সাধারণ নির্ব্বাচনে শ্রমিকদলের বিপুল সংখ্যাধিক্য এবং জাপানের আপোষমূলক মনোভাব লাভান্বেষিগণকে চটকলের শেয়ার ক্রয়ে মোটেই অনুপ্রাণিত না করার ফলে সপ্তাহের শেষ দুই দিন চটকলের শেয়ারের মূল্যে সামান্য অবনতি দেখা দেয়।

কয়লা খনি—আলোচ্য সপ্তাহে চটকলের শেয়ারসমূহের মূল্যের উঠা-নামার সঙ্গে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া কয়লা খনির শেয়ারসমূহের মূল্যেরও উঠা-নামা করিয়াছে।

পাটের বাজার

কলিকাতা, ২৭শে জুলাই—আলোচ্য সপ্তাহে

Gram : Cencomba Phone : B. B. 5638 Post Box No. 2282

সেণ্ট্রাল কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ

স্থাপিত—১৯২৮

হেড অফিস—১২, জ্যাকসন লেন, কলিকাতা।

অনুমোদিত জামিনে ধার, ক্যাশ ক্রেডিট ও ওভারড্রাফট দেওয়া হয়। বিল ডিভিডেণ্ড প্রভৃতির টাকা সুবিধাজনক সর্ত্তে আদায় করিয়া দেওয়া হয়।

ম্যানেজিং ডিরেক্টার :—মিঃ এস বি বিশ্বাস

কোথায় টাকা রাখিবেন?

বেঙ্গল মেট্রোপলিটন

ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস :—৩, মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড, কলিকাতা।

ইণ্ডিয়ান

ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস—৮, লায়ন্স রেঞ্জ, কলিকাতা

ক্লিয়ারিং-এর

সুবিধাযুক্ত সম্ভ্রান্ত প্রতিষ্ঠান।

সহজ সর্ত্তে টাকা কর্জ্জ দেওয়া এবং বিল ডিস্কাউণ্ট করা হয়।

ফিক্সড ডিপোজিট এবং অন্যান্য আমানতের উপর সুদের হার লাভজনক।

ব্যাঙ্কের "গাইড-টু-ইন্‌ভেষ্টারস্"-এর জন্য আবেদন করুন।

ব্রাঞ্চসমূহ—

বোম্বে, ঢাকা, দীঘিরপার, নবদ্বীপ, বড়বাজার, চাইবাসা, চক্রধরপুর, সাউথ কলিকাতা, রায়পুর, আজারিয়া, গৌহাটী, গোপালদী, নারায়ণগঞ্জ, নবাবগঞ্জ, নওগাঁ (আসাম), রাঘিয়া, সাটুরিয়া (ঢাকা) ও বেড়া (পাবনা)।

আর, রায়—ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

গত ১৯শে জুন কনট সার্কাসে

নয়া দিল্লী শাখা খোলা হইয়াছে।

—অন্যান্য শাখাসমূহ—

বড়বাজার, বহুবাজার, কালীঘাট, শ্যামবাজার, ল্যান্সডাউন রোড, খিদিরপুর, কলেজ ষ্ট্রীট, ডায়মণ্ডহারবার, বেহালা, বাটানগর, বজবজ, ঘাটশিলা, মধুপুর, সিলেট, কারসিয়ং, মেদিনীপুর, বিষ্ণুপুর, শিলিগুড়ি ও দিল্লী।

সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়

শ্রীব্যাঙ্ক লিঃ

৩-১, ব্যাংকশাল ষ্ট্রীট, কলিকাতা

পাটের বাজারে কোন উল্লেখযোগ্য পরিণতি ঘটে নাই এবং বাজারের কোন অংশে তেমন কোন কর্ম্মতৎপরতা দেখা যায় নাই। পাকা বেলের বাজারে মিলসমূহ বিশেষ ধরণের এন সি শ্রেণীর পাট প্রতি বেল ৪৬৷৷০ আনা এবং স্পেশিয়াল তোষা শ্রেণীর পাট প্রতি বেল ৪২৲ টাকা হইতে ৪৬৲ টাকা দরে কিছু কিছু ক্রয় করিয়াছে। এই সপ্তাহে রপ্তানীর বাজার সম্বন্ধে কোন খবর নাই এবং সকল বাজারেই বিক্রেতাগণ সর্ব্বনিম্ন দরে পাট বিক্রয়ে প্রস্তুত ছিল।

আলগা পাটের বাজারে বিক্রেতাগণ পাট বিক্রয়ের জন্য অত্যধিক ব্যগ্র ছিল। কিন্তু ক্রেতাগণ পাট ক্রয়ে কোন উৎসাহ দেখায় নাই। ফলে এই সপ্তাহে আলগা পাটের দর কিছু নামিয়া গিয়াছে। এই সপ্তাহে ইণ্ডিয়ান ডিষ্ট্রিক্ট তোষা শ্রেণীর পাট প্রতি মণ ১৫৷৷০ টাকা দরে এবং মিডল্ শ্রেণীর পাট ১২৷৷০ টাকা দরে ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে। পুরাতন পাটের ইণ্ডিয়ান ডিষ্ট্রিক্ট বটম শ্রেণীর পাট প্রতি মণ ১১৷৷০ টাকা দরে বিক্রয় হইয়াছে। তবে বটম শ্রেণীর পুরাতন পাটের এই সপ্তাহে ভাল কারবার হয় এবং উহার দর ছিল ১২৷৷০ টাকা।

পাটজাত দ্রব্যের এই সপ্তাহে তেমন কোন কাজকারবার হয় নাই। এই সপ্তাহে ১৯৪৬ সালের মার্চ্চ পর্য্যন্ত ডেলিভারির সর্ত্তে সর্ব্বোচ্চ মূল্যে কিছু চট (হেসিয়ান) বিক্রয় হইয়াছে।

গত ২৬শে এপ্রিল তারিখে বিভিন্ন শ্রেণীর পাটজাত দ্রব্যের মূল্য এইরূপ ছিল :—

৮ আউন্স ৪০ ইঃ	২২৵০
১০½ আউন্স ৪০ ইঃ	২৯৲
১০ আউন্স ৪০ ইঃ	২৮৲
হেভি সেস	৬৬৲
বি টুইল	৬৫৷৷০
কর্ণ সেক	৬৬৲

তুলা ও কাপড়

কলিকাতা, ২৭শে জুলাই—বোম্বাইয়ের তুলার বাজারে গত সপ্তাহের তুলনায় আলোচ্য সপ্তাহে সাধারণভাবে তেমন কোন নূতন পরিস্থিতির উদ্ভব না হইলেও আলোচ্য সপ্তাহে গত সপ্তাহের তুলনায় বোম্বাইয়ের তুলার দর সামান্য বৃদ্ধি পাইয়াছে। সপ্তাহের প্রথমভাগে বোম্বাইয়ের তুলার দরে স্থিরভাব পরিলক্ষিত হয়, মধ্যভাগে বিক্রেতাগণের মধ্যে অস্থিরতা দেখা দেওয়ায় ফলে বোম্বাইয়ের তুলার দর হ্রাসপ্রাপ্ত হয় এবং সপ্তাহের শেষভাগে বোম্বাইয়ের তুলার দরে ক্রেতাধিক্যের দরুণ আবার তেজীভাব পরিস্ফুট হইয়া উঠে। গত ২৫শে জুলাই জুলাই মাসে ডেলিভারি দেওয়ার সর্ত্তের ঝরিলা তুলার বিকিকিনির মেয়াদ শেষ হইয়া যায়। গত শুক্রবার সেপ্টেম্বর মাসে ডেলিভারি দেওয়ার সর্ত্তের ঝরিলা তুলার দর ছিল ৪২৫৷৷০ আনা। অদ্য শুক্রবার তাহা ৪২৯৷৷০ আনা দাঁড়াইয়াছে।

কাপড়—গত ২৭শে জুলাই কলিকাতা কর্পোরেশনের এক সভায় কলিকাতা কর্পোরেশনের অস্থায়ী প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা মিঃ এস এম ইয়াকুব জানাইয়াছেন যে, কণ্ট্রোলার অব রেশনিং কলিকাতা কর্পোরেশনকে জানাইয়াছেন যে, আগামী ৩রা সেপ্টেম্বর হইতে কলিকাতা অঞ্চলে পূর্ণাঙ্গ বস্ত্র রেশনিং প্রথা প্রবর্ত্তিত হইবে। সুষ্ঠুভাবে উক্ত তারিখ হইতে কলিকাতা অঞ্চলে পূর্ণাঙ্গ বস্ত্র রেশনিং ব্যবস্থা চালু হওয়ার দিকেই আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার জনসাধারণের দৃষ্টি বিশেষভাবে নিবদ্ধ। এই পরিকল্পনানুযায়ী বয়স্কদের প্রথম ৯ মাসের জন্য মাথাপিছু ২০ গজ এবং ১২ বৎসরের কম বয়স্কদের জন্য ইহার অর্দ্ধেক কাপড় দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইয়াছে বলিয়াও প্রকাশ।

সোনা ও রূপা

কলিকাতা, ২৭শে জুলাই—গত সপ্তাহের তুলনায় আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতা ও বোম্বাইয়ের বাজারে সোনার দরে অবনতি পরিস্ফুট হইয়া উঠে। জাপান সন্ধির জন্য ব্যগ্র—হয় তো অদূর ভবিষ্যতেই রাশিয়া জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিবে, কলিকাতা ও বোম্বাইয়ের বাজারে এইরূপ মনোভাব সঞ্চারিত হওয়ার ফলেই আলোচ্য সপ্তাহে সোনার দরে অবনতি দেখা দেওয়ার কারণ। এতদ্ব্যতীত বৃটেনের সাধারণ নির্ব্বাচনে শ্রমিকদলের বিপুল সংখ্যাধিক্য হওয়ার দরুণও লাভাম্বেষিগণ আর সোনা মজুত ব্যাপারে তেমন উৎসাহ বোধ না করায় আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতা ও বোম্বাইয়ের বাজারে সোনার দরে অবনতি পরিলক্ষিত হওয়ার প্রধানতম কারণ। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আলোচ্য সপ্তাহে ১ লক্ষ তোলা সোনা (সোমবার হইতে অদ্য শুক্রবার পর্য্যন্ত) বিক্রয় করিয়াছেন। গত সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বিক্রয় করিয়াছিলেন ১ লক্ষ ৩ হাজার তোলা সোনা।

রূপা—সোনার দরের অবনতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া কলিকাতা ও বোম্বাইয়ের বাজারে রূপার দরেও গত সপ্তাহের তুলনায় আলোচ্য সপ্তাহে অবনতি পরিস্ফুট হইয়া উঠে। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য রূপা বিক্রয় বন্ধ করিয়া দিলেও লাভান্বেষিগণের রূপা ইকের ব্যাপারে উৎসাহের অভাবই আলোচ্য সপ্তাহে রূপার দরে অবনতির অন্যতম কারণ বলা যাইতে পারে।

দুর্ভিক্ষ কমিশন রিপোর্টের দ্বিতীয় ভাগ—ইউনাইটেড প্রেস জানিতে পারিয়াছেন যে, দুর্ভিক্ষ তদন্ত কমিশনের রিপোর্টের দ্বিতীয় ভাগ শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে। এই দ্বিতীয় ভাগে বাংলা ব্যতীত ভারতের অন্যান্য অংশে খাদ্যাভাব, ইহার কারণ এবং প্রতিবিধান সম্পর্কে আলোচনা করা হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

প্রতিদিন ৩৪ লক্ষ টাকা খাটানো হয়েছে

প্রথম ৩% ভিক্টরি লোন (১৯৫৭)এ এগারো মাসেরও কম সময়ে ১১২ কোটি টাকা জমা হ'বার পর এই ঋণ গ্রহণ ১৯৪৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে বন্ধ করা হয়।

এখন ৩% দ্বিতীয় ভিক্টরি লোন (১৯৫৯-৬১) প্রবর্তিত হওয়ায় আগের মতই সুবিধাজনক সর্তে টাকা দাদন করার সুযোগ হ'লো। এই সুযোগ গ্রহণ করলে আপনি জিনিসপত্রের দাম কমিয়ে দেশকে সাহায্য করবেন ও সেই সঙ্গে ঘরে বসে প্রতি ছয় মাস অন্তর আয়কর বাদ দিয়ে বার্ষিক শতকরা তিন টাকা সুদ পাবেন।

এই ঋণে আপনি যথেচ্ছ পরিমাণ টাকা ন্যস্ত করতে পারেন—১৫ই অগস্ট ১৯৫৯ ও ১৫ই অগস্ট ১৯৬১র মধ্যে ভারত সরকার আপনার ঋণ শোধ করবেন। এর মধ্যে আপনার টাকার দরকার হ'লে আপনার লোন বণ্ড হস্তান্তর ক'রে যে কোনো সময় টাকা তুলতে পারবেন। আপনার বার্ষিক আয় যদি আয়করমুক্ত হয় কিংবা যদি আপনাকে অপেক্ষাকৃত কম হারে আয়কর দিতে হয়, তা হলে আপনার লভ্যাংশের উপর ধার্য আয়করও ফেরত পাবেন। এই ঋণের জন্য আপনার ব্যাঙ্কারকে কিংবা রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার বোম্বাই, কলিকাতা, মাদ্রাজ, দিল্লী ও কানপুরের অফিসে কিংবা গভর্নমেণ্ট ট্রেজারিতে লিখুন।

AAA 228

আপনার সঞ্চয়
১৯৫৯—৬১র
৩%
দ্বিতীয়
ভিক্টরি লোন-এ
নিয়োগ করুন

'ফিনান্স ডিপার্টমেণ্ট, গভর্নমেণ্ট অব ইণ্ডিয়া কর্তৃক প্রচারিত

সাপ্তাহিক বাজার দর

	২০শে জুলাই	২৩শে জুলাই	২৪শে জুলাই	২৫শে জুলাই	২৬শে জুলাই	২৭শে জুলাই
সোনার দর—প্রতি ভরি (কলিকাতা) ...	৭৯৷৷০	৭৮৸/০	৭৮৸/০	৭৮৷৷৵০	৭৮৷৷৵০	৭৮।০
ঐ ঐ (বোম্বাই) ...	৭৯।/০	৭৮৸/০	৭৮৸/০	৭৮৷৷৵০	৭৮।/০	৭৭৸৵০
রূপার দর—প্রতি ১০০ ভরি (কলিকাতা) ...	১৩৯।০	১৩৬৸০	১৩৫৸৵০	১৩৫৷৷০	১৩৫।০	১৩৪৸০
ঐ ঐ (বোম্বাই) ...	১৩৯৲	১৩৬।৵০	১৩৬৲	১৩৬।০	১৩৫৷৷০	১৩৫৲
গিনির দর—প্রতিখানা (কলিকাতা) ...	৫৪৵০	৫৪৲	৫৩৸৵০	৫৩৸৵০	৫৩৸০	৫৩৷৵০
ঐ ঐ (বোম্বাই) ...	৫৪৲	৫৩৸০	৫৩৷৷০	৫৩৸০	৫৩৷৷০	৫৩।০
রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সুদের হার। (শতকরা বার্ষিক) ...	৩৲	৩৲	৩৲	৩৲	৩৲	৩৲
কোম্পানীর কাগজ—						
কোম্পানীর কাগজ—শতকরা ৩৲ সুদের ...	—	৯৫৷৷০-৯৫।৵০	৯৫৷৷০-৯৫৷৷০	৯৫৷৷১০-৯৫।৵০	৯৫।৵০	—
ঐ ঐ ৩৷৷০ টাকা সুদের	—	১০২৷৷৵০-১০২৷৷৵০	১০২৷৵০-১০২৷৷৵০	১০২।৵০-১০২৷৷০	১০২।৵০-১০২৲	১০২।৵০
৩৲ টাকা সুদের ঋণপত্র (১৯৬৩-৬৫) ...	—	৯৯।/০	—	৯৯।/০	৯৯।৵০	৯৯৵০-৯৯৲
৩৲ টাকা সুদের ঋণপত্র (১৯৬৬ ৬৮) ...	—	৯৮৷৷০	—	৯৮৵০	—	৯৮।৵০
৪৲ টাকা সুদের ঋণপত্র (১৯৬০-৭০) ...	—	—	—	—	—	—
৫৲ টাকা সুদের ঋণপত্র (১৯৪৫-৫৫) ...	—	—	১০০৸০	১০০৸০	—	১০১।৵০
ইঞ্জিনিয়ারিং ও ইলেকট্রিক—						
ইণ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড ষ্টীল কোং লিঃ ...	৪২৷৷৵০-৪২।/০	৪২৷৷৵০-৪২/০	৪২৸৵০-৪২৷৷৵০	৪৩৵০-৪৩৲	৪৩৵০-৪২৸০	৪২৷৷৵০-৪২।০
ষ্টীল কর্পোরেশন—অর্ডি ...	৩৪।৵০-৩৪৵০	৩৫৵০-৩৪।৵০	৩৫।৵০-৩৪৸৵০	৩৫।৵০-৩৫।০	৩৪৸৵০-৩৪৷৵০	৩৪৷৷০-৩৪/০
কুমারধুবী—অর্ডি ...	১২৷৷৵০-১২।০	১২৸০-১২।৵০	১২৸০-১২।৵০	১২৷৷৵০-১২।৵০	১২।৵০-১২।০	১২৵০-১১৸৵০
ব্রেইতওয়েইট ...	১৩৸৵০-১৩৷৷০	১৩৸০-১৩৷৵০	১৪৵০-১৩৸৵০	১৪৷৷৵০-১৪৵০	১৫৷৷০-১৪৷/০	১৫৵০-১৪৸৵০
জেসপ ...	২৭৷৷৵০-২৭।৵০	২৭।৵০-২৭৵০	২৭৷৷৵০-২৭।৵০	২৭৸০-২৭৵০	২৭৷৷৵০-২৭।০	২৭৷৷৵০-২৭৷৷০
মার্শালস্ ...	৭৵০-৬৷৷০	৬৸৵০-৬৷৵০	৭৲-৬৸/০	৬৸৵০-৬৸	৬৸০-৬৷৵০	৬৷৵০-৬৷৷০
ন্যাশনাল আয়রণ এণ্ড ষ্টীল ...	১৩/০-১৩৲	১২৷৷০-১২।৵০	১২৷৷০-১২৷৷০	১২৷৷৵০-১২।৵০	১২৷৷৵০-১২।৵০	১২।০-১২/০
আর্থার বাটলার ...	—	—	—	—	—	২২৲
হিন্দুস্থান মোটরস্ ...	৪।৵১০-৪।৵৫	৪।৵১০	৪।৵০	৪।৵১০-৪৵১০	৪৵০-৪৲১৫	৩৸৵০-৩৸/০
ক্যালকাটা ইনসিওরেন্স ...	১২৷৷০	—	—	—	১৩৲	১৩৲
খনি—বার্মা কর্পোরেশন ...	৫৸০-৫৷৷০	৬৲-৫৸০	৬৲-৫৸/০	৫৸৵০-৫৸০	৫৸/০	৫৸৵০-৫৷৵০
ইণ্ডিয়ান কপার কর্পোরেশন ...	৩৷৷/০-৩।০	৩৷৷/০-৩।৵০	৩৷৷/০-৩।৵০	৩৷৷০-৩।৵০	৩।৵০	৩।৵০-৩।৵০
ব্যাঙ্ক—রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া ...	—	১৪০৲	—	—	১৩৯৷৷০	১৪০৲
ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক ...	২৮৷৷০-২৮৲	২৮৸০-২৮৲	২৮৷৷৵০	২৯৲-২৮৷৷০	২৮৸০	২৯৷৷০-২৮৲
ক্যালকাটা ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক ...	—	১৬৲-১৫৸৵০	—	—	১৬৲-১৫৸৵০	—
বেঙ্গল সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক ...	১৩।৵০	১৩।৵০	—	১৩।/০	১৩।০	১৩।৵০
কুমিল্লা ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন ...	১৪৷৷০	—	—	১৪৷৷০	—	১৪৷৷০
মহালক্ষ্মী ব্যাঙ্ক ...	—	—	—	—	—	—
নিউ ষ্ট্যাণ্ডার্ড ব্যাঙ্ক ...	—	—	—	—	—	—
হিন্দুস্থান কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক ...	—	—	—	৫৭৷৷০	৫৮৲	৫৬৷৷০
নাথ ব্যাঙ্ক ...	৩২।০-৩১৸০	৩২৲-৩১৸০	৩৩৷৷০-৩২।০	৩৪।০-৩৩।৵০	৩৩।৵০-৩৩৲	—
কয়লা—বরাকর কোল্ কোং ...	৪৬৸৵০-৪৬৷৷০	৪৬৷৷৵০-৪৬৵০	৪৬৸৵০-৪৬৷৷৵০	৪৭৲-৪৬৷৷৵০	৪৬৸০-৪৬৲	৪৫৸৵০-৪৫/০
তালচের ,, ,, ...	১৫৲-১৪।৵০	১৫৲-১৪৸০	১৪৸৵০	১৫/০-১৪৸৵০	—	১৪।৵০
রাণীগঞ্জ ,, ,, ...	—	৬৭৸০	৬৬।৵০	৬৬৷৷০	—	—
ইকুইটেবল ,, ,, ...	৭৪৵০-৭৪/০	—	৭৩৸৵০-৭৩৸০	৭৪৷৷০-৭৪৲	—	৭৩।৵০-৭৩৲
সাউথ করণপুরা ,, ...	৩৭৵০-৩৬৷৷৵০	৩৬৸৵০-৩৬।৵০	৩৬৸৵০-৩৬৷৷৵০	৩৬৸৵০-৩৬৷৷৵০	৩৬৷৷০-৩৬।০	৩৬৷৷৵০-৩৬৷৷৵০
ভুলনবরারি ...	৩৬।/০-৩৬।০	—	—	৩৬৷৷০-৩৬।০	৩৬৷৵০-৩৫৸৵০	—
সেণ্ট্রাল কারকেণ্ড ...	—	—	—	৫৬৵০	—	—
নিউ চুরুলিয়া ...	১৫৷৷০-১৫৲	১৫/০-১৪৸০	১৫৲-১৪৸০	১৪৸০-১৪৸০	১৪৷৷০-১৪৷৵০	—
ষ্ট্যাণ্ডার্ড ...	৪৭৷৷৵০	৪৭।০-৪৭৵০	৪৭।৵০	৪৭।/০-৪৬৷৷৵০	৪৬৷৷০	৪৬।৵০-৪৬।০

নিউ ষ্ট্যাণ্ডার্ড ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস :—কুমিল্লা

অনুমোদিত মূলধন	১,০০,০০,০০০৲
বিলিকৃত ও বিক্রীত মূলধন	২০,০০,০০০৲
আদায়ীকৃত মূলধন	১৭,৩০,০০০৲
রিজার্ভ ফাণ্ড	৩,০০,০০০৲

শাখাসমূহ

ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলেজ ষ্ট্রীট, বালীগঞ্জ, শ্যামবাজার, ময়মনসিংহ, ফরিদপুর, টাঙ্গাইল, আসানসোল, বর্দ্ধমান, খুলনা, শিলচর, সিলেট, শিলং, তিনসুকিয়া, জোড়হাট, ছাতক, রাঁচী ও এলাহাবাদ।

জব্বলপুর শাখা ১১ই জুন '৪৫ তারিখে খোলা হইয়াছে।

এজেন্সী :—ভারতের বড় বড় ব্যবসাকেন্দ্রে।

হেড অফিস ফি.ফি.৪১৮ ★ স্থাপিত ১৯২৯ ★ রেজিষ্টার্ড অফিস ফি.ফি.২৯৮০

প্রবর্ত্তক ব্যাঙ্ক

লিমিটেড

৬২, বহুবাজার ষ্ট্রীট ★ ৮১, ক্লাইভ ষ্ট্রীট

কলিকাতা

অন্যান্য শাখা :—চট্টগ্রাম, চন্দননগর, রাজসাহী, সিরাজগঞ্জ, জলপাইগুড়ি, মৈমনসিং ও সান্তাহার।

— সুদের হার —

কারেণ্ট ১/২% সেভিং ব্যাঙ্ক ২%

বাজার চলতি শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় হয়। অন্যান্য ডিপোজিট, লোন ও ওভারড্রাফট্ সম্বন্ধে পত্র লিখুন।

চেয়ারম্যান : শ্রী মতিলাল রায়।

সাপ্তাহিক বাজার দর

	২০শে জুলাই	২৩শে জুলাই	২৪শে জুলাই	২৫শে জুলাই	২৬শে জুলাই	২৭শে জুলাই
কাপড়ের কল—নিউ ভিক্টোরিয়া কটন মিলস লিঃ	৮৷৵০-৮৷৵০	৮৷৵০-৮৷৵০	৮৷৵০-৮৷৵০	৮৷৵০-৮ /০	৮৷৵০-৮৷০	৮৶০-৮৶০
বেনারস	—	১১৷৶০	১১৸৵০-১১৸৵০	১২৷৵০	১২৷০	১১৷৵০
কানপুর টেক্সটাইলস্	১৩৸০-১৩৷০	১৩৷৶০-১৩৷০	১৩৸০-১৩৷০	১৩৷৵০-১৩৷০	১৩৷৶০-১৩৷৵০	—
এলগিন কটন মিলস লিঃ	৭১৷০	৭০৷০-৬৯৷০	৭০৲	—	৬৮৸০	—
কেশোরাম	—	২০৲-১৯৷৵০	১৯৷০	১৯৷৶০	—	১৯৷৵০
বঙ্গশ্রী	১৪৷০	—	১৪৷০	১৪৷০-১৪৶০	১৪৷০	১৪৷০
বঙ্গেশ্বরী কটন মিলস্	৭৷০	৭৷০	৭৷০-৭৷৶০	৭৷০-৭৷৵০	৭৷৵০	—
কাগজের কল—ইণ্ডিয়া পেপার পাল্প লিঃ	—	—	২৪৫৲-২৪৩৲	—	২৪৩৲	—
শ্রীগোপাল পেপার মিলস লিঃ	—	—	১৮৷৶০-১৮৷৵০	১৮৷৵০	১৮৷৵০-১৮৷৵০	—
টিটাগড়	৩৩৲-৩২৷০	৩৩৵০-৩২৸০	৩৩৷০-৩২৸৵০	৩৩৷০-৩৩৶০	৩২৷৵০	৩২৷০-৩২৵০
চটকল—অকল্যাণ্ড জুট মিলস লিঃ	৩৮৮৲-৩৮১৲	৩৮৩৲ ৩৮১৲	৩৮১৲-৩৮০৲	৩৮৪৲-৩৮২৲	৩৮০৲	৩৭৮৷০-৩৭৭৲
এ্যাংলো ইণ্ডিয়া জুট মিলস লিঃ	৫৩৪৲-৫২৭৲	৫৩২৲-৫২৯৲	৫৩৩৲-৫২৯৲	৫৪০৲-৫৩২৲	৫৪০৲-৫৩২৲	৫৩৩৲-৫২৯৲
কামারহাটি	৮০২৲	৭৯৯৲-৭৯৩৲	৮০৩৲-৮০০৲	৮২২৲-৮১৮৲	৮২০৲-৮১৫৲	৮১৬৲-৮১৩৲
নদীয়া	১৫১৲-১৪৮৲	১৪৯৷০-১৪৭৲	১৪৯৲-১৪৬৷০	১৪৯৲-১৪৭৲	১৪৬৲-১৪৪৷০	১৪৫৲-১৪৩৲
প্রেসিডেন্সী	১৫৷৵০-১৪৮৵০	১৫৷৶০-১৫৵০	১৫৷৵০-১৫৶০	১৫৷০-১৫৷০	১৫৷৵০-১৫৵০	১৫৵০-১৪৷৵০
রিলায়েন্স	৮৭৷০-৮৬৷০	৮৬৲	৮৭৷০-৮৬৷০	৮৭৷০-৮৬৷০	৮৫৷০	৮৫৲-৮৪৷০
কাঁকনাড়া	৬৭৮৲-৬৭২৷০	৬৭২৲-৬৬৮৲	৬৮৪৲-৬৭৩৲	৬৯৪৲-৬৯২৲	৬৯৮৲-৬৮৯৲	৬৮৩৷০-৬৭৯৲
হাওড়া	৯৭৲-৯৬৮০	৯৬৮৵০-৯৬৷০	৯৭৷৵০-৯৭৷০	৯৮৷৵০-৯৭৸৵০	৯৭৷৵০	৯৬৸৶০-৯৬৲
ডালহৌসী	৪২০৲-৪১৭৲	৪০৯৲	৪১২৲-৪১১৲	৪১৩৲-৪০৮৲	৪০৭৲-৪০৫৲	৪০০৲
বজবজ	৬০৩৲	৬১৮৲-৬০৮৲	৬১৪৲-৬১১৲	৬২৪৲	৬১১৲	—
ষ্ট্যাণ্ডার্ড	৩৪৬৲ ৩৪০৲	৩৪১৲-৩৩৭৲	—	—	৩৪২৲	৩৩৯৲-৩৩৫৲
এলায়েন্স	—	৭৬১৲	৭৫৭৲	৭৬৭৲-৭৬৫৲	৭৭০৲	—
চিনির কল—বেলসুন্দ সুগার কোং লিঃ	১৭৲-১৬৸৵০	১৬৸৵০-১৬৷৶০	১৬৸৶০-১৬৷০	১৬৷৶০-১৬৷৵০	১৬৸৵০-১৬৶০	১৬৷০-১৬৵০
চম্পারণ সুগার কোং লিঃ	৪১৶০-৪০৸৵০	৪১৲	৪১৵০-৪০৷৶০	৪০৷৶০	৪১৶০-৪০৸০	৪০৷৵০
কেরু এণ্ড কোং লিঃ	৩০৷৵০-৩০৷৶০	৩০৷৶০-৩০৷০	৩৭৷০-২৯৸৵০	৩০৷৵০-৩০৷০	৩০৷০-৩০৲	৩০৶০-৩০৵০
চা বাগান—চন্দননগর টি	—	—	—	—	—	—
ইষ্টার্ণ হিন্দুস্থান	—	—	—	—	—	—
কল্যাণী	—	—	—	—	৪০৲	৪৪৷০
লেবং এণ্ড মিনারেল	—	—	—	—	—	—
তেজপুর	—	—	২৩৷৶০-২৩৷০	২৩৷৶০-২৩৷৵০	—	—
বিশ্বনাথ	—	—	—	—	—	—
বিবিধ—ডালমিয়া সিমেণ্ট কোং লিঃ	১৭৸০	১৭৷৵০	১৭৸৵০-১৭৷০	—	১৭৷৫	—
বি আই কর্পোরেশন	৮৷৵০-৮৵০	৮৵০-৭৷৶০	৭৸৶০-৭৸০	৮৵০-৭৸৶০	৮৵০-৭৸৵০	৭৸৵০-৭৷০
মেদিনীপুর জমিদারী কোং লিঃ	২০২৲-১৯২৲	২০১৲-২০০৲	২০১৲-১৯৯৲	২০০৲	২০০৲-১৯৬৷০	১৯৭৲-১৯৫৲
ষ্টোটাস ইণ্ডাষ্ট্রীজ লিঃ	১৭৸০-১৭৷৵০	১৭৷৵০-১৭৷০	১৭৷৶০-১৭৷৵০	১৭৷০-১৭৷০	১৭৷৵০-১৭৵০	১৭৷০
ইণ্ডিয়া জেনারেল নেভিগেশন কোং লিঃ	২১৭৲-২১৪৲	—	২১৮৲-২১৪৲	২১৭৲-২১৬৲	২১৭৷০-২১৬৲	—
আসাম-বেঙ্গল সিমেণ্ট	২০৶০-১৯৷৵০	২০৶-১৯৸০	১৯৸৶০-১৯৸০	১৯৸৶০	১৯৸০	১৯৷৵০-১৯৷০
ন্যাশনাল ইনসুলেটেড কেবলস	—	—	১৪৲-১৩৸৵০	—	১৪৲	—
নিউ এসিয়াটিক ইনসিওরেন্স	—	—	—	—	১০৷৵০-১০৵০	—

দাশ ব্যাঙ্ক লিমিটেড

৯-এ ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

চেয়ারম্যান—কর্ম্মবীর আলামোহন দাশ

আধুনিক সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

জীবন বীমার জন্য—

ইণ্ডিয়ান মিউচুয়াল

লাইফ এসোসিয়েশন লিঃ

১০নং ক্লাইভ রো, কলিকাতা

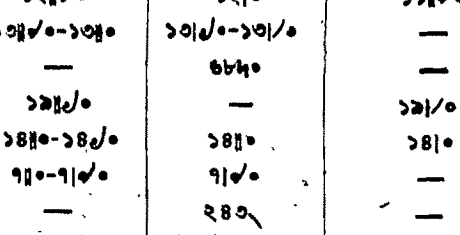

সন্ন্যাসী প্রদত্ত ঔষধে

(হাঁপানীর) ৪২ দিনে স্থায়ী চিকিৎসা।

চুক্তিতে চিকিৎসা করা হয়।—মূল্য সপ্তাহ—১০৲।

রোগের বিবরণ সহ পত্র লিখুন।

বিশিষ্ট 'কয়েকজন আরোগ্যলাভ ব্যক্তির নাম'

১। অক্ষয়কুমার দাস, ডাক্তার চাঁদসী ধুবড়ী, আসাম।
২। মিঃ আই মজিদ, আই, সি, এস, ডিব্রুগড়, আসাম।
৩। মিঃ লালমোহন চৌধুরী, অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট, চিটাগাং।
৪। মিঃ শ্রীশচন্দ্র ঘোষ, আলীপুর দুয়ার জলপাইগুড়ি, ৭০৫০ ইনজেকশন নেওয়ার পর এই ঔষধে আরোগ্য।
৫। সরোজবালা দেবী, ১৪।১, মুখার্জ্জি পাড়া লেন, কালীঘাট, কলিঃ।
৬। মনীগোপাল মজুমদার, এক্সচেঞ্জ ইন্‌সপেক্টর, পি এণ্ড টি টেলিফোনস, কলিঃ।
৭। সুকোমল মজুমদার C/o বাবু যোগেন্দ্রকুমার মজুমদার, চৌমুহনী, নোয়াখালী।

প্রাপ্তিস্থান ও বিবরণ জানুন :

পি কে মজুমদার
৪৮এ, বিবেকানন্দ রোড, কলিকাতা।

কে সি ভৌমিক
উকিল।
ধুবড়ী, আসাম।

আর মিত্রের
ময়ূরমার্কা
তিলতৈল
মাথা ঠাণ্ডা রাখে
চুল উঠা বন্ধ করে
আর মিত্র — পারফিউমার
২৭ নং বিবেকানন্দ রোড, কলিকাতা

কারেন্ট একাউন্ট

চল্‌তি হিসাব

যে কোন ব্যক্তি, কোম্পানী কিংবা মফঃস্বলের ব্যাঙ্কি কোম্পানী কমপক্ষে ২০০৲ টাকা জমা দিয়া চল্‌তি হিসাব খুলিতে পারেন। দৈনিক সর্ব্বনিম্ন বাকী ১০০৲ টাকার উপর শতকরা বার্ষিক আট আনা হিসাবে সুদ দেওয়া হয়। পাশ বই ও চেক্ বইয়ের কোন দাম দিতে হয় না। পাঁচ টাকা হইতে আরম্ভ করিয়া জমা অনুযায়ী যে কোন টাকার চেক্ কাটা চলে।

হাজরাদী ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস :
৮০, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
ভারতের সর্ব্বত্র ইহার শাখা-প্রশাখা বিস্তৃত। সবিশেষ জানিতে হইলে বড়বাজার ৫১০ নম্বরে ফোন্ করুন অথবা পত্র লিখুন।

কালীচরণ সেন,
ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

MP 336

সাবান প্রস্তুতের

কোন :—
বড়বাজার :—১৩৯৭ অফিস
:— ১৫৯২ ফ্যাক্টরী
টেলিগ্রাম—"চীনামাটী"

যাবতীয় জিনিষ—সিলিকেট সোডা • সোপষ্টোন পাউডার • কষ্টিক সোডা • রজন • সিট্রোনেলা অয়েল • রঙ • হাইড্রোমিটার • প্রভৃতি পাইবেন

কলিকাতা মিনারেল সাপ্লাই কোং লিঃ
৩১, অ্যাকসন লেন, কলিকাতা

উন্নতিশীল বীমা কোম্পানী
আর্য্যস্থানে
বীমা করিয়া

ব্যবসায়ে লাভের টাকার সংস্থিতি ও আয়করের গুরু ভার লাঘব করুন।

হেড অফিস
আর্য্যস্থান ইনসিওরেন্স বিল্ডিং
১৫, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ
কলিকাতা।

লিলি বিস্কুট

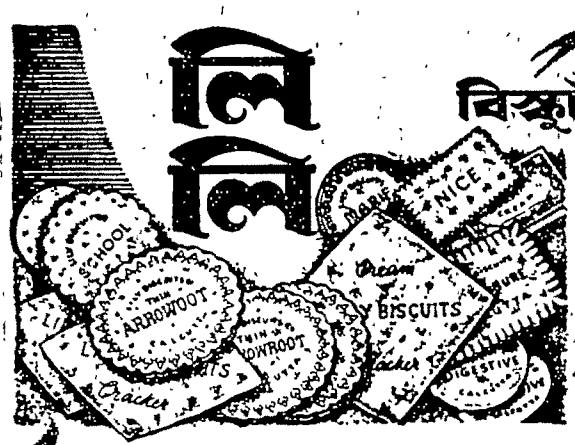

লিলি
বিস্কুট
স্বাদে ও
গুণে—
অপরাজেয়

লিলি বিস্কুট কোং • কলিকাতা

লিলি বার্লি
আদর্শ পথ্য ও পানীয়

লিলি বার্লি
লিলি বিস্কুট কোং • কলিকাতা

১২২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা—আর্থিক জগৎ প্রেসে শ্রীযতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য দ্বারা সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

PHONE :—B. B. 6382 REGD. NO. C. 2506

আর্থিক জগৎ

ARTHIK JAGAT

ব্যবসা-বাণিজ্য-শিল্প-অর্থনীতি-বিষয়ক সাপ্তাহিক

মূল্য—বার্ষিক সডাক ৯২ সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য প্রতি সংখ্যা ৶০ আনা

অষ্টম বর্ষ] Monday, 6th August, 1945. সোমবার, ২১শে শ্রাবণ, ১৩৫২ [১৪শ সংখ্যা

চাউলের চড়া মূল্য ও সরকারী অজুহাত

গবর্ণমেণ্ট এদেশে চাউলের যোগান বৃদ্ধি পাইয়াছে বলিয়া প্রচার করিতেছেন। চাউলের যোগান বৃদ্ধি পাইলে তাহার মূল্য হ্রাস পাওয়াই স্বাভাবিক নিয়ম। কিন্তু সেরূপ কোন গতি বাঙ্গলাদেশে একেবারেই লক্ষিত হইতেছে না। ব্যবসায়ীরা চাউলের মূল্য হ্রাস করিবেন দূরের কথা, গবর্ণমেণ্ট রেশন ব্যবস্থায় যে চাউল জনসাধারণকে সরবরাহ করিতেছেন তাহার মূল্য পর্য্যন্ত তাঁহারা কমাইতে রাজী হইতেছেন না। দেড় বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতায় রেশনের যে চাউল মণপ্রতি ১৬।০ আনা দরে বিক্রীত হইত এখনও তাহা সেই-রূপ চড়া দরেই বিক্রয় করা হইতেছে। একদিকে চাউলের প্রাচুর্য্যের কথা বলিয়া অপর দিকে উহার মূল্য এত চড়া হারে নির্দ্ধারিত রাখাতে অনেকে তাহা সরকারী মুনাফাবৃত্তির পরিচায়ক বলিয়া মনে করিতেছে। রেশন চাউলের চড়া মূল্য সম্পর্কে দেশে তীব্র বিক্ষোভ ধ্বনিত হওয়া সত্ত্বেও গবর্ণমেণ্ট এ সম্পর্কে এতদিন কোন কৈফিয়ৎ দেওয়া প্রয়োজন মনে করেন নাই। ইউনাইটেড প্রেস অব ইণ্ডিয়া এ বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের মতামত অবধারণ করিয়া সম্প্রতি নূতন, দিল্লী হইতে একটি খবর প্রকাশ করিয়াছেন। উহাতে বলা হইয়াছে জনসাধারণ রেশন চাউলের মূল্য হ্রাস করা প্রয়োজন বলিয়া মনে করিলেও কেন্দ্রীয় সরকার বর্ত্তমান অবস্থায় তাহা সঙ্গত হইবে বলিয়া মনে করেন না। গবর্ণমেণ্টের মতে চাউলের মূল্য হ্রাস করা হইলে তাহা দেশের কৃষকদের পক্ষে খুবই ক্ষতির কারণ হইবে। সেজন্য অন্যান্য জিনিষপত্রের দর কমিয়া না আসা পর্য্যন্ত চাউলের মূল্য বর্ত্তমান হারে বজায় রাখাই সমুচিত হইবে বলিয়া তাঁহাদের ধারণা।

চাউলের মূল্য চড়া রাখা সম্বন্ধে ইউনাইটেড প্রেস কেন্দ্রীয় সরকারের যে যুক্তিবাদের কথা উল্লেখ করিয়াছেন তাহা দেখিয়া আমরা নিতান্তই বিস্মিত হইয়াছি। বাঙ্গলাদেশে সহর ও গ্রামাঞ্চলের যাবতীয় ব্যবসায়ী, চাকুরীজীবী, শ্রমিক ও পেশাদার লোকদিগকে জীবন ধারণের জন্য প্রতিনিয়ত চাউল খরিদ করিতে হয়। ইহাদের স্বার্থ উপেক্ষা করিয়া গবর্ণমেণ্ট কৃষকদের কল্যাণে চাউলের দর চড়া রাখিতে চান ইহা ভাল কথা। কিন্তু চাউলের মূল্য চড়া থাকিলে তাহা দ্বারা এদেশের কি সংখ্যক কৃষক বাস্তবিক পক্ষে উপকৃত হইবে তাহা তাঁহারা একবার বিচার বিশ্লেষণ করিয়া দেখিয়াছেন কি? বাঙ্গলার ভূমি ব্যবস্থা সম্পর্কে তদন্ত করিয়া ফ্লাউড কমিশন ১৯৪০ সালে যে রিপোর্ট প্রদান করিয়াছিলেন তাহাতে তাঁহারা বলিয়াছিলেন, এ প্রদেশে ৪ জন লোকবিশিষ্ট একটি কৃষক পরিবারের পক্ষে ভালভাবে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হইলে তাহাদের হাতে ৫ একরের চেয়ে বেশী জমি আবশ্যক। কিন্তু বাঙ্গলায় ৭৫ লক্ষ কৃষক পরিবার তাহাদের জীবিকার জন্য মুখ্যতঃ জমিজমার উপর নির্ভরশীল

সাময়িক প্রসঙ্গ

হইলেও এ প্রদেশে মাত্র ২০ লক্ষ পরিবারের হাতেই ৫ একরের চেয়ে বেশী জমি রহিয়াছে। বাকী ৫৫ লক্ষ কৃষক পরিবারের মধ্যে ২০ লক্ষ পরিবারকে জীবন ধারণের জন্য ২ একর হইতে ৫ একর জমির উপর ও ১৫ লক্ষ কৃষক পরিবারকে ২ একরের চেয়ে কম জমির উপর নির্ভর করিতে হইতেছে। অবশিষ্ট ২০ লক্ষ কৃষক পরিবার ভূমিহীন কৃষক শ্রমিকের পর্য্যায়ভুক্ত। এই বিবরণ হইতে স্পষ্টতঃই বুঝা যাইতেছে বাঙ্গলাদেশে মাত্র ২০ লক্ষ কৃষক পরিবারের হাতেই শুধু বাড়তি চাউল উৎপাদনের উপযোগী চাষভূমি রহিয়াছে। ভাল ফসল হইলে নিজেদের সম্বৎসরের খাইখরচ মিটাইয়া ইহারাই শুধু কম বেশী পরিমাণে চাউল বিক্রয় করিতে পারে। বাকী ৫৫ লক্ষ কৃষক পরিবারের মধ্যে অধিকাংশের হাতেই সম্বৎসরের খাইখরচ মিটাইবার উপযোগী চাউল উৎপাদনের জমি নাই। চাউল বিক্রয় করা দূরের কথা জীবন ধারণের জন্য তাহাদিগকে কমবেশী পরিমাণে বাজার হইতে চাউল খরিদ করিতে হয়। এই অবস্থায় চাউলের মূল্য চড়া রাখিলে তাহা সাধারণভাবে দেশের কৃষকদের পক্ষে কল্যাণকর হইবে ইহা একটা ভুয়া কথা। যে ২০ লক্ষ কৃষক পরিবারের হাতে ৫ একরের বেশী জমি আছে তাহাদের বেশীর ভাগই দেশের সঙ্গতিশীল গৃহস্থ বলিয়া পরিচিত। চাউলের মূল্য চড়া থাকিলে উহা তাহাদের পক্ষে লাভজনক হইবে। কিন্তু দেশের অধিকাংশ কৃষক ও তৎসঙ্গে দেশের অন্যান্য শ্রেণীর অগণিত লোক উহাতে রীতিমতভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। এত সব লোকের ক্ষতি করিয়া দেশের মুষ্টিমেয় সঙ্গতিপন্ন কৃষকদের স্বার্থে চাউলের দর চড়া রাখিবার কি সমীচীনতা আছে তাহা আমরা বুঝি না।

বস্ত্র বণ্টনের পরিকল্পনা

বাঙ্গলার নিদারুণ বস্ত্র-সঙ্কট সম্পর্কে এতদিনে ভারত গবর্ণমেণ্ট ও টেক্সটাইল কণ্ট্রোল বোর্ডের মনোযোগ আকৃষ্ট হইয়াছে। ভারত সরকারের ইণ্ডাষ্ট্রী ও সিভিল সাপ্লাইজ বিভাগের সেক্রেটারী স্যার আকবর হায়দরী, টেক্সটাইল কণ্ট্রোল বোর্ডের চেয়ারম্যান মিঃ কে থ্যাকার্সে ও টেক্সটাইল কণ্ট্রোলার মিঃ এম কে ভেলোডি সম্প্রতি কলিকাতা আসিয়াছেন এবং এ প্রদেশের বস্ত্র সমস্যা সমাধানের জন্য একযোগে চেষ্টা করিতেছেন। প্রথমে শুনা গিয়াছিল কাপড় সংগ্রহ ও বণ্টনের জন্য বাঙ্গলা সরকারের উদ্যোগে এপ্রদেশে একটি ক্লথ সিণ্ডিকেট গঠিত হইবে। বাঙ্গলায় গত ১৯৪০

বিষয়-সূচী

বিষয়	পৃষ্ঠা
সাময়িক প্রসঙ্গ	৩২৩-২৫
নানাকথা	৩২৬
ভারতে আর্থিক প্রগতির ধারা	৩২৭-২৯
রাজনৈতিক প্রসঙ্গ	৩৩০-৩১
খেয়ালীর খাতা	৩৩২-৩৩
আর্থিক দুনিয়ার খবরাখবর	৩৩৪-৪৩
কোম্পানী প্রসঙ্গ—	৩৪৪-৪৫
বাজারের হালচাল—	৩৪৬-৫০

সোনাপুর ব্যাঙ্ক লিমিটেড

৫৭, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, রাজাকাটরা কলিকাতা।

টেলিগ্রাম : "মৌচাক" স্থাপিত ইং ১৯২১

শাখাসমূহ

দক্ষিণ কলিকাতা, ডালহৌসী, আমতা, ভোলা, উলুবেড়িয়া, চৌমুহানী, পরশুরাম ও ঢাকা।

৩০০% হারে ডিপজিট বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে।
আয়কররহিত ৫% ডিভিডেণ্ড ঘোষণা করা হইয়াছে।

সাল হইতে ১৯৪৩ সাল পর্য্যন্ত যে সব ব্যবসায়ী কাপড়ের ব্যবসায়ে লিপ্ত ছিলেন তাহারাই ঐ সিণ্ডিকেটের অংশীদার হইবেন। ব্যবসায়ী সম্প্রদায় ও জনসাধারণের ভিতর হইতে উপযুক্ত লোক লইয়া ঐ সিণ্ডিকেটের পরিচালক বোর্ড গঠিত হইবে। কিন্তু স্যার আকবর হায়দরী সম্প্রতি এক সাংবাদিক সম্মেলনে ঘোষণা করিয়াছেন যে, রুথ সিণ্ডিকেট গঠনের প্রস্তাবটি সকল সম্প্রদায়ের মনঃপুত না হওয়ায় গবর্ণমেণ্ট তাহা প্রত্যাহার করিয়াছেন। তৎপরিবর্ত্তে বাঙ্গলায় কাপড় সংগ্রহ ও বণ্টনের জন্য বর্ত্তমানে একটি এসোসিয়েশন গঠনের সিদ্ধান্ত হইয়াছে। স্যার আকবর জানাইয়াছেন, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিস্থানীয় লোকদের লইয়া এই এসোসিয়েশনটি গঠিত হইবে। গবর্ণমেণ্টের সহযোগিতায় ঐ এসোসিয়েশন এদেশে বস্ত্র বণ্টনের কাজ নিয়ন্ত্রণ করিবেন।

প্রস্তাবিত এসোসিয়েশনে যেসব লোককে নিয়োগ করা হইবে তাহাদের নাম স্যার আকবর হায়দরী প্রকাশ করেন নাই। কিন্তু সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে সদস্য লওয়ার যে মূলনীতি স্থির হইয়াছে তাহাতে ঐ এসোসিয়েশনের স্বরূপ কি হইবে তাহা আমরা কিছু কিছু অনুমান করিতে পারিতেছি। স্যার আকবর হায়দরী তাঁহার বক্তৃতায় বলিয়াছেন, সিণ্ডিকেট স্থাপনের পরিকল্পনার বিরুদ্ধে যে সব আপত্তি উঠিয়াছে তাহাদের কোন ভিত্তি নাই। কিন্তু একথা বলিয়াও সাম্প্রদায়িকতা বাদীদের নির্দ্দেশ অনুযায়ী তিনি এসোসিয়েশন স্থাপনের প্রস্তাবই সমর্থন করিয়াছেন। বাঙ্গলা সরকারও সেই প্রস্তাবে সায় দিয়াছেন। এইরূপ মনোভাব নিয়া বস্ত্র বণ্টনের ব্যবস্থা করিতে গেলে তাহা দেশের পক্ষে কতদূর কল্যাণকর হইবে সে বিষয়ে আমাদের সন্দেহ আছে।

ইংলণ্ডে জনসাধারণের অবস্থার উন্নতি

বর্ত্তমান যুদ্ধে ইংলণ্ডে কিছু সংখ্যক লোক হতাহত হইয়াছে, শত্রুপক্ষের বিমান আক্রমণের ফলে ঐ দেশের বাড়ীঘর, কলকারখানা প্রভৃতিও কিছু পরিমাণে বিধ্বস্ত হইয়াছে। কিন্তু একদিক দিয়া যুদ্ধের ফলে যেরূপ ক্ষতি দেখা দিয়াছে অপরদিকে যুদ্ধের সময়ে সাধারণ লোকদের অবস্থা সম্পর্কেও উল্লেখযোগ্য উন্নতি ঘটিয়াছে। নানা দিক দিয়া সুপরিকল্পিত নিয়ন্ত্রণ-নীতি বলবৎ না হওয়ায় গত মহাযুদ্ধের সময় ইংলণ্ডের মুষ্টিমেয় লোক অপরিমিত মুনাফার সুযোগ পাইয়াছিল। জাতীয় আয় ও সমৃদ্ধি মুখ্যতঃ তাহাদের হাতে গিয়া কেন্দ্রীভূত হইয়াছিল। সামরিক ঋণপত্র ও ব্যাঙ্কসমূহের বর্দ্ধিত আমানতে যে অর্থ পুঞ্জিভূত হইয়াছিল তাহার মধ্যে জনসাধারণের অংশ খুবই নগণ্য ছিল। দেশের মুষ্টিমেয় ধনীই সে অর্থ সঞ্চয় করিয়াছিল আর উহার সুদও তাহারাই সম্ভোগ করিয়াছিল। দেশের অধিকাংশ বলিতে যাহাদের বুঝায় সেই জনসাধারণ যুদ্ধের সময় অধিক ট্যাক্স জোগাইয়া ও চড়ামূল্যে অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যসামগ্রী ক্রয় করিয়া দরিদ্র হইতে দরিদ্রতর দশায় উপনীত হইয়াছিল। কিন্তু বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের সুসঙ্কল্পিত ও সুচিন্তিত কার্য্যনীতির ফলে এবার ইংলণ্ডে সে অবস্থার পুনরাবৃত্তি ঘটিতে পারে নাই। যুদ্ধকালীন ব্যবসা-বাণিজ্যে এবারও দেশের বড় ব্যবসায়ী, শিল্পপতি ও কণ্ট্রাক্টরেরা একটা বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করিয়াছে সন্দেহ নাই। কিন্তু ঐসব কাজে অপরিমিত মুনাফার সুযোগ এবার তাহারা পায় নাই। যেটুকু অতিরিক্ত মুনাফা তাহাদের ভাগ্যে জুটিয়াছিল উচ্চ হারে ট্যাক্স বসাইয়া তাহার প্রায় সমস্তই গবর্ণমেণ্ট নিজেদের হাতে টানিয়া লওয়ার ব্যবস্থা করিয়াছেন। লোকের উচ্চ আয়ের উপর প্রতি পাউণ্ডে ১৯ শিলিং পর্য্যন্ত আয়কর নির্দ্ধারিত হওয়ায় মুষ্টিমেয় কণ্ট্রাক্টর ও ব্যবসায়ীদের পক্ষে রাতারাতি ধনী হইয়া উঠার সুযোগ এবার বড় একটা ঘটে নাই। অপর দিকে নিম্ন আয়ের উপর অপেক্ষাকৃত স্বল্প করধার্য্য থাকায় যুদ্ধের সুযোগে নানা দিক দিয়া বর্দ্ধিত আয়ের সুবিধা পাইয়া সাধারণ লোকেরা মোটামুটিভাবে লাভবান হইয়াছে। সামরিক ঋণপত্রে, ব্যাঙ্কের আমানতে ও বীমা পলিসিতে তাহাদের সে লাভ স্থায়ীভাবে সঞ্চিত হইয়াছে। ইংলণ্ডের লোকদের যুদ্ধকালীন আয় সম্পর্কে সম্প্রতি যে সংখ্যাবিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে তাহা দৃষ্টে জানা যায় ইংলণ্ডে যে সব লোকের বাৎসরিক আয় ৫০০ পাউণ্ডের উপর উচ্চ হারে কর নির্দ্ধারিত থাকার দরুণ এই যুদ্ধের সময়ে নিজেদের ব্যবহার ও সঞ্চয়ের জন্য বৎসরে তাহারা ৯৭ কোটি পাউণ্ডের বেশী হাতে রাখিতে পারিতেছে না। অপরদিকে যে সব লোকের আয় ৫০০ পাউণ্ডের নীচে অপেক্ষাকৃত কম আয়কর দিতে হওয়ায় সে সব লোক বৎসরে গড়ে ৪৩৮ কোটি পাউণ্ড নিজেদের ইচ্ছামত ব্যবহার ও সঞ্চয় করিতে পারিতেছে। তাহাছাড়া ইংলণ্ডে পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ ও রেশনিং সম্পর্কে কড়াকড়ি নীতি বলবৎ হওয়ায় ঐ দেশের জনসাধারণকে অত্যাবশ্যকীয় জিনিষ-পত্রের দুর্ম্মূল্যতার জন্য এবার বিশেষ কষ্ট পাইতে হয় নাই। নির্দ্দিষ্ট মূল্যে নির্দ্ধারিত পরিমাণ জিনিষ সকলেই সংগ্রহ করিতে পারিয়াছে। সে কারণে ইনফ্লেশনের বাজারেও নিজেদের আয় হইতে কিছু অর্থ ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় করিতে তাহারা সমর্থ হইয়াছে। যুদ্ধের সময়ে এইভাবে ইংলণ্ডের সাধারণ লোকদের অবস্থার উন্নতি সাধিত হওয়া খুবই সুখের বিষয়। নিতান্ত পরিতাপের কথা এই যে, ভারতবর্ষে সেরূপ কোন উন্নতির লক্ষণ আমরা একেবারেই দেখিতেছি না। ভারত গবর্ণমেণ্ট যুদ্ধের সময়ে এদেশে আয়করের হার বাড়াইয়াছেন বটে কিন্তু উচ্চ আয়ের উপর ইংলণ্ডের মত বর্দ্ধিত হারে এদেশে ট্যাক্স বসান নাই। প্রকৃত আয় গোপন করিয়া কম ট্যাক্স দিয়া অব্যাহতি পাওয়ার সুবিধাও এদেশের ধনী লোকদের যথেষ্টই রহিয়াছে। তাহাছাড়া প্রত্যক্ষের চেয়ে পরোক্ষ ট্যাক্সের দিকে গবর্ণমেণ্ট বেশী নজর দেওয়ায় ধনী লোকদের বদলে তাহা দ্বারা এদেশে দরিদ্র লোকদের শোষণের পথই প্রশস্ত হইয়াছে। ইংলণ্ডের মত ভারতে পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ ও রেশনিং সম্পর্কেও তেমন জোর দেওয়া হয় নাই। উহাতে ইনফ্লেশনের বাজারে কম আয়ের লোকদের দুঃখ-দুর্দ্দশা সকল দিক দিয়াই নিদারুণ হইয়া দেখা দিয়াছে। যুদ্ধের ফলে মুষ্টিমেয় কণ্ট্রাক্টর, বড় ব্যবসায়ী ও উচ্চ সরকারী কর্ম্মচারী অপরিমিত লাভ ও মোটা ভাতা পাইয়া রাতারাতি ধনী হইয়া উঠিতেছে। অপরদিকে দেশের জনসাধারণ দরিদ্র হইতে দরিদ্রতর দশায় উপনীত হইতেছে। এক বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের আমলে দুই দেশের অবস্থার দুই রকম গতি দেখিয়া স্বাধীনতা ও পরাধীনতার শোচনীয় পার্থক্য আজ আমরা ভালভাবেই উপলব্ধি করিতে পারিতেছি।

শেয়ার বিক্রয়ের বিধিনিষেধ শিথিল করিবার প্রয়োজনীয়তা

যুদ্ধের সময়ে ইংলণ্ডে যৌথ কোম্পানীর শেয়ার বিক্রয় সম্পর্কে কতকগুলি বিধি-নিষেধ প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। ইউরোপে যুদ্ধের অবসান ঘটিবার সঙ্গে বর্ত্তমানে ইংলণ্ডে ঐসব বিধিনিষেধ কতক পরিমাণে শিথিল করা হইয়াছে। গবর্ণমেণ্টের অনুমতি ছাড়াই সেখানে নূতন কোম্পানীসমূহকে ১০ হাজার পাউণ্ড পর্য্যন্ত শেয়ার বিক্রয়ের ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। ইংলণ্ডের অনুকরণে ভারতেও যুদ্ধের সময়ে যৌথ কোম্পানীর শেয়ার বিক্রয় সম্পর্কে কতকগুলি বিধি-নিষেধ (ক্যাপিটেল ইস্যু অর্ডিনান্স) জারী করা হইয়াছিল। ইংলণ্ডের ঐ বিধিনিষেধ কতক পরিমাণে শিথিল করাতে ভারতের লোকেরাও এদেশে অনুরূপ কার্য্যনীতি অনুসৃত হইবে বলিয়া আশা করিতেছে। কিন্তু ভারত গবর্ণমেণ্ট ঐ বিষয়ে এখনও কোন উচ্চবাচ্য করিতেছেন না। ক্যাপিটেল ইস্যু অর্ডিনান্স বলবৎ থাকিবার দরুণ নূতন যৌথ কোম্পানী গঠন সম্পর্কে এদেশের লোক বিশেষ কিছু আগ্রহ বোধ করিতেছে না। যুদ্ধের পূর্ব্বে দেশে যে হারে যৌথ কোম্পানী রেজিষ্ট্রীকৃত হইত বর্ত্তমানে সে তুলনায় অনেক কম হারে নূতন কোম্পানী রেজিষ্ট্রীকৃত হইতেছে। যৌথ কারবারে মূলধন নিয়োগের গড়পড়তা হারও পূর্ব্বের তুলনায় হ্রাস পাইতেছে। অন্যান্য দেশের মত ভারতবর্ষেও বর্ত্তমানে শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান স্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় মূলধন যৌথ কোম্পানীর মারফতেই সংগৃহীত হইয়া থাকে। ক্যাপিটেল ইস্যু অর্ডিনান্সের বিধান কড়াকড়িভাবে বলবৎ রাখিয়া এদেশে কোম্পানী গঠন ও মূলধন সংগ্রহের সুযোগ ঐভাবে সীমাবদ্ধ রাখা হইলে তাহার ফলে যুদ্ধোত্তর শিল্পোন্নতির আশা ভরসা নিতান্তই ব্যর্থ হইবে বলিয়া আমাদের আশঙ্কা হইতেছে। ভবিষ্যতে এদেশের অর্থনৈতিক কল্যাণের পথ প্রশস্ত করা যদি গবর্ণমেণ্টের অভীপ্সিত হয় তবে শেয়ার বিক্রয়ের বিধিনিষেধ যথাসম্ভব শিথিল করিয়া ইংলণ্ডের মত এদেশেও শিল্প ও ব্যবসাগত প্রচেষ্টার সুযোগ বৃদ্ধি করা ভারত গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য।

যুদ্ধ প্রচেষ্টার গরজে গবর্ণমেণ্ট গত কয় বৎসর নিজেরা অর্থ ও সাহায্য প্রদান করিয়া এদেশে কতিপয় শ্রেণীর শিল্প ব্যবসায়কে উৎসাহিত করিয়াছেন। সেইসব শিল্প ব্যবসায়ে অনেক নূতন লোকের কর্ম্মসংস্থান হইয়াছে। কিন্তু যুদ্ধ শেষে হইয়া আসিবার সঙ্গে গবর্ণমেণ্ট বর্ত্তমানে তাঁহাদের এই শ্রেণীর কার্য্যধারা সঙ্কোচ করিবার কথা চিন্তা করিতেছেন। ইতিমধ্যে কোন কোন দিক দিয়া শিল্প ব্যবসায়ে সরকারীভাবে অর্থ ও সাহায্য প্রদানের মাত্রা তাঁহারা হ্রাসও করিয়াছেন। ফলে বহু লোক আবার নূতন করিয়া বেকার হইতেছে। ভবিষ্যতে যুদ্ধ প্রচেষ্টা একেবারে বন্ধ হইয়া যাইবার সঙ্গে এই বেকার সমস্যা খুবই নিদারুণ হইয়া দেখা দিবে সন্দেহ নাই। দেশের কল্যাণ দেখিতে হইলে এখন হইতে এই সমস্যার প্রতিকারে যত্নপর হওয়া গবর্ণমেণ্টের পক্ষে খুবই সঙ্গত। গবর্ণমেণ্ট যদি ক্যাপিটেল ইস্যু অর্ডিনান্সের বিধান শিথিল করিয়া এদেশে সরকারী অনুমতি ব্যতিরেকে নূতন কোম্পানীসমূহকে অন্ততঃ ১ লক্ষ টাকা পর্য্যন্ত শেয়ার বিক্রয়ের ক্ষমতা দেন তবে এদেশে সাধারণের পক্ষে উপযোগী সংখ্যক শিল্প ও ব্যবসা কোম্পানী স্থাপিত হওয়ার পথ প্রশস্ত হইতে পারে। আর যুদ্ধ প্রচেষ্টার তোড়জোর হ্রাস পাওয়ার ফলে যে সব লোকের কাজ ফুরাইবে উহাতে নূতন করিয়া তাহাদের কর্ম্মসংস্থানের সুযোগ হইতে পারে। আসন্ন বেকার সমস্যার কথা চিন্তা করিয়া গবর্ণমেণ্ট ঐ বিষয়ে অচিরেই একটা ব্যবস্থা অবলম্বন করুন—ইহাই আমাদের দাবী।

বাঙ্গলার চিনির কল

বাঙ্গলায় ৮টি চিনির কল প্রতিষ্ঠিত আছে। রীতিমত কাজ চলিলে ঐ সব কলে বৎসরে ৬০ হাজার টনের মত চিনি উৎপন্ন হওয়ার কথা। কিন্তু বড়ই পরিতাপের বিষয় এই যে, চিনির বর্ত্ত-

দেশের ও দশের সেবায়
নির্ভরযোগ্য ও নিরাপদ প্রতিষ্ঠান
ইণ্ডিয়ান সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।
পিপলস্ ব্যাঙ্ক লিঃ
৫।১, রয়েল এক্সচেঞ্জ প্লেস,
কলিকাতা
ফোন : কলিঃ ৩৩৮১ :: তার : 'Honey Comb,' Cal
আমাদের বিশেষজ্ঞ দ্বারাই ষ্টক এক্সচেঞ্জের বিবিধ শেয়ার ও সিকিউরিটি ক্রয় বিক্রয় করা হয়।
আপনাদের সহানুভূতি প্রার্থনীয়

মান দুষ্প্রাপ্যতা ও দুর্ম্মূল্যতা সত্ত্বেও ঐ সব কলে উপযুক্ত পরিমাণ চিনি তৈয়ারের সুবিধা হইতেছে না। সম্প্রতি ১৯৪৪-৪৫ সালের যে বিবরণ পাওয়া গিয়াছে তাহা দৃষ্টে জানা যায় বাঙ্গলার ৮টি চিনির কলের ভিতর ৪টি আলোচ্য বৎসরে বন্ধ ছিল। যে ৪টি কল চালু ছিল তাহাতেও রীতিমতভাবে চিনি উৎপাদনের কাজ চালানো সম্ভবপর হয় নাই। ফলে ৬০ হাজার টন চিনি উৎপন্ন হওয়া দূরের কথা, আলোচ্য বৎসরে এ প্রদেশে কলের চিনি উৎপন্ন হইয়াছে মাত্র ১১ হাজার ৯৮৬ টন। প্রকাশ, বাঙ্গলায় ইক্ষু কম হইয়াছিল বলিয়া ও যানবাহনের অভাবে গ্রামাঞ্চলের ইক্ষু কল অঞ্চলে চালান দেওয়ার অসুবিধা ছিল বলিয়া এ বৎসর রীতিমতভাবে চিনির কলের কাজ পরিচালনা সম্ভবপর হয় নাই। বাঙ্গলায় শর্করা শিল্পের এই দুর্দ্দশা লক্ষ্য করিয়া বেঙ্গল সুগার মিলস্ এসোসিয়েশন তাহার প্রতিকারার্থ বাঙ্গলা সরকারকে কতকগুলি বিধিব্যবস্থা অবলম্বনের নির্দ্দেশ দিয়াছেন। সেই বিধিব্যবস্থাগুলি এই :—(১) বাঙ্গলায় ইক্ষু চাষের উৎপাদন বৃদ্ধি সম্পর্কে কৃষকদিগকে উৎসাহ দিবার জন্য এ প্রদেশে ইক্ষুর নিম্নতম মূল্য নির্দ্ধারিত করিতে হইবে। কারখানা অঞ্চলে, রেল ষ্টেশনে ও নৌকাঘাটে বিক্রীত ইক্ষুর মণকরা নিম্নতম হার যথাক্রমে ১৵০ আনা, ১ টাকা ও ৸৵০ আনা ধার্য্য করিতে হইবে। (২) কৃষকেরা যাহাতে চিনির কলে ইক্ষু বিক্রয় করিতে বাধ্য হয় সেজন্য গ্রামাঞ্চলে গুড় তৈয়ারের কাজে ইক্ষুর ব্যবহার নিষিদ্ধ করিতে হইবে। (৩) যানবাহনের সুবন্দোবস্ত করিয়া ইক্ষু ও চিনি চলাচলের সুবন্দোবস্ত করিতে হইবে। বেঙ্গল সুগার মিলস্ এসোসিয়েশনের বরাদ্দ এই উপরোক্ত ধরণের বিধিব্যবস্থা অবলম্বিত হইলে বাঙ্গলায় নূতন মরশুমে কলের চিনির উৎপাদন ৩০ হাজার টন পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পাইবে।

বাঙ্গলার চিনির কলসমূহে রীতিমত কাজ চালাইয়া উহাদের উৎপাদন যথোচিত পরিমাণে বৃদ্ধি করা হউক তাহা আমরা চাই। সেজন্য ইক্ষুর নিম্নতম মূল্য ধার্য্য করিয়া দেওয়া এবং ইক্ষু ও চিনি চালান দেওয়ার জন্য যান বাহনের সুবন্দোবস্ত করা আমরা সমর্থন করি। কিন্তু ইক্ষু হইতে গ্রামাঞ্চলে গুড় তৈয়ারের ব্যবস্থা নিষিদ্ধ করা সম্পর্কে যে প্রস্তাব বেঙ্গল সুগার মিলস্ এসোসিয়েশন উপস্থিত করিয়াছেন, নানা কারণে তাহা আমরা বর্ত্তমান অবস্থায় সঙ্গত বলিয়া মনে করিতে পারি না। ইক্ষু হইতে কৃষকদের নিজ কারখানায় গুড় উৎপন্ন করা গ্রামাঞ্চলে লাভজনক শিল্প হিসাবে পরিণত হইয়াছে। কৃষক পরিবারের সমস্ত স্ত্রী-পুরুষ কতক সময়ের জন্য ঐরূপ কাজে আত্মনিয়োগ করিবার সুবিধা পায় বলিয়া তাহার সার্থকতাও নানা দিক দিয়া খুবই বেশী। কাজেই সহর অঞ্চলের কারখানা শিল্পের কল্যাণে সরকারী অর্ডার দ্বারা গ্রামাঞ্চলের ঐ শিল্প বন্ধ করিয়া দিতে যাওয়া অনুচিত। কারখানায় ইক্ষু বেচিয়া উপযুক্ত লাভের সুযোগ থাকিলে কৃষকেরা নিজেদের গরজেই তাহা করিতে চাহিবে। কাজেই গুড় উৎপাদনের রীতি বন্ধ না করিয়া ইক্ষুর নিম্নতম মূল্য যথোচিতভাবে বৃদ্ধি করাই গবর্ণমেণ্টের পক্ষে সঙ্গত। গুড় উৎপাদনের উপর নিষেধাজ্ঞা জারী করা হইলে গ্রামাঞ্চলে চিনির স্বাভাবিক যোগান বন্ধ হইবে, গ্রামের লোকেরা তাহাদের প্রয়োজনীয় চিনি সম্পর্কে একান্তভাবে চিনির কলের উপর নির্ভরশীল হইয়া পড়িবে। গবর্ণমেণ্ট সমস্ত চিনির কলের উৎপন্ন চিনি নিজেদের হাতে লইয়া যেভাবে তাহার বণ্টন ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করিতেছেন তাহাতে গ্রামের লোকেরা তাহাদের প্রয়োজনমত রীতিমতভাবে চিনি পাইবে বলিয়া আশা করা যায় না। কাজেই ঐ কারণেও গ্রামাঞ্চলে গুড় তৈয়ারের উপর নিষেধাজ্ঞা জারীর প্রস্তাব বিশেষভাবে আপত্তিকর।

সম্মিলিত জাতিসমূহের সাহায্য ও পুনর্গঠন সমিতি

সম্মিলিত জাতিসমূহের যে সাহায্য ও পুনর্গঠন সমিতি (ইউ, এন, আর, আর, এ) গঠিত হইয়াছে ভারত গবর্ণমেণ্ট তাহার তহবিলে ৮ কোটি টাকা প্রদান করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন। নগদ ১ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা দিয়া ও বাকি ৬ কোটি ৫০ লক্ষ টাকার জিনিষ ভারত হইতে সরবরাহ করিয়া সাকুল্য চাঁদার অঙ্ক পরিশোধ করা হইবে। ভারত হইতে যে সব জিনিষ সরবরাহ করা হইবে তাহার মধ্যে চা, তুলা, পাট, আলু ও তিষি প্রভৃতিই প্রধানতঃ অন্তর্ভুক্ত হইবে।

জগতের যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশসমূহকে নানাভাবে সাহায্য করাই উপরোক্ত সমিতি স্থাপন ও পরিচালনার উদ্দেশ্য। সেই মহান লক্ষ্যের কথা বিবেচনা করিলে ঐ সমিতির সহিত সহযোগিতা করা যে ভারতের কর্ত্তব্য তাহাতে কোন সন্দেহ থাকে না। কিন্তু সেই সহযোগিতার মূল্য হিসাবে ভারতকে যেরূপ বেশী পরিমাণ চাঁদা দিতে হইতেছে তাহা এই দরিদ্র দেশের পক্ষে আপত্তিকর বলিয়াই আমরা মনে করি। সম্মিলিত জাতির সাহায্য ও পুনর্গঠন সমিতির নিকট হইতে অন্যান্য দেশের মত প্রয়োজনীয় সাহায্য পাওয়ার সম্ভাবনা যদি ভারতের থাকিত তবে এত বেশী চাঁদা প্রদান করাতে আমরা আপত্তি তুলিতাম না। কিন্তু সেরূপ সাহায্য পাওয়ার সম্ভাবনা আমরা বাস্তবিকই কিছু দেখিতেছি না। বাঙ্গলার দুর্ভিক্ষে যখন এ প্রদেশে লক্ষ লক্ষ লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছিল তখন সম্মিলিত জাতির সাহায্য ও পুনর্গঠন সমিতির দরবারে সে কথা তুলিয়া কোন সমবেদনা পাওয়া যায় নাই। সাহায্য প্রদানের সাক্ষাৎ কর্ত্তব্য অবহেলা করিয়া যুদ্ধের জন্য বাঙ্গলা দেশে দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছে না প্রাকৃতিক কারণে সে দুর্ভিক্ষ ঘটিয়াছে—সে প্রশ্ন নিয়াই তাঁহারা তখন গবেষণা করিয়াছিলেন। দুর্ভিক্ষের পরে বাঙ্গলা দেশে বর্ত্তমানে মহামারীর ধ্বংসলীলা চলিয়াছে। বস্ত্রের দুষ্প্রাপ্যতার জন্য এ প্রদেশের লোকদিগকে বর্ত্তমানে নিদারুণ দুঃখদুর্দ্দশা ভোগ করিতে হইতেছে। যুদ্ধই যে এ সমস্ত সঙ্কটের মূল হেতু তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু ঐ সমিতি পূর্ব্বে যেমন ভারতের সমস্যাকে উপেক্ষা করিয়া চলিয়াছিলেন এখনও তাহাই করিতেছেন। ভারত সরকারের ধামাধরা বাণিজ্য সচিব স্যার আজিজুল হক ঐ সমিতির সাফাই গাহিতে গিয়া বলিয়াছেন; এ দেশের সাহায্যের জন্য বর্ত্তমানে প্রয়োজন ঔষধ ও বস্ত্র। সম্মিলিত জাতির সাহায্য ও পুনর্গঠন সমিতির পক্ষে উহার কোনটিই এদেশকে সরবরাহ করা বর্ত্তমানে সম্ভবপর নহে। ইহাই যদি প্রকৃত অবস্থা হইয়া থাকে তবে ভারতবর্ষই বা এত বেশী টাকা দিয়া ঐ সমিতিকে সাহায্য করিতে যাইবে কেন? সে প্রশ্নের জবাব বাণিজ্য সচিব মহোদয় আমাদের দিবেন কি?

মহাযুদ্ধের গতি

আলোচ্য সপ্তাহে এশিয়ার সমস্ত রণাঙ্গন হইতেই জাপশক্তি খর্ব্ব হওয়ার এবং মিত্রপক্ষের শক্তি বৃদ্ধির খবর পাওয়া গিয়াছে।

ব্রহ্ম রণাঙ্গনে মান্দালয়-রেঙ্গুণ রাস্তায় জাপবাহিনী প্রভূত ক্ষতির সম্মুখীন হইতেছে। সিতাং নদীর পারেও মিত্রবাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধে জাপ সৈন্য দল অনেক হতাহত হইয়াছে। পেগু-ইয়োমাস অঞ্চল হইতে পলায়ন করিয়া সিতাং নদীর তীরে উপনীত হইবার জন্য জাপবাহিনী প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছে; কিন্তু মিত্রসৈন্যগণ এই অঞ্চলেও জাপসৈন্যগণকে অনুসরণ করিয়া ব্যতিব্যস্ত করিতেছে বলিয়া প্রকাশ। সর্ব্বশেষ সংবাদে প্রকাশ, জাপসৈন্য দলের সিতাং নদীর পথে পলায়নের চেষ্টা মিত্র সৈন্যগণ কর্ত্তৃক বিফল হইয়াছে।

প্রশান্ত মহাসাগরীয় রণাঙ্গনে নিজেদের অংশ গ্রহণ করিবার উদ্দেশ্যে ৮ লক্ষেরও অধিক মার্কিন সৈন্য ইউরোপ ত্যাগ করিয়াছে বলিয়া মার্কিন সেনাপতি মেজর জেনারেল গ্রেস প্রকাশ করিয়াছেন। ফরমোসার অধিবাসিবৃন্দ জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

পূর্ব্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে সিঙ্গাপুরের পথ পরিষ্কার করিবার উদ্দেশ্যে বৃটিশ নৌ ও বিমানবহর পুকেট দ্বীপ-এর কাছাকাছি প্রবল আক্রমণ করিতেছে; অন্ততঃ ৮টি বৃটিশ ব্যাটল শিপ নাকি এই আক্রমণে অংশ নিতেছে। জাপগণও প্রবল বাধা প্রদান করিতেছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া যাইতেছে।

খাস জাপানের অনতিদূরে অবস্থিত যুদ্ধ জাহাজ হইতে জাপসহরসমূহের উপর অনবরত গোলাবর্ষণ হইতেছে। মার্কিন ডেষ্ট্রয়ারসমূহ সুরুগা উপসাগরে প্রবেশ করিয়াছে বলিয়া খবর আসিয়াছে। মার্কিন নৌ-বিভাগের আণ্ডার সেক্রেটারী মিঃ গেটস্ ঘোষণা করিয়াছেন যে, খাস জাপানের উপর মিত্রপক্ষীয় আক্রমণের ফলে জাপনৌবহর সম্পূর্ণরূপে অক্ষম হইয়া পড়িয়াছে। জাপানের নাকি আর একখানিও ব্যাটল্ শিপ অবশিষ্ট নাই। মিত্রপক্ষ হইতে আরও বারটি জাপ সহরের প্রতি বিমান আক্রমণের সাবধান বাণী প্রেরণ করা হইয়াছে। জাপান নাকি মিত্রপক্ষের আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য যুদ্ধ বন্দীদের শিবিরসমূহ আক্রমণস্থলগুলির আশে পাশে সমাবেশ করিয়াছে। টোকিওর মাত্র ৬৫ মাইল দক্ষিণে ওষীপ মিত্রপক্ষীয় বিমানবহর কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছে।

ইউরোপে যুদ্ধবন্দীদের বিচার বৃটিশ অধিকৃত জার্ম্মেনীতে আগষ্ট মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে আরম্ভ হইবে বলিয়া প্রকাশ। ফ্রান্সের ভূতপূর্ব্ব প্রেসিডেণ্ট মার্শাল পেঁতার বিচার আরম্ভ হইয়াছে। বৃটিশ, ফরাসী ও মার্কিন সৈন্যদল ভিয়েনায় তাহাদের নিজ নিজ অঞ্চলে প্রবেশ করিয়াছে। অষ্ট্রীয়ার ৭৫ বৎসর বয়স্ক চ্যান্সেলার কার্ল রেনার ভিয়েনাকে এই ভাবে বিভক্ত করার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানাইয়াছেন। পটস্‌ডাম সম্মেলনে সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থির হইয়াছে যে, নাজী দল আর যাহাতে শক্তিশালী না হইতে পারে তাহার জন্য সর্ব্বপ্রকার ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইবে।

৩-৮-৪৫

যুদ্ধ শেষ হ'য়ে এলো। অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ সাম্‌নে। এখনও নিজের ও পরিবারবর্গের নিরাপত্তার জন্য সঞ্চয়শীল হউন। আগামী যুদ্ধোত্তর শিল্পবিপ্লবের দিনে জীবনকে স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে টেনে নিতে অগ্রণী হ'য়ে দাঁড়ান।

দি

ইষ্ট বেঙ্গল মার্কেণ্টাইল ব্যাঙ্ক

লিমিটেড

২০।১সি, লালবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শাখা :—ভাঙ্গর (২৪ পরগণা)

নানা কথা

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র এবং সোভিয়েট রুষিয়াতে বর্ত্তমানে মৃত্তিকার সাহায্য ব্যতিরেকে চাষ-কার্য্যের যে উল্লেখযোগ্য উন্নতি হইয়াছে এদেশে এখনও তাহা সাধারণের মধ্যে তেমনভাবে প্রচারিত হয় নাই। এদেশে জলের মধ্যে কচুরীপানা প্রভৃতি অনেক প্রকার উদ্ভিদ দেখা যায়। এই সমস্ত উদ্ভিদের সহিত মৃত্তিকার কোন যোগ থাকে না এবং এই সব উদ্ভিদ জল হইতে উহাদের খাদ্য গ্রহণ করিয়া পরিপুষ্ট হয়। এই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া উপরোক্ত দুইটি দেশে বর্ত্তমানে মৃত্তিকাহীন চাষের প্রবর্ত্তন হইয়াছে। গত ১৯৩৮ সালে কালিফোর্ণিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মিঃ গেরিক এই নূতন ধরণের চাষপদ্ধতির কথা বলেন। কিন্তু তখন সকলেই তাঁহার কথা হাসিয়া উড়াইয়া দেন। অধ্যাপক গেরিক উহাতে নিরুৎসাহ না হইয়া এই ব্যাপারে গবেষণাকার্য্যে লিপ্ত হন। তাঁহার এই গবেষণার ফলে এক্ষণে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র এবং সোভিয়েট রুষিয়া প্রভৃতি অন্যান্য দেশে মৃত্তিকার সাহায্য ব্যতিরেকে বহু প্রকার ফল ও শাকসব্জী উৎপাদিত হইতেছে এবং অনেক ক্ষেত্রে এরূপ দেখা গিয়াছে যে, মৃত্তিকাতে চাষের ফলে যে পরিমাণ ফসল পাওয়া যায় মৃত্তিকাহীন চাষে তাহার ২০ গুণ অধিক পরিমাণ ফসল উৎপাদন করা সম্ভবপর হয়। অধিকন্তু উহাতে খরচও অনেক কম হয়। কারণ এই ধরণের চাষে চাষের কোন যন্ত্রপাতি আবশ্যক হয় না এবং আগাছা নিড়ান ইত্যাদির প্রয়োজন হয় না। আমেরিকার মন্টেবেলো নামক স্থানে আর্ণেষ্ট ক্রুন্‌ডিন নামক এক ব্যক্তি তাঁহার বাগানে এক একর পরিমিত স্থানে মৃত্তিকাহীন চাষ করিয়া ৮৩ টন বিলাতী বেগুন উৎপাদন করিতে সমর্থ হইয়াছেন এবং উহার প্রতি টন ৫ শত ডলার (১৬ শত টাকা) মূল্যে বিক্রয় করিয়াছেন। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে সাধারণতঃ প্রতি একর জমিতে ১০ টনের বেশী বিলাতী বেগুন জন্মে না। কিন্তু মৃত্তিকাহীন চাষে প্রতি একরে ১০০ টন বিলাতী বেগুন জন্মানো সম্ভবপর হইতেছে। মৃত্তিকাহীন চাষের মধ্যে জটীলতা কিছু নাই। একটী আধার জলে ভর্ত্তি করিয়া উহাতে বিভিন্ন শ্রেণীর গাছের খাদ্যের উপযুক্ত ফসফরাস, নাইট্রোজেন, পটাসিয়াম, ক্যালসিয়াম প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকার রাসায়নিক দ্রব্য মিশান হয় এবং আধারস্থ জলের উপর ভাসমান অবস্থায় গাছের বীজ রোপণ করা হয়। বীজ হইতে অঙ্কুর উদ্গম হইয়া গাছ বড় হইতে আরম্ভ করিলে উহা যাহাতে জলে ডুবিয়া না যায় এবং জলের ভিতর উহার পক্ষে শিকড় ছাড়িবার পক্ষে যাহাতে কোন অসুবিধা না হয় তজ্জন্য মাচা বাঁধিয়া তাহাতে গাছ বাঁধিয়া দিতে হয়। আমাদের দেশে অনুরূপ ধরণে মৃত্তিকার সংস্রব ব্যতীত ফল ও শাকসব্জির চাষের কোন চেষ্টা হইয়াছে কিনা অবগত নহি। দেশের বৈজ্ঞানিকগণ যদি এই বিষয়ে গবেষণা করিয়া তাঁহাদের গবেষণালব্ধ ফল দেশবাসীর সমক্ষে উপস্থিত করেন তাহা হইলে অনেকের পক্ষেই বাড়ীর ছাদে বা অনুরূপ কোন স্থানে মৃত্তিকার সংস্পর্শ ব্যতিরেকে নিজেদের প্রয়োজনীয় সমস্ত শাকসব্জি উৎপাদন করা সম্ভবপর হইবে।

* * *

ভারতবর্ষে সাধারণতঃ সরকারী চাকুরীই অর্থাগমের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পন্থা বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে এবং দেশের মেধাবী ব্যক্তিগণ সরকারী চাকুরীর জন্য অত্যধিক লালায়িত হইয়া থাকেন। কিন্তু অন্যান্য দেশে চাকুরীর ক্ষেত্রে ব্যবসা ও শিল্প প্রতিষ্ঠানে এক এক ব্যক্তি যে প্রকার উপার্জ্জন করিয়া থাকেন এদেশে লাট বড়লাটদের পক্ষেও তাহা একটা কল্পনাতীত ব্যাপার। আমেরিকাস্থ জেনারেল মোটর কর্পোরেশনের সভাপতি চার্লস উইলসন বৎসরে ৪ লক্ষ ৫৭ হাজার ডলার এবং নিউ ইয়র্কের ইনটারন্যাশন্যাল বিজনেজ মেসিনস কর্পোরেশনের টমাস ওয়াটসন বৎসরে ৪ লক্ষ ২৫ হাজার ডলার বেতন পাইয়া থাকেন। উক্ত দেশে অন্যান্য শিল্প প্রতিষ্ঠানে এক এক ব্যক্তিকে বৎসরে কিরূপ পারিশ্রমিক দেওয়া হয় তাহার কয়েকটী দৃষ্টান্ত নিম্নে দেওয়া হইতেছে—প্যারামাউন্ট পিকচারের ফ্রিড ম্যাকমারি ৪ লক্ষ ১৯ হাজার ডলার, নিউইয়র্কের 'ডেলী মিরার' পত্রের লেখক (columnist) ওয়ালটার উইনচেল ৮৬ হাজার ডলার, প্যারামাউন্ট পিকচারের বিং ক্রসবি ২ লক্ষ ৯৪ হাজার ডলার, উক্ত কোম্পানীর বব হোপ ২ লক্ষ ৪৪ হাজার ডলার, ঐ কোম্পানীর পলেট গডার্ট ১ লক্ষ ৬৬ হাজার ডলার। আমেরিকার অন্যান্য সিনেমা ষ্টারদের পারিশ্রমিকের পরিমাণ—ক্লডেট কোলবার্ট ১ লক্ষ ৫০ হাজার ডলার, গেবি কুপার ১ লক্ষ ৮৭ হাজার ডলার, ডরোথি লেমুর ১ লক্ষ ৩৪ হাজার ডলার, এডওয়ার্ড রবিনসন ১ লক্ষ ১০ হাজার ডলার, এলাইস ফে ১ লক্ষ ৬৩ হাজার ডলার, সোনজা হেনি ১ লক্ষ ৪৮ হাজার ডলার, আর্ণেষ্ট লো বিচ (প্রডিউসার) ২ লক্ষ ৮ হাজার ডলার, বেটি ডেভিস ২ লক্ষ ৪১ হাজার ডলার। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রসিদ্ধ হারষ্ট নিউজ সার্ভিসের উইলিয়ম রেনডলফ হারষ্ট যে পারিশ্রমিক পান তাহার পরিমাণ বৎসরে ৩ লক্ষ ডলার —আমাদের দেশের হিসাবে ১০ লক্ষ টাকা!

* * *

ভারতে লিমিটেড কোম্পানীর শেয়ার বিক্রয় করিয়া মূলধন সংগ্রহের বিধিনিষেধ প্রবর্ত্তিত হইবার পর গত ১৯৪৪ সালের প্রথম হইতে ১৯৪৫ সালের প্রথম তিন মাস পর্য্যন্ত একজামিনার অব ক্যাপিটাল ইস্যুজ মোট কতগুলি কোম্পানীকে শেয়ার বিক্রয়ের জন্য অনুমতি দান করিয়াছেন, সম্প্রতি তাহার একটী হিসাব প্রকাশিত হইয়াছে। এই হিসাবে দেখা যায় যে, উক্ত ১৫ মাস কালের মধ্যে একজামিনার অব ক্যাপিটাল ইস্যুজ মোট ৩০০৯টী আবেদনপত্র সম্বন্ধে বিবেচনা করিয়া চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত করিয়াছেন এবং উহার মধ্যে ২৩১১টী আবেদনের শেয়ার বিক্রয়ের অনুমতি দেওয়া হইয়াছে ও বাকী ৬৭৮টী আবেদন প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে। উপরোক্ত ৩০০৯টী আবেদনের মধ্যে ১১৯৬টী আবেদন ছিল শিল্প প্রতিষ্ঠানের জন্য অর্থ সংগ্রহ সম্পর্কে। এই ১১৯৬টী আবেদনের মধ্যে ৯৫৮টী আবেদনকারী কোম্পানীকে শেয়ার বিক্রয়ের অনুমতি দেওয়া হইয়াছে এবং বাকী ২৩৮টী আবেদনকারীর আবেদন প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে। বিভিন্ন শ্রেণীর শিল্প প্রতিষ্ঠানের মধ্যে কোন শ্রেণীর শিল্প প্রতিষ্ঠানের কতটী কোম্পানীকে মোট কত টাকার শেয়ার বিক্রয়ের অনুমতি দেওয়া হইয়াছে তাহার হিসাব এইরূপ—রাসায়নিক দ্রব্য ও ঔষধ প্রস্তুতের কোম্পানী ১৫১টী, মোট বিক্রয়যোগ্য শেয়ার ৫ কোটী ৮ লক্ষ টাকা; ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানা ১০৯টী, মোট বিক্রয়যোগ্য শেয়ার ৩ কোটী ৮০ লক্ষ টাকা; কাপড়ের কল ৫৬টী, মোট বিক্রয়যোগ্য শেয়ার ৩ কোটী ৭৫ লক্ষ টাকা; সিমেণ্ট কোম্পানী ১টী, মোট বিক্রয়যোগ্য শেয়ার ৩ কোটী ৪৪ লক্ষ টাকা; খনি ৬৫টী, মোট বিক্রয়যোগ্য শেয়ার ৩ কোটী ৯ লক্ষ টাকা; চিনির কল ১৯টী, মোট বিক্রয়যোগ্য শেয়ার ২ কোটী ৪৯ লক্ষ টাকা; ব্রিউয়ারি ও ডিষ্টিলারি ৯টী, মোট বিক্রয়যোগ্য শেয়ার ১ কোটি ৭২ লক্ষ টাকা; সিনেমা কোম্পানী ১৩টী, মোট বিক্রয়যোগ্য শেয়ার ১ কোটী ১০ লক্ষ টাকা; বিদ্যুৎ কোম্পানী ৫১টী, মোট বিক্রয়যোগ্য শেয়ার ১ কোটী ৬ লক্ষ টাকা; খাদ্যদ্রব্য সংরক্ষণের ও শুকাইবার কারখানা ২৪টী, মোট বিক্রয়যোগ্য শেয়ার ১ কোটী ২ লক্ষ টাকা। এই সব কোম্পানী ও অন্য সমস্ত শ্রেণীর কোম্পানী মিলিয়া একজামিনার অব ক্যাপিটাল ইস্যুজ মোট যে পরিমাণ টাকার শেয়ার বিক্রয়ের অনুমতি দিয়াছেন তাহার মোট পরিমাণ ৮১ কোটী ৮৮ লক্ষ টাকা। উহার মধ্যে প্রচলিত ও নব প্রতিষ্ঠিত যে সমস্ত কোম্পানী বর্ত্তমান যুদ্ধের মধ্যে কাজ আরম্ভ করিতে চাহিয়াছে সেই সব কোম্পানীর জন্য ৩৬ কোটি ৫৭ লক্ষ টাকা এবং যুদ্ধের পরে বিদেশ হইতে কলকব্জা আনাইয়া যাহারা কাজ আরম্ভ করিতে চাহে সেই সব কোম্পানীকে (long range schemes) ৪৫ কোটী ৩১ লক্ষ টাকার শেয়ার বিক্রয়ের অনুমতি দেওয়া হইয়াছে। উপরোক্ত হিসাব হইতে একথা বুঝা যায় যে একজামিনার অব ক্যাপিটাল ইস্যুজ ভারতীয় লিমিটেড কোম্পানীগুলিকে উল্লেখযোগ্যরূপ পরিমাণে মূলধন সংগ্রহে অনুমতি দিয়াছেন। কিন্তু শেয়ার বিক্রয়ে বিধিনিষেধ প্রবর্ত্তিত হওয়ার সময় হইতে আজ পর্য্যন্ত একজামিনার অব ক্যাপিটাল ইস্যুর নিকট মোট কত কোটী টাকার মূলধন সংগ্রহের অনুমতির জন্য মোটমাট কতগুলি আবেদন পড়িয়াছে, তাহার সমষ্টিগত হিসাব না জানা পর্য্যন্ত একজামিনার অব ক্যাপিটাল ইস্যুর কার্য্যকলাপের ফলে এদেশে শিল্প ও বাণিজ্যগত প্রচেষ্টা বাধাপ্রাপ্ত হইতেছে কি না তাহা বলা যায় না। একথা লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, একজামিনার অব ক্যাপিট্যাল ইস্যুজ যে সমস্ত আবেদন 'বিবেচনা' করিয়াছেন মাত্র সেই সব আবেদনের ফলাফলই উপরে উল্লেখ

(৩৪২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

ইষ্টার্ণ ট্রেডার্স ব্যাঙ্ক লিঃ

স্থাপিত :—১৯২১ টেলিগ্রাম :—বার্টার

হেড অফিস :—৮৪নং আশুতোষ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা

ফোন সাউথ—২০০

কলিকাতা প্রধান শাখা—৯৭নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট। ফোন : কলি ৪১৭৩

অন্যান্য শাখা অফিস

কলিকাতা—বালীগঞ্জ, ভবানীপুর, শ্যামবাজার, এন্‌টালী, বড়বাজার (১১৮নং ক্রস ষ্ট্রীট)

বাংলা প্রদেশ—হাওড়া, চট্টগ্রাম, ফেণী, নোয়াখালী, চাঁদপুর, পুরাণবাজার, চৌমুহনী, দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও, পটুয়াটুলী, নবাবপুর (ঢাকা), নারায়ণগঞ্জ।

বিহার প্রদেশ—পাটনা, আরা, পূর্ণিয়া, রাঁচী, মজঃফরপুর, পাটনা সিটি, ভাগলপুর, এলাহাবাদ এবং দৌলতগঞ্জ।

দ্বারভাঙ্গা শাখা ২০শে এপ্রিল খোলা হইয়াছে।

শতকরা ৮৲ হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইতেছে।

সেক্রেটারী— টি মজুমদার

ম্যানেজিং ডিরেক্টর— মিঃ এম কে গুহ

ভারতে আর্থিক প্রগতির ধারা

গত যুদ্ধের পর হইতে বর্ত্তমান যুদ্ধ সুরু হওয়ার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত কৃষি-শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য, শিক্ষা-স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যার দিক দিয়া ভারতে সামাজিক ও অর্থ-নৈতিক পরিবর্ত্তন কি দাঁড়াইয়াছে ভারত সরকারের ইকনমিক ষ্ট্যাটিষ্টিসিয়ান মিঃ এস্ সুব্রহ্মনিয়া সম্প্রতি একটি পুস্তক* প্রকাশ করিয়া উপযুক্ত সংখ্যা বিবরণের সাহায্যে তাহা বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছেন। ভারতের যুদ্ধোত্তর অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য এখন হইতে ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণের কথা উঠিয়াছে। সেইরূপ পরিকল্পনা প্রস্তুত ও কার্য্যকরী করিতে হইলে বিভিন্ন দিক দিয়া আমাদের দেশের গত ২০।২৫ বৎসরের প্রগতির ধারা অনুধাবণ করা দরকার। কৃষি, শিল্প, যানবাহন ও ব্যবসা-বাণিজ্য সম্পর্কে দেশের বর্ত্তমান অবস্থা ও ভবিষ্যৎ প্রয়োজন কি তাহা সম্যকভাবে হৃদয়ঙ্গম করা প্রয়োজন। সেই দৃষ্টিভঙ্গি হইতে কতিপয় বিষয় সম্পর্কে মিঃ সুব্রহ্মনিয়ার উপস্থাপিত বিবরণ বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা আলোচনা ও বিশ্লেষণ করিব।

শিল্পোপযোগী কাঁচামালের দিক দিয়া ভারতবর্ষ জগতে একটি সুসমৃদ্ধ দেশ বলিয়া পরিচিত। কিন্তু গত মহাযুদ্ধের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত শিল্প সাধনার উন্নত প্রক্রিয়া এদেশে বিশেষ প্রসার লাভ করে নাই—বড় শিল্প কারখানার দিকে লোকের মনোযোগও তেমন কিছু নিবদ্ধ হয় নাই। শিল্প বলিতে তখন পর্য্যন্ত এদেশে মুখ্যতঃ কুটীর শিল্পই বুঝাইত। কুটীর শিল্পের উৎপাদন দ্বারা দেশের লোকের যে অভাব পরিপূরিত হইত না সে অভাব মিটাইবার জন্য তাহাদিগকে বাহিরের আমদানীর উপর নির্ভর করিতে হইত। ভারতের বৃটিশ আমলাতান্ত্রিক গবর্ণমেণ্ট গত মহাযুদ্ধ পর্য্যন্ত এদেশে বড় শিল্প কারখানা স্থাপনে দেশের লোককে বিশেষ কিছু উৎসাহ দেন নাই। আধুনিক শিল্প ব্যবসায়ের দিক দিয়া ভারতকে পশ্চাদ্‌পদ রাখিয়া তাঁহারা সেই সুযোগে এদেশে বেশী করিয়া বিদেশী মাল চালাইবারই চেষ্টা করিয়াছিলেন। ১৯১৪ সালে গত মহাযুদ্ধের সূচনা হওয়ার পর হইতে সেই অদূরদর্শী নীতির পরিণাম ভারতের উপর খুব শোচনীয় হইয়া দেখা দেয়। যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার ফলে জগতের অনেক দেশের পক্ষে ভারতে প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী রপ্তানী করা কঠিন হইয়া পড়ে। জাহাজের অভাবেও সেইরূপ রপ্তানী অনেক পরিমাণে বাধাপ্রাপ্ত হয়। কাজেই জিনিষপত্রের দুষ্প্রাপ্যতা ও দুর্ম্মূল্যতার জন্য ভারতে জনসাধারণের সমূহ দুঃখ-দুর্দ্দশা দেখা দেয়। সেই অবস্থায় উপযুক্ত সংখ্যক শিল্প কারখানা গড়িয়া তোলার প্রয়োজনীয়তা দেশের লোক ভাল করিয়া উপলব্ধি করিতে আরম্ভ করে। ভারত গবর্ণমেণ্টও তখন হইতে ঐ বিষয়ে কিছু কিছু উৎসাহ ও সাহায্য প্রদানের গরজ বোধ করেন। এই পরিবর্ত্তিত মনোভাবের জন্য গত মহাযুদ্ধের সময় হইতে ভারতে শিল্প কারখানা স্থাপনের উদ্যোগ-আয়োজন বাড়িয়া যায়। ১৯২৩ সাল হইতে ভারতের জন্য একটি শিল্প সংরক্ষণ নীতি পরিকল্পিত হওয়ার পর হইতে আধুনিক শিল্প প্রসারের গতি উল্লেখযোগ্য রূপ প্রসারিত হয়। মিঃ সুব্রহ্মনিয়া উপযুক্ত সংখ্যা-বিবরণ সঙ্কলন করিয়া তাঁহার পুস্তকে সে গতি ভালভাবেই বর্ণনা করিয়াছেন। গত মহাযুদ্ধের সময় পর্য্যন্ত এদেশে যৌথ কোম্পানীর সংখ্যা ছিল খুব কম। শিল্প ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলার জন্য পরে ক্রমে ক্রমে ঐরূপ কোম্পানী গঠন সম্পর্কে লোকে বিশেষভাবে মনোযোগী হইতে আরম্ভ করে। উহার ফলে বর্ত্তমান মহাযুদ্ধের সুরু কাল পর্য্যন্ত ঐ দিক দিয়া এদেশে যথেষ্ট উন্নতি লক্ষ্য করা গিয়াছে। ১৯২০-২১ সালে বৃটিশ ভারতে যৌথ কোম্পানীর সংখ্যা ছিল মাত্র ৪ হাজার ৯৩টি আর তাহাদের আদায়ী মূলধনের পরিমাণ ছিল ১৯০ কোটি টাকা। ১৯৩৯—৪০ সালে কোম্পানীর সংখ্যা ১০ হাজার ৩৬৮ ও আদায়ী মূলধনের পরিমাণ ২৮৮ কোটি টাকা পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পায়।

যৌথ কোম্পানীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে ভারতে ইস্পাত শিল্প, বস্ত্র শিল্প, শরকা শিল্প, কাগজ শিল্প, সাবান শিল্প ও দিয়াশলাই শিল্প প্রভৃতি ক্রমে ক্রমে ব্যাপকভাবে গড়িয়া উঠিতে আরম্ভ করে। ১৯৩২—৩৩ সালের পূর্ব্বে ঐ সব শিল্পের উৎপাদন (বস্ত্র শিল্প ছাড়া) সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য বিবরণ বিশেষ কিছু প্রকাশিত হয় নাই। কাজেই মিঃ সুব্রহ্মনিয়া তাঁহার পুস্তকে ১৯৩২-৩৩ সাল হইতেই ঐ সব শিল্পের উন্নতির বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এদেশে লোহার প্রচুর যোগান থাকা সত্ত্বেও ১৯৩২-৩৩ সালে দেশে মাত্র ৬ লক্ষ টন ঢালাই লোহা ও ৩ লক্ষ ৫৯ হাজার টন ইস্পাত উৎপন্ন হইয়াছিল। ইস্পাত শিল্পের উন্নতির সঙ্গে এদিক দিয়া বাৎসরিক উৎপাদন ক্রমে বাড়িয়া ১৯৪০-৪১ সালে তাহা যথাক্রমে ১৩ লক্ষ টন ও ৯ লক্ষ ২৫ হাজার টনে দাঁড়াইয়াছে। দেশে উপযুক্ত সংখ্যক কাপড়ের কলের অভাব থাকায় বস্ত্রের দিক দিয়া লোকের প্রয়োজন মিটাইবার জন্য পূর্ব্বে বিদেশ হইতে বেশ পরিমাণে উহা আমদানী করিতে হইত। লোকের ব্যবহার্য্য কলের তৈয়ারী বস্ত্রের মধ্যে ¾ অংশই বাহির হইতে আসিত। কিন্তু ভারতে কলের সংখ্যা ও কাপড়ের উৎপাদন বাড়িবার সঙ্গে এই পরমুখাপেক্ষিতা ক্রমে ক্রমে দূর হইতে থাকে। ১৯২০-২১ সালে ভারতে কাপড়ের কলের সংখ্যা ছিল ২২৭টি ও তাহাতে তাঁত ও টাকুর সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ১ লক্ষ ৯ হাজার ও ৬২ লক্ষ ৪৩ হাজার। ১৯৩৯-৪০ সালে কলের

* Statistical Summary of the Social & Economic Trends in India (in the Inter-War Period) by S. Subramanian, Statistitian—Office of the Economic Advisor, Government of India.

টেলিগ্রাম :—Baukstock ফোন : Cal 5226

হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস—কমার্শিয়াল বিল্ডিংস্,
ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শাখাসমূহ :—ঢাকা, বেনারস ও বিলাসপুর (মধ্যপ্রদেশ)

সকলপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

বেচারি

রাতের পর রাত ঘুম নেই, সারাদিন পরিশ্রম করতে হয়, কী কষ্ট! যদি এমনও হ'ত যে কোনও কারণে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়েছেন কিংবা বাড়ীতে অসুখ-বিসুখ হয়েছে রাত জাগতে হয়, তাহ'লেও একটা কথা ছিল। কিন্তু তা ত' নয়, বদহজমের জন্য এঁর এই দুরবস্থা।

স্বাভাবিক ভাবে হজম হ'লে ক্লান্ত স্নায়ুগুলি ক্ষিপ্ত না হয়ে স্নিগ্ধ হয় এবং সময় মত সুনিদ্রা হয়।

অধিকাংশ অসুখ-বিসুখই বদহজমের পরিণাম।

ডায়াপেপ্‌সিন

এসবের হাত থেকে রক্ষা করে
ডায়াপেপ্‌সিন হজমের সাহায্য করে কিন্তু অভ্যাসে পরিণত হয় না।

ইউনিয়ন ড্রাগ কলিকাতা

সংখ্যা বাড়িয়া ৩৫৫টী এবং তাঁত ও টাকুর সংখ্যা বাড়িয়া যথাক্রমে ১ লক্ষ ৬৭ হাজার ও ৮৪ লক্ষ ৩ হাজার দাঁড়ায়। ১৯২০-২১ সালে ভারতের কাপড়ের কলসমূহে ১৫৮ কোটী গজ বস্ত্র উৎপন্ন হইয়াছিল। ১৯৪০-৪১ সালে উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া ৪২৬ কোটি ৯০ লক্ষ গজ দাঁড়ায়। উহার ফলে লোকের ব্যবহার্য্য বস্ত্রের মধ্যে $\frac{2}{3}$ ভাগের স্থলে $\frac{1}{2}$ ভাগই শুধু বর্ত্তমানে বাহির হইতে আমদানীর প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে। আলোচ্য সময়ে কাপড় উৎপাদন সম্পর্কে এবং কাপড় রঙ্গাইবার ও ব্লিচিং করিবার ব্যবস্থা সম্পর্কে এদেশে অনেক উন্নত প্রক্রিয়া প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। ভারতে ইক্ষু উৎপাদনের সুযোগ থাকা সত্ত্বেও উপযুক্ত সংখ্যক কারখানার অভাবে পূর্ব্বে এদেশে কলের চিনি বিশেষ কিছু প্রস্তুত হইত না। ফলে জাভা হইতে বিস্তর পরিমাণ চিনি এদেশে প্রতি বৎসর আমদানী হইত। ১৯৩২ সালে বিদেশী চিনির উপর রক্ষণশুল্ক ধার্য্য হওয়ার পর হইতে এদেশে ক্রমে ক্রমে অনেকগুলি চিনির কল গড়িয়া উঠিয়াছে। ১৯৩২-৩৩ সালে দেশে ৩ লক্ষ টন কলের চিনি উৎপাদিত হইয়াছিল। বর্ত্তমানে সেস্থলে বৎসরে ১০ লক্ষ টনের উপর চিনি উৎপাদিত হইতেছে। উহাতে কেবল চিনির দিক দিয়া দেশের পরনির্ভরশীলতাই দূর হয় নাই, এদেশ হইতে বাহিরে চিনি রপ্তানীরও সুযোগ হইয়াছে। কেবল ঐ সব শিল্পই নহে ১৯৩২-৩৩ সাল হইতে ১৯৪০-৪১ সালের মধ্যে ভারতে (ব্রহ্মদেশ বাদে) কাগজের উৎপাদন ৮ লক্ষ হন্দর হইতে ১৭ লক্ষ হন্দর, সিমেণ্টের উৎপাদন ৫ লক্ষ টন হইতে ১৭ লক্ষ টন, দিয়াশলাইয়ের উৎপাদন ১ কোটি ৮৭ লক্ষ গ্রোস হইতে ২ কোটি ৩১ লক্ষ গ্রোস, কয়লার উৎপাদন ২ কোটি টন হইতে ২ কোটি, ৮০ লক্ষ টন (১৯৩৯ সাল) ও কেরোসিন ২ কোটি ৪৪ লক্ষ গ্যালন হইতে ৪ কোটি ১৭ লক্ষ গ্যালন পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। মিঃ সুব্রহ্মনিয়ার মতে ইহা শিল্পের দিক দিয়া ভারতের সমূহ অগ্রগতির পরিচায়ক।

ভারতের কৃষি সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া মিঃ সুব্রহ্মনিয়া বলিয়াছেন গত মহাযুদ্ধের পর হইতে বর্ত্তমান যুদ্ধের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত শিল্পের দিক দিয়া যেরূপ উল্লেখযোগ্য পরিবর্ত্তন দেখা দিয়াছে কৃষির ক্ষেত্রে উন্নতির ধারা তত উল্লেখযোগ্য হয় নাই। ১৯২০-২১ সালে ভারতে ১৯ কোটি ৭২ লক্ষ একর জমিতে বিভিন্ন ফসলের চাষ করা হইয়াছিল। ১৯৪০-৪১ সালে চাষাবাদের জমি সেস্থলে মাত্র ২১ কোটি ৩৯ লক্ষ একর পর্য্যন্ত বাড়িয়াছে। ধান ভারতের একটি প্রধান ফসল। এদেশের বহু লোক চাউল খাইয়া জীবন ধারণ করে। কিন্তু গত ২০।২৫ বৎসরে ভারতে ধানের চাষ ও চাউলের উৎপাদন উল্লেখযোগ্য কিছু বাড়ে নাই। ১৯২০-২১ সালে বৃটিশ ভারতে (ব্রহ্মদেশ বাদে) ৬ কোটি ৭৭ লক্ষ একর জমিতে ধানের চাষ হইয়াছিল। সেস্থলে ১৯৪০-৪১ সালে ৬ কোটি ৮৭ লক্ষ একর জমিতে ধানের চাষ হইয়াছে। ১৯২০-২১ সালে দেশে ২ কোটি ৩৩ লক্ষ টন চাউল উৎপন্ন হইয়াছিল। ১৯৩৬-৩৭ সালে চাউলের উৎপাদন ২ কোটি ৬৩ লক্ষ টন পর্য্যন্ত বাড়িয়া ১৯৪০-৪১ সালে তাহা পুনরায় ২ কোটি ৯ লক্ষ টন পর্য্যন্ত হ্রাস পাইয়াছে। তবে আলোচ্য সময়ে জলসেচ ব্যবস্থা, সার প্রয়োগ ও নূতন শ্রেণীর বীজ প্রচলন সম্পর্কে কিছু উন্নতির ফলে কোন কোন কৃষি ফসলের উৎপাদন পূর্ব্বের তুলনায় বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯২০-২১ সালে বৃটিশ ভারতের আবাদী জমির মধ্যে ৪ কোটি ৭৭ লক্ষ একর জমিতে জলসেচের সুব্যবস্থা ছিল। ১৯৩৯-৪০ সাল পর্য্যন্ত সেস্থলে ৫ কোটি ৪৯ লক্ষ একর জমিতে জল সেচের সুবিধা হইয়াছে। ১৯২০-২১ সালে মোট আবাদী জমির মধ্যে মাত্র ৩৫ লক্ষ একর জমিতে উন্নত ফসলের চাষ হইত। ১৯৩৭-৩৮ সালে সেস্থলে ২ কোটি ২০ লক্ষ একর জমিতে উন্নত ফসল চাষের রীতি প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। এই সব ব্যবস্থার ফলে দেশে নানা শ্রেণীর কৃষিপণ্যের উৎপাদন পূর্ব্বের তুলনায় বাড়িয়াছে। ১৯২০-২১ সালে বৃটিশ ভারতে ২৮ লক্ষ বেল (১ বেল=৪০০ পাউণ্ড) তুলা উৎপন্ন হইত। ১৯৪০-৪১ সালে তুলার উৎপাদন সেস্থলে ৩৯ লক্ষ ৭২ হাজার বেল পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। কাপড়ের কলের ব্যবহার্য্য লম্বা আঁশযুক্ত তুলা এদেশে পূর্ব্বে বিশেষ কিছু উৎপন্ন হইত না। বর্ত্তমানে মিলগুলি এদেশ হইতেও ঐ শ্রেণীর তুলার কতক পরিমাণ যোগান পাইতেছে। তাহাছাড়া উপরোক্ত সময়ে গমের উৎপাদন বাৎসরিক ৬০ লক্ষ টন হইতে ৮০ লক্ষ টন, ইক্ষুর উৎপাদন ২৪ লক্ষ টন হইতে ৫৪ লক্ষ টন, চীনা বাদামের উৎপাদন ৯ লক্ষ টন হইতে ২৭ লক্ষ টন ও চায়ের উৎপাদন ৩২ কোটি পাউণ্ড হইতে ৪২ কোটি পাউণ্ড পর্য্যন্ত বাড়িয়াছে।

ভারতের বহির্ব্বাণিজ্যের কথা আলোচনা করিয়া মিঃ সুব্রহ্মনিয়া দেখাইয়াছেন, ১৯২০-২১ সালে ভারতবর্ষে (ব্রহ্মদেশ সহ) বিদেশ হইতে যে জিনিষপত্র আমদানী হইয়াছিল তাহার মধ্যে শতকরা ৮৪ ভাগই ছিল তৈয়ারী মাল। ১৯৩৬-৩৭ সালে তৈয়ারী মালের আমদানী হ্রাস পাইয়া তাহা মোট আমদানীর শতকরা ৭৫ ভাগ দাঁড়াইয়াছে। ১৯২০-২১ সালে আমদানীকৃত জিনিষপত্রের ভিতর শিল্পোপযোগী কাঁচা মালের পরিমাণ ছিল মাত্র শতকরা ৫ ভাগ। ১৯৩৬-৩৭ সালে তাহার পরিমাণ শতকরা ১৬ ভাগ পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। শিল্প ব্যবসায়ের দিক দিয়া ভারতের উন্নতি সাধিত হওয়ার ফলেই যে দেশের আমদানী বাণিজ্য সম্পর্কে এই পরিবর্ত্তন সূচিত হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। তবে মিঃ সুব্রহ্মনিয়া বলিয়াছেন যে, শিল্পোন্নতির জন্য ঐ সময়ে ভারত হইতে কাঁচামালের রপ্তানী কমে নাই। কাঁচামালের বদলে বিদেশে ভারতের তৈয়ারী শিল্প-

সাদার্ণ ব্যাঙ্কিং

হেড অফিস—১৪, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ফোন—ক্যাল ৫৯৮৯

ব্রাঞ্চ—বড়বাজার, শ্যামবাজার, ভবানীপুর, বসিরহাট, খুলনা ও পাটনা

সুবিধাজনক সর্ত্তে গভর্ণমেণ্ট ও মিলিটারী বিলের উপর টাকা ধার দেওয়া হয়

সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

চেয়ারম্যান—মিঃ দেবেন্দ্রনাথ মুখার্জ্জি, মেয়র, কলিকাতা কর্পোরেশন।

আমাদের একশো বছর আগে

- ১৮২০ সালে জন্মেছিলেন ফ্লোরেন্স্ নাইটিঙ্গেল্। রোগী ও আহতের সেবায় জীবন উৎসর্গ করে তিনি সেবাব্রতের উজ্জ্বল আদর্শ স্থাপন করে গেছেন।
- আমাদের সুরু হয়েছিলো ১৯২০ সালে। তারপর থেকে রোগের চিকিৎসায় এবং রোগীর শুশ্রূষায় প্রয়োজনীয় রবারের জিনিষ আমরা তৈরী করে আস্‌ছি।

আমাদের তৈরী

রবার ক্লথ, হটওয়াটার ব্যাগ, আইস্ ব্যাগ, হাওয়া বালিশ ও বিছানা, এয়ার রিং, এয়ার কুশন, ডাক্তারী দস্তানা ইত্যাদি।

বেঙ্গল ওয়াটারপ্রুফ ওয়ার্কস্ (১৯৪০) লিমিটেড

কলিকাতা নাগপুর বোম্বাই

দ্রব্যের রপ্তানীও প্রসারিত হয় নাই। গত ১৯২০-২১ সালে ভারত হইতে বাহিরে যে সব মালপত্র রপ্তানী হইয়াছিল কাঁচামালই ছিল তাহার মধ্যে শতকরা ৪৫ ভাগ। ১৯৩৬-৩৭ সালে সেই পরিমাণ বাড়িয়া শতকরা ৫৩ ভাগ দাঁড়াইয়াছে। অপর দিকে ভারত হইতে তৈয়ারী মাল রপ্তানীর পরিমাণ উপরোক্ত সময়ে শতকরা ৩৮ ভাগ হইতে কমিয়া শতকরা ২৬ ভাগে পরিণত হইয়াছে।

যানবাহন ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করিতে গিয়া মিঃ সুব্রহ্মনিয়া তাঁহার পুস্তকে দেখাইয়াছেন ১৯২৩-২৪ সালে যেস্থলে দেশে (ব্রহ্মদেশ বাদে) রেলপথের পরিসর ছিল ৩৬ হাজার ৩৪৪ মাইল ১৯৪২-৪৩ সালে তাহার পরিসর সেস্থলে ৪০ হাজার ৫২৫ মাইল পর্য্যন্ত বাড়িয়াছে। ১৯২৮ সালে ভারতে (ব্রহ্মদেশ বাদে) রাস্তাঘাটের পরিসর ছিল মোট ১ লক্ষ ৯৪ হাজার মাইল। ১৯৩৭ সালে উহার পরিসর ৩ লক্ষ ২ হাজার মাইল পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। ঐ ৩ লক্ষ ২ হাজার মাইল সড়কের মধ্যে মাত্র ৭৭ হাজার মাইল ছিল পাকা সড়ক। আর বাকী সমস্তই ছিল কাঁচা সড়ক।

এই সমস্ত ধরণের বিবরণ দিয়া মিঃ সুব্রহ্মনিয়া গত মহাযুদ্ধের পর হইতে বর্ত্তমান মহাযুদ্ধের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত কৃষি, শিল্প ও যানবাহন সম্পর্কে ভারতের উল্লেখযোগ্য উন্নতি ঘটিয়াছে বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন। সময়ের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে নানাদিক দিয়া দেশের অবস্থা সম্পর্কে একটা পরিবর্ত্তন খুবই স্বাভাবিক। আর উপরোক্ত সময়ে সেরূপ পরিবর্ত্তন ভারতে কিছু কিছু ঘটিয়াছে সন্দেহ নাই। কিন্তু সুব্রহ্মনিয়ার মন্তব্য অনুসারে উহাকে উল্লেখযোগ্য উন্নতির পরিচায়ক বলিয়া মনে করা আমাদের পক্ষে কঠিন। গত মহাযুদ্ধের পর হইতে বর্ত্তমান যুদ্ধের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত দেশে বস্ত্র, ইস্পাত, চিনি, সিমেণ্ট কাগজ ও রসায়ন দ্রব্য উৎপাদনের অনেকগুলি কলকারখানা গড়িয়া উঠিয়াছে। ফলে ঐ সব দিক দিয়া লোকের ব্যবহার্য্য জিনিষের যোগান দেশে বৃদ্ধি পাইয়াছে সন্দেহ নাই। কিন্তু ভারতে শিল্প প্রসারের যে স্বাভাবিক সুযোগ রহিয়াছে তাহাতে ঐ দিক দিয়া এখনও দেশের অগ্রগতি তেমন উল্লেখযোগ্য হইয়াছে বলিয়া আমরা মনে করি না। ভারতবর্ষের অভাব মিটাইবার জন্য এখনও প্রতি বৎসর বিস্তর পরিমাণে ইস্পাত, বস্ত্র, কাগজ, রসায়ন দ্রব্য প্রভৃতি আমদানী করিতে হইতেছে। এদেশের প্রাকৃতিক মালমসল্লাকে যথাযথ কাজে লাগাইবার ব্যবস্থা হইলে ঐ সব দ্রব্যের দিক দিয়া আমাদের পরনির্ভরতা আমরা সর্ব্বতোভাবে দূর করিতে পারি। এখন হইতে ব্যাপকভাবে দেশে সে চেষ্টা সুরু হওয়া প্রয়োজন। যন্ত্রপাতি, জাহাজ, রেলের ইঞ্জিন ও বিমানপোত নির্ম্মাণের অত্যাবশ্যকীয় শিল্প সম্পর্কে এদেশবাসীর মনোযোগ আজও মোটেই কিছু আকৃষ্ট হয় নাই। গবর্ণমেণ্টের বিরূপ কার্য্যনীতির ফলে ঐ সব দিক দিয়া উন্নতি দেখাইবার সুবিধাও বর্ত্তমানে নাই। ফলে ঐ সব আমদানী করিতে গিয়া প্রতি বৎসর মোটা টাকা দেশের বাহির হইয়া যাইতেছে। ভারতের আর্থিক উন্নতি সাধন করিতে হইলে দেশের গবর্ণমেণ্ট ও জনসাধারণকে এখন হইতে একযোগে ঐ সব শিল্প গঠনে ব্রতী হইতে হইবে। মিঃ সুব্রহ্মনিয়া শিল্পোন্নতির নজীর হিসাবে দেশের কয়লা শিল্প, সাবান শিল্প, দিয়াশলাই শিল্প, পাট শিল্প ও চা শিল্পের উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু দেশে ঐ সব শিল্পের সমূহ প্রসার সাধিত হইলেও ঐ সব শিল্পের কলকারখানা যে মুখ্যতঃ বিদেশীদেরই সম্পত্তি ও উহাদের প্রায় যাবতীয় মুনাফাই যে তাহাদেরই পকেটস্থ হইতেছে তাহা তাঁহার অজ্ঞাত নহে। বিদেশীদের কর্ত্তৃত্ব হইতে দেশের চা শিল্প, কয়লা শিল্প, সাবান শিল্প, দিয়াশলাই শিল্প ও পাট শিল্প সম্পূর্ণভাবে ভারতীয়দের হাতে না আসা পর্য্যন্ত ঐ সব দিক দিয়া দেশের প্রকৃত অগ্রগতি সাধিত হইয়াছে বলিয়া ধরা যায় না।

কৃষি সম্পর্কে মিঃ সুব্রহ্মনিয়া যে বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাহাতে ভারতের জনবৃদ্ধির সঙ্গে ঐ দিক দিয়া সমুচিত উন্নতি বিশেষ কিছুই সাধিত হইয়াছে বলিয়া আমরা মনে করি না। দেশে খাদ্যদ্রব্যের উৎপাদন যথেষ্ট নহে বলিয়া এদেশের লোকদিগকে অনেকাংশে আমদানীকৃত চাউল ও গমের উপর নির্ভর করিতে হইতেছে। ১৯৪৩ সালে সেই আমদানী বন্ধ হওয়াতে দেশে নিদারুণ দুর্ভিক্ষ আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। কাজেই জমির সেচ ব্যবস্থার উন্নতি সাধন করিয়া ও জমিতে ভাল সার প্রয়োগ ও ভাল বীজ বপনের ব্যবস্থা করিয়া এদেশে খাদ্য ফসলের উৎপাদন বর্ত্তমানের তুলনায় বাড়াইবার প্রয়োজনীয়তা যথেষ্টই রহিয়াছে বলা চলে। মিঃ সুব্রহ্মনিয়া গত মহাযুদ্ধের পর হইতে বর্ত্তমান মহাযুদ্ধের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত যানবাহনের দিক দিয়া ভারতের যে উন্নতি দেখাইয়াছেন তাহাও আমাদের মতে খুব সন্তোষজনক নহে। ভারতের মত বিরাট দেশে মাত্র ৪০ হাজার মাইল রেলপথ রহিয়াছে ও এদেশে পাকা সড়কের পরিসর মাত্র ৭৭ হাজার মাইল। ইহাতে দেশের লোকের সুখ-সুবিধার কোন আভাষ আমরা পাইতেছি না। গত ২০।২৫ বৎসর কালের মধ্যে কৃষি, শিল্প ও যানবাহনের দিক দিয়া দুনিয়ার বিভিন্ন দেশ যে অগ্রগতি দেখাইয়াছে সে তুলনায় ঐ সব বিষয়ে ভারতের অগ্রগতি নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর বলা চলে। দেশের ও জাতির কল্যাণ দেখিতে হইলে উপযুক্ত পরিকল্পনা নিয়া ঐ সব দিক দিয়া অনেকগুণ বেশী উন্নতির ব্যবস্থাই আমাদিগকে করিতে হইবে।

ইউনাইটেড ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ব্যাঙ্ক লিমিটেড

স্থাপিত ১৯৪০

সিডিউলভুক্ত ব্যাঙ্ক

চেয়ারম্যান—শ্রীযুক্ত যদুনাথ রায়

সুবিধাজনক সর্ত্তে সাধারণ ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ করা হয়।

হেড অফিস—

৭, ওয়েলেসলী প্লেস, কলিকাতা

শাখাসমূহ—

বড়বাজার, শ্যামবাজার, হাটখোলা (কলিকাতা), ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, চাঁদপুর ও ময়মনসিংহ।

পে-অফিস : মিরকাদিম

জেনারেল ম্যানেজার :

এ চ্যাটার্জি, বি-কম, সি-এ, আই, আই, বি

রবীন্দ্র নগর—

কলিকাতা হইতে ২২ মাইল দূরে চুঁচুড়া ও হুগলী ষ্টেসন-দ্বয়ের মধ্যে এবং গ্র্যাণ্ড ট্র্যাঙ্ক রোডের উপরে এই উদ্যান নগরী গঠন করা হইবে। পূর্ব্বাহ্নে স্থান রিজার্ভ করুন।

দি ইনভেষ্টার্স লিঃ

৬, ক্রস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

টেলিগ্রাম—"আর্থিকমান" পোঃ বক্স কেল—৬৫৯

প্রগতিশীল জাতীয় আর্থিক প্রতিষ্ঠান

ব্যাঙ্ক অব কামরূপ লিঃ

হেড অফিস : ৭নং সোয়ালো লেন, কলিকাতা

ম্যানেজিং ডাইরেক্টর—শ্রীঅমলেন্দু বাগচী

একটী প্রথম শ্রেণীর জাতীয় আর্থিক প্রতিষ্ঠান

আপনার আর্থিক ব্যবস্থা সুনিয়ন্ত্রিত করতে আপনাকে সকল প্রকার সুযোগ-সুবিধায় সাহায্য করবে।

আমাদের কলিকাতা বা অন্যান্য যে কোনও ব্রাঞ্চে লিখিলে বা উপস্থিত হলে বিস্তারিত জানতে পারবেন।

দার্জিলিং ব্যাঙ্ক লিমিটেড

কলিকাতা

টেলি : "রেপবো" কলিকাতা। ফোন : পি কে—২৬৮১

বি, মুখার্জ্জী
ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

রাজনৈতিক প্রসঙ্গ

বৃটীশ পার্লামেণ্টের নির্ব্বাচনে শ্রমিক দলের সদস্যগণ অন্যদলনিরপেক্ষভাবে সংখ্যাধিক্য লাভ করাতে ভারতবর্ষে লীগ মহল ছাড়া অন্য সমস্ত ক্ষেত্রে বিপুল উৎসাহের সৃষ্টি হইয়াছে। উহার কারণ এই যে, ইদানীং শ্রমিক দলের নেতৃস্থানীয় অনেক ব্যক্তি ভারতবর্ষের রাজনীতিক আশা-আকাঙ্ক্ষা সম্বন্ধে উদার মনোভাব প্রকাশ করিয়াছেন। ভারতবর্ষের রাজনীতিক চেতনাসম্পন্ন ব্যক্তিদের মধ্যে অধিকাংশেরই ধারণা যে, সাম্রাজ্য শাসনের ক্ষমতা লাভ করিয়া শ্রমিক দল ভারতের রাজনীতিক সমস্যা সমাধানের জন্য আন্তরিকভাবে চেষ্টা করিবেন।

* * *

ভারতবর্ষ সম্বন্ধে শ্রমিক দলের কার্য্যনীতি সম্বন্ধে বর্ত্তমানে তিনটী বিষয়ে সমধিক গুরুত্ব আরোপ করা হইতেছে—যথা নূতন ভারত সচিব নিয়োগ, ভারতীয় রাজনীতিক বন্দীদের মুক্তিদান এবং ওয়াভেল পরিকল্পনার পুনরুজ্জীবন। নূতন ভারত সচিব নিয়োগের সমস্যার সহিত লণ্ডনস্থ ইণ্ডিয়া অফিসের বিলোপ সাধনের প্রস্তাবের ঘনিষ্ঠ যোগ রহিয়াছে। শ্রমিক দলের নেতাদের মধ্যে একাধিক ব্যক্তি এরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, ভারত সচিবের দপ্তর তুলিয়া দেওয়া হইবে এবং ভারতবর্ষ সম্পর্কিত সমস্ত কাজের দায়িত্ব ঔপনিবেশিক দপ্তরের—যে দপ্তরের উপর কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, আয়র্লণ্ড প্রভৃতি উপনিবেশের দায়িত্ব অর্পিত আছে—উহার উপর ন্যস্ত হইবে। এই প্রসঙ্গে শাসনতান্ত্রিক নানা অসুবিধার কথা এবং বিশেষভাবে এই ব্যাপারে দক্ষিণ আফ্রিকার ও কানাডার আপত্তির কথা উল্লেখ করা হইতেছে। যদিও একথা বলা যাইতে পারে যে, এই ব্যাপারে শাসনতন্ত্রগত অসুবিধা একটা বাজে অজুহাত মাত্র এবং দক্ষিণ আফ্রিকা বা কানাডার আপত্তি মানিয়া লওয়ার পক্ষে শ্রমিক গবর্ণমেণ্টের কোন বাধ্যবাধকতা নাই—তথাপি ভারত সচিবের দপ্তর উঠাইয়া দেওয়ার সহিত ভারতবর্ষের স্বার্থের তেমন কোন ঘনিষ্ঠ যোগ রহিয়াছে বলিয়া আমরা মনে করি না। ভারতবাসীর হাতে যদি দেশশাসনের ক্ষমতা হস্তান্তরিত হয় তাহা হইলে ভারত সচিবের অফিস থাকুক কি না থাকুক তাহাতে কিছু আসে যায় না। যাহা হউক যদি ভারত সচিবের দপ্তর উঠাইয়া দেওয়া হয় তাহা হইলে বর্ত্তমান শ্রমিক গবর্ণমেণ্টের অধীনে কোন ভারত সচিব নিয়োগের প্রশ্নই উঠে না। এরূপ ক্ষেত্রে ঔপনিবেশিক সচিবই ভারতবর্ষ সম্পর্কিত সমস্ত কাজের দায়িত্ব গ্রহণ করিবেন। তবে যদি ভারত সচিবের পদ বজায় রাখা হয় তাহা হইলে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে সহানুভূতিসম্পন্ন কোন ব্যক্তিকে ভারত সচিব নিযুক্ত করাই শ্রমিক গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য হইবে। কারণ উহা দ্বারা শ্রমিক গবর্ণমেণ্টের আন্তরিকতা সম্বন্ধে এদেশে এখনও যে অবিশ্বাস রহিয়াছে তাহা বহুল পরিমাণে বিদূরিত হইবে।

* *

এই মন্তব্য লেখার পর সংবাদ জানা গিয়াছে যে, শ্রমিকদলের অন্যতম নেতা মিঃ পেথিক লরেন্স ভারত সচিব নিযুক্ত হইয়াছেন। ইতিপূর্ব্বে তিনি ভারতের রাজনীতিক আশা আকাঙ্ক্ষা সম্বন্ধে সহানুভূতিসূচক অনেক কথা বলিয়াছেন বটে। কিন্তু তাঁহার এই নূতন পদে নিয়োগের পর সার জন এণ্ডারসনের মত প্রতিক্রিয়াশীল ব্যক্তি এবং রক্ষণশীলদলের অন্যতম নেতা মিঃ হিউ মলসন, তাঁহার 'নরমপন্থী ও যুক্তিসঙ্গত' (moderate & reasonable) মতামতের জন্য তাঁহাকে প্রশংসা করায় মনে হইতেছে যে, মিঃ পেথিক লরেন্স ভারতবর্ষ সম্পর্কে কোন বৈপ্লবিক ও সুদূরপ্রসারী কর্ম্মপন্থা গ্রহণ করিবেন না। যাহা হউক এই বিষয়ে অদূর ভবিষ্যতে সকলেরই চক্ষু কর্ণের বিবাদ ভঞ্জন হইবে আশা করা যায়।

* * *

দ্বিতীয় সমস্যা হইতেছে ভারতীয় রাজনীতিক বন্দীদের মুক্তিদান। বড়লাট সম্প্রতি দিল্লীতে বিভিন্ন প্রাদেশিক লাটদের যে বৈঠক ডাকিয়াছিলেন এই সমস্যা উহার একটী আলোচ্য বিষয় ছিল বলিয়া প্রকাশ। কিন্তু প্রাদেশিক লাটদের মধ্যে প্রায় সকলেই প্রতিক্রিয়াপন্থী এবং ভারতীয় রাজনীতিক সমস্যার সমাধানের ব্যাপারে উহাদের কোন সহানুভূতি বা দূরদৃষ্টির পরিচয় নাই। বড়লাট যদি উহাদের মতাবলম্বনে নিজের মত গঠন করেন এবং শ্রমিক গবর্ণমেণ্ট যদি বড়লাটের এই মতকেই গ্রহণীয় বলিয়া মনে করেন তাহা হইলে ভারতীয় রাজনীতিক বন্দীদের মুক্তির সমস্যার সন্তোষজনক সমাধান হইবে না। অথচ বর্ত্তমানে রাজনীতিক বন্দীদের মুক্তিদান করিলে ইঙ্গ-ভারতীয় বিরোধে মিটমাটের পক্ষে যে প্রকার সন্তোষজনক আবহাওয়া সৃষ্টি হইবে সেরূপ আর কিছুতেই হইবে না। মোটের উপর রাজনীতিক বন্দীদের মুক্তির সমস্যার দ্বারা ভারতবর্ষের রাজনীতিক সমস্যার সমাধান সম্পর্কে বর্ত্তমান শ্রমিক গবর্ণমেণ্টের আন্তরিকতার বিচার হইবে। শ্রমিক গবর্ণমেণ্ট যদি এই বিষয়ে প্রাদেশিক লাটদের মতামতের উপর নির্ভরশীল হন তাহা হইলে তাঁহারা একটা বড রকম ভুল করিবেন।

* * *

তৃতীয় সমস্যা হইতেছে ওয়াভেল প্রস্তাবের পুনরুজ্জীবন। একথা সর্ব্বজনবিদিত যে, ওয়াভেল পরিকল্পিত অস্থায়ী শাসনব্যবস্থার মূলনীতি কংগ্রেস, মুসলীম লীগ প্রভৃতি সমস্ত রাজনীতিক দল সমর্থন করিয়াছেন এবং এই শাসনব্যবস্থার কোন গলদের জন্য সিমলা বৈঠক ব্যর্থ হয় নাই। মুসলীম লীগের নায়ক মিঃ জিন্না বড়লাটের শাসন পরিষদে সমস্ত মুসলমান পদ লীগ কর্ত্তৃক মনোনীত হইবে—এরূপ দাবী করাতে এবং লীগকে বাদ দিয়া নূতন কোন শাসনব্যবস্থা চালু করা সমীচীন হইবে না বলিয়া বড়লাট লর্ড ওয়াভেল সিদ্ধান্ত করাতেই বৈঠক পণ্ড হইয়াছে। ব্যক্তিগতভাবে বড়লাটের এই সিদ্ধান্ত আমরা খুব নিন্দনীয় বলিয়া মনে করি না। দেশের জনসাধারণের আর্থিক অবস্থার উন্নতি বিধান করিয়া তাহাদের বর্ত্তমান দুঃখদুর্দ্দশার কথঞ্চিৎ অপনোদন এবং জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা—এই দুইটী মূল উদ্দেশ্য লইয়াই ওয়াভেল পরিকল্পনা রচিত হইয়াছিল। ন্যায়তঃ হউক, অন্যায়তঃ হউক লীগের মত একটী শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান যদি এই পরিকল্পনার বিরোধিতা করিবার জন্য দেশব্যাপী আন্দোলন আরম্ভ করে তাহা হইলে উক্ত পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য পণ্ড হইবে। কংগ্রেসের পক্ষেও লীগকে বাদ দিয়া এই সঙ্কট মুহূর্ত্তে দেশের শাসনব্যবস্থার দায়িত্ব গ্রহণ করা

গত ১৯শে জুন কনট সার্কাসে
নয়া দিল্লী শাখা খোলা হইয়াছে।
—অন্যান্য শাখাসমূহ—
বড়বাজার, বহুবাজার, কালীঘাট, শ্যামবাজার, ল্যান্সডাউন রোড, খিদিরপুর, কলেজ ষ্ট্রীট, ডায়মণ্ডহারবার, বেহালা, বাটানগর, বজবজ, ঘাটশিলা, মধুপুর, সিলেট, কারসিয়ং, মেদিনীপুর, বিষ্ণুপুর, শিলিগুড়ি ও দিল্লী।
সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়
শ্রী ব্যাঙ্ক লিঃ
৩-১, ব্যাংকশাল ষ্ট্রীট, কলিকাতা

জনসেবার আদর্শে উদ্বুদ্ধ
ব্যাঙ্ক
শাখাসমূহ:—শ্যামবাজার, কলেজ ষ্ট্রীট, হাটখোলা, বহুবাজার, পার্কসার্কাস, বালিগঞ্জ, বাটানগর, ইছাপুর, চরমুগরিয়া, ফরিদপুর, ঝাড়গ্রাম, কুষ্টিয়া, সাতক্ষীরা, সার্দিয়া, মেদিনীপুর, খড়্গপুর, দিনাজপুর, কুশারখালি, রাজবাড়ী, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, গৌহাটি, বড়পেটা, ধুবড়ী, সিলেট, তেজপুর, নওগাঁ, সুনামগঞ্জ, নলবাড়ি, কালিম্পং, বসুন্দিয়া, জামসেদপুর, দেওঘর, ঘাটশিলা, গিরিডি, পুরি, কটক, বেনারস।
সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।
ফোন, ক্যাল ৫৪১
ইষ্ট ইণ্ডিয়া
কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ
গ্রাম কমার্শিয়াল
হেড অফিস
৭নং সোয়ালো লেন, কলিঃ
ম্যানেজিং ডিরেক্টর
জে. সি. চক্রবর্ত্তী।

সমীচীন হইবে না বলিয়া একটা ধারণা বলবৎ রহিয়াছে। এরূপ অবস্থায় নূতন কোন কার্য্যক্রম উদ্ভাবন করিয়া লীগ যাহাতে দেশের শাসন ব্যাপারে অংশ গ্রহণ করিতে পারে তজ্জন্য চেষ্টা করাই সঙ্গত। ওয়াভেল পরিকল্পিত শাসন ব্যবস্থায় বড়লাটের শাসন পরিষদে তালিকাভুক্ত হিন্দু ছাড়া অন্য হিন্দু এবং মুসলমানদের মধ্য হইতে সমানসংখ্যক সদস্য গ্রহণ করা হইবে বলিয়া যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইয়াছে তাহা বদলাইয়া শাসন পরিষদে কংগ্রেস ও লীগ হইতে সমানসংখ্যক সদস্যপদ গ্রহণ করা হইবে বলিয়া যদি সিদ্ধান্ত করা হয় তাহা হইলে কংগ্রেস ও লীগের পক্ষে শাসন পরিষদে যোগদান করায় কোন অসুবিধা হইবে না। অবশ্য এই ব্যবস্থায় বড়লাটের শাসন পরিষদে মুসলমানের সংখ্যা কিছু বেশী হইবে। কারণ উক্ত ব্যবস্থায় লীগ হইতে যে কয়জন সদস্য মনোনীত হইবেন তাহার সব কয়জনই মুসলমান হইবেন এবং কংগ্রেস হইতে যাঁহারা মনোনীত হইবেন তাঁহাদের মধ্যেও এক কি দুইজন হইবেন মুসলমান। ব্যক্তিগতভাবে আমাদের উহাতেও কোন আপত্তি নাই। কারণ মৌলানা আবুল কালাম আজাদ প্রমুখ জাতীয়তাবাদী মুসলমানগণকে আমরা মুসলমান বা হিন্দু বলিয়া মনে করি না। উহারা মনে প্রাণে ভারতবাসী এবং জাতিবর্ণ নির্ব্বিশেষে সমস্ত শ্রেণীর ভারতবাসীর স্বার্থ উহাদের হাতে সম্পূর্ণ নিরাপদ রহিয়াছে। তবে এরূপ ব্যবস্থায় হিন্দুমহাসভা প্রভৃতি সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠানের আপত্তি হইতে পারে এবং মহাসভা লীগের মত শক্তিশালী না হইলেও দেশবাসীর উপর উহার প্রভাব প্রতিপত্তি উপেক্ষণীয় নহে। যে কারণে লীগকে বাদ দিয়া কংগ্রেসের পক্ষে দেশশাসনের দায়িত্ব গ্রহণের আমরা বিরোধী—ঠিক সেই কারণে হিন্দুমহাসভাকে বাদ দেওয়ারও আমরা সমর্থক নহি। তবে বড়লাটের শাসন পরিষদে মোট সদস্যের কত ভাগ হিন্দুকে এবং কত ভাগ মুসলমানকে দেওয়া হইবে তৎসম্বন্ধে কংগ্রেস, মুসলীম লীগ এবং হিন্দুমহাসভার মধ্যে মিলিতভাবে একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় কি না তৎসম্বন্ধে বড়লাট চেষ্টা করিতে পারেন। অবশ্য এই সম্বন্ধে মিঃ জিন্নার মনোভাব কি হইবে তাহা বলা কঠিন। আপাততঃ যেরূপ বুঝা যাইতেছে তাহাতে পাকিস্থান সম্বন্ধে তিনি নিশ্চয়তা চাহিতেছেন এবং বড়লাটের শাসন পরিষদে হিন্দু, মুসলমান, শিখ, খৃষ্টান প্রভৃতি সকল দল হইতে মোটমাট যত সদস্য গ্রহণ করা হইবে তাহার অর্দ্ধেক সদস্যপদ লীগ কর্ত্তৃক মনোনীত হইবে বলিয়া তিনি দাবী করিতেছেন। উহা লইয়া কষাকষি হইতে পারে। যদি তাহা না হয় এবং উপরোক্ত দাবীই যদি তাঁহার শেষ কথা হয় তাহা হইলে লীগের সমর্থনে ওয়াভেল পরিকল্পনা চালু করিবার কোন আশাই নাই।

* * *

কিন্তু ক্রিপস পরিকল্পনা এবং তাঁহার স্বরচিত পরিকল্পনাকে বাদ দিয়াও বড়লাট কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে পারেন। বর্ত্তমান শাসনতন্ত্রের অধীনে বড়লাটের শাসন পরিষদে হিন্দুমহাসভা ও লীগপন্থী সদস্য রহিয়াছেন। বড়লাট এই শাসন পরিষদের পুনর্গঠনের সঙ্কল্প লইয়া কংগ্রেস, লীগ ও হিন্দুমহাসভার বিশিষ্ট নেতাগণকে ব্যক্তিগতভাবে উহাতে সদস্যপদ গ্রহণের জন্য আহ্বান করিতে পারেন এবং যাঁহারা এই আহ্বানে সাড়া দিবেন তাঁহাদের হাতে পর্য্যাপ্ত ক্ষমতা দানের প্রতিশ্রুতি দিয়া নূতন শাসন পরিষদ গঠন করিতে পারেন। ইতিপূর্ব্বে কংগ্রেস বড়লাটের শাসন পরিষদে যোগদান না করা সত্ত্বেও বড়লাটের পক্ষে লীগপন্থী সার আজিজুল হক প্রভৃতি ব্যক্তিগণকে শাসন পরিষদে গ্রহণ করার কোন অসুবিধা ঘটে নাই। এক্ষণে লীগ যদি শাসন পরিষদে যোগদান করিতে অস্বীকার করে তাহা হইলে কংগ্রেসদলভুক্ত মৌলানা আবুল কালাম আজাদ বা পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুর ন্যায় ব্যক্তিকে শাসন পরিষদে গ্রহণ করিলে বড়লাটের বা লীগের আপত্তির কোন হেতু দেখা যায় না। অবশ্য সকল দলের সম্মতিতে ওয়াভেল পরিকল্পনা চালু হইলে দেশের মধ্যে যে উৎসাহ উদ্যমের সৃষ্টি হইত মাত্র বড়লাটের শাসন পরিষদের পুনর্গঠনের ফলে দেশে সেই অবস্থার সৃষ্টি হইবে না। কিন্তু লীগ যদি কিছুতেই শাসন পরিষদে যোগ দিতে না চাহে তাহা হইলে উপরোক্ত ব্যবস্থা মন্দের ভাল হইবে।

* * *

উহাই হইল কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট সম্পর্কিত সমস্যা। এই প্রসঙ্গে ভারতের যে সমস্ত প্রদেশে ভারত শাসন আইনের ৯৩ ধারার শাসন চলিতেছে সেই সব প্রদেশে মন্ত্রিসভা গঠনের প্রশ্নও উঠিয়াছে। এই বিষয়ে বড়লাটের বর্ত্তমানে কোনই অসুবিধা নাই। কংগ্রেস মন্ত্রিত্ব গ্রহণে অসম্মত হওয়াতেই

(৩৪১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

বেশী লোকে কেন পরে

৪ বেশী সুতার ঘন বুনন।

কাপড় জিনিষটা কি? টানা পোড়েনে বোনা কতকগুলি সূতার সমষ্টি মাত্র। তা হলেই বলা যায়, যে কাপড়ে যত বেশী সূতা থাকে সে কাপড় টেকে তত বেশী। এ কথাটার কিন্তু দুটো দিক আছে। কাপড় টেকসই করে তৈরী করতে হ'লে টানার দিকে প্রতি ইঞ্চিতে অনেকগুলি করে সূতা দেওয়া চাই; আবার পোড়েনের দিকে প্রতি ইঞ্চিতেও প্রায় অতগুলি সূতাই দিতে হয়। শুধু তাই নয়; সরু সরু দড়ি দিয়ে যেমন মোটা মোটা দড়ি বেঁধে রাখা যায় না, তেমনি পোড়েনের দিকের সূতা টানার দিকের সূতার চাইতে খুব বেশী সরু হ'লেও চলবে না। এখন আতসী কাঁচ দিয়ে ঢাকেশ্বরীর তৈরী যে কোন দামের একখানা শাড়ী বা ধুতি পরীক্ষা করুন। দেখবেন এই নিয়মগুলি মেনেই কাপড়খানি তৈরী করা হয়েছে। সমান দামের অন্য কাপড়ের প্রতি বর্গ ইঞ্চিতে সাধারণতঃ যত সূতা দেখতে পাবেন, তার চাইতে ঢাকেশ্বরীর তৈরী কাপড়ের প্রতি বর্গ ইঞ্চিতে অনেক বেশী সূতা থাকে। তাই ত বলা যায়

যে কখানা ঢাকেশ্বরীর কাপড় আপনার আছে, তাই বিশেষ যত্ন করে পরুন; কেননা বর্ত্তমান অবস্থায় যত চান তত ঢাকেশ্বরীর কাপড় জোগান সম্ভব নয়।

শতকরা ২৫ ভাগ বেশী পরতে হ'লে

কিনুন ঢাকেশ্বরী

ঢাকেশ্বরী কটন মিলস্ লিমিটেড

ম্যানেজিং ডিরেক্টার — শ্রী সূর্য্য কুমার বসু

DCB—22

খেয়ালীর খাতা

গত সপ্তাহে 'খাতা' শেষ করিবার সময় ব্রিটেনের ইলেকশনের খবর আসিয়া পৌছে নাই। সুতরাং এবার সে-সম্পর্কে দু'চার কথা বলা যাইতে পারে। বিলম্বে আপত্তি হইবে না আশা করিতেছি। যুদ্ধের এই কয় বছরে সময় সম্পর্কে আমাদের ধারণা বদল হইয়াছে। আজকাল এক্সপ্রেস টেলিগ্রাম পাইতে তিন দিন লাগে, টেলীফোনের লাইন পাইতে পাঁচ মিনিট। কাজেই দিন সাতেকের ব্যবধানটা প্রাহ্যের মধ্যেই নয়। প্রশ্ন উঠিতে পারে বিষয়টি আমাদের পক্ষে প্রয়োজনীয় কিনা। সে-জবাব দেওয়া শক্ত। ব্রিটেনে কনসার্ভেটিভ, লিবারেল, লেবার বা কম্যুনিষ্ট যে-কোন রকম গভর্ণমেণ্টই হউক, ভারতবর্ষের তাহাতে কিছুই আসে যায় না, একশ্রেণীর লোক ইহাই মনে করেন। আবার কেহ কেহ বিশ্বাস করেন লেবার ক্ষমতা পাইলে ভারতবর্ষের কিছুটা সুবিধা হইবেই। আমি রাজনৈতিক নই; ইহা লইয়া মাথা ঘামাইনা।

আমি আদার ব্যাপারী। কিন্তু জাহাজের খবর রাখি। সেটা অন্যায় নহে, কারণ আদা এখন জাহাজেও চালান হয়!

* * *

১০নং ডাউনিং ষ্ট্রীটে এবার যে-নতুন বাসিন্দাটি আসিলেন, সে-লোকটি গত দশ বছর ধরিয়া লেবার পার্টির নেতা। কিন্তু ক্লেমেণ্ট রিচার্ড এট্‌লি শ্রমিক। মতবাদে, জন্মে নয়। তাঁর বাবা যথেষ্ট বড়লোক ছিলেন। এট্‌লি হেইলিবাডি পাব্‌লিক স্কুলের ছাত্র, অক্সফোর্ডেও ছিলেন। বছর চারেক তিনি ব্যারিষ্টারীও করিয়াছেন। এট্‌লিকে শ্রমিকেরা ভালোবাসে বলিলে অতিরঞ্জন হইবে, কিন্তু শ্রদ্ধা-করে একথা ঠিক। তাঁহার চেহারা বা চরিত্রে এমন কিছু নাই যাহাকে বিশিষ্ট অর্থাৎ ইংরেজীতে যাহাকে বলে spectacular, বলা যাইতে পারে। পার্লামেণ্টে তাঁর প্রথম সরকারী পদ হইল ভূতপূর্ব্ব প্রধানমন্ত্রী র‍্যামজে ম্যাক্‌ডোনাল্ডের পার্লামেণ্টারী সেক্রেটারী। সে আমলে তিনি ডোমিনিয়ন সেক্রেটারী ও পোষ্টমাষ্টার জেনারেলও হইয়া-ছিলেন। ভারতবর্ষ সম্পর্কে তাঁহার সাক্ষাৎ অভি-জ্ঞতা আছে যদিও সে-অভিজ্ঞতা খুব প্রীতিজনক নয়। ১৯২৮ সালে সাইমন কমিশনের অন্যতম সদস্য হিসাবে তিনি ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন এবং যেখানে গিয়াছেন সেখানেই হরতাল ও কৃষ্ণ-পতাকা দ্বারা অভ্যর্থিত হইয়াছেন। কমিশন লণ্ডনে ফিরিয়া আসিলে সেখানেও কয়েকজন ভারতীয় ছাত্রের উদ্যোগে ষ্টেশানে কালো নিশান দেখাইয়া বিক্ষোভ প্রদর্শনের চেষ্টা হয়। সে-দিনকার উদ্যোক্তাদের মধ্যে একজন বর্ত্তমানে বাংলাদেশের রাজনীতিতেও প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। তাঁহার নাম ডাঃ নলিনাক্ষ সান্যাল।

* * *

যাঁহারা নির্ব্বাচন দ্বন্দ্বে ধরাশায়ী হইয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে একজন এদেশে অত্যন্ত পরিচিত। শুধু পরিচিত নহেন, এদেশের সঙ্গে তাঁহার সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর। ভারতবর্ষ তাঁহার মাতৃভূমি নয়, কিন্তু জন্মভূমি। ভূতপূর্ব্ব ভারতসচিব লিওপল্ড ষ্টেনেট এমেরির জন্ম হয় যুক্ত-প্রদেশের গোরখপুরে। তাঁর বাবা ছিলেন ফরেষ্ট ডিপার্টমেণ্টের একজন অফিসার। অক্সফোর্ডে পড়াশুনা শেষ করিয়া ব্যারিষ্টাররূপে এমেরী যখন কর্ম্মজীবন সুরু করেন, তখন তাঁহার মধ্যে আর ভারতবর্ষের চিহ্নমাত্র নাই। এদেশের সাংবাদিকেরা জানিয়া খুসী অথবা দুঃখিত হইবেন যে, রাজ-নীতিতে প্রকাশ্য যোগদানের পূর্ব্বে এমেরী 'টাই-মস' পত্রিকার সহিত যুক্ত ছিলেন। রক্ষণশীল দলের মধ্যেও এমেরী রক্ষণশীল বলিয়া খ্যাত। চার্চ্চিল ও এমেরী ঘনিষ্ঠ বন্ধু; একই সময়ে তাঁহারা ইটনে ছিলেন। গত ৩৪ বছর ধরিয়া স্পার্কব্রুক নির্চ্চাচন কেন্দ্র ছিল তাঁহার একচেটিয়া, কেহ তাঁহাকে নির্ব্বাচনে হারাইতে পারে নাই। ভারত-বর্ষে এবারকার ফলাফলে সর্ব্বাপেক্ষা অবিমিশ্র আনন্দ দেখা দিয়াছে এমেরীর পরাজয়ে। ইংলণ্ডেও অনেকে খুসী হইয়াছেন। মনে পড়িতেছে ১৯৪৩ সালে একটি প্রকাশ্য সভায় এমেরী যখন ভারতবর্ষ সম্পর্কে বক্তৃতা করিতেছিলেন, তখন বাংলার দুর্ভিক্ষের কথা তুলিয়া শ্রোতারা তাঁহাকে বিশেষ বিব্রত করিয়াছিল। বক্তৃতার মাঝখানে এমেরী একবার বলিলেন, "I believe, India has a great future." শ্রোতাদের মধ্য হইতে অমনি একজন চেঁচাইয়া বলিলেন "not under you!"

* * *

আর একজন সাংবাদিক পরাজিত হইয়াছেন। মিঃ ব্রেনডান ব্র্যাকেন। চার্চ্চিলের নেশন্যাল গভর্ণমেণ্টে ছিলেন প্রচার সচিব, খবরদারী গভর্ণ-মেণ্টে নৌসচিব। প্রথম জীবনে ছিলেন অষ্ট্রে-লিয়ায়। সাংবাদিকরূপে ব্রেনডান ব্র্যাকেনের প্রথম আত্মপ্রকাশ "English Life"এর সম্পা-দকের ভূমিকায়। কিন্তু পরে শিল্প, বাণিজ্য ও অর্থনীতি বিষয়ক পত্রিকার দিকে তিনি বেশী মন দেন। তাঁহার স্থাপিত "The Banker" পত্রিকা বিশেষ প্রসিদ্ধ। ভারতবর্ষেও তাহার গ্রাহক এবং পাঠক আছে। বর্ত্তমানে প্রায় ৬টি দশেক কাগজের তিনি মালিক। রক্ষণশীল দলের তিনি

সুবারবন ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস—২২নং ষ্ট্র্যাণ্ড রোড, কলিকাতা। ফোন: ক্যাল—৪৮৬১

শাখাসমূহ

টালীগঞ্জ (৫৪নং টালীগঞ্জ সারকুলার রোড),
দক্ষিণ কলিকাতা (২৬।১, রসা রোড), টালা,
দমদম, বরানগর, আলমবাজার ও দেওঘর

ম্যানেজিং ডাইরেক্টর: মিঃ বি সি দাস, এম-এ, বি-এল

সিলেট ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ব্যাঙ্ক লিমিটেড

কলিকাতা শাখা—৬নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট।

বড়বাজার শাখা ৯নং পগেয়াপট্টিতে
৬ই আগষ্ট খোলা হইল।

জীবনযাত্রার পাথেয়

আমাদের গৃহ-সংসার কত আশা, উৎসাহ, কত শান্তির ও সুখের স্বপ্ন দিয়ে তৈরী। বাপ-মায়ের সে স্বপ্ন বুঝি আজ রূঢ় বাস্ত-বের আঘাতে ভেঙ্গে যায়। তাই নিজের জন্যও যেমন তাদের দুশ্চিন্তা, ছেলেমেয়ে ও আত্মীয়-পরিজনের জন্যও তেমনি তাদের উদ্বেগ ও আশঙ্কা—কি উপায়ে তাদের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের উপযোগী সংস্থান করে রাখা যায়। বর্ত্তমান দুর্দ্দিনে ও ভবিষ্যতের আর্থিক সঙ্কটে তারা কোন্ পাথেয় নিয়ে দাঁড়াবে?—

জীবনযাত্রার অনিশ্চিতপথে
জীবনবীমা মানুষের
প্রধান পাথেয়।

হিন্দুস্থানের বীমাপত্র সেই মূল্যবান্ পাথেয়—দুর্দ্দিনের সর্ব্বোত্তম আশ্রয়। উপার্জ্জনশীল ব্যক্তি মাত্রেরই অবিলম্বে এই পাথেয় সংগ্রহ করা উচিত।

১৯৪৪ সালে নূতন বীমা—১০ কোটি টাকার উপর

হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ
ইন্সিওরেন্স সোসাইটি, লিমিটেড

হেড অফিস—হিন্দুস্থান বিল্‌ডিংস, কলিকাতা।

একটি স্তম্ভ বিশেষ। শ্রমিক দলের তাঁহার প্রতি মনোভাবকে 'ঘৃণা' বলিলেও বোধহয় কম বলা হয়। নির্ব্বাচনের পূর্ব্বে লণ্ডন বেতারে তাঁহার বক্তৃতা যাঁহারা শুনিয়াছেন তাঁহারা প্রমাণ পাইয়াছেন যে, প্রতিপক্ষকে হারাইবার জন্য ইংরেজেরাও কত অভদ্র ভাষায় গালাগালি করিতে পারে। চার্চ্চিল ও ব্র্যাকেন একেবারে হরিহর আত্মা। গত কয়বছর ধরিয়া যে তিনজন লোক ব্রিটেনের রাজনীতি ও রাষ্ট্রপরিচালনায় সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মোড়লী করিয়াছেন তাঁহাদের নাম বিভারব্রুক,+ ব্র্যাকেন+চার্চ্চিল—নতুন BBC!

* * *

আরও একজনের পরাজয়ে খুসী হইয়াছি। তাঁহার নাম স্যার জেমস্ গ্রীগ। এককালীন ভারতে অর্থসচিব। পরহিতব্রতী মনোভাব লইয়া ভারতবর্ষে কোন ইংরেজ চাকুরী করিতে আসিবেন, এমন আশা যাঁহারা করেন তাঁহারা নিতান্তই নির্ব্বোধ, আধুনিক ড্রয়িংরুমের ভাষায় যাহাকে বলে সরলচিত্ত। কিন্তু একেবারে পুরাপুরি বিরূপতা লইয়া কাজ করিয়াছেন এমন লোকের নাম করিতে বলিলে যাঁহাদের নাম মনে আসে তাঁহাদের মধ্যে গ্রীগ অন্যতম। আচরণ ও বাক্যে ভারতীয়দের প্রতি অভদ্রতা দেখাইতে এমন দ্বিতীয় লোক আর দেখি নাই। স্যার নৃপেন্দ্রনাথ সরকার ভাইসরয়ের এক্সিকিটিভ কাউন্সিলে তাঁহার সহকর্ম্মী ছিলেন। কোম্পানী আইন সংশোধন ও বীমা আইনের আলোচনার সময় বিলাতী কোম্পানীগুলির স্বার্থ যাহাতে ষোলআনা বজায় থাকে, সেজন্য গ্রীগ বহুবার স্যার নৃপেনের সঙ্গে ঠোকাঠুকি করিয়াছেন। এমনকি জনশ্রুতি এই যে, গ্রীগ ভাইসরয়ের সমর্থন পর্য্যন্ত পাইয়াছিলেন। কিন্তু স্যার নৃপেন পদত্যাগের হুমকি দিয়া সেই অপচেষ্টা প্রতিরোধ করেন। ভারতবর্ষ ছাড়িয়া যাওয়ার কিছুদিন আগেও কেন্দ্রীয় পরিষদে পরলোকগত সত্যমূর্ত্তির প্রতি গ্রীগ অত্যন্ত আপত্তিজনক অভদ্র ব্যবহার করিয়াছিলেন। স্যার গিরিজাশঙ্কর (বর্ত্তমানে যিনি আমেরিকায় ভারতীয় এজেণ্ট জেনারেল) এর মধ্যস্থতায় অবশেষে গ্রীগ দুঃখপ্রকাশ করিয়া সেই অপ্রীতিকর অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি করেন।

* * *

স্যার রিচার্ড অকল্যাণ্ড ও স্যার উইলিয়াম বিভারিজ উভয়েই উদার মনোভাবের লোক, উভয়েই বিত্তমান, উভয়েই নিজস্ব পরিকল্পনার জন্য প্রসিদ্ধ, উভয়েই ভোটযুদ্ধে পরাজিত হইয়াছেন। অকল্যাণ্ড নবপ্রতিষ্ঠিত কমনওয়েলথ পার্টির স্থাপয়িতা, বয়সে তরুণ, এককালে ভালো রাগবি খেলোয়াড় ছিলেন। তাঁহার মতবাদ হইল মানুষের বাঁচবার জন্য চাই নূতন উপায়,—man mustfind a new way of living, বিভারিজ প্রবীণ লোক। দীর্ঘ দেহ, লম্বা নাক, পক্বকেশ। বিলাতের পুস্তক বিক্রেতাদের হিসাবে প্রকাশ, বিভারিজ রিপোর্টের কাটতি এখন সবচেয়ে বেশী। অবশ্য এই রিপোর্ট বাহির হওয়ার আগেও অর্থনীতিক হিসাবে তাঁহার নাম ছিল। গত যুদ্ধের সময় তিনি খাদ্য দপ্তরের চীফ এ্যাডমিনিষ্ট্রেটর ছিলেন এবং অনেকেই হয়তো জানেন না যে, এযুদ্ধের সময়ে বিলাতে যে খাদ্য রেশন প্রবর্ত্তন করা হইয়াছে তাহার আগাগোড়া পরিকল্পনা ও পদ্ধতি রচনা করিয়াছেন বিভারিজ। রাজনীতিতে বিভারিজ উদারনৈতিক দলভুক্ত যদিও অনেক ইংরেজকেই বলিতে শুনিয়াছি যে, তিনি আসলে হইতেছেন "a Socialist sheep in Liberal clothes"

* * *

নতুন পার্লামেণ্টে দেখা যাইবে না চার্চ্চিল পুত্র র‍্যাণ্ডলফ্, জামাতা স্যাণ্ডিজ, ও বন্ধু হ্যারল্ড ম্যাকমিলানকে। দেখা যাইবেনা আর্ণেষ্ট ব্রাউনকে—loudest voice in the house বলিয়া বিলাতী সংবাদে যাহার উল্লেখ থাকে। কিন্তু সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অনুপস্থিতি হইল উদারনৈতিক দলের নেতা স্যার আর্চ্চিবল্ড সিন্‌ক্লেয়ারের। ১৯২২ সাল হইতে তিনি পার্লামেণ্টের সদস্য, ১৯৩৫ সাল হইতে উদারনৈতিক দলের পার্টিলীডার। শুধু নেতার নহে অনুগামীদেরও ভোটযুদ্ধে এবার যারাত্মক পরাজয় ঘটিয়াছে। লীবারেলরা এবার সংখ্যায় এক ডজনেরও কম। অন্য নামে, অর্থাৎ নেশন্যাল লিবারেল দলের জন চৌদ্দ নির্ব্বাচিত হইয়াছেন বটে। উদারনৈতিক দলের এই পরাজয়ের কারণ কী? বোধ হয় রাজনীতিতে মধ্য পন্থার দিন ফুরাইয়াছে। শুধু রাজনীতিতে নয়; আমাদের জীবনেও। সক্রেটিস যাহাকে Golden mean বলিয়াছিলেন তাহা চার্চ্চিল, ট্রুম্যান, ষ্ট্যালিনের দিনে অচল। লিবারেলদের আর আশা নাই। এযুগে Free trade আর কোথাও স্বীকৃত নহে একমাত্র প্রেমের ক্ষেত্র ছাড়া!

* * *

দুঃখিত হইয়াছি তিনজন প্রার্থীর পরাজয়ে। তাঁহারা রাজনীতিক হিসাবে খুব খ্যাতিমান নহেন, কিন্তু সাহিত্যিক বা লেখকরূপে সুপরিচিত। মিঃ জি, ডি, এস কোল অর্থনীতিক হিসাবে নাম করিয়াছেন। Left Book Clubএর তিনি একজন প্রতিষ্ঠিত গ্রন্থকার। অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটির জেনারেল কনষ্টিট্যুয়েন্সি হইতে নির্ব্বাচন প্রার্থী হইয়াছিলেন। পরাজিত হইয়াছেন। কোল শ্রমিক দলভুক্ত। কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটির দুইটি সদস্যপদের একটির জন্য প্রার্থী হইয়াছিলেন আর একজন সাহিত্যিক, যাঁহার নাম জানেন এমন ইংরেজী পাঠক কোথাও কেহ আছে কিনা সন্দেহ। শুধু ঔপন্যাসিক হিসাবে নহে, নাট্যকার ও বেতার-বক্তা হিসাবেও জে, বি, প্রিষ্টলী ইংলণ্ডে এবং ইংলণ্ডের বাহিরে সর্ব্বত্র পরিচিত। তিনি পরাজিত হইয়াছেন এবং সমুদয় প্রার্থীদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা কম ভোট পাইয়াছেন। পাম দত্তের তো জমার টাকা পর্য্যন্ত বাজেয়াপ্ত হইয়াছে। পামদত্তকে পছন্দ করি। রাজনৈতিক মতবাদের জন্য নয়, ভালো লিখিবার ক্ষমতার জন্য। ভারতবর্ষ সম্পর্কে কেহ যদি সত্য কিছু জানিতে চান তবে পামদত্তের বইটি পড়িতে অনুরোধ করিব। শুধু অভারতীয়েরা নহে, অনেক ভারতীয় নেতারাও ভারতবর্ষকে ভালো করিয়া জানিবার জন্য ঐ বইটির পাতা উল্টাইতে পারেন। প্রাক্-হিটলার যুগের ইউরোপীয় রাষ্ট্রতন্ত্রের হদিস পাইতে হইলেও তাঁহার বইটি অপরিহার্য্য! লেখকদের এই casualty list এর পাশে এ, পি, হার্ব্বার্টের জয়লাভটা অবশ্যই আনন্দ করিবার মতো। আধুনিক ইংরেজী সাহিত্যে তাঁহার চাইতে রসসাহিত্য রচনায় দক্ষতা আর কাহারও আছে কিনা জানি না। বোধ হয় একমাত্র এন্‌থনি আর্মষ্ট্রংকে হার্ব্বার্টের কিছুটা কাছাকাছি মনে করা যাইতে পারে। পার্লামেণ্টের বক্তৃতায় পরিহাসরসের একেবারে নির্ব্বাসন ঘটিবে না হার্ব্বার্টের জয়লাভে সেই আশ্বাস রহিল। বিশেষতঃ এখন যখন ইউরোপে যুদ্ধ শেষ হইয়াছে, জাপানী যুদ্ধেরও সমাপ্তি আসন্ন, অতঃপর নিশ্চয়ই আর "Let's be glum" বলিয়া ভয় দেখাইতে হইবে না।

—খেয়ালী

শ্রমশক্তির হিসেব

একজন লোক এক ঘণ্টায় "ক" য়ুনিট মাল তৈরি করে।
একশো জন লোক এক ঘণ্টায় ১০০ "ক" য়ুনিট মাল তৈরি করবে। সেইরূপ একশো জন লোক ৮ ঘণ্টায় ৮০০ "ক" য়ুনিট মাল তৈরি করবে।

উপরের হিসেবটা দেখলে অ্যালজেব্রার অঙ্কের কথা মনে পড়ে। কিন্তু কারখানায় কাজের ব্যাপারে এ রকম হিসেব মোটেই খাটে না। তার কারণ, একটানা কাজ করতে করতে কাজের শেষের দিকে দেখা গেছে শ্রমিকদের উদ্যম কমে যায়। কাজেই এই উদ্যম যাতে বরাবর অটুট থাকে কারখানার মালিকদের তাই আজ এত চেষ্টা। এ ক্ষেত্রে চায়ের মতো বড়ো সহায় আর কিছুই নেই। গরম চা খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মনোযোগ তো বাড়েই, কাজ করবার উৎসাহও ফিরে আসে। কাজের মাঝামাঝি শ্রমিকদের চা দিয়ে দেখুন, মোট উৎপাদনের পরিমাণ ঠিক থাকবে। ভারতের অসংখ্য কারখানায় এই উপায় অবলম্বন করে উৎপাদন বাড়ানো আজ সম্ভব হয়েছে। এ বিষয়ে যাঁরা আরো জানতে চান তাঁরা কলকাতায় ১০১ নম্বর ক্লাইভ স্ট্রীটে "ইণ্ডিয়ান টী মার্কেট এক্‌স্‌প্যান্‌শান্ বোর্ড" থেকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও সাহায্য পাবেন।

ইণ্ডিয়ান টী মার্কেট এক্‌স্‌প্যান্‌শান্ বোর্ড কর্তৃক প্রচারিত

IK 243

আর্থিক দুনিয়ার খবরাখবর

মস্কো-চুংকিং রেলপথ নির্ম্মাণ—চীনা প্রধান মন্ত্রী ও পররাষ্ট্র সচিব টিভি সুং পিপলস পলিটিক্যাল কাউন্সিলে সম্প্রতি ঘোষণা করিয়াছেন যে, চীন ও রাশিয়ার মধ্যে এক পারস্পরিক অর্থনৈতিক চুক্তি সম্পাদিত হইয়াছে এবং চুংকিংকে মস্কোর সহিত যুক্ত করার জন্য একটি রেলপথ নির্ম্মাণের কাজ আরম্ভ হইয়াছে।

স্যার রবার্ট রীড—আসামের প্রাক্তন গবর্ণর স্যার রবার্ট রীড স্যার এডুইন হার্ব্বার্টের স্থলে বৃটেনের ডাক ও তার বিভাগের সেন্সরের-ডিরেক্টর জেনারেল নিযুক্ত হইয়াছেন।

চিকিৎসা সাহায্যের জন্য দান—বেঙ্গল মেডিক্যাল রিলিফ কো-অর্ডিনেশন কমিটির চেয়ারম্যান ডাঃ বি সি রায় ইউনাইটেড প্রেসকে জানাইয়াছেন যে, বাংলায় ব্যাপক চিকিৎসার সাহায্যের জন্য তিনি জোহান্নেসবার্গ (দক্ষিণ আফ্রিকা) হইতে ৫২ হাজার ৬ শত ২ টাকার একখানি চেক এবং রাজকুমারী অমৃত কাউরের নিকট হইতে ১ শত টাকা পাইয়াছেন।

স্যার উইলিয়ম ষ্ট্যাম্প—ভারতের 'অধিক খাদ্য উৎপাদন' আন্দোলনের কাজ যাহাতে আরও দ্রুতগতিতে অগ্রসর হয়, তদুদ্দেশ্যে যন্ত্রপাতি সংগ্রহের উদ্দেশ্যে ভারত গবর্ণমেণ্টের সেচ সম্পর্কিত পরামর্শদাতা স্যার উইলিয়ম ষ্ট্যাম্প সম্প্রতি ইংলণ্ডে পৌঁছিয়াছেন। প্রকাশ, তিনি যন্ত্রপাতির সন্ধানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও গমন করিবেন। এই সম্পর্কে আরও প্রকাশ যে, ভারত গবর্ণমেণ্টের সেচ বিভাগের টেকনিক্যাল এডভাইসর মিঃ কে ডি সানেয়ালও তাঁহার সঙ্গে আছেন।

বাংলাদেশে সাধারণ নির্ব্বাচন—প্রকাশ, কোন কোন রাজনৈতিক মহল আশা করিতেছেন যে, খুব সম্ভবতঃ আগামী নবেম্বর মাসে বাংলায় সাধারণ নির্ব্বাচন হইবে। এই সম্পর্কে নাকি বিভিন্ন রাজনৈতিক মহল মনে করেন যে, যদি অন্যান্য প্রদেশে একসঙ্গে সাধারণ নির্ব্বাচন না হয় তবে শুধু বাংলাদেশেই সাধারণ নির্ব্বাচন হওয়াও অসম্ভব নয়। এই সম্পর্কে আরও প্রকাশ যে, বিভিন্ন রাজনৈতিক মহল নাকি মনে করেন যে, অদূর ভবিষ্যতে বাংলাদেশে মন্ত্রিসভা গঠন সম্ভব নয়।

বোর্ড অব সায়েন্টিফিক এ্যাণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রীয়েল রিসার্চ্চ—নয়াদিল্লীর সাম্প্রতিক সংবাদে প্রকাশ যে, গৃহস্থদিগকে মিতব্যয়িতার সঙ্গে জ্বালানি কাঠ ব্যবহারে উৎসাহিত করিবার জন্য বোর্ড অব সায়েন্টিফিক এ্যাণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রীয়েল রিসার্চ্চ গৃহস্থদের উপযোগী সস্তা অথচ সুবিধাজনক উনানের নমুনা আহ্বান করিতে স্থির করিয়াছেন। উনানটি এমন হওয়া চাই, যাহাতে অল্পতম জ্বালানি পোড়াইয়া অধিকতম তাপ পাওয়া যায়। যিনি শ্রেষ্ঠতম নমুনা পাঠাইতে পারিবেন, তাঁহাকে আড়াই হাজার টাকা পুরস্কার দেওয়া হইবে বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে। এই সম্পর্কে আরও প্রকাশ যে, দিল্লীস্থিত কাউন্সিল অব সায়েন্টিফিক এ্যাণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রীয়েল রিসার্চ্চের সেক্রেটারী ১৯৪৬ সালের ২০শে জানুয়ারী পর্য্যন্ত উক্ত উনানের নমুনার বর্ণনা ও চিত্রসহ আবেদন গ্রহণ করিবেন।

ডাঃ গিরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য—রাঁচি ভারতীয় লাক্ষা গবেষণাগারের পদার্থবিদ্ শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য এই বৎসর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ডি এস সি উপাধি লাভ করিয়াছেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ফলিত পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগ হইতে শ্রীযুক্ত ভট্টাচার্য্যই সর্ব্বপ্রথম এই উপাধি লাভ করিলেন। শ্রীযুক্ত ভট্টাচার্য্য ফলিত পদার্থ বিদ্যায় এম এস সি পরীক্ষায় প্রথম হইয়া তিন বৎসর স্যার রাসবিহারী ঘোষ রিসার্চ্চ স্কলার হিসাবে গবেষণা করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিভাষা কমিটির সদস্য হিসাবেও ডাঃ ভট্টাচার্য্য কিছু দিন কাজ করিয়াছেন। ডাঃ ভট্টাচার্য্য ইতিমধ্যেই লণ্ডন ইনষ্টিটিউট অব ফিজিক্সের একজন সভ্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

পোল্যাণ্ডে ভূমি বণ্টন ব্যবস্থা—প্রকাশ, পোলিশ গবর্ণমেণ্ট ১ কোটি ১০ লক্ষ একর জমি অর্থাৎ পোল্যাণ্ডের এক-পঞ্চমাংশ জমি বাজেয়াপ্ত করিয়া আবার নূতনভাবে কৃষকদের মধ্যে বণ্টন করিয়া দিয়াছেন। গত ১৯৪৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ইহা করা হইয়াছে বলিয়াও প্রকাশ। আরও প্রকাশ যে, পোলিশ গবর্ণমেণ্টের এই ব্যবস্থার ফলে পোল্যাণ্ডে কৃষিজীবীদের মধ্যে এক বৈপ্লবিক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। এই পরিকল্পনার উদ্দেশ্য এই যে, প্রত্যেক কৃষককে তাহার নিজের ও পরিবারের খাদ্য সংস্থানের জন্য অন্ততঃ ১২ একর করিয়া জমি দেওয়া। বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্ট কোনরূপ মূল্য বা ক্ষতিপূরণ না দিয়াই বড় বড় জমিদারীগুলিও দখল করিয়াছেন, জানা গিয়াছে।

জার্ম্মাণ হতাহতের সংখ্যা—জার্ম্মাণ হাই কম্যাণ্ডের প্রচার বিভাগের কর্ত্তা জেনারেল হারম্যান রাইনেকের ফ্রেনস্বুর্গস্থিত ভবনে অত্যন্ত গোপনীয় যে সকল কাগজপত্র পাওয়া গিয়াছে তাহাতে ১৯৩৯ সালের ১লা সেপ্টেম্বর হইতে ১৯৪৪ সালের ৩০শে নভেম্বর পর্য্যন্ত জার্ম্মাণদের হতাহতের এক বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়। উক্ত বিবরণে প্রকাশ যে, সমস্ত রণাঙ্গনে সর্ব্বপ্রকার সামরিক ব্যক্তিদের মধ্যে হতাহতের সংখ্যা মোট ৪০ লক্ষ ৬৪ হাজার ৪ শত ৩৮ জন। ইহার মধ্যে ১৯ লক্ষ ১১ হাজার ৩ শত নিহত, ১৪ লক্ষ ৩৫ হাজার ৮ শত ৫৩ জন নিরুদ্দেশ এবং ২ লক্ষ ৭৮ হাজার ২ শত ১ জন যুদ্ধবন্দী হইয়াছে। ইহা ছাড়া ঐ কাগজপত্রে আরও জানা যায় যে, গত নবেম্বর মাসে দেশরক্ষী সৈন্য বাহিনীতে ৭ লক্ষ ৭৪ হাজার ১ শত ৪০ জন সৈন্য ছিল। জার্ম্মাণ ভূমিতে, সম্ভবতঃ বিমান আক্রমণের ফলে ৬৪ হাজার নিহত ও ১ হাজার নিরুদ্দেশ বলিয়াও ধরা হইয়াছে।

দক্ষিণ ও পূর্ব্ব আফ্রিকার ডিগ্রী ডিপ্লোমা—ভারত গবর্ণমেণ্ট নাকি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে অনুরোধ জানাইয়াছেন যে, দক্ষিণ ও পূর্ব্ব আফ্রিকার ডিগ্রী ও ডিপ্লোমাকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুরূপ ডিগ্রী ও ডিপ্লোমার সমতুল্য বলিয়া যেন তাঁহারা (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃপক্ষ) স্বীকার করেন।

ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জে খাদ্য রেশনিং—প্রকাশ, অদ্য ৬ই আগষ্ট হইতে ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জ সহরে খাদ্য রেশনিং প্রবর্ত্তিত হইবে। আরও প্রকাশ যে, খাদ্যদ্রব্যের বণ্টনের জন্য ১৬০টি খুচরা দোকান নির্ব্বাচিত হইয়াছে। গত ২৯শে জুলাই হইতে রেশন কার্ড রেজিষ্টারী আরম্ভ হইয়াছে বলিয়াও প্রকাশ।

বাংলায় বস্ত্র রেশনিং প্রবর্ত্তনের পরিকল্পনা—ভারত গবর্ণমেণ্টের শিল্প ও অসামরিক সরবরাহ বিভাগের সেক্রেটারী স্যার আকবর হায়দরী, ভারত গবর্ণমেণ্টের টেক্সটাইল কমিশনার মিঃ এম কে ভেলডী এবং ভারত গবর্ণমেণ্টের টেক্সটাইল এডভাইসরী বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট মিঃ কৃষ্ণরাজ থ্যাকারসে গত ২৯শে জুলাই বোম্বাই হইতে কলিকাতায় আগমন করিয়াছেন। বাংলায় বস্ত্র রেশনিং পরিকল্পনা সম্পর্কিত ব্যাপারের আলাপ আলোচনার উদ্দেশ্যেই তাঁহারা কলিকাতা আসিয়াছেন, জানা গিয়াছে।

নিখিল ভারত দেশীয় রাজ্য প্রজা সম্মেলন—নিখিল ভারত দেশীয় রাজ্য প্রজা সম্মেলনের সভাপতি পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু উক্ত সম্মেলনের সম্পাদককে অদ্য ৬ই আগষ্ট ষ্ট্যাণ্ডিং কমিটির এক সভা আহ্বান করিবার নির্দ্দেশ দিয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে।

কলিকাতায় ভোটার সংখ্যা বৃদ্ধি—প্রকাশ, বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের নূতন ভোটার তালিকায় কলিকাতার ৪ লক্ষ ভোট দাতার নাম তালিকা-

গোলাপী রক্তিম আভা
রোগে ম্লান শীর্ণ পাণ্ডুর গণ্ডে
ফুটাইয়া তুলিতে সক্ষম—
রাসায়নিক সাধনার অবদান—
বাই-কলো-আয়রণ
ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর, নিওমোনিয়া, সূতিকা প্রভৃতি দীর্ঘ কঠিন রোগ-ভোগান্তে বা অন্যবিধ কারণে যাঁহারা রক্তশূন্যতার দরুণ নষ্ট জীবনীশক্তি ও স্বাস্থ্য ফিরিয়া পাইতেছেন না তাঁহাদের পক্ষে বিশেষ উপযোগী—
বিশুদ্ধ রক্তকণিকা বর্দ্ধক
লৌহঘটিত পরীক্ষিত টনিক
বেঙ্গল ইমিউনিটি কোং লিঃ, কলিকাতা

সরিষার তৈল ও খোলের মূল্য কমিল

সম্প্রতি যুক্তপ্রদেশে সরিষা, সরিষার তৈল ও খোলের মূল্য কমে যাওয়ার ফলে কলিকাতা ও হাওড়ার প্রাথমিক রেশন এলাকায় সরিষার তৈল ও খোলের সর্বোচ্চ মূল্য কমানো হ'ল।

ভারতরক্ষা আইন অনুসারে ১৬ই জুলাই থেকে উক্ত এলাকায় তৈলের দর নিম্নরূপে ধার্য করা হয়েছে :—

সরিষার তৈল (সাধারণ গ্রেড)	পাইকারী বিক্রেতা ইউ পি মিলের এজেন্টের মিল বা গুদাম থেকে (১৭½ সের বা বেশী ওজনের টিনে)	প্রতি মণ ৩৭৷৷০ টাকা
"	মিলমালিক বা ইউ পি মিলের এজেন্ট ব্যতিরেকে পাইকারী বিক্রেতার দোকান থেকে (১৭½ সের বা বেশী ওজনের টিনে) ...	প্রতি মণ ৩৮৷৷০ টাকা
" (আগমার্কা স্পেশাল)	আগমার্কা সিলমোহরযুক্ত মুখবন্ধ টিনে	প্রতি মণ ৩৯৷৷০ টাকা
সরিষার তৈল (আগমার্কা "এ" গ্রেড)	আগমার্কা সিলমোহরযুক্ত মুখবন্ধ টিনে	প্রতি মণ ৩৮৷৷০ টাকা
সরিষার তৈল (সকল গ্রেড)	খুচরা বিক্রেতার দোকান থেকে	প্রতি সের ১৲ টাকা

খোলের দর মিল থেকে প্রতি মণ ৪৸০ (বস্তা সহ) নির্ধারিত হয়েছে।

মূল্য বেশী নিলে ক্রেতারা সে সম্বন্ধে নিকটস্থ থানায় অথবা ৩০৯, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতাস্থিত ডেপুটী কমিশনার অব্ পুলিশ (এনফোর্সমেণ্ট)এর কাছে খবর দেবেন।

স্বাভাবিক ব্যবসা রীতিতেই সরিষার তৈল বিক্রয় হবে এবং কেনার জন্য সাধারণতঃ কোন "পারমিট" বা "ডেলিভারী অর্ডারের" দরকার হবে না। কিন্তু জনসাধারণকে সমধিক সুবিধা দানের উপায় হিসেবে গভর্ণমেণ্ট স্থির করেছেন যে, আমদানী তৈলের একটা অংশ ২২৫টি খুচরা দোকানের মারফৎ বিক্রয় করা হবে। এর ভেতর ২১৭টি দোকানে তৈল বিক্রয় চালু আছে। কলিকাতা ও হাওড়ার তৈলকলে ডেলিভারী অর্ডার দিয়ে এসব খুচরা বিক্রেতাদের তৈলের চালান পাবার সহায়তা করা হয়। এরা নির্দিষ্ট পরিমাণ তৈল পায় বলে কোনও ক্রেতাকে একবারে এক সেরের বেশী তৈল বিক্রয় করা এদের নিষেধ। এসব দোকান সকালে ৮টায় ও বিকেলে ৬টায় খুলবে। সাধারণের অবগতির জন্য এ সকল দোকানের নাম ও ঠিকানা নীচে দেওয়া হ'ল: —

ক্রমিক নং	খুচরা বিক্রেতাদের নাম ও ঠিকানা
	দক্ষিণ অঞ্চল
১।	পঞ্চানন সাধুখান, ২৯, রাজা সন্তোষ রোড।
২।	খিদিরপুর কো-অপারেটিভ ষ্টোর লিঃ, ৩৯, মমিনপুর রোড।
৩।	নূর মহম্মদ, বেঙ্গলী বাজার, গার্ডেনরীচ।
৪।	কৃষ্ণকিশোর নিয়োগী, মুদিয়ালী রোড, গার্ডেনরীচ।
৫।	ললিতমোহন খান, বেঙ্গলী বাজার, গার্ডেনরীচ।
৬।	রামপদ সাধুখান, ডায়মণ্ডহারবার রোড, বেহালা।
৭।	বেহালা ষ্টোরস্, বেহালা বাজার, বেহালা।
৮।	সীতারাম রামনারায়ণ, বণিকবাজার বেহালা।
৯।	গৌরমোহন সাধুখান, বাজার রোড, বেহালা।
১০।	শীতলা ভাণ্ডার, ঘোলসাপুর বাজার, বেহালা।
১১।	শরৎচন্দ্র দত্ত, ৪৮এ, সার্কুলার গার্ডেনরীচ রোড, বাবুবাজার।
১২।	যুধিষ্ঠিরচন্দ্র ঘোষ, পাহাড়পুর রোড, গার্ডেনরীচ।
১৩।	পাল ব্রাদার্স, ৫২, বণ্ডেল রোড।
১৪।	অক্ষয় ভাণ্ডার, ৮০এ, বেলতলা রোড।
১৫।	বিমলচন্দ্র ঘোষ, ৯১।১, টালীগঞ্জ রোড।
১৬।	অনিলকুমার চ্যাটার্জি, ৪১।৬, রসা রোড, টালীগঞ্জ।
১৭।	রসা কন্‌জিউমার্স কো-অপারেটিভ ষ্টোরস্ লিঃ, ৬, মরিস্ এভেনিউ, টালীগঞ্জ।
১৮।	শ্রীদুর্গা ভাণ্ডার, ৩৫।১, লোয়ার সার্কুলার রোড।
১৯।	মজিদান বিবি, ৯, রিপণ ষ্ট্রীট।
২০।	কে এ বোরহান এণ্ড কোং, ৮৫ এবং ৮৬, রিপণ ষ্ট্রীট।
২১।	মনোরঞ্জন দত্ত, ৬২, রিপণ ষ্ট্রীট।
২২।	ইসলামিয়া ষ্টোরস্, ৯।৩।১১, তাঁতীবাগান লেন।
২৩।	পুলিনবিহারী দত্ত, ৬০এ, বেনিয়াপুকুর রোড।
২৪।	অতুলচন্দ্র দে, ৭০, তিলজলা রোড।
২৫।	ক্যালকাটা কো-অপারেটিভ ষ্টোরস্ লিঃ, ২০৮।৪, রাসবিহারী এভেনিউ।
২৬।	অন্নপূর্ণা ভাণ্ডার, ৩৫।১, পদ্মপুকুর রোড।
২৭।	ইষ্ট এণ্ড ষ্টোরস্, ২২, নাসিরুদ্দিন রোড।
২৮।	লক্ষ্মীনারায়ণ পাল মধুসূদন পাল, ৪৭, কড়েয়া রোড, পার্ক সার্কাস মার্কেট।
২৯।	রসিকলাল দত্ত এণ্ড সন্স, ১০১।১, কড়েয়া রোড।
৩০।	হরিপদ ঘোষ, জগুবাবু বাজার, ৩১, আশুতোষ মুখার্জী রোড।
৩১।	অন্নপূর্ণা ভাণ্ডার, ৩৫।১, লোয়ার সার্কুলার রোড।
৩২।	বালীগঞ্জ কনজিউমার্স কো-অপারেটিভ ষ্টোরস লিঃ, ১৮২, রাসবিহারী এভেনিউ।
৩৩।	চ্যাটার্জী এণ্ড কোং, ল্যান্সডাউন মার্কেট, ভবানীপুর।
৩৪।	অশ্বিনীকুমার নন্দী, ৩১, আশুতোষ মুখার্জী রোড, জগুবাবু বাজার।
৩৫।	ভবানীপুর কো-অপারেটিভ ষ্টোরস লিঃ, ২৩।১১, জাষ্টিস দ্বারকানাথ রোড।
৩৬।	কালীপদ সাহা, কালীঘাট মার্কেট, ১৮০, কালীঘাট রোড।
৩৭।	বিজয়কুমার দত্ত, ২১এ, শম্ভুনাথ পণ্ডিত ষ্ট্রীট।
৩৮।	সুবার্বণ ষ্টোরস্, ষ্টল ৭, ৮ ও ৯, ইষ্ট ব্লক, লেক মার্কেট।
৩৯।	নিউ ইণ্ডিয়া ষ্টোরস্, ৯, পরাসর রোড।
৪০।	বৃন্দাবন ষ্টোরস্, ৩১, রসা রোড, সাউদার্ণ মার্কেট।
৪১।	সাউথ ইণ্ডিয়া কো-অপারেটিভ ষ্টোরস্, লিঃ, ৫, বিপিন পাল রোড।
৪২।	কিশোরীমোহন সাধুখান, ৩৯।২বি, গোপালনগর রোড।
৪৩।	পাঁচকড়ি সাধুখান, ৫৫।২, মায়ারপুর রোড।
৪৪।	মণীন্দ্রনাথ দাস, ৩৫সি, আলীপুর রোড।
৪৫।	ইউনাইটেড ষ্টেণ্ডস কো-অপারেটিভ ষ্টোরস্ লিঃ, ২১, ব্রিজ রোড, আলীপুর।
৪৬।	মাণিকলাল দাস, ১১, অরফ্যানগঞ্জ রোড।
৪৭।	ঝাবরমল মারোয়াড়ী, ১৮।৬, অরফ্যানগঞ্জ মার্কেট রোড।
৪৮।	রামগোপাল কানাইলাল, ৩৪ই, মমিনপুর রোড।
৪৯।	চিরঞ্জীলাল মারোয়াড়ী, ৪৮, সার্কুলার গার্ডেনরীচ, বাবু বাজার।
৫০।	লাধুরাম জগন্নাথ, পি ১৬, ডায়মণ্ডহারবার রোড।
৫১।	তীর্থচন্দ্র পাল, ৮, ব্রণফিল্ড রো মার্কেট।
৫২।	গণপতরাম গজানন্দ, পাহাড়পুর রোড, গার্ডেনরীচ।
৫৩।	ত্রিলোচন ঘোষ, বড়সাহেব হাট, গার্ডেনরীচ।
৫৪।	কৃষ্ণদাস ঘোষ, ১৬, আগা সাহেব কুঠী।
৫৫।	কমলা ভাণ্ডার, কসবা রোড, কসবা।
৫৬।	ঢাকুরিয়া ষ্টোরস্, আর এন দাস রোড, ঢাকুরিয়া।
৫৭।	শিউশঙ্কর ভাণ্ডার, ৩২, গড়িয়াহাটা রোড।
৫৮।	মহাবীর শপ, ৯, রসা রোড, সাউথ।

ক্রমিক নং	খুচরা বিক্রেতাদের নাম ও ঠিকানা
৫৯।	গৌরীশঙ্কর মণ্ডল, তিলজলা রোড।
৬০।	কানাইলাল বলাইলাল দাস, এ টি চ্যাটার্জী রোড, ঢাকুরিয়া।

মধ্য অঞ্চল

১।	বিশ্বনাথ শা, ৮।এ, কালীকৃষ্ণ ঠাকুর ষ্ট্রীট।
২।	শ্যামাদাসী সাহা, ৬, নিমতলা ঘাট ষ্ট্রীট।
৩।	শচীন্দ্রনাথ বসু, ১৪০।১০, আহিরীটোলা ষ্ট্রীট।
৪।	জ্ঞানেন্দ্রনাথ সদ্দ, ১১১, বেনিয়াটোলা ষ্ট্রীট।
৫।	করালীচন্দ্র কুণ্ডু, ২০৩।এ, মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড।
৬।	হরি শা, ৩৫৬, আপার চীৎপুর রোড।
৭।	কো-অপারেটিভ ষ্টোরস্, ৮৪, আহিরীটোলা ষ্ট্রীট।
৮।	রবীন্দ্রনাথ দাস, ২৬, আর্মেনিয়ান ষ্ট্রীট।
৯।	আতুন গাঙ্গুলী, ১৩, রতন সরকার গার্ডেন ষ্ট্রীট।
১০।	মতেশ্বরী অয়েল ভাণ্ডার, ২।১, হাঁসপুকুরিয়া মধু শেঠ লেন।
১১।	যোধরাজ হরদয়াল, ১৬৩, কটন ষ্ট্রীট।
১২।	বিশ্বেশ্বর বেরা, ৫৮, ক্লাইভ ষ্ট্রীট।
১৩।	পূর্ণচন্দ্র শুঁই, ২০৬, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট।
১৪।	পঞ্চানন পাল, ৩২।এ, কলেজ রো।
১৫।	মুরতিধর দীনদয়াল, ১১৮, মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট।
১৬।	হাজারীলাল চিতোনি, ১০, তারাচাঁদ দত্ত ষ্ট্রীট।
১৭।	শ্যামল রাম আগরওয়ালা, ১।এ, মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট।
১৮।	যোগেন্দ্রচন্দ্র নাগ, বি।১, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট।
১৯।	গণেশ বেণিয়া, ৫৩, মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট।
২০।	ভূপেন্দ্রনাথ ঘোষ, ৩৮, কৈলাস বসু ষ্ট্রীট।
২১।	গুলজারীলাল কানাইলাল, ১৩১, কেশব শেঠ ষ্ট্রীট।
২২।	হনুমান দাস চৌধুরী, ৫৭, মীর্জ্জাপুর ষ্ট্রীট।
২৩।	খাদ্য ভাণ্ডার, ১১, বুদ্ধু ওস্তাগর লেন।
২৪।	সুবলচন্দ্র দত্ত, ৬২, বেচু চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট।
২৫।	বৈরাগ্যচন্দ্র দত্ত, ১০৪, আপার সার্কুলার রোড।
২৬।	লালবিহারী সাধুখান, ৩২।১, আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট।
২৭।	প্রভু দয়াল, ৬১, কেশব সেন ষ্ট্রীট।
২৮।	নাথমল আগরওয়ালা, ৮১, আপার সার্কুলার রোড।
২৯।	বেনারসীলাল আগরওয়ালা, ১০।১১, আপার সার্কুলার রোড।
৩০।	ঠাণ্ডারাম দ্বারকাপ্রসাদ, ১৫৫।২, বহুবাজার ষ্ট্রীট।
৩১।	আবদুস সামাদ সুলতান, ১৭, বৈঠকখানা রোড।
৩২।	মাতৃ ভাণ্ডার, ১।ই, রামনারায়ণ মতিলাল লেন।
৩৩।	জগদীশচন্দ্র সাহা, ১৪২।এ, আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট।
৩৪।	লছমনিয়া শ্রীচাঁদ, ১, ইণ্টালী মার্কেট।
৩৫।	গুলজারী মারোয়াড়ী, ৫১।৮, ডাঃ সুরেন সরকার রোড।
৩৬।	সূর্যকুমার কুণ্ডু, ৪।১ ও ৫, ইণ্টালী মার্কেট।
৩৭।	দৌলতরাম, ৩।১, ক্যালভার্ট রোড।
৩৮।	দেবেন্দ্রনাথ নন্দী, ৬, মুন্সীবাজার রোড।
৩৯।	যোগেশচন্দ্র দে, ৩৪।২, চিংড়িহাটা রোড।
৪০।	সত্যেন্দ্রনাথ নন্দী, ৪।১, ছাতুবাবু লেন।
৪১।	হেমচন্দ্র কুণ্ডু, ৪।১, ছাতুবাবু লেন।
৪২।	ডি সি দে, ৪২, রাণী রাসমণি রোড।
৪৩।	রতিকান্ত পাল, ৬।এ, চাঁদনী চক।
৪৪।	রহিম বক্স, ১২, লোয়ার চীৎপুর রোড।
৪৫।	বি কে পোদ্দার এণ্ড এন কে পোদ্দার, ১২, লোয়ার চীৎপুর রোড।
৪৬।	পাঁচুগোপাল ঘোষ, ২২, ফিয়ার লেন।
৪৭।	জিয়া এণ্ড কোং, ২৬, ফিয়ার লেন।
৪৮।	ইউনিভারসাল এজেন্সী, ১২, লোয়ার চীৎপুর রোড।
৪৯।	বোম্বে অয়েলম্যান ষ্টোর, পি ৪৫, ওয়েষ্টার্ণ ষ্ট্রীট।
৫০।	রামরিশ পাল মারোয়াড়ী, ৫১, মির্জাপুর ষ্ট্রীট।
৫১।	বাবুর আলী, ৪৫, হগ মার্কেট।
৫২।	সরীশচন্দ্র দে, ৪৩।১, মার্কেট ষ্ট্রীট।
৫৩।	কো-অপারেটিভ ষ্টোর, ১, ফ্রী স্কুল ষ্ট্রীট।
৫৪।	এন এন পাল এণ্ড জে কে কুণ্ডু, ১২৫, এস এন ব্যানার্জি রোড।
৫৫।	করেন শা এণ্ড বদন শা, ১৩০, এস এন ব্যানার্জি রোড।
৫৬।	শোকন শা, ৭৪ এবং ৭৬, এস এন ব্যানার্জি রোড।
৫৭।	জীবন কে সেন এণ্ড ব্রাদার্স, ৩।১, ডাক্তার লেন।
৫৮।	নূর মহম্মদ, ৩, নবাব আবদুল লতিফ ষ্ট্রীট।
৫৯।	শিবচরণ সাহা, ৪৯।১, এস এন ব্যানার্জি রোড।
৬০।	গণেশ ভাদাস, ৩৩, গোপী বসু লেন।
৬১।	বিনোদবিহারী শেঠ, ৭২, মলঙ্গা লেন।
৬২।	মহাবীর শা, ৮৪, বহুবাজার মার্কেট।
৬৩।	বিদেশী শা, ৮৪, বহুবাজার মার্কেট।
৬৪।	শচীন্দ্রমোহন পাল, ৫, মীর বহর ঘাট।
৬৫।	ওয়ার্ড ১১ পিপলস্ কো-অপারেটিভ ষ্টোরস্, ৯, গোপাল শাস্ত্রী লেন।
৬৬।	হরধন শেঠ, ৬০, নলিনী শেঠ রোড।

উত্তর অঞ্চল

১।	মধুসূদন পাল, ৮, বেলেঘাটা মেন রোড।
২।	ভগতচন্দ্র শেঠ, ১২৩, বেলেঘাটা মেন রোড।
৩।	হরিসাধন সাধুখাঁ, ১০২।১।১, বেলেঘাটা মেন রোড।
৪।	গোপালচন্দ্র সাধুখাঁ, ১৩৪, রাজা রাজেন্দ্র মিত্র রোড।
৫।	ভারতকুমার দাস, ৫।১, গুঁড়া ইষ্ট রোড।
৬।	সত্যচরণ কারুক, ৮৬।৪, চড়কডাঙ্গা রোড।
৭।	রঘুরাম, লক্ষ্মণরাম, ২৫, মিঃ গুরুদাস রোড।
৮।	শরৎচন্দ্র কারুক, ১৭, মহেশ বারি লেন।
৯।	ভোলানাথ নন্দী, ২৯৬, আপার সার্কুলার রোড।
১০।	রাজারাম সীতারাম, ২৯৬, আপার সার্কুলার রোড।
১১।	এস আরসাদউল্লা, ৮৬, নারিকেলডাঙ্গা রোড।
১২।	জওহর শা, ১৫৬, আপার সার্কুলার রোড।
১৩।	বিশ্বেশ্বর শা, ১৮৭, বিবেকানন্দ রোড।
১৪।	নারায়ণ শা এণ্ড রামকৃষ্ণ শা, ১৫৯, রামদুলাল সরকার ষ্ট্রীট।
১৫।	কালীচরণ হাজরা, ১৫৯, রামদুলাল সরকার ষ্ট্রীট।
১৬।	জগদীশপ্রসাদ মারোয়াড়ী, ৩৮।৩এ, নীলমণি মিত্র ষ্ট্রীট।
১৭।	উমেশচন্দ্র নায়া, ৩২।৬, বিডন ষ্ট্রীট।
১৮।	নিত্যানন্দ কুণ্ডু, ৬৭, গৌরীবাড়ী লেন।
১৯।	পান্নালাল কুণ্ডু, ১১৯, আপার চীৎপুর রোড।
২০।	নূটবিহারী সাধুখাঁ, ৮৩।২২, বেলগাছিয়া রোড।
২১।	জগবন্ধু মণ্ডল, ১৩১, রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীট।
২২।	প্রফুল্লকুমার পাল, ২৩-সি, সিমলা রোড।
২৩।	রামলাল দত্ত এণ্ড ব্রাদার্স, ১৩৩, মাণিকতলা রোড।
২৪।	অরুণানন্দ অয়েল ষ্টোরস্, ১৪।২, মাণিকতলা রোড।
২৫।	চিন্তাহরণ এণ্ড নগেন্দ্রনাথ পাল, ২৬, ক্যানাল ওয়েষ্ট রোড।
২৬।	বিনোদবিহারী সিকদার, ১৯।১, উল্টাডাঙ্গা মেন রোড।
২৭।	পিপলস্ কো-অপারেটিভ ষ্টোরস্, ১০৩বি, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট।
২৮।	মাণিকতলা কো-অপারেটিভ ষ্টোরস্, ১১৪, মাণিকতলা মেন রোড।
২৯।	পল্লী প্রতিষ্ঠান, ৮৮, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট।
৩০।	পঞ্চানন শা, ৮০, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট।
৩১।	বাসুদেব সাধুখান, ৭।১এ, বাগবাজার ষ্ট্রীট।
৩২।	শরৎচন্দ্র পাল, ৫৫, রাজা রাজবল্লভ ষ্ট্রীট।
৩৩।	অন্নপূর্ণা ভাণ্ডার, ৪৭এ, শ্যামপুকুর ষ্ট্রীট।
৩৪।	কালীকৃষ্ণ সতীশচন্দ্র প্রামাণিক, ৩৪বি, শ্যামবাজার ষ্ট্রীট।

ভুক্ত হইয়াছে। উক্ত ভোটার সংখ্যা গতবারের তুলনায় শতকরা ৭০ জন বৃদ্ধি পাইয়াছে বলিয়াও প্রকাশ। গতবারের তালিকায় ভোটার সংখ্যা ছিল ২ লক্ষ ৩৩ হাজার। এই সম্পর্কে আরও প্রকাশ, বর্ত্তমান নূতন ভোটার তালিকায় মুসলমান নির্ব্বাচন কেন্দ্রগুলির ভোটার সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে প্রায় ৩৮ হাজার ৩ শত। গতবারের ভোটার তালিকায় তাহাদের সংখ্যা ছিল ২৮ হাজার ৬২ জন। বর্ত্তমান নূতন ভোটার তালিকায় কলিকাতায় মুসলমান নারী নির্ব্বাচন কেন্দ্রে ৮ হাজার ৭ শত ২৪ জন ভোটার হইয়াছেন। মোট নারী ভোটার সংখ্যা (হিন্দু ও মুসলমান) প্রায় ১ লক্ষ ২৫ হাজার দাঁড়াইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে। গত-বারের ভোটার তালিকায় তাহাদের সংখ্যা ছিল ৬৬ হাজার ৯ শত ৯১ জন। প্রাথমিক ভোটার তালিকা সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে প্রকাশিত হওয়ার কথা। কিন্তু ভোটারদের সংখ্যা বিলক্ষণ বৃদ্ধি পাওয়ায় ভোটার তালিকা প্রকাশে আরও একপক্ষকাল বিলম্ব হইবে বলিয়া জানা গিয়াছে।

সিন্ধুর পুনর্গঠন পরিকল্পনা—প্রকাশ, সিন্ধুর যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠন পরিকল্পনায় আনুমানিক ৭০ কোটি টাকা ব্যয় নির্দ্ধারিত হইয়াছে। বিভিন্ন সরকারী বিভাগ ইতিপূর্ব্বেই তাঁহাদের পরিকল্পনা রচনা করিয়াছেন বলিয়াও প্রকাশ। এই সম্পর্কে আরও প্রকাশ যে, যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠন বিভাগ বর্ত্তমানে সেই সমস্ত পরিকল্পনা পরীক্ষা করিয়া দেখিতেছেন। বিভিন্ন খাতে নিম্নরূপ ব্যয় ধরা হইয়াছে :—সেচ পরিকল্পনা—২২ কোটি টাকা (দুইটি নূতন বাঁধ নির্ম্মাণের ব্যয় সহ) ; কৃষি—১০ কোটি টাকা ; রাস্তাঘাট নির্ম্মাণ ও মেরামত—২৮ কোটি টাকা ; শিক্ষা—৪ কোটি টাকা ও অন্যান্য —৬ কোটি টাকা। সমগ্র পরিকল্পনাটির জন্য প্রথম পাঁচ বৎসরে মোট এককালীন ব্যয় ৩৫ কোটি টাকা এবং দৈনন্দিন ব্যয় ১১ কোটী টাকা। প্রকাশ যে, ভারত গবর্ণমেণ্ট ৪ কোটী টাকা দিবেন। নূতন কর বাবদ প্রতি বৎসরে আদায় হইবে ৫০ লক্ষ টাকা। এই সম্পর্কে আরও প্রকাশ যে, করাচী শীঘ্রই একটি প্রথম শ্রেণীর বিমান ঘাঁটি হইয়া উঠিবে এবং উত্তর ভারতের উহাই প্রধান বন্দর হইবে। এই সম্পর্কে আরও জানা গিয়াছে যে, করাচী সহরের আয়তন বৃদ্ধি করা হইবে এবং আন্তর্জ্জাতিক এলাকা স্থাপন করা হইবে।

বিলাতে ভারতীয় ছাত্র প্রেরণ ব্যবস্থা—ভারত গবর্ণমেণ্টের যুদ্ধোত্তর উন্নয়ন পরিকল্পনা অনুসারে আগামী অক্টোবর মাসে ৩ শত ৫০ জন ভারতীয় ছাত্রকে বিলাত পাঠান হইবে বলিয়া আশা করা যায়। তাঁহারা কৃষি, ইঞ্জিনিয়ারিং, বেতার, রসায়নশাস্ত্র, রবার গবেষণা ইত্যাদি বহু ক্ষেত্রে শিক্ষালাভ করিবেন। এত অধিক সংখ্যক ছাত্রকে বর্ত্তমানে বৃটিশ বিশ্ববিদ্যালয়গুলি স্থান দিতে সমর্থ হইবে কি না তাহাই নাকি আশু সমস্যা। প্রকাশ, এই বিষয়ে ইণ্ডিয়া অফিস চেষ্টা ও তদ্বির করিতেছেন।

ক্রমিক নং	খুচরা বিক্রেতাদের নাম ও ঠিকানা
৩৫।	নর্থ ক্যালকাটা কো-অপারেটিভ ষ্টোরস্ পি ৪৭, বি কে পাল এভেনিউ।
৩৬।	চন্দ্রতারা এজেন্সী, ৯৩এ, ষ্টেশন রোড।
৩৭।	দেবেন্দ্রনাথ নন্দী, ২, রতনবাবু রোড।
৩৮।	পাঁচুগোপাল দাস অধিকারী, ৫৭।এ।৫, ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড।
৩৯।	নিকুঞ্জবিহারী দাস এণ্ড সন্স, ৯৩এ, কাশীপুর রোড।
৪০।	পঞ্চানন মণ্ডল, ২১, পান ফাউনড্রী রোড।
৪১।	জনসভা কো-অপারেটিভ ষ্টোরস্, ২৯, ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড।
৪২।	কো-অপারেটিভ ষ্টোরস্, ৮০, কাশীপুর রোড।
৪৩।	গরীব শা, ১, আর জি কর রোড।
৪৪।	গিরিজাভূষণ পাত্র, ১৪, ইন্দ্র বিশ্বাস রোড।
৪৫।	নটবিহারী মণ্ডল অব্ সাতকড়ি দাস, ১১০, কাশীপুর রোড।
৪৬।	মহঃ সফী, ৪, লকগেট রোড।
৪৭।	অযোধ্যাপ্রসাদ শা, ১৭, লকগেট রোড।
৪৮।	মুরলীধর বুইদার, ৮০, বি টি রোড।
৪৯।	হীরালাল শা, ১, আর জি কর রোড।

হাওড়া অঞ্চল

ক্রমিক নং	খুচরা বিক্রেতাদের নাম ও ঠিকানা
১।	বিষ্ণুপদ হাজরা, ৫৩, গিরিশ ঘোষ লেন, হাওড়া।
২।	কালীপদ দাস ও কানাইলাল দাস, ৫৭, শম্ভু হালদার লেন, হাওড়া।
৩।	গোবিন্দচন্দ্র পরামাণিক, ২, হরগঞ্জ রোড, সালকিয়া, হাওড়া।
৪।	সত্যবালা পাত্র, ২০, গিরিশ ঘোষ লেন, হাওড়া।
৫।	হরিদাস কুণ্ডু, ৬১, উপেন্দ্রনাথ মিত্র লেন, হাওড়া।
৬।	কালীপদ দাস, ৭৮, হরগঞ্জ রোড, হাওড়া।
৭।	সূর্য্যকান্ত নন্দী ও বিভূতিভূষণ দে, ১৭০, ধর্ম্মতলা রোড, হাওড়া।
৮।	শীতলচন্দ্র বাগ ও শ্যামাচন্দ্র বাগ, ১৭, বেনারস রোড, হাওড়া।
৯।	দেবেন্দ্রনাথ নন্দী, ২০, মটবর পাল রোড, হাওড়া।
১০।	সাধনচন্দ্র সামন্ত, ১২৭।৪, সীতানাথ বসু লেন, হাওড়া।
১১।	গঙ্গারাম সাধুখান, ৪২৫, গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড, হাওড়া।
১২।	শ্রীপতিচরণ কুণ্ডু, ১৬, ডবসন রোড, হাওড়া।
১৩।	বিপিনবিহারী কারক, ১১০, বেলিলিয়স রোড, হাওড়া।
১৪।	রামপ্রসাদ আগরওয়ালা, ২৩৭, পঞ্চাননতলা রোড, হাওড়া।
১৫।	সুকুমার ভট্টাচার্য্য ও কাশীনাথ দে, ৭৪, পঞ্চাননতলা রোড, হাওড়া।
১৬।	সহদেও সা তেলী, ৩৫৭।৫, বেলিলিয়স রোড, হাওড়া।
১৭।	মৃগেন্দ্রনাথ দে, ৫০৬, গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড, হাওড়া।
১৮।	সাধুচরণ শেঠ এণ্ড সন্স-এর পক্ষে গৌরমোহন শেঠ, ১৯৯, ধুরুট রোড, হাওড়া।
১৯।	হাওড়া কো-অপারেটিভ ষ্টোরস্ লিঃ, ২৩, কালী কুণ্ডু লেন, হাওড়া।
২০।	পরেশনাথ ঘোষ, ১, কৃষ্ণকুমার ভট্টাচার্য্য লেন, হাওড়া।
২১।	নন্দলাল পরামাণিক, ৪৯, চ্যাটার্জ্জিপাড়া লেন, হাওড়া।
২২।	মহাদেব নন্দী, ১২৯, মাকরদহ রোড, হাওড়া।
২৩।	মাখনলাল ভাটক, ৯, কাঁটাপুকুর রোড, হাওড়া।
২৪।	বঙ্কুবিহারী সাহা, ১৪৮, নরসিংহ দত্ত রোড, হাওড়া।
২৫।	হরিমোহন সাঁতরা, ২৪, কাসুন্দিয়া রোড, হাওড়া।
২৬।	মদনচন্দ্র দাস, ১, সারকুলার রোড, হাওড়া।
২৭।	জগন্নাথ রামপাল, ১৫৭, গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড, হাওড়া।
২৮।	কাঙ্গালীচরণ শেঠ, ৩৬, শিবপুর রোড, হাওড়া।
২৯।	উপেন্দ্রনাথ কুমার, ৯৩।২, ক্ষেত্র ব্যানার্জ্জি লেন, হাওড়া।
৩০।	বিষ্ণুপদ ঘোষ, ৩৬৭, গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড, হাওড়া।
৩১।	পশুপতি নন্দী ও সুবোধচন্দ্র নন্দী, ৪৩৭, গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড, হাওড়া।
৩২।	নীরদবরণ শেঠ, ১৭, বোটানিক্যাল গার্ডেন রোড, হাওড়া।
৩৩।	পাঁচকড়ি রক্ষিত, ৮১, সারকুলার রোড, হাওড়া।
৩৪।	হরিদাস ভাণ্ডারী, ১৪৮।১, সারকুলার রোড, হাওড়া।
৩৫।	সিদ্ধেশ্বর দে ও বেচারাম দে, ৬৫২, সরকুলার রোড, হাওড়া।
৩৬।	কানাইলাল সা, ২২২।১, সারকুলার রোড হাওড়া।
৩৭।	রাখালচন্দ্র সাধুখাঁ, ৫৩৯, সারকুলার রোড, হাওড়া।
৩৮।	বালী নর্থ ক্লাব—বেনিভোলেণ্ট সোসাইটি এণ্ড কো-অপারেটিভ ষ্টোর্স লিঃ, ১১, চৈতালপাড়া রোড, বালী।
৩৯।	বিষ্ণুপদ পাল, ২৯।১, গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড, বালী।
৪০।	পাঁচুপ্রসাদ পাত্র, ৭৮, গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড, বেলুড়।
৪১।	সেখ আমেদ, ১৯, জয়বিবি লেন, বেলুড়।
৪২।	হরিপদ নন্দী, ৫৭, বাজে শিবপুর রোড, হাওড়া।

এ সমস্ত দোকানের সম্বন্ধে কোন অভিযোগ থাকলে আঞ্চলিক চীফ ইন্সপেক্টরদের কাছে লিখবেন—তাঁদের ঠিকানা নীচে দেওয়া হ'ল :

অফিসারের পদবী
চীফ ইন্সপেক্টর
(এডিবল অয়েলস)
দক্ষিণ অঞ্চল
৫২ ডি/ই, বেণীনন্দন ষ্ট্রীট
পি কে ২২৩১

চীফ ইন্সপেক্টর
(এডিবল অয়েলস)
মধ্য অঞ্চল
৯৪, চিত্তরঞ্জন এভেনিউ
বি বি ৫০৬৬

চীফ ইন্সপেক্টর
(এডিবল অয়েলস)
উত্তর অঞ্চল
৮১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট
বি বি ৫০৪৩

চীফ ইন্সপেক্টর
(এডিবল অয়েলস)
হাওড়া অঞ্চল
১২, নৃত্যধন মুখার্জ্জী রোড

চীফ ইন্সপেক্টরদের অফিস শনিবারে ১১টা থেকে ২টা এবং অন্যান্য দিন ১১টা থেকে ৫টা পর্য্যন্ত খোলা থাকবে।

বাংলার অসামরিক সরবরাহ বিভাগ

রং ও রাসায়নিক দ্রব্য—প্রকাশ, রং ও রাসায়নিক দ্রব্যাদির নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে ভারত গবর্ণমেণ্ট এক নূতন আদেশ জারী করিয়াছেন। এই আদেশ অনুসারে বিদেশ হইতে এদেশে মাল পৌঁছাইবার ১৫ দিনের মধ্যে প্রত্যেক রং ও রাসায়নিক দ্রব্যের বিবরণ, পরিমাণ ও খরচা সম্বন্ধে টেক্সটাইল কমিশনারকে প্রকৃত সংবাদ জ্ঞাপন ও ইহার সহিত মালের চালানপত্র প্রেরণ করা, রং ও রাসায়নিক দ্রব্যাদির আমদানীকারী ব্যবসায়ীদের পক্ষে আবশ্যক হইবে। এই সম্পর্কে আরও প্রকাশ যে, টেক্সটাইল কমিশনারের অনুমতি ভিন্ন উক্ত আমদানীকারী ব্যবসায়ীদের পক্ষে আমদানীকৃত জিনিষপত্রাদি বিক্রয় অথবা হস্তান্তরিত করাও ভারত গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক নিষিদ্ধ হইয়াছে।

কলিকাতায় মজুত খাদ্য-শস্যের পরিমাণ—কেন্দ্রীয় খাদ্য বিভাগ কর্তৃক প্রাপ্ত সর্ব্বশেষ সংবাদে জানা গিয়াছে যে, কলিকাতায় গত ১৫ই জুলাই তারিখে ৩ লক্ষ ৫৫ হাজার টন খাদ্যশস্য মজুত ছিল। উক্ত মজুত খাদ্যশস্যের ২ লক্ষ ৯০ হাজার টন চাউল এবং বাকীটা গম ও ধান। উক্ত পরিমাণ মজুত খাদ্যশস্য কলিকাতার ১৬ মাসের প্রয়োজন মিটাইবার পক্ষে যথেষ্ট বলিয়াও প্রকাশ।

সরিষার তৈলের বরাদ্দ ব্যবস্থা—গত ১লা আগষ্ট হইতে কলিকাতায় সরিষার তৈলের বরাদ্দ ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। এই সম্পর্কে আরও প্রকাশ যে, বাংলায় সরিষার তৈলের একান্ত অভাব অনুভূত হইতে থাকায় গত জুন মাসে এই সম্পর্কে নয়াদিল্লীতে অনুষ্ঠিত এক সম্মেলনে যুক্তপ্রদেশ, পাঞ্জাব, মধ্যপ্রদেশ এবং রাজপুতনা রাজ্যের পক্ষ হইতে বাংলায় সরিষার তৈল ও সরিষা সরবরাহ করা হইবে বলিয়া প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছিল।

ইম্পিরিয়েল কেমিক্যাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ (ভারতবর্ষ)এর দান—লণ্ডনের সাম্প্রতিক সংবাদে প্রকাশ যে, রসায়ন পদার্থবিদ্যা এবং প্রাণী-বিজ্ঞান সম্পর্কে গবেষণা চালাইবার জন্য ইম্পিরিয়েল কেমিক্যাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ ভারতের ন্যাশন্যাল ইনষ্টিটিউট অব সায়েন্সকে ৩ লক্ষ ৩৬ হাজার টাকা দান করিয়াছেন। প্রকাশ, উক্ত টাকা হইতে আগামী ৫ হইতে ৭ বৎসর পর্য্যন্ত বৃত্তি দেওয়া হইবে। এই সম্পর্কে আরও প্রকাশ যে, উক্ত ন্যাশন্যাল ইনষ্টিটিউটের প্রেসিডেন্ট অধ্যাপক ওয়াদিয়ার নিকট লিখিত ইম্পিরিয়েল কেমিক্যাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ লিমিটেডের চেয়ারম্যান লর্ড ম্যাক-গোয়ানের এক চিঠিতে উক্ত বৃত্তির সর্ত্তাবলী সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে। প্রকাশ, প্রত্যেকটি বৃত্তি দুই বৎসর পর্য্যন্ত দেওয়া হইবে এবং প্রয়োজন হইলে উহার মেয়াদ তিন বৎসর পর্য্যন্ত বৃদ্ধি করা যাইবে। এতদ্ব্যতীত যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় উপকরণাদি ক্রয় করিবার জন্যও বৃত্তিপ্রাপ্তগণকে টাকা দেওয়া হইবে। আরও প্রকাশ যে, জাতি-ধর্ম্ম, স্ত্রী-পুরুষ নির্ব্বিশেষে ৩৫ বৎসরের কম বয়স্ক ব্যক্তিরাই উক্ত বৃত্তির অধিকারী হইবেন এবং বৃত্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণকে প্রতি মাসে ৪ শত টাকা দেওয়া হইবে। বিজ্ঞান বিষয়ক ধীশক্তিই উক্ত বৃত্তি লাভের একমাত্র যোগ্যতা বলিয়া বিবেচিত হইবে বলিয়াও প্রকাশ।

হর্লিকস্ ক্রয়ে সুবিধা—বাংলা গবর্ণমেণ্টের প্রাদেশিক লাইসেনসিং কর্তৃপক্ষ (ঔষধ নিয়ন্ত্রণ বিভাগ) সম্প্রতি ঘোষণা করিয়াছেন যে, বর্ত্তমানে কলিকাতার কোন খুচরা ঔষধ বিক্রেতার নিকট হইতে হর্লিকস্ ক্রয় করিতে হইলে রেজিষ্ট্রিকৃত ডাক্তারের নিকট হইতে কোন ব্যবস্থাপত্রের আর প্রয়োজন হইবে না।

ছাত্রের কৃতিত্ব—এবার কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের বি, এ পরীক্ষায় ইতিহাস অনার্সে প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্র শ্রীমান অশোকচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছে।

সরকারী কেরাণীদের জন্য বাসস্থান—নয়াদিল্লীর সাম্প্রতিক সংবাদে প্রকাশ, ভারত গবর্ণমেণ্ট ডিফেন্স হেড কোয়ার্টারের নিঃসঙ্গ কেরাণীদের জন্য ১ হাজার লোকের বসবাসের উপযুক্ত বাসস্থানের ব্যবস্থা করিয়াছেন। উক্ত বাস-ভবনের প্রতিখানি ঘরে দুই জন লোক থাকিতে পারিবে বলিয়া প্রকাশ। এক একখানি ঘরের পরিমাপ ১৪×১১ ফিট। উক্ত বাসভবনে সাধারণ পাঠাগারের ব্যবস্থা করা হইয়াছে বলিয়াও জানা গিয়াছে।

ইউ এন আর আর এ মিশন—নয়দিল্লীর সাম্প্রতিক সংবাদে প্রকাশ যে, মিঃ গোগেট ব্যতীত

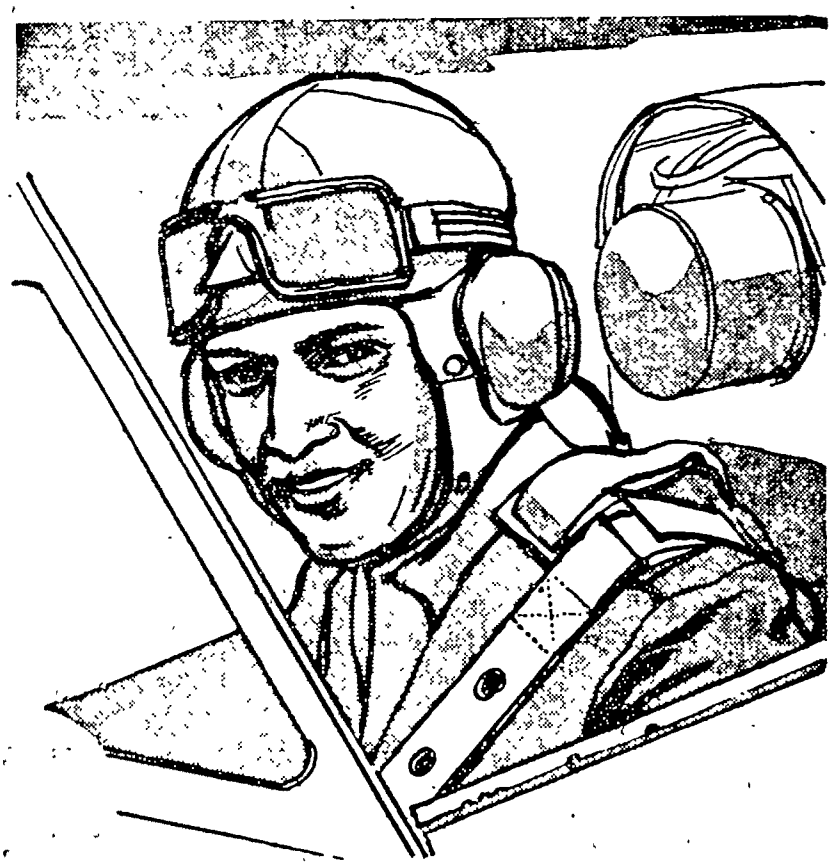

"সবচেয়ে সেরা"...রয়েল ইণ্ডিয়ান এয়ার ফোর্স -এ যাঁরা বৈমানিকের কাজ করেন কতগুলি বিশিষ্ট গুণ তাঁদের প্রত্যেকের মধ্যেই থাকে। এই সব গুণের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হ'ল সাহস। এঁরা যে-কাজ এখন করছেন তাতে দু'টো উদ্দেশ্য সিদ্ধ হচ্ছে। প্রথমত জাপানীদের পরাজিত করবার কাজ। তার পরে, শান্তি স্থাপিত হলে ভারতবর্ষে অসামরিক বিমানচালনার প্রসারের জন্য যে শিক্ষা ও অভিজ্ঞতার দরকার তা অর্জন করা। গুরুত্বের দিক থেকে শেষের কাজটি কম প্রয়োজনীয় নয়।

সাহসী ও উদ্যমশীল যুবকদের নিয়ে গঠিত এই চমৎকার বাহিনীতে আরো অনেক যুবকের যোগ দেওয়া দরকার। কিন্তু এখানকার কাজ পেরে উঠবেন কেবল সবচেয়ে সেরা ছেলেরাই, কারণ এখানে প্রায় দু'জন লোকের কাজ একজনকে করতে হয়। আবেদনের নিয়মাবলী যে-কোনো রিক্রুটিং অফিসারের কাছ থেকে পাবেন।

AAA 85

ইউ এন আর আর এ মিশনের সদস্যগণ সম্প্রতি বিমানযোগে ভারত হইতে কায়রো যাত্রা করিয়াছেন। মিঃ গোগেট উক্ত মিশনের কাজ শেষ করিবার জন্য ভারতে আরও কিছুদিন অবস্থান করিবেন, জানা গিয়াছে।

বৃটিশ সাধারণ নির্ব্বাচন—রয়টারের বিশ্লেষণ অনুযায়ী বৃটিশ সাধারণ নির্ব্বাচনে বিভিন্ন দলের প্রার্থীদের নিম্নলিখিত সংখ্যক লোক ভোট দিয়াছেন :—

শ্রমিকদল—১ কোটী ১৯ লক্ষ ৪১ হাজার ৫ শত ১ জন; রক্ষণশীল দল—৯০ লক্ষ ৫৬ হাজার ৬ শত ৭২ জন; উদারনৈতিক দল—২২ লক্ষ ২১ হাজার ১ শত ৪৫ জন; জাতীয় উদারনৈতিক দল—৭ লক্ষ ৭৯ হাজার ৭ শত ৮১ জন; স্বতন্ত্র—৫ লক্ষ ৩৯ হাজার ২ শত ২৮ জন; জাতীয় দল (অদলীয়)—১ লক্ষ ৩৭ হাজার ৭ শত ৮ জন; কমনওয়েলথ দল—১ লক্ষ ২৪ হাজার ৭ শত ৩০ জন; কম্যুনিষ্ট দল—১ লক্ষ ২ হাজার ৭ শত ৮০ জন; স্বতন্ত্র শ্রমিক দল—৪৬ হাজার ৬ শত ৭৯ জন।

যক্ষ্মা রোগের নূতন ঔষধ—ওয়াশিংটনের সাম্প্রতিক সংবাদে প্রকাশ যে, মার্কিণ সৈন্য কর্পোরাল জেমস নিউম্যানের উপর যক্ষ্মারোগের এক নূতন ঔষধ পরীক্ষা করা হইতেছে। এই ঔষধটির নাম গুইয়া মার্কল এবং ডাঃ এফ ই হ্যারিসন উক্ত ঔষধটি প্রয়োগ করিতেছেন। ডাঃ এফ ই হ্যারিসন নাকি বিশ্বাস করেন যে, গুইয়া মার্কল টিউবারকুলার জীবাণু ধ্বংসের ব্যাপারে চিকিৎসা জগতে যুগান্তর আনয়ন করিবে। এই সম্পর্কে আরও প্রকাশ যে, প্রথমতঃ কর্পোরাল নিউম্যানের জীবনের আশা পরিত্যাগ করা হইয়াছিল। কিন্তু ডাঃ হ্যারিসন মনে করেন উক্ত গুইয়া মার্কল প্রয়োগ দ্বারা নিউম্যানের অবস্থার প্রভূত উন্নতি ঘটিবে। এই সম্পর্কে আরও জানা গিয়াছে যে, জাপান বন্দী-শিবিরে আবদ্ধ থাকার ফলে নিউম্যানের ফুসফুসের এক পার্শ্ব এবং অন্ত্রের কিয়দংশ যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হয়।

বিশ্ব ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস—আগামী ২৩শে সেপ্টেম্বর প্যারীতে বিশ্ব ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের যে অধিবেশন হইবে তাহাতে যোগদানের জন্য ভারতীয় শ্রমিকদলের মিঃ কে সি চৌধুরী, এম এল সি প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। মিঃ রায় চৌধুরী ১৯৩০ এবং ১৯৩৩ সালে জেনেভাতে আন্তর্জ্জাতিক শ্রমিক সম্মেলনে ভারতীয় শ্রমিকদলের প্রতিনিধি হিসাবে যোগদান করিয়াছিলেন।

ধীবরদের রেশন কার্ডের ব্যবস্থা—চব্বিশ পরগণা, হাওড়া ও হুগলীর রেশনিং অফিসারগণ ১১ হাজার ধীবরকে সাময়িকভাবে রেশন কার্ড দিতে

সাব্যস্ত করিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ। উক্ত ধীবরগণ হুগলী নদীতে ইলিশ মাছ ধরিবার জন্য সাড়ে চারি মাস হুগলী নদীতে অবস্থান করিবে বলিয়াও প্রকাশ।

চীনা সংস্কৃতি শিক্ষার ব্যবস্থা—প্রকাশ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদিগকে চীনা ভাষা, সাহিত্য, ইতিহাস এবং চীনা সংস্কৃতিতে শিক্ষিত করিবার উদ্দেশ্যে ১৫ শত ডলারের পাঁচটা বৃত্তি দানের ব্যবস্থা করিবেন বলিয়া ভারতস্থিত চীনা গণতান্ত্রিক কমিশনার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে জানাইয়াছেন। উক্ত কমিশনার কর্তৃক বর্ত্তমান বৎসর হইতেই এই সম্পর্কে ব্যবস্থা করিবার জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে অনুরোধ করা হইয়াছে বলিয়াও প্রকাশ।

কাগজ নিয়ন্ত্রণ আদেশ সংশোধন—এক সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ, দেওয়ালপঞ্জী ছাপা সম্পর্কে ১৯৪৪ সালের কাগজ নিয়ন্ত্রণ আইনের সংশোধন করিয়া গত ৩০শে জুলাই (১৯৪৫) তারিখের গেজেট অব ইণ্ডিয়ায় ঘোষণা করা হইয়াছে যে, (১) দেওয়ালপঞ্জী (বার মাসের) ছাপিবার কাগজের নির্দ্দিষ্ট ওজন ২ আউন্স হইতে বৃদ্ধি করিয়া ৪ আউন্স করা হইল।

(২) এক পৃষ্ঠায় অন্ততঃ দুইটি তারিখ বসানো ৮¾ × ৫½ ইঞ্চি মাপের টেবিল ডায়েরী ছাপিবার অনুমতি দেওয়া হইল।

দি চেম্বার অব ইণ্ডিয়ান ফরেষ্ট প্রডিউস ডিলার্স—কাঠ, বেত, বাঁশ, ঘাস, জ্বালানি কাঠ, কাঠ কয়লা, ধুনা, গঁদ, লাক্ষা, হরিতকী, গাছের পাতা, মধু, মহুয়া, ফুল, ফল, শিকড়, বীজ, গাছের ছাল প্রভৃতি ভারতবর্ষে (দেশীয় রাজ্যসমূহকে ধরা হইয়াছে) উৎপন্ন দ্রব্যের ব্যবসা বাণিজ্য এবং উক্ত দ্রব্যাদি উৎপাদনের উন্নতি সাধনের উদ্দেশ্যে দি চেম্বার অব ইণ্ডিয়ান ফরেষ্ট প্রডিউস ডিলার্স নামে একটি প্রতিষ্ঠান সম্প্রতি কলিকাতায় ২০।৩, আর্ম্মেনিয়ান ষ্ট্রীটে স্থাপিত হইয়াছে।

অল ইণ্ডিয়া সায়েন্স কংগ্রেস—প্রকাশ, আগামী ১৯৪৬ সালের ২রা জানুয়ারী হইতে ৮ই জানুয়ারী পর্য্যন্ত বাঙ্গালোরে নিখিল ভারত সায়েন্স কংগ্রেসের অধিবেশন হইবে।

টেলারিং প্রতিষ্ঠানের জন্য কাপড়—প্রকাশ, পোষাক তৈয়ারীর উদ্দেশ্যে টেলারিং প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য কাপড় বরাদ্দের এক প্রস্তাব সম্পর্কে বাংলা গবর্ণমেণ্ট বিবেচনা করিতেছেন।

ভারত গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক বৃত্তিদান—প্রকাশ, ভারত গবর্ণমেণ্ট মধ্যপ্রদেশ ও বেরার হইতে বৈদেশিক বৃত্তিদানের জন্য ১৮ জন ছাত্রকে নির্ব্বাচিত করিয়াছেন। উক্ত নির্ব্বাচিত ছাত্রগণ মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং, ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং, সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং, কাগজ শিল্প, তৈল শিল্প, রসায়ন বিদ্যা, ধাতু বিদ্যা, বয়নবিদ্যা, কাঁচ শিল্প, মৃৎশিল্প প্রভৃতি বিষয়ে বিশেষ শিক্ষা গ্রহণ করিবেন

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ভারতীয় ছাত্র—গত ৩১শে জুলাই ওয়াশিংটন হইতে সরকারীভাবে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, ৮১ জন ভারতীয় ছাত্র ভারতে কারিগরী শিক্ষা পরিকল্পনার সম্পর্কে শীঘ্রই ওয়াশিংটনে পৌছিবেন। উক্ত ছাত্রগণ ভারত গবর্ণমেণ্টের শিক্ষা পরিকল্পনার সহিত সংশ্লিষ্ট নহেন বলিয়াও প্রকাশ। যুদ্ধারম্ভের পরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আগমনকারী ভারতীয়দের ইহাই নাকি সর্ব্বপ্রথম বৃহৎ দল।

বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন—সম্প্রতি প্রকাশিত এক সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে বলা হইয়াছে যে, বাংলার গবর্ণর ১৯৪৫ সালের বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব (সংশোধন) আইনে সম্মতি দান করিয়াছেন।

বৃটিশ কয়লা ও লৌহ শিল্প—লণ্ডনের সাম্প্রতিক সংবাদে প্রকাশ, কয়লা ও লৌহ শিল্পের উপর শ্রমিক গবর্ণমেণ্টের পরিকল্পনা অনুসারে রাষ্ট্রীয় কর্ত্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে এই আশঙ্কার ফলে কয়লা, লৌহ ও ইস্পাত কোম্পানীসমূহের শেয়ারের মূল্য ষ্টক এক্সচেঞ্জে অত্যন্ত হ্রাস পাইয়াছে।

বাংলার বস্ত্র-শিল্পের অগ্রদূত

মোহিনী মিলস্ লিঃ

এই মিলের

বস্ত্রাদির জনপ্রিয়তার কারণ ব্যবহারেই বোধগম্য হইবে।

১নং মিল	২নং মিল
কুষ্টিয়া (নদীয়া)	বেলঘরিয়া (২৪ পরগণা)

ম্যানেজিং এজেণ্টস্ঃ—চক্রবর্ত্তী সন্স এণ্ড কোং

পোঃ কুষ্টিয়া বাজার (নদীয়া)

দি ব্যাঙ্ক অফ বরোদা লিঃ

(১৯০৮ সালে বরোদার সংশোধিত—সভ্যগণের দায়িত্ব সীমাবদ্ধ)

বরোদার মাননীয় মহারাজা গায়কোয়াড়এর গভর্ণমেণ্টের পৃষ্ঠপোষকতায় প্রতিষ্ঠিত

অনুমোদিত মূলধন	...	২,৪০,০০,০০০৲	টাকা
বিলিকৃত ও বিক্রীত মূলধন	...	২,০০,০০,০০০৲	,,
তাগিদ দেওয়া মূলধন	...	১,০০,০০,০০০৲	,,
আদায়ীকৃত মূলধন (৩১-৮-৪৪)	...	৯৯,৯৯,৫৮০৲	,,
মজুত তহবিল	...	১,০০,০০,০০০৲	,,

হেড অফিসঃ—ব্যাঙ্ক রোড, বরোদা কলিকাতা অফিসঃ—১১, ক্লাইভ ষ্ট্রীট

শাখাসমূহঃ

আমেদাবাদ (ভদ্রা), আমেদাবাদ (পাঁচকুভা), আমরেলী, ভবনগর, বিলিমোরা, বোম্বাই (ফোর্ট), বোম্বাই (জাভেরী বাজার), কলিকাতা, দাভয়, ধূলিয়া (পশ্চিম খান্দেস), দ্বারকা, হারিজ, জালগাঁও (পূর্ব্ব খান্দেস), কাঁদী, কালল, কপদ্বঞ্জ, কারজন, মেসানা, মিঠাপুর, নবসারী, পাটন, পেঠলাদ, পোর্ট ওখা, সঙ্খেদা, সিথপুর, সুরাট, উন্‌ঝা (এন, জি), ভিসনগর ভায়ারা।

ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত সকল প্রকার কাজ করা হয়।

ডব্লিউ জি গ্রাউণ্ডওয়াটার, জেনারেল ম্যানেজার, বরোদা।

এম, জি, পারিখ, এক্টিং ম্যানেজার, কলিকাতা

কেশ গৌরব মালা নং ২ ★★★★ ইতিহাসে ★★

কেশ দিয়া বিনাইলো ধনুকের ছিলা ★

...শত্রু দুয়ারে; রাণা সমর সিংহের সাহায্য চেয়ে পাঠালেন দিল্লীশ্বর পৃথ্বীরাজ; রাণী পৃথা স্বামীকে বীরসাজে সাজিয়ে দিলেন নিজহাতে ঢাল, তলোয়ার, বর্শা, ধনুর্ব্বাণ দিয়ে; সর্ব্বশেষে হাতে তুলে দিলেন তাঁরই দীর্ঘ কেশ-গুচ্ছে বিনানো ধনুকের 'ছিলা'। প্রিয়তমার কেশগুচ্ছে বিনানো ধনুকের ছিলা বহ রাজপুতবীরকে করেছে অনুপ্রাণিত; কেশের গৌরব কাহিনী বর্ত্তমানে বীরত্বের ব্যঞ্জনা না দিলেও নারীসৌন্দর্য্য রচনায় দীর্ঘ কেশ অপরিহার্য্য, 'হিমকল্যাণ' আপনার কেশের গৌরব বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয়।

ভেষজ বিশারদ নগেন্দ্রনাথ শাস্ত্রীয়

হিমকল্যাণ

মহোপকারী আয়ুর্ব্বেদীয় কেশতৈল

হিমকল্যাণ ওয়ার্কস • কলিকাতা

UPCO HK-3

ভারতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ব্যয়—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বৈদেশিক অর্থনৈতিক বিভাগ গত ১লা আগষ্ট প্রকাশ করিয়াছেন যে, ১৯৪০ সালের ১লা জুলাই হইতে ১৯৪৫ সনের ১লা মার্চ্চ পর্য্যন্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভারতবর্ষে ৪৮ কোটি ৯০ লক্ষ ডলার ব্যয় করিয়াছেন। উক্ত পরিমাণ অর্থের প্রায় ১১ কোটি ৫০ লক্ষ ডলার সামরিক দ্রব্যাদি ক্রয়ের জন্য ব্যয়িত হইয়াছে বলিয়াও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বৈদেশিক বিভাগ ঘোষণা করিয়াছেন। এই সম্পর্কে উক্ত বিভাগ হইতে আরও ঘোষণা করা হইয়াছে যে, উক্ত সময়ের মধ্যে পাল্টা ঋণ ও ইজারা ব্যবস্থা অনুসারে ভারতবর্ষ হইতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বৈদেশিক বিভাগ ৪১ কোটি ২০ লক্ষ ডলার পাইয়াছেন।

পৃথিবীর কার্পাস উৎপাদন—সম্প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কৃষি বিভাগের এক সরকারী বিবৃতিতে প্রকাশিত হইয়াছে যে, গত বৎসর অপেক্ষা ১৯৪৪-৪৫ সালে পৃথিবীর কার্পাস উৎপাদন ২০ লক্ষাধিক বেল কম হইবে। প্রধানতঃ ভারতে কার্পাস জমির পরিমাণ হ্রাস এবং আমেরিকায় আবহাওয়ার অত্যন্ত প্রতিকূল অবস্থার জন্যই নাকি এই বৎসর কার্পাসের উৎপাদন হ্রাস পাইবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কৃষি বিভাগ অনুমান করিয়াছেন যে, ১৯৪৪-৪৫ সালে পৃথিবীর কার্পাসের উৎপাদন ২ কোটি ৫৫ লক্ষ বেল হইবে এবং প্রতি বেলে ৪৭৮ পাউণ্ড কার্পাস থাকিবে। পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরে পৃথিবীর উৎপন্ন কার্পাসের পরিমাণ ছিল ২ কোটি ৬৫ লক্ষ ৮০ হাজার বেল।

কেন্দ্রীয় সেচ গবেষণা কমিটি—গত ৩১শে জুলাই হইতে সিমলায় কেন্দ্রীয় সেচ গবেষণা কমিটির অধিবেশন আরম্ভ হইয়াছে। যুক্তপ্রদেশের চীফ ইঞ্জিনিয়ার ও কেন্দ্রীয় সেচ বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট মিঃ এফ এইচ হাচিংশন অধিবেশনে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশ, দেশীয় রাজ্য এবং সিংহলের প্রতিনিধিগণ এই অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন। ভারতবর্ষের বিভিন্ন সেচ গবেষণা কেন্দ্রে সেচ ব্যবস্থার উন্নতি সম্বন্ধে যে সমস্ত গবেষণা হইয়াছে উক্ত অধিবেশনে সেই সমস্ত বিষয়ে বিশদভাবে আলোচনা হয়। প্রকাশ যে, সেচ ও নদী বিজ্ঞান সম্বন্ধে শিক্ষাদানের জন্য ভারতবর্ষে বর্ত্তমানে ৭টি গবেষণা কেন্দ্র আছে। উহার মধ্যে ১টি (পুণার গবেষণা কেন্দ্রে) কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের এবং ৬টি প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের (পাঞ্জাব, সিন্ধু, বোম্বাই, যুক্তপ্রদেশ, বাংলা ও মাদ্রাজ) পরিচালনাধীন। এই সমস্ত গবেষণা কেন্দ্রে গত কয়েক বৎসর যাবৎ সেচ ব্যবস্থার উন্নতি, খাল প্রভৃতি পরিষ্কার রাখা, বন্যার গতি নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি বিষয়ে নানারূপ গবেষণা করা হইয়াছে বলিয়াও প্রকাশ। এই সমস্ত গবেষণা হইতে বহু মূল্যবান তথ্য নিরূপিত হইয়াছে এবং সেই সমস্ত তথ্য বিভিন্ন উপায়ে কাজে লাগান হইতেছে বলিয়াও প্রকাশ।

ভারতে মোটর শিল্প—বোম্বাইয়ের সাম্প্রতিক সংবাদে প্রকাশ যে, মিঃ মেটা (মিঃ মেটা ২৭ বৎসর যাবৎ ভারতে মোটর শিল্পের সহিত সংশ্লিষ্ট আছেন) ইংলণ্ড ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ মোটর প্রতিষ্ঠানগুলির সহিত সংযোগ স্থাপন করিয়া ভারতে একটি ক্ষুদ্র মোটর গাড়ীর কারখানা স্থাপনের আয়োজন শেষ করিয়াছেন। এই সম্পর্কে আরও প্রকাশ যে, উক্ত মোটর গাড়ীর মূল্য সাধারণ ক্রেতার ক্রয়শক্তির অতিরিক্ত হইবে না।

(রাজনৈতিক প্রসঙ্গ – ৩৩১ পৃষ্ঠার পর)

বোম্বাই, মাদ্রাজ, সংযুক্ত প্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, বিহার, উড়িষ্যা প্রভৃতি প্রদেশে ৯৩ ধারার শাসন চলিতেছে। সুদীর্ঘ ২৫ বৎসরকাল বৃটীশ গবর্ণমেণ্টের সহিত অসহযোগ নীতি অবলম্বনের পর কংগ্রেস এক্ষণে বড়লাটের প্রতিশ্রুতির উপর নির্ভর করিয়া সহযোগিতার পথ অবলম্বন করিয়াছে। সিমলা বৈঠক ব্যর্থ হওয়ার পরও কংগ্রেস এই সহযোগের নীতি প্রত্যাহার করে নাই। কাজেই ঐ সব প্রদেশে এক্ষণে অনায়াসেই মন্ত্রিসভা গঠিত হইতে পারে। লীগ মন্ত্রিসভা ব্যবস্থা পরিষদের সমর্থন হারাইবার ফলে বিতাড়িত হওয়াতে বাঙ্গলায়ও ৯৩ ধারার শাসন বলবৎ হইয়াছে। এক্ষণে এই প্রদেশেও কংগ্রেস ও লীগ বহির্ভূত মুসলমান সদস্যদের সমর্থিত একটী মন্ত্রিসভা গঠিত হইতে পারে। বড়লাট বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে যে ২৫ জন ইউরোপীয় সদস্য আছেন তাঁহাদিগকে যদি কংগ্রেস ও লীগ বহির্ভূত মুসলমান সদস্যদের দ্বারা গঠিত মন্ত্রিসভাকে সমর্থনে রাজী করান (উহা তাঁহার পক্ষে খুবই সহজ) তাহা হইলে বাঙ্গলায়ও একটী শক্তিশালী ও স্থায়ী মন্ত্রিসভা গঠিত হইতে পারে। আসামের চা-কর সাহেবদিগকে অনুরূপ নির্দ্দেশ দিলে উক্ত প্রদেশেও কংগ্রেস, স্বতন্ত্র মুসলমান ও ইউরোপীয় সদস্যদের সহযোগে একটী স্থায়ী ও শক্তিশালী মন্ত্রিসভা গঠিত হইতে পারে। অবশ্য প্রদেশসমূহে লীগকে বাদ দিয়া মন্ত্রিসভা গঠন করিলে লীগের পক্ষ হইতে উহাতে আপত্তি হইবে। কিন্তু বর্ত্তমান শাসনতন্ত্রে প্রাদেশিক মন্ত্রিসভা গঠনের ব্যাপারে কংগ্রেস বা লীগকে গ্রহণ করিতেই হইবে এরূপ কোন বাঁধাধরা নিয়ম নাই এবং কংগ্রেস বা লীগকে বাদ দিয়া কোনদিন কোন প্রদেশে মন্ত্রিসভা গঠন করা হইবে না বৃটীশ গবর্ণমেণ্ট সেরূপ কোন প্রতিশ্রুতিও দেন নাই। কার্য্যক্ষেত্রেও উত্তরপশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও পাঞ্জাবে লীগ বহির্ভূত সদস্য দ্বারাই মন্ত্রিসভা গঠিত হইয়াছে এবং এই সব মন্ত্রিসভা দেশবাসীর আস্থাও অর্জ্জন করিতে সমর্থ হইয়াছে। ভারতের অন্য সমস্ত প্রদেশেও অনুরূপ মন্ত্রিসভা গঠনের পক্ষে বর্ত্তমানে অনুকূল অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে। বর্ত্তমান শ্রমিক গবর্ণমেণ্ট এবং বড়লাট লর্ড ওয়াভেল যদি এই অবস্থার সুযোগ গ্রহণ না করেন তাহা হইলে উহা চূড়ান্তরূপ রাজনীতিক অদূরদর্শিতাই হইবে বলিয়া আমরা মনে করি।

১৯৫৯-৬১র
৩%
দ্বিতীয়
ভিক্টরি লোন
সম্বন্ধে কয়েকটি কথা

প্রথম ৩% ভিক্টরি লোন (১৯৫৭)-এ এগার মাসেরও কম সময়ে ১১২ কোটি টাকার উপর জমা হবার পর, এই ঋণ গ্রহণ ১৯৪৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে বন্ধ হয়।

প্রথম ভিক্টরি লোনের মতই সুবিধাজনক সর্তে ৩% দ্বিতীয় ভিক্টরি লোন প্রবর্তিত হ'লো এবং জারি থাকবে যতদিন পর্যন্ত না সরকারী বিজ্ঞাপনের দ্বারা এই ঋণ গ্রহণ বন্ধ হয়।

আপনার ব্যাঙ্কারকে লিখলেই তাঁরা সব বন্দোবস্ত করে দেবেন। তা না হ'লে, বোম্বাই, কলিকাতা, মাদ্রাজ, দিল্লী ও কানপুরের রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার অফিসে, কিংবা ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের যে কোনো শাখা অফিসে, কিংবা ট্রেজারিতে এই উদ্দেশ্যে লিখুন।

আয়কর বাদ দিয়ে শতকরা তিন টাকা হারের সুদ ১৫ই অগস্ট ও ১৫ই ফেব্রুয়ারি আপনার ঠিকানায় পাঠানো হবে। এই ঋণে আপনি যথেচ্ছ পরিমাণ টাকা খাটাতে পারবেন। এতে আপনার মূলধন সম্পূর্ণ নিরাপদ। ১৫ই অগস্ট ১৯৫৯ ও ১৫ই অগস্ট ১৯৬১র মধ্যে আপনার টাকা ফেরত পাবেন।

এ-ছাড়া হস্তান্তরের বাধা না থাকায়, আপনি যে কোনো সময়ে এই লোন বণ্ড বিক্রি ক'রে আপনার টাকা ফেরত পাবেন। এই বেলা দরখাস্ত করুন।

যাঁদের আয়কর দিতে হয় না, কিংবা অপেক্ষাকৃত কম হারে দিতে হয়, তাঁরা এই ঋণের সুদের উপর ধার্য আয়করও ফেরত পাবেন।

AAA 223

আপনার সঞ্চয়
১৯৫৯-৬১র
৩%
দ্বিতীয়
ভিক্টরি লোন-এ
নিয়োগ করুন

'ফিনান্স ডিপার্টমেণ্ট, গভর্নমেণ্ট অব ইণ্ডিয়া কর্তৃক প্রচারিত

বাংলায় বস্ত্রবণ্টন ব্যবস্থা—গত ৩রা আগষ্ট বাংলা গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক প্রচারিত এক বিবৃতিতে বলা হইয়াছে যে, বাংলার জন্য সুতী কাপড় সংগ্রহ ও উহার পাইকারী বণ্টনের ব্যবস্থার উদ্দেশ্যে বাংলা গবর্ণমেণ্টের নিয়ন্ত্রণাধীন এক সঙ্ঘ গঠনের জন্য তার আকবর হায়দারী, মিঃ কৃষ্ণরাজ এম ডি থ্যাকারসে, মিঃ এম কে জেলোডি এবং মিঃ কস্তুরভাই লালভাই যে সমস্ত সুপারিশ করিয়াছেন বাংলা গবর্ণমেণ্ট তৎসমুদয় গ্রহণ করিয়াছেন। প্রকাশ, বাংলা গবর্ণমেণ্ট ঐ সমস্ত সুপারিশ কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য আশু ব্যবস্থা করিতেছেন।

আজভ ও কাস্পিয়ানের সংযোগ—মস্কোর সাম্প্রতিক সংবাদে প্রকাশ, যুদ্ধের পূর্ব্বে কাস্পিয়ান সাগর ও আজভ সাগরকে পরস্পরের সহিত সংযুক্ত করার জন্য খাল খননের যে পরিকল্পনা রচিত হইয়াছিল তাহা এখন কার্য্যকরী করিবার অভিযানে মাণিক ও ইয়েগোলিক নদী হইতে ৩০ লক্ষ ঘণ গজ (কিউবিক ইয়ার্ড) কর্দ্দম উত্তোলিত করা হইবে। জার্ম্মানরা ঐ খাল খননের প্রারম্ভিক কাজে যে ক্ষতি করিয়া গিয়াছে তাহার অধিকাংশই পূরণ করিয়া লওয়া হইয়াছে। এই বৃহৎ খালটি দৈর্ঘ্যে ২ শত মাইলেরও বেশী হইবে। এই খাল দিয়া বৎসরে গড়পড়তা ৫ লক্ষ টন মাল সরবরাহ করা যাইবে বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। এই খাল খননের কাজ সম্পূর্ণ হইতে ২॥ বৎসর লাগিবে।

কয়লা উত্তোলন বৃদ্ধির চেষ্টা—হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ডের নয়াদিল্লীর সংবাদদাতা জানাইতেছেন যে, ভারত গবর্ণমেণ্ট কয়লার মিতব্যবহার প্রবর্ত্তনের ফলে সমগ্র ভারতের তিন মাসের ব্যবহারের উপযুক্ত পরিমাণ কয়লা মজুত হইয়াছে। এই সম্পর্কে আরও জানা গিয়াছে যে, সর্ব্বাপেক্ষা অধিক কয়লা ব্যবহারকারী রেলওয়ে বিভাগগুলি ইঞ্জিনে কয়লার পরিবর্ত্তে তৈল ব্যবহার করিয়া প্রতি মাসে ১২ হাজার টন কয়লা বাঁচাইতে সক্ষম হইয়াছেন। রেলওয়ে বিভাগ এই পর্য্যন্ত ১ শত ৬ খানি ইঞ্জিন কয়লার পরিবর্ত্তে তেল দ্বারা চালাইবার নাকি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। এই সম্পর্কে আরও প্রকাশ, আরও অধিক কয়লা উত্তোলনের জন্য খনির শ্রমজীবীদিগকে উৎসাহিত করা হইতেছে। শ্রমিক মঙ্গল ব্যবস্থানুযায়ী কয়লার খনিগুলিকে চারি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইতেছে বলিয়াও প্রকাশ। এই সম্পর্কে আরও প্রকাশ যে, খনি মজুরদের বাসগৃহ সমস্যা এবং শ্রমিক কলোনীর পরিকল্পনা প্রস্তুত করিবার জন্য একজন টাউন প্ল্যানার নিযুক্ত করিবার বিষয় বিবেচনার জন্য ধানবাদে কয়লাখনির হিতবিষয়ক পরামর্শদাতা কমিটির শীঘ্রই এক বৈঠক হইবে।

বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের প্রতিবাদ—বাংলা গবর্ণমেণ্ট চাউল রপ্তানীর যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন তাহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাইয়া বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন সম্প্রতি এক প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন। আমন শস্যের অবস্থা যে সন্তোষজনক নহে এবং হৈমন্তিক ধান্যের পরিমাণও যে হ্রাসপ্রাপ্ত হইবে বলিয়া আশঙ্কা করা হইতেছে উক্ত এসোসিয়েশন বাংলা গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টি সেদিকেও আকর্ষণ করিয়াছেন বলিয়াও প্রকাশ।

সরিষার বীজ ও তৈল—বেঙ্গল অয়েল মিল এসোসিয়েশনের কতিপয় প্রতিনিধি বাংলা গবর্ণমেণ্টের সরবরাহ বিভাগের ডিরেক্টর মিঃ ভি এন রাজনের সহিত সম্প্রতি সাক্ষাৎ করিয়া সরিষার বীজ ও সরিষার তেলের বর্ত্তমান মূল্য এবং আরও অধিক পরিমাণ সরিষা আমদানীর সম্ভাব্যতা সম্বন্ধে আলাপ-আলোচনা করেন। মিঃ রাজন ধীরভাবে তাঁহাদের বক্তব্য শ্রবণ করেন এবং তাঁহাদিগকে এই প্রতিশ্রুতি দেন যে, তাঁহাদের অভিযোগ দূর করার জন্য তিনি সম্ভবপর সমস্ত চেষ্টাই করিবেন।

(নানাকথা—৩২৬ পৃষ্ঠার পর)

করা হইয়াছে। 'বিবেচিত' আবেদন ছাড়াও যে আরও শত শত আবেদন তাঁহার দপ্তরে 'অবিবেচিত' অবস্থায় পড়িয়া আছে তাহা অনুমান করা কঠিন নহে।

* * *

বাঙ্গলা দেশে চিকিৎসা সম্বন্ধে শিক্ষা দানের বিষয়ে পরামর্শদানের জন্য বাঙ্গলা সরকার একটী বিশেষ কমিটী গঠন করিয়াছিলেন। এই কমিটীর সম্প্রতি যে রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে অন্যান্য দেশের তুলনায় বাঙ্গলায় চিকিৎসা ব্যবস্থার কি প্রকার দারুণ অভাব রহিয়াছে তাহা দেখিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইতে হয়। ইংলণ্ডের আয়তন ও জনসংখ্যার সহিত বাঙ্গলার আয়তন ও জনসংখ্যার খুব বেশী তারতম্য নাই। চিকিৎসা বিষয়ে উভয় দেশের তুলনামূলক বিচারে দেখা যায় যে, ১৯৪০ সালে ইংলণ্ডের জেনারেল মেডিক্যাল কাউন্সিলের তালিকাভুক্ত ৬৪৬৭৯ জন চিকিৎসক ছিলেন—সেই স্থলে বাঙ্গলায় ১৯৪৪ সালে বেঙ্গল মেডিক্যাল কাউন্সিলের তালিকাভুক্ত চিকিৎসকের সংখ্যা ছিল মাত্র ১২৬৪০ জন। ইংলণ্ডে প্রত্যেক বৎসর ২৫০০ করিয়া ব্যক্তি চিকিৎসা বিষয়ে শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া চিকিৎসা কার্য্যে ব্রতী হন—কিন্তু বাঙ্গলায় বৎসরে গড়ে মাত্র ৫৫০ জন করিয়া ব্যক্তি চিকিৎসা বিদ্যা অর্জ্জন করিয়া চিকিৎসা ব্যবসায়ে আসেন। বাঙ্গলার ২টী মেডিক্যাল কলেজ ও ৯টী মেডিক্যাল স্কুলে ৩ হাজারের কম ছাত্র অধ্যয়ন করে—সেই স্থলে ইংলণ্ডে ১২৯২৩ জন ছাত্র অধ্যয়ন করিয়া থাকে। বাঙ্গলায় রেজেষ্টরীকৃত দন্ত চিকিৎসকের সংখ্যা মাত্র ৩৫০ জন, ইংলণ্ডে ১৯৪০ সালে ১৫০৩২ জন দন্ত চিকিৎসক ছিলেন। বাঙ্গলায় দন্ত চিকিৎসা বিষয়ে শিক্ষাদানের জন্য একটী মাত্র কলেজ আছে—ইংলণ্ডে ১২টী বিশ্ববিদ্যালয়, ৩টী সার্জ্জনদের জন্য রয়েল কলেজ এবং গ্লাসগোর রয়েল ফ্যাকালটিতে দন্ত চিকিৎসা বিষয়ে আধুনিকতম ধরণের শিক্ষা দেওয়া হয়। বাঙ্গলায় শিক্ষিত নার্সের সংখ্যা ১৯৩৪, ইংলণ্ডে ৬২০০০০ রেজেষ্টরীকৃত নার্স রহিয়াছে। বাঙ্গলায় রোগী রাখিয়া চিকিৎসা করা হয় এরূপ মাত্র ১৫২টী হাসপাতাল আছে, ইংলণ্ডে অনুরূপ ধরণের হাসপাতালের সংখ্যা ৩০৭১। বাঙ্গলায় এই ১৫২টী হাসপাতালের মধ্যে মাত্র ১৮টীতে নার্সদিগকে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা আছে এবং উহা হইতে বৎসরে গড়ে ৬৪ জন করিয়া মাত্র নার্স শিক্ষা সমাপ্ত করে। পক্ষান্তরে ইংলণ্ডের প্রায় সমস্ত হাসপাতালে নার্সদিগকে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা রহিয়াছে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, ইংলণ্ডের লোকের স্বাস্থ্যের অবস্থা এরূপ উন্নত যে, উহাদের চিকিৎসার সেরূপ দরকার হয় না; কিন্তু বাঙ্গলার জনসাধারণ এরূপ রোগগ্রস্ত যে, উহাদের পক্ষে ইংলণ্ডের অধিবাসীর তুলনায় অনেক বেশী পরিমাণে চিকিৎসার সুবিধা থাকা আবশ্যক। ইংলণ্ডে চিকিৎসকদের শিক্ষাপদ্ধতিও বাঙ্গলায় অনুসৃত শিক্ষাপদ্ধতির তুলনায় অনেক বেশী উন্নত।

ইষ্ট বেঙ্গল ব্যাঙ্কিং

হেড অফিস—নারায়ণগঞ্জ স্থাপিত—১৯২৩ কলিকাতা অফিস—১৭৬, ক্রস ষ্ট্রীট
ফোন : বড়বাজার—৯৮৭

পাটনা সিটি শাখা ১১ই জুলাই খোলা হইয়াছে।

অপরাপর শাখা—বরিশাল, ভৈরববাজার, কুমিল্লা, করিমগঞ্জ, মীরকাদিম, নিতাইগঞ্জ, পুরাণবাজার (চাঁদপুর), শিলচর, শ্রীহট্ট।

জেনারেল ম্যানেজার—কে, কে, পাল ম্যানেজিং ডিরেক্টর—এস, সি, সাহা

সঞ্চয়-অপচয়

অপচয়ের সমস্যা সমাধানের নামই সঞ্চয়—সঞ্চিত অর্থে শুধু অপব্যয়ের হাত হ'তে রক্ষা পাওয়া যায় না—ইহা দুর্দ্দিনেও একান্ত বন্ধুর কাজ করে, অধিকন্তু জাতীয় শিল্প উন্নতিতে সাহায্য ক'রে দেশের আর্থিক উন্নতির পরিকল্পনায় জাতীয় কর্ত্তব্য পালন করে।

*

এই অপচয়ের সদ্ব্যবহার ক'রে কি ভাবে সঞ্চয়ী হ'তে পারেন সেই সুপরামর্শ দিতে পারে একটি সুপরিচালিত আর্থিক প্রতিষ্ঠান—

ক্যাল কাটা কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক লিমিটেড

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার সিডিউলড্ ভুক্ত

১৫, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মিঃ এস, দত্ত ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

নূতন ভারত সচিব—মিঃ পেথিক লরেন্স নূতন ভারত সচিব নিযুক্ত হইয়াছেন। উইলিয়াম পেথিক লরেন্স, এম এ, বার-এ্যাট-ল ১৮৭১ সালের ২৮শে ডিসেম্বর তারিখে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ইটনে এবং কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করেন। ছাত্র হিসাবে তিনি বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন। তিনি অর্থনীতিশাস্ত্রে এডামস্মিথ প্রাইজম্যান হন। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা সমাপ্ত করিবার পরেই তিনি ভারতবর্ষ, অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড এবং আমেরিকা পরিভ্রমণে বহির্গত হন। ব্যারিষ্টারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি আইন ব্যবসায় আরম্ভ করেন। ব্যারিষ্টার হিসাবে তিনি প্রায়ই দরিদ্র ব্যক্তিদের পক্ষ সমর্থন করিতেন। তিনি দক্ষিণ আফ্রিকার যুদ্ধের (বুয়র যুদ্ধ) বিরোধিতা করিয়াছিলেন, অতঃপর তিনি "দি ইকো" নামক একখানি সংবাদপত্রের পরিচালনার ভার গ্রহণ করেন। ১৯০২ হইতে ১৯০৫ সাল পর্য্যন্ত তিনি এই পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। ১৯০৫ সাল হইতে ১৯০৭ সাল পর্য্যন্ত তিনি লেবার রেকর্ড এণ্ড রিভিউ-এরও সম্পাদক ছিলেন। এতদ্ব্যতীত তিনি ১৯০৭ সাল হইতে ১৯১৪ সাল পর্য্যন্ত "ভোটস্ ফর উইমেন" পত্রিকারও সহযোগী সম্পাদক ছিলেন। স্ত্রীলোকগণের ভোটাধিকার আন্দোলন সম্পর্কে বিক্ষোভ প্রদর্শনের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকিবার অপরাধে ১৯১২ সালে তিনি ৯ মাস কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিলেন।

মিঃ পেথিক লরেন্স ১৯৩১ সালে ভারতীয় গোলটেবিল বৈঠকের সদস্য হইয়াছিলেন। পার্লামেণ্টের সদস্য হিসাবে ভারতীয় ব্যাপারে তিনি বহুদিন যাবৎ বিশেষ আগ্রহ প্রদর্শন করিয়া আসিতেছেন এবং ভারতবর্ষের জাতীয় আন্দোলনের প্রতি তাঁহার যথেষ্ট সহানুভূতি রহিয়াছে। অর্থনীতি, অঙ্কশাস্ত্র, অবাধ বাণিজ্য, স্ত্রীলোকগণের ভোটাধিকার প্রভৃতি বিষয়ে তিনি বহু গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন।

বাঙ্গলার জন্য বস্ত্র সংগ্রহ ও বণ্টন ব্যবস্থা—প্রকাশ, বাঙ্গলাদেশে বস্ত্রসংগ্রহ ও পাইকারী বণ্টনব্যবস্থা সম্পর্কে স্যার আকবর হায়দরী মিঃ কৃষ্ণরাজ এম ডি থ্যাকারসে, মিঃ এম কে তেলোডি এবং মিঃ কস্তুরভাই লালভাই গবর্ণমেণ্ট তত্ত্বাবধানে যে সমিতি গঠনের পরিকল্পনা করিয়াছেন তাহা এইরূপ :—

(১) কলিকাতার পাইকারী বস্ত্র-ব্যবসায়িগণকে লইয়া এই সমিতি গঠিত হইবে এবং হিসাবপত্র সংগ্রহ, মজুত, বণ্টন ও মূল্য সম্পর্কে ইঁহারা গবর্ণমেণ্টের নির্দ্দেশ মানিয়া চলিবেন।

(২) কলিকাতার পাইকারী বস্ত্র-ব্যবসায়িগণই এই সমিতির সদস্য হইবেন। ১৯৪০, ১৯৪১, ১৯৪২, ১৯৪৩, ১৯৪৪ সালের মধ্যে যে কোন দুই বৎসর কলিকাতার বস্ত্র ব্যবসায় করিয়াছে এবং অন্যূন ১২০ বেল বস্ত্র যে কোন মিল হইতে ক্রয় করিয়াছে—এমন ব্যবসায়ীকেই পাইকারী ব্যবসায়ী বলা যাইতে পারিবে।

(৩) নিম্নলিখিত নিয়ম মানিয়া লইয়া কলিকাতার পাইকারী বস্ত্র ব্যবসায়িগণ আবেদন করিতে পারিবেন এবং এই ব্যবসায় অংশীদার হইতে পারিবেন।

১৯৪০—৪৪ সালের মধ্যে যে কোন দুই বৎসরে প্রতি মাসে পড়ে

অন্যূন	৫ বেল	১ ইউনিট
	১০ বেল	২ ইউনিট
	১৫ বেল	৩ ইউনিট
	২০ বেল	৪ ইউনিট

(৪) বর্ত্তমান ৬ জন ব্যবসায়ী প্রত্যেকে ৪ ইউনিট পাইবেন।

(৫) একটি গবর্ণিং বডি ও একটি কার্য্যকরী সমিতির সাহায্যে সমিতির কার্য্য পরিচালিত হইবে।

(৬) সমিতি যাহাকে উপযুক্ত মনে করিবেন উৎপাদন কেন্দ্রে বাঙ্গলার জন্য প্রয়োজনীয় বস্ত্রাদির ক্রয়ের ভার দিবেন। বাঙ্গলার বাহিরে অবস্থিত মিলের জন্য বাঙ্গলার কোটা হোল্ডারগণ উৎপাদন কেন্দ্রেই তাঁহাদের কোটা সম্পর্কে যথাযোগ্য ব্যবস্থা করিবেন।

(৭) সমিতির কাজ চালাইবার জন্য একটি গবর্ণিং বডি থাকিবে। একটি কার্য্যনির্ব্বাহক কমিটি ইহাকে সাহায্য করিবেন।

(৮) বস্ত্র সংগ্রহ করিয়া কলিকাতায় কিংবা ডিরেক্টর জেনারেলের সহিত পরামর্শান্তে কার্য্যনির্ব্বাহক কমিটির নির্দ্দেশ অনুযায়ী অন্য কোন স্থানে আনয়নের পর সমস্যা হইবে কিভাবে বস্ত্রগুলি খুচরা বিক্রয় করা যায়।

বড় বড় বিক্রয় কেন্দ্রের এজেণ্টদিগকে গবর্ণমেণ্ট স্থানীয় পাইকারদের মধ্য হইতে নিযুক্ত করিবেন। এই কার্য্যে স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিদের একটি উপদেষ্টা সমিতি তাহাদিগকে সাহায্য করিবেন।

(৯) অনধিক ৮ জন সদস্য লইয়া বোর্ড গঠিত হইবে। বোর্ডে নিম্নলিখিত ব্যক্তিরা থাকিবেন :—

স্যার বজ্রীদাস গোয়েঙ্কা, স্যার আদমজী হাজী দাউদ, স্যার আব্দুল হালিম গজনভী, মিঃ বি এস বিড়লা, মিঃ আর পি নোপানী, মিঃ এম এ ইস্পাহানী, ডাঃ এন এন লাহা, মিঃ জে কে মিত্র।

(১০) কার্য্যনির্ব্বাহক কমিটিতে গবর্ণিং বডির সদস্যরা পদাধিকার বলে থাকিবেন। তাঁহারা ব্যতীত আরও ১৭ জনকে লইয়া এই কমিটি গঠিত হইবে। কার্য্যনির্ব্বাহক কমিটির গঠন নিম্নলিখিতভাবে হইবে :—

২ জন সদস্য বেঙ্গল চেম্বার অব কমার্স দ্বারা মনোনীত হইবেন।

২ জন সদস্য মুসলিম চেম্বার অব কমার্স দ্বারা মনোনীত হইবেন।

২ জন সদস্য বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার অব কমার্স দ্বারা মনোনীত হইবেন।

৮ জন সদস্য সমিতির সভ্যদের দ্বারা নির্ব্বাচিত হইবেন।

অন্যূন ৩ জন গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক মনোনীত হইবেন।

অর্থনৈতিক পুস্তক ও পুস্তিকা

1. **Village Industrialisation**—By Sir M. Visweswaraya. Published by the All India Manufacturers' Organisation, Bombay. Price Rs. 1/4/-

2. **Economics of Post-War India**—By Dr. S. K. Muranjan M.A., B.Sc., D.Sc. (Lond). Professor of Banking, Sydenham College, Bombay. Hind Kitab. Price Rs. 3/8/-

3. **Fiscal and Monetary Policy**—By Beardsly Ruml and H. C. Soune. Industry Publishers Ltd., Calcutta. Price Rs. 3/-

4. **Facts about India**—By Dr. Iswara Topa. D-Phil. Published by Kitabistan, Allahabad. Price Rs. 12/-

শিলং ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন লিঃ
হেড অফিস—শিলং
টেলি :—SHILLBANK
ফোন : শিলং—১৬৬
কলিকাতা ব্রাঞ্চ:—১৫নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট,
টেলি :—BANKSHILLO
ফোন : ক্যাল—৪৪৫৪
অন্যান্য শাখা—শ্রীহট্ট, হবিগঞ্জ, করিমগঞ্জ, গৌহাটী ও নওগাঁ (আসাম)।
শ্রীপ্রফুল্লকুমার চৌধুরী, ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

দাশ ব্যাঙ্ক লিমিটেড্
৯-এ ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
চেয়ারম্যান—কর্ম্মবীর আলামোহন দাশ
আধুনিক সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

কোম্পানী প্রসঙ্গ

এসোসিয়েটেড ব্যাঙ্ক অব ত্রিপুরা

সম্প্রতি শিলংয়ে এসোসিয়েটেড ব্যাঙ্ক অব ত্রিপুরার একটী শাখা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই উপলক্ষে ত্রিপুরার মহারাজা শ্রীশ্রীমাণিক্য বাহাদুর বলেন—

দি এসোসিয়েটেড ব্যাঙ্ক অব ত্রিপুরা ইতিমধ্যেই বঙ্গ ও আসাম প্রদেশের বিভিন্ন স্থানে বহু শাখা বিস্তার করিয়া, সুষ্ঠুভাবে তাহার কার্য্যাদি পরিচালনা করিয়া আজ যে শিলং-এও একটি শাখা বিস্তারের উদ্বোধন করিতেছেন ইহাতে আমি অতিশয় আনন্দ অনুভব করিতেছি। সতর্কতার সহিত প্রস্তুত থাকিয়া ব্যাঙ্কের প্রসারণ করাই ইঁহাদের নীতি এবং ইহাই আনন্দের বিষয় যে, ইঁহারা ইতিমধ্যে যে স্থানেই কার্য্য করিয়াছেন সেই স্থানেই খ্যাতি ও জন-প্রিয়তা লাভ করিয়াছেন।

ইহা বলাই নিষ্প্রয়োজন যে, দেশের অর্থনৈতিক ও শিল্প সম্বন্ধীয় উন্নতির ক্ষেত্রে ব্যাঙ্ক শিল্পের যথেষ্ট কাজ করিবার আছে। সেই হিসাবে এই সুযোগে আমি ত্রিপুরার এসোসিয়েটেড ব্যাঙ্কের সকল প্রকার সিদ্ধি ও উজ্জ্বল ভবিষ্য জীবন কামনা করি।

মেট্রোপলিটন ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ

সম্প্রতি আমরা মেট্রোপলিটন ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর গত ১৯৪৪ সালের বার্ষিক রিপোর্ট সমালোচনার্থ পাইয়াছি। গত কয় বৎসরে নূতন কাজের দিক দিয়া এই কোম্পানীর উল্লেখযোগ্য উন্নতি সাধিত হইয়াছে। আলোচ্য ১৯৪৪ সালে কোম্পানী ২ কোটি ১০ লক্ষ টাকার নূতন বীমাপত্র প্রদান করিয়াছে। এইভাবে মেট্রোপলিটনের কাজ সম্প্রসারিত হওয়ায় উহা দ্বারা প্রতিষ্ঠানটির ক্রমিক জনপ্রিয়তাই সূচিত হইতেছে।

প্রিমিয়াম বাবদ ২৩ লক্ষ ৬ হাজার টাকা, দাদনী তহবিলের সুদ বাবদ ২ লক্ষ ১১ হাজার টাকা ও অন্যান্য ধরণের আয় লইয়া গত ১৯৪৪ সালে মেট্রোপলিটন ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর মোট আয় দাঁড়াইয়াছিল ২৫ লক্ষ ১৮ হাজার টাকা। আলোচ্য বৎসরে পলিসিগ্রাহকদের মৃত্যু বাবদ ২ লক্ষ ৫২ হাজার টাকা, পলিসির মিয়াদ পূর্ণ হওয়া বাবদ ৭৯ হাজার টাকা ও প্রত্যর্পণ মূল্য বাবদ ১৬ হাজার টাকা দাবী হয়। তাহা ছাড়া কার্য্যপরিচালনা ব্যয় ও অন্যান্য শ্রেণীর ব্যয় মিটাইয়া গত ১৯৪৪ সালে কোম্পানীর আয় হইতে ১০ লক্ষ ৩১ হাজার টাকা কোম্পানীর জীবনবীমা তহবিলে ন্যস্ত হয়। আলোচ্য বৎসরের প্রথমে ঐ তহবিলের পরিমাণ ছিল ৪১ লক্ষ ৪৯ হাজার টাকা। বৎসরের শেষে তাহা বাড়িয়া ৫১ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা দাঁড়ায়। নূতন বীমা বাবদ কোম্পানী উহার প্রিমিয়াম আয়ের শতকরা ৯০ ভাগ খরচ করিতে বাধ্য হইলেও রিসুয়েল প্রিমিয়াম সম্পর্কে কোম্পানীর ব্যয়ের হার বেশ কম। ১৯৪৩ সালে রিসুয়েল প্রিমিয়ামের শতকরা ৫৩'২ ভাগ কার্য্যপরিচালনা বাবদ খরচ করা হইয়াছিল। ১৯৪৪ সালে ঐ হার আরও হ্রাস করিয়া শতকরা ২২'১৮ ভাগ করা হইয়াছে। কোম্পানীর ব্যয় হ্রাসের এই গতি উহার পরিচালকদের বিবেচনা-সম্মত কার্য্যনীতির পরিচায়ক সন্দেহ নাই।

আদায়ী মূলধন বাবদ ১ লক্ষ টাকা, জীবনবীমা তহবিল বাবদ ৫১ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা ও অন্যান্য শ্রেণীর দায় লইয়া বর্ত্তমান কার্য্যবিবরণীতে মেট্রোপলিটন ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর মোট দায় দেখানো হইয়াছে ৫৬ লক্ষ ৩১ হাজার টাকা। ঐ দায়ের বদলে ১৯৪৪ সালের ৩১শে ডিসেম্বর কোম্পানীর যে সম্পত্তি ছিল তাহার প্রধান প্রধান দফাগুলি এইরূপ :—কোম্পানীর পলিসি বন্ধকে ঋণ ৭ লক্ষ ১৫ হাজার টাকা, জমি বাড়ী বন্ধকে দাদন ৩ লক্ষ ২৮ হাজার টাকা, ভারত সরকারের সিকিউরিটি ২৪ লক্ষ ৬৩ হাজার টাকা, অনুমোদিত সিকিউরিটি ৩ লক্ষ ৩৩ হাজার টাকা, শেয়ার ও সিকিউরিটি বন্ধকে দাদন ৪ লক্ষ ১৯ হাজার টাকা, ভারতে জমি বাড়ী ৩ লক্ষ ৬৯ হাজার টাকা, হাতে ও ব্যাঙ্কে ৪ লক্ষ ৯০ হাজার টাকা। এই সব বিবরণদৃষ্টে কোম্পানীর তহবিল ভালভাবে নিয়োজিত রহিয়াছে বলিয়াই বুঝা যায়। আমরা এই কোম্পানীটির উত্তরোত্তর উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি।

যশোহরখুলনা ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিমিটেড

গত ২৫শে জুলাই, খুলনার প্রসিদ্ধ কংগ্রেসনেতা শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সেন, এম এল এ মহাশয়ের পৌরোহিত্যে খুলনা বাজারে যশোহরখুলনা ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিমিটেডের শাখার উদ্বোধন করা হয়। এই উপলক্ষে সহরের সমস্ত গণ্যমান্য ব্যবসায়ী এবং সরকারী কর্ম্মচারিগণ উপস্থিত ছিলেন। অতি অল্পদিনের মধ্যেই ব্যাঙ্ক যে দ্রুত উন্নতিলাভ করিয়াছে তাহার উল্লেখ করিয়া শ্রীযুক্ত সেন মহাশয় তাঁহার অভিভাষণে ব্যাঙ্কের চালকবর্গের ভূয়সী প্রশংসা করেন। সভায় যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন, তাঁহাদের উদ্যম এবং উৎসাহ দেখিয়া ব্যাঙ্কের প্রতি জনসাধারণের বিশ্বাস এবং সহযোগিতার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। সভা শেষে উপস্থিত ভদ্রমহোদয়গণকে জলযোগে আপ্যায়িত করা হয়। ব্যাঙ্কের চেয়ারম্যান রায় বাহাদুর শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয় অতিথিবৃন্দের প্রতি বিশেষ যত্নবান হন।

বাঙ্গালী শিল্পীর আর্ট ষ্টুডিও

অশোক বাবুর ডিজাইন, ব্লক, কলার পেন্টিং, তৈলচিত্র, সিনেমা স্লাইড ইত্যাদি দেখিয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি। একজন বাঙালী শিল্পী হিসাবে তাঁহার দান বেশ উন্নত ধরণের। আমরা তাঁহার উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করি। ১০৯ নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতায় অশোক বাবুর আর্ট ষ্টুডিওটি অবস্থিত।

নূতন যৌথ কোম্পানী

ইউনাইটেড পাবলিসিটি সার্ভিস লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ ইউ গুপ্ত। রেজিষ্টার্ড অফিস—৫, কমার্শিয়াল বিল্ডিংস্, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—২০ হাজার টাকা। সংবাদ ও বিজ্ঞাপনের ব্যবসা।

ডি ডি ইণ্ডাষ্ট্রীস্ লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ পূর্ণেন্দুভূষণ দাশগুপ্ত। অনুমোদিত মূলধন—২০ হাজার টাকা। ম্যানেজিং এজেন্টস্, সেক্রেটারীস্।

ইষ্টার্ণ ইম্যুনিটি লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ সত্যেন্দ্রভূষণ দাশগুপ্ত। রেজিষ্টার্ড অফিস—৮৬বি, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—২ লক্ষ টাকা। ঔষধ ও অন্যান্য রাসায়নিক দ্রব্য প্রস্তুতকারক।

শ্রী শ্যাম অয়েল মিলস্ লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ পান্নালাল তিব্রাওয়ালা। রেজিষ্টার্ড অফিস—২৬।৩, আর্মেনিয়ান ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—এক লক্ষ টাকা। সরিষা, তিসি ও অন্যান্য তৈলের কারখানা।

নর্থ একরা কোল কোং লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ রামগোপাল তিব্রাওয়ালা। রেজিষ্টার্ড অফিস—১২১, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—৫০ হাজার টাকা। কয়লা খনি।

ব্যানার্জ্জি সার্জ্জিক্যাল ইনষ্ট্রুমেণ্ট কোং লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ বিমলচন্দ্র ব্যানার্জ্জি। রেজিষ্টার্ড অফিস—আশুতোষ বিল্ডিংস, কলুটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—৮০ হাজার টাকা। অস্ত্র চিকিৎসা ও অরীপের যন্ত্রপাতির কারখানা।

ইণ্ডিয়া ট্রেডিং (হোল্ডিংস) লিঃ—প্রমোটার—মিঃ আর ই হ্যামিল্টন। রেজিষ্টার্ড অফিস—ভিক্টোরিয়া হাউস, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—একশত টাকা। ট্রাষ্টি এষ্টেট।

প্রমোর্টাস এণ্ড এজেন্টস্ লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ অমরেন্দ্রনাথ সিংহ। ২০ জন সদস্য। ম্যানেজিং এজেন্টস্, সেক্রেটারীস্ ইত্যাদি।

ইণ্ডিয়া ইণ্ডাষ্ট্রিয়্যাল ওয়ার্কস লিঃ—বোম্বাই হইতে স্থানান্তরিত। রেজিষ্টার্ড অফিস—৫৫।১, বর্ম্মতলা রোড, সালকিয়া, হাওড়া। অনুমোদিত মূলধন—৯ লক্ষ টাকা। ইস্পাত, পিত্তল, তাম্র ইত্যাদির কারখানা।

বিভিন্ন কোম্পানীর লভ্যাংশ

দি গ্রোব ষ্টি কোং লিঃ—১৯৪৪ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ১০৲ টাকা। পূর্ব্ব বৎসরও অনুরূপ হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল। **দি লুকা কোং লিঃ**—১৯৪৪ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ১০৲ টাকা। পূর্ব্ব বৎসর প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ৫৲ টাকা হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল। **লেডো ষ্টি কোং লিঃ**—১৯৪৪ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ১২৷৷০ আনা। পূর্ব্ব বৎসর প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ১৫৲ টাকা হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল। **দি নর্থ ওয়েষ্টার্ণ কাছাড় ষ্টি কোং লিঃ**—১৯৪৪ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ২০৲ টাকা। পূর্ব্ব বৎসর প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ২৭৷৷০ আনা হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল। **কাঁচনপুর ষ্টি কোং লিঃ**—১৯৪৪ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ৭৷৷০ আনা। পূর্ব্ব বৎসরও অনুরূপ হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল। **ক্রেতলল ষ্টি কোং লিঃ**—১৯৪৪ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ৩০৲ টাকা। পূর্ব্ব বৎসরও অনুরূপ হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল।

Gram : Cencomba Phone : B. B. 5638 Post Box No. 2282

সেণ্ট্রাল কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ

স্থাপিত—১৯২৮

হেড অফিস—১২, জ্যাকসন লেন, কলিকাতা।

অনুমোদিত জামিনে ধার, ক্যাশ ক্রেডিট ও ওভারড্রাফট দেওয়া হয়। বিল, ডিভিডেণ্ড প্রভৃতির টাকা সুবিধাজনক সর্ত্তে আদায় করিয়া দেওয়া হয়।

ম্যানেজিং ডিরেক্টার :—মিঃ এস বি বিশ্বাস

সাবান প্রস্তুতের

কোন :—
বড়বাজার :—১৩৯৭ অফিস
" :—১৫৯২ ফ্যাক্টরী
টেলিগ্রাম—"চীনামাটী"

যাবতীয় জিনিষ—সিলিকেট সোডা • সোপষ্টোন পাউডার • কষ্টিক সোডা • রজন • সিট্রোনেলা অয়েল • রঙ • হাইড্রোমিটার • প্রভৃতি পাইবেন

কলিকাতা মিনারেল সাপ্লাই কোং লিঃ
৩১, জ্যাকসন লেন, কলিকাতা

ব্যাঙ্ক অব ক্যালকাটা লিঃ

(ক্লিয়ারিংয়ের সর্ব্বপ্রকার ব্যবস্থা আছে)

১৯৪৪ সনের শেষে মোটামুটি আর্থিক পরিচয়

অনুমোদিত মূলধন	১,০০,০০,০০০৲	বিলিকৃত ও বিক্রীত মূলধন	১৪,০০,০০০৲
আদায়ীকৃত ও মজুত তহবিল	৮,০০,০০০৲	কার্য্যকরী মূলধন	১,০০,০০,০০০৲

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—ডাঃ এম, এম, চ্যাটার্জ্জি

দি
বঙ্গলক্ষ্মী ইন্সিওরেন্স লিঃ

হেড অফিস :
৯এ, ক্লাইভ ষ্ট্রীট
ফোন : কলিঃ ৩০৯৯

চেয়ারম্যান :
শ্রীচারুচন্দ্র দত্ত আই, সি, এস (অবসরপ্রাপ্ত)

নিউ ষ্ট্যাণ্ডার্ড ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস :—কুমিল্লা

অনুমোদিত মূলধন	১,০০,০০,০০০৲
বিলিকৃত ও বিক্রীত মূলধন	২০,০০,০০০৲
আদায়ীকৃত মূলধন	১৭,৩০,০০০৲
রিজার্ভ ফাণ্ড	৩,০০,০০০৲

শাখাসমূহ
ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলেজ ষ্ট্রীট, বালীগঞ্জ, শ্যামবাজার, ময়মনসিংহ, ফরিদপুর, টাঙ্গাইল, আসানসোল, বর্দ্ধমান, খুলনা, শিলচর, সিলেট, শিলং, তিনসুকিয়া, জোড়হাট, ছাতক, রাঁচী ও এলাহাবাদ।

জব্বলপুর শাখা ১১ই জুন '৪৫ তারিখে খোলা হইয়াছে।

এজেন্সী :—ভারতের বড় বড় ব্যবসাকেন্দ্রে।

বাজারের হালচাল

টাকা ও বিনিময়

কলিকাতা, ৩রা আগষ্ট—গত সপ্তাহে বোম্বাইয়ের কোন্ কোন ভারতীয় ব্যাঙ্ক চাহিবামাত্র পরিশোধের সর্ত্তে ঋণের সুদের হার শতকরা বার্ষিক ১৲ টাকা করিবার ইচ্ছা পোষণ করিলেও কলিকাতার টাকার বাজারে আলোচ্য সপ্তাহে কোনই উল্লেখযোগ্য উন্নতি দেখা যায় নাই। ব্যাঙ্কসমূহের মধ্যে চাহিবামাত্র পরিশোধের সর্ত্তে ঋণের সুদের হার আলোচ্য সপ্তাহেও অপরিবর্ত্তিত আছে। অর্থাৎ কলিকাতায় শতকরা বার্ষিক ॥০ আনা ও বোম্বাইয়ে ।০ আনা। ব্যাঙ্কসমূহের মধ্যে চাহিবামাত্র পরিশোধের সর্ত্তে ঋণের যোগানের পরিমাণ আলোচ্য সপ্তাহেও অনেক বেশী। ভারত গবর্ণমেণ্টের ট্রেজারী বিলের সুদের হারে আলোচ্য সপ্তাহে উন্নতি দেখা গিয়াছে এবং মোট উপস্থাপিত টেণ্ডারের পরিমাণ পূর্ব্ব সপ্তাহ অপেক্ষা বৃদ্ধি পাইয়াছে। গত ৩১শে জুলাই গ্রহণের জন্য ভারত গবর্ণমেণ্ট তিন মাসের মেয়াদী ৪ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের যে টেণ্ডার আহ্বান করিয়াছিলেন তজ্জন্য মোট আবেদনের পরিমাণ হইয়াছিল ২ কোটি ৯২ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা। তন্মধ্যে ৯৯৸৶৬ পাই মূল্যের এবং উহা অপেক্ষা অধিক মূল্যের আবেদন সমস্তই গৃহীত হইয়াছে। উহা অপেক্ষা কম মূল্যের সমস্ত আবেদনই অগ্রাহ্য হইয়াছে। ১ কোটি ৪৯ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকার ট্রেজারী বিল গৃহীত হইয়াছে এবং শতকরা বার্ষিক ।/১০ পাই সুদের হার ধার্য্য হইয়াছে। আগামী ৭ই আগষ্ট, মঙ্গলবার বেলা ১১টা পর্য্যন্ত বোম্বাইয়ে এবং ৬ই আগষ্ট, সোমবার কাজ কর্ম্ম বন্ধ না হওয়া পর্য্যন্ত অন্যান্য কেন্দ্রে ভারত গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক আহূত ৪ কোটি টাকার ট্রেজারী বিল গৃহীত হইবে। যাঁহাদের আবেদন গৃহীত হইবে আগামী ১০ই আগষ্ট তাঁহাদিগকে টাকা জমা দিতে হইবে। অন্যান্য সর্ত্তাদি পূর্ব্ববৎ। গত ২৭শে জুলাই যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে সেই সপ্তাহে ভারত গবর্ণমেণ্ট ১ কোটি ৪৪ লক্ষ ৫০ হাজার টাকার ট্রেজারী বিল ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ইস্যু বিভাগের অনুকূলে বিক্রয় করিয়াছেন।

বিনিময় বাজারে আলোচ্য সপ্তাহে বিশেষ উল্লেখযোগ্য কিছুই ঘটে নাই। বিনিময় বাজারে আলোচ্য সপ্তাহে নিম্নরূপ হার বলবৎ ছিল :—

টেলিঃ হুণ্ডি (প্রতি টাকায়)	১ শিঃ ৫৩৲ পেঃ
ঐ দর্শনী (,,)	,, ,,
ডি এ তিন মাস (,,)	১ শিঃ ৬৩৲ ,,
ডি এ চার মাস (,,)	১ শিঃ ৬৪৲ ,,
ডলার (প্রতি শত)	৩৩২৸০ আনা

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হিসাব :—রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গত ২০শে জুলাই-এর হিসাব হইতে দেখা যায় যে, ঐ তারিখে ভারতে চলতি নোটের পরিমাণ ছিল, ১,১৩৫ কোটি ২৮ লক্ষ ৮৯ হাজার টাকা। এক সপ্তাহ পূর্ব্বে এইরূপ নোটের পরিমাণ ছিল ১,১৪০ কোটি ৬৮ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা। গত ২০শে জুলাই রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কসমূহের চলতি ও স্থায়ী আমানতের পরিমাণ যথাক্রমে ৬২৩ কোটি ৮২ লক্ষ ২৯ হাজার ও ২৪২ কোটি ১ লক্ষ ৮৩ হাজার টাকা ছিল।

কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার

কলিকাতা, ৩রা আগষ্ট—গত সপ্তাহের শেষভাগ হইতেই 'জাপান সন্ধির জন্য ব্যগ্র, রাশিয়া জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিবে,' এইরূপ মনোভাব সঞ্চারিত হওয়ার ফলে কলিকাতার শেয়ার বাজারের কর্ম্মচাঞ্চল্য অনেকটা সীমাবদ্ধ হয়, শেয়ার বিক্রেতাগণের মনে অস্থিরতা দেখা দেয় এবং বিভিন্ন শেয়ারসমূহের মূল্যও হ্রাস পায়। আলোচ্য সপ্তাহেরও প্রথম তিনদিন পর্য্যন্ত কলিকাতার শেয়ার বাজারে উক্ত স্তিমিতভাব বিদ্যমান ছিল। উক্ত তিন দিন শেয়ারসমূহের কেনা-বেচা খুব কম হয় এবং শেয়ার ক্রয়-বিক্রয়ের উৎসাহ জমিয়া উঠিতে পারে নাই। তবে আলোচ্য সপ্তাহের শেষের দুই দিন প্রায় অধিকাংশ শেয়ারসমূহের মূল্য বৃদ্ধি ঘটে এবং কর্ম্মপ্রবণতাও বৃদ্ধি পায়। আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার বাজারের শেষ দুই দিনের অবস্থা দেখিয়া মনে হয় যে, শেয়ারক্রয়েচ্ছু জনগণের মনে আন্তর্জ্জাতিক পরিস্থিতির ফলে যে অস্থিরতা দেখা গিয়াছিল তাহা বহুলাংশে দূরীভূত হইয়াছে এবং লাভান্বেষিগণ বিভিন্ন 'জনপ্রিয়' শেয়ারসমূহের কাজ কারবারের ব্যাপারে আবার যথেষ্ট উৎসাহ দেখাইতে আরম্ভ করিয়াছেন। আলোচ্য সপ্তাহের শেষ দুই দিন কলিকাতার শেয়ার বাজারে সাধারণভাবে মোটামুটি তেজীভাব পরিস্ফুট হইয়া উঠে।

কোম্পানীর কাগজ—আলোচ্য সপ্তাহেও কোম্পানীর কাগজ ও ঋণপত্রসমূহের বিকি-কিনি অনেকাংশে সীমাবদ্ধ হয় এবং মূল্যের দিক হইতে অবনতি পরিস্ফুট হইয়া উঠে। আলোচ্য সপ্তাহে প্রাদেশিক ঋণপত্রসমূহের মধ্যে কেবলমাত্র শতকরা ৩৲ টাকা সুদের পাঞ্জাব গবর্ণমেণ্টের ঋণপত্র ৯৯৸৶০ আনায় হস্তান্তরিত হইয়াছে।

চটকল—আলোচ্য সপ্তাহের শেষভাগে এই বিভাগের জনপ্রিয় শেয়ারসমূহের কর্ম্মপ্রবণতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মূল্যের দিক হইতেও উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র এবং ভারত গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে প্রচুর পরিমাণ পাটজাত দ্রব্যের অর্ডার আসাই নাকি উহার প্রধানতম কারণ। এতদ্ব্যতীত ইউ এন আর আর এ কর্ত্তৃক প্রচুর পরিমাণ পাটজাত দ্রব্য ক্রয়ের সম্ভাবনাও উহার অন্যতম কারণ।

কয়লার খনি—আলোচ্য সপ্তাহে এই বিভাগের অধিকাংশ শেয়ারসমূহের তেমন কোন উল্লেখযোগ্য কর্ম্মচাঞ্চল্য দৃষ্ট হয় নাই এবং মূল্যের দিক হইতেও তেমন কোন পরিবর্ত্তন পরিলক্ষিত হয় নাই। তবে গত সপ্তাহের তুলনায় আলোচ্য সপ্তাহে এই বিভাগের অধিকাংশ শেয়ারের মূল্য হ্রাস ঘটে।

কাপড়ের কল—আলোচ্য সপ্তাহে এই বিভাগের অধিকাংশ জনপ্রিয় শেয়ারের কাজকর্ম্ম অনেকটা সীমাবদ্ধ হইলেও মূল্যের দিক হইতে স্থির ভাব দৃষ্ট হয়।

পাটের বাজার

কলিকাতা, ৪ঠা আগষ্ট—এ সপ্তাহে পাটের বাজারে কোন উন্নতি দেখা যায় নাই। পাটের দর বৃদ্ধি পাওয়া দূরের কথা তাহা কিছু নামিয়া

দি সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া লিঃ

স্থাপিত—ডিসেম্বর—১৯১১

ভারতীয় বৃহত্তম জয়েণ্ট ষ্টক ব্যাঙ্ক

অনুমোদিত মূলধন ৫,২৫,০০,০০০৲ টাকা
বিলীকৃত মূলধন ৫,০৪,৯৯,৬০০৲ টাকা
আদায়ীকৃত মূলধন ২,৫১,০২,২০০৲ টাকা
রিজার্ভ ও অন্যান্য তহবিল ২,৫৪,৭২,০০০৲ টাকা
আমানতের পরিমাণ (৩১-১২-৪৪ তারিখে) ৯৪,৪৮,৬৭,০০০৲ টাকা
হেড অফিস—মহাত্মা গান্ধী রোড, ফোর্ট, বোম্বাই

ভারতের সর্ব্বত্র ২৬০টির অধিক ব্রাঞ্চ ও পে-অফিস আছে।

স্যার এইচ, পি, মোদী, কে, বি, ই, চেয়ারম্যান। ম্যানেজিং ডিরেক্টর : মিঃ এইচ্ দি ক্যাপটেন, জে, পি।
লণ্ডন এজেণ্টস্ :- বারক্লেস ব্যাঙ্ক লিঃ ও মিডল্যাণ্ড ব্যাঙ্ক লিঃ। নিউইয়র্ক এজেণ্ট : দি গ্যারাণ্টি ট্রাষ্ট কোং অব নিউইয়র্ক।
সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়। সর্ত্তাবলী পত্র লিখিয়া জানুন।

কলিকাতার শাখাসমূহ—মেন অফিস—১০০, ক্লাইভ ষ্ট্রীট ; বড়বাজার—৭১, ক্রশ ষ্ট্রীট ; সিউ মার্কেট—১০, লিণ্ডসে ষ্ট্রীট ; শ্যামবাজার—১৩৩, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট ; ভবানীপুর—৮-এ, রসা রোড। বঙ্গদেশ—ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, মীরকাদিম, জলপাইগুড়ি, শিলিগুড়ি, বর্দ্ধমান, দিনাজপুর, রংপুর, ভৈরববাজার, ময়মনসিংহ, কালিংপঙ্ এবং কুল্‌টী। বিহার—জামসেদপুর, মজাফরপুর সাসারাম, গয়া, ছাপরা, জয়নগর, সীতামারি, বেট্টিয়া, মধুবাণী, খাগাড়িয়া, রকসউল, লৌগাছিয়া, ভাগলপুর, পাটনা, পাটনা সিটি, কাটিহার, কিষাণগঞ্জ, ফরবেশগঞ্জ, সাহেবগঞ্জ, বালিয়া, বৈরাগনিয়া, কলঙ্গ, সমস্তিপুর ও পুরুলিয়া, দেওঘর, বনমহুধি। উড়িষ্যা—সম্বলপুর।

ইকনমিক ব্যাঙ্ক লিমিটেড

গ্রাম : ইকনমিক ব্যাঙ্ক স্থাপিত—১৯২৯ ফোন : ক্যাল ৫৯৪৪

হেড অফিস—৮৬বি, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

অন্যান্য শাখা

বাঁকুড়া, ঘাটাল, টাটানগর, মির্জ্জাপুর, বেনারস, এলাহাবাদ, লাক্ষ্ণৌ, কাণপুর, বালিয়া, আরাউরা, দেউরিয়া, পুরুলিয়া, সাদার্ণ এভিনিউ, বড়বাজার, রবার্টসগঞ্জ, জৈতপুর, নোয়াগড় ও সোনামুখী (বাঁকুড়া)।

নিমতলা ও বেলগাছিয়া, মোরাদাবাদ, গান্ধিনগর, দিল্লী, মীরাট, আগ্রা শাখা শীঘ্রই খোলা হইবে।

মেহেরপুর শাখা গত ১৮ই জুলাই খোলা হইয়াছে।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া ইন্সিওরেন্স

কোম্পানী লিমিটেড

হেড অফিস—৪নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

সুদৃঢ় বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত দেশীয় বীমা প্রতিষ্ঠান

—আমাদের বৈশিষ্ট্য—

দাবী প্রদানে তৎপরতা : : উদার বীমা সর্ত্ত
স্বল্প খরচের হার : : অভিনব বীমা প্রণালী (Schemes)

কতকগুলি স্থানে টাফ এজেণ্ট ও অর্গেনাইজারের পদ খালি আছে। ম্যানেজারের নিকট আবেদন করুন।

যাইবার লক্ষণই বাজারে পরিস্ফুট হইয়া উঠিতেছে। মফঃস্বলের বাজার কেন্দ্রসমূহে নূতন পাট এখনও আমদানী হইতেছে না। প্রয়োজনীয় পরিমাণ বৃষ্টির অভাবে কোন কোন স্থলে নূতন পাট ফসলের ক্ষতি হইতেছে। নদী ও খাল বিলে বেশী জল না হওয়ায় পাট নিড়াইবার পক্ষে অনেক স্থলে অসুবিধা দেখা দিয়াছে। সেজন্য বাজারে নূতন পাট এখনও বিশেষ কিছুই আমদানী হইতেছে না। চটকল মালিকেরা পাট ক্রয় সম্পর্কে এখনও কোন আগ্রহ দেখাইতেছে না। বর্ত্তমানে পাটের আমদানী কম হইলেও অদূর ভবিষ্যতে তাহা বেশ বাড়িবে বলিয়া মনে করিতেছে। পাটের আমদানী বাড়িলে তাহার দর কমিবে আশায় তাহারা আপাততঃ উহা ক্রয় করিয়া রাখা সম্পর্কে অনাগ্রহ দেখাইতেছে।

পাকা বেল বিভাগে এ সপ্তাহে সামান্য পরিমাণে কাজ কারবার হইয়াছে। বাজারে স্পেশ্যাল লাইটনিংস ও ডাণ্ডি ডেইজী শ্রেণীর পাটের দর যথাক্রমে প্রতি বেল ৭৬ টাকা ও ৭৭ টাকা দাঁড়াইয়াছে।

আলগা পাটের বাজারে এ সপ্তাহে পূর্ব্বের মত মন্দার ভাব বলবৎ ছিল। সুপারভাইজড আণ্ড মিডল ও বটম শ্রেণীর পাট যথাক্রমে প্রতি মণ ১৫।০ আনা ও ১২।০ আনা দরে সামান্য পরিমাণে ক্রয়-বিক্রয় হইয়াছে।

কলিকাতা হইতে গত ১৯৪৩-৪৪ সালে ৯ লক্ষ ৭২ হাজার বেল পাট বাহিরে রপ্তানী হইয়াছে। ১৯৪৪-৪৫ সালে সে স্থলে ১০ লক্ষ ৪১ হাজার বেল পাট রপ্তানী হইয়াছে।

তুলা ও কাপড়

কলিকাতা, ৩রা আগষ্ট—আলোচ্য সপ্তাহে গত সপ্তাহের তুলনায় বোম্বাইয়ের তুলার দর বেশ উঠা-নামা করিয়াছে। সপ্তাহের প্রথম ভাগে বোম্বাইয়ের তুলার দরে সাধারণভাবে মোটামুটি স্থির ভাব দৃষ্ট হয়; সপ্তাহের মধ্যভাগে ক্রেতাধিক্যের দরুণ বোম্বাইয়ের তুলার দরে তেজীভাব পরিস্ফুট হইয়া উঠে। সপ্তাহের শেষভাগে গবর্ণমেণ্ট বোম্বাইয়ের তুলার দর বাঁধিয়া দিবেন এইরূপ গুজব জনিত মনোভাব সঞ্চারিত হওয়ার ফলে বোম্বাইয়ের তুলার বাজারে বিক্রেতাগণের মনে অস্থিরতা দেখা দেওয়ার দরুণ বোম্বাইয়ের তুলার দরে আবার অবণতি পরিস্ফুট হইয়া উঠে। গত শুক্রবার সেপ্টেম্বর মাসে ডেলিভারি দেওয়ার সর্ত্তের ঝরিলা তুলার দর ছিল (বাজার বন্ধের দর) ৪২৯।০ আনা। অদ্য শুক্রবার তাহা ৪২৬৲ টাকা দাঁড়াইয়াছে।

কাপড়—আগামী ৩রা সেপ্টেম্বর হইতে কলিকাতা অঞ্চলে পূর্ণাঙ্গ বস্ত্র রেসনিং প্রবর্ত্তিত হইবে, কলিকাতা কর্পোরেশনের অস্থায়ী প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা মিঃ এস এম ইয়াকুবের সাম্প্রতিক ঘোষণা কলিকাতার জনসাধারণের মনে অনেকটা আশার সঞ্চার করিয়াছে সন্দেহ নাই। কলিকাতার জনসাধারণ উক্ত তারিখ হইতে সুষ্ঠুভাবে কলিকাতা অঞ্চলে পূর্ণাঙ্গ বস্ত্ররেসনিং ব্যবস্থা চালু হউক তাহাই দেখিতে চায়। আলোচ্য সপ্তাহেও মফঃস্বলের বিভিন্ন স্থান হইতে প্রচণ্ড বস্ত্রাভাবের দরুণ আত্মহত্যার সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

সোনা ও রূপা

কলিকাতা, ৩রা আগষ্ট—গত সপ্তাহের তুলনায় আলোচ্য সপ্তাহে সোনার দরে কলিকাতা ও বোম্বাইয়ের বাজারে তেমন কোন উল্লেখযোগ্য পরিবর্ত্তন পরিলক্ষিত না হইলেও আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতা ও বোম্বাইয়ের বাজারে সোনার দরে তেজীভাবই পরিস্ফুট হইয়া উঠে। গত সপ্তাহে লভ্যাংশবিগণের মনে আন্তর্জ্জাতিক পরিস্থিতির ফলে যে অস্থিরতা দেখা দিয়াছিল আলোচ্য সপ্তাহে তাহা বহুলাংশে দূরীভূত হইয়াছে এবং লাভাংশবিগণ আলোচ্য সপ্তাহে আবার সোনা মজুতের উদ্দেশ্যে সোনা ক্রয় আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আলোচ্য সপ্তাহে উচ্চহারে কম পরিমাণ সোনা বিক্রয় করাতেও আলোচ্য সপ্তাহে সোনার দরে উন্নতি দেখা দেওয়ার অন্যতম কারণ। গত সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ১ লক্ষ তোলা সোনা বিক্রয় করিয়াছিলেন। আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক (সোমবার হইতে অদ্য শুক্রবার পর্য্যন্ত) মাত্র ৮৪ হাজার তোলা সোনা বিক্রয় করিয়াছেন। গত শুক্রবার কলিকাতা ও বোম্বাইয়ের বাজারে প্রতিভরি সোনার দর ছিল যথাক্রমে ৭৮।০ আনা ও ৭৭৸৶০ আনা। অদ্য শুক্রবার তাহা যথাক্রমে ৭৮৷৵০ আনা ও ৭৮৷৶০ আনা দাঁড়াইয়াছে। কলিকাতা ও বোম্বাইয়ের বাজারে অদ্য শুক্রবার প্রতিখণ্ড গিনি যথাক্রমে ৫৪৷০ আনা ও ৪৩৸০ আনা দরে বিক্রয় হইয়াছে।

রূপা—সোনার দরের উন্নতির সঙ্গে সম্যক সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া কলিকাতা ও বোম্বাইয়ের বাজারে গত সপ্তাহের তুলনায় আলোচ্য সপ্তাহে রূপার দরেও উন্নতি দেখা যায়। গত কয়েক সপ্তাহ যাবত রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য রূপা বিক্রয় বন্ধ করিয়া দিলেও লাভাংশবিগণ রূপা ষ্টকের ব্যাপারে তেমন উৎসাহ দেখান নাই। আলোচ্য সপ্তাহে কিন্তু লাভাংশবিগণের রূপা ষ্টকের ব্যাপারে কোনরূপ উৎসাহের অভাব পরিলক্ষিত হয় নাই। বস্তুতঃ আলোচ্য সপ্তাহে লাভাংশবিগণ রূপা মজুতের ব্যাপারে উৎসাহ দেখানের ফলেই রূপার দরে তেজীভাবের অন্যতম কারণ। গত শুক্রবার কলিকাতা ও বোম্বাইয়ের বাজারে প্রতি ১০০ ভরি রূপার দর ছিল যথাক্রমে ১৩৪৸০ আনা ও ১৩৫৲ টাকা। অদ্য শুক্রবার তাহা যথাক্রমে ১৩৬৷০ আনা ও ১৩৬৸৶০ আনা দাঁড়াইয়াছে।

জাতীয় ব্যাঙ্ক
লিমিটেড
হেড অফিস : ৭, সোয়ালো লেন, কলিকাতা।

দিগ্বিজয়ের পথে—
আপনার শিশুর মধ্যেই হয়তো আকবর কি অশোকের প্রতিভা নিহিত আছে,—হয়তো সে মানুষের সুখের জন্য এক নূতন জগৎ জয় করিবে। মহান কার্য্যের উপযুক্ত করিয়া তাহাকে গড়িয়া তোলাই আপনার কর্ত্তব্য। আপনাকে অবশ্যই দেখিতে হইবে সে যাহাতে আধুনিক শিক্ষার প্রত্যেকটি সুযোগ পায় এবং এ বিষয়ে আমাদের কোম্পানীর এডুকেশন্যাল প্লান অনুযায়ী একখানি পলিসি গ্রহণ করিলেই আপনি শিশুর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে একেবারে নিশ্চিন্ত হইবেন।
দি
নিউ এসিয়াটিক
ইন্সিওরেন্স কোম্পানী লিঃ
এখানে জীবন, অগ্নি, সামুদ্রিক ও দুর্ঘটনা বীমা করা হয়।
হেড অফিস :
লাইফ—নিউ এসিয়াটিক বিল্ডিং, কনট সার্কাস, নিউ দিল্লী
সাধারণ অফিস—৮নং রয়েল এক্সচেঞ্জ প্লেস, কলিকাতা।
বোম্বাই শাখা—ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক, এসেন্স কোর্ট
মাদ্রাজ শাখা—২৯৮, লিঙ্ক চেট্টি ষ্ট্রীট, জি, টি,
—অন্যান্য শাখাসমূহ—
কলিকাতা, লক্ষ্ণৌ, লাহোর, করাচী, নাগপুর, ইন্দোর, জেলগাঁও, হায়দ্রাবাদ, (দাক্ষিণাত্য), ত্রিচিনপল্লী, কালীকট, বেজোয়াদা ও কলম্বো।

LOTUS brand OILS
The name you can trust
LOTUS OIL CO., 10, BEADON ROW, CAL.

ত্রিপুরা ইণ্ডাষ্ট্রীস কর্পোরেশন
লিমিটেড
হেড অফিস—৮।২, হেষ্টিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
একটী লভ্যাংশ ঘোষণাকারী উন্নতিশীল জাতীয় প্রতিষ্ঠান।
লম্বা আঁশের তুলার চাষ বিপুল আয়োজনে আরম্ভ হইয়াছে।
চালের কল চলিতেছে এবং শীঘ্রই "ষ্ট" বোর্ড প্রস্তুতের মিল স্থাপিত হইতেছে।
ফ্যাক্টরী ও কটন ষ্টেট—বাগুটিয়া, ত্রিপুরা ষ্টেট।

সাপ্তাহিক বাজার দর

	২৭শে জুলাই	৩০শে জুলাই	৩১শে জুলাই	১লা আগষ্ট	২রা আগষ্ট	৩রা আগষ্ট
সোনার দর—প্রতি ভরি (কলিকাতা) ...	৭৮।০	৭৮৷৷০	৭৮৷৵০	৭৮৷৵০	৭৮৷৵০	৭৮৷৵০
ঐ ঐ (বোম্বাই) ...	৭৭৸৵০	৭৮।০	৭৮।৵০	—	৭৮।৵০	৭৮৷৵০
রূপার দর—প্রতি ১০০ ভরি (কলিকাতা) ...	১৩৪৸০	১৩৬৲	১৩৫৸০	১৩৫৸০	১৩৫৸০	১৩৬৷০
ঐ ঐ (বোম্বাই) ...	১৩৫৲	১৩৫৷৵০	১৩৫৸৵০	—	১৩৫৸৵০	১৩৬৸৵০
গিনির দর—প্রতিখানা (কলিকাতা) ...	৫৩৷৵০	৫৩৸০	৫৩৸০	৫৪৲	৫৪৷৵০	৫৪৷০
ঐ ঐ (বোম্বাই) ...	৫৩।০	৫৩৷০	৫৩৷০	—	৫৩৸০	৫৩৸০
রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সুদের হার (শতকরা বার্ষিক) ...	৩৲	৩৲	৩৲	৩৲	৩৲	৩৲
কোম্পানীর কাগজ—						
কোম্পানীর কাগজ—শতকরা ৩৲ সুদের ...	—	৯৫।৵০	—	৯৫।৶০	৯৫।৶০-৯৫৶০	৯৫।৵০
ঐ ঐ ৩।০ টাকা সুদের ...	১০১।৵০	১০২।০-১০২৶০	১০২৵০-১০২৶০	১০২৲-১০১৸৵০	১০২৲-১০১৸০	১০২৶০-১০১৸৶০
৩৲ টাকা সুদের ঋণপত্র (১৯৬৩-৬৫) ...	৯৯৶০-৯৯৲	—	—	—	—	—
৩৲ টাকা সুদের ঋণপত্র (১৯৬৬-৬৮) ...	৯৮।৶০	—	—	—	—	৯৮।৵০
৪৲ টাকা সুদের ঋণপত্র (১৯৬০-৭০) ...	—	১১৩৲	১১৩৵০	—	—	—
৫৲ টাকা সুদের ঋণপত্র (১৯৪৫-৫৫) ...	১০১।৵০	—	—	—	—	—
ইঞ্জিনিয়ারিং ও ইলেকট্রিক—						
ইণ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড ষ্টীল কোং লিঃ ...	৪২৷৷৵০-৪২।০	৪৩৲-৪২৸৵০	৪২৸৵০-৪২।৶০	৪২।৵০-৪২৵০	৪২।৵০-৪২৵০	৪২৷৷০-৪২।৵০
ষ্টীল কর্পোরেশন—অর্ডি ...	৩৪৷৷৵০-৩৪৵০	৩৪৸৵০-৩৪৷৵০	৩৪৷৵০	৩৪।০-৩৪।০	৩৪।৵০-৩৪৲	৩৪।৶০-৩৪।০
কুমারধুবী—অর্ডি ...	১২৵০-১১৸৶০	১২৶০-১২৵০	১২৵০-১১৷৷০	১১৸০-১১৷৵০	১২৵০-১১৸৵০	১২৵০-১১৸৶০
ব্রেইতওয়েইট ...	১৫৵০-১৪৸৵০	১৫৶০-১৪৸৶০	১৫৵০-১৪৸৵০	১৪৸৶০-১৪৷৵০	১৪৸০-১৪।৶০	১৫৲-১৪৷৵০
জেলপ ...	২৭৷৵০-২৭৷০	২৭৷৵০-২৭।০	২৭৷৷০	—	২৭৵০-২৭।০	২৭।০
মার্শালস্ ...	৬৷৵০-৬৷৷০	৬৸০-৬৷৵০	৬৸০-৬৷৵০	৬৷৶০-৬৷৵০	৬৷৵০	৭৲-৬৷৶০
ন্যাশনাল আয়রণ এণ্ড ষ্টীল ...	১২।০-১২৶০	১২।৵০-১২৶০	১২।৵০-১২।০	১২।০	১২।০	১২।০
আর্থার বাটলার ...	২২৲	২৩৷৷০	২৩৸০-২৩।০	২৩৸০-২৩৷৷০	—	—
হিন্দুস্থান মোটরস্ ...	৩৸৵০-৩৸৶০	৪৲-৩৸৵০	৩৸৶০-৩৸৵০	৩৸১০	৪/৫-৩৸৵১০	৪৵১৫-৪/০
ক্যালকাটা ইনসিওরেন্স ...	১৩৲	১৩৲	১৩।০-১৩৵০	—	১৩৸৵০	১৩।০
খনি—বার্মা কর্পোরেশন ...	৫৸৵০-৫৷৷৵০	৫৸৵০-৫৷৶০	৫৷৶০-৫৷৵০	৫৷৶০-৫৷৵০	৫৷৶০-৫৷৵০	৫৷৵০
ইণ্ডিয়ান কপার কর্পোরেশন ...	৩।৶০-৩।৵০	৩৷৷০-৩।৵০	৩।৶০-৩।৵০	৩।৵০-৩।০	৩।৵০-৩।৵০	৩।৵০-৩।০
ব্যাঙ্ক—রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া ...	১৪০৲	—	—	১৩৭৲-১৩৬৷৷০	১৩৬৷৷০-১৩৬৲	—
ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক ...	২৯৷৷০-২৮৲	২৯৲	—	৩০৲-২৮৷৷০	২৯৲-২৮৷৷০	—
ক্যালকাটা ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক ...	—	১৬৲-১৫৸৵০	১৬৵০	—	১৬।০-১৬৵০	—
বেঙ্গল সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক ...	১৩।৶০	১৩।৵০	১৩।৶০-১৩।৵০	১৩।৵০	১৩।৶০	১৩।৶০
কুমিল্লা ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন ...	১৪৷৷০	১৪৷৷০	—	—	১৪।৵০	—
মহালক্ষ্মী ব্যাঙ্ক ...	—	—	—	১০৲	১০৲	—
নিউ ষ্ট্যাণ্ডার্ড ব্যাঙ্ক ...	—	—	—	—	—	—
হিন্দুস্থান কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক ...	৫৬৷৷০	৫৭৲	—	—	—	—
নাথ ব্যাঙ্ক ...	—	—	—	৩৩।০-৩২৷৷০	৩৩।০-৩২৸০	৩৩৲-৩২৸৵০
কয়লা—বরাকর কোল্ কোং ...	৪৫৸৵০-৪৫৶০	৪৬৷৷০-৪৬৵০	৪৬।৶০-৪৬৵০	৪৬৶০-৪৫৸৵০	৪৬।৵০-৪৫৸৵০	৪৬৷৷০-৪৬৵০
তালচের	১৪।৵০	১৪৷৷৵০-১৪৷৷০	১৪৷৶০-১৪৷৷০	১৪।৶০	১৪।৶০-১৪।৵০	১৪।৵০-১৪।৶০
রাণীগঞ্জ	—	৬৫৸৵০	৬৫৷৷০-৬৫৲	৬৫৵০-৬৪৸৶০	৬৫৲-৬৪৷৷০	৬৪৸৵০-৬৪৷৷০
ইকুইটেবল	৭৩।৵০-৭৩৲	৭৩৷৷০	৭৩৸০-৭৩।০	৭২৸০-৭২।০	—	৭৩।০
সাউথ করণপুরা ...	৩৬৷৷৶০-৩৬৷৷৵০	৩৭৷৶০-৩৭।০	৩৭৸০-৩৭৵০	৩৭৸৶০-৩৭৲	৩৮৷৷০-৩৭।৶০	৩৮৸০-৩৮।৶০
ভুলনবরারি ...	—	৩৬।৶০	৩৬৵০	—	৩৫৸০-৩৫৸০	—
সেণ্ট্রাল কারকেণ্ড ...	—	—	—	৫২৲	—	—
নিউ চুরুলিয়া ...	—	১৪৸০-১৪৸০	১৪৸০-১৪৷৶০	—	—	১৪৷৵০-১৪৷৷০
ষ্ট্যাণ্ডার্ড ...	৪৬।৶০-৪৬।০	৪৬৸০-৪৬।৵০	৪৬৸০	—	৪৬৲	৪৬৷৵০-৪৬৲

বাংলার প্রাচীনতম জাতীয় প্রতিষ্ঠান

স্থাপিত **মহালক্ষ্মী ব্যাঙ্ক লিঃ** ১৯১০ ইং

হেড অফিস : ১৫, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা ফোন কলিঃ ৪৭১৯

সিডিউল্ড ব্যাঙ্ক

ইহার পশ্চাতে রহিয়াছে ৩৩ বৎসরের জনসেবা ; অভিজ্ঞ ও লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যবসায়িবর্গের সুপরিচালনায় গড়িয়া উঠিয়াছে ইহার প্রচুর সম্পদ, তাই ইহা আজ সুদৃঢ় আর্থিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত একান্ত নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।

শাখা অফিস :—পাটনা, বেনারস, মাদ্রাজ, বড়বাজার (কলিঃ), ভবানীপুর (কলিঃ), বেলিয়াঘাটা (কলিঃ), ঢাকা, টাঙ্গাইল, চট্টগ্রাম, মাণিকগঞ্জ, বরিশাল, পাবনা, নাটোর, নবদ্বীপ, কৃষ্ণনগর, তমলুক, শিলচর, শান্তিপুর, মহিষাদল, বড়, লক্ষ্ণৌ, টি' নগর (মাদ্রাজ), মেদিনীপুর, তেজপুর, মালদহ, রাজসাহী. ঝাড়গ্রাম, রাঁচি।

আমানতের হার ও সর্ত্তাদি সুবিধাজনক।

ব্যবসায়ীদিগকে সর্ব্বপ্রকার সুবিধা দেওয়া হয়।

ম্যানেজিং ডাইরেক্টর : জি সি পাল, বি এল

আপনার নিজস্ব প্রতিষ্ঠান

দি হুগলী ব্যাঙ্ক লিঃ

৪৩নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ফোন : ক্যাল ২২৬০ (তিন লাইন)

৩০-৬-১৩৫২ তারিখের হিসাব

	টাকা
আদায়ীকৃত মূলধন ও সংরক্ষিত তহবিল	১৭,৭৫,০০০৲
নগদ, কোম্পানীর কাগজ, ইত্যাদি	১,৭২,৮৫,০০০৲
আমানত	২,৫৫,৯৮,০০০৲
কার্য্যকরী তহবিল	২,৮৫,৬৪,০০০৲

আমাদের নির্ভরযোগ্যতাই আপনার অনাগত সুদিনের নিশ্চিত নিদর্শন।

সাপ্তাহিক বাজার দর

	২৭শে জুলাই	৩০শে জুলাই	৩১শে জুলাই	১লা আগষ্ট	২রা আগষ্ট	৩রা আগষ্ট
কাপড়ের কল—নিউ ভিক্টোরিয়া কটন মিলস লিঃ	৮৶০-৮৶০	৮।০-৮।০	৮৶০-৮৶০	৮৶০-৭৸৶০	—	৮।০-৭৸৶০
বেনারস	১১৷৶০	১২।৶০-১২৲	১২।৶০-১২৲	১২৲-১১৸৶০	—	—
কানপুর টেক্সটাইলস্	—	১৩।৶০	—	—	১৩৶০	—
এলগিন কটন মিলস লিঃ	—	৬৯৷০	৬৯।৶০	—	—	৬৮।০
কেশোরাম	১৯।৶০	—	১৯৶০-১৯৲	—	—	—
বঙ্গশ্রী	১৪।০	১৪।৶০	১৪৷৷০	১৪৷৷৶০-১৪৷৷০	১৪।৶০	১৪।৶০-১৪।০
বঙ্গেশ্বরী কটন মিলস্	—	৭।৶০	—	—	৭৷৷০-৭।৶০	৭৷৷০-৭।০
কাগজের কল—ইণ্ডিয়া পেপার পাল্প লিঃ	—	—	২৪১৲	২৪১৲	—	২৩৮৲
শ্রীগোপাল পেপার মিলস লিঃ	—	১৮৷৶০-১৮।০	১৮৸০-১৮৷৷৶০	১৭৸৶০	১৮৸০	—
টিটাগড়	৩২৷৷০-৩২৶০	৩৩৲-৩২।৶০	৩২৸০-৩২।৶০	—	৩২৶০	৩২।৶০-৩২৶০
চটকল—অকল্যাণ্ড জুট মিলস লিঃ	৩৭৮৷৷০-৩৭৭৲	৩৮৩৲ ৩৭৬৲	—	৩৬৯৲-৩৬৫৲	৩৬৮৲-৩৬৫৲	৩৭২৲-৩৭০৲
এ্যাংলো ইণ্ডিয়া জুট মিলস লিঃ	৫৩৩৲-৫২৯৲	৫৪০৲-৫৩৫৲	৫৪৯৲-৫৩৮৲	৫৩৯৲-৫৩৮৲	৫৩৯৲-৫৩৫৲	৫৪৫৲-৫৩৭৲
কামারহাটি	৮১৬৲-৮১৩৲	৮২৬৲-৮২০৲	৮১০৲	৮০৫৲-৮০০৲	৮০৩৲	৮১৬৷৷০-৮১৪৲
নদীয়া	১৪৫৲-১৪০৲	১৪৭৲-১৪৫৲	১৪০৲	১৪১৸০-১৩৯৷৷০	১৪১।০-১৪০৲	১৪৪৲-১৪৩৲
প্রেসিডেন্সী	১৫৶০-১৪৷৷৶০	১৫।০-১৫৶০	১৫৶০-১৪৸৶০	১৪৸৶০-১৪।৶০	১৪৷৷৶০-১৪৷৷৶০	১৪৸৶০-১৪৸০
রিলায়েন্স	৮৫৲-৮৪৷৷০	৮৫৸০	—	৮৪৷৷০-৮৪।০	৮৩৷৷০	৮৫।০-৮৪।০
কাঁকনাড়া	৬৮৩৷৷০-৬৭৯৲	৬৯১৲-৬৮৬৲	৬৮১৷৷০	৬৭৭৲-৬৭৪৲	৬৭৭৲-৬৭২৲	৬৮৪৲-৬৭৭৷৷০
হাওড়া	৯৬৸৶০-৯৬৲	৯৭।৶০-৯৬৸৶০	৯৭।৶০-৯৭৶০	৯৬।৶০-৯৬।০	৯৬।৶০-৯৫৸৶০	৯৭৲-৯৬।৶০
ডালহৌসী	৪০০৲	৪০০৲	৪০৭৲	৪০২৲-৩৯৭৲	৪০১৲-৩৯৬৲	৪০৮৲
বজবজ	—	—	৬০৬৲	৫৯৭৲	৫৯১৲	৫৯৪৲
ষ্ট্যাণ্ডার্ড	৩৩৯৲ ৩৩৫৲	৩৩৯৲	—	—	—	—
এলায়েন্স	—	৭৬৫৲-৭৬৪৲	—	৭৫৪৲	—	৭৫৩৲
চিনির কল—বেলসুন্দ সুগার কোং লিঃ	১৬৷৷০-১৬৶০	১৬৸০-১৬৷৷০	১৭৲-১৬।৶০	১৬৸৶০-১৬৷৷০	১৬৸০-১৬৷৷০	১৬৸০-১৬৷৷০
চম্পারণ সুগার কোং লিঃ	৪০৷৷৶০	৪১।০	৪১৲	—	৪০।০	—
কেরু এণ্ড কোং লিঃ	৩০৶০-৩০৶০	৩০।০-২৮৸৶০	২৯৸৶০	২৯৸৶০-২৯৸০	২৯৸৶০-২৯৸০	২৯৸৶০-২৯৷৷৶০
চা বাগান—চন্দননগর টি	—	—	—	—	—	—
ইষ্টার্ণ হিন্দুস্থান	—	—	—	—	—	—
কল্যাণী	৪৪৷৷০	—	—	—	—	—
লেবং এণ্ড মিমারেল	—	—	—	—	—	—
তেজপুর	—	২৩৸০	—	২৩৷৷৶০-২৩৷৷০	—	২৪৶০-২৪৲
বিশ্বনাথ	—	—	—	—	—	—
বিবিধ—ডালমিয়া সিমেন্ট কোং লিঃ	—	১৭।০-১৬৷৷০	—	১৭৶০	—	১৭।০
বি আই কর্পোরেশন	৭৸৶০-৭৷৷০	৭৸৶০-৭৸০	৭৸৶০-৭৷৷৶০	৭৷৷৶০-৭।৶০	৭৷৷৶০-৭।৶০	৮৲-৭৷৷৶০
মেদিনীপুর জমিদারী কোং লিঃ	১৯৭৲-১৯৫৲	১৯৯৲-১৯৬৲	১৯৭৲-১৯৬৷৷০	১৯৬৲-১৯৪৲	১৯৬৲-১৯৪৲	১৯৭৲-১৯৬৲
রোটাস ইণ্ডাষ্ট্রীজ লিঃ	১৭।০	১৭।০-১৭৶০	—	১৬৸৶০-১৬৸০	১৭৶০-১৬৸০	১৭৲
ইণ্ডিয়া জেনারেল নেভিগেশন কোং লিঃ	—	২১৬৲	২১৪৲	২১৫৲	২১৩৷৷০	২১৮৲-২১৪৲
আসাম-বেঙ্গল সিমেন্ট	১৯৷৷৶০-১৯৷৷০	—	১৯৸৶০-১৯৸০	১৯৸০	১৯৷৷০	—
ন্যাশনাল ইনসুলেটেড কেবলস	—	—	—	—	—	—
নিউ এসিয়াটিক ইনসিওরেন্স	—	—	—	৯৸৶০	১০৷৷০	—

ক্রিসেণ্ট কমারসিয়াল ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া লিঃ

৫৭, রাধাবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা ● ম্যাঃ ডিঃ—মিঃ বি, নারায়ণ চৌধুরী।

অক্ষয় কুমার লাহা

লেটিয়াম মার্বল সিমেন্ট কলার — বা ডাই রং কারখানার রং

৯নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

কুমিল্লা ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন লিঃ

হেড অফিস :—কুমিল্লা স্থাপিত — ১৯১৪

মূলধন

অনুমোদিত—	৩,০০,০০,০০০৲	
বিলিকৃত ও বিক্রীত—	১,০০,০০,০০০৲	
আদায়ীকৃত—	৫৩,০০,০০০৲	উপর
রিজার্ভ ফণ্ডে—	২৫,০০,০০০৲	উপর

কলিকাতা অফিস—৪নং ক্লাইভ ঘাট ষ্ট্রীট

হাইকোর্ট, বড়বাজার, দক্ষিণ কলিকাতা, নিউ মার্কেট ও হাটখোলা।

বাংলার বাহিরে শাখাসমূহ :—

বোম্বে, মান্দভি (বোম্বে), দিল্লী, কাণপুর, লক্ষ্ণৌ, বেনারস, ভাগলপুর ও কটক।

পাটনা শাখা খোলা হইয়াছে।

লণ্ডন এজেণ্ট :—ওয়েষ্টমিনষ্টার ব্যাঙ্ক লিমিটেড।

নিউইয়র্ক এজেণ্ট :—ব্যাঙ্কার্স ট্রাষ্ট কোং অব নিউইয়র্ক।

অষ্ট্রেলিয়ান এজেণ্ট :—ন্যাশন্যাল ব্যাঙ্ক অব অষ্ট্রেলেশিয়া লিঃ।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর :—মিঃ এন, সি, দত্ত, এম-এল-সি।

ক্যালকাটা সিটি ব্যাঙ্ক

—লিমিটেড—

(ক্লিয়ারিংয়ের যাবতীয় সুবিধাযুক্ত)

হেড অফিস—১০২বি, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ফোন : কলিঃ ৩৪৪৭

CALCUTTA CITY BANK LIMITED

—শাখাসমূহ—

বড়বাজার,	দীঘিরপাড়,	পাটনা সিটি,
বেলেঘাটা,	লাহেরিয়াসরাই,	ভিজিয়ানাগ্রাম,
শ্যামবাজার,	ভাগলপুর,	বোলাজীর,
আরামবাগ,	নাথনগর,	কাটাবঞ্জী
চাঁপাডাঙ্গা,	ঘারভাঙ্গা,	(পাটনা ষ্টেট),
মিরকাদিম,	রায়পুর,	নাগপুর,
নারায়ণগঞ্জ,	পাটনা,	সম্বলপুর।

আর মিত্রের
ময়ূরমার্কা
তিলতৈল
মাথা ঠাণ্ডা রাখে
চুল উঠা বন্ধ করে
আর মিত্র — পারফিউমার্স
২৭ নং বিবেকানন্দ রোড, কলিকাতা

টেলিফোন R.R. ৪১৮ ★ স্থাপিত ১৯২৯ ★ টেলিগ্রাম R.R.২৯৮০
প্রবর্ত্তক ব্যাঙ্ক
লিমিটেড্
৬২,বহুবাজার ষ্ট্রীট ★ ৮১,ক্লাইভ ষ্ট্রীট
কলিকাতা
অন্যান্য শাখা :—চট্টগ্রাম, চন্দননগর, রাজসাহী, সিরাজগঞ্জ, জলপাইগুড়ি, মৈমনসিং ও সান্তাহার।
— সুদের হার —
ডিপোজিট ১/২% সেভিং ব্যাঙ্ক ২%
কলিকাতার চলতি শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় হয়।
অন্যান্য ডিপোজিট, লোন ও ওভারড্রাফ্‌ট সম্বন্ধে পত্র লিখুন।
ম্যানেজিং ডাইরেক্টর : শ্রী মতিলাল রায়।

দি এসোসিয়েটেড ব্যাঙ্ক অব ত্রিপুরা লিঃ

পৃষ্ঠপোষক :
ত্রিপুরেশ্বর শ্রীশ্রীযুত মহারাজা মাণিক্য বাহাদুর
কে, সি, এস, আই

ম্যাঃ ডিরেক্টর :
মহারাজকুমার শ্রীব্রজেন্দ্র কিশোর দেববর্ম্মণ

চীফ্ অফিস : আগরতলা
কলিকাতা অফিস : ১১নং ক্লাইভ রো
টেলিফোন : ১৩৩২ কলিকাতা

রেজিঃ অফিস : গঙ্গাসাগর
৩নং মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড।
টেলিগ্রাম : "ব্যাঙ্কত্রিপুঃ"

অন্যান্য অফিসসমূহ :
শ্রীমঙ্গল, আজমীরিগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ, কৈলাসহর, সমসেরনগর, নর্থ লখীমপুর, ঢাকা, কমলপুর, তাতুগাছ, জোড়হাট (আসাম), চকবাজার (ঢাকা), মাদু, গোলাঘাট, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, গৌহাটী, তেজপুর ও হবিগঞ্জ।
শিলং ব্রাঞ্চ খোলা হইয়াছে।

এরিয়ান ব্যাঙ্ক লিঃ

৯নং ক্লাইভ রো, কলিকাতা।
* ক্লিয়ারীং সুবিধাপ্রাপ্ত জাতীয় ব্যাঙ্ক।
* আসাম, বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা, মধ্যপ্রদেশ ও যুক্তপ্রদেশে বড় বড় ব্যবসাকেন্দ্রে শাখা আছে।
* বিদেশী মাল আমদানী রপ্তানীর জন্য লেটার অব ক্রেডিট ইসু করা হয়।

লণ্ডন, অষ্ট্রেলিয়া ও আমেরিকার এজেণ্টস্ :—
দি ন্যাশন্যাল সিটি ব্যাঙ্ক অব নিউইয়র্ক

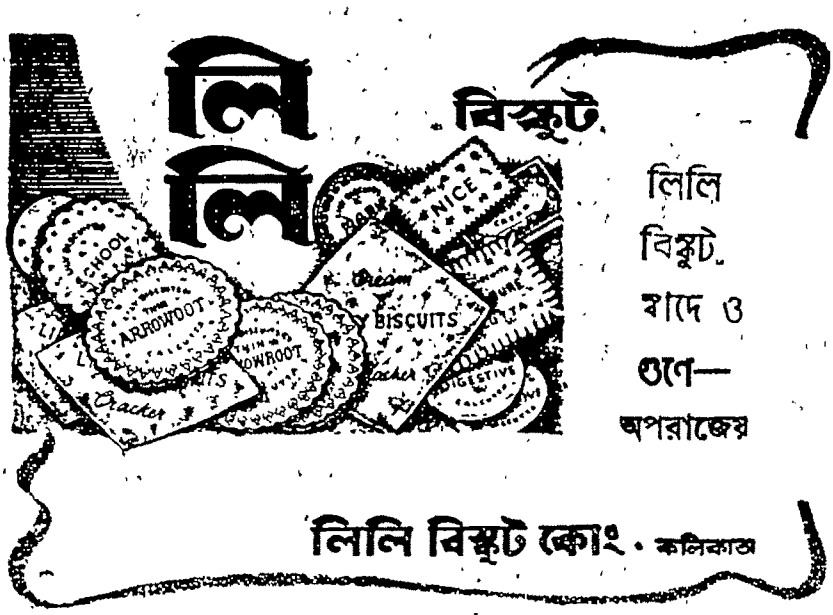

লিলি বিস্কুট
খাদে ও গুণে—
অপরাজেয়

লিলি বিস্কুট কোং · কলিকাতা

লিলি বার্লি
আদর্শ পথ্য ও পানীয়

লিলি বার্লি
লিলি বিস্কুট কোং · কলিকাতা

১২২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা—আর্থিক জগৎ প্রেসে শ্রীযতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য দ্বারা সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

PHONE :—B. B. 6382 REGD. C. NO. 2506

আর্থিক জগৎ

ARTHIK JAGAT

ব্যবসা-বাণিজ্য-শিল্প-অর্থনীতি-বিষয়ক সাপ্তাহিক

মূল্য—বার্ষিক সডাক ৯৲ সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য প্রতি সংখ্যা ৶০ আনা

অষ্টম বর্ষ] Monday, 13th August, 1945. সোমবার, ২৮শে শ্রাবণ, ১৩৫২ [১৫শ সংখ্যা

CENTRAL LIBRARY UNIVERSITY

সাময়িক প্রসঙ্গ

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক গবর্ণরের ভাষণ

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গবর্ণর স্যার চিন্তামণ দেশমুখ ঐ ব্যাঙ্কের বার্ষিক সভায় এক বক্তৃতায় এদেশে ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের গতি সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, বর্ত্তমান যুদ্ধকালীন অবস্থায় এদেশে অনেক ব্যাঙ্কেরই কার্য্যকরী মূলধনের পরিমাণ উল্লেখযোগ্যরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে। ফলে উহারা দেশীয় শিল্প-বাণিজ্যের প্রয়োজনে অধিক পরিমাণ অর্থ নিয়োগের সামর্থ্য অর্জ্জন করিয়াছে। তবে সাধারণভাবে দেশের ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের গতি খুব উৎসাহ-ব্যঞ্জক হইলেও দেশের কতিপয় ব্যাঙ্ক এই যুদ্ধের সময়ে এমন সব ধরণের অনুচিত কার্য্য-নীতি অবলম্বন করিতেছে যাহা বন্ধ না হইলে পরে তাহা দেশের সমগ্র ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের পক্ষে ক্ষতিকর হইয়া দাঁড়াইবার আশঙ্কা আছে। দৃষ্টান্ত হিসাবে তিনি দেখাইয়াছেন, এদেশে (১) কতিপয় ব্যাঙ্ক ভবিষ্যৎ লাভালাভের কথা বিবেচনা না করিয়া যে কোন মূল্যে শিল্প ও ব্যবসা কোম্পানীর শেয়ার কিনিয়া উহাদিগের উপর নিজেদের কর্ত্তৃত্ব বিস্তারের চেষ্টা করিতেছে। (২) উপযুক্তরূপ বিচার বিশ্লেষণ ছাড়াই কোন কোন ব্যাঙ্ক দেশে শাখা আফিসের সংখ্যা অনুচিতভাবে বৃদ্ধি করিতেছে। কতিপয় ব্যাঙ্ক ইতিমধ্যে শাখা আফিসের সংখ্যা এতই বাড়াইয়া ফেলিয়াছে যে, উহাদিগকে যথাযথভাবে পরিচালনা ও সংরক্ষণ করিবার সঙ্গতি তাহাদের নাই। তাহা ছাড়া (৩) কোন কোন ব্যাঙ্ক তাহাদের কার্য্যবিবরণী প্রস্তুত করিতে গিয়া এমনভাবে যথার্থ বিবরণ গোপন করিয়া চলিয়াছে যাহাতে উহাদের ব্যালান্স সিট দেখিলে ব্যাঙ্কের ঠিক ঠিক অবস্থা হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভবপর নহে। ব্যাঙ্ক সম্বন্ধে একটা অপ্রকৃত ও অতিরঞ্জিত ধারণার সৃষ্টি করাই এই ধরণের কার্য্য-নীতির উদ্দেশ্য। ভারতীয় ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের ভবিষ্যৎ কল্যাণের কথা ভাবিয়া রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গবর্ণর তাঁহার বক্তৃতায় ঐ তিন শ্রেণীর কার্য্যধারা সম্পর্কেই একটা সাবধান বাণী উচ্চারণ করিয়াছেন।

স্যার চিন্তামণ দেশমুখ যে অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছেন তাহা কম-বেশী পরিমাণে সত্য। দেশের কতিপয় ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠান যে এই ধরণের কার্য্যনীতি অবলম্বন করিয়া নিজেদের বিপদ ডাকিয়া আনিতেছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে সমগ্রভাবে দেশের ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের অকল্যাণ ঘটাইতেছেন তাহা আমরা জানি। কিন্তু রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গবর্ণর এই দুর্নীতির বিরুদ্ধে যে ফাঁকা সাবধান বাণী উচ্চারণ করিয়াছেন তাহা দ্বারা সমস্যার প্রতিকার হওয়া সম্ভবপর নহে। তাঁহার বিরূপ মন্তব্যে সাধারণভাবে এদেশের ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানগুলি সম্পর্কে লোকের একটা সন্দেহের ভাব জাগ্রত হইবে। বিনা দোষে অনেক ভাল ব্যাঙ্ক লোকের আস্থা ও সহযোগিতা হারাইবে। কতিপয় ব্যাঙ্কের ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্য এইভাবে অনেক ভাল ব্যাঙ্কের ক্ষতি সাধিত হওয়া কোনমতেই বাঞ্ছনীয় নহে। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্ত্তৃপক্ষ যদি বাস্তবিকই এই দুর্নীতির প্রতিকার করিতে চান তবে যে সব ব্যাঙ্কের কার্য্যে ঐ সব ধরণের ত্রুটি প্রকাশ পাইতেছে তাঁহাদের উচিত সেই সব ব্যাঙ্কের বিরুদ্ধে অচিরেই উপযুক্ত কার্য্যধারা অবলম্বন করা। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আইন অনুসারে সেরূপ বিধিব্যবস্থা অবলম্বনের ক্ষমতা ঐ ব্যাঙ্ক কর্ত্তৃপক্ষের আছে বলিয়াই আমরা জানি। যদি সেজন্য নূতন কোন ক্ষমতা দরকার হয় তবে ঐ আইন সংশোধন করিয়া সে ক্ষমতা তাঁহারা সহজেই লাভ করিতে পারেন। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গবর্ণর সেভাবে সমস্যা সমাধানের চেষ্টা না করিয়া বক্তৃতা ও বিবৃতিতে শুধু মামুলী সাবধান বাণী উচ্চারণ করিতেছেন এবং উহা দ্বারা সাধারণভাবে দেশের ব্যাঙ্ক ব্যবসায় সম্পর্কে লোকের মনে অযথা দ্বিধা সঙ্কোচের ভাব সৃষ্টি করিতেছেন উহা নিতান্ত দুঃখের বিষয়।

বিষয়-সূচী

বিষয়	পৃষ্ঠা
সাময়িক প্রসঙ্গ	৩৫১-৫৩
বাঙ্গলায় পুনরায় দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা	৩৫৪-৫৫
রাজনৈতিক প্রসঙ্গ	৩৫৬-৫৭
খেয়ালীর খাতা	৩৫৮-৫৯
আর্থিক দুনিয়ার খবরাখবর	৩৬০-৬৭
কোম্পানী প্রসঙ্গ—	৩৬৮-৬৯
বাজারের হালচাল—	৩৭০-৭৪

ব্যাঙ্ক অব ইংলণ্ডকে জাতীয়করণের প্রস্তাব

ইংলণ্ডে শ্রমিক গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হওয়াতে ঐ দেশে অদূরভবিষ্যতে কোন কোন দিক দিয়া শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যের উপর সমাজতন্ত্রবাদী নীতি প্রবর্ত্তিত হওয়ার সম্ভাবনা রহিয়াছে। শ্রমিক দলের চেয়ারম্যান অধ্যাপক হ্যারল্ড ল্যাস্কি গত ১লা আগষ্ট এক বেতার-বক্তৃতায় জানাইয়াছেন, ইংলণ্ডের নূতন শ্রমিক গবর্ণমেণ্ট অবিলম্বেই ব্যাঙ্ক অব ইংলণ্ড ও লণ্ডনের শেয়ার বাজার সম্পর্কে জাতীয়করণ নীতি (Nationalisation Plan) কার্য্যকরী করিবেন। এই ঘোষণার ফলে বাজারে ব্যাঙ্ক অব ইংলণ্ডের শেয়ার মূল্য পূর্ব্বের তুলনায় ১০ পাউণ্ড হারে হ্রাস পাইয়াছে। ঐ ব্যাঙ্কের সঙ্গে মিডল্যাণ্ড, ওয়েষ্টমিনষ্টার, লয়েড্স, ন্যাশনেল প্রভিন্সিয়াল ও বারক্লেস্ ব্যাঙ্কের শেয়ার দরও কিছু কিছু নামিয়া আসিয়াছে। ব্যাঙ্ক অব ইংলণ্ডকে জাতীয়করণ অর্থে শ্রমিক গবর্ণমেণ্ট ঐ সম্পর্কে কি ধরণের বিধিব্যবস্থা অবলম্বনের কথা বিবেচনা করিতেছেন তাহা তাঁহারা এখনও প্রকাশ করিয়া বলেন নাই। জাতীয়করণের কথা উল্লেখ করামাত্রই যেভাবে ঐ ব্যাঙ্কের শেয়ার মূল্য পড়িয়া যাইতে আরম্ভ করিয়াছে তাহাতে সমাজতন্ত্রবাদী নীতি সম্পর্কে ইংলণ্ডের ধনিক সমাজের উদ্বেগ ও আতঙ্ক ভাল করিয়াই ধরা পড়িয়াছে। ব্যাঙ্ক অব ইংলণ্ড বহুকাল হইতে বৃটেনের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক হিসাবে কার্য্য করিতেছে। এই ব্যাঙ্কের শেয়ার মূলধনের পরিমাণ ১ কোটি ৪৫ লক্ষ পাউণ্ড। ইংলণ্ডের শিল্পপতি, ব্যবসায়ী ও জনসাধারণের নিকট হইতেই ঐ শেয়ার মূলধন আসিয়াছে। ব্যাঙ্কের অংশীদারেরা উহার গবর্ণর, ডেপুটি গবর্ণর

ন্যাশন্যাল কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক

লিমিটেড

ফোন : বি.বি ৪২৯০

৫৭, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

বোর্ড অব ডিরেক্টারের চেয়ারম্যান :

মৌলভী এ, কে, ফজলুল হক, বাংলার ভূতপূর্ব্ব প্রধানমন্ত্রী।

সোণা, রূপা, কোম্পানীর কাগজ, চলিত শেয়ার ও অনুমোদিত বিলের পরিবর্ত্তে ধার, ওভারড্রাফট্ এবং অন্যান্য প্রকার কর্জ্জ দেওয়া হয়।

ও পরিচালক বোর্ড নিয়োগে একটা বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করিয়া থাকে। এই প্রতিষ্ঠানের বাৎসরিক মুনাফা হইতে তাহারা নিয়মিতভাবে শতকরা ৬ ভাগ হারে লভ্যাংশ পাইয়া থাকে। যদিও মুদ্রানীতি, ব্যাঙ্কিং নীতি ও বিনিময় নীতি নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে গবর্ণমেণ্টের নির্দ্দেশ অনুযায়ীই ব্যাঙ্ক অব ইংলণ্ডকে চলিতে হয় তথাপি সে সব দিক দিয়া সরকারী কার্য্যনীতি নির্দ্ধারণের ব্যাপারে উহার পরিচালক বোর্ড নানাভাবে তাহাদের ক্ষমতা ও অধিকার খাটাইতে ত্রুটি করেন না। নূতন শ্রমিক গবর্ণমেণ্ট দেশে যে সমাজতন্ত্রবাদী নীতি কার্য্যকরী করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন, পুঁজিবাদী সম্প্রদায়ের এই শ্রেণীর কর্তৃত্ব ও অধিকার তাহার পরিপোষক নহে। কাজেই জাতীয় স্বার্থ অনুযায়ী দেশের শিল্প বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণের বিধিব্যবস্থা অবলম্বনের পূর্ব্বে শ্রমিক গবর্ণমেণ্ট প্রথমে দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ককে ন্যাশনেলাইজ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। ব্যাঙ্ক অব ইংলণ্ডের সমস্ত শেয়ার সরকারীভাবে কিনিয়া লইয়া কিংবা সেই শেয়ারের বদলে অংশীদারদিগকে সরকারী ঋণপত্র দিয়া ঐ জাতীয়করণ নীতি অচিরেই কার্য্যকরী করা যাইতে পারে। ইহা হইলে ব্যাঙ্ক অব ইংলণ্ডের পরিচালক বোর্ডের মারফতে দেশের মুদ্রানীতি, ব্যাঙ্কিংনীতি ও দাদননীতি নিয়ন্ত্রণ করা পুঁজিবাদী সম্প্রদায়ের পক্ষে কঠিন হইয়া দাঁড়াইবে। ঐ ব্যাঙ্ক হইতে লভ্যাংশ পাওয়ার সুবিধাও বরাবরের জন্য বন্ধ হইবে।

ব্রহ্মদেশের বীমাকারীদের সমস্যা

ব্রহ্মদেশ তিন বৎসরকাল শত্রুকবলিত থাকায় ঐ দেশের অনেক বীমাকারী (যাঁহাদের ভিতর অনেক ভারতীয় রহিয়াছেন) তাঁহাদের পলিসির প্রিমিয়াম পরিশোধ করিতে পারেন নাই। উহার ফল এই দাঁড়াইয়াছে যে, প্রদত্ত প্রিমিয়ামের প্রত্যর্পণ মূল্য দ্বারা যেসব পলিসি জিয়াইয়া রাখা সম্ভবপর বীমা কোম্পানীসমূহ শুধু সেই সব পলিসিই চালু রাখিয়াছেন। যেসব পলিসি সম্পর্কে সেই ব্যবস্থা সম্ভবপর নহে তাহা ইতিমধ্যে সমস্তই বাতিল হইয়া গিয়াছে। ফলে ব্রহ্মদেশের বীমাকারীরা আজ যথেষ্ট পরিমাণে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে চলিয়াছে। অথচ যে প্রতিকূল অবস্থার ভিতর তাহারা বীমার প্রিমিয়াম প্রদানে অসমর্থ হইয়াছিল সেজন্য কোনক্রমেই তাহাদিগকে দায়ী করা চলে না। ব্রহ্মদেশে যখন জাপানীরা তাহাদের অভিযান চালাইতে আরম্ভ করে তখন অনেক বীমা কোম্পানী পলিসি-গ্রাহকদের ভবিষ্যৎ ক্ষতির কথা ভাবিয়া গবর্ণমেণ্টকে উহাদের পলিসি চালু রাখা সম্পর্কে একটা ব্যবস্থা করিতে বলিয়াছিলেন। তাঁহারা জানাইয়াছিলেন, জাপানীদের অধিকৃত অঞ্চলে থাকিয়া যেসব বীমাকারী পলিসির প্রিমিয়াম পরিশোধে অসমর্থ হইবে গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য তাহাদের হইয়া রীতিমতভাবে সেই প্রিমিয়াম চালাইয়া যাওয়া। উহাতে বীমাকারীর পলিসি চালু থাকিবে। পরে ব্রহ্মদেশ পুনরধিকৃত হইলে গবর্ণমেণ্ট সেই প্রদত্ত টাকা বীমাকারীর নিকট হইতে আদায় করিয়া লইতে পারিবেন। বীমাকারীরা যদি স্বেচ্ছায় সেই টাকা দিতে না চায়, তবে গবর্ণমেণ্টের দেয় টাকা পলিসির উপর একটা দায় হিসাবে গণ্য করা হইবে। পলিসির দাবী পূরণ করিবার সময়ে বীমা কোম্পানীগুলি সুদসহ সে টাকা আদায় করিয়া লইবেন এবং গবর্ণমেণ্টকে তাহা প্রদান করিবেন। এই স্কীম সকলেই খুব সময়োপযোগী ও সঙ্গত বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। কিন্তু ব্রহ্ম গবর্ণমেণ্ট বা বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট তাহা গ্রহণ করিতে সম্মত হন নাই। বীমাকারীদের সম্বন্ধে নিজেদের কর্ত্তব্য এড়াইয়া গিয়া তাঁহারা বীমা কোম্পানীসমূহকেই স্বকীয় দায়িত্বে উহাদের পলিসি চালু রাখিবার পরামর্শ দিয়াছিলেন। কিন্তু পলিসি-গ্রাহকদের পক্ষ হইয়া অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য তাহাদের প্রিমিয়াম চালাইয়া যাওয়া বীমা কোম্পানীসমূহের পক্ষে সম্ভবপর ছিল না। উহাদের উপকার করিবার ইচ্ছা থাকিলেও নিজেদের আর্থিক ভিত্তি শিথিল হওয়ার ভয়ে তাহাদিগকে ঐ বিষয়ে অসম্মতি জানাইতে হইয়াছিল। ফলে বীমা পলিসি চালু রাখা সম্পর্কে আসলে কোন সুব্যবস্থাই তখন অবলম্বিত হয় নাই।

যুদ্ধের সময়ে প্রিমিয়াম অনাদায়ের জন্য এই ভাবে ব্রহ্মদেশের বীমাকারীদের যেসব পলিসি বাতিল হইয়াছে ব্রহ্মদেশ জাপানীদের অধিকৃত থাকার জন্য তাহাদের সম্বন্ধে এতদিন কোন কথা উঠে নাই। কিন্তু এক্ষণে ব্রহ্মদেশ জাপানী কবল হইতে মুক্ত হইয়াছে এবং ঐ দেশের বীমাকারীদের মধ্যে অনেকে তাহাদের পলিসি বাতিল হওয়ার খবর জানিয়া উহা পুনরায় চালু করা সম্পর্কে বর্ত্তমানে গবর্ণমেণ্ট ও বীমা কোম্পানীগুলির নিকট একটা পুনর্ব্বিবেচনা দাবী করিতেছে। যেসব বীমাকারীর উপযুক্ত অর্থসঙ্গতি রহিয়াছে তাহারা পলিসি চালু করিবার মত টাকা এককালীন দিতে পারিবে সন্দেহ নাই। কিন্তু যাহাদের সঙ্গতি কম, গত কয় বৎসরের বাকী প্রিমিয়াম তাহাদের পক্ষে একবারে পরিশোধ করা সম্ভবপর নহে। গবর্ণমেণ্ট ও বীমা কোম্পানীসমূহের পক্ষে সেজন্য সুবিধাজনক সর্ত্তের ব্যবস্থা করা সঙ্গত। দুঃস্থ বীমাকারীদের অসহায় অবস্থার কথা ভাবিয়া উহাদিগকে সাময়িকভাবে টাকা কর্জ্জ দিয়া সাহায্য করাও ব্রহ্ম গবর্ণমেণ্টের উচিত। বীমাকারীদের পলিসি চালু রাখা সম্বন্ধে অবহিত না হইয়া তাঁহারা পূর্ব্বে যে মারাত্মক শৈথিল্য দেখাইয়াছিলেন এক্ষণে সেই ত্রুটি কতক পরিমাণে সংশোধন করিবার সুযোগ আসিয়াছে। আশা করি গবর্ণমেণ্ট বীমাকারীদের সম্বন্ধে এবার সাহসভরে তাঁহাদের কর্ত্তব্য পালনে অগ্রসর হইবেন।

মহাযুদ্ধের গতি

আলোচ্য সপ্তাহে সর্ব্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ খবর জাপানের বিরুদ্ধে রাশিয়ার যুদ্ধ ঘোষণা। মিত্রপক্ষের অনুরোধে সোভিয়েট রাশিয়া গত ৯ই আগষ্ট জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছে। মস্কোস্থিত জাপ রাজদূতকে রুশ পররাষ্ট্র সচিব মলোটোভ রাশিয়ার এই সিদ্ধান্ত জানাইয়াছেন। রাশিয়া যুদ্ধ ঘোষণা করার ফলে কোরিয়া মাঞ্চুরিয়া সীমান্তে প্রায় ৩ হাজার মাইল স্থান জুড়িয়া যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে। বার্লিন বিজেতা মাঃ জুখভ সুদূর প্রাচ্যে লালফৌজের অধিনায়ক নিযুক্ত হইয়াছেন।

ব্রহ্ম রণাঙ্গনে শোয়েগ্যিন অঞ্চলে বৃটিশ বাহিনী সিতাং নদী পার হইয়াছে। মান্দালয়-রেঙ্গুন রাস্তায় পলায়নরত জাপ বাহিনীর ১১ হাজারেরও অধিক সৈন্য হতাহত হইয়াছে।

চীন রণাঙ্গনে হংকংএর ১৫০ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত ইয়ুংকুং সহরে চীনা সৈন্যগণ জাপগণের সহিত হাতাহাতি যুদ্ধ করিতেছে বলিয়া প্রকাশ।

প্রশান্ত মহাসাগরীয় রণাঙ্গন ও পূর্ব্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ হইতে যুদ্ধের তেমন বিশেষ কোন খবর নাই।

খাস জাপানে কোবের ১৫০ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত গুরুত্বপূর্ণ জাপবন্দর ও সৈন্যঘাঁটি হিরোশিমা মিত্রপক্ষের নূতনতম আবিষ্কার—"এ্যাটম" বোমা কর্ত্তৃক প্রথম আক্রান্ত হইয়াছে। এই আক্রমণের ফলে হিরোশিমা সহর নাকি সম্পূর্ণ বিপর্য্যস্ত হইয়াছে। প্রকাশ, এই "এ্যাটম" বোমা ২০ হাজার টন টি-এন-টি (উগ্র বিস্ফোরক)এর সমান ক্ষমতাশালী। এত অধিক ক্ষমতাশালী হইলেও আয়তনে ইহা নাকি ৫০০ পাউণ্ডের বোমার মত আকার বিশিষ্ট। টোকিও রেডিওর ধারণা মিত্রপক্ষ ১০ই সেপ্টেম্বর জাপানের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত অভিযান আরম্ভ করিবেন। পুনরায় জাপানের অন্যতম প্রধান সহর নাগাসাকির উপর এ্যাটম বোমার প্রচণ্ড আক্রমণ হইয়াছে। জাপানকে এই বলিয়া সতর্ক করিয়া দেওয়া হইয়াছে যে, যদি জাপান অবিলম্বে বিনাসর্ত্তে আত্মসমর্পণ না করে তাহা হইলে জাপানকে এ্যাটম বোমা ও অন্যান্য উপায়ে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করা হইবে। সর্ব্বশেষ সংবাদে প্রকাশ, পট্‌সডাম সম্মেলনের চরম প্রস্তাব সম্পর্কে জাপান সরকার উত্তর দিয়াছে। টোকিও রেডিও জাপ সম্রাটের বিশেষ ক্ষমতা বজায় থাকিবে এই সর্ত্তে সন্ধি করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছে। মার্কিন গবর্ণমেণ্ট তদুত্তরে জানাইয়াছেন যে, সম্রাটের অস্তিত্ব ও কতক দিক দিয়া তাঁহার ক্ষমতা বজায় রাখা সম্পর্কে মিত্রপক্ষের আপত্তি নাই তবে জাপান আত্মসমর্পণ করিলে জাপানী সম্রাটকে মিত্রপক্ষীয় প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষের অভিপ্রায় ও আদেশ অনুযায়ী কাজ করিতে হইবে। জাপান মিত্রপক্ষের ঐ সর্ত্ত মানিয়া আত্মসমর্পণ করিবে বলিয়া বুঝা যাইতেছে। ১১-৮-৪৫

রপ্তানী বাণিজ্যের উপর নিয়ন্ত্রণ নীতি

ইউরোপে যুদ্ধের অবসান ঘটিবার সঙ্গে আটলান্টিক মহাসাগর ও ভূমধ্য সাগরের পথে জাহাজ চলাচলের সুযোগ পুনরায় বৃদ্ধি পাইয়াছে। রপ্তানী প্রসারের ব্যাপক পরিকল্পনা নিয়া বৃটেন ও আমেরিকা এখন হইতে বিভিন্ন দেশে নূতন করিয়া বিচিত্র ধরণের মাল চালান দিতে আরম্ভ করিয়াছে। তুরস্ক, ফ্রান্স ও বেলজিয়াম নানা দেশে পার্চেজিং মিশন বা বিক্রয় মিশন প্রেরণ করিয়া বাহিরে উহাদের পণ্য কাটতির সুযোগ দেখিতেছে। কিন্তু ভারত গবর্ণমেণ্ট যুদ্ধকালীন অসুবিধার নজীর দেখাইয়া কয় বৎসর পূর্ব্বে এদেশের রপ্তানী বাণিজ্যের উপর যে নিয়ন্ত্রণ নীতি বলবৎ করিয়াছিলেন এখনও তাহা তাঁহারা উঠাইয়া লইতেছেন না। যুদ্ধের সময়ে কম পরিমাণে যেসব মাল বাহিরে রপ্তানী করিতে দেওয়া হইয়াছে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের নির্দ্দেশে মিত্রপক্ষীয় যুদ্ধ প্রচেষ্টায় সাহায্য করিবার নামে তাহার মূল্যও নিম্নতম হারে নির্দ্ধারিত রাখা হইয়াছে। ভারতের লোক দেশের অভ্যন্তরে যে দরে দেশের উৎপন্ন চা, তুলা ও তৈলবীজ প্রভৃতি ক্রয় করিয়াছে সরকারী মূল্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার কল্যাণে বিদেশের লোক অনেক ক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত কম দরে সে সব ভারতীয় মাল ক্রয় করিবার সুবিধা পাইয়াছে। ইউরোপের যুদ্ধ শেষ হওয়া সত্ত্বেও কম দরে ঐ ভাবে মালপত্র রপ্তানীর রীতি আজও বন্ধ করা হইতেছে না। যুদ্ধকালীন নিয়ন্ত্রণ নীতির নাম করিয়া এদেশের বহু রপ্তানীকারককে তাহাদের পিতৃ-পিতামহের আমলের কাজ কারবার হইতে বঞ্চিত করা হইয়াছিল। লাইসেন্স ও প্রাইওরিটি প্রদানের নিয়ম বলবৎ করিয়া সেই সুযোগে অনেক বিদেশী ফার্ম্মকে ভারতীয় মাল রপ্তানীর একচেটিয়া অধিকার দেওয়া হইয়াছিল। সমর প্রচেষ্টার জন্য মধ্যপ্রাচ্য, বৃটেন ও রাশিয়ায় দ্রুত অত্যাবশ্যকীয় মাল প্রেরণের গরজ ফুরাইয়া আসা সত্ত্বেও ভারত গবর্ণমেণ্ট আজ পর্য্যন্ত সে অনিষ্টকর বৈষম্যমূলক নীতি বন্ধ করিতেছেন না। বৃটিশ সরকারের বাণিজ্য বিভাগ ও খাদ্য বিভাগের নির্দ্দেশ অনুযায়ী এখনও তাঁহারা বিদেশী ফার্ম্মসমূহকে এদেশ হইতে সস্তা দরে বাহিরে মাল

দেশের ও দশের সেবায়
নির্ভরযোগ্য ও নিরাপদ প্রতিষ্ঠান
ইণ্ডিয়ান
সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।
পিপলস্ ব্যাঙ্ক লিঃ
৫।১, রয়েল এক্সচেঞ্জ প্লেস,
কলিকাতা
ফোন : কলিঃ ৩৩৮১ :: তার : 'Honey Comb,' Cal
আমাদের বিশেষজ্ঞ দ্বারাই ষ্টক এক্সচেঞ্জের বিবিধ শেয়ার ও সিকিউরিটি ক্রয় বিক্রয় করা হয়।
আপনাদের সহানুভূতি প্রার্থনীয়

চলাচলের সুযোগ দিতেছেন। রপ্তানী বাণিজ্য সম্পর্কে এই ধরণের সরকারী নিয়ন্ত্রণ নীতির বিরুদ্ধে দেশে আজ তীব্র বিক্ষোভের সঞ্চার হইয়াছে। ভারত গবর্ণমেণ্টের চীফ কণ্ট্রোলার অব এক্সপোর্ট মিঃ কে জি মেননের নিকট সম্প্রতি এক স্মারকলিপি উপস্থিত করিয়া বোম্বাইয়ের ইণ্ডিয়ান মার্চ্চেণ্ট চেম্বার অব কমার্স সেই বিক্ষোভ ভাল ভাবেই ব্যক্ত করিয়াছেন। মিঃ মেনন সেই স্মারকলিপি সম্পর্কে এখনও কোন জবাব দেন নাই। বোধ হয় পূর্ব্বাহ্নে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের মনোভাব অবধারণ না করিয়া এ বিষয়ে খোলাখুলি ভাবে কোন অভিমত দেওয়া তাঁহার পক্ষে সম্ভবপর নহে। ইউরোপের যুদ্ধ শেষ হওয়ার সঙ্গে সকল দেশের গবর্ণমেণ্টই রপ্তানী বাণিজ্য প্রসারের পরিকল্পনা কার্য্যকারী করিতে যত্নপর হইয়াছেন। কিন্তু ভারত সরকার রপ্তানী প্রসারের পরিকল্পনা কার্য্যকরী করিবেন দূরের কথা, যুদ্ধকালীন বিধিনিষেধ প্রত্যাহার করিয়া রপ্তানী বাণিজ্যের স্বাভাবিক সুযোগটুকু পর্য্যন্ত এদেশবাসীকে তাঁহারা দিতেছেন না। ভারতের তথাকথিত ফিনান্সিয়াল অটোনমি ও ভারত সরকারের তথাকথিত আর্থিক পরিকল্পনার স্বরূপ ইহাতে আমরা কতকটা বুঝিতে পারিতেছি।

হায়দরী মিশন ও ভারতের শিল্পোন্নতির প্রশ্ন

স্যার আকবর হায়দরীর নেতৃত্বে যে মিশন বিদেশে প্রেরিত হইয়াছিল বোম্বাইয়ের প্রাদেশিক মুসলিম চেম্বার অব কমার্সে এক বক্তৃতা দিতে গিয়া হায়দরী সাহেব নিজেই তাহার সাফল্যের কথা প্রচার করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, ভারতে জনসাধারণের প্রয়োজন মিটাইবার জন্য ঐ মিশন ইংলণ্ড ও আমেরিকা হইতে এমন সব জিনিষ আমদানীর ব্যবস্থা করিয়াছেন যাহা এদেশে একেবারেই প্রস্তুত হয় না, প্রস্তুত হইলেও যাহার পরিমাণ খুবই অল্প। এই সব বিদেশী দ্রব্য ভারতীয় শিল্পব্যবসায়ের কোন ক্ষতি করিবে না; অথচ এই দুর্দ্দিনে এদেশের জনসাধারণ তাহা পাইয়া খুবই উপকৃত হইবে।

কিন্তু মুখে জনকল্যাণের কথা আওড়াইলেও উহা যে কখনও এদেশের গবর্ণমেণ্টের আসল লক্ষ্য নহে পূর্ব্বে অনেক ক্ষেত্রে আমরা তাহার পরিচয় পাইয়াছি। হায়দরী মিশনের কার্য্যেও তাহা কম বেশী পরিমাণ আমাদের নিকট পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। ভারতবর্ষে গত দুই বৎসর খাদ্যদ্রব্যের ভীষণ অভাব দেখা গিয়াছিল। রোগ ও মহামারী প্রশমনের জন্য দেশে উপযুক্ত পরিমাণ ঔষধপত্রেরও যথেষ্ট দুষ্প্রাপ্যতা ঘটিয়াছিল। কিন্তু সেই দুর্দ্দিনে বাহির হইতে খাদ্যদ্রব্য ও ঔষধ সংগ্রহ না করিয়া জনসাধারণের প্রয়োজন মিটাইবার নামে গবর্ণমেণ্ট কনসিউমার গুডসএর দফায় ইংলণ্ড হইতে জাহাজ ভর্ত্তি করিয়া মদ ও প্রসাধন দ্রব্য প্রভৃতিই আমদানীর ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ইউরোপের যুদ্ধ শেষ হওয়ায় ইংলণ্ডের লোকেরা এক্ষণে নূতন করিয়া শিল্পব্যবসায়ে উদ্যোগী হইয়াছে। যুদ্ধোত্তর বাণিজ্য স্বার্থের কথা ভাবিয়া তাহারা বাহিরের বাজারে বেশী করিয়া নানা প্রকার দ্রব্যসামগ্রী রপ্তানীরও কার্য্যনীতি অবলম্বন করিয়াছে। ফলে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের নির্দ্দেশ পাইয়া ভারত গবর্ণমেণ্টও হায়দরী মিশনের মারফতে আজ ইংলণ্ডের লোকদের অভিপ্রায় ও সুযোগ সুবিধা অনুযায়ী ঐ দেশ হইতে ভারতে বেশী করিয়া কতিপয় জিনিষ আমদানীর ব্যবস্থা করিয়াছেন। এই ব্যবস্থা দ্বারা ভারতীয় জনসাধারণের উপকার সাধনের ইচ্ছাটা গৌণ। ভারতে বিলাতী পণ্যের কাটতি বাড়াইয়া এখন হইতে বৃটিশ বাণিজ্য প্রসারের সুযোগ প্রসারিত করাই হইল উহার মুখ্য উদ্দেশ্য।

স্যার আকবর হায়দরীর মতে হায়দরী মিশন এমন সব জিনিষ আমদানীর ব্যবস্থা করিয়াছেন যাহা দ্বারা দেশীয় শিল্পের ক্ষতির সম্ভাবনা নাই। কিন্তু ঐ মিশনের রিপোর্টে যে সব জিনিষ আমদানীর কথা বলা হইয়াছে তাহার মধ্যে এক যন্ত্রপাতি ছাড়া অন্য প্রায় সব জিনিষই দেশীয় শিল্পের সমক্ষে এক নিদারুণ প্রতিযোগিতা সূচনা করিবে বলিয়া আমাদের আশঙ্কা হইতেছে। যুদ্ধের পূর্ব্ব হইতে এদেশে সাইকেল তৈয়ারের জন্য কতিপয় দেশীয় কারখানা গড়িয়া উঠিয়াছে। যুদ্ধের সময়ে সমর সম্ভার তৈয়ারের কাজ বাড়িয়া যাওয়ায় যখন ইংলণ্ডে সাইকেলের উৎপাদন হ্রাস পাইল তখন ঐ দেশ হইতে উহা বিশেষ কিছু আমদানীর সুবিধা নাই দেখিয়া ভারত গবর্ণমেণ্ট নানাভাবে এদেশের সাইকেল শিল্পকে উৎসাহিত করিয়াছিলেন। কিন্তু ইউরোপের যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর নূতন করিয়া ইংলণ্ডে সাইকেলের উৎপাদন বাড়িবার সঙ্গে ভারত গবর্ণমেণ্ট এখন আবার এদেশের জন্য বিলাতী সাইকেল আমদানীর কার্য্যনীতি অবলম্বন করিয়াছেন। হায়দরী মিশনের মারফতে তাঁহারা ১৯৪৫ সাল ও ১৯৪৬ সালের মধ্যে ৩০ হাজার হইতে ৫০ হাজার পর্য্যন্ত সাইকেল এদেশে আমদানী করিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন। এই ব্যবস্থার ফলে দেশীয় সাইকেল শিল্পের উপর আজ বিপদ ঘনাইয়া আসিয়াছে। যুদ্ধের সময়ে গবর্ণমেণ্ট নানাভাবে উৎসাহ দেওয়ায় বাঙ্গলায় রবীন তৈয়ারের ও বোম্বাইয়ে নৌযানের ছোটখাট ইঞ্জিন তৈয়ারের শিল্প ভালভাবেই গড়িয়া উঠিতেছিল। কিন্তু ইংলণ্ডে পুনরায় ঐ সমস্ত তৈয়ারের কাজ সুরু হওয়ার সঙ্গে গবর্ণমেণ্ট ঐ সব দেশী শিল্পকে এক্ষণে নিদারুণভাবে উপেক্ষা করিতেছেন। এদেশের চাহিদা মিটাইবার জন্য ইংলণ্ড হইতেই বর্ত্তমানে ঐ সমস্ত আমদানীর ব্যবস্থা হইয়াছে। ভারতের লোকদের প্রয়োজন অনুপাতে এদেশে যুদ্ধের সময় কাগজ, ছাতা, বস্ত্র ও শিশুখাদ্য প্রভৃতির যোগান কম দেখা গিয়াছে। সেই অভাব মিটাইবার জন্য ভারত গবর্ণমেণ্ট হায়দরী মিশনের মারফতে ঐ সব দ্রব্যও কিছু পরিমাণে বিদেশ হইতে আমদানীর ব্যবস্থা করিয়াছেন। কিন্তু দেশের লোকের অভাব পূরণ সম্পর্কে উহাকে স্থায়ী সুব্যবস্থা বলা চলে না। কাগজ, ছাতা, বস্ত্র ও শিশুখাদ্য প্রভৃতি প্রস্তুতের উপযুক্ত যন্ত্রপাতি ও উপকরণ দুষ্প্রাপ্য বলিয়াই বর্ত্তমানে এদেশে ঐ সমস্তের উৎপাদন যথোচিত বাড়ানো যাইতেছে না। বিদেশ হইতে এই সব দ্রব্য আমদানীর ব্যবস্থা না করিয়া গবর্ণমেণ্ট যদি তাহা তৈয়ারের যন্ত্রপাতি ও উপকরণ আমদানী সম্বন্ধে মনোযোগী হইতেন তবে দেশে ঐ সব শিল্পের সমুচিত উন্নতি সাধিত হইত। লোকের অভাব স্থায়ীভাবে পরিপূরণেরও ব্যবস্থা হইত। যুদ্ধের সময়ে ক্যানাডা ও অষ্ট্রেলিয়ার গবর্ণমেণ্ট দেশে প্রয়োজনীয় শিল্প গড়িয়া তুলিয়া তাহা দ্বারা জনসাধারণের অভাব মিটাইতে ব্রতী হইয়াছেন। কিন্তু ভারত গবর্ণমেণ্ট দেশীয় শিল্পোন্নতির প্রশ্ন উপেক্ষা করিয়া এদেশের লোকদের প্রয়োজন মিটাইবার নামে বিলাতী পণ্য আমদানীর উপরই জোর দিয়াছেন। এই অদূরদর্শী নীতি ভারতের পক্ষে সর্ব্বথা ক্ষতিকর হইবে বলিয়াই আমাদের ধারণা।

যুদ্ধের সময়ে শ্রমিকদের মজুরী বৃদ্ধির পরিমাণ

ভারতের কল কারখানার মালিকেরা পেমেণ্ট অব ওয়েজেস্ এ্যাক্ট অর্থাৎ বেতন প্রদান আইন অনুসারে গভর্ণমেণ্টের নিকট যে বিবরণ পেশ করিয়াছেন তাহাতে বর্দ্ধিত বেতন, মাগগি ভাতা ও অতিরিক্ত কাজ বাবদ পাওনা মিলাইয়া ১৯৩৯ সাল হইতে ১৯৪৩ সাল পর্য্যন্ত ভারতের কারখানা শ্রমিকদের আয় গড়ে শতকরা ৮৩ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। যুদ্ধের সময় এইভাবে শ্রমিকদের আয় বাড়িতে দেখিয়া অনেকেই সন্তোষ বোধ করিবেন সন্দেহ নাই, কিন্তু দেশে জীবনযাত্রা ব্যয় বৃদ্ধির পরিমাণ বিবেচনা করিলে উহার ফলে শ্রমিকদের অবস্থার সমুচিত উন্নতি আশা করা যায় না। ১৯৩৯ সালের আগষ্ট মাসে যেস্থলে দেশে জীবনযাত্রা ব্যয়ের সংখ্যাসূচী ছিল ১০০ টাকা ১৯৪৩ সালে সেস্থলে তাহা বাড়িয়া ৩২০ টাকা পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল। ইহার অর্থ ১৯৩৯ সালের আগষ্ট মাসে একটি শ্রমিক পরিবারের পক্ষে ১০০ টাকায় যেটুকু সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করার সুযোগ ছিল দেশে নিত্য ব্যবহার্য্য দ্রব্যসামগ্রীর দর বাড়িয়া যাওয়ার ফলে ১৯৪৩ সালে সেই পরিবারের পক্ষে ৩২০ টাকার কমে সেটুকু স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করা সম্ভবপর ছিল না। কিন্তু এদেশে ঐসময় মধ্যে শ্রমিকদের আয় শতকরা ৩২০ ভাগ না বাড়িয়া শতকরা ৮৩ ভাগই শুধু বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইহাতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, আলোচ্য সময়ে টাকার হিসাবে শ্রমিকদের মজুরী (Money wage) বৃদ্ধি পাইলেও যুদ্ধের পূর্ব্ব সময়ের তুলনায় তাহাদের প্রকৃত মজুরী (real wage) হ্রাস পাইয়াছে। যুদ্ধের পূর্ব্বে শ্রমিকরা তাহাদের কম আয় দ্বারা যেভাবে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিত বর্ত্তমানে তাহাদের আয় শতকরা ৮৩ ভাগ বৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও সে তুলনায় তাহাদিগকে অপেক্ষাকৃত দুঃখ দারিদ্র্যের ভিতর দিন যাপন করিতে হইতেছে। দেশে যুদ্ধের সময় জিনিষপত্রের দর যে হারে বাড়িয়া উঠিয়াছে শ্রমিকদের বেতন ও ভাতা সে তুলনায় অনেক কম বাড়াতেই এইরূপ শোচনীয় অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে। এদেশের যে সব কলকারখানার মালিক যুদ্ধের সময় শ্রমিকদের পাওনা শতকরা ৮৩ ভাগ বৃদ্ধি করিয়াই উহাদের জন্য অনেক কিছু করা হইয়াছে বলিয়া গর্ব্ব করিতেছেন জীবনযাত্রা ব্যয়ের বর্দ্ধিত মানদণ্ডে সে উদারতার পরিমাপ করিলে তাহার তাৎপর্য্য আমরা ভালভাবেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি।

চাঁদপুর
মডেল ব্যাঙ্ক
লিমিটেড
রেজিঃ অফিস—চাঁদপুর
হেড অফিস :—
৪নং সিনাগগ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
শাখাসমূহ :—
বড়বাজার, দক্ষিণ কলিকাতা, হাটখোলা, ইটালী মার্কেট, ডামুড্যা, পুরাণবাজার, পালং, ঢাকা, বোয়ালমারি, পিরোজপুর, কামারখালি ও বোলপুর।
স্থাপিত :- ১৯২৬
ম্যানেজিং ডিরেক্টর
এস, আর, দাশ

ইণ্ডিয়া সিকিউরিটী
ব্যাঙ্ক লিমিটেড
৭, সোয়ালো লেন, কলিকাতা।
শাখা—মগরা (হুগলী), জগদ্দল

বাঙ্গলায় পুনরায় দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা

বাঙ্গলার গবর্ণর মিঃ আর জি কেসি গত ৪ঠা জুলাই এক বেতার বক্তৃতা দিয়া এ প্রদেশের লোকদিগকে চাউলের যোগান সম্পর্কে বিশেষভাবে আশ্বস্ত করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন ১৯৪৪ সালে বাঙ্গলা সরকারের বেসামরিক মাল সরবরাহ বিভাগ ১০ লক্ষ টনেরও বেশী চাউল (২ কোটি ৭০ লক্ষ মণের উপর) খরিদ করিয়াছিলেন। ১৯৪৫ সালে তাঁহারা ৫ লক্ষ টন চাউল হাতে লইয়া খাদ্য বণ্টনের কাজ সুরু করিয়াছেন। আবহাওয়াবিদ্‌রা এবার উপযুক্তরূপ বৃষ্টিপাত হইবে বলিয়া ভরসা দিয়াছেন। ইহাতে বাঙ্গলায় আউস ধানের উৎপাদন ভাল হইবে বলিয়া মনে হইতেছে। কাজেই বাঙ্গলার লোকদের পক্ষে এবার চাউলের উপযুক্তরূপ যোগান পাওয়ায় কোন অসুবিধা হইবে না। সরকারী বরাদ্দ প্রথা অনুযায়ী চাউল বণ্টনের জন্য বাঙ্গলা সরকারও প্রয়োজনীয় পরিমাণে উহা সংগ্রহ ও মজুত করিতে পারিবেন। এইভাবে বাঙ্গলায় চাউলের বাড়তি যোগান দেখাইয়া গবর্ণর বাহাদুর তাঁহার বেতার বক্তৃতায় এপ্রদেশ হইতে বাহিরে চাউল রপ্তানীর একটা সঙ্কল্প ঘোষণা করেন। ভারতের অন্য কয়েকটি প্রদেশে ও সিংহলে চাউলের অভাবে লোকে দুঃখ-দুর্দ্দশা ভোগ করিতেছে। সেই সব স্থানে চালান দেওয়ার জন্য তিনি বাঙ্গলার নিজস্ব যোগান হইতে ১ লক্ষ টন চাউল ভারত সরকারের হাতে প্রদান করিবেন বলিয়া জানান।

গবর্ণরের এই বেতার বক্তৃতার পর নূতন দিল্লী হইতে এসোসিয়েটেড প্রেসও এবার ভারতে চাউলের যোগান বৃদ্ধি পাইয়াছে বলিয়া এক খবর প্রচার করিয়াছেন। উহারা জানাইয়াছেন বাঙ্গলায় চাউলের উৎপাদন বাড়িয়া যাওয়ায় এবং চাউল ক্রয় ও সরবরাহ সম্পর্কে বাঙ্গলা সরকারের কার্য্যনীতি সাফল্যমণ্ডিত হওয়ায় দুর্ভিক্ষের অবস্থা কাটিয়া গিয়া ঐ প্রদেশে এবার চাউলের উদ্বৃত্ত দেখা দিয়াছে। এইরূপ অবস্থার ফলে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের প্রয়োজনে কেন্দ্রীয় সরকার এবার অধিক পরিমাণ চাউল রপ্তানী করিতে পারিবেন বলিয়া আশা করিতেছেন। গত ৩১শে জুলাই নূতন দিল্লী হইতে ইউনাইটেড প্রেস অব ইণ্ডিয়ার এক খবরে প্রকাশ, কেন্দ্রীয় সরকার বাঙ্গলা হইতে যুক্তপ্রদেশে ২৫ হাজার টন চাউল রপ্তানীর ব্যবস্থা করিয়াছেন। বাঙ্গলায় আগষ্ট ও সেপ্টেম্বর মাসে যে চাউল উৎপন্ন হইবে তাহা হইতে বিহারে আরও ১৫ হাজার টন ও মাদ্রাজে যথেষ্ট পরিমাণ (ঠিক পরিমাণ প্রকাশ করা হয় নাই) চাউল তাঁহারা প্রেরণের ব্যবস্থা করিবেন।

দেশে চাউলের যোগান বাড়িয়াছে বলিয়া চারিদিক হইতে এই ভাবে প্রচারকার্য্য সুরু হইয়াছে। কিন্তু লোকের প্রয়োজনের তুলনায় চাউলের কোন প্রাচুর্য্যের লক্ষণ আমরা দেশে কিছুই দেখিতেছি না। যদিও ১৯৪৩ সালের মত দেশে চাউল এখন আর তত দুষ্প্রাপ্য নয় তথাপি যুদ্ধের পূর্ব্ব সময়ের তুলনায় বাঙ্গলায় এখনও ৩।৪ গুণ বেশী মূল্যে উহা বিক্রীত হইতেছে। মফঃস্বলে চাউলের দর মণ প্রতি ১০।১১ টাকায় নামিয়া গিয়া পুনরায় তাহা মণ প্রতি ১৪।১৫ টাকা উঠিয়াছে। বাঙ্গলার বেসামরিক মাল সরবরাহ বিভাগ নিজেদের মনোনীত ব্যবসায়ীদের মারফতে যে চাউল খরিদ করিতেছেন রেশন ব্যবস্থায় তাঁহারাও কলিকাতায় তাহা মণ প্রতি ১৬।০ আনার কমে জনসাধারণকে সরবরাহ করিতে পারিতেছেন না। চাউলের যোগান বাড়িলে তাহার মূল্য হ্রাস পাওয়াই স্বাভাবিক নিয়ম। কিন্তু অবস্থার সেরূপ কোন গতি বাঙ্গলা দেশে একেবারেই লক্ষিত হইতেছে না। কাজেই সেদিক দিয়া বিচার করিলে এ প্রদেশে চাউলের প্রাচুর্য্য ঘটিয়াছে বলিয়া কিছুতেই মনে করা যায় না।

ভারতে ধানের চাষ ও চাউলের উৎপাদন সম্বন্ধে যে সর্ব্বশেষ পূর্ব্বাভাষ প্রকাশিত হইয়াছে তাহা দৃষ্টে জানা যায় ১৯৪৩-৪৪ সালে যেস্থলে দেশে ৮ কোটি ১১ লক্ষ একর জমিতে ধানের চাষ হইয়াছিল, ১৯৪৪ ৪৫ সালে সেস্থলে মাত্র ৮ কোটি ৭ লক্ষ একর জমিতে ধানের চাষ হইয়াছে। পূর্ব্ব বৎসর দেশে ৩ কোটি ৬ লক্ষ টন চাউল উৎপন্ন হইয়াছিল। আলোচ্য বৎসরে অর্থাৎ ১৯৪৪-৪৫ সালে সেস্থলে মাত্র ২ কোটি ৭১ লক্ষ টন চাউল উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া অনুমতি হইয়াছে। ধানের জমি শতকরা ০.৪ ভাগ ও চাউলের উৎপাদন শতকরা ১১.৬ ভাগ হ্রাস পাওয়ার পরও এসোসিয়েটেড প্রেস কি করিয়া দেশে চাউলের প্রাচুর্য্য কল্পনা করিতেছেন তাহা ভাবিবার বিষয়। সমগ্র ভারতের কথা ছাড়িয়া দিয়া আলাদাভাবে বাঙ্গলা দেশের কথা বিবেচনা করিলে গত বৎসর এপ্রদেশেও চাউলের উৎপাদন বাড়িবার কোন পরিচয় পাওয়া যায় নাই। ১৯৪৪-৪৫ সালে বাঙ্গলায় ধান চাষ ও চাউলের উৎপাদন সম্পর্কে গবর্ণমেণ্ট গত জুন মাসে যে দ্বিতীয় পূর্ব্বাভাষ প্রকাশ করেন তাহাতে এপ্রদেশের আউস ও আমন ধান সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হইয়াছিল। ঐ বিবরণে প্রকাশ পাইয়াছিল, ১৯৪৩-৪৪ সালের তুলনায় ১৯৪৪-৪৫ সালে বাঙ্গলায় আউস চাউলের উৎপাদন ৩০ লক্ষ ৪৫ হাজার টন হইতে ২৬ লক্ষ ৫৪ হাজার টন পর্য্যন্ত ও আমন চাউলের উৎপাদন ৮৩ লক্ষ ৩৪ হাজার টন হইতে ৭০ লক্ষ ৯৪ হাজার টন পর্য্যন্ত হ্রাস পাইয়াছে। ১৯৪৪-৪৫ সালে এইরূপ কম চাউল উৎপন্ন হওয়ার ফলে বাঙ্গলার কৃষকদের হাতে ঐ বৎসরের শেষে চাউলের বিশেষ কোন উদ্বৃত্ত থাকে নাই। বাঙ্গলা সরকারই শুধু গত বৎসরের চাউল হইতে কয়েক লক্ষ টন সঞ্চয় করিয়া রাখিতে সমর্থ হইয়াছেন। চলতি ১৯৪৫ সালের প্রথমে বাঙ্গলা সরকারের হাতে ৫ লক্ষ টন চাউল মজুত ছিল। সেই মজুত চাউলের কথা উল্লেখ করিয়া গবর্ণর বাহাদুর গর্ব্ব প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু কলিকাতার মত একটি বৃহৎ এলাকায় এবং ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জ প্রভৃতি স্থানের মত লোকবহুল অঞ্চলে রেশন প্রথায় খাদ্য বণ্টনের দায়িত্ব যাঁহারা গ্রহণ করিয়াছেন তাঁহাদের হাতে মজুত চাউলের এই পরিমাণ মোটেই বেশী নহে।

Habit or Leave it!

Surely nobody likes to-day to hang on the thread of uncertainity with no provision for future and that is exactly the underlying meaning of this caption. Either you must have it — the security of your economic life or you must squander away whatever you earn. Wise men plan ahead. Make provision for you and your family against the invading years. The best and easiest way is to associate yourself with a bank which can guide you in all matters of your economic safety.

What a Savings Account will do for you:
(i) It will help you to provide for any emergent expenditure; (ii) It will help you to cultivate the useful habit of saving; (iii) It will accumulate by itself in a safe and secured manner.

CENTRAL PIONEER BANK LIMITED

SAMBHU MULLICK LANE (HARRISON RD.) CALCUTTA.

CHAIRMAN: B. N AGRAWAL • MG. DIRECTOR • B. MISRA

COMARTS NLP-C-E5

চাউলের দিক দিয়া বাঙ্গলার স্বাভাবিক প্রয়োজন মিটাইবার জন্য এ প্রদেশের গবর্ণমেণ্ট ও জনসাধারণ বর্ত্তমানে আগামী আউস ধান ও আমন ধানের দিকেই চাহিয়া আছেন। কিন্তু অবান্তর কল্পনা-জল্পনার পথে না গিয়া নিরপেক্ষভাবে অবস্থার গতি বিশ্লেষণ করিলে বাঙ্গলার ঐ আগামী ফসল সম্পর্কে এখন হইতে একটা নিশ্চিন্ত ভরসার ভাব পোষণ করা চলে না। বাঙ্গলার অনেক অঞ্চলেই বৃষ্টির যে স্বল্পতা লক্ষিত হইতেছে তাহাতে এবার কোন ফসলই ভালরূপ উৎপন্ন হইবে বলিয়া মনে হয় না। দেশের বহু লোক সে আশঙ্কা করিতেছেন। বৃষ্টির অভাবে আউস ফসল নষ্ট হওয়ার খবর অনেক স্থল হইতেই পাওয়া যাইতেছে। গত ৫ই জুলাই যে 'ষ্টেটস্‌ম্যান' পত্র গবর্ণরের বেতার বক্তৃতা হইতে বাঙ্গলায় চাউলের প্রাচুর্য্য ঘটিবার খবর ফলাও করিয়া প্রচার করিয়াছিলেন, সেই পত্রই উঁহার ৯ই আগষ্ট তারিখের সংখ্যায় এ প্রদেশের আগামী ধান ফসল সম্পর্কে বড় বড় হরফে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করিয়াছেন। 'ষ্টেটস্‌ম্যান' পত্র লিখিয়াছেন—বাঙ্গলার নানা স্থানে বর্ত্তমানে বৃষ্টির অভাব লক্ষিত হইতেছে। এই অবস্থা যদি আরও এক পক্ষকাল বজায় থাকে তবে কোন কোন অঞ্চলে আউস ফসল একেবারে নষ্ট হইয়া যাইবে। যে সব স্থানে ফসল একেবারে নষ্ট হইবে না সে সব স্থানেও স্বাভাবিক সময়ের তুলনায় শতকরা ২৫ ভাগের বেশী ফসল পাওয়া অসম্ভব হইবে। প্রয়োজনীয় পরিমাণ বৃষ্টির অভাবে অনেক স্থলেই আমন ধান রোপণ করা কঠিন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই অবস্থা চলিতে থাকিলে এবার স্বাভাবিক সময়ের তুলনায় শতকরা ৪০ ভাগের বেশী আমন ধান উৎপন্ন হওয়ার আশা নাই। বীরভূমে আউস ফসল নষ্ট হইয়া গিয়াছে। বাঁকুড়ায় গত বৎসরের তুলনায় এবার মাত্র শতকরা ১০ ভাগ পরিমাণে আউস ধান উৎপন্ন হইবে বলিয়া ঐ জেলার রাইস্ মিল ওনার্স এসোসিয়েশন অনুমান করিতেছেন। যদি এখনও ভাল বৃষ্টি হয় তবে এবার বাঁকুড়ায় গতবারের তুলনায় শতকরা ৩৭·৫ ভাগ আমন ধান উৎপন্ন হওয়ার সম্ভাবনা আছে। যদি তাহা না হয় তবে এবার আমন ধানের আশা খুব সম্ভব একেবারেই ব্যর্থ হইবে। মেদিনীপুর বাঙ্গলার একটি প্রধান ধান উৎপাদনকারী জেলা বলিয়া পরিচিত। ঐ জেলায় ধান ফসলের অবস্থা এবার খুব নৈরাশ্যজনক বলিয়াই 'ষ্টেটস্‌ম্যান' পত্র বর্ণনা করিয়াছে। আমরা বাঙ্গলার নানা স্থান হইতে যে বিবরণ পাইতেছি তাহাতে আগামী আউস ও আমন ধান সম্পর্কে ষ্টেটস্‌ম্যান পত্রের এই আশঙ্কা খুব সত্য বলিয়াই মনে হইতেছে।

কাজেই বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী হইতে বাঙ্গলার অবস্থা বিবেচনা করিয়া এ প্রদেশে বর্ত্তমানে বা অদূর ভবিষ্যতে চাউলের প্রাচুর্য্য ঘটিবার কোন লক্ষণ আমরা বুঝিতেছি না। আগামী আউস ও আমন ধান সম্পর্কে যে আশঙ্কার সৃষ্টি হইয়াছে তাহাতে অদূর-ভবিষ্যতে এ প্রদেশে লোকের প্রয়োজনোপযোগী চাউলের অভাব ঘটিবার সম্ভাবনাই বরং আমরা দেখিতেছি। কি বাঙ্গলা সরকার বা ভারত সরকার সে সব বিষয় বিবেচনা না করিয়া অবান্তর-ভাবে চাউলের বাড়তি যোগানের কথা প্রচার করিতেছেন। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ ও সিংহলের জন্য ইতিমধ্যেই বাঙ্গলা হইতে চাউলের রপ্তানী সুরু হইয়াছে। আউস ফসল উঠিলে রপ্তানীর পরিমাণ গবর্ণমেণ্ট বৃদ্ধি করিবেন বলিয়াও মতলব করিয়াছেন। বাঙ্গলায় চাউলের অভাব থাকা সত্ত্বেও ১৯৪৩ সালের প্রথমে কেন্দ্রীয় সরকার ও বাঙ্গলা সরকার এ প্রদেশে চাউলের প্রাচুর্য্য রহিয়াছে বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন এবং সেই প্রচারকার্য্য দ্বারা জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করিয়া এ প্রদেশ হইতে নির্ব্বিচারে বাহিরে চাউল রপ্তানী করিয়াছিলেন। এখনে সেই অবস্থারই পুনরাবৃত্তি লক্ষ্য করা যাইতেছে। বাঙ্গলায় বর্ত্তমানে চাউলের যোগান যেরূপ কম ও অদূরভবিষ্যতে উহার অভাব বেশী করিয়া মূর্ত্ত হইয়া উঠিবার যে নমুনা দেখা যাইতেছে, তাহাতে সরকারী পরিকল্পনা অনুযায়ী এ প্রদেশ হইতে চাউল রপ্তানী হইতে থাকিলে বাঙ্গলায় পুনরায় একটা দুর্ভিক্ষ অবশ্যম্ভাবী হইয়া দাঁড়াইবে। মিঃ এ কে ফজলুল হক, মিঃ কিরণশঙ্কর রায় ও ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ নেতৃবর্গ সম্প্রতি এক বিবৃতি দিয়া সেই আশঙ্কা খোলাখুলিভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন। চাউলের রপ্তানী সম্পর্কে গবর্ণমেণ্টকে ও জনসাধারণকে তাঁহারা বিশেষভাবে সাবধান করিয়া দিয়াছেন। এইরূপ সাবধানবাণী বর্ত্তমান অবস্থায় আমরা খুব সঙ্গত ও সময়োচিত বলিয়াই মনে করি। চাউলের আসন্ন দুর্ভিক্ষ হইতে বাঙ্গলা দেশকে রক্ষা করিতে হইলে বাঙ্গলা সরকারের উচিত এ প্রদেশ হইতে বাহিরে চাউলের রপ্তানী একেবারে বন্ধ করিয়া দেওয়া। দ্বিতীয়তঃ তাঁহাদের কর্ত্তব্য হইতেছে, ব্রহ্মদেশ হইতে এ প্রদেশের জন্য এখন হইতে উপযুক্ত পরিমাণ চাউল সংগ্রহের ব্যবস্থা করা। যদি তাঁহারা তাহা না করেন তবে ১৯৪৩ সালের মত এবারও বাঙ্গলায় ঘোর দুর্দ্দিনের সূচনা হইবে বলিয়া মনে হইতেছে।

দেশের ও দশের সেবায়

বিল্ডিং এণ্ড ল্যাণ্ড ট্রাষ্ট (ইণ্ডিয়া) লিমিটেড-এর

অভিনব পরিকল্পনা অংশীদার ও আমানতকারিগণের অন্ন ও গৃহ সমস্যার সমাধান করিয়া উৎসাহী কর্ম্মীদিগকে উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গঠনে সহায়তা করিবে।

●

অদ্যই নিয়মাবলীর জন্য লিখুন :—

৩নং ম্যাঙ্গো লেন, কলিকাতা।

ফোন :—কলিঃ ১৪৫৩

THE UNITED COMMERCIAL BANK LTD. AT YOUR SERVICE

সংখ্যা দেখেই বিশ্বাস জন্মায়।

বিক্রীত মূলধন— ৪ কোটী টাকা
আদায়ীকৃত মূলধন— ২ ,, ,,
মজুত তহবিল— ৭॥ লক্ষ ,,

চেয়ারম্যান :
জি, ডি, বিড়লা

ভারতে এবং বাহিরে শাখা ও এজেন্সী আছে।

জেনারেল ম্যানেজার—
বি, টি, ঠাকুর

ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত সকলপ্রকার কার্য্য করা হয়।

দি
ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ
২, রয়েল এক্সচেঞ্জ প্লেস, কলিকাতা।

কলিকাতা মেন : ও. এইচ., ঘিওয়ালা, ম্যানেজার
বড়বাজার : জে, পি, সেনগুপ্ত, ম্যানেজার
কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট : বি, কে, মিত্র, ম্যানেজার
ভবানীপুর : এম, এম, ব্যানার্জ্জী, ম্যানেজার

রাজনৈতিক প্রসঙ্গ

রাষ্ট্রপতি মৌলানা আজাদ ১৯৪২ সালের ৯ই আগষ্ট তারিখটি ভারতের মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাসে বিশেষভাবে স্মরণীয় করিবার উদ্দেশ্যে ৯ই আগষ্ট হইতে এক সপ্তাহ পর্য্যন্ত সমগ্র জাতিকে 'স্বাধীনতা সপ্তাহ' পালনের নির্দ্দেশ দিয়াছেন। ৯ই আগষ্ট ও পরবর্ত্তী কয়েক মাসের ঘটনা বিজড়িত স্মৃতি ভারতবাসীমাত্রেরই মনে এখনও জাগরূক রহিয়াছে। পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু যথার্থই বলিয়াছেন যে, "সিপাহী বিদ্রোহের পরে ভারতের স্বাধীনতার জন্য এত বড় প্রচেষ্টা আর হয় নাই।" ক্রীপস্ প্রস্তাব ব্যর্থ হইবার পর ১৯৪২ সালের জুলাই মাসে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির ওয়ার্দ্ধা অধিবেশনে ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার সঙ্কল্প জগত্ সমক্ষে পুনরায় বিঘোষিত হইল। ফ্যাসিষ্টবাদ, নাৎসীবাদ এবং সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিবার জন্য ভারতের স্বাধীনতা অপরিহার্য্য, উক্ত অধিবেশনে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি এই মর্ম্মে এক প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন। প্রস্তাবে আরও বলা হইল যে, বৃটিশ শাসন হইতে মুক্ত হইবার দাবী স্বীকৃত না হইলে ১৯২০ সাল হইতে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস অহিংস গণ-আন্দোলনের যে অভিজ্ঞতা ও শক্তি সঞ্চয় করিয়াছে তাহা ব্যাপকভাবে কার্য্যে প্রয়োগ করিবার জন্য কংগ্রেস সমগ্র দেশবাসীকে আহ্বান জানাইবে। ১৯৪২ সালের আগষ্ট মাসে নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির বোম্বাই অধিবেশনে উক্ত প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ৯ই আগষ্ট প্রত্যুষে মহাত্মা গান্ধীসহ কংগ্রেসের দেশবরেণ্য নেতৃবৃন্দকে গ্রেপ্তার করা হয়। সংক্ষেপে ইহাই হইল 'স্বাধীনতা সপ্তাহের' গোড়ার কথা। মৌলানা আজাদ শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখিয়াই উক্ত পবিত্র অনুষ্ঠান পালনের জন্য নির্দ্দেশ দিয়াছেন। কিন্তু এই সম্পর্কে যুক্তপ্রদেশ, বিহার ও মধ্যপ্রদেশের স্থানে স্থানে সংশ্লিষ্ট গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক সভা-সমিতি ও শোভাযাত্রা নিষিদ্ধ করা হইয়াছে।

অন্যান্য স্থানেও গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ভারতরক্ষা আইনানুযায়ী সভাসমিতি ও শোভাযাত্রার প্রতিকূলেই নির্দ্দেশ জারী করা হইয়াছে। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট পক্ষ অধৈর্য্য হইলেও, প্রত্যেক কংগ্রেসকর্ম্মী ধৈর্য্য হারাইবেন না বলিয়াই আমরা বিশ্বাস করি। রাষ্ট্রপতি মৌলানা আজাদ এই সম্পর্কে কোন নিষেধাজ্ঞা অমান্য না করিতেই নির্দ্দেশ দিয়াছেন। তাঁহার মতে গবর্ণমেণ্টের সঙ্গে বর্ত্তমান মুহূর্ত্তে সঙ্ঘর্ষ এড়াইয়া চলাই প্রত্যেক দেশ সেবকের কাজ হইবে। আমরাও এই মত সমর্থন করি।

* * *

পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু পটসডাম সম্মেলনে ত্রয়ীসম্মেলনের সিদ্ধান্ত সম্পর্কে তাঁহার অননুকরণীয় ভাষায় যে অর্থপূর্ণ মন্তব্য করিয়াছেন তাহা সবিশেষ প্রণিধানযোগ্য। পণ্ডিতজী বলিতেছেন, 'প্রতিশোধ গ্রহণের ইচ্ছা ও ঘৃণা কখনও স্থায়ী শান্তির ভিত্তি হইতে পারে না। মানুষের সংগ্রামলিপ্সা যদি দূর করিতেই হয়, তবে জার্ম্মানী হইতেই শুধু উহা দূর করিলে চলিবে না; কেন না ইহার ফলে সংগ্রামেচ্ছা এবং আ ক্রমণ-প্রবণতা অন্যান্য দেশে স্থানান্তরিত হইবে মাত্র। জোর করিয়া চাপান সমাধান প্রকৃতপক্ষে কোন সমাধানই নহে, ইহা দ্বারা ভাবী সংগ্রামের পথই শুধু প্রশস্ত হয়।' ইতিহাসের দৃষ্টিতে বিচার করিলে পণ্ডিতজীর এই উক্তির সত্যতা সম্পূর্ণভাবেই স্বীকার করিতে হইবে। গত মহাযুদ্ধের পরেও বিজয়ী মিত্রপক্ষ পরাজিত জার্ম্মানীর বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া আশা করিয়াছিলেন যে, কোন দ্বিতীয় কাইজারের অভ্যুত্থানের পথ তাঁহারা একেবারেই রুদ্ধ করিয়া দিতে সমর্থ হইয়াছেন। কিন্তু অতি অল্পকালের মধ্যেই হিটলারের অভ্যুত্থান ভার্সাই সন্ধির কঠোর সর্ত্তাবলীর মূল উদ্দেশ্যকেই শুধু ব্যর্থ করিয়া দেয় নাই, ভার্সাই সন্ধির সর্ত্তাবলীর কঠোরতা দ্বারা ভাবী বিশ্ব-শান্তি প্রতিষ্ঠার পথও একেবারে রুদ্ধ হইল, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রয়োজন দেখা দিল। পটসডামে জার্ম্মানী সম্বন্ধে চূড়ান্ত ব্যবস্থা অবলম্বিত না হইলেও (বর্ত্তমান মহাযুদ্ধের শেষে যে শান্তি বৈঠক আহূত হইবে, তাহাতেই জার্ম্মানী সম্বন্ধে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে), পটসডাম সিদ্ধান্তে ভার্সাই সন্ধির সর্ত্তাবলী অপেক্ষাও কঠোরতর সর্ত্ত জার্ম্মানীর উপর আরোপ করা হইয়াছে। কিন্তু জার্ম্মানীর উপর জোর করিয়া কঠোর সর্ত্তাবলী আরোপ দ্বারা স্থায়ী শান্তির ভিত্তি রচিত হইতে পারে না, ইহাই ইতিহাসের শিক্ষা। পণ্ডিতজী সত্যই বলিয়াছেন, কেবল জার্ম্মানীকে নিরস্ত্র করিলেই সংগ্রামলিপ্সাকে নির্ব্বাপিত করা সম্ভব হইবে না। পণ্ডিতজীর মতে প্রত্যেকটি জাতির মনোভাবের আমূল পরিবর্ত্তন আবশ্যক। পটসডাম সিদ্ধান্তেও সেই মনোভাবের একান্ত অভাব পরিস্ফুট হইয়া উঠায় পণ্ডিতজীর মন্তব্যে গভীর নৈরাশ্য ও বিস্ময় প্রকাশ পাইয়াছে।

* * *

ভারতবর্ষ সম্পর্কে ইংলণ্ডের নবনিযুক্ত শ্রমিক গবর্ণমেণ্টের নীতি ও কর্ম্মপন্থা কি হইবে তৎসম্বন্ধে সংবাদপত্রের জল্পনা-কল্পনার সীমা নাই। কেহ বলিতেছেন যে, এই বিষয়ে কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণের জন্য বড়লাট লর্ড ওয়াভেল শীঘ্রই বিলাত যাইতেছেন। কেহ বলিতেছেন যে, মৌলানা আবুল কালাম আজাদ এবং পণ্ডিত নেহরুকে পরামর্শের জন্য শীঘ্রই বিমানযোগে বিলাতে ডাকিয়া নেওয়া হইবে। আবার কেহ বলিতেছেন যে, আপাততঃ ভারতবর্ষ সম্পর্কে শ্রমিক গবর্ণমেণ্টের কিছু করিবার অভিপ্রায় নাই; ভারতের কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের ব্যবস্থা পরিষদের নূতন নির্ব্বাচনের পর অবস্থা দৃষ্টে নূতন কার্য্যক্রম নির্দ্ধারণ করাই শ্রমিক গবর্ণমেণ্টের ইচ্ছা। এই সব জল্পনা-কল্পনার মধ্যে কোন্‌টা সত্য এবং কোন্‌টা মিথ্যা তাহা বলিবার উপায় নাই। তবে সংবাদপত্রের জল্পনা-কল্পনার কথা ছাড়িয়া দিয়া এই বিষয়ে শ্রমিক গবর্ণমেণ্টের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের উক্তি হইতে সত্য নির্দ্ধারণের চেষ্টা করা যাইতে পারে। নবনিযুক্ত ভারত সচিব সার পেথিক লরেন্স লণ্ডনে ভারতীয় সাংবাদিকদের এক সভায় বলিয়াছেন যে, ভারতবর্ষ ও ব্রহ্মদেশকে বৃটীশ সাম্রাজ্যের ভিতরে ইংলণ্ডের সমান অংশীদার রূপে পরিণত করা কেবল তাঁহার ব্যক্তিগত আদর্শ নহে, বৃটীশ গবর্ণমেণ্ট এবং সকল শ্রেণীর অধিকাংশ ব্যক্তিরও উহাই আদর্শ। তবে কোন্ সময়ে কি ভাবে এই আদর্শকে কার্য্যে পরিণত করা হইবে তৎসম্বন্ধে তিনি এখন কিছু বলিতে চাহেন না।

* * *

ভারত সচিব ভারতবর্ষ সম্পর্কে যে আদর্শের কথা উল্লেখ করিয়াছেন তাহাতে দেশবাসী সান্ত্বনা লাভ করিবে না। এই আদর্শের কথা অনেকদিন পূর্ব্বেই সার ষ্টেফোর্ড ক্রিপসের মুখ দিয়া ঘোষণা করান হইয়াছে। বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট এই আদর্শ সিদ্ধির পথে আপাততঃ কি করিতে চাহেন ভারতবাসী তাহাই জানিবার জন্য উৎসুক আছে। ইতিমধ্যে সার ষ্টেফোর্ড লণ্ডনে একটী বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন যে, আগামী এক মাসকালের মধ্যে ভারতবর্ষ সম্পর্কে শ্রমিক গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মনীতির কথা ঘোষণা করা হইবে। উহাতে দেশবাসী কতকটা আশ্বস্ত হইয়াছিল। কিন্তু এই সংবাদ প্রকাশের অব্যবহিত পরেই সার ষ্টেফোর্ড জানাইয়াছেন (কেহ বলেন যে, জানাইতে বাধ্য হইয়াছেন) যে, তিনি এরূপ কোন মন্তব্য প্রকাশ করেন নাই। সুতরাং অবস্থা যথা পূর্ব্বং তথা পরং রহিয়া গিয়াছে।

* * *

লণ্ডন হইতে গত ৮ই আগষ্ট তারিখে এসোসিয়েটেড প্রেস অব আমেরিকা এই মর্ম্মে একটী সংবাদ দিয়াছেন যে, বৃটিশ মন্ত্রিসভার অধীনে একটী ইণ্ডিয়া কমিটী গঠন করা হইবে এবং ভারতবর্ষ সম্পর্কিত সমস্ত সমস্যা এই কমিটীতে প্রথম আলোচিত হইয়া তৎপর উহা বৃটীশ মন্ত্রিসভার বিবেচনাধীনে আসিবে। এই ব্যবস্থা দ্বারা বৃটীশ গবর্ণমেণ্ট ভারতবর্ষ সম্পর্কে সময়ক্ষেপের সুযোগ পাইবেন, কিন্তু উহাতে কাজ বেশীদূর অগ্রসর হইবে না। তবে উক্ত সংবাদদাতা প্রতিষ্ঠানের একটী মন্তব্য বিশেষ তাৎপর্য্যপূর্ণ। মন্তব্যটী এই—"ভারতীয় জননায়কগণ সিমলা সম্মেলনে বড়লাটের সমক্ষে প্রস্তাবিত নূতন শাসন পরিষদের সদস্য হিসাবে যে সব ব্যক্তির নাম সুপারিশ করিয়াছিলেন সেই সব ব্যক্তিগণকে লইয়া বড়লাট একটী 'জাতীয় গবর্ণমেণ্ট' গঠন করিবেন কি না তৎসম্পর্কিত প্রস্তাব বৃটীশ মন্ত্রিসভা বিশেষভাবে বিবেচনা করিয়া দেখিবেন।" আমাদের মনে হয় যে, মাত্র এই দিক দিয়াই ভারতীয় সমস্যার সমাধানের পথ উন্মুক্ত রহিয়াছে। এতদিন পর্য্যন্ত বড়লাট তাঁহার ইচ্ছামত শাসন পরিষদ গঠন করিয়াছেন এবং এই শাসন পরিষদে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বা দলের মধ্য হইতে মনোনীত ব্যক্তির হার অথবা কংগ্রেস কি লীগের প্রতিনিধি সম্বন্ধে কোন আপত্তি উঠে নাই। বড়লাট এক্ষণে যদি তাঁহার শাসন পরিষদ ভাঙ্গিয়া দেন এবং কংগ্রেস, মুসলীম লীগ ও শিখ সম্প্রদায় প্রভৃতি বিভিন্ন দলের মধ্যে যাঁহারা শাসন পরিষদে যোগ দিতে স্বীকৃত হইবেন তাঁহাদিগকে লইয়া যদি নূতন শাসন পরিষদ গঠন করেন তাহা হইলে উহাতে মুসলীম লীগের পক্ষে বাধা জন্মাইবার কোন উপায় থাকিবে না। অবশ্য বড়লাট যদি নূতন পরিষদের হাতে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে ক্ষমতা হস্তান্তরিত করিতে রাজী হন তাহা হইলেই দেশের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ নূতন শাসন পরিষদে যোগদান করিবেন। ইংলণ্ডের শ্রমিক গবর্ণমেণ্ট যদি উহাতে সম্মত হন তাহা হইলে দেশে অনায়াসে একটী জাতীয় গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। মুসলীম লীগের মধ্যে যাঁহারা এই নূতন শাসন পরিষদ বয়কট করিবেন তাঁহারা এরূপ ক্ষেত্রেও দেশে নানা অশান্তির সৃষ্টি করিতে পারেন। কিন্তু লীগ ব্যতীত অন্য সমস্ত দলের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের হাতে যদি যথার্থ ক্ষমতা দেওয়া হয় এবং লীগ যদি এই ক্ষমতার অংশ গ্রহণ করিতে রাজী না হয় তাহা হইলে দেশে লীগের প্রভাব দিন দিন খর্ব্ব হইবে বই শক্তিশালী হইবে না।

* * *

লীগনায়ক মিঃ জিন্না পুনরায় মহাত্মা গান্ধী এবং কংগ্রেসকে অভদ্রজনোচিতভাবে আক্রমণ করিয়াছেন। মহাত্মাজীর বিরুদ্ধে তিনি ভারতে হিন্দুরাজ প্রতিষ্ঠার যে ষড়যন্ত্রের অভিযোগ করিয়াছেন তাহার মধ্যে কোন নূতনত্ব নাই। তবে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে তিনি এবার একটী নূতন অভিযোগ আনিয়াছেন। কংগ্রেস নাকি বৃটীশ গবর্ণমেণ্টের স্তবস্তুতিতে মত্ত হইয়া উঠিয়াছে। বৃটীশ গবর্ণমেণ্টের প্রতিশ্রুতির উপর যে ব্যক্তির অশেষ শ্রদ্ধা রহিয়াছে এবং পুনঃ পুনঃ যিনি ভারতের মুসলমান সম্প্রদায়ের সম্পর্কে বৃটীশ গবর্ণমেণ্টকে উহাদের প্রতিশ্রুতির কথা স্মরণ করাইয়া দেন তাঁহার পক্ষে এই অভিযোগ আনা নিতান্ত হাস্যোদ্দীপক। আসল কথা এই হইতেছে যে, গত ২৫ বৎসর কাল ধরিয়া কংগ্রেস বৃটীশ গবর্ণমেণ্টের সঙ্গে অসহযোগ নীতি অবলম্বন করাতে মিঃ জিন্নার অনুচরগণ দেশের শাসনক্ষেত্রে একচেটিয়া অধিকার ভোগ করিয়াছেন এবং এই অধিকারের বলে উহারা অগাধ অর্থ ও প্রতিপত্তির মালিক হইয়াছেন—যদিও উহাতে দেশের মুসলমান জনসাধারণের কোন উপকার হয় নাই। বরং বাঙ্গলায় লীগ মন্ত্রিমণ্ডলীর কার্য্যকলাপের ফলে দুর্ভিক্ষ ও মহামারীতে মুসলমান জনসাধারণের মধ্যেই মৃত্যুসংখ্যা বেশী হইয়াছে। কিন্তু লীগপন্থী নবাব ও নাইটগণের মুসলমান জনসাধারণের জন্য কোন মাথাব্যথা নাই। সাম্রাজ্যবাদীদের সহিত যোগসাজোসে ভারতের স্বাধীনতালাভের চেষ্টা পণ্ড করতঃ ভারতে বৃটীশ আমলাতন্ত্রের অনুগ্রহপুষ্ট জীব হিসাবে উচ্চপদের চাকুরী, কণ্ট্রাক্ট, খেতাব ইত্যাদির একচেটিয়া অধিকারকে কায়েমী রাখাই উহাদের মনোগত অভিপ্রায়। কংগ্রেস সহযোগিতার পথ বাছিয়া লওয়াতে উহাদের এই একচেটিয়া অধিকার খর্ব্ব হইবার আশঙ্কা উপস্থিত হইয়াছে এবং এই জন্যই মিঃ জিন্না কংগ্রেসের 'স্তবস্তুতির' জন্য এত খাপ্পা হইয়া উঠিয়াছেন। বৃটীশ গবর্ণমেণ্টের সহিত যদি কংগ্রেসের আপোষই হইয়া গেল তাহা হইলে লীগের আর রহিল কি?

* * *

মিঃ জিন্না তাঁহার মনোগত অভিপ্রায় আরও স্পষ্ট করিয়া ব্যক্ত করিয়াছেন—"এক্ষণে মধ্যবর্ত্তী

(৩৬৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

১৩ লক্ষাধিক বস্ত্র রেশন ইউনিট শ্রমিক নিয়োগকারীদের মারফৎ

প্রায় একমাস পূর্ব্বে ঘোষণা করা হয়েছিল যে, ওয়ার্ড কমিটীসমূহের কাজের চাপ বহুলাংশে কমিয়ে আনার উদ্দেশ্যে এবং শ্রমিকদের মধ্যে আশু বস্ত্র বণ্টনের জন্য গবর্ণমেণ্ট মধ্যবর্ত্তী ব্যবস্থাকালে শ্রমিক নিয়োগকারীদের মারফৎ বস্ত্র বণ্টন করবেন।

প্রথমতঃ বস্ত্র রেশন "এ" (প্রথম ইউনিট) কেবল মজুরশ্রেণীকে ও তাদের বারো বছরের নিম্নবয়স্ক শিশুসহ পরিবারের জন্য দেবার প্রস্তাব হয়েছিল; পরে অন্যান্য কর্ম্মী ও তাদের পরিবারকেও এই সুযোগদানের সিদ্ধান্ত করা হয়েছিল।

শ্রমিক নিয়োগকারীদের প্রয়োজনীয় বস্ত্রের ইন্‌ডেণ্ট দাখিল করিতে বলা হয় এবং সেই ইন্‌ডেণ্ট পেয়ে তাঁদের নিম্নলিখিত পরিমাণে বস্ত্রাদি বণ্টনের উদ্দেশ্যে সরবরাহ করা হয়েছে :—

বস্ত্রের প্রকার	প্রচলিত বস্ত্রের রেশন ইউনিটের সংখ্যা	ষ্ট্যাণ্ডার্ড বস্ত্রের রেশন ইউনিটের সংখ্যা	বস্ত্র রেশন ইউনিটের মোট সংখ্যা
ধুতি, বড়	১৯৩৭৪৩	৪২৩৫৪২	৬১৭২৮৫
ধুতি, ছোট	২৩১৩৭	৬২৮৪২	৮৫৯৭৯
শাড়ী, বড়	৩২৯১৬	১৭৮৪৮০	৩১১৩৯৬
শাড়ী, ছোট	৪৭১৮৮	২৬৭০	৪৯৮৫৮
সার্টিং, রঙীন	৩৪১৭৫	—	৩৪১৭৫
ড্রিল গ্রে ব্লিচ্‌ড	১২৬৬২	—	১২৬৬২
লং ক্লথ	১৩১৬৯০	—	১৩১৬৯০
সার্টিং গ্রে	৫৭১০২	২০৯০	৫৯১৯২
টুইল	—	৫০৪৮	৫০৪৮
মোট	...	...	১৩,০৭,২৮৫
অতিরিক্ত সরবরাহ	...	...	৩,৬০০
সর্ব্বসমষ্টি	...	...	১৩,১০,৮৮৫

ধুতি ও শাড়ীর শতকরা হার—

প্রচলিত কাপড়—৬৩% **ষ্ট্যাণ্ডার্ড কাপড়—৯৭·৫%**

কাজেই শ্রমিক নিয়োগকারীদের মারফৎ বস্ত্র বণ্টনে কলিকাতার এক-তৃতীয়াংশ লোক এভাবে কাপড় পেয়েছে।

ইতিমধ্যে, ওয়ার্ড কমিটীসমূহ ১৯৪৫ সালের ২২শে জুলাই পর্য্যন্ত ৮ লক্ষাধিক লোককে বস্ত্র বণ্টন করেছেন। আশা করা যায় যে, এখন থেকে পরিপূর্ণ রেশন ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত কলিকাতা সহরে ওয়ার্ড কমিটিসমূহ প্রতি সপ্তাহে তাঁদের পুরোপুরি কোটা অনুযায়ী বস্ত্র বণ্টনে চরমশক্তি নিয়োগ করবেন—যাতে যত বেশী সম্ভব লোক এই মধ্যবর্ত্তী ব্যবস্থা তুলে নেবার পূর্ব্বে তাদের সাময়িক রেশন পেতে পারে।

বাংলার অসামরিক সরবরাহ বিভাগ

খেয়ালীর খাতা

ব্রিটেনে জার্ম্মেন বোমা ও রকেটের দৌরাত্ম্যে অনেক বাড়ীঘর নষ্ট হইয়াছে। অনেক লোকের বাসস্থান সমস্যা নিদারুণ। সম্প্রতি গভর্ণমেণ্ট ইংলণ্ডের সমস্ত খালি বাড়ীগুলিকে জোর করিয়া দখল করিয়াছেন (requisition)। যাহাদের থাকিবার জায়গা নাই, তাহাদের থাকিতে দিয়াছেন। ভারতবর্ষেও চট্টগ্রাম, ভিজাগাপট্টম ও কলিকাতায় বোমা পড়িয়াছে বটে, কিন্তু তাহাতে বাড়ী-ঘর বড় কিছু ধূলিসাৎ হয় নাই। কিন্তু বোম্বে, নয়াদিল্লী, কলিকাতা, লাহোর প্রভৃতি বড় সহরগুলির খবর যাঁহারা রাখেন তাঁহারাই জানেন, বাড়ীর অভাব এখানে ব্রিটেনের চাইতে কম তীব্র নয়। কিন্তু এখানে গভর্ণমেণ্ট যে-বাড়ীতে লোক আছে সে-বাড়ী requisition করিয়া ঘরের লোককে পথে বাহির করেন বটে, খালি বাড়ী খালিই থাকে। কারণ এখানে গভর্ণমেণ্টের লক্ষ্য একমাত্র সামরিক কর্ত্তাদের খুসী রাখা, বেসামরিক লোকের সুবিধা বিধান নয়। নতুবা কলিকাতায় রেণ্ট কনট্রোল প্রবর্ত্তন হইত আরও দশ বছর আগে এবং তাহাতে এখনকার মতো শত ছিদ্রযুক্ত আইনের প্যাঁচে বাড়ীয়ালাদের কনট্রোল এড়াইবার রাস্তা খোলসা থাকিত না। এখানে বড় বাড়ী বা ম্যানসন্ খালি পড়িয়া নাই বটে, কিন্তু ছোট বাড়ীর বাড়ীয়ালারা এখনও অনেক আটকাইয়া রাখিয়াছে। কোনটাতে মালিকের দারোয়ান, কোনটাতে তাহার এক বীমার দালাল ভাগিনেয়, কোনটাতে বা তাহার এক মুহুরী বাস করিতেছে, বাড়ীয়ালা নিজে আছে মধুপুর, বেনারস, বাঁকুড়া বা জলপাইগুড়ী। উদ্দেশ্য যদি কখনও কলিকাতায় তাহার আসা হয়, তবে থাকার অসুবিধা না ঘটে। এই 'যদি'র জন্য অনেক বাড়ী আটক আছে যাহা পাইলে বহু স্ত্রী-পুত্র-কন্যা লইয়া বিব্রত ব্যক্তির মাথা গুঁজিবার ঠাঁই হইত!

* * *

আর এক শ্রেণীর বাড়ী আছে যে-গুলি ব্যবহৃত হইতেছে বটে, কিন্তু যেভাবে হইতেছে তাহার চাইতে অধিকতর প্রয়োজনীয়রূপে ব্যবহৃত হইতে পারিত। কলিকাতায় এই দৃষ্টান্তটা বেশী দেখিয়াছি। ক্লাব। প্রায় প্রত্যেক পাড়ায়ই দুইটি তিনটি ক্লাব আছে। যাহারা ছোট ছোট বাড়ী বা ফ্ল্যাট দখল করিয়া আছে। কোন ঘরে একটি পিং পংএর টেবিল, কোন ঘরে তাসের আড্ডা, কোন ঘরে বা খান দুই বইর আলমারী ও দৈনিক ও মাসিক পত্রিকা। সেদিন দক্ষিণ কলিকাতায় একটি রাস্তায়ই ঐ ধরণের তিনটি ক্লাব, এসোসিয়েশান বা সঙ্ঘের সাইনবোর্ড নজরে পড়িল। ইহাদের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করি না। সাধারণ সময়ে ইহাদের জন্য চাঁদা দেওয়া হইতে সুরু করিয়া 'সাহায্যার্থে' অভিনয়ের টিকিট পর্য্যন্ত কিনিয়াছি। ভবিষ্যতেও কিনিতে রাজী আছি। কিন্তু যুদ্ধের দিনে লোকে যখন একটা ঘরের জন্য হন্যে হইয়া বেড়াইতেছে, মামা, কাকা, ভগ্নীপতি ও বন্ধুর বাড়ীতে স্থায়ী অতিথি হইয়া প্রত্যহ সঙ্কোচ বোধ করিতেছে, তখন এই রকম ক্লাবের জন্য বাড়ী আটকাইয়া রাখা criminal। জানি পাঠকদের মধ্যে অনেকেই খুসী হইবেন না। বিশেষ করিয়া কর্পোরেশনের কাউন্সিলার বা হবু কাউন্সিলাররা। কারণ এই সকল ক্লাবের ছেলেদের চটাইলে ইলেকশানে ভোট সংগ্রহে তাঁহাদের অসুবিধা হয়।

* * *

বাড়ীর সঙ্গে গ্যারেজও একটা সমস্যা। যাহাদের মোটর গাড়ী আছে তাহাদের প্রত্যেকেরই যদি বাড়ীর নীচের তলায় গ্যারেজ থাকিত তবে অনেক সুবিধা হইত। কিন্তু পৃথিবীতে অনেক সুবিধাই ঘটে না। যেমন নিজের মেয়ের বিয়েতে টাকা খরচ না হওয়া অথচ ছেলের বিয়েতে বৈবাহিকের লোহার সিন্দুকের ভিতরকার পদার্থ সবটাই ঘরে ওঠা। যাহাদের মোটর আছে কিন্তু মোটর রাখিবার জায়গা নাই তাহাদের গ্যারেজ ভাড়া করিতে হয়। কিন্তু কলিকাতায় গ্যারেজ কি পাওয়ার উপায় আছে? বেশীর ভাগ গ্যারেজে কয়লার দোকান, ধোবার আস্তানা, ডাইংক্লিনিং অথবা শাড়ী ছাপাইবার ব্যবসা ফাঁদা হইয়াছে। অনেক গ্যারেজে বাড়ীর চাকর ঘুমায়, অনেকগুলিতে বা আছে গৃহস্থের প্রাইভেট "মল্লিক বাজার"। ভাঙ্গা খাট, হাতলহীন চেয়ার, টিনের কেনেস্তারা, মায় ঘুঁটের বস্তা। ইহাকে waste of valuable space বলিয়া ডিফেন্স অব ইণ্ডিয়া রুলে ফেলা উচিত। ভাঙ্গাচুরা আবর্জ্জনায় গ্যারেজ আটক রাখা আর ঢাকাই উড়ানী বিছানায় পান্তা প্রায় একই কথা। এদেশে কর্পোরেশন ও গভর্ণমেণ্টের যদি দায়িত্ববোধ থাকিত তবে মোটরগাড়ী রেজিষ্ট্রেশনের সময় গ্যারেজের খোঁজ লইতেন, সহরে গাড়ীর সংখ্যা অনুযায়ী গ্যারেজ আছে কি না। না থাকিলে হয় নিজেরা তৈয়ার করিয়া ভাড়া দিতেন, নয়তো গ্যারেজের অপব্যবহার বন্ধ করিবার আইন করিতেন। আমার গ্যারেজ থাকিলে আমি তাহার যদৃচ্ছা অপব্যবহার করিব, অন্য লোকের যে সুবিধা হইতে পারিত তাহা প্রতিরোধ করিব এমন নীতি এ যুগে অচল। পাঁঠা আমার বলিয়াই আমি উহাকে ল্যাজে কাটিব এমন স্বাধীনতা একালের সমাজ দিতে রাজী নয়, ঘাড়ে কাটিতেই বাধ্য করে। কলিকাতা সহরকে আব-

ভারতের

ধন সম্পদ

প্রথম ৩% ভিক্টরি লোন (১৯৫৭)এ এগারো মাসেরও কম সময়ে ১১২ কোটি টাকা জমা হ'বার পর এই ঋণ গ্রহণ ১৯৪৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে বন্ধ করা হয়। এত অল্প সময়ে এত টাকা ধার পাওয়াতে, উক্ত লোনের নিরাপত্তা ও সর্বসাধারণের গভর্নমেণ্ট লোনের উপর আস্থা প্রমাণিত হয়। প্রথম ভিক্টরি লোনের মতই সুবিধাজনক সর্তে ৩% দ্বিতীয় ভিক্টরি লোন প্রবর্তিত হোলো, যথা—প্রতি ছয় মাস অন্তর আয়কর বাদ দিয়ে সুদের টাকা আপনার কাছে পৌঁছে দেওয়া, ১৫ই অগস্ট ১৯৫৯ ও ১৫ই অগস্ট ১৯৬২র মধ্যে আপনার ন্যস্ত টাকা প্রত্যর্পণ, যথেচ্ছ পরিমাণে টাকা আমানত করবার অধিকার, আপনার টাকার নিরাপত্তা, যে কোনো সময়ে হস্তান্তর করে টাকা ফেরত পাওয়া—আপনাকে আয়কর দিতে না হ'লে কিংবা অপেক্ষাকৃত কম হারে দিতে হ'লে সুদের উপর ধার্য আয়কর ফেরত দেওয়া ইত্যাদি। ভিক্টরি লোনে টাকা খাটিয়ে যুদ্ধ প্রচেষ্টাকে সাহায্য ও মুদ্রাস্ফীতিকে লাঘব করুন। এই ঋণে আপনার টাকা সম্পূর্ণ নিরাপদ এবং এর সুদও আপনার পক্ষে লাভজনক।

আপনার ব্যাঙ্কারকে, কিংবা বোম্বাই, দিল্লী, কলিকাতা, কানপুর ও মাদ্রাজের রিজার্ভ ব্যাঙ্কে, কিংবা ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের যে কোনো শাখা অফিসে, কিংবা গভর্নমেণ্ট ট্রেজারিতে, লিখে এই ঋণে টাকা দাদন করতে পারবেন। AAA 223

আপনার সহরের
১৯৫৯–৬১র
৩%
দ্বিতীয়
ভিক্টরি লোন-এ
নিয়োগ করুন

'ফিনান্স ডিপার্টমেণ্ট, গভর্নমেণ্ট অব ইণ্ডিয়া কর্তৃক প্রচারিত

র্জ্জনামুক্ত করিবার আন্দোলন হাল আমলে প্রথম শুরু করিয়াছেন গভর্ণর মিঃ রিচার্ড কেসী। প্রথম বলিলে বোধ হয় পুরাপুরি সত্য হইবে না, কারণ প্রথম করিয়াছেন ষ্টেটসম্যান পত্রিকা। ষ্টেটসম্যান প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, কেসী সাহেব তাহা কার্য্যে পরিণত করিবার একটা উদ্যোগ করিয়াছেন। মেয়রকে সঙ্গে লইয়া রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিয়া ডাষ্টবিন্ দেখিয়াছেন, কর্পোরেশনকে লরী দিয়াছেন, ভারতরক্ষা আইনের বলক দিয়া জঞ্জাল পরিষ্কার করিতে বাধ্য করিয়াছেন। অবশ্য গর্জ্জন যতটা হইয়াছে বর্ষণ ততটা নয়। তবুও মন্দের ভালো বলিতে হইবে। সম্প্রতি কতকগুলি নতুন ডাষ্টবিন রাস্তার পাশে দেখিতেছি। কাল আরও একটা নতুনতর ব্যাপার চোখে পড়িল। জঞ্জাল পরিষ্কার করিবার জন্য কতকগুলি নতুন লরী আসিয়াছে। তাহাদের মাথায় বড় বড় হরপে লেখা "Deposite your garbage in the dustbins only. Help to make your City clean." কর্পোরেশনের কর্ত্তাদের প্রশংসা করিয়া ষ্টেটসম্যান পত্রিকায় চিঠি লিখিতে যাইতেছিলাম। কিন্তু শুভ কর্ম্মে বাধা পড়িল। আমাদের ঝি প্রত্যহ সকালে বাড়ীর সমস্ত আবর্জ্জনা, তরকারীর খোসা, মাছের আঁশ, উনানের ছাই সদর রাস্তার ডাষ্টবিনে ফেলিয়া আসে। সে হাতের আবর্জ্জনারাশি বাড়ীতে ফিরাইয়া লইয়া আসিল। আগে তাহাকে একখানা A. T. Devএর English to Bengali ডিক্সেনারী কিনিয়া দিতে হইবে।

* * *

শুধু কর্পোরেশনের নয়, গোটা রাষ্ট্র ব্যবস্থার মধ্যেই এদেশে ঐ ইংরেজীর ভূত চাপিয়া বসিয়া আছে। যে-দেশে শতকরা আটানব্বই জন ইংরেজী জানে না সে দেশে জনসাধারণের কাছে যতকিছু আবেদন, নোটীশ, সতর্কীকরণ, সবই হইবে ইংরেজীর মারফতে। চৌরাস্তার মোড়ে যানবাহন নিয়ন্ত্রণের যে বৈদ্যুতিক সিগন্যাল তাহার লাল বাতিতে লেখা stop, সবুজ বাতিতে go। ইলেকট্রিক মোটরের গায়ে লেখা থাকে Danger—2000 volts. পথের পাশে সাইনবোর্ড keep to the left. অথচ যাহারা ঐগুলি পড়িতে পারে তাহাদের জন্য ঐ লেখার কোন প্রয়োজন নাই, যাহারা পারে না তাহাদের কাছে ঐগুলি অর্থহীন। মাঝে মাঝে বাঙ্গালীকে বাংলায়, হিন্দুস্থানীকে হিন্দি বা উর্দ্দুতে বুঝাইবার যে চেষ্টা হয় তাহা আরও সাঙ্ঘাতিক। কারণ আসল লেখাটা থাকে ইংরেজীতে, বাংলায় হয় তাহার তর্জ্জমা। "ভারতীয় বিমান বাহিনীকে উজ্জীন রাখুন", "বাম দিকে রাখ", "বাহিরে রাখ", (Keep outside) বলিলে কি বুঝাইল বা না বুঝাইল তাহা লইয়া লেখকের কোন মাথাব্যথা নাই। সে ইংরেজীতে keep the I. A. F. Flying লিখিয়াই খুশী থাকিতে পারে।

* * *

ছেলেরা কলেজে ভর্ত্তি হইলেই বারো দাদা বা কাকার কাছে চিঠি লিখে my dear father, brother বা uncle-শাস্ত্রে আছে আত্মানং বিদ্ধি। আপনাকে জান। আপনাকে জানিবার চেষ্টা করিলে দেখিবেন, ইংরেজীর প্রতি এই কাণ্ডজ্ঞানহীন আকর্ষণ আমাদের প্রায় সকলেরই মজ্জায় মিশিয়া আছে। কলেজের অধ্যাপক, আফিসের বড়সাহেব ও পত্রিকার সম্পাদকদের কাছ হইতে যে সার্টিফিকেটটি আমরা সবচেয়ে মূল্যবান জ্ঞান করি তাহা হইতেছে "He writes good English," বিদেশী পর্য্যটকেরা আসিয়া ভারতীয় নেতাদের সঙ্গে আলাপ করেন, দেশে ফিরিয়া বই লেখেন "কংগ্রেসের অমুক নেতা speaks excellent English," যেন দেশপ্রেমের ঐটিই হইল সব চেয়ে বড় পরীক্ষা। মনে মনে যে খুশী না হই তাহা নয়। ইংরেজী না জানাটাই লজ্জাজনক মনে করি। দিন কয়েক আগে আমার এক দুঃস্থ আত্মীয় চাকুরীর জন্য আসিয়াছিল, বেচারীর লেখাপড়া ক্লাস ফোর পর্য্যন্ত। আমার একটি ইংরেজ বন্ধু সে-সময় সেখানে উপস্থিত ছিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন চাকুরী প্রার্থীর বয়স কত। বলিলাম সাতাশ। তিনি অত্যন্ত অবাক হইয়া বলিলেন "what a shame! He is 27 and does not speak English?" আমি বলিলাম "you are 46, and don't speak anything except English, what a disgrace!" বন্ধুটি আর দ্বিরুক্তি করিলেন না।

* * *

ভাষা তত্ত্বের আলোচনা ছাড়িয়া মূল প্রসঙ্গে ফিরিয়া আসা যাউক। পরিচ্ছন্ন কলিকাতা। তাহা হওয়া সম্ভব নয় যতদিন না অধিবাসীদের নিজেদের নাগরিক বোধ, পরিচ্ছন্নতা জ্ঞান এবং স্বাস্থ্য চেতনা জাগিতেছে। তাহার জন্য চাই শিক্ষা, চাই ভালো থাকা ও ভালো খাওয়ার ব্যবস্থা। লাট সাহেবের দুইটি বেতার বক্তৃতা, তিনদিন রাস্তা পরিদর্শন, পাঁচবার কর্পোরেশনকে শাসাইয়া খবরের কাগজে ব্যানার হেড লাইন পাওয়া যাইতে পারে। তাহার বেশী বড় আর বেশী কিছু নয়। তাহা হইতে হইলে চাই—যাহা চাই তাহা এতবার বলা হইয়াছে যে, আর নতুন করিয়া বলিতে ইচ্ছা করে না। All roads lead to Rome, ঘুরিয়া ফিরিয়া আবার সেই নেশন্যাল গভর্ণমেণ্টের প্রশ্নেই আসিয়া পৌঁছিতে হয়।

* * *

যতদিন লোকায়ত্ত সরকার—নেশন্যাল গভর্ণমেণ্ট—না হইতেছে ততদিন সত্যিকার কোন উন্নতি সম্ভব হইবে না। তবে ছোট খাটো জোড়া তালি গোছের কিছু কিছু উন্নতি অবশ্যই হইতে পারে। সে-দিক দিয়া গভর্ণমেণ্ট চেষ্টা করিতে পারেন। অন্ততঃ কলিকাতাকে সুদৃশ্য করা সাধ্যাতীত নয়। আরও পার্ক, আরও খোলা জায়গা, আরও পুকুর, আরও পুষ্প বীথিকা দ্বারা সহরকে মনোরম করা যাইতে পারে। সে-দিন একটি স্থানীয় পত্রিকায় জনৈক পত্রলেখক ট্র্যাণ্ড-রোডের দিকে সহর কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। বিষয়টি সমর্থনযোগ্য। গঙ্গার ধারে অমন সুন্দর রাস্তাটি কীরূপ কদর্য্য করিয়া রাখা হইয়াছে। এক পাশে ওয়ার হাউস, গুদাম, রেল লাইন, গরুরগাড়ী, ঠেলা, তেলের কেনেস্তারা, সিমেণ্টের বস্তা, টেউটিন, প্যাকিং বাক্স ইত্যাদি, ইত্যাদি। অপর পাশে অবিন্যস্ত দোকান, অপরিচ্ছন্ন ফুটপাথ, অকথ্য জঞ্জাল স্তূপ। খিদিরপুরের ডক এলাকায় সমুদয় গুদামগুলি জাহাজের মাল উঠানো নামানো নিবন্ধ রাখিয়া তক্তাঘাট হইতে বাগবাজার ঘাট পর্য্যন্ত সমস্ত গুদাম ভাঙ্গিয়া ফেলা উচিত, মহিষ ও ঠেলা গাড়ীগুলি ঐ অঞ্চলে নিষিদ্ধ করা প্রয়োজন, পোর্ট কমিশনারের রেল লাইনটা অন্যত্র সরাইয়া দেওয়া দরকার। ট্র্যাণ্ড রোডটি নদীর ধার পর্য্যন্ত চওড়া করিয়া উহাকে, প্রমোদ ভ্রমণের উপযুক্ত করা হউক। মাঝে মাঝে থাকিবে দ্বীপাকৃতি রেলিং ঘেরা স্থান। থাকিবে open air Restaurant যেখানে বৈকালিক চা পর্ব্ব সমাধা করা যাইবে। থাকিবে প্রচুর আলোকিত গাড়ী ঘোড়া হীন পায়ে চলিবার পথ যেখানে মায়েরা খোকা খুকুদের প্র্যামে চাপাইয়া হাওয়া খাওয়াইবেন, বাবারা লাঠি হাতে লইয়া পদচারণার দ্বারা স্বাস্থ্য সঞ্চয় করিবেন। থাকিবে ছায়াচ্ছন্ন সযত্নরচিত বিশ্রাম স্থান যেখানে সদ্য প্রেমে পড়া তরুণ তরুণী যুগল ঘনসন্নিবদ্ধ বসিয়া কারনহীন আলাপ ও কারণহীন হাস্যতরঙ্গে ক্ষণে ক্ষণে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিবে।

—খেয়ালী

ক্রিসেণ্ট কমারসিয়াল ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া লিঃ

৫৭, রাধাবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা ● ম্যাঃ ডিঃ—মিঃ বি, নারায়ণ চৌধুরী।

উদ্যোগীদের নিকট ভবিষ্যৎ সমুজ্জ্বল

ভারতের ভবিষ্যৎ গঠনের কঠিন কাজ নির্ভর করে ব্যবসা বাণিজ্যের উন্নতি ও বিস্তৃতির উপর। এই প্রকার কর্ম্মসূচীতে আমাদের ব্যাঙ্ক তার কর্ত্তব্য করিতেছে।

দি ত্রিপুরা মডার্ণ ব্যাঙ্ক লিঃ

(সিডিউলভুক্ত)

পরিচয়-জ্ঞাপক সংখ্যা :—

অনুমোদিত মূলধন—	৩০,০০,০০০৲ টাকা
বিলিকৃত মূলধন—	২২,৫০,০০০৲ টাকা
বিক্রীত মূলধন—	২১,১৩,২২৫৲ টাকা
আদায়ীকৃত মূলধন ও রিজার্ভ তহবিল—	১১,৮২,০০০৲ টাকা
আমানত—	১,৬০,০০,০০০৲ টাকা

কার্য্যকরী মূলধন—২ কোটী টাকার অধিক

যে কোন প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্যের জন্য নিম্নঠিকানায় লিখুন :—

প্রধান অফিস :—
আগরতলা (ত্রিপুরা রাজ্য)।

রেজিঃ অফিস :—
আখাউরা (বি এণ্ড এ রেলওয়ে)।

কলিকাতা অফিসসমূহ :—৬, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, ২০১, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট।

শাখা বাংলা ও আসামের সর্ব্বত্র।

পৃষ্ঠপোষক :—
হিজ্ হাইনেস্ দি মহারাজা মাণিক্য বাহাদুর,
কে, সি, এস, আই, ত্রিপুরা।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর :—রাজসভাভূষণ হরিদাস ভট্টাচার্য্য।

আর্থিক দুনিয়ার খবরাখবর

দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনা—প্রকাশ, দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনা সম্বন্ধে কলিকাতায় গত জানুয়ারী মাসে কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট, বাংলা গবর্ণমেণ্ট ও বিহার গবর্ণমেণ্টের প্রতিনিধিদের বৈঠকের পর উক্ত তিন গবর্ণমেণ্টের বিশেষজ্ঞগণ সম্প্রতি যে প্রাথমিক রিপোর্ট পেশ করিয়াছেন তাহাতে বরাদ্দ করা হইয়াছে যে, উক্ত পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত করিতে ৫০ কোটি টাকার প্রয়োজন হইবে। এই সম্পর্কে আরও প্রকাশ যে, ভারত গবর্ণমেণ্ট উক্ত পরিকল্পনার আর্থিক দিক এবং পরিচালনা সম্পর্কিত সমস্যাসমূহ নাকি পরীক্ষা করিয়া দেখিতেছেন। কারণ, সমস্ত দিক হইতে পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধান ব্যতীত কোন নির্ম্মাণকার্য্যে হস্তক্ষেপ করা উচিত নয়, কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট মনে করেন। প্রকাশ, এই সমস্ত প্রাথমিক বিষয় বিবেচনার জন্য বর্ত্তমান মাসের শেষ ভাগে কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট, বাংলা গবর্ণমেণ্ট এবং বিহার গবর্ণমেণ্টের এক বৈঠক আহূত হইবে।

সুরমা উপত্যকা বিশ্ববিদ্যালয় সম্মেলন—সম্প্রতি শ্রীহট্টে শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর বাসভবনে সুরমা উপত্যকা বিশ্ববিদ্যালয় সম্মেলনের এক অধিবেশন হয়। জেলার প্রায় সমস্ত অঞ্চল হইতে প্রতিনিধিগণ উক্ত সম্মেলনে সমবেত হন। শিলং হইতে আগত বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি এবং সহরের গণ্যমান্য ব্যক্তিগণও উক্ত সম্মেলনে যোগ দিয়াছিলেন। আসামের এডভোকেট জেনারেল শ্রীযুক্ত পরেশলাল সোম সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন। সুরমা উপত্যকায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত ভবিষ্যৎ যোগাযোগ সম্বন্ধে অনিশ্চয়তা এবং শিক্ষা ও অন্যান্য ক্ষেত্রে সুরমা উপত্যকার বাসিন্দাদের নানারূপে অসুবিধা উক্ত সম্মেলনের অধিবেশনে খোলাখুলিভাবে আলোচিত হয়। সভাপতি শ্রীযুক্ত সোম মেডিকেল কলেজ, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ এবং কৃষি কলেজ সহ প্রাথমিক অবস্থায় অবিলম্বে সুরমা উপত্যকায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব উত্থাপন করেন। প্রস্তাবটি সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

খাদি প্রতিষ্ঠানের চরকা ক্লাশ—খাদি প্রতিষ্ঠান হইতে ১৫নং কলেজ স্কোয়ারে, হাতীবাগান শাখায় এবং কালীঘাট শাখায় (৭৮এ, রাসবিহারী এভিনিউ) চরকা ক্লাশ খোলা হইয়াছে। এখানে সূতা কাটা, তুলা ধুনা ইত্যাদি যাবতীয় কাজ প্রত্যহ সকাল ৮টা হইতে ১১টা পর্য্যন্ত এবং বৈকাল ৩টা হইতে সন্ধ্যা ৭টা পর্য্যন্ত শিক্ষা দেওয়া হয়। কোনও ফিঃ লাগে না।

দুর্ভিক্ষ তদন্ত কমিশনের রিপোর্ট—বাংলার দুর্ভিক্ষের কারণ সম্পর্কে তদন্ত করিবার জন্য এক বৎসর পূর্ব্বে যে দুর্ভিক্ষ তদন্ত কমিশন নিযুক্ত হয়, সম্প্রতি উক্ত কমিশন কার্য্য শেষ করিয়া কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের নিকট রিপোর্টের দ্বিতীয় অর্থাৎ শেষ অংশ দাখিল করিয়াছেন। প্রকাশ, রিপোর্টের এই অংশে ভারতে খাদ্যোৎপাদন ও পুষ্টিকারিতা প্রভৃতি বিষয় আলোচিত হইয়াছে। ভবিষ্যতে ভারতে যাহাতে আর দুর্ভিক্ষ না হয়, তজ্জন্য রিপোর্টের এই অংশে বিবিধ সুপারিশ করা হইয়াছে বলিয়াও প্রকাশ।

জার্ম্মান শিল্প প্রতিষ্ঠান—লণ্ডনের সাম্প্রতিক সংবাদে প্রকাশ যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষ একটি সুবৃহৎ জার্ম্মান সংযুক্ত প্রতিষ্ঠান বাজেয়াপ্ত করিয়াছেন। উক্ত সংযুক্ত প্রতিষ্ঠানের মূলধন ১৬ কোটি ৬০ লক্ষ ষ্টার্লিং অর্থাৎ প্রায় ২৩২ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা। যুদ্ধের পূর্ব্বে জার্ম্মানীর অর্থনৈতিক ব্যবস্থার প্রায় দুই আনা পরিমাণ অংশ এই প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হইত বলিয়া প্রকাশ। আরও প্রকাশ যে, উক্ত প্রতিষ্ঠানের মারফৎ হিটলার জার্ম্মান শ্রমজীবীদের নিকট হইতে ২৮ কোটি ৬০ লক্ষ মার্ক (প্রায় ৩৩ কোটি ৩২ লক্ষ টাকা) সংগ্রহ করিয়াছিলেন। জার্ম্মানীস্থিত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সহকারী সামরিক শাসনকর্ত্তা জেনারেল লুসিয়াস ক্লে উক্ত প্রতিষ্ঠান বাজেয়াপ্ত করিবার আদেশ দিয়াছেন। উক্ত আদেশানুসারে দুইটি হোল্ডিং কোম্পানী (উহার অধীন ৪৩টি শ্রম শিল্প সহ), ১৮টী পাবলিশিং কোম্পানী, ৩টী জাহাজ নির্ম্মাণ কারখানা, ৩টী বীমা কোম্পানী এবং বহু খুচরা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান বাজেয়াপ্ত হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

বীমা কোম্পানী ও বীমা কর্ম্মী—গত ৪ঠা আগষ্ট, শনিবার ২-৩০ মিনিটের সময় হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ ইনসিওরেন্স সোসাইটির অফিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুক্ত পবিত্ররঞ্জন সরকার উক্ত সোসাইটির বীমা কর্ম্মী সমিতির এক অধিবেশনে বীমা কোম্পানী ও বীমা কর্ম্মী সম্পর্কে একটি তথ্যপূর্ণ সুন্দর বক্তৃতা প্রদান করেন। বীমা কোম্পানী ও বীমা কর্ম্মীদের মধ্যে যে কি সম্পর্কে, উভয়ের পরস্পরের সহযোগিতায় বীমা কোম্পানীগুলি যে কিরূপে অসামান্য সাফল্যলাভ করিতে পারে, শ্রীযুক্ত সরকার সেই সম্পর্কে বিশেষ আলোচনা করেন। যুদ্ধোত্তর যুগে বীমাপত্র বিক্রয়ের যে নূতন ধারার প্রবর্ত্তন হইতে চলিয়াছে সেই বিষয় আলোচনা করিয়া বীমাপত্র বিক্রয়ের ক্ষেত্রে বীমাকর্ম্মিগণ এতাবৎকাল যে দৃষ্টিভঙ্গীতে কাজ করিয়া আসিয়াছেন তাহার আমূল পরিবর্ত্তন করিয়া তাঁহাদিগকে কাজ করিবার পরমর্শ দিয়াছেন।

সিভিল পাইওনীয়ার ফোর্স—গত ৪ঠা আগষ্ট তারিখের ইণ্ডিয়া গেজেটে এক বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ, সিভিল পাইওনীয়ার ফোর্সের কোন ভারতীয় সৈনিককে এখন হইতে তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিদেশে পাঠান চলিবে না। যাহারা স্বেচ্ছায় যাইতে রাজী আছে, শুধু তাহাদিগকেই বিদেশে পাঠান যাইতে পারিবে।

মিঃ আর্থার হেণ্ডারসন—লণ্ডনের সাম্প্রতিক সংবাদে প্রকাশ, মিঃ আর্থার হেণ্ডারসন ভারত ও ব্রহ্মের সহকারী ভারত সচিব পদে নিযুক্ত হইয়াছেন।

কমন্স সভায় সাংবাদিক সদস্য—প্রকাশ, কমন্স সভায় ২৩ জন সাংবাদিক সদস্য মনোনীত হইয়াছেন। শ্রমিক দল হইতে ১৭ জন, রক্ষণশীল দলের ৫ জন ও স্বতন্ত্র ১ জন সাংবাদিক সদস্য রহিয়াছেন বলিয়াও প্রকাশ।

ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জের রেশনের নিয়মাবলী—গত ৪ঠা আগষ্ট তারিখের অতিরিক্ত কলিকাতা গেজেটে ১৯৪৫ সালের ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জ সহর অঞ্চলের রেশনিং সম্পর্কিত নিয়মাবলী প্রকাশিত হইয়াছে।

চীনে প্রভূত তৈল-সম্পদ আবিষ্কৃত—চুংকিং-এর সাম্প্রতিক সংবাদে প্রকাশ যে, কিয়ালিং নদীর তীরবর্ত্তী কিয়াং ইউ অঞ্চলে বড় রকমের তৈলখনি আবিষ্কৃত হওয়ায় চীনের তৈল-সম্পদ বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। চীন ও মার্কিন বিশেষজ্ঞগণের মতে ইহাই নাকি চীনের সর্ব্ববৃহৎ তৈলখনি। আগামী তিন চারি মাসের মধ্যে উক্ত অঞ্চলে কূপ খনন করা কাজে ৩ শত টন বিশেষ ধরণের যন্ত্রপাতি আবশ্যক হইবে বলিয়াও প্রকাশ।

ভারতীয় ছায়াচিত্রের প্রতিনিধিদল—লণ্ডনের সাম্প্রতিক সংবাদে প্রকাশ, বৃটিশ কাউন্সিল ইংলণ্ডে আগত ভারতীয় ছায়াচিত্র প্রতিনিধিদলের জন্য এক সাংবাদিক সম্মেলনের ব্যবস্থা করিয়াছেন। বৃটিশ কাউন্সিলের নিজ ভবনে শীঘ্রই উক্ত সাংবাদিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইবে বলিয়াও প্রকাশ।

ব্যাঙ্কিং বিল—নয়াদিল্লীর সাম্প্রতিক সংবাদে প্রকাশ, আগামী ৮ই অক্টোবর শিমলায় 'ব্যাঙ্কিং বিল' সংক্রান্ত সিলেক্ট কমিটির যে সভা হইবে, তাহাতে সাক্ষ্য প্রদানের জন্য বিশেষজ্ঞগণ ও প্রধান প্রধান ব্যাঙ্কসমূহের প্রতিনিধিগণ আহূত হইবেন।

"প্রলয় নাচন

নাচলে যখন....."

মহাকালের তাণ্ডব নৃত্য
রুদ্র তালে সুরু হওয়ামাত্রই
দিকে দিকে উঠলো কালবোশেখীর
প্রলয়ঙ্কর ঝড় - - - - - - -
- - - - - - - - আর সেই ঝড়ো হাওয়ার দমকা
লেগে আচমকা উধাও হোল যত
সব ভাল টাটকা প্রাণধর্ম্মী খাদ্য—
রইলো যা কিছু বাকী তাও ধূলায়
ধূসর, স-কঙ্কর, নোংরা, ভেজাল, কুখাদ্য।
এ সঙ্কটে ভিটামিন-বি সমন্বিত স্বাভাবিক খাদ্যের অভাব
মিটিয়ে শরীরকে সুস্থ, সতেজ ও সবল রাখতে সক্ষম
কেবলমাত্র—

বাই-ভিটা-বি

শারীরিক অবসাদ ও জীর্ণতা
স্নায়বিক দুর্ব্বলতা, স্নায়ু শূল,
শোথ, বেরিবেরি, পরিপাক
ক্রিয়ার ব্যাঘাত প্রভৃতি রোগে
লব্ধপ্রতিষ্ঠ চিকিৎসকগণ
ব্যবস্থা করেন—
বাই-ভিটা-বি

সমস্ত সম্ভ্রান্ত
ঔষধালয়ে
পাওয়া যায়

বেঙ্গল ইমিউনিটি কোঃ
লিমিটেড
কলিকাতা

আরও প্রকাশ যে, সর্ব্বসমেত ১২ জন অথবা ১৫ জন প্রতিনিধি আমন্ত্রিত হইবেন। কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদের শারদীয় অধিবেশনে ব্যাঙ্কিং বিলের আলোচনা হওয়ার সম্ভাবনা কম, জানা গিয়াছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক উৎপাদন—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক উৎপাদন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী জে এ ক্রুগ সম্প্রতি বলিয়াছেন যে, মার্কিন শিল্প-প্রতিষ্ঠানসমূহ গত বৎসর পৃথিবীর সমরোপকরণের অর্দ্ধাংশ উৎপাদন করিয়াছে এবং ঐ সময়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অসামরিক অধিবাসীদের খাদ্য, বাসস্থান ও পরিচ্ছদের জন্য অপর যে কোন দেশ অপেক্ষা অধিকতর সুব্যবস্থা করিতে সমর্থ হইয়াছে। মিঃ ক্রুগ আরও বলেন যে, ১৯৪৪ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ৯৬ হাজার ৩ শত ৫৯টি বিমান, ৩০ হাজার ৮ শত ৮৯টি জাহাজ, ১৭ হাজার ৫ শত ৬৫টি ট্যাঙ্ক, ৫ লক্ষ ৯৫ হাজার ৩ শত ৩০টি সামরিক ট্যাঙ্ক, ৩ হাজার ২ শত ৮৪টী বড় কামান, ৭ হাজার ৪ শত ৫৪টি ছোট কামান এবং ১৪ লক্ষ ১৬ হাজার ৭ শত ১৪ টন কামানের গোলা বারুদ প্রস্তুত করিয়াছে। মিঃ ক্রুগ বলেন, বিশেষ উল্লেখযোগ্য কথা এই যে, ১৯৪৪ সালে যুদ্ধ যখন চরমে উঠে, তখন মার্কিন পরিবারের লোকজন খাদ্য, পরিচ্ছদ এবং বাসস্থান সম্পর্কে পৃথিবীর অপর যে কোন দেশের লোক অপেক্ষা অধিকতর স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করিয়াছে। মিঃ ক্রুগের মতে ১৯৪৩ সালের গ্রীষ্মকাল হইতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রতি মাসে ৫ শত কোটি ডলার মূল্যের সমরোপকরণ উৎপন্ন করিয়াছে। উহা সমগ্র পৃথিবীর মোট সমরোপকরণের অর্দ্ধাংশেরও অধিক বলিয়া মিঃ ক্রুগ ঘোষণা করেন। মিঃ ক্রুগ আরও উল্লেখ করেন যে, ১৯৪২ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কৃত্রিম রবারের উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ৮ হাজার টন। ১৯৪৪ সালে উহার উৎপাদন দাঁড়ায় ৭ লক্ষ ৫৩ হাজার টন। ১৯৪২ সালের জানুয়ারী এবং ১৯৪৪ সালের অক্টোবরের মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এলুমিনিয়মের উৎপাদন ৩ গুণ বৃদ্ধি পায় এবং ১৯৪৩ সাল অপেক্ষা ১৯৪৪ সালে পেনিসিলিনের উৎপাদন ৮০ গুণ বৃদ্ধি পায় বলিয়াও মিঃ ক্রুগ ঘোষণা করেন।

রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটি—বাংলার গবর্ণর মিঃ আর জি কেসী রয়াল সোসাইটির পক্ষ হইতে বাংলার রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটিকে সম্প্রতি কতকগুলি চিঠি প্রদান করেন। প্রসিদ্ধ উদ্ভিদ বিজ্ঞান বিশেষজ্ঞ সার জোসেফ ব্যাঙ্কস কর্ত্তৃক উক্ত চিঠিগুলির অধিকাংশ লিখিত। সার জোসেফ পরবর্ত্তীকালে রয়াল সোসাইটির প্রেসিডেন্ট পদে প্রায় ৫০ বৎসর কার্য্য করেন। রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটির প্রেসিডেন্ট ডাঃ মেঘনাদ সাহা সোসাইটি ভবনে গবর্ণরের নিকট

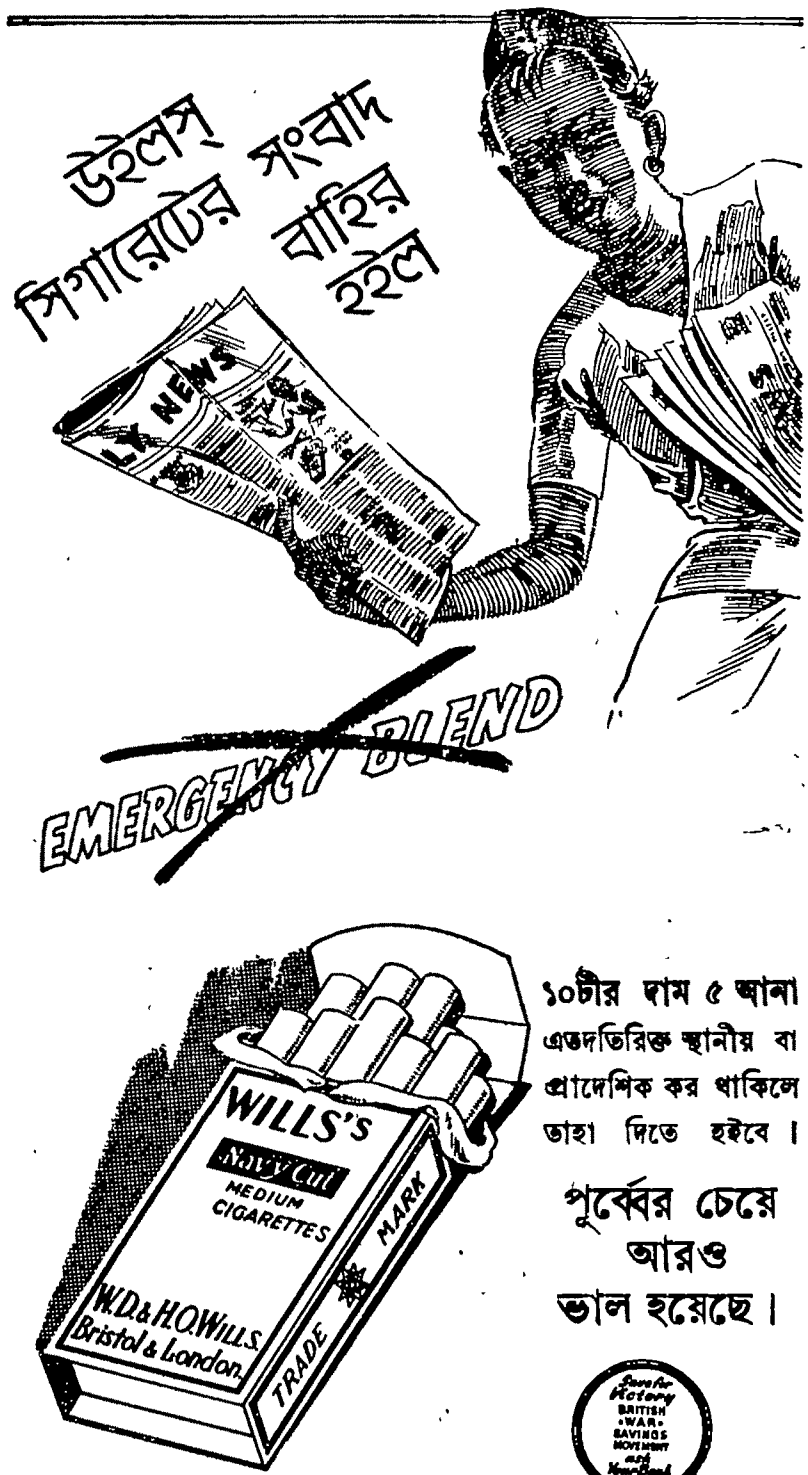

উক্ত চিঠিগুলি গ্রহণ করেন। ডাঃ মেঘনাদ সাহা, ডাঃ কালিদাস নাগ এবং মিঃ কে পি খৈতান গবর্ণরের অভ্যর্থনা করিয়াছেন। এই উপলক্ষে যে চায়ের মজলিসের আয়োজন হইয়াছিল. বাংলার গবর্ণর তাহাতে যোগদান করিয়াছিলেন।

কাগজ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা—সম্প্রতি মাউণ্ট হোটেলে নাগপুরের মুদ্রাকর সমিতি ভারত গবর্ণমেণ্টের পেপার কনট্রোলার মিঃ লেপারকে সম্বর্দ্ধিত করিয়া এক মানপত্র প্রদান করেন। মানপত্রের উত্তরে মিঃ লেপার এই আশা প্রকাশ করেন যে, কাগজ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সকলের শেষে প্রবর্ত্তিত হইলেও, সকলের আগেই, সম্ভবতঃ বর্ত্তমান বৎসরের শেষ ভাগেই উক্ত কাগজ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা রহিত হইবে। মিঃ লেপার আরও বলেন যে, সম্প্রতি ভারতে কাগজ সংক্রান্ত সমস্যা অনেকটা সহজ হইয়া আসিয়াছে। কিন্তু ভারত গবর্ণমেণ্টকে ভবিষ্যতের চিন্তা করিতে হইবে এবং ব্রহ্মের প্রয়োজন মিটাইবার পরিকল্পনা স্থির করিতে হইবে। ভারতকেই ব্রহ্মের প্রয়োজনীয় কাগজ সরবরাহ করিতে হইবে; কারণ, অন্য দেশ হইতে কাগজ আমদানী করা বর্ত্তমানে সম্ভব নহে। প্রসঙ্গক্রমে মিঃ লেপার বলেন যে, মধ্যপ্রদেশ তাহার প্রয়োজনানুযায়ী কাগজ পাইতেছে দেখিয়া তিনি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছেন। মধ্যপ্রদেশে কাগজ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার আর কোনও প্রয়োজন নাই এরূপ মনে করা ভারত গবর্ণমেণ্টের পক্ষে যুক্তিসঙ্গত। এই প্রসঙ্গে নাগপুরের সংবাদপত্রসমূহের দাবী মিটাইবার পক্ষে কাগজ নিয়ন্ত্রণাদেশ প্রয়োগ ব্যাপারে প্রাদেশিক পেপার কনট্রোলার যেরূপ সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছেন, তজ্জন্য মিঃ লেপার তাঁহাকে ধন্যবাদ দেন।

ব্যাঙ্ক ও বীমা প্রতিষ্ঠান—প্রকাশ, নূতন ব্যাঙ্ক খোলা এবং চলতি ব্যাঙ্কের মূলধন বৃদ্ধির আবেদনপত্রের ৫২টি মঞ্জুর ও ৫৯টি অগ্রাহ্য হইয়াছে। আরও প্রকাশ যে, ব্যাঙ্কের কারবারে মোট ৭ কোটি ২৬ লক্ষ টাকা মূলধনের অনুমোদন দেওয়া হইয়াছে। উহার মধ্যে নূতন ব্যাঙ্কের দরুণ মূলধন অনুমোদিত হইয়াছে ৫ কোটি ৪৮ লক্ষ টাকা। ১১টি বীমা কোম্পানীর আবেদন মঞ্জুর হইয়াছে। সবগুলিই চলতি কারবারের মূলধন বৃদ্ধির জন্য। অনুমোদিত বর্দ্ধিত মূলধনের পরিমাণ ৬৭ লক্ষ টাকা। ২৫টি বীমা কোম্পানীর (মোট মূলধন ৩ কোটি ২৮ লক্ষ টাকা) আবেদন অগ্রাহ্য হইয়াছে। উহাদের অধিকাংশই নূতন কোম্পানী খোলার আবেদন।

ব্যবসা-বাণিজ্য এবং যানবাহন চলাচল—ব্যবসা-বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের ১৫৫টি আবেদনপত্র (মূলধন ১ কোটি ৬১ লক্ষ টাকা) মঞ্জুর এবং ৩৯টি (মূলধন ২ কোটি ৪ লক্ষ টাকা) অগ্রাহ্য হইয়াছে। মোটর বাস সার্ভিসের ৭৫টি আবেদন পত্র (মূলধন ২ কোটি ৬৪ লক্ষ টাকা) মঞ্জুর ও ৩টি অগ্রাহ্য এবং সিনেমাগৃহের ১৯টি আবেদনপত্র (মূলধন ১ কোটি ১৪ লক্ষ টাকা) ও বিজ্ঞাপন সংক্রান্ত কারবারের ২১টি আবেদন পত্র (মূলধন ২২ লক্ষ টাকা) মঞ্জুর হইয়াছে।

সাদার্ণ ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস—১৪, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ফোন—ক্যাল ৫৯৮৯

ব্রাঞ্চ—বড়বাজার, শ্যামবাজার, ভবানীপুর, বসিরহাট, খুলনা ও পাটনা

সুবিধাজনক সর্ত্তে গভর্ণমেণ্ট ও মিলিটারী বিলের উপর টাকা ধার দেওয়া হয়

সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

চেয়ারম্যান—মিঃ দেবেন্দ্রনাথ মুখার্জ্জি, মেয়র, কলিকাতা কর্পোরেশন।

বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতে

ভবিষ্যতে সুখ-শান্তি ভোগের জন্য সুখস্বপ্নই বর্ত্তমানকে ক'রে তোলে কর্ম্মময়—সেই কর্ম্মশক্তির উদ্দীপনা মানুষকে এনে দেয় আয়ের সংস্থান—তখন মানুষ উপার্জ্জিত অর্থের সদ্ব্যবহার ক'রতে যায় ভুলে—স্বপ্ন স্বপ্নই থাকে।

*

ভবিষ্যতের আশা পূরণ ক'রতে হ'লে যে সুযোগ্য প্রতিষ্ঠানের পরিকল্পনায় চালিত হওয়া দরকার উহাই—

!!!

ক্যালকাটা কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক লিমিটেড

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার সিডিউলড্ ভুক্ত

১৫, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মিঃ এস, দত্ত ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

রোগীর শুশ্রূষায়...

রোগের অকল্যাণের মধ্য দিয়ে সেবা-ব্রতের কল্যাণময় রূপটী ফুটে ওঠে। এই ব্রত সফল করবার জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ আমরা তৈরী করি।

আমাদের তৈরী
রবার ক্লথ • হট ওয়াটার ব্যাগ্ • আইস্ ব্যাগ্ • এয়ার রিং ও কুশন্ • রবারের এপ্রণ • দস্তানা ইত্যাদি

বেঙ্গল ওয়াটারপ্রুফ ওয়ার্কস্ (১৯৪০) লিঃ

AKB/1 কলিকাতা • নাগপুর • বোম্বাই

সুন্দর বন অঞ্চলে মৎস্য বৃদ্ধির পরিকল্পনা—নয়াদিল্লীর সাম্প্রতিক সংবাদে প্রকাশ যে, সুন্দর বন অঞ্চলে মৎস্যের উৎপাদন বৃদ্ধির পরিকল্পনা সম্পর্কে ভারত গবর্ণমেণ্ট বর্ত্তমান বৎসরের জন্য অর্দ্ধেক ব্যয় মঞ্জুর করিয়াছেন। অবশিষ্ট ব্যয় বাংলা গবর্ণমেণ্টকে বহন করিতে হইবে। উক্ত পরিকল্পনা সম্পর্কে বাংলা গবর্ণমেণ্টকে একটি ত্রৈমাসিক রিপোর্ট ভারত গবর্ণমেণ্টের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে বলিয়াও প্রকাশ।

দীর্ঘ মেয়াদী কারবার—দীর্ঘকাল মেয়াদী ১০টি কারবারের সহিত ১৯৪৫ সালের প্রথম ভাগে অনুমোদিত আরও ৬টি কারবারের হিসাব এক তালিকাভুক্ত করা হইয়াছে। উক্ত ১৬টি কারবারের মোট মূলধন ৭ কোটি ৬৯ লক্ষ টাকা। উহার মধ্যে ৪ কোটি ৩৯ লক্ষ টাকা মূলধনে ৪টি জাহাজী কোম্পানী, ২ কোটি টাকা মূলধনে নৌকা চলাচল সংক্রান্ত কোম্পানী এবং ৫৫ লক্ষ টাকা মূলধনে হাউস বিল্ডিং সোসাইটি (বসতবাটী নির্ম্মাণের কাজকর্ম্ম) রহিয়াছে।

বিভিন্ন কারবারের আবেদনপত্র মঞ্জুর—শিল্প কারখানা ছাড়া অন্যান্য চলতি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের মূলধন বৃদ্ধি, বা নূতন কারবার খোলার জন্য ১৯৪৪ সালের অক্টোবর, নবেম্বর এবং ডিসেম্বর মাসে এবং ১৯৪৫ সালের জানুয়ারী, ফেব্রুয়ারী এবং মার্চ্চ মাসে ভারত গবর্ণমেণ্টের কাছে মোট ৬ শত ৫৪টি আবেদনপত্র পৌছিয়াছিল। মূলধন বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ নীতি অনুসারে ভারত গবর্ণমেণ্ট উহার মধ্যে মাত্র ৪ শত ৬২টি আবেদনপত্র মঞ্জুর করিয়াছেন। অনুমোদিত আবেদনপত্রের মধ্যে ৪ শত ৫২টি জরুরী প্রয়োজনে অবিলম্বে কারবার (মূলধন ১৮ কোটী ৭৩ লক্ষ টাকা) আরম্ভ করিবার জন্য এবং বাকী ১০টি দীর্ঘকাল মেয়াদী কারবারের (মূলধন ৪ কোটি ২২ লক্ষ টাকা) জন্য। কৃষি সংক্রান্ত কাজ কারবারের ৪৭টি আবেদনপত্র মঞ্জুর হইয়াছে। উহার মধ্যে ২৯টি নূতন কারবার (১ কোটি ৪৪ লক্ষ টাকা মূলধনের) খোলার এবং ১৮টি চলতি কারবারের (৮৬ লক্ষ টাকা) মূলধন বৃদ্ধির। মোট ২ কোটি ৩০ লক্ষ টাকার মূলধনের মধ্যে চা-বাগান ইত্যাদিতে ১ কোটি ১৩ লক্ষ টাকা, কৃষি সংক্রান্ত কারবারে ৭২ লক্ষ টাকা, গবাদি পশু ও ঘোড়ার প্রজননের জন্য ১১ লক্ষ টাকা এবং ডেয়ারী প্রভৃতিতে ৩৪ লক্ষ টাকা খাটান হইয়াছে।

জাহাজী শ্রমিক ও ভারত সরকার—এক সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ, ভারত সরকার জাহাজী শ্রমিকদিগের সাধারণ অবস্থার উন্নতি করিবার উদ্দেশ্যে একটি এড হক কমিটি গঠন করিয়াছেন। ভারত সরকার, জাহাজ মালিক ও জাহাজী শ্রমিক—ইহাদের প্রত্যেকের তিন জন প্রতিনিধি নিয়া কমিটিতে মোট নয় জন সদস্য থাকিবেন। বাণিজ্য বিভাগের মন্ত্রী এই কমিটির চেয়ারম্যান হইবেন। নয়াদিল্লীতে এই কমিটির বৈঠকে শ্রমিকদের নিরাপত্তা বীমা, নিয়োগ, কাজের সময়, বেতন সহ ছুটী, পোষাক-পরিচ্ছদ ইত্যাদি বিষয় আলোচিত হইবে।

বৃটিশ ইস্পাত শিল্প—বৃটিশ আয়রণ এণ্ড ষ্টীল ফেডারেশন কর্ত্তৃক বৃটিশ ইস্পাত শিল্পের উন্নতি-কল্পে একটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা মঞ্জুর হইয়াছে

লয়্যাল ব্যাঙ্ক লিমিটেড
হেড অফিস : চাঁদপুর (ত্রিপুরা)
কলিকাতা অফিস : ২৯, ষ্ট্র্যাণ্ড রোড
গ্রাম : মেমোয়্যাণ্ডাম্ ফোন : ক্যাল ৫৭৬৬
শাখাসমূহ :
শিয়ালদহ, ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জ, পুরাণবাজার, মালদহ, টঙ্গিবাড়ী, সিরাজদিখা, পাটকেলঘাটা (খুলনা), নরসিংদি।
সকলপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।
ম্যানেজিং ডিরেক্টর :
মিঃ মনকুমার নাগ
কলিকাতা এজেণ্ট :
মিঃ হরিহর চক্রবর্ত্তী

ইউনাইটেড ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ব্যাঙ্ক লিমিটেড
স্থাপিত ১৯৪০
সিডিউলভুক্ত ব্যাঙ্ক
চেয়ারম্যান—শ্রীযুক্ত যদুনাথ রায়
সুবিধাজনক সর্ত্তে সাধারণ ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ করা হয়।
হেড অফিস—
৭, ওয়েলেসলী প্লেস, কলিকাতা
শাখাসমূহ—
বড়বাজার, শ্যামবাজার, হাটখোলা (কলিকাতা), ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, চাঁদপুর ও ময়মনসিংহ।
পে-অফিস : মিরকাদিম
জেনারেল ম্যানেজার :
এ চ্যাটার্জি, বি-কম, সি-এ, আই, আই, বি

নোয়াখালী ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিঃ
স্থাপিত : ১৯২৯
হেড অফিস : ১০, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা
ফোন : ক্যাল ২৩০৯ (৩ লাইন)
কলিকাতা শাখা :
বালীগঞ্জ, ভবানীপুর, বড়বাজার ও শ্যামবাজার।
অন্যান্য শাখাসমূহ—
ঢাকা, কিশোরগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ, নোয়াখালি, সোনাপুর, চৌমুহনী, চাঁদপুর, পুরাণবাজার, ফেণী, কৃষ্ণনগর, বহরমপুর, জলপাইগুড়ী, বর্দ্ধমান, দৌলতগঞ্জ, জিয়াগঞ্জ, পূর্ণিয়া, পাটনা, আরা, রাঁচি, ভাগলপুর, জামসেদপুর, বেনারস, লক্ষ্ণৌ, আগ্রা, এলাহাবাদ, কাণপুর, মাদ্রাজ, কটক, মিরকাদিম, কাটিহার, বরিশাল, সিলেট, আসানসোল, সিরাজগঞ্জ, গৌহাটি, হিলি, ময়মনসিংহ ও দিল্লী।
কার্য্যকরী মূলধন—দেড় কোটী টাকার উপর
চট্টগ্রাম ও মজঃফরপুর শাখা খোলা হইবে
ম্যানেজিং ডিরেক্টর :—এস, সি, পাল

বলিয়া প্রকাশ। এই পরিকল্পনানুযায়ী মোট নাকি ১২ কোটী পাউণ্ড (প্রায় ১৬০ কোটী টাকা) খরচ হইবে। এই পরিকল্পনানুসারে কাজ আরম্ভ হইয়া গিয়াছে বলিয়াও প্রকাশ। ইস্পাতের কারখানা-সমূহের ব্যবহারের জন্য যাহাতে ২৫ লক্ষ টন পোড়া কয়লা পাওয়া যায় তাহার জন্যও নূতন বৃহৎ চুল্লী তৈরী হইতেছে। ১৯টি নূতন ব্লাষ্ট ফার্ণেস এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও কারখানাসমূহ স্থাপনের জন্য অন্যান্য সমস্ত ব্যবস্থাই অবলম্বন করা হইতেছে বলিয়াও প্রকাশ।

রাশিয়ায় পুনর্গঠনের তোড়জোড়—প্রকাশ, রাশিয়ায় সামরিক ব্যবহারে নিযুক্ত শিল্প কারখানা সমূহকে অসামরিক ব্যবহারে নিয়োগ করিবার প্রাথমিক ব্যবস্থা প্রায় সম্পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। যে সব কারখানা কিছুদিন পূর্ব্বেও লাল ফৌজের জন্য অস্ত্রশস্ত্র তৈরী করিতেছিল, তাহারা বর্ত্তমানে ঘড়ি হইতে আরম্ভ করিয়া বাই-সাইকেল প্রভৃতি অসামরিক ব্যবহারের নানাবিধ সামগ্রী তৈরী করিতেছে। সোভিয়েট রাশিয়ার বৎসরে ১৫ হাজার বিমান তৈরীর একটি বৃহত্তম কারখানা শীঘ্রই প্রতি বৎসর এক লক্ষ সাইকেল প্রস্তুত করিতে পারিবে বলিয়া অনুমিত হইতেছে। উরাল অঞ্চলের একটি বৃহৎ কারখানা যাহা হইতে বৎসরে ৩৫ হাজার ট্যাঙ্ক তৈরী হইত, এখন রেলগাড়ীর চাকা তৈরী করিতে ব্যস্ত আছে।

বিদেশে যুক্তরাষ্ট্রের ব্যয়—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বৈদেশিক অর্থনৈতিক বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী মিঃ লিও টি ক্রোলী সম্প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বৈদেশিক ব্যয় সম্বন্ধে একটি সংক্ষিপ্ত রিপোর্ট প্রকাশিত করিয়াছেন। উক্ত রিপোর্টে ১৯৪০ সালের ১লা জুলাই হইতে ১৯৪৫ সালের ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বৈদেশিক ব্যয়ের হিসাব প্রদত্ত হইয়াছে। মিঃ ক্রোলী বলেন ঐ সময়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ হইতে বিদেশে ১ হাজার ১ শত ৪৩ কোটি ৭০ লক্ষ ডলার ব্যয় হইয়াছে এবং বিদেশসমূহ হইতে ৩২৫ কোটি ৭০ লক্ষ ডলার (সোনা ক্রয় বিক্রয় বাদে) গ্রহণ করা হইয়াছে। মিঃ ক্রোলী আরও উল্লেখ করেন যে, গত ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রীয় গবর্ণমেণ্ট ঋণ ও ইজারা সম্পর্কিত সাহায্যের ব্যাপারে ৩ হাজার ৯ শত কোটি ডলার মূল্যের মালপত্রাদি সরবরাহ করিয়াছেন। ১৯৪০ সাল হইতে ১৯৪৫ সালের ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত বিদেশসমূহে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রাপ্ত অর্থের পরিমাণ ৫৮ কোটি ৫০ লক্ষ ডলার দাঁড়াইয়াছে এবং এতদ্ব্যতীত বিমান ঘাঁটি, যানবাহন, বন্দর, সৈন্যদের বাসস্থান প্রভৃতি সম্পর্কিত ব্যাপারে প্রায় ১৮০ কোটি ডলার ব্যয় করা হইয়াছে বলিয়াও মিঃ ক্রোলী ঘোষণা করিয়াছেন।

কেন্দ্রীয় পরিষদের নির্ব্বাচন—নয়াদিল্লীর সাম্প্রতিক সংবাদে প্রকাশ যে, শীতকালে কেন্দ্রীয় পরিষদের সাধারণ নির্ব্বাচন হইবে এমন অনুকূল লক্ষণ দেখা যাইতেছে। আরও প্রকাশ যে, সম্ভবতঃ ৩০শে সেপ্টেম্বর কেন্দ্রীয় পরিষদের আয়ু-কাল বৃদ্ধি না করিয়া উহা ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইবে। বর্ত্তমান মাসের তৃতীয় সপ্তাহের পূর্ব্বে অবশ্য এই সম্বন্ধে কোন সিদ্ধান্ত আশা করা যায় না। প্রকাশ, লর্ড ওয়াভেল এই সম্পর্কে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের সহিত পত্রালাপ করিতেছেন এবং বৃটিশ শ্রমিক গবর্ণমেণ্টকে কেন্দ্রে ও বিভিন্ন প্রদেশে সাধারণ নির্ব্বাচন এবং রাজনৈতিক বন্দীমুক্তি সম্পর্কে গবর্ণরদের অভিমত জানাইয়াছেন।

কলিকাতায় আলু আমদানী—প্রকাশ, কলিকাতার অসামরিক নাগরিকদের ব্যবহারের জন্য বাংলা গবর্ণমেণ্ট আসাম ও মাদ্রাজ হইতে প্রচুর পরিমাণ আলু আমদানীর ব্যবস্থা করিয়াছেন। উড়িষ্যা গবর্ণমেণ্ট আগষ্ট ও সেপ্টেম্বর মাসের জন্য ৪০ হাজার মণ আলু সরবরাহ করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন এবং মাদ্রাজ গবর্ণমেণ্ট আগষ্ট মাসের জন্য ২ শত টন আলু সরবরাহ করিবেন বলিয়া জানা গিয়াছে। আরও প্রকাশ যে, মাদ্রাজ গবর্ণমেণ্ট পরবর্ত্তী মাসসমূহে আরও অধিক পরিমাণ আলু কলিকাতায় সরবরাহ করিবেন বলিয়াও প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। গত বৎসরও কলিকাতায় প্রায় ২ হাজার টন মাদ্রাজী আলু সরবরাহ করা হইয়াছিল। বাংলা গবর্ণমেণ্টের এগ্রিকালচারাল মার্কেটিংয়ের ডিরেক্টর ডাঃ এস এ হোসেন সম্প্রতি

দাশ ব্যাঙ্ক লিমিটেড

৯-এ, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

চেয়ারম্যান—কর্ম্মবীর আলামোহন দাশ

আধুনিক সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

যশোহর-খুলনা ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস :—
১২নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা
টেলি { ফোন— ক্যাল্ : ২০৪৪ / গ্রাম—যেশখু

শাখা :—
১৩৯বি, রসা রোড, ভবানীপুর
টেলিফোন—সাউথ ২০৪৬

চেয়ারম্যান—রায় শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষ বাহাদুর

জেনারেল ম্যানেজার—শ্রীহরেন্দ্রনাথ ঘোষ, এম-এ, বি-এল,

সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়

২৫শে জুলাই খুলনা শাখা খোলা হইয়াছে।

যশোহর, নড়াইল ও বাগেরহাটে শীঘ্রই শাখা খোলা হইবে।

সেনট্রাল ক্যালকাটা ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস—৯-এ, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা ফোন কলিঃ ২১২৫,৬৪৮৩।

শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র দত্ত, আই, সি, এস (অবসরপ্রাপ্ত)
ডিরেক্টর বোর্ডের চেয়ারম্যান

—শাখাসমূহ—

শ্যামবাজার	সিরাজগঞ্জ	জলপাইগুড়ি	ভাটপাড়া	পাটনা	সাহাজাদপুর
দক্ষিণ কলিকাতা	দিনাজপুর	বর্দ্ধমান	হিলি (দিনাজপুর)	কুচবিহার	আলিপুর দুয়ার্স
নিউ মার্কেট	সৈয়দপুর	আসানসোল	বালুরঘাট	বেনারস	বাঁকুড়া
নৈহাটী	রংপুর	সিউড়ী	দুবরাজপুর (বীরভূম)	এলাহাবাদ	লাহিড়ী-মোহনপুর
কাঁচরাপাড়া	নীলফামারী	পাবনা	আজমগড়	জৌনপুর	

সুদের হার ও অন্যান্য বিষয় পত্র লিখিলে জানান হইয়া থাকে।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—মিঃ ডি, রায়।

ফোন—কলি : ২৩৬৪ # দি ন্যাশনাল এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্ক লিঃ টেলি—Nalex

৩-৪, হেয়ার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ব্রাঞ্চ—বড়বাজার, ফরিদপুর ও ঢাকা।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—শ্রীরাজলক্ষ্মী মজুমদার, বি-এ।

উন্নতিশীল বীমা কোম্পানী
আর্য্যস্থানে
বীমা করিয়া

ব্যবসায়ে লাভের টাকার সংস্থিতি ও আয়করের গুরু ভার লাঘব করুন।

হেড অফিস
আর্য্যস্থান ইনসিওরেন্স বিল্ডিং
১৫, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ
কলিকাতা।

আসাম ও মাদ্রাজ গবর্ণমেণ্টের সহিত আলাপ-আলোচনা করিবার পর উক্ত ব্যবস্থা সম্ভবপর হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। এই সম্পর্কে আরও প্রকাশ যে, আসাম হইতে কলিকাতায় আলুর চালান আসিতে আরম্ভ করিয়াছে এবং বর্ত্তমান মাসের শেষ ভাগ পর্য্যন্ত মাদ্রাজী আলুর চালান আসিতে আরম্ভ হইবে। প্রকাশ যে, অনুমোদিত পাইকারদের মারফৎ নিয়ন্ত্রিত মূল্য ৷৶০ আনা সের দরে আলু বিক্রয় হইবে এবং প্রত্যেককে এক সঙ্গে /১ সের আলু দেওয়া হইবে।

সৈন্যদলে যোগদানের অনুরোধ—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার ডাঃ রাধাবিনোদ পাল, খাজা স্যার নাজিমুদ্দীন, ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এবং মিঃ এইচ এস সুরাবর্দ্দী প্রমুখ বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দ বাঙ্গালী যুবকগণকে সৈন্যদলে যোগ দিতে অনুরোধ করিয়া সম্প্রতি এক আবেদনপত্র প্রচার করিয়াছেন।

চীফ সেক্রেটারী সম্মেলন—প্রকাশ, আগামী ১৪ই আগষ্ট নয়াদিল্লীতে বিভিন্ন প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের চীফ সেক্রেটারীগণের সম্মেলনে কেন্দ্রে ও বিভিন্ন প্রদেশে সাধারণ নির্ব্বাচন, আটক বন্দীগণের মুক্তি, কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানসমূহ হইতে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার প্রভৃতি নানা বিষয়ের আলোচনা হইবে।

দুর্ভিক্ষ তদন্ত কমিটির সদস্যগণের ইংলণ্ড যাত্রা—ভারত গবর্ণমেণ্টের অর্থনৈতিক উপদেষ্টা স্যার থিওডোর গ্রেগরী, পুষ্টি বিশেষজ্ঞ ডাঃ ডব্লিউ আর এ্যাক্রয়েড এবং দুর্ভিক্ষ অনুসন্ধান কমিশনের চেয়ারম্যান স্যার জন উডহেড গত ৯ই আগষ্ট ইংলণ্ড যাত্রা করিয়াছেন।

খাদি ক্রেতার সূতা দিবার ব্যবস্থা—খাদি ক্রয় করিতে হইলে সূতা দিবার ব্যবস্থা সম্পর্কে গান্ধীজীর যুক্তিতে সন্তুষ্ট হইতে না পারিয়া 'গ্রাম উদ্যোগ' পত্রিকার সম্পাদক গান্ধীজীকে তাঁহার যুক্তি আরও সুস্পষ্ট করিয়া জানাইতে অনুরোধ করেন। উত্তরে গান্ধীজী উক্ত পত্রে এক প্রবন্ধে বলেন যে, চরকা লক্ষ লক্ষ গ্রামবাসীর প্রতিনিধি, উহা মিলমালিকদের প্রতিনিধি নহে। চরকা অহিংসভাবে স্বরাজলাভের জন্য পরিকল্পিত। ব্যবহারিক দিক হইতে মনস্তত্ত্বের দিক দিয়াই এই কারণ অধিক যুক্তিযুক্ত। স্বরাজ লাভের জন্য প্রত্যেকে সূতা কাটিলে খাদি ব্যক্তিগত ব্যবহারের সামগ্রী হইবে এবং মিলের কাপড়ের সহিত তাহার প্রতিযোগিতা থাকিবে না। ফলে দরিদ্র ও ধনী উভয় শ্রেণীর লোকই অনায়াসে খাদি ব্যবহার করিতে পারিবে।

কয়লা, ধাতু, তৈল প্রভৃতি খনি নিয়ন্ত্রণ—কলিকাতার সাম্প্রতিক সংবাদে প্রকাশ যে, তৈল, কয়লা, ধাতু প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ খনিগুলি ভারত গবর্ণমেণ্টের নিয়ন্ত্রণাধীনে আনিবার প্রস্তাব সম্বন্ধে বিবেচনা করা হইতেছে।

ভারত-অষ্ট্রেলিয়া বাণিজ্য—ভারতের সহিত রাজনৈতিক ও বাণিজ্যিক বন্ধন সুদৃঢ় করিবার জন্য অষ্ট্রেলিয়া বোম্বাই, কলিকাতা ও কলম্বোয় ট্রেড কমিশনারের অফিস স্থাপন করিবে বলিয়া প্রকাশ। এই উদ্দেশ্যে অষ্ট্রেলিয় শিল্পপতি ও ব্যবসায়িগণের এক প্রতিনিধিদলও শীঘ্রই ভারতে আসিবেন বলিয়াও জানা গিয়াছে।

সারা-সিরাজগঞ্জ রেলপথ—এক সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ, ভারত সরকার ১৯৪৬ সালের ১লা অক্টোবর হইতে সারা-সিরাজগঞ্জ রেলপথটি ক্রয় করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। এই উদ্দেশ্যে সংশ্লিষ্ট রেল কোম্পানীকে প্রয়োজনীয় নোটিশও দেওয়া হইয়াছে।

নূতন শিল্পযুগের সূচনা—"জার্নাল অব কমার্স" নামক সংবাদপত্রে এই অভিমত প্রকাশ করা হইয়াছে যে, "এ্যাটম" বোমায় ব্যবহৃত আণবিক শক্তিকে যদি যুদ্ধ বিরতির পর শিল্পক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয় তাহা হইলে এমন শিল্পবিপ্লব দেখা দিবে যাহার ফল বাষ্পচালিত ইঞ্জিনের আবিষ্কারের চেয়েও সুদূরপ্রসারী হইবে। উক্ত সংবাদপত্রে আরও বলা হইয়াছে যে, এক পাউণ্ড আণবিক

এরিয়ান ব্যাঙ্ক লিঃ
৯নং ক্লাইভ রো, কলিকাতা।
* ক্লিয়ারীং সুবিধাপ্রাপ্ত জাতীয় ব্যাঙ্ক।
* আসাম, বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা, মধ্যপ্রদেশ ও যুক্তপ্রদেশে বড় বড় ব্যবসাকেন্দ্রে শাখা আছে।
* বিদেশী মাল আমদানী রপ্তানীর জন্য লেটার অব ক্রেডিট ইস্যু করা হয়।
লণ্ডন, অষ্ট্রেলিয়া ও আমেরিকার এজেণ্টস্ :—
দি ন্যাশন্যাল সিটি ব্যাঙ্ক অব নিউইয়র্ক

গ্রাম : লাইভ ব্যাঙ্ক : কলি :
টেলিফোন : ক্যাল { ৩২৭৫ ৪৭৩১
স্থাপিত—১৯৩০
গিরিশ ব্যাঙ্ক লিঃ
হেড অফিস :
২১-এ, ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
নিষ্ঠা, নিরাপত্তা, নির্ভরযোগ্যতাই
আমাদের সমস্ত শাখা ও কেন্দ্রের বৈশিষ্ট্য।
ব্যাঙ্কিং কার্য্যে অতুলনীয় সুবিধা এখানে পাইবেন।
চেয়ারম্যান :
রায় জে, এন, মুখার্জ্জি বাহাদুর
গবর্ণমেণ্ট প্লীডার ও পাবলিক প্রসিকিউটার
(হুগলী)
ডিরেক্টর ইন-চার্জ্জ :
মিঃ হৃষীকেশ মুখার্জ্জি।

ইণ্ডিয়ান
ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক লিঃ
হেড অফিস—৮, লায়ন্স রেঞ্জ, কলিকাতা
ক্লিয়ারিং-এর সুবিধাযুক্ত সম্ভ্রান্ত প্রতিষ্ঠান।
সহজ সর্ত্তে টাকা কর্জ্জ দেওয়া এবং বিল ডিস্কাউণ্ট করা হয়।
ফিক্সড ডিপোজিট এবং অন্যান্য আমানতের উপর সুদের হার লাভজনক।
ব্যাঙ্কের "গাইড-টু-ইন্‌ভেষ্টারস্"-এর জন্য আবেদন করুন।
ব্রাঞ্চসমূহ—
বোম্বে, ঢাকা, দীঘিরপার, নবদ্বীপ, বড়বাজার, চাইবাসা, চক্রধরপুর, সাউথ কলিকাতা, রায়পুর, আজারিয়া, গৌহাটী, গোপালদী, নারায়ণগঞ্জ, নবাবগঞ্জ, নওগাঁ (আসাম), বাঘিয়া, সাটুরিয়া (ঢাকা) ও বেড়া (পাবনা)।
আর, রায়—ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

টেলিগ্রাম—Assambank
টেলিফোন—কলি: ৬৯৪০
ব্যাঙ্ক অব আসাম লিঃ
(১৯৩৬ সালে স্থাপিত)
হেড অফিস—শিলং
কলিকাতা অফিস—৬নং, ক্লাইভ রো।
শাখাসমূহ :—বড়পেটা, ধুবড়ী, গৌহাটী, গোয়ালপাড়া, যোড়হাট, নওগাঁ (আসাম)
আদায়ীকৃত মূলধন ও রিজার্ভ— ৬,৩৮,০০০৲ টাকার উপর
আমানত— ৬০,০০,০০০৲ টাকার „
কার্য্যকরী মূলধন ৭৪,০০,০০০৲ টাকার „
ব্যাঙ্কের সকল কাজ করা হয়।
এ বি দত্ত, এম-এ, এফ-আর-ই-এস্,
এ-আই-বি (লণ্ডন), সার্ট, এজেণ্ট, কলিকাতা।
এইচ ব্যানার্জ্জি, বি-এ,
এ-আই-বি (লণ্ডন), সার্ট, ম্যানেজিং ডিরেক্টর

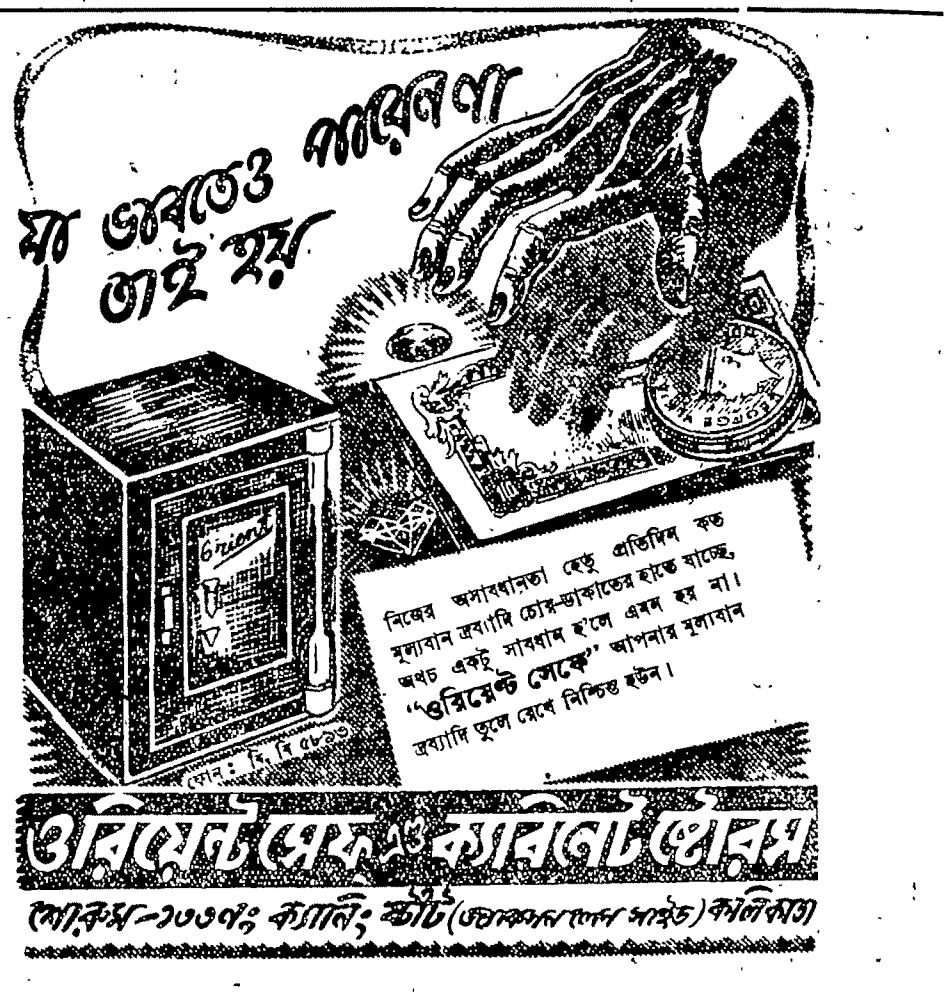

শক্তির সামর্থ্য ৫০ লক্ষ পাউণ্ড কয়লা অথবা ৩০ লক্ষ গ্যালন গ্যাসোলিন হইতে প্রস্তুত শক্তি অপেক্ষা অধিক।

চীনে বৈদেশিক সাহায্য—চীনের প্রধান মন্ত্রী ডাঃ টি ভি সুঙ্গ চাইনীজ পিপল্‌স্ পলিটিক্যাল কাউন্সিলকে সম্প্রতি জানাইয়াছেন যে, সান ফ্রান্সিস্কো সম্মেলনের বৈঠকের সময় তিনি মার্কিন সরকারের সঙ্গে চীনকে আর্থিক সাহায্য দেওয়ার প্রশ্ন আলোচনা করেন। তিনি আরো বলেন যে, চীনে যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠনের জন্য বৈদেশিক সাহায্য অপরিহার্য্য। চীনের বর্ত্তমান দ্রব্যমূল্য সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে আমেরিকা হইতে শীঘ্রই বহুল পরিমাণে দ্রব্যসামগ্রী চীনে রপ্তানী করা হইবে বলিয়াও ডাঃ সুঙ্গ প্রকাশ করেন।

নূতন ধরণের তামাক—গুনটুর তামাক গবেষণাগার (টোবাক্যো রিসার্চ সাব-ষ্টেসন)এ প্রস্তুত এক নূতন ধরণের তামাকের কথা সম্প্রতি প্রকাশ করা হইয়াছে। এই নবাবিষ্কৃত তামাকের নাম দেওয়া হইয়াছে এ্যামারেলো—৫। এই তামাকের ভবিষ্যৎ নাকি খুব আশাপ্রদ। গবেষণাগারে এবং কৃষিক্ষেত্রেও পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, এই বিশেষ ধরণের তামাক প্রসিদ্ধ হ্যারিসনস্ স্পেশ্যাল শ্রেণীর তামাক হইতেও উৎকৃষ্ট। আরো জানা গিয়াছে যে, যে সব মাটী হ্যারিসনস্ স্পেশ্যালের পক্ষে উপযোগী নহে সেই সব মাটীতে ইহা ভাল জন্মে।

স্যার এডওয়ার্ড বেম্বল—প্রকাশ, সামরিক যানবাহন সচিব স্যার এডওয়ার্ড বেম্বল ছুই মাসের ছুটীতে শীঘ্রই ইংলণ্ড যাইতেছেন। তাঁহার অনুপস্থিতিতে রেলপথসমূহের চীফ কমিশনার স্যার আর্থার গ্রিফিন সামরিক যানবাহন সচিবের কাজ করিবেন। স্যার এডওয়ার্ড বিলাতে অবস্থানকালে বৃটিশ রেলপথসমূহের কর্ত্তৃপক্ষের সঙ্গে ভারতীয় রেলপথের যুদ্ধোত্তর সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা করিবেন বলিয়াও জানা গিয়াছে।

ভারতের যুদ্ধোত্তর বৈদ্যুতিক ব্যবস্থা—ইউনাইটেড প্রেসের এক সংবাদে প্রকাশ, দশজন বৈদ্যুতিক ইঞ্জিনীয়ারকে প্রত্যক্ষ শিক্ষা লাভের জন্য ভারত সরকার আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও ইংলণ্ডে প্রেরণ করিয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যে ৪ জন গ্রামসমূহে কি ভাবে বৈদ্যুতিকরণ সম্ভব তাহা শিক্ষা করিবেন এবং শিক্ষান্তে ভারত সরকার ইঁহাদিগকে যুদ্ধোত্তর পল্লী সংস্কার কার্য্যে নিযুক্ত করিবেন বলিয়াও জানা গিয়াছে। আরও জানা গিয়াছে যে, এই ইঞ্জিনীয়ারদল আগামী বৎসরের ফেব্রুয়ারী মাস পর্য্যন্ত তাঁহাদের ব্যক্তিগত কেন্দ্রে শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া ভারতে ফিরিয়া আসিবেন।

রং ও রাসায়নিক দ্রব্য সম্পর্কে নূতন নিয়ন্ত্রণাদেশ—সম্প্রতি ভারত সরকার রং ও রাসায়নিক দ্রব্যসমূহ নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য এক নূতন আদেশ জারী করিয়াছেন। এই আদেশ অনুসারে রং অথবা অন্যান্য রাসায়নিক দ্রব্যের প্রত্যেক আমদানীকারককে উক্ত শ্রেণীর কোন দ্রব্য আসিবার ১৫ দিনের মধ্যে টেক্সটাইল কমিশনারকে দ্রব্যের বর্ণনা, পরিমাণ, মূল্য ইত্যাদি সম্পর্কে সঠিক খবর জানাইতে হইবে। টেক্সটাইল কন্‌ট্রোলারের আদেশ ব্যতীত আমদানীকারকগণ কোন দ্রব্য বিক্রয় করিতে পারিবেন না। এই আদেশের ফলে কোন ব্যক্তি রং অথবা রাসায়নিক দ্রব্য বিনানুমতিতে মজুত করিতে পারিবেন না। টেক্সটাইল কন্‌ট্রোলারকে এই শ্রেণীর দ্রব্যসমূহের

আপনার নিজস্ব প্রতিষ্ঠান
দি হুগলী ব্যাঙ্ক লিঃ
৪০নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
ফোন : ক্যাল ২২৬০ (তিন লাইন)
৩০-৬-১৩৫২ তারিখের হিসাব

	টাকা
আদায়ীকৃত মূলধন ও সংরক্ষিত তহবিল	১৭,৭৫,০০০৲
নগদ, কোম্পানীর কাগজ, ইত্যাদি	১,৭২,৮৫,০০০৲
আমানত	২,৫৫,৯৮,০০০৲
কার্য্যকরী তহবিল	২,৮৫,৬৪,০০০৲

আমাদের নির্ভরযোগ্যতাই আপনার অনাগত সুদিনের নিশ্চিত নিদর্শন।

অক্ষয় কুমার লাহা
রেডিয়াম মার্ক পিণ্টেড ক্লকার
রং
বা ড্রীল ক্ল ঘড়িখানার রং
৪৩নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট কলিকাতা

আর মিত্রের
ময়ূরমার্কা
তিলতৈল
মাথা ঠাণ্ডা রাখে
চুল উঠা বন্ধ করে
আর মিত্র — পারফিউমার
২৭ নং বিবেকানন্দ রোড, কলিকাতা

টেলিগ্রাম—"আর্থিক মান" পোঃ বক্স কেল—৬৫৯
প্রগতিশীল জাতীয় আর্থিক প্রতিষ্ঠান
ব্যাঙ্ক অব কামরূপ লিঃ
হেড অফিস : ৭নং সোয়ালো লেন, কলিকাতা
ম্যানেজিং ডাইরেক্টর—শ্রীঅমলেন্দু বাগচী

M.P. a/b-2
গৃহলক্ষ্মীর কামনা
সুখের সংসারে শাড়ী ও অলঙ্কারের স্থান থাকবেই। কিন্তু বুদ্ধিমতী গৃহলক্ষ্মীর কাছে তাঁর নিজের নামে একটী বীমা খুব পছন্দসই হবে সন্দেহ নেই। আপনার গৃহলক্ষ্মীকে একটী বীমাপত্র উপহার দিলে তিনি শুধু যে খুসী হবেন তা নয়, যেই সম্পদ তিনি তাঁর ছেলেমেয়েদের ও স্বামীর কাজে মনোমত ভাবে লাগাতে পারবেন।
ন্যাশনাল
ইন্সিওরেন্স কোম্পানি লিমিটেড্
৭ নং, লাটবেলিয়াস ষ্ট্রীট
ফোন : ক্যাল : ৫৭২৬
ভারতের সর্ব্বত্র ও ভারতের বাহিরে ব্রাঞ্চ অর্গানাইজেশন ও চীফ এজেন্সী অফিস বর্ত্তমান।

সাবান প্রস্তুতের
কোন :—
বড়বাজার :—১৩৯৭ অফিস
" :—১৫৯২ ফ্যাক্টরী
টেলিগ্রাম—"চীনামাটী"
যাবতীয় জিনিষ—সিলিকেট সোডা • সোপষ্টোন পাউডার • কষ্টিক সোডা • রজন • সিট্রোনেলা অয়েল • রঙ • হাইড্রোমিটার • প্রভৃতি পাইবেন
কলিকাতা মিনারেল সাপ্লাই কোং লিঃ
৩১, অ্যাকলন লেন, কলিকাতা

গত ১৯শে জুন কনট সার্কাসে
নয়া দিল্লী শাখা খোলা হইয়াছে।
—অন্যান্য শাখাসমূহ—
বড়বাজার, বহুবাজার, কালীঘাট, শ্যামবাজার, ল্যান্সডাউন রোড, খিদিরপুর, কলেজ ষ্ট্রীট, ডায়মণ্ডহারবার, বেহালা, বাটানগর, বজবজ, ঘাটশিলা, মধুপুর, সিলেট, কারসিয়ং, মেদিনীপুর, বিষ্ণুপুর, শিলিগুড়ি ও দিল্লী।
সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়
শ্রীব্যাঙ্ক লিঃ
৩-১, ব্যাংকশাল ষ্ট্রীট, কলিকাতা

সর্ব্বোচ্চ বিক্রয়মূল্য নির্দ্ধারণ করিবার ক্ষমতাও এই আদেশে দেওয়া হইয়াছে।

ভারতে প্রস্তুত ম্যাগনেসিয়াম-ক্লোরাইড—প্রকাশ, বস্ত্রশিল্পে ব্যবহৃত ম্যাগনেসিয়াম-ক্লোরাইড বর্ত্তমানে ভারতে ৪টি কারখানা হইতে প্রস্তুত হইতেছে। এই কারখানাগুলি আগ্রা-আগ্রা রাজ্যের অন্তর্গত মিথাপুর কাথিয়াওয়ারা, খুদা ও ঝাবাগোধায় অবস্থিত।

বাঙ্গলায় সরিষার তৈল সরবরাহ—কাণপুরের সংবাদে প্রকাশ যে, সংযুক্ত প্রদেশের সমস্ত তৈলের কলের পরিচালকগণ মিলিয়া স্থির করিয়াছেন যে, উহারা কলিকাতায় প্রতি মাসে ৫০ হাজার মণ করিয়া সরিষার তৈল সরবরাহ করিবেন। এই বিষয়ে বাঙ্গলা সরকারের সহিত পরিচালকদের একটী চুক্তি সম্পাদিত হইয়াছে। বাঙ্গলা সরকার ঐ তৈল হস্তগত করিয়া সেপ্টেম্বর মাস হইতে তাহা বরাদ্দ ব্যবস্থায় সকলের মধ্যে বিলি করিবেন স্থির করিয়াছেন।

ধনসাম্যের ব্যবস্থা—বর্ত্তমানে এদেশে যে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা বলবৎ আছে তাহার ফলে কেহ কোটীপতি এবং কেহ বা কপর্দ্দকহীন অবস্থায় বাস করিতেছে। রুশিয়াতে সকলের সমান আয় থাকিবে—এরূপ আদর্শ অনুযায়ী কাজ হইলেও এখনও উক্ত দেশে এরূপ অনেক ব্যক্তি আছে, যাহাদের আয় দেশের সর্ব্বনিম্ন আয়বিশিষ্ট ব্যক্তিদের আয়ের ৮০ গুণ। মহাত্মা গান্ধী সম্প্রতি ভারতবর্ষের জন্য যে ধনতান্ত্রিক পরিকল্পনা স্থির করিয়াছেন তাহাতে এরূপ আদর্শ রাখা হইয়াছে যে, দেশে কোন ব্যক্তির আয় সর্ব্বনিম্ন আয়বিশিষ্ট ব্যক্তির আয়ের তুলনায় ১২ গুণের বেশী হইবে না।

বিশিষ্ট চিকিৎসাব্রতীর কলিকাতায় আগমন—আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম যে, ময়মনসিংহ গৌরীপুরের সুপ্রসিদ্ধ আয়ুর্ব্বেদিক চিকিৎসক রাজবৈদ্য কবিরাজ শ্রীযুক্ত কুমুদচন্দ্র ভট্টাচার্য্য প্রাণাচার্য্য, ব্যাকরণতীর্থ, বিদ্যালঙ্কার, আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রী মহাশয় কলিকাতায় আসিয়া চিকিৎসা ব্যবসায়ে ব্রতী হইয়াছেন। ১০৯ বি কেশব সেন ষ্ট্রীটে (আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট ও কেশব সেন ষ্ট্রীটের মোড়) তাঁহার ঔষধালয় স্থাপিত হইয়াছে।

আণবিক বোমার আবিষ্কারের ফল—নিউ ইয়র্কের 'সায়েন্স ফিকশন' পত্রের সম্পাদক মিঃ জন ক্যাম্পবেল এরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, বিজ্ঞানের যে রহস্য উদ্‌ঘাটন দ্বারা আণবিক বোমা প্রস্তুত করা সম্ভবপর হইয়াছে সেই জ্ঞান কার্য্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করিয়া মানব দেহে এরূপ পরিবর্ত্তন সাধন করা সম্ভবপর হইবে যাহার ফলে ভবিষ্যতে ত্রিচক্ষুবিশিষ্ট, চক্ষুহীন, বাহুহীন, দ্বাদশ বাহুবিশিষ্ট, দুইটী হৃদয়যন্ত্রবিশিষ্ট ইত্যাদি বহুবিধ ধরণের মানব উৎপাদন করা সম্ভবপর হইবে।

শিল্প মিশনের সদস্যগণ—জানা গিয়াছে যে, ভারতীয় শিল্প মিশনের সদস্য শ্রীযুক্ত নলিনী রঞ্জন সরকার, মিঃ জি ডি বিড়লা এবং মিঃ লোকনাথন আমেরিকার যুক্তরাজ্যে ৪ সপ্তাহকাল ভ্রমণের পর গত ১০ই আগষ্ট তারিখে লণ্ডনে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন।

ভারতে বৈজ্ঞানিক গবেষণা—ভারতে বৈজ্ঞানিক গবেষণার প্রসার বিষয়ে ভারত সরকার ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল রিসার্চ্চ প্লানিং কমিটী নামে যে কমিটী বসাইয়াছিলেন তাহার রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে। এই রিপোর্টে এরূপ সুপারিশ করা হইয়াছে যে, ভারত সরকার বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য বাড়ীঘর নির্ম্মাণ ও যন্ত্রপাতি ক্রয়ের জন্য ৫ বৎসর কালের মধ্যে ৬ কোটি টাকা ব্যয় করিবেন। গবেষণাগারসমূহ দেশের সর্ব্বত্র প্রতিষ্ঠিত করা হইবে, এজন্য ভারতীয় ও বিদেশী বৈজ্ঞানিকগণকে বৃত্তি দেওয়া হইবে এবং দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের প্রয়োজন লক্ষ্য রাখিয়া গবেষণাকার্য্য পরিচালিত হইবে বলিয়াও উক্ত কমিটী নির্দ্দেশ দিয়াছেন।

পরীক্ষা ব্যবস্থার সংস্কার—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিণ্ডিকেট সভা গত ১১ই আগষ্ট তারিখের অধিবেশনে বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক গৃহীত মেট্রিকুলেশন, আই এ, বি এ ইত্যাদি বিভিন্ন শ্রেণীর পরীক্ষা ব্যবস্থার আমূল সংস্কার সাধন করিবেন স্থির করিয়াছেন। এই উদ্দেশ্যে পরামর্শ দানের জন্য সিণ্ডিকেট কতকগুলি সাব-কমিটী গঠন করিয়াছেন। এই সব সাব-কমিটীর রিপোর্ট হস্তগত হইলে তাহা সিণ্ডিকেট কর্ত্তৃক বিবেচিত হইয়া এই সম্বন্ধে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হইবে।

(রাজনৈতিক প্রসঙ্গ—৩৫৭ পৃষ্ঠার পর)

গবর্ণমেণ্টের কোন কথা বলিয়া লাভ নাই। আমাদিগকে শাসনতন্ত্রের ক্ষেত্রে একটা স্থায়ী মীমাংসার দিকে অগ্রসর হইতে হইবে। যদি ভারতের স্বাধীনতা সমস্যার একটা মীমাংসা করিতে হয় তাহা হইলে পাকিস্থান মানিয়া লইতে হইবে। আমরা পাকিস্থান সম্বন্ধে কখনও আমাদের দাবী পরিত্যাগ করিব না।" মিঃ জিন্নার এই উক্তির প্রকৃত তাৎপর্য্য উপলব্ধি করিতে কোন কষ্ট হয় না। এক্ষণে যদি কোন মধ্যবর্ত্তী গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হয় তাহা হইলে কংগ্রেসের ও পাকিস্থান বিরোধী অন্যান্য দলের হাতে প্রভূত ক্ষমতা আসিবে এবং উহার ফলে লীগ কেবল যে পেছনে পড়িয়া থাকিবে এরূপ নহে—উহার ফলে লীগের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইবার উপক্রম হইবে। কাজেই মিঃ জিন্না মধ্যবর্ত্তী গবর্ণমেণ্ট দ্বারা দেশবাসীর হাতে কোন ক্ষমতা আসুক উহা চাহেন না। তিনি জানেন যে, বৃটীশ গবর্ণমেণ্ট পাকিস্থান সমর্থন করেন না এবং কংগ্রেস, হিন্দুমহাসভা বা শিখ সম্প্রদায় উহা কিছুতেই মানিয়া লইবে না। কাজেই যদি দেশের শাসনতন্ত্র সম্বন্ধে একটা স্থায়ী মীমাংসার সম্বন্ধে চেষ্টা আরম্ভ হয় তাহা হইলে এজন্য বহু সময়ক্ষেপ হইবে এবং সেই পর্য্যন্ত লীগ খোসমেজাজে স্বপদে অধিষ্ঠিত থাকিতে সমর্থ হইবে। কিন্তু ভারতে সর্ব্বসম্প্রদায়ের প্রতিনিধিস্থানীয় কংগ্রেসের ত্যাগ ও অধ্যবসায়ের অনতিক্রমণীয় শক্তির জন্য যে বৃটীশ গবর্ণমেণ্ট মিণ্টোমর্লি শাসন সংস্কার হইতে আরম্ভ করিয়া বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত মণ্টেগু শাসন সংস্কার, সাইমন কমিশন, গোলটেবিল বৈঠক, প্রাদেশিক শাসন ব্যাপারে লাটদের ক্ষমতা প্রয়োগ সম্বন্ধে প্রতিশ্রুতি, ক্রিপস প্রস্তাব, ওয়াভেল প্রস্তাব ইত্যাদির মারফতে পুনঃ পুনঃ কংগ্রেসের সমক্ষে আপোষ প্রস্তাব উপস্থিত করিতে বাধ্য হইতেছেন সেই বৃটীশ গবর্ণমেণ্ট শেষ পর্য্যন্ত মিঃ জিন্নার সহায়তার উপর নির্ভর করিয়া থাকিবেন—এই বিষয়ে তিনি কি স্থিরনিশ্চিত আছেন?

Gram : Cencomba Phone : B. B. 5638 Post Box No. 2282

সেণ্ট্রাল কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ

স্থাপিত—১৯২৮

হেড অফিস—১২, জ্যাকসন লেন, কলিকাতা।

অনুমোদিত জামিনে ধার, ক্যাশ ক্রেডিট ও ওভারড্রাফট দেওয়া হয়। বিল, ডিভিডেণ্ড প্রভৃতির টাকা সুবিধাজনক সর্ত্তে আদায় করিয়া দেওয়া হয়।

ম্যানেজিং ডিরেক্টার :—মিঃ এস বি বিশ্বাস

সুন্দর ডিজাইনের

ইংরাজি ও বাংলা

সর্ব্বপ্রকার ছাপার কাজ

সুলভে ও নির্দ্দিষ্ট সময়ে

পাইতে হইলে অনুগ্রহ করিয়া

আর্থিক জগৎ প্রেসে অনুসন্ধান করুন।

১২২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ফোন বড়বাজার ৬৩৮২

কোম্পানী প্রসঙ্গ

ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ

গত ৫ই আগষ্ট উক্ত ব্যাঙ্কের যশোহর জেলাস্থ বসুন্দীয়া শাখার উদ্বোধন কার্য্য সুসম্পন্ন হইয়াছে। স্থানীয় মহকুমা হাকিম মিঃ এম্ ব্যানার্জ্জি, বি-সি-এস অনুষ্ঠানে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন এবং একটি নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা দিয়া ব্যাঙ্কের সাফল্য কামনা করেন। ব্যাঙ্কের তরফ হইতে ম্যানেজিং ডিরেক্টর শ্রীযুত যতীন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, হেড অফিসের অন্যতম প্রধান কর্ম্মী শ্রীযুত পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং আসাম অঞ্চলের খ্যাতনামা ব্যবসায়ী শ্রীযুত রথীন সেন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। শ্রীযুত রথীন সেনের বক্তৃতা সভায় বিশেষ উৎসাহের সৃষ্টি করে। সুব্যবস্থাপনার ফলে উদ্বোধন দিবসে ঐ অঞ্চলে বিশেষ উৎসাহের সঞ্চার হয় এবং প্রথম দিনেই প্রায় তিন লক্ষ টাকা জমা পড়ে। স্থানীয় ব্যবসায়ী প্রধান জমিদারত্রয় শ্রীযুত মহেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুত অতুলকৃষ্ণ কাপুরিয়া এবং শ্রীযুত কেদারনাথ রায় স্থানীয় ডিরেক্টর বোর্ডে যোগদান করিয়াছেন। আমরা উক্ত প্রতিষ্ঠানের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি ও সাফল্য কামনা করি।

বিল্ডিং এণ্ড ল্যাণ্ড ট্রাষ্ট (ইণ্ডিয়া) লিঃ

এই কোম্পানীর অনুমোদিত মূলধন ১ কোটি টাকা। উহা ১০ টাকা মূল্যের ৭ লক্ষ ৫০ হাজার সাধারণ শেয়ার ও ৫০ টাকা মূল্যের ৪৮ হাজার প্রেফারেন্স শেয়ার ও ১ টাকা মূল্যের ১ লক্ষ ডেফার্ড শেয়ারে বিভক্ত। এই কোম্পানীর সাধারণ শেয়ারের মধ্যে ৭ হাজার ৫০০ শেয়ার ইতিপূর্ব্বে বিক্রয় হইয়াছিল। কিন্তু উহার মধ্যে ৫ হাজার ২০০ শেয়ার শেষ পর্য্যন্ত বাতিল করিয়া দেওয়া হয়। কোম্পানীর শেয়ার মূলধন বৃদ্ধি করিবার জন্য উহার উদ্যোক্তারা বর্ত্তমানে সেই ৫ হাজার ২০০ বাতিল শেয়ার পুনরায় সাধারণের নিকট বিক্রয়ের জন্য উপস্থিত করিয়াছেন।

উপযুক্ত জমি সংগ্রহ করিয়া তাহাতে লোকের জন্য বাসভবন নির্ম্মাণ, ব্যবসায় হিসাবে ডেইরী ও ফিসারী পরিচালনা এবং ব্যাপক আকারে ফল ও শস্য উৎপাদনের ব্যবস্থা করাই বিল্ডিং এণ্ড ল্যাণ্ড ট্রাষ্ট (ইণ্ডিয়া) লিমিটেডের উদ্দেশ্য। সেজন্য কলিকাতা, বাদরপুর, বারাকপুর, দমদম, বরানগর প্রভৃতি অঞ্চলে কোম্পানী ইতিমধ্যে উপযুক্ত জমি ক্রয় ও ইজারা লওয়া সম্পর্কে সচেষ্ট হইয়াছেন। ভেণ্ডারদের সহিত আলাপ আলোচনা কোন কোন ক্ষেত্রে বিশেষভাবে অগ্রসর হইয়াছে। কলিকাতা ও সন্নিকটবর্ত্তী অঞ্চলে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকদের পক্ষে উপযুক্ত বাসভবন পাওয়ার সমস্যা দিন দিনই খুব জটিল হইয়া দেখা দিতেছে। কোম্পানী উপযুক্ত জমি সংগ্রহ করিয়া এই শ্রেণীর বাসভবন গড়িয়া তুলিয়া তাহা মধ্যবিত্ত চাকুরীজীবীদের ভিতর বিক্রয় করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন। এই ধরণের ব্যবসায় ঠিক ঠিক ভাবে পরিচালনা করিতে পারিলে তাহাতে কোম্পানীর যথেষ্ট লাভের সুবিধা হইবে বলিয়া আশা করা যাইতে পারে। ডেইরী স্থাপন, হাঁস মুরগী পালন, ফিসারী পরিচালনা ও কৃষি শস্য উৎপাদন সম্পর্কে তাঁহাদের পরিকল্পনাও আমরা সর্ব্বথা প্রশংসনীয় ও সমর্থনযোগ্য বলিয়া মনে করি। এই সব পরিকল্পনা যথাযোগ্যভাবে কার্য্যকরী করা হইলে তাহাতে কোম্পানীর মুনাফা অর্জ্জনের পথ প্রশস্ত হইবে সন্দেহ নাই। দেশের দাদনকারীরা এই শ্রেণীর কোম্পানীর শেয়ার কিনিয়া ব্যবসা বাণিজ্য প্রসারে উহাদিগকে সমুচিত উৎসাহ দিবেন বলিয়াই আমরা আশা করি।

গ্রেট ইষ্টার্ণ ব্যাঙ্ক লিঃ

১৯৪৪-৪৫ সালের রিপোর্ট

আমরা উক্ত ব্যাঙ্কের গত ১৩ই এপ্রিল, ১৯৪৫ (বাঙলা ৩১শে চৈত্র, ১৩৫১) তারিখ পর্য্যন্ত এক বৎসরের মুদ্রিত কার্য্যবিবরণী সমালোচনার্থ পাইয়াছি। এই ব্যাঙ্কটী গত ১৯২৮ সালে প্রতিষ্ঠিত হইলেও কার্য্যক্ষেত্রে উহা তেমনভাবে অগ্রসর হইতে পারে নাই। এজন্য আলোচ্য বৎসরে মিঃ বারীন্দ্রকুমার সেনগুপ্ত ম্যানেজিং ডিরেক্টর হিসাবে ব্যাঙ্কটীর পরিচালনাভার গ্রহণ করেন এবং মিঃ অমিয় রঞ্জন মুখার্জ্জি প্রমুখ কৃতী ব্যবসায়ী উহার ডিরেক্টর বোর্ডে যোগদান করেন। উহাদের কর্ম্মপ্রচেষ্টার ফলে অল্প সময়ের মধ্যে ব্যাঙ্কটী উল্লেখযোগ্যরূপ উন্নতিলাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে। গত ১৯৪৩-৪৪ সালের শেষে এই ব্যাঙ্কের মোট কার্য্যকরী মূলধনের পরিমাণ ছিল ৪৪ হাজার ৫০৩ টাকা মাত্র—১৯৪৪-৪৫ সালের শেষে উহা বৃদ্ধি পাইয়া ৬ লক্ষ ৯৯ হাজার ৭২৩ টাকায় পরিণত হইয়াছে। এই তারিখে ব্যাঙ্কের আদায়ী মূলধনের পরিমাণ ৩৮ হাজার ২৯২ টাকা এবং ব্যাঙ্কে সাধারণের আমানতের পরিমাণ ৬ লক্ষ ৫৮ হাজার ৭৪৭ টাকা ছিল। ব্যাঙ্কের ব্যালান্স শীটে দেখা যায় যে, আলোচ্য বর্ষের শেষে ব্যাঙ্কের মোট কার্য্যকরী মূলধন ৬ লক্ষ ৯৯ হাজার ৭২৩ টাকার মধ্যে ৫ লক্ষ ৯০ হাজার ৮০২ টাকাই নগদ ও অন্য ব্যাঙ্কে আমানত হিসাবে সংরক্ষিত ছিল। উহাতে বুঝা যায় যে, ব্যাঙ্কের পরিচালকগণ নগদ টাকার স্বচ্ছলতার প্রতি অত্যধিক দৃষ্টি রাখিয়া ব্যাঙ্কটী পরিচালনা করিতেছেন।

আলোচ্য বর্ষে পূর্ব্ব বৎসরের লাভের জের লইয়া ব্যাঙ্কের হাতে লাভ হিসাবে যে ১,৩৯৭ টাকা জমা হইয়াছিল তাহা হইতে ব্যাঙ্কের অংশীদারগণকে আয়করযুক্ত শতকরা বার্ষিক ৩৲ টাকা হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছে।

এই বৎসরে ব্যাঙ্কের ৩টী নূতন শাখা খোলা হইয়াছে। ৪৪-৪৬ নং ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতায় ব্যাঙ্কটীর হেড আফিস অবস্থিত। আমরা এই ব্যাঙ্কটীর উত্তরোত্তর উন্নতি কামনা করি।

নূতন যৌথ কোম্পানী

সৎসঙ্গ ট্র্যান্সপোর্ট সার্ভিস এণ্ড ইঞ্জিনিয়ারিং লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ পি সি চক্রবর্ত্তী। রেজিষ্টার্ড অফিস—পাবনা। অনুমোদিত মূলধন—দশ লক্ষ টাকা। ইঞ্জিনিয়ার ও যন্ত্রপাতির কারখানা।

ভারত ষ্টক এণ্ড শেয়ার ডীলার্স সিণ্ডিকেট লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ এস বি বর্ম্মা। রেজি-

শুধু "জীবন" নয়

যে কোন প্রকার বীমা, যথা—

"লাইফ", "ফায়ার", "মেরিণ"

"এক্সিডেণ্ট", "মোটরগাড়ী"—

ইত্যাদি সর্বপ্রকার বীমার জন্য প্রগতিশীল প্রতিষ্ঠান হচ্ছে—

হাওড়া ইন্সিওরেন্স কোং, লিঃ

চেয়ারম্যান : কর্মবীর আলামোহন দাশ

৩০নং ষ্ট্র্যাণ্ড রোড্ ঃঃ কলিকাতা। ফোন—কলিঃ ৭৭৫

বেঙ্গল সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস :—৮৬, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

—— শাখাসমূহ ——

কলিকাতায়—হারিসন রোড, শ্যামবাজার, বৌবাজার, মাণিকতলা, জোড়াসাঁকো, বড়বাজার, ভবানীপুর, হাওড়া, শালকিয়া।

বাংলায়—ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, রংপুর, পাবনা, বগুড়া, বহরমপুর, বাঁকুড়া, নবদ্বীপ, কৃষ্ণনগর।

বিহারে—পাটনা, গয়া, রাঁচী, হাজারীবাগ, কোডারমা ও গিরিডি।

লণ্ডন এজেণ্টস্—মিডল্যাণ্ড ব্যাঙ্ক লিমিটেড।

নিউইয়র্ক এজেণ্টস্—ন্যাশনাল সিটি ব্যাঙ্ক অফ নিউইয়র্ক।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর :—মিঃ জে, সি, দাশ।

স্থাপিত—১৯২৯

ব্যাঙ্ক অব কমার্স লিঃ

(সিডিউলভুক্ত)

হেড অফিস—১২নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

অনুমোদিত মূলধন	২০,০০,০০০৲	টাকা
বিলিকৃত বা বিক্রীত মূলধন...	১০,৩২,৩২০৲	"
আদায়ীকৃত ...	৯,৬৬,১৮৯৲	"
কার্য্যকরী ...	৯৫,০০,০০০৲	" উপরে

শাখাসমূহ :—কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা, বালিগঞ্জ, খিদিরপুর, বর্দ্ধমান, খুলনা, বাগেরহাট, দৌলতপুর এবং ঢাকা।

সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

ষ্টার্ড অফিস—৩১, বড়তলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—১ লক্ষ টাকা। ষ্টক ও শেয়ারের ব্যবসা।

ইউনিভার্সাল (ইণ্ডিয়া এজেন্সী) লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ বেহারী। রেজিষ্টার্ড অফিস—৫১, ক্লাইভ ষ্ট্রীট (তিনতলা), কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা। কৃষিকার্য্য ও সাধারণ ব্যবসা।

ক্যালকাটা বেকার্স এসোসিয়েশন—প্রেসিডেন্ট—মিঃ এম বি জামান। রেজিষ্টার্ড অফিস—২৯, ওয়েষ্টন ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ৩০০ জন সদস্য। উদ্দেশ্য—বেকারী ব্যবসায় নিযুক্ত কর্ম্মিগণের স্বার্থ রক্ষা ও বেকারী ব্যবসার সাধারণ উন্নতি সাধন।

এক্সসাইজ চেম্বার অব কমার্স—সেক্রেটারী—মিঃ জে সি ঘোষ। রেজিষ্টার্ড অফিস—১, রূপচাঁদ রায় ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ১০০ জন সদস্য। উদ্দেশ্য—শুল্ক ধার্য্য দ্রব্যাদির ব্যবসা ও বণিজ্যে উন্নতি সাধন।

শ্রীশ্যামনাথ মিলস লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ সত্যনারায়ণ মুরারকা। রেজিষ্টার্ড অফিস—৯৫, লোয়ার চীৎপুর রোড, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—১১ লক্ষ টাকা। চাউল, গম ও অন্যান্য শস্যাদির ব্যবসা।

প্ল্যাষ্টিক ইণ্ডাষ্ট্রীজ লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ কে জি কৃতানি। অনুমোদিত মূলধন—২৫ লক্ষ টাকা। তৈল, মোম ও অন্যান্য প্ল্যাষ্টিক দ্রব্যের ব্যবসা।

রঞ্জিৎ লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ জি পি দত্ত। রেজিষ্টার্ড অফিস—পাণিহাটী, ২৪ পরগণা। অনুমোদিত মূলধন—৫ লক্ষ টাকা। ম্যানেজিং এজেন্টস।

বি এস বি এণ্ড কোং লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ পাতকীচন্দ্র মুক্তিলাল। রেজিষ্টার্ড অফিস—পি ৭, মিশন রো এক্সটেনশান, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—২০ হাজার টাকা। জেনারেল অর্ডার সাপ্লায়ার্স।

ন্যাশনাল এম্পোরিয়াম লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ প্রভাতকুমার মিত্র। রেজিষ্টার্ড অফিস—পি-৭, মিশন রো এক্সটেনশান, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—২০ হাজার টাকা। চামড়ার দ্রব্য ও অন্যান্য আসবাবপত্রাদির ব্যবসা।

শালিমার কেমিক্যাল ওয়ার্কস্ লিঃ—ডিরেক্টর—শ্রীপ্রকৃতিনাথ ভট্টাচার্য্য। রেজিষ্টার্ড আফস—৮, নারিকেলডাঙ্গা মেন রোড, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—৫০ হাজার টাকা। প্রসাধন দ্রব্য, সাবান ও অন্যান্য রাসায়নিক দ্রব্যাদির কারখানা।

আমিন বুট হাউস লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ মহম্মদ সিদ্দিক। রেজিষ্টার্ড অফিস—১৫০, লোয়ার চীৎপুর রোড, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—৫ লক্ষ টাকা। জুতার পাইকারী ও খুচরা ব্যবসা।

শ্রীসরস্বতী মাইকা মাইনিং কোং লিঃ—ম্যানেজিং ডিরেক্টর—মিঃ মনসুখলাল মেহতা। রেজিষ্টার্ড অফিস—১০০।৩, আশুতোষ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—৫০ হাজার টাকা। খনির মালিক ও খনিজের ব্যবসা।

ক্যালকাটা পিকচার্স লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ বি সেন। রেজিষ্টার্ড অফিস—১৭২, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—২০ হাজার টাকা। ফিল্ম পরিবেশক।

নিউ থিয়েটার্স (ইষ্টার্ণ) ডিষ্ট্রীবিউটার্স লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ এস কে দে। রেজিষ্টার্ড অফিস—২৭ বি, বিডন রো, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—২০ হাজার টাকা। ফিল্ম পরিবেশক।

বিভিন্ন কোম্পানীর লভ্যাংশ

ইণ্ডিয়া পেপার পাল্প কোং লিঃ—১৯৪৫ সালের ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা ৬৲ টাকা। পূর্ব্ব ছয় মাসের জন্যও অনুরূপ হারে লভ্যাংশ প্রদান করা হইয়াছিল। **দি সারুগাঁও টি কোং লিঃ**—১৯৪৪ সালে ১ বৎসরের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ৪০ টাকা লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছে। পূর্ব্ব বৎসর প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ৪৫৲ টাকা হিসাবে লভ্যাংশ প্রদান করা হইয়াছিল। **দি ডিমাকুশি টি কোং লিঃ**—১৯৪৫ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ৩৫৲ টাকা। পূর্ব্ব বৎসর প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ৪৫৲ টাকা হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল। **দি রাজাভাত টি কোং লিঃ**—১৯৪৪ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ৩০৲ টাকা। পূর্ব্ব বৎসরও অনুরূপ হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল। **দি রুটেমা টি কোং লিঃ**—১৯৪৪ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ১৫৲ টাকা। পূর্ব্ব বৎসরও অনুরূপ হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল। **দি ভক্তমা টি কোং লিঃ**—১৯৪৪ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ৫০৲ টাকা। পূর্ব্ব বৎসরও অনুরূপ হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল। **চুনাভুটি টি কোং লিঃ**—১৯৪৪ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ৫০৲ টাকা। পূর্ব্ব বৎসর প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ৬০ টাকা হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল। **টাইড ওয়াটার অয়েল কোং (ইণ্ডিয়া) লিঃ**—১৯৪৫ সালের ৩০শে এপ্রিল পর্য্যন্ত ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ৭৷৷০ আনা। পূর্ব্ব ছয় মাসের জন্যও অনুরূপ হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল। **বিরলা জুট ম্যানুফ্যাকচারিং কোং লিঃ**—১৯৪৫ সালের ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ১০৲ টাকা। পূর্ব্ব বৎসর প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ১২৷৷০ আনা হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল। **টিটাগড় পেপার মিলস্ কোং লিঃ**—১৯৪৫ সালের ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ৫৲ টাকা। পূর্ব্ব ছয় মাসের জন্যও অনুরূপ হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল।

টেলিফোনিস ৫৫৮৮ ★ স্থাপিত ১৯২৩ ★ ক্লাইভ ষ্ট্রীট ৫৫২৬০

প্রবর্ত্তক ব্যাঙ্ক

লিমিটেড

৬১, বহুবাজার ষ্ট্রীট ★ ৮১, ক্লাইভ ষ্ট্রীট

কলিকাতা

অন্যান্য শাখা :—চট্টগ্রাম, চন্দননগর, রাজসাহী, সিরাজগঞ্জ, জলপাইগুড়ি, মৈমনসিং ও সান্তাহার।

— সুদের হার —

কারেণ্ট ১/২% সেভিং ব্যাঙ্ক ২%

বাজার চলতি শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় হয়। অন্যান্য ডিপোজিট, লোন ও ওভারড্রাফ্‌ট সম্বন্ধে পত্র লিখুন।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর : শ্রী মতিলাল রায়।

এম্পায়ার অব্ ইণ্ডিয়া

লাইফ এসিওরেন্স কোম্পানী

লিমিটেড

স্থাপিত—১৮৯৭ সাল

●

—উন্নতির পরিচয়—

সম্পত্তির পরিমাণ
৬,৩০,০০,০০০৲ টাকার উপর

চলতি বীমার পরিমাণ
১৬,৪৯,০০,০০০৲ টাকার উপর

দাবী শোধ
৮,৩৮,৫০,০০০৲ টাকার উপর

বর্ত্তমান অনিশ্চিতকর সময়ে জীবন বীমার পলিসি ক্রয় করা আপনার পক্ষে অত্যাবশ্যক, কারণ পরিবর্ত্তনশীল জগতের বহুবিধ দুঃখ-দুর্দ্দশায় ইহাই আপনাকে একমাত্র রক্ষা করিতে পারে।

ডি, এম, দাস এণ্ড সন্স লিঃ

চীফ এজেন্টস্

বাঙ্গলা, বিহার, উড়িষ্যা ও আসাম

২৮, ডালহৌসি স্কোয়ার, কলিকাতা।

চাকুরিয়া ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশান লিঃ

হেড অফিস : ২১এ ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিঃ

ফোন : ক্যাল ১৭৪৪ গ্রাম : ষ্ট্রংরুম

শাখাসমূহ :-চাকুরিয়া, সাদার্ণ মার্কেট, ক্যানিং ঔরঙ্গাবাদ, জঙ্গীপুর, পাকুড়, রামপুরহাট বারহারওয়া, ধুলিয়ান, সাহেবগঞ্জ ও কোন্নগর

ম্যানেজিং ডিরেক্টর : মিঃ ডি এন চাটার্জ্জী

এফ্, আর, ই, এস্ (লণ্ডন)

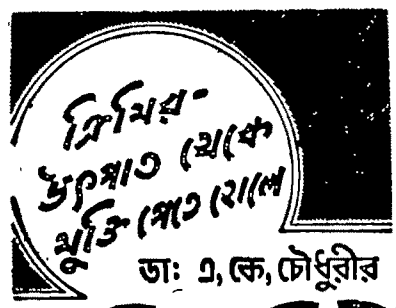

ডাঃ এ, কে, চৌধুরীর

ক্রিমি-নাশিনী

খাওয়া উচিত

সর্ব্বত্র পাওয়া যায়।

প্রস্তুতকারক :-

এস, সি, চৌধুরী এণ্ড ব্রাদার্স

৪৭, [illegible] ষ্ট্রীট, কলিকাতা

দুইটি নির্ভরযোগ্য জাতীয় প্রতিষ্ঠান

গ্রেট ইষ্টার্ণ ব্যাঙ্ক

লিমিটেড

স্থাপিত : ১৯২৮ :: টেলি : "PURSE"-CAL.

হেড অফিস—৪৪-৪৬, ক্যানিং ষ্ট্রীট,

কলিকাতা

ব্রাঞ্চ—বেলিয়াঘাটা, হবিগঞ্জ, জলপাইগুড়ী।

সৈয়দপুর (রংপুর) ও শ্রীমঙ্গল (শ্রীহট্ট)

শাখা শীঘ্রই খোলা হইবে।

— জীবনবীমার জন্য —

দি নর্থ বেঙ্গল প্রভিডেণ্ট

ইন্সিওরেন্স কোম্পানী লিমিটেড।

বি সেনগুপ্ত, ম্যানেজিং ডিরেক্টর

বাজারের হালচাল

টাকা ও বিনিময়

কলিকাতা, ১০ই আগষ্ট :—আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার টাকার বাজারে পূর্ব্বলক্ষিত মন্দার কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই। ব্যাঙ্কসমূহের মধ্যে চাহিবামাত্র পরিশোধের সর্ত্তে ঋণের সুদের হার কলিকাতায় শতকরা ॥০ আনা ও বোম্বাইয়ে ।০ আনা বজায় আছে। আলোচ্য সপ্তাহে ট্রেজারী বিলের সুদের হারে অপেক্ষাকৃত উন্নতি দেখা গিয়াছে। মনে হয় এই ক্রমোন্নতি শীঘ্র হ্রাস পাইবে না। গত ৭ই আগষ্ট ভারত সরকার কর্ত্তৃক আহূত তিন মাসের মেয়াদী ৪ কোটী টাকার ট্রেজারী বিলের জন্য মোট ৩ কোটী ১৪ লক্ষ ২৫ হাজার টাকার টেণ্ডার উপস্থাপিত করা হইয়াছিল। উহাদের মধ্যে ৯৯৸৵৩ পাই ও তদূর্দ্ধ মূল্যের সমুদয় আবেদন গৃহীত হইয়াছে। মোট ৩ কোটী ১৪ লক্ষ ২৫ হাজার টাকার গৃহীত টেণ্ডারের গড়পড়তা সুদের হার শতকরা বার্ষিক ।৵৩ পাই ধার্য্য হইয়াছে। পূর্ব্ব সপ্তাহের গড়পড়তা সুদের হার ছিল শতকরা বার্ষিক ।/১১ পাই। আগামী ১৪ই আগষ্ট, মঙ্গলবার বোম্বাইয়ে ১১টা পর্য্যন্ত এবং অন্যান্য স্থানে ১৩ই আগষ্ট, সোমবার কাজকর্ম্ম বন্ধ না হওয়া পর্য্যন্ত ভারত সরকার কর্ত্তৃক ৪ কোটী টাকার ট্রেজারী বিলের টেণ্ডার গৃহীত হইবে। যাহাদের আবেদন গ্রাহ্য হইবে তাহাদিগকে শুক্রবার, ১৭ই আগষ্ট টাকা জমা দিতে হইবে। অন্যান্য সর্ত্তাদি পূর্ব্ববৎ।

বিনিময় বাজারে রপ্তানী কারবার মন্দ হয় নাই। আলোচ্য সপ্তাহে বিনিময় বাজারে নিম্নরূপ হার বলবৎ ছিল :—

টেলিঃ হুণ্ডি (প্রতি টাকায়)	১ শিঃ ৫৩/৳ পেঃ
ঐ দর্শনী („)	„ „
ডি এ তিন মাস („)	১ শিঃ ৬৩/৳ „
ডি এ চার মাস („)	১ শিঃ ৬৩/৳ „
ডলার (প্রতি শত)	৩৩২৸০ আনা

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হিসাব—রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গত ২৭শে জুলাইর হিসাব হইতে দেখা যায় যে, ঐ তারিখে ভারতে চলতি নোটের পরিমাণ ছিল ১১২৮ কোটী ৭২ লক্ষ ৮৮ হাজার টাকা। এক সপ্তাহ পূর্ব্বে এইরূপ নোটের পরিমাণ ছিল ১১৩৫ কোটী ২৮ লক্ষ ৮৯ হাজার টাকা। গত ২৭শে জুলাই রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কসমূহের চলতি ও স্থায়ী আমানতের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৬২৬ কোটী ৫২ লক্ষ ৭ হাজার ও ২৪৪ কোটী ৭ লক্ষ ৯৮ হাজার টাকা।

কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার

কলিকাতা, ১০ই আগষ্ট—আলোচ্য সপ্তাহের প্রথম তিন দিন কলিকাতার শেয়ার বাজারে উল্লেখযোগ্য কর্ম্ম-প্রবণতা দৃষ্ট হয় এবং মূল্যের দিক হইতেও (প্রায় অধিকাংশ জনপ্রিয় শেয়ারেরই) লক্ষণীয় উন্নতি পরিস্ফুট হইয়া উঠে। কিন্তু বৃহস্পতিবার এবং অন্য শুক্রবার মিত্রশক্তি কর্ত্তৃক অণু বোমা ব্যবহারের ফলে এবং রাশিয়াও জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করার দরুণ শেয়ারক্রয়েচ্ছু জনগণের মনে আন্তর্জ্জাতিক পরিস্থিতির অস্থিরতা দেখা দেয় এবং অধিকাংশ শেয়ারসমূহেরই মূল্যে অবনতি পরিলক্ষিত হয়। তবে শেয়ারসমূহের মূল্যহ্রাসকে এখনও তেমন হতাশাজনক বলা যায় না। আগামী সপ্তাহেই আন্তর্জ্জাতিক পরিস্থিতির দরুণ কলিকাতার শেয়ার বাজারের বিভিন্ন শেয়ারের মূল্য হ্রাসবৃদ্ধির গতি কোন্ দিকে ধাবিত হইবে তাহা সুস্পষ্ট হইয়া উঠিবে।

কোম্পানীর কাগজ—কোম্পানীর কাগজ ও ঋণপত্রসমূহের বিকি-কিনি আলোচ্য সপ্তাহেও অনেকটা সীমাবদ্ধ হইলেও, মূল্যের দিক হইতে কিন্তু স্থিরতাবই পরিলক্ষিত হয়; সপ্তাহের শেষ ভাগেও আন্তর্জ্জাতিক পরিস্থিতির জন্য কোম্পানীর কাগজ এবং ঋণপত্রসমূহের কোন মূল্য হ্রাস ঘটে না।

চটকল—আলোচ্য সপ্তাহের তিন দিন এই বিভাগের জনপ্রিয় শেয়ারসমূহের কর্ম্মচাঞ্চল্য বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মূল্যের দিক হইতেও লক্ষণীয় উন্নতি দৃষ্ট হয়। কিন্তু সপ্তাহের শেষ দুই দিন আন্তর্জ্জাতিক পরিস্থিতির দরুণ এই বিভাগের প্রায় অধিকাংশ জনপ্রিয় শেয়ারেরই মূল্য হ্রাস ঘটে।

কয়লা খনি—আলোচ্য সপ্তাহে এই বিভাগের অধিকাংশ জনপ্রিয় শেয়ারেরই উল্লেখযোগ্য কর্ম্ম-প্রবণতা পরিলক্ষিত হয় এবং মূল্যের দিক হইতে সপ্তাহের শেষ ভাগেও তেমন কোন উল্লেখযোগ্য অবনতি দেখা যায় নাই।

পাটের বাজার

কলিকাতা, ১১ই আগষ্ট—আলোচ্য সপ্তাহে পাটের বাজারে কোন উন্নতি তো হয়ই নাই বরং মন্দার ভাবই পরিলক্ষিত হয়। বিক্রেতাদের আগ্রহের প্রাবল্যে পাটের বাজারদর সর্ব্বনিম্ন মূল্যের কাছাকাছি ছিল। মিলওয়ালাদের পাট-ক্রয়ে আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও পাটের বাজারে উক্তরূপ মন্দা দেখা যায়। তাহার কারণ মনে হয়, কলিকাতার পাট বিক্রেতাগণ কলিকাতার দরে মফঃস্বলে পাট কিনিতে পারে না। মফঃস্বলের বাজারে দুইটি মনোভাব পরিলক্ষিত হইতেছে। একদল ক্রেতা মনে করিতেছে যে, নূতন পাট বাজারে আমদানী হইলেই পাটের দাম কমিয়া যাইবে সুতরাং তাহারা বর্ত্তমানে পাটক্রয়ে বিরত আছে। অন্যদলের হাতে যথেষ্ট অর্ডার থাকায় তাহারা মফঃস্বলে কলিকাতা অপেক্ষা চড়া দামেও পাট কিনিতে ইতস্ততঃ করিতেছে না। পাটজাত দ্রব্যের বাজারে আলোচ্য সপ্তাহে অপেক্ষাকৃত তেজীভাব দেখা যায়। সর্ব্বোচ্চ মূল্যে চটের চাহিদা বেশ প্রবল হইলেও কলওয়ালাগণ বিক্রয়ে তেমন উৎসুক নয়। পূর্ব্ব ও উত্তর-পূর্ব্ব বঙ্গে প্রচুর বৃষ্টি হওয়ায় কারবারের ক্ষতি হইয়াছে। নদীসমূহে জল এত বাড়িয়াছে যে, স্থানে স্থানে বন্যাও হইয়াছে। আলুগা পাটের বাজারে যথেষ্ট কারবার হইয়াছে। সুপারভাইজ বেঙ্গলী জাত মিডল ও বটম

ইউনাইটেড ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন
লিমিটেড
হেড অফিস :—২০।১ সি. লালবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
শাখা :—বড়বাজার, শ্যামবাজার (কলিকাতা), গোপালগঞ্জ, মাদারীপুর, চরমুগুরিয়া, ভাঙ্গা (ফরিদপুর), নওপাড়া (যশোহর), মরেলগঞ্জ (খুলনা), সোনামুখী, বাঁকুড়া, কিরনাহার (বীরভূম)।
চলতি হিসাবে সুদ বার্ষিক শতকরা ১৲ সেভিংস শতকরা ২॥০
স্থায়ী আমানতে উচ্চহারে সুদ দেওয়া হয়।
সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

স্থাপিত—১৯৩১ ফোন : ক্যাল ৪৫৪৯
ভাগীরথী ব্যাঙ্কিং এণ্ড হাউসিং
কোম্পানী লিমিটেড
রেজিষ্টার্ড অফিস—১৫, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা
চলতি হিসাবের সুদ ... ১%
সেভিংস্ আমানতের সুদ ... ২%
গত ৫ই মার্চ্চ, দক্ষিণ কলিকাতা শাখা, ৮৬এ রাসবিহারী এভিনিউস্থিত ভবনে খোলা হইয়াছে।
অনুমোদিত জামিনে ব্যবসায়িগণকে টাকা ধার দেওয়া হয়।
ম্যানেজিং ডিরেক্টর—মিঃ এস্ এম্ ব্যানার্জ্জি

দি কুমিল্লা ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিঃ
রেজিষ্টার্ড অফিস—৪নং, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। স্থাপিত—১৯২২
ডিপজিট ৯,৫০,০০,০০০৲ টাকার উর্দ্ধে
কার্য্যকরী মূলধন ১১,০০,০০,০০০৲ টাকার উর্দ্ধে
কলিকাতা অফিস—৪নং, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, ২২৫, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট (কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট), ৯৯এ, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট (শ্যামবাজার), ১৩৯বি, রসা রোড, (ভবানীপুর)।
বাংলা, বিহার, বোম্বাই ও আসামের প্রধান প্রধান ব্যবসাকেন্দ্রে শাখা অবস্থিত।
গত ৭।৬।৪৫ ইং তারিখে ভাগলপুর শাখা খোলা হইয়াছে।
লণ্ডন এজেন্টস—বারক্লেজ ব্যাঙ্ক লিমিটেড। আমেরিকা এজেন্টস্—গ্যারাণ্টি ট্রাষ্ট কোং অফ নিউ ইয়র্ক। অষ্ট্রেলিয়া এজেন্টস্—ব্যাঙ্ক অফ নিউ সাউথ ওয়েলস্, সিডনি। মিড্‌ল ইষ্ট এজেন্টস্—বারক্লেজ ব্যাঙ্ক লিমিটেড।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—ডাঃ এস, বি, দত্ত, এম-এ, বি-এল, পি-এইচ-ডি (ইকন) লণ্ডন, বার-এ্যাট-ল

যথাক্রমে ১৫।০ আনা ও ১২।০ আনা দরে কেনা-বেচা হইয়াছে। ১৫৲ টাকা ও ১২৲ টাকা দরে পুরাতন পাটের সুপারভাইজড্ বেঙ্গলী জাত মিডল্ ও বটম শ্রেণীর মালও যথেষ্ট বিকিকিনি হইয়াছে। নূতন পাটের তোষাশ্রেণীর মালও মিডল্ ও বটম যথাক্রমে ১৫।০ আনা ও ১২।০ আনা দর পাইয়াছে।

পাকা গাঁইট বিভাগে ডাণ্ডী ডেইজী, ফার্ষ্ট্স্ ও লাইটনিংস্ শ্রেণীর মালে সর্ব্বনিম্ন দরে মোটের উপর মন্দ কাজ হয় নাই। স্পেশ্যাল ফার্ষ্ট্স্ ও স্পেশ্যাল লাইটনিংস্-এর দর সর্ব্বনিম্ন দর অপেক্ষা ২।৩৲ টাকা বেশী ছিল। মিলসমূহ কাটিং শ্রেণীর মাল এন সি ও এম সি যথাক্রমে ৪২৲ ও ৪১৲ টাকা দরে ক্রয় করিয়াছে। সর্ব্বনিম্ন মূল্যেরও নীচে এই সর্ব্বপ্রথম কাটিং শ্রেণীর মাল বিক্রয় হইয়াছে। রপ্তানী বাজারে তোষা শ্রেণীর মাল ভিন্ন অন্য মালে বিশেষ কারবার হয় নাই।

তূলা ও কাপড়

কলিকাতা, ১০ই আগষ্ট—গত সপ্তাহের তুলনায় আলোচ্য সপ্তাহে বোম্বাইয়ের তূলার দরে তেজীভাবই পরিস্ফুট হইয়া উঠে। গত সপ্তাহের মত আলোচ্য সপ্তাহেরও প্রথম ভাগে বোম্বাইয়ের তূলার দরে স্থিরভাব দেখা যায়; সপ্তাহের মধ্য ভাগে ক্রেতাধিক্যের দরুণ বোম্বাইয়ের তূলার দরে বিশেষ উন্নতি পরিলক্ষিত হয় এবং সপ্তাহের শেষ ভাগে রাশিয়া জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করায় এবং জাপান গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক মিত্রপক্ষের নিকট সন্ধি প্রস্তাব উত্থাপিত হওয়ায় বোম্বাইয়ের তূলার বাজারের বিক্রেতাগণের মধ্যে অস্থিরতা দেখা দেয় এবং সপ্তাহের মধ্যভাগের তুলনায় বোম্বাইয়ের তূলার দর সামান্য হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। গত শুক্রবার সেপ্টেম্বর মাসে ডেলিভারি দেওয়ার সর্ত্তে করিলা তূলার দর ছিল (বাজার বন্ধের দর) ৪২৬৲ টাকা। অদ্য শুক্রবার তাহা ৪৩১।০ আনা দাঁড়াইয়াছে।

কাপড়—আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার কাপড়ের বাজারে উল্লেখযোগ্য কোন পরিবর্ত্তন পরিলক্ষিত হয় নাই। কলিকাতার জনসাধারণ পূজা ও ঈদের কাপড়-চোপড় সংগ্রহের ব্যাপারে এখন হইতেই যথেষ্ট উৎসাহ দেখাইতে আরম্ভ করিয়াছেন। কিন্তু চাহিদার তুলনায় সর্ব্বপ্রকার কাপড়ের যোগান অত্যন্ত সীমাবদ্ধ হওয়ায়, কলিকাতার কাপড়ের বাজারে কোন প্রকার কর্ম্মচাঞ্চল্য দেখা যায় নাই। আগামী ৩রা সেপ্টেম্বর তারিখ হইতে সুষ্ঠুভাবে কলিকাতা অঞ্চলে পূর্ণাঙ্গ বস্ত্র বরাদ্দ ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হইবে, সকলেরই দৃষ্টি সেইদিকে নিবদ্ধ। আলোচ্য সপ্তাহেও মফঃস্বলের স্থানে স্থানে তীব্র বস্ত্রাভাব অনুভূত হয় এবং সেই কারণে কোন কোন স্থান হইতে আত্মহত্যারও সংবাদ পাওয়া যায়।

সোনা ও রূপা

কলিকাতা, ১০ই আগষ্ট—আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতা ও বোম্বাইয়ের বাজারে সোনার দরে বেশ উঠা-নামা করিয়াছে। সপ্তাহের প্রথম ভাগ এবং মধ্য ভাগে সোনার দরে তেজীভাবই পরিস্ফুট হইয়া উঠে। কিন্তু সপ্তাহের শেষ ভাগে মিত্রপক্ষ কর্ত্তৃক অণু বোমা ব্যবহারের ফলে ত্রাসের সঞ্চার হওয়ায় এবং জাপানের বিরুদ্ধে রাশিয়াও যুদ্ধ ঘোষণা করায় লাভান্বেষিগণের সোনা মজুতের উৎসাহ হ্রাসপ্রাপ্ত হয় এবং সোনার দরে অবনতি পরিস্ফুট হইয়া উঠে। গত সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ৮৪ হাজার তোলা সোনা বিক্রয় করিয়াছিলেন, আলোচ্য সপ্তাহে বিক্রয় করিয়াছেন ১ লক্ষ তোলা। গত শুক্রবার কলিকাতা ও বোম্বাইয়ের বাজারে প্রতি ভরি সোনার দর ছিল যথাক্রমে ৭৮৷৵০ আনা ও ৭৮৷৵০ আনা। অদ্য শুক্রবার তাহা যথাক্রমে ৭৭৷৵০ আনা ও ৭৬৷০ আনা দাঁড়াইয়াছে।

রূপা—আলোচ্য সপ্তাহে সোনার দরের উন্নতি অবনতির সঙ্গে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া কলিকাতা ও বোম্বাইয়ের বাজারে রূপার দরেও উঠা-নামা করিয়াছে। সপ্তাহের প্রথম ভাগ এবং মধ্য ভাগে রূপার দরে তেজীভাব পরিস্ফুট হইয়া উঠে এবং সপ্তাহের শেষভাগে মিত্রশক্তি কর্ত্তৃক অণু বোমা ব্যবহারের ফলে এবং রাশিয়া জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করার দরুণ রূপার দরেও অবনতি দেখা দেয়। গত শুক্রবার কলিকাতা ও বোম্বাইয়ের বাজারে প্রতি ১০০ ভরি রূপার দর ছিল যথাক্রমে ১৩৬৷০ এবং ১৩৬৸৵০ আনা। অদ্য শুক্রবার তাহা যথাক্রমে ১৩৫৷০ আনা ও ১৩৫৸৵০ আনা দাঁড়াইয়াছে।

"আজ এঁরাই খ্যাত"...যুদ্ধ আরম্ভ হবার পর থেকে বহুসংখ্যক ভারতীয় বৈমানিক জগৎকে বুঝিয়ে দিয়েছেন যে সুযোগ পেলে অন্যান্য জিনিসের মতো বিমান চালনাও ভারতীয়রা আয়ত্ত করতে পারেন। বীরত্বপূর্ণ কার্য্যকলাপের জন্য ইতিমধ্যেই 'রয়েল ইণ্ডিয়ান এয়ার ফোর্স' গৌরবোজ্জ্বল হয়ে উঠেছে—ভবিষ্যতের দিকে এ এক শুভ ইঙ্গিত। আজ দলে দলে নির্ভীকচেতা যুবকদের এই গৌরবপূর্ণ কাজে বিমান চালকরূপে যোগ দেবার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে। শান্তি স্থাপিত হ'লে এই বিভাগের শিক্ষা তাঁদের নিজেদের এবং সেই সঙ্গে ভারতেরও প্রভূত উপকারে আসবে। আজকের মতো তখনও 'রয়েল ইণ্ডিয়ান এয়ার ফোর্স'এর বৈমানিকেরা খ্যাতি অর্জন করবেন। আবেদনের নিয়মাবলী যে-কোনো রিক্রুটিং অফিসারের কাছ থেকে পাবেন।

AAA 80

সাপ্তাহিক বাজার দর

	৩রা আগষ্ট	৬ই আগষ্ট	৭ই আগষ্ট	৮ই আগষ্ট	৯ই আগষ্ট	১০ই আগষ্ট
সোনার দর—প্রতি ভরি (কলিকাতা) ...	৭৮৷৵০	৭৮৸০	৭৮৸৵০	৭৮৸৶০	—	৭৭।৵০
ঐ ঐ (বোম্বাই) ...	৭৮৷৵০	৭৮৸৶০	৭৯৲	৭৮৷৹	—	৭৬৷৹
রূপার দর—প্রতি ১০০ ভরি (কলিকাতা) ...	১৩৬৷৹	১৩৭।৹	১৩৮৲	১৩৮৲	—	১৩৫।৹
ঐ ঐ (বোম্বাই) ...	১৩৬৸৵০	১৩৭।৹	১৩৭৸৹	১৩৮।৵০	—	১৩৫৸৵০
গিণির দর—প্রতিখানা (কলিকাতা) ...	৫৪৷৹	৫৪৷৵০	৫৪৸৹	৫৪৷৹	—	৫৪৲
ঐ ঐ (বোম্বাই) ...	৫৩৸৹	৫৩৸৹	৫৩৸৹	৫৩৸৹	—	৫২৲
রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সুদের হার (শতকরা বার্ষিক) ...	৩৲	৩৲	৩৲	৩৲	৩৲	৩৲
কোম্পানীর কাগজ—						
কোম্পানীর কাগজ—শতকরা ৩৲ সুদের ...	৯৫।৵০	৯৫৷৹-৯৫।৶০	৯৫৷৹	—	—	৯৫।৵০
ঐ ঐ ৩৷৹ টাকা সুদের ...	১০২।৵০-১০১৸৶০	১০২।৵০-১০২।৹	১০২।৶০	১০২৷৶০-১০২।৶০	১০২।৶০-১০২।৹	১০২৲
৩৲ টাকা সুদের ঋণপত্র (১৯৬৩-৬৫) ...	—	৯৯।৶০	৯৯/১০	—	৯৯৷৹	—
৩৲ টাকা সুদের ঋণপত্র (১৯৬৬-৬৮)	৯৮।৵০	৯৮৷৹	—	—	—	—
৪৲ টাকা সুদের ঋণপত্র (১৯৬০-৭০) ...	—	—	১১১৶০	—	—	—
৫৲ টাকা সুদের ঋণপত্র (১৯৪৫-৫৫)	—	—	১০০৷৶০	—	—	১০০৷৹
ইঞ্জিনিয়ারিং ও ইলেকট্রিক—						
ইণ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড ষ্টীল কোং লিঃ ...	৪২৷৹-৪২।৵০	৪২৷৵০-৪২৷৹	৪২।৶০-৪২।০	৪২৷৵০	৪১৸৵০-৪১৲	৪১৶০-৪০৷৵০
ষ্টীল কর্পোরেশন—অর্ডি ...	৩৪।৶০-৩৪।০	৩৪৷৹-৩৪।৵০	৩৪৷৵০-৩৪৷০	—	৩৪।৵০-৩৩৸০	৩৩৸৵০-৩৩৲
কুমারধুবী—অর্ডি ...	১২৵০-১১৸৶০	১২/০-১১৸৵০	১২/০-১২৲	১২৵০-১২/০	১১৸০-১১৷০	১১।৶০-১১/০
ব্রেইতওয়েইট ...	১৫৲-১৪৷৵০	১৪৸০-১৪৷৶০	১৪৸৶০	—	১৪৸০-১৪৸০	১৪।০-১৩৸৶০
জেসপ ...	২৭।০	২৭।৶০-২৭৲	২৭৲	—	—	২৬৷০-২৬।৵০
মার্শালস্ ...	৭৲-৬৷৶০	৭৵০-৬৸৶০	৬৸৶০	৭৲-৬৸৵০	৬৷৶০	৬৷০-৬।৵০
ন্যাশনাল আয়রণ এণ্ড ষ্টীল ...	১২।০	১২।৵০	১২।০	১২।০-১২৶০	১২।০-১২৵০	১২/০-১১৸০
আর্থার বাটলার ...	—	—	২৩৷৵০-২৩৷০	—	—	—
হিন্দুস্থান মোটরস্ ...	৪৵১৫-৪।৵০	৪৷০-৪৲	৪৶০-৪১০	৪/০-৪৲	৪৲-৩৸৶০	৩৸৵১০
ক্যালকাটা ইনসিওরেন্স ...	১৩।০	—	—	—	—	—
খনি—বার্মা কর্পোরেশন ...	৫৷৵০	৫৸০-৫৸০	৫৸০-৫৷৶০	৫৸০	৫৸০-৫৷৵০	৫৷৶০-৫৷৵০
ইণ্ডিয়ান কপার কর্পোরেশন ...	৩।৵০-৩।০	৩।৶০-৩।৵০	৩।৶০-৩।৵০	৩।৶০-৩।৵০	৩।৶০-৩।০	৩।০-৩৶০
ব্যাঙ্ক—রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া ...	—	১৩৬৲	১৩৬৲	—	১৩৬৷০-১৩৬৲	১৩৭৷০-১৩৬৷০
ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক ...	—	—	—	—	২২৲	—
ক্যালকাটা ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক ...	—	—	১৬।০-১৬৵০	—	—	—
বেঙ্গল সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক ...	১৩।৶০	১৩।৶০-১৩।৵০	১৩।৵১০	১৩।৶০	১৩।৶০-১৩।৵০	১৩।৵০
কুমিল্লা ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন ...	—	১৪৷০-১৪।৵০	১৪৷০-১৪।৵০	১৪৷৵০	১৪৷০-১৪।৵০	১৪৷৵০
মহালক্ষ্মী ব্যাঙ্ক ...	—	—	—	—	—	—
নিউ ষ্ট্যাণ্ডার্ড ব্যাঙ্ক ...	—	—	—	—	—	—
হিন্দুস্থান কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক ...	—	—	—	—	—	৫৫।০
নাথ ব্যাঙ্ক ...	৩৩৲-৩২৸৵০	৩৩৲	৩৩৵০-৩২৸৹	৩৫৲-৩৩।০	৩৪।৵০-৩৪৲	৩৪৸০-৩৪৲
কয়লা—বরাকর কোল্ কোং ...	৪৬৷০-৪৬।৵০	৪৭৲-৪৬।৵০	৪৭৶০-৪৬৸৵০	৪৭।৵০-৪৬৸৵০	৪৬।৵০-৪৬৲	৪৫।০-৪৪।০
ভালচের	১৪।৵০-১৪।৵০	১৪৸০	১৪৷৵০	১৪৷৵০-১৪৷০	—	—
রাণীগঞ্জ	৬৪৸৵০-৬৪৷০	৬৫৲	৬৫৲	৬৫৲	—	৬৪।০
ইকুইটেবল	৭৩।০	৭৪৲-৭৩।০	৭৩।৶০	৭৪৵০-৭৩৷০	৭২৷০	৭২৵০-৭১৸০
সাউথ করণপুরা ...	৩৮৸০-৩৮।৶০	৩৮।৶০-৩৭৸৵০	৩৮৵০-৩৭৷৵০	৩৮৶০-৩৭৸০	৩৭৷০-৩৭৵০	৩৭৵০-৩৬।০
ভুলনবরারি ...	—	—	৩৬৷৵০-৩৬৲	৩৭৷৵০-৩৭।০	৩৭৷০-৩৬৸৵০	—
সেণ্ট্রাল কারকেণ্ড ...	—	—	৫১৵০-৫০৲	৫০৷৶০	৫০৷০-৫০৲	—
নিউ চুরুলিয়া ...	১৪৷৵০-১৪৷৶০	১৪৷০	—	—	১৪।০	—
ষ্ট্যাণ্ডার্ড ...	৪৬৷৵০-৪৬৲	৪৬৷৵০	৪৭৵০-৪৬৸০	৪৭৸০-৪৭।৵০	—	—

ফোন কলিঃ—৪৪৯৮ স্থাপিত—১৯২০

কাশীপুর ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস—কাশীপুর (যশোহর) ব্রাঞ্চ—লোহাগড়া (যশোহর)
সেণ্ট্রাল অফিস—১, বৃটিশ ইণ্ডিয়ান ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
প্রধান প্রধান ব্যবসাকেন্দ্রে শীঘ্রই ব্রাঞ্চ খোলা হইবে।
সর্ব্ব প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।
জেনারেল ম্যানেজার—এস্, কে, সমাদ্দার ম্যানেজিং ডিরেক্টর—ডাঃ ডি, বি, চ্যাটার্জ্জী

ব্যাঙ্ক অব ক্যালকাটা লিঃ

(ক্লিয়ারিংয়ের সর্ব্বপ্রকার ব্যবস্থা আছে)
১৯৪৪ সনের শেষে মোটামুটি আর্থিক পরিচয়
অনুমোদিত মূলধন ১,০০,০০,০০০৲ বিলিকৃত ও বিক্রীত মূলধন ১৪,০০,০০০৲
আদায়ীকৃত ও মজুত তহবিল ৮,০০,০০০৲ কার্য্যকরী মূলধন ১,০০,০০,০০০৲
ম্যানেজিং ডিরেক্টর—ডাঃ এম, এম, চ্যাটার্জ্জি

ঢাকা ফেডারেল ব্যাঙ্ক

লিমিটেড
স্থাপিত—১৯৩৪
রেজিষ্টার্ড অফিস—ঢাকা
সেণ্ট্রাল অফিস—৫ ও ৬, হেয়ার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
—শাখাসমূহ—
নারায়ণগঞ্জ, মাণিকগঞ্জ (ঢাকা), শ্যামবাজার, মজঃফরপুর, বালেশ্বর।
ম্যানেজিং ডিরেক্টর—
মিঃ এন, কে, চক্রবর্ত্তী।
ডিরেক্টর ও সেক্রেটারী—
মিঃ অমিয় গুহ।

সাপ্তাহিক বাজার দর

	৩রা আগষ্ট	৬ই আগষ্ট	৭ই আগষ্ট	৮ই আগষ্ট	৯ই আগষ্ট	১০ই আগষ্ট
কাপড়ের কল—নিউ ভিক্টোরিয়া কটন মিলস লিঃ	৮।০-৭৸/০	৮৲	৭৸৶০	৮৲-৭৸৶০	৭৸৶০-৭৸৶০	—
বেনারস ...	—	—	১২৲	—	১২৲	—
কানপুর টেক্সটাইলস্ ...	—	—	১৩।০	—	১৩৲-১২৸০	১২৷৷০-১২।৶০
এলগিন কটন মিলস লিঃ ...	৬৮।০	—	—	—	—	—
কেশোরাম ...	—	১৯৲-১৮৸৶০	১৯৲	—	—	—
বঙ্গশ্রী ...	১৪।৶০-১৪।০	১৪৷৷০-১৪।০	১৪।৶০-১৪৲	—	১৪।৶০-১৪।০	—
বঙ্গেশ্বরী কটন মিলস্ ...	৭৷৷০-৭।০	৭৷৷০-৭।০	—	—	৭৷৷০-৭।৶০	—
কাগজের কল—ইণ্ডিয়া পেপার পাল্প লিঃ ...	২৩৮৲	২৩৬৲	২৩৭৲-২৩৫৲	২৩৭৲-২৩৬৲	২৩২৲	২২৪৲
শ্রীগোপাল পেপার মিলস লিঃ ...	—	—	—	—	—	—
টিটাগড় ...	৩২।৶০-৩২।০	৩২।০-৩২৲	৩২।৶০-৩২৶০	৩২।০	৩২৲	৩১৷৷০
চটকল—অকল্যাণ্ড জুট মিলস লিঃ ...	৩৭২৲-৩৭০৲	৩৮০৲ ৩৭৬৲	৩৭৫৲-৩৭০৲	৩৭২৲	৩৬৮৲-৩৬৫৲	৩৬৮৲-৩৫৮৲
এ্যাংলো ইণ্ডিয়া জুট মিলস লিঃ ...	৫৪৫৲-৫৩৭৲	৫৪৭৲-৫৪৩৲	৫৪২৲-৫৪১৲	৫৪১৲-৫৩৭৲	৫২৮৲-৫২৫৲	৫২৬৲-৫১৯৲
কামারহাটি ...	৮১৬৷৷০-৮১৪৲	৮১৯৲-৮১৬৲	৮১৬৲-৮১৪৲	৮১৪৲-৮১২৲	৮০৮৲-৮০৬৲	৮০২৲-৭৮৮৲
নদীয়া ...	১৪৪৲-১৪০৲	১৪৫৷৷০-১৪৪৷৷০	১৪৪৷৷০-১৪৩৷০	১৪৪৷৷০-১৪৪৲	১৪১৲-১৩৯৷৷০	১৩৮৷৷০-১৩৬৲
প্রেসিডেন্সী ...	১৪৸/০-১৪৫০	১৪৸/০-১৪৫০	১৪৫৸/০-১৪৷৶০	১৪৫৸/০-১৪৫০	১৪৷৷৶০-১৪৷৷/০	১৪৶/০-১৩৫৸/০
রিলায়েন্স ...	৮৫।০-৮৪।০	৮৫৸/০	৮৫৲/০-৮৪৷৷৸/০	৮৫৸/০-৮৫৲	—	৮২৲-৮০৫০
কাঁকনাড়া ...	৬৮৪৲-৬৭৭৷৷০	৬৯৩৲-৬৮৬৲	৬৯৪৲-৬৮৯৲	৬৯২৲-৬৮৬৲	৬৮৬৲-৬৮০৲	৬৬৪৲-৬৬০৲
হাওড়া ...	৯৭৲-৯৬।৶০	৯৭।৶০-৯৭৲	৯৭।৶০-৯৬৫০	৯৭৶০	৯৬।৶০-৯৫।৶০	৯৪৷৷০-৯৪।৶০
ডালহৌসী ...	৪০৮৲	৪১৫৲-৪০২৲	৪২৩৲-৪১৫৲	৪২২৲-৪২০৲	৪১৮৲-৪১২৲	৪০০৲-৩৯৯৲
বজবজ ...	৫৯৪৲	৬১০৲-৬০৫৲	৬০৮৲-৬০৭৲	৬০৮৲	—	—
ষ্ট্যাণ্ডার্ড ...	—	৩৩৫৲-৩৩০৲	৩৩১৲	৩৩৪৲	—	—
এলায়েন্স ...	৭৫৩৲	৭৬১৲-৭৫৭৲	—	—	—	—
চিনির কল—বেলসুন্দ সুগার কোং লিঃ ...	১৬৫০-১৬৷৷০	১৬৫০-১৬।৶০	১৭৷৷৶০-১৭৲	১৭৷৷৶০-১৭৷৷/০	১৭৲-১৬৫৶০	—
চম্পারণ সুগার কোং লিঃ ...	—	৪১৫৶০-৪০।৶০	৪২।০-৪১৫০	৪২।০-৪১৷৷৶০	—	—
কেরু এণ্ড কোং লিঃ ...	২৯৫/০-২৯৷৷৶০	৩০৫৸/০-৩০৲	৩১৫০-৩১৶০	৩২৶০-৩১।৶০	৩১৫০-৩১।০	৩১৷৷৶০-৩১।৶০
চা বাগান—চন্দননগর টি ...	—	—	—	—	—	—
ইষ্ট ইণ্ডিয়া ...	—	২১৷৷৶০-২১।০	২৩৷৷০-২১৷৷০	২৩৷৷০-২২৫০	২৩।৶০-২২৫০	—
কল্যাণী ...	—	—	S৬৷৷০	—	৪৬৲	—
লেবং এণ্ড মিমারেল ...	—	১২৷৷০	—	—	—	—
তেজপুর ...	২৪/০-২৪৲	—	২৪।০	২৪।০	—	—
বিশ্বনাথ ...	—	—	৪৭৫৶০	৪৮।০	—	—
বিবিধ—ডালমিয়া সিমেণ্ট কোং লিঃ ...	১৭।০	—	১৭৷৷০	—	১৭৶০	—
বি আই কর্পোরেশন ...	৮৲-৭৷৷/০	৭৫/০-৭৷৷৶০	৭৷৷৶০-৭৷৷৶০	৭৷৷৶০	৭৷৷/০-৭।৶০	৭।৶০-৭৲
মেদিনীপুর জমিদারী কোং লিঃ ...	১৯৭৲-১৯৬৲	১৯৭৲	১৯৭৷৷০-১৯৬৷৷০	১৯৮৷৷০	১৯৬৷৷০-১৯৫৷৷০	১৯৩৲
রোটাস ইণ্ডাষ্ট্রীজ লিঃ	১৭৲	১৭৶০-১৬৫৶০	১৭।৶০-১৭৲	১৭।০-১৭৲	—	—
ইণ্ডিয়া জেনারেল নেভিগেশন কোং লিঃ ...	২১৮৲-২১৪৲	২২০৲-২১৬৷৷০	২১৯৲-২১৮৲	২২০৲-২১৮৲	২১৩৲	২১১৲-২১০৲
আসাম-বেঙ্গল সিমেণ্ট ...	—	১৯৫৶০	১৯৫৶০	১৯৷৷০	১৯।/০	—
ন্যাশনাল ইনসুলেটেড কেবলস ...	—	১৪/০	১৩৫৶০	১৩৫৶০	—	—
নিউ এসিয়াটিক ইনসিওরেন্স	—	—	—	৯৫০	১০৲	—

শিলং ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন লিঃ

হেড অফিস—শিলং
টেলি :—SHILLBANK
ফোন : শিলং—১৬৬

কলিকাতা ব্রাঞ্চ:—১৫নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট,
টেলি :—BANKSHILLO
ফোন : ক্যাল—৪৪৫৪

অন্যান্য শাখা—শ্রীহট্ট, হবিগঞ্জ, করিমগঞ্জ, গৌহাটী ও নওগাঁ (আসাম)।

শ্রীপ্রফুল্লকুমার চৌধুরী, ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

প্যাসিফিক ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস ঃ—৮, লায়ন্স রেঞ্জ, কলিকাতা

প্রগতিশীল জাতীয় প্রতিষ্ঠান

সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়

ভারতের প্রধান প্রধান ব্যবসাকেন্দ্রে শাখা অফিস আছে।

চেয়ারম্যান—রঘুবর নারায়ণ সিংহ

ভারতের প্রাচীনতম বীমা প্রতিষ্ঠান

বম্বে মিউচুয়াল

লাইফ এসিওরেন্স সোসাইটি লিঃ

[প্রতিষ্ঠিত — ১৮৭১ সাল]

বীমা করুন

— এই কোম্পানীর বৈশিষ্ট্য —

- কোম্পানীর সমগ্র লাভ পলিসিগ্রাহকদের মধ্যে বণ্টিত হয়।
- অতিরিক্ত প্রিমিয়াম না দিয়াও স্থায়ী অকর্ম্মণ্যতার জন্য সুযোগ-সুবিধা পাওয়া যায়।
- যৎসামান্য প্রিমিয়াম দিলে দুর্ঘটনাজনিত ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করা হয়।
- কোম্পানীর তহবিলের পরিমাণ ৩ কোটী টাকার উপর।

বিস্তৃত বিবরণের জন্য নিম্ন ঠিকানায় আবেদন করুন :—

দস্তিদার এণ্ড সন্স
চীফ এজেণ্টস্

২নং রয়েল এক্সচেঞ্জ প্লেস ঃঃ কলিকাতা।
ফোন :—ক্যাল : ১০১৮

ক্যালকাটা ন্যাশনাল
ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস :—
ক্যালকাটা ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক বিল্ডিংস্
মিশন রো, কলিকাতা।

CALCUTTA NATIONAL BANK LTD.

শাখা অফিস :

কলিকাতা	দিল্লী	বম্বে
বড়বাজার	সদরবাজার	কলবাদেবী
ক্যানিং ষ্ট্রীট	(দিল্লী)	স্ট্রাণ্ডহার্ষ্ট রোড
শ্যামবাজার	আগ্রা	(বম্বে)
ভবানীপুর	মীরাট	আমেদাবাদ
বালীগঞ্জ	বেনারস	মসকটিবাজার
ঢাকা	এলাহাবাদ	(আমেদাবাদ)
নারায়ণগঞ্জ	কাটরা	করাচী
ময়মনসিংহ	(এলাহাবাদ)	আজমীর
চট্টগ্রাম	লক্ষ্ণৌ	রায়পুর
কটক	আমিনাবাদ	নাগপুর
পাটনা	(লক্ষ্ণৌ)	ইটওয়ারী
গয়া	কাণপুর	(নাগপুর)
মজঃফরপুর	মেষ্টন রোড	জব্বলপুর
বেরিলী	(কাণপুর)	জব্বলপুর ক্যাণ্ট
মাদ্রাজ	অমরাবতী	অমৃতসর
		লাহোর

লণ্ডন এজেণ্টস্—
মিডল্যাণ্ড ব্যাঙ্ক লিঃ

যুদ্ধোত্তরকালে গৃহ নির্ম্মাণের ব্যবস্থা

এখনই করা প্রয়োজন। ক্যালকাটা ইন্সিওরেন্সের হাউসিং পলিসি আপনার সে সুবিধা করিয়া দিবে। এই বীমাপদ্ধতি অনুসারে গৃহনির্ম্মাণেচ্ছুক জনসাধারণকে ঋণ দেওয়া হয়।...ঋণ অবশ্য হয়, কিন্তু এই মর্টগেজ-সহিত-বীমাপদ্ধতিতে সম্পত্তি সর্ব্বপ্রকার অঘটন হইতে নিরাপদ থাকে। ঋণ ক্রমে ক্রমে শোধ হইয়া যায় এবং ঋণকারী বা তাঁহার পরিবারবর্গের সম্পত্তির কোনই ক্ষতি হয় না।

পদ্ধতির সামান্য একটু আভাসমাত্র এখানে দেওয়া হইল। পূর্ণ বিবরণের জন্য ব্যক্তিগতভাবে আবেদন করুন।

ক্যালকাটা ইন্সিওরেন্স
লিমিটেড

হেড অফিস : ১৫নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

নাথ ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস—১৩৫, ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
ফোন ক্যাল ৩২৫৩ (৩ লাইন)

—অফিসসমূহ—

কলিকাতা—শ্যামবাজার, হাটখোলা, বালিগঞ্জ, লেক মার্কেট, বড়বাজার, বহুবাজার, ভবানীপুর, হ্যারিসন রোড, হাওড়া। **বাঙ্গলা**—নোয়াখালি, চৌমুহনী, চট্টগ্রাম, ময়মনসিংহ, ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, চাঁদপুর (পুরাণবাজার), কুষ্টিয়া। **যুক্তপ্রদেশ**—দিল্লী, নয়াদিল্লী, লক্ষ্ণৌ, কাণপুর, মেষ্টন রোড (কাণপুর)। **বিহার**—পাটনা, পাটনা সিটি, জামসেদপুর, সাকচি, চাইবাসা, ঝরিয়া, মজঃফরপুর, ভাগলপুর। **আসাম**—গৌহাটী, ধুবড়ী, তেজপুর, শিলং, নওগাঁও। **বোম্বাই**—বোম্বাই।

কে, এন, দালাল, ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

লিলি বিস্কুট

লিলি
বিস্কুট
স্বাদে ও
গুণে—
অপরাজেয়

লিলি বিস্কুট কোং • কলিকাতা

লিলি বার্লি
আদর্শ পথ্য ও পানীয়

লিলি-বার্লি
লিলি বিস্কুট কোং • কলিকাতা

১২২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা—আর্থিক জগৎ প্রেসে শ্রীযতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য দ্বারা সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

PHONE :—B. B. 6382 REGD. C. NO. 2506

আর্থিক জগৎ

ARTHIK JAGAT

ব্যবসা-বাণিজ্য-শিল্প-অর্থনীতি-বিষয়ক সাপ্তাহিক

মূল্য—বার্ষিক সডাক ৯৲ সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য প্রতি সংখ্যা ৶০ আনা

অষ্টম বর্ষ] Monday, 20th August, 1945. সোমবার, ৩রা ভাদ্র, ১৩৫২ [১৬শ সংখ্যা

CALCUTTA UNIVERSITY

সাময়িক প্রসঙ্গ

মহাযুদ্ধের অবসান

মে মাসে জার্ম্মানী আত্মসমর্পণ করিয়াছিল। সম্প্রতি জাপান মিত্রপক্ষের নিকট পরাজয় স্বীকার করায় দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অবসান ঘটিল। এই যুদ্ধে বিভিন্ন রণাঙ্গনে প্রায় দুই লক্ষ ভারতীয় সৈন্যই শুধু হতাহত হয় নাই। এই যুদ্ধের ফলে বাঙ্গলায় দুর্ভিক্ষের সূচনা হওয়ায় ৩৫ লক্ষ লোক অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। দুর্ভিক্ষের জের হিসাবে মহামারীতে এখনও বহু লোক মারা যাইতেছে। তাহা ছাড়া যুদ্ধের অজুহাতে নানা নিয়ন্ত্রণ নীতি বলবৎ করিয়া কতভাবে যে গবর্ণমেণ্ট দেশের লোকের অফুরন্ত দুঃখ-দুর্দ্দশার কারণ সৃষ্টি করিয়াছেন তাহার সীমা নাই। কাজেই এহেন যুদ্ধের অবসান হওয়াতে ভারতের লোক যে আজ স্বস্তির নিঃশ্বাস মোচন করিবে তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু যুদ্ধের পরিসমাপ্তি হওয়াকেই শান্তির সূচনা বলিয়া মনে করা যায় না। যুদ্ধের সময়ে সামরিক কারণে দেশের নিত্যব্যবহার্য্য দ্রব্য চলাচল ও ক্রয়বিক্রয় সম্পর্কে যে নিয়ন্ত্রণ নীতি বলবৎ করা হইয়াছিল এবং শিল্প বাণিজ্যের দিক দিয়া দেশের লোকের কার্য্যধারার পথে যে বাধাবিঘ্ন সৃষ্টি করা হইয়াছিল, জনসাধারণের শান্তি ও দেশের অর্থনৈতিক কল্যাণ দেখিতে হইলে যুদ্ধের অবসানে অবিলম্বে তাহা অপসারিত হওয়া দরকার। ১৯৪৩ সালের 'ক্যাপিটেল ইস্যু' অর্ডিনান্স দ্বারা এদেশে গবর্ণমেণ্টের অনুমতি ব্যতিরেকে কোন নূতন কোম্পানীর পক্ষে ১ হাজার টাকার অধিক শেয়ার বিক্রয় করা নিষিদ্ধ হয়। সরকারী অনুমোদন ছাড়া পুরাতন কোম্পানীর পক্ষে নূতন শেয়ার বিক্রয়ের পথও রুদ্ধকরা হয়। এই ব্যবস্থার ফলে গত কয় বৎসর হইতে এদেশের লোক নূতন কোম্পানী স্থাপন করিবার ও পুরাতন কলকারখানার কাজ সম্প্রসারিত করিবার বিশেষ কিছু সুবিধা পাইতেছে না। যুদ্ধ শেষ হইয়া যাওয়ায় গবর্ণমেণ্ট শিল্প ব্যবসায়ে সরকারীভাবে অর্থ ও সাহায্য প্রদানের মাত্রা হ্রাস করিতেছেন। ফলে বহু লোক আজ বেকার হইতেছে। সৈন্য বাহিনী হইতে লোক কমাইবার ব্যবস্থা হইলে এবং সরকারী দপ্তরের কলেবর হ্রাস করা হইলে তাহাতেও অনেক লোক কর্ম্মহীন হওয়ার সম্ভাবনা আছে। এই সব বেকারের কার্য্যসংস্থানের পথ প্রসারিত করিতে হইলে দেশে শিল্প ও বাণিজ্য সম্পর্কে বে-সরকারী প্রচেষ্টার সুযোগ বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। ক্যাপিটেল ইস্যু অর্ডিনান্স একেবারে প্রত্যাহার না করিলে কিংবা অন্ততঃপক্ষে তাহার বিধান কতক পরিমাণে শিথিল না করিলে সে সুযোগ প্রসারিত হওয়া অসম্ভব। যুদ্ধের সময়ে ভারতের আমদানী ও রপ্তানী বাণিজ্যের উপর গবর্ণমেণ্ট কঠোর নিয়ন্ত্রণ নীতি প্রবর্ত্তন করায় সেদিক দিয়া এদেশবাসীর কর্ম্মধারা বিশেষভাবে সীমাবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। লাইসেন্স ও প্রাইওরিটি প্রথার কড়াকড়ির জন্য অনেক আমদানী ও রপ্তানীকারক প্রতিষ্ঠান তাহাদের বহুদিনের কাজকারবার হইতে অপসারিত হইয়াছে। ভারতীয় ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতির জন্য যুদ্ধের অবসান ঘটিবার সঙ্গে ঐ সব অস্বাভাবিক বিধিনিষেধ অবিলম্বে প্রত্যাহার করা গবর্ণমেণ্টের উচিত। গত কয় বৎসর হইতে গবর্ণমেণ্ট এদেশের বস্ত্রশিল্পের উপর এক নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনা কার্য্যকরী করিয়া রাখিয়াছেন। ঐ পরিকল্পনা অনুসারে সমর বিভাগের জন্য ও রপ্তানীর জন্য নির্দ্ধারিত মূল্যে ইচ্ছামত বস্ত্র নিয়োগের সুবিধা হইয়াছে। কিন্তু জনসাধারণের পক্ষে ন্যায্য মূল্যে উপযুক্ত পরিমাণ বস্ত্র পাওয়ার নিদারুণ বিঘ্ন ঘটিয়াছে। সাধারণের সে দুঃখভার লাঘব করিতে হইলে বস্ত্র সম্পর্কে সর্ব্বপ্রকার সরকারী নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অচিরে উঠাইয়া লওয়া প্রয়োজন। দুর্ভিক্ষের পরে দেশের কোন কোন স্থলে খাদ্যদ্রব্যের রেশনিং প্রথা প্রবর্ত্তন করিয়া গবর্ণমেণ্ট উহাকে একটা সফল প্রচেষ্টা হিসাবে জাহির করিতেছেন। কিন্তু উহা দ্বারা খাদ্যদ্রব্য সম্পর্কে দেশে ব্যবসা-বাণিজ্যের সুযোগ যে পরিমাণে প্রতিহত হইয়াছে লোকের সুখ-সুবিধা সে পরিমাণে বাড়ে নাই। একদিকে চড়া মূল্যে রেশনের কদর্য্য চাউল খাইয়া লোক অতিষ্ঠ হইয়া উঠিতেছে, অপরদিকে বে-সামরিক মাল সরবরাহ বিভাগের বিপুল ক্ষয়ক্ষতি পূরণ করিতে গিয়া সরকারী বাজেটে ঘাটতির বহর বড় হইয়া দেখা দিতেছে। পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ ও রেশনিংয়ের যে ব্যবস্থা ইংলণ্ড ও আমেরিকায় যুদ্ধের সময়ে জাতীয় সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে, সরকারী অব্যবস্থা ও দুর্নীতির জন্য তাহা এদেশে জাতীয় অভিশাপে পরিণত হইয়াছে। দেশের কল্যাণ ও জনসাধারণের সুখ-শান্তির জন্য যুদ্ধসমাপ্তির পর ঐ ধরণের বিধিব্যবস্থারও আজ অবসান ঘটা প্রয়োজন।

সোনা ও রূপার মূল্য

যুদ্ধসমাপ্তির ফলে ভারতের সোনা ও রূপার বাজারে নিদারুণ প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়াছে। গত ৮ই আগষ্ট বোম্বাইয়ের বাজারে প্রতি ভরি সোনার দর ৭৮।৶০ আনা ও প্রতি ১০০ ভরি রূপার দর ১৩৮৶০ আনা ছিল। রাশিয়া জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিবার ফলে ১০ই আগষ্ট তাহা বাজারে যথাক্রমে ৭৬৷৹ আনা ও ১৩৫৸৶০ আনা পর্য্যন্ত হ্রাস পায়। জাপানের পক্ষ হইতে আত্মসমর্পণের কথা উঠায় ঐ দর পরে আরও নামিয়া যাইতে আরম্ভ করে। ১৪ই আগষ্ট আত্মসমর্পণের পাকা খবর প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে বোম্বাইয়ের বাজারে প্রতিভরি সোনার দর ৭৩।৶০ আনা ও প্রতি ১০০ ভরি রূপার দর ১৩৩।৶০ আনায় পড়িয়া

বিষয়-সূচী

বিষয়	পৃষ্ঠা
সাময়িক প্রসঙ্গ	৩৭৫-৭৭
যুদ্ধের পরে ভারতের অর্থনৈতিক সমস্যা	৩৭৮-৭৯
রাজনৈতিক প্রসঙ্গ	৩৮০-৮১
খেয়ালীর খাতা	৩৮২-৮৩
আর্থিক দুনিয়ার খবরাখবর	৩৮৪-৮৯
কোম্পানী প্রসঙ্গ—	৩৯০-৯১
বাজারের হালচাল—	৩৯২-৯৬

সোনাপুর ব্যাঙ্ক লিমিটেড

৫৭, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, রাজাকাটরা কলিকাতা।

টেলিগ্রাম : "মৌচাক" স্থাপিত ইং ১৯২১

শাখাসমূহ

দক্ষিণ কলিকাতা, ডালহৌসী, আমতা, ভোলা, উলুবেড়িয়া, চৌমুহানী, পরশুরাম ও ঢাকা।

৩০০% হারে ডিপজিট বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে।
আয়কররহিত ৫% ডিভিডেণ্ড ঘোষণা করা হইয়াছে।

যায়। ১৫ই আগষ্ট তাহার মূল্য যথাক্রমে ৬৯৲ টাকা (ভবিষ্যতে ডেলিভারি দেওয়ার সর্ত্তে এইদিন ৬৭।০ আনা দরে পর্য্যন্ত সোনা বিক্রয় হয়) ও ১২৩৲ টাকা পর্য্যন্ত পৌঁছে। বোম্বাই বাজারের সঙ্গে কলিকাতা ও অন্যান্য স্থানের বাজারেও উহাদের মূল্য ক্রমান্বয়ে নামিয়া আসিতেছিল। কলিকাতার বাজারে ১৫ই আগষ্ট প্রতি ভরি সোনার দর ৬৯।০ আনা ও প্রতি ১০০ ভরি রূপার দর ১২২৷৷০ আনা দাঁড়াইয়াছিল।

যুদ্ধের আকস্মিক পরিসমাপ্তিতে ঝুকিদারী ব্যবসায়ী ও মজুতদারেরা বেশী পরিমাণে বাজারে সোনা ও রূপা বিক্রয় করিতে আরম্ভ করায় তাহাতেই ঐ সমস্তের দর এত তাড়াতাড়ি নামিয়া গিয়াছে সন্দেহ নাই। কিন্তু যুদ্ধের সময়ে এতদিন এদেশে কারসাজি করিয়া সোনা ও রূপার মূল্য যেরূপ অত্যধিক চড়া হারে বলবৎ রাখা হইয়াছিল তাহাতে যুদ্ধের অবসানে উহার এই ধরণের অবনতি কিছুমাত্র অপ্রত্যাশিত নহে। যুদ্ধের সময়ে অন্য অনেক দেশে সোনা ও রূপার দর সরকারীভাবে নিয়ন্ত্রিত রাখা হইয়াছিল। কিন্তু ভারতবর্ষে সেরূপ কোন কার্য্যনীতি অবলম্বন করা হয় নাই। ফলে যুদ্ধের সময়ে সোনা ও রূপার স্বল্প যোগানের ভিতর তাহাকে কেন্দ্র করিয়া ফাটকাবাজদের খেলা এতদিন অব্যাহতভাবেই বহিয়া চলিয়াছে। যুদ্ধের বাজারে অনেক কন্ট্রাক্টর ও ব্যবসায়ী আয়করের ভয়ে তাহাদের অর্জ্জিত টাকা কতক পরিমাণে সোনা ও রূপা ক্রয়ে নিয়োগ করিয়াছে। ঘুষ ও দুর্নীতির টাকা ধরা পড়িয়া যাওয়ার আশঙ্কায় অনেক সরকারী কর্ম্মচারী তাঁহাদের সে উপরি পাওনা দ্বারা সোনা ও সোনার অলঙ্কার খরিদ করিয়া রাখার ঝোঁক দেখাইয়াছে। এই সমস্তের ফলে গত কয় বৎসরে ভারতে সোনার ও রূপার দর অত্যধিক পরিমাণে তেজী হইয়া উঠিয়াছিল। যুদ্ধের অবসানের সঙ্গে সে ধরণের ফাটকাবাজী ও সে ধরণের হুঁসিয়ারী কাজকারবার আজ শেষ হইতে চলিয়াছে। কাজেই সোনা ও রূপার কৃত্রিম চড়া দর এখন আর কোনমতেই বজায় থাকিবার আশা নাই। সোনা ও রূপার মূল্য বাজারে একবার পড়িয়া গিয়া জল্পনা-কল্পনার হট্টগোলে পুনরায় হয়ত সাময়িকভাবে কিছু বাড়িতে পারে। কিন্তু উহা উচ্চস্তরে স্থায়ী হইয়া বসিবার সম্ভাবনা এখন আর মোটেই নাই বলা চলে।

কয়লার খনির শ্রমিক

কয়লার প্রয়োজনীয়তা খুব বেশী হইলেও যে সব শ্রমিক হাড়ভাঙ্গা শ্রম দ্বারা খনি হইতে এই বস্তুটি উত্তোলন করে তাহাদের সুখ-সুবিধা সম্বন্ধে এদেশের গবর্ণমেণ্ট পূর্ব্বে কোন নজর দেন নাই। অন্য অনেক শ্রেণীর শিল্প কারখানার তুলনায় কয়লার খনিতে শ্রমিকদের মজুরীর হার ছিল স্বল্প। বাসস্থান ও খাদ্য সরবরাহ সম্পর্কে তাহাদের অবস্থা ছিল অপেক্ষাকৃত শোচনীয়। যুদ্ধের পূর্ব্বে এই সব অব্যবস্থা সত্ত্বেও কয়লা খনির শ্রমিকেরা নিরুপায় হইয়া তাহাদের কাজ চালাইয়া যাইতেছিল। কিন্তু যুদ্ধের সময়ে জীবনযাত্রার ক্রমবর্দ্ধিত চাপ তাহাদিগকে বিক্ষুব্ধ ও অসহিষ্ণু করিয়া তোলে। নানা শিল্প কারখানায় শ্রমিকদের জন্য বেশী বেতন ও বেশী মাগগি ভাতার ব্যবস্থা দেখিয়া তাহারা খনির কাজ ছাড়িয়া ক্রমে ঐ সব দিকে আকৃষ্ট হয়। ফলে কয়লার উৎপাদন কমিয়া যুদ্ধের সময়ে দেশে জটিল সমস্যা আত্মপ্রকাশ করে। ভারত সরকারের শ্রমিক সদস্য এবং শিল্প ও মাল সরবরাহ বিভাগের বড় বড় সিভিলিয়ান, যাঁহারা নিজেদের অপরিসীম যোগ্যতার নাম করিয়া প্রতি মাসে হাজার হাজার টাকা মাহিয়ানা পকেটস্থ করিতেছেন পূর্ব্বাহ্নে এই সমস্যা বুঝিয়া উঠিবার মত দূরদর্শিতা তাঁহাদের ছিল না। ১৯৪৩ সালে কয়লার অভাবে দেশে রেল পরিচালনা ও শিল্প পরিচালনার কাজ দুঃসাধ্য হইয়া উঠিতে দেখিয়া তাঁহারা এই সমস্যা সম্বন্ধে হঠাৎ সচেতন হইয়া উঠেন। খনির শ্রমিকদের অসন্তোষ ও দুঃখ-দুর্দ্দশাই ইহার মূল কারণ জানিয়া তাঁহারা তখন হইতে সে সমস্তের প্রতিকারে যত্নপর হন। ফলে শ্রমিকদের বেতন ও মাগগি ভাতার হার কিছু কিছু করিয়া বাড়িতে থাকে। ইনফ্লেশনের বাজারে খাদ্য বস্ত্রের দুষ্প্রাপ্যতা ও দুর্ম্মূল্যতার ভিতর মাথাপিছু নির্দ্দিষ্ট পরিমাণে ও নির্দ্ধারিত মূল্যে তাহা তাহাদিগকে সরবরাহ করিবার ব্যবস্থা হয়। সেই সব বিধিব্যবস্থার ফলে গত এক বৎসরে দেশে কয়লা উৎপাদন সম্পর্কে পুনরায় কতকটা উন্নতি ঘটিয়াছে। কিন্তু যুদ্ধকালীন অবস্থায় যত পরিমাণ কয়লা দরকার তত বেশী পরিমাণ কয়লা এখনও পাওয়া যাইতেছে না। তাই খাদ্যবস্ত্র সংস্থান ও বর্দ্ধিত ভাতা প্রদানের ভিতর শ্রমিক কল্যাণের ব্যবস্থা সীমাবদ্ধ না রাখিয়া গবর্ণমেণ্ট অন্য নানাদিক দিয়াও তাহা প্রসারিত করিবার আয়োজন করিয়াছেন। সম্প্রতি ধানবাদে ভারত সরকারের স্থাপিত মাইন ওয়েলফেয়ার কমিটির একটি বৈঠক হইয়াছে। ঐ বৈঠকে কয়লার খনির শ্রমিকদের বাসস্থান সম্পর্কে নানা উন্নতিমূলক বিধিব্যবস্থা পরিকল্পিত হইয়াছে। ঠিক হইয়াছে রাণীগঞ্জ অঞ্চলের শ্রমিকদের জন্য দুই কুঠরীযুক্ত এবং বারান্দা ও রান্নাঘর সমন্বিত অনেকগুলি বাসভবন নির্ম্মাণ করা হইবে। প্রত্যেক শ্রমিক যাহাতে প্রতিদিন নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ দুধের যোগান পায় তাহার ব্যবস্থা করা হইবে। ম্যালেরিয়া ও যক্ষ্মার হাত হইতে শ্রমিকদিগকে রক্ষা করিবার জন্য উপযুক্ত প্রতিবিধানমূলক বিধান অবলম্বন করা হইবে। কয়লার খনির শ্রমিকদের অবস্থার উন্নতি সম্পর্কে গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টি পড়িয়াছে এবং তাঁহারা সেজন্য এইরূপ কার্য্যকরী ব্যবস্থা প্রণয়নে ব্রতী হইয়াছেন ইহা খুবই সুখের কথা। যুদ্ধ প্রচেষ্টার গরজ যতদিন থাকিবে ততদিন শ্রমিক কল্যাণ সম্পর্কে এই ধরণের সরকারী মনোযোগ অবশ্য অপ্রত্যাশিত নহে। যুদ্ধের পরে তাহা কতদূর বলবৎ থাকিবে ইহাই ভাবিবার কথা।

বস্ত্র সঙ্কট ও সরকারী দায়িত্বজ্ঞান

বাঙ্গলার লোকদের ভিতর বস্ত্র বণ্টন সম্পর্কে আজও কোন সুব্যবস্থা হইল না। ৪।৫ মাস পূর্ব্বে কলিকাতার বাজারের প্রায় সমস্ত কাপড় সরকারীভাবে আটক করিয়া ফেলিবার পর হইতে গবর্ণমেণ্ট অতি শীঘ্র এই সহরে বস্ত্রের রেশনিং প্রথা বলবৎ করিবার কথা বলিতেছেন। কিন্তু সরকারী বড় কর্ত্তাদের কল্পলোক হইতে রেশনিং জিনিষটা কিছুতেই কর্ম্মলোকে আসিয়া দেখা দিতেছে না। কিছুদিন পূর্ব্বে বাঙ্গলা সরকারের পক্ষ হইতে ডিরেক্টর জেনারেল অব এনফোর্সমেণ্ট মিঃ পি জে গ্রিফিথ্ বস্ত্র রেশনিং সম্পর্কে একটা পরিকল্পনা প্রকাশ করেন। ঐ পরিকল্পনায় কলিকাতায় লোকের মাথাপিছু ২০ গজ বস্ত্র বণ্টনের কথা বলা হয়। কিন্তু রেশনের বরাদ্দ ঘোষণা করিলেও কবে সেই হারে বস্ত্র বণ্টন সুরু হইবে সে বিষয়ে মিঃ গ্রিফিথ কিছু বলেন নাই। কর্পোরেশনের নিকট গবর্ণমেণ্টের প্রেরিত ইস্তাহারে আগামী ৩রা সেপ্টেম্বর হইতে কলিকাতায় রেশন প্রথা অনুযায়ী বস্ত্র বণ্টনের কাজ সুরু হইবে বলিয়া প্রকাশ পাইয়াছিল। গবর্ণমেণ্ট সে সম্পর্কে পরে আর কোন উচ্চবাচ্য করেন নাই। আগামী ৩রা সেপ্টেম্বর হইতে রেশন প্রথা বলবৎ করিতে হইলে সে সম্পর্কে এখন হইতে অনেক কিছু বিধিব্যবস্থাই অবলম্বন করা দরকার। কিন্তু সেরূপ দ্রুত কার্য্যনীতির কোন লক্ষণ আমরা মোটেই দেখিতেছি না। ইহাতে আগামী ৩রা সেপ্টেম্বর হইতে কলিকাতায় রেশন প্রথায় বস্ত্র বণ্টনের কাজ সুরু হইবে কি না সে বিষয়ে আমাদের মনে সন্দেহের কারণ দাঁড়াইয়াছে। শারদীয় পূজা নিকটবর্ত্তী হইয়া আসিয়াছে। সংবাদপত্রে প্রকাশ, পূজার সময় এবার বাঙ্গলার লোকদিগকে যাহাতে কাপড়ের জন্য কষ্ট না পাইতে হয় সেজন্য টেক্সটাইল কনট্রোল বোর্ড এখন হইতেই বেশী করিয়া বস্ত্র প্রেরণ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। রেশনিংয়ের পরিকল্পনা অনুসারে কলিকাতার লোকদিগকে ৯ মাসে মাথাপিছু ২০ গজ বস্ত্র দেওয়ার কথা বলা হইয়াছে। রেশন প্রথা বলবৎ হওয়ার তারিখ আজও পাকাপাকিভাবে স্থির করা হয় নাই। রেশনিং প্রথা বলবৎ হইলেও প্রথম তিন মাসে কাহাকেও ৭ গজের বেশী বস্ত্র দেওয়া হইবে না। এই অবস্থায় পূজার পূর্ব্বে লোকে কি করিয়া উপযুক্ত পরিমাণ কাপড় পাইবে তাহা আমরা বুঝি না। গত মে মাস হইতে গবর্ণমেণ্ট কলিকাতায় কাপড় সম্পর্কে একটা মধ্যবর্ত্তী রেশন ব্যবস্থা বলবৎ করিয়াছেন। এই ব্যবস্থা খুব সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে বলিয়া গবর্ণমেণ্ট জোর গলায় প্রচার করিতেছেন। আমরা কিন্তু সাফল্যের নমুনা বিশেষ কিছু দেখিতেছি না। ঐ ব্যবস্থায় কলিকাতায় ৪০ লক্ষ লোকের মধ্যে এ পর্য্যন্ত আট লক্ষ লোকই (সরকারী বিবরণ অনুসারে) মাত্র একখানা করিয়া বস্ত্র পাইয়াছে। গত ৮।৯ মাস যাবৎ যেখানে কলিকাতার বাজারে কাপড়ের বিকিকিনি একেবারে বন্ধ আছে সেখানে মাত্র ৮ লক্ষ লোকের মধ্যে একখানা করিয়া বস্ত্র সরবরাহ করা সরকারী কৃতকার্য্যতা ও জনসাধারণের সুখ-সুবিধার পরিচায়ক নহে। তাহা ছাড়া এই একখানা করিয়া কাপড় সংগ্রহ করা যে কি কষ্টসাধ্য ব্যাপার তাহা ভুক্তভোগীমাত্রই অবগত আছেন। কাপড়ের জন্য ওয়ার্ড কমিটিতে দরখাস্ত করা হইলে ১৫।২০ দিনের পূর্ব্বে অনুমতিপত্র মিলে না। অনুমতিপত্র মিলিলে নির্ব্বাচিত দোকান হইতে কাপড় সংগ্রহ করিতেও আরও অনেকদিন অতিবাহিত হইয়া যায়। নির্ব্বাচিত দোকানগুলি গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে রীতিমত কাপড়ের যোগান পায় না। কোন্ দিন দোকানে কাপড় আসিবে ও কোন্ দিন কোন্ সময়ে তাহা পারমিট হোল্ডারদের ভিতর বণ্টিত হইবে তাহা সম্পূর্ণ অনিশ্চিত। কিছুদিন সমভাবে ঘোরাফেরা করিয়া যদিও বা কাপড় বিক্রয়ের তারিখ অবধারণ করা যায়, কয়েকদিন সারিবন্দীভাবে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়াইয়া না থাকিলে কাপড় মিলে না। এইরূপ সুব্যবস্থা চলিতে থাকিলে পূজার পূর্ব্বে উপযুক্ত পরিমাণ কাপড় পাওয়া দূরের কথা কলিকাতার অর্দ্ধেক লোকের পক্ষে একখানা করিয়া কাপড় পাওয়াও সম্ভবপর হইবে না।

চাউল রপ্তানী সম্পর্কে কৈফিয়ৎ

বর্ত্তমান দুর্দ্দিনে বাঙ্গলা হইতে চাউল রপ্তানীর কার্য্যনীতি অবলম্বন করা হইয়াছে জানিয়া উহার বিরুদ্ধে এ প্রদেশের লোক তীব্র প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিয়াছে। সেই তুমুল প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ লক্ষ্য করিয়া বাঙ্গলা সরকার সম্প্রতি এক বিবৃতিতে চাউল রপ্তানী সম্পর্কে একটা কৈফিয়ৎ দিয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট জানাইয়াছেন, বাঙ্গলা হইতে তাঁহারা এপর্য্যন্ত সৈন্য বিভাগের জন্য ১৫ হাজার টন,

দেশের ও দশের সেবায়
নির্ভরযোগ্য ও নিরাপদ প্রতিষ্ঠান
ইণ্ডিয়ান
সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।
পিপলস্ ব্যাঙ্ক লিঃ
৫।১, রয়েল এক্সচেঞ্জ প্লেস,
কলিকাতা
ফোন : কলিঃ ৩৩৮১ :: তার : 'Honey Comb,' Cal
আমাদের বিশেষজ্ঞ দ্বারাই ষ্টক এক্সচেঞ্জের বিবিধ শেয়ার ও সিকিউরিটি ক্রয় বিক্রয় করা হয়।
আপনাদের সহানুভূতি প্রার্থনীয়

সিংহলের জন্য ২৩ হাজার টন, মহীশূরের জন্য ১৫ হাজার টন, কোচিনের জন্য ১৪ হাজার টন, বিহারের জন্য ৯ হাজার ৫০০ টন ও যুক্তপ্রদেশের জন্য ২০ হাজার টন চাউল প্রেরণের ব্যবস্থা করিয়াছেন। মোট হিসাবে ৯৬ হাজার ৫০০ টন চাউল রপ্তানী করা হইবে। ৩০ হাজার টন চাউল কেন্দ্রীয় সরকার ও বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট বাঙ্গলা সরকারকে ফিরাইয়া দিবেন বলিয়া কথা দিয়াছেন। বাঙ্গলা সরকারের হাতে যে মজুত চাউল রহিয়াছে তাহা হইতে কতক পরিমাণই এইভাবে রপ্তানীর ব্যবস্থা হইয়াছে। মজুত চাউল দীর্ঘকাল ঠিক ঠিকভাবে সংরক্ষণ করিয়া রাখা কঠিন। যদিও গবর্ণমেণ্ট উপযুক্ত গুদাম স্থাপন করিতে ত্রুটি করেন নাই, তথাপি মজুত চাউল বেশী সময় অবিক্রীত অবস্থায় পড়িয়া থাকিলে তাহা কিছু পরিমাণে নষ্ট হইয়া যাওয়া অবধারিত। সেই আশঙ্কা হইতেই ভারতের ঘাটতি অঞ্চলসমূহের প্রয়োজন বিবেচনা করিয়া সরকারী মজুত চাউল হইতে উপরোক্ত পরিমাণ চাউল অন্যত্র প্রেরণ করা স্থির হইয়াছে। বাঙ্গলা সরকার জানাইয়াছেন, এপ্রদেশের জন্য বাহির হইতে উপযুক্ত পরিমাণ চাউল আমদানীর সুযোগ না দেখিয়া তাঁহারা এই ভাবে চাউল রপ্তানীর সঙ্কল্প করেন নাই। সে বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের পুরাপুরি দৃষ্টি রহিয়াছে। এবৎসর বাঙ্গলার জন্য আসাম হইতে ১ লক্ষ টন ও কুচবিহার হইতে ৪ হাজার টন চাউল আমদানীর ব্যবস্থা হইয়াছে। এই ১ লক্ষ ৪ হাজার টনের মধ্যে ১২ হাজার টন চাউল ইতিমধ্যেই পাওয়া গিয়াছে। সৈন্য বিভাগের জন্য উপরোক্ত ১৫ হাজার টন ও সিংহলের জন্য উপরোক্ত ২৩ হাজার টন ছাড়া বাঙ্গলা সরকার ঐ দুই দফায় যথাক্রমে আরও ১৯ হাজার টন ও ৫৫ হাজার টন চাউল রপ্তানী হইতে দিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন। কিন্তু বৃষ্টির অভাবে পশ্চিম বঙ্গে এবার ভাল ফসল উৎপন্ন হইবার সম্ভাবনা নাই দেখিয়া বর্ত্তমানে তাঁহারা সেই সঙ্কল্প পরিবর্ত্তন করিয়াছেন। সৈন্য বিভাগকে ১৫ হাজার টনের অতিরিক্ত কোন চাউল দেওয়া হইবে না বলিয়া জানানো হইয়াছে। সিংহলে অতিরিক্ত ৫০ হাজার টন চাউল প্রেরণের সঙ্কল্প করিয়া শেষ পর্য্যন্ত অতিরিক্ত ২৫ হাজার টনই শুধু দেওয়া হইবে বলিয়া স্থির হইয়াছে। মোট হিসাবে এপ্রদেশ হইতে ১ লক্ষ ২১ হাজার টন চাউল বাহিরে রপ্তানী হইবে। কিন্তু বর্ত্তমান পরিকল্পনা অনুসারে বাঙ্গলা সরকার বাহির হইতে চাউল আমদানী করিবেন ১ লক্ষ ৩৪ হাজার টন। কাজেই আমদানীর দিক দিয়া শেষ পর্য্যন্ত এপ্রদেশের হাতে একটা উদ্বৃত্তই থাকিয়া যাইবে। সুতরাং উপরোক্ত রপ্তানীর জন্য বাঙ্গলায় চাউলের ভবিষ্যৎ যোগান সম্পর্কে লোকের পক্ষে আতঙ্কগ্রস্ত হওয়ার কোন কারণ নাই।

বাঙ্গলা সরকারের এই বিবৃতিতে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে লোকের আস্থা ও ভরসা কতদূর বৃদ্ধি পাইবে তাহা জানি না। তবে উহাতে চাউল রপ্তানী সম্পর্কে প্রকৃত অবস্থা বুঝিবার কিছুটা সুবিধা হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। বাঙ্গলার গবর্ণর এক বেতার বক্তৃতায় এপ্রদেশে চাউলের উৎপাদন ও যোগান বাড়িয়াছে বলিয়া উল্লেখ করিয়াছিলেন এবং তাহারই ভিত্তিতে তিনি বাহিরে চাউল প্রেরণের সঙ্কল্প প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু সেই বর্দ্ধিত যোগানের কথা নিতান্তই কাল্পনিক বলিয়া আমরা তখন তাঁহার উক্তির বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ স্থাপন করিয়াছিলাম। বাঙ্গলায় ফসলের অবস্থা হৃদয়ঙ্গম করিয়া গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদের বর্ত্তমান বিবৃতিতে চাউল রপ্তানী সম্পর্কে উহার উৎপাদন বৃদ্ধির কথা এবার আর উত্থাপন করেন নাই, ইহা তাঁহাদের সুমতির পরিচায়কই বলিতে হইবে। উৎপাদন বৃদ্ধির কথা ছাড়িয়া সাধারণকে আশ্বস্ত করিবার জন্য বাহিরে চাউল রপ্তানীর সঙ্গে এবার তাঁহারা আসাম ও কুচবিহার হইতে উহা আমদানীর কথা বলিয়াছেন। এই ভাবে বাঙ্গলায় চাউলের যোগান বৃদ্ধির ব্যবস্থা খুবই দরকার। কিন্তু রপ্তানীর জন্য ১ লক্ষ ২১ হাজার টন চাউল বরাদ্দ করিয়া গবর্ণমেণ্ট যেখানে উহার মধ্যে বেশীর ভাগই ইতিমধ্যে বাহিরে প্রেরণ করিয়া বসিয়াছেন সেখানে ১ লক্ষ ৩৪ হাজার টন চাউল আমদানীর সিদ্ধান্ত করিয়া তাঁহারা এখন পর্য্যন্ত কার্য্যতঃ ১২ হাজার টনের বেশী চাউল সংগ্রহ করিতে সমর্থ হন নাই। বাহিরের অনিশ্চিত যোগানের উপর নির্ভর করিয়া এইভাবে হাতের চাউল ছাড়িয়া দেওয়া তাঁহাদের পক্ষে কতদূর সঙ্গত হইতেছে তাহা ভাবিবার বিষয়। বাঙ্গলা সরকার জানাইয়াছেন, মজুত অবস্থায় চাউল নষ্ট হইতে পারে আশঙ্কায় তাঁহারা উহার কতকাংশ বাহিরে রপ্তানী করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন। প্রথমে চাউল সংরক্ষণের যথোপযুক্ত পাকা ব্যবস্থা না করিয়া বাঙ্গলা হইতে এক সঙ্গে এত বেশী চাউল খরিদ করিবার কি হেতু আছে তাঁহারা তাহা বলিবেন কি? মোট কথা বাঙ্গলা সরকারের বিবৃতি পাঠ করিয়া এই দুর্দ্দিনে এই প্রদেশ হইতে এত বেশী চাউল রপ্তানী করিবার সমীচীনতা আমরা বিশেষ কিছুই দেখিতেছি না।

ডলার তহবিল ও ভারতের বাণিজ্য স্বার্থ

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সহিত বাণিজ্যে আমদানীর তুলনায় রপ্তানির আধিক্য হওয়ায় ঐ দেশের নিকট ভারতের প্রতিবৎসর কিছু উদ্বৃত্ত ডলার পাওনা দাঁড়াইতেছে। এই উদ্বৃত্ত ডলার ভারতবর্ষ নিজের প্রয়োজনে ব্যবহার করিতে পারিলে এদেশের বর্ত্তমান চাহিদা মিটাইবার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে উপযুক্ত পরিমাণ যন্ত্রপাতি ও মালপত্র সহজেই আমদানী করা যাইত। কিন্তু বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের কারসাজির জন্য সে সুবিধা ভারতবর্ষ প্রায় কিছুই পাইতেছে না। বৃটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত দেশসমূহের পাওনা ডলার আহরণ ও সংরক্ষণ করিবার জন্য উক্ত গবর্গমেণ্ট গত কয় বৎসর হইতে একটা 'এম্পায়ার ডলার পুল' গঠন করিয়াছেন। সামরিক প্রয়োজনে ডলার সম্পদ ব্যবহারের নামে এই তহবিল নিজেদের জিম্মায় রাখিয়া তাঁহারা ডলারের বদলে সাম্রাজ্যভুক্ত দেশগুলিকে ষ্টার্লিং বিতরণ করিতেছেন। বৃটেন হইতে প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র উপযুক্ত পরিমাণে সংগ্রহ করা কঠিন। ফলে যুদ্ধের সময় বৃটেনকে মালপত্র ও সার্ভিস যোগাইয়া সেই বাবদ যে ষ্টার্লিং পাওনা হইতেছে ভারতবর্ষ তাহাই যথোচিতভাবে কাজে লাগাইতে পারিতেছে না। তাহার উপর উদ্বৃত্ত ডলারের বিনিময়ে ষ্টার্লিং দেওয়ার রীতি প্রচলিত হওয়ায় উহাতে ফাঁকা ষ্টার্লিং-এর বহরই শুধু বৃদ্ধি পাইতেছে, বৃটেনে যে জিনিষ পাওয়া যায় না তাহা আমেরিকা হইতে সংগ্রহ করার কোন উপায় হইতেছে না। কাজেই তথাকথিত "এম্পায়ার ডলার পুলের" অস্তিত্ব ভারতের পক্ষে খুবই ক্ষতিকর হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সেই ক্ষতির কথা উল্লেখ করিয়া ফেডারেশন অব ইণ্ডিয়ান চেম্বারস অব কমার্স এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রীর সভাপতি স্যার বদ্রিদাস গোয়েঙ্কা সম্প্রতি ভারতের কল্যাণে সাম্রাজ্য তহবিলে ডলার আহরণ ও সংরক্ষণের রীতি বন্ধ করিবার দাবী করিয়াছেন, ইহা সুখের বিষয়। সামরিক কারণে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে মালপত্র সংগ্রহ করার নামে বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট গত কয় বৎসর পূর্ব্বে ঐ এম্পায়ার ডলার পুল গঠন করিয়াছিলেন। কিন্তু ইউরোপের যুদ্ধ পূর্ব্বেই শেষ হইয়া গিয়াছে; জাপান আত্মসমর্পণ করায় প্রাচ্য ভূখণ্ডের যুদ্ধও আজ অবসান হইতে চলিল। এই অবস্থায় সামরিক কারণে মালপত্র সংগ্রহের গরজ এখন একবারেই ফুরাইয়া গিয়াছে বলা চলে। কাজেই সেই অজুহাত দেখাইয়া সাম্রাজ্যভুক্ত দেশগুলির প্রাপ্য ডলার এখনও আটক করিয়া রাখিবার কোন অর্থ নাই। সামরিক প্রয়োজনে ডলার টানিয়া লওয়ার রীতি প্রচলিত হইলেও বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট সে ভাবে সঞ্চিত ডলার এতদিন অনেক পরিমাণে নিজেদের প্রয়োজনেই ব্যবহার করিয়াছেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্য কয়েকটি দেশে বৃটেনের লগ্নীকৃত তহবিল ক্ষয় হইয়া যাওয়ায় ঐ সব দেশ হইতে মালপত্র আনিবার জন্য বৃটেনকে সাম্রাজ্যভুক্ত দেশগুলির উদ্বৃত্ত ডলারের উপরই নির্ভর করিতে হইয়াছিল। কিন্তু ইজারা ও ঋণ ব্যবস্থায় ইংলণ্ড মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিকট হইতে এক্ষণে যারেই মাল সংগ্রহ করিতে পারিতেছে। তাহা ছাড়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে স্বর্ণ ও নানা শ্রেণীর সিকিউরিটিতে বৃটেনের নূতন করিয়া ৩৫০ কোটি ডলারের সম্পত্তি গড়িয়া উঠিয়াছে বলিয়াও সম্প্রতি এমেরিকান সেনেট ব্যাঙ্কিং কমিটির রিপোর্টে প্রকাশ পাইয়াছে। কাজেই নিজের প্রয়োজনে কারসাজি করিয়া ডলার আহরণের যে গরজ পূর্ব্বে বৃটেনের ছিল এখন তাহাও আর নাই বলা চলে। এই অবস্থায় বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট ইচ্ছা করিলে সাম্রাজ্যভুক্ত দেশগুলির পাওনা ডলার নিজেদের হাতে টানিয়া লওয়ার রীতি এক্ষণে অবশ্যই বন্ধ করিতে পারেন। আর ভারত ও অন্যান্য দেশের কল্যাণ দেখিতে হইলে উহা করা তাঁহাদের পক্ষে খুবই উচিত। স্যার বদ্রিদাস গোয়েঙ্কার দাবী অনুসরণ করিয়া এ সম্পর্কে অবিলম্বে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের উপর চাপ দেওয়া আমরা ভারত সরকারের কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করি।

শেয়ার বাজারের গতি

যুদ্ধের অবসান ঘটিলে শেয়ার বাজারে তাহার কি প্রতিক্রিয়া দাঁড়াইবে তাহা নিয়া নানা জল্পনা-কল্পনা চলিয়াছিল। যুদ্ধ শেষ হইয়া যাওয়ার পর কার্য্যতঃ শেয়ার দরের যে গতি দেখা গিয়াছে তাহা সকল দিক দিয়াই খুব উৎসাহব্যঞ্জক বলা চলে। রাশিয়া জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিবার পর জাপানের আত্মসমর্পণ ও যুদ্ধ শান্তির সম্ভাবনা দেখিয়া শেয়ার বাজারের কারবারীদের ভিতর প্রথমে কিছুটা অবসাদের ভাব দেখা গিয়াছিল। কলিকাতার বাজারে ইণ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড ষ্টীল কোম্পানীর দর ৪০৷৷০ আনা পর্য্যন্ত নামিয়া গিয়াছিল। কয়লার খনি বিভাগের শেয়ার দরও পড়িয়া যাইতে আরম্ভ করিয়াছিল। কিন্তু জাপানী আত্মসমর্পণের চূড়ান্ত খবর প্রকাশিত হওয়ার পর শেয়ার দর আরও নামিয়া যাওয়ার বদলে তাহা বরং আবার তেজী হইয়া উঠার লক্ষণই দেখা যাইতেছে। গত ১৫ই আগষ্ট ইণ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড ষ্টীল কোম্পানীর শেয়ার মূল্য আবার ৪১ টাকার উপর উঠিয়াছে। বরাকর ও সাউথ কারানপুরা প্রভৃতি কয়লার খনির শেয়ার দর পূর্ব্বের তুলনায় এক টাকা হইয়া দেড় টাকা পর্য্যন্ত বাড়িয়া গিয়াছে। পাটকল কোম্পানীর শেয়ার দর ইতিপূর্ব্বেই তেজী ছিল। যুদ্ধ সমাপ্তির পরে তাহা আবার নূতন করিয়া বৃদ্ধি পাইতে আরম্ভ করিয়াছে। মোট কথা যুদ্ধ মিটিয়া যাওয়ার আশু সম্ভাবনায় যেস্থলে শেয়ার বাজারে একটা ক্রমিক অবসাদের ভাব আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল যুদ্ধের অবসান ঘটিবার সঙ্গে সে অবসাদ কাটিয়া গিয়া পুনরায় বাজারে একটা উন্নতির নমুনা দেখা গিয়াছে। শিল্পব্যবসায়ের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে শেয়ার বাজারের কারবারীদের আস্থা ও ভরসার ভাবই যে এই উন্নতির মূল কারণ তাহাতে সন্দেহ নাই। যুদ্ধের পরে ভারতের শিল্পোন্নতি সম্পর্কে সকল দিক দিয়াই খুব জোর দেওয়া হইবে বলিয়া ব্যবসায়ীদের ধারণা। যুদ্ধকালীন ট্যাক্স নীতি অনুযায়ী বর্ত্তমানে শিল্প প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে অত্যধিক হারে অতিরিক্ত মুনাফা কর আদায় করা হইতেছে। যুদ্ধ সমাপ্তির পর অদূর ভবিষ্যতে গবর্ণমেণ্ট এই কর উঠাইয়া লইবেন এবং তাহাতে শিল্প কোম্পানসমূহের পক্ষে বেশী হারে লভ্যাংশ দেওয়ার সুবিধা হইবে বলিয়াও তাঁহারা মনে করিতেছেন। এই ধরণের পুনর্বিবেচনার ফলে নূতন করিয়া বাজারে শেয়ারের দর তেজী হইয়া উঠিয়াছে। যুদ্ধের ফলে নানাদিক দিয়া ব্যবসায়ীদের হাতে অতিরিক্ত অর্থাগম হইয়াছে। অন্য দিকে লাভজনকভাবে সে অর্থ দাদন করিতে না পারিয়া তাঁহারা শেয়ার ক্রয়ের কাজে কতক পরিমাণে উহা নিয়োগ করিতেছেন। যুদ্ধ সমাপ্তির পর শেয়ার বাজার তেজী থাকিবার ইহাও একটা কারণ বলা চলে।

যুদ্ধের পরে ভারতের অর্থনৈতিক সমস্যা

জাপান আত্মসমর্পণ করায় দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অবসান ঘটিয়াছে। ছয় বৎসরের অব্যাহত উন্মাদনা, কর্ম্মব্যস্ততা ও ধ্বংসলীলার পর মহা-সমরের এই পরিসমাপ্তি মানুষের মনে আশা ও স্বস্তির ভাব জাগাইয়া তুলিবে সন্দেহ নাই। কিন্তু অর্থনৈতিক দিক দিয়া বিচার করিতে গেলে যুদ্ধের চেয়ে যুদ্ধোত্তর সমস্যার জটিলতাও কম উৎকণ্ঠার বিষয় নহে। মহাসমরের পটভূমিকায় গত ছয় বৎসরে ভারতের আর্থিক অবস্থার সম্পর্কে নানা-দিক দিয়া বিস্তর পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। যুদ্ধের অবসানে আজ তাহার পরিণতি ও প্রতিক্রিয়া কি দাঁড়াইবে দেশের সকল শ্রেণীর লোকের পক্ষেই তাহা ভাবি-বার বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ভারত গবর্ণমেণ্ট অবশ্য যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠন সমস্যা নিয়া গত কয় বৎসর যাবৎ বিস্তর গবেষণা করিয়াছেন এবং সেই সমস্যা সমাধানের জন্য এদেশে সরকারী কমিটি ও কমিশন প্রভৃতিও যথেষ্ট পরিমাণেই গড়িয়া উঠি-য়াছে। কিন্তু বৃটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মত কোন বিষয়ে কোন কার্য্যকরী পরিকল্পনা এদেশে আজও প্রস্তুত হয় নাই। কৃষি, শিল্প, শিক্ষা ও যানবাহন সম্পর্কে যথেষ্ট আলাপ-আলোচনা হইয়াছে। নানাদিক দিয়া প্রস্তাব এবং সুপারিশ পেশ করা হইয়াছে। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট কোন বিষয়েই আজ পর্য্যন্ত শেষ সিদ্ধান্তে উপনীত হন নাই। বিচার ও বিবেচনার নামে সমস্তই সরকারী দপ্তরে বস্তাবন্দি করিয়া রাখা হইয়াছে। ফলে যুদ্ধোত্তর যুগের সূচনা হইলেও ভারতে অচিরে যুদ্ধোত্তর পরি-কল্পনা কার্য্যকরী হওয়ার সম্ভাবনা একেবারেই কিছু দেখা যাইতেছে না। ইহাতে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আশ্বস্ত হওয়া আজ জনসাধারণের পক্ষে নিতান্তই কঠিন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যুদ্ধসমাপ্তির পর ভারতের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে কোন্ দিক দিয়া কিরূপ সমস্যা সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা আছে এবং কি প্রকারের কার্য্যনীতি অবলম্বন করিয়া গবর্ণমেণ্ট তাহা কতদূর পরিমাণে সমাধান করিতে পারেন বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা তাহা সংক্ষিপ্তভাবে আলো-চনা করিব।

যুদ্ধের পরে ভারতে যে সমস্যা সবচেয়ে জটিল-ভাবে আত্মপ্রকাশ করিবার আশঙ্কা আছে তাহা হইতেছে লোকের বেকার সমস্যা। যুদ্ধপ্রচেষ্টা সুরু হওয়ার ফলে এদেশের সৈন্য বাহিনীতে গত কয় বৎসর বহু সংখ্যক নূতন লোক নিয়োগ করা হইয়াছিল। বিভিন্ন সরকারী দপ্তরের কলেবর স্ফীত করিয়াও লোকের কর্ম্মসংস্থানের ক্ষেত্র বিশেষ-ভাবে প্রসারিত করা হইয়াছিল। ফলে এই দুই দিক দিয়া দেশে প্রায় ২৫ লক্ষের মত নূতন লোকের চাকুরী জুটিয়াছিল। তাহা ছাড়া যুদ্ধের সময়ে নানা শ্রেণীর শিল্প ব্যবসায়েও বহু নূতন লোক কাজ পাইয়াছিল। যে গবর্ণমেণ্ট কোন দিন শিল্পোন্নতির দিকে মনোযোগ দেন নাই, সমর সরঞ্জাম যোগাইবার প্রয়োজনে কতিপয় ধরণের শিল্প স্থাপন ও পরিচালনায় তাঁহারা উদ্যোগী হইয়া-ছিলেন। শিল্প সামগ্রীর বিপুল চাহিদা ও সরকারী অর্ডার পাওয়ার সুবিধা দেখিয়া দেশের ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ও কতিপয় ধরণের শিল্প ব্যবসায় সম্পর্কে বিশেষ উৎসাহী হইয়া উঠিয়াছিলেন। পুরাতন কারখানা সম্প্রসারিত করিয়া ও সুযোগ-সম্ভাবনা-মত নূতন কারখানা স্থাপন করিয়া তাঁহারা লাভের কারবার গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। এই ভাবে শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্য প্রসারের সঙ্গে দেশে কর্ম্ম-সংস্থানের সুযোগ উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বাড়িয়া গিয়াছিল। অনেকের ধারণা যুদ্ধের সময়ে এই ভাবে সর্ব্বসমেত ৪০ লক্ষ নূতন লোকের কাজ জুটিয়াছিল। যুদ্ধ শেষ হইয়া যাওয়ার পর এইসব লোকদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আজ আশঙ্কার কারণ দাঁড়াইয়াছে। এখন হইতে দেশরক্ষার দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য পূর্ব্বের ন্যায় সীমাবদ্ধ হইয়া আসিবে। নূতন সৈন্যদিগকে স্বভাবতঃই চাকুরী হইতে ছাড়াইয়া দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা দাঁড়াইবে। যে সব সরকারী দপ্তরের কলেবর স্ফীত করা হইয়াছে সে সমস্তের কর্ম্মধারাও এখন হইতে যথেষ্ট পরিমাণে হ্রাস পাইবে। সমর সরঞ্জামের চাহিদা ও দাবী কমিয়া আসিবার সঙ্গে তৎসংশ্লিষ্ট শিল্প ব্যবসায়ের গতি স্বভাবতঃই মন্দীভূত হইয়া আসিবে। কাজেই কর্ম্মসংস্থানের নূতন সুযোগ খর্ব্ব হইয়া দেশে আবার বেকার সমস্যা তীব্র হইয়া দেখা দিবে। লোকের আয় কমিয়া গিয়া বহু পরিবারের অফুরন্ত দুঃখ-গ্লানির কারণ ঘটিবে।

এই আসন্ন বেকার-সমস্যার হাত হইতে দেশকে রক্ষা করিতে হইলে অবিলম্বেই কতকগুলি কর্ম্মপন্থা স্থির করিয়া লইয়া গবর্ণমেণ্টকে তদনুযায়ী কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। সেরূপ কার্য্যপন্থা হিসাবে কয়েকটি বিষয় আমরা এইস্থলে গবর্ণমেণ্টের বিবেচনার জন্য উপস্থিত করিতেছি। আমাদের প্রথম কথা, যুদ্ধোত্তর বেকার-সমস্যার জটিলতা হ্রাস করিতে হইলে একসঙ্গে বহু লোককে কাজ হইতে ছাড়াইয়া না দিয়া অতীব সতর্কতার সহিত ক্রমে ক্রমে সে নীতি কার্য্যকরী করিতে হইবে। আমাদের দ্বিতীয় কথা, অদূরভবিষ্যতে সৈন্য বিভাগ ও সমরসরঞ্জাম তৈয়ারের শিল্প প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি হইতে যে সব লোক অপসারিত হইবে তাহাদের কর্ম্মসংস্থানের সুবিধার জন্য গবর্ণমেণ্টকে জাতি গঠনমূলক কার্য্য ও 'পাব্লিক ওয়ার্কস্' বা জন-হিতকর কার্য্য প্রসারণে যত্নপর হইতে হইবে। কৃষি, শিল্প, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও যানবাহন ব্যবস্থার দিক দিয়া ভারতবর্ষ আজ পর্য্যন্ত খুবই পশ্চাৎপদ রহিয়াছে। দেশের সামাজিক ও আর্থিক উন্নতির জন্য ঐসব দিক দিয়া গবর্ণমেণ্টের পক্ষে অনেক কিছু করিবার আছে। এ বিষয়ে ভূমির উন্নতি বিধানের ব্যবস্থা, আবাদী জমির জল সেচ ব্যবস্থা, রাস্তাঘাট প্রসারণের ব্যবস্থা, বেশী সংখ্যায় নূতন বিদ্যালয় স্থাপনের ব্যবস্থা ও চিকিৎসা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার কথা আমরা বিশেষভাবে উল্লেখ করিতে পারি। গবর্ণমেণ্ট যদি ব্যাপক পরিকল্পনা নিয়া ঐসব বিষয়ে কার্য্যে প্রবৃত্ত হন তবে সে সব ক্ষেত্রে বহু বেকারের কর্ম্মসংস্থানের সুযোগ হইতে পারে। এতদিন বহু আনপ্রডাক্‌টিভ কাজে গবর্ণমেণ্ট বিস্তর অর্থ নিয়োগ করিয়াছেন। ঐসব প্রডাক্‌টিভ কাজে সরকারী অর্থ নিয়োগ করিলে তাহা কেহ অবাঞ্ছনীয় বলিয়া মনে করিবে না।

এসিয়াটিক গভর্ণমেণ্ট সিকিউরিটি লাইফ
এণ্ড জেনারেল এসিওরেন্স কোম্পানী লিঃ
(স্থাপিত ১৯১৩ সন)
ভারতের অন্যতম প্রাচীন ও শ্রেষ্ঠ
বীমা প্রতিষ্ঠান।
হেড অফিস :—
বাঙ্গালোর।
কলিকাতা অফিস :—
৩নং, ম্যাঙ্গো লেন,
কলিকাতা।

সিটিজেন্স অব ইণ্ডিয়া
মিউচ্যুয়াল ইন্সিওরেন্স
কোম্পানী লিঃ
হেড অফিস :—ভরতপুর
চীফ অপারেটিং অফিস :
১৭৭-এ, চিত্তরঞ্জন এভেনিউ,
কলিকাতা
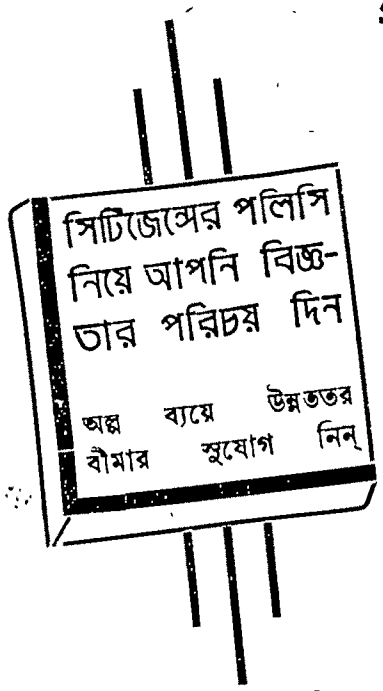

রায় বাহাদুর
রামেশ্বর নাথানী
চেয়ারম্যান
মিঃ বি, বি, মজুমদার, বি-এ, এল-এস-বি, ম্যানেজার
মিঃ পি, এস, নারায়ণ, জেনারেল ম্যানেজার
মিঃ এইচ, চক্রবর্ত্তী, বি-এল সেক্রেটারী

বেকার-সমস্যা ছাড়া যুদ্ধের পরে যে অন্য জটিল সমস্যা আত্মপ্রকাশ করার সম্ভাবনা আছে তাহা হইতেছে আর্থিক মন্দার সমস্যা। যুদ্ধের সময়ে সামরিক কারণে বহু জিনিষের চাহিদা বৃদ্ধি পাইয়াছে। বাহিরের আমদানী হ্রাস পাওয়ায় দেশীয় পণ্যের উপর দেশের লোককে বেশী পরিমাণে নির্ভর করিতে হইতেছে। ফলে এই বর্দ্ধিত দাবী মিটাইবার জন্য দেশে কোন কোন দিক দিয়া শিল্প ব্যবসায়ের যথেষ্ট প্রসার ঘটিয়াছে। সমর প্রচেষ্টার গরজে দেশের গবর্ণমেণ্টও সে বিষয়ে নানাভাবে উৎসাহ দিয়াছেন। যুদ্ধ শেষ হওয়ার ফলে সমরসরঞ্জাম তৈয়ারের কারখানাসমূহের কাজ অদূরভবিষ্যতে অনেক পরিমাণে বন্ধ হইয়া যাইবে। নূতন করিয়া বিদেশী জিনিষের আমদানী ও কাটতি সুরু হওয়ার সঙ্গে এদেশের শিল্প কারখানায় অনেক জিনিষের উৎপাদনও হ্রাস করিতে হইবে। যুদ্ধ প্রচেষ্টা চালাইতে গিয়া গবর্ণমেণ্ট এতদিন দেশে ক্রমাগত অর্থ প্রসারণ করিয়া আসিয়াছেন। এই বর্দ্ধিত অর্থ লোকের ক্রয়ক্ষমতা বাড়াইয়া দিয়াছে। সেই ক্রয় ক্ষমতা লইয়া জিনিষপত্রের চড়া বাজারে উহারা তাহার জন্য কাড়াকাড়ি করিয়াছে। যুদ্ধ শেষ হইয়া যাওয়াতে গবর্ণমেণ্ট অর্থ প্রসারের বদলে এখন হইতে অর্থ সঙ্কোচনের ব্যবস্থা করিবেন। ফলে ইনফ্লেশনের স্থলে দেশে ডিফ্লেশন দেখা দিবে। লোকের আয় ও ক্রয়ক্ষমতা পুনবায় হ্রাস পাইতে থাকিবে। জিনিষপত্রের দব নামিযা যাওয়ায় মুনাফার চেয়ে শিল্প ব্যবসায়ীদের ক্ষতির সম্ভাবনাই বেশী করিয়া দেখা দিবে। ফলে সকল দিক দিয়াই দেশে শিল্প বাণিজ্যের গতি মন্দীভূত হইয়া আসিবে। আর্থিক মন্দার সেই নিদারুণ অবস্থা দেশে ব্যাপকভাবে অর্থাভাব সমস্যা ও বেকার-সমস্যার সূচনা করিবে।

একথা সত্য যে, যুদ্ধের সময়ে সমর-সরঞ্জাম প্রভৃতির যে বেশী রকম চাহিদা দেখা দিয়াছিল যুদ্ধের পরে তাহা কোন বকমেই অক্ষুণ্ণ থাকিতে পারে না। আর সে কাবণে বর্ত্তমানের ন্যায় ভবিষ্যতে সরকারী অর্ডার দ্বারা দেশে শিল্প-ব্যবসায়ের অগ্রগতি বজায় রাখাও গবর্ণমেণ্টের পক্ষে সম্ভবপর নয়। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট ইচ্ছা করিলে অন্য সম্ভবপর উপায়ে দেশের শিল্প-বাণিজ্যকে উৎসাহ দিয়া ভবিষ্যৎ আর্থিক মন্দাকে অনেক পরিমাণে ঠেকাইয়া রাখিতে পারেন। সে বিষয়ে কয়েকটি কর্ম্মপন্থার কথা এস্থানে আমরা উল্লেখ করিতে পারি। প্রথমতঃ গবর্ণমেণ্টের উচিত সমরসম্ভার তৈয়ারের কারখানাগুলি বন্ধ না করিয়া তাহাদের কার্য্যধারাকে যথাসম্ভব বেসামরিক দ্রব্যসামগ্রী তৈয়ারের উপযোগী করিয়া লওয়া। দ্বিতীয়তঃ যুদ্ধের সময়ে বাহিরের আমদানী হ্রাস পাওয়ার সুযোগে এদেশে বেসামরিক দ্রব্যসামগ্রী প্রস্তুতের যেসব নূতন শিল্প কাবখানা গড়িয়া উঠিয়াছে তাহাদের কার্য্যধারা বজায় রাখিবার জন্য গবর্ণমেণ্টকে এখন হইতে ভালভাবে তৎপব হইতে হইবে। যেসব বিদেশী জিনিষের আমদানী দেশীয় শিল্পের ক্ষতিকর হইবে এদেশে তাহা বিক্রয় ও কাটতির সুযোগ সীমাবদ্ধ রাখিতে হইবে। নূতন শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির সূচনা হইতে উহাদের উদ্যোক্তারা এই সব শিল্পের ভবিষ্যৎ সংরক্ষণ সম্পর্কে গবর্ণমেণ্টের নিকট দাবী জানাইয়া আসিতেছেন। গবর্ণমেণ্ট এতদিন তাঁহাদের সে দাবী পূরণের ব্যবস্থা করেন নাই। যুদ্ধের পরে প্রয়োজনমত বিদেশী জিনিষের উপর রক্ষণশুল্ক বসাইয়া নূতন শিল্প কারখানাসমূহকে অস্তিত্ব বজায় রাখিবার ও উন্নতি দেখাইবার সুযোগ দিতে হইবে। তৃতীয়তঃ দেশের প্রয়োজন বুঝিযা গবর্ণমেণ্টকে এখন হইতে আরও অনেক নূতন শিল্প স্থাপন সম্পর্কে দেশবাসীকে উৎসাহ দিতে হইবে। বাহির হইতে শিল্পোপযোগী যন্ত্রপাতি আমদানীর ব্যবস্থা করিয়া, প্রয়োজনমত অর্থ সাহায্য দিয়া ও উপযুক্ত রক্ষণশুল্কের ব্যবস্থা করিয়া সে উৎসাহ ভালভাবেই সঞ্চারিত করা যাইতে পারে। চতুর্থতঃ শিল্প বাণিজ্যের অবনতি ও ব্যাপক আর্থিক মন্দার হাত হইতে দেশকে রক্ষা করিতে হইলে এখন হইতে ডিফ্লেশনের গতি প্রতিরোধ সম্পর্কেও গবর্ণমেণ্টকে মনোযোগী হইতে হইবে। দেশবাসীর প্রবল বিরোধিতা সত্ত্বেও গবর্ণমেণ্ট ফাঁকা নোটের প্রচলন বাড়াইয়া যুদ্ধের সময়ে এদেশে ইনফ্লেশন সৃষ্টি করিয়াছিলেন। যুদ্ধের পরে সামরিক খরচপত্র হ্রাস পাওয়ামাত্র গবর্ণমেণ্ট যদি অবিলম্বে সকল দিক দিয়া অর্থ সঙ্কোচনের কার্য্যনীতি অবলম্বন করেন তবে ইনফ্লেশনের মত তাহাও দেশের পক্ষে নিতান্ত মারাত্মক হইবে। শিল্প-বাণিজ্যের দ্রুত অবনতি ঘটিয়া দেশে তাহাতে একটা বড রকমের আর্থিক মন্দা অবশ্যম্ভাবী হইয়া দাঁড়াইবে। সামরিক খরচপত্র হ্রাস পাওয়ার সঙ্গে সরকারী ব্যয় নীতি বিশেষভাবে সঙ্কোচ না করিয়া গবর্ণমেণ্ট যদি Expansionist Policy অনুসারে জাতি গঠনমূলক কার্য্যে বেশী করিয়া জোর দিতে আরম্ভ করেন তবে ডিফ্লেশনের গতি অনেক পরিমাণে প্রতিহত হইতে পারে। এইরূপ কার্য্যনীতি অবলম্বিত হইলে কৃষি, শিল্প, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের দিক দিয়া দেশের উন্নতি হইবে, বেকারের কর্ম্মসংস্থানের সুযোগ বাড়িবে, সমগ্রভাবে লোকের সুখ-সমৃদ্ধির পথ প্রশস্ত হইবে। জাতীয় কল্যাণের সেই বড় আদর্শ সম্মুখে লইয়া গবর্ণমেণ্ট এখন হইতে উপরোক্তভাবেযুদ্ধোত্তর সমস্যা সমাধানে ব্রতী হইবেন ইহা আমরা আশা করিতে পারি না কি?

বাংলার বস্ত্র-শিল্পের অগ্রদূত

মোহিনী মিলস্ লিঃ

এই মিলের

বস্ত্রাদির জনপ্রিয়তার কারণ ব্যবহারেই বোধগম্য হইবে।

১নং মিল
কুষ্টিয়া (নদীয়া)

২নং মিল
বেলঘরিয়া (২৪ পরগণা)

ম্যানেজিং এজেণ্টস্ :—চক্রবর্ত্তী সন্স এণ্ড কোং
পোঃ কুষ্টিয়া বাজার (নদীয়া)

আমাদের একশো বছর আগে

- ১৮২০ সালে জন্মেছিলেন ফ্লোরেন্স্ নাইটিঙ্গেল্। রোগী ও আহতের সেবায় জীবন উৎসর্গ করে তিনি সেবাব্রতের উজ্জ্বল আদর্শ স্থাপন করে গেছেন।
- আমাদের সুরু হয়েছিলো ১৯২০ সালে। তারপর থেকে রোগের চিকিৎসায় এবং রোগীর শুশ্রূষায় প্রয়োজনীয় রবারের জিনিষ আমরা তৈরী করে আস্‌ছি।

আমাদের তৈরী

রবার ক্লথ, হট্‌ওয়াটার ব্যাগ, আইস্ ব্যাগ, হাওয়া বালিশ ও বিছানা, এয়ার রিং, এয়ার কুশন, ডাক্তারী দস্তানা ইত্যাদি।

বেঙ্গল ওয়াটারপ্রুফ ওয়ার্কস্ (১৯৪০) লিমিটেড

কলিকাতা নাগপুর বোম্বাই

রাজনৈতিক প্রসঙ্গ

বিশ্বব্যাপী মহাযুদ্ধের অবসান উপলক্ষে কংগ্রেস সভাপতি মৌলানা আজাদ একটী বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছেন। এই বিবৃতিতে মৌলানা সাহেব বলেন—শক্তিমান জাতিসমূহের লোভ এবং দুর্ব্বল ও পদানত জাতিসমূহকে শোষণ ও অপমানের ফলেই যুদ্ধের উদ্ভব হইয়া থাকে এবং যতদিন পর্য্যন্ত এই লোভ ও শোষণ প্রবৃত্তির অবসান না ঘটিবে ততদিন পর্য্যন্ত জগৎ হইতে যুদ্ধবিগ্রহের অবসান ঘটিবে না। মৌলানা সাহেবের এই উক্তি ভারতবর্ষকে বৃটীশ শাসনের কবল হইতে মুক্ত করিবার একটা আন্দোলন বলিয়া গণ্য হইতে পারে। কিন্তু তাঁহার এই উক্তি কেবল ভারতবর্ষের পরাধীনতা সম্বন্ধেই প্রযোজ্য নহে—সমগ্র জগতের শান্তি ও সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের দিক হইতেও তাঁহার এই উক্তি প্রণিধানযোগ্য। লোভ ও শোষণ প্রবৃত্তি রোগের ন্যায়ই সংক্রামক। ইংলণ্ড, ফ্রান্স, হল্যাণ্ড, ইটালী প্রভৃতির সাম্রাজ্যলিপ্সা হইতেই জার্ম্মানী ও জাপানের সাম্রাজ্যলিপ্সার উদ্ভব হয় এবং উহার ফলেই বিগত ৩০ বৎসর কালের মধ্যে দুইটী মহাযুদ্ধ ও বহুসংখ্যক খণ্ডযুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছে। বর্ত্তমান মহাযুদ্ধের ফলে পৃথিবীর সমস্ত দেশই চূড়ান্তরূপ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে এবং সকল দেশের জনসাধারণই অবর্ণনীয় দুঃখদুর্দ্দশা ভোগ করিয়াছে। কিন্তু এই ক্ষতি ও দুঃখদুর্দ্দশা সত্ত্বেও জগতের শক্তিমান জাতিসমূহের কর্ণধারদের চৈতন্য হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। এখনও বিভিন্ন জাতির মধ্যে সাম্রাজ্য রক্ষা, সাম্রাজ্য বিস্তার, আধিপত্য স্থাপন (sphere of influence) এবং অর্থনীতিক শোষণের প্রবল আগ্রহ দৃষ্টিগোচর হইতেছে। এই আগ্রহ হইতে যে রেষারেষির উদ্ভব হইবে তাহার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি তৃতীয় বিশ্বব্যাপী মহাযুদ্ধ। বর্ত্তমান যুদ্ধে আকাশ হইতে বোমা বর্ষণ এবং পরিশেষে আণবিক বোমার প্রয়োগের দ্বারা বিভিন্ন দেশের নির্দ্দোষ জনসাধারণকে কি ভাবে হত্যা করা হইয়াছে এবং উহাদের বাড়ীঘর কি ভাবে বিনষ্ট হইয়াছে তাহা আমরা দেখিয়াছি। যুদ্ধের প্রয়োজনে ইনফ্লেশন ঘটাইবার ফলে বাঙ্গলা দেশের ৬০ লক্ষ লোক কি ভাবে অকালে প্রাণ হারাইয়াছে তাহাও আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি। জাতিসমূহের দুর্নিবার লোভ ও তদানুষঙ্গিক রেষারেষির ফলে যদি আগামীতে তৃতীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হয়, তাহা হইলে আণবিক বোমা এবং বর্ত্তমানে অজ্ঞাত আরও কত কি মারাত্মক অস্ত্রের প্রয়োগের ফলে মানবজাতি ও মানব সভ্যতার অস্তিত্ব থাকিবে কিনা সন্দেহ। আজ জার্ম্মাণী, ইটালী, জাপান প্রভৃতি দেশের যে দুর্দ্দশা উপস্থিত হইয়াছে আগামী যুদ্ধে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র, ইংলণ্ড বা রুষিয়ার উহা অপেক্ষা চতুর্গুণ দুর্দ্দশা হইবে কিনা কে জানে? ইউরোপের বিভিন্ন দেশে আধিপত্য স্থাপন, চীনের শোষণ এবং ভারতের বাজার দখল করা লইয়া ইতিমধ্যেই উক্ত তিনটী দেশের পরস্পরের মধ্যে বিরোধ ঘনাইয়া উঠিতেছে। মৌলানা আজাদ এই সময়ে যে সাবধানবাণী উচ্চারণ করিয়াছেন তাহা খুবই সময়োচিত হইয়াছে। কেবল ভারতবর্ষের স্বার্থের জন্য নহে—বর্ত্তমানে যাহারা বিজ্ঞানের কৌশল আয়ত্ত করিয়া অসীম শক্তিশালী দেশে পরিণত হইয়াছে তাহাদের মঙ্গলের জন্যও সমস্ত জাতি কর্ত্তৃক সাম্রাজ্যলিপ্সা ও শোষণ প্রবৃত্তি পরিহার করা অত্যাবশ্যক।

* * *

ইংলণ্ডের নবনির্ব্বাচিত পার্লামেণ্টের উদ্বোধন উপলক্ষে গত ১৫ই আগষ্ট তারিখে সম্রাট যে বক্তৃতা দিয়াছেন তাহা লইয়া এদেশে অনেক জল্পনা-কল্পনা হইয়াছিল। অনেকে আশা করিয়াছিলেন যে, ভারতবর্ষ সম্বন্ধে ইংলণ্ডের নবনির্ব্বাচিত শ্রমিক গবর্ণমেণ্টের নীতি ও কর্ম্মপন্থা কি হইবে তৎসম্বন্ধে সম্রাটের বক্তৃতা হইতে একটা আভাষ পাওয়া যাইবে। কিন্তু সম্রাট উঁহাদিগকে নিরাশ করিয়াছেন। তিনি এইমাত্র বলিয়াছেন যে, পূর্ব্ব পূর্ব্ব প্রতিশ্রুতি অনুসারে বৃটীশ গবর্ণমেণ্ট ভারতীয় নেতাদের সহযোগে সত্বর ভারতবর্ষে পূর্ণ স্বায়ত্ত শাসন প্রবর্ত্তনের জন্য যতদূর সম্ভব চেষ্টা করিবেন। কিন্তু 'সত্বর' অর্থে কতদিনের মধ্যে এবং 'যতদূর সম্ভব চেষ্টার' প্রকৃত তাৎপর্য্য কি তাহাই ভারতবাসী জানিতে চাহে। উহা না জানা পর্য্যন্ত এই ধরণের উক্তিকে ভারতবাসী একটা ফাঁকা বুলি বলিয়াই মনে করিবে।

* * *

জাপান আত্মসমর্পণ করার ফলে শ্রীযুক্ত সুভাষ চন্দ্র বসুর সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা হইবে তাহা লইয়া জল্পনা-কল্পনা আরম্ভ হইয়াছে। এই সম্পর্কে গ্লোব এজেন্সী লণ্ডন হইতে সংবাদ জানাইয়াছেন যে, বৃটীশ গবর্ণমেণ্ট এখনও তাঁহার সম্বন্ধে কোন সিদ্ধান্ত করেন নাই। শ্রীযুক্ত বসু বৃটীশ গবর্ণমেণ্টের শত্রুপক্ষের সহিত যোগদান করিয়া উহাকে নানা ভাবে সাহায্য করিয়াছেন সন্দেহ নাই। কিন্তু ভারতবাসীর স্বাধীনতালাভ সম্পর্কে আত্যন্তিক আগ্রহ বশেই তিনি উহা করিয়াছেন এবং ভারতবর্ষ যে এই স্বাধীনতালাভের অধিকারী তাহা বৃটীশ গবর্ণমেণ্টও স্বীকার করিয়াছেন। ইতিহাসে এরূপ অনেক নজীর রহিয়াছে যে, অনেক স্বাধীনতাকামী ব্যক্তি প্রচলিত গবর্ণমেণ্টের সহিত বিরোধিতা করিয়া প্রাণদণ্ডের আদেশপ্রাপ্ত হইয়াছেন—কিন্তু পরে উঁহারাই দেশের শাসনভার গ্রহণ করিয়া জগতের ও দেশবাসীর অশেষ উপকার সাধন করিয়াছেন। বর্ত্তমান যুদ্ধে মার্শেল পেঁতা মিত্রপক্ষের বিরুদ্ধাচরণের জন্য প্রাণদণ্ডের আদেশ প্রাপ্ত হইয়াছেন বটে—কিন্তু বিচারকগণ এই আদেশকে কার্য্যে পরিণত না করার জন্য নির্দ্দেশ দিয়াছেন। প্যালেষ্টাইনের প্রধান মুফতি যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পর জার্ম্মানীতে পালাইয়া গিয়া ইংরেজের বিরুদ্ধে অনেক প্রচারকার্য্য করিয়াছেন। কিন্তু এখন পর্য্যন্ত তাঁহার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ আনা হয় নাই। শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু সম্বন্ধেও বৃটীশ গবর্ণমেণ্ট যদি অনুকম্পামূলক নীতি অবলম্বন করেন তাহা হইলে উহা সমীচীন কাজ হইবে। শ্রীযুক্ত বসু যাহাই করুন না কেন এদেশে অগণিত লোক তাঁহাকে নেতা বলিয়া মনে করে এবং তাঁহার স্বদেশপ্রেমিকতা সম্বন্ধে ভারতের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তাঁহার বিরুদ্ধ দলগুলিরও কোন অবিশ্বাস

সাদার্ণ ব্যাঙ্কিং

হেড অফিস—১৪, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ফোন—ক্যাল ৫৯৮৯

ব্রাঞ্চ—বড়বাজার, শ্যামবাজার, ভবানীপুর, বসিরহাট, খুলনা ও পাটনা

সুবিধাজনক সর্ত্তে গভর্ণমেণ্ট ও মিলিটারী বিলের উপর টাকা ধার দেওয়া হয়।

সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

চেয়ারম্যান—মিঃ দেবেন্দ্রনাথ মুখার্জ্জি, মেয়র, কলিকাতা কর্পোরেশন।

সঞ্চয়-অপচয়

অপচয়ের সমস্যা সমাধানের নামই সঞ্চয়—সঞ্চিত অর্থে শুধু অপব্যয়ের হাত হ'তে রক্ষা পাওয়া যায় না—ইহা দুর্দ্দিনেও একান্ত বন্ধুর কাজ করে, অধিকন্তু জাতীয় শিল্প উন্নতিতে সাহায্য ক'রে দেশের আর্থিক উন্নতির পরিকল্পনায় জাতীয় কর্ত্তব্য পালন করে।

*

এই অপচয়ের সদ্ব্যবহার ক'রে কি ভাবে সঞ্চয়ী হ'তে পারেন সেই সুপরামর্শ দিতে পারে একটি সুপরিচালিত আর্থিক প্রতিষ্ঠান—

ক্যাল কাটা কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক লিমিটেড

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার সিডিউলড্ ভুক্ত

১৫, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মিঃ এস, দত্ত ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

নাই। শ্রীযুক্ত বসুর সম্বন্ধে অনুকম্পামূলক ব্যবহার হইলে উহা ইঙ্গ-ভারতীয় সৌহার্দ্দ্য প্রতিষ্ঠার পক্ষে বিশেষ সহায়ক হইবে।

* * *

এই প্রসঙ্গে বিহারের মহেন্দ্র চৌধুরীর ফাঁসী এবং অন্তি-চিমুর ও অন্যান্য স্থানের ফাঁসীর আদেশ-প্রাপ্ত ব্যক্তিদের কথাও আসিয়া পড়ে। শ্রীযুক্ত মহেন্দ্র চৌধুরীর ফাঁসী স্থগিত রাখার জন্য মহাত্মা গান্ধী স্বয়ং বড়লাটকে অনুরোধ জানাইয়াছিলেন। কিন্তু সেই অনুরোধে কোন ফল হয় নাই। তাঁহার ফাঁসী নবনির্ব্বাচিত শ্রমিক গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক সময়মত নির্দ্দেশ না দেওয়ার ফলে সংঘটিত হইয়াছে, না ফাঁসীর আদেশপ্রাপ্ত সমস্ত আসামীকে ফাঁসী দেওয়াই শ্রমিক গবর্ণমেণ্টের নীতি বলিয়া তাঁহাকে ফাঁসী দেওয়া হইয়াছে তাহা এখনও বুঝা যাইতেছে না। যাহাই হউক মহেন্দ্র চৌধুরীর ফাঁসীর জন্য মহাত্মাজী অত্যধিক মনঃপীড়া পাইয়াছেন এবং সিমলা বৈঠকের ফলে বৃটীশ গবর্ণমেণ্টের সহিত ভারতের জাতীয়তাবাদী ব্যক্তিদের যে সৌহার্দ্দ্যের ভাব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল তাহা বহুল পরিমাণে ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। বোম্বাইয়ের ইংরাজ পরিচালিত 'টাইমস অব ইণ্ডিয়া' পর্য্যন্ত এই বিষয়ে সময়োচিত নির্দ্দেশ না দেওয়ার জন্য ইংলণ্ডের শ্রমিক গবর্ণমেণ্টের নিন্দা করিয়াছেন। সম্প্রতি প্রকাশ যে, অন্তি-চিমুরের ফাঁসীর আদেশ প্রাপ্ত ব্যক্তিগণের ফাঁসীর আদেশের পরিবর্ত্তে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর-দণ্ডের আদেশ হইয়াছে। ফাঁসীর আদেশপ্রাপ্ত অন্যান্য আসামীর সম্পর্কেও অনুরূপ ব্যবস্থা হওয়া বাঞ্ছনীয়।

* * *

সেবাগ্রাম হইতে পুনরায় মহাত্মা গান্ধীর অনশন ব্রত আরম্ভ করিবার সম্ভাবনা বিষয়ে সংবাদ প্রকাশিত হওয়াতে সমগ্র দেশে গভীর উদ্বেগের সৃষ্টি হইয়াছে। মহাত্মাজী বলিয়াছেন, "আমার অদৃষ্টে পুনরায় আর একবার অনশন ব্রত রহিয়াছে। তবে কি ভাবে, কখন এবং কি উদ্দেশ্য লইয়া আমি এই অনশনব্রত আরম্ভ করিব তাহা এখনও বলিতে পারি না।" মহাত্মাজীর বয়স ৭৬ বৎসর উত্তীর্ণ হইতে চলিয়াছে। ইদানীং তাঁহার সহ-ধর্ম্মিণী কস্তুরীবাই গান্ধী এবং সুহৃদ ও সহকর্ম্মী মহাদেব দেশাইয়ের পরলোক গমনে তিনি শোকার্ত্ত। দেশের রাজনীতিক পরিস্থিতি এবং জনসাধারণের দুঃখ দুর্দ্দশাও তাঁহার পক্ষে অশেষ মর্ম্মপীড়াদায়ক হইয়াছে। এই অবস্থায় তিনি যদি পুনরায় দীর্ঘকালব্যাপী অনশনব্রত আরম্ভ করেন তাহা হইলে তাঁহার জীবন বিপন্ন হইবে। মহাত্মা-জীর চিন্তার ধারা আমাদের অজ্ঞাত। কিজন্য তিনি পুনরায় অনশনব্রতের প্রয়োজন অনুভব করিয়াছেন তাহা আমরা অবগত নহি। তাঁহাকে আমরা এইমাত্র বলিতে পারি যে, তাঁহার তপস্যার ফল ফলিয়াছে। ভারতবর্ষ এখনও স্বাধীন না হইলেও তিনি সমগ্র ভারতে যে জাগরণ আনিয়া দিয়াছেন তাহার ফলে অদূর ভবিষ্যতে ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করিবে। এই সময়ে ভারতবাসী তাঁহাকে চায় এবং তাঁহার জীবনকে জাতির এক অমূল্য সম্পদ বলিয়া মনে করে। এক্ষণে অনশন ব্রত আরম্ভ করিয়া তিনি যদি তাঁহার জীবন বিপন্ন করেন তাহা হইলে তিনি স্বদেশে ও বিদেশে তাঁহার কোটী কোটী ভক্ত, অনুরক্ত ও বন্ধুবান্ধবের প্রতি অবিচার করিবেন।

* * *

সিমলা বৈঠকের সময়ে কংগ্রেসের সভাপতি মৌলানা আজাদের সহিত বড়লাট লর্ড ওয়াভেলের যে সমস্ত পত্রের আদান-প্রদান হইয়াছিল তাহা জনসাধারণে প্রকাশিত করিবার জন্য হৈ চৈ করিয়া মিঃ জিন্না কি উদ্দেশ্য সিদ্ধি করিতে চাহেন তাহা আমরা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেছি না। মিঃ জিন্না এই সম্পর্কে বোম্বাই হইতে গত ১৪ই আগষ্ট তারিখে যে বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে তিনি ডাঃ পট্টভি সীতারামিয়ার এবং মিঃ কৃপালনির দুইটী উক্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন। এই দুইটী উক্তি-তেই বলা হইয়াছে যে, বৃটীশ গবর্ণমেণ্ট সিমলা বৈঠক সফল হউক—উহা চাহেন নাই এবং এই জন্যই উহারা মিঃ জিন্নার বিরোধিতার অজুহাত দেখাইয়া বৈঠক পণ্ড করিয়া দিয়াছেন। এই দুইটী উক্তির মধ্যে বৃটীশ গবর্ণমেণ্টকেই দোষী বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে—উহাতে মিঃ জিন্না বা মুসলীম লীগের বিরুদ্ধে কোন প্রত্যক্ষ অভিযোগ নাই। তাঁহার বিবৃতি হইতে তিনি লীগের বিরুদ্ধে অভিযোগ খণ্ডন করা অপেক্ষা তদানীন্তন চার্চ্চিল গবর্ণমেণ্টের দোষ খণ্ডনেরই জন্য অধিকতর আগ্রহ-শীল বলিয়া মনে হইতেছে। মৌলানা আজাদ বলিয়াছেন যে, বড়লাটের সঙ্গে তাঁহার যে সব পত্র-ব্যবহার হইয়াছে তাহাতে এমন কিছু নাই যে জন্য ভারতের কোন রাজনীতিক দল সকল দলের সম্বন্ধে কংগ্রেসের সুদিচ্ছা সম্বন্ধে সন্দেহ করিতে পারে। তিনি উহাও বলেন যে, মিঃ জিন্না যদি ইচ্ছা করেন তাহা হইলে তিনি তাঁহাকে (মিঃ জিন্নাকে) এই সব পত্র দেখাইতেও পারেন। পত্রগুলি সাধারণে প্রকাশ করা সম্বন্ধেও তাঁহার কোন আপত্তি নাই—তবে বড়লাট লর্ড ওয়াভেল এই বিষয়ে সম্মতি না দেওয়া পর্য্যন্ত তিনি এই সব পত্র প্রকাশ করিতে পারেন না! মৌলানা আজাদের এই সব উক্তিতে মিঃ জিন্নার সন্তুষ্ট হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু তিনি পত্রগুলি নিজে না দেখিয়া উহা সাধারণে প্রকাশ করিবার জন্যই জেদ করিতেছেন। আমরা বলি যে, আজাদ-ওয়াভেল পত্রাবলী প্রকাশিত হইলে মিঃ জিন্না ও লীগের নির্দ্দোষিতা প্রমাণিত হইবে বলিয়া তিনি যখন এত জেদ ধরিয়াছেন তখন এই সব পত্রাবলীর মর্ম্ম তিনি নিশ্চয়ই অবগত আছেন। মিঃ জিন্না তাহা প্রকাশ করিয়া দেন না কেন?

(৩৮৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

দাশ ব্যাঙ্ক লিমিটেড

৯-এ, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

চেয়ারম্যান—কর্ম্মবীর আলামোহন দাশ

আধুনিক সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

ইষ্ট বেঙ্গল ব্যাঙ্কলিঃ

হেড অফিস—নারায়ণগঞ্জ স্থাপিত—১৯২৩ কলিকাতা অফিস—১৭৬, ক্রস ষ্ট্রীট

ফোন : বড়বাজার—৯৮৭

পাটনা সিটি শাখা ১১ই জুলাই খোলা হইয়াছে।

অপরাপর শাখা—বরিশাল, ভৈরববাজার, কুমিল্লা, করিমগঞ্জ, মীরকাদিম, নিতাইগঞ্জ, পুরাণবাজার (চাঁদপুর), শিলচর, শ্রীহট্ট।

জেনারেল ম্যানেজার—কে, কে, পাল ম্যানেজিং ডিরেক্টর—এস, সি, সাহা

টেলিগ্রাম :—Bankstock ফোন : Cal. 5226

হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস—কমার্শিয়াল বিল্ডিংস্,

ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শাখাসমূহ :—ঢাকা, বেনারস ও বিলাসপুর (মধ্যপ্রদেশ)

সকলপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

ইকনমিক ব্যাঙ্ক লিমিটেড

গ্রাম : ইকমিক্ ব্যাঙ্ক স্থাপিত—১৯২৯ ফোন : ক্যাল ৫৯৪৪

হেড অফিস—৮৬বি, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

অন্যান্য শাখা

বাঁকুড়া, ঘাটাল, টাটানগর, মির্জ্জাপুর, বেনারস, এলাহাবাদ, লাক্ষ্ণৌ, কাণপুর, বালিয়া, আরাউরা, দেউরিয়া, পুরুলিয়া, সাদার্ণ এভিনিউ, বড়বাজার, রবার্টসগঞ্জ, জৈতপুর, নোয়াপড় ও সোনামুখী (বাঁকুড়া)।

নিমতলা ও বেলগাছিয়া, মোরাদাবাদ, গান্ধিনগর, দিল্লী, মীরাট, আগ্রা শাখা শীঘ্রই খোলা হইবে।

মেহেরপুর শাখা গত ১৮ই জুলাই খোলা হইয়াছে।

খেয়ালীর খাতা

ইষ্ট বেঙ্গল ক্লাব ও মোহনবাগানের রেষারেষি কলিকাতার ফুটবলে একটা অতি পুরাতন কাহিনী। অথচ দুই ক্লাবের একই মাঠ, একই শাদা গ্যালারীর ভাগাভাগি দুই পক্ষের। কেমব্রিজ ও অক্সফোর্ডের বোট রেসকে তুলনা করা যাইতে পারে এই দুই দলের প্রতিদ্বন্দ্বিতার সঙ্গে। ইষ্ট বেঙ্গল ও মোহনবাগানের ম্যাচে যে পরিমাণ উত্তেজনার সৃষ্টি হয়, খুব কম খেলাতেই তা হয়, দর্শকের সংখ্যাও হয় রেকর্ড। মোহনবাগান steady টিম, তার খেলার একটা একটানা standard আছে। তার হারা-জেতার একটা আঁচ পাওয়া যায়। ইষ্ট বেঙ্গল বরাবর dark horse, সবচেয়ে শক্তিশালী টিমকে হারাইয়া দিবে তিন গোলে, আবার লীগের সবচেয়ে নীচের টিমের সঙ্গে করিবে ড্র। তাহার সমর্থকদের তাই আগাগোড়া ফুটবলের মরশুমটাই অনিশ্চয়তার মধ্যে কাটাইতে হয়। তবুও দেখা গিয়াছে জোড়ালো টিমকে হারাইবার যেন তাহাদের একটা বিশেষ ক্ষমতা—knack আছে। মহাম্মেডান স্পোর্টিং যখন দুর্দ্ধর্ষ, ক্রমান্বয় বছরের পর বছর লীগ ও শিল্ড জিতিয়াছে, তখন একমাত্র ইষ্ট বেঙ্গল ক্লাবই তাহাদের বেশীবার হারাইয়াছে। মোহনবাগান ও ইষ্ট বেঙ্গলের খেলায় ইষ্ট বেঙ্গল জিতিয়াছে বেশীবার। কিন্তু এসকল সত্ত্বেও মোহনবাগানের একটা গৌরব আছে—সে premier টিম। কখনও লীগের সর্ব্বনীচ ধাপে নামে নাই; কখনও দ্বিতীয় ডিভিশানে খেলে নাই। প্রথম ভারতীয় টিম শিল্ড জিতিয়াছে মোহনবাগান। লীগ জিতিতে যদিও মোহনবাগান প্রথম ভারতীয় টিম নয়—সেটা মহাম্মেডান—ইষ্ট বেঙ্গলের আগে জিতিয়াছে বটে। কিন্তু এবার লীগ ও শিল্ড এক সঙ্গে জিতিয়া ইষ্ট বেঙ্গল এমন কিছু করিল যাহা মোহনবাগান করে নাই। ইহাতে ইষ্ট বেঙ্গলের সমর্থকেরা উৎফুল্ল হইয়াছেন, মোহনবাগানের পাণ্ডারা শোকে ম্রিয়মান। কিন্তু সবচেয়ে বেশী বাঁচিয়া গিয়াছে মোহনবাগানের ব্যাক এস, দাস। শিল্ড ফাইন্যালের দিন সে একটি সেমসাইড গোল প্রায় করিয়া ফেলিয়াছিল। ভাগ্যিস বলটা গোলে ঢুকিয়া যায় নাই। নতুবা সে যে দেড় হাজার টাকা ঘুষ লইয়াছিল সে সম্পর্কে আর সন্দেহের অবকাশ থাকিত না। এমন কি কোথায়, কখন, কী ভাবে—১৫০ খানা দশ টাকার নোট কি ১৫ খানা একশ টাকার নোট—দেওয়া হইয়াছে তাহাও স্বচক্ষে দেখিয়াছে এমন প্রত্যক্ষদর্শীর অভাব হইত না! তাহার মস্ত একটা ফাড়া গিয়াছে।

* * *

গত সপ্তাহে বোম্বেতে স্যার ফিরোজ শা মেটার জন্ম বার্ষিকী অনুষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। রাজনীতিকে আমি সাধারণতঃ শতহস্তেন রাখিয়া চলি। কিন্তু ফিরোজ শা সম্পর্কে একটি বিষয়ে আধুনিক রাজনীতিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা কর্ত্তব্য মনে করি। গান্ধীযুগের জেল, মৃদু যষ্টি চালনা, পাইকারী জরিমানা, হিজলী, বক্সা ক্যাম্পের অভিজ্ঞতায় যাঁহারা মানুষ, তাঁহাদের মধ্যে ফিরোজ শা মেটার ও তাঁহার সম-সাময়িকদের রাজনৈতিক মতবাদ ও দেশ সেবাকে অবজ্ঞা করিবার একটা ভাব ইদানীং লক্ষ্য করিতেছি। তাঁহাদের স্মরণ করা প্রয়োজন যে, তাঁহারা যতটা করিয়াছিলেন কালের আপেক্ষিক বিচারে আজিকার দেশসেবার চাইতে তাহা কোন অংশে খাটো নয়। কালধর্ম্মে দেশের রাজনীতি ক্রমশঃ চরমপন্থী রূপ নিয়াছে। তাহা স্বাভাবিক। কিন্তু তাঁহার সময়ে স্যার ফিরোজ শাও যথেষ্ট নির্ভীকতার পরিচয় দিয়াছেন, দেশের জন্ত বিপদের ঝুঁকি লইয়াছেন। ১৮৮৫ সাল হইতে ১৯১৫ পর্য্যন্ত মেটা বোম্বেতে কংগ্রেসের নেতৃত্ব করিয়াছেন সিডেনহ্যামের স্যায় অবরদস্ত গভর্ণরদের সঙ্গে প্রকাশ্য বিরোধিতায় নামিয়াছেন। সেদিনের ভারতীয়দের পক্ষে ইহা খুব সহজ ছিল না। মনে রাখা প্রয়োজন যে, তাঁহার সময়ে আয়র্লণ্ডের রাজনৈতিক নেতৃত্ব ছিল পার্ণেলের, ব্রিটেনে লিবারেলিজম একটা ধর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত হইত এবং ইম্পিরিয়েলিজম সবে মাত্র জোসেফ চেম্বারলেনের স্যায় রাষ্ট্রনেতাদের হাতে পড়িয়া কৌলিন্য অর্জ্জন করিতেছে।

* * *

রাষ্ট্রনেতারা দৈবজ্ঞ নহেন। তাঁহারা leader মাত্র, prophet নন। তবুও ১৮৭৩ সালে স্যার ফিরোজ শা মেটার একটি উক্তি আজ প্রায় prophetic বলিয়া গণ্য হইতে পারে:—"ব্রিটেন যদি কেবল অস্ত্র-শস্ত্রের জোরে ভারতবর্ষকে চিরকাল দাবাইয়া অধীন রাখিতে চায়, তবে সে-ভারতবর্ষ এক দিন ব্রিটেনের পক্ষেই একটা গলগ্রহ বোঝা হইয়া বিপদের কারণ হইবে। অন্যান্য য়ুরোপীয় শক্তির উচ্চাভিলাষ, দ্বন্দ্ব ও প্রতিযোগিতার দ্বারা সৃষ্ট গোলযোগে ব্রিটেন যে দিন যুদ্ধে জড়াইয়া পড়িবে, সে দিন এই পরাধীন ভারতবর্ষ তাহার গলায় পাথরের মতো ভারী হইয়া ঝুলিবে।.....তাহা ছাড়া হয়ত এমন অবস্থারও উদ্ভব হইতে পারে যখন আমেরিকাও এই গোলযোগে জড়াইয়া ব্যাপরটা আরও জটিল করিয়া তুলিবে।" স্যার ফিরোজ শা পার্শী ছিলেন। হিন্দু নহেন। সুতরাং কংগ্রেসকে যাঁহারা হিন্দু প্রতিষ্ঠান বলিয়া চালাইবার জন্ত স্বদেশে ও বিদেশে প্রচারকার্য্য চালাইতেছেন তাঁহাদের জ্ঞাতার্থে তাঁহার আর একটি কথা উল্লেখ করিতে পারা যায়। "কংগ্রেসের সদস্যগণ মিলিত হন এক জাতি হিসাবে, এক দেশের অধিবাসী, এক রাজ শক্তির অধীনস্থ, এক রাষ্ট্রব্যবস্থার সুফল ও কুফল

ফোন: ক্যাল ৪০৫৩

ইউনাইটেড ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন

লিমিটেড

৩।১ ম্যাঙ্গো লেন, কলিকাতা।

শাখা:—বড়বাজার, শ্যামবাজার (কলিকাতা), গোপালগঞ্জ, মাদারীপুর, চরমুগুরিয়া, ভাঙ্গা (ফরিদপুর), নওপাড়া (যশোহর), মরেলগঞ্জ (খুলনা), সোনামুখী, বাঁকুড়া, কিরনাহার (বীরভূম)।

চলতি হিসাবে সুদ বার্ষিক শতকরা ১৲ সেভিংস শতকরা ২৷৷০

স্থায়ী আমানতে উচ্চহারে সুদ দেওয়া হয়।

সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

দি সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া লিঃ

স্থাপিত—ডিসেম্বর—১৯১১

ভারতীয় বৃহত্তম জয়েণ্ট ষ্টক ব্যাঙ্ক

অনুমোদিত মূলধন ৫,২৫,০০,০০০৲ টাকা
বিলীকৃত মূলধন ৫,০৪,৩৯,৬০০৲ টাকা
আদায়ীকৃত মূলধন ২,৫১,০২,২০০৲ টাকা
রিজার্ভ ও অন্যান্য তহবিল ২,৫৪,৭২,০০০৲ টাকা
আমানতের পরিমাণ (৩১-১২-৪৪ তারিখে) ৯৪,৪৮,৬৭,০০০৲ টাকা
হেড অফিস—মহাত্মা গান্ধী রোড, ফোর্ট, বোম্বাই

ভারতের সর্ব্বত্র ২৬০টার অধিক ব্রাঞ্চ ও পে-অফিস আছে।

স্যার এইচ, পি, মোদী, কে, বি, ই, চেয়ারম্যান। ম্যানেজিং ডিরেক্টর: মিঃ এইচ্ সি ক্যাপটেন, জে, পি।
লণ্ডন এজেন্টস্: বারক্লেস ব্যাঙ্ক লিঃ ও মিডল্যাণ্ড ব্যাঙ্ক লিঃ। নিউইয়র্ক এজেন্ট: দি গ্যারান্টি ট্রাষ্ট কোং অব নিউইয়র্ক।

সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়। সর্ত্তাবলী পত্র লিখিয়া জানুন।

কলিকাতার শাখাসমূহ—মেন অফিস—১০০, ক্লাইভ ষ্ট্রীট; বড়বাজার—৭১, ক্রশ ষ্ট্রীট; নিউ মার্কেট—১০, লিণ্ডসে ষ্ট্রীট; শ্যামবাজার—১৩৩, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট; ভবানীপুর—৮-এ, রসা রোড। বঙ্গদেশ—ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, নীরকাদিম, জলপাইগুড়ি, শিলিগুড়ি, বর্দ্ধমান, দিনাজপুর, রংপুর, ভৈরববাজার, ময়মনসিংহ, কালিংপঙ্ এবং কুলটী। বিহার—জামসেদপুর, মজাফ্রপুর সাসারাম, গয়া, ছাপরা, জয়নগর, সীতামারি, বেট্টিয়া, মধুবাণী, খাগাড়িয়া, রকসউল, মৌগাছিয়া, ভাগলপুর, পাটনা, পাটনা সিটি, কাটিহার, কিষাণগঞ্জ, করবেশগঞ্জ, সাহেবগঞ্জ, বালিয়া, বৈরাগনিয়া, কলগঞ্জ, সমস্তিপুর ও পুকলিয়া, দেওঘর, বলমংখি। উড়িষ্যা—সম্বলপুর।

ইষ্টার্ণ ট্রেডার্স ব্যাঙ্ক লিঃ

স্থাপিত:—১৯২১ টেলিগ্রাম:—বার্টার

হেড অফিস:—৮৪নং আশুতোষ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা

ফোন সাউথ—২০০

কলিকাতা প্রধান শাখা—৯৭নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট। ফোন: কলি ৪১৭৩

অন্যান্য শাখা অফিস

কলিকাতা—বালীগঞ্জ, ভবানীপুর, শ্যামবাজার, এন্টালী, বড়বাজার (১১৮নং ক্রস ষ্ট্রীট)
বাংলা প্রদেশ—হাওড়া, চট্টগ্রাম, ফেণী, নোয়াখালী, চাঁদপুর, পুরাণবাজার, চৌমুহনী, দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও, পটুয়াটুলী, নবাবপুর (ঢাকা), নারায়ণগঞ্জ।
বিহার প্রদেশ—পাটনা, আরা, পুর্ণিয়া, রাঁচী, মজঃফরপুর, পাটনা সিটি, ভাগলপুর, দ্বারভাঙ্গা।
যুক্তপ্রদেশ—এলাহাবাদ এবং দৌলতগঞ্জ।

শতকরা ৮৲ হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইতেছে।

সেক্রেটারী— মিঃ কে মজুমদার

ম্যানেজিং ডিরেক্টর— মিঃ এম কে গুহ

ভোগকারী, একই লক্ষ্য ও একই স্বাধীনতা লাভের অভিলাষী হিসাবে।"

* * *

প্রাক গান্ধীযুগের রাজনীতিকদের অনেকেই একালের তরুণদের কাছে যথেষ্টরূপে পরিচিত নন; তাহার কারণ তাঁহাদের ভালো জীবন চরিত নাই। ফিরোজ শা মেটা এবিষয়ে ভাগ্যবান। অধুনা বিখ্যাত হোমী মোদী (বর্ত্তমানে স্যার) লিখিত মেটার জীবনীটি সুলিখিত যদিও আজকালকার বাঙ্গালী যুবকেরা খুব বেশীর ভাগ তাহা পড়িয়াছেন মনে হয় না। আর একজন পার্শী নেতার জীবনী—তাহাও একজন পার্শী লিখিত—এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে। আর, পি, মাসানীর লেখা দাদাভাই নৌরজীর জীবন চরিত। বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয়, আমাদের দেশে জীবন চরিত রচনায় এখনও একটা উঁচু Standard গড়িয়া উঠে নাই। বিলাতে ভিক্টোরিয়ান যুগে সাধারণতঃ দুই খণ্ডে জীবন চরিত লেখার রেওয়াজ ছিল। অবশ্য ডিস্‌রেলী, গ্লাডষ্টোন ও সেলস্‌বারীর জীবনী দুইর অধিক খণ্ডে পৌঁছিয়াছে। আমাদের দেশে এক খণ্ডের জীবন চরিতও নাম করিবার মতো বড় বেশী নাই। কেলকার লিখিত তিলকের জীবনীটি রসকসহীন। রাইট অনারেবল শ্রীনিবাস শাস্ত্রীর ইংরেজী ভাষায় দখল আছে যথেষ্ট। কিন্তু গোখলে সম্পর্কে তাঁহার লেখা পরিমাণের দিক দিয়া সামান্য। একমাত্র শ্রীপ্রকাশের লেখা এ্যানি বেসান্তের জীবনীটি মোটের উপর সুখপাঠ্য এবং গান্ধীজীর সেক্রেটারী স্বর্গগত মহাদেব দেশাই যে মৌলানা আজাদের যোগ্য জীবনীকার ছিলেন তাহা তিনি তাঁহার ক্ষুদ্র পুস্তিকায় প্রমাণ রাখিয়া গিয়াছেন। রমেশচন্দ্র দত্তের জামাতা সিভিলিয়ান জে, এন, গুপ্তের লেখা তাঁহার (রমেশচন্দ্রের) জীবনীটি উল্লেখযোগ্য নহে। বেঙ্গলী পত্রিকার এককালীন সম্পাদক পৃথ্বীশ রায়ের লাইফ এ্যাণ্ড টাইমস অব সি, আর, দাস বইটিও এখন খুব কম লোকেরই স্মরণ আছে। জি, এ নটেশনের ছয় আনা দামের সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত সিরিজে ভারতের প্রায় প্রত্যেক মনীষীরই জীবন বৃত্তান্ত আছে বটে, কিন্তু তাহা স্কুলপাঠ্য পুস্তকের কোঠারই সীমাবদ্ধ।

* * *

আত্মজীবনীর মধ্যে পণ্ডিত নেহেরু ও মহাত্মাজীর বই দুইটি অবশ্য অবিস্মরণীয়। ইংরাজী সাহিত্যেরও তাহা স্থায়ী সম্পদ। মহম্মদ আলীর অসমাপ্ত আত্মজীবনী রাজনীতি, সমাজ ও সমসাময়িক কাল অপেক্ষা ধর্ম্মের ব্যাখ্যানেই বেশীটা ভরা। মতিলাল কন্যাদের মধ্যে শ্রীমতী কৃষ্ণার চমৎকার পুস্তিকাটির কথা ইহার আগেই একবার বলিয়াছি। বড় বোন বিজয়লক্ষ্মীর প্রিজন ডেজ পুরাপুরি আত্মজীবনী নয়, খুব সুখপাঠ্যও নয়। সুরেন্দ্রনাথের 'এ নেশান ইন মেকিং' বর্ত্তমানে বিস্মৃতপ্রায় এবং সুভাষ বসুর আত্মজীবনী বেশী লোক পড়ে নাই। রবীন্দ্রনাথের 'বয়হুড ডেজ'এ বস্তু অপেক্ষা বাগবিস্তার বেশী এবং আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের আত্মজীবনীতে সর্ব্বভারতীয় দৃষ্টি কোণের অভাব আছে। এদেশে জীবনচরিত রচনার এই দৈন্যের কারণ কি? লিটন বা বসওয়েলের মতো প্রতিভা দূরে থাকুক একজন আঁদ্রে মোরারও যে এদেশে এখনও দেখা দেয় নাই তাহার কারণ কি এই যে, ভালো জীবনী লিখিবার মতো মালমশলা ভারতীয় চরিত্রের মধ্যেই নাই? কিম্বা ভারতীয়ের ভালো জীবনী ইংরেজীতে লেখা সম্ভব নয়?

* * *

বাংলাতেও যে সুলিখিত জীবনচরিত বেশী আছে এমন মনে হয়না। বিদ্যাসাগরের জীবনী লিখিয়াছেন তাঁহার অনুজ শম্ভুচন্দ্র ও চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। দুইটিই সন, তারিখ ও ঘটনার রিপোর্টের বেশী আর কিছু নয়। রাজনারায়ণ বসু ও পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর আত্মচরিত বেশীর ভাগই ধর্ম্ম সম্পর্কিত। প্রথমটিতে ডিরেজিওর আমলের নব্য বাংলার কিছুটা আভাষ অবশ্য পাওয়া যায়। "রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ সমাজ"এর কথা এখন খুব কম লোকেরই মনে আছে। অক্ষয় দত্ত গুপ্তের বঙ্কিমচন্দ্র ইদানীং কাহাকেও পড়িতে দেখিয়াছি মনে হয় না। একমাত্র যোগীন্দ্রনাথ বসুকে মাইকেলের একজন কৃতী জীবনীকার বলা যাইতে পারে। মাইকেল অবশ্য নগেন্দ্রনাথ সোমকেও দ্বিতীয় জীবনী লেখক রূপে পাইয়াছিলেন। নবকৃষ্ণ ঘোষ এবং দেবকুমার রায়চৌধুরীর দুই দুইটি 'দ্বিজেন্দ্রলালের' উপরে সম্প্রতি দিলীপকুমার আবার 'উদাসী দ্বিজেন্দ্রলাল' লিখিয়া ডি, এল রায় সম্পর্কে নতুন আলোকদানের চেষ্টা করিয়াছেন যদিও তাহাতে পিতা অপেক্ষা পুত্রের কথাই পাঁচ কাহন। হেমচন্দ্রেরও একাধিক চরিত লেখক জুটিয়াছে এবং মনোমোহন ঘোষের বইটি একাধিক খণ্ডে পরিব্যাপ্ত। হেমেন্দ্র দাশ গুপ্তের গিরিশচন্দ্রে পাণ্ডিত্যের প্রয়াস আছে প্রচুর। প্রভাত মুখোপাধ্যায়ের রবীন্দ্র জীবনীও কতকগুলি ঘটনার ক্যাটালগ ছাড়া আর কিছুই নয়। কবি নবীন সেন জানিতেন God helps those who help themselves, কিন্তু একমাত্র রবীন্দ্রনাথের "জীবন স্মৃতি" ব্যতীত বাংলা ভাষায় নাম করিবার মতো কোন আত্মজীবনী আছে বলিয়া জানা নাই। এদেশে জীবন চরিত লেখকেরা যাঁহার জীবনী লেখেন তাঁহাকে পুরাপুরি 'দেবতা' প্রমাণ করিবার জন্যই কোমর বাঁধিয়া বসেন। ভুলিয়া যান যে, পাঠকেরা মানুষ, তাঁহারা দোষে গুণে মিশানো মানুষের কাহিনী পড়িতে চায়, দেবচরিত নহে।

* * *

কলিকাতার অল ইণ্ডিয়া রেডিওতে মাস কয়েক যাবৎ একটি অনুষ্ঠান হইতেছে। তাহার নাম "বাংলার বধূ"। আশ্চর্য্য হইতেছি যে, আজ পর্য্যন্ত কোন লোক বা পত্রিকা ইহার বিরুদ্ধে কিছু বলিতেছেন না। বাঙ্গালী পরিবারে এককালে নারী নির্য্যাতন কিছু কিছু হইয়াছে তাহা কেহই অস্বীকার করিবে না। এখনও কোন কোন ক্ষেত্রে যে না হয় তাহা নয়। কিন্তু একথা একমাত্র মতলববাজ প্রচারক ব্যতীত আর সকলেই স্বীকার করিবেন যে, বাঙ্গালী মধ্যবিত্ত সমাজে (যাহারা রেডিওর এই অনুষ্ঠানের আক্রমণ target) মেয়েদের অবস্থা ও মর্য্যাদা বিশ বছর আগে যাহা ছিল আজ আর তাহা নাই। বিধবা ভ্রাতৃবধূ কেবলই বাড়ীর ঝি হইয়া থাকে না। বহু ক্ষেত্রে তাঁহারা গৃহের কর্ত্রী হইয়া আছেন এমন দৃষ্টান্ত আমরা সকলেই একটি দুটি নয়; অনেকগুলি জানি। মৃত

(৩৮৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

ইউনাইটেড ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ব্যাঙ্ক লিমিটেড
স্থাপিত ১৯৪০
সিডিউলভুক্ত ব্যাঙ্ক
চেয়ারম্যান—শ্রীযুক্ত যদুনাথ রায়
সুবিধাজনক সর্ত্তে সাধারণ ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ করা হয়।
হেড অফিস—
৭, ওয়েলেসলী প্লেস, কলিকাতা
শাখাসমূহ—
বড়বাজার, শ্যামবাজার, হাটখোলা (কলিকাতা), চাকা, নারায়ণগঞ্জ, চাঁদপুর ও ময়মনসিংহ।
পে-অফিস: মিরকাদিম
জেনারেল ম্যানেজার:
এ চ্যাটার্জি, বি-কম, সি-এ, আই, আই, বি

সাবান প্রস্তুতের
কোন:—
বড়বাজার:—১৩৯৭ অফিস
" :— ১৫৯২ ফ্যাক্টরী
টেলিগ্রাম—"চীনামাটি"
যাবতীয় জিনিষ—সিলিকেট সোডা • সোপষ্টোন পাউডার • কষ্টিক সোডা • রজন • সিট্রোনেলা অয়েল • রঙ • হাইড্রোমিটার • প্রভৃতি পাইবেন
কলিকাতা মিনারেল সাপ্লাই কোং লিঃ
৩১, জ্যাকসন লেন, কলিকাতা

কুমিল্লা ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন লিঃ
হেড অফিস:—কুমিল্লা স্থাপিত—১৯১৪
মূলধন
অনুমোদিত— ৩,০০,০০,০০০৲
বিলিকৃত ও বিক্রীত— ১,০০,০০,০০০৲
আদায়ীকৃত— ৫৩,০০,০০০৲ উপর
রিজার্ভ ফণ্ডে— ২৫,০০,০০০৲ উপর
কলিকাতা অফিস—৪নং ক্লাইভ ঘাট ষ্ট্রীট
হাইকোর্ট, বড়বাজার, দক্ষিণ কলিকাতা, নিউ মার্কেট ও হাটখোলা।
বাংলার বাহিরে শাখাসমূহ:—
বোম্বে, মান্দভি (বোম্বে), দিল্লী, কাণপুর, লক্ষ্ণৌ, বেনারস, ভাগলপুর ও কটক।
পাটনা শাখা খোলা হইয়াছে।
লণ্ডন এজেণ্ট:—ওয়েষ্টমিনষ্টার ব্যাঙ্ক লিমিটেড।
নিউইয়র্ক এজেণ্ট:—ব্যাঙ্কার্স ট্রাষ্ট কোং অব নিউইয়র্ক।
অষ্ট্রেলিয়ান এজেণ্ট:—ন্যাশন্যাল ব্যাঙ্ক অব অষ্ট্রেলেশিয়া লিঃ।
ম্যানেজিং ডিরেক্টর:—মিঃ এন, সি, দত্ত, এম-এল-সি।

আর্থিক দুনিয়ার খবরাখবর

মাখনের মূল্য হ্রাস—সম্প্রতি প্রকাশিত এক সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ, কৌটাভর্ত্তি মাখনের মূল্য আরও হ্রাস পাইয়াছে। নিম্নে মার্কা-মারা মাখনের পরিবর্ত্তিত মূল্য দেওয়া হইল :—পলসন ১ পাউণ্ড কৌটা ২৮/০ আনা, ষ্টাফোর্ড ১ পাউণ্ড কৌটা ২৮/০ আনা, লর্ডস ১ পাউণ্ড কৌটা ২৮/০ আনা, রাজা ১ পাউণ্ড কৌটা ১৷৷৵০ আনা।

উচ্চ শিক্ষার্থে বাংলা গবর্ণমেণ্টের বৃত্তি—প্রকাশ, যাদবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ভূতপূর্ব্ব ছাত্র ও বর্ত্তমান অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়কে রসায়ন শাস্ত্র শিক্ষার জন্য বাংলা গবর্ণমেণ্ট বৃত্তি মঞ্জুর করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত মুখোপাধ্যায় উচ্চশিক্ষা গ্রহণে শীঘ্রই আমেরিকায় যাইবেন বলিয়াও প্রকাশ।

ভাসমান বিমান ঘাঁটি—বৃটিশ নৌ-বিভাগের সহকারী গবেষণা পরিচালক ডাঃ সি এফ্ গুডিভ সম্প্রতি সমুদ্রের উপর ভাসমান বিমান ঘাঁটির গুপ্ত তথ্য প্রকাশ করিয়াছেন। বর্ত্তমানে মিত্রপক্ষ নাকি এইগুলিকে বিশেষ সাফল্যের সহিত ব্যবহার করিতেছেন। দৈর্ঘ্যে এইগুলি ৭ শত হইতে ২ হাজার ফুট পর্য্যন্ত হয় বলিয়াও প্রকাশ। আরও প্রকাশ যে, খোলা সমুদ্রের প্রবল ঢেউ সহ্য করিয়া টিকিয়া থাকিবার মত মজবুত না হইবার দরুণ এইগুলিকে উপকূলের নিকটেই রাখা হয়। বৃটিশদের দেখাদেখি মার্কিনগণও বর্ত্তমানে এইরূপ বহু ভাসমান বিমান ঘাঁটি প্রস্তুত করিতেছেন, জানা গিয়াছে।

কৃত্রিম উপায়ে পশু উৎপাদন—মোবের সংবাদদাতা জানাইতেছেন যে, রাশিয়ায় গৃহপালিত পশুর কৃত্রিম উপায়ে শাবক উৎপাদনের যে নূতন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হইয়াছে তদনুসারে ১৯৪৫ সালের শেষে ৫৬ লক্ষ ১০ হাজার মেষ ও ছাগ শাবক উৎপাদন করা সম্ভব হইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে। আরও প্রকাশ যে, অশ্ব ও মহিষের সংখ্যাও অনুরূপ প্রক্রিয়ার সাহায্যে বৃদ্ধি করা হইবে। গত এক বৎসরের হিসাবে দেখা যায় যে, রাশিয়ার সমবায় কৃষি প্রতিষ্ঠানগুলিতে গরু-মহিষের সংখ্যা শতকরা ৯ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে। সরকারী কৃষি প্রতিষ্ঠানগুলিতে উহাদের বৃদ্ধির সংখ্যা শতকরা ১২ ভাগ বলিয়াও প্রকাশ।

ফিল্ম নিয়ন্ত্রণ আদেশ—প্রকাশ, ভারত গবর্ণমেণ্ট শীঘ্রই ভারতীয় ফিল্মের উপর হইতে নিয়ন্ত্রণাদেশ প্রত্যাহার করিয়া লইবেন। বণ্টন ও বরাদ্দের ব্যাপারে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ আনীত হওয়ার ফলেই নাকি এই ব্যবস্থা করা হইবে। জানা গিয়াছে যে, কর্ত্তৃপক্ষ ইতিপূর্ব্বেই বোম্বাইয়ের চলচ্চিত্র ব্যবসায়ীদিগকে এই সম্পর্কে তাঁহাদের অভিযোগ প্রমাণ করিতে বলিয়াছেন এবং তাঁহাদিগকে এই আশ্বাস দিয়াছেন যে, গবর্ণমেণ্ট এই ব্যাপারে তদন্ত করিতে প্রস্তুত আছেন।

চাষীরাই জমির মালিক—বেলগ্রেডের সাম্প্রতিক সংবাদে প্রকাশ, যুগোশ্লাভ পার্লামেণ্টের আইন কমিটি প্রজাস্বত্ব সংস্কারের জন্য গবর্ণমেণ্ট আইনের যে খসড়া প্রণয়ন করিয়াছেন তাহা গ্রহণ করিয়াছেন। এই আইনের মূল ভিত্তি হইল, 'যে জমি চষিবে, সে-ই জমির মালিক হইবে।' এই নূতন আইন অনুযায়ী কোন কৃষকই ৩৫ হেকটারের অধিক জমি পাইবে না। যে সকল কৃষক নিজেরা জমি চাষ করে তাহাদের ৩৫ হেকটারের বেশী জমি থাকিলে ক্ষতিপূরণ দিয়া সেই উদ্বৃত্ত জমি গবর্ণমেণ্ট হস্তগত করিবেন। আরও প্রকাশ যে, যে সকল জমিদার তাঁহাদের জমিদারী ছাড়িয়া অন্যত্র থাকেন, তাঁহাদের জন্য ৫ হেকটর করিয়া (প্রায় ১২ একর) জমি রাখিয়া বাকী সমস্ত জমিই গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক বাজেয়াপ্ত হইবে এবং তজ্জন্য জমিদারগণকে কোন ক্ষতিপূরণ দেওয়া হইবে না। গীর্জ্জার জমি, দেবোত্তর সম্পত্তি এবং ট্রাষ্ট ফাণ্ড জমিদারীগুলিও এই নূতন আইনের আমলে পড়িবে। গবাদি পশু পালন ও প্রজনন এবং বীজের চাষের জন্য পরীক্ষামূলকভাবে খামার করার উদ্দেশ্যে গবর্ণমেণ্ট কতক জমি খাসে রাখিবেন বলিয়াও প্রকাশ।

বৃটিশ বস্ত্রশিল্প—সম্প্রতি ম্যাঞ্চেষ্টারে এক সাংবাদিক বৈঠকে বাণিজ্য সচিব স্যার ষ্ট্যাফোর্ড ক্রীপস ঘোষণা করেন যে, বৃটিশ বস্ত্রশিল্প জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করা হইবে না। স্যার ষ্ট্যাফোর্ড আরও বলেন যে, নিরপেক্ষ চেয়ারম্যান, মালিক ও ট্রেড ইউনিয়নসমূহের প্রতিনিধিবৃন্দ সহ অবিলম্বে একটি কমিশন গঠন করা হইবে। মালিক ও কর্ম্মচারী উভয় পক্ষেরই কল্যাণ সাধনের উদ্দেশ্যে এই কমিশন বিভিন্ন চুক্তি সংশোধন এবং যন্ত্রপাতির সংস্কার সাধনকল্পে সুনির্দ্দিষ্ট প্রস্তাবাবলী প্রণয়ন করিবেন। বস্ত্রশিল্প সম্পর্কে তিনি যে ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে যাইতেছেন, তাহা হইতেই অন্যান্য শিল্প সম্বন্ধে তাহার আভাস পাওয়া যাইবে বলিয়াও স্যার ষ্ট্যাফোর্ড উল্লেখ করেন। স্যার ষ্ট্যাফোর্ড আরও উল্লেখ করেন যে, গবর্ণমেণ্ট বিভিন্ন শিল্পের উন্নতি বিধানে সহায়তা করিবেন এবং বিভিন্ন শিল্পের সংগঠন, পরিচালন ব্যবস্থা প্রভৃতি বিষয় যাহাতে উন্নত হয় তজ্জন্য গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইবে। বণ্টন-ব্যবস্থার সংস্কার, দুই সিফ্‌টে কাজ চালাইবার ব্যবস্থার প্রসার, মিলসমূহে আধুনিক যন্ত্রপাতি এবং সাজ-সরঞ্জাম স্থাপনের ব্যবস্থাদি অবশ্যই করিতে হইবে বলিয়াও স্যার ষ্টাফোর্ড ঘোষণা করেন।

চরকার মধ্য দিয়াই স্বরাজ আসিবে—লাহোরের নিখিল ভারত চরকাসঙ্ঘের উদ্যোগে যে মুক্তি সপ্তাহের আয়োজন করা হইয়াছে, সেই সম্পর্কে গান্ধীজী নিম্নোক্ত বাণী প্রেরণ করিয়াছেন : "আপনারা সূতা কাটুন। প্রত্যেকটি সূতার মধ্যে স্বরাজ নিহিত রহিয়াছে। ভারতের প্রত্যেকটি লোক যদি সূতা কাটিয়া আমার নিকট আসে, তাহা হইলে আমি তাহাদিগকে স্বরাজ দিব। ভারতবর্ষে ৪০ কোটি লোক বাস করে। শিশুরা ব্যতীত অপর সকলেই যদি সূতা কাটে, তাহা হইলে এক অসম্ভব সম্ভব করা হইবে। তাই সূতা কাটার উপর আমি জোর দিতেছি। ইহা সামান্য ব্যাপার নহে। মুক্তি সপ্তাহে ইহাই আমার বক্তব্য। আমি কৌতুক করিতেছি না। সূতা কাটার মধ্যে বৃহৎ শক্তি প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে।"

যক্ষ্মা প্রতিষেধকরূপে পেনিসিলিন—লণ্ডনের 'নিউজ ক্রনিকেল' পত্রিকার এক সাম্প্রতিক সংবাদে প্রকাশ, ওলন্দাজ বৈজ্ঞানিকগণ গবেষণার ফলে পরীক্ষা করিয়াছেন যে, পেনিসিলিনকে যক্ষ্মার প্রতিষেধকরূপে কার্য্যকরীভাবে ব্যবহার করা সম্ভবপর। প্রকাশ, জার্ম্মানগণ হল্যাণ্ড দখল করিলে ওলন্দাজ বৈজ্ঞানিকগণ তাঁহাদের গবেষণার সাজ-সরঞ্জাম লুকাইয়া ফেলেন এবং পেনিসিলিন সম্বন্ধে গোপনে গবেষণায় রত হন। জার্ম্মানগণ নাকি বহুদিন পর্য্যন্ত এই গবেষণার ফল জানিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু এই বিষয়ে তাঁহারা কোনই সুবিধা করিয়া উঠিতে পারেন নাই।

ইংলণ্ডের বিমান বিভাগ—'লণ্ডন টাইমসের' সংবাদদাতা সম্প্রতি জানাইয়াছেন যে, ইংলণ্ডের বিমান বিভাগ নিয়ন্ত্রণের জন্য শ্রমিক গবর্ণমেণ্ট এক সর্ব্বময় ক্ষমতাসম্পন্ন সরকারী প্রতিষ্ঠান গঠনের পরিকল্পনা করিয়াছেন। প্রকাশ, এই পরিকল্পনার ফলে সমস্ত বৃটিশ বিমান জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত হইবে।

বাংলার জন্য পূজার কাপড়—অমৃতবাজার পত্রিকার নিজস্ব সংবাদদাতা জানাইতেছেন যে, কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট বাংলায় পূজার সময়ের চাহিদা অনুযায়ী পর্য্যাপ্ত পরিমাণ কাপড় সরবরাহ করিবার ব্যবস্থা করিতেছেন। এই সম্পর্কে আরও প্রকাশ যে, যাহাতে পূজার পূর্ব্বেই বাংলার জনসাধারণ সর্ব্ব- কাপড় সংগ্রহ করিতে পারে, তাহার জন্য বাংলায় প্রকার কাপড় প্রেরণের ব্যবস্থা কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে করা হইতেছে।

গণদেবতার
জাগরণ
আনিবে
শক্তির সাধনা—
—সেই শক্তির সাধনায় শ্রেষ্ঠ উপকরণ—
ভাইনো—মল্ট
(জনপ্রিয় শক্তিবর্দ্ধক টনিক)
সর্ব্ববিধ দুর্ব্বলতা, ক্লান্তি,
অবসাদ দূর করিয়া
ভাইনো-মল্ট
শরীরের শক্তিসামর্থ্য ও
মনের উৎফুল্লতা বৃদ্ধি করে
প্রসবান্তে ও
সূতিকায়
প্রসূতির পক্ষে
ভাইনো-মল্ট
বিশেষ উপযোগী
ম্যালেরিয়া, টাইফয়েড,
ইনফ্লুয়েঞ্জা, নিউমোনিয়া
প্রভৃতি কঠিন রোগভোগান্তে
ভাইনো-মল্ট নবজীবন
দান করে।
সকল সম্ভ্রান্ত ঔষধালয়ে
পাওয়া যায়।

উহা একটী বিবৃতি মাত্র—প্রসপেক্টাস নহে

[বর্ত্তমান শেয়ার বিক্রয়ের জন্য কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে এই সর্ত্তে অনুমতি পাওয়া গিয়াছে যে, শেয়ার বিক্রয়লব্ধ অর্থের মধ্যে যে পরিমাণ টাকা গবর্ণমেণ্টের মতে অনির্দ্দিষ্ট ভবিষ্যৎকাল পর্য্যন্ত প্রকৃতভাবে ব্যয়িত হইতে পারিবে না তাহা গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট সিকিউরিটিতে জমা রাখিতে হইবে। যতদিন পর্য্যন্ত কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট (যদি উহাতে কোন দেশীয় রাজ্যের কোন স্বার্থসংশ্রব থাকে তবে উক্ত দেশীয় রাজ্যস্থিত সম্রাটের প্রতিনিধির সহিত পরামর্শক্রমে) এই বিষয়ে সন্তুষ্ট না হন যে, উপরোক্ত সিকিউরিটিতে ন্যস্ত টাকা গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নির্দ্ধারিত নিয়ন্ত্রণ নীতির ভিত্তিতে ব্যয়িত করা সম্ভব হইবে না ততদিন পর্য্যন্ত উহা ব্যয় করিবার জন্য অনুমতি দেওয়া হইবে না। উহা সুনিশ্চিতভাবে বুঝিতে হইবে যে, উপরোক্ত শেয়ার বিক্রয়ের অনুমতি দিয়া ভারত সরকার উক্ত কোম্পানীর কোন পরিকল্পনার আর্থিক সুদৃঢ়তা অথবা এই সম্পর্কে প্রকাশিত কোন মতামতের দায়িত্ব গ্রহণ করিতেছেন না।]

১৯১৩ সালের ভারতীয় কোম্পানী আইনের (৭নং আইন) ৯২ (২) ধারা অনুসারে বাঙ্গলার যৌথ কোম্পানী-সমূহের রেজিষ্ট্রারের নিকট কোম্পানীর প্রসপেক্টাস যথারীতি দাখিল করা হইয়াছে।

শেয়ার বিক্রয়ের কাজ আগামী ৬ই সেপ্টেম্বর তারিখ পর্য্যন্ত চলিবে। তবে সমস্ত শেয়ার বিক্রয় হইয়া গেলে অথবা ডিরেক্টরগণ যদি উহার পূর্ব্বেই শেয়ার বিক্রয় বন্ধ করিয়া দিতে ইচ্ছা করেন তাহা হইলে উক্ত ৬ই সেপ্টেম্বর তারিখের পূর্ব্বেও শেয়ার বিক্রয়ের কাজ বন্ধ করিয়া দেওয়া যাইতে পারে।

দি লিপলস্ কটন মিলস্ লিমিটেড

(১৯১৩ সালের ভারতীয় কোম্পানী আইন অনুসারে সংগঠিত)

বিক্রয়যোগ্য মূলধন—২৫,০০,০০০ টাকা

প্রতি শেয়ার ২৫৲ টাকা মূল্যের ৬০০০০ অর্ডিনারী শেয়ার এবং প্রতি শেয়ার ১০০৲ টাকা মূল্যের শতকরা বার্ষিক ৬৲ টাকা লভ্যাংশের আয়করমুক্ত ১০০০০ কিউমুলেটিভ পার্টিসিপেটিং প্রেফারেন্স শেয়ার।

বর্ত্তমানে বিক্রয়যোগ্য শেয়ার

এই সব শেয়ারের মধ্যে ডিরেক্টরবর্গ, প্রমোটারগণ এবং তাঁহাদের বন্ধুবর্গ ১২১৬০টী অর্ডিনারী শেয়ার এবং ২০০০ প্রেফারেন্স শেয়ার ক্রয় করিয়াছেন ও এই সব শেয়ার উহাদের নামে বিলি করা হইয়াছে। উপরোক্ত ৬০০০০ অর্ডিনারী শেয়ার এবং ১০০০০ প্রেফারেন্স শেয়ারের মধ্যে বাকী শেয়ার সাধারণ্যে বিক্রয়ার্থ উপস্থিত করা হইল। শেয়ারের টাকা নিম্নলিখিতভাবে দেয়—অর্ডিনারী শেয়ার—প্রতি শেয়ারে আবেদনের সহিত ৫৲ টাকা, শেয়ার বিলি হইবার পরে এক মাসের মধ্যে ৫৲ টাকা এবং বাকী টাকা অন্যূন দুই মাস অন্তর 'কল' দেওয়ার পর ৫৲ টাকা হিসাবে তিন কিস্তিতে দেয়। প্রেফারেন্স শেয়ার—প্রতি শেয়ারে আবেদনের সহিত ২৫৲ টাকা এবং বাকী টাকা কলকব্জা ক্রয়ের সময়ে ৩৭৷৷০ আনা হিসাবে দুই কিস্তিতে দেয়।

শেয়ারের জন্য প্রত্যেক আবেদনের সহিত এক টাকা হিসাবে ভর্ত্তির ফি দিতে হইবে।

ডিরেক্টরগণ

১। অনারেবল সার বিজয়প্রসাদ সিংহ রায়, কেটি, কে সি আই ই, এম এ, বি এল, এম এল সি (চেয়ারম্যান); মার্চ্চেণ্ট ও জমিদার, ১৫নং ল্যান্সডাউন রোড, কলিকাতা।

২। মিঃ এস সি সেন, এম এস সি, এল এল বি, সি বি ই, সলিসিটার,—কলিকাতায় ভারত সরকারের সলিসিটার, ৬নং ওল্ড পোষ্ট অফিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৩। মিঃ কে বসু, মার্চ্চেণ্ট, ১১নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৪। খান বাহাদুর জি এ দোসানী, মার্চ্চেণ্ট, ৬৮নং বেন্টিঙ্ক ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৫। মিঃ এম সি দত্ত, মার্চ্চেণ্ট, পি ৩৪৯, সাদার্ণ এভেনিউ, কলিকাতা।

৬। মিঃ এ কে সেন, মার্চ্চেণ্ট, ২৮নং ডালহৌসী স্কোয়ার, কলিকাতা।

৭। মিঃ বি কে উকিল, বি এ, বস্ত্রশিল্প বিশেষজ্ঞ, ১২২নং বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৮। মিঃ এম সি লাহা, মার্চ্চেণ্ট ও জমিদার, ২২৩নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৯। মিঃ জে ত্রিন ভট্টাচার্য্য, সাংবাদিক, ১২২নং বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ব্যাঙ্কারগণ

মেসার্স কুমিল্লা ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিঃ
মেসার্স ইউনাইটেড ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ

অডিটার

মিঃ জি বসু, বি এ, এফ সি এ এ, সি আই এস, ৬নং হেষ্টিংস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

রেজেষ্টরীকৃত অফিস

২৮নং ডালহৌসী স্কোয়ার, কলিকাতা।

ম্যানেজিং এজেণ্টগণ

মেসার্স সেন ব্রেথওস্ লিঃ
২৮নং ডালহৌসী স্কোয়ার, কলিকাতা।

উদ্দেশ্য

কোম্পানীর মেমোরেণ্ডাম অব এসোসিয়েশনে বর্ণিত উদ্দেশ্যসিদ্ধি এবং বিশেষভাবে সুতাকাটা, কাপড় বুনা, কাপড় রঞ্জিত করা, উহা ধোলাই ও মার্সিরাইজ করা ও কাপড়ে ছাপ দেওয়া ইত্যাদি প্রক্রিয়ার সাহায্যে কার্পাস বস্ত্র প্রস্তুতের উদ্দেশ্যে কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। একথা বলাই বাহুল্য যে, কার্পাস বস্ত্র শিল্পের ব্যাপারে বাঙ্গলা দেশে সবচেয়ে অধিক অনুকূল অবস্থা রহিয়াছে। বর্ত্তমানে বাঙ্গলায় যে-সব কাপড়ের কল আছে তাহাতে উৎপন্ন বস্ত্র দ্বারা বাঙ্গলার চাহিদার মাত্র ২২ ভাগ পূরণ হয়। বাঙ্গলার নিকটবর্ত্তী আসাম, বিহার ও উড়িষ্যায় কাপড়ের কল নাই বলিলেই চলে। যদি এই সব প্রদেশের চাহিদার কথা ধরা যায় তাহা হইলে বলা যায় যে, বাঙ্গলার কাপড়ের কলগুলিতে উৎপন্ন বস্ত্র দ্বারা শতকরা ১০ ভাগ চাহিদাও পূর্ণ হয় না। বর্ত্তমানে বাঙ্গলায় মাথাপিছু গড়ে বৎসরে মাত্র ১২ গজ কাপড় ব্যবহৃত হওয়া সত্ত্বেও বাঙ্গলায় উৎপন্ন বস্ত্র দ্বারা বাঙ্গলার চাহিদা একেবারেই মিটিতেছে না। যদি বোম্বাই পরিকল্পনা এবং জাতীয় প্ল্যানিং কমিটীর নির্দ্দেশমত বাঙ্গলার প্রত্যেক ব্যক্তিকে বৎসরে গড়ে ৩০ গজ করিয়া কাপড় দেওয়া হয় তাহা হইলে বাঙ্গলা প্রদেশ বস্ত্র উৎপাদনের ব্যাপারে সম্পূর্ণভাবে একটী ঘাটতি প্রদেশে পরিণত হইবে। এই বিবরণ হইতে একথা স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, বাঙ্গলা প্রদেশে বস্ত্রশিল্পের প্রসারের যথেষ্ট সুযোগ-সুবিধা রহিয়াছে। বাঙ্গলায় বস্ত্র উৎপাদনের ঘাটতি ছাড়াও এই প্রদেশে বস্ত্রশিল্পের প্রসারের পক্ষে উহার আবহাওয়া, উহাতে কয়লা ও তুলা সরবরাহের সুযোগ এবং বস্ত্রশিল্প সম্বন্ধে অভিজ্ঞ ব্যক্তির প্রাচুর্য্য ইত্যাদি আরও অনেকগুলি সুযোগ রহিয়াছে।

কোম্পানী বর্ত্তমানে কলিকাতার ১২ মাইলের ভিতরে একটী ৮০ বিঘা পরিমিত জমি ক্রয়ের কথাবার্ত্তা শেষ করিয়াছেন। এই জমির আশে-পাশে ৫০৬টী কাপড়ের কল রহিয়াছে এবং উহাতে রেলওয়ে সাইডিংয়ের ব্যবস্থা রহিয়াছে। জমির দুই পাশ দিয়া মোটর চলাচলের উপযোগী দুইটী চওড়া রাজপথও রহিয়াছে। বর্ত্তমানে কোম্পানী আধুনিকতম ধরণের কলকব্জা আমদানীর জন্যও চিঠিপত্রের আদান-প্রদান করিতেছেন। প্রথম অবস্থায় কলে ৫০৯ তাঁত এবং ২০ হাজার টাকু বসান কোম্পানীর পরিচালকদের উদ্দেশ্য।

এতদ্ব্যতীত কোম্পানী ডাইং, মার্সিরাইজিং ইত্যাদির জন্য আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি আমদানীরও ব্যবস্থা করিতেছেন। বর্ত্তমানে যুদ্ধের অবসান হইয়া গিয়াছে বিধায় কোম্পানী অনতিবিলম্বে কারখানার বাড়ীঘর নির্ম্মাণ করিতে সমর্থ হইবেন এবং আমদানীকৃত কলকব্জা বসাইয়া বস্ত্র প্রস্তুত কার্য্য আরম্ভ করিতে পারিবেন বলিয়া আশা করিতেছেন। অত্রাবস্থায় উহা আশা করা যাইতেছে যে, কোম্পানীর পক্ষে উহার অংশীদারগণকে লভ্যাংশ দেওয়া ব্যাপারে বেশী দেরী হইবে না।

চুক্তি

মেসার্স সেন ব্রেথওস্ লিঃকে কোম্পানীর ম্যানেজিং এজেণ্টস্ নিয়োগ করিয়া কোম্পানীর সহিত উক্ত সেন ব্রেথওস্ লিঃর একটী চুক্তি হইয়াছে। এই চুক্তির প্রধান সর্ত্তগুলি নিম্নরূপ—

ম্যানেজিং এজেণ্টস্ ও উহাদের পারিশ্রমিক

কোম্পানীর আর্টিকেলস্ অব এসোসিয়েশনে এরূপ নির্দ্দেশ রহিয়াছে যে, মেসার্স সেন ব্রেথওস্ লিঃ ১৯৪৫ সালের ৮ই এপ্রিল তারিখ হইতে ২০ বৎসরের জন্য কোম্পানীর ম্যানেজিং এজেণ্টস্ হইবেন এবং উহারা নিম্নলিখিতরূপ পারিশ্রমিক পাইবেন।

(অপর অংশ পরপৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

(১) কোম্পানীর নীট বার্ষিক লাভের শতকরা ১০ ভাগ। যদি কোম্পানীর কোন লাভ না হয় অথবা লাভের পরিমাণ যদি অপর্য্যাপ্ত হয় তাহা হইলে ম্যানেজিং এজেন্টগণ বৎসরে সর্ব্বনিম্ন ১৫' হাজার টাকা করিয়া পাইবেন। তবে ম্যানেজিং এজেন্টগণ এরূপ স্বীকৃত হইয়াছেন যে, যতদিন পর্য্যন্ত কোম্পানীর অডিনারী অংশীদারগণকে শতকরা বার্ষিক ৪৲ টাকা হারে লভ্যাংশ দেওয়ার উপযুক্ত পরিমাণ লাভ না হইবে ততদিন ম্যানেজিং এজেন্টগণ লাভের অংশ হিসাবে কিছু গ্রহণ করিবেন না।

(২) ম্যানেজিং এজেন্টগণ অফিস এলাউন্স হিসাবে প্রতি মাসে ২০০০৲ টাকা করিয়া পাইবেন।

ডিরেক্টরদের স্বার্থ

ডিরেক্টরদের মধ্যে মিঃ এ কে সেন, বি কে উকিল এবং জে এন ভট্টাচার্য্য মেসার্স সেন ফ্রেণ্ডস্ লিঃরও ডিরেক্টর এবং এইভাবে উহারা ম্যানেজিং এজেন্টগণকে দেয় পারিশ্রমিকের সহিত স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট আছেন।

ভোটের অধিকার

কোম্পানীর সভায় যে সব অংশীদার স্বয়ং অথবা এটর্ণীর ক্ষমতাবলে উপস্থিত থাকিবেন তাঁহাদের মধ্যে প্রত্যেক অডিনারী ও প্রেফারেন্স শেয়ার-হোল্ডার হস্ত উত্তোলন করিলে একটী করিয়া ভোট দিবার অধিকার পাইবেন। যদি 'পল' দাবী করা হয় তাহা হইলে স্বয়ং অথবা প্রকসি বলে উপস্থিত প্রত্যেক অডিনারী ও প্রেফারেন্স শেয়ার-হোল্ডার তাঁহার প্রত্যেকটী শেয়ারের জন্য একটী করিয়া ভোটদানের অধিকারী হইবেন।

শেয়ার হস্তান্তরে বিধিনিষেধ

ডিরেক্টরগণ কোন কারণ না দর্শাইয়া যে সব শেয়ারের পুরা টাকা প্রদত্ত হয় নাই অথবা যে সব ব্যক্তিকে অংশীদার হিসাবে গ্রহণ করা উহারা সমীচীন মনে করেন না সেই সব ব্যক্তির নামে শেয়ার অথবা যে সব শেয়ার-হোল্ডারগণের নিকট কোম্পানীর পাওনা রহিয়াছে সেই সব ব্যক্তির শেয়ার হস্তান্তরের আবেদন অগ্রাহ্য করিতে পারিবেন।

শেয়ারের জন্য আবেদন

কোম্পানী কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট ফরমে শেয়ারের জন্য আবেদন করিতে হইবে। এই সব আবেদনের ফরম কোম্পানীর রেজেষ্টরীকৃত অফিসে পাওয়া যাইবে। ফরম পূর্ণ করিয়া আবেদনের টাকা ও ভর্ত্তির কি সহ তাহা কোম্পানীর রেজেষ্টরীকৃত অফিসে প্রেরণ করিতে হইবে।

কমিশন

পরিচালকগণ শেয়ারের 'ফেস ভ্যালুর' উপর অনুর্দ্ধ শতকরা ৭৷৷০ টাকা হারে কমিশন দিবেন স্থির করিয়াছেন।

অণুবোমা আবিষ্কারের ফল—সম্প্রতি ক্যালিফোর্ণিয়া ইনষ্টিটিউট অব টেকনোলজির সুবিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ডাঃ আর এম ল্যাঙ্গার লণ্ডনের 'ডেলি হেরাল্ড' পত্রিকায় এক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন, 'পরমাণু সম্পর্কিত নূতন আবিষ্কারের ফলে মনুষ্য সমাজকে খাদ্যশস্য উৎপাদনের জন্য আর সূর্য্যকিরণের উপর নির্ভরশীল থাকিতে হইবে না। যে কোন দেশ যে কোন ঋতুতে, যে কোন আবহাওয়ায় অতি ক্ষুদ্র পরিমিত জমিতে, এমন কি ঘরের মধ্যে পর্য্যন্ত প্রয়োজনীয় খাদ্যশস্য উৎপাদন করিতে সক্ষম হইবে। মানুষকে তখন স্ব স্ব গুণ, দক্ষতা ও কর্ম্মক্ষমতা অনুযায়ী তাহার সময়ের এক-ভগ্নাংশ পরিমিত কালের সদ্ব্যবহার করিলেই চলিবে।' উপসংহারে ডাঃ ল্যাঙ্গার বলিয়াছেন যে, 'শীঘ্রই স্বর্ণমান অর্থহীন ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইবে এবং উহার স্থান অধিকার করিবে পরমাণবিক শক্তি-মুদ্রা। যেরূপ অভিনব অবস্থার উদ্ভব হইবে তাহার সহিত নিজেদের খাপ খাওয়াইবার জন্য আমাদের এখন হইতেই সচেতন হইতে হইবে।'

উড়িষ্যায় বাস সার্ভিসসমূহ—হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ডের কটকের সংবাদদাতা জানাইতেছেন যে, উড়িষ্যা প্রদেশের সমস্ত বাস সার্ভিসের শেয়ার-সমূহের শতকরা ৬০ ভাগ উড়িষ্যা গবর্ণমেণ্ট গ্রহণ করিবেন কিনা সেই সম্পর্কে তাঁহারা বিশেষভাবে চিন্তা করিতেছেন। এই সম্পর্কে আরও প্রকাশ যে, বাসমালিকগণ প্রদেশের সমস্ত বাস সার্ভিসের শতকরা ৩০ ভাগ এবং জনসাধারণ শতকরা ১০ ভাগ গ্রহণ করিবেন।

ট্রামে-বাসে যাত্রীর ভীড় নিয়ন্ত্রণ—প্রকাশ, কলিকাতায় ট্রামে ও বাসে অত্যধিক ভীড় নিয়ন্ত্রণ করিবার উদ্দেশ্যে ট্রাফিক পুলিশ বিভাগ হইতে কতকগুলি ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইতেছে। জানা গিয়াছে যে, যাত্রীরা যাহাতে এমনভাবে ট্রামে বাসে না চাপে যাহার ফলে তাহারা দুর্ঘটনায় পতিত হইতে পারে, সহরের ট্রাফিক পুলিশদের তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিতে নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে। আরও প্রকাশ যে, সহরে বাসের সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য কতকগুলি অতিরিক্ত বাস চালাইবার অনুমতি দেওয়া হইয়াছে। ঐ বাসগুলি চলিতে আরম্ভ করিলে বাসে ও ট্রামে যাত্রীদের ভীড় কিছুটা কম হইবে বলিয়া আশা করা যায়। সহরের যে সব রাস্তার মোড়ে অত্যধিক ভীড় হয় সেই সব মোড়ে যানবাহন চলাচল ব্যবস্থার উন্নতি সাধনের জন্য সম্প্রতি আরও একটি ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে। উক্ত ব্যবস্থার ফলে হ্যারিসন রোড-ষ্ট্র্যাণ্ড রোডের মোড়ে (হাওড়া পুলের কাছাকাছি) বৈদ্যুতিক নিয়ন্ত্রণ সিগন্যাল প্রথা প্রবর্ত্তন করা হইয়াছে। ঐ স্থানে ট্রামগুলির জন্য একদফা নিয়ন্ত্রণ আলোক এবং অন্যান্য যানবাহনের জন্য অন্য আর এক দফা আলোকের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। গঙ্গার অপর পারে হাওড়া পুলের পশ্চিম দিকের মুখেও (হাওড়া ষ্টেশনের নিকটে) শীঘ্রই অনুরূপভাবে যানবাহন নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা হইবে বলিয়াও জানা গিয়াছে।

১৫ হাজার মণ আটা নষ্ট—প্রকাশ, গত ১৯৪৩ সাল হইতে ১ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা মূল্যের ১৫ হাজার মণ আটা বর্দ্ধমানের ক্লিয়ারিং এজেন্টগণের গুদামে পড়িয়া ছিল। সম্প্রতি তাহা মানুষের ব্যবহারের সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত হওয়ায়, জমির সার হিসাবে জনসাধারণের মধ্যে বিতরিত হইতেছে। এই সম্পর্কে বর্দ্ধমানের অসামরিক সরবরাহ বিভাগের মহকুমা কণ্ট্রোলার বলেন যে, ১৯৪৩-৪৪ সালে বর্দ্ধমানে বহু আটা প্রেরিত হয়; উহা প্রয়োজনের অপেক্ষা অনেক বেশী ছিল। ফলে, যথাসময়ে ঐ সমস্ত মজুত আটা বিতরণ করা সম্ভব হয় নাই। তিনি আরও বলেন যে, সেই

দি
বঙ্গলক্ষ্মী
ইন্সিওরেন্স
লিঃ
হেড অফিস :
৯এ, ক্লাইভ ষ্ট্রীট
ফোন : কলিঃ ৩০৯৯
চেয়ারম্যান :
শ্রীচারুচন্দ্র দত্ত আই, সি, এস (অবসরপ্রাপ্ত)

ক্যালকাটা সিটি ব্যাঙ্ক
—লিমিটেড—
(ক্লিয়ারিংয়ের যাবতীয় সুবিধাযুক্ত)
হেড অফিস—১০২বি, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
ফোন : কলিঃ ৩৪৪৭
—শাখাসমূহ—
বড়বাজার, বেলেঘাটা, শ্যামবাজার, আরামবাগ, টাপাডাঙ্গা, শিয়াকাদিম, নারায়ণগঞ্জ,
দীঘিরপাড়, লাহেরিয়াসরাই, ভাগলপুর, নাথনগর, ধারভাঙ্গা, রায়পুর, পাটনা,
পাটনা সিটি, তিজিয়ানাগ্রাম, বোলাজীর, কাটাবঞ্জী (পাটনা ষ্টেট), নাগপুর, সম্বলপুর।

জীবনযাত্রার পাথেয়
জীবনযাত্রার অনিশ্চিতপথে জীবনবীমা মানুষের প্রধান পাথেয়।
আমাদের গৃহ-সংসার কত আশা, উৎসাহ, কত শান্তির ও সুখের স্বপ্ন দিয়ে তৈরী। বাপ-মায়ের সে স্বপ্ন বুঝি আজ রূঢ় বাস্তবের আঘাতে ভেঙ্গে যায়। তাই নিজের জন্যও যেমন তাদের দুশ্চিন্তা, ছেলেমেয়ে ও আত্মীয়-পরিজনের জন্যও তেমনি তাদের উদ্বেগ ও আশঙ্কা—কি উপায়ে তাদের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের উপযোগী সংস্থান করে রাখা যায়। বর্ত্তমান দুর্দ্দিনে ও ভবিষ্যতের আর্থিক সঙ্কটে তারা কোন্ পাথেয় নিয়ে দাঁড়াবে ?—
হিন্দুস্থানের বীমাপত্র সেই মূল্যবান্ পাথেয়—দুর্দ্দিনের সর্ব্বোত্তম আশ্রয়। উপার্জ্জনশীল ব্যক্তি মাত্রেরই অবিলম্বে এই পাথেয় সংগ্রহ করা উচিত।
১৯৪৪ সালে নূতন বীমা—১০ কোটি টাকার উপর
হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ
ইন্সিওরেন্স সোসাইটি, লিমিটেড
হেড অফিস—হিন্দুস্থান বিল্ডিংস, কলিকাতা।

কারণে মানুষের অব্যবহার্য্য ঐ সমস্ত আটা নষ্ট করিয়া ফেলিবার সিদ্ধান্ত করা হয়; কিন্তু ঐ সমস্ত আটা নষ্ট করিতে হইলে অনেক জ্বালানীর প্রয়োজন বিধায় ঐ সমস্ত কেবলমাত্র জমির সার হিসাবে সাধারণের মধ্যে বিতরণ করা হইতেছে।

রেলওয়ে খাদ্যশস্যের দোকানে অগ্নিকাণ্ড—সম্প্রতি এক অগ্নিকাণ্ডের ফলে ধানবাদস্থিত রেলওয়ে-খাদ্যশস্যের দোকান ভস্মীভূত হইয়াছে। উহার ফলে প্রায় ৪০ হাজার টাকা মূল্যের খাদ্যশস্য ও অন্যান্য জিনিষ নষ্ট হইয়াছে বলিয়াও প্রকাশ।

শান্তি নিকেতন ও শ্রীনিকেতন সম্পর্কিত ছায়াচিত্র—নয়া দিল্লীর সাম্প্রতিক সংবাদে প্রকাশ যে, ভারত গবর্ণমেণ্টের তথ্য ও প্রচার বিভাগ শান্তি নিকেতন ও শ্রীনিকেতন সম্পর্কে দুইটি ছায়াচিত্র গ্রহণের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। চিত্র-গ্রহণ ইতিমধ্যেই সুরু হইয়াছে এবং উভয় স্থানের কয়েকটি ছবি তোলা হইয়াছে বলিয়াও প্রকাশ। আরও প্রকাশ যে, বর্ষার পর পুনরায় চিত্র গ্রহণ আরম্ভ হইবে। শীঘ্রই উহা প্রদর্শনের জন্য প্রস্তুত হইবে বলিয়াও আশা করা যাইতেছে।

অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু—ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ বসু আগামী ১লা সেপ্টেম্বর হইতে পদার্থ বিজ্ঞানের গুরুপ্রসন্ন অধ্যাপক হিসাবে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করিবেন।

যাদবপুর যক্ষ্মা হাসপাতাল—যাদবপুর যক্ষ্মা হাসপাতালের কর্তৃপক্ষ নিম্নলিখিত দানগুলি প্রাপ্ত হইয়াছেন:—

কলিকাতা পোর্ট কমিশনার্স এলকালীন ৩৫ হাজার টাকা এবং বার্ষিক ৭ হাজার ৫ শত টাকা। মেসার্স রঘুনাথ দত্ত এণ্ড সন্স সাধারণ তহবিলে ২ শত ৫০ টাকা। মেসার্স ভোলানাথ দত্ত এণ্ড সন্স-এর প্রতিষ্ঠাতা ভোলানাথ দত্তের স্মৃতিরক্ষাকল্পে ৫ হাজার টাকা।

ভারতীয় চলচ্চিত্র সঙ্ঘের বিবরণী—ভারতীয় চলচ্চিত্র সঙ্ঘের এক বিবরণী হইতে জানা যায় যে, ১৯৪৩-৪৪ সালে কাঁচা ফিল্ম আমদানী হইয়াছে ৭ কোটী ৮৭ লক্ষ ৫৮ হাজার ফুট; ১৯৪২-৪৩ সালে ৮ কোটি ৬৫ লক্ষ ৫৩ হাজার ফুট এবং ১৯৪১-৪২ সালে ৯ কোটি ৩০ লক্ষ ফুট। উক্ত বিবরণীতে আরও উল্লেখ করা হইয়াছে যে, ভারতীয় চিত্রশিল্পের বর্ত্তমান বার্ষিক প্রয়োজন নেগেটিভ ৭৬ লক্ষ ৮০ হাজার ফুট, সাউণ্ড নেগেটিভ ৮৬ লক্ষ ৪০ হাজার ফুট এবং পজিটিভ ৬ কোটি ৪৩ লক্ষ ২০ হাজার ফুট।

বহুমূত্রের নূতন ঔষধ—ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক ডাঃ এম সি নাথ 'ইনসুলিন' অপেক্ষাও কার্য্যকরী বহুমূত্রের এক প্রতিষেধক

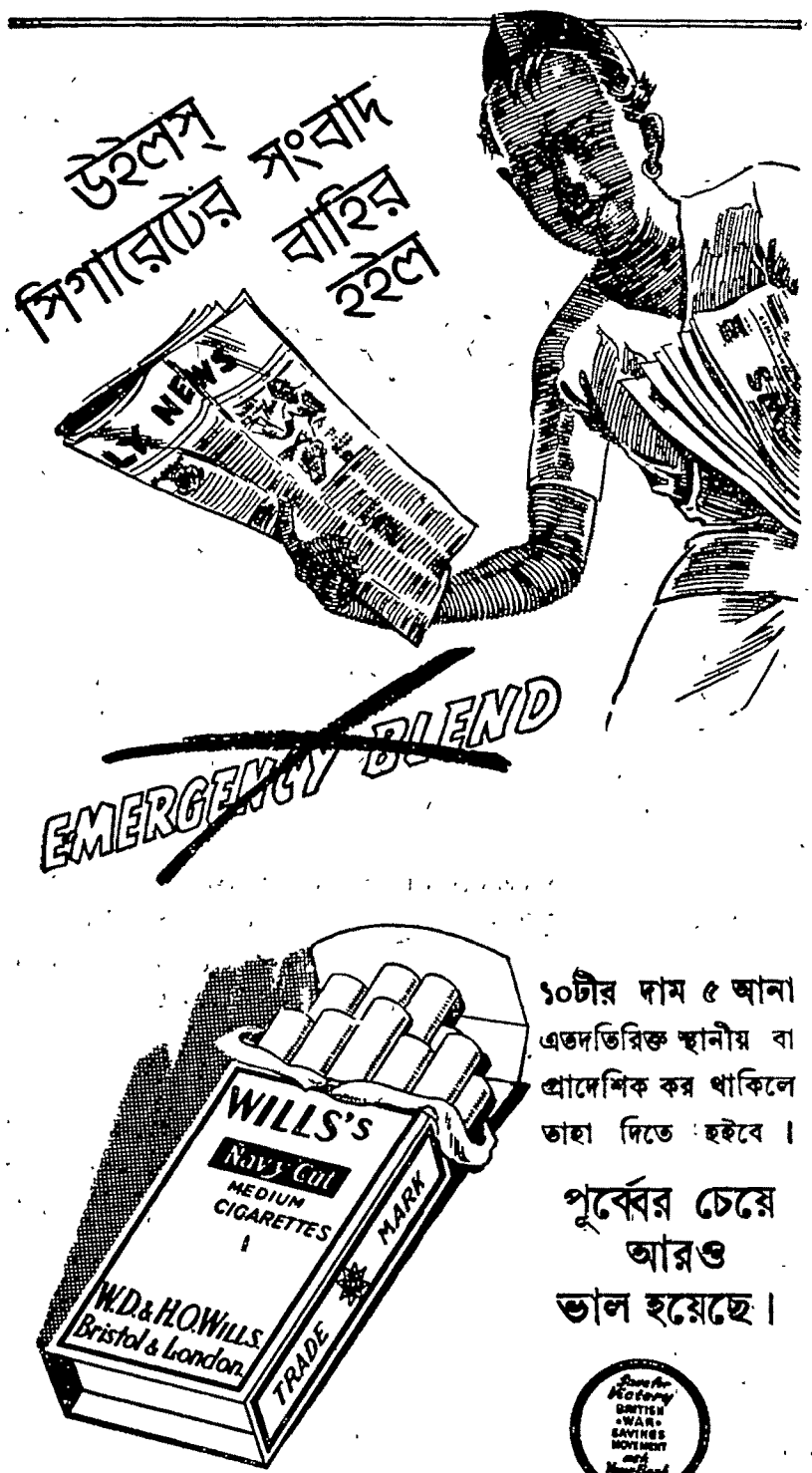

আবিষ্কার করিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ। এই নূতন ঔষধটির নাম 'এমেলিন' এবং ইহা দেশীয় গোছ-গাছড়া হইতে প্রস্তুত। প্রকাশ, ইহাতে বহু লোক উপকৃত হইয়াছেন।

বৃটিশ বোর্ড অব ট্রেডের রিপোর্ট—সম্প্রতি বোর্ড অব ট্রেড ঘোষণা করিয়াছেন যে, ১৯৪৪ সালে সমরোপকরণ বাদে বৃটিশ আমদানীর পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ১৩০ কোটি ৬০ লক্ষ ষ্টার্লিং। ১৯৪৩ সালে আমদানীর পরিমাণ ছিল ১২৩ কোটি ৩০ লক্ষ ষ্টার্লিং। ১৯৩৮ সালে ৯১ কোটি ৯০ লক্ষ ষ্টার্লিং মূল্যের পণ্য ইংলণ্ডে আমদানী হইয়াছিল। আরও প্রকাশ যে, ১৯৪৪ সালে ১০৪ কোটি ৫০ লক্ষ ষ্টার্লিং মূল্যের সমরোপকরণ আমদানী করা হইয়াছে। ১৯৪৩ সালে মাত্র ৬৪ কোটি ২০ লক্ষ ষ্টার্লিং মূল্যের সমরোপকরণ আমদানী হইয়াছিল। প্রকাশ, ১৯৪৪ সালে ইংলণ্ডের আমদানীর দুই-পঞ্চমাংশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে সরবরাহ হইয়াছে এবং ১৯৩৮ সালে বৃটিশ আমদানীর এক-অষ্টমাংশ মাত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরবরাহ করিয়াছিল। যুদ্ধকালীন প্রয়োজন মিটাইবার উদ্দেশ্যে ইংলণ্ড পৃথিবীর নানাদেশ হইতে পণ্য আমদানী করিয়াছে। বৃটিশ ভারত ১৯৪৪ সালে ৬ কোটি ৯০ লক্ষ ৭৯ হাজার পাউণ্ড মূল্যের দ্রব্যাদি সরবরাহ করিয়াছে। ১৯৩৮ সালে ভারতীয় রপ্তানীর পরিমাণ ছিল ৪ কোটি ৯৯ লক্ষ ৩৯ হাজার পাউণ্ড।

ছায়াচিত্রের গুদামে অগ্নিকাণ্ড—নয়াদিল্লীর সাম্প্রতিক সংবাদে প্রকাশ যে, চাঁদনী চকে এক ছায়াচিত্র পরিবেশক কোম্পানীর অফিস ও গুদামে আগুন লাগিয়া ২৫টি রীল ভস্মীভূত হইয়াছে। ক্ষতির পরিমাণ বহু লক্ষ টাকা বলিয়া প্রকাশ।

নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার অবসান সম্ভাবনা—প্রকাশ, ভারত গবর্ণমেণ্টের শিল্প ও সরবরাহ বিভাগ কর্তৃক মূল্য নিয়ন্ত্রণের যে ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল তাহা শীঘ্রই উঠিয়া যাইবে। তবে বস্ত্রাদির নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা নাকি আরও এক বৎসর চলিবে। এই সম্পর্কে আরও প্রকাশ যে, ভারত গবর্ণমেণ্টের ইনফরমেশন-এণ্ড-ব্রড-কাষ্টিং বিভাগের অধীনস্থ ন্যাশনাল ওয়ার ফ্রণ্ট অনতি বিলম্বেই নাকি একেবারেই তুলিয়া দেওয়া হইবে।

ইংলণ্ড ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে আমদানী—নয়াদিল্লীর সাম্প্রতিক সংবাদে প্রকাশ, ভারতের বস্ত্রাভাব মিটাইবার উদ্দেশ্যে ভারত গবর্ণমেণ্ট ইংলণ্ড এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে পরিমাণ বস্ত্র সংগ্রহের ব্যবস্থা করিয়াছেন।

সংবাদ সেন্সর ব্যবস্থার উচ্ছেদ—ভারতে সংবাদ সেন্সর ব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে তুলিয়া দিবার কথা আলোচিত হইতেছে বলিয়া প্রকাশ। শীঘ্রই এই সম্পর্কে সরকারী ঘোষণা আশা করা যাইতেছে।

পুরাতন 'টাইম' প্রবর্ত্তনের অনুরোধ—প্রকাশ, পুরাতন ভারতীয় 'ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম' ও 'ক্যালকাটা টাইম' অবিলম্বে প্রবর্ত্তন করিবার জন্য অনুরোধ জানাইয়া ইণ্ডিয়ান চেম্বার অব কমার্স ভারত গবর্ণমেণ্টের নিকট এক লিপি পাঠাইয়াছেন। উক্ত লিপিতে নাকি উল্লেখ করা হইয়াছে যে, পুরাতন

(রাজনৈতিক প্রসঙ্গ—৩৮১ পৃষ্ঠার পর)

যদি তাঁহার প্রকাশিত বিবরণ সত্য হয় তাহা হইলে মৌলানা আজাদ ও লর্ড ওয়াভেলের কোন কৈফিয়ৎ দিবার থাকিবে না এবং দেশবাসীও বলিতে পারিবে যে মিঃ জিন্না যাহা বলিতেছেন তাহাই সত্য।

* * *

গত ৯ই আগষ্ট তারিখে শ্রীনগরে একটী জনসভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু বলেন—"৮ই আগষ্ট তারিখে নিখিল ভারতীয় রাষ্ট্র সমিতির সভায় একটী প্রস্তাব গ্রহণের ফলে কংগ্রেসের নেতাগণকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল একথা বলা ভণ্ডামী বই আর কিছু নহে। আপনারা হয়ত জানেন না যে, কংগ্রেসের নেতাদের গ্রেপ্তারী পরওয়ানা ৪ঠা আগষ্ট তারিখে সহি করা হইয়াছিল।" এই প্রসঙ্গে পণ্ডিতজী আরও বলেন—"আগষ্ট আন্দোলনের ফলে ভারতের কতজন নরনারী গুলীতে নিহত হইয়াছিল তাহা সঠিকভাবে বলিতে পারি না। গবর্ণমেণ্টের মতে ঐ সময়ে ১০০০ হাজার লোক গুলীতে নিহত হইয়াছিল—কিন্তু নিহতের প্রকৃত সংখ্যা উহা অপেক্ষা ১০ হইতে ২০ গুণ বেশী হইতে পারে। গবর্ণমেণ্ট নিজেই স্বীকার করিয়াছেন যে, ঐ সময়ে জনসাধারণের উপর ৫৮৫ বার গুলী চালান হইয়াছিল—কিন্তু ঐ সময়ে ইতস্ততঃভাবে এতদতিরিক্ত আরও কতবার গুলী চালান হইয়াছিল তাহা কেহ জানে না।" পণ্ডিতজী একজন সাধারণ ব্যক্তি নহেন এবং কোন বিষয়ে প্রকৃত তথ্য নির্দ্ধারণ না করিয়া কিছু বলা তাঁহার পক্ষে সম্ভব নহে। কাজেই আগষ্ট আন্দোলনের সময়ে পুলিসের গুলীতে ১০ হইতে ২০ হাজার ব্যক্তির প্রাণ হারান বিচিত্র নহে বলিয়া তিনি যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন তাহা শুনিয়া দেশবাসী স্তম্ভিত হইবে। এই বিষয়ে প্রকৃত তথ্য উদ্ঘাটিত হওয়া বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট ও উহাদের প্রতিনিধিস্থানীয় ভারত গবর্ণমেণ্টের সুনামের পক্ষে অত্যাবশ্যক। এজন্য গবর্ণমেণ্টের উচিত আগষ্ট আন্দোলন সম্পর্কে তদন্তের জন্য অবিলম্বে একটী নিরপেক্ষ ও দেশবাসীর বিশ্বাসভাজন তদন্ত কমিশন গঠন করা। গবর্ণমেণ্ট যদি উহাতে রাজী না হন তাহা হইলে কংগ্রেস হইতেও দেশের সর্ব্বশ্রেণীর বিশ্বাসভাজন ও নিরপেক্ষ ব্যক্তিদের লইয়া একটী তদন্ত কমিটী গঠিত হইতে পারে। রাউলাট আন্দোলনের সময়ে পাঞ্জাবে জনসাধারণের উপর যে অত্যাচার-অবিচার হয় তৎসম্বন্ধে গবর্ণমেণ্ট এবং কংগ্রেস উভয় পক্ষ হইতে দুইটী তদন্ত কমিটী গঠিত হইয়াছিল এবং এই দুইটী কমিটীর রিপোর্ট হইতে ঐ সময়ের অবস্থা সম্বন্ধে দেশবাসী প্রকৃত তথ্য উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছিল।

ছয় মাস পর পর

আপনার লভ্যাংশ

আপনার ঠিকানায় পাঠানো হয়

প্রথম ৩% ভিক্টরি লোন (১৯৫৭) এ এগারো মাসেরও কম সময়ে ১১২ কোটি টাকা জমা হ'বার পর এই ঋণ গ্রহণ ১৯৪৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে বন্ধ করা হয়।

শতকরা তিন টাকা সুদের দ্বিতীয় ভিক্টরি লোন (১৯৫৯-৬১) প্রথম লোনের মতই সুবিধাজনক সর্তে পাওয়া যাবে। আজকাল ছোটো, বড় সকলের পক্ষেই এই ঋণে নিজ নিজ সঞ্চয় নিয়োগ সর্বাপেক্ষা নিরাপদ। এই ঋণে যথেচ্ছ পরিমাণ টাকা খাটানো যায়।

এই ঋণের পেছনে রয়েছে সমস্ত ভারতের ধন সম্পদ এবং ভারত সরকারের ১৯৫৯এর ১৫ই অগস্ট ও ১৯৬১র ১৫ই অগস্টের মধ্যে আপনার টাকা ফেরত দেবার দায়িত্ব। সে সময়ের আগে টাকার দরকার হ'লে আপনার প্রদত্ত ঋণ হস্তান্তরিত ক'রে আপনার টাকা তুলে নিতে পারবেন। আয়কর বাদ দিয়ে, বছরে দু'বার আপনার প্রদত্ত ঋণের উপর শতকরা তিন টাকা সুদের একটি 'ডিভিডেণ্ড ওয়ারেণ্ট' ১৫ই অগস্ট ও ১৫ই ফেব্রুয়ারি আপনার কাছে পাঠানো হবে। সাধারণ চেকের মতই এই ডিভিডেণ্ড ওয়ারেণ্টটি ভাঙ্গানো যাবে। যথেষ্ট লভ্যাংশ ছাড়াও যুদ্ধ প্রচেষ্টায় ও মুদ্রাস্ফীতি লাঘবে সাহায্য করার জন্য আপনি নিজের মনে আনন্দ অনুভব করবেন।

এই ঋণে টাকা নিয়োগ করতে হ'লে, আপনার নিজের ব্যাঙ্কারের কাছে, কিংবা বোম্বাই, কলিকাতা, মাদ্রাজ, দিল্লী ও কানপুরের রিজার্ভ ব্যাঙ্কে, কিংবা ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের যে কোনো শাখায় ও গভর্নমেণ্ট ট্রেজারিতে আবেদন করুন।

AAA 224

আপনার সঞ্চয়
১৯৫৯—৬১র
৩%
দ্বিতীয়
ভিক্টরি লোন-এ
নিয়োগ করুন

'ফিনান্স ডিপার্টমেণ্ট, গভর্নমেণ্ট অব ইণ্ডিয়া' কর্তৃক প্রচারিত

টাইম প্রবর্ত্তিত হইলে জনসাধারণ ও ব্যবসায়ী মহলের বিশেষ সুবিধা হইবে।

খাদ্যবস্ত্রাভাব দূরীভূত হওয়ার আশা—সম্প্রতি বেঙ্গল বেঙ্গার অব কমার্সের সভাপতি [illegible] রেনউইক হ্যাডো এসোসিয়েটেড প্রেসের [illegible]ট বলেন যে, যুদ্ধাবসানের ফলে বর্ত্তমান খাদ্য বস্ত্রের অভাব দূরীভূত হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

সাইরেণ সম্পর্কিত নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহৃত—বাংলা গবর্ণমেণ্টের এক প্রেসনোটে প্রকাশ যে, এখন হইতে কারখানা ও মিলসমূহে সাইরেণ অথবা বাষ্পীয় হুইসেল যে কোন উদ্দেশ্যের জন্য বাজান যাইতে পারিবে। ইতিপূর্ব্বে এই সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞা ছিল যে, শুধু বিমান আক্রমণ সতর্কধ্বনি সম্পর্কেই সাইরেণ প্রভৃতি বাজান হইবে।

মুদ্রা বিভাগের সমস্যা—দশমিকের ভিত্তিতে ভারতীয় মুদ্রা বিভাগের যে প্রস্তাব হইয়াছে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় উহার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিলেও ডাঃ মেঘনাদ সাহা ব্যক্তিগতভাবে উহা সমর্থন করিয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে। এই প্রস্তাবে এক টাকা ১০০ সেণ্ট, এক আধুলী ৫০ সেণ্ট, এক সিকি ২৫ সেণ্টের সমান হইবে এবং ১০ ও ৫ সেণ্টের মুদ্রা প্রচলন করা হইবে এরূপ কথা হইয়াছে।

অজন্মার প্রতিকার—বর্ত্তমান বৎসরে বৃষ্টির অভাবে ২৪ পরগণা, হাওড়া, হুগলী, মেদিনীপুর, বর্দ্ধমান, যশোহর ও নদীয়া জেলাতে অজন্মার আশঙ্কা দেখা দিয়াছে। সমস্যা এরূপ জটীল দেখা যাইতেছে যে, এবার এই সব জেলায় স্বাভাবিকের তুলনায় শতকরা ৪০ ভাগের বেশী আমন ধান্য জন্মিবে না বলিয়া আশঙ্কা দেখা দিয়াছে। উহার কথঞ্চিৎ প্রতিকারের জন্য বাঙ্গলা সরকার পাম্পের সাহায্যে জমিতে জল সেচনের চেষ্টা করিতেছেন এবং তজ্জন্য উপরোক্ত বিভিন্ন জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট-গণকে নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে। এই নির্দ্দেশের ফলে হাওড়া জেলাতে ৫ হাজার একর পরিমাণ জমিতে জল সিঞ্চন করা হইয়াছে।

স্যার নীলরতন সরকার স্মৃতি বক্তৃতা—কলিকাতা মেডিকেল ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা স্যার নীলরতন সরকারের স্মৃতি চিরস্থায়ী করিবার জন্য ক্লাব কর্ত্তৃপক্ষ স্যার নীলরতন সরকার স্মৃতি বক্তৃতা নামে একটি লেকচারশিপ সৃষ্টি করিয়াছেন। প্রতি বৎসর ভারতের কোন খ্যাতনামা চিকিৎসক এই বক্তৃতা করিবেন। বর্ত্তমান বৎসর বোম্বাই-এর ডাঃ এন. এ. পুরন্দরী বক্তৃতা করিয়াছেন। কলিকাতা মেডিকেল ক্লাবের বেঙ্গল ইমিউনিটি হলে গত শনিবার (১৮ই আগষ্ট) ৬॥টার সময় এই বক্তৃতা হইয়াছে।

রেলওয়েসমূহের আয়—সম্প্রতি নয়া দিল্লীতে পাবলিক একাউণ্টস কমিটির এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় ভারতীয় কমিটি রেলওয়ে-সমূহের ১৯৪৩-৪৪ সালের যে হিসাব দাখিল করিয়াছেন তাহাতে আলোচ্য বর্ষে রেলওয়ে-সমূহের আয় দাঁড়াইয়াছে ১৮৫ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা এবং পরিচালনা ব্যয় (ঘাটতি ও রিজার্ভ তহবিলে প্রদত্ত টাকা এবং মূলধনের সুদসহ) হইয়াছে ১৩৪ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা। ব্যয় বাদে উদ্বৃত্ত হইয়াছে ৫১ কোটি টাকা। ভারতীয় রেলওয়ের ইতিহাসে এত অধিক পরিমাণ উদ্বৃত্ত পূর্ব্বে কখনও হয় নাই। এই উদ্বৃত্ত হইতে ৩৭ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা সাধারণ রাজস্বে প্রদত্ত হইবে এবং ১৩ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা রেলওয়ে রিজার্ভ তহবিলের জন্য রাখা হইয়াছে। রেলওয়েসমূহের দুর্নীতি এবং উহা নিবারণের জন্য এই পর্য্যন্ত যে উপায় অবলম্বিত হইয়াছে কমিটি তাহাও বিবেচনা করেন। কমিটি এই সম্বন্ধে পরবর্ত্তী এক সভায় তাঁহাদের সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিবেন, জানা গিয়াছে।

দুইটি প্রাচীন মুদ্রা প্রাপ্তি—সম্প্রতি বগুড়া মহাস্থানগড়ে সম্রাট স্কন্দগুপ্তের (৪৫২-৬৮ খৃঃ) একটির বহুমূল্য স্বর্ণমুদ্রা এবং সম্রাট আকবরের সময়ের একটি তাম্রমুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। মুদ্রা দুইটি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ মিউজিয়ামে রক্ষিত হইয়াছে।

ব্যবসায়ের জন্য পেনিসিলিন—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বৈদেশিক অর্থনীতি নিয়ন্ত্রণ বিভাগ সম্প্রতি ঘোষণা করিয়াছেন যে, ব্যবসায়ের জন্য বিভিন্ন অঞ্চলে রপ্তানী করিবার উপযোগী পেনিসিলিন এখন হইতে পাওয়া যাইবে।

ক্রিসেণ্ট কমারসিয়াল ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া লিঃ

৫৭, রাধাবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা ● ম্যাঃ ডিঃ—মিঃ বি, নারায়ণ চৌধুরী।

ত্রিপুরা ইণ্ডাষ্ট্রীস কর্পোরেশন

লিমিটেড

হেড অফিস—৮।২, হেষ্টিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

একটী লভ্যাংশ ঘোষণাকারী উন্নতিশীল জাতীয় প্রতিষ্ঠান।

লম্বা আঁশের তুলার চাষ বিপুল আয়োজনে আরম্ভ হইয়াছে।

চালের কল চলিতেছে এবং শীঘ্রই "ষ্ট্র" বোর্ড প্রস্তুতের মিল স্থাপিত হইতেছে।

ফ্যাক্টরী ও কটন ষ্টেট—বামুটিয়া, ত্রিপুরা ষ্টেট।

সৈন্ধব লবণ

পাওয়া যায়

কলিকাতা ও হাওড়ায় নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক অনুমোদিত খুচরা বিক্রেতাদের দোকানে ব্যবহার-কারিগণ এখন প্রতি সের ৩ আনা খুচরা দরে সৈন্ধব লবণ পাবেন। সৈন্ধব লবণ রেশন করা হয়নি।

সৈন্ধব লবণ নির্দ্দিষ্ট পরিমাণে আমদানী হবে, এজন্য সরবরাহ সম্পর্কে নিশ্চয়তা দেওয়া হবে না এবং মাথাপিছু একবারে এক সেরের বেশী কেনা চলবে না।

যে সকল দোকানে সৈন্ধব লবণ পাওয়া যায় উহাদের নাম ও ঠিকানা অসামরিক সরবরাহের (আন্‌রেশন্‌ড ফুড) চীফ ইন্‌সপেক্টরদের নিম্নঠিকানায় অবস্থিত অফিস-সমূহে পাওয়া যাবে :—

(১) ৮১, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা
(২) ৯৪, চিত্তরঞ্জন এভেনিউ, কলিকাতা
(৩) ৫২ ডি এবং ই, বেণীনন্দন ষ্ট্রীট, ভবানীপুর, কলিকাতা
(৪) ১২, নৃত্যধন মুখার্জ্জী রোড, হাওড়া

বাংলার অসামরিক সরবরাহ বিভাগ

(খেয়ালীর খাতা—৩৮৩ পৃষ্ঠার পর)

ভাইর স্ত্রী ও পুত্রকন্যা সহ বিরাট পরিবার পালনের দায়িত্ব ছোট ভাই স্বেচ্ছায় বহন করিতেছেন, তাহার ফলে নিজকে, নিজের ছেলেমেয়েদের স্বচ্ছলতা হইতে বঞ্চিত করিতেছেন এমন দৃষ্টান্তেরও অভাব নাই। তবুও সপ্তাহের পর সপ্তাহ কলিকাতা বেতারের প্রোগ্রাম ডাইরেক্টরগণ কতকগুলি অপদার্থ লোকের অক্ষম নাট্য রচনার মারফতে সমস্ত ভারতবর্ষময় এই প্রচার করিতেছেন যে, বাঙ্গালী তাহাদের অসহায় বিধবা বা বধূদের অন্নাভাবে, বস্ত্রাভাবে মারা ও নানারূপ নির্য্যাতন ছাড়া আর কিছুই করে না। বিলাতী সমাজে অনেক অর্থশালী ব্যক্তির পিতা অত্যন্ত দুরবস্থায় থাকে, দেশলাই বেচিবার ভাণ করিয়া ভিক্ষা করে অথবা সাধারণ দাতব্য প্রতিষ্ঠানে থাকিয়া জীবন ধারণ করিতে বাধ্য হয়। কৈ, বি, বি, সি হইতে "ইংলণ্ডের পিতা" নাম দিয়া নাকিসুরে সেই আত্মকুৎসা রটাইবার তো কোন উৎসাহ দেখা যায় না। সবচেয়ে মজা এই যে, যতকিছু নিন্দাজনক প্রসঙ্গ সবই হিন্দু সমাজকে লইয়া। কারণ সেটা প্রায় বেওয়ারীশ মাল তাহার সম্পর্কে যাহা ইচ্ছা নিন্দা রটনা নিরাপদে করা যাইতে পারে। মুসলমান সমাজে, যেখানে চারটি করিয়া স্ত্রী অনেক ভদ্র ঘরেও বর্ত্তমান, মেয়েদের মধ্যে "ধরণীর লাঞ্ছিতা" যেন এমন কেহই নাই যাহার "আকাশ ভুবনময় কান্না" রেডিওর ষ্টুডিওতে শোনা যাইতে পারে। কিন্তু সে সম্পর্কে কাহাকেও তো টু শব্দটি করিতে দেখি না। করিলে ছোরার ঘায়ে মরিবার আশঙ্কা আছে যে!

—খেয়ালী

কোম্পানী প্রসঙ্গ

নিউ ইণ্ডিয়া এসিওরেন্স কোং লিঃ

জীবনবীমা ও সাধারণ বীমা—এই দুই শ্রেণীর বীমা ব্যবসায়েই নিউ ইণ্ডিয়া এসিওরেন্স কোম্পানী এদেশে সমূহ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। সম্প্রতি আমরা এই কোম্পানীর গত ১৯৪৪ সালের যে কার্য্যবিবরণী পাইয়াছি তাহাতে জীবনবীমা ব্যবসায়ের দিক দিয়া আলোচ্য বৎসরে এই কোম্পানীর উল্লেখযোগ্য উন্নতি লক্ষ্য করা যাইতেছে। গত ১৯৪৩ সালে এই কোম্পানীর জীবনবীমা বিভাগ হইতে ৪ কোটি ৫৪ লক্ষ টাকার নূতন বীমাপত্র প্রদান করা হয়। আলোচ্য ১৯৪৪ সালে কোম্পানী ১৭ হাজার ৪১৭টি পলিসিতে ৬ কোটি ৭ লক্ষ টাকার নূতন বীমাপত্র প্রদান করিয়াছে। এক বৎসরে নূতন কাজের পরিমাণ এতদূর বৃদ্ধি পাওয়াতে কোম্পানীটির সমূহ জনপ্রিয়তাও প্রমাণিত হইতেছে। আলোচ্য বৎসরে প্রিমিয়াম বাবদ জীবনবীমা বিভাগের ১ কোটি ১২ লক্ষ টাকা আয় হয়। পলিসি-গ্রাহকদের মৃত্যু ও পলিসির মিয়াদ পূর্ণ হওয়া বাবদ কোম্পানীর উপর এবার মোট দাবী দাঁড়ায় ১৮ লক্ষ ৮৬ হাজার টাকা। বৎসরের প্রথমে কোম্পানীর জীবনবীমা তহবিলের পরিমাণ ছিল ৩ কোটি ১৯ লক্ষ টাকা। বৎসরের শেষে তাহা ৩ কোটি ৯০ লক্ষ টাকা পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। জীবনবীমা বিভাগের কার্য্য পরিচালনা বাবদ কোম্পানী এবার প্রিমিয়াম আয়ের শতকরা ৩১·৩ ভাগ খরচ করিয়াছে।

আলোচ্য বৎসরে নিউ ইণ্ডিয়া এসিওরেন্স কোম্পানীর অগ্নিবীমা বিভাগে প্রিমিয়াম বাবদ ৭২ লক্ষ টাকা আয় হইয়াছে। ১৯৪৩ সালে ঐরূপ আয়ের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ৬৮ লক্ষ ৬৯ হাজার টাকা। এবার ঐ বিভাগের উপর মোট ২৬ লক্ষ টাকা দাবী হইয়াছে। বৎসর শেষে এই বিভাগের মজুত তহবিলের পরিমাণ ছিল ৬৪ লক্ষ টাকা।

দুর্ঘটনা ও বিবিধ বীমা বিভাগে ১৯৪৩ সালে প্রিমিয়াম বাবদ কোম্পানীর ১৭ লক্ষ ২৭ হাজার টাকা আয় হয়। এবার প্রিমিয়াম বাবদ আয়ের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ১৪ লক্ষ ১০ হাজার টাকা। আলোচ্য বৎসরে এই বিভাগের উপর ৫ লক্ষ ৬৭ হাজার টাকা দাবী হইয়াছে। ১৯৪৪ সালের শেষে এই বিভাগের মজুত তহবিলের পরিমাণ ছিল ১৫ লক্ষ ৩৯ হাজার টাকা।

১৯৪৩ সালে কোম্পানীর সামুদ্রিক বীমা বিভাগে প্রিমিয়াম বাবদ ৩২ লক্ষ ৬৮ হাজার টাকা আয় হয়। আলোচ্য বৎসরে সেস্থলে প্রিমিয়াম আয়ের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ২৫ লক্ষ ৫২ হাজার টাকা। এবার এই বিভাগের উপর মোট ১৮ লক্ষ টাকা দাবী হইয়াছে। ১৯৪৪ সালের শেষে সামুদ্রিক বীমা বিভাগের তহবিলের পরিমাণ ছিল ৫৫ লক্ষ ৩৭ হাজার টাকা।

আমরা এই সুপ্রতিষ্ঠ ও সুপরিচালিত কোম্পানীটির উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি।

শ্রীলক্ষ্মী ব্যাঙ্ক লিমিটেড

গত ৫ই আগষ্ট, রবিবার শ্রীলক্ষ্মী ব্যাঙ্কের সোনারপুর শাখা কলিকাতা কর্পোরেশনের ভূতপূর্ব্ব মেয়র শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র নস্কর মহাশয়ের পৌরোহিত্যে খোলা হইয়াছে। ঐ সময় স্থানীয় বহু গণ্যমান্য লোক উপস্থিত ছিলেন। সভাপতি মহাশয় আধুনিক ব্যাঙ্কিং সম্বন্ধে একটী সুচিন্তিত বক্তৃতা দেন। সভার শেষে ব্যাঙ্কের ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ এ বি চক্রবর্ত্তী ব্যাঙ্কের কার্য্যাবলীর সমালোচনা করেন এবং উপস্থিত ভদ্রমহোদয়গণকে ভোজনে আপ্যায়িত করেন।

ইষ্টার্ণ চেম্বার অব কমার্স

এই শ্রেণীর অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের ন্যায় সাধারণ কাজকর্ম্ম ব্যতীত অর্থনৈতিক ও সংখ্যাতত্ত্ব সম্বন্ধীয় গবেষণা চালাইবার উদ্দেশ্যে ইষ্টার্ণ চেম্বার অব কমার্স গঠিত হইয়াছে। দেশের সম্পদ যাহাতে সুপরিকল্পিত পন্থায় নিয়োজিত হয় সেই উদ্দেশ্যেই গবেষণা চালান হইবে। এই চেম্বারের একটী এনকোয়ারী ও ইনফরমেশান বিভাগ খোলা হইয়াছে; এই বিভাগ হইতে চেম্বারের অন্তর্ভুক্ত সদস্যগণকে ব্যবসা-বাণিজ্য সম্পর্কিত সংবাদ সরবরাহ করা হইবে। চেম্বারের প্রধান কর্ম্মকর্ত্তাদের নাম নিম্নে দেওয়া হইল :—

প্রেসিডেন্ট—মিঃ কে এন দালাল, ম্যানেজিং ডিরেক্টর—মেসার্স নাথ ব্যাঙ্ক লিঃ; ভাইস প্রেসিডেন্টগণ—রায়বাহাদুর আর পি সাহা, জেনারেল সেক্রেটারি—মেসার্স বেঙ্গল রিভার সার্ভিস কোং লিঃ; মিঃ বি এন চতুর্ব্বেদী, প্রেসিডেন্ট—ক্যালকাটা ষ্টক এক্সচেঞ্জ এসোসিয়েশান লিঃ; সেক্রেটারি—মিঃ পি দাসগুপ্ত, এম-এ, পি-আর-এস। অফিস :—১৫, ক্লাইভ রো, কলিকাতা।

নূতন যৌথ কোম্পানী

নিউ থিয়েটার্স (ওয়েষ্টার্ণ) ডিষ্ট্রীবিউটার্স লিঃ—ডিরেক্টর—শ্রীসুবোধ কুমার দে। রেজিষ্টার্ড অফিস—২২বি, স্কুল রো, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—২০ হাজার টাকা। ফিল্ম পরিবেষক।

টয়লার্স ইউনিয়ন লিঃ—ডিরেক্টর—শ্রীসুরথ নাথ সেনগুপ্ত। রেজিষ্টার্ড অফিস—৯৭, ক্লাইভ ষ্ট্রীট কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—৫০ হাজার টাকা। ম্যানেজিং এজেন্টস্, সেক্রেটারিজ ইত্যাদি।

ইণ্ডো ডিষ্ট্রীবিউটিং এণ্ড এজেন্সী কোং লিঃ—ডিরেক্টর—শ্রীপান্নালাল চাটার্জ্জী। রেজিষ্টার্ড অফিস—১৯, ষ্ট্র্যাণ্ড রোড, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—২০ হাজার টাকা। জেনারে মার্চ্চেন্টস ও ম্যানেজিং এজেন্টস্।

দেবী কেমিক্যাল কোং লিঃ—ডিরেক্টর —শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখার্জ্জী। রেজিষ্টার্ড অফিস—আসানসোল, বর্দ্ধমান। অনুমোদিত মূলধন—৫০ হাজার টাকা। সাবান ও অন্যান্য রাসায়নিক দ্রব্য প্রস্তুতকারক।

নিউ থিয়েটার্স (নর্দার্ণ) ডিষ্ট্রীবিউটার্স লিঃ—ডিরেক্টর—শ্রীসতীনাথ ঘোষ। রেজিষ্টার্ড অফিস—৭বি, মহারাণী হেমন্তকুমারী ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—২০ হাজার টাকা। ফিল্ম পরিবেষক।

মোটর ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ওয়ার্কস লিঃ—ডিরেক্টর—শ্রীকালীপ্রসাদ ব্যানার্জ্জী। রেজিষ্টার্ড অফিস —১২৪।৬, রসা রোড, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—৫ লক্ষ টাকা। মোটরগাড়ী ও মোটর সাইকেল মেরামত ও প্রস্তুতকারক।

জিয়েম্‌স ট্রেডার্স লিঃ—ম্যানেজিং ডিরেক্টর —মিঃ এন সি মুখার্জ্জী। রেজিষ্টার্ড অফিস—টার্ফ রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন —১২ হাজার টাকা। উদ্দেশ্য—কোম্পানী, কর্পোরেশন ইত্যাদি গঠন।

রসা কলিয়ারীস লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ এন এন ব্যানার্জ্জী। রেজিষ্টার্ড অফিস—সুরি, বীরভূম। অনুমোদিত মূলধন—২০ হাজার টাকা। কয়লা খনির ব্যবসা।

ভারত ছ' মিল কোং লিঃ—ডিরেক্টর—শ্রীসুনীলকুমার ভৌমিক। রেজিষ্টার্ড অফিস—২৩,

টেলিগ্রাম—"আর্থিক মান" পোঃ বক্স কেল—৬৫৯

প্রগতিশীল জাতীয় আর্থিক প্রতিষ্ঠান

ব্যাঙ্ক অব কামরূপ লিঃ

হেড অফিস : ৭নং সোয়ালো লেন, কলিকাতা

ম্যানেজিং ডাইরেক্টর—শ্রীঅমলেন্দু বাগচী

ব্যাঙ্ক অব ক্যালকাটা লিঃ

(ক্লিয়ারিংয়ের সর্ব্বপ্রকার ব্যবস্থা আছে)

১৯৪৪ সনের শেষে মোটামুটি আর্থিক পরিচয়

অনুমোদিত মূলধন ১,০০,০০,০০০৲ বিলিকৃত ও বিক্রীত মূলধন ১৪,০০,০০০৲

আদায়ীকৃত ও মজুত তহবিল ৮,০০,০০০৲ কার্য্যকরী মূলধন ১,০০,০০,০০০৲

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—ডাঃ এম, এম, চ্যাটার্জ্জি

বাংলার প্রাচীনতম জাতীয় প্রতিষ্ঠান

স্থাপিত **মহালক্ষ্মী ব্যাঙ্ক লিঃ** ১৯১০ ইং

হেড অফিস : ১৫, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা ফোন কলিঃ ৪৭১৯

সিডিউল্ড ব্যাঙ্ক

ইহার পশ্চাতে রহিয়াছে ৩৩ বৎসরের জনসেবা; অভিজ্ঞ ও লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যবসায়িবর্গের সুপরিচালনায় পড়িয়া উঠিয়াছে ইহার প্রচুর সম্পদ, তাই ইহা আজ সুদৃঢ় আর্থিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত একান্ত নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।

শাখা অফিস :—পাটনা, বেনারস, মাদ্রাজ, বড়বাজার (কলিঃ), ভবানীপুর (কলিঃ), বেলিয়াঘাটা (কলিঃ), ঢাকা, টাঙ্গাইল, চট্টগ্রাম, মাণিকগঞ্জ, বরিশাল, পাবনা, নাটোর, নবদ্বীপ, কৃষ্ণনগর, তমলুক, শিলচর, শান্তিপুর, মহিষাদল, বঙ্গ, লক্ষ্ণৌ, ষ্টি' নগর (মাদ্রাজ), মেদিনীপুর, তেজপুর, মালদহ, রাজসাহী, বাড়গ্রাম, রাঁচি।

আমানতের হার ও সর্ত্তাদি সুবিধাজনক।

ব্যবসায়ীদিগকে সর্ব্বপ্রকার সুবিধা দেওয়া হয়।

ম্যানেজিং ডাইরেক্টর : জি সি পাল, বি এল

হরচন্দ্র মল্লিক ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—এক লক্ষ টাকা। কাঠের ব্যবসা।

কেমিক্যাল ডেভেলপমেণ্ট কর্পোরেশন লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ এন আর গুহ ঠাকুরতা। রেজিষ্টার্ড অফিস—১২, চৌরঙ্গী স্কোয়ার, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—৬ শত ৪০ টাকা। ম্যাঙ্গানিজ, গার্ণেট, কয়লা ইত্যাদি খনিজের ব্যবসা।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া রাইস্ এণ্ড অয়েল কোং লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ এইচ সি মজুমদার। রেজিষ্টার্ড অফিস—১৭, ম্যাঙ্গো লেন কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—দশ লক্ষ টাকা। চাউল, আটা ও তৈলের কারখানা।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া মেটাল কোং লিঃ—ডিরেক্টর—শ্রীযোগেশচন্দ্র সরকার। রেজিষ্টার্ড অফিস—৪এ, দুর্গাচরণ চ্যাটার্জ্জী লেন, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—৫ লক্ষ টাকা। লোহা ও পিতলের কারখানা।

পিটার এণ্ড স্মিথ (ইণ্ডিয়া) লিঃ—সেক্রেটারী—মিঃ ভি শ্রীনিবাস। রেজিষ্টার্ড অফিস—১৫, চৌরঙ্গী, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—১ হাজার টাকা। আমদানী-রপ্তানীকারক ও সাধারণ ব্যবসা।

সুবারবন ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনীয়ারিং কোং লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ জে সি গোস্বামী। রেজিষ্টার্ড অফিস—৬৮বি, আনন্দ পালিত রোড, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—এক লক্ষ টাকা। বৈদ্যুতিক পাখা, মোটর ইত্যাদি প্রস্তুতকারক।

ডি জে টাইপরাইটার্স এণ্ড ইঞ্জিনীয়ারিং ওয়ার্কস্ লিঃ—ম্যানেজিং ডিরেক্টর—মিঃ জে কে সিংহ। রেজিষ্টার্ড অফিস—৭নং গণেশ চন্দ্র এভেনিউ, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—৫ লক্ষ টাকা। ষ্টোভ, টাইপরাইটার ইত্যাদি প্রস্তুতকারক।

বিভিন্ন কোম্পানীর লভ্যাংশ

আদমজী জুট মিলস্ লিঃ—১৯৪৫ সালের ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ৫৲ টাকা। **দি আলেকজান্দ্রিয়া জুট মিলস্ লিঃ**—১৯৪৪ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ১০৲ টাকা। **নাউথ করণপুরা কোল কোং লিঃ**—১৯৪৫ সালের ২৮শে ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ১০৲ টাকা। **লক্ষ্মী মিলস্ লিঃ**—১৯৪৫ সালের ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ২৪৲ টাকা। পূর্ব্ব বৎসরও অনুরূপ হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল। **দি এলেনবারী টি কোং (১৯৩২) লিঃ**—১৯৪৪ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ২৷৷০ আনা। পূর্ব্ব বৎসর প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ১২৷৷০ আনা হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল। **ইণ্ডিয়া রবার ম্যানুফ্যাকচারার্স লিঃ**—১৯৪৫ সালের ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ১২৷৷০ আনা। পূর্ব্ব বৎসরও অনুরূপ হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল। **রাজামাটী টি কোং লিঃ**—১৯৪৪ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ৪০৲ টাকা। পূর্ব্ব বৎসর প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ৩৫৲ টাকা হারে লভ্যাংশ প্রদান করা হইয়াছিল। **তেলিয়াপাড়া টি কোং লিঃ**—১৯৪৪ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ৩০৲ টাকা। পূর্ব্ব বৎসরও অনুরূপ হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল। **দি ব্যাঙ্ক অব বরোদা লিঃ**—১৯৪৫ সালের ৩০শে জুন পর্য্যন্ত ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ১০৲ টাকা হারে সাময়িক লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছে। **রূপাচেরা টি কোং লিঃ**—১৯৪৪ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ২০৲ টাকা। পূর্ব্ব বৎসর প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ১৭৷৷০ আনা হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল। **সুরমা টি কোং লিঃ**—১৯৪৪ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ১০৲ টাকা। পূর্ব্ব বৎসরও অনুরূপ হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল। **বোরাছি টি কোং লিঃ**—১৯৪৪ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ৭৷৷০ আনা। পূর্ব্ব বৎসর কোন লভ্যাংশ দেওয়া হয় নাই।

কম ধোলাই আর কম ইস্ত্রি—নবজাত একটি শিশুকে রাসায়নিক দ্রব্যপূর্ণ একটা টবেতে চুবিয়ে নিয়ে মোটা মোটা লোহার ডাণ্ডা দিয়ে পিটে ফিটফাট ক'রে তোলার কথা ভাবতে পারেন কি? সত্যি, কথাটা মনে করতেও গা শিউরে উঠে। কিন্তু নূতন বোনা কাপড়কে যদি নবজাত শিশুর মত মনে করা যায় তবে দেখা যাবে যে দোকানের তাকে তাকে সাজান চক্‌চকে ঝক্‌ঝকে কাপড়গুলির প্রত্যেক খানিরই ঐ একই ইতিহাস। কতকটা ধোলাই আর ইস্ত্রি না হলে কাপড়ের জমি মসৃণ হয়না বটে কিন্তু এই প্রক্রিয়াগুলির মাত্রা বেশী হলে কাপড়ের চাকচিক্য যত না বাড়ে তার পরমায়ু যায় তত কমে। কেননা কড়া রাসায়নিক দ্রব্যের সংস্পর্শে আর টন টন ওজনের বিরাট যন্ত্রের চাপে কাপড়ের সূতার আঁশগুলি চেপ্টে ভেঙ্গে যায়। ঢাকেশ্বরীর কাপড় তৈরী করা হয় শুধু চোখে দেখে আনন্দ পাবার জন্য নয়, পরে তৃপ্তি পাবার জন্য। তাইত ধোলাই আর ইস্ত্রি এ দুয়েরই আধিক্য সযত্নে পরিহার করা হয়। সুতরাং

যে কখানা ঢাকেশ্বরীর কাপড় আপনার আছে, তাই বিশেষ যত্ন করে পরুন; কেননা বর্ত্তমান অবস্থায় যত চান তত ঢাকেশ্বরীর কাপড় জোগান সম্ভব নয়।

শতকরা ২৫ ভাগ বেশী পরতে হলে

বিজন ঢাকেশ্বরী

ঢাকেশ্বরী কটন মিলস লিমিটেড

ম্যানেজিং ডিরেক্টার — শ্রী সূর্য্যকুমার বসু

DCB—23

বাজারের হালচাল

টাকা ও বিনিময়

কলিকাতা, ১৭ই আগষ্ট—কলিকাতার টাকার বাজারে আলোচ্য সপ্তাহেও কোন উল্লেখযোগ্য উন্নতি দেখা যায় নাই। ব্যাঙ্কসমূহের মধ্যে চাহিবামাত্র পরিশোধের সর্ত্তে ঋণের সুদের হার অপরিবর্ত্তিতই আছে। অর্থাৎ কলিকাতায় শতকরা বার্ষিক ॥০ আনা ও বোম্বাইয়ে ।০ আনা। ব্যাঙ্কসমূহের মধ্যে চাহিবামাত্র পরিশোধের সর্ত্তে ঋণের যোগানের পরিমাণ আলোচ্য সপ্তাহেও চাহিদার তুলনায় প্রচুর। ভারত গবর্ণমেণ্টের ট্রেজারী বিলের সুদের হারে আলোচ্য সপ্তাহেও অপেক্ষাকৃত উন্নতি দেখা গিয়াছে এবং মোট উপস্থাপিত টেণ্ডারের পরিমাণ পূর্ব্ব সপ্তাহ অপেক্ষা বৃদ্ধি পাইয়াছে। গত ১৪ই আগষ্ট ভারত গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক আহূত তিন মাসের মেয়াদী ৪ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের জন্য মোট ৩ কোটি ২০ লক্ষ টাকার টেণ্ডার উপস্থাপিত করা হইয়াছিল। উহার মধ্যে ৯৯৸৶৩ পাই মূল্যের এবং উহা অপেক্ষা আধা মূল্যের আবেদন সমস্তই গৃহীত হইয়াছে। উহা অপেক্ষা কম মূল্যের সমস্ত আবেদনই অগ্রাহ্য হইয়াছে। ১ কোটি ৭০ লক্ষ টাকার ট্রেজারী বিল গৃহীত হইয়াছে এবং গড়পড়তা শতকরা বার্ষিক সুদের হার ধার্য্য হইয়াছে ।৶০ আনা। আগামী ২১শে আগষ্ট মঙ্গলবার বেলা ১১টা পর্য্যন্ত বোম্বাই-এ এবং ২০শে আগষ্ট, সোমবার কাজকর্ম্ম বন্ধ না হওয়া পর্য্যন্ত অন্যান্য কেন্দ্রে ভারত গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক আহূত ২ কোটি টাকার ট্রেজারী বিল গৃহীত হইবে। যাঁহাদের আবেদন গৃহীত হইবে আগামী ২৪শে আগষ্ট, শুক্রবার তাঁহাদিগকে টাকা জমা দিতে হইবে। অন্যান্য সর্ত্তাদি পূর্ব্ববৎ। গত ১০ই আগষ্ট যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে সেই সপ্তাহে ভারত গবর্ণমেণ্ট ১ কোটি ৩৮ লক্ষ টাকার ট্রেজারী বিল ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ইস্যু বিভাগের অনুকূলে বিক্রয় করিয়াছেন।

বিনিময় বাজারে রপ্তানী কারবার আলোচ্য সপ্তাহেও মোটামুটি মন্দ হয় নাই। বিনিময় বাজারে আলোচ্য সপ্তাহে নিম্নরূপ হার বলবৎ ছিল :—

টেলিঃ হুণ্ডি (প্রতি টাকায়)	১ শিঃ ৫৩৷৷ পেঃ	
ঐ দর্শনী (,,)	,,	,,
ডি এ তিন মাস (,,)	১ শিঃ ৬৩২	,,
ডি এ চার মাস (,,)	১ শিঃ ৬৩২	,,
ডলার (প্রতি শত)	৩৩২৸০	আনা

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হিসাব—রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গত ৩রা আগষ্টের হিসাব হইতে দেখা যায় যে, ঐ তারিখে ভারতে চলতি নোটের পরিমাণ ছিল ১১৩২ কোটি ৬৯ লক্ষ ৮৮ হাজার টাকা। এক সপ্তাহ পূর্ব্বে এইরূপ নোটের পরিমাণ ছিল ১১২৮ কোটি ৭২ লক্ষ ৮৮ হাজার টাকা। গত ৩রা আগষ্ট রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কসমূহের চলতি ও স্থায়ী আমানতের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৬২৯ কোটি ৩২ লক্ষ ও ২৪৫ কোটি ৯৩ লক্ষ টাকা।

কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার

কলিকাতা, ১৭ই আগষ্ট—আলোচ্য সপ্তাহে জাপান বিনাসর্ত্তে মিত্রশক্তির নিকট আত্মসমর্পণ করায় কলিকাতার শেয়ার বাজারে উল্লেখযোগ্য কর্ম্মচাঞ্চল্যের অভাব পরিস্ফুট হইয়া উঠে। তবে মূল্যের দিক হইতে গত সপ্তাহের তুলনায় তেমন কোন লক্ষণীয় পরিবর্ত্তন পরিলক্ষিত হয় নাই। জাপানের আত্মসমর্পণ সত্ত্বেও মূল্যের দিক হইতে কলিকাতার শেয়ার বাজারে অধিকাংশ জনপ্রিয় শেয়ারেই স্থিরভাব পরিলক্ষিত হওয়াতে শেয়ার-ক্রয়েচ্ছু জনগণ অনেকটা বিস্ময়াবিষ্ট হইয়াছেন, সন্দেহ নাই। তবে ইহার কারণস্বরূপ এইরূপ অনুমান করা যাইতে পারে যে, চাহিদার তুলনায় টাকার যোগানের পরিমাণ এখনও প্রচুর। টাকা খাটাইবার নির্ভরযোগ্য পন্থা হিসাবে শেয়ার বাজারের দিকেই ব্যবসায়ী মহলের দৃষ্টি পড়িবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি। তাহা ছাড়া ব্যবসায়ী মহল আরও মনে করিতেছেন যে, যুদ্ধোত্তর যুগে ভারতের বিভিন্ন কলকারখানাসমূহের বিশেষ সম্প্রসারণ হইবে এবং শেয়ারসমূহের মূল্যেরও তেমন তারতম্য হইবে না। জাপান বিনাসর্ত্তে আত্মসমর্পণ করায় আলোচ্য সপ্তাহের বৃহস্পতিবার, অদ্য শুক্রবার এবং আগামী সোমবার কলিকাতার শেয়ার বাজার বন্ধ থাকিবে। মোটামুটিভাবে জাপান বিনাসর্ত্তে আত্মসমর্পণ করিলেও আলোচ্য সপ্তাহের বুধবার পর্য্যন্ত কলিকাতার শেয়ার বাজারে জনপ্রিয় শেয়ারসমূহের মূল্যে তেমন কোন উল্লেখযোগ্য পরিবর্ত্তন দেখা যায় নাই। শেয়ারসমূহের মূল্যে বুধবার পর্য্যন্ত বরং সাধারণভাবে তেজীভাবই দেখা যায়।

কোম্পানীর কাগজ—কোম্পানীর কাগজ ও ঋণপত্রসমূহের বিকিকিনি আলোচ্য সপ্তাহেও অনেকটা সীমাবদ্ধ হইলেও, মূল্যের দিক হইতে কোন উল্লেখযোগ্য পরিবর্ত্তন পরিলক্ষিত হয় নাই, স্থিরভাবই দৃষ্ট হয়।

চটকল—যুদ্ধের শেষে চটকলের শেয়ারসমূহের চাহিদা বৃদ্ধির সম্ভাবনায় আলোচ্য সপ্তাহে চটকলের শেয়ারসমূহের উল্লেখযোগ্য কাজকর্ম্ম হয় এবং মূল্যের দিক হইতেও উন্নতি পরিস্ফুট হইয়া উঠে। কয়লার অভাবের জন্য চটকলসমূহে কাজ বন্ধ হইয়া গিয়াছে এইরূপ সংবাদ প্রকাশিত না হইলে চটকলের শেয়ারসমূহের আরও মূল্য-বৃদ্ধি ঘটিত, অনুমান করা যাইতে পারে।

পাটের বাজার

কলিকাতা, ১৭ই আগষ্ট—যুদ্ধসমাপ্তির খবর প্রচারিত হওয়া সত্ত্বেও এসপ্তাহে পাটের বাজারে বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন লক্ষিত হয় নাই। কয়লার উপযুক্ত যোগান না পাওয়ায় এসপ্তাহে কয়েকটি পাটকলের কাজ সাময়িকভাবে বন্ধ রাখিতে হইয়াছে। ফলে চটকলওয়ালারা এসপ্তাহে পাট ক্রয় সম্বন্ধে বিশেষ কোন আগ্রহের ভাব দেখায় নাই। যাহা হউক যুদ্ধসমাপ্তির ফলে বর্ত্তমানে না হউক অদূর ভবিষ্যতে পাটের বাজারে একটা উৎসাহের ভাব সঞ্চারিত হইবে বলিয়া আমরা আশা করি। যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠন পরিকল্পনা কার্য্যকরী হওয়ার জন্য এখন হইতে অনেক দেশে পাট ও চটের চাহিদা বাড়িবে। জাহাজের অভাবে এতদিন যে সমস্ত দেশ উপযুক্ত পরিমাণ পাট ও চট ক্রয় করিতে পারে নাই জাহাজের অভাব মিটিয়া যাওয়ায় অদূর ভবিষ্যতে তাহারা ইচ্ছামত উহা ক্রয় করিতে পারিবে। কয়লার অভাবে পাটকলগুলি বর্ত্তমানে রীতিমত কাজ চালাইতে পারিতেছে না। যুদ্ধ শেষ হইয়া যাওয়ায় এখন হইতে কয়লার যোগান স্বাভাবতঃই বাড়িবে, ফলে পাটকলের কাজও অদূর ভবিষ্যতে দ্রুততালে বৃদ্ধি পাইবে। সুতরাং সকল দিক দিয়াই পাটের চাহিদা বাড়িবার আশা দেখা যাইতেছে। আর তাহাতে পাটের দরও অদূর ভবিষ্যতে বর্ত্তমানের তুলনায় বাড়িবে বলিয়া মনে হইতেছে।

গত জুন মাসে এদেশের পাটকলগুলিতে ৮৮ হাজার টন চট ও থলে উৎপন্ন হইয়াছিল। গত জুলাই মাসে সে সমস্তের উৎপাদন হ্রাস পাইয়া ৮১ হাজার টন দাঁড়াইয়াছে।

পাকা বেল বিভাগে গত সপ্তাহে সম্মিলিত জাতির সাহায্য ও পুনর্গঠন সমিতির পক্ষ হইতে বেশী পরিমাণ পাটের অর্ডার দেওয়া হইয়াছিল। এ সপ্তাহে পাটের বেচাকিনা বিশেষ কিছুই হয় নাই।

আলগা পাটের বাজারে এ সপ্তাহে দরের কিছু তেজীভাব দেখা গিয়াছে। তবে বেচাকিনা বিশেষ কিছুই হয় নাই। ইউরোপীয়জাত মিডল ও বটম শ্রেণীর পুরাতন পাট যথাক্রমে ১৫৷৷০ আনা ১২৷৷০ আনা দরে বিক্রয় হইয়াছে।

সুবারবন ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস—২২নং ষ্ট্র্যাণ্ড রোড, কলিকাতা। ফোন : ক্যাল—৪৮৬১

শাখাসমূহ—
টালীগঞ্জ (৫৪নং টালীগঞ্জ সারকুলার রোড),
দক্ষিণ কলিকাতা (২৬।১, রসা রোড), টালা,
দমদম, বরানগর, আলমবাজার ও দেওঘর

ম্যানেজিং ডাইরেক্টর : মিঃ বি সি দাস, এম-এ, বি-এল

শিলং ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন লিঃ

হেড অফিস—শিলং
টেলি :—SHILLBANK
ফোন : শিলং—১৬৬

কলিকাতা ব্রাঞ্চঃ—১৫নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট,
টেলি :—BANKSHILLO
ফোন : ক্যাল—৪৪৫৪

অন্যান্য শাখা—শ্রীহট্ট, হবিগঞ্জ, করিমগঞ্জ, গৌহাটী ও নওগাঁ (আসাম)।

শ্রীপ্রফুল্লকুমার চৌধুরী, ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

হেড অফিস ৫১৮ ★ মফস্বিল ১৮২৯ ★ ক্লাইভ ষ্ট্রীট ৫.৫.২৮৮০

প্রবর্ত্তক ব্যাঙ্ক

লিমিটেড

৬১, বহুবাজার ষ্ট্রীট ★ ৮১, ক্লাইভ ষ্ট্রীট
কলিকাতা

অন্যান্য শাখা :—চট্টগ্রাম, চন্দননগর, রাজসাহী, সিরাজগঞ্জ, জলপাইগুড়ি, মৈমনসিং ও সান্তাহার।

— সুদের হার —

কারেণ্ট ১/২% সেভিং ব্যাঙ্ক ২%

বাজার চলতি শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় হয়। অন্যান্য ডিপোজিট, লোন ও ওভারড্রাফ্‌ট সম্বন্ধে পত্র লিখুন।

ম্যানেজার : শ্রী মতিলাল রায়।

জাপানের আত্মসমর্পণের খবরে চটের দর প্রথম কিছু নামিয়া গিয়া পরে তাহা আবার তেজী হইয়া উঠিয়াছে।

তুলা ও কাপড়

কলিকাতা, ১৭ই আগষ্ট—গত সপ্তাহের তুলনায় আলোচ্য সপ্তাহে বোম্বাইয়ের তুলার দরে উল্লেখ-যোগ্য অবনতি পরিলক্ষিত হয়। আন্তর্জ্জাতিক পরিস্থিতির দরুণ (বিনাসর্ত্তে জাপানের আত্ম-সমর্পণের দরুণ) বোম্বাইয়ের তুলার বাজারে বিক্রেতাগণের মনে অস্থিরতা দেখা দেয় এবং সঙ্গে সঙ্গে বোম্বাইয়ের তুলার দর হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। গত শুক্রবার সেপ্টেম্বর মাসে ডেলিভারি দেওয়ার সর্ত্তের ঝরিলা তুলার দর ছিল (বাজার বন্ধের দর) ৪৩১৷৷০ আনা। গত বুধবার তাহা হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়া ৪০২৷৷০ আনায় দাঁড়াইয়াছিল। গত বৃহস্পতিবার হইতে বোম্বাইয়ের তুলার বাজার বন্ধ আছে।

কাপড়—কলিকাতার জনসাধারণ পূজা ও ঈদের কাপড়-চোপড় সংগ্রহের ব্যাপারে আলোচ্য সপ্তাহে যথেষ্ট উৎসাহ দেখাইয়াছেন। সম্প্রতি জানা গিয়াছে যে, ভারত গবর্ণমেণ্ট বাংলায় পূজার এবং ঈদের পূর্ব্বেই প্রচুর পরিমাণ কাপড় সরবরাহ করিবেন॥ এই সংবাদের উপর কলিকাতার জনসাধারণ বেশ গুরুত্ব আরোপ করিতেছেন। এতদ্ব্যতীত ইংলণ্ড ও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র হইতেও কিছু পরিমাণ কাপড়-চোপড় শীঘ্রই ভারতে আসিয়া পৌঁছিবে বলিয়াও জানা গিয়াছে। বিনাসর্ত্তে জাপানের আত্মসমর্পণের পর কলিকাতার জনসাধারণ দ্বিধাহীনভাবেই উপরি উক্ত সংবাদ দুইটি গ্রহণ করিয়াছেন এবং শীঘ্রই তাঁহাদের বস্ত্রাভাবের তীব্রতা অন্ততঃ অনেকটা হ্রাস পাইবে মনে করিয়া স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিতেছেন।

সোনা ও রূপা

কলিকাতা, ১৭ই আগষ্ট—আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতা ও বোম্বাইয়ের বাজারে সোনার দরে বিশেষ অবনতি পরিস্ফুট হইয়া উঠে। বিনাসর্ত্তে জাপানের আত্মসমর্পণই উহার প্রধানতম কারণ। জাপানের আত্মসমর্পণে সোনা মজুতের ব্যাপারে লাভান্বেষিগণ কোন উৎসাহ দেখান নাই। পক্ষান্তরে তাঁহারা প্রচুর পরিমাণ সোনা বিক্রয়ের জন্য বাজারে ছাড়িয়াছেন। তাই, আলোচ্য সপ্তাহে মঙ্গলবার হইতে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক সোনা বিক্রয় অনির্দ্দিষ্টকালের জন্য (রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আলোচ্য সপ্তাহে কেবলমাত্র সোমবার দিন ২০ হাজার তোলা সোনা বিক্রয় করিয়াছেন) বন্ধ করিয়া দিলেও লাভান্বেষিগণের সোনা ক্রয়ের ব্যাপারে উৎসাহের একান্ত অভাব পরিলক্ষিত হয়। 'বৃটিশ ট্রেজারী প্রাইসের' ভিত্তিতে বর্ত্তমানে প্রতি ভরি সোনার মূল্য ৪৬৲ টাকা এবং প্রতি ১০০ ভরি রূপার মূল্য ৬৪৲ টাকা হওয়াই উচিত। আশা করা যায়, যুদ্ধ সম্পর্কিত সমস্ত বিধিনিষেধ তুলিয়া দিলে এবং অবাধ বাণিজ্য প্রবর্ত্তিত হইলে সোনার মূল্য অদূর ভবিষ্যতেই অন্ততঃ প্রতি ভরি ৫০৲ টাকা হইবে। গত শুক্রবার কলিকাতা ও বোম্বাইয়ের বাজারে প্রতি ভরি সোনার দর ছিল যথাক্রমে ৭৭৷/০ আনা ও ৭৬৷৷০ আনা। অদ্য শুক্রবার তাহা বোম্বাইয়ের বাজারে ৬৯৲ টাকা (অদ্য কলিকাতার বাজার বন্ধ আছে) দাঁড়াইয়াছে।

রূপা—সোনার দরের অবনতির সঙ্গে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতা ও বোম্বাইয়ের বাজারে রূপার দরেও লক্ষণীয় অবনতি পরিলক্ষিত হয়। কলিকাতা ও বোম্বাইয়ের বাজারে "বিদেশ হইতে প্রচুর পরিমাণ রূপা আসিয়াছে" এই মর্ম্মে এক গুজব সঞ্চারিত হওয়ার ফলে লাভান্বেষী রূপা মজুতকারিগণের মনে অত্যন্ত অস্থিরতা দেখা দেয়; তাহারা মজুত রূপা বিক্রয়ার্থ প্রকাশ্য বাজারে ছাড়েন এবং রূপার মূল্য হ্রাস ঘটে। গত শুক্রবার কলিকাতা ও বোম্বাইয়ের বাজারে প্রতি ১০০ ভরি রূপার মূল্য ছিল যথাক্রমে ১৩৫৷৷০ আনা ও ১৩৫৸৵০ আনা। অদ্য শুক্রবার বোম্বাইয়ের বাজারে তাহা ১২৩৲ টাকা (অদ্য কলিকাতার বাজার বন্ধ আছে) দাঁড়াইয়াছে।

সম্মিলিত রাষ্ট্রপুঞ্জের যুদ্ধব্যয়—ওয়াশিংটনের সাপ্তাহিক সংবাদে প্রকাশ, বর্ত্তমান যুদ্ধের জন্য সম্মিলিত রাষ্ট্রপুঞ্জের ১০ হাজার কোটি ডলার ব্যয় হইয়াছে। উক্ত সংবাদে আরও প্রকাশ, সম্মিলিত রাষ্ট্রপুঞ্জ ১ কোটি ২০ লক্ষ শত্রু সৈন্য বন্দী করিয়াছেন। আরও ৪০ লক্ষ জাপানী সৈন্য বন্দী হইবে বলিয়াও উক্ত সংবাদে উল্লেখ করা হইয়াছে।

চটকল বন্ধ—কলিকাতার গত ১৫ই আগষ্টের সংবাদে প্রকাশ, বর্ত্তমান সপ্তাহের প্রথম ভাগ হইতে কলিকাতার শিল্পাঞ্চলের বহুসংখ্যক চটকল কয়লার অভাবে কাজ বন্ধ করিতে বাধ্য হইয়াছে। এই সম্পর্কে আরও প্রকাশ যে, কয়লা সরবরাহের অপ্রতুলতা হেতু সম্ভবতঃ কিছু দিন চটকলগুলি বন্ধ থাকিবে। এই বিষয় ঘোষণা করিয়া ইণ্ডিয়ান জুট মিল এসোসিয়েশন জানাইতেছেন যে, দুই সিফ্‌টে কাজ চলে এমন ৯টি এবং এক সিফ্‌টে কাজ চলে এমন ১২টি চটকল এবং ঐ অঞ্চলের চটকল-সমূহের শতকরা ৪ ভাগ তাঁত বিভাগ সম্প কৈত কাজ বন্ধ হইয়া গিয়াছে। ইহার ফলে আনুমানিক ১ লক্ষ ৫ হাজার শ্রমিক বেকার হইয়া পড়িবে।

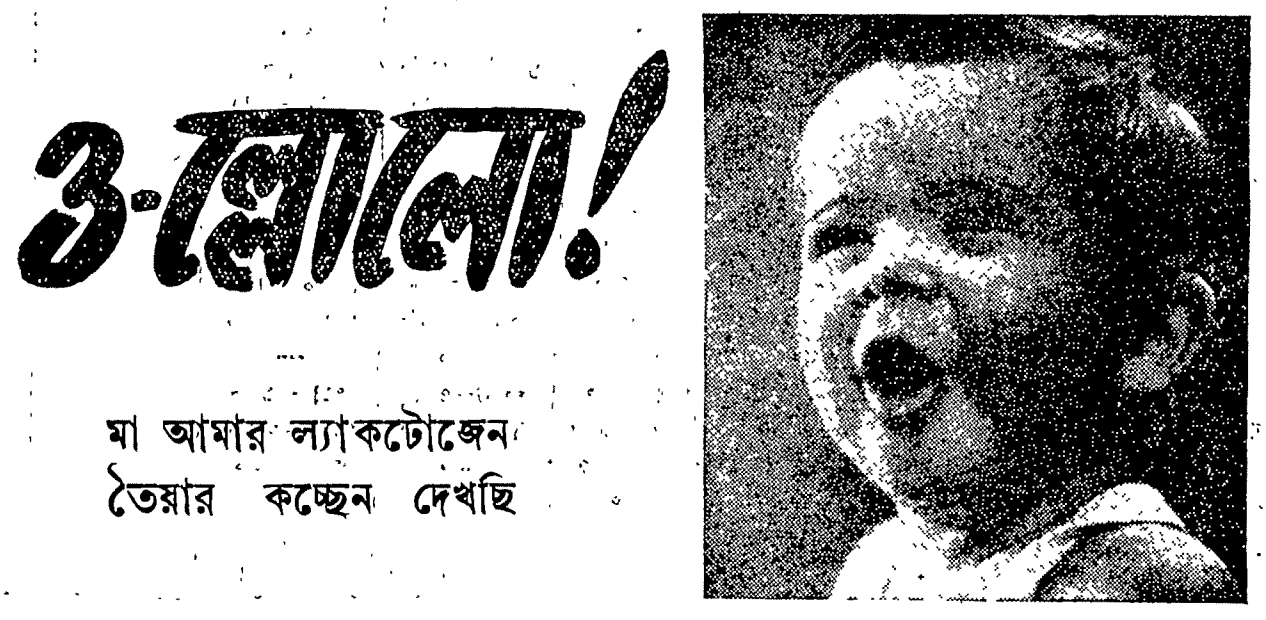

ল্যাকটোজেন

সে জানে তার পক্ষে কী ভালো আর ভালো জিনিসটা সে পেয়েও থাকে। তার ছোট্ট দেহের জন্য সব রকম পুষ্টিকর জিনিসই ল্যাকটোজেনের মধ্যে আছে আর সহজে হজম হয় বলে ল্যাকটোজেন থেকেই খুব সহজে খাদ্যসার সে সংগ্রহ করতে পারে। তাই সে খুসি-ও তৃপ্ত।

আপনার খোকার খবর কী? তার ফুর্ত্তির অভাব নেই তো? ল্যাকটোজেন খাইয়ে তার দ্রুত উন্নতি একবার পরখ করে দেখুন।

"ল্যাকটোজেন মাদার বুক'-এ ভাবী মাতা ও প্রসূতিদের জন্যে সহজ ও মূল্যবান নানা উপদেশ পাবেন। 'নেসলস্, পোষ্ট বক্স ৩৯৬, কলিকাতা,' এই ঠিকানায় চার আনার ডাক টিকিট পাঠালেই আপনাকে এক কপি বই পাঠানো হবে।

PS—NL—6

সাপ্তাহিক বাজার দর

	১০ই আগষ্ট	১৩ই আগষ্ট	১৪ই আগষ্ট	১৫ই আগষ্ট	১৬ই আগষ্ট	১৭ই আগষ্ট
সোনার দর—প্রতি ভরি (কলিকাতা) ...	৭৭।৵০	৭৩৸০	৭৩৸০	৬৯।০	—	—
ঐ ঐ (বোম্বাই) ...	৭৪৷৷০	৭৩৲	৭৩।৶০	৬৯৲	৬৮৸০	৬৯৲
রূপার দর—প্রতি ১০০ ভরি (কলিকাতা) ...	১৩৫।০	১৩২।০	১৩২।০	১২২৷৷০	—	—
ঐ ঐ (বোম্বাই) ...	১৩৫৸৵০	১৩৩৲	১৩৬।৵০	১২৩৲	১২১।০	১২৩৲
গিণির দর—প্রতিখানা (কলিকাতা) ...	৫৪৲	৫১৷৷০	৫০৸০	৪৮।৵০	—	—
ঐ ঐ (বোম্বাই) ...	৫২৲	৫০৲	৪৮৷৷০	৪৬৲	৪৭৲	৪৭৷৷০
রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সুদের হার (শতকরা বার্ষিক) ...	৩৲	৩৲	৩৲	৩৲	৩৲	৩৲
কোম্পানীর কাগজ—						
কোম্পানীর কাগজ—শতকরা ৩৲ সুদের ...	৯৫।৵০	৯৫।০	—	৯৫।৵০		
ঐ ঐ ৩৷৷০ টাকা সুদের ...	১০২৲	১০১৸৵০-১০১৷৷১০	১০১৸৵০-১০১৷৷০	১০১৸৵০		
৩৲ টাকা সুদের ঋণপত্র (১৯৬৩-৬৫) ...	—	৯৯।১০	—	—		
৩৲ টাকা সুদের ঋণপত্র (১৯৬৬-৬৮) ...	—	৯৮।৵০	৯৮৷৷০	৯৮।৵০		
৪৲ টাকা সুদের ঋণপত্র (১৯৬০-৭০) ...	—	—	—	—		
৫৲ টাকা সুদের ঋণপত্র (১৯৪৫-৫৫) ...	১০০৷৷০	—	১০০।৵০-১০০।০	১০০৷৷৵০		
ইঞ্জিনিয়ারিং ও ইলেকট্রিক—						
ইণ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড ষ্টীল কোং লিঃ ...	৪১৶০-৪০৷৷৵০	৪০৸০-৪০৷৵০	৪১।৵০-৪০৷৷০	৪১।০-৪০৸৵০		
ষ্টীল কর্পোরেশন—অর্ডি ...	৩৩৸০-৩৩৲	৩৩৷৷০-৩৩।০	৩৪৷৷৵০-৩৩।৶০	৩৪৷৷০-৩৩৸৶০		
কুমারধুবী—অর্ডি ...	১১।৶০-১১।৵০	১১।৶০-১১।৵০	১১৷৷০-১১।৵০	১১।৶০-১১।৵০		
ব্রেইথওয়েইট ...	১৪।০-১৩৸৶০	১৪।০-১৪৵০	১৪।০-১৪৶০	১৪৷৷৶০-১৪।৶০		
জেসপ ...	২৬৷৷০-২৬।৵০	২৬৷৷০-২৬।৵০	২৬৷৷০	২৬৷৷৵০-২৬৶০		
মার্শালস্ ...	৬৷৷০-৬।৵০	৬৷৷৵০	৬৷৷৶০-৬৷৷৵০	৬৸৵০-৬।৶০		
ন্যাশনাল আয়রণ এণ্ড ষ্টীল ...	১২৵০-১১৸০	১১৷৷৶০	—	১১৸০-১১৷৷৵০		
আর্থার বাটলার ...	—	—	—	—		
হিন্দুস্থান মোটরস্ ...	৩৸৵১০	৩৸৵০-৩৸১৫	৩৸৶০-৩৸৵০	৩৸৵০	বাজার বন্ধ	বাজার বন্ধ
ক্যালকাটা ইনসিওরেন্স ...	—	—	১৩।০-১৩৲	১৩৵০-১৩৲		
খনি—বার্ণা কর্পোরেশন ...	৫৷৷৶০-৫৷৷৵০	৬।৵০-৬।৵০	৬।৵০-৬৵০	৬৸০-৬।৵০		
ইণ্ডিয়ান কপার কর্পোরেশন ...	৩।৵০-৩৶০	৩।৵০-৩।০	৩।৵০-৩।৵০	৩।৵০-৩।৵০		
ব্যাঙ্ক—রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া ...	১৩৭৷৷০-১৩৬৷৷০	১৩৭৲	১৩৭৲	—		
ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক ...	—	২৯৸০-২৯৲	২৮৷৷০	—		
ক্যালকাটা ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক ...	—	—	—	—		
বেঙ্গল সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক ...	১৩।৵০	—	১৩৶০-১৩।৵০	১৩।৵০		
কুমিল্লা ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন ...	১৪৷৷৵০	১৪৷৷০-১৪।৵০	১৪৷৷৵০-১৪৷৷০	১৪।৵০-১৪।০		
মহালক্ষ্মী ব্যাঙ্ক ...	—	—	—	—		
নিউ ষ্ট্যাণ্ডার্ড ব্যাঙ্ক ...	—	—	—	—		
হিন্দুস্থান কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক ...	৫৫।০	—	৫৫৲	—		
নাথ ব্যাঙ্ক ...	৩৪৸০-৩৪৲	৩৩৸৵০-৩৩৷৷০	৩৩৸০-৩৩৷৷০	৩৩৷৷৵০		
কয়লা—বরাকর কোল্ কোং ...	৪৫।০-৪৪।০	৪৫৲-৪৪৷৷০	৪৫৷৷৵০-৪৪৸০	৪৫৸০-৪৫।৵০		
তালচের ...	—	১৪৲-১৩৷৷৵০	১৪৵০-১৩৸৶০	১৩৸৶০-১৩৸০		
রাণীগঞ্জ ...	৬৪।০	৬৪৲	৬৪৷৷০	—		
ইকুইটেবল ...	৭২৵০-৭১৸০	৭১৷৷০-৭১।০	৭২।৶০-৭২৲	৭১।০-৭১৵০		
সাউথ করণপুরা ...	৩৭৵০-৩৬।০	৩৭।৵০-৩৬৷৷৵০	৩৭৸৵০-৩৭৵০	৩৭৸৵০-৩৭।৵০		
ভুলনবরারি ...	—	৩৬৷৷৵০-৩৬৷৷০	৩৭৵০	৩৬৸০-৩৬।০		
সেণ্ট্রাল কারকেণ্ড ...	—	৪৯৷৷০	—	৫১৲		
নিউ চুরুলিয়া ...	—	—	—	১৩৷৷৵০		
ষ্ট্যাণ্ডার্ড ...	—	৪৬।৵০	৪৬৷৷৶০-৪৬।৵০	৪৭৲-৪৬৷৷০		

নিউ ষ্ট্যাণ্ডার্ড ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস :—কুমিল্লা

অনুমোদিত মূলধন	১,০০,০০,০০০৲
বিলিকৃত ও বিক্রীত মূলধন	২০,০০,০০০৲
আদায়ীকৃত মূলধন	১৭,৩০,০০০৲
রিজার্ভ ফাণ্ড	৩,০০,০০০৲

শাখাসমূহ

ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলেজ ষ্ট্রীট, বালীগঞ্জ, শ্যামবাজার, ময়মনসিংহ, ফরিদপুর, টাঙ্গাইল, আসানসোল, বর্দ্ধমান, খুলনা, শিলচর, সিলেট, শিলং, তিনসুকিয়া, জোড়হাট, ছাতক, রাঁচী, জব্বলপুর ও এলাহাবাদ।

এজেন্সী :—ভারতের বড় বড় ব্যবসাকেন্দ্রে।

অক্ষয় কুমার লাহা
রেজিষ্টার্ড মার্কা সিমেন্ট কলসুর
বা ড়ীর ও কারখানার জন্য
১নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট ক. লি কা ৩।

আর মিত্রের ময়ূরমার্কা তিলতৈল
মাথা ঠাণ্ডা রাখে চুল উঠা বন্ধ করে

আর মিত্র—পারফিউমার
২৭ নং বিবেকানন্দ রোড, কলিকাতা

সাপ্তাহিক বাজার দর

	১০ই আগষ্ট	১৩ই আগষ্ট	১৪ই আগষ্ট	১৫ই আগষ্ট	১৬ই আগষ্ট	১৭ই আগষ্ট
কাপড়ের কল—নিউ ভিক্টোরিয়া কটন মিলস লিঃ	—	৭৸৵০-৭৸৵০	৮/০-৮৲	৮৲		
বেনারস ...	—	১২৵০-১১৸৵০	—	—		
কানপুর টেক্সটাইলস্ ...	১২৷৷০-১২৷/০	১৩৷০-১২৸০	১৩৶০-১৩৲	১৩৶০-১৩৵০		
এলগিন কটন মিলস লিঃ ...	—	৬৭৷৷০	৬৬৷৷০	—		
কেশোরাম ...	—	১৮৷৷/০	—	—		
বঙ্গশ্রী ...	—	১৪৷৷০-১৪৷৵০	১৪৵০-১৪৲	১৪৷০-১৪৲		
বঙ্গেশ্বরী কটন মিলস্ ...	—	৭৷৷০-৭৷৵০	৭৷৷০-৭৷৵০	৭৷৷০-৭৷৵০		
কাগজের কল—ইণ্ডিয়া পেপার পাল্প লিঃ ...	২২৪৲	—	২২৮৲-	২২৯৲-২২৫৲		
শ্রীগোপাল পেপার মিলস লিঃ ...	—	—	১৮৷৷৵০	—		
টিটাগড় ...	৩১৷৷০	৩১৸৶০-৩১৷৵০	৩১৸০	৩২৵০-৩১৸০		
চটকল—অকল্যাণ্ড জুট মিলস লিঃ ...	৩৬৮৲-৩৫৮৲	৩৬৫৲	৩৭৩৲-৩৭০৲	৩৭৬৲-৩৭৪৲		
এ্যাংলো ইণ্ডিয়া জুট মিলস লিঃ ...	৫২৬৲-৫১৯৲	৫২৫৲-৫২২৲	৫৩৩৲-৫২৭৲	৫৩৯৲-৫৩৪৲		
কামারহাটি ...	৮০২৲-৭৮৮৲	৮০০৲-৭৯৪৲	৮০৪৲-৭৯৭৲	৮১৮৲-৮১০৲		
নদীয়া ...	১৩৮৷৷০-১৫৬৲	১৪০৷০-১৩৮৷৷০	১৪১৷৷০	১৪৩৷৷০-১৪৩৲		
প্রেসিডেন্সী ...	১৪৶০-১৩৸৶০	১৪৷০-১৪৲	১৪৷৶০-১৪৷০	১৫৲-১৪৷০		
রিলায়েন্স ...	৮২৲-৮০৸০	৮৩৸০-৮০৸৫	৮৫৷৷০-৮৩৲	৮৭৷৷০-৮৫৲		
কাঁকনাড়া ...	৬৬৪৲-৬৬০৲	৬৭০৲-৬৬৪৲	৬৮১৲-৬৭০৲	৬৮৭৲-৬৮০৲	বাজার বন্ধ	বাজার বন্ধ
হাওড়া ...	৯৪৷৷০-৯৪৷৶০	৯৪৸৵০-৯৪৷/০	৯৬৲-৯৪৷৶০	৯৫৸০-৯৫৵০		
ডালহৌসী ...	৪০০৲-৩৯৯৲	৪১৪৲-৪১০৲	৪২০৲-৪১৬৲	৪২১৲-৪১৩৲		
বজবজ ...	—	—	৫৯৮৲	৬০০৲		
ষ্ট্যাণ্ডার্ড ...	—	—	—	৩২৬৲		
এলায়েন্স ...	—	৭৫৬৲	৭৫২৲	৭৬৪৲		
চিনির কল—বেলসুন্দ সুগার কোং লিঃ ...	—	১৬৷/০-১৬৲	১৬৷৷০-১৬৷০	১৬৷৵০		
চম্পারণ সুগার কোং লিঃ ...	—	৪১৸০-৪০৷৷৵০	৪১৷০	—		
কেরু এণ্ড কোং লিঃ ...	৩১৷৷৵০-৩১৷৶০	৩০৸০-৩০৷৵০	৩১৷০-৩১৲	৩১৷/০-৩১৷০		
চা বাগান—চন্দননগর টি ...	—	—	—	—		
ইষ্ট ইণ্ডিয়া ...	—	—	—	—		
কল্যাণী ...	—	৪৬৷৷০-৪৬৲	—	—		
লেবং এণ্ড মিনারেল ...	—	—	—	১২৲		
তেজপুর ...	—	—	—	—		
বিশ্বনাথ ...	—	৪৮৲	—	—		
বিবিধ—ডালমিয়া সিমেণ্ট কোং লিঃ ...	—	১৭৲	১৭৷৵০-১৬৸৶০	—		
বি আই কর্পোরেশন ...	৭৷৵০-৭৲	৭৸০-৭৷/০	৭৷৶০-৭৷/০	৭৸০-৭৷৵০		
মেদিনীপুর জমিদারী কোং লিঃ ...	১৯৩৲	১৯২৲-১৯০৷৷০	১৯৩৲-১৯২৷৷০	১৯৩৲-১৯২৲		
রোটাস ইণ্ডাষ্ট্রীজ লিঃ	—	১৬৸০-১৬৷৷৵০	১৬৸৵০-১৬৷/০	—		
ইণ্ডিয়া জেনারেল নেভিগেশন কোং লিঃ ...	২১১৲-২১০৲	২১৪৲-২১৩৲	২১৮৲-২১৭৲	২২১৲-২১৮৲		
আসাম-বেঙ্গল সিমেণ্ট ...	—	১৯৷৵০	১৯৸০	১৯৸০		
ন্যাশনাল ইনসুলেটেড কেবলস ...	—	—	—	—		
নিউ এসিয়াটিক ইনসিওরেন্স ...	—	৯৸০	—	৯৷৵০-৯৷০		

LOTUS brand OILS
The name you can trust
LOTUS OIL CO., 10, BEADON ROW, CAL.

জাতীয় ব্যাঙ্ক
লিমিটেড
হেড অফিস : ৭, সোয়ালো লেন, কলিকাতা।

দি এসোসিয়েটেড ব্যাঙ্ক অব ত্রিপুরা লিঃ
পৃষ্ঠপোষক :
ত্রিপুরেশ্বর শ্রীশ্রীযুত মহারাজা মাণিক্য বাহাদুর
কে, সি, এস, আই
ম্যাঃ ডিরেক্টর :
মহারাজকুমার শ্রীব্রজেন্দ্র কিশোর দেববর্ম্মণ
চীফ্ অফিস : আগরতলা
কলিকাতা অফিস : ১১নং ক্লাইভ রো
টেলিফোন : ১০৩২ কলিকাতা
রেজিঃ অফিস : গঙ্গাসাগর
৩নং মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড।
টেলিগ্রাম : "ব্যাঙ্কত্রিপুর"
অন্যান্য অফিসসমূহ :
শ্রীমঙ্গল, আজমীরিগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ, কৈলাসহর, সমসেরনগর, নর্থ লখীমপুর, ঢাকা, কমলপুর, ভানুগাছ, জোড়হাট (আসাম), চকবাজার (ঢাকা), মাদু, গোলাঘাট, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, গৌহাটী, তেজপুর ও হবিগঞ্জ।
শিলং ব্রাঞ্চ খোলা হইয়াছে।

আপনার নিজস্ব প্রতিষ্ঠান
দি হুগলী ব্যাঙ্ক লিঃ
৪৩নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
ফোন : ক্যাল ২২৬০ (তিন লাইন)
২৭-৭-৪৫ তারিখের হিসাব
আদায়ীকৃত মূলধন টাকা
ও সংরক্ষিত তহবিল ১৭,৭৬,০০০৲
নগদ, কোম্পানীর কাগজ, ইত্যাদি ১,৭৬,৫৯,০০০৲
আমানত ২,৫৮,১৭,০০০৲
কার্য্যকরী তহবিল ২,৯৯,৫৮,০০০৲
আমাদের নির্ভরযোগ্যতাই আপনার অনাগত সুদিনের নিশ্চিত নিদর্শন।

গত ১৯শে জুন কনট সার্কাসে
নয়া দিল্লী শাখা খোলা হইয়াছে।
—অন্যান্য শাখাসমূহ—
বড়বাজার, বহুবাজার, কালীঘাট, শ্যামবাজার, ল্যান্সডাউন রোড, খিদিরপুর, কলেজ ষ্ট্রীট, ডায়মণ্ডহারবার, বেহালা, বাটানগর, বজবজ, ঘাটশিলা, মধুপুর, সিলেট, কাশিয়ং, মেদিনীপুর, বিষ্ণুপুর, শিলিগুড়ি ও দিল্লী।
সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়
শ্রী ব্যাঙ্ক লিঃ
৩-১, ব্যাংকশাল ষ্ট্রীট, কলিকাতা

রেকর্ড কাউন্টেন ইঙ্ক
[illegible]

টেলিগ্রাম—Assambank
টেলিফোন—কলিঃ ৬৯৪০
ব্যাঙ্ক অব আসাম লিঃ
(১৯৩৯ সালে স্থাপিত)
হেড অফিস—শিলং
কলিকাতা অফিস—৬নং, ক্লাইভ রো।
শাখাসমূহ :—বড়পেটা, বুবড়ী, গৌহাটী, গোয়ালপাড়া, যোড়হাট, নওগাঁ (আসাম)
আদায়ীকৃত মূলধন ও রিজার্ভ— ৬,৩৮,০০০৲ টাকার উপর
আমানত— ৬০,০০,০০০৲ টাকার „
কার্য্যকরী মূলধন ৭৪,০০,০০০৲ টাকার „
ব্যাঙ্কের সকল কাজ করা হয়।
এ বি দত্ত, এম-এ, এফ-আর-ই-এস্,
এ-আই-বি (লণ্ডন), সার্ট, এজেন্ট, কলিকাতা।
এইচ ব্যানার্জ্জি, বি-এ,
এ-আই-বি (লণ্ডন), সার্ট, ম্যানেজিং ডিরেক্টর

দি
মার্চ্চেণ্টস ইউনিয়ন
ব্যাঙ্ক লিঃ
৩নং ম্যাঙ্গো লেন।
স্থাপিত—১৯৩২
নিষ্ঠা, নিরাপত্তা, নির্ভরযোগ্যতাই আমাদের বৈশিষ্ট্য।
সহজ সর্ত্তে টাকা কর্জ্জ দেওয়া এবং বিল ডিসকাউণ্ট করা হয়।
ফিক্সড্ ডিপোজিট্ এবং অন্যান্য আমানতের উপর সুদের হার লাভজনক।
শেয়ার মার্কেটের যাবতীয় শেয়ার কেনাবেচা করা হয়।
হিলি শাখা শীঘ্রই খোলা হইবে।
ম্যানেজিং ডিরেক্টর—এল, এ, মায়ান।

এরিয়ান ব্যাঙ্ক লিঃ
১নং ক্লাইভ রো, কলিকাতা।
* ক্লিয়ারীং সুবিধাপ্রাপ্ত জাতীয় ব্যাঙ্ক।
* আসাম, বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা, মধ্যপ্রদেশ ও যুক্তপ্রদেশে বড় বড় ব্যবসাকেন্দ্রে শাখা আছে।
* বিদেশী মাল আমদানী রপ্তানীর জন্য লেটার অব ক্রেডিট ইস্যু করা হয়।
লণ্ডন, অষ্ট্রেলিয়া ও আমেরিকার এজেণ্টস্ :—
দি ন্যাশন্যাল সিটি ব্যাঙ্ক অব নিউইয়র্ক

PHONE :—B. B. 6382 REGD. NO. C. 2506

আর্থিক জগৎ

ARTHIK JAGAT

ব্যবসা-বাণিজ্য-শিল্প-অর্থনীতি-বিষয়ক সাপ্তাহিক

মূল্য—বার্ষিক সডাক ৯ সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য প্রতি সংখ্যা ৶০ আনা

অষ্টম বর্ষ] Monday, 27th August, 1945. সোমবার, ১০ই ভাদ্র, ১৩৫২ [১৭শ সংখ্যা

ল্যাণ্ড-লীজ ব্যবস্থার অবসান

ল্যাণ্ড-লীজ এ্যাক্ট বা ঋণ ও ইজারা আইন অনুসারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র গত কয় বৎসর যাবৎ মিত্রপক্ষীয় বিভিন্ন দেশকে নানা জিনিষপত্র দিয়া সাহায্য করিতেছিল। মহাযুদ্ধের সমাপ্তি ঘটায় প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান সম্প্রতি ঐ ব্যবস্থারও অবসান ঘোষণা করিয়াছেন। ল্যাণ্ড-লীজ ব্যবস্থা অনুসারে ভবিষ্যতে মাল ডেলিভারি দেওয়ার যেসব চুক্তি হইয়াছিল প্রেসিডেন্টের উপরোক্ত ঘোষণার পর অবিলম্বে সেসব চুক্তি বাতিল হইয়া যাইবার কথা।

ল্যাণ্ড-লীজ ব্যবস্থায় এতদিন বৃটেন, ফ্রান্স, রাশিয়া, চীন, হল্যাণ্ড ও বেলজিয়াম প্রভৃতি দেশ কেবল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে সমরোপকরণই সংগ্রহ করে নাই, যুদ্ধের দুর্দ্দিনে লোকের প্রয়োজনীয় খাদ্য, বস্ত্র ও অন্য নিত্যব্যবহার্য্য দ্রব্য-সামগ্রীও বিস্তর পরিমাণে সংগ্রহ করিয়াছে। জাপানী যুদ্ধের পরিসমাপ্তির সঙ্গে আকস্মিকভাবে ঐ ল্যাণ্ড-লীজ ব্যবস্থার অবসান ঘটায় অদূর ভবিষ্যতে নানাদিক দিয়া ঐ সব দেশের অসুবিধা ঘটিবার সম্ভাবনা আছে। বৃটেনের অসুবিধা এত বেশী হইবার আশঙ্কা আছে যে, প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান ল্যাণ্ড-লীজ ব্যবস্থার অবসান ঘোষণা করিবার সঙ্গে ঐ দেশে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের যুদ্ধ বিজয়ের উল্লাস রাতারাতি বিষাদে পর্য্যবসিত হইয়াছে। ল্যাণ্ড-লীজ ব্যবস্থার আমলে বৃটেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে ইচ্ছামত সমর উপকরণ ও শিল্পোপযোগী কাঁচামাল আমদানী করিতেছিল। আমেরিকার উৎপন্ন খাদ্যদ্রব্য নিয়া যুদ্ধের সময় ঐ দেশের লোকদের জন্য বিরাট খাদ্য ভাণ্ডার গড়িয়া তোলা হইতেছিল। কেবল তাহাই নহে ল্যাণ্ড-লীজ ব্যবস্থায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে সাম্রাজ্যভুক্ত দেশসমূহের জন্য মাল সংগ্রহের ব্যবস্থা করিয়া তাহাদের নিকট হইতেও বৃটেন ফাঁকতালে ক্রেডিট আদায় করিতেছিল। এক্ষণে ঐ ব্যবস্থা বাতিল হইয়া যাওয়ায় বৃটেনের সে সুযোগ-সুবিধা সমস্তই আজ মাঠে মারা যাইতে বসিয়াছে। এখন হইতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে মাল আনিতে হইলে নগদ অর্থ দিয়া, আমদানীকৃত মালের বদলে উপযুক্ত পরিমাণ জিনিষপত্র রপ্তানী করিয়া কিংবা মার্কিন গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে ধার লইয়া তাহার মূল্য পরিশোধ করিতে হইবে। কিন্তু সে সামর্থ্য বা সুযোগ বৃটেনের কোথায়? যুদ্ধকালীন অতিরিক্ত খরচপত্রের ফলে বৃটেনের আর্থিক সঙ্গতি বিশেষভাবে নষ্ট হইয়াছে। নানা প্রতিকূল অবস্থার চাপে তাহার রপ্তানী বাণিজ্য খর্ব্ব হইয়া পড়িয়াছে। নূতন করিয়া ধার করা হইবে কি, ইতিমধ্যে যে ঋণ পুঞ্জীভূত হইয়াছে তাহার গুরুভার বহন করাই বৃটেনের পক্ষে কঠিন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কাজেই অদূরভবিষ্যতে আমেরিকা হইতে ইচ্ছামত মালপত্র আনিবার সুবিধা ঐ দেশ আর পাইবে বলিয়া মনে হয় না। অবশ্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ল্যাণ্ড-লীজ ব্যবস্থাও আসলে ধারে মাল দেওয়ার ব্যবস্থা হিসাবেই প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। কিন্তু সেই ধারের বিশেষত্ব এই ছিল যে, কোন নির্দ্দিষ্ট সময় মধ্যে উহা পরিশোধ করিয়া দেওয়ার কোন পাকা কথা ছিল না। অক্ষশক্তির বিরুদ্ধে মিত্রপক্ষীয় দেশসমূহের যুদ্ধ-প্রচেষ্টায় সহায়তা করাই ছিল মার্কিন গবর্ণমেণ্টের উদ্দেশ্য। প্রেরিত মালের মূল্য পাওয়ার আশু সম্ভাবনা নাই জানিয়াও এবং অনেক দেশের আর্থিক সঙ্গতির অভাব দেখিয়াও তাঁহারা সে উদ্দেশ্যে উহাদিগকে মালপত্র দিয়া সাহায্য করিয়াছিলেন। বর্ত্তমানে ল্যাণ্ড-লীজ ব্যবস্থা উঠাইয়া দিয়া মার্কিন গবর্ণমেণ্ট নূতন করিয়া ধারে মাল দিবার কথা বলিয়াছেন সন্দেহ নাই, কিন্তু ঐ ধার যুদ্ধকালীন সে ধার নহে। কোন দেশে ঐরূপ ধার পাওয়ার চেষ্টা করিলে তাহার আর্থিক সঙ্গতি মার্কিন গবর্ণমেণ্ট ভালভাবে বিবেচনা করিবেন। শেষ পর্য্যন্ত যদি ধার দেওয়া হয় তবে ধার পরিশোধের সময় ও উহার উপর সুদ আদায় সম্পর্কে তাঁহারা সর্ত্ত করিতে ছাড়িবেন না। কাজেই সমস্যার জটিলতা ভাবিয়া বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট আজ মাথায় হাত দিয়া বসিয়াছেন। কেহ কেহ বলিতেছেন বৃটেনে শ্রমিক গবর্ণমেণ্ট গঠিত হওয়ায় তাহাকে ঘায়েল করিবার জন্যই মার্কিন গবর্ণমেণ্ট বৃটেনের সহিত কোন পরামর্শ না করিয়া তাড়াতাড়ি ল্যাণ্ড-লীজ ব্যবস্থা বাতিল করিয়া দিয়াছেন। এই পুঁজিবাদী চক্রান্তের কথা সত্য হইলে দুনিয়ার ভবিষ্যৎ কল্যাণের পক্ষে তাহা খুবই আশঙ্কার কথা।

সাময়িক প্রসঙ্গ

শেয়ার বিক্রয়ের বিধিনিষেধ শিথিল করিবার সিদ্ধান্ত

ভারত গবর্ণমেণ্ট ক্যাপিটেল ইস্যু অর্ডিনান্স জারী করিয়া গত ১৯৪৩ সালের মে মাস হইতে এদেশে শেয়ার বিক্রয় সম্পর্কে কতকগুলি বিধি-নিষেধ বলবৎ করিয়া রাখিয়াছেন। যুদ্ধের অবসানে সেই সব বিধিনিষেধ উঠাইয়া লওয়ার দাবী হওয়ায় গবর্ণমেণ্ট বর্ত্তমানে ঐ বিষয়ে একটা পুনর্বিবেচনা করিতেছেন। উপরোক্ত অর্ডিনান্স অনুসারে সরকারী অনুমতি ব্যতিরেকে কোন নূতন কোম্পানীর পক্ষে ১ হাজার টাকার অধিক শেয়ার বিক্রয় করা নিষিদ্ধ আছে। প্রকাশ, ক্যাপিটেল ইস্যু অর্ডিনান্সটি সংশোধন করিয়া গবর্ণমেণ্ট কোম্পানী-সমূহকে সরকারী অনুমতি ছাড়া ১ লক্ষ টাকা পর্য্যন্ত শেয়ার বিক্রয়ের ক্ষমতা দেওয়ার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। তবে দেশের ব্যাঙ্ক ও বীমা কোম্পানীসমূহ এই অধিকার পাইবে না। তাহাদের সম্পর্কে শেয়ার বিক্রয়ের বর্ত্তমান বিধিনিষেধ আরও কিছুকাল যথাযথ বজায় রাখাই গবর্ণমেণ্ট

বিষয়-সূচী

বিষয়	পৃষ্ঠা
সাময়িক প্রসঙ্গ	৩৯৭-৯৯
নানাকথা	৪০০
ভারতের যুদ্ধোত্তর বেকার সমস্যা	৪০১-০২
রাজনৈতিক প্রসঙ্গ	৪০৩-০৪
খেয়ালীর খাতা	৪০৫-০৬
আর্থিক দুনিয়ার খবরাখবর	৪০৭-১৫
কোম্পানী প্রসঙ্গ—	৪১৬-১৭
বাজারের হালচাল—	৪১৮-২২

একটী প্রথম শ্রেণীর জাতীয় আর্থিক প্রতিষ্ঠান

আপনার আর্থিক ব্যবস্থা সুনিয়ন্ত্রিত করতে আপনাকে সকল প্রকার সুযোগ-সুবিধায় সাহায্য করবে।

আমাদের কলিকাতা বা অন্যান্য যে কোনও ব্রাঞ্চে লিখিলে বা উপস্থিত হলে বিস্তারিত জানতে পারবেন।

দার্জিলিং ব্যাঙ্ক লিমিটেড

কলিকাতা

টেলি : "রেণবো" কলিকাতা। ফোন : পি কে—২৬৮১

বি, মুখার্জ্জী
ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

স্থির করিয়াছেন। তাহা ছাড়া অন্যান্য ধরণের কোম্পানীকে বিনা অনুমতিতে ১ লক্ষ টাকার শেয়ার বিক্রয়ের অধিকার দিতে গিয়া গবর্ণমেণ্ট সর্ত্ত করিয়াছেন, কোন কোম্পানী গত ১ বৎসর মধ্যে শেয়ার বিক্রয় করিয়া থাকিলে সেই বিক্রীত শেয়ারের পরিমাণ যোগ করিয়াই উহা বিনা অনুমতিতে সর্ব্বোচ্চ মোটমাট ১ লক্ষ টাকার শেয়ার বিক্রয় করিতে পারিবে। নূতন শেয়ার বিক্রয় করিতে গিয়া কোন প্রিমিয়াম ও প্রবেশ ফি আদায় করা হইলে তাহাও ঐ ১ লক্ষ টাকার অন্তর্ভুক্ত হইবে। অর্থাৎ পূর্ব্ব-বিক্রীত শেয়ার এবং নূতন শেয়ারের মূল্য, প্রিমিয়াম ও প্রবেশ ফি প্রভৃতি মিলাইয়া কোন অবস্থায়ই ১ লক্ষ টাকার বেশী হইতে পারিবে না।

এদেশে যে সব যৌথ কোম্পানী স্থাপিত হয় তাহাদের মধ্যে এক লক্ষ টাকা ও তাহার কম মূলধনযুক্ত কোম্পানীর সংখ্যাই অধিক। গবর্ণমেণ্ট ক্যাপিটেল ইস্যু অর্ডিনান্সটি সংশোধন করিয়া কোম্পানীসমূহকে সরকারী অনুমোদন ছাড়া ১ লক্ষ টাকা পর্য্যন্ত শেয়ার বিক্রয়ের ক্ষমতা দিলে তাহাতে ভবিষ্যতে দেশে ছোট ও মাঝারি ধরণের শিল্প ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলার পক্ষে সুবিধা হইবে সন্দেহ নাই। কিন্তু তাই বলিয়া দেশে এক লক্ষ টাকার বেশী মূলধনযুক্ত শিল্প ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের পথে যুদ্ধের পরেও একটা বাধা সৃষ্টি করিয়া রাখা আমরা সমর্থন করি না। ভারতের অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য এদেশে বড় প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলার প্রয়োজনীয়তা আছে। বিশেষ করিয়া মৌলিক শিল্পের দিক দিয়া দেশের পশ্চাদ্‌পদ অবস্থা কাটাইয়া উঠিতে হইলে সেজন্য বড় যৌথ কোম্পানী স্থাপিত হওয়া খুবই দরকার। গবর্ণমেণ্টের অনুমতি ছাড়া বেশী টাকার শেয়ার বিক্রয়ের সুযোগ না দিলে ও সরকারীভাবে বিচার ও বিশ্লেষণের নামে এসম্পর্কিত যাবতীয় আবেদন দীর্ঘকাল সরকারী দপ্তরে স্তূপীকৃত করিয়া রাখিলে তাহাতে দেশের যুদ্ধোত্তর উন্নতির পথ সুগম হইবে না। কাজেই সকল দিক বিবেচনা করিয়া আমরা শেয়ার বিক্রয় সম্পর্কিত বর্ত্তমান বিধিনিষেধ একেবারে উঠাইয়া দেওয়ার জন্যই গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করিতেছি। বিনা অনুমতিতে কোম্পানীসমূহকে এক লক্ষ টাকার শেয়ার বিক্রয়ের ক্ষমতা দিতে গিয়া গবর্ণমেণ্ট ব্যাঙ্ক ও বীমা প্রতিষ্ঠানকে সে সুযোগ হইতে বঞ্চিত করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন ইহা আমাদের নিকট নিতান্ত অযৌক্তিক বলিয়াই মনে হইয়াছে। এদেশে আজও এত বেশী সংখ্যায় ব্যাঙ্ক ও বীমা কোম্পানী গড়িয়া উঠে নাই যাহাতে উহাদের সম্পর্কে বিশেষ একটা নিয়ন্ত্রণ নীতি বলবৎ রাখা দরকার হইতে পারে। অবিলম্বে শেয়ার বিক্রয় সম্পর্কে সমস্ত বিধিনিষেধ একেবারে উঠাইয়া লওয়াই গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য। যদি তাঁহারা তাহা না করেন তবে অন্ততঃ অন্যান্য ধরণের কোম্পানীর মত ব্যাঙ্ক এবং বীমা কোম্পানীকে বিনা অনুমতিতে এক লক্ষ টাকার শেয়ার বিক্রয়ের ক্ষমতা দেওয়া তাঁহাদের পক্ষে খুবই উচিত হইবে।

পাটের ভবিষ্যৎ

মহাযুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটায় পাটের ভবিষ্যৎ খুব উজ্জ্বল বলিয়া মনে হইতেছে। যুদ্ধের জন্য সমুদ্রপথ বিঘ্নসঙ্কুল থাকায় গত কয় বৎসর বিদেশে পাট ও চট রপ্তানীর অসুবিধা ঘটিয়াছিল। উপযুক্ত সংখ্যক জাহাজের অভাবেও উহাদের রপ্তানী অনেক পরিমাণে বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছিল। এক্ষণে সেই সব অসুবিধা প্রায় সম্পূর্ণ কাটিয়া গিয়াছে। বিভিন্ন দেশে যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠনের কাজ সুরু হওয়ার ফলে অদূর ভবিষ্যতে পাট ও চটের চাহিদা সর্ব্বত্রই বড় হইয়া দেখা দিবে। কাজেই এবার সকল দিক দিয়াই উহাদের রপ্তানী বৃদ্ধি পাইবার সম্ভাবনা আছে। যুদ্ধের সময়ে সামরিক শিল্প কারখানার জন্য বেশী পরিমাণে কয়লার প্রয়োজন হওয়ায় এদেশের পাটকলগুলি গত কয় বৎসর উহার উপযুক্তরূপ যোগান পায় নাই। ফলে কলসমূহের কাজ কতক পরিমাণে বন্ধ রাখিতে হইয়াছিল। সে কারণে চটকলে পাটের কাটতিও হ্রাস পাইয়াছিল। কতকগুলি চটকল গবর্ণমেণ্ট নিজেদের কর্তৃত্বাধীনে নিয়া তাহাদিগের ভিতর সমরসম্ভার তৈয়ারের ব্যবস্থা করায় গত কয় বৎসর উহারা একেবারেই পাট খরিদ করে নাই। কিন্তু যুদ্ধ শেষ হওয়ার ফলে চটকল সম্পর্কে অদূর ভবিষ্যতে সকল দিক দিয়াই অবস্থার বিশেষ পরিবর্ত্তন আশা করা যাইতেছে। যে সব কল গবর্ণমেণ্ট নিজেদের কর্তৃত্বাধীনে লইয়াছেন শীঘ্রই তাহা তাঁহারা মালিকদের হাতে ফিরাইয়া দিবেন। সমরশিল্পের কাজ ফুরাইয়া যাওয়ায় অচিরে সমস্ত চটকলের পক্ষে উপযুক্ত পরিমাণ কয়লার যোগান পাওয়াও সম্ভবপর হইবে। বিদেশে চট ও থলের বর্দ্ধিত দাবী ও তাহা ইচ্ছামত রপ্তানীর সুযোগ দেখিয়া চটকলগুলি তখন নবোদ্যমে সে সমস্ত প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিবে। কাজেই অদূর ভবিষ্যতে কলসমূহে পাটের ব্যবহার খুবই বাড়িয়া যাইবে। সামরিক প্রয়োজনে গবর্ণমেণ্ট কতকগুলি চটকলের গুদাম নিজেদের জিম্মায় লওয়ায় উহাদের পক্ষে বেশী পাট কিনিয়া মজুত রাখিবার সুবিধা ছিল না। সামরিক প্রয়োজন মিটিয়া যাওয়ায় অদূর ভবিষ্যতে গবর্ণমেণ্ট পাটকলের গুদাম সমস্তই ছাড়িয়া দিবেন। আর সেই সুযোগে চটকলওয়ালারা বেশী পাট কিনিয়া তাহা গুদামে মজুত করিতে আরম্ভ করিবে সন্দেহ নাই। কাজেই এবার সকল দিক দিয়াই পাটের বেশী রকম দাবী দাওয়া হইবে বলিয়া বুঝা যাইতেছে। পাটের চাহিদা থাকিলেও অত্যধিক পরিমাণে পাট উৎপন্ন হওয়ার ফলে অনেক সময় উহার দর বাড়িতে পারে না। বাঙ্গলায় সেরূপ শোচনীয় অবস্থা আমরা বহুবার প্রত্যক্ষ করিয়াছি। কিন্তু এবারকার পাট ফসল সম্পর্কে সেরূপ কোন আশঙ্কার কারণ একেবারেই নাই। গবর্ণমেণ্ট যে হারে পাটের জমি নিয়ন্ত্রণ করিয়াছেন তাহাতে এবার দেশে ৭০ লক্ষ বেলের বেশী পাট উৎপন্ন হইবে বলিয়া মনে হয় না। উহার সহিত গত বৎসরের ১২ লক্ষ বেল উদ্বৃত্ত যোগ করিলে এবার দেশে পাটের মোট যোগান দাঁড়াইবে মাত্র ৮২ লক্ষ বেল। অথচ এবার পাটের মোট চাহিদা ইহার চেয়ে অনেক বেশী হইবে। গত ১৯৪৪-৪৫ সালের মরশুমে নানা অসুবিধার জন্য মাত্র ৭৫ লক্ষ বেল পাট কাটতি হইয়াছিল। চটকলের কাজ উল্লেখযোগ্যরূপ বাড়িবার ফলে ও রপ্তানীর সুযোগ বিশেষভাবে প্রসারিত হওয়ার ফলে এবার পাটের চাহিদা প্রায় ১ কোটি বেল পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পাওয়ার আশা আছে। চাহিদার তুলনায় পাটের যোগান যেখানে ২৫ লক্ষ বেলের মত কম হওয়ার সম্ভাবনা সেখানে পাটের মূল্য এবার অবশ্যই বাড়িবে বলা যাইতে পারে।

পাটচাষীর শত্রু

কিন্তু এবার পাটের দর চড়িবার বিশেষ সম্ভাবনা থাকিলেও পাটচাষীরা যে তাহার সুবিধা পুরাপুরিভাবে গ্রহণ করিতে পারিবে সে আশা কম। কৃষকদের অসুবিধা অনেক, তাহাদের শত্রুরও অভাব নাই। পাটচাষীদের অধিকাংশই দরিদ্র বলিয়া তাহারা পাট অধিক দিন হাতে ধরিয়া রাখিতে পারে না। পাট উৎপন্ন হওয়ামাত্রই বাজারে উহা বিক্রয় করিয়া তাহাদিগকে অন্য প্রয়োজনীয় জিনিষ সংগ্রহের চেষ্টা করিতে হয়। তাহা ছাড়া ভবিষ্যতে দর বাড়িবার সম্ভাবনা বুঝিতে না পারিয়াও উহারা অনেক সময় কম মূল্যে বাজারে পাট ছাড়িয়া দিতে আরম্ভ করে। পাটের দালাল ও চটকলওয়ালা সম্প্রদায় নিজেদের মুনাফা বৃদ্ধির জন্য কৃষকদের সেই অজ্ঞানতা ও অসহায়তাকে ভালভাবেই কাজে লাগাইয়া থাকে। নূতন পাট বাজারে উঠিবার সময় উহারা একদিকে পাটের অতি উৎপাদন হইয়াছে বলিয়া প্রচার করিতে আরম্ভ করে। অপরদিকে নূতন পাট বেশী করিয়া ক্রয় করা সম্পর্কেও একটা অনাগ্রহের ভাব প্রকাশ করিতে থাকে। এই প্রকার কারসাজির ফলে বাজারে অবসাদের ভাব সঞ্চার হয়। ভবিষ্যতের জন্য পাট ধরিয়া রাখিতে সাহসী না হইয়া কৃষকেরা জলে দরে তাহা বিক্রয় করিয়া দিতে আরম্ভ করে। কৃষকদের হাতছাড়া হওয়ার পর পাট ও বাজার ক্রমে ক্রমে তেজী হইয়া উঠে। কিন্তু বর্দ্ধিত মূল্য পাটচাষীদের উপকারে না লাগিয়া ফড়িয়া ও চটকলওয়ালাদের মুনাফার অঙ্কই শুধু বাড়াইয়া তোলে। ১৯৪৫-৪৬ সালের নূতন পাটের মরশুম সুরু হওয়ার সঙ্গে বাঙ্গলায় এবারও আমরা সেই সনাতন কারসাজিরই পুনরাবৃত্তি লক্ষ্য করিতেছি। নূতন পাট বাজারে উঠিবার সময় হইয়াছে দেখিয়া পাটের দালাল ও চটকলওয়ালারা তাহা ক্রয় সম্পর্কে অনাগ্রহের ভাব দেখাইতেছেন। পাটের দর নিম্ন রাখিবার জন্য উহাদের পক্ষ হইয়া 'ক্যাপিটেল' পত্র এবার পাটের চাহিদা কম করিয়া দেখাইতে আরম্ভ করিয়াছেন। এই পত্রের মতে যুদ্ধের অবসান ঘটিলেও পাটকলের উৎপাদন গতবারের তুলনায় বাড়িবার আশা কম। বাহির পাট ও চটের রপ্তানী বৃদ্ধি পাইলেও তাহা তেমন উল্লেখযোগ্য কিছু হইবে না। গত বৎসরের পাট হইতে কৃষকদের হাতে অনেকটা উদ্বৃত্ত থাকিয়া গিয়াছে। এ বৎসরে পাটের উৎপাদন বেশী না হইলেও সেই উদ্বৃত্ত মিলাইয়া মোট যোগান চাহিদার তুলনায় যথেষ্টই দাঁড়াইবে। কাজেই এবার পাটের দর বাড়িবার কোন কারণ নাই। চটকলওয়ালাদের স্বার্থের খাতিরে তাহাদের মুখপত্র হিসাবে ইহা ক্যাপিটেল পত্রের নির্লজ্জ ভণ্ডামী ছাড়া আর কিছুই নহে। এবার পাটের ভবিষ্যৎ যে সব দিক দিয়াই উজ্জ্বল এবং দর বাড়িবার যে সম্ভাবনা উপরে তাহা আমরা ভালভাবেই প্রদর্শন করিয়াছি। ক্যাপিটেল পত্রের স্বার্থপর প্রচারকার্য্যে বিভ্রান্ত না হইয়া কৃষকদের পক্ষে এবার খুবই উচিত হইবে ভবিষ্যতে ভাল দর পাওয়ার জন্য যথাসম্ভব বেশী সময় পাট ধরিয়া রাখা।

কলিকাতার দুগ্ধ-সমস্যা

সম্প্রতি বাংলা সরকার কলিকাতার দুগ্ধ সমস্যার সমাধানকল্পে এক পরিকল্পনা প্রকাশ করিয়াছেন—প্রয়োজনের তুলনায় দুগ্ধের যোগানের অপ্রাচুর্য্য ও দুর্ম্মূল্যের প্রতিকারের উদ্দেশ্যে বাংলা সরকার তাঁহাদের পরিকল্পনাকে দীর্ঘ মেয়াদী ও অল্প মেয়াদী এই দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনার দ্বারা কলিকাতার নিকটবর্ত্তী অঞ্চলসমূহে দুগ্ধের উৎপাদন বৃদ্ধি করা হইবে, দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্যাদির যোগান ও মূল্য সরকার কর্ত্তৃক নিয়ন্ত্রিত হইবে। এই সমস্ত কাজ সমাধা করিতে বিশাল কর্ম্মসূচীর প্রয়োজন। কেবলমাত্র কলি-

দেশের ও দশের সেবায়
নির্ভরযোগ্য ও নিরাপদ প্রতিষ্ঠান
ইণ্ডিয়ান সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।
পিপলস্ ব্যাঙ্ক লিঃ
৫।১, রয়েল এক্সচেঞ্জ প্লেস,
কলিকাতা
ফোন : কলিঃ ৩৩৮১ :: তার : 'Honey Comb,' Cal
আমাদের বিশেষজ্ঞ দ্বারাই ষ্টক এক্সচেঞ্জের বিবিধ শেয়ার ও সিকিউরিটি ক্রয় বিক্রয় করা হয়।
আপনাদের সহানুভূতি প্রার্থনীয়

কাতার প্রয়োজনীয় দুগ্ধ সরবরাহের জন্যই প্রায় ১ লক্ষ ৮০ হাজার দুগ্ধবতী গাভীর দরকার হইবে বলিয়া সরকারী রিপোর্টে বলা হইয়াছে। এই সমস্ত গাভীর চারণের জন্যও ৭০ বর্গ মাইলেরও অধিক ভূমির দরকার হইবে। ইহা ছাড়া এইরূপ গোশালা চালনা করিতে হইলে যে অভিজ্ঞতা দরকার তাহারও বাংলাদেশে বিশেষ অভাব। যাহা হৌক উক্ত পরিকল্পনা কার্য্যকরী করিবার উদ্দেশ্যে বাংলা সরকার কলিকাতা হইতে ৩৫ মাইল দূরবর্ত্তী কাঁচরাপাড়ার নিকটবর্ত্তী হরিণঘাটা নামক স্থানে ৬ হাজার একর পরিমাণ জমি নিয়া একটি গবেষণাগার ও প্রজনন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা মঞ্জুর করিয়াছেন। কিন্তু এই দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনার ফল পাইতে বিলম্ব হইবে বলিয়া সরকার আশু অভাব মিটাইবার জন্য একটি অল্প মেয়াদী পরিকল্পনাও গ্রহণ করিয়াছেন। সহরাঞ্চলের, বিশেষতঃ কলিকাতা, ঢাকা ও চট্টগ্রামের দুগ্ধ উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য পাঞ্জাব, যুক্তপ্রদেশ ও বিহার হইতে দুগ্ধবতী গাভী আমদানী করা হইবে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, বর্ত্তমান যুদ্ধের পূর্ব্বে প্রতি বৎসর বাংলাদেশে এই তিনটি প্রদেশ হইতে হাজার হাজার গাভী আমদানী করা হইত। কিন্তু সম্প্রতি পাঞ্জাব ও যুক্তপ্রাদেশিক সরকার তাঁহাদের স্ব স্ব প্রদেশ হইতে বাংলাদেশে গাভী রপ্তানীর সংখ্যা কমাইয়া দিয়াছেন এবং বিহার সরকার এই রপ্তানী একেবারে বন্ধ করিয়াছেন। এই রপ্তানীর পরিমাণ যাহাতে বৃদ্ধি পায় বাংলা সরকারের অল্প মেয়াদী পরিকল্পনার তাহাই প্রধান লক্ষ্য। ইহা ছাড়া গবাদি পশুর চিকিৎসার ব্যবস্থা করা, গোশালাসমূহের ভাড়া নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদিও এই পরিকল্পনার অঙ্গীভূত। দুগ্ধ সমস্যা সমাধানকল্পে ইহাই সংক্ষেপে বাংলা সরকারের পরিকল্পনা। মোটের উপর এই পরিকল্পনার বিরুদ্ধে আমাদের বিশেষ কিছু বলিবার নাই; কিন্তু কলিকাতার তথা সমগ্র বাংলার দুগ্ধ সমস্যা নূতন নহে। এত দীর্ঘদিন অতিবাহিত হইবার পর বাংলা সরকারের এই দিকে কৃপাদৃষ্টি পড়িয়াছে এবং ফলে এই পরিকল্পনা প্রকাশিত হইয়াছে। কবে পর্য্যন্ত যে এই পরিকল্পনা ফলপ্রসূ হইবে এবং বাংলার শিশু ও প্রসূতিগণ প্রয়োজনীয় দুগ্ধ পাইবে সে সম্পর্কে আমরা ভরসা করিয়া বিশেষ কিছু বলিতে পারি না। এই বিষয়ে বোম্বাই সরকারের কার্য্যাবলীর উল্লেখ হয়ত অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। এক বৎসর পূর্ব্বেই বোম্বাই সরকার দুগ্ধ উৎপাদন বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে প্রায় ১ কোটি টাকা ব্যয়ে এক পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়া কার্য্য করিতেছেন। উহার ফলে বোম্বাই সহরের অধিবাসিগণ অল্পমূল্যে দুগ্ধ পাইতেছে। যদিও বোম্বাইয়ে এখনও যথেষ্ট দুগ্ধের সরবরাহ সম্ভব হয় নাই তথাপি আমরা বোম্বাই সরকারের এই উদ্যম প্রশংসনীয় মনে করি। আশা করি, বাংলা সরকার তাঁহাদের শৈথিল্য ত্যাগ করিয়া কলিকাতার ও সমগ্র বাংলার দুগ্ধের অভাব মিটাইতে অবিলম্বে প্রয়াসী হইবেন।

তাঁতবস্ত্রের মূল্য হ্রাসের সমস্যা

প্রকাশ, ভারত সরকার এদেশে তাঁতবস্ত্রের মূল্য নিয়ন্ত্রণের কথা বিবেচনা করিতেছেন এবং এবিষয়ে উপযুক্ত সুপারিশ প্রদানের জন্য এডিশন্যাল ডেপুটি টেক্সটাইল কমিশনার মিঃ কাজিমিকে নিয়োগ করিয়াছেন। মিঃ কাজিমি উপরোক্ত বিষয়ে কি নির্দ্দেশ দিবেন তাহা আমরা বলিতে পারি না। কিন্তু তাঁতবস্ত্রের মূল্য হ্রাস করিতে হইলে এই অত্যাবশ্যকীয় শিল্পের যাবতীয় দিক পূর্ব্বাহ্নে ভালভাবে বিচার বিশ্লেষণ করিয়া দেখা দরকার। এদেশে ২৫ লক্ষ তন্তুবায় রহিয়াছে। এইসব তন্তুবায় ও তাহাদের পরিবার-পরিজন মিলাইয়া দেশের প্রায় ১ কোটি লোককে জীবিকার জন্য তাঁত শিল্পের উপর নির্ভর করিতে হইতেছে। জাতীয় অর্থনীতিক্ষেত্রে কুটির শিল্প হিসাবে তাঁতশিল্পের স্থান সকল দিক দিয়া অগ্রগণ্য। দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য পল্লী অঞ্চলের লোকদের অবসর জীবিকা হিসাবে ভবিষ্যতে ঐ শিল্পের প্রচলন বাড়াইবার আবশ্যকতা বড় হইয়াই দেখা দিবে। কাজেই তাঁতবস্ত্রের মূল্য নিয়ন্ত্রণ করিতে হইলে এদেশের তন্তুবায় শ্রেণী যাহাতে কোন প্রকারে ক্ষতিগ্রস্ত না হয় এবং কুটির শিল্প হিসাবে বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতে তাঁতশিল্প প্রসারের পথে যাহাতে কোন প্রতিবন্ধক না ঘটে সেবিষয়ে গবর্ণমেণ্টকে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। গবর্ণমেণ্ট যদি সেভাবে কার্য্যে অগ্রসর হইতে চান তবে সরাসরি তাঁতবস্ত্রের মূল্য হ্রাস না করিয়া তাঁহাদিগকে প্রথমে তাঁতবস্ত্রের চড়া মূল্যের কারণ নির্ণয় করিতে হইবে এবং সুপরিকল্পিত প্রচেষ্টায় সেই কারণ যথাসম্ভব দূর করিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। এদেশে তাঁত শিল্পের প্রধান গলদ এই যে, এখনও অতি পুরাতন ধরণের তাঁত ও সরঞ্জাম নিয়া এই শিল্প পরিচালিত হইতেছে। অন্যান্য দেশের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া এদেশে এই শিল্প সম্পর্কে নানা উন্নত প্রক্রিয়া প্রবর্ত্তনের আজও কোন ব্যবস্থা হইতেছে না। উহাতে তাঁতে কাপড় বুনিতে বেশী সময় ও বেশী শ্রমের দরকার হইতেছে। কাপড়ের উৎপাদন খরচ বেশী পড়িতেছে। এদেশে কাপড়ের পড়তা খরচ বেশী পড়িবার অন্য কারণ হইতেছে সুতা সরবরাহের অব্যবস্থা ও সুতার দুর্ম্মূল্যতা। তন্তুবায়দের প্রয়োজন বুঝিয়া তাহাদের হাতে পরিমাণ মত সুতা পৌঁছাইয়া দিবার উপযুক্ত এজেন্সী এদেশে স্থাপিত হয় নাই। যুদ্ধের সময়ে সুতার মূল্য এতদিন অব্যাহতভাবে বাড়িয়া চলিতেছিল। তন্তুবায়দের পক্ষে বিশেষ অসুবিধার কারণ জানিয়াও গবর্ণমেণ্ট প্রথম প্রথম তাহার মূল্য নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে কোন গরজ দেখান নাই। বহু বিলম্ব করিয়া পরে তাঁহারা সেবিষয়ে কার্য্যনীতি অবলম্বন করিয়াছেন সত্য, কিন্তু সুতার মূল্য সরকারীভাবে নিম্নস্তরে নির্দ্ধারিত থাকিয়া চোরাকারবারীদের মারফতে তাহা অনেক গুণ বেশী মূল্যেই বাজারে বিক্রীত হইতেছে। সরকার নির্দ্ধারিত নিম্নমূল্যে উপযুক্ত পরিমাণ সুতা পাওয়ার সুবিধা নাই দেখিয়া দেশের তন্তুবায়দিগকে চোরাকারবারীদের নিকট হইতে বেশী মূল্য দিয়া সুতা সংগ্রহ করিতে হইতেছে। সেজন্য এই যুদ্ধের সময় তাঁতবস্ত্রের উৎপাদন খরচ খুব বেশী পড়িতেছে। তাহা ছাড়া তাঁতবস্ত্র বিক্রয় সম্পর্কে দেশে কোন সুব্যবস্থা নাই। মধ্যবর্ত্তী ব্যবসায়ীরা কম দরে তন্তুবায়দের নিকট হইতে কাপড় ক্রয় করিয়া নিজেদের অপরিমিত মুনাফার জন্য তাহা অনেক বেশী দরে বাজারে ছাড়িতেছে। উহার ফলে এই দুষ্প্রাপ্যতার বাজারে সকল দিক দিয়াই তাঁতবস্ত্রের দর বৃদ্ধির কারণ ঘটিয়াছে। গবর্ণমেণ্ট যদি তাঁত শিল্পের কল্যাণ চান তবে তাঁতে কাপড় বুনিবার উন্নত প্রক্রিয়া প্রচলন সম্পর্কে, তন্তুবায়দিগকে ন্যায্য দরে উপযুক্ত পরিমাণ সুতা সরবরাহ সম্পর্কে ও তাঁতের তৈয়ারী কাপড় চালান ও বিক্রয় সম্পর্কে সকল দিক দিয়া যথাবিহিত সুব্যবস্থা তাঁহাদিগকে করিতে হইবে। সে সব দিকে দৃষ্টি না দিয়া সরাসরি তাঁতবস্ত্রের মূল্য হ্রাস করিতে গেলে তন্তুবায়দের ক্ষতি ঘটিবার, দেশে তাঁতবস্ত্রের যোগান হ্রাস পাওয়ার এবং সকল দিক দিয়া এই শিল্পের দুর্দ্দিন দেখা যাওয়ার আশঙ্কা আছে।

রেলওয়ে ও জনসাধারণ

যুদ্ধপ্রচেষ্টার অজুহাত দেখাইয়া এতদিন এদেশের রেলপথসমূহে বেসামরিক প্রয়োজনে গাড়ীর সংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করা হইয়াছে। ভাড়া বৃদ্ধি ও প্রাইওরিটি নীতি দ্বারা মাল চলাচলে বিঘ্ন উপস্থিত করা হইয়াছে এবং রেলগাড়ীতে লোকের যাতায়াত নানাভাবে ক্লেশকর ও দুঃসাধ্য করিয়া তোলা হইয়াছে। যুদ্ধের অবসান ঘটায় দেশের জনসাধারণ অচিরে ঐ সব দুর্দ্দশা সম্পর্কে একটা প্রতিকার হইবে বলিয়া আশা করিতেছে। জাপান আত্মসমর্পণ করিবার পর দেশের অনেক বণিক সংসদ ও জনসঙ্ঘ হইতে রেলওয়ে বোর্ডের নিকট আনন্দজ্ঞাপক তারবার্ত্তা প্রেরণ করা হইয়াছে। যুদ্ধ সমাপ্তির পর রেলওয়ে বোর্ড অনতিবিলম্বে যাহাতে দেশে যাত্রী ও মাল চলাচলের সুব্যবস্থা করেন সেজন্য উহাতে তাঁহাদিগকে অনুরোধ জ্ঞাপন করা হইয়াছে, কিন্তু রেল কর্ত্তৃপক্ষের নিকট হইতে ঐ প্রয়োজনীয় বিষয়ে এখনও কোন ভরসা পাওয়া যাইতেছে না। নয়াদিল্লী হইতে ইউনাইটেড প্রেস অব ইণ্ডিয়া যে খবর দিয়াছেন, তাহাতে বরং এসম্পর্কে কর্ত্তৃপক্ষের মনোভাব সম্পূর্ণ বিরূপ বলিয়াই মনে হইতেছে। উহারা বলিয়াছেন, যুদ্ধের অবসান ঘটায় এখন হইতে রেল ভ্রমণের সুযোগ বাড়িবে বলিয়া জনসাধারণ আশা করিতেছে। কিন্তু অচিরে সে আশা ফলবতী হওয়ার কোন সম্ভাবনা বাস্তবিকই নাই। ভারতীয় রেলওয়ের সমক্ষে নানারূপ যুদ্ধোত্তর সমস্যা যেরূপ বড় হইয়া দেখা দিতেছে তাহাতে জনসাধারণের সুযোগ সুবিধা বুঝিয়া এদেশে রেল পরিচালনার নীতি পরিবর্ত্তিত করিতে যথেষ্ট সময় লাগিবে। প্রাচ্য ভূখণ্ডের অনেক স্থলে কিছুকালের জন্য সামরিক কর্ত্তৃত্ব ও সামরিক শাসন বিস্তারের পরিকল্পনা গৃহীত হওয়ায় ভারতীয় রেলওয়েকে যুদ্ধবন্দী, সৈন্য ও রসদ চলাচলে বিস্তর পরিমাণে সাহায্য করিতে হইবে। যুদ্ধ শেষ হইলেও শীঘ্র তাহাদের সামরিক কাজ ফুরাইবে না। তাহা ছাড়া যুদ্ধের সময়ে রেলের ইঞ্জিন ও রেলের অন্যান্য শ্রেণীর উপকরণ সম্পর্কে যে ক্ষয়ক্ষতি ঘটিয়াছে তাহা অনতিবিলম্বে যথাযথ পরিপূরিত হওয়ার সম্ভাবনা নাই। কাজেই যুদ্ধ শেষ হইয়াছে বলিয়া এখন হইতেই বেসামরিক প্রয়োজনে গাড়ী বাড়িবে এবং যাত্রী ও মাল চলাচলের পূর্ব্বরূপ সুবিধা হইবে বলিয়া আশা করা বৃথা।

ইউনাইটেড প্রেস অব ইণ্ডিয়ার এই খবর শুনিয়া অনেকেই আতঙ্কগ্রস্ত হইবেন সন্দেহ নাই। যুদ্ধের সময়ে দেশে সামরিক প্রয়োজন ও বেসামরিক প্রয়োজনের ভিতর একটা সামঞ্জস্য রাখিয়া অন্যান্য দেশে রেলওয়ের কাজ নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে। কিন্তু এদেশের রেল কর্ত্তৃপক্ষ বেসামরিক প্রয়োজন উপেক্ষা করিয়া সামরিক বিভাগের সুবিধা অনুযায়ী মুখ্যতঃ তাহাদের নির্দ্দেশেই এতদিনই রেলওয়ের কাজ পরিচালনা করিয়াছেন। যুদ্ধ শেষ হওয়ায় দেশের প্রয়োজন বুঝিয়া রেল কর্ত্তৃপক্ষ যাত্রী ও মাল চলাচল সম্পর্কে অচিরে একটা সুব্যবস্থা করিবেন বলিয়া আশা করা যাইতেছিল। কিন্তু নানা অজুহাতে এদেশে রেল পরিচালনায় যুদ্ধকালীন বিরূপ নীতিই আরও কিছুকাল কায়েম রাখা হইবে বলিয়া ইউনাইটেড প্রেস অব ইণ্ডিয়ার খবরে প্রকাশ পাইয়াছে। আজিকার দুর্দ্দিনে এর চেয়ে নৈরাশ্যব্যঞ্জক খবর আর কিছু হইতে পারে না।

চাঁদপুর
মডেল ব্যাঙ্ক
লিমিটেড
রেজিঃ অফিস—চাঁদপুর
হেড অফিস :—
৪নং সিনাগগ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
শাখাসমূহ :—
বড়বাজার, দক্ষিণ কলিকাতা, হাটখোলা, ইটালী মার্কেট, ডামুড্যা, পুরাণবাজার, পালং, ঢাকা, বোয়ালমারি, পিরোজপুর, কামারখালি ও বোলপুর।
স্থাপিত :- ১৯২৬
ম্যানেজিং ডিরেক্টর
এস, আর, দাশ

নানা কথা

'ষ্টেটসম্যান' পত্রে জনৈক ভদ্রলোক ভারতে রাস্তাঘাটের অপ্রাচুর্য্য এবং দুরবস্থা সম্বন্ধে কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া দেশবাসীর কৃতজ্ঞতা-ভাজন হইয়াছেন। উক্ত পত্রলেখক বলেন—ভারতবর্ষের আয়তন ১৫ লক্ষ ৮০ হাজার বর্গ মাইল। কিন্তু এদেশে মাত্র ৭৪ হাজার মাইল পাকা রাস্তা আছে। বাকী যে ২ লক্ষ ২৬ হাজার মাইল কাঁচা রাস্তা এদেশে রহিয়াছে তাহা বর্ষার দিনে এরূপ কর্দ্দমাক্ত এবং যানবাহন চলাচলের এরূপ অনুপযুক্ত হইয়া দাঁড়ায় যাহার ফলে এই-গুলিকে রাস্তা বলাই চলে না। ভারতে রাস্তা-ঘাটের এরূপ অপ্রাচুর্য্য ও দুরবস্থা থাকার দরুণ এদেশের পল্লী অঞ্চল হইতে কৃষিজাত পণ্য সহজে সহরে পৌঁছিতে পারে না এবং দেশের শিল্প-বাণিজ্যের সমূহ ক্ষতি হইয়া থাকে। এজন্য পত্র-প্রেরক প্রস্তাব করিয়াছেন যে, এদেশে অন্ততঃ ৩ লক্ষ মাইল নূতন পাকা রাস্তা নির্ম্মাণ করিতে হইবে এবং দেশে বর্ত্তমানে যে ২ লক্ষ ২৬ হাজার মাইল কাঁচা সড়ক রহিয়াছে তাহাকে পাকা সড়কে পরি-ণত করিতে হইবে। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে, এদেশে ১৮ ফুট চওড়া প্রতি মাইল পাকা সড়ক নির্ম্মাণ করিতে গড়ে ১০ হাজার টাকা এবং প্রতি মাইল কাঁচা সড়ককে পাকা সড়কে পরিণত করিতে গড়ে ৫ হাজার টাকা খরচ পড়ে। এরূপ অবস্থায় এদেশে ৩ লক্ষ মাইল নূতন পাকা রাস্তা তৈয়ার করিতে ৩১০ কোটী টাকা এবং ২ লক্ষ ২৬ হাজার মাইল কাঁচা রাস্তাকে পাকা রাস্তায় পরিণত করিতে ১১৩ কোটী টাকা খরচ হইবে। ভারত-বর্ষের মত দেশের পক্ষে উহা তেমন কিছু বেশী নহে। ইণ্ডিয়ান রোডস কংগ্রেসে সভাপতিত্ব কালে গত ১৯৪৩ সালে সার কেনেথ মিচেল বলিয়াছিলেন—ভারতবর্ষের এক হাজার জনসংখ্যা বিশিষ্ট কোন পল্লী রাজপথ হইতে আধ মাইলের বেশী দূরবর্ত্তী হইবে না—এই আদর্শ অবলম্বনে ভারতে রাস্তাঘাটের প্রসার হওয়া আবশ্যক। দুঃখের বিষয় ভারত সরকার এখন পর্য্যন্ত এই নীতিকে আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করেন নাই।

* * *

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের বার্ষিক সভায় সভাপতিত্বকালে সম্প্রতি উহার গবর্ণর সার চিন্তামন দেশমুখ ভারতে ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের প্রসার সম্বন্ধে যে সমস্ত তথ্য-তালিকা প্রকাশ করিয়াছেন তাহা বিশেষ উৎসাহ-ব্যঞ্জক। সার চিন্তামন বলেন যে, গত ৩০শে জুন তারিখে যে বৎসর শেষ হইয়াছে তাহাতে ১০টী নূতন ব্যাঙ্ক রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তালিকাভুক্ত হওয়াতে এদেশে তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কের মোট সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে ৮৬। এতদতিরিক্ত বৎসরের শেষে তালিকাভুক্ত হওয়ার জন্য আরও ১১টী ব্যাঙ্কের আবেদন বিবেচনাধীন ছিল। এই এক বৎসরের মধ্যে সমস্ত তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কের হেড অফিস ও শাখা অফিস লইয়া মোট অফিসের সংখ্যা ২১৪১ হইতে ২৭১৫তে বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই এক বৎসরে সমস্ত তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কে আমানতের পরিমাণও ৭৪৭ কোটী ৪৪ লক্ষ টাকা হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ৮৬৮ কোটী ৫৮ লক্ষ টাকায় পরিণত হইয়াছে। অবশ্য এই এক বৎসরের মধ্যে ব্যাঙ্ক-সমূহের মোট আমানতের মধ্যে হস্তস্থিত নগদ টাকার হার শতকরা ১৬·৯৫ ভাগ হইতে শতকরা ১৩·৩৩ ভাগে নামিয়া গিয়াছে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে উহা উল্লেখযোগ্য যে, আলোচ্যবর্ষে ব্যাঙ্কসমূহে চলতি আমানতের পরিমাণ যে ভাবে বৃদ্ধি পাই-য়াছে তাহার তুলনায় স্থায়ী আমানতের পরিমাণ বেশী হারে বৃদ্ধি পাইয়াছে। কাজেই ব্যাঙ্ক-সমূহের হাতে নগদ টাকার হার হ্রাস পাইলেও কোন ভয়ের কারণ ঘটে নাই। সার চিন্তামনের প্রদত্ত বিবরণ হইতে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তালিকার বহির্ভূত ব্যাঙ্কগুলিরও আলোচ্য বৎসরে উল্লেখ-যোগ্য উন্নতির পরিচয় পাওয়া যায়। গত ১৯৪৪ সালের ১লা জানুয়ারী তারিখে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তালিকা বহির্ভূত ৫৩০টী ব্যাঙ্ক রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিকট নিয়মিতভাবে উহাদের রিপোর্ট দাখিল করিত। বৎসরের শেষে রিপোর্ট প্রদানকারী এই শ্রেণীর ব্যাঙ্কের সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে ৬১৩টী। বৎসরের প্রথমে উপরোক্ত ৫৩০টী ব্যাঙ্কে মোট আমানতের পরিমাণ ছিল ৩৪ কোটী ৭৯ লক্ষ টাকা —কিন্তু ১৯৪৪ সালের ২৪শে নবেম্বর তারিখে উপরোক্ত ৬১৩টী ব্যাঙ্কে মোট আমানতের পরি-মাণ ছিল ৪৬ কোটী ৮১ লক্ষ টাকা। এই সব ব্যাঙ্কে নগদ টাকার পরিমাণও আলোচ্য এক বৎসরের মধ্যে ৪ কোটী ৮৮ লক্ষ টাকা হইতে ৫ কোটী ৬০ লক্ষ টাকায় বৃদ্ধি পাইয়াছে। উক্ত বিবরণ হইতে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে গত এক বৎসর কালের মধ্যে ভারতে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তালিকা-ভুক্ত এবং তালিকার বহির্ভূত সকল শ্রেণীর ব্যাঙ্কেরই উল্লেখযোগ্যরূপ উন্নতি ঘটিয়াছে।

* * *

বর্ত্তমান যুদ্ধে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র এবং ইংলণ্ডের কিরূপ ক্ষতি স্বীকার করিতে হইয়াছে তৎসম্বন্ধে লণ্ডনের 'ফিনান্সিয়াল নিউজ' একটী তুলনামূলক বিচার করিয়াছেন। উক্ত পত্র বলেন যে, এই যুদ্ধে গত ৩০শে জুন তারিখ পর্য্যন্ত আমে-রিকার যুক্তরাষ্ট্রের গবর্ণমেণ্ট ৩০ হাজার কোটী ডলার এবং গত ৩১শে মার্চ্চ তারিখ পর্য্যন্ত বৃটীশ গবর্ণমেণ্ট ২৷৷ হাজার কোটী পাউণ্ড খরচ করিয়া-ছেন। কিন্তু টাকার হিসাবে খরচের যে হিসাব হয় তাহা দ্বারা এক একটা দেশের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ উপলব্ধি করা যায় না। যুদ্ধের সময়ে এক একটা দেশের স্থাবর ও অস্থাবর যে সম্পত্তি বিনষ্ট হয়, যে সব লোক হতাহত এবং কর্ম্মশক্তিহীন হয়, দেশের সমাজ জীবনে যে দুর্নীতির প্রশ্রয় ঘটে এবং বিদেশের নিকট হইতে যে ঋণ সংগৃহীত হয় তদ্দ্বারাই দেশের প্রকৃত ক্ষয়ক্ষতি নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে। 'ফিনান্সিয়াল নিউজ' বলেন যে, যুদ্ধের সময়ে ইংলণ্ড যে অত্যধিক পরিমিত সমর-সরঞ্জাম ব্যবহার করিয়াছে তাহার কতকাংশ দেশের উৎপাদন শতকরা ৪০ ভাগ বৃদ্ধি করিয়া, কতকাংশ দেশের জীবনযাত্রার আদর্শ খর্ব্ব করিয়া, কতকাংশ নিজেদের সঞ্চিত মূলধন খরচ করিয়া এবং কতকাংশ বিদেশ হইতে ঋণ করিয়া সংগ্রহ করিয়াছে। পক্ষান্তরে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের গবর্ণমেণ্ট যে সমস্ত সমর-সরঞ্জাম ব্যবহার করি-ছেন, তাহা উক্ত দেশেই উৎপাদন করিয়া লওয়া হইয়াছে। অবশ্য এই যুদ্ধে আমেরিকার যুক্ত-রাষ্ট্রের কোন ক্ষতি হয় নাই বলা চলে না। ইউ-নাইটেড প্রেস অব আমেরিকার মতে যুদ্ধের ফলে উক্ত দেশের ২ লক্ষ ৬০ হাজার লোক প্রাণ হারাইয়াছে, উহার আরও লক্ষ লক্ষ লোক বিকলাঙ্গ হইয়াছে এবং ঐ দেশের শিল্প ও বহির্ব্বাণিজ্য বিপর্য্যস্ত হইয়াছে। উক্ত দেশের সমাজতত্ত্ব-বিদদের মতে যুদ্ধের সময়ে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের জনসাধারণের যে নৈতিক অবনতি ঘটিয়াছে তাহা যুদ্ধজনিত ক্ষতির একটা বড় দফা। কিন্তু এই তুলনায় ইংলণ্ডের ক্ষতি অনেক বেশী হইয়াছে। প্রথমতঃ ইংলণ্ডে শত্রুর আক্রমণে লোকের বাড়ী ঘর ও অন্যবিধ সম্পত্তি যে ভাবে বিনষ্ট হইয়াছে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে সেরূপ কিছুই হয় নাই। দ্বিতীয়তঃ আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের তুলনায় ইংলণ্ডের অনেক বেশী লোক নিহত ও আহত হইয়াছে। তৃতীয়তঃ যুদ্ধের জন্য ইংলণ্ড উহার জনসাধারণের জীবনযাত্রার আদর্শ খর্ব্ব করিতে বাধ্য হওয়াতে উক্ত দেশের লোকের কর্ম্মশক্তি হ্রাস পাইয়াছে—যদিও উহা যে ভাবে হ্রাস পাইবে বলিয়া আশঙ্কা করা হইয়াছিল সেই ভাবে হ্রাস পায় নাই—আমে-রিকাতে উহার প্রয়োজন ঘটে নাই। চতুর্থতঃ যুদ্ধসরঞ্জাম সংগ্রহের জন্য ইংলণ্ডকে উহার বিদেশস্থ অনেক সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া দিতে হইয়াছে—আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রকে সেরূপভাবে কিছু বিক্রয় করিতে হয় নাই। পঞ্চমতঃ এই একই উদ্দেশ্যে ইংলণ্ড যুদ্ধের সময়ে বিদেশে ৩০০ কোটী পাউণ্ড ঋণ গ্রহণ করিয়াছে এবং শেষ পর্য্যন্ত উহা ৪০০ কোটী পাউণ্ডে পরিণত হইবে। ইংলণ্ড ঋণ ও ইজারা ব্যবস্থায় অনেক মালপত্রও ধার করিয়াছে। ইংলণ্ড যদি এই ঋণ অস্বীকার না করে তবে শেষ পর্য্যন্ত উহাকে মালপত্র দিয়া উহা শোধ করিতে হইবে। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রকে সেরূপ কোন ঋণ করিতে হয় নাই; বরং যুদ্ধের সময়ে উক্ত দেশ ঋণ ও ইজারা ব্যবস্থায় বিভিন্ন দেশে যে ৩৯০০

(৪১৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

Nothing is Stronger than Strength

CASH and gild-edged securities account for more than 50 per cent of our deposits.

READILY realisable and fully secured loans and advances account for more than 25 per cent of our deposits.

SOUND business assets account for more than 25 per cent of our deposits.

Your Sacred Money Will be Safe in our Strong Hands

Bankers' Union Ltd.,

P-7, Mission Row Extn., Calcutta

Phone Cal. 3436

ভারতের যুদ্ধোত্তর বেকার সমস্যা

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এপয়েন্টমেণ্টস্ বোর্ডের সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রকুমার সান্যাল সম্প্রতি রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটি অব্ বেঙ্গলের এক সভায় যুদ্ধোত্তর বেকার সমস্যা সম্পর্কে একটী প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছেন। যুদ্ধপ্রচেষ্টার তোড়জোড় বন্ধ হওয়ার সঙ্গে অদূর ভবিষ্যতে ভারতে কি পরিমাণ লোক নূতন করিয়া কর্ম্মহীন হওয়ার সম্ভাবনা আছে এবং যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠনের সরকারী পরিকল্পনা দ্বারা সেই কর্ম্মহীনতার সমস্যা কতদূর পরিমাণে সমাধান হওয়ার আশা আছে ঐ প্রবন্ধে তাহা বিশদভাবে আলোচনা করা হইয়াছে। মহাসমরের অবসানে ভারতের আসন্ন বেকার সমস্যার কথা ভাবিয়া দেশের লোক আজ উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিয়াছে। এই সময়ে শ্রীযুক্ত সান্যালের মত একজন অভিজ্ঞ ও বিচক্ষণ লোক সেই সমস্যাটিকে নিপুণভাবে বিশ্লেষণ করায় এ সম্পর্কে অনেক জ্ঞাতব্যবিষয় ভালভাবে জানিবার ও বুঝিবার সুবিধা হইয়াছে। তাঁহার উপস্থাপিত বিবরণ ও নির্দ্দেশসমূহকে ভিত্তি করিয়া বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা সংক্ষেপে যুদ্ধোত্তর বেকার সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা করিব।

যুদ্ধপ্রচেষ্টার জন্য গত কয় বৎসরে ভারতে কোন্ দিক দিয়া কি পরিমাণ নূতন লোকের কর্ম্মসংস্থান হইয়াছে শ্রীযুক্ত সান্যাল তাঁহার প্রবন্ধে প্রথমে সে বিষয়ে একটি বরাদ্দ উপস্থিত করিয়াছেন। যুদ্ধসমাপ্তির ফলে এই সব নব নিযুক্তদের মধ্যে কি সংখ্যক লোক অদূর ভবিষ্যতে বেকার হইবার সম্ভাবনা আছে অতঃপর তাহা তিনি পরিমাপ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। যুদ্ধের পূর্ব্বে ভারত সরকারের সামরিক বিভাগের অধীনে ১ লক্ষ ৮২ হাজার সৈন্য ছিল। গত কয় বৎসর সমভাবে নূতন লোক নিয়োগ করার ফলে এই বিভাগের অধীনে মোট সৈন্যসংখ্যা ২০ লক্ষের উপর দাঁড়াইয়াছে। যুদ্ধের পূর্ব্বে ভারতীয় নৌ-বহরে মাত্র ১২০০ লোক নিযুক্ত ছিল। গত ১৯৪৪ সালের প্রথমে সেই সংখ্যা বাড়িয়া ৩০ হাজার হয়। তাহার পর উহা আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে সন্দেহ নাই। ভারতীয় বিমান বহরে যুদ্ধের প্রথমে মাত্র ১৩ জন অফিসর ও ২৬০ জন পাইলট ছিল। এক্ষণে সেই সংখ্যা দশগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। যুদ্ধ সমাপ্ত হওয়ায় ভারতীয় সমর বিভাগে এত বেশী সংখ্যক লোক রাখিবার প্রয়োজনীয়তা এখন আর নাই। কাজেই অদূর ভবিষ্যতে সৈন্য বাহিনী হইতে কমপক্ষে ১৫ লক্ষ লোককে বিদায় লইতে হইবে।

যুদ্ধের সময়ে গত কয় বৎসরে ভারতে গোলাগুলি ও অন্য যুদ্ধসরঞ্জাম নির্ম্মাণের কারখানা উল্লেখযোগ্য পরিমাণে সম্প্রসারিত হইয়াছে। গত ১৯৩৯ সালে দেশে গোলাগুলি তৈয়ারের কারখানায় ১৫ হাজার লোক কাজ করিত। ১৯৪৪ সালে সেই সংখ্যা বাড়িয়া ১ লক্ষ হয়। সৈন্যদের পোষাক-পরিচ্ছদ নির্ম্মাণের কারখানায় বর্ত্তমানে ৯০ হাজার লোক কাজ করিতেছে। হার্ণেস এণ্ড স্যাডলারি ফ্যাক্টরীতে পূর্ব্বে ২ হাজার লোক নিযুক্ত ছিল। এক্ষণে সেখানে কর্ম্মনিরত লোকের সংখ্যা ১৮ হাজার পর্য্যন্ত বাড়িয়াছে। স্যাডলারি ফ্যাক্টরীর সহিত যে সব কনট্রাক্টরের যোগাযোগ রহিয়াছে তাহারাও বর্ত্তমানে নিজেদের অধীনে ২৫ হাজার লোক খাটাইতেছে। যুদ্ধ শেষ হইয়া যাওয়ায় এই সব কারখানার কাজে মন্দা দেখা দিবে। আর তাহাতে উপরোক্ত তিন শ্রেণীর অর্ডন্যান্স ফ্যাক্টরী হইতে ১ লক্ষ ৮২ হাজার লোক বাহির হইয়া আসিবে। যুদ্ধপ্রচেষ্টার জন্য গত কয় বৎসরে অনেক সরকারী দপ্তরের কাজ সম্প্রসারিত হইয়াছে। নূতন দপ্তরও কিছু কিছু গড়িয়া উঠিযাছে। এই সমস্তের ভিতর কি পরিমাণ নূতন লোক নিয়োগ করা হইয়াছে তাহার কোন নির্ভরযোগ্য বিবরণ পাওয়া যায় না। শ্রীযুক্ত সান্যালের ধারণা কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারসমূহের অধীনে ঐ সব দিক দিয়া যুদ্ধের সময়ে কমপক্ষে ৫০ হাজার নূতন লোকের কর্ম্মসংস্থান হইয়াছে। যুদ্ধ শেষ হইয়া যাওয়ার ফলে অদূর ভবিষ্যতে উহাদের মধ্যে অধিকাংশেরই কাজ ফুরাইয়া যাওয়ার আশঙ্কা আছে।

১৯৪১ সালের শেষে ভারতে জাপানী আক্রমণের সম্ভাবনা দেখিয়া এদেশে বিমান আক্রমণ হইতে জনসাধারণকে রক্ষা করিবার জন্য ও দেশে আভ্যন্তরীণ শান্তি রক্ষার জন্য বহুল সংখ্যায় এ আর পি অফিসর, সিভিক গার্ড, হোম গার্ড প্রভৃতি নিয়োগ করা হয়। এই সব সার্ভিসে ভারতে সর্ব্বসমেত কত লোক নিযুক্ত ছিল তাহার হিসাব পাওয়া যায় না। তবে বাংলায় এই সব সার্ভিসে মোট ৩৮ হাজার লোকের কর্ম্মসংস্থান হইযাছিল বলিয়া প্রকাশ পাইয়াছে। জাপান হঠিয়া যাওয়ার ফলে গত কয় মাস পূর্ব্ব হইতেই এই সব লোকের কাজ ফুরাইয়াছে। উহাদিগকে চাকুরী হইতে অপসারণ করিবার কার্য্যনীতি ইতিমধ্যেই সুরু হইয়াছে। যুদ্ধের সময়ে বিভিন্ন জিনিষপত্রের চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় এদেশে ছোট, মাঝারি ও বৃহদাকার শিল্প প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বাড়িয়াছে। সামরিক প্রয়োজন মিটাইবার জন্য গবর্ণমেণ্ট অনেক ক্ষেত্রে সাক্ষাৎভাবে এই সব শিল্প সম্পর্কে উৎসাহ দিয়াছেন। শিল্প প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ও শিল্প প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়ায় এই সমস্তের ভিতর যুদ্ধের সময়ে পূর্ব্বের তুলনায় অনেক বেশী সংখ্যক লোকের কাজ জুটিয়াছে। ছোটখাট শিল্পে কি পরিমাণ নূতন লোকের কর্ম্মসংস্থান হইয়াছে তাহার কোন নির্ভরযোগ্য বিবরণ সংগ্রহ করা দুষ্কর। কারখানা শিল্পের (সরকারীভাবে রেজিষ্ট্রীকৃত) হিসাব লইলে জানা যায় ঐ সমস্তের ভিতর যেস্থলে ১৯৩৮ সালে ১৭ লক্ষ লোক কাজ করিত, ১৯৪১ সালে সেস্থলে তাহাদের সংখ্যা বাড়িয়া ২১ লক্ষ হইয়াছিল। যুদ্ধপ্রচেষ্টার তোড়জোড় খুব বাড়িবার ফলে ১৯৪৪ সালে এদেশের কারখানা শিল্পে কর্ম্মনিরত লোকের সংখ্যা ১৯৩৮ সালের তুলনায় যে প্রায় দ্বিগুণ দাঁড়াইয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। মহাযুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটায় এই সব শিল্পে পুনরায় মন্দা দেখা দিবে। জিনিষপত্রের চাহিদা ও সরকারী অর্ডারের তোড়জোড় কমিয়া আসার সঙ্গে কারখানার কাজ হইতে নূতন লোক বিস্তর পরিমাণে অপসারিত হইবে। শ্রীযুক্ত সান্যালের ধারণা এই দফায় ৮ লক্ষ ৭৫ হাজারের

ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া

সর্ব্ব প্রকারের বিদেশী মুদ্রার বিনিময়ের কাজ গ্রহণ করা হয়।

স্থানীয় হেড অফিস :
কলিকাতা * বোম্বাই
মাদ্রাজ

এতদ্ব্যতীত ভারতের সর্ব্বত্র, ব্রহ্মদেশ ও সিংহলে ৪০০এর উপর শাখা ও সাব-অফিস রহিয়াছে।

লণ্ডন অফিস :
২৫, ওল্ড ব্রড ষ্ট্রীট।

বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ

ভবিষ্যতে সুখ-শান্তি ভোগের জন্য সুখস্বপ্নই বর্ত্তমানকে ক'রে তোলে কর্ম্মময়—সেই কর্ম্মশক্তির উদ্দীপনা মানুষকে এনে দেয় আয়ের সংস্থান—তখন মানুষ উপার্জ্জিত অর্থের সদ্ব্যবহার ক'রতে যায় ভুলে—স্বপ্ন স্বপ্নই থাকে।

*

ভবিষ্যতের আশা পূরণ ক'রতে হ'লে যে সুযোগ্য প্রতিষ্ঠানের পরিকল্পনায় চালিত হওয়া দরকার উহাই—

!!!

ক্যালকাটা
কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক
লিমিটেড

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার সিডিউলড্ ভুক্ত
১৫, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
মিঃ এস, দত্ত ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

মত লোক ভবিষ্যতে বেকার হইবে। যুদ্ধের জন্য ভারতীয় রেলওয়েতেও গত কয় বৎসরে কিছু পরিমাণ নূতন লোক নিয়োগ করা হইয়াছে। ভারতীয় রেলপথসমূহে বর্ত্তমানে ৮ লক্ষ লোক কাজ করিতেছে। মহাসমরের অবসানে এদিক দিয়াও ৫৪ হাজারের মত লোকের কর্ম্মচ্যুতির সম্ভাবনা আছে। (সম্প্রতি ওরিয়েন্ট প্রেস খবর দিয়াছে রেল কর্ত্তৃপক্ষ ১ লক্ষ ৪০ হাজার লোককে বরখাস্ত করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন)।

এইভাবে সকল দিক বিচার বিশ্লেষণ করিয়া শ্রীযুক্ত সান্যাল যুদ্ধের অবসান ঘটায় অদূর ভবিষ্যতে এদেশে ২৭ লক্ষ লোক নূতন করিয়া বেকার হইবে বলিয়া আশঙ্কা করিতেছেন। যুদ্ধের সময়ে এ্যারোড্রোম তৈয়ার, রাস্তা নির্ম্মাণ ও সৈন্যাবাস নির্ম্মাণের কাজে যে সমস্ত লোককে অস্থায়ীভাবে নিযুক্ত করা হইয়াছিল তাহাদের সংখ্যা উহাতে ধরা হয় নাই। ছোটখাট শিল্প ব্যবসায়ে যে সব নূতন লোকের কাজ জুটিয়াছিল, সঠিক বিবরণের অভাবে তাহাদের সংখ্যাও ঐ বরাদ্দের ভিতর অন্তর্ভুক্ত হয় নাই। উহাদের কথা বিবেচনা করিলে যুদ্ধের পরে দেশে কর্ম্মচ্যুত লোকের সংখ্যা ২৭ লক্ষের অনেক বেশী দাঁড়াইবে বলিয়াই শ্রীযুক্ত সান্যালের ধারণা। সকল দিক ভালভাবে অনুধাবন করিয়া যেভাবে তিনি এই ধারণায় উপনীত হইয়াছেন তাহাতে উহা কিছুমাত্র অতিরঞ্জিত নহে বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস।

এই জটিল বেকার সমস্যা কিভাবে সমাধান করা হইবে তাহাই হইতেছে যুদ্ধসমাপ্তির পর বর্ত্তমানে সবচেয়ে ভাবনার বিষয়। মহাসমরের অবসানে এই ধরণের সমস্যা নিদারুণভাবে আত্মপ্রকাশ করিবার আশঙ্কা আছে জানিয়া ইংলণ্ড ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গবর্ণমেণ্ট পূর্ব্ব হইতে যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠন পরিকল্পনা স্থির করিয়া রাখিয়াছেন। অন্যান্য দেশের অনুকরণে এদেশের গবর্ণমেণ্টও গত দুই বৎসর যাবৎ ঐ বিষয় নিয়া আলোচনা করিতেছেন। যুদ্ধের পরে বেকার লোকদের কর্ম্মসংস্থানের জন্য ব্যাপকভাবে তাঁহারা নানা স্কীম কার্য্যে পরিণত করিবেন বলিয়া ভরসাও দিয়া আসিতেছেন। কিন্তু আসলে ঐ বিষয়ে কার্য্যকরী আয়োজন কতটুকু কি করা হইয়াছে এবং সরকারী চেষ্টায় এদেশে যুদ্ধোত্তর বেকার সমস্যা বস্তুতঃ কতদূর পরিমাণে সমাধান হওয়ার সম্ভাবনা রহিয়াছে তাহা নানা কারণে জনসাধারণের পক্ষে বুঝিয়া উঠা কঠিন। শ্রীযুক্ত সান্যাল গবর্ণমেণ্টের মনোভাব অনুধাবন করিয়া ও তাঁহাদের বিভিন্ন পরিকল্পনা বিশ্লেষণ করিয়া তাঁহার উপরোক্ত প্রবন্ধে ঐ বিষয়েও সাধারণকে একটা আভাষ দেওয়ার চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, এদেশের অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য ও এদেশের যুদ্ধোত্তর বেকার সমস্যা সমাধানের জন্য গবর্ণমেণ্ট নানা কমিটি ও কমিশন বসাইয়া গত কয় বৎসরে কৃষি, শিল্প, শিক্ষা ও যানবাহন সম্পর্কে কয়েকটি পরিকল্পনা গঠন করিয়াছেন। জনস্বাস্থ্য সম্পর্কে কোন স্কীম এখন পর্য্যন্ত প্রস্তুত হয় নাই। তবে একটি কমিটি এ সম্পর্কে বিবেচনা করিতেছেন। বিভিন্ন প্রকার স্কীমের মধ্যে শিল্পোন্নতির স্কীমই এদেশের বেকার সমস্যা সমাধানের পক্ষে সব চেয়ে বেশী প্রয়োজন। কিন্তু শিল্প সম্পর্কে উপযুক্ত সংখ্যা-বিবরণের অভাবে ঐ স্কীমটি আজ পর্য্যন্ত ভালভাবে পড়িয়া তোলা সম্ভবপর হয় নাই। কতকগুলি বিশেষ অসুবিধার জন্য ঐ স্কীম অচিরে কার্য্যকরী হওয়ার আশাও কম দেখা যাইতেছে। ভারত শাসন আইনে শিল্প প্রসারের দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য মুখ্যতঃ প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টসমূহের উপর ন্যস্ত করা হইয়াছে। একটি কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা নিয়া ব্যাপকভাবে এদেশে শিল্পোন্নতির কাজে প্রবৃত্ত হইতে হইলে প্রথমে ভারত শাসন আইন সংশোধন করিয়া কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে এ সম্পর্কে উপযুক্ত ক্ষমতা অর্পণ করা প্রয়োজন। কিন্তু আজও সে ব্যবস্থা হইতেছে না। তাহা ছাড়া শিল্পোন্নতির পরিকল্পনা উপস্থিত করিতে গিয়া সরকারীভাবে ঐ বিষয়ে কতকগুলি বিশেষ অসুবিধার কথাও বলা হইয়াছে। এদেশে শিল্প পরিচালনার উপযোগী বিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদনের ব্যবস্থা আজও হয় নাই। এদেশে শিল্প বিষয়ে অভিজ্ঞ কারিগর ও মিস্ত্রীর খুবই অভাব রহিয়াছে। তাহা ছাড়া শিল্পোপযোগী যন্ত্রপাতিও এদেশে নাই। ভারতে শিল্প প্রসারের পথ প্রশস্ত করিতে হইলে প্রথমে ঐ সব অভাব পূরণের পাকা ব্যবস্থা করিতে হইবে। কিন্তু অচিরেই সে ব্যবস্থা হওয়া কঠিন। উপযুক্ত সংখ্যক অভিজ্ঞ কারিগর পাইতে হইলে প্রথমে দেশের যুবকদিগকে কার্য্যকরী শিক্ষার সুযোগ দিতে হইবে। শিল্পোন্নতির জন্য যে যন্ত্রপাতি প্রয়োজন, চাহিবামাত্র তাহা বিদেশ হইতে পাওয়া যাইবে না। যন্ত্রপাতির জন্য বর্ত্তমানে সর্ব্বত্রই যে বিরাট চাহিদা দেখা দিয়াছে তাহাতে বিদেশী শিল্পপতিদের নিকট হইতে উহা উপযুক্ত পরিমাণে সংগ্রহ করিতে যথেষ্ট সময় লাগিবে। এই সব ধরণের অসুবিধার কথা বিবেচনা করিয়া শ্রীযুক্ত সান্যাল যুদ্ধোত্তর বেকার সমস্যা সমাধানের জন্য ভারতে অচিরে ব্যাপকভাবে শিল্পোন্নতির পরিকল্পনা কার্য্যকরী হওয়ার কোন সম্ভাবনা দেখিতেছেন না। তাঁহার এই ধারণা খুব সত্য বলিয়াই আমরা মনে করি।

তবে শ্রীযুক্ত সান্যাল বলিয়াছেন অবিলম্বে ব্যাপকভাবে শিল্প প্রসারের কাজ সুরু করিবার সুবিধা না থাকিলেও শিক্ষা, কৃষি ও রাস্তাঘাট সম্পর্কে গবর্ণমেণ্ট যে পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়াছেন তাহা অচিরে এদেশে কার্য্যকরী করার পক্ষে কোন বাধা নাই। ১৯৪৩ সালে সরকারী ইঞ্জিনীয়ারদের এক সম্মেলনে ভারতে রাস্তাঘাটের উন্নতি সম্পর্কে এক স্কীম তৈয়ার করা হইয়াছিল। ৪৫০ কোটি টাকা ব্যয়ে উহাতে ২০ বৎসরে ৪ লক্ষ মাইল নূতন রাস্তা নির্ম্মাণের প্রস্তাব করা হইয়াছিল। ভারত গবর্ণমেণ্ট যদি অচিরে সেই স্কীম কার্য্যকরী করেন, তবে রাস্তা নির্ম্মাণের কাজে অদূর ভবিষ্যতে বহু কর্ম্মচ্যুত শ্রমিকের পুনরায় কাজ জুটিতে পারে। শিক্ষা, জনস্বাস্থ্য ও বাসস্থানের দিক দিয়া ভারতবর্ষ অন্যান্য দেশের তুলনায় আজ পর্য্যন্ত খুবই পশ্চাতে রহিয়াছে। ঐ সব দিক দিয়াও জাতীয় উন্নতির পরিকল্পনা অচিরে কার্য্যে পরিণত করিবার ব্যবস্থা হইতে পারে। দেশে ব্যাপকভাবে বিদ্যালয়, হাসপাতাল ও বাড়ীঘর নির্ম্মাণের কাজ সুরু হইলে তাহাতে অবিলম্বে বহু লোকের কর্ম্মনিয়োগের সুযোগ হইবে। বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট ঐ শ্রেণীর বিল্ডিং এক্টিভিটি দ্বারা যুদ্ধের পরে ১২ লক্ষ ৫০ হাজার লোকের কর্ম্মসংস্থানের সঙ্কল্প করিয়াছেন। শিক্ষা সম্পর্কে মিঃ সার্জ্জেণ্টের যে স্কীম প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে এদেশে শিক্ষা প্রদানের কাজে ১৮ লক্ষ শিক্ষক নিয়োগ করার কথা বলা হইয়াছে। ঐ স্কীম অনুসারে কাজ আরম্ভ হইলে যুদ্ধের পরে দেশে বহু শিক্ষিত বেকারের উপযুক্ত জীবিকা মিলিতে পারে। ইম্পিরিয়াল কাউন্সিল অব এগ্রিকালচারেল রিসার্চ্চ কৃষি উন্নতির যে পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়াছেন, তাহা কার্য্যে পরিণত হইলে সেদিক দিয়াও যুদ্ধের পরে নূতন করিয়া বহু লোকের কর্ম্মসংস্থানের ক্ষেত্র প্রসারিত হইতে পারে। শ্রীযুক্ত সান্যালের এই সব নির্দ্দেশ খুবই সুচিন্তিত ও সময়োচিত বলিয়াই আমরা মনে করি। গবর্ণমেণ্ট যদি অচিরে ঐ ধরণের বিধিব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া আসন্ন বেকার সমস্যা সমাধানে ব্রতী না হন তবে দেশে যুদ্ধের পরে লোকের দারিদ্র্য ও দুঃখ-দুর্দ্দশার সীমা থাকিবে না।

ইহা প্রসপেক্টাস নহে—বিবৃতি মাত্র

ফিনান্সিয়াল পাব্লিশার্স লিঃ

(১৯১৩-৩৮ সালের ভারতীয় কোম্পানী আইন অনুসারে গঠিত)

রেজিঃ অফিস—১২২ নং বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

অনুমোদিত মূলধন—১,০০,০০০৲

প্রতি ১০০৲ টাকা মূল্যের ১০০০ শেয়ারে বিভক্ত। উহার মধ্যে মোট ৪০৯০০৲ টাকা মূল্যের ৪০৯টী শেয়ার বিক্রয় হইয়াছে এবং শেয়ার বাবদ মোট ৩২০২৫৲ টাকা আদায় হইয়াছে। বাকী ৫৯১০০৲ টাকা মূল্যের ৫৯১টী শেয়ার বিক্রয় হইবে।

শেয়ারের টাকা নিম্নলিখিতভাবে দেয়—

প্রতি শেয়ারে আবেদনের সহিত ২৫৲, শেয়ার বিলি হইবার পর এক মাসের মধ্যে ২৫৲ টাকা এবং বাকী ৫০৲ টাকা অন্যূন তিন মাস পর পর কল করা হইলে দুই কিস্তিতে।

প্রত্যেক আবেদনের সহিত ভর্ত্তির ফি হিসাবে ১৲ দিতে হইবে।

ফিনান্সিয়াল পাব্লিশার্স লিঃ "আর্থিক জগৎ" ও আর্থিক জগৎ প্রেসের মালিক ও পরিচালক। গত ৪ বৎসরকাল ধরিয়া এই কোম্পানী উহার অংশীদারগণকে লভ্যাংশ দিয়া আসিতেছে এবং গত বৎসর (১৯৪৪ সালের মে হইতে ১৯৪৫ সালের এপ্রিল পর্য্যন্ত এক বৎসরে) অংশীদারগণকে আয়করমুক্ত শতকরা বার্ষিক ৬৲ টাকা হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছে। ভবিষ্যতে লভ্যাংশের হার বৃদ্ধি পাইবার যথেষ্ট সম্ভাবনা রহিয়াছে।

কোম্পানীর নির্দ্দিষ্ট ফরমে শেয়ারের জন্য আবেদন করিতে হইবে। এই আবেদনপত্র ১২২নং বহুবাজার ষ্ট্রীটস্থ কোম্পানীর হেড অফিসে পাওয়া যাইবে। শেয়ারের টাকা সহ আবেদনপত্র উক্ত অফিসে প্রেরণ করিতে হইবে।

পাঁচটীর কম শেয়ার কাহাকেও বিলি করা হইবে না।

ডিফেন্স অব ইণ্ডিয়া আইনের নিয়মাবলীর ৯৪ (ক) ধারা অনুসারে বর্ত্তমান শেয়ার বিক্রয়ের জন্য ভারত সরকারের অনুমতি পাওয়া গিয়াছে। একথা সুনিশ্চিতভাবে বুঝিতে হইবে যে, এই অনুমতি দিয়া ভারতসরকার কোম্পানীর অর্থনীতিক ক্ষমতা অথবা এতদসম্পর্কিত কোন বিবৃতি কি মতামতের সম্বন্ধে কোন দায়িত্ব গ্রহণ করিতেছেন না।

রাজনৈতিক প্রসঙ্গ

জাপানী গবর্ণমেণ্টের সহিত সলাপরামর্শের উদ্দেশ্যে সিঙ্গাপুর হইতে বিমানপথে টোকিও যাইবার পথে দুর্ঘটনার ফলে আহত হইয়া গত ১৮ই আগষ্ট তারিখে জাপানের একটী হাসপাতালে বাঙ্গলার অবিসম্বাদী নেতা সুভাষচন্দ্র বসু পরলোক-গমন করিয়াছেন সংবাদে সমগ্র দেশ বিষাদের কৃষ্ণছায়ায় অভিভূত হইয়াছে। ঐহিক সুখভোগের উদ্দেশ্যে অর্থোপার্জ্জনের জন্য বনিয়াদ, শিক্ষা, প্রতিভা, উদ্যম অধ্যবসায়, সংগঠনশক্তি প্রভৃতি যাহার প্রয়োজন সুভাষচন্দ্রের তাহা সমস্তই ছিল। কিন্তু অন্য দশ জনের ন্যায় ঐহিক সুখভোগের স্পৃহা তাঁহাকে আসক্ত করিতে পারে নাই। উহা অপেক্ষা স্বদেশকে পরাধীনতার নাগপাশ হইতে মুক্ত করিবার আকাঙ্ক্ষাই তাঁহার মনে প্রবল ছিল এবং এজন্য তিনি অগ্রগামী রাজনীতির ক্ষুরধার পথ বাছিয়া লইয়াছিলেন। দেশবাসীও দেশসেবার পুরস্কার হিসাবে দুই দুইবার কংগ্রেসের সভাপতির পদে বৃত করিয়া তাঁহাকে পরাধীন জাতির দেয় সর্ব্বোচ্চ সম্মান প্রদান করিয়াছিল। কিন্তু স্বাধীনতা লাভের অদম্য আকাঙ্ক্ষার জন্য তিনি প্রবীণ কংগ্রেস নায়কদের সহিত নিজের মতের সামঞ্জস্য করিয়া চলিতে সমর্থ হন নাই। কংগ্রেস অপেক্ষা অগ্রগামী কর্ম্মপন্থাই ছিল তাঁহার আদর্শ এবং এই আদর্শের জন্যই কংগ্রেসের মধ্যে থাকিয়া তিনি ফরওয়ার্ড ব্লক গঠন করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পর দেশের স্বাধীনতা লাভের এই অদম্য আকাঙ্ক্ষা বশেই তিনি বৃটীশ গবর্ণমেণ্টের শত্রুপক্ষের সহিত যোগদান করেন। আজ যুদ্ধাবসানে দেশবাসী আশা করিয়াছিল যে, তাঁহার জীবন রক্ষা হইবে এবং আজ না হোক দু'দিন পরে তিনি ভারতের রাজনীতিক্ষেত্রে তাঁহার যোগ্য আসন অধিকার করিবেন। বিধাতার বিধানে তাহা হইয়া উঠিল না। সুভাষচন্দ্রের মৃত্যুতে কেবল বাঙ্গলা দেশই যে দরিদ্র হইল এরূপ নহে—সমগ্র ভারতবর্ষ একজন শীর্ষস্থানীয় ও শক্তিমান নেতা হারাইল। এই শোকে আমরা নিজেরাই অভিভূত হইয়াছি। শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু এবং তাঁহার পরিবারস্থ অন্যান্য ব্যক্তিকে সান্ত্বনা দিবার আমরা কোন ভাষা খুঁজিয়া পাইতেছি না।

* * *

ভারতীয় রাজনীতিক সমস্যা সম্বন্ধে আলোচনার জন্য বৃটীশ গবর্ণমেণ্টের আহ্বানে বড়লাট লর্ড ওয়াভেল পুনরায় ইংলণ্ডে যাইতেছেন—এই সংবাদে ভারতীয় রাজনীতিক মহলে আবার বিপুল কর্ম্মব্যস্ততা দেখা দিয়াছে। কিন্তু বড়লাটকে কেন পুনরায় ডাকিয়া নেওয়া হইতেছে, ভারতীয় রাজনীতিক সমস্যার সমাধানের জন্য বৃটীশ গবর্ণমেণ্টের নূতন কোন প্রস্তাব আছে কি না, চূড়ান্ত মীমাংসার সাপেক্ষে বর্ত্তমানে দেশে সর্ব্বদলের সমর্থিত একটী মধ্যবর্ত্তী গবর্ণমেণ্টের যে প্রস্তাব হইয়াছিল তাহা পুনরুজ্জীবিত করা হইবে কি না, লীগ যদি কোন প্রস্তাবই গ্রহণ করিতে রাজী না হয় তাহা হইলে লীগকে বাদ দিয়া কোন মধ্যবর্ত্তী গবর্ণমেণ্ট গঠন করা হইবে কি না—ইত্যাদি যে সব বিষয় দেশবাসীর মন আলোড়িত করিতেছে সেই সব বিষয় সম্বন্ধে সরকারীভাবে কোন কিছুই জানান হয় নাই। ফলে পুনরায় নানাবিধ জল্পনা-কল্পনার বাহুল্য দেখা যাইতেছে। কেহ বলিতেছেন যে, লণ্ডনে একটী গোলটেবিল বৈঠকের ন্যায় বৈঠক আহ্বান করা হইবে এবং তাহাতে ভারতের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণকে পরামর্শের জন্য আহ্বান করা হইবে। আবার কেহ বলিতেছেন যে, আপাততঃ কোন মধ্যবর্ত্তী গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠার সঙ্কল্প বৃটীশ গবর্ণমেণ্ট পরিত্যাগ করিয়াছেন এবং চূড়ান্ত মীমাংসা সম্পর্কে কিরূপ কার্য্যক্রম অবলম্বন করা হইবে তদ্বিষয়ে পরামর্শের জন্যই বড়লাটকে আহ্বান করা হইয়াছে। এই সব সংবাদে আমরা কাহাকেও উৎসাহিত বা নিরুৎসাহ হইতে বলি না। যতদিন পর্য্যন্ত এই বিষয়ে সরকারীভাবে নির্ভরযোগ্য সংবাদ প্রকাশিত না হয় ততদিন পর্য্যন্ত সকলের ধীরভাবে অপেক্ষা করাই সঙ্গত বলিয়া আমরা মনে করি।

* * *

বড়লাটকে বৃটীশ গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক বিলাতে আহ্বান করিবার সংবাদের সহিত এই মর্ম্মেও একটী সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে যে, ১৯৪৬ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদের যে বাজেট অধিবেশন বসিবে তাহাতে যাহাতে পরিষদের নবনির্ব্বাচিত সদস্যগণ যোগদান করিতে পারেন তজ্জন্য উহার পূর্ব্বেই ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদের নূতন নির্ব্বাচন হইবে। ভারতীয় রাষ্ট্র পরিষদ সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে, উহার নির্ব্বাচকমণ্ডলীর তালিকা এখনও প্রস্তুত হয় নাই বিধায় উহার আয়ু ১৯৪৬ সালের মে মাস পর্য্যন্ত বাড়াইয়া দেওয়া হইবে এবং তাহার পর রাষ্ট্র পরিষদের সাধারণ

নিরাপত্তা, প্রতিষ্ঠা ও জনসেবার জন্য

বেঙ্গল মেট্রোপলিটন ব্যাঙ্ক লিঃ

ভারতের জাতীয় ব্যাঙ্কসমূহের ইতিহাসে গৌরবময় স্থান অধিকার করে।

কম সময়ে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী লাভের জন্য এই ব্যাঙ্কে আপনার টাকা নির্ভয়ে খাটাইতে পারেন।

সর্ব্ব প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

হেড অফিস :—৩, মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড, কলিকাতা।

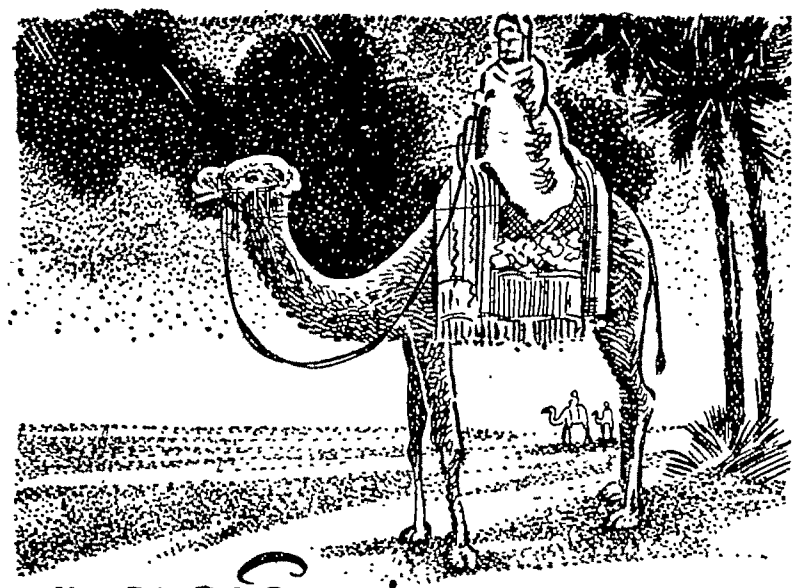

ঘেরাপুঞ্জি হতে

একখানি মেঘ ভাসিয়া বেড়ায় গোবি-সাহারার বুকে

বর্ত্তমান পরিস্থিতি ও নিয়ন্ত্রণে—জীবন যাপন "আণবিক" অত্যাচারের ন্যায়ই দুঃসহ। পথ চলার ক্লান্তি নিবারণ ও সুখাদ্যের অভাব দূর করতে সহরময় পরিব্যাপ্ত "দ্বারিকের" সুনিয়ন্ত্রিত প্রতিষ্ঠানগুলি জনগণের তৃপ্তির আধার।

রচনা কৌশলী

নৈষ্ঠিক পরিবেশক

দ্বারিকানাথ ঘোষ এণ্ড সন্স

লিমিটেড

ভারতের বৃহত্তম মিষ্টান্ন প্রতিষ্ঠান

নির্ব্বাচন হইবে। প্রাদেশিক ব্যবস্থা পরিষদসমূহের নির্ব্বাচন সম্বন্ধে শীঘ্রই একটী ঘোষণা প্রকাশিত হইবে বলিয়া জানান হইয়াছে। ভারতের সমস্ত রাজনীতিক দলই কেন্দ্রে ও প্রদেশসমূহে যে সমস্ত আইন সভা রহিয়াছে তাহা ভাঙ্গিয়া দিয়া তৎস্থলে নূতন নির্ব্বাচন দ্বারা আইন সভা গঠনের জন্য দীর্ঘদিন ধরিয়া দাবী জানাইয়া আসিতেছেন। এরূপ অবস্থায় নূতন নির্ব্বাচন সম্পর্কে সরকারী ঘোষণায় কাহারও আপত্তির কোন কারণ নাই। কিন্তু এই সম্বন্ধে কংগ্রেসের সভাপতি মৌলানা আবুল কালাম আজাদ বড়লাটের নিকট দাবী জানাইয়াছেন যে, বর্ত্তমানে দেশের নানা স্থানে বিভিন্ন কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানের ও কংগ্রেস কর্ম্মীদের উপর যে সব বিধিনিষেধ রহিয়াছে তাহা প্রত্যাহার করা হউক, কারারুদ্ধ সমস্ত কংগ্রেস কর্ম্মিগণকে মুক্ত করা হউক এবং এই সব বিধিনিষেধ প্রত্যাহৃত ও কংগ্রেস কর্ম্মীদের মুক্তির পর উপযুক্তরূপ সময় দিয়া দেশে সাধারণ নির্ব্বাচনের ব্যবস্থা হউক। মৌলানা আজাদের এই দাবী যে সর্ব্বথা যুক্তিসঙ্গত তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। গত তিন বৎসর কাল ধরিয়া দেশের প্রায় সমস্ত কংগ্রেস নেতা ও কংগ্রেস কর্ম্মী কারারুদ্ধ ছিলেন এবং এখনও বহু কংগ্রেস নেতা ও কর্ম্মী কারারুদ্ধ আছেন। দেশের সকল স্থানে এখন পর্য্যন্ত কংগ্রেসী প্রতিষ্ঠানগুলিকে আইনসঙ্গত প্রতিষ্ঠান বলিয়া স্বীকার করিয়া লওয়া হয় নাই। এই সময়ের মধ্যে কংগ্রেসের বহু অর্থ ও সম্পত্তি গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক বাজেয়াপ্ত হইয়াছে। বর্ত্তমানে কংগ্রেসের অনুগামীদের মধ্যে যাঁহারা কারামুক্ত হইতেছেন তাঁহাদেরও গতিবিধি সম্বন্ধে নানাবিধ বিধিনিষেধ জারী করা হইতেছে। যুদ্ধকালীন অর্ডিনান্স এবং ভারতরক্ষা আইনের জন্য সভা-সমিতি ও প্রচারকার্য্য সম্বন্ধেও দেশে এখন পর্য্যন্ত বহু বিঘ্ন বর্ত্তমান। পক্ষান্তরে গত তিন বৎসর কালের মধ্যে কংগ্রেসের বিরুদ্ধবাদী দলসমূহ দেশ শাসনের বিবিধ ক্ষমতা লাভ করিয়া এবং উহার ফলে প্রভূত অর্থের মালিক হইয়া দেশবাসীর উপর উহাদের অনিষ্টকর প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছে। এরূপ অবস্থায় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান ও কংগ্রেস কর্ম্মিগণকে সংগঠন ও প্রচারকার্য্যের জন্য উপযুক্তরূপ সময় না দিয়া যদি তাড়াহুড়া করিয়া আইন সভাসমূহের সাধারণ নির্ব্বাচনের ব্যবস্থা করা হয় তাহা হইলে উহা দ্বারা দেশের সর্ব্বাপেক্ষা জনপ্রিয় ও শক্তিশালী রাজনীতিক প্রতিষ্ঠানের উপর চূড়ান্তরূপে অন্যায় ও অবিচারমূলক কাজই করা হইবে।

* * *

আগামী নির্ব্বাচন সম্বন্ধে ভারতীয় হিন্দুমহাসভার কার্য্যকরী সমিতি আর একটী গুরুত্বপূর্ণ কথার অবতারণা করিয়াছেন। সমিতি বলেন যে, আগামী নির্ব্বাচনে বিভিন্ন প্রাদেশিক আইন সভায় যে সমস্ত সদস্য নির্ব্বাচিত হইবেন ক্রিপস্ প্রস্তাব অনুযায়ী সেই সব সদস্যের ভোটের দ্বারাই গণ-পরিষদের (Constituent Assembly) সদস্য নির্ব্বাচন করা হইবে এবং এই গণ-পরিষদই ভারতের ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্রের খসড়া রচনা করিবেন। ভারতবর্ষ একটী অখণ্ড রাষ্ট্র হইবে, না হিন্দুস্থান ও পাকিস্থান ভেদে উহা পরস্পর বিবদমান বিবিধ রাষ্ট্রে বিভক্ত হইবে তাহাও গণ-পরিষদই স্থির করিবেন। এরূপ অবস্থায় বর্ত্তমান শাসনতন্ত্রে বৃটীশ ভারতের ৩০ কোটী অধিবাসীর মধ্যে মাত্র যে ৪ কোটী লোককে পৃথক নির্ব্বাচনের ভিত্তিতে প্রাদেশিক আইন সভায় সদস্য নির্ব্বাচনের ভোটাধিকার দেওয়া হইয়াছে সেই সব ভোটদাতার ভোটের দ্বারা যদি আইনসভাগুলির সদস্য নির্ব্বাচন করা যায় তাহা হইলে ঐ সব সদস্যের নির্ব্বাচিত গণ-পরিষদ কিছুতেই সমষ্টিগতভাবে দেশবাসীর প্রতিনিধিস্থানীয় হইতে পারিবে না এবং এই গণ-পরিষদের রচিত শাসনতন্ত্রও দেশবাসীর আস্থা অর্জ্জন করিতে পারিবে না। হিন্দুমহাসভার কার্য্যকরী সমিতির এই অভিমতের পিছনে যুক্তি রহিয়াছে। শাসনকার্য্য পরিচালনার ব্যাপারে একটা গোঁজামিল এবং সাময়িক ব্যবস্থা হিসাবে স্বল্পসংখ্যক ভোটদাতা কর্ত্তৃক সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচনের ভিত্তিতে আইন সভাসমূহে নির্ব্বাচিত সদস্যদের দ্বারা কাজ চলিতে পারে। কিন্তু যে প্রতিষ্ঠান দেশের শাসনতন্ত্র স্থির করিবে এবং যাহার কাজের দ্বারা জাতিবর্ণ ও সম্প্রদায় নির্ব্বিশেষে দেশের সর্ব্ব শ্রেণীর সমস্ত লোকের ভাগ্য নির্দ্ধারিত হইবে সেই প্রতিষ্ঠানের সদস্যবর্গ স্ত্রী-পুরুষ নির্ব্বিশেষে দেশের পূর্ণবয়স্ক সমস্ত ব্যক্তির মিলিত ভোটে নির্ব্বাচিত হওয়া আবশ্যক। এই প্রসঙ্গে কংগ্রেস সভাপতি মৌলানা আজাদের সম্প্রতি-প্রকাশিত একটী মন্তব্য বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। মৌলানা আজাদ বলেন কোন প্রদেশ ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত থাকিবে কি উহার বাহিরে চলিয়া যাইবে তাহা গণ-পরিষদের অধিকাংশ সদস্যের ভোটে স্থিরীকৃত হইবে না। প্রত্যেক প্রদেশ হইতে গণ-পরিষদে যে সমস্ত সদস্য নির্ব্বাচিত হইবেন তাঁহারাই ঐ প্রদেশ ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের সহিত যুক্ত থাকিবে কি-না তাহা মীমাংসা করিবেন। বাঙ্গলা দেশ সম্বন্ধে মৌলানা সাহেবের এই উক্তি কিভাবে প্রযুক্ত হইবে তাহা বিচার করা যাক্। বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে মুসলমান সদস্যের সংখ্যা হিন্দু সদস্যের তুলনায় অনেক বেশী। এতদ্ব্যতীত ২৫ জন ইউরোপীয় সদস্যও বরাবর মুসলমান সদস্যদিগকে সমর্থন করিয়া আসিতেছেন এবং ভবিষ্যতেও করিবেন। সুতরাং আনুপাতিক নির্ব্বাচনের (Proportional Representation) ভিত্তিতে নির্ব্বাচন হইলেও বাঙ্গলা দেশ হইতে হিন্দুর তুলনায় বেশী সংখ্যক মুসলমান (ইউরোপীয়ান সহ) সদস্য গণ-পরিষদে নির্ব্বাচিত হইবেন। এরূপ অবস্থায় মৌলানা সাহেবের ঘোষিত নীতি অনুযায়ী যদি মাত্র বাঙ্গলার সদস্যদের দ্বারা বাঙ্গলার ভাগ্য নির্দ্ধারণ করা হয় তাহা হইলে বাঙ্গলা দেশ ভারতীয় সাধারণতন্ত্র হইতে বিচ্যুত হইয়া পাকিস্থানের অন্তর্ভুক্ত হইবে। অথচ সাম্প্রদায়িক পৃথক নির্ব্বাচনের ভিত্তিতে বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের সদস্যদের নির্ব্বাচন হইবে বিধায় এই ব্যাপারে কার্য্যকরীভাবে বাধা দিবার পক্ষে বাঙ্গলার ২॥ কোটি হিন্দুর কোন উপায়ই থাকিবে না। মোটের উপর কংগ্রেস সভাপতির উপরোক্ত উক্তির পর হিন্দু মহাসভার কার্য্যকরী সমিতির মন্তব্য আরও বিশেষ ভাবে প্রণিধান করিবার আবশ্যকতা উপস্থিত হইয়াছে। আমরা আশা করি কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটী উহার আগামী অধিবেশনে মৌলানা আজাদের উপরোক্ত মন্তব্যের সম্বন্ধে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত করিবার পূর্ব্বে হিন্দু মহাসভার কার্য্যকরী সমিতির অভিমতও বিশেষভাবে বিবেচনা করিয়া দেখিবেন।

* * *

বাঙ্গলা দেশে লাট সাহেবের স্বৈরাচারমূলক শাসনের অবসান ঘটাইয়া বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের অধিকাংশ সদস্যের সমর্থিত একটী মন্ত্রিসভা গঠনের জন্য মৌলবী ফজলুল হক, ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত কিরণশঙ্কর রায় প্রভৃতি নেতৃবর্গ দাবী করিতেছেন। বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের ১২০ জন সদস্যের স্বাক্ষরিত একটী আবেদনও ভারত সচিব লর্ড পেথিক লরেন্সের সমক্ষে উপস্থিত করা হইয়াছে। কিন্তু উহাতে কোন ফল হয় নাই। বাঙ্গলার লাট সাহেব ইতিমধ্যে ৫ জন শ্বেতাঙ্গ সিভিলিয়ানকে তাঁহার উপদেষ্টা নিয়োগ করিয়াছেন এবং বৃটীশ পার্লামেণ্টেও বাঙ্গলায় ৯৩ ধারার শাসনের মেয়াদ বৃদ্ধি করিবার একটী প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। আমাদের মনে হয় যে, বর্ত্তমান অবস্থায় লাট সাহেব বাঙ্গলায় মন্ত্রিসভা গঠন না করিয়া ভাল কাজই করিয়াছেন। আমরা যতদূর জানি নাজিম মন্ত্রিমণ্ডলীর পতনের পর বাঙ্গলায় একটী সর্ব্বদলীয় মন্ত্রিসভা গঠনের জন্য লাটসাহেব আন্তরিকভাবে চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু অন্য সমস্ত

(৪১৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

হেড অফিস ফি. ৪১৮ ★ স্যাপিত ১৯২৯ ★ ক্লাইভ ষ্ট্রীট ফি. ২৯৮০
প্রবর্ত্তক ব্যাঙ্ক
লিমিটেড্
৬১, বহুবাজার ষ্ট্রীট ★ ৮১, ক্লাইভ ষ্ট্রীট
কলিকাতা
অন্যান্য শাখা :—চট্টগ্রাম, চন্দননগর, রাজসাহী, সিরাজগঞ্জ, জলপাইগুড়ি, মৈমনসিং ও সান্তাহার।
— সুদের হার —
কারেণ্ট ১/২% সেভিং ব্যাঙ্ক ২%
বাজার চলতি শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় হয়।
অন্যান্য ডিপোজিট, লোন ও ওভারড্রাফ্ট সম্বন্ধে পত্র লিখুন।
ম্যানেজার : শ্রী মতিলাল রায়।

সর্ব্বসাধারণের আস্থাভাজন হওয়াই আমাদের একমাত্র প্রচেষ্টা
কণ্টিনেণ্টাল ব্যাঙ্ক অফ এশিয়া লিঃ
হেড অফিস—১২নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা
টেলিগ্রাম—কনবাসিয়া টেলিফোন—কলিঃ ৫৮৯০
বাংলা, আসাম, বিহার ও ইউ, পির সমস্ত প্রসিদ্ধ ব্যবসাকেন্দ্রে এই ব্যাঙ্কের শাখা অফিস আছে।
সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

ফোন : ক্যাল ৪০৫৩
ইউনাইটেড ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন
লিমিটেড
৩।১, ম্যাঙ্গো লেন, কলিকাতা।
শাখা :—বড়বাজার, শ্যামবাজার (কলিকাতা), গোপালগঞ্জ, মাদারীপুর, চরমুগুরিয়া, ভাঙ্গা (ফরিদপুর), নওপাড়া (যশোহর), মরেলগঞ্জ (খুলনা), সোনামুখী, বাঁকুড়া, কিরনাহার (বীরভূম)।
চলতি হিসাবে সুদ বার্ষিক শতকরা ১৲ সেভিংস শতকরা ২॥০
স্থায়ী আমানতে উচ্চহারে সুদ দেওয়া হয়।
সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

খেয়ালীর খাতা

কলিকাতার ট্রামে বাসে ভীড়ের জন্য অনেক দুর্ঘটনা ঘটে। কাহারও হাত পা ভাঙে, কাহারও ধাক্কা ধাক্কিতে পড়িয়া যাইয়া জীবনান্ত পর্য্যন্ত ঘটে। সম্প্রতি পুলিশ কমিশনার না কি এ বিষয়ে সজাগ হইয়াছেন। যাহাতে বাসের হাতল ধরিয়া কেহ ঝুলিয়া না থাকে, কেহ ট্রামের পিছনে জানালার উপর বসিয়া না যায় সেজন্য পুলিশ পাহারার ব্যবস্থা হইবে শুনিতেছি। গাড়ীগুলিতে অতিরিক্ত বোঝাই না হয়, ফুটবোর্ডে ভীড় না হয় সে দিকে দৃষ্টি দেওয়া হইবে। কিছুটা আশার কথা। বোম্বেতে দেখিয়াছি রাস্তার ট্রাম ও বাসের ষ্টপগুলিতে পুলিশ আছে, তাহারা ওঠানামার সময়ে ধাক্কা ধাক্কি যাহাতে না হয়, গাড়ীগুলিতে দম আটকাইয়া মরার মতো ভীড় না হয়, সে দিকে কড়া নজর রাখে। যাহা বোম্বেতে সম্ভব তাহা কলিকাতায় কেন হইবে না?

* * *

জামা ছেঁড়া, ছাতার খোঁচা খাওয়া, পা মাড়ানো ইত্যাদি ছোটখাটো উৎপাত এবং হাত পা ভাঙার মতো মারাত্মক দুর্ঘটনার দায়িত্ব ট্রাম ও বাস-গুলিরই প্রধান। যুদ্ধের জন্য নতুন ট্রাম তৈরী হইতে পারিতেছে না, নূতন বাস চালাইতে পারা যাইতেছে না এসকল কৈফিয়ৎ আমরা অনেকবার শুনিয়াছি। কিন্তু যুদ্ধের অজুহাতে ট্রাম কোম্পানী কীভাবে যাত্রীদের cost-এ টাকা লুটিতেছেন সম্প্রতি তাহার কিছুটা রহস্য ফাঁস হইয়াছে। ট্রাম কোম্পানী ভাঙ্গা গাড়ীগুলি মেরামত করিতেছেন না, গাড়ী বিগড়াইলে তাড়াতাড়ি তাহার কোন ব্যবস্থা হইতেছে না। যুদ্ধের আগে কোম্পানীর মেরামতী বিভাগে তৎপরতা ছিল, গাড়ী যত শীঘ্র সম্ভব মেরামত করিয়া লাইনে বাহির করিবার তাড়া ছিল। এখন কোম্পানী মনে করেন, যাত্রীদের যাওয়ার গরজ যখন আছে তখন তাহারা হাতল ধরিয়া ঝুলিতে ঝুলিতেই হউক, কিম্বা জানালায় বসিয়াই হউক, ট্রামে চাপিবেই। সুতরাং বেশী তৎপরতার প্রয়োজন কি? দশটা পাঁচটায় আপিসের ভীড় আছে। সে সময় লোকে বসিতে পাইবার কথা ভাবে না। কোন রকমে ট্রামের ভিতরে ঢুকিতে পারাটাই তখন একমাত্র লক্ষ্য হইয়া দাঁড়ায়। কিন্তু আপিসের সময় বাদ দিয়া অন্য সময়েতো ভীড় কম হওয়ার কথা। কিন্তু হয় না। তাহারও কারণ কোম্পানীর দাও মারিবার মতলব। আপিসের ভীড়ের সময় পার হইয়া গেলেই লাইনে গাড়ীর সংখ্যা কমাইয়া দেওয়া হয়। অবশ্য যুদ্ধের আগেও এই রীতি ছিল। তখন তাহাতে কোন ক্ষতি ছিল না। বেলা বারোটায় বা রাত আটটার পরে গাড়ীতে যাত্রী সংখ্যা হইত কম। লাইনে কম গাড়ী চালাইলেও লোকে বসিয়া যাইতে পারিত। কিন্তু আজকাল ভীড়ে যাত্রীদের প্রাণান্ত। যুদ্ধের আগের নিয়ম মানিলে চলিবে কেন? আগের মতো non-rush period, কম ভীড়ের সময়, বলিয়া এখন কিছুই নাই। কিন্তু ট্রাম কোম্পানী দেখিতেছেন লোকে "বাদুড় ঝুলিয়া" যাইতে যখন আপত্তি করিতেছে না তখন অল্প গাড়ী চালাইয়া বেশী লাভের সুবিধাটুকু ছাড়িব কেন? পুলিশ কর্তৃপক্ষ ভীড় কমাইতে যাইয়া কেবল যাত্রীদের উপর খবরদারী না করিয়া ট্রাম কোম্পানীরও উপরে নজর রাখিবেন তো? তাহারা যাহাতে গাড়ী ডিপোতে বসাইয়া না রাখে সে ব্যবস্থা করা হইবে তো?

* * *

ট্রামের মতো আরও একটি ব্যাপারে আমরা প্রত্যহ উপদ্রব সহিতেছি। সেটি টেলিফোন। কলিকাতায় যাঁহাদের বাড়ীতে টেলীফোন আছে, তাঁহারাই জানেন মাসে মাসে ভাড়া, কল, সারচার্জ প্রভৃতি মোটা টাকা দিয়াও টেলীফোন লইয়া কিরূপ দুর্ভোগ ভুগিতে হয়। প্রথমতঃ রিসিভার তুলিয়া মিনিট পাঁচেক বসিয়া থাকিতে হইবে। কোনই সাড়া শব্দ নাই। তাহার পর রিসিভারের ক্রেডেলটি টিপিয়া টিপিয়া যদি বা ভাগ্যক্রমে শুনিলেন "নাম্বার প্লিজ", নম্বর বলিয়া আরও পাঁচ মিনিট নষ্ট করিতে হইবে। আপনি সন্ধ্যা বেলায় শ্বশুর বাড়ীতে শালীর কাছে টেলীফোন করিতে চাহেন। "হ্যালো" শুনিয়া বলিলেন "কে? বীণা?" ওপাশ হইতে অমনি হেড়ে গলার উত্তর আসিল, "আপ্ কিসকো মাংতে? এ গেণ্ডিয়া মল্ ঝুন্ ঝুন্ লালকো মোকান হ্যায়"। চাহিলেন ডাক্তারকে, পাইলেন পুলিশ ষ্টেশন। যদি বা নেহাৎ ভাগ্য-ক্রমে ঠিক নম্বরটি পাইলেন তাহাতেও সুবিধা নাই। ঠিক যে সময়ে আপনি অত্যন্ত জরুরী কথাটা সুরু করিয়াছেন ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই লাইনটি কাটিয়া দেওয়া হইল। তাহার পরে আধ ঘণ্টা চেষ্টা করিয়াও আর আপনি এক্সচেঞ্জের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে পারিবেন না, পাইবেন না সেই নম্বরটি দ্বিতীয়বার। আপনি বেশী পীড়াপীড়ি করিলে এক্সচেঞ্জ হইতে বলিয়া দিবে "নো রিপ্লাই," যদিও যে লাইনটি আপনি চাহিতেছেন সেটি হয়তো কোন ব্যাঙ্কের, ফ্যাক্টরীর অথবা পত্রিকা আপিসের, যে সকল জায়গা হইতে উত্তর না পাওয়ার কোন কথাই উঠিতে পারে না।

* * *

সব চেয়ে মারাত্মক ব্যাপার ক্রস্ কানেক্সন্। আপনি একজনের সঙ্গে কথা বলিতেছেন হঠাৎ বলা নাই, কহা নাই, মাঝখান হইতে তৃতীয় কে একজন হ্যালো, হ্যালো করিয়া বিভ্রাট বাধাইতে সুরু করিল। আপনার প্রয়োজনীয় কথা যাহা বলার ছিল, তাহা আর বলা হইল না। এই ক্রস্ কানেকসন্ বিভ্রাটে কত জনের যে অপ্রস্তুত হওয়ার কারণ ঘটিতেছে তাহার সীমা সংখ্যা নাই। দিন কয়েক আগেকার কথা। বিকালে আপিস হইতে এক বন্ধুকে টেলীফোন করিব বলিয়া নম্বর চাহি-লাম। লাইন পাইতেই শুনিলাম, একটি তরুণ-তরুণীর প্রেমালাপের ভগ্নাংশ। মেয়েটি বলিতেছে "তুমি শুধু দুপুর বেলা টেলীফোন করো, সে-সময় বাড়ীতে কেউ থাকে না, মা দোতলায় ঘুমিয়ে থাকে। অন্য সময় টেলীফোন করলে কখন হয়-তো ধরা পড়ে যাব।" গলা ঝাড়িয়া বলিলাম, "ভদ্রে, ধরা আজও পড়িয়াছেন। তবে বাঁচোয়া এই যে, আপনি আমাকে চেনেন না, আমিও আপনাকে চিনিনা। গোপনে প্রেম করাটা ভালো, তবে সেটা আর একটু সাবধানে করিবেন। টেলী-ফোনটা যথাসাধ্য এড়াইয়াই চলিবেন। যন্ত্রটা বিশ্বাসঘাতক।" ওদিক হইতে দুম্ করিয়া রিসি-ভার রাখিয়া দেওয়ার শব্দ পাইলাম। জানিনা ঋষি বাল্মীকির মতো "মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং" ইত্যাদি বলিয়া প্রণয়ীযুগল শাপ মন্যি করিয়াছেন কিনা।

* * *

ইউনাইটেড
ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল
ব্যাঙ্ক লিমিটেড

স্থাপিত-১৯৪০

সিডিউলভুক্ত ব্যাঙ্ক

চেয়ারম্যান—শ্রীযুক্ত যদুনাথ রায়

সুবিধাজনক সর্ত্তে সাধারণ ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ করা হয়।

হেড অফিস—

৭, ওয়েলেসলী প্লেস, কলিকাতা

শাখাসমূহ—

বড়বাজার, শ্যামবাজার, হাটখোলা (কলিকাতা), ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, চাঁদপুর ও ময়মনসিংহ।

পে-অফিস : মিরকাদিম

জেনারেল ম্যানেজার :

এ চ্যাটার্জি, বি-কম, সি-এ, আই, আই, বি

সিটিজেন্স অব ইণ্ডিয়া

মিউচ্যুয়াল ইন্সিওরেন্স

কোম্পানী লিঃ

হেড অফিস :—ভরতপুর

চীফ অপারেটিং অফিস :

১৭৭-এ, চিত্তরঞ্জন এভেনিউ,

কলিকাতা

সিটিজেন্সের পলিসি নিয়ে আপনি বিজ্ঞ-তার পরিচয় দিন

অল্প ব্যয়ে উন্নততর বীমার সুযোগ নিন্

রায় বাহাদুর

রামেশ্বর নাথানী

চেয়ারম্যান

মিঃ বি, বি, মজুমদার, বি-এ, এল-এস-বি, ম্যানেজার

মিঃ পি, এস, নারায়ণ, জেনারেল ম্যানেজার

মিঃ এইচ, চক্রবর্ত্তী, বি-এল সেক্রেটারী

টেলীফোনের জেনারেল ম্যানেজার ও ভারতীয় পোষ্ট এণ্ড টেলীগ্রাফ ডিপার্টমেণ্ট কিছু দিন পরে পরেই বিবৃতি দিয়া বলেন, আজ কাল টেলীফোন 'কলে'র সংখ্যা বাড়িয়াছে চতুর্গুণ। ট্রেনড্ অপারেটর পাওয়া যাইতেছে না মোটেই। একজন এক্সচেঞ্জ গার্লকে আজ কাল এতগুলি নম্বরের কাজ করিতে হয় যে, তাহাতে ভুলচুক এবং বিলম্ব ঘটা অপরিহার্য্য। ঘণ্টায় বা মিনিটে কতগুলি "কল্" হইতেছে তাহার চমকপ্রদ বিবরণ দিয়া তাঁহারা কেবলই বলিতেছেন নেহাৎ দরকার না হইলে টেলীফোন করিবেন না। ভাবখানা এই যে, এই গরীব দেশে প্রতি কলে তিন আনা পয়সা খরচ করিয়া লোকে শুধু টেলীফোন কোম্পানীর অসুবিধা ঘটাইবার জন্যই টেলীফোন করে! টেলীফোন কর্ত্তৃপক্ষ বলেন দশটা হইতে পাঁচটা পর্য্যন্ত ভীড়ের সময়, সে-সময় বাদ দিয়া টেলীফোন করিতে চেষ্টা করিবেন। তাৎপর্য্য,—অন্য সময়ে টেলীফোন করিলে তাড়াতাড়ি নম্বর পাইবেন, ভুল নম্বর পাইবেন না, ক্রস কানেকসান্ হইবে না। কিন্তু ভুক্তভোগীরাই জানেন, কলিকাতা টেলীফোনের সকাল, বিকাল, দুপুর, সন্ধ্যা নাই। সব সময়ই এক হাল। ভিতরে খবর নেওয়ার সুবিধা থাকিলে জানিবেন, দশটা পাঁচটায় 'কল্' যেমন বেশী হয়, অপারেটারও তখন বেশী কাজ করে। পাঁচটার পরে 'কলের' সংখ্যা যেমন কমে, অপারেটারের সংখ্যাও তেমন কমে। অপারেটারদের ডিউটি এমনভাবে ভাগ করা হইয়াছে যে, বিকালে, সকালে ও সন্ধ্যায় খুব অল্পসংখ্যক অপারেটার দিয়া কাজ চালানো হয়। ফল দাঁড়ায় এই যে, সব সময়েই প্রয়োজনের তুলনায় কম অপারেটার টেলীফোনের সুইচবোর্ডে কাজ করে। যাহারা টেলীফোন ব্যবহার করে তাহাদের দুর্ভোগ সব সময়েই সমান থাকে। সেক্সপিয়রের গল্প লিখিয়া যে চার্লস ল্যাম্ব ইংরেজী সাহিত্যে নাম করিয়াছেন, তিনি ইণ্ডিয়া হাউসে কাজ করিতেন। একদিন আপিসে আসিলে তাহার উপরালা তাঁহাকে ডাকিয়া বলিলেন যে, তিনি (ল্যাম্ব) দশ মিনিট দেরীতে আসিয়াছেন। ল্যাম্ব কিছুমাত্র অপ্রতিভ না হইয়া বলিলেন Really? Never mind, I am ten minutes late in coming, I will balance it by leaving office ten minutes early!" আমাদের ট্রামে ও টেলীফোনে যে ভীড় বাড়িয়াছে, গাড়ী ও অপারেটার কমাইয়া কর্ত্তৃপক্ষ তাহা balance করিতেছেন!

* * *

ট্রামে ভীড়ের কথায় যাত্রীদের সম্পর্কেও কিছু না বলিয়া পারিতেছি না। সহরে জনসংখ্যা বাড়িয়াছে কল্পনাতীতরূপে, গাড়ীর সংখ্যা কম। সুতরাং ভীড় না হইয়া উপায় নাই। ভীড়ের মধ্যে কিছুটা শারীরিক ক্লেশও অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু ট্রামে বাসে ওঠা-নামা করিতে যে পরিমাণ কসরৎ, গলার exercise, কনুইর সাহায্য লইতে হয় ততটা কি সমস্তই অপরিহার্য্য? মনেতো হয় না। অন্ততঃ ইহার অনেকটাই যে যাত্রীরা চেষ্টা করিলে নিজেরা লাঘব করিতে পারেন। 'কিউ' তে দাঁড়াইলে, একজনের পর একজন গাড়ীতে উঠিলে, গাড়ীর লোককে আগে নামিতে দিয়া পরে উঠিলে বহু দুর্ঘটনা যে এড়ান যাইতে পারে তাহার প্রমাণ বিদেশে অনেকেই দেখিয়া থাকিবেন। স্বদেশেও একেবারে দুর্ঘট নয়। বোম্বেতে এই যুদ্ধের বাজারে যানবাহন সমস্যা কলিকাতার চাইতে কোন অংশে কম নয়। কিন্তু সেখানে ধ্বস্তাধ্বস্তির বদলে লাইন বন্দী হইয়া দাঁড়াইবার অভ্যাসটি জন্মিয়াছে বলিয়া কলিকাতার মতো হাঙামা ঘটে না। আপিসে যাওয়ার তাড়ায় লাইনে দাঁড়াইতে যাঁহারা রাজী নহেন, তাঁহাদের স্মরণ করা প্রয়োজন যে, চাল, নুন ও চিনি পাওয়ার প্রয়োজনও আপিসের প্রয়োজনের চাইতে কম নয়। সেগুলির জন্য লাইনে দাঁড়াইতে যদি পারি তবে ট্রামে বাসে উঠিবার বেলায়ই তাহা পারিব না কেন? লাইনে দাঁড়াইলে অনেক সময়ে দেরী না হইয়া তাড়াতাড়ি হয়। কলিকাতা ফুটবলের মাঠে, টেলীগ্রাফ আফিসে, মেট্রো-সিনেমার টিকিটের জানালায় যাহা হইয়াছে, ট্রাম ষ্টপ ও বাস ষ্টপে তাহা হইতে পারিবেনা কেন?

* * *

জনৈক পাঠক একটি পত্র লিখিয়া জানিতে চাহিয়াছেন নতুন ভারত সচিব সম্পর্কে আমি এ-পর্য্যন্ত কিছু বলি নাই কেন? বলি নাই এই জন্য যে, প্রথমতঃ তাঁহার সম্পর্কে যাহা কিছু বলিবার তাহা সবই আমাদের সম্পাদকেরা বলিয়া শেষ করিয়াছেন। দ্বিতীয়তঃ ভারতসচিবের উপর আমি খুব গুরুত্ব আরোপ করিনা। ভারতবর্ষ সম্পর্কে কি নীতি গ্রহণ করা হইবে না হইবে তাহা কোন ব্যক্তিবিশেষের উপর নির্ভর করে বলিয়া আমার বিশ্বাস নাই। তাহা ছাড়া এ পর্য্যন্ত যতজন ভারত-সচিব হইয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে কেহই কেষ্টবিষ্টু জাতীয় অর্থাৎ ইংরেজীতে যাহাকে বলে firstrate লোক নহেন। মর্লীর সাহিত্যিক খ্যাতি ছিল প্রচুর, কিন্তু তাঁহার উদারনৈতিক মতবাদ সুয়েজের এপার পর্য্যন্ত পৌঁছে নাই। বার্কেনহেড যদিও বিলাতের একজন বিশেষ নামজাদা রাজনীতিক ছিলেন, ভারত সচিব হিসাবে তিনি আমেরীরই একটু ভদ্র সংস্করণ মাত্র। মণ্টেগুর ভারতপ্রীতি বোধহয় অকৃত্রিম ছিল। কিন্তু লয়েড জর্জ্জের কাছে তাঁহার চাইতে অন্ত রক্ষণশীল সহকর্ম্মীরা বেশী প্রাধান্য পাইতেন বলিয়া বেচারা নিজের ইচ্ছা সবটা খাটাইতে পারেন নাই। লর্ড ক্রস সে আমলের এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলগুলিকে প্রসারিত করিয়াছেন। বড্রিক কার্জ্জনের হুমকিতে ভয় পান নাই। লর্ড ক্রুর উদারনৈতিক মতবাদ রক্ষণশীলতার কান ঘেঁষিয়া গিয়াছে। পিল সাতে পাঁচে প্রায় কোন কিছুতেই ছিলেন না। স্যামুয়েল হোর উইলিংডনের মারফতে কংগ্রেস ঠেঙাইয়া কুখ্যাত হইয়া রহিয়াছেন। লর্ড জেটল্যাণ্ড হার্ট অব আর্য্যাবর্ত্ত লইয়াই খুসি ছিলেন, তাহার লাইফ লইয়া মাথা ঘামান নাই। জয়েণ্ট পার্লামেণ্টারী কমিটিতে হিন্দুদের প্রতি অবিচারের প্রতিবাদ করিয়া শেষে তাহা বেমালুম মানিয়া লইয়াছেন।

* * *

শ্রমিক দলের প্রথম ভারত সচিব হন ১৯২৪ সালে সিডনি অলিভার—পরে যিনি লর্ড অলিভার হইয়াছেন। ইহার আগেই অলিভার একজন দক্ষ কর্ম্মচারীরূপে নাম করিয়াছেন, ফেবিয়ান মতবাদের একজন পাণ্ডা ও বার্ণার্ড শ'র একজন বন্ধু হিসাবে তাঁহার খ্যাতি ছিল। জামাইকার গভর্ণররূপে ইহার আগে তিনি ব্রিটিশ কলোনিয়েল শাসনের আসল রূপ কিছুটা মালুম করিয়াছিলেন। কাজেই তাঁহার মতবাদ একটু উদার হইয়াছিল। ভারত-সচিব হিসাবে তাঁহার প্রশংসনীয় কাজ মহাত্মাজীর মুক্তিদান। পরেরবার শ্রমিক গভর্ণমেণ্টের ভারত-সচিব হইলেন ওয়েজ উডবেন, বর্ত্তমানে যিনি লর্ড ষ্টেনসুগেট। ভদ্রলোকের সদিচ্ছার অভাব ছিল না। কিন্তু অসুবিধা ছিল এই যে, ভারতবর্ষ সম্পর্কে শ্রমিক গভর্ণমেণ্টের কোঁচার খুঁট বাঁধা ছিল সাইমন কমিটির সঙ্গে (যাহাতে বর্ত্তমান প্রধান মন্ত্রী এটলি ছিলেন অন্যতম সদস্য), তাহা ছাড়া সাধু খ্রীষ্টান লর্ড আরউইন ছিলেন ভাইসরয়। 'মৃদু যষ্টি চালনা' তাঁহার সময়েই সর্ব্বপ্রথম প্রচলিত হয়। এবার আসিয়াছেন পেথিক লরেন্স। তাঁহার সম্পর্কে শুধু এই কথা বলিয়াই শেষ করিব—just wait and see.

—খেয়ালী

নর্দার্ণ ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হাটখোলা শাখা

ভাগ্যকুলের স্বর্গীয় রাজা জানকীনাথ রায়ের পৌত্র শ্রীযুত আশু রায়, ডিরেক্টার-ইন্-চার্জ্জ, মঙ্গলবার ২৮শে আগষ্ট, ১৯৪৫ সন সকাল ৯ ঘটিকার সময় ৯৪ নং শোভাবাজার ষ্ট্রীট-এ শুভ উদ্বোধন করিবেন।

হেড অফিস ঃ
৫ এবং ৬, হেয়ার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মিঃ এ, রায়চৌধুরী
ম্যানেজিং ডাইরেক্টার

জনসেবার আদর্শে উদ্বুদ্ধ ব্যাঙ্ক

শাখাসমূহ ঃ—শ্যামবাজার, কলেজ ষ্ট্রীট, হাটখোলা, বহুবাজার, পার্কসার্কাস, বালিগঞ্জ, বাটানগর, ইছাপুর, চরমুগরিয়া, ফরিদপুর, ঝাড়গ্রাম, কুষ্টিয়া, সাতক্ষীরা, সাদিয়া, মেদিনীপুর, খড়্গপুর, দিনাজপুর, কুমারখালি, রাজবাড়ী, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, গৌহাটি, বড়পেটা, ধুবড়ী, সিলেট, তেজপুর, নওগাঁ, সুনামগঞ্জ, নলবাড়ি, কালিম্পং, বসুন্দিয়া, জামসেদপুর, দেওঘর, ঘাটশিলা, গিড্নি, পুরি, কটক, বেনারস।

সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

টেলেক্স ক্রমিক ৫৪১ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ গ্রাম ক্রমেনস

হেড অফিস ৭নং সোয়ালো লেন, কলিঃ ম্যানেজিং ডিরেক্টর জে. সি. চক্রবর্ত্তী।

আর্থিক দুনিয়ার খবরাখবর

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বেকার—নিউ ইয়র্কের সাম্প্রতিক সংবাদে প্রকাশ যে, শীঘ্রই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে দেড় কোটি লোক বেকার হইবে। উক্ত দেড় কোটি বেকার লোকের মধ্যে অনেকে যুদ্ধের পূর্ব্বে যে কাজ করিত, আগামী সেপ্টেম্বর মাসের প্রথমভাগে সেই কাজে যোগদান করিবে। কিন্তু তাহা হইলেও ৭০ লক্ষ লোকের কাজ জুটিবে না বলিয়াই প্রকাশ। উক্ত সংবাদে ইহার কারণ স্বরূপ উল্লেখ করা হইয়াছে যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রীয় কর্ত্তৃপক্ষ যত দ্রুতই কাজ করুন না কেন, আগামী ১৯৪৬ সালের পূর্ব্বে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে শ্রমশিল্পে শান্তির সময়ের পুরাপুরি কাজ আরম্ভ হওয়ার সম্ভব হইবেনা। এই সম্পর্কে ওয়াশিংটনস্থ মার্কিন কর্ম্মচারিগণ বলেন যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উপর এইরূপ বিশাল দায়িত্ব আর কখনও পড়ে নাই।

মেপাক্রিন গ্রহণে মাত্রাধিক্য—দিনাজপুরের গত ১৮ই আগষ্টের সংবাদে প্রকাশ যে, ম্যালেরিয়া জ্বরে আক্রান্ত জনৈকা রোগিণী অধিকমাত্রায় মেপাক্রিন খাওয়ার ফলে অর্দ্ধোন্মাদ হইয়া গিয়াছেন।

রাশিয়ার নূতন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা—সম্প্রতি মস্কো রেডিও ঘোষণা করিয়াছে যে, সোভিয়েট ইউনিয়ন পুনর্গঠন ও অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়নকল্পে এক নূতন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা গ্রহণ করিবে। এই পরিকল্পনা ব্যবস্থা ১৯৪৬ সাল হইতে ১৯৫০ সাল পর্য্যন্ত চলিবে বলিয়াও উক্ত রেডিও উল্লেখ করিযাছে। ১৯২৮ সালে এই পরিকল্পনা প্রথমে আরম্ভ হয় বলিয়া প্রকাশ। সোভিয়েট ইউনিয়নের কয়লা, লৌহখনি, তাম্র, ম্যাঙ্গানিজ, সোনা এবং প্লাটিনাম প্রভৃতি প্রভূত প্রাকৃতিক সম্পদ বৃদ্ধি ও ইহার সদ্ব্যবহারই এই পরিকল্পনার উদ্দেশ্য। যন্ত্রসাহায্যে কৃষির উন্নতি এবং উৎপাদন বৃদ্ধিও এই পরিকল্পনার উদ্দেশ্য, জানা গিয়াছে। এই সম্পর্কে আরও প্রকাশ যে, ১৯১৩ সালে রাশিয়ার শিল্পোৎপাদন ছিল শতকরা ৪২.১ এবং কৃষি উৎপাদন ছিল ৫৭.৯। ১৯৩৭ সালে রাশিয়ার শিল্পোৎপাদন হইয়াছে শতকরা ৭৭.৪ এবং ২২.৬।

ভারতরক্ষা বিধান—বাংলা গবর্ণমেণ্টের সম্প্রতি প্রকাশিত এক বিজ্ঞপ্তিতে জানান হইতেছে যে, ভারতরক্ষা বিধানসমূহ আপাততঃ বহাল থাকিবে। ইহার মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখ যথা সময়ে ঘোষণা করা হইবে বলিয়াও উক্ত বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হইয়াছে।

সাহায্য ও পুনর্গঠন সমিতিতে ভারতের দান—লণ্ডনের সাম্প্রতিক সংবাদে প্রকাশ যে, সাহায্য ও পুনর্গঠন সমিতিতে ভারতবর্ষ ১৬ই আগষ্ট পর্য্যন্ত মোট ৮ কোটি টাকা দান করিয়াছে।

কাগজ নিয়ন্ত্রণ আদেশ—আন্তর্জ্জাতিক পরিস্থিতির পরিবর্ত্তন হওয়ায়, প্রচুর পরিমাণ কাগজ মজুত থাকায়, রাজনৈতিক আবহাওয়া উন্নত হওয়ার এবং সরকারী চাহিদা হ্রাস পাওয়ার দরুণ গবর্ণমেণ্ট যাহাতে ১৯৪৪ সালের কাগজ নিয়ন্ত্রণ আদেশ পুরাপুরিভাবে প্রত্যাহার করেন, সেই মর্ম্মে এক অনুরোধ জানাইয়া বোম্বাইয়ের প্রেস-ওনার এসোসিয়েশন সম্প্রতি ভারত গবর্ণমেণ্টের নিকট এক অনুরোধ জ্ঞাপন করিয়াছেন, জানা গিয়াছে।

ব্যাঙ্ক অব ইংল্যাণ্ড—সম্প্রতি বৃটিশ পার্লামেণ্টে রাজার বক্তৃতায় শ্রমিক গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ব্যাঙ্ক অব ইংল্যাণ্ডকে রাষ্ট্রের সম্পত্তিতে পরিণত করার অভিপ্রায় ঘোষিত হওয়ায় সকলেরই দৃষ্টি ব্যাঙ্ক অব ইংল্যাণ্ডের দিকে বর্ত্তমানে নিবদ্ধ। এই সম্পর্কে প্রকাশ যে, ইহা পৃথিবীর সর্ব্বপ্রথম যৌথ ব্যাঙ্ক, ১৬৯৪ সালে উহা প্রতিষ্ঠিত হয়। উহার আদায়ীকৃত মূলধনের পরিমাণ ১ কোটি ৪৫ লক্ষ ৫৩ হাজার পাউণ্ড। ১৮১৬ সালের পর ব্যাঙ্ক অব ইংল্যাণ্ডের প্রসার ও প্রতিপত্তি অসম্ভব বৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও উহার আদায়ীকৃত মূলধনের পরিমাণের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে সরকারী সাহায্য—প্রকাশ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাজেটে যে ঘাটতি পড়িয়াছে তাহা পূরণের জন্য বাংলা গবর্ণমেণ্ট ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে এককালীন ৪ লক্ষ ৩ হাজার ৫ শত টাকা সাহায্য প্রদানের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক মোটর সার্ভিস পরিচালন ও নিয়ন্ত্রণ—'ষ্টাশনেলিষ্ট' পত্রিকার বিশেষ সংবাদদাতা জানাইতেছেন যে, আসাম গবর্ণমেণ্ট আসাম কংগ্রেস এসেমব্লি পার্টির সাম্প্রতিক সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১৯৪৬ সালের ১লা জানুয়ারী হইতে সিলেট-শিলং রোড সংশ্লিষ্ট মোটর সার্ভিসসমূহের পরিচালন ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার ভার গ্রহণ করিবেন। ইউনাইটেড মোটর ট্রান্সপোর্ট কোম্পানী লিমিটেড এবং কমার্সিয়েল কেরিয়িং কোম্পানী লিমিটেড যথাক্রমে উক্ত রাস্তা দুইটির মোটর সার্ভিসসমূহ এই পর্য্যন্ত পরিচালন ও নিয়ন্ত্রণ করিয়া আসিতেছেন বলিয়াও উক্ত সংবাদদাতা এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করিয়াছেন।

ম্যালেরিয়ায় মৃত্যুসংখ্যা—বাংলা গবর্ণর এক বেতার বক্তৃতায় বলিয়াছেন যে, গত জানুয়ারী, ফেব্রুয়ারী এবং মার্চ্চ মাসে বাংলাদেশে ম্যালেরিয়া রোগে সর্ব্বশুদ্ধ ১ লক্ষ ৫৮ হাজার ৯ শত ৩ জন লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। এই সম্পর্কে তিনি আরও বলিয়াছেন যে, জানুয়ারী মাসে ৬০ হাজার ৬ শত ৪০ জন, ফেব্রুয়ারী মাসে ৪৭ হাজার ৯ শত ২ জন এবং মার্চ্চ মাসে ৫০ হাজার ২ শত ৬২ জন লোকের ম্যালেরিয়ায় মৃত্যু হইয়াছে।

বৃটিশ সৈন্য বাহিনী ভাঙ্গিয়া দেওয়ার আয়োজন—লণ্ডনের সাম্প্রতিক সংবাদে প্রকাশ যে, চলতি বৎসরের মধ্যেই বৃটিশ দেশরক্ষী বাহিনী হইতে খুব কম করিয়া হইলেও, অন্ততঃ ১০ লক্ষ লোক ছাড়াইয়া দেওয়া হইবে। উক্ত ১০ লক্ষ লোকের মধ্যে অন্ততঃ ১ লক্ষ নারী হইবে বলিয়াও প্রকাশ।

পরলোকে রায় বাহাদুর দেবেন্দ্রনাথ বল্লভ—রায় বাহাদুর দেবেন্দ্রনাথ বল্লভ গত শুক্রবার (১৭ই আগষ্ট) তাঁহার কলিকাতাস্থ বাসভবনে পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি একজন বিশিষ্ট পাট ব্যবসায়ী ছিলেন এবং বসিরহাটে একটি দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করেন। এক সময়ে তিনি বঙ্গীয় আইন সভা ও কলিকাতা কর্পোরেশনের সদস্য ছিলেন। চব্বিশ পরগণা এবং হুগলী জেলার দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িত জনগণের সেবার জন্য তিনি যথেষ্ট পরিশ্রম করায় পরলোকগত আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা করেন। বৈষ্ণব ধর্ম্ম ও সাহিত্য, সঙ্গীত এবং চিত্রবিদ্যা সম্পর্কে পুস্তক রচনা, উৎসাহ দান ব্যাপারে তিনি বহু সাহিত্যিককে অর্থ সাহায্যও করিয়াছেন।

কাপড়ের কলের যন্ত্রপাতি আমদানী—ভারত সরকারের শিল্প বিভাগ হইতে একটী বিজ্ঞপ্তিতে জানান হইয়াছে যে, যাঁহারা প্রচলিত কলের সম্প্রসারণ অথবা নূতন কল প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে বিদেশ হইতে কাপড়ের কলের যন্ত্রপাতি আমদানী করিতে ইচ্ছা করেন তাঁহাদিগকে আগামী ৩০শে সেপ্টেম্বর তারিখের মধ্যে এই বিষয়ে নির্দ্দিষ্ট ফরমে দিল্লীতে চীফ কন্‌ট্রোলার অব ইমপোর্টসের নিকট আবেদন করিতে হইবে।

জননী জন্মভূমিশ্চ * * *

জটিল স্ত্রীব্যাধির আক্রমণে বহু আধুনিক নারীই মাতৃত্বের গৌরব অর্জ্জনে অক্ষম—জাতীয় সমস্যাগুলির ইহা অন্যতম—
এই সমস্যা পূরণে সক্ষম

হরমোজেন

বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে প্রস্তুত বিবিধ হরমোন ঘটিত ফলপ্রদ ঔষধ

নিয়মিত ব্যবহারে অকালবার্দ্ধক্য, বাধক, বন্ধ্যাত্ব ইত্যাদি ব্যাধি এবং রজঃকৃচ্ছ্রতা, অতিরিক্ত রজঃস্রাব, রজঃরোধ প্রভৃতি ঋতুসঙ্কট হইতে মুক্ত করিয়া নারীদেহকে অপূর্ব্ব স্বাস্থ্য-শ্রী-মণ্ডিত করে।

সমস্ত সম্ভ্রান্ত ঔষধালয়ে পাওয়া যায়

বেঙ্গল ইমিউনিটি কোং লিঃ ঃঃ কলিকাতা

সুবল দত্ত এণ্ড সন্স লিঃ
মণিপাতি বিক্রেতা
৪নং ক্লাইভ ঘাট ষ্ট্রীট, কলিকাতা

যাঁহারা ইতিপূর্ব্বে এই বিষয়ে চীফ কন্‌ট্রোলার অব ইমপোর্টস্ অথবা টেক্সটাইল কন্‌ট্রোলারের নিকট আবেদন করিয়াছেন তাঁহাদিগকে আর নূতন করিয়া আবেদন করিতে হইবে না। আগামী ৩০শে সেপ্টেম্বরের পর চীফ কন্‌ট্রোলার অব ইমপোর্টস্ একসঙ্গে সমস্ত আবেদন সম্বন্ধে বিবেচনা করিয়া ঐ সম্বন্ধে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত করিবেন।

সাবান সম্পর্কিত ডিপ্লোমা কোর্স প্রবর্ত্তন—সম্প্রতি অল ইণ্ডিয়া সোপমেকার্স এসোসিয়েশন সাবান সম্পর্কিত ডিপ্লোমা কোর্স প্রবর্ত্তনের জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে ১৫ হাজার টাকা দান করিয়াছেন, জানা গিয়াছে।

৩ লক্ষ চীনা সৈন্য হত—চুংকিং-এর সাম্প্রতিক সংবাদে প্রকাশ, অনশনে মৃত অসামরিক জনগণ সহ চীন যুদ্ধে ১ কোটি ৮০ লক্ষ জন হতাহত হইয়াছে এবং প্রায় ৩০ লক্ষ চীনা সৈন্য যুদ্ধে বা আহতাবস্থায় প্রাণ হারাইয়াছে। ১ কোটি ৫০ লক্ষ অসামরিক ব্যক্তি নিহত হইয়াছে বলিয়াও উক্ত সংবাদে উল্লেখ করা হইয়াছে।

ভারতে বনস্পতি ঘিয়ের ব্যবসা—প্রকাশ, ভারতবর্ষে উদ্ভিজ্জ ঘিয়ের ক্রমবর্দ্ধমান চাহিদা মিটাইবার জন্য কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট ২৭টি বনস্পতি ঘিয়ের কারখানা খুলিতে মনস্থ করিয়াছেন। ঐ সকল কারখানায় বাৎসরিক ১ লক্ষ ৫ হাজার টন ঘি উৎপন্ন হইবে। ভারতে বনস্পতি ঘিয়ের ব্যবসা যাহাতে সুশৃঙ্খলভাবে গড়িয়া উঠিতে পারে সেইজন্য কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট একটি পরামর্শদাতা সমিতি গঠন করিয়াছেন বলিয়াও প্রকাশ। ভারতের উদ্ভিজ্জ ঘি ব্যবসায়ের কনট্রোলার উক্ত সমিতির সভাপতি এবং কেন্দ্রীয় খাদ্য বিভাগের (ক্রয় শাখার) ডিরেক্টর সম্পাদক নিযুক্ত হইয়াছেন। ভারত গবর্ণমেণ্টের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও ভূমি বিভাগের প্রতিনিধি বোম্বাই, মাদ্রাজ ও পাঞ্জাব গবর্ণমেণ্টের একজন করিয়া প্রতিনিধি, কেন্দ্রীয় খাদ্য বিভাগের ডাঃ বীরেশচন্দ্র গুহ ও ডাঃ রাও, হিন্দুস্থান বনস্পতি ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানীর মিঃ পেটিট, গণেশ ফ্লাওয়ার মিলের রায় বাহাদুর মহানারায়ণ, কানপুরের হার কোর্ট বাটলার, কারিগরী বিদ্যালয়ের ডাঃ আটাবালে, লক্ষ্ণৌয়ের দেওয়ান কামাখ্যা দত্ত রাম এবং দিল্লীর রায় বাহাদুর হরিশ্চন্দ্র সমিতির সভ্য। বনস্পতি ঘিয়ের পরিমাণ, ভারতের কোন্ কোন্ অংশে বনস্পতি ঘিয়ের কারখানা স্থাপন করিলে কমখরচে উহা উৎপাদন ও কম দামে বিক্রী করা যাইতে পারে, কারখানার প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করা, উৎপন্ন মালের বিশুদ্ধতা রক্ষার জন্য কি কি সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত, সুপ্রতিষ্ঠ ব্যবসাসমূহ যাহাতে বে-আইনী প্রতিযোগিতা না চালায় সেজন্য কোন সংরক্ষণ ব্যবস্থা করা হইবে কিনা, কি করিয়া উপযুক্ত কারিগর সংগ্রহ হইবে, এই ব্যবসায়ের উন্নতি ও পরিচালনার জন্য কি কি সরকারী সাহায্য প্রয়োজন প্রভৃতি বিষয়ে উক্ত পরামর্শদাতা সমিতি যথোপযুক্ত সাহায্য করিবেন এবং প্রয়োজনমত পরামর্শ দিবেন।

ব্যবহৃত পাটের পরিমাণ—গত জুলাই মাসে পাটকলগুলিতে ৪ লক্ষ ৫৭ হাজার গাঁইট পাট ব্যবহৃত হইয়াছে। গত জুন মাসে ব্যবহৃত হইয়াছিল ৪ লক্ষ ৯৪ হাজার গাঁইট।

ভারত গবর্ণমেণ্টের ঋণ—১৯৪৩-৪৪ সালে এবং ১৯৪৪-৪৫ সালে ভারত গবর্ণমেণ্টকে ঋণের উপরেই বিশেষভাবে নির্ভর করিতে হইয়াছে। ভারত গবর্ণমেণ্টের টাকার ঋণের মোট পরিমাণ ১৯৪২-৪৩ সালে ছিল ৭৪৯ কোটি টাকা এবং ১৯৪৪-৪৫ সালে ১২১৯ কোটি টাকা। ভারতে মোট সরকারী ঋণের পরিমাণ ১৯৪৩-৪৪ সালের শেষে ছিল ১৩৮১ কোটি ৮৩ লক্ষ টাকা। ১৯৪৪-৪৫ সালের শেষে উহার পরিমাণ ১৬০৯ কোটি ৬৫ লক্ষ টাকা। তন্মধ্যে ষ্টার্লিং ঋণের পরিমাণ ৩৭ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা।

আসাম প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সিদ্ধান্ত—সম্প্রতি নওগঞ্জে আসাম প্রাদেশিক কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি এক সভায় ১৯৪২ সালে আগষ্ট হাঙ্গামায় মৃত শহীদদের স্মৃতি চিরস্থায়ী করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন ও ১৯৪২ সালের ৯ই আগষ্টের পর হইতে আসামের ঘটনাবলীর তদন্ত করিবার জন্য এক কমিটি নিযুক্ত করেন। কমিটি উক্ত কার্য্যাবলীর জন্য ৩ লক্ষ টাকা তুলিবার সিদ্ধান্ত করেন এবং উক্ত টাকা তুলিবার ও ভূমি বন্দোবস্ত সমস্যা সম্পর্কে নীতি নির্দ্ধারণের জন্য একটি ষ্ট্যাণ্ডিং কমিটিও গঠন করেন।

গম চাষের তৃতীয় পূর্ব্বাভাষ—১৯৪৪-৪৫ সালে সমগ্র ভারতে গম চাষের যে তৃতীয় পূর্ব্বাভাষ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে আলোচ্য বৎসরে ৩ কোটি ৫০ লক্ষ ৭২ হাজার একর জমিতে গমের চাষ হইয়াছে এবং উৎপন্ন গমের পরিমাণ হইবে ১ কোটি ৫০ লক্ষ ১ হাজার টন। ১৯৪৩-৪৪ সাল অপেক্ষা আলোচ্য বৎসরে শতকরা ৪ ভাগ অধিক জমিতে গমের চাষ হইয়াছে এবং গমের পরিমাণ হইবে শতকরা ২ ভাগ বেশী।

ইণ্ডিয়ান
ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক লিঃ
হেড অফিস—৮, লায়ন্স রেঞ্জ, কলিকাতা
ক্লিয়ারিং-এর
সুবিধাযুক্ত সম্ভ্রান্ত প্রতিষ্ঠান।
সহজ সর্ত্তে টাকা কর্জ্জ দেওয়া এবং বিল ডিস্‌কাউণ্ট করা হয়।
ফিক্সড ডিপোজিট এবং অন্যান্য আমানতের উপর সুদের হার লাভজনক।
ব্যাঙ্কের "গাইড-টু-ইন্‌ভেষ্টারস্"-এর জন্য আবেদন করুন।
ব্রাঞ্চসমূহ—
বোম্বে, ঢাকা, দীঘিরপার, নবদ্বীপ, বড়বাজার, চাইবাসা, চক্রধরপুর, সাউথ কলিকাতা, রায়পুর, আজারিয়া, গৌহাটী, গোপালদী, নারায়ণগঞ্জ, নবাবগঞ্জ, নওগাঁ (আসাম), বাঘিয়া, সাটুরিয়া (ঢাকা) ও বেড়া (পাবনা)।
আর, রায়—ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

নোয়াখালী
ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিঃ
স্থাপিত : ১৯২৯
হেড অফিস : ১০, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা
ফোন : ক্যাল ২৩০৯ (৩ লাইন)
কলিকাতা শাখা :
বালীগঞ্জ, ভবানীপুর, বড়বাজার ও শ্যামবাজার।
অন্যান্য শাখাসমূহ—
ঢাকা, কিশোরগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ, নোয়াখালি, সোনাপুর, চৌমুহনী, চাঁদপুর, পুরাণবাজার, ফেণী, কৃষ্ণনগর, বহরমপুর, জলপাইগুড়ী, বর্দ্ধমান, দৌলতগঞ্জ, জিয়াগঞ্জ, পূর্ণিয়া, পাটনা, আরা, রাঁচি, ভাগলপুর, জামসেদপুর, বেনারস, লক্ষ্ণৌ, আগ্রা, এলাহাবাদ, কাণপুর, মাদ্রাজ, কটক, মিরকাদিম, কাটিহার, বরিশাল, সিলেট, আসানসোল, সিরাজগঞ্জ, গৌহাটি, হিলি, ময়মনসিংহ ও দিল্লী।
কার্য্যকরী মূলধন—দেড় কোটী টাকার উপর
চট্টগ্রাম ও মজঃফরপুর শাখা খোলা হইবে
ম্যানেজিং ডিরেক্টর :—এস, সি, পাল

টেলিগ্রাম—"আর্থিক মান" পোঃ বক্স কেল—৬৫৯
প্রগতিশীল জাতীয় আর্থিক প্রতিষ্ঠান
ব্যাঙ্ক অব কামরূপ লিঃ
হেড অফিস : ৭নং সোয়ালো লেন, কলিকাতা
ম্যানেজিং ডাইরেক্টর—শ্রীঅমলেন্দু বাগচী

সাবান প্রস্তুতের
কোন :—
বড়বাজার :—১৩৯৭ অফিস
" :—১৫৯২ ফ্যাক্টরী
টেলিগ্রাম—"চীনামাটি"
যাবতীয় জিনিষ—সিলিকেট সোডা • সোপষ্টোন পাউডার • কষ্টিক সোডা • রজন • সিট্রোনেলা অয়েল • রঙ • হাইড্রোমিটার • প্রভৃতি পাইবেন
কলিকাতা মিনারেল সাপ্লাই কোং লিঃ
৩১, জ্যাকসন লেন, কলিকাতা

যশোহর-খুলনা ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক
লিমিটেড
হেড অফিস :—
১২নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা
টেলি { ফোন— ক্যাল : ২০৪৪ / গ্রাম—যেশখু
শাখা :—
১৩৯বি, রসা রোড, ভবানীপুর
টেলিফোন—সাউথ ২০৪৬
চেয়ারম্যান—রায় শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষ বাহাদুর
জেনারেল ম্যানেজার—শ্রীহরেন্দ্রনাথ ঘোষ, এম-এ, বি-এল,
সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়
২৫শে জুলাই খুলনা শাখা খোলা হইয়াছে।
যশোহর, নড়াইল ও বাগেরহাটে শীঘ্রই শাখা খোলা হইবে।

মফঃস্বলের জন্য কাপড়

১৯৪৫ সালের ১৫ই এপ্রিল থেকে ৩১শে জুলাই পর্য্যন্ত।

গত ১৫ই এপ্রিল থেকে নন্-ষ্ট্যাণ্ডার্ড কাপড় (কলিকাতার অনুমোদিত ডিলারদের মারফৎ প্রাপ্ত) মফঃস্বলে চালান দেওয়া আরম্ভ হয়েছে। সেই থেকে ১৯৪৫ সালের ৩১শে জুলাই পর্য্যন্ত ৪৫৫৭৫ গাঁট প্রেরিত হয়েছে। ইহা সাড়ে চার কোটী টাকার অধিক মূল্যের ৬৮৩,৬২,৫০০ গজ কাপড়ের সমান। প্রেরিত কাপড়ের প্রায় অর্ধেকই ধুতি ও শাড়ী।

নিম্নের তালিকায় যে সমস্ত জেলা ও মহকুমায় কাপড় প্রেরিত হয়েছে তার নাম ও প্রত্যেকের পাশে পরিমাণ দেওয়া হয়েছে। উক্ত সময়ে মফঃস্বলে প্রেরিত ষ্ট্যাণ্ডার্ড কাপড় এতে ধরা হয়নি।

জেলা (লোক সংখ্যা হাজারে)	মহকুমার (লোক সংখ্যা হাজারে)	ধুতি ও শাড়ী	বিবিধ	মহকুমায় প্রেরিত মোট	জেলায় প্রেরিত মোট
		গাঁইট	গাঁইট	গাঁইট	গাঁইট
বাখরগঞ্জ (৩৫৫৫)	সদর (১৪২৯)	৪২৫	৫৭৫	১০০০	
	ভোলা (৫৩৬)	২৯১	৩০৮	৫৯৯	
	পটুয়াখালি (৭৯৫)	৩৮৪	৩৬৬	৭৫০	
	পিরোজপুর (৭৯৫)	৪০৭	৪১৫	৮২২	৩১৭১
বাঁকুড়া (১২৮৯)	সদর (৯৩৬)	৩১২	৩৩৮	৬৫০	
	বিষ্ণুপুর (৩৫৩)	১২৩	১২৭	২৫০	৯০০
বীরভূম (১০৮৮)	সিউড়ী (৬৪৪)	১৮৫	৩১০	৪৯৫	
	রামপুরহাট (৪৪৪)	১৩৭	১৬৩	৩০০	৭৯৫
বগুড়া (১৪০০)	সদর (১৪০০)	৫১৬	৮১৩	১৩২৯	১৩২৯
বর্দ্ধমান (১৮৮৯)	সদর (৭৩৭)	২৮৮	৫৬২	৮৫০	
	আসানসোল (৬০৫)	২০২	৪২৩	৬২৫	
	কালনা (২৪৮)	১২৩	১০২	২২৫	
	কাটোয়া (২৯৯)	১১২	১১৩	২২৫	১৯২৫
চট্টগ্রাম (২১৫৩)	সদর (১৭৫৬)	৬২৯	১১১২	১৭৪১	
	কক্সবাজার (৩৯৭)	৮৪	১৪১	২২৫	১৯৬৬
পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম (২৪৭)	রাঙ্গামাটি (১৮৭)	৮১	৬৯	১৫০	
	রামগড (৬০)	২৫	৫০	৭৫	২২৫
ঢাকা (৪৫৮০)	সদর (১৬২০)	৫৯৩	৭০৭	১৩০০	
	মাণিকগঞ্জ (৬৪০)	১৫১	২৭৪	৪২৫	
	মুন্সীগঞ্জ (৯৬০)	৪৯	৯১	১৪০	
	নারায়ণগঞ্জ (১৩৬০)	১০৬	২৪৪	৩৫০	২২১৫
দার্জ্জিলিং (৩৭৪)	সদর (১৪৭)	১৯	১৫৬	১৭৫	
	কালিম্পং (৭৮)	১৮	৫৭	৭৫	
	কার্সিয়াং (৫৯)	৫১	৯৯	১৫০	
	শিলিগুড়ি (৯০)	৪৪	১৩১	১৭৫	৫৭৫
দিনাজপুর (১৯৩৬)	সদর (৮২২)	৩১৫	৪৩৫	৭৫০	
	বালুরঘাট (৫২৯)	১৪৫	২৩০	৩৭৫	
	ঠাকুরগাঁও (৫৮৫)	২১৮	৩৮২	৬০০	১৭২৫
ফরিদপুর (২৭২৪)	সদর (৬৬৪)	৩৬০	১২০৯	১৫৬৯	
	গোয়ালন্দ (৩৩৮)	১৪৬	৫৪	২০০	
	গোপালগঞ্জ (৬২৯)	১৮২	৩১৮	৫০০	
	মাদারীপুর (১০৯৩)	২৪১	৬৯২	৯৩৩	৩২০২
হুগলী (১৩৭৭)	সদর (৩৯৯)	৯৪	১৩১	২২৫	
	আরামবাগ (৩৪৪)	১৬২	১১৩	২৭৫	
	শ্রীরামপুর (৬৩৪)	৭৫	৭৫	১৫০	৬৫০
হাওড়া (১৪৯০)	সদর (৮৩০)	১৭০	২৩০	৪০০	
	উলুবেড়িয়া (৬৬০)	৭৫	৭৫	১৫০	৫৫০
জলপাইগুড়ি (১০৯৬)	সদর (৭৮৪)	৩৭১	৫২৬	৮৯৭	
	আলীপুরদুয়ার (৩১২)	১৫০	২১৯	৩৬৯	১২৬৬
যশোহর (১৮৩৯)	সদর (৫০০)	৯০	৬০	১৫০	
	বনগাঁও (২৮০)	৯০	৬০	১৫০	
	ঝিনাইদহ (৩৭৩)	৫৪	১৭০	২২৪	
	মাগুরা (৩০৭)	১৪৫	১০৩	২৪৮	
	নড়াইল (৩৭৯)	১৫০	১২০	২৭০	১০৪২

জেলা (লোক সংখ্যা হাজারে)	মহকুমা (লোক সংখ্যা হাজারে)	ধুতি ও শাড়ী	বিবিধ	মহকুমায় প্রেরিত মোট	জেলায় প্রেরিত মোট
		গাঁইট	গাঁইট	গাঁইট	গাঁইট
খুলনা (১৯৩৫)	সদর (৬২৯)	২৪৫	২০৫	৪৫০	
	বাগেরহাট (৬১২)	৩৭২	৩০২	৬৭৪	
	সাতক্ষীরা (৬৯৪)	২৭৬	২৭৪	৫৫০	১৬৭৪
মালদহ (১৩৬০)	সদর (১৩৬০)	৫৩০	৬৪৪	১১৭৪	১১৭৪
মেদিনীপুর (৩১৯০)	সদর (৯৬১)	৪৫৫	৫৬০	১০১৫	
	কাঁথী (৭৫৫)	১১৯	১৩১	২৫০	
	ঘাটাল (২৯৫)	৬২	৮৮	১৫০	
	ঝাড়গ্রাম (৪২৬)	১৬০	১৪০	৩০০	
	তমলুক (৭৫৩)	৮২	৬৮	১৫০	১৮৬৫
মুর্শিদাবাদ (১৮৪১)	সদর (৫০০)	১৫১	২১২	৩৬৩	
	জঙ্গীপুর (৪১২)	১৮৭	২৩৮	৪২৫	
	কান্দী (৩৬৫)	১৮১	১৯৯	৩৮০	
	লালবাগ (৩৬৪)	১০৮	২৬৬	৩৭৪	১৫৪২
ময়মনসিংহ (৬৩৯৭)	সদর (১৭৬০)	৬৯৩	৭৮১	১৪৭৪	
	জামালপুর (১২৮০)	৩৮২	৪৯৮	৮৮০	
	কিশোরগঞ্জ (১১৪২)	৪০০½	৩৫৩½	৭৫৪	
	টাঙ্গাইল (১২৯৫)	৫২৬	৫৭৩	১০৯৯	
	নেত্রকোণা (৯২০)	৩৭২	৩০৩	৬৭৫	৪৮৮২
নদীয়া (১৭৬০)	সদর (৩৪৬)	১৩৭	১৬৩	৩০০	
	চুয়াডাঙ্গা (২৮১)	১৬৩	১৩৭	৩০০	
	কুষ্টিয়া (৫১৯)	১৯৬	২৫০	৪৪৬	
	মেহেরপুর (৩৪৮)	১৬৩	১৩৭	৩০০	
	রাণাঘাট (২৬৬)	১১০	১১৫	২২৫	১৫৭১
নোয়াখালি (২২১৬)	সদর (১৭১৪)	৩৮৮	৭৮১	১১৬৯	
	ফেণী (৫০২)	১৫০	২৫০	৪০০	১৫৬৯
পাবনা (১৮৮০)	সদর (৭৬০)	২০২	১৭১	৩৭৩	
	সিরাজগঞ্জ (১১২০)	১৭০	২০৫	৩৭৫	৭৪৮
রাজসাহী (১৫৭২)	সদর (৫৮০)	২২৩	৩৯৩	৬১৬	
	নওগাঁ (৬১৯)	১৯৯	৪২৭	৬২৬	
	নাটোর (৩৭৩)	১৩১	৩৪১	৪৭২	১৭১৪
রংপুর (২৬৩১)	সদর (৫৮৪)	৩২৪	২৭০	৫৯৪	
	গাইবান্ধা (৭৫৬)	২৮০	৩৮১	৬৬১	
	কুড়িগ্রাম (৬২৩)	৩৩২	৫৫০	৮৮২	
	নীলফামারী (৫৯৮)	৩৭৪	১৯৬	৫৭০	২৭০৭
ত্রিপুরা (৩৮২৬)	সদর (১৭০৭)				
	(ক) চান্দিনা				
	(খ) লাকসাম	৫৬৭	৫০৭	১০৭৪	
	ব্রাহ্মণবাড়িয়া (১০৪৭)	৩৫৩	৫২০	৮৭৩	
	চাঁদপুর (১০৭২)	৪৫৯	৪৭৭	৯৩৬	২৮৮৩
২৪-পরগণা (৩৫৩৪)	আলীপুর (১২২৫)	১৪৮	১৮৭	৩৩৫	
	বারাসত (৩১৭)	১২৬	৭৪	২০০	
	বসিরহাট (৫৯৪)	২২১	১৭৯	৪০০	
	ব্যারাকপুর (৫৮০)	২৩৮	২১২	৪৫০	
	ডায়মণ্ডহারবার (৮১৮)	১৬৫	১৬০	৩২৫	১৭১০
মোট—		১৯৭০৮½	২৫৮৬৬½	৪৫৫৭৫	৪৫৫৭৫

বাংলার অসামরিক সরবরাহ বিভাগ

তৃতীয় পূর্ব্বাভাষে ১৯৪৩-৪৪ সালে ৩ কোটি ৩৬ লক্ষ ৩০ হাজার একর জমিতে গমের চাষ হইয়াছিল এবং উৎপন্ন গমের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ১ কোটি ৩ লক্ষ ২৫ হাজার টন। আলোচ্য তৃতীয় পূর্ব্বাভাষ গত মার্চ্চ মাসের শেষার্দ্ধে ফসলের অবস্থা দৃষ্টে রচিত; সাধারণভাবে উক্ত তৃতীয় পূর্ব্বাভাষানুযায়ী ফসলের অবস্থা মোটের উপর ভাল।

ভারতের অর্থনৈতিক সমস্যা—সম্প্রতি লণ্ডনে প্রসিদ্ধ ভারতীয় অর্থনীতিবিদ্ ডাঃ পি এস লোকনাথনের সহিত এসোসিয়েটেড প্রেস অব ইণ্ডিয়ার প্রতিনিধি সাক্ষাৎ করিলে তিনি বলেন যে, যদি কৃষি, শিল্প ও যানবাহনাদির সম্পর্কে সরকারী ও বে-সরকারী অর্থের নিয়োগ না করা হয়, তাহা হইলে ভারতে বেকার সমস্যার উদ্ভব এবং দ্রব্যাদির মূল্য হ্রাস হইবে। তিনি আরও বলেন যে, যুদ্ধাবসানের ফলে ভারত গবর্ণমেণ্টের বার্ষিক ৩ শত কোটি টাকা ব্যয় বন্ধ হইবে। ইহার পরিবর্ত্তে কৃষি, শিল্প, যানবাহন এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে সরকারী ও বে-সরকারী অর্থের নিয়োগ না ঘটিলে ভারতে বেকার ও মূল্যহ্রাস সমস্যা প্রবল হইয়া দাঁড়াইবে। ডাঃ লোকনাথনের মতে যুদ্ধোত্তর যুগে দুষ্প্রাপ্য দ্রব্যাদির চাহিদা বৃদ্ধির ফলে কিছুকাল পর্য্যন্ত মূল্যহ্রাস অত্যধিক হইবে না সত্য, কিন্তু এই অবস্থা অধিককাল স্থায়ী হইবে না। ইতিমধ্যেই ভারতে ভ্রান্তিপূর্ণ উপায়ে ব্যয় সংক্ষেপমূলক পরিকল্পনা রচিত হইয়াছে, উক্ত পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত হইলে ভারতের অবস্থা বর্ত্তমান অপেক্ষা আরও খারাপ হইবে বলিয়াও ডাঃ লোকনাথন মন্তব্য করেন।

রোগ প্রতিষেধক নূতন ভিটামিন—কোলিক এসিড নামে 'বি' শ্রেণীর একটি নূতন ভিটামিন আবিষ্কারের কথা আমেরিকান সিনামিড কোম্পানী সম্প্রতি ঘোষণা করিয়াছেন। নামে উহা এসিড হইলেও কার্য্যতঃ নাকি এসিড শ্রেণীভুক্ত নহে। উহা সামান্য দ্রবণীয়, স্বাদহীন, হরিদ্রাবর্ণ চূর্ণ। প্রকাশ, টেক্সাস বিশ্ববিদ্যালয়ে বৃক্ষপত্র হইতে উহার উপাদান প্রথমতঃ সংগ্রহ করা হয়। উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়েই উহার কোলিক এসিড নাম দেওয়া হয়। এই সম্পর্কে আরও প্রকাশ যে, আরকানসাস্ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাণীদেহে গবেষণা করা হইয়াছে। উক্ত গবেষণায় দেখা গিয়াছে যে, রক্তহীনতা, দৈহিক বৃদ্ধির অভাব, উদরাময় এবং ক্ষয় রোগগ্রস্ত বানরের দেহে উক্ত এসিডের সামান্য অংশ ইনজেক্‌শন দ্বারা উক্ত রোগসমূহের উপশম হইয়াছে। কোলিক এসিড দ্বারা রক্তের প্রোটিন বর্দ্ধিত হইয়াছে বলিয়াও উক্ত কোম্পানী উল্লেখ করিয়াছেন।

ভারতের জাহাজ নির্ম্মাণ শিল্প—ভারতের জাহাজ নির্ম্মাণ শিল্প যুদ্ধকালে ব্যাপক প্রসার লাভ করিয়াছে। সুদূর প্রাচ্য ও মধ্য প্রাচ্যের যুদ্ধে এবং ভারতের উপকূল ভাগ পাহারা দেওয়ার কাজে নিযুক্ত ভারতীয় নৌবহরের অধিকাংশ জাহাজই ভারতবর্ষে নির্ম্মিত হইয়াছে। যুদ্ধের আগে ভারতবর্ষের জাহাজ নির্ম্মাণ কারখানা বা ডকগুলিতে প্রধানতঃ মেরামতি কাজ হইত। যুদ্ধের প্রয়োজনে এই সমস্ত কারখানার কাজ অনেক বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং মেরামতি কাজের সঙ্গে সঙ্গে জাহাজ নির্ম্মাণের কাজও পুরাদমে চলিতে থাকে। মেরামতি কাজ প্রধান হইলেও যুদ্ধের এই কয় বৎসরে ভারতীয় নৌবহরের জন্য বহু যুদ্ধ-জাহাজ এবং যুদ্ধ-জাহাজের সাজসরঞ্জাম তৈয়ারী হইয়াছে। জাহাজ নির্ম্মাণ ও মেরামতি কাজে ৫৬টি প্রতিষ্ঠান নানা ভাবে সাহায্য করিয়াছে। জাহাজের অংশবিশেষ তৈয়ারীর জন্য গবর্ণমেণ্ট এই সব প্রতিষ্ঠানকে ১ কোটি ১১ লক্ষ টাকা সাহায্য মঞ্জুর করিয়াছেন। বর্ত্তমানে বিভিন্ন কারখানায় অনুমান ৫২ হাজার জাহাজী শ্রমিক কাজ করিতেছে। ইহা ছাড়া ৮ শত ইতালীয় যুদ্ধ-বন্দীকেও জাহাজ মেরামতি কাজে নিয়োগ করা হইয়াছে। যুদ্ধের এই কয় বৎসরে ভারতবর্ষের জাহাজ নির্ম্মাণ ও মেরামতি কারখানাগুলিতে মিত্রপক্ষের ৬ হাজার ৫ শতেরও বেশী জাহাজ মেরামত হইয়াছে। এই সমস্ত জাহাজের অধিকাংশই শত্রুর বোমা, মাইন অথবা টর্পেডোর আঘাতে জখম হইয়াছিল। যুদ্ধ জাহাজের আত্মরক্ষার বহু সাজসরঞ্জামও ভারতবর্ষে তৈয়ার হইয়াছে।

নির্ব্বাচন পরিচালনার জন্য পাঞ্জাব লীগের পরিকল্পনা—সম্প্রতি লাহোরে লীগ নেতাদের এক বৈঠকে নির্ব্বাচন দ্বন্দ্ব পরিচালনার জন্য ১ লক্ষ ৩৬ হাজার টাকা সংগৃহীত হইয়াছে। উক্ত উদ্দেশ্যে পাঞ্জাব হইতে ৫৬ লক্ষ টাকা সংগ্রহ করিবার পরিকল্পনা করা হইয়াছে বলিয়াও প্রকাশ।

পৃথিবীর বৃহত্তম বিমান—প্রকাশ, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে পৃথিবীর বৃহত্তম বিমান নির্ম্মাণ হইতেছে। ইহা একটি সী-প্লেন অর্থাৎ ইহা জল ও আকাশ উভয় ক্ষেত্রেই চলিতে পারে। ইহার নাম হিউজেস হারকিউলেস; ইহা সম্পূর্ণ কাষ্ঠনির্ম্মিত। ইহা ২২০ ফিট লম্বা, ২৫ ফিট চওড়া ও ৩০ ফিট উঁচু। নির্ম্মিত হইলে পর ইহা পোষাক-পরিচ্ছদসহ সাড়ে সাত শত সৈন্যকে হনলুলু হইতে না থামিয়া টোকিও পর্য্যন্ত বহন করিতে পারিবে এবং যখন হাসপাতালের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হইবে তখন ইহাতে ডাক্তার ও নার্সগণসহ ষ্ট্রেচারবাহিত সাড়ে তিন শত রোগীর স্থান হইবে।

সাদার্ণ ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস—১৪, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ফোন—ক্যাল ৫৯৮৯

ব্রাঞ্চ—বড়বাজার, শ্যামবাজার, ভবানীপুর, বসিরহাট, খুলনা ও পাটনা

সুবিধাজনক সর্ত্তে গভর্ণমেণ্ট ও মিলিটারী বিলের উপর টাকা ধার দেওয়া হয়।

সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

চেয়ারম্যান—মিঃ দেবেন্দ্রনাথ মুখার্জ্জি, মেয়র, কলিকাতা কর্পোরেশন।

ফোন—কলি : ২৩৬৪ দি ন্যাশনাল এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্ক লিঃ টেলি—Nalex

৩-৪, হেয়ার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ব্রাঞ্চ—বড়বাজার, ফরিদপুর ও ঢাকা। ম্যানেজিং ডিরেক্টর—শ্রীরাজলক্ষ্মী মজুমদার, বি-এ।

রোগীর শুশ্রূষায়..

রোগের অকল্যাণের মধ্য দিয়ে সেবা-ব্রতের কল্যাণময় রূপটী ফুটে ওঠে। এই ব্রত সফল করবার জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ আমরা তৈরী করি।

আমাদের তৈরী
রবার ক্লথ • হট ওয়াটার ব্যাগ্ • আইস্ ব্যাগ্ • এয়ার রিং ও কুশন্ • রবারের এপ্রণ • দস্তানা ইত্যাদি

বেঙ্গল ওয়াটারপ্রুফ ওয়ার্কস্ (১৯৪০) লিঃ

AKB/1 কলিকাতা • নাগপুর • বোম্বাই

সরকারী প্রাইজ বণ্ড—১৯৪৫ সালের ২৬শে আগষ্ট হইতে সরকারী ট্রেজারীসমূহ হইতে আর প্রাইজ বণ্ড বিক্রয় করা হইবে না। ঐ তারিখের পর কেবলমাত্র রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ও ইম্পেরিয়াল ব্যাঙ্কের অফিসসমূহে প্রাইজ বণ্ড বিক্রয় করা হইবে।

অতিরিক্ত লাভকর প্রত্যর্পণ—বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার অব কমার্সের নিকট সেন্ট্রাল বোর্ড অব রেভেনিউ-র সদস্য স্যার জন শীহি, সি এস আই, আই সি এস প্রকাশ করিয়াছেন যে, অতিরিক্ত লাভকর বাবদ সরকার যে অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন সংশ্লিষ্ট আইনানুযায়ী কর ধার্য্য মোট অতিরিক্ত আয়ের শতকরা ৬২ অংশ আগামী এক বৎসরের মধ্যে সুদসহ প্রত্যর্পণ করা হইবে এবং অতিরিক্ত লাভকরের উদ্দেশ্যে যে টাকা সরকারের নিকট গচ্ছিত আছে তাহাও তিন বৎসরের মধ্যে ফিরাইয়া দেওয়া হইবে। প্রসঙ্গক্রমে স্যার শীহি আরও জানাইয়াছেন যে, যুদ্ধোত্তর কালে যন্ত্রপাতি সরবরাহের ব্যবস্থা সম্পর্কেও নাকি সরকার বিশেষভাবে চিন্তা করিতেছেন।

আসামে জমি বিলি বন্দোবস্ত—শিলং-এর সাম্প্রতিক সংবাদে প্রকাশ যে, প্রধান মন্ত্রী স্যার মহম্মদ সাদুল্লা, শ্রীযুক্ত গোপীনাথ বরদলৈ ও শ্রীযুক্ত রোহিণীকুমার চৌধুরীর মধ্যে সম্পাদিত চুক্তির ভিত্তিতে জমি বিলি বন্দোবস্ত সম্পর্কে আসাম গবর্ণমেণ্টের যে সিদ্ধান্ত সম্প্রতি ঘোষণা করা হইয়াছে, লীগ কর্তৃপক্ষ তাহার কিছু পরিবর্ত্তন চাহেন। এই সম্পর্কে আরও প্রকাশ যে, লীগের প্রস্তাবগুলি প্রধান মন্ত্রী স্যার মহম্মদ সাদুল্লা রাজস্ব মন্ত্রী শ্রীযুক্ত রোহিণীকুমার চৌধুরীকে জানাইয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত চৌধুরী ঐ সকল প্রস্তাব শ্রীযুক্ত বরদলৈর মারফৎ আসাম কংগ্রেস কোয়ালিশন পার্টির নিকট বিবেচনার্থ উপস্থিত করেন। গত ১৪ই আগষ্ট আসাম কংগ্রেস কোয়ালিশন পার্টির এক সভায় সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে, আসাম গবর্ণমেণ্টের যে সিদ্ধান্ত সম্প্রতি ঘোষণা করা হইয়াছে, তদনুযায়ী কিরূপ কাজ চলে পরীক্ষাস্বরূপ কিছুকাল না দেখিয়া তাঁহারা লীগ প্রস্তাবিত কোন পরিবর্ত্তনে সম্মত হইবেন না।

রেলওয়ে কর্ম্মীদের দাবী—নিখিল ভারত রেলওয়ে কর্ম্মী সম্মেলনের প্রেসিডেণ্ট মিঃ ভি ভি গিরি ও সেক্রেটারী মিঃ এস গুরুস্বামী সম্প্রতি নয়াদিল্লীতে ভারত গবর্ণমেণ্টের রেলওয়ে বিভাগের চীফ কমিশনার এবং রেলওয়ে বোর্ডের সদস্যদের সহিত দুর্ম্মূল্য ভাতা, নিম্ন বেতনের হার, মূল বেতন সংশোধন ইত্যাদি বিষয়ে সম্মেলনের দাবী সম্বন্ধে আলোচনা করেন। এই বিষয়ে আলোচনার জন্য ভারত গবর্ণমেণ্টের শ্রম বিভাগের সেক্রেটারীর সঙ্গেও মিঃ গিরি সাক্ষাৎ করেন।

পোলিশ-সোভিয়েট চুক্তি—গত ১৭ই আগষ্ট মস্কো বেতারে প্রকাশ যে, অস্থায়ী সোভিয়েট প্রধান মন্ত্রী ও পররাষ্ট্র সচিব মঃ মলোটভ এবং পোলিশ জাতীয় ইউনিয়ন গবর্ণমেণ্টের প্রধান মন্ত্রী মঃওস্থবকা মোরাভস্কি সোভিয়েট-পোলিশ সীমাণ্ড নির্দ্ধারণ সম্পর্কে মস্কোতে এক চুক্তিপত্র স্বাক্ষর করিয়াছেন। এই নূতন পোলিশ-সোভিয়েট চুক্তি অনুযায়ী পোলাণ্ড কার্জ্জন লাইনের পূর্ব্বদিকে দুইটি জেলা পাইয়াছে। জার্ম্মানীর নিকট হইতে সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র যে ক্ষতিপূরণ পাইবে তাহার শতকরা ১৫ ভাগ পোলাণ্ডকে দিতেও সোভিয়েট কর্ত্তৃপক্ষ সম্মত হইয়াছেন। চুক্তিপত্র স্বাক্ষরের সময় জেনারেলিসিমো ষ্ট্যালিন এবং পোলিশ প্রেসিডেণ্ট মঃ বেইরুট উপস্থিত ছিলেন। বাল্টিকের দিকে অস্থায়ীভাবে সীমানা নির্দ্ধারিত হইয়াছে। শান্তি সম্পর্কিত চূড়ান্ত সন্ধি হইবার কালে ঐ দিকের সীমানা চূড়ান্তভাবে নির্দ্ধারিত হইবে। পোলাণ্ড রাশিয়াকে আগামী ৫ বৎসর পর্য্যন্ত বৎসরে ২ কোটি ১০ লক্ষ টন এবং তারপর যতদিন পর্য্যন্ত জার্ম্মানী মিত্রশক্তিবর্গের দখলে থাকিবে ততদিন বৎসরে ১ কোটি ২০ লক্ষ টন কয়লা সরবরাহ করিতে স্বীকৃত হইয়াছে।

মহাদেব দেশাই স্মৃতি ভাণ্ডার—কলিকাতা হইতে মহাদেব দেশাই স্মৃতি ভাণ্ডারে সম্প্রতি ৭৫ হাজার টাকা সংগৃহীত হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

হরিজন সেবক সঙ্ঘ—সম্প্রতি ওয়ার্দ্ধাগঞ্জে হরিজন সেবক সঙ্ঘের কার্য্যকরী সমিতির যে বৈঠক আহূত হয়, তাহাতে ১৯৪৫-৪৬ সালের জন্য ঐ সঙ্ঘের কেন্দ্রীয় কার্য্যালয়ের বাজেট পেশ করা হইয়াছে। বাজেটের পরিমাণ ১ লক্ষ ২৭ হাজার ১ শত ৫৮ টাকা। সভাপতি শ্রীযুক্ত ঘনশ্যামদাস বিড়লার অনুপস্থিতিতে শ্রীমতী রামেশ্বরী নেহরু উক্ত বৈঠকে সভানেত্রীত্ব করেন।

কলিকাতায় চাউলের মূল্য হ্রাস—বাংলা গবর্ণমেণ্টের অসামরিক সরবরাহ বিভাগ কর্ত্তৃক প্রচারিত এক সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে বলা হইয়াছে যে, বাংলা গবর্ণমেণ্ট ১৯৪৫ সালের ৩রা সেপ্টেম্বর হইতে সমগ্র কলিকাতা রেশন এলাকায় রেশনভুক্ত 'বি' গ্রেডের চাউলের খুচরা মূল্য মণ প্রতি ১৬।০ আনার স্থলে মূল্য হ্রাস করিয়া মণ প্রতি ১৫৲ টাকা দর ধার্য্যের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। উহার ফলে কলিকাতা এবং পার্শ্ববর্ত্তী রেশন এলাকাস্থিত জনসাধারণ ।৵১০ আনা সেরের পরিবর্ত্তে ।৵০ আনা সের দরে চাউল পাইবেন। পাইকারী দরও হ্রাস করিয়া ১৫৲ টাকা হইতে ১৩৸০ আনা করা হইবে।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সাহায্য—করাচীর সাম্প্রতিক সংবাদে প্রকাশ, সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহের ২ সহস্রাধিক শিক্ষক গত ১৫ই আগষ্ট সিন্ধুপ্রদেশের সরকারী দপ্তরখানার প্রধানমন্ত্রী গোলাম হোসেন হিদায়েতুল্লা এবং শিক্ষামন্ত্রী পীর ইলাহীবক্সের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সরকারী সাহায্যের পরিমাণ বৃদ্ধির জন্য তাঁহাদিগকে অনুরোধ জ্ঞাপন করেন। শিক্ষামন্ত্রী তাঁহাদিগকে নাকি এই আশ্বাস দেন যে, তাঁহাদের আবেদন সহানুভূতি সহকারে বিবেচনা করা হইবে। করাচী মিউনিসিপ্যালিটি সাহায্য বৃদ্ধিরই সুপারিশ করিয়াছেন বলিয়াও প্রকাশ।

জাপ নৌ-শক্তির বিপুল ক্ষতি—মার্কিন নৌবিভাগ হইতে সম্প্রতি ঘোষণা করা হইয়াছে যে, জাপান এই যুদ্ধে তিন শতাধিক রণপোত (১৮ খানা ব্যাটলসীপসহ) প্রায় সমগ্র বাণিজ্য জাহাজ বহর (৫৬ লক্ষ ২৯ হাজার ৮ শত ৪৫ টন) হারাইয়াছে। উক্ত ঘোষণায় আরও উল্লেখ করা হইয়াছে যে, ইতিহাসে এই বোধ হয় প্রথমবার একটি বৃহৎ শক্তি যুদ্ধ করিতে গিয়া তাহার প্রায় সমগ্র রণপোতবহর ও বাণিজ্য নৌবহর হারাইল।

আন্তর্জ্জাতিক শ্রমিক সম্মেলন—নয়া দিল্লীর সাম্প্রতিক সংবাদে প্রকাশ যে, আগামী ১০ই অক্টোবর প্যারীতে আন্তর্জ্জাতিক শ্রমিক সম্মেলন হইবে। প্রকাশ, ভারত গবর্ণমেণ্ট ঐ সম্মেলনের জন্য ভারতীয় প্রতিনিধিবৃন্দ নির্ব্বাচন করিয়াছেন। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ সম্ভবতঃ ভারত গবর্ণমেণ্টের প্রতিনিধি মনোনীত হইয়াছেন :—ভারত গবর্ণমেণ্টের শ্রম বিভাগের সেক্রেটারী মিঃ এইচ সি প্রায়র ও লণ্ডনস্থ ভারতীয় হাই কমিশনার স্যার সামুয়েল রঙ্গনাথম। মিঃ ডি সি যাদব ও ডাঃ প্রধান ভারত গবর্ণমেণ্টের উপদেষ্টার কাজ করিবেন বলিয়াও প্রকাশ। উপরন্তু ভারতীয় দেশীয় রাজ্য ও বৃটিশ ভারত হইতে একজন করিয়া প্রতিনিধি লওয়া হইবে। ভারতীয় শ্রমিকদের প্রতিনিধিত্ব করিবেন মিঃ এন এম যোশী ও মিঃ এস এস মিরাজকর। মিঃ আব্দুল মোমিন, মিঃ আর এ খেদগিকার ও শ্রীযুক্ত শিবনাথ ব্যানার্জ্জি ভারতীয় শ্রমিকদের উপদেষ্টার কাজ করিবেন। শ্রীযুক্ত ব্যানার্জ্জি এখন কারারুদ্ধ রহিয়াছেন। তাঁহাকে মুক্তি দেওয়া না হইলে মাদ্রাজের শ্রীযুক্ত কে শর্ম্মা তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হইবেন। ব্যবসায়ীদের প্রতিনিধিত্ব করিবেন মিঃ আই এন বিড়লা। তাঁহার ৩ জন উপদেষ্টা থাকিবেন বলিয়াও প্রকাশ।

টেলিগ্রাম—Assambank
টেলিফোন—কলিঃ ৬৯৪০

ব্যাঙ্ক অব আসাম লিঃ

(১৯৩৬ সালে স্থাপিত)
হেড অফিস—শিলং
কলিকাতা অফিস—৬নং, ক্লাইভ রো।

শাখাসমূহ :—বড়পেটা, ধুবড়ী, গৌহাটী, গোয়ালপাড়া, যোড়হাট, নওগাঁ (আসাম)

আদায়ীকৃত মূলধন
ও রিজার্ভ— ৬,৩৮,০০০৲ টাকার উপর
আমানত— ৬০,০০,০০০৲ টাকার „
কার্য্যকরী মূলধন ৭৪,০০,০০০৲ টাকার „

ব্যাঙ্কের সকল কাজ করা হয়।

এ বি দত্ত, এম-এ, এফ-আর-ই-এস্,
এ-আই-বি (লণ্ডন), সার্ট, এজেণ্ট, কলিকাতা।
এইচ ব্যানার্জ্জি, বি-এ,
এ-আই-বি (লণ্ডন), সার্ট, ম্যানেজিং ডিরেক্টর

দুইটী নির্ভরযোগ্য জাতীয় প্রতিষ্ঠান

গ্রেট ইষ্টার্ণ ব্যাঙ্ক লিমিটেড

স্থাপিতঃ ১৯২৮ ঃঃ টেলিঃ "PURSE"-CAL.
হেড অফিস—৪৪-৪৬, ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা
ব্রাঞ্চ—বেলিয়াঘাটা, হবিগঞ্জ, জলপাইগুড়ী ও সৈয়দপুর (রংপুর)।
শ্রীমঙ্গল (শ্রীহট্ট) শাখা শীঘ্রই খোলা হইবে।
— জীবনবীমার জন্য —
দি নর্থ বেঙ্গল প্রভিডেণ্ট ইন্সিওরেন্স কোম্পানী লিমিটেড।
বি সেনগুপ্ত, ম্যানেজিং ডিরেক্টর

দাশ ব্যাঙ্ক লিমিটেড্

৯-এ, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
চেয়ারম্যান—কর্ম্মবীর আলামোহন দাশ
আধুনিক সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

Gram : Cencomba Phone : B. B. 5638 Post Box No. 2282

সেণ্ট্রাল কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ

স্থাপিত—১৯২৮
হেড অফিস—১২, জ্যাক্‌সন লেন, কলিকাতা।

অনুমোদিত জামিনে ধার, ক্যাশ ক্রেডিট ও ওভারড্রাফট দেওয়া হয়। বিল, ডিভিডেণ্ড প্রভৃতির টাকা সুবিধাজনক সর্ত্তে আদায় করিয়া দেওয়া হয়।

ম্যানেজিং ডিরেক্টার :—মিঃ এস বি বিশ্বাস

স্থাপিত—১৯৩১ ফোন : ক্যাল ৪৫৪৯

ভাগীরথী ব্যাঙ্কিং এণ্ড হাউসিং কোম্পানী লিমিটেড

রেজিষ্টার্ড অফিস—১৫, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
চলতি হিসাবের সুদ ... ১%
সেভিংস্ আমানতের সুদ ... ২%

গত ৫ই মার্চ্চ, দক্ষিণ কলিকাতা শাখা, ৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউস্থিত ভবনে খোলা হইয়াছে।

অনুমোদিত জামিনে ব্যবসায়িগণকে টাকা ধার দেওয়া হয়।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—মিঃ এস্ এম্ ব্যানার্জ্জি

ইহা প্রসপেক্টাস নহে, একটি ঘোষণা মাত্র।

কুসুম ইঞ্জিনীয়ারিং কোম্পানী লিমিটেড

(১৯১৩ সালের ভারতীয় কোম্পানী আইনানুসারে পাবলিক লিমিটেড কোম্পানী হিসাবে সংগঠিত)

রেজিষ্টার্ড অফিস ঃ—২৫, সোয়ালো লেন, কলিকাতা।

অনুমোদিত মূলধন— ২৫,০০,০০০৲ টাকা

পূর্ব্বে বিক্রীত শেয়ার— ৯৭,৪১০৲ টাকা

বর্ত্তমানে বিক্রয়যোগ্য শেয়ার ঃ—

৭৫০০০ সাধারণ শেয়ার প্রতি শেয়ারের মূল্য ১০৲ টাকা হিসাবে মোট ৭,৫০,০০০৲ টাকা। ইহার মধ্যে ১৫০০০ সাধারণ শেয়ার ইতিমধ্যেই ডিরেক্টরবর্গ এবং তাঁহাদের বন্ধুদিগের মধ্যে বিলি করা হইয়া গিয়াছে।

নিম্নোক্ত ভাবে দেয় ঃ—

আবেদনের সঙ্গে ২৲ টাকা, বিলির সময় ৩৲ টাকা এবং বাকী ৫৲ টাকা, ২৷৷০ টাকার দুইটি সমান কিস্তিতে দিতে হইবে। কিস্তির সময়ের ব্যবধান দুই মাস অপেক্ষা কম হইবে না। ভর্ত্তি ফিঃ ১৲ টাকা প্রত্যেক আবেদনপত্রের সঙ্গে দিতে হইবে।

—ডিরেক্টরবর্গ—

১। **অনারেবল রায় এস কে দাশ বাহাদুর,**
ঢাকা।
কাউন্সিল অব ষ্টেটস্‌এর সদস্য।
স্বত্বাধিকারী—আর এম দাশ এণ্ড সন্স।
ডিরেক্টর—
ঢাকা ইলেক্‌ট্রিক সাপ্লাই কোম্পানী লিঃ।
ইউনাইটেড ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ।
ঢাকা কটন মিলস্‌ লিমিটেড।
সভাপতি—ঢাকা চেম্বার অব কমার্স।

২। **মিঃ আর সি রায় চৌধুরী,** জমিদার
বাইসরসী, ফরিদপুর।
জয়েণ্ট ম্যানেজিং ডিরেক্টর—
নিউ ইণ্ডিয়া মেটাল ওয়ার্কস লিঃ।
ডিরেক্টর—
কন্টিনেণ্টাল ব্যাঙ্ক অফ এশিয়া লিঃ।
পপুলার ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক লিঃ।

৩। **মিঃ এস এল বর্ম্মণ,** পাট ব্যবসায়ী।
স্বত্বাধিকারী—এস এল বর্ম্মণ এণ্ড কোং।

৪। **মিঃ জি কে চৌধুরী,**
সেক্রেটারী এবং এজেণ্ট—
শ্রীদুর্গা কটন স্পিনিং এণ্ড উইভিং মিলস্‌ লিঃ।
মার্কারি কেমিক্যাল ইণ্ডাষ্ট্রিজ (ইণ্ডিয়া) লিঃ।

৫। **মিঃ এম এল বসু,** এ এম আই এস ই,
টেক্সটাইল ইঞ্জিনীয়ার।
অংশীদার—এশিয়াটিক রিসার্চ্চ ল্যাবরেটরী।
ডিরেক্টর—সেণ্ট্রাল কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ।

৬। **মিঃ এস্‌ এম ঘোষ,** এম-এ, সুতা ব্যবসায়ী
অংশীদার—যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ এণ্ড সন্স।

৭। **মিঃ এস বি বিশ্বাস,**
ম্যানেজিং ডিরেক্টর—
সেণ্ট্রাল কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক লিমিটেড।
ডিরেক্টর—ভারত হোসিয়ারী মিলস্‌ লিঃ।

৮। **মিঃ কে এল বসু,** এ এম এম ই,
মেকানিক্যাল ইঞ্জিনীয়ার।
ডিরেক্টর—ত্রিপুরা ইণ্ডাষ্ট্রিজ কর্পোরেশন লিঃ।
অংশীদার—এভারেষ্ট পটারী ওয়ার্কস।

—কোম্পানীর ভবিষ্যৎ—

কোম্পানী বর্ত্তমানে কেবলমাত্র **পটারী মেশিন** প্রস্তুত করণেই নিযুক্ত আছেন। ভারতবর্ষে এবং সিংহলে পটারী মেশিন প্রস্তুত করণের ইহাই একমাত্র প্রতিষ্ঠান। ভারতে মৃৎশিল্পের (পটারী) বর্ত্তমান যুদ্ধে বিশেষ প্রসারলাভ ঘটিয়াছে। ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোডস্থিত উহার দুইটি কারখানায় কোম্পানী গত ছয় বৎসর যাবৎ পূর্ণোদ্যমে সরকারী, বে-সরকারী, সিংহল গবর্ণমেণ্টের, নেপাল এবং অন্যান্য দেশীয় রাজ্যের চাহিদা মিটাইবার উদ্দেশ্যে কাজ চালাইতেছেন। ভারতে এই শিল্পের পক্ষে অত্যাবশ্যকীয় উচ্চশ্রেণীর কাঁচা মাল প্রভূত পরিমাণে উৎপন্ন হওয়ায়, মৃৎশিল্প (পটারী) ভারতীয় ধনপতিদিগের পক্ষে উপযোগী, প্রিয় এবং লাভজনক। সমবায় ভিত্তিতে এই শিল্পকে গ্রাম্য শিল্পে পরিণত করার প্রচেষ্টা কতকগুলি দেশীয় রাজ্যে সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে এবং শিল্পক্ষেত্রে প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টসমূহের "রুরেল ডেভলপমেণ্ট" বিভাগে ইহার মর্য্যাদা স্বীকৃত হইতেছে। যন্ত্রপাতি প্রস্তুতকারক হিসাবে কোম্পানীর সম্মান ও খ্যাতি উচ্চপদস্থ এবং খ্যাতনামা যন্ত্র বিশেষজ্ঞগণ কর্ত্তৃক "আমদানীকৃত মাল অপেক্ষা কোন অংশেই হীন নহে" এইরূপে প্রশংসিত হওয়ায় যুদ্ধোত্তর যুগেও কোম্পানীর সমৃদ্ধি সুনিশ্চিত। নব সংগৃহীত মূলধন পরিচালকমণ্ডলীর হস্তগত হইলে কোম্পানী প্রতিযোগিতা ক্ষেত্রে যে কোন প্রতিদ্বন্দ্বীর সমকক্ষ হইতে পারিবেন। অধিকন্তু কোম্পানী পরবর্ত্তী কাজ হিসাবে **বয়নশিল্প, রবার, রং এবং চর্ম্ম সংস্কার শিল্পের যন্ত্রপাতি প্রস্তুত করিবেন।**

এই সমস্ত কারণে এবং বর্ত্তমানে কোম্পানীর হস্তগত বহুল পরিমাণ অর্ডার যুদ্ধোত্তর যুগেও বর্ত্তমানের ন্যায় কমপক্ষেও ৭॥% আয়করমুক্ত লভ্যাংশ নিশ্চিতরূপে রক্ষা করিতে সমর্থ হইবে। যোগ্যতার উপরই ইহার ভিত্তি, ভাবাবেগের উপর নহে।

—ব্যাঙ্কারস্‌—

মেসার্স কুমিল্লা ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিমিটেড।
„ ক্যালকাটা ন্যাশন্যাল ব্যাঙ্ক লিমিটেড।
„ নাথ ব্যাঙ্ক লিমিটেড।
„ এসোসিয়েটেড ব্যাঙ্ক অব ত্রিপুরা লিঃ।
„ হাজরাদী ব্যাঙ্ক লিমিটেড।
„ সেণ্ট্রাল কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক লিমিটেড।

—অডিটারস্‌—

মেসার্স জে এম রায় এণ্ড কোং
রেজিষ্টার্ড একাউণ্টেণ্ট।
২৩-২৪, ষ্ট্র্যাণ্ড রোড, কলিকাতা।

—দলিলপত্রাদি—

কোম্পানীর রেজিষ্টার্ড অফিসে কোম্পানীর দলিলপত্রাদি পরিদর্শন করা যাইতে পারে।

—আবেদনপত্র—

শেয়ারের জন্য আবেদনপত্রের ফরম কোম্পানীর রেজিষ্টার্ড অফিস হইতে, এজেণ্টদিগের নিকট হইতে অথবা কোম্পানীর ব্যাঙ্কারগণের যে কোন শাখা অফিস হইতে পাওয়া যাইতে পারে। প্রথম কিস্তির টাকা কোম্পানীর হেড অফিসে অথবা ব্যাঙ্কারদের যে কোন শাখা অফিসে জমা দেওয়া যাইতে পারে। তবে আবেদনপত্রের সঙ্গে ব্যাঙ্কারদের নিকট জমা টাকার রসিদও প্রেরণ করিতে হইবে।

—লভ্যাংশ—

১৯৪৩-৪৪ সনে (আয়করমুক্ত) শতকরা ৭৷৷০ টাকা
১৯৪৪-৪৫ সনের হিসাব পরীক্ষিত হইতেছে। এবার আয়করমুক্ত শতকরা ১০৲ টাকা লভ্যাংশ আশা করা যায়।

ম্যানেজিং এজেণ্টস্‌—এইচ পি বসু এণ্ড ব্রাদার্স লিঃ।

কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমতি পাওয়া গিয়াছে। ইহা সুস্পষ্টরূপে মনে রাখিতে হইবে যে, এই অনুমতি প্রদানের দ্বারা কেন্দ্রীয় সরকার এতদর্থে প্রচারিত কোম্পানীর পরিকল্পনার অর্থনৈতিক নিরাপত্তা সম্বন্ধে অথবা কোনও বিবৃতি অথবা মতামতের সত্যতা সম্বন্ধে কোন প্রকার দায়িত্ব গ্রহণ করিতেছেন না।

প্রাথমিক শিক্ষা আইন প্রবর্ত্তন—সম্প্রতি হুগলী জেলা বোর্ডের এক সভায় এক প্রস্তাবে বাংলা গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ জানান হইয়াছে যেন বাংলা গবর্ণমেণ্ট হুগলীতে প্রাইমারী এডুকেশন এ্যাক্ট প্রবর্ত্তনের সিদ্ধান্ত তুলিয়া দেন কিংবা অন্ততঃ ইহার প্রবর্ত্তন দুইবৎসরের জন্য স্থগিত রাখেন। হুগলী জেলা বোর্ডের আর্থিক দুরবস্থাই নাকি গবর্ণমেণ্টের নিকট উক্ত অনুরোধ জ্ঞাপনের কারণ। এই সম্পর্কে আরও প্রকাশ যে, বাংলা গবর্ণরের নিকট এক স্মারকলিপি পাঠানো হইবে এবং বিভাগীয় কমিশনারের নিকট এক ডেপুটেশন যাইবে।

সাপ্লাই ডিপার্টমেণ্টে কর্ম্মচারী ছাঁটাই—নয়া দিল্লীর সাম্প্রতিক সংবাদে প্রকাশ, যুদ্ধের সময় যে সকল সরকারী বিভাগ সৃষ্টি হইয়াছে, সেইগুলির কর্ম্মচারী ছাঁটাই-এর প্রস্তাব ভারত গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক বিবেচনা করা হইতেছে। এই সম্পর্কে আরও প্রকাশ যে, সাপ্লাই ডিপার্টমেণ্টের শতকরা ২৫ জন কর্ম্মচারী ছাঁটাই করা হইবে। যাঁহারা অবশিষ্ট থাকিবেন তাঁহাদিগকে শেষ পর্য্যন্ত ভারত গবর্ণমেণ্টের শিল্প বিভাগে চাকরী দেওয়া হইবে। প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টগুলি যে সকল অফিসার ও কেরাণীদিগকে সাময়িকভাবে সাপ্লাই ডিপার্টমেণ্টে কাজ করিতে দিয়াছিলেন, তাহাদিগকে অবিলম্বে যথাস্থানে ফিরাইয়া আনা হইবে।

(নানাকথা—৪০০ পৃষ্ঠার পর)

কোটী ডলার মূল্যের মালপত্র রপ্তানী করিয়াছে তাহা এখন উক্ত দেশ ফেরৎ পাইবে। এই বিবরণ হইতে বুঝা যাইতেছে যে, যুদ্ধে টাকার হিসাবে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের খরচা ইংলণ্ডের তুলনায় অনেক বেশী হইলেও বর্ত্তমান যুদ্ধে উক্ত দেশের প্রকৃত ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ ইংলণ্ডের তুলনায় অনেক কম। ইহার উপর বর্ত্তমান যুদ্ধের ফলে ইউরোপের বিভিন্ন দেশ, চীন প্রভৃতি পূর্ব্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশে ইংলণ্ডের প্রভাব ক্ষুণ্ণ হওয়া এবং আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাব বর্দ্ধিত হওয়ার হিসাব যদি ধরা হয় তাহা হইলে উভয় দেশের ক্ষয়ক্ষতির তারতম্য আরও অনেক বেশী দেখা যাইবে সন্দেহ নাই।

* * *

বর্ত্তমান যুদ্ধের আমলে ইংলণ্ডের কৃষি-ব্যবস্থায় কিরূপ উন্নতি ঘটিয়াছে ইতিপূর্ব্বে আমরা তাহা আলোচনা করিয়াছি। সম্প্রতি এই ব্যাপারে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থা সম্বন্ধে কতক তথ্য জানা গিয়াছে। উক্ত দেশে গত ১৯৪২-৪৩ সালে ১৯১৭-১৮ সালের সমপরিমাণ জমিতে চাষ হয় এবং সমস্ত জমিতে ৪ লক্ষ কম লোক কাজ করে। কিন্তু উহা সত্ত্বেও আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে ১৯১৭-১৮ সালের তুলনায় ১৯৪২-৪৩ সালে মোট উৎপন্ন ফসলের পরিমাণ দেড়গুণ হইয়াছে। ১৯৪২-৪৩ সালে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে প্রতি একর জমিতে গড়পড়তায় ২৫০ পাউণ্ড করিয়া তুলা উৎপন্ন হইয়াছে এবং বিভিন্ন শ্রেণীর সঙ্কর জাতীয় খাদ্যশস্য উদ্ভাবনের ফলে উক্ত দেশের খাদ্যবহুল অঞ্চলে ৬৫ লক্ষ একর পরিমিত কম জমিতে চাষ হওয়া সত্ত্বেও উৎপন্ন খাদ্যের পরিমাণ ৭ কোটী ৭৫ লক্ষ বুশেল হইতে ১৯ কোটী ৪৭ লক্ষ বুশেলে বৃদ্ধি পাইয়াছে। সেচকার্য্য এবং বিজ্ঞানের প্রয়োগ দ্বারাই যুদ্ধের সময়ে কৃষির এত উন্নতিসাধন করা সম্ভব হইয়াছে। ইতিপূর্ব্বে উক্ত দেশে কখনও এত অধিক পরিমাণে ফসল জন্মে নাই।

* * *

কিছুদিন পূর্ব্বে 'ইউনাইটেড প্রেস অব ইণ্ডিয়া' লণ্ডন হইতে এই মর্ম্মে একটী সংবাদ প্রেরণ করেন যে, সোভিয়েট রুষিয়ার বৈজ্ঞানিকগণ সূর্য্যের উত্তাপকে বিদ্যুৎশক্তি, বাষ্পশক্তি, জলস্রোতের শক্তি ইত্যাদির ন্যায় একটী শক্তি হিসাবে কাজে লাগাইবার পদ্ধতি আবিষ্কার করিয়াছেন এবং এই আবিষ্কারের ফলে সূর্য্যের উত্তাপ সংগ্রহের জন্য তাসখন্দ নামক স্থানে একটী বয়লার স্থাপিত হইয়াছে। সূর্য্যের উত্তাপের মধ্যে যে অফুরন্ত শক্তি রহিয়াছে তাহা মানুষের কাজে লাগাইতে পারিলে জগতে যে একটা বিপ্লব দেখা দিবে এবং উহার ফলে মানব জাতির জীবনযাত্রার আদর্শ যে বহুল পরিমাণে উন্নত হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু আজকাল নূতন আবিষ্কারের কথা শুনিলেই ভয় হয়। আণবিক বোমা সমগ্র জগতে আতঙ্কের সৃষ্টি করিয়াছে। কে জানে দু'দিন পরে রুষিয়ার বৈজ্ঞানিকগণ সূর্য্যের উত্তাপকে কেন্দ্রীভূত ও বিকীরিত করিয়া শত শত মাইল দূরবর্ত্তী সহর ও জনপদকে ভস্মীভূত করিবার কৌশল আবিষ্কৃত করিয়া সমগ্র জগতে পুনরায় আর একটা আতঙ্কের সৃষ্টি করিবেন কিনা ?

শিলং ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন লিঃ

হেড অফিস—শিলং
টেলি :—SHILLBANK
ফোন : শিলং—১৬৬

কলিকাতা ব্রাঞ্চ:—১৫নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট,
টেলি :—BANKSHILLO
ফোন : ক্যাল—৪৪৫৪

অন্যান্য শাখা—শ্রীহট্ট, হবিগঞ্জ, করিমগঞ্জ, গৌহাটী ও নওগাঁ (আসাম)।

শ্রীপ্রফুল্লকুমার চৌধুরী, ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

প্রতিদিন ৩৪ লক্ষ টাকা
খাটানো হয়েছে

প্রথম ৩% ভিক্টরি লোন (১৯৫৭)এ এগারো মাসেরও কম সময়ে ১১২ কোটি টাকা জমা হ'বার পর এই ঋণ গ্রহণ ১৯৪৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে বন্ধ করা হয়।

এখন ৩% দ্বিতীয় ভিক্টরি লোন (১৯৫৯-৬১) প্রবর্তিত হওয়ায় আগের মতই সুবিধাজনক সর্তে টাকা দাদন করার সুযোগ হ'লো। এই সুযোগ গ্রহণ করলে আপনি জিনিসপত্রের দাম কমিয়ে দেশকে সাহায্য করবেন ও সেই সঙ্গে ঘরে বসে প্রতি ছয় মাস অন্তর আয়কর বাদ দিয়ে বার্ষিক শতকরা তিন টাকা সুদ পাবেন।

এই ঋণে আপনি যথেচ্ছ পরিমাণ টাকা ন্যস্ত করতে পারেন—১৫ই অগস্ট ১৯৫৯ ও ১৫ই অগস্ট ১৯৬১র মধ্যে ভারত সরকার আপনার ঋণ শোধ করবেন। এর মধ্যে আপনার টাকার দরকার হ'লে আপনার লোন বণ্ড হস্তান্তর ক'রে যে কোনো সময় টাকা তুলতে পারবেন। আপনার বার্ষিক আয় যদি আয়করমুক্ত হয় কিংবা যদি আপনাকে অপেক্ষাকৃত কম হারে আয়কর দিতে হয়, তা হলে আপনার লভ্যাংশের উপর ধার্য আয়করও ফেরত পাবেন। এই ঋণের জন্য আপনার ব্যাঙ্কারকে কিংবা রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার বোম্বাই, কলিকাতা, মাদ্রাজ, দিল্লী ও কানপুরের অফিসে কিংবা গভর্নমেণ্ট ট্রেজারিতে লিখুন।

AAA.229

আপনার সঞ্চয়
১৯৫৯—৬১র
৩%
দ্বিতীয়
ভিক্টরি লোন-এ
নিয়োগ করুন

'ফিনান্স ডিপার্টমেণ্ট, গভর্নমেণ্ট অব ইণ্ডিয়া কর্তৃক প্রচারিত

মিত্রপক্ষের বিমান হানায় জাপানের হতাহতের সংখ্যা—সম্প্রতি টোকিও বেতারে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, মিত্রপক্ষীয় বিমান হরের আক্রমণে জাপানের মূল ভূভাগের লোক খ্যার এক-ষষ্ঠাংশ অর্থাৎ প্রায় ১ কোটি নরনারী হত এবং গৃহহীন হইয়াছে। এই সম্পর্কে ও ঘোষণা করা হইয়াছে যে, বিমান হানায় হিহত ব্যক্তিদের মোট সংখ্যা ২ লক্ষ ৬০ হাজার, তন্মধ্যে ৯০ হাজার হত হইয়াছে অণু বোমায়। মোট আহতদের সংখ্যা ৪ লক্ষ ১২ হাজার, তন্মধ্যে ৩ লক্ষ ৮০ হাজার অণু বোমা বর্ষণে আহত হইয়াছে। বিমান আক্রমণের ফলে ৯২ লক্ষ জাপানী আশ্রয়হীন হইয়াছে। ২ লক্ষ বাড়ী ধ্বংস এবং আরও ৯০ হাজার ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। উক্ত ঘোষণায় আরও উল্লেখ করা হইয়াছে যে, জাপানের প্রায় সমগ্র মূল ভূভাগ গুরুতর ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। চূড়ান্ত হিসাবের পর সম্ভবতঃ উক্ত সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পাইবে বলিয়াও উল্লেখ করা য়াছে। জাপানের ৪৪টি নগরীর অধিবাসীরা র সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হইয়াছে এবং টোকিও সমেত আরও ৩৭টি নগরীতে প্রায় পাঁচ ভাগ বসতি বকল ধ্বংস হইয়াছে বলিয়াও উক্ত ঘোষণায় প্রকাশ করা হইয়াছে।

ভারতের ইঞ্জিনিয়ারদের প্রতি গান্ধীজী—সম্প্রতি শ্রীহট্টের ইলেকট্রিক্যাল ও মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার শ্রীযুক্ত লাবণ্যকুমার চৌধুরীর মারফৎ মহাত্মা গান্ধী ভারতের ইঞ্জিনিয়ারদের উদ্দেশ্যে নিম্নোক্তরূপ বাণী প্রেরণ করিয়াছেন :—'ভারতের ইঞ্জিনিয়ারগণ যদি তাঁহাদের কার্য্যক্ষমতাকে কুটীর শিল্পের যন্ত্রপাতির উন্নতি সাধনে নিয়োগ করিতেন, তবে উহাতে কতই না কাজ হইত ; পল্লীশিল্পের কাজে আত্মনিয়োগ কিছুতেই অগৌরবের বিষয় বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না।'

আসাম ব্যবস্থা পরিষদ—এসোসিয়েটেড প্রেস জানিতে পারিয়াছেন যে, আগামী সাধারণ নির্ব্বাচনের পূর্ব্বে আসাম ব্যবস্থা পরিষদের কোন অধিবেশন হইবে না।

ভারত গবর্ণমেণ্টের বাণিজ্য কমিশনার—সম্প্রতি প্রকাশিত এক সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ, ভারত গবর্ণমেণ্টের সরবরাহ বিভাগের ডেপুটী সেক্রেটারী মিঃ জে এ রহিম, আই-সি-এস আলেকজান্দ্রিয়ায় ভারত গবর্ণমেণ্টের বাণিজ্য কমিশনার নিযুক্ত হইয়াছেন। তাঁহার পূর্ব্বে মিঃ আই মজিদ এই পদে নিযুক্ত ছিলেন। কার্য্যভার গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে মিঃ রহিম ভারতের বিভিন্ন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান ও বণিক সমিতির সহিত পরামর্শ করিবেন বলিয়াও উক্ত বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হইয়াছে।

কুইনাইনের ঘাটতি পূরণের ব্যবস্থা—গত ২০শে আগষ্ট নয়াদিল্লীতে পাবলিক একাউণ্টস কমিটির এক বৈঠকে ১৯৪৩-৪৪ সালের হিসাব-নিকাশ পরীক্ষা করিয়া দেখা যায় যে, ১৯৪৪ সালের ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত ভারত গবর্ণমেণ্টের অধীনে কুইনাইন সালফেট মজুত ছিল ১ লক্ষ ৭১ হাজার পাউণ্ড। তার পূর্ব্ব বৎসরে ঐ তারিখ পর্য্যন্ত মজুত কুইনাইনের পরিমাণ ছিল ১ লক্ষ ৮৯ হাজার পাউণ্ড। যুদ্ধের পূর্ব্বে ভারতে কুইনাইনের চাহিদা ছিল বাৎসরিক ২ লক্ষ ১০ হাজার পাউণ্ড। এখন ভারতে কুইনাইন উৎপন্ন হইতেছে বৎসরে ৯০ হাজার পাউণ্ড। কুইনাইনের অভাব মিটাইবার উদ্দেশ্যে সম্প্রতি বাংলাদেশ ও মাদ্রাজে সরকারী পরিকল্পনায় অল্প সময়ে কুইনাইন উৎপন্ন করিবার জন্য সিঙ্কোনার চাষের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। উক্ত পরিকল্পনানুসারে ২ হাজার ৪ শত একর জমিতে রুশীয় প্রথায় সিঙ্কোনার চাষ সুরু করা হইয়াছে। ১৯৪৬ সালে ঐ সকল গাছ হইতে কুইনাইন পাওয়া যাইবে বলিয়া বাংলা গবর্ণমেণ্ট ও মাদ্রাজ গবর্ণমেণ্ট আশা করেন।

শরণার্থীদের সংখ্যা—প্রকাশ, ১৯৪৩-৪৪ সালে ব্রহ্ম ও মালয় হইতে আগত শরণার্থীদের সংখ্যা নিরূপণের জন্য যে আদমসুমারী হইয়াছিল তাহাতে প্রায় ৪॥ লক্ষ শরণার্থী ভারতে আসিয়াছিল। ইহাদের ভরণপোষণের জন্য ভারত গবর্ণমেণ্টের (১৯৪৩-৪৪ সালে) ২ লক্ষ ৯৩ হাজার টাকা খরচ হইয়াছিল।

(রাজনৈতিক প্রসঙ্গ—৪০৪ পৃষ্ঠার পর)

দল এই মন্ত্রিসভায় যোগদানে সম্মত হইলেও লীগ দল মন্ত্রীসভায় লীগের মনোনীত ব্যক্তি ছাড়া অন্য কোন মুসলমানকে মন্ত্রী হিসাবে গ্রহণ করা যাইবে না বলিয়া দাবী করাতে লাট সাহেব মন্ত্রিসভা গঠনের সঙ্কল্প ত্যাগ করিয়াছেন। উহা খুব ভালই হইয়াছে। কারণ বর্ত্তমানে যে সব মুসলমান সদস্য মৌলবী ফজলুল হক এবং ঢাকার নবাব বাহাদুরের দলে আছেন তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই সুবিধাবাদী এবং দলগত নিষ্ঠার উহাদের কোন সুনাম নাই। এরূপ অবস্থায় উহাদের সাহায্যের উপর নির্ভর করিয়া মন্ত্রিমণ্ডল গঠিত হইলে দুই দিন পরেই উহারা দল ছাড়িয়া সার নাজিমউদ্দীনের দলে যোগদান করিবেন এবং বাঙ্গলায় পুনরায় লীগ মন্ত্রিসভা কায়েম হইবে। বাঙ্গলায় যদি চিরদিন ৯৩ ধারার শাসন বলবৎ থাকে তাহাতেও আমাদের আপত্তি নাই, কিন্তু যে মন্ত্রিমণ্ডলীর অযোগ্যতা ও দুর্নীতিমূলক কাজের ফলে বাঙ্গলার ৬০ লক্ষ লোক অকালে প্রাণ হারাইয়াছে এবং আরও অন্ততঃ ৫ কোটী লোক অন্নাভাব ও বস্ত্রাভাবের জন্য তিল তিল করিয়া মৃত্যুর দ্বারে উপনীত হইতেছে সেই মন্ত্রিমণ্ডলীর পুনঃপ্রতিষ্ঠার সহায়তামূলক কোন কাজ আমরা সমর্থন করি না। যতদিন বাঙ্গলায় কংগ্রেস, লীগ, কৃষক প্রজা সমিতি ও হিন্দুমহাসভা ঐক্যবদ্ধ না হয় ততদিন বাঙ্গলায় মন্ত্রিসভা গঠিত হইবে না—মিঃ কেসি যদি এরূপ ঘোষণা করেন তবে আমরা সুখী হইব। বৃটীশ গবর্ণমেণ্ট ভারতের কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে অনুরূপ ধরণের নীতিই অবলম্বন করিয়াছেন। বাঙ্গলার ব্যাপারে মিঃ কেসিও যদি এই নীতি মানিয়া চলেন তবে তাঁহাকে কেহ দোষ দিতে পারিবে না।

ঢাকা ফেডারেল ব্যাঙ্ক
লিমিটেড
স্থাপিত—১৯৩৪
রেজিষ্টার্ড অফিস—ঢাকা
সেণ্ট্রাল অফিস—৫ ও ৬, হেয়ার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
—শাখাসমূহ—
নারায়ণগঞ্জ, মাণিকগঞ্জ (ঢাকা), শ্যামবাজার, মজঃফরপুর, বালেশ্বর।
ম্যানেজিং ডিরেক্টর—
মিঃ এন, কে, চক্রবর্ত্তী।
ডিরেক্টর ও সেক্রেটারী—
মিঃ অমিয় গুহ।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া
করোনেশন ব্যাঙ্ক লিঃ
হেড অফিস—৪০।এ, আর্মেনিয়ান ষ্ট্রীট, কলিকাতা
—ঃ শাখা ঃ—
জোড়াসাঁকো, নিমতলা, জলপাইগুড়ি ও ধুপগুড়ি
শ্যামবাজার শাখা শীঘ্রই খোলা হইবে।

সুদক্ষ এবং সুপরিচিত ও বিশিষ্ট পরিচালক মণ্ডলী

ডাইরেক্টর বোর্ডের চেয়ারম্যান :
ডাঃ এস, এইচ, পাল এল, আর, সি, পি, ডি, পি, এইচ (লণ্ডন) ; এম, আর, সি, এস (ইংলণ্ড) ; ডি, টি, এম, (লিভ) ; আসাম গভর্ণমেণ্টের ভূতপূর্ব্ব ডাইরেক্টর অব্ পাবলিক হেলথ্।

—আবশ্যক—
সমস্ত প্রধান প্রধান ব্যবসায়কেন্দ্রে প্রস্তাবিত শাখা অফিসের জন্য ম্যানেজার, ক্যাশিয়ার ও একাউণ্টেণ্ট আবশ্যক

—ভাইস চেয়ারম্যান—
ডাঃ এস, কে, বাসু এম, ডি, (ইউ, এস, এ) ডি, ও, (প্যারী) ;
ডাঃ অপ্ট (ফিল) ; এফ, আই, ও ; এফ, স, এম, সি (ইংলণ্ড)।

ম্যানেজিং ডাইরেক্টর
মিঃ এন, চক্রবর্ত্তী

জেনারেল ম্যানেজার
মিঃ পি, কে, রাউৎ

সেক্রেটারী
মিঃ বি, এন, গুপ্ত

কোম্পানী প্রসঙ্গ

এসিয়াটিক গবর্ণমেণ্ট সিকিউরিটী লাইফ এণ্ড জেনারেল এসিওরেন্স কোং লিঃ

১৯৪৪ সালের রিপোর্ট

এসিয়াটিক গবর্ণমেণ্ট সিকিউরিটীর হেড অফিস ব্যাঙ্গালোর সহরে অবস্থিত এবং কলিকাতায় ৩নং ম্যাঙ্গো লেনে ও ঢাকায় ৭৮।৫, লায়াল ষ্ট্রীটে উহার দুইটী শাখা অফিস রহিয়াছে। সম্প্রতি আমরা উক্ত কোম্পানীর ১৯৪৪ সালের যে কার্য্য বিবরণী পাইয়াছি তাহা হইতে উহার সন্তোষ জনক অগ্রগতির পরিচয় পাওয়া যায়। আলোচ্য বৎসরে কোম্পানী ২৪১৯টী পলিসিতে মোট ৩৭ লক্ষ ৮০ হাজার ৬০০ টাকার নূতন বীমাপত্র প্রদান করিয়াছে। ১৯৪৩ সালের তুলনায় উহার শতকরা ৭০ ভাগ বেশী। গত ১৯৪৩ সালে কোম্পানীর মোট আয় হইয়াছিল ৭ লক্ষ ১৪ হাজার ১১৯ টাকা —১৯৪৪ সালে উহার পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৭ লক্ষ ৩৬ হাজার ৪৯ টাকা এবং উহার মধ্যে প্রিমিয়াম বাবদ আয় হইয়াছে ৬ লক্ষ ২৭ হাজার ৪৩৭ টাকা। ১৯৪৪ সালে কোম্পানীর যে আয় হইয়াছে তাহা হইতে কোম্পানীর উপর মৃত্যুদাবী এবং বীমার মেয়াদ পূর্ণ হওয়া বাবদ দাবীর জন্য ২ লক্ষ ৫৯ হাজার ৩৭ টাকা ব্যয় ধরা হইয়াছে এবং প্রত্যর্পণ মূল্য বাবদ ৫ হাজার ৪৭১ টাকা ব্যয় হইয়াছে। উহা ছাড়া অফিসের কার্য্য পরিচালনা বাবদ যে ব্যয় হইয়াছে তাহা বাদ দিয়া যাহা অবশিষ্ট রহিয়াছে তাহা কোম্পানীর জীবনবীমা তহবিলে জমা হইয়াছে। বৎসরের প্রথমে উহার পরিমাণ ছিল ২৬ লক্ষ ৯১ হাজার ৯৭৫ টাকা, বৎসরের শেষে উহা ২৮ লক্ষ ৮৭ হাজার ২০১ টাকায় দাঁড়াইয়াছে।

কোম্পানীর ব্যালান্স শীটে উহার আদায়ী মূলধন ২ লক্ষ ২০ হাজার ৮৫ টাকা, মজুদ তহবিল ১ লক্ষ ৬ হাজার ৫৮৭ টাকা, অপরিশোধিত বীমার দাবী ১ লক্ষ ৯১ হাজার ৪০০ টাকা এবং জীবন-বীমা তহবিল ২৮ লক্ষ ৮৭ হাজার ২০১ টাকা লইয়া মোট দায়ের পরিমাণ দেখান হইয়াছে ৩৫ লক্ষ ১৪ হাজার ৮৫৮ টাকা। তাহার মধ্যে সম্পত্তি বন্ধকে ২ লক্ষ ৬৪ হাজার ৬৭০ টাকা, পলিসি বন্ধকে ২ লক্ষ ৪৭ হাজার ১৫৩ টাকা এবং কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ারে ২১ লক্ষ ৯৪ হাজার ৩৬৩ টাকা দাদন করা রহিয়াছে। বাকী টাকা আদায়যোগ্য পাওনা, আসবাবপত্র, পুস্তকাদি, এজেণ্টদের নিকট প্রাপ্য টাকা, আদায়যোগ্য প্রিমিয়াম এবং হস্ত ও ব্যাঙ্কস্থিত নগদ টাকা (১ লক্ষ ১১ হাজার ১৩৩ টাকা) ইত্যাদি শ্রেণীর সম্পত্তিতে প্রদর্শিত হইয়াছে।

এদেশে বীমাকারীদের দিক হইতে বিশ্বাস-যোগ্য যে সব বীমা কোম্পানী রহিয়াছে এসিয়াটিক গবর্ণমেণ্ট সিকিউরিটী তাহার অন্যতম। আমরা এই কোম্পানিটীর আরও উন্নতি কামনা করি।

গত ২৩শে জুন তারিখে কোম্পানীর বার্ষিক সভায় উহার পরিচালক বোর্ডের সভাপতি ডাঃ এফ এইচ নরোনহা প্রস্তাবিত বীমা আইন সংশোধক বিল সম্পর্কে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেন এবং এই আইনে বীমা কর্ম্মীদের পারি-শ্রমিক হ্রাস করিবার যে প্রস্তাব হইয়াছে তাহার তীব্র বিরোধিতা জ্ঞাপন করেন। প্রসঙ্গতঃ তিনি ভারত সরকারের শিল্প প্রসারের নীতি এবং বীমা ব্যবসায়ের উপর উহার প্রভাব সম্পর্কেও আলো-চনা করেন।

কুসুম ইঞ্জিনিয়ারিং কোং লিঃ

কুসুম ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানী মৃৎশিল্পের (Pottery Industry) যাবতীয় যন্ত্রপাতি নির্ম্মাণে নিয়োজিত আছে। এই কোম্পানীর নির্ম্মিত নিখুঁত যন্ত্রগুলি সিংহল, ব্রিটিশ ভারত ও দেশীয় রাজ্যসমূহের সরকারী ও বেসরকারী কার-খানায় ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হইতেছে। এই কোম্পানীর প্রচেষ্টার ফলে ভারতে মৃৎশিল্প দিন দিন প্রসারলাভ করিতেছে। শুধু তাহাই নহে, এই কোম্পানী বয়ন শিল্পের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যন্ত্রপাতি এবং তাহাদের অংশবিশেষ নির্ম্মাণ করিয়া বয়ন শিল্পের ক্রমোন্নতির পথও সুগম করিতেছে।

১৯৩৮ সালে কুসুম ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানী ৫৪নং বারাকপুর ট্রাঙ্ক রোডে একটি কারখানা স্থাপন করে। মেসার্স এইচ, পি, বোস এণ্ড ব্রাদার্সের সুপরিচালনায় কিছু দিনের মধ্যেই এই কোম্পানী দ্রুত উন্নতিলাভ করিয়া আর একটি কারখানা স্থাপন করিতে সমর্থ হয়। একটি বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠান গঠন করিবার উদ্দেশ্যে ১৯৪৩ সালে এই কোম্পানীকে যৌথ কোম্পানী হিসাবে রেজেষ্টারী করা হয়। ইহার অনুমোদিত মূলধন ২৫ লক্ষ টাকা। তিন সপ্তাহের মধ্যেই এই কোম্পানী ৯৭ হাজার টাকার শেয়ার বিক্রী করিতে সমর্থ হয়। অতঃপর ক্যাপিটেল ইস্যু অর্ডিনান্স জারী হওয়ায় শেয়ার বিক্রয় কাজ বন্ধ রাখিতে হয়। সম্প্রতি ভারত সরকার এই কোম্পানীকে ১০৲ মূল্যের ৭৫ হাজার শেয়ার বিক্রী করিবার অনুমতি প্রদান করিয়াছেন। নূতন শেয়ার বিক্রী করিয়া যে মূলধন সংগৃহীত হইবে তাহা কেবলমাত্র মৃৎশিল্পের যন্ত্রপাতি নির্ম্মাণেই নিয়োজিত হইবে না, পূর্ব্ব-পরিকল্পনা অনুসারে এই মূলধন দ্বারা বয়ন শিল্প, রবার, রং এবং চর্ম্ম শিল্পের যন্ত্রপাতিও নির্ম্মাণের ব্যবস্থা হইবে। এই সকল যন্ত্রপাতি নির্ম্মাণ করিয়া কোম্পানী যে কেবলমাত্র তাহাদের লাভের পথই বেশ প্রশস্ত করিতে পারিবে তাহা নহে, উহাতে ভারতীয় শিল্প উন্নতির পথও সুগম হইবে। এই উন্নতিশীল কোম্পানীর শেয়ার ক্রয়ে বহুলোকের যে আগ্রহ থাকিবে তাহা বলা বাহুল্য।

বাজারের সাথে যোগাযোগ বিভিন্ন ধরণের কাজ

১। স্বর্ণ ও রৌপ্য ক্রয় বিক্রয় করা হয়।
২। ষ্টক এক্সচেঞ্জের তালিকাভুক্ত শেয়ার ক্রয় বিক্রয় করা হয়।
৩। হুণ্ডী ও বিল ডিস-কাউণ্ট করা হয়।

আমাদের মধ্যস্থতায় বাজারের সংস্পর্শে আসুন

ইষ্টার্ণ ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ব্যাঙ্ক লিমিটেড
৮, লায়ন্স রেঞ্জ কলিকাতা

ঢাকুরিয়া ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন লিঃ
হেড অফিস : ২১এ, ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিঃ
ফোন : ক্যাল ১৭৪৪ গ্রাম : ষ্ট্রংরুম
শাখাসমূহ :-ঢাকুরিয়া, সাদার্ণ মার্কেট, ক্যানিং, ঔরঙ্গাবাদ, জঙ্গীপুর, পাকুড়, রামপুরহাট, বারহারওয়া, ধুলিয়ান, সাহেবগঞ্জ, কোন্নগর ও রঘুনাথগঞ্জ।
ম্যানেজিং ডিরেক্টর : মিঃ ডি এন চাটার্জ্জী এফ্, আর, ই, এস্ (লণ্ডন)

দি মার্চ্চেণ্টস ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিঃ
৩নং ম্যাঙ্গো লেন।
স্থাপিত—১৯৩২
নিষ্ঠা, নিরাপত্তা, নির্ভরযোগ্যতাই আমাদের বৈশিষ্ট্য।
সহজ সর্ত্তে টাকা কর্জ্জ দেওয়া এবং বিল ডিসকাউণ্ট করা হয়।
ফিক্সড্ ডিপোজিট্ এবং অন্যান্য আমানতের উপর সুদের হার লাভজনক।
শেয়ার মার্কেটের যাবতীয় শেয়ার কেনাবেচা করা হয়।
হিলি শাখা শীঘ্রই খোলা হইবে।
ম্যানেজিং ডিরেক্টর—এল, এ, মান্নান।

রাজস্থান ব্যাঙ্ক লিমিটেড
হেড অফিস : ২২নং ষ্ট্রাণ্ড রোড, কলিকাতা।
'গ্রাম—"গোল্ডনেষ্ট" ● 'ফোন—কলিঃ ৪০৩৮
শাখাসমূহ
বালীগঞ্জ এবং ভবানীপুর | বাদুড়িয়া
বসিরহাট | সোনারপুর
বসিরহাট বাজার | লক্ষ্মীকান্তপুর
জয়নগর-মজিলপুর | মাল (জলপাইগুড়ি)
ইত্যাদি
সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য করা হয়
ডিরেক্টর-ইন-চার্জ : কুমার শৈলেন্দ্রনারায়ণ রায়, এম্-এ, বি-এল (জোড়াসাঁকো রাজ)
ম্যানেজিং ডিরেক্টর : মিঃ লালমোহন মুখার্জি
সেক্রেটারী : মিঃ ডি, এল, ঘোষ রায়, বি-এ
BB/RB

দি গুডইয়ার টায়ার এণ্ড রবার কোং (ইণ্ডিয়া) লিঃ

রবার ষ্ট্যাম্প ও মুদ্রণ কার্য্যে ব্যবহৃত রবার প্লেটে গুডইয়ার কোম্পানী কৃত্রিম (সিন্থেটিক) রবার ও "প্লিওবণ্ড" নামক এক ধরণের নূতন আঠা জাতীয় দ্রব্য ব্যবহার করিতেছেন। এই আঠা ষ্ট্যাম্পফ্রেমের সঙ্গে রবার সংযুক্ত করার কার্য্যে ব্যবহৃত হয়। মুদ্রণ যন্ত্রের চোঙ্গার (সিলিণ্ডার) সঙ্গে রবার সংযুক্ত করিবার উদ্দেশ্যেও এই জাতীয় আঠা ব্যবহৃত হইতেছে।

নূতন যৌথ কোম্পানী

এভিকিপো অব্ ইণ্ডিয়া লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ সি জে বাটার পামার। অনুমোদিত মূলধন—২ লক্ষ টাকা। এরোপ্লেনে ব্যবহার্য্য যন্ত্রপাতি প্রস্তুতকারক।

এ টি দেব লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ কে সি মজুমদার। রেজিষ্টার্ড আফিস—২, রামাপুকুর লেন, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—৪ লক্ষ টাকা। মুদ্রাকর ও প্রকাশক ইত্যাদি।

মুরারকাস্ লিঃ—ডিরেক্টর—শ্রীচুণীলাল মুরারকা। রেজিষ্টার্ড অফিস—২৪, টাউনসেণ্ড রোড, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—১০ লক্ষ টাকা। জেনারেল মার্চ্চেণ্টস্ ও এজেণ্টস্।

শঙ্কর মিলস্ লিঃ—ডিরেক্টর—শ্রীচুণীলাল মুরারকা। রেজিষ্টার্ড অফিস—২৪, টাউনসেণ্ড রোড, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—১ লক্ষ টাকা। জেনারেল মার্চ্চেণ্টস্ ও কমিশন এজেণ্টস্।

শঙ্কর পেইণ্ট এণ্ড অয়েল মিলস্ লিঃ—ডিরেক্টর—শ্রীচুণীলাল মুরারকা। রেজিষ্টার্ড অফিস—২৪, টাউনসেণ্ড রোড, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—১০ লক্ষ টাকা। জেনারেল মার্চ্চেণ্টস্ ও কমিশন এজেণ্টস্।

শ্রীবালানন্দ ব্রহ্মচারী সেবাসদন—জেনারেল সেক্রেটারী—মিঃ পি কে মিত্র। রেজিষ্টার্ড অফিস—পি-৭, মিশন রো, কলিকাতা। উদ্দেশ্য—হাসপাতাল স্থাপন।

পারফেক্শন গ্লাস প্রডাক্টস্ লিঃ—ডিরেক্টর—শ্রীসচ্চিদানন্দ হাজরা। রেজিষ্টার্ড অফিস—৩।১, ব্যাঙ্কশাল ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—২০ লক্ষ টাকা। কাঁচপ্রস্তুতের কারখানা।

ক্রস্ এণ্ড হপার লিঃ—ডিরেক্টর—শ্রীমণীন্দ্রকুমার দেব। রেজিষ্টার্ড অফিস—৩১, পার্ক ম্যানসন, পার্ক ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—২ লক্ষ টাকা। প্রসাধন দ্রব্য ও অন্যান্য রাসায়নিক দ্রব্যাদির আমদানী-রপ্তানীকারক।

ভেজিটেব্ল্ এণ্ড ফুড প্রডাক্ট সাপ্লায়ার্স লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ পি কে মিত্র। রেজিষ্টার্ড অফিস—১০, ওল্ড পোষ্ট অফিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—২০ হাজার টাকা। রেলওয়ে ও গভর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারীদিগকে খাদ্য সরবরাহের ব্যবসা।

ভাজোর এগ্রিক্যালচার্যাল ফার্ম্ম এণ্ড ফিসারীস্ লিঃ—ডিরেক্টর—শ্রীসনাতন মণ্ডল। রেজিষ্টার্ড অফিস—পি-২৭, ভূপেন্দ্র বসু এভেনিউ, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—৪১ হাজার টাকা। কৃষিকার্য্য ও মাছের ব্যবসা।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া মার্চ্চেণ্টস্ লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ এ এম গাঙ্গুলী। রেজিষ্টার্ড অফিস—১২, ডালহৌসী স্কোয়ার, ইষ্ট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—এক লক্ষ টাকা। জেনারেল মার্চ্চেণ্টস্ ও কমিশন এজেণ্টস্।

আর সি কোম্পানী লিঃ—ডিরেক্টর—শ্রীবিজয়চন্দ্র চ্যাটার্জ্জী। রেজিষ্টার্ড অফিস—১, ওয়েষ্টন ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—৮ শত টাকা। কনট্রাক্টার।

বেঙ্গল পার্ম্মানেণ্ট ফাণ্ড লিঃ—ডিরেক্টর—শ্রীঅজিতকুমার বসু। রেজিষ্টার্ড অফিস—কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—৮ শত টাকা। ব্যাঙ্কার ইত্যাদি।

দি ইমারল্ড প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ লিঃ—ডিরেক্টর—শ্রীভবতারণ দত্ত। রেজিষ্টার্ড অফিস—১, মুক্তারাম বাবু ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—১ লক্ষ টাকা। মুদ্রাকর ইত্যাদি।

শান্তিনিকেতন ইণ্ডাষ্ট্রীজ্ লিঃ—ডিরেক্টর—শ্রীউত্তমচাঁদ রূপানী। রেজিষ্টার্ড অফিস—৫৩, এজরা ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—১ লক্ষ টাকা। চামড়ার ব্যবসা।

ন্যাশনাল মিল্ক প্রডাক্টস্ লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ ফ্রেডী রয়। রেজিষ্টার্ড অফিস—১২, ডালহৌসী স্কোয়ার, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—এক লক্ষ টাকা। মাখন, ঘি ও গুড়া দুধ প্রস্তুতকারক।

সেম ট্রান্সপোর্ট কোং লিঃ—ডিরেক্টর—শ্রীহরি প্রতাপ হোলানী। রেজিষ্টার্ড অফিস—৪৬, ষ্ট্র্যাণ্ড রোড, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—দশ লক্ষ টাকা। মোটরকার, লরী ইত্যাদির ব্যবসা।

ভকতভাই লিঃ—ডিরেক্টর—শ্রীবালেশ্বর ভকত। রেজিষ্টার্ড অফিস—পোঃ বাটপুর, বীরভূম। অনুমোদিত মূলধন—এক লক্ষ টাকা। ফটোগ্রাফার, মুদ্রাকর ও মনোহারী দ্রব্যের বিক্রেতা।

বিভিন্ন কোম্পানীর লভ্যাংশ

বিড়লা জুট ম্যানুফ্যাকচারিং কোং লিঃ—১৯৪৫ সালের ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ২০ টাকা। পূর্ব্ব বৎসর প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ১২৷৷০ আনা হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল। **কোচীন মালাবার এষ্টেটস লিঃ**—১৯৪৫ সালের ২৮শে ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ৫০৲ টাকা। পূর্ব্ব বৎসর প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ৫৭৷৷০ আনা হারে লভ্যাংশ ঘোষণা করা হইয়াছিল। **রাণীচেরা টি কোং লিঃ**—১৯৪৪ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ১০৲ টাকা। পূর্ব্ব বৎসর প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ৭৷৷০ আনা হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল। **টাইকুন টি কোং লিঃ**—১৯৪৪ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ১৭৷৷০ আনা। পূর্ব্ব বৎসরও অনুরূপ হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল। **দি পেঞ্চভ্যালী কোল কোং লিঃ**—১৯৪৫ সালের ২৮শে ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত ছয় মাসের জন্য শতকরা ৩৷৷০ আনা বোনাস সহ প্রতি শেয়ারে লভ্যাংশ শতকরা বার্ষিক ১৫৲ টাকা। পূর্ব্ব ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ১১৷৷০ আনা হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল। **দি এমালগামেটেড কোল ফিল্ড্স্ লিঃ**—১৯৪৫ সালের ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ১১৷৷০ আনা; ইহার মধ্যে প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ২৷৷০ আনা বোনাস আছে। পূর্ব্ব বৎসর প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ১০৲ টাকা হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল। **বরানগর জুট ফ্যাক্টরী কোং লিঃ**—১৯৪৫ সালের ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ১৫৲ টাকা। পূর্ব্ব বৎসরও অনুরূপ হারে লভ্যাংশ প্রদান করা হইয়াছিল।

বেনারস, পুরী, মেদিনীপুর, জলপাইগুড়ি ও হাউখোলায় শীঘ্রই নূতন শাখা খোলা হইবে

দি

ত্রিপুরা মডার্ণ

ব্যাঙ্ক লিমিটেড

(সিডিউল্ড)

পৃষ্ঠপোষক :— হিজ্ হাইনেস্ দি মহারাজা মাণিক্য বাহাদুর, কে, সি, এস, আই, অফ্ ত্রিপুরা।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর :— রাজসভাভূষণ শ্রীহরিদাস ভট্টাচার্য্য।

চীফ্ অফিস :— আগরতলা (ত্রিপুরা ষ্টেট)

রেজিঃ অফিস :— আখাউরা (বি এণ্ড এ রেলওয়ে)

কলিকাতা অফিসসমূহ :— ৬, ক্লাইভ ষ্ট্রীট ও ২০১, হ্যারিসন রোড।

ভারত টুথ পাউডার

পাইরোরিয়া, দাঁতের বেদনা, মাড়ি ফোলা, রক্ত ও পুঁজ পড়া প্রভৃতি সকল প্রকার দন্তরোগের অব্যর্থ ফলপ্রদ ঔষধ।

কলিকাতার সকল সম্ভ্রান্ত দোকানে পাওয়া যায়।

অর্গানাইজার ও এজেণ্ট আবশ্যক।

ভারত কেমিক্যাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ

১৪, ডাঃ জগবন্ধু লেন, বহুবাজার, কলিকাতা

বাজারের হালচাল

টাকা ও বিনিময়

কলিকাতা, ২৪শে আগষ্ট :—কলিকাতার টাকার বাজারে আলোচ্য সপ্তাহে বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন পরিলক্ষিত হয় নাই। ব্যাঙ্কসমূহের মধ্যে চাহিবামাত্র পরিশোধের সর্ত্তে ঋণের সুদের হার বোম্বাইয়ে শতকরা ।০ আনা ও কলিকাতায় শতকরা ॥০ আনা বজায় আছে। গত ২১শে আগষ্ট ভারত সরকার কর্ত্তৃক আহূত তিন মাসের মেয়াদী ২ কোটী টাকার ট্রেজারী বিলের জন্য মোট ৩ কোটী ৩৪ লক্ষ টাকার টেণ্ডার উপস্থাপিত হইয়াছিল। উহার মধ্যে ৯৯৸৬ পাই মূল্যের সমুদয় আবেদন ও ৯৯৸৩ পাই মূল্যের আবেদন-সমূহের শতকরা ৬৩ ভাগ গৃহীত হইয়াছে। মোট ২ কোটী টাকার আবেদন গৃহীত হইয়াছে। গৃহীত আবেদনসমূহের গড়পড়তা সুদের হার শতকরা বার্ষিক ।৶০ আনা ধার্য্য হইয়াছে। পূর্ব্ব সপ্তাহেও এই সুদের হার শতকরা বার্ষিক ।৶০ আনাই ছিল। আগামী ২৮শে আগষ্ট, মঙ্গলবার বোম্বাইয়ে বেলা ১১টা পর্য্যন্ত এবং ২৭শে আগষ্ট, সোমবার কাজকর্ম্ম বন্ধ না হওয়া পর্য্যন্ত অন্যান্য কেন্দ্রে ভারত সরকার কর্ত্তৃক ২ কোটী টাকার তিন মাসের মেয়াদী ট্রেজারী বিলের টেণ্ডার গ্রহণ করা হইবে। যাহাদের আবেদন গৃহীত হইবে তাহাদিগকে আগামী ৩১শে আগষ্ট, শুক্রবার অথবা যে সব স্থানে শুক্রবারে ছুটী থাকিবে সে সব স্থানে ৩০শে আগষ্ট টাকা জমা দিতে হইবে। অন্যান্য সর্ত্তাদি পূর্ব্ববৎ। ১৭ই আগষ্ট যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, উহাতে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ইস্যু বিভাগের স্বপক্ষে ভারত সরকার কর্ত্তৃক ৭৪ লক্ষ ৫০ হাজার টাকার ট্রেজারী বিল বিক্রীত হইয়াছে।

বিনিময় বাজারে আলোচ্য সপ্তাহে মোটের উপর মন্দা বিরাজ করে। বিনিময় বাজারে আলোচ্য সপ্তাহে নিম্নরূপ হার বলবৎ ছিল :—

টেলিঃ হুণ্ডি (প্রতি টাকায়)	১ শিঃ ৫৩৳ পেঃ
ঐ দর্শনী (,,)	,, ,,
ডি এ তিন মাস (,,)	১ শিঃ ৬৬৳ ,,
ডি এ চার মাস (,,)	১ শিঃ ৬৪৳ ,,
ডলার (প্রতি শত)	৩৩২৸০ আনা

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হিসাব—রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গত ১০ই আগষ্টের হিসাব হইতে দেখা যায় যে, ঐ তারিখে ভারতে চলতি নোটের পরিমাণ ছিল ১১৩৮ কোটি ৮৮ লক্ষ ১২ হাজার টাকা। এক সপ্তাহ পূর্ব্বে এইরূপ নোটের পরিমাণ ছিল ১১৩২ কোটি ৬৯ লক্ষ ৮৮ হাজার টাকা। গত ১০ই আগষ্ট রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কসমূহের চলতি ও স্থায়ী আমানতের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৬৩০ কোটী ৬ লক্ষ ১৮ হাজার ও ২৪৭ কোটী ৮৫ লক্ষ ৮২ হাজার টাকা।

কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার

কলিকাতা, ২৪শে আগষ্ট—আলোচ্য সপ্তাহেও কলিকাতার শেয়ার বাজারে তেমন কোন উল্লেখ-যোগ্য বিকি-কিনি হয় নাই। বিনাসর্ত্তে জাপান আত্মসমর্পণ করার ফলে কলিকাতা ও বোম্বাইয়ের বাজারে সোনার মূল্যে বিশেষ অবনতি পরিস্ফুট হইয়া উঠার দরুণ কলিকাতার শেয়ার বাজারের ক্রেতা-বিক্রেতাগণের মনে যে অস্থিরতা দেখা দেয়, তাহার ফলে আলোচ্য সপ্তাহের প্রথমভাগে প্রায় সমস্ত বিভাগের শেয়ারের মূল্যেই অবনতি দেখা যায়। কিন্তু অন্য শুক্রবার কলিকাতার শেয়ার বাজারে উল্লেখযোগ্য কর্ম্মচাঞ্চল্য পরি-লক্ষিত হয় এবং প্রায় সকল বিভাগেরই শেয়ার-সমূহের মূল্যে উন্নতি দেখা যায়। ইহার কারণ-স্বরূপ এইরূপ অনুমান করা যাইতে পারে যে, লর্ড ওয়াভেলের দ্বিতীয়বার বিলাত যাত্রার উদ্দেশ্য সাফল্যমণ্ডিত হইলে অদূর ভবিষ্যতেই ভারতে জাতীয় গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হইবে এবং বেকার সমস্যা সমাধানের জন্য জাতীয় গবর্ণমেণ্ট আপ্রাণ চেষ্টা করিতে বিন্দুমাত্রও পশ্চাৎপদ হইবেন না। ফলে, ভারতে নূতন নূতন কলকারখানা প্রতিষ্ঠিত হইবে এবং প্রায় অধিকাংশ জনপ্রিয় শেয়ারেরই মূল্যে তেমন তারতম্য দেখা যাইবেনা বলিয়াই ব্যবসায়ী মহল বর্ত্তমানে মনে করেন। এতদ্ব্যতীত চাহিদার তুলনায় টাকার যোগানের পরিমাণ আলোচ্য সপ্তাহেও প্রচুর। সুতরাং টাকা খাটাইবার মোটামুটি নির্ভরযোগ্য পন্থা হিসাবে, লাভান্বেষিগণের শেয়ার বাজারের দিকে ঝুঁকিয়া পড়া ছাড়া আর গত্যন্তর কি? আলোচ্য সপ্তাহের সোমবার ও বৃহস্পতিবার যথাক্রমে জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ বিজয় উৎসব উপলক্ষে এবং রাখীপূর্ণিমার জন্য বন্ধ ছিল।

কোম্পানীর কাগজ—কোম্পানীর কাগজ ও ঋণপত্রসমূহের বিকি-কিনি আলোচ্য সপ্তাহে প্রায় সীমাবদ্ধ থাকে এবং মূল্যের দিক হইতেও যথেষ্ট অবনতি দৃষ্টি হয়।

চটকল—আলোচ্য সপ্তাহে চটকলসমূহে নিয়মিত কয়লার যোগানের অভাবের সংবাদ প্রকাশিত হওয়ার ফলে চটকলসমূহের শেয়ারের কাজকর্ম্ম অনেকটা বন্ধ থাকে এবং মূল্যেরও উল্লেখ-যোগ্য হ্রাস ঘটে। তবে অদ্য শুক্রবার আবার চটকলের শেয়ারসমূহের মূল্যে উল্লেখযোগ্য উন্নতি দেখা যায়।

কয়লা—আলোচ্য সপ্তাহে কয়লা খনির শেয়ারসমূহের তেমন কোন বিকি-কিনি হয় নাই এবং মূল্যের দিক হইতেও অবনতি দেখা যায়।

চা-বাগান—আলোচ্য সপ্তাহে এই বিভাগের কাজকর্ম্ম একেবারেই সীমাবদ্ধ থাকে। আলোচ্য সপ্তাহে তেজপুর ২২৷৵০ আনা, সেণ্ট্রাল কাছাড় ২২৲ টাকা এবং মোহিমা ১৫৲ টাকায় হস্তান্তরিত হইয়াছে।

পাটের বাজার

কলিকাতা, ২৫শে আগষ্ট—আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার পাটের বাজার মোটামুটি তেজী ছিল। পাটকাটার পক্ষে প্রতিকূল অবস্থাই এই তেজীর জন্য প্রধানতঃ দায়ী। কলসমূহ এই সপ্তাহে বিশেষ ঔৎসুক্য প্রদর্শন করে নাই এবং অদূর ভবিষ্যতেও কলসমূহ হইতে বিশেষ উৎসাহের আশা করা যায় না যতদিন পাটজাত দ্রব্যের বাজারে অনুকূল অবস্থার সৃষ্টি না হয়। মফঃস্বলেও বাজার তেজী ছিল। খারাপ আবহাওয়া এবং স্থানে স্থানে বন্যা বিশেষ ব্যাঘাত জন্মাইয়াছে, ফলে মফঃস্বলের বাজারসমূহে আলোচ্য সপ্তাহে পাটের বিশেষ আমদানী হয় নাই। যদিও বন্যার জল কমিবার খবর পাওয়া যাইতেছে তথাপি পাটের পক্ষে যথেষ্ট ক্ষতি পূর্ব্বেই হইয়া গিয়াছে। অপরদিকে উত্তরবঙ্গ ও বিহারে যথেষ্ট জলের অভাবে পাটকাটা অগ্রসর হইতেছে না। পাটজাত দ্রব্যের বাজারে মন্দার ভাবই পরিলক্ষিত হইয়াছে। বর্ত্তমান বৎসরের শেষ ভাগ পর্য্যন্ত ডেলিভারী দেওয়ার সর্ত্তে চটের বাজারে বিশেষ অবনতি না হইলেও সেই সময়ের পরে ডেলিভারী দেওয়ার সর্ত্তে চটের মূল্যে আলোচ্য সপ্তাহে যথেষ্ট অবনতি লক্ষিত হইয়াছে। চট ছাড়া অন্যান্য দ্রব্যের যথা

ক্রিসেণ্ট কমারসিয়াল ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া লিঃ

৫৭, রাধাবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা ● ম্যাঃ ডিঃ—মিঃ বি, নারায়ণ চৌধুরী।

এসিয়াটিক গভর্ণমেণ্ট সিকিউরিটি লাইফ এণ্ড জেনারেল এসিওরেন্স কোম্পানী লিঃ

(স্থাপিত ১৯১৩ সন)

ভারতের অন্যতম প্রাচীন ও শ্রেষ্ঠ

বীমা প্রতিষ্ঠান।

হেড অফিস :— বাঙ্গালোর।

কলিকাতা অফিস :— ৩নং, ম্যাঙ্গো লেন, কলিকাতা।

প্যাসিফিক ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস ঃ—৮, লায়ন্স রেঞ্জ, কলিকাতা

প্রগতিশীল জাতীয় প্রতিষ্ঠান

সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়

ভারতের প্রধান প্রধান ব্যবসাকেন্দ্রে শাখা অফিস আছে।

চেয়ারম্যান—রঘুবর নারায়ণ সিংহ

থলে ইত্যাদির মূল্যে অপেক্ষাকৃত অধিক অবনতি হইয়াছে। মোটের উপর আলোচ্য সপ্তাহে পাট-জাত দ্রব্যে বিশেষ কারবার হয় নাই।

আলগা পাটের বাজারে মিড্‌ল্‌ ও বটম শ্রেণীর পাট যথাক্রমে ১৫।০—১৫৷৷০ আনা ও ১২।০—১২৷৷০ আনা দরে বিক্রীত হইয়াছে। মেঘনা জাত মালের প্রতি ক্রেতাদের বিশেষ আগ্রহ দেখা যায়। ইউ-রোপীয় টপ, মিড্‌ল্‌ ও বটম শ্রেণীর মাল যথাক্রমে ১৭৷৷০ আনা, ১৫৷৷০ আনা ও ১২৷৷০ আনা দরে বেচাকেনা হইয়াছে।

পাকা গাঁইট বিভাগে ডাণ্ডী ডেইজী ২।৩ শ্রেণীর মাল ৭৭৲ টাকা দরে এবং লাইটনিংস ৭৪৲ টাকা দরে কারবার হইয়াছে। ল্যাড্‌লো স্পেশাল তোষা ৮৪৲ টাকা দর পাইয়াছে। অন্যান্য শ্রেণীর মালে বিশেষ কাজ হয় নাই। সাধারণ শ্রেণীর মাল সর্ব্বনিম্ন দর ও কাটিংস্‌ সর্ব্বোচ্চ দর অপেক্ষা এক টাকা কম পাইয়াছে।

পাটের যুদ্ধোত্তর ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আমাদের "সাময়িক প্রসঙ্গ" বিভাগে আলোচনা হইয়াছে।

তুলা ও কাপড়

কলিকাতা, ২৪শে আগষ্ট—আলোচ্য সপ্তাহে গত সপ্তাহের তুলনায়ও বোম্বাইয়ের তুলার দরে লক্ষণীয় অবনতি পরিস্ফুট হইয়া উঠে। বোম্বাইয়ের তুলার বাজারে বিক্রেতাদের মধ্যে একান্ত অস্থিরতা দেখা দেওয়ার ফলে চাহিদার তুলনায় যোগান বৃদ্ধি পায় এবং গত সপ্তাহের তুলনায় আলোচ্য সপ্তাহে বোম্বাইয়ের তুলার দর বহুল পরিমাণ হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। আলোচ্য সপ্তাহে শুধু বুধবার বোম্বাইয়ের তুলার বাজারে বিকিকিনি হইয়াছে। গত শুক্রবার সেপ্টেম্বর মাসে ডেলিভারি দেওয়ার সর্ত্তের ঝরিলা তুলার দর ছিল (বাজার বন্ধের দর) ৩৮৫৲ টাকা। গত বুধবার তাহা ৩৬২৲ টাকা দাঁড়াইয়াছিল। গত বুধবারের পর অদ্য পর্য্যন্ত বোম্বাইয়ের তুলার বাজারে কোন বিকিকিনি হয় নাই।

কাপড়—গত ২১শে আগষ্ট তারিখে বাংলা গবর্ণমেণ্টের অসামরিক সরবরাহ বিভাগ হইতে এই মর্ম্মে এক প্রেস নোট প্রচারিত হইয়াছে যে, গবর্ণমেণ্ট আগামী ১লা অক্টোবর হইতে কলিকাতা ও উহার সংশ্লিষ্ট শিল্পাঞ্চলের রেশনিং এলাকায় পূর্ণাঙ্গ বস্ত্র রেশনিং প্রবর্ত্তনের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। এই সম্পর্কে উক্ত প্রেস নোটে আরও উল্লেখ করা হইয়াছে যে, আগামী ওরা সেপ্টেম্বর হইতে খাদ্য রেশনের দোকানসমূহের মারফৎ বস্ত্র রেশনের কুপন দেওয়া আরম্ভ হইবে। যাঁহাদের খাদ্য রেশন কার্ডের নম্বরের শেষ নম্বর ১, ২, ও ৩ তাঁহাদের ঐ তারিখ হইতে কুপন দেওয়া আরম্ভ হইবে এবং এই ভাবে কুপন বণ্টনে ৩ সপ্তাহ সময় লাগিবে বলিয়াও উক্ত প্রেস নোটে উল্লেখ করা হইয়াছে। ৯ই সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত সামরিক বস্ত্র বণ্টন ব্যবস্থা চলিবে। ১০ই সেপ্টেম্বর ষ্ট্যাণ্ডার্ড কাপড় ছাড়া অন্য বস্ত্র বিক্রয় বন্ধ হইয়া যাইবে। বস্ত্র রেশন সম্বন্ধে কাহারও কিছু জানিবার থাকিলে ডিরেক্টর অব পাবলিক রিলেশনস, মিঃ জে কে বিশ্বাস, ৩২নং ডালহৌসি স্কোয়ার—এই ঠিকানায় লিখিলে জানা যাইবে।

সোনা ও রূপা

কলিকাতা, ২৪শে আগষ্ট—আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতা ও বোম্বাইয়ের বাজারে সোনার দরে গত সপ্তাহের তুলনায়ও অবনতি দেখা যায়। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য সোনা বিক্রয় বন্ধ করিয়া দিলেও, লাভান্বেষিগণের সোনা ক্রয়ের ব্যাপারে আলোচ্য সপ্তাহেও কোন উৎসাহ পরিলক্ষিত হয় নাই, পক্ষান্তরে তাঁহারা প্রকাশ্য বাজারে বিক্রয়ের জন্য প্রচুর পরিমাণ সোনা ছাড়িয়াছেন। লাভান্বেষিগণের সোনা ক্রয়ের ব্যাপারে ঔদাসীন্যই আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতা ও বোম্বাইয়ের বাজারে সোনার দরের অবনতির প্রধানতম কারণ। গত সপ্তাহে সোনার মূল্য ৬৯৲ টাকা পর্য্যন্ত নামিয়াছিল। আলোচ্য সপ্তাহে তাহা ৬৩।০ আনা পর্য্যন্ত নামিয়াছে।

রূপা—কলিকাতা ও বোম্বাইয়ের বাজারে সোনার দরের অবনতির সঙ্গে সঙ্গে আলোচ্য সপ্তাহে রূপার দরেও অবনতি পরিস্ফুট হইয়া উঠে। রূপা মজুতকারী লাভান্বেষিগণ প্রচুর পরিমাণ সঞ্চিত রৌপ্যমুদ্রা বাজারে ছাড়ার ফলে রূপার ইক বৃদ্ধি পায় এবং রূপার মূল্যও উল্লেখযোগ্য হ্রাস পায়। তাছাড়া আন্তর্জ্জাতিক পরিস্থিতি রূপা মজুতের পক্ষে একান্ত প্রতিকূল হওয়ায় রূপার চাহিদাও আলোচ্য সপ্তাহে অনেকটা সীমাবদ্ধ হয়; আলোচ্য সপ্তাহে রূপার মূল্য হ্রাসের উহাও অন্যতম প্রধান কারণ। গত সপ্তাহে কলি-কাতা ও বোম্বাইয়ের বাজারে প্রতি ১০০ভরি রূপার মূল্য ১২১।০ আনা পর্য্যন্ত নামিয়াছিল। আলোচ্য সপ্তাহে তাহা ১১৩৷৷০ আনা পর্য্যন্ত নামিয়াছে।

ব্যাঙ্ক অব ক্যালকাটা লিঃ

(ক্লিয়ারিংয়ের সর্ব্বপ্রকার ব্যবস্থা আছে)

১৯৪৪ সনের শেষে মোটামুটি আর্থিক পরিচয়

অনুমোদিত মূলধন ১,০০,০০,০০০৲ বিলিকৃত ও বিক্রীত মূলধন ১৪,০০,০০০৲
আদায়ীকৃত ও মজুত তহবিল ৮,০০,০০০৲ কার্য্যকরী মূলধন ১,০০,০০,০০০৲

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—ডাঃ এম, এম, চ্যাটার্জ্জি

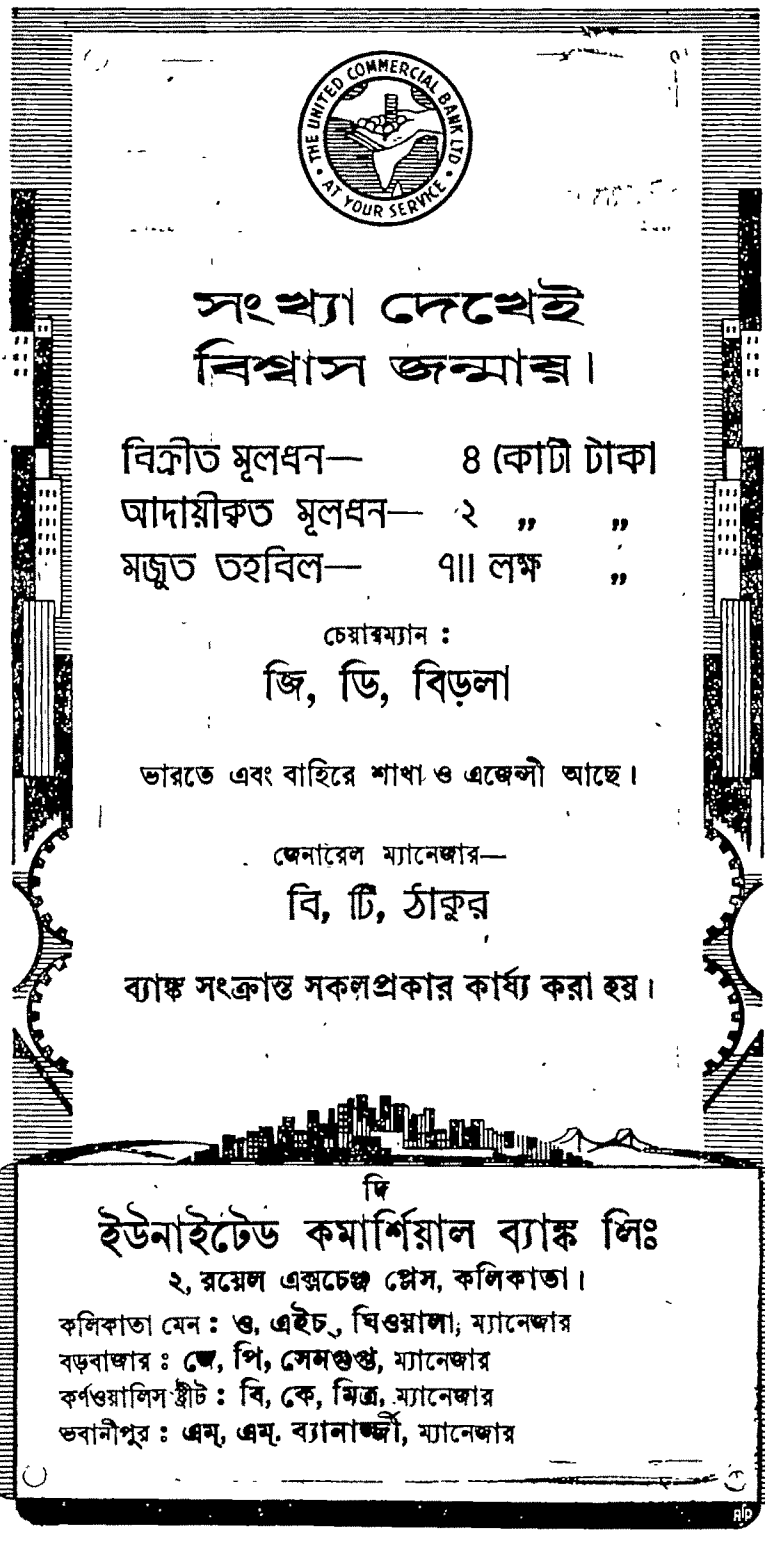

সংখ্যা দেখেই
বিশ্বাস জন্মায়।

বিক্রীত মূলধন— ৪ কোটি টাকা
আদায়ীকৃত মূলধন— ২ „ „
মজুত তহবিল— ৭৷৷ লক্ষ „

চেয়ারম্যান :
জি, ডি, বিড়লা

ভারতে এবং বাহিরে শাখা ও এজেন্সী আছে।

জেনারেল ম্যানেজার—
বি, টি, ঠাকুর

ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত সকলপ্রকার কার্য্য করা হয়।

দি
ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ
২, রয়েল এক্সচেঞ্জ প্লেস, কলিকাতা।

কলিকাতা মেন : ও, এইচ্‌, ঘিওয়ালা, ম্যানেজার
বড়বাজার : জে, পি, সেনগুপ্ত, ম্যানেজার
কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট : বি, কে, মিত্র, ম্যানেজার
ভবানীপুর : এম্‌, এম্‌, ব্যানার্জ্জী, ম্যানেজার

সাপ্তাহিক বাজার দর

	১৭ই আগষ্ট	২০শে আগষ্ট	২১শে আগষ্ট	২২শে আগষ্ট	২৩শে আগষ্ট	২৪শে আগষ্ট
সোনার দর—প্রতি ভরি (কলিকাতা) ...	—	—	৬৪/০	৬৩।০	৬৫।/০	—
ঐ ঐ (বোম্বাই) ...	৬৯৲	৬৪৸০	—	৬৫৶০	—	—
রূপার দর—প্রতি ১০০ ভরি (কলিকাতা) ...	—	—	১১৭৷৷০	১১৩৷৷০	১১৫৷৷০	—
ঐ ঐ (বোম্বাই) ...	১২৩৲	১২২৷৷০	—	১২২৸০	—	—
পিণির দর—প্রতিখানা (কলিকাতা) ...	—	—	৪২৷৷০	৪০৲	৪১৷৷০	—
ঐ ঐ (বোম্বাই) ...	৪৭৷৷০	—	—	৪৩৷৷০	—	—
রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সুদের হার (শতকরা বার্ষিক) ...	৩৲	৩৲	৩৲	৩৲	৩৲	৩৲
কোম্পানীর কাগজ—						
কোম্পানীর কাগজ—শতকরা ৩৲ সুদের ...			৯৫।/০	—		৯৫।৶০
ঐ ঐ ৩৷৷০ টাকা সুদের ...			১০১।৶০-১০১।০	১০১।০-১০৯৲		১০১৶০-১০১/০
৩৲ টাকা সুদের ঋণপত্র (১৯৬৬-৬৫) ...			—	৯৯৲		—
৩৲ টাকা সুদের ঋণপত্র (১৯৬৬-৬৮) ...			—	৯৮৶০		—
৪৲ টাকা সুদের ঋণপত্র (১৯৬০-৭০) ...			১১২৸০	—		—
৫৲ টাকা সুদের ঋণপত্র (১৯৪৫-৫৫) ...			১০২৶০	—		—
ইঞ্জিনিয়ারিং ও ইলেকট্রিক—						
ইণ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড ষ্টীল কোং লিঃ ...			৪০৸০-৩৯৸৶০	৩৯৸০-৩৯।০		৪০।০-৩৯৸৶০
ষ্টীল কর্পোরেশন—অর্ডি ...			৩৪৶০-৩৩।৶০	৩৩৶০-৩২৷৷৶০		৩৪৲-৩৩।৶০
কুমারধুবী—অর্ডি ...			১১।০	১০৷৷০		১১৶০-১০৷৷৶০
ব্রেইতওয়েইট ...			১৪৷৷০-১৪।৶০	১৪।৶০-১৪৶০		১৪৸০-১৪।৶০
জেসপ ...			২৬৶০-২৫৸৶০	২৫৷৷০-২৫৶০		২৬৶০-২৬৲
বার্ণলস্ ...			৬।৶০-৬।৶০	৬৶০-৫৸৶০		৬৷৷০-৬৶০
ন্যাশনাল আয়রণ এণ্ড ষ্টীল ...			১১।৶০-১১।০	১১৶০-১১৲		১১৷৷০-১১৶০
আর্থার বাটলার ...			—	—		—
হিন্দুস্থান মোটরস্ ...			৩৸/১০-৩৸১৫	—		—
ক্যালকাটা ইনসিওরেন্স ...			১৩৶০-১৩৲	১৩৶০-১২৸৶০		—
খনি—বার্মা কর্পোরেশন ...			৭/০-৬৷৷০	৬৷৷৶০-৬৷৷০		৬৸০-৬৷৷/০
ইণ্ডিয়ান কপার কর্পোরেশন ...			৩।৶০-৩।০	৩।০-৩৶০		৩।/০-৩।০
ব্যাঙ্ক—রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া ...			১৩৬৲	১৩৭৲		১৩৮৲-১৩৫৲
ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক ...			২৭৷৷০-২৬৸০	২৬৸০		—
ক্যালকাটা ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক ...			—	—		—
বেঙ্গল সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক ...			১৩।৶০-১৩।/০	১৩।৶১০-১৩।৶০		—
কুমিল্লা ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন ...			১৪৷৷০-১৪।৶০	১৪৷৷০-১৪।৶০		—
মহালক্ষ্মী ব্যাঙ্ক ...			—	—		—
নিউ ষ্ট্যাণ্ডার্ড ব্যাঙ্ক ...			—	—		—
হিন্দুস্থান কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক ...			—	—		—
নাথ ব্যাঙ্ক ...			—	—		—
কয়লা—বরাকর কোল্ কোং ...			৪৫৲-৪৪৶০	৪৩/০-৪২৶০		৪৪৲-৪২৸৶০
তালচের ...			১৩।/০-১৩৲	১৩৲-১২৸০		১২৸/০-১২৸০
রাণীগঞ্জ ...			৬৩।/০-৬৩।০	৬২৷৷০-৬২৲		—
ইকুইটেবল ...			৭১৸৶০-৭০৷৷০	৭০৷৷৶০-৬৯৸০		৭১।০-৭০৷৷০
সাউথ করণপুরা ...			৩৭৶০-৩৬।৶০	৩৫৷৷৶০-৩৪৸/০		৩৬৸০-৩৬৶০
ভূলনবরারি ...			৩৬।৶০-৩৬৲	—		৩৬৶০-৩৬৲
সেণ্ট্রাল কারকেণ্ড ...			—	—		—
নিউ চুরুলিয়া ...			—	১৩৷৷০		—
ষ্ট্যাণ্ডার্ড ...			—	—		৪৫৷৷৶০

গত ১৯শে জুন কনট সার্কাসে
নয়া দিল্লী শাখা খোলা হইয়াছে।
—অন্যান্য শাখাসমূহ—
বড়বাজার, বহুবাজার, কালীঘাট, শ্যামবাজার, ল্যান্সডাউন রোড, খিদিরপুর, কলেজ ষ্ট্রীট, ডায়মণ্ডহারবার, বেহালা, বাটানগর, বজবজ, ঘাটশিলা, মধুপুর, সিলেট, কারসিয়ং, মেদিনীপুর, বিষ্ণুপুর, শিলিগুড়ি ও দিল্লী।
সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়
শ্রীব্যাঙ্ক লিঃ
৩-১, ব্যাংকশাল ষ্ট্রীট, কলিকাতা

এরিয়ান ব্যাঙ্ক লিঃ
৯নং ক্লাইভ রো, কলিকাতা।
* ক্লিয়ারীং সুবিধাপ্রাপ্ত জাতীয় ব্যাঙ্ক।
* আসাম, বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা, মধ্যপ্রদেশ ও যুক্তপ্রদেশে বড় বড় ব্যবসাকেন্দ্রে শাখা আছে।
* বিদেশী মাল আমদানী রপ্তানীর জন্য লেটার অব ক্রেডিট ইস্যু করা হয়।
লণ্ডন, অষ্ট্রেলিয়া ও আমেরিকার এজেণ্টস্ ঃ—
দি ন্যাশন্যাল সিটি ব্যাঙ্ক অব নিউইয়র্ক

সাপ্তাহিক বাজার দর

	১৭ই আগষ্ট	২০শে আগষ্ট	২১শে আগষ্ট	২২শে আগষ্ট	২৩শে আগষ্ট	২৪শে আগষ্ট
কাপড়ের কল—নিউ ভিক্টোরিয়া কটন মিলস লিঃ			৭৷৵০	৭৷৵০-৭৷৵০		৭৸৵০-৭৷৵০
বেনারস ...			—	১০৷৷০		১১৵০
কানপুর টেক্সটাইলস্ ...			—	১২৷৵০-১২৵০		—
এলগিন কটন মিলস লিঃ ...			—	—		৬৩৷৷০
কেশোরাম ...			—	—		—
বঙ্গশ্রী ...			১৪৷৷০	১৪৷০-১৪৵০		—
বঙ্গেশ্বরী কটন মিলস্ ...			৭৷৵০-৭৷৵০	৭৷৵০-৭৷০		—
কাগজের কল—ইণ্ডিয়া পেপার পাল্প লিঃ ...			২২২৲-২২১৲	২২২৲-২১৮৲		২২৫৲-২২০৲
শ্রীগোপাল পেপার মিলস লিঃ ...			—	১৭৸০		—
টিটাগড় ...			৩১৷৷৵০-৩০৸০	৩০৷৵০-২৯৸০		৩০৸০-৩০৷৵০
চটকল—অকল্যাণ্ড জুট মিলস লিঃ ...			৩৭০৲-৩৬৩৲	—		৩৬২৲-৩৫৯৷৷০
এ্যাংলো ইণ্ডিয়া জুট মিলস লিঃ ...			৫৩০৲	৫২০৲-৫১৩৲		৫৩০৲-৫২৭৲
কামারহাটি ...			৮০২৲-৭৯৭৲	৭৮৫৲-৭৮২৲		৮০২৲-৭৯৮৲
নদীয়া ...			১৪১৲-১৩৯৲	১৩৬৲		১৪০৷৷০-১৩৯৲
প্রেসিডেন্সী ...			১৪৷০-১৪৵০	১৩৸৵০-১৩৷০		১৪৷৵০-১২৸০
রিলায়েন্স ...			—	৮১৷৷০-৮১৲		৮২৷৷০-৮২৷৵০
কাঁকনাড়া ...	বাজার বন্ধ	বাজার বন্ধ	৬৭৪৲-৬৬৯৲	৬৬২৲-৬৫৬৲	বাজার বন্ধ	৬৭৫৲-৬৭৩৲
হাওড়া ...			৯৪৷৵০-৯৩৵০	৯২৵০-৯১৷৵০		৯৩৷৷০-৯৩৵০
ডালহৌসী ...			৪০৮৲	৩৯৯৲-৩৯২৲		৪০৮৲-৪০২৲
বজবজ ...			—	—		—
ষ্ট্যাণ্ডার্ড ...			—	৩১৫৲		—
এলায়েন্স ...			—	৭২০৲-৭১৮৲		৭৩০৲
চিনির কল—বেলসুন্দ সুগার কোং লিঃ ...			—	১৫৷০-১৪৸৵০		১৫৷৵০-১৫৷৵০
চম্পারণ সুগার কোং লিঃ ...			—	৩৯৸৵০		৪০৲-৩৯৸০
কেরু এণ্ড কোং লিঃ ...			৩০৵০-২৯৷৷০	২৯৸০-২৯৲		২৯৸৵০-২৯৷৷০
চা বাগান—চন্দননগর টি ...			—	—		—
ইষ্ট ইণ্ডিয়া ...			—	—		—
কল্যাণী ...			—	—		—
লেবং এণ্ড মিনারেল ...			—	১১৷৷০		—
তেজপুর ...			২২৷৷০	—		—
বিশ্বনাথ ...			—	—		—
বিবিধ—ডালমিয়া সিমেন্ট কোং লিঃ ...			১৭৷৵০-১৬৸৵০	১৬৸৵০-১৬৸০		১৬৸৵০-১৬৷৵০
বি আই কর্পোরেশন ...			৭৷৵০-৭৷০	৭৵০-৭৲		৭৷৵০-৭৵০
মেদিনীপুর জমিদারী কোং লিঃ ...			১৯০৲-১৮৭৷৷০	১৮৫৲-১৮০৲		১৮৯৲-১৮৫৲
রোটাস ইণ্ডাষ্ট্রীজ লিঃ			১৬৷৵০	—		১৬৲
ইণ্ডিয়া জেনারেল নেভিগেশন কোং লিঃ ...			২১৭৲-২১৫৲	২১৪৲-২১০৲		২১২৲-২১১৷৷০
আসাম-বেঙ্গল সিমেন্ট ...			১৯৷৷৵০	—		১৯৷৷৵০-১৯৷৵০
ন্যাশনাল ইনসুলেটেড কেবলস ...			—	—		—
নিউ এসিয়াটিক ইনসিওরেন্স ...			—	—		—

LOTUS brand OILS

The name you can trust

LOTUS OIL CO., 10, BEADON ROW, CAL.

দেশের ও দশের সেবায়

বিল্ডিং এণ্ড ল্যাণ্ড ট্রাষ্ট (ইণ্ডিয়া) লিমিটেড-এর

অভিনব পরিকল্পনা অংশীদার ও আমানতকারিগণের অন্ন ও গৃহ সমস্যার সমাধান করিয়া উৎসাহী কর্ম্মীদিগকে উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গঠনে সহায়তা করিবে।

●

অদ্যই নিয়মাবলীর জন্য লিখুন :—

৩নং ম্যাঙ্গো লেন, কলিকাতা।

ফোন :—কলিঃ ১৪৫৩

ভারতের প্রাচীনতম বীমা প্রতিষ্ঠান

বম্বে মিউচুয়াল

লাইফ এসিওরেন্স সোসাইটি লিঃ

[প্রতিষ্ঠিত — ১৮৭১ সাল]

বীমা করুন

— এই কোম্পানীর বৈশিষ্ট্য —

- কোম্পানীর সমগ্র লাভ পলিসিগ্রাহকদের মধ্যে বণ্টিত হয়।
- অতিরিক্ত প্রিমিয়াম না দিয়াও স্থায়ী অকর্ম্মণ্যতার জন্য সুযোগ-সুবিধা পাওয়া যায়।
- যৎসামান্য প্রিমিয়াম দিলে দুর্ঘটনাজনিত ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করা হয়।
- কোম্পানীর তহবিলের পরিমাণ ৩ কোটী টাকার উপর।

বিস্তৃত বিবরণের জন্য নিম্ন ঠিকানায় আবেদন করুন :—

দত্তিদার এণ্ড সন্স

চীফ এজেণ্টস্

২নং রয়েল এক্সচেঞ্জ প্লেস :: কলিকাতা।

ফোন :—ক্যাল : ১০১৮

ত্রিমির-
উৎপাত থেকে
মুক্তি পেতে হোলে
ডাঃ এ, কে, চৌধুরীর
ক্রিমি-নাশিনী
খাওয়া উচিত
সর্ব্বত্র পাওয়া যায়।
প্রস্তুতকারক :-
এস, সি, চৌধুরী এণ্ড ব্রাদার্স
৪৭, আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা

দি কুমিল্লা ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিঃ

রেজিষ্টার্ড অফিস—৪নং, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। স্থাপিত—১৯২২

ডিপজিট	৯,৫০,০০,০০০৲ টাকার উর্দ্ধে
কার্য্যকরী মূলধন	১১,০০,০০,০০০৲ টাকার উর্দ্ধে

কলিকাতা অফিস—৪নং, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, ২২৫, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট (কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট), ৯৯এ, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট (শ্যামবাজার), ১৩৯বি, রসা রোড, (ভবানীপুর)।

বাংলা, বিহার, বোম্বাই ও আসামের প্রধান প্রধান ব্যবসাকেন্দ্রে শাখা অবস্থিত।

গত ৭।৬।৪৫ ইং তারিখে ভাগলপুর শাখা খোলা হইয়াছে।

লণ্ডন এজেন্টস্—বারক্লেজ ব্যাঙ্ক লিমিটেড। আমেরিকা এজেন্টস্—গ্যারাণ্টি ট্রাষ্ট কোং অফ নিউ ইয়র্ক। অষ্ট্রেলিয়া এজেন্টস্—ব্যাঙ্ক অফ নিউ সাউথ ওয়েলস্, সিডনি। মিডল ইষ্ট এজেন্টস্—বারক্লেজ ব্যাঙ্ক লিমিটেড।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—ডাঃ এস, বি, দত্ত, এম-এ, বি-এল, পি-এইচ-ডি (ইকন) লণ্ডন, বার-এ্যাট-ল

ক্যালকাটা ন্যাশনাল

ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস :—
ক্যালকাটা ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক বিল্ডিংস্
মিশন রো, কলিকাতা।

শাখা অফিস :

কলিকাতা	দিল্লী	বম্বে
বড়বাজার	সদরবাজার	কলবাদেবী
ক্যানিং ষ্ট্রীট	(দিল্লী)	ভাণ্ডহাষ্ট রোড
শ্যামবাজার	আগ্রা	(বম্বে)
ভবানীপুর	মীরাট	আমেদাবাদ
বালীগঞ্জ	বেনারস	মসকটিবাজার
ঢাকা	এলাহাবাদ	(আমেদাবাদ)
নারায়ণগঞ্জ	কাটরা	করাচী
ময়মনসিংহ	(এলাহাবাদ)	আজমীর
চট্টগ্রাম	লক্ষ্ণৌ	রায়পুর
কটক	আমিনাবাদ	নাগপুর
পাটনা	(লক্ষ্ণৌ)	ইটওয়ারী
গয়া	কাণপুর	(নাগপুর)
মজঃফরপুর	মেষ্টন রোড	জব্বলপুর
বেরিলী	(কাণপুর)	জব্বলপুর ক্যাণ্ট
মাদ্রাজ	অমরাবতী	অমৃতসর
		লাহোর

লণ্ডন এজেন্টস্—
মিডল্যাণ্ড ব্যাঙ্ক লিঃ

লিলি বিস্কুট

লিলি
বিস্কুট
স্বাদে ও
গুণে—
অপরাজেয়

লিলি বিস্কুট কোং · কলিকাতা

লিলি বার্লি
আদর্শ পথ্য ও পানীয়

লিলি বার্লি
লিলি বিস্কুট কোং · কলিকাতা

১২২নং বড়বাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা—আর্থিক জগৎ প্রেস শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রাঙ্কিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

PHONE :—B. B. 6382 REGD. NO. C. 2506

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY

আর্থিক জগৎ

ARTHIK JAGAT

ব্যবসা-বাণিজ্য-শিল্প-অর্থনীতি-বিষয়ক সাপ্তাহিক

মূল্য—বার্ষিক সডাক ৯ সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য প্রতি সংখ্যা ৶০ আনা

অষ্টম বর্ষ] Monday, 3rd September, 1945. সোমবার, ১৭ই ভাদ্র, ১৩৫২ [১৮শ সংখ্যা

সামরিক প্রসঙ্গ

যুদ্ধ সমাপ্তি ও সরকারী ব্যয় সঙ্কোচের সমস্যা

যুদ্ধের কয় বৎসরে ভারত সরকারের ব্যয় বহর নানাদিক দিয়া অত্যধিকভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। সামরিক বিভাগ বাবদ ১৯৩৮-৩৯ সালে ভারত সরকারের ব্যয় হইয়াছিল ৪৬ কোটি ১৮ লক্ষ টাকা। ক্রমে সেই ব্যয় বৃদ্ধি পাইয়া বর্ত্তমানে তাহা বাৎসরিক (১৯৭৬ সালের বরাদ্দ) ৩৯৭ কোটি ২৩ লক্ষ টাকা দাঁড়াইয়াছে। বেসামরিক সরকারী বিভাগগুলির জন্য ১৯৩৮-৩৯ সালে ভারত সরকারের ৩৮ কোটি ৯৭ লক্ষ টাকা খরচ হইয়াছিল। যুদ্ধ প্রচেষ্টার তোড়জোড়ের ফলে বর্ত্তমানে অনেক বিভাগের কাজ সম্প্রসারিত হইয়াছে। ফলে ঐ হিসাবে মোট ব্যয়ের পরিমাণ বাড়িয়া চলতি ১৯৪৫-৪৬ সালে ১২৩ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা দাঁড়াইয়াছে; সরকারী মাল সরবরাহ বিভাগ বাবদ বর্ত্তমানে বাৎসরিক ৫৷৷ কোটি টাকা ব্যয় হইতেছে। সংবাদ ও বেতার বিভাগের (ইনফরমেসন এণ্ড ব্রডকাষ্টিং) কাজ অবান্তরভাবে এত প্রসারিত করা হইয়াছে যে, বার্ষিক পৌণে তিন কোটি টাকার কমে এখন আর ঐ বিভাগের খরচ নির্ব্বাহ হইতেছে না। ডিরেক্টরেট অব্ পাবলিক্ রিলেসনের নামে সামরিক বিভাগের অধীনে যে ৫৬ লক্ষ টাকা ব্যয় ধরা হইয়াছে তাহা যোগ করিলে প্রচার বিভাগের মোট ব্যয় আসলে উহার চেয়েও অনেক বেশী বলিতে হইবে। তাহা ছাড়া যুদ্ধের সময়ে অনেক নূতন বিভাগ স্থাপন করিয়াও গবর্ণমেণ্ট যথেষ্ট খরচপত্র বাড়াইয়াছেন। ১৯৪৫-৪৬ সালের বাজেটে খাদ্য বিভাগ ও বেসামরিক দেশরক্ষা বিভাগ বাবদ যথাক্রমে ৪২ লক্ষ টাকা ও ২ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা ব্যয় বরাদ্দ করা হইয়াছে। ভারত সরকারের সাধারণ রাজস্ব দ্বারা ঐ অতিরিক্ত ব্যয় বহর মিটানো চলে না। কাজেই দেশবাসীর উপর নূতন নূতন ট্যাক্স বসাইয়া ও নানাভাবে বিপুল পরিমাণ ঋণ গ্রহণ করিয়া ভারত সরকারকে ঐ ব্যয় বহর মিটাইবার চেষ্টা করিতে হইতেছে। এই ভাবে ট্যাক্স ও ঋণের বোঝা আর বাড়ানো চলে না। সুখের বিষয়, যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটিবার ফলে নানাদিক দিয়া বর্দ্ধিত সরকারী খরচপত্র হ্রাস করিবার একটা সুযোগ বর্ত্তমানে আসিয়াছে। দেশের কল্যাণের কথা চিন্তা করিয়া, গবর্ণমেণ্ট এখন হইতে সকল দিক দিয়াই তাঁহাদের যুদ্ধজনিত খরচপত্র হ্রাস করা সম্বন্ধে মনোযোগী হইবেন বলিয়া আমরা আশা করি।

কিন্তু যুদ্ধজনিত ব্যয়-বহর হ্রাস করা প্রয়োজন বলিয়া মনে করিলেও যুদ্ধ সমাপ্তির পর মোট সরকারী খরচপত্র হঠাৎ বেশী পরিমাণে কমাইয়া দিতে গেলে তাহাতে দেশে আর্থিক মন্দা ও বেকার সমস্যা জটিল হইয়া দেখা যাওয়ার আশঙ্কা আছে সেজন্য আমাদের মতে গবর্ণমেণ্টের উচিত সামরিক বিভাগ, সংবাদ ও বেতার বিভাগ, বেসামরিক দেশরক্ষা বিভাগ প্রভৃতির ব্যয় সঙ্কোচ করার সঙ্গে কৃষি, শিল্প, যানবাহন শিক্ষা ও স্বাস্থ্য প্রভৃতি জাতি গঠন মূলককার্য্য বিষয়ে এখন হইতে সরকারী কর্ম্মতৎপরতা যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি করা। যুদ্ধ প্রচেষ্টার খরচপত্র মিটাইতে গিয়া গবর্ণমেণ্ট ঐ সব দিকে এতদিন বিশেষ কিছু মনোযোগ দিতে পারেন নাই। যুদ্ধের পরে একটা expensionist policy নিয়া কার্য্যে ব্রতী হইলে জাতি গঠনমূলক কার্য্যের দিক দিয়া দেশের সমুচিত অগ্রগতির পথ প্রশস্ত হইতে পারে। যুদ্ধের ব্যয় বহর সঙ্কুচিত হওয়ার ফলে যে সব লোকের কর্ম্মচ্যুতি ঘটিবে জাতি গঠনমূলক কাজে সরকারী খরচপত্র বাড়িবার ফলে তাহারা ঐ দিক দিয়া নূতন করিয়া কর্ম্ম সংস্থানের সুযোগ পাইবে। দেশের প্রয়োজন বুঝিয়া যুদ্ধ সমাপ্তির পর এখন হইতে সেই ভাবেই গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদের ব্যয়নীতির মোড় ঘুরাইবেন বলিয়া আমরা আশা করি।

বিষয়-সূচী

বিষয়	পৃষ্ঠা
সাময়িক প্রসঙ্গ	৪২৩-২৫
১৯৪৪-৪৫ সালে ভারতীয় বহির্ব্বাণিজ্য	৪২৬-২৭
রাজনৈতিক প্রসঙ্গ	৪২৮-২৯
খেয়ালীর খাতা	৪৩০-৩১
আর্থিক দুনিয়ার খবরাখবর	৪৩২-৪০
কোম্পানী প্রসঙ্গ—	৪৪১-৪৩
বাজারের হালচাল—	৪৪৪-৪৮

ল্যাণ্ড-লীজ ব্যবস্থার অবসান ও ভারতের উপর তাহার প্রতিক্রিয়া

ল্যাণ্ড-লীজ বা ঋণ ও ইজারা ব্যবস্থার অবসান ঘটায় বৃটেনের উপর তাহার যে কিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা যাওয়ার আশঙ্কা আছে গত সপ্তাহে সে সম্বন্ধে আমরা আলোচনা করিয়াছি। ল্যাণ্ড-লীজ ব্যবস্থায় ভারতে যে মাল আসিত, তাহার সম্বন্ধে ভারতবাসীর প্রয়োজন ও অভিরুচির কোন মূল্য ছিল না। বৃটিশ গবর্ণমেণ্টই নিজেদের গরজ ও সুবিধা বুঝিয়া তাহার স্বরূপ নির্দ্ধারণ করিতেন। ঋণ ও ইজারা আইন অনুসারে ধারে মাল আনাইয়া ভারতের যে ডলার বাঁচিয়া যাইত বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট তাহা নিজেদের প্রয়োজনেই সংরক্ষিত রাখিতেন। কাজেই সেদিক দিয়া দেখিতে গেলে ল্যাণ্ড লীজ ব্যবস্থা উঠিয়া যাওয়ায় ভারতের বিশেষ কোন ক্ষতির সম্ভাবনা নাই বলা চলে। কিন্তু প্রত্যক্ষ ভাবে কোন বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সম্ভাবনা না থাকিলেও ল্যাণ্ড-লীজ ব্যবস্থার পরিসমাপ্তি ঘটায় পরোক্ষভাবে ভারতের কিছু ক্ষতির আশঙ্কা আছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে ধারে ইচ্ছামত মাল না পাইয়া বৃটেন খুব সম্ভবতঃ এখন হইতে প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রী সম্পর্কে সাম্রাজ্যভুক্ত দেশগুলির উপর বেশী পরিমাণে নির্ভরশীল হইয়া পড়িবে। ভারতের উপর তাহাদের রাজনৈতিক প্রভুত্বের সুযোগে বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট হয়ত এখন হইতে এদেশ হইতেই প্রচুর পরিমাণে খাদ্য, বস্ত্র ও অন্যান্য জিনিষ সংগ্রহ করিবার চেষ্টা করিবেন। যদি সেই ব্যবস্থা অবলম্বিত হয় তবে ভারতে খাদ্য, বস্ত্র প্রভৃতি অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্য সামগ্রীর অভাব নূতন করিয়া আরও বৃদ্ধি পাইবার আশঙ্কা আছে। এদেশ হইতে ভোগ সামগ্রী সংগ্রহ

একটী প্রথম শ্রেণীর জাতীয় আর্থিক প্রতিষ্ঠান

আপনার আর্থিক ব্যবস্থা সুনিয়ন্ত্রিত করতে আপনাকে সকল প্রকার সুযোগ-সুবিধায় সাহায্য করবে।

আমাদের কলিকাতা বা অন্যান্য যে কোনও ব্রাঞ্চে লিখিলে বা উপস্থিত হলে বিস্তারিত জানতে পারবেন।

দার্জিলিং ব্যাঙ্ক লিমিটেড

কলিকাতা

টেলি : "রেণবো" কলিকাতা। বি, মুখার্জ্জী

ফোন : পি:কে—১৬৮১ ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

করিতে গিয়া বৃটেন যদি তৎপরিবর্ত্তে এদেশে বেশী পরিমাণে শিল্পোপযোগী যন্ত্রপাতি রপ্তানী করিত তবে হয়ত ভারতবাসীরা কতকটা সুবিচার পাইত। কিন্তু আমদানীর বদলে সেভাবে প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রী রপ্তানী করিতে বৃটেন রাজী হইবে বলিয়া মনে হয় না। পৃথিবীর নানাদেশে যন্ত্রপাতির চাহিদা বর্ত্তমানে বেশী করিয়াই অনুভূত হইতেছে। নিজেদের প্রভাব প্রতিপত্তি বিস্তারের জন্য এবং রপ্তানী পণ্যের নূতন বাজার সৃষ্টির জন্য বৃটেন খুব সম্ভবতঃ ভারতের চেয়ে ঐ সব দেশেই বেশী করিয়া যন্ত্রপাতি প্রেরণ করিতে চাহিবে। ভারতের উপর নিজেদের রাজনৈতিক প্রভুত্ব থাকার জন্য বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট হয়ত যন্ত্রপাতি দিয়া আমদানী পণ্যের মূল্য শোধ না করিয়া এদেশ হইতে ক্রেডিটেই মাল নিবার চেষ্টা করিবেন। যদি তাহা হয় তবে ভারতের অসুবিধা ও ক্ষতি দুইই খুব বৃদ্ধি পাইবে সন্দেহ নাই।

ম্যালেরিয়া ও কুইনাইন

বাংলার মফঃস্বলে বর্ষার ঘনঘটা দেখা যাওয়ার সঙ্গে সর্ব্বত্র ম্যালেরিয়ার প্রকোপ বাড়িয়া চলিয়াছে। ম্যালেরিয়ার প্রতিষেধক হিসাবে বিভিন্ন কেন্দ্রে এখন হইতে বেশী পরিমাণে কুইনাইন প্রেরণের ব্যবস্থা হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু গবর্ণমেণ্টের হাতে মজুত কুইনাইনের পরিমাণ যেরূপ স্বল্প তাহাতে এবারও মফঃস্বলের লোক উহার উপযুক্ত যোগান পাইবে বলিয়া মনে হয় না। ভারতবর্ষে যুদ্ধের পূর্ব্বে গড়ে প্রতি বৎসরে ২ লক্ষ ১০ হাজার পাউণ্ড কুইনাইন ব্যবহৃত হইত। ম্যালেরিয়ার প্রকোপ বাড়িয়া চলায় বর্ত্তমানে উহার চেয়ে অনেক বেশী কুইনাইন ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়াছে। কিন্তু দেশে উপযুক্ত পরিমাণ কুইনাইনের যোগান কোথায়? গত ১৯৪৪ সালের ৩১শে মার্চ্চ ভারত গবর্ণমেণ্টের হাতে মাত্র ১ লক্ষ ৭১ হাজার পাউণ্ড কুইনাইন মজুত ছিল। ভারতবর্ষে প্রতি বৎসরে ৯০ হাজার পাউণ্ডের বেশী কুইনাইন উৎপন্ন হয় না। যুদ্ধের পূর্ব্বে জাভাই ছিল ভারতে কুইনাইনের সবচেয়ে বড় যোগানদার। যুদ্ধের জন্য গত কয় বৎসর ঐ দেশ হইতে একেবারেই কোন কুইনাইন আমদানী করা সম্ভবপর হয় নাই। ১৯৪৪ সালের ৩১শে মার্চ্চের পর এক বৎসরেরও বেশী সময় অতিক্রান্ত হইয়াছে। এই সময় মধ্যে ম্যালেরিয়াপ্রস্তদের জন্য অনেক কুইনাইন ছাড়িতে হইয়াছে। অথচ এই সময়ে এদেশের উৎপাদিত ৯০ হাজার পাউণ্ড ছাড়া কুইনাইনের আর কোন যোগান গবর্ণমেণ্ট পাইয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। এই অবস্থায় গবর্ণমেণ্টের মজুত ১ লক্ষ ৭১ হাজার পাউণ্ড কুইনাইনের অনেকটাই যে ইতিমধ্যে নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। রুষীয় পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া গবর্ণমেণ্ট অবশ্য বাংলায় ও মাদ্রাজে নূতন করিয়া ২ হাজার ৪০০ একর জমিতে সিঙ্কোনার চাষ করিয়াছেন। এই নূতন ধরণের চাষাবাদের ফলে অল্প সময়ে কুইনাইন উৎপাদনের সুবিধা হইবে সত্য, কিন্তু ১৯৪৬ সালের শেষভাগের পূর্ব্বে তাহার যোগান পাওয়ার আশা কিছুতেই করা যায় না। কাজেই এবার দেশে কুইনাইনের খুব অভাব ঘটিবার সম্ভাবনাই আমরা দেখিতেছি। একমাত্র আশার কথা জাপান আত্মসমর্পণ করায় শীঘ্রই জাভার সহিত ভারতের বাণিজ্যের পথ উন্মোচিত হইবে। এই সুযোগে জাভা হইতে যথাসম্ভব সত্বর উপযুক্ত পরিমাণ কুইনাইন আমদানীর চেষ্টা করা ভারত গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য।

স্যার আর্দ্দেশির দালালের ব্যর্থ মিশন

ভারতের অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য নানা দিক দিয়া সুযোগ-সুবিধা আদায়ের উদ্দেশ্যে ভারত সরকারের প্ল্যানিং এণ্ড ডেভলপমেণ্ট সচিব স্যার আর্দ্দেশির দালাল ইংলণ্ড ও আমেরিকা সফরে গিয়াছিলেন। বিদেশী সরকার ও বিদেশী শিল্পপতিদের সহিত দীর্ঘকাল আলাপ-আলোচনা ও মোলাকাতের পর আজ তিনি ব্যর্থমনোরথ হইয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়াছেন। সম্প্রতি এক সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি খোলাখুলিভাবে ঘোষণা করিয়াছেন, তিনি যে সব উদ্দেশ্য লইয়া ইংলণ্ডে ও আমেরিকার সফরে গিয়াছিলেন তাহার প্রায় কোনটাই সিদ্ধ হয় নাই। ভারত শাসন আইনের ১১১ হইতে ১২১ ধারায় এদেশে বৃটিশ শিল্প-বাণিজ্যের অনুকূলে কতকগুলি রক্ষাকবচ (কমার্শিয়াল সেফ-গার্ডস্) জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। সেই সুযোগে ভারতে বড় বড় শিল্প-কারখানা গড়িয়া তুলিয়া বৃটিশ বণিকেরা এদেশে একচেটিয়া লাভের ব্যবসা পরিচালনা করিতেছে। উহাদের মারাত্মক প্রতিযোগিতায় দেশীয় শিল্পব্যবসায়ের যথেষ্ট ক্ষতি হইতেছে। গত মার্চ্চ মাসে মিঃ মনু সুবেদারের প্রস্তাবক্রমে কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদ ভারত শাসন আইনের উপরোক্ত ১১১ হইতে ১২১ ধারা অচিরে অপসারিত করার দাবী জানান। এদেশে বৃটিশ শিল্পবাণিজ্যের অনুকূলে কোন রক্ষাকবচ বলবৎ রাখা যে অনুচিত কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে ঐ প্রস্তাব আলোচনার সময় স্যার আর্দ্দেশির দালাল তাহা স্বীকার করেন। ভারত শাসন আইনের উপরোক্ত ধারাসমূহ যাহাতে অচিরে তুলিয়া লওয়ার ব্যবস্থা হয় সেজন্য তিনি বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট ও বৃটিশ শিল্পপতিদের সহিত আলোচনা চালাইবেন বলিয়াও কথা দেন। ইংলণ্ড সফরের পর এক্ষণে তিনি জানাইতেছেন যে, কমার্শিয়াল সেফ-গার্ডস্ তুলিয়া লওয়া সম্পর্কে তাঁহার সমস্ত চেষ্টাই ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হইয়াছে। ভারতের অন্য কোন নূতন শাসনতন্ত্র প্রণয়নের পূর্ব্বে বৃটিশ সরকার ও বৃটিশ ব্যবসায়ী সম্প্রদায় ঐ বিষয় বিবেচনা করিয়া দেখিতে একেবারেই প্রস্তুত নহেন। যুদ্ধের পরে ভারতের শিল্পোন্নতি গড়িয়া তুলিতে হইলে সেজন্য অচিরে বিদেশ হইতে বেশী পরিমাণ যন্ত্রপাতি আমদানী করা দরকার। স্যার আর্দ্দেশির দালাল ঐ সম্পর্কে বৃটিশ শিল্পপতিদের সহিত একটা বুঝাপড়া করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার সে চেষ্টা সত্ত্বেও বৃটিশ শিল্পপতিরা ভারতে শিল্পোপযোগী যন্ত্রপাতি সরবরাহ সম্পর্কে কোন 'প্রাইওরিটি' প্রদানে রাজী হন নাই। যুদ্ধের অবসান ঘটায় বিভিন্ন দেশ হইতে যন্ত্রপাতির বেশী রকম দাবী-দাওয়া হইতেছে। বৃটিশ শিল্পপতিরা ভারতের দাবী আলাদাভাবে বিবেচনা না করিয়া তাহাদের সুযোগ-সুবিধা অনুযায়ী ধীরেসুস্থে সকলের দাবীই যথাসম্ভব পূরণের ব্যবস্থা করিবেন। উপযুক্ত যন্ত্রপাতির অভাবে যদি ভারতের শিল্পোন্নতি ব্যাহত হয় তবে সেজন্য তাহাদের কিছু করিবার নাই। যন্ত্রপাতি সম্পর্কে মার্কিন ব্যবসায়ীদের সহিতও নানা কারণে কোন বুঝাপড়ায় উপনীত হওয়া স্যার আর্দ্দেশির পক্ষে সম্ভবপর হয় নাই। বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট কারসাজি করিয়া ভারতের সঞ্চিত ডলার 'এম্পায়ার ডলার পুলে' সংরক্ষিত রাখায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সহিত বাণিজ্য সম্প্রসারণের সুযোগ কম। সেখানকার রপ্তানী ব্যবসায়ীরা ভারত সরকারের উপর আস্থা স্থাপন করিয়া তাঁহাদিগকে উপযুক্ত মাল দিয়া সাহায্য করিতেও প্রস্তুত নহেন।

কাজেই স্যার আর্দ্দেশির দালাল সকল দিক দিয়াই বিফলকাম হইয়াছেন বলা চলে। স্যার আর্দ্দেশির এদেশে একজন কৃতী ও বিচক্ষণ লোক বলিয়া পরিচিত। ভারতের সুযোগ সুবিধার জন্য এদেশের পক্ষ হইয়া বিদেশী গবর্ণমেণ্ট ও বিদেশী শিল্পপতিদের সহিত আলাপ আলোচনা চালাইবার যোগ্যতা তাঁহার যথেষ্টই রহিয়াছে। কিন্তু তাঁহার প্রধান অসুবিধা এই ছিল যে, তিনি স্বাধীন ভারতের জাতীয় গবর্ণমেণ্টের প্রতিনিধি হইয়া ইংলণ্ড ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যান নাই; ভারতের বৃটিশ আমলাতান্ত্রিক গবর্ণমেণ্টের প্রতিনিধি হিসাবেই তিনি সে সব দেশে গিয়াছিলেন। কাজেই বিদেশীর চোখে তাঁহার মর্য্যাদা বিশেষ কিছু ধরা পড়ে নাই। তাঁহার উদ্দেশ্য শুভ হইলেও তাঁহার যুক্তিবাদে কর্ণপাত করিবার মত গরজ ও সুবিবেচনা প্রদর্শন করা কেহ প্রয়োজন মনে করে নাই। বৃটিশ আমলাতান্ত্রিক গবর্ণমেণ্টের সহিত সহযোগিতা করিয়া বর্ত্তমান শাসনতান্ত্রিক কাঠামোর সঙ্কীর্ণ গণ্ডির মধ্যে থাকিয়া যাঁহারা দেশের উন্নতি সাধন করিবার স্বপ্ন দেখেন স্যার আর্দ্দেশির দালালের ঐ শোচনীয় ব্যর্থতা দেখিয়া তাঁহাদের চৈতন্য হইবে বলিয়া আমরা আশা করি।

শারদীয়া পূজা ও বস্ত্রসঙ্কট

শারদীয়া পূজা ও ঈদ পর্ব্ব নিকটবর্ত্তী হইয়া আসিয়াছে। ঐসব পর্ব্ব উপলক্ষে নূতন বস্ত্র কিনিবার ও আত্মীয়-স্বজনকে নূতন বস্ত্র উপহার দিবার রীতি অনেক কাল হইতে প্রচলিত আছে। কিন্তু এবার ঈদ ও পূজা উপলক্ষে আত্মীয়-স্বজনকে নূতন কাপড় উপহার দেওয়া দূরের কথা নিজেদের একান্ত প্রয়োজনেও একখানা করিয়া নূতন কাপড় অনেকে সংগ্রহ করিতে পারিবে কি না সন্দেহের বিষয়। এদেশে কাপড়ের কলের উৎপন্ন সমস্ত কাপড় গবর্ণমেণ্ট ও টেক্সটাইল কনট্রোল বোর্ড তাঁহাদের কর্ত্তৃত্বাধীনে লইয়াছেন। তাঁহাদের বিনা অনুমতিতে কাপড়ের দোকানগুলি সে সমস্তের যোগান পায় না—জনসাধারণও তাহা কিনিতে পারে না। পূজা ও ঈদের পূর্ব্বে গবর্ণমেণ্ট যদি বেশী পরিমাণে তাঁহাদের হস্তস্থিত কাপড় বাজারে ছাড়েন এবং জনসাধারণকে তাহা কিনিবার পারমিট দেন তবেই উপযুক্ত পরিমাণে তাহা সংগ্রহ করা সম্ভবপর হইতে পারে। কিন্তু বাঙ্গলা সরকার তাঁহাদের বিজ্ঞপ্তিতে পূজা ও ঈদ উপলক্ষে জনসাধারণের নূতন কাপড় সংগ্রহের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিলেও উহারা যাহাতে ঐ সময়ে উপযুক্ত বস্ত্র পাইতে পারে সে বিষয়ে কার্য্যকরী বিধিব্যবস্থা তাঁহারা কিছুই অবলম্বন করিতেছেন না। আগামী ৯ই সেপ্টেম্বর ঈদ পর্ব্বের দিন। গবর্ণমেণ্ট জানাইয়াছেন তাঁহারা ঐ তারিখ পর্য্যন্ত কলিকাতার মধ্যবর্ত্তী রেশন ব্যবস্থায় কিছু বেশী বস্ত্র বণ্টনের ব্যবস্থা করিয়াছেন। কিন্তু এই সঙ্গে তাঁহারা ইহাও স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দিয়াছেন যে, এই ব্যবস্থায় যাহারা ইতিপূর্ব্বে কাপড় পায় নাই তাহারাই শুধু ঐ তারিখ পর্য্যন্ত একখানা করিয়া কাপড় পাওয়ার অধিকারী হইবে। ১০ই তারিখ হইতে মধ্যবর্ত্তী ব্যবস্থায় কাপড় দেওয়া একেবারেই বন্ধ করিয়া দেওয়া হইবে। এইভাবে কাপড় বণ্টন করা হইলে কি ভাবে ঈদের পূর্ব্বে মুসলমান সম্প্রদায়ের সকল লোকের পক্ষে উপযুক্ত পরিমাণ নূতন কাপড় কেনা সম্ভবপর হইবে তাহা আমরা বুঝি না। আগামী ১৩ই অক্টোবর শারদীয়া পূজা উৎসব সুরু হইবে। সরকারী রেশন পরিকল্পনায় কলিকাতার জন পিছু ২০ গজ বস্ত্র বণ্টনের কথা বলা হইয়াছে। তাড়াতাড়ি করিয়া রেশন পরিকল্পনা কার্য্যকরী করা হইলে এবং প্রথম দফায় ঐ বরাদ্দকৃত বস্ত্রের বেশীর ভাগ অংশ জনসাধারণকে বণ্টনের ব্যবস্থা হইলে পূজার পূর্ব্বে সকল লোকে দুই একখানা করিয়া কাপড় পাইতে পারিত। কিন্তু সেই ব্যবস্থা

দেশের ও দশের সেবায়
নির্ভরযোগ্য ও নিরাপদ প্রতিষ্ঠান
ইণ্ডিয়ান
সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।
পিপলস্ ব্যাঙ্ক লিঃ
৫।১, রয়েল এক্সচেঞ্জ প্লেস,
কলিকাতা
ফোন: কলিঃ ৩৩৮১ :: তার: 'Honey Comb,' Cal
আমাদের বিশেষজ্ঞ দ্বারাই ষ্টক এক্সচেঞ্জের বিবিধ শেয়ার ও সিকিউরিটি ক্রয় বিক্রয় করা হয়।
আপনাদের সহানুভূতি প্রার্থনীয়

অচিরে বলবৎ হওয়ার কোন আশা নাই। গবর্ণমেণ্ট বলিয়াছেন, রেশনের উপযোগী মজুত বস্ত্র তাঁহাদের হাতে থাকিলেও নানা অসুবিধার জন্য তাঁহারা রেশন কার্ড ও ফর্ম্ম ইত্যাদি তাড়াতাড়ি করিয়া ছাপাইতে পারিতেছেন না। কাজেই আগামী ১লা অক্টোবরের পূর্ব্বে রেশন প্রথায় বস্ত্র বণ্টনের কাজ সুরু করা যাইবে না। অধিকন্তু তাঁহারা জানাইয়াছেন, রেশন পরিকল্পনায় কলিকাতার লোকদের মাথাপিছু যে ২০ গজ বস্ত্র বরাদ্দ করা হইয়াছে মধ্যবর্ত্তী রেশন ব্যবস্থায় প্রদত্ত ৫ গজ কাপড় উহা হইতে বাদ যাইবে। বাকী ১৫ গজ কাপড় ৯ মাস কাল মধ্যে তিন কিস্তিতে (তিন মাসে একবার করিয়া) জনসাধারণের ভিতর বণ্টিত হইবে। রেশন ব্যবস্থা কার্য্যকরী হইলে প্রথম কিস্তির ৫ গজ কাপড় বণ্টনের কাজ সুরু হইবে। খাদ্য রেশনের কার্ডে যাহাদের সংখ্যাসূচীর শেষে ১, ২ ও ৩ সংখ্যা রহিয়াছে তাহারা প্রথম মাসে অর্থাৎ অক্টোবরে ঐ ৫ গজ কাপড় পাইবে। যাহাদের কার্ডের সংখ্যাসূচীর শেষে ৪, ৫, ৬, ৭, ৮ ও ৯ কিম্বা শূন্য রহিয়াছে তাহাদিগকে প্রথম কিস্তির ঐ পরিমাণ বস্ত্র পাইতে নভেম্বর ও ডিসেম্বর পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে হইবে। কাজেই আগামী শারদীয়া পূজার পূর্ব্বে যে কলিকাতায় রেশন ব্যবস্থায় অধিকাংশের পক্ষেই একখানা করিয়া নূতন কাপড় পাওয়ার আশা নাই ইহা হইতে তাহা ভাল করিয়াই বুঝা যাইতেছে। টেক্সটাইল কনট্রোল বোর্ড ঘোষণা করিয়াছেন, যুদ্ধের পূর্ব্বে ভারতের কাপড়ের কলসমূহে যে সামরিক প্রয়োজনে যে বস্ত্র উৎপন্ন হইত বর্ত্তমানে তাহার তুলনায় ঐ সমস্তের ভিতর শতকরা মাত্র ৬ ভাগ কম কাপড় উৎপন্ন হইতেছে। এইটুক স্বল্পতার জন্য বাংলায় কাপড়ের এত দুর্ভিক্ষ ঘটিবার কোন হেতু নাই। কাপড় বণ্টন সম্পর্কে সরকারী অব্যবস্থার দরুণই এই জটিল সঙ্কট সৃষ্টি হইয়াছে। বস্ত্রের দিক দিয়া দেশের লোকের দুঃখদুর্দ্দশা দূর করিতে হইলে, আমাদের মতে, হয় অচিরে পুরাপুরি রেশন ব্যবস্থা কার্য্যকরী করিতে হইবে, না হয় বস্ত্র সম্পর্কে যাবতীয় নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সত্বর উঠাইয়া লওয়ার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

চাউল-সমস্যা

যুদ্ধের পূর্ব্বে বাংলার স্বাভাবিক উৎপাদন দ্বারা এ প্রদেশে চাউলের চাহিদা মিটিত না। ফলে প্রতি বৎসর গড়ে ব্রহ্মদেশ হইতে ১৫ লক্ষ টন চাউল আমদানী করিয়া সে ঘাটতির পূরণ করা হইত। যুদ্ধের ফলে ব্রহ্মদেশ জাপানী অধিকারে চলিয়া যায় এবং বাংলাদেশ ব্রহ্মদেশীয় চাউল হইতে বঞ্চিত হয়। ১৯৪৩ সালের বাংলার দুর্ভিক্ষের ইহা একটি প্রধান কারণ। যাহা হউক, যুদ্ধ শেষ হওয়ায় এবং ব্রহ্মদেশ জাপকবলমুক্ত হওয়ায় আমরা আশা করিয়াছিলাম বাংলাদেশে পুনরায় ব্রহ্মদেশীয় চাউল আমদানী হইবে এবং দেশব্যাপী চাউল-সঙ্কটের অন্ততঃ আংশিক সমাধান হইবে। কিন্তু রেঙ্গুন হইতে সম্প্রতি প্রকাশিত সংবাদ আমাদিগকে নিরাশ করিয়াছে। উক্ত সংবাদে প্রকাশ, অন্ততঃ আরও এক বৎসরের পূর্ব্বে ব্রহ্মদেশ হইতে বাংলায় চাউল বহনের জন্য প্রয়োজনীয় জাহাজ পাওয়া যাইবে না। এই এক বৎসর পর্য্যন্ত দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়া কম্যাণ্ড কর্ত্তৃক পুনরধিকৃত স্থানসমূহের এবং দুর্গত ইউরোপবাসীর অভাব মিটাইবার জন্যই ব্রহ্মদেশীয় উদ্বৃত্ত চাউল ব্যবহৃত হইবে। এমতাবস্থায় বাংলাদেশ হইতে অন্যান্য প্রদেশে এবং বিদেশে চাউল রপ্তানীর আত্মঘাতী ব্যবস্থার সমর্থন আমরা পূর্ব্বেও করি নাই, এখনও করিতে পারি না। সরকার পক্ষ অবশ্য তাঁহাদের রপ্তানীনীতির সমর্থনকল্পে বলিয়াছেন যে, বাংলাদেশ হইতে যদিও মাত্র ১ লক্ষ টন চাউল রপ্তানী হইয়াছে, কিন্তু শীঘ্রই বাংলাদেশে ১ লক্ষ ৪ হাজার টন চাউল আমদানী করা হইবে; সুতরাং তাঁহাদের মতে এই রপ্তানীতে আশঙ্কিত হইবার কোন কারণ নাই। এস্থলে আমাদের বক্তব্য এই যে, সরকার পক্ষ যদিও ভবিষ্যৎ আমদানীর একটি লোভনীয় সংখ্যাই প্রকাশ করিয়াছেন তথাপি বাস্তবপক্ষে এখন পর্য্যন্ত মাত্র ১২ হাজার টন চাউল আমদানী করিতে সমর্থ হইয়াছেন। সুতরাং হাতে যথেষ্ট পরিমাণ চাউল না রাখিয়া বাহিরে চাউল রপ্তানী অদূরদর্শিতারই পরিচায়ক। বাংলার দুর্ভিক্ষের সময় ভারতের অন্যান্য প্রদেশ বাংলায় চাউল পাঠাইয়া সহৃদয়তা এবং মহানুভবতারই পরিচয় দিয়াছে; বাংলারও অবশ্যকর্ত্তব্য অন্যান্য প্রদেশের অভাব মিটাইতে সাধ্যানুযায়ী চেষ্টা করা—এ বিষয়ে কোনও দ্বিমত নাই; কিন্তু নিজেদের অভাব মিটাইবার যথেষ্ট সঙ্গতি না রাখিয়া পরকে সাহায্য করিতে যাওয়া কি নির্ব্বুদ্ধিতা নয়? রপ্তানীর বিরুদ্ধে আমাদের দ্বিতীয় বক্তব্য এই যে, বঙ্গদেশে যখন ভাল ফসল উৎপন্ন হয় তখনও ঘাটতি পূরণের জন্য বিদেশ, বিশেষতঃ ব্রহ্মদেশ হইতে চাউল আমদানী করিতে হয়। বর্ত্তমান বৎসরে সরকারী হিসাব মতে দেখা যায় যে, আউশ ধান শতকরা ২৫ ভাগ এবং আমন শতকরা ২০ ভাগ কম উৎপন্ন হইবে। উৎপাদন কম, ব্রহ্মদেশ হইতে আমদানীরও কোন আশা নাই, এমন অবস্থায় বাহিরে চাউল রপ্তানীর কি কোন যুক্তি আছে? সরকারপক্ষ বলিতেছেন যে, বাংলায় চাউল যথেষ্ট মজুত আছে; সুতরাং কিছু চাউল রপ্তানী হইলে প্রদেশের কোন ক্ষতি হইবে না। কিন্তু সাম্প্রতিক বন্যার ফলে সমগ্র পূর্ব্ববঙ্গ হইতেই চাউলের মূল্য বৃদ্ধির খবর আসিতেছে। ময়মনসিংহে নাকি চাউলের দর মণ প্রতি ১৮৲ টাকায় উঠিয়াছে! চাউলের প্রাচুর্য্য কি এই মূল্যবৃদ্ধি দ্বারা প্রমাণিত হয়? মোট কথা, যে ভাবেই বিচার করি না কেন, বাংলাদেশ হইতে এই চাউল রপ্তানীর কোন সমর্থনই আমরা করিতে পারি না। এই রপ্তানী অবিলম্বে বন্ধ হওয়া দরকার।

বাংলায় চিনির কলের উৎপাদন বৃদ্ধির চেষ্টা

বাংলার লোকদের ব্যবহারের জন্য বৎসরে ২ লক্ষ টন কলের চিনি দরকার হইয়া থাকে। এপ্রদেশে এপর্য্যন্ত মাত্র ৮টি চিনির কল স্থাপিত হইয়াছে। রীতিমত কাজ চলিলে ঐ সব কলে বৎসরে ৭০ হাজার টন চিনি উৎপন্ন হওয়ার কথা। কিন্তু নানা অসুবিধার জন্য ঐ স্বল্প পরিমাণ চিনিও বাংলার কলসমূহে উৎপন্ন হইতেছে না। গত ১৯৫৪-৪৫ সালের মরশুমে বাংলার ৮টি চিনির কলের মধ্যে ৪টিরই কাজ বন্ধ ছিল। যে ৪টি কল চালু ছিল তাহা হইতেও সারা বৎসরে ১১ হাজার ৯৮৬ টনের বেশী চিনির যোগান পাওয়া যায় নাই। বাংলায় শর্করা শিল্পের এই দুর্গতি লক্ষ্য করিয়া বেঙ্গল সুগার মিলস্ এসোসিয়েশন (বঙ্গীয় চিনির কল সমিতি) তাহার প্রতিকারের নিমিত্ত বাংলা সরকারকে কতকগুলি বিধিব্যবস্থা অবলম্বনের নির্দ্দেশ দিয়াছেন। এইসব নির্দ্দেশের ভিতর সাময়িক ও স্থায়ী এই দুই শ্রেণীর বিধিব্যবস্থা অবলম্বনেরই প্রস্তাব রহিয়াছে। সাময়িক বিধিব্যবস্থা হিসাবে আগামী মরশুমে ইক্ষুর নিম্নতম মূল্য নির্দ্ধারণ করিয়া কৃষকদিগকে ইক্ষু চাষে উৎসাহ দিবার ও গুড় তৈয়ারের কাজে ইক্ষুর ব্যবহার নিষিদ্ধ করিয়া গ্রামাঞ্চলের উৎপন্ন ইক্ষু বেশী পরিমাণে কারখানার কাজে লাগাইবার নির্দ্দেশ সম্পর্কে গত ৬ই আগষ্টের 'আর্থিক জগতে' আমরা আলোচনা করিয়াছি। এপ্রদেশে শর্করা শিল্পের স্থায়ী উন্নতি সাধনের জন্য বেঙ্গল সুগার মিলস্ এসোসিয়েশন যে সব দীর্ঘ মেয়াদী সুব্যবস্থা অবলম্বনের কথা বলিয়াছেন তাহা পূর্ব্বে আমাদের জানিবার সুবিধা হয় নাই। 'কমার্স' পত্রে প্রকাশিত বিবরণ হইতে বর্ত্তমানে সেগুলি নিয়া আমরা আলোচনা করিব।

বাংলা দেশে শর্করা শিল্পের উন্নতি সাধন করিবার পক্ষে বড় অসুবিধার কথা এই যে, এপ্রদেশে উপযুক্ত পরিমাণে ইক্ষুর চাষ হয় না। যে ইক্ষু উৎপন্ন হয় তাহাও গুণের দিক দিয়া অপকৃষ্ট শ্রেণীর। এদিক দিয়া অবস্থার স্থায়ী উন্নতি সাধনের জন্য বেঙ্গল সুগার মিলস্ এসোসিয়েশন বাংলা সরকারকে ইক্ষু সম্পর্কে একটি গবেষণা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের নির্দ্দেশ দিয়াছেন। এপ্রদেশের জমিতে কি শ্রেণীর ইক্ষু ভাল উৎপন্ন হইবার সম্ভাবনা আছে এবং কি ভাবে চাষাবাদ করিলে একর প্রতি উহার উৎপাদন বর্ত্তমানের তুলনায় বাড়িতে পারে ঐ প্রতিষ্ঠান তাহা নিয়া পরীক্ষামূলক কাজ চালাইবে। পরে সেই পরীক্ষার ফল অনুযায়ী দেশে উৎকৃষ্ট শ্রেণীর ইক্ষুর চাষ সম্পর্কে উহা সাধারণকে উৎসাহ দিবে। বর্ত্তমানে বাংলায় যে ইক্ষু রোপণ করা হয় তাহা একই সময়ে ভাঙ্গাইবার উপযুক্ত হয় বলিয়া চিনির কলসমূহের পক্ষে দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া কাজ চালানো কঠিন হইয়া পড়ে। Early maturity variety (আগে ভাঙ্গাইবার উপযোগী) ও Late maturity variety (পরে ভাঙ্গাইবার উপযোগী) —এই দুই রকমের ইক্ষু রোপণ করিবার ব্যবস্থা হইলে সেই সমস্যার সমাধান হইতে পারে। ইক্ষু সম্পর্কে গবেষণা প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইলে তাহা ঐ সব বিষয়ে সদুপায় নির্দ্ধারণ করিতে পারিবে। পাটের চাহিদা অনুযায়ী বাংলায় ঐ ফসলের চাষ নিয়ন্ত্রণ করা হইয়াছে। বেঙ্গল সুগার মিলস্ এসোসিয়েশনের মতে চিনির কলের প্রয়োজন বুঝিয়া সেভাবে এপ্রদেশের ইক্ষুর চাষ নিয়ন্ত্রণ করিবার ব্যবস্থাও গবর্ণমেণ্টের পক্ষে সঙ্গত হইবে। বাংলা দেশের চিনির কলগুলির হাতে ইক্ষু চাষের নিজস্ব জমিজমা নাই। ফলে চাহিদানুরূপ ইক্ষুর যোগান পাওয়া সম্পর্কে উহারা কখনও নিশ্চিন্ত হইতে পারে না। দাক্ষিণাত্যের কতকগুলি চিনির কল কৃষকদের সহিত সাক্ষাৎ যোগাযোগ স্থাপন করিয়া ন্যায্য মূল্যে সমস্ত ইক্ষু কিনিয়া লওয়ার সর্ত্তে তাহাদের দ্বারা উপযুক্ত পরিমাণ ইক্ষু চাষের ব্যবস্থা করিয়াছে। বেঙ্গল সুগার মিলস্ এসোসিয়েশন এপ্রদেশেও যথাসম্ভব সে প্রণালীতে চাষাবাদের কাজ চালাইবার পরামর্শ দিয়াছেন। এইরূপ যোগাযোগ স্থাপন করা যদি এপ্রদেশের চিনির কলগুলির পক্ষে সম্ভবপর না হয় তবে ইক্ষু চাষের জন্য কিছু পরিমাণ জমি খাস করিয়া চিনির কলগুলির হাতে তাহা তুলিয়া দেওয়া ঐ এসোসিয়েশনের মতে গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য হইবে। তাহা ছাড়া বেঙ্গল সুগার মিলস্ এসোসিয়েশন এ প্রদেশে শর্করা শিল্পের উন্নতির জন্য বাংলা সরকারকে একটি প্রাদেশিক ইক্ষু পরামর্শ সমিতি (Provincial Sugarcane Advisory Committee) গঠনের পরামর্শও দিয়াছেন। যুক্তপ্রদেশ ও বিহারে ঐরূপ সমিতি প্রতিষ্ঠিত আছে। উহাদের দ্বারা ইক্ষু উৎপাদন সম্পর্কে ঐ সব প্রদেশে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতিও সাধিত হইয়াছে। বাংলায় শর্করা শিল্পের স্থায়ী উৎকর্ষ বিধান সম্পর্কে বেঙ্গল সুগার মিলস্ এসোসিয়েশনের ঐসব নির্দ্দেশ আমরা বাংলা সরকারের পক্ষে সর্ব্বথা বিবেচনার যোগ্য বলিয়াই মনে করি।

চাঁদপুর
মডেল ব্যাঙ্ক
লিমিটেড
রেজিঃ অফিস—চাঁদপুর
হেড অফিস :—
৪নং সিনাগগ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
শাখাসমূহ :—
বড়বাজার, দক্ষিণ কলিকাতা, হাটখোলা, ইটালী মার্কেট, ডামুড্যা, পুরাণবাজার, পালং, ঢাকা, বোয়ালমারি, পিরোজপুর, কামারখালি ও বোলপুর।
স্থাপিত :- ১৯২৬
ম্যানেজিং ডিরেক্টর এস, আর, দাশ

১৯৪৪-৪৫ সালে ভারতীয় বহির্ব্বাণিজ্য

সম্প্রতি ভারতীয় বহির্ব্বাণিজ্যের গত মার্চ্চ মাসের যে সরকারী রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে তাহার সহিত গত ১৯৪৪-৪৫ সালের আমদানী ও রপ্তানী বাণিজ্যের সমষ্টিগত বিবরণও দেওয়া হইয়াছে। যুদ্ধের প্রতিক্রিয়ায় গত কয় বৎসরে ভারতীয় বহির্ব্বাণিজ্যের ক্ষেত্রে নানা দিক দিয়া বিস্তর পরিবর্ত্তন সূচিত হইয়াছে। ফলে দেশের অর্থনৈতিক গতি প্রকৃতি বুঝিবার জন্য বাণিজ্য সংক্রান্ত রিপোর্টগুলি ভালভাবে বিচার ও বিশ্লেষণ করিয়া দেখা আজ বিশেষ প্রয়োজনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সেই দৃষ্টিভঙ্গী নিয়া উপরোক্ত বিবরণ হইতে আমরা ১৯৪৪-৪৫ সালের বহির্ব্বাণিজ্য সম্পর্কে আলোচনা করিব। বাণিজ্য সংক্রান্ত সরকারী রিপোর্টে এক্ষণে স্বর্ণ ও রৌপ্যের আমদানী বা রপ্তানীর বিবরণ দেওয়া হয় না। ঋণ ও ইজারা আইন অনুসারে এবং অন্যান্য ধরণের চুক্তি অনুসারে দেশরক্ষা দফায় ভারতের সহিত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইংলণ্ডের যে লেনদেন হইতেছে তাহার বিবরণও উহাতে পাওয়ার উপায় নাই। তাহা ছাড়া কোন্ দেশ হইতে ভারতে কি পরিমাণ মাল আমদানী হইয়াছে এবং ভারত হইতেই বা কি পরিমাণ মাল রপ্তানী হইয়াছে তাহার সঠিক ওজনও বর্ত্তমান রিপোর্টে উল্লিখিত হয় নাই। তবে টাকার হিসাবে সাধারণভাবে আমদানীকৃত ও রপ্তানীকৃত দ্রব্যের মূল্য লিপিবদ্ধ হওয়ায় বর্ত্তমান রিপোর্ট দৃষ্টে বহির্ব্বাণিজ্যের ধারা মোটামুটিভাবে অনুধাবন করা চলে। আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধে সেই চেষ্টাই করিব।

১৯৪৪-৪৫ সালের ভারতীয় বহির্ব্বাণিজ্য সম্পর্কে বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, ঐ বৎসর আমদানী ও রপ্তানী মিলাইয়া বাহিরের সহিত ভারতের মোট যত টাকার বাণিজ্যগত আদান-প্রদান হইয়াছে যুদ্ধের গত কয় বৎসরে আর কোনবারই তত বেশী টাকার বাণিজ্যগত আদান-প্রদান হয় নাই। কিন্তু মোট বাণিজ্যের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইলেও আলোচ্য বৎসরে আমদানীর পরিমাণ যেরূপ উল্লেখযোগ্য মাত্রায় বাড়িয়াছে রপ্তানী তত উল্লেখযোগ্য মাত্রায় বৃদ্ধি পায় নাই। গত ১৯৪৩-৪৪ সালে ভারতে বাহির হইতে ১১৭ কোটি ৭৭ লক্ষ টাকার মাল আমদানী হইয়াছিল। ১৯৪৪-৪৫ সালে সেস্থলে আমদানীর পরিমাণ শতকরা ৭০ ভাগ বাড়িয়া মোট ২০০ কোটি ৯৮ লক্ষ টাকা দাঁড়াইয়াছে। ১৯৪৩-৪৪ সালে মোট রপ্তানীর পরিমাণ ছিল ২০৯ কোটি ৯৯ লক্ষ টাকা। ১৯৪৪-৪৫ সালে তাহা শতকরা ৬ ভাগ বাড়িয়া মোট ২২৭ কোটি ৭৩ লক্ষ টাকা দাঁড়াইয়াছে। ইহার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি এই হইয়াছে যে, মোট বাণিজ্যগত আদান-প্রদান বৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও বহির্ব্বাণিজ্যক্ষেত্রে ভারতের অনুকূল উদ্বৃত্ত না বাড়িয়া তাহা পূর্ব্বের তুলনায় যথেষ্ট হ্রাস পাইয়াছে। এবার আমদানীর তুলনায় রপ্তানীর উদ্বৃত্ত দাঁড়াইয়াছে মাত্র ২৬ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা। যুদ্ধের কোন বৎসরে উদ্বৃত্তের পরিমাণ আর কখনও এত কম দেখা যায় নাই। নিম্নে গত কয় বৎসরের মোট বাণিজ্যের যে বিবরণ দেওয়া হইল তাহা হইতে সে শোচনীয় অবনতি ভালভাবে হৃদয়ঙ্গম করা যাইবে।

যুদ্ধের সময়ে ভারতীয় বহির্ব্বাণিজ্য

(লক্ষ টাকা হিসাবে)

	১৯৪০-৪১	১৯৪১-৪২	১৯৪২-৪৩	১৯৪৩-৪৪	১৯৪৪-৪৫
আমদানী	১৫৬,৯৭	১৭৩,১৫	১১০,৫০	১৭৭,৭৭	২০০,৯৮
রপ্তানী	১৯৮,৭০	২৫২,৮৮	১৯৪,৭০	২০৯,৯৯	২২৭,৭৩
মোট বাণিজ্য	৩৫৫,৬৭	৪২৬,০৩	৩০৫,২০	৩২৭,৭৬	৪২৮,৭১
মোট উদ্বৃত্ত	৪১,৭৩	৭৯,৭৩	৮৪,২০	৯২,২২	২৬,৭৫

এক্ষণে বিভিন্ন পণ্যের দিক দিয়া আমদানী ও রপ্তানী বাণিজ্যের আলোচনা করা যাউক। যুদ্ধের সময়ে সামরিক চাহিদা, জনসাধারণের প্রয়োজন ও জাহাজ চলাচলের সুযোগ-সুবিধা প্রভৃতি বিষয় বিবেচনা করিয়া আমদানী ও রপ্তানী বাণিজ্যের গতি নিয়ন্ত্রিত হইতেছে। যুদ্ধের মধ্যভাগে শত্রুপক্ষীয় কার্য্যধারার জন্য ইউরোপ ও আমেরিকার দেশসমূহে জাহাজ চলাচলের পথ বিঘ্নসঙ্কুল হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। জাহাজের অভাব ঘটাতেও ঐ সব দেশের সহিত বাণিজ্য বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছিল। ১৯৪৪-৪৫ সালে ঐ ধরণের অসুবিধা অনেক পরিমাণে কাটিয়া যাওয়ায় ভারতের আমদানী ও রপ্তানী বাণিজ্য বৃদ্ধি করার পক্ষে একটা অনুকূল অবস্থার সূচনা হয়। ফলে ১৯৪৩-৪৪ সালের তুলনায় ঐ সালে আমদানীর পরিমাণ ৮৩ কোটি ২১ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি পায়। এমন সময় ছিল যখন দেশে বাহির হইতে জিনিষপত্র, বিশেষতঃ ভোগসামগ্রীর আমদানী হ্রাস পাইতে দেখিলে আমরা সুখী হইতাম। কিন্তু নূতন শিল্প স্থাপন ও পুরাতন শিল্প কারখানার কাজ সম্প্রসারণের জন্য বর্ত্তমানে যন্ত্রপাতির যে প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়াছে এবং অন্নবস্ত্রের দুষ্প্রাপ্যতার জন্য দেশের লোক যেরূপ দুর্ভোগ ভুগিতেছে তাহাতে বাহির হইতে বেশী করিয়া ঐ সমস্ত জিনিষ আমদানী করা আজ অত্যাবশ্যক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সে হিসাবে এদেশের আমদানী বৃদ্ধির গতি আমরা অনেকটা উৎসাহের সহিতই লক্ষ্য করিতেছি। যুদ্ধের প্রথম হইতে ভারতে খাদ্য-সমস্যা জটিল হইয়া উঠিতে আরম্ভ করে। ইহা সত্ত্বেও গবর্ণমেণ্ট প্রথম কয় বৎসর বাহির হইতে খাদ্যদ্রব্য আমদানীর চেয়ে বাহিরে এদেশ হইতে খাদ্যদ্রব্য রপ্তানীর উপরই বেশী পরিমাণে জোর দিতে থাকেন। জনসাধারণের তীব্র প্রতিবাদের ফলে ১৯৪৪-৪৫ সালে গবর্ণমেণ্ট ঐ নীতি সম্পর্কে একটা পরিবর্ত্তন সাধন করেন। ঐ সালে ভারত হইতে মাত্র ১ কোটি ২৩ লক্ষ টাকার ভাল শস্য ও ময়দা জাতীয় জিনিষ বাহিরে রপ্তানী করা হয়। অপর দিকে ঐ বৎসর বাহির হইতে ঐ শ্রেণীর ৮ কোটি ৯ লক্ষ টাকার জিনিষ আমদানী করা হয়। তাহা ছাড়া আলোচ্য বৎসরে তুলা, রাসায়নিক দ্রব্য (ঔষধ সহ), শিল্পোপযোগী যন্ত্রপাতি, কাগজ এবং সূতা ও বস্ত্রের আমদানীও উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯৪৩-৪৪ সালে ভারতে বাহির হইতে ১৭ কোটি ৫২ লক্ষ টাকার তুলা, ৬ কোটি ৮৫ লক্ষ টাকার রাসায়নিক দ্রব্য, ১১ কোটি ৩০ লক্ষ টাকার যন্ত্রপাতি, ১ কোটি ৯৬ লক্ষ টাকার কাগজ ও ১ কোটি ৩৩ লক্ষ টাকার কার্পাস সূতা ও বস্ত্র আমদানী হইয়াছিল। ১৯৪৪-৪৫ সালে ঐ সমস্তের আমদানী বাড়িয়া যথাক্রমে ২৪ কোটি টাকা, ১০ কোটি ১৪ লক্ষ টাকা, ১৬ কোটি ২৯ লক্ষ টাকা, ২ কোটি ৯০ লক্ষ টাকা ও ১ কোটি ৫৪ লক্ষ টাকা দাঁড়াইয়াছে। বর্ত্তমান দুর্দ্দিনে এদেশে ঐসব জিনিষের যথেষ্ট প্রয়োজন রহিয়াছে। কাজেই উহাদের আমদানী বৃদ্ধি পাওয়া সুখের বিষয়ই বলিতে হইবে। তবে জনসাধারণের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধির জন্যই ঐভাবে আমদানী বাড়ানো হয় নাই, সামরিক প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই অনেক ক্ষেত্রে আমদানী বাড়াইবার কার্য্যনীতি অবলম্বিত হইয়াছে। ১৯৪৩-৪৪ সালে বিদেশ হইতে ভারতে নানা শ্রেণীর ৩৬ কোটি ৪৮ লক্ষ টাকার তৈল আসিয়াছিল। ১৯৪৪-৪৫ সালে তৈলের আমদানী ৮০ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। তৈলের আমদানী ৪৪ কোটি টাকার উপর বৃদ্ধি পাওয়াতেই এক বৎসরে মোট আমদানী বাণিজ্য এত বেশী পরিমাণে ফাঁপিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু ঐ আমদানীকৃত তৈল জনসাধারণের প্রয়োজনে না লাগাইয়া তাহা যে মুখ্যতঃ সামরিক কারণেই ব্যবহৃত হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। আলোচ্য বৎসরে বাহির হইতে ভারতে ২ কোটি ৯০ লক্ষ টাকার তামাক (সিগারেট সহ) এবং ২ কোটি ৪৮ লক্ষ টাকার হীরা, মুক্তা প্রভৃতি মূল্যবান পাথর আমদানী হইয়াছে। এই শ্রেণীর জিনিষের বদলে বর্ত্তমান দুর্দ্দিনে দেশে খাদ্য, বস্ত্র ও যন্ত্রপাতির আমদানী আরও বাড়িলেই আমরা সুখী হইতাম।

জাতীয় ব্যাঙ্ক
লিমিটেড
হেড অফিস : ৭, সোয়ালো লেন,
কলিকাতা।

এরিয়ান ব্যাঙ্ক লিঃ
৯নং ক্লাইভ রো, কলিকাতা।
* ক্লিয়ারীং সুবিধাপ্রাপ্ত জাতীয় ব্যাঙ্ক।
* আসাম, বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা, মধ্যপ্রদেশ ও যুক্তপ্রদেশে বড় বড় ব্যবসাকেন্দ্রে শাখা আছে।
* বিদেশী মাল আমদানী রপ্তানীর জন্য লেটার অব ক্রেডিট ইস্যু করা হয়।
লণ্ডন, অষ্ট্রেলিয়া ও আমেরিকার এজেণ্টস্ :—
দি ন্যাশন্যাল সিটি ব্যাঙ্ক অব নিউইয়র্ক

দুইটী নির্ভরযোগ্য জাতীয় প্রতিষ্ঠান
গ্রেট ইষ্টার্ণ ব্যাঙ্ক
লিমিটেড
স্থাপিত : ১৯২৮ :: টেলিঃ "PURSE"-CAL.
হেড অফিস—৪৪-৪৬, ক্যানিং ষ্ট্রীট,
কলিকাতা
ব্রাঞ্চ—বেলিয়াঘাটা, হবিগঞ্জ, জলপাইগুড়ী ও সৈয়দপুর (রংপুর)।
শ্রীমঙ্গল (শ্রীহট্ট) শাখা শীঘ্রই খোলা হইবে।
— জীবনবীমার জন্য —
দি নর্থ বেঙ্গল প্রভিডেণ্ট
ইন্সিওরেন্স কোম্পানী লিমিটেড।
বি সেনগুপ্ত, ম্যানেজিং ডিরেক্টর

রপ্তানী বাণিজ্যের আলোচনা করিলে দেখা যায়, গত ১৯৪৩-৪৪ সালের তুলনায় উহার পরিমাণ ১৯৪৪-৪৫ সালে ১৭ কোটি ৭৪ লক্ষ টাকা অধিক হইয়াছে। চা, তুলা, ভামাক, চট, পশম, ফল ও রবার দ্রব্যের রপ্তানী এবার উল্লেখযোগ্যরূপ বাড়িয়াছে। অপর দিকে ডাল, শস্য ও ময়দা জাতীয় জিনিষের রপ্তানী গত-বারের তুলনায় এবার ২ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা হইতে ১ কোটি ২৩ লক্ষ টাকা পর্য্যন্ত, চিনির রপ্তানী ৪২ লক্ষ টাকা হইতে ৩১ লক্ষ টাকা পর্য্যন্ত, পাটের রপ্তানী ৮ কোটি ৩২ লক্ষ টাকা হইতে ৭ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা পর্য্যন্ত, কাঁচা চামড়ার রপ্তানী ৪ কোটি ১২ লক্ষ টাকা হইতে ৩ কোটি ৯৮ লক্ষ টাকা পর্য্যন্ত এবং বস্ত্র ও সূতার রপ্তানী ৪২ কোটি ৬২ লক্ষ টাকা হইতে ৩৭ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা পর্য্যন্ত হ্রাস পাইয়াছে। এবার তৈলবীজের রপ্তানীও কম হইয়াছে। খাদ্যশস্য ও বস্ত্রের রপ্তানী হ্রাস পাওয়া সুখের বিষয়। বাহির হইতে ভারতে যেখানে গত বৎসর মাত্র ১ কোটি ৫৪ লক্ষ টাকার বস্ত্র ও সূতা আসিয়াছে সেখানে ভারত হইতে বাহিরে এখনও বৎসরে ৩৭ কোটি ৬০ লক্ষ টাকার মত বেশী বস্ত্র ও সূতা রপ্তানী হওয়া কোন মতেই বাঞ্ছনীয় নহে। দেশের বস্ত্রসঙ্কটের কথা স্মরণ করিয়া গবর্ণমেণ্ট উহা আরও হ্রাস করিবার চেষ্টা করিবেন বলিয়াই আমরা আশা করি। তবে খাদ্যশস্য ও বস্ত্রের রপ্তানী হ্রাস পাওয়া খুব বাঞ্ছনীয় বলিয়া মনে করিলেও আলোচ্য বৎসরে পাট, তৈল-বীজ ও চামড়ার রপ্তানী কমিয়া যাইতে দেখিয়া আমরা আশঙ্কিত হইয়াছি। ঐ সব জিনিষ বাহিরে বেশী পরিমাণে রপ্তানী হওয়ার উপর এদেশের গ্রামাঞ্চলের লোকদের সুখস্বাচ্ছন্দ্য অনেক পরিমাণে নির্ভর করিতেছে। এদেশ হইতে বাহিরে ফল, পশম, বস্ত্র প্রভৃতি প্রেরণের উপর জোর না দিয়া ভবিষ্যতে ঐ সব পণ্যের রপ্তানী বৃদ্ধি সম্পর্কেই গবর্ণমেণ্টের পক্ষে অধিকতর মনোযোগী হওয়া উচিত।

আমদানীর তুলনায় রপ্তানী কম পরিমাণে বৃদ্ধি পাওয়ায় ১৯৪৪-৪৫ সালে ভারতের বাণিজ্যগত অনুকূল উদ্বৃত্তের পরিমাণ খুবই কম দাঁড়াইয়াছে। যুদ্ধের সময়ে আর কোন বৎসর এরূপ কম উদ্বৃত্ত দেখা যায় নাই। ইহাতে ভারতীয় বহির্ব্বাণিজ্যের গতি সম্পর্কে একটা আশঙ্কার কারণ দাঁড়াইয়াছে। আমদানী বাণিজ্যের পরিমাণ সঙ্কোচ করিয়া ভবিষ্যতে এই বিরূপ গতি প্রতিরোধ করা যাইবে না। খাদ্য, বস্ত্র ও শিল্পোপযোগী যন্ত্রপাতি সম্পর্কে দেশে যে অভাব রহিয়াছে তাহা পূরণের জন্য আগামী কতিপয় বৎসর বাহির হইতে বেশী পরিমাণে ঐ সব জিনিষ আমদানীর ব্যবস্থাই বরং আমাদিগকে করিতে হইবে। ঐরূপ আমদানীর জন্য ভারতের বাণিজ্যগত উদ্বৃত্ত ভবিষ্যতে আরও হ্রাস পাওয়ার সম্ভাবনা আছে। সেই শোচনীয় পরিণতি হইতে দেশকে রক্ষা করিতে হইলে উপযুক্ত পরিকল্পনা নিয়া এখন হইতে আমদানী বাণিজ্যের সঙ্গে রপ্তানী বাণিজ্য সম্প্রসারণে আমাদিগকে সচেষ্ট হইতে হইবে। যদি আমরা সেবিষয়ে অচিরে তৎপর না হই তবে আমদানীর তুলনায় বর্ত্তমানে যেটুক রপ্তানীর আধিক্য আছে সুদূর ভবিষ্যতে তাহাও একেবারে লোপ পাইয়া যাওয়া বিচিত্র নহে। বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট ইংলণ্ডের যুদ্ধোত্তর অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য বিলাতী পণ্যের রপ্তানী বাণিজ্য সম্প্রসারণ সম্পর্কে এক বিরাট পরিকল্পনা নিয়া কার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন। সেই অভিযানকে সাফল্যমণ্ডিত করিয়া তুলিবার জন্য ভারত গবর্ণমেণ্ট কনসিউমার গুডস্ অর্থাৎ জনসাধারণের প্রয়োজনীয় জিনিষপত্রের নামে ইংলণ্ড হইতে বহু জিনিষ ভারতে আমদানী করি-বার চুক্তি (হায়দরী মিশনের চুক্তি) করিয়াছেন। কিন্তু যুদ্ধোত্তরকালে ভারতের রপ্তানীবাণিজ্য সম্প্র-সারণ সম্পর্কে তাঁহারা এখন পর্য্যন্ত কোন পরিকল্পনা গ্রহণের আগ্রহ দেখাইতেছেন না। নানা অনুচিত বিধিনিষেধ বলবৎ রাখিয়া তাঁহারা বরং ঐ দিক দিয়া ভারতের অগ্রগতির পথে প্রতিবন্ধকই সৃষ্টি করিতেছেন। ভারতের রপ্তানীবাণিজ্য সম্পর্কে ভারত সরকারের ঐরূপ বিরূপ মনোভাব সর্ব্বথা নিন্দনীয় বলিয়াই আমরা মনে করি।

সাদার্ণ ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস—১৪, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ফোন—ক্যাল ৫৯৮৯

ব্রাঞ্চ—বড়বাজার, শ্যামবাজার, ভবানীপুর, বসিরহাট, খুলনা ও পাটনা

সুবিধাজনক সর্ত্তে গভর্ণমেণ্ট ও মিলিটারী বিলের উপর টাকা ধার দেওয়া হয়।

সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

চেয়ারম্যান—মিঃ দেবেন্দ্রনাথ মুখার্জ্জি, মেয়র, কলিকাতা কর্পোরেশন।

পোষ্ট বক্স নং—২৪০৩ টেলিগ্রাম—'লেনদেন', কলিঃ

বগুড়া সিটি ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস ঃ—

১৫বি, ক্লাইভ রো, কলিকাতা।

সুবিধাজনক সর্ত্তে সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

ভারতে ৩৫টি প্রধান প্রধান স্থানে ও ব্যবসায় কেন্দ্রে শাখা অফিস আছে।

ম্যানেজিং ডাইরেক্টর—এস, এন, মিত্র

এসিষ্ট্যাণ্ট ম্যানেজিং ডাইরেক্টর বি সেন।

সুপারভাইজিং ডাইরেক্টর এইচ, সি, মিত্র

BG | I. U.P.S.

রোগীর শুশ্রূষায়..

রোগের অকল্যাণের মধ্য দিয়ে সেবা-ব্রতের কল্যাণময় রূপটী ফুটে ওঠে। এই ব্রত সফল করবার জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ আমরা তৈরী করি।

আমাদের তৈরী

রবার কুথ • হট ওয়াটার ব্যাগ • আইস্ ব্যাগ • এয়ার রিং ও কুশন • রবারের এপ্রণ • দস্তানা ইত্যাদি

বেঙ্গল ওয়াটারপ্রুফ ওয়ার্কস্ (১৯৪০) লিঃ

AKB/1 কলিকাতা • নাগপুর • বোম্বাই

রাজনৈতিক প্রসঙ্গ

বৃটীশ গবর্ণমেণ্টের আমন্ত্রণে বড়লাট লর্ড ওয়াভেল সপ্তাহাধিক কাল হইল লণ্ডনে পৌঁছিয়াছেন। ইতিমধ্যে তিনি ভারত সচিব লর্ড পেথিক লরেন্সের সহিত ভারতবর্ষের রাজনীতিক পরিস্থিতি সম্বন্ধে সুদীর্ঘকাল ধরিয়া আলোচনা করিয়াছেন বলিয়াও সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু উভয়ের মধ্যে আলোচনার মূল বিষয়ীভূত জিনিষ কি, তৎসম্বন্ধে এই পর্য্যন্ত সরকারীভাবে কোন সংবাদই প্রকাশিত হয় নাই। ইতিমধ্যে গত ২৫শে আগষ্ট তারিখে লণ্ডন হইতে রয়টারের রাজনীতিক সংবাদদাতা জানাইয়াছেন যে, সংবাদপত্রে জল্পনা-কল্পনা যাহাই হউক না কেন, ভারতবর্ষ সম্পর্কে ঘোষিত দুইটী নীতি সম্বন্ধে ইংলণ্ডের বর্ত্তমান শ্রমিক গবর্ণমেণ্টেরও কোন মতভেদ নাই। উহার মধ্যে প্রথম নীতি হইতেছে যে, ক্রিপস প্রস্তাবই হউক আর যে প্রস্তাবই হউক যতদিন পর্য্যন্ত ভারতীয় রাজনীতিক নেতাদের মধ্যে মতভেদের অবসান না ঘটে ততদিন পর্য্যন্ত তাহা কার্য্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হইবে না। দ্বিতীয় নীতি হইতেছে যে, শাসন তন্ত্রগত কোন পরিকল্পনা সংখ্যালঘু কোন দল কর্ত্তৃক যদি সমর্থিত না হয়, তাহা হইলে বৃটীশ গবর্ণমেণ্ট কিছুতেই ঐ সংখ্যালঘু দলের উপর উক্ত পরিকল্পনা গ্রহণের জন্য কোন জোর জবরদস্তি করিবেন না। রয়টারের এই সংবাদ যদি সত্য হয় তাহা হইলে বলিতে হইবে যে, ভারতবর্ষ সম্পর্কে চার্চ্চিল-আমেরীর তথা সাম্রাজ্যবাদী রক্ষণশীল দলের সহিত শ্রমিক দলের কোন প্রভেদই নাই এবং ভারতবর্ষে সকল দলের মধ্যে মতানৈক্যের অজুহাত দেখাইয়া ভারত শাসনের সমস্ত ক্ষমতা নিজেদের হাতে সংরক্ষিত রাখাই শ্রমিক দলের মনোগত অভিপ্রায়।

* * *

গত ২৮শে আগষ্ট তারিখে কলিকাতা কর্পোরেশনের সভায় পরলোকগত সুভাষচন্দ্র বসুর মৃত্যুর জন্য শোকপ্রকাশসূচক একটী প্রস্তাব গ্রহণের সময়ে কর্পোরেশনস্থিত ইউরোপীয় সদস্যবর্গ যে নীচতা ও অশিষ্টতা প্রদর্শন করিয়াছেন তাহার তুলনা খুঁজিয়া পাওয়া দুষ্কর। সুভাষচন্দ্র কেবল যে কংগ্রেসের একজন ভূতপূর্ব্ব সভাপতি এবং দেশবাসীর একজন শ্রদ্ধাভাজন নেতা ছিলেন এরূপ নহে। তিনি কলিকাতা কর্পোরেশনেরও একজন ভূতপূর্ব্ব মেয়র ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর জন্য শোক প্রকাশসূচক প্রস্তাবটী কর্পোরেশনের সমস্ত সদস্য দণ্ডায়মান হইয়া গ্রহণ করেন, কিন্তু এই সময়ে ইউরোপীয় সদস্যগণ দণ্ডায়মান না হইয়া সুভাষচন্দ্রের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করেন। উহাতে বর্ত্তমান মেয়র মিঃ দেবেন্দ্রনাথ মুখার্জ্জি ইউরোপীয় সদস্যগণকে সভা হইতে বাহির করিয়া দিবেন ভয় দেখাইলে উহারা লেজ গুটাইয়া সভা হইতে সরিয়া পড়েন। কিন্তু ওয়াইজ নামক একজন সদস্য তখনও নিজের আসনে উপবিষ্ট থাকেন। মেয়র তাঁহাকেও অনুরূপ শাস্তি দিবেন ভয় দেখাইলে তিনি মেয়রের আদেশমত দণ্ডায়মান হইয়া অন্য সকলের সঙ্গে শোক প্রস্তাবটী গ্রহণ করেন। সমগ্র দেশের শ্রদ্ধাভাজন পরলোকগত একজন নেতার সম্বন্ধে ইউরোপীয়দের এরূপ অশিষ্ট আচরণ অমার্জ্জনীয়। সুখের বিষয় যে, মেয়র মিঃ দেবেন্দ্রনাথ মুখার্জ্জি উহাদের অশিষ্টতার কোন প্রশ্রয় না দিয়া উহাদিগকে সমুচিত শিক্ষাই দিয়াছেন। আশা করা যায় এই তিক্ত অভিজ্ঞতার পর ইউরোপীয়গণ ভবিষ্যতে আর কখনও এরূপ অশিষ্টতা প্রদর্শনে সাহস পাইবে না।

* * *

গত ১৯৩৭ সালের এপ্রিল মাসে যখন ভারতবর্ষে প্রচলিত ভারত শাসন আইনের প্রাদেশিক অংশ বলবৎ হয় সেই সময়ে কংগ্রেস বিভিন্ন প্রদেশে মন্ত্রিত্ব গ্রহণে অস্বীকৃত হয়। বৃটীশ গবর্ণমেণ্ট ঐ সময়ে প্রথমে প্রাদেশিক আইনসভাগুলিতে কংগ্রেস-বহির্ভূত যে সমস্ত সদস্য ছিলেন তাঁহাদের সাহায্যে মন্ত্রিত্ব কায়েম রাখার জন্য চেষ্টা করেন। কিন্তু উহাতে ব্যর্থকাম হইয়া উহারা তদানীন্তন বড়লাট লর্ড লিনলিথগোর মুখ দিয়া এরূপ প্রতিশ্রুতি দেন যে, প্রাদেশিক লাটগণ নিতান্ত অপরিহার্য্য না হইলে প্রাদেশিক মন্ত্রিসভাগুলির কার্য্যে কোনওরূপ হস্তক্ষেপ করিবেন না। এই প্রতিশ্রুতি পাইয়া বিভিন্ন কংগ্রেসী সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশে কংগ্রেস নেতাগণ মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করেন। কিন্তু অল্পদিন অতীত হইবার পরই ইউরোপে যুদ্ধ আরম্ভ হয় এবং ভারত সরকার যুদ্ধ পরিচালনার জন্য ভারতরক্ষা আইনবলে কি কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট, কি প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট সর্ব্বত্র নিজেদের নিরঙ্কুশ ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে থাকেন। এরূপ অবস্থায় কংগ্রেস দেখিতে পান যে, মন্ত্রিত্বপদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া কংগ্রেস নেতাগণ দেশবাসীর কোন উপকারই করিতে পারিবেন না এবং যুদ্ধ পরিচালনার ব্যাপারে কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের হুকুম তামিল করাই তাঁহাদের একমাত্র কাজ হইবে। এজন্য কংগ্রেস সমস্ত প্রদেশে মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করেন। বর্ত্তমানে যুদ্ধের অবসান ঘটিয়াছে এবং প্রদেশসমূহে মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিয়া দেশবাসীর দুঃখ-দুর্দ্দশা অপনোদনে কথঞ্চিৎ সাহায্য করার সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে। এজন্য প্রদেশসমূহে পুনরায় মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করা উচিত হইবে কি-না কংগ্রেসী মহলে তাহা আলোচনাও হইতেছে—যদিও বিভিন্ন প্রদেশে কংগ্রেস মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিবে কি-না তৎসম্বন্ধে এখনও কোন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয় নাই। এই সব দেখিয়া মুসলীম লীগমহল বিচলিত হইয়া উঠিয়াছেন। ইতিমধ্যে বোম্বাই প্রাদেশিক মুসলীম লীগের কার্য্যকরী সমিতি এই মর্ম্মে এক প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন যে, এক্ষণে যদি বিভিন্ন প্রদেশে কংগ্রেসী মন্ত্রিসভা গঠিত হয়, তাহা হইলে কংগ্রেসী গবর্ণমেণ্টসমূহ "নির্ম্মম এবং অন্যায়ভাবে" আগামী নির্ব্বাচনে প্রভাব বিস্তার করিবে এবং এই ব্যবস্থা

দি এসোসিয়েটেড ব্যাঙ্ক অব ত্রিপুরা লিঃ

পৃষ্ঠপোষক :
ত্রিপুরেশ্বর শ্রীশ্রীযুত মহারাজা
মাণিক্য বাহাদুর
কে, সি, এস, আই

ম্যাঃ ডিরেক্টর :
মহারাজকুমার শ্রীব্রজেন্দ্র কিশোর
দেববর্ম্মণ

চীফ্ অফিস : আগরতলা
কলিকাতা অফিস : ১১নং ক্লাইভ রো
টেলিফোন : ১৩৩২ কলিকাতা

রেজিঃ অফিস : গন্ধাসাগর
:: ৩নং মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড।
টেলিগ্রাম : "ব্যাঙ্কত্রিপুর"

অন্যান্য অফিসসমূহ :
শ্রীমঙ্গল, আজমীরিগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ, কৈলাসহর, সমসেরনগর, নর্থ লখীমপুর, ঢাকা, কমলপুর, ভানুগাছ, জোড়হাট (আসাম), চকবাজার (ঢাকা), মাদু, গোলাঘাট, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, গৌহাটী, তেজপুর ও হবিগঞ্জ।

শিলং ব্রাঞ্চ খোলা হইয়াছে।

সঞ্চয়-অপচয়

অপচয়ের সমস্যা সমাধানের নামই সঞ্চয়—সঞ্চিত অর্থে শুধু অপব্যয়ের হাত হ'তে রক্ষা পাওয়া যায় না—ইহা দুর্দ্দিনেও একান্ত বন্ধুর কাজ করে, অধিকন্তু জাতীয় শিল্প উন্নতিতে সাহায্য ক'রে দেশের আর্থিক উন্নতির পরিকল্পনায় জাতীয় কর্ত্তব্য পালন করে।

এই অপচয়ের সদ্ব্যবহার ক'রে কি ভাবে সঞ্চয়ী হ'তে পারেন সেই সুপরামর্শ দিতে পারে একটি সুপরিচালিত আর্থিক প্রতিষ্ঠান—

কর্ণফুলী কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক লিমিটেড

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার সিডিউলড্ ভুক্ত
১৫, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
মিঃ এস, দত্ত ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

মুসলমান সম্প্রদায়ের পক্ষে অত্যন্ত অন্যায় ও অবিচারমূলক হইবে। লীগনায়ক মিঃ জিন্নাও সমিতির এই সভায় উপস্থিত থাকিয়া উহার অভিমত সমর্থন করিয়াছেন। বৃটীশ গবর্ণমেণ্ট এতদিন পর্য্যন্ত একথাই বলিয়া আসিতেছেন যে, লীগের সমর্থন না পাইলে ভারতবাসীর হাতে নূতন কোন ক্ষমতাদানমূলক কোন শাসনতন্ত্র প্রবর্ত্তিত করা হইবে না। এক্ষণে দেখা যাইতেছে যে, লীগের সমর্থন না পাইলে প্রচলিত ভারত শাসন আইনের প্রাদেশিক অংশও বলবৎ করা যাইবে না বলিয়া লীগ দাবী করিতেছেন। সুতরাং লীগের উপরোক্ত প্রস্তাবে বৃটীশ গবর্ণমেণ্ট কি ভাবে সাড়া দেন তাহা একটী লক্ষ্য করিবার বিষয় হইবে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, বর্ত্তমানে সিন্ধু প্রদেশে লীগ মন্ত্রিসভা এবং আসামে লীগ প্রভাবিত মন্ত্রিসভা বলবৎ আছে। অদূর ভবিষ্যতে বাঙ্গলায় পুনরায় লীগ মন্ত্রিসভা কায়েম হওয়াও বিচিত্র নহে। এই সব মন্ত্রিসভা সম্বন্ধে লীগের অভিমত কি দেশবাসী তাহা জানিতে পারিলে সুখী হইবে।

* * *

আগামী ২১শে সেপ্টেম্বর তারিখে সুদীর্ঘ তিন বৎসরকাল পর বোম্বাইয়ে কি পুণ্যায় নিখিল ভারতীয় রাষ্ট্রসমিতির অধিবেশন হইবে। উহার পূর্ব্বে কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটীরও অধিবেশন হইবে। ১৯৪২ সালের আগষ্ট মাসে বোম্বাইয়ে নিখিল ভারতীয় রাষ্ট্র সমিতি উহার অধিবেশনে যে প্রস্তাব গ্রহণ করেন তাহার ফলে সমস্ত কংগ্রেস নেতা গ্রেপ্তার হন এবং নিখিল ভারতীয় রাষ্ট্র সমিতি বে-আইনী বলিয়া ঘোষিত হয়। উহার পরবর্ত্তী তিন বৎসরকালের মধ্যে দেশের উপর দিয়া নানা ঝড়ঝঞ্ঝা বহিয়া গিয়াছে। সুতরাং নিখিল ভারতীয় রাষ্ট্র সমিতির আগামী অধিবেশন যে বিশেষ গুরুত্ব-ব্যঞ্জক তাহাতে সন্দেহ নাই। বর্ত্তমানে যেরূপ দেখা যাইতেছে তাহাতে ইংলণ্ডের শ্রমিক গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে ভারতবাসীর কিছু প্রত্যাশা করিবার নাই। বৃটীশ গবর্ণমেণ্ট যাহাই করেন কংগ্রেস দেশের স্বাধীনতা লাভের ব্যাপারে নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকিতে পারে না। যদি আগামী ২১শে সেপ্টেম্বর তারিখে নিখিল ভারতীয় রাষ্ট্র সমিতির অধিবেশনের পূর্ব্বে বৃটীশ গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে কোন সন্তোষজনক কার্য্যক্রমের ইঙ্গিত না পাওয়া যায় তাহা হইলে কংগ্রেস যে পুনরায় দেশের স্বাধীনতা লাভের জন্য বৃটীশ গবর্ণমেণ্টের সহিত সংগ্রামে লিপ্ত হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু গত ২৬শে আগষ্ট তারিখে লাহোরে একটী বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—"ভারতের জাতীয় আন্দোলন একটী নূতন পন্থা ধরিয়া সংগ্রামে অবতীর্ণ হইবে—যদিও উহার মূলগত নীতি একই থাকিবে।" পণ্ডিতজীর এই উক্তির তাৎপর্য্য কি তাহা এখনও বুঝা যায় নাই। খুব সম্ভবতঃ নিখিল ভারতীয় রাষ্ট্র সমিতির অধিবেশনে উহা ঘোষিত হইবে। এই অধিবেশনে মুসলীম লীগের দাবী সম্বন্ধেও কংগ্রেসের মনোভাব সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হইবে আশা করা যায়। এই সব বিষয়ে কংগ্রেসের নির্দ্দেশ জানিবার জন্য সমগ্র দেশ যে উদ্‌গ্রীব হইয়া আছে তাহাতে সন্দেহ নাই।

* * *

কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদস্থিত কংগ্রেসী দলের ডেপুটী লীডার মিঃ আবদুল কোয়ায়ুম এবং পাঞ্জাব কংগ্রেস কমিটীর ভূতপূর্ব্ব সভাপতি মালিকলাল খান কংগ্রেস পরিত্যাগ করিয়া মুসলীম লীগে যোগদান করিয়াছেন। ভারতে সাধারণ নির্ব্বাচন আসন্নপ্রায়। একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় একজন মুসলমানের পক্ষে লীগের সমর্থনে আইন সভায় নির্ব্বাচিত হওয়া যত সহজ কংগ্রেস অথবা জাতীয়তাবাদী কোন মুসলমান দলের পক্ষ হইতে তাঁহার পক্ষে নির্ব্বাচিত হওয়া তত সহজ নহে। এরূপ অবস্থায় কংগ্রেস ও জাতীয়তাবাদী মুসলমান দলের মধ্য হইতে মিঃ আবদুল কোয়ায়ুম্ ও মালিকলাল খানের ন্যায় আরও অনেক সুবিধাবাদী ব্যক্তি লীগের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িতে পারেন। উহাতে দুঃখ করিবার কিছু নাই। কংগ্রেস সমগ্র ভারতবর্ষ এবং দেশের সর্ব্বশ্রেণী ও সর্ব্বসম্প্রদায়ের জন্য স্বাধীনতা চাহে এবং সকলের পক্ষেই কংগ্রেসের দ্বার উন্মুক্ত রহিয়াছে। আগামী নির্ব্বাচনে যদি কেন্দ্রে ও

(৪৪০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

আপনার নিজস্ব প্রতিষ্ঠান
দি হুগলী ব্যাঙ্ক লিঃ
৪৩নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
ফোন : ক্যাল ২২৬০ (তিন লাইন)
২৭-৭-৪৫ তারিখের হিসাব

আদায়ীকৃত মূলধন ও সংরক্ষিত তহবিল	টাকা ১৭,৭৬,০০০৲
নগদ, কোম্পানীর কাগজ, ইত্যাদি	১,৭৬,৫৯,০০০৲
আমানত	২,৫৮,১৭,০০০৲
কার্য্যকরী তহবিল	২,৯৯,৫৮,০০০৲

আমাদের নির্ভরযোগ্যতাই আপনার অনাগত সুদিনের নিশ্চিত নিদর্শন।

নেস্‌ল্‌-এর মল্‌টেড্ মিল্ক
শুধু ভিটামিন 'বি'র জন্য পান করুন
নেস্‌ল্‌-এর মল্‌টেড্ মিল্ক থেকে প্রত্যেকেই বর্ত্তমানে আগের চেয়েও বেশি উপকার পাবেন। খাঁটি দুধ এবং যবের সারাংশ ছাড়াও প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন 'বি' এতে যোগ করা হয়েছে। ফলে স্বাস্থ্য আরো উন্নত, হজম আরো ভালো এবং স্নায়ু সতেজ ও সবল হয়। প্রসূতি এবং রোগীদের পক্ষে নেস্‌ল্‌-এর মল্‌টেড্ মিল্ক অপরিহার্য।
সতেজ স্নায়ু—
সুস্থ জীবনের জন্য
নিখুঁত স্বাস্থ্যের জন্যে প্রত্যহ ভিটামিন 'বি'-র প্রয়োজন।
ভিটামিন 'বি' শরীরে বেশিদিন জমা থাকে না। সে কারণে প্রতিদিন এমন খাদ্যের প্রয়োজন যার ভিতর প্রচুর পরিমাণে এই ভিটামিন বর্ত্তমান। ভিটামিন 'বি'-র অভাবে কোষ্ঠবদ্ধতা, ওজন এবং শক্তির কম, কোলাইটিস এবং মারাত্মক স্নায়বিক গোলমাল ঘটতে পারে। প্রত্যহ দু' গ্লেলাস করে নেস্‌ল্‌-এর মল্‌টেড্ মিল্ক পান করে যথেষ্ট পরিমাণ ভিটামিন 'বি' সঞ্চয় করুন।

নেস্‌ল্‌-এর মল্‌টেড্ মিল্ক
ভিটামিন 'বি' যুক্ত
95-NM-3.

খেয়ালীর খাতা

কেন্দ্রীয় সরকার কিছুকাল পূর্ব্বে কয়লার খনীর মজুরদের জন্য বাসস্থান নির্ম্মাণের একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন। সম্প্রতি অন্যান্য কলকারখানার মজুরদের জন্যও অনুরূপ একটি পরিকল্পনার বিষয় আলোচনা হইতেছে। ভালো কথা। শ্রমিকদের বাসস্থান ব্যবস্থার উন্নতি যতটুক ইহা সবাই চাহিবে। কিন্তু প্রশ্ন হইতেছে 'শ্রমিক' কথাটার সংজ্ঞা লইয়া। যাহারা শ্রম করে তাহারাই যদি শ্রমিক হয় তবে ভালো কথা। তাহা না হইয়া কেবল যদি যাহারা গায়ে গতরে খাটে তাহারা হয়, কেরাণী হিসাব-রক্ষকের দল এই পর্য্যায়ে না পড়ে, তবে আপত্তি করিব। এদেশে যাহারা আপিসে, ফ্যাক্টরীতে হাতে কোদাল না চালাইয়া কলম চালায় তাহারাই সবচেয়ে হুর্ভাগা। ইহারা লেখা পড়া শিখিয়াছে। ইহারা ঝাণ্ডা উচা করিয়া কথায় কথায় ধর্ম্মঘট করিতে পারে না। কাজেই ইহাদের দিকে নজর দেওয়ার কাহারও গরজ নাই; না মালিকদের, না গভর্ণমেণ্টের। এমনকি আমাদের দৈনিক সংবাদপত্রগুলি—যাহারা নির্য্যাতিত মনুষ্যত্বের নামে অহরহঃ চেঁচাইয়া গলা ফাটাইয়া থাকেন,—তাঁহারাও ইহাদের কথা ভুলেও একবার স্মরণ করেন না। কর্পোরেশানের যে-ধাঙ্গড় নিজে, স্ত্রী, পুত্র মায় দশ বছরের কন্যাসহ আলাদা আলাদা উপার্জ্জন করিয়া চার কুড়ি (আশী টাকা) মাসে ঘরে আনিতেছে এবং যাহার অর্দ্ধেক তাড়ি খাইয়া উড়াইতেছে, তাহার মাহিনা বৃদ্ধি, ভাতা বৃদ্ধি, ছুটি বৃদ্ধির জন্য আন্দোলন করিতে পথে ঘাটে লেনিনের বাচ্চা ও ষ্টালিনের বাচ্চারা সভা-সমিতি করিতেছেন, সম্পাদকেরা বাছা বাছা ইংরেজী ইডিয়ম পূর্ণ প্রবন্ধ রচনা করিতেছেন, দূরবর্ত্তী বা আসন্ন নির্ব্বাচনের উপরে দৃষ্টি রাখিয়া রাজনৈতিক দাদার দল ইহাদের দুঃখে গলদশ্রুবচনে বক্তৃতা করিতেছেন। গভর্ণমেণ্টও একথা মানেন যে, জোর যার মুল্লুক তার। গায়ের জোর না থাকিলে গলার জোরতো আছে। কাজেই সরকারী আইন-কানুন, উৎকণ্ঠা, উদ্বেগ সবই ঐ যাহারা "ইনকিলাব, জিন্দাবাদ" চেঁচাইয়া মেদিনী ফাটাইতেছে তাহাদের সম্পর্কে।

* * *

কেরাণীরা সকলের উপেক্ষিত। তাহাদের অভাব, অভিযোগ, দুঃখ, কষ্ট দেখিবার জন্য কেহই নাই। ইহারা ভদ্র সন্তান, জীবনযাত্রার একটা নির্দ্দিষ্ট মান যার নীচুতে নামা ইহাদের পক্ষে সম্ভব নয়। গামছা পরিয়া কাজ করিতে আসা চলে না, চলে না জামা বা জুতা ছাড়া। ইহাদের বেশীর ভাগ পরিবারে উপায় করে একজন, মুখে অন্ন যোগাইতে হয় পাঁচ ছয় জনের। ছেলের স্কুল, মেয়ের বার্লী, স্ত্রীর ডাক্তারের খরচ আছে, হয়ত আছে একটি বৃদ্ধা জননী বা বিধবা ভগ্নী। তাহার উপর ভদ্রতা আছে, লৌকিকতা আছে, পূজা পার্ব্বণ আছে। কিন্তু আয়ের পরিমাণ একশ টাকা এমন কেরাণীর সংখ্যাও বেশী নয়। একবার তুলনা করিয়া দেখিলেই বোঝা যাইবে যে, এ-সংসারে মাহিনা বৃদ্ধি, ভাতা, বাসস্থান বা অন্যান্য আনুষঙ্গিক সুবিধা যদি কাহারো পাওয়ার প্রয়োজন থাকে তবে সর্ব্বাগ্রে পাওয়া উচিত ইহাদের। বাসস্থানের কথাটাই ধরুন। একমাত্র, রেল কোম্পানী ছাড়া আর কেহই কেরাণীদের জন্য থাকিবার বাড়ী দেন না। অবশ্য রেলেরও যাহারা হেড আপিসে চাকুরী করে তাহাদের জন্য কোন ব্যবস্থা নাই। কলিকাতা শহরে বহু সহস্র কেরাণী আছে যাহাদের বাড়ী ভাড়া করিয়া থাকিবার মতো সামর্থ্য নাই। বছরের পর বছর ইহারা মেসে বোর্ডিংএ কাটাইতে বাধ্য হয়। স্ত্রী, পুত্র, আত্মীয়-পরিজন হইতে বিচ্ছিন্ন। যাহারা কোন রকমে পরিবার নিয়া থাকে তাহারা এমন কদর্য্য গৃহ ও কদর্য্যতর আবেষ্টনে থাকিতে বাধ্য হয়, যাহাতে যক্ষ্মায় ধরিতে বিলম্ব হয় না। আর এক দল আছে ডেইলী পেসেঞ্জার, ইহারা সকাল বেলা ঘুম হইতে উঠিয়াই নাকে মুখে দুই মুঠো গুঁজিয়া ষ্টেশানে ছোটেন ৮-৪৫ বা ৯-৫ মিনিটের "লোক্যাল" ধরিতে। বাড়ীতে ফিরেন রাত্রিতে। ট্রেণে যাওয়া আর আসা এবং আপিস ইহার বাহিরে ইহাদের জীবনে কোন অবকাশ, কোন আনন্দ, কোন বৈচিত্র্য নাই। অথচ যে সকল কোম্পানী ইহাদিগকে নিযুক্ত করিয়াছে, তাহারা যদি কলিকাতায় বা কলিকাতার উপকণ্ঠে বাড়ীর ব্যবস্থা করিত তবে ইহাদের পক্ষেও পারিবারিক জীবনের স্নিগ্ধ পরিবেশ ভোগ করা সম্ভব হইত।

* * *

মজুরদের বেলায় গভর্ণমেণ্ট স্কীম করিতেছেন যে, কোম্পানীকে তাহাদের মুনাফার এক অংশ আলাদা করিয়া রাখিতে হইবে মজুরদের ঘরবাড়ীর জন্য। গভর্ণমেণ্ট দিবেন কিছু টাকা। মজুরেরা নিজেরাও যৎসামান্য কিছু ভাড়া হিসাবে দিবে। এই তিন মিলিয়া যে-টাকা হইবে তাহা দিয়া উহাদের জন্য উন্নত ধরণের বাসস্থানের ব্যবস্থা হইবে। ঠিক এই স্কীমটাই যে কেন কেরাণী, একাউণ্টেণ্ট প্রভৃতির জন্যও কাজে লাগানো যাইতে পারে না তাহা বুঝিতেছি না। দমদম, বেলেঘাটা, বরানগর, টালীগঞ্জ ও বেহালায় বড় বড় কোম্পানীগুলি জায়গা কিনিয়া আধুনিক ডিজাইনে স্বাস্থ্যসম্মত বাড়ী তৈয়ার করিতে পারেন। মাহিনা হইতে শতকরা দশ টাকা ভাড়া হিসাবে কাটিয়া নিয়া সেগুলিতে কেরাণীদের থাকিতে দিতে পারেন। প্রত্যেক এলাকায় ছেলেদের জন্য খেলার মাঠ, মেয়েদের জন্য পার্ক, প্রাথমিক স্কুল, একটি ছোটখাটো ডাক্তারখানাও এই কোম্পানী-নগরগুলিতে থাকিবে। পেট্রোল রেশনিং সুরু হওয়ার পর হইতে ই, আই ও বি, এন রেলের কোম্পানীর বাস অফিসারদের পাড়ায় পাড়ায় ঘুরিয়া দশটার সময় আপিসে লইয়া যায়, পাঁচটায় বাড়ী পৌঁছাইয়া দেয়, দেখিতেছি। প্রত্যেক কোম্পানী তাহাদের 'কলোনী' হইতে এইরূপ নিজস্ব বাসের ব্যবস্থা করিয়া কর্ম্মচারীদের আপিসে আসিবার সুবিধা করিয়া দিতে পারেন। মাসে তাঁহারা কর্ম্মচারীদের মাহিনা হইতে ঐ গাড়ীভাড়া বাবদ কিছু টাকা কাটিয়া রাখিতে পারিবেন। ইহাতে কলিকাতার সাধারণ যান-

ফোন : ক্যাল ৪০৫৩

ইউনাইটেড ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন

লিমিটেড

৩।১, ম্যাঙ্গো লেন, কলিকাতা।

শাখা :—বড়বাজার, শ্যামবাজার (কলিকাতা), গোপালগঞ্জ, মাদারীপুর, চরমুগুরিয়া, ভাঙ্গা (ফরিদপুর), নওপাড়া (যশোহর), মরেলগঞ্জ (খুলনা), সোনামুখী, বাঁকুড়া, কিরনাহার (বীরভূম)।

চলতি হিসাবে সুদ বার্ষিক শতকরা ১৲ সেভিংস শতকরা ২৷৷০

স্থায়ী আমানতে উচ্চহারে সুদ দেওয়া হয়।

সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

বেসামরিক ব্যবহারের জন্য

লেড পাইপ

গভর্ণমেণ্ট কলিকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ, দিল্লী এবং লাহোরের কয়েকজন অনুমোদনপ্রাপ্ত বিক্রেতা মারফৎ বেসামরিক জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য লেড্ পাইপ (সীসার নল) বিক্রীর বন্দোবস্ত করেছেন। কলিকাতার Messrs. Waldie Industries Ltd., এর কাছ থেকে এদের নাম পাওয়া যাবে। এই বিক্রেতারা ১০ হন্দরের অনধিক পরিমাণ লেড্ পাইপ (সীসার নল) বিনা পারমিটে প্রকৃত ব্যবহারকারীদের কাছে বিক্রী করতে পারবে। বেশী পরিমাণে লেড্ পাইপ (সীসার নল) দরকার হ'লে কলিকাতার Non-ferrous Metals Controller এর কাছে থেকে পারমিট আনতে হবে। বিভিন্ন জায়গার জন্য নির্দ্দিষ্ট লেড্ পাইপের (সীসার নল) দাম নীচে দেওয়া হল :

স্থান	লেড্ পাইপের (সীসার নল)	মাপ	গুদাম থেকে বিক্রীর দর প্রতি টন	প্রতি পাউণ্ড
কলিকাতা	ভিতরের মাপ (ব্যাস)	½″ থেকে ১½″	১০৫৬৸৵৫ পাই	।৶৭ পাই
,,	,,	২″ থেকে ৬″	১০৫১৶২ পাই	।৶৬ পাই
বোম্বাই	,,	½″ থেকে ১½″	১৭২১৷৵৭ পাই	৸৪ পাই
,,	,,	২″ থেকে ৬″	১৪২১৷৹ আনা	॥৵২ পাই
মাদ্রাজ	,,	½″ থেকে ১½″	১৭১৪৵৭ পাই	৸৩ পাই
,,	,,	২″ থেকে ৬″	১৪১৫৷৶২ পাই	॥৵২ পাই
দিল্লী	,,	½″ থেকে ১½″	১৬৭১৷৹ আনা	॥৶১১ পাই
,,	,,	২″ থেকে ৬″	১৩৮৩৷১০ পাই	॥৶১১ পাই
লাহোর	,,	½″ থেকে ১½″	১৭১৪৷১০ পাই	৸৩ পাই
,,	,,	২″ থেকে ৬″	১৪১৫৸৵৫ পাই	॥৵২ পাই

নিউ দিল্লী থেকে ডিপার্টমেণ্ট-অব-ইণ্ডাষ্ট্রিজ অ্যাণ্ড সিভিল সাপ্লাইজ গভর্ণমেণ্ট অব ইণ্ডিয়া কর্ত্তৃক প্রচারিত

AAA 452.

বাহন, ট্রাম বাসের উপর চাপটাও কিছু কমিবে। আজকাল নতুন কোম্পানী করিতে যেমন ক্যাপিট্যাল ইস্যুর অনুমতি দরকার হয়, গভর্ণমেণ্ট তেমনি আইন করিতে পারেন যে, ত্রিশ জনের বেশী কেরাণী থাকিলেই কোম্পানীকে তাহাদের বাসস্থানের ব্যবস্থা করিতেই হইবে।

* * *

শুধু মাহিনা, এলাউন্স বা বাসস্থানের ব্যাপারে নয়, খাটুনীর দিক দিয়াও যাহারা মাথা খাটায় এবং যাহারা গতর খাটায় তাহাদের মধ্যে বৈষম্য আছে। আপনার ফ্যাক্টরীর যে লোকটা লেদ চালায় তাহাকে ৮ ঘণ্টার বেশী খাটাইলেই আপনি ফ্যাক্টরী আইনে পড়িবেন। যদিবা ফ্যাক্টরী আইন ফাঁকি দিতে পারেন, আপনাকে "ওভার টাইম" অর্থাৎ অতিরিক্ত মজুরী দিতে হইবে ঘণ্টা হিসাবে। অথচ ঠিক সেই লেদে তৈয়ারী জিনিষের ষ্টক রাখিতেছেন যে-কেরাণী ভদ্রলোক, তাহাকে আপনি সকাল দশটা হইতে রাত নয়টা পর্য্যন্ত খাটাইতে পারেন প্রত্যহ বিনা দ্বিধায়। ফ্যাক্টরী আইনে আটকাইবে না, দিতে হইবে না অতিরিক্ত বেতন। ক্লাইভ ষ্ট্রীটে সন্ধ্যা সাতটার পরে একবার বেড়াইয়া আসিবেন। দেখিবেন যে-আপিসের ভিতরে আলো জ্বলিতেছে, সে-আপিসে টেবিলে লেজার লিখিতেছেন কেরাণী, টাইপ করিতেছেন কেরাণী বাবু, ডেবিট ক্রেডিট মিলাইয়া ক্যাশ বই পূর্ণ করিতেছেন কেরাণী বাবু। প্রেসে কম্পোজিটার, প্রেস ম্যান সবাইকে মাসের দশ তারিখের মধ্যে বেতন চুকাইয়া দিতে আপনি বাধ্য। কিন্তু প্রুফরিডারের চার মাসের মাহিনা আপনি বাকী ফেলিয়া রাখিতে পারেন, কিম্বা আজ পাঁচ, কাল দশ, পরশু পনর করিয়া তিন কিস্তিতে ত্রিশ টাকা চুকাইতে পারেন। আইনে আটকাইবে না। বকরূপী ধর্ম্মরাজ আধুনিক যুধিষ্ঠিরকে যদি জিজ্ঞাসা করেন যে, "দুঃখী কে?" তবে পাণ্ডুতনয় নিঃসন্দেহে এই জবাব দিবেন, "এ জগতে কেরাণীদের চাইতে দুঃখী কেহই নাই!"

* * *

বিখ্যাত শিল্পী নিকোলাস রোরিকের পুত্রের সঙ্গে ভারতীয় চলচ্চিত্র জগতের সর্ব্বাপেক্ষা খ্যাতিযুক্ত অভিনেত্রী দেবিকারাণীর সম্প্রতি বিবাহ হইয়া গিয়াছে। হলিউডের যাঁহারা খবর রাখেন তাঁহারা জানেন, চিত্রতারকাদের বিবাহ একটা অতিশয় সাধারণ ব্যাপার। সে-খবরে আর কেহ উত্তেজনা বোধ করে না। কারণ খবরের কাগজের যে-সংখ্যায় বিবাহের সংবাদ বাহির হয় তাহার তিন চার সংখ্যা পরের কাগজেই আবার বিবাহ-বিচ্ছেদের খবর ছাপিতে হয়। এদেশের চিত্রজগতের পুরুষ চন্দ্রমারা প্রায় সকলেই ছবিতে নামিবার আগেই বিবাহিত, কাজেই তাহাদের পক্ষে কোন অভিনেত্রীকে বিবাহ করিয়া "নতুন কিছু" করিবার তেমন সুযোগ নাই। তাহাদিগকে তাই ডুবে ডুবে জল খাইতে হয়। অম্বিনী, তরণী, কীর্ত্তিকারা বেশীর ভাগই 'দেবী'। তাহাদের পক্ষেও বিবাহ করিবার রাস্তা খোলা নাই। কাজেই হঠাৎ যখন কাননবালার বিবাহ হয়, তখন তাহা লইয়া সম্পাদকীয় প্রবন্ধ রচিত হয়! শ্রীমতী দেবিকার বিবাহের খবরেও অনেকটা চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছে দেখিতেছি। ইহা তাহার প্রথম বিবাহ নহে। দেবিকারাণীর বিবাহে ভারতীয় চলচ্চিত্র শিল্পের অবশ্যই ক্ষতি হইল, কারণ ইতিমধ্যেই তিনি নাকি ঘোষণা করিয়াছেন যে, তিনি অতঃপর চিত্রজগৎ হইতে অবসর গ্রহণ করিবেন। তিনি 'বোম্বে টকিজের' পরিচালনাভার ত্যাগ করিয়াছেন, কোম্পানীতে তাঁহার অংশও তিনি বিক্রয় করিয়া দিয়াছেন। ভারতীয় ছায়াচিত্রে তাঁহার কেহ জুড়ি নাই। শুধু অভিনয় বা সঙ্গীত নৈপুণ্যের জন্য নহে, তাঁহার প্রথম স্বামী হিমাংশু রায়ের মৃত্যুর পরে একটা বিরাট প্রতিষ্ঠান তিনি যেরূপ দক্ষতার সঙ্গে চালাইয়াছেন, বহু বিরোধিতা, চক্রান্ত ও দুষ্ট চেষ্টাকে ব্যর্থ করিয়া ছবি প্রযোজনা করিয়াছেন, তাহা বহু পুরুষ ব্যবসায়ীর পক্ষেও গৌরবের বিষয় হইতে পারিত। একটা সান্ত্বনা এই যে, বাঙ্গালী দেবিকার সঙ্গে বিবাহিত স্বামী জাতিতে রাশিয়ান। সুতরাং কমরেড পি সি যোশী এই বিবাহের মধ্যে কমিউনিষ্ট পার্টির জয় দেখিতে পাইবেন এবং আমাদের বাংলা দেশের তরুণ সাহিত্যিকেরাও ইহাকে "ফ্যাসিষ্টবিরোধী বিবাহ" বলিয়া ধন্য ধন্য করিতে পারিবেন।

* * *

কলিকাতা আর্টিষ্ট এসোসিয়েশানের উদ্যোগে গত সপ্তাহে রঙমহলে দুইটি জলসা হইয়াছে। দুই দিনই প্রচুর জনসমাগম হইয়াছিল। কারণ কলিকাতার সমুদয় বিখ্যাত গায়ক, নৃত্যশিল্পী, যন্ত্রশিল্পী, অভিনেতারা এই এসোসিয়েশানের সদস্য, তাঁহাদের অনুষ্ঠিত জলসায় সবচেয়ে ভালো কিছু পাওয়া যাইবে এই আশা করা স্বাভাবিক। কিন্তু তাঁহারা শুধু যে দর্শকদের হতাশ করিয়াছেন তাহা নয়, নিজেদের এসোসিয়েশানের সুনামও নষ্ট করিয়াছেন। আর্টিষ্ট না হইয়া অন্য কেহ হইলে আরও একটু কড়া করিয়া বলিতাম যে, যাঁহারা গাঁটের কড়ি খসাইয়া টিকিট কিনিয়াছিলেন তাঁহাদের তাঁহারা স্রেফ প্রবঞ্চনা করিয়াছেন। কয়েকটি অক্ষম অর্কেষ্ট্রা বাদ্য ও সানাই শুনাইবার জন্য আর্টিষ্ট এসোসিয়েশানের প্রয়োজন ছিল না, পাড়ার যে-কোন "অবৈতনিক নাট্য সমাজ"ই তাহার জন্য যথেষ্ট। প্রথম রাত্রিতে 'রবীন্দ্র-সঙ্গীতে'র নামে যাহা হইয়াছিল, তাহা শুনিয়া একমাত্র শান্তিনিকেতনের ছাত্রছাত্রী ছাড়া আর সকলেরই চোখে জল আসিবার উপক্রম। শুধু প্রতিমা সেনের গানটিতে কিছু মানরক্ষা হইয়াছে। অথচ রবীন্দ্র-সঙ্গীতের যাঁহারা সত্যকার গুণী শিল্পী, যাঁহাদের চেষ্টায় রবীন্দ্র-সঙ্গীতের বর্ত্তমান প্রচার ও জনপ্রিয়তা সেই পঙ্কজ মল্লিক, সন্তোষ সেনগুপ্ত, জগন্ময় মিত্রের নাম এসোসিয়েশানের কর্ম্মকর্ত্তাদের মধ্যে আছে, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়কে প্রেক্ষাগৃহে উপস্থিতও দেখা গিয়াছে। আর্টিষ্ট এসোসিয়েশান যে ট্যাক্সি ড্রাইভার এসোসিয়েশান বা দোকান-কর্ম্মচারী সমিতি হইতে আলাদা, একমাত্র অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য ছাড়াও যে তাহাদের একটা মহত্তর সম্ভাবনা আছে সে-কথা তাঁহারা স্মরণ রাখিলে ভালো করিবেন। তাহা স্মরণ রাখিবার এবং অন্য আর পাঁচজনকে বুঝিতে দেওয়ার উপায় অনেক আছে। তাহার মধ্যে একটি এই যে, বছরে বার-দুই এসোসিয়েশান একটি করিয়া সঙ্গীতের আসর বসাইতে পারেন। টিকিট বিক্রয় করিয়া নহে, বিশেষ নিমন্ত্রণের দ্বারা কেবল নির্ব্বাচিত রসজ্ঞ লোকদের তাহাতে প্রবেশাধিকার দেওয়া হইবে। প্রসিদ্ধ আর্টিষ্টরা নিজেদের সর্ব্বোত্তম দক্ষতার পরিচয় দিবেন তাহাতে। সঙ্গীতের ও শিল্পের সাধনায় আর্টিষ্টদের প্রত্যেকের ব্যক্তিগত দানের পরিচয় পাওয়া যাইবে সেখানে।

—খেয়ালী

আর্থিক দুনিয়ার খবরাখবর

ঔষধ সম্পর্কিত বিষয় ছাপিবার সুযোগ-দান—সম্প্রতি প্রকাশিত এক সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ, ১৯৪৪ সালের কাগজ নিয়ন্ত্রণ আদেশের কিছু সংশোধন করিয়া অসামরিক সরবরাহ বিভাগ ঔষধ প্রস্তুতকারী ব্যবসায়ীদের নিম্নলিখিত সুবিধা দান করিয়াছেন :—

(ক) ঔষধ সেবনের পরিমাণ নির্দ্দেশ এবং ঔষধের উপাদান প্রভৃতির উল্লেখ সম্পর্কে ব্যবহৃত কাগজের পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়া এক পৃষ্ঠার জায়গায় দুই পৃষ্ঠা করা হইল। ঐ কাগজের আয়তন ৭½×৫ ইঞ্চির বেশী না হওয়া চাই এবং শুধু ডাক্তারগণের নিকট পাঠাইবার উদ্দেশ্যেই তাহা ব্যবহার করিতে হইবে।

(খ) শুধু প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রেই ঔষধ সেবনের পরিমাণ ইত্যাদি ছাপাইয়া ঔষধের শিশি প্রভৃতির সঙ্গে দেওয়া চলিবে। ছাপাইবার কাগজ ৭½×৫ ইঞ্চির বেশী বড় হইতে পারিবে না।

ভারতে যুদ্ধোত্তর নিরুদন শিল্প—যুদ্ধের সময়ে খাদ্যাদি শুকাইবার যে সকল বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া কাজে লাগানো হইয়াছিল যুদ্ধোত্তর যুগে তাহাকে পাকাপাকিভাবে কাজে লাগাইবার উদ্দেশ্যে রচিত একটি পরিকল্পনা বর্ত্তমানে ভারত গবর্ণমেণ্টের বিবেচনাধীন রহিয়াছে বলিয়া প্রকাশ। নিরুদন শিল্পের কারখানাগুলিকে কি ভাবে কাজে লাগানো যাইতে পারে সেই সম্বন্ধে সরকারী খাদ্য বিভাগের নিরুদন শিল্প কমিটি নাকি সম্প্রতি তথ্যাদি সংগ্রহ করিয়াছেন। নানাবিধ ফল (বাদাম ইত্যাদি), পশু মাংসের পরিত্যক্ত অংশ (যথা রক্ত ইত্যাদি) ও মাছ সংরক্ষণের জন্য নিরুদন শিল্প কারখানাগুলিকে কাজে লাগানো উচিত বলিয়া পরিকল্পনাটিতে প্রস্তাব করা হইয়াছে। কারখানা স্থাপনের উপযুক্ত স্থান, কাঁচামাল সরবরাহ, বর্ত্তমান কারখানাগুলির উৎপাদন শক্তি প্রভৃতি নির্ণয় করিবার জন্য একটি কমিটি নিয়োগ করা হইয়াছে। ফল, শাকসব্জী, মাছ ইত্যাদি সংরক্ষণের বিভিন্ন নিরুদন প্রক্রিয়ার মধ্যে কোন্‌টি কোন্ বস্তু সম্পর্কে বিশেষ কার্য্যকরী, তাহার সম্বন্ধেও অনুসন্ধান করা হইবে। নিরুদন শিল্প স্থায়ীভাবে এদেশে চালু করাই উক্ত কমিটির উদ্দেশ্য। যথাসম্ভব ব্যয় সঙ্কোচপূর্ব্বক বিজ্ঞানসম্মত পন্থায় ইহার প্রবর্ত্তন করা হইবে জানা গিয়াছে।

নিখিল ভারত শিল্পকলা সমিতি—বড়লাট পত্নী, প্রধান সেনাপতি, মার্কিন ট্রেড কমিশনার জর্জ্জ মেরেন প্রভৃতির পৃষ্ঠপোষকতায় আগামী নবেম্বর মাসে নয়াদিল্লীতে নিখিল ভারত শিল্পকলা সমিতি কর্ত্তৃক সমসাময়িক শিল্পকলা প্রদর্শনীর ব্যবস্থা হইবে বলিয়া প্রকাশ। ভারতের ও ভারতে অবস্থিত সমস্ত বিদেশী শিল্পী ইহাতে যোগদান করিবেন। বড়লাট লর্ড ওয়াভেল উক্ত প্রদর্শনী উদ্বোধন করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন, জানা গিয়াছে।

ঋণ ও ইজারা ব্যবস্থায় বৃটেনের ঋণের পরিমাণ—গত মার্চ্চ মাস পর্য্যন্ত ইজারা ও ঋণ সংক্রান্ত ব্যবস্থায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিকট বৃটেনের ঋণ পরিমাণ ৩১৯ কোটি ৪০ লক্ষ পাউণ্ড। পাল্টা ইজারা ও ঋণের ব্যবস্থায় বৃটেনের নিকট মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ঋণ ৮৩ কোটি ৮০ লক্ষ পাউণ্ড। বৃটেনের নিকট মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাকী পাওনা ২৩৫ কোটী ৬০ লক্ষ পাউণ্ড।

কলিকাতার বাজার নিয়ন্ত্রণ—বাংলা গবর্ণমেণ্ট এবং কলিকাতা কর্পোরেশন যুক্তভাবে সম্প্রতি প্রকাশিত এক প্রেসনোটে জানাইয়াছেন যে, কলিকাতার বিভিন্ন বাজার পরিদর্শন কার্য্য এবং তাহাদের যথাযথ ব্যবস্থা ও পরিচ্ছন্নতা রক্ষার উদ্দেশ্যে বিগত কলেরা মহামারীর সময় কর্পোরেশনকে তাঁহার কার্য্যে সাহায্য করিবার জন্য বাংলা গবর্ণমেণ্ট কয়েকজন বিশেষ ক্ষমতাপ্রাপ্ত সরকারী কর্ম্মচারী নিয়োগ করেন। বর্ত্তমানে উক্ত সঙ্কটময় মুহূর্ত্ত দূরীভূত হওয়ায় এবং কর্পোরেশনের পক্ষ হইতে কলিকাতার বাজারসমূহের উন্নতির জন্য ব্যবস্থা অবলম্বিত হওয়ায় বাংলা গবর্ণমেণ্ট বর্ত্তমানে তাঁহাদের কর্ম্মচারিবৃন্দকে ফিরাইয়া লইতে মনস্থ করিয়াছেন। এখন বাজারগুলির সমস্ত ভার কর্পোরেশনের উপর ন্যস্ত রহিল এবং বাজারের মালিকদের উপর যে সমস্ত সরকারী নির্দ্দেশ জারী করা হইয়াছে সেই সমস্ত কার্য্যকরী করিবার ভার এখন হইতে কলিকাতা কর্পোরেশনের বলিয়াও উক্ত প্রেসনোটে উল্লেখ করা হইয়াছে।

চিকিৎসা বিজ্ঞানে যুগান্তর—বাইওকেমিক্যাল সোসাইটির বার্ষিক অধিবেশনে গত ২৮ শে আগষ্ট তারিখে ডাঃ বি মুখার্জ্জি ডি, এস, সি, এম্ ডি এফ এল আই রক্ত চলাচল ও রক্তে প্রোটিনের পরিমাণ সম্পর্কে বিজ্ঞানের সাহায্যে অর্জ্জিত আমাদের বর্ত্তমান জ্ঞান সম্পর্কে বক্তৃতা দেন যে, যুদ্ধের ফলে আমরা ভিন্ন প্রকার দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে বাধ্য হইতেছি। ডাঃ মুখার্জ্জি আরও বলেন যে, যুদ্ধের ফলে যে জ্ঞান আমরা অর্জ্জন করিয়াছি তাহা কোন না কোন সময়ে আমাদের কাজে লাগিবে। দৃষ্টান্তস্বরূপ তিনি উল্লেখ করেন যে, অতীতে মস্তিষ্ক হইতে রক্তস্রাব প্রভৃতির চিকিৎসা কষ্টকর ছিল। কিন্তু বর্ত্তমানে আমেরিকান রিসার্চ্চ কাউন্সিলের গবেষণার ফলে উহার চিকিৎসা ব্যাপারে যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছে।

গম ও গমজাত দ্রব্যের বরাদ্দ হ্রাস—বাংলা গবর্ণমেণ্টের অসামরিক সরবরাহ বিভাগের সম্প্রতি প্রকাশিত এক সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ যে, আগামী ৩রা সেপ্টেম্বর হইতে বাংলা গবর্ণমেণ্ট কলিকাতার শিল্পপ্রধান রেশনিং এলাকায় গম এবং গমজাত দ্রব্যের বরাদ্দ স্বল্প পরিমাণে হ্রাস করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। উক্ত তারিখ হইতে দুই ইউনিট কার্ডের অধিকারী ৩ সেরের পরিবর্ত্তে সর্ব্বোচ্চ ২॥ সের গম এবং গমজাত দ্রব্য ক্রয় করিতে পারিবেন; কিন্তু এক ইউনিট বা অর্দ্ধ ইউনিট কার্ডের অধিকারিগণের গম এবং গমজাত দ্রব্যের পরিমাণ পূর্ব্ববৎই থাকিবে। এই সম্পর্কে আরও প্রকাশ যে, মোট প্রাপ্য গম এবং গমজাত দ্রব্যের মধ্যে দুই ইউনিট অথবা এক ইউনিট কার্ডের দ্বারা সর্ব্বোচ্চ ১ সের পর্য্যন্ত গম লওয়া যাইবে। কিন্তু

ঢেরাপুঞ্জি হতে
একখানি মেঘ ভাসিয়া বেড়ায়
গোবি-সাহারার বুকে

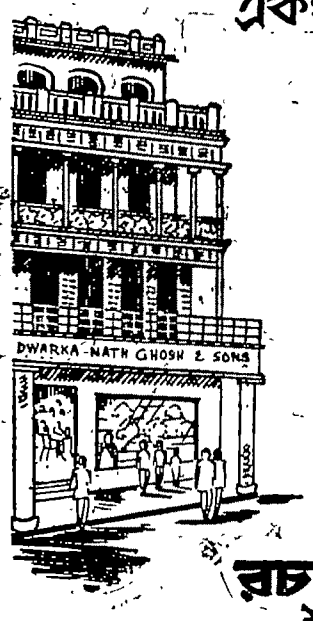

বর্ত্তমান পরিস্থিতি ও নিয়ন্ত্রণে—
জীবন যাপন "আণবিক" অত্যাচারের ন্যায়ই দুঃসহ। পথ চলার ক্লান্তি নিবারণ ও সুখাদ্যের অভাব দূর করতে সহরময় পরিব্যাপ্ত "দ্বারিকের" সুনিয়ন্ত্রিত প্রতিষ্ঠানগুলি জনগণের তৃপ্তির আধার।

রচনা কৌশলী
নৈষ্ঠিক পরিবেশক

দ্বারিকানাথ ঘোষ এণ্ড সন্স লিমিটেড
ভারতের বৃহত্তম মিষ্টান্ন প্রতিষ্ঠান।

সুবল দত্ত এণ্ড সন্স লিঃ
যন্ত্রপাতি বিক্রেতা
৪৩নং ক্লাইভ ঘাট ষ্ট্রীট, কলিকাতা

অর্দ্ধ ইউনিট কার্ডে কোন গম লওয়া যাইবে না। সাধারণ রেশন বরাদ্দের পরিমাণ পূর্ব্ববৎই থাকিবে। আগামী ৩রা সেপ্টেম্বর হইতে পাউরুটির পরিমাণও কমিয়া যাইবে। সপ্তাহে দুই ইউনিট কার্ডের দ্বারা ৫ পাউণ্ড পরিমাণ রুটি পাওয়া যাইবে। কিন্তু এক ইউনিট ও অর্দ্ধ ইউনিট কার্ডে পাউরুটির পরিমাণ পূর্ব্ববৎই থাকিবে।

ভারতে ব্রহ্মদেশীয় চাউল—সম্প্রতি এসোসিয়েটেড প্রেসের বিশেষ সংবাদদাতা এন রাজনম জানাইয়াছেন যে, ভারতের ব্যবহারের জন্য আগামী কয়েক মাসের মধ্যেই ব্রহ্মদেশীয় চাউল পাওয়া যাইবে বলিয়া ভারতীয় সংবাদপত্রসমূহে যে ভবিষ্যদ্বাণী করা হইয়াছে, তাহা গবেষণামাত্র। তাঁহার মতে এক বৎসরের পূর্ব্বে ভারতের বন্দরে ব্রহ্মদেশীয় চাউল আসিয়া পৌঁছিবার সম্ভাবনা নাই। এই সম্পর্কে তিনি আরও বলেন যে, অনিয়মিত বারিপাত, চাষাবাদের যন্ত্রাদির অভাব এবং চাষের জন্য প্রয়োজনীয় পশুর অভাব বর্ত্তমান থাকা সত্ত্বেও কয়েকটি সীমান্ত প্রদেশ ভিন্ন ব্রহ্মদেশের আর কোন স্থানেই বিশেষ কোন খাদ্যাভাব দেখা দিবে না বলিয়া মনে হয়।

ভারত-ব্রহ্মের তৈলসম্পদ—ভূস্তর বিজ্ঞানের সাহায্যে যুদ্ধারম্ভের পূর্ব্বে ভারতে খনিজ তৈল সন্ধানের জন্য যে চেষ্টা চলিয়াছিল তাহার কিছু কিছু বিবরণমাত্র সম্প্রতি প্রকাশ করা হইয়াছে। এই সম্পর্কে প্রকাশ যে, ১৯৩৮ সালে বার্ম্মা অয়েল কোম্পানী ঐ উদ্দেশ্যে ভারত-ব্রহ্মের বিস্তীর্ণ এলাকায় জরিপ আরম্ভ করেন; যুদ্ধারম্ভের সময় ভারত ব্রহ্মে বিভিন্ন অঞ্চলে তাঁহাদের ১৭টি দল ঐ কাজে নিযুক্ত ছিল। যুদ্ধ বাধিলে এই সম্পর্কে তদন্ত বন্ধ হইয়া যায়। এই সময় পর্য্যন্ত উক্ত কোম্পানী এই উদ্দেশ্যে ৪৫ লক্ষ টাকা খরচ করিয়াছিলেন। প্রকাশ যে, জরুরী অবস্থার অবসান ঘটিলে তাঁহারা পুনরায় এই সম্পর্কে তদন্ত আরম্ভ করিবেন। ভারতে অন্যান্য জ্বালানি তৈল কোম্পানীর মধ্যে আটক অয়েল কোম্পানীও নাকি এই সম্পর্কে জরিপ করাইতেছেন। ভূগর্ভে তৈলের সন্ধান পাওয়ার জন্য ভূপৃষ্ঠ হইতে অনুসন্ধান করা বিপুল ব্যয়সাধ্য। দৃষ্টান্তস্বরূপ আসামস্থিত মাসিপুরে জরিপের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। প্রকাশ, সেখানে ১। কোটি টাকারও বেশী খরচ করা হইয়াছে, কিন্তু তৈলের সন্ধান পাওয়া সম্ভব হয় নাই।

কলিকাতার রাস্তায় দুর্ঘটনা—বর্ত্তমান বৎসরের জানুয়ারী হইতে জুন মাস পর্য্যন্ত কলিকাতায় রাস্তা-দুর্ঘটনাজনিত প্রতি মাসে গড়পড়তা ২৩ জনের মৃত্যু হইয়াছে বলিয়া সম্প্রতি প্রকাশিত সরকারী হিসাবে উল্লেখ করা হইয়াছে। উক্ত সরকারী হিসাবে আরও উল্লেখ করা হইয়াছে যে,

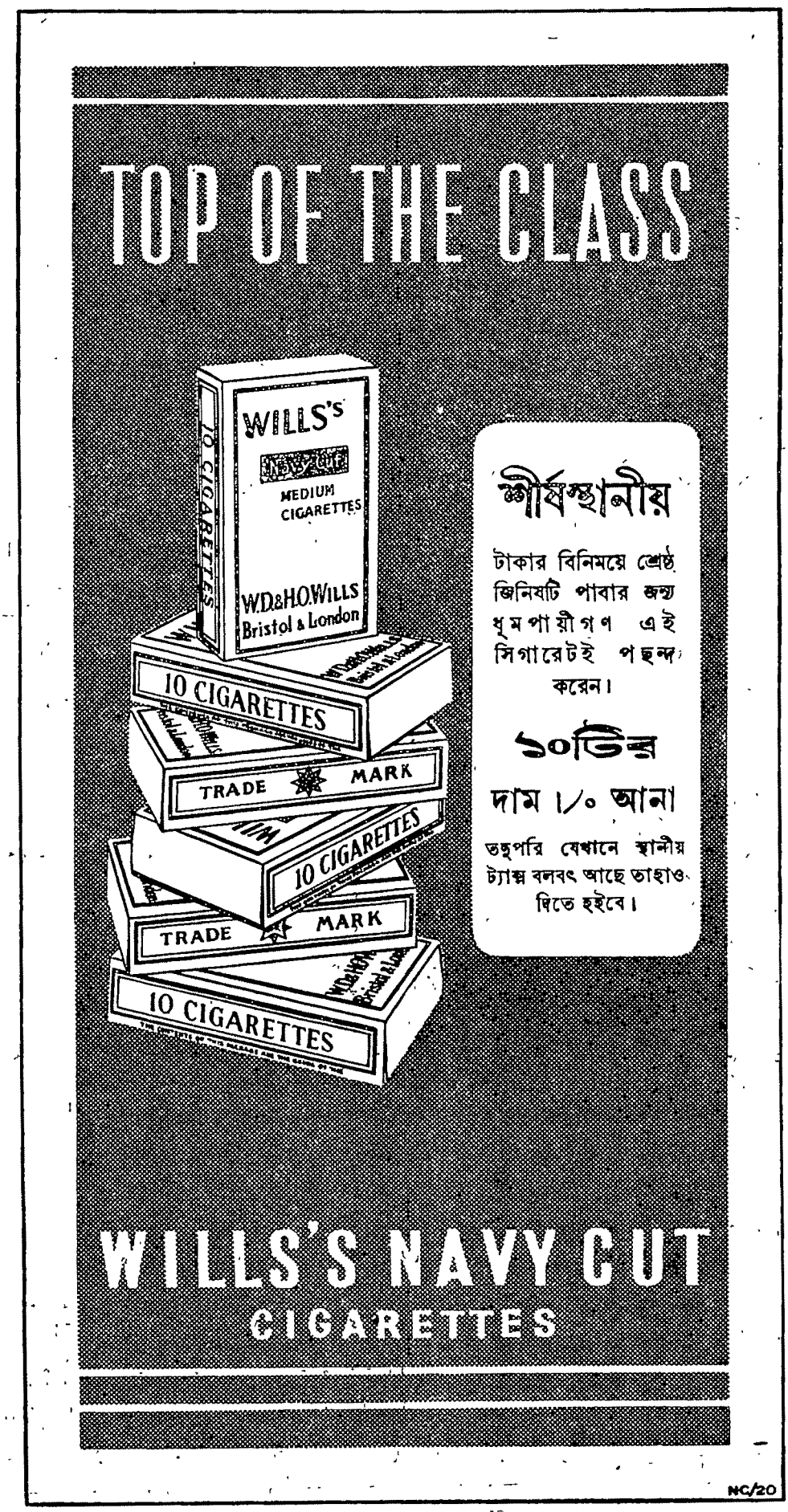

বর্ত্তমান বৎসরের জানুয়ারী হইতে জুন মাস পর্য্যন্ত রাস্তা-দুর্ঘটনাজনিত মোট মৃত্যুসংখ্যা ১৩৮ জনের মধ্যে ২৫ জনের বয়স ছয় হইতে দশ বৎসরের মধ্যে এবং ১২ জনের বয়স পঞ্চাশ এবং পঞ্চাশের উপর। বেপরোয়া এবং অসতর্ক গাড়ী চালনার জন্য ৫৫ জনের মৃত্যু হইয়াছে এবং বাকী ৮৩ জনের মৃত্যু অনিবার্য্য দুর্ঘটনাপ্রসূত।

ছাত্রদের জন্য চৌদ্দদফা কর্ম্মপন্থা—সম্প্রতি প্রকাশিত অধ্যক্ষ এস এইচ আগরওয়ালা কর্ত্তৃক প্রণীত এক পুস্তিকায় ছাত্রদের জন্য ১৪ দফা গঠনমূলক কর্ম্মপন্থা বিবৃত হইয়াছে। অধ্যক্ষ আগরওয়ালা কয়েক মাস পূর্ব্বে গান্ধীজীর সহিত আলোচনা পূর্ব্বক ভারতীয় ছাত্রদের নিকট উক্ত কর্ম্মপন্থা পেশ করেন। উক্ত ১৪ দফার মধ্যে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত, যথা :—(১) স্বাধীনতার জন্য স্পৃহা (২) ঐক্য ও নিয়মানুবর্ত্তিতা, (৩) স্বাস্থ্য চর্চ্চা, (৪) খাদি ও গ্রাম্য শিল্প, (৫) গ্রাম সেবা, (৬) জাতীয় ভাষা হিন্দুস্থানী শিক্ষা, (৭) নিজ নিজ ভাষার প্রতি অনুরাগ, (৮) হিন্দু-মুসলমান ঐক্য, (৯) অস্পৃশ্যতা-বর্জ্জন, (১০) সেবাকার্য্য, (১১) অধ্যয়ন কেন্দ্র, (১২) সামাজিক সংস্কার, (১৩) ভারতীয় সংস্কৃতির জন্য গর্ব্ববোধ এবং (১৪) চরিত্র গঠন। পুস্তিকার ভূমিকায় অধ্যক্ষ আগরওয়ালা নিম্নোক্ত মন্তব্য করেন—দেশ পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর বৈষয়িক বিপর্য্যয়ের সম্মুখীন হইয়াছে। এইরূপ অবস্থায় গান্ধীজী দেশবাসীকে স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন যে, গঠনমূলক কর্ম্মপন্থা কার্য্যকরী করিয়া তোলার মধ্যে প্রকৃত শক্তি ও স্বাধীনতা নিহিত।

অস্থায়ী কর্ম্মচারী ছাঁটাই-এর প্রশ্ন—প্রকাশ, যুদ্ধাবসানের সঙ্গে সঙ্গে বাংলা গবর্ণমেণ্ট বিভিন্ন বিভাগে নিযুক্ত অস্থায়ী কর্ম্মচারীদের ছাঁটাই-এর প্রশ্ন সম্পর্কে বিবেচনা করিতেছেন। এই ব্যাপারে নাকি বিভাগীয় কর্ত্তাদের নিকট সার্কুলার পাঠান হইয়াছে। যুদ্ধ সংক্রান্ত কাজে যে সমস্ত লোককে অস্থায়ী কর্ম্মচারী হিসাবে নিযুক্ত করা হইয়াছিল, তাঁহাদিগকে যথাসম্ভব বেশী সংখ্যায় আগামী মাসের শেষাশেষি ছাড়াইয়া দিবার জন্য উক্ত সার্কুলারে নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে বলিয়াও প্রকাশ। এই সম্পর্কে আরও প্রকাশ যে, এই সমস্ত কর্ম্মচারীদের মধ্য হইতে ব্যক্তিবিশেষের চাকুরীর মেয়াদ বৃদ্ধি করার ইচ্ছা থাকিলে, সে বিষয় সম্পর্কে গবর্ণমেণ্টের নিকট রিপোর্ট করিবার জন্যও বিভাগীয় কর্ত্তাদের প্রতি নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

কলিকাতায় দুগ্ধ সরবরাহ সমস্যা—'হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ডে'র নয়াদিল্লীর নিজস্ব সংবাদদাতা প্রেরিত সাম্প্রতিক সংবাদে প্রকাশ, কলিকাতায় দুগ্ধ সরবরাহের অসন্তোষজনক অবস্থা সম্পর্কে কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের খাদ্য দপ্তর বিশেষভাবে উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিয়াছেন। প্রকাশ যে, অন্যান্য প্রদেশ যেখানে দুগ্ধ-সমস্যার সুরাহা করিতে চেষ্টা করিয়াছে সেখানে বাংলা গবর্ণমেণ্ট এতাবৎ মিঠাই তৈয়ারী বা দুগ্ধজাত আইসক্রীম তৈয়ারীর উপর নিষেধাজ্ঞা জারী করেন নাই অথবা ইহার মূল্যও নিয়ন্ত্রণ করেন নাই। কলিকাতায় দৈনিক ২২ হাজার মণ দুধের প্রয়োজন, অথচ কলিকাতায় মাত্র ৪ হাজার মণ দুগ্ধ সরবরাহ হইয়া থাকে। ইহার মধ্যে ৩ হাজার মণ দুগ্ধ জনসাধারণ কর্ত্তৃক ব্যবহৃত হইয়া থাকে; উদ্বৃত্ত ১ হাজার মণ দুগ্ধ হইতে মিঠাই তৈয়ার হয়। ইহার অর্থ এই যে, কলিকাতাবাসিগণ জনপ্রতি দৈনিক ২ আউন্সেরও কম দুগ্ধ পান করিয়া থাকেন। কানাডায় প্রতি জন দৈনিক ২২ আউন্স, ইংলণ্ডে ১১ আউন্স, করাচীতে ৬ আউন্স এবং দিল্লীতে ৫ আউন্স দুগ্ধ পান করিয়া থাকেন।

বি-এ ও বি-এস-সি কম্পার্টমেণ্টাল পরীক্ষা—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি-এ এবং বি-এস-সি কম্পার্টমেণ্টাল পরীক্ষা ১০ই সেপ্টেম্বরের পরিবর্ত্তে আগামী ১৭ই সেপ্টেম্বর সোমবার হইতে আরম্ভ হইবে।

বাংলা হইতে চাউল রপ্তানী—সম্প্রতি বেঙ্গল রাইস মিল এসোসিয়েশনের সহকারী সম্পাদক মিঃ এস এম গুহ জানাইয়াছেন যে, শুল্ক বিভাগ হইতে প্রত্যহ রপ্তানীর যে তালিকা প্রকাশিত হয়, গত ১৮ই আগষ্ট তারিখে প্রকাশিত সেই তালিকায় দেখা যায় যে, ঐ দিন মেসার্স মাওয়ালেস এণ্ড কোং ৩ লক্ষ ৮১ হাজার ১ শত ১ টাকা মূল্যের ১ হাজার ৯ শত ৯৯ টন (২৭ হাজার ২ শত ৭২ বস্তা) ভাঙ্গা চাউল এবং ২৪ লক্ষ ৪৯ হাজার ৯ শত ৯৪ টাকা মূল্যের ৬ হাজার টন (৮১ হাজার ৮ শত ১৮ বস্তা) সিদ্ধ চাউল রপ্তানী করিয়াছেন।

সিংহলে অবৈতনিক শিক্ষা ব্যবস্থা—কলম্বোর সাম্প্রতিক সংবাদে প্রকাশ যে, আগামী অক্টোবর মাসে সিংহলে অবৈতনিক শিক্ষা প্রবর্ত্তিত হইবে। আরও প্রকাশ যে, কিণ্ডারগার্টেনের পরিবর্ত্তে বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুসৃত শিক্ষাপ্রণালী অবলম্বিত হইবে। উক্ত পরিকল্পনানুযায়ী ব্যবস্থা করিতে ৪ কোটি ৮০ লক্ষ টাকার প্রয়োজন হইবে। সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুলসমূহ উক্ত পরিকল্পনার

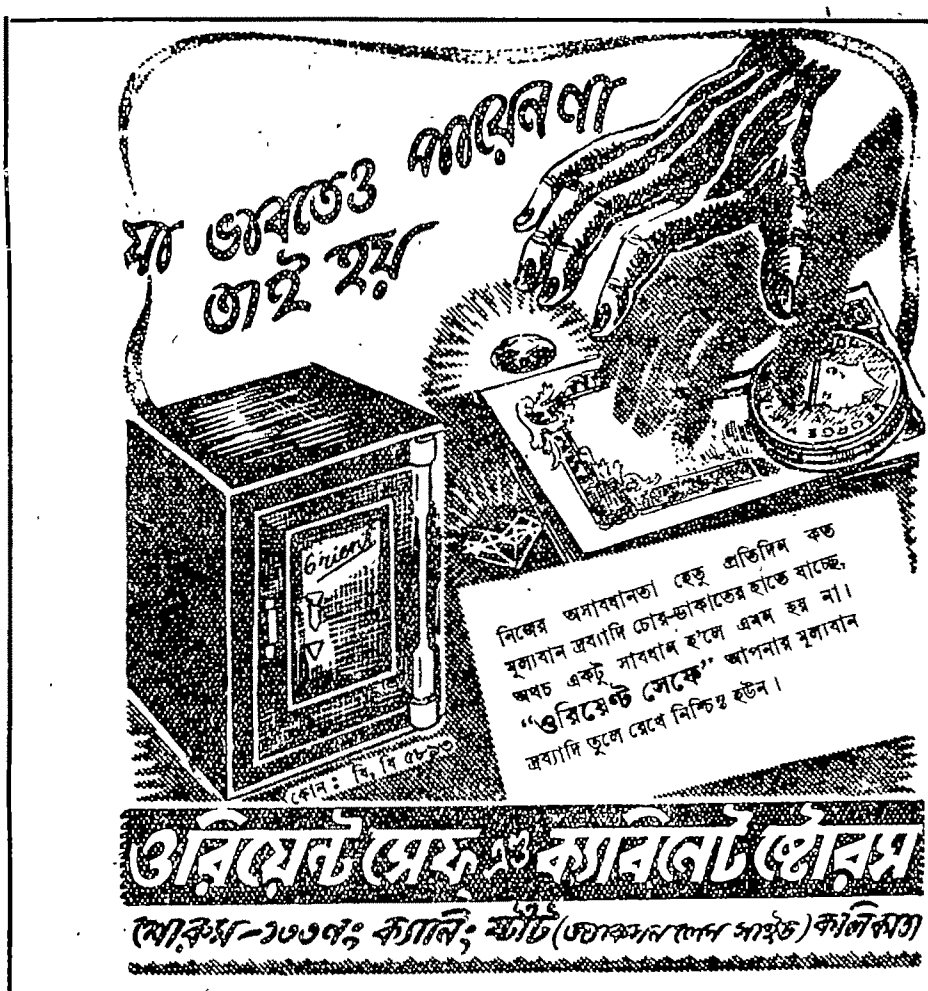

আমাদের সিন্দুক, আলমারী ইত্যাদি
বেঙ্গল ষ্টোরস্ লিমিটেডেও দেখিতে পাইবেন।

আমরা আমাদের অসংখ্য আমানতকারী, শুভানুধ্যায়ী এবং পৃষ্ঠপোষকগণকে অতীব আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি যে, আমাদের ব্যাঙ্কটি ক্যালকাটা ক্লীয়ারিং ব্যাঙ্কস এসোসিয়েশনের (ক্লীয়ারিং হাউস) সদস্য নির্ব্বাচিত হয়েছে। যাঁদের সহায়তায় আমরা এই গৌরবলাভে সক্ষম হয়েছি, তাঁদের আমরা আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং সর্ব্বতোভাবে তাঁদের সেবা করবার চেষ্টা করবো—এই সঙ্কল্পও আমরা এই সঙ্গে জানাচ্ছি।

—এস পি রায় চৌধুরী,
ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

ব্যাঙ্ক অব কমার্স লিঃ

(শিডিউল্ড ব্যাঙ্ক)

১২নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শাখাসমূহঃ—কলেজ ষ্ট্রীট, কলিঃ, বালীগঞ্জ, শিবিরপুর, খুলনা, বাগেরহাট, দৌলতপুর, বর্ধমান, ঢাকা।

মধ্যে আসিতে সম্মত হয় নাই বলিয়া প্রকাশ। চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার জন্য উক্ত স্কুল-সমূহকে নাকি ৩ বৎসরের সময় দেওয়া হইয়াছে।

ডিফেন্স অব ইণ্ডিয়া ইউনিট—নয়াদিল্লীর সাম্প্রতিক সংবাদে প্রকাশ যে, ভারত গবর্ণমেণ্ট ১৯৪৫ সালের ১লা ডিসেম্বর ডিফেন্স অব ইণ্ডিয়া ইউনিটসমূহ ভাঙ্গিয়া দিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। উক্ত সিদ্ধান্ত রেলওয়ে, পোষ্টাল বিভাগ এবং ডক প্রভৃতিতে কর্ম্মরত ইউনিট সম্পর্কেও প্রযোজ্য হইবে, জানা গিয়াছে। যখন রেলওয়ে, পোষ্টাল, টেলিগ্রাফ ও ডকে কর্ম্মরত কর্ম্মচারীদের উপর বিমান আক্রমণ হইতে পারে বলিয়া মনে করা হইয়াছিল সেই সময় ডিফেন্স অব ইণ্ডিয়া ইউনিট-সমূহ গঠন করা হইয়াছিল।

ভারতবর্ষের জন্য যন্ত্রপাতি—ভারতীয় শিল্প মিশনের অন্যতম সদস্য মিঃ এ ডি শ্রফ এসোসিয়েটেড প্রেস অব আমেরিকার নিকট প্রদত্ত এক বিবৃতিতে বলেন যে, ভারতবর্ষের সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজন কাপড়ের কলের। আমেরিকা এই পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে কাপড়ের কলের কলকব্জা সরবরাহ করে নাই ; আগামী বৎসরেও যে সরবরাহ করিতে পারিবে তাহার কোন সম্ভাবনা দেখা যায় না বলিয়াও মিঃ শ্রফ উল্লেখ করেন। মিঃ শ্রফ আরও উল্লেখ করেন যে, যুদ্ধের সময় ইংলণ্ডে কাপড়ের কল নির্ম্মাণকারী কারখানা-গুলিতে স্বাভাবিক কার্য্যক্ষমতার শতকরা দুই ভাগও নিয়োজিত হইয়াছে কিনা সন্দেহ। সুতরাং ইংলণ্ডের কাপড়ের কল নির্ম্মাণকারী কারখানা-গুলিতে পুনরায় কাজ আরম্ভ করার আয়োজন আরম্ভ করা হইলেও, ১৯৪৭ সালের পূর্ব্বে ভারতবর্ষে ইংলণ্ড হইতে কাপড়ের কলের যন্ত্রপাতি সরবরাহ হইবার সম্ভাবনা খুবই অল্প।

মিঃ টাটা ও শ্রফের ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন—ভারতীয় শিল্প মিশনের সদস্যগণের অন্যতম মিঃ জে আর ডি টাটা ও মিঃ এ ডি শ্রফ গত ২৮শে আগষ্ট বিমানযোগে লণ্ডন হইতে করাচীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন।

নূতন ষ্টীমারপথ—সুবিখ্যাত স্বদেশী প্রতি-ষ্ঠান বঙ্গীয় ইন্‌ল্যাণ্ড ষ্টীম নেভিগেশন কোম্পানী সম্প্রতি খুলনা হইতে নড়াইল পর্য্যন্ত একটি নূতন ষ্টীমারপথ খুলিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন বলিয়া অমৃতবাজার পত্রিকার নিজস্ব প্রতিনিধি জানিতে পারিয়াছেন। নালদি, নড়াইল, বিউদেপুর এবং অন্যান্য স্থানে ষ্টীমার ষ্টেশন হইবে। খুলনা এবং যশোহর জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটগণ উক্ত নূতন ষ্টীমার-পথ খোলার ব্যাপারে সর্ব্বপ্রকার সুবিধা দিয়াছেন বলিয়াও প্রকাশ।

ভাইনাইড—জুতা নির্ম্মাণে ব্যবহারোপযোগী এক নূতন ধরণের প্ল্যাষ্টিক্ তন্তু অথবা চর্ম্ম-বস্ত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইংরেজী জুতা নির্ম্মাণ কার-খানাগুলিতে নাকি ইহা পরীক্ষিত হইতেছে।

ভারতের জন্য চিনির কলের যন্ত্রপাতি—প্রকাশ, ভারত সরকার বর্ত্তমান বর্ষেই ভারতীয় চিনির কলসমূহের জন্য ৩ হাজার টন যন্ত্রপাতি বৃটেন হইতে আমদানীর উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় জাহাজের ব্যবস্থা করিয়াছেন।

নিজাম রাজ্যে শিশুমঙ্গল—নিজাম সরকার তাঁহাদের প্রাপ্য অতিরিক্ত লাভকর হইতে ১৫ লক্ষ টাকা হায়দরাবাদ উইমেন এণ্ড চিলড্রেনস্ মেডি-কেল এড এসোসিয়েশন-এর নিকট একটি স্কুল, ১৫টি শিশুমঙ্গল কেন্দ্র ও ৯টি মাতৃসদন স্থাপনের উদ্দেশ্যে দান করিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ।

ভারতের সমর ইতিহাস—প্রকাশ, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে ভারতের সামরিক কীর্ত্তিসমূহ লিপিবদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে যুদ্ধ বিভাগের অধীনে স্থল, নৌ, বিমান ইত্যাদি বিভিন্ন শাখার সহযোগিতায় একটি ঐতিহাসিক উপবিভাগের সৃষ্টি হইয়াছে।

ভারত হইতে এলাচ রপ্তানী—প্রকাশ, ভারত সরকার ভারত হইতে এলাচ রপ্তানী সম্পর্কে বিধিনিষেধ শিথিল করিতে মনস্থ করিয়াছেন। সেমতে ঠিক হইয়াছে যে, বর্ত্তমান বৎসর বোম্বাই

দাশ ব্যাঙ্ক লিমিটেড

৯-এ, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

চেয়ারম্যান—কর্ম্মবীর আলামোহন দাশ

আধুনিক সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

ইষ্টার্ণ ট্রেডার্স ব্যাঙ্ক লিঃ

স্থাপিত :—১৯২১ টেলিগ্রাম :—বার্টার

হেড অফিস :—৮৪নং আশুতোষ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা

ফোন সাউথ—২০০

কলিকাতা প্রধান শাখা—৯৭নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট। ফোন : কলি ৪১৭৩

অন্যান্য শাখা অফিস

কলিকাতা—বালীগঞ্জ, ভবানীপুর, শ্যামবাজার, এন্‌টালী, বড়বাজার (১১৮নং ক্রস ষ্ট্রীট)

বাংলা প্রদেশ—হাওড়া, চট্টগ্রাম, ফেণী, নোয়াখালী, চাঁদপুর, পুরাণবাজার, চৌমুহনী, দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও, পটুয়াটুলী, নবাবপুর (ঢাকা), নারায়ণগঞ্জ, দৌলতগঞ্জ।

বিহার প্রদেশ—পাটনা, আরা, পুর্ণিয়া, রাঁচী, মজঃফরপুর, পাটনা সিটি, ভাগলপুর, দ্বারভাঙ্গা।

যুক্তপ্রদেশ—এলাহাবাদ।

শতকরা ৮৲ হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইতেছে।

সেক্রেটারী—
মিঃ টি মজুমদার

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—
মিঃ এম কে গুহ

কেশ গৌরব মালা নং ৩ ★★ বৈষ্ণব সাহিত্যে ★★

'চিকুর গলয়ে জল ধারা
যেহ বরিখে জনু মোতিম হারা'

বিদ্যাপতি, চণ্ডিদাস প্রমুখ বৈষ্ণব পদকর্ত্তাগণের প্রেমগীতি মুখরিত পদাবলী-সাহিত্য রসরচনার অপূর্ব্ব সৃষ্টি। কৃষ্ণগতপ্রাণা গোপিকাগণ প্রেমভক্তির খনি হ'লেও, তাদের সৌন্দর্য্য ও সৌষ্ঠব বর্দ্ধনে কেশ-প্রসাধন ছিল অপরিহার্য্য।

সেদিন নীলাম্বরী পরিহিতা সদ্যস্নাতা শ্রীরাধিকার সুদীর্ঘ কেশপাশ হ'তে শুভ্র মুক্তারাজির ন্যায় জলবিন্দু গড়িয়ে পড়ার শোভা দর্শনে শ্রীকৃষ্ণের ভাবান্তর হ'য়েছিল—তিনি ভাবলেন যেন ঘন কৃষ্ণ মেঘ হ'তে মোতির মালা ঝ'রে পড়ছে। কেশ-শোভাবর্ণনায় বৈষ্ণব সাহিত্যে উপমার অন্ত নেই,—'চাচর চিকুর,' 'কবরী ভয়ে চামরী' 'সামর ঝামর কেশ,' 'পদমবিলম্বিত কেশ প্রভৃতি পদবিন্যাস কেশ গৌরবেরই পরিচায়ক। এ যুগে 'হিমকল্যাণ' আপনার কেশের সে গৌরব বৃদ্ধি করতে অতুলনীয়।

ভেষজ বিশারদ নগেন্দ্রনাথ শাস্ত্রীর

হিমকল্যাণ

মহোপকারী আয়ুর্ব্বেদীয় কেশতৈল

হিমকল্যাণ ওয়ার্কস • কলিকাতা

UPCO HK-10

এবং মাদ্রাজ বন্দর হইতে ৯ শত টন এলাচ বিদেশে রপ্তানী করিতে দেওয়া হইবে। যদি বর্ত্তমান বৎসরের মোট ব্যবহারের পরিমাণ পূর্ব্ব বৎসরের উৎপাদন হইতে কম হয় তাহা হইলে সেই উদ্বৃত্ত অংশও রপ্তানী হইতে পারিবে। ১৯৩৯ সালের ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত তিন বৎসরব্যাপী যাঁহারা রপ্তানী ব্যবসা করিয়াছেন তাঁহাদিগকে রপ্তানী বাণিজ্য নিয়ন্ত্রকের (এক্সপোর্ট ট্রেড কন্‌ট্রোলার) অফিস হইতে বর্ত্তমানে অনুমতিপত্র দেওয়া হইবে।

ভারতীয় রেলওয়ের যুদ্ধপূর্ব্ব ও যুদ্ধকালীন কার্য্যকলাপ—১৯৩৮-৩৯ সালে ৪॥ কোটি যাত্রী প্রতি মাসে ১৫২॥ কোটি মাইল রেলপথে ভ্রমণ করিত; ১৯৪৪-৪৫ সালে ৮ কোটি যাত্রী ৩০০ কোটি মাইল ভ্রমণ করিয়াছে। ১৯৩৮-৩৯ সালে প্রতি ট্রেনে গড়ে ৮।১০টি কামরা থাকিত; ১৯৪৪-৪৫ সালে প্রতি ট্রেনে ছিল ১৩টিরও অধিক কামরা। ১৯৩৮-৩৯ সালে মাত্র ২৯টি স্পেশ্যাল ট্রেন সৈন্যগণকে প্রতি মাসে ৮ হাজার মাইল বহন করিয়াছে; ১৯৪৪-৪৫ সালে সৈন্যবাহিনীর প্রতি মাসে দরকার হইয়াছে ১০ লক্ষ মাইল যাইবার জন্য ৯২০টি ট্রেন। ১৯৩৮-৩৯ সালে প্রতি মাসে ১ কোটি টন জিনিষপত্র ১৮৫ কোটি মাইল রাস্তায় বাহিত হইয়াছে; ১৯৪৪-৪৫ সালে ১ কোটী ১॥ লক্ষ টন মালপত্র প্রতি মাসে ২৫০ কোটি মাইল রাস্তায় চলিয়াছে।

টায়ার সরবরাহের পরিমাণ বৃদ্ধি—রবার কন্‌ট্রোলারের প্রকাশিত এক সংবাদে জানা গিয়াছে যে, পরবর্ত্তী বরাদ্দ (কোটা) পাওয়ার সময় অসামরিক ব্যবহারকারিগণের প্রাপ্য টায়ারের বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হইবে। রবার দ্রব্য নির্ম্মাতাগণ যাহাতে তাঁহাদের উৎপাদন বৃদ্ধি করিতে পারেন সেই উদ্দেশ্যে অপরিশোধিত রবারের সরবরাহও বৃদ্ধি করা হইতেছে। আশা করা যায়, এই ব্যবস্থার ফলে গরম জলের থলি, গামবুট ও অন্যান্য উৎকৃষ্ট ধরণের খেলিবার জুতা ইত্যাদি নানা প্রকার রবারদ্রব্য শীঘ্রই বাজারে অধিক পরিমাণে আত্মপ্রকাশ করিবে।

কোয়েম্বাটুর ফরেষ্ট কলেজ পুনরুন্মুক্ত—প্রকাশ, ফরেষ্ট বিভাগের কর্ম্মচারী হিসাবে শিক্ষা দেওয়ার জন্য মাদ্রাজ সরকার কোয়েম্বাটুরে অবস্থিত ফরেষ্ট কলেজটি পুনরায় খুলিতে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। আগামী দশ বৎসরে অন্ততঃ ৩ শত ব্যক্তিকে ফরেষ্টার এবং রেঞ্জার হিসাবে শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যেই নাকি মাদ্রাজ সরকার এই উদ্যম করিয়াছেন। দেরাদুনে যে কলেজটি আছে বিভিন্ন প্রদেশের চাহিদা মিটাইয়া মাদ্রাজের জন্য এত কর্ম্মচারী যোগান দিবার সাধ্য তাহাদের নাই বলিয়াও প্রকাশ। মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলারের উৎসাহে গঠিত পুনর্গঠন সমিতির প্রস্তাবক্রমে এই কলেজটি উন্মুক্ত হইতেছে।

মিশরে প্ল্যাষ্টিক শিল্প—মিশরে প্ল্যাষ্টিক শিল্পের একটি কারখানা স্থাপিত হইতেছে বলিয়া প্রকাশ। আরও প্রকাশ যে, এই কারখানা হইতে উৎপন্ন দ্রব্যসমূহ ১৯৪৬ সালের শেষের দিকে পূর্ণোদ্যমে বাজারে আসিবে। মিশরীয় তূলা নাকি প্ল্যাষ্টিক দ্রব্যসমূহ উৎপাদনে কাঁচামাল হিসাবে ব্যবহৃত হইবে।

বৃটিশ ভারতে শ্রমিক-বিরোধ—১৯৪৪ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ত্রৈমাসিক হিসাবে জানা যায়, ১৩টি চলতি কর্ম্মবিরতি নিয়া মোট ১৯৪টি কর্ম্মবিরতি ঐ সময়ের মধ্যে সংঘটিত হইয়াছে; মোট ১ লক্ষ ৪০ হাজার ১৬৫ জন শ্রমিক ইহাতে সংশ্লিষ্ট এবং মোট ৪ লক্ষ ৮৮ হাজার ২৯৫টি শ্রম-দিন এই কর্ম্মবিরতির ফলে নষ্ট হইয়াছে। মোট ৯০টি ক্ষেত্রে শ্রমিকদের জয়লাভ হইয়াছে এবং ৬৮টি ক্ষেত্রে উহারা বিফল হইয়াছে।

ভারতে পেনিসিলিন উৎপাদন—প্রকাশ যে, বাঙ্গালোরের ভারতীয় বিজ্ঞান পরিষদ প্রতি মাসে ১০ কোটি ইউনিট পেনিসিলিন উৎপন্ন হইবে। আরও প্রকাশ যে, এই বিপুল পরিমাণ পেনিসিলিন

নর্দার্ণ ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস ঃ
৫ এবং ৬, হেয়ার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ব্রাঞ্চসমূহ

দক্ষিণ কলিকাতা, শ্যামবাজার, হাটখোলা, খিদিরপুর, গার্ডেনরীচ, হাওড়া, কদমতলা (হাওড়া), চাপাডাঙ্গা (হুগলী), পাবনা, সাতবেরীয়া (পাবনা), মেদিনীপুর, সম্বলপুর, বেনারস, এলাহাবাদ।

সকলপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

মিঃ এ, রায়চৌধুরী,
ম্যানেজিং ডাইরেক্টার

১৯৫৯-৬১র
৩%
দ্বিতীয়
ভিক্টরি লোন
সম্বন্ধে কয়েকটি কথা

প্রথম ৩% ভিক্টরি লোন (১৯৫৭)-এ এগার মাসেরও কম সময়ে ১১২ কোটি টাকার উপর জমা হবার পর, এই ঋণ গ্রহণ ১৯৪৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে বন্ধ হয়।

প্রথম ভিক্টরি লোনের মতই সুবিধাজনক সর্ত্তে ৩% দ্বিতীয় ভিক্টরি লোন প্রবর্তিত হ'লো এবং জারি থাকবে যতদিন পর্যন্ত না সরকারী বিজ্ঞাপনের দ্বারা এই ঋণ গ্রহণ বন্ধ হয়।

আপনার ব্যাঙ্কারকে লিখলেই তাঁরা সব বন্দোবস্ত করে দেবেন। তা না হ'লে, বোম্বাই, কলিকাতা, মাদ্রাজ, দিল্লী ও কানপুরের রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার অফিসে, কিংবা ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের যে কোনো শাখা অফিসে, কিংবা ট্রেজারিতে এই উদ্দেশ্যে লিখুন।

আয়কর বাদ দিয়ে শতকরা তিন টাকা হারের সুদ ১৫ই অগস্ট ও ১৫ই ফেব্রুয়ারি আপনার ঠিকানায় পাঠানো হবে। এই ঋণে আপনি যথেচ্ছ পরিমাণ টাকা খাটাতে পারবেন। এতে আপনার মূলধন সম্পূর্ণ নিরাপদ। ১৫ই অগস্ট ১৯৫৯ ও ১৫ই অগস্ট ১৯৬১র মধ্যে আপনার টাকা ফেরত পাবেন।

এ-ছাড়া হস্তান্তরের বাধা না থাকায়, আপনি যে কোনো সময়ে এই লোন বণ্ড বিক্রি ক'রে আপনার টাকা ফেরত পাবেন। এই বেলা দরখাস্ত করুন।

যাঁদের আয়কর দিতে হয় না, কিংবা অপেক্ষাকৃত কম হারে দিতে হয়, তাঁরা এই ঋণের সুদের উপর ধার্য্য আয়করও ফেরত পাবেন।

— AAA 223

আপনার সঞ্চয়
১৯৫৯-৬১র
৩%
দ্বিতীয়
ভিক্টরি লোন-এ
নিয়োগ করুন

'ফিনান্স ডিপার্টমেণ্ট, গভর্নমেণ্ট অব ইণ্ডিয়া' কর্তৃক প্রচারিত

উৎপাদন করিবার উপযোগী যন্ত্রপাতি উক্ত পরিষদে বসানো হইয়াছে। ভারতবর্ষে উক্ত পরিষদেই সর্ব্বপ্রথম পেনিসিলিন উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়াও প্রকাশ।

যুক্তপ্রদেশে নির্ব্বাচন—লক্ষ্ণৌ-এর সাম্প্রতিক সংবাদে প্রকাশ যে, যুক্তপ্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট নাকি স্থির করিয়াছেন যে, ১৯৪৬ সালের জানুয়ারীর দ্বিতীয় সপ্তাহে যুক্তপ্রাদেশিক ব্যবস্থা পরিষদের সাধারণ নির্ব্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে। যুক্তপ্রাদেশিক ব্যবস্থা পরিষদ ভাঙ্গিয়া দিয়া এবং উক্ত পরিষদের সাধারণ নির্ব্বাচন তারিখ জানাইয়া গবর্ণমেণ্ট শীঘ্রই ঘোষণা প্রকাশ করিবেন বলিয়া জানা গিয়াছে।

এস বি দে স্বাস্থ্য-নিবাস—কার্সিয়াংয়ে অবস্থিত এস বি দে স্বাস্থ্য-নিবাসের পরিবর্দ্ধন করিবার জন্য বাংলা গবর্ণমেণ্ট কলিকাতা মেডিক্যাল এইড ও রিসার্চ্চ সোসাইটিকে এককালীন ৩ লক্ষ ৭০ হাজার টাকা অর্থসাহায্য মঞ্জুর করিয়াছেন। উপরোক্ত সংবাদ ঘোষণাপ্রসঙ্গে উক্ত সমিতির সম্পাদক ডাঃ কে এস রায় বলেন যে, বর্ত্তমান আর্থিক বৎসরে ২ লক্ষ টাকা এবং ১৯৪৬-৪৭ সালে অবশিষ্ট অর্থ দেওয়া হইবে।

বি এণ্ড এ রেলওয়ে বোর্ডের সভা—বি এণ্ড এ রেলওয়ের কলিকাতাস্থ এডভাইসরী কমিটির ত্রৈমাসিক বৈঠক গত মঙ্গলবার (২৮শে আগষ্ট) মিঃ আর জি ম্যানসনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। উক্ত বৈঠকে যুদ্ধোত্তর যুগে তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের জন্য সুবিধা, রেল কর্ম্মচারীদের উৎকোচ গ্রহণ এবং দুর্নীতি দমনমূলক ব্যবস্থা, শিয়ালদহ ষ্টেশনে যাত্রীদের জন্য আলোর ব্যবস্থা প্রভৃতি সম্পর্কে আলোচনা হয়।

ভারতের জন্য মার্কিন রেল-ইঞ্জিন—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত ফিলাডেলফিয়ার বলডুইন লোকোমোটিভ ওয়ার্কসের জনৈক উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী ঘোষণা করিয়াছেন যে, ভারত গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে ৬০টি রেল ইঞ্জিন ভারতে সরবরাহ করিবার জন্য উক্ত প্রতিষ্ঠান সম্প্রতি এক অর্ডার পাইয়াছিলেন। উক্ত ৬০টি রেল ইঞ্জিন ইতিমধ্যেই নাকি জাহাজে ভারতাভিমুখে পাঠান হইয়াছে।

কলিকাতায় মৎস্যের যোগান—প্রকাশ, কলিকাতায় বর্ত্তমানে মৎস্যের যোগান দৈনিক প্রায় ১৮ শত মণ হইতে হ্রাস পাইয়া প্রায় ৫ শত মণে দাঁড়াইয়াছে। কলিকাতার মৎস্যাহারীদের সংখ্যা ২০ লক্ষ ধরিলে এবং জন প্রতি দৈনিক ২ ছটাক হিসাবে কলিকাতায় দৈনিক অন্যূন ৬ হাজার ২ শত ৫০ মণ মৎস্যের দরকার। কলিকাতায় বর্ত্তমানে দৈনিক মোট যে মৎস্যের আমদানী হইতেছে তাহার ভিতর বাংলার নদীসমূহের মোহনা হইতে পাওয়া যায় ১ শত মণ, ৫০ মণ আসে চিল্কা হ্রদ হইতে, আসাম, বিহার, যুক্তপ্রদেশ ও বাংলার বিভিন্ন জেলাসমূহ হইতে আসে আরও ২ শত মণ; গোয়ালন্দ ও সারা অঞ্চল হইতে সরবরাহ হয় ৫০ মণ ইলিশ; বিভিন্নস্থান হইতে আমদানী হয় ৫০ মণ চিংড়ি; এবং কলিকাতার আশেপাশে ২০ মাইলের ভিতর যে সব স্থান অবস্থিত তাহা হইতে আসে ৩০ মণ নানা জাতীয় মৎস্য। সাধারণতঃ পূর্ব্বে কলিকাতায় দৈনিক বাংলাদেশের মোহনাসমূহ হইতে আসিত ২ শত মণ, চিল্কা হ্রদ হইতে ৪ শত মণ, রুই, কাৎলা, মৃগেল ইত্যাদি এবং জুন, জুলাই, আগষ্ট মাসে ৭ শত মণ ইলিশ মাছ। ১৯৪৪ সালের আগষ্ট মাস হইতে চিল্কা অঞ্চল হইতে কলিকাতায় মাছ আবার আসিতেছে, কিন্তু মাত্র

"সত্যিকারের উদীয়মান

ঝাঁ চ্চা . . . রয়েল ইণ্ডিয়ান এয়ার ফোর্স-এর বৈমানিকেরা শুধু যে বিমানচালনা করতেই জানেন তা নয়, তাঁদের অন্য গুণও আছে। সব গুণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ গুণ সাহস—চল্‌তি কথায় যাকে আমরা বলি 'বুকের পাটা', তা এদের যথেষ্ট পরিমাণে আছে।

এ ছাড়া এদের বুদ্ধিমত্তা, কাজের গুরুদায়িত্ব এবং দেশের ও নিজেদের ভবিষ্যৎ উন্নতির জন্য এদের প্রচেষ্টা—এ সব দিক বিচার করলে সহজেই বুঝতে পারবেন ভারতের উদীয়মান যুবসম্প্রদায়ের মধ্যে এরাই সবচেয়ে সেরা কেন। যে-কোনো রিক্রুটিং অফিসারের কাছ থেকে আবেদনের নিয়মাবলী পাবেন।

AAA 82

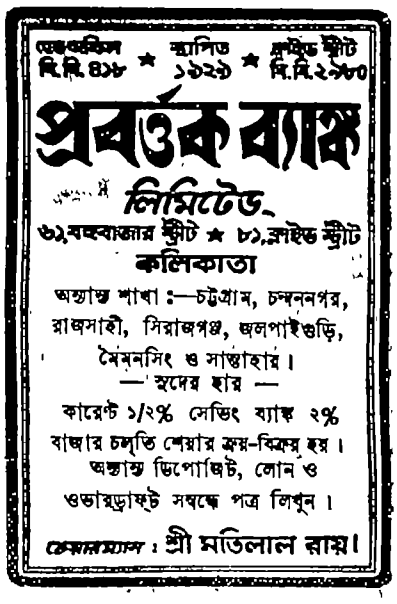

৫০ মণ ছাড়া বাকী সমস্ত মাছই সৈন্যদের জন্য নির্দ্দিষ্ট। ইলিশ মাছের সাম্প্রতিক অভাবের কারণ অংশতঃ যানবাহনের অভাব ও অংশতঃ পদ্মায় বর্ত্তমানে অতি অল্প পরিমাণে মৎস্য ধৃত হওয়া। কলিকাতার মৎস্য ব্যবসায়ে চারি শ্রেণীর লোক আছে :—জেলে, বেপারী, কমিশন এজেন্ট এবং খুচরা ব্যবসায়ী। বিভিন্ন শ্রেণীর মৎস্য যেখানে ধৃত হয় সেখানে ৪০৲ টাকা মণ দরে বিক্রীত হয়। সেই মৎস্য যখন কলিকাতায় নীলামে বিক্রয় হয় তখন তার দর উঠে মণপ্রতি ১ শত টাকা। শ্রেণী বিভাগের পর সেই মৎস্যের ভিতর ভেটকী আবার দেড়শত টাকা মণ দরে বিক্রয় হয়। শেষ পর্য্যন্ত ইহা ৮৲ টাকা সের অথবা ৩২০৲ মণদরে বিক্রীত হইয়া থাকে।

খাদ্য সরবরাহের পরিকল্পনা—প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান সম্প্রতি ঘোষণা করিয়াছেন যে, ঋণ ও ইজারা ব্যবস্থার পরিবর্ত্তে বৃটেন ও ইউরোপের বিভিন্ন স্থানে খাদ্যদ্রব্য সরবরাহের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র একটি সাময়িক পরিকল্পনা করিতেছেন।

যাদবপুর যক্ষ্মা হাসপাতালে দান—যাদবপুর যক্ষ্মা হাসপাতালের কর্ত্তৃপক্ষ জানাইতেছেন যে, ১৭নং হরিশ মুখার্জ্জি রোডের মিঃ এম এন মুখার্জ্জি যাদবপুর যক্ষ্মা হাসপাতালে ২০ হাজার টাকা দান করিয়াছেন। আগামী জানুয়ারী মাসে তিনি আরও ১০ হাজার টাকা দান করিবেন বলিয়াও প্রকাশ। উক্ত অর্থ দ্বারা 'রাজেন্দ্রকান্তি ওয়ার্ড' নামে একটি ওয়ার্ড স্থাপিত হইবে বলিয়াও জানা গিয়াছে।

কুড়ি লক্ষ লোক বেকার—নয়াদিল্লীস্থ এসোসিয়েটেড প্রেসের সংবাদদাতা জানাইতেছেন, ভারতীয় সৈন্য বাহিনীর ২০ লক্ষাধিক অফিসার ও সৈন্যের কর্ম্মচ্যুতি হইবার সম্ভাবনা আছে। ভারতীয় সমর বিভাগ সৈন্যদল ভাঙ্গিয়া দিবার পরিকল্পনা অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সহিত শেষ করিতেছেন বলিয়াও প্রকাশ। আরও প্রকাশ যে, সেপ্টেম্বরের শেষ পর্য্যন্ত সৈন্যদল ভাঙ্গিয়া দিবার পরিকল্পনা প্রস্তুত হইয়া যাইবে এবং অক্টোবর হইতেই ভারতীয় সমর বিভাগের অন্তর্ভুক্ত সৈন্যদল হইতে লোক ছাঁটাই আরম্ভ হইবে। যে সমস্ত অফিসার ও সৈন্য স্বেচ্ছায় সৈন্যদল ত্যাগ করিতে চাহিতেছেন তাঁহাদিগকে আগে ছাড়া হইবে। তাহার পর বয়স ও কার্য্যকালের মেয়াদ বিবেচনায় ক্রমশঃ লোক ছাঁটাই করা হইবে।

হিন্দুমহাসভার লাইব্রেরীতে দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ দান—নয়া দিল্লীর সাম্প্রতিক সংবাদে প্রকাশ, প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক ও রুশ সংস্কৃতিতে অভিজ্ঞ পণ্ডিত ডাঃ এ কে সাহা নিখিল ভারত হিন্দুমহাসভার লাইব্রেরীতে হিন্দুমহাসভার অবৈতনিক সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন চৌধুরী মারফৎ সোভিয়েট রুশিয়ার যন্ত্র নির্ম্মাণ শিল্প, ধাতু শোধন প্রক্রিয়া ও ফলিত পদার্থবিদ্যা, কাঁচ শিল্প, কয়লা উনান শিল্প, শিল্প পরিকল্পনা প্রভৃতি বিষয়ে ২ শত দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ প্রদান করিয়াছেন।

পঞ্চাশ হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ—সম্প্রতি নিখিল ভারত চরকা সঙ্ঘের সম্পাদক দ্বারভাঙ্গার সাবজজের এজলাসে বিহার গবর্ণমেণ্ট, দ্বারভাঙ্গার ভূতপূর্ব্ব জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট এবং ভূতপূর্ব্ব দায়রা জজের বিরুদ্ধে দুইটি দেওয়ানী মামলা দায়ের করিয়া ক্ষতিপূরণস্বরূপ ৫০ হাজার টাকা দাবী করিয়াছেন। প্রকাশ, তিনি ১৯৪২ সালের হাঙ্গামার সময় সমরী খাদি ভাণ্ডারে অগ্নি-সংযোগ এবং খাদি ভাণ্ডারের লোকদের প্রহার এবং সঙ্ঘের বিভিন্ন শাখার সম্পত্তি লুণ্ঠনের অভিযোগ করিয়াছেন। ভূতপূর্ব্ব জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ লাইনস-এবং

শিলং ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন লিঃ

হেড অফিস—শিলং
টেলি :—SHILLBANK
ফোন : শিলং—১৬৬

কলিকাতা ব্রাঞ্চ:—১৫নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট,
টেলি :—BANKSHILLO
ফোন : ক্যাল—৪৪৫৪

অন্যান্য শাখা—শ্রীহট্ট, হবিগঞ্জ, করিমগঞ্জ, গৌহাটী ও নওগাঁ (আসাম)।

শ্রীপ্রফুল্লকুমার চোধুরী, ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

Gram : Cencomba Phone : B. B. 5638 Post Box No. 2282

সেণ্ট্রাল কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ

স্থাপিত—১৯২৮
হেড অফিস—১২, জ্যাকসন লেন, কলিকাতা।

অনুমোদিত জামিনে ধার, ক্যাশ ক্রেডিট ও ওভারড্রাফট দেওয়া হয়। বিল, ডিভিডেণ্ড প্রভৃতির টাকা সুবিধাজনক সর্ত্তে আদায় করিয়া দেওয়া হয়।

ম্যানেজিং ডিরেক্টার :—মিঃ এস বি বিশ্বাস

কুমিল্লা ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন লিঃ

হেড অফিস :—কুমিল্লা স্থাপিত — ১৯১৪

মূলধন

অনুমোদিত—	৩,০০,০০,০০০৲
বিলিকৃত ও বিক্রীত—	১,০০,০০,০০০৲
আদায়ীকৃত—	৫৪,০০,০০০৲ উপর
রিজার্ভ ফণ্ডে—	২৫,০০,০০০৲ উপর

কলিকাতা অফিস—৪নং ক্লাইভ ঘাট ষ্ট্রীট
হাইকোর্ট, বড়বাজার, দক্ষিণ কলিকাতা, নিউ মার্কেট ও হাটখোলা।
বাংলার বাহিরে শাখাসমূহ :—
বোম্বে, মান্দভি (বোম্বে), দিল্লী, কাণপুর, লক্ষ্ণৌ, বেনারস, ভাগলপুর ও কটক।
পাটনা শাখা খোলা হইয়াছে।
লণ্ডন এজেণ্ট :—ওয়েষ্টমিনষ্টার ব্যাঙ্ক লিমিটেড।
নিউইয়র্ক এজেণ্ট :—ব্যাঙ্কার্স ট্রাষ্ট কোং অব নিউইয়র্ক।
অষ্ট্রেলিয়ান এজেণ্ট :—ন্যাশন্যাল ব্যাঙ্ক অব অষ্ট্রেলেশিয়া লিঃ।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর :—মিঃ এন. সি. দত্ত. এম-এল-সি।

দি ব্যাঙ্ক অফ বরোদা লিঃ

(১৯০৮ সালে বরোদার সংশোধিত—সঙ্ঘবদ্ধের দায়িত্ব সীমাবদ্ধ)
বরোদার মাননীয় মহারাজা গায়কোয়াড়ের গভর্ণমেণ্টের পৃষ্ঠপোষকতায় প্রতিষ্ঠিত

অনুমোদিত মূলধন	...	২,৪০,০০,০০০৲	টাকা
বিলিকৃত ও বিক্রীত মূলধন	...	২,০০,০০,০০০৲	,,
তাগিদ দেওয়া মূলধন	...	১,০০,০০,০০০৲	,,
আদায়ীকৃত মূলধন (৩১-৮-৪৪)	...	৯৯,৯৯,৫৮০৲	,,
মজুত তহবিল	...	১,০০,০০,০০০৲	,,

হেড অফিস :—ব্যাঙ্ক রোড, বরোদা কলিকাতা অফিস :—১১, ক্লাইভ ষ্ট্রীট

শাখাসমূহ :
আমেদাবাদ (ভদ্রা), আমেদাবাদ (পাঁচকুভা), আমরেলী, ভবনগর, বিলিমোরা, বোম্বাই (ফোর্ট), বোম্বাই (জাভেরী বাজার), কলিকাতা, দাভয়, ধুলিয়া (পশ্চিম খান্দেস), দ্বারকা, হারিজ, জালগাঁও (পূর্ব্ব খান্দেস), কাঁদী, কালল, কপদ্বঞ্জ, কারজন, মেসানা, মিঠাপুর, নবসারী, পাটন, পেঠলাদ, পোর্ট ওখা, সঙ্খেদা, সিধপুর, সুরাট, উন্‌ঝা (এন, জি), ভিসনগর ভায়ারা।

ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত সকল প্রকার কাজ করা হয়।

ডব্লিউ জি গ্রাউণ্ডওয়াটার, জেনারেল ম্যানেজার, বরোদা।
এম, জি, পারিখ, এক্টিং ম্যানেজার, কলিকাতা

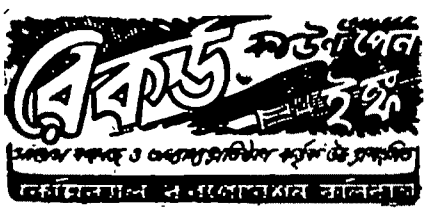

ভূতপূর্ব্ব জেলা ও দায়রা জজ মিঃ সলিসব্যারীর বিরুদ্ধে নোটিশ জারী করা হইয়াছে। মিঃ সলিসব্যারী বর্ত্তমানে ইংলণ্ডে আছেন।

ফ্যাকালটি অব কমার্স—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্ত্তমানে বাণিজ্য (কমার্স) বিষয়ে শিক্ষা দান ব্যবস্থা কলা (আর্টস) বিভাগের অন্তর্গত। প্রকাশ, এখন হইতে কমার্স বিষয়ে শিক্ষা দান ব্যবস্থা স্বতন্ত্রভাবে পরিচালিত করার জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের "ফ্যাকালটি অব কমার্স" নামে বাণিজ্য বিষয়ে শিক্ষাদান বিভাগ গঠিত করার ব্যবস্থা অবলম্বিত হইতেছে। বর্ত্তমানে 'বি-কম' পরীক্ষায় পাঠ্য তালিকার কোনও শ্রেণী-বিভাগ নাই। পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রদের পরীক্ষার ফল অনুযায়ী প্রথম বা দ্বিতীয় বিভাগে স্থান দেওয়া হয়। 'ফ্যাকালটি অব কমার্স' স্থাপিত হইলে যথাক্রমে অনার্স ও পাশ কোর্স পাঠ্য তালিকা প্রবর্ত্তিত হইবে। ফ্যাকালটি অব কমার্স স্থাপিত হইলে বাণিজ্য বিষয়ে শিক্ষাব্যবস্থার উন্নতি হইবে বলিয়া বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃপক্ষ আশা করেন।

কর্ম্মচ্যুত সৈন্যদের শিক্ষার পরিকল্পনা—বোম্বাই গবর্ণমেণ্ট সম্প্রতি এক বিবৃতিযোগে জানাইয়াছেন যে, গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচ্যুত সৈন্যদের শিক্ষা দিয়া কোঃঅপারেটিভ বিভাগে নিয়োগ করিবার জন্য এক পরিকল্পনা রচনা করিবার নির্দ্দেশ দিয়াছেন। উক্ত বিবৃতিতে আরও উল্লেখ করা হইয়াছে যে, সম্ভবতঃ পুণায় এই শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা হইবে এবং আঞ্চলিক ভাষাগুলির সাহায্যে শিক্ষা দেওয়া হইবে।

অষ্ট্রেলিয়ার বাজারে ভারতীয় বস্ত্র—নিউ ইয়র্কের সাপ্তাহিক সংবাদে প্রকাশ যে, অষ্ট্রেলিয়ায় যে বস্ত্রের বাজার পূর্ব্বে জাপানের একচেটিয়া ছিল, সেই বাজার ভারতীয় বস্ত্র অধিকার করিয়াছে। নিউ ইয়র্কের 'ওয়াল ষ্ট্রীট জার্ণাল' এই সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে মন্তব্য করিয়াছেন যে, ভারত ও অষ্ট্রেলিয়ার মধ্যে এই বাণিজ্যের বৃদ্ধিতে বৃটিশ সাম্রাজ্যের বাণিজ্য ও আর্থিক ব্যবস্থার নিশ্চয়ই হাত আছে, কারণ এই ব্যবস্থা অনুসারে যে দেশে ষ্টার্লিং ব্যবহৃত হয় না, সেখান হইতে মাল ক্রয় করা উক্ত দেশসমূহের কোনটির পক্ষেই সম্ভব নয়।

২২ লক্ষ ১০ হাজার বাড়ী বিনষ্ট—লণ্ডনের সাম্প্রতিক সংবাদে প্রকাশ যে, মিত্রপক্ষের বোমা-বর্ষণের ফলে জাপ রাজধানীর ১৩ লক্ষাধিক ঘর-বাড়ী বিনষ্ট হইয়াছে। টোকিওতে মাত্র ৩ লক্ষ ৭০ হাজার বাড়ী বাসোপযোগী রহিয়াছে বলিয়াও প্রকাশ। এই সম্পর্কে আরও প্রকাশ যে, সমগ্র জাপানে মোট ২২ লক্ষ ১০ হাজার ঘরবাড়ী বিনষ্ট হইয়াছে। মিত্রপক্ষীয় বিমান বহরের আক্রমণে মোট ৬ লক্ষ ৮০ হাজার লোক হতাহত হইয়াছে। ইহার মধ্যে ১ লক্ষ ৬০ হাজার জন নিহত হইয়াছে।

রাশিয়ায় অণুবোমার গবেষণা—প্রকাশ, জেনারেলিসিমো ষ্ট্যালিন সম্প্রতি রাশিয়ায় অণু-বোমার গবেষণা কার্য্যে নায়কত্ব গ্রহণ করিয়াছেন। আরও প্রকাশ যে, অণুবোমার কার্য্যকারিতা ঘোষিত হইবার পর হইতে রুশ বৈজ্ঞানিকগণ তাঁহাদের গবেষণা কার্য্য ব্যাপকভাবে চালাইতে-ছেন। ষ্ট্যালিন নাকি রাশিয়ার খ্যাতনামা বৈজ্ঞা-নিকগণকে বলিয়াছেন যে, তিনি ৬ মাসের মধ্যেই অণুবোমা প্রস্তুত করিতে পারিবেন। অণুবোমা সম্পর্কে সোভিয়েট গবেষণাগার ইউরাল পর্ব্বত-মালার পশ্চাতে ম্যাগনিটোগোরস্ক অঞ্চলে অবস্থিত বলিয়াও প্রকাশ। সোভিয়েট ইউনিয়ন অণুবোমার গোপন তথ্য জানিতে পারিবে না বলিয়া ওয়াশিং-টন ও লণ্ডন হইতে যে বিবৃতি দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে ক্রেমলিনে উষ্মার সঞ্চয় হইয়াছে, জানা গিয়াছে।

জাপ-যুদ্ধ সমাপ্তিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রীয় বাজেট—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রীয় বাজেট বুরোর ডিরেক্টর মিঃ হ্যারল্ড স্মিথ সম্প্রতি ঘোষণা করিয়া-ছেন যে, জাপানের যুদ্ধ শেষ হওয়ায় বর্ত্তমান

লয়্যাল ব্যাঙ্ক লিমিটেড
হেড অফিস : চাঁদপুর (কোমিল্লা)
কলিকাতা অফিস : ২৯, ষ্ট্র্যাণ্ড রোড
গ্রাম : মেমোর্য্যাণ্ডাম্ ফোন : ক্যাল ৫৭৬৬
শাখাসমূহ :
শিয়ালদহ, ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জ, পুরাণবাজার, মালদহ, টঙ্গিবাড়ী, সিরাজদিখা, পাটকেলঘাটা (খুলনা), নরসিংদি।
সকলপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।
ম্যানেজিং ডিরেক্টর :
মিঃ মনকুমার নাগ
কলিকাতা এজেন্ট :
মিঃ হরিহর চক্রবর্ত্তী

ইউনাইটেড ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ব্যাঙ্ক লিমিটেড
স্থাপিত ১৯৪০
সিডিউলভুক্ত ব্যাঙ্ক
চেয়ারম্যান—শ্রীযুক্ত যদুনাথ রায়
সুবিধাজনক সর্ত্তে সাধারণ ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ করা হয়।
হেড অফিস—
৭, ওয়েলেসলী প্লেস, কলিকাতা
শাখাসমূহ—
বড়বাজার, শ্যামবাজার, হাটখোলা (কলিকাতা), ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, চাঁদপুর ও ময়মনসিংহ।
পে-অফিস : মিরকাদিম
জেনারেল ম্যানেজার :
এ চ্যাটার্জি, বি-কম, সি-এ, আই, আই, বি

সাবান প্রস্তুতের
কোন :—
বড়বাজার :—১৩৯৭ অফিস
,, :— ১৫৯২ ফ্যাক্টরী
টেলিগ্রাম—"চীনামাটি"
যাবতীয় জিনিষ—সিলিকেট সোডা • সোপষ্টোন পাউডার • কষ্টিক সোডা • রজন • সিট্রোনেলা অয়েল • রঙ • হাইড্রোমিটার • প্রভৃতি পাইবেন
কলিকাতা মিনারেল সাপ্লাই কোং লিঃ
৩১, জ্যাকসন লেন, কলিকাতা

দি বঙ্গলক্ষ্মী ইন্সিওরেন্স লিঃ
হেড অফিস :
১এ, ক্লাইভ ষ্ট্রীট
ফোন : কলিঃ ৩০৯৯
চেয়ারম্যান :
শ্রীচারুচন্দ্র দত্ত আই, সি, এস (অবসরপ্রাপ্ত)

নিউ ষ্ট্যাণ্ডার্ড ব্যাঙ্ক লিঃ
হেড অফিস :—কুমিল্লা
অনুমোদিত মূলধন ১,০০,০০,০০০৲
বিলিকৃত ও বিক্রীত মূলধন ২০,০০,০০০৲
আদায়ীকৃত মূলধন ১৭,৭০,০০০৲ টাকার উপর
রিজার্ভ ফাণ্ড ৩,০০,০০০৲
শাখাসমূহ
ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলেজ ষ্ট্রীট, বালীগঞ্জ, শ্যামবাজার, ময়মনসিংহ, ফরিদপুর, টাঙ্গাইল, আসানসোল, বর্দ্ধমান, খুলনা, শিলচর, সিলেট, শিলং, তিনসুকিয়া, জোড়হাট, ছাতক, রাঁচী, জব্বলপুর ও এলাহাবাদ।
এজেন্সী :—ভারতের বড় বড় ব্যবসাকেন্দ্রে।

বৎসরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রীয় বাজেট বরাদ্দ হইতে ১৮৫০ কোটি ডলার অর্থাৎ ৬৪৭৫ কোটি টাকা বাদ যাইবে।

সিন্ধু ব্যবস্থা পরিষদ—প্রকাশ, উক্ত পরিষদের চীফ সেক্রেটারী ঘোষণা করিয়াছেন যে, সিন্ধুর গবর্ণর সিন্ধু ব্যবস্থা পরিষদ ভাঙ্গিয়া দিয়াছেন এবং এই বৎসর শেষ হইবার পূর্ব্বেই নূতন নির্ব্বাচন পর্ব্ব শেষ হইয়া যাইবে।

শ্রীযুক্তা বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত—সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, মুস্লিম লীগের প্রেসিডেণ্ট মিঃ এম এ জিন্নার সহিত তাঁহার দীর্ঘকালের বন্ধুত্ব থাকা সত্ত্বেও ডাঃ সৈয়দ হোসেন জাতীয়তাবাদী মুসলমানদের পক্ষে নির্ব্বাচনী প্রচারকার্য্য চালাইবার জন্য ভারতে প্রত্যাবর্ত্তনের সঙ্কল্প করিয়াছেন। আরও জানা গিয়াছে যে, শ্রীযুক্তা বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত বিমানযোগে ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে মনস্থ করিয়াছেন। এখানকার জাতীয়তাবাদী ভারতীয়দের মতে তিনি সারা যুক্তরাষ্ট্রে, বিশেষতঃ সানফ্রান্সিস্কোতে যে কাজ করিয়াছেন তাহাতে তাঁহার নির্ব্বাচনে সাফল্যলাভের সম্ভাবনা খুব বেশী।

কলিকাতায় রিক্সা ধর্ম্মঘট—প্রকাশ, গত ৩০শে আগষ্ট হইতে কলিকাতায় রিক্সা চালকদের যে ধর্ম্মঘট চলিতেছিল, তাহার অবসান হইয়াছে। আরও প্রকাশ যে, এডিশন্যাল লেবার কমিশনার ও পুলিশ কমিশনারের প্রতিনিধির মধ্যস্থতায় রিক্সার মালিকগণের সহিত রিক্সাচালকদের প্রতিনিধিদের এক মীমাংসার ফলে গত রবিবার সকাল ৭টা হইতে রিক্সাচালকগণ কাজে যোগদান করিয়াছে। গত শনিবার লেবার কমিশনারের অফিসে এডিশন্যাল লেবার কমিশনার খান বাহাদুর এ ই এম মুর্শেদ এবং পুলিশ কমিশনারের প্রতিনিধির সহিত রিক্সার মালিকদের এবং রিক্সাচালকদের প্রতিনিধিগণের এক আলোচনা হয়। কর্পোরেশনের কাউন্সিলর এবং কলিকাতা রিক্সা মজদুর ইউনিয়নের সভাপতি মহম্মদ ইসমাইল রিক্সাচালকদের পক্ষে আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন।

(রাজনৈতিক—৪২৯ পৃষ্ঠার পর)

প্রদেশসমূহে আইন সভার সব কয়টী সদস্যপদ লীগ কর্ত্তৃক অধিকৃত হয় তাহা হইলেও কংগ্রেসের মধ্যে বহু আদর্শবাদী মুসলমান থাকিবেন এবং দেশের জন্য উহারা কংগ্রেসের সহিত কাঁধ মিলাইয়া সর্ব্বপ্রকার নির্য্যাতন ভোগ করিবেন। সুতরাং কংগ্রেসের মধ্যে মিঃ কোয়ায়ুম্ ও মালিকলাল খানের স্থান পূর্ণ হইতে বেশী দেরী হইবে না।

* * *

আর্য্য সমাজীদের ধর্ম্মগ্রন্থ 'সত্যার্থ প্রকাশের' প্রচার বন্ধ করিয়া সিন্ধু প্রদেশের লীগ মন্ত্রিসভা যে অবিবেচনার কাজ করিয়াছেন তাহার কোন প্রতিকার হইল না দেখিয়া আর্য্য সমাজীগণ সিন্ধু গবর্ণমেণ্টের সহিত প্রত্যক্ষ সংঘর্ষে অবতীর্ণ হইবার সঙ্কল্প স্থির করিয়াছেন। মুসলমানদের ধর্ম্মগ্রন্থ কোরাণের মধ্যে হিন্দু সমাজের পক্ষে অনেক আপত্তিকর কথা রহিয়াছে। এদেশে খৃষ্টান মিশনারীগণ হিন্দুধর্ম্মের সম্বন্ধে অনেক গ্লানিকর পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু হিন্দুদের মনে কোন দিন কোরাণ ও ঐ সব পুস্তকের প্রচার বন্ধ করিবার কোন চিন্তা জাগে নাই। বিশিষ্ট ইংরাজ লেখক এইচ জি ওয়েলস প্রণীত "দি আউটলাইন অব হিষ্টরী" নামক সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থে মুসলমান ধর্ম্ম এবং মুসলমান ধর্ম্মের প্রবর্ত্তকের সম্বন্ধে এরূপ গ্লানিজনক মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছে যাহার তুলনা নাই। উহা সত্ত্বেও কোন প্রদেশের কোন লীগ গবর্ণমেণ্ট আজ পর্য্যন্ত এই পুস্তকের প্রচার বন্ধ করিবার প্রয়াস করেন নাই। এরূপ অবস্থায় সিন্ধু প্রদেশে 'সত্যার্থ প্রকাশের' প্রচার বন্ধ করার পেছনে কোন অভিসন্ধি রহিয়াছে বলিয়াই মনে হয়। সিন্ধুপ্রদেশে এরূপ অনেক জাতীয়তাবাদী মুসলমান রহিয়াছেন যাঁহারা লীগের নীতির বিরোধী। লীগের বিরোধিতা করিতে গিয়া উক্ত প্রদেশের ভূতপূর্ব্ব প্রধানমন্ত্রী খান বাহাদুর আল্লাবক্স নিজ জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন। 'সত্যার্থ প্রকাশ' উপলক্ষ করিয়া সিন্ধুতে যাহাতে হিন্দু মুসলমানের পরস্পরের মধ্যে বিদ্বেষ প্রবল হইয়া উঠে এবং আগামী নির্ব্বাচনে সিন্ধুপ্রদেশের কোন জাতীয়তাবাদী মুসলমান যাহাতে আইন সভায় প্রবেশ না করিতে পারেন তদুদ্দেশ্যেই 'সত্যার্থ প্রকাশের' উপর নিষেধাজ্ঞা বলবৎ করা হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষই সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠানের পক্ষে নির্ব্বাচন দ্বন্দ্বে উত্তীর্ণ হইবার পক্ষে একমাত্র সম্বল। সিন্ধুর লীগ গবর্ণমেণ্ট এই অপকৌশলেরই আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন।

জনসেবায়—

রুণু ফিসারিস্ লিমিটেড

স্থাপিত—১৯২৪

ম্যানেজিং এজেণ্টস্—সরকার এণ্ড কোং,

৫৭নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মৎস্য, কৃষি ও শিল্পব্যবসায়ের সুদৃঢ় যৌথ প্রতিষ্ঠান

:: চেয়ারম্যান ::

শ্রীমণিলাল মিত্র

ম্যানেজিং ডিরেক্টর, বগুড়া সিটি ব্যাঙ্ক লিঃ;
ডিরেক্টর-ইন-চার্জ্জ, রাজকুমারী কটন মিলস্ লিঃ।

ঃঃ ডিরেক্টর বোর্ড ঃঃ

১। মিঃ যোগেশচন্দ্র পাল—ডিরেক্টর, ন্যাশনাল ইকনমিক ব্যাঙ্ক লিঃ; ম্যানেজিং ডিরেক্টর, ন্যাশনাল ইকনমিক প্রভিডেণ্ট ইন্সিওরেন্স লিঃ।

২। মিঃ অবিনাশচন্দ্র সরকার বি, এল; পার্টনার, ইণ্ডিয়া ট্রেডিং সিণ্ডিকেট; ডিরেক্টর, দি বেঙ্গল পোল্ট্রি, ডায়েরী এণ্ড এগ্রিকালচার লিঃ।

৩। মিঃ বিনোদবিহারী সেন—এসিষ্ট্যাণ্ট ম্যানেজিং ডিরেক্টর, বগুড়া সিটি ব্যাঙ্ক লিঃ; ডিরেক্টর, উডম্যান লিঃ; ডিরেক্টর, ইউনাইটেড প্রভিডেণ্ট ইন্সিওরেন্স লিঃ; ডিরেক্টর, রাজকুমারী কটন মিলস্ লিঃ।

৪। মিঃ নরেশচন্দ্র বসু—ম্যানেজিং ডিরেক্টর, জাতীয় ব্যাঙ্ক লিঃ।

৫। মিঃ হেমচন্দ্র মিত্র—ম্যানেজিং ডিরেক্টর, উডম্যান লিঃ; ইউনাইটেড পাবলিসিটি সার্ভিস্, লিঃ; সুপারভাইজিং ডিরেক্টর, বগুড়া সিটি ব্যাঙ্ক লিঃ; ডিরেক্টর, রাজকুমারী কটন মিলস্ লিঃ।

৬। মিঃ অনিল সরকার—পার্টনার, সরকার এণ্ড কোং।

প্রদত্ত লভ্যাংশের পরিমাণ
শতকরা ৭৷৷০ টাকা।

— ব্যাঙ্কারস্ —

মহালক্ষ্মী ব্যাঙ্ক লিঃ।
বগুড়া সিটি ব্যাঙ্ক লিঃ।

ফিসারী—মধুপুর ৪৮০ বিঘা; সিঙ্গিয়া—৬০০ বিঘা।

কোম্পানীর জলাশয়ের কার্য্য অতীব সন্তোষজনকভাবে চলিতেছে এবং বর্দ্ধিত হারে ইণ্টারিম ডিভিডেণ্ড দেওয়ার আশা করা যাইতেছে।

নূতন শেয়ার বিক্রয়ের অনুমতি পাওয়া গিয়াছে।

অবশিষ্ট শেয়ার বিক্রয়ের জন্য প্রতিপত্তিশালী এজেণ্ট আবশ্যক।

RF/2—U.P.S.

কোম্পানী প্রসঙ্গ

বেঙ্গল ব্যাঙ্ক লিঃ

সম্প্রতি আমরা বেঙ্গল ব্যাঙ্ক লিমিটেডের গত ৯৪৪ সালের যে কার্য্যবিবরণী পাইয়াছি তাহা ষ্ট এক বৎসরে এই ব্যাঙ্কের উল্লেখযোগ্য উন্নতির রিচয় পাওয়া যায়। ১৯৪৩ সালের তুলনায় ালোচ্য বৎসরে এই প্রতিষ্ঠানটির আদায়ী ধনের পরিমাণ শতকরা ১৭০ ভাগের উপর ড়িয়া মোট ১০ লক্ষ ১১ হাজার টাকা হইয়াছে। ই ব্যাঙ্কে সাধারণের আমানতী জমার পরিমাণ তকরা ৬০ ভাগ বাড়িয়া মোট ৮৭ লক্ষ ৫৯ হাজার কা হইয়াছে। তাহা ছাড়া উহার সাধারণ ভূত তহবিলের পরিমাণ বৎসরের শেষে ৪৭ জার ৫০০ টাকা দাঁড়াইয়াছে। এক বৎসরে ঙ্গল ব্যাঙ্কের কার্য্যকরী তহবিল এই ভাবে বৃদ্ধি য়া উহার কর্ম্মকর্ত্তাদের কর্ম্মকুশলতা ও ষ্ঠানটির ক্রমিক জনপ্রিয়তার পরিচায়ক সন্দেহ ।

আদায়ীকৃত মূলধন, মজুত তহবিল ও সাধারণের মানতী জমা প্রভৃতি মিলাইয়া ১৯৪৪ সালের ষে বেঙ্গল ব্যাঙ্কের মোট দায় দাঁড়াইয়াছিল কোটি ১ লক্ষ টাকা। ঐ দায়ের বদলে উপরোক্ত ময়ে ব্যাঙ্কের যে সম্পত্তি ছিল তাহার প্রধান ধান দফাগুলি এইরূপ :—হাতে ও ব্যাঙ্কে ৪০ ক্ষ ২৯ হাজার টাকা, সরকারী সিকিউরিটি ও উনিসিপ্যালিটির ডিবেঞ্চার ১১ লক্ষ ৬৯ হাজার কা, ঋণ, ক্যাশ ক্রেডিট ও ওভারড্রাফট ৪২ লক্ষ হাজার টাকা, চেক ও বিল ২ লক্ষ ৬০ হাজার কা। এই সমস্ত বিবরণ দৃষ্টে ব্যাঙ্কের তহবিল লভাবে নিয়োজিত রহিয়াছে বলিয়াই বুঝা য়।

আলোচ্য বৎসরে ব্যাঙ্কিংয়ের কাজ চালাইয়া ধারণ খরচপত্র বাদে বেঙ্গল ব্যাঙ্ক লিমিটেডের ০ হাজার ৫০৯ টাকা (পূর্ব্ব বৎসরের জের হাজার ৭১৪ টাকা সহ) লাভ দাঁড়ায়; উহা ইতে ৬ হাজার ৫০০ টাকা কোম্পানীর মজুত হবিলে নিয়োগ করা হইয়াছে, ৩৪ হাজার টাকা ায়করের জন্য মজুত রাখা হইয়াছে। বাকী াকা হইতে অংশীদারদিগকে শতকরা ৬।০ আনা রে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছে। নানাস্থানে ঙ্গল ব্যাঙ্কের ২২টি শাখা অফিস স্থাপিত ইয়াছে। ঐ সব শাখা অফিসের ভিতর দিয়া াঙ্কটির কার্য্যধারা দিন দিন প্রসার লাভ রিতেছে। মিঃ এল, এম, মুখার্জ্জি ম্যানেজিং ডরেক্টর হিসাবে বর্ত্তমানে ব্যাঙ্কটি পরিচালনা রিতেছেন।

"হিমকল্যাণ ওয়ার্কস"

লাহোর যাত্রার পূর্ব্বে ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোধ্যায় কলিকাতার মেয়র শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ খোপাধ্যায় মহাশয় সমভিব্যাহারে "হিমকল্যাণ য়ার্কস" পরিদর্শন করিয়া নিম্নলিখিত মত লিপিদ্ধ করিয়া গিয়াছেন :—

"যে সকল প্রক্রিয়ায় স্বদেশী উপকরণে 'হিমল্যাণ' কেশতৈল প্রস্তুত করা হয়, সে সব বিষয়ের থা আমি অবগত হইয়াছি। 'হিমকল্যাণ য়ার্কসের' স্বত্বাধিকারী পণ্ডিত শ্রীযুত নগেন্দ্রনাথ ট্টাচার্য্য শাস্ত্রী মহাশয় যে আমাদের দেশের ও জ্ঞানিক উপায় আবিষ্কারে অধিক অগ্রসর বিদেশমূহের কেশতৈল প্রস্তুত করিবার প্রক্রিয়ার ম্যক সদ্ব্যবহার করিয়া এই কেশতৈল উৎপাদন রিয়াছেন, সেজন্য আমি তাঁহাকে অভিনন্দন ানাইতেছি।"

ইষ্টার্ণ চেম্বার অব কমার্স

শিল্পোন্নতি ও শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের অবস্থা র্য্যালোচনার জন্য গবেষণা ও সংখ্যা সংগ্রহের য়োজনীয়তা বিশ্লেষণ করিয়া শ্রীযুক্ত তুষারকান্তি ঘোষ গত ২৭শে আগষ্ট, সোমবার ইষ্টার্ণ চেম্বার অব মার্সের উদ্বোধন করেন। নবগঠিত ইষ্টার্ণ চেম্বার ব কমার্স ১৫, ক্লাইভ রোডে স্থাপিত হইয়াছে। অনুষ্ঠানে বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি যোগদান করিয়াছিলেন। চেম্বারের সভাপতি এবং অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি শ্রীযুক্ত কে এন দালাল শ্রীযুক্ত তুষারকান্তি ঘোষকে সাদর অভ্যর্থনা জানাইয়া বলেন যে, এই চেম্বারের কোনও প্রতিযোগিতামূলক অভিসন্ধি নাই। ইহা গবেষণা ও শিক্ষাবিষয়ক সংখ্যাতত্ত্বেই বিশেষভাবে আত্মনিয়োগ করিবে। শিল্পোন্নতির জন্য গবেষণা ও হিসাব সংগ্রহের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিয়া শ্রীযুক্ত ঘোষ এই চেম্বারের কার্য্যকারিতা সম্পর্কে অনুকূল মনোভাব প্রকাশ করেন। তিনি বলেন যে, সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হইলে এই চেম্বারের কার্য্যাবলী দ্বারা সমগ্র দেশের শিল্পবাণিজ্যে প্রভূত উন্নতি হইবে।

পাইওনীয়ার কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ

গত ১৫ই আগষ্ট হইতে নাথ ব্যাঙ্ক লিঃ-এর মাধ্যমে পাইওনীয়ার ব্যাঙ্ক কলিকাতা ক্লীয়ারিং হাউসের সঙ্গে সর্ব্বপ্রকার ক্লীয়ারিং সুবিধা পাইয়াছে।

দি ব্যাঙ্ক অব বরোদা লিঃ

১৯৪৫ সালের ৩০শে জুন পর্য্যন্ত ছয় মাসের মধ্যে অডিটসাপেক্ষে ব্যাঙ্ক অব বরোদা পূর্ব্বের ৪ লক্ষ ৫৪ হাজার ৫ শত ৮৭ টাকা ১০ আনা ৬ পাই নিয়া মোট ১৯ লক্ষ ৪৪ হাজার ১ শত ৪ টাকা ১৫ আনা ৮ পাই লাভ করিয়াছে। ইহার ভিতর হইতে ডিরেক্টরবৃন্দ প্রতি শেয়ারে আয়কর-মুক্ত শতকরা ১০৲ টাকা সাময়িক লভ্যাংশ ঘোষণা করিয়াছেন। এই লভ্যাংশের উদ্দেশ্যে ৪ লক্ষ ৯৯ হাজার ৯ শত ৭৯ টাকা ব্যয়িত হইবে এবং অবশিষ্ট ১৪ লক্ষ ৪৪ হাজার ১ শত ২৫ টাকা ১৫ আনা ৮ পাই আগামী হিসাবে জমা হইবে।

কাশীপুর ব্যাঙ্ক লিঃ

কৃষি-খাতক এবং মহাজনী আইনের বিরূপ প্রতিক্রিয়া হইতে যে সামান্য কয়টি গ্রাম্য ব্যাঙ্ক তাহাদের অস্তিত্ব বজায় রাখিয়া ক্রমশঃ উন্নতি লাভ করিতে পারিয়াছে, কাশীপুর ব্যাঙ্ক তাহাদের অন্যতম। বিগত পঁচিশ বৎসর ধরিয়া সীমাবদ্ধ গ্রাম্য গণ্ডীর ভিতর বিজ্ঞানসম্মত ব্যবসা করিয়া এই ব্যাঙ্কটী যে খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছে তাহা কর্ত্তৃপক্ষের একান্ত নিষ্ঠার পরিচায়ক। ব্যবসার প্রসার হেতু গত মার্চ্চ মাস হইতে কলিকাতায় একটি অফিস খুলিয়া ঐ ব্যাঙ্ক প্রশংসার সহিত কার্য্য করিতেছে। আমরা এই ব্যাঙ্কটীর উত্তরোত্তর উন্নতি কামনা করি।

নূতন যৌথ কোম্পানী

সন্তোষ এণ্ড কোং (এক্সপোর্ট এণ্ড ইম্পোর্ট) লিঃ—ডিরেক্টর—শ্রীসরসীতোষ ঘটক।

শ্রমশক্তি ও উৎপাদন

যুদ্ধের তাগিদে ভারতবর্ষের প্রত্যেক কারখানাতেই এখন চেষ্টা চলছে কী ক'রে উৎপাদন বাড়ানো যায় অথচ শ্রমিকদের উপরেও যেন বেশি চাপ না পড়ে। এই ভাবে উৎপাদন বাড়াবার কাজে হাত দিতে গিয়ে কারখানার মালিকদেব অনেকগুলো সমস্যার কথা ভাবতে হচ্ছে, যেমন—উপযুক্ত পরিমাণ শ্রমিকের অভাব, সাধারণ মজুবদেব তুলনায় সুদক্ষ মজুরদেব সংখ্যাল্পতা এবং মোট কাজের অনুপাতে উৎপাদনের অসামঞ্জস্য। সকলের আগে তাই দেখতে হচ্ছে একটানা কাজ করবার মতো দৈহিক ক্ষমতা, মনোযোগ ও উৎসাহ শ্রমিকদের আছে কিনা। আর এ জন্যই কারখানার পরিচালকদের কাছে চা আজ অপরিহার্য। কারণ, বহু কারখানাতেই চায়ের উপকারিতা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়েছে। কাজের ফাঁকে শ্রমিকদের চা খেতে দিয়ে দেখা গেছে শেষপর্যন্ত তাদের ক্ষমতা ও উৎসাহ পুরোপুরি বজায় থাকে। এ বিষয়ে যাঁরা আরো জানতে চান তাঁবা কলকাতায় ১০১ নম্বর ক্লাইভ স্ট্রীটে 'ইণ্ডিয়ান টী মার্কেট এক্স্প্যান্শান্ বোর্ড' থেকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও সাহায্য পাবেন।

ইণ্ডিয়ান টী মার্কেট এক্স্প্যান্শান্ বোর্ড কর্তৃক প্রচারিত

IK 244

রেজিষ্টার্ড অফিস—১৩, ডেভিড যোসেপ লেন, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—এক লক্ষ টাকা। আমদানী রপ্তানীর ব্যবসা।

ওরিয়েণ্ট্যাল লেদার কর্পোরেশন লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ মাহ্‌বুব এলাহি। রেজিষ্টার্ড অফিস—২৯, ফীয়ার্স লেন, পোঃ বৌবাজার, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—২ লক্ষ টাকা। চামড়ার কারখানা।

এটকো (ইণ্ডিয়া) লিঃ—ডিরেক্টর—শ্রীফণীভূষণ ব্যানার্জ্জি। রেজিষ্টার্ড অফিস—১৫, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—২৫ হাজার টাকা। সিরাম, ইঞ্জেকসন ইত্যাদি প্রস্তুতকারক।

হলমুডেন প্রপারটিস্ লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ এস সি চ্যাটার্জ্জি। রেজিষ্টার্ড অফিস—২২, ষ্ট্রাণ্ড রোড, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—৫০ হাজার টাকা। জমী বিক্রয়ের ব্যবসা।

হ্যানিম্যান প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ লিঃ—ডিরেক্টর—শ্রীদুর্গাদাস চ্যাটার্জ্জি। রেজিষ্টার্ড অফিস—১৩, সৈয়দ সেলী লেন, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—এক হাজার টাকা। মুদ্রাকর, লিথোগ্রাফার ইত্যাদি।

ডি এন চৌধুরী এণ্ড কোং লিঃ—ম্যানেজিং ডিরেক্টর—শ্রীশ্যামাপদ চৌধুরী। রেজিষ্টার্ড অফিস—২৩, হরচন্দ্র মল্লিক ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—১৬ হাজার টাকা। ম্যানেজার, ম্যানেজিং এজেণ্টস্ ইত্যাদি।

বেঙ্গল টেক্সটাইল মিলস্ লিঃ—ডিরেক্টর—শ্রীশ্যামাপদ চৌধুরী। রেজিষ্টার্ড অফিস—২৩, হরচন্দ্র মল্লিক ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—এক কোটী টাকা। কাপড় ও পাটের কল।

বেঙ্গল ফুটওয়ার কোং লিঃ—ডিরেক্টর—মীর বদমুদ্দীন। রেজিষ্টার্ড অফিস—১৭৩-১, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—এক হাজার টাকা। জুতার ব্যবসা।

গোপালচন্দ্র গুপ্ত এণ্ড কোং লিঃ—ম্যানেজিং ডিরেক্টর—মিঃ জি সি গুপ্ত। রেজিষ্টার্ড অফিস—হাটখোলা, বরিশাল। অনুমোদিত মূলধন—৫০ হাজার টাকা। কনট্রাক্টর, ইঞ্জিনীয়ার।

হনুমান গ্লাস এণ্ড সিলিকেট ওয়ার্কস্ লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ আর আগরওয়ালা। রেজিষ্টার্ড অফিস—৪৩-৪৪, কটন ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—৫ লক্ষ টাকা। খনির মালিক।

দি ওয়েষ্ট বেঙ্গল বাস সিণ্ডিকেট লিঃ—ডিরেক্টর—শ্রীশক্তিপদ চ্যাটার্জ্জী। রেজিষ্টার্ড অফিস—আসানসোল চেলিডাঙ্গা, বর্দ্ধমান। অনুমোদিত মূলধন—১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা। মোটর সার্ভিস।

দি ঢাকা ইণ্ডাষ্ট্রীজ সিণ্ডিকেট লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ এস এন ঘোষ। রেজিষ্টার্ড অফিস—৩১, লারমিনি ষ্ট্রীট, উয়াড়ী, ঢাকা। অনুমোদিত মূলধন—এক লক্ষ টাকা। বোতাম, সাবান ও অন্যান্য প্রসাধন দ্রব্যাদি প্রস্তুতকারক।

লক্ষ্মীনারায়ণ আয়ুর্ব্বেদিক ফার্ম্মেসী লিঃ—ডিরেক্টর—শ্রীপ্রাণগোপাল গোস্বামী। রেজিষ্টার্ড অফিস—৫৩, নর্থব্রুক হল রোড, ঢাকা। অনুমোদিত মূলধন—৫ লক্ষ টাকা। আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ প্রস্তুতকারক।

হিন্দুস্থান ঔষধালয় লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ এস সি আচার্য্য। রেজিষ্টার্ড অফিস—৮২, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—৫ লক্ষ টাকা। আয়ুর্ব্বেদোক্ত ঔষধ প্রস্তুতকারক।

ইষ্টার্ণ ডেভেলপমেণ্ট লিঃ—ডিরেক্টর—শ্রীরাজকুমার এস প্রিষ্টন। রেজিষ্টার্ড অফিস—৭, ওয়েলেসলী প্লেস, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—২০ কোটী টাকা। ভূমি ও বাড়ীর ব্যবসা।

প্যারাগণ ইণ্ডাষ্ট্রীয়্যাল কোং লিঃ—ডিরেক্টর—শ্রীশম্ভুনাথ দে। রেজিষ্টার্ড অফিস—২২১, মাণিকতলা মেন রোড, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—২০ হাজার টাকা। ঔষধ প্রস্তুতকারক।

দি ঢাকা ডিষ্ট্রীক্ট ন্যাশনাল চেম্বার অব কমার্স—সচিব—মিঃ এইচ গুহ। রেজিষ্টার্ড অফিস—নারায়ণগঞ্জ। সদস্যসংখ্যা সীমাবদ্ধ নহে। ব্যবসায়ীদের ভিতর পারস্পরিক সহায়তা ও সৌহার্দ্দ্য বৃদ্ধি করা উদ্দেশ্য।

ইউটেক্স লিঃ—ডিরেক্টর—শ্রীপতিতপাবন গুহ ঠাকুরতা। রেজিষ্টার্ড অফিস—৩২-ই, জ্যাকসন লেন, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—২০ হাজার টাকা। কাপড় ও অন্যান্য দ্রব্য আমদানী ও রপ্তানীকারক।

সুনিপুন কারিকরী ও আধুনিক যন্ত্রপাতি—ভাল তুলা, ভাল মালমসলা কলে জড় করলেই যে ভাল কাপড় তৈরী হবে তার কোন মানে নেই। যে সব কর্ম্মীরা ঐ সব জিনিষ নিয়ে কাজ করবে, তাদের শিক্ষা ও দক্ষতার উপর অনেক কিছু নির্ভর করে। রাঁধুনী ভাল না হলে রান্না কবে ভাল হয়? এ কথা সবাই জানেন যে ঢাকেশ্বরীর কর্ম্মীদের জীবনযাত্রার আদর্শ অনেক উন্নত। তাতে তাদের কর্ম্মদক্ষতা অনেকখানি বাড়ে। আর বস্ত্র বয়ন সম্বন্ধে তাদের যে বিশেষ শিক্ষা দেওয়া হয়, তার ফলে তারা সহজেই দেশের শ্রেষ্ঠ বস্ত্রশিল্পী হয়ে উঠে। আর শুধু তাই নয়। তারা ঢাকেশ্বরী মিলে আধুনিক যন্ত্রপাতি নিয়ে কাজ করবার সুযোগ পায়। এটা কম কথা নয়। কেননা সুদক্ষ কর্ম্মীও পুরানো যন্ত্র নিয়ে কাজ করতে গেলে প্রতিযোগীতায় হঠে যায়। এই রকম করে প্রত্যেক জিনিষই ঢাকেশ্বরীর তৈরী কাপড়ের পরমায়ু বাড়িয়ে তোলে। তাই বলি—

যে কখানা ঢাকেশ্বরীর কাপড় আপনার আছে, তাই বিশেষ যত্ন করে পরুন; কেননা বর্ত্তমান অবস্থায় যত চান তত ঢাকেশ্বরীর কাপড় যোগান সম্ভব নয়।

শতকরা ২৫ ভাগ বেশী পরতে হলে

ঢাকেশ্বরী

ঢাকেশ্বরী কটন মিলস্ লিমিটেড

ম্যানেজিং ডিরেক্টার — শ্রী সূর্য্যকুমার বসু

DCB 524

এইচ এল এস এণ্ড কোং লিঃ—ডিরেক্টর—শ্রীকিরণচন্দ্র বসু। রেজিষ্টার্ড অফিস—পি-২৭, ভূপেন্দ্র বসু এভেনিউ, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—২০ হাজার টাকা। প্রসাধন দ্রব্যের প্রস্তুতকারক।

বিভিন্ন কোম্পানীর লভ্যাংশ

বোরিয়া কটন মিলস্ কোং লিঃ—১৯৪৫ সালের ৩০শে জুন পর্য্যন্ত ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ১০৲ টাকা। পূর্ব্ব ছয় মাসেও অনুরূপ হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল। **কামারহাটী কোম্পানী লিঃ**—১৯৪৫ সালের ৩০শে জুন পর্য্যন্ত ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ১৫৲ টাকা। পূর্ব্ব ছয় মাসের জন্যও অনুরূপ হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল। **বেঙ্গল কোল কোং লিঃ**—১৯৪৫ সালের ৩০শে এপ্রিল পর্য্যন্ত ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ১৮৲ টাকা। পূর্ব্ব ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ১২৲ টাকা হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল। **কাঁকনাড়া কোং লিঃ**—১৯৪৫ সালের ৩০শে জুন পর্য্যন্ত ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ১২৷৷০ আনা। পূর্ব্ব ছয় মাসেও অনুরূপ হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল। **ডানবার মিলস্ লিঃ**—১৯৪৫ সালের ৩০শে জুন পর্য্যন্ত ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ৫৲ টাকা। পূর্ব্ব ছয় মাসেও প্রতি শেয়ারে বার্ষিক ৫৲ টাকা হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল। **পাট্রাকোলা টি কোং লিঃ**—১৯৪৪ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ৭৫৲ টাকা। পূর্ব্ব বৎসর প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ৮০৲ টাকা হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল। **ষ্টীল কর্পোরেশন অব বেঙ্গল লিঃ**—১৯৪৪ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ৮৷৷০ আনা হারে লভ্যাংশ ঘোষণা করা হইয়াছিল। পূর্ব্ব বৎসরও প্রতি শেয়ারে অনুরূপ হারে লভ্যাংশ ঘোষণা করা হইয়াছিল। **বৃটানিয়া বিস্কুট কোং লিঃ**—১৯৪৫ সালের ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ১০৲ টাকা। পূর্ব্ব বৎসর প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ৫৲ টাকা হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল। **নর্থওয়েষ্ট কোল কোং লিঃ**—১৯৪৫ সালের ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ১০৲ টাকা। পূর্ব্ব ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ৮৷৷০ আনা হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল। **বজবজ জুট মিলস্ কোং লিঃ**—১৯৪৫ সালের ৩০শে এপ্রিল পর্য্যন্ত ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ৭৷৷০ আনা। পূর্ব্ব ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ১০৲ টাকা হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল। **ন্যাশনাল কোং লিঃ**—১৯৪৫ সালের ৩০শে এপ্রিল পর্য্যন্ত ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ৫৲ টাকা। পূর্ব্ব ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ৬৷০ আনা হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল। **বারারি কোক কোং লিঃ**—১৯৪৫ সালের ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত ছয়-মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ১৬৲ টাকা। পূর্ব্ব ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ১৪৲ টাকা হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল। **মুরফুলানি (আসাম) টি কোং লিঃ**—১৯৪৪ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ১২৲ টাকা। পূর্ব্ব বৎসর প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ১৫৲ হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল। **দি রিলায়েন্স জুট মিলস্ কোং লিঃ**—১৯৪৫ সালের ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ১২৷৷০ আনা। পূর্ব্ব ছয় মাসের জন্যও অনুরূপ হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল। **শ্যামপুরিয়া কটন মিলস্ লিঃ**—১৯৪৪ সালের ৩০শে জুন পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ৭৷৷০ আনা। পূর্ব্ব বৎসর প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ১০৲ টাকা হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল। **হাওড়া মিলস্ কোং লিঃ**—১৯৪৫ সালের ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ১৭৷৷০ আনা। পূর্ব্ব ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ১৭৷৷০ আনা হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল।

ক্রিসেণ্ট কমারসিয়াল ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া লিঃ

৫৭, রাধাবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা ● ম্যাঃ ডিঃ—মিঃ বি, নারায়ণ চৌধুরী।

দি সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া লিঃ

স্থাপিত—ডিসেম্বর—১৯১১

ভারতীয় বৃহত্তম জয়েণ্ট ষ্টক ব্যাঙ্ক

অনুমোদিত মূলধন	৫,২৫,০০,০০০৲ টাকা	রিজার্ভ ও অন্যান্য তহবিল	২,৫৪,৭২,০০০৲ টাকা
বিলীকৃত মূলধন	৫,০৪,৯৯,৬০০৲ টাকা	আমানতের পরিমাণ (৩০-৬-৪৫ তারিখে)	৯৭,৩৬,৬৭,০০০৲ টাকা
আদায়ীকৃত মূলধন	২,৫১,১২,২০০৲ টাকা	হেড অফিস—মহাত্মা গান্ধী রোড, ফোর্ট, বোম্বাই	

ভারতের সর্ব্বত্র ২৬০টার অধিক ব্রাঞ্চ ও পে-অফিস আছে।

স্যার এইচ, পি, মোদী, কে, বি, ই, চেয়ারম্যান। ম্যানেজিং ডিরেক্টর: মিঃ এইচ, সি ক্যাপটেন, জে, পি।

লণ্ডন এজেণ্টস্: বারক্লেস ব্যাঙ্ক লিঃ ও মিডল্যাণ্ড ব্যাঙ্ক লিঃ। নিউইয়র্ক এজেণ্ট: দি গ্যারাণ্টি ট্রাষ্ট কোং অব নিউইয়র্ক।

সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়। সর্ত্তাবলী পত্র লিখিয়া জানুন।

কলিকাতায় শাখাসমূহ—মেন অফিস—১০০, ক্লাইভ ষ্ট্রীট; বড়বাজার—৭১, ক্রশ ষ্ট্রীট; নিউ মার্কেট—১০, লিণ্ডসে ষ্ট্রীট; শ্যামবাজার—১৩৩, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট; ভবানীপুর—৮-এ, রসা রোড। বঙ্গদেশ—ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, নীরকাদিম, জলপাইগুড়ি, শিলিগুড়ি, বর্দ্ধমান, দিনাজপুর, রংপুর, ভৈরববাজার, ময়মনসিংহ, কালিংপঙ্ এবং কুলটী। বিহার—জামসেদপুর, মজাফরপুর সাসারাম, গয়া, ছাপরা, জয়নগর, সীতামারি, বেট্টিয়া, মধুবাণী, খাগাড়িয়া, রকসউল, মোগাছিয়া, ভাগলপুর, পাটনা, পাটনা সিটি, কাটিহার, কিষাণগঞ্জ, ফরবেশগঞ্জ, সাহেবগঞ্জ, বালিয়া, বৈরাগনিয়া, কলগঞ্জ, সমস্তিপুর ও পুরুলিয়া, দেওঘর, বনমরংধি। উড়িষ্যা—সম্বলপুর।

এরিয়ান পেপার মিলস্ লিঃ

হেড্ অফিস: ১২, চৌরঙ্গী স্কোয়ার, কলিকাতা

মিলস্ এ্যাণ্ড প্লাণ্টেশানস্: মহুদা (বি, এন, আর)

* ইংলণ্ড হইতে আধুনিক যন্ত্রপাতি আনিবার জন্য আবশ্যকীয় অগ্রিম টাকা দেওয়া হইয়া গিয়াছে।
* কোম্পানীর নিজস্ব জমিতে সাবয় ঘাস ইত্যাদি পেপার পাল্পের চাষ হইতেছে। সাবয় ঘাস ইত্যাদি এই সব পাল্প বিক্রয় হইতেই প্রচুর লাভ হইবার সম্ভাবনা আছে।
* অডিনারী ও প্রেফারেন্স শেয়ার হোল্ডারগণকে যথাক্রমে অন্ততঃপক্ষে শতকরা বার্ষিক ৫৲ ও ৬৲ হারে আয়করমুক্ত লভ্যাংশ, না দেওয়া পর্য্যন্ত ম্যানেজিং এজেণ্টস্ কোন পারিশ্রমিক গ্রহণ করিবেন না।

এখনও সমমূল্যে শেয়ার পাওয়া যায়।

প্রতিখানি ১০৲ মূল্যের অডিনারী শেয়ার—আবেদনের সহিত ১৲ শেয়ার বিলির এক মাসের মধ্যে ১৲ এবং বাকী টাকা সমান চারি কিস্তিতে দুই মাস অন্তর দিতে হইবে।

প্রতিখানি ১০০৲ মূল্যের (শতকরা বার্ষিক ৬৲ হারের আয়-কর-মুক্ত কিম্যুলেটিভ) প্রেফারেন্স শেয়ার—আবেদনের সহিত ১০৲ ও শেয়ার বিলির ৭ দিনের মধ্যে বাকী টাকা দিতে হইবে।

* শেয়ারের জন্য প্রত্যেক আবেদনপত্রে ১৲ করিয়া প্রবেশমূল্য দিতে হয়।

অবলিষ্ট শেয়ার বিক্রয়ার্থ প্রতিপত্তিশীল এজেণ্ট আবশ্যক

অনির্দ্দিষ্ট ভবিষ্যতে ছাড়া মূলধনের যে অংশ ভালভাবে ব্যয় করা যাইবে না বলিয়া কেন্দ্রীয় সরকার মনে করেন, মূলধনের সেই অংশ কতকগুলি সিকিউরিটিতে গচ্ছিত রাখিতে হইবে, কেবলমাত্র এই সর্ত্তেই কেন্দ্রীয় সরকার এই শেয়ার বিক্রয়ের অনুমতি দিয়াছেন। সিকিউরিটিতে লগ্নীকৃত টাকা তুলিয়া লইবার জন্য আবেদন করার সময় কেন্দ্রীয় সরকার (কোন দেশীয় রাজ্যের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট থাকিলে রাজপ্রতিনিধির সহিত পরামর্শ করিয়া) বিবেচনা করিয়া দেখিবেন যে, উক্ত টাকা তুলিয়া লইবার সময় আসিয়াছে কিনা এবং এই সময়ে প্রচলিত যে কোন নিয়ন্ত্রণসূচক বিধিব্যবস্থার সহিত সমতা আছে এমন কোন উদ্দেশ্যেই টাকা তুলিয়া লওয়া হইতেছে কি না এবং তাঁহারা সন্তুষ্ট হইলে তবেই উক্ত টাকা তুলিয়া লওয়া যাইবে। একথা পরিষ্কারভাবে জানান যাইতেছে যে, এই অনুমতি প্রদানের দ্বারা ভারত সরকার এতদর্থে প্রচারিত কোন পরিকল্পনার আর্থিক নিরাপত্তা সম্বন্ধে অথবা বিবৃতির যথার্থতা সম্বন্ধে কোন দায়িত্ব গ্রহণ করিতেছেন না।

APP/AP

বাজারের হালচাল

টাকা ও বিনিময়

কলিকাতা, ৩০শে আগষ্ট—টাকার যোগানে প্রাচুর্য্য সমভাবে বর্ত্তমান থাকায় আলোচ্য সপ্তাহেও কলিকাতার টাকার বাজারে উল্লেখযোগ্য কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই। ব্যাঙ্কসমূহের মধ্যে চাহিবামাত্র পরিশোধের সর্ত্তে ঋণের সুদের হার এখনও কলিকাতায় শতকরা ॥০ আনা ও বোম্বাইয়ে শতকরা ।০ আনা। গত ২৮শে আগষ্ট ভারত সরকার কর্ত্তৃক আহূত তিন মাসের মেয়াদী ২ কোটী টাকার ট্রেজারী বিলের জন্য মোট ৪ কোটী ৮৫ লক্ষ টাকার টেণ্ডার উপস্থাপিত হইয়াছিল। উহার মধ্যে ৯৯৸৶৬ পাই মূল্যের সমুদয় আবেদন এবং ৯৯৸৶৩ পাই মূল্যের আবেদনসমূহের আনুমানিক শতকরা ৩৫ ভাগ গৃহীত হইয়াছে। অল্পমূল্যের আবেদনসমূহ অগ্রাহ্য হইয়াছে। মোট ২ কোটী টাকার গৃহীত আবেদনসমূহের গড়পড়তা সুদের হার শতকরা বার্ষিক ।৶৯ পাই ধার্য্য হইয়াছে। গত সপ্তাহে এই সুদের হার ছিল শতকরা বার্ষিক ।৶০ আনা। আগামী ৫ই সেপ্টেম্বর বোম্বাইয়ে বেলা ১১টা পর্য্যন্ত এবং অন্যান্য কেন্দ্রে ৪ঠা সেপ্টেম্বর কাজকর্ম্ম বন্ধ না হওয়া পর্য্যন্ত ভারত সরকার কর্ত্তৃক তিন মাসের মেয়াদী ২ কোটী টাকার ট্রেজারী বিলের টেণ্ডার গ্রহণ করা হইবে। যাহাদের টেণ্ডার গ্রাহ্য হইবে তাহাদিগকে পরবর্ত্তী ৭ই সেপ্টেম্বর টাকা জমা দিতে হইবে। গত ২৪শে আগষ্ট যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে উহাতে ভারত সরকার রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ইসু বিভাগের স্বপক্ষে ৩ কোটী টাকার ট্রেজারী বিল বিক্রয় করিয়াছেন। আলোচ্য সপ্তাহে বিনিময় বাজারে যথেষ্ট কারবার হইয়াছে। বিনিময় বাজারে আলোচ্য সপ্তাহে নিম্নরূপ হার বলবৎ ছিল :—

টেলিঃ হুণ্ডি (প্রতি টাকায়)	১ শিঃ ৫৩৷৪ পেঃ	
ঐ দর্শনী	(,,)	,, ,,
ডি এ তিন মাস	(,,)	১ শিঃ ৬৩৷৪ ,,
ডি এ চার মাস	(,,)	১ শিঃ ৬৪৷৪ ,,
ডলার (প্রতি শত)		৩৩২৸০ আনা

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হিসাব—রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গত ১৭ই আগষ্টের হিসাব হইতে দেখা যায় ঐ তারিখে ভারতে চলতি নোটের পরিমাণ ছিল ১১৩৮ কোটী ৮৭ লক্ষ ৯০ হাজার টাকা। এক সপ্তাহ পূর্ব্বে এইরূপ নোটের পরিমাণ ছিল ১১৩৮ কোটী ৮৮ লক্ষ ১২ হাজার টাকা। গত ১৭ই আগষ্ট রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কসমূহের চলতি ও স্থায়ী আমানতের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৬৩৪ কোটী ৩৮ লক্ষ ৩ হাজার ও ২৪৯ কোটী ২৩ লক্ষ ৬৯ হাজার টাকা।

কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার

কলিকাতা, ৩১শে আগষ্ট—আলোচ্য সপ্তাহের প্রথম তিন দিন কলিকাতার শেয়ার বাজারে গত সপ্তাহের তুলনায় উল্লেখযোগ্য কর্ম্মচাঞ্চল্য পরিলক্ষিত হয় এবং প্রায় অধিকাংশ জনপ্রিয় শেয়ারেরই মূল্যের দিক দিয়াও উন্নতি পরিস্ফুট হইয়া উঠে। আলোচ্য সপ্তাহে গত সপ্তাহের তুলনায় সোনার মূল্য অসম্ভব রকম বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে শেয়ার ক্রয়েচ্ছু জনগণের মনে গত সপ্তাহের প্রথমভাগে যে অনিশ্চয়তা দেখা গিয়াছিল আলোচ্য সপ্তাহে তাহা একবারে দূরীভূত হয় এবং ইহার ফলে প্রায় সমস্ত বিভাগেরই অধিকাংশ শেয়ারের মূল্য বৃদ্ধি ঘটে। এতদ্ব্যতীত ব্যবসায়ী মহল আশা করিতেছেন যে, অদূরভবিষ্যতেই যুদ্ধজনিত অতিরিক্ত ব্যয়ের জন্য যে সমস্ত ট্যাক্স ধার্য্য করা হইয়াছিল গবর্ণমেণ্ট অদূর ভবিষ্যতেই অন্ততঃ আংশিকভাবে ব্যবসায়ী মহলকে সেই সমস্ত ট্যাক্সের দায় হইতে অব্যাহতি দিবেন। সুতরাং ব্যবসায়ী মহল ট্যাক্স রহিতের সম্ভাবনা দ্বারা উৎসাহিত হইয়া টাকা খটাইবার নির্ভরযোগ্য পন্থা হিসাবে শেয়ার বাজারের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িবেন তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? সর্ব্বোপরি আলোচ্য সপ্তাহে ষ্টার্লিং ডলার হারের মূল্য হ্রাসের সম্ভাবনা দ্বারাও কলিকাতার শেয়ার বাজারের ক্রেতা-বিক্রেতাগণ বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত হইয়াছেন এবং ইহার ফলেও আলোচ্য সপ্তাহে প্রায় সমস্ত শেয়ারেরই মূল্যের দিক দিয়া উন্নতি দেখা যায়। আলোচ্য সপ্তাহের গত বৃহস্পতিবার জন্মাষ্টমীর জন্য কলিকাতার শেয়ার বাজার বন্ধ ছিল।

কোম্পানীর কাগজ—আলোচ্য সপ্তাহে কোম্পানীর কাগজ ও ঋণপত্রসমূহের বিকি-কিনি গত সপ্তাহের তুলনায় বৃদ্ধি পায় এবং মূল্যের দিক দিয়াও উল্লেখযোগ্য উন্নতি দৃষ্ট হয়। মনে হয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আলোচ্য সপ্তাহে কিছু পরিমাণ কোম্পানীর কাগজ ক্রয় করিয়াছেন। প্রকাশ, প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টসমূহ সর্ব্বশুদ্ধ ৮॥ কোটি টাকার ঋণপত্র বিক্রয়ের জন্য বাজারে ছাড়িবেন।

কয়লা-খনি—আলোচ্য সপ্তাহে কয়লা-খনির শেয়ারসমূহের উল্লেখযোগ্য বিকি-কিনি হয় এবং মূল্য বৃদ্ধি ঘটে।

চটকল—আলোচ্য সপ্তাহে চটকলসমূহে নিয়মিত কয়লার যোগানের দরুণ চটকলসমূহের শেয়ারের কাজকর্ম্ম বেশ বৃদ্ধি পায় এবং মূল্যেরও উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি ঘটে।

কাপড়ের কল—আলোচ্য সপ্তাহে কাপড়ের কলের শেয়ারসমূহের কাজকর্ম্ম বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মূল্যেরও বিশেষ উন্নতি ঘটে। কাপড়ের কলসমূহে নিয়মিত কয়লা সরবরাহ হওয়াই উহার প্রধানতম কারণ।

পাটের বাজার

কলিকাতা, ৩১শে আগষ্ট—আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার পাটের বাজারে মন্দা পরিলক্ষিত হয় এবং কাজকারবারও বিশেষ হয় নাই। কিন্তু মফঃস্বলের বাজার তেজী। কারণ মারওয়াড়ী ও পাকা গাঁইটের কারবারিগণ বৃষ্টিপাতজনিত অসুবিধা সত্ত্বেও পাট ক্রয় করিতেছে। বন্যা এবং বারিপাতের ফলে ২।৩ সপ্তাহ পূর্ব্ব হইতেই কলিকাতার বাজারে মফঃস্বল হইতে পাট আমদানী কম হইতেছিল—সেই অবস্থার বিশেষ পরিবর্ত্তন এখন পর্য্যন্ত না হইলেও আশা করা যায় শীঘ্রই অবস্থার উন্নতি হইবে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, যুদ্ধের আরম্ভ হইতে কিছুদিন পূর্ব্ব পর্য্যন্ত পর্য্যাপ্ত জাহাজের অভাবে মফঃস্বল হইতে অধিকাংশ পাট দেশী নৌকায় কলিকাতায় চালান হইত; নৌকার যোগান কম থাকায় নৌকাভাড়ার হার ছিল অত্যন্ত বেশী—ইহার ফল ভোগ করিত দরিদ্র চাষী—নৌকাভাড়ার অধিকাংশ ভার বহন করিত তাহারা পাটের নিম্নমূল্য গ্রহণ করিয়া; কিন্তু আলোচ্য সপ্তাহে আশার খবর এই যে, জাহাজের পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়ায় পাট চালানের খরচও অপেক্ষাকৃত কমিয়া গিয়াছে এবং প্রতিযোগিতা ক্ষেত্রে চাষীর এই বিষয়ে অসুবিধা যথেষ্ট দূর হইয়াছে। মফঃস্বলে আবহাওয়ার উন্নতি হইয়াছে এবং জলও কমিয়া যাইতেছে।

ইউরোপে যখন যুদ্ধ সমাপ্ত হয় তখন পাটের ফাটকাবাজগণ আশঙ্কা করিয়াছিল যে, পাটের চাহিদা কমিয়া যাইবে; সুতরাং পাটের বাজারে তখন একটা সাময়িক মন্দা লক্ষিত হইয়াছিল, কিন্তু সরকারী অর্ডারের ফলে সেই মন্দার গতি ব্যাহত হইয়া বাজার স্বাভাবিক অবস্থা পুনঃপ্রাপ্ত হয়। এশিয়ার যুদ্ধসমাপ্তির সংবাদের সঙ্গে সঙ্গেই পাটের বাজারে আবার মন্দার সূচনা হয়; এবার আর সরকারী অর্ডার নয় পরন্তু ফাটকাবাজেরা নিজেরাই যখন বুঝিতে পারিল যে, ব্যবসায়ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি শীঘ্র উঠিয়া যাইবার সম্ভাবনা নাই

LOTUS brand OILS
The name you can trust
LOTUS OIL CO., 10, BEADON ROW, CAL.

জীবনযাত্রার পাথেয়

জীবনযাত্রার অনিশ্চিতপথে
জীবনবীমা মানুষের
প্রধান পাথেয়।

আমাদের গৃহ-সংসার কত আশা, উৎসাহ, কত শান্তির ও সুখের স্বপ্ন দিয়ে তৈরী। বাপ-মায়ের সে স্বপ্ন বুঝি আজ রূঢ় বাস্তবের আঘাতে ভেঙ্গে যায়। তাই নিজের জন্যও যেমন তাদের দুশ্চিন্তা, ছেলেমেয়ে ও আত্মীয়-পরিজনের জন্যও তেমনি তাদের উদ্বেগ ও আশঙ্কা—কি উপায়ে তাদের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের উপযোগী সংস্থান করে রাখা যায়। বর্ত্তমান দুর্দ্দিনে ও ভবিষ্যতের আর্থিক সঙ্কটে তারা কোন্ পাথেয় নিয়ে দাঁড়াবে?—
হিন্দুস্থানের বীমাপত্র সেই মূল্যবান্ পাথেয়—দুর্দ্দিনের সর্ব্বোত্তম আশ্রয়। উপার্জ্জনশীল ব্যক্তি মাত্রেরই অবিলম্বে এই পাথেয় সংগ্রহ করা উচিত।

১৯৪৪ সালে নূতন বীমা—১০ কোটি টাকার উপর
হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ
ইন্সিওরেন্স সোসাইটি, লিমিটেড
হেড অফিস—হিন্দুস্থান বিল্‌ডিংস, কলিকাতা।

তখন বাজারে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়া আসে। বর্ত্তমানে আবার বাজারে মূল্যের উন্নতি হইয়াছে। কয়লার যোগান বৃদ্ধিও এই উন্নতির অন্যতম প্রধান কারণ। আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতায় পাটের কলসমূহে দৈনিক গড়ে ৮০টি মালগাড়ীরও বেশী কয়লা আসিতেছে। দুই সপ্তাহ পূর্ব্বে এই আমদানীর পরিমাণ ছিল দৈনিক মাত্র ১৮ গাড়ী।

পাটজাত দ্রব্যের বাজারে চটের থলির জন্য সরকার হইতে ১॥ কোটি টাকার অর্ডার পাওয়া গিয়াছে। আগামী মার্চ্চ মাস পর্য্যন্ত ডেলিভারী দেওয়ার সর্ত্তে সর্ব্বোচ্চ মূল্যে চটের জন্য প্রচুর চাহিদা থাকিলেও মিলসমূহের কাছে অর্ডার দেওয়া সম্ভব হয় নাই।

আলগা পাটের বাজারে নূতন ও পুরাতন উভয় পাটের সুপারভাইজড ও বেঙ্গলী জাত মিডল শ্রেণীর মাল ১২।০ আনা দরে কারবার হইয়াছে। ইউরোপীয় বটম ১২৸০ আনা দর পাইয়াছে।

পাকা গাঁইট বিভাগে সর্ব্বনিম্ন মূল্যে ডাণ্ডী ডেইজী ও লাইটনিংস বিক্রয়ের অসমর্থিত খবর পাওয়া গিয়াছে। ৪১৲ টাকা দরে এন সি ও ৪০৲ টাকা দরে এম সি কাটিংস শ্রেণীর মালে সামান্য কারবার হইয়াছে। একমাত্র কাটিংস ব্যতীত অন্য সর্ব্বপ্রকার মাল সর্ব্বনিম্ন দর পাইয়াছে।

তুলা ও কাপড়

কলিকাতা, ৩১শে আগষ্ট—আলোচ্য সপ্তাহেও বোম্বাইয়ের তুলার দরে উল্লেখযোগ্য অবনতি দেখা যায়। সেপ্টেম্বর মাসে ডেলিভারি দেওয়ার সর্ত্তের ঝরিলা তুলার চুক্তি সম্পূর্ণভাবে মিটান হইয়া যাওয়াই উহার প্রধানতম কারণ। এতদ্ব্যতীত আলোচ্য সপ্তাহে বোম্বাইয়ের তুলার বাজারে বিক্রেতাগণের মধ্যে একান্ত অস্থিরতা দেখা দেয়; ফলে চাহিদার তুলনায় বোম্বাইয়ের তুলার যোগান বৃদ্ধি পায় এবং বোম্বাইয়ের তুলার মূল্যহ্রাস ঘটে। গত সপ্তাহে সেপ্টেম্বর মাসে ডেলিভারি দেওয়ার সর্ত্তের ঝরিলা তুলার বাজার বন্ধের দর ছিল ৩৬২৲ টাকা। অদ্য শুক্রবার তাহা ৩৫০॥০ আনা দাঁড়াইয়াছে। জানুয়ারী মাসে ডেলিভারি দেওয়ার সর্ত্তের ঝরিলা তুলার সর্ব্বোচ্চ দর অদ্য শুক্রবার ৪১১॥০ আনা দাঁড়াইয়াছে। মার্চ্চ মাসে ডেলিভারি দেওয়ার সর্ত্তের ঝরিলা তুলার সর্ব্বোচ্চ দর অদ্য শুক্রবার দাঁড়াইয়াছে ৪১৮॥০ আনা।

কাপড়—আলোচ্য সপ্তাহে বাংলা গবর্ণমেণ্টের অসামরিক সরবরাহ বিভাগ হইতে সম্প্রতি এই মর্ম্মে এক বিজ্ঞপ্তি প্রচার করা হইয়াছে যে, সাময়িক বস্ত্র বরাদ্দ ব্যবস্থা আগামী ৯ই সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত চলিবে। তবে ওয়ার্ড কমিটি ষ্ট্যাণ্ডার্ড-ক্লথের পারমিট ২৭শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত দিতে পারিবেন। পূর্ণাঙ্গ বস্ত্র বরাদ্দ ব্যবস্থার পূর্ব্বেই ঈদ উৎসব অনুষ্ঠিত হইবে বলিয়া বাংলা গবর্ণমেণ্ট ১ হাজার গাঁইট ধুতি ও শাড়ী ব্যতীত আরও ২৭২ গাঁইট বস্ত্র বণ্টনের ব্যবস্থা করিয়াছেন। মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ ওয়ার্ডগুলিতেই অতিরিক্ত বস্ত্রগুলি বণ্টন করা হইবে বলিয়াও উক্ত বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হইয়াছে।

সোনা ও রূপা

কলিকাতা, ৩১শে আগষ্ট—আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতা ও বোম্বাইয়ের বাজারে সোনার দরে গত সপ্তাহের তুলনায় খুব তেজীভাব পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। সম্প্রতি স্যার চুণীলাল মেটা সোনার মূল্য হ্রাসের যুক্তি সঙ্গত কোন কারণ নাই বলিয়া যে মন্তব্য করিয়াছেন তাহাতে লাভান্বেষিগণ সোনা মজুত ব্যাপারে আবার উৎসাহ দেখাইতে আরম্ভ করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত 'ষ্ট্যার্লিং-এর মূল্য হ্রাস হইবে', কলিকাতা ও বোম্বাইয়ের বাজারে এইরূপ মনোভাব সঞ্চারিত হওয়ার দরুণও আলোচ্য সপ্তাহে সোনার দরে এইরূপ তেজীভাবের কারণ। গত সপ্তাহে প্রতি ভরি সোনার সর্ব্বনিম্ন মূল্য ছিল ৬৩৲০ আনা। আলোচ্য সপ্তাহে তাহা ৭২৸০ আনা দাঁড়াইয়াছে।

রূপা—কলিকাতা ও বোম্বাইয়ের বাজারে সোনার দরের উল্লেখযোগ্য তেজীভাবের সঙ্গে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া রূপার দরেও আলোচ্য সপ্তাহে লক্ষণীয় উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। আন্তর্জ্জাতিক পরিস্থিতি রূপা মজুতের পক্ষে তেমন অনুকূল না হইলেও, আলোচ্য সপ্তাহে রূপা মজুতকারী লাভান্বেষিগণ সঞ্চিত রৌপ্য প্রকাশ্য বাজারে ছাড়িবার পরিবর্ত্তে রূপার ষ্টক বৃদ্ধি ব্যাপারেই যেন উৎসাহী হইয়া উঠিয়াছেন। রূপার মূল্য বৃদ্ধির অনুকূলে স্যার চুণীলালের সাম্প্রতিক বক্তৃতা এবং 'ষ্ট্যার্লিং-এর অদূর ভবিষ্যতেই মূল্য হ্রাসের গুজব আলোচ্য সপ্তাহে রূপার মূল্য বৃদ্ধির প্রধানতম কারণ, সন্দেহ নাই। আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতা ও বোম্বাইয়ের বাজারে প্রতি ১০০ ভরি রূপার সর্ব্বোচ্চ মূল্য যথাক্রমে ১২৫৲০ আনা ও ১২৪॥০ আনা।

ইষ্ট বেঙ্গল ব্যাঙ্কিং

হেড অফিস—নারায়ণগঞ্জ স্থাপিত—১৯২৩ কলিকাতা অফিস—১৭৬, ক্রস ষ্ট্রীট
ফোন : বড়বাজার—৯৮৭

পাটনা সিটি শাখা ১১ই জুলাই খোলা হইয়াছে।

অপরাপর শাখা—বরিশাল, ভৈরববাজার, কুমিল্লা, করিমগঞ্জ, মীরকাদিম, নিতাইগঞ্জ, পুরাণবাজার (চাঁদপুর), শিলচর, শ্রীহট্ট।

জেনারেল ম্যানেজার—কে, কে, পাল ম্যানেজিং ডিরেক্টর—এস, সি, সাহা

নিরাপত্তা, প্রতিষ্ঠা ও জনসেবার জন্য

বেঙ্গল মেট্রোপলিটন ব্যাঙ্ক লিঃ

ভারতের জাতীয় ব্যাঙ্কসমূহের ইতিহাসে গৌরবময় স্থান অধিকার করে।

কম সময়ে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী লাভের জন্য এই ব্যাঙ্কে আপনার টাকা নির্ভয়ে খাটাইতে পারেন।

সর্ব্ব প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

হেড অফিস :—৩, মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড, কলিকাতা।

NOTHING IS STRONGER - - -
- - - - - - - THAN STRENGTH

CASH and gilt-edged securities account for more than 50 per cent of our deposits.

READILY realisable and fully secured loans and advances account for more than 25 per cent of our deposits.

SOUND business assets account for more than 25 per cent of our deposits.

Your Sacred Money will be safe in our Strong Hands

BANKERS' UNION LTD.

P-7, Mission Row Extn.,
CALCUTTA.
Phone : Cal. 3436

জনসেবার আদর্শে উদ্বুদ্ধ ব্যাঙ্ক

শাখাসমূহ :—শ্যামবাজার, কলেজ ষ্ট্রীট, হাটখোলা, বহুবাজার, পার্কসার্কাস, বালিগঞ্জ, বাটানগর, ইছাপুর, চরমুগরিয়া, ফরিদপুর, ঝাড়গ্রাম, কুষ্টিয়া, সাতক্ষীরা, সার্দিয়া, মেদিনীপুর, খড়্গপুর, দিনাজপুর, কুমারখালি, রাজবাড়ী, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, গৌহাটি, বড়পেটা, ধুবড়ী, সিলেট, তেজপুর, নওগাঁ, সুনামগঞ্জ, নলবাড়ি, কালিম্পং, বসুন্দিয়া, জামসেদপুর, দেওঘর, ঘাটশিলা, গিড্‌নি, পুরি, কটক, বেনারস।

সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

ফোন ক্যালকাটা ৩৪১ ইষ্ট ইণ্ডিয়া গ্রাম কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস ৭নং সোয়ালো লেন, কলিঃ ম্যানেজিং ডিরেক্টর জে. সি. চক্রবর্ত্তী।

সাপ্তাহিক বাজার দর

	২৪শে আগষ্ট	২৭শে আগষ্ট	২৮শে আগষ্ট	২৯শে আগষ্ট	৩০শে আগষ্ট	৩১শে আগষ্ট
সোনার দর—প্রতি ভরি (কলিকাতা) ...	—	৬৯৸৹	৭২৸০	৭৬৵০	—	৭৪৷৵০
ঐ ঐ (বোম্বাই) ...	—	৬৯৲	৭২৲	৭৬৷০	৭৪৷৵০	—
রূপার দর—প্রতি ১০০ ভরি (কলিকাতা) ...	—	১২৩৷৹	১১৮৷০	১২৫৷৹	—	১২৫৷০
ঐ ঐ (বোম্বাই) ...	—	১১৯৲	১২২৷০	১২৩৷৹	১২৪৷০	—
গিণির দর—প্রতিখানা (কলিকাতা) ...	—	৪৬৲	৪৭৲	৪৭৲	—	৪৯৷৹
ঐ ঐ (বোম্বাই) ...	—	৪৭৲	৪৯৲	৫২৲	৫১৲	—
রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সুদের হার (শতকরা বার্ষিক) ...	৩৲	৩৲	৩৲	৩৲	৩৲	৩৲
কোম্পানীর কাগজ—						
কোম্পানীর কাগজ—শতকরা ৩৲ সুদের ...	৯৫৷৵০	—	৯৫৷৹	৯৫৸৵০-৯৫৷৵০		৯৬৵০
ঐ ঐ ৩৷৹ টাকা সুদের ...	১০১৵০-১০১/০	১০১৷৵০-১০১৵০	১০১৷৵১০	১০১৸০-১০১৷৹		১০১৸০
৩৲ টাকা সুদের ঋণপত্র (১৯৬৩-৬৫) ...	—	৯৯৲	—	৯৯৵০		—
৩৲ টাকা সুদের ঋণপত্র (১৯৬৬-৬৮) ...	—	৯৮৵০	—	৯৮৷৵০-৯৮৷৵০		—
৪৲ টাকা সুদের ঋণপত্র (১৯৬০-৭০) ...	—	১১৩৵০	১১৩৷৵০	—		—
৫৲ টাকা সুদের ঋণপত্র (১৯৪৫-৫৫) ...	—	৯০০৷৵০	—	—		১০২৵০
ইঞ্জিনিয়ারিং ও ইলেকট্রিক—						
ইণ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড ষ্টীল কোং লিঃ ...	৪০৷০-৩৯৸০	৪০৷৵০-৪০৷৵০	৪১৵০-৪০৷৹/০	৪১৷৵০-৪১৷/০		৪১৷০-৪০৸০
ষ্টীল কর্পোরেশন—অর্ডি ...	৩৪৲-৩৩৷৵০	৩৪৷৵০-৩৪৵০	৩৪৷৵০-৩৪৷/০	৩৪৸৵০-৩৪৷০		৩৪৷০-৩৪/০
কুমারধুবী—অর্ডি ...	১১৵০-১০৷৵০	১১৷/০-১১৲	১১৷/০-১১৷০	১১৷৵০		১১৷/০-১১/০
ব্রেইতওয়েইট ...	১৪৸০-১৪৷৵০	১৪৸৵০-১৪৷৵০	১৫৲-১৪৷৵০	১৪৸/০		১৪৸০
জেসপ ...	২৬৵০-২৬৲	২৬৷৵০-২৬৷০	২৬৷৵০-২৬৷০	—		২৬৷৵০
মার্শালস্ ...	৬৷০-৬/০	৬৷৵০-৬৷৵০	৬৷৵০-৬৷৵০	৬৸০-৬৷৵০		৬৷৵০
ন্যাশনাল আয়রণ এণ্ড ষ্টীল ...	১১৷০-১১৵০	১১৸০	—	—		—
আর্থার বাটলার ...	—	২৩৵০	—	—		২৩৲
হিন্দুস্থান মোটরস্ ...	—	৩৮/১০-৩৮১৫	—	—		৩৮৵০-৩৮১০
ক্যালকাটা ইনসিওরেন্স ...	—	—	—	—		—
খনি—বার্ণ কর্পোরেশন ...	৬৸০-৬৷/০	৬৸/০-৬৷৵০	৬৷৵০-৬৷০	৬৷৵০-৬৷৵০		৬৷৵০-৬৷৵০
ইণ্ডিয়ান কপার কর্পোরেশন ...	৩৷/০-৩৷০	৩৷৵০-৩৷/০	৩৷/০-৩৷০	৩৷/০-৩৷০		৩৷/০-৩৷০
ব্যাঙ্ক—রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া ...	১৩৮৲-১৩৫৲	১৩৭৲-১৩৫৷৹	১৩৬৲	১৩৬৷৹		—
ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক ...	—	২৫৷০-২৫৲	২৬৲-২৫৷০	২৬৲		২৫৷০
ক্যালকাটা ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক ...	—	—	—	—		—
বেঙ্গল সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক ...	—	১৩৷৵০-১৩৷/০	১৩৷৵০-১৩৷৵০	—		১৩৷/০
কুমিল্লা ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন ...	—	—	১৪৷০-১৪৷৵০	১৪৷০-১৪৷৵০		১৪৷৵০
মহালক্ষ্মী ব্যাঙ্ক ...	—	—	১০৲	—		—
নিউ ষ্ট্যাণ্ডার্ড ব্যাঙ্ক ...	—	—	—	—		—
হিন্দুস্থান কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক ...	—	৫৩৲	—	৫২৷০-৫২৲		—
নাথ ব্যাঙ্ক ...	—	৩২৸০-৩২৷৵০	৩৩/০-৩২৷০	৩৩৷০-৩২৸০		৩২৷০-৩২৵০
কয়লা—বরাকর কোল্ কোং ...	৪৪৲-৪২৸৵০	৪৪৷০-৪৩৸৵০	৪৪৷৵০-৪৪৵০	৪৪৸০-৪৪৷৵০		৪৪৷০-৪৩৸০
তালচের ...	১২৸৵০-১২৸০	১৩৷৵০-১৩৷৵০	১৩৷০-১৩৷৵০	১৩৷০-১৩৷৵০		১৩৷/০
রাণীগঞ্জ ...	—	৬৩৷৵০-৬৩৷৵০	৬৩৷/০-৬৩৷০	৬৪৲-৬৩৸৵০		—
ইকুইটেবল ...	৭১৷০-৭০৷৹	৭২৷৵০-৭১৷০	৭২৷০-৭২৵০	৭২৸০		৭২৷৵০
সাউথ করণপুরা ...	৩৬৸০ ৩৬৵০	৩৭৲-৩৬৷৵০	৩৬৸৵০-৩৬৷৵০	৩৭৲-৩৬৷৵০		৩৬৷০-৩৬৲
ভুলনবরারি ...	৩৬৵০-৩৬৲	—	—	—		—
সেণ্ট্রাল কারকেণ্ড ...	—	৪৯৲	৫০৷০-৪৯৸০	৫১৷৹		৫১৲
নিউ চুরুলিয়া ...	—	১৩৸০-১৩৷০	১৩৸৵০	১৪৷৵০-১৪৷০		১৩৸০-১৩৷৵০
ষ্ট্যাণ্ডার্ড ...	৪৫৷৵০	৪৬৷/০-৪৬৷/০	৪৬৷৵০	৪৬৷৵০-৪৬৷৵০		—

বাজার বন্ধ

সুবারবন ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস—২২নং ষ্ট্র্যাণ্ড রোড, কলিকাতা। ফোন : ক্যাল—৪৮৬১

—শাখাসমূহ—

টালীগঞ্জ (৫৪নং টালীগঞ্জ সারকুলার রোড),
দক্ষিণ কলিকাতা (২৬।১, রসা রোড), টালা,
দমদম, বরানগর, আলমবাজার ও দেওঘর

ম্যানেজিং ডাইরেক্টর : মিঃ বি সি দাস, এম-এ, বি-এল

ক্যালকাটা সিটি ব্যাঙ্ক

—লিমিটেড—

(ক্লিয়ারিংয়ের যাবতীয় সুবিধাযুক্ত)

হেড অফিস—১০২বি, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
ফোন : কলিঃ ৩৪৪৭

—শাখাসমূহ—

বড়বাজার,	দীঘিরপাড়,	পাটনা সিটি,
বেলেঘাটা,	লাহেরিয়াসরাই,	ভিজিয়ানাগ্রাম,
শ্যামবাজার,	ভাগলপুর,	বোলাঙ্গীর,
আরামবাগ,	নাথনগর,	কাটাবঞ্জী
চাঁপাডাঙ্গা,	দ্বারভাঙ্গা,	(পাটনা ষ্টেট),
মিরকাদিম,	রায়পুর,	নাগপুর,
নারায়ণগঞ্জ,	পাটনা,	সম্বলপুর।

ফোন কলিঃ—৪৪৯৮ স্থাপিত—১৯২০

কাশীপুর ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস—কাশীপুর (যশোহর) ব্রাঞ্চ—লোহাগড়া (যশোহর)
সেণ্ট্রাল অফিস—১, বৃটিশ ইণ্ডিয়ান ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
প্রধান প্রধান ব্যবসাকেন্দ্রে শীঘ্রই ব্রাঞ্চ খোলা হইবে।
সর্ব্ব প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

জেনারেল ম্যানেজার—এস্, কে, সমাদ্দার ম্যানেজিং ডিরেক্টর—ডাঃ ডি, বি, চ্যাটার্জ্জী

সাপ্তাহিক বাজার দর

	২৪শে আগষ্ট	২৭শে আগষ্ট	২৮শে আগষ্ট	২৯শে আগষ্ট	৩০শে আগষ্ট	৩১শে আগষ্ট
কাপড়ের কল—নিউ ভিক্টোরিয়া কটন মিলস লিঃ	৭৸/০-৭৷৶/০	৮৶/০-৮৲	৮৲	৮৲-৭৸৶/০	বাজার বন্ধ	—
বেনারস ...	১১/০	১১/০-১০৸/০	১১/০	—		—
কানপুর টেক্সটাইলস্ ...	—	১৩৲	১২৸৶/০	১৩৲		১৩৲
এলগিন কটন মিলস লিঃ ...	৬৭৷০	৬৬৷০-৬৫৷০	—	৬৬৷০		—
কেশোরাম ...	—	—	১৮৷০	—		—
বঙ্গশ্রী ...	—	১৪৷০-১৪৷০	১৪৷৶/০-১৪৷৶/০	১৪৷০-১৪৲		১৪৷৶/০
বঙ্গেশ্বরী কটন মিলস্ ...	—	৭৷৷০-৭৷৶/০	৭৷৷০-৭৷৶/০	৭৷৷০-৭৷৶/০		৭৷৷০-৭৷৶/০
কাগজের কল—ইণ্ডিয়া পেপার পাল্প লিঃ ...	২২৫৲-২২০৲	—	—	—		২২৭৲-২২৬৲
শ্রীগোপাল পেপার মিলস লিঃ ...	—	১৭৷৶/০	—	১৮৶/০		১৮৸০
টিটাগড় ...	৩০৸০-৩০৷৶/০	৩১৷৷/০-৩০৸০	৩২৷০-৩১৷৷০	৩৩৶/০-৩২৷৶/০		৩৩৷৷০-৩২৸৶/০
চটকল—অকল্যাণ্ড জুট মিলস লিঃ ...	৩৬২৲-৩৫৯৷৷০	৩৬৫৲-৩৬৪৲	৩৬৬৲	৩৬৫৲		৩৬৫৲
এ্যাংলো ইণ্ডিয়া জুট মিলস লিঃ ...	৫৩০৲-৫২৭৲	৫৩২৲-৫৩০৲	৫৩৫৲-৫৩১৷৷০	৫৩৬৷৷০-৫৩৪৲		৫৩০৲-৫২৯৲
কামারহাটি ...	৮০২৲-৭৯৮৲	৮০৮৲-৮০২৲	৮০৯৲	৮০৭৲		৭৯৭৲-৭৯৬৲
নদীয়া ...	১৪০৷৷০-১৩৯৲	১৪২৲-১৪১৲	১৪২৷৷০	১৪৩৷৷০-১৪২৲		১৪২৲
প্রেসিডেন্সী ...	১৪৷৶০-১২৸০	১৪৸০-১৪৷০	১৪৷৶০-১৪৷০	১৪৸০-১৪৷৶/০		১৪৷৶০-১৪৷/০
রিলায়েন্স ...	৮২৷৷০-৮২৷৶/০	৮৪৷৶০-৮৩৸০	৮৬৷০-৮৫৸০	৮৭৲-৮৫৷৷০		৮৪৷৶০
কাঁকনাড়া ...	৬৭৫৲-৬৭৩৲	৬৬৩৲-৬৮০৲	৬৮৮৲-৬৮৭৲	৬৯০৲-৬৮৮৲		৬৮৫৲
হাওড়া ...	৯৩৷৷০-৯৩৶/০	৯৪৷৷০-৯৪৲	৯৪৷৶০	—		৯৩৸০-৯১৶/০
ডালহৌসী ...	৪০৮৲-৪০২৲	৪১০৲	৪১৪৲-৪১০৲	—		৪০৪৲-৪০৩৲
বজবজ ...	—	৫৯০৷৷০ ৫৯০৲	৬১৫৲-৬০৮৲	৬১২৲		—
ষ্ট্যাণ্ডার্ড ...	—	—	৩২৭৲-৩২৪৲	৩৩৪৲-৩৩০৲		৩৩৫৲-৩২৫৲
এলায়েন্স ...	৭৩০৲	৭৪২৲	—	৭৬০৲		৭৪৭৲
চিনির কল—বেলসুন্দ সুগার কোং লিঃ ...	১৫৷৷৶/০-১৫৷৶/০	১৬৲-১৫৷৷/০	১৬৷০	১৬৷৶/০-১৬৸/০		১৬৷/০-১৬৲
চম্পারণ সুগার কোং লিঃ ...	৪০৲-৩৯৸০	৪০৷৷/০-৪০৷০	৪১৸০-৪০৸৶/০	৪২/০-৪১৷৷০		—
কেরু এণ্ড কোং লিঃ ...	২৯৸৶/০-২৯৷৷০	৩০/০-২৯৸৶/০	৩০৷৶/০	৩০৷/০		৩০৶/০-৩০৲
চা বাগান—চন্দননগর টি ...	—	—	—	—		—
ইষ্ট ইণ্ডিয়া ...	—	—	—	—		২১৸৶/০-২১৷৷০
কল্যাণী ...	—	—	—	৪৪৷৷০-৪৪৲		৪৪৲-৪২৶/০
লেবং এণ্ড মিনারেল ...	—	১২৲-১১৷৷০	১২৲-১১৷৷০	—		১১৷৷০
তেজপুর ...	—	২২৷০	—	—		২২৲
বিশ্বনাথ ...	—	—	—	—		—
বিবিধ—ডালমিয়া সিমেন্ট কোং লিঃ ...	১৬৸৶০-১৬৷৷৶/০	১৭/০-১৭৲	১৬৸০	১৭৲		১৭৲-১৬৸/০
বি আই কর্পোরেশন ...	৭৷৷/০-৭৶/০	৭৸/০-৭৷৷০	৭৷৷/০-৭৷৶/০	৭৸০-৭৷৷৶/০		৭৷৷/০-৭৷৷০
মেদিনীপুর জমিদারী কোং লিঃ ...	১৮৯৲-১৮৫৲	১৯০৲-১৮৮৷৷০	১৯১৷৷০-১৮৯৲	১৯১৲		১৯১৲-১৯০৲
রোটাস ইণ্ডাষ্ট্রীজ লিঃ	১৬৲	১৬৶/০-১৫৸৶/০	১৬৲	১৬৶/০-১৫৸৶/০		১৬৷০-১৬৲
ইণ্ডিয়া জেনারেল নেভিগেশন কোং লিঃ ...	২১২৲-২১১৷৷০	২১৮৲-২১৭৲	—	২১৯৲		—
আসাম-বেঙ্গল সিমেন্ট ...	১৯৷৶/০-১৯৷৶/০	১৯৷৶/০-১৯৷৷০	১৯৸০	২০৷০-১৯৸০		১৯৸৶/০-১৯৸/০
ন্যাশনাল ইনসুলেটেড কেবলস ...	—	—	—	—		—
নিউ এসিয়াটিক ইনসিওরেন্স ...	—	৯৷৷০-৯৶/০	৯৷/০	—		—

দি ট্রিনিটি মিউচুয়াল এ্যাসিওরেন্স কোং
লিমিটেড—(বোম্বাই)
কোম্পানীর সমুদয় লভ্যাংশ কেবলমাত্র বীমাকারিগণই পাইবার অধিকারী।
বীমাকর্ম্মীদের সর্ত্ত অতীব সুবিধাজনক।
বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা ও আসামের চীফ এজেণ্ট
রায় এণ্ড সন্স
৮৪-এ, ক্লাইভ ষ্ট্রীট : : কলিকাতা।
পোষ্ট বক্স—জি পি ও, ১৩৪ ফোন—ক্যালঃ ৬১৩৩

বাংলার বস্ত্র-শিল্পের অগ্রদূত
মোহিনী মিলস্ লিঃ
এই মিলের
বস্ত্রাদির জনপ্রিয়তার কারণ ব্যবহারেই বোধগম্য হইবে।
১নং মিল — কুষ্টিয়া (নদীয়া) | ২নং মিল — বেলঘরিয়া (২৪ পরগণা)
ম্যানেজিং এজেণ্টস্ :—চক্রবর্ত্তী সন্স এণ্ড কোং
পোঃ কুষ্টিয়া বাজার (নদীয়া)

অক্ষয় কুমার লাহা
ষ্ট্যাণ্ডার্ড মার্কা সিমেন্ট ব্যবহার করুন
৪নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট কলিকাতা

দি
মার্চ্চেণ্টস ইউনিয়ন
ব্যাঙ্ক লিঃ
৩নং ম্যাঙ্গো লেন।
স্থাপিত—১৯৩২
নিষ্ঠা, নিরাপত্তা, নির্ভরযোগ্যতাই আমাদের বৈশিষ্ট্য।
সহজ সর্ত্তে টাকা কর্জ্জ দেওয়া এবং বিল ডিসকাউণ্ট করা হয়।
ফিক্সড্ ডিপোজিট্ এবং অন্যান্য আমানতের উপর সুদের হার লাভজনক।
শেয়ার মার্কেটের যাবতীয় শেয়ার কেনাবেচা করা হয়।
হিলি শাখা শীঘ্রই খোলা হইবে।
ম্যানেজিং ডিরেক্টর—এস, এ, মাম্লাম।

টেলিগ্রাম—Assambank
টেলিফোন—কলিঃ ৬৯৪০

ব্যাঙ্ক অব আসাম লিঃ

(১৯৩৬ সালে স্থাপিত)
হেড অফিস—শিলং
কলিকাতা অফিস—৬নং, ক্লাইভ রো।

শাখাসমূহ :—বড়পেটা, বুবড়ী, গৌহাটী, গোয়ালপাড়া, যোড়হাট, নওগাঁ (আসাম)

আদায়ীকৃত মূলধন ও রিজার্ভ— ৬,৩৮,০০০৲ টাকার উপর
আমানত— ৬০,০০,০০০৲ টাকার „
কার্য্যকরী মূলধন ৭৪,০০,০০০৲ টাকার „

ব্যাঙ্কের সকল কাজ করা হয়।

এ বি দত্ত, এম-এ, এফ-আর-ই-এস্,
এ-আই-বি (লণ্ডন), সার্ট, এজেণ্ট, কলিকাতা।

এইচ ব্যানার্জ্জি, বি-এ,
এ-আই-বি (লণ্ডন), সার্ট, ম্যানেজিং ডিরেক্টর

টেলিগ্রাম—"আর্থিক মান" পোঃ বক্স কেল—৬৫৯

প্রগতিশীল জাতীয় আর্থিক প্রতিষ্ঠান

ব্যাঙ্ক অব কামরূপ লিঃ

হেড অফিস : ৭নং সোয়ালো লেন, কলিকাতা
ম্যানেজিং ডাইরেক্টর—শ্রীঅমলেন্দু বাগচী

দি সিলেট ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস—সিলেট স্থাপিত—১৯২৮।

শাখাসমূহ :—

কলিকাতা

১। মেইন অফিস—৬, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, ফোন নং ক্যালকাটা—৫৬০৭
২। বড়বাজার —৯, পগেয়া পট্টী।
৩। কলেজ ষ্ট্রীট —৭৯।২, হ্যারিসন্ রোড্-এ
(কলেজ ষ্ট্রীট ও হ্যারিসন রোড্ মোড়) শীঘ্রই খোলা হইবে।

আসাম
শিলং,
শিলচর,
গৌহাটি,
করিমগঞ্জ,
মৌলবীবাজার,
নওগাঁ,
ছাতক,
হবিগঞ্জ।

আদায়ীকৃত মূলধন ও রিজার্ভ ফণ্ড—
৫,৫০,০০০৲

কার্য্যকরী মূলধন—
প্রায় ১,৫০,০০,০০০৲

বাঙ্গালা
চট্টগ্রাম,
ঢাকা,
নারায়ণগঞ্জ,
ময়মনসিংহ,
কিশোরগঞ্জ,
নেত্রকোণা।

—ব্যাঙ্কের নিজস্ব বাড়ী—

১। সিলেট ৩। শিলচর
২। শিলং ৪। ঢাকা

কলিকাতায় বাড়ীর জন্য ১৯, মিশন রো এক্সটেনসন্-এ জমি লওয়া হইয়াছে।

মিঃ পি, কে, চক্রবর্ত্তী, ম্যানেজিং ডিরেক্টার
মিঃ জে, এম, দাস, জেনারেল ম্যানেজার।

বাজারের সাথে যোগাযোগ বিভিন্ন ধরণের কাজ

১। স্বর্ণ ও রৌপ্য ক্রয় বিক্রয় করা হয়।
২। ষ্টক এক্সচেঞ্জের তালিকাভুক্ত শেয়ার ক্রয় বিক্রয় করা হয়।
৩। হুণ্ডী ও বিল ডিস-কাউণ্ট করা হয়।

আমাদের মধ্যস্থতায় বাজারের সংস্পর্শে আসুন

ইষ্টার্ণ ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ব্যাঙ্ক লিমিটেড
৮, লায়ন্স রেঞ্জ কলিকাতা

১২২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা—আর্থিক জগৎ প্রেসে শ্রীযতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য দ্বারা সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

PHONE :—B. B. 6382 REGD. NO. C. 2506

আর্থিক জগৎ

ARTHIK JAGAT

ব্যবসা-বাণিজ্য-শিল্প-অর্থনীতি-বিষয়ক সাপ্তাহিক

মূল্য—বার্ষিক সডাক ৯৲ সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য প্রতি সংখ্যা ৶০ আনা

অষ্টম বর্ষ] Monday, 10th September, 1945. সোমবার, ২৪শে ভাদ্র, ১৩৫২ [১৯শ সংখ্যা

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY

সাময়িক প্রসঙ্গ

বাধ্যতামূলক বীমার অবসান

যুদ্ধের সুযোগে গবর্ণমেণ্ট এদেশে ওয়ার রিস্ক (ফ্যাক্টরিজ) ইনসিওরেন্স এবং ওয়ার রিস্ক (গুডস্) ইনসিওরেন্স নামে যে দুইটী বাধ্যতামূলক বীমা ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করেন বর্ত্তমান সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম হইতে উহার প্রথমটী এবং আগামী অক্টোবর মাসের প্রথম হইতে উহার দ্বিতীয়টী বাতিল করিয়া ঐ সব বীমার জন্য প্রিমিয়াম আদায় বন্ধ করা হইবে জানিয়া দেশবাসী সোয়াস্তির নিশ্বাস ফেলিবে। এদেশে যখন জাপানের বোমারু বিমানের আক্রমণে গুদামজাত মালপত্র এবং কলকারখানাসমূহ ক্ষতিগ্রস্ত হইবে বলিয়া আশঙ্কা উপস্থিত হয় সেই সময়ে দেশবাসীর তরফ হইতেই এই ধরণের ক্ষতি পূরণার্থ বীমা ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের জন্য দাবী উপস্থিত করা হয়। গবর্ণমেণ্ট এই দাবী পূরণ করেন বটে; কিন্তু উহারা এই সুযোগে গুদামজাত মাল ও কলকারখানার ক্ষতিপূরণের জন্য প্রয়োজনাতিরিক্তভাবে প্রিমিয়াম আদায়ের ব্যবস্থা করেন। উহার ফলে গবর্ণমেণ্টের হাতে প্রিমিয়াম বাবদ বহু কোটী টাকা মজুদ হইয়াছে এবং উহার বদলে যে পরিমাণ টাকা ক্ষতিপূরণ হিসাবে দেওয়া হইয়াছে বা হইবে তাহার পরিমাণ অতি নগণ্য। এই অবস্থা লক্ষ্য করিয়া দেশবাসী বৎসরাধিককাল পূর্ব্ব হইতেই উপরোক্ত শ্রেণীর বীমার প্রিমিয়ামের হার হ্রাস করিবার জন্য আন্দোলন করিয়া আসিতেছে। কয়েক মাস পূর্ব্বে যখন জাপানীগণ ভারতীয় সীমান্ত হইতে অনেক দূরে হঠিয়া যায় সেই সময়ে ঐ বীমার প্রিমিয়াম গ্রহণ বন্ধ করিয়া দিবার জন্যও দেশবাসী আন্দোলন করে। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট এই লাভের ব্যবসা বন্ধ করিতে রাজী হন নাই। এক্ষণে প্রাচ্য, প্রতীচ্য সর্ব্বত্র যুদ্ধের অবসান ঘটিয়াছে। কাজেই গবর্ণমেণ্ট উপায়ান্তর না দেখিয়া এই বীমা ব্যবস্থা বাতিল করিতেছেন। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি বিভিন্ন শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান হইতে প্রিমিয়াম বাবদ গবর্ণমেণ্টের হাতে যে বহু কোটী টাকা মজুদ রহিয়াছে তাহা কি গবর্ণমেণ্ট এখন ঐ সব প্রতিষ্ঠানকে ফেরৎ দিতে প্রস্তুত আছেন? সাধারণ কোন বীমা কোম্পানী উহার কারবার গুটাইলে উহার সঞ্চিত তহবিল উহার অংশীদার ও পলিসি-গ্রাহকের মধ্যে হারাহারিভাবে বণ্টিত হইয়া থাকে। উপরোক্ত দুইটী বীমা ব্যবস্থার মধ্যে অংশীদারদের কোন অস্তিত্ব নাই। কাজেই এই দুইটী বীমা ব্যবস্থার উদ্বৃত্ত তহবিল উহার পলিসি-গ্রাহকদেরই ন্যায্যতঃ প্রাপ্য। গবর্ণমেণ্ট যদি এই দুইটী বীমা ব্যবস্থায় সঞ্চিত তহবিল এক্ষণে এই সব পলিসি-গ্রাহকদের মধ্যে হারাহারিভাবে বণ্টন করিয়া দেন তবে তাহা সুবিচারেরই কাজ হইবে।

শিল্প প্রতিষ্ঠানের নূতন বিপদ

দিল্লীর সংবাদে প্রকাশ যে, যুদ্ধ এবং যুদ্ধসংশ্লিষ্ট কাজ হইতে বিমুক্ত ব্যক্তিগণকে কাজে নিয়োগ করিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট যে সমস্ত এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ (চাকুরীর ব্যবস্থা করিবার জন্য প্রতিষ্ঠান) গঠন করিতেছেন সেই সব প্রতিষ্ঠানকে উপযুক্তরূপ ক্ষমতাদানের বিষয়ে ভারত সরকার বিশেষভাবে বিবেচনা করিতেছেন। প্রকাশ যে, এদেশে যে সব শিল্পপ্রতিষ্ঠানে ২০ জনের অধিক লোক কাজ করে সেই সব প্রতিষ্ঠানে উহাতে মোট কতজন লোক কাজ করিতেছে এবং অদূর ভবিষ্যতে উহাতে কত জন নূতন লোক নিযুক্ত করিবার প্রয়োজন হইবে, তাহা যাহাতে উহারা নিয়মিতভাবে এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জসমূহকে জানাইতে বাধ্য হয় তাহার ব্যবস্থা করা হইবে। অধিকন্তু এরূপ একটী প্রস্তাব গবর্ণমেণ্টের বিবেচনাধীন আছে যে, এই ধরণের কোন শিল্পপ্রতিষ্ঠানে যদি কোন মজুরের দরকার হয় তবে উহাদিগকে বাধ্য হইয়া এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ কর্ত্তৃক মনোনীত ব্যক্তিগণকে গ্রহণ করিতে হইবে। আমরা এই প্রস্তাবের তীব্র প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। যুদ্ধকার্য্য হইতে মুক্ত ব্যক্তিগণের কাজের সংস্থান অত্যাবশ্যক—উহা আমরা স্বীকার করি। কিন্তু এই উদ্দেশ্যে যদি দেশের শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির উপর জোর করিয়া অনভিপ্রেত ও অনুপযুক্ত ব্যক্তিগণকে চাপাইয়া দেওয়া হয় তাহা হইলে ভারতীয় শিল্পোন্নতির পক্ষে উহা একটী মহা প্রতিবন্ধক হইয়া দাঁড়াইবে।

যুদ্ধকালীন জীবনযাত্রার মান

যুদ্ধের আনুষঙ্গিক অবস্থার ফলে আমাদের দেশে জীবনযাত্রার মান যে আজকাল খুবই নিম্নে আসিয়া গিয়াছে তাহা বিশেষ হিসাব না করিয়াও উপলব্ধি করা যায়। কিন্তু প্রধানতঃ যাহাদের পক্ষে যুদ্ধ করিবার জন্য ভারতবর্ষকে তার ইচ্ছা-অনিচ্ছার অপেক্ষা না করিয়া বাধ্য করা হইয়াছে সেই সব দেশে যুদ্ধের দরুণ জীবনযাত্রার মানে তেমন বিশেষ অবনতি হয় নাই। সম্প্রতি "গ্লোব" প্রকাশ করিয়াছেন যে, ইংলণ্ডে যুদ্ধকালীন জীবনযাত্রার মানে শতকরা মাত্র ১৭ ভাগ অবনতি ঘটিয়াছে এবং আমেরিকায় কোন অবনতি তো হয়ই নাই বরং সেখানে জীবনযাত্রার মান শতকরা ১৯ ভাগ উন্নত হইয়াছে। আমেরিকার মোট উৎপাদন ক্ষমতা যুদ্ধপূর্ব্বের তুলনায় দ্বিগুণ বৃদ্ধি পাওয়ায় সেখানে জীবন যাত্রার মানেও এইরূপ উন্নতি সম্ভব হইয়াছে। এবার দেখা যাউক আমাদের দেশে জীবনযাত্রার মান শতকরা কত ভাগ হ্রাস পাইয়াছে। আমাদের এই আলোচনায় সবচেয়ে প্রধান বাধা নির্ভরযোগ্য তথ্যের অভাব। যদিও বোম্বাই, মাদ্রাজ, পাঞ্জাব ইত্যাদি প্রাদেশিক সরকার শ্রমিক শ্রেণীর জীবনযাত্রার ব্যয় নির্দ্ধারণের জন্য তথ্যাদি প্রকাশ করেন,

বিষয়-সূচী

বিষয়	পৃষ্ঠা
সাময়িক প্রসঙ্গ	৪৪৯-৫১
পাউণ্ডের মূল্য-হ্রাস এবং ভারতের উপর উহার প্রভাব	৪৫২-৫৩
রাজনৈতিক প্রসঙ্গ	৪৫৪-৫৫
খেয়ালীর খাতা	৪৫৬-৫৭
আর্থিক দুনিয়ার খবরাখবর	৪৫৮-৬৪
কোম্পানী প্রসঙ্গ—	৪৬৫-৬৬
বাজারের হালচাল—	৪৬৭-৭২

ইষ্ট ইণ্ডিয়া ইন্‌সিওরেন্স

কোম্পানী লিঃ

৪, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বাংলার একটী উন্নতিশীল বীমা অফিস যেখানে সকল প্রকার জীবনবীমার পলিসি পাওয়া যায়।

লোভনীয় সর্ত্তে প্রতিনিধি আবশ্যক।

বিবরণের জন্য ম্যানেজারের নিকট লিখুন

বাংলাদেশে সে রকম কোন প্রচেষ্টা সরকার পক্ষ হইতে আজও হয় নাই। সর্ব্বভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গী হইতে এই সমস্যাকে বিচার করা সুতরাং বিশেষ কষ্টসাধ্য। যাহা হৌক, প্রকাশিত তথ্যাদির উপর নির্ভর করিয়া আমরা আমাদের আলোচ্য বিষয়ে আনুমানিক সিদ্ধান্ত জানাইতেছি। জীবনযাত্রার মান পরিমাপ করিতে হইলে দ্রব্যসামগ্রীর মূল্য-হার এবং জনপ্রতি গড়পড়তা আয়ের পরিমাণ নির্ণয় করা প্রয়োজন। জীবনযাত্রার মান নির্দ্ধারণের জন্য খাদ্য বস্ত্র ইত্যাদি অবশ্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য-সমূহের মূল্যহার বিবেচনা করিয়া দেখা যায় যে, ১৯৩৯ সালের মূল্য ১০০ ধরিয়া বর্ত্তমানে খাদ্য-সামগ্রীর পাইকারী মূল্যহার ২৪০·৭ ("কমার্স" ১-৯-৪৫) ও বস্ত্রাদির ২৭৮ ("ক্যাপিট্যাল" ৬-৯-৪৫)। উপরোক্ত মূল্যে বাজারে জিনিষ পাওয়া দুর্ঘট বলিয়া অধিকাংশ ক্ষেত্রেই খুচরা মূল্যহার পাইকারী মূল্য অপেক্ষা অন্ততঃ আরও ৫০ বেশী। অর্থাৎ অবশ্য-প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রীর মূল্যহার আমরা বর্ত্তমানে ৩০৯.৩ ধরিতে পারি। জনপ্রতি গড়পড়তা আয়ের কোন তথ্য প্রকাশিত না হওয়াতে এ বিষয় আমাদিগকে অনুমানের উপরই নির্ভর করিতে হইবে। মোটামুটি আমরা বলিতে পারি যে, প্রত্যক্ষভাবে যুদ্ধ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণের আয় যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইলেও বেতনভোগীদের এবং বিশেষতঃ যে সমস্ত কৃষক ও কৃষি-মজুরকে কিনিয়া খাইতে হয় তাহাদিগের আয় দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির অনুপাতে বৃদ্ধি পায় নাই। শেষোক্ত শ্রেণীর লোকসংখ্যাই আমাদের দেশে অধিক। সুতরাং গড়পড়তা জনপ্রতি আয় বৃদ্ধি (১৯৩৯ সালের ১০০ ধরিয়া) যদি আমরা বর্ত্তমানে ১৫০ ধরি তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমাদের অনুমান প্রকৃত অবস্থার বিরোধী হইবে না। তাহা হইলেই দেখিতে পাইতেছি, জনপ্রতি গড়পড়তা আয় মাত্র ৫০ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে, সেখানে কেবল খাদ্য ও বস্ত্রের ব্যয়ই বৃদ্ধি পাইয়াছে ২০৯ ভাগ—ঔষধপত্র, গৃহ, শিক্ষা ও অন্যান্য দ্রব্যসামগ্রীর কথা তো ধরাই হয় নাই। পাশ্চাত্য উন্নত দেশসমূহে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পাইলে জনসাধারণ তাহাদের সঞ্চিত ধন ব্যয় করিয়া জীবনযাত্রার মান বজায় রাখে, কিন্তু দরিদ্র ভারতবাসীর সে সুযোগও নাই। সুতরাং বর্ত্তমান যুদ্ধের দরুণ মূল্যবৃদ্ধির ফলে ভারতবাসীর জীবনযাত্রার মান শতকরা অন্ততঃ ৫০ ভাগ হ্রাস পাইয়াছে—আমাদের এই সিদ্ধান্ত নিশ্চয়ই অমূলক নয়।

ইম্পেরিয়্যাল প্রেফারেন্স ও আমেরিকা

যুদ্ধবিরতির সঙ্গে সঙ্গেই মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান ঋণ-ইজারা ব্যবস্থা রহিত করিয়াছেন। ফলে সমগ্র বৃটেনে বিক্ষোভের সৃষ্টি হইয়াছে এবং ঋণ-ইজারা ব্যবস্থা যাহাতে পুনঃপ্রবর্ত্তিত হইতে পারে তাহার আলোচনার জন্য লর্ড কীনস্ আমেরিকা গিয়াছেন। এই সম্পর্কে যে ইঙ্গ-মার্কিন অর্থনৈতিক সম্মেলন হইবে তাহাতে বৃটেনকে অর্থনৈতিক সাহায্যের বিনিময়ে আমেরিকা সাম্রাজ্যিক সুবিধা-সুযোগ (ইম্পেরিয়্যাল প্রেফারেন্স) তুলিয়া দিবার দাবী করিবে বলিয়া প্রকাশ। ইম্পেরিয়্যাল প্রেফারেন্সের দরুণ বৃটিশ সাম্রাজ্যের ভিতর এতদিন আমেরিকা তাহার বাণিজ্য বিস্তারে সমর্থ হয় নাই। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ফলে আমেরিকা এখন শিল্প বাণিজ্যে শীর্ষস্থানীয়। বৃটিশ সাম্রাজ্যেও এখন আমেরিকা তাহার বাণিজ্য বিস্তারে সুবিধা আদায় করিবার সুযোগ পাইয়াছে এবং এই সুবিধা সে আদায় করিবে, এই বিষয়ে বিশেষ সন্দেহ নাই। ইম্পেরিয়্যাল প্রেফারেন্স উঠিয়া গেলে ভারতের সর্ব্ববিষয়ে মঙ্গল। ১৯৩৩ সালের জানুয়ারী হইতে এই "সুবিধা-সুযোগের" প্রবর্ত্তন হয়। যদিও ভারতীয় আইন সভা ১৯৩৬ সালে ইহার বিরুদ্ধে প্রস্তাব পাশ করে তথাপি কৌশলে ১৯৩৯ সাল হইতে ইহা পুনঃপ্রবর্ত্তিত হয়। ইহা স্বীকার্য্য যে, ভারতের পক্ষে এই "সুবিধা-সুযোগ" লাভ করাতে পাট, চা ইত্যাদি রপ্তানী বিষয়ে কিছু লাভ হইয়াছিল, কিন্তু বর্ত্তমানে এই তথাকথিত "সুবিধা-সুযোগের" বিন্দুমাত্র প্রয়োজন ভারত স্বীকার করে না। সম্প্রতি-সমাপ্ত যুদ্ধের দরুণ ভারতীয় শিল্প-বাণিজ্যসমূহের যথেষ্ট প্রসারলাভ হইয়াছে; এই উন্নতি যাহাতে যুদ্ধান্তেও অব্যাহত থাকে তাহার জন্য ভারতের প্রয়োজন উৎপাদক দ্রব্যসম্ভার (ক্যাপিট্যাল গুডস্)। ইম্পেরিয়্যাল প্রেফারেন্স বজায় থাকিলে ভারতকে বাধ্য হইয়া উৎপাদক দ্রব্য-সমূহের জন্য বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত দেশসমূহের উপর নির্ভর করিতে হইবে কারণ, অন্যান্য দেশ হইতে আনিতে গেলে মূল্য দিতে হইবে অনেক বেশী। ইহাতে ভারতীয় শিল্প কারখানাসমূহকে যথেষ্ট অসুবিধা ভোগ করিতে হইবে। ইহা ছাড়া যুদ্ধের আনুষঙ্গিক ধ্বংসলীলার ফলে বৃটিশ সাম্রাজ্যের অধীন এমন কোন দেশ নাই যে ভারতকে তাহার প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি শীঘ্র সর-বরাহ করিতে পারে। সুতরাং বিভিন্ন দিক দিয়া বিচার করিয়া আমেরিকার দাবীর সঙ্গে আমরাও মত মিলাইতেছি। সুখের বিষয়, ভারতীয় শিল্প-পতিগণও তাঁহাদের আমেরিকায় প্রবাসকালে অনুরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন।

কোম্পানী আইনের সংশোধন

ইংলণ্ডে যৌথ কোম্পানী সংক্রান্ত আইনের সংশোধন বিষয়ে সুপারিশ করিবার জন্য জজ কোহেনের সভাপতিত্বে কোহেন কমিটি নামে যে কমিটি বসিয়াছে তৎসম্পর্কে গত ২৩শে জুলাই তারিখের 'আর্থিক জগতে' আমরা আলোচনা করিয়াছিলাম। সম্প্রতি উক্ত কমিটির রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে। কমিটির রিপোর্টের বিস্তৃত বিবরণ এখনও আমাদের হস্তগত হয় নাই। তবে উক্ত রিপোর্টে কোম্পানী পরি-চালক, কোম্পানীর অংশীদার, কোম্পানীর পাওনা-দার এবং পরিশেষে কোম্পানীর মজুর ও সমষ্টিগত ভাবে দেশবাসীর স্বার্থরক্ষা বিষয়ে বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়া ঐ সব বিষয়ে বহুবিধ সুপারিশ করা হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে। আরও প্রকাশ যে, প্রত্যেক কোম্পানীর আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ যাহাতে নিয়মিতভাবে উহার অংশীদারদের সমক্ষে উপস্থিত করা হয় তৎপ্রতি কমিটী সবিশেষ জোর দিয়াছেন। উক্ত কমিটীর অন্যান্য সুপারিশের মধ্যে ডিরেক্টরদের উপর শেয়ার হোল্ডারদের অধিকতর ক্ষমতা প্রদান এবং পারি-বারিক ব্যবসা ছাড়া অন্য সমস্ত ব্যবসা উপলক্ষে যে সমস্ত প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানী আছে তাহার পক্ষে বাধ্যতামূলকভাবে উহাদের হিসাব নিকাশ দাখিল অন্যতম। কমিটীর আর একটী সুপারিশ হইতেছে যে, ৭০ বৎসরের অধিক বয়স হইলে কেহ কোন কোম্পানীর ডিরেক্টর হইতে পারিবেন না।

ইংলণ্ডের শ্রমিক গবর্ণমেণ্ট কোহেন কমিটীর সুপারিশ কি ভাবে গ্রহণ করিবেন তাহা এখনও বলিবার সময় হয় নাই। তবে ইংলণ্ডে যদি এই সব সুপারিশ মূলে কোম্পানী আইন সংশোধিত হয় তাহা হইলে ভারতবর্ষেও যে তাহা অনুসৃত হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। ইতিমধ্যেই জানা গিয়াছে যে, যুদ্ধকালীন অভিজ্ঞতার ফলে ভারত সরকার ভারতীয় কোম্পানী আইনের সংশোধনের জন্য পর্য্যালোচনা করিতেছেন। তবে কোম্পানী গঠনকালে কোম্পানীর "ডিরেক্টর প্রমোটার এবং তাঁহাদের বন্ধুবর্গ" শেয়ার ক্রয়ের ব্যাপারে যে সব দুর্নীতিমূলক নীতি অবলম্বন করিতেছেন তাহার প্রতিকারই আপাততঃ ভারত সরকারের উদ্দেশ্য বলিয়া জানা গিয়াছে।

বস্ত্রের প্রাচুর্য্য সত্ত্বেও অভাব

গত সপ্তাহে আমরা বলিয়াছিলাম যে, ঈদ ও পূজা সমগ্র বাংলা দেশের হিন্দু ও মুসলমানদের প্রধানতম পর্ব্ব হইলেও সরকার এই দুইটি উৎসবে অবশ্য প্রয়োজনীয় বস্ত্রের ব্যবস্থা করিতে যথেষ্ট কার্পণ্য করিয়াছেন ও করিতেছেন। আমরা তখন সরকারের শৈথিল্যের ও অযোগ্যতার প্রতিবাদ করিয়া সরকারী নিয়ন্ত্রণ তুলিয়া দেওয়ার পক্ষে মত প্রকাশ করিয়াছিলাম। সম্প্রতি বোম্বাই হইতে প্রকাশিত এক সংবাদে আমরা সরকারী অপকীর্ত্তির আরও পরিষ্কার পরিচয় পাইয়াছি। উক্ত সংবাদে প্রকাশ, ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় বোম্বাইয় একটি কাপড়ের কলে অসংখ্য কাপড় মজুত দেখিতে পাইয়া বিস্মিত হইয়াছেন। তিনি বলেন, "আমি সর্ব্বাপেক্ষা বিস্মিত হইয়াছি, মিলের গুদাম-গুলি বিপুল পরিমাণ কাপড়ে বোঝাই থাকিতেও বাংলার লোক নগ্ন বা অর্দ্ধনগ্ন অবস্থায় দিন কাটাইতেছে। মজুত বস্ত্রের পরিমাণ ১০ লক্ষ গজের কম হইবে না।" বাংলা সরকার ১লা অক্টোবরের পূর্ব্বে কলিকাতায় পুরাপুরি বস্ত্রবরাদ্দ ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করিতে পারিবেন না বলিয়াছেন। সেই ব্যবস্থা মতে প্রতি মাসে সহরের মাত্র এক-তৃতীয়াংশ অধিবাসী কাপড় পাইতে পারিবে। সহরে কিঞ্চিৎ সহনীয় অবস্থার উদ্ভব হইলেও মফঃস্বলে কাপড়ের অভাব এখনও তীব্রভাবে অনুভূত হইতেছে। শত শত বুভুক্ষু ও অর্দ্ধনগ্ন গ্রামবাসী সোনারপুর, ক্যানিং প্রভৃতি স্থান হইতে কলিকাতায়, ২৪ পরগণার সদরে খাদ্য ও বস্ত্রের জন্য আসিয়াছে ও আসিতেছে—এই সমস্ত সংবাদে কি ইহাই প্রমাণিত হয় না যে, সরকার বস্ত্রের প্রাচুর্য্য থাকা সত্ত্বেও নিজেদের ত্রুটিপূর্ণ বণ্টন-ব্যবস্থা দ্বারা কৃত্রিম অভাবের সৃষ্টি করিতেছেন এবং অন্যায়-ভাবে দেশবাসীকে দুঃখভোগ করাইতেছেন? ডাঃ রায় মাত্র একটি কাপড়ের কলেই ১০ লক্ষ গজ কাপড় মজুত রহিয়াছে লক্ষ্য করিয়াছেন; এই রকম আরো কত কলে কত লক্ষ গজ কাপড় মজুত রহিয়াছে কে জানে? সরকার যদি সত্যই আন্তরিকভাবে দেশের বস্ত্র-সমস্যার সমাধান করিতে চান তবে তাঁহাদের উচিত হইবে দক্ষতার সহিত সমগ্র দেশব্যাপী ন্যায়সঙ্গতভাবে বস্ত্র-বণ্টনের শীঘ্র ব্যবস্থা করা। যদি দক্ষ এবং নির্ভরযোগ্য কর্ম্মীর অভাবে সরকার মনে করেন যে, এই রকম ভাবে বস্ত্রবণ্টন তাঁহাদের দ্বারা সম্ভব হইবে না তবে তাঁহারা সর্ব্বপ্রকার নিয়ন্ত্রণ তুলিয়া দিয়া উৎপাদন ও বণ্টনকে স্বাভাবিক ধারা অনুসরণ করিতে সুযোগ দিন। সরকারী নিয়ন্ত্রণের ফলে দেশবাসী যদি উৎপাদনের প্রাচুর্য্য থাকা সত্ত্বেও অবশ্য-প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহে অসমর্থ হয় তবে নিয়ন্ত্রণের নামে এই প্রহসনের কি প্রয়োজন? নিজেদের অসামর্থ্য উপলব্ধি করিয়াও যদি সরকার নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার লোপ না করেন তবে আমরা বলিতে বাধ্য হইব, দেশের অভাব-অসুবিধা দূর

দেশের ও দশের সেবায়
নির্ভরযোগ্য ও নিরাপদ প্রতিষ্ঠান
ইণ্ডিয়ান
সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।
পিপলস্ ব্যাঙ্ক লিঃ
৫।১, রয়েল এক্সচেঞ্জ প্লেস,
কলিকাতা
ফোন: কলিঃ ৩৩৮১ :: তার: 'Honey Comb,' Cal
আমাদের বিশেষজ্ঞ দ্বারাই ষ্টক এক্সচেঞ্জের বিবিধ শেয়ার ও সিকিউরিটি ক্রয় বিক্রয় করা হয়।
আপনাদের সহানুভূতি প্রার্থনীয়

করিবার দিকে সরকারের তত দৃষ্টি নাই, যত আছে ক্ষমতা আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকিবার দিকে। সরকার এই অভিযোগের কি উত্তর দিবেন ?

কলিকাতায় জীবনযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধি

যুদ্ধের ফলে কলিকাতায় লোকের জীবনযাত্রা ব্যয় কিরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে 'ষ্টেটসম্যান' পত্র উপযুক্ত সংখ্যাতথ্য সংগ্রহ করিয়া সম্প্রতি একটি বিশেষ প্রবন্ধে সে বিষয় আলোচনা করিয়াছেন। নিত্যব্যবহার্য্য ৬৫টি জিনিষের নাম ধরিয়া উহাতে গত ১৯৪০ সালের এপ্রিলের তুলনায় চলতি ১৯৪৫ সালের গত এপ্রিল মাসের মূল্য বৃদ্ধির পরিমাণ প্রদর্শন করা হইয়াছে। পরে সেই বিবরণকে ভিত্তি করিয়া জীবনযাত্রা ব্যয় বৃদ্ধির মোট পরিমাণ নির্ণয় করার চেষ্টা হইয়াছে। এই প্রবন্ধটি খুবই সময়োপযোগী। উহা হইতে কতকগুলি প্রয়োজনীয় বিবরণ আমরা উদ্ধৃত করিতেছি। 'ষ্টেটসম্যান' পত্র যে ৬৫টি জিনিষের কথা উল্লেখ করিয়াছেন তাহার প্রধান কয়েকটি সম্পর্কে মূল্য বৃদ্ধির পরিমাণ এইরূপ :—

জিনিষ	১৯৪১ এপ্রিল	১৯৪৫ এপ্রিল	শতকরা বৃদ্ধি
চাউল (উৎকৃষ্ট) প্রতিমণ	৫৲	২৫৲	৪০০
আটা প্রতি সের	৵৬	।/০	১৫০
রুটি—২ পাউণ্ড	।/০	॥৵০	১০০
চিনি প্রতি সের	।৩	॥০	৮৮.২
লবণ "	/৬	৵০	১০০
সরিষার তৈল প্রতি সের	।৶০	১॥০	১২৮
কয়লা প্রতি মণ	॥০	১।৵০	১৭৫
মুগডাল প্রতি সের	।০	৸৵০	২৭৫
মশুরী "	৵৬	৸/০	৪২০
বেগুন "	৵০	।৶০	২৫০
ঢেঁড়স "	/৬	॥০	৪৩৩
আলু "	/৬	॥৵০	৫৬৭
টোমেটো "	/০	২।০	৩,৫০০
পিঁয়াজ "	৵০	॥/০	৩৫০
রুই মাছ প্রতি সের	॥৵০	৩।০	৪০০
ইলিস "	॥০	২॥০	৪০০
ভেটকি "	১।০	৭৸০	৫২০
ছাগ মাংস সের	॥৶০	৩৸০	৫৫৪
ডিম (হাঁস) ২০টি	।৶০	৩৵০	৬১৪
আঙ্গুর ফল ১ পাউণ্ড	।৵০	৩।০	৩৬০
কমলা লেবু ১টি	৵৯	।৵০	৭০০
দুধ প্রতি সের	।০	॥০	২৫০

এইভাবে চাউল, ডাল, মাছ, মাংস, দুধ, তরিতরকারী, ফল ও মনোহারী জিনিষ প্রভৃতির বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া "ষ্টেটসম্যান' পত্র গত ১৯৪১ সালের এপ্রিলের তুলনায় গত এপ্রিল মাসে (১৯৪৫) কলিকাতায় গড়পড়তা হারে নিত্যব্যবহার্য্য দ্রব্যের মূল্য শতকরা ৩৪৩ ভাগ বাড়িয়াছে বলিয়া সাব্যস্ত করিয়াছেন। এইরূপ মূল্যবৃদ্ধির ফলে কলিকাতার লোকদিগকে আজ জীবনযাত্রার জন্য ১৯৪১ সালের তুলনায় প্রায় সাড়ে তিন গুণ অর্থ ব্যয় করিতে হইতেছে। 'ষ্টেটসম্যান' পত্র বস্ত্রের মূল্য তাহাদের হিসাবে ধরেন নাই, বাড়ী ভাড়াও ঐ বরাদ্দ হইতে বাদ দিয়াছেন। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও কলিকাতার লোকদের জীবনযাত্রা ব্যয় বৃদ্ধির পরিমাণ ও তাঁহাদের যুদ্ধকালীন দুঃখ-দুর্দ্দশা সম্পর্কে ঐ বিবরণ হইতে পাঠকগণ একটা ধারণা করিতে পারিবেন সন্দেহ নাই।

বাংলায় পুনরায় দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা

মফঃস্বলের বিভিন্ন স্থান হইতে চাউলের অভাবের সংবাদ আসিতেছে। বিশেষতঃ বাঁকুড়ার এক সংবাদে প্রকাশ, গ্রামাঞ্চল হইতে অনশনক্লিষ্ট নরনারী দলে দলে বাঁকুড়ার ম্যাজিষ্ট্রেটের বাংলোর সম্মুখে খাদ্যের আশায় আসিয়া ভীড় করিতেছে। হুগলী, পাবনা, দিনাজপুর প্রভৃতি আরও অনেক স্থান হইতেও চাউলের মূল্য বৃদ্ধি এবং উৎপাদন হ্রাসের সংবাদ আসিতেছে। বাংলায় এবৎসর চাউলের উৎপাদন কম ইহা সরকারী সংবাদেই প্রকাশ। পূর্ব্ব বৎসরের তুলনায় এবার প্রায় এক-চতুর্থাংশ চাউল কম উৎপন্ন হইবে। ব্রহ্মদেশ হইতে চাউল আমদানী সম্ভব হইতে পারে এ ভরসাও আর আমরা অন্ততঃ এক বৎসরের জন্য করিতে পারি না। দেশের খাদ্য সমস্যা এই সমস্ত প্রতিকূল অবস্থার সম্মুখীন হওয়া সত্ত্বেও সরকার বাহিরে চাউল রপ্তানী করিতেছেন। এমতাবস্থায় অদূর ভবিষ্যতে দেশে ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষের পুনরাবির্ভাব ঘটিতে পারে এ আশঙ্কা নিতান্ত অমূলক নহে। সরকার পক্ষ হয়ত এই প্রশ্নের জবাবে বলিবেন যে, দেশে যথেষ্ট চাউল মজুত আছে এবং বাহিরে যে চাউল রপ্তানী হইতেছে তাহা সমস্তই আবার অন্যান্য স্থান হইতে আমদানী করিয়া পূরণ করা হইবে। সুতরাং তাঁহারা সিদ্ধান্ত করিবেন যে, দেশে দুর্ভিক্ষের কোনই আশঙ্কা নাই। চাহিদার তুলনায় যথেষ্ট যোগান যেখানে সম্ভব সেখানে কোন সমস্যা দেখা যায় না—অর্থনীতির ইহা মূল সূত্র। কিন্তু বাস্তব জগতে এই চাহিদা-যোগান সূত্র ছাড়াও অন্যান্য শক্তি বাজারে এমন প্রভাব বিস্তার করে যাহাতে আশঙ্কার কারণ না থাকিলেও সমস্যার উদ্ভব হয়। দেশে যখন কোন অভাবের সূচনা হইতে থাকে, তাহা সাময়িক এবং পূরণযোগ্য হইলেও সাধারণ দেশবাসীর মনে তাহা বিভীষিকার ছায়াপাত করে। এই বিভীষিকাই অর্থনৈতিক সমস্যাসমূহের প্রধান কারণ। বর্ত্তমানে বাংলা দেশে চাউলের যে অবস্থা তাহাতে কর্ত্তৃপক্ষের অবলম্বিত নীতির উপর জনসাধারণের যথেষ্ট আস্থা থাকিলে দেশে আতঙ্ক সৃষ্টি হওয়ার বিশেষ কারণ ঘটিত না। জনসাধারণের আস্থা-ভাজন কোন কর্ত্তৃপক্ষ যদি আন্তরিকভাবে দেশের চাউল সমস্যা সমাধানে যত্নবান হন তাহা হইলে শুধু বর্ত্তমান বৎসর কেন বাংলার মত দেশে কোনদিনই দুর্ভিক্ষ হইবে না। সুতরাং বর্ত্তমানে অবশ্য দরকার জনপ্রিয় মন্ত্রিমণ্ডলীর হস্তে দেশের শাসনভার অর্পণ। ইংলণ্ডের "ডেলী ওয়ার্কার" নামক সংবাদপত্রও অনুরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। "ডেলী ওয়ার্কার" বলিয়াছেন, যদি বৃটেন আবার একটি দুর্ভিক্ষ (বাংলাদেশে) ঘটাইবার কলঙ্ক হইতে নিজেকে মুক্ত রাখিতে চায়, তবে শ্রমিকদলের ভারত সচিবের অবশ্য কর্ত্তব্য হইবে বাংলার গভর্ণরকে একটি সর্ব্বদলীয় মন্ত্রিমণ্ডলী গঠনে উৎসাহিত করা।" আমরা এই অভিমত সমর্থন করি—এবং আশা করি লর্ড পেথিক লরেন্স এই দাবীর সম্বন্ধে বিবেচনা করিবেন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, জাপানে খাদ্যফসলে সর্ব্বময় কর্ত্তৃত্ব সরকারের হাতে থাকে, যাহাতে মূল্যবৃদ্ধির সময় তাঁহারা নিজেদের গুদাম হইতে প্রয়োজনীয় মাল সরবরাহ করিয়া এবং মূল্য হ্রাসের সময় বাজার হইতে মাল ক্রয় করিয়া বাজারে মূল্যসাম্য রক্ষা করেন। আমরা বাংলা সরকারকেও এই পন্থার যৌক্তিকতা ভাবিয়া দেখিতে অনুরোধ করি। এই মন্তব্য লিখিবার পর আমরা সংবাদ পাইলাম যে, ভারত সরকার বাংলাদেশ হইতে চাউল রপ্তানী নিষেধ করিয়াছেন। এই সংবাদে আমরা কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত বোধ করিতেছি।

স্বদেশী দ্রব্য ক্রয়ের প্রয়োজনীয়তা

১৯০৫ সালে যখন "পোর্ট আর্থারের" যুদ্ধে জাপান রাশিয়াকে পরাজিত করে তখন এশিয়াবাসিগণ তাহাদের শতাব্দীব্যাপী হীনম্মন্যতা হইতে মুক্তিলাভ করে—তখন হইতে এশিয়াবাসী নিজেকে ইউরোপীয়দের সহিত সমান মনে করিতে শেখে। এই আত্ম-প্রতিষ্ঠার ঢেউ ভারতের উপকূলে আসিয়া ভারতবাসীকেও স্বাদেশিকতায় প্রবুদ্ধ করে। সেই রাজনৈতিক স্বাদেশিকতা অর্থ-নৈতিক রূপ গ্রহণ করে ১৯১৪-১৮ সালের মহাযুদ্ধের পটভূমিকায়। যুদ্ধের দরুণ ভারতে আমদানী অনেক কমিয়া যায় এবং ভারতবাসীর তখনকার অভাব ভারতবাসী নিজেদের কারখানাজাত দ্রব্যসামগ্রী দ্বারা মিটাইতে যত্নবান হয়। আজ যে আমরা শিল্পবাণিজ্যে অনেকটা আত্মনির্ভরশীল তাহার বীজ উপ্ত হয় ১৯০৫ সালের "বিলাতী" বর্জ্জন এবং পরবর্ত্তী "স্বদেশী ক্রয়" আন্দোলনে। বর্ত্তমান যুদ্ধের আনুষঙ্গিক আমদানী হ্রাসের ফলে ভারতের উৎপাদন ক্ষমতা এত বৃদ্ধি পাইয়াছে যে, ভারত অধমর্ণ হইতে উত্তমর্ণ দেশের পর্য্যায়ে উন্নীত হইয়াছে। যুদ্ধ বর্ত্তমানে পরিসমাপ্ত। যুদ্ধোত্তর কালে বিদেশী রাষ্ট্রসমূহ তাহাদের হৃত বাণিজ্য পুনঃপ্রাপ্তির জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিবে। এই সময়ে ভারতবাসিগণ যদি তখন নিজেদের শিল্পকারখানাগুলিকে যথাসাধ্য উৎসাহদানে বিরত থাকে তাহা হইলে আবার ভারত তাহার সাময়িক উন্নতি হারাইয়া পরমুখাপেক্ষী দেশে পর্য্যবসিত হইবে। সমগ্র ভারতবাসীর তাই এখন হইতেই কর্ত্তব্য যথাসম্ভব স্বদেশী দ্রব্য ক্রয় করা। কারণ অর্থ-নৈতিক শক্তিলাভ না হইলে রাজনৈতিক শক্তিলাভ সম্ভব নয়। সম্প্রতি কলিকাতা কর্পোরেশনের কমার্শিয়াল মিউজিয়াম হলে স্বদেশী দ্রব্য প্রস্তুতকারক সমিতির উদ্যোগে এক সাংবাদিক সম্মেলন হয়। সেখানে যুদ্ধান্তে স্বদেশী শিল্পের রক্ষা ও উন্নতিকল্পে সংবাদপত্র কি ভাবে সাহায্য করিতে পারে তৎসম্বন্ধে আলোচনা হয়। আমরা আশা করি জনসাধারণ যেমন স্বদেশী ক্রয়ে যথাসাধ্য চেষ্টা করিবেন তেমনি সংবাদপত্রসমূহও স্বদেশী শিল্পকারখানাসমূহের সহিত যথাযোগ্য সহযোগিতা করিতে বিমুখ হইবেন না। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, যুদ্ধান্তে কর্ত্তৃপক্ষ যাহাতে বিদেশ হইতে ভোগ্যবস্তুসমূহ (কনজিউমারস্ গুডস্) আমদানী করিয়া ভারতীয় শিল্পকে অন্যায়ভাবে প্রতিযোগিতার সম্মুখীন না করেন সে দিকেও আমাদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণের বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদিগকে ইহাও দেখিতে হইবে যে, স্বদেশী শিল্পকারখানাসমূহের প্রসারের নিমিত্ত যে সমস্ত যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য দ্রব্যসামগ্রীর প্রয়োজন তাহা সুবিধাজনক হারে বিশ্বের বাজার হইতে ইচ্ছামত ক্রয়ে কোন বাধা সরকার পক্ষ আরোপ না করেন। মোট কথা, আমাদের স্বদেশী দ্রব্য উৎপাদন বৃদ্ধির এবং দেশবাসীর মধ্যে উহার ব্যবহারের জন্য সর্ব্বভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গী নিয়া আন্দোলন করা অবশ্যই দরকার।

ফোন : ক্যাল ৩৩৩৮ গ্রাম : শিল্পসখা

ক্লিয়ারিং এর সুযোগ সহ

হিন্দুস্থান ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ব্যাঙ্ক

লিমিটেড

৫ ও ৬, হেয়ার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা ও সি পিতে
মাত্র ১৫টি শাখা অফিস আছে

ধুবড়ী, গৌহাটি, তিনসুকিয়া, ডিব্রুগড়, ময়মনসিংহ, ভৈরববাজার, ফেণী, চট্টগ্রাম ও লৌহজঙ্গ শাখা খোলা হইতেছে।

পাউণ্ডের মূল্য হ্রাস এবং ভারতের উপর উহার প্রভাব

কিছুদিন যাবৎ এদেশের অর্থনীতিক মহলে এরূপ গুজব রটিয়াছে যে, আমেরিকার যুক্তরাজ্যের ডলারের হিসাবে ইংলণ্ডের পাউণ্ডের মূল্য হ্রাস পাইবে। সম্প্রতি এই মর্ম্মে একটী সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে যে, আমেরিকান গবর্ণমেণ্ট ইংলণ্ডে অবস্থিত আমেরিকান সৈন্যগণকে ইংলণ্ডের ব্যাঙ্কসমূহে উহাদের যে পাউণ্ড মুদ্রা আমানত আছে অক্টোবর মাসের পূর্ব্বে তাহা তুলিয়া লইবার জন্য নির্দ্দেশ দিয়াছেন। প্রকাশ যে, ডলারের হিসাবে পাউণ্ড মুদ্রার মূল্য হ্রাস পাইলে আমেরিকান সৈন্যগণ ক্ষতিগ্রস্ত হইবে বলিয়াই উহাদের উপর এরূপ নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে। এই সংবাদে ভারতবর্ষে পাউণ্ড মুদ্রার মূল্যহ্রাসের সম্ভাবনা সম্বন্ধে জনসাধারণের ধারণা আরও বদ্ধমূল হইয়াছে।

আমেরিকার ডলারের হিসাবে ইংলণ্ডের পাউণ্ড মুদ্রার মূল্যহ্রাসের পক্ষে বর্ত্তমানে অনেকগুলি শক্তিশালী কারণের উদ্ভব হইয়াছে। গত ১৯৩১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ইংলণ্ড যখন স্বর্ণমান পরিত্যাগ করে তাহার পূর্ব্বে আমেরিকার ডলার এবং ইংলণ্ডের পাউণ্ড উভয়ই স্বর্ণমানের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং ঐ সময়ে উভয় দেশের মুদ্রার স্বর্ণমূল্যের ভিত্তিতে উভয় দেশে মুদ্রার বিনিময়-হার বলবৎ ছিল। ইংলণ্ড স্বর্ণমান পরিত্যাগ করার পর উভয় দেশের মুদ্রার বিনিময়-হারের অনেক উঠতি-পড়তি ঘটে এবং অবশেষে বৃটীশ গবর্ণমেণ্ট ৫ ডলার = এক পাউণ্ড এই হারে উভয় দেশের বিনিময় হার বলবৎ করেন। যুদ্ধ আরম্ভ হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে এই হার ছিল ৪.৬৫ ডলার = এক পাউণ্ড। অর্থাৎ যুদ্ধ আরম্ভ হইবার সম্ভাবনায় ডলারের হিসাবে পাউণ্ডের মূল্য কিছু হ্রাস পাইয়াছিল। যুদ্ধের ভিতরে পাউণ্ডের মূল্য অস্বাভাবিকরূপে হ্রাস পাইতে আরম্ভ করে। সিঙ্গাপুরে যখন বৃটীশের পরাজয় ঘটে সেই সময়ে একবার পাউণ্ডের মূল্য ২॥ পাউণ্ড = এক ডলার—এই হার পর্য্যন্ত নামিয়া গিয়াছিল। অবশেষে আমেরিকা যখন ইংলণ্ডের পক্ষে যুদ্ধে যোগদান করে সেই সময়ে উভয় দেশের মুদ্রার বিনিময় হার নির্দ্দিষ্টভাবে স্থির রাখা উভয় দেশেরই স্বার্থের পক্ষে প্রয়োজন হইয়া দাঁড়ায় এবং ৪ ডলার = এক পাউণ্ড—মোটামুটি এই ভাবে পাউণ্ড ও ডলারের দর বাঁধিয়া দেওয়া হয়। বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত এই হারই বলবৎ রহিয়াছে।

কিন্তু বিগত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ফলে অর্থনীতিক ক্ষেত্রে ইংলণ্ডের বিপুল পরিমাণ ক্ষতি হইয়াছে। এই যুদ্ধের সময়ে বিদেশ হইতে খাদ্যদ্রব্য ও যুদ্ধসরঞ্জাম সংগ্রহের জন্য ইংলণ্ড উহার হস্তস্থিত প্রায় সমস্ত স্বর্ণ বিদেশের নিকট বিকাইয়া দিয়াছে। এতদ্ব্যতীত আমেরিকার যুক্তরাজ্য, কানাডা, দক্ষিণ আফ্রিকা, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশে ইংলণ্ডের যত কলকারখানা ছিল এবং ঐ সব দেশের কলকারখানাতে ইংলণ্ডের অধিবাসীদের যত শেয়ার ছিল তাহাও যুদ্ধসরঞ্জাম সংগ্রহের জন্য বিক্রয় হইয়াছে। আমেরিকার যুক্তরাজ্যে ইংলণ্ডের প্রায় ৭০টী বীমা-কোম্পানী ছিল; তাহার সমস্তও এই যুদ্ধে বিক্রয় হইয়াছে। ঐ দেশে কোর্টল্ডের যে কৃত্রিম রেশমের কারখানা ছিল তাহা পৃথিবীর মধ্যে একটী বৃহত্তম কৃত্রিম রেশমের কারখানা। তাহাও এই যুদ্ধে বিক্রয় হইয়াছে। সুপ্রসিদ্ধ এনসাইক্লোপিডিয়া বৃটেনিকা নামক গ্রন্থে ইংলণ্ডের যে স্বত্বস্বামিত্ব ছিল তাহা পর্য্যন্ত এই যুদ্ধে বিক্রয় হইয়াছে। দক্ষিণ আফ্রিকার স্বর্ণখনিগুলির মোট শেয়ারের—যাহা লণ্ডন ষ্টক এক্সচেঞ্জে কাফির বলিয়া অভিহিত হইত—তাহার শতকরা ৭০ ভাগ ইংরেজের সম্পত্তি ছিল। যুদ্ধের সময়ে দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে সমর-সরঞ্জাম সংগ্রহের জন্য এই শেয়ারেরও দুই-তৃতীয়াংশ ইংলণ্ডকে বিক্রয় করিয়া দিতে হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত রুমানিয়ার তৈলের খনিগুলিতে ইংলণ্ডের যে স্বার্থ ছিল যুদ্ধের ফলে তাহাও চিরদিনের জন্য ইংলণ্ডের হস্তচ্যুত হইয়াছে। গত ১৯১৪ সালে যে প্রথম মহাযুদ্ধ আরম্ভ হয় তাহার পূর্ব্বে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মধ্যে যত জাহাজে মালপত্রের আদান-প্রদান হইত তাহার শতকরা ৭০ ভাগ জাহাজ ছিল ইংরাজের। ঐ যুদ্ধের সময়ে আমেরিকার যুক্তরাজ্য ও জাপান বহু মালবাহী জাহাজ নির্ম্মাণ করাতে এবং পরবর্ত্তীকালে এই ক্ষেত্রে ইটালীও ইংলণ্ডের প্রতিযোগী হওয়াতে ইংলণ্ডের মালবাহী জাহাজের ভাগ ৭০ ভাগ হইতে নামিয়া ২১ ভাগে পরিণত হয় এবং উক্ত দেশের একটা বড় রকম আয় কমিয়া যায়। গত যুদ্ধে ইংলণ্ডের যে সমস্ত মালবাহী জাহাজ ডুবিয়াছে তত জাহাজ ইংলণ্ড তৈয়ার করিতে পারে নাই। পক্ষান্তরে এই যুদ্ধে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র অগণিত মালবাহী জাহাজ তৈয়ার করিয়াছে। কাজেই অদূর ভবিষ্যতে যখন পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মধ্যে জাহাজযোগে ব্যাপকভাবে মালপত্রের আদান-প্রদান আরম্ভ হইবে তখন ইংলণ্ড পৃথিবীর সামুদ্রিক বাণিজ্যের আশ্রয়ে জাহাজী ব্যবসার শতকরা ২১ ভাগও নিজের আয়ত্তে রাখিতে পারিবে কি না সন্দেহ। এই যুদ্ধে অর্থনীতিক দিক হইতে ইংলণ্ডের আরও কতকগুলি পর্ব্বত-প্রমাণ ক্ষতি হইয়াছে। যুদ্ধসংগ্রাম সংগ্রহ এবং বিদেশে যুদ্ধ পরিচালনার জন্য ইংলণ্ডকে গত যুদ্ধে ভারতবর্ষ ও অন্যান্য দেশ হইতে ৪ হাজার কোটী টাকা ঋণ করিতে হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ঋণ ও ইজারা ব্যবস্থা অনুযায়ী ইংলণ্ড গত যুদ্ধে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র হইতে যে প্রায় ৬ হাজার কোটী টাকার মালপত্র গ্রহণ করিয়াছে তাহাও সাকুল্য না হউক—উহার বহুলাংশ ইংলণ্ডকে পরিশোধ করিতে হইবে। ইংলণ্ডের এই বিপুল পরিমাণ ঋণ পরিশোধের প্রধান উপায় হইতেছে আমদানীর অতিরিক্ত মালপত্র বিদেশে রপ্তানী করা। কিন্তু যুদ্ধের ফলে ইংলণ্ডের বাড়ী-ঘর ও কলকারখানা এরূপ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে যে, অদূর ভবিষ্যতে উহার পক্ষে বিদেশে বেশী পরিমাণে মালপত্র রপ্তানী করা সম্ভবপর হইবে না। আর সম্ভব হইলেও বর্ত্তমান যুদ্ধে সমগ্র ইউরোপের পূর্ব্বাঞ্চল এবং চীন ও প্রাচ্য এশিয়ার সমস্ত দেশে বৃটীশ প্রভাব যে প্রকার ক্ষুণ্ণ হইয়াছে তাহাতে ইংলণ্ড যে বহির্ব্বাণিজ্যের দ্বারা উহার পূর্ব্ব সমৃদ্ধি ফিরাইয়া আনিতে পারিবে তাহার সম্ভাবনা নাই। ইংলণ্ডের পাউণ্ড মুদ্রা স্বর্ণমানের উপর প্রতিষ্ঠিত নহে—অর্থাৎ উহার নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ পাউণ্ড মুদ্রার বিনিময়ে নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ স্বর্ণ পাওয়ার পক্ষে কোন নিশ্চয়তা নাই। সুতরাং ইংলণ্ডের আর্থিক সুনাম

টেলিগ্রাম ৫৪১

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ

টেলিগ্রাম কমার্শিয়াল

হেড অফিস ৭নং সোয়ালো লেন, কলিঃ | ম্যানেজিং ডিরেক্টর জে. সি. চক্রবর্ত্তী।

বাংলা, বিহার, আসাম, উড়িষ্যা, যুক্তপ্রদেশ ও মধ্যপ্রদেশের নানা স্থানে শাখা অবস্থিত।
সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

উৎকৃষ্টতম উপায়ে

টাকা খাটাইতে চাহেন?

আমাদের "স্থায়ী আমানতে" জমা রাখুন

সুদের হার

১ বৎসরের জন্য	৩½%	৭ বৎসরের জন্য	৪¾%
২ ,, ,,	৪%	৮ ,, ,,	৫%
৩ ও ৪ ,, ,,	৪¼%	৯ ,, ,,	৫¼%
৫ ও ৬ ,, ,,	৪½%	১০ ,, ,,	৫½%

ইহা নিরাপদ, নির্ভরযোগ্য ও লাভজনক

বেঙ্গল শেয়ার ডিলার্স সিণ্ডিকেট লিমিটেড

"শেয়ার ডিলার্স হাউস", কলিকাতা।

অন্য কথায় অর্থনীতিক সমৃদ্ধিই ছিল উহার 'পাউণ্ড (যাহা কাগজের নোট ভিন্ন কিছু নহে) মুদ্রার মূল্যের মানদণ্ড। এক্ষণে উপরোক্ত নানা কারণে ইংলণ্ডের যে প্রকার অর্থনীতিক দুর্দ্দিন আসন্ন বলিয়া বুঝা যাইতেছে তাহাতে পাউণ্ডের উপর পৃথিবীর সমস্ত দেশের আস্থা হ্রাস পাওয়া কিছুতেই আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। এরূপ অবস্থায় আমেরিকায় ডলারের হিসাবে ইংলণ্ডের পাউণ্ড মুদ্রার মূল্য যে অদূর ভবিষ্যতে হ্রাস পাইতে পারে তাহার খুবই সম্ভাবনা রহিয়াছে।

ইংলণ্ডের পাউণ্ড মুদ্রার মূল্য যদি আমেরিকার ডলারের হিসাবে হ্রাস পায় তাহা হইলে ভারতবর্ষের পক্ষে তাহা সমূহ ক্ষতির কারণ হইবে। ইংলণ্ডের পাউণ্ডের সহিত ভারতীয় টাকার একটা নির্দ্দিষ্ট হার বাধা রহিয়াছে। উক্ত দেশের প্রতি এক শিলিং ছয় পেনীর মূল্য এক টাকা—অথবা এক পাউণ্ড ১৩.৩ টাকার সমান। এক্ষণে পাউণ্ডের মূল্য যদি ডলারের হিসাবে হ্রাস পায় তাহা হইলে ভারতীয় টাকার মূল্যও ডলারের হিসাবে হ্রাস পাইবে। বর্ত্তমানে মোটামুটি হিসাবে ৪ ডলার এক পাউণ্ড এবং ১ ডলার ১৩.৩ টাকার সমান রহিয়াছে। এক্ষণে যদি ডলারের হিসাবে পাউণ্ডের মূল্য হ্রাস পাইয়া ৩ ডলার এক পাউণ্ডের সমান দাঁড়ায় তাহা হইলে ১ ডলার ৪.৪ টাকার সমান দাঁড়াইবে। উহার ফল এই দাঁড়াইবে যে, পূর্ব্বে ভারতবাসী যেস্থলে ৩.৩ টাকা দিয়া আমেরিকা হইতে এক ডলার মূল্যের মাল আমদানী করিত এক্ষণে সেই পরিমাণ মাল আমদানী করিতে ভারতবাসীকে ৪.৪ টাকা দিতে হইবে। অন্য কথায় বলা যায় যে, ডলারের হিসাবে পাউণ্ডের মূল্য যদি কমিয়া যায় এবং ভারতীয় টাকাকে যদি পাউণ্ডের সহিত নির্দ্দিষ্ট দরে বাঁধিয়া রাখা হয় তাহা হইলে ভারতবর্ষে আমেরিকা হইতে আমদানী মালপত্রের মূল্য শতকরা ৩৩ ভাগের মত চড়িয়া যাইবে। অন্য সময় হইলে উহাতে ভারতবাসীর সেরূপ ভীত হইবার কারণ হইত না। কিন্তু ভারতবর্ষ এক্ষণে শিল্প বিস্তারে মনোনিবেশ করিয়াছে। যুদ্ধ হইতে ফেরৎ অগণিত ভারতবাসীকে কার্য্যে নিযুক্ত করিতে হইলে, অনশনক্লিষ্ট ভারতবাসীকে দু' মুঠা অন্ন দান করিতে হইলে এবং ভারতীয় জনসাধারণের কল্যাণজনক অন্যবিধ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে হইলে ভারতে শিল্পবিস্তার অপরিহার্য্য। আর এই শিল্পবিস্তার করিতে হইলে ভারতবর্ষকে এক্ষণে আমেরিকা হইতে শত শত কোটি টাকার কলকব্জা ও আনুষঙ্গিক সরঞ্জাম আমদানী করিতে হইবে। এক্ষণে টাকার হিসাবে ডলারের মূল্য যদি চড়িয়া যায় তাহা হইলে ভারতবাসীর পক্ষে আমেরিকা হইতে কলকব্জা আমদানী করা একপ্রকার অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইবে। দৃষ্টান্তস্বরূপ এক্ষণে এক ডলারের মূল্য ৩.৩ টাকা রহিয়াছে। এই সময়ে যদি কেহ দশ লক্ষ ডলার মূল্যের কলকব্জা আমেরিকা হইতে আমদানী করে তবে তাহাকে ৩৩ লক্ষ টাকা দিলেই চলিবে। কিন্তু পাউণ্ডের মূল্য হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে যদি ভারতীয় টাকার মূল্য হ্রাস পাইয়া এক ডলার ৪.৪ টাকার সমান হয় তাহা হইলে এক একটী ভারতীয় শিল্প প্রতিষ্ঠানকে আমেরিকা হইতে দশ লক্ষ ডলার মূল্যের কলকব্জা আমদানী করিতে ৪৪ লক্ষ টাকা দিতে হইবে। যদি ইংলণ্ড হইতে ভারতের প্রয়োজনীয় কলকব্জা আমদানী করা সম্ভবপর হইত তাহা হইলে ভারতবাসীর চিন্তার কারণ ছিল না। কিন্তু তাহারও সুবিধা নাই। একে আমেরিকার কলকব্জার মূল্য বেশী। এক্ষণে ডলারের মূল্যবৃদ্ধির জন্য যদি উহা আরও চড়িয়া যায় তাহা হইলে আমেরিকা হইতে ভারতে কিছুতেই কলকব্জা আমদানী করা সম্ভব হইবে না এবং কলকব্জা সংগ্রহের ব্যাপারে ভারতবর্ষ সম্পূর্ণভাবে ইংলণ্ডের মুঠার ভিতর গিয়া পড়িবে। আমেরিকার কলকব্জা সম্বন্ধে যাহা সত্য, কানাডা হইতে আগত কাগজ, গম প্রভৃতি ভোগ্য দ্রব্য (Consumer goods) সম্বন্ধেও তাহা সত্য। ডলারের মূল্য বৃদ্ধির গুজবে ইতিমধ্যেই ভারতে স্বর্ণের দর কি ভাবে ৬৩ টাকা হইতে ৭৩ টাকার কোঠায় গিয়া পৌছিয়াছে তাহা সকলেই দেখিতে পাইতেছেন।

বর্ত্তমান সমস্যার একমাত্র প্রতিকার ভারতীয় টাকাকে ইংলণ্ডের পাউণ্ড মুদ্রা হইতে বিযুক্ত (de-link) করিয়া ১০০ ডলার=৩৩২ টাকা—এই হারে উহাকে ডলারের সহিত যুক্ত করিয়া দেওয়া। ভারতীয় টাকাকে যখন ইংলণ্ডের পাউণ্ডের সহিত যুক্ত করিয়া উহার সহিত নির্দ্দিষ্ট দরে বাঁধিয়া দেওয়া হয় তখন ইংলণ্ডের পাউণ্ডের উপর জগতের অসীম শ্রদ্ধা ছিল—পক্ষান্তরে ঐ সময়ে ভারতীয় টাকার উপর জগতের অন্যান্য দেশের এক প্রকার কিছুই আস্থা ছিল না। বর্ত্তমানে ভারতবর্ষ উহার বিদেশী ঋণ একপ্রকার শোধ করিয়া দিয়াছে এবং ইংলণ্ডে এক হাজার কোটী টাকার বেশী মজুদ করিয়াছে। কাজেই এক্ষণে ভারতীয় টাকাকে যদি পাউণ্ড হইতে বিযুক্ত করা হয় তবে ভয়ের কোন কারণ নাই। আর যে পাউণ্ড মুদ্রার ভবিষ্যৎ অন্ধকার—যাহার উপর পৃথিবীর সমস্ত দেশের আস্থা বিলুপ্ত হইতে চলিয়াছে তাহার সহিত ভারতীয় টাকাকে রজ্জুবদ্ধ করিয়া রাখার কোন সার্থকতা নাই। উহার ফলে ভারতবাসীর কোন লাভ তো নাইই—বরং এজন্য ইংলণ্ডের মন্দার সময়ে ভারতবর্ষের সমূহ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার এবং ভারতীয় শিল্প প্রচেষ্টা পণ্ড হওয়ার আশঙ্কা আছে।

ভারতীয় টাকাকে ইংলণ্ডের পাউণ্ড মুদ্রা হইতে বিযুক্ত করিবার জন্য পূর্ব্বে অনেক আন্দোলন হইয়াছে। গবর্ণমেণ্ট তাহাতে কর্ণপাত করেন নাই। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট যদি তাঁহাদের বড বড় যুদ্ধোত্তর পরিকল্পনাকে কথঞ্চিৎ সফল করিতে চাহেন, তাহা হইলে ডলারের হিসাবে ভারতীয় টাকার যাহাতে কোন মূল্যহ্রাস না হয় তৎপ্রতি মনোনিবেশ করা তাঁহাদের কর্ত্তব্য হইবে। এই কর্ত্তব্যে উহারা অবহিত হইবেন কি না সন্দেহ। কাজেই এই বিষয়ে দেশব্যাপী একটা আন্দোলন হওয়া বিশেষ আবশ্যক।

ভারতের প্রাচীনতম বীমা প্রতিষ্ঠান

বম্বে মিউচুয়াল

লাইফ এসিওরেন্স সোসাইটি লিঃ

[প্রতিষ্ঠিত — ১৮৭১ সাল]

বীমা করুন

— এই কোম্পানীর বৈশিষ্ট্য —

- কোম্পানীর সমগ্র লাভ পলিসিগ্রাহকদের মধ্যে বণ্টিত হয়।
- অতিরিক্ত প্রিমিয়াম না দিয়াও স্থায়ী অকর্ম্মণ্যতার জন্য সুযোগ-সুবিধা পাওয়া যায়।
- যৎসামান্য প্রিমিয়াম দিলে দুর্ঘটনাজনিত ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করা হয়।
- কোম্পানীর তহবিলের পরিমাণ ৩ কোটী টাকার উপর।

বিস্তৃত বিবরণের জন্য নিম্ন ঠিকানায় আবেদন করুন :—

দস্তিদার এণ্ড সন্স

চীফ এজেণ্টস্

২নং রয়েল এক্সচেঞ্জ প্লেস :: কলিকাতা।

ফোন :—ক্যাল : ১০১৮

ইউনাইটেড ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল

ব্যাঙ্ক লিমিটেড

স্থাপিত ১৯৪০

সিডিউলভুক্ত ব্যাঙ্ক

চেয়ারম্যান—শ্রীযুক্ত যদুনাথ রায়

সুবিধাজনক সর্ত্তে সাধারণ ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ করা হয়।

হেড অফিস—

৭, ওয়েলেসলী প্লেস, কলিকাতা

শাখাসমূহ—

বড়বাজার, শ্যামবাজার, হাটখোলা (কলিকাতা), ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, চাঁদপুর ও ময়মনসিংহ।

পে-অফিস : মিরকাদিম

জেনারেল ম্যানেজার :

এ চ্যাটার্জ্জি, বি-কম, সি-এ, আই, আই, বি

ক্রিসেণ্ট কমারসিয়াল ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া লিঃ

৫৭, রাধাবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা ● ম্যাঃ ডিঃ—মিঃ বি, নারায়ণ চৌধুরী।

বাংলার প্রাচীনতম জাতীয় প্রতিষ্ঠান

স্থাপিত মহালক্ষ্মী ব্যাঙ্ক লিঃ ১৯১০ ইং

হেড অফিস : ১৫, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা ফোন কলিঃ ৪৭১৯

সিডিউল্ড ব্যাঙ্ক

ইহার পশ্চাতে রহিয়াছে ৩৩ বৎসরের জনসেবা; অভিজ্ঞ ও লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যবসায়িবর্গের সুপরিচালনায় গড়িয়া উঠিয়াছে ইহার প্রচুর সম্পদ, তাই ইহা আজ সুদৃঢ় আর্থিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত একান্ত নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।

শাখা অফিস :—পাটনা, বেনারস, মাদ্রাজ, বড়বাজার (কলিঃ), ভবানীপুর (কলিঃ), বেলিয়াঘাটা (কলিঃ), ঢাকা, টাঙ্গাইল, চট্টগ্রাম, মাণিকগঞ্জ, বরিশাল, পাবনা, নাটোর, নবদ্বীপ, কৃষ্ণনগর, তমলুক, শিলচর, শান্তিপুর, মহিষাদল, বঢ়ু, লক্ষ্ণৌ, টি' নগর (মাদ্রাজ), মেদিনীপুর, তেজপুর, মালদহ, রাজসাহী, ঝাড়গ্রাম, রাঁচি।

আমানতের হার ও সর্ত্তাদি সুবিধাজনক।

ব্যবসায়ীদিগকে সর্ব্বপ্রকার সুবিধা দেওয়া হয়।

ম্যানেজিং ডাইরেক্টর : জি সি পাল, বি এল

রাজনৈতিক প্রসঙ্গ

ভারতীয় সমস্যার সমাধানের জন্য বৃটীশ পার্লামেণ্টের ৫০ জনের অধিক সদস্য এবং ভারতবর্ষের প্রতি সহানুভূতিশীল অন্যান্য কতিপয় বিশিষ্ট ইংরাজ ইংলণ্ডের শ্রমিক গবর্ণমেণ্টের নিকট যে আবেদন প্রেরণ করিয়াছেন তাহাতে ভারতবাসীর মনে কোন আশা ভরসার সৃষ্টি হইবে না। ইতিপূর্ব্বেও ইংলণ্ডের বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি বহুভাবে ভারতের দাবীর প্রতি সহানুভূতি জ্ঞাপন করিয়াছেন। কিন্তু তাহাতে কোন ফল হয় নাই। বৃটীশ গবর্ণমেণ্টের মধ্যে স্বল্পসংখ্যক নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি—যাঁহারা সাম্রাজ্য শাসনে সমস্ত ক্ষমতার অধিকারী—ভারতবর্ষ সম্বন্ধে নীতি ও কর্ম্মপন্থা তাঁহারাই স্থির করিয়া আসিতেছেন। সম্প্রতি শ্রমিক দলের জয়ের ফলে এই নেতৃত্বের পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। কিন্তু প্রধান মন্ত্রী মিঃ এটিলি এবং ভারত সচিব লর্ড পেথিক লরেন্সের মনোভাব, চার্চ্চিল-এমেরীর মনোভাবের অপেক্ষা অধিকতর উদার বলিয়া এখনও কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নাই।

* * *

বাঙ্গলার গবর্ণর মিঃ কেসির হঠাৎ লণ্ডন যাত্রার সংবাদে নানা জল্পনা-কল্পনার উদ্ভব হইয়াছে। এই বিষয়ে লণ্ডন হইতে সংবাদ আসিয়াছে যে, তাঁহার লণ্ডন যাত্রার মধ্যে কোন রাজনীতিক গুরুত্ব নাই। বাঙ্গলায় পুনরায় দুর্ভিক্ষের যে আশঙ্কা দেখা দিয়াছে তাহার প্রতিকারার্থ বৃটীশ গবর্ণমেণ্টের সাহায্য লাভের উদ্দেশ্যেই নাকি তিনি লণ্ডন যাইতেছেন। কিন্তু এরূপ সংবাদও প্রকাশিত হইয়াছে যে, বাঙ্গলায় পাকিস্থান প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে মিঃ কেসির একটা নির্দ্দিষ্ট মত আছে এবং বৃটীশ গবর্ণমেণ্টকে এই মত গ্রহণ করাইবার জন্য তিনি নাকি নিজে উদ্যোগী হইয়া লণ্ডনে যাইতেছেন।

* * *

প্রকাশ যে, বড়লাট লর্ড ওয়াভেল লণ্ডন হইতে ভারতে প্রত্যাবর্ত্তনের পর ভারতের কতিপয় প্রদেশে ভারতীয় লাট নিয়োগের ব্যবস্থা করিবেন। এই সম্পর্কে সার রামস্বামী মুদালিয়র, সার তেজ-বাহাদুর সপ্রু, সার আকবর হায়দারি ইত্যাদি অনেকের নাম উঠিয়াছে। সংবাদটি সত্য, না জল্পনা-কল্পনা মাত্র, তাহা এখনও বলিবার সময় হয় নাই। তবে উহা যদি সত্য হয় তাহা হইলেও উহার কোন রাজনীতিক গুরুত্ব নাই। অনেকদিন পূর্ব্বে লর্ড সিংহকে প্রথমে সহকারী ভারত সচিব এবং পরে বিহার প্রদেশের গবর্ণর করা হইয়াছিল। ইতিপূর্ব্বে অনেক ভারতবাসী অস্থায়ীভাবেও গবর্ণরের পদে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। কিন্তু উহার ফলে ভারতীয় শাসনক্ষেত্রে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের নীতি ও কর্ম্মপন্থার বিন্দুমাত্র পরিবর্ত্তন হয় নাই এবং ভারতীয় জনসাধারণের অবস্থার কিছুমাত্র উন্নতি ঘটে নাই। আসল সমস্যা হইতেছে ভারতীয় জনমতের প্রতিনিধিগণের হাতে ভারতবর্ষের শাসন ক্ষমতা হস্তান্তর। যতদিন তাহা না হয় ততদিন পর্য্যন্ত লাট বড়লাটের পদে ইংরাজ বা ভারতীয় যাঁহারাই অধিষ্ঠিত থাকুন না কেন, তাহাতে ভারতবাসীর কিছু আসে যায় না।

* * *

কিছুদিন পূর্ব্বে পাঞ্জাব মুসলিম লীগের সভাপতি মামদুতের নবাব এরূপ অভিমত প্রকাশ করেন যে, পাকিস্থান সম্পর্কে পাঞ্জাবের শিখ ও মুসলমানদের মধ্যে একটী আপোষ-রফা হইয়া গিয়াছে। পাকিস্থান সম্পর্কে শিখ সম্প্রদায়ের পূর্ব্বাপর মনোভাব লক্ষ্য করিয়া অনেকেই এই সংবাদে বিস্মিত হইয়াছিলেন। সুখের বিষয়, শিখ সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট নেতৃবর্গ উক্ত সংবাদের প্রতিবাদ করিয়াছেন। শিখ নেতা মাষ্টার তারা সিং অমৃতসরে একটী বক্তৃতায় বলিয়াছেন যে, পাকিস্থানের ভিত্তিতে শিখগণ মুসলমানদের সঙ্গে কোন আলাপ-আলোচনা করিতে রাজী নহে। শিখদের অন্যতম নেতা এবং পাঞ্জাব প্রদেশের মন্ত্রী সর্দ্দার বলদেব সিংহ কলিকাতায় এই মর্ম্মে ঘোষণা করিয়াছেন যে, আগামী নির্ব্বাচনে পাকিস্থানের সমর্থক কোন শিখ যাহাতে আইন সভায় নির্ব্বাচিত হইতে না পারে তজ্জন্য শিখগণ চেষ্টা করিবে। শিখনেতা জ্ঞানী করতার সিংহ এবং শিরোমণি আকালী দলের সেক্রেটারী সর্দ্দার ইস্তার সিং মাজ্জালও অনুরূপ অভিমত জ্ঞাপন করিয়াছেন। উহার পর পাকিস্থান সম্বন্ধে শিখদের মনোভাব কি তৎসম্পর্কে কাহারও মনে আর কোন সন্দেহ থাকিবে বলিয়া মনে হয় না।

* * *

কংগ্রেস সভাপতি মৌলানা আবুল কালাম আজাদ এবং কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটীর সদস্য মিঃ আসফ আলী ঘোষণা করিয়াছেন যে, পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তিমাত্রেরই ভোটাধিকারে যাহাতে আগামী সাধারণ

সর্ব্বসাধারণের আস্থাভাজন হওয়াই আমাদের একমাত্র প্রচেষ্টা

কন্টিনেন্টাল ব্যাঙ্ক
অফ্ এশিয়া লিমিটেড

টেলিগ্রাম—কনবাসিয়া। হেড অফিস—১২নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। টেলিফোন—ক্যাল ৫৮৯৫

বাংলা, আসাম, বিহার ও ইউ. পি, র সমস্ত প্রসিদ্ধ ব্যবসাকেন্দ্রে এই ব্যাঙ্কের শাখা অফিস আছে।

সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

THE UNITED COMMERCIAL BANK LTD. AT YOUR SERVICE

সংখ্যা দেখেই বিশ্বাস জন্মায়।

বিক্রীত মূলধন— ৪ কোটি টাকা
আদায়ীকৃত মূলধন— ২ কোটি টাকা
মজুত তহবিল— ৭॥ লক্ষ টাকা

চেয়ারম্যান :
জি, ডি, বিড়লা

ভারতে এবং বাহিরে শাখা ও এজেন্সী আছে।

জেনারেল ম্যানেজার—
বি, টি, ঠাকুর

ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত সকলপ্রকার কার্য্য করা হয়।

দি
ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ
২, রয়েল এক্সচেঞ্জ প্লেস, কলিকাতা।

কলিকাতা মেন : ও, এইচ, ঘিওয়ালা, ম্যানেজার
বড়বাজার : জে, পি, সেনগুপ্ত, ম্যানেজার
কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট : এ, পাল, ম্যানেজার
ভবানীপুর : এম, এম, ব্যানার্জ্জী, ম্যানেজার

নির্ব্বাচন পরিচালিত হয় তজ্জন্য কংগ্রেসের পক্ষ হইতে দাবী করা হইবে এবং এজন্য যদি নির্ব্বাচনে কিছু দেরী হয় তাহাতেও কংগ্রেসের আপত্তি নাই। পাঞ্জাব মুসলীম লীগের সভাপতি মামদুতের নবাব এবং পাঞ্জাব ব্যবস্থা পরিষদস্থিত অন্য ৫ জন লীগ দলভুক্ত সদস্যও অনুরূপ দাবী করিয়া ভারত সচিবের নিকট তার করিয়াছেন। হিন্দুমহাসভার পক্ষ হইতেও যে অনুরূপ দাবী করা হইয়াছে তাহা পূর্ব্বে আমরা উল্লেখ করিয়াছি। আগামী নির্ব্বাচনে বিভিন্ন প্রাদেশিক আইন সভাতে যে সমস্ত সদস্য নির্ব্বাচিত হইবেন তাঁহারাই গণপরিষদ গঠন করিবেন এবং এই গণপরিষদই ভারতের ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্র রচনা করিবে। সুতরাং আগামী নির্ব্বাচনে বিভিন্ন প্রাদেশিক আইন সভাতে যাঁহারা সদস্য নির্ব্বাচিত হইবেন তাঁহাদের কার্য্যকলাপের উপর কেবল বৃটীশ ভারতের ৩০ কোটী লোকের নহে—সমগ্র ৪০ কোটী ভারতবাসীর ভাগ্য এবং জীবন-মরণ নির্ভর করিতেছে। এরূপ অবস্থায় স্ত্রী-পুরুষ নির্ব্বিশেষে দেশের পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তি মাত্রেরই ভোটের দ্বারাই আগামী নির্ব্বাচনে আইন সভার সদস্য নির্ব্বাচন হওয়া সঙ্গত। কিন্তু বর্ত্তমানে বৃটীশ ভারতের ৩০ কোটী অধিবাসীর মধ্যে মাত্র ৪ কোটী লোক ভোটদানের অধিকারী রহিয়াছে। এই ৪ কোটী লোকের মতামতের উপর যদি সমগ্র ভারতের ৪০ কোটী লোকের ভাগ্য নির্ব্বাচনের ভার দেওয়া হয় তবে তাহা অত্যন্ত অসঙ্গত হইবে। এক্ষণে কংগ্রেস, মুসলীম লীগ, হিন্দুমহাসভা প্রভৃতি সমস্ত প্রতিনিধি-মূলক প্রতিষ্ঠান যখন পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তিমাত্রের ভোটাধিকারে আগামী নির্ব্বাচন পরিচালনার জন্য দাবী করিতেছেন তখন উহাতে শ্রমিক গবর্ণমেণ্টের আপত্তি করিবার কিছু হেতু দেখা যায় না।

* * *

লণ্ডন হইতে বেসরকারী সংবাদদাতা প্রতিষ্ঠানের মারফতে যত সংবাদ আসিতেছে তাহার প্রায় প্রত্যেকটীতেই এরূপ বলা হইতেছে যে, আগামী নির্ব্বাচনের ফলাফল না দেখিয়া বৃটীশ গবর্ণমেণ্ট কিছু করিবেন না এবং নির্ব্বাচনের পরেও ক্রিপস প্রস্তাবই বৃটীশ গবর্ণমেণ্টের অবলম্বিত নীতি হইবে। আমরা এই নীতির প্রকৃত তাৎপর্য্য উপলব্ধি করিয়া উঠিতে পারিতেছি না। কংগ্রেস এবং মুসলীম লীগ উভয়ই ক্রিপস প্রস্তাব প্রত্যা-খ্যান করিয়াছে এবং কংগ্রেস ও মুসলীম লীগই যে যথাক্রমে ভারতের হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রতিনিধিস্থানীয় প্রতিষ্ঠান তাহাতে সন্দেহ নাই। আগামী নির্ব্বাচনে কেন্দ্রে ও প্রদেশে দেশের সমস্ত আইন সভার যদি সব কয়টী মুসলমান পদও মুসলীম লীগ কর্ত্তৃক অধিকৃত হয় (যদিও আমরা উহা অসম্ভব বলিয়া মনে ক'রি) তাহা হইলেও এই মাত্র প্রমাণিত হইবে যে, মুসলীম লীগই ভারতীয় মুসলমানদের একমাত্র প্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠান। কিন্তু ভারতের সমস্ত মুসলমান যদি একই মাত্র প্রতিষ্ঠানের মধ্য দিয়া পাকিস্থানের দাবী করে তাহা হইলেও এই দাবী গ্রহণের পক্ষে কংগ্রেস বা হিন্দু মহাসভার কোন বাধ্যবাধকতা নাই। সুতরাং শেষ পর্য্যন্ত (১) বৃটীশ গবর্ণমেণ্টকে দেশের জনমতের প্রতিনিধিগণের হাতে দেশশাসনের সমস্ত ক্ষমতা অর্পণ করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হইবে এবং (২) উক্ত সিদ্ধান্ত যদি ভারতের অধিকাংশ রাজনীতিক দলের সমর্থন লাভ করে তাহা হইলে ব্যক্তিবিশেষ বা সম্প্রদায়-বিশেষের ভেদের ফলে যাহাতে এই সিদ্ধান্ত কার্য্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করিবার পক্ষে কোন বিঘ্ন না ঘটে তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। যতদিন পর্য্যন্ত বৃটীশ গবর্ণমেণ্ট এই দুইটী বিষয়ে তাঁহাদের কর্ত্তব্য স্থির না করেন, ততদিন পর্য্যন্ত ভারতীয় সমস্যার কোন মীমাংসা হইবে না। আগামী নির্ব্বাচনের ফলাফল দ্বারা বৃটীশ গবর্ণমেণ্টের উক্ত কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ সম্পর্কে কি সাহায্য হইবে তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে আমরা অক্ষম। নির্ব্বাচনের পরে গণপরিষদ গঠিত হইবে এবং উক্ত পরিষদ শাসনতন্ত্র রচনা করিবেন। এই শাসনতন্ত্রে যে পাকিস্থানের দাবী স্বীকৃত হইবে তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই। উক্ত দাবী স্বীকৃত না হইলে লীগ ঐ শাসনতন্ত্র গ্রহণ করিতে রাজী হইবে না। তখন বৃটীশ গবর্ণমেণ্টকে আবার সেই সিমলা বৈঠকের অচল অবস্থার মত একটী অবস্থারই সম্মুখীন হইতে হইবে। কাজেই নির্ব্বাচন দ্বারা অযথা অনেক সময়ক্ষেপ হইবে—অথচ সমস্যার সমাধানে উহা কোন সাহায্যই করিবে না। এরূপ অবস্থায় নির্ব্বাচনের পণ্ডশ্রম না করিয়া ভারতবাসীর হাতে দেশের শাসন ক্ষমতা প্রদান এবং মুসলীম লীগের দাবী সম্বন্ধে বৃটীশ গবর্ণমেণ্টের মনোভাব কি তাহা সুস্পষ্টভাবে ঘোষিত হওয়া আবশ্যক। তাহা হইলে দেশবাসী প্রকৃত অবস্থা উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইয়া তদনুযায়ী নিজেদের কার্য্যপন্থা নির্দ্ধারণ করিতে পারিবে।

* * *

কংগ্রেসের সহিত ভারতীয় কমিউনিষ্ট দলের বিরোধ ক্রমেই ঘনাইয়া উঠিতেছে দেখিয়া দেশ-হিতকামী ব্যক্তিমাত্রেই ক্ষুণ্ণ হইবেন। কমিউনিষ্ট দলের মতবাদ যাহাই হউক উহাদের স্বদেশপ্রেম, ত্যাগ ও আন্তরিকতা সম্বন্ধে আমাদের কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু বিগত যুদ্ধ ভারতবাসীর স্বার্থের পরিপোষক নহে বলিয়া কংগ্রেস ঘোষণা করা সত্ত্বেও কমিউনিষ্ট দল উহাকে 'জনযুদ্ধ' বলিয়া প্রচার করিয়া কংগ্রেসের নীতির বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছে। প্রত্যেক রাজনীতিক দলেরই উহার নিজস্ব মতবাদ গ্রহণের স্বাধীনতা রহিয়াছে। কাজেই কমিউনিষ্টগণের উক্ত মতবাদের সহিত আমাদের কোন বিরোধ নাই। কিন্তু কংগ্রেসের ভিতরে থাকিয়া কংগ্রেসের অবলম্বিত নীতির বিরুদ্ধাচরণে কাহারও অধিকার নাই। কাজেই কমিউনিষ্ট দল যদি যুদ্ধকালে উহাদের অনুসৃত নীতি পরিহার না করে এবং কংগ্রেস যদি এজন্য উহাদিগকে কংগ্রেস হইতে বহিষ্কৃত করে তবে তাহাতে কমিউনিষ্ট দল কোন আপত্তি করিতে পারে না। কমিউনিষ্ট দলের আরও একটী নীতি কংগ্রেসের নীতির বিরোধী। উক্ত দল প্রায় সর্ব্বক্ষেত্রে মুসলীম লীগের কার্য্য সমর্থন করিতেছে। আমরা যতদূর বুঝিতে পারিয়াছি তাহাতে লীগ ভারতের পূর্ব্বাঞ্চলে বাঙ্গলা ও আসামে একটী এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে—উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, সিন্ধু, বেলুচিস্থান, পাঞ্জাব ও কাশ্মীরে আর একটী মুসলমান রাষ্ট্র গঠন করিতে চাহে এবং এই দুইটী রাষ্ট্রের উপর ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে গঠিত রাষ্ট্রের কোন প্রভাব থাকিতে পারিবে না ও এই দুইটী রাষ্ট্র গঠনের ব্যাপারে উপরোক্ত প্রদেশ-সমূহে অবস্থিত সংখ্যালঘু হিন্দু, শিখ, খৃষ্টান প্রভৃতি কেহ ভোট দিতে পারিবে না বলিয়া দাবী করে। কমিউনিষ্টগণ এই দাবী পূর্ণভাবে সমর্থন করেন কিনা তাহা আজ পর্য্যন্ত কিছু বলেন নাই। যদি লীগের এই দাবী পূর্ণভাবে সমর্থন করা উহাদের অভিপ্রেত হয় তাহা হইলে তাহাদের উহা স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করা উচিত। তাহা হইলে দেশবাসীর উপর উহাদের প্রভাব কতটা তাহা উহারা বুঝিতে পারিবেন। তাহা হইলে কমিউনিষ্টদের সম্পর্কে কংগ্রেসের অবলম্বিত নীতি কতদূর সঙ্গত তাহাও দেশবাসী অনুধাবন করিতে সমর্থ হইবে।

টেলিগ্রাম—"আর্থিক মান" পো: বক্স কেল—৬৫৯
প্রগতিশীল জাতীয় আর্থিক প্রতিষ্ঠান
ব্যাঙ্ক অব কামরূপ লিঃ
হেড অফিস : ৭নং সোয়ালো লেন, কলিকাতা
ম্যানেজিং ডাইরেক্টর—শ্রীঅমলেন্দু বাগচী

বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ

ভবিষ্যতে সুখ-শান্তি ভোগের জন্য সুখস্বপ্নই বর্ত্তমানকে ক'রে তোলে কর্ম্মময়—সেই কর্ম্ম-শক্তির উদ্দীপনা মানুষকে এনে দেয় আয়ের সংস্থান—তখন মানুষ উপার্জ্জিত অর্থের সদ্ব্যবহার ক'রতে যায় ভুলে—স্বপ্ন স্বপ্নই থাকে।

*

ভবিষ্যতের আশা পূরণ ক'রতে হ'লে যে সুযোগ্য প্রতিষ্ঠানের পরিকল্পনায় চালিত হওয়া দরকার উহাই—

!!!

ক্যালকাটা
কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক
লিমিটেড

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার সিডিউলড্ ভুক্ত
১৫, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
মি: এস, দত্ত ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

খেয়ালীর খাতা

বেনারস হিন্দু ইউনিভার্সিটিতে সঙ্গীতের ডিপ্লোমা কোর্স খোলার সিদ্ধান্ত হইয়াছে। বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ ওঙ্কারনাথকে শিক্ষণীয় বিষয়, পদ্ধতি, সময় ইত্যাদি সম্পর্কে একটি পরিকল্পনা গঠনের ভার দেওয়া হইয়াছিল। সে পরিকল্পনা পরে মালবীয়জী, তার সর্ব্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন ও মহাত্মা গান্ধীকে দেখানো হয়। তাঁহারা উহা অনুমোদন করিয়াছেন। আগামী সেসান হইতে যাহাতে এই শিক্ষা সুরু হইতে পারে, বিশ্ববিদ্যালয় সে বিষয়ে উদ্যোগ আয়োজন করিতে পারেন। এই খবরটি হইতে কলিকাতা ইউনিভার্সিটি শিক্ষা গ্রহণ করিতে পারেন। কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ভারতবর্ষের সব-চেয়ে পুরাতন বিশ্ববিদ্যালয়। সুতরাং ইহার কাছে শিক্ষা-বিষয়ে সর্ব্বপ্রকার প্রগতিশীলতা আশা করা অন্যায় নহে। এখানে ললিতকলার একটি বিভাগ আছে বটে, কিন্তু সঙ্গীতের নাই। মাত্র অল্প কিছুকাল হইল সঙ্গীতকে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় ছাত্রীদের শিক্ষণীয় বিষয় করা হইয়াছে। লক্ষ্ণৌতে যদি গান শেখার কলেজ থাকিতে পারে, তবে কলিকাতায় পারিবে না কেন? বিলাতে যেমন ডক্টর অব মিউজিকের ডিগ্রী আছে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ব্যাচিলর অব মিউজিক, মাষ্টার অব মিউজিক, ডক্টর অব মিউজিক ডিগ্রীর প্রবর্ত্তন করিতে পারেন। আজকাল সিনেমা ও রেডিওর কল্যাণে সঙ্গীত এদেশেও অর্থকরী পেশা হইয়াছে, গভর্ণমেন্টও সাত-আটশ' টাকা মাহিনায় সঙ্গীত পাবলিসিটি অফিসার নিযুক্ত করিতেছেন। সুতরাং সঙ্গীতকে এখন আর একমাত্র বখিয়া-যাওয়া ছেলের খেয়াল বলিয়া অবজ্ঞা করিবার কারণ নাই। উহা এখন শ্রদ্ধার সহিত, যত্নের সহিত শিখিবার বিষয়। বিশ্ববিদ্যালয় ইহাকে ইংরেজী, ইতিহাস, বিজ্ঞান ও গণিতের মতো regular course হিসাবে শিক্ষার ও পরীক্ষার বিষয় করিলে সঙ্গীতেরও যেমন প্রসার ও প্রচার ঘটিবে সঙ্গীতজ্ঞদেরও কদর বাড়িবে। আজকাল পাড়ায় গানের ও নাচের স্কুল আছে, এগুলি প্রতিষ্ঠাতাদের নিজ খেয়াল, খুশী বা বিদ্যাবুদ্ধির উপর নির্ভর করিয়া চলে। বিশ্ববিদ্যালয় একটি ক্যারিকুলাম ঠিক করিয়া এই স্কুলগুলিকে এ্যাফিলেশন অর্থাৎ অনুমোদন করিলে নিয়ম-কানুনের মধ্য দিয়া সঙ্গীত বিদ্যাটা শিক্ষার্থীদের আয়ত্ত হইতে পারে।

* * *

সঙ্গীতের মতো আরও একটি বিষয় আছে। চিত্রাঙ্কন। কলিকাতায় একটি সরকারী আর্ট স্কুল আছে। ওরিয়্যাণ্টাল আর্ট সোসাইটির অধীনে বিদ্যালয় এবং ইণ্ডিয়ান আর্ট স্কুল নামে আর একটি চিত্র-শিক্ষালয় আছে। ইহাদের প্রত্যেকেরই শিক্ষার ব্যবস্থা আলাদা। পরীক্ষা নিজস্ব, ডিপ্লোমা বিভিন্ন। বিশ্ববিদ্যালয়ে ইহাদের কোন স্বীকৃতি—recognition নাই। শিক্ষার ব্যবস্থা নাই, পরীক্ষা নাই, ডিগ্রী নাই। এঞ্জিনিয়ারিং, ডাক্তারী এবং ওকালতির মতো চিত্রবিদ্যাকে শিখাইবার ও সরকারী স্বীকৃতি দেওয়ার কোন চেষ্টা এখন পর্য্যন্ত হয় নাই। শুধু কলিকাতায় নহে, বোম্বে, মাদ্রাজ, লাহোর কোথাও আর্ট স্কুল-গুলি বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্গ নহে। সুতরাং কলি-কাতা বিশ্ববিদ্যালয় একসঙ্গে একটি ফ্যাকাল্টি অব মিউজিক ও একটি ফ্যাকাল্টি অব ফাইন আর্টস খুলিয়া ভারতবর্ষে সর্ব্বপ্রথমের রেকর্ড করিতে পারেন। বর্ত্তমানে যে-তিনটি স্কুল আছে তাহা ইউনিভার্সিটির অধীনে আনিয়া পরীক্ষা লওয়ার ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। অবশ্য এ-ব্যাপারে গভর্ণমেণ্টের অনুমোদন প্রয়োজন আছে। কারণ, এদেশে সরকারী স্বীকৃতির ছাপ না থাকিলে, কোন কিছুই পাত্তা পাইবেনা। এদেশে 'ভাশ-ভালের' প্রতি যে নেশানের আস্থা নাই তাহার প্রমাণ এই যে, স্বদেশী আন্দোলনের সময় জেলায় জেলায় যতগুলি জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছিল তাহার প্রায় সবগুলিই বছর না ঘুরিতেই পাত তাড়ি গুটাইয়াছে।

* * *

আর্ট স্কুলগুলির প্রসঙ্গে বাংলাদেশের চিত্র-বিদ্যার ধারাটা আলোচনা করা যাইতে পারে। কলিকাতার সরকারী আর্ট স্কুলটিতে প্রথমে পুরা-পুরি ইউরোপীয় ধরণে শিক্ষাদান করা হইত। অধ্যক্ষ হ্যাভেল সাহেবের সময়ে তাহাতে ভারতীয় পদ্ধতি—বর্ত্তমানে যাহা নিউ বেঙ্গলী স্কুল নামে শিল্পজগতে খ্যাত হইয়াছে—প্রবর্ত্তন করা হয় একটা বিভাগে। এখন দুই পদ্ধতিই চলিতেছে। কিন্তু আসল কথা ইউরোপীয় বা ভারতীয় ধারা লইয়া নহে, আসল কথা শিল্পের ব্যবহারিক প্রয়োগে। কারণ চিত্রাঙ্কনকে যদি অর্থকরী না করা যায় তবে তাহাকে বেশী দিন টিকাইয়া রাখা যাইবেনা। শিল্পীও মানুষ, তাহার অন্নবস্ত্রের প্রয়োজন সংসারে আর পাঁচজনের চাইতে কম নয়। ভবভূতির আমলে বিপুলা পৃথ্বী ও নিরবধি কালের উপর নির্ভর করিয়া কবি ও শিল্পীদের হয়তো চলিতে পারিত। কিন্তু এযুগে জীবনযাত্রার সাজ সরঞ্জাম এতটা বৃদ্ধি পাইয়াছে যে, কেবলমাত্র হাততালিকে সম্বল করিয়া বাঁচিয়া থাকা কঠিন, ভবিষ্যতের খ্যাতির আশায় ধৈর্য্য ধারণ অসম্ভব। বর্ত্তমানে দেহকে রক্ষা করিবার উপযোগী যথো-চিত উপকরণের অভাব ঘটিলে শিল্পীর দেহরক্ষার দিন ঘনাইয়া আসে। মাসিক পত্রিকায় ছবি ছাপিয়া বা বছরে একবার আর্ট এগজিবিশানে চিত্র সমালোচকদের প্রশংসা কুড়াইয়া আর্টিষ্ট সংসারে টিকিয়া থাকিতে পারিবেনা। ইন্টেলেক-চুয়েল বলিয়া বাঙালীর মনে মনে একটা অহঙ্কার আছে। শিল্পরসিক ও শিল্প-মনোভাবাপন্ন বলিয়াও আত্মশ্লাঘার অভাব নাই। অথচ প্রাত্যহিক জীবনে দেখি অন্যান্য প্রদেশের সঙ্গে শিল্পের ব্যবহারিক

দাশ ব্যাঙ্ক লিমিটেড

৯-এ, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

চেয়ারম্যান—কর্ম্মবীর আলামোহন দাশ

আধুনিক সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

কেশ গৌরব মালা নং ৩ ★★ বৈষ্ণব সাহিত্যে ★★

'চিকুর গলয়ে জল ধারা
মেহ বরিখে জনু মোতিম হারা'

বিদ্যাপতি, চণ্ডিদাস প্রমুখ বৈষ্ণব পদকর্ত্তাগণের প্রেমগীতি মুখরিত পদাবলী-সাহিত্য রসরচনার অপূর্ব্ব সৃষ্টি। কৃষ্ণরতপ্রাণা গোপিকাগণ প্রেমভক্তির খনি হ'লেও তাদের সৌন্দর্য্য ও সৌষ্ঠব বর্দ্ধনে কেশ-প্রসাধন ছিল অপরিহার্য্য।

সেদিন নীলাম্বরী পরিহিতা সদ্যস্নাতা শ্রীরাধিকার সুদীর্ঘ কেশপাশ হ'তে শুভ্র মুক্তারাজির ন্যায় জলবিন্দু গড়িয়ে পড়ার শোভা দর্শনে শ্রীকৃষ্ণের ভাবান্তর হ'য়েছিল—তিনি ভাবলেন যেন ঘন কৃষ্ণ মেঘ হ'তে মোতির মালা ঝ'রে পড়ছে। কেশ-শোভাবর্ণনায় বৈষ্ণব সাহিত্যে উপমার অন্ত নেই,—'চাচর চিকুর,' 'কবরী ভয়ে চামরী' 'সামর ঝামর কেশ,' 'পদমবিলম্বিত কেশ' প্রভৃতি পদবিন্যাস কেশ গৌরবেরই পরিচায়ক। এ যুগে 'হিমকল্যাণ' আপনার কেশের সে গৌরব বৃদ্ধি করতে অতুলনীয়।

ভেষজ বিশারদ নগেন্দ্রনাথ শাস্ত্রীর

হিমকল্যাণ

মহোপকারী আয়ুর্ব্বেদীয় কেশতৈল

হিমকল্যাণ ওয়ার্কস • কলিকাতা

UPCO HK-10

ক্ষেত্রে বাঙ্গালী আঁটিয়া উঠিতে পারিতেছে না। মেয়েদের শাড়ীর নূতন পাড়, নূতন ডিজাইন বাহির করে বোম্বের কলওয়ালারা, অনেক পরে বাঙ্গালাদেশের মিলগুলি তাহা নকল করিয়া ব্যবসা বজায় রাখে। ছাপাশাড়ীর মধ্যে বোম্বে-ছাপ বা দিল্লী-ছাপের চাহিদা দেখি সব চেয়ে বেশী। কলিকাতার দুইটি সর্ব্বপ্রধান আসবাব তৈয়ারী কারখানার খবর রাখি। সেখানে নূতন ডিজাইনের খাট, টেবিল, আলমারীর পরিকল্পনা করিতেছে একজন পার্শী ও একজন মাড়োয়ারী শিল্পী। এযুগে সরস্বতীকে কেবল হাঁসের উপর বসিয়া বীণা বাজাইলে চলে না, লক্ষ্মীর সঙ্গে গলাগলি করিতে হয়।

* * *

শ্রীযুক্ত অতুল বসু গভর্ণমেণ্ট আর্ট স্কুলের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হওয়াতে খুসী হইয়াছি। শিল্পী হিসাবে তাঁহার খ্যাতি আছে। বিশেষ করিয়া আলেখ্য অঙ্কন—প্রোট্রেট পেণ্টিংএ—তাহার দক্ষতা প্রসিদ্ধ। ইণ্ডিয়া হাউসের প্রাচীরচিত্র অঙ্কনের জন্ত চার জন বাঙ্গালী শিল্পীর ডাক পড়িয়াছিল। প্রায় সে-সময়েই রাজা পঞ্চম জর্জ্জের প্রোট্রেট আঁকিবার ভার পাইয়াছিলেন অতুল বসু। অবশ্ত একটা আর্ট স্কুলের অধ্যক্ষের সাফল্য একমাত্র তাঁহার অঙ্কন-নৈপুণ্যের উপরেই নির্ভর করে না। শত শত ছাত্রের ভবিষ্যৎ গড়িয়া তুলিবার ভার যাঁহার উপরে থাকে তাঁহাকে শিক্ষাদানের পদ্ধতির চাইতেও আরও অনেক কিছু বেশী জানিতে হয়। ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ মুকুল দে তাহা জানিতেন না বলিয়াই সফলকাম হইতে পারেন নাই, অতিশয় অপ্রীতিকর অবস্থার মধ্য দিয়াই গত কয়েক বছর তাঁহাকে স্কুল চালাইতে হইয়াছে। আশা করা যাউক অতুল বসুর স্কুল চালাইবার দক্ষতা তাঁহার তুলীর আঁচড়ের মতই খুঁতশূন্ত হইবে।

* * *

যুদ্ধ শেষ হইয়াছে প্রায় মাসখানেক হইতে চলিল। কিন্তু বেসামরিক জনসাধারণ এখন পর্য্যন্ত কার্য্যতঃ সেটা বুঝিবার কোন কারণ দেখিতেছে না। কলিকাতায় মাছের দাম তেমনই অগ্নিমূল্য, দুধ দুষ্প্রাপ্য, ট্রামে বাসে ভীড় পূর্ব্ববৎ, রাস্তায় মিলিটারী লরীর দৌরাত্ম্য নিরঙ্কুশ, রেলগাড়ীতে হাবিলদার, সুবেদার, জমাদারদের পর্ব্বতপ্রমাণ বার্থ পেটরাসহ গতিবিধি আগের মতোই আছে। দুইটি বিষয়ে সামরিক কর্ত্তৃপক্ষ বেসামরিক জন-সাধারণকে একটু স্বোয়াস্তি দিতে পারেন। প্রথমটি তাঁহাদের মোটরট্রাকগুলি চালান সম্পর্কে। এখন যুদ্ধ নাই। দুই এক ঘণ্টার বিলম্বে রাজত্ব নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা নাই। সুতরাং তাঁহারা যদি সমুদয় কনভয় ও বেশীর ভাগ মিলিটারী যানবাহনগুলি রাত্রি বারোটার পরে রাস্তা দিয়া চালান তবে তাঁহাদের কোন ক্ষতি নাই, অথচ নিরীহ পথচারী ও অন্যান্ত বেসামরিক গাড়ী যাহারা চালায় তাহা-দের প্রাণরক্ষা পাওয়ার সম্ভাবনা আছে। রাত্রিতে গাড়ী চালাইলে সৈন্তদের ঘুমের ব্যাঘাত হইতে পারে বটে, কিন্তু এখন যখন লড়াই করিবার হাঙ্গামা নাই, তখন দিনের বেলায় উহারা নাসিকায় সর্ষপতৈল প্রদান করিয়া নিদ্রা দিতে পারিবে। আশা করিতেছি সরিষার তৈল কলিকাতায় (আমরা রান্নার জন্ত না পাইলেও) মিলিটারী নাকে দেওয়ার জন্ত অবশ্যই পাইবেন। আর্ম্মির লরী ড্রাইভারদের নিদ্রার কিছুটা ব্যাঘাত ঘটিলেও আমাদের মতো অনেকের চিরনিদ্রা ঘটিবার আশঙ্কা তাহাতে কমিবে।

* * *

দ্বিতীয় ইট, চুণ, সুরকী ও সিমেণ্ট প্রভৃতির বেশী অংশ বেসামরিক জনসাধারণের জন্ত ছাড়িয়া দিয়া। বোম্বে, লাহোর, দিল্লী ও কলিকাতায় মিলিটারীর জন্ত রাতারাতি ব্যারাক তৈরী হইতে দেখিয়াছি, তাহাদের প্রয়োজনে বাজারে ইট, চুণ, সিমেণ্ট প্রভৃতি বাড়ী তৈরীর মাল মশলা অন্ত কাহারও পাওয়ার উপায় ছিল না। "পারমিট" প্রথায় ছিঁটেফোটা যাহা কিছু অন্ত ক্রেতারা পাইত তাহাও বেশীর ভাগই লাগিত পরোক্ষ মিলিটারী কাজে, যেমন, সৈন্তদের রসদ, পোষাক, কলকব্জা যোগাইবার কারখানাগুলির গুদাম, আপিস ও বাড়ী ঘর তৈরীর ব্যাপারে। দেশের মোট উৎ-পাদনের যে অংশটা এতদিন সামরিক প্রয়োজনে ব্যবহৃত হইত তাহা অবিলম্বে বাজারে বেসামরিক ক্রেতাদের দেওয়া হউক। কলিকাতায় ও উহার উপকণ্ঠে বহু জায়গা খালি পড়িয়া আছে। জমির মালিকেরা মাল মশলার অভাবে বাড়ী করিতে পারিতেছেন না। ওয়ার-কণ্ট্রাক্ট করিয়া যাঁহারা রাতারাতি বেশ দু' পয়সা গুছাইয়া লইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যেও অনেকে চৌমহলা দালান তুলিবার জন্ত ব্যগ্র হইয়া আছেন, পারিতেছেন না শুধু ইট, সিমেণ্টের অভাবে। সুতরাং ঐ জিনিষগুলি সহজপ্রাপ্য করিয়া গভর্ণমেণ্ট একসঙ্গে বহু লোকের উপকার করিতে পারেন। প্রথমতঃ সহরে বাড়ীর সংখ্যা বাড়িলে ভাড়াটিয়াদের উপ-কার এবং স্থানাভাবে যাহারা নানারকম দুর্ভোগ ভুগিতেছে তাহাদের একটা হিল্লা হইবে। মুটে মজুর, রাজমিস্ত্রী যাহারা যুদ্ধের কাজে নিযুক্ত ছিল তাহাদের বেকার হওয়ার আশঙ্কা ঘুচিবে, কর্পোরেশনের ঘাটতি বাজেটে ট্যাক্স বাবদ কিছু আয় বৃদ্ধি পাইবে এবং যে সকল সরকারী কর্ম্মচারী ঘুষের টাকা রাখিবার নিরাপদ ও নির্ভরযোগ্য জায়গা পাইতেছেন না, তাঁহারাও বাড়ী তৈরীতে টাকাটা লাগাইতে পারিয়া একটু নিশ্চিন্ত বোধ করিবেন।

—খেয়ালী

টেলিগ্রাম—Assambank
টেলিফোন—কলিঃ ৬৯৪০

ব্যাঙ্ক অব আসাম লিঃ

(১৯০৬ সালে স্থাপিত)
হেড অফিস—শিলং
কলিকাতা অফিস—৬নং, ক্লাইভ রো।

শাখাসমূহ :—বড়পেটা, ধুবড়ী, গৌহাটী, গোয়ালপাড়া, যোড়হাট, নওগাঁ (আসাম)

আদায়ীকৃত মূলধন ও রিজার্ভ— ৬,৩৮,০০০৲ টাকার উপর
আমানত— ৬০,০০,০০০৲ টাকার „
কার্য্যকরী মূলধন ৭৪,০০,০০০৲ টাকার „

ব্যাঙ্কের সকল কাজ করা হয়।

এ বি দত্ত, এম-এ, এফ-আর-ই-এস্.
এ-আই-বি (লণ্ডন), সার্ট, এজেণ্ট, কলিকাতা।

এইচ ব্যানার্জ্জি, বি-এ,
এ-আই-বি (লণ্ডন), সার্ট, ম্যানেজিং ডিরেক্টর

গ্রাম : লাইভ ব্যাঙ্ক : কলিঃ
টেলিফোন : ক্যাল { ৩২৭৫ ৪৭৩১

স্থাপিত—১৯৩০

গিরিশ ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস :
২১-,এ ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

নিষ্ঠা, নিরাপত্তা, নির্ভরযোগ্যতাই
আমাদের সমস্ত শাখা ও কেন্দ্রের বৈশিষ্ট্য।
ব্যাঙ্কিং কার্য্যে অতুলনীয় সুবিধা
এখানে পাইবেন।

চেয়ারম্যান :
রায় জে, এন, মুখার্জ্জি বাহাদুর
গবর্ণমেণ্ট প্লীডার ও পাবলিক প্রসিকিউটার
(হুগলী)

ডিরেক্টর ইন-চার্জ্জ :
মিঃ হৃষীকেশ মুখার্জ্জি।

ত্রিপুরা ইণ্ডাষ্ট্রীস কর্পোরেশন
লিমিটেড

হেড অফিস—৮।২, হেষ্টিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
একটী লভ্যাংশ ঘোষণাকারী উন্নতিশীল জাতীয় প্রতিষ্ঠান।
লম্বা আঁশের তুলার চাষ বিপুল আয়োজনে আরম্ভ হইয়াছে।
চালের কল চলিতেছে এবং শীঘ্রই "ষ্ট" বোর্ড প্রস্তুতের মিল স্থাপিত হইতেছে।
ফ্যাক্টরী ও কটন ষ্টেট—বামুটিয়া, ত্রিপুরা ষ্টেট।

স্থাপিত : ১৯৩০ 'গ্রাম : কেরীয়ার

সেণ্ট্রাল পাইওনীয়ার ব্যাঙ্ক
লিমিটেড

১, শম্ভু মল্লিক লেন, (হ্যারিসন রোড),
কলিকাতা।

গত ৭-৯-৪৫ তারিখে
গয়া শাখার উদ্বোধন হইয়াছে।

: অন্যান্য শাখা :
বেনারস, নবীনগর (গয়া), বাঁকুড়া, কটক।

N I P C (9) B.

আর্থিক দুনিয়ার খবরাখবর

এক ঘণ্টায় কাপড় ধোলাই—আমেরিকার প্রস্পারিটি কোম্পানী পোষাক-পরিচ্ছদ পরিষ্কার করিবার জন্য একপ্রকার বিদ্যুৎচালিত যন্ত্র আবিষ্কার করিয়াছেন। এই যন্ত্রটির ওজন ২ হাজার ৫ শত ৫৫ পাউণ্ড। এই যন্ত্রের সাহায্যে ১ ঘণ্টার মধ্যে ৬ শত সৈন্যের যতকিছু পোষাক পরিচ্ছদ ধৌত, শুষ্ক ও ইস্ত্রি সম্পন্ন হয়।

মস্তিষ্কের ক্ষতের ছায়াচিত্র—সম্প্রতি মার্কিন নৌবহরের চিকিৎসা বিভাগ জীবিত বাঁদরের মাথার খুলির হাড়ের পরিবর্ত্তে স্বচ্ছ প্লাষ্টিক উপাদান বসাইয়া নূতন এক পরীক্ষাকার্য্য চালাইতেছেন বলিয়া প্রকাশ। মস্তিষ্কে ক্ষতের ফলে কিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয় তাহা পর্য্যবেক্ষণ ও এই সম্পর্কে ছায়াচিত্র গ্রহণই নাকি এই প্রচেষ্টার উদ্দেশ্য। বানরের মাথায় স্বচ্ছ প্লাষ্টিকের খুলি বসাইয়া উহার মস্তকে আঘাত করিয়া মস্তিষ্কে কিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়, তাহাই নাকি বর্ত্তমানে সংশ্লিষ্ট চিকিৎসকগণ লক্ষ্য করিতেছেন।

আগষ্ট হাঙ্গামার বন্দীসংখ্যা—বিহারের ত্রিহুত বিভাগের কমিশনার মিঃ ডবলিউ জি লুসে এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন যে, আগষ্ট আন্দোলন সম্পর্কে দ্বারভাঙ্গা ও সারন জিলায় যথাক্রমে ২ হাজার ৬ শত ৯ জন এবং ৪ শত ৪৬ জনকে অভিযুক্ত করা হয়। ত্রিহুত বিভাগের ২ শত ৫১ জন নিরাপত্তা বন্দীর মধ্যে বর্ত্তমানে ৬৭ জন এখনও আটক রহিয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

কলিকাতার যানবাহন সমস্যা—কলিকাতার যাত্রীদের ভীড়ের হাত হইতে অব্যাহতি দিবার জন্য কলিকাতার বিভিন্ন রাস্তার জন্য আরও ১ শত ৬৯টি বাস ছাড়া হইতেছে, জানা গিয়াছে। আরও জানা গিয়াছে যে, যে সমস্ত বাস যাত্রীবহন কার্য্যে চালু আছে তাহাদের জন্য পেট্রোলের বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হইয়াছে। ইহাতে নাকি সকাল ও বৈকালে অফিসের সময়ে বাসগুলি দ্বিগুণ যাতায়াত করিতে পারিবে।

মধ্যপ্রদেশ ব্যবস্থা পরিষদ—গবর্ণর মধ্য প্রদেশের ব্যবস্থা পরিষদ ভাঙ্গিয়া দিয়াছেন বলিয়া সম্প্রতি গেজেটের এক অতিরিক্ত সংখ্যায় ঘোষণা করা হইয়াছে।

ভারতের পাওনা মিটাইবার চেষ্টা—'নিউ ইয়র্ক টাইমসের' লণ্ডনস্থ সংবাদদাতা জানাইতেছেন যে, ভারতের পাওনা ষ্টার্লিং সম্পর্কে আপোষ মীমাংসার আলোচনার জন্য শ্রমিক গবর্ণমেণ্ট ভারতে একটি কমিশন প্রেরণ করিতে পারেন। উক্ত সংবাদদাতা আরও উল্লেখ করিয়াছেন যে, পূর্ব্ব-অনুসৃত নীতির অকস্মাৎ পরিবর্ত্তনের কোন অভিপ্রায় শ্রমিক গবর্ণমেণ্টের নাই এবং প্রগতিপন্থী হইলেও তাঁহারা খুব সতর্কতার সহিত অগ্রসর হইতে চান। এই প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেন যে, লর্ড ওয়াভেল কোন গুরুত্বপূর্ণ বা সুসমঞ্জস পরিকল্পনা নিয়া দ্বিতীয়বার বিলাত যাত্রা করেন নাই।

দুর্ঘটনা সম্পর্কিত দাবী—নয়া দিল্লীর সাম্প্রতিক সংবাদে প্রকাশ যে, দুর্ঘটনা সম্পর্কিত ব্যাপারের জন্য বৃটিশ সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে বেসামরিক অধিবাসীদের পক্ষ হইতে যে সমস্ত দাবী উত্থাপন করা হইবে তৎসম্পর্কে তদন্ত করার উদ্দেশ্যে ভারত গবর্ণমেণ্টের সমর বিভাগ এক প্রতিষ্ঠান গঠন করিয়াছেন। বে-সামরিক অধিবাসিগণকে এতদ-সংশ্লিষ্ট ম্যাজিষ্ট্রেটদিগের নিকট লিখিতভাবে তাহাদের দাবী উত্থাপন করিতে হইবে। সংশ্লিষ্ট জিলা-ম্যাজিষ্ট্রেটদিগের ঠিকানা নিকটবর্ত্তী সামরিক হেড কোয়ার্টারে দেওয়া হইবে।

বৃটেনের যান-বাহন চলাচল ব্যবস্থা—বৃটেনের সমস্ত যানবাহন চলাচল একত্রীভূত ব্যবস্থা করিবার জন্য বৃটিশ ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস সম্প্রতি এক পরিকল্পনা প্রকাশ করিয়াছেন। উক্ত পরিকল্পনায় উল্লেখ করা হইয়াছে যে, ৭টি কার্য্যকরী বোর্ড একটিমাত্র জাতীয় বোর্ডের অধীনে কাজ করিবে। উক্ত কর্ত্তৃপক্ষ শীঘ্রই নাকি কার্য্য আরম্ভ করিবেন এবং সমস্ত কার্য্যাবলী যাহাতে সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হয়, তজ্জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি অবলম্বন করিবেন। প্রাত্যহিক কার্য্যকলাপের জন্য ইহা সরকারী শাসনাধীন থাকিবে, তবে চূড়ান্তভাবে উক্ত জাতীয় বোর্ডের অধীনে থাকিবে। যানবাহন সচিবের নীতির দ্বারাই উহার কার্য্যপদ্ধতি নিয়ন্ত্রিত হইবে এবং তিনিই উক্ত জাতীয় বোর্ডের নীতির জন্য পালিয়ামেণ্টে দায়ী থাকিবেন বলিয়া প্রকাশ।

আগষ্ট আন্দোলনে বাংলা—গত আগষ্ট আন্দোলন সম্পর্কে বাংলাদেশে যে সমস্ত ঘটনা অনুষ্ঠিত হইয়াছে, বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতি সেই সম্বন্ধে একটি রিপোর্ট প্রস্তুত করিতেছেন বলিয়া জানা গিয়াছে। বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির সম্পাদক জানাইয়াছেন যে, উক্ত রিপোর্টটি বোম্বাইয়ে নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির অধিবেশনে পেশ করা হইবে।

বাংলা হইতে পঞ্চাশজন প্রতিনিধি—প্রকাশ, আগামী ১৮ই সেপ্টেম্বর বাংলা হইতে প্রায় ৫০ জন প্রতিনিধি নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির আগামী অধিবেশনে যোগদানের জন্য বোম্বাই যাত্রা করিবেন। এই সম্পর্কে আরও প্রকাশ যে, বাংলার মোট ৬৪ জন প্রতিনিধির মধ্যে ১০ জন এখনও কারাগারে এবং ৩ জন পরলোকগমন করিয়াছেন।

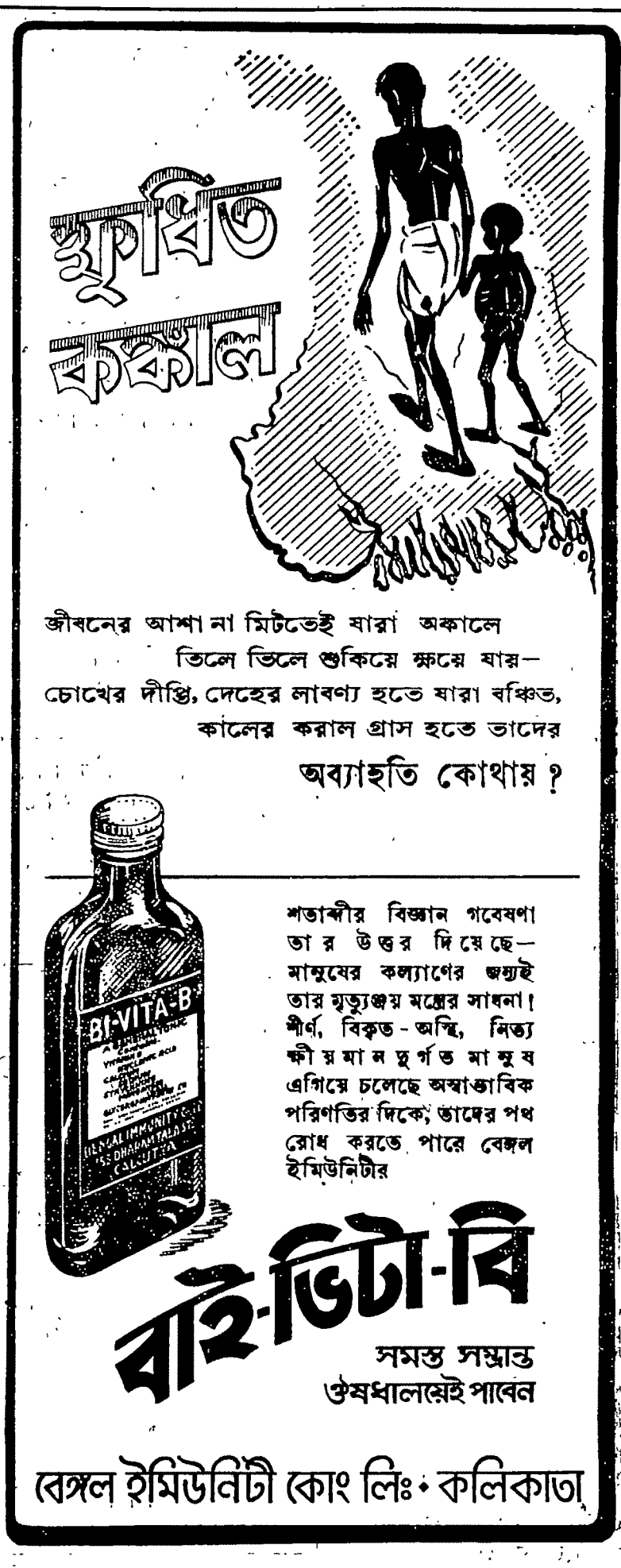

দেশের অবস্থা জানাইবার অনুরোধ—দেশের বর্ত্তমান রাজনৈতিক অবস্থা কি এবং কংগ্রেসের উপর হইতে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের পর কংগ্রেসের পক্ষ হইতে কি কাজ আরম্ভ করা হইয়াছে, তাহা জানিতে চাহিয়া নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সাধারণ সম্পাদক আচার্য্য কৃপালনী সমস্ত প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির নিকট সার্কুলার প্রেরণ করিয়াছেন বলিয়া ইউনাইটেড প্রেস জানিতে পারিয়াছেন।

অন্ধ্র শিল্প সম্মেলন—মিঃ জি এল মেটা আগামী ১৫ই ও ১৬ই সেপ্টেম্বর বেজওয়াদায় অন্ধ্র ম্যানুফ্যাকচারার্স এসোসিয়েশন কর্ত্তৃক সংগঠিত শিল্প সম্মেলনের প্রথম অধিবেশনে সভাপতিত্ব করিবেন, জানা গিয়াছে। আন্তর্জ্জাতিক সমবায় সমিতির চীনা প্রতিনিধি ডাঃ চেন হেন সেঙ্গ উক্ত সম্মেলনের উদ্বোধন করিবেন। সম্মেলনের কুটীর শিল্প শাখার উদ্বোধন করিবেন অধ্যক্ষ আগরওয়ালা এবং উক্ত শাখার সভাপতিত্ব করিবেন মিঃ জি সীতারাম শাস্ত্রী।

অন্নবস্ত্রহীন পল্লীবাসীর খাদ্য ও বস্ত্রের দাবী—কলিকাতার নিকটবর্ত্তী গ্রামাঞ্চলের বুভুক্ষু ও ছিন্নবস্ত্রপরিহিত অনুমান ৩ শত পুরুষ এবং ৪ শত নারী ও বালক-বালিকা গত ৪ঠা সেপ্টেম্বর খাদ্য ও বস্ত্রের দাবী জানাইতে কলিকাতায় আগমন করে। ইহারা গ্রামাঞ্চলের সরল কৃষিজীবী ও নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের লোক। কলিকাতার ২০ হইতে ৩০ মাইল দক্ষিণ-পূর্ব্ব কোণে অবস্থিত সোনারপুর ও ক্যানিং ইউনিয়ন বোর্ডের এলাকার ইহারা অধিবাসী। খাদ্য ও বস্ত্র সরবরাহের জন্য কর্ত্তৃপক্ষের নিকট দাবী জানানই উহাদের উদ্দেশ্য ছিল। অস্থিচর্ম্মসার নরনারী ও বালক-বালিকাগণ নগরীর দক্ষিণ প্রবেশপথ অতিক্রম করিয়া রাসবিহারী এভেনিউ, রসারোড এবং হাজরা রোড ধরিয়া শোভাযাত্রা করিয়া অগ্রসর হইতে থাকে এবং অবশেষে আলীপুর কোর্ট প্রাঙ্গণে জমায়েত হয়। তাহারা ২৪ পরগণা জেলা বোর্ডের ভাইস-চেয়ারম্যানের সহিতও সাক্ষাৎ করে। ২৪ পরগণা জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট তাহাদের অভিযোগ দরদ ও সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনা করিবেন এই প্রতিশ্রুতি দেওয়ায় কোর্ট প্রাঙ্গণ হইতে তাহারা নিজ পল্লী অভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তন করে।

বাংলায় ইক্ষুচাষের প্রথম পূর্ব্বাভাষ—১৯৪৫-৪৬ সালের বাংলায় ইক্ষু চাষের যে প্রথম পূর্ব্বাভাষ প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে দেখা যায়, আলোচ্য বৎসরে বাংলাদেশে ৩ লক্ষ ১৭ হাজার ৬ শত একর জমিতে ইক্ষু চাষ করা হইয়াছে। গত বৎসর বাংলাদেশে প্রথম এবং চূড়ান্ত পূর্ব্বাভাষ মতে যথাক্রমে ৩ লক্ষ ৩ হাজার ৯ শত এবং ৩ লক্ষ ৯ হাজার ৭ শত একর জমিতে ইক্ষু চাষ করা হইয়াছিল। গত বৎসরের চূড়ান্ত পূর্ব্বাভাষের তুলনায় আলোচ্য বৎসরের প্রথম পূর্ব্বাভাষে বাংলা দেশে শতকরা ২·৬ অধিক জমিতে ইক্ষু-চাষ করা হইয়াছে।

চিনির বদলে সিরাপ—সম্প্রতি কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের চিনি গবেষণাগারে পরীক্ষার ফলে জানা গিয়াছে যে, গুড় হইতে খুব চমৎকার সিরাপ প্রস্তুত করা যায়। ঝোলা গুড় জ্বাল দিয়া তাহা হইতে কিছু চিনি প্রস্তুত করিয়া লইবার পরেও অবশিষ্ট অংশ হইতে চমৎকার সিরাপ পাওয়া যাইতে পারিবে। এইভাবে প্রস্তুত সিরাপ বাজারের চলতি চিনির সিরাপের চেয়ে অনেক সস্তা হইবে এবং উহা খুবই জনপ্রিয় হইবে আশা করা যায়। জ্যাম, জেলি, সন্দেশ ইত্যাদি চিনির তৈরী সকল প্রকার খাদ্যবস্তুর বেলাতেই ইহা অনায়াসে ব্যবহার করা চলিবে। পুষ্টিকারিতায় ইহা আঁখের চিনির সমান উপকারী। অথচ চিনির আমদানী রপ্তানীর জন্য যে শুল্ক দিতে হয়, এই সিরাপের বেলায় ব্যবসায়িগণকে তাহা দিতে হইবে না।

দুগ্ধের উৎপাদন বৃদ্ধি—আমাদের দেশের গরু কম দুধ দেয় বলিয়া একটা অপবাদ আছে। কথাটা অনেকাংশে সত্য। কিন্তু দিল্লী কর্ণালে সরকারী কৃষি গবেষণাগারে পরীক্ষার ফলে দেখা গিয়াছে যে, শাবক উৎপাদনের জন্য গরুর জাত বাছাই, উপযুক্ত খাওয়া দাওয়া ও পরিচর্য্যার ব্যবস্থা করিলে দুগ্ধের উৎপাদন অনেকগুণ বাড়াইতে পারা যায়। ভারতের জনসংখ্যা অনেকগুণ বাড়িয়াছে এবং আরও বাড়িয়া চলিয়াছে। মাথা-

আমরা সানন্দে ঘোষণা করিতেছি যে, ১৯৪৫ সালের ২৩শে আগষ্ট তারিখে ত্রিপুরা মডার্ণ ব্যাঙ্ক লিঃ (সিডিউল্ড)এর **মেদিনীপুর** শাখা খোলা হইয়াছে। **কাশী, পুরী, জলপাইগুড়ি, হাটখোলাতেও** শীঘ্রই শাখা খোলা হইবে।

দি

ত্রিপুরা মডার্ণ ব্যাঙ্ক লিঃ

(সিডিউল্ড)

পৃষ্ঠপোষক : মাননীয় ত্রিপুরাধিপতি মহারাজা মাণিক্য বাহাদুর কে, সি, এস, আই,

ম্যানেজিং ডিরেক্টর :— রাজসভাভুষণ শ্রীহরিদাস ভট্টাচার্য্য।

প্রধান অফিস :—
আগরতলা (ত্রিপুরা রাজ্য)
রেজিঃ অফিস :—
আথাউরা (বি এণ্ড এ রেলওয়ে)
কলিকাতার অফিসসমূহ :—
৬, ক্লাইভ ষ্ট্রীট ও ২০১, হ্যারিসন রোড।
বাংলা ও আসামের সর্ব্বত্র শাখা আছে।

কুবল দত্ত এণ্ড সন্স লিঃ
যন্ত্রপাতি বিক্রেতা
৪নং রয়েড ষ্ট্রীট প্লেস, কলিকাতা

আমাদের একশো বছর আগে

- ১৮২০ সালে জন্মেছিলেন ফ্লোরেন্স্ নাইটিঙ্গেল্। রোগী ও আহতের সেবায় জীবন উৎসর্গ করে তিনি সেবাব্রতের উজ্জ্বল আদর্শ স্থাপন করে গেছেন।
- আমাদের সুরু হয়েছিলো ১৯২০ সালে। তারপর থেকে রোগের চিকিৎসায় এবং রোগীর শুশ্রূষায় প্রয়োজনীয় রবারের জিনিষ আমরা তৈরী করে আস্‌ছি।

আমাদের তৈরী

রবার ক্লথ, হট্‌ওয়াটার ব্যাগ, আইস্ ব্যাগ, হাওয়া বালিশ ও বিছানা, এয়ার রিং, এয়ার কুশন, ডাক্তারী দস্তানা ইত্যাদি।

বেঙ্গল ওয়াটারপ্রুফ ওয়ার্কস্ (১৯৪০) লিমিটেড

কলিকাতা নাগপুর বোম্বাই

পিছু পুষ্টিকর খাদ্য জোগাইতে হইলে এখন দেশে দুধের উৎপাদন শতকরা ৪ শত ভাগ বাড়ানো দরকার। উত্তর ভারতের 'সহিওয়াল' ও 'থারপরকার' জাতীয় গরু ভারতের উৎকৃষ্ট গো-জাতির অন্যতম। সরকারী কৃষি গবেষণাগারে উন্নত ব্যবস্থার ফলে, কয়েক বৎসরের মধ্যে ইহাদের বংশবৃদ্ধি, শতকরা ৭ শত ভাগ বাড়ানো সম্ভব হইয়াছে। এই জাতীয় গরু হইতে প্রচুর দুধ ও মাখন পাওয়া যায় এবং অল্প কয়েক বৎসরেই গরুগুলির শারীরিক পুষ্টি সম্পূর্ণ হইয়া যায়। এই জাতীয় গরু হইতে উৎপন্ন প্রজনন বৃষ এখন প্রতি বৎসর সাধারণের নিকট বিক্রয় করা হইতেছে। যাঁহাদের গোপালনে উৎসাহ আছে তাঁহারা এইগুলি হইতে প্রচুর উপকার পাইবেন। দিল্লী কৃষি গবেষণাগারে অনুসন্ধান করিলে তাঁহাদিগকে এই বিষয়ে যাবতীয় জ্ঞাতব্য তথ্য জানানো হইবে।

কাচের প্রতিদ্বন্দ্বী পারপেক্স—সম্প্রতি পারপেক্স নামে এক নূতন ধরণের প্লাষ্টিক উদ্ভাবিত হইয়াছে। কাচের লেন্স-এর বদলে ইহা ব্যবহার করা চলিবে এবং তাহার ফলে এই বস্তুটি বিজ্ঞান ও শিল্প জগতে যুগান্তর আনিবে বলিয়া আশা করা যায়। ১৮৮০ সালে জার্ম্মানীতে পারপেক্স আবিষ্কৃত হয়। ১৯৩২ সালে মিঃ ক্রফোর্ড নামে এক ইংরেজ বৈজ্ঞানিক খুব কম খরচে এই বস্তুটির উৎপাদনের উপায় বাহির করিয়াছেন। তবে পারপেক্সের একটা অসুবিধা হইতেছে, সামান্য উত্তাপেই ইহার আয়তন বৃদ্ধি পায়। এই বৃদ্ধির অনুপাত কাচের তুলনায় ১০ গুণ এবং ইস্পাতের তুলনায় ৮ গুণ।

মাল চলাচল নিয়ন্ত্রণ আদেশ—ইণ্ডিয়া গেজেটে সম্প্রতি প্রকাশিত এক সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে যে, শুল্ক কমিশনার এবং বেলুচিস্থানের রপ্তানী বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ কর্ত্তা বা তাঁহার ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীর বিনানুমতিতে কোন ব্যক্তি ভারতবর্ষ হইতে বেলুচিস্থানের কয়েকটি নির্দ্দিষ্ট স্থানে চা, কাপড়, কাঁচ বা কাঁচের যন্ত্রপাতি, পশমের সূতা এবং যাবতীয় কাপড়-চোপড়, পশমী বস্ত্র, সাইকেল, মোটরের টায়ার এবং টিউব, ঔষধপত্র, টিন বা বোতলে ভর্ত্তি খাবার, চামড়ার জিনিষ, মোটর গাড়ীর অংশ এবং আসবাবপত্র, নকল সোনা, রূপার পাত এবং চিনি প্রভৃতি সঙ্গে লইয়া যাইতে বা চালান দিতে পারিবে না। উক্ত নির্দ্দেশ অমান্য করিলে গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক সমস্ত মাল বাজেয়াপ্ত হইবে বলিয়াও উক্ত সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হইয়াছে। উক্ত সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে আরও উল্লেখ করা হইয়াছে যে, বেলুচিস্থানে যাইবার অনুমতিপ্রাপ্ত যাত্রীদের সঙ্গে নিজেদের ব্যবহার্য্য এই সমস্ত মাল থাকিলে এবং কয়েকটি বিশেষ ক্ষেত্রে এই নির্দ্দেশ বলবৎ হইবে না।

শুল্কবিহীন নৌযুদ্ধ-ঝুঁকি বীমা—ভারতের বিভিন্ন বন্দরের মধ্যে যুদ্ধ সম্পর্কিত অত্যাবশ্যক মালপত্রের চলাচলের সুবিধার জন্য ভারত গবর্ণমেণ্ট জলপথ ও রেলপথে মালপত্রের ভাড়া সমান ধার্য্য করিয়া দিয়াছিলেন। সমুদ্রপথে মালপত্র চালান দিতে যাহাতে রেলের ভাড়া হইতে বেশী খরচ না পড়ে, সেই জন্য গবর্ণমেণ্ট কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট মালের জন্য শুল্কবিহীন নৌ-যুদ্ধ-ঝুঁকি বীমার ব্যবস্থাও করিয়াছিলেন। সম্প্রতি প্রকাশিত এক সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ, জাপানী যুদ্ধ শেষ হওয়ার ফলে ভারত গবর্ণমেণ্ট গত ১লা সেপ্টেম্বর হইতে এই প্রকার শুল্কবিহীন নৌ-যুদ্ধ-ঝুঁকি বীমার সুবিধা রদ করিবার আদেশ দিয়াছেন।

বিজয়-স্মৃতি ডাক টিকিট—দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ জয়ের স্মারক হিসাবে 'বিজয়-স্মৃতি' ডাক টিকিট ছাপানো হইবে বলিয়া ভারত গবর্ণমেণ্টের ডাক ও তার বিভাগ সম্প্রতি একটি সরকারী বিবৃতিতে জানাইয়াছেন। ঐ টিকিটের উপযুক্ত নক্সার জন্য তিনটি পুরস্কার (যথাক্রমে ১ হাজার টাকা, ৫ শত টাকা ও ৩ শত টাকা) যোগ্যতানুযায়ী দেওয়া হইবে। সকলেই এই প্রতিযোগিতায় যোগ দিতে পারিবেন। প্রতিযোগিতার জন্য ৫৲ টাকা ফি দিতে হইবে। ডাক ও তার বিভাগের ডিরেক্টর জেনারেলের নিকট দরখাস্ত এবং ঐ ৫৲ টাকা পাঠাইলে প্রতিযোগীদের কাছে ছাপানো ফরম পাঠাইয়া দেওয়া হইবে। টিকিটের নক্সার একটি নমুনাও প্রতিযোগীদের নিকট পাঠানো হইবে। একজন টিকিটবিশেষজ্ঞ, দুইটি আর্ট স্কুলের দুইজন ডিরেক্টর এবং দুইজন সরকারী কর্ম্মচারী মিলিত হইয়া প্রতিযোগিতার বিচার করিবেন। নক্সা পাঠাইবার শেষ তারিখ ২৯শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪৫ সাল।

মার্কিন সৈন্য হতাহতের সংখ্যা—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধ সম্পর্কিত সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান

পোষ্ট বক্স নং—২৪০৩ টেলিগ্রাম—'লেনদেন', কলিঃ

বগুড়া সিটি ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস ঃ—
১৫বি, ক্লাইভ রো, কলিকাতা।

সুবিধাজনক সর্ত্তে সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

ভারতে ৩৫টি প্রধান প্রধান স্থানে ও ব্যবসায় কেন্দ্রে শাখা অফিস আছে।

ম্যানেজিং ডাইরেক্টর—এম, এল, মিত্র
এসিষ্ট্যাণ্ট ম্যানেজিং ডাইরেক্টর বি সেন।
সুপারভাইজিং ডাইরেক্টর এইচ, সি, মিত্র

BG | I. U.P.S.

এরিয়ান পেপার মিলস্ লিঃ

হেড অফিস ঃ ১২, চৌরঙ্গী স্কোয়ার, কলিকাতা

মিলস্ এ্যাণ্ড প্লাণ্টেশানস্ ঃ মহুদা (বি, এন, আর)

* ইংলণ্ড হইতে আধুনিক যন্ত্রপাতি আনিবার জন্য আবশ্যকীয় অগ্রিম টাকা দেওয়া হইয়া গিয়াছে।
* কোম্পানীর নিজস্ব জমিতে সাবয় ঘাস ইত্যাদি পেপার পাল্পের চাষ হইতেছে। সাবয় ঘাস ইত্যাদি এই সব পাল্প বিক্রয় হইতেই প্রচুর লাভ হইবার সম্ভাবনা আছে।
* অডিনারী ও প্রেফারেন্স শেয়ার হোল্ডারগণকে যথাক্রমে অন্ততঃপক্ষে শতকরা বার্ষিক ৫৲ ও ৬৲ হারে আয়করমুক্ত লভ্যাংশ না দেওয়া পর্য্যন্ত ম্যানেজিং এজেণ্টস্ কোন পারিশ্রমিক গ্রহণ করিবেন না।

এখনও সমমূল্যে শেয়ার পাওয়া যায়।

প্রতিখানি ১০৲ মূল্যের অডিনারী শেয়ার—আবেদনের সহিত ১৲, শেয়ার বিলির এক মাসের মধ্যে ১৲ এবং বাকী টাকা সমান চারি কিস্তিতে দুই মাস অন্তর দিতে হইবে।

প্রতিখানি ১০০৲ মূল্যের (শতকরা বার্ষিক ৬৲ হারের আয়-কর-মুক্ত কিম্যুলেটিভ) প্রেফারেন্স শেয়ার—আবেদনের সহিত ১০৲ ও শেয়ার বিলির ৭ দিনের মধ্যে বাকী টাকা দিতে হইবে।

* শেয়ারের জন্য প্রত্যেক আবেদনপত্রে ১৲ করিয়া প্রবেশমূল্য দিতে হয়।

অবশিষ্ট শেয়ার বিক্রয়ার্থ প্রতিপত্তিশীল এজেণ্ট আবশ্যক

অনির্দ্দিষ্ট ভবিষ্যতে ছাড়া মূলধনের যে অংশ ভালভাবে ব্যয় করা যাইবে না বলিয়া কেন্দ্রীয় সরকার মনে করেন, মূলধনের সেই অংশ কতকগুলি সিকিউরিটিতে গচ্ছিত রাখিতে হইবে, কেবলমাত্র এই সর্ত্তেই কেন্দ্রীয় সরকার এই শেয়ার বিক্রয়ের অনুমতি দিয়াছেন। সিকিউরিটিতে লগ্নীকৃত টাকা তুলিয়া লইবার জন্য আবেদন করার সময় কেন্দ্রীয় সরকার (কোন দেশীয় রাজ্যের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট থাকিলে রাজপ্রতিনিধির সহিত পরামর্শ করিয়া) বিবেচনা করিয়া দেখিবেন যে, উক্ত টাকা তুলিয়া লইবার সময় আসিয়াছে কিনা এবং এই সময়ে প্রচলিত যে কোন নিয়ন্ত্রণসূচক বিধিব্যবস্থার সহিত সমতা আছে এমন কোন উদ্দেশ্যেই টাকা তুলিয়া লওয়া হইতেছে কি না এবং তাঁহারা সন্তুষ্ট হইলে তবেই উক্ত টাকা তুলিয়া লওয়া যাইবে। একথা পরিষ্কারভাবে জানান যাইতেছে যে, এই অনুমতি প্রদানের দ্বারা ভারত সরকার এতদর্থে প্রচারিত কোন পরিকল্পনার আর্থিক নিরাপত্তা সম্বন্ধে অথবা বিবৃতির যথার্থতা সম্বন্ধে কোন দায়িত্ব গ্রহণ করিতেছেন না।

APP/AP

সম্প্রতি জানাইয়াছেন যে, বর্ত্তমান মহাযুদ্ধের সূচনা হইতে এই পর্য্যন্ত মোট ১৩ লক্ষ ৭০ হাজার ৬ শত ৮০ জন মার্কিন সৈন্য হতাহত হইয়াছে। তন্মধ্যে ২ লক্ষ ৫৪ হাজার ৫ শত ১০ জন নিহত, ৬ লক্ষ ৫১ হাজার ২ শত ৩৩ জন আহত, ৪১ হাজার ৯ শত ৫৫ জন নিরুদ্দেশ এবং ১ লক্ষ ২২ হাজার যুদ্ধ-বন্দী।

ট্রাম শ্রমিকদের ধর্ম্মঘটের নোটিশ—গত বুধবার (৫ই সেপ্টেম্বর) কলিকাতা ট্রামওয়ে শ্রমিক ইউনিয়ন বাংলা গবর্ণমেণ্টের লেবার কমিশনার ও লেবার ডিপার্টমেণ্টের সেক্রেটারীর নিকট তাহাদের ধর্ম্মঘটের নোটিশ দাখিল করিয়াছে। পূর্ব্বদিন এক সভায় এই ধর্ম্মঘটের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং তদনুসারেই উক্ত নোটিশ প্রদত্ত হইয়াছে। উক্ত নোটিশে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, কলিকাতা ট্রামওয়ে কোম্পানী ক্রমাগত শ্রমিকদের দাবী পূর্ণ করিতে অস্বীকৃত হইতেছেন—আলাপ-আলোচনা ও সালিশীর শান্তিপূর্ণ পদ্ধতিতে কোন আপোষ-ব্যবস্থায় উপনীত হওয়া সম্ভবপর হয় নাই। কাজেই, আগামী দুই সপ্তাহের মধ্যে কোম্পানী যদি তাহাদের দাবী সন্তোষজনকভাবে পূর্ণ না করে, তবে ট্রাম শ্রমিকেরা তাহাদের শেষ প্রচেষ্টা হিসাবে শান্তিপূর্ণভাবে ধর্ম্মঘট আরম্ভ করিবে। শ্রমিকদের দাবী ২০ দফারও বেশী, উহার মধ্যে এইগুলি উল্লেখযোগ্য :—

১। ১৯৪৫ সাল হইতে প্রত্যেক বৎসর ঈদ ও পূজা উপলক্ষে এক মাসের বেতন বোনাস হিসাবে দিতে হইবে; ২। দুর্ম্মূল্য ভাতার পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে হইবে; ৩। কলিকাতা ট্রাম কোম্পানী বাংলা গবর্ণমেণ্ট এবং শ্রমিক ইউনিয়নের প্রতিনিধি লইয়া একটি বেতন সংক্রান্ত বোর্ড এবং একটি দুর্ঘটনা তদন্ত কমিটি গঠন করিতে হইবে। ৪। গত বৎসর অক্টোবর মাসে প্রদত্ত সালিশীর রায় কার্য্যে পরিণত করিতে হইবে এবং ৫। শ্রমিক ইউনিয়নকে আইনতঃ স্বীকার করিয়া লইতে হইবে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পার্টমেণ্টাল পরীক্ষা—বি-এ, বি-এস-সি ও বি-কম্ কম্পার্টমেণ্টাল পরীক্ষা যথাক্রমে ১৭ই, ১৮ই ও ২১শে সেপ্টেম্বর হইতে আরম্ভ হইবে।

শ্রীযুক্ত অতুল বসু—অবসরপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ মুকুল দের স্থলে শ্রীযুক্ত অতুল বসু কলিকাতার গবর্ণমেণ্ট আর্ট স্কুলের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হইয়াছেন।

আমেরিকায় জীবনযাত্রার মান—গ্লোবের এক সংবাদে প্রকাশ, যুদ্ধের সময় যদিও বৃটেনে জীবনযাত্রার মান শতকরা ১৭ ভাগ হ্রাস পাইয়াছে, আমেরিকায় ইহা শতকরা ১৯ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে। আমেরিকার এই বৃদ্ধির প্রধান

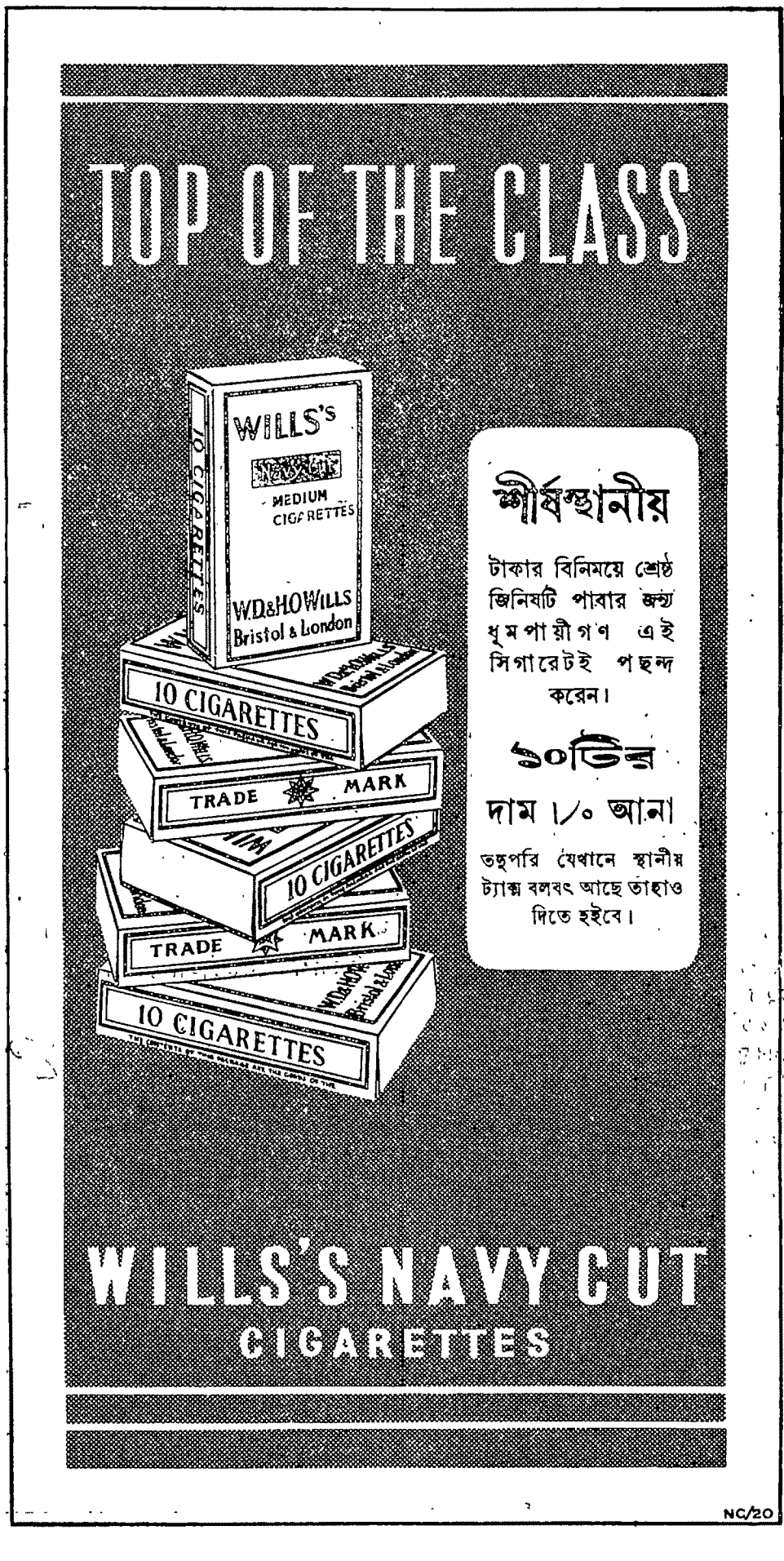

কারণ দেশের উৎপাদন ক্ষমতার উন্নতি। যুদ্ধের পূর্ব্বে আমেরিকায় মোট ১ লক্ষ কোটী ডলার মূল্যের দ্রব্যাদি প্রস্তুত হইত এবং বর্ত্তমানে এই উৎপাদনের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে মোট ২ লক্ষ কোটী ডলার।

যুদ্ধোত্তর বে-সামরিক বিমান চলাচল—গ্লোব জানাইতেছেন যে, আশী জন যাত্রী শয়ন করিতে পারে এবং মেঘস্তরে চালাচল করিতে পারে এমন একটি বিশেষ শ্রেণীর বিমান নির্ম্মাণ করিবার জন্য বৃটেন উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে। এই বিমানে এমন ব্যবস্থা থাকিবে যাহাতে ২৫ হাজার ফুট উঁচুতেও ৮ হাজার ফুটের আবহাওয়া বজায় থাকে। আজ পর্য্যন্ত অক্সিজেন-মুখোস এর সাহায্য ব্যতিরেকে কোন বিমানে এরূপ ব্যবস্থা করা সম্ভব হয় নাই। গ্লোবের সংবাদদাতা আরো জানাইতেছেন যে, জার্ম্মানী ও জাপান জয়ে যে সব বোমারু বিমান অংশ গ্রহণ করিয়াছিল উহাদের ভিতর অক্সিজেন মুখোসের ব্যবস্থা ছিল।

আলুর অত্যধিক মূল্যবৃদ্ধি—ষ্টেটস্‌ম্যানের এক সংবাদে প্রকাশ, আলুর মূল্য ১৯৪১ সালের তুলনায় শতকরা ৯৩৩ ভাগেরও অধিক বৃদ্ধি পাইয়াছে। সম্প্রতি আবার এই মূল্য ৷৵০ আনা হইতে সেরপ্রতি ৸৵০ আনা হইয়াছে। এই সাপ্তাহিক বৃদ্ধির পরিমাণ শতকরা ৪০ ভাগ। বাংলা সরকারের মার্কেটিং ডিপার্টমেণ্ট হইতে কারণস্বরূপে বলা হইয়াছে যে, স্থানীয় উৎপাদন সম্পূর্ণরূপে ব্যয়িত হইয়া যাওয়ায় এবং মাদ্রাজ হইতে সরবরাহ বন্ধ হওয়ায়ই এই মূল্য বৃদ্ধি ঘটিয়াছে। বর্ত্তমানে কলিকাতার অধিবাসিগণ শুধুমাত্র শিলং হইতে দৈনিক ৫ শত মণ আলুর সরবরাহ পাইতেছে। কর্ত্তৃপক্ষ নাকি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, এই সমস্ত আলু ২ শত নির্ব্বাচিত দোকান হইতে প্রতি ক্রেতাকে সেরপ্রতি ৷৵০ আনা দরে আধসের করিয়া বিক্রয় করা হইবে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে ফ্রান্সের ক্ষতি—দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের জন্য ফ্রান্সের যে ক্ষতি হইয়াছে, তাহার নিম্নলিখিত সরকারী হিসাব প্রকাশিত হইয়াছে: কৃষি-সম্পদ—৩২ কোটি ৮০ লক্ষ পাউণ্ড, শিল্প ও বাণিজ্য—৩৩ কোটি ৬০ লক্ষ পাউণ্ড, যানবাহন ও সংযোগসূত্র—৭৭ কোটি ৬০ লক্ষ পাউণ্ড, বাসভবন ও আসবাবপত্র—২ শত কোটি পাউণ্ড। যুদ্ধের জন্য মোট ক্ষতির পরিমাণ ৩৪৪ কোটি পাউণ্ড। যুদ্ধের জন্য ক্ষতি এবং জার্ম্মানীর অধিকারভুক্ত থাকার সময় ব্যয় এই দুইয়ে মিলিয়া মোট ৩৯১৪ কোটি ৫০ লক্ষ পাউণ্ড ব্যয় হইয়াছে।

রেশনিং ব্যবস্থা অক্ষুণ্ণ—সম্প্রতি যুক্ত-প্রদেশের গবর্ণর স্যার মরিস হ্যালেট বলিয়াছেন, এখন পর্য্যন্তও খাদ্যদ্রব্যের অভাব আছে এবং খাদ্য-দ্রব্য বণ্টন সম্পর্কে নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা এখনও কিছুকাল বজায় থাকিবে। প্রসঙ্গক্রমে তিনি আরও বলিয়াছেন যে, বড় বড় সহরে রেশনিং ব্যবস্থা চলিতে থাকিবে এবং আরও অধিক খাদ্যদ্রব্য উৎপন্ন করিবার চেষ্টা আরও তৎপরতার সহিত চলিবে। স্যার মরিস হ্যালেটের মতে ১৯৩৯ সালের তুলনায় ভারতে এখন ১ কোটি ৬০ লক্ষ লোক বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং আমদানী বন্ধ হওয়ায় ও দেশরক্ষা সংক্রান্ত কার্য্যের জন্য বস্ত্র ব্যাপারে অত্যন্ত অসুবিধার সৃষ্টি হইয়াছে। ভারতের ৩৮ কোটি ৯০ লক্ষ লোকের জন্য যেখানে ৬ শত ২৫ কোটি গজ বস্ত্রের প্রয়োজন হইয়াছে, সেখানে এখন ৪০ কোটি ৫০ লক্ষ লোকের জন্য ৪ শত ৮০ কোটি গজ বস্ত্রের সরবরাহ পাওয়া সম্ভব হইতেছে। সরবরাহ যতদিন ১৯৩৮ সালের অনুরূপ বা তদপেক্ষা অধিক না হইতেছে ততদিন বস্ত্র সম্পর্কে অবস্থার উন্নতি হইবে না।

রাশিয়ায় আর একটি বিশাল বাঁধ—মস্কোর সাম্প্রতিক সংবাদে প্রকাশ যে, ককেসাসে বাকু ও বিলসির মধ্যবর্ত্তী স্থানে কুরা নদীর উপর ১ মাইল দীর্ঘ ও ২২৫ ফুট উচ্চ একটি বাঁধ নির্ম্মাণ করা হইবে। প্রকাশ, বিশাল নীপার বাঁধের পর রাশিয়ায় এই বাঁধটিই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ হইবে। বর্ত্তমান মহাযুদ্ধের জন্য এই সম্পর্কিত প্রারম্ভিক কাজে বিঘ্ন ঘটিয়াছিল বলিয়াও প্রকাশ।

মস্কোর নূতন ভূগর্ভস্থ রেলপথ—মস্কোর নূতন ভূগর্ভস্থ রেলপথের নির্ম্মাণকার্য্য প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে বলিয়া প্রকাশ। এই রেলপথের প্রথম ছয়টি ষ্টেশনের প্ল্যান মঞ্জুর করা হইয়াছে বলিয়াও জানা গিয়াছে। ভূনিম্নস্থ প্ল্যাটফরম ও হলগুলির রূপসজ্জার ভার পড়িয়াছে রাশিয়ার-

মূল্য কমিল !!!

হোমিওপ্যাথিক ঔষধ, মাদার টিংচার, স্পিরিট, সুগার অব্ মিল্ক, বাইওকেমিক টিস্যুরেশন ও ট্যাবলেট, গ্লোবিউল, ব্ল্যাঙ্ক ট্যাবলেট, ভিস্‌কেট, শিশি, কর্ক, আলকালকা টনিক, সিনেরেরিয়া মেরিটিমা (সাক্কাস,) মেন্নোলা টনিক, ট্যাবলেট ইত্যাদি।

মূল্য তালিকা বিনামূল্যে।

প্রস্তুতকারক: **হোমিওপ্যাথিক পাবলিশিং কোং**

ল্যাবরেটরী, ফ্যাক্টরী ও প্রধান অফিস—৪২,৫৬ ও ৫৭, সাউথ এণ্ড পার্ক, বালিগঞ্জ, কলিকাতা

কলিকাতা ব্রাঞ্চ: ১৭২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট ও ৩৯, ক্লাইভ ষ্ট্রীট।

বেনারস ব্রাঞ্চ: **গোধুলিয়া, বেনারস সিটি, ইউ, পি।**

প্রতিদিন ৩৪ লক্ষ টাকা খাটানো হয়েছে

প্রথম ৩% ভিক্টরি লোন (১৯৫৭)এ এগারো মাসেরও কম সময়ে ১১২ কোটি টাকা জমা হ'বার পর এই ঋণ গ্রহণ ১৯৪৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে বন্ধ করা হয়।

এখন ৩% দ্বিতীয় ভিক্টরি লোন (১৯৫৯-৬১) প্রবর্তিত হওয়ায় আগের মতই সুবিধাজনক সর্তে টাকা দাদন করার সুযোগ হ'লো। এই সুযোগ গ্রহণ করলে আপনি জিনিসপত্রের দাম কমিয়ে দেশকে সাহায্য করবেন ও সেই সঙ্গে ঘরে বসে প্রতি ছয় মাস অন্তর আয়কর বাদ দিয়ে বার্ষিক শতকরা তিন টাকা সুদ পাবেন। এই ঋণে আপনি যথেচ্ছ পরিমাণ টাকা ন্যস্ত করতে পারেন—১৫ই অগস্ট ১৯৫৯ ও ১৫ই অগস্ট ১৯৬১র মধ্যে ভারত সরকার আপনার ঋণ শোধ করবেন। এর মধ্যে আপনার টাকার দরকার হ'লে আপনার লোন বণ্ড হস্তান্তর ক'রে যে কোনো সময় টাকা তুলতে পারবেন। আপনার বার্ষিক আয় যদি আয়করমুক্ত হয় কিংবা যদি আপনাকে অপেক্ষাকৃত কম হারে আয়কর দিতে হয়, তা হলে আপনার লভ্যাংশের উপর ধার্য আয়করও ফেরত পাবেন। এই ঋণের জন্য আপনার ব্যাঙ্কারকে কিংবা রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার বোম্বাই, কলিকাতা, মাদ্রাজ, দিল্লী ও কানপুরের অফিসে কিংবা গভর্নমেণ্ট ট্রেজারিতে লিখুন।

AAA 228

আপনার সহজ
১৯৫৯–৬১র
৩%
দ্বিতীয়
ভিক্টরি লোন-এ
নিয়োগ করুন

'ফিনান্স ডিপার্টমেণ্ট, গভর্নমেণ্ট অব ইণ্ডিয়া' কর্তৃক প্রচারিত

কতিপয় প্রখ্যাত শিল্পীর উপর। মস্কোর এই ভূগর্ভস্থ নূতন বৃত্তাকার রেলপথটির দৈর্ঘ্য সাড়ে বার মাইল। ইহার ষ্টেশনের সংখ্যা ১২টি। এই রেলপথ মস্কোর অন্যান্য রেলপথের প্রায় সমস্ত ষ্টেশনের সহিত সংযুক্ত থাকিবে। সহরের ১৮টি অঞ্চলের মধ্য দিয়া এই রেলপথ গিয়াছে।

জাপানের সৈন্য হতাহতের সংখ্যা—সম্প্রতি জাপান প্রতিনিধি সভায় জাপান গবর্ণমেণ্টের জনৈক মুখপাত্র বলেন যে, জাপানের সৈন্য ও নৌবিভাগের ৫০ লক্ষ ৮৫ হাজার সৈন্য হতাহত হইয়াছে। তন্মধ্যে সৈন্য বিভাগের ৩ লক্ষ ১০ হাজার এবং নৌবিভাগের ১ লক্ষ ৫৭ হাজার ৩ শত ৬৫ জন সৈন্য নিহত হইয়াছে। মিত্রপক্ষের বিমান আক্রমণের ফলে ২ লক্ষ ৪১ হাজার ৩ শত ৯ জন নিহত এবং ৩ লক্ষ ১৩ হাজার ৪১ জন আহত হইয়াছে। কেবলমাত্র টোকিওতে ৮৮ হাজার ২ শত ৫০ জন নিহত হয়। যুদ্ধ আরম্ভ হইবার সময় জাপান নৌবহরের ১০খানি ব্যাটেল শিপ ছিল এবং যুদ্ধাবসানে মাত্র ৪খানি ভাসমান থাকে। ২৫খানি বিমানবাহী জাহাজের মধ্যে ১৯ খানি, ৪৭খানি ক্রুজারের মধ্যে ৪৪খানি, ১৭৪ খানি ডেষ্ট্রয়ারের মধ্যে ১৪৪ খানি এবং ১৯০ খানি সাবমেরিনের মধ্যে ৩১খানি নষ্ট হইয়াছে।

আণবিক বোমার মৃত্যু সম্বন্ধে তথ্যানুসন্ধান—টোকিওস্থ 'ডেলী মেইল' পত্রিকার সংবাদদাতা সম্প্রতি জানাইয়াছেন যে, মিত্রপক্ষের চিকিৎসকগণ আণবিক বোমায় মৃত্যু সম্বন্ধে তথ্যানুসন্ধানের জন্য নাগাসাকি ও হিরোসিমা পরিদর্শন করিবেন।

বোম্বাই প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি—বোম্বাই প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সাম্প্রতিক সভায় সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থির হইয়াছে যে, বোম্বাই গবর্ণমেণ্ট বোম্বাই প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিকে উহার সম্পত্তি ফিরাইয়া না দেওয়ায় বোম্বাই গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে ১ লক্ষ ২৫ হাজারেরও অধিক টাকার দাবী উত্থাপিত করা হইবে। প্রায় ২৫ হাজার টাকা মূল্যের মোটরগাড়ী ও এ্যাম্বুলেন্স গাড়ীর মূল্য এবং পুলিশ এখনও কংগ্রেসের যে সমস্ত সম্পত্তি ফিরাইয়া দেয় নাই তাহার জন্য প্রায় ৭৫ হাজার টাকা পাওনা এই দাবীর অন্তর্ভুক্ত।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তুলা উৎপাদন—'দি নিউ ইয়র্ক জার্নাল অব কমার্স' সম্প্রতি অনুমান করিয়াছেন যে, ১৯৪৫ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ৯৭ লক্ষ ৫৭ হাজার বেল তুলা উৎপন্ন হইবে। ১৯৪৪ সালে ১ কোটি ২২ লক্ষ ২৮ হাজার বেল তুলা উৎপন্ন হইয়াছিল বলিয়াও উক্ত পত্রিকা উল্লেখ করিয়াছেন।

সরকারী কাগজ নিয়ন্ত্রণ আদেশ শিথিল—জিনিষপত্র মুড়িবার বা প্যাক করিবার কাগজের উপর সরকারী নিয়ন্ত্রণ আইন অনুসারে যে সমস্ত বিধিনিষেধ বলবৎ আছে সেই সম্পর্কে নয়াদিল্লীর এক সাম্প্রতিক বিবৃতিতে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, সমস্ত রকমের কাগজের উপর হইতে ঐ সমস্ত বিধিনিষেধ তুলিয়া লওয়া হইল।

চিনি নিয়ন্ত্রণ উপদেষ্টা সমিতির অধিবেশন—অদ্য ১০ই ও আগামী ১১ই সেপ্টেম্বর নয়া দিল্লীতে চিনি নিয়ন্ত্রণ উপদেষ্টা কমিটির এক অধিবেশন হইবে বলিয়া জানা গিয়াছে। ভারত গবর্ণমেণ্টের সুগার কন্‌ট্রোলার উহাতে সভাপতিত্ব করিবেন। অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে নিম্নলিখিত বিষয়গুলিও উক্ত অধিবেশনে আলোচিত হইবে :—

(১) চিনি নিয়ন্ত্রণ আইনের কার্য্যকারিতা ও ফলাফল।

(২) ১৯৪৫-৪৬ সালে চিনির মূল্য।

(৩) মিষ্টান্ন ও অন্যান্য বিশেষ প্রয়োজনে ব্যবহৃত চিনির বণ্টন, প্রকার ভেদ ও মূল্য নির্ণয়।

(৪) ১৯৪৫-৪৬ সালে বিভিন্ন চিনির কারখানায় বড় কিস্তিতে মাল সরবরাহ।

রেলপথে ডাক্তারী পরীক্ষার গাড়ী—ইংলণ্ডের অন্তর্ভুক্ত সুইণ্ডেনে ৫৭ ফুট লম্বা এক বিশেষ শ্রেণীর গাড়ী নির্ম্মিত হইয়াছে। ইহাতে

ইণ্ডিয়ান
ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক লিঃ
হেড অফিস—৮, লায়ন্স রেঞ্জ, কলিকাতা
ক্লিয়ারিং-এর
সুবিধাযুক্ত সম্ভ্রান্ত প্রতিষ্ঠান।
সহজ সর্ত্তে টাকা কর্জ্জ দেওয়া এবং বিল ডিস্‌কাউণ্ট করা হয়।
ফিক্সড ডিপোজিট এবং অন্যান্য আমানতের উপর সুদের হার লাভজনক।
ব্যাঙ্কের "গাইড-টু-ইন্‌ভেষ্টারস্"-এর জন্য আবেদন করুন।
ব্রাঞ্চসমূহ—
বোম্বে, ঢাকা, দীঘিরপার, নবদ্বীপ, বড়বাজার, চাইবাসা, চক্রধরপুর, সাউথ কলিকাতা, রায়পুর, আজারিয়া, গৌহাটী, গোপালদী, নারায়ণগঞ্জ, নবাবগঞ্জ, নওগাঁ (আসাম), বাঘিয়া, সাটুরিয়া (ঢাকা) ও বেড়া (পাবনা)।
আর, রায়—ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

নোয়াখালী
ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিঃ
স্থাপিত : ১৯২৯
হেড অফিস : ১০, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা
ফোন : ক্যাল ২৩৩৯ (৩ লাইন)
কলিকাতা শাখা :
বালীগঞ্জ, ভবানীপুর, বড়বাজার ও শ্যামবাজার।
অন্যান্য শাখাসমূহ—
ঢাকা, কিশোরগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ, নোয়াখালি, সোনাপুর, চৌমুহনী, চাঁদপুর, পুরাণবাজার, ফেণী, কৃষ্ণনগর, বহরমপুর, জলপাইগুড়ী, বর্দ্ধমান, দৌলতগঞ্জ, জিয়াগঞ্জ, পূর্ণিয়া, পাটনা, আরা, রাঁচি, ভাগলপুর, মজঃফরপুর, জামসেদপুর, বেনারস, লক্ষ্ণৌ, আগ্রা, এলাহাবাদ, কাণপুর, মাদ্রাজ, কটক, মিরকাদিম, কাটিহার, বরিশাল, সিলেট, আসানসোল, সিরাজগঞ্জ, গৌহাটি, হিলি, ময়মনসিংহ ও দিল্লী।
কার্য্যকরী মূলধন—দেড় কোটী টাকার উপর
চট্টগ্রাম ও ডিব্রুগড় শাখা খোলা হইবে
ম্যানেজিং ডিরেক্টর :—এস, সি, পাল

ফোন : ক্যাল ৪০৫৩
ইউনাইটেড ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন
লিমিটেড
৩।১, ম্যাঙ্গো লেন, কলিকাতা।
শাখা :—বড়বাজার, শ্যামবাজার (কলিকাতা), গোপালগঞ্জ, মাদারীপুর, চরমুগুরিয়া, ভাঙ্গা (ফরিদপুর), নওপাড়া (যশোহর), মরেলগঞ্জ (খুলনা), সোনামুখী, বাঁকুড়া, কিরনাহার (বীরভূম)।
চলতি হিসাবে সুদ বার্ষিক শতকরা ১৲ সেভিংস শতকরা ২৷৷০
স্থায়ী আমানতে উচ্চহারে সুদ দেওয়া হয়।
সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

দেশের ও দশের সেবায়
বিল্ডিং এণ্ড ল্যাণ্ড ট্রাষ্ট (ইণ্ডিয়া) লিমিটেড-এর
অভিনব পরিকল্পনা অংশীদার ও আমানতকারিগণের অন্ন ও গৃহ সমস্যার সমাধান করিয়া উৎসাহী কর্ম্মীদিগকে উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গঠনে সহায়তা করিবে।
●
অদ্যই নিয়মাবলীর জন্য লিখুন :—
৩নং ম্যাঙ্গো লেন, কলিকাতা।
ফোন :—কলিঃ ১৪৫৩

দি কুমিল্লা ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিঃ
রেজিষ্টার্ড অফিস—৪নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। স্থাপিত—১৯২২
ডিপজিট ১০,০০,০০,০০০৲ টাকার উর্দ্ধে
কার্য্যকরী মূলধন ১১,৫০,০০,০০০৲ টাকার উর্দ্ধে
কলিকাতা অফিস—৪নং, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, ২২৫, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, ৯৯এ, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, ১৩৯বি, রসা রোড।
বোম্বাই শাখা—লেষ্টিন্‌স্ চেম্বার্স, দালাল ষ্ট্রীট, ফোর্ট, বম্বে।
বাংলা, বিহার ও আসামের প্রধান প্রধান ব্যবসাকেন্দ্রে শাখা আছে ও মাদ্রাজে এজেন্সী আছে।
বৈদেশিক এজেন্টসমূহ :—
লণ্ডন এজেন্টস—বারক্লেজ ব্যাঙ্ক লিমিটেড। আমেরিকা এজেন্টস্—গ্যারাণ্টি ট্রাষ্ট কোং অফ নিউ ইয়র্ক। অষ্ট্রেলিয়া এজেন্টস্—ব্যাঙ্ক অফ নিউ সাউথ ওয়েলস্, সিডনি। মিড্‌ল ইষ্ট এজেন্টস্—বারক্লেজ ব্যাঙ্ক লিমিটেড।
ম্যানেজিং ডিরেক্টর—ডাঃ এস, বি, দত্ত, এম-এ, বি-এল, পি-এইচ-ডি (ইকন) লণ্ডন, বার-এ্যাট-ল

একজন ডাক্তারের জন্য একটি কোঠা থাকিবে এবং আরও থাকিবে সম্পূর্ণ যন্ত্রপাতিযুক্ত একটি গবেষণাগার, বিভাগীয় সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট ও কেরাণীর অফিস, রোগীপরীক্ষার জন্য তিনটি ছোট ছোট কামরা এবং শৌচাগার সহ একটি অপেক্ষাগৃহ। বিলাতের গ্রেট ওয়েষ্টার্ণ রেলপথের পদস্থ কর্ম্মচারিগণ তাঁহাদের অধীনস্থ কর্ম্মচারীদিগকে ডাক্তারীমতে পরীক্ষা করিবার জন্য এই গাড়ীগুলি ব্যবহার করিবেন। এই গাড়ীসমূহ ব্যবহারের ফলে পরীক্ষাপ্রার্থী কর্ম্মচারীদিগকে আর পরীক্ষাকেন্দ্রে যাইতে হইবে না।

শ্রীযুক্ত সরকারের কলিকাতা প্রত্যাবর্ত্তন—ভারতীয় শিল্প মিশনের অন্যতম সদস্য শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার ইংলণ্ড ও আমেরিকা পর্য্যটনের পর গত শনিবার কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন।

প্রশান্ত মহাসাগরে বিশাল ভাসমান ডক—প্রকাশ, বৃটিশ নৌবিভাগ কর্ত্তৃক দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরে পৃথিবীর বৃহত্তম ভাসমান ডক নির্ম্মিত হইতেছে। ৬ লক্ষ ২৫ হাজার পাউণ্ড ব্যয়ে ৩০ হাজার টন ভারী এই ডকটি নির্ম্মিত হইলে বৃটিশ নৌবাহিনীর বৃহত্তম জাহাজগুলিকেও সমুদ্রে ভাসাইতে সমর্থ হইবে।

টাটার জন্য মার্কিন বিমান—প্রকাশ, মার্কিন সরকারের সাপ্লাস প্রপার্টি বোর্ড (যাহাদের কর্ত্তব্য যুদ্ধার্থ প্রস্তুত দ্রব্যসামগ্রী অসামরিক ব্যবহারে নিয়োগ করা) বোম্বাইয়ের টাটাবিমান-পথ কোম্পানীর জন্য দুইটি যাত্রীবাহী বিমান বরাদ্দ করিয়াছেন।

বার্দ্দোলী আশ্রমের ক্ষতি—বার্দ্দোলী আশ্রমের কর্ত্তৃপক্ষের হিসাবে প্রকাশ যে, ১৯৪২ সালের আগষ্ট মাসের পরে বার্দ্দোলী স্বরাজ আশ্রম যখন গবর্ণমেণ্টের দখলে ছিল, সেই সময়ে আশ্রমের প্রায় ৬০ হাজার টাকা ক্ষতি হইয়াছে। প্রকাশ যে, আশ্রমের ম্যানেজার ক্ষতিপূরণের দাবী জানাইয়া জিলা ম্যাজিষ্ট্রেটকে নোটিশ দিবেন।

মাদ্রাজ ইলেকট্রিসিটি সাপ্লাই কর্পোরেশন—প্রকাশ যে, মাদ্রাজ ইলেকট্রিসিটি সাপ্লাই কর্পোরেশনকে আগামী ১৯৪৭ সালে উহার বর্ত্তমান লাইসেন্সের মেয়াদ উত্তীর্ণ হইলে উক্ত ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশন কিনিয়া লইবার ইচ্ছা জ্ঞাপন করিয়া দুই বৎসরের নোটিশ দিয়াছেন।

বেঙ্গল এণ্ড আসাম রেলওয়ে—প্রকাশ যে, আমেরিকানগণ রেলওয়ে কর্ত্তৃপক্ষের সহিত একযোগে বেঙ্গল এণ্ড আসাম রেলপথের যে অংশ পরিচালিত করিতেছিল, বড়দিনের পূর্ব্বেই তাহারা তাহা ছাড়িয়া দিবে। এই সকল অঞ্চলের জন্য আমেরিকা হইতে যে সকল ইঞ্জিন আনা হইয়াছিল সেইগুলির ব্যবস্থা করা সম্পর্কে ভারত গবর্ণমেণ্টের সমর বিভাগ এবং মার্কিন কর্ত্তৃপক্ষ নাকি বিশেষভাবে বিবেচনা করিতেছেন। ইঞ্জিন আমদানী এবং উত্তর আসাম ও সীমান্তে ভারত রেলপথের বিস্তার সাধন ব্যাপারে যে ব্যয় হইয়াছিল গবর্ণমেণ্টই তাহা বহন করেন। আমেরিকা হইতে যে সকল ইঞ্জিন আমদানী করা হইয়াছিল তাহার মধ্যে কতকগুলি ইতিমধ্যেই ব্রহ্মে পাঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে। প্রকাশ যে, মালয় ও চীনে ইঞ্জিনের প্রয়োজন খুব বেশী। অবশিষ্ট ইঞ্জিনগুলি হয় চীন অথবা মালয়ে প্রেরণ করা হইবে। আরও প্রকাশ যে, ভারতের ইঞ্জিনের প্রয়োজন নাই এবং ধীরে ধীরে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়া আসায় রেলওয়ে বোর্ড বর্ত্তমানে তাঁহাদের যে ইঞ্জিন আছে তাহা লইয়াই স্বাভাবিকভাবে ট্রেণ চলাচল কার্য্য আরম্ভ করিতে পারিবেন বলিয়া আশা করেন। প্রসঙ্গক্রমে রেলওয়ে বোর্ডের একজন অফিসার মন্তব্য করিয়াছেন, আমেরিকানদের রেলওয়ে পরিচালন পদ্ধতিতে অনেক কিছু শিখিবার আছে।

অর্থনৈতিক পুস্তক ও পুস্তিকা

1. **A Plan for Developing Fisheries in India**—By E. V. S. Maniam M.A., D. Econ. Bureaw of Economic Research, Cawnpore,

2. **Bengal Famine**—By Prof. Humayun Kabir. Published by Bengal Provincial Students' Federation, 18, Mirzapur Street, Calcutta. Price As. -/4/-

3. **A Policy for Agriculture**—By V. Balsubramanian. Published by The Indian Council of World Affairs, New Delhi. Price As. -/8/-

4. **Reconstruction of Economic Science**—By Mr. A. N. Agarwala. Published by Kitab Mahal, 56-A Zero Road, Allahabad. Price Rs. 3/8/-

ক্রিমির উপদ্রব থেকে মুক্তি পেতে হোলে
ডাঃ এ, কে, চৌধুরীর
ক্রিমি-নাশিনী
খাওয়া উচিত
সর্ব্বত্র পাওয়া যায়।
প্রস্তুতকারক :—
এস, সি, চৌধুরী এণ্ড ব্রাদার্স
৪৭, আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা

আপনার নিজস্ব প্রতিষ্ঠান
দি হুগলী ব্যাঙ্ক লিঃ
৪৩নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
ফোন : ক্যাল ২২৬০ (তিন লাইন)
২৭-৭-৪৫ তারিখের হিসাব
আদায়ীকৃত মূলধন ও সংরক্ষিত তহবিল টাকা ১৭,৭৬,০০০৲
মগদ, কোম্পানীর কাগজ, ইত্যাদি ১,৭৬,৫৯,০০০৲
আমানত ২,৫৮,১৭,০০০৲
কার্য্যকরী তহবিল ২,৯৯,৫৮,০০০৲
আমাদের নির্ভরযোগ্যতাই আপনার অনাগত সুদিনের নিশ্চিত নিদর্শন।

গ্রাম : জনসম্পদ ফোন : ক্যাল ২৭৬৭
পরিকল্পনা—আজিকার দিনের অন্যতম বিষয়
ব্যাঙ্ক অব ক্যালকাটা লিঃ
শিল্প সম্প্রসারণ ও ব্যবসার উন্নতির জন্য পরিকল্পনা চাই
ডাঃ এম, এম, চাটার্জ্জি,
ম্যানেজিং ডিরেক্টর

সেনট্রাল ক্যালকাটা ব্যাঙ্ক লিমিটেড
হেড অফিস—৯-এ, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা ফোন কলিঃ ২১২৫,৬৪৮৩।
শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র দত্ত, আই, সি, এস (অবসরপ্রাপ্ত)
ডিরেক্টর বোর্ডের চেয়ারম্যান
—শাখাসমূহ—
আলিপুর দুয়ার, আসানসোল, আজমগড়, এলাহাবাদ, কাঁচরাপাড়া, কুচবিহার, জলপাইগুড়ি, জৌনপুর, দিনাজপুর, দুবরাজপুর, নিউ মার্কেট, নীলফামারী, নৈহাটী, পাটনা, পাবনা, বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া, বালুরঘাট, বেনারস, ভাটপাড়া, রায়বেরিলী, রংপুর, লক্ষ্ণৌ, লাহিড়ী মোহনপুর, লালমণিরহাট, শ্যামবাজার, সাউথ কলিকাতা, সাহাজাদপুর, সিরাজগঞ্জ, সিউড়ী, সৈয়দপুর, হিলি
সুদের হার ও অন্যান্য বিষয় পত্র লিখিলে জানান হইয়া থাকে।
সেক্রেটারী—মিঃ সুধেন্দুকুমার নিয়োগী ম্যানেজিং ডিরেক্টর—মিঃ ডি, রায়।

ঢাকুরিয়া ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন লিঃ
হেড অফিস : ২১এ, ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিঃ
ফোন : ক্যাল ১৭৪৪ গ্রাম : ষ্ট্রংরুম
শাখাসমূহ :-ঢাকুরিয়া, সাদার্ণ মার্কেট, ক্যানিং, ঔরঙ্গাবাদ, জঙ্গীপুর, পাকুড়, রাসপুরহাট, বারহারওয়া, ধুলিয়ান, সাহেবগঞ্জ, ফোরগুর ও রঘুনাথগঞ্জ।
ম্যানেজিং ডিরেক্টর : মিঃ ডি এন চাটার্জ্জী এফ, আর, ই, এস, (লণ্ডন)

ফোন—কলি : ২৩৬৪ দি ন্যাশনাল এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্ক লিঃ টেলি—Nalex
৩৪, হেয়ার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
ব্রাঞ্চ—বড়বাজার, ফরিদপুর ও ঢাকা। ম্যানেজিং ডিরেক্টর—শ্রীরাজলক্ষ্মী মজুমদার, বি-এ।

কোম্পানী প্রসঙ্গ

ডোমিনিয়ন ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া লিঃ

সম্প্রতি কলিকাতা হাইকোর্টের মাননীয় বিচারপতি জেণ্টল ভারতীয় কোম্পানী আইন অনুসারে ডোমিনিয়ন ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া লিমিটেডের কারবার গুটাইবার আদেশ দিয়াছেন। প্রকাশ, আবেদনকারিণী শ্রীমতী সত্যবতী দেবী উক্ত ব্যাঙ্কের বারাণসী শাখার স্থায়ী আমানত হিসাবে ৫ হাজার টাকা জমা রাখিয়াছিলেন। গত কয়েক বৎসর হইল উক্ত ব্যাঙ্কের বারাণসী শাখা বন্ধ ছিল। ১৯৪৪ সালের ১৫ই নবেম্বর তারিখে এই আমানতী টাকা পাওনা হইলে আবেদনকারিণী টাকা ফেরৎ পাইবার চেষ্টা করিয়া ব্যর্থকাম হন। ১৯৪৫ সালের জুন মাসে তিনি যখন এই আবেদন পেশ করেন তখন পর্য্যন্ত তিনি টাকা ফেরৎ পান নাই। উক্ত তারিখের পরে তাঁহাকে তিন হাজার টাকা দেওয়া হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। সুদ এবং খরচপত্রসহ আবেদনকারিণীর উক্ত ব্যাঙ্কের নিকট এখনও ২ হাজার ৬ শত ৫০ টাকা পাওনা আছে। এই আবেদনের শুনানীর সময় উক্ত ব্যাঙ্কের পক্ষ হইতে শুনানী মুলতুবী রাখিবার প্রার্থনা করিয়া বলা হয় যে, আবেদনকারিণীকে আরও ১ হাজার ৫ শত টাকা দেওয়া হইয়াছে এবং বক্রী টাকা আরও কিছুদিন পরে দেওয়া হইবে। মাননীয় বিচারপতি মন্তব্য করেন যে, ব্যাঙ্কের হিসাবে কারবার চালাইতে যাইয়া যে কোম্পানী সামান্য পাওনা টাকা পরিশোধ করিতে পারে না সেই কোম্পানীকে কোন বিশেষ সুবিধা দেওয়া উচিত নহে। মাননীয় বিচারপতি ব্যাঙ্কের কারবার গুটাইবার আদেশ দিয়া অফিসিয়াল রিসিভারকে উক্ত ব্যাঙ্কের অফিসিয়েল লিকুইডেটর নিযুক্ত করেন।

হুগলী ব্যাঙ্ক লিঃ

হুগলী ব্যাঙ্কের শ্রীরামপুর শাখা গত ১৯৪৪ সালে অপরাপর শাখাগুলি অপেক্ষা বেশী আমানত জমা পায় বলিয়া ব্যাঙ্কের কর্ত্তৃপক্ষ গত ২৬শে আগষ্ট, রবিবার শ্রীরামপুর টকীজ হলে শ্রীরামপুরের নাগরিকবৃন্দকে এক প্রীতি সম্মেলনে সম্বর্দ্ধিত করেন। ভূতপূর্ব্ব রাজস্বসচিব শ্রীযুক্ত তারকনাথ মুখার্জ্জী এই অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন এবং ই আই রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার রায় বাহাদুর এন সি ঘোষ, ও বি ই প্রধান অতিথিরূপে যোগদান করেন। ব্যাঙ্কের অন্যতম ডিরেক্টর অধ্যাপক প্রিয়রঞ্জন সেন প্রধান অতিথি এবং অন্যান্য সমাগত অভ্যাগতবৃন্দকে সাদর অভ্যর্থনা প্রসঙ্গে ব্যাঙ্কের কার্য্যকলাপের হিসাব বিশ্লেষণ করেন ও ব্যাঙ্কটির ক্রমোন্নতির বিবরণ বর্ণনা করেন। সভাপতি ব্যতীত অধ্যাপক ভূদেব গুহ, অধ্যাপক কালীকৃষ্ণ মুখার্জ্জী, শ্রীরামপুর মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত কিশোরীলাল গোস্বামীও ব্যাঙ্কের শ্রীবৃদ্ধি কামনা করিয়া বক্তৃতা করেন। উপস্থিত সকলকে জলযোগে আপ্যায়িত করা হয়। শ্রীরামপুরের মহকুমা হাকিম মিঃ বি কে কাউল, আই সি এস, মিসেস এন সি ঘোষ, মিসেস ডি এন মুখার্জ্জী প্রমুখ বহু বিশিষ্ট নাগরিক অনুষ্ঠানের শোভাবর্দ্ধন করিয়াছিলেন।

নূতন যৌথ কোম্পানী

বজরঙ্গ ম্যানেজমেণ্ট লিঃ—ডিরেক্টর—শ্রীদুর্গাদাস চ্যাটার্জ্জী। রেজিষ্টার্ড অফিস—১০৯, রাসবিহারী এভেনিউ, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা। এজেন্সী ব্যবসা।

ক্যালকাটা বিট্‌ল্ নাট্‌স্ মার্চ্চেণ্টস্ এসোসিয়েশন—সেক্রেটারী—শ্রীযমুনা দাস নারায়ণজী। রেজিষ্টার্ড অফিস—মল্লিক ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ১০০ জন সদস্য। সুপারীর ব্যবসায়ীদের স্বার্থরক্ষার উদ্দেশ্যে গঠিত।

ইণ্ডোসিলোন এক্সপোর্টারস্ এসোসিয়েশন—ডিরেক্টর—মিঃ এ এম এল মোহাম্মদ। রেজিষ্টার্ড অফিস—৫৯, ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ৩০ জন সদস্য। সিলোনের সঙ্গে ভারতের বহির্ব্বাণিজ্যের উন্নতিকল্পে গঠিত।

ষ্টার্চ্চ ইণ্ডাষ্ট্রীজ (ইণ্ডিয়া) লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ সি আর সুর। রেজিষ্টার্ড অফিস—১৯, সুরা ষ্টার্চ্চ লেন, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—২০ হাজার টাকা। শর্করা শ্রেণীর দ্রব্য উৎপাদক।

এম সিদ্দিক এণ্ড কোং লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ এ দায়ুদ। রেজিষ্টার্ড অফিস—১৮, জ্যাকেরিয়া ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—১ লক্ষ টাকা। সাধারণ ব্যবসা।

বেঙ্গল আসাম সাপ্লাই এণ্ড ট্র্যান্সপোর্ট এজেন্সী লিঃ—স্বাক্ষরকারী—শ্রীসত্যদাস গোস্বামী। রেজিষ্টার্ড অফিস—১৩৭, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—১ হাজার টাকা। এজেন্সীর ব্যবসা।

ন্যাশনাল ফার্মাসি লিঃ—ডিরেক্টর—শ্রীযতীন্দ্র মোহন মজুমদার। রেজিষ্টার্ড অফিস—১৪।২, ওল্ড চীনাবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—৫০ হাজার টাকা। পশুপালন, গোশালা, মৎস্য চাষ ইত্যাদি।

টাইম পিকচার্স লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ এস কে চৌধুরী। রেজিষ্টার্ড অফিস—১০, ক্লাইভ রো, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—২৫ লক্ষ টাকা। সিনেমার ব্যবসা।

ইউরেকা টেক্সটাইলস্ লিঃ—ডিরেক্টর—শ্রীপতিতপাবন গুহ ঠাকুরতা। রেজিষ্টার্ড অফিস—৩২-ই, জ্যাকসন লেন, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—৩০ লক্ষ টাকা। কাপড়ের কল।

পিওর শ্যামপুর কোল কোং লিঃ—ডিরেক্টর—শ্রীরমেন্দ্র মিত্র। রেজিষ্টার্ড অফিস—৪৭-১, হাজরা রোড, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—এক লক্ষ টাকা। কয়লা খনির মালিক।

ইণ্ডিয়ান জেনারেল কমার্স লিঃ—ডিরেক্টর—শ্রীরবীন্দ্রনাথ চৌধুরী। রেজিষ্টার্ড অফিস—পি ৫৫, সি আই টি শোভাবাজার, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—এক লক্ষ টাকা। অর্ডার সাপ্লাই ও কমিশন এজেন্সী।

সাদার্ণ ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস—১৪, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ফোন—ক্যাল ৫৯৮৯

ব্রাঞ্চ—বড়বাজার, শ্যামবাজার, ভবানীপুর, বসিরহাট, খুলনা ও পাটনা

সুবিধাজনক সর্ত্তে গভর্ণমেণ্ট ও মিলিটারী বিলের উপর টাকা ধার দেওয়া হয়।

সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

চেয়ারম্যান—মিঃ দেবেন্দ্রনাথ মুখার্জ্জি, মেয়র, কলিকাতা কর্পোরেশন।

দেশ লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ পি সি রায়। রেজিষ্টার্ড অফিস—ঝাড়গ্রাম, মেদিনীপুর। অনুমোদিত মূলধন—২০ হাজার টাকা। ঝাড়গ্রাম পেপার মিলস্ লিঃ কোংএর ম্যানেজিং এজেণ্টস্।

অরোরা ইনভেষ্টমেণ্ট ট্রাষ্ট লিঃ—ডিরেক্টর—শ্রীঅলোকনাথ বাগচী। রেজিষ্টার্ড অফিস—১০৯, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—২০ হাজার টাকা। টাকা খাটাইবার ব্যবসা।

টাইম পিকচার্স লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ এস কে চৌধুরী। রেজিষ্টার্ড অফিস—১০, ক্লাইভ রো, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—২৫ লক্ষ টাকা। সিনেমা ও ফিল্মের ব্যবসা।

সান্যাল এণ্ড কোং লিঃ—ডিরেক্টর—শ্রীসুধীন্দ্র মোহন সান্যাল। রেজিষ্টার্ড অফিস—৩, ম্যাঙ্গো লেন, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—২০ হাজার টাকা। আমদানী, রপ্তানী ও সাধারণ ব্যবসা।

জেনারেল মার্চ্চেণ্ডাইস্ ডীলার্স লিঃ—ডিরেক্টর—শ্রীনেমচাঁদ আগরওয়ালা। রেজিষ্টার্ড অফিস—১৩২।১, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—৫ লক্ষ টাকা। সাধারণ ব্যবসা।

ডায়মণ্ড তেতুরিয়া কলিয়ারী কোং লিঃ—ডিরেক্টর—শ্রীরামশরণ দাস রাঠোর। রেজিষ্টার্ড অফিস—১১, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—১ লক্ষ টাকা। কয়লার ব্যবসা।

বিভিন্ন কোম্পানীর লভ্যাংশ

ন্যাশনাল কোং লিঃ—১৯৪৫ সালের ৩০শে এপ্রিল পর্য্যন্ত ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ৫৲ টাকা। পূর্ব্ব ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ৬।০ আনা হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল। **দি বড়ুয়া টিম্বার কোং লিঃ**—১৯৪৫ সালের ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ৫৲ টাকা। পূর্ব্ব বৎসরও অনুরূপ হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল। **ইণ্ডিয়া পেপার পাল্প কোং লিঃ**—১৯৪৫ সালের ২১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ৬৲ টাকা। **রিলায়েন্স ফাম্মারব্রিক এণ্ড পটারী কোং লিঃ**—১৯৪৫ সালের ২৮শে ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ৫৲ টাকা। পূর্ব্ব ছয় মাসের জন্যও অনুরূপ হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল। **রূপাচেরা টি কোং লিঃ**—১৯৪৪ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ২০৲ টাকা। **দি গিলাপুকরী টি এণ্ড সিড কোং লিঃ**—১৯৪৪ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্য প্রতি শেয়ারে ৷৷০ আনা। **বানরহাট টি কোং লিঃ**—১৯৪৪ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ৫৫৲ টাকা। পূর্ব্ব বৎসর প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ৭০৲ টাকা হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল। **মর্থ ওয়েষ্ট কোল কোং লিঃ**—১৯৪৫ সালের ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ২০৲ টাকা। পূর্ব্ব ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ১২৷৷০ আনা হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল। **হুকুমচাঁদ জুট মিলস্ লিঃ**—১৯৪৫ সালের ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ৭৲ টাকা। **নর্দার্ণ ইণ্ডিয়া অয়েল ইণ্ডাষ্ট্রীজ লিঃ**—১৯৪৪ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্য প্রতি শেয়ারে ১৷০ আনা। পূর্ব্ব বৎসর প্রতি শেয়ারে ১৷৷০ আনা হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল। **চেরা-জ্ঞাতক রোপওয়ে কোং লিঃ**—১৯৪৫ সালের ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ৭৷৷০ আনা। পূর্ব্ব বৎসরও অনুরূপ হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল। **বাউরিয়া কটন মিলস্ লিঃ**—১৯৪৫ সালের ৩০শে জুন পর্য্যন্ত ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে ১০৲ টাকা। পূর্ব্ব ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে ৭৷৷০ আনা হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল। **ডানবার মিলস্ লিঃ**—১৯৪৫ সালের ৩০শে জুন পর্য্যন্ত ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে ৫৲ টাকা। পূর্ব্ব ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে ৪৲ টাকা হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল। **পাট্রাকোলা টি কোং লিঃ**—১৯৪৪ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ৭৫৲ টাকা। পূর্ব্ব বৎসর প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ৯০৲ টাকা হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল।

"সত্যিকারের উদীয়মান যাঁরা . . . রয়েল ইণ্ডিয়ান এয়ার ফোর্স-এর বৈমানিকেরা শুধু যে বিমানচালনা করতেই জানেন তা নয়, তাঁদের অন্য গুণও আছে। সব গুণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ গুণ সাহস—চল্‌তি কথায় যাকে আমরা বলি 'বুকের পাটা', তা এদের যথেষ্ট পরিমাণে আছে।

এ ছাড়া এদের বুদ্ধিমত্তা, কাজের গুরুদায়িত্ব এবং দেশের ও নিজেদের ভবিষ্যৎ উন্নতির জন্য এদের প্রচেষ্টা—এ সব দিক বিচার করলে সহজেই বুঝতে পারবেন ভারতের উদীয়মান যুবসম্প্রদায়ের মধ্যে এরাই সবচেয়ে সেরা কেন। যে-কোনো রিক্রুটিং অফিসারের কাছ থেকে আবেদনের নিয়মাবলী পাবেন।

AAA 82

বাজারের হালচাল

টাকা ও বিনিময়

কলিকাতা, ৭ই সেপ্টেম্বর :—আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার টাকার বাজারে বিশেষ উল্লেখযোগ্য কোন পরিবর্ত্তন ঘটে নাই। টাকার যোগানের প্রাচুর্য্য এখনও বর্ত্তমান এবং চাহিবামাত্র পরিশোধের সর্ত্তে ঋণের সুদের হার কলিকাতায় শতকরা ॥০ আনা এবং বোম্বাইয়ে ।০ আনা। সম্প্রতি কয়েকটি প্রাদেশিক সরকার ঋণপত্র গ্রহণের সংবাদ ঘোষণা করায় আশা করা যায় টাকার বাজার কিছু তেজী হইতে পারে। গত ৫ই সেপ্টেম্বর ভারত সরকার কর্ত্তৃক আহূত তিন মাসের মেয়াদী ২ কোটী টাকার ট্রেজারী বিলের জন্য মোট ৫ কোটী ১৭ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকার টেণ্ডার উপস্থাপিত হইয়াছিল। উহার মধ্যে ৯৯৸৵৯ পাই মূল্যের সমুদয় আবেদন এবং ৯৯৸৵৬ পাই মূল্যের আবেদনসমূহের শতকরা আনুমানিক ৯৩ ভাগ গৃহীত হইয়াছে। অল্প মূল্যের আবেদনসমূহ অগ্রাহ্য হইয়াছে। মোট ২ কোটী টাকার গৃহীত আবেদনের গড়পড়তা সুদের হার শতকরা বার্ষিক ।/১১ পাই ধার্য্য হইয়াছে। পূর্ব্ব সপ্তাহে গড়পড়তা সুদের হার ছিল ।৵৯ পাই। আগামী ১২ই সেপ্টেম্বর বেলা ১১টা পর্য্যন্ত বোম্বাইয়ে এবং ১১ই সেপ্টেম্বর কাজকর্ম্ম বন্ধ না হওয়া পর্য্যন্ত অন্যান্য কেন্দ্রে ভারত সরকার কর্ত্তৃক তিন মাসের মেয়াদী ২ কোটী টাকার ট্রেজারী বিলের টেণ্ডার গ্রহণ করা হইবে। যাহাদের টেণ্ডার গ্রাহ্য হইবে তাহাদিগকে পরবর্ত্তী ১৪ই সেপ্টেম্বর টাকা জমা দিতে হইবে। অন্যান্য সর্ত্তাদি পূর্ব্ববৎ। গত ৩১শে আগষ্ট যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে উহাতে ভারত সরকার রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ইস্যু বিভাগের স্বপক্ষে ২ কোটী ১৮ লক্ষ টাকার ট্রেজারী বিল বিক্রয় করিয়াছেন। আলোচ্য সপ্তাহে বিনিময় বাজারে টেলিঃ হুণ্ডির যথেষ্ট কারবার হইয়াছে। বিনিময় বাজারে নিম্নরূপ হার বলবৎ ছিল :—

টেলিঃ হুণ্ডি (প্রতি টাকায়)	১ শিঃ ৫৩/৪ পেঃ
ঐ দর্শনী („)	„ „
ডি এ তিন মাস („)	১ শিঃ ৬৩/৪ „
ডি এ চার মাস („)	১ শিঃ ৬৪/৪ „
ডলার (প্রতি শত)	৩৩২৸০ আনা

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হিসাব :—রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গত ২৪শে আগষ্টের হিসাব হইতে দেখা যায়, ঐ তারিখে ভারতে চলতি নোটের পরিমাণ ছিল ১১৪৩ কোটী ৫৯ লক্ষ ১৬ হাজার টাকা। এক সপ্তাহ পূর্ব্বে এইরূপ নোটের পরিমাণ ছিল ১১৩৮ কোটী ৮৭ লক্ষ ৯০ হাজার টাকা। গত ২৪শে আগষ্ট রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কসমূহের চলতি ও স্থায়ী আমানতের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৬৫০ কোটী ৫৯ লক্ষ ৭৮ হাজার ও ২৫১ কোটী ২৬ লক্ষ ৬ হাজার টাকা।

কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার

কলিকাতা, ৭ই সেপ্টেম্বর—আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার বাজারে উৎসাহপূর্ণ কর্ম্মচাঞ্চল্যের অভাব ঘটিলেও, কাজকর্ম্ম মোটামুটি মন্দ হয় নাই। গত সপ্তাহের তুলনায় আলোচ্য সপ্তাহে প্রায় সমস্ত বিভাগেরই শেয়ারসমূহের সামান্য মূল্য-হ্রাস ঘটিলেও, এই মূল্য-হ্রাসের উপর তেমন গুরুত্ব আরোপ করা যায় না। তবে গত সপ্তাহের তুলনায় আলোচ্য সপ্তাহের আগাগোড়াই শেয়ার ক্রয়েচ্ছু জনগণের মনে এক অনিশ্চয়তার ভাব পরিস্ফুট হইয়া উঠে। ঋণ-ইজারা ব্যবস্থার অবসান ঘোষণা করা হইলেও, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইংলণ্ডের মধ্যে পণ্যদ্রব্য আমদানীর নূতন এক চুক্তি সম্পাদিত হওয়ার এবং সম্ভাব্য বিনিময় হারের পরিবর্ত্তনের আশঙ্কার দরুণ কলিকাতার শেয়ার বাজারের ক্রেতা-বিক্রেতাগণ বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত হওয়ার ফলেই উক্ত অনিশ্চয়তা দেখা যায় বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে।

কোম্পানীর কাগজ—আলোচ্য সপ্তাহেও কোম্পানীর কাগজ ও ঋণপত্রসমূহের বিকি-কিনি অব্যাহতই থাকে এবং মূল্যের দিক হইতে গত সপ্তাহের তুলনায় তেমন কোন উল্লেখযোগ্য পরিবর্ত্তন পরিলক্ষিত হয় নাই।

কয়লা-খনি—আলোচ্য সপ্তাহে কয়লা-খনির শেয়ারসমূহের বিকি-কিনি অনেকটা সীমাবদ্ধ হয় এবং মূল্যের দিক হইতেও অবনতি দেখা যায়।

চটকল—কয়লা-খনির শেয়ারসমূহের মূল্য হ্রাসের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া আলোচ্য সপ্তাহে

LOTUS brand OILS
The name you can trust
LOTUS OIL CO., 10, BEADON ROW, CAL.

Gram : Cencomba Phone : B. B. 5638 Post Box No. 2282
সেণ্ট্রাল কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ
স্থাপিত—১৯২৮
হেড অফিস—১২, জ্যাকসন লেন, কলিকাতা।
অনুমোদিত জামিনে ঋণ, ক্যাশ ক্রেডিট ও ওভারড্রাফট দেওয়া হয়। বিল, ডিভিডেণ্ড প্রভৃতির টাকা সুবিধাজনক সর্ত্তে আদায় করিয়া দেওয়া হয়।
ম্যানেজিং ডিরেক্টার :—মিঃ এস বি বিশ্বাস

যশোহর-খুলনা ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক
লিমিটেড
হেড অফিস :—
১২নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা
টেলি { ফোন— ক্যাল্ : ২০৪৪
গ্রাম—যেশখু
শাখা :—
১৩৯বি, রসা রোড, ভবানীপুর
টেলিফোন—সাউথ ২০৪৬
চেয়ারম্যান—রায় শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষ বাহাদুর
জেনারেল ম্যানেজার—শ্রীহরেন্দ্রনাথ ঘোষ, এম-এ, বি-এল,
সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়
২৫শে জুলাই খুলনা শাখা খোলা হইয়াছে।
যশোহর, নড়াইল ও বাগেরহাটে শীঘ্রই শাখা খোলা হইবে।

শুধু "জীবন" নয়
যে কোন প্রকার বীমা, যথা—
"লাইফ", "ফায়ার", "মেরিণ"
"এক্সিডেণ্ট", "মোটরগাড়ী"—
ইত্যাদি সর্বপ্রকার বীমার জন্য প্রগতিশীল প্রতিষ্ঠান হচ্ছে—
হাওড়া ইন্সিওরেন্স কোং, লিঃ
চেয়ারম্যান : কর্মবীর আলামোহন দাশ
৩০নং ষ্ট্র্যাণ্ড রোড, কলিকাতা। ফোন—কলিঃ ৭৫৭

চটকলের শেয়ারসমূহেরও বিকি-কিনি অনেকটা সীমাবদ্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, মূল্যের দিক হইতেও অবনতি দেখা যায়।

কাপড়ের কল—আলোচ্য সপ্তাহে কাপড়ের কলের শেয়ারসমূহের কাজকর্ম্মে তেমন কোন উল্লেখযোগ্য পরিবর্ত্তন পরিলক্ষিত না হইলেও, মূল্যের দিক হইতে সামান্য অবনতিই পরিস্ফুট হইয়া উঠে।

চা-বাগান—আলোচ্য সপ্তাহে গত সপ্তাহের তুলনায় এই বিভাগের কাজকর্ম্ম সামান্য বৃদ্ধি পায় এবং মূল্যের দিক হইতেও সামান্য উন্নতি দেখা যায়।

পাটের বাজার

কলিকাতা, ৭ই সেপ্টেম্বর :—আলোচ্য সপ্তাহে পাটের বাজার সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য সংবাদ ১৯৪৪-৪৫ সালের পাটচাষের চূড়ান্ত হিসাব। বাংলা সরকারের কৃষি বিভাগ জানাইতেছেন যে, ১৯৪৪-৪৫ সালে বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা, আসাম এবং কুচবিহার ও ত্রিপুরা রাজ্যে সর্ব্বশুদ্ধ ২১ লক্ষ ৩ হাজার ৯১৫ একর জমীতে পাটচাষ হইয়াছে। এই সংখ্যা ১৯৪৪-৪৫ সালের চূড়ান্ত পূর্ব্বাভাসে প্রকাশিত সংখ্যার চেয়ে ৪৪ হাজার ৪ শত একর বেশী। মোট জমীতে এই সময়ে ৬২ লক্ষ ৩ হাজার ২ শত ৫ গাঁইট পাট উৎপন্ন হইয়াছে; উৎপাদনের পরিমাণও চূড়ান্ত পূর্ব্বাভাস হইতে ৭ লক্ষ ১০ হাজার গাঁইট বেশী। আসাম প্রদেশই নাকি এই উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য প্রধানতঃ দায়ী। প্রতি একর জমীতে ১৯৪৩-৪৪ সালের ২.৬৫ গাঁইটের তুলনায় আলোচ্য বর্ষে ২.৯৫ গাঁইট পাট উৎপন্ন হইয়াছে। মোট উৎপাদন ও ব্যবহার হিসাব করিয়া দেখা যায়, গত ৩০শে জুন (১৯৪৫) তারিখে চাষীদের হাতে ১ লক্ষ ৫০ হাজার ২৩৫ গাঁইট, মফঃস্বলের ব্যবসায়ীদের হাতে ৭ লক্ষ ৭৫ হাজার গাঁইট, কলিকাতার ব্যবসায়ীদের হাতে ৫ লক্ষ ৭৪ হাজার ৮ শত ৫৬ গাঁইট, ভারতীয় পাটকল সমিতির হাতে ২৭ লক্ষ ১১ হাজার ৬ শত ৪৫ গাঁইট, এবং অন্যান্য কলসমূহের হাতে ১ লক্ষ ১৪ হাজার ৫ শত ৬২ গাঁইট মোট ৪০ লক্ষ ২৬ হাজার ২ শত ৯৮ গাঁইট পাট মজুত আছে। আগামী ২৮শে সেপ্টেম্বর শুক্রবার বেলা ১২টার সময় বাংলা, আসাম, বিহার, উড়িষ্যা ও কুচবিহার এবং ত্রিপুরা রাজ্যদ্বয়ের ১৯৪৫ সালের পাটচাষের চূড়ান্ত পূর্ব্বাভাস প্রকাশিত হইবে।

আলোচ্য সপ্তাহেও পাটকলসমূহের জন্য কয়লার যোগানের উন্নতি অব্যাহত আছে। গত সপ্তাহে ভারতীয় পাটকল সমিতি দৈনিক গড়ে ৬৩ মালগাড়ী কয়লা পাইয়াছে। এই দৈনিক গড় ক্রমেই বর্দ্ধমান হওয়ায় আশা হয়, পাটকলসমূহ অচিরেই সন্তোষজনক ভাবে কাজ করিতে পারিবে।

পাটের বাজারে আলোচ্য সপ্তাহে কলওয়ালাগণ বিশেষ ঔৎসুক্য প্রদর্শন করেন নাই এবং আলগা পাটের দাম অপরিবর্ত্তিত রহিয়াছে বলা যায়। সুপারলাইজড্ জাত মিডল ও বটম যথাক্রমে ১৫।০ আনা এবং ১২।০ আনা দর পাইয়াছে। নূতন পাট বাজারে ক্রমেই আমদানী হইতে থাকায় বিক্রেতাগণ পাট বিক্রয়ে বিশেষ আগ্রহশীল। মফঃস্বলে বর্ত্তমানে বটম শ্রেণীর মালের জন্য ক্রেতাগণের বিশেষ আগ্রহ দেখা যাইতেছে। নদীগুলিতে বন্যার জল কমিতে থাকিলেও এখনও স্বাভাবিক অপেক্ষা বেশী জল আছে। পাটকাটা এখন পুরাদমে চলিতেছে। পাকা গাইট বিভাগে মন্দা লক্ষিত হয়। ৮৫ টাকা দরে সামান্য পরিমাণ এল বি শ্রেণীর মাল ক্রয়-বিক্রয় হয়। রপ্তানী বাজার নিষ্তেজ।

পাটজাত দ্রব্যের বাজার পূর্ব্ব সপ্তাহ অপেক্ষা আলোচ্য সপ্তাহে তেজী। প্রায় ৭০ হাজার গাঁইট পাটজাত দ্রব্যের এক অর্ডারের সংবাদই এই তেজী ভাবের কারণ বলিয়া অনুমিত হয়। এই অর্ডারের খবর সত্য প্রমাণিত হইলে পাটজাত দ্রব্যের সঙ্গে সঙ্গে পাটের বাজারেও উন্নতি দেখা যাইবে আশা

সুখের ভবিষ্যৎ গড়তে হলে সুশিক্ষার প্রয়োজন। আর আপনার ছেলেমেয়েদের শিক্ষার সুব্যবস্থা করতে হলে তাদের জন্য এক একটি 'এডুকেশন পলিসি' নেওয়াই সবচেয়ে ভালো। "ন্যাশান্যালের" সাহায্যে এ ব্যবস্থা আপনি খুব সহজেই করতে পারেন।

N.F. ৪/৮-৩

ন্যাশনাল

ইন্সিওরেন্স কোম্পানি লিমিটেড্

৭ নং, কাউন্সিল হাউস ষ্ট্রীট

ফোন : ক্যাল : ৫৭২৬

ভারতের সর্ব্বত্র ও ভারতের বাহিরে ব্রাঞ্চ অর্গানাইজেশন ও চীফ এজেন্সী অফিস বর্ত্তমান।

আর মিত্রের **ময়ূরমার্কা তিলতৈল**

মাথা ঠাণ্ডা রাখে চুল উঠা বন্ধ করে

আর মিত্র — পারফিউমার্স

২৭ নং বিবেকানন্দ রোড, কলিকাতা

হেডঅফিস বি.বি. ৪১৮ ★ স্থাপিত ১৯২৯ ★ রেজিঃ ষ্ট্রীট বি.বি. ২৯৮৩

প্রবর্ত্তক ব্যাঙ্ক

লিমিটেড্

৬১, বহুবাজার ষ্ট্রীট ★ ৮১, ক্লাইভ ষ্ট্রীট

কলিকাতা

অন্যান্য শাখা :—চট্টগ্রাম, চন্দননগর, রাজসাহী, সিরাজগঞ্জ, জলপাইগুড়ি, মৈমনসিং ও সান্তাহার।

— সুদের হার —

কারেন্ট ১/২% সেভিং ব্যাঙ্ক ২%

বাজার চলতি শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় হয়। অন্যান্য ডিপোজিট, লোন ও ওভারড্রাফট সম্বন্ধে পত্র লিখুন।

চেয়ারম্যান : শ্রী মতিলাল রায়।

শিলং ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন লিঃ

হেড অফিস—শিলং
টেলি :—SHILLBANK
ফোন : শিলং—১৬৬

কলিকাতা ব্রাঞ্চ:—১৫নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট,
টেলি :—BANKSHILLO
ফোন : ক্যাল—৪৪৫৪

অন্যান্য শাখা—শ্রীহট্ট, হবিগঞ্জ, করিমগঞ্জ, গৌহাটী ও নওগাঁ (আসাম)।

শ্রীপ্রফুল্লকুমার চৌধুরী, ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

সাবান প্রস্তুতের

যাবতীয় জিনিষ—সিলিকেট সোডা • সোপষ্টোন পাউডার • কষ্টিক সোডা • রজন • সিট্রোনেলা অয়েল • রঙ • হাইড্রোমিটার • প্রভৃতি পাইবেন

কোন :—
বড়বাজার :—১৩৯৭ অফিস
" :—১৫৯২ ফ্যাক্টরী
টেলিগ্রাম—"চীনামাটী"

কলিকাতা মিনারেল সাপ্লাই কোং লিঃ
৩১, অ্যাকলন লেন, কলিকাতা

প্যাসিফিক ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস :—৮, লায়ন্স রেঞ্জ, কলিকাতা

প্রগতিশীল জাতীয় প্রতিষ্ঠান

সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়

ভারতের প্রধান প্রধান ব্যবসাকেন্দ্রে শাখা অফিস আছে।

চেয়ারম্যান—রঘুবর নারায়ণ সিংহ

করা যায়। বাজার বর্ত্তমানে তেজী থাকিলেও ভবিষ্যতে ডেলিভারী দেওয়ার সর্ত্তে কাজকারবার বিশেষ হইতেছে না; কিন্তু বর্ত্তমান বর্ষের শেষ পর্য্যন্ত ডেলিভারী দেওয়ার সর্ত্তে বেচাকেনা সর্ব্বোচ্চ মূল্যেই হইতেছে।

তুলা ও কাপড়

কলিকাতা, ৭ই সেপ্টেম্বর—আলোচ্য সপ্তাহে বোম্বাইয়ের তুলার দরে সাধারণভাবে তেমন কোন উল্লেখযোগ্য পরিবর্ত্তন পরিলক্ষিত হয় নাই। তবে গত সপ্তাহের তুলনায় আলোচ্য সপ্তাহেও বোম্বাইয়ের তুলার দরে সামান্য অবনতি পরিস্ফুট হইয়া উঠে। আন্তর্জ্জাতিক পরিস্থিতির ফলে বোম্বাইয়ের তুলার বাজারে বিক্রেতাগণের মধ্যে অস্থিরতা দেখা দেওয়ার ফলেই আলোচ্য সপ্তাহে বোম্বাইয়ের তুলার দরে অবনতির প্রধানতম কারণ। গত সপ্তাহের তুলনায় আলোচ্য সপ্তাহে বোম্বাইয়ের তুলার দরে বেশ উঠা-নামা করিয়াছে। সপ্তাহের প্রথমভাগে বোম্বাইয়ের তুলার দরে স্থির ভাব পরিলক্ষিত হয়; সপ্তাহের মধ্যভাগে বিক্রেতাগণের মধ্যে অস্থিরতা দেখা যাওয়ার ফলে বোম্বাইয়ের তুলার দরের হ্রাস ঘটে এবং সপ্তাহের শেষভাগে ক্রেতাধিক্যের দরুণ আবার বোম্বাইয়ের তুলার দরে তেজীভাব পরিস্ফুট হইয়া উঠে। গত সপ্তাহে জানুয়ারী এবং মার্চ্চ মাসে ডেলিভারি দেওয়ার সর্ত্তের বরিলা তুলার সর্ব্বোচ্চ দর ছিল যথাক্রমে ৪১১৷৷০ আনা এবং ৪১৮৷৷০ আনা। অদ্য শুক্রবার তাহা যথাক্রমে ৪০৬৸০ আনা ও ৪১৩৷০ আনা দাঁড়াইয়াছে।

কাপড়—বাংলা গবর্ণমেণ্টের অসামরিক সরবরাহ বিভাগ হইতে সম্প্রতি প্রকাশিত এক বিজ্ঞপ্তিতে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, ঈদ উপলক্ষে দরিদ্র মুসলমান জনসাধারণের মধ্যে বিতরণের জন্য ১৫ গাঁইট কাপড় মুস্লিম চেম্বার অব কমার্সের নিকট দেওয়া হইয়াছে। হিন্দু সম্প্রদায়ের দেবদেবী-সজ্জা এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক প্রয়োজনে বিতরণের জন্য কলিকাতার শেরিফ শ্রীযুক্ত জে কে মিত্রের নিকট ২০ গাঁইট কাপড় দেওয়া হইয়াছে বলিয়াও উক্ত বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হইয়াছে।

সোনা ও রূপা

কলিকাতা, ৭ই সেপ্টেম্বর—গত সপ্তাহের তুলনায় আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতা ও বোম্বাইয়ের বাজারে সোনার দরে তেমন কোন উল্লেখযোগ্য পরিবর্ত্তন পরিলক্ষিত হয় নাই। কলিকাতা ও বোম্বাইয়ের বাজারে সোনার দরে গত সপ্তাহের তেজীভাব আলোচ্য সপ্তাহেও প্রায় বিদ্যমান থাকে। তবে আলোচ্য সপ্তাহে উভয় বাজারেই সোনার দরে সামান্য মূল্য-হ্রাস ঘটে। বিনিময় হারে সম্ভাব্য পরিবর্ত্তনের আশঙ্কায় দরুণ কলিকাতার শেয়ার বাজারে আলোচ্য সপ্তাহে যে অনিশ্চয়তা দেখা যায়, সোনা মজুতকারী লাভান্বেষিগণ সেই অনিশ্চয়তা দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত হইয়াছেন বলিয়া মনে হয়। আলোচ্য সপ্তাহে সোনার দরে সামান্য মূল্য হ্রাসের উহাই প্রধানতম কারণ। গত শুক্রবার কলিকাতার বাজারে (গত শুক্রবার বোম্বাইয়ের বাজার বন্ধ ছিল) প্রতি ভরি সোনার দর ছিল ৭৪৷৷/০ আনা। অদ্য শুক্রবার তাহা ৭২/০ আনা (অদ্য শুক্রবারও বোম্বাইয়ের সোনার বাজার বন্ধ আছে) দাঁড়াইয়াছে। প্রতি খণ্ড গিনি কলিকাতার বাজারে অদ্য ৪৭৷৷০ আনা দরে বিক্রয় হইতেছে।

রূপা—আলোচ্য সপ্তাহে সোনার দরের অবনতির সঙ্গে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া রূপার দরেও অবনতি দেখা যায়। বিনিময় হারের অনিশ্চয়তার সম্ভাব্য আশঙ্কার দরুণ রূপা মজুতকারী লাভান্বেষিগণ রূপা সঞ্চয়ের ব্যাপারে আলোচ্য সপ্তাহে তেমন উৎসাহ না দেখানোর ফলেই রূপার মূল্য হ্রাস ঘটিয়াছে। গত শুক্রবার কলিকাতার বাজারে প্রতি ১০০ ভরি রূপার মূল্য ছিল ১২৫৷০ আনা। অদ্য শুক্রবার তাহা ১২১৷৷০ আনা দাঁড়াইয়াছে।

টেলিগ্রাম :—Bankstock ফোন : Cal. 5226

হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস—কমার্শিয়াল বিল্ডিংস্,
ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
শাখাসমূহ :—ঢাকা, বেনারস ও বিলাসপুর (মধ্যপ্রদেশ)
সকলপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

নর্দার্ণ ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস :
৫ এবং ৬, হেয়ার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
ব্রাঞ্চসমূহ
দক্ষিণ কলিকাতা, শ্যামবাজার, হাটখোলা, খিদিরপুর, গার্ডেনরীচ, হাওড়া, কদমতলা (হাওড়া), চাপাডাঙ্গা (হুগলী), পাবনা, সাতবেরীয়া (পাবনা), মেদিনীপুর, সম্বলপুর, বেনারস, এলাহাবাদ।
সকলপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।
মিঃ এ, রায়চৌধুরী,
ম্যানেজিং ডাইরেক্টার

রাজস্থান ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস : ২২নং ষ্ট্রাণ্ড রোড, কলিকাতা।
'গ্রাম—"গোল্ডমেষ্ট" 'ফোন—কলি: ৪০৩৮
শাখাসমূহ
বালীগঞ্জ এবং ভবানীপুর | বাদুড়িয়া
বসিরহাট | সোনারপুর
বসিরহাট বাজার | লক্ষ্মীকান্তপুর
জয়নগর-মজিলপুর | মাল (জলপাইগুড়ি)
ইত্যাদি
সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য করা হয়
ডিরেক্টর-ইন-চার্জ : কুমার শৈলেন্দ্রনারায়ণ রায়, এম্-এ, বি-এল (জোড়াসাঁকো রাজ)
ম্যানেজিং ডিরেক্টর : মিঃ লালমোহন মুখার্জি BB/RB
সেক্রেটারী : মিঃ ডি, এল, ঘোষ রায়, বি-এ

নিরাপত্তা, প্রতিষ্ঠা ও জনসেবার জন্য
বেঙ্গল মেট্রোপলিটন
ব্যাঙ্ক লিমিটেড
ভারতের জাতীয় ব্যাঙ্কসমূহের ইতিহাসে
গৌরবময় স্থান অধিকার করে।
সর্ব্ব প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।
কম সময়ে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী লাভের জন্য এই ব্যাঙ্কে আপনার টাকা নির্ভয়ে খাটাইতে পারেন।
হেড অফিস :—
৩, মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড, কলিকাতা।
জেনারেল ম্যানেজার—
এম, সি, বাড়রী

NOTHING IS STRONGER - - - - - - - - - THAN STRENGTH

CASH and gilt-edged securities account for more than 50 per cent of our deposits.
READILY realisable and fully secured loans and advances account for more than 25 per cent of our deposits.
SOUND business assets account for more than 25 per cent of our deposits.
Your Sacred Money will be safe in our Strong Hands
BANKERS' UNION LTD.
P-7, Mission Row Extn.,
CALCUTTA.
Phone : Cal. 3436

সাপ্তাহিক বাজার দর

	৩১শে আগষ্ট	৩রা সেপ্টেম্বর	৪ঠা সেপ্টেম্বর	৫ই সেপ্টেম্বর	৬ই সেপ্টেম্বর	৭ই সেপ্টেম্বর
সোনার দর—প্রতি ভরি (কলিকাতা) ...	৭৪৷৵০	৭২৷৵০	৭২।৵০	৭২/০	৭২৵০	৭২/০
ঐ ঐ (বোম্বাই) ...	—	—	—	—	৭২।০	—
রূপার দর—প্রতি ১০০ ভরি (কলিকাতা) ...	১২৫।০	১২৩।০	১২৩।০	১২১৷০	১২২৲	১২১৷০
ঐ ঐ (বোম্বাই) ...	—	—	—	—	১২০৲	—
গিণির দর—প্রতিখানা (কলিকাতা) ...	৪৯৷০	৪৮৲	৪৮৲	৪৭।৵০	৪৭৷০	৪৭৷০
ঐ ঐ (বোম্বাই) ...	—	—	—	—	৪৮৷০	—
রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সুদের হার (শতকরা বার্ষিক) ...	৩৲	৩৲	৩৲	৩৲	৩৲	৩৲
কোম্পানীর কাগজ—						
কোম্পানীর কাগজ—শতকরা ৩৲ সুদের ...	৯৬৶০	—	৯৬৸১০-৯৬৸০	৯৭৲-৯৬৸০	৯৭৲-৯৬৸০	৯৬৸৶০
ঐ ঐ ৩৷৹ টাকা সুদের ...	১০১৸৵০	১০১৸৵০-১০১৷৵০	১০১৸০	১০১৸/০-১০১৷৵১০	১০১৸/০-১০০৷৵	১০১৷৵১০
৩৲ টাকা সুদের ঋণপত্র (১৯৬৩-৬৫) ...	—	৯৯।১০	৯৯৲	—	৯৯।৵০	৯৯।৵০
৩৲ টাকা সুদের ঋণপত্র (১৯৬৬-৬৮) ...	—	৯৮৶০-৯৮৵১০	—	৯৮।৶১০-৯৮।৶০	৯৮৷৵০	—
৪৲ টাকা সুদের ঋণপত্র (১৯৬০-৭০) ...	—	—	—	১১৩।৵০	১১৩।৵০-১১৩।৵	১১৩৲
৫৲ টাকা সুদের ঋণপত্র (১৯৪৫-৫৫) ...	১০২৵০	—	১০০।৵০	—	—	—
ইঞ্জিনিয়ারিং ও ইলেকট্রিক—						
ইণ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড ষ্টীল কোং লিঃ ...	৪১।০-৪০৸০	৪১।৵০-৪০৸৵০	৪০৸০-৪০৷৵০	৪০৸৵০-৪০৸৵০	৪০৸০-৪০৷৵০	—
ষ্টীল কর্পোরেশন—অর্ডি ...	৩৪।০-৩৪/০	৩৪।৶০-৩৩৸৶০	৩৪৲-৩৩৸৵০	৩৪।০-৩৪/০	৩৪৶০-৩৩৸০	—
কুমারধুবী—অর্ডি ...	১১।৵০-১১/০	১১৶০-১১৶০	১০৸৶০-১০৸০	১১৲-১০৷৶০	১০৸৵০-১০৸০	১০৸৵০-১০৸০
ব্রেইতওয়েইট ...	১৪৸০	১৪৸৵০-১৩৸০	—	১৪৸০-১৪৷৵০	—	—
জেসপ ...	২৬।৶০	—	২৬৲	২৫৷৶০	২৬/০	—
মার্শালস্ ...	৬৷৵০	৬৷৵০-৬।৵০	৬।৶০-৬।/০	৬৷৹-৬।০	৬৶০-৬।৵০	৬৷০-৬।/০
ন্যাশনাল আয়রণ এণ্ড ষ্টীল ...	—	১১৷৹	১১।৵০	—	১১৸০-১১।৵০	—
আর্থার বাটলার ...	২৩৲	—	—	—	—	—
হিন্দুস্থান মোটরস্ ...	৩৸০-৩৸১০	৩৸১৫-৩৸১৫	৩৸৵০-৩৸০	৩৸৫-৩৸০	৩৸০-৩৸০	—
ক্যালকাটা ইনসিওরেন্স ...	—	—	১৩৷৹-১৩।৵০	—	১৩৷৵০-১৩।৵০	১৩৷৵০-১৩৷০
খনি—বার্মা কর্পোরেশন ...	৬৷৶৵-৬৷৵০	৬৷৶০-৬।৶০	৬৷৹-৬।৶০	৬৷৹-৬।৶০	৬৷/৫-৬।৶০	৬৷৹-৬।৵০
ইণ্ডিয়ান কপার কর্পোরেশন্ ...	৩।০-৩।০	৩।০-৩৶০	৩।০	৩।০	৩।০-৩৵০	৩৶০
ব্যাঙ্ক—রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া ...	—	১৩৫৷৹	১৩৫৷৹-১৩৫৲	১৩৬৲-১৩৫৷০	১৩৫৷৹	১৩৫৲
ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক ...	২৫৷০	—	—	২৬৲	২৫৷৵০	২৫৸০-২৫৷০
ক্যালকাটা ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক ...	—	—	—	—	—	—
বেঙ্গল সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক ...	১৩।/০	১৫।/০-১৩।০	১৩।৶০-১৩।৵০	১৩।৶০-১৩।৵০	১৩।/০-১৩৵০	১৩।০
কুমিল্লা ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন ...	১৪৷৵০	—	১৪৷০-১৪।৵০	১৪৸০-১৪৷০	১৪৸/০-১৪৷০	১৪৸৵০-১৪৷০
মহালক্ষ্মী ব্যাঙ্ক ...	—	—	১০৲	১০৲	—	১০৲
নিউ ষ্ট্যাণ্ডার্ড ব্যাঙ্ক ...	—	—	১০।০	১০৷০	—	—
হিন্দুস্থান কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক ...	—	৫২।০	—	—	—	৫২৲
নাথ ব্যাঙ্ক ...	৩২৷০-৩২৵০	৩৩৲-৩২৷৵০	৩৩৸০-৩২৷৵০	৩৪।৵০-৩৩৸০	৩৬/০-৩৩৸৵০	—
কয়লা—বরাকর কোল্ কোং ...	৪৪।০-৪৩৸০	৪৪/ -৪৩৶০	৪৩৸০-৪২৸৶০	৪৪৲-৪৩৷/০	৪৩৸০-৪৩৲	—
তালচের ,, ,, ...	১৩।/০	১৩।৶০	১২৷৵০	১২৸৶০-১২৷৵০	১২৷৶০	১২৸০-১২৷৵০
রাণীগঞ্জ ,, ,, ...	—	—	৬২৷০-৬১৸৵০	৬২।৵০-৬২৶০	৬২।৵০-৬১৶০	—
ইকুইটেবল ,, ,, ...	৭২।৵০	৭২।০-৭২৲	৭১৲-৭০৸০	—	—	৭২৲-৭১৷৵০
সাউথ করণপুরা ,, ...	৩৬৷০-৩৬৲	৩৬।/০-৩৫৷৵০	৩৫৸০-৩৫।/০	৩৬৷৵০-৩৫৷৶০	৩৬৷৵০-৩৬৲	৩৬৷০-৩৬।০
ঝুলনবরারি ...	—	৩৬৸০-৩৬৷৵০	৩৬৷৵০	৩৬৸০-৩৬৷০	—	—
সেণ্ট্রাল কারকেণ্ড ...	৫১৲	—	—	—	৫০৷০	—
নিউ চুরুলিয়া ...	১৩৸০-১৫৷৵০	—	১৩।০	১৩৷৵০-১৩/০	—	—
ষ্ট্যাণ্ডার্ড ...	—	—	৪৫৷০-৪৫৲	৪৫/০	—	—

ইকনমিক ব্যাঙ্ক লিমিটেড

গ্রাম : ইক্‌নিক্ ব্যাঙ্ক স্থাপিত—১৯২৯ ফোন : ক্যাল ৫৯৪৪

হেড অফিস—৮৬বি, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

অন্যান্য শাখা

বাঁকুড়া, ঘাটাল, টাটানগর, মির্জ্জাপুর, বেনারস, এলাহাবাদ, লাক্ষ্ণৌ, কাণপুর, বালিয়া, আরাউরা, দেউরিয়া, পুরুলিয়া, সাদার্ণ এভিনিউ, বড়বাজার, রবার্টসগঞ্জ, জৈতপুর, নোয়াগড় ও সোনামুখী (বাঁকুড়া)।

নিমতলা ও বেলগাছিয়া, মোরাদাবাদ, গান্ধিনগর, দিল্লী, মীরাট, আগ্রা শাখা শীঘ্রই খোলা হইবে।

মেহেরপুর শাখা গত ১৮ই জুলাই খোলা হইয়াছে।

ঢাকা ফেডারেল ব্যাঙ্ক

লিমিটেড

স্থাপিত—১৯৩৪

রেজিষ্টার্ড অফিস—ঢাকা

সেণ্ট্রাল অফিস—৫ ও ৬, হেয়ার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শাখাসমূহ

নারায়ণগঞ্জ, মাণিকগঞ্জ (ঢাকা), শ্যামবাজার, মজঃফরপুর, বালেশ্বর।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—

মিঃ এন, কে, চক্রবর্ত্তী।

ডিরেক্টর ও সেক্রেটারী—

মিঃ অমিয় গুহ।

সাপ্তাহিক বাজার দর

	৩১শে আগষ্ট	৩রা সেপ্টেম্বর	৪ঠা সেপ্টেম্বর	৫ই সেপ্টেম্বর	৬ই সেপ্টেম্বর	৭ই সেপ্টেম্বর
কাপড়ের কল—নিউ ভিক্টোরিয়া কটন মিলস লিঃ	—	৭৸৵০	৭৸৵০-৭৷৷৵০	৭৸৵০-৭৷৷৵০	৭৸৵০	৭৸৵০-৭৸৹
বেনারস ...	—	১১৲-১০৸৵০	১১৲০-১২৲	১১৲-১০৸৵০	১০৸৵০-১০৷৷৵০	১০৷৷৵০
কানপুর টেক্সটাইলস্ ...	১৩৲	—	—	—	১২৸০-১২৷৷৵০	—
এলগিন কটন মিলস লিঃ ...	—	৬৬৲-৬৫৷৷০	৬৬৷৷০	—	—	—
কেশোরাম ...	—	১৯৷৷৵০-১৯৷৵০	১৮৸০	১৯৲	—	১৯৷০
বঙ্গশ্রী ...	১৪৷৵০	১৪৷৷০-১৪৷৵০	১৪৷৷০-১৪৷৵০	১৪৷৷০-১৪৷৵০	১৪৷৵০-১৪৷৵০	১৪৷৵০-১৪৷৵০
বঙ্গেশ্বরী কটন মিলস্ ...	৭৷৷০-৭৷৵০	১৭৷৷১০-৭৷৵০	৭৷৵০-৭৷৷০	৭৷৷৵০-৭৷৷০	৭৷৷৵০ ৭৷৷১০	৭৷৷৵০
কাগজের কল—ইণ্ডিয়া পেপার পাল্প লিঃ ...	২২৭৲-২২৬৲	—	২২৩৲	—	—	—
শ্রীগোপাল পেপার মিলস লিঃ ...	১৮৸০	১৯৷৹-১৮৸৵০	১৮৸০- ৮৷৷৵০	১৮৷৷৵০	১৮৷৵০-১৮৷৵০	—
টিটাগড় ...	৩৩৷৷০-৩২৸৵০	৩৩৷৵০-৩৩৲	৩২৸৵০-৩২৷৷৵০	৩৩৲-৩২৷৷৵০	৩২৷৷৵০	৩২৷৷৵০-৩২৷৷৵০
চটকল—অকল্যাণ্ড জুট মিলস লিঃ ...	৩৬৫৲	৩৬৩৲-৩৬১৲	৩৫৭৲-৩৫৫৲	৩৬০৲	৩৬০৲-৩৫৮৲	—
এ্যাংলো ইণ্ডিয়া জুট মিলস লিঃ ...	৫৩০৲-৫২৯৲	৫২৮৲-৫২৬৲	৫২৫৲-৫২৩৲	৫২৮৲	৫১৯৲-৫১৮৲	৫২২৲
কামারহাটি ...	৭৯৭৲-৭৯৬৲	৭৯৪৲-৭৮৯৲	৭৮৬৲-৭৭৯৲	৭৮৬৲	৭৮৪৲-৭৭৮৲	৭৮৬৲
নদীয়া ...	১৪২৲	১৪২৲-১৪১৲	১৩৯৲-১৩৭৲	১৪০৲	১৩৭৷৷০-১৩৮৷৷০	১৩৯৷৷০-১৩৭৸০
প্রেসিডেন্সী ...	১৪৷৵০-১৪৷৵০	১৪৷৵০-১৪৲	১৪৷০-১৪৵০	১৪৷০-১৪৵০	১৪৵০-১৩৷৷৵০	১৪৵০-১৩৸৵০
রিলায়েন্স ...	৮৪৷৷৵০	—	৮৪৸০-৮৪৷০	৮৪৸০	৮৪৲-৮৩৷৷০	৮৩৷০
কাঁকনাড়া ...	৬৮৫৲	৬৭৪৲-৬৬৭৲	৬৬২৲	৬৬৯৲-৬৬৮৲	৬৬২৲	৬৬৪৲-৬৬৩৲
হাওড়া ...	৯৩৸০-৯৩৷৵০	৯৩৷৵০-৯২৷৷০	৯২৸০-৯২৷০	—	৯৩৲-৯২৵০	—
ডালহৌসী ...	৪০৪৲-৪০৩৲	৪০২৲-৪০০৲	৩৯৮৲-৩৯৬৲	৪০৬৲	—	—
বজবজ ...	—	৬১০৲-৬০৪৲	৬০৪৲-৬০২৲	৬০৬৲	৫৯৬৲	—
ষ্ট্যাণ্ডার্ড ...	৩৩৫৲-৩২৫৲	—	—	৩২৩৲	—	৩২০৲
এলায়েন্স ...	৭৪৭৲	—	—	—	৭৩০৲	৭৪৩৲
চিনির কল—বেলসুন্দ সুগার কোং লিঃ ...	১৬৷৵০-১৬৲	১৬৸০-১৬৲	১৬৲ ১৫৸০	১৬৲-১৫৷৷৵০	১৬৲-১৫৸০	১৫৸০-১৫৷৷০
চম্পারণ সুগার কোং লিঃ ...	—	৪১৸০-৪১৷৷০	৪১৷৵০-৪১৲	৪১৷৷৵০	৪১৷৵০	৪১৸৵০-৪১৷০
কেরু এণ্ড কোং লিঃ ...	৩০৵০-৩০৲	২৯৸৵০-২৯৸০	২৯৷৷৵০-২৯৷৵০	—	২৯৸৵০-২৯৷৵০	২৯৷৵০-২৯৷৷০
চা বাগান—চন্দননগর টি ...	—	—	—	—	—	—
ইষ্ট ইণ্ডিয়া ...	২১৸৵০-২১৷৷০	২১৸০-২১৷৷৵০	২১৷৵০	২১৸০-২১৷৷৵০	২১৷৵০-২১৷৷০	—
কল্যাণী ...	৪৪৲-৪২৵০	৪৩৲	৪৪৲	—	৪৪৷৷০-৪৪৲	৪৪৷৷০-৪৪৲
লেবং এণ্ড মিনারেল ...	১১৷৷০	১১৷৷৵০-১১৷৵০	১১৷৵০	১১৷৷০-১১৷০	১১৷৵০-১১৷৵০	১১৷৵০-১১৷৵০
তেজপুর ...	২২৲	২১৸০	২১৸০	—	২১৷০-২১৵০	—
বিশ্বনাথ ...	—	—	৪৬৷০-৪৫৲	—	—	—
বিবিধ—ডালমিয়া সিমেণ্ট কোং লিঃ ...	১৭৲-১৬৸৵০	১৬৸৵০	১৬৸৵০	১৬৸০	১৭৲-১৬৸০	১৬৸০
বি আই কর্পোরেশন ...	৭৷৷৵০-৭৷৷০	৭৷৷৵০	৭৷৵০	৭৷৷০	৭৷৵০-৭৷৵০	৭৷৵০-৭৷৵০
মেদিনীপুর জমিদারী কোং লিঃ ...	১৯১৲-১৯০৲	১৯০৲-১৮৯৷৷০	১৮৯৲-১৮৮৲	১৯১৲-১৯০৲	—	১৯০৲-১৮৯৲
রোটাস ইণ্ডাষ্ট্রীজ লিঃ ...	১৬৷০-১৬৲	১৫৸৵০	১৫৸০-১৫৷৷৵০	১৫৷৷৵০	১৫৷৷৵০	১৫৷৷০-১৫৷৷৵০
ইণ্ডিয়া জেনারেল নেভিগেশন কোং লিঃ ...	—	২১৫৲	—	—	—	—
আসাম-বেঙ্গল সিমেণ্ট ...	১৯৸৵০-১৯৸৵০	—	১৯৷৵০	১৯৸৵০	১৯৸৵০-১৯৸০	২০৲-১৯৸৵০
ন্যাশনাল ইনসুলেটেড কেবলস ...	—	—	—	—	—	—
নিউ এসিয়াটিক ইনসিওরেন্স ...	—	৯৷৷৵০-৯৵০	৯৷৵০-৯৷৷৵০	—	৯৸০	—

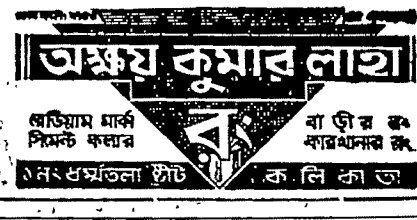

দি
মার্চ্চেণ্টস ইউনিয়ন
ব্যাঙ্ক লিঃ
৩নং ম্যাঙ্গো লেন।
স্থাপিত—১৯৩২
নিষ্ঠা, নিরাপত্তা, নির্ভরযোগ্যতাই আমাদের বৈশিষ্ট্য।
সহজ সর্ত্তে টাকা কর্জ্জ দেওয়া এবং বিল ডিসকাউণ্ট করা হয়।
ফিক্সড্ ডিপোজিট্ এবং অন্যান্য আমানতের উপর সুদের হার লাভজনক।
শেয়ার মার্কেটের যাবতীয় শেয়ার কেনাবেচা করা হয়।
হিলি শাখা শীঘ্রই খোলা হইবে।
ম্যানেজিং ডিরেক্টর—এস, এ, মান্নান।

ক্যালকাটা ন্যাশনাল
ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস :—
ক্যালকাটা ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক বিল্ডিংস্
মিশন রো, কলিকাতা।

CALCUTTA NATIONAL BANK LTD.

শাখা অফিস :

কলিকাতা	দিল্লী	বম্বে
বড়বাজার	সদরবাজার (দিল্লী)	কলবাদেবী
ক্যানিং ষ্ট্রীট	আগ্রা	ভাণ্ডহাষ্ট রোড (বম্বে)
শ্যামবাজার	মীরাট	আমেদাবাদ
ভবানীপুর	বেনারস	মসকটিবাজার (আমেদাবাদ)
বালীগঞ্জ	এলাহাবাদ	করাচী
ঢাকা	কাটরা (এলাহাবাদ)	আজমীর
নারায়ণগঞ্জ	লক্ষ্ণৌ	রায়পুর
ময়মনসিংহ	আমিনাবাদ (লক্ষ্ণৌ)	নাগপুর
চট্টগ্রাম	কাণপুর	ইটওয়ারী (নাগপুর)
কটক	মেষ্টন রোড (কাণপুর)	অবলপুর
পাটনা	অমরাবতী	অবলপুর ক্যাণ্ট
গয়া		অমৃতসর
মজঃফরপুর		লাহোর
বেরিলী		
মাদ্রাজ		

লণ্ডন এজেণ্টস্—
মিডল্যাণ্ড ব্যাঙ্ক লিঃ

বেঙ্গল সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস :—৮৬, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

—— শাখাসমূহ ——

কলিকাতায়—হ্যারিসন রোড, শ্যামবাজার, বৌবাজার, মাণিকতলা, জোড়াসাঁকো, বড়বাজার, ভবানীপুর, হাওড়া, শালকিয়া।

বাংলায়—ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, রংপুর, পাবনা, বগুড়া, বহরমপুর, রাঁকুড়া, নবদ্বীপ, কৃষ্ণনগর।

বিহারে—পাটনা, গয়া, রাঁচী, হাজারীবাগ, কোডারমা ও গিরিডি।

লণ্ডন এজেণ্টস্—মিডল্যাণ্ড ব্যাঙ্ক লিমিটেড।

নিউইয়র্ক এজেণ্টস্—ন্যাশনাল সিটি ব্যাঙ্ক অফ নিউইয়র্ক।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর :—মিঃ জে, সি, দাশ।

যুদ্ধোত্তরকালে গৃহ নির্ম্মাণের ব্যবস্থা

এখনই করা প্রয়োজন। ক্যালকাটা ইন্সিওরেন্সের হাউসিং পলিসি আপনার সে সুবিধা করিয়া দিবে। এই বীমাপদ্ধতি অনুসারে গৃহনির্ম্মাণেচ্ছুক জনসাধারণকে ঋণ দেওয়া হয়।...ঋণ অবশ্য হয়, কিন্তু এই মর্টগেজ-সহিত-বীমাপদ্ধতিতে সম্পত্তি সর্ব্বপ্রকার অঘটন হইতে নিরাপদ থাকে। ঋণ ক্রমে ক্রমে শোধ হইয়া যায় এবং ঋণকারী বা তাঁহার পরিবারবর্গের সম্পত্তির কোনই ক্ষতি হয় না।

পদ্ধতির সামান্য একটু আভাসমাত্র এখানে দেওয়া হইল। পূর্ণাঙ্গ বিবরণের জন্য ব্যক্তিগতভাবে আবেদন করুন।

ক্যালকাটা ইন্সিওরেন্স
লিমিটেড

হেড অফিস : ১৫নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

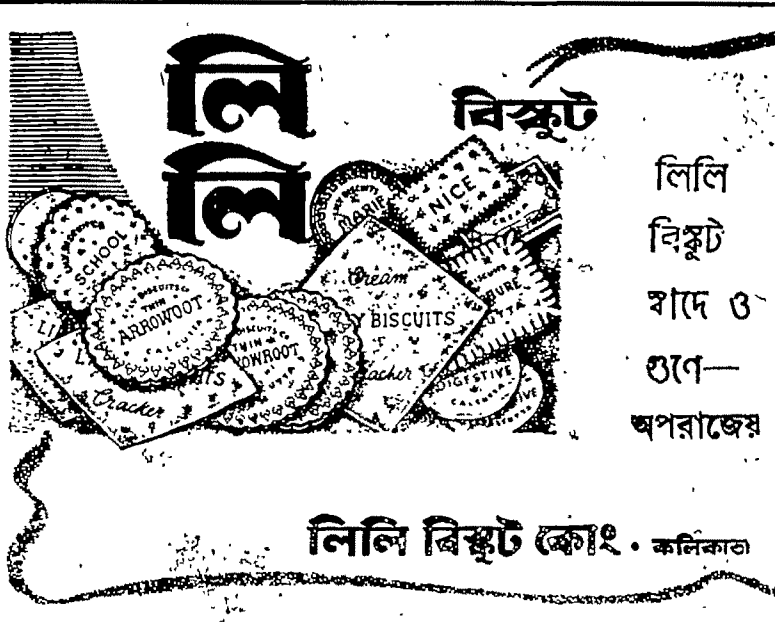

১২২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা—আর্থিক জগৎ প্রেসে শ্রীযতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য দ্বারা সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

PHONE :—B. B. 6382 REGD. NO. C. 2506

আর্থিক জগৎ

ARTHIK JAGAT

ব্যবসা-বাণিজ্য-শিল্প-অর্থনীতি-বিষয়ক সাপ্তাহিক

মূল্য—বার্ষিক সডাক ৯ সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য প্রতি সংখ্যা ৶০ আনা

অষ্টম বর্ষ] Monday, 17th September, 1945. সোমবার, ৩১শে ভাদ্র, ১৩৫২ [২০শ সংখ্যা

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY

দুর্ভিক্ষের খেসারৎ

১৯৪৩ সালে বাঙ্গলায় যে দুর্ভিক্ষ আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল কেবল ৩৫ লক্ষ লোকের প্রাণহানিতেই তাহার যবনিকাপাত ঘটে নাই। এ প্রদেশের জনস্বাস্থ্য এবং শিক্ষা ব্যবস্থার উপরও তাহার বিরূপ প্রতিক্রিয়া ভালভাবেই সঞ্চারিত হইয়াছে। দুর্ভিক্ষের পরে বাঙ্গলার অবস্থা সম্পর্কে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মিঃ কে পি চট্টোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে ও ইণ্ডিয়ান ষ্টেটিষ্টিকেল ইনষ্টিটিউটের (সংখ্যাতথ্য বিষয়ক ভারতীয় গবেষণা প্রতিষ্ঠান) উদ্যোগে যেসব নমুনামূলক তদন্তকার্য্য পরিচালনা করা হইয়াছে, তাহার ফলে ঐ সব বিষয়ে অনেক নির্ভরযোগ্য তথ্যবিবরণ সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে। ঐ সব বিবরণ দৃষ্টে জানা যায়, দুর্ভিক্ষ ও তজ্জনিত মহামারীর ফলে বাঙ্গলার গ্রামাঞ্চলে শিক্ষাদীক্ষা প্রসারের কাজে যথেষ্ট ভাটা পড়িয়াছে। গত ১৯৩০ সালে এ প্রদেশে গ্রামাঞ্চলের বিদ্যালয়সমূহে ছাত্রসংখ্যা ছিল ২১ লক্ষ। সেই সংখ্যা ক্রমে বাড়িয়া ১৯৪০-৪১ সালে ৩১ লক্ষ ৯০ হাজার দাঁড়াইয়াছিল। এই ক্রমিক বৃদ্ধির হার বজায় থাকিলে ১৯৪৩ সালে ছাত্রসংখ্যা ৩৮ লক্ষে পৌছিত। কিন্তু দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর চাপে অনেক ছেলেমেয়ে স্কুল ছাড়িতে বাধ্য হওয়ায় ঐ সালে গ্রামাঞ্চলের বিদ্যালয়সমূহে আসলে মোট ছাত্রসংখ্যা দাঁড়ায় মাত্র ২৮ লক্ষ। ১৯৪৪ সালে ছাত্রসংখ্যা আরও কিছু হ্রাস পাইয়া মোট ২৪ লক্ষ ৬ হাজারে পৌছে। দুর্ভিক্ষের ফলে কিছুসংখ্যক ছাত্র অন্নাভাবে প্রাণ হারায়। পরিবারের লোকদিগের জীবন ধারণ সমস্যা তীব্র হইয়া দাঁড়াইবার ফলে অনেক ছাত্রকে অল্প বয়সেই চাকুরীর সন্ধানে বহির্গত হইতে হয়। কিছুসংখ্যক ছাত্রকে নিজেদের অন্নসংস্থানের জন্য অন্যত্র গিয়াও বসবাস করিতে হয়। এ সমস্তের ফলেই গ্রামাঞ্চলে বিদ্যালয়ের ছাত্রসংখ্যা উপরোক্তরূপ হ্রাস পায়। কেবল তাহাই নহে, দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর অবস্থা সৃষ্টি হওয়ায় গত কয় বৎসরে বিদ্যালয়ে শিক্ষাদীক্ষার ষ্ট্যাণ্ডার্ড সম্পর্কেও একটা নিদারুণ অবনতি ঘটিয়াছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও ইণ্ডিয়ান ষ্ট্যাটিষ্টিকেল এসোসিয়েশনের পক্ষে বাঙ্গলার সমস্ত গ্রামে সাক্ষাৎ তদন্ত কার্য্য পরিচালনা করা সম্ভবপর হয় নাই। নমুনা হিসাবে বাঙ্গলার ৪০টি মহকুমার ৩১০টি গ্রামের অবস্থাই শুধু তাঁহারা অনুধাবন করিতে পারিয়াছেন। এইভাবে যে তথ্য উদ্ঘাটিত হইয়াছে, তাহার ভিত্তিতেই শিক্ষাদীক্ষার দিক দিয়া সারা বাঙ্গলার অবস্থা সম্পর্কে উপরোক্ত সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে। দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর ফলে বাঙ্গলার পল্লী অঞ্চলে যে বিপর্য্যয় ও ভাঙ্গনের রূপ প্রকট হইয়া উঠিয়াছে, এবং ছাত্র সমাজের উপর তাহার ঘাত-প্রতিঘাতের যে নমুনা আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি, তাহাতে উঁহাদের ঐ সিদ্ধান্ত কিছুমাত্র অতিরঞ্জিত নহে বলিয়াই আমাদের ধারণা। শিক্ষাদীক্ষার উপর দুর্ভিক্ষের ঐ বিরূপ প্রতিক্রিয়া একটা

সাময়িক প্রসঙ্গ

বড় রকমের জাতীয় দুর্য্যোগ ছাড়া আর কিছু নহে। গবর্ণমেণ্ট ঐরূপ দুর্য্যোগ আর কতকাল অব্যাহতভাবে বহিয়া চলিতে দিবেন তাহাই আমরা ভাবিতেছি।

যুদ্ধের পরে যুদ্ধোত্তর পরিকল্পনা কার্য্যকরী হওয়ার নমুনা কোথায়?

বুদ্ধ যখন চলিতেছিল তখন ভারত গবর্ণমেণ্ট যুদ্ধোত্তর উন্নতির বড় বড় বুলি আওড়াইয়া লোকের মনে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আশা ও ভরসা সঞ্চারের চেষ্টা করিয়াছিলেন। সরকারী বড় কর্ত্তাদের মুখে কৃষি, শিল্প, শিক্ষা, স্বাস্থ্য সকল দিক দিয়াই ব্যাপক পরিকল্পনা গঠনের কথা শুনা গিয়াছিল। সেই সব পরিকল্পনার ফলে ভারতবাসীর জীবনে কি অভাবনীয় উন্নতি সাধিত হইবে সরকারী ইনফরমেশন এণ্ড ব্রডকাষ্টিং ডিপার্টমেণ্ট ফিল্ম তৈয়ার করিয়া সে চিত্র জনসাধারণের সমক্ষে উদ্ঘাটিত করিয়াছিলেন। কলিকাতার সিনেমা হলসমূহে সম্প্রতি ঐরূপ একটি ফিল্ম প্রদর্শিত হইয়াছে এবং সে ফিল্ম দেখিয়া ব্যক্তিগতভাবে আমরাও উক্ত বিভাগের প্রচার কৌশলের তারিফ না করিয়া পারি নাই। একটি কাহিনীর ভিতর দিয়া ভারতের ভবিষ্যৎ উন্নতি ও সমৃদ্ধির কি গৌরবোজ্জ্বল চিত্রই না উহাতে পরিস্ফুট করিয়া তোলা হইয়াছে! ফিল্ম সুরু হওয়ার সঙ্গে পর্দ্দার পটে ভাসিয়া উঠিল পূর্ব্ব বঙ্গের ক্ষুদ্র মহকুমা সহর চাঁদপুরের একটি মধ্যবিত্ত পরিবারের অসচ্ছল জীবনযাত্রার চিত্র। নায়ক কিষণচাঁদ (বাঙ্গালী হইলেও সরকারী প্রচার ও বেতার বিভাগের কৃপায় তাঁহার নামকরণ হইয়াছে হিন্দুস্থানী ধরণে।) তাঁহার স্ত্রী ও ছেলে মেয়েদের নিয়া একটি ঘরে বসিয়া আছেন। তাঁহার সম্মুখে একটি দৈনিক সংবাদপত্র। তাহাতে আছে ভারত সরকারের যুদ্ধোত্তর পরিকল্পনার জমকালো বিবরণ। যুদ্ধের পরে কৃষির উন্নতি সাধন করিবার জন্য ১ হাজার কোটি টাকা ব্যয়ের বরাদ্দ করা হইয়াছে, কার্য্যকরী শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের জন্য সার্জ্জেণ্ট স্কীমে ২৭৭ কোটি টাকা খরচ ধরা হইয়াছে। ৪৫০ কোটি টাকা ব্যয়ে বাস্তাঘাট সম্প্রসারণের ও ৩১৯ কোটি টাকা ব্যয়ে রেলওয়ে উন্নতির পরিকল্পনা প্রস্তুত হইয়াছে। তাহা ছাড়া গবর্ণমেণ্ট যুদ্ধের পর ভারতে শিল্প প্রসারের ব্যাপক আয়োজনও করিতেছেন। এই সব জমকালো খবর পড়িয়া কিষণচাঁদ প্রথমে বিস্ময়ে অবাক হইয়া পরে অল্পে অল্পে বিভোর ঘুমে অভিভূত হইয়া পড়িলেন। স্বপ্নের মধ্যে দেখি-

বিষয়-সূচী

বিষয়	পৃষ্ঠা
সাময়িক প্রসঙ্গ	৪৭৩-৭৫
বীমা কোম্পানীর শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় ও দাদননীতি পরিচালনা সম্পর্কে নির্দ্দেশ	৪৭৬-৭৭
রাজনৈতিক প্রসঙ্গ	৪৭৮-৮৯
খেয়ালীর খাতা	৪৮০-৮১
আর্থিক দুনিয়ার খবরাখবর	৪৮২-৮৯
কোম্পানী প্রসঙ্গ—	৪৯০-৯১
বাজারের হালচাল—	৪৯২-৯৬

একটী প্রথম শ্রেণীর জাতীয় আর্থিক প্রতিষ্ঠান

আপনার আর্থিক ব্যবস্থা সুনিয়ন্ত্রিত করতে আপনাকে সকল প্রকার সুযোগ-সুবিধায় সাহায্য করবে।

আমাদের কলিকাতা বা অন্যান্য যে কোনও ব্রাঞ্চে লিখিলে বা উপস্থিত হলে বিস্তারিত জানতে পারবেন।

দার্জ্জিলিং ব্যাঙ্ক লিমিটেড

কলিকাতা

টেলি : "রেণবো" কলিকাতা। বি, মুখার্জ্জী

ফোন : পি কে—২৬৮১ ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

লেন তিনি ৩০ বৎসর পবে চাঁদপুরের লোকদের সমুন্নত জীবন যাত্রার ছবি। কিষণচাঁদ দেখিলেন, তিনি বৃদ্ধ হইয়াছেন। তাঁহার পূর্ব্বেকার সে ছোট বাড়ীটি একটি সুদৃশ্য পাকা বাড়ীতে পরিণত হইয়াছে। বিস্মিত কিষণচাঁদ লাঠিতে ভর দিয়া সহরের উন্নতি প্রত্যক্ষ কবিতে বাহির হইলেন। চাঁদপুরে তখন সুদৃশ্য রাস্তাঘাট গড়িযা উঠিয়াছে। রাস্তার দুই ধারে সুসজ্জিত শিল্পকারখানার সারি। কিছুদূব গিয়া তিনি দেখিলেন পরিচ্ছন্ন অঙ্গনসহ সুন্দর শিক্ষায়তন। তাহাতে ছেলেমেয়েরা বিনা বেতনে বাধ্যকরীভাবে শিক্ষালাভ করিতেছে। তারপর আরও কিছুদূর গিযা তিনি দেখিলেন বড় যৌথ কৃষি ফার্ম্ম। ট্র্যাক্টরের সহযোগিতায় ও অন্য নানা উন্নত প্রক্রিয়ায় সেখানে চাষাবাদের কাজ চালানো হইতেছে। নানাদিক দিয়া চাঁদপুরের এইরূপ অভাবনীয় উন্নতি দেখিয়া উৎফুল্ল হৃদযে কিষণচাঁদ বাড়ীতে ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহার ঘুমও ভাঙ্গিয়া গেল। এই কাহিনীটি বর্ণনা করিযা ফিল্মে সরকারী ভাষ্য যোগ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। যুদ্ধের পরে সরকারী অর্থনৈতিক পরিকল্পনা কার্য্যকরী হওয়ার ফলে ৩০ বৎসর সময় মধ্যে কেবল চাঁদপুব নহে, সমস্ত ভারত কৃষি, শিল্প,শিক্ষা ও রাস্তাঘাট প্রভৃতিব দিক দিয়া সমুন্নত হইযা উঠিবে। এইভাবে ভারতের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের চিত্র আঁকা খুবই ভাল কথা। কিন্তু কেবল কল্পনা ও কথার কারসাজিতে ভারতের প্রকৃত উন্নতি গড়িয়া উঠিবে না। সেজন্য গবর্ণমেণ্টকে দৃঢ় সঙ্কল্প নিয়া আন্তরিকভাবে কাজে ব্রতী হইতে হইবে। কিন্তু যুদ্ধের সময়ে যাঁহারা যুদ্ধোত্তর পরিকল্পনা রচনার তোড়জোড় দেখাইয়াছিলেন, যুদ্ধের অবসানে আজ সেইসব পরিকল্পনা কার্য্যকরী করা সম্বন্ধে তাঁহাদের প্রকৃত আগ্রহ কোথায়? কৃষি, শিল্প, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও যানবাহনের উন্নতির প্রস্তাব সরকারী দপ্তরে বিস্তর জমা হইয়াছে। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট কোন বিষয়েও আজ পর্য্যন্ত কোন কার্য্যকরী সিদ্ধান্তে উপনীত হন নাই। কাজেই যুদ্ধোত্তর যুগের সূচনা হইলেও সবকারী যুদ্ধোত্তব পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত হওয়ার কোন নমুনা বুঝা যাইতেছে না। উহাতে যুদ্ধোত্তব উন্নতির সমস্ত প্রচার কার্য্য একটা বিরাট ধাপ্পাবাজি বলিযাই মনে হইতেছে। আর কিষণচাঁদের স্বপ্ন শেষ পর্য্যন্ত এলনাস্‌কাবের স্বপ্নে পরিণত হইবারই আশঙ্কা দেখা যাইতেছে।

যুদ্ধোত্তর যুগে শ্রমিক কল্যাণ

যুদ্ধের সময়ে শিল্পকারখানায় অনেক নূতন শ্রমিকের প্রয়োজন হইয়াছিল। পুরানো শ্রমিকদের কাজও যথেষ্ট বাড়িয়া গিয়াছিল। সামরিক প্রচেষ্টায় এই সব শ্রমিকদের দান ছিল খুবই মূল্যবান। সেই দানেব কথা স্মবণ করিয়া অনেক দেশের গবর্ণমেণ্টই যুদ্ধেব পরে তাহাদের কল্যাণে অনেক কিছু সুব্যবস্থা করিবেন বলিয়া ভরসা দিয়াছিলেন। যুদ্ধের অবসান ঘটায় সেই সব ভরসা আজ কার্য্যে পরিণত কবিবাব সময় আসিযাছে। কয়েকটি দেশের গবর্ণমেণ্ট আজ তাহাদেব প্রতিশ্রুতি রক্ষাব জন্য ইতিমধ্যে কার্য্যে প্রবৃত্তও হইয়াছেন। বেলজিয়ামের এক খবরে প্রকাশ, ঐ দেশের গবর্ণমেণ্ট শ্রমিকদেব কল্যাণে তাহাদের ভবিষ্যৎ রোগ, বার্দ্ধক্য ও বেকারদশার প্রতিকারের জন্য এক নূতন বীমা পবিকল্পনা কার্য্যে পরিণত করিবার ব্যবস্থা করিযাছেন। যুদ্ধেব পূর্ব্বে বেলজিয়ামে শ্রমিকদের জন্য কিছু কিছু বীমার ব্যবস্থা যে না ছিল তা নয়; তবে ঐ সম্পর্কে কলকারখানার শ্রমিক ও মালিকদের উপব কোন বাধ্যবাধকতা ছিল না। তাহারা ইচ্ছা করিলে পারস্পরিক সহযোগিতার ভাব নিয়া রোগ, বার্দ্ধক্য, অকর্ম্মণ্যতা ও বেকারদশায় সাহায্য প্রদানের জন্য নির্দ্ধাবিত চাঁদা দিয়া বীমা তহবিল গঠন করিতে পারিতেন। ইচ্ছা না থাকিলে তাহাদিগকে সে বিষয়ে বাধ্য করার কোন ব্যবস্থা ছিল না। কিন্তু বর্ত্তমানে বেলজিয়াম গবর্ণমেণ্ট ঐ বিষয়ে একটা বাধ্যকরী স্কীম ব্যাপকভাবে কার্য্যকরী করিয়াছেন। এক নূতন আইন প্রণয়ন করিয়া ঐ দেশে কলকারখানার শ্রমিকদের নিকট হইতে তাহাদের মজুরীর শতকরা ৮ ভাগ ও মালিকদের নিকট হইতে শতকরা ১৫॥ ভাগ চাঁদা হিসাবে লইয়া এক বিরাট বীমা তহবিল গঠন করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। শ্রমিকদের ভবিষ্যৎ রোগ, বার্দ্ধক্য, অক্ষমতা ও বেকারদশায় ঐ তহবিল হইতে তাহাদিগকে সাহায্য প্রদান করা হইবে। ঐরূপ চাঁদা প্রদান সম্পর্কে কলকারখানার শ্রমিক ও কলকারখানার মালিকদের উপর একটা বাধ্যবাধকতা আরোপ করা হইয়াছে। কোন অবস্থায় উহার অন্যথা করা চলিবে না। অন্যান্য দেশে শ্রমিক কল্যাণ সম্পর্কে যেসব পরিকল্পনা কার্য্যকরী করা হইয়াছে তাহাতে রোগ, বার্দ্ধক্য ও বেকারদশা প্রভৃতিকে আলাদাভাবে ধরিয়া প্রত্যেকটিব জন্য শ্রমিক ও মালিকদের নিকট হইতে পৃথকভাবে চাঁদা গ্রহণের ব্যবস্থা হইয়াছে। বেলজিয়াম গবর্ণমেণ্টের বর্ত্তমান পরিকল্পনার বিশেষত্ব, ঐ সব সমস্যাকে আলাদাভাবে বিচার না করিয়া তাঁহারা একটিমাত্র চাঁদার হার বলবৎ করিয়া তাহা দ্বারা একসঙ্গে রোগ, বার্দ্ধক্য, অক্ষমতা, বেকারদশা প্রভৃতি সকল সমস্যা মিটাইবার আয়োজন করিয়াছেন। বেশী হারে চাঁদা লইযা একটি বীমা তহবিল হইতে ঐরূপ ধরণেব সমস্ত প্রয়োজনই মিটানো হইবে। আপাততঃ বেলজিযামের ১২ লক্ষ শ্রমিক ও চাকুবীয়া সম্পর্কে ঐ স্কীমটি প্রযুক্ত হইয়াছে। ভবিষ্যতে আরও শ্রমিক ও চাকুবীয়াকে ঐ স্কীমের আওতায় আনা হইবে বলিয়া বেলজিয়াম সরকার ঘোষণা করিয়াছেন। শ্রমিক কল্যাণ সম্পর্কে তাঁহাদের এই ব্যবস্থা আমরা খুব প্রশংসনীয় বলিয়াই মনে কবি। যুদ্ধেব সময়ে এদেশের শ্রমিকদের আন্তরিক সহযোগিতা আদায করিতে গিয়া ভাবত গবর্ণমেণ্ট তাহাদের জন্য যুদ্ধোত্তর কালে অনেক সুব্যবস্থা করিবেন বলিয়া ভরসা দিয়াছিলেন! যুদ্ধ শেষ হইয়া যাওয়ার পর ভারত গবর্ণমেণ্ট ঐ সব ভরসা কার্য্যে পরিণত করা সম্পর্কে এখন আর কোন কার্য্যকরী উদ্যম দেখাইতেছেন না, ইহা দুঃখের বিষয়।

ম্যালেরিয়ার নূতন প্রতিষেধক

ম্যালেরিয়ার যেসব নূতন প্রতিষেধক আবিষ্কৃত হইযাছে তাহার মধ্যে ডি, ডি, টি পাউডার অন্যতম। এই পাউডার কীটপতঙ্গ নাশের পক্ষে খুবই উপযোগী। বন-জঙ্গল, বিল-ডোবা প্রভৃতিতে ম্যালেবিয়ার জীবাণুবাহী যে মশকশ্রেণী উৎপন্ন হয ঐ পাউডার ছাডাইয়া দিযা তাহা ধ্বংস কবা যায়। যুদ্ধের সময়ে ভারতের যেসব সীমান্ত অঞ্চলে সৈন্য সমাবেশ করা হইয়াছিল বিমানপোত হইতে ডি, ডি, টি পাউডার ছডাইয়া দিযা ম্যালেবিয়াব জীবাণুবাহী মশক হইতে তাহা মুক্ত করিবাব ব্যবস্থা ব্যাপকভাবে অবলম্বিত হইযাছিল। এক্ষণে যুদ্ধ থামিয়া যাওযায় সেই ধবণের কাজ ফুবাইযাছে। ফলে সামরিক কর্ত্তৃপক্ষ বেসামবিক লোকদেব সুবিধাব জন্য দেশের নানাস্থানে ব্যবহাবেব জন্য ঐ পাউডার কতক পরিমাণে সরবরাহ কবিতে রাজী হইয়াছেন। তদনুসারে দিল্লী সহরকে সম্প্রতি ম্যালেরিয়ার কবলমুক্ত করিবাব চেষ্টা আবম্ভ হইযাছে। গত আগষ্ট মাসের তৃতীয সপ্তাহে রযেল ইণ্ডিয়ান এযার ফোর্সের কতকগুলি হারিকেন এরোপ্লেনকে পাউডাব ছড়ানোর কাজে নিয়োগ কবা হইয়াছিল। কেরোসিন মিশ্রিত কবিযা মোট ৬০০ গ্যালন ডি, ডি, টি পাউডার উহারা দিল্লীর সমীপবর্ত্তী যমুনানদীর তীরবর্ত্তী জলাভূমিসমূহে ছড়াইয়াছিল। ১০০ ফুট হইতে ৩০০ ফুট উচ্চে থাকিয়া বিমানপোতসমূহ মশক উৎপাদনের কেন্দ্রগুলি লক্ষ্য করিযা এইভাবে পাউডার ছুঁড়িয়াছিল। 'ম্যালেরিয়া ইনষ্টিটিউট অব ইণ্ডিয়ার' বিশেষজ্ঞরা ঐসব জলাভূমি পূর্ব্বে পর্য্যবেক্ষণ করিযাছিলেন। এক্ষণে নূতন করিয়া সমস্ত স্থান পরিদর্শন করিয়া তাঁহাবা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, পাউডার ছড়াইবার ফলে শতকরা ৫০ ভাগ মশক ধ্বংস হইয়াছে। যেখানে পাউডার পতিত হইয়াছে সেখানে মশক ডিম্বসমূহ একেবারে বিনষ্ট হইয়াছে। বর্ষার মরশুমে মশক উৎপন্ন হওযার সময়ে এই কার্য্যনীতি অবলম্বিত হওয়ায এবাব দিল্লীতে ম্যালেবিয়ার প্রকোপ খুব কম দেখা যাইবে বলিয়া তাঁহাবা আশা করিতেছেন। তিন মাস পরে দিল্লী অঞ্চলেব বনজঙ্গল ও জলাভূমির উপর নূতন কবিয়া আবার বিমানপোত হইতে ডি, ডি, টি পাউডার ছডানো হইবে। দিল্লীর পর ক্রমে ক্রমে লাহোর, ঝেলাম এবং মধ্য ও উত্তর ভারতের কোন কোন এলাকায় ম্যালেরিযা ধ্বংসের অনুরূপ ব্যবস্থা হইবে। বাংলায় ম্যালেরিয়ার ধ্বংসলীলা সুরু হওয়ায় এই প্রদেশেব অনেক অঞ্চলে লোকের নিদারুণ দুঃখ-দুর্দ্দশা সূচিত হইয়াছে। অনেক স্থলে অকালমৃত্যুর শোচনীয় পরিণতি প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিয়াছে। বহু স্থান জনবিরল হইয়া রীতিমত শ্মশানে পরিণত হইতে চলিযাছে। এইসব অঞ্চলকে রক্ষা করিতে হইলে দিল্লীর মত সেই সব অঞ্চলেও মশক নিবারণের জন্য বিমানপোত হইতে অচিরে ডি, ডি, টি পাউডার ছডানোর ব্যবস্থা প্রয়োজন। বাংলায ম্যালেরিয়ার ধ্বংসলীলা অব্যাহত ভাবে বহিয়া চলা সত্ত্বেও উপরোক্ত তালিকায় বাংলার নাম না দেখিয়া আমরা ক্ষুণ্ণ হইয়াছি। খাদ্য সম্বন্ধে বাংলার লোকেরা কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট হইতে যে উপেক্ষা পাইয়া আসিয়াছে ম্যালেরিয়া প্রতিকার সম্বন্ধেও কি সেই উপেক্ষা ও অবহেলারই পুনরাবৃত্তি হইবে?

আমরা যতদূব জানি ডি, ডি, টি পাউডার এদেশে উৎপন্ন হয় না। ঐ পাউডাবেব জন্য বাহিরের উপব নির্ভর করিতে হইতেছে। দেশের গবর্ণমেণ্টেব উচিত উহা এদেশে বেশী পবিমাণ তৈয়ারের ব্যবস্থা করা। কীটপতঙ্গ নাশ করাব পক্ষে ডি, ডি, টি পাউডাব যেরূপ উপযোগী তাহাতে উহা ভারতে ব্যাপকভাবে উৎপন্ন হইলে বিমানপোত হইতে মশক ধ্বংসের কাজে উহা বহুলভাবে ছডানো যাইবে। দেশের মিউনিসিপ্যালিটিগুলিও সকল শ্রেণীব কীটপতঙ্গ নিবাবণের কাজে উহা ব্যবহার করিতে পারিবে সন্দেহ নাই।

সরিষার তৈল

যুদ্ধের অবসান ঘটিলেও নিত্যব্যবহার্য্য দ্রব্যাদি সম্পর্কে লোকের দুঃখ-দুর্দ্দশা আজও কমিবার নমুনা দেখা যাইতেছে না। বস্ত্রের অভাবে বাংলার প্রতি গৃহস্থ ঘবে জটিল সমস্যা আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। কলিকাতায গত ৬।৭ মাস যাবৎ ঐ সমস্যা সমাধানের তোডজোড় লক্ষিত হইতেছে। কিন্তু কার্য্যতঃ আজও উহার কোন কুলকিনারা হইতেছে না। এর উপর সহরে সবিষার তৈলেব নিদারুণ অভাব ঘটিযা জনসাধারণের দুর্দ্দশা চবমে উঠিবার নমুনা হইয়াছে। স্নান, রান্নাবান্না ও অন্য অনেক

দেশের ও দশের সেবায়
নির্ভরযোগ্য ও নিরাপদ প্রতিষ্ঠান
ইণ্ডিয়ান
সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।
পিপলস্ ব্যাঙ্ক লিঃ
৫।১, রয়েল এক্সচেঞ্জ প্লেস,
কলিকাতা
ফোন: কলিঃ ৩৩৮১ :: তার: 'Honey Comb,' Cal
আমাদের বিশেষজ্ঞ দ্বারাই ষ্টক এক্সচেঞ্জের বিবিধ শেয়ার ও সিকিউরিটি ক্রয় বিক্রয় করা হয়।
আপনাদের সহানুভূতি প্রার্থনীয়

কাজে বাঙ্গালী জীবনে সরিষার তৈলের ব্যবহার খুবই বেশী। কিন্তু ঐ বস্তুটি ক্রমেই দুষ্প্রাপ্য হইয়া দাঁড়াইতেছে। রান্নবান্নায় বিশুদ্ধ সরিষার তৈল ব্যবহারের উপর বাঙ্গালীর স্বাস্থ্য অনেক পরিমাণে নির্ভর করিতেছে। কিন্তু কলিকাতা সহরে বিশুদ্ধ সরিষার তৈল বর্ত্তমানে একেবারেই পাওয়া যাইতেছে না। সরিষার তৈলের ভিতর বাদাম তৈল ও অন্য ভেজাল সামগ্রী মিশাইয়া ব্যবসায়ীরা চোরাবাজারে তাহা চড়া দরে বিক্রয় করিতেছে। বিশুদ্ধ তৈলের অভাবে সেই ভেজাল তৈল খাইয়া সহরবাসীর স্বাস্থ্য বিপন্ন হইতে চলিয়াছে। বাঙ্গলা সরকারের বেসরকারী মাল সরবরাহ বিভাগ সরিষার তৈলের প্রতি সেরের দর ১ টাকা হারে বাধিয়া দিয়া জনসাধারণের প্রভূত উপকার করা হইল বলিয়া মনে করিতেছেন। কিন্তু ঐ দরে বাজারে তৈল পাওয়া নিতান্ত দুর্ঘট হইয়া দাঁড়াইয়াছে। গবর্ণমেণ্ট অবশ্য কতকগুলি দোকান নির্ব্বাচন করিয়া তাহা হইতে জনসাধারণকে প্রতি মাসের হিসাবে মাথাপিছু আধ সের তৈল খরিদ করিবার নির্দ্দেশ দিতেছেন। মাথাপিছু আধ সের তৈলে গৃহস্থ ঘরের প্রয়োজন মিটিতে পারে না। কিন্তু তাহাও নির্ব্বাচিত দোকান হইতে রীতিমত পাওয়ার সুবিধা কোথায়? বিপাকে পড়িয়া জনসাধারণ সরিষার তৈলের জন্য মুষ্টিমেয় নির্ব্বাচিত দোকানে ভীড় করিতেছে। কিন্তু নির্ব্বাচিত দোকানে তৈলের যোগান এত কম যে, দীর্ঘ সময় সারিবন্দীভাবে দাঁড়াইয়া থাকিয়াও অনেককে শূন্যভাণ্ড নিয়া ফিরিয়া আসিতে হইতেছে। ফলে, শেষ পর্য্যন্ত চোরাবাজারই জনসাধারণের একমাত্র অবলম্বন হইয়া দাঁড়াইতেছে। সেখান হইতে চড়া দরে তৈলের নামে কিছু ভেজাল সামগ্রী সংগ্রহ করিয়া তাহারা রান্নাবান্নার প্রয়োজন মিটাইবার চেষ্টা করিতেছে। এইভাবে জীবনধারণের ফলে সহরে পেটের পীড়া ও অন্যান্য রোগের প্রকোপ বাড়িয়া চলিয়াছে। চাউল ও চিনি প্রভৃতির মত বেশন সপ হইতে নির্দ্দিষ্ট দরে ও নির্দ্ধারিত পরিমাণে বিশুদ্ধ সরিষার তৈল সরবরাহের ব্যবস্থা হইলে সহজেই এই সমস্যার প্রতিকার হইতে পারে। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট সে সুব্যবস্থা না করিয়া নিছক সরিষার তৈলের দর বাধিয়া দিয়াই সহজে বাজীমাৎ করিবার চেষ্টা করিতেছেন। এইভাবে কলিকাতায় সরিষার তৈলের মারাত্মক অভাব কিভাবে পরিপূরিত হইবে তাহা আমরা বুঝি না। (এই নিবন্ধ লিখিত হওয়ার পর গবর্ণমেণ্ট আগামী ১লা অক্টোবর হইতে সরিষার তৈল সম্পর্কে পূরাপূরি রেশনিং নীতি প্রবর্ত্তনের সঙ্কল্প প্রকাশ করিয়াছেন।)

লেণ্ড-লীজ সাহায্যের পরিমাণ

লেণ্ড-লীজ ব্যবস্থায় (ঋণ ও ইজারা) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিভিন্ন মিত্রপক্ষীয় দেশকে যে সাহায্য প্রদান করিয়াছিল সম্প্রতি তাহার পরিমাণ প্রকাশিত হইয়াছে। প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যান মার্কিন কংগ্রেসের নিকট যে সর্ব্বশেষ রিপোর্ট পেশ করিয়াছেন তাহাতে তিনি জানাইয়াছেন, জার্ম্মানী ও জাপানের সহিত যুদ্ধে গত ৩০শে জুন পর্য্যন্ত (১৯৪৫) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সর্ব্বসমেত মোট ২৮ হাজার কোটি ডলার খরচ করিয়াছে। ঐ ২৮ হাজার কোটি ডলারের মধ্যে ৪ হাজার ২০২ কোটি ডলার লেণ্ড-লীজ আইন অনুযায়ী বিভিন্ন দেশকে সাহায্য প্রদত্ত হইয়াছে। অর্থাৎ বিভিন্ন দেশ লেণ্ড-লীজ ব্যবস্থার আমলে গত ৩০শে জুন পর্য্যন্ত ঐ পরিমাণ মূল্যের মালপত্র পাইয়াছে। ঐ পরিমাণ মাল যোগাইয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র উপরোক্ত সময় পর্য্যন্ত বিভিন্ন দেশ হইতে নানাভাবে তাহার প্রতিদানও কিছু কিছু পাইয়াছে। কিন্তু গত ৩০শে জুন পর্য্যন্ত মোট প্রতিদান ৭৫০ কোটি ডলারের বেশী হয় নাই। ঐ তারিখ পর্য্যন্ত বিভিন্ন দেশে প্রেরিত মালপত্রের মূল্য ও তাহার যে প্রতিদান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পাইয়াছে তাহার সমষ্টিকৃত হিসাব নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল :—

লেণ্ড-লীজ সাহায্য ও তাহার প্রতিদান

দেশ	মোট সাহায্য (লক্ষ ডলার)	মোট প্রতিদান (লক্ষ ডলার)
গ্রেটবৃটেন	১,৩৪,৯৯০	৩৭,৯৬০
রাশিয়া	৯১,২৯০	২১,৩৯০
ফ্রান্স	১২,০৫০	২,০০০
বেলজিয়াম	৪২০	২৬০
হল্যাণ্ড	১০	—
ভারতবর্ষ	২০,৩৩০	৫,১৬০
চীন	২,৯৭০	—
অষ্ট্রেলিয়া	১১,৬৯০	৭,২১০
নিউজিল্যাণ্ড	২,০০	১,৮৯০

লেণ্ড-লীজ ব্যবস্থার অবসান ঘটাতে বৃটেন যে কেন বেশী পরিমাণে আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া উঠিয়াছে ঐ বিবরণ হইতে তাহার কারণ বুঝা যায়। ঐ ব্যবস্থা বলবৎ থাকায় বৃটেনই সবচেয়ে বেশী পরিমাণ তাহার সুযোগ গ্রহণ করিয়াছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেরিত ৪ হাজার ২০২ কোটি ডলারের মালের মধ্যে ১ হাজার ৩৪৯ কোটি ডলারের মালই বৃটেন পাইয়াছে। অথচ ঐ দেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে ৩৭৯ কোটি ডলারের বেশী প্রতিদান দেয় নাই। লেণ্ড-লীজ ব্যবস্থার অবসান হওয়ায় অত সহজে মাল আনিবার সুবিধা ঐ দেশ আর পাইবে না। লেণ্ড-লীজ ব্যবস্থায় ভারতবর্ষ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে ২০৩ কোটি ৩০ লক্ষ ডলারের মালপত্র আমদানী করিয়াছে। প্রতিদানে ভারতবর্ষ গত ৩০শে জুন পর্য্যন্ত মার্কিন সৈন্যবাহিনীকে ৫১ কোটি ৬০ লক্ষ ডলার মূল্যের খাদ্য, বস্ত্র ও সার্ভিস যোগাইয়াছে। ভারতবর্ষে যে মাল আসিয়াছে তাহার সম্বন্ধে ভারতবাসীর প্রয়োজন ও অভিরুচির কোন মূল্য ছিল না। বৃটিশ গবর্ণমেণ্টই নিজেদের গরজ ও সুবিধা অনুযায়ী তাহাদের স্বরূপ নির্দ্ধারণ করিতেন। কিন্তু লেণ্ড-লীজ ব্যবস্থায় আনীত মাল সম্পর্কে কোন সুবিধা না পাইলেও তাহার প্রতিদান হিসাবে এই দুর্দ্দিনে মার্কিন সৈন্যবাহিনীকে খাদ্যবস্ত্র যোগাইতে গিয়া ভারতবাসীকে যথেষ্ট ক্ষতি বরণ করিতে হইয়াছে। সেদিক দিয়া দেখিতে গেলে ভারতের দিক হইতে ঐ ব্যবস্থার অবসান বাঞ্ছনীয়ই বলিতে হইবে।

কলিকাতায় বাসস্থান সমস্যা

আশা করা গিয়াছিল, যুদ্ধ সমাপ্ত হইলে কলিকাতার বাসগৃহগুলির উপর হইতে সামরিক ও অর্দ্ধসামরিক (এ আর পি ইত্যাদি) চাপ শিথিল হইবে এবং কলিকাতার অধিবাসিগণ সকলেই অন্ততঃ একটু মাথা গুঁজিবার স্থান পাইবে। কিন্তু সম্প্রতি প্রকাশিত সংবাদ আমাদিগকে নিরাশ করিয়াছে। কয়েকদিন পূর্ব্বে এক সাংবাদিক সম্মেলনে কলিকাতার এরিয়া কম্যাণ্ডার মেজর জেনারেল ষ্টুয়ার্ট বলিয়াছেন যে, যদিও যতশীঘ্র সম্ভব সামরিক কার্য্যে ব্যবহৃত গৃহগুলি ছাড়িয়া দিতে কর্ত্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তথাপি কলিকাতার গৃহগুলির উপর সামরিক নিয়ন্ত্রণ তুলিতে বিলম্ব হইবে; কারণ, যুদ্ধক্ষেত্র হইতে অপসারিত সৈন্যগণের সাময়িক বাসস্থান হিসাবে কলিকাতার প্রয়োজন এখনও দূর হয় নাই। তিনি আরও জানান যে, যদিও মার্কিণ সৈন্যগণ পরবর্ত্তী কয়েক মাসের মধ্যেই কলিকাতা ত্যাগ করিবে, তবু বৃটিশ ও ভারতীয় সৈন্যদলের জন্য সামরিক প্রতিষ্ঠানসমূহ আরও দীর্ঘকাল রাখিতে হইবে। যুদ্ধ বিরতির ফলে কিছু পরিমাণ বাসগৃহ অসামরিক ব্যবহারের জন্য ছাড়া হইতেছে সন্দেহ নাই। কিন্তু এই ব্যবস্থাযও ন্যায় ও নীতির প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন এবং পেটোয়া-তোষণ নীতির প্রাধান্য দেখিয়া সরকারী ব্যবস্থার প্রতি জনসাধারণের উৎসাহের এবং আস্থার অভাব লক্ষ্য করিতেছি। বর্ত্তমানে যেসব বাড়ী খালি হইতেছে সে সমস্তই সরকারী কর্ম্মচারীদিগকে দেওয়া হইতেছে এবং এই ব্যবস্থানুসারে সাধারণ নাগরিক, বেসরকারী কর্ম্মচারী অথবা ছাত্রগণের সুবিধা-অসুবিধার প্রতি বিন্দুমাত্র দৃষ্টি দেওয়া হইতেছে না। আমরা এই অব্যবস্থার নিন্দা করি এবং দাবী করি যে, সরকারী নিয়ন্ত্রণ যদি রাখিতেই হয় তাহা হইলে এমনভাবে উহা পরিচালিত করিতে হইবে যাহাতে ব্যক্তিবিশেষ বা সম্প্রদায়বিশেষ কোন বিশেষ সুবিধা না পাইতে পারে। সুখের বিষয়, নেতৃবৃন্দ এই সমস্যার প্রতি মনোযোগী হইয়াছেন এবং এই বিষয়ে সভাসমিতিতে আন্দোলনও হইতেছে। সম্প্রতি সৈয়দ নৌশের আলী প্রমুখ ১৯ জন নেতা এই সম্পর্কে এক বিবৃতি দিয়াছেন। তাঁহারা কলিকাতায় প্রয়োজনীয় বাসস্থানের অভাবে বস্তীর অধিবাসিবৃন্দ, নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণী এবং ছাত্রগণ কিরূপ অসুবিধা ভোগ করিতেছে তাহার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং "সালামী" প্রথা, বাড়ী ভাড়ার উচ্চ হার এবং অন্যান্য প্রকার জুলুমের তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছেন। তাঁহারা দাবী করিয়াছেন, যেন অবিলম্বে কলিকাতার বাসগৃহসমূহ বেসামরিক ব্যবহারের জন্য ছাড়িয়া দেওয়া হয়, বস্তী হইতে লোকজন যেন উৎখাত না করা হয়, বাড়ীভাড়া নিয়ন্ত্রণ আদেশ যেন অচিরেই সংশোধিত হয় এবং গৃহ নির্ম্মাণের মালমশলা যেন অযথা বিলম্ব না করিয়া বেসামরিক ব্যবহারের জন্য সরবরাহ করা হয়। আমরাও একবাক্যে এই সব দাবী সমর্থন করি এবং আশা করি, বাংলা সরকার অবস্থার গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বনে শৈথিল্য করিবেন না।

শাখা—ভবানীপুর, মগরা
জগদ্দল।
হেড অফিস
৭, সোয়ালো লেন,
কলিকাতা

চাঁদপুর
মডেল ব্যাঙ্ক
লিমিটেড
রেজিঃ অফিস—চাঁদপুর
হেড অফিস :—
৪নং সিনাগগ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
শাখাসমূহ :—
বড়বাজার, দক্ষিণ কলিকাতা, হাটখোলা, ইটালী মার্কেট, ডায়মণ্ড্যা, পুরাণবাজার, পালং, ঢাকা, বোয়ালমারি, পিরোজপুর, কামারখালি ও বোলপুর।
স্থাপিত :- ১৯২৬
ম্যানেজিং ডিরেক্টর এস, আর, দাশ

বীমা কোম্পানীর শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় ও দাদননীতি পরিচালনা সম্পর্কে নির্দ্দেশ

যুদ্ধের সময়ে অনেক ব্যাঙ্কের হাতে বিপুল অর্থ আসিয়াছে। ঐ অর্থ দ্বারা কোন কোন ব্যাঙ্ক-ব্যবসায়ী বীমা কোম্পানীর শেয়ার কিনিয়া লইয়া তাহাদের উপর নানাভাবে কর্ত্তৃত্ব প্রসারের চেষ্টা করিতেছেন। বীমা কোম্পানীর শেয়ার মূলধন কম, অথচ পলিসি বিক্রয় করিয়া তাহাদের অনেকের হাতেই তহবিল সঞ্চিত হয় প্রচুর। কাজেই কোন মতে ঐ শেয়ারের কতকাংশ কিনিয়া লইতে পারিলে বীমা কোম্পানীর কার্য্য পরিচালনায় ও তাহার তহবিল নিয়ন্ত্রণ বিষয়ে সহজেই ইচ্ছামত প্রভুত্ব খাটানো যায়। দেশের কোন কোন ব্যাঙ্কব্যবসায়ী বর্ত্তমানে সে চেষ্টাই করিতেছেন। ইতিমধ্যে দেশের কয়েকটি বীমা-কোম্পানীর কর্ত্তৃত্ব এই ভাবে ব্যাঙ্কব্যবসায়ীদের হাতে চলিয়া গিয়াছে। বীমা কোম্পানীর শেয়ার কিনিতে গিয়া ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ীদিগকে কোন কোন স্থলে একেবারেই কোন টাকা হস্তান্তর করিতে হইতেছে না। একদিকে বীমা কোম্পানীর শেয়ার ক্রয়-বাবদ ব্যাঙ্কের হিসাবে একটা খরচ লেখিয়া অপর দিকে ঐ টাকা বীমা কোম্পানীর নামে ব্যাঙ্কের স্থায়ী আমানত হিসাবে জমা দেওয়া হইতেছে। বীমাকারীদিগের স্বার্থ দেখিয়া বিবেচনাসম্মত উপায়ে কোম্পানী পরিচালনা এই সব ঝুঁকিদারী ব্যবসায়ীর উদ্দেশ্য নহে। এক দিকে কোম্পানীর বড় বড় পদে নিজেদের মনোনীত ব্যক্তিদিগকে নিয়োগ করা ও অপর দিকে কোম্পানীর তহবিলে সঞ্চিত টাকা যথাসম্ভব ফাটকাবাজির কাজে লাগাইয়া নিজেদের অপরিমিত মুনাফার পথ প্রশস্ত করা—এ সমস্তই হইতেছে উহাদের প্রধান লক্ষ্য। নূতন বীমা আইন অনুসারে বীমা তহবিলের শতকরা ৫৫ ভাগ সরকারী ও আধা-সরকারী সিকিউরিটিতে দাদন করার একটা বাধ্যবাধকতা রহিয়াছে। কাজেই বীমা কোম্পানীর কর্ত্তৃত্ব হাতে লইয়া ঐ শতকরা ৫৫ ভাগ সম্বন্ধে অন্য কোনরূপ ব্যবস্থা করা সম্ভবপর নহে। কিন্তু বীমা তহবিলের বাকী শতকরা ৪৫ ভাগ সম্বন্ধে সেরূপ কোন প্রতিবন্ধক নাই। দায়িত্বহীন লোকেরা বীমা কোম্পানীর পরিচালনা ভার হাতে পাইলে সে অর্থ লইয়া তাঁহারা ছিনিমিনি খেলিতে পারেন। বর্ত্তমান ক্ষেত্রে ঐরূপ শোচনীয় অবস্থা ঘটিবারই নমুনা দেখা যাইতেছে। কোন কোন ঝুঁকিদারী ব্যবসায়ী বীমা কোম্পানীর কর্ত্তৃত্বভার হাতে লইয়া ইতিমধ্যেই কোম্পানীর তহবিলের কতকাংশ চোরাবাজারে নিয়োগ করিতে সুরু করিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ পাইয়াছে। ব্যাঙ্ক কোম্পানীর টাকা বীমা কোম্পানীর শেয়ারে ও বীমা কোম্পানীর টাকা ব্যাঙ্ক কোম্পানীর শেয়ারে দাদন করিয়া তাঁহারা হিসাবের ম্যারপ্যাঁচে ফাঁকা মূলধন বাড়াইয়া চলিয়াছেন বলিয়াও শুনা যাইতেছে। ঝুঁকিদারী ব্যবসায়ীদের এইরূপ কার্য্যধারার ফলে বীমা কোম্পানীর পলিসিগ্রাহকদের স্বার্থ আজ নানাভাবে বিপন্ন হইতে চলিয়াছে।

ঐরূপ কারসাজির কথা জানিতে পারিয়া ভারত গবর্ণমেণ্ট তৎসম্পর্কে অনুসন্ধান করিয়া বীমা কোম্পানীর শেয়ার-বিক্রয় ও দাদননীতি পরিচালনা বিষয়ে সুনির্দ্দেশ প্রদানের জন্য স্যার কোয়াসজী জাহাঙ্গীরের সভাপতিত্বে কিছু দিন পূর্ব্বে একটি কমিটি গঠন করেন। সম্প্রতি ঐ কমিটির রিপোর্ট ও সুপারিশসমূহ প্রকাশিত হইয়াছে। কমিটির কয়েকটি প্রধান প্রধান সুপারিশ সম্বন্ধে বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা আলোচনা করিব।

বাহির হইতে কোন ঝুঁকিদারী ব্যবসায়ী যাহাতে কোন বীমা কোম্পানীর বেশীসংখ্যক শেয়ার কিনিয়া লইয়া তাহাদের উপর অন্যায়ভাবে কর্ত্তৃত্ব প্রসারের সুযোগ না পায় সে সম্পর্কে কোয়াসজী জাহাঙ্গীর কমিটি নিম্নরূপ সুপারিশ প্রদান করিয়াছেন:—(১) ভবিষ্যতে জীবনবীমা কোম্পানী-সমূহ কেবল আর্ডিনারি বা সাধারণ শেয়ার বিক্রয় করিতে পারিবে; তাহাদের পক্ষে অন্য কোন শ্রেণীর শেয়ার বাহির করা একেবারে নিষিদ্ধ হইবে; (২) বিক্রীত শেয়ারের আদায়ীকৃত মূল্য অনুপাতে অংশীদারদের ভোটাধিকার সীমাবদ্ধ থাকিবে; (৩) যে সব জীবনবীমা কোম্পানী তাহাদের বিক্রীত বিভিন্ন শেয়ার অনুসারে অংশীদারদিগকে বিভিন্ন রকম ভোটাধিকার দিয়া আসিয়াছেন, উপরোক্ত প্রস্তাবসমূহ আইনতঃ বলবৎ হওয়ার এক বৎসর মধ্যে তাঁহাদিগকে শেয়ারের মূল্য অনুপাতে ভোটাধিকার সীমাবদ্ধ করিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে; (৪) জীবনবীমা কোম্পানীর যাঁহারা শেয়ার কিনিয়াছেন ঐ শেয়ার ক্রয় ও সংরক্ষণ সম্পর্কে তাঁহাদের মুখ্য বা গৌণ স্বার্থ ও উদ্দেশ্য কি প্রত্যেককে সে সম্পর্কে কোম্পানীর নিকট একটী ঘোষণা প্রদান করিতে হইবে; (৫) কোন শেয়ার কাহারও নামে ট্রান্সফার বা পরিবর্ত্তিত করিতে হইলে যাঁহার নামে শেয়ার পরিবর্ত্তিত হইবে তিনি নিজের স্বার্থে বা অন্য কাহারও স্বার্থে শেয়ার নিতেছেন কিনা তাহা তাহাকে খোলাখুলিভাবে ব্যক্ত করিতে হইবে; (৬) কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নামে নূতন শেয়ার রেজিষ্ট্রী করিতে গিয়া যদি কোম্পানীর আদায়ীকৃত মূলধনের শতকরা ১০ ভাগ বা তাহার বেশী শেয়ার ঐ ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের হাতে হস্তান্তরিত হওয়ার সম্ভাবনা দেখা যায় তবে কোম্পানীর পরিচালক বোর্ড কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমতি ব্যতিরেকে সেরূপ ট্র্যান্সফার অনুমোদন করিবেন না; (৭) কোন বীমা কোম্পানীর পরিচালক বোর্ডে কোন নূতন লোক নিয়োগ করা হইলে যে প্রদেশে কোম্পানী রেজেষ্ট্রীকৃত সেই প্রদেশের অন্ততঃ দুইটি সংবাদপত্রে সে খবর প্রকাশ করিতে হইবে।

কোন ঝুঁকিদারী ব্যবসায়ী যাহাতে সহজে বীমা কোম্পানীর শেয়ার কিনিয়া লইয়া তাহার উপর অন্যায়ভাবে কর্ত্তৃত্ব বিস্তারের সুযোগ না পায় সেজন্যই কোয়াজী কমিটি উপরোক্ত রূপ কড়া বিধিব্যবস্থা অবলম্বনের নির্দ্দেশ দিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদের উদ্দেশ্য সাধু হইলেও তাঁহাদের দুই একটি নির্দ্দেশ সম্বন্ধে আমাদের কিছু বক্তব্য আছে। প্রথমতঃ, কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের পক্ষে বীমা কোম্পানীর আদায়ীকৃত মূলধনের শতকরা দশ ভাগের বেশী ক্রয় করিয়া লওয়া তাঁহারা যেভাবে

ইষ্টার্ণ ট্রেডার্স ব্যাঙ্ক লিঃ

স্থাপিত :—১৯২১ টেলিগ্রাম :—বার্টার

হেড অফিস :—৮৪নং আশুতোষ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা

ফোন সাউথ—২০০

কলিকাতা প্রধান শাখা—৯৭নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট। ফোন : কলি ৪১৭৩

অন্যান্য শাখা অফিস

কলিকাতা—বালীগঞ্জ, ভবানীপুর, শ্যামবাজার, এন্‌টালী, বড়বাজার (১১৮নং ক্রস ষ্ট্রীট)

বাংলা প্রদেশ—হাওড়া, চট্টগ্রাম, কেপী, নোয়াখালী, চাঁদপুর, পুরাণবাজার, চৌমুহনী, দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও, পটুয়াটুলী, নবাবপুর (ঢাকা), নারায়ণগঞ্জ, দৌলতগঞ্জ।

বিহার প্রদেশ—পাটনা, আরা, পুর্ণিয়া, রাঁচী, মজঃফরপুর, পাটনা সিটি, ভাগলপুর, দ্বারভাঙ্গা।

যুক্তপ্রদেশ—এলাহাবাদ।

শতকরা ৮৲ হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইতেছে।

সেক্রেটারী—মিঃ টি মজুমদার

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—মিঃ এম কে গুহ

জীবনযাত্রার পাথেয়

জীবনযাত্রার অনিশ্চিতপথে জীবনবীমা মানুষের প্রধান পাথেয়।

আমাদের গৃহ-সংসার কত আশা, উৎসাহ, কত শান্তির ও সুখের স্বপ্ন দিয়ে তৈরী। বাপ-মায়ের সে স্বপ্ন বুঝি আজ রূঢ় বাস্তবের আঘাতে ভেঙ্গে যায়। তাই নিজের জন্যও যেমন তাদের দুশ্চিন্তা, ছেলেমেয়ে ও আত্মীয়-পরিজনের জন্যও তেমনি তাদের উদ্বেগ ও আশঙ্কা—কি উপায়ে তাদের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের উপযোগী সংস্থান করে রাখা যায়। বর্ত্তমান দুর্দ্দিনে ও ভবিষ্যতের আর্থিক সঙ্কটে তারা কোন্ পাথেয় নিয়ে দাঁড়াবে?—

হিন্দুস্থানের বীমাপত্র সেই মূল্যবান্ পাথেয়—দুর্দ্দিনের সর্ব্বোত্তম আশ্রয়। উপার্জ্জনশীল ব্যক্তি মাত্রেরই অবিলম্বে এই পাথেয় সংগ্রহ করা উচিত।

১৯৪৪ সালে নূতন বীমা—১০ কোটি টাকার উপর

হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ ইন্সিওরেন্স সোসাইটি, লিমিটেড

হেড অফিস—হিন্দুস্থান বিল্‌ডিংস, কলিকাতা।

নিষিদ্ধ করিয়াছেন বরাবরের জন্য সে কড়া নিয়ম প্রযুক্ত হওয়া আমরা বাঞ্ছনীয় মনে করি না। যুদ্ধের সময়ে ব্যাঙ্কসমূহের হাতে প্রচুর টাকা সঞ্চিত হইয়াছে; তাহার ফলেই বর্ত্তমানে বীমা কোম্পানীর শেয়ার কিনিয়া লওয়া সম্পর্কে ঝুঁকিদারী ব্যবসায়ীদের একটা ঝোঁক দেখা দিয়াছে। এই ঝোঁক খুবই সাময়িক। যুদ্ধ থামিয়া যাওয়ার পর ইনফ্লেশনের স্থলে যখন ডিফ্লেশনের সূচনা হইবে, তখন এই শ্রেণীর কাজ কারবারেরও স্বভাবতঃই ভাঁটা দেখা দিবে। কাজেই বীমা কোম্পানীর শেয়ার বিক্রয় সম্পর্কে বরাবরের জন্য একটা বড় অসুবিধা সৃষ্টি করিয়া রাখা ঠিক নহে। স্থায়ীভাবে কোন নিয়ম করিতে হইলে কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের ক্রয়যোগ্য শেয়ারের পরিমাণ শতকরা দশ ভাগের চেয়ে আরও কিছু বেশী নির্দ্ধারিত হওয়া উচিত বলিয়া আমরা মনে করি। কোয়াসজী জাহাঙ্গীর কমিটি যেভাবে শেয়ারের ভোটাধিকার সীমাবদ্ধ করিবার নির্দ্দেশ দিয়াছেন তাহার সম্বন্ধে দেশের কোন কোন ব্যবসায়ী আপত্তি তুলিয়াছেন। তাঁহাদের ধারণা, ভোটাধিকার বিশেষভাবে খর্ব্ব করা হইলে তাহাতে বীমা কোম্পানীর শেয়ারে অর্থ নিয়োগ সম্বন্ধে লোক অনিচ্ছুক হইবে। ফলে বীমা কোম্পানীর জন্য উপযুক্ত মূলধন সংগ্রহ করা কঠিন হইয়া দাঁড়াইবে। এই আপত্তির কথা বিবেচনা করিয়া শেয়ারের ভোটাধিকার সম্পর্কে কমিটির প্রস্তাব যথাসম্ভব পরিবর্ত্তন করা দরকার। পুরানো কোম্পানীগুলি বিভিন্ন শ্রেণীর শেয়ার বিক্রয় করিয়া যে ভোটাধিকার ইতিমধ্যে অংশীদারদিগকে প্রদান করিয়াছেন পূর্ব্বেকার চুক্তি ভঙ্গ করিয়া তাহা রদবদলের কোন প্রস্তাব একেবারেই বাঞ্ছনীয় নহে।

বীমা তহবিলের শতকরা ৫৫ ভাগ সরকারী ও আধা-সরকারী সিকিউরিটিতে দাদন করিয়া যে ৪৫ ভাগ অবশিষ্ট থাকে তাহা বর্ত্তমানে বীমা কোম্পানীর পরিচালকগণ তাঁহাদের ইচ্ছা ও সুবিধামত নিয়োগ করিতেছেন। কোন ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ী যাহাতে জীবনবীমা কোম্পানীর কর্ত্তৃত্বভার লইয়া ঐ শতকরা ৪৫ ভাগ অর্থ ব্যাঙ্কের স্বার্থে নিয়োগ না করিতে পারে তজ্জন্য কোয়াজী কমিটি নিম্নরূপ বিধিব্যবস্থার নির্দ্দেশ দিয়াছেন :—

(১) কোন জীবনবীমা কোম্পানী বীমা তহবিলের বাকী শতকরা ৪৫ ভাগের শতকরা ২ ভাগের বেশী অর্থ কোন একটি ব্যাঙ্ক কোম্পানীর শেয়ারে নিয়োগ করিতে পারিবে না।

(২) কোন জীবনবীমা কোম্পানীর পক্ষে ঐ শতকরা ৪৫ ভাগের শতকরা ২ ভাগের বেশী অর্থ কোন একটি ব্যাঙ্ক কোম্পানীর স্থায়ী আমানতে জমা রাখাও নিষিদ্ধ হইবে। স্থায়ী আমানতে যে টাকা রাখা হইবে তাহার নির্দ্ধারিত মিয়াদও কোন অবস্থায় ১ বৎসরের বেশী হইতে পারিবে না।

(৩) যে সব জীবনবীমা কোম্পানী ঐরূপ পরিমাণের চেয়ে বেশী অর্থ কোন একটি ব্যাঙ্ক কোম্পানীতে দাদন করিয়াছে, উপরোক্ত নির্দ্দেশ আইনতঃ বলবৎ হওয়ার পর এক বৎসর মধ্যে সেই অতিরিক্ত অর্থ তাহাদিগকে তুলিয়া লওয়ার ব্যবস্থা করিতে হইবে। তবে কেন্দ্রীয় সরকার ইচ্ছা করিলে কোন জীবনবীমা কোম্পানীকে কোন বিশেষ ব্যাঙ্ক সম্পর্কে এই নিয়ম হইতে রেহাই দিতে পারিবেন।

বীমা কোম্পানীর উপর কতিপয় ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ীর অন্যায় কর্ত্তৃত্ব ও তাহাদের নিজস্ব স্বার্থে বীমা তহবিল নিয়োগের অনিষ্টকর রীতি দেখিয়াই কোয়াজী কমিটি উপরোক্ত বিধিনিষেধ বলবৎ করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন, সন্দেহ নাই। কিন্তু এতদূর কড়াকড়ি নিয়ম কোন কোন দিক্ দিয়া বীমা কোম্পানীর স্বার্থের পরিপন্থী হইবে কিনা তাহা ভাবিয়া দেখা দরকার। ব্যাঙ্ক কোম্পানীর শেয়ারে অবশিষ্ট ৪৫ ভাগের শতকরা ২ ভাগের বেশী অর্থ নিয়োগ করা হইলেই সকল ক্ষেত্রে তাহা খারাপ দাদন বলিয়া মনে করা যায় না। ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক, ব্যাঙ্ক অব্য ইণ্ডিয়া ও সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব্য ইণ্ডিয়ার মত ব্যাঙ্ক কোম্পানীর শেয়ারের কদর ও মূল্য বাজারে খুবই বেশী। এই শ্রেণীর এক একটি ব্যাঙ্কের শেয়ারে বীমা প্রতিষ্ঠানের তহবিলের শতকরা ২ ভাগের (বাকী ৪৫ ভাগের মধ্যে) বেশী অর্থ নিয়োজিত থাকিলে তাহাতে কোন বীমা কোম্পানীর নিরাপত্তা ক্ষুণ্ণ হওয়ার সম্ভাবনা নাই। সে কথা বিচার করিলে জীবনবীমা তহবিলের শতকরা ২ ভাগের বেশী অর্থ কোন ব্যাঙ্ক কোম্পানীর শেয়ারে দাদন করা যাইবে না বলিয়া কোন স্থায়ী নিয়ম বিধিবদ্ধ করিতে যাওয়া কতদূর সঙ্গত হইবে, তাহা বিবেচনা করিয়া দেখিবার বিষয়। উপরে যে সব ব্যাঙ্কের নাম করা হইল তাহাদের মত প্রতিষ্ঠানের স্থায়ী আমানতে শতকরা ২ ভাগের চেয়ে বেশী অর্থ নিয়োগ করাতেও জীবনবীমা কোম্পানীর কোন ক্ষতির কারণ নাই। ট্রেজারী বিলে ও মিয়াদী ঋণপত্রে জীবনবীমা কোম্পানীসমূহ যে সব টাকা লগ্নি করিয়া থাকে তাহা আদায় হইয়া আসিবার ফলে সময় সময় বীমা কোম্পানীর হাতে টাকার খুব প্রাচুর্য্য দেখা দেয়। অন্য কোন দিকে পুনরায় দাদন না করা পর্য্যন্ত ব্যাঙ্কের আমানতে তাহা গচ্ছিত রাখাই সাধারণ নিয়ম। কোয়াসজী জাহাঙ্গীর কমিটি বীমা কোম্পানীসমূহ তাহাদের বীমা তহবিলের বাকী ৪৫ ভাগের শতকরা ২ ভাগের বেশী অংশ কোন ব্যাঙ্কের স্থায়ী আমানতে নিয়োগ করিতে পারিবে না বলিয়া যে নির্দ্দেশ দিয়াছেন, তাহাতে সেই ভাবে টাকা রাখিবার পথে যথেষ্ট অসুবিধার সৃষ্টি হইতে পারে। গবর্ণমেণ্ট কোয়াসজী জাহাঙ্গীর কমিটির সুপারিশসমূহ গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে ঐ সব বাস্তব সমস্যার কথা বিবেচনা করিয়া দরকার মত তৎসম্পর্কে যদি পুনর্ব্বিবেচনা ও পরিবর্ত্তনের নীতি অবলম্বন করেন তবে আমরা সুখী হইব।

ইউনাইটেড ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ব্যাঙ্ক লিমিটেড

স্থাপিত ১৯৪০

সিডিউলভুক্ত ব্যাঙ্ক

চেয়ারম্যান—শ্রীযুক্ত যদুনাথ রায়

সুবিধাজনক সর্ত্তে সাধারণ ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ করা হয়।

হেড অফিস—

৭, ওয়েলেসলী প্লেস, কলিকাতা

শাখাসমূহ—

বড়বাজার, শ্যামবাজার, হাটখোলা (কলিকাতা), ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, চাঁদপুর ও ময়মনসিংহ।

পে-অফিস : মিরকাদিম

জেনারেল ম্যানেজার :

এ চ্যাটার্জি, বি-কম, সি-এ, আই, আই, বি

রেকর্ড কাউণ্টেন ইঙ্ক

কোমিদকাল কর্পোরেশন কলিকাতা

দুইটী নির্ভরযোগ্য জাতীয় প্রতিষ্ঠান

গ্রেট ইষ্টার্ণ ব্যাঙ্ক লিমিটেড

স্থাপিত : ১৯২৮ :: টেলি : "PURSE"-CAL.

হেড অফিস—৪৪-৪৬, ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ব্রাঞ্চ—বেলিয়াঘাটা, হবিগঞ্জ, জলপাইগুড়ী ও সৈয়দপুর (রংপুর)।

শ্রীমঙ্গল (শ্রীহট্ট) শাখা শীঘ্রই খোলা হইবে।

— জীবনবীমার জন্য —

দি নর্থ বেঙ্গল প্রভিডেণ্ট ইন্সিওরেন্স কোম্পানী লিমিটেড।

বি সেনগুপ্ত, ম্যানেজিং ডিরেক্টর

দাশ ব্যাঙ্ক লিমিটেড

৯-এ, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

চেয়ারম্যান—কর্ম্মবীর আলামোহন দাশ

আধুনিক সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

দি এসোসিয়েটেড ব্যাঙ্ক অব ত্রিপুরা লিঃ

পৃষ্ঠপোষক :
ত্রিপুরেশ্বর শ্রীশ্রীযুত মহারাজা মাণিক্য বাহাদুর
কে, সি, এস, আই

ম্যাঃ ডিরেক্টর :
মহারাজকুমার শ্রীব্রজেন্দ্র কিশোর দেববর্ম্মণ

চীফ্ অফিস : আগরতলা
কলিকাতা অফিস : ১১নং ক্লাইভ রো
টেলিফোন : ১৩৩২ কলিকাতা

রেজিঃ অফিস : গঙ্গাসাগর
:: ৩নং মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড।
টেলিগ্রাম : 'ব্যাঙ্কত্রিপুর'

অন্যান্য অফিসসমূহ :
শ্রীমঙ্গল, আজমীরিগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ, কৈলাসহর, সমসেরনগর, নর্থ লখীমপুর, ঢাকা, কমলপুর, ভানুগাছ, জোড়হাট (আসাম), চকবাজার (ঢাকা), মাদু, গোলাঘাট, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, গৌহাটী, তেজপুর ও হবিগঞ্জ।

শিলং ব্রাঞ্চ খোলা হইয়াছে।

রাজনৈতিক প্রসঙ্গ

প্রায় ৪ বৎসর পরে ভগ্নস্বাস্থ্য শরৎচন্দ্র কারামুক্ত হইয়াছেন। নেতৃহীন বাঙ্গলা শরৎচন্দ্রের মুক্তির জন্য দিন গণিয়াছে, মাস গণিয়াছে, বৎসর গণিয়াছে। তাঁহার মুক্তিতে প্রত্যেক বাঙ্গালী আজ উল্লসিত। চার বৎসর পরে শরৎচন্দ্র বঙ্গজননীর রূপ দেখিয়া মর্ম্মাহত হইবেন। দুর্ভিক্ষে ও মহামারীতে বাঙ্গলা উৎসন্ন গিয়াছে, বাঙ্গলার সমাজ জীবন ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে, বাঙ্গালীর নৈতিক মেরুদণ্ড বাঁকিয়া গিয়াছে। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে কামনা করি, শরৎচন্দ্র দ্রুত হৃত স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার করিয়া এই হতভাগ্য বাঙ্গলার নেতৃত্বের গুরুদায়িত্ব গ্রহণ করিতে সমর্থ হউন।

* * *

সুদীর্ঘ সাড়ে তিন বৎসর পরে পুণায় কংগ্রেস কার্য্যকরী সমিতির অধিবেশন আরম্ভ হইয়াছে। এই সাড়ে তিন বৎসরের মধ্যে পৃথিবীর রাজনীতি-ক্ষেত্রে প্রবল ভূমিকম্প হইয়া গিয়াছে; ভারতের রাজনৈতিক গগন ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ হইয়াছে। নূতন আন্তর্জ্জাতিক পরিস্থিতিতে, ভারতের নূতন রাজনৈতিক আবহাওয়ায় জাতিকে ঠিক পথে চালাইবার নির্দ্দেশলিপি রচিত হইবে পুণায়। মৌলানা আজাদ বলিয়াছেন—কংগ্রেস মরে নাই। সাম্রাজ্যবাদী শক্তির শত নির্য্যাতনে সত্যই কংগ্রেসের মৃত্যু হয় নাই। বে-আইনী কংগ্রেস, দৃশ্যতঃ বিলুপ্ত কংগ্রেস এতদিন প্রত্যেক ভারতবাসীর অন্তরে জীবিত ছিল। রাহুমুক্ত কংগ্রেস আজ আবার নূতন শক্তিতে, নূতন প্রেরণায় জাতিকে পরিচালিত করিবার গুরুভার গ্রহণ করিয়াছে। তাহার প্রভাব আজ পূর্ব্বাপেক্ষা শতগুণ বর্দ্ধিত; সাম্রাজ্যবাদী শক্তির নির্য্যাতনের অগ্নিতে দগ্ধ হইয়া সে পবিত্রতর হইয়াছে, উজ্জ্বলতর হইয়াছে।

* * *

কংগ্রেস কার্য্যকরী সমিতির সমক্ষে প্রধানতম সমস্যা আসন্ন নির্ব্বাচন। প্রথমতঃ বহু কংগ্রেস কর্ম্মী এখনও কারারুদ্ধ রহিয়াছেন। কংগ্রেসের উপর হইতে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহৃত হইয়াছে বটে; কিন্তু কংগ্রেসকর্ম্মীদের মুক্তি সম্পর্কে অত্যন্ত ঢিলামি করা হইতেছে। নির্ব্বাচনের উদ্দেশ্যে প্রচারকার্য্য চালাইবার জন্য যথেষ্ট কর্ম্মী ও উপযুক্ত সময় প্রয়োজন। কংগ্রেসকর্ম্মীদিগকে মুক্তি দিতে দীর্ঘসূত্রতা করিয়া এবং তাঁহাদের সম্পর্কে অন্যান্য বিধিনিষেধ বাখিয়া দিয়া নির্ব্বাচনের ব্যাপারে কংগ্রেস সম্পর্কে বৈষম্যমূলক ব্যবহার করা হইতেছে বলা যাইতে পারে। তাহার পর, দশ বৎসর পূর্ব্বে যে ভোটারেব তালিকা তৈয়ার হইয়াছে, সেই তালিকা সংশোধনের কোন আগ্রহই কর্ত্তৃপক্ষ দেখাইতেছেন না। কংগ্রেসের দাবী ভোটদানের অধিকার প্রসারিত হউক; শতকরা মাত্র ৩ জনের ভোটে যে কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট স্থাপিত হইবে, তাহা দেশবাসীর স্কন্ধে চাপাইয়া দেওয়া গণতন্ত্রের নীতি-বিরুদ্ধ। কংগ্রেসের এই দাবী সম্পর্কে কর্ত্তৃপক্ষ সম্পূর্ণ উদাসীন। ইতিমধ্যে বিহার, যুক্তপ্রদেশ ও মধ্যপ্রদেশের ব্যবস্থা পরিষদ ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইযাছে। পূর্ব্ববর্ত্তী নির্ব্বাচন অনুসারে প্রদেশগুলির শাসনকার্য্য পরিচালিত হওয়াও যে কর্ত্তৃপক্ষের অভিপ্রেত নয়, ইহা তাহারই পরিচয। অথচ, সহকারী ভারত সচিব মিঃ হেণ্ডার্সন সম্প্রতি বলিয়াছিলেন যে, ৯৩ ধারা অনুসারে শাসিত প্রদেশগুলিতে মন্ত্রিমণ্ডলের শাসন প্রবর্ত্তনের পথ খোলা আছে। এই সম্পর্কে কংগ্রেস কোনরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্ব্বেই যে তিনটি প্রদেশের ব্যবস্থা পরিষদ ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইল, সে তিনটি প্রদেশের ব্যবস্থা পরিষদেই কংগ্রেসের সদস্যরা সংখ্যাধিক; মন্ত্রিমণ্ডল গঠন করিতে পারে একমাত্র কংগ্রেস। মিঃ জিন্না কিছুদিন পূর্ব্বে বলিযাছিলেন যে, কংগ্রেসের হাতে শাসনক্ষমতা থাকিলে প্রাদেশিক নির্ব্বাচনে মুসলমানরা ন্যায়সঙ্গত ব্যবহার পাইবে না। তিনটি প্রদেশে কংগ্রেসের মন্ত্রিমণ্ডল গঠনের পথ রুদ্ধ করিয়া কি মিঃ জিন্নার এই অন্যায় ও অশিষ্ট সন্দেহের প্রশ্রয় দেওয়া হইল? অন্যান্য প্রদেশ সম্পর্কেও এই ব্যবস্থা কি অদূরবর্ত্তী? সে যাহা হউক, কর্ত্তৃপক্ষ যে পরবর্ত্তী নির্ব্বাচনের জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত করিতেছেন, ইহা তাহারই পরিচায়ক। বহু সংখ্যক কংগ্রেসকর্ম্মীকে কারারুদ্ধ করিয়া এবং ভোটারের তালিকা অপরিবর্ত্তিত রাখিয়া যে নির্ব্বাচন হইতে যাইতেছে, সে সম্পর্কে কংগ্রেস কার্য্যকরী সমিতি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। কংগ্রেস নির্ব্বাচন দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হইবে।

* * *

তাহার পর, সাম্প্রদায়িক সমস্যা। মৌলানা আজাদ কার্য্যকরী সমিতির সমক্ষে আত্মনিয়ন্ত্রণের প্রস্তাব উত্থাপন করিবেন। এই আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার ধর্ম্মসম্প্রদায়গত ভিত্তিতে নয়—অঞ্চলগত ভিত্তিতে। কোন নির্দ্দিষ্ট অঞ্চলের অধিবাসী ইচ্ছা করিলে সর্ব্বভারতীয় শাসন ব্যবস্থা হইতে আপনাদিগকে পৃথক্ করিতে পারিবে; তবে সংখ্যালঘিষ্ঠদের অধিকার এই ব্যাপারে উপেক্ষা করা চলিবে না। মুসলীম লীগের দাবী হইতে মৌলানা আজাদের প্রস্তাবের পার্থক্য এই—মুসলীম্ লীগ চায় যে, মুসলমানদিগকে স্বতন্ত্র জাতি বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে এবং পূর্ব্ব ও পশ্চিম ভারতে (যেখানে তাহাদের সংখ্যাধিক্য) তাহাদের স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গঠনের অধিকার মানিয়া লইতে হইবে; এই সম্পর্কে ঐ দুইটি প্রাদেশিক অঞ্চলের কেবল মুসলমানদের ভোটের উপরই নির্ভর করিতে হইবে। মৌলানা আজাদের প্রস্তাবে মুসলমানদিগকে স্বতন্ত্র জাতি হিসাবে স্বীকার করা হয় নাই; কোন অঞ্চলের সকল অধিবাসী (কেবল সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় নয়) যদি পৃথক্ হইতে চায়, তাহা হইলে তাহাদিগকে পৃথক্ হইতে দেওয়া হইবে। পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু বলিয়াছেন—তিনি ব্যক্তিগতভাবে ভারত বিভাগের বিরোধী হইলেও কোন অঞ্চলের অধিবাসী পৃথক্ হইতে ইচ্ছা করিলে তিনি তাহাদিগকে পৃথক্ হইতে দিবার পক্ষপাতী। কোন অঞ্চলের অধিবাসীকে তাহাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত রাখা গণতান্ত্রিক নীতিসম্মত নয়; কোন গণতন্ত্রানুরাগী ব্যক্তিই ইহা সমর্থন করিবেন না। কিন্তু কোন অঞ্চলের সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের ইচ্ছা সেই অঞ্চলের সকল অধিবাসীর স্কন্ধে বলপূর্ব্বক

সুবারবন ব্যাঙ্ক লিমিটেড
হেড অফিস—২২নং ষ্ট্র্যাণ্ড রোড, কলিকাতা। ফোন: ক্যাল—৪৮৬১
শাখাসমূহ
টালীগঞ্জ (৫৪নং টালীগঞ্জ সারকুলার রোড),
দক্ষিণ কলিকাতা (২৬।১, রসা রোড), টালা,
দমদম, বরানগর, আলমবাজার ও দেওঘর
ম্যানেজিং ডাইরেক্টর: মিঃ বি সি দাস, এম-এ, বি-এল

শ্রীলেখা
আয়ুর্ব্বেদীয় মহাসুগন্ধি কেশ তৈল
★ ★ ★ ডেম্স কেমিকাল: কলিকাতা

পোষ্ট বক্স নং—২৪০৩ টেলিগ্রাম—'লেনদেন', কলিঃ
বগুড়া সিটি ব্যাঙ্ক লিঃ
হেড অফিস ঃ—
১৫বি, ক্লাইভ রো, কলিকাতা।
সুবিধাজনক সর্ত্তে সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।
ভারতে ৩৫টি প্রধান প্রধান স্থানে ও ব্যবসায় কেন্দ্রে শাখা অফিস আছে।
ম্যানেজিং ডাইরেক্টর—এম, এল, মিত্র
এসিষ্ট্যাণ্ট ম্যানেজিং ডাইরেক্টর বি সেন।
সুপারভাইজিং ডাইরেক্টর এইচ, সি, মিত্র

চাপাইয়া দেওয়া চলে না। আত্মনিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে মৌলানা আজাদের প্রস্তাবের ইহাই মূল কথা।

* * *

ইহা ছাড়া, কম্যুনিষ্টদের সম্পর্কে কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত কার্য্যকরী সমিতির বৈঠকে স্থির হইবে। মিঃ ভুলাভাই দেশাই নাকি কম্যুনিষ্টদের সম্পর্কে তাঁহার মতামত কংগ্রেসকে জানাইয়াছেন। সাতারার অবস্থা, বাঙ্গলার দুর্ভিক্ষ প্রভৃতিও কার্য্যকরী সমিতির আলোচ্য বিষয়। সিমলা সম্মেলনের পর বড়লাট ও মৌলানা আজাদের মধ্যে যে পত্র-বিনিময় হইয়াছে, তাহাও তিনি কার্য্যকরী সমিতির সমক্ষে উপস্থিত করিবেন।

* * *

বাঙ্গলার বাতিল কংগ্রেসের কর্ম্মীরা আবার কংগ্রেসে ফিরিয়া যাইবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। আমরা তাঁহাদের এই সিদ্ধান্ত অত্যন্ত সঙ্গত বলিয়া মনে করি। সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে যে অবস্থায় বাঙ্গলার কংগ্রেস বাতিল হইয়াছিল, সেই রাজনৈতিক অবস্থার এখন আমূল পরিবর্ত্তন হইয়াছে। বস্তুতঃ, কংগ্রেসের ১৯৪২ সালের আগষ্ট প্রস্তাবের পর বামপন্থীদের সহিত কংগ্রেসের আর মতবিরোধই ছিল না। সংগ্রাম আরম্ভ করিবার প্রশ্ন লইয়াই কংগ্রেসের সহিত বামপন্থীদের বিরোধ হয়। আগষ্ট প্রস্তাবের পর এই বিরোধের কারণ আর থাকে না। তাহার পর, গত তিন বৎসরের মধ্যে রাজনীতিক্ষেত্রে সম্পূর্ণ নূতন অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে। বিশেষতঃ বাঙ্গলায় এখন বহুবিধ সমস্যা দেখা দিয়াছে। এখন বাঙ্গলার রাজনীতিক্ষেত্রে পরিপূর্ণ ঐক্য প্রয়োজন। এখন সকল দল ও উপদল আপনাদের ছোট ছোট বিরোধ বিস্মৃত হইয়া কংগ্রেসের বৃহত্তর পতাকাতলে সমবেত হন, ইহা কাম্য।

* * *

কংগ্রেসের উপর হইতে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহৃত হইলেও কংগ্রেস সোস্যালিষ্টদের উপর নিষেধাজ্ঞা এখনও বলবৎ আছে। কংগ্রেসের অন্তর্ভুক্ত এই দল সম্পর্কে কর্ত্তৃপক্ষের বৈষম্যমূলক ব্যবহারের কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। কংগ্রেসের সভাপতি মৌলানা আজাদ ইহার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানাইয়াছেন। এই দলের আদর্শ সোস্যালিজম্ হইলেও উহা কংগ্রেসেরই অন্তর্ভুক্ত এবং উহা কংগ্রেসের নীতি অনুসরণ করিয়া চলে। কংগ্রেস হইতে এই দলকে পৃথক করিয়া দেখা চলে না। যে নূতন রাজনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে বিবেচনা করিয়া আজ কংগ্রেসের উপর হইতে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহৃত হইয়াছে, ঠিক সেই অবস্থা বিবেচনা করিয়াই অবিলম্বে কংগ্রেস সোস্যালিষ্ট দলের উপর হইতে নিষেধাজ্ঞা তুলিয়া লওয়া উচিত।

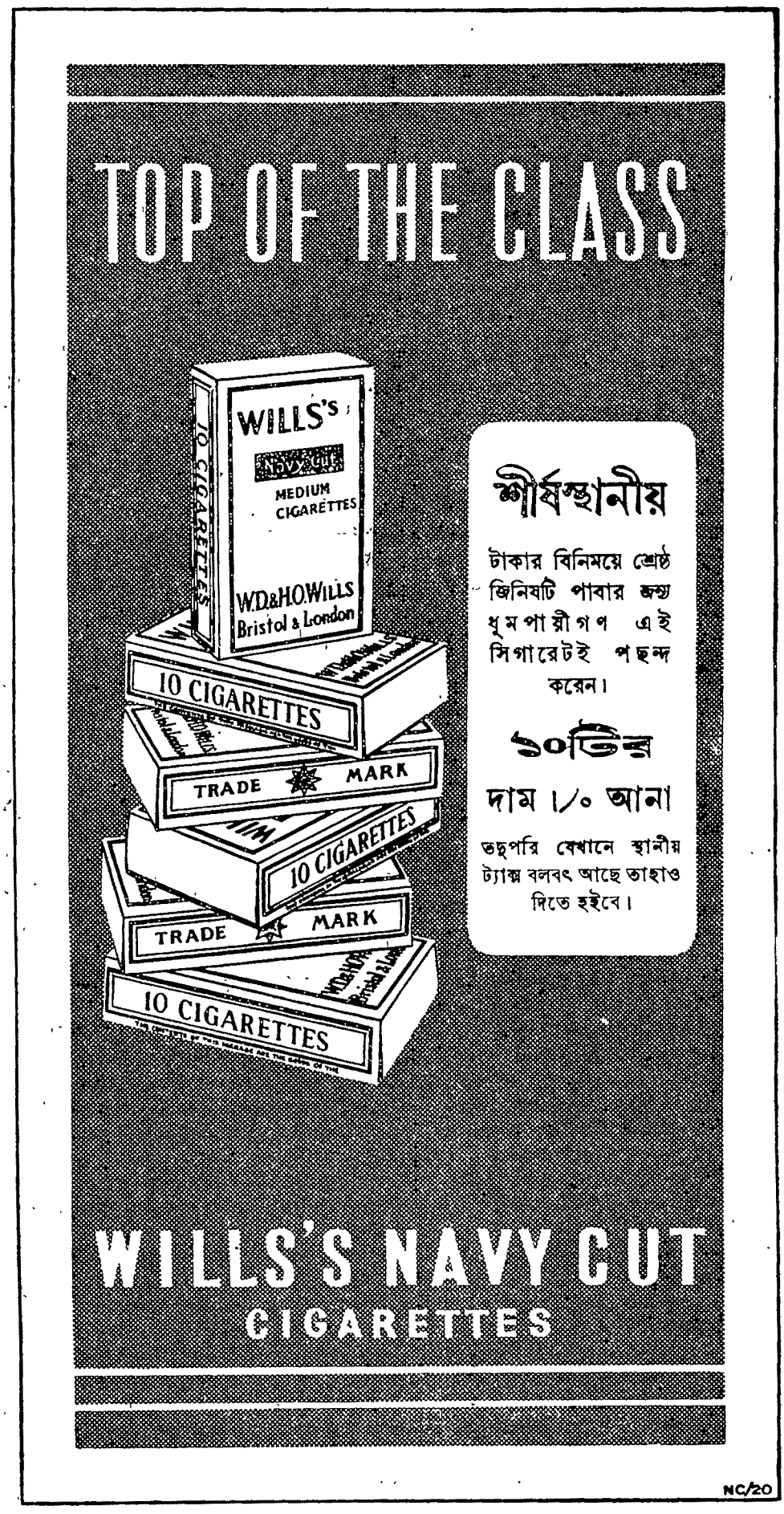

খেয়ালীর খাতা

Bonnie Wiley এমেরিকার এসোসিয়েটেড প্রেসের একজন মহিলা রিপোর্টার। জাপানের আত্মসমর্পণের পর তিনিই একমাত্র মহিলা সাংবাদিক যিনি হিরোহিটোর রাজ্যে পদার্পণ করিয়াছেন। জাপান সম্পর্কে তাঁহার প্রদত্ত বিবরণে নতুন বিশেষ কিছু না থাকিলেও তিনি যে মহিলা রিপোর্টার এই কথাটার উপরেই বেশী করিয়া জোর দেওয়া হইয়াছে, অবশ্য ইহাতে আশ্চর্য্য কিছুই নাই। মেয়েদের কাছে আমরা বিশেষ বড় কিছু বোধ হয় প্রত্যাশা করি না। এমন কি ইউরোপ, আমেরিকা প্রভৃতি জেনানা স্বাধীনতার দেশেও এরোপ্লেন চালনা, সাঁতার কাটা, টেনিস খেলা প্রভৃতিতে মেয়েদের কৃতিত্ব লইয়া যেমন হৈ হৈ রৈ রৈ কাণ্ড করা হয়, তাহাতে এ কথাটা প্রমাণ হয় যে, তাহাদের ব্যক্তিগত কৃতিত্বটা মেয়ে বলিয়াই যেন এতটা বাহাবার যোগ্য। আমাদের আধুনিকারা চটিবেন, বুঝিতেছি। কিন্তু মুখে পুরুষের সঙ্গে সমান অধিকার দাবী করিলেও তাঁহারা যে মেয়ে সে কথাটা মনে মনে স্বীকার করিয়া থাকেন, তাহাতে সুবিধা আছে। ইহাতে একই সঙ্গে eat the pudding and have it হয়। বিলাতেও নাচের পার্টনার হিসাবে পুরুষকেই পয়সা দিয়া টিকেট কিনিতে হয়, মেয়েদের পয়সা লাগেনা। এদেশেও এক্‌জিবিশান, সভাসমিতিতে মেয়েদের প্রবেশ মূল্য অর্দ্ধেক, আসনের ব্যবস্থা সর্ব্বাগ্রে। এমন কি ঠোঁটে সিগারেট রাখিয়া যে সকল ইঙ্গ-বঙ্গ তরুণীরা প্রমাণ করিতে চাহেন যে, তাঁহারাও পুরুষ, ট্রামে উঠিলে তাঁহারাও মেয়ে হওয়াটাই সুবিধাজনক মনে করেন। কারণ তাহাতে অত্যন্ত ভীড়ের সময়েও একটি পুরা লেডিস সিট একেলা দখল করা যায়।

* * *

কিছু দিন আগেও আমাদের দেশে এমন কতগুলি profession ছিল যেগুলি একান্তভাবেই মেয়েদের; যেমন লেডী ডাক্তার, নার্স, মেয়ে স্কুলের শিক্ষয়িত্রী। আজকাল চাকুরীর বাজারে মেয়েরাও আসিয়া ক্রমশঃ ছেলেদের চাকুরীতে ভাগ বসাইতেছেন। সাপ্লাই ডিপার্টমেণ্ট আর রেশনিংএর কল্যাণে, অফিসেও আজকাল সার্টের বদলে ব্লাউজ এবং ধুতির বদলে শাড়ীর সন্ধান পাওয়া যাইতেছে। পুরুষ কেরাণীদের এলুমিনিয়মের কৌটাগুলির স্থান শান্তি নিকেতনী চামড়ার ব্যাগ দখল করিতেছে। সেগুলির মধ্যে পান দোক্তার বদলে পাউডারের পাফ্। কিন্তু এদেশে এক জায়গায় মেয়েদের দেখিতেছিনা। সেটা সংবাদপত্রে; সাময়িক পত্রের সম্পাদনা কার্য্যে বাঙ্গালী মেয়েদের দান একেবারে যে নাই তাহা নহে। রবীন্দ্রনাথের ভ্রাতৃবধূ প্রথম ভারতীয় সিভিলিয়ন সত্যেন্দ্র নাথ ঠাকুরের পত্নী জ্ঞানদানন্দিনী দেবী, পরলোকগতা স্বর্ণকুমারী দেবী, সরলা দেবী, কুচবিহারের নিরুপমা দেবী সেকালে দক্ষতার সঙ্গে মাসিক পত্রিকা চালাইয়াছেন। একালে হেমলতা দেবী, লীলা নাগ, বীণাপাণি রায় প্রভৃতি পত্রিকা সম্পাদন করিয়াছেন। কিন্তু জার্ণেলীসমের বৃহত্তর ক্ষেত্র অর্থাৎ দৈনিক পত্রিকার সঙ্গে আজ পর্য্যন্ত কোন বাঙ্গালী মহিলা যুক্ত হইয়াছেন এ খবর রাখিনা। অথচ profession এর দিক দিয়া মেয়েদের পক্ষে ইহা মোটেই অনুপযোগী নহে। বিশেষতঃ রিপোর্টারের কাজে মেয়েরা খুব যোগ্যতার প্রমাণ দেওয়ার সুযোগ পাইতে পারেন। বছর কয়েক আগে একটি ভিন্ন প্রদেশের একটি বাঙ্গালী তরুণীকে বোম্বের ব্র্যাবর্ণ ষ্ট্যাডিয়ামে কোয়াড্রেঙ্গুলার ক্রিকেট খেলার রিপোর্ট করিতে দেখিয়াছিলাম বলিয়া স্মরণ হইতেছে। ওয়েলিংটন স্কোয়ারে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির যে অধিবেশনে সুভাষ বসু সভাপতির পদ ত্যাগ করেন তাহাতে রিপোর্টারদের সারিতে শ্রীমতী এলা সেন (বর্ত্তমানে যিনি এলা রীড)কে দেখিয়াছিলাম মনে পড়িতেছে। যদিও তিনি রিপোর্ট লিখিয়াছেন কি না জানি না। মেয়েরা বাগবাজার, বর্ম্মণ ষ্ট্রীট, বৌবাজারে পত্রিকা আপিসগুলিতে চাকুরী লইতে সুরু করিলে (কমিউনিষ্ট পরিভাষায় post capture করিলে) পুরুষ সম্পাদকদের বেদখল হইবার কিছুটা আশঙ্কা আছে বটে। কিন্তু আশা করি ঘরের মেঝেতে সংমার্জ্জনী ও ছেলের পিঠেতে কিল, চড়, চাপড় চালাইয়া যে জাতি হাত পাকাইয়াছেন তাঁহাদের প্রতিনিধিনীদের হাতে কলম তুলিয়া দিয়া সরিয়া দাঁড়াইতে কমিউনিষ্ট ডাঃ ধীরেন সেন, স্বধর্ম্মনিষ্ঠ চপলাকান্ত, অধ্যাপক খগেন সেন বা যুদ্ধবিশারদ বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়ের আপত্তি হইবে না!

* * *

বিষয়টি ভাবিয়া দেখিবার মতো। শুধু ভারতীয় সংবাদপত্রগুলিতে নয়, এদেশের ইংরেজ পরিচালিত কাগজগুলিতেও মহিলা জার্ণেলিষ্ট নাই। একমাত্র এমেরিকার Christian Science Monitor এর মিস্ কামিংস ব্যতীত সমস্ত দিল্লীতে দ্বিতীয় মহিলা রিপোর্টার দেখি নাই। সে বৃদ্ধাও বর্ত্তমানে স্বদেশে প্রস্থান করিয়াছেন। বম্বের মিস সার্পকে পুরাপুরি রিপোর্টার বলা শক্ত, যদিও এককালে কয়েকটি ভালো রিপোর্টিং তিনি করিয়াছেন। কলিকাতার মিস্ সেসিলী লেস্‌লীর রিপোর্টার হিসাবে ফ্লিট ষ্ট্রীটে খ্যাতি ছিল। কিন্তু ডিরেক্টার জেনারেল অব রেসনিং মিঃ হার্টলীকে বিবাহ করিয়া সাংবাদিক জগৎ হইতে তিনি বিদায় লইয়াছেন। কলিকাতার দেশীয় সাংবাদিক জগৎ তো একেবারে প্রমীলা রাজ্যের reverse বলিলেই হয়। যে সকল মেয়েরা ষ্টেনোগ্রাফার, কেরাণী ও মাষ্টারণী হওয়ার জন্য উৎসুক, তাঁহারা সাংবাদিকতায় আসিলে নিজেদের এবং সংবাদপত্রের উন্নতি করিবেন। রিপোর্টারের কাজে মেয়েদের একটা সহজাত দক্ষতা, ইংরেজীতে যাহাকে বলে knack, আছে। কে না জানে যে, Gossip রটাইবার কৃতিত্বে পৃথিবীতে মেয়েদের সঙ্গে আঁটিয়া ওঠা দুঃসাধ্য? পুরুষ রিপোর্টারেরা যে-সকল রাজনৈতিক নেতার কাছ হইতে একটু সামান্য খবর বাহির করিতে হিমসিম খান, মেয়ে রিপোর্টারেরা তাঁহাদের কাছ হইতে অত্যন্ত গোপনীয় খবর বাহির করিয়া আনেন অনায়াসে। বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন, সুন্দর মুখের জয় সর্ব্বত্র। (অবশ্য সুন্দর মুখ যে সর্ব্বত্র দেখা যায় না সে কথাটা বঙ্কিম লেখেন নাই। বোধহয় নিজ অন্দর মহলের ভয়ে!)

* * *

মিশরের শিক্ষা বিভাগ একটি ঘোষণায় বলিয়াছেন, সরকারী বৃত্তি লইয়া যে-সকল মিশরীয় ছাত্র

এরিয়ান পেপার মিলস্ লিঃ

হেড্ অফিস ঃ ১২, চৌরঙ্গী স্কোয়ার, কলিকাতা

মিলস্ এ্যাণ্ড প্লাণ্টেশানস্ ঃ মহদা (বি, এন, আর)

* ইংলণ্ড হইতে আধুনিক যন্ত্রপাতি আনিবার জন্য আবশ্যকীয় অগ্রিম টাকা দেওয়া হইয়া গিয়াছে।

* কোম্পানীর নিজস্ব জমিতে সাবয় ঘাস ইত্যাদি পেপার পাল্পের চাষ হইতেছে। সাবয় ঘাস ইত্যাদি এই সব পাল্প বিক্রয় হইতেই প্রচুর লাভ হইবার সম্ভাবনা আছে।

* অর্ডিনারী ও প্রেফারেন্স শেয়ার হোল্ডারগণকে যথাক্রমে অন্ততঃপক্ষে শতকরা বার্ষিক ৫৲ ও ৬৲ হারে আয়করমুক্ত লভ্যাংশ না দেওয়া পর্য্যন্ত ম্যানেজিং এজেন্টস্ কোন পারিশ্রমিক গ্রহণ করিবেন না।

এখনও সমমূল্যে শেয়ার পাওয়া যায়।

প্রতিখানি ১০৲ মূল্যের অর্ডিনারী শেয়ার—আবেদনের সহিত ১৲, শেয়ার বিলির এক মাসের মধ্যে ১৲ এবং বাকী টাকা সমান চারি কিস্তিতে দুই মাস অন্তর দিতে হইবে।

প্রতিখানি ১০০৲ মূল্যের (শতকরা বার্ষিক ৬৲ হারের আয়-কর-যুক্ত কিম্যুলেটিভ) প্রেফারেন্স শেয়ার—আবেদনের সহিত ১০৲ ও শেয়ার বিলির ৭ দিনের মধ্যে বাকী টাকা দিতে হইবে।

* শেয়ারের জন্য প্রত্যেক আবেদনপত্রে ১৲ করিয়া প্রবেশমূল্য দিতে হয়।

অবশিষ্ট শেয়ার বিক্রয়ার্থ প্রতিপত্তিশীল এজেণ্ট আবশ্যক

অনির্দ্দিষ্ট ভবিষ্যতে ছাড়া মূলধনের যে অংশ ভালভাবে ব্যয় করা যাইবে না বলিয়া কেন্দ্রীয় সরকার মনে করেন, মূলধনের সেই অংশ কতকগুলি সিকিউরিটিতে গচ্ছিত রাখিতে হইবে, কেবলমাত্র এই সর্ত্তেই কেন্দ্রীয় সরকার এই শেয়ার বিক্রয়ের অনুমতি দিয়াছেন। সিকিউরিটিতে লগ্নীকৃত টাকা তুলিয়া লইবার জন্য আবেদন করার সময় কেন্দ্রীয় সরকার (কোন দেশীয় রাজ্যের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট থাকিলে রাজপ্রতিনিধির সহিত পরামর্শ করিয়া) বিবেচনা করিয়া দেখিবেন যে, উক্ত টাকা তুলিয়া লইবার সময় আসিয়াছে কিনা এবং এই সময়ে প্রচলিত যে কোন নিয়ন্ত্রণসূচক বিধিব্যবস্থার সহিত সমতা আছে এমন কোন উদ্দেশ্যেই টাকা তুলিয়া লওয়া হইতেছে কি না এবং তাঁহারা সন্তুষ্ট হইলে তবেই উক্ত টাকা তুলিয়া লওয়া যাইবে। একথা পরিষ্কারভাবে জানান যাইতেছে যে, এই অনুমতি প্রদানের দ্বারা ভারত সরকার এতদর্থে প্রচারিত কোন পরিকল্পনার আর্থিক নিরাপত্তা সম্বন্ধে অথবা বিবৃতির যথার্থতা সম্বন্ধে কোন দায়িত্ব গ্রহণ করিতেছেন না।

APP/AP

বিদেশে পড়াশুনা করিতে যায় তাহারা যদি পাঠ্যাবস্থায় বিবাহ করিয়া বসে তবে সরকার হইতে তাহাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইবে। তাহারা যদি কোন মিশরীয় তরুণী বিবাহ করে তবে তাহাদের বৃত্তি বন্ধ করিয়া দেওয়া হইবে। কিন্তু যদি কোন বিদেশী তরুণী বিবাহ করে তবে শুধু বৃত্তি যে কাটা যাইবে তাহা নয়, তাহাদিগকে সরকার হইতে প্রাপ্ত সমুদয় টাকা ফেরৎ দিতে হইবে। শিক্ষা বিভাগ বলিয়াছেন আমাদের ছেলেদের আমরা বিদেশে পাঠাই ডিগ্রী লইয়া আসিবার জন্য, স্ত্রী আনিবার জন্য নয়। মিশরের শিক্ষা বিভাগের বর্ত্তমান কর্ত্তা কে জানি না। অনুমান করিতেছি ভদ্রলোক ব্যাচিলর। নতুবা নিশ্চয় জানিতেন যে, স্ত্রী আনিবার জন্য কেহই বিদেশে যায় না। স্ত্রী স্বদেশেই বলুন, আর বিদেশেই বলুন, সাধিয়া আনিতে হয় না। কম্পজ্বরের মতো তাঁহারা আপনি আসিয়া ধরেন এবং একবার ধরিলে আর ছাড়িতে চাহেন না। আর বিবাহের শাস্তি হিসাবে ফিরাইয়া যদি দিতেই হয়, তবে আমার তো মনে হয় অনেকেই বৃত্তির টাকার চাইতে স্ত্রী ফিরাইয়া দিতে চাহিবে। বিষ্ণু শর্ম্মার গল্পে ছোট বেলায় কে না পড়িয়াছে যে, দেশে দেশে কলত্রাণি ?

* * *

গভর্ণমেণ্ট "ভিক্টরী পোস্টেজ" নামে কতকগুলি ডাক টিকেট বাহির করিবেন স্থির করিয়াছেন। উহার ডিজাইন করিবার জন্য ডাক ও তার বিভাগ হইতে কয়েকটি পুরস্কার ঘোষণা করা হইয়াছে। যে আর্টিস্ট সব চেয়ে সুন্দর ডিজাইন করিবেন তাঁহাকে মোটা টাকা দক্ষিণা দেওয়া হইবে। জনসাধারণের টাকা খরচ করিয়া "ভি-ডে" ও "ভি-জে-ডে" উৎসবে যখন সরকারী বাড়ীঘর আলোকসজ্জিত করা হইয়াছে, তখন জয়গৌরব ঘোষণার জন্য ডাক টিকেট প্রবর্ত্তন করা আর বেশী কি ? ডাক টিকেট সুদৃশ্য হউক ইহা আমিও পছন্দ করি। শুধু জাপান বা তার্ম্মেণীর সহিত জয় লাভের জন্য নয়, সাময়িক ভাবে নয়, বরাবরের জন্যই সুচিত্রিত ডাক টিকেট পাইলে খুশী হইব। পোস্টকার্ড, এনভলাপ, পার্শ্বেল প্রভৃতির উপর রাজার মুণ্ড দেখিয়া দেখিয়া বিরক্তি ধরিয়া যায়। ভারতবর্ষে এত নদ, নদী, গিরি, পর্ব্বত, তাহার প্রাচীন কীর্ত্তি, মন্দির, মসজিদ, সমাধি সৌধ আছে। সেগুলি ডাক টিকেটে মুদ্রিত করিলে শিশু বয়স হইতে দেশের ঐতিহ্য ও ঐশ্বর্য্যের সঙ্গে আমরা পরিচিত হইব, দেশকে ভালোবাসিতে, তাহার জন্য গৌরব বোধ করিতে শিখিব। তাহার বদলে মুকুটপরা রাজার মাথাটা ছাপিবার যে কী মাথার দিব্যি আছে তাহা ডাক বিভাগের কর্ত্তা রাই জানেন। যুদ্ধের পূর্ব্বে স্যার গুরুনাথ বেভুর ভারতে ডাক চলাচলের একটা ধারাবাহিক ইতিহাস কয়েকটি ডাক টিকেটের মধ্য দিয়া প্রকাশের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। সে ডাক টিকেটগুলি সুদৃশ্য ছিল। সেগুলি যুদ্ধকালীন ব্যবস্থা হিসাবে রদ করা হইয়াছে না কি তাহার পশ্চাতে অন্য কোন কারণ আছে জানি না। বেভুর পুনরায় ডাক ও তার বিভাগের সেক্রেটারী হইয়াছেন। এবার সমুদয় ডাক টিকেটগুলিকে রাজমস্তকের চিহ্ন হইতে নিষ্কৃতি দিলে আমরা তাঁহার কাছে কৃতজ্ঞ বোধ করিব।

* * *

ভারতীয় শিল্পপতিদের যে ডেলিগেশান বিলাত ও এমেরিকায় গিয়াছিলেন সম্প্রতি তাঁহারা দেশে ফিরিয়াছেন। শিল্পপতিরা এই ভ্রমণের ব্যয় সম্পূর্ণটাই নিজেরা বহন করিয়াছেন। সেদিক দিয়া তাঁহাদের সফরটা একটা ঘরোয়া ব্যাপার সন্দেহ নাই। কিন্তু যাতায়াতের সুবিধা, থাকিবার ব্যবস্থা ইত্যাদি গভর্ণমেণ্ট করিয়াছেন। সুতরাং এই মিশনের সফরে দেশের কী উপকার হইল তাহা জানিবার অধিকার জনসাধারণের আছে। এপর্য্যন্ত সংবাদপত্রে যেসকল খবর বাহির হইয়াছে তাহাতে খুব আশান্বিত হওয়ার মতো কিছু দেখি নাই। মিশনের সদস্যেরা কেহ কেহ বলিয়াছেন, ইহা অনেকটা প্রাথমিক অনুসন্ধানমূলক সফর; যদি তাহাই হইয়া থাকে তবে সে অনুসন্ধানের ফল যাহাতে দেশের কাজে লাগিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করা উচিত। মিশনের কোন রিপোর্ট লেখা হইবে কিনা জানি না। হওয়া প্রয়োজন। এই ভ্রমণের দ্বারা শিল্পপতিদের ব্যক্তিগত সুবিধা ছাড়া আর যদি কিছুই না হইয়া থাকে, তবে মিশন সম্পর্কে গান্ধীজীর সন্দেহই জনসাধারণের মনে দৃঢ়মূল হইবে। ঘনশ্যামদাস বিড়লা লর্ড ম্যুফিল্ডের সঙ্গে কি বখরা ঠিক করিলেন বা আজব সিংহ কোন্ নূতন মালের এজেন্সী লইয়া আসিলেন তাহাতে জনসাধারণের কিছু আসে যায় না। দেশের শিল্পবিস্তারের দিক দিয়া যদি কোন সুবিধা হইয়া থাকে তবেই এই শিল্প ডেলিগেশনের সার্থকতা। তাঁহাদের সফরের রিপোর্ট প্রকাশিত হইলে উহা বিচার করা সহজ হইবে।

* * *

এই শিল্প ডেলিগেশন সম্পর্কে আরও একটা কথা বলিতে চাই। কিছুকাল পূর্ব্বে ভারতীয় বৈজ্ঞানিকদলের এক অনুরূপ ডেলিগেশন ব্রিটেন ও এমেরিকা সফর করিয়া আসিয়াছেন। তাঁহারা বিদেশে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সম্পর্কে স্পষ্ট ভাষায় যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহাতে ভারতের প্রকৃত অবস্থা বিদেশীয়েরা জানিতে পারিয়াছে। বৈজ্ঞানিকেরা রাজনীতিক নহেন। কিন্তু তথাপি তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন যে, পরাধীন দেশের বিজ্ঞানচর্চ্চা, বিশেষ করিয়া ফলিত বিজ্ঞানের ব্যবহার বেশীদূর অগ্রসর হইতে পারে না। ভারতবর্ষের আর্থিক, বৈজ্ঞানিক বা সামাজিক সর্ব্বপ্রকার উন্নতিই তাহার লোকায়ত্ত শাসন ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের সঙ্গে জড়িত। তাই তাঁহাদের বক্তৃতায়, প্রকাশ্য আলোচনায় তাঁহারা বারবার ঐ কথাটার উপরে জোর দিয়াছেন। শিল্পপতিরা এদিক দিয়া কী করিয়াছেন তাহা এদেশের কাগজে প্রকাশিত সংবাদে জানা যায় নাই। শিল্পপতিদের মধ্যে মিঃ জি, ডি বিড়লা ও মিঃ নলিনীরঞ্জন সরকারের রাজনৈতিক খ্যাতি আছে। বিলাতে অবস্থানকালে তাঁহারা ভারতবর্ষের রাজনৈতিক সমস্যা সম্পর্কে যাহা কিছু বলিবেন তাহার প্রতি ওদেশের গভর্ণমেণ্ট ও জনসাধারণ যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করিবেন —এই কথাটি তাঁহারা স্মরণে রাখিয়াছিলেন কি-না এদেশের লোকে তাহা এখনও জানিতে পারে নাই।

—খেয়ালী

হেডঅফিস বি.বি. ৪১৮ * স্থাপিত ১৯২৯ * ক্লাইভ ষ্ট্রীট বি.বি.২৯৮৩

পূর্ব্বাঞ্চল ব্যাঙ্ক লিমিটেড

৬১, বহুবাজার ষ্ট্রীট * ৮১, ক্লাইভ ষ্ট্রীট

কলিকাতা

অন্যান্য শাখা :—চট্টগ্রাম, চন্দননগর, রাজসাহী, সিরাজগঞ্জ, জলপাইগুড়ি, মৈমনসিং ও সান্তাহার।

— সুদের হার —

কারেণ্ট ১/২% সেভিং ব্যাঙ্ক ২%

বাজার চলতি শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় হয়।

অন্যান্য ডিপোজিট, লোন ও ওভারড্রাফ্ট সম্বন্ধে পত্র লিখুন।

চেয়ারম্যান : শ্রী মতিলাল রায়।

কয়েকটী বাছাই সব্জী বীজ

(সবেমাত্র আমদানী হইয়াছে)

গবর্ণমেণ্ট কন্‌ট্রোল দরে বিক্রয় হইতেছে।

প্রতি আউন্সের দর

বাঁধাকপি গ্লোব গ্লোরী ৩৷৷০ টাকা; বাঁধাকপি একষ্ট্রা আর্লি এক্সপ্রেস ৩৷৷০ টাকা; বাঁধাকপি মাউনটেন হেড ড্রামহেড ৩৷৷০ টাকা; ফুলকপি আর্লি ও লেট স্নোবল ৯৲ টাকা; ফুলকপি গ্লোব বেটার ৪৲ টাকা; ওলকপি ২৲ টাকা; বীট লাল গোল ২৲ টাকা; শালগম ১৷৷০ আনা; লেটুস ২৲ টাকা; মূলা বোম্বাই ১নং লাল ৷৷০ আনা (পাউণ্ড ৬৲ টাকা), মূলা লাল গোল ১৷৷০ আনা; টম্যাটো পারফেকসন ৩৲ টাকা; পিঁয়াজ বোম্বাই ৷৷০ আনা (পাউণ্ড ৬৲ টাকা) গাজর আমেরিকান ১৷৷০ টাকা (পাউণ্ড ১৮৲ টাকা); ফ্রেঞ্চ বীন ৵০ আনা (পাউণ্ড ১৸৵০ টাকা); সিলেরী ১৷৷০ টাকা; মটর আর্লি এভারগ্রীন ৵০ (পাউণ্ড ১৸৵০); মটর ম্যারোফ্যাট ৷০ (পাউণ্ড ৩৲); বেগুন মুক্তাকেশী ১৲ টাকা; নারিকেল গাছ প্রতি শত ৫৫৲ টাকা মাত্র।

বীজ, গাছ ও ফুল গ্লোব নার্শরীতেই ভাল।

কৃষিলক্ষ্মী পত্রিকার সম্পাদক ও গ্লোব নার্শরীর স্বত্বাধিকারী
শ্রীঅমরনাথ রায়, এফ, আর, এইচ, এস (লণ্ডন) প্রণীত

কয়েকখানি উৎকৃষ্ট কৃষি-পুস্তক

১। বাংলার সব্জী—মূল্য ২৷৷০ টাকা
২। চাষির ফসল— „ ২৷৷০ „
৩। আদর্শ ফলকর— „ ২৷৷০ „
৪। পুষ্পোদ্যান— „ ২৷৷০ „
৫। সরল পোলট্রী পালন— মূল্য ২৷৷০ „
৬। সরল সারের ব্যবহার—মূল্য ১৷৷০ টাকা
৭। মাছের চাষ— মূল্য ১৷৷০ „
৮। পশুখাদ্যের চাষ— মূল্য ১৷৷০ „

গ্লোব নার্শরী
নিউ মার্কেট, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, শিয়ালদহ ষ্টেশন
কলিকাতা

আর্থিক দুনিয়ার খবরাখবর

অ-সামরিক বিভাগে লোক ছাঁটাই—নয়া দিল্লীর সাম্প্রতিক সংবাদে প্রকাশ, অ-সামবিক বিভাগে লোক ছাঁটাই এবং সৈন্য দল ভাঙ্গিয়া দেওয়াব কার্য্য আগামী ১লা নবেম্বর হইতে আরম্ভ হইবে। চাকুরীতে জবাবের নোটিশ নাকি আগামী ১লা অক্টোবর হইতেই দেওয়া আরম্ভ হইবে এবং ইতিমধ্যেই নাকি কিছু কিছু চাকুরী হইতে জবাবের নোটিশ দেওয়া হইযাছে। যুদ্ধের পূর্ব্বে যত কর্ম্মচাবী ছিলেন, এক্ষণে পুনরায় তত কর্ম্মচারী দ্বাবা কাজ চলিবে না কেন এবং শান্তির সময়ে অতিরিক্ত কর্ম্মচারীর কি প্রযোজন থাকিতে পারে, তাহার কাবণ দর্শাইয়া স্মারকলিপি দাখিল করিবার জন্য ফাইন্যান্স ডিপার্টমেণ্ট বিভিন্ন বিভাগকে যে অনুরোধ কবিয়াছিলেন, তাহার কিরূপ উত্তর পাওয়া গিয়াছে তাহা এখনও জানা যায় নাই। এই সঙ্গে কর্ম্মচারীদের বেতনের হাব সম্বন্ধেও ভারত গবর্ণমেণ্ট বিবেচনা করিতেছেন বলিয়া প্রকাশ।

সৈন্যদল ভাঙ্গিয়া দেওয়া সম্বন্ধে বিবেচনা—সৈন্যদল ভাঙ্গিয়া দেওয়া সম্বন্ধে 'হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ডের' দিল্লীব সংবাদদাতা জানাইতেছেন যে, প্রতিমাসে সম্ভবতঃ ৪৫ হাজার লোককে ছাড়াইযা দেওযা হইবে এবং এই ভাবে লোক ছাড়িয়া যুদ্ধ-পূর্ব্ব অবস্থায় পৌঁছিতে তিন হইতে চারি বৎসর সময় লাগিবে। প্রকাশ, শীঘ্রই বহু ভাবতীয সৈন্যকে সুদূর প্রাচ্যে 'দখলকারী সৈন্য' হিসাবে প্রেবণ করা হইবে। অফিসার ছাঁটাই নাকি খুব কমই হইবে। কারণ, তাঁহাদেব অধিকাংশেরই অন্যান্য বিভাগে কাজের সংস্থান করিয়া দেওয়া হইতেছে বলিয়াও প্রকাশ। প্রধানতঃ অফিসারগণের কাজের সংস্থানের জন্যই নাকি পেট্রোল রেশনিং ও অন্যান্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা এখনও অনির্দ্দিষ্টকাল রাখা হইবে। আবও প্রকাশ যে, যুদ্ধের সময়ে যে সকল বিশেষজ্ঞ নিয়োগ করা হইয়াছে, কোন একটা ছুতায তাঁহাদের চাকরী বজায বাখা হইতেছে। ভারত গবর্ণমেণ্ট সৈন্য বিভাগের লোক ছাঁটাই বা সৈন্যদল ভাঙ্গিযা দেওয়া সম্বন্ধে এখনও কোন সুনির্দ্দিষ্ট নীতি প্রকাশ করেন নাই বলিযাও উক্ত সংবাদদাতা জানাইয়াছেন।

কলিকাতায় অপরিশ্রুত জল—কলিকাতা কর্পোরেশনের ওয়াটাব ওয়ার্কসের এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার মিঃ পি সি গুপ্ত এক বিবৃতিতে জানাইতেছেন যে, ১০ই সেপ্টেম্বব হইতে অপরিশ্রুত জল সরবরাহের ব্যবস্থার উন্নতির চেষ্টা করা হইবে। চব্বিশ ঘণ্টা ধরিয়া পূর্ণচাপে সমস্ত পাম্প ব্যবহৃত হইবে এবং জলের অবৈধ অপব্যয়ের বিরুদ্ধে বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন কবা হইবে। প্রতি গৃহে ঘুরিযা ঘুবিযা পাইপ প্রভৃতি ঠিক আছে কিনা দেখা হইবে। কর্পোরেশনের কর্ম্মচারিগণ উক্ত কার্য্যে জনসাধারণের সহযোগিতা আশা করেন বলিযাও মিঃ পি সি গুপ্ত উক্ত বিবৃতিতে উল্লেখ কবিয়াছেন।

মজুত ও অতিলাভকারীদের দণ্ড—কলিকাতা সহবে এবং সহবতলীতে চোবাবাজাব বন্ধের উদ্দেশ্যে কলিকাতা পুলিশেব এন্‌ফোর্সমেণ্ট ব্রাঞ্চ বিভিন্ন স্থানে খানাতল্লাস করিযা গত আগষ্ট মাসে মজুত এবং অতিলাভ করার অভিযোগে ৮ শত ৬৫ জনেব বিরুদ্ধে মামলা দাযের কবে। এই খানাতল্লাসের সময় পুলিশ কতকগুলি অনমুমোদিত গুদামের সন্ধান পায়। পুলিশ ২০ মণ খাদ্যশস্য, ৮ গাঁইট কাটা কাপড় এবং ১৫ হাজাব জোড়া ধুতি ও শাড়ী উদ্ধাব করে। আসামীদেব সকলকেই পুলিশ চালান দেয় এবং বিভিন্ন কোর্টে মামলা দাযেব হয়। বিভিন্ন কোর্টে ৫ শত ৮টি মামলাব বিচাব হয। তন্মধ্যে আগষ্ট মাসে ৪ শত ৮৬টি মামলায় আসামীদের দণ্ড হয। এই সকল মামলায মোট ১৯ হাজার ৬ শত ৪৯৲ টাকা জবিমানা হয।

মহাদেব দেশাই স্মৃতিরক্ষা ভাণ্ডার—গুজবাট হইতে মহাদেব দেশাই স্মৃতিরক্ষা ভাণ্ডাবে গত ৩১শে আগষ্ট পর্য্যন্ত মোট ৯ লক্ষ টাকা সংগৃহীত হইযাছে।

ভারত ও বৃটেনের শিল্প প্রতিষ্ঠান—বোম্বাইযেব সাম্প্রতিক সংবাদে প্রকাশ যে, সঙ্ঘবদ্ধ কতিপয় ভারতীয় ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান ও অনুরূপভাবে সঙ্ঘবদ্ধ কতিপয বৃটিশ-প্রতিষ্ঠানেব মধ্যে প্রতিদানমূলক বাণিজ্যিক ভিত্তিতে এক বন্দোবস্ত হইয়াছে। এই বন্দোবস্ত অনুসারে কতিপয় বিশিষ্ট বৃটিশ শিল্প-প্রতিষ্ঠান নাকি যুদ্ধোত্তর উন্নযনেব অঙ্গ হিসাবে ভারতে মোটবগাড়ী, বিমান, বেতাবের যন্ত্রপাতি এবং অন্যান্য পণ্য উৎপাদনেব সুযোগ ও সুবিধা দান কবিবেন।

সংবাদ সেন্সরের ব্যবস্থা রহিত—নযা দিল্লীর সাম্প্রতিক সংবাদে প্রকাশ যে, সংবাদ সেন্সব করাইবার ব্যবস্থা গত ৭ই সেপ্টেম্বব হইতে রহিত করা হইয়াছে।

রাশিয়ার সঙ্গে যুদ্ধে জাপানী সৈন্যের হতাহতের সংখ্যা—মস্কো বেতারে সম্প্রতি ঘোষণা করা হইয়াছে যে, গত ৮ই আগষ্ট রাশিযা জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা কবার পর হইতে মাঞ্চুরিয়া রণাঙ্গনে জাপানের ৬ লক্ষ ৭৪ হাজাব সৈন্য হতাহত ও বন্দী হয়। মাঞ্চুরিয়া রণাঙ্গনে যে সকল সমরোপকরণ হস্তগত করা হইয়াছে তাহাব মধ্যে ৯ শত ২৫ খানা বিমান, ৩ শত ৭৭ খানা ট্যাঙ্ক ও ১ হাজার ২ শত ২৫টি কামান ছিল বলিযাও উক্ত বেতারে ঘোষণা করা হইয়াছে।

কলিকাতা কেন্দ্রের ভোটদাতাগণের তালিকা—জানা গিয়াছে যে, ১৭ই সেপ্টেম্বব (অদ্য) বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের কলিকাতাকেন্দ্রেব ভোটদাতাগণের তালিকা প্রকাশিত হইবে। কলিকাতার চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট কলিকাতা-কেন্দ্রের রিটার্নিং অফিসার বলিয়াও জানা গিয়াছে।

কলিকাতায় মৃত্যুসংখ্যা—কলিকাতায় ম্যালেরিয়া রোগে মৃত্যুসংখ্যা হঠাৎ বৃদ্ধি পাইয়াছে। গত ৮ই সেপ্টেম্বর যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, সেই সপ্তাহে ৪৯ জন ম্যালেরিয়া বোগে মারা গিয়াছে, কিন্তু উহার পূর্ব্ব সপ্তাহে ৩৩ জন ম্যালেরিয়ায় মারা গিযাছিল। গত ৮ই সেপ্টেম্বর যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, সেই সপ্তাহে ২৫ শত ৯৭ জন নানাবিধ কারণে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে, উহার পূর্ব্ব সপ্তাহে নানাবিধ কাবণে মৃত্যুমুখে পতিত হইযাছিল ৬ শত ৯১ জন। গত বৎসর উক্ত সপ্তাহে নানাবিধ কাবণে মৃত্যুমুখে পতিত হইযাছিল ৮শত ৩৯ জন।

পূর্ব্বাঞ্চলে খাদ্যপরিস্থিতি পর্য্যালোচনা—নয়াদিল্লীব সাম্প্রতিক সংবাদে প্রকাশ যে, চাউল সরবরাহ, চাউলের মূল্য এবং খাদ্যপরিস্থিতি সম্পর্কিত সমস্যার পর্য্যালোচনা করিবার জন্য আগামী ২২শে সেপ্টেম্বর কলিকাতা মহানগরীতে আসাম, বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যা গবর্ণমেণ্টেব প্রতিনিধিদের এক সভা হইবে। ভারত গবর্ণমেণ্টের খাদ্যসচিব সভাপতির আসন গ্রহণ করিবেন বলিযা প্রকাশ।

রেলওয়ের ভাড়াবৃদ্ধির জনরব—নয়াদিল্লী হইতে সম্প্রতি প্রকাশিত এক সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে জানান হইয়াছে যে, রেলওয়ে বোর্ড আগামী ১লা

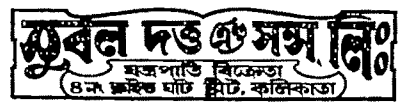

রোগীর শুশ্রূষায়..

রোগের অকল্যাণের মধ্য দিয়ে সেবাব্রতের কল্যাণময় রূপটী ফুটে ওঠে। এই ব্রত সফল করবার জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ আমরা তৈরী করি।

আমাদের তৈরী
রবার ক্লথ • হট ওয়াটার ব্যাগ্ • আইস্ ব্যাগ্ • এয়ার রিং ও কুশন্ • রবারের এপ্রণ • দস্তানা ইত্যাদি

COMARTS

বেঙ্গল ওয়াটারপ্রুফ ওয়ার্কস্ (১৯৪০) লিঃ
AKB/1 কলিকাতা • নাগপুর • বোম্বাই

দি ষ্টক এক্সচেঞ্জ এসোসিয়েশন অব বেঙ্গল লিঃ

৫৭নং রাধাবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ফোনঃ ক্যাল—৪৩৭২

শেয়ার বিকি-কিনির ব্যাপারে আমাদের এসোসিয়েশনের সদস্যগণের মারফতে কাজ-কারবার করিবার জন্য অনুরোধ জ্ঞাপন করা যাইতেছে। ছোট ছোট লগ্নীকারিগণের অনুরোধে আমাদের সদস্যগণ পূর্ব্ব মুদ্রিত তালিকাভুক্ত শেয়ার ছাড়াও ইণ্ডিয়ান আয়রণ প্রতি ১০ খানার লট-এ কাজ কারবার করিতেছেন।

সদস্যগণের নামের তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

বেঙ্গল শেয়ার ডিলার্স সিণ্ডিকেট লিঃ,
১২নং চৌরঙ্গী স্কোয়ার, কলিকাতা।

শেয়ার এক্সচেঞ্জ কর্পোরেশন লিঃ,
৫৭নং রাধাবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ঘোষ গুপ্ত এণ্ড কোং,
২নং রয়েল এক্সচেঞ্জ প্লেস, কলিকাতা।

বিনয়কুমার মুখার্জ্জি,
২০০।২এ, রাসবিহারী এভেনিউ, কলিকাতা।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া ষ্টক এণ্ড শেয়ার ডিলার্স সিণ্ডিকেট লিঃ, রয়েল এক্সচেঞ্জ প্লেস, কলিকাতা।

চৌধুরী এণ্ড কোং,
১৪নং শাঁখারীপাড়া রোড, কলিকাতা।

ইনভেষ্টমেণ্ট এক্সচেঞ্জ,
২৫সি, সোয়ালো লেন, কলিকাতা।

পি, সি, দত্ত (ব্যাঙ্কার্স) লিঃ,
৩২নং সোয়ালো লেন, কলিকাতা।

শৈলেশ মৈত্র,
২৮, আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা।

দ্বিজেন্দ্রকুমার চ্যাটার্জ্জি,
১০৯।৫নং সর্দ্দার শঙ্কর রোড, কলিকাতা।

সুশীলচন্দ্র দাশগুপ্ত,
১৮৭, ল্যান্সডাউন রোড, কলিকাতা।

প্রফুল্লচন্দ্র সেনগুপ্ত,
৪১।১৩, রসা রোড (সাউথ), কলিকাতা।

বিনয়রঞ্জন দাশগুপ্ত,
পি-৩, শশিভূষণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

অসিতরঞ্জন দাশগুপ্ত,
পি-৩, শশিভূষণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

জ্ঞানেন্দ্রমোহন সাহা,
৪৭।এ, বলরাম মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

যতীন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, C/o. মজুমদার ব্রাদার্স,
৮নং সানিয়াৎ সেন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ভবেশচন্দ্র গুহ রায়,
৩১।২, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

সত্যেন্দ্রকৃষ্ণ তালুকদার,
৪১।২এ, বদ্রিদাস টেম্পল ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সুনীতকুমার দত্ত,
৯বি, নবীন কুণ্ডু লেন, কলিকাতা।

সমরেন্দ্রনাথ দাস,
১২বি, রাজা কালীকিষণ লেন, কলিকাতা।

জিতেন্দ্রনাথ মিত্র চৌধুরী,
১৪নং শাঁখারীপাড়া রোড, কলিকাতা।

এস্, সি, বাগচী এণ্ড কোং,
১০নং পাঁচু খানসামা লেন, কলিকাতা।

ভূপেন্দ্রনাথ দেব রায়,
৪-এন, নন্দরাম সেন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

পৃথ্বীশচন্দ্র বাগচী, জলপাইগুড়ি।

ভবতোষ গুপ্ত,
৩৫সি, চেতলা সেণ্ট্রাল রোড, কলিকাতা।

জ্ঞানেন্দ্রকুমার নিয়োগী,
১০১বি, রাসবিহারী এভেনিউ, কলিকাতা।

কুসুমকুমার নন্দী, C/o. ইষ্টার্ণ ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিঃ, ১৪নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

এ, সি, নিয়োগী এণ্ড কোং, C/o. অমরেন্দ্রনাথ দত্ত, কান্তিবাবু লেন, বাঁকুড়া।

সুধাংশুকুমার মিত্র,
পোঃ ইলাসিন, জিলা ময়মনসিংহ।

নিত্যেন্দ্রনাথ মিত্র চৌধুরী,
C/o. চৌধুরী এণ্ড কোং, জলপাইগুড়ি।

অন্নদাকুমার সাহা, জলপাইগুড়ি।

সীতানাথ দে, ৩৩নং গোবিন্দদাস রোড, ঢাকা।

শেয়ার ডিলার সিণ্ডিকেট,
৬০বি, কেশব সেন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সুনীলকুমার দাশগুপ্ত,
২এ, দুর্গাচরণ চাটার্জ্জি লেন, কলিকাতা।

বিনোদ চৌধুরী,
৫৭নং রাধাবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ফিদালিয়াল গ্যারাণ্টী ট্রাষ্ট লিঃ,
১৬নং ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ইউনাইটেড ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক লিঃ,
১৬নং ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

এ, কে, চক্রবর্ত্তী,
২৮নং কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

জে, এন, দাশগুপ্ত,
২১সি, একডালিয়া প্লেস, কলিকাতা।

কে, পি, গুহ রায়,
৪৭।১ সি, শ্যামপুকুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ঘটক ব্রাদার্স, ৬-এম, রাজা অপূর্ব্বকৃষ্ণ লেন, কাশীপুর, কলিকাতা।

জে, এম, মুখার্জ্জি,
পি-১৬২এ, সাদার্ণ এভেনিউ, কলিকাতা।

পি, গাঙ্গুলী, ১২, চৌরঙ্গী স্কোয়ার, কলিকাতা।

এস, গাঙ্গুলী,
২০, ষ্টেশন লেন, ঢাকুরিয়া, ২৪ পরগণা।

আর, চাটার্জ্জি,
১২, চৌরঙ্গী স্কোয়ার, কলিকাতা।

এম, চাটার্জ্জি,
পি-৩২১নং কবির রোড, কলিকাতা।

এস, এন, ব্যানার্জ্জি,
৫।১১, ল্যান্সডাউন প্লেস, কলিকাতা।

দীনেশচন্দ্র গাঙ্গুলী,
২০নং ষ্টেশন রোড, ঢাকুরিয়া, ২৪ পরগণা।

রাজেন্দ্রলাল দত্ত, বাঁকুড়া।

বি, গাঙ্গুলী,
৪০, সদানন্দ রোড, কালীঘাট, কলিকাতা।

এম, মুখার্জ্জি, C/o. অরুণগোপাল পাল, ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক লিঃ, ৮নং লায়ন্স রেঞ্জ, কলিকাতা।

সন্তোষকুমার ব্যানার্জ্জি,
৩২১, কবির রোড, কলিকাতা।

মণীন্দ্রনাথ বিশ্বাস, C/o. ব্লাণ্ডি এণ্ড কোং,
৮৪নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

রমেশচন্দ্র ঘোষ,
৮৫।২, মস্‌জিদবাড়ী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ইণ্ডিয়ান কেপিট্যাল ট্রাষ্ট লিঃ,
৪৪।৪৬, ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

প্রসাদ ব্যানার্জ্জি,
৫৮।২, সিকদার বাগান ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

নীতীশচন্দ্র গুহ, ১১৮, বিবেকানন্দ রোড, কলিকাতা। সুইট নং ১ ও ৭।

কে, সি, ঘোষ, ৬২।এ, সদানন্দ রোড, কলিকাতা।

বি, এন, রক্ষিত, সাঁতরাগাছি, হাওড়া।

হিমাংশু রায়,
৪৭-বি, গড়িয়াহাট রোড, কলিকাতা।

বীরেন্দ্রনাথ চাটার্জ্জি, C/o. মার্চ্চেণ্টস্ ইউনিয়ন লিঃ, ২১এ, ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ষ্টক ব্রোকার্স লিঃ,
২১এ, ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

এন, নিয়োগী এণ্ড কোং,
১০১বি, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা।

আর, কে, দত্ত, C/o. মডেল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া লিঃ, ২৫, সোয়ালো লেন, কলিকাতা।

এস, এম, গাঙ্গুলী,
৯২, চৌরঙ্গী স্কোয়ার, কলিকাতা।

এম, আর, লস্কর,
১২, চৌরঙ্গী স্কোয়ার, কলিকাতা।

ফণিভূষণ রায়, C/o. ডি, কে, চাটার্জ্জি
২১এ, ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শিবেন্দ্রমোহন ব্যানার্জ্জি,
৬নং তারা রোড, কালীঘাট, কলিকাতা।

তপন মুখার্জ্জি,
পি-৩৩৮, মুদিয়ালী রোড, কলিকাতা।

এন, সি, গাঙ্গুলী এণ্ড কোং,
পি ২৭০।২এ, সাহানগর, কালীঘাট, কলিঃ।

মনোমোহন চাটার্জ্জি,
ঢাকুরিয়া, দাশপাড়া, ২৪ পরগণা।

রণদাচন্দ্র মজুমদার, ৯, মহারাজ ঠাকুর রোড, ঢাকুরিয়া, ২৪ পরগণা।

ক্যালকাটা শেয়ার এণ্ড ষ্টক ডিলার্স এসোসিয়েশন, ২নং ডালহাউসী স্কোয়ার, ইষ্ট, কলিকাতা।

যোগেন্দ্রনাথ দেবগুপ্ত,
৮৪, ল্যান্সডাউন রোড, কলিকাতা।

অতুলগোবিন্দ সরকার,
২৩বি, পণ্ডিত রোড, কলিকাতা।

শান্তিলাল ঘোষ,
২০১, আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা।

এন, ডি, গুপ্ত এণ্ড কোং,
১নং ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শান্তিব্রত রায়,
১।১৪, প্রিন্স গোলাম মহম্মদ রোড, কলিকাতা।

অসিতকুমার গুপ্ত,
১৪, বেলতলা রোড, কলিকাতা।

হরেন্দ্রময় ঘোষ,
৪৫, হিন্দুস্থান পার্ক, কলিকাতা।

সর্ব্বকালী ব্যানার্জ্জি,
২।৭৯, কাঁকুলিয়া রোড, কলিকাতা।

পুলিনকৃষ্ণ মিত্র, ৩১, ফরিয়াপুকুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা

জে, সি, চক্রবর্ত্তী,
৭নং সোয়ালো লেন, কলিকাতা।

সিটী ইনভেষ্টমেণ্ট কর্পোরেশন লিঃ,
৭নং সোয়ালো লেন, কলিকাতা।

ইণ্টারন্যাশনাল শেয়ার ডিলার্স লিঃ,
৮।২, হেষ্টিংস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মাখনলাল সমদ্দার,
পি ৩২৫এ, কবির রোড, কলিকাতা।

আর, কে দত্ত, ৭৪, আমহার্ষ্ট রো, কলিকাতা।

হরিপদ বিশ্বাস, বি, এস্-সি, বি-এল
৮৪এ, রসা রোড (সাউথ), কলিকাতা।

রায় এণ্ড কোং, ১৪নং দম্‌দম্ রোড।

রঞ্জিৎ মুখোপাধ্যায়,
২৫, সোয়ালো লেন, কলিকাতা।

ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং,
৭নং ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

রায় মল্লিক এণ্ড কোং,
২২নং ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

নিরঞ্জন দস্তিদার,
C/o. পি, কে, বসু, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

সাজেদ আলী, C/o. এইচ ঘোষ, ২৭ডি, জীবনকৃষ্ণ মিত্র রোড, কলিকাতা।

হিন্দুস্থান শেয়ার ডিলার্স লিঃ,
২২নং মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড, কলিকাতা।

সেনগুপ্ত এণ্ড কোং,
৩১নং দুর্গাচরণ ডাক্তার রোড, কলিকাতা।

সিংহ এণ্ড কোং,
৫০নং সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

এস, চাটার্জ্জী, প্রেসিডেণ্ট। এ, সি, ঘটক, সেক্রেটারী।

অক্টোবর হইতে রেলওয়ের ভাড়াবৃদ্ধি করিতে মনস্থ করিয়াছেন বলিয়া কোন কোন সংবাদপত্রে যে খবর প্রকাশিত হইযাছে, তাহার মূলে কোন সত্য নাই।

পৃথিবীর বৃহত্তম দূরবীক্ষণ যন্ত্র—ক্যালিফোর্ণিযার সাম্প্রতিক সংবাদে প্রকাশ যে, ২ শত ইঞ্চি দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট পৃথিবীর বৃহত্তম দূরবীক্ষণ যন্ত্রের নির্ম্মাণকার্য্য ১৯৪৭ সালের জুন মাসের মধ্যে কোন সময়ে সম্পূর্ণ হইয়া যাইবে। ক্যালিফোর্ণিযা ইনষ্টিটিউট অব টেকনোলজির উদ্যোগে ১৯২৮ সালে ইহার নির্ম্মাণকার্য্য আরম্ভ হয়। কিন্তু যুদ্ধের জন্য ইহার নির্ম্মাণকার্য্য স্থগিত থাকে। আগামী নবেম্বর মাস হইতে পুনরায় এই যন্ত্র তৈযারীর কার্য্য আরম্ভ হইবে বলিয়াও প্রকাশ।

সিকিউরিটি বন্দীর মুক্তি—বাংলা গবর্ণমেণ্টের এক সাম্প্রতিক বিবৃতিতে প্রকাশ যে, গত ২৭শে আগষ্ট হইতে ৭ই সেপ্টেম্বরের মধ্যে ২ শত ২২ জন সিকিউবিটি বন্দীকে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে। তাঁহাদের মধ্যে দুইজন রাজবন্দী (ষ্টেট প্রিজনার)। ৭ই সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত মোট ১ হাজাব ১ শত ৯০ জন সিকিউরিটি বন্দীকে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে বলিযাও উক্ত বিবৃতিতে উল্লেখ করা হইযাছে।

পাট-চাষের চূড়ান্ত পূর্ব্বাভাষ—১৯৪৫ সালের পাটচাষের চূড়ান্ত পূর্ব্বাভাষ আগামী ১৮ই, ১৯শে, ২০শে ও ২১শে সেপ্টেম্বব বেলা ৪ টাব সময় এবং ২২শে তাবিখ বেলা বারটার সময় রাইটার্স বিল্ডিংসের পশ্চিমের বারান্দায় টাঙ্গাইয়া দেওয়া হইবে।

ঘিয়ের পরিত্যক্ত অংশ—মাখন জ্বাল দিয়া ঘি তৈয়ারী করাব সময় ঘি ছাকিযা লওয়ার পব পাত্রে যে তলানি পড়িয়া থাকে তাহা উৎকৃষ্ট পশু-খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হইতে পারে বলিয়া প্রমাণিত হইযাছে বলিযা প্রকাশ। বাঙ্গালোরে সরকাবী পশুপালন-গবেষণা ভবনে পরীক্ষায় দেখা গিয়াছে যে, ঘি তৈয়ারী কবাব পর পাত্রে যে তলানি পডিযা থাকে তাহা উৎপন্ন ঘিয়ের শতকরা প্রায ৭ হইতে ১০ ভাগ। এই তলানিটা সাধারণতঃ ফেলিযাই দেওয়া হয। উহাতে, প্রতি বৎসর প্রায ২৩ লক্ষ মণ ঘি নষ্ট হইযা যায় বলিযা প্রকাশ। এই তলানি গরুর খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হইতে পারে। পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, ঘিয়ের এই তলানি ঘন করিয়া দুগ্ধবতী গাভীকে দৈনিক ৪ পাউণ্ড হিসাবে খাওয়াইলেও কোন ক্ষতি হয না। ববং উহাতে দুধের পরিমাণ আরও বাডিযা যায, জানা গিয়াছে। বাছুরকে উহা খাওয়াইলে নাকি উহারা খুব তাডাতাড়ি বাডিয়া উঠে।

খাদ্যবস্তুর সাপ্তাহিক মান—সম্প্রতি প্রকাশিত এক বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ, ভারত গবর্ণমেণ্টেব আর্থিক উপদেষ্টা সর্ব্বভারতীয় ভিত্তিতে (১৩৩৯ সালেব আগষ্ট মাসের শেষ সপ্তাহ=১০০ এই মূল হিসাব ধরিয়া) খাদ্য বস্তুব যে পাইকারী মান নির্ণয করিয়াছেন, তাহাতে দেখা যায যে, গত ২৫শে আগষ্ট পর্য্যন্ত এক সপ্তাহে উহা ২৩৯.৭ ছিল পূর্ব্ব সপ্তাহে ছিল ২৩৯.২। আলোচ্য সপ্তাহে চাউল, গম প্রভৃতি খাদ্যশস্যের দাম অপরিবর্ত্তিত থাকিলেও, ডাইলেব মূল্য ১ পয়েণ্ট কমিযাছে এবং অন্যান্য খাদ্যদ্রব্যেব মূল্য ১ পয়েণ্ট বাডিয়াছে।

শত্রুদেশে আটক ভারতীয়গণ সম্পর্কে অর্ডিনান্স জারি—যুদ্ধের দরুণ অনেক ভাবতীয় শত্রুকবলিত দেশে আটক থাকিতে বাধ্য হইযাছিলেন। ভারতে তাঁহারা কোন মামলা-মোকদ্দমায জড়িত হইলে তাঁহাদেব হইয়া মোকদ্দমা চালাইবার অধিকার কাহারও ছিল না। তাঁহাদেব এই সব অসুবিধা দূর করার উদ্দেশ্যে ভারত গবর্ণমেণ্ট গত ৮ই সেপ্টেম্বব এক অর্ডিনান্স জারি কবিযাছেন। এই অর্ডিনান্সে উল্লেখ কবা হইয়াছে যে, মোকদ্দমায় স্বপক্ষ সমর্থনের জন্য আদালতে হাজির হওয়ার শেষ তারিখ সম্পর্কে যে আইন আছে তাহা এই সকল ব্যক্তির পক্ষে ঘটিবে না এবং তাঁহারা যতদিন শত্রু-অধিকৃত দেশে আটক ছিলেন সেই সময়টুকু মোকদ্দমায হাজির হওয়ার শেষ তারিখের মেয়াদ হইতে বাদ দেওযা হইবে। প্রকাশ, যুদ্ধ হঠাৎ শেষ হইয়া যাওয়ায় এবং আগামী ১লা অক্টোবর হইতে কেন্দ্রীয় আইন সভার বর্ত্তমান কার্য্যকাল শেষ হইবে বলিয়া স্থির হওয়ায় এই অর্ডিনান্স জারি করা হইয়াছে।

সাদার্ণ ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস—১৪, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ফোন—ক্যাল ৫৯৮৯

ব্রাঞ্চ—বড়বাজার, শ্যামবাজার, ভবানীপুর, বসিরহাট, খুলনা ও পাটনা

সুবিধাজনক সর্ত্তে গভর্ণমেণ্ট ও মিলিটারী বিলের উপর টাকা ধার দেওয়া হয়।

সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

চেয়ারম্যান—মিঃ দেবেন্দ্রনাথ মুখার্জ্জি, মেয়র, কলিকাতা কর্পোরেশন।

১৯৫৯-৬১র

৩%

দ্বিতীয়

ভিক্টরি লোন

সম্বন্ধে কয়েকটি কথা

প্রথম ৩% ভিক্টরি লোন (১৯৫৭)-এ এগার মাসেরও কম সময়ে ১১২ কোটি টাকার উপর জমা হবার পর, এই ঋণ গ্রহণ ১৯৪৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে বন্ধ হয়।

প্রথম ভিক্টরি লোনের মতই সুবিধাজনক সর্তে ৩% দ্বিতীয় ভিক্টরি লোন প্রবর্তিত হ'লো এবং জারি থাকবে যতদিন পর্যন্ত না সরকারী বিজ্ঞাপনের দ্বারা এই ঋণ গ্রহণ বন্ধ হয়।

আপনার ব্যাঙ্কারকে লিখলেই তাঁরা সব বন্দোবস্ত করে দেবেন। তা না হ'লে, বোম্বাই, কলিকাতা, মাদ্রাজ, দিল্লী ও কানপুরের রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার অফিসে, কিংবা ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের যে কোনো শাখা অফিসে, কিংবা ট্রেজারিতে এই উদ্দেশ্যে লিখুন।

আয়কর বাদ দিয়ে শতকরা তিন টাকা হারের সুদ ১৫ই অগস্ট ও ১৫ই ফেব্রুয়ারি আপনার ঠিকানায় পাঠানো হবে। এই ঋণে আপনি যথেচ্ছ পরিমাণ টাকা খাটাতে পারবেন। এতে আপনার মূলধন সম্পূর্ণ নিরাপদ। ১৫ই অগস্ট ১৯৫৯ ও ১৫ই অগস্ট ১৯৬১র মধ্যে আপনার টাকা ফেরত পাবেন।

এ-ছাড়া হস্তান্তরের বাধা না থাকায়, আপনি যে কোনো সময়ে এই লোন বণ্ড বিক্রি ক'রে আপনার টাকা ফেরত পাবেন। এই বেলা দরখাস্ত করুন।

যাঁদের আয়কর দিতে হয় না, কিংবা অপেক্ষাকৃত কম হারে দিতে হয়, তাঁরা এই ঋণের সুদের উপর বার্ষ আয়করও ফেরত পাবেন।

AAA 222

আপনার সহযোগ

১৯৫৯-৬১র

৩%

দ্বিতীয়

ভিক্টরি লোন-এ

নিয়োগ করুন

'ফিনান্স ডিপার্টমেণ্ট, গভর্নমেণ্ট অব ইণ্ডিয়া কর্তৃক প্রচারিত

বিদেশ হইতে সূতা-আমদানীকারীদের প্রতি নির্দ্দেশ—গত ৮ই সেপ্টেম্বর ইণ্ডিয়া গেজেটে প্রকাশিত এক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, বিদেশ হইতে সূতা-আমদানীকারীদের এখন হইতে আমদানী সূতার বিস্তারিত বিবরণ ও পরিমাণ এবং আমদানীর খরচা জানাইয়া রেজেষ্ট্রি করা খামে বোম্বাইয়ের টেক্সটাইল কমিশনারের নিকট পাঠাইতে হইবে। কণ্ট্রোলারের নিকট হইতে আমদানী খরচাসংক্রান্ত সার্টিফিকেট পাওয়ার পর দুই সপ্তাহের মধ্যে ব্যবসায়িগণকে এই বিবরণী দাখিল করিতে হইবে। উক্ত বিজ্ঞপ্তিতে আরও উল্লেখ করা হইয়াছে যে, টেক্সটাইল কণ্ট্রোলারের অনুমোদিত ক্রেতা ছাড়া সূতা-আমদানীকারিগণ অপর কোন ব্যক্তির নিকট সূতা বিক্রয় করিতে পারিবেন না। তবে কণ্ট্রোলারকে জানাইবার পর ২৮ দিনের মধ্যে এই সম্পর্কে কোন নির্দ্দেশ না আসিলে আমদানীকারী তাঁহার মাল বিক্রয় করিতে পারিবেন। কিন্তু উক্ত ক্রেতার নাম, ঠিকানা পূর্ব্বে কণ্ট্রোলারকে জানাইতে হইবে। কণ্ট্রোলার বলিতে প্রাদেশিক বস্ত্রনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার ভারপ্রাপ্ত প্রধান অফিসারকেই বুঝাইবে। বোম্বাই, কলিকাতা, মাদ্রাজ ও করাচী বন্দরের কণ্ট্রোলারদের ঠিকানা নিম্নে দেওয়া হইল :—

বোম্বাই—প্রভিনশিয়াল টেক্সটাইল কণ্ট্রোলার, কালাচৌকি, প্যারেল, বোম্বাই।

কলিকাতা—ডিরেক্টর অব টেক্সটাইলস্ ২১, চিত্তরঞ্জন এভেনিউ, কলিকাতা।

মাদ্রাজ—প্রভিনশিয়াল টেক্সটাইল কমিশনার, রেকর্ড অফিস, মাদ্রাজ।

করাচী—ডিরেক্টর অব সিভিল সাপ্লাইজ এবং চীফ কণ্ট্রোলার অব প্রাইসেস্, সিন্ধু প্রদেশ, বোম্বে লাইফ এসিওরেন্স, বিশ্বশক্তি, করাচী।

আণবিক শক্তিযোগে ট্রেন চলাচল—ইউনাইটেড ষ্টেটস্ বিসার্চ্চ ডেভেলপমেণ্ট কোম্পানীর চীফ ইঞ্জিনিয়ার মিঃ রালফ লুকাস্ ঘোষণা করিয়াছেন যে, আণবিক শক্তির সাহায্যে পরিচালনাযোগ্য ইঞ্জিন শীঘ্রই প্রস্তুত করা হইবে।

সিঙ্গাপুরে নূতন ডক-প্রতিষ্ঠা—প্রকাশ, সিঙ্গাপুরে নৌ-ঘাঁটি পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য তিন বৎসর ধরিয়া নৌ-দপ্তরের যে গোপন পরিকল্পনা চলিতেছিল তাহা এখন কার্য্যে পরিণত করা হইতেছে। ভারতবর্ষে কয়েক মাস পূর্ব্বে ৫০ হাজার টনের যে ভাসমান ডকটি তৈয়ারী হইয়াছে, তাহা এখন মালয়ে টানিয়া লইয়া যাওয়া হইবে বলিয়াও প্রকাশ।

ভারতের প্রথম বৃটিশ হাই-কমিশনার—লণ্ডনের সাম্প্রতিক সংবাদে প্রকাশ যে, ভারতের প্রথম বৃটিশ হাই-কমিশনাররূপে ওয়াকিবহাল মহলে ভারতের বর্ত্তমান অর্থসচিব স্যার আর্চ্চিবল্ড রোনাল্ডের নাম উল্লেখ করা হইয়াছে।

সৈন্যদিগকে ভোটের অধিকার দান—প্রকাশ, ভারত গবর্ণমেণ্ট স্থির করিয়াছেন যে, ভারতীয় সৈন্যেরা ইচ্ছা করিলে তাহাদের নির্ব্বাচন এলাকায় ভোট দিতে পারিবে। বর্ত্তমান নিয়মানুসারে যাহারা ১২০ দিনের বেশী নিজের বাড়ীতে অনুপস্থিত তাহাদের ভোট দানের ক্ষমতা থাকে না। প্রকাশ, ভারতবর্ষে যাহারা যুদ্ধ করিবার জন্য বা যুদ্ধ সংক্রান্ত কার্য্যে নিজ নিজ বাড়ীতে অনুপস্থিত, তাহাদের সম্বন্ধে এই নিয়মের ব্যতিক্রম করা হইয়াছে।

বাংলায় চিনির উৎপাদন—খাদ্য ও বস্ত্রের ব্যাপারে বাংলার অভাব যাহাই থাকুক, চিনি উৎপাদন ব্যাপারে বাংলা আগাইয়াই চলিয়াছে। ১৯৪৩ সালে ১১ হাজার টন ও ১৯৪৪ সালে ১৩ হাজার টন চিনি উৎপাদিত হইয়াছিল; ১৯৪৫ সালে ৩৩ হাজার টন উৎপাদিত হইয়াছে এবং ইহার ফলে বাংলা এক্ষণে ইক্ষু গবেষণার জন্য প্রায় ১ লক্ষ টাকা পাইবার অধিকারী হইয়াছে বলিয়াও প্রকাশ। বর্ত্তমান বৎসর বাংলার জন্য ১ লক্ষ ৪৩ হাজার টন চিনি বরাদ্দ করা হইয়াছে, ইহার অর্দ্ধেকই কলিকাতার জন্য বরাদ্দ। প্রকাশ, কলিকাতার মোট বরাদ্দের অর্দ্ধেকই কলিকাতার মিষ্টান্নের দোকান, চায়ের দোকান প্রভৃতির জন্য (এষ্টাব্লিসমেণ্টসমূহের) নির্দ্দিষ্ট করা হইয়াছে।

বাংলায় বস্ত্রের বরাদ্দ বৃদ্ধি—প্রকাশ যে, বাংলায় মাথাপিছু বস্ত্রের যে বরাদ্দ করা হইয়াছিল তাহা ১০ গজ হইতে বৃদ্ধি করিয়া ১২ গজ করা হইয়াছে। আগামী ১লা অক্টোবর হইতে ঐ বর্দ্ধিত বরাদ্দ ব্যবস্থা কার্য্যকরী হইবে বলিয়াও প্রকাশ। সম্প্রতি বোম্বাইয়ে প্রাদেশিক টেক্সটাইল কমিশনারদের সম্মেলনে এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে। বাংলার পক্ষ হইতে মিঃ টুলী এই সম্মেলনে যোগদান করিয়াছিলেন।

সিন্ধু প্রদেশে বস্ত্রের বরাদ্দ বৃদ্ধি—সিন্ধু প্রদেশের বেসামরিক সরবরাহ বিভাগীয় টেক্সটাইল কমিশনার মিঃ বি আর প্যাটেল সম্প্রতি জানাইয়াছেন যে, এই প্রদেশে মাথাপিছু বস্ত্রের বরাদ্দ শতকরা ৫০ ভাগ বর্দ্ধিত করা হইয়াছে এবং উহার ফলে প্রত্যেকে বৎসরে ১২ গজ বস্ত্রের পরিবর্ত্তে এখন হইতে ১৮ গজ করিয়া বস্ত্র পাইবে।

মাদ্রাজে বস্ত্রের বরাদ্দ বৃদ্ধি—সম্প্রতি বোম্বাইয়ে প্রাদেশিক টেক্সটাইল কমিশনারদের

খুকী ও খুসি

অমনি কি আর এত হাসি ?
কারণটা হচ্ছে

ল্যাকটোজেন

ছোট খোকা-খুকুদের যেটা বিধিদত্ত খাদ্য সেটাতে মাঝে-মাঝে টান পড়ে যায়, তখুনি ল্যাক্টোজেনের ডাক পড়ে। ল্যাক্টোজেনের নিজস্ব প্রস্তুতপ্রণালীতে এমন একটি জিনিষের সৃষ্টি হয় যার সঙ্গে মাতৃস্তন্যের তফাৎ প্রায় কিছুই নেই। এর মধ্যেকার ননী-ছানার উপকরণগুলি এতই হাল্কা যে, খোকা-খুকুরা সেগুলিকে অত্যন্ত সহজে হজম ক'রে নিজেদের প্রয়োজনীয় পুষ্টি সংগ্রহ ক'রে সুস্থ-সবল হয়ে উঠতে পারে। এই জন্যেই যেসব খোকা-খুকুদের জন্যে ল্যাক্টোজেন ব্যবস্থা করা হয় তারা সুনিয়মে বাড়তে পায় আর বেশ খুসি মেজাজে থাকে।

আপনার বাচ্চাটি ঠিকমত বাড়ছে না বা বেশ হাসি-খুসি নয় এমন যদি হয় ত তার জন্যে ল্যাক্টোজেনের ব্যবস্থা করুন।

"ল্যাকটোজেন মাদার বুক"-এ প্রসূতিদের জন্যে নানা প্রয়োজনীয় খবর আছে। 'নেসলস্, পোষ্ট বক্স ৩৯৩, কলিকাতা,' এই ঠিকানায় চার আনার ডাক টিকিট পাঠালেই আপনাকে এক কপি পাঠানো হবে।

PS—NL—3

যে বৈঠক হয় তাহার ফলে দক্ষিণ অঞ্চলে (মাদ্রাজ) মাথাপিছু বৎসরে ১০ গজের পবিবর্ত্তে ১২ গজ করিযা বস্ত্র বরাদ্দ করিবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হইযাছে বলিয়া জানা গিয়াছে।

প্রবাসী বাঙ্গালীদের বিভিন্ন সমস্যা—প্রবাসী বাঙ্গালীদেব বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে আলোচনার্থ প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন এবং বিহাব বাঙ্গালী সম্মেলনের সম্মিলিত উদ্যোগে কলিকাতায় বাংলাব বাহিরের বিশিষ্ট ব্যক্তিদেব এক বিশেষ সম্মেলন আহ্বান করাব জন্য আয়োজনাদি করা হইতেছে বলিযা জানা গিয়াছে। প্রকাশ, আগামী অক্টোবব মাসের প্রথম সপ্তাহে উক্ত সম্মেলনেব অনুষ্ঠান হইবার সম্ভাবনা। বাংলার বাহিবের প্রত্যেক প্রদেশের বাসিন্দা বিশিষ্ট প্রবাসী বাঙ্গালীদেব উক্ত সম্মেলনে প্রতিনিধিরূপে যোগদানার্থ আমন্ত্রণ কবা হইবে বলিয়াও প্রকাশ।

কলিকাতায় নিষ্প্রদীপের পূর্ব্বাবস্থা ফিরিয়া আসার সম্ভাবনা—কয়েক মাস পূর্ব্বে কলিকাতার নিষ্প্রদীপ ব্যবস্থা তুলিয়া লওয়া হইলেও অদূব ভবিষ্যতে কলিকাতায় নিষ্প্রদীপের স্বাভাবিক পূর্ব্বাবস্থা ফিরিয়া আসাব কোন সম্ভাবনা নাই বলিয়া প্রকাশ। পূর্ব্বে কলিকাতার রাজপথসমূহ আলোকিত রাখার যে ব্যবস্থা ছিল, যথেষ্ট পরিমাণ কয়লা না পাওয়ার দরুণ সেই ব্যবস্থার পুনরাবর্ত্তন করা বর্ত্তমানে নাকি সম্ভব নহে! কলিকাতা কর্পোবেশন প্রতি মাসে ২ কোটি কিউবিক ফুট গ্যাস এবং উপযুক্ত পবিমাণ বৈদ্যুতিক শক্তি সরবরাহেব অনুমতি প্রদানের জন্য বাংলা গবর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন কবিয়াছিলেন। প্রকাশ, এই বিষয়ে বাংলা গবর্ণমেণ্টের অনুমতি এখনও পাওয়া যায় নাই। কলিকাতার মিউনিসিপ্যাল অঞ্চলে নিষ্প্রদীপ ব্যবস্থার সময়ে ১৷৷ লক্ষ কিউবিক ফুট গ্যাস ববাদ্দ ছিল। বর্ত্তমানেও তাহাই আছে, জানা গিয়াছে। নিষ্প্রদীপ ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হওযার পূর্ব্বে কলিকাতায় গ্যাসবাতির সংখ্যা ১৮ হাজার এবং বৈদ্যুতিক আলোব সংখ্যা ৬ হাজাব ছিল। নিষ্প্রদীপের সময গ্যাসবাতি ও বৈদ্যুতিক আলোর সংখ্যা কমাইয়া যথাক্রমে ১১ হাজার এবং ২ হাজার করা হয়। নিষ্প্রদীপ ব্যবস্থা তুলিয়া লওয়ার পর গ্যাসবাতিব সংখ্যা ১২ হাজাব করা হয। কিন্তু বৈদ্যুতিক আলোর সংখ্যা বাডান হয় নাই। বাত্রি ১০ ঘটিকা পর্য্যন্ত গ্যাস ও বৈদ্যুতিক আলো এবং শুক্লপক্ষের ৬ দিন বৈদ্যুতিক আলো এবং ১০ হইতে ১২ দিন পর্য্যন্ত গ্যাসবাতি জ্বালান সম্পর্কে যে বিধিনিষেধ ছিল তাহাও এখন পর্য্যন্ত বলবৎ আছে বলিযা প্রকাশ।

মস্কো-আমেরিকা বিমান চলাচল—রয়টারেব বিশেষ সংবাদদাতা জানাইতেছেন যে, সোভিয়েট ফ্যাক্টরীসমূহে বেসামরিক অধিবাসীদের চলাচলেব জন্য বহু যাত্রিবাহী বিমান নির্ম্মিত হইতেছে। উক্ত বিশেষ সংবাদদাতা আরও জানাইতেছেন যে, বহু নূতন বিমানপথ খোলা হইযাছে। তন্মধ্যে মস্কো-আমেবিকা বিমান পথই বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

জাতীয় পরিকল্পনা কমিটির বৈঠক—১৭ই সেপ্টেম্বব জাতীয় পরিকল্পনা কমিটির এক বিশেষ বৈঠক অনুষ্ঠিত হইবে। উক্ত কমিটির চেযারম্যান পণ্ডিত জহরলাল নেহরু পুণায কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে যোগদানের পর এই বৈঠকে যোগদান করিবেন বলিয়া আশা করা যায়।

কলিকাতায় আলুর দাম—বাংলা সরকারের কৃষি বিভাগের এক সরকাবী বিজ্ঞপ্তিতে বলা হইয়াছে যে, কলিকাতার বাজারে সম্প্রতি আলুর যে মূল্যবৃদ্ধি হইয়াছে, প্রদেশের সঞ্চিত ভাণ্ডাব নিঃশেষ হইয়া যাওয়াই তাহার কারণ। বাংলা সবকার এইরূপ অবস্থা হইবে বুঝিতে পারিয়া আসাম ও মাদ্রাজ হইতে আলু আমদানীর ব্যবস্থা করিযাছেন। শিলং হইতে বর্ত্তমানে আলু আসিতেছে এবং কলিকাতাব প্রায় ২ শত খুচরা দোকান হইতে সেরপ্রতি ৷৷৵০ আনা দরে বিক্রয হইতেছে। প্রতি ক্রেতার নিকট দৈনিক অর্দ্ধসের

বাংলার বস্ত্র-শিল্পের অগ্রদূত

মোহিনী মিলস্ লিঃ

এই মিলের

বস্ত্রাদির জনপ্রিয়তার কারণ ব্যবহারেই বোধগম্য হইবে।

১নং মিল	২নং মিল
কুষ্টিয়া (নদীয়া)	বেলঘরিয়া (২৪ পরগণা)

ম্যানেজিং এজেণ্টস্ :—চক্রবর্ত্তী সন্স এণ্ড কোং

পোঃ কুষ্টিয়া বাজার (নদীয়া)

দি ট্রিনিটি মিউচুয়াল এ্যাসিওরেন্স কোং

লিমিটেড—(বোম্বাই)

কোম্পানীর সমুদয় লভ্যাংশ কেবলমাত্র বীমাকারিগণই পাইবার অধিকারী।
বীমাকর্ম্মীদের সর্ত্ত অতীব সুবিধাজনক।

বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা ও আসামের চীফ এজেণ্ট

রায় এণ্ড সন্স

৮৪-এ, ক্লাইভ ষ্ট্রীট : : কলিকাতা।

পোষ্ট বক্স—জি, পি, ও, ১৩৪ ফোন—ক্যালঃ ৬১৩৩

নিরাপদ, নির্ভরযোগ্য ও লাভজনকভাবে

টাকা খাটাইতে চাহেন?

ল্যাণ্ড ট্রাষ্ট অব ইণ্ডিয়ার

স্থায়ী আমানতে জমা রাখুন।

সুদের হার

৩ মাসের জন্য	২½%	৫ ও ৬ বৎসরের জন্য	৫%
৬ ,, ,,	৩%	৭ বৎসরের জন্য	৫⅛%
৯ ,, ,,	৩½%	৮ ,, ,,	৫¼%
১ ও ২ বৎসরের জন্য	৪½%	৯ ,, ,,	৫⅜%
৩ ও ৪ ,,	৪⅝%	১০ ,, ,,	৬%

নিরাপত্তা?

- আমরা কাশী, কলিকাতা ও উহার উপকণ্ঠে লক্ষ লক্ষ টাকা মূল্যের মূল্যবান জমি খরিদ করিয়াছি।
- ভারতের প্রতিটি বৃহৎ শিল্পপ্রধান নগরীতে মূল্যবান জমি খরিদের পরিকল্পনা ক্রমশঃ কার্য্যকরী করা হইতেছে।
- কোম্পানীর প্রারম্ভ হইতেই নিয়মিত লভ্যাংশ দেওয়া হইতেছে।

এই কোম্পানীর কিছু ফরফিটেড শেয়ার শতকরা মাত্র ১০৲ প্রিমিয়ামে পাওয়া যাইতে পারে।

বিশদ বিবরণের জন্য লিখুন :—
ম্যানেজিং ডিরেক্টর—

ল্যাণ্ড ট্রাষ্ট অব ইণ্ডিয়া

লিমিটেড

ফোন : ক্যাল ১৪৬৪-৬৫ গ্রাম—Aryoplants.

"শেয়ার ডিলার্স হাউস"

১২, চৌরঙ্গী স্কোয়ার, * * * কলিকাতা।

করিয়া বিক্রয় হইতেছে। মাদ্রাজ সরকারও বাংলাদেশে কিছু আলু রপ্তানী করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন। আগষ্ট মাসের জন্য ২ শত টন আলু বরাদ্দ করা হইয়াছে। আশা করা যায়, শীঘ্রই ইহা কলিকাতায় আসিয়া পৌছিবে।

গৃহনির্ম্মাণে সাহায্য—বাংলা সরকার গৃহনির্ম্মাণ করিবার জন্য দশ লক্ষ টাকা দান করিতে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ। যাঁহাদের বাড়ী তৈরীর নিজেদের জমী আছে এবং যাঁহারা ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষে সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছেন তাঁহাদিগকেই এই সাহায্য করা হইবে। সরকারী সাহায্যে পরিচালিত প্রতিষ্ঠানসমূহে যে সব নিঃস্ব রহিয়াছে তাহাদিগের পুনর্ব্বসতির উদ্দেশ্যেও এই টাকার কিছু অংশ ব্যয় করা

ভারতীয় শিল্প—যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থিত ভারতীয় সাপ্লাই মিশন-এর ভূতপূর্ব্ব প্রধান কর্ম্মচারী মিঃ কে সি মহীন্দ্র সম্প্রতি বলিয়াছেন যে, বিশ্বের রাষ্ট্রসমূহের অদূর ভবিষ্যতেই ঋণ-ইজারা, ষ্টার্লিংসম্পদ, ডলারপুল ইত্যাদি সমস্যার সমাধান করিতে হইবে। মিঃ মহীন্দ্র আরও বলিয়াছেন যে, ওয়াশিংটনে আলোচনারত ইঙ্গ-মার্কিন ব্যক্তিগণ সম্পর্কে তাঁহার ধারণা হইতে তিনি মনে করেন যে, শীঘ্রই এই সব সমস্যার সমাধান হইবে। তাঁহার মতের পরিপোষক হিসাবে তিনি প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট ও মিঃ চার্চ্চিল এর নাম উল্লেখ করিয়াছেন। প্রেঃ রুজভেল্ট নাকি ঋণ-ইজারা সম্পর্কে বলিয়াছেন যে, "ইহা সকলের জন্যই এক এবং একের জন্য সব"। এই সম্পর্কে মিঃ চার্চ্চিল বলেন, "ইহা ইতিহাসে সর্ব্বাপেক্ষা নিষ্কলঙ্ক ঘটনা।" ভারতীয় শিল্পসমূহের ভবিষ্যৎ এবং এই উদ্দেশ্যে ইঙ্গ-মার্কিন সাহায্য সম্পর্কে তাঁহাকে প্রশ্ন করা হইলে মিঃ মহীন্দ্র বলেন যে, ভবিষ্যৎ আশাপ্রদ।

মহীশূরে মোটর নির্ম্মাণের আধুনিক কারখানা—বাঙ্গালোরের সাম্প্রতিক সংবাদে প্রকাশ যে, বাঙ্গালোরে শীঘ্রই মোটর নির্ম্মাণের একটি আধুনিক কারখানা প্রতিষ্ঠিত হইবে। মহীশূর গবর্ণমেণ্টের শিল্প সচিব শ্রীযুক্ত এল সিদ্দাপ্পা সম্প্রতি জয়চামা রাজেন্দ্র শিল্প বিদ্যালয়ের ছাত্র সমিতির এক সভায় সভাপতিত্ব করার সময় ইহা ঘোষণা করেন। স্যার সি ভি রমণ উক্ত সভার উদ্বোধন করেন। মিঃ সিদ্দাপ্পা আরও ঘোষণা করেন যে, রেডিও সেট নির্ম্মাণের জন্য মহীশূরে শীঘ্রই আর একটি কারখানা প্রতিষ্ঠিত হইবে। এই সম্পর্কে ইংলণ্ডের ফিলকো রেডিও কর্পোরেশনের মিঃ বেনেট মহীশূর রাজ্যে রেডিও শিল্প প্রতিষ্ঠাকল্পে মহীশূরের দেওয়ান শ্রীযুক্ত এন মাধব রাওয়ের সহিত সম্প্রতি সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন।

ষ্ট্যালিনগ্রাড নগরী পুনর্নির্ম্মাণ—মঃ ষ্ট্যালিন সম্প্রতি ষ্ট্যালিনগ্রাডের সম্পূর্ণ পুনর্নির্ম্মাণের এক পরিকল্পনা মঞ্জুর করিয়াছেন। উক্ত পরিকল্পনানুযায়ী ৬০ কোটি রুবল ব্যয় হইবে বলিয়া প্রকাশ।

বৃটিশ-পর্ত্তুগীজ বাণিজ্য—১৯৪৪ সালে পর্ত্তুগাল বৃটেন হইতে ৩ কোটী ১৭ লক্ষ ৭৩ হাজার পাউণ্ডের মাল আমদানী করে; ঐ সময়ে পর্ত্তুগাল বৃটেনে রপ্তানী করিয়াছিল ২ কোটী ৬২ লক্ষ ১২ হাজার পাউণ্ড মূল্যের পণ্য।

প্রীভি কাউন্সিলের ভারতীয় সংস্করণ—লণ্ডনের সাম্প্রতিক সংবাদে প্রকাশ, বৃটিশ প্রীভি কাউন্সিলের এক ভারতীয় সংস্করণ প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা রহিয়াছে। সাধারণ নির্ব্বাচনের পর ভারতের সকল অংশ হইতে জনসাধারণের আস্থাভাজন প্রতিনিধিগণকে লইয়া নাকি আলোচ্য প্রীভি কাউন্সিলের ভারতীয় সংস্করণ গঠিত হইবে। ভারতের বিভিন্ন সমস্যা পর্য্যালোচনা করিয়া সেগুলি সমাধানের উপায় নির্দ্ধারণই আলোচ্য প্রীভি কাউন্সিলের কর্ত্তব্য হইবে বলিয়া প্রকাশ।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রার মিঃ জে সি চক্রবর্ত্তী ছুটি লওয়ায় তাঁহার স্থলে সাময়িকভাবে কাজ করিবার জন্য সহকারী রেজিষ্ট্রার মিঃ এস কে দত্ত নিযুক্ত হইয়াছেন।

প্ল্যাষ্টিক ও কাঠের অনুকল্প উৎপাদন—বাংলার শিল্প বিভাগের ডিরেক্টর ডাঃ এ করিম কচুরিপানা হইতে প্ল্যাষ্টিক এবং কাঠের অনুকল্প উৎপাদনের জন্য যে প্রক্রিয়ার উদ্ভাবন করিয়াছেন, গবর্ণমেণ্টের তত্ত্বাবধানে সেই প্রক্রিয়ায় ব্যাপকভাবে কচুরিপানা হইতে প্ল্যাষ্টিক ও কাঠের অনুকল্প উৎপাদন করা হইলে ব্যবসায় হিসাবে তাহা কিরূপ সাফল্যলাভ করিতে পারে, তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিবার জন্য বাংলা গবর্ণমেণ্ট অষ্ট্রেলিয়ার বৈজ্ঞানিক এবং শিল্প গবেষণা বিভাগের অবণ্যজাত দ্রব্যের

"সত্যিকারের উদীয়মান যাঁরা . . . রয়েল ইণ্ডিয়ান এয়ার ফোর্স-এর বৈমানিকেরা শুধু যে বিমানচালনা করতেই জানেন তা নয়, তাঁদের অন্য গুণও আছে। সব গুণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ গুণ সাহস—চল্‌তি কথায় যাকে আমরা বলি 'বুকের পাটা'; তা এদের যথেষ্ট পরিমাণে আছে।

এ ছাড়া এদের বুদ্ধিমত্তা, কাজের গুরুদায়িত্ব এবং দেশের ও নিজেদের ভবিষ্যৎ উন্নতির জন্য এদের প্রচেষ্টা—এ সব দিক বিচার করলে সহজেই বুঝতে পারবেন ভারতের উদীয়মান যুবসম্প্রদায়ের মধ্যে এরাই সবচেয়ে সেরা কেন। যে-কোনো রিক্রুটিং অফিসারের কাছ থেকে আবেদনের নিয়মাবলী পাবেন।

AAA 82

ভারপ্রাপ্ত শাখার প্রধান কর্ত্তা মিঃ ষ্ট্যানলী ও ক্লার্ককে বাংলায় আসিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন। মিঃ ক্লার্ক সম্প্রতি কলিকাতায় আসিয়া পৌছিয়াছেন। প্রকাশ, কলিকাতা এবং ইহার চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী অঞ্চলে প্রাথমিক জরীপ সমাপ্ত করিবার পর মিঃ ক্লার্ক ডাঃ করিমের সহিত ঢাকা, ময়মনসিংহ, মালদহ, ফরিদপুর, ত্রিপুরা এবং আর যে সমস্ত জেলায় কচুরিপানার সমস্যা অতিশয় প্রবল সেই সমস্ত জেলা পরিভ্রমণ করিতে বহির্গত হইবেন।

নিউজ প্রিণ্টের বরাদ্দ বৃদ্ধি—নয়া দিল্লীর গত ১৪ই সেপ্টেম্বরের এক সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ যে, ভারত-গভর্ণমেণ্ট ১৯৪৫ সালের ১লা অক্টোবর হইতে সমস্ত সংবাদপত্রের বর্ত্তমান নিউজ প্রিণ্টের বরাদ্দের পরিমাণ আরও এক-চতুর্থাংশ বৃদ্ধি করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

গ্রন্থাগারিক বৃত্তি শিক্ষা—গ্রন্থাগারিক বৃত্তি শিক্ষা দেওয়ার জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় যে ডিপ্লোমা কোর্স প্রবর্ত্তন করিয়াছেন, ১৪ জন শিক্ষার্থী লইয়া তাহার কাজ আরম্ভ হইয়াছে। এক বৎসরের জন্য এই শিক্ষা দেওয়া হইবে। মোট ১৫ জন শিক্ষার্থীকে ভর্ত্তি করার ব্যবস্থা হইয়াছে। হোষ্টেলে স্থানাভাব দরুণ এই বৎসর মফঃস্বলের কোন ছাত্র ভর্ত্তি করা হয় নাই। শিক্ষার্থিগণের অনেকেই এম-এ পাশ অথবা গ্রন্থাগারের কাজে অভিজ্ঞ। ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীর সঙ্গে সহযোগিতায় শিক্ষার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

ভারতীয় কেমিষ্ট ও ড্রাগিষ্ট ফেডারেশন—সম্প্রতি নয়াদিল্লীতে ভারতীয় কেমিষ্ট ও ড্রাগিষ্ট ফেডারেশনের কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির এক সভা হইয়া গিয়াছে। দেশের বর্ত্তমান অবস্থা আলোচনা করিয়া সভায় এই অভিমত প্রকাশ করা হয় যে, ১৯৪৫ সালের ভেষজ নিয়ন্ত্রণ আইন এখন আর বলবৎ রাখিবার প্রয়োজন নাই। উহা সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাহার করিয়া পূর্ব্বের বাতিল লাইসেন্সগুলি ফিরাইয়া দিবার জন্য গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করা হয়।

বে-আইনী বস্ত্র আমদানী—নাগপুরের সাম্প্রতিক সংবাদে প্রকাশ, গত দুই মাসের মধ্যে বেরারের একটিমাত্র সহর হইতে ১ শত বেল বস্ত্র কলিকাতায় রপ্তানী করা হইয়াছে। ইহার মূল্য প্রায় ৮০ হাজার টাকা। সামান্যভাবে সুতা দ্বারা সেলাই করিয়া ইহাকে তৈরী মালের আকার দেওয়া হয়। গন্তব্যস্থানে পৌছিলে সুতা সহজেই খুলিয়া ফেলা চলে। তখন এই সকল বস্ত্র উচ্চ দরে বিক্রয় হয়। প্রকাশ, কলিকাতার কয়েকজন ব্যবসায়ী এই ব্যাপারে অর্থ জোগাইতেছেন। সম্প্রতি এই উদ্দেশ্যে তাঁহারা নাকি নাগপুরেও আসিয়াছিলেন। প্রকাশ, নাগপুর ও ইতোয়ার হইতেও এইরূপ ১ শত ২৫ বেল মাল পশ্চিমের নানা সহরে ও বোম্বাইয়ে প্রেরণ করা হইয়াছে। ৪ লক্ষ গজেরও বেশী বস্ত্র এইভাবে অন্তর্হিত হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

সরিষার তৈলের রেশন—বাংলা গবর্ণমেণ্টের অসামরিক সরবরাহ বিভাগের এক বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ যে, ১৯৪৫ সালের আগামী ১লা অক্টোবর হইতে কলিকাতা, হাওড়া, বালী-বেলুড, টালীগঞ্জ, গার্ডেনরীচ এবং সাউথ সুবার্বন মিউনিসিপ্যাল এলাকায় সরিষার তৈলের রেশন প্রবর্ত্তিত হইবে।

মূল্য কমিল !!!

হোমিওপ্যাথিক ঔষধ, মাদার টিংচার, স্পিরিট, সুগার অব্ মিল্ক, বাইওকেমিক ট্রিটুরেশন ও ট্যাবলেট, গ্লোবিউল, ব্ল্যাঙ্ক ট্যাবলেট, ডিস্‌কেট, শিশি, কর্ক, আলকালকা টনিক, সিনেরেরিয়া মেরিটিমা (সাক্কাস,) মেল্লোলা টনিক, ট্যাবলেট ইত্যাদি।

মূল্য তালিকা বিনামূল্যে।

প্রস্তুতকারক : হোমিওপ্যাথিক পাবলিশিং কোং

ল্যাবরেটরী, ফ্যাক্টরী ও প্রধান অফিস—৪২,৫৬ ও ৫৭, সাউথ এণ্ড পার্ক, বালিগঞ্জ, কলিকাতা

কলিকাতা ব্রাঞ্চ : ১৭২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট ও ৩৯, ক্লাইভ ষ্ট্রীট।

বেনারস ব্রাঞ্চ : গোধুলিয়া, বেনারস সিটি, ইউ, পি।

কাশি এবং আনুষঙ্গিক উপসর্গ নিরাময় করে

নোকাফ

বাসক, কণ্ঠকারি প্রভৃতি শ্লেষ্মা নাশক উপাদানে প্রস্তুত এই ঔষধ সকল প্রকার সর্দ্দি কাসি সম্পূর্ণ নিরাময় করে।

ক্যালকাটা কেমিক্যাল

নিউ ষ্ট্যাণ্ডার্ড ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস :—কুমিল্লা

অনুমোদিত মূলধন	১,০০,০০,০০০৲
বিলিকৃত ও বিক্রীত মূলধন	২০,০০,০০০৲
আদায়ীকৃত মূলধন	১৭,৭০,০০০৲ টাকার উপর
রিজার্ভ ফাণ্ড	৩,০০,০০০৲

শাখাসমূহ

ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলেজ ষ্ট্রীট, বালীগঞ্জ, শ্যামবাজার, ময়মনসিংহ, ফরিদপুর, টাঙ্গাইল, আসানসোল, বর্দ্ধমান, খুলনা, শিলচর, সিলেট, শিলং, তিনসুকিয়া, জোড়হাট, ছাতক, রাঁচী, জব্বলপুর ও এলাহাবাদ।

এজেন্সী :—ভারতের বড় বড় ব্যবসাকেন্দ্রে।

কুমিল্লা ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন লিঃ

হেড অফিস :—কুমিল্লা স্থাপিত—১৯১৪

মূলধন

অনুমোদিত—	৩,০০,০০,০০০৲	
বিলিকৃত ও বিক্রীত—	১,০০,০০,০০০৲	
আদায়ীকৃত—	৫৪,০০,০০০৲	উপর
রিজার্ভ ফাণ্ড—	২৫,০০,০০০৲	উপর

শাখাসমূহ—কলিকাতা, হাইকোর্ট, বড়বাজার, দক্ষিণ কলিকাতা, নিউ মার্কেট, হাটখোলা, ডিব্রুগড়, চট্টগ্রাম, জলপাইগুড়ি, বোম্বাই-মান্দভি (বোম্বাই), দিল্লী, কানপুর, লক্ষ্ণৌ, বেনারস, পাটনা, ভাগলপুর, কটক, হাজিগঞ্জ, ঢাকা, নবাবপুর, নারায়ণগঞ্জ, নিতাইগঞ্জ, বরিশাল, বালকাটী, চাঁদপুর, পুরাণবাজার, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, বাজার ব্রাঞ্চ (কুমিল্লা)।

লণ্ডন এজেণ্ট :—ওয়েষ্টমিনষ্টার ব্যাঙ্ক লিমিটেড।

নিউইয়র্ক এজেণ্ট :—ব্যাঙ্কার্স ট্রাষ্ট কোং অব নিউইয়র্ক।

অষ্ট্রেলিয়ান এজেণ্ট :—ন্যাশন্যাল ব্যাঙ্ক অব অষ্ট্রেলেশিয়া লিঃ।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর :—মিঃ এন, সি, দত্ত, এম-এল-সি।

জাতীয় ব্যাঙ্ক

লিমিটেড

হেড অফিস : ৭, সোয়ালো লেন, কলিকাতা।

ছাপাশাড়ী বিক্রয়—ডিরেক্টর অব টেক্সটাইল, বেঙ্গল জানাইতেছেন যে, ১৯৪৫ সালে বেঙ্গল কটন ক্লথ আইনানুযায়ী যে সকল খুচরা দোকানের লাইসেন্স আছে, সেই সমস্ত দোকান মিলে প্রস্তুত শাড়ী হাতে ছাপাইয়া বিক্রয় করিতে পারিবে। কিন্তু প্রতি শাড়ীর মূল্য ৭৷৷০ টাকার বেশী হইবে না। 'ক্লথ রেশন' বা অন্য দোকানও এই শাড়ী বিক্রয় করিতে পারিবে।

সরিষার তেলের পাইকারী বিক্রয়—বাংলা গবর্ণমেণ্টের অসামরিক সরবরাহ বিভাগের সম্প্রতি প্রকাশিত এক বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ যে, ১৭ই সেপ্টেম্বর হইতে (ক) বাংলার ডিরেক্টার জেনারেল অব ফুড অথবা তাঁহার পক্ষে সরবরাহ বিভাগের (সরিষার তেল) সহকারী ডিরেক্টারের লিখিত ডেলিভারি অর্ডার ব্যতীত, (খ) অথবা রেশনিংএর কণ্ট্রোলার অথবা তৎকর্ত্তৃক ভারপ্রাপ্ত কোন অফিসারের 'অনুমতি পত্র' ব্যতীত কলিকাতা শিল্পাঞ্চলে সরিষার তৈলের কোন পাইকারী ব্যবসায়ী (মিলের মালিকসমেত) তাহাদের গুজুত সরিষার তেল বিক্রয় করিতে পারিবেন না অথবা অন্যভাবে হস্তান্তর করিতে পারিবেন না। এই সঙ্গে আর একটি বিজ্ঞপ্তিতে বাংলার ডিরেক্টর জেনারেল অব ফুড অথবা তাঁহার পক্ষে সরবরাহ বিভাগের সহকারী ডিরেক্টরের লিখিত পারমিট ব্যতীত কলিকাতা শিল্পাঞ্চল হইতে বাহিরে সরিষা অথবা সরিষার তৈল (১৭৷৷০ সের অথবা কম ওজনের এক টিনের চালানী ছাড়া) বাহিরে রপ্তানী নিষিদ্ধ করা করা হইয়াছে।

সপ্রু কমিটির রিপোর্ট—প্রকাশ, সপ্রু কমিটির রিপোর্ট বর্ত্তমান মাসের শেষাশেষি প্রকাশিত হইবে। ডাঃ এম, আর জয়াকর, স্যার জগদীশ প্রসাদ এবং স্যার এন, গোপালস্বামী আয়েঙ্গার পুণায় চূড়ান্তভাবে রিপোর্ট প্রস্তুত করিতেছেন। তাঁহারা নাকি রিপোর্টের কিয়দংশ ছাপাখানায় পাঠাইয়া দিয়াছেন। রিপোর্টে দশ কিংবা এগারটি অধ্যায় থাকিবে বলিয়াও প্রকাশ। পাকিস্থান, হিন্দু-মুসলিম ঐক্য প্রভৃতি সম্বন্ধে নাকি উক্ত রিপোর্টে বিশেষভাবে আলোচনা করা হইয়াছে। আরও প্রকাশ যে, কমিটির প্রাথমিক রিপোর্ট প্রকাশের পর এক নূতন অধ্যায় সংযোজিত হইয়াছে এবং উহাতে দেশের বর্ত্তমান রাজনৈতিক পরিণতি বিশেষ করিয়া সিমলা বৈঠক সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে।

বিশ্ব-বাণিজ্য সম্পর্কে গোপন দলিল—নিউইয়র্ক পোষ্ট সংবাদপত্রে সম্প্রতি প্রকাশ করা হইয়াছে যে, পৃথিবীর বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে একটি গোপনীয় দলিল তৈয়ার করা হইয়াছে। উহাকে ভিত্তি করিয়াই নাকি আন্তর্জ্জাতিক সম্মেলনে আলোচনা হইবে। উক্ত পত্রিকার অর্থ-নীতি বিভাগীয় সম্পাদক এই সম্পর্কে লিখিয়াছেন, "মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র একটি গোপন দলিল তৈয়ার করিয়াছে। সম্মিলিত রাষ্ট্র কর্ত্তৃক একটি স্থায়ী আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান গঠন করার প্রস্তাব এই দলিলে রহিয়াছে। উক্ত প্রতিষ্ঠান ভবিষ্যতে ব্যবসায় বাণিজ্য ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করিবে।"

বৃটেনের অন্ন-বস্ত্র সমস্যা—ওয়াশিংটনের সংবাদে প্রকাশ, আগামী শীতকালে বৃটেনকে অন্ন ও বস্ত্র যোগাইবার জরুরী সমস্যাটি গত ১৩ই সেপ্টেম্বর হইতে ওয়াশিংটনে আলোচিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। ওয়াশিংটনে বৃটিশ কর্ম্মচারীরা এই সম্পর্কে বলেন যে, অত্যন্ত দ্রুততার সহিত তাঁহাদিগকে আলোচনা চালাইতে হইতেছে। এই সম্পর্কে তাঁহারা আরও বলেন যে, বৃটেনের শীত-কালীন সরবরাহ ব্যবস্থাকে যদি বিশেষভাবে বিপন্ন করিয়া না তুলিতে হয়, তবে এক সপ্তাহের মধ্যেই এই সম্বন্ধে একটা স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছিতে হইবে।

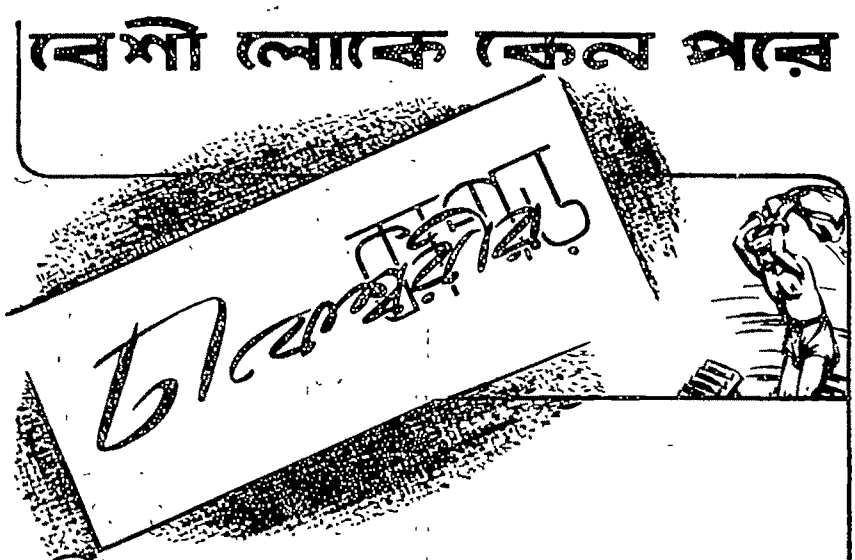

১। অনেক বেশী খোপ সইতে পারে—কথায় বলে জিভের ডগায় তরকারীর স্বাদ। একথা এখন সবাই জানেন যে ঢাকেশ্বরীর কাপড় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তুলা থেকে তৈরী হয়; সূতাগুলির টান সইবার ক্ষমতাও অসাধারণ; প্রত্যেকখানা কাপড়ের প্রতি বর্গইঞ্চিকে যতগুলি সূতা দেওয়া হয় তত সূতা সাধারণতঃ সব কাপড়ে থাকেনা; বেশী ধোলাই আর ইস্ত্রি করলে কাপড়ের চাকচিক্য বাড়া সত্ত্বেও পরমায়ু কমে বলে যতটুকু না করলে নয় শুধু ততটুকু করা হয়। সূতা কাটা, কাপড় বোনা প্রভৃতি কাজ করে বিশেষভাবে শিক্ষিত, সুদক্ষ সব কর্ম্মীরা অতিশয় আধুনিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে। কিন্তু এসব কিছুর মোট ফল কি হয়? তা ঢাকেশ্বরীর তৈরী কাপড় কাচানোর ব্যাপারেই বুঝতে পারবেন। যে কাপড় যত বেশীবার কাচানো যায় সে কাপড়ই তত বেশী টেকসই। লক্ষ্য করলে দেখতে পাবেন ঢাকেশ্বরীর কাপড় সাধারণ কাপড়ের চাইতে অনেক বেশীবার কাচানো চলে। তাইত বলি—

যে কখানা ঢাকেশ্বরীর কাপড় আপনার আছে, তাই বিশেষ যত্ন করে পরুন; রেননা বর্ত্তমান অবস্থায় যত চান তত ঢাকেশ্বরীর কাপড় জোগান সম্ভব নয়।

শতকরা ২৫ ভাগ বেশী পরতে হলে

কিনুন ঢাকেশ্বরী

ঢাকেশ্বরী কটন মিলস্ লিমিটেড

ম্যানেজিং ডিরেক্টার — শ্রী সূর্য্য কুমার বসু

DCB—25

কোম্পানী প্রসঙ্গ

ন্যাশনেল ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ

সম্প্রতি আমরা ন্যাশনেল ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর গত ১৯৪৪ সালের যে কার্য্যবিবরণী পাইয়াছি তাহা দৃষ্টে পূর্ব্ব বৎসরের তুলনায় আলোচ্য বৎসরে কোম্পানীটির সমূহ উন্নতির পরিচয় পাওয়া যায়। গত ১৯৪৩ সালে 'ন্যাশনেল' মোট ২ কোটি ৮০ লক্ষ টাকার নূতন বীমাপত্র প্রদান করিয়াছিল। ১৯৪৪ সালে কোম্পানী ৫ কোটি ৫৫ লক্ষ টাকার নূতন বীমার প্রস্তাব পাইয়াছিল। উহার মধ্যে শেষ পর্য্যন্ত মোট ৪ কোটি ৭৪ লক্ষ টাকার নূতন পলিসি বিতরিত হইয়াছে। এই নূতন বীমা বাবদ কোম্পানীর বাৎসরিক প্রিমিয়াম আয় ২৪ লক্ষ টাকা পরিমাণে বৃদ্ধি পাইবে। এক বৎসরে নূতন কাজের পরিমাণ এইভাবে বাড়িয়া যাওয়া কোম্পানীর পরিচালকদের কৃতিত্বের পরিচায়ক সন্দেহ নাই।

আলোচ্য বৎসরে প্রিমিয়াম বাবদ ৮৩ লক্ষ ১৭ হাজার টাকা, দাদনী তহবিল সুদ্ধ বাবদ ১৪ লক্ষ ১৫ হাজার টাকা ও অন্যান্য শ্রেণীর আয় লইয়া ন্যাশনেল ইন্সিওরেন্স (জীবনবীমা বিভাগের) মোট আয় দাঁড়ায় ১ কোটি ১ লক্ষ টাকার উপর। ব্যয়ের দিকে এবার পলিসির মিয়াদ পূর্ণ হওয়া বাবদ ২২ লক্ষ ৩১ হাজার টাকা ও পলিসি গ্রাহকদের মৃত্যু বাবদ ১৩ লক্ষ ৯৫ হাজার টাকা দাবী হয়। তাহা ছাড়া প্রত্যর্পণ মূল্য বাবদ দাবী দাঁড়ায় ৪ লক্ষ ৭ হাজার টাকা। অন্যান্য খরচপত্র বাদে এবার ৪ লক্ষ ৫৩ হাজার টাকা দাদনী তহবিলের মজুত তহবিলে নিয়োগ করা হয়, ৩০ লক্ষ ৩৫ হাজার টাকা জীবনবীমা তহবিলে নিয়োগ করা হয়। আলোচ্য বৎসরের শেষে কোম্পানীর ঐ দুই তহবিলের পরিমাণ যথাক্রমে ১৩ লক্ষ ৮৫ হাজার টাকা ও ৪ কোটি ৪৯ লক্ষ টাকা দাঁড়াইয়াছে। দাদনী তহবিলের নিরাপত্তার জন্য ১৩ লক্ষ ৮৫ হাজার টাকা মজুত রাখায় সেদিক দিয়া কোম্পানীটির নির্ভরযোগ্যতা ভালভাবেই প্রমাণিত হইতেছে।

আদায়ীকৃত মূলধন (৫ লক্ষ টাকা), জীবনবীমা তহবিল ও দাদনী তহবিলের জন্য মজুত তহবিল প্রভৃতি লইয়া ১৯৪৪ সালের শেষে ন্যাশনেল ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর মোট দায় দেখানো হইয়াছে ৫ কোটি ১৪ লক্ষ টাকা। ঐ দায়ের বদলে উপরোক্ত সময়ে কোম্পানীর যে সম্পত্তি (ভারতে) ছিল তাহার প্রধান প্রধান দফাগুলি এইরূপ :—

ভারত সরকারের সিকিউরিটি ২ কোটি ১৭ লক্ষ টাকা, প্রাদেশিক সরকারসমূহের সিকিউরিটি ৩৭ লক্ষ ৭৯ হাজার টাকা, মিউনিসিপ্যালিটি, পোর্ট ট্রাষ্ট সিকিউরিটি ৪৬ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা, ভারতীয় প্রতিষ্ঠানের (রেলওয়ে ব্যতীত) শেয়ার ৬৯ লক্ষ ১৮ হাজার টাকা, কোম্পানীর পলিসি বন্ধকে দাদন ৩৯ লক্ষ ৭৬ হাজার টাকা, ভারতে জমিবাড়ী ২৩ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা। এই সমস্ত বিবরণ দৃষ্টে কোম্পানীর তহবিল ভালভাবে নিয়োজিত রহিয়াছে বলিয়া বুঝা যায়। কৃতী ও লব্ধপ্রতিষ্ঠ বীমা ব্যবসায়ী মিঃ কে এম নায়ক ম্যানেজাররূপে ন্যাশনেল ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর কার্য্য পরিচালনা করিতেছেন। তাঁহার কর্ম্মনৈপুণ্যে কোম্পানীটি ভারতের বীমা ব্যবসায় ক্ষেত্রে বরেণ্য আসন লাভ করিয়াছে। আমরা এই কোম্পানীর উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি।

বগুড়া ব্যাঙ্ক লিঃ

সম্প্রতি কলিকাতায় ৩ নং ম্যাঙ্গো লেনে বগুড়া ব্যাঙ্ক লিমিটেডের একটি শাখা অফিস স্থাপন করা হইয়াছে। বগুড়া ব্যাঙ্কের ম্যানেজিং ডিরেক্টর অভিজ্ঞ আইনজীবী ও কৃতী ব্যবসায়ী শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার আচার্য্য এবং ঐ ব্যাঙ্কের সেক্রেটারী বাবু বীরেন্দ্রকুমার রায় সম্প্রতি কলিকাতা আসিয়া কলিকাতা শাখার কার্য্য সম্প্রসারণ সম্পর্কে সুব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। কতিপয় বিশিষ্ট ব্যক্তিকে নিয়া কলিকাতা শাখা অফিস পরিচালনার জন্য একটি স্থানীয় কমিটি গঠন করা হইয়াছে। অশ্বিনীবাবুর পুত্র শ্রীমান শরৎকুমার আচার্য্য, বি-এ, এই অফিসের এজেণ্ট নিযুক্ত হইয়াছেন। বগুড়া ব্যাঙ্ক লিমিটেড ইতিমধ্যেই যে সুনাম অর্জ্জন করিয়াছে, স্থানীয় কমিটি ও এজেণ্টের কার্য্য তৎপরতায় এই ব্যাঙ্কের কলিকাতা শাখাটি দিন দিন উন্নতির পথে অগ্রসর হইবে বলিয়া আমরা আশা করি।

কণ্টিনেণ্ট্যাল ব্যাঙ্ক অব এশিয়া লিমিটেড

চাঁদপুর মডেল ব্যাঙ্কের ম্যানেজিং ডিরেক্টর বিখ্যাত ব্যবসায়ী শ্রীযুক্ত স্বদেশ রঞ্জন দাশ কণ্টিনেণ্ট্যাল ব্যাঙ্ক অব এশিয়া লিমিটেডের ডিরেক্টর বোর্ডের চেয়ারম্যান নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। শ্রীযুক্ত দাশ ইতিপূর্ব্বেই বিভিন্ন ব্যবসায়ে বিশেষ সুনাম ও প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিয়াছেন। আমরা আশা করি, তাঁহার সুদক্ষ পরিচালনায় এই ব্যাঙ্কটীর উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি হইবে।

নূতন যৌথ কোম্পানী

রাণীগঞ্জ প্রপার্টিস লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ এ সি টমাস। রেজিষ্টার্ড অফিস—৬৮, ধর্ম্মতলা রোড, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—৫ লক্ষ টাকা। কয়লার খনির মালিক।

শিলং ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন লিঃ

হেড অফিস—শিলং
টেলি :—SHILLBANK
ফোন : শিলং—১৬৬

কলিকাতা ব্রাঞ্চ:—১৫নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট,
টেলি :—BANKSHILLO
ফোন : ক্যাল—৪৪৫৪

অন্যান্য শাখা—শ্রীহট্ট, হবিগঞ্জ, করিমগঞ্জ, গৌহাটী ও নওগাঁ (আসাম)।

শ্রীপ্রফুল্লকুমার চৌধুরী, ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

ইষ্ট বেঙ্গল ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস—নারায়ণগঞ্জ স্থাপিত—১৯২৩ কলিকাতা অফিস—১৭৬, ক্রস ষ্ট্রীট
ফোন : বড়বাজার—৯৮৭

পাটনা সিটি শাখা ১১ই জুলাই খোলা হইয়াছে।

অপরাপর শাখা—বরিশাল, ভৈরববাজার, কুমিল্লা, করিমগঞ্জ, মীরকাদিম, নিতাইগঞ্জ, পুরাণবাজার (চাঁদপুর), শিলচর, শ্রীহট্ট।

জেনারেল ম্যানেজার—কে, কে, পাল ম্যানেজিং ডিরেক্টর—এস, সি, সাহা।

সঞ্চয়-অপচয়

অপচয়ের সমস্যা সমাধানের নামই সঞ্চয়—সঞ্চিত অর্থে শুধু অপব্যয়ের হাত হ'তে রক্ষা পাওয়া যায় না—ইহা দুর্দ্দিনেও একান্ত বন্ধুর কাজ করে, অধিকন্তু জাতীয় শিল্প উন্নতিতে সাহায্য ক'রে দেশের আর্থিক উন্নতির পরিকল্পনায় জাতীয় কর্ত্তব্য পালন করে।

এই অপচয়ের সদ্ব্যবহার ক'রে কি ভাবে সঞ্চয়ী হ'তে পারেন সেই সুপরামর্শ দিতে পারে একটি সুপরিচালিত আর্থিক প্রতিষ্ঠান—

ক্যাল কাটা কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক লিমিটেড

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার সিডিউলড্ ভুক্ত
১৫, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
মিঃ এস, দত্ত ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

জেনারেল ড্রাগ হাউস লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ জে সি ঘোষাল। রেজিষ্টার্ড অফিস—২৭-৩, হালদারপাড়া রোড, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—২০ হাজার টাকা। ঔষধ ও অন্যান্য রাসায়নিক দ্রব্যাদি প্রস্তুতকারক।

বিজয় কটন মিলস্ লিঃ—ডিরেক্টর—শ্রীমদনলাল হিম্মতসিংকা। রেজিষ্টার্ড অফিস—৬, ওল্ড পোষ্ট অফিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—৫০ লক্ষ টাকা। কাপড়ের কল।

ইণ্ডিয়ান টি ডিলার্স এসোসিয়েশন লিঃ—ডিরেক্টর—শ্রীসন্তোষকুমার চাটার্জ্জী। রেজিষ্টার্ড অফিস—২০, ষ্টেশন লেন, বালীগঞ্জ, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—১ লক্ষ টাকা। চায়ের ব্যবসা।

ডিলুক্স ডিষ্ট্রীবিউটার্স লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ এস আর গুহ। রেজিষ্টার্ড অফিস—৫।৬, হেয়ার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—২০ হাজার টাকা। এজেন্সী ব্যবসা।

সেনকো কেমিক্যাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ এস আর গুহ। রেজিষ্টার্ড অফিস—৫।৬, হেয়ার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—এক লক্ষ টাকা। ল্যাবরেটরী পরীক্ষাগার, রেফ্রিজারেটার রক্ষণাবেক্ষণ।

কে এম গুহ রাজা এণ্ড কোং লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ এস কে দে। রেজিষ্টার্ড অফিস—২৫, সোয়ালো লেন, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—২০ হাজার টাকা। ম্যানেজার, ম্যানেজিং এজেন্টস্ ইত্যাদি।

এসোসিয়েটেড এগ্রিকালচ্যারাল ফার্ম্স এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রীস্ লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ আর সি ঘোষ। রেজিষ্টার্ড অফিস—২৫, সোয়ালো লেন, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—২০ হাজার টাকা। জমী ক্রয় ও কৃষিকার্য্য।

ভারত প্রপার্টিস্ এণ্ড ফার্ম্মস্ লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ এইচ এন মজুমদার। রেজিষ্টার্ড অফিস—১৪।২, ওল্ড চীনাবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—এক লক্ষ টাকা। জমী ক্রয় ও গৃহ নির্ম্মাণ।

শঙ্কর মার্কেন্টাইল কোং লিঃ—ডিরেক্টর শ্রীরাধেলাল মুরারকা। রেজিষ্টার্ড অফিস—২৪ টাউনসেণ্ড রোড, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—১ লক্ষ টাকা। ট্রেডার্স, কমিশন এজেন্টস্।

ভারত ভেজিটেবল্ প্রডাক্টস্ লিঃ—ডিরেক্টর মদনলাল যজোদিয়া। রেজিষ্টার্ড অফিস—২০৯, চিত্তরঞ্জন এভেনিউ, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—২২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা। ভেজিটেবল্-ঘি, ভেজিটেবল্ তৈল প্রস্তুতকারক।

ডেভেলপমেণ্ট প্রডাকসন লিঃ—ডিরেক্টর শ্রীগোবর্দ্ধন দাসজী পার্শ্বার। রেজিষ্টার্ড অফিস—পোঃ কাজোরা গ্রাম, বর্দ্ধমান। অনুমোদিত মূলধন ১ হাজার টাকা। কয়লার ব্যবসা।

এসোসিয়েটেড ইণ্ডিয়ান টেক্সটাইলস্ লিঃ—ডিরেক্টর শ্রীসুরথ এম পাল। রেজিষ্টার্ড অফিস—রাধাদসী পোঃ সাঁকরিয়াল, হাওড়া। অনুমোদিত মূলধন—এক হাজার টাকা। এজেন্সী ব্যবসা।

সেণ্ট্রাল জুট সাপ্লাই লিঃ—ডিরেক্টর শ্রীদুর্গাদাস চ্যাটার্জ্জী। অফিস—১৩ সৈয়দ সেলী লেন। অনুমোদিত মূলধন—এক হাজার টাকা। পাট, চট ও থলের ব্যবসা।

ইণ্টার ন্যাশনাল ইষ্টার্ণ এজেন্সীজ লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ এস সি আচার্য্য। রেজিষ্টার্ড অফিস—৬২, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—২০ হাজার টাকা। ঔষধের ও সাধারণ দ্রব্যের ব্যবসা।

সিসি আচার্য্য এণ্ড কোং লিঃ—ডিরেক্টর শ্রীসুধীরচন্দ্র আচার্য্য। রেজিষ্টার্ড অফিস—৬২, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—২০ হাজার টাকা। ঔষধ ও অন্যান্য দ্রব্যের সাধারণ ব্যবসা।

সরকার এষ্টেট লিঃ—ডিরেক্টর শ্রীগোষ্টবিহারী সরকার। রেজিষ্টার্ড অফিস—৩৪-৪-এ-বি শশীভূষণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধ—১০ লক্ষ টাকা। বাড়ী ও জমীর ব্যবসা।

মহাবীর ইনভেষ্টমেণ্ট লিঃ—ডিরেক্টর শ্রীদুর্গাদাস চ্যাটার্জ্জী। রেজিষ্টার্ড অফিস—১৩ সৈয়দ সেলী লেন, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—এক হাজার টাকা। ষ্টক ও শেয়ার, বণ্ড, ডিরেক্টর ইত্যাদি ক্রয় বিক্রয়ের ব্যবসা।

জে সি গুপ্ত এণ্ড কোং লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ জে সি গুপ্ত। রেজিষ্টার্ড অফিস—২১৯-এ ওল্ড চীনা বাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—এক হাজার টাকা। কয়লার ও অন্যান্য জ্বালানীর ব্যাবসা।

বেনারস মিল্ক ষ্টোর্স লিঃ—ডিরেক্টর শ্রীপুরুষোত্তম দাস কেদিয়া। রেজিষ্টার্ড অফিস—১ বি, নন্দলাল মল্লিক লেন, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—২ লক্ষ টাকা। রেশম্ সূতি ও পশমী বস্ত্রের ব্যবসা।

বিভিন্ন কোম্পানীর লভ্যাংশ

সোলাপুর স্পিনিং এণ্ড উইভিং কোং লিঃ—১৯৪৫ সালের ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ২৫৲ টাকা। পূর্ব্ব বৎসর প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ৪০৲ টাকা হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল। **মেদিনীপুর জমিদারী কোং লিঃ**—১৯৪৫ সালের ১৩ই এপ্রিল পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ১০৲। পূর্ব্ব বৎসরও অনুরূপ হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল। **ব্রিটানিয়া বিস্কুট কোং লিঃ**—১৯৪৫ সালের ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ৩০৲ টাকা।

LOTUS brand OILS
The name you can trust
LOTUS OIL CO., 10, BEADON ROW, CAL.

সাবান প্রস্তুতের
ফোন :—
বড়বাজার :—১৩৯৭ অফিস
" :—১৫৯২ ফ্যাক্টরী
টেলিগ্রাম—"চীনামাটী"
যাবতীয় জিনিষ—সিলিকেট সোডা • সোপষ্টোন পাউডার • কষ্টিক সোডা • রজন • সিট্রোনেলা অয়েল • রঙ • হাইড্রোমিটার • প্রভৃতি পাইবেন
কলিকাতা মিনারেল সাপ্লাই কোং লিঃ
৩১, জ্যাকসন লেন, কলিকাতা

নর্দার্ণ ব্যাঙ্ক লিমিটেড
হেড অফিস :
৫ এবং ৬, হেয়ার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
ব্রাঞ্চসমূহ
দক্ষিণ কলিকাতা, শ্যামবাজার, হাটখোলা, খিদিরপুর, গার্ডেনরীচ, হাওড়া, কদমতলা (হাওড়া), চাপাডাঙ্গা (হুগলী), পাবনা, সাতবেরীয়া (পাবনা), মেদিনীপুর, সম্বলপুর, বেনারস, এলাহাবাদ।
•
সকলপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।
মিঃ এ, রায়চৌধুরী,
ম্যানেজিং ডাইরেক্টার

নিরাপত্তা, প্রতিষ্ঠা ও জনসেবার জন্য
বেঙ্গল মেট্রোপলিটন
ব্যাঙ্ক লিমিটেড
ভারতের জাতীয় ব্যাঙ্কসমূহের ইতিহাসে গৌরবময় স্থান অধিকার করে।
সর্ব্ব প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।
কম সময়ে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী লাভের জন্য এই ব্যাঙ্কে আপনার টাকা নির্ভয়ে খাটাইতে পারেন।
হেড অফিস :—
৩, মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড, কলিকাতা।
জেনারেল ম্যানেজার—
এম, সি, বাড়রী

বাজারের হালচাল

টাকা ও বিনিময়

কলিকাতা, ১৪ই সেপ্টেম্বর :—আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার টাকার বাজারে বিশেষ কোন উল্লেখযোগ্য পরিবর্ত্তন দেখা যায় নাই। টাকার যোগান এখনও প্রচুর এবং চাহিবামাত্র পরিশোধের সর্ত্তে ঋণের সুদের হার কলিকাতায় শতকরা বার্ষিক ॥০ আনা, বোম্বাইয়ে ।০ আনা। আলোচ্য সপ্তাহে মাত্র একটি পরিবর্ত্তন উল্লেখ করা যাইতে পারে; তাহা হইতেছে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্ত্তৃক ব্যাঙ্কসমূহের উপর টাকার চাহিদার হ্রাস। টাকার চাহিদা অপেক্ষা যোগানের প্রাচুর্য্য থাকায় গত ৫ই সেপ্টেম্বর ভারত সরকার কর্ত্তৃক আহূত ট্রেজারী বিলসমূহের জন্য মোট আবেদনের পরিমাণ পূর্ব্ব পূর্ব্ব সপ্তাহ অপেক্ষা বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং ফলে গৃহীত আবেদনের গড়পড়তা সুদের হারও শতকরা ৵৬ পাই হ্রাস পাইয়াছে, ইহা আমরা পূর্ব্ব সপ্তাহে উল্লেখ করিয়াছি। কিন্তু বর্ত্তমান সপ্তাহে পূর্ব্ব সপ্তাহ অপেক্ষা আবেদনের পরিমাণ কম হইলেও গড়পড়তা সুদের হারে কোন বৃদ্ধি হয় নাই। গত ১২ই সেপ্টেম্বর ভারত সরকার কর্ত্তৃক আহূত তিন মাসের মেয়াদী ২ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের জন্য মোট ২ কোটী ৮৩ লক্ষ ২৫ হাজার টাকার আবেদন উপস্থাপিত করা হইয়াছিল। উহাদের মধ্যে ৯৯৸৹/৯ পাই মূল্যের সমুদয় আবেদন এবং ৯৯৸৹/৬ পাই মূল্যের আবেদনসমূহের শতকরা আনুমানিক ৬৮ ভাগ গৃহীত হইয়াছে। মোট ২ কোটী টাকার গৃহীত আবেদনসমূহের গড়পড়তা সুদের হার শতকরা বার্ষিক ।/১০ পাই ধার্য্য হইয়াছে। আগামী ১৭ই সেপ্টেম্বর বোম্বাইয়ে বেলা ১১ টা পর্য্যন্ত এবং অন্যান্য কেন্দ্রে ১৭ই সেপ্টেম্বর কাজকর্ম্ম বন্ধ না হওয়া পর্য্যন্ত ভারত সরকার কর্ত্তৃক ৩ মাসের মেয়াদী ২ কোটী টাকার ট্রেজারী বিলের টেণ্ডার গৃহীত হইবে। যাহাদের টেণ্ডার গ্রাহ্য হইবে তাহাদিগকে পরবর্ত্তী ২১শে সেপ্টেম্বর টাকা জমা দিতে হইবে। অন্যান্য সর্ত্তাদি পূর্ব্ববৎ। গত ৭ই সেপ্টেম্বর যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে উহাতে ভারত সরকার রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ইস্যু বিভাগের স্বপক্ষে ৪ কোটী ২১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকার ট্রেজারী বিল বিক্রয় করিয়াছেন।

বিনিময় বাজার আলোচ্য সপ্তাহে তেজী ছিল এবং সেখানে নিম্নরূপ হার বলবৎ ছিল :—

টেলি : হুণ্ডি (প্রতি টাকায়)	১ শি: ৫৭/৬৪ পে:
ঐ দর্শনী	" " "
ডি এ তিন মাস	১ শি: ৬১/২ পে:
ডি এ চার মাস	১ শি: ৬১/২ পে:
ডলার (প্রতি শত)	৩৩৷৸০ আনা।

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হিসাব—রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গত ৩১শে আগষ্টের হিসাব হইতে দেখা যায় ঐ তারিখে ভারতে চলতি নোটের পরিমাণ ছিল ১১৩৯ কোটী ৪৪ লক্ষ ৭৮ হাজার টাকা। এক সপ্তাহ পূর্ব্বে ঐরূপ নোটের পরিমাণ ছিল ১১৪৩ কোটী ৫৯ লক্ষ ১৬ হাজার টাকা। গত ৩১শে আগষ্ট রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কসমূহের চলতি ও স্থায়ী আমানতের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৬৪৩ কোটী ৫৫ লক্ষ ৭০ হাজার ও ২৫১ কোটী ৭৯ লক্ষ ৭০ হাজার টাকা।

কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার

কলিকাতা, ১৪ই সেপটেম্বর—গত সপ্তাহের আগাগোড়াই শেয়ার ক্রয়েচ্ছু জনগণের মনে যে এক অনিশ্চয়তার ভাব পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছিল, আলোচ্য সপ্তাহে তাহা প্রায় বহুলাংশেই দূরীভূত হইয়াছে এবং উহার ফলে গত সপ্তাহের তুলনায় আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার বাজারে উৎসাহপূর্ণ কর্ম্মচাঞ্চল্য পরিলক্ষিত হইয়াছে। তবে ঋণ-ইজারা ব্যবস্থার অবসান ঘোষণা করা হইলেও সম্প্রতি লর্ড কেনস এবং মিঃ ক্রাউলি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রীয় গবর্ণমেণ্টের সঙ্গে যে আলাপ-আলোচনা চালাইতেছেন, তাহার ফলাফলের দিকে আলোচ্য সপ্তাহেও কলিকাতার শেয়ার বাজারের ক্রেতা-বিক্রেতাগণের দৃষ্টি নিবদ্ধ রহিয়াছে। মোটের উপর সাধারণভাবে গত সপ্তাহের তুলনায় আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার বাজারে তেজীভাব বিদ্যমান থাকে এবং প্রায় সমস্ত বিভাগেরই কাজ-কর্ম্ম গত সপ্তাহের তুলনায় বৃদ্ধি পায়।

কোম্পানীর কাগজ—আলোচ্য সপ্তাহে কোম্পানীর কাগজ ও ঋণপত্রসমূহের বিকিকিনি গত সপ্তাহের তুলনায় বৃদ্ধি পায় এবং মূল্যের দিক হইতেও গত সপ্তাহের তুলনায় সামান্য উন্নতি পরিলক্ষিত হয়।

কয়লা খনি—আলোচ্য সপ্তাহে বেঙ্গল কোল কোম্পানীর চেয়ারম্যান কয়লাখনির শেয়ারসমূহের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে যে অর্থপূর্ণ মন্তব্য করিয়াছেন তাহাতে লাভান্বেষিগণ কয়লাখনি শেয়ার ক্রয় ব্যাপারে উৎসাহ দেখানোর ফলে, কয়লাখনি শেয়ারের যথেষ্ট কাজকর্ম্ম হয় এবং এই বিভাগের প্রায় অধিকাংশ শেয়ারেই মূল্যের দিক হইতে সামান্য উন্নতি দেখা যায়।

চা বাগান—আলোচ্য সপ্তাহে এই বিভাগের প্রায় অধিকাংশ শেয়ারেই কর্ম্মচাঞ্চল্য পরিলক্ষিত হইলেও, গত সপ্তাহের তুলনায় আলোচ্য সপ্তাহে মূল্যের দিক হইতে তেমন কোন উল্লেখযোগ্য পরিবর্ত্তন দেখা যায় নাই।

পাটের বাজার

কলিকাতা, ১৪ই সেপ্টেম্বর—আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার পাটের বাজারে তেমন উল্লেখযোগ্য কিছু ঘটে নাই। অদূর ভবিষ্যতে ডেলিভারী দেওয়ার সর্ত্তে যথেষ্ট চাহিদা আছে এবং আগামী জুন মাসে ডেলিভারী দেওয়ার সর্ত্তে সর্ব্বোচ্চ মূল্যে চটের চাহিদাও প্রচুর। অল্প মেয়াদে ডেলিভারী দেওয়ার সর্ত্তে পাটজাত দ্রব্যের বাজার তেজী কিন্তু বর্ত্তমান বৎসরের পর ডেলিভারী দেওয়ার সর্ত্তে ক্রয়-বিক্রয়ে বিশেষ উৎসাহ বাজারে দেখা যায় নাই। আলোচ্য সপ্তাহে দৈনিক গড়পড়তা ৬৭ মালগাড়ী কয়লা ভারতীয় পাটকল সমিতির গুদামে আসিয়াছে কিন্তু সপ্তাহের শেষের দিকে দৈনিক গড় আরও হ্রাস পাইয়া ৬১তে দাঁড়াইয়াছে। কয়লা যোগানের এই উত্থান-পতনের সঙ্গে ফাটকা বাজারেও উত্থান-পতন লক্ষিত হইয়াছে। পাটের বাজারে বিক্রেতাগণের আগ্রহের আতিশয্যে মূল্যে অবনতি দেখা যায়। মফঃস্বলে নূতন পাট পুরাদমে আমদানী হইতে থাকায় বিক্রেতাগণের আগ্রহ স্বাভাবিক কারণেই বৃদ্ধি পাইয়াছে; কিন্তু কল-সমূহ পাট ক্রয়ে খুবই কম উৎসাহ দেখাইতেছে। মিলসমূহের অনাগ্রহের কারণ প্রথমতঃ মিলসমূহের অধিকতর পাট মজুতের স্থানাভাব; দ্বিতীয়তঃ কয়লার অভাবে তাহারা মজুত পাটের সদ্ব্যবহার

আপনার নিজস্ব প্রতিষ্ঠান

দি হুগলী ব্যাঙ্ক লিঃ

৪৩নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ফোন : ক্যাল ২২৬০ (তিন লাইন)

৩১-৮-৪৫ তারিখের হিসাব

আদায়ীকৃত মূলধন ও সংরক্ষিত তহবিল	টাকা ২৩,৯০,০০০৲
নগদ, কোম্পানীর কাগজ, ইত্যাদি	২,৭২,৮৬,০০০৲
আমানত	২,৭৭,৫৮,০০০৲
কার্য্যকরী মূলধন	৩,৩০,৫৪,০০০৲

আমাদের নির্ভরযোগ্যতাই আপনার অনাগত সুদিনের নিশ্চিত নিদর্শন।

এম্পায়ার অব্ ইণ্ডিয়া

লাইফ এসিওরেন্স কোম্পানী

লিমিটেড

স্থাপিত—১৮৯৭ সাল

—উন্নতির পরিচয়—

সম্পত্তির পরিমাণ
৬,৩০,০০,০০০৲ টাকার উপর

চলতি বীমার পরিমাণ
১৬,৪৯,০০,০০০৲ টাকার উপর

দাবী শোধ
৮,৩৮,৫০,০০০৲ টাকার উপর

বর্ত্তমান অনিশ্চিতকর সময়ে জীবন বীমার পলিসি ক্রয় করা আপনার পক্ষে অত্যাবশ্যক, কারণ পরিবর্ত্তনশীল জগতের বহুবিধ দুঃখ-দুর্দ্দশায় ইহাই আপনাকে একমাত্র রক্ষা করিতে পারে।

ডি, এম, দাস এণ্ড সন্স লিঃ

চীফ এজেণ্টস্

বাঙ্গলা, বিহার, উড়িষ্যা ও আসাম

২৮, ডালহৌসি স্কোয়ার, কলিকাতা।

বাংলার নির্ভরযোগ্য জাতীয় প্রতিষ্ঠান

ওরিয়েণ্টাল এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্ক

লিমিটেড

হেড অফিস ঃ বরিশাল

সেন্ট্রাল অফিস ঃ ১৩নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

শাখা অফিস ঃ চকবাজার (বরিশাল)

উত্তর কলিকাতা, ঝালকাঠী (বরিশাল), হলদিয়া (ঢাকা), পটুয়াখালি (বরিশাল) শাখা শীঘ্রই খোলা হইবে।

সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

করিতে পারিতেছে না বলিয়া অনেক পাট এখনও তাহাদের হাতে থাকিয়া যাইতেছে; তৃতীয়তঃ ভবিষ্যতে ডেলিভারী দেওয়ার সর্ত্তে যথেষ্ট মাল কলওয়ালাগণ বিক্রয় করিতে পারিতেছেন না। চতুর্থতঃ, কলওয়ালাগণ আশঙ্কা করিতেছেন যে, পাটজাত দ্রব্যের মূল্য হ্রাস পাইবে। সুতরাং এমতাবস্থা চলিলে শীঘ্রই মফঃস্বলে পাটের মূল্য হ্রাস পাইতে পারে এবং তখন সরকার কর্ত্তৃক পাট ক্রয় প্রয়োজন হইতে পারে।

আলগা পাটের বাজারে ইউরোপীয় প্যাকিং জাত মিডল্ এবং বটম্ যথাক্রমে ১৫৷৷৵০ আনা ও ১২৷৷৵০ আনা দরে বিক্রয় হইয়াছে। মাডওয়ারী বটম্ ১২৷০ আনা দরে ক্রয়-বিক্রয় হইয়াছে। বিক্রেতাদের প্রবল আগ্রহ থাকিলেও ক্রেতাদের ঔৎসুক্যের অভাব।

পাকা গাঁইট বিভাগে সর্ব্বনিম্ন মূল্যে রেডস্, ফাষ্ট্স্, লাইটনিংস, হার্টস এবং আউটপোর্ট তোষা শ্রেণীর মালে কিছু কারবার হইয়াছে। কাটিংস ভিন্ন অন্য শ্রেণীর মালের নিম্নতর দর হইয়াছে।

আগামী জুন পর্য্যন্ত ডেলিভারী দেওয়ার সর্ত্তে পাটজাত দ্রব্যের বাজার তেজী। কিন্তু পরবর্ত্তী সময়ে ডেলিভারী দেওয়ার সর্ত্তে মালে ডিসকাউন্ট দিতে হইতেছে।

তুলা ও কাপড়

কলিকাতা, ১৪ই সেপটেম্বর—বোম্বাইয়ের তুলার বাজারে গত সপ্তাহের তুলনায় আলোচ্য সপ্তাহে তেজী ভাবই পরিস্ফুট হইয়া উঠে। বোম্বাইয়ের তুলার বাজারে ক্রেতাধিক্যই উহার প্রধানতম কারণ। এতদ্ব্যতীত গত সপ্তাহে আন্তর্জ্জাতিক পরিস্থিতির দরুণ বোম্বাইয়ের তুলার বাজারের বিক্রেতাগণের মনে যে অস্থিরতা দেখা গিয়াছিল, আলোচ্য সপ্তাহে তাহা প্রায় একেবারেই দূরীভূত হওয়ার দরুণ এবং চাহিদার তুলনায় বোম্বাইয়ের তুলার যোগান অনেকটা সীমাবদ্ধ হওয়ার ফলেও আলোচ্য সপ্তাহে বোম্বাইয়ের তুলার দরে তেজী ভাবের অন্যতম কারণ। গত শুক্রবার জানুয়ারী ও মার্চ্চ মাসে ডেলিভারী দেওয়ার সর্ত্তের ঝরিলা তুলার দর ছিল যথাক্রমে ৪০৬৸০ আনা ও ৪০৩/০ আনা। অদ্য শুক্রবার তাহা যথাক্রমে ৪১২।০ আনা ও ৪১৯৸০ আনা দাঁড়াইয়াছে।

কাপড়—কলিকাতা গেজেটের ১৩ই সেপটেম্বর তারিখের এক অতিরিক্ত সংখ্যায় প্রকাশ, বাংলার গবর্ণর নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে বস্ত্র নিয়ন্ত্রণ বোর্ডের সদস্য নিযুক্ত করিয়াছেন:—

(১) স্যার বদ্রীদাস গোয়েঙ্কা, সি আই ই, (২) মিঃ এম এ ইস্পাহানী, (৩) মিঃ বি এম বিড়লা, (৪) স্যার আদমজী হাজী দাউদ, (৫) স্যার আবদুল হালিম গজনবী, এম এল এ, (৬) ডাঃ এন এন লাহা, (৭) মিঃ জে কে মিত্র, (৮) মিঃ আর এল নোপানী, (৯) মিঃ ডবলিউ এস সি টুলী, সি বি ই। স্যার বদ্রীদাস গোয়েঙ্কা উক্ত বোর্ডের চেয়ারম্যান ও মিঃ ইস্পাহানী ভাইস চেয়ারম্যান নির্ব্বাচিত হইয়াছেন বলিয়াও প্রকাশ।

সোনা ও রূপ

কলিকাতা, ১৪ই সেপটেম্বর—গত সপ্তাহের তুলনায় আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতা ও বোম্বাইয়ের বাজারে সোনার দরে সামান্য তেজীভাবই পরিলক্ষিত হয়। গত সপ্তাহে বিনিময় হারে সম্ভাব্য পরিবর্ত্তনের আশঙ্কার দরুণ কলিকাতার শেয়ার বাজারের লাভান্বেষিগণের মনে যে অনিশ্চয়তা দেখা গিয়াছিল আলোচ্য সপ্তাহে তাহা প্রায় দূরীভূত হওয়ায় এবং সোনা মজুতকারী লাভান্বেষিগণ আবার সোনা মজুত ব্যাপারে উৎসাহ দেখাইতে আরম্ভ করার দরুণই আলোচ্য সপ্তাহে সোনার দরের তেজীভাবের কারণ। গত শুক্রবার কলিকাতার বাজারে (গত শুক্রবার বোম্বাইয়ের সোনার বাজার বন্ধ ছিল) প্রতি ভরি সোনার দর ছিল ৭২/০ আনা। অদ্য শুক্রবারে তাহা কলিকাতার বাজারে ৭৩৲ টাকা এবং বোম্বাইয়ের বাজারে ৭২৷৷৵০ আনা দাঁড়াইয়াছে। কলিকাতা ও বোম্বাইয়ের বাজারে অদ্য প্রতিশত গিনি যথাক্রমে ৪৮৸০ আনা ও ৪৯৲ টাকা দাঁড়াইয়াছে।

রূপা—আলোচ্য সপ্তাহে সোনার দরের তেজীভাবের সঙ্গে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া রূপার দরেও যথেষ্ট উন্নতি পরিস্ফুট হইয়া উঠে। বিনিময় হারের অনিশ্চয়তার সম্ভাব্য আশঙ্কার দরুণ গত সপ্তাহে রূপা মজুতকারী লাভান্বেষিগণের মনে যে অনিশ্চয়তা দেখা গিয়াছিল, আলোচ্য সপ্তাহে তাহা প্রায় দূরীভূত হইয়াছে এবং উহার ফলে রূপা মজুতকারী লাভান্বেষিগণ আবার রূপা সঞ্চয়ের ব্যাপারে উৎসাহ দেখাইতে আরম্ভ করার জন্যই গত সপ্তাহের তুলনায় আলোচ্য সপ্তাহে রূপার দরের তেজীভাবের অন্যতম কারণ। গত শুক্রবার কলিকাতার বাজারে (গত শুক্রবার বোম্বাইয়ের রূপার বাজার বন্ধ ছিল) প্রতি ১০০ ভরি রূপার মূল্য ছিল ১২১৷৷০ টাকা। অদ্য শুক্রবার কলিকাতা ও বোম্বাইয়ের বাজারে তাহা যথাক্রমে ১২৫৸০ আনা ও ১২৪৷৷৵০ আনা দাঁড়াইয়াছে।

কলিকাতা-বোম্বাই রাস্তা—প্রকাশ, কলিকাতাকে বোম্বাইএর সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সংযুক্ত করিবার উদ্দেশ্যে একটি রাস্তা তৈরীর পরিকল্পনা অনেকদূর অগ্রসর হইয়াছে। ভারতের রাস্তাঘাট সম্পর্কে যুদ্ধোত্তর পরিকল্পনার মধ্যে ইহা প্রথমস্থান লাভ করিয়াছে। এই রাস্তাটি ধুলিয়া, রায়পুর ও সম্বলপুরের উপর দিয়া যাইবে। বস্তুতঃ বোম্বাই ও সম্বলপুরের মধ্যে একটি রাস্তা বর্ত্তমানে আছে, কিন্তু সম্বলপুর ও কলিকাতার মধ্যে কোন রাস্তা নাই। সম্প্রতি সমাপ্ত যুদ্ধের দরুণ ভারতে রাস্তাঘাট ও বিমান-ঘাটি সম্পর্কে যথেষ্ট সুযোগ-সুবিধা হইয়াছে। করাচী ও মূলতানের মধ্যে একটি রাস্তা হইয়াছে। ভারত ও ব্রহ্মদেশের মধ্যে এবং ভারত ও চীনের মধ্যে সামরিক প্রয়োজনে মোটর চালনোপযোগী অনেক ভাল ভাল রাস্তা তৈরী হইয়াছে। আসাম ও পূর্ব্ববঙ্গের রাস্তাগুলিও এই যুদ্ধের জন্য খুব উন্নত হইয়াছে।

বাংলায় চিনির উৎপাদন বৃদ্ধির সুপারিশ—ইক্ষুপরামর্শদাতা সমিতি (সুগারকেন এডভাইসারী কমিটি) ভারত সরকারের নিকট নাকি বাংলা সরকারকে অধিকতর জমীতে ইক্ষু চাষের জন্য এক লক্ষ টাকা সাহায্য করিতে সুপারিশ করিয়াছেন।

NOTHING IS STRONGER - - - - - - - - - THAN STRENGTH

CASH and gilt-edged securities account for more than 50 per cent of our deposits.

READILY realisable and fully secured loans and advances account for more than 25 per cent of our deposits.

SOUND business assets account for more than 25 per cent of our deposits.

Your Sacred Money will be safe in our Strong Hands

BANKERS' UNION LTD.

P-7, Mission Row Extn., CALCUTTA.

Phone : Cal. 3436

ইহা প্রসপেক্টাস নহে—বিবৃতি মাত্র

ফিনান্সিয়াল পারিশার্স লিঃ

(১৯১৩-৩৮ সালের ভারতীয় কোম্পানী আইন অনুসারে গঠিত)

রেজিঃ অফিস—১২২ নং বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

অনুমোদিত মূলধন—১,০০,০০০৲

প্রতি ১০০৲ টাকা মূল্যের ১০০০ শেয়ারে বিভক্ত। উহার মধ্যে মোট ৪০৯০০৲ টাকা মূল্যের ৪০৯টী শেয়ার বিক্রয় হইয়াছে এবং শেয়ার বাবদ মোট ৫২০২৫৲ টাকা আদায় হইয়াছে। বাকী ৫৯১০০৲ টাকা মূল্যের ৫৯১টী শেয়ার বিক্রয় হইবে।

শেয়ারের টাকা নিম্নলিখিতভাবে দেয়—

প্রতি শেয়ারে আবেদনের সহিত ২৫৲, শেয়ার বিলি হইবার পর এক মাসের মধ্যে ২৫৲ টাকা এবং বাকী ৫০৲ টাকা অন্যূন তিন মাস পর পর কল করা হইলে দুই কিস্তিতে।

প্রত্যেক আবেদনের সহিত ভর্ত্তির ফি হিসাবে ১৲ দিতে হইবে।

ফিনান্সিয়াল পারিশার্স লিঃ "আর্থিক জগৎ" ও আর্থিক জগৎ প্রেসের মালিক ও পরিচালক। গত ৪ বৎসরকাল ধরিয়া এই কোম্পানী উহার অংশীদারগণকে লভ্যাংশ দিয়া আসিতেছে এবং গত বৎসর (১৯৪৪ সালের মে হইতে ১৯৪৫ সালের এপ্রিল পর্য্যন্ত এক বৎসরে) অংশীদারগণকে আয়করমুক্ত শতকরা বার্ষিক ৬৲ টাকা হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছে। ভবিষ্যতে লভ্যাংশের হার বৃদ্ধি পাইবার যথেষ্ট সম্ভাবনা রহিয়াছে।

কোম্পানীর নির্দ্দিষ্ট ফরমে শেয়ারের জন্য আবেদন করিতে হইবে। এই আবেদনপত্র ১২২নং বহুবাজার ষ্ট্রীটস্থ কোম্পানীর হেড অফিসে পাওয়া যাইবে। শেয়ারের টাকা সহ আবেদনপত্র উক্ত অফিসে প্রেরণ করিতে হইবে।

পাঁচটীর কম শেয়ার কাহাকেও বিলি করা হইবে না।

ডিফেন্স অব ইণ্ডিয়া আইনের নিয়মাবলীর ৯৪ (ক) ধারা অনুসারে বর্ত্তমান শেয়ার বিক্রয়ের জন্য ভারত সরকারের অনুমতি পাওয়া গিয়াছে। একথা সুনিশ্চিতভাবে বুঝিতে হইবে যে, এই অনুমতি দিয়া ভারত সরকার কোম্পানীর অর্থনীতিক ক্ষমতা অথবা এতদসম্পর্কিত কোন বিবৃতি কি মতামতের সম্বন্ধে কোন দায়িত্ব গ্রহণ করিতেছেন না।

সাপ্তাহিক বাজার দর

	৭ই সেপ্টেম্বর	১০ই সেপ্টেম্বর	১১ই সেপ্টেম্বর	১২ই সেপ্টেম্বর	১৩ই সেপ্টেম্বর	১৪ই সেপ্টেম্বর
সোনার দর—প্রতি ভরি (কলিকাতা) ...	৭২/০	৭৩/০	৭৩৶০	৭৩।০	৭৩।৶০	৭৩৲
ঐ ঐ (বোম্বাই) ...	—	—	—	৭৩৷৷৶০	৭৩৷৷০	৭২৷৷৶০
রূপার দর—প্রতি ১০০ ভরি (কলিকাতা) ...	১২১৷৷০	১২৫।০	১২৬৲	১২৭৷৷০	১২৭৷৷০	১২৫৸০
ঐ ঐ (বোম্বাই) ...	—	—	—	১২৫।০	১২৫।০	১২৪।৶০
গিনির দর—প্রতিখানা (কলিকাতা) ...	৪৭৷৷০	৪৮৲	৪৮৸০	৪৮৸০	৪৯৶০	৪৮৸০
ঐ ঐ (বোম্বাই) ...	—	—	—	৪৯।০	৪৯৲	৪৯৲
রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সুদের হার (শতকরা বার্ষিক) ...	৩৲	৩৲	৩৲	৩৲	৩৲	৩৲
কোম্পানীর কাগজ—						
কোম্পানীর কাগজ—শতকরা ৩৲ সুদের ...	৯৬৸৶০	৯৬৸৶০	—	৯৭৲	৯৭/০-৯৭৲	৯৭৲০-৯৭৲
ঐ ঐ ৩৷৷০ টাকা সুদের ...	১০১৷৷৶১০	১০১৸০-১০১৷৷৶০	১০১৸০	১০১৷৷৶০	১০১৸৶০-১০১৸০	১০১৸৶-১০১৸০
৩৲ টাকা সুদের ঋণপত্র (১৯৬৩-৬৫) ...	৯৯।৶০	—	—	৯৯।/০	৯১/০	—
৩৲ টাকা সুদের ঋণপত্র (১৯৬৬-৬৮) ...	—	—	৯৮৷৷১০	৯৮৷৷/০	৯৮৷৷৶০-৯৮৷৷/০	৯৮৷৷৶০-৯৮৷৷৶০
৪৲ টাকা সুদের ঋণপত্র (১৯৬০-৭০) ...	১১৩৲	—	১১৩।৶০,১১১৶০	—	—	—
৫৲ টাকা সুদের ঋণপত্র (১৯৪৫-৫৫) ...	—	—	—	—	—	—
ইঞ্জিনিয়ারিং ও ইলেকট্রিক—						
ইণ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড ষ্টীল কোং লিঃ ...	—	৪১।০-৪১৲	৪১।৶০-৪১৶০	৪১৶০-৪১/০	৪১।৶০-৪১৶০	৪১৶০-৪১/০
ষ্টীল কর্পোরেশন—অর্ডি ...	—	৩৪।৶০-৩৪৶০	৩৪।৶০-৩৪৶০	৩৪।৶০-৩৪৶০	৩৪।৶০-৩৪।০	৩৪।০-৩৪/০
কুমারধুবী—অর্ডি ...	১০৸০-১০৸০	১১৲-১০৸৶০	১০৸৶০	১১৲	১০৸৶০-১০৸০	১১৲
ব্রহতওয়েষ্ট ...	—	১৪৷৷০	১৪৷৷৶০-১৪৷৷০	১৪৷৷৶০-১৪৷৷০	—	১৪৷৷০
জেসপ ...	—	২৬।০-২৫৸৶০	২৬৶০-২৬৸৶০	২৬৶০-২৬/০	২৬।০-২৬/০	—
মার্শালস ...	৬৷৷০-৬।/০	৬৷৷/০	৬৷৷০-৬।৶০	৭।৶০	৬৷৷/০-৬৷৷০	৬৷৷/০-৬।৶০
ন্যাশনাল আয়রণ এণ্ড ষ্টীল ...	—	—	—	১১।৶০	—	—
আর্থার বাটলার ...	—	—	—	—	—	—
হিন্দুস্থান মোটরস ...	—	৩৸১০-৩৸০	৩৸০-৩৸১০	৩৸/০	৩৸/০-৩৸০	৩৸/১০-৩৸১০
ক্যালকাটা ইনসিওরেন্স ...	১৩৷৶০-১৩৷৷০	১৪৶০-১৪৲	১৪৲-১৩৸৶০	—	—	১৪।০ ১৪/০
খনি—বার্ম্মা কর্পোরেশন ...	৬৷৷০-৬।৶০	৬৷৷০-৬।৶০	৬৷৷০-৬।/০	৬৷৷০-৬।/০	৬৷৷০-৬।৶০	৬।৶০-৬।/০
ইণ্ডিয়ান কপার কর্পোরেশন ...	৩৶০	৩।০-৩৶০	৩।০-৩৶০	৩।০-৩৸৶০	৩।০-৩৶০	৩।০-৩৶০
ব্যাঙ্ক—রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া ...	১৩৫৲	১৩৬৲	১৩৭৲-১৩৬৲	১৩৫৲	—	১৩৬৲-১৩৫৲
ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক ...	২৫৸০-২৫৷৷০	২৬৲-২৫৷৷০	২৫৷৷০	২৬৲	—	—
ক্যালকাটা ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক ...	—	—	—	—	—	—
বেঙ্গল সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক ...	১৩।০	১৩।/১০-১৩।/০	১৩।/১০-১৩।১০	১৩।৶০-১৩।৶০	১৩।৶১০ ১৩।৶১০	১৩।৶১০-১৩।৶০
কুমিল্লা ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন ...	১৪৸০-১৪৷৷০	১৪৷৷৶০-১৪৷৷০	—	১৪৷৷৶০	—	—
মহালক্ষ্মী ব্যাঙ্ক ...	১০৲	—	—	—	—	—
নিউ ষ্ট্যাণ্ডার্ড ব্যাঙ্ক ...	—	—	—	—	—	১০৷৷০-১০।৶০
হিন্দুস্থান কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক ...	৫২৲	৫২৲	৫২৲	৫২৲	—	—
নাথ ব্যাঙ্ক ...	—	৩৯।৶০-৩৫৷৷০	৩৮৷৷০-৩৪৸০	৩৬।৶০-৩৬৲	৩৬।৶০-৩৫৸৶০	৩৬৲-৩৫৷৷০
কয়লা—বরাকর কোল্ কোং ...	—	৪৪৷৷৶০-৪৩৷৷০	৪৪৷৷০-৪৩৸৶০	৪৪৷৷৶০-৪৩৸৶০	৪৪৷৷৶০-৪৪৶০	৪৪।০-৪৪৲
তালচের „ „ ...	১২৷৷৶০	১২৷৷৶০	১২৸০	—	১২৷৷/০	১২৷৷৶০-১২।৶০
রাণীগঞ্জ „ „ ...	—	৬১৷৷০	—	—	৬৪।/০-৬৩।৶০	৬৪৷৷৶০-৬৪।৶০
ইকুটেবল „ „ ...	৭২৲-৭১৷৷৶০	৭২৲-৭১৷৷০	৭২৷৷০-৭১৸০	৭২৶০	৭২৷৷০-৭২।০	৭২।০-৭১।৶০
সাউথ করণপুরা „ ...	৩৬৷৷০-৩৬।০	৩৬৸৶০-৩৬।৶০	৩৬৸৶০-৩৬।০	৩৬৸/০-৩৬।৶০	৩৭৶০-৩৬৸০	৩৭।০-৩৭৲
ভুলনবরারি ...	—	—	৩৫৸৶০-৩৫।৶০	৩৬৲	৩৬।০-৩৫৸০	৩৫৸০
সেণ্ট্রাল কারকেণ্ড ...	—	—	—	—	—	—
নিউ চুরুলিয়া ...	—	১৩৷৷০-১৩।৶০	—	১৩৷৷৶০-১৩৷৷০	—	১৩৷৷৶০-১৩৷৷০
ষ্ট্যাণ্ডার্ড ...	—	৪৫৸০-৪৫৷৷৶০	৪৫৷৷০-৪৫।৶০	—	—	৪৫৷৷০-৪৫।৶০

ক্রিসেণ্ট কমারসিয়াল ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া লিঃ

৫৭, রাধাবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা ● ম্যাঃ ডিঃ—মিঃ বি, নারায়ণ চৌধুরী।

টেলি, ক্যান ৫৪১ — **ইষ্ট ইণ্ডিয়া কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ** — গ্রাম ক্রয়েনস

হেড অফিস ৭নং সোয়ালো লেন, কলিঃ ‖ ম্যানেজিং ডিরেক্টর জে. সি. চক্রবর্ত্তী।

বাংলা, বিহার, আসাম, উড়িষ্যা, যুক্তপ্রদেশ ও মধ্যপ্রদেশের নানা স্থানে শাখা অবস্থিত।
সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

দি
মার্চ্চেণ্টস ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিঃ

৩নং ম্যাঙ্গো লেন।
স্থাপিত—১৯৩২

নিষ্ঠা, নিরাপত্তা, নির্ভরযোগ্যতাই আমাদের বৈশিষ্ট্য।

সহজ সর্ত্তে টাকা কর্জ্জ দেওয়া এবং বিল ডিসকাউণ্ট করা হয়।

ফিক্সড্ ডিপোজিট্ এবং অন্যান্য আমানতের উপর সুদের হার লাভজনক।

শেয়ার মার্কেটের যাবতীয় শেয়ার কেনাবেচা করা হয়।

হিলি শাখা শীঘ্রই খোলা হইবে।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—এল, এ, মাল্লান

সাপ্তাহিক বাজার দর

	৭ই সেপ্টেম্বর	১০ই সেপ্টেম্বর	১১ই সেপ্টেম্বর	১২ই সেপ্টেম্বর	১৩ই সেপ্টেম্বর	১৪ই সেপ্টেম্বর
কাপড়ের কল—নিউ ভিক্টোরিয়া কটন মিলস্ লিঃ	৭৸৶০-৭৸৹	৮৲-৭৸৶০	৮/০-৭৸৶০	৮৲	৮৲	৮/০
বেনারস	১০৷৶০	—	১১৲	১০৸৶০	—	—
কাণপুর টেক্সটাইলস্	—	১৩৲-১২৸৶০	—	—	—	১২৸৶০-১২৸০
এলগিন কটন মিলস্ লিঃ	—	—	—	৬৬।০	—	—
কেশোরাম	১৯।০	১৯৶০-১৯/০	১৯৲-১৮৸৶০	—	১৯৲-১৮৸৶০	—
বঙ্গশ্রী	১৪৷৶০-১৪।৶০	১৪।৶০-১৪।০	১৪।/০-১৪।০	১৪।৶০-১৪।/০	১৪৶০-১৪৲	১৪।৶০-১৪।০
বঙ্গেশ্বরী কটন মিলস্	৭৷৶০	৭৷৶০-৭।৶০	৭৷৷০	৭৷৶০-৭৷৷০	—	৭৷/১০-৭৷৷০
কাগজের কল—ইণ্ডিয়া পেপার পাল্প লিঃ	—	—	—	২২৬৲	—	—
শ্রীগোপাল পেপার মিলস্ লিঃ	—	১৮৷৷/০	১৮৷৶০-১৮৷৷০	—	—	১৮৷৶০-১৮৷৷/০
টিটাগড়	৩২৷৶০-৩২৷৷/০	৩২৷৶০-৩২।৶০	৩২৸০-৩২৷৷৶০	৩২৷৷৶০	৩২৸০-৩২৷৷৶০	৩২৸০-৩২৷৷৶০
চটকল—অকল্যাণ্ড জুট মিলস্ লিঃ	—	৩৬৫৲-৩৬৩৲	—	—	৩৬৫৲	৩৬৭৲
এ্যাংলো ইণ্ডিয়া জুট মিলস্ লিঃ	৫২২৲	৫২৫৷৷০-৫২৩৷৷০	৫২৩৲-৫২৭৲	৫২৩৲	৫২৫৲ ৫২৩৷৷০	৫২৪৲
কামারহাটি ,, ,, ,,	৭৮৬৲	৭৯২৲-৭৮৯৲	—	—	৭৯১৲-৭৯০৲	৭৮৯৲
নদীয়া ,, ,, ,,	১৩৯৷৷০-১৩৭৸০	১৩৭৲	১৩৯।০-১৩৯৲	১৪০৲-১৩৯৷৷০	১৩৯৸০-১৩৮৸০	১৪২৷৷০-১৪০৲
প্রেসিডেন্সী ,, ,, ,,	১৪৶০-১৩৸৶০	১৪।০-১৪/০	১৪৶০-১৪৲	১৪/০-১৩৸৶০	১৪৶০-১৩৸৶০	১৪৲-১৩৸৶০
রিলায়েন্স ,, ,, ,,	৮৩।০	৮৪৷৷০-৮৩৸০	৮৩৸০	৮৩৷৷০-৮৩।০	৮৩৸৶০-৮৩৸০	৮৩।৶০
কাঁকনাড়া ,, ,, ,,	৬৬৪৲-৬৬৩৲	৬৭১৲-৬৭০৲	৬৭৩৲-৬৬৮৲	—	৬৭২৲-৬৬৯৲	৬৭১৲-৬৭০৲
হাওড়া ,, ,, ,,	—	৯৩৷৶০-৯৩/০	৯৩।০-৯২৸৶০	৯৩৲-৯২৷৷৶০	৯৩৲-৯২৸০	৯২৸০
ডালহৌসী ,, ,, ,,	—	৪০০৲	৪০৭৲-৪০০৲	—	৪০৬৲-৪০৪৲	৪০৪৲
বজবজ ,, ,, ,,	—	—	—	৬০৮৲	৬১০৲-৬০৭৲	—
ষ্ট্যাণ্ডার্ড ,, ,,	৩২০৲	—	—	—	৩২৪৲	—
এলায়েন্স ,, ,, ,,	৭৪৩৲	৭৪৭৲-৭৪৫৲	৭৪৭৲ ৭৪০৲	—	৭৫২৲-৭৫০৲	৭৪৫৲
চিনির কল—বেলসুন্দ সুগার কোং লিঃ	১৫৸০-১৫৷৷০	—	১৫৷৶০-১৫৷৷/০	১৬৲	১৬।/০-১৬৶০	১৬৶০-১৬/০
চম্পারণ সুগার কোং লিঃ	৪১৸৶০-৪১।০	৪২৶০-৪১৸০	৪২৲-৪১৷৷০	৪১৸৶০-৪১৷৷/০	৪২৶০-৪১৸৶০	৪২৶০-৪২৲
কেরু এণ্ড কোং লিঃ	২৯৷৷/০-২৯৷৷০	২৯৸০-২৯৷৷/০	২৯৸৶০-২৯৸০	৩১।/০-৩০৷৷০	৩১।৶০-৩১৲	৩১৶০-৩০৸০
চা বাগান—চন্দননগর টি	—	—	—	—	—	—
ইষ্ট ইণ্ডিয়া ,, ,, ,,	—	২২৲-২১।৲	—	২১৸০	২১৸৶০-২১৸৶০	২১৸০
কল্যাণী ,, ,, ,,	৪৪৷৷০-৪৪৲	—	৪৪৲-৪৩৷৷০	—	—	৪৩৷৷০
লেবং এণ্ড মিনারেল	১১।৶০-১১।/০	১১৷৶০-১১৷৷০	—	—	—	—
তেজপুর ,, ,, ,,	—	—	—	—	২১৷৶০-২১৷৷/০	—
বিশ্বনাথ ,, ,, ,,	—	—	৪৬।০-৪৬৲	—	—	—
বিবিধ—ডালমিয়া সিমেণ্ট কোং লিঃ	১৬৸০	১৬৸৶০-১৬৸০	১৬৸০-১৬৷৷০	—	১৬৸০	১৬৷৶০-১৬৷৷৶০
বি আই কর্পোরেশন	৭।৶০-৭।/০	৭।৶০-৭।০	৭৷৷০-৭।৶০	৭৷৷০-৭।৶০	৭৷৷০-৭।৶০	৭।৶০
মেদিনীপুর জমিদারী কোং লিঃ	১৯৶৲-১৮৯৲	১৯১৲-১৮৯৷৷০	১৯৩৲-২৯১৲	১৯২৲-১৯১৲	১৯২৲	—
রোটাস ইণ্ডাষ্ট্রিজ লিঃ	১৫৷৷০-১৫৷৷/০	১৫৷৶০-১৫৶০	১৫৷৷/০-১৫৷৷০	১৫৷৶০-১৫৷৷০	১৫।০	১৫৷৷/০-১৫৷৷০
ইণ্ডিয়া জেনারেল নেভিগেশন কোং লিঃ	—	২২১৲-২১৫৲	২০০৲-২৯৯৷৷৹	২৩১৲-২২৪৲	২৩০৲-২২৮৲	২২৬৲-২২২৲
আসাম-বেঙ্গল সিমেণ্ট ,, ,,	২০৲-১৯৸৶০	১৯৸৶০-১৯৸/০	২০৲-১৯৸৶০	২০৶০	২০৶০-১৯৸০	—
ন্যাশনাল ইনসুলেটেড কেবলস	—	—	১৩।০	—	১৩৶০	১৩৲
নিউ এসিয়াটিক ইনসিওরেন্স	—	—	—	—	১০৲-৯৸০	১০৶০-১০৲

গ্রাম : জনসম্পদ ফোন : ক্যাল ২৭৬৭

পরিকল্পনা—আজিকার দিনের অন্যতম বিষয়

ব্যাঙ্ক অব ক্যালকাটা লিঃ

ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার মারফৎ ক্লিয়ারিংএর ব্যবস্থা আছে।

শিল্প সম্প্রসারণ ও ব্যবসার উন্নতিবিধানকল্পে সেই পরিকল্পনাই প্রদান করিয়া থাকে।

ডাঃ এম, এম, চাটার্জ্জি, ম্যানেজিং ডিরেক্টর

অক্ষয় কুমার লাহা

প্রেডিয়াম মার্ব্ব সিমেণ্ট কলার বা ডাই ফর কারখানার রং

১নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট ক লি কা তা

ক্যালকাটা সিটি ব্যাঙ্ক

—লিমিটেড—

(ক্লিয়ারিংয়ের যাবতীয় সুবিধাযুক্ত)

হেড অফিস—১০২বি, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ফোনঃ কলিঃ ৩৪৪৭

CALCUTTA CITY BANK LIMITED

—শাখাসমূহ—

বড়বাজার,	দীঘিরপাড়,	পাটনা সিটি,
বেলেঘাটা,	লাহেরিয়াসরাই,	ভিজিয়ানাগ্রাম,
শ্যামবাজার,	ভাগলপুর,	বোলাজীর,
আরামবাগ,	নাথনগর,	কাটাবঞ্জী
চাঁপাডাঙ্গা,	দ্বারভাঙ্গা,	(পাটনা ষ্টেট),
মিরকাদিম,	রায়পুর,	নাগপুর,
নারায়ণগঞ্জ,	পাটনা,	সম্বলপুর।

দি সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া লিঃ

স্থাপিত—ডিসেম্বর—১৯১১

ভারতীয় বৃহত্তম জয়েণ্ট ষ্টক ব্যাঙ্ক

অনুমোদিত মূলধন ৫,২৫,০০,০০০৲ টাকা
বিলিকৃত মূলধন ৫,০৪,৩৯,৬০০৲ টাকা
আদায়ীকৃত মূলধন ২,৫১,০২,২০০৲ টাকা
রিজার্ভ ও অন্যান্য তহবিল ২,৫৪,৭২,০০০৲ টাকা
আমানতের পরিমাণ (৩০-৬-৪৫ তারিখে) ২৭,৩৬,৬৭,০০০৲ টাকা
হেড অফিস—মহাত্মা গান্ধী রোড, ফোর্ট, বোম্বাই

ভারতের সর্ব্বত্র ২৬০টীর অধিক ব্রাঞ্চ ও পে-অফিস আছে।

স্যার এইচ, পি, মোদী, কে, বি, ই, চেয়ারম্যান। ম্যানেজিং ডিরেক্টর : মিঃ এইচ, সি ক্যাপটেন, জে, পি।
লণ্ডন এজেণ্টস্ : বারক্লেস ব্যাঙ্ক লিঃ ও মিডল্যাণ্ড ব্যাঙ্ক লিঃ। নিউইয়র্ক এজেণ্ট : দি গ্যারাণ্টি ট্রাষ্ট কোং অব নিউইয়র্ক।

সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়। সর্ত্তাবলী পত্র লিখিয়া জানুন।

কলিকাতার শাখাসমূহ—মেন অফিস—১০০, ক্লাইভ ষ্ট্রীট; বড়বাজার—৭১, ক্রশ ষ্ট্রীট; শিউ মার্কেট—১০, লিণ্ডসে ষ্ট্রীট; শ্যামবাজার—১৩৩, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট; ভবানীপুর—৮-এ, রসা রোড। বঙ্গদেশ—ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, মীরকাদিম, জলপাইগুড়ি, শিলিগুড়ি, বর্দ্ধমান, দিনাজপুর, রংপুর, ভৈরববাজার, ময়মনসিংহ, কালিংপঙ্ এবং কুলটি। বিহার—জামসেদপুর, মজাফরপুর সাসারাম, গয়া, ছাপরা, জয়নগর, সীতামারি, বেট্টিয়া, মধুবাণী, খাগাড়িয়া, রকসউল, লৌগাছিয়া, ভাগলপুর, পাটনা, পাটনা সিটি, কাটিহার, কিষাণগঞ্জ, ফরবেশগঞ্জ, সাহেবগঞ্জ, বালিয়া, বৈরাগনিয়া, কলগঞ্জ, সমস্তিপুর ও পুরুলিয়া, দেওঘর, বদমংথি। উড়িষ্যা—সম্বলপুর।

নাথ ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস—১৩৫, ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ফোন ক্যাল ৩২৫৩ (৩ লাইন)

ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান
ব্যবসাকেন্দ্রে
শাখা অফিস আছে

—বোর্ড অফ্ ডিরেক্টরস—

মিঃ এস, কে, রায় ; মিঃ পি, ডি, হিমৎসিঙ্কা ; মিঃ পুলিনকৃষ্ণ রায় ; মিঃ জি, ভি, সোয়াইকা ; মিঃ জগন্নাথ কোলে ; মিঃ ডি, পি, দাসগুপ্ত ; মিঃ কে, এম, দালাল, ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

গয়া শাখা শীঘ্রই খোলা হইবে।

টেলিগ্রাম—Assambank
টেলিফোন—কলিঃ ৬৯৪০

ব্যাঙ্ক অব আসাম লিঃ

(১৯০৬ সালে স্থাপিত)
হেড অফিস—শিলং.
কলিকাতা অফিস—৬নং, ক্লাইভ রো।

শাখাসমূহ :—বড়পেটা, ধুবড়ী, গৌহাটী, গোয়ালপাড়া, যোড়হাট, নওগাঁ (আসাম)

আদায়ীকৃত মূলধন ও রিজার্ভ— ৬,৩৮,০০০৲ টাকার উপর
আমানত— ৬০,০০,০০০৲ টাকার ,,
কার্য্যকরী মূলধন ৭৪,০০,০০০৲ টাকার ,,

ব্যাঙ্কের সকল কাজ করা হয়।

এ বি দত্ত, এম-এ, এফ-আর-ই-এস্,
এ-আই-বি (লণ্ডন), সার্ট, এজেণ্ট, কলিকাতা।

এইচ ব্যানার্জ্জি, বি-এ,
এ-আই-বি (লণ্ডন), সার্ট, ম্যানেজিং ডিরেক্টর

দি সিলেট ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস—সিলেট স্থাপিত—১৯২৮।

শাখাসমূহ :—

কলিকাতা

১। মেইন অফিস—৬, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, ফোন নং ক্যালকাটা—৫৬০৭
২। বড়বাজার —৯, পগেয়া পট্টী।
৩। কলেজ ষ্ট্রীট —৭৯।২, হ্যারিসন্ রোড্-এ
(কলেজ-ষ্ট্রীট ও হ্যারিসন রোড্ মোড়) শীঘ্রই খোলা হইবে।

আসাম
শিলং,
শিলচর,
গৌহাটি,
করিমগঞ্জ,
মৌলবীবাজার,
নওগাঁ,
ছাতক,
হবিগঞ্জ।

আদায়ীকৃত মূলধন ও রিজার্ভ ফণ্ড—
৫,৫০,০০০৲

কার্য্যকরী মূলধন—
প্রায় ১,৫০,০০,০০০৲

বাঙ্গালা
চট্টগ্রাম,
ঢাকা,
নারায়ণগঞ্জ,
ময়মনসিংহ,
কিশোরগঞ্জ,
নেত্রকোণা।

—ব্যাঙ্কের নিজস্ব বাড়ী—

১। সিলেট ৩। শিলচর
২। শিলং ৪। ঢাকা

কলিকাতায় বাড়ীর জন্য ১৯, মিশন রো এক্সটেনসন্-এ জমি লওয়া হইয়াছে।

মিঃ পি, কে, চক্রবর্ত্তী,
ম্যানেজিং ডিরেক্টার

মিঃ জে, এম, দাস,
জেনারেল ম্যানেজার।

দি
বঙ্গলক্ষ্মী ইন্সিওরেন্স লিঃ

হেড অফিস :
৯এ, ক্লাইভ ষ্ট্রীট
ফোন : কলিঃ ৩০৯৯

চেয়ারম্যান :
শ্রীচারুচন্দ্র দত্ত আই, সি, এস (অবসরপ্রাপ্ত)

উন্নতিশীল বীমা কোম্পানী
আর্য্যস্থানে
বীমা করিয়া

ব্যবসায়ে লাভের টাকার
সংস্থিতি ও আয়করের গুরু
ভার লাঘব করুন।

হেড অফিস
আর্য্যস্থান ইনসিওরেন্স বিল্ডিং
১৫, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ
কলিকাতা।

লিলি বার্লি
আদর্শ পথ্য ও পানীয়

লিলি বার্লি
লিলি বিস্কুট কোং· কলিকাতা

লিলি বিস্কুট

লিলি
বিস্কুট
স্বাদে ও
গুণে—
অপরাজেয়

লিলি বিস্কুট কোং · কলিকাতা

১২২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা—আর্থিক জগৎ প্রেসে শ্রীযতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য দ্বারা সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

PHONE:—B. B. 6382 REGD. NO. C. 2806

CALCUTTA CENTRAL LIBRARY UNIVERSITY

আর্থিক জগৎ

ARTHIK JAGAT

ব্যবসা-বাণিজ্য-শিল্প-অর্থনীতি-বিষয়ক সাপ্তাহিক

মূল্য—বার্ষিক সডাক ৯ সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য প্রতি সংখ্যা ৶০ আনা

অষ্টম বর্ষ] Monday. 24th September, 1945. সোমবার, ৭ই আশ্বিন, ১৩৫২ [২১শ সংখ্যা

বেকার সমস্যা ও সরকারী ব্যয় সঙ্কোচের প্রশ্ন

যুদ্ধের সময়ে পুরাণো সরকারী দপ্তরের কাজ সম্প্রসারিত করিয়া ও অনেক নূতন বিভাগ স্থাপন করিয়া গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদের খরচপত্র যথেষ্ট পরিমাণে বাড়াইয়া দিয়াছিলেন। যুদ্ধের পরে সরকারী ব্যয় সঙ্কোচের প্রশ্ন জরুরী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ফলে সেই সমস্ত বিভাগ ছাঁটাই কবিবার কথা উঠিয়াছে। কিন্তু এইভাবে সরকারী বিভাগ ছাঁটাই করিতে গেলে, যুদ্ধের সময় যেসব অতিরিক্ত লোকের কর্ম্ম-সংস্থান হইয়াছিল, তাহারা নূতন করিয়া বেকার হইবে। এইভাবে বেকার সমস্যার জটিলতা বাড়ানো ঠিক নহে বলিয়া সরকারী কর্ম্মকর্ত্তাদের ভিতর একদল সরকারী ব্যয় সঙ্কোচের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছেন। প্রকাশ, তাঁহারা বলিতেছেন যে, সমর বিভাগ ও সামরিক মাল সরবরাহ বিভাগ প্রভৃতি যেসব বিভাগ যুদ্ধের সহিত সাক্ষাৎভাবে সংশ্লিষ্ট, যুদ্ধেব প্রয়োজন মিটিয়া যাওয়ার পর আজ তাহাদের সম্পর্কে লোক ছাঁটাইয়ের কার্য্যনীতি অবলম্বন করিতেই হইবে। কিন্তু যুদ্ধ শেষ হইয়া গিয়াছে বলিয়া খাদ্য বিভাগ, বেসামরিক মাল সরবরাহ বিভাগ প্রভৃতির কার্য্যধারা সঙ্কোচ করিবার তেমন কোন প্রয়োজন নাই। খাদ্যদ্রব্য ও অন্য নিত্য-ব্যবহার্য্য দ্রব্য-সামগ্রী কিনিয়া তাহা জনসাধারণেব ভিতর বণ্টনের যে কর্ম্মনীতি গবর্ণমেণ্ট গ্রহণ করিয়াছেন, যুদ্ধের পরেও আগামী কতিপয় বৎসর জনসাধারণের কল্যাণে তাহা বজায় রাখা দরকার। আর সেরূপ করিলে ঐসব দিক দিয়া নবনিযুক্ত লোকদের ছাঁটাই করিবার কোন প্রশ্ন দাঁড়াইবে না। ফলে, যুদ্ধোত্তর বেকার সমস্যার জটিলতাও কম হইবে।

সরকারী কর্ম্মকর্ত্তাদের মধ্যে এক শ্রেণীর লোক-দের এই মনোভাব আমরা তাঁহাদের নিতান্ত স্বার্থপর ও অদূরদর্শী নীতির পরিচায়ক বলিয়াই মনে করি। যুদ্ধের সময়ে নানাভাবে দেশে নিত্য-ব্যবহার্য্য জিনিষপত্রের দুষ্প্রাপ্যতা ও দুর্ম্মূল্যতা ঘটাইয়া গবর্ণমেণ্ট জনসাধারণের উপকার করিবার নামে এদেশে জিনিষপত্রের ক্রয়-বিক্রয় ও বণ্টন নিয়ন্ত্রণ করিয়াছিলেন। কিন্তু উহাতে জনসাধারণের উপকার সাধিত না হইয়া বরং বিপরীত ফল লক্ষ্য করা গিয়াছে। জিনিষপত্রেব স্বল্প যোগানের ভিতর নিয়ন্ত্রিত মূল্যে ও উপযুক্ত পরিমাণে তাহা সামরিক বিভাগ ও সরকারী বিভাগসমূহের লোকদের ভিতর বণ্টিত হইয়াছে। অপরদিকে নিয়মিত যোগান না পাইয়া জনসাধারণকে চড়া মূল্য দিয়া চোরাবাজার হইতেই তাহা সংগ্রহ করিবার চেষ্টা করিতে হই-য়াছে। কোন কোন স্থলে রেশন প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে সন্দেহ নাই। কিন্তু সেই রেশনের পরিমাণ সামান্য বলিয়া জনসাধারণ তাহাতেও বিশেষ কিছু উপকৃত হয় নাই। রেশনের জিনিষ আধিকাংশ ক্ষেত্রেই নিকৃষ্ট শ্রেণীর বলিয়া সেজন্য তাহাদিগকে যথেষ্ট দুর্ভোগ ভুগিতে হইতেছে। এই অবস্থায় ঐসব সরকারী বিধিব্যবস্থার প্রতি দেশের লোকের অশ্রদ্ধা

সাময়িক প্রসঙ্গ

ও অনাস্থা আজ তীব্র হইয়া দেখা দিয়াছে। ব্যবসা-বাণিজ্যের স্বাভাবিক গতি রুদ্ধ রাখিয়া যুদ্ধের পর এখনও ঐসব নিয়ন্ত্রণ-নীতি বজায় রাখিয়া চলা তাহারা অসমীচীন ও অসমর্থনযোগ্য বলিয়াই মনে করে। এই অবস্থায় সরকারী দপ্তরের কিছু সংখ্যক লোক বেকার হইবে বলিয়া গবর্ণমেণ্ট যদি খাদ্য, বস্ত্র ও অন্য দ্রব্য-সামগ্রী সম্পর্কে তাঁহাদের নিয়ন্ত্রণ-নীতি উঠাইয়া লইতে দ্বিধা করেন তবে তাহা খুব অন্যায় হইবে বলিয়া আমাদের ধারণা। তবে যুদ্ধের পরে উপরোক্ত কার্য্যধারা সম্পর্কে অবাস্তর সরকারী খরচপত্র হ্রাস করা প্রয়োজন বলিয়া মনে করিলেও কৃষি, শিল্প, শিক্ষা, স্বাস্থ্য প্রভৃতি জাতিগঠনমূলক কার্য্য বিষয়ে এদেশে সরকারী খরচপত্র বৃদ্ধি করা হউক ইহা আমরা চাই। যুদ্ধ প্রচেষ্টায় ব্যস্ত থাকিয়া গবর্ণ-মেণ্ট ঐসব দিকে এতদিন একেবারেই মনোযোগ দেন নাই। এখন হইতে একটা পূরাপূরি expansionist policy নিয়া ঐ বিষয়ে কার্য্যে ব্রতী হওয়া তাঁহাদের পক্ষে খুবই দরকার। যদি গবর্ণমেণ্ট সেরূপ কার্য্যধারা অবলম্বন করেন, তবে একদিক দিয়া ব্যয় সঙ্কোচের জন্য যে বেকার সমস্যা দেখা দিবে, অপর দিকে খরচপত্র নূতন করিয়া বৃদ্ধি পাওয়ার জন্য সেই বেকারদের নূতন করিয়া কর্ম্মসংস্থানেরও সুযোগ হইবে।

বিষয়-সূচী

বিষয়	পৃষ্ঠা
সাময়িক প্রসঙ্গ	৪৯৭-৯৯
শিল্পপতি মিশনের রিপোর্ট	৫০০-০১
রাজনৈতিক প্রসঙ্গ	৫০২-০৩
খেয়ালীর খাতা	৫০৪-০৫
আর্থিক দুনিয়ার খবরাখবর	৫০৬-১৪
কোম্পানী প্রসঙ্গ—	৫১৫-১৬
বাজারের হালচাল—	৫১৭-২২

ট্রাম শ্রমিকদের ধর্ম্মঘট

গত ১৯শে সেপ্টেম্বর হইতে কলিকাতা ট্রাম কোম্পানীর ৮ হাজার শ্রমিক ধর্ম্মঘট করিয়াছে। ট্রামের মারফতে এই সহরে দৈনিক ৮ লক্ষ যাত্রী চলাচল করিত। ১৯শে সেপ্টেম্বর হইতে ট্রাম চলাচল একেবারে বন্ধ হওয়ায়, সহরবাসীর নিতান্ত দুঃখ-দুর্দ্দশার কারণ ঘটিয়াছে; ব্যবসা-বাণিজ্যেরও নিদারুণ অসুবিধা সৃষ্টি হইয়াছে। লোকের যাতায়াতের জন্য কলিকাতা সহরে দৈনিক চারি শত বাস চলিত। ট্রাম ধর্ম্মঘট সুরু হওয়ার পর হইতে বাসের সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া পাঁচশত করা হইয়াছে। পেট্রোলের বরাদ্দও যথেষ্ট পরিমাণে বাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু এইভাবে ট্রামের অভাব মিটানো সম্ভবপর নহে। জনসাধারণের দুঃখ দুর্দ্দশা ও ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষতি বন্ধ করিবার জন্য গবর্ণমেণ্টের উচিত অবিলম্বে ট্রাম কোম্পানী ও শ্রমিকদের ভিতর একটা আপোষ-মীমাংসা করিয়া দেওয়া। কিন্তু পুনঃ পুনঃ বৈঠক ও কনফারেন্স বসানো ছাড়া তাঁহারা সে বিষয়ে আন্তরিকভাবে যত্নবান হইয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। ট্রাম-শ্রমিকেরা যে সব দাবী উপস্থিত করিয়া ধর্ম্মঘট সুরু করিয়াছে, তাহার মধ্যে প্রধান কয়েকটি এই :—

(১) ঈদ ও পূজা উপলক্ষে ট্রাম-শ্রমিকদিগকে এক

আর্থিক জগৎ

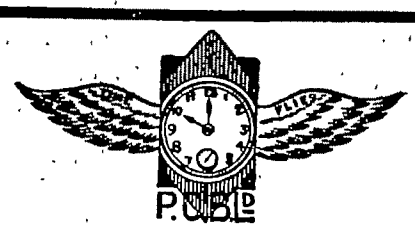

স্মরি তব অবদান
নতশির করে ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠান

Broomby

টেলিঃ

পাইওনিয়ার
কমার্শিয়াল
ব্যাঙ্ক লিঃ

মাসের মাহিনার সমপরিমাণ বোনাস্ দিতে হইবে, (২) ট্রাম কোম্পানী ইতিপূর্ব্বে যে দুইজন কর্ম্মচারীকে কর্ম্মচ্যুত করিয়াছিলেন তাহাদিগকে কার্য্যে পুনর্বহাল করিতে হইবে, (৩) ১৯৪২ সালে ট্রাম কর্ম্মচারীদিগকে যে টাকা অগ্রিম দেওয়া হইয়াছিল, কোম্পানীর পাওনা হিসাবে না ধরিয়া তাহা মকুব করিয়া দিতে হইবে, (৪) ধর্ম্মঘট ঘোষণার জন্য কোন শ্রমিককে কর্ম্মচ্যুত করা চলিবে না। ট্রাম-শ্রমিকদের এইসব দাবী খুব সঙ্গত বলিয়াই মনে হয়। এই দুর্দ্দিনে অনেক ব্যবসা প্রতিষ্ঠানই তাহাদের কর্ম্মচারীদিগকে সাধ্যমত বোনাস্ প্রদান করিতেছেন। গত ১৯৪২ সালে কলিকাতা ট্রাম কোম্পানীর ৩০ লক্ষ টাকা লাভ হইয়াছিল। ১৯৪৪ সালে তাহাদের লাভের পরিমাণ বাড়িয়া ৬৪ লক্ষ টাকা দাঁড়াইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। এই অবস্থায় শ্রমিকদিগকে এক মাসের বোনাস্ (অনুমিত ব্যয় দেড় লক্ষ টাকা) প্রদানে অস্বীকার করিয়া ট্রাম কোম্পানী যথেষ্ট অবিবেচনা ও একগুয়েমীর পরিচয় দিয়াছেন। ট্রাম ধর্ম্মঘট সুরু করিবার ১৪ দিন পূর্ব্বে ট্রামওয়ে ওয়াকার্স ইউনিয়ন গবর্ণমেণ্টের নিকট এ সম্পর্কে নোটিশ পেশ করিয়াছিলেন। তখন হইতে চেষ্টা করিলে গবর্ণমেণ্ট ট্রাম কোম্পানীর উপর চাপ দিয়া ঐ সব দাবী পূরণের ব্যবস্থা করিতে পারিতেন। কিন্তু ধর্ম্মঘট সুরু না হওয়া পর্য্যন্ত তাঁহারা এ বিষয়ে বিশেষ কিছু গা লাগান নাই। এক্ষণে ধর্ম্মঘটের ফলে সহরের যানবাহন-ব্যবস্থা অচল হইতে দেখিয়া, আপোষ মীমাংসার জন্য কয়েকটি প্রস্তাব গবর্ণমেণ্ট উপস্থিত করিয়াছেন। ট্রাম কোম্পানীর সহিত আলাপ-আলোচনা করিয়া তাঁহারা জানাইয়াছেন, গত ১লা সেপ্টেম্বর ট্রাম-শ্রমিকের তালিকায় যাহাদের নাম ছিল এবং পূর্ব্ববর্ত্তী ৩ মাসের মধ্যে যাহারা কমপক্ষে ৬০ দিন কাজ করিয়াছে, তাহাদিগকে বোনাস্ দেওয়া হইবে। কর্ম্মচ্যুত শ্রমিকদের পুনর্বহাল করা সম্বন্ধে তাঁহারা বলিয়াছেন, এ বিষয়টি সরকারী সালিশী-অফিসর (adjudication officer) দ্বারা বিচার না করিয়া তাঁহারা কোন মতামত ব্যক্ত করিতে পারিতেছেন না। ১৯৪৪ সালে যে টাকা অগ্রিম প্রদান করা হইয়াছিল, তাহা মকুব করিয়া দিতে এবং ধর্ম্মঘটের জন্য কোন শ্রমিককে বরখাস্ত না করিতে গবর্ণমেণ্ট কথা দিয়াছেন। কিন্তু গবর্ণমেণ্টের এই প্রস্তাব ট্রাম-শ্রমিকদের মনঃপূত হয় নাই। যেভাবে বোনাস্ দেওয়ার কথা বলা হইয়াছে, তাহাতে এক হাজার শ্রমিক উহা হইতে বঞ্চিত হইবে। কর্ম্মচ্যুত শ্রমিকদের সম্পর্কে যে সালিশী-বিচারের নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে তাহাতে অচিরে তাহাদের পুনর্বহালের আশাও দেখা যাইতেছে না। কাজেই ট্রাম-শ্রমিকেরা গত ২১শে সেপ্টেম্বর এক সভায় সমবেত হইয়া ধর্ম্মঘট চালাইয়া যাওয়ার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। আপোষ মীমাংসার চেষ্টা এইভাবে ব্যর্থ হওয়া আমরা নিতান্ত দুঃখের বিষয় বলিয়াই মনে করি। বোনাস্ প্রদানে রাজী হইয়া শেষ পর্য্যন্ত উহা হইতে ১ হাজার শ্রমিককে বঞ্চিত রাখিবার চেষ্টা খুবই সঙ্কীর্ণতার পরিচায়ক। দুইজন কর্ম্মচ্যুত শ্রমিককে পুনর্বহাল করা সম্পর্কে কোম্পানীর পক্ষে গোঁ ধরিয়া বসিয়া থাকাও আমাদের মতে অর্থহীন। ৮ হাজার ট্রাম-শ্রমিকের কল্যাণে ও সহরবাসীর দুঃখকষ্ট লাঘবের জন্য ট্রাম কোম্পানীর পক্ষে উদারভাবে বিষয়টি পুনর্বিবেচনা করা সঙ্গত। গবর্ণমেণ্টের পক্ষেও ঐ বিষয়ে তাহাদের উপর চাপ দেওয়া কর্ত্তব্য।

সংবাদ ও বেতার বিভাগের মহিমা

যুদ্ধের সময়ে ভারত সরকারের সংবাদ ও বেতার বিভাগের (ইনফরমেশন এণ্ড ব্রডকাষ্টিং ডিপার্টমেণ্ট) কাজ অবাস্তরভাবে এত প্রসারিত করা হইয়াছে যে, বার্ষিক পৌনে তিন কোটি টাকার কমে এখন আর ঐ বিভাগের খরচ নির্ব্বাহ হইতেছে না। ডিরেক্টর অব পাব্লিক রিলেশনের নামে সামরিক বিভাগের অধীনে বাজেটে যে ৫৬ লক্ষ টাকা ব্যয় ধরা হইয়াছে, তাহা যোগ করিলে ঐ বিভাগের মোট ব্যয় আসলে উহার চেয়েও অনেক বেশী বলিতে হইবে। কিন্তু সরকারী কর্ত্তৃপক্ষ যুদ্ধ থামিয়া যাওয়া সত্ত্বেও সংবাদ ও বেতার বিভাগের খরচপত্র হ্রাস করা সম্বন্ধে এখন পর্য্যন্ত কোন আগ্রহ দেখাইতেছেন না। এই বিভাগ সম্পর্কে যাহাতে যুদ্ধোত্তর ব্যয় সঙ্কোচের নীতি অনুসৃত না হয়, সেজন্য ভারত সরকারের প্রচার সচিব স্যার সুলতান আমেদ ইতিমধ্যেই জোর প্রচারকার্য্য সুরু করিয়াছেন। সম্প্রতি ইনফরমেশন এণ্ড ব্রডকাষ্টিং বিভাগের পাবলিসিটি এডভাইসরী কমিটির এক সভায় তিনি বলিয়াছেন, উক্ত বিভাগের অফিসররা যুদ্ধের সময়ে যে প্রশংসনীয় কর্ম্মতৎপরতা দেখাইয়াছে তাহাতে উহাদের চাকুরী যুদ্ধের পরও কায়েম রাখা উচিত। সুখের বিষয় পাবলিসিটি এডভাইসরী কমিটির সভ্যদের মধ্যে অনেকেই স্যার সুলতান আমেদের এই বাক্‌বিভূতিতে বিভ্রান্ত হন নাই। তাঁহারা ঐ বিভাগের ব্যয় সঙ্কোচ করিবার জন্য খুলাখুলী দাবী উপস্থিত করিয়াছেন। যুদ্ধ সম্পর্কিত প্রচারকার্য্যে যে সব লোক নিয়োজিত রহিয়াছে, তাহাদিগকে অবিলম্বে ছাঁটাই করিবার নির্দ্দেশ দিয়াছেন। ইনফরমেশন এণ্ড ব্রডকাষ্টিং ডিপার্টমেণ্টের পক্ষ হইতে বিদেশে, বিশেষ করিয়া আমেরিকায় বৃটিশের সাম্রাজ্যবাদী-নীতির অনুকূলে ও ভারতের স্বার্থের বিরুদ্ধে যে প্রচারকার্য্য চালান হইতেছে, কয়েকজন সদস্য তীব্র ভাষায় তাহার নিন্দা করিয়াছেন এবং অবিলম্বে সে সমস্ত বন্ধ করিবার পরামর্শ দিয়াছেন। একজন সদস্য নাকি এরূপ মন্তব্য করিয়াছেন যে, আমেরিকায় বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের ধামাধরা ব্যক্তিদের উপর ভারতের জন্য প্রচারকার্য্য চালাইবার ভার ন্যস্ত না করিয়া, মিসেস্ বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিতের উপর সে ভার ন্যস্ত করিলেই ভারতের স্বার্থ সংরক্ষিত হইত; সরকারী খরচপত্রেরও একটা সার্থকতা দেখা যাইত।

যুদ্ধের সময় ভারত সরকার তাঁহাদের খরচপত্র সম্পর্কে বেহিসাবী হইয়া উঠিয়াছেন। সেই সুযোগে স্যার সুলতান আমেদ এবং সংবাদ ও বেতার বিভাগের বড় কর্ত্তারা ঐ বিভাগটিকে রাতারাতি ফাঁপাইয়া তুলিয়াছেন। কয়েক ডজন নূতন অফিসর নিয়োগ করিয়া মাহিয়ানা ও ভাতার আকারে তাহাদের ভিতর অকৃপণ হস্তে অর্থ ছড়াইতেছেন। যাহাদের মাসিক দুই শত টাকা রোজগারের যোগ্যতা নাই উহাদের আশ্রয়পুষ্ট হইয়া তাহারাও মাসে হাজার টাকা অর্জ্জনের সৌভাগ্য লাভ করিয়াছে। উহাদের কর্ম্মধারার সম্পর্কে সম্যক খবর রাখি বলিয়া দাবী করি না। কিন্তু ইনফরমেশন এণ্ড ব্রডকাষ্টিং বিভাগের প্রেস বুলেটিন ও বেতার ভাষ্য প্রভৃতির মারফতে সত্য বিকৃতি, অনুপযুক্ত তর্জ্জমা ও ছেলেখেলার যে অপরূপ নমুনা আমরা সদা সর্ব্বদা লক্ষ্য করিতেছি তাহাতে উহাদের এই অপ্রত্যাশিত সৌভাগ্যের প্রতি ক্ষোভ প্রকাশ না করিয়া পারা যায় না। ভারতের মত দরিদ্র দেশে প্রচার বিভাগ সম্পর্কে সরকারী অর্থব্যয়ের এই বেহিসাবী নীতি কবে বন্ধ হইবে তাহাই ভাবিতেছি।

অর্থনৈতিক তথ্য বিবরণ চাপিয়া রাখা সম্পর্কে গবর্ণমেণ্টের নীতি

যুদ্ধের নাম করিয়া গত কতিপয় বৎসর হইতে এদেশে গবর্ণমেণ্ট অর্থনৈতিক তথ্য বিবরণ চাপিয়া যাওয়ার একটা নীতি অবলম্বন করিয়াছেন। উহার ফলে নানা বিষয়ে দেশের প্রকৃত অবস্থা হৃদয়ঙ্গম করা ও অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য উপযুক্ত পরিকল্পনা গঠন করা আজ নিতান্ত কঠিন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সেই মারাত্মক অসুবিধার কথা স্মরণ করিয়া পণ্ডিত জহরলালের মত সর্ব্বজনমান্য নেতা সম্প্রতি এক বিজ্ঞপ্তিতে গবর্ণমেণ্টের ঐ কার্য্যনীতির বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, "কংগ্রেস ন্যাশনেল প্ল্যানিং কমিটি গঠন করিয়া এদেশের জন্য জাতীয় উন্নতির পরিকল্পনা গঠনে ব্রতী হওয়ার পর হইতে আমরা নানা বিষয়ে নির্ভরযোগ্য তথ্য বিবরণে অভাব তীব্রভাবে উপলব্ধি করিতেছি। এদেশে অনেক বিষয়ে গবর্ণমেণ্ট উপযুক্ত সংখ্যাবিবরণ সংগ্রহ করেন না। যে সব বিষয়ে সংখ্যা বিবরণ সংগ্রহ করা হয় তাহার সব আবার জনসাধারণকে জানিতে দেওয়া হয় না। যুদ্ধকালীন নিরাপত্তা ও ব্যয় সঙ্কোচের নাম করিয়া গত কয় বৎসর যাবৎ কোন কোন বিষয়ে সরকারী রিপোর্ট প্রকাশ করা একেবারে বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। সরকারী প্যানেল এবং কমিটি ও কমিশন বসাইয়া গবর্ণমেণ্ট নানা বিষয়ে বিবরণ সংগ্রহ করিতেছেন। অনেক ক্ষেত্রে তাঁহাদের রিপোর্টও গোপন রাখার ব্যবস্থা হইয়াছে। এপ্রসঙ্গে দৃষ্টান্ত হিসাবে ভারতীয় শিল্পোন্নতি সম্পর্কে মার্কিন শিল্পপতি মিশনের রিপোর্টের (Grady Committee Report) কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা যাইতে পারে। বিদেশী বিশেষজ্ঞদের ঐ রিপোর্টটি গবর্ণমেণ্ট প্রকাশ না করাতে নানা সন্দেহের কারণ দাঁড়াইয়াছে। হয়ত গ্রেডী রিপোর্টে গবর্ণমেণ্টের কার্য্যধারা সম্পর্কে এরূপ মন্তব্য রহিয়াছে যাহা তাঁহাদের পক্ষে প্রশংসার বিষয় নহে, হয়ত উহাতে ভারতের শিল্পোন্নতি সম্পর্কে এমন সব নির্দ্দেশ রহিয়াছে যাহা কার্য্যকরী হওয়া বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট নিজেদের বাণিজ্য স্বার্থের অনুকূল বলিয়া মনে করেন না। অর্থনৈতিক তথ্য গোপনের এই নীতি ভারতের স্বার্থের পক্ষে ক্ষতিকর! কেবল জাতীয় পরিকল্পনা গঠনের অসুবিধাই নহে উহাতে অর্থনৈতিক বিষয়ে লোকের জ্ঞান লাভের পথে ও আর্থিক পরিকল্পনা সম্পর্কে তাহাদের সহযোগিতার পথে যথেষ্ট বিঘ্ন হইতেছে। দেশের কল্যাণে সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিষয়ে সমস্ত রিপোর্ট ও তথ্যবিবরণ অচিরে প্রকাশ করা সম্পর্কে আমি গবর্ণমেণ্টের নিকট দাবী করিতেছি।" পণ্ডিত জহরলালের এই দাবী সর্ব্বথা সঙ্গত বলিয়াই আমরা মনে করি। যুদ্ধের সময় শত্রুপক্ষের অবগতির ভয়ে যদিবা এই শ্রেণীর বিবরণ প্রকাশ না করার একটা কারণ ছিল যুদ্ধ থামিয়া যাওয়ার পর এখন সে কারণ একেবারেই নাই বলা চলে।

যৌথ চাষাবাদ

ভারতের কৃষিজমি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে বিভক্ত বলিয়া এদেশে ভালরূপে চাষাবাদের খুবই অসুবিধা ঘটিয়া থাকে। ফলে জমি হইতে ফসলও পাওয়া যায় কম। সোভিয়েটরাশিয়া যৌথ ফার্ম্মের রীতি প্রচলিত করিয়া এই শ্রেণীর অসুবিধা দূরীকরণ সম্পর্কে দুনিয়ার সমক্ষে সমুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছে। এক এক এলাকায় বহু কৃষকের জমি একত্র করিয়া সেখানে ট্রাক্টর দ্বারা উন্নত প্রক্রিয়ায় কৃষির কাজ নিয়ন্ত্রিত হইতেছে। ফলে কৃষিপণ্যের উৎপাদন ও কৃষকের আয় দুইই বেশ বাড়িয়া

দেশের ও দশের সেবায়
নির্ভরযোগ্য ও নিরাপদ প্রতিষ্ঠান
ইণ্ডিয়ান পিপলস্ ব্যাঙ্ক লিঃ
সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।
৫।১, রয়েল এক্সচেঞ্জ প্লেস,
কলিকাতা
ফোন: কলিঃ ৩৩৮১ :: তার: 'Honey Comb,' Cal
আমাদের বিশেষজ্ঞ দ্বারাই ষ্টক এক্সচেঞ্জের বিবিধ শেয়ার ও সিকিউরিটি ক্রয় বিক্রয় করা হয়।
আপনাদের সহানুভূতি প্রার্থনীয়

গিয়াছে। রাশিয়ার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া অনেক ধনতান্ত্রিক দেশও বর্ত্তমানে যৌথ চাষাবাদের নীতি প্রচলন করিয়াছে। কিন্তু ভারতে যৌথ চাষাবাদের নীতি প্রবর্ত্তিত হওয়া একান্ত প্রয়োজনীয় হইলেও নিছক আলাপ-আলোচনা ছাড়া এদেশের সরকারী কর্ত্তৃপক্ষ ঐ বিষয়ে কার্য্যকরীভাবে কোন মনোযোগ নিবদ্ধ করিতেছেন না। আমরা শুনিয়া বিশেষ সুখী হইলাম হায়দরাবাদ রাজ্যের নিজাম সরকার সম্প্রতি ঐ বিষয়ে একটা পরিকল্পনা নিয়া কার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন। তাঁহারা স্থির করিয়াছেন, ঐ রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় খণ্ড জমি একত্রীকরণের নীতি অবলম্বন করিয়া তাঁহারা ১০০ একরের এক একটি ফার্ম্ম গঠন করিবেন। কৃষকদিগকে একত্রে ঐ সব ফার্ম্মে কাজ করিবার নির্দ্দেশ দেওয়া হইবে। নিজাম সরকারের কৃষি বিভাগ ফার্ম্মসমূহের কার্য্য তদারক করিবেন। তাঁহারা উহাদের জন্য ট্রাক্টর ও অন্যান্য উন্নত সরঞ্জাম সরবরাহেরও ব্যবস্থা করিবেন। প্রকাশ, নিজাম সরকার ইতিমধ্যেই ৩০টি ট্রাক্টরের জন্য অর্ডার দিয়াছেন। ১৯৪৫ সালের শেষভাগে উহার মধ্যে ৫টি হায়দরাবাদে আসিয়া পৌঁছিবে। প্রত্যেকটির দাম পড়িবে ২৫ হাজার টাকা। বাকী ট্রাক্টরসমূহ ১৯৪৬ সালের মধ্যে পাওয়া যাইবে। লাঙ্গল ও বলদের ব্যবহার উঠাইয়া দিয়া ট্রাক্টর দ্বারা যৌথ ফার্ম্ম চাষাবাদের রীতি প্রবর্ত্তন করাই নিজাম সরকারের উদ্দেশ্য। ভারতের অন্য যে সব অঞ্চলে কৃষিজমি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে বিভক্ত হায়দরাবাদের মত সে সব অঞ্চলেও যৌথ চাষাবাদের রীতি প্রচলনের চেষ্টা সুরু হওয়া উচিত।

চিনির স্বল্প যোগান ও তাহার কারণ

ভারত সরকারের সুগার কন্‌ট্রোলার (চিনি বণ্টনের ভারপ্রাপ্ত নিয়ন্ত্রণ অফিসার) সম্প্রতি এক বক্তৃতায় বলিয়াছেন, ভারতের লোকেরা বেশী পরিমাণে চিনি ব্যবহার করিতে আরম্ভ করায় এদেশে চিনির অভাব দেখা দিয়াছে। ইহা কৈফিয়ৎ, না অভিযোগ তাহা আমরা ঠিক ঠাহর করিতে পারিলাম না। ভারত সরকার যখন তাঁহাদের অযোগ্যতার জন্য কোন সমস্যার সমাধান করিতে পারেন না তখন জনসাধারণকে দোষ দিয়া তাঁহারা আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়া থাকেন। বর্ত্তমান ক্ষেত্রেও তাহাই হইয়াছে। যুদ্ধ বাধিবার পর হইতে গবর্ণমেণ্ট এদেশে কলের-চিনি বণ্টনের ভার স্বহস্তে গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু সরকারী নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থায় লোকের চিনির অভাব না মিটিয়া দিন দিন তাহার দুষ্প্রাপ্যতা বাড়িয়াই চলিয়াছে। আগের তুলনায় চিনির জন্য লোকে বেশী মূল্য দিতেছে। কিন্তু তাহারা উপযুক্ত পরিমাণে উহা সংগ্রহ করিতে পারিতেছে না। রেশনিং প্রথায় পূর্ব্বে মাথাপিছু যে পরিমাণে চিনি দেওয়া হইত, বর্ত্তমানে তাহার পরিমাণ সে তুলনায় হ্রাস করা হইয়াছে। অথচ গবর্ণমেণ্ট জনসাধারণ বেশী চিনি খাইয়া ফেলিতেছে বলিয়া অভিযোগ তুলিয়াছেন। দেশের লোকের বর্ত্তমান দুঃখ-দুর্দ্দশার ভিতর উহা তাহাদের ভাগ্য নিয়া পরিহাস ছাড়া আর কি হইতে পারে?

ভারতে যুদ্ধের সময় চিনির অভাব ঘটিবার প্রধান কারণ কলসমূহে উহার উৎপাদন হ্রাস। গত ১৯৩৯-৪০ সালে ভারতবর্ষে ১২ লক্ষ ৪১ হাজার টন চিনি উৎপন্ন হইয়াছিল। তাহার পর আর কোন বৎসরে এই পরিমাণ চিনি দেশে উৎপন্ন হয় নাই। ১৯৪১-৪২ সালে চিনির উৎপাদন ৭ লক্ষ ৭৮ হাজার টন পর্য্যন্ত হ্রাস পায়। ১৯৪২-৪৩ সালে তাহা বাড়িয়া ১২ লক্ষ ১৬ হাজার টন হয়। ১৯৪৪-৪৫ সালে চিনির উৎপাদন আবার বেশী রকম হ্রাস পাইয়া মোট ৯ লক্ষ ৫০ হাজার টনে দাঁড়াইয়াছে। এই স্বল্প উৎপাদন দ্বারা দেশের লোকের স্বাভাবিক চাহিদা মিটানো সম্ভবপর নহে। পূর্ব্বে জাভা হইতে চিনি আসিত। যুদ্ধের সময়ে সে আমদানীও একেবারে বন্ধ আছে। তাহার উপর দেশের উৎপন্ন চিনি হইতে গবর্ণমেণ্ট বৎসরে ৮১ হাজার টন সৈন্যদের জন্য সরবরাহ করিয়া ও ১৮ হাজার টন বাহিরে রপ্তানী করিয়া সমস্যা বিশেষভাবে জটিল করিয়া তুলিয়াছেন। যোগানের অভাবে যেখানে দেশের লোক উপযুক্ত পরিমাণে চিনি পাইতেছে না, সেখানে সাধারণের দাবী উপেক্ষা করিয়া এইভাবে বাহিরে চিনি রপ্তানী করা কেবল পরাধীন ভারতের বৃটিশ আমলাতান্ত্রিক গবর্ণমেণ্টের পক্ষেই সম্ভবপর। ভারতের কলসমূহে চিনির উৎপাদন হ্রাস পাওয়ার কারণ দেশে ইক্ষুর স্বল্প উৎপাদন ও কলসমূহে ইক্ষু সরবরাহ সম্পর্কে উপযুক্ত যানবাহনের অভাব। গবর্ণমেণ্টের পক্ষে পরম কৃতিত্বের কথা এই যে, তাঁহারা সামরিক বিভাগের জন্য ও রপ্তানীর জন্য চিনি ক্রয় ও মজুত করিলেও ইক্ষুর যোগান বাড়াইয়া এদেশে চিনির উৎপাদন বৃদ্ধির কোন ব্যবস্থা করিতে পারেন নাই। এই দুর্ম্মূল্যের বাজারে ইক্ষু চাষ করিয়া উপযুক্ত মূল্য পাওয়া যায় না বলিয়া কৃষকেরা ইক্ষুর বদলে অনেক স্থলে অন্য ফসলের চাষাবাদ সম্পর্কে জোর দিতে বাধ্য হইতেছে। ইক্ষুর মূল্য চড়াহারে বাঁধিয়া দিয়া গবর্ণমেণ্ট এই গতি প্রতিরোধের কোন চেষ্টা করিতেছেন না। যানবাহনের অভাবে কলসমূহে ইক্ষু সরবরাহ করা পূর্ব্বে যেরূপ কঠিন ছিল, এখনও তাহাই আছে। সে অব্যবস্থার প্রতিকার সম্বন্ধে কোন সদুপায় এখনও অবলম্বিত হইতেছে না। এই অবস্থায় দেশে চিনির অভাব শীঘ্র মিটিবার আশা কোথায়?

সুদের হার হ্রাসের প্রস্তাব

লণ্ডনের খবরে প্রকাশ, বৃটিশ শ্রমিক গবর্ণমেণ্ট ব্যাঙ্ক অব ইংলণ্ডের প্রদেয় সুদের হার শতকরা ২ ভাগ হইতে ১ ভাগ পর্য্যন্ত হ্রাস করার সঙ্কল্প করিয়াছেন। যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠনের জন্য বৃটিশ গবর্ণমেণ্টকে বিস্তর ঋণ তুলিতে হইবে। সুদের হার কম করিয়া নির্দ্ধারিত হইলে তাহাতে ঐ বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের বিশেষ সুবিধা হইবে। ইংলণ্ডের লোকদের জীবন-যাত্রার মান উন্নত রাখিবার জন্য ঐ দেশের রপ্তানী-বাণিজ্য বর্ত্তমানের তুলনায় শতকরা ৫০ ভাগ বাড়ানোর আয়োজন হইতেছে। রপ্তানী-বাণিজ্য সম্প্রসারিত করিতে হইলে বৃটেনে শিল্প ব্যবসায়ের সমুচিত উন্নতি সাধিত হওয়া দরকার। সুদের হার হ্রাস পাইলে ঐ দেশে নূতন শিল্পপ্রতিষ্ঠান স্থাপন ও পুরাতন শিল্পপ্রতিষ্ঠানের কার্য্য সম্প্রসারণের পথ প্রশস্ত হইবে। এই সমস্ত বিষয় বিবেচনা করিয়াই শ্রমিক গবর্ণমেণ্ট সুদের হার হ্রাস করা সম্পর্কে উদ্যোগী হইয়াছেন। বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের এই উদ্যোগ দেখিয়া ভারতেও কেহ কেহ এই নীতি অবলম্বনের দাবী করিতেছেন। গবর্ণমেণ্ট যাহাতে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সুদের হার শতকরা ৩ ভাগ হইতে ২ ভাগ পর্য্যন্ত হ্রাস করেন এবং ভবিষ্যতে সরকারী ঋণপত্রের উপর দেয় সুদের হার যাহাতে যথাসম্ভব কমাইয়া দেওয়া হয়, সে সম্পর্কে তাঁহারা চাপ দিতেছেন। এবিষয়ে গবর্ণমেণ্টের প্রকৃত মনোভাব কি তাহা আমরা অবগত নহি। তবে সুদের হার হ্রাস করিতে হইলে তাহার পূর্ব্বে উহার ফলে দেশের লাভ ও ক্ষতির দিকটা ভালভাবে বিবেচনা করিয়া দেখা আমরা প্রয়োজন বলিয়া মনে করি। সুদের হার হ্রাস পাইলে ইংলণ্ডের মত এদেশেও গবর্ণমেণ্টের দিক হইতে ও শিল্প ব্যবসায়ের দিক হইতে তাহা বিশেষ সুবিধাজনক হওয়ার কথা। উহা হইলে গবর্ণমেণ্ট অপেক্ষাকৃত কম প্রতিদানে দেশবাসীর নিকট হইতে বেশী ঋণ তুলিতে পারিবেন। ব্যাঙ্কসমূহ হইতে কম সুদে কার্য্যকরী মূলধন সংগ্রহ করিয়া দেশের শিল্প ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানসমূহও যথেষ্ট উপকৃত হইবে। যদিও লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, বৃটিশ সরকারের মত যুদ্ধোত্তর যুগে আন্তরিকভাবে পুনর্গঠন পরিকল্পনা কার্য্যকরী করিবার ও সেজন্য প্রচুর সরকারী ঋণ তুলিবার কোন আগ্রহ ভারত সরকারের নাই। আর কম সুদে টাকা পাওয়ার সুবিধা হইলেও উপযুক্ত যন্ত্রপাতির অভাবে এদেশে অদূর ভবিষ্যতে ব্যাপক শিল্প সংগঠনও সম্ভবপর নহে। যাহা হউক, যুদ্ধোত্তর আর্থিক পুনর্গঠন ও যুদ্ধোত্তর শিল্পোন্নতির জন্য এদেশে সুদের হার হ্রাস করার প্রস্তাব মন্দ নহে। কিন্তু অসুবিধার কারণ দাঁড়াইয়াছে দেশের বীমা কোম্পানীসমূহের সম্পর্কে। বৃটেনের বীমা কোম্পানীর তহবিল নিয়োগ সম্পর্কে কোন কড়াকড়ি নিয়ন্ত্রণ নীতি বিধিবদ্ধ নাই। সেখানে কোম্পানীসমূহ তাহাদের ইচ্ছামত সরকারী সিকিউরিটি বা অন্য যে কোন সিকিউরিটিতে টাকা দাদন করিতে পারে। কোন সিকিউরিটিতে কি পরিমাণ অংশ নিয়োগ করিতে হইবে সে বিষয়ে সেখানে কোনও বাঁধাধরা নিয়ম নাই। দেশের কল্যাণে যুদ্ধের সময় বীমা কোম্পানীসমূহ সরকারী ঋণপত্রে বিস্তর টাকা দাদন করিয়াছে। সরকারী সিকিউরিটির সুদের হার কমিয়া গেলে আয় হ্রাসের সম্ভাবনা বিচার করিয়া যুদ্ধের পর ঐ দিকে টাকা দাদন বন্ধ করিয়া অন্য দিকে তাহারা তাহা নিয়োগ করিতে পারিবে। কিন্তু ভারতে সরকারী সিকিউরিটির সুদের হার কমাইয়া দেওয়া হইলে তাহাতে ভারতীয় বীমা কোম্পানীসমূহকে স্থায়ীভাবে নিদারুণ ক্ষতির সম্মুখীন হইতে হইবে। ভারতীয় বীমা আইনের ২৭নং ধারায় বীমা তহবিলের শতকরা ৫৫ ভাগ অর্থ সরকারী ও আধা-সরকারী সিকিউরিটিতে দাদন করা সম্পর্কে ভারতীয় বীমা কোম্পানীসমূহের উপর একটা বাধ্যবাধকতা আরোপ করা হইয়াছে। এই বাধ্যবাধকতার জন্য সরকারী ঋণপত্রে বীমা কোম্পানীসমূহ তাহাদের অর্থ নিয়োগ না করিয়া পারে না। যুদ্ধের সময় সরকারী সিকিউরিটির সুদের হার কম থাকায় এই বাধ্যবাধকতার জন্য ভারতীয় বীমা কোম্পানীসমূহকে যথেষ্ট ক্ষতি স্বীকার করিতে হইয়াছে। সুদের হার যদি ভবিষ্যতে আরও কমিয়া যায়, তবে আয়ের পরিমাণ বিশেষভাবে খর্ব্ব হইয়া উহাদের যথেষ্ট অসুবিধা ও বিপদের কারণ সৃষ্ট হইবে। এদেশের গবর্ণমেণ্ট যদি সুদের হার হ্রাস করিতে চান তবে বীমা কোম্পানীর সম্ভবপর ক্ষতি ও অসুবিধার কথা বিবেচনা করিয়া তৎপ্রতিকারার্থ কোন একটা ব্যবস্থাও ঐ সঙ্গে অবলম্বন করা তাঁহাদের পক্ষে কর্ত্তব্য।

ফোন : ক্যাল ৩৩৩৮ গ্রাম : শিল্পসখা
ক্লিয়ারিং এর সুযোগ সহ
হিন্দুস্থান ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ব্যাঙ্ক
লিমিটেড
৫ ও ৬, হেয়ার ষ্ট্রীট, কলিকাতা
বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা ও সি পিতে
মাত্র ১৫টি শাখা অফিস আছে
ধুবড়ী, গৌহাটি, তিনসুকিয়া, ডিব্রুগড়, ময়মনসিংহ, ভৈরববাজার, ফেণী, চট্টগ্রাম ও লৌহজঙ্গ শাখা খোলা হইতেছে।

শিল্পপতি মিশনের রিপোর্ট

মিঃ জি ডি বিড়লা, মিঃ জে আর ডি টাটা ও মিঃ এন আর সরকার প্রমুখ ব্যক্তিদের লইয়া একটি ইণ্ডাষ্ট্রিয়ালিষ্টস্ মিশন বা শিল্পপতি মিশন গঠিত হইয়াছিল। বৃটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভ্রমণ করিয়া ঐ মিশনের সদস্যরা সম্প্রতি ভারতে ফিরিয়া আসিয়াছেন এবং নিজেদের অভিজ্ঞতা ও কার্য্যধারা বর্ণনা করিযা সংবাদপত্রে তাঁহারা একটি রিপোর্টও প্রকাশ করিয়াছেন। উপরোক্ত মিশন গঠিত হওয়ার পর তাহাব সমীচীনতা ও সার্থকতা সম্পর্কে প্রশ্ন উঠিয়াছিল। মহাত্মা গান্ধী নিজে এক বিবৃতি দিযা উহার সম্পর্কে কতকগুলি বিরূপ মন্তব্য কবিতে বাধ্য হইযাছিলেন। সদস্যদের রিপোর্ট হইতে বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমবা তাঁহাদের অভিজ্ঞতা ও কার্য্যধাবা বিশ্লেষণ কবিব এবং মোটামুটিভাবে ঐ মিশনেব সাফল্য ও ব্যর্থতা পবিমাপ করিবার প্রয়াস পাইব।

বিদেশ যাত্রার পূর্ব্বে শিল্পপতি মিশনের কয়েক জন সদস্য প্রচার করিয়াছিলেন, ইংলণ্ড ও আমেবিকার শিল্প কারখানাসমূহ ও তাহাদেব উন্নত প্রক্রিযা সম্পর্কে সাক্ষাৎ অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের জন্যই তাঁহারা এই সফরে যাইতেছেন। সফব হইতে ফিরিয়া তাঁহারা যে বিপোর্ট প্রদান করিয়াছেন তাহাতে সেরূপ অভিজ্ঞতার নিদর্শন যথেষ্টই রহিয়াছে। শিল্পপতিরা জানাইয়াছেন, বৃটেন ও আমেরিকার সরকারী কর্ত্তৃপক্ষ ও ব্যবসায়ী সম্প্রদায় তাঁহাদিগকে বিশেষ সমাদরেব সহিত গ্রহণ করিয়াছিলেন, আগ্রহভরে তাঁহাদের সহিত আলাপ আলোচনা করিয়াছিলেন এবং শিল্পকারখানার কার্য্যধারা পর্য্যবেক্ষণের যথেষ্ট সুযোগ দিয়াছিলেন। উহাতে অল্প সময়ের মধ্যে বিভিন্ন শ্রেণীর শিল্প ব্যবসায় সম্পর্কে একটা মোটামুটি ধারণায় উপনীত হওয়া তাঁহাদের পক্ষে সম্ভবপর হইয়াছে। এ বিষয়ে অনেক প্রয়োজনীয় তথ্য-বিবরণও তাঁহারা সংগ্রহ করিতে পারিয়াছেন। সেই তথ্য বিবরণের ভিত্তিতে শিল্পপতি মিশনের সদস্যরা শিল্পের দিক দিয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেনের অবস্থার একটা তুলনামূলক চিত্র আমাদের সমক্ষে উপস্থিত করিয়াছেন। তাঁহারা বলিয়াছেন, সাজ-সরঞ্জাম ও উৎপাদন ক্ষমতাব দিক দিয়া আমেরিকার শিল্পকাবখানাসমূহ বৃটিশ কারখানাসমূহের তুলনায় অনেক বেশী উন্নত। এই উন্নতির কারণ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের লোকেরা যেখানে নূতন ধরণের যন্ত্রপাতি তৈয়ার করিয়া ক্রমাগত উৎপাদন ব্যবস্থার পবিবর্ত্তন সাধনে যত্নপর, বৃটেনের লোকেবা সেখানে আজও বেশী পরিমাণে পুবানো ধরণের যন্ত্রপাতিকেই আঁকডাইযা রহিয়াছে। মার্কিন শিল্পকারখানাসমূহে ব্যাপকভাবে অভিনব অটোমেটিক মেসিনের প্রচলন হইযাছে, কিন্তু বৃটেনে আজও ব্যাপকভাবে সে সমস্ত উৎপাদন ও ব্যবহারের রীতি গড়িয়া উঠে নাই। তাহা ছাড়া যুদ্ধেব সময়ে বোমা বর্ষণ ও নানা অস্বাভাবিক বিপদাপদের জন্য বৃটেনের শিল্প কারখানা যেরূপ ঘায়েল ও বিপর্য্যস্ত হইয়াছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শিল্প কারখানার সেরূপ দুর্গতি মোটেই কিছু ঘটে নাই। ফলে সাজসজ্জা ও উৎপাদন ক্ষমতার দিক দিয়া বৃটেনের তুলনায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শিল্প কারখানাসমূহ সমধিক উন্নত দেখা গিয়াছে। তবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শিল্প কারখানাসমূহ অপেক্ষাকৃত উন্নত হইলেও বৃটিশ পণ্যের তুলনায় মার্কিন পণ্যের উৎপাদন খরচ অপেক্ষাকৃত বেশী। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে শ্রমিকদের মজুরীর হার চড়া বলিয়াই উৎপাদন খরচ এইরূপ বেশী পড়িয়া থাকে। মাথাপিছু উৎপাদনের হার অধিক না হইলে এই চড়া মজুরীর জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে জিনিষপত্রের দাম বর্ত্তমানের তুলনায় আরও বাড়িয়া যাইত সন্দেহ নাই। শিল্প সম্পর্কিত গবেষণা পবিচালনা ব্যাপারে দুই দেশই প্রায় সমান অগ্রসর। বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য বৃটেন ও আমেরিকার গবর্ণমেণ্ট মুক্ত হস্তে অর্থ ব্যয় করিয়া থাকেন। শিল্প ব্যবসায়ীরা ব্যক্তিগতভাবেও সেজন্য আন্তরিক যত্নচেষ্টা নিয়োগে ত্রুটি করেন না। ব্যাপক বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফলে গত কতিপয় বৎসরে ঐ দুই দেশেই শিল্প সাধনার প্রক্রিয়া ও নিয়ম-কানুন সম্পর্কে সমূহ উন্নতি দেখা গিয়াছে বিশেষভাবে ইঞ্জিনিয়ারিং ও রসায়নশিল্পের দ্রুত পরিবর্ত্তন ও অগ্রগতি সাধিত হইয়াছে। ভাবতবর্ষ শিল্প ব্যবসায়ের দিক দিয়া পশ্চাৎপদ। উপযুক্ত বিধিব্যবস্থা অবলম্বন করিযা বর্ত্তমানে এদেশকে সমুন্নত করিয়া তুলিবার আয়োজন-উদ্যোগ চলিয়াছে। এই সময় ভারতীয় শিল্প মিশনের সদস্যরা বৃটেন ও আমেরিকার উচ্চ শিল্পাদর্শেব যে চিত্র ভারতবাসীর সমক্ষে ধরিয়াছেন, তাহাতে ঐ বিষয়ে লোকের আগ্রহ বৃদ্ধি পাইবে বলিয়াই আমাদের ধারণা। জগতের অন্যান্য দেশের চেয়ে বৃটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সহিতই বর্ত্তমানে ভাবতের বাণিজ্যগত আদান-প্রদান বেশী হইতেছে। এই সময়ে নিজেদের সাক্ষাৎ অভিজ্ঞতা হইতে ঐ দুই দেশের যন্ত্রপাতি সম্পর্কে ও ঐ দেশের পণ্যমূল্য সম্পর্কে শিল্পপতি মিশন বাস্তব অবস্থার যে পরিচয় দিয়াছেন তাহা ভবিষ্যতে এদেশের বাণিজ্য নীতি পরিচালনার পক্ষে খুব সহায়ক হইবে সন্দেহ নাই।

ভারতে শিল্পোপযোগী যন্ত্রপাতি বিশেষ কিছু উৎপন্ন হয় না। এদেশে বর্ত্তমানে শিল্পোন্নতির যে আয়োজন-উদ্যোগ চলিতেছে তাহাকে সাফল্যমণ্ডিত করিতে হইলে বিদেশ হইতে উপযুক্ত পরিমাণে নূতন যন্ত্রপাতি আমদানীর সুব্যবস্থা হওয়া অচিরে প্রয়োজন। মিঃ জি ডি বিডলা, মিঃ জে আর ডি টাটা ও মিঃ এন আর সরকার প্রমুখ শিল্পপতিরা বৃটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পর্য্যটনে যাওয়ায় তাঁহাদের চেষ্টায় ঐ দুই দেশ হইতে অদূর ভবিষ্যতে যন্ত্রপাতি আমদানীর পথ প্রশস্ত হইবে বলিয়া আশা করা গিয়াছিল। কিন্তু ভারতে ফিরিয়া শিল্পপতিরা যে রিপোর্ট প্রকাশ করিয়াছেন তাহা দেখিয়া ঐ বিষয়ে সকলকেই বিশেষভাবে নিরাশ হইতে হইয়াছে। ভারতের একান্ত প্রযোজন ব্যক্ত করিয়া শিল্পপতিরা বিভিন্ন শ্রেণীর যন্ত্রপাতি আনযন সম্পর্কে ঐ দুই দেশের গবর্ণমেণ্ট ও ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের সহিত আন্তরিকভাবে আলাপ-আলোচনা চালাইয়াছিলেন সন্দেহ নাই। কিন্তু ঐ বিষয়ে তাঁহাদেব সমস্ত চেষ্টাই প্রায় ব্যর্থ হইয়াছে। অচিরে ভাবতে শিল্পোপযোগী যন্ত্রপাতি প্রেরণ সম্পর্কে ঐ দুই দেশের নিকট হইতে কোন ভরসা বা প্রতিশ্রুতি তাঁহারা একেবারেই

শিলং ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন লিঃ

হেড অফিস—শিলং
টেলি :—SHILLBANK
ফোন : শিলং—১৬৬

কলিকাতা ব্রাঞ্চ :—১৫নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট,
টেলি :—BANKSHILLO
ফোন : ক্যাল—৪৪৫৪

অন্যান্য শাখা—শ্রীহট্ট, হবিগঞ্জ, করিমগঞ্জ, গৌহাটী ও নওগাঁ (আসাম)।

শ্রীপ্রফুল্লকুমার চৌধুরী, ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

ক্যালকোমিকের

মার্গো সোপ— নিমের টয়লেট সাবান।
রেণুকা— নিমের টয়লেট পাউডার।
তুহিণা— গাত্রচর্ম্মের জন্য সৌন্দর্য ক্ষীর।

ক্যালকাটা কেমিক্যাল
কলিকাতা

আদায় করিতে পারেন নাই। তাঁহারা জানাইয়াছেন যুদ্ধ শেষ হওয়ার সঙ্গে বৃটেন ও আমেরিকা নূতন করিয়া রপ্তানী বাণিজ্য সম্প্রসারণের উপর জোর দিয়াছে। যুদ্ধ-সরঞ্জাম উৎপাদনের তোড়জোড় কমাইয়া ঐ দুই দেশের লোকেরা বেশী করিয়া বে-সামরিক দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদনের উপর তাহাদের মনোযোগ নিবদ্ধ করিয়াছে। ফলে তাহাদের তৈয়ারী যন্ত্রপাতি বর্ত্তমানে তাহাদের নিজস্ব প্রয়োজনেই ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হইতেছে। নিজেদের প্রয়োজন মিটাইয়া বাহিরে রপ্তানী করিবার মত যে যন্ত্রপাতি তাহাদের হাতে আছে তাহা ক্রয় সম্পর্কে ভারতবর্ষকে বিশেষ কোন সুবিধা দিতে তাহারা রাজী নয়। যুদ্ধের পরে একসঙ্গে জগতের বিভিন্ন দেশে যন্ত্রপাতির প্রয়োজনীয়তা বড় হইয়া দেখা দিয়াছে। অনেক দেশই বৃটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে তাহা সংগ্রহের চেষ্টা করিতেছে। যন্ত্রপাতি ক্রয়ের এই বিরাট প্রতিযোগিতার ভিতর ভারতবর্ষ আলাদা কোন সুবিবেচনা পাইবে না। যন্ত্রপাতির যোগানের স্বল্পতার ভিতর অন্য ক্রেতাদের সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া ভারতবর্ষকে ক্রমে ক্রমে তাহা আদায়ের সুবিধা দেখিতে হইবে। বস্ত্রের অভাবে ভারতের লোকেরা বর্ত্তমানে খুবই দুর্দ্দশা ভোগ করিতেছে। এদেশের অভাব পূরণের জন্য ও এদেশের শিল্পোন্নতির জন্য কাপড়ের কলের যন্ত্রপাতি আমদানী করাই বর্ত্তমানে সর্ব্বাধিক প্রয়োজন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বিদেশে এই শ্রেণীর যন্ত্রপাতির মূল্য বর্ত্তমানে খুবই বেশী। ভারতের জন্য ইংলণ্ড হইতে যদিবা বছর দুই পরে এই শ্রেণীর যন্ত্রপাতি কিছু পরিমাণে পাইবার আশা আছে, আগামী কতিপয় বৎসর পর্য্যন্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে উহা সংগ্রহ করিবার কোন সুবিধা একেবারেই পাওয়া যাইবে না বলিয়া শিল্পপতিরা মন্তব্য করিয়াছেন।

তবে শিল্পপতি মিশনের সদস্যরা তাঁহাদের রিপোর্টে বলিয়াছেন যে, বড় যন্ত্রপাতি পাওয়া সম্বন্ধে যত অসুবিধাই থাকুক মেসিন টুল, যানবাহনের সাজ-সরঞ্জাম, খনি পরিচালনার যন্ত্রপাতি, বৈদ্যুতিক সাজ-সরঞ্জাম ও অন্যান্য ছোট ও মাঝারি শ্রেণীর যন্ত্রপাতি আমদানী সম্পর্কে অবস্থা তত নিরাশাব্যঞ্জক নহে। বৃটেন ও আমেরিকায় এই সমস্তের যোগান অপেক্ষাকৃত প্রচুর। উহাদের মধ্যে কোন কোন সরঞ্জাম আগামী ছয়মাসকাল মধ্যে এবং কোন কোন সরঞ্জাম আগামী দুই বৎসর কাল মধ্যে ঐ দুই দেশ হইতে সংগ্রহ করা যাইতে পারে। বর্ত্তমানে এই সব যন্ত্রপাতির দর বড়ই বেশী,—বৃটিশ যন্ত্রপাতির তুলনায় মার্কিন যন্ত্রপাতির দর আরও অধিক চড়া। বছর দুইয়েক পরে ঐ দুই দেশে নূতন যন্ত্রপাতি বেশী পরিমাণে প্রস্তুত হইবে, উহাদের দর নামিয়া আসিবে, সহজে উপযুক্ত পরিমাণে তাহা আমদানী করিবারও সুবিধা হইবে। সে কথা বিবেচনা করিয়া শিল্পপতিরা এদেশবাসীকে তাড়াতাড়ি করিয়া যন্ত্রপাতি সংগ্রহের চেষ্টা না করিয়া সে বিষয়ে যথাসম্ভব বিলম্ব করিবারই নির্দ্দেশ দিয়াছেন। যে সব যন্ত্রপাতি অবিলম্বে না আনাইলে চলে না, তাঁহাদের মতে, কেবল সে সব যন্ত্রপাতি সম্পর্কেই বর্ত্তমানে জোর দেওয়া সঙ্গত হইবে।

শিল্পপতি মিশনের সদস্যরা জানাইয়াছেন, ঐ দুই দেশের, বিশেষ করিয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ব্যবসায়ীরা পুরানো যন্ত্রপাতি বর্ত্তমানে কিছু পরিমাণে বিক্রয় করিয়া দিতে প্রস্তুত আছেন। কিন্তু ঐ সব যন্ত্রপাতি দিয়া শিল্পদ্রব্য উৎপাদনের কাজ ভালভাবে চলিবার আশা নাই। বিদেশ হইতে এই সমস্ত আনাইয়া ভারতে স্থাপন করিলে তাহাতে এদেশের শিল্পোন্নতির কাজ বিশেষ কিছু আগাইবে না। পুরানো যন্ত্রপাতি নিয়া শিল্প সাধনায় ব্রতী হইলে অদূর ভবিষ্যতে জগতের শিল্পোন্নত দেশসমূহের সহিত প্রতিযোগিতায় দাঁড়ানো ভারতের পক্ষে কঠিন হইয়া দাঁড়াইবে। কাজেই শিল্পপতিরা ভারতীয় ব্যবসায়ী সম্প্রদায়কে ঐ সব যন্ত্রপাতি ক্রয় করা সম্পর্কে সাবধান করিয়া দিয়াছেন। তবে তাঁহারা বলিয়াছেন, যুদ্ধের সময়ে বৃটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কলকারখানায় যে সব অতিরিক্ত নূতন যন্ত্রপাতি বসানো হইয়াছিল, যুদ্ধ শেষ হইয়া যাওয়ায় ঐ দেশের শিল্পপতিরা বর্ত্তমানে তাহা বিক্রয় করিয়া ফেলিবার আগ্রহ দেখাইতেছেন। সাবেক মূল্যের তুলনায় উহাদের বর্ত্তমান মূল্য কমাইয়া শতকরা ৫০।৬০ ভাগে নির্দ্ধারণ করা হইতেছে। উহাদের সবগুলি ভারতের শিল্পোন্নতির পক্ষে উপযোগী হইবে না। তবে কতকাংশ ঐ কাজে অবশ্যই লাগানো যাইতে পারে। ভারত গবর্ণমেণ্ট ও এদেশের ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের উচিত ঐ সমস্ত ক্রয়ের জন্য বৃটেনে ও আমেরিকায় দুইটি নির্ভরযোগ্য এজেন্সী স্থাপন করা। ঐরূপ এজেন্সী স্থাপিত হইলে তাঁহারা ভারতের প্রয়োজন অনুযায়ী ঐ দুই দেশ হইতে বাড়তি যন্ত্রপাতি ন্যায্য মূল্যে কিনিবার ও যথাসময়ে তাহা চালান দিবার ব্যবস্থা অবশ্যই করিতে পারিবেন।

শিল্পপতি মিশনের সদস্যরা ভারতের শিল্পোন্নতির জন্য বৃটেন ও আমেরিকা হইতে অদূর ভবিষ্যতে উপযুক্ত যন্ত্রপাতি আমদানী সম্পর্কে ঐ দুই দেশের গবর্ণমেণ্ট ও ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের নিকট হইতে কোন ভরসা আদায় করিতে পারেন নাই, ইহা দুঃখের বিষয়। কিন্তু ঐ দুই দেশ ভ্রমণ করিয়া তাঁহারা যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়া আসিয়াছেন এবং বৃটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শিল্প ব্যবস্থা ও সেখান হইতে যন্ত্রপাতি আমদানীর সুযোগ-সম্ভাবনা সম্পর্কে যে বিবরণ তাঁহারা প্রকাশ করিয়াছেন তাহা আগামী কয় বৎসরে ভারতের খুব কাজে লাগিবে বলিয়া আমাদের ধারণা।

আগামী সপ্তাহের আর্থিক জগৎ পূজা সংখ্যা রূপে প্রকাশিত হইবে। ঐ সপ্তাহে সাধারণ সংখ্যা প্রকাশিত হইবে না।

ম্যানেজার—আর্থিক জগৎ

টেলিগ্রাম :—Bankstock ফোন : Cal. 5226

হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস—কমার্শিয়াল বিল্ডিংস্,
ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
শাখাসমূহ :—চাকা, বেনারস ও বিলাসপুর (মধ্যপ্রদেশ)
সকলপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

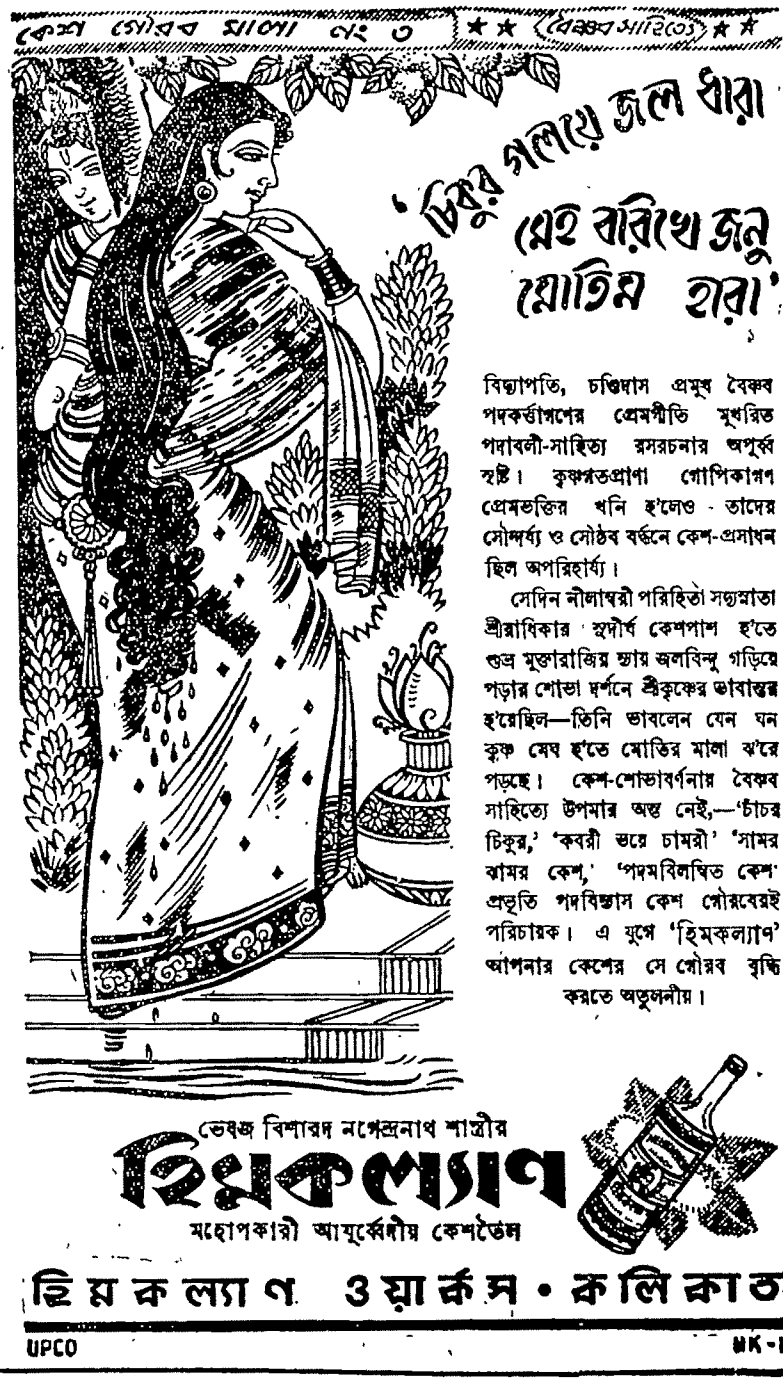

রাজনৈতিক প্রসঙ্গ

লর্ড ওয়াভেলের লণ্ডন যাত্রার ফলাফল ঘোষিত হইয়াছে। ভারত সম্বন্ধে বৃটিশ শ্রমিক গভর্ণমেণ্টের সিদ্ধান্ত একই সময়ে নয়াদিল্লীতে লর্ড ওয়াভেল এবং লণ্ডনে মিঃ এট্‌লী প্রকাশ করিয়াছেন। ১৯৪২ সালে স্যার ষ্ট্যাফোর্ড ক্রিপস্ যে পরিকল্পনা লইয়া আসিয়াছিলেন, শ্রমিক গভর্ণমেণ্ট সেই পরিকল্পনা অনুযায়ীই অগ্রসর হইতে চান। ঘোষিত হইয়াছে—আগামী শীতকালে কেন্দ্রীয় পরিষদের ও প্রাদেশিক পরিষদগুলির নির্ব্বাচন শেষ হইবার পর বড়লাট প্রাদেশিক পরিষদগুলির প্রতিনিধিদের সহিত আলোচনায় প্রবৃত্ত হইবেন। ১৯৪২ সালের ক্রিপস্ প্রস্তাব তাঁহারা গ্রহণ করিতে প্রস্তুত, না তাঁহারা উহার কোন পরিবর্ত্তন চান, ইহা স্থির করাই ঐ আলোচনার উদ্দেশ্য হইবে। দেশীয় রাজ্যগুলি কি ভাবে শাসনতন্ত্রগঠনকারী পরিষদে যোগ দিতে পারে, তাহা জানিবার জন্য ঐ সব রাজ্যের প্রতিনিধিদের সহিতও আলোচনা করা হইবে। এই সব উদ্যোগ-আয়োজন চলিবার সময় কেন্দ্রীয় শাসনকার্য্য চালাইবার উদ্দেশ্যে, প্রাদেশিক নির্ব্বাচনের পরই বড়লাট এইরূপভাবে তাঁহার শাসন পরিষদ গঠন করিবেন, যাহাতে ঐ পরিষদ ভারতের প্রধান দলগুলির সমর্থন লাভ করে। বৃটিশ শ্রমিক গভর্ণমেণ্টের অভিমত—ভোটদান ব্যবস্থার বড় রকমের পরিবর্ত্তন করিতে হইলে অন্ততঃ ২ বৎসর সময় লাগিবে; সুতরাং তাহা করা যায় না। তবে, ভোটারের তালিকাটি যথাসম্ভব সংশোধন করিবার ব্যবস্থা হইবে।

* * *

এই ঘোষণার প্রথম কথা—আপাততঃ শাসন ব্যবস্থার কোনরূপ পরিবর্ত্তন হইবে না; কেন্দ্রে শাসন পরিষদের বর্ত্তমান সদস্যরা খোস তবিয়তে বহাল থাকিবেন, প্রদেশগুলিতে ৯৩ ধারার মহিমা অক্ষুণ্ণ থাকিবে। প্রাদেশিক নির্ব্বাচনের পর প্রধান দলগুলির সমর্থনে কেন্দ্রে শাসন পরিষদ গঠনের চেষ্টা হইবে। নবনির্ব্বাচিত কেন্দ্রীয় পরিষদে দায়িত্বসম্পন্ন মন্ত্রিমণ্ডল গঠিত হইবে না—২৫ বৎসর পূর্ব্বের শাসনতন্ত্র অনুযায়ী গঠিত শাসন পরিষদের রূপ বদলাইবার চেষ্টা হইবে। সাময়িকভাবে এই শাসন পরিষদ গঠনের জন্য প্রধান দলগুলির সমর্থন পাইবার নিশ্চয়তা কোথায়? নির্ব্বাচনের পূর্ব্বে যে কারণে সিমলা সম্মেলন ব্যর্থ হইয়াছে, নির্ব্বাচনের পরও সেই কারণ বলবৎ থাকিবে। সিমলা সম্মেলনের সময় প্রাদেশিক পরিষদগুলিতে বিভিন্ন দলের প্রতিনিধিত্বের অনুপাত যেরূপ ছিল, আগামী নির্ব্বাচনে সে অনুপাতের বিশেষ পরিবর্ত্তন ঘটিবে বলিয়া মনে করিবার কারণ নাই। যে অবস্থাতে মোসলেম লীগ কেন্দ্রীয় শাসন পরিষদের সমস্ত মুসলমান আসন দাবী করিয়া সিমলা সম্মেলন ব্যর্থ করিয়াছিল, সেই অবস্থা ও মোসলেম লীগের সেই মনোভাব নির্ব্বাচনের পর পরিবর্ত্তিত হইবে না। সম্প্রদায়গত ভিত্তির পরিবর্ত্তে দলগত ভিত্তিতে শাসন পরিষদের সদস্য মনোনয়নের চেষ্টাও সফল হইবার সম্ভাবনা কম। কারণ মোসলেম লীগ তখন পাকিস্থান সম্পর্কে আশ্বাস না পাইয়া কেন্দ্রীয় শাসন পরিষদে যোগ দিতে অস্বীকার করিতে পারে।

* * *

ক্রিপস্ প্রস্তাবে ছিল—যুদ্ধের পর প্রাদেশিক নির্ব্বাচন শেষ হইলে নিম্ন পরিষদগুলি শাসনতন্ত্রগঠনকারী পরিষদের সদস্য নির্ব্বাচন করিবে। দেশীয় রাজ্যগুলিকেও তাহাদের জনসংখ্যার অনুপাতে শাসনতন্ত্রগঠনকারী পরিষদের সদস্য মনোনীত করিতে আমন্ত্রণ জানান হইবে। মোসলেম লীগকে খুসী করিবার জন্য ক্রিপস প্রস্তাবে বৃটিশ ভারতের যে কোন প্রদেশকে নূতন শাসন ব্যবস্থার বাহিরে থাকিবার স্বাধীনতা দেওয়া হইয়াছিল। বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট সেই সব প্রদেশ সম্পর্কে নূতন শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সম্মত হইয়া তাহাদিগকে ভারতের সমান মর্য্যাদা দিতে আগ্রহ জানাইয়াছিলেন।

* * *

ক্রিপস প্রস্তাব সম্পর্কে মোসলেম লীগের কার্য্যকরী সমিতির দিল্লী অধিবেশনে যে প্রস্তাব গৃহীত হয়, তাহাতে কোন কোন প্রদেশের স্বতন্ত্র হইবার অধিকার স্বীকৃত হওয়ায় সন্তোষ প্রকাশ করা হইয়াছিল। ঐ প্রস্তাব মোসলেম লীগের অগ্রাহ্য করিবার কারণ—(১) উহা অপরিবর্ত্তনীয় প্রস্তাব; (২) প্রাদেশিক নিম্ন পরিষদগুলির পক্ষ হইতে শাসনতন্ত্রগঠনকারী পরিষদের সদস্য নির্ব্বাচনে সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে নির্ব্বাচনের ব্যবস্থা ছিল না; (৩) শাসনকার্য্যের সুবিধার জন্য গঠিত বর্ত্তমান প্রদেশগুলির স্বতন্ত্র হইবার অধিকারও মোসলেম লীগের মনঃপূত ছিল না। ইহা ছাড়া, পাকিস্থান সম্পর্কে সিদ্ধান্ত কেবল মুসলমানদিগের গণভোটে ঠিক হইবে; এই সম্পর্কে অন্য কাহারও কথা বলিবার অধিকার থাকিবে না—ইহাও লীগ কার্য্যকরী সমিতির প্রস্তাবে বলা হইয়াছিল।

* * *

কংগ্রেস চিরদিন সকল পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তির ভোটে শাসনতন্ত্রগঠনকারী পরিষদ স্থাপনের দাবী জানাইয়াছে। বৃটিশ শ্রমিক গভর্ণমেণ্ট কংগ্রেসের সেই দাবী উপেক্ষা করিবার এই অদ্ভুত অজুহাত দেখাইলেন যে, ইহাতে দুই বৎসর বিলম্ব হইবে। তাহার পর, স্বৈরাচারী দেশীয় রাজ্যগুলির ৯ কোটি

ক্রিসেণ্ট কমারসিয়াল ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া লিঃ

৫৭, রাধাবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা ● ম্যাঃ ডিঃ—মিঃ বি, নারায়ণ চৌধুরী।

নর্দার্ণ ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস ঃ
৫ এবং ৬, হেয়ার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ব্রাঞ্চসমূহ

দক্ষিণ কলিকাতা, শ্যামবাজার, হাটখোলা, খিদিরপুর, গার্ডেনরীচ, হাওড়া, কদমতলা (হাওড়া), চাপাডাঙ্গা (হুগলী), পাবনা, সাতবেরীয়া (পাবনা), মেদিনীপুর, সম্বলপুর, বেনারস, এলাহাবাদ।

●

সকলপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

মিঃ এ, রায়চৌধুরী,
ম্যানেজিং ডাইরেক্টার

ম্যানেজিং ডিরেক্টরস্—{ সুধাংশু বিশ্বাস
সুশীল সেন

অধিবাসীব কোন্ গণতান্ত্রিক অধিকাব নাই। তাহাদের পক্ষ হইতে শাসনতন্ত্র গঠন পরিষদে স্বৈরাচাবী শাসকেব মনোনীত ব্যক্তি কথা বলিবে—ইহাতে কংগ্রেসেব প্রবল আপত্তি। ক্রিপস্ পরিকল্পনা সম্পর্কে কংগ্রেসের প্রস্তাবে এই বিষয়টী বিশেষভাবে উল্লেখ করা হইযাছিল। আগামী শীতকালে নির্ব্বাচনের পর দেশীয় রাজ্যগুলিব প্রতিনিধিদেব সহিত আলোচনা করিয়া লর্ড ওযাভেল এই বিষয়ে কি সুবাহা করিবেন, তাহা আমরা বুঝি না। ক্রিপস্ পরিকল্পনায় কোন কোন প্রদেশকে স্বতন্ত্র হইবার যে অধিকাব দেওয়া হইযাছিল, সে সম্পর্কে কংগ্রেসের প্রস্তাবে বলা হয় যে, উহা ভারতীয় ঐক্যের পথে প্রবল বাধাস্বরূপ; উহা সর্ব্বভাবতীয় ইউনিয়নে দেশীয় রাজ্যগুলির প্রবেশ সম্পর্কেও নূতন সমস্যা সৃষ্টি কবিবে। প্রাদেশিক নির্ব্বাচনেব পব লর্ড ওযাভেল নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিদের সহিত আলোচনা কবিবা কংগ্রেসের ও মোসলেম লীগেব সন্তোষ বিধানে সমর্থ হইবেন বলিযা হয়ত বৃটিশ শ্রমিক গভর্ণমেণ্ট আশা করিযাছেন। ক্রিপস্ পরিকল্পনা যে অপরিবর্ত্তনীয নহে, ইহাই এই নূতন প্রস্তাবে বুঝাইবাব চেষ্টা হইয়াছে। কিন্তু মোসলেম লীগ যখন কোন কোন প্রদেশের পৃথক হইবাব অধিকার ঠিক রাখিবাব জন্য জিদ করিবে এবং কংগ্রেস জনমত গ্রহণেব পূর্ব্বে এই ধরণেব ব্যবস্থা মানিযা লইবাব বিরুদ্ধে আপত্তি জানাইবে, তখন কিভাবে দুই পক্ষের সন্তোষজনক মীমাংসা হওয়া সম্ভব, তাহা আমাদের বুদ্ধিব অগোচর।

*

তিন বৎসর পরে বোম্বাইয়ের সেই ইতিহাস-প্রসিদ্ধ স্থানে পুনবায় নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটীব অধিবেশন হইতেছে। এই অধিবেশন স্বভাবতঃ যথেষ্ট উৎসাহ ও উদ্দীপনা সঞ্চার কবিয়াছে। তবে, এই অধিবেশনে কোন বিতর্কমূলক প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইবে না। কার্য্যকরী সমিতিতে আত্মনিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে যে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে, উহা হযত কিছু বিতর্কের সৃষ্টি করিত। তবে, ঐ প্রস্তাব নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটীব অধিবেশনে উত্থাপিত হইবে না। কম্যুনিষ্টদের সম্বন্ধে তদন্ত করিবার জন্য যে কমিটী নিযুক্ত হইয়াছে, তাহার রিপোর্ট এই অধিবেশনে উপস্থাপিত হইলে বিশেষ চাঞ্চল্যেব সৃষ্টি হওয়া সম্ভব। তবে, ঐ রিপোর্ট উপস্থাপিত হইবার সম্ভাবনা খুবই কম। লর্ড ওয়াভেলের নূতন ঘোষণা সম্পর্কে একটি মামুলি প্রস্তাব গৃহীত হইতে পারে। বিশেষভাবে মনোযোগ দিবার মত কোন বিষয় এই ঘোষণায় নাই।

* * *

মৌলানা আজাদ ভোটারের তালিকা সংশোধনের প্রয়োজনীয়তার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়া এক বিবৃতি দিয়াছেন। বোম্বাই গভর্ণমেণ্ট ভোটারের তালিকা যথাসম্ভব সংশোধনে উদ্যোগী হইয়াছেন। অন্যান্য প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্ট যদি এই বিষয়ে তৎপর না হন, তাহা হইলে আগামী নির্ব্বাচন অর্থহীন হইবে। ১৯৪১ সালে যাহারা ভোটারের তালিকাব অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল, তাহাদের অনেকে হয়ত বাঁচিযা নাই। অথচ তাহাব পরে যাহারা বয়সে, বিদ্যায় ও আর্থিক সঙ্গতিতে ভোটের অধিকার অর্জ্জন করিয়াছে, তাহারা ভোটারের তালিকাভুক্ত হইবে না। ইহা ছাড়া, রাজনৈতিক অপরাধে দণ্ডিত বহু ব্যক্তিকে ভোটের অধিকারে বঞ্চিত করা হইয়াছে। ইঁহাবা যদি এই অধিকাব পুনবায় লাভ না করেন, তাহা হইলে নির্ব্বাচনেব ব্যাপারে কংগ্রেসকে ইচ্ছা করিযা অসুবিধায় ফেলা হইতেছে মনে করিতে হইবে।

* * *

দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়াব বিভিন্ন দেশে রাজনৈতিক ও অর্থ-নৈতিক প্রভুত্ব কায়েম রাখিবার জন্য যে প্রয়াস চলিতেছে, সে সম্পর্কে উৎকণ্ঠা জ্ঞাপন করিয়া কংগ্রেস কার্য্যকরী সমিতিতে এক প্রস্তাব গৃহীত হইযাছে। এই প্রস্তাবে স্পষ্ট বলা হইয়াছে যে, স্বাধীন ভারত এই সব দেশের পরাধীনতা কখনও মানিয়া লইবে না। ইহাদিগকে পরাধীন রাখিবাব উদ্দেশ্যে ভাবতীয় সৈন্য ব্যবহারের বিরুদ্ধেও প্রবল আপত্তি জানান হইয়াছে। ব্রহ্ম, মালয় প্রভৃতি দেশে ভারতীয়দের বাণিজ্যগত স্বার্থ সম্বন্ধেও এক প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। ভারতের রাজনৈতিক ও অর্থ নৈতিক মুক্তির সহিত দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ার এই সব দেশের স্বাধীনতার সম্বন্ধ অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। কাজেই, কংগ্রেস কার্য্যকরী সমিতির এই প্রস্তাব অত্যন্ত সঙ্গত ও সময়োপযোগী হইয়াছে।

Gram : Cencomba Phone : B. B. 5638 Post Box No. 2282

সেণ্ট্রাল কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ

স্থাপিত—১৯২৮

হেড অফিস—১১, জ্যাকসন লেন, কলিকাতা।

অনুমোদিত জামিনে ধার, ক্যাশ ক্রেডিট ও ওভারড্রাফট দেওয়া হয়। বিল, ডিভিডেণ্ড প্রভৃতির টাকা সুবিধাজনক সর্ত্তে আদায় করিয়া দেওয়া হয়।

ম্যানেজিং ডিরেক্টার :—মিঃ এস বি বিশ্বাস

প্রতিদিন ৩৪ লক্ষ টাকা খাটানো হয়েছে

প্রথম ৩% ভিক্টরি লোন (১৯৫৭)এ এগারো মাসেরও কম সময়ে ১১২ কোটি টাকা জমা হ'বার পর এই ঋণ গ্রহণ ১৯৪৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে বন্ধ করা হয়।

এখন ৩% দ্বিতীয় ভিক্টরি লোন (১৯৫৯-৬১) প্রবর্তিত হওয়ায় আগের মতই সুবিধাজনক সর্তে টাকা দাদন করার সুযোগ হ'লো। এই সুযোগ গ্রহণ করলে আপনি জিনিসপত্রের দাম কমিয়ে দেশকে সাহায্য করবেন ও সেই সঙ্গে ঘরে বসে প্রতি ছয় মাস অন্তর আয়কর বাদ দিয়ে বার্ষিক শতকরা তিন টাকা সুদ পাবেন। এই ঋণে আপনি যথেচ্ছ পরিমাণ টাকা ন্যস্ত করতে পারেন—১৫ই অগস্ট ১৯৫৯ ও ১৫ই অগস্ট ১৯৬১র মধ্যে ভারত সরকার আপনার ঋণ শোধ করবেন। এর মধ্যে আপনাব টাকার দরকার হ'লে আপনার লোন বণ্ড হস্তান্তর ক'রে যে কোনো সময় টাকা তুলতে পারবেন। আপনাব বার্ষিক আয় যদি আয়করমুক্ত হয় কিংবা যদি আপনাকে অপেক্ষাকৃত কম হারে আয়কর দিতে হয়, তা হলে আপনার লভ্যাংশের উপব ধার্য আয়করও ফেরত পাবেন। এই ঋণের জন্য আপনার ব্যাঙ্কাবকে কিংবা রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার বোম্বাই, কলিকাতা, মাদ্রাজ, দিল্লী ও কানপুরের অফিসে কিংবা গভর্নমেণ্ট ট্রেজারিতে লিখুন।

AAA 228

আপনার সহযোগ ১৯৫৯—৬১র ৩% দ্বিতীয় ভিক্টরি লোন-এ নিয়োগ করুন

'ফিনান্স ডিপার্টমেণ্ট, গভর্নমেণ্ট অব ইণ্ডিয়া কর্তৃক প্রচারিত

খেয়ালীর খাতা

আমার বাড়ীতে টেলীফোন নাই। আপনাদের মধ্যেও অনেকের নাই। কিন্তু আমার মাঝে মাঝে টেলীফোন ব্যবহার করিবার দরকার হয়। আশা করিতেছি আপনাদেরও হয়। আপনারা কী করেন জানি না। আমি কি করি তাহা শুনিয়া আপনাদের লাভ হইবে না। কারণ আমি কিছুই করি না। তাহারও কারণ এই যে, কিছুই করিবার নাই। পূজনীয়া শ্বশ্রূমাতা ঠাকুরাণীর বাতের ব্যথাটা দিন কয়েক হইল আবার বাড়িয়াছে, কাল এ খবর কানে পৌঁছিয়াছে, অর্থাৎ গৃহিণী পৌঁছাইয়া দিয়াছেন। অবশ্যই অবিলম্বে সংবাদ লওয়া প্রয়োজন। কিন্তু বালীগঞ্জ হইতে আহেরীটোলায় সংবাদ লইতে হইলে যে-ব্যবস্থাটির সর্ব্ব প্রথম প্রয়োজন, তাহা হইল যানবাহনের। শুনিয়াছি অভিমন্যু মাতৃজঠরে থাকিতেই ব্যূহে প্রবেশের সঙ্কেত শিখিয়াছিলেন। আমরা সাধারণ লোক, আমাদের সে-বিদ্যা জানা নাই। থাকিলে ভালো হইত। এখন এই ট্রাম ষ্ট্রাইকের দিনে বাসে প্রবেশ করিতে পারিতাম। পদব্রজে আহেরীটোলা পর্য্যন্ত শাশুড়ী দূরে থাকুক তাহার কন্যার খাতিরেও যাতায়াত সম্ভব নয়। সে-বাড়ীতে টেলীফোন আছে। তিন আনা পয়সা খরচ করিয়া "হ্যালো" বলিতে পারিলে শাশুড়ীর স্বাস্থ্য সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হইতে পারিতাম। কিন্তু কাছাকাছি টেলীফোন আছে এমন কোন বাড়ীর সঙ্গে পরিচয় নাই। প্রায় আধ মাইল খানিক হাঁটিয়া তিনটী দোকানের টেলীফোন ব্যবহার করিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম। এক জায়গায়ও সফল হই নাই। দোকানীদের দোষ নাই। তাঁহারা জানেন একটি টেলীফোনের লাইন পাইতে পনের মিনিট লাগে, তাহার উপর বাহিরের লোকের ব্যবহারে টেলীফোন আটকা পড়িলে নিজেদের ব্যবসার আলাপ করিবেন কেমন করিয়া। সুতরাং কাল শাশুড়ী ঠাকুরাণীর খবর লইতে পারি নাই। ফলে কী হইয়াছে তাহার সামান্য একটুমাত্র আভাস দিতেছি। প্রথমতঃ কাল অর্দ্ধরজনী পর্য্যন্ত নাঁকি সুরে যে-তথ্য বারবার শুনিতে হইয়াছে তাহা এই যে, আমার ন্যায় নিষ্ঠুর পাষণ্ডের হাতে দেওয়ার চাইতে শ্বশ্রূমাতা ঠাকুরাণী যদি তাঁহার কন্যাটিকে হাতে পায়ে বাঁধিয়া গঙ্গায় নিক্ষেপ করিতেন তাহা হইলে ভালো হইত। দ্বিতীয়তঃ ছেলে এবং মেয়েটা অকারণে চড়-চাপড় খাইয়া মরিয়াছে। তৃতীয়তঃ আজ আপিসে বাহির হওয়ার সময় বোতাম ছেঁড়া সার্ট পরিয়া আসিতে হইয়াছে, পানের কৌটাটা কেহ আগাইয়া দেয় নাই এবং খুকীর হরলিক্স, রান্নার সরিষার তেল প্রভৃতি যে-সকল ফরমাস, সে-গুলিও কর্ত্তৃবাচ্যে না হইয়া ভাববাচ্যে হইয়াছে।

* * *

এসব কিছুই হইতে পারিত না যদি সম্ভবপর দূরত্বের মধ্যে একটি সর্ব্বসাধারণের টেলীফোন করিবার জায়গা থাকিত। সেখান হইতে অনায়াসে শ্বশুরবাড়ীর খবর লইয়া গৃহিণীকে নিশ্চিন্ত করিতে পারিতাম। যাঁহারা বিবাহ করেন নাই, কিম্বা সৌভাগ্যক্রমে ইতিপূর্ব্বে শাশুড়ীকে পরলোকে পার করিয়া সারিয়াছেন, তাহারাও টেলীফোনের অভাব অনেক সময়েই অনুভব করিয়া থাকেন। ডাক্তার ডাকিতে, থানায় খবর দিতে, আপিসে অনুপস্থিতির কারণ জানাইতে টেলীফোন ব্যবহারের প্রয়োজন প্রায় সকলেরই হয়। অথচ তাহার কোন ব্যবস্থা কলিকাতায় নাই বলিলেই হয়। ব্যবস্থা করা অবশ্য মোটেই কঠিন নয়। সহরে কতকগুলি পাবলিক টেলীফোন বুথ স্থাপন করিলেই যখন যাহার দরকার সে টেলীফোন করিতে পারে। কলিকাতায় টেলীফোন এক্সচেঞ্জ ও অন্য আর দুই একটা জায়গায় ঐ টেলীফোনের ব্যবস্থা যুদ্ধের আগে দেখিয়াছিলাম। এখন তাহার সবগুলির অস্তিত্ব নাই। এত বড় কলিকাতা সহরটায় খুব কম করিয়া ধরিলেও অন্ততঃ পাঁচশ পাবলিক টেলীফোন বুথ থাকা প্রয়োজন। শ্লটে দু' আনি ফেলিয়া যাহার যখন দরকার সেই টেলীফোন করিতে পারিবে। বাজার, বড় বড় রাস্তার চৌমাথায়, পার্কের মধ্যে ঐ রকম বুথ স্থাপন করা উচিত। যাহাতে খুঁজিয়া বাহির করিতে কোন বেগ পাইতে না হয়, সে-জন্য উহাদের গায়ে বিশেষ চিহ্নিত সাইন বোর্ড থাকা দরকার, রাত্রি-বেলায় নীল বা সবুজ রংএর একটি আলো দেওয়া যাইতে পারে, যাহাতে দূর হইতেও স্থানটি চিনিতে অসুবিধা না হয়। অন্যান্য দেশে কর্পোরেশান এ-সকল ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। কিন্তু কলিকাতা কর্পোরেশান করদাতাদের সুখ-সুবিধার কথা সকলের আগে ভাবিয়া থাকেন এমন অপবাদ তাহার শত্রুতেও দিতে পারিবে না। কাজেই কর্পোরেশানের ভরসা করি না। টেলীফোন কোম্পানী নিজে উদ্যোগী হইয়া ইহা করিলেই আমাদের মতো সাধারণ লোক, যাহাদের নিজের বাড়ীতে টেলীফোন নাই, তাহাদের উপকার হইতে পারে।

* * *

রাস্তায় চলিতে চলিতে আরও একটা জিনিষের অভাব চোখে পড়ে। তাহা সর্ব্বসাধারণের স্নানাগারের। গোটা কলিকাতা সহরটাতে কোন জায়গায় একটা public bath নাই। অথচ সভা-সমিতি, বিশেষ করিয়া কর্পোরেশানের নির্ব্বাচনের ঠিক আগের ভাগে ভোটপ্রার্থীদের মুখে যে-সকল বক্তৃতার বন্যা বহিয়া যায় তাহাতে মনে হয় দরিদ্র জনসাধারণের সুখ সুবিধার কথা চিন্তা করিয়া ইহাদের চক্ষে আর ঘুম নাই, আহারে রুচি নাই। গণজনের নাম করিয়া জনগণকে ধোঁকা দিয়া বোক বানানো কোনটাই শক্ত নয়। Mass যে নীরেট

সাবান প্রস্তুতের

যাবতীয় জিনিষ—সিলিকেট সোডা • সোপষ্টোন
পাউডার • কষ্টিক সোডা • রজন • সিট্রোনেলা
অয়েল • রঙ • হাইড্রোমিটার • প্রভৃতি পাইবেন

কোন :—
বড়বাজার :— ১৩৯৭ অফিস
" :— ১৫৯২ ফ্যাক্টরী
টেলিগ্রাম—"চীনামাটী"

কলিকাতা মিনারেল সাপ্লাই কোং লিঃ
৩১, জ্যাকসন লেন, কলিকাতা

প্যাসিফিক্ ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস ও—৮, লায়ন্স রেঞ্জ, কলিকাতা

প্রগতিশীল জাতীয় প্রতিষ্ঠান

সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়

ভারতের প্রধান প্রধান ব্যবসাকেন্দ্রে শাখা অফিস আছে।

চেয়ারম্যান—রঘুবর নারায়ণ সিংহ

ইকনমিক ব্যাঙ্ক লিমিটেড

গ্রাম : ইকনমিক ব্যাঙ্ক স্থাপিত—১৯২৯ ফোন : ক্যাল ৫৯৪৪

হেড অফিস—৮৬বি, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

অন্যান্য শাখা

বাঁকুড়া, ঘাটাল, টাটানগর, মির্জ্জাপুর, বেনারস, এলাহাবাদ, লাক্ষ্ণৌ, কাণপুর, বালিয়া, আরাউরা, দেউরিয়া, পুরুলিয়া, সাদার্ণ এভিনিউ, বড়বাজার, রবার্টসগঞ্জ, জৈতপুর, নোয়াগড় ও সোনামুখী (বাঁকুড়া)।

নিমতলা ও বেলগাছিয়া, মোরাদাবাদ, গান্ধিনগর, দিল্লী, মীরাট, আগ্রা শাখা শীঘ্রই খোলা হইবে।

মেহেরপুর শাখা গত ১৮ই জুলাই খোলা হইয়াছে।

একথা আমরা physics এও পড়িয়াছি। কিন্তু public bath যদিবা একান্তই অসম্ভব হয় (যদিও অসম্ভব হইবাব কোন কারণ দেখিতেছি না), তবে অন্ততঃ প্রত্যেক মহল্লায় একটা করিয়া public latrineও রাখিবাব ব্যবস্থা করা অবশ্য প্রয়োজন। একমাত্র গোলদীঘি, ডালহৌসি স্কোয়ার, এস্‌প্লেনেড ট্রাম ডিপো ও ঐ রকম আর একটি দুইটি স্থান ছাড়া সমস্ত কলিকাতায় কোথাও ইহাব অস্তিত্ব নাই। যতদূর স্মরণ হইতেছে ঢাকার মত ছোট সহরেও এদিক দিয়া কলিকাতার চাইতে ভালো ব্যবস্থা দেখিয়াছি।

* * *

প্রিন্স দলীপ সিংজী ক্রিকেট ক্লাব অব ইণ্ডিয়ার স্থায়ী সম্পাদক নিযুক্ত হইয়াছেন বলিয়া সংবাদ আসিয়াছে। সংবাদটি খুশী হওয়ার মতো। দলীপ সিংজী ক্রিকেট জগতে অত্যন্ত খ্যাতিমান ব্যক্তি। একজন ভারতীয়ের পক্ষে ইংলণ্ডের টেষ্ট টিমে স্থান পাওয়া যে সহজ নয় তাহা খুব সহজেই বুঝা যায়। একমাত্র অসাধারণ যোগ্যতার জোরেই তিনি ঐ সম্মান লাভ কবিয়াছিলেন। প্রথম টেষ্ট ম্যাচের প্রথম খেলাতেই সেঞ্চুরী করা খুব নামজাদা খেলোয়াড়ের পক্ষেই সম্ভব। বিলাতের খুব নামজাদা ক্রিকেট খেলোয়াড়দের মধ্যেও অনেকেই তাহা পারেন নাই। দলীপ সিংজীর সেই রেকর্ড আছে। তাঁহার পরিচালনায় ক্রিকেট ক্লাব অব ইণ্ডিয়া লাভবান হইবেন একথা বলাই বাহুল্য। ভারতীয় ক্রিকেট কন্‌ট্রোল বোর্ডের একজন ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক সম্পর্কে একবার দলীপ সিংজী একটি চমৎকার উক্তি করিয়াছেন—"He (অর্থাৎ ঐ সম্পাদক) thinks himself a good batsman but has not found the second man who agrees with him on that point।" ইহাতে তাঁহার রসবোধের পরিচয় পাওয়া যায়। এখানে উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে, দলীপ সিংজী ক্রিকেট বীর "রণজীর" নিকট-আত্মীয়!

* * *

সম্প্রতি শিল্পাচার্য্য অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পঞ্চসপ্ততিতম জন্মতিথি উৎসব হইযাছে। সম্বর্দ্ধনার উত্তরে অবনীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন যে, ছবি আঁকিয়াছিলেন তিনি বড়দের জন্য। "বড়রা সেদিন তা নেয়নি"। সেজন্য তিনি অনেক দুঃখ পাইয়াছেন। আজ নূতনদের হাত হইতে তিনি পুরস্কার পাইযাছেন, যাহা সেদিন তিনি পান নাই। পৃথিবীতে প্রতিভার আদর সব সময়েই যে সমসাময়িক কালে হয় তাহা নহে। ভবভূতি যে বিপুলা পৃথ্বী এবং নিরবধি কালের উপর নির্ভর করিয়াছিলেন তাহা একেবারে নিরর্থক নহে। কিন্তু আমাদের দেশে শিল্প ও সাহিত্যের যথোচিত সমাদবের অভাব সবটাই যে কেবল একতরফা তাহা নহে। শিল্প ও সাহিত্যের প্রতি আগ্রহটা অনেকাংশে জন্মাইতে হয়, আপনা আপনি জন্মে না, বিশেষতঃ দবিদ্রতা ও শিক্ষার অভাব যেখানে বেশী। অবনীন্দ্রনাথের চিত্রকলার সঙ্গে আমাদের দেশের শিক্ষিত জনসাধারণও খুব পরিচিত নহে। কলিকাতায যদি একটি ল্যুভর মিউজিয়ম বা ঐ জাতীয় একটি জাতীয় চিত্রশালা থাকিত, যেখানে অবনীন্দ্রনাথেব প্রসিদ্ধ চিত্রগুলি সর্ব্বসাধারণ দেখিবার সুযোগ পাইত, তাহা হইলে তাঁহার শিল্প-খ্যাতিটা আমাদের কাছে একটা 'শোনা-কথা' না হইযা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার বিষয হইত। কলিকাতায় একটি জাতীয চিত্রশালা কবে হইবে, কিম্বা কোনদিনই হইবে কিনা জানি না। এলাহাবাদ ম্যুনিসিপালিটির আর কলিকাতা কর্পোরেশনের আয়ের এক-অষ্টমাংশও নয়। কিন্তু তাঁহারা একটি ম্যুনিসিপাল মিউজিয়ম করিয়াছেন, যাহা শুধু কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেটেব কমার্শিয়েল মিউজিয়মেব মত ব্যবসায় সংক্রান্ত ব্যাপার নয়। সেখানে লক্ষ্ণৌ অসিত হালদার ও বীরেশ্বর সেনের কয়েকখানা সুন্দর চিত্র সেখানে দেখিয়াছি।

* * *

মিউজিয়ম গড়িয়া তোলা বৃহৎ ব্যাপার, অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য। সুতরাং তাহার স্বপ্ন দেখিয়া লাভ নাই। কিন্তু সাধারণ অল্প খরচে যাহা হওয়া সম্ভব তাহাও কি আমরা করিয়াছি? অবনীন্দ্রনাথের চিত্রগুলিব ব্লক ছাপিয়া একটি সুন্দর এ্যালবাম প্রকাশ করিলে ক্ষতি কি? তাহাতে আমরা তাঁহার চিত্রকলার সঙ্গে সহজে পরিচিত হইতে পারিব। ব্লকে ছবির সমস্ত নৈপুণ্য ধরা পড়ে না, তাহা মানিলাম। কিন্তু কানা মামা পাইলে নাই মামার শোক অবশ্যই আংশিক দূর হইবে। অবনীন্দ্রনাথের চিত্রাবলীর একটি সুন্দর সংগ্রহ প্রকাশের ভাব বিশ্বভারতী অবশ্যই লইতে পারেন। বাংলাদেশে একমাত্র রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের ছবির এ্যালবাম ছাড়া আর কোন চিত্রসংগ্রহ নাই। চ্যাটার্জ্জীস পিকচার এ্যালবামের সুবিধা অসুবিধা এই যে, তাহা কবিতার anthologyর মতো একাধিক চিত্রকরের আঁকা ছবির নমুনা। একজন মাত্র চিত্রকরের ভালো ছবিগুলি একত্র দেখিলে যেমন তাঁহাব অঙ্কন-নৈপুণ্য ও অঙ্কন-রীতির সহিত ঘনিষ্ঠ হওয়ার সুযোগ ঘটে, চ্যাটার্জ্জীর এ্যালবামে সেই সুবিধা নাই। যতদূর স্মরণ হইতেছে, বহু বছর পূর্ব্বে পাঞ্জাব আর্ট প্রেস হইতে শিল্পী ঠাকুর সিংহের কয়েক খণ্ড চিত্রসংগ্রহ প্রকাশিত হইয়াছিল। বর্ত্তমানে তাহা আছে কিনা জানিনা। দিল্লীব ব্যঙ্গ চিত্রকর শঙ্করের একটি এ্যালবাম দশ টাকা মূল্যে বিক্রয় হইতে দেখিযাছি। স্যার নৃপেন্দ্রনাথ সরকার তাঁহার একটি সুন্দর ভূমিকা লিখিয়া দিয়াছিলেন। বাংলাদেশে অবনীন্দ্র নাথ, নন্দলাল, সারদা উকিল, অসিত হালদাবের আঁকা ছবির যথাসম্ভব সুলভ চিত্রসংগ্রহ প্রকাশ করিবার ব্যবস্থা করিলে প্রকাশকেরা দেশের উপকার করিবেন। এবং আশা করি সেটা একেবারে নিছক ঘরের খাইয়া বনের মহিব তাড়াইবার ব্যাপার

পাওয়া যায়। এখানে উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক স্কুল অব আর্টসের অনেক চিত্র রাখা হইয়াছে। হইবে না। —খেয়ালী

ফোন—কলি : ২৩৬৪ **দি ন্যাশনাল এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্ক লিঃ** টেলি—Nalex
৩-৪, হেয়ার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
ব্রাঞ্চ—বড়বাজার, ফরিদপুর ও ঢাকা। ম্যানেজিং ডিরেক্টর—শ্রীরাজলক্ষ্মী মজুমদার, বি-এ।

আর্থিক জগতের শারদীয়া সংখ্যা

আগামী ১লা অক্টোবর প্রকাশিত হইবে

এই সংখ্যার মূল্য—এক টাকা

এই সংখ্যার কতিপয় লেখক ও তাঁহাদের প্রবন্ধের নাম নিম্নে উল্লেখ করা হইল ঃ—

সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার—	যুদ্ধোত্তর জগতের পুনর্গঠন
বিমলচন্দ্র সিংহ—	আসন্ন অর্থনৈতিক বিপদ
ডাঃ মণি মৌলিক—	আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্য ও চা শিল্প
অধ্যাপক শ্যামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়—	ভারতের আসন্ন বেকারের সমস্যা
গোপালচন্দ্র নিয়োগী—	মুদ্রাস্ফীতি ও চোরাবাজারের টাকা
সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়—	নূতন বীমার সাফল্য
অধ্যাপক পঞ্চানন চক্রবর্ত্তী—	শিক্ষিত মধ্যবিত্ত ও বেকার সমস্যা
শচীন সেনগুপ্ত—	অর্থম্ অনর্থম্
অধ্যাপক শান্তিময় রায়—	ঔপনিবেশিক সমাজের অর্থনৈতিক পটভূমিকা
কালীচরণ ঘোষ—	দেশীয় শিল্প ও ভারত সরকার
ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়—	যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠন
সুধাংশুভূষণ রায়—	রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি
অধ্যাপক প্রমথনাথ গঙ্গোপাধ্যায়—	বেশীর ভাগ মানুষের সমস্যা
অতুল সুর—	পাট ও চটের কথা
অধ্যাপক প্রীতিকুমার বসু—	ভারতে ফিল্ম-শিল্পের সুযোগ
সুকুমার মিত্র—	বিধ্বস্ত বাংলা
তরুণ চট্টোপাধ্যায়—	চীনের কম্যুনিষ্ট শাসিত অঞ্চল
হেরম্বনাথ রায়—	বেভারিজ পরিকল্পনা
অতুল দত্ত—	বিশ্ব-শান্তির অর্থনৈতিক ভিত্তি
প্রভাতকুমার গোস্বামী—	চিকিৎসা বিজ্ঞানে যুগান্তর
নবেন্দু রায়—	ভারতের ষ্টার্লিং পাওনা ও তাহার রহস্য
তুষাররঞ্জন পত্রনবীশ—	বাংলার বাসস্থান সমস্যা

আর্থিক দুনিয়ার খবরাখবর

ফ্রাঙ্কো-স্পেনিশ বাণিজ্য চুক্তি—রয়টারের এক সংবাদে প্রকাশ, ফ্রান্স ও স্পেন এক নূতন বাণিজ্য-চুক্তি সম্পাদন করিয়াছে; এই চুক্তির সর্ত্তমত প্রথম ছয় মাসে ৮০ কোটী পেসেটা (স্পেন-দেশীয় মুদ্রা) মূল্যের লিসেন্সপত্র এই দুই দেশের মধ্যে আদান-প্রদান হইবে। আরও প্রকাশ, স্পেন ফ্রান্সকে প্রায় ৩০ কোটী পেসেটার দ্রব্য-সামগ্রী ধারে দিতে স্বীকৃত হইয়াছে।

স্যার থিয়োডোর গ্রেগরী—মাসাবধিকাল বিলাতে অবস্থান করিয়া এবং বৃটিশ সরকারের সহিত ভারতের যুদ্ধোত্তর সমস্যাসমূহ সম্বন্ধে আলাপ-আলোচনা চালাইয়া ভারত সরকারের অর্থনৈতিক উপদেষ্টা স্যার থিয়োডোর গ্রেগরী সম্প্রতি দিল্লীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। ঋণ-ইজারা বন্ধ হওয়ার ফলে বৃটিশ কমনওয়েল্থভুক্ত দেশসমূহে যে সকল সমস্যা উদ্ভূত হইয়াছে, স্যার থিয়োডোর সে সম্বন্ধেও আলাপ-আলোচনা করিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ। বিলাতে অবস্থানকালে ইনি ভারত সরকার কর্ত্তৃক নিযুক্ত সংখ্যাতত্ত্ববিষয়ে অন্তর্বিভাগীয় কমিটির কাজকর্ম্ম লক্ষ্য করিয়াছিলেন এবং বৃটিশ রেজিষ্ট্রারের দপ্তর ও উৎপাদন সংখ্যাও পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছিলেন।

ভারতে কৃষিযন্ত্র আমদানী—এসোসিয়েটেড প্রেস জানাইতেছেন, ভারত সরকারের কৃষিউৎপাদন-উপদেষ্টা মিঃ ডি আর শেঠী ভারতে "অধিক খাদ্য উৎপাদন নীতি" কার্য্যকরী করিবার উদ্দেশ্যে কৃষিযন্ত্র আমদানী করিবার সঙ্কল্প নিয়া যুক্তরাষ্ট্র ও ক্যানাডা পরিভ্রমণ করিবেন। ওয়াশিংটনে অবস্থানকালে মিঃ শেঠী ভারতে কৃষিকার্য্যে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি আমেরিকা হইতে আমদানী করা সম্পর্কে সমস্ত বিষয়ে ভারতীয় সরবরাহ মিশন (ইণ্ডিয়া সাপ্লাই মিশন)-কে পরামর্শ দিবেন।

কলিকাতা-ব্রহ্ম-চীন পাইপ লাইন—প্রকাশ, ১৯৪৪ সালের ডিসেম্বর মাস হইতে জাপান বিজয় দিবস পর্য্যন্ত সময়ের মধ্যে আসাম, ব্রহ্মদেশ ও চীনে অবস্থিত মিত্রপক্ষীয় সৈন্যগণের ব্যবহারের জন্য ১৫ কোটীরও অধিক গ্যালন জ্বালানী তৈল মার্কিন সৈন্যদলের পাইপ লাইনের ভিতর দিয়া কলিকাতা হইতে সরবরাহ করা হইয়াছে। যখন এই লাইনটি পুরাদমে কাজ করিতেছিল, তখন দুই মাসে ৩ কোটী ৬½ লক্ষ গ্যালনেরও অধিক তৈল সরবরাহ করা হইয়াছিল।

ভারত-বৃটেন বাণিজ্য—আমেরিকার এসোসিয়েটেড প্রেসের এক সংবাদে প্রকাশ, ১৯৪৫ সালের প্রথম ছয় মাসে ভারত হইতে বিলাতে যে পরিমাণ দ্রব্যসামগ্রী আমদানী হইয়াছে, তাহা ১৯৪৪ সালের প্রথম ষাণ্মাসিক পরিমাণ অপেক্ষা শতকরা আনুমানিক ৩½ ভাগ বেশী এবং ১৯৩৮ সালের প্রথম ষাণ্মাসিক পরিমাণ অপেক্ষা শতকরা প্রায় ৩৫ ভাগ বেশী। এই সংখ্যাগুলি প্রকাশ করিতে যাইয়া বোর্ড অব ট্রেড বলিয়াছেন যে, ভারতবর্ষ, যুক্তরাষ্ট্র, ক্যানাডা, ও নিউজিল্যাণ্ড হইতেই গ্রেট বৃটেনে এই বৎসর সর্ব্বাপেক্ষা বেশী পরিমাণ দ্রব্যসামগ্রী আমদানী হইয়াছে। বর্ত্তমান বৎসর প্রথম ছয় মাসে ভারত হইতে মোট ৩ কোটী ৩১ লক্ষ ৭২ হাজার পাউণ্ড মূল্যের দ্রব্যসামগ্রী বৃটেনে আমদানী করা হইয়াছিল; ১৯৪৪ সালের প্রথম ছয় মাসে আমদানী হইয়াছিল ৩ কোটী ২১ লক্ষ ৭ হাজার পাউণ্ড মূল্যের দ্রব্যসামগ্রী ও ১৯৩৮ এর প্রথম ছয় মাসের আমদানীর পরিমাণ ছিল ২ কোটী ৪৯ লক্ষ ৭০ হাজার পাউণ্ড। এই সময়ের মধ্যে গ্রেট বৃটেন হইতে ভারতে রপ্তানীর পরিমাণও বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯৪৫ সালের প্রথম ছয় মাসে মোট ১ কোটী ৩৬ লক্ষ ১৭ হাজার পাউণ্ড, ১৯৪৪ সালের প্রথম ছয় মাসে ১ কোটী ১৩ লক্ষ ৭৭ হাজার পাউণ্ড ও ১৯৩৮ সালের প্রথম ছয় মাসে ১ কোটী ৬৮ লক্ষ পাউণ্ড মূল্যের দ্রব্যসামগ্রী গ্রেট বৃটেন হইতে ভারতে রপ্তানী হইয়াছিল।

ভারত হইতে বস্ত্র রপ্তানী—মালয়ের বস্ত্র সঙ্কট নিবারণের জন্য ভারত হইতে প্রায় ১॥ কোটী বস্ত্র মালয়ে রপ্তানী হইবে বলিয়া প্রকাশ। এই রপ্তানীর ফলে নাকি ভারতে বস্ত্র সমস্যার কোন হানি হইবে না; কারণ বিভিন্ন দেশে যে পরিমাণ বস্ত্র ভারত হইতে রপ্তানী হয় ইহা তাহারই অংশ-বিশেষ।

"পারমিট" প্রথার বিলোপ—প্রকাশ, ভারত সরকারের অসামরিক সরবরাহ বিভাগের কণ্ট্রোলার জেনারেলের অফিস হইতে ভবিষ্যতে বিক্রেতাগণকে ফাউণ্টেন পেন, ভ্যাকুয়াম ফ্লাস্ক ইত্যাদি বিক্রয় করার জন্য আর অনুমতিপত্র বিতরণ করা হইবে না। বিক্রেতাদিগের হাতে যেসব দ্রব্য বর্ত্তমানে মজুত আছে, বিতরিত অনুমতি-

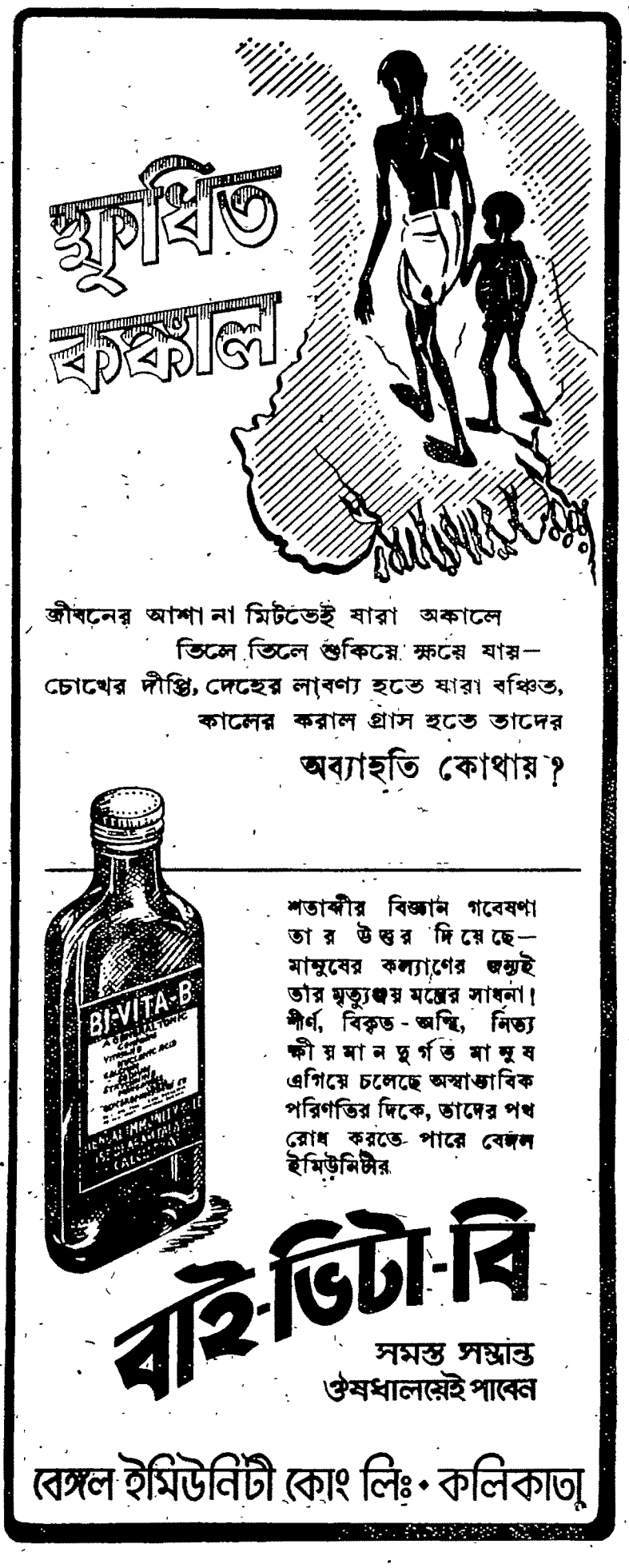

জীবনের আশা না মিটতেই যারা অকালে
তিলে তিলে শুকিয়ে ক্ষয়ে যায়—
চোখের দীপ্তি, দেহের লাবণ্য হতে যারা বঞ্চিত,
কালের করাল গ্রাস হতে তাদের
অব্যাহতি কোথায়?

শতাব্দীর বিজ্ঞান গবেষণা তার উত্তর দিয়েছে—
মানুষের কল্যাণের জন্যই তার মৃত্যুঞ্জয় মন্ত্রের সাধনা।
শীর্ণ, বিকৃত-অস্থি, নিত্য ক্ষীয়মান দুর্গত মানুষ এগিয়ে চলেছে অস্বাভাবিক পরিণতির দিকে, তাদের পথ রোধ করতে পারে বেঙ্গল ইমিউনিটীর

বাই-ভিটা-বি

সমস্ত সম্ভ্রান্ত ঔষধালয়েই পাবেন

বেঙ্গল ইমিউনিটী কোং লিঃ • কলিকাতা

পত্রের জোরে আগামী ২৮শে অক্টোবর পর্য্যন্ত তাঁহারা ঐসব বিক্রয় করিতে পারিবেন। ২১শে অক্টোবর তারিখে বিক্রেতাদের হাতে যেসব দ্রব্য মজুত থাকিবে এবং ভবিষ্যতে তাঁহারা যে সব দ্রব্য পাইবেন সে সব তাঁহারা ক্রয় বিক্রয়ের সাধারণ ও স্বাভাবিক-রীতি অনুসারে বিক্রয় করিতে পারিবেন; অবশ্য তখনও অতিলাভ ও মজুত নিয়ামক আইন (হোর্ডিং এণ্ড প্রফিটিয়ারীং প্রিভেনশন অর্ডার) ও কনসিউমার গুডস্ অর্ডার বিক্রেতোগণের উপর প্রয়োজ্য হইবে। এই ঘোষণা কেবল মাত্র ভারত সরকারের অসামরিক সরবরাহ বিভাগের কণ্ট্রোলার জেনারেল কর্ত্তৃক বিতরিত অনুমতি পত্রসমূহের প্রতি প্রয়োজ্য হইবে কিন্তু প্রাদেশিক সরকারের কোন কর্ম্মচারী কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত "পারমিট" প্রথার প্রতি নহে।

চাউল বরাদ্দ হ্রাস—"ন্যাশনালিষ্ট" পত্রিকার এক সংবাদদাতার খবরে প্রকাশ, বাংলায় চাউলের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় সমগ্র ভারতব্যাপী প্রতি রেশনকার্ডে চাউলের বরাদ্দ হ্রাস পাইতে পারে।

গোয়ালন্দ-বাহাদুরাবাদ ষ্টীমার পথ—রিভার ষ্টীম ন্যাভিগেশন কোং লিঃ-এর কর্ত্তৃপক্ষ বঙ্গীয় যাত্রী সমিতি (বেঙ্গল প্যাসেঞ্জার্স এসোসিয়েশন)-এর সম্পাদককে জানাইয়াছেন যে, গোয়ালন্দ-বাহাদুরাবাদ পথে ১৫ই সেপ্টেম্বর হইতে দৈনিক ষ্টীমার চলিবে। উক্ত এসোসিয়েশন এই ষ্টীমার পথটি পুনরায় চালু করিবার জন্য জাহাজ কোম্পানীকে অনুরোধ করিয়াছিলেন।

সৈন্যদলের কর্ম্মচ্যুতি—সম্প্রতি ভারতীয় সৈন্যবিভাগ হইতে লোক অপসারণের পরিকল্পনা ঘোষণা করা হইয়াছে। যে সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে এই পরিকল্পনা প্রকাশ করা হইয়াছে উহাতে আরও বলা হইয়াছে যে, এই ব্যবস্থা সাময়িক; কারণ যে পর্য্যন্ত অধিকৃত অঞ্চলগুলির অবস্থা পরিষ্কারভাবে বুঝা না যাইবে, সে পর্য্যন্ত সে সব স্থানে কি পরিমাণ সৈন্য দরকার হইবে তাহা বলা যাইবে না। ইহা পরিষ্কারভাবে বলা হইয়াছে যে, ভাইসরয় কমিশণ্ড কর্ম্মচারিগণ বর্ত্তমানে বেশীসংখ্যায় কর্ম্মচ্যুত হইবেন না। প্রাথমিক ব্যবস্থা হিসাবে সাড়ে আট লক্ষ

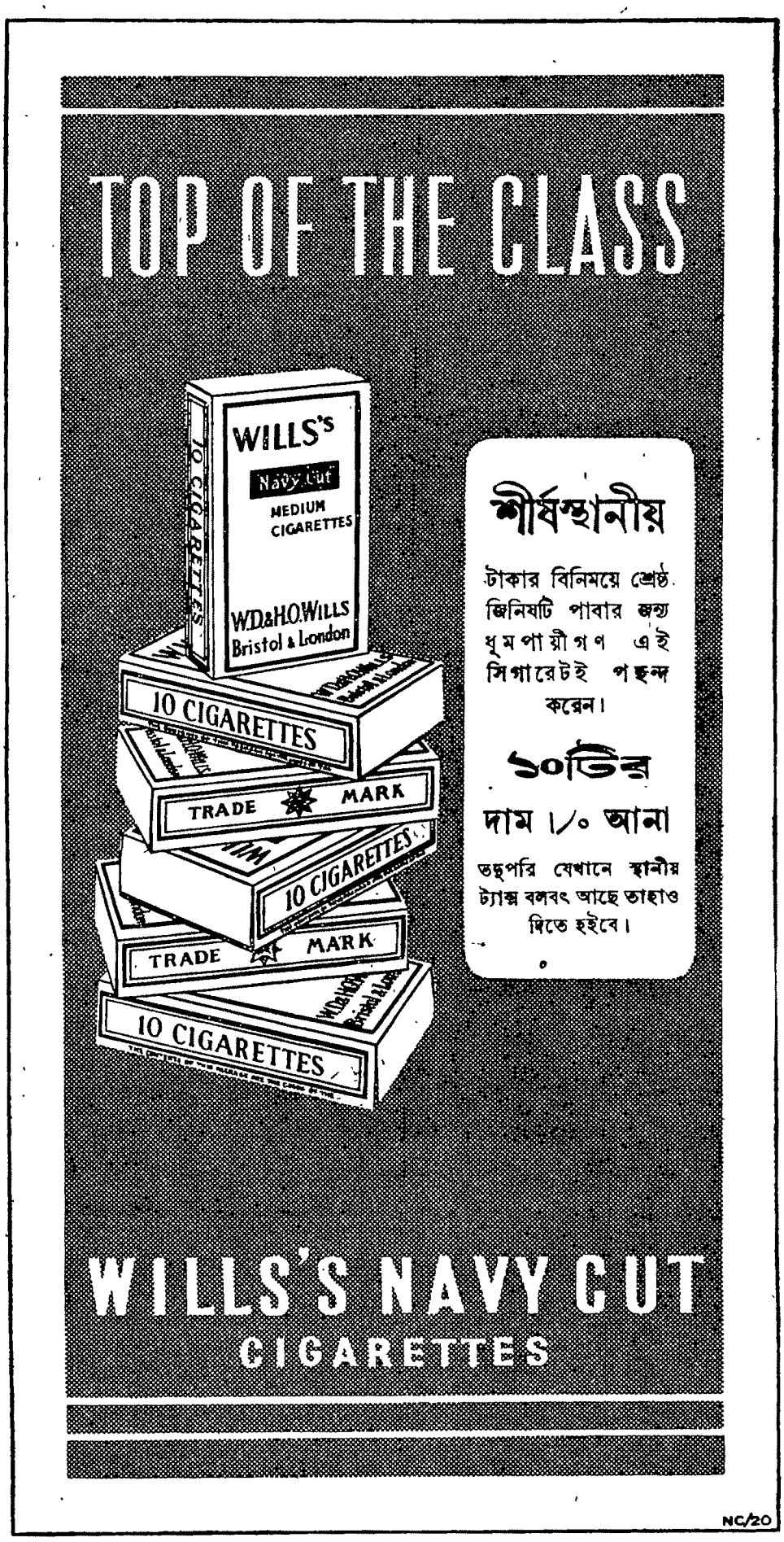

সৈন্যকে কর্ম্মচ্যুত করা হইবে বলিয়া প্রকাশ। আগামী ১লা অক্টোবর হইতে আরম্ভ করিয়া আট মাস ব্যাপী এই কর্ম্মচ্যুতি চলিবে।

বর্দ্ধমানে নূতন যক্ষ্মা হাসপাতাল—ইউ পির এক সংবাদে প্রকাশ, বর্দ্ধমান জিলায় আমুলিয়া নামক স্থানে তিন শত আটচল্লিশ একর জমী এক যক্ষ্মা হাসপাতাল নির্ম্মাণ করিবার উদ্দেশ্যে ক্রয় করা হইতেছে। এই উদ্দেশ্যে বাংলা সরকার ১ লক্ষ ২২ হাজার ৭৪১ টাকা মঞ্জুর করিযাছেন বলিযাও প্রকাশ।

মিঃ আর এম নানাবতী—টেক্সটাইলস্ ষ্টোরস্ ও মেশিনাবী মার্চ্চেণ্টস্ এসোসিয়েশনের সভাপতি মিঃ আব এম নানাবতী ভারতে বস্ত্রশিল্পে ব্যবহারোপযোগী যন্ত্রপাতি আমদানীর সম্ভাবনা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে বোম্বাই হইতে যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্র অভিমুখে রওনা হইযাছেন বলিয়া প্রকাশ।

মিঃ জি সি মিত্র—বোম্বাইস্থিত সরকাবী টাকশালের চীফ এসেসার মিঃ জি সি মিত্র ভারত সরকারের যুদ্ধোত্তর মুদ্রা নির্ম্মাণ পরিকল্পনা সম্বন্ধীয প্রশ্নাবলী আর্লোচনা করিবাব জন্য নাকি শীঘ্রই ইংলণ্ড ও আমেরিকা গমন কবিবেন। তিনি ইউ এস বুরো অব মাইন্‌স্ এর গবেষণাগারে হাতে কলমে শিল্পলাভ করিবেন এবং সেখানে লৌহ ভিন্ন অন্য ধাতুবিদ্যার আধুনিকতম উন্নতিসমূহেও জ্ঞানলাভ করিবেন বলিয়া প্রকাশ।

বোম্বাই বস্ত্র কারখানার 'ভিক্টরী বোনাস'—প্রকাশ, বোম্বাই মিলওনার্স এসোসিয়েশনের এক জরুরী সভায় সম্প্রতি স্থির হইয়াছে যে, যেসব কর্ম্মীর নাম ১৯৪৫ সালের ৩১শে আগষ্ট তারিখে নিজ নিজ কোম্পানীর খাতায় রহিযাছে এবং আগামী ১৫ই অক্টোবর পর্য্যন্ত যাহাদের কর্ম্মে কোন বিরতি হইবে না এমন কর্ম্মিগণকে ১৯৪৪ সালের ১লা সেপ্টেম্বর হইতে ১৯৪৫ সালের ৩১শে আগষ্ট পর্য্যন্ত ১২ মাসের মোট আয়ের (দুর্ম্মূল্য ভাতা ব্যতীত) ১২ ভাগের এক ভাগ আগামী ১৫ই অক্টোবর তারিখে "ভিক্টরী বোনাস" হিসাবে দেওয়া হইবে। এই বোনাস সম্পর্কেও সাধাবণ সর্ত্তাদি প্রযোজ্য থাকিবে।

ইটালীর নিকট রাশিয়ার ক্ষতিপূরণ দাবী :—আমেরিকার এ, পির খবরে প্রকাশ, প্রধান পঞ্চশক্তির বৈদেশিক সচিবগণের সাম্প্রতিক সম্মেলনে রাশিয়া ইটালীর নিকট হইতে ৬০ কোটী ডলার মূল্যের ক্ষতিপূবণ দ্রব্যসামগ্রী দ্বারা পাইতে দাবী করিয়াছে। যদিও রুশ ও ইতালীয় সৈন্যদল বর্ত্তমান যুদ্ধে কোন ক্ষেত্রেই মিলিত হয় নাই তথাপি রাশিয়া নাকি প্রধান পঞ্চশক্তির মধ্যে একমাত্র দেশ যে ইটালীর নিকট ক্ষতিপূরণ দাবী কবিয়াছে।

কলিকাতা নগরীর জল সরবরাহ :—কলিকাতা নগরীর জল সরববাহ বৃদ্ধি করিবাব উদ্দেশ্যে বাংলা সরকার একটি কমিটি গঠন করিযাছেন। এই কমিটিতে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ সদস্য থাকিবেন :—বাংলা দেশের জনস্বাস্থ্যের চীফ ইঞ্জিনীয়ার চেয়ারম্যান ; সদস্যগণ :—কলিকাতা কর্পোরেশনের চীফ ইঞ্জিনীয়ার, কলিকাতা ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাষ্টের চীফ ইঞ্জিনীয়ার, ও অল ইণ্ডিয়া ইন্‌ষ্টিটিউট অব হাইজীন এণ্ড পাবলিক হেল্‌থ, কলিকাতার, স্যানিটারী ইঞ্জিনীয়াবিংএর অধ্যাপক প্রফেঃ কে সুব্রাহ্মণ্যম্। কমিটিকে যত সত্বর সম্ভব রিপোর্ট পেশ করিতে বলা হইয়াছে। কমিটি নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহ সম্পর্কে সুপারিশ করিবেন—(১) বর্ত্তমান প্রণালীর উপর নির্ভর করিয়া যাহাতে সহরেব পরিস্রুত ও অপরিস্রুত জল সরবরাহ সাময়িকভাবে বৃদ্ধি করা যায় তাহার পন্থা উদ্ভাবন করা, (২) অপরিস্রুত জল সরবরাহ বন্ধ কবিয়া পলতা ও টালায় অবস্থিত পাম্পিং ষ্টেশনসমূহকে ব্যবহার করিয়া ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের লেনিওয়েল প্রথায় টিউবওযেল-সমূহ স্থাপনদ্বারা উহাতে কলিকাতায় স্থায়ীভাবে দৈনিক ৩০ কোটি গ্যালন জল উচ্চচাপে সরবরাহ করা যাইতে পারে—তাহার পরিকল্পনা করা, (৩) উপরোক্ত দুই উদ্দেশ্য সাধন করিবার জন্য কলিকাতার কর্পোরেশনের প্রস্তাবসমূহ পরীক্ষা করা এবং (৪) সরবরাহকৃত জলের পরিমাণের সঙ্গে সঙ্গে গুণও কিভাবে বৃদ্ধি করা যায তাহা বিবেচনা করা।

কৃত্রিম রবার :—রবার রিজার্ভ কোং-র ঘোষণামতে জানা যায় যে, ভাবতে ১৯৪৬ সালে আনুমানিক ১২ লক্ষ টন কৃত্রিম রবার প্রস্তুত হইতে পারিবে এবং উৎপাদন ব্যয়ও প্রতি পাউণ্ডে ৩১

LOTUS brand OILS
The name you can trust
LOTUS OIL CO., 10, BEADON ROW, CAL.

সাদার্ণ ব্যাঙ্ক লিঃ
হেড অফিস—১৪, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ফোন—ক্যাল ৫৯৮৯
ব্রাঞ্চ—বড়বাজার, শ্যামবাজার, ভবানীপুর, বসিরহাট, খুলনা ও পাটনা
সুবিধাজনক সর্ত্তে গভর্ণমেণ্ট ও মিলিটারী বিলের উপর টাকা ধার দেওয়া হয়।
সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।
চেয়ারম্যান—মিঃ দেবেন্দ্রনাথ মুখার্জ্জি, মেয়র, কলিকাতা কর্পোরেশন।

আমাদের একশো বছর আগে

● ১৮২০ সালে জন্মেছিলেন ফ্লোরেন্স্ নাইটিঙ্গেল্। রোগী ও আহতের সেবায় জীবন উৎসর্গ করে তিনি সেবাব্রতের উজ্জ্বল আদর্শ স্থাপন করে গেছেন।

● আমাদের সুরু হয়েছিলো ১৯২০ সালে। তারপর থেকে রোগের চিকিৎসায় এবং রোগীর শুশ্রূষায় প্রয়োজনীয় রবারের জিনিষ আমরা তৈরী করে আস্‌ছি।

আমাদের তৈরী
রবার ক্লথ, হট্‌ওয়াটার ব্যাগ, আইস্ ব্যাগ, হাওয়া বালিশ ও বিছানা, এয়ার রিং, এয়ার কুশন, ডাক্তারী দস্তানা ইত্যাদি।

বেঙ্গল ওয়াটারপ্রুফ ওয়ার্কস্ (১৯৪০) লিমিটেড
কলিকাতা নাগপুর বোম্বাই

সেণ্ট (১৯৪৪) হইতে কমিয়া বর্ত্তমানের ১১ সেণ্টেরও কম হইবে।

পৃথিবীর বৃহত্তম জলহীন (ড্রাই) ডক :— প্রকাশ, "কুইন এলিজাবেথ"এর মত বৃহৎ জাহাজ স্থান পাইতে পারে এরূপ একটি ডক সম্প্রতি কেপটাউনে উন্মুক্ত করা হইয়াছে। ইহা নাকি পৃথিবীর বৃহত্তম ডক এবং ইহা নির্ম্মাণ করিতে ৩ লক্ষ ৫০ হাজার ষ্টার্লিং ব্যয় হইয়াছে বলিয়াও প্রকাশ।

শ্রীযুক্ত এম এন রায়ের মাসিক বরাদ্দ— 'অমৃতবাজার পত্রিকা'র নয়া দিল্লীস্থ সংবাদদাতা জানাইতেছেন যে, যুদ্ধ শেষ হওয়ায় ভারত গভর্ণমেণ্ট শ্রীযুক্ত এম এন রায়ের শ্রমিক প্রতিষ্ঠান ও ভারতীয় শ্রমিক ফেডারেশনকে মাসিক যে ১৩ হাজার টাকা সাহায্য করিতেছিলেন, তাহা বন্ধ করিয়া দিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

কৃষি উন্নয়নে ট্রাক্টর প্রচলন ব্যবস্থা— সম্প্রতি কেন্দ্রীয় খাদ্য পরামর্শ পরিষদের নিকট ভারত গবর্ণমেণ্টের কৃষিদপ্তর হইতে যে কার্য্য-বিবরণী উপস্থিত করা হইয়াছে তাহাতে প্রকাশ যে, ১৯৪৪ সালে ট্রাক্টরের জন্য যে অর্ডার দেওয়া হইয়াছিল, তাহা সম্প্রতি পাওয়া সম্ভব হইয়াছে এবং ১৯৪৫ সালের অর্ডারের মধ্যে ৩ শত ৭০ খানা ট্রাক্টর ১৯৪৬ সালের মধ্যভাগে পাওয়া যাইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে। উক্ত কার্য্য-বিবরণী অনুযায়ী ভারতে ধান্য উৎপাদনের উপযুক্ত জমির পরিমাণ ৭০ লক্ষ একর এবং গম উৎপাদনের উপযুক্ত জমির পরিমাণ প্রায় ৭॥ লক্ষ একর বৃদ্ধি পাইয়াছে বলিয়াও প্রকাশ।

ছোট ট্যানারি নিয়ন্ত্রণ—গত ১৪ই সেপ্টেম্বর তারিখের এক সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ, গবর্ণমেণ্ট জুতার উপরকার ক্রোম চামড়া ট্যান্‌কারী কয়েকটি কারখানার উপর বিধিনিষেধ প্রয়োগ করিতে মনস্থ করিয়াছেন। প্রকাশ, কলিকাতা এলাকাস্থ চামড়ার কারখানাগুলিতে প্রচুর পরিমাণে ক্রোম্‌চামড়া ট্যান্ করা হইলেও, সেই সমস্ত স্থানে যে প্রক্রিয়ার সাহায্যে কাজ হয় তাহাতে নাকি অনেক চামড়া নষ্ট হয়। সেইজন্য কলিকাতা এলাকার কারখানাগুলিকে নূতন নিয়ন্ত্রণের আওতায় ফেলা হইবে। নূতন নিয়ন্ত্রণের ফলে উৎকৃষ্ট চামড়া উৎপাদন বৃদ্ধি পাইবে এবং অধিক পরিমাণ চামড়া বিদেশে চালান দেওয়া যাইবে বলিয়া আশা করা যায়।

টায়ার ও টিউব সংক্রান্ত নূতন আদেশ— ১৯৪৪ সালে মোটর গাড়ী, সাইকেল প্রভৃতির টায়ার ও টিউবের রেশন সম্পর্কিত যে আদেশ জারী করা হইয়াছিল, তাহা সংশোধন করিয়া সম্প্রতি এক নূতন আদেশ জারী করা হইয়াছে। গত ১৪ই সেপ্টেম্বর তারিখের ইণ্ডিয়া গেজেটে ঐ সম্পর্কে এক বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হইয়াছে। উক্ত বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, ব্যবহৃত টায়ার, টিউব এবং মেরামতকরা টায়ার বিক্রী করা সম্পর্কে যে সমস্ত বিধিনিষেধ ছিল, উক্ত নূতন আদেশে তাহা প্রত্যাহার করা হইয়াছে। এখন যেকোনও ব্যক্তি অনুমতিপত্র ছাড়াই উহা কিনিতে বা বিক্রী করিতে পারিবে। ক্ষয়প্রাপ্ত টায়ার মেরামত করিতেও কোনরূপ অনুমতিপত্রের দরকার হইবে না বলিয়াও উক্ত বিজ্ঞপ্তিতে জানান হইয়াছে। উক্ত বিজ্ঞপ্তিতে আরও উল্লেখ করা হইয়াছে যে, অকেজো টায়ার ও টিউব জমা দিবার জন্য যে আদেশ ছিল তাহাও রদ করা হইয়াছে। নূতন

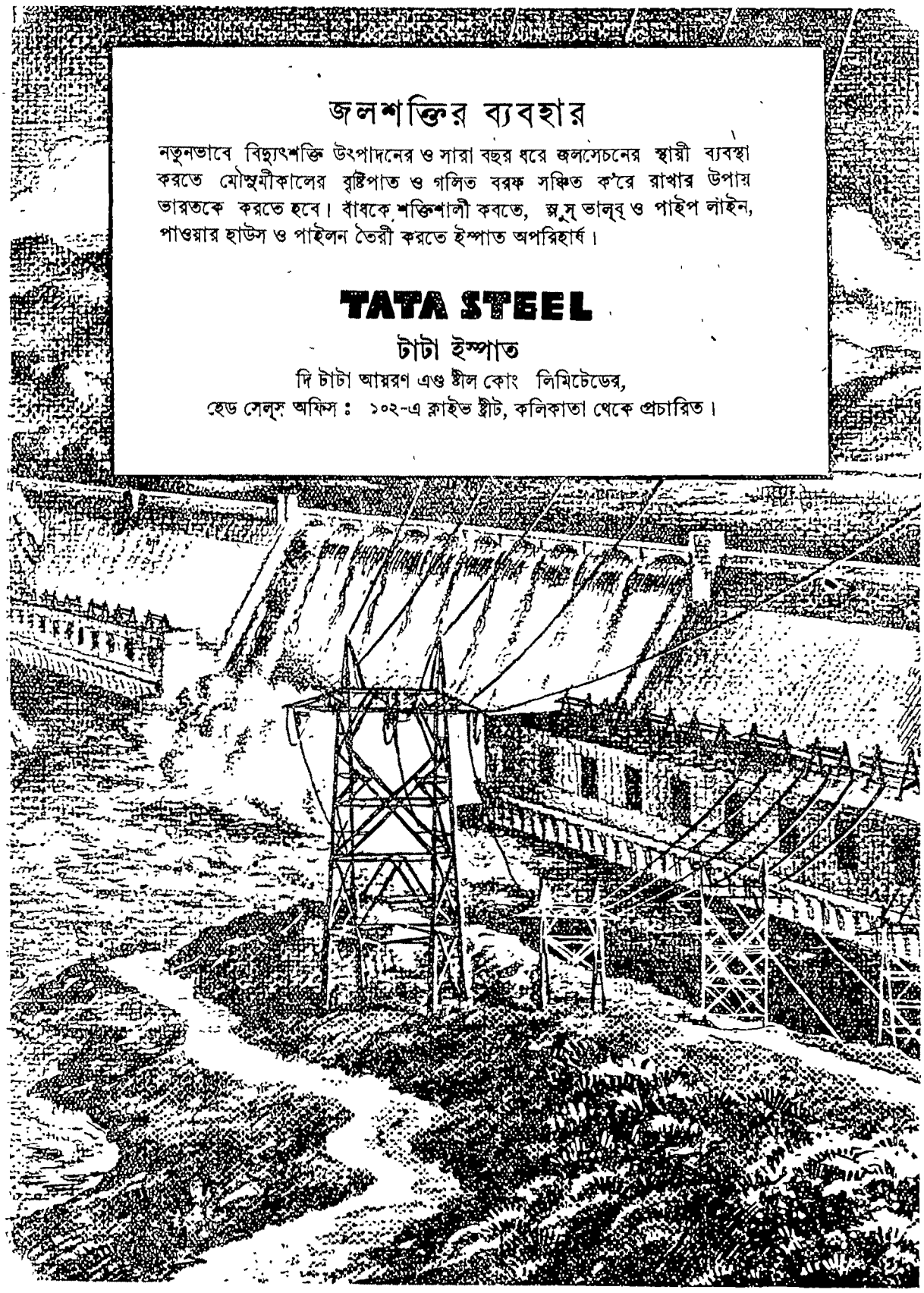

টায়ার, টিউব কিনিবার সময় এখন আর অকেজো টায়ার টিউব ফেরৎ দিতে হইবে না। অকেজো টায়ার দিয়া যে কোন ব্যক্তি চটি জুতা, জুতার সোল প্রভৃতি তৈয়ারী করিতে পারিবে। ইহার জন্য কোন অনুমতির প্রয়োজন হইবে না।

ভারতে দশমিক মুদ্রার নক্সা—যুদ্ধোত্তর মুদ্রাসংস্কার পরিকল্পনানুসারে ভারতে দশমিক মুদ্রা প্রচলিত হইবে কিনা তাহা এখনও বিবেচনাধীন থাকিলেও, কেন্দ্রীয় অর্থবিভাগ ১, ২, ৫, ১০, ২৫ ও ৫০ সেণ্ট মুদ্রার নক্সার জন্য ২ হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ। ঐ সকল মুদ্রার আকার ও আয়তন যথাক্রমে যুদ্ধপূর্ব্বকালীন আধ পয়সা ও বর্ত্তমানে প্রচলিত আধ আনা, দুই আনা, চার আনা এবং আট আনার মত হইবে। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গবর্ণর, কেন্দ্রীয় অর্থবিভাগের সেক্রেটারী, বোম্বাই ও কলিকাতার ট্যাঁকশালের পরিচালকদ্বয় এবং দুইটি আর্ট স্কুলের অধ্যক্ষকে লইয়া গঠিত একটি সমিতি প্রতিযোগীদের অঙ্কিত নক্সাগুলি পরীক্ষা করিবেন। যে শিল্পীর আঁকা নক্সা শ্রেষ্ঠ প্রমাণিত হইবে, তাঁহাকে দুই হাজার টাকা পুরস্কার দেওয়া হইবে।

যুদ্ধ ঝুঁকি বীমার অবসান—নয়াদিল্লীর গত ১৪ই সেপ্টেম্বরের সংবাদে প্রকাশ যে, আগামী ৩০শে সেপ্টেম্বর মধ্য রাত্রির পর হইতে যুদ্ধ ঝুঁকি বীমা পরিকল্পনার অবসান হইবে। এই সম্পর্কে এক অর্ডিন্যান্স জারী করা হইয়াছে বলিয়াও প্রকাশ।

চরকা ক্লাস—খাদি প্রতিষ্ঠানের কলিকাতস্থ কলেজ স্কোয়ার, হাতীবাগান, কালীঘাট শাখাতে অবৈতনিক চরকা ক্লাস খোলা হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। এই সকল শাখাতে তুলা ধুনা, পাঁজ করা, সূতা কাটা, চরকা মেরামত করা প্রভৃতি যাবতীয় কাজ শিক্ষা দেওয়া হয়। আরও প্রকাশ যে, চরকা, তুলা ও অন্যান্য যাবতীয় সরঞ্জামও এই সমস্ত শাখাতে কিনিতে পাওয়া যায়। যাঁহারা গান্ধীজীর প্রবর্ত্তিত নূতন নিয়মানুযায়ী খাদি পরিতে চান, তাঁহাদিগকে সূতা কাটা শিক্ষার এই সুযোগ গ্রহণ করিতে অনুরোধ করা হইতেছে। উপ্রযুক্তসংখ্যক শিক্ষার্থী না হইলে উপরোক্ত স্থানের ক্লাসগুলি বর্ত্তমান অবস্থায় বেশীদিন রাখা যাইবে না বলিয়াও প্রকাশ।

পশুদের রোগ নিবারণের ব্যবস্থা—প্রকাশ, বাংলা গবর্ণমেণ্টের অসামরিক পশুচিকিৎসা বিভাগ এই প্রথম গৃহপালিত পশুদের মহামারী দূর করিবার জন্য টিকা দিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। এই উদ্দেশ্যে গবর্ণমেণ্ট টিকা দিবার জন্য কয়েকজন পশু-চিকিৎসক নিযোগ করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন বলিয়াও প্রকাশ। উক্ত পশুচিকিৎসকগণকে ৫ মাস শিক্ষানবিশী করিতে হইবে, জানা গিয়াছে। গবাদি পশুর যাহাতে মহামারী, রক্তস্রাবী পূয়জ্বর ও পৃষ্ঠ-ব্রণ এবং গৃহপালিত পক্ষীসমূহের যাহাতে কলেরা ও বসন্ত না হয়, সেই উদ্দেশ্যে টিকা দিবার জন্য তাহাদিগকে বিভিন্ন স্থানে নিয়োগ করা হইবে। বারাসাত মহকুমার অন্তর্গত গঙ্গানগরে গবাদি পশুদের ব্যাপকভাবে টিকা দিবার এক পরিকল্পনা মঞ্জুর করা হইয়াছে বলিয়াও প্রকাশ। এই ব্যাপারে শ্রীযুক্ত জি এস ব্যানার্জ্জীকে ভার দেওয়া হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

ইউনিয়ন বোর্ডে মনোনয়ন প্রথা—সম্প্রতি প্রকাশিত এক সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, বাংলাদেশের ইউনিয়ন বোর্ড-সমূহে গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক সদস্য মনোনয়ন প্রথা অবি-লম্বে রহিত করা হইবে। উক্ত প্রেসনোটে আরও উল্লেখ করা হইয়াছে যে, বাংলাদেশে মোট ৫ হাজার ইউনিয়ন বোর্ড আছে। গবর্ণমেণ্ট প্রত্যেক বোর্ডে ৩ জন করিয়া সদস্য মনোনয়ন করেন। ঐ সমস্ত বোর্ডের গবর্ণমেণ্ট মনোনীত সদস্যসংখ্যা ১৫ হাজার। প্রসঙ্গক্রমে উক্ত সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে আরও উল্লেখ করা হইয়াছে যে, ইউনিয়ন বোর্ডসমূহে বর্ত্তমানে যে সমস্ত গবর্ণমেণ্ট মনোনীত সদস্য আছেন, কার্য্য-কাল শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত তাঁহারা নিজ পদে বহাল থাকিবেন।

রাশিয়ার ৬৭ হাজার ৯ শত কোটী রুবল ক্ষতি—মস্কোর সাম্প্রতিক সংবাদে প্রকাশ যে, জার্ম্মান যুদ্ধাপরাধ সংক্রান্ত তদন্ত কমিটির রিপোর্ট অনুযায়ী বর্ত্তমান মহাযুদ্ধে জার্ম্মান আক্রমণের ফলে রাশিয়ার ৬৭ হাজার ৯ শত কোটী রুবল ক্ষতি হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার আপ্যায়িত—গত (বুধবার) ১৯শে সেপ্টেম্বর, শ্রীযুক্ত ডি, এন,

"সত্যিকারের উদীয়মান যাঁরা . . . রয়েল ইণ্ডিয়ান এয়ার ফোর্স-এর বৈমানিকেরা শুধু যে বিমানচালনা করতেই জানেন তা নয়, তাঁদের অন্য গুণও আছে। সব গুণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ গুণ সাহস—চল্‌তি কথায় যাকে আমরা বলি 'বুকের পাটা', তা এদের যথেষ্ট পরিমাণে আছে।

এ ছাড়া এদের বুদ্ধিমত্তা, কাজের গুরুদায়িত্ব এবং দেশের ও নিজেদের ভবিষ্যৎ উন্নতির জন্য এদের প্রচেষ্টা—এ সব দিক বিচার করলে সহজেই বুঝতে পারবেন ভারতের উদীয়মান যুবসম্প্রদায়ের মধ্যে এরাই সবচেয়ে সেরা কেন। যে-কোনো রিক্রুটিং অফিসারের কাছ থেকে আবেদনের নিয়মাবলী পাবেন।

AAA 82

সেন, এম-এল-এ ভারতীয় শিল্প পতি প্রতিনিধি দলের অন্যতম শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকারকে গ্রেট ইষ্টার্ণ হোটেলে এক প্রীতিভোজে আপ্যায়িত করেন। বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি এই অনুষ্ঠানে যোগদান করিয়াছিলেন। যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন তাঁহাদের মধ্যে নিম্নোক্ত ব্যক্তিবর্গের নাম উল্লেখযোগ্য :—শ্রীযুক্ত জি ডি বিড়লা, শ্রীযুক্ত ডি এন মুখার্জ্জি (মেয়র), স্যার বি পি সিংহ রায়, মিঃ এ কে ফজলুল হক, বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ বাহাদুর, কাশিমবাজারের মহারাজা, স্যার বদ্রিদাস গোয়েঙ্কা, স্যার হেনরী রিচার্ডসন, স্যার ডেভিড এজরা, শ্রীযুক্ত জে কে মিত্র, শ্রীযুক্ত আই বি সেন, শ্রীযুক্ত এ সি সেন, শ্রীযুক্ত ডি পি খৈতান ও মিঃ জে আর ওয়াকার প্রভৃতি।

বাজেয়াপ্ত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ—প্রকাশ, কংগ্রেস, নিখিল ভারত কাটুনী সঙ্ঘ এবং এই জাতীয় অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের উপর হইতে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহৃত হওয়ার পর বাংলা গবর্ণমেণ্ট সংশোধিত ফৌজদারী আইনানুসারে যে সমস্ত সম্পত্তি হস্তগত করা হইয়াছিল, যত শীঘ্র সম্ভব সেই সমস্ত সম্পত্তি প্রত্যর্পণের আদেশ দিয়াছেন। আরও প্রকাশ যে, যে সমস্ত অস্থাবর সম্পত্তি হস্তগত করিয়া বিক্রয় করা হইয়াছে, তৎসম্পর্কে আইনের কোন ব্যতিক্রম হইবে না, অথবা বিক্রয়লব্ধ অর্থও ফেরৎ দেওয়া হইবে না।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে দান—সম্প্রতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট সভায় সিণ্ডিকেট হইতে জানান হয় যে, কলিকাতার ৯নং মিডল রোডের মেসার্স সুর এনামেল এণ্ড ষ্ট্যাম্পিং ওয়ার্কসের মিঃ এম এম সুর ও মিঃ আর সুর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজে পদার্থবিদ্যায় (পিওর) গবেষণাকার্য্যের জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্তে ২ লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন। সিণ্ডিকেট উক্ত দান ধন্যবাদের সহিত গ্রহণ করিয়াছেন।

ফ্যাকাল্টি অব ল-এর উদ্যম—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফ্যাকাল্টি অব ল বিলাতের অধ্যাপক হ্যারল্ড লাস্কীকে উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ঠাকুর ল' প্রফেসরসিপ গ্রহণ করিয়া কতকগুলি বক্তৃতা দিবার জন্য অনুরোধ করিয়া ফ্যাকাল্টি ডীনকে যথোচিত ব্যবস্থা করিতে বলেন। ফ্যাকাল্টি ইচ্ছা করেন যে, অধ্যাপক লাস্কী 'আইনের বিধান' সম্পর্কে বক্তৃতা করিবেন।

রাশিয়ায় সমরোপকরণ উৎপাদন—'প্রাভদা' হইতে উদ্ধৃত করিয়া মস্কো বেতারে সম্প্রতি ঘোষণা করা হইয়াছে যে, রুশ জনগণের নিরাপত্তার জন্য প্রয়োজনীয় সমরোপকরণ উৎপাদন চলিতেই থাকিবে। উক্ত বেতার ঘোষণায় সঙ্গে সঙ্গে ইহাও ঘোষণা করা হইয়াছে যে, বে-সামরিক প্রয়োজনের জন্য সমস্ত জিনিষের উৎপাদন বৃদ্ধি করিতেও সর্ব্বপ্রকারে চেষ্টা করা হইবে।

যক্ষ্মার অব্যর্থ ঔষধ—ক্যালিফোর্ণিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাঃ এ্যাণ্টনী সালে "সাবটিলিন" নামক এক প্রকার জীবাণুর সার আবিষ্কার করিতে সক্ষম হইয়াছেন বলিয়া জানাইয়াছেন। ইহার প্রয়োগে টেষ্ট টিউবে রক্ষিত যক্ষ্মার জীবাণু ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে। ডাঃ সালে জানাইতেছেন যে, এই সম্পর্কে তিনি পশুদের মধ্যে শীঘ্রই পরীক্ষাকার্য্য চালাইবেন এবং এই পরীক্ষাকার্য্য সফল হইলে মানুষের উপরেও এই বিষয়ে পরীক্ষাকার্য্য চালান হইবে।

জাপানে খাদ্যাভাব—চুংকিং এর সাম্প্রতিক সংবাদে প্রকাশ যে, এই বৎসর শীতকালে জাপানে খাদ্যাভাবে প্রায় ৮০ লক্ষ লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইতে পারে।

আমেরিকায় সুগন্ধ চাউল উৎপাদন—নিউইয়র্কের সাম্প্রতিক সংবাদে প্রকাশ, ভারতে ও ইরানে যে ধরণের সুগন্ধ চাউল পাওয়া যায়, আমেরিকায় সেই ধরণের চাউল প্রস্তুত করা হইতেছে।

ঢাকুরিয়া ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশান লিঃ

হেড অফিস : ২১এ, ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিঃ
ফোন : ক্যাল ১৭৪৪ গ্রাম : ষ্ট্রংরুম
শাখাসমূহ :-ঢাকুরিয়া, সাদার্ণ মার্কেট, ক্যানিং, ঔরঙ্গাবাদ, জঙ্গীপুর, পাকুড়, রামপুরহাট, বারহারওয়া, ধুলিয়ান, সাহেবগঞ্জ, কোন্নগর ও রঘুনাথগঞ্জ।
ম্যানেজিং ডিরেক্টর : মিঃ ডি এন চাটার্জ্জী এফ, আর, ই, এস্ (লণ্ডন)

ইউনাইটেড ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ব্যাঙ্ক লিমিটেড

স্থাপিত ১৯৪০
সিডিউলভুক্ত ব্যাঙ্ক
চেয়ারম্যান—শ্রীযুক্ত যদুনাথ রায়
সুবিধাজনক সর্ত্তে সাধারণ ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ করা হয়।
হেড অফিস—
৭, ওয়েলেসলী প্লেস, কলিকাতা
শাখাসমূহ—
বড়বাজার, শ্যামবাজার, হাটখোলা (কলিকাতা), ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, চাঁদপুর ও ময়মনসিংহ।
পে-অফিস : মিরকাদিম
জেনারেল ম্যানেজার :
এ চ্যাটার্জি, বি-কম, সি-এ, আই, আই, বি

বর্ত্তমান সমাজ-জীবনের উপর দিয়া দ্রুত পরিবর্ত্তন দেখা দিতেছে এবং তদ্দরুন অর্থ-নৈতিক পরিস্থিতিতে বিষম ঘাত-প্রতিঘাতের সৃষ্টি হওয়ায়

টাকা খাটানোর

ব্যাপারে জটিল সমস্যাসমূহ দেখা দিয়াছে, তারপর এই

সমস্যাসমূহ

জটিল হইয়া উঠিয়াছে, দূরবর্ত্তী পুঁজিদারদের পক্ষে কারণ,টাকার বাজারের দৈনিক উঠ্তি-পড়তির খোঁজ-খবর রাখা তাঁদের পক্ষে মোটেই সম্ভবপর নহে। তাঁদের এই সমস্যাসমূহের

সমাধানে

সহায়তা করার জন্য এইরূপ ব্যবস্থা করা হইয়াছে :—

* প্রত্যেক দিনের বাজার দর ও তৎসম্বন্ধে মন্তব্যাদি সম্বলিত সাপ্তাহিক বুলেটিন প্রকাশ।
* ব্যাঙ্কের সুদের হারে শেয়ার বন্ধক রাখিয়া টাকা লগ্নি দেওয়া।
* মার্জ্জিন্যাল ডিপোজিটে কাজকারবার করা।
* শাখা অফিসসমূহের মারফত ব্যক্তিগতভাবে উপদেশ দেওয়া ও যত্ন লওয়া।
* সকল রকমের শেয়ার ও ষ্টকের কাজকারবার করা।

এই জাতীয় আরও বহু রকমের সুবিধাজনক ব্যবস্থা করিয়াছে—

হিন্দুস্থান শেয়ার ডীলার্স লিমিটেড

২২নং মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড, কলিকাতা।
ফোন : বড়বাজার ২৮৪৫ টেলিগ্রাম : নিশিগন্ধা, কলিঃ
ম্যানেজিং ডিরেক্টর :
প্রোফেসর—বি, ব্যানার্জি, এম-এ।

দাশ ব্যাঙ্ক লিমিটেড

৯-এ, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
চেয়ারম্যান—কর্ম্মবীর আলামোহন দাশ
আধুনিক সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

পোষ্ট বক্স নং—২৪০৩ টেলিগ্রাম—'লেনদে

বগুড়া সিটি ব্যাঙ্ক লি

হেড অফিস :—
১৫বি, ক্লাইভ রো, কলিকা

সুবিধাজনক সর্ত্তে সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

ভারতে ৩ স্থানে ও শাখা

ম্যানেজিং ডাইরেক্টর—এম, এল-
এসিষ্ট্যাণ্ট ম্যানেজিং ডাইরেক্টর সুপার
বি সেন। এইচ

জি, আই, পি, রেলওয়ের ট্রেনসংখ্যা বৃদ্ধির সম্ভাবনা—প্রকাশ, জি, আই, পি, রেলওয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণ অক্টোবর মাস হইতে উক্ত রেলওয়ের কয়েকটি বিভাগে ট্রেনসংখ্যা কতক পরিমাণ বৃদ্ধি করিবার সম্ভাব্যতা সম্পর্কে চিন্তা করিতেছেন।

ইউ এন আর আর এর সাহায্য পরিকল্পনা—ইউ এন আর আর এর প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা মিঃ হার্ব্বার্ট লেম্যান সম্প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রীয় সিনেটের পররাষ্ট্রবিভাগীয় কমিটির নিকট ইউরোপ ও এশিয়ার সাহায্য পরিকল্পনায় ১ শত ৯০ কোটি ডলারের প্রয়োজনীয়তার কথা জানাইয়াছেন। ইউরোপ ছাড়াও উক্ত প্রতিষ্ঠান চীন, ইন্দো-চীন, ফরমোসা এবং কোরিয়াতেও সাহায্যের পরিকল্পনা করিয়াছেন।

নির্ব্বাচনের জন্য অতিরিক্ত কাগজ বরাদ্দ—সম্প্রতি নয়া দিল্লী হইতে প্রকাশিত এক সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে জানান হইয়াছে যে, ভারত গবর্ণমেণ্ট ১৯৪৫ সালের ১লা অক্টোবর হইতে সংবাদপত্রগুলিকে ছাপাইবার কাগজের বরাদ্দ শতকরা ২৫ ভাগ বৃদ্ধি করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। উক্ত বিজ্ঞপ্তিতে আরও উল্লেখ করা হইয়াছে যে, কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের নির্ব্বাচন আসন্ন হইয়া পড়ায় ভারত গবর্ণমেণ্ট প্রাদেশিক কাগজ নিয়ন্ত্রণকারীদের রাজনৈতিক দল এবং নির্ব্বাচন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের প্রচার-পুস্তিকা, পোষ্টার ইত্যাদির জন্য কাগজ বরাদ্দের ক্ষমতা দিয়াছেন। এই সম্পর্কে সমস্ত আবেদন সংশ্লিষ্ট কাগজ নিয়ন্ত্রণকারীর নিকট করিতে হইবে।

ভারত গবর্ণমেণ্টের নগদ তহবিল—গত জুলাই মাসে ভারত গবর্ণমেণ্টের নগদ তহবিলের পরিমাণ ছিল ৩৫১ কোটি ৩৪ লক্ষ ৬৯ হাজার টাকা। তন্মধ্যে ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কে ৩৪৯ কোটি ৫৫ লক্ষ ৪২ হাজার টাকা, ট্রেজারীসমূহে ৪৩ লক্ষ ৬৭ হাজার টাকা এবং ইংলণ্ডে ১ কোটি ৩৫ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা ছিল।

রাসায়নিক প্রতিনিধিমণ্ডলী—ভারতের 'কেমিক্যাল এণ্ড ফার্ম্মাসিউটিক্যাল' শিল্পের কয়েকজন প্রতিনিধি শীঘ্রই ইংলণ্ড এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গমন করিয়া তথাকার রাসায়নিক শিল্পের অতি-আধুনিক উন্নতি সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিবেন। ডাঃ এ হামিদ প্রতিনিধিমণ্ডলীর নেতৃত্ব করিবেন। কলিকাতা হইতে মহম্মদ হানিফ এবং ডাঃ বি সি ত্রিচিনপল্লী হইতে মিঃ কে কে রমণ এবং বোম্বাই হইতে মিঃ আর বি আমিন উক্ত বিদেশ-প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

কলিকাতার অধ্যক্ষদিগের প্রতিনিধি-
নিখিল-বঙ্গ কলেজ ও কলিকাতা শিক্ষক-সমিতির উদ্যোগে কলিকাতার কলেজের অধ্যক্ষ এবং উপরোক্ত সমিতির এক প্রতিনিধিদল বাংলা গবর্ণমেণ্টের বিভাগের ডিরেক্টর মিঃ কে, জ্যাকেরিয়ার সাক্ষাৎ করেন এবং বে-সরকারী কলেজ-কদিগকে অবিলম্বে দুর্ম্মূল্য ভাতা মঞ্জুর কতা সম্পর্কে আলোচনা করেন। মিঃ উপস্থিত ছিলেন এবং আলোচনায় াছিলেন। স্কটিশ চার্চ্চ কলেজের স উক্ত প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব াংলা গবর্ণমেণ্টের শিক্ষা বিভাগের তিনিধি দলের অভাব-অভিযোগ ই সম্পর্কে বাংলা গবর্ণমেণ্টের ইবেন বলিয়া প্রকাশ।

যুক্ত যমুনাদাস মেটা—
দেশস্থ প্রতিনিধি শ্রীযুক্ত ত আসিয়াছেন। যে সকল প্রতিষ্ঠান কর্ত্তৃপক্ষ শ্রীযুক্ত করিতে চাহেন, তাঁহারা স্কোয়ার, ইষ্ট—এই ঠিকানায় অফিসারের নিকট খোঁজ

জেন. কোড ৫৪১

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ

গ্রাম কয়েনেস্

হেড অফিস ৭নং সোয়ালো লেন, কলিঃ | ম্যানেজিং ডিরেক্টর জে. সি. চক্রবর্ত্তী।

মধ্য ও পূর্ব্বভারতের নানা কেন্দ্রে ৪০টি শাখা। সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

যশোহর-খুলনা ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস :— ১২নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা
টেলি { ফোন— ক্যাল্ : ২০৪৪ / গ্রাম—যেশখু

শাখা :— ১৩৯বি, রসা রোড, ভবানীপুর
টেলিফোন—সাউথ ২০৪৬

চেয়ারম্যান—রায় শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষ বাহাদুর
জেনারেল ম্যানেজার—শ্রীহরেন্দ্রনাথ ঘোষ, এম-এ, বি-এল,

সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়
২৫শে জুলাই খুলনা শাখা খোলা হইয়াছে।
যশোহর, নড়াইল ও বাগেরহাটে শীঘ্রই শাখা খোলা হইবে।

রাজস্থান ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস : ২২নং ষ্ট্রাণ্ড রোড, কলিকাতা।
গ্রাম—"গোল্ডনেষ্ট" ফোন—কলিঃ ৪০৩৮

শাখাসমূহ

বালীগঞ্জ এবং ভবানীপুর	বাহুড়িয়া
বসিরহাট	সোনারপুর
বসিরহাট বাজার	লক্ষ্মীকান্তপুর
জয়নগর-মজিলপুর	মাল (জলপাইগুড়ি)

ইত্যাদি

সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য করা হয়

ডিরেক্টর-ইন-চার্জ : কুমার শৈলেন্দ্রনারায়ণ রায়, এম্-এ, বি-এল (জোড়াসাঁকো রাজ)
ম্যানেজিং ডিরেক্টর : মিঃ লালমোহন মুখার্জি BB/RB
সেক্রেটারী : মিঃ ডি, এল, ঘোষ রায়, বি-এ

আমরা সানন্দে ঘোষণা করিতেছি যে, ১৯৪৫ সালের ২৩শে আগষ্ট তারিখে ত্রিপুরা মডার্ণ ব্যাঙ্ক লিঃ (সিডিউল্ড)এর মেদিনীপুর শাখা খোলা হইয়াছে।
কাশী, পুরী, জলপাইগুড়ি, হাটখোলাতেও শীঘ্রই শাখা খোলা হইবে।

দি

ত্রিপুরা মডার্ণ ব্যাঙ্ক লিঃ

(সিডিউল্ড)

পৃষ্ঠপোষক : মাননীয় ত্রিপুরাধিপতি মহারাজা মাণিক্য বাহাদুর কে, সি, এস, আই,
ম্যানেজিং ডিরেক্টর :— রাজসভাভুষণ শ্রীহরিদাস ভট্টাচার্য্য।

প্রধান অফিস :— আগরতলা (ত্রিপুরা রাজ্য)
রেজিঃ অফিস :— আখাউরা (বি এণ্ড এ রেলওয়ে)
কলিকাতার অফিসসমূহ :— ৬, ক্লাইভ ষ্ট্রীট ও ২০১, হ্যারিসন রোড।
বাংলা ও আসামের সর্ব্বত্র শাখা আছে।

প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতি—প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতি প্রচারের উপায় উদ্ভাবনকল্পে গত ১৬ই সেপ্টেম্বর সংস্কৃতানুরাগী ব্যক্তিদের এক সভায় বিচারপতি শ্রীযুক্ত বিজনকুমার মুখার্জ্জি, অধ্যক্ষ অনন্ত ব্যানার্জ্জি শাস্ত্রী, ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জ্জি, শ্রীযুক্ত কে, পি, খৈতান, বার-এট-ল, অধ্যাপক বটুকনাথ ভট্টাচার্য্য প্রভৃতিকে লইয়া একটি কমিটি গঠিত হইয়াছে।

৬ শত কোটি টাকার স্বর্ণ—মিত্রপক্ষের ক্ষতিপূরণ কমিশনের মার্কিন সদস্য মিঃ এডুইন পার্ল সম্প্রতি বলেন যে, যুদ্ধ-ক্ষতিপূরণের জন্য জাপানে যে স্বর্ণ আটক করা হইবে, তাহার মূল্যের পরিমাণ ৩০ কোটি ডলার (১ শত কোটি টাকা) হইতে ২ শত (৬ শত কোটি টাকার অধিক) কোটি ডলার দাঁড়াইবে।

নারিকেল তৈলের মূল্য নির্দ্ধারণ—কলিকাতা ও সহরতলীতে নারিকেল তৈলের সর্ব্বোচ্চ মূল্য নিম্নলিখিত হারে নির্দ্ধারিত হইয়াছে—(১) পাইকারী (কলিকাতার গুদাম হইতে টিনসহ) প্রতি মণ ৪১৲ টাকা; এই টিন বাদে প্রতি মণ ৩৯৷৷০ আনা। (২) খুচরা প্রতি সের ১/৬ পয়সা। বাংলার অন্যান্য স্থানে নারিকেল তৈলের মূল্য নিম্নরূপ হইবে :—

(১) পাইকারী (গুদাম হইতে টিন সহ) প্রতি মণ ৪৬৲ টাকা। (২) খুচরা প্রতি সের ১।০ আনা।

পাঁচ শত তাঁতির মিছিল—আমেদনগরের সাম্প্রতিক সংবাদে প্রকাশ, ৫ শত তাঁতির এক মিছিল জেলা সাপ্লাই অফিসারের নিকট যাইয়া সুতা সরবরাহ ও তাঁতের কাপড় বিক্রয় সংক্রান্ত বিষয়ে তাহাদের অভিযোগ পেশ করে। এই সম্পর্কে প্রকাশ যে, গত ৬ সপ্তাহ যাবৎ তাঁতিরা তাহাদের বরাদ্দ সুতা পায় নাই। সাপ্লাই অফিসার তাঁতিদের অভাব-অভিযোগ দূর করিবার জন্য প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ।

হায়দরাবাদে যৌথ উপায়ে কৃষি কার্য্য—হায়দরাবাদ রাজসরকার কর্ত্তৃক যৌথ উপায়ে এবং ট্র্যাক্টারের সাহায্যে ভূমিকর্ষণের ব্যবস্থা মঞ্জুর করা হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। আরও প্রকাশ যে, এই উদ্দেশ্যে কর্ষণযোগ্য মোট ভূমি প্রত্যেকটি ১০০ একর করিয়া খণ্ডে বিভক্ত হইবে এবং সরকারী কৃষি-বিভাগের পরিচালকের অধীন থাকিয়া কৃষকগণ এইসকল ভূমি চাষ করিবে। কর্ণাটক অঞ্চলে সর্ব্বপ্রথম ট্র্যাক্টার ব্যবহার করা হইবে। ত্রিশটি ট্র্যাক্টারের জন্য নাকি অর্ডার দেওয়া হইয়াছে; ৫টি ট্র্যাক্টার বর্ত্তমান বৎসরের শেষেই আসিবে এবং অবশিষ্ট ট্র্যাক্টারগুলি আগামী বৎসর পাওয়া যাইবে। প্রত্যেকটি ট্র্যাক্টারের আনুমানিক মূল্য পড়িবে ২৫ হাজার টাকা।

জাপানে বিমান চলাচল—আমেরিকার এ পির এক সংবাদে প্রকাশ, একবারে চারিজনের অধিক যাত্রী বহন করা হইবে না এই সর্ত্তে বিমান চলাচলের অনুমতি মিত্রপক্ষীয় প্রধান কর্ত্তৃপক্ষ জাপান সরকারকে দিয়াছেন। যখনই এই চলাচল মিত্রপক্ষীয় স্বার্থের হানিকর বিবেচিত হইবে, তখনই ইহাকে বন্ধ করিয়া দেওয়া হইবে বলিয়াও জানা গিয়াছে।

জাপান কর্ত্তৃক যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ—মিত্রপক্ষীয় ক্ষতিপূরণ-কমিশনের মার্কিন সদস্য মিঃ এডউইন পোলী সম্প্রতি এক সাংবাদিক-সম্মেলনে বলিয়াছেন যে, জাপান ৩০ হইতে ২০০ কোটি ডলার মূল্যের সোণা দ্বারা মিত্রপক্ষকে যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ করিবে। তিনি প্রসঙ্গক্রমে আরও উল্লেখ করেন যে, মিতসুই, মিতসু-বিশী ও জাপানের অন্যান্য বৃহদাকার ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানসমূহের ক্ষমতা খর্ব করা হইবে।

ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক অব্ ইণ্ডিয়া

গ্রাহকদের তরফ হইতে আয়করের রিটার্ণ প্রস্তুত করা হয় এবং উহাদের তরফ হইতে দাবী উপস্থিত করা হয়

স্থানীয় হেড অফিস :
কলিকাতা • বোম্বাই
মাদ্রাজ

এতদ্ব্যতীত ভারতের সর্ব্বত্র, ব্রহ্মদেশ ও সিংহলে ৪০০এর উপর শাখা ও সাব-অফিস রহিয়াছে।

লণ্ডন অফিস :
২৫, ওল্ড ব্রড ষ্ট্রীট।

ভারতের প্রাচীনতম বীমা প্রতিষ্ঠান

বম্বে মিউচুয়াল

লাইফ এসিওরেন্স সোসাইটি লিঃ

[প্রতিষ্ঠিত — ১৮৭১ সাল]

বীমা করুন

— এই কোম্পানীর বৈশিষ্ট্য —

- কোম্পানীর সমগ্র লাভ পলিসিগ্রাহকদের মধ্যে বণ্টিত হয়।
- অতিরিক্ত প্রিমিয়াম না দিয়াও স্থায়ী অকর্ম্মণ্যতার জন্য সুযোগ-সুবিধা পাওয়া যায়।
- যৎসামান্য প্রিমিয়াম দিলে দুর্ঘটনাজনিত ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করা হয়।
- কোম্পানীর তহবিলের পরিমাণ ৩ কোটী টাকার উপর।

বিস্তৃত বিবরণের জন্য নিম্ন ঠিকানায় আবেদন করুন :—

দস্তিদার এণ্ড সন্স
চীফ এজেণ্টস্

২নং রয়েল এক্সচেঞ্জ প্লেস :: কলিকাতা।

ফোন :—ক্যাল : ১০১৮

এরিয়ান পেপার মিলস্ লিঃ

হেড্ অফিস : ১২, চৌরঙ্গী স্কোয়ার, কলিকাতা

মিলস্ এ্যাণ্ড প্লাণ্টেশানস্ : মহুদা (বি, এন, আর)

* ইংলণ্ড হইতে আধুনিক যন্ত্রপাতি আনিবার জন্য আবশ্যকীয় অগ্রিম টাকা দেওয়া হইয়া গিয়াছে।
* কোম্পানীর নিজস্ব জমিতে সাবয় ঘাস ইত্যাদি পেপার পাল্পের চাষ হইতেছে। সাবয় ঘাস ইত্যাদি এই সব পাল্প বিক্রয় হইতেই প্রচুর লাভ হইবার সম্ভাবনা আছে।
* অর্ডিনারী ও প্রেফারেন্স শেয়ার হোল্ডারগণকে যথাক্রমে অন্ততঃপক্ষে শতকরা বার্ষিক ৫৲ ও ৬৲ হারে আয়করমুক্ত লভ্যাংশ না দেওয়া পর্য্যন্ত ম্যানেজিং এজেণ্টস্ কোন পারিশ্রমিক গ্রহণ করিবেন না।

এখনও সমমূল্যে শেয়ার পাওয়া যায়।

প্রতিখানি ১০৲ মূল্যের অর্ডিনারী শেয়ার—আবেদনের সহিত ১৲ শেয়ার বিলির এক মাসের মধ্যে ১৲ এবং বাকী টাকা সমান চারি কিস্তিতে দুই মাস অন্তর দিতে হইবে।

প্রতিখানি ১০০৲ মূল্যের (শতকরা বার্ষিক ৬৲ হারের আয়-কর-মুক্ত কিম্যুলেটিভ) প্রেফারেন্স শেয়ার—আবেদনের সহিত ১০৲ ও শেয়ার বিলির ৭ দিনের মধ্যে বাকী টাকা দিতে হইবে।

* শেয়ারের জন্য প্রত্যেক আবেদনপত্রে ১৲ করিয়া প্রবেশমূল্য দিতে হয়।

অবশিষ্ট শেয়ার বিক্রয়ার্থ প্রতিপত্তিশীল এজেণ্ট আবশ্যক

অনির্দ্দিষ্ট ভাবীযুদ্ধে ছাড়া মূলধনের যে অংশ ভালভাবে ব্যয় করা যাইবে না বলিয়া কেন্দ্রীয় সরকার মনে করেন, মূলধনের সেই অংশ কতকগুলি সিকিউরিটিতে পচ্ছিত রাখিতে হইবে, কেবলমাত্র এই সর্ত্তেই কেন্দ্রীয় সরকার এই শেয়ার বিক্রয়ের অনুমতি দিয়াছেন। সিকিউরিটিতে লগ্নীকৃত টাকা তুলিয়া লইবার জন্য আবেদন করার সময় কেন্দ্রীয় সরকার (কোন দেশীয় রাজ্যের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট থাকিলে রাজপ্রতিনিধির সহিত পরামর্শ করিয়া) বিবেচনা করিয়া দেখিবেন যে, উক্ত টাকা তুলিয়া লইবার সময় আসিয়াছে কিনা এবং এই সময়ে প্রচলিত যে কোন নিয়ন্ত্রণসূচক বিধিব্যবস্থার সহিত সমতা আছে এমন কোন উদ্দেশ্যেই টাকা তুলিয়া লওয়া হইতেছে কি না এবং তাঁহারা সন্তুষ্ট হইলে তবেই উক্ত টাকা তুলিয়া লওয়া যাইবে। একথা পরিষ্কারভাবে জানান যাইতেছে যে, এই অনুমতি প্রদানের দ্বারা ভারত সরকার এতদর্থে প্রচারিত কোন পরিকল্পনার আর্থিক নিরাপত্তা সম্বন্ধে অথবা বিবৃতির যথার্থতা সম্বন্ধে কোন দায়িত্ব গ্রহণ করিতেছেন না।

APP/AP

কুবল দত্ত এণ্ড সন্স লিঃ
অভ্রপাতি বিক্রেতা
৪নং ক্লাইভ ঘাট ষ্ট্রীট, কলিকাতা

কচুরীপানা ধ্বংস—বাংলা সরকারের কৃষি বিভাগস্থ স্পেস্যাল অফিসার মিঃ এন সি চক্রবর্ত্তী সম্প্রতি ময়মনসিংহের কিশোরগঞ্জ মহকুমায় বলিয়াছেন যে, সমগ্র বাংলা দেশ হইতে কচুরীপানা ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে বাংলা সরকার ২ কোটি টাকার এক পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন। এই পরিকল্পনা কার্য্যকরী হইলে বাংলায় বৎসরে যে ১০ কোটি টাকার ফসল নষ্ট হয় তাহা নাকি রক্ষা পাইবে। এই পরিকল্পনা আগামী শীতকালে কার্য্যে লাগান হইবে বলিয়াও প্রকাশ। নদীপথে যাহাতে কচুরীপানা না আসিতে পারে সেই উদ্দেশ্যে বাংলা ও আসাম সীমান্তে বেড়া দেওয়া হইবে এবং যে সব কচুরীপানা পূর্ব্ব হইতেই আছে তাহা ধ্বংস করিবার জন্য কণ্ট্রাক্টর নিযুক্ত করা হইবে। একটা বিশেষ সময়ব্যাপী এই পরিকল্পনামত কাজ হওয়ার পরও যাহাদের জমিতে কচুরীপানা পাওয়া যাইবে, সেই সব কৃষকদিগকে শাস্তি দেওয়া হইবে এবং এই উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় আইনও করা হইতেছে। বাংলার নদী, খাল, বিল, নালা ইত্যাদিকে কচুরীপানা হইতে মুক্ত রাখিবার জন্য বেঙ্গল পাইওনীয়ার বাহিনীর লোকজনকে নিযুক্ত করা হইবে। সমগ্র প্রদেশের ভিতর কিশোরগঞ্জ মহকুমাই নাকি এই কচুরীপানার দরুন সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে।

বর্ম্মাত্যাগীদের সম্পত্তি—যে সকল বর্ম্মাত্যাগীকে অবস্থার বিপাকে পড়িয়া, বাধ্য হইয়া ধনসম্পত্তি ব্রহ্মদেশে ফেলিয়া আসিতে হইয়াছিল, তাঁহারা যাহাতে অল্পায়াসে অর্থাৎ আইনের মারপ্যাঁচের ভিতর না গিয়া তাঁহাদের সম্পত্তি ফিরিয়া পান, সেই উদ্দেশ্যে ব্রহ্ম-সরকার নাকি এক আইন সম্প্রতি বিধিবদ্ধ করিয়াছেন। 'কাষ্টোডিয়ান অব মুভেব্‌ল্ প্রপার্টি এ্যাক্ট, ১৯৪৫' নামে অভিহিত এই আইনের অধীন মাত্র স্থাবর সম্পত্তিসমূহ, যথা--মোটর গাড়ী, গহনাপত্র, আসবাব ইত্যাদি থাকিবে এবং ভূসম্পত্তি এই আইনের আমলে আসিবে না। যে সকল সম্পত্তি যুদ্ধের দরুন লুট হইয়া গিয়াছিল অথবা পিছনে ফেলিয়া রাখা হইয়াছিল, নিজেদের অধিকার প্রমাণিত হইলে এই আইনের বলে এই সব সম্পত্তি মালিকদিগকে প্রত্যর্পিত হইবে।

দুর্ভিক্ষ তদন্ত কমিশনের রিপোর্ট—ভারত সরকার কর্ত্তৃক নিযুক্ত দুর্ভিক্ষ তদন্ত কমিশন সম্প্রতি তাঁহাদের চূড়ান্ত রিপোর্ট পেশ করিয়াছেন। এই রিপোর্ট নিম্নলিখিত বিষয়সমূহে বিভক্ত :—

খাদ্য-সমস্যার আশু সমাধান, লোক সংখ্যা, পুষ্টি ও খাদ্যনীতি ; খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি ও পুষ্টি ও কৃষি সম্পর্কীয় অর্থনীতির। প্রধানতঃ এই কয় বিষয়ে রিপোর্টটি বিভক্ত হইলেও খাদ্য-সমস্যার আশু সমাধান, "অধিক খাদ্য উৎপাদন" আন্দোলনের বার্থ্যতা, যুদ্ধকালীন খাদ্য ব্যবস্থা, খাদ্যদ্রব্যের মূল্যহার, আমদানীর প্রয়োজনীয়তা, খাদ্য-নিয়ন্ত্রণ হ্রাসের ব্যবস্থা, জনসংখ্যার সমস্যা, পুষ্টির সমস্যা, কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য, ভূমি বন্দোবস্ত সম্পর্কিত সমস্যা ও উন্নয়ন সংক্রান্ত সমস্যা, এই কয়টির উপর বিশেষভাবে জোর দেওয়া হইয়াছে। কমিশন বলিয়াছেন, "রাষ্ট্রকে ইহা উপলব্ধি করিতে হইবে যে, সকলের খাদ্যের চূড়ান্ত ব্যবস্থা করার দায়িত্ব তাঁহারই। গত এক হাজার বৎসরের মধ্যে ভারতে যে সকল সরকার শাসনকার্য্য চালাইয়া আসিয়াছেন, তাঁহারা দুর্ভিক্ষজনিত ব্যাপক মৃত্যুরোধকেই আপন কর্ত্তব্য মনে করিয়াছেন, কিন্তু অনশন নিবারণ ছাড়াও পুষ্টি বৃদ্ধি এবং সুস্থ ও বলিষ্ঠ প্রজা সৃষ্টির জন্য সম্ভবপর সকল রকম ব্যবস্থা করার দায়িত্বও যে সরকারের, তাহা পুরাপুরি স্বীকৃত ও গৃহীত হয় নাই।" রিপোর্টে আরো বলা হইয়াছে যে, যুদ্ধের পূর্ব্বে ভারতে যে খাদ্যশস্য উৎপন্ন হইত তাহাতে কুলাইত না এবং রপ্তানীযোগ্য অল্প গম উদ্বৃত্ত হইলেও, বহু পরিমাণ চাউল আমদানী করিতে হইত। পাঞ্জাব, মধ্যপ্রদেশ ও বেরার, সিন্ধু, উড়িষ্যা এবং আসাম খাদ্যশস্য রপ্তানী করিত এবং আমদানীকারী ছিল বাংলা,বিহার, যুক্তপ্রদেশ, মাদ্রাজ, বোম্বাই ও উত্তর-পশ্চিম-সীমান্ত প্রদেশ। ব্রহ্মদেশ হইতে চাউল আমদানী বন্ধ হওয়ার এবং ১৯৪৩ সালে সরবরাহ ব্যবস্থার ফল কি হইয়াছিল রিপোর্টে তাহা বর্ণিত হইয়াছে। প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় সরকারকে কিরূপ খাদ্য-সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল এবং তাহার সমাধানকল্পে কি ব্যবস্থাই বা অবলম্বিত হইয়াছিল, তাহাও বর্ণনা করা হইয়াছে। রিপোর্টে সমগ্রভাবে ভারতের খাদ্য-সমস্যা বিভিন্ন দিক দিয়া আলোচিত হইয়াছে এবং ভবিষ্যতে দুর্ভিক্ষরোধের জন্য কিরূপ খাদ্যনীতি অবলম্বিত হওয়া প্রয়োজন এবং আহার্য্যের কি উন্নতি সাধন করিলে জীবের স্বাস্থ্যের উন্নতি হইতে পারে তাহাও উল্লেখ করা হইয়াছে। ভারতের লোকসংখ্যা বৃদ্ধিতে আশঙ্কা প্রকাশ করিয়া প্রতিবিধানের জন্য জন্মনিয়ন্ত্রণ ও উপনিবেশ বিস্তারের সুপারিশ করা হইয়াছে। স্যার জন উডহেড কমিশনের চেয়ারম্যান এবং মিঃ এস ডি রামমূর্ত্তি, স্যার মনিলাল বি নানাবতী, মিঃ এম্ আফজল হুসেন ও মিঃ ডব্লিউ আর-এ্যাকরয়েড্ কমিশনের সদস্য ছিলেন ; মিঃ আর এ গোপালস্বামী, সেক্রেটারী ও ডঃ এম এম জুনাইফ জয়েণ্ট-সেক্রেটারীর কাজ করিয়াছেন। কমিশনের দুইজন সদস্য স্যার মনিলাল বি নানাবতী ও মিঃ এম আফজল হুসেন পৃথক মন্তব্যলিপি পেশ করিয়াছেন। স্যার মনিলাল তাঁহার মন্তব্যলিপিতে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আশু উচ্ছেদ দাবী করিয়াছেন এবং জমির উপর কৃষকের মালিকানাস্বত্বের জন্য সুপারিশ করিয়াছেন। মিঃ আফজল হুসেন তাঁহার মন্তব্যলিপিতে বলিয়াছেন যে, খাদ্যশস্যের উপর কমিশন অনাবশ্যক জোর দিয়াছেন। তাঁহার মতে ভারতীয়গণের উচিত শস্যের চেয়ে বৃক্ষমূলের উপর খাদ্যের জন্য অধিক ভাবে নির্ভর করা।

[দুর্ভিক্ষ-কমিশন-রিপোর্টে বর্ণিত সুপারিশসমূহ বিষয়ে আগামী সপ্তাহে "আর্থিক জগতে" মন্তব্য করা হইবে।]

অর্থনৈতিক পুস্তক ও পুস্তিকা

Economics of Post War India—by Dr. S. K. Muranjan. Published by Hind Kitabs, Bombay. Price Rs 3/8/-.

An Alternative to Pakistan—by Sir Ardeshir Dalal. Published by the Secretary Indian Council of World Affairs, New Delhi. Price As. -/8/-.

A Policy for Agriculture No. 3—by V. Balasubramanian. Published by the Secretary, Indian Council of World Affairs, New Delhi. Price As. -/8/-.

Handloom Weaving Industry in India—by M. P. Gandhi. Published by Gandhi & Co. Jan Mansion, Pherozeshah Mehta Road, Fort, Bombay. Price Re. 1/-.

নোয়াখালী ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিঃ

স্থাপিত : ১৯২৯

হেড অফিস : ১০, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ফোন : ক্যাল ২৩৩৯ (৩ লাইন)

কলিকাতা শাখা :

বালীগঞ্জ, ভবানীপুর, বড়বাজার ও শ্যামবাজার।

অন্যান্য শাখাসমূহ—

ঢাকা, কিশোরগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ, নোয়াখালি, সোনাপুর, চৌমুহনী, চাঁদপুর, পুরাণবাজার, ফেণী, কৃষ্ণনগর, বহরমপুর, জলপাইগুড়ী, বর্দ্ধমান, দৌলতগঞ্জ, জিয়াগঞ্জ, পূর্ণিয়া, পাটনা, আরা, রাঁচি, ভাগলপুর, মজঃফরপুর, জামসেদপুর, বেনারস, লক্ষ্ণৌ, আগ্রা, এলাহাবাদ, কাণপুর, মাদ্রাজ, কটক, মিরকাদিম, কাটিহার, বরিশাল, সিলেট, আসানসোল, সিরাজগঞ্জ, গৌহাটি, হিলি, ময়মনসিংহ ও দিল্লী।

কার্য্যকরী মূলধন—দেড় কোটী টাকার উপর

চট্টগ্রাম ও ডিব্রুগড় শাখা খোলা হইবে

ম্যানেজিং ডিরেক্টর :—এস, সি, পাল

মূল্য কমিল !!!

হোমিওপ্যাথিক ঔষধ, মাদার টিংচার, স্পিরিট, সুগার অব্ মিল্ক, বাইওকেমিক ট্রিটুরেশন ও ট্যাবলেট, গ্লোবিউল, ব্ল্যাঙ্ক ট্যাবলেট, ডিসকেট, শিশি, কর্ক, আলকালকা টনিক, সিনেরেরিয়া মেরিটিমা (সাকাস,) মেন্ট্রোলা টনিক, ট্যাবলেট ইত্যাদি।

মূল্য তালিকা বিনামূল্যে।

প্রস্তুতকারক : হোমিওপ্যাথিক পাবলিশিং কোং

ল্যাবরেটরী, ফ্যাক্টরী ও প্রধান অফিস—৪২,৫৬ ও ৫৭, সাউথ এণ্ড পার্ক, বালিগঞ্জ, কলিকাতা।

কলিকাতা ব্রাঞ্চ : ১৭২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট ও ৩৯, ক্লাইভ ষ্ট্রীট।

বেনারস ব্রাঞ্চ : গোধুলিয়া, বেনারস সিটি, ইউ, পি।

৭০ বৎসরাধিক কাল ব্যাপী অগণিত গৃহে ও পরিবারে "ওরিয়েণ্টাল" শান্তি ও নিরাপত্তার বাণী বহন করিয়া আনিয়াছে। একমাত্র ১৯৪৪ সালেই বীমাকারীর সংখ্যা ৮৭,৩৯৮ এবং মোট জীবনবীমার পরিমাণ প্রায়—

২২,০০,০০,০০০৲ টাকা

মূলধন ৩৬$\frac{3}{8}$ কোটি টাকারও উপর

জীবনবীমা সংক্রান্ত যে-কোন প্রয়োজনে আপনি আমাদের নিকট আসিলে নিশ্চয়ই উপকৃত হইবেন।

ওরিয়েণ্টাল

গভর্ণমেণ্ট সিকিউরিটি লাইফ এসিওরেন্স কোং লিমিটেড।

১৮৭৪ সালে ভারতবর্ষে প্রতিষ্ঠিত।

হেড অফিস — বোম্বাই

— ব্রাঞ্চ অফিস —

— ওরিয়েণ্টাল এসিওরেন্স বিল্ডিংস —

২, ক্লাইভ রো :: কলিকাতা। ফোন — কলিঃ ৫০০

কোম্পানী প্রসঙ্গ

ক্যালকাটা ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ

সম্প্রতি আমবা ক্যালকাটা ইনসিওরেন্স কোম্পানীর গত ১৯৪৪ সালের কার্য্য-বিবরণী পাইয়াছি। তাহা কোম্পানীটির যথেষ্ট উন্নতির পরিচায়ক। গত ১৯৪৩ সালে ক্যালকাটা ইনসিওরেন্স কোম্পানী মোট ৪০ লক্ষ ২৯ হাজার টাকার নূতন বীমাপত্র প্রদান কবিয়াছিল। ১৯৪৪ সালে কোম্পানী ৬৯ লক্ষ ১১ হাজার টাকাব নূতন বীমার প্রস্তাব পাইয়াছিল এবং উহাব মধ্যে ৬০ লক্ষ ৫ হাজাব টাকার নূতন বীমাপত্র বিতবিত হইয়াছে। এক বৎসরে নূতন কাজে শতকরা প্রায় ৫০ ভাগ বৃদ্ধি পাওয়া কোম্পানীর ক্রমিক জনপ্রিয়তার পরিচায়ক, সন্দেহ নাই।

আলোচ্য বৎসব প্রিমিয়াম বাবদ কোম্পানীর ৯ লক্ষ ১১ হাজার টাকা আয় হইযাছে। পূর্ব্ব বৎসব এই খ্রায়ের পবিমাণ ছিল ৬ লক্ষ ৪৭ হাজার টাকা (বৃদ্ধির পবিমাণ শতকরা ৪০·৭ ভাগ)। এতদ্ব্যতীত দাদনী তহবিলের সুদ বাবদ ১ লক্ষ ২৯ হাজাব টাকা ও অন্যান্য শ্রেণীর আয় লইয়া কোম্পানীর মোট আয় দাঁড়ায় ১০ লক্ষ ৪৩ হাজার টাকা। ব্যয়ের খাতে আলোচ্য বৎসরে পলিসি-গ্রাহকদের মৃত্যু বাবদ ১ লক্ষ ৫ হাজাব টাকা ও পলিসির মেয়াদ পূর্ণ হওয়া বাবদ ৬১ হাজার টাকা দাবী হয়। তাহাছাড়া প্রত্যর্পণ মূল্য বাবদও ৮ হাজার ২ শত টাকা দাবী হয়। কার্য্য পরিচালন ব্যয় ও অন্যান্য শ্রেণীব ব্যয় মিটাইয়া গত ১৯৪৪ সালে কোম্পানীর আয় হইতে মোট ৫ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা কোম্পানীর জীবনবীমা তহবিলে ন্যস্ত হয়। আলোচ্য বৎসরের শেষে কোম্পানীর মজুত ঐ তহবিলের মোট পরিমাণ দাঁড়ায় ৩২ লক্ষ ৬ হাজার টাকা। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য কোম্পানীব আয়ের অনুপাতে ব্যয়ের হার ১৯৪৩ সালের শতকবা ১৫·৮ ভাগ হইতে ১৯৪৪ সালে শতকরা ১৪·৭ এ নামিয়াছে। কোম্পানীব নূতন কাজ শতকরা ৫০ ভাগ বৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও ব্যয়ের হারে এই হ্রাস পাওয়া খুবই প্রশংসার বিষয়।

আদায়ীকৃত মূলধন (২ লক্ষ ৭ হাজার টাকা), জীবনবীমা তহবিল প্রভৃতি লইয়া ১৯৪৪ সালের শেষে কোম্পানীর মোট দায় দেখানো হইযাছে ৪৪ লক্ষ ৭১ হাজার টাকা। ঐ দায়ের বদলে উপরোক্ত সময়ে কোম্পানীর যে সম্পত্তি ছিল তাহার প্রধান দফাগুলি নিম্নরূপ :—ভারত সরকারের সিকিউরিটি ২৬ লক্ষ ৭৪ হাজার টাকা, প্রাদেশিক সবকারসমূহের সিকিউরিটি ২৮ হাজার টাকা, মিউনিসিপ্যালিটি, পোর্ট ও ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাষ্টের সিকিউরিটি ৩ লক্ষ ৮ হাজাব টাকা, রিজার্ভ ব্যাঙ্কসহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের শেয়ার ৩৯ হাজার টাকা, কোম্পানীর পলিসি বন্ধকে দাদন ৩ লক্ষ ৫৮ হাজার টাকা। এই সব বিবরণ দৃষ্টে কোম্পানীর তহবিল ভালরূপ বিধিব্যবস্থায় নিযোজিত রহিয়াছে বলিয়াই বুঝা যায়। আমরা এই কোম্পানীটিব উত্তরোত্তর উন্নতি কামনা করি।

জি, টি, আর কোং লিঃ

কলিকাতাব জি, টি, আর কোম্পানী লিঃ-এর ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ এস্, বি, সিংহ ব্যবসায় ব্যপদেশে গত ২৩শে সেপ্টেম্বর বিমানযোগে ইংলণ্ড যাত্রা করিয়াছেন। ইংলণ্ডে অবস্থানকালে তিনি বিভিন্ন রকমাবি বৈদ্যুতিক সাজ-সরঞ্জাম, ফ্র্যাকশন্যাল হর্সপাওযার মোটর ও অন্যান্য ছোটখাটো যন্ত্রপাতি প্রস্তুতের কয়েকটি বড় বড ফ্যাক্টরী পরিদর্শন করিবেন। তিনি কতিপয় টেক্‌নোলজিক্যাল বিশেষজ্ঞের সহিতও সাক্ষাতাদি করিবেন এবং এইভাবে তিনি নিজেই শিল্পদ্রব্যাদি প্রস্তুতের খুঁটিনাটি বিষয়ে যথাসম্ভব জ্ঞানার্জ্জন করিবেন। মিঃ সিংহের সুদক্ষ পরিচালনায় এই জি, টি, আর কোম্পানী লিঃ হইতেই সুবিখ্যাত 'রঞ্জন ফ্যান' প্রস্তুত হইতেছে। যুদ্ধ যতদিন চলিতেছিল, এই কোম্পানী প্রচুর পরিমাণে যুদ্ধের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি গবর্ণমেণ্টকে সরবরাহ করিতেছিল এবং সেই সময় অসামবিক ব্যক্তিদের প্রয়োজনীয দ্রব্যাদি প্রস্তুতের সুযোগ-সুবিধা এই কোম্পানী খুব কমই পাইয়াছে। যুদ্ধ-বিগ্রহ অবসানেব সঙ্গে সঙ্গে এখন দেশকে যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠনের সম্মুখীন হইতে হইযাছে। এক্ষণে আবার জি, টি, আর কোম্পানী লিঃ অসামরিক ব্যক্তিদের ব্যবহাবোপযোগী দ্রব্যাদি প্রস্তুতে সর্ব্বশক্তি নিয়োগ করার সম্পূর্ণ সুযোগ পাইয়াছে এবং এই পরিদর্শনের জন্য সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত করায় কোম্পানীকে ধন্যবাদ না দিয়া থাকা যায না। ইহার ফলে কোম্পানী আবশ্যক যন্ত্রপাতি সমন্বিত হইযা জনসাধারণের চাহিদা মিটাইবার জন্য প্রচুর পরিমাণে দ্রব্য-সামগ্রী উৎপাদন করিতে পাবিবে।

বগুড়া সিটি ব্যাঙ্ক লিঃ

গত ১৯শে সেপ্টেম্বর বগুড়া সিটি ব্যাঙ্কের মাণিকপাড়া শাখার নিজ গৃহ-প্রবেশ উপলক্ষে একটি প্রীতি-অনুষ্ঠান সুসম্পন্ন হইয়াছে। এতদুপলক্ষে ঝাড়গ্রামের জনপ্রিয় মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ জে এন মৈত্র, এম-এ, বি-এল মহোদয় সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন এবং স্থানীয় বহু গণ্যমান্য ভদ্রমহোদয় এই অনুষ্ঠানে যোগদান করিয়া উক্ত ব্যাঙ্কের কার্য্যাবলীর প্রশংসা করেন এবং অল্পদিনেই মাণিকপাড়ার এই ব্যাঙ্কের প্রভূত উন্নতি দর্শনে সকলেই বিশেষ সন্তোষ প্রকাশ করেন। প্রধান অতিথিরূপে রায় বাহাদুর ডি এন ভট্টাচার্য্য, এম-এ, বি-এল মহোদয় ব্যাঙ্কের স্থানীয় পরামর্শদাতা সমিতির সভাপতি মিঃ কে এম ব্যানার্জ্জি এবং ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ এম এল মিত্র মহোদয়কে ব্যাঙ্কের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতিমূলক প্রচেষ্টা ও জনসাধারণের সহিত ব্যাঙ্কের সুনিযন্ত্রিত সম্বন্ধ স্থাপনের সুলভ উপায় প্রবর্ত্তনের জন্য অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

দি ইনকরপোরেটেড্ ব্যাঙ্ক লিঃ

বিগত ১লা সেপ্টেম্বর তারিখে ইন্‌করপোরেটেড ব্যাঙ্কের মাণিকতলা শাখার উদ্বোধন হইযা গিয়াছে। কলিকাতার লোহালক্কর ব্যবসায়ী মিঃ এস আর জয়সোয়াল এই উৎসবে পৌরোহিত্য করিয়াছেন। ব্যাঙ্কটির ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ ডি এন চৌধুরী সমাগত ভদ্রমণ্ডলীকে সম্বর্দ্ধনা করেন এবং তাঁহার অভিভাষণে ব্যাঙ্কটিব উদ্দেশ্য বর্ণনা করেন।

টেলিগ্রাম : আসামব্যাঙ্ক | টেলিফোন : ক্যাল: ৬৯৪০

দি

ব্যাঙ্ক অব আসাম লিঃ

স্থাপিত : ১৯৩৬

হেড অফিস : শিলং— টেলিগ্রাম : ব্যাঙ্কআসাম টেলিফোন : ২০ (২ লাইন)

কলিকাতা অফিস - ৬নং, ক্লাইভ রো।

শাখাসমূহ :—বড়পেটা, ধুবড়ী, গৌহাটী, গোয়ালপাড়া, জোড়হাট, নওগাঁ (আসাম)

অনুমোদিত মূলধন—২০,০০,০০০ টাকা
বিলিকৃত ও বিক্রীত—১০,০০,০০০ ,,
আদায়ীকৃত মূলধন (অগ্রিম কল সহ)— ৫,৬৩,০০০ ,, উপর
রিজার্ভ ফণ্ড— ৭৫,০০০ টাকা
আমানত— ৬০,০০,০০০ ,, উপর
কার্য্যকরী মূলধন— ৭৫,০০,০০০ ,, ,,

এ বি দত্ত, এম-এ, এফ-আর-ই-এস্,
এ-আই-বি (লণ্ডন), সার্ট, এজেণ্ট, কলিকাতা।

এইচ ব্যানার্জ্জি, বি-এ,
এ-আই-বি (লণ্ডন), সার্ট. ম্যানেজিং ডিরেক্টর

উৎকৃষ্টতম উপায়ে

টাকা খাটাইতে চাহেন ?

আমাদের "স্থায়ী আমানতে" জমা রাখুন

সুদের হার

১ বৎসরের জন্য	৩½%	৭ বৎসরের জন্য	৪¾%
২ ,, ,,	৪%	৮ ,, ,,	৫%
৩ ও ৪ ,, ,,	৪¼%	৯ ,, ,,	৫¼%
৫ ও ৬ ,, ,,	৪½%	১০ ,, ,,	৫½%

ইহা নিরাপদ, নির্ভরযোগ্য ও লাভজনক

বেঙ্গল শেয়ার ডিলার্স সিণ্ডিকেট

লিমিটেড

"শেয়ার ডিলার্স হাউস", কলিকাতা।

লাল ব্যাঙ্ক লিঃ

গত ২১শে সেপ্টেম্বর, শুক্রবার এক বিশিষ্ট জনমণ্ডলীর উপস্থিতিতে ৩, ম্যাঙ্গো লেনএ অবস্থিত রেজিষ্টার্ড অফিসে লাল ব্যাঙ্কের উদ্বোধন হইয়া গিয়াছে। শ্রীযুত সন্তোষকুমার বসু মহাশয় উৎসবে পৌরোহিত্য করেন। তাঁহার অভিভাষণে শ্রীযুত বসু বলেন যে, লাল ব্যাঙ্কের ম্যানেজিং ডিরেক্টার মিঃ কে লালের সঙ্গে তিনি বিশ বৎসরের অধিক পরিচিত এবং মিঃ লালের চরিত্রদৃঢ়তা, দক্ষতা ও সততার প্রতি তিনি বিশেষভাবে আকৃষ্ট। মিঃ লাল ব্যবসায়ে লব্ধপ্রতিষ্ঠ ও মিঃ বসু আশা করেন, এই নূতন প্রতিষ্ঠানটিও মিঃ লালের কুশলী সংস্পর্শের গুণে অচিরেই সাফল্যমণ্ডিত হইবে।

নূতন যৌথ কোম্পানী

ভারত এয়ার ওয়েজ লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ এম পি বিড়লা। রেজিষ্টার্ড অফিস—৮, রয়্যাল এক্সচেঞ্জ প্লেস, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—১০ হাজার টাকা। বিমান চলাচলের ব্যবসা।

এল সি শেঠ এণ্ড কোং লি—ডিরেক্টর এল সি শেঠ। রেজিষ্টার্ড অফিস—১৭।২এ, চৌরঙ্গী রোড, (দোতালা), কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—৫ লক্ষ টাকা। ফটোগ্রাফির যন্ত্রপাতির ব্যবসা।

মহাবীর কাজোরা কলিয়ারীস্ লিঃ—ডিরেক্টর—শ্রীবজরংলাল ভূওয়ালকা। রেজিষ্টার্ড অফিস—১৭৮, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—৫ লক্ষ টাকা। কয়লার খনির মালিক।

দি তা' চৌধুরী এণ্ড কোং লিঃ—ডিরেক্টর—শ্রীশিশির কুমার চৌধুরী। রেজিষ্টার্ড অফিস—১বি, ওল্ড পোষ্ট অফিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—২০ হাজার টাকা। এজেন্সীর ব্যবসা।

ইষ্টার্ণ পটারীস্ এণ্ড এলামেলিং ওয়ার্কস্ লিঃ—ডিরেক্টর—শ্রীশিশির কে চৌধুরী। রেজিষ্টার্ড অফিস—১বি, ওল্ড পোষ্ট অফিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—৫ লক্ষ টাকা। বিভিন্ন রকম পেয়ালা পিরিচ ইত্যাদি প্রস্তুত কারক।

ইণ্ডো সেনট্রাল ইলেকট্রিক ষ্টেরাস্ লিঃ—ডিরেক্টর—শ্রীঅখিল কে গুপ্ত। রেজিষ্টার্ড অফিস—১১, পোলোক ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—২০ হাজার টাকা। বৈদ্যুতিক ইঞ্জিনীয়ার এবং কনট্রাক্টর।

হিম্মতসিংকা এণ্ড সন্স লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ পি ভি হিম্মতসিংকা। রেজিষ্টার্ড অফিস—৮, ওল্ড পোষ্ট অফিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—৫ লক্ষ টাকা। এজেন্সীর ব্যবসা।

বি কে সাউ লিঃ—ডিরেক্টর—শ্রীবট কে সাউ। রেজিষ্টার্ড অফিস—১, কোয়ালটুলি লেন, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—১ হাজার টাকা। জমীর ব্যবসা।

ওরিয়েন্ট ওয়াটারপ্রুফ কোং লিঃ—ডিরেক্টর—শ্রীনিত্যগোপাল দে। রেজিষ্টার্ড অফিস—১, শাখারীনগর লেন, ঢাকা। অনুমোদিত মূলধন—২০ হাজার টাকা। ওয়াটারপ্রুফ বস্ত্র ও দ্রব্যাদি নির্ম্মাতা।

দি ফার্ষ্ট ট্রেডার্স (ইণ্ডিয়া) লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ এইচ কে ঘোষ। রেজিষ্টার্ড অফিস—৩, জনসন রোড, ঢাকা। অনুমোদিত মূলধন—৫ হাজার টাকা। কমিশন এজেন্টস, ম্যানেজিং এজেন্টস।

বিভিন্ন কোম্পানীর লভ্যাংশ

টাটা আয়রণ এণ্ড ষ্টীল কোং লিঃ—১৯৪৫ সালের ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ২৩৲ টাকা। পূর্ব্ব বৎসরও অনুরূপ হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল। **বিড়লা কটন স্পিনিং এণ্ড উইভিং মিলস্ কোং লিঃ**—১৯৪৪ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ২০৲ টাকা। পূর্ব্ব বৎসর প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ১০৲ টাকা হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল।

ওরিয়েন্ট পেপার মিলস্ লিঃ—১৯৪৫ সালের ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ৭৷৷০ টাকা। পূর্ব্ব ছয় মাসের জন্যও অনুরূপ হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল।

হেষ্টীংস মিল লিঃ—১৯৪৫ সালের ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ৩৲ টাকা।

ভারত টুথ পাউডার

পাইরোরিয়া, দাঁতের বেদনা, মাড়ি ফোলা, রক্ত ও পূঁজ পড়া প্রভৃতি সকল প্রকার দন্তরোগের অব্যর্থ ফলপ্রদ ঔষধ।

কলিকাতার সকল সম্ভ্রান্ত দোকানে পাওয়া যায়।

এর্গানাইজার ও এজেন্ট আবশ্যক।

ভারত কেমিক্যাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ

১৪, ডাঃ জগবন্ধু লেন, বহুবাজার, কলিকাতা।

ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল

ব্যাঙ্ক লিমিটেড

৮নং লায়ন্স রেঞ্জ, কলিকাতা।

কলিকাতা ও বোম্বাই সহরে ক্লিয়ারিং-এর সুবিধা প্রাপ্ত।

আমাদের

"পেন্‌সন্ সার্টিফিকেটে"

৫,০০০৲ টাকা জমা দিলে

১০,০০০ টাকা পাওয়া যায়।

পত্র লিখিলেই বিস্তারিত জানান হয়।

বিভিন্ন ব্যবসা কেন্দ্রে ২১টি শাখা দ্বারা জাতির সেবায় নিযুক্ত

অংশীদারগণ ডিভিডেণ্ড পাইয়াছেন।

১৯৪২ সনে	শতকরা	৫৲
১৯৪৩ সনে	,,	৫৲
১৯৪৪ সনে	,,	৭৷৷০

আর, রায়,—ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

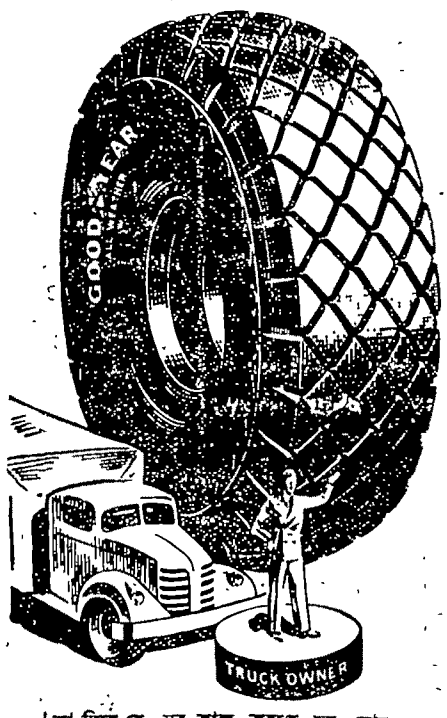

যে চাকা সারা পৃথিবীর সেবায় নিযুক্ত

চাকা দিয়ে যে সব কাজ করতে হয়, তার জন্যে সব রকমের সেরা টায়ারই গুড-ইয়ার তৈরী করছে। অতিরিক্ত মাইল চলাচল ন্যূনতম খরচ ও নিরাপত্তাই ইহার বৈশিষ্ট্য।

৩৫০,০০০,০০০ বাণ্পীয় টায়ার প্রস্তুতলব্ধ অভিজ্ঞতা ও নৈপুণ্য অন্য কোন টায়ার প্রস্তুত কার্য্যে প্রয়োগ করা হয় না—অন্যের তুলনায় গুড ইয়ারের উৎপাদন বহু লক্ষ গুণ বেশী। এই মূল্যবান অভিজ্ঞতা কী ভাবে কাজে লাগান হয়—এই টায়ারগুলো কী চমৎকার কাজই না করে, নিম্ন বক্তব্য থেকে তা' পরিষ্কার বুঝা যাবে। একাদিক্রমে ৩০ বৎসর ধরে একথা সত্যি বলে প্রমাণিত হয়েছে যে, "পৃথিবীর সর্ব্বত্রই জনসাধারণ অন্য কোন মেকারের টায়ারের চেয়ে গুড ইয়ারই বেশী ব্যবহার করেন।"

GOODYEAR PRODUCTS are manufactured in Argentina, Australia, Brasil, Canada, Eire, England, India, Mexico, Peru, South Africa, Sweden, The United States Branches, Distributors and Dealers throughout the world.

GOOD YEAR TYRES

MORE PEOPLE, MORE TONS, THE WORLD OVER, RIDE ON GOODYEAR TYRES THAN ON ANY OTHER MAKE

No 103

বাজারের হালচাল

টাকা ও বিনিময়

কলিকাতা, ২১শে সেপ্টেম্বর :—আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতা টাকার বাজারে কোনই পরিবর্ত্তন হয় নাই। ব্যাঙ্কসমূহের মধ্যে চাহিবামাত্র পরিশোধের সর্ত্তে ঋণের সুদের হার কলিকাতায় শতকরা বার্ষিক ॥০ আনা ও বোম্বাইতে ।০ আনাই বজায় আছে। টাকার যোগানে প্রাচুর্য্য বর্ত্তমান। আলোচ্য সপ্তাহে ট্রেজারী বিলের মোট আবেদনের পরিমাণ পূর্ব্ব সপ্তাহ অপেক্ষা ১॥ কোটী টাকা বৃদ্ধি পাইলেও গৃহীত আবেদনের গড়তা সুদের হারে উন্নতি দেখা যায়। গত ... সেপ্টেম্বর, মঙ্গলবার ভারত সরকার কর্ত্তৃক ... তিন মাসের মেয়াদী ২ কোটী টাকার ট্রেজারী বিলের জন্য মোট ৪ কোটী ৪৭ লক্ষ টাকার টেণ্ডার উপস্থাপিত হইয়াছিল। উহাদের মধ্যে ৯৯৸৵৯ পাই মূল্যের সমুদয় আবেদন ও ৯৯৸৵৬ মূল্যের আবেদনসমূহের শতকরা ৪৪ ভাগ গৃহীত হইয়াছে। মোট ২ কোটী টাকার গৃহীত টেণ্ডারের গড়পড়তা সুদের হার শতকরা বার্ষিক ।৵০ আনা ধার্য্য হইয়াছে। পূর্ব্ব সপ্তাহে এই সুদের হার ছিল শতকরা বার্ষিক ।/১০ পাই। আগামী ২৫শে সেপ্টেম্বর, মঙ্গলবার বেলা ১১টা পর্য্যন্ত বোম্বাইয়ে এবং ২৪শে তারিখ, সোমবার কাজকর্ম্ম বন্ধ না হওয়া পর্য্যন্ত অন্যান্য কেন্দ্রে ভারত সরকার কর্ত্তৃক তিন মাসের মেয়াদী ২ কোটী টাকার ট্রেজারী বিলের টেণ্ডার গ্রহণ করা হইবে। যাহাদের টেণ্ডার গ্রাহ্য হইবে তাহাদিগকে পরবর্ত্তী শুক্রবার টাকা জমা দিতে হইবে। অন্যান্য সর্ত্তাদি পূর্ব্ববৎ। গত ১৪ই সেপ্টেম্বর যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে উহাতে ভারত সরকার কর্ত্তৃক রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ইস্যু বিভাগের স্বপক্ষে ৪ কোটী ৫০ লক্ষ ৫০ হাজার টাকার ট্রেজারী বিল বিক্রয় করা হইয়াছে।

আগামী ২৭শে সেপ্টেম্বর আসাম সরকার কর্ত্তৃক রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কলিকাতা ও বোম্বাই শাখায় ১১টা পর্য্যন্ত তিন মাসের মেয়াদী ১ কোটী ৫০ লক্ষ টাকার ট্রেজারী বিলের টেণ্ডার গ্রহণ করা হইবে। যাহাদের টেণ্ডার গ্রাহ্য হইবে, তাহাদিগকে পরবর্ত্তী ২৯শে তারিখ টাকা জমা দিতে হইবে। অন্যান্য সর্ত্তাদি পূর্ব্ববৎ।

বিনিময় বাজারে আলোচ্য সপ্তাহে যথেষ্ট কারবার হইয়াছে এবং নিম্নরূপ হার বলবৎ ছিল :—

টেলি : হুণ্ডি	(প্রতি টাকায়)	১ শি: ৫৩/৪ পে:
ঐ দর্শনী	"	" "
ডি এ তিন মাস	"	১ শি: ৬১/১৬ পে:
ডি এ চার মাস	"	১ শি: ৬১/১৬ পে:
ডলার	(প্রতি শত)	৩৩২৸০ আনা।

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হিসাব—গত ৭ই সেপ্টেম্বরের হিসাব হইতে দেখা যায় ঐ তারিখে ভারতে চলতি নোটের পরিমাণ ছিল ১১৫১ কোটী ৭৬ লক্ষ ৯৪ হাজার টাকা। এক সপ্তাহ পূর্ব্বে এইরূপ নোটের পরিমাণ ছিল ১১৩২ কোটী ৪৪ লক্ষ ৭৮ হাজার টাকা। গত ৭ই সেপ্টেম্বর রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কসমূহের চলতি ও স্থায়ী আমানতের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৬৩৯ কোটী ৬৬ লক্ষ ৪৮ হাজার ও ২৫২ কোটী ৫১ লক্ষ ৬১ হাজার টাকা।

কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার

কলিকাতা, ২১শে সেপ্টেম্বর—আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার বাজারে প্রায় অধিকাংশ শেয়ারেরই মূল্যের দিক দিয়া উন্নতি পরিস্ফুট হইয়া উঠে। শেয়ারক্রয়েচ্ছু জনগণের মনে আন্তর্জ্জাতিক পরিস্থিতির দরুন গত সপ্তাহের অনিশ্চয়তার ভাব আলোচ্য সপ্তাহে একেবারে দূরীভূত হইয়াছে। কলিকাতা ও বোম্বাইয়ের বাজারে সোনার দরে তেজীভাব কলিকাতার শেয়ার বাজারের বিক্রেতাগণের মনে বিশেষভাবে প্রভাব বিস্তার করায় এবং কলিকাতার শেয়ার বাজারে ক্রেতাধিক্যের দরুনই উক্ত তেজীভাব পরিস্ফুট হইয়া উঠে। বোম্বাইয়ের শেয়ার বাজারে শেয়ারসমূহের মূল্য বৃদ্ধিও কলিকাতার শেয়ার বাজারের বিক্রেতাগণকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছে সন্দেহ নাই। 'ইণ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড ষ্টীল কোম্পানী লভ্যাংশের হার হ্রাস করিবে না,' 'ইকুইটেবল প্রতি শেয়ারে ২৲ টাকা লভ্যাংশ দিবে' কলিকাতার শেয়ার বাজারে এইরূপ গুজব সঞ্চারিত হওয়ার ফলেও আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার বাজারে তেজীভাবের অন্যতম করেন।

কোম্পানীর কাগজ—আলোচ্য সপ্তাহে কোম্পানীর কাগজ ও ঋণপত্রসমূহের বিকি-কিনি

ইহা ঘোষণা পত্র—প্রসপেক্টাস্ নহে

ডিফেন্স অব ইণ্ডিয়া আইনের নিয়মাবলীর ৯৪ক ধারা অনুসারে এই শেয়ার বিক্রয়ের জন্য কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের অনুমতি পাওয়া গিয়াছে। একথা সুনিশ্চিতভাবে বুঝিতে হইবে উক্ত অনুমতি দিবার ফলে ভারত সরকার কোম্পানীর কোন পরিকল্পনার অর্থনীতিক দৃঢ়তা অথবা কোম্পানী কর্ত্তৃক প্রকাশিত কোন বিবৃতি অথবা এতদসম্পর্কিত কোন মতামতের সম্বন্ধে কোন দায়িত্ব গ্রহণ করিতেছেন না।

লক্ষ্মীনারায়ণ আয়ুর্ব্বেদিক ফার্ম্মেসী লিঃ

অনুমোদিত মূলধন ৫ লক্ষ টাকা

বর্ত্তমানে বিলিকৃত মূলধন ২॥০ লক্ষ টাকা

কোম্পানীর মোট মুলধন ৫ লক্ষ টাকা—প্রত্যেকটি ১০৲ টাকা মুল্যের ৫০ হাজার অর্ডিনারী শেয়ারে বিভক্ত। নিম্নলিখিতভাবে শেয়ারের মুল্য শোধ করিতে হইবে ঃ—দরখাস্তের সঙ্গে ২৲ টাকা ; শেয়ার বণ্টনের ৩০ দিনের ভিতর ৩৲ টাকা ও অবশিষ্ট ৫৲ টাকা "কল" অনুসারে ৩৲ টাকা ও ২৲ টাকা করিয়া দুই কিস্তিতে দিতে হইবে। প্রথম ও দ্বিতীয় কিস্তির ব্যবধান এক মাসের কম হইবে না। প্রত্যেক দরখাস্তের সঙ্গে এক টাকা প্রবেশমূল্য দিতে হইবে।

ব্যাঙ্কার
দি কুমিল্লা ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন লিঃ,
ঢাকা।

অডিটারস
মেসার্স বসু ব্যানার্জী এণ্ড কোং
৫৮, পটুয়াখালী, ঢাকা।

রেজিষ্টার্ড অফিস
৫৩, নর্থব্রুক হল রোড, ঢাকা।

উদ্দেশ্য

অতি প্রাচীন কাল হইতেই বর্ষীয়ান ঋষিগণের অমূল্য দান আয়ুর্ব্বেদের শ্রেষ্ঠত্ব সর্ব্বজনবিদিত। খুবই সুখের বিষয়, আজকাল অনেকেই আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার কার্য্যকারিতা এবং সুলভত্ব উপলব্ধি করিয়াছেন। ইহা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, জনগণের আর্থিক কৃচ্ছ্রতা ও যুদ্ধজনিত অবস্থার ফলে বিদেশী ঔষধের আমদানী হ্রাস আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধসমূহকে জনপ্রিয় করিয়াছে এবং আয়ুর্ব্বেদের অধিকতর প্রসারের ইহাই যে উৎকৃষ্ট সময় সে বিষয়েও সন্দেহ নাই।

এই সব কারণ লক্ষ্মীনারায়ণ আয়ুর্ব্বেদিক ফার্ম্মেসী লিঃ নামক প্রতিষ্ঠানের জনক এবং ঔষধরূপে ব্যবহার্য্য গুল্মলতাদি এখানে অল্পমূল্যে লভ্য বলিয়া ডিরেক্টরগণ কারখানা স্থাপনের জন্য ঢাকাকেই সর্ব্বাপেক্ষা যোগ্য এবং সুবিধাজনক স্থান হিসাবে নির্ব্বাচিত করিয়াছেন। ইহা ছাড়া, ঢাকার অনতিদূরে অবস্থিত সাভার নামে গ্রাম আয়ুর্ব্বেদোক্ত তৃণগুল্মাদিতে অতিশয় সমৃদ্ধ বলিয়া ঔষধ প্রস্তুতকরণে এখান হইতেও অসীম দ্রব্যসম্ভার পাওয়া যাইবে।

নিজেদের ভূমিতে আয়ুর্ব্বেদীয় গাছগাছড়া জন্মান ও চাষ করার সঙ্কল্পও কোম্পানীর আছে। কোম্পানীর সৌভাগ্যক্রমে উচ্চপদস্থ ও ব্যবসায়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণকে নিয়া একটি কুশল ডিরেক্টর বোর্ড গঠিত হইয়াছে ইঁহাদের মধ্যে দুইজন সাভারের বিখ্যাত কবিরাজ আছেন যাঁহাদের চিকিৎসা ব্যাপারে অভিজ্ঞতা ২৫ বৎসরেরও অধিক। ডিরেক্টরগণ মনে করেন লক্ষ্মীনারায়ণ আয়ুর্ব্বেদিক ফার্ম্মেসী লিঃ-এর অবশেষে লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত না হওয়ার কোনই কারণ নাই।

ম্যানেজিং এজেণ্টস্
সাহা গোস্বামী এণ্ড কোং

শেয়ারের জন্য আবেদনপত্রের ফরম্ কোম্পানীর রেজিষ্টার্ড অফিস, ব্রোকার, এজেণ্ট অথবা কোম্পানীর ব্যাঙ্কারের নিকট পাওয়া যাইবে।

উচ্চ কমিশনে কতিপয় সম্ভ্রান্ত এজেণ্ট আবশ্যক

অনেকটা সীমাবদ্ধ হইলেও, মূল্যের দিক হইতে সামান্য উন্নতিই দেখা যায়।

কয়লা-খনি—আলোচ্য সপ্তাহেও কয়লা-খনি শেয়ারের কাজকর্ম্ম যথেষ্ট বৃদ্ধি পায় এবং এই বিভাগের প্রায় অধিকাংশ শেয়ারেরই মূল্য বৃদ্ধি ঘটে।

কাপড়ের কল—আলোচ্য সপ্তাহে এই বিভাগের তেমন কোন কাজকর্ম্ম হয় নাই এবং এই বিভাগের অধিকাংশ জনপ্রিয় শেয়ারের মূল্যের দিক হইতেও অবনতি দেখা যায়।

চা-বাগান—আলোচ্য সপ্তাহে এই বিভাগের অধিকাংশ জনপ্রিয় শেয়ারের বিকি-কিনি অনেকটা সীমাবদ্ধ থাকিলেও মূল্যের দিক হইতে তেমন কোন উল্লেখযোগ্য পরিবর্ত্তন পরিলক্ষিত হয় নাই।

পাটের বাজার

কলিকাতা, ২১শে সেপ্টেম্বর :—আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার পাটের বাজারে মন্দা পরিলক্ষিত হয়। পাটজাত দ্রব্যের বাজারে তেমন উল্লেখযোগ্য কিছু ঘটে নাই। ভবিষ্যতে ডেলিভারী দেওয়ার সর্ত্তে বাজার মন্দা। কলওয়ালাগণের উৎসাহের অভাবই পাটের বাজারের মন্দার কারণ। বিক্রেতাদের হাতে এত বেশী পরিমাণ পাট মজুত আছে যে, যথেষ্ট পরিমাণে পাট বিক্রয় করিতে না পারিলে আর তাহাদের পক্ষে পাট ক্রয় সম্ভব হইবে না। সুতরাং তাহারা হাতের পাট বিক্রয়ে বিশেষ আগ্রহশীল যাহাতে মফঃস্বলে পাটের দাম কমিলে তাহারা সেই সুবিধা গ্রহণ করিয়া পাট কিনিতে পারে। কিন্তু মফঃস্বলে বাজার এখনও তেজী।

পাটজাত দ্রব্যের চাহিদা নাই বলিলেই চলে; কেবলমাত্র নিকট ভবিষ্যতে ডেলিভারী দেওয়ার সর্ত্তে সামান্য কারবার আলোচ্য সপ্তাহে হইয়াছে। স্বাভাবিক মন্দার সুবিধা গ্রহণ করিয়া ফাটকা-বাজগণ বাজারে অস্বাভাবিক মন্দার সৃষ্টি করিতেছে। যুক্তরাষ্ট্রীয় ধর্ম্মঘটের সংবাদে বাজারে বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। আগামী এপ্রিল-জুন মাসে ডেলিভারী দেওয়ার সর্ত্তে নাইন-পোর্টার শ্রেণীর চটের মূল্যে ।৵০ আনা ও ইলেভেন-পোর্টার শ্রেণীর মূল্যে প্রায় ॥৵০ আন অবনতি হইয়াছে। বি-টুয়েলভ্ শ্রেণীর মালের মূল্য ৸০ আনা হ্রাস পাইয়াছে। যদিও কলসমূহ ভবিষ্যতে ডেলিভারী দেওয়ার সর্ত্তে সামান্য পরিমাণ চট, থলে বিক্রয় করিয়াছে তথাপি বাজার নিস্তেজ।

আলগা পাটের বাজারে বিক্রেতাগণের আগ্রহ থাকিলেও কলওয়ালাদের ঔৎসুক্যের অভাবে বিশেষ কারবার হয় নাই। ইউরোপীয় প্যাকিং ১৫।০ আনা ও ১২।০ আনা দরে ক্রয়-বিক্রয় হইয়াছে বলিয়া অসমর্থিত সংবাদে প্রকাশ। ইণ্ডিয়ান ডিষ্ট্রিক্ট তোষা মিড্‌ল্ ১৫৲ টাকা দর পাইয়াছে। সুপারভাইজড্ জাত মিড্‌ল্ ও বটম যথাক্রমে ১৫৲ টাকা ও ১২৲ টাকা দরে সামান্য পরিমাণ কেনাবেচা হইয়াছে।

পাকা গাঁইট বিভাগে ফাষ্ট্‌স্-লাইটনিংস্ ও অন্যান্য শ্রেণীর মালের বেলজিয়াম বন্দরে রপ্তানীর জন্য ন্যূনতম দরে কারবার হইয়াছে।

বঙ্গীয় সরকারের কৃষি বিভাগ কর্ত্তৃক ১৯৪৫ সালের পাটচাষের চূড়ান্ত পূর্ব্বাভাষ নিম্নে প্রকাশিত হইল :—

জেলা, প্রদেশ অথবা দেশীয় রাজ্যের নাম	ভূমি (একর) পূর্ব্ব বৎসর	ভূমি (একর) বর্ত্তমান বৎসর	আনুমানিক মোট উৎপাদন (৪০০ পাউণ্ড বেল) পূর্ব্ব বৎসর	আনুমানিক মোট উৎপাদন (৪০০ পাউণ্ড বেল) বর্ত্তমান বৎসর
নদীয়া	৫৬৮৪৫	৬৩৪৬৫	১৮১৯০৫	১৭৮৬৭০
মুর্শিদাবাদ	৩৬৯৬৫	৩২৮৯০	১০২৩০০	৭৩৬৭৫
মেদিনীপুর	৯৭৪০	৯১৮৫	২৯৬১০	২২০৪৫
দিনাজপুর	৭৯২৭০	৯৩২০০	২৬৩৫৭৫	২৭০৬১০
আসাম	১৯৩৩০০	১৮১১০০	৩২৪০০০	৫২০৭০০
উড়িষ্যা	২৩৯০০	১৯৯০০	৪৮৯৭৫	৪৩৮৭৫
২৪-পরগণা	২৩৮৮৫	২৯২৭৫	৬৭১৪৫	৫৮৫৫০
জলপাইগুড়ি	৪৫৫৪০	৩৯০৯৫	১৩০৭০০	৯৮০২৫
হাওড়া	২০৮৫	৪১৩৫	৮৫২৫	১০১৩০
দার্জ্জিলিং	২২৯০	১৭০৫	৬০১০	৫০৭
বাখরগঞ্জ	২৪২১০	২৮৯১৫	৮৯৫৮০	৯০৯৪
ত্রিপুরা	১৩৭৭৩০	১৫৮৮৩৫	৫০৯৬০০	৫৮২৮৭০
খুলনা	২৭৭০০	২৪৭৩০	৮৮৮৬৫	৬৭২৯৫
রাজসাহী	৭৬৬৫৫	৯০২৬০	২২৮০৫০	২৯০০০০
মালদহ	২৩৩৯০	২৮৪২৫	৬১৪০০	৬২৮২০
ফরিদপুর	১৫৩৬৫০	১৮৬৩৪৫	৪২৬৩৮০	৫২১৭৮০
বীরভূম	৩০০	৮৫	৬০০	২৮০
বাঁকুড়া	৩০০	১৭৫	৬০০	৫৬০
ত্রিপুরা	১০০০০	আনুমানিক ১০০০০	২০০০০	২৫০০০

(ক্রমশঃ)

তুলা ও কাপড়

কলিকাতা, ২১শে সেপ্টেম্বর—বোম্বাইয়ের তুলার বাজারে গত সপ্তাহের তুলনায় আলোচ্য সপ্তাহে তেমন কোন উল্লেখযোগ্য পরিবর্ত্তন পরিলক্ষিত হয় নাই। তবে গত সপ্তাহের তুলনায় আলোচ্য সপ্তাহে বোম্বাইয়ের তুলার বাজারে

NOTHING IS STRONGER - - - - - - - - THAN STRENGTH

CASH and gilt-edged securities account for more than 50 per cent of our deposits.

READILY realisable and fully secured loans and advances account for more than 25 per cent of our deposits.

SOUND business assets account for more than 25 per cent of our deposits.

Your Sacred Money will be safe in our Strong Hands

BANKERS' UNION LTD.

P-7, Mission Row Extn.,
CALCUTTA.
Phone : Cal. 3436

ঢাকা ফেডারেল ব্যাঙ্ক
লিমিটেড
স্থাপিত—১৯৩৪
রেজিষ্টার্ড অফিস—ঢাকা
সেণ্ট্রাল অফিস—৫ ও ৬, হেয়ার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
—শাখাসমূহ—
নারায়ণগঞ্জ, মাণিকগঞ্জ (ঢাকা), শ্যামবাজার, মজঃফরপুর, বালেশ্বর।
ম্যানেজিং ডিরেক্টর—
মিঃ এন, কে, চক্রবর্ত্তী।
ডিরেক্টর ও সেক্রেটারী—
মিঃ অমিয় গুহ।

হেড অফিস বি.বি. ৪১৮ ★ স্থাপিত ১৯২৯ ★ রেজিষ্ট্রি ষ্ট্রীট বি.বি.২৯৮০
পূর্ব্বাচল ব্যাঙ্ক
লিমিটেড
৬১, বহুবাজার ষ্ট্রীট ★ ৮১, ক্লাইভ ষ্ট্রীট
কলিকাতা
অন্যান্য শাখা :—চট্টগ্রাম, চন্দননগর, রাজসাহী, সিরাজগঞ্জ, জলপাইগুড়ি, মৈমনসিং ও সান্তাহার।
— সুদের হার —
কারেণ্ট ১/২% সেভিং ব্যাঙ্ক ২%
বাজার চলতি শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় হয়।
অন্যান্য ডিপোজিট, লোন ও ওভারড্রাফ্‌ট সম্বন্ধে পত্র লিখুন।
চেয়ারম্যান : শ্রী মতিলাল রায়।

দি কুমিল্লা ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিঃ
রেজিষ্টার্ড অফিস—৪, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। স্থাপিত—১৯২২
অনুমোদিত মূলধন ... ২,০০,০০,০০০৲ টাকা
বিলিকৃত মূলধন ... ১,০০,০০,০০০৲ টাকা
বিক্রীত মূলধন ... ১,০০,০০,০০০৲ টাকা
আদায়ীকৃত মূলধন (অগ্রিম কল সহ) ... ৫৯,০০,০০০৲ টাকার উপর
রিজার্ভ ফাণ্ড ... ২৫,০০,০০০৲ ,,
আমানত ... ১০,০০,০০,০০০৲ ,,
কার্য্যকরী মূলধন ... ১১,৫০,০০,০০০৲ ,,
বাংলা, আসাম, বিহার ও বোম্বাইয়ের প্রধান ব্যবসাকেন্দ্রসমূহে শাখা আছে। ভারতের সর্ব্বত্র এজেন্সী আছে। বৈদেশিক বিনিময় সহ সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।
ম্যানেজিং ডিরেক্টর—ডাঃ এস, বি, দত্ত, এম-এ, বি-এল, পি, এইচ, ডি, (ইকন-লণ্ডন) বার-এট-ল।

সাধারণভাবে মোটামুটি সামান্য অবনতিই দেখা যায়। চাহিদার তুলনায় যোগানের পরিমাণ বৃদ্ধিই উহার প্রধানতম কারণ। গত শুক্রবার জানুয়ারী, মার্চ্চ এবং মে মাসে ডেলিভারি দেওয়ার সর্ত্তের ঝরিলা তুলার দর-ছিল যথাক্রমে ৪১২।০ আনা, ৪১৯৸০ আনা এবং ৪৩১।০ আনা। গত বুধবার তাহা যথাক্রমে ৪১০৲ টাকা, ৪১৯৷৷০ আনা এবং ৪৩১।০ আনা দাঁড়াইয়াছিল। গত বৃহস্পতিবার এবং অদ্য শুক্রবার বোম্বাইয়ের তুলার বাজার বন্ধ আছে।

কাপড়—বাংলা গবর্ণমেণ্টের অ-সামরিক সরবরাহ বিভাগের সম্প্রতি প্রকাশিত এক সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ করা হইয়াছে যে, বাজায় বস্ত্র বরাদ্দের পরিমাণের অল্পতার জন্য বাংলা গবর্ণমেণ্ট সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, প্রকৃত প্রয়োজনানুসারেই বস্ত্র বণ্টন করা হইবে। উক্ত বিজ্ঞপ্তিতে আরও উল্লেখ করা হইযাছে যে, অতিরিক্ত বস্ত্র সরবরাহ করা ঈদের সময়ও যেমন সম্ভব হয় নাই, তেমনি পূজার সময়ও সম্ভব হইবে না। উক্ত বিজ্ঞপ্তিতে জানান হইয়াছে যে, কলিকাতায় অতিরিক্ত ১ হাজার ২ শত ৭৫ গাঁইট কাপড় আসিয়াছে। এই অতিরিক্ত কাপড় হইতে ঈদ ও পূজার পূর্ব্বে প্রত্যেকে যাহাতে তাহাদের মধ্যবর্ত্তীকালের জন্য বরাদ্দ অংশ পায়, বাংলা গবর্ণমেণ্টের তাহাই নাকি লক্ষ্য। এতদ্ব্যতীত উক্ত অতিরিক্ত কাপড় হইতে ঈদ পর্ব্বের জাকত ও দুর্গা প্রতিমার কাপড়ের ব্যবস্থাও করা হইয়াছে। উক্ত বিজ্ঞপ্তির উপসংহারে জানান হইয়াছে যে, ভারত গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃকই উক্ত অতিরিক্ত বস্ত্র মঞ্জুর করা হইয়াছে—প্রদেশের বরাদ্দের অংশের মধ্যে উহা পড়ে না।

সোনা ও রূপা

কলিকাতা, ২১শে সেপ্টেম্বর—আলোচ্য সপ্তাহেও কলিকাতা ও বোম্বাইয়ের বাজারে সোনার দরে লক্ষণীয় উন্নতি পরিস্ফুট হইয়া উঠে। বিনিময় হারে সম্ভাব্য পরিবর্ত্তনের আশঙ্কার দরুন কলিকাতার শেয়ার-বাজারের লাভান্বেষিগণের মনে যে অনিশ্চয়তা দেখা গিয়াছিল, আলোচ্য সপ্তাহে তাহা একেবারে দূরীভূত হইয়াছে। তাছাড়া চাহিদার তুলনায় টাকার যোগানের পরিমাণ এখনও প্রচুর। সুতরাং টাকা খাটাইবার নির্ভরযোগ্য পন্থা হিসাবে এবং ইন্‌কাম্ ট্যাক্সকে ফাঁকি দিবার উদ্দেশ্যে লাভান্বেষিগণ সোনা মজুত ব্যাপারে অতিরিক্ত উৎসাহ দেখাইবেন, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? লাভান্বেষিগণ সোনা মজুত ব্যাপারে অতিরিক্ত উৎসাহ দেখানোর দরুনই আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতা ও বোম্বাইয়ের বাজারে সোনার দরের তেজীভাবের প্রধানতম কারণ। গত শুক্রবার কলিকাতা ও বোম্বাইয়ের বাজারে প্রতিভরি সোনার দর ছিল যথাক্রমে ৭৩৲ টাকা ও ৭২৷৷৵০ আনা। অদ্য শুক্রবার কলিকাতার বাজারে প্রতি ভরি সোনার দর (অদ্য বোম্বাইয়ের বাজার বন্ধ) ৭৫।০ আনা দাঁড়াইয়াছে। কলিকাতার বাজারে প্রতি খণ্ড গিনি অদ্য ৫০৷৷০ আনা দরে বিক্রয় হইতেছে।

রূপা—সোনার দরের উন্নতির সঙ্গে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া আলোচ্য সপ্তাহে রূপার দরেও উল্লেখযোগ্য উন্নতি দেখা যায়। আলোচ্য সপ্তাহে রূপা মজুতকারী লাভান্বেষিগণের রূপা সঞ্চয়ের অতিরিক্ত উৎসাহই কলিকাতা ও বোম্বাইয়ের বাজারে রূপার দরের তেজীভাবের অন্যতম কারণ। তাছাড়া চাহিদার তুলনায় টাকার যোগানের পরিমাণ এত বেশী যে, লাভান্বেষিগণের টাকা খাটাইবার নির্ভরযোগ্য পন্থা হিসাবে রূপা সঞ্চয়ের দিকে অতিরিক্ত উৎসাহ দেখানো ছাড়া গত্যন্তর নাই। গত শুক্রবার কলিকাতা ও বোম্বাইয়ের বাজারে প্রতি ১০০ ভরি রূপার দর ছিল যথাক্রমে ১২৫৸০ আনা এবং ১২৪।৵০ আনা। অদ্য তাহা কলিকাতার বাজারে (অদ্য বোম্বাইয়ের বাজার বন্ধ) ১৩২৲ টাকা দাঁড়াইয়াছে।

গ্রাম : জনসম্পদ ফোন : ক্যাল ২৭৬৭

পরিকল্পনা—আজিকার দিনের অন্যতম বিষয়

ব্যাঙ্ক অব ক্যালকাটা লিঃ

ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার মারফৎ ক্লিয়ারিংএর ব্যবস্থা আছে।

শিল্প সম্প্রসারণ ও ব্যবসার উন্নতিবিধানকল্পে সেই পরিকল্পনাই প্রদান করিয়া থাকে।

ডাঃ এম, এম, চাটার্জ্জি, ম্যানেজিং ডিরেক্টর

সর্ব্বসাধারণের আস্থাভাজন হওয়াই আমাদের একমাত্র প্রচেষ্টা

কন্টিনেন্টাল ব্যাঙ্ক

অফ্ এশিয়া লিমিটেড

টেলিগ্রাম—কনবাসিয়া। হেড অফিস—১২নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। টেলিফোন—ক্যাল ৫৮৯৫

বাংলা, আসাম, বিহার ও ইউ. পি, র সমস্ত প্রসিদ্ধ ব্যবসাকেন্দ্রে এই ব্যাঙ্কের শাখা অফিস আছে।

সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

THE UNITED COMMERCIAL BANK LTD. AT YOUR SERVICE

সংখ্যা দেখেই বিশ্বাস জন্মায়।

বিক্রীত মূলধন— ৪ কোটী টাকা
আদায়ীকৃত মূলধন— ২ কোটী টাকা
মজুত তহবিল— ৭৷৷ লক্ষ টাকা

চেয়ারম্যান :
জি, ডি, বিড়লা

ভারতে এবং বাহিরে শাখা ও এজেন্সী আছে।

জেনারেল ম্যানেজার—
বি, টি, ঠাকুর

ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত সকলপ্রকার কার্য্য করা হয়।

দি
ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ
২, রয়েল এক্সচেঞ্জ প্লেস, কলিকাতা।

কলিকাতা মেন : ও, এইচ, ঘিওয়ালা, ম্যানেজার
বড়বাজার : জে, পি, সেনগুপ্ত, ম্যানেজার
কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট : এ, পাল, ম্যানেজার
ভবানীপুর : এম, এম, ব্যানার্জ্জী, ম্যানেজার

সাপ্তাহিক বাজার দর

	১৪ই সেপ্টেম্বর	১৭ই সেপ্টেম্বর	১৮ই সেপ্টেম্বর	১৯শে সেপ্টেম্বর	২০শে সেপ্টেম্বর	২১শে সেপ্টেম্বর
সোনার দর—প্রতি ভরি (কলিকাতা) ...	৭৩৲	—	৭৩।/০	৭৩৷৷৵০	৭৩৷৷৵০	৭৫/০
ঐ ঐ (বোম্বাই) ...	৭২৷৷৶০	৭২৷৷০	৭৩৷৷/০	৭৩৸৵০	৭৪৸/০	—
রূপার দর—প্রতি ১০০ ভরি (কলিকাতা) ...	১২৫৸০	—	১২৮৵০	১২৯৲	১২৯৲	১৩২৲
ঐ ঐ (বোম্বাই) ...	১২৪।৵০	১২৪৸০	১২৭৷৷০	১২৭৷৷০	১২৯৷৷০	—
পিপির দর—প্রতিখানা (কলিকাতা) ...	৪৮৸০	—	৪৯৷৷০	৪৯৷৷০	৪৯৷৷০	৫০৷৷০
ঐ ঐ (বোম্বাই) ...	৪৯৲	৫০৵০	৫১৲	৫১৷৷০	৫১৷৷০	—
রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সুদের হার (শতকরা বার্ষিক) ...	৩৲	৩৲	৩৲	৩৲	৩৲	৩৲
কোম্পানীর কাগজ—						
কোম্পানীর কাগজ—শতকরা ৩৲ সুদের ...	৯৭৲০-৯৭৲	৯৭/০	৯৭/০-৯৬৸৵১০	৯৭৵০-৯৭৲	৯৭/০	৯৭/০
ঐ ঐ ৩৷৷০ টাকা সুদের ...	১০১৸৵০-১০১৸০	১০১৸৵০	১০১৸৵০-১০১৷৷৵	১০২৲-১০১৸/০	১০২/০-১০১৸০	১০২।০-১০১৸৵০
৩৲ টাকা সুদের ঋণপত্র (১৯৬৩-৬৫) ...	—	৯৯৵০	—	—	৯৯।০	—
৩৲ টাকা সুদের ঋণপত্র (১৯৬৬-৬৮) ...	৯৮৷৷৵০-৯৮৷৷০	৯৮৷৷/০	৯৮৷৷/১০-৯৮৷৷/০	—	৯৮৷৷৵০	৯৬৷৷৵০
৪৲ টাকা সুদের ঋণপত্র (১৯৬০-৭০) ...	—	—	—	—	—	—
৫৲ টাকা সুদের ঋণপত্র (১৯৪৫-৫৫) ...	—	১০০৵০	—	১০০।/১০-১০০৵	—	১০০৵০
ইঞ্জিনিয়ারিং ও ইলেকট্রিক—						
ইণ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড ষ্টীল কোং লিঃ ...	৪১৵০-৪১/০	৪১।/০-৪১৵০	৪১৵০-৪০৸৵০	৪১৷৷৵০-৪১৲	৪১৷৷৵০-৪১৵০	৪১৸০-৪১৷৷/০
ষ্টীল কর্পোরেশন—অর্ডি ...	৩৪।০-৩৪/০	৩৪৸০-৩৪।৵০	৩৪৷৷০-৩৪।৵০	৩৪৸৵০-৩৪।/০	৩৪৷৷/০-৩৪।৵০	৩৪৷৷৵০-৩৪।০
কুমারধুবী—অর্ডি ...	১১৲	১১/০-১১৲	—	—	১০৸০	১১৵০-১১৲
ব্রইতওয়েইট ...	১৪৷৷০	১৪৷৷০-১৪।৵০	১৪৷৷০-১৪।০	—	১৪৵০-১৩৸৵০	১৪৲-১৩৸০
জেসপ ...	—	—	—	২৬৲-২৫৸৵০	—	২৬।/০-২৬।০
মার্শালস ...	৬৷৷/০-৬।৵০	৬৷৷৵০-৬৷৷০	৬৷৷/০-৬৷৷০	৬৷৷/০-৬।৵০	—	—
ন্যাশনাল আয়রণ এণ্ড ষ্টীল ...	—	—	১১৷৷০-১১।৵০	১১৷৷/০	১১৷৷৵০	—
আর্থার বাটলার ...	—	—	—	—	—	—
হিন্দুস্থান মোটরস ...	৩৸/১০-৩৸১০	—	৩৸০	৩৸০-৩৸/০	৩৸/০-৩৷৷৵১৫	৩৸১৫-৩৸১০
ক্যালকাটা ইনসিওরেন্স ...	১৪।০-১৪/০	—	—	—	—	—
খনি—বার্মা কর্পোরেশন ...	৬।৵০-৬৸০	৬৷৷০-৬।৵০	৬।৵০-৬।০	৬।৵০-৬।/০	৬।৵০-৬।/০	৬।৵০-৬।/০
ইণ্ডিয়ান কপার কর্পোরেশন ...	৩।০-৩৵০	৩।০-৩৵০	৩।০-৩৵০	৩।০-৩৵০	৩।০-৩৵০	৩।/০-৩।০
ব্যাঙ্ক—রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া ...	১৩৬৲-১৩৫৲	১৩৫৸০-১৩৫৲	১৩৬৲-১৩৫৷৷০	১৩৫৸০-১৩৫৲	—	—
ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক ...	—	—	—	—	—	—
ক্যালকাটা ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক ...	—	—	—	—	—	১৬৲-১৫৸৵০
বেঙ্গল সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক ...	১৩৷৵১০-১৩৷৵০	—	১৩৷৵১০	১৩৷৵১০-১৩৷৵০	—	১৩৷৷১০-১৩৷৵১০
কুমিল্লা ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন ...	—	—	১৪৷৷৵০-১৪।৵০	১৪৷৷০-১৪।৵০	—	—
মহালক্ষ্মী ব্যাঙ্ক ...	—	—	১০/০-১০৲	—	—	—
নিউ ষ্ট্যাণ্ডার্ড ব্যাঙ্ক ...	১০৷৷০-১০।৵০	—	১০৷৷০-১০।৵০	—	—	১০৷৷০-১০।৵১০
হিন্দুস্থান কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক ...	—	—	৫৭৲	—	—	—
নাথ ব্যাঙ্ক ...	৩৬৲-৩৫৷৷০	৩৬৷৷৵০-৩৬৲	৩৬।/০-৩৫৷৷৵০	৩৬।৵০-৩৬৸০	৩৫৸০	৩৬।৵০-৩৬।০
কয়লা—বরাকর কোল্ কোং ...	৪৪।/০-৪৪৲	৪৪৸০-৪৪।৵০	৪৪।৵০-৪৪৵০	৪৪৷৷৵০-৪৪।/০	৪৪৸৵০-৪৪৷৷০	৪৫।৵০-৪৪৸৵০
তালচের ,, ,, ...	১২৷৷৵০-১২।৵০	—	১২৸০	—	১২।৵০-১২।৵০	—
রাণীগঞ্জ ,, ,, ...	৬৪৷৷৵০-৬৪।৵০	—	—	—	—	—
ইকুইটেবল ,, ,, ...	৭২।০-৭১।৵০	৭১৸৵০-৭১৷৷৵০	৭২৲-৭১৷৷৵০	৭২৷৷০-৭২৵০	৭৩৲-৭২।০	৭৪৲-৭৩।০
সাউথ করণপুরা ,, ...	৩৭।০-৩৭৲	৩৭।৵০-৩৬৸৵০	৩৭/০-৩৬৷৷৵০	৩৭৵০-৩৬৷৷৵০	৩৭।/০-৩৬৸৵০	৩৭৷৷৵০-৩৭৵০
ভুলনবরারি ...	৩৫৸০	—	—	—	—	—
সেণ্ট্রাল কারকেণ্ড ...	—	—	—	—	—	—
নিউ চুরুলিয়া ...	১৩৷৷৵০-১৩৷৷০	—	—	—	—	১৩৸০-১৩৷৷৵০
ষ্ট্যাণ্ডার্ড ...	৪৫৷৷০-৪৫।৵০	৪৫।৵০	৪৫।০	—	—	—

দেশের ও দশের সেবায়

আমরা মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের জন্য বিশেষ সুবিধা-জনক সর্ত্তে বাসগৃহ ও জমি ক্রয়-বিক্রয় করি। দুগ্ধ, মৎস্য ও শস্য উৎপাদন দ্বারা মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের খাদ্য-সমস্যার সমাধান করিয়াছি। এই প্রতিষ্ঠানের অভিনব পরিকল্পনা নিশ্চয়ই নানাভাবে আপনাকেও সাহায্য করিবে।

বিস্তারিত নিয়মাবলীর জন্য নিম্ন ঠিকানায় অদ্যই লিখুন বা অনুসন্ধান করুন।

বিল্ডিং এণ্ড ল্যাণ্ড ট্রাষ্ট (ইণ্ডিয়া) লিমিটেড

৩নং ম্যাঙ্গো লেন, কলিকাতা।

ফোন—কলিঃ ১৪৫৩

দি

মার্চ্চেণ্টস ইউনিয়ন

ব্যাঙ্ক লিঃ

৩নং ম্যাঙ্গো লেন।

স্থাপিত—১৯৩২

নিষ্ঠা, নিরাপত্তা, নির্ভরযোগ্যতাই আমাদের বৈশিষ্ট্য।

সহজ সর্ত্তে টাকা কর্জ্জ দেওয়া এবং বিল ডিসকাউণ্ট করা হয়।

ফিক্সড্ ডিপোজিট্ এবং অন্যান্য আমানতের উপর সুদের হার লাভজনক।

শেয়ার মার্কেটের যাবতীয় শেয়ার কেনাবেচা করা হয়।

হিলি শাখা শীঘ্রই খোলা হইবে।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—এল, এ, মাল্লান

সাপ্তাহিক বাজার দর

	১৪ই সেপ্টেম্বর	১৫ই সেপ্টেম্বর	১৮ই সেপ্টেম্বর	১৯শে সেপ্টেম্বর	২০শে সেপ্টেম্বর	২১শে সেপ্টেম্বর
কাপড়ের কল—নিউ ভিক্টোরিয়া কটন মিলস্ লিঃ	৮/০	৭৸৹	—	৭৸/০	—	—
বেনারস ...	—	—	১১৲	—	১০৸০	—
কাণপুর টেক্সটাইলস্ ...	১২৸৹-১২৸০	১২৸/০	১২৷৷৶/০	—	১২৷৷৶০-১২৷৷০	—
এলগিন কটন মিলস্ লিঃ ...	—	৬৬৶৹	৬৬৷৶০	—	—	৬৫৸০
কেশোরাম ...	—	১৯৷০-১৯৲	—	—	—	—
বঙ্গশ্রী ...	১৪৷৶০-১৪৷০	—	১৪৶০-১৪৲	১৪/০-১৪৲	১৪৶/০-১৪৶৹	১৪৷৶০-১৪৷০
বঙ্গেশ্বরী কটন মিলস্ ...	৭৷৷/১০-৭৷৷০	—	৭৸৶০-৭৸০	৮৲-৭৸০	৭৸/০-৭৸০	—
কাগজের কল—ইণ্ডিয়া পেপার পাল্প লিঃ ...	—	২২৭৲-২২৫৲	২২৬৲	—	২২৪৷৷০	—
শ্রীগোপাল পেপার মিলস্ লিঃ ...	১৮৷৷৶০-১৮৷৷/০	—	—	—	—	—
টিটাগড় ...	৩২৸০-৩২৷৷৶০	৩২৸০-৩২৷৶০	৩২৷৷০-৩২৷০	৩২৷৶০	৩২৷/০	৩২৷৷৶০
চটকল—অকল্যাণ্ড জুট মিলস্ লিঃ ...	৩৬৭৲	৩৬৭৲	—	৩৬১৲	৩৬২৷৷০-৩৬১৲	—
এ্যাংলো ইণ্ডিয়া জুট মিলস্ লিঃ ...	৫২৪৲	৫২৩৲-৫২২৲	—	৫২২৲-৫১৭৲	৫২৪৲,৫২০৲	৫২৬৷৷০-৫২৫৲
কামারহাটি ,, ,, ,, ...	৭৮৯৲	৭৮৬৲	৭৮৪৲-৭৮১৲	৭৮২৲-৭৮০৲	৭৮৫৲-৭৮০৲	৭৮৭৲
নদীয়া ,, ,, ,, ...	১৪২৷৷০-১৪০৲	১৪০৷৷০-১৩৯৲	—	১৩৮৷৶০-১৩৭৷৷০		—
প্রেসিডেন্সী ,, ,, ,, ...	১৪৲-১৩৸৶০	১৪৶০-১৩৸৶০	১৩৸৶০-১৩৷৶০	১৩৸৶০-১৩৸০	১৪৲	১৪৶০-১৪৲
রিলায়েন্স, ,, ,, ,, ...	৮৩৷৶০	৮৩৸০	—	৮৩৷০-৮২৲	৮৩৶০	—
কাঁকনাড়া ,, ,, ,, ...	৬৭১৲-৬৭০৲	৬৭৪৲-৬৭৩৲	—	৬৬১৲	৬৬৭৲	৬৭২৲
হাওড়া ,, ,, ,, ...	৯২৸০	৯২৷৷০	৯২৷৶০-৯২৷০	৯২৷/০-৯২৶০	৯২৷৷০	৯২৸৶০-৯২৷৷৶০
ডালহৌসী ,, ,, ,, ...	৪০৪৲	—	৪০১৲-৩৯৫৲	৩৯৬৷৷০	৩৯৭৲	৪০১৲-৪০০৲
বজবজ ,, ,, ,, ...	—	—	৬০১৲	৬০১৲-৬০০৲	—	—
ষ্ট্যাণ্ডার্ড ,, ,, ...	—	—	—	৩২২৲-৩২০৲	—	—
এলায়েন্স ,, ,, ,, ...	৭৪৫৲	৭৪৬৲	—	—	—	৭৪৪৲-৭৪২৲
চিনির কল—বেলসুন্দ সুগার কোং লিঃ ...	১৬৶০-১৬/০	১৬৶০-১৬৲	১৬৲-১৫৸৶০	১৬৲-১৫৸৶০	১৫৷৷০	১৫৸৶০-১৫৷৷৶০
চম্পারণ সুগার কোং লিঃ ...	৪২৶০-৪২৲	৪২৷০-৪২৲	৪২/০-৪১৷৷৶০	৪২৲-৪১৸৶০	৪১৸৶০	৪২৲
কেরু এণ্ড কোং লিঃ ...	৩১৶০-৩০৸০	৩১/০-৩০৸/০	৩০৸০-৩০।৶০	৩০৷৷৶০	৩০৷৷৶০	৩১৶০-৩০৸৶০
চা বাগান—চন্দননগর টি ...	—	—	—	—	—	—
ইষ্ট ইণ্ডিয়া ,, ,, ,, ...	২১৸০	২২৶৹	২২৲-২১৸৶০	২৩৶০-২২৶০	২২৶০	২২৶০
কল্যাণী ,, ,, ,, ...	৪৩৷৷০	—	৪৩৲	৪২৲-৪০৲	৪১৲-৪০৲	৪১৲
লেবং এণ্ড মিনারেল ...	—	—	১১৷৷০	—	—	—
তেজপুর ,, ,, ,, ...	—	—	—	—	—	—
বিশ্বনাথ ,, ,, ,, ...	—	৪৬৲-৪৫।০	—	—	—	—
বিবিধ—ডালমিয়া সিমেণ্ট কোং লিঃ ...	১৬৷৷৶০-১৬৷৷৶০	১৬৸৶০-১৬৷৷৶০	—	১৬৷৷৶০-১৬৷৷০	১৬৸০-১৬৷৷০	১৬৸৶০
বি আই কর্পোরেশন ...	৭৷৶০	৭৷৶০-৭৷৶০	৭৷৶০-৭৷৶০	—	৭৷৶০-৭৷/০	৭৷৶০
মেদিনীপুর জমিদারী কোং লিঃ ...	—	১৯২৷০-১৯০৲	১৯১৷৷০-১৯১৲	১৯১৲-১৯০৲	১৯০৲-১৮৯৲	—
রোটাস ইণ্ডাষ্ট্রিজ লিঃ ...	১৫৷৷/০-১৫৷৷০	১৫৷৷৶০-১৫৷৶০	১৫৷৷৶০-১৫৷৶০	১৫৲/০	১৫৸০-১৫৷৶০	১৫৷৷০-১৫৷৶০
ইণ্ডিয়া জেনারেল নেভিগেশন কোং লিঃ ...	২২৬৲-২২২৲	২২৮৲-২২৩৲	২২২৷৷০-২২১৷৷০	২২২৷০-২২২৲	২২৪৲	২২৫৷৷০
আসাম-বেঙ্গল সিমেণ্ট ,, ,, ...	—	২০৲-১৯৸৶০	১৯৸৶০-১৯৸/০	১৯৸৶০	—	১৯৸৶০
ন্যাশনাল ইনসুলেটেড কেবলস ...	১৩৲	১৩৷০-১২৸৶০	—	—	—	—
নিউ এসিয়াটিক ইনসিওরেন্স ...	১০৶০-১০৲	১০৷০-১০৲	১০৷০	১০৸০-১০৷৷০	১১৶০-১০৸/০	১১/০-১১৲

পরীক্ষার্থী বাড়ী বাসিতে
ভোটের
রেড ক্রশ বালিকেই চুনায়
ডগেট এণ্ড কোং
১২৭।বি, লোয়ার সার্কুলার রোড, কলিকাতা।

অক্ষয় কুমার লাহা
রডিয়াম মার্বল সিমেন্ট কলার
বা ড়ী র ও কারখানার রং
১নং ওল্ডকোর্ট হাউস কলিকাতা

ফোন : ক্যাল ৪০৫৩
ইউনাইটেড ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন
লিমিটেড
৩।১, ম্যাঙ্গো লেন, কলিকাতা।
শাখা :—বড়বাজার, শ্যামবাজার (কলিকাতা), গোপালগঞ্জ, মাদারীপুর, চরমুগুরিয়া, ভাঙ্গা (ফরিদপুর), নওপাড়া (যশোহর), নরেলগঞ্জ (খুলনা), সোনামুখী, বাঁকুড়া, কিরনাহার (বীরভূম)।
চলতি হিসাবে সুদ বার্ষিক শতকরা ১৲ সেভিংস শতকরা ২৷৷০
স্থায়ী আমানতে উচ্চহারে সুদ দেওয়া হয়।
সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

ক্রিমির ডাক্তার খেকে খুঁজে পেতে হোলে
ডাঃ এ, কে, চৌধুরীর
ক্রিমি-নাশিনী
খাওয়া উচিত
সর্ব্বত্র পাওয়া যায়।
প্রস্তুতকারক :—
এস, সি, চৌধুরী এণ্ড ব্রাদার্স
৩৭।১, আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা

বাংলার প্রাচীনতম জাতীয় প্রতিষ্ঠান

স্থাপিত **মহালক্ষ্মী ব্যাঙ্ক লিঃ** ১৯১০ ইং

হেড অফিস : ১৫, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা ফোন কলিঃ ৪৭১৯

সিডিউল্ড ব্যাঙ্ক

ইহার পশ্চাতে রহিয়াছে ৩৩ বৎসরের জনসেবা ; অভিজ্ঞ ও লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যবসায়িবর্গের সুপরিচালনায় গড়িয়া উঠিয়াছে ইহার প্রচুর সম্পদ, তাই ইহা আজ সুদৃঢ় আর্থিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত একান্ত নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।

শাখা অফিস :—পাটনা, বেনারস, মাদ্রাজ, বড়বাজার (কলিঃ), ভবানীপুর (কলিঃ), বেলিয়াঘাটা (কলিঃ), ঢাকা, টাঙ্গাইল, চট্টগ্রাম, মাণিকগঞ্জ, বরিশাল, পাবনা, নাটোর, নবদ্বীপ, কৃষ্ণনগর, তমলুক, শিলচর, শান্তিপুর, মহিষাদল, বচু, লক্ষ্ণৌ, টি' নগর (মাদ্রাজ), মেদিনীপুর, তেজপুর, মালদহ, রাজসাহী. ঝাড়গ্রাম, রাঁচি।

আমানতের হার ও সর্ত্তাদি সুবিধাজনক।

ব্যবসায়ীদিগকে সর্ব্বপ্রকার সুবিধা দেওয়া হয়।

ম্যানেজিং ডাইরেক্টর : জি সি পাল, বি এল

বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ

ভবিষ্যতে সুখ-শান্তি ভোগের জন্য সুখস্বপ্নই বর্ত্তমানকে ক'রে তোলে কর্ম্মময়—সেই কর্ম্ম-শক্তির উদ্দীপনা মানুষকে এনে দেয় আয়ের সংস্থান—তখন মানুষ উপার্জ্জিত অর্থের সদ্ব্যবহার ক'রতে যায় ভুলে—স্বপ্ন স্বপ্নই থাকে।

*

ভবিষ্যতের আশা-পূরণ ক'রতে হ'লে যে সুযোগ্য প্রতিষ্ঠানের পরিকল্পনায় চালিত হওয়া দরকার উহাই—

ক্যালকাটা কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক লিমিটেড

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার সিডিউলড্ ভুক্ত

১৫, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মিঃ এস, দত্ত ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

ক্যালকাটা ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস :—

ক্যালকাটা ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক বিল্ডিংস

মিশন রো, কলিকাতা।

CALCUTTA NATIONAL BANK LTD.

শাখা অফিস :

কলিকাতা	দিল্লী	বম্বে
বড়বাজার	সদরবাজার	কলবাদেবী
ক্যানিং ষ্ট্রীট	(দিল্লী)	স্যাণ্ডহার্ষ্ট রোড
শ্যামবাজার	আগ্রা	(বম্বে)
ভবানীপুর	মীরাট	আমেদাবাদ
বালীগঞ্জ	বেনারস	রসকটিরাজার
ঢাকা	এলাহাবাদ	(আমেদাবাদ)
নারায়ণগঞ্জ	কাটরা	করাচী
ময়মনসিংহ	(এলাহাবাদ)	আজমীর
চট্টগ্রাম	লক্ষ্ণৌ	রায়পুর
কটক	আমিনাবাদ	নাগপুর
পাটনা	(লক্ষ্ণৌ)	ইটওয়ারী
গয়া	কাণপুর	(নাগপুর)
মজঃফরপুর	মেষ্টন রোড	জব্বলপুর
বেরিলী	(কাণপুর)	জব্বলপুর ক্যাণ্ট
মাদ্রাজ	অমরাবতী	অমৃতসর
		লাহোর

লণ্ডন এজেণ্টস্—

মিডল্যাণ্ড ব্যাঙ্ক লিঃ

লিলি বার্লি

আদর্শ পথ্য ও পানীয়

লিলি বার্লি

লিলি বিস্কুট কোং· কলিকাতা

লিলি বিস্কুট

লিলি বিস্কুট স্বাদে ও গুণে অপরাজেয়

লিলি বিস্কুট কোং· কলিকাতা

১২২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা—আর্থিক জগৎ প্রেসে শ্রীযতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য দ্বারা সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

কোম্পানীর নাম	বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠা
ইষ্টার্ণ ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ	
ইষ্টার্ণ কণ্টিনেণ্টাল ব্যাঙ্ক লিঃ	সূচী ॥০
ইষ্টার্ণ কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ	৩৫
ইম্পিরিয়াল সেফ ম্যানুফ্যাক্চারিং কোং	৯১
এ্যাজমলীন	১০০
এথিনী ইণ্ডাষ্ট্রীজ এণ্ড এজেন্সীজ্	৭৭
এম এল বসু এণ্ড কোং লিঃ	৭৫
এরিয়ান পেপার মিলস্ লিঃ	৬
এলায়েড ব্যাঙ্ক লিঃ	১০৯
এস্ আর দাস	১৫
এসিয়া ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিঃ	১০৫
এসিয়া ইলেক্‌ট্রিক ওয়ার্কস্	৬১
এসোসিয়েটেড ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া লিঃ	৩
এসোসিয়েটেড ব্যাঙ্ক অফ ত্রিপুরা লিঃ	৩৬
ওভারল্যাণ্ড ব্যাঙ্ক লিঃ	৭১
ওরিয়েণ্ট সেফ এণ্ড ক্যাবিনেট ষ্টোরস্	৭১
ওরিয়েণ্টাল এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্ক লিঃ	১০৭
ওরিয়েণ্টাল মেসিনারী সাপ্লাইং এজেন্সী	৬৫
কণ্টিনেণ্টাল ব্যাঙ্ক অফ এশিয়া লিঃ	৪৭
কমলালয় লিঃ	সূচী ॥০
কমার্শিয়াল ব্যুরো	৭৯
কমার্শিয়াল মিউজিয়াম	২১
কমার্শিয়াল শেয়ার ডিলার্স সিণ্ডিকেট লিঃ	৪২, ৮৮
কলিকাতা মিনারেল সাপ্লাই	সূচী ।০
কাত্যায়নী ষ্টোরস্	সূচী ।৶০
কাশীপুর ব্যাঙ্ক লিঃ	৭২
কুমিল্লা ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন লিঃ	৩৪
কুলার ফ্যান	৩য় কভার
কুসুম ইঞ্জিনীয়ারিং কোং লিঃ	৭৭
কুমিল্লা ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিঃ	১০৫
কে এন নিয়োগী, মণিকার	৬০
ক্রিসেণ্ট কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া লিঃ	৯৪

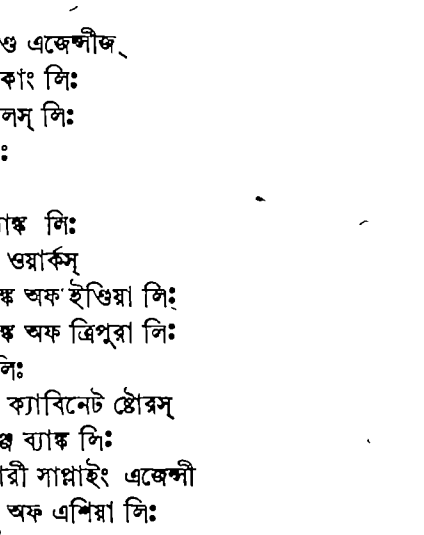

মিলান এণ্ড কোং

ফোন: বি,বি৪০৭৩

REGD. TRADE MARK MILAN KALIGHAT

তার: MILCOHOSRY

মোহরা খেদিরপুর ট্রাম টার্মিনাস ও কালিঘাট ১০৯-১২০ আচার্য্য জগদীশ বসু রোড, কলিকাতা

৺শারদীয়ায়

ফ্যান্সী শাড়ী

ও

রকমারী পোষাকের

জন্য

কাত্যায়নী ষ্টোর্স

কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট — কলিকাতা

ফোন নং ৬১৫, বড়বাজার

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—

অন্যত্র যাইবার পূর্ব্বে আমাদের জিনিষের দর ও রকমারী দেখিতে অনুরোধ করিতেছি।

কোম্পানীর নাম	বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠা	কোম্পানীর নাম	বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠা
ক্যালকাটা ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ	৪০	নিউ ষ্ট্যাণ্ডার্ড ব্যাঙ্ক লিঃ	৪৯
ক্যালকাটা কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ	৭৩	নোয়াখালি ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিঃ	৫৪
ক্যালকাটা কেমিক্যাল	৮৩	ন্যাশন্যাল ইকনমিক ব্যাঙ্ক লিঃ	৯৮
ক্যালকাটা ন্যাশন্যাল ব্যাঙ্ক লিঃ	২৬	ন্যাশন্যাল এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্ক লিঃ	১০৭
ক্যালকাটা মার্কেণ্টাইল ব্যাঙ্ক লিঃ	৪৪	ন্যাশন্যাল নিউট্রিমেণ্ট্স্ লিঃ	২য় কভার
গিরিশ ব্যাঙ্ক লিঃ	৬৩	ন্যাশন্যাল ব্যাঙ্ক অফ্ বেঙ্গল লিঃ	১০৬
গ্রেট ইষ্টার্ণ ব্যাঙ্ক লিঃ	২০	ন্যাশন্যাল সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক লিঃ	১০৮
গ্লোব নার্শরী	৭৬	ন্যাস্‌কো	১ম কভার
গ্লোব রিসার্চ ইন্‌ষ্টিটিউট্	৫৩	পল রিসার্চ ইন্‌ষ্টিটিউট	৮১
চন্দ্র এণ্ড সন্স	৩৫	পাইওনীয়ার ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ	৩২
চাঁদপুর মডেল ব্যাঙ্ক লিঃ	৩৭	পাইওনীয়ার ব্যাঙ্ক লিঃ	৪৮
জাতীয় ব্যাঙ্ক লিঃ	১০১	পারফেক্সন্ গ্লাস প্রোডাক্ট্স্ লিঃ	১০৩
জি এস্ এম্‌পোরিয়াম্ লিঃ	৯৯	পি এম বাগ্‌চি এণ্ড কোং লিঃ	৩৯
জুয়েল অফ্ ইণ্ডিয়া (কোকোলা)	সূচী ৵০	পিপল্‌স্ ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ	১০৮
জে এম্ রায় এণ্ড কোং	৬২	পিপল্‌স্ ক্রেডিট্ ব্যাঙ্ক লিঃ	১০
ডসেট এণ্ড কোং	সূচী ।০	প্যালেডিয়াম এসিওরেন্স্ কোং লিঃ	৪৮
ডি এন্ বসুর হোসিয়ারী	৫১	প্যাসিফিক্ ব্যাঙ্ক লিঃ	৭৮
ঢাকা ফেডারেল ব্যাঙ্ক লিঃ	১০২	প্রবর্ত্তক ব্যাঙ্ক লিঃ	১৮
ঢাকেশ্বরী কটন মিলস্ লিঃ	৩৭	বগুড়া ব্যাঙ্ক লিঃ	৯
ঢাকুরিয়া ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন লিঃ	১৯	বগুড়া সিটি ব্যাঙ্ক লিঃ	১
ত্রিপুরা ইণ্ডাষ্ট্রিজ কর্পোরেশন লিঃ	৯৩	বঙ্গলক্ষ্মী ইন্‌সিওরেন্স্ লিঃ	৮
ত্রিপুরা মডার্ণ ব্যাঙ্ক লিঃ	৮৭	বঙ্গশ্রী হোসিয়ারী ও উইভিং মিলস্ লিঃ	১৯
দার্জ্জিলিং ব্যাঙ্ক লিঃ	২	বি এন্ দত্ত	১০২
দাশ ব্যাঙ্ক লিঃ	৪	বিদ্যাসাগর কটন মিলস্ লিঃ	১০৯
দুলালের তাল মিছরি	৬৯	বেঙ্গল ওয়াটারপ্রুফ ওয়ার্কস্ (১৯৪০) লিঃ	২৯
দ্বারিকানাথ ঘোষ এণ্ড সন্স লিঃ	২৩	বেঙ্গল কটন কালটিভেশন্ এণ্ড মিলস্ লিঃ	১৯
নদীয়া ফুটওয়্যার	৭০	বেঙ্গল ক্রেডিট ব্যাঙ্ক লিঃ	৪৩
নর্দার্ণ ব্যাঙ্ক লিঃ	৭২	বেঙ্গল ব্যাঙ্ক লিঃ	সূচী ৵০
নালন্দা কেমিক্যালস্	৫৮	বেঙ্গল মেট্রোপলিটন্ ব্যাঙ্ক লিঃ	১০৬
নিউ বেঙ্গল প্রভিঃ ইন্সিঃ কোং লিঃ	সূচী ৷৵০	বেঙ্গল লক্ষ্মী ব্যাঙ্ক লিঃ	২৮
নিউ ন্যাশন্যাল ব্যাঙ্ক লিঃ	৩৩	বেঙ্গল শেয়ার ডিলারস্ সিণ্ডিকেট	৯১

পূজার উপহার
বেনারসী, বিষ্ণুপুর ও
বাঙ্গালোর সাড়ী

ছেলেমেয়েদের
লোভনীয় পরিচ্ছদ সম্ভার।

ফোন—বি বি
৬৪২

কমলালয় লিঃ
কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা।

১৯২১

১৯৪৫

ইষ্টার্ণ
ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল
ব্যাঙ্ক লিমিটেড
৮, লায়ন্স রেঞ্জ
কলিকাতা

কোম্পানীর নাম	বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠা	কোম্পানীর নাম	বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠা
বেলিয়াঘাটা ব্যাঙ্ক লিঃ	৪৪	লয়্যাল ব্যাঙ্ক লিঃ	৫০
ব্যাঙ্ক অফ আসাম লিঃ	৯৮	লিলি বিস্কুট কোং লিঃ	৪র্থ কভার
ব্যাঙ্ক অফ কমার্স লিঃ	৮৬	ল্যাণ্ড ট্রাষ্ট অফ ইণ্ডিয়া লিঃ	৩১
ব্যাঙ্কার্স ইউনিয়ন লিঃ	৯৫	ল্যাবরেটরী ডি লাক্স	সূচী ॥/০
ব্রোণোলিয়া কেমিক্যাল্স্	২৪	শিলং ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন লিঃ	৫৫
ব্ল্যাক ডায়মণ্ড পারফিউমারি ওয়ার্কস্	সূচী ।৵০	শ্রী ব্যাঙ্ক লিঃ	৭৪
ভাগ্যলক্ষ্মী ইন্সিওরেন্স লিঃ	৭৮	শ্রীশ কেমিক্যাল ওয়ার্কস্	৩৬
ভাদুড়ী ব্রাদার্স	৮৪	সাদার্ন ব্যাঙ্ক লিঃ	৪১
ভারত অয়েল মিলস্	৫৭	সি, কে, সেন	৮৯
ভারত মার্কেণ্টাইল ব্যাঙ্ক লিঃ	৯৪	সিটিজেন্স্ অফ্ ইণ্ডিয়া মিউচুয়াল ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ	৫
ভারতী সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক লিঃ	২১	সিটি হোসিয়ারী	৮
ভীমরস সালসা	৫৭	সুর্ম্মা ভেলী ব্যাঙ্ক লিঃ	১০৯
মজুমদার ব্যাটারী কোং (ইণ্ডিয়া) লিঃ	৪৬	সুবীরবন ব্যাঙ্ক লিঃ	৪৫
মডার্ণ আয়ুর্ব্বেদিক ওয়ার্কস্ লিঃ	১৯	সুবল দত্ত এণ্ড সন্স্ লিঃ	৬৫
মডেল ইলেকট্রিক ওয়ার্কস্	সূচী ৵০	সেণ্ট্রাল এশিয়া প্রভিডেণ্ট ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ	৮৫
মার্কেণ্টাইল এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্ক লিঃ	৩০	সেণ্ট্রাল কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ	সূচী ।৵০
মিনার্ভা ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন লিঃ	৪৯	সেণ্ট্রাল ক্যালকাটা ব্যাঙ্ক লিঃ	১৭
মিলান এণ্ড কোং	সূচী ।৵০	সেণ্ট্রাল পাইওনীয়ার ব্যাঙ্ক লিঃ	৭০
মুক্তাগাছা পপুলার ব্যাঙ্ক লিঃ	৮০	স্বদেশী শিল্প ফ্যাক্টরী	৯৭
মেট্রোপলিটন ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ	৯০	হাজরাদী ব্যাঙ্ক লিঃ	২৫
মৈত্র ব্রাদার্স	১১০	হিন্দু ফ্যামিলী এন্যুয়িটি ফাণ্ড লিঃ	১০৮
মোহিনী মিলস্ লিঃ	৩০	হিন্দুস্থান ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ	৬৭
যশোহর-খুলনা ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিঃ	৬৮	হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ্ ইন্সিওরেন্স্ সোসাইটি লিঃ	৯
রাখালচন্দ্র দে	১০১	হিন্দুস্থান ন্যাশন্যাল ব্যাঙ্ক লিঃ	সূচী ।৵০
রাজকুমারী কটন মিলস্ লিঃ	১০৪	হিন্দুস্থান শেয়ার ডিলার্স লিঃ	১৮
রাজস্থান ব্যাঙ্ক লিঃ	১৭	হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড-ব্যাঙ্ক লিঃ	সূচী ৵০
রায় এণ্ড কোং	৬৩	হিমকল্যাণ ওয়ার্কস্	সূচী ।/০
রুণু ফিসারীস্ লিঃ	৪৭	হিজ্ মাষ্টার্স ভয়েস্	২২
রূপ পারফিউম ওয়ার্কস্	৫০	হুগলী ব্যাঙ্ক লিঃ	৫২
রেডিয়াণ্ট ব্যাঙ্ক লিঃ	২৬		

নিউ বেঙ্গল প্রভিডেণ্ট

ইন্সিওরেন্স কোম্পানী লিমিটেড

হেড অফিস্ :—ক্যালকাটা ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক বিল্ডিংস, মিশন রো, কলিকাতা।

ভারতের সর্ব্ববৃহৎ প্রভিডেণ্ট ইন্সিওরেন্স কোম্পানী।

মুলধন	... ...	৪,০০,০০০৲ টাকা
নুতন কাজ (১৯৪৪)	... ...	১১,৫৯,৪৫০৲ টাকা

ডিরেক্টর বোর্ডের চেয়ারম্যান
এস, এম, ভট্টাচার্য্য।

"নিউ বেঙ্গল" কোম্পানীতে বীমা করুন ও এই কোম্পানীর এজেন্সী গ্রহণ করুন।

এস, কে, মজুমদার বি, এল
ম্যানেজার।

IN WHITLOW

KUROL

আঙ্গুল হারায় যন্ত্রণা ভুক্তভোগী-মাত্রই জানেন। কিউরল সত্যই তা উপশম করতে পারবে।

LABORATORY DE-LUXE
CALCUTTA

পোষ্টবক্স—১৬২০৫ কলিকাতা।

অলৌকিক দৈবশক্তিসম্পন্ন ভারতের শ্রেষ্ঠ তান্ত্রিক ও জ্যোতির্ব্বিদ্

ভারতের অপ্রতিদ্বন্দ্বী হস্তরেখাবিদ্ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য জ্যোতিষ, তন্ত্র ও যোগাদি শাস্ত্রে অসাধারণ শক্তিশালী আন্তর্জ্জাতিক খ্যাতি-সম্পন্ন **রাজ-জ্যোতিষী, জ্যোতিষ-শিরোমণি, যোগবিদ্যাবিভূষণ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, জ্যোতিষার্ণব, সামুদ্রিকরত্ন, এম্-আর-এ-এস্ (লণ্ডন)**; বিশ্ববিখ্যাত অল-ইণ্ডিয়া এষ্ট্রোলজিক্যাল এণ্ড এষ্ট্রোনমিক্যাল সোসাইটীর প্রেসিডেণ্ট মহোদয় যুদ্ধারম্ভকালীন মাহামান্য ভারত-সম্রাট এবং ব্রিটেনের গ্রহ-নক্ষত্রাদির অবস্থান ও পরিস্থিতি গণনা করিয়া এই ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন যে,

"বর্ত্তমান যুদ্ধের ফলে ব্রিটিশের সম্মান বৃদ্ধি হইবে এবং ব্রিটিশ পক্ষ জয়লাভ করিবে।"

উক্ত ভবিষ্যদ্বাণী মহামান্য ভারত-সম্রাট মহোদয়কে এবং ভারতের গভর্ণর-জেনারেল এবং বাংলার গভর্ণর মহোদয়গণকে পাঠান হইয়াছিল। তাঁহারা যথাক্রমে ১২ই ডিসেম্বর (১৯৩৯) তারিখের ৩৬১৮-এ-× ×-এ-২৪ নং চিঠি, ৭ই অক্টোবর (১৯৩৯) তারিখের ৩, এম, পি-নং চিঠি এবং ৬ই সেপ্টেম্বর (১৯৩৯) তারিখের ডি-ও-৩২-টি নং চিঠি দ্বারা উহার প্রাপ্তি স্বীকার করিয়াছিলেন। পণ্ডিতপ্রবর জ্যোতিষ-শিরোমণি মহোদয়ের এই ভবিষ্যদ্বাণী সফল হওয়ায় ইঁহার নির্ভুল গণনা, অলৌকিক দিব্যদৃষ্টির আর একটি জাজ্বল্যমান প্রমাণ পাওয়া গেল।

এই অলৌকিক প্রতিভাসম্পন্ন যোগী কেবল দেখিবামাত্র মানব-জীবনের ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান নির্ণয়ে সিদ্ধহস্ত। ইঁহার তান্ত্রিক ক্রিয়া ও অসাধারণ জ্যোতিষিক ক্ষমতায় ভারতের জনসাধারণ ও উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারী, স্বাধীন নরপতি এবং দেশীয় নেতৃবৃন্দ ছাড়াও ভারতের বাহিরের, যথা—**ইংলণ্ড, আমেরিকা, আফ্রিকা, চীন, জাপান, মালয়, সিঙ্গাপুর** প্রভৃতি দেশের মনীষিবৃন্দকে চমৎকৃত ও বিস্মিত করিয়াছেন, এই সম্বন্ধে ভূরিভূরি স্বহস্তলিখিত প্রশংসাকাবীদের পত্রাদি হেড অফিসে দেখিবেন। ভারতে ইনিই একমাত্র জ্যোতির্ব্বিদ্ যিনি এই ভয়াবহ যুদ্ধ ঘোষণার প্রথম দিবসেই ৪ ঘণ্টার মধ্যে ব্রিটিশ পক্ষের জয়লাভ ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন এবং যিনি আঠার জন বিশিষ্ট স্বাধীন নরপতির জ্যোতিষ পরামর্শদাতারূপে উচ্চ সম্মানে ভূষিত হইয়াছেন।

ইঁহার জ্যোতিষ এবং তন্ত্রে অলৌকিক শক্তি ও প্রতিভায় ভারতেব বিভিন্ন প্রদেশের শতাধিক পণ্ডিত ও অধ্যাপকমণ্ডলী ভারতীয় পণ্ডিত মহামণ্ডলের সভায় একমাত্র ইঁহাকেই **"জ্যোতিষশিরোমণি"** উপাধি দানে সর্ব্বোচ্চ সম্মান দিয়াছেন। যোগ ও তান্ত্রিক শক্তি-প্রয়োগে ডাক্তার, কবিরাজ পরিত্যক্ত দুরারোগ্য ব্যাধি নিরাময়, জটিল মোকদ্দমায় জয়লাভ, সর্ব্বপ্রকার আপদুদ্ধার, বংশ নাশ এবং সাংসারিক জীবনে সর্ব্বপ্রকার অশান্তির হাত হইতে রক্ষায় তিনি দৈবশক্তিসম্পন্ন। অতএব সর্ব্বপ্রকারে হতাশ ব্যক্তি পণ্ডিত মহাশয়ের অলৌকিক ক্ষমতা প্রত্যক্ষ করিতে ভুলিবেন না।

কয়েকজন সর্ব্বজনবিদিত দেশ-বিদেশের বিশিষ্ট ব্যক্তির অভিমত দেওয়া হইল।

হিজ্ হাইনেস্ মহারাজা আটগড় বলেন—"পণ্ডিত মহাশয়ের অলৌকিক ক্ষমতায়—মুগ্ধ ও বিস্মিত।" হার্ হাইনেস্ মাননীয়া ষষ্ঠমাতা মহারাণী, ত্রিপুরা ষ্টেট, বলেন—"তান্ত্রিক ক্রিয়া ও কবচাদির প্রত্যক্ষ শক্তিতে চমৎকৃত হইয়াছি। সত্যই তিনি দৈবশক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষ।" কলিকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি মাননীয় স্যার মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়, কে-টি, বলেন—"শ্রীমান রমেশচন্দ্রের অলৌকিক গণনাশক্তি ও প্রতিভা কেবলমাত্র স্বনামধন্য পিতার উপযুক্ত পুত্রতেই সম্ভব।" সন্তোষের মাননীয় মহারাজা বাহাদুর রায় মন্মথনাথ রায় চৌধুরী, কে-টি, বলেন—"পণ্ডিতজীব ভবিষ্যদ্বাণী বর্ণে বর্ণে মিলিয়াছে। ইনি অসাধারণ দৈবশক্তিসম্পন্ন এ বিষয়ে সন্দেহ নাই।" পাটনা হাইকোর্টের মাননীয় বিচার পতি মিঃ বি, কে, রায় বলেন—"তিনি অলৌকিক দৈবশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি—ইঁহার গণনাশক্তিতে আমি পুনঃ পুনঃ বিস্মিত।" বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্টের মন্ত্রী রাজা বাহাদুর শ্রীপ্রসন্ন দেব রায়কত বলেন – "পণ্ডিতজীর গণনা ও তান্ত্রিকশক্তি পুনঃ পুনঃ প্রত্যক্ষ করিয়া স্তম্ভিত, ইনি দৈবশক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষ।" কেউনঝড় হাইকোর্টের মাননীয় জজ রায় সাহেব শ্রীসূর্য্যমণি দাস বলেন—"তিনি আমার মৃতপ্রায় পুত্রের জীবন দান করিযাছেন—জীবনে এরূপ দৈবশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি দেখি নাই।" ভারতের শ্রেষ্ঠ বিদ্বান ও সর্ব্বশাস্ত্রে পণ্ডিত মনীষী মহামহোপাধ্যায় ভারতাচার্য্য মহাকবি শ্রীহরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ বলেন—"শ্রীমান রমেশচন্দ্র বয়সে নবীন হইলেও দৈবশক্তিসম্পন্ন যোগী। ইঁহাব জ্যোতিষ ও তন্ত্রে অনন্যসাধারণ ক্ষমতা।" উড়িষ্যার কংগ্রেসনেত্রী ও এসেম্বলীর মেম্বার মাননীয়া শ্রীযুক্তা সরলা দেবী বলেন—"আমার জীবনে এইরূপ বিদ্বান দৈবশক্তিসম্পন্ন জ্যোতিষী দেখি নাই।" বিলাতেব প্রিভি-কাউন্সিলেব মাননীয় বিচারপতি স্যার সি, মাধবম্ নায়ার, কে-টি বলেন—"পণ্ডিতজীর বহু গণনা প্রত্যক্ষ করিয়াছি, সত্যই তিনি একজন বড জ্যোতিষী।" চীন মহাদেশের সাংহাই নগরীর মিঃ কে, রুচপল বলেন—"আপনার তিনটি প্রশ্নের উত্তরই আশ্চর্য্যজনকভাকে বর্ণে বর্ণে মিলিযাছে।" জাপানের অসাকা সহব হইতে মিঃ জে, এ, লরেন্স বলেন—"আপনার দৈবশক্তিসম্পন্ন কবচে আমার সাংসাবিক জীবন শান্তিময় হইয়াছে—পূজাব জন্য ৭৫৲ পাঠাইলাম।"

প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ কয়েকটি অত্যাশ্চর্য্য কবচ, উপকার না হইলে মূল্য ফেরৎ, গ্যারাণ্টি পত্র দেওয়া হয়।

ধনদা কবচ—ধনপতি কুবের ইঁহার উপাসক, ধারণে ক্ষুদ্র ব্যক্তিও রাজতুল্য ঐশ্বর্য্য, মান, যশঃ, প্রতিষ্ঠা, সুপুত্র ও শ্রীলাভ করেন। (তন্ত্রোক্ত) মূল্য ৭৷৷৵০। অদ্ভুত শক্তিসম্পন্ন ও সত্বর ফলপ্রদ কল্পবৃক্ষতুল্য বৃহৎ কবচ ২৯৷৷৶০, প্রত্যেক গৃহী ও ব্যবসায়ীর অবশ্য ধারণ কর্ত্তব্য। **বগলামুখী কবচ**—শত্রুদিগকে বশীভূত ও পরাজীত এবং যে কোন মামলা মোকদ্দমায় সুফললাভ, আকস্মিক সর্ব্বপ্রকার বিপদ হইতে রক্ষা ও উপরিস্থ মনিবকে সন্তুষ্ট রাখিয়া কর্ম্মোন্নতিলাভে ব্রহ্মাস্ত্র। মূল্য ৯৵০, শক্তিশালী বৃহৎ ৩৪৵০ (এই কবচে ভাওযাল সন্ন্যাসী জয়লাভ করিয়াছেন)। **বশীকরণ কবচ**—ধারণে অভীষ্টজন বশীভূত ও স্বকার্য্য সাধনযোগ্য হয়। (শিববাক্য) মূল্য ১১৷৷০, শক্তিশালী ও সত্বর ফলদায়ক বৃহৎ ৩৪৵০। **নৃসিংহ কবচ**—শ্বেত বা রক্তপ্রদর, হিষ্টিবিয়া ও মৃগীনাশক, বন্ধ্যারও সন্তানপ্রদ, ভূত, প্রেত, পিশাচ হইতে রক্ষা পাইবাব শক্তিশেল। পরন্তু ইহা ধারণে মৃতবৎসার দীর্ঘজীবি পুত্রলাভ ও গর্ভিণীর সুখপ্রসব হয়। সর্ব্বপ্রকার স্ত্রীরোগের ধন্বন্তরী—মূল্য ৭৷৷৵০, **বৃহৎ নৃসিংহ কবচ**—মৃতবৎসা, কাকবন্ধ্যা, এমনকি জন্মবন্ধ্যার দীর্ঘায়ু সুপুত্র লাভ হয়। মূল্য ১৩৷৵০। **সরস্বতী কবচ**—শিক্ষার্থী বালক-বালিকা ও যুবক প্রভৃতির পক্ষে বিশেষ মূল্যবান্। যাহারা পরীক্ষায় পুনঃ পুনঃ অকৃতকার্য্য ও স্মৃতিশক্তি হীনতায় অশান্তি পাইতেছে, তাহাদের অবশ্য ধারণ করা কর্ত্তব্য। মূল্য ৯৷৷৵০, বৃহৎ সরস্বতী দীর্ঘদীন স্থায়ী ফলপ্রদ ৩৮৷৷৵০। ইহা ছাড়াও বহু আছে।

অল ইণ্ডিয়া এষ্ট্রোলজিকেল এণ্ড এষ্ট্রোনমিকেল সোসাইটী (রেজিঃ)

(ভারতের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ ও নির্ভরশীল জ্যোতিষ ও তান্ত্রিক ক্রিয়াদির প্রতিষ্ঠান)

হেড অফিস :—১০৫ (আ-জ) গ্রে ষ্ট্রীট, **"বসন্ত নিবাস"** (শ্রীশ্রীনবগ্রহ ও কালী মন্দির), কলিকাতা। ফোন : বি, বি, ৩৬৮৫

সাক্ষাতের সময়—প্রাতে ৮৷৷টা হইতে ১১৷৷টা। **ব্রাঞ্চ অফিস**—৪৭, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, (ওয়েলিংটন স্কোয়ার), কলিকাতা। ফোন : কলিঃ ৫৭৪২। সময়—বৈকাল ৫৷৷টা হইতে ৭৷৷টা। লণ্ডন অফিস :—মিঃ এম, এ, কার্টিস, ৭-এ, ওয়েষ্টওয়ে, রেইনিস পার্ক, লণ্ডন।

দ্রষ্টব্য—আমাদের বিজ্ঞাপনের ভাষা ও কবচাদির নামের অবিকল নকল বাহির হইতেছে। পণ্ডিত মহাশয়ের ও সোসাইটির নাম ও ঠিকানার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিবেন, নতুবা প্রতারিত হইবেন। বহু অভিযোগ আসিতেছে। চিঠিপত্র ও টাকাকড়ি হেড অফিসে পাঠাইবেন।

ফোন—বড়বাজার ৬৩৮২ কার্য্যালয়—১২২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট

আর্থিক জগৎ

ARTHIK JAGAT

ব্যবসা-বাণিজ্য-শিল্প-অর্থনীতি বিষয়ক সাপ্তাহিক পত্রিকা

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY

সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

৮ম বর্ষ | কলিকাতা, ১লা অক্টোবর, সোমবার, ১৯৪৫ | ২২শ সংখ্যা

দুর্দ্দিনের দুর্গোৎসব

বৎসরান্তে মাতৃপূজার মহালগ্ন আজ সমাগত। সারা বৎসরের একটানা কার্য্যধারা ও কর্ম্মক্লান্তির পর এই উৎসবকে কেন্দ্র করিয়া বাঙ্গালীর জীবনে শান্তি ও আনন্দের কল্পনা জাগ্রত হইয়া উঠে। মহামাতার পূজা অর্চ্চনার ভিতর দিয়া পরস্পরের ভেদাভেদ ভুলিয়া তাহারা মিলন ও ঐক্যের বন্ধন দৃঢ় করিবার প্রয়াস পায়, মায়ের আশীর্ব্বাদ মাথায় লইয়া নূতন করিয়া পথ চলার শক্তি সঞ্চয় করে, আচার ও অনুষ্ঠানের বাহ্যিক আড়ম্বরের ভিতর দিয়া তাহাদের নিজেদের বাঁচিবার পাথেয় ও জাতীয় মুক্তি সাধনার প্রেরণা লাভ করে। সেদিক দিয়া আমাদের দেশে শারদীয় দুর্গোৎসবের যে পরম সার্থকতা রহিয়াছে তাহা ভাবিয়া নূতন যুগের মানুষ আমরা আমাদের ঐ প্রাচীন অনুষ্ঠানকে বরণ করিয়া লইতেছি।

একথা সত্য যে, 'আনন্দময়ীর আগমনে' এদেশবাসীর মনে পূর্ব্বের মত এখন আর তেমন আনন্দের সাড়া পাওয়া যায় না। ছয় বৎসরের মহাযুদ্ধ লোকের জীবনে এক দুর্য্যোগের সূচনা করিয়াছিল। অভাব, অনটন, দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর ভিতর দিয়া দিকে দিকে বঞ্চনা, মৃত্যু ও ধ্বংসের রূপ ফুটিয়া উঠিয়াছিল। দুঃখ-গ্লানি ও শোকতাপের অহর্নিশ জ্বালায় লোকে কায়মনোবাক্যে এতদিন এই মহাসমরের অবসান কামনা করিয়াছে। বর্ত্তমানে যদিও বা যুদ্ধের যবনিকাপাত ঘটিয়াছে, যুদ্ধকালীন অশান্তি ও দুঃখ-দুর্দ্দশা এখনও দূর হওয়ার কোন নমুনা দেখা যাইতেছে না। যুদ্ধের সময়ে সামরিক কারণে দেশের নিত্যব্যবহার্য্য দ্রব্য চলাচল ও ক্রয়বিক্রয় সম্পর্কে যে নিয়ন্ত্রণ নীতি বলবৎ করা হইয়াছিল এবং শিল্প-বাণিজ্যের দিক দিয়া দেশের লোকের কার্য্যধারার পথে যে বাধাবিঘ্ন সৃষ্টি করা হইয়াছিল, জনসাধারণের শান্তি ও দেশের অর্থনৈতিক কল্যাণ দেখিতে হইলে যুদ্ধের অবসানে অচিরে তাহা অপসারিত হওয়া দরকার। কিন্তু দেশের গবর্ণমেণ্ট সে বিষয়ে কোন আগ্রহ দেখাইতেছেন না। সরকারী নিয়ন্ত্রণ নীতি ও সরকারী রেশন ব্যবস্থার ফলে খাদ্য, বস্ত্র ও অন্য অনেক দ্রব্যাদি সম্পর্কে ব্যবসা-বাণিজ্যের স্বাভাবিক গতি প্রতিরুদ্ধ হইয়াছে। গবর্ণমেণ্ট এ সমস্তের যোগান নিজেদের করায়ত্ত রাখিয়া সামরিক প্রয়োজনে ও রপ্তানীর প্রয়োজনে তাহা যথেচ্ছভাবে ব্যবহার করিতেছেন। অপর দিকে উহাদের দুষ্প্রাপ্যতা ও দুর্ম্মূল্যতার জন্য দেশের লোকের জীবন দুর্ব্বিষহ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু সে দুঃখ-দুর্দ্দশা দেখিয়াও গবর্ণমেণ্ট নির্ব্বিচারে এই শ্রেণীর 'কন্‌ট্রোল' ব্যবস্থা আরও কয়েক বৎসর চালাইয়া যাইবার সঙ্কল্প করিয়াছেন। যুদ্ধ প্রচেষ্টার তোড়জোড়ের ভিতর গত কয় বৎসরে এদেশে নানা কাজে বহু নূতন লোকের কর্ম্মসংস্থান হইয়াছিল। যুদ্ধ থামিয়া যাওয়ায় গবর্ণমেণ্ট শিল্প-ব্যবসায়ে সরকারীভাবে অর্থ ও সহযোগিতা প্রদানের মাত্রা হ্রাস করিতেছেন। ফলে বহু লোক আজ বেকার হইতেছে। সৈন্য বাহিনী হইতে লোক কমাইবার ব্যবস্থা হইলে এবং সরকারী দপ্তরের কলেবর খর্ব্ব করা হইলে তাহাতেও অনেক লোক কর্ম্মহীন হওয়ার সম্ভাবনা আছে। এই সব বেকারের কার্য্যসংস্থানের পথ প্রশস্ত করিতে হইলে দেশে শিল্প ও বাণিজ্য সম্পর্কে বেসরকারী প্রচেষ্টার সুযোগ বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। উপযুক্ত পরিকল্পনা নিয়া ব্যাপকভাবে জাতিগঠনমূলক কাজ সুরু করা গবর্ণমেণ্টের পক্ষে সঙ্গত। কিন্তু যুদ্ধের সময়ে যাঁহারা যুদ্ধোত্তর পরিকল্পনার বড় বড় বুলি আওড়াইয়াছিলেন, যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর এখন আর তাঁহারা সে বিষয়ে কোন উচ্চবাচ্য করিতেছেন না। ফলে আসন্ন আর্থিক মন্দা ও বেকার সমস্যার কথা ভাবিয়া দেশের লোকের দুর্ভাবনার সীমা নাই। বৃটেনে শ্রমিক গবর্ণমেণ্ট গঠিত হওয়ায় ভারতের রাজনৈতিক অধিকার লাভের পথ প্রশস্ত হইবে বলিয়া আশা করা গিয়াছিল। কিন্তু শ্রমিক গবর্ণমেণ্টের সমাজতন্ত্রবাদী খোলস উন্মোচিত হইয়া ভারতের রাজনৈতিক স্বাধীনতার প্রশ্নে আজ তাহাদের সাম্রাজ্যবাদী রূপ প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিয়াছে। নূতন করিয়া প্রাদেশিক আইন সভার সদস্য নির্ব্বাচনের অজুহাতে তাঁহারা সুকৌশলে ভারতের জাতীয় দাবী পূরণের প্রশ্ন দীর্ঘকালের জন্য মুলতবী রাখিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। এই সব কারণে কোন দিক দিয়া আশা বা ভরসার কিছু দেখা যাইতেছে না। কাজেই শারদীয় পূজা উৎসবের কথা ভাবিয়া উৎসাহ ও উল্লাস বোধ করাও আজ লোকের পক্ষে কঠিন হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

কিন্তু যে দুঃখ-গ্লানি ও অন্যায়-অবিচারের কথা ভাবিয়া আমরা আজ মাতৃ-পূজার আগ্রহ হারাইতে বসিয়াছি সে শোচনীয় দুর্গতি কাটাইয়া উঠিবার জন্যই নবোৎসাহে আবার মহাদেবীর পূজা অর্চ্চনা সুরু করিবার প্রয়োজনীয়তা আছে। হিন্দু জাতির এই মহাপূজা বিঘ্ননাশিনী, কল্যাণদায়িনী ও অসুরদলনী দেবীর পূজা। অন্যায়-অবিচার ও অজ্ঞতা অশুচিতার মূর্ত্ত বিগ্রহ স্বরূপ যে অসুর তাহাকে ধ্বংস করিবার জন্য দেবী দশপ্রহরণ হস্তে শক্তিস্বরূপিণীরূপে আবির্ভূতা হইয়াছিলেন। সেই দেবীমূর্ত্তির পূজা অর্চ্চনার ভিতর দিয়া অন্যায় ও অসত্যকে পদদলিত করিয়া সত্য ও ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা সাধনের ইঙ্গিত সুস্পষ্ট। এই মহা-পূজার প্রচলন দ্বারা মানব সমাজে সত্য, সংস্কৃতি ও ন্যায় বিচারের বিজয় অভিযান কামনা করা হইয়াছে। জ্ঞানের আলোক বিকাশের সঙ্গে একনিষ্ঠ সাধনা দ্বারা নিজেদের দুঃখ, দৈন্য অপসারণের উপযোগী শক্তি ও সাহস লাভ করিবার জন্য এই মাতৃযজ্ঞের ব্যবস্থা। অভাব-অনটন, অবিচার উৎপীড়ন এবং লোভ ও ভণ্ডামীর পুঞ্জীভূত গ্লানির ভিতর দেশ ও দশের কল্যাণের জ্ঞান ও শক্তি লাভের এই সাধনা আজ একান্ত প্রয়োজন। সে হিসাবে দেশের ঘরে ঘরে অভয়দাত্রী বিঘ্ননাশিনী জগন্মাতার পূজা উৎসব সগৌরবে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হউক, এই কামনাই আমরা করিব।

যুদ্ধোত্তর জগতের পুনর্গঠন

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার

ছয় বৎসর পর দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ হইয়াছে। এই যুদ্ধে বহু বিস্ময়কর ঘটনার মত আমরা দেখিতেছি, বিজয়ীপক্ষের মনেও জয়-গৌরবজনিত কোন আত্মশ্লাঘা নাই—এ যেন মারীভয় হইতে নিষ্কৃতির বৈরাগ্যময় সন্তোষ। সাম্রাজ্যলোভী ফাসিস্ত শক্তির বিনাশ ঘটিয়াছে, সাম্রাজ্যভোগীদেরও কায়েমী স্বার্থ অক্ষতভাবে রক্ষার পথে বহু বিঘ্ন দেখা দিয়াছে। সাম্রাজ্যবাদ আজ ক্ষয়রোগীর মত মুমূর্ষু—ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার ইনজেক্‌সন দিয়া যে ইহাকে আর টিকাইয়া রাখা যাইবে না, বিচক্ষণ ব্যক্তিমাত্রেই ইহা নিরীক্ষণ করিতেছেন। প্রথম মহাযুদ্ধের পর সাম্রাজ্যবাদী ক্ষমতালোভীদের যে কূটনৈতিক ষড়যন্ত্রে দুর্ব্বল জাতিগুলি বঞ্চিত হইয়াছিল, সেই ষড়যন্ত্রকারীদের মানসবংশধরগণ ধরাপৃষ্ঠ হইতে বিলুপ্ত হয় নাই সত্য—কিন্তু তাহাদের বিরোধী প্রগতিশীল বামপন্থী গণতান্ত্রিক শক্তিগুলি প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। অস্ত্রে অস্ত্রে সংঘাত অবসান হইলেও দুই পরস্পরবিরোধী মতবাদ বা মনোভাবের সংঘর্ষ ক্রমে স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে। বহুবিধ চিন্তামন্থসঞ্জাত সংগ্রামের মধ্যে কায়েমী স্বার্থবাদীদের কৌশলময় প্রচারকার্য্য জনচিত্তকে বহুভাবে বিভ্রান্ত করিতেছে। এই বিভ্রান্তি হইতে ভারতবাসী আমরা—আমাদের মনও মুক্ত নহে। কেন না, স্বার্থসন্ধানী বৈদেশিক প্রচারকদের প্রভাব আমাদের দেশের সংবাদপত্রগুলির উপর অত্যন্ত অধিক। সাধারণ লোক তো দূরের কথা, আমাদের অভিজ্ঞ দূরদর্শী রাজনৈতিক নেতা ও চিন্তাবীরেরাও এই প্রভাব ঠেকাইয়া বর্ত্তমান জগতের প্রতি সরলভাবে দৃষ্টিপাত করিতে পারিতেছেন না।

দৃশ্যতঃ ছয় বৎসর পূর্ব্বে আমাদের রাজনৈতিক পরাধীনতা যেমন ছিল, তেমনি আছে। আমাদের স্বাধীনতার দাবী এবং সংঘর্ষ নূতন নহে। ফাসিস্তবিরোধী যুদ্ধে সরিক হইবার জন্য কংগ্রেস যখন যুদ্ধের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য (ভারতের রাজনৈতিক লক্ষ্যের দিক হইতে) স্পষ্টভাবে ঘোষণার দাবী করিল, বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট সে দাবী উপেক্ষা করিয়াছিলেন। মহাযুদ্ধের গতিপথে ক্রীপস্ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান, নেতৃবৃন্দের গ্রেফতার, জনবিক্ষোভ, সিভিলিয়নী কড়া শাসন এ সমস্তের ফল হইল, অধিকাংশ ভারতবাসী বিরক্তি-বিকৃতচিত্তে ভাবিতে লাগিলেন, বৃটেনের সামরিক পরাজয় ব্যতীত ভারতের স্বাধীনতার কোন আশা নাই। জাপানী বা জার্ম্মান আসিয়া আমাদের প্রভু হউক, তবু ইংরাজ যাক্—এমন অন্ধ উত্তেজনাতেও কেহ কেহ অভিভূত হইয়াছিলেন। কিন্তু অধিকাংশের কামনা ছিল, রক্তমোক্ষণে সকলেই দুর্ব্বল হইয়া পড়িলে ভারতের স্বাধীনতা সহজলভ্য হইবে। কিন্তু যুদ্ধের অভাবনীয় ও অপ্রত্যাশিত পরিণতি ও অবসানে আমরা আর একবার বিহ্বল হইলাম। ভাবিলাম, চার্চ্চিল-চালিত সাম্রাজ্যবাদের শৃঙ্খল কায়েমই থাকিল। চার্চ্চিল কি বলেন নাই তিনি সাম্রাজ্যের কারবার গুটাইবার জন্য প্রধানমন্ত্রী হন নাই? ব্যক্তির ইচ্ছা অনিচ্ছার দিক হইতে যাঁহারা রাজনীতি চিন্তা করেন, তাঁহারা চার্চ্চিলের বাণীকে অপৌরষেয় বেদবাণীর মর্য্যা- দায় প্রতিষ্ঠিত করিয়া নৈরাশ্যে এলাইয়া পড়িলেন।

এদিকে বৃটেনে এক নিঃশব্দ বিপ্লব ঘটিল। দশ বৎসর পর পার্লামেণ্টের নির্ব্বাচনে বিষম-সমর-বিজয়ী জনপ্রিয় নেতা চার্চ্চিলের মহিমা-সূর্য্য যখন মধ্যাহ্ন গগনে, এমন সময় বৃটিশ জনমত চার্চ্চিলের দলকে ক্ষমতার আসন হইতে অপসারিত করিল। বৃটিশ সমাজতন্ত্রীদল (শ্রমিক দল) বিপুল সংখ্যাধিক্যে নূতন গভর্ণমেণ্ট গঠন করিয়াছেন। যাঁহারা চার্চ্চিলের দল এটেলীর দলের মধ্যে কোন পার্থক্য দেখেন না,—অন্ততঃ ভারত সম্পর্কে ইহারা পূর্ব্বের নীতি অনুসরণ করিবেন বলিয়া আশঙ্কা করেন, তাঁহারা ভুলিয়া যান যে, নব্য বৃটেনের দৃষ্টিভঙ্গীতে বহু পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে এবং ইহাদের দাবীর চাপে শ্রমিক গভর্ণমেণ্ট বৃটিশ ধনতন্ত্রের দুই প্রধান ঘাঁটি—কয়লার খনি এবং ব্যাঙ্ক অফ ইংলণ্ড জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করিবার সঙ্কল্প ঘোষণা করিয়াছেন। অবশ্য এ-কথা মনে রাখা আবশ্যক, বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী ও কায়েমী স্বার্থবাদীরা নির্ব্বাচনে পরাজিত হইলেও পরাভূত হয় নাই। তাহাদের প্রচুর অর্থ আছে, জনচিত্তবিভ্রান্তকারী সংবাদপত্রগুলি তাহাদের হাতে। সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে তাহারা প্রতিপদে বাধা দিবে। কিন্তু আন্তর্জ্জাতিক ধনতান্ত্রিক দস্যুসঙ্ঘ গঠন করিয়া প্রতিক্রিয়াশীল বৃটিশ নেতৃত্ব রক্ষার চিরাচরিত ধারা এবার বাধা পাইবে। কেননা, জার্ম্মাণী আজ জীবন্মৃত—পুনরুত্থিত ফ্রান্স সম্পূর্ণরূপে বামপন্থী হইয়াছে। বৃটেনে শ্রমিক দলের জয়ে ইতালী, বেলজিয়াম, যুগোশ্লাভিয়া, রুমানিয়া, বুলগারিয়া, পোল্যাণ্ডে বামপন্থী সমাজতন্ত্রী ও কমিউনিষ্ট দলের প্রভাব ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং এ সকলের পশ্চাতে রহিয়াছে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র সোভিয়েট রাশিয়ার সুদৃঢ় নৈতিক সমর্থন। কাজেই 'পুরাতন পাপীদের' ষড়যন্ত্রের ক্ষেত্র আজ কেবলমাত্র বৃটেন ও আমেরিকায় সীমাবদ্ধ।

মহাযুদ্ধের যবনিকা উত্তোলিত হইবার পর ইয়োরোপে এবং এশিয়ায় গণতান্ত্রিক স্বাধীনতার দাবীর সহিত আমরা শ্রেণীস্বার্থসচেতন, পুরাতন ব্যবস্থার প্রতি বিরক্ত এক অভূতপূর্ব্ব গণ-জাগরণ লক্ষ্য করিতেছি। প্রাচীন ব্যবস্থার অনুরাগী, মুষ্টিমেয় ক্ষমতালোভীর সহিত নবীনের বিরোধ সর্ব্বত্র প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিতেছে। মহাযুদ্ধের পর মৃত জগতের প্রাচীন বাসিন্দারা সাম্রাজ্য ও ধনতান্ত্রিক শোষণ ব্যবস্থার কারবার ফলাও করিয়া তুলিতে পারিবেন না, এই নিষ্ঠুর সত্য ক্রমেই প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিতেছে।

যুদ্ধকালীন ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার
যুদ্ধোত্তর কালে চালু রাখতে হলে
আর্থিক উন্নতি ও সুব্যবস্থার দাবী
জানায় সুপ্রতিষ্ঠিত এবং সুপরিচালিত

দার্জিলিং ব্যাঙ্ক
লিমিটেড।
ভবানীপুর ঃ ঃ কলিকাতা।

ফোন ঃ পি কে—২৬৮১
টেলিঃ—"Rainbow" Cal.

বি, মুখার্জ্জি,
ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

এই আন্তর্জ্জাতিক ঘটনার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াই জওহরলাল বলিতেছেন, ভারতের মুক্তি সমস্যার সমাধান মানব-মুক্তি সমস্যারই অংশ। ভারতের মুক্তি বিশ্বমানবের মুক্তি-সংগ্রাম হইতে স্বতন্ত্র নহে। কংগ্রেসের কার্য্যকরী সমিতিও ঘোষণা করিয়াছেন—আপোষের পথে সহযোগিতাই আমাদের কাম্য—যদি প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে অসহযোগ ও সংঘর্ষের পথ লইব। এ-কথা সত্য, ভারতীয় সমস্যা সমাধানে শ্রমিক গভর্ণমেণ্ট, কোয়ালিশান গভর্ণমেণ্টের ক্রীপস প্রস্তাবের অধিক অগ্রসর হইতে পারেন নাই। কিন্তু এ কথা মনে রাখিতে হইবে, রাষ্ট্রক্ষেত্রে কোন প্রস্তাব বা সিদ্ধান্ত চরম ও চূড়ান্ত নহে। চার্চ্চিলী দলের ভণ্ডামী ও কাপট্য আমরা দেখিয়াছি। কিন্তু শ্রমিক দল কিছু কালহরণ কৌশল অবলম্বন করিলেও আন্তরিক আগ্রহ লইয়া সমস্যা সমাধানে অগ্রসর। শ্রমিক দলের নেতাগণ নিশ্চিতরূপে বুঝিয়াছেন, এই পরিবর্ত্তিত জগতে অর্দ্ধ-ফাসিস্ত সিভিলিয়নী লোহার কাঠামোর মধ্যে ভারতকে আর ধরিয়া রাখা যাইবে না। সাম্রাজ্যবাদের শৃঙ্খল খসিয়া পড়িবেই।

সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেল বলিয়াছেন, বাস্তববাদীর দৃষ্টিভঙ্গী লইয়াই বলিয়াছেন, আগামী পাঁচ বৎসরের মধ্যে ভারত পূর্ণ স্বাধীনতা পাইবে। বৃটেনের সহিত চরম বোঝাপড়ার জন্য আমাদের কতকগুলি স্তর অতিক্রম করিতে হইবে, নিজেদের দোষ-ত্রুটি স্খালন করিয়া লইতে হইবে। প্রধান মুখ্য বাধা জিন্নাজী চালিত মুসলিম লীগের দুই জাতিতত্ত্ব এবং পাকিস্থান। দেশীয় নৃপতি-শাসিত ভারতে সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট জীয়াইয়া রাখিয়াছেন, ইহারই অনুকরণে জিন্নাজী মধ্যযুগীয় সামন্ততান্ত্রিক মুসলিম রাষ্ট্র গঠনের দাবী করিয়া বৃটেনের আনুকূল্য ও আশ্রয় চাহিতেছেন। গণতন্ত্র ও রাষ্ট্র-বিজ্ঞান-বিরোধী এই অযৌক্তিক দাবীর পশ্চাতে চার্চ্চিল-এমেরী কোম্পানীর যে পরোক্ষ সমর্থন ছিল, তাহা অন্তর্হিত হইয়াছে। নূতন নির্ব্বাচনের পর গণ-পরিষদ এই দাবীর শোভন সমাধি রচনা করিবে। কেননা অন্যান্য দেশের মতই ভারতের রাজনৈতিক আন্দোলনে সমাজতন্ত্রবাদ আশ্চর্য্য প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। ভারতে জাতীয় গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হইবার পর ভারতের ভূমি-ব্যবস্থা ও কৃষি প্রথমেই সমাজতান্ত্রিক পরিকল্পনার আওতায় আসিবে। কৃষক ও গভর্ণমেণ্টের মধ্যে গত দুই শতাব্দীতে যে সকল পরবিত্তজীবী শোষকশ্রেণীর সৃষ্টি হইয়াছে, তাহারা বিলুপ্ত হইবে এবং এই বিলুপ্তি জাতির অর্থনৈতিক ভিত্তিকে দৃঢ় করিবে। দারিদ্র্য ও অশিক্ষার অভিশাপ হইতে শতকরা আশীজন অধিবাসীকে মুক্ত করিতে হইলে সমাজতান্ত্রিক পদ্ধতি ব্যতীত অন্য উপায় নাই। উগ্র জাতীয়তাবাদের আবরণে শোষকশ্রেণীর কায়েমী স্বার্থগুলিকে মনোহর মিথ্যা নাম দিয়া রক্ষা করিবার অপচেষ্টা অবশ্য হইবে—কিন্তু জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের গতি এবং দেশসেবকদের মনোভাব লক্ষ্য করিয়া আমি নিশ্চিত বিশ্বাস করি, ফাসিস্ত ডৌলের ছুঁৎমার্গী জাতীয়তাবাদ অর্থাৎ বিগত শতাব্দীর মৃত আদর্শবাদকে নবীন ভারত অক্লেশেই অতিক্রম করিয়া যাইবে। প্রাচীন ব্যবস্থার মোহে বহু লোকের দুর্গতি সমর্থন করিবে এমন ভণ্ড কে আছে জানি না।

ভারতবাসী আমরা, বহু অসম্মান, পীড়ন ও লাঞ্ছনা সহ্য করিয়াছি। কিন্তু অতীতের তিক্ত স্মৃতি যেন বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের দায়িত্বের প্রতি আমাদের বিমুখ না করে। এই পরাধীন ভারত তাহার শৃঙ্খলভারমন্থর পদে ক্লেশকর যাত্রাপথ প্রায় অতিক্রম করিয়াছে, স্বাধীনতার সুবর্ণময় সুউচ্চ তোরণচূড়া আমাদের চক্ষুর সম্মুখে দীর্ঘরাত্রি অবসানে অরুণোদয়ের আলোকচ্ছটায় উদ্ভাসিত। আমাদের শক্তিমান, সহিষ্ণু নেতাদের পুরোভাগে থাকিয়া গান্ধীজী আমাদিগকে অপথ বিপথ হইতে রক্ষা করিয়া সম্যক পথে পরিচালিত করিতেছেন। অবিশ্বাস, অসন্তোষ ও অতীতের সন্দেহভারাক্রান্ত মন হইয়া যেন আমরা বর্ত্তমানকে বিচার না করি। বৃটেনের গণ-প্রতিনিধিদের সহিত ভারতের গণশক্তির প্রতিনিধিদের নিশ্চয় আপোষ রফা হইবে—ফাসিস্ত দুঃস্বপ্নমুক্ত সর্ব্বমানবের কল্যাণবুদ্ধির প্রেরণা ইহাকে সম্ভব করিবে—বৃটেন ও ভারতের ইতিহাসের এক কলঙ্ক-মলিন অধ্যায়ের পরিসমাপ্তির আর বিলম্ব নাই।

কলিকাতা ক্লিয়ারিং হাউসের ক্লিয়ারিং সুবিধাযুক্ত জাতীয় উন্নতিশীল ব্যাঙ্ক—

এসোসিয়েটেড ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া লিঃ

(প্রতিষ্ঠিত—১৯৩৬)

হেড অফিস—৫ ও ৬, হেয়ার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

অনুমোদিত মূলধন ২০,০০,০০০ টাকা	আদায়ীকৃত মূলধন ৫,১৮,৬৫৪৲ টাকা
বিক্রীত মূলধন ৯,৮৯,২৪০৲ টাকা	কার্য্যকরী তহবিল ৫০ লক্ষ টাকার অধিক

শেষ ঘোষিত লভ্যাংশ ৭%

শাখা

বাংলা—যাদবপুর, টালীগঞ্জ ১নং (অশোক পার্ক), টালীগঞ্জ ২নং (চারু এভিনিউ), খড়গপুর (বি, এন, রেলওয়ে), নারায়ণগঞ্জ, রংপুর, ময়মনসিংহ।

আসাম—রঙ্গিয়া, খয়রাবাড়ী, মঙ্গলদৈ।

ইউ, পি—বেনারস।

আসানসোল শাখা শীঘ্রই খোলা হইবে।

জেনারেল ম্যানেজার—এস, ব্যানার্জী। ম্যানেজিং ডিরেক্টর—এ, সি, গুহ।

আসন্ন অর্থনৈতিক বিপদ

শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেকদিকে যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠনের ধূয়া উঠেছে। গত মহাযুদ্ধের পর অবশ্য যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠনে সকলেরই উৎসাহ ছিল এবারের চেয়ে বেশী, কেন না উইলসনের কথাবার্তা ও রাষ্ট্রসংঘ প্রতিষ্ঠা ইত্যাদির ফলে অনেক অধীন ও ছোট দেশের মনেও অভূতপূর্ব আশার সঞ্চার হয়েছিল। কিন্তু তারপর জগতের অভিজ্ঞতা শোচনীয়। এ অবস্থায় এই যুদ্ধ সম্বন্ধে উৎসাহিত হওয়া বা পুনর্গঠন সম্বন্ধে আশান্বিত হওয়া, দুই-একটী মালিক দেশের পক্ষে অস্বাভাবিক না হলেও, অন্ততঃ অধীন ও অনগ্রসর দেশগুলির পক্ষে স্বাভাবিক নয়। কিন্তু মুস্কিল হচ্ছে এই যে, ইচ্ছা না থাকলেও বর্তমান জগতে জগৎ-প্রবাহ হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকবার উপায় নেই। জগতের এক কোণে গোলমাল শুরু হলে তা সমস্ত জগৎময় ছড়িয়ে যায়। অর্থনৈতিক ব্যাপারে এ কথা আরও সত্য। সেইজন্য যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠন সম্বন্ধে উৎসাহ থাক্ বা নাই থাক্, এই মহাযুদ্ধের পর জগতের অর্থনৈতিক অবস্থা কি দাঁড়াবে এবং তার ফলাফল আমাদের দেশের উপর কি হবে, সে সম্বন্ধে আমাদের সুস্পষ্ট ধারণা থাকা অত্যাবশ্যক। আর, তা ছাড়া মালিক দেশেরা সাহায্য করুন বা নাই করুন, পুনর্গঠন আমাদের করতেই হবে। তা করতে হলেও জগতের বিবর্তন কোন্ পথে সে সম্বন্ধে আন্দাজ থাকা দরকার। সেইজন্য জগতের অর্থনৈতিক অবস্থা আপাততঃ কি দাঁড়াবে সেই সম্বন্ধে কয়েকটী কথা এই প্রবন্ধে আলোচনা করব।

নানা কারণে মনে হয় গত মহাযুদ্ধের পর অর্থনৈতিক গোলমাল যে রকম তীব্র হয়ে উঠেছিল, এবার গোলমাল যেন আরও তীব্র হয়ে ওঠার সম্ভাবনা। এ রকম আন্দাজ করবার যথেষ্ট কারণ দেখা দিচ্ছে। আর্থিক পরিসংখ্যান দিয়ে বিচার করলে দেখা যায়, গত মহাযুদ্ধের পর আর্থিক গোলমাল বহুদিনই চলেছিল, এমন কি, বলতে গেলে, ১৯৩৫ সালের পূর্ব পর্যন্ত স্বাভাবিক অবস্থা ঠিক ফেরে নি। যুদ্ধ থামবার কয়েক বছর পর পর্যন্ত সবদিকেই গোলমাল ছিল; অধিকৃত ও বিজিত দেশগুলিতে না ছিল খাদ্য, না ছিল জীবনযাত্রার জন্য প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র, না ছিল শিল্পসম্ভার। বিজেতাদের মধ্যেও বহু দেশের আর্থিক অবস্থা ছিল শোচনীয়, তাদেরও খাদ্যাভাব ও অন্যান্য অভাব ছাড়া মূলধনের অভাব ও উৎপাদন শক্তির অভাব ছিল প্রচণ্ড। কয়েক বছর এইভাবে কাটবার পর ১৯২১ সাল নাগাৎ দেখা দিল দাম চড়বার পালা। সেই দাম চড়বার পালা সাঙ্গ হতে না হতে দেখা দিল প্রথম মন্দার সূচনা। এই সময় বিভিন্ন দেশের মুদ্রামূল্য নতুন করে স্থিরীকৃত হতে লাগল। সেই মুদ্রামূল্য অনেক সময় সঠিক নির্ধারিত না হওয়ায় আন্তর্জাতিক লেনদেনের ক্ষেত্রে গোলমাল দেখা যেতে লাগল। এ ছাড়া আন্তর্জাতিক দেনা-পাওনার বিন্যাসও অন্য রকম হয়ে দাঁড়াল। স্বল্প-মেয়াদী মূলধন রাজনৈতিক কারণে দেশ হতে দেশান্তরে উড়ে বেড়াতে লাগল; তা ছাড়া দীর্ঘ-মেয়াদী ঋণের ব্যাপারেও যে সব দেশ এতদিন পর্যন্ত ছিল অধমর্ণ (যেমন, আমেরিকা), সে সব দেশ হয়ে দাঁড়াল উত্তমর্ণ। এ ছাড়া আরও একটী জিনিষ ঘটল; এ পর্যন্ত আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের গতি ছিল যে সব দিকে এখন সে গতি অন্য দিকে প্রবাহিত হল। ফলে আন্তর্জাতিক লেনদেনের ক্ষেত্রে বহু মৌলিক পরিবর্তন দেখা দিল। এই সমস্ত পরিবর্তনের মধ্যে সামঞ্জস্য অনেক সময়ই না ঘটায় ক্রমে ক্রমে মন্দার বীজ দেখা দিল। এইভাবে ক্রমে ক্রমে মন্দা আরম্ভ হল। মন্দার ইতিহাস আমাদের সুপরিচিত। একে একে ষ্টার্লিং দল, স্বর্ণ দল, ডলার দল এবং অন্যান্য দলভুক্ত দেশগুলির মধ্যে মন্দা ক্রমে সংক্রামিত হল। মন্দার প্রভাব কাটতে কাটতেই শুরু হল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্বাভাস, দাম আবার চড়তে আরম্ভ হল।

সুতরাং এই পঁচিশ বছরে প্রকৃত অর্থনৈতিক শান্তি কোন সময়েই না থাকলেও অন্তর্নিহিত গোলমালগুলি তীব্র হয়ে ফুটে উঠতে প্রায় দশ বছর লেগেছিল। ১৯১৯ সালে যুদ্ধ-শান্তির পর ১৯২৯ সালে মন্দা আরম্ভ হবার আগে পর্যন্ত আর্থিক গোলমাল ভিতরে ভিতরে চলতে থাকলেও, তা খুব প্রলয়ঙ্কররূপে তীব্র হয়ে ওঠেনি। কিন্তু এবার মনে হয়, এখনথেকে যথা ব্যবস্থা না করলে, সংকট শুধু যে আরও তীব্র হয়ে দেখা যাবে তাই নয়, সংকট আরও শীঘ্র দেখা দেবার সম্ভাবনা। কেন যে এই সম্ভাবনা আছে বলে মনে হচ্ছে, সেই কথাই আলোচ্য।

প্রথমে যুদ্ধের ঠিক পরবর্তী অবস্থাটা আলোচনা করে দেখা যাক্। গত মহাযুদ্ধের ঠিক পরেই ইউরোপ, বৃটিশ যুক্তরাজ্য ও আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থা ছিল এই ধরণের ঃ—

(১) ইউরোপ। ১৯১৯ সাল হতে পরবর্তী বছর দুয়েক ইউরোপে প্রায় প্রত্যেক জিনিষেরই ঘাটতি ছিল। তার মধ্যে কি কি জিনিষ কত পরিমাণে ও কি দামে আমদানি হয়েছিল তার হিসেব পাওয়া যায়—

ইউরোপ মহাদেশে বাইরে হতে আমদানি

	(১) খাদ্যদ্রব্য	(২) কাঁচা মাল ও আধা-উৎপন্ন জিনিষ	(৩) সম্পূর্ণ তৈরী জিনিষ	
		(১)	(২)	(৩)	মোট
(ক) চলতি দামের হিসেবে (একশত কোটি ডলার)	১৯১৩ সাল	১.৫	৩.১	০.৮	৫.৪
	১৯১৯ সাল	৩.৮	৩.৬	২.৩	৯.৮
	১৯২০ সাল	২.৫	৩.৫	১.৬	৭.৬
	১৯২৭ সাল	২.০	৩.৪	০.৯	৬.৩
	১৯৩৭ সাল	১.৪	২.৯	০.৭	৫.০
(খ) পরিমাণেব হিসেব ১৯২৭=১০০.	১৯১৩ সাল	১০৯	১১৭	১২২	১১৫
	১৯১৯ সাল	১২০	৬২	১৬৭	৯৫
	১৯২০ সাল	৮৩	৬১	১০৭	৭৫
	১৯২৭ সাল	১০০	১০০	১০০	১০০
	১৯৩৭ সাল	৯১	১০৪	৯৬	৯৯

(লীগ অফ্ নেশনসের Europe's Overseas Needs 1919-20 হতে গৃহীত)

দাশ ব্যাঙ্ক লিমিটেড্

ব্যবসায়ীদের সুবিধাজনক সর্তে মালপত্র, বিল, জি, পি, নোট, মার্কেটেবল শেয়ার ইত্যাদি রাখিয়া টাকা দেওয়া হয়।

★

চেয়ারম্যান ঃ

আনাদামোহন দাশ

৯-এ, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

দেখা যাচ্ছে ইউরোপে ১৯১৩ সালের তুলনায় ১৯১৯ সালে খাদ্যদ্রব্যের আমদানি বেড়েছিল, কাঁচা মাল ও আধা-উৎপন্ন জিনিষের আমদানি কমে গিয়েছিল, আর সম্পূর্ণ-উৎপন্ন জিনিষের আমদানির পরিমাণও ভয়ানক বেড়েছিল। এর কারণ সহজেই বোঝা যায়। শিল্প-সম্ভার উৎপাদনের ক্ষমতা বিশেষ কোন দেশেরই না থাকায়, কাঁচা মাল ও আধা-তৈরী মাল আমদানি স্বভাবতঃই কমেছিল, কিন্তু দেশে খাদ্যদ্রব্য না থাকায় খাদ্যদ্রব্যের আমদানি বাড়া খুব স্বাভাবিক আর শিল্পজ দ্রব্য নিজের দেশে উৎপন্ন না হওয়ায় অন্য দেশ থেকে তার আমদানি বাড়াও খুব স্বাভাবিক। এই জন্যই কাঁচা মাল আমদানি কমেছিল এবং খাদ্যদ্রব্য ও শিল্পজ দ্রব্য আমদানি বেড়েছিল।

এই হল প্রথম কথা। দ্বিতীয় কথা হচ্ছে, এই দাবী কোন্ কোন দেশ হতে প্রধানতঃ মিটেছিল? উক্ত পুস্তিকা হতে দেখা যায় যে, এইসমস্ত অভাব মেটাবার প্রধানতম দায়িত্ব গ্রহণ করেছিল আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র। ইউরোপে মোট আমদানির শতকরা কত অংশ কোন দেশ থেকে আমদানি তা আলোচনা করলেই এ কথা বোঝা যায়ঃ—

এ ছাড়াও অনেক সময় খাদ্যদ্রব্য বিনা দামে সাহায্য পাওয়া গিয়েছিল, সে সাহায্যও অধিকাংশ এসেছিল আমেরিকা থেকে।

এইভাবে যুদ্ধোত্তর কতকগুলি অভাব মিটেছিল। (অবশ্য অভাব এ ছাড়াও আরও ছিল, কিন্তু তার বেশী আর পাওয়া যায় নি।) কিন্তু সেই সঙ্গে দরকার হল আন্তর্জাতিক ঋণের। কি বিজেতা, কি বিজিত, প্রত্যেকেরই দরকার ছিল নানা জিনিষের, সেইসঙ্গে দরকার ছিল যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠনের ভিত্তিস্থাপনার,—কিন্তু এসবের নগদ দাম দেবার ক্ষমতা প্রায় কোনও দেশেরই ছিল না। সেইজন্য প্রত্যেক দিকেই ঋণের উপর নির্ভর ছিল। সে সময় ইউরোপে রপ্তানির চেয়ে আমদানির আধিক্য ছিল ১২,৪০০,০০০,০০০ ডলারের। এই বারশত কোটি ডলারের মধ্যে ইউরোপ হতে সোনা পাঠিয়ে দশ কোটি ডলারের দাবী মেটান হয়েছিল। অন্যান্য আয় (যথা আমেরিকা বা ইংলণ্ড ইউরোপে তাদের সৈন্য রাখবার জন্য ইউরোপে যে খরচ করত) হতে ৫৬০ কোটি ডলারের দাবী মেটান হয়। বাকী থাকে ৬৭০ কোটি ডলার। এর মধ্যে আমেরিকা প্রভৃতি বিভিন্ন দেশ হতে স্বল্পমেয়াদী ঋণ পাওয়া যায় ২৭০ কোটি ডলার, আর দীর্ঘমেয়াদী ঋণ পাওয়া যায় ৪০০ কোটি ডলার। জমা খরচের হিসেবটা তাহলে দাঁড়ায় এইরকম ঃ—

ইউরোপে মোট আমদানির শতকরা কত অংশ কোন্ দেশ হতে আমদানি

	খাদ্যদ্রব্য			কাঁচামাল বা আধা-তৈরী মাল			সম্পূর্ণ-উৎপন্ন মাল		
	ইংলণ্ড হতে	আমেরিকা হতে	অন্যত্র হতে	ইংলণ্ড হতে	আমেরিকা হতে	অন্যত্র হতে	ইংলণ্ড হতে	আমেরিকা হতে	অন্যত্র হতে
১৯১৩	৮%	২৫%	৬৭%	১৯.৫%	২২.৫%	৫৮.৫%	৬২.৫%	১২.৫%	২৫.০%
১৯১৯	৮,,	৫০,,	৪২,,	২৬.১,,	৩৬.১,,	৩৬.১,,	৫৬.৫,,	৩৯.১,,	৪.৪ ,,
১৯২০	৪,,	৪৪,,	৫২,,	২৮.৬,,	৩৬.১,,	৩৬.১,,	৬২.৫,,	৩০.০,,	৭.০ ,,
১৯২৭	৫,,	২০,,	৭৫,,	১৮.০,,	২৬.৫,,	৫৫.৫,,	৫৫.৫,,	৩৩.৩,,	১১.১,,

আমদানির আধিক্য—১২৪০ কোটি ডলার

স্বর্ণ রপ্তানি	১০ কোটি ডলার	
অন্যান্য আয়	৫৬০ ,,	,,
ঋণ		
(ক) স্বল্প-মেয়াদী	২৭০ ,,	,,
(খ) দীর্ঘ-মেয়াদী	৪০০ ,,	,,
	১২৪০ ,,	,,

দীর্ঘ-মেয়াদী ৪০০ কোটি ডলারের মধ্যে আমেরিকার সরকার ইউরোপের বিভিন্ন সরকারকে ঋণ দেয় ২০০ কোটি ডলার, আর ইংলণ্ড দেয় ৮০ কোটি ডলার। আমেরিকা ইউরোপের বে-সরকারী প্রতিষ্ঠানদের ঋণ দেয় ৭০ কোটি ডলার, অন্যান্য দেশ দেয় ৫০ কোটি ডলার। এইভাবে মোট ৪০০ কোটি ডলার ধার পাওয়া যায়। দেখা যাচ্ছে, এই ৪০০ কোটির মধ্যে আমেরিকার কাছ হতে পাওয়া গিয়েছিল ২৭০ কোটি। স্বল্প-মেয়াদী ঋণেও আমেরিকার প্রাধান্য ছিল খুব বেশী।

কিন্তু এত ধার দেওয়া সত্ত্বেও বহু দেশে সে সময় মুদ্রা-বিভ্রাট হয়েছিল; তার প্রধানতম কারণ এই যে, বিধ্বস্ত দেশগুলির উৎপাদন ক্ষমতা পুনরায় গঠিত না হওয়ায় সে সব দেশে বেকার সমস্যা যেমন একদিকে প্রবল হয়ে উঠল তেমনই অন্যদিকে কাঁচা মাল আমদানির ও শিল্পজ দ্রব্য রপ্তানির সুব্যবস্থা না থাকায় মুদ্রা-

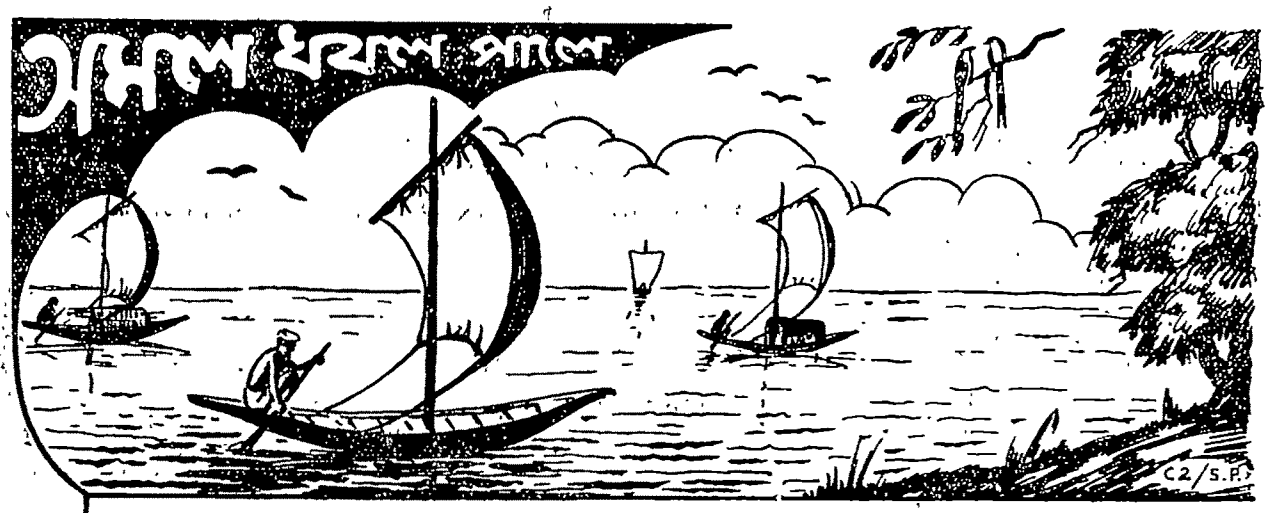

যখন মন্দ মধুর হাওয়ার পরশ লাগে, নৌকা ছুটে তীরের মতো। পরস্পর সাহায্য ও সহানুভূতি পেয়ে মানুষের জীবনের গতিও হ'য়ে উঠে তীব্র ও তীক্ষ্ণ। ইহা আকস্মিক কিংবা কাল্পনিক নয়। ইচ্ছা থাকলেই ইহার সৃষ্টি হয়। এই আনন্দের দিনে "সিটিজেনস্"ও আপনার জন্য এই যোগাযোগ সৃষ্টি করতে পারে। পত্র দিয়ে সব জানুন।

রায় বাহাদুর রামেশ্বর নাথানী—চেয়ারম্যান

মিঃ বি, বি, মজুমদার, বি-এ, এল-এল-বি, ম্যানেজার।

মিঃ পি, এস, নারায়ণ, জেনারেল ম্যানেজার।

মিঃ এইচ্, চক্রবর্ত্তী, বি-এল, সেক্রেটারী।

সিটিজেন্স অব ইণ্ডিয়া

মিউচুয়াল ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ কলিকাতা

বিনিময় হারের উপর চাপ পড়ছিল খুব বেশী। লীগ অফ নেশনসের উপরিউক্ত পুস্তিকায় বলা হয়েছে—Under the pressure of the demand for foreign exchange to pay for raw material and other essential imports currency values depreciated and many in the end finally collapsed. অবশ্য মুদ্রার বৈদেশিক মূল্য কমায় রপ্তানির সুবিধা কোথায়ও কোথায়ও হয়েছিল বটে, কিন্তু তার অন্যদিকে অসুবিধাও ছিল। উক্ত রিপোর্টের ভাষায়—The price paid by them for the stimulus to export and greater opportunity for employment was the disintegration of their whole economic and social and political fabric.

সুতরাং যুদ্ধের ঠিক পরের ইউরোপের অবস্থা আলোচনা করলে দেখা যায়ঃ (ক) সেখানে খাদ্যদ্রব্য ও শিল্পজ দ্রব্যের অভাব যথেষ্ট। (খ) সেইজন্য প্রথম দরকার খাদ্য ও শিল্পজ দ্রব্য। (গ) সেই সঙ্গে দরকার শিল্প ক্ষমতার পুনঃপ্রতিষ্ঠা, যাতে আবার তারা কাঁচা মাল বা আধা-তৈরী মাল নিতে পারে। (ঘ) প্রথমে সাহায্য দান, পরে ঋণদান এবং জিনিষপত্র সরবরাহ করা—প্রত্যেক ক্ষেত্রেই আমেরিকার উপর নির্ভর ছিল। (ঙ) যতদিন পর্যন্ত দেশগুলি পুনর্গঠিত না হয় ততদিন পর্যন্ত তারা রপ্তানির চেয়ে আমদানি বেশী করতে বাধ্য এবং সে হিসেবে তাদের নির্ভর ঋণের উপর। গত মহাযুদ্ধে যতদিন আমেরিকা ঋণ দিয়েছিল ততদিন সংকট খুব তীব্র হয়ে ওঠেনি, আমেরিকার ঋণদান বন্ধ হবার সঙ্গে সঙ্গে সংকট তীব্রতর হয়ে উঠল।

(২) বৃটিশ যুক্তরাজ্য ও আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র। উভয় দেশেই যুদ্ধ থামবার সঙ্গে সঙ্গে মন্দা দেখা দেবার বদলে দেখা দেয় দাম-চড়বার পালা। ইংলণ্ডে এরকম দাম চড়বার প্রধান কারণ হচ্ছে এই যে, যুদ্ধ শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে বাধানিষেধ সব দূর হবার ফলে এতদিন যে সমস্ত দাবী নিরুদ্ধ হয়েছিল সেই সব দাবী একসঙ্গে প্রকাশ পাওয়ায় অথচ উপযুক্ত পরিমাণে জিনিষ না থাকায় দাম বাড়া স্বাভাবিক। আমেরিকায় অবশ্য যুদ্ধোপযোগী উৎপাদন ব্যবস্থা অন্য দেশের তুলনায় তাড়াতাড়ি শান্তিকালীন উৎপাদন ব্যবস্থায় পরিণত হতে পেরেছিল। সেইজন্য তার জিনিষের চাহিদা তখন সারা জগৎময়। যাই হোক্, উভয় দেশেই দাম প্রথম দিকটা খুব বেড়ে শেষকালে মন্দা আরম্ভ হল এবং তার ফলে উভয় দেশেই আর্থিক গোলমাল দেখা দিল।

বাস্তবিকপক্ষে এইরকম তেজী-মন্দী যে শুধু ইংলণ্ড বা আমেরিকায় সেসময় ঘটেছিল তা নয়, প্রায় প্রত্যেক দেশেই তা অল্প বিস্তর ঘটেছিল। যুদ্ধান্তের আর্থিক বিবর্তনের গতিই হচ্ছে মোটামুটি তাই। যুদ্ধের সময় সাধারণ মানুষ তার দরকারী জিনিষ পায় না, কিন্তু তার দাবী যতটা কমে (বা কমতে বাধ্য হয়) তার চেয়ে অনেক বেশী বাড়ে সরকারী দাবী। কিন্তু যুদ্ধ শেষ হয়ে গেলে সরকারের দাবী হঠাৎ যতটা কমে যায় জনসাধারণের দাবী অত তাড়াতাড়ি তার স্থান পূরণ করতে পারে না। সেইজন্য কতকগুলি দিকে মন্দা দেখা দেওয়া স্বাভাবিক। দ্বিতীয়তঃ, কোনও কোনও দিকে আবার জিনিষের অভাব দাবীর তুলনায় বেশী থাকায় দাম বাড়ে এবং সত্যকার দাম বাড়ার চেয়ে অনেক সময়ই দাম বাড়ে স্পেকুলেশনের জন্য। কিন্তু স্পেকুলেশন দীর্ঘকাল চলতে হলে দাম অবিরত চড়ার দিকে থাকা চাই। বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা যায় কিছুদিন পরে স্বাভাবিক দাবীর পরিমাণ জানা যাবার সঙ্গে সঙ্গে এবং জিনিষপত্র তৈরী আরম্ভ হবার সঙ্গে সঙ্গে এরকম স্পেকুলেশন ভেঙে পড়ে এবং ফলে মন্দা শুরু হয়। গত মহাযুদ্ধের কিছুদিন পরে, অর্থাৎ ১৯২০।২১ সাল নাগাৎ এই অবস্থাই ঘটেছিল।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে গত মহাযুদ্ধের পর অর্থনৈতিক বিবর্তনের ধারা ছিল এই ধরণেরঃ প্রথম যুগে, যে সব দেশ যুদ্ধবিধ্বস্ত তাদের জন্য দরকার জিনিষের সাহায্য ও টাকার সাহায্য,—খাদ্যদ্রব্য ও শিল্পজ দ্রব্য; আর সেই সঙ্গে দরকার তাদের উৎপাদন ক্ষমতার পুনর্গঠন। এই যুগটা কাটবার পরই, বা কাটতে কাটতেই আরম্ভ হয় দ্বিতীয় যুগ, অর্থাৎ জগৎময় তেজী-মন্দীর পালা। এখন আমরা তৃতীয় যুগ সম্বন্ধে আলোচনা করব, অর্থাৎ এই রকম মহাযুদ্ধের ফলে আরও দীর্ঘস্থায়ী কি কি গোলমাল সাধারণতঃ দেখা দেয় সেইগুলিই জানবার চেষ্টা করব।

পূর্বে বলেছি, গত মহাযুদ্ধের পর এই রকম তেজী-মন্দী হওয়ায় সকল দেশই তাদের

এরিয়ান পেপার মিলস্ লিঃ

হেড্ অফিসঃ ১২, চৌরঙ্গী স্কোয়ার, কলিকাতা

মিলস্ এ্যাণ্ড প্লাণ্টেশানস্ঃ মহদা (বি, এন, আর)

* ইংলণ্ড হইতে আধুনিক যন্ত্রপাতি আনিবার জন্য আবশ্যকীয় অগ্রিম টাকা দেওয়া হইয়া গিয়াছে।
* কোম্পানীর নিজস্ব জমিতে সাবয় ঘাস ইত্যাদি পেপার পাল্পের চাষ হইতেছে। সাবয় ঘাস ইত্যাদি এই সব পাল্প বিক্রয় হইতেই প্রচুর লাভ হইবার সম্ভাবনা আছে।
* অর্ডিনারী ও প্রেফারেন্স শেয়ার হোল্ডারগণকে যথাক্রমে অন্ততঃপক্ষে শতকরা বার্ষিক ৫৲ ও ৬৲ হারে আয়করমুক্ত লভ্যাংশ না দেওয়া পর্য্যন্ত ম্যানেজিং এজেন্টস্ কোন পারিশ্রমিক গ্রহণ করিবেন না।

এখনও সমমূল্যে শেয়ার পাওয়া যায়।

প্রতিখানি ১০৲ মূল্যের অর্ডিনারী শেয়ার—আবেদনের সহিত ১৲ শেয়ার বিলির এক মাসের মধ্যে ১৲ এবং বাকী টাকা সমান চারি কিস্তিতে দুই মাস অন্তর দিতে হইবে।

প্রতিখানি ১০০৲ মূল্যের (শতকরা বার্ষিক ৬৲ হারের আয়-কর-মুক্ত কিম্যুলেটিভ) প্রেফারেন্স শেয়ার—আবেদনের সহিত ১০৲ ও শেয়ার বিলির ৭ দিনের মধ্যে বাকী টাকা দিতে হইবে।

* শেয়ারের জন্য প্রত্যেক আবেদনপত্রে ১৲ করিয়া প্রবেশমূল্য দিতে হয়।

অবশিষ্ট শেয়ার বিক্রয়ার্থ প্রতিপত্তিশীল এজেণ্ট আবশ্যক

অনির্দ্দিষ্ট ভবিষ্যতে ছাড়া মূলধনের যে অংশ ভালভাবে ব্যয় করা যাইবে না বলিয়া কেন্দ্রীয় সরকার মনে করেন, মূলধনের সেই অংশ কতকগুলি সিকিউরিটিতে গচ্ছিত রাখিতে হইবে, কেবলমাত্র এই সর্ত্তেই কেন্দ্রীয় সরকার এই শেয়ার বিক্রয়ের অনুমতি দিয়াছেন। সিকিউরিটিতে লগ্নীকৃত টাকা তুলিয়া লইবার জন্য আবেদন করার সময় কেন্দ্রীয় সরকার (কোন দেশীয় রাজ্যের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট থাকিলে রাজপ্রতিনিধির সহিত পরামর্শ করিয়া) বিবেচনা করিয়া দেখিবেন যে, উক্ত টাকা তুলিয়া লইবার সময় আসিয়াছে কিনা এবং এই সময়ে প্রচলিত যে কোন নিয়ন্ত্রণসূচক বিধিব্যবস্থার সহিত সমতা আছে এমন কোন উদ্দেশ্যেই টাকা তুলিয়া লওয়া হইতেছে কি না এবং তাঁহারা সন্তুষ্ট হইলে তবেই উক্ত টাকা তুলিয়া লওয়া যাইবে। একথা পরিষ্কারভাবে জানান যাইতেছে যে, এই অনুমতি প্রদানের দ্বারা ভারত সরকার এতদর্থে প্রচারিত কোন পরিকল্পনার আর্থিক নিরাপত্তা সম্বন্ধে অথবা বিবৃতির যথার্থতা সম্বন্ধে কোন দায়িত্ব গ্রহণ করিতেছেন না।

APP/AP

মুদ্রামূল্য পুনর্নির্ধারণ করল এবং অনেক ক্ষেত্রেই প্রাচীন মুদ্রামান পুনঃপ্রবর্তন করল। কিন্তু মুদ্রামূল্য সঠিক নির্ধারিত না হওয়ায় মুদ্রাব্যবস্থা এবং মুদ্রা বিনিময় হার অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ভেঙে পড়ে। তার সঙ্গে সংযুক্ত হল যুদ্ধের গোলমাল। আন্তর্জাতিক লেনদেনের ক্ষেত্রে দেখা গেল ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশগুলি আমেরিকার ধার শোধ করতে চায় জার্মাণির কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ নিয়ে। কিন্তু আমেরিকার কাছ থেকে নতুন ধার না পেলে জার্মাণি ইংলণ্ড এবং অন্যান্য দেশকে ক্ষতিপূরণ দিতে পারে না। যতদিন আমেরিকা জার্মাণিকে নতুন ধার দিচ্ছিল ততদিন সংকট দেখা দেয়নি, কিন্তু যেই সে রকম ধার দেওয়া বন্ধ হল অমনই সংকটের সূচনা হল। ড্যস পরিকল্পনা, ইয়ং পরিকল্পনা কোনটাই সফল হল না; শেষ পর্যন্ত হুভার মোরেটোরিয়মে এ সমস্ত দেনা-পাওনা বন্ধ করে দিতে হল। তারপর ক্রমে ক্রমে একদিকে হল মন্দার অবসান, কিন্তু অন্য দিকে হল হিটলারের অভ্যুদয়।

এই সমস্ত ঘটনা হতে আরও মৌলিক কতকগুলি কারণের সন্ধান পাওয়া যায়।

আন্তর্জাতিক কারবার শেষ পর্যন্ত নির্ভর করে কয়েকটী জিনিষের উপরে। (১) প্রথম হচ্ছে, দাম ও খরচের পর্যায়। প্রত্যেক দেশেই জীবনযাত্রার একটা মান আছে, জিনিষপত্র উৎপাদনের খরচের একটা পর্যায় আছে। যেমন, আমেরিকার মজুরির হার এবং উৎপাদন খরচ চিরকালই বেশী। এক্ষেত্রে যে সব দেশে মজুরির হার বা উৎপাদন খরচ কম সে দেশের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে হলে আমেরিকাকে উৎপাদন পদ্ধতির উৎকর্ষ সাধন করতে হবে, যাতে চড়া মজুরির খরচ দিয়েও দামে পোষায়।

দেখা গেছে, বাধা না পেলে যে সব দেশের এই cost-price structure এর মধ্যে এমন সাদৃশ্য আছে যে, পারস্পরিক লেনদেনে উভয়েরই লাভ সেই সব দেশের মধ্যে ব্যবসা গড়ে উঠলে সহজে গোলমাল দেখা দেয় না।

(২) দ্বিতীয়তঃ, আন্তর্জাতিক কারবারের গতি নির্ভর করে অনেক সময় আন্তর্জাতিক দেনদার-পাওনাদার সম্বন্ধের উপর। যদি কোনও দেশ অপর দেশটীর উপর অনেক পাওনা রাখে তাহলে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যও সেইভাবে পরিবর্তিত হয়। গত শতাব্দীতে cost-price structure এবং direction of international investment—এই দুটীর মধ্যে বিরোধ না থাকায় আন্তর্জাতিক গোলমাল দেখা দেয়নি। যুদ্ধের পর বহুক্ষেত্রে খরচ অনড় হয়ে গেল অথচ দাম গেল বদলে—ফলে cost-price structure-এর সম্পূর্ণ নতুন চেহারা দেখা দিল। অন্য দিকে জার্মাণি ও অন্যান্য ইউরোপীয় দেশ সর্বস্বান্ত হওয়ায় এবং আমেরিকা প্রভৃতি অধমর্ণ দেশ উত্তমর্ণ হয়ে দাঁড়ানোতে আন্তর্জাতিক দেনা-পাওনার গতিও গেল সম্পূর্ণ বদলে। ফলে cost-price structure অনুসারে কতকগুলি দেশের সঙ্গে কতকগুলি দেশের সম্বন্ধ গড়ে উঠতে চায়, কিন্তু আন্তর্জাতিক দেনা-পাওনার গতি অন্য দিকে টানে। এই দোটানা হতে সংকটের সূত্রপাত হওয়া স্বাভাবিক, সূত্রপাত হয়েছিলও। বাস্তবিকপক্ষে স্থায়ী গোলমালের মূল এই ধরণের দোটানায়।

(৩) তৃতীয়তঃ, তার উপর দেখতে হবে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের চাহিদা ও সরবরাহের অবস্থা কি। ইংলণ্ডে অধিকাংশ লোকই যে শিল্পনির্ভর হতে পেরেছে তার কারণ তাদের কৃষিজ দ্রব্যের দাবী মেটাচ্ছে অন্য কৃষিপ্রধান দেশ এবং সেই সব দেশ শিল্পজ দ্রব্যের জন্য নির্ভর করে ইংলণ্ডের মত শিল্প-প্রধান দেশের উপর। এইভাবে জগতে কতকগুলি দেশ কৃষি-প্রধান বলেই অপর কতকগুলি দেশ শিল্প-প্রধান এবং অন্যান্য দেশ বাণিজ্য-প্রধান হতে পেরেছে। কিন্তু কৃষির চেয়ে শিল্পে এবং শিল্পের চেয়ে বাণিজ্যে লাভ বেশী বলে কৃষি হতে শিল্প এবং শিল্প হতে বাণিজ্যের প্রাধান্যের দিকেই আর্থিক বিবর্তনের গতি। সেইজন্য সব দেশই এই বিবর্তন পথে অগ্রসর হতে চাইছে। কিন্তু প্রত্যেক দেশই যদি বাণিজ্য করতে চায় অথচ বাণিজ্যের বেসাতি না থাকে তাহলে বাণিজ্য চলবে কি নিয়ে? বা সব দেশই যদি শিল্প চালাতে চায় অথচ কাঁচা মাল না থাকে শিল্প চলবে কি দিয়ে? সেইজন্য কোনও দিকে অতিরিক্ত সরবরাহ অথচ অন্য দিকে নিদারুণ অভাব এই রকম গোলমাল এ অবস্থায় হতে বাধ্য। বাস্তবিকপক্ষে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার গোড়ার গলদ এই-ই। এক্ষেত্রে কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের সর্ব-জাগতিক বিতরণ কি এবং সেটা

অরোরা ইনভেষ্টমেণ্ট ট্রাষ্ট লিমিটেড

হেড অফিস—কলিকাতা।

চেয়ারম্যান—শ্রীঅলোকনাথ বাগ্‌চী

ভারতের অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় বাংলাদেশ আজ শিল্প ও বাণিজ্যে অনেক পিছনে রয়েছে। কিন্তু কেন? কেন তার ভাগ্যলক্ষ্মী অপ্রসন্না হলেন। যে বাংলা একদিন ধনসম্পদে ভারতের অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় বিশেষ সমৃদ্ধ ও শক্তিশালী ছিল, তাকে এই চরম অবনতির পঙ্কিল কবল হ'তে মুক্ত করা কি বাঙ্গালীর কর্ত্তব্য নয়? বাংলার এই শিল্প অভিযানকে সাফল্যমণ্ডিত করাই এই প্রতিষ্ঠানের একমাত্র লক্ষ্য।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—মিঃ কে, সি, মিত্র।

মিঃ আর, শর্মা, এম-এ (ইকন), বি-কম, বোম্বাই শাখার সেক্রেটারী নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

সুষ্ঠু কিনা বর্তমান জগতে সেটা বিশেষ বিচার্য বস্তু।

গত শতাব্দীতে দেখা যায় এই World distribution of agriculture, industry and commerce এবং Direction of International Investment এবং cost-price structure—এগুলির টান পরস্পর-বিরোধী ছিল না বলেই গত শতকে স্থায়ী গোলমাল ছিল না। গত মহাযুদ্ধের পর এগুলির টান বিভিন্ন দিকে হওয়ায় স্থায়ী গোলমালের কারণ দেখা গেল। এর একমাত্র প্রতিকার হচ্ছে এই রকম বিভিন্নমুখী গতি বন্ধ করা। অবশ্য লাভের জন্য উৎপাদনই (মানুষের উপকারের জন্য উৎপাদন নয়) যতদিন অর্থনীতির উদ্দেশ্য থাকবে ততদিন এই রকম বিভিন্নমুখী টান বন্ধ করা কঠিন।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, গত মহাযুদ্ধের পর যে বিশ্বব্যাপী মন্দা হয়েছিল তার পিছনে সাময়িক ও স্থায়ী অনেক কারণ ছিল। স্থায়ী কারণগুলির মধ্যে সবচেয়ে মৌলিক কারণ হচ্ছে ঐ বিভিন্নমুখী টান। তার উপর নানা কম বা বেশী দিন স্থায়ী কারণ জুটেছিল। যুদ্ধ ঋণ ও ক্ষতিপূরণ এবং পুনর্গঠনের সমস্যাগুলি তার মধ্যে অন্যতম,—মুদ্রাহার, মুদ্রামূল্য নির্ধারণও তার মধ্যে আসে। সবচেয়ে সাময়িক অথচ গুরুত্বপূর্ণ কারণ হচ্ছে ঠিক যুদ্ধান্তের সমস্যা—ঋণদান ও সাহায্য প্রভৃতির সমস্যা। এই সব স্থায়ী বা সাময়িক কারণগুলির সুষ্ঠু সমাধান না হওয়ার ফলেই গোলমালের স্থায়ী ভিত্তি রচিত হয়েছিল—মন্দার পর যুদ্ধের সাড়া না পড়লে এবং তার ফলে দাম ইত্যাদি চড়তে আরম্ভ না করলে গোলমাল হয়তো আবার দেখা দেওয়াও অসম্ভব ছিল না।

এখন দেখা যাক্, এবার এই সমস্ত সমস্যা সমাধানের কি ব্যবস্থা বড় কর্তারা করেছেন।

প্রথমে সবচেয়ে মৌলিক কারণগুলিই আলোচনা করা যেতে পারে। গত মহাযুদ্ধের পর দাম-খরচের পর্যায়, আন্তর্জাতিক দেনা-পাওনার গতি এবং আন্তর্জাতিক কারবারের বিন্যাসে যেরকম অদল-বদল ঘটেছিল এবার অদল-বদল ঘটেছে তার চেয়ে অনেক বেশী। সে সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করবার এখানে স্থানাভাব, সংক্ষেপে দুই চারটা কথা উল্লেখ করছি।

দাম-খরচের পর্যায়। এ পর্যন্ত দেখা গেছে পশ্চিমের উন্নত দেশগুলিতে খরচের পর্যায় (যথা মজুরী ইত্যাদি) প্রাচ্যের এবং অপেক্ষাকৃত অনগ্রসর দেশগুলির খরচের পর্যায়ের চেয়ে উঁচু। কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা যে প্রতিযোগিতায় সফল হতে পেরেছে তার কারণ হচ্ছে প্রধানতঃ দুটী—(ক) প্রাচ্য ও প্রতীচ্য যে সমস্ত জিনিষ সরবরাহ করে সেগুলি সাধারণতঃ আলাদা জিনিষ, একই জিনিষ নয়। সে হিসেবে তাদের জিনিষগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই complementary, competitive নয়। (খ) দ্বিতীয়তঃ, যেখানে তাদের জিনিষগুলি পরস্পরের পরিপূরক নয়, প্রতিযোগিতামূলকই সেক্ষেত্রেও পশ্চিমের দেশগুলির উৎপাদন পদ্ধতি খুব উৎকৃষ্ট বলে তাদের খরচের পর্যায় চড়া হওয়া সত্ত্বেও তারা সস্তায় মাল জোগাতে পেরেছে।

এখন কিন্তু ক্রমে ক্রমে অবস্থার বদল হচ্ছে। প্রথমতঃ প্রতীচ্য দেশগুলির মত প্রাচ্য দেশগুলিও শিল্পে বাণিজ্যে ধীরে ধীরে অগ্রসর হচ্ছে, সুতরাং তারা যে সব জিনিষ সরবরাহ করছে তা অনেকক্ষেত্রেই পরিপূরক না হয়ে প্রতিযোগী হয়ে উঠবে। এই আশঙ্কা করেই লীগ অফ্ নেশন্‌সের উল্লিখিত পুস্তিকায় বলা হয়েছে—As less developed areas acquire modern industries the composition of world trade will undergo important changes. The role of the simple 'traditional type of exchange" of manufactured goods against foodstuffs and raw materials will continue to decline; specialisation will become more complex. Each country will import some types of manufactured goods and some types of raw materials and will export other types of manufactured goods and other types of raw materials. কথাটা শুনতে ভাল, কিন্তু সহজে কাজে পরিণত হওয়া কঠিন। যুদ্ধ শেষ হবার পরও উৎপাদক দ্রব্যসম্ভার (capi-

দি
বঙ্গলক্ষ্মী ইন্সিওরেন্স
লিঃ

চেয়ারম্যান ঃ
শ্রীচারুচন্দ্র দত্ত (অবসরপ্রাপ্ত আই-সি-এস)

হেড অফিস ঃ
৯এ, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা
ফোন ঃ কলিঃ ৩০৯৯

একমাত্র স্বত্বাধিকারী ব্রজেন্দ্রকুমার দাস

সর্ব্বপ্রকার হোসিয়ারী দ্রব্যাদির জন্য একমাত্র
নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

বাংলা ও আসামের অপ্রতিদ্বন্দ্বী গেঞ্জীর মিল
"সিটি হোসিয়ারী"র
"সিলভার আই"
"সামার স্যুইট"
"উর্ব্বশী"
"শকুন্তলা"
"লিলি"

ইত্যাদি আধুনিক রুচিসম্পন্ন অতুলনীয় গেঞ্জী আপনাকে আনন্দ দিতে পারবে। ব্যবহারে টেকসই অথচ সস্তা। পূজার দেহ-সজ্জার সামগ্রীর সঙ্গে সিটি হোসিয়ারীর গেঞ্জী আপনি নিশ্চয়ই কিনে নিচ্ছেন।

কারখানা ও অফিস ঃ
৬৯, সতীশ সরকার রোড, ঢাকা।

tal goods) অন্য দেশকে যথেষ্ট পরিমাণে দিতে যুক্তরাজ্য প্রভৃতি দেশ যেরকম অনিচ্ছুক এবং সেসম্বন্ধে শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার প্রভৃতি ভারতীয় শিল্পপতিদের যে অভিজ্ঞতা হয়েছে তা হতে স্পষ্টই বোঝা যায় অনগ্রসর দেশগুলিকে অগ্রসর হতে দেবার ইচ্ছা অগ্রসর দেশদের বিশেষ নেই। তারা উৎপন্ন জিনিষ গ্রহণ করুক, কিন্তু সেসব জিনিষ নিজেরা উৎপাদন করতে না শেখে এই হচ্ছে মালিক দেশগুলির মনোভাব। কিন্তু অনগ্রসর দেশগুলি তবুও ধীরে ধীরে অগ্রসর হচ্ছে ও হবে; অগ্রসর দেশগুলি ঐরকম বাঁকা মত নিলে লাভের মধ্যে হবে আন্তর্জাতিক আর্থিক গোলমাল। লীগের উক্ত রিপোর্টেই বলা হয়েছে—There are two general attitudes which might be adopted in advanced industrial countries by labour, management and government as less developed countries begin to embark on programmes of fundamental economic improvement. The consequences of these two attitudes would be very different. First, the advanced countries would adopt a negative attitude towards economic progress elsewhere. .. The consequence of such an attitude would be to slow up the development of the newly developing countries, but not to stop it. ..... What the negative attitude would do is this : it would make it impossible to achieve, in any considerable degree, a mutually beneficial co-ordination between the development of new countries and the industrial employment needs of advanced countries. It would throw away opportunities for arranging international co-operative measures that would ease transition adjustments. এর পরের ধাপেই যে আন্তর্জাতিক আর্থিক গোলমাল দেখা দেয়, তা সকলেরই পরিজ্ঞাত।

সুতরাং প্রথম বক্তব্য হচ্ছে যে, এতদিন পর্যন্ত যে সব দেশের সরবরাহ পরস্পরের প্রতিযোগী না হয়ে পরিপূরক ছিল এখন আর তা থাকবে না। এখন নতুনভাবে যদি সেগুলি পরস্পরের পরিপূরক না হয়ে দাঁড়ায়, তা হলে আর্থিক গোলমালের সূচনা হওয়া খুবই সম্ভব।

দ্বিতীয়তঃ এ পর্যন্ত দেখা গেছে যে সব দেশ খরচের পর্যায়ে চড়া তারাও নীচু পর্যায়ের দাম-খরচের দেশের সঙ্গে ভালভাবে ব্যবসা করতে পেরেছে, তার কারণ তাদের উন্নত উৎপাদন প্রণালী। এখন এ সম্বন্ধেও কিছু চিন্তা করবার আছে।

প্রথমতঃ, উন্নত উৎপাদন প্রণালী ব্যবহার করে বলে যে সব দেশের সুনাম ছিল এখন আর অনেকেরই তা থাকবে না। জার্মাণি যদি এর পরে কৃষিপ্রধান দেশে পরিণত হয় তাহলে তার উন্নত শিল্পপ্রণালীর সুবিধা আর পাওয়া যাবে না। এই যুদ্ধের মধ্যে ইংলণ্ডও বহু প্রাচীন যন্ত্রপাতি বদলে নতুন করতে পারে নি, তারও সবচেয়ে আধুনিক এবং সব চেয়ে উন্নত যন্ত্রপাতি চালু করতে সময় লাগবে। এই যুদ্ধে সব চেয়ে এগিয়ে গেল আমেরিকা, তার সঙ্গে এ সব দেশগুলি পেরে উঠবে কি না সন্দেহ। অথচ অন্য দিকে প্রত্যেক দেশেই Social Security বা সমাজগত আত্মরক্ষার ব্যবস্থা হচ্ছে। তার ফলে মজুরীর হার বাড়বে, মজুর প্রভৃতি শ্রেণীর জন্য আরও অনেক খরচ বাড়বে। তা হলে ফলটা দাঁড়াবে কি? ফল দাঁড়াবে এই যে, উৎপাদন পদ্ধতির উন্নতি হোক আর নাই হোক, উৎপাদনের খরচ যাবে বেড়ে। তার ফলে সঙ্কট অনিবার্য। এর থেকে আত্মরক্ষার একটা উপায় লণ্ডনের ইকনমিষ্ট পত্রিকা নির্দেশ করেছিলেন। পত্রিকাটীর বক্তব্য ছিল যে, দেশে সমাজগত আত্মরক্ষা করবার জন্য এবং পূর্ণ নিয়োগ নীতি সফল করবার জন্য যদি খরচ বেশী হয় অথচ সে পরিমাণে নতুন নতুন দ্রব্যসম্ভার উন্নত পদ্ধতির সাহায্যে সস্তায় উৎপাদন করবার সম্ভাবনা না থাকে, তাহ'লে ইংলণ্ডকে তার সাম্রাজ্যের মধ্যে একটী দল গড়ে তুলে পারস্পরিক সুবিধার নীতিতে আত্মরক্ষা করতে হবে। আসলে এ কথার অর্থ হইতেছে দুটী : একদিকে সাম্রাজ্যিক দেশগুলির মধ্যে বাড়তে দেওয়া হবে না; অন্যদিকে সাম্রাজ্যিক দেশগুলিকেও তাড়াতাড়ি অগ্রসর হতে দেওয়া হবে না যাতে ইংলণ্ডের প্রাধান্য না চট করে ঘুচে যায়। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে এ ঘটা সম্ভব নয়। ইংলণ্ডের সাম্রাজ্যদল বজায় রাখার বিরুদ্ধে আমেরিকা ইতিমধ্যেই রাজনৈতিক চাপ দিয়েছে। তা ছাড়া অর্থ-নৈতিক দিক দিয়ে বিচার করলেও দেখা যায় ইংলণ্ডের চেয়ে আমেরিকা প্রভৃতি দেশের সঙ্গে কারবার ইংলণ্ডের সাম্রাজ্যভুক্ত দেশগুলিরও স্বাভাবিকভাবে বাড়ছিল। ভারতবর্ষ বা কানাডার ব্যবসার গতি আলোচনা করলেই এ কথা বোঝা যায়। এ ক্ষেত্রে দাম-খরচের পর্যায়ে স্বাভাবিকভাবে যে দল গড়ে উঠতে চায় রাজনৈতিক কারণে বা কোন একটী দেশের স্বার্থসিদ্ধির জন্য যদি তাকে বিকৃত করে অন্য রকম দল-বিন্যাস বজায় রাখার চেষ্টা হয়, তাহলে আর্থিক সংকট না দেখা দেওয়াই আশ্চর্য।

আন্তর্জ্জাতিক লেনদেন—পূর্বে বলেছি, দীর্ঘদিনের আর্থিক ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায়, আর্থিক লেনদেন ও আন্তর্জ্জাতিক জিনিষ চলাচলের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য গড়ে উঠে। বাস্তবিকপক্ষে অধমর্ণ দেশগুলিকে যখন সুদ দিতে হয় তখন সেই সুদ দেবার জন্য তাদের দরকার রপ্তানির আধিক্য, আর যে সব দেশে সুদ আসে, তাদের সাধারণতঃ থাকে আমদানির আধিক্য—তা না হলে আন্তর্জাতিক কারবারে জমাখরচের হিসেব মিলে যায় না, আমেরিকা প্রভৃতি কোনও দেশের প্রভুত্ব আর অশান্তি ও সংকট দেখা দেয়। সেইজন্য

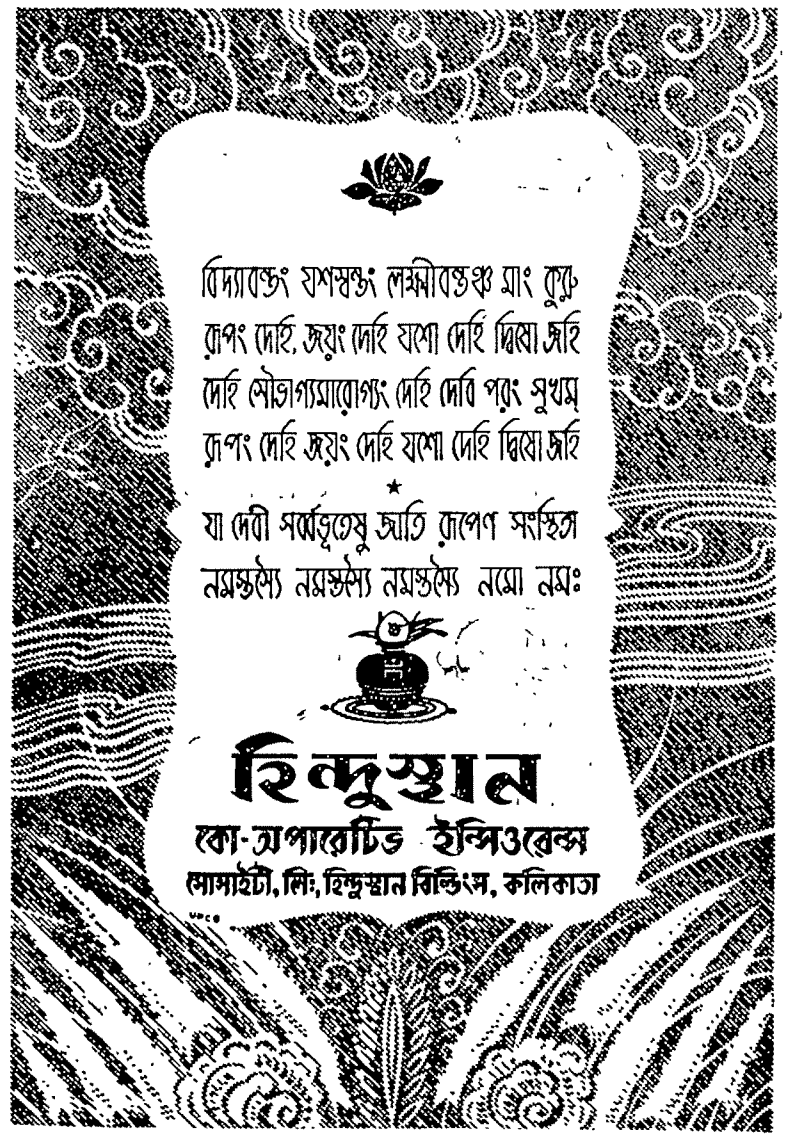

যারা প্রবীণ অধমর্ণ ও প্রবীণ উত্তমর্ণ তাদের ব্যবসা দীর্ঘদিন চললে একদিকে রপ্তানির আধিক্য ও অন্যদিকে আমদানির আধিক্য গড়ে ওঠে। এইভাবে জিনিষের লেনদেন ও টাকার লেনদেন দুই-ই নির্বিবাদে চলতে থাকে। গত শতাব্দীতে এই রকম নির্বিবাদ কারবারের ব্যবস্থা ভাল চলেছিল। সেইজন্য বিশেষ সংকট গত শতাব্দীতে বড় দেখা যায় নি। এ শতাব্দীতে সমস্তই বদলেছে। পূর্বে আমেরিকা ছিল প্রবীণ অধমর্ণ, গত মহাযুদ্ধের পর সে হয়ে দাঁড়াল নবীন উত্তমর্ণ—এতদিনে সে প্রবীণ উত্তমর্ণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই মহাযুদ্ধে কানাডাও নবীন উত্তমর্ণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সুতরাং আগেকার জিনিষ লেনদেনের গতিও এইরকম আন্তর্জাতিক মূলধন চলাচলের চাপে বদলাতে বাধ্য।

এই মহাযুদ্ধে আমেরিকা ৩১।৩।৪৫ পর্যন্ত যে মোট ৩৯০০ কোটি ডলার ঋণ-ইজারা সাহায্য দিয়েছে তার শতকরা ৩৩ ভাগ পেয়েছে ইংলণ্ড, ২২ ভাগ পেয়েছে সোভিয়েট রুশিয়া। সুতরাং এতদিন পর্যন্ত ইংলণ্ডই তার সাম্রাজ্যের কেন্দ্রস্থলে বসে তাদের জিনিষ ও মূলধন সববরাহের প্রধান অংশ গ্রহণ করছিল, জগতের অন্যান্য দেশেরও মহাজন ছিল, এখন তা আর থাকবে না। এতদিন পর্যন্ত ইংলণ্ড ও আমেরিকা উভয়েই ছিল মহাজন—কিন্তু ক্রমশঃ ইংলণ্ডের প্রাধান্য কমছে। সুতরাং মূলধন চলাচলের প্রভাব জিনিষ চলাচলের উপর পড়বে।

একটী ছোট উদাহরণ হতেই এ কথাটা স্পষ্ট হয়ে উঠবে। কোন্ দেশ ভারতবর্ষের সঙ্গে কি পরিমাণ ব্যবসা করেছে নিম্নলিখিত হিসেব থেকে তা স্পষ্ট হয়ে উঠবে :—

ভারতের মোট ব্যবসার শতকরা কত অংশ কোন্ দেশ গ্রহণ করেছে

	১৯৩৮		১৯৪২		১৯৪৩		১৯৪৪	
	আমদানি	রপ্তানি	আমদানি	বপ্তানি	আমদানি	রপ্তানি	আমদানি	রপ্তানি
ইংলণ্ড	৩১.৪%	৩৪.১%	২৯.৮%	৩০.৮%	২২.১%	২৯.২%	২১.৩%	৩০.০%
বৃটিশ সাম্রাজ্য	৫৭.৩ ,,	৫২.৭ ,,	৬১.৩ ,,	৬৩.৫ ,,	৪৭.৪ ,,	৬৬.৭ ,,	৪০.৯ ,,	৬৪.৪ ,,
আমেরিকা	৭.৪ ,,	৮.৩ ,,	১৮.০ ,,	১৬.৫ ,,	১৬.০ ,,	১৭.৬ ,,	২১.৬ ,,	২২.০ ,,

(Reserve Bank Report on Currency or Finance, 1944-45 হতে গৃহীত)

দেখা যাচ্ছে ভারতের ব্যবসায় আমেরিকার প্রাধান্য স্বভাবতঃই বাড়ছে। তার উপর ইংলণ্ড এবং ভারতবর্ষ উভয় দেশই ঋণ-ইজারায় আমেরিকার কাছে ঋণী। সেই ঋণ-ইজারা শোধ দিতে হলে ইংলণ্ড মারফৎ এবং সাক্ষাৎভাবে আমেরিকার সঙ্গে ভারতবর্ষের বাড়া উচিত। এক্ষেত্রে যদি ইংলণ্ড তার নিজের স্বার্থরক্ষার্থে বা সাম্রাজ্যিকদল বজায় রাখবার জন্য এস্পায়ার ডলার পুল বা ঐ ধরণের বাধানিষেধ বজায় রাখে, তাহলে আন্তর্জাতিক লেনদেনের প্রভাবে স্বাভাবিকভাবে যে বিন্যাস গড়ে ওঠা উচিত ছিল সেই স্বাভাবিক বিন্যাস ব্যাহত ও বিকৃত হবে। তার ফলে সংকট শুরু হওয়া খুবই স্বাভাবিক।

কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের আন্তর্জাতিক ভাগাভাগি—দাম-খরচের পর্যায় ও আন্তর্জাতিক লেনদেনের ক্ষেত্রে যদি স্থায়ী গোলমালের সূত্রপাত না-ও হয়, তাহলেও ওরকম স্থায়ী গোলমাল আরম্ভ হবার আর একটী খুবই বড় ক্ষেত্র আছে—সেটী একেবারে মৌলিক ক্ষেত্র। যে সব দেশ এতদিন পশ্চাৎপদ ছিল তারা ক্রমে অগ্রসর হচ্ছে, সুতরাং এক্ষেত্রে যদি একটী জগৎ-পরিকল্পনা ঠিক করে সেই অনুসারে কৃষি-শিল্প-বাণিজ্যের আন্তর্জাতিক বণ্টন ঠিক করে দেওয়া না যায় তাহলে বিপদ অনিবার্য। এ সম্বন্ধে লীগ অফ নেশন্সের মতামত পূর্বেই উদ্ধৃত করেছি। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে এখনও এমন কোনও চিহ্ন দেখা যাচ্ছে না যা হতে বোঝা যায় যে, অগ্রসর দেশগুলি অনগ্রসর দেশগুলিকে শোষণ না করে তাদের উন্নতির পথে সাহায্য করতে ইচ্ছুক। বরং আন্তর্জাতিক আর্থিক তহবিল প্রভৃতি যে সমস্ত কল-কৌশলের কথা শোনা যাচ্ছে, তাতে এই সন্দেহই দৃঢ়ীভূত হয় যে লীগ অফ নেশনস্ যাকে Positive Attitude বলেছেন, সে রকম সত্যকারের Positive Attitude কারও নেই—এই সমস্ত কল-কৌশল বরং আন্তর্জাতিক শোষণ সমর্থন করবার আন্তর্জাতিক কল। ছোটদের তথাকথিত সম্মতি নিয়ে বড়রা ছোটদের সাহায্য করবার ভান করে নিজেদের মূলধন লগ্নী ও জিনিষ বেচবার ক্ষেত্র কায়েম করতে চায়। এর বিস্তৃত আলোচনা অন্যত্র করেছি (বিশ্বভারতী পত্রিকা ; বৈশাখ-শ্রাবণ, ১৩৫২)। এই ধরণের ব্যাপার চললে সংকটের হাত এড়ানো একেবারেই অসম্ভব। প্রথমতঃ চেষ্টা হবে স্বয়ং-সম্পূর্ণতার এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের হাত হতে অনেক ক্ষেত্রেই রেহাই পাবার, দ্বিতীয়তঃ চেষ্টা হবে দুতরফা চুক্তি ও দুতরফা কারবার চালাবার—আর সেই সঙ্গে দেখা দেবে এগুলির কুফল ও সংকটের পূর্বসূচনা।

এই যে তিনটী প্রসঙ্গ আলোচনা করা হল, এগুলি হল স্থায়ী এবং মৌলিক কারণের প্রসঙ্গ। গত মহাযুদ্ধের পর এই সমস্ত কারণগুলি ভিতরে ভিতরে সমস্ত জগৎকে সংকটের দিকে ঠেলে নিয়ে গিয়েছিল। এবার দেখা যাচ্ছে, সেই সব কারণগুলি দূরীভূত হওয়া দূরের কথা, বরং আরও প্রবল হয়ে উঠেছে এবং উঠছে। যদি সে সম্বন্ধে এখন থেকে সাবধান না হওয়া যায়, তাহলে আবার একটা সংকট না দেখা দেওয়াই আশ্চর্য।

সেইসঙ্গে সাময়িক কারণগুলিও আলোচনা করার প্রয়োজন আছে। গতবার মহাযুদ্ধের পর কয়েক বছর অনেক দেশকেই নানাভাবে সাহায্য করতে হয়েছিল, তার কিছু কিছু হিসেব পূর্ব্বেই দিয়েছি। তার মধ্যে প্রধান কথা হল এই যে, যে-সব দেশ খুব যুদ্ধবিধ্বস্ত, সেগুলিকে প্রথম সাহায্য করতে হয় খাদ্যদ্রব্য ও ভোগ্যবস্তু (Consumers Goods) দিয়ে। তাদের উৎপাদন ক্ষমতা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত কাঁচা মাল বা আধা-তৈরী মালের দরকার ততটা হয় না। কিছুদিন গেলে তাদের শিল্পোৎপাদন ক্ষমতা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হবার জন্য লাগে উৎপাদক দ্রব্য-সম্ভার (Capital Goods), তারপর লাগে কাঁচা মাল ও আধা-তৈরী মাল। এবারকার যুদ্ধে ক্ষতির পরিমাণ গত মহাযুদ্ধের চেয়ে অনেক বেশী। সেইজন্য এবার যুদ্ধান্তে সাহায্যের প্রয়োজনও আরও বেশী। তার উপর ক্ষতির পরিমাণ অনেক বেশী হওয়ায় গত মহাযুদ্ধের তুলনায় এবারকার মহাযুদ্ধের পর আরও অনেক দেশই খাদ্যদ্রব্য বা ভোগ্যবস্তু জোগাতে অক্ষম ; গতবার যে সব দেশ অনেক সময় অপর দেশকে সাহায্য করতে পেরেছিল এবার তারাই অনেক ক্ষেত্রে কৃপাপ্রার্থী। একটা উদাহরণ দিচ্ছি : গত মহাযুদ্ধের পর খাদ্যদ্রব্যের অবস্থা জগতে এতটা খারাপ হয়নি, মহাযুদ্ধের পর আমেরিকা এবং অন্যান্য দেশ থেকে খাদ্য রপ্তানী অসম্ভব হয়নি। কিন্তু এবার খাদ্যদ্রব্যের যা অবস্থা তাতে আমেরিকা

আপনার ব্যবসায়ের সুনাম
নির্ভর করে আপনার ব্যাঙ্কার্স-এর
সুনামের উপর—

পিপলস্ ক্রেডিট
ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস—
পি ২, হাওড়া ব্রিজ এপ্রোচ, কলিকাতা।

ব্রাঞ্চ—শ্যামবাজার, শিবপুর, পাটনা, রাঁচি, রঘুনাথপুর, শ্যামনগর।

একটি জনপ্রিয় বর্দ্ধিষ্ণু প্রতিষ্ঠান হিসাবে আমাদের সুনাম সর্ব্বত্র।

সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—এ, চৌধুরী।

ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক লিমিটেড

১২, রয়েল এক্সচেঞ্জ প্লেস, কলিকাতা

বিক্রীত মূলধন— ৪ কোটি টাকা
আদায়ী মূলধন— ২ কোটি টাকা
রিজার্ভ ফাণ্ড— ৭৷৷ লক্ষ টাকা

বোর্ড অব ডিরেক্টরস্

মিঃ জি, ডি, বিড়লা, চেয়ারম্যান
মিঃ এম, এ, ইস্পাহানী (ভাইস চেয়ারম্যান)
মিঃ রমণলাল জি, সরাইয়া (ভাইস চেয়ারম্যান)

মিঃ অনন্তচরণ লাহা
মিঃ মহাদেও এল, দাহানুকার
মিঃ নবীনচন্দ্র মফৎলাল
মিঃ মদনমোহন আর, রুইয়া
মিঃ মতিলাল তাপুরিয়া
মিঃ বৈজনাথ জালান
মিঃ ঈশ্বরীপ্রসাদ গোয়েঙ্কা
স্যার অদামজী হাজী দাউদ, কে-টি

ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত সকলপ্রকার কার্য্য করা হয়

মিঃ বি, টি, ঠাকুর,
জেনারেল ম্যানেজার

ভারতে এবং ভারতের বাহিরে সর্ব্বত্র
শাখা অফিস আছে।

বা ভারতবর্ষের মত দেশের পক্ষেও খাদ্যদ্রব্য রপ্তানী করা সম্ভব হবে কি না তা বিশেষ সন্দেহের বিষয়। অথচ প্রয়োজন এবার খুবই বেশী। তার উপর গতবার যুদ্ধ শেষ হবার কিছুদিন পর পর্যন্ত সাহায্য-ঋণ পাওয়া গিয়েছিল। এবার কিন্তু ঋণ-ইজারা ইতিমধ্যেই বন্ধ হয়ে গিয়েছে। গতবার যতদিন জার্মাণি আমেরিকার কাছ থেকে নতুন ধার পেয়ে ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশের কাছে তার দাবী মেটাচ্ছিল, ইংলণ্ডরা আবার সেই টাকা হতে আমেরিকার দেনা মেটাচ্ছিল, ততদিন আন্তর্জাতিক আর্থিক চাকা শুধু আমেরিকার জন্যই হোক্ বা যে কারণেই হোক মোটের উপর চলছিল। আমেরিকা যে সময় নতুন ধার দেওয়া বন্ধ করল, সব পাওনা চেয়ে বসল এবং শুষ্কপ্রাচীর তুলে নিজেদের বাজার অপর দেশের কাছে বন্ধ করে দিল, তখনই সে চাকা-ঘোরা বন্ধ হল। এবার অবস্থা গতবারের চেয়েও শোচনীয়। সুতরাং এখন থেকে বাইরের সমস্ত সাহায্য বন্ধ করে যদি যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশকে নিজের পায়ে দাঁড়াতে বলা হয়, তাহলে আন্তর্জাতিক চাকা এখনই বন্ধ হবার সম্ভাবনা। অবশ্য যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশও যে বাইরের সাহায্য না নিয়ে নিজের পায়ে ক্রমশঃ ঠেলে উঠতে পারে না, তা নয়। এ রকম ঠেলে ওঠার প্রকৃষ্ট উদাহরণ সোভিয়েট রুশিয়া। কিন্তু তার জন্য অশেষ কষ্ট দরকার, জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান সজোরে দাবিয়ে রেখে তাই থেকে তিল তিল সঞ্চয় করে পুনর্গঠনের জন্য অর্থ সংগ্রহ করতে হবে। কিন্তু তার অর্থ বিপ্লব। আর তা না হলে অর্থাৎ Social Security এবং Full Employment ইত্যাদির সাহায্যে এ সময় জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান বাড়িয়ে রাখতে গেলে বাইরের সাহায্য ছাড়া গত্যন্তর নেই—সে রকম সাহায্য না পেলে সংকট দেখা দেওয়া অত্যন্ত স্বাভাবিক।

তার উপর আরও কতকগুলি কথা বিবেচ্য। গতবার যে সব দেশে যুদ্ধের ছায়া বেশী পড়ে নি, এবার সে সব দেশও সক্রিয়ভাবে যুদ্ধলিপ্ত। যেমন, ভারতবর্ষ। এবার ভারতবর্ষ হতে বহু লোক সৈন্যদলে ভর্ত্তি হয়েছে, বহু লোক যুদ্ধ সংক্রান্ত ব্যবসাতে লিপ্ত হয়েছে। যুদ্ধ বন্ধ হবার সঙ্গে সঙ্গে ডি-মোবিলিজেশন প্রভৃতি নানা সমস্যা দেখা দেবে। এ অবস্থায় যদি যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠনের বড় পরিকল্পনা না থাকে এবং সেই পরিকল্পনায় এই সমস্ত বেকার লোক আবার চাকরি খুঁজে না পায়, তাহলে এসব দেশেও মন্দা দেখা দেওয়ার সম্ভাবনা।

তার উপর গতবারের তুলনায় এবার সমস্ত জগতের পারস্পরিক সম্বন্ধ আরও দৃঢ় এবং ঘনতর। এই রকম ঘন এবং দৃঢ় যোগাযোগ থাকার ফলে উন্নতির পথে সেই উন্নতি যেমন চট করে চারপাশে ছড়িয়ে পড়ে তেমনই অবনতি আরম্ভ হলে তার সংক্রামণও হয় তেমনই দ্রুত এবং বিস্তৃত। তা ছাড়া এবার প্রত্যেক দেশেরই অর্থনৈতিক কাঠামোই নিয়ন্ত্রণাধীন। সেইজন্য প্রত্যেক দেশের অর্থনৈতিক কাঠামোর বিভিন্ন অংশগুলিও পরস্পরের সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুক্ত। এ অবস্থায় এক জায়গায় আঘাত লাগলে শুধু যে সেই জায়গাতেই ভাঙন ধরবে তা নয়, সমস্ত কাঠামোতেই ভাঙন ধরবে।

এইসব দিক হতে মনে হয় এবার সংকটের সম্ভাবনা আরও অনেক বেশী। এবার ভারতবর্ষে বেকার-সমস্যা, পুনর্গঠন প্রভৃতির সমস্যা আরও বড়। এখন হতে এসব বিষয়ে যথোচিত সাবধানতা অবলম্বন না করলে, গতবারের অপেক্ষা অনেক আগেই সংকট দেখা দেবে বলে মনে হচ্ছে, এবং সে সংকট গতবারের চেয়েও গভীর ও বহু বিস্তৃত হবে বলে মনে হয়। আমরা কি করে এই আসন্ন বিপদ হতে উদ্ধার পেতে পারি সে বিষয়ে এখন থেকে আমাদের বিশেষভাবে চিন্তা করা কর্তব্য।

সঞ্চয় প্রবৃত্তি মানুষকে বাঁচবার জন্য প্রবুদ্ধ করে
আপনার পরমায়ু আপনার হাতে

খুব বেশী দিনের কথা নয়ঃ এই পঞ্চাশ বছর আগেও মানুষ টাকা লুকিয়ে রাখতো চালের হাঁড়িতে, সিঁদূরের চুবড়িতে,—না হয়, মাটির গর্তে। এমনি ক'রে টাকার অপচয় ক'রে আজ মানুষ শিখেছে টাকা কিভাবে নিরাপদ করা যায় এবং সেই টাকা কিভাবে কাজে লাগানো যায়।

ইণ্ডিয়ান ষ্ট্যাণ্ডার্ড ব্যাঙ্ক লিমিটেড

আপনাকে সেই নির্দ্দেশই দিবে।
হেড অফিস ঃ ৩, ম্যাঙ্গো লেন, কলিকাতা
ফোন ঃ কলিকাতা ২০১৮

ডাইরেক্টর-ইন-চার্জ্জ—মিঃ সুহৃদ রায়, (জমিদার, ভাগ্যকুল)

আপনি যা চান তাই পাবেন
অর্থাৎ
সকল রকম সুবিধাই দেওয়া হয়।

সকল রকম ব্যাঙ্কিংএর কাজ এবং ক্লিয়ারিং ফেসিলিটিজ-এর সুবিধা আছে।

দেশবিদেশে শাখা ঃ

শ্যামবাজার, দার্জিলিং, কার্সিয়াং, কালিম্পং, ফরিদপুর, বোয়ালমারি, (ফরিদপুর), জঙ্গীপুর (মুর্শিদাবাদ), গোদনাইল (ঢাকা), ডালসিংসাড়াই (ইউ পি), দিল্লী, টাঙ্গাইল।

ম্যানেজিং ডাইরেক্টর ঃ পি, কে, গুহ

বেশীর ভাগ মানুষের সমস্যা

অধ্যাপক প্রমথনাথ গঙ্গোপাধ্যায় এম-এ

লেনিনের বইয়ে পড়িয়াছিলাম, "Capitalism has developed into a universal system of oppression and the financial strangling by a handful of advanced countries, (and people) of the gigantic majority of the people of the earth." আমি যখন এই মুহূর্ত্তে কিছু লিখিবার চেষ্টা করিতেছি, তখন বাহিরে আকাশ হইতে গোধূলির তরল রক্তাভ আলোর ঢেউ নামিতেছে এবং পাশের বাড়ীতে গ্রামোফোন বাজিতেছে। এইগুলি আমি দেখিতেছি, শুনিতেছি, অনুভব করিতেছি। কিন্তু যাহা আমি প্রত্যক্ষভাবে জানিতে পারিতেছি না, এমন বহু রকমের কিছু এই মুহূর্ত্তেই ঘটিয়া যাইতেছে। কল্পনায় তাহা ভরাট করিয়া দাও। তখন দেখা গেল, লক্ষ লক্ষ মানুষ এই মুহূর্ত্তেই রাজপথ দিয়া, জীবনের আনাচ-কোনাচ দিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে। তাহাদের জীবনে গ্রামোফোন নাই। আকাশ-ভুবন ছাপিয়া আলোর ঝরণা-ধারা বা বর্ষারাত্রির মধুর বৃষ্টি নামিয়া আসাটা তাহাদের কাছে হয় কদর্য্য, নয় অর্থহীন। আধুনিক রাষ্ট্র ও সমাজের ব্যবস্থা তাহাদিগকে বিধ্বস্ত করিয়া দিয়াছে। মুষ্টিমেয় লোকের এক অর্থনৈতিক ষড়-যন্ত্রের উপর সভ্যতার বনিয়াদ। আধুনিক যন্ত্র-সভ্যতা ও বিজ্ঞানের আওতায় জীবন-সংগ্রাম আরও প্রচণ্ড হইয়াছে, একথা সত্য। কিন্তু সম্ভবতঃ তেমনি সত্য এই যে, এই সব পুঁজিপতিরাই চেষ্টা করিয়া জীবন-সংগ্রামকে অধিকাংশের পক্ষে কৃত্রিম উপায়ে প্রচণ্ডতর করিয়াছেন। রাজনীতিশাস্ত্র আর অর্থনীতিশাস্ত্র যখন ইউনিভার্সিটির ক্লাসে পঠিত হয়, তখন শোনায় ভালোই। থিওরীগতভাবে তাদের বাঁধুনীতে সত্যানু-সন্ধিৎসা আর সমষ্টির কল্যাণ-কামনাও যে না প্রকাশ পায়, এমন নয়। কিন্তু জীবনের লেখা যেমন বইয়ের লেখা হইতে অনেক ক্ষেত্রেই অন্যরকমের, এখানেও তাই। পৃথিবীর দিকে তাকাইলে তাই দেখি, তথা-কথিত ভালো ভালো থিওরীগুলির বাস্তব প্রয়োগ কিরূপ সুচতুর ও নিষ্ঠুর স্বার্থপরতার সঙ্গে চলিতেছে। হয় তো মতবাদগুলি নিজেরাই যথেষ্ট খাঁটী নয়।

আমরা বিংশ শতাব্দীর মানুষ। বিংশ শতাব্দীর মানুষ চিন্তা করিতে পারে, অনুসন্ধান করিতে পারে, সমস্যা বুঝিতেও পারে, কিন্তু সমস্যার সমাধান করিতে পারে না। সম্ভবতঃ প্রত্যেক শতাব্দীর সম্মুখেই তার আপন আপন যুগের মানুষেরা মোটের'পর এই রকমের একটা অস্বস্তি বোধ করে। অজস্র ভাঙ্গাগড়া আর সমস্যা ও সংশয়ে সঙ্কুল যে কোনও একটি যুগের চেহারাই যথেষ্টরকম জটিল। কিন্তু রক্তমাংসের মানুষ হিসাবে কোনও অতীত-যুগের প্রত্যক্ষ সংস্রবে আমরা আসি না। শুধু অত্যন্ত প্রখরভাবে বর্ত্তমান এই বিংশ শতাব্দীর কাঠিন্যকে আমরা দৈনন্দিন অনুভব করি। আজ মানুষের জীবন যে বহু রকমের গ্লানিতে ঘোরালো হইয়া উঠিয়াছে, তাহার পেছনে মানসিক, কৃষ্টিগত, আধ্যাত্মিক, বহুরকমের কারণ থাকিতে পারে, কিন্তু সবার উপরে আছে অর্থনৈতিক কারণ। যেহেতু এখন পৃথিবীর অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা এইরূপ হইয়া উঠিয়াছে যে, সকলেই আর জীবিকা-অর্জ্জনের ক্ষেত্র পাইতেছে না, কাজেই এই প্রাথমিক প্রয়োজনকে লইয়াই মানুষের সবচাইতে বড় প্রশ্ন। এই প্রশ্নের থিওরীগতভাবে সন্তোষজনক সমাধান যাহাই থাক, বাস্তব উত্তর এখন পর্য্যন্ত অল্পই মিলিয়াছে। টাকা উৎপন্ন হইতেছে অজস্র ধারায়, ব্যবহারিক ভোগ্যপণ্যের উৎপাদন চলিতেছে আকাশজোড়া রাশি রাশি পরিমাণে। তবু মানুষ থাকে অনাহারে, খাদ্যাভাবে এবং শীত-বর্ষায় বস্ত্রাভাবে মানুষ রাস্তায় পড়িয়া মরে। অর্থনৈতিক কারণে মানুষ চোর হয়, জোচ্চোর হয়, ভিক্ষুক হয়, মেয়েরা দেহ বেচে। মনীষীরা করেন চিন্তা, জনহিতৈষীরা করেন আন্দোলন, রাষ্ট্রনায়কেরা করেন চেষ্টা (?), তবু দুর্গতি আর ঘোচে না। প্রধান কারণ অবশ্য সেই পুরানো কথা,—অর্থ-বণ্টনের ব্যবস্থায় মারাত্মক গলদ।

কিন্তু কথা এই যে, সেই গলদ আজও কেন ঘুচিতেছে না? বিংশ শতাব্দীর মানুষের রাষ্ট্র-চেতনা আরও বেশী উদ্বুদ্ধ। তাহারা আন্তর্জ্জাতিক দৃষ্টিকোণ হইতে চিন্তা করিতে পারে, তাহারা জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রের সমস্যামালাকে এক করিয়া এবং সমগ্রভাবে দেখার চেষ্টা করে। এসব সত্ত্বেও গলদ এখনও না ঘুচিবার কারণ রহিয়াছে মানুষের অন্তরের মধ্যে। উক্ত অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় যাহাদের হাতে পড়িয়াছে প্রায় সামগ্রিক লাভের অঙ্ক, তাহারা এই অর্থ-শক্তির হস্তান্তরে স্বভাবতঃই ইচ্ছুক নয়, এমন কি সকলের সাথে ইহার ভাগাভাগিতেও রাজী নয়। অগাধ জমানো টাকা তাহাদের দিয়াছে শক্তি, দিয়াছে সুদৃঢ় সামাজিক প্রতিপত্তি, দিয়াছে স্বচ্ছ আরাম। সেই

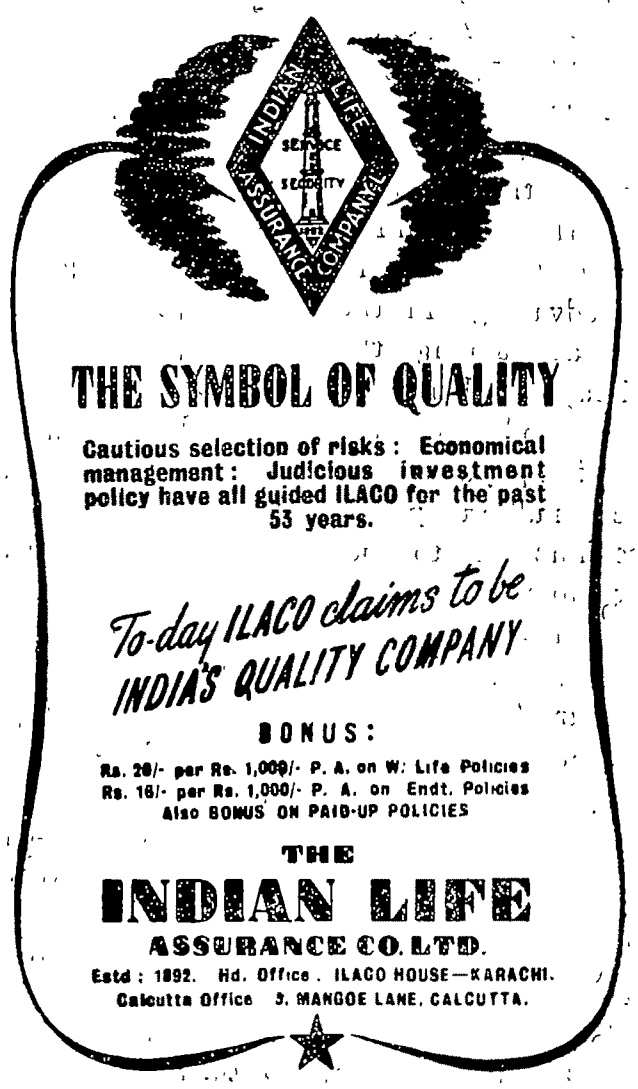

সুনির্দ্দিষ্ট, সুনিশ্চিত স্বচ্ছন্দ আবহাওয়ার বেষ্টনী হইতে তাহাদের সরিয়া আসিতে বলিলেই কি তা হয়। ক্ষমতার সুরার নেশায় যদি ক্যাপিটালিষ্ট আচ্ছন্ন হইয়া থাকে, তবে মানুষের অদ্ভুত স্বভাবকে কর নিন্দা। দীর্ঘকাল সে পৃথিবীর ভালো জিনিষগুলি একাকী ভোগ করিয়াছে। তাহার ফলে সে এখন জীবনকে তাহার আপন নিজস্ব ভঙ্গীতে দেখে। তাহার মনে একটী বিশেষ সংস্কারের মূল দৃঢ় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তাহার আপনার পক্ষের যুক্তিও আছে, যদিও পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষের কল্যাণের প্রশ্নের সম্মুখে তাহার সে যুক্তি (!) শুনিবার লোকের আজ অভাব হইবে অবশ্য। শতকরা নিরানব্বই জন মানুষের জীবন-মরণ সমস্যার সম্মুখে তাহার স্বার্থপর ভোগবিলাস ও স্থূল ভাববিলাসের আর কী দাম!

পুঁজিবাদী-নিয়ন্ত্রিত সমস্ত পৃথিবীর জীবনের বর্ত্তমান চেহারাই যখন এইরূপ, ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদের আওতায় পরাধীন দেশগুলির অবস্থা আরও করুণ, আরও মর্ম্মন্তুদ হইতে বাধ্য। আমাদের দেশের কথাই ধরি। বহু লেখক ভারতবর্ষকে বৃটিশ সাম্রাজ্যের 'মধ্যমণি', 'উজ্জ্বলতম রত্ন' ইত্যাদিরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। এই জাতীয় সব সংজ্ঞা ও বর্ণনা যে ভারতবর্ষের পক্ষে কত বড় বিদ্রূপ ও বেদনার পরিচায়ক, সে সম্বন্ধে আমরা যথেষ্টরূপ সচেতন নই (অন্ততঃপক্ষে দীর্ঘকাল ছিলাম না)। জোয়ান্ বোচ্যাম্প 'British Imperialism in India' নামক তাঁহার বিখ্যাত গ্রন্থে বলিয়াছেন, "The plunder and exploitation of a sub-continent of nearly two million square miles gave Great Britain an inestimable advantage in the race for supremacy among the European nations, and her position as the controller of the market of a foreign population of three hundred million people gave immense impetus to her industrial development and enabled her to outstrip all competitors in the early years of the nineteenth century." তারপর সমগ্র উনবিংশ শতাব্দী এবং বর্ত্তমান শতাব্দীর এই পর্য্যন্ত ভারতে ব্রিটীশ সাম্রাজ্যবাদের ক্রম-বিবর্ত্তিত বহুরূপী খেলা আমরা দেখিয়াছি। সমস্তগুলি প্রদেশ ভরিয়া দেশী-শিল্পের বিনাশ, ভারতীয় মজুরদের অত্যন্ত সস্তা হারে খাটাইয়া ভারতে ব্রিটীশ শিল্পপতিদের ব্যবসা প্রসার, টাকা ও খেতাবের প্রলোভন এবং তাহারও চাইতে সূক্ষ্ম কৌশলে বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের ব্যক্তিত্ব, আদর্শবাদ ও কর্ম্মশক্তি নষ্ট করিবার বহুধা প্রচেষ্টা, ভারতের জাতীয় সংহতির সর্ব্বনাশ করিবার জন্য চাকুরী, ব্যবস্থা-পরিষদ তথা জীবনের অন্য সব ক্ষেত্রে সরকারীভাবে সাম্প্রদায়িক ভিত্তিকেই একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া চালু করিবার বহু পর্য্যায়—এইরূপ কত শত কাহিনী জমিয়াছে। শাসন এখানে প্রথম হইতেই কি ভাবে সীমাহীন শোষণ ও অন্যায়ের সঙ্গে একগোত্র হইয়া গিয়াছে, সেই প্রসঙ্গে উপরি উক্ত বই হইতেই আর একটী জায়গা উদ্ধৃত করি। লেখক বলিতেছেন, "During the seventeenth and eighteenth centuries, the plunder of India was the chief source of the accumulation which made possible the development of industrial capitalism in Britain, and in the nineteenth, India provided the principal market for British manufacturers, while at the same time the economic drain of her resources was ruthlessly continued. British capital investment in India, together with intense exploitation of Indian labour, backed by all the forces of the Crown, represents the third and final stage in this system of robbery." ইহার উপর টীকা বা মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

ভারতবর্ষের জমিদার, নবাব, রাজা, বিত্তশালী ব্যক্তি, ধনী ব্যবসায়ী প্রভৃতির দুর্নীতি এবং শোষণ ও সরকারের নিকট হইতে অন্ততঃ পরোক্ষ সমর্থন বরাবর পাইয়া আসিতেছে, দরিদ্র, শোষিত, উৎপীড়িত জনগণের সমবেত অভিজ্ঞতাও এই বলে। একটা অত্যন্ত জাজ্জ্বল্যমান এবং অত্যন্ত মর্ম্মান্তিক দৃষ্টান্ত হিসাবে বাংলাদেশের গত কয়েক বৎসরের ইতিহাস নেওয়া যাইতে পারে। বাংলাদেশে ইহার আগেও নবযুগ কয়েকবার আসিয়াছিল, বাংলার দেশপ্রেমিক, বাংলার কবি, বাংলার ঐতিহাসিকদের প্রমুখাৎ আমরা অবগত হইয়াছি। কিন্তু গত কয়েক বৎসর ধরিয়া যুদ্ধের অজুহাত দিয়া বিভিন্ন লোক ও বিভিন্ন কর্ত্তৃপক্ষ মিলিয়া বাংলায় যে নবযুগের পত্তন করিয়াছিলেন এবং সযত্নে লালন-পালন করিয়া তাহাকে আজ ষোল কলায় পূর্ণ করিয়া তুলিয়াছেন, তাহার তুলনা নাই। এই নব যুগের হিল্লোল-কল্লোলে হাবুডুবু খাইতে খাইতে পঞ্চাশের মন্বন্তরে লাখ লাখ লোক মরিয়া পার হইল। আর যাঁহারা এখনও বাঁচিয়া আছে, যুগান্তকারী এই সব ছোট বড় কর্ত্তাদের নিত্য বহু দাপটে ও কীর্ত্তিকলাপে হাঁপাইতে হাঁপাইতে ভাবিতেছে, ঈশ্বর কি এই প্রদেশটাকে পৃথিবী হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া নিয়া শয়তানের খাসমহল করিয়া দিয়াছেন! এখানকার রাষ্ট্র-জীবন, সমাজ-জীবন, অর্থ-নৈতিক জীবন ও সাংস্কৃতিক জীবনে আজ ত্রিশক্তির একাধিপত্য—ঘুষ, জুলুম ও বাটপাড়ি। সরকারী কর্ম্মচারীদের সীমাহীন লোভ, দুর্নীতি ও মেরুদণ্ডহীনতার দরুন সমাজবোধ ও সাজাত্যবোধহীন, স্বভাবতঃ অর্থগৃধ্নু ধনী মুনাফাশিকারীদের কাজের অত্যন্ত সুবিধা হইয়াছে। লাখ লাখ নরনারীকে মরিতে দিয়া ইহারা গোলা ও গুদামে ধান-চাল সাজাইয়া রাখে। বস্ত্রাভাবে দেশের মেয়েদের আত্মহত্যার সংবাদ যখন রোজ আকাশ-বাতাসকে করুণ করিয়া তোলে, তখনও ইহারা হয় বেশী লাভের আশায় অন্ধকার গুদামে কাপড়ের পাহাড়-প্রমাণ স্তূপ লুকাইয়া রাখে, আর নয় তো বিদেশী সরকারের সঙ্গে বস্ত্র-সংক্রান্ত কূট-ষড়যন্ত্রে হাত মিলায়। বলা বাহুল্য, ভারতে ব্রিটীশ সাম্রাজ্যবাদেরই প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ দলরূপে এদের উৎপত্তি ও শ্রীবৃদ্ধি। দেশের অন্য সবাইকে মারিয়া এদের জীয়াইয়া রাখাই সরকার একান্ত কর্ত্তব্য বলিয়াই মনে করিয়া আসিয়াছেন।

এইবার মূল প্রসঙ্গে ফিরিয়া গিয়া প্রবন্ধ শেষ করি। পুঁজিবাদ-কবলিত পৃথিবীর দুর্গতি সাম্রাজ্যবাদ-কবলিত উপনিবেশগুলিতে অধিকতর মর্ম্মান্তিক রূপ নিতে বাধ্য। এই প্রতিক্রিয়াশীল রাজনীতি ও অর্থনীতির যুগল দোসরের সুপরিকল্পিত ও সুগঠিত ষড়যন্ত্র হইতে বিশ্বকে মুক্ত করার দায়িত্ব আজ সকল মানুষের। দেশী লক্ষপতি, কোটিপতিরা তথা বিদেশের বাজার অধিকারলিপ্সু, হিংসাব্রতী রাজনীতিক য়্যাডভেঞ্চারকারিগণও যদি তলাইয়া দেখেন তো দেখিবেন যে, "in the last reckoning, poverty infects everyone." অর্থাৎ মানব-সমাজের একটা খুব বড় অংশকে দীর্ঘকাল ধরিয়া জোর করিয়া দরিদ্র করিয়া রাখিলে, তাহার বহুসঞ্চিত কুফল ক্রমশঃ সমাজ-জীবনের সকল স্তরেই বিবিধরূপে ব্যাপ্ত হইয়া যায়। তখন গূঢ় প্রাকৃতিক নিয়মে এবং অর্থ-নৈতিক নিয়ম ও সামাজিক শক্তিসমূহের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ফলে সমাজে ধীরে ধীরে কিন্তু নিশ্চিতরূপে এমন একটী বিষ-সংক্রমণ ও পচনের অবস্থা সৃষ্টি হয় যে, তাহা শেষ পর্য্যন্ত ধনী ব্যক্তিদের, 'ভাগ্যবান্'দেরও আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিতে বাধ্য। সমাজের অনিবার্য্য পতন ও সর্ব্বনাশের মধ্য দিয়া তখন তাহাদের ভাগ্যও সকলের সঙ্গে জড়াইয়া যায়। এই বিষ ও দুর্গতি সংক্রমণের নিয়ম ইতিহাসেরই নিয়ম,—ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির চাইতেও বড় যে নীতি, মানবতান্ত্রিক বৃহত্তর সমাজনীতি, তাহার অমোঘ নিয়ম। সভ্যতার অপেক্ষাকৃত সরল পর্য্যায়সমূহেও আমরা এই নিয়মের ক্রিয়া দেখিয়াছি বিভিন্ন সভ্যতার উত্থান-পতনের ইতিহাসে। বিজ্ঞান ও যন্ত্রশিল্পের উদ্ভাবন ও অভূতপূর্ব্ব উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সভ্যতা জটিল হইতে জটিলতর হইয়াছে,—অর্থবান ও অর্থহীনের মধ্যকার ফাঁকও ক্রমশঃ আকাশজোড়া হইয়াছে। ইহা বহু বিপজ্জনক সম্ভাবনায় পরিপূর্ণ। ঐ ফাঁকের মধ্য দিয়াই জন্ম নিতেছে নবতর বিপ্লবের বীজ, শ্রেণী-সংঘর্ষের অনিবার্য্য সম্ভাবনা এবং তাহার স্পষ্ট-কল্পনীয় পরিণতি। সমাজের দারুণ অর্থ-নৈতিক বৈষম্য ধনীদের ক্রমশঃই আরও বেশী দুর্নীতি ও অন্যায়াচরণে প্ররোচিত করে এবং এই বৈষম্য শেষ পর্য্যন্ত ধনীদের স্বার্থের বিরুদ্ধেও সমানভাবেই যাইয়া থাকে। বৃহত্তর অর্থনীতির এই গূঢ় নিয়মের ক্রিয়া হইতে—আরও বিশেষ করিয়া আগামী দিনে—অর্থ সংগ্রহ, ভোগ ও সঞ্চয়ের একচেটিয়া মালিকদের, শোষক পুঁজিপতিদের পার পাইবার কোন উপায় নাই।

এস, আর, দাশ

ব্যবসায়ী ও শিল্পোদ্যোগী

৫৭, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ফোন—সাউথ ২০৮১; টেলিগ্রাম—'ASARDAS'

পত্র তালিকা

প্রোপ্রাইটার

বিজলী প্রেস
কলিকাতা

মেসার্স এস, আর, দাশ
ইলেকট্রিকের সরঞ্জাম বিক্রেতা ও কণ্ট্রাক্টর
কলিকাতা

ম্যানেজিং এজেন্ট

চাঁদপুর ইলেক্‌ট্রিক সাপ্লাই কোং লিঃ
চাঁদপুর

ষ্ট্যাণ্ডার্ড ম্যাচ ফ্যাক্টরী, লিঃ
চাঁদপুর

বেঙ্গল কটন এণ্ড ষ্টোরস সিণ্ডিকেট লিঃ
কলিকাতা

ম্যানেজিং ডিরেক্টর

দি চাঁদপুর মডেল ব্যাঙ্ক লিঃ
চাঁদপুর ও কলিকাতা

ম্যানেজিং ডিরেক্টর

ধুবড়ী ইলেক্‌ট্রিক সাপ্লাই কোং লিঃ
ধুবড়ী, আসাম

শান্তিনিকেতন ইলেক্‌ট্রিক সাপ্লাই কোং লিঃ
শান্তিনিকেতন

ষ্টীল এণ্ড ইলেক্‌ট্রিক্যাল ম্যানুফ্যাকচারিং কোং (ইণ্ডিয়া) লিঃ
কলিকাতা

চ্যাটার্জি, দাশ এণ্ড কোং, লিঃ
কলিকাতা

ওরিয়েণ্টাল ক্লথ প্রডাক্টস্, লিঃ
কলিকাতা

মডেল গ্লাস ওয়ার্কস, লিঃ
বেলগাছিয়া, হাওড়া

চাঁদপুর গ্লাস ওয়ার্কস, লিঃ
চাঁদপুর

টেকনো ট্রেডার্স, লিঃ
যন্ত্রপাতি ও ইলেক্‌ট্রিকের সরঞ্জাম আমদানীকারক
কলিকাতা

বাংলাকে শিল্প-সমৃদ্ধ করে তোলার কাজে ব্রতী

SDB-2

অর্থম্ অনর্থম্

শচীন সেনগুপ্ত

আর্থিক জগতে লেখবার জন্য কলম ধরা আমার মতো লোকের পক্ষে একেবারে নিরর্থক। কেন না জীবনে অর্থের সঙ্গে আমার পরিচয় কখনো নিবিড় হয়নি। আমি আজও বুঝতে পারিনি জগতের সঙ্গে অর্থের আসল সম্বন্ধটা কি। অর্থ অনর্থ তাই এককালে শুনতাম। এখন শুনি অর্থই পরমার্থ, অর্থাৎ পৃথিবীকে চালু রাখবার জন্যই অখণ্ড মণ্ডলাকার ওই ধাতব পদার্থের একান্ত আবশ্যক। কিন্তু প্রাচীন এই জগৎটাকে, আমার জ্ঞাতসারে, আমি কখনো অচল থাকতে দেখিনি। সে তার নিজের খেয়ালেই চলে; মানুষের হাতে অর্থ থাকলেও চলে, না থাকলেও চলে। তার চলাটাই বড় কথা, অর্থ বড় কথা নয়। বড় কথা এই জন্যই নয় যে, জগৎকে চালাবার জন্য ভূতে অর্থ যোগায়। অর্থনৈতিকরা কথাটা পছন্দ করবেন না জানি। কিন্তু কথাটা মিথ্যা নয়। এক নম্বর ওয়ার্লড ওয়ারের পর জার্ম্মানী অর্থহীন হয়ে পড়েছিল। কিন্তু শেষটায় যারা তাকে জয় করেছিল, তারাই ভূতের মতো অর্থের থলে পিঠে বয়ে তাকে অর্থ যোগালে। সেই অর্থ নিয়ে জার্ম্মেনী আবার তার শিল্প-বাণিজ্য প্রতিষ্ঠা করে বড় রকমের বাণিজ্যের অর্থাৎ রাজনৈতিক ডাকাতির জন্য নিজেকে প্রস্তুত করে নিলে। দেওয়া অর্থ জলে ডুবে যাবে ভয় করে ইংরেজ জার্ম্মানীর রাজনৈতিক বাণিজ্যের বিরোধিতা করল না, যতদিন পারল তার পিঠে হাত বুলিয়েই চলতে লাগল, রাজনৈতিক পরিভাষায় যা য়্যাপিজমেণ্ট আখ্যা পেল, আর যার জন্য ইতিহাসে চেম্বারলেন হয়ে রইলেন যুদ্ধ স্রষ্টাদের অন্যতম। ভেবে দেখুন ত কি রকম বিপরীত কাণ্ড! অর্থের অভাব থেকে জার্ম্মেনী অর্থ নিয়ে ছিনিমিনি খেলবার সুযোগ পেল, আর শান্তি-স্থাপন করবার প্রাণপণ চেষ্টা করে চেম্বারলেন যুদ্ধকে জোরালো করবার সুযোগ করে দিলেন!

* * * *

শুনতে পাই ভারতবর্ষের মতো দরিদ্র দেশ পৃথিবীতে আর নাই এবং আরো শুনতে পাই ব্রিটেন মস্ত বড় ধনিক দেশ, পৃথিবীর ব্যাঙ্কার। কিন্তু যুদ্ধ শুরু হতে না হতেই শুনতে পেলাম এই ভারতবর্ষই উত্তমর্ণ মহাজন হয়ে সেই ব্রিটেনকে অধমর্ণ করে ফেলেছে! ব্রিটেন দেনদার, ভারতবর্ষ পাওনাদার। ভাবলাম বাছাধনরা আর যায় কোথায়, গলায় গামছা দিয়ে টাকা আদায় করে নোব না! টাকার যখন দরকার হোলো, অর্থাৎ চোখের সামনে ভারতবর্ষের লোকগুলোকে যখন না খেয়ে লাখে লাখে মরতে দেখলাম, তখন একবার ভাবলাম পাওনা টাকা আদায় করে নিলেই ত এই অনশন-মৃত্যু রোধ করা যায়। মনের কথা বুঝে ভাগ্য-দেবতা যেন হেসে উঠলেন। হেসে হেসেই বল্লেন ট্যাকে হাত দে, টাকার ভাবনা কি! সত্যিই ত, টাকা যেন ভূতে যোগালে। একমণ চা'লের দাম চল্লিশ টাকা! সেই চল্লিশ টাকা গুণে দিয়েও চাল কিনতে পারলাম! আগে ওজন্যে আট টাকাও যোগাড় করতে পারতাম না। কিন্তু তবুও দেনদারকে বল্লাম টাকা দিয়ে দাও, এত লোক না খেয়ে মরচে। দেনদার বল্লে, টাকা খেয়ে মানুষ বাঁচে না, বাঁচে চা'ল খেয়ে। তোমার দেশে চাল নেই।

ভাবলাম ওরা ধাপ্পা দিচ্ছে। আমার দেশে চা'ল নেই! শস্য শ্যামলা এই দেশ! হতেই পারে না। চা'ল আছে, নিশ্চিত আছে। এ বিশ্বাস শুধু আমারই একার বিশ্বাস নয়, মন্ত্রী সুরাবর্দ্দী সাহেবও সেই বিশ্বাস পোষণ করেন। Rice drive বা চাল অন্বেষণ-পর্ব্ব যখন হোলো, তখন বিশ্বাস গেল ভেসে। সত্যিই ত কলকাতায় চা'ল নেই। তক্তপোষের নীচেয় ঢুকেও ত সুরাবর্দ্দী সাহেব চা'লের সন্ধান পেলেন না! দেনদার শোনালে টাকা ফেরত নেবে? বাঁচবে টাকা চিবিয়ে খেয়ে?

* * * *

"এস মা লক্ষ্মী
বস মা লক্ষ্মী
থাক মা লক্ষ্মী
ঘরে"

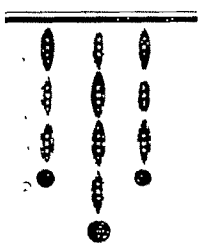

- যুগ-যুগান্তের এই অনবদ্য লক্ষ্মী আরাধনার মহামন্ত্রে সিদ্ধিলাভ করতে শুধু একটু সঞ্চয়ের অভ্যাস প্রয়োজন - - - - - -
- সেই একটু একটু সঞ্চয়ের ভিতরে স্তূপীকৃত হয়ে উঠে অতুল ধনরাশি, ঐশ্বর্য্য আর সম্পদ।
- ব্যাঙ্কের সহযোগে সেই সঞ্চয়ের পথ সহজ হয়ে উঠে। আর তা' থেকে সঞ্চয়ী স্বয়ং সর্ব্ববিষয়ে লক্ষ্মীমন্ত হয়ে তো থাকেনই সঙ্গে সঙ্গে দেশও হয় ঐশ্বর্য্যে গরীয়ান।

ভারতের
৩৫টি
প্রধান প্রধান
সহরে ও ব্যবসায়
কেন্দ্রে শাখা
অফিস আছে।

বঙ্গুড়া সিটি ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস ঃ—১৫-বি, ক্লাইভ রো, কলিকাতা।

পোষ্ট বক্স নং ২৪০৩ ঃ ঃ টেলিগ্রাম—'লেনদেন', কলিকাতা

- এঃ ম্যানেজিং ডাইরেক্টর বি, সেন
- ম্যানেজিং ডাইরেক্টর এম, এল, মিত্র
- সুপারভাইজিং ডাইরেক্টর এইচ, সি, মিত্র

B.G/5-UPS

টাকা চিবিয়ে খেয়ে বাঁচা যায় না তা সহজেই বুঝলাম। কিন্তু অনেক ঘাটের জল খেয়ে খেয়ে যখন কালোবাজারের সন্ধান পেলাম, তখন বুঝতে পারলাম টাকা চিবিয়ে খেয়ে যদিও বাঁচা যায় না, টাকা ঢালতে পারলে কালো বাজার থেকে ভালো চাল সংগ্রহ করা যায়। কালোবাজারের কারবারীদের দালাল ঘোরা ফেরা করে, ইসারায় আভাস দেয়! একদিন দালালকে বল্লাম, তোমরা চড়া দামে চাল দিতে পার জানি, কিন্তু সে চাল কেনবার মতো টাকা কোথায়? দালালটি আমাকে অর্থনীতি বিষয়ক বক্তৃতা শুনিয়ে বুঝিয়ে দিতে চাইলে টাকা চালের পাহাড়ের আকারে মজুতদারদের গোলায় গোলায় অচল রয়েচে। তাকে সচল করবার জন্যই কালোবাজারের আবশ্যক। মজুতদারদের গোলার চাল যত সচল হবে, ততই টাকার স্রোত বইবে। আসলে চালও আছে, টাকাও আছে। যাদের টাকা আছে তাদের চাল নেই, আর চাল যাদের আছে তাদের টাকা নেই। এর সামঞ্জস্য চিরদিনই করে এসেচে ব্যবসা। সরকার এই ব্যবসা বন্ধ করে দিয়েচেন। কালোবাজারের কারবারীরা এই ব্যবসাকে চালু রেখে অর্থ-প্রবাহের প্রণালীটিকে হাজা-মজা থেকে বাঁচিয়ে রাখচেন। এতে দেশের কত উপকার হচ্ছে, দেশের লোক আজ তা বুঝতে পারচে না, কিন্তু একদিন বুঝবে। দালাল আমাকে দস্তুরমত ভাবিয়ে দিলে।

* * * *

আমি বল্লাম—বাপু হে, বড় বড় কথা ত বল্লে। কিন্তু তোমার কালোবাজারের কারবারীরা যে মুনাফাখোর তা ত মানো? দালাল সবিনয় জবাব দিলে—আজ্ঞে, মুনাফা না রেখে ব্যবসা করবে এমন ব্যবসায়ী কোথায় পাবেন? চা'লের ব্যবসায়ীরা ত চুণো-পুঁটি, রাজ্য নিয়ে যাঁরা ব্যবসা করেন তাঁরাও ত মুনাফাখোর। চমকে উঠলাম। দালাল-চাঁদ বলে কি! মাঝ-পথে থামবার লোক সে নয়। বেশ সপ্রতিভভাবেই সে বল্লে—না চটে আমার কথাটাই শুনুন। আমি আর কিছুই শুনতে চাইলাম না, তাকে বিদায় করে দিলাম।

* * * *

তাকে বিদায় দিলাম, কিন্তু তার কথাটা ভুলতে পারলাম না। চা'ল যারা কন্‌ট্রোল করচে, তারা আমাদের হিত করচে না অহিত করচে? আমরা অসহায়, আমরা অ-কেজো, নিজেদের খাবার ব্যবস্থা আমরা নিজেরা করতে পারিনি বলেইত কন্‌ট্রোল হয়েচে। কথাটা একবার মনে এলো, আবার তখুনি মন থেকে সরে গেল। কথাটা সত্যি নয়। মনে হোলো তার চেয়ে অনেক বেশী সত্যি আছে এই কথায় যে, ডাণ্ডা মেরে যারা আমাদের ঠাণ্ডা করতে পারলে না, তারা আমাদের পেটে বোমা বসিয়েই কার্য্যোদ্ধার করতে চাইলে। চালের জন্যে ঝোলা নিয়ে ফি সপ্তাহে তাদের কাছে ধর্ণা দিতে হবে! এতে কি তাদের কম আনন্দ। আমাদের রাজনীতি, অর্থনীতি, উদরনীতি এক সঙ্গে তাদের মুঠোয় পড়ে খাবি খেতে লাগল। কিন্তু এই কন্‌ট্রোলের মুনাফার পরিমাণটাও ভাবা দরকার। দশ টাকা মণের চাল কিনতে হয় ষোল টাকা মণ দরে। মণ প্রতি ছয় টাকা লাভ! এই লাভ নিয়েও লোকসান হয়। অর্থাৎ সরকারকে এই কল চালু রাখবার জন্য অতিরিক্ত অনেক টাকা ঢালতে হয়। হিসেবটা দাঁড়ায়: এক নম্বর মণ পিছু ছয় টাকা ফি-হপ্তায় গণে দিতে হয়, দু'-নম্বর অশরীরী গবর্ণমেণ্টের চাল-চুলো কিছু থাকে না বলে কন্‌ট্রোল ব্যবস্থা চালু রাখবার জন্য যে লোকসান হয়, সেই লোকসান পূরণ করবার জন্য এই খদ্দেরদেরকেই প্রকারান্তরে আবার আক্কেলসেলামী গণতে হয়। যদি তারা তা না পারে গবর্ণমেণ্টের দেনা দাঁড়িয়ে যায়। সে দেনা শোধ করবার দায়িত্ব থাকে এই খদ্দেরদের এবং এদের বংশধরদের, অধস্তন চৌদ্দপুরুষ পরবর্ত্তীদের! কুইন ভিক্টোরিয়া ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কাছ থেকে ভারতবর্ষ কিনে নিয়েছিলেন। যে টাকা দিয়ে কিনেছিলেন সে টাকা বৃটেনের রাজকোষ বা ভিক্টোরিয়ার ব্যক্তিগত সম্পত্তি থেকে দেওয়া হয়নি, দেনাস্বরূপ ভারতবর্ষের ঘাড়েই চাপিয়ে রাখা হয়েছিল। পুরুষ পরম্পরায় নিজেদেরকে উপোসী রেখে ভারতবাসী সেই দেনা শুধেচে। আজ মণ প্রতি ছ'টাকা বেশী দিয়ে চাল নিশ্চিত লভ্য জেনে যারা আনন্দে ডগ্‌মগ করচে, এক চালের দফেই তাদের শুধু দেনা জমে উঠচে না,

সেণ্ট্রাল ক্যালকাটা

ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস—৯এ, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

চেয়ারম্যান—মিঃ সি, সি, দত্ত, আই-সি-এস (অবসরপ্রাপ্ত)

অনুমোদিত মুলধন	৫০,০০,০০০৲ টাকা।
বিক্রীত মুলধন	১০,০০,০০০৲ টাকা।
আদায়ী মুলধন	৫,৭৩,৩০০৲ টাকা।
কার্য্যকরী মুলধন ১ কোটী টাকার উপর।	

শাখাসমূহ

আলিপুর দুয়ার, আসানসোল, আজমগড়, এলাহাবাদ, কাঁচরাপাড়া, কুচবিহার, জলপাইগুড়ি, জৌনপুর, দিনাজপুর, দুবরাজপুর, নিউ মার্কেট, নীলফামারী, নৈহাটী, পাটনা, পাবনা, বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া, বালুরঘাট, বেনারস, ভাটপাড়া, রায়বেরিলী, রংপুর, লক্ষ্ণৌ, লাহিড়ী মোহনপুর, লালমণিরহাট, শ্যামবাজার, সাউথ কলিকাতা, সাহাজাদপুর, সিরাজগঞ্জ, সিউড়ী, সৈয়দপুর, হিলি।

সেক্রেটারী—মিঃ, এস, কে, নিয়োগী।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—মিঃ ডি, ডি, রায়।

রাজস্থান ব্যাঙ্ক লিমিটেড

২২নং ষ্ট্রাণ্ড রোড, কলিকাতা।

'ফোন—কলিঃ ৪০৩৮ 'গ্রাম—"গোল্ডনেষ্ট"

শাখাসমূহ:

বালীগঞ্জ বাদুড়িয়া
ভবানীপুর বসিরহাট
সোনারপুর লক্ষ্মীকান্তপুর
বসিরহাট বাজার
জয়নগর-মজিলপুর
মাল (জলপাইগুড়ি)

সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য করা হয়

ম্যানেজিং ডিরেক্টর:
মিঃ লালমোহন মুখার্জি

ডিরেক্টর-ইন-চার্জ:
কুমার শৈলেন্দ্রনারায়ণ রায়, এম-এ, বি-এল
(জোড়াসাঁকো রাজ)

সেক্রেটারী:
মিঃ দেবেন্দ্রলাল ঘোষ রায়, বি-এ

B. & B. (P) Ltd

নানা খাতে নিত্য তা জমচে। দেনা অজানায় বাড়চে, শোধ করবার সময় হাড়ে হাড়ে তা বুঝতে হবে। তবুও কনট্রোল আছে, তবুও কনট্রোল থাকবে। বণিক-প্রভাবান্বিত রাষ্ট্র কনট্রোল ছাড়া পথ খুঁজে পায় না। বণিক-প্রভাবান্বিত রাষ্ট্রের ধনিকের প্রতি প্রীতি থাকে বেশী। ধনিকরা কনট্রোল্‌ড্‌ হতে চায় না। তারা মোটা চাল খেতে পারে না, কাঁকরকে খাদ্য বলে মেনে নিতে চায় না, আটার লুচিতে ফোস্কা ওঠে না বলে তারা তা স্পর্শ করে না। তাই তাদের জন্য কালোবাজারকে জিইয়ে রাখতে হয়। তারা ভোজ দেবে, পার্টি দেবে। নেমন্তন্ন পত্রের নীচে তারা যদিও স্মারক লিখে নিমন্ত্রিতদের জানায় যে, রেশন সঙ্গে নিয়ে যেতে হবে, নিমন্ত্রিতরা সত্যি সত্যিই কিছু চাল ঘি পাঁঠা মুর্গি চাদরে বেঁধে নিয়ে যান না। অথচ নেমন্তন্ন বাড়ীর সাম্নেকার ডাষ্টবিনে আমরা কলার পাতার সঙ্গে পোলাউকণা পাঁঠার হাড় দেখতে পাই। এরা কোথায় পায় কাশ্মিরী চাল, রিফাইন্‌ড ময়দা, তেল, ঘি, চিনি? সংগ্রহ করে। কি করে সংগ্রহ করে? টাকা ঢেলে। কোথায় টাকা ঢালে? নানা যায়গায়, বেশীটা কালোবাজারে। বণিক-প্রভাবান্বিত গবর্ণমেণ্ট ধনিকদের খুসি রাখবার জন্য কালোবাজারের উচ্ছেদ করে না। সেফ্‌টি-ভাল্‌ব্‌ হিসেবে কালোবাজার কাম্যও মনে করে। মুনাফাখোর না থাকলে বণিক-প্রভাবান্বিত গবর্ণমেণ্ট স্বস্তি পায় না। কেননা মুনাফাখোররা ধনিকদের অর্থ বার করবার কায়দা জানে। আর সেই কায়দা কসরতের ফলে ধনিকের হাত থেকে কিছু অর্থ বেরিয়ে যাবার সময় একটা কৃত্রিম স্রোত সৃষ্টি করে।

* * *

সংবাদপত্রের লিখিয়েরা, বেতনভুক সম্পাদক, সহকারী সম্পাদকরা কালোবাজারের কারবারীদের আর মুনাফাখোরদের উপর প্রসন্ন নন। কিন্তু সংবাদপত্রের মালিকরা মুনাফাখোরদের আনুকূল্যেই মুনাফা করেন। মুনাফাখোররা বেশী আয় করচেন বলেই ত মালিকরা বিজ্ঞাপনের দাম পাঁচ গুণ বাড়াতে পেরেচেন এবং বেশী বিজ্ঞাপন পাচ্ছেন। দেশে শিল্পের প্রসার বাড়েনি, ব্যবসা মাটি হতে বসেচে, অথচ বিজ্ঞাপন বেড়ে যাচ্ছে। কারণ মুনাফাখোরদের প্রচুর টাকা জমেছে বলেই এই বৃদ্ধি সম্ভব হয়েচে। একদিকে এই মুনাফাখোরদের সহায়তা, অপরদিকে গবর্ণমেণ্টের সহায়তায় সংবাদপত্রের মালিকরাও ফেঁপে উঠেচেন। সরকার নিউজ-প্রিণ্ট কনট্রোল করলেন। কাগজের আকার ছোটো হোলো দাম হোলো বেশী। দু'পয়সার কাগজও দু-আনা হোলো, একআনার কাগজও হোলো তাই। কাগজ আকারে ছোট হোলো ব'লে কাগজ বার করবার খরচা গেল কমে, বিজ্ঞাপনের জন্য স্থানও গেল কমে। বিজ্ঞাপনের স্থানের দাম গেল চাহিদা মতো বেড়ে, আসতে লাগল বড় সরকারী বিজ্ঞাপন, কাগজে সুর হতে লাগল নরম। লিখিয়েরা বাঁকতে লাগল, তাঁদের মাইনে গেল কিছু কিঞ্চিৎ বেড়ে। তারা ভাবতে লাগল জার্নালিজম মিশন নয়, প্রোফেশন মাত্র। মালিকরা বল্লে এতদিনে মূর্খ লেখকরা সার সত্যের সন্ধান পেয়েচে। ছিটে-ফোঁটা তাদের দিয়ে মালিকরা লাখ-লাখ টাকা জমিয়ে ভাবতে লাগল সে-টাকা বাড়ানো যায় কি করে। বুদ্ধি দিতে এগিয়ে এল মুনাফাখোররা, এলো কালোবাজারের কারবারীরা। গলায় গলায় ভাব জমে উঠ্‌ল।

* * *

শুধু কাগজওয়ালারাই নয়, প্রকাশকরাও পেপার কনট্রোলের সুযোগ নিয়ে গ্রন্থকারদের আখ-মাড়াই কলে ফেলে রস বার করে নিতে লাগলেন। বইয়ের পাতা গেল কমে, দাম গেল চড়ে, গ্রন্থকারদের পাওনা দেওয়া হোলো কমিয়ে। ঠিক যে-সময়ে বইয়ের চাহিদা বাড়ল, সেই-সময়েই গ্রন্থকারদের আয় গেল কমে পেপার-কনট্রোলের কল্যাণে, পাব্‌লিশার-দের ধনিক-ধর্ম্মী লোভের আতিশয্যে। দেখা যাচ্ছে টাকা যাদেরই হাতে ঘোরা-ফেরা করেচে, তারাই লাল হয়েচে—যেমন ওয়ার কনট্রাক্‌টাররা, কালোবাজারের কারবারীরা, শিল্পপতিরা, বাণিজ্যনায়করা, খবরের কাগজের মালিকরা, পাব্‌লিশাররা, প্রিণ্টাররা। এদের লাল করবার জন্য রক্ত-ক্ষরণে শাদা হয়ে গেছে সাধারণ লোকরা, যারা দশ টাকা দামের চাল ষোল টাকা দিয়ে খায়, তিন টাকার কাপড় কালোবাজার থেকে পনেরো টাকা দিয়ে কেনে, যারা টাকায় তিন-পয়সা সেলস্‌ট্যাক্স দিয়ে চার গুণ দাম দিয়ে প্রয়োজনীয় সকল দ্রব্য কেনে, যারা প্রত্যহ খবরের কাগজ পড়বার জন্য চার গুণ দাম দেয়, বই-কেনে তিন চার গুণ দাম দিয়ে, যাদের ব্যাঙ্কে ব্যালান্স শূন্যতেই থেকে যায়, যাদের ক্রেডিট কিছুই নেই। দেশে আয়-বিহীন নিঃস্বের দল বরাবরই ছিল, এবার এক নূতন শ্রেণীর উদ্ভব হোলো আয়-ওয়ালা নিঃস্ব! নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর এই মানুষরা উপার্জ্জন করেও শুধু শোষণের জন্যই কপর্দ্দক-হীন হয়ে রইল!

* * *

এদেরই কথা মনে পড়তেই যুদ্ধোত্তর-ভারতের পুনর্গঠনের কথা মনে পড়ল। মনে পড়ল শিল্প-প্রসারের কথা, মনে পড়ল ভূমি থেকে সম্পদ বাড়াবার কথা। কাগজে প্রত্যহ দেখতে লাগলাম ভারতের বাইরের লোকদের ভারতের জন্য দরদের কথা। মনে পড়ল ভারত ত দরিদ্র নয়, ব্রিটেন আজ ভারতের দেনদার কিন্তু ব্রিটেন মার্কিনেরও দেনদার। মার্কিন লেণ্ড এণ্ড লীজ বন্ধ করে দিল। ব্রিটেন চোখে সর্ষের ফুল দেখতে লাগল। আমরা মুখে কিছু বল্লাম না, কিন্তু মনে মনে খুসিই হলাম। কিন্তু মার্কিন সেনেটার মিঃ সেলার অকস্মাৎ একদিন বজ্রাঘাত করলেন এই কথা বলে যে, ব্রিটেন ভারতের কাছেও ঋণী, মার্কিনের কাছেও ঋণী। যদি ব্রিটেনকে ভারতের ঋণ শোধ করতে হয়, তাহলে মার্কিনকে সেই পরিমাণ অর্থ সে দিতে অক্ষম হবে। সুতরাং ভারতের কাছে ব্রিটেনের দেনার পরিমাণ যা শ্লেটে ফুটে উঠেচে তা মুছে ফেলে দেওয়াই দরকার। নইলে শুধু যে মার্কিনের অর্থপ্রাপ্তির সম্ভাবনা কমে যাবে তা নয়, ভারতের সঙ্গে কারবারে সকল কারবারী-কেই মহা অসুবিধায় পড়তে হবে। গলায় গামছা দিয়ে ঋণ আদায় করবার আবু-হোসিনি স্বপ্ন সেইদিনই আমার ঘুচে গেল। অর্থ থাকাও যা, না থাকাও তাই। তবে আর অর্থ নিয়ে মাথা ঘামাই কেন?

টেলিফোন বি.বি. ৪৩৮ ★ স্থাপিত ১৯২৯ ★ টেলিগ্রাম বি.বি. ২৯৮০

প্রবর্ত্তক ব্যাঙ্ক

লিমিটেড্‌

৬১, বহুবাজার ষ্ট্রীট ★ ৮১, ক্লাইভ ষ্ট্রীট

কলিকাতা

অন্যান্য শাখা :—চট্টগ্রাম, চন্দননগর, রাজসাহী, সিরাজগঞ্জ, জলপাইগুড়ি, মৈমনসিং ও সান্তাহার।

— সুদের হার —

কারেণ্ট ১/২% সেভিং ব্যাঙ্ক ২%

বাজার চলতি শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় হয়।

অন্যান্য ডিপোজিট, লোন ও ওভারড্রাফ্‌ট সম্বন্ধে পত্র লিখুন।

ম্যানেজিং ডাইরেক্টর : শ্রী মতিলাল রায়।

বর্ত্তমান সমাজ-জীবনের উপর দিয়া দ্রুত পরিবর্ত্তন দেখা দিতেছে এবং তদ্দরুন অর্থ-নৈতিক পরিস্থিতিতে বিষম ঘাত-প্রতিঘাতের সৃষ্টি হওয়ায়

টাকা খাটানোর

ব্যাপারে জটিল সমস্যাসমূহ দেখা দিয়াছে, তারপর এই

সমস্যাসমূহ

জটিল হইয়া উঠিয়াছে, দূরবর্ত্তী পুঁজিদারদের পক্ষে কারণ, টাকার বাজারের দৈনিক উঠ্‌তি-পড়তির খোঁজ-খবর রাখা তাঁদের পক্ষে মোটেই সম্ভবপর নহে। তাঁদের এই সমস্যাসমূহের

সমাধানে

সহায়তা করার জন্য এইরূপ ব্যবস্থা করা হইয়াছে :—

- **প্রত্যেক দিনের বাজার দর ও তৎসম্বন্ধে মন্তব্যাদি সম্বলিত সাপ্তাহিক বুলেটিন প্রকাশ।**
- **ব্যাঙ্কের সুদের হারে শেয়ার বন্ধক রাখিয়া টাকা লগ্নি দেওয়া।**
- **মার্জ্জিন্যাল ডিপোজিটে কাজকারবার করা**
- **শাখা অফিসসমূহের মারফত ব্যক্তিগত-ভাবে উপদেশ দেওয়া ও যত্ন লওয়া।**
- **সকল রকমের শেয়ার ও ষ্টকের কাজ-কারবার করা।**

এই জাতীয় আরও বহু রকমের সুবিধাজনক ব্যবস্থা করিয়াছে—

হিন্দুস্থান শেয়ার ডীলার্স

লিমিটেড

২২নং মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড, কলিকাতা।

ফোন : বড়বাজার ২৮৪৫ টেলিগ্রাম : নিশিগন্ধা, কলিঃ

ম্যানেজিং ডিরেক্টর :

প্রোফেসর—বি, ব্যানার্জ্জি, এম-এ।

ফোন ঃ ক্যাল ১৭৪৪ গ্রাম ঃ ষ্ট্রংরুম

ঢাকুরিয়া ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন লিমিটেড

হেড অফিস ঃ ২১এ, ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা

শাখাসমূহ

ঢাকুরিয়া, সাদার্ণ মার্কেট, ক্যানিং, ঔরঙ্গাবাদ, জঙ্গীপুর, পাকুড়, রামপুরহাট, বারহারওয়া, ধুলিয়ান, সাহেবগঞ্জ, কোন্নগর ও রঘুনাথগঞ্জ।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর ঃ মিঃ ডি এন চাটার্জ্জী, এফ্, আর, ই, এস্ (লণ্ডন)

মডার্ণ আয়ুর্ব্বেদিক ওয়ার্কস লিমিটেড

(ভারতীয় যৌথ কোম্পানীর আইন অনুসারে রেজেষ্ট্রীকৃত সুবিখ্যাত আয়ুর্ব্বেদীয় প্রতিষ্ঠান)

রেজিষ্টার্ড অফিস ও ওয়ার্কসপ :
১৯ নং ষ্টেশন রোড,
কলিকাতা

সেণ্ট্রাল অফিস :
১০৭, ওল্ড চীনাবাজার ষ্ট্রীট,
কলিকাতা

বিগত ছয়মাসের কার্য্যফলে শতকরা ১০৲ টাকা হারে অংশীদারগণকে ডিভিডেণ্ড দেওয়া হইয়াছে। বর্ষশেষ ডিসেম্বর মাসের কার্য্যের উপরে সন্তোষজনক ডিভিডেণ্ড আশা করা যাইতেছে।

এস, এন, চাটার্জ্জী এণ্ড কোং লিঃ
ম্যানেজিং এজেণ্টস্

উপযুক্ত কমিশনে সম্ভ্রান্ত এজেণ্ট আবশ্যক

বঙ্গশ্রী হোসিয়ারী ও উইভিং মিলস্ লিমিটেড

সমমূল্যে এখনও কয়েকটি শেয়ার বিক্রয়ার্থ আছে।

আজ পর্য্যন্ত লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছে শতকরা ১৫৲ টাকা।
গত বৎসর ষাণ্মাসিক লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছে শতকরা ৫৲ টাকা।

সুবিধাজনক সর্ত্তে স্থায়ী আমানত গ্রহণ করা হয়

হেড অফিস :
২১এ, ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ফ্যাক্টরী :
ঢাকুরিয়া

শেয়ার বিক্রয়ের জন্য সম্ভ্রান্ত এজেণ্ট চাই

ইহা বিজ্ঞপ্তি মাত্র—প্রস্পেক্টাস নহে

বেঙ্গল কটন কাল্টিভেশন এণ্ড মিলস্ লিঃ

স্থাপিত ঃ ১৯৪০

রেজিঃ অফিস ঃ ১০৭, ওল্ড চীনাবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

বাগান
বেঙ্গল কটন এষ্টেট
ত্রিপুরা

লভ্যাংশ
দেওয়া হইয়াছে

মার্চ্চ ১৯৪২	...	...	শতকরা ১৫৲
,, ১৯৪৩	...	...	শতকরা ১০৲
,, ১৯৪৪	...	...	শতকরা ১০৲

১৯৪৫এ (শতকরা ১০৲ জন্য সুপারিশ করা হইয়াছে)

মিল সাইট
সোণারপুর
বি এণ্ড এ রেলওয়ে

আগামী ১৫ই নভেম্বর, ১৯৪৫ পর্য্যন্ত শেয়ারের জন্য আবেদনপত্র গ্রহণ করা হইবে কিন্তু ডিরেক্টরগণ ইচ্ছা করিলে তাহার পূর্ব্বেই ইহা বন্ধ করিয়া দিতে পারিবেন।

এখনও সমমূল্যে শেয়ার পাওয়া যায়।

প্রত্যেক আবেদনের সহিত ১৲ টাকা ভর্ত্তি ফি দিতে হইবে।

ম্যানেজিং এজেণ্টস্ : প্ল্যাণ্টার্স সিণ্ডিকেট লিঃ

মুদ্রাস্ফীতি ও চোরাবাজারের টাকা

শ্রীগোপাল চন্দ্র নিয়োগী, বি-এল

আমাদের দেশে একটা সংস্কৃত প্রবাদবাক্য আছে, "দুর্ভিক্ষমল্পং স্মরণং চিরায়ুঃ।" দুর্ভিক্ষ অল্পকাল স্থায়ী হইলেও উহার কথা মানুষের স্মরণ থাকে চিরকাল। যুদ্ধ আমাদের দেশে মুদ্রাস্ফীতি ও নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের দুষ্প্রাপ্যতা লইয়া আসিয়াছে। আজ যুদ্ধ শেষ হইলেও মুদ্রাস্ফীতির শ্রীবৃদ্ধি এখনও বন্ধ হয় নাই। নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের অভাবের প্রাচুর্য্য এখনও আমাদের বর্ত্তমান। যুদ্ধের প্রয়োজনে গবর্ণমেণ্ট যে সকল চুক্তি করিয়াছিলেন, যুদ্ধ শেষ হওয়ায় সেগুলি সবই বাতিল হইয়া যাইবে। মুদ্রা ব্যবস্থার স্ফীত কলেবরও ক্রমে সঙ্কুচিত হইয়া আসিবে বলিয়া আশা করা যায়। উৎপাদন ব্যবস্থাও ধীরে ধীরে সামরিক প্রয়োজন হইতে অসামরিক প্রয়োজনে নিয়োজিত হইয়া নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের সরবরাহও ক্রমে বৃদ্ধি পাইবে। কিন্তু চোরাবাজারের কারবারীদের মুখের হাসি এখনও মিলায় নাই বলিয়া শোনা যাইতেছে। মুদ্রাস্ফীতি ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা আরও কিছুদিন বহাল থাকিবে, এই ভরসাতেই তাঁহাদের মুখে হাসি এখনও সঞ্জীবিত থাকিলে আশ্চর্য্য হইবার কিছু নাই। কিন্তু যুদ্ধের অবসানে ক্ষুদ্রাস্ফীতি, নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা এবং চোরাবাজারের আধিপত্য অনতিদূর ভবিষ্যতে শেষ হওয়ার সম্ভাবনায় জনসাধারণও একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়াছে। মনে হইতে পারে, আজ দুষ্প্রাপ্যতা ও চোরাবাজারের শেষ যখন প্রায় দৃষ্টিগোচর হইতে চলিয়াছে তখন মুদ্রাস্ফীতি ও চোরাবাজারের টাকা লইয়া আলোচনা করিবার সার্থকতা কি? কিন্তু মুদ্রাস্ফীতি ও চোরাবাজারের দুঃসহ পরিমাণ যে কিরূপ সুদূরপ্রসারী তাহা আমরা ভাবিয়া দেখি নাই। হয়ত ছয়মাস বা এক বৎসর পরে মুদ্রাস্ফীতি বহুল পরিমাণে হ্রাস পাইবে, চোরাবাজারের অস্তিত্বও তখন আর থাকিবে না কিন্তু উহাদের স্মৃতি ভারতবাসী বিস্মৃত হইবে না কোনদিন। শুধু যে স্মৃতিই বিস্মৃত হইবে না, তাহা নয়, ভারতের ভাবী বংশধরদের সর্ব্বাঙ্গে স্বাস্থ্যহীনতা ও পুষ্টির অভাবের মধ্যে, তাহাদের দৈহিক ও নৈতিক শক্তিহীনতার মধ্যে মুদ্রাস্ফীতি ও চোরাবাজারের পদচিহ্ন বিষ্ণু-বক্ষে ভৃগুপদচিহ্নের মতই বহু যুগ ধরিয়া অঙ্কিত থাকিবে।

মুদ্রাস্ফীতির সহিত অতি লোভের অবৈধ প্রণয় হইতেই সৃষ্টি হইয়াছে চোরাবাজার। স্ফীত অবস্থায় প্রচলিত মুদ্রার একটা বিশিষ্ট অংশ চোরাবাজারকে সঞ্জীবিত রাখিবার উদ্দেশ্যে নিয়োজিত করা হইয়া থাকে, যদি প্রতিরোধ করিবার উপায় লৌহকঠিন হস্তে গ্রহণ করা না হয়। ইহা সকলেই অবগত আছেন যে, মুদ্রাস্ফীতির জন্য অর্থের যে প্রাচুর্য্য ঘটিয়াছে তাহার প্রায় সমস্তই শিল্পপতি, ব্যবসায়ী এবং যুদ্ধ সংক্রান্ত কনট্রাক্টারদেরই হস্তগত হইয়াছে। ইংলণ্ডে এবং আমেরিকায় নূতন ট্যাক্স ধার্য্য, পুরাতন ট্যাক্সের বৃদ্ধি এবং যুদ্ধ ঋণ আদায় করিয়া তাঁহাদের হাতের বাড়তি টাকা সরকারী কোষাগারে গ্রহণের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। কাজেই এই দুই দেশে সীমাবদ্ধ সরবরাহের জন্য নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির যে দাম বৃদ্ধি হইয়াছে তাহাকে আরও বৃদ্ধি করিবার সুযোগ হইতে তাঁহারা বঞ্চিত হইয়াছেন। কিন্তু আমাদের দেশে গবর্ণমেণ্ট মুদ্রাস্ফীতির অস্তিত্বই প্রথমে স্বীকার করেন নাই। যুদ্ধের সময় যেমন দুর্ম্মূল্যতা ও দুষ্প্রাপ্যতা সৃষ্টি হয় তেমনি শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীরাও অত্যধিক লাভ করিয়া থাকেন। ১৯৪০-৪১ সালের বাজেটের সময় যখন সুপার ট্যাক্স বৃদ্ধি এবং অতিরিক্ত মুনাফাকর সর্ব্বপ্রথম ধার্য্য করা হয় তখন এই যুক্তিই তৎকালীন অর্থসচিব স্যার জেরেমি রেইসম্যান প্রদর্শন করিয়াছিলেন। অতিরিক্ত মুনাফাকর আইন ১৯৪০ সনের ১৩ই এপ্রিল হইতে বলবৎ হইলেও ১৯৩৯ সালের ১লা সেপ্টেম্বর হইতে উহাকে প্রয়োগ করার ব্যবস্থা হয়। অর্থাৎ যেদিন হইতে যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে সেইদিন হইতে যে অতিরিক্ত মুনাফা হইয়াছে তাহাও অতিরিক্ত মুনাফাকর আইনের আওতায় আসিয়াছে। বার্ষিক ৩৬ হাজার টাকার অনূর্দ্ধলাভ এই আইনের আওতার মধ্যে পড়ে নাই। প্রথমে অতিরিক্ত লাভের উপর শতকরা ৫০ টাকা হারে অতিরিক্ত মুনাফাকর ধার্য্য করা হয়। ১৯৪০ সনের নভেম্বর মাসে একটি অতিরিক্ত বাজেট পেশ করিয়া সুপার-ট্যাক্স ও কর্পোরেশন ট্যাক্সসহ সমস্ত আয়করের উপর সারচার্জ্জ শতকরা ২৫৲ টাকা হারে বর্দ্ধিত করা হয়। ১৯৪১-৪২ সালের বাজেটে অতিরিক্ত মুনাফাকর বৃদ্ধি করিয়া শতকরা ৫০৲ টাকা হইতে শতকরা ৬৬⅔ টাকা করা হয়। এবং আয়কর ও সুপার ট্যাক্সের উপর সারচার্জ্জ বর্দ্ধিত করিয়া শতকরা ৩৩⅓ টাকা করা হয়। সুতরাং ১৯৪৩ সনের জুন মাসে অতিরিক্ত মুনাফাকর অর্ডিনান্স জারী হওয়া পর্য্যন্ত অতিরিক্ত মুনাফাকর বাবত শতকরা ৬৬⅔ টাকা এবং আয়কর ও সুপার ট্যাক্স বাবত শতকরা ১৩৲ টাকা একুনে লাভের শতকরা ৮০ ভাগই গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক গৃহীত হওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। ইহা ব্যতীত আয়করের এক-পঞ্চমাংশের অনধিক গবর্ণমেণ্টের নিকট আমানত করার স্বেচ্ছামূলক বিধান করা হয়। অতিরিক্ত মুনাফাকর অর্ডিনান্স দ্বারা উহাকে বাধ্যতামূলক করা হইয়াছে। এই অর্ডিনান্স বলে লাভের শতকরা ৬⅔ ভাগ মাত্র শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীদের জন্য রাখিয়া অবশিষ্ট ৯৩⅓ ভাগই গবর্ণমেণ্ট গ্রহণ করিয়া থাকেন। অতিরিক্ত লাভটা যে মায়াবাদী বেদান্তের রজ্জুতে সর্পভ্রম নয় আয়কর হইতে ভারত গবর্ণমেণ্টের আয় বৃদ্ধির নিম্নলিখিত হিসাব হইতে তাহা বুঝিতে পারা যায়ঃ

বৎসর	কর্পোরেশন ট্যাক্সসহ সর্ব্বপ্রকার আয়কর হইতে প্রাপ্ত আয়ের পরিমাণ
১৯৩৮—৩৯	১৭ কোটি ২৮ লক্ষ টাকা
১৯৩৯—৪০	১৯ কোটি ৩৭ লক্ষ „
১৯৪০—৪১	২৫ কোটি ৯৩ লক্ষ „
১৯৪১—৪২	৪৪ কোটি ৬ লক্ষ „
১৯৪২—৪৩	৮৫ কোটি ৭৬ লক্ষ „
১৯৪৩—৪৪	১২৯ কোটি ১৪ লক্ষ „
১৯৪৪—৪৫ (সংশোধিত হিসাব)	২১০ কোটি টাকা
১৯৪৫—৪৬ (বাজেট)	১৬৭ কোটি ২১ লক্ষ টাকা

আয়কর হইতে ভারত গবর্ণমেণ্টের এই অভূতপূর্ব্ব আয় বৃদ্ধি দ্বারা ইহা নিঃসংশয়িতরূপে প্রমাণিত হয় যে, মুদ্রাস্ফীতিজনিত ক্রয়শক্তি শিল্পপতি, ব্যবসায়ী ও যুদ্ধপ্রচেষ্টা সংক্রান্ত কনট্রাক্টার শ্রেণীর মধ্যেই আবদ্ধ রহিয়াছে।

একটী জাতীয় আর্থিক প্রতিষ্ঠান

গ্রেট ইষ্টার্ণ ব্যাঙ্ক লিঃ

স্থাপিত—১৯২৮ টেলিঃ "PURSE" Cal

হেড অফিস—৪৪-৪৬, ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

=ব্রাঞ্চ=

হবিগঞ্জ, বেলেঘাটা, জলপাইগুড়ি, সৈয়দপুর (রংপুর), মাণিকতলা (কলিকাতা)।

জীবনবীমার জন্য

দি নর্থ বেঙ্গল প্রভিডেণ্ট ইন্সিওরেন্স

কোম্পানী লিঃ

বি, সেনগুপ্ত,

ম্যানেজিং ডিরেক্টর

কিন্তু আয়কর হইতে ভারত গবর্ণমেণ্টের আয়ের এই অভূতপূর্ব্ব বৃদ্ধি দ্বারাও তাঁহাদের বিপুল লাভ সম্বন্ধে অতি সামান্যই অনুমান করিতে পারা যায়। ভারতীয় কৃষকদের আয় বৃদ্ধি পাওয়া সম্বন্ধে মিঃ আমেরীর বিবৃতির প্রতিবাদে ১৯৪৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে স্যার ছুটুরাম যে বিবৃতি দেন তাহাতে তিনি বলিয়াছেন, "The real accumulation of abnormal wealth which accounts for inflation has taken place in the hands of the industrialists, the manufacturers, the middlemen and the contractors. The fabulous profits made by these classes remain largely undetected and therefore largely untouched."

মুদ্রাস্ফীতির জন্য ধনের যে অভূতপূর্ব্ব সঞ্চয় ঘটিয়াছে তাহা রহিয়াছে শিল্পপতি, ব্যবসায়ী এবং কন্‌ট্রাক্টারদের হাতে। তাঁহারা যে বিপুল লাভ করিয়াছেন তাহার বেশীর ভাগেরই সন্ধান পাওয়া যায় নাই। কাজেই উহাতে হাত দেওয়াও সম্ভব হয় নাই। স্যার ছুটুরামের এই উক্তি বিশ্লেষণ করিলে বুঝা যায় যে, অতিরিক্ত আয়কর ধার্য্য হওয়া সত্ত্বেও শিল্পপতি, ব্যবসায়ী, কন্‌ট্রাক্টারদের লাভের সামান্য অংশকেই মাত্র উহার আওতায় আনা সম্ভব হইয়াছে, বেশীরভাগই ট্যাক্সকে এড়াইয়া গিয়াছে। এইরূপ হওয়া অসম্ভব কিছু বলিয়া মনে করিবার কোন কারণ নাই, বরং চোরাবাজারের প্রাবল্য ট্যাক্স এড়াইবার সার্থক প্রচেষ্টাকেই প্রমাণ করিতেছে। আমাদের দেশে জনসাধারণের মধ্যে একটা প্রচলিত দৃঢ় ধারণা এই যে, আমাদের দেশের ব্যবসায়ীরা তিন প্রস্থ হিসাবের খাতা রাখিয়া থাকেন। এক প্রস্থ তাঁহার নিজের লাভ-লোকসানের হিসাব করিবার জন্য, দ্বিতীয় প্রস্থ রাখা হয় অংশীদারদিগকে বুঝ-প্রবোধ দেওয়ার উদ্দেশ্যে এবং ইন্‌কাম ট্যাক্স অফিসারের নিকট দাখিলের জন্য রাখা হয় আর এক প্রস্থ। ব্যবসায়ী মহলের সহিত যাঁহাদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে, উল্লিখিত তিন প্রস্থ হিসাবের খাতার অস্তিত্ব তাঁহাদের কাছে নূতন নয়। যাঁহারা বাহিরের লোক তাঁহারাও জানেন, যখনই যে জিনিষের দাম নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে প্রকাশ্য বাজারে তাহা আর কিনিতে পাওয়া যায় নাই, খুব বেশী দাম দিয়া চোরাবাজারে কিনিতে হইয়াছে। নিয়ন্ত্রিত দর অপেক্ষা বেশী দরে চোরাবাজারে জিনিষ বিক্রয় করিয়া যে টাকা পাওয়া গেল ব্যবসায়ীরা তাহাই হিসাবের খাতায় জমা করিয়াছেন, এতখানি বোকা বোধ হয় কেহ-ই তাঁহাদিগকে মনে করেন না। কাপড়ের কলের মালিকদিগকে তাঁহাদের কলে উৎপন্ন কাপড়ের শতকরা দশভাগ নিজেদের দোকানের মারফৎ বিক্রয় করিবার অনুমতি দেওয়া হইয়াছে। অনেকেই মনে করেন, এই দোকানগুলিই কাপড়ের চোরাবাজারের একটি প্রধান উৎস। তাই যদি হয়, তবে চোরাবাজারের দরে কাপড় বিক্রয় করিয়া প্রাপ্ত অর্থ সমস্তই হিসাবের খাতায় জমা করিয়া চোরাবাজারের অকাট্য প্রমাণ তাঁহারা নিজেরাই তৈয়ার করিয়া রাখিবেন, একমাত্র কাণ্ডজ্ঞানহীন ব্যতীত আর কেহ তাহা ভাবিতে পারেন না।

ভারত গবর্ণমেণ্ট প্রথম যখন অতিরিক্ত মুনাফাকর ধার্য্য করেন, তখন মুদ্রাস্ফীতি নিবারণ করা এই কর ধার্য্যের উদ্দেশ্য ছিল না, যুদ্ধের ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য যথাসম্ভব অর্থ সংগ্রহ করাই ছিল উহার উদ্দেশ্য। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট চোরাবাজার বন্ধ করিয়া যদি ট্যাক্স এড়াইবার পথ রুদ্ধ করিতে পারিতেন, তাহা হইলে সরকারী আয়ও বর্দ্ধিত হইত। সরকারের রাজস্ব বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বাজার হইতে বাড়তি নোটগুলিও উঠিয়া যাইয়া পণ্য মজুত করিয়া অতি-লাভের পথও বন্ধ হইয়া যাইত এবং জনসাধারণের নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদিও ন্যায্যমূল্যে তাহাদের সহজলভ্য হইত। ১৯৪৩ সালের মে মাসে অতিরিক্ত মুনাফাকর শতকরা ৬৲ ভাগ ছাড়া বাকী সমস্তই গ্রহণ করিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট যে অর্ডিনান্স জারী করিলেন তাহাতে প্রকৃতপক্ষে মুদ্রাস্ফীতির অস্তিত্ব স্বীকৃত হইয়াছে। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট লাভের শতকরা ৯৩৲ ভাগ গ্রহণ করা সত্ত্বেও মুদ্রাস্ফীতি নিবারিত হয় নাই, সমুদ্রতরঙ্গকে আর অধিক দূর অগ্রসর না হইতে রাজা ক্যানিউটের আদেশের মতই চোরাবাজার বন্ধের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে। গবর্ণমেণ্ট লাভের শতকরা ৯৩৲ ভাগ গ্রহণ করিতেছেন, যুদ্ধ-ঋণ তুলিয়াও বাজার হইতে

দেশের সম্পদ
জাতির মেরুদণ্ড
স্বদেশী শিল্প
পূজার বাজারে
স্বদেশী পণ্যই
আপনাদের
গৃহ উজ্জ্বল করুক
* * *
ব্যবসা ও বাণিজ্য সংক্রান্ত সকল
তথ্যই আমরা দিয়া থাকি।
ভারতের বৃহত্তম স্বদেশী দ্রব্যসম্ভারের
=স্থায়ী শিল্প-প্রদর্শনী=
কমার্শিয়াল মিউজিয়াম
কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা।

নিরাপত্তায় এবং জাতির সেবায়
ভারতীয় শ্রেষ্ঠ ব্যাঙ্কগুলির অন্যতম
ভারতী সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক
লিঃ
গ্রাম :— "পেমেণ্ট" হেড অফিস : ১৫, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা ফোন :— ক্যাল ২৫৪৬
মূলধন
আনুষ্ঠানিক ১,০০,০০,০০০৲
আদায়ীকৃত ও রিজার্ভ ৬,০০,০০০৲ টাকার উর্দ্ধে
কার্য্যকরী মূলধন ১,২০,০০,০০০৲ টাকার উর্দ্ধে
অন্যান্য শাখা অফিস
শ্যামবাজার, বড়বাজার, বালীগঞ্জ, কলেজ ষ্ট্রীট, ভবানীপুর, শিয়ালদহ, টালীগঞ্জ, হাওড়া, ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, মিরকাদিম, ফরিদপুর, রাজবাড়ী, কুষ্টিয়া, গোপালদি, কুমিল্লা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, পাবনা, আসানসোল, ভোলা, গৌহাটি, টেংলা, জোড়হাট, বদরপুর, শিলেট, কবিমগঞ্জ, গোলাঘাট, ইটওয়ারী, নাগপুর, রাষগড়, রায়পুর, পাটনা, বেনারস, জষনগর-মজিলপুর, শিলং, তেজপুর, ডিব্রুগড়, চাঁদপুর, কাটিহার, আরা, জলপাইগুড়ি, ভৈরব, নরসিংদী ও বোম্বে।
সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।
ম্যানেজিং ডিরেক্টর : শ্রীনিবারণচন্দ্র দত্ত, এম-এ, বি-এল

কতক টাকা গবর্ণমেণ্ট উঠাইয়া লইয়াছেন, কিন্তু চোরাবাজারে যে সকল চোরা টাকা খাটিতেছে এবং চোরাবাজারে যে চোরা লাভ অর্জ্জিত হইতেছে, গবর্ণমেণ্ট তাহাকে স্পর্শও করিতে পারেন নাই। বস্তুতঃ চোরা টাকার অধিকারিগণ যখন নিরঙ্কুশভাবে চোরা টাকা খাটাইবার সুযোগ পায়, মুদ্রাস্ফীতির ভীষণতম কুফল দেখা দেয় তখনই। গত ১৯৪১ সনের পর হইতে এপর্য্যন্ত উহা আমরা মর্ম্মান্তিকভাবে অনুভব করিয়া আসিতেছি। মুদ্রাস্ফীতির ফলে প্রচুর টাকা বাজারে প্রবেশ করিতেছে এবং মুদ্রাস্ফীতি নিবারণের ব্যবস্থার ত্রুটির জন্য উহার একটি বৃহৎ অংশ চোরাবাজারে থাকিয়া যাইতেছে। শুধু থাকিয়া যাইতেছে নয়, এই চোরা টাকা খাটাইয়া চোরাবাজারের কারবারীরা প্রচুর লাভ করিতেছে। তাহাদের এই চোরা লাভ অর্জ্জনের পথে প্রতিনিয়তই প্রচুর অর্থ চোরাবাজারে প্রবেশ করায় চোরাবাজারে টাকার পরিমাণ ক্রমেই বর্দ্ধিত হইতেছে। চোরাবাজারের এই ক্রমবর্দ্ধমান টাকা মুদ্রাস্ফীতি নিবারণের সমস্ত প্রচেষ্টা এবং মূল্য-নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাকে ব্যর্থ করিয়া দিয়াছে।

মুদ্রাস্ফীতি নিবারণ, চোরাবাজার দমন এবং মূল্য-নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাকে সার্থকতার সহিত কার্য্যকরী করা, এই তিনটি পরস্পর ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত। এই তিনটির একটি ব্যর্থ হইলে অপর দুইটিও ব্যর্থ হইতে বাধ্য। উহাদিগকে একই সঙ্গে সমানভাবে যেমন কার্য্যকরী করা প্রয়োজন, তেমনি এই দায়িত্ব একদিকে গবর্ণমেণ্ট এবং আর একদিকে দেশের শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীদের উপর একান্তভাবে নির্ভরশীল। সরকারকে এই দায়িত্ব প্রতিপালন করিতে হইলে সরকারী কর্ম্মচারীদিগকে দুর্নীতির উর্দ্ধে অবস্থান করা আবশ্যক। সরকারী বিভিন্ন বিভাগ হইতে দুর্নীতিকে সমূলে উচ্ছেদ করিতে না পারিলে ট্যাক্স এড়াইবার চেষ্টাকে রোধ করা অসম্ভব, চোরাবাজার দমন করাও সম্ভব নহে এবং মূল্য-নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাও ব্যর্থ হইতে বাধ্য। অফিস, আদালত, কালেক্টরী,রেজেষ্টরী অফিস, জেলাবোর্ড অফিস, মিউনিসিপাল অফিস প্রভৃতি সরকারী ও আধা-সরকারী অফিসসমূহে কাজকর্ম্ম উপলক্ষে যাঁহাদের সদা-সর্ব্বদা যাতায়াত করিতে হয়, তাঁহারা ভাল করিয়াই জানেন যে, যুদ্ধের পূর্ব্বেও এইসকল অফিস দুর্নীতি হইতে মুক্ত ছিল না, দক্ষিণ হস্ত উপুড় না করিলে কোন কর্ম্মচারীদ্বারা তাঁহার আইনসঙ্গত কর্ত্তব্য করানও অসম্ভব ছিল। যুদ্ধ আসিয়া দুর্নীতিকে আরও প্রবলতর ও অধিকতর ব্যাপক করিয়াছে। কলিকাতা সংস্করণ 'ষ্টেটস্‌ম্যান' পত্রিকার ২১শে জানুয়ারী (১৯৪৫) তারিখের "Against Bribery" শীর্ষক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে এক স্থানে বলা হইয়াছে:—

"We never shall know, but it would be interesting and perhaps shocking to know, how much a large industrial centre, say Cawnpore, has to pay per annum in illegal gratification to get its products passed by the examiners who visit it and put on railway."

"তৈরী মাল পরীক্ষা করিয়া রেলযোগে প্রেরণের ছাড়পত্র দিবার জন্য যাঁহারা শিল্প প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করিতে যান, তাঁহাদের নিকট হইতে ছাড়পত্র পাইবার জন্য কাণপুরের মত বড় বড় শিল্পকেন্দ্রে বৎসরে কি পরিমাণ টাকা ঘুষ বাবদ ব্যয়িত হয়, তাহা হয়ত কখনও আমরা জানিতে পারিব না, কিন্তু জানিতে কৌতূহল বোধ হয় এবং জানিলে হয়ত বিস্ময়-বিমূঢ় হইতে হইবে।"

পৃথিবীর মালিন্যের মধ্যে বাস করিয়াও সরকারী কর্ম্মচারীরা দুর্নীতির বহু উর্দ্ধে অবস্থান করেন, সরকারী মহলে এইরূপ ধারণা সত্ত্বেও দুর্নীতির মাত্রা এতই মাত্রা ছাড়াইয়া উঠিয়াছে যে, অবশেষে ভারত গবর্ণমেণ্টকেও উহার অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হইয়াছে এবং এজন্য বিশেষ বিভাগও গবর্ণমেণ্ট গঠন করিয়াছেন। কয়েক মাস পূর্ব্বে এই বিভাগের যে সংক্ষিপ্ত কার্য্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছিল তাহাতে দেখা যায়, উক্ত বিভাগ দুর্নীতি সংক্রান্ত ৬৬৭টি ঘটনা সম্পর্কে তদন্ত করিয়াছেন। তন্মধ্যে ২৪৪টি মামলা বিচারের জন্য প্রেরিত হয় এবং ১৮৬টি মামলায় অপরাধীর শাস্তি হইয়াছে। ইহা ব্যতীত দুর্নীতিসংক্রান্ত বহু অপরাধের জন্য বিভাগীয় শাস্তি প্রদান করা হইয়াছে। এই বিবরণে যেটুকু তথ্য প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা দুর্নীতির বিরাট ইতিহাসের সামান্য একটু অংশমাত্র। বস্তুতঃ যুদ্ধের সময় প্রতি বৎসর ঘুষ বাবদ কি পরিমাণ অর্থ ব্যয় করা হইয়াছে, তাহা জানিবার আগ্রহ হওয়া অস্বাভাবিক কিছু নয়। কিন্তু তাহা জানিবার কোন উপায় নাই, ষ্টেটসম্যান পত্রিকায় (২৪শে জানুয়ারী, ১৯৪৫) মিঃ সডে (Mr. Sawday) নামক জনৈক পত্রপ্রেরক লিখিয়াছেন যে, প্রতি বৎসর প্রায় ৬০ কোটি টাকা ঘুষ বাবদ ব্যয় হয়। তিনি স্পষ্ট করিয়া না বলিলেও এই ৬০ কোটি টাকা যে শুধু বাংলাদেশেই ঘুষ বাবদ ব্যয় হয়, তাহা বুঝিতে পারা যায়। সমগ্র ভারতে উহার পরিমাণ যে আরও অনেক বেশী হইবে তাহাতে আর সন্দেহ কি?

যদি ঘুষ বাবদই বৎসরে ৬০ কোটি টাকা ব্যয় হয়, তাহা হইলে চোরাবাজারে কি পরিমাণ টাকা খাটিতেছে তাহা অনুমান করা হয়ত সম্ভব হইবে না, কিন্তু অঙ্কটা যে খুব বিপুল হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। বস্তুতঃ সামান্য কয়েকটী অনিয়ন্ত্রিত দরের জিনিষ এবং রেশন দ্রব্য ছাড়া আর সমস্ত জিনিষেরই বেচাকেনা হয় চোরাবাজারে। চোরাবাজার ছাড়া কোন বাজারের অস্তিত্বই এদেশে আর নাই। তপশীলভুক্ত ব্যাঙ্কসমূহের চল্‌তি আমানতের সহিত ক্লিয়ারিং-হাউসের রিটার্ণের তুলনামূলক আলোচনা করিলে দেখা যায়, ব্যাঙ্ক-মণি প্রচলনের গতিবেগ (velocity) হ্রাস পাইয়াছে। ইহার অর্থ কি ইহাই নয় যে, প্রায় অধিকাংশ কারবারই নগদ অর্থে হইতেছে এবং এই টাকার বেশীরভাগই চোরাবাজারের টাকা। চোরাবাজারেই প্রধানতঃ নগদ কারবার হইয়া থাকে এবং নগদ কারবারে ট্যাক্স এড়াইবার সুবিধা হয়। দুর্নীতি হইয়াছে এই চোরাবাজারের প্রধান সহায়। একজন সরকারী কর্ম্মচারী যদি দুর্নীতিপরায়ণ হয়, তাহা হইলে এই দুর্নীতির সহিত সহযোগিতাকারী থাকেন দুই, তিন বা ততোধিক ব্যবসায়ী বা শিল্পপতি।

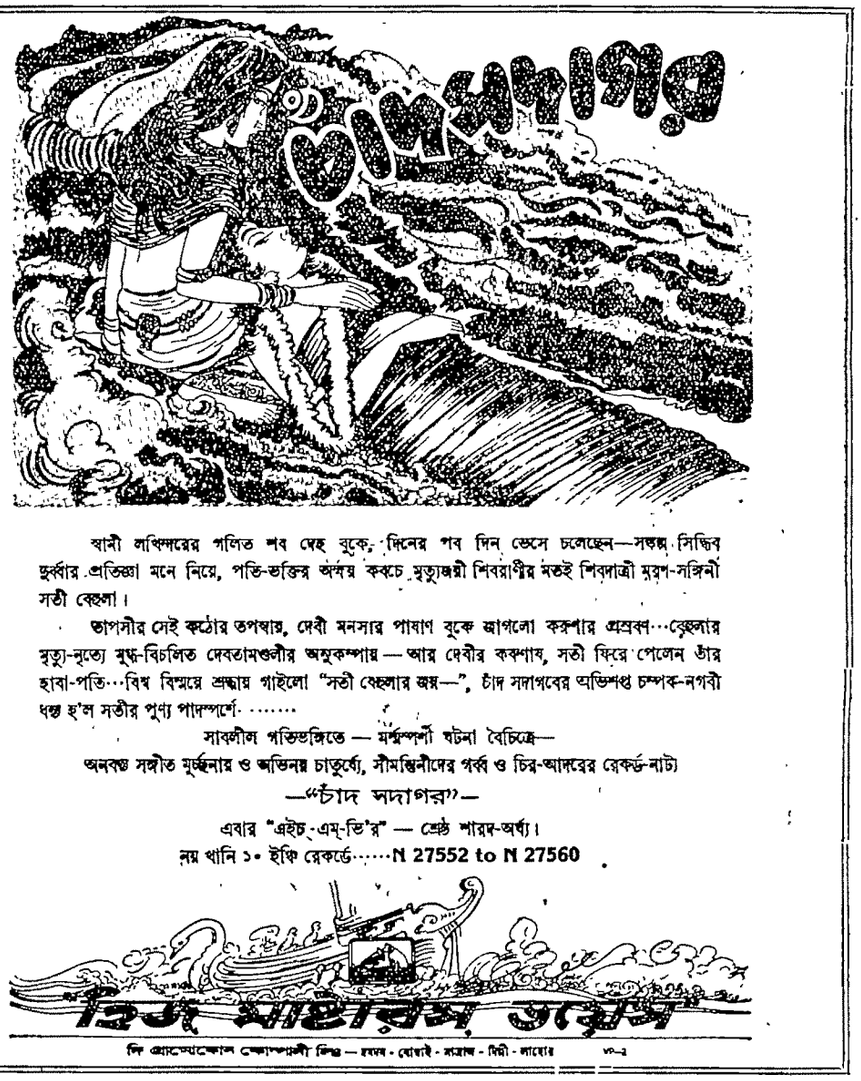

বাহুতে দাও মা শক্তি
হৃদয়ে দাও মা ভক্তি

নিপীড়িত জনগণের উদরে নাই অন্ন, অঙ্গে নাই আবরণ,—দুর্ভিক্ষের মহাকবলে সোনার বাঙ্গলার শ্যামল পল্লী মহাশ্মশানে পরিণত। তাই—আজ বাঙ্গলায় মায়ের অর্ঘ্য রচনার উদ্দীপনা স্তিমিত, —ভক্তের হৃদয়ে ভক্তির আসন টলমল। তবুও— প্রকৃতির আবাহনে মায়ের আগমন—আর নৈষ্ঠিক পূজারীর—নৈবেদ্য-রচনায়—অভিনব আয়োজন।

রচনা কৌশলী - নৈষ্ঠিক পরিবেশক

দ্বারিকা নাথ ঘোষ এণ্ড সন্স লিঃ

★ ★ ★ ভারতের বৃহত্তম মিষ্টান্ন প্রতিষ্ঠান ★ ★ ★

ইহার প্রধান দায়িত্ব কাহার তাহা আমাদের পক্ষে অনুমান করা কঠিন। কিন্তু একথা অতি সত্য যে, আমাদের স্বদেশবাসী শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীরা যে দুর্নীতি ও অতি-লোভের উর্দ্ধে তাহা প্রমাণ করিবার কোন সুযোগই তাঁহারা গ্রহণ করেন নাই। অথচ তাহা প্রমাণ করিবার অজস্র সুযোগ তাঁহাদের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছিল। আমাদের দেশের শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীরা একত্র সম্মিলিত হইয়া এই প্রতিজ্ঞা করিতে পারিতেন যে, সীমাবদ্ধ সরবরাহের সুযোগে দেশবাসীকে কিছুতেই তাঁহারা শোষণ করিবেন না, মুদ্রাস্ফীতির দোহাই দিয়া পণ্য-মূল্যকে কিছুতেই তাঁহারা জনগণের আয়ত্তের বাহিরে যাইতে দিবেন না এবং চাউল, চিনি, কাপড় প্রভৃতি নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ন্যায্য মূল্যে এবং বণ্টনের ন্যায়সঙ্গত পদ্ধতিতে বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিবেন। স্বদেশ ও স্বজাতির কথা বিবেচনা করিয়া নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ন্যায্যমূল্যে এবং ন্যায়সঙ্গতভাবে বণ্টনের জন্য তাঁহারা অবশ্যই সঙ্ঘবদ্ধ হইতে পারিতেন। অতিলাভের লোভ দমন করিতে পারিলে ইহা তাঁহাদের পক্ষে কঠিন কিছুই ছিল না। যদি অতিলাভের লোভ দমন করিয়া আমাদের দেশের শিল্পপতি ও ব্যবসায়িগণ তাঁহাদের স্বদেশবাসীর নিকট ন্যায্যমূল্যে এবং ন্যায়সঙ্গত পদ্ধতিতে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি বিক্রয়ের জন্য সঙ্ঘবদ্ধ হইতে পারিতেন, তাহা হইলে ধনতন্ত্রের ইতিহাসে তাঁহারা অভূতপূর্ব্ব কীর্ত্তি স্থাপন করিতে পারিতেন, তাঁহাদের স্বদেশ ও স্বজাতি-প্রীতির অকৃত্রিম পরিচয় পাওয়া যাইত। মূল্য-নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাও নিষ্প্রয়োজন হইয়া পড়িত। এই মহৎ উদ্দেশ্যে তাঁহারা সঙ্ঘবদ্ধ হইতে পারেন নাই। বরং নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাকে ব্যর্থ করিবার জন্যই তাঁহারা সঙ্ঘবদ্ধ হইয়াছেন এবং ইহার জন্য সরকারী কর্ম্মচারীদের দুর্নীতিপরায়ণতাকে দিয়াছেন প্রশ্রয়। সরকার বিভিন্ন বিষয়ে পরামর্শ দিবার অনেক বিশেষজ্ঞ নিয়োগ করিলেও চোরাবাজারের কারবারীরা কিভাবে চোরাকারবার চালায়, তাহা জানিবার জন্য কোন অর্থনীতিবিদ বিশেষজ্ঞও নিয়োগ করিয়াছেন বলিয়া আমরা জানি না। ইহার জন্য বিদেশ হইতে বিশেষজ্ঞ আনিবারও কোন প্রয়োজন নাই। চোরাবাজারের কারবারীরা চোরা টাকা কি ভাবে রাখিয়া থাকেন, অর্থাৎ ট্যাক্স ফাঁকি দিবার জন্য কি কি উপায় তাঁহারা অবলম্বন করেন, তাহা জানা থাকিলেই গোপনতার অন্তরাল হইতে চোরা টাকা টানিয়া বাহির করা খুব কঠিন হয় না। আর কি কি উপায়ে তাঁহারা ট্যাক্স এড়াইতে চেষ্টা করেন, তাহাও আমাদের দেশে একরূপ প্রকাশ্য গোপন বিষয়ে পরিণত হইয়াছে।

বেনামী কারবার এবং ব্যাঙ্কে বেনামী হিসাব খোলা আমাদের দেশে নূতন নয়। কিন্তু এই যুদ্ধের সময় চোরাবাজারকে অবলম্বন করিয়া বেনামী কারবারের সংখ্যা হু হু করিয়া বাড়িয়া উঠিয়াছে এবং ব্যাঙ্কেও খোলা হইয়াছে বহুসংখ্যক নূতন বেনামী হিসাব। ব্যাঙ্কে ২০।২৫টা এমন কি ৩০।৪০টা পর্য্যন্ত বেনামী হিসাব খুলিয়াছেন এরকম ব্যবসায়ী যথেষ্ট আছেন। এই সকল বেনামী হিসাবের সংবাদ অনায়াসেই গবর্ণমেণ্ট পাইতে পারেন এবং বেনামী হিসাবের মারফৎ ট্যাক্স এড়াইয়া যে বিপুল অর্থ সঞ্চিত হইতেছে, তাহারও সন্ধান পাওয়া কঠিন হয় না। চোরাবাজারের লাভের টাকা ব্যাঙ্কে কাল্পনিক নামে জমা হইতেছে, এই অনুমান মিথ্যা বলিয়া প্রমাণিত হয় নাই। ব্যবসার ক্ষেত্রে শেয়ারের ব্ল্যাঙ্ক ট্রান্সফারের কথা কাহারও অজানা নাই। ব্ল্যাঙ্ক ট্রান্সফার যে চোরা টাকার প্রধান আশ্রয়স্থল, ইহা বুঝিবার জন্য খুব বেশী বুদ্ধি খরচ করিবার প্রয়োজন হয় না। কিন্তু ব্ল্যাঙ্ক ট্রান্সফারের শেয়ার বাবদ লভ্যাংশ কে পাইয়া থাকেন, গবর্ণমেণ্ট কোম্পানীর নিকট হইতে তাহা অনায়াসেই জানিতে পারেন। আজকাল কোম্পানীর নূতন যে সকল শেয়ার বিক্রয় হইতেছে, সেগুলির দাম অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নগদ টাকায় দেওয়া হইতেছে, ইহাও সকলেরই জানা কথা। এই নগদ টাকার অধিকাংশই যে চোরাবাজারে অর্জ্জিত লাভ, তাহা মনে করিলে ভুল হইবে না। কোম্পানীর দরখাস্ত জমা করিবার খাতা পরীক্ষা করিলেই যাঁহারা চেকের পরিবর্ত্তে নগদ টাকা দিয়া শেয়ার কিনিয়াছেন, তাঁহাদের পরিচয়ই যে শুধু পাওয়া যাইবে তাহা নয়, এই পরিচয়ের ভিতর দিয়া নগদ টাকার উৎসের সন্ধানও পাওয়া যাইবে। চোরাবাজারে অর্জ্জিত লাভের টাকাদ্বারা অনেকে সোণা কিনিয়া সঞ্চয় করিয়া থাকেন। যাঁহারা এই সোণা নিজের গৃহে না রাখিয়া নিরাপদে রাখিবার জন্য ব্যাঙ্কে গচ্ছিত রাখিয়াছেন, তাঁহাদের সংবাদ পাওয়া গবর্ণমেণ্টের পক্ষে কঠিন কিছুই নয়। সোণা ক্রয়-বিক্রয়ের বাজারে অনুসন্ধান করিলে এমন অনেক ক্রেতার সন্ধান পাওয়া যাইবে যাঁহারা চোরাবাজারে অর্জ্জিত লাভের টাকা দিয়া সোণা কিনিয়া থাকেন।

লোকে সোণা-রূপা কিনিয়া সঞ্চয় করে, এমন কি রূপার টাকাও মজুত করিয়া রাখে, ইহা আমরা জানি। কিন্তু নোটও যে লোকে সঞ্চয় করে চোরাবাজারের কল্যাণে, একথাও আমাদিগকে শুনিতে হইয়াছে। ক্রমবর্দ্ধমান মুদ্রাস্ফীতির ফলে কাগজের মুদ্রার ক্রয়শক্তি যখন ক্রমেই হ্রাস পাইতেছে, সেই সময় লোকে নোট মজুত করিবে, ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় বলিয়া মনে হইলেও, ইহার সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই। ইংলণ্ডে ব্যাঙ্ক অব ইংল্যাণ্ড ৫ পাউণ্ড এবং ১০ পাউণ্ডের নোট নির্দ্দিষ্ট তারিখের পর আর মুদ্রা বলিয়া গণ্য না হওয়ার যে নোটিশ দিয়াছেন, তাহার প্রকাশ্য উদ্দেশ্য যাহাই থাকুক, উহাদ্বারা যে গোপন সঞ্চিত নোটগুলিকে আত্মপ্রকাশ করিতে বাধ্য করা হইয়াছে, একথা স্বীকার করিতেই হইবে। আমাদের দেশেও বাজারে বেশী টাকার নোট বড় একটা দেখা যায় না বলিয়া অনেকেই মনে করেন। চোরাবাজারের বিরুদ্ধে অমোঘ অস্ত্র হিসাবে বিলাতের অনুরূপ ব্যবস্থা ভারত গবর্ণমেণ্টও গ্রহণ করিতে পারিতেন। চোরাবাজারের অর্জ্জিত লাভ হইতে অনেকে ভূমিসম্পত্তি, বাড়ী ইত্যাদি ক্রয় করিয়াছেন। এই ক্রয়ের ব্যাপারে কাওলায় প্রকৃত দাম অপেক্ষা অনেক কম দাম লিপিবদ্ধ করা হয়। কাওলায় লিখিত দামটা দেওয়া হয় চেকদ্বারা, অবশিষ্ট টাকা নগদ দেওয়া হইয়া থাকে। এই নগদ দেওয়া টাকার বেশীরভাগই যে চোরাবাজারে অর্জ্জিত লাভ, তাহা মনে করিলে ভুল হইবে কি? এইভাবে ক্রয়-বিক্রয়ের ফলে সরকার আয়কর হইতে, ষ্ট্যাম্প রাজস্ব হইতে বঞ্চিত হইয়া থাকেন। আয়কর ধার্য্যের জন্য হিসাবের খাতা পরীক্ষা করিবার সময় ইন্‌কামট্যাক্স-অফিসার যদি রেজেষ্টরী অফিস হইতেও সংবাদ লইবার ব্যবস্থা করেন, তাহা হইলেই প্রকৃত অবস্থা জলের মতই স্পষ্ট হইয়া যাইবে।

চোরাবাজারের টাকা কিভাবে ইন্‌কাম-ট্যাক্স-বিভাগের চক্ষে অতি সহজে ধূলি নিক্ষেপ করে, তাহা মোটামুটী এখানে আমরা উল্লেখ করিলাম। ইহাতে সরকার যেমন রাজস্ব হইতে বঞ্চিত হইয়াছেন ও হইতেছেন, তেমনি বহু পরিমাণ মুদ্রা চোরাবাজারে থাকিয়া যাইয়া মুদ্রাস্ফীতি নিবারণের চেষ্টাকে ব্যর্থ করিয়াই শুধু দিতেছে না, মুদ্রাস্ফীতিকে মর্ম্মান্তিক করিয়া তুলিতেছে। অর্থনীতিবিদ্‌গণ মুদ্রাস্ফীতি সর্ব্বাপেক্ষা গুরুভার কর-নীতি বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। দ্বিতীয়তঃ ইহা এমন একটি করনীতি যে, জনসাধারণ বুঝিতেই পারে না যে, তাহাদের নিকট হইতে তাহাদের অজ্ঞাতসারে প্রচুর কর আদায় করিয়া লওয়া হইতেছে। মুদ্রাস্ফীতি-করের সর্ব্বাপেক্ষা মারাত্মক দিক হইল এই যে, উহার চাপ সর্ব্বাপেক্ষা বেশী পড়ে দরিদ্র জনগণের উপর। দুর্নীতি এবং চোরাবাজার এই চাপকে অসহনীয়রূপে বর্দ্ধিত করিয়া তোলে। মুদ্রাস্ফীতির শোষণ শক্তিকে বর্দ্ধিত করিবার প্রচ্ছন্ন শক্তিই হইল দুর্নীতি ও চোরাবাজার। যুদ্ধের বছরগুলিতে মুদ্রাস্ফীতি, চোরাবাজার এবং দুর্নীতি মিলিয়া ধনীকে আরও ধনী এবং দরিদ্রকে অধিকতর দরিদ্র তো করিয়াছেই, অধিকন্তু, দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ অধিবাসীদের স্বাস্থ্যকেও ধ্বংস করিয়া দিয়াছে। অপুষ্টিকর এবং অপূর্ণ আহার তাহাদের জীবনীশক্তির মূলদেশে আঘাত হানিয়াছে। যাহারা বয়স্ক তাহারই যে এই আঘাত সামলাইয়া উঠিতে পারিবে, এই ভরসাও কম। যাহাদের বয়স পনর বৎসরের অনূর্দ্ধ, তাহাদের জীবনীশক্তি ব্যাহত হইয়া ভারতের ভাবী বংশধরদিগকে একেবারেই পঙ্গু করিয়া ফেলিয়াছে। অতিলাভের মোহে দেশের শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীরা এইদিকে দৃষ্টিপাত পর্য্যন্ত করিতেছেন না। যুগ-যুগান্তর ধরিয়া নির্ব্বীর্য্য ভারত তাহাদের এই অতিলোভের প্রায়শ্চিত্ত করিবে।

ব্রেনোলিয়া
স্মৃতি ও বলবর্দ্ধক টনিক
দুর্ব্বল ও ভগ্নস্বাস্থ্যে পরম রসায়ন
সকল ডাক্তারখানায় পাওয়া যায়।
ব্রেনোলিয়া কেমিক্যাল—কলিকাতা
ফোন: বি, বি, ২৩৩২

আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও যুদ্ধোত্তর চা-শিল্প

ডক্টর মণি মৌলিক

ভারতের রপ্তানি বাণিজ্যে চা'র স্থানটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। স্বাভাবিক সময়ে ভারতের বার্ষিক মোট রপ্তানির প্রায় এক-তৃতীয়াংশই চা; শুধু তাই নয়, ভারতে যত চা উৎপন্ন হয় তার শতকরা ৭০ ভাগই ব্রিটেনে রপ্তানি হয় আর অবশিষ্ট অংশ দ্বারা আভ্যন্তরীণ চাহিদা মিটাইতে হয়। লক্ষ লক্ষ মজুর ও কোটি কোটি টাকা নিয়োজিত রহিয়াছে ভারতের এই বিশিষ্ট শিল্পটীতে। সুতরাং এই শিল্পটীর উত্থান-পতনের সঙ্গে ভারতের অর্থ-নৈতিক কাঠামো বিশেষভাবে জড়িত, একথা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। যুদ্ধাবসানে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের রূপান্তরের সঙ্গে সঙ্গে ভাবতীয় চা-শিল্পের কিরূপ সুযোগ কিংবা সমস্যার উদ্ভব হইতে পারে ইহা লইয়া কিছুদিন ধরিয়া শিল্পপতিদের মধ্যে জল্পনা-কল্পনা সুরু হইয়াছে। এই প্রবন্ধে মোটামুটীভাবে এই সম্পর্কে কিছু আলোচনা করিব।

অন্যান্য নিয়ন্ত্রিত শিল্পের মত চা সম্বন্ধেও প্রথম প্রশ্ন এই যে, নিয়ন্ত্রণ-পদ্ধতি আরও কতদিন বহাল রাখা হইবে। যুদ্ধকালীন অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে নিয়ন্ত্রণের যে প্রয়োজন ছিল তাহা কেহ অস্বীকার করিবে না, এবং এই নিয়ন্ত্রণপদ্ধতি মালিকদের সহযোগিতার জন্য সফল হইয়াছিল বলিয়াই অন্যান্য নিত্য-প্রয়োজনীয় খাদ্য-দ্রব্যের মত চা'র মূল্য অতিরিক্ত পরিমাণে বাড়িতে পারে নাই। চা সম্বন্ধে জনসাধারণের কোন অভিযোগ শুনিতে পাওয়া যায় নাই, যদিও ১৯৪৩ সালে কয়েক মাসের জন্য চা'র দাম হঠাৎ খানিকটা বাড়িয়া গিয়াছিল।

এই নিয়ন্ত্রণপদ্ধতির দুইটি প্রধান দিক আছে—উৎপাদন এবং বাণিজ্য। উৎপাদন সম্বন্ধে যে নিয়ন্ত্রণপদ্ধতি বর্ত্তমান তাহা প্রধানতঃ একটি আন্তর্জাতিক চুক্তির ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। ১৯৩৩ সালে এই চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হয়। প্রথম মহাযুদ্ধের পরে ভারত-বর্ষ, সিংহল এবং জাভা-সুমাত্রায় চা উৎপাদন অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়, এবং ইহাদের মধ্যে রপ্তানি বাণিজ্যে বিশেষ প্রতিযোগিতা চলিতে থাকে; ফলে চায়ের দাম দুনিয়ার বাজারে ক্রমশঃ কমিতে থাকে। ১৯২৯ সালের আর্থিক সঙ্কটের পরে চা-বাজারের অবস্থা এত খারাপ হইয়া পড়ে যে, অধিকাংশ বাগানে কাজ বন্ধ হইবার উপক্রম হয়, উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য দাম কমিয়া যায় এবং ক্রমশঃ প্রচুর পরিমাণে ষ্টক জমিতে থাকে। এই সময়ে চা-শিল্পকে অপমৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য জাভা, সিংহল এবং ভারতীয় শিল্পপতিদের মধ্যে উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে এক চুক্তি হয়, এবং ইহার ফলে চা-শিল্প ক্রমশঃ সঙ্গতির পথে অগ্রসর হইতে থাকে। এই চুক্তির সর্ত্তের মধ্যে রপ্তানি নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থাও ছিল। বিভিন্ন চা-পায়ী দেশে ইহার চাহিদা বাড়াইবার জন্য প্রচারকার্য্য চালাইবার সঙ্কল্পও এই চুক্তির অন্তর্গত ছিল।

১৯৩৯ সাল পর্য্যন্ত চায়ের বাজারে আর মন্দা অনুভূত হয় নাই। নিয়ন্ত্রণের ফলে উৎপাদন ও রপ্তানির মধ্যে সামঞ্জস্য প্রতিষ্ঠিত হয়, এবং চা'র আন্তর্জাতিক চাহিদাও ক্রমশঃ বাড়িতে থাকে। যদিও চীন ও জাপানে বহুল পরিমাণে চা উৎপন্ন হয়, তাহা রপ্তানী হয় না বলিলেই চলে, কারণ প্রায় সবটাই আভ্যন্তরীণ চাহিদা মিটাইতে প্রয়োজন হয়। কাজেই ১৯৩৩ সাল হইতে ১৯৩৯ সাল পর্য্যন্ত ভারত, সিংহল এবং জাভাই আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে চা রপ্তানি করিয়া আসিয়াছে, এবং নিয়ন্ত্রণ চুক্তির ফলে পরস্পরের মধ্যে প্রতিযোগিতাও সীমা-বদ্ধ থাকে। অবশ্য দক্ষিণ আফ্রিকাও এই সময়ে অল্পবিস্তর রপ্তানি সুরু করিয়াছিল।

জাপান যুদ্ধে যোগ দিবার পরে যখন জাভা এবং সুমাত্রার চা-রপ্তানি বন্ধ হইয়া গেল, তখন

টেলিঃ—{ ফোন : ৫১০ / গ্রাম : "যখেরধন" }

পোষ্টবক্স নং ৩৩১ কলিঃ

হাজরাদী ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস—

৮০, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

এজেন্সী ও শাখাসমূহ—
বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা, আসাম
এবং ইউ, পির সর্ব্বত্র।

সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য
সম্পন্ন করা হয়।

বিশদ বিবরণের জন্য লিখুন :—

কালীচরণ সেন,
ম্যানেজিং ডিরেক্টর

একটি নূতন সমস্যার উদ্ভব হইল। পূর্ব্ব এশিয়ার ওলন্দাজ দ্বীপগুলি হইতে যে চা ব্রিটেন ও আমেরিকার বাজারে রপ্তানি হইত তাহা সরবরাহ করিবার দায়িত্ব এখন ভারতবর্ষ এবং সিংহলের উপর পড়িল। এই সময়ে ব্রিটেনে এবং ভারতবর্ষে কতকগুলি বিশেষ আইন প্রবর্ত্তন করিয়া যে গুরুতর পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছিল তাহাকে নিয়ন্ত্রিত করা হয়। যুদ্ধ আরম্ভ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই ব্রিটেনে যত চা মজুত ছিল সব সরকার দখল করিয়া নেয়, এবং কিছুদিন পরেই চা রেশনিং আইনের অন্তর্ভুক্ত হয়। ভারতবর্ষে এবং জাভায় যতটা চা উৎপন্ন হয় তাহার কত অংশ দুনিয়ার বিভিন্ন দেশে রপ্তানির জন্য পাওয়া যাইতে পারে তাহা নির্দ্ধারিত করিয়া ব্রিটিশ খাদ্য বিভাগ সম্পূর্ণ উদ্বৃত্ত ফসল ক্রয় করিবার ব্যবস্থা করেন। এই পদ্ধতিতে বিভিন্ন দেশের আমদানীকারকদের মধ্যে প্রতিযোগিতা বন্ধ করা হয় এবং চা'র দাম চোরাবাজারের প্রভাব হইতে মুক্তি পায়।

ইহাই হইল যুদ্ধকালীন চা নিয়ন্ত্রণের মোটামুটি পদ্ধতি। যতদিন ওলন্দাজ দ্বীপগুলি জাপানী অধিকারভুক্ত ছিল ততদিন ভারতীয় এবং সিংহলীয় চা যে সারা দুনিয়ার চাহিদা পুরাপুরিভাবে মিটাইতে পারে নাই তাহা বলাই বাহুল্য। অন্য দিকে এই দুইটি দেশের উৎপাদন বাড়াইবার বিরুদ্ধে কতকগুলি প্রতিকূল অবস্থা বর্ত্তমান ছিল। প্রথমতঃ, আন্তর্জাতিক চুক্তি অনুসারে নূতন বাগান খোলা কিংবা পুরাতন বাগানের সীমানা বৃদ্ধি করা নিষিদ্ধ ছিল। Indian Tea Control Act যুদ্ধকালীন উৎপাদন বাড়াইতে সহায়তা করে নাই। দ্বিতীয়তঃ, মজুর এবং যন্ত্রপাতির অভাবে চা-বাগানের মালিকদের বিশেষ অসুবিধা ভোগ করিতে হইয়াছে, কিন্তু সরকার এই ব্যাপারে শিল্পকে কোনরূপ সাহায্য করিতে পারে নাই। কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকার চা-শিল্পকে চাষের আয়তন বৃদ্ধি করিবার সুযোগ দেওয়া হইয়াছিল, এবং সেখানে উৎপাদনের পরিমাণ খানিকটা বৃদ্ধি পাইয়াছে। ভারতবর্ষের আভ্যন্তরীণ চাহিদাও ক্রমশঃ বাড়িয়া চলিয়াছে, এবং যুদ্ধকালে ভারতীয় সৈন্য বাহিনীর মধ্যে চা-পানের অভ্যাস এত দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে যে, যুদ্ধোত্তরকালে ভারতের মোট চাহিদার উপরে হয়ত ইহার প্রভাব লক্ষিত হইতে পারে।

ভারতে শিল্পপতিদের মধ্যে একটি সম্প্রদায় বলিতেছেন যে, নিয়ন্ত্রণ তুলিয়া দেওয়া হউক, এবং আজ সারা দুনিয়ায় চা'র যে-বিপুল চাহিদা আছে তাহা মিটাইবার জন্য উৎপাদন বৃদ্ধি করিবার পথে যে-সব অন্তরায় রহিয়াছে তাহা বাতিল করা হউক। তাঁহারা বলেন যে, দক্ষিণ আফ্রিকাকে যদি উৎপাদন বৃদ্ধি করার সুযোগ দেওয়া যাইতে পারে তবে ভারতবর্ষ কি দোষ করিল? বিশেষতঃ, জাভা এবং সুমাত্রায় চা-শিল্পের বর্ত্তমান অবস্থা কি তাহা এখনও সঠিক জানা যায় নাই। জাপানীরা চা-বাগানে হয়ত আলুর চাষ করিয়া গিয়াছে। অন্যভাবেও এখানকার চা-বাগানগুলি অনাদৃত হইয়া থাকা বিচিত্র নয়। কাজেই কতটা সময়ের মধ্যে ওলন্দাজ দ্বীপের চা আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে তাহার সনাতন স্থান অধিকার করিতে পারিবে তাহাও আজ সঠিকভাবে নির্ণয় করিবার উপায় নাই। এমতাবস্থায় ভারতে চা-উৎপাদন সীমাবদ্ধ রাখিলে হয়ত বর্ত্তমান সুযোগ নষ্ট হইয়া যাইবে, এবং অনেক চা-পায়ী বাধ্য হইয়া কফি এবং অন্যান্য পানীয়ের প্রতি আকৃষ্ট হইবে।

নিয়ন্ত্রণ-সর্ত্তগুলি পরিবর্ত্তন করিবার স্বপক্ষে উপরোক্ত যুক্তি একেবারে বর্জনীয় নয়। কিন্তু অন্যদিকে কতকগুলি বিভিন্ন সমস্যা আছে যাহা বিবেচনা করা দরকার। যতদিন পর্য্যন্ত চা'র আন্তর্জাতিক চাহিদা এবং উৎপাদনের মধ্যে সামঞ্জস্য প্রতিষ্ঠিত না হয় ততদিন পর্য্যন্ত নিয়ন্ত্রণ বাতিল করা হয়ত সঙ্গত নয়; কারণ তাহাতে রপ্তানি-বাণিজ্যে প্রতিযোগিতা বৃদ্ধি পাইতে পারে, এবং অতি-উৎপাদনের ফলে পাঁচ সাত বৎসরের মধ্যেই চা-শিল্পে সেই সব সমস্যাগুলি দেখা দিতে পারে যাহা প্রথম মহাযুদ্ধের পর দিয়াছিল। তখন নিয়ন্ত্রণ সমস্যা আরও কঠিন হইয়া দেখা দিতে পারে। এমতাবস্থায় খুব তাড়াতাড়ি নিয়ন্ত্রণ-পদ্ধতি বাতিল করিয়া দেওয়া যুক্তিসঙ্গত হইবে বলিয়া মনে হয় না। অবশ্য আন্তর্জাতিক চুক্তিটির সর্ত্তগুলি আংশিকভাবে পরিবর্ত্তন করিয়াও উৎপাদন খানিকটা বাড়ানো যাইতে পারে, কিন্তু যতদিন পর্য্যন্ত না ওলন্দাজ দ্বীপগুলির সত্যিকারের অবস্থা জানা যাইতেছে ততদিন বর্ত্তমান ব্যবস্থা বদলান নিরাপদ নয়। হয়ত এমন হইতে পারে যে, এক বৎসরের মধ্যেই আবার তাহারা চা-রপ্তানি সুরু করিতে পারিবে —যদিও ইহার সম্ভাবনা কম। অধিকন্তু জাভা ও সুমাত্রার মালিকদের বিনা অনুমতিতে যদি ১৯৩৩ সনের চুক্তির সর্ত্ত বদলান হয়, তবে ভবিষ্যতে নিয়ন্ত্রণের সাফল্য সম্বন্ধে প্রশ্নের উদয় হইতে পারে। সকল দিক বিবেচনা করিয়া দেখিলে মনে হয় নিয়ন্ত্রণপদ্ধতি অত্যন্ত ধীরে ধীরে আর্থিক অবস্থার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্ত্তন করা উচিত, এবং আন্তর্জাতিক চুক্তিটি বাতিল করা কোনমতেই যুক্তিসঙ্গত নয়।

দি রেডিয়াণ্ট ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস ঃ কুমিল্লা

ফোন ঃ বি, বি, ৫৪৪১

সেণ্ট্রাল অফিস—৩০।১, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

শাখাসমূহ

বেনারস্, চরমুগরিয়া, বাবুরহাট, দক্ষিণ কলিকাতা

সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

ক্যালকাটা ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক

লিমিটেড

হেড অফিস ঃ ক্যালকাটা ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক বিল্ডিংস্

মিশন রো, কলিকাতা।

"ক্যালকাটা ন্যাশনাল" বৃহত্তম ভারতীয় ব্যাঙ্কসমূহের অন্যতম। "ক্যালকাটা ন্যাশনাল" ব্যাঙ্কে একটি সেভিংস্ একাউণ্ট খুলিয়া আপনার সঞ্চয় নিরাপদে রাখুন।

শাখাসমূহ ঃ

কলিকাতা—বড়বাজার, ক্যানিং ষ্ট্রীট, শ্যামবাজার, ভবানীপুর, বালীগঞ্জ; ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম, কটক, দিল্লী, সদরবাজার (দিল্লী), পাটনা, গয়া, মজঃফরপুর, বেরিলী, আগ্রা, মীরাট, বেনারস, কাণপুর, মেষ্টন রোড (কাণপুর), মাদ্রাজ, এলাহাবাদ, কাটরা (এলাহাবাদ), লক্ষ্ণৌ, আমিনাবাদ (লক্ষ্ণৌ), অমরাবতী, রায়পুর, লাহোর, অমৃতসর, করাচী, আজমীড, বোম্বাই, স্যাণ্ডহার্ষ্ট রোড (বোম্বাই), কলবাদেবী (বোম্বাই), আমেদাবাদ, মস্কটিবাজার (আমেদাবাদ), নাগপুর, ইটওয়ারী (নাগপুর), জব্বলপুর, জব্বলপুর ক্যাণ্টনমেণ্ট।

লণ্ডন এজেণ্টস্ ঃ

মিডল্যাণ্ড ব্যাঙ্ক লিমিটেড

ভারতে ঔপনিবেশিক সমাজের অর্থনৈতিক পটভূমিকা

অধ্যাপক শান্তিময় রায়, এম-এ

আজকের দিনেও ভারতের সমাজ ও সাংস্কৃতিক জীবনে নানা অসঙ্গতি খুঁজে পাওয়া যায়, আমাদের জীবনযাত্রার সাথে জীবনের বিভিন্ন সাংস্কৃতিক দিক্‌গুলির মিল অনেক ক্ষেত্রেই কম। এটম বোমার যুগে বাস করে আমরা মধ্যযুগীয় ভারতীয় চিন্তাধারায় প্রভাবান্বিত। বিজ্ঞানের অধ্যাপক কিম্বা চিকিৎসা শাস্ত্রের অধ্যাপক হ'য়েও নিজের ছেলেমেয়ের অসুখে ঝাড়াফুকার ব্যবস্থা করি—মাদুলীর কথা না হয় ছেড়েই দিলাম।

একদিকে শক্তিমানকে অত্যন্ত ভয় ক'রে চলি তাতে যদি সে আবার সাদা চামড়া হয় তাহলে তো কথাই নাই—অন্যদিকে দুর্ব্বলকে নিষ্পেষিত করি। অফিসে বড়বাবুর তাড়া খেয়ে আমরা কেরাণীর দল বাড়ীর স্ত্রীর উপর ঝাল মেটাই। সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে প্রভু-ভৃত্য সম্বন্ধ বাদে আর কোন সম্বন্ধ আমরা ভাবতে পারি না।

শিক্ষার তাগিদ আসে অর্থকরী তাগিদে—তাও আবার নির্ঝঞ্ঝাট-কলমপেশা পেশাদার কেরাণীর উর্দ্ধে যাবার সামর্থ্য ও দৃষ্টিভঙ্গি দুইয়েরই অভাব।

রাজনীতিক্ষেত্রে আমরা অনেক উচ্চ রাজনৈতিক মত পোষণ করে থাকি। কিন্তু কোন কর্ম্মপদ্ধতির পেছনে লেগে থাকার মত তৎপরতা ও অধ্যবসায় আমাদের জীবনে খুব কম দেখা যায়। একাধারে সাম্রাজ্যবাদের নিষ্পেষণে আমরা সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী অন্যদিকে ঔপনিবেশিক অর্থনীতির অনিবার্য্য ফলে নিরঙ্কুশ স্বার্থপরতা ও আত্মকেন্দ্রিকতায় আমরা এক অদ্ভুত অবাস্তব রাজনৈতিক জীব হ'য়ে দাঁড়িয়েছি। ব্যক্তিগত মর্য্যাদা বা ব্যক্তিগত সম্প্রসারণের উর্দ্ধে সম্মিলিত-জাতীয়-রাজনীতি কৈশোর আর পার হচ্ছে না। জাতির সমাজ-মনের এই অসুস্থতার পেছনে এক করুণ ইতিহাস আছে। কি অর্থনৈতিক পরিবেশে বিকলাঙ্গ উপনিবেশে সমাজ ভূমিষ্ঠ হলো—আধুনিক ইতিহাসের ছাত্রদের কাছে সে এক গবেষণার নূতন রাজ্য।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধ থেকে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দেড়শতককে ভারতের ইতিহাসের সংক্রমণ কাল বলা যেতে পারে। এর বিশেষ অর্থনীতির জঠরে ভারতের ঔপনিবেশিক সমাজের জন্ম। এই বিশেষ অর্থনীতিই ঔপনিবেশিক অর্থনীতি। মানদণ্ডের পাশে রাজদণ্ড দেখা দিল—নবাব বাদশার মসনদ কেঁপে উঠলো—কোম্পানী হলো দেওয়ান (১৭৬৫)—দেওয়ান থেকে হলো ভারতের সর্ব্বময় কর্ত্তা। এই নূতন ভারতের পীঠস্থান হলো কলিকাতা। তাই নূতন সমাজ গড়ে উঠল কলিকাতাকে কেন্দ্র করে। নূতন রাজশক্তির যে খেলা সুরু হলো সে এক অভাবনীয় খেলা। ভারতের ইতিহাসে তার তুলনা বিরল। পৃথিবীর ইতিহাসেও এ অভূতপূর্ব্ব। এই ভারতের উপরে বন্যার মত কত নূতন জাতি এসেছে—সমাজে মিশে গেছে—প্রভু হ'য়েছে। দুর্ব্বার তাদের গতি, কিন্তু তাদের খেলা হচ্ছে এদেশের সুপরিচিত খেলা—রাজা-উজিরের খেলা, সমাজের ভিত্তি কোন দিন শিথিল হয়নি। নূতন রাজশক্তির গতিবেগ প্রচণ্ড না হলেও নির্ম্মম। সমাজের স্তরে স্তরে জীবন-স্পন্দন স্তিমিত হয়ে আসতে লাগলো।

সুসংহত সেনাবাহিনীর পেছনে এলো অসংযত কাড়াকাড়ি। কার আগে কে লুটবে। "Get rich quickly clear out of the country"—এই ছিলো তাদের প্রথম নীতি। যাকে বলা যেতে পারে লুণ্ঠন-নীতি। এই লুণ্ঠন-নীতির দুইটী দিক আছে। (১) কোম্পানীর লুণ্ঠন, (২) কর্ম্মচারীদের ব্যক্তিগত লুণ্ঠন।

১৭৬৩ সালে দ্বিতীয়বার নবাব হবার সময়ে মীরজাফরকে ৫০০১৬৫ পাউণ্ড দিতে হয়েছিলো। নিজামতউদ্দৌল্লাকে ২৩০৩৫৬ পাউণ্ড দিতে হয়েছিলো। এ ছাড়া আট বছরের

আপনারাই জীবন-বীমা কোম্পানীর

মেরুদণ্ডস্বরূপ

এজেণ্ট মহোদয়, শিরোনামায় কাহাদিগকে লক্ষ্য করা হইয়াছে, অনুমান করিতে পারেন কি? প্রকৃতপক্ষে আপনাদিগকেই

এই মহৎ ও মানবকল্যাণকর ব্যবসায়ে নিযুক্ত না থাকিলে সময়ক্ষেপ না করিয়া অদ্যই তৎপর হউন।

বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে জীবন-বীমা অত্যাবশ্যকীয় হইয়া পড়িয়াছে; এই সময়ে উক্ত ব্যবসায় দ্বারা জাতির কল্যাণ সাধনে সক্ষম হইবেন।

অর্থনীতির ভাষায় ইহা একটি স্বাধীন ব্যবসায় এবং ইহার জন্য কোনও মূলধনের প্রয়োজন হয় না।

ইণ্ডিয়া ইকুইটেবল ইন্সিওরেন্স

— কোম্পানী লিমিটেড —

৫, সাদার্ণ এভেনিউ, কলিকাতা।

সম্ভ্রান্ত বীমাকর্ম্মিগণের আদর্শ প্রতিষ্ঠান।

মধ্যে উপহার হিসেবে ২১৬৯৬৬৫ পাউণ্ড ও অন্যান্য খাতে ৩৭৭০৮৩৩ পাউণ্ড আদায় করা হয়েছিলো। রাজস্ব আদায় নীতি এক অসম্ভব নিষ্ঠুরতার সীমায় পৌঁছে যায়। ১৭৬৯ সালে দুর্ভিক্ষ দ্বারে করাঘাত করছিল, কিন্তু ভূমিরাজস্ব পাশবিক নির্লিপ্ততার সাথে সংগৃহীত হয়েছিলো; যা হয়তো তৈমুর-লঙ্গ কিম্বা নাদির শাকেও লজ্জা দিতে পারে।

১৭৭২ সালের ৩রা নভেম্বর ওয়ারেন হেষ্টিংস কোর্ট ও ডাইরেক্টরসকে লিখলেন,—"যদিও এদেশের এক-তৃতীয়াংশ লোক মরে গেছে এবং ফলে চাষবাসের অবনতি ঘটেছে, তবুও ১৭৭১ সালে নিট আদায় ১৭৬৮ সালেরও বেশী···এ সম্ভব হয়েছে কড়া তাগিদের ফলে।" চৈৎসিংহ, অযোধ্যার বেগম, শাহ-আলম—, তাঞ্জোর, রোহিলখণ্ডের লুণ্ঠন ইতিহাসে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। লুণ্ঠন-নীতির দ্বিতীয় দিক হচ্ছে ব্যক্তিগত দিক। পলাশী বিজয়ের পর ক্লাইভের মুর্শিদাবাদের রাজকোষ ও নবাব মাতামহীর ধনসম্ভার লুণ্ঠন, পনর লক্ষাধিক টাকার বিনিময়ে কর্ম্মচারীদের অবাধ বাণিজ্যের সুবিধাদান, উপহারের নামে লক্ষ লক্ষ রৌপ্যমুদ্রা গ্রহণ—ইতিহাসে লুণ্ঠন-কারীদেব মধ্যে তার স্থান সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে। ক্লাইভ আত্মসমর্থনে বলেছিলেন, "আমি এই কথা কখনও লুকোইনি·····আমি জানিয়েছি যে, নবাবের উদারতাতেই আমার ভাগ্য সুপ্রসন্ন হয়েছে। এবং কোম্পানীর হিত-সাধন ছাড়া আমার ভারতে থাকার অন্য কোন উদ্দেশ্য নেই।" ওয়ারেন হেষ্টিংসও ব্যক্তিগত উপহার গ্রহণে সিদ্ধহস্ত ছিলেন। সামান্য অবস্থা থেকে এখানে এসে তিনি ১৭৮৫ সালে যখন দেশে ফিরে গেলেন তখন তিনি সে দেশের একজন বিখ্যাত অর্থশালী ভদ্রলোক।

অন্যান্য কর্ম্মচারীদের অবাধ বাণিজ্য ও অবাধ লুণ্ঠনের বিস্তৃত ইতিহাস এখানে দেওয়া সম্ভব নয়। ডাঃ রমেশ দত্তের বা—Rural Annals of Bengal—Hunter-এর পুস্তকে অনেক তথ্য পাওয়া যায়। শুধু এই বলা যেতে পারে যে, এদেশ থেকে যারা ইংলণ্ড ফিরে যেত তাদের ওদেশে "নবাব" বলে আখ্যাত করতো।

প্রথম পর্য্যায়ে ছিল নূতন রাজশক্তি—অর্থনৈতিক নীতি। দ্বিতীয় পর্য্যায়ে 'পরোক্ষ লুণ্ঠন নীতি' আরম্ভ হ'লো। পরোক্ষ লুণ্ঠনের কয়েকটী দিক ধরা যেতে পারে। (১) ভূমি ও রাজস্বের নয়া ব্যবস্থা, (২) শিল্প, (৩) বাণিজ্য।

বাংলা দেশে বহু শতাব্দী ধরে একরূপ ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থা চলে আসছিল—রাজা রাজস্ব নিতেন, জমিদারেরা খাজনা পেতেন এবং রাজস্ব দিতেন। চাষীদের জমির উপরে পিতৃ-পুরুষানুক্রমে দখল ছিল,—খাজনা দিলে তারা বেদখলও হত না। মাঝে নবাবেরা নূতন জরিপ করে রাজস্ব বৃদ্ধি করতেন, জমিদারেরাও কখনো কখনো খাজনা বাড়াতেন। ১৭৬৯ সালে রাজস্ব আদায় পরিদর্শনের জন্য সুপার-ভাইজার নিয়োগ করা হয়। এর পর ১৭৭২ সালে ইংরাজ কর্ম্মচারীর হাতে ভার দেওয়া ঠিক করে কালেক্টার নিয়োগ করা হয়। এই সময় হলো পাঁচসালা বন্দোবস্ত কিন্তু তা বিফল হলো। যিনি নীলামে সর্ব্বোচ্চ ডাকে বন্দোবস্ত নিতে পারতেন তাকেই বন্দোবস্ত দেওয়া হতো। ফলে চাষীদের উপর অত্যা-চার অবশ্যম্ভাবী। ১৭৭৭ সালে আবার বাৎসরিক বন্দোবস্তের পুনঃ প্রবর্ত্তন হবার সঙ্গে সঙ্গে দেশব্যাপী নূতন উৎপীড়ন সুরু হলো। রাজস্ব আদায় কমে গেল। এলো মন্বন্তর। এক থাবায় ত্রিশ লক্ষ লোকের প্রাণ নিয়ে গেল। সেকালের অন্যান্য ইংরেজদের, হেষ্টিংসেরও ধারণা ছিল ভারতবর্ষ—ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোঃ, এবং কোম্পানীর কর্ম্মচারীদের একটা বিরাট লাভজনক—জমিদারী ছাড়া অন্য কিছু নয়। টাকা আদায়ের চেষ্টায় অন্য সবই জলাঞ্জলি দেওয়া হয়েছিল—দেশে লোকের মঙ্গলের দিকে দৃষ্টিপাত করা হয়নি। সমস্ত ব্যবস্থা ওলট পালট হয়ে পড়ল, কিন্তু তার উপরেও অত্যাচারের বিরাম ছিল না। চাষীরা গ্রাম ছেড়ে পালালেও সৈন্য দিয়ে তাদের জোর করে ফিরিয়ে আনা হত।

১৭৮৪ সালে পিটের ভারত আইন পাশ হবার পর কোম্পানীর হুস হলো। কর্ণ-ওয়ালিশ প্রথমে দশসালা তারপর চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করলেন। সরকারী রাজস্ব খাজনার দশ ভাগের নয় ভাগ হলো। নূতন আইনে রাজস্ব হলো (১৭৯০-৯১) ২,৬৮,০০,৯৮৯ টাকা। মীরজাফরের শেষ বছরে রাজস্ব এর এক-তৃতীয়াংশ ছিল মাত্র। সাথে আরম্ভ হলো পুরানো জমিদারের উৎখাত সাধন ও নূতন কর্ম্মচারীদের যোগানদার ও নাম করা দুর্দ্ধর্ষ লোকদের জমিদারী স্বত্ব দেওয়া। যশোহর ও মৈমনসিংহের District Gazette অধ্যয়ন করলে এর নজির মেলে। (Vide. Report on the District of Jessore, Westland.) ভারতবর্ষের অন্যান্য জায়গায় রায়তোয়ারীর ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন হলো। এই ব্যবস্থার পর পরোক্ষ লুণ্ঠন-নীতি এক নূতন রূপ ধারণ করে।

যেমন একদিকে নয়া ভূমি ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন হলো অন্যদিকে পরিবর্ত্তন এলো শিল্পে ও বাণিজ্যে। বুননের বিবরণ হতে জানা যায় যে, বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে এক টাকায় এক মণ ত্রিশ সের চাল পাওয়া যেত, তাছাড়া নানা প্রকার খাদ্যদ্রব্যের চাষ ছিল—যদিও নীল চাষ ছিল কমতির দিকে। ক্রমশঃ খাজনা হিসেবে ফসল নেবার বদলে টাকা দেওয়ার রীতি প্রচলিত হচ্ছিল। তাঁত শিল্প, কাগজ তৈরী, চামড়ার কাজ, গন্ধদ্রব্য তৈরী, লোহা, সোনা ও রূপার কাজ, পাথর কাটা, কুমোরের কাজ, কম্বল বোনা, রেশম শিল্প প্রভৃতি বহু ব্যবসা প্রচলিত ছিল। বয়ন শিল্প তখন ভারতের জাতীয় শিল্প বলে পরিগণিত হত। কিন্তু এদেশের শিল্প বিস্তারের সহায়তা ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর উদ্দেশ্য ছিল না। ১৭৬৯ সালেই ডিরেক্টরেরা নির্দ্দেশ দেন যে, ভারতবর্ষে কাঁচা রেশম তৈরীর সহায়তা করা হবে, কিন্তু রেশম শিল্পের সহায়তা করা হবে না। এর ফলে শিল্পীদের শুধু কোম্পানীর কারখানাতেই কাজ করতে বাধ্য হতে হলো—বাইরে কাজ করা তাদের নিষিদ্ধ হলো।

ইংলণ্ড হতে এদেশে প্রেরিত তুলার জিনিষের দাম ১৭৯৪ সালে ছিল ১৫৬ পাউণ্ড, ১৮১৩ সালে তা হয়ে দাঁড়ায় ১০৮৮২৪ পাউণ্ড। এ বাদে কোম্পানীর লভ্যাংশ 'ইনভেষ্টমেণ্ট' বা দাদন করা হতো। এদেশ থেকে জুলুম করে সস্তায় জিনিষ কিনে বিলেতে চালান দেওয়া হতো। এই সময়ে বাৎসরিক গড়ে ১৩,২২,৮৭৭ পাউণ্ড ইনভেষ্টমেণ্ট করা হতো।

অন্তর্বাণিজ্যে প্রথম থেকেই কোম্পানীর দ্বিবিধ একচেটিয়া ব্যবসা ছিল। প্রথমতঃ কোম্পানীর একচেটিয়া অধিকার, দ্বিতীয়তঃ কোম্পানীর কর্ম্মচারীদের কতগুলি বাণিজ্যে একচেটিয়া অধিকার। ১৭৬৪ সালে কোম্পানী এই অবাধ বাণিজ্য বন্ধ করে দিলেও ক্লাইভ প্রভৃতি কর্ম্মচারিগণ বাণিজ্যসঙ্ঘ (Society of Trade—1765) করে লবণ, সুপারি, তামাক প্রভৃতি জিনিষের ব্যবসা করতে লাগলেন। এই সব বাণিজ্য এতদূর লাভবান ছিল যে, ক্লাইভের পাঁচটি অংশ (Share) ৩২,০০০ পাউণ্ডে বিক্রী হয়ে যায়। এইভাবে এই দেশের শিল্প ও বাণিজ্য এই দেশী শ্রমজীবী ও ব্যবসায়ীদের হাত থেকে কেড়ে নেওয়া হয়। ব্যবসা করতে হলে একমাত্র রাস্তা খোলা ছিল—এদের ঠিকাদার হয়ে বা মুচ্ছুদ্দি হয়ে। এইজন্যই এই সময়ে মুচ্ছুদ্দি শ্রেণীর উদ্ভব হয়। খোসামোদ ও নানাপ্রকার হীন ব্যবসার সাহায্যে এই শ্রেণী সম্পন্ন ও প্রতিপত্তিশালী হয়। যাদের হাতে টাকা ছিলো তাদের কাছে কেবল খোলা রইল লগ্নি কারবার আর জমি। এরাই আবার নূতন জমিদার শ্রেণী হয়ে দাঁড়ায়।

এইভাবে ভারতের স্বাভাবিক গতি অবরুদ্ধ হয়ে গেল। মারাঠা ও শিখদের পতনের সঙ্গে সঙ্গেই সামন্ততন্ত্রের শেষ আশা অস্তমিত হলো। এলো নূতন ইংরেজী শিক্ষা—তার সাথে এলো ফরাসী বিপ্লব—বেন্থাম-মিল। এলো রেলপথ আর টেলিগ্রাফ। মনোজগতে ভারত গেল এগিয়ে কিন্তু তার গোড়া থাকলো মাটি-বিহীন হয়ে—তাকে রস আহরণ করতে হলো ভাব রাজ্যে। এইভাবেই সৃষ্টি হল ঔপনিবেশিক সমাজের 'বাবুরদল'—জীবনের নানাক্ষেত্রে যারা হয়ে আছে মূর্ত্তিমন্ত কালাতিক্রমতা (anachronism) ইংলণ্ড, ফ্রান্স কিম্বা আমেরিকার মত সবল মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব তাই আমাদের দেশে সম্ভব হয়নি। হয়েছে মেরুদণ্ডবিহীন দুর্ব্বলচিত্ত ভদ্রবাবুর দল।

বেঙ্গল লক্ষ্মী ব্যাঙ্ক লিঃ

স্থাপিত—১৯২৭

হেড অফিস ঃ—৩০৯, বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—মিঃ জে, সি, বর্ম্মণ

রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি

সুধাংশুভূষণ রায়

সমাজতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার আমলে রাশিয়ায় ধনতন্ত্রবাদের পুরাতন বনিয়াদ ধ্বসে পড়েছে। পুঁজিবাদী রীতিনীতি বিসর্জ্জন দিয়ে ও দরকারমত কোন কোন দিক দিয়ে তাকে পরিবর্ত্তিত করে নিয়ে খাটি জনকল্যাণের ভিত্তিতে সেখানে নূতন রাষ্ট্র ও সমাজ গড়ে তোলা হয়েছে। সে ভাঙ্গাগড়ার কাজে কম্যুনিষ্টদের নিজস্ব অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি তাঁদের বিশেষ করে সাহায্য করেছে। কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য ও রাজস্বনীতি প্রভৃতিই হ'ল সমাজ ব্যবস্থার মেরুদণ্ড। মুষ্টিমেয়ের স্বার্থে এসবকে নিয়ন্ত্রিত করা হয় বলে ধনতান্ত্রিক দেশসমূহে লোকের দুঃখগ্লানি পুঞ্জীভূত হয়ে উঠেছে। সার্ব্বজনীন সুখশান্তির বদলে অর্থ-সঙ্কট, বেকারসমস্যা ও যুদ্ধ-বিগ্রহের ভেতর দিয়ে সেখানে ধ্বংসের রূপ প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছে। এই অশান্তি ও দুঃখগ্লানি দূর করতে হলে পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থার আমূল সংস্কার প্রয়োজন। সমাজতন্ত্রবাদী নীতি ও পদ্ধতি অনুযায়ী লোকের অর্থনৈতিক কর্ম্ম-ধারার মোড় ঘোরানো দরকার। সোভিয়েট রাষ্ট্রের কম্যুনিষ্ট গবর্ণমেণ্ট গত ২৮ বছর ধরে সে চেষ্টাই করে আসছেন। ওঁদের সে চেষ্টার ফলে সমাজের ধনতান্ত্রিক রূপ পরিবর্ত্তিত হয়ে সকলক্ষেত্রে জনসাধারণের ন্যায্য স্বার্থ ও অধিকার সম্প্রসারিত হয়েছে। লোকের সমষ্টিগত কল্যাণ ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য দিন দিন বেড়ে চলেছে। 'আর্থিক জগতে'র কয়েকটি বিশেষ সংখ্যায় পূর্ব্বে আমি কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, টাকাকড়ি এবং বীমা ও ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের দিক দিয়ে সোভিয়েট রাষ্ট্রের সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির স্বরূপ ও ধারা বিশ্লেষণ করেছি। বর্ত্তমান প্রবন্ধে জীবিকা, মজুরী, ধনসাম্য, অর্থসঞ্চয়, দাদন, ট্যাক্স-নীতি এবং পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ ও রেশনিং সম্পর্কে ঐদেশের অর্থনৈতিক নিয়মকানুন আমি আলোচনা করব।

জীবিকা ও মজুরী

সোভিয়েট রাষ্ট্রে কোন সক্ষম ও কর্ম্মেচ্ছু লোকের পক্ষে জীবন ধারণের উপযোগী জীবিকা বেছে নেওয়া কঠিন নহে। সোভিয়েট শাসন-তন্ত্রের ৯৯৮ ধারায় এবিষয়ে রাশিয়ার সকল শ্রেণীর জনসাধারণের অচ্ছেদ্য অধিকার স্বীকার করে লওয়া হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে, "সোভিয়েট রাষ্ট্রের নাগরিকদের প্রত্যেকেরই কাজ পাবার অধিকার আছে। কাজ করতে চাইলে সকলকেই রাষ্ট্র তাদের কাজের পরিমাণ ও গুণাগুণ অনুসারে ন্যায্য পারিশ্রমিক দেবার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন।" এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে সোভিয়েট গবর্ণমেণ্ট কার্য্যতঃ তা রক্ষা করতে এপর্য্যন্ত কোন ত্রুটি করেন নি। প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা গ্রহণ করে তাঁরা দেশে কৃষি ও শিল্পের সমুচিত প্রসার সাধন করেছেন। তাতে কৃষি ও শিল্পের দিক দিয়ে দেশে কর্ম্মসংস্থানের সুযোগ খুবই বেড়ে গেছে। বহু অনাবাদী জমি চাষাবাদের আওতায় এসেছে। কৃষি কার্য্যের উৎপাদন পূর্ব্বের তুলনায় অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। আগে যেসব জিনিষ উৎপন্ন হতোনা কৃষি বিজ্ঞানের অগ্রগতি ও চাষাবাদের উন্নত প্রক্রিয়ার জন্য সে সব জিনিষও রাশিয়ার জমিতে বেশ ভাল করেই ফলতে আরম্ভ করেছে। শিল্পের দিক দিয়ে রাশিয়া আগে খুবই অনুন্নত ছিল। ব্যাপক শিল্পপরিকল্পনা কার্য্যকরী করে গবর্ণ-মেণ্ট ঐ দেশের প্রাকৃতিক মাল মসল্লাকে আজ ভালভাবে কাজে লাগানোর ব্যবস্থা করেছেন। ফলে অনেক শিল্পেরই উৎপাদন পূর্ব্বের চেয়ে অনেকগুণ বেড়ে গেছে। নূতন ধরণের শিল্পও দেশে বিস্তর পরিমাণে গড়ে উঠেছে। কাজেই নানাদিকে লোকের জীবিকার্জ্জনের সুযোগ আজ অফুরন্ত হয়েই দেখা দিয়েছে।

পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থায় উৎপাদন ক্ষেত্রের উপর মুষ্টিমেয়ের কর্তৃত্ব বজায় থাকে বলে, যথা-

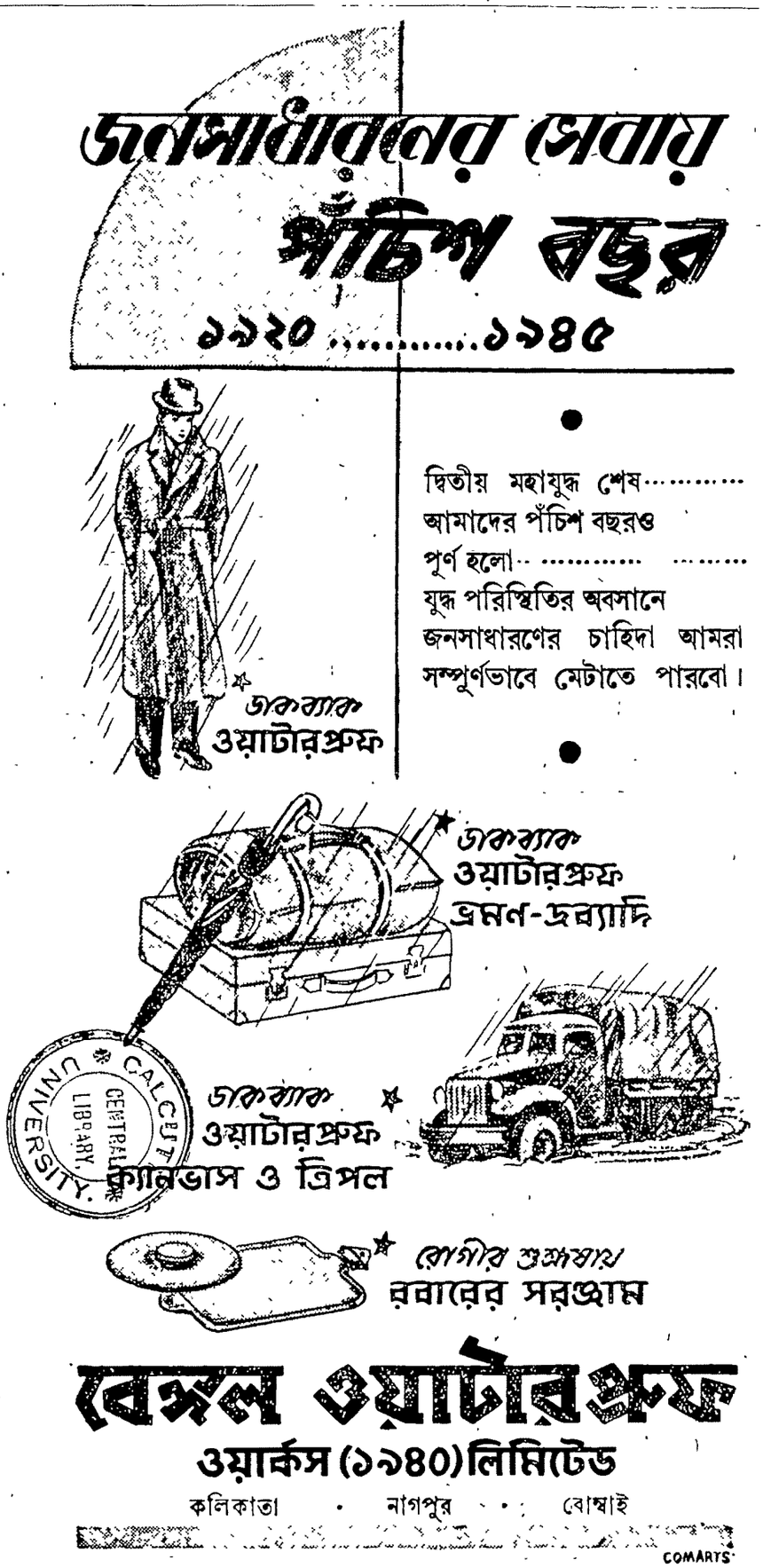

সম্ভব কম লোক নিয়োগ করে মালিকের লাভের সুবিধেটাই সেখানে আগে দেখা হয়। কিন্তু রাশিয়ায় কৃষি ও শিল্পের উপর সে ব্যক্তিগত স্বত্বাধিকারের রীতি এখন আর একেবারেই নেই। সেখানকার সমস্ত যৌথ কৃষি ফার্ম্ম ও সমস্ত শিল্পপ্রতিষ্ঠানই এক্ষণে রাষ্ট্রের সর্ব্বাঙ্গীন কর্ত্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণাধীনে চালিত হচ্ছে। ব্যক্তিগত মুনাফাবৃত্তি বন্ধ করে একদিকে উন্নত প্রথায় কৃষি ও শিল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি করা ও অপর দিকে দেশের সকল সক্ষম ও কর্ম্মেচ্ছু লোকদিগকে ঐ সমস্তের ভিতর জীবিকার্জ্জনের সুযোগ দেওয়া—ইহাই সোভিয়েট গবর্ণমেণ্টের লক্ষ্য। দেশের ট্রেড ইউনিয়ন ও সাধারণ শ্রমিক সঙ্ঘগুলি লোকের কর্ম্মসংস্থান বিষয়ে গবর্ণমেণ্টকে বিশেষভাবে সাহায্য করে থাকেন। কোন একটি এলাকায় সেখানকার কৃষি ফার্ম্ম ও শিল্পপ্রতিষ্ঠানসমূহে সকল লোকের কাজের সংস্থান না হলে ট্রেড ইউনিয়ন বাড়তি লোকদের নাম রেজেষ্ট্রি করে কর্ম্মসংস্থানের সুযোগ-সুবিধে অনুযায়ী তাদের দেশের অন্য এলাকায় পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করেন। কাজ দেবার সুবিধে হবে বলে অনেক সময় কর্ম্মেচ্ছু লোকদিগকে কারিগরী শিক্ষায় সরকারী খরচে শিক্ষিত করে তোলা হয়। কাজেই কাজ করার ইচ্ছা থাকলে রাশিয়ায় আজ আর কাউকে বেকার বসে থাকতে হয় না। কাজ দিতে গিয়ে গবর্ণমেণ্ট প্রত্যেক লোককে তার অভিজ্ঞতা ও কর্ম্মক্ষমতা অনুযায়ী উপযুক্ত জীবিকার সুযোগ দিতে ত্রুটি করেন না।

রোগ ও বার্দ্ধক্যের জন্য যারা কাজ করতে অক্ষম তাদের কথা সোভিয়েট গবর্ণমেণ্ট আলাদা করে বিবেচনা করে থাকেন। তাদিগকে একটা নির্দ্দিষ্ট হারে পেন্সন ও ভাতা দেওয়া হয়ে থাকে। রুগ্ন লোকদিগকে ভাতা প্রদান ছাড়া গবর্ণমেণ্ট বিনা খরচে উহাদের সুচিকিৎসারও ব্যবস্থা করে থাকেন।

সোভিয়েট গবর্ণমেণ্টের আমলে শ্রমিকদের মজুরী সম্বন্ধে রাশিয়ায় একটা সুসঙ্গত নিয়ম কানুন গড়ে উঠেছে। শ্রম আদায় এবং মজুরী ও ভোগ্য বস্তু বিতরণ সম্বন্ধে সাম্যবাদের লক্ষ্য হ'ল 'From each according to his ability, to each according to his needs' অর্থাৎ প্রত্যেকের নিকট হতে তার শক্তি অনুযায়ী কাজ আদায় করা এবং তার দরকার অনুযায়ী তাকে মজুরী ও ভোগ্য বস্তু সরবরাহ করা। কিন্তু পুরা সাম্যবাদী সমাজ গড়ে না উঠা পর্য্যন্ত সেই লক্ষ্য যথাযথ কার্য্যে পরিণত করার পক্ষে যথেষ্ট অসুবিধা রয়েছে। প্রথমতঃ লোকের দরকার অনুযায়ী তার মজুরীর হার স্থির করে দিলে তাতে সব লোকের উৎসাহ উদ্যম বিকাশ পাবে না। যে বুদ্ধি খাটিয়ে বেশী কাজ করতে পারে মজুরীর হার বাঁধা থাকার জন্য সে হয়ত তার বুদ্ধিবৃত্তি ও কর্ম্মক্ষমতাকে পুরাপুরি কাজে লাগাতে চাইবে না। প্রাপ্যের পরিমাণ সীমাবদ্ধ জেনে হয়ত ফাঁকি দিতে চাইবে। শ্রমিকদের সমান মজুরী পাবে বলে ইঞ্জিনীয়াররা আন্তরিকভাবে তাদের কর্ম্মক্ষমতা নিয়োগ করবে না। কম্যুনিষ্টরা প্রথম অবস্থায় যেখানে প্রচুর শ্রম দিয়ে উৎপাদন ব্যবস্থার সমূহ উন্নতিসাধনে ব্রতী হয়েছেন সেখানে শ্রমিক ও কর্ম্মীদের ভিতর ঐরূপ মনোভাবের সৃষ্টি হ'লে তা খুবই ভয়ের কথা। দ্বিতীয়তঃ মজুরীর হার প্রত্যেকের জন্য নির্দ্দিষ্ট হারে বেঁধে রাখা হ'লে সকলে সব কাজ করিতে রাজী হবে না। সহজসাধ্য বলে এবং আয়েসী ও বিলাসজীবন যাপনের উপযোগী বলে অনেকেই আরামের কাজ বেছে নিতে চাইবে। অপর দিকে দেশের পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজন হলেও অপেক্ষাকৃত কষ্টসাধ্য ও অপেক্ষাকৃত দৈহিক পরিশ্রমের কাজে সবাই অনাগ্রহ ও অবহেলার ভাব দেখাবে। কেরাণীর কাজে, শিল্পীর কাজে, মোড়লীর কাজে লোকের ভিড় হবে; কারখানার মেসিন চালানোর কাজে, কয়লার খনির কাজে, ইঞ্জিনীয়ারের কাজে প্রয়োজনীয় সংখ্যক লোকের অভাব ঘটবে। সে সব কথা ভেবে কম্যুনিষ্ট গবর্ণমেণ্ট লোকের প্রকৃত প্রয়োজনের ভিত্তিতে পারিশ্রমিকের হার নির্দ্ধারিত না করে কাজের পরিমাণ ও গুণাগুণ বিচার করে তার ভিত্তিতেই সে হার স্থির করে দেবার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। নানা ক্ষেত্রে নিয়োজিত লোকেরা কি হারে মজুরী পাবে তা নির্ভর করে তার কর্ম্মক্ষমতার উপর। সাধারণ এক জন কেরাণী যে মাইনে পায় আফিসের একজন বিশেষজ্ঞকে তার চেয়ে বেশী মাইনে দেওয়া

দি
মোহিনী মিলস্ লিঃ
কুষ্টিয়া বাজার, নদীয়া।

যুদ্ধের বাজারে "মোহিনীর"
তৎপরতা ও নিপুণতা সকলকেই
একযোগে ঋণী করিয়াছে,
--এবার পূজাতে--
'মোহিনীর' অনবদ্য অবদান গ্রহণে
সে ঋণ পরিশোধ করুন।

দি মোহিনী মিলস্ লিমিটেড
বেলঘরিয়া, ২৪ পরগণা।

মার্কেণ্টাইল
এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্ক লিঃ
হেড অফিস—
পি-৭, মিশন রো এক্সটেনসন, কলিকাতা।
ব্রাঞ্চ—রাণাঘাট

ফোন:
ক্যাল ৩৮৩৯

ম্যানেজিং ডাইরেক্টর:
মিঃ জে, এন, সেন

আমাদের ক্যাশ সার্টিফিকেট
অতি লাভজনক!

হয়। সাধারণ কলকারখানার শ্রমিকদিগকে যে মজুরী দেওয়া হয় কয়লা ও ধাতুশিল্পের শ্রমিকরা তার চেয়ে বেশী মজুরী পেয়ে থাকে। সাধারণ শ্রমিকদের চেয়ে অভিজ্ঞ মিস্ত্রী ও ইঞ্জিনীয়ারের মাইনে নির্দ্ধারিত হয় বেশী করে। সোভিয়েট গবর্ণমেণ্ট যখন কোন নূতন ধরণের শিল্প প্রতিষ্ঠা করতে চান, তখন সেদিকে লোকের মনোযোগ বেশী করে নিবদ্ধ করার জন্য তাঁরা সে কাজে মজুরীর পরিমাণ অধিক হারে নির্দ্দিষ্ট করেন। এমনি করে সমাজ গঠনের প্রথম অবস্থায় উৎপাদন বৃদ্ধির কাজে জনসাধারণের ভেতর উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা সঞ্চার করা হচ্ছে। তবে মজুরীর হার নির্দ্ধারণ করতে গিয়ে সোভিয়েট গবর্ণমেণ্ট তার একটা সর্ব্বোচ্চ ও সর্ব্বনিম্ন মান রক্ষা করে থাকেন। সাধারণ শ্রমিকেরা অভিজ্ঞ কারিগর ও ইঞ্জিনীয়ার প্রভৃতির তুলনায় কম পারিশ্রমিক পেলেও সেই পারিশ্রমিক যাতে তাদের জীবনযাত্রার প্রয়োজনের তুলনায় স্বল্প না হয় সে বিষয়ে খুবই লক্ষ্য রাখা হয়। সেই লক্ষ্য থেকে রাশিয়ায় শ্রমিকদের নিম্নতম মজুরীর হার দিন দিনই বাড়িয়ে তোলা হচ্ছে। অপর দিকে, অভিজ্ঞ কারিগর ও ইঞ্জিনীয়ার প্রভৃতি অত্যধিক মাইনে পেয়ে যাতে সমাজ-জীবনের বৈষম্য বাড়িয়ে তুলতে না পারে সে-জন্য তাঁদের পারিশ্রমিকের একটা সর্ব্বোচ্চ গণ্ডিও বেঁধে দেওয়া হয়েছে। জারের আমলে রাশিয়ার শ্রমিকেরা গড়ে প্রতি মাসে ১২ রুবল (১ রুবল ২।৵০ আনার সমান) মজুরী পেত। সোভিয়েট গবর্ণমেণ্ট গত ১৯৩৭ সালের ১লা নভেম্বর এক ডিক্রি জারী করে শ্রমিকদের নিম্নতম মজুরীর হার মাসে ১১৫ রুবলে বেঁধে দিয়েছেন। ১৯৪০ সালে সোভিয়েটের সমস্ত চাকুরীয়া ও শ্রমিকেরা প্রত্যেকে গড়ে ৩,৪৬৭ রুবল (বৎসরে) মজুরী পেয়েছিল। সমাজ-তান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার আমলে শ্রমিকদের যে

জমি বিক্রয়

পবিত্র বারাণসী ধামে

হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় হইতে মাত্র ২—৩ মিনিটের পথে

পাকা ইমারতাদি নির্ম্মাণের স্বত্ব সমন্বিত

মনোরম ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্লট ; জমির কাছেই স্কুল ও বাজার এবং পার্শ্বেই গঙ্গা। নিম্নে এই প্লটগুলির নক্সা দেওয়া হইল।

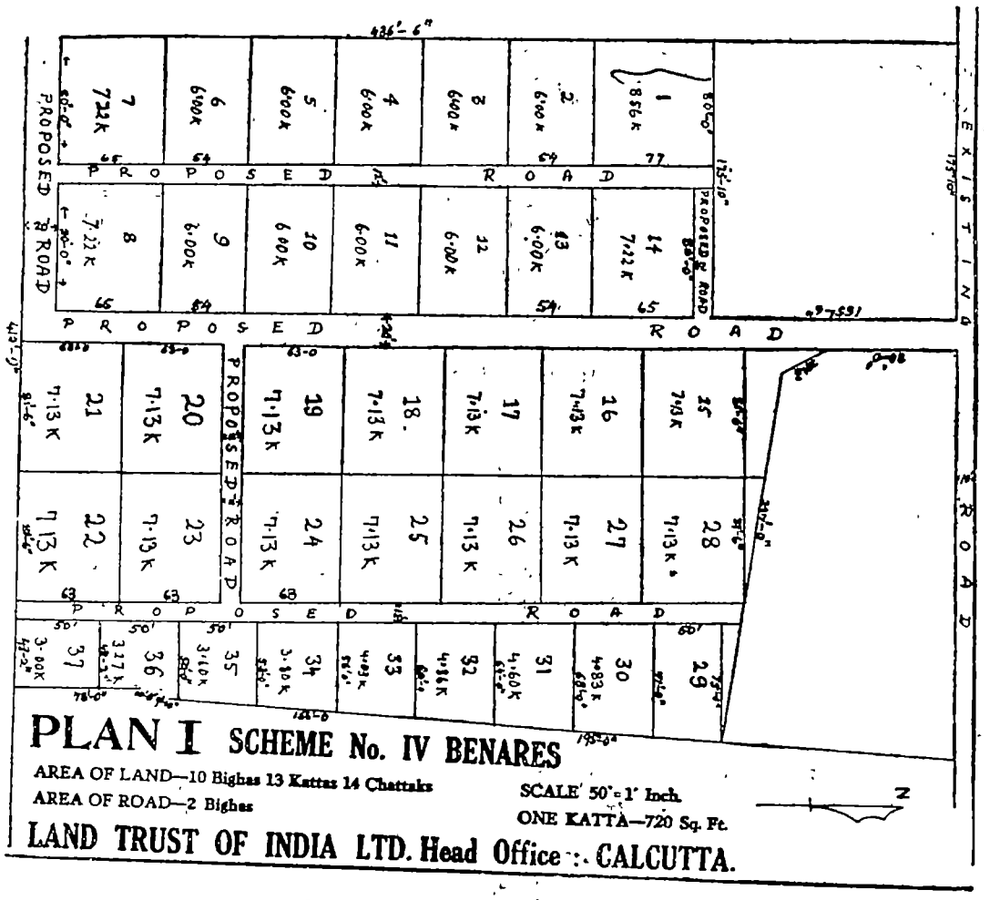

PLAN I SCHEME No. IV BENARES

AREA OF LAND—10 Bighas 13 Kattas 14 Chattaks
AREA OF ROAD—2 Bighas

SCALE 50'=1' Inch.
ONE KATTA—720 Sq. Ft.

LAND TRUST OF INDIA LTD. Head Office :. CALCUTTA.

—বিস্তারিত বিবরণের জন্য লিখুন—

ল্যাণ্ড ট্রাষ্ট অব ইণ্ডিয়া লিমিটেড

"শেয়ার ডিলার্স হাউস" কলিকাতা।

ফোন :—ক্যাল : ১৪৬৪-১৪৬৫

কতদূর আর্থিক উন্নতি ঘটেছে, গড় মজুরীর হার এতদূর বেড়ে যাওয়াতে তা স্পষ্টই বুঝা যাচ্ছে।

কারখানার শ্রমিকদের মত কৃষিজীবিদের পাওনার হার বেঁধে দেওয়া তত সহজ নহে। তবু সোভিয়েট গবর্ণমেণ্ট যৌথ কৃষি ফার্ম্মের ভেতর দিয়ে এ বিষয়ে অনেকটা অগ্রগতি সাধন করেছেন। যৌথ কৃষি ফার্ম্মের ভেতর অনেক কৃষক একত্র চাষাবাদ করে যে শস্য উৎপাদন করে তার কতকাংশ কৃষকদের দৈনন্দিন প্রয়োজন মেটানোর জন্য তাদের ভিতর বণ্টন করে দেওয়া হয়। বাকী অংশ বিক্রয় করে কতকটা অর্থ ফার্ম্মের খরচপত্র মেটানোর জন্য মজুত রাখা হয়, আর অবশিষ্ট অর্থ কৃষকদের ভেতর তাদের কাজ অনুযায়ী ভাগ করে দেওয়া হয়। সোভিয়েট রাষ্ট্রে যৌথ ফার্ম্মের রীতি প্রচলিত হওয়ায়, চাষাবাদের কাজে ব্যাপকভাবে ট্রাক্টর ও অন্যান্য উন্নত যন্ত্রপাতি ব্যবহৃত হওয়ায় এবং বিদ্যুৎশক্তি প্রয়োগের রেওয়াজ গড়ে উঠায় জমিতে পণ্য উৎপাদনের পরিমাণ অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। কৃষকের পণ্য নিয়ে লাভের ব্যবসা চালানোর লোক এখন আর নেই। কাজেই কৃষকদের আয় স্বভাবতঃই আগের চেয়ে অনেক বেড়ে গেছে।

সাম্যের প্রশ্ন

রাশিয়ায় মজুরীর হারের সমতা নেই বলে ও লোকের বেশী কার্য্যক্ষমতা অনুযায়ী তাদের অধিক মজুরী দেওয়া হয় বলে ধনতান্ত্রিক দেশের লোকেরা অনেক সময় তা নিয়ে উপহাস করে থাকেন। তাদের মতে এতে অসাম্যের মূল কারণ রাশিয়ার সমাজেও রয়ে গেছে। কিন্তু এ ধারণা সম্পূর্ণ ঠিক নহে। প্রথমতঃ, সাম্য অর্থে রাশিয়ার কম্যুনিষ্ট পার্টি কোনদিন মজুরীর সমতা স্থাপনের কথা বলেন নি। পুরাপুরি সাম্যবাদী সমাজ গড়ে তোলার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সমাজে শ্রমের পরিমাণ ও গুণাগুণ অনুযায়ী শ্রমিক বা কর্ম্মীর মজুরীর তারতম্য রাখতেই হবে—এই তাদের ধারণা। সাম্য অর্থে যে জিনিষটা কম্যুনিষ্টরা চালু করতে চেয়েছেন, তা হচ্চে শ্রেণীবিভেদ অপসারণ, ব্যক্তিগত স্বত্বাধিকার লোপ করে জমি ও কারখানার মালিকদের দ্বারা অধিকাংশের শোষণের পথ বন্ধ করা, সকল লোককে জীবিকা ও কর্ম্মসংস্থানের সমান সুযোগ দেওয়া, প্রত্যেক শ্রমিক যাতে তার কার্য্যক্ষমতা অনুযায়ী উন্নত পদ ও বেশী মজুরী লাভের সুযোগ পায় তার ব্যবস্থা করা এবং সকল লোকনির্ব্বিশেষে শিক্ষা ও সুচিকিৎসার সুবিধে দেওয়া। সোভিয়েট গবর্ণমেণ্টের চেষ্টায় রাশিয়ায় ঐ সব দিক দিয়ে প্রায় পুরাপুরি সাম্য ইতিমধ্যেই গড়ে উঠেছে।

মজুরীর অসমতার জন্য রাশিয়ায় উচ্চস্তরের কর্ম্মীদের সহিত নিচুস্তরের কর্ম্মীদের উপার্জ্জনগত ব্যবধান আজও কাটে নাই সত্য, কিন্তু নানা সুব্যবস্থার জন্য ধনতান্ত্রিক দেশের মত এতে রাশিয়ায় ধনী-গরীবের বৈষম্য তত বেশী করে ফুটে উঠতে পারে না। কাজের নৈপুণ্য ও উৎকৃষ্টতা বিচার করে কোন কোন শ্রেণীর শ্রমিক ও কর্ম্মীকে বেশী পারিশ্রমিক দেওয়া হয় সত্য, কিন্তু উৎপাদন ব্যবস্থার উপর ব্যক্তিগত স্বত্বাধিকারপ্রথা বিলুপ্ত হওয়ায় সেই বেশী আয় নিয়ে কেউ কোন লাভের ব্যবসা গড়ে তুলতে পারে না; পাঁচটা লোককে নিজের জন্য খাটাতে পারে না। তাঁদের বাড়তি আয়ের কতকাংশ চড়া ট্যাক্সের মারফতে সরকারী তহবিলে টেনে নেওয়া হচ্ছে। এর পর যা অবশিষ্ট থাকে, তা নিয়ে তারা নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষের জন্য কাড়াকাড়ি করে তা'র দাম ও দুষ্প্রাপ্যতা বৃদ্ধি করতে পারে না। গবর্ণমেণ্ট রেশনপ্রথা প্রবর্ত্তন করে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিষ নির্দ্দিষ্ট মূল্যে দেশের লোকের ভেতর যথাসম্ভব সমভাবে বণ্টনের ব্যবস্থা করে থাকেন। রেশনের বাইরে যে জিনিষ পাওয়া যায় তার মূল্য এতই চড়া রাখা হয় যে, বেশী আয় থাকলেও তা অধিক মাত্রায় সংগ্রহ করা কারও পক্ষে সম্ভবপর হয় না। বেশী আয় নিয়ে লোকে বড় জোর অধিক ভ্রমণ করতে পারে, বই কিনতে পারে, পিয়ানো ও ফারকোট

পাওনিয়ার ইন্‌ডাষ্ট্রীয়াল ব্যাঙ্ক
লিমিটেড্

—হেড অফিস—

১০৭, ওল্ড চীনাবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

শাখা ঃ মেদিনীপুর, পাটনা।

সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

প্রভৃতি বিলাসদ্রব্য সংগ্রহ করতে পারে।* এতে সাধারণ লোকদের সাধারণ সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের পথে কোন বাধা সৃষ্টি হয় না। সোভিয়েট গবর্ণমেণ্টের ট্যাক্সনীতি এবং পণ্যদ্রব্যের রেশনিং ও পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে তাঁদের বিধিবিধান আমি এই প্রবন্ধে পরে আলোচনা করেছি।

অর্থসঞ্চয় ও দাদন

ধনতান্ত্রিক দেশের মত সোভিয়েট রাষ্ট্রে লোকের অর্থসঞ্চয়ের আগ্রহ নেই। পূর্ব্ব হতে টাকা পয়সা জমিয়ে না রাখতে পারলে ধনতান্ত্রিক দেশসমূহে রোগ ও বার্দ্ধক্য দশায় বেকার লোককে অসহায় হতে হয়। ছেলে মেয়ের শিক্ষা-দীক্ষা ও বেকার আত্মীয় স্বজনের ভরণ পোষণের জন্যও তাদিগকে বর্ত্তমান আয় হইতে যথাসম্ভব সংরক্ষণ করে চলতে হয়। কিন্তু কম্যুনিষ্ট শাসন ব্যবস্থার আমলে লোকের সে সব সমস্যা নেই। জীবিকার্জ্জনের উপযোগী কাজ পাবার অধিকার সকল লোকেরই সেখানে রয়েছে। রোগ, বার্দ্ধক্য ও অকর্ম্মণ্য দশায় রাষ্ট্র সকলের জন্যই উপযুক্ত ভাতা ও পেন্সনের ব্যবস্থা করে থাকে। ছেলে মেয়েদিগকে শিক্ষা প্রদানের ও শিক্ষার পর তাদিগকে চাকুরী বা কাজ দেবার দায়িত্বও সোভিয়েট গবর্ণমেণ্ট গ্রহণ করতে ত্রুটি করেন না। এই সমস্তের জন্য কারও তেমন চিন্তাভাবনার প্রয়োজন নেই। অপরের চেয়ে বেশী সুখস্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করবে বলে ধনতান্ত্রিক দেশে লোকে অর্থ জমিয়ে থাকে। সোভিয়েট ইউনিয়নে সেভাবে সাধারণের চেয়ে কারও পক্ষে বেশী সুখস্বাচ্ছন্দ্য ভোগের সুযোগ খুব কম। সাধারণ ভোগ-সামগ্রী লোকের প্রয়োজন অনুযায়ী অনেকটা সমভাবে বণ্টিত হয়ে থাকে। বেশী পয়সা থাকলেও নির্দ্দিষ্ট পরিমাণের চেয়ে বেশীমাত্রায় তা সংগ্রহ করা সহজ নহে। বিলাসদ্রব্য যে কিছু কিছু কিনতে না পাওয়া যায়, তা নয়। কিন্তু তার যোগান খুবই স্বল্প, দাম নিতান্ত বেশী। অর্থ সঞ্চয় করে ব্যক্তিগত মুনাফার জন্য ধনতান্ত্রিক দেশের মত শিল্প ও ব্যবসা বাণিজ্য গড়ে তোলাত রাশিয়ায় একেবারেই অসম্ভব। কাজেই বর্ত্তমান আয় হতে ভবিষ্যতের জন্য অর্থ জমিয়ে রাখতে রাশিয়ায় কেউ আর এখন তেমন আগ্রহ বা উৎসাহ বোধ করে না। কিন্তু জনসাধারণ অর্থসঞ্চয়ে আগ্রহ বোধ না করলেও দেশের প্রয়োজনে রাষ্ট্র তাদের কতক পরিমাণে তা করতে বাধ্য করে থাকে। দেশের লোক যদি তাদের বর্ত্তমান আয়ের সবটাই দৈনন্দিন প্রয়োজনে নিঃশেষ করে ফেলে এবং দেশের শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলি যদি খরচ বাঁচিয়ে তাদের লাভের অঙ্ক থেকে কতকটা অর্থসঞ্চয় না করতে পারে, তবে ভবিষ্যতের জন্য কোন মূলধন গড়ে উঠবে না। আর তাতে নূতন পরিকল্পনা নিয়ে দেশে কৃষি ও শিল্পের ক্রমবিকাশ ও উন্নতিসাধন করা কঠিন হয়ে দাঁড়াবে। দেশ রক্ষার মত একান্ত দরকারী অথচ আন্-প্রডাক্টিভ কাজে (যে কাজ হতে প্রত্যক্ষ লাভের আশা কম) যে সব লোক নিয়োজিত রয়েছে তাদের পরিপোষণের পক্ষে যথেষ্ট অসুবিধে দেখা যাবে।

কাজেই সোভিয়েট গবর্ণমেণ্ট দেশের ব্যক্তিসাধারণকে ও শিল্পপ্রতিষ্ঠানসমূহকে বর্ত্তমান আয় হতে কতক অর্থ ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় করে রাখা সম্পর্কে নানাভাবে উৎসাহ দিয়ে থাকেন। কোন কোন দিক দিয়ে তা'দিগকে সে বিষয়ে বাধ্য করতেও ত্রুটি করেন না। প্রথমতঃ, গবর্ণমেণ্ট আয়-করের মারফতে লোকের আয়ের কতকটা টেনে নেন। দ্বিতীয়তঃ, ষ্টেট লোন বা সরকারী ঋণপত্র বিক্রি করে তাঁরা লোকের নিকট হতে প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করে রাখেন। সোভিয়েট ইউনিয়নে যে সেভিংস ব্যাঙ্ক আছে তা পুরাপুরি রাষ্ট্রের সম্পত্তি। ঐ ব্যাঙ্কে লোকে যে অর্থ জমা রাখে তাও গবর্ণমেণ্টই

*Even if an individual were in receipt of a really big monetary income he could not own a big house and ground with servants, nor a private yacht etc. At the most he could spend his money on expensive food, or a fur coat, a piano etc and spend a holiday at the best available hotels in the Crimea or Caucasus. For all these things he must pay an extravagant price far more than they cost the state to provide. (Soviet Money and Finance. By L. E. Hubbard)

Post Box : 549 Telegram : Bankenen

নিউ ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক

লিমিটেড

১৪, হেয়ার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শাখাসমূহ ঃ

রাঁচি, বিহার-শরিফ, লোহারডাগা, পুরুলিয়া, হাজারিবাগ, ভাগলপুর ও পাটনা।

সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

মিঃ এস, আর, মুখার্জ্জি
জেনারেল ম্যানেজার।

মিঃ সি, গুহ
ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

দুষ্ট চক্র

দুষ্ট চক্রের ফাঁদে পড়লে আর পরিত্রাণ নেই—একটার পর একটা গোলযোগ লেগেই থাকবে। ভেদ করে বেরিয়ে আসা শক্ত নয় যদি

ডায়াপেপ্‌সিন

নিয়মিতভাবে কিছুদিন খাওয়ার সাথে ব্যবহার করেন। ডায়াপেপসিন স্বাভাবিক হজমশক্তি ফিরিয়ে আনে—হজম ভাল হ'লেই শরীরের পুষ্টিসাধন হয় এবং তাহ'লে মানসিক অবসাদও দূর হয়; মন উৎফুল্ল থাকলে গ্লানি দূর হয়ে শক্তি ফিরে আসে শরীরে। চক্রের গতি তখন হয় বিপরীত—ডায়াপেপ্‌সিনের আর দরকার হয় না কিছুদিনের মধ্যেই।

ইউনিয়ন ড্রাগ

কলিকাতা।

ব্যবহার করে থাকেন। রাশিয়ায় সরকারী ঋণপত্রের মারফতে প্রতি বৎসর প্রভূত অর্থ সংগৃহীত হয়। এই ঋণের জন্য বার্ষিক শতকরা ৭ ভাগ পর্য্যন্ত সুদ দেওয়া হয়ে থাকে। এতে লোকে উৎসাহিত হয়ে বেশী পরিমাণে ঐ ঋণপত্র ক্রয় করে। অনেক ক্ষেত্রে গবর্ণমেণ্ট চাপ দিয়েও সাধারণকে ঐ ঋণপত্র কিনতে বাধ্য করে থাকেন। ভোগসামগ্রীর বেচাকেনা নিয়ন্ত্রণের সমস্ত কর্ত্তৃত্ব গবর্ণমেণ্টের হাতে। লোকে বেশী অর্থ সরকারী ঋণপত্রে নিয়োগ করতে না চাইলে তারা ভোগসামগ্রী ও বিলাস-উপকরণ কেনবার সুযোগ এমনি সীমাবদ্ধ করে দেন যে, লোকের বাড়তি আয় তখন আর ষ্টেট লোনে ও সেভিংস ব্যাঙ্ক ডিপজিটে জমা রাখা ছাড়া উপায় থাকে না। জিনিষপত্রের দাম ইচ্ছামত বাড়িয়ে দিয়েও লোকের আয় কতকাংশে সরকারের হাতে টেনে লওয়ার ব্যবস্থা হয়। দেশাত্মবোধের প্রেরণা রাশিয়ার লোকদের ভেতর এমনি বেশী যে, কোন বড় কর্ম্মচারী সরকারী ঋণপত্রে প্রয়োজনীয় অর্থ নিয়োগ না করতে চাইলে সেটা তার সমাজ বিরোধী মনোভাব বলে গণ্য হয়ে থাকে; সেজন্য লাঞ্ছনাও তাকে ভোগ করতে হয় যথেষ্ট। দেশের শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলি সমস্তই সরকারের কর্ত্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণাধীনে পরিচালিত হয়ে থাকে। সেজন্য ঐ সমস্তের নিকট হতে অর্থ টেনে নিতে গবর্ণমেণ্টের কিছুমাত্র বেগ পেতে হয় না। প্রথমতঃ গবর্ণমেণ্ট শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলির নিকট হতে একটা টার্ণওভার ট্যাক্স (উৎপন্ন জিনিষপত্র বিক্রয়ের উপর কর) আদায় করেন। তা ছাড়া শিল্প প্রতিষ্ঠানের খরচ মিটিয়ে তার লাভের অঙ্ক থেকে কতকটা অংশ ভবিষ্যতের জন্য মজুত রেখে বাকী অংশও গবর্ণমেণ্ট নিজের হাতে গ্রহণ করে থাকেন। এভাবে কৃষি, শিল্প প্রভৃতির দিক দিয়ে ভবিষ্যতে ব্যাপক জাতিগঠনমূলক কাজ চালাবার উপযোগী প্রচুর অর্থ গবর্ণমেণ্টের হাতে আসে।

ধনতান্ত্রিক দেশসমূহে অর্থসঞ্চয়ের মত অর্থ দাদনের সমস্ত ক্ষমতা এবং অধিকারও লোকের হাতেই ন্যস্ত রয়েছে। টাকা-পয়সা জমিয়ে তারা তাদের স্বাধীন ইচ্ছা ও অভিরুচি অনুযায়ী তা দাদন করতে পারে। সে স্বাধীনতা থাকার জন্য লোকের সঞ্চিত অর্থ সুপরিকল্পিতভাবে দেশ বা জাতির কল্যাণে নিয়োজিত না হয়ে অনেক সময় তা নানা অবান্তর কাজে নিঃশেষ হয়ে থাকে। বিলাসোপকরণের মোহে বহু লোক হয়ত তাদের জমানো টাকা বেপরোয়াভাবে সেদিকে খরচ করতে আরম্ভ করে। কৃষি, শিল্পের দিক দিয়ে দেশ পিছিয়ে থাকলেও তাদের সমুচিত উন্নতির জন্য হয়ত উপযুক্ত পরিমাণে টাকা-পয়সা নিয়োজিত হয় না। শিল্প ও ব্যবসা সংগঠনে যদিও বা কিছু অর্থ সঞ্চারিত হয়, উপযুক্ত পরিকল্পনা ও উপযুক্ত নিয়ন্ত্রণনীতির অভাবে তার যথোচিত সদ্ব্যবহার কঠিন হয়ে পড়ে। অর্থ খাটিয়ে বেশী লাভের সুবিধে করে লওয়া—সেটাই লোকের কাছে বড় হয়ে দাঁড়ায়। দেশের স্বার্থের দিক দিয়ে কোন্ শিল্প ও কোন্ ব্যবসার প্রয়োজনীয়তা অধিক তা বিচার না করে যে-দিকে মুনাফার সম্ভাবনা অধিক সেদিকেই লোকে বেশী করে অর্থ দাদন করে থাকে। ব্যাঙ্ক ও ইনভেষ্টমেণ্ট কোম্পানী প্রভৃতি যেসব প্রতিষ্ঠান লোকের পক্ষ হয়ে অর্থনিয়োগের দায়িত্ব গ্রহণ করে তারাও এই সঙ্কীর্ণতা কাটিয়ে উঠতে পারে না। তার ফল দাঁড়ায় এই যে, দেশে যেসব শিল্পব্যবসায় ইতিমধ্যে গড়ে উঠেছে এবং যাতে লাভের সুযোগ আছে বলে কার্য্যতঃ প্রমাণিত হয়েছে, সে সব শিল্পব্যবসায়েই নূতন করে বেশী অর্থ নিয়োজিত হতে থাকে। দেশের গ্রামকেন্দ্রকে অবহেলিত রেখে অনেক সময় দেশের ধনসম্পদ সহরাঞ্চলে কেন্দ্রীভূত হয়ে পড়ে। দেশের অধিকাংশকে বঞ্চিত ও অনুন্নত রেখে তা নির্দ্দিষ্ট এলাকার লোকদের অতিস্ফীতি ও অতিসমৃদ্ধির পথই শুধু প্রশস্ত করে। যেসব শিল্প দেশে স্থাপিত হয়নি এবং প্রথমে কিছু ক্ষতির আশঙ্কা থাকলেও যে সব গড়ে তোলা দেশকে স্বাবলম্বী করার পক্ষে একান্ত প্রয়োজন তাদের জন্য উপযুক্ত মূলধন পাওয়া নিতান্তই দুষ্কর হয়ে পড়ে। ধনতান্ত্রিক দেশসমূহে লাভের মোহ পুঁজিবাদীদিগকে এমনি পেয়ে বসে যে, দেশের প্রয়োজন উপেক্ষা করে বেশী মুনাফা পাবে বলে তারা অন্য দেশে মূলধন রপ্তানী করতেও দ্বিধাবোধ করে না। ফলে ধনতান্ত্রিক দেশসমূহে অর্থদাদনের স্বাধীন রীতি দেশের

স্থাপিত—১৯১৪ সনে

কুমিল্লা ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন লিঃ

হেড অফিস—কুমিল্লা, কলিকাতা অফিস—৪নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট,

মূলধন

অনুমোদিত	৩,০০,০০,০০০৲	
বিলিকৃত	১,০০,০০,০০০৲	
বিক্রীত	১,০০,০০,০০০৲	
আদায়ীকৃত	৫৪,০০,০০০৲	টাকার উর্দ্ধে
রিজার্ভ ফাণ্ডস	২৫,০০,০০০৲	টাকার উর্দ্ধে

শাখাসমূহ

কলিকাতা, দক্ষিণ কলিকাতা, বড়বাজার, হাটখোলা, হাইকোর্ট, নিউ মার্কেট, বোম্বে, মান্দভি (বোম্বে), দিল্লী, লক্ষ্ণৌ, কাণপুর, কটক, বেনারস, ভাগলপুর, পাটনা, জলপাইগুড়ি, ডিব্রুগড়, বরিশাল, ঝালকাঠি, ঢাকা, নবাবপুর, নারায়ণগঞ্জ, নিতাইগঞ্জ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, চাঁদপুর, পুরানবাজার, হাজিগঞ্জ, চট্টগ্রাম, বাজার (কুমিল্লা)।

এজেন্সী ঃ—নিউ ষ্ট্যাণ্ডার্ড ব্যাঙ্ক লিমিটেড

ব্যাঙ্কিং ও বিদেশী মুদ্রার বিনিময় সংক্রান্ত সর্ব্বপ্রকার কার্য্য সুষ্ঠুভাবে করা হয়।

লণ্ডন এজেণ্ট ঃ—ওয়েষ্ট মিনিষ্টার ব্যাঙ্ক লিঃ
নিউ ইয়র্ক এজেণ্ট ঃ—ব্যাঙ্কার্স ট্রাষ্ট কোং অব নিউ ইয়র্ক
অষ্ট্রেলিয়ান এজেণ্ট ঃ—ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক অব অষ্ট্রেলেশিয়া লিঃ

ম্যানেজিং ডিরেক্টর ঃ—মিঃ এন সি দত্ত এম, এল, সি।

সম্যক আর্থিক উন্নতি ও লোকের সমষ্টিগত কল্যাণের পরিপন্থী হয়ে দাঁড়ায়।

এই অনাচার ও অব্যবস্থার কথা ভেবে সোভিয়েট গবর্ণমেণ্ট দেশের কল্যাণে জাতির সঞ্চিত অর্থ দাদনের সমস্ত দায়িত্ব ও কর্ত্তৃত্ব নিজ হাতে গ্রহণ করেছেন। দেশের বিচক্ষণ লোকদের নিয়ে তাঁরা একটি ষ্টেট প্ল্যানিং কমিটি গঠন করেছেন। লোকের সমষ্টিগত কল্যাণের কথা চিন্তা করে এবং কৃষি, শিল্প, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও বাসস্থানের দিক দিয়ে লোকের প্রয়োজন ভালভাবে বিবেচনা করে ঐ কমিটি সারা দেশের জন্য ব্যাপক পরিকল্পনা প্রস্তুত করেন। কৃষির জন্য কোথায় অধিক ট্র্যাক্টর সরবরাহ করা দরকার, কোন্ নূতন শিল্পের জন্য কিরূপ মূলধন নিয়োগ করা প্রয়োজন, লোকের জন্য কোথায় বাস-ভবন, শিক্ষালয় ও চিকিৎসাকেন্দ্র গড়ে তোলা সঙ্গত, কৃষি ও শিল্পের উন্নতির জন্য কিরূপ বৈজ্ঞানিক গবেষণার ব্যবস্থা করা আবশ্যক ঐ সব পরিকল্পনায় সমস্ত বিষয়েই সুনির্দ্দেশ থাকে। আর ট্যাক্স, ঋণপত্র, সেভিংস ব্যাঙ্কের আমানত ও শিল্পপ্রতিষ্ঠানের মুনাফা প্রভৃতির ভেতর দিয়ে লোকের যে সঞ্চয় গবর্ণমেণ্টের হাতে আসে, ঐ পরিকল্পনা অনুযায়ী তা তাঁরা দাদন করে থাকেন। ঐ সুব্যবস্থার জন্য রাশিয়ায় লোকের সঞ্চিত অর্থের কোন অপচয় ঘটতে পারে না। জাতি-গঠনের কাজে তার পুরা সদ্ব্যবহার হয়ে থাকে। ফলে ধনতান্ত্রিক দেশসমূহকে পেছনে ফেলে সেদিনকার অনুন্নত রাশিয়া আজ সহজেই পণ্য উৎপাদনের ও বৈজ্ঞানিক গবেষণার নূতন রেকর্ড সৃষ্টি করে চলেছে। ঐ দেশের লোক দিন দিনই অভিনব সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের পথে পা বাড়াচ্ছে। Our Soviet Ally পুস্তকে I. Narodny লিখেছেন—'Owing to planned direction of investment and production, inspired not by profit motive but by fixed aims, and owing to the planned allocation of productive resources and labour, it was possible to more than double the urban population of the U. S. S. R between 1926 and and 1939, to treble the number of employed workers and employees from 10.1 million in 1926 to 30.4 million in 1940, to equip the Soviet Army with modern weapons on a scale far greater than old rich industrial countries succeeded in doing even after three years of war mobilisation of their resources, to produce in the immediately pre-war years, absolutely and relatively more consumer goods than were produced in pre-revolutionary Russia."

ট্যাক্স নীতি

সোভিয়েট গবর্ণমেণ্টের ট্যাক্সনীতি বা করনীতি বিশ্লেষণ করতে গিয়ে মিঃ সিডনি উয়েব ও মিসেস্ বিয়াট্রিস উয়েব তাঁদের 'সোভিয়েট কম্যুনিজম' পুস্তকে লিখেছেন—"Soviet system of taxation is based not on principles of 'equality of sacrifice' or maximum yield, but on those of building up the socialist state by penalysing any remnant of profit-making enterprise (which is regarded as criminal) and as even Jeremy Bentham recommended by drastically taxing relatively large incomes and inheritances whilst exempting from any direct imposts the mass of poor folk." এই উক্তির ভেতর দিয়ে সোভিয়েট গবর্ণমেণ্টের ট্যাক্সনীতির মূল ধারা উপলব্ধি করা যায়। অর্থনীতির গোঁড়া-পণ্ডিতরা বহু পূর্ব্বে নির্দ্দেশ দিয়ে গিয়েছিলেন—বিভিন্ন শ্রেণীর লোকের সমান স্বার্থত্যাগের ভিত্তিতে দেশে সরকারী-ভাবে কর বসাতে হবে। তাছাড়া কর নির্দ্ধারণ করতে গিয়ে তা দিয়ে বেশী আয়ের সুযোগটাও বিবেচনা করে দেখতে হবে। অর্থাৎ সকলের সমান স্বার্থত্যাগের ভিত্তিতে যে কর বসিয়ে তা দ্বারা সর্ব্বোচ্চ আয়ের পথ প্রশস্ত হবে তাই হবে আদর্শ ট্যাক্স। অবশ্য ইংরাজ দার্শনিক জেরেমী বেন্থাম বেশীর ভাগ লোকের সুখ-সুবিধের দিকে লক্ষ্য রেখে ট্যাক্স-নীতির একটি নূতন সূত্রও ব্যাখ্যা করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, ট্যাক্স নির্দ্ধারণ করতে গিয়ে তার চাপ যাতে গরীবের উপর না পড়ে সে দিকে বিশেষ নজর রাখতে হবে। উচ্চস্তরের লোকদের মধ্যে যার যত বেশী আয় তার উপর তত বেশী করে ট্যাক্স বসাতে হবে।

ইষ্টার্ণ কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক লিমিটেড

বিশিষ্ট ডিরেক্টরবর্গ কর্ত্তৃক পরিচালিত—উন্নতিশীল প্রতিষ্ঠান

(হেড অফিস—কুমিল্লা)

কলিকাতা ব্রাঞ্চ ঃ ৫নং লোয়ার চিৎপুর রোড (লালবাজার), ৩১নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, ৯নং মতিলাল নেহেরু রোড (বালীগঞ্জ)

অন্যান্য ব্রাঞ্চ

চট্টগ্রাম, জলপাইগুড়ি, ফেণী, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, দৌলতগঞ্জ বাজার (ত্রিপুরা)।

সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—শ্রীঅনাথবন্ধু মজুমদার
শ্রীপ্রতুলকৃষ্ণ সেনগুপ্ত

আর গরীবদের সাক্ষাৎ ট্যাক্স হতে রেহাই দিতে হবে। এতে সমাজে ধনবণ্টনের অসমতা অনেক পরিমাণে দূর করা সম্ভবপর হবে।' পৃথিবীর ধনতান্ত্রিক দেশসমূহ ট্যাক্সনীতির ব্যাপারে জেরেমী বেন্থামের নির্দ্দেশ বর্ত্তমানে কিছু কিছু মেনে চলতে বাধ্য হয়েছেন সত্য, কিন্তু তাদের বেশীর ভাগ ট্যাক্সই আজও গোঁড়া-অর্থনীতি-বিদ্‌দের 'সমান স্বার্থত্যাগের নীতি' এবং 'বেশী আয়ের সুবিধে' ঐ দুটি সূত্রকে অবলম্বন করে গড়ে উঠ্‌ছে। ফলে, ট্যাক্স নির্দ্ধারণের ব্যাপারে দরিদ্র লোকেরা আজও গবর্ণমেণ্টের নিকট হতে যথোচিত সুবিবেচনা পাচ্ছে না। ট্যাক্সের দিক দিয়ে গোঁড়ানীতি অনুসৃত হওয়ার ফলে অধিকাংশ স্থলেই সমাজের ধনী ও বিত্তশালী শ্রেণী তাদের ঐশ্বর্য্যের ঠাট বজায় রেখে চলতে সমর্থ হচ্ছে। অপর দিকে দরিদ্র লোকেরা দিন দিন দরিদ্রতর দশায় উপনীত হচ্ছে।

ধনতান্ত্রিক দেশসমূহের এই অনুদার পারিপার্শ্বিকতার ভেতর সমাজতন্ত্রবাদী রাশিয়া ট্যাক্সনীতি সম্পর্কে এক সমুন্নত ধারা প্রদর্শন করেছে। গবর্ণমেণ্ট চালাতে হলে এবং সমাজ-কল্যাণের আদর্শ কার্য্যে পরিণত করতে হলে সেজন্য প্রচুর অর্থ আবশ্যক। আর সে অর্থ পেতে হলে ট্যাক্স আদায়ের সুযোগ দেখতেই হবে। কিন্তু সোভিয়েট গবর্ণমেণ্ট ট্যাক্সকে শুধু সরকারী ব্যয় মেটানোর উপায় হিসেবেই দেখেননি। তাঁরা এটাকে সমাজতন্ত্রবাদী সমাজ গড়ে তোলার একটি অস্ত্র হিসেবেও দেখেছেন। মুষ্টিমেয় লোকের হাতে বেশী অর্থ কেন্দ্রীভূত হলে তাতে সমাজে ধন বৈষম্যের শোচনীয় পরিণতি আত্মপ্রকাশ করে। মানুষে মানুষে অবাঞ্ছিত ব্যবধান সৃষ্ট হয়ে নিদারুণ দুঃখ-গ্লানির সূচনা দেখা দেয়। উৎপাদন-ব্যবস্থার সমুচিৎ উন্নতিসাধন করতে হলে মানুষের স্বাভাবিক কর্ম্মপ্রেরণা বজায় রাখা দরকার। সাম্যের খাতিরে সেজন্য সকলের জন্য সমান মজুরী নির্দ্ধারণ করা চলে না। সোভিয়েট গবর্ণমেণ্ট তাই জীবিকার ক্ষেত্রে লোকের কাজের পরিমাণ ও গুণাগুণ অনুযায়ী তাদের জন্য ভিন্ন মজুরীর ব্যবস্থা করতে বাধ্য হয়েছেন। কিন্তু তাই বলে বেশী মজুরী পেয়ে দেশের এক শ্রেণীর লোক ধনী হয়ে বিলাস-ব্যসনে দিন যাপন করে এবং অপেক্ষাকৃত দরিদ্র লোকদের অসুবিধে ঘটিয়ে নিত্য-প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র নিয়ে একটা কাড়াকাড়ি সুরু করে দেয়, এটা তাঁরা চান্ না। একজন ধনী লোক মারা গেলে তার উত্তরাধিকারী তার হয়ে সে ধন সম্ভোগ করে থাকে। অনার্জ্জিত সে আয়ের জন্যও সমাজে ধন-বৈষম্যের মাত্রা বৃদ্ধি পায়। সমাজ জীবনে এমনি ধরণের বাড়তি আয়ের বিরূপ প্রতিক্রিয়া খুবই অনিষ্টকর হয়ে দাঁড়ায়। এহেন বিরূপ প্রতিক্রিয়া রোধ করার জন্য সোভিয়েট গবর্ণমেণ্ট যে কয়ধরণের বিধিবিধান অবলম্বন করেছেন ট্যাক্স তার মধ্যে অন্যতম। লোকের বেশী আয়ের অনুপাতে তার উপর আয়কর নির্দ্ধারণ করে, মৃত ব্যক্তির সম্পত্তির উপর উচ্চ হারে death duty বা মৃত্যুকর ধার্য্য করে এবং উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত unearned income বা অনার্জ্জিত আয়ের উপর উত্তরাধিকার ট্যাক্স বসিয়ে লোকের বাড়তি আয়ের অনেকটাই তাঁরা টেনে লওয়ার ব্যবস্থা করেছেন। আয়করের চাপ যাতে দেশের সাধারণ লোকদের উপর না পড়ে সে বিষয়ে তাঁরা বিশেষ লক্ষ্য রেখেছেন। যে সব শ্রমিক ও কেরাণীর আয় বৎসরে ২,৪০০ রুবলের নীচে রাশিয়ায় তাদিগকে কোন আয়কর দিতে হয় না। যাদের আয় এর উচ্চে তাদের শতকরা ৪.৬ ভাগ থেকে ৬.১ ভাগ পর্য্যন্ত ট্যাক্স দিতে হয়। অধ্যাপক, ডাক্তার, শিল্পী ও সাহিত্যসেবী প্রভৃতি স্বাধীন পেশাজীবীদের গড় আয় কেরাণী ও শ্রমিকদের চেয়ে বেশী। সেজন্য ওদের উপর আয়করের চাপও অধিক। ঐ সব পেশাজীবীর আয় অবশ্য ১২ হাজার রুবলের নীচে হলে সেজন্য তাদিগকে কোন আয়কর দিতে হয় না। কিন্তু ১২ হাজার রুবলের বেশী আয় হলে তার উপর শতকরা ৫.৮ ভাগ হতে শতকরা ২৩.১ ভাগ পর্য্যন্ত ট্যাক্স ধার্য্য হয়। সমবায় সমিতির সদস্য হয়ে যেসব শিল্পী ব্যক্তিগত ছোট খাট শিল্প ব্যবসায় পরিচালনা করে তাদের উপর আয়কর ধরা হয় সামান্য। কিন্তু যারা সমবায় সমিতির সদস্য হতে চায় না, বার্ষিক আয় ৮০০ রুবল হলেই তাদিগকে আয়কর দিতে হয়। উর্দ্ধ আয় অনুপাতে তাদের উপর শতকরা ৫০ ভাগ পর্য্যন্ত আয়কর ধরা হয়। ছোট

—ডিষ্ট্রিবিউটার—

ইণ্ডিয়ান কমার্শিয়াল সিণ্ডিকেট

লিমিটেড।

২৫, সোয়ালো লেন, কলিকাতা।

হে শারদলক্ষ্মী - - -

"নিরানন্দ দেশে আনো
আনন্দের বার্ত্তা অভিনব
লক্ষ্মীর ভাণ্ডারে রাখো
শরতের কল্যাণ বৈভব।"

সমগ্র দেশের কল্যাণ
আমাদের কামনা ও সাধনা—

দি এসোসিয়েটেড

ব্যাঙ্ক অফ ত্রিপুরা লিঃ

পৃষ্ঠপোষক ঃ

ত্রিপুরেশ্বর শ্রীশ্রীযুত মহারাজা মাণিক্য বাহাদুর,
কে, সি, এস, আই

ম্যানেজিং ডিরেক্টর ঃ

মহারাজকুমার শ্রীব্রজেন্দ্রকিশোর দেববর্ম্মণ

চিফ অফিস :	বেঃ অফিস :	কলিঃ অফিস :
আগরতলা	গঙ্গাসাগর	১১, ক্লাইভ রো

অপরাপর অফিসসমূহ ঃ

বাংলা ও আসামের প্রধান প্রধান বাণিজ্য কেন্দ্রে

ছোট শিল্পী কারিগরকে শিল্প সমবায়ে যোগ দিতে বাধ্য করার জন্যই তাদের উপর এত বেশী কর ধার্য্য করা হয়ে থাকে। আন-আর্ণড ইনকাম বা অনার্জ্জিত আয় খুব সামান্য হলেও কাউকে ট্যাক্স হতে রেহাই দেওয়া হয় না। ঐরূপ আয় ৫ হাজার টাকা হলে তার উপর শতকরা ২০.৪ ভাগ আয়কর বসে। আয় বেশী হলে করের হারও বেড়ে যায়। যাদের অনার্জ্জিত আয় বৎসরে ২৪ হাজার রুবলের উপর তাদিগকে উহার শতকরা ৮৭ ভাগই গবর্ণমেণ্টকে কর হিসেবে প্রদান করতে হয়। সোভিয়েট ইউনিয়নে শতকরা ০.০৪ ভাগ লোক অনার্জ্জিত আয়ের উপর নির্ভর করে জীবন ধারণ করে। রাশিয়ায় প্রতি বৎসরই করের হার বেড়ে চলছে। আমরা গত ১৯৩৮ সালের হার উপরে উদ্ধৃত করেছি। এর পর, বিশেষ করে যুদ্ধের সময় আয়কর প্রভৃতি অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। কৃষকদের উপর এগ্রিকালচারেল ট্যাক্স বা কৃষিকর নামে একটি ডাইরেক্ট ট্যাক্স বা প্রত্যক্ষ কর বসানো হয়ে থাকে। যাদের আয় বেশী তাদিগকেই এই কর দিতে হয়। তাহাছাড়া মৃত্যুকর, উত্তরাধিকার কর, লাইসেন্স ফি এবং ষ্ট্যাম্পের উপর করও প্রত্যক্ষ করের অন্তর্ভুক্ত।

ঐসব প্রত্যক্ষ কর ছাড়া সোভিয়েট ইউনিয়নে কতকগুলি ইনডাইরেক্ট ট্যাক্স বা অপ্রত্যক্ষ করও প্রচলিত আছে। টার্ণওভার ট্যাক্স, প্রফিট ট্যাক্স, এক্সাইজ ডিউটিস্ ও কাষ্টমস্ এসমস্ত অপ্রত্যক্ষ কর হিসেবে গণ্য হয়ে থাকে। শিল্প প্রতিষ্ঠান, সমবায় সমিতি ও যৌথ কৃষি ফার্ম্মের উৎপন্ন পণ্য বিক্রয় করে যে আয় হয় তা থেকে একটি অংশ সোভিয়েট সরকার ট্যাক্স হিসেবে গ্রহণ করে থাকেন। তারই নাম টার্ণওভার ট্যাক্স। কম্যুনিষ্ট শাসনের আমলে ঐ সব প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন খুবই বেড়ে গেছে। ফলে টার্ণওভার ট্যাক্সের মারফতে সরকারী আয় হচ্ছে যথেষ্ট। টার্ণওভার ট্যাক্স ছাড়া গবর্ণমেণ্ট শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের লাভেরও একটা অংশ প্রফিট ট্যাক্স হিসেবে গ্রহণ করে থাকেন। এক্সাইজ ট্যাক্স বা উৎপাদন শুল্ক বসান হয় সাধারণতঃ তামাক ও বিলাস সামগ্রীর উপর। বিলাসদ্রব্য অপেক্ষাকৃত ধনী লোকেরাই বেশী করে ক্রয় করে থাকে। সেজন্য রাশিয়ায় ঐ ট্যাক্সের হারও খুব অধিক।

পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ ও রেশনিং

ধনতান্ত্রিক অর্থনীতিতে জিনিষপত্রের মূল্যের হ্রাসবৃদ্ধি নির্ভর করে উহার যোগান ও চাহিদার উপর। চাহিদার তুলনায় পণ্যসামগ্রীর যোগান বেশী হলে তার দর হ্রাস পায়। চাহিদার তুলনায় যোগান কম হলে তার ফলে পণ্যমূল্যের বাড়তি দেখা দেয়। চাহিদা ও যোগানের সঙ্গে আর একটি জিনিষও পণ্যসামগ্রীর মূল্যের গতি কতক পরিমাণে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। সে জিনিষটি হচ্ছে দেশে মুদ্রা প্রচলনের হার। যুদ্ধের মত কোন আস্বাভাবিক ঘটনার সৃষ্টি না হলে ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহ পণ্যমূল্যের উপর কোন হস্তক্ষেপ করতে চান না। ফলে কৃষি, শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যের গতি অনুসারে উহার উঠানামাও যথেষ্ট পরিমাণেই ঘটে থাকে। বলা বাহুল্য ধনতান্ত্রিক দেশে পণ্যমূল্যের এই অবিরাম উঠানামার ফল অনেক শ্রেণীর লোকের পক্ষেই মারাত্মক হয়ে দাঁড়ায়। সমস্ত দেশের প্রয়োজন বিবেচনা করে কৃষি ও শিল্পোন্নতির কোন সুপরিকল্পিত স্কীম কার্য্যকরী করার ব্যবস্থা নেই বলে অনেক সময় অতি উৎপাদনের গলদ আত্মপ্রকাশ করে। তাতে পণ্যের দাম পড়ে গিয়ে কৃষক ও শিল্প ব্যবসায়ীদের ক্ষতির কারণ দেখা দেয়। তাছাড়া চাহিদার তুলনায় কোন পণ্যের যোগান হ্রাস পেলে তার দর বেড়ে যাওয়ায় যে স্বাভাবিক পরিণতি আমরা ধনতান্ত্রিক দেশসমূহে লক্ষ্য করে থাকি, দেশের জনসাধারণের উপর তার প্রতিক্রিয়া হয় খুবই মারাত্মক। কোন কারণে খাদ্য ফসলের ফলন কম হলে কিংবা বস্ত্রের মত একটি নিত্যব্যবহার্য্য সামগ্রীর উৎপাদন হ্রাস পেলে চাহিদার তুলনায় যোগানের স্বল্পতা হেতু তাদের দাম বিশেষভাবে চড়ে উঠতে আরম্ভ করে। দেশের ধনী লোকেরা তাদের অর্থসম্বল নিয়ে বেশী দামেই প্রয়োজনীয় খাদ্য বস্ত্র সংগ্রহ করতে

ঢাকেশ্বরী কটন মিলস্ লিঃ-এর
তৈরী ধুতি, শাড়ী ও অন্যান্য সব সুন্দর
কাপড় ছাড়া পূজায় আনন্দ
অসম্পূর্ণ থেকে যায়!

পূজার উৎসবে এবার ঢাকেশ্বরীর তৈরী কাপড় পাওয়া যাবে কিনা আমাদের অনেক পৃষ্ঠপোষকই তা জানতে চাইছেন। তার উত্তরে মিলের কর্ত্তৃপক্ষ জানাচ্ছেন যে, ঢাকেশ্বরী মিলে গত ২৩ বছরের মত এখনও সুন্দর সুন্দর সব কাপড় তৈরী হচ্ছে আর তার পরিমাণও আগের চাইতে অনেক বেশী; কিন্তু উৎপন্ন কাপড়ের সবটুকুই গবর্ণমেণ্ট তাঁদের কণ্ট্রোল স্কীম (Control Scheme) অনুযায়ী নিয়ে যাচ্ছেন এবং নিজেদের ইচ্ছানুযায়ী বণ্টনের ব্যবস্থা করছেন। ফলে মিলের পরিচালকদের পক্ষে অন্যান্যবারের মত এবারে ঢাকেশ্বরীর বস্ত্র-সম্ভার উৎপাদনস্থান থেকেই বণ্টনের সুব্যবস্থা করা অসম্ভব হয়ে পড়েছে। কাজেই আমাদের পৃষ্ঠপোষকগণকে এবার পূজায় যাতে গবর্ণমেণ্টের বণ্টন ব্যবস্থা অনুসারে কাপড় পান সে চেষ্টাই করে দেখতে হবে।

তবে যুদ্ধ এখন শেষ হয়েছে এবং স্বাভাবিক অবস্থা শীঘ্রই ফিরে আসবে বলে মনে হচ্ছে। তাই আশা করি যে, অল্পদিনের মধ্যে আবার পূর্ব্ব ব্যবস্থায় ফিরে যাওয়া সম্ভব হবে—আমাদের পৃষ্ঠপোষকগণকে আবার সরাসরি কাপড় সরবরাহ করতে পারব।

ঢাকেশ্বরী কটন মিলস্
লিমিটেড
কর্ত্তৃক প্রচারিত
ম্যানেজিং ডিরেক্টর—শ্রীসূর্য্যকুমার বসু

চাঁদপুর মডেল ব্যাঙ্ক
লিমিটেড
রেজিঃ অফিস ঃ—চাঁদপুর
হেড অফিস ঃ—
৪নং সিনাগগ ষ্ট্রীট, কলিকাতা
অন্যান্য শাখাসমূহ
বড়বাজার, দক্ষিণ কলিকাতা,
হাটখোলা, ইটালী মার্কেট,
ডামুড্যা, ঢাকা, বোয়ালমারি,
পিরোজপুর, কামারখালি ও
বোলপুর।
স্থাপিত ১৯২৬
ম্যানেজিং ডিরেক্টর ঃ—
এস, আর, দাঁশ

পারে। কিন্তু অপেক্ষাকৃত দরিদ্র লোকেরা তা পারে না। ধনীদের চেয়ে তাদের খাদ্যবস্ত্রের প্রয়োজনীয়তা কম না হলেও স্বল্প আয়ের জন্য ধনীদের মত বেশী টাকা ব্যয় করে তা তারা উপযুক্ত পরিমাণে কিনতে সমর্থ হয় না। সে অক্ষমতার ফলে জনসাধারণের মধ্যে অনেককে তখন অর্দ্ধাহারে ও অর্দ্ধনগ্ন অবস্থায় দিন যাপন করতে হয়। লোকের সমষ্টিগত কল্যাণ ও সুখশান্তির সুযোগ দেখতে হলে জিনিষপত্রের মূল্য এভাবে উঠা-নামা করতে দেওয়া চলে না। তাই সোভিয়েট গবর্ণমেণ্ট সকলের সুবিধের জন্য প্রথম হতেই দেশে পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ করে আসছেন। দেশের লোকদের জন্য কি শ্রেণীর জিনিষ কি পরিমাণে দরকার হবে প্রথমে এবিষয়ে তাঁরা পরিকল্পনা গঠন করেন। পরে সেই পরিকল্পনা অনুসারে তাঁরা উপযুক্ত পরিমাণে পণ্য উৎপাদন করার ব্যবস্থা করেন। সাধারণতঃ উৎপাদন খরচ অনুযায়ী বিভিন্ন পণ্যের দর বেধে দেওয়া হয়। রাশিয়ার সমাজতন্ত্রবাদী অর্থনীতিতে মধ্য-ব্যবসায়ীর কোন স্থান নেই। সরকারী নির্দ্দেশ ও সরকারী পরিচালনায় যেরূপ জিনিষপত্রের উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ করা হয় তেমনি জনসাধারণের ভেতর তা বণ্টন ও বিক্রয়ের কাজও সমবায় সমিতি ও সরকারী দোকানের মারফতেই সমাধা হয়ে থাকে। ফলে নির্দ্ধারিত দরে জিনিষপত্র বিক্রয়ে সরকারকে কোন বেগ পেতে হয় না। জিনিষপত্রের মূল্য স্থির করার সময় সোভিয়েট গভর্ণমেণ্ট জনসাধারণের ক্রয়ক্ষমতার প্রতি বিশেষ নজর রেখে থাকেন। তারা যাতে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী উপযুক্ত পরিমাণে সংগ্রহ করতে পারে সে ভাবেই ঐ সমস্তর মূল্যের হার নিরূপণ করা হয়। কোন নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিষের উৎপাদন খরচ বেশী হলে তার মূল্য জনসাধারণের নাগালের ভেতর রাখবার জন্য সরকার নিজে ক্ষতি স্বীকার করে তার দর কমিয়ে দিতে ত্রুটি করেন না। অবশ্য বিলাস দ্রব্য সম্বন্ধে পড়তা অনুযায়ী মূল্য নিয়ন্ত্রণের নীতি রাশিয়াতে অনুসরণ করা হয় না। মদ, মোটর, পিয়ানো, ফার-কোট ও প্রসাধন দ্রব্যের ব্যবহার সাধারণতঃ অপেক্ষাকৃত ধনী লোকদের ভেতর সীমাবদ্ধ বলে উৎপাদন খরচের চেয়ে অনেক বেশী দরে তার দর বেঁধে দেওয়া হয়। অনেক নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিষ কম দরে বিক্রয় করতে গিয়ে সরকারকে যে ক্ষতি স্বীকার করতে হয় বিলাস দ্রব্যের মূল্য বেশী করে নির্দ্ধারণ করে তাঁরা তা পূরণ করে নিতে চেষ্টা করেন। যাদের আয় বেশী তাদের বাড়তি আয় টেনে নিয়ে সমাজের ধন-বৈষম্য দূর করার ফন্দীতেও ঐ নীতি বিশেষভাবে অনুসৃত হয়ে থাকে।

পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণের সঙ্গে সোভিয়েট ইউনিয়নে মাথাপিছু পণ্য রেশনের ব্যবস্থাও ভালভাবে কায়েম করা হয়েছে। কোন্ নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিষ লোকে কি পরিমাণে কিনতে পারবে তা গবর্ণমেণ্ট নিজেরা স্থির করে দেন। জিনিষপত্রের যোগান ও লোকের স্বাভাবিক প্রয়োজন বিচার করেই রেশনের পরিমাণ স্থির করে দেওয়া হয়। খনি ও কলকারখানার যে সব শ্রমিককে বেশী পরিশ্রম করতে হয় তাদের জন্য খাদ্যদ্রব্যের পরিমাণ বেশী করে বরাদ্দ করা হয়। যারা কম পরিশ্রমের কাজে নিয়োজিত আছে তাদের রেশন হয় অপেক্ষাকৃত কম। কোন আকস্মিক কারণে কোন জিনিষের উৎপাদন মোট বরাদ্দের চেয়ে হ্রাস পেলে প্রথমে শিশু, প্রসূতি ও অত্যাবশ্যকীয় শ্রেণীর শ্রমিকদের জন্য তা বণ্টনের ব্যবস্থা করে পরে বাকী অংশ থেকে অন্যান্য শ্রেণীর লোকদের অভাব যথাসম্ভব পূরণের ব্যবস্থা হয়। দৃষ্টান্ত হিসেবে বলা যায় কোন সময় দুধের যোগান হ্রাস পেলে প্রথমে দেশের উৎপাদন দিয়ে শিশু ও প্রসূতির চাহিদা মেটানোর চেষ্টা হয়। তারপর যা অবশিষ্ট থাকে তা মাথা পিছু স্বল্প পরিমাণে অন্যান্য শ্রেণীর লোকদের ভেতর বণ্টন করা হয়। ধনতান্ত্রিক দেশসমূহে এক যুদ্ধের সময় ছাড়া আর কোন সময় জনসাধারণের ভেতর মাথাপিছু নির্দ্দিষ্ট হারে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিষ বণ্টনের কোন সুবন্দোবস্ত করা হয় না। সেখানে লোকের আয় অনুপাতে তারা জিনিষপত্র ক্রয়ের সুবিধে পায়। ধনী তার অর্থসম্বল নিয়ে প্রয়োজনের চেয়ে অনেক বেশী খাদ্য বস্ত্র কিনে মজুত করতে পারে, ইচ্ছামত তার অপচয়ও ঘটাতে পারে। ধনীদের সে অসম প্রতিযোগিতার সমক্ষে জনসাধারণের দাবী সকল রকমে অপূর্ণ থেকে যায়। কম আয় নিয়ে তারা তাদের সামান্য প্রয়োজনও মেটাতে পারে না। ফলে দেশের অধিকাংশ বলতে যাদের বুঝায়, মুষ্টিমেয় ভাগ্যবানের জন্য তাদিগকে সকল রকমে বঞ্চিত জীবন যাপন করতে হয়। রাশিয়ায় পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ ও পণ্য রেশন ব্যবস্থা কায়েম থাকায় সেখানে ঐ অবিচার ও অসামঞ্জস্যের অবসান ঘটেছে। বেশী টাকা থাকলেও কোন লোক জনসাধারণকে বঞ্চিত করে নিজের জন্য সেখানে নিত্যব্যবহার্য্য জিনিষ খুব বেশী করে কিনতে বা ভোগ করতে পারে না। তবে ব্যক্তিগত কার্য্যক্ষমতা ও ব্যক্তিগত পারদর্শিতা বিচার করে উৎপাদন ব্যবস্থার কল্যাণে সোভিয়েট গবর্ণমেণ্ট যে সব লোককে বেশী মজুরী পাবার সুবিধে দিয়েছেন তাদের মনস্তুষ্টির জন্য ভোগ সম্ভোগ সম্পর্কে তাদিগকে কিছুটা সুবিধে না দিলে চলে না। তাই সোভিয়েট গবর্ণমেণ্ট এদের জন্য কিছু কিছু বিলাস দ্রব্য যোগানোর ব্যবস্থা করেছেন। ঐ সব বিলাস দ্রব্য সম্বন্ধে রেশনের কড়াকড়ি নেই। তবে উৎপাদন খরচের চেয়ে অনেক বেশী করে ঐ সমস্তের দাম নির্দ্ধারিত হয়। নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী নির্দ্দিষ্ট হারে সাধারণের ভেতর বণ্টন করে যা অবশিষ্ট থাকে তাও এমনিভাবে দেশী দরে বাজারে ছাড়বার ব্যবস্থা হয়। যাদের আয় বেশী, চড়া দরে ঐ সমস্ত সংগ্রহ করে তাঁরা তাঁদের সাধ কতকাংশে মেটাতে পারেন। মিঃ মরিস ডব সোভিয়েট রাশিয়ার ঐ সুপরিকল্পিত রেশন প্রথার প্রশংসা করে বলেছেন, "This system affords an interesting example of an attempted compromise between two essential aims : to secure a minimum ration of essentials to the lowest-paid workers and to give scope for the operation of money-wage incentives. Had there been no rationing, there would have been inequity in distribution ; and had there been nothing similar to the privileged closed co-operatives, factory restaurants, etc. the workers at essential points on the production front could not have been guaranteed the pick of the available supplies. On the other hand had it been impossible to spend any extra earnings beyond a certain figure (as would have been the case with a system of over-all rationing of expenditure), the edge of wage incentives (wage-differentials between skilled and unskilled progressive piece rates etc.) would have been seriously blunted. As it was, there remained an opportunity of spending extra earnings in the uncontrolled market ; and though this extra spending was subject to much enhanced prices, the psychological effect of this was doubtless small compared with that of a complete absence of such outlets or of knocking-down money earnings at source to an equivalent extent"

শরতের ঝকঝকে নীল
আকাশ, আর তারই গায়ে ভেসে
বেড়ানো টুকরো টুকরো সাদা মেঘ
মানুষের মনের সব গাম্ভীর্য্যকে
ওদেরই সঙ্গে ভাসিয়ে নিয়ে যায়।
প্রকৃতির চোখ জুড়ানো সবুজ শোভা
মানুষের চোখে স্বপ্নে ভরা সুর্মা লেপে
এক অতীন্দ্রিয় লোকে আকর্ষণ করে।
এমনি দিনগুলিতে নারীর রূপকে
সম্পূর্ণ করে তোলো পি, এম, বাকচীর
রূপ প্রসাধনে।

পি, এম, বাকচি এণ্ড কোং, লিঃ কলিকাতা

যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠনে আমাদের কর্ত্তব্য

শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, এম-এ, ভারতীরঞ্জন

৬ বৎসর স্থায়ী পৃথিবীব্যাপী যুদ্ধ পৃথিবীর সকল দেশের ন্যায় বাঙ্গলা দেশকেও বিধ্বস্ত করিয়া দিয়াছে। বাঙ্গলার উপর দিয়া তাহা ছাড়াও দুইটি বড় বড় ঝড় বহিয়া গিয়াছে। (১) ১৩৫০ সালের দুর্ভিক্ষ ও (২) জাপান কর্ত্তৃক বাঙ্গলা আক্রমণ। জাপান বর্ত্তমান যুদ্ধে যোগদান করিয়া ব্রহ্মদেশ পর্য্যন্ত দখল করার পর, বাঙ্গলা দেশে ঘাঁটি স্থাপন কবিয়া বৃটীশ জাতিকে জাপানের আক্রমণ প্রতিরোধ আরম্ভ করিতে হইয়াছিল। বৃটীশের একক শক্তিতে জাপানকে বাধা দেওয়া বা পরাজিত করা সম্ভব হয় নাই—আমেরিকা হইতে সেজন্য বহু সমরোপকরণ ও সৈন্য আমদানী করিতে হয়। • বৃটীশ ও মার্কিণ সৈন্য কোথাও বা স্বতন্ত্রভাবে, কোথাও বা একযোগে বাঙ্গলার সর্ব্বত্র বড় বড় যুদ্ধ-ঘাঁটি নির্ম্মাণ করিয়াছে। তাহার ফলে কত শস্যক্ষেত্র নষ্ট হইয়াছে, কত বাসগৃহ ভূমিসাৎ করিতে হইয়াছে, কত বাগান-বাগিচা কাটিয়া ফেলা হইয়াছে, তাহার সংখ্যা নাই। কলিকাতা সহরের চারিদিকে ৫০ মাইল পর্য্যন্ত স্থান বেসামরিক লোকের বস-বাসের প্রায় অযোগ্য করিয়া তোলা হইয়াছিল। এই অঞ্চলের অনেক বড় বড় বসতবাটী, বাগানবাটী প্রভৃতি সৈন্যদের জন্য দখল করিয়া লওয়া হইয়াছিল এবং সমস্ত পতিত জমী ও ফলবাগান দখল করিয়া লইয়া সেগুলিতে হয় ছাউনী, না হয় কারখানা স্থাপন করা হইয়াছিল। যে সকল কলকারখানা বর্ত্তমান ছিল, সেগুলির অংশবিশেষ যুদ্ধের উপকরণ প্রস্তুত কার্য্যে নিযুক্ত করা হইয়াছিল। এই সকল কার্য্যের ফলে লক্ষ লক্ষ শ্রমিকের ও অন্যান্য শ্রেণীর কর্ম্মীর প্রয়োজন হইয়াছে ও সেজন্য তাহাদের বাসের উপযুক্ত বহু নূতন গৃহ নির্ম্মাণ প্রয়োজন হইয়াছে। স্কুল-গৃহগুলি দখল করার ফলে শিক্ষাকার্য্য ব্যাহত হইয়াছে, হাসপাতালগুলি সামরিক কার্য্যে ব্যবহারের ফলে বেসামরিক লোকদিগের চিকিৎসা প্রায় বন্ধ হইয়া গিয়াছে।

এত অধিক লোকসমাগমের ফলে খাদ্য-দ্রব্যের মূল্য ৫ গুণ বাড়িয়া গিয়াছে। কোন কোন খাদ্যবস্তুর মূল্য তাহা অপেক্ষা অধিক হইয়াছে। কয়েকটী মাত্র জিনিষের দামের আমরা এখানে উল্লেখ করিব। ১ পয়সা মূল্যের একটা ডিমের মূল্য ১২ পয়সা বা ১৬ পয়সা পর্য্যন্ত হইয়াছে। মাছের সের ৬ আনার স্থলে ৬ টাকা হইয়াছে। মাংসের সেরও ৮ আনার স্থলে ৪ টাকায় গিয়া দাঁড়াইয়াছে। মাংসের চাহিদা এত বাড়িয়া গিয়াছে যে, সরকারী ব্যবস্থায় সপ্তাহে ৭ দিনের মধ্যে ৫ দিন মাত্র মাংস বিক্রীত হইতেছে, ২ দিন মাংস বিক্রয় নিষিদ্ধ হইয়াছে। দুধ বাঙ্গলা দেশে দুষ্প্রাপ্য হইয়াছে — টাকায় ৬ সের যে দুধ পাওয়া যাইত, তাহা এখন ১ টাকা সের হইয়াছে—তাহাও পাওয়া যায় না। কতদিনে ঐ সকল সৈন্য বাঙ্গলা দেশ হইতে সরাইয়া লইয়া যাওয়া হইবে তাহার ঠিক নাই। যত-দিন না সৈন্য অপসারিত হয় ও যুদ্ধের উপকরণ প্রস্তুতের কারখানাগুলি বন্ধ হয়, ততদিন বাঙ্গলার এই অতিরিক্ত অধিবাসীদের সংখ্যা কমিবে না ও জিনিষপত্রের মূল্য কমিবে না। এইভাবে সকল খাদ্যদ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধির ফলে সাধারণ মধ্যবিত্ত লোক পর্য্যাপ্ত খাদ্য পায় না, তাহার ফলে ধীরে ধীরে তাহারা ক্ষীণ হইয়া ক্রমে কালগ্রাসে পতিত হইতেছে। জাপান পরাজিত হইয়াছে বটে, কিন্তু এখনও ব্রহ্মদেশ পূর্ণভাবে পুনরধিকার করা যায় নাই—যতদিন না ব্রহ্মদেশে পুনরায় বৃটীশ প্রভুত্ব স্থাপিত হয়, ততদিন বাঙ্গলা দেশ হইতে এই সকল বিমানঘাঁটি অপসৃত হইবে না। পণ্ডিত জহরলাল নেহরু সৈন্যদের জন্য নির্ম্মিত হাস-পাতালগুলি বেসামরিক লোকদের জন্য হাস-পাতাল করিবার উদ্দেশ্যে দান করিবার জন্য সামরিক কর্ত্তৃপক্ষের নিকট আবেদন করিয়া-ছেন। সামরিক বিভাগের জন্য মফঃস্বলে যে সকল নূতন গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছে, সেগুলিকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য ব্যবহার করিতে দিতেও বলা হইয়াছে। এদেশে হাসপাতাল ও শিক্ষায়তনের সংখ্যা দেশবাসীর চাহিদার অনুপাতে খুবই কম। কাজেই ভবিষ্যতে ঐরূপ ব্যবস্থা হইলে, দেশবাসী চিকিৎসা ও শিক্ষার দিক দিয়া লাভবান হইতে পারিবে।

যাহা হউক, সে পরের কথা। বর্ত্তমানে মফঃস্বলে সামরিক কার্য্যের জন্য গৃহীত জমি ও গৃহগুলি আমাদের কত ক্ষতি সাধন করিয়াছে, তাহা বিবেচনা করিয়া তাহার ক্ষতি-পূরণে গবর্ণমেণ্টের অবহিত হওয়া উচিত। এই প্রসঙ্গে আমরা একটিমাত্র ক্ষতির কথা উল্লেখ করিব। বহু সৈন্য সমাবেশের ফলে বাঙ্গলায় প্রচুর সংখ্যক কাঠের আসবাবপত্রের প্রয়োজন হইল। ব্রহ্মদেশ তখন শত্রু-কবলিত, ব্রহ্মদেশ হইতে প্রচুর কাঠ আসিত, সে কাঠ আমদানী বন্ধ হইয়া গেল। অথচ বহু সংখ্যক খাট, আলমারী, চেয়ার, টেবিল, টুল, বেঞ্চ প্রভৃতি সরবরাহ করা প্রয়োজন। সেজন্য বাঙ্গলা দেশের প্রায় সকল পুরাতন ভাল গাছ কাটা হইতে লাগিল। শুধু কাঠেরই একমাত্র চাহিদা হয় নাই, রেলগাড়ীর অভাবে খনি অঞ্চল হইতে কয়লা আমদানী খুবই কমিয়া গিয়াছিল, জ্বালানির জন্য কয়লার অভাবে প্রচুর কাঠ ব্যবহৃত হইয়াছে। সেই কাঠের জন্য প্রথমে বাঙ্গলার আগাছার জঙ্গল পরিষ্কার করা হইয়াছিল ও ক্রমে কাঁঠাল, আম, জাম, জামরুল, লিচু প্রভৃতি ফলের গাছও কাটা হইয়াছে। এইভাবে দেশ হইতে ফলের গাছ প্রায় শেষ করা হইয়াছে। নদীয়া, যশোহর, ২৪ পরগণা, হুগলী, মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি জেলায় যে সকল বড় বড় ফলের বাগান ছিল, যে সকল বাগানের ফল যথাসময়ে কলিকাতার বাজারে আনীত হইয়া কলিকাতাবাসীদিগকে সুলভে ফল যোগাইত, সেই সকল বাগান এখন মাঠে পরিণত হইয়াছে। কাজেই আগামী কয়েক বৎসরের জন্য বাঙ্গালীকে ফল ব্যবহারে বঞ্চিত থাকিতে হইবে। সৈন্যদের জন্য বাঙ্গলা দেশে বহু বড় বড় রাস্তা প্রস্তুত হইয়াছে—ঐ রাস্তাগুলি সাধারণের কতটা উপকার করিবে, তাহা ভবিষ্যতের কথা, কিন্তু বর্ত্তমানে সেগুলি জলনিকাশের পথ বন্ধ করায় দেশে ম্যালেরিয়া বাড়িবে, চাষের অসুবিধা

Gram : "CALINDBANK" Phone : Cal. 6228

ক্যালকাটা ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ

ক্লাইভ রো, কলিকাতা

নির্ভরযোগ্য জাতীয় প্রতিষ্ঠান

শাখাসমূহ ঃ—বগুড়া, বারাকপুর, বড়বাজার (কলিঃ), হাটখোলা (কলিঃ), বেনারস, বড়হাজ (গোরখপুর), মৌনাথভঞ্জন (আজমগড়), জামুই (মুঙ্গের), ঝাঝা (মুঙ্গের), দ্বারভাঙ্গা, নাগপুর, নাগপুর সিটি, ইয়োট্‌মল (বেরার), বুরহানপুর (সি,পি,)

সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়

হইবে এবং বন্যার জলের চলাচল বন্ধ হইয়া দেশকে প্লাবিত করিবে। বর্ত্তমান বৎসরে বাঙ্গলা ও বিহারের বহু জেলা বন্যায় ভাসিয়া গিয়াছে—এই বন্যার কারণ অনুসন্ধান করিলে আমরা দেখিতে পাইব, সৈন্যদের ব্যবহারের জন্য মোটরের রাস্তা ও রেলের রাস্তা নির্ম্মিত হওয়ায়, জলনিকাশের পথ বন্ধ হইয়াছে ও তাহার ফলে বন্যায় চারিদিক ভাসিয়া যাইতেছে। সিরাজগঞ্জ মহকুমা সম্বন্ধে এ কথা নিঃসঙ্কোচে বলা যাইতে পারে। যাহারা পথ বা রেল নির্ম্মাণ করিয়াছে, তাহারা তখন সেচের কথা চিন্তা করে নাই—কাজেই খালও কাটে নাই—ফলে চাষের সুবিধার পরিবর্ত্তে ভবিষ্যতে অধিক অসুবিধাই দেখা যাইবে। বর্দ্ধমান জেলাতেও যে সকল স্থানে পথ নির্ম্মাণ করা হইয়াছে, সে সকল স্থানের চাষের জমীগুলি প্লাবনের হাত হইতে রক্ষার ব্যবস্থা হয় নাই—ইহা আমরা প্রত্যক্ষ করিয়া আসিয়াছি। সৈন্য সমাবেশ, ঘাঁটি নির্ম্মাণ ও নূতন কারখানা স্থাপনের ফলে দেশের আরও বহু প্রকার ক্ষতি সাধিত হইয়াছে। সাময়িকভাবে সৈন্যদের দ্বারা দরিদ্র দেশবাসী নানাপ্রকারে লাঞ্ছিত, অপমানিত ও ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। কলিকাতার মত সহরে মোটর চাপা পড়িয়া যখন প্রতিদিন বহু লোকের মৃত্যু সম্ভব হইয়াছে, তখন মফঃস্বলে মোটরের তলায় কত লোক যে মারা গিয়াছে, তাহার হিসাব করা কঠিন। ইহার পর কেহ যদি যুদ্ধের ৬ বৎসরে কত লোক মোটর চাপা পড়িয়া মরিয়াছে, তাঁহার হিসাব মৃত ব্যক্তিদের আত্মীয়স্বজনদের নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়া একত্র প্রকাশ করেন, তবে সে সংখ্যা ও বিবরণ দেখিয়া আমাদের স্তম্ভিত হইতে হইবে। সৈন্যদের দ্বারা কত গৃহ নষ্ট হইয়াছে, তাহার হিসাবও জানা যায় নাই। যেখানে সামরিক প্রয়োজনে একখানা গ্রাম জনশূন্য করার প্রয়োজন হইয়াছে, সেখানে তিনখানা গ্রাম শ্মশানে পরিণত করা হইয়াছে, তাহার উপর নিকটস্থ ৭ খানা গ্রামের লোক ভয়ে ঘর-বাড়ী ছাড়িয়া পলায়ন করিয়াছে। শস্যপূর্ণ কত মাঠের উপর দিয়া মোটর চালাইয়া শস্য নষ্ট করা হইয়াছে, কত ফলন্ত বৃক্ষ উৎপাটিত হইয়াছে, কত লাভজনক স্থায়ী বাগান ও সম্পত্তি নষ্ট হইয়াছে, তাহার মালিকগণ ভয়ে সে ক্ষতির কথা কাহাকেও জানাইতে সাহস করে নাই—অনেক স্থানে জানাইয়াও কোন লাভ হয় নাই।

ইহা একদিকের ক্ষতির কথা। অন্যদিকে ১৩৫০ সালের দুর্ভিক্ষ আমাদের কত ক্ষতি করিয়া গেল, কোন কমিশনের রিপোর্টই তাহার হিসাবের বিবরণ দিতে পারিবে না। দুর্ভিক্ষ যে যুদ্ধ না বাধিলে হইত না, তাহাও জোর করিয়া বলা যায় না। মহাযুদ্ধ দুর্ভিক্ষের মুখ্য কারণ হইলেও দুর্ভিক্ষের গৌণ কারণ অন্যরূপ ছিল। একদিনে কোন দেশে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইতে পারে না। ১৩৫০ সালের পূর্ব্বে ১০ বৎসর ধরিয়া ধীরে ধীরে বাঙ্গলা দেশ ধ্বংসের পথে অগ্রসর হইতেছিল। যাঁহাদের তাহা লক্ষ্য করা উচিত ছিল, তাঁহারা সে বিষয়ে কিছু করা প্রয়োজন বলিয়া মনে করেন নাই। রাজনীতি-ক্ষেত্রে বাঙ্গলা দেশ চিরদিন অগ্রগামী, কাজেই রাজরোষও বাঙ্গলা দেশে অন্যান্য প্রদেশ অপেক্ষা সর্ব্বদা অধিক পতিত হয়। সেজন্য বাঙ্গালী জাতি বা বাঙ্গলার সংস্কৃতি বিপন্ন হইলে, সিভিলিয়ান শাসক সম্প্রদায় তাহার প্রতীকার বিধান করা অপেক্ষা দূর হইতে তাহা দেখা অধিক লাভজনক বলিয়া বিবেচনা করিয়া থাকেন। সরকারী হিসাব হইতেই দেখা যায় যে, ক্রমে ক্রমে বাঙ্গলা দেশে উৎপন্ন খাদ্যের পরিমাণ ও গুণ যেমন কমিয়া যাইতেছিল, অন্যদিকে তেমনই নানাবিধ নূতন নূতন রোগের প্রকোপ বাড়িয়া গিয়াছে। বাঙ্গলায় মধ্যবিত্ত পরিবারের মধ্যে গত ১৫ বৎসরে যক্ষ্মা রোগের প্রকোপ, শিশু-মৃত্যু ও প্রসূতি-মৃত্যু কি হারে বাড়িয়া গিয়াছে, তাহা লক্ষ্য করিবার বিষয়। খাদ্যাভাবই ক্ষয় রোগের একমাত্র ও মূল কারণ। পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব বাঙ্গলায় ২০।২৫ বৎসর ধরিয়া যেভাবে বাড়িতেছে, তাহা চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন। দুধ ও মাছ বাঙ্গলা দেশে ভাতের সহিত জনগণের প্রধান খাদ্য ছিল। লোক তথাকথিত শিক্ষায় কুশিক্ষা লাভ করিয়া যতই গ্রাম ছাড়িয়া সহরে আসিয়াছে, ততই তাহার খাদ্যে পুষ্টিকর উপাদান, দুধ ও মাছের পরিমাণ কমিয়া গিয়াছে। সহরে দুধ অধিক পাওয়া যায় না, যাহা পাওয়া যায় তাহাও খাঁটী নহে। গ্রামে প্রত্যেক গৃহস্থ নিজে গরু পুষিয়া তাহার দুধ খাইত ও

সাদার্ণ ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড আফিস-১৪নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট কলিকাতা।

ফোন ক্যাল—৫৯৮৯

শাখা ঃ—বড়বাজার, শ্যামবাজার, ভবানীপুর, বসিরহাট, খুলনা ও পাটনা

বোর্ড অব ডাইরেক্টর্স

শ্রীযুত দেবেন্দ্রনাথ মুখার্জ্জী, এম্-এ, বি-এল্, এ্যাডভোকেট, হাইকোর্ট। মেয়র, কলিকাতা কর্পোরেশন। চেয়ারম্যান।
অনারেবল এস্, কে, রায়চৌধুরী, বার-এট-ল, মেম্বার, কাউন্সিল অব ষ্টেট।
শ্রীযুত শচীন্দ্রকুমার রায়চৌধুরী, এ্যাডভোকেট।
শ্রীযুত ভূপালচন্দ্র রায়চৌধুরী, এম্-এ, বি-এল, এ্যাডভোকেট, হাইকোর্ট।
শ্রীযুত অমরনাথ রায়চৌধুরী, এম্-এ, বি-এল, এ্যাডভোকেট, হাইকোর্ট।
শ্রীযুত কানাইলাল দত্ত, ম্যানেজিং ডিরেক্টর, দত্তস্ কাজোরা কোলিয়ারী।
শ্রীযুত বিজয়কৃষ্ণ বিশ্বাস, বি-এ, ডিরেক্টর, শ্রীদুর্গা কটন মিলস্ লিঃ।
ডাঃ অমলকুমার রায়চৌধুরী, এম্-ডি, ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

সুবিধাজনক সর্ত্তে গভর্ণমেণ্ট বিলের উপর টাকা ধার দেওয়া হয়।

১৯৪৩-৪৪ সালে শতকরা ৫৲ টাকা হারে লভ্যাংশ (ইন্‌কাম ট্যাক্স বর্জ্জিত) দেওয়া হইয়াছে।

সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

ম্যানেজার—মিঃ এন্, সি, ব্যানার্জ্জী, এম্-এ, (কমার্স)।

নিজের পুকুরে মাছের চাষ করিয়া ১২ মাসী প্রতিদিন মাছ খাইত। তাহার গৃহের চারি পাশে যে শাকসব্জী উৎপন্ন হইত, তাহা দ্বারাই গৃহস্থের সংসার চলিয়া যাইত। কলিকাতায় আসিয়া তাহার দুধ, মাছ ও টাট্‌কা তরিতরকারী কিনিয়া খাইতে হইল—কাজেই পরিমাণ ও গুণ উভয়ই কমিয়া যাইতে বাধ্য হইল। সহরের সংখ্যা ও আয়তন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ঢেঁকি-ছাঁটা চাউলের পরিবর্ত্তে কলছাঁটা চাউলের ব্যবহার বাড়িয়া গিয়াছে—কলছাঁটা চাউল যে অনেকাংশে অপকারী তাহা বৈজ্ঞানিকগণ প্রকাশ করিয়াছেন। লোকে আর চাকী-ভাঙ্গা আটা খায় না, ঘানির সরিষার তেল পায় না, গৃহজাত গব্য-ঘৃতের সন্ধান পায় না। তাহার পরিবর্ত্তে ভিন্ন প্রদেশ হইতে আনীত কল-ভাঙ্গা পচা আটা খায়, কানপুর হইতে আমদানী করা ভেজাল সরিষার তৈল ব্যবহার করে আর ঘৃতের কথা বলার প্রয়োজন নাই। গব্য-ঘৃত কেন, ভয়সা-ঘৃতও এখন পয়সা দিলে পাওয়া যায় না, তাহার পরিবর্ত্তে কোকোজেম, দালদা প্রভৃতির চলন হইয়াছে। সভ্যতা আমাদের ক্রমে কোথায় টানিয়া লইয়া যাইতেছে, তাহা চক্ষুর সম্মুখে এই বিরাট যুদ্ধ দেখিয়াও আমরা বুঝিতে বা হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হই নাই। যে সভ্যতা মানুষকে একবার মরিয়া গেলে আর পুনর্জ্জীবন দানের শক্তি রাখে না, সেই সভ্যতা মানুষকে হাজারে হাজারে, লক্ষে লক্ষে প্রত্যহ নিহত করার উপায় বাতলাইয়া দেয়। জার্ম্মানী বৃটেনের উপর বোমা ফেলিয়া যখন নিরীহ জনগণকে হত্যা করিতেছিল, তখন আমরা জার্ম্মানীর কার্য্য বর্ব্বরোচিত বলিতে কুণ্ঠিত হই নাই। কিন্তু আজ যখন বৃটেনের বন্ধু আমেরিকা জাপানের উপর ভীষণতম আণবিক বোমা ফেলিয়া একদিনে ১০।১২ লক্ষ লোক মারিয়া ফেলিল, তখন আমরা আমেরিকার নূতন উদ্ভাবনী শক্তির তারিফ করিলাম ও সেই কার্য্য দ্বারা জাপানকে আত্মসমর্পণে বাধ্য করায়, আমরা আমেরিকার কার্য্যের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হইলাম। ইহাই সভ্য জগতের ধারা।

১৩৫০ সালের দুর্ভিক্ষ দেশের কৃষক বংশ ধ্বংস করিয়াছে। এখন আর গ্রামে চাষ করিবার লোক পাওয়া যায় না। মাছ ধরিবার উপকরণ নৌকাগুলি গভর্ণমেণ্ট বাজেয়াপ্ত করিয়াছিলেন, তাহার ফলে অতি সহজে ধীবরের দল না খাইয়া মরিল। এখন আর মৎস্যজীবী খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। যাহারা গ্রামে অনাহারের ক্লেশ সহ্য করিতে না পারিয়া হাল, লাঙ্গল ও গরু বিক্রয় করিয়া সহরে পলাইয়া আসিয়াছিল, তাহারা সহর বা সহরতলীর কারখানায় কাজ পাইয়াছে, আর তাহারা দেশে ফিরিয়া যাইবে না। কাজেই দেশ আবার ক্রমে শ্মশানভূমি ও জঙ্গলে পরিণত হইবে। টাকা দিয়াও যেখানে শ্রমিক পাওয়া যাইবে না, সেখানে লোক কি করিয়া জমী চাষ করিবে? দুর্ভিক্ষের পর দীর্ঘকাল অখাদ্য ও কুখাদ্য খাইয়া বাঙ্গলা দেশে বসন্ত, কলেরা, ম্যালেরিয়া প্রভৃতিতে কত লোক যে মারা গেল, তাহার হিসাব করা যায় না। কলিকাতার মত সহরে দুর্ভিক্ষের সঙ্গে সঙ্গে ম্যালেরিয়া, কলেরা ও বসন্তের প্রকোপে যত অধিক লোক ১৯৪৪ সালে মারা গিয়াছে, সেরূপ মৃত্যু কলিকাতায় আর কখনও দেখা যায় নাই। সহরে যেখানে চিকিৎসক ও ঔষধ দুইই পাওয়া যায়, সেখানে এই অবস্থা। আর গ্রামে—যেখানে চিকিৎসক ও ঔষধ উভয়ই দুষ্প্রাপ্য, সেখানে লোক হাজারে হাজারে মরিলেও তাহা দেখিবার কোনও লোক ছিল না।

বাঙ্গলার গ্রামগুলি উজাড় হইয়া গিয়াছে। ঐ সকল গ্রামে পূর্ব্বাবস্থা কিরূপে ফিরাইয়া আনা যায়, তাহার ব্যবস্থায় সকলকে মন দিতে হইবে। গভর্ণমেণ্ট পুনর্গঠন পুনর্গঠন করিয়া চীৎকার করিতেছেন, কিন্তু সে কার্য্যের জন্য যে ব্যবস্থা প্রয়োজন, তাহার ভার আজও কাহাকেও প্রদান করা হয় নাই। গত ২।৩ বৎসর ধরিয়া সরকারী প্রচার বিভাগ ফসল ফলাও আন্দোলন করিয়াছিল—কিন্তু সে আন্দোলন সহরের লোকের মধ্যে করা হইয়াছে, সহরের লোকের মধ্যে সে জন্য পুস্তিকা বিতরণ করা হইয়াছে। গ্রামের অন্তঃস্থল পর্য্যন্ত সে আন্দোলন পৌঁছে নাই; কাজেই কৃষকগণ সে আন্দোলনের দ্বারা আদৌ লাভবান হয় নাই। সহরে ২।৪ জন সরকারের পৃষ্ঠপোষিত লোক পাকা-বাড়ীর ছাদে সব্জীর বাগান করিয়া তাজ্জব দেখাইয়াছেন ও সরকারী কাগজপত্রে তাঁহাদের কৃতিত্বের কথা বার বার ঘোষণা করা হইয়াছে। যে পরিমাণ অর্থ, পুস্তিকা, পোষ্টার

আমাদের গ্যারাণ্টিড ডবল বেনিফিট স্কীমে
যোগদান করিয়া লাভবান হউন।

নিম্নলিখিত সুদের হারে স্থায়ী
আমানত গ্রহণ করা হয়

১ বৎসরের জন্য শতকরা ৫৲
৩ " " " ৬৲

এই স্কীমে স্থায়ী আমানতের
উপর বার্ষিক নির্দ্দিষ্ট সুদ
ছাড়াও উদ্বৃত্ত লভ্যাংশের
শতকরা ৫০ দিয়া থাকি।

পত্র লিখিলে আমাদের মাসিক
শেয়ার মার্কেট রিভিউ পাঠান হয়।

আমরা ক্যালকাটা ষ্টক এক্সচেঞ্জের
সর্বপ্রকার শেয়ার ক্রয় ও বিক্রয়
করিয়া থাকি।

কমার্শিয়াল শেয়ার ডিলার্স
সিণ্ডিকেট লিঃ
গ্রাম: "কমারসিণ্ড" ৩০।১, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা ফোন: বি, বি, ৫৪৪১
সুপারভাইজিং ডিরেক্টর—মিঃ ভি, দে, এম, এ; এফ, আর, জি, এস (লণ্ডন)
CS /4-UPS

প্রভৃতির পশ্চাতে খরচ করা হইয়াছে, তাহা দ্বারা গ্রামে সেচের ব্যবস্থা বা বীজ বিতরণের ব্যবস্থা করিলে কৃষকগণ লাভবান হইত।

যে দেশে শতকরা ১০ জনের অধিক লোক লিখিতে বা পড়িতে পারে না, সেখানে পুস্তিকা বিতরণ করার সার্থকতা কোথায়? আমরা সব বিষয়েই এখনও পর্য্যন্ত পাশ্চাত্য দেশের অনুকরণ করিয়া চলিতেছি—সে দেশে শতকরা ৯৫ জন লেখাপড়া জানে, কাজেই সে দেশে পুস্তিকা বিতরণ করিলে সব শ্রেণীর লোক লাভবান হয়। আমাদের দেশের সরকারী কর্ম্মচারীদের কার্য্যেও কোন আন্তরিকতা নাই। সভ্য জগতে যাহারা সরকারী চাকরী করে, তাহারা নিজেদের জনগণের ভৃত্য বা সেবক বলিয়া মনে করে—কাজেই জনগণের স্বার্থ রক্ষায় তাহারা পূর্ণ ভাবে মন দিয়া থাকে। কিন্তু আমাদের দেশের সেবকগণ নিজেদের প্রভু বলিয়া মনে করেন এবং কাজ করিয়া জনসাধারণকে কৃতার্থ করিতেছেন, সর্ব্বদা এই মনোভাব দেখাইয়া থাকেন। কাজেই কোন প্রকারে কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়া মাসের শেষে বেতন লইতে পারিলেই তাঁহারা সন্তুষ্ট হন। আমরা দেখিয়াছি—শ্রমিক বস্তীর মধ্যে প্রচারকগণ ফসল ফলাও সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়া আসিয়াছেন। ঐ সকল শ্রমিকের চাষ করিবার জায়গা দূরে থাক—শয়নের জন্য রাত্রিতে পুরা সাড়েতিন হাত লম্বা জমী মেলে না—তাহাদের বসবাসের স্থানাভাব দেখিলে স্তম্ভিত না হইয়া থাকা যায় না। গ্রামে—যেখানে কৃষকের বাস—সেখানে যাওয়া কষ্টকর ও নানাপ্রকার অসুবিধাজনক, কাজেই সরকারী প্রচারকের দল সে কার্য্যে অগ্রসর হন না। এইভাবে সরকারী তহবিলের বহু অর্থ ব্যয় স্বত্ত্বেও একটি বিশেষ প্রয়োজনীয় আন্দোলন ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে।

১৩৫০ সালের দুর্ভিক্ষের পর বাঙ্গালা দেশে কয়েক কোটি টাকা ব্যয় করিয়া পুনর্গঠন কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। শুধু সেচের জন্য ১ কোটি টাকা ব্যয় করা হইতেছে—পশ্চিমবঙ্গে পুষ্করিণীগুলির পঙ্কোদ্ধারের জন্য ১০ লক্ষ টাকা, ছোট ছোট খাল সংস্কারের জন্য ২৬ লক্ষ টাকা এবং অপেক্ষাকৃত বড় সেচের ব্যবস্থার জন্য ৬৪ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হইতেছে। কেহ যদি শুধু এই এক কোটি টাকা ব্যয়ে কি কাজ হইয়াছে, তাহা নিজে দেখিতে চাহেন, তবে তাঁহাকে হতাশ হইতে হইবে। জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটগণের মারফতে ইহার অধিকাংশ টাকা ব্যয়িত হইতেছে বারবরদারী খরচে শতকরা ৫০ টাকারও অধিক ব্যয় হইয়া যায়, কাজেই আসল কাজ করিতে শেষ পর্য্যন্ত টাকার অভাব হইয়া পড়ে। আমরা দুর্ভিক্ষের সময় সরকারী ও বে-সরকারী উভয় প্রকারের সাহায্য কেন্দ্র দেখিয়াছি—উভয়ের পার্থক্য দেখিয়া বিস্মিত না হইয়া থাকা যায় না। স্বেচ্ছাসেবকগণের দ্বারা চালিত কেন্দ্রে যে টাকায় যত অধিক লোক সাহায্য পাইয়াছে, সরকারী কর্ম্মচারীদের পরিচালিত কেন্দ্রে তাহার অপেক্ষা বহুগুণ অধিক টাকায় তাহার অর্দ্ধেক লোকও সাহায্য লাভ করে নাই। ইহা আমাদের নিজেদের পক্ষেই কলঙ্কের কথা—কারণ সরকারী কর্ম্মচারীরাও আমাদেরই দেশবাসী।

দুর্ভিক্ষের পরবর্ত্তী পুনর্গঠন ব্যবস্থার জন্য সরকার বাঙ্গলা দেশে বহু নূতন কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিয়াছেন। তাঁহাদের দ্বারা কতটা কাজ হইবে তাহা বলা কঠিন। কারণ যদি তাঁহাদের মধ্যে আন্তরিকতা না থাকে, তবে শুধু ফাইলের সংখ্যা বাড়িয়া যাইবে, কাজের পরিমাণ সে অনুপাতে বাড়িবে না। কৃষি বিভাগ, শিক্ষা বিভাগ ও শিল্প বিভাগ দেশে নূতন আবহাওয়া সৃষ্টি করিবার জন্য চেষ্টিত হইয়াছেন। আবার নূতন করিয়া মৎস্যের চাষ বিভাগ খোলা হইয়াছে ও প্রতি জেলায় একজন করিয়া মোটা-বেতনের মৎস্য-চাষ-পরিদর্শক কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইয়াছেন। শিক্ষা বিভাগের অতিরিক্ত কর্ম্মচারীরা প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে কৃষি ও শিল্প শিক্ষার ব্যবস্থায় মনোযোগী হইয়াছেন। শিল্প বিভাগ হইতে ছোট ছোট কারিগর, ছুতার, কামার প্রভৃতিদের সাহায্য করিয়া যাহাতে তাহারা নিজ নিজ ব্যবসায় ত্যাগ না করে, সে জন্য ব্যবস্থা করা হইতেছে।

যে সকল লোক দুর্ভিক্ষের সময় ঘরবাড়ী বিক্রয় করিতে বাধ্য হইয়াছিল, সেই সকল গৃহহীনদের জন্য গৃহ নির্ম্মাণ কল্পে গভর্ণমেণ্ট ১০ লক্ষ টাকা ব্যয় মঞ্জুর করিয়াছেন। ঐ টাকা কি ভাবে বিতরণ করা হইয়াছে এবং কে কত টাকা পাইয়াছে, তাহা সাধারণকে জানান হইলে—উহা যে শেষ পর্য্যন্ত এক হাস্যকর ব্যাপারে পরিণত হইয়াছে, তাহা বুঝা যাইতে পারে।

যুদ্ধের ও দুর্ভিক্ষের ফলে আমরা কি শিক্ষা লাভ করিয়াছি, তাহা আজ আমাদের সর্ব্বক্ষণের চিন্তার বিষয় হওয়া উচিত। আমরা বুঝিতে শিখিয়াছি পরের উপর নির্ভর করিলে কষ্ট পাইতে হয় ও আত্মনির্ভর হইতে পারিলে সুখ ও শান্তি পাওয়া যায়। বাংলার লোক দুর্শিক্ষা ও কুশিক্ষার ফলে আত্মনির্ভর হইতে ভুলিয়া গিয়াছিল, সকল কাজের জন্য পরের উপর নির্ভর করিত। সে জন্য তাহার কম দুর্দ্দশা হয় নাই। সে জন্য আজ আমাদের ক্রমে ক্রমে আত্মনির্ভর হইতে হইবে। ভবিষ্যতে যাহাতে আমাদিগকে চালের জন্য ব্রহ্মদেশের উপর নির্ভর করিতে না হয়, আলুর জন্য আসাম, মাদ্রাজ, ব্রহ্মদেশ প্রভৃতির দিকে তাকাইয়া থাকিতে না হয়, চিনির জন্য জাভার দিকে বা মসলার জন্য ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের সরবরাহের উপর নির্ভর করিতে না হয়, এবারের শিক্ষাও কি আমাদিগকে সে বিষয়ে অবহিত করিবে না? আমরা গ্রাম ছাড়িয়া সহরে জমা হইয়া সকল সুখ-সুবিধা ও খাদ্য হইতে বঞ্চিত হইয়াছি, সে কথা কি আবার আমরা ভুলিয়া যাইব? পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, যদি আমরা গ্রামের সহিত সংযোগ রাখিতাম, তাহা হইলে দুধ ও মাছের অভাব আজ আমাদিগকে এভাবে কষ্ট দিতে পারিত না।

সহর বাসের প্রয়োজন আছে, সন্দেহ নাই। কিন্তু সে জন্য গ্রামের সহিত সম্পর্ক ত্যাগেরও প্রয়োজন হয় না। গ্রামের সহিত পূর্ণ সম্পর্ক রক্ষা করিয়া যদি আমরা সহরে বাস করি, তাহা হইলে সহরে থাকাও হইবে ও আমাদিগকে ছুটাছুটি করিতে হইবে না। আমাদের এ বিষয়ে মনোবৃত্তির পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন। আমি জানি, বহু লোক পূজার সময় বিদেশ ভ্রমণের জন্য দুই সহস্র টাকা ব্যয় করেন, কিন্তু তিনিই নিজগৃহে শতাধিক বৎসরের প্রাচীন দুর্গোৎসবে ১০ টাকার অধিক সাহায্য দান করেন না। এই যে মনোবৃত্তি—ইহা কবে দূর হইবে জানি না। দুর্গোৎসব যে ব্যক্তিগত বা পারিবারিক উৎসব নহে, জাতীয় অনুষ্ঠান—এই অনুষ্ঠানের দ্বারা জাতি হিসাবে আমরা উপকৃত হই, একথা কেন আমরা ভুলিয়া যাইব?

বেঙ্গল ক্রেডিট ব্যাঙ্ক লিঃ

২৩নং কসবিনিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ক্রিয়ারিংয়ের সর্ব্ববিধ সুবিধা পাইবেন

সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

১৯৪৪ সালের লভ্যাংশ শতকরা ৬ (আয়করহীন)

অনুমোদিত সিকিউরিটি, বিল এবং অলঙ্কার রাখিয়া টাকা ধার দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী: কে, কে, ব্যানার্জ্জি

ফোনঃ ক্যাল—৭১৭৫

ম্যানেজিং ডিরেক্টরঃ জে, সি, সাহা

ভারতের ষ্টার্লিং পাওনা ও তাহার রহস্য

নবেন্দু রায়

বৃটেনের কাছে ভারতের ষ্টার্লিং পাওনা নিয়ে আজকাল দেশে ও বিদেশে নানা মতের আলোচনা শুরু হয়েছে। বিষয়টি ভারতের জাতীয় অর্থনৈতিক স্বার্থের পক্ষে খুবই গুরুতর; কিন্তু পরাধীন ভারতবর্ষের সাধারণ লোক এ-বিষয়ের গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারে না। এ-বিষয়ে দেশের সংবাদপত্রে আলোচনা হচ্ছে, কিন্তু সাধারণ ভারতবাসী সে-আলোচনার সঙ্গে নিজের দৈনন্দিন জীবনের সম্পর্ক বুঝতে পারে না। পরাধীনতার অভিশাপই এই যে, নিজের মঙ্গলামঙ্গলের প্রশ্ন নিয়ে নিজের চিন্তা করার উদ্যম ও আগ্রহ লোপ পায়। আত্মনির্ভরতার অধিকার থেকে বঞ্চিত পরশাসিত জীবনে পরমুখাপেক্ষিতা স্বাভাবিক প্রবৃত্তি রূপে দেখা দেয়। সংবাদপত্রের সাধারণ পাঠকদের জিজ্ঞাসা করলেই বোঝা যাবে, বৃটেনের দরবারে ভারতের পাওনা ষ্টার্লিং সম্পর্কে তারা কত উদাসীন। এ-বিষয়ে তারা কোনো খোঁজও রাখে না। অথচ যুদ্ধোত্তর ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ এই প্রশ্নের উপর কতটা নির্ভর করে। সাধারণ নরনারীর ভবিষ্যৎ অর্থনৈতিক জীবনের সঙ্গে যে-বিষয়ের সম্পর্ক এত নিবিড়, সে-বিষয়ে তাদের ওয়াকিফ্‌হাল করার চেষ্টা ওয়াকিফ্‌হাল মহল থেকে হওয়া উচিত। কিন্তু আজো পর্য্যন্ত তেমন চেষ্টা কিছু হয়নি। বর্ত্তমান প্রবন্ধ ওয়াকিফ্‌হালদের উদ্দেশ্যে লেখা নয়, সাধারণ লোককে ওয়াকিফ্‌হাল হ'তে সাহায্য করার উদ্দেশ্যে লেখা।

বৃটেনের কাছে ভারতের পাওনা বলতে বোঝায় কী? কারো কাছে আমার পাওনা আছে মানে সে আমার কাছে ধারে। বৃটেনের কাছে ভারতের পাওনা আছে মানে বৃটেন ভারতের কাছে ধারে; কিন্তু গরীব ভারত ধনী বৃটেনের পাওনাদার হয় কী ক'রে? বৃটেনের মতো ধনী দেশের অভাব হ'লো কী এবং কোন্‌খানে যে সে ভারতের মতো গরীব দেশের কাছে তার সে-অভাব পূরণের জন্যে ধার করতে বাধ্য হ'লো? ব্যাপারটা গোলমেলে মনে হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু বস্তুত ঘটেছে তাই-ই—অন্তত কাগজে-কলমে।

বৃটেন ভারতের কাছে প্রায় ১৪০০ কোটি টাকা অর্থাৎ প্রায় ১০৩ কোটি পাউণ্ড ধারে। প্রত্যেক ভারতবাসীর বার্ষিক আয় যদি ৭৪ টাকা হিসাবে ধরা হয়, তা হ'লে এই মোটা টাকা ভারতের বার্ষিক আয়ের শতকরা প্রায় ৪৭ ভাগ দাঁড়ায়। যুদ্ধের আগে পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে সমস্ত শিল্পে মোট প্রায় ৭০০ কোটি টাকা মূলধন নিয়োগ করা হয়েছে (রেলপথ ও অন্যান্য যানবাহন বাদ দিলে)। ভারতের বর্ত্তমান পাওনা এর প্রায় দ্বিগুণ। এতো টাকা ভারত বৃটেনের কাছে পায়। যে-ভারতে দুর্ভিক্ষে মারা গেল লাখ লাখ লোক, খাবার ও ওষুধের অভাবে আজো মারা যাচ্ছে হাজারে হাজার, একখণ্ড কাপড় না পেয়ে কুলবধূরা আত্মহত্যা করছে যেখানে,—সেই ভারত হঠাৎ বৃটেনের মতো দেশের পাওনাদার ব'নে গেলো কী জাদুতে? এটা কি ভারতের অর্থনৈতিক উন্নতির লক্ষণ? ভারতের অর্থনৈতিক দাসত্ব কি শেষ হ'লো তবে?

না। এ-প্রশ্নের একমাত্র উত্তর, না। বৃটিশ পুঁজিতন্ত্রের ভারত শোষণের এ এক কূট চক্রান্ত ছাড়া আর কিছু নয়। বৃটেনের কাছে ভারতের পাওনা বৃটিশ মুদ্রা ষ্টার্লিং-এর অনুপাতে হিসাব করা হয়েছে। এ-থেকেই পরিষ্কার বোঝা যায়, ভারতের অবস্থা কী? এই ষ্টার্লিং পাওনা ভারতবাসীকে মনে করিয়ে দেয় যে, সে আসলে সাম্রাজ্যতন্ত্রী বৃটেনেরই গোলাম। ভারতকে উপনিবেশ হিসাবে দখলে রাখা ও শোষণ করাই বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের নীতি। এই নীতিরই প্রত্যক্ষ পরিণতি এই ষ্টার্লিং পাওনার চক্রান্ত।

যুদ্ধ ও ইঙ্গ-ভারত অর্থনৈতিক সম্পর্ক

যুদ্ধ বাধার দুই মাস পরে ১৯৩৯ সালের নভেম্বর মাসে ভারতের শাসকেরা ঘোষণা

টেলিগ্রাম "টাকাকড়ি" কলিঃ টেলিফোন ক্যাল : ৫০৫৪

দি

ক্যালকাটা মার্কেণ্টাইল

ব্যাঙ্ক লিমিটেড

(স্থাপিত—১৯৩০)

হেড অফিস—৭-এ, ক্লাইভ রো, কলিকাতা।

কলিকাতা ও হাওড়া শাখা

হ্যারিসন রোড, ভবানীপুর, শ্যামবাজার, হাওড়া, শিবপুর ও শালকিয়া।

অন্যান্য শাখা

কৃষ্ণনগর, শান্তিপুর, বেলদা (কণ্টাই রোড), মেদিনীপুর, কাঁথি, শিলচর, সুত্রাগড়, নবদ্বীপ।

নূতন শাখা

দাঁতন, এলাহাবাদ, বেনারস, বালিগঞ্জ।

বারিপদা ও খড়্গপুর শীঘ্রই খোলা হইবে।

অনুমোদিত জামিনে অল্প সুদে টাকা ধার দেওয়া হয়। সুবিধাজনক সর্ত্তে বিল কলেকসন ও বিল ডিসকাউণ্ট এবং সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

প্রভিডেণ্ড ফাণ্ড ডিপোজিট :—

প্রতি মাসে ৫৲ টাকা হিঃ জমা দিলে ১২ বৎসর পর ১০৬০৷৵৩ দেওয়া হয়। ২৲ টাকা হইতে ৫০৲ টাকা পর্য্যন্ত গ্রহণ করা হয়।

বেলেঘাটা ব্যাঙ্ক লিঃ

ক্লিয়ারিংএর যাবতীয় সুবিধাসম্পন্ন নির্ভরযোগ্য স্থানীয় প্রতিষ্ঠান।

পি-৭, বেলেঘাটা মেইন রোড, কলিকাতা

ফোন : বি বি ৫৬৬৪

★

সুদক্ষ ডাইরেক্টরগণ কর্ত্তৃক পরিচালিত এবং সুদৃঢ় আর্থিক ভিত্তিতে সুপ্রতিষ্ঠিত বলিয়া এখানে অর্থ সঞ্চয় করা

নিরাপদ

ও

লাভজনক

মিঃ এ সি ব্যানার্জি, ম্যানেজিং ডাইরেক্টর।

সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য —করা হয়—

করেন যে, ভারত ও বৃটেনের মধ্যে একটা অর্থনৈতিক বোঝাপড়া হয়েছে। সে-বোঝাপড়া কী? এই বোঝাপড়ার শর্ত্ত ছিল এই যে—যুদ্ধের তাগিদে ভারতবাসীদের মধ্যে থেকে স্থলবাহিনীর যে-সব সৈন্য সংগ্রহ করা হবে তাদের শিক্ষা ও সাজসরঞ্জামের খরচ এবং সেই সঙ্গে তারা যতদিন ভারতের মধ্যে থাকবে ততদিন তাদের ভরণপোষণের খরচ ভারতের ভাণ্ডার থেকেই মেটানো হ'বে। তারা ভারতের বাইরে স্থানান্তরিত হ'লে তাদের শিক্ষা ও সাজসরঞ্জামের খরচ বৃটিশ সরকার বহন করবেন। এই শর্ত্তের সোজা অর্থ এই: ভারত লোকবল সরবরাহ করবে এবং সাম্রাজ্য রক্ষার জন্য তাদের নিযুক্ত করা হ'লে বৃটিশ সরকার তাদের খরচ বহন করবেন। এও ঠিক হয় যে, স্থলবাহিনীর প্রয়োজনে বৃটেন ছাড়া অন্য দেশ থেকে যে-সব মালপত্র (যেমন, যানবাহন, সাঁজোয়া গাড়ি প্রভৃতি) ভারতে আমদানি হ'বে সে-সবের খরচও বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট বহন করবেন।

ভারতবর্ষকে বৃটিশ উপনিবেশ হিসাবে দখলে রাখা ও সাম্রাজ্য রক্ষা করার এ এক সস্তা উপায়। দুর্ব্বহ করবৃদ্ধি এবং তার ফলে দেশের মধ্যে অসন্তোষ ও বিক্ষোভের আশঙ্কা এড়িয়ে সাম্রাজ্য রক্ষার এ এক অভিনব চক্রান্ত। বিনা খরচায় ভারতবর্ষ মালপত্রের সরবরাহ পাবে এবং তার বদলে ভারতবর্ষ বৃটেনকে লোকবল সরবরাহ করবে—অর্থাৎ ভারতের সম্পদ কাজে না লাগানো এবং রাজনৈতিক ক্ষমতা হাতে রাখা, ভারতের সাম্রাজ্যবাদী শাসকদের এই উদ্দেশ্যই ছিল ইঙ্গ-ভারত অর্থনৈতিক বন্দোবস্তের মূল ভিত্তি। বৃটিশ রাষ্ট্রনেতাদের রাজনৈতিক ও সামরিক হিসাব-নিকাশের উপর নির্ভর ক'রে এই বন্দোবস্ত করা হয়। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদীদের হিসাবে গোলমাল বেধে যায়। যুদ্ধের প্রসার ও দীর্ঘস্থায়িত্ব তারা হিসাবের মধ্যে ধরে না। অথচ যুদ্ধ ছড়িয়ে পড়ে মধ্যপ্রাচ্যে, এসিয়ায়; যুদ্ধের দ্রুত সমাপ্তিও আর আশা করা যায় না। লোকবল, অর্থ ও সম্পদসম্ভার সম্পর্কে সাম্রাজ্যবাদীদের সমস্ত হিসাব ভুল ও অকেজো হয়ে পড়ে। ভারতবাসীর প্রাণ ও বৃটিশ রাজকোষের কয়েক কোটি মুদ্রার বিনিময়ে সস্তায় সাম্রাজ্য রক্ষা করার পুরানো পরিকল্পনা ভেস্তে যায়। তখনই দেখা দেয় ষ্টার্লিং পাওনার রহস্য।

ষ্টার্লিং পাওনার উৎপত্তি

জাপান যুদ্ধ ঘোষণা করার সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষ সমগ্র প্রাচ্য রণাঙ্গনের প্রধান ঘাঁটি হয়ে দাঁড়ায়। এই ঘাঁটি রক্ষার জন্যে বৃটিশ ও মার্কিন সৈন্য ও সমরসম্ভার ভারতবর্ষে প্রচুর পরিমাণে সমাবেশ করার প্রয়োজন দেখা দেয়। এই সামরিক প্রয়োজন পূরণের খাতিরে বৃটেনকে ভারতের কাছে দেনাদারে পরিণত হ'তে হয়।

বিরাট সৈন্যবাহিনীর ভরণপোষণ, তাদের সাজসরঞ্জাম, পোশাক-পরিচ্ছদ, অস্ত্রশস্ত্র, বাসস্থান ও যাতায়াত প্রভৃতির জন্যে প্রচুর অর্থব্যয়ের প্রশ্ন দেখা দেয়। তা ছাড়া যুদ্ধের প্রয়োজনেই সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে সঙ্গে প্রচুর সংখ্যায় মজুরবাহিনীকেও নানাবিধ কাজে নিযুক্ত রাখতে হয়। এদের জন্যেও অনেক টাকা খরচ করতে হয়।

ভারতবর্ষের উপর এই সব মালপত্র সরবরাহ ও প্রয়োজন পূরণের ভার পড়ে; আর বৃটেনের উপর ভার পড়ে তার ব্যয়ভার বহনের। ইঙ্গ-ভারত অর্থনৈতিক বন্দোবস্ত অনুযায়ী বৃটেন ও ভারতের মধ্যে এইভাবে দায়িত্ব ভাগাভাগি করে দেওয়া হয়। কী প্রচুর পরিমাণে ভারতবর্ষকে এই মালমসলা সরবরাহ করতে হয়েছে, তার একটা হিসাব পাওয়া যাবে নিম্নলিখিত তালিকা থেকে। এই সরবরাহের খাতিরে বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের তরফে ভারত গভর্ণমেণ্টকে যে বিরাট ব্যয়ভার বহন করতে হয়েছে, ইঙ্গ-ভারত অর্থনৈতিক বন্দোবস্ত অনুযায়ী সে-ভার বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের উপর বর্ত্তে। হিসাবের খাতায় বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের কাছে ভারতের প্রচুর পাওনা জমা হয় এই কারণে।

সাল	বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের কাছে প্রাপ্য যুদ্ধব্যয়ের অর্থ (কোটি টাকার হিসাবে)
১৯৪১-৪২	১৯৪·০
১৯৪২-৪৩	৩২৫·৫
১৯৪৩-৪৪	৩৯২·৭
১৯৪৪-৪৫ (বাজেট বরাদ্দ)	৪৪৩·০
১৯৪৫-৪৬ („)	৪৪০·০

মোট পরিমাণ দাঁড়ায় প্রায় ১৮০০ কোটি

সুবারবন ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস—২২নং ষ্ট্র্যাণ্ড রোড, কলিকাতা।

শাখাসমূহ

টালীগঞ্জ (৫৪নং টালীগঞ্জ সারকুলার রোড), দক্ষিণ কলিকাতা (২৬।১নং রসা রোড), টালা, দমদম, বরানগর, আলমবাজার ও দেওঘর।

সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

ফোন: ক্যাল ৪৮৬১

ম্যানেজিং ডাইরেক্টর: মিঃ বি, সি, দাস, এম-এ, বি-এল

টাকা। ১৯৩৯ সাল থেকে ভারতবর্ষের নিজের দেশরক্ষার খাতে যে-প্রভূত অর্থ ব্যয় হয়েছে, উপরের সংখ্যা তার শতকরা ১২০ ভাগ।

ভারতের ঘাড়ে বৃটেনের বোঝা

বৃটিশ ফৌজ ও তাদের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের খরচ বৃটিশ গভর্ণমেণ্টেরই দেয়; কিন্তু আসলে খরচ দিয়েছে কে? অর্থনৈতিক বন্দোবস্তের শর্ত্ত অনুযায়ী দেনা-পাওনার প্রশ্নের সমাধান হয়েছে কি? না, হয়নি। শর্ত্ত যা-ই থাক না কেন, বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের তরফে ভারতকেই যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করতে হ'য়েছে। বৃটেনের প্রয়োজনে ভারতবর্ষ বৃটেনকে যে-সব দ্রব্যসম্ভার জুগিয়ে এসেছে তার বিনিময়ে ভারতবর্ষ বৃটেনের কাছ থেকে পায়নি কিছুই। ইঙ্গ-ভারত বন্দোবস্ত অনুযায়ী বৃটেন তার শর্ত্ত পালন তো করেইনি, উপরন্তু বৃটিশ ফৌজের যাবতীয় ব্যয়ভারও সে ভারতের ঘাড়ে চাপিয়েছে। বৃটেনের যুদ্ধের ব্যয় ভারতের ঘাড়ে চাপানো বৃটেনের পক্ষে আজ নতুন নয়। বৃটিশ শাসনের গোড়া থেকেই এই প্রথা চলে আসছে। এমন কি, সিপাহি-বিদ্রোহ দমনের ব্যয় নির্ব্বাহের জন্যে যে-দেনা করা হয় তার ভারও ভারতের ঘাড়ে চাপানো হ'য়েছিল। এবারে অবশ্য ভারতের ঘাড় ভাঙবার ব্যবস্থাটা খুব কৌশলের সঙ্গেই করা হয়; সাধারণ লোকের দৃষ্টিতে শোষণের ফাঁদ তাই ধরা পড়ে না। বৃটেনের যুদ্ধে বৃটেনকে ব্যয়ভার বইতে হয় না, ভারতের ব্যয়ে বৃটেনের যুদ্ধ জয় হয়! কথাটা অদ্ভুত মনে হয়, কিন্তু ব্যাপার আসলে তাই। ভারতের ঘাড়ে ব্যয়ের বোঝা চাপিয়ে বৃটেনের যুদ্ধ চালিয়ে যাবার জন্যে ভারতের রিজার্ভ ব্যাঙ্করূপ যন্ত্রটিকে ব্যবহার করা হয়।

সৈন্যদের সাজসরঞ্জাম, মজুরি, মালপত্র সরবরাহ প্রভৃতি খাতে ভারতবর্ষে বৃটেনের যে-ব্যয় হয়, সম্রাটের গভর্ণমেণ্টের নির্দ্দেশে ভারত গভর্ণমেণ্ট ভারতীয় মুদ্রার হিসাবে (অর্থাৎ টাকার হিসাবে) সে-ব্যয় সঙ্কুলানের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। অর্থাৎ, ভারতবর্ষ থেকে বৃটেন যে-সব জিনিস সংগ্রহ করবে টাকার হিসাবে তার দাম শোধ করার ভার ভারত গভর্ণমেণ্ট গ্রহণ করেন। ভারতের মাল ভারতেরই টাকায় কিনে বৃটেনকে সরবরাহ করা হ'বে—ব্যবস্থা দাঁড়ায় এই! বৃটেন কি এই সরবরাহের জন্যে ভারতকে কিছুই দেবে না? বৃটেন সমস্ত খরচই দিতে রাজী, কিন্তু তার নিজের দেশের মুদ্রা অর্থাৎ ষ্টার্লিং-এর হিসাবে। এই ষ্টার্লিং ভারত গভর্ণমেণ্ট অথবা রিজার্ভ ব্যাঙ্কের পাওনা হিসাবে হিসাবের খাতায় লণ্ডনে জমা দেওয়া হয়। সম্রাটের গভর্ণমেণ্ট ভারতবর্ষে যে-সব মালপত্র খরিদ করবেন, তার দাম হিসাবে ভারত গভর্ণমেণ্ট লণ্ডনে তার পাওনা এই ষ্টার্লিং জমার জামিনে ভারতে নোটের টাকা ছড়াবেন। এই ব্যবস্থার মধ্যে ফাঁক (বা ফাঁদ) কিন্তু রয়ে গেলো। সাধারণ লোকের দৃষ্টিতে সে-ফাঁক ধরা পড়লো না।

এই ষ্টার্লিং-এর সংখ্যা যদিও কোটির কোঠা পেরিয়ে যায় এবং ভারত বা ভারত গভর্ণমেণ্ট যদিও আইনত এই প্রচুর পরিমাণ ষ্টার্লিং-এর মালিক, তবুও এই অর্থ গভর্ণমেণ্ট বা অন্য কেউ কাজে লাগাতে পারে না। ভারত ও বৃটেনের মধ্যে ব্যবসা সংক্রান্ত আদান-প্রদানের জন্যে এই ষ্টার্লিং ব্যবহার করা চলে না। ভারতবর্ষ তার এই পাওনা ষ্টার্লিং দিয়ে সোনা বা মালপত্র কিনতে পারে না। জাহাজে স্থান সঙ্কুলানের অভাব এবং বৃটেনের সম্পদ বৃটেনের নিজের যুদ্ধায়োজনেই পুরাপুরি নিয়োজিত—এই অজুহাত দেখিয়ে সম্রাটের গভর্ণমেণ্ট ভারতবর্ষকে তার প্রয়োজনীয় মালপত্র কিনতে দিতে রাজী হন না। ভারতের দরকার পুঁজি, পুরানো ও নতুন শিল্পের জন্যে ভারতের দরকার যন্ত্রপাতি; তার নিজের পাওনা ষ্টার্লিং দিয়ে ভারতবর্ষ এই সব জিনিস কিনতে পারে না। এক কথায় এই ষ্টার্লিং অকেজো অর্থ, ভারতের কোনো কাজেই তা লাগছে না। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা শুধু এ নিয়েই সন্তুষ্ট থাকে না। আমেরিকার কাছে ভারতের যে ৪৫ কোটি ডলার পাওনা হয় তাও বৃটেন নিজের পকেটস্থ করে, এবং আমেরিকা থেকে ভারতে যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য মালপত্র আমদানি করাও বন্ধ করে দেয়।

ফল দাঁড়ায় এই যে, ভারতের পাওনা ষ্টার্লিং নামেই পাওনা থেকে গেল। বৃটেন ভারত থেকে ১৪০০ কোটি টাকার জিনিস সরবরাহ পেয়েছে, কিন্তু তার জন্যে ভারত বৃটেনের কাছ থেকে কার্য্যত এখনো পায়নি কিছুই রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হিসাবে ফাঁকা ষ্টার্লিং জমা ছাড়া। ভারত যা পেল তা হচ্ছে তার নিজের গভর্ণমেণ্টের কাগজের টাকা। বৃটিশ ও ভারত গভর্ণমেণ্ট এক সঙ্গে মিলে ভারতবর্ষ থেকে ১৪০০ কোটি টাকার মূল্যের মালপত্র বৃটেনকে সরবরাহ করেছে ভারতবর্ষকে কিছু না দিয়েই। পরাধীন ভারতবর্ষের জনসাধারণকে সাম্রাজ্যবাদী অপকৌশলে শোষণ করা ছাড়া এ আর কী? বৃটেনের দরবারে ভারতের পাওনা এই ষ্টার্লিং ভারতের অর্থনৈতিক শ্রীবৃদ্ধির পরিচয় নয়, সাম্রাজ্যবাদের অধীনে ভারতের দাসত্ব ও শোষণেরই পরিচয়।

শোষণের ফল

এমনি ধারা শোষণের ফল ফলতে বাধ্য। দেশবাসীর ব্যাপক দুর্দ্দশা সৃষ্টি না ক'রে এমনিভাবে একটা দেশকে শোষণ করা যায় না। শোষণের চাপ পড়ে সাধারণ লোকের উপর, তাদেরই বইতে হয় এই দুর্ব্বিসহ বোঝা। সাধারণ ভারতবাসী এই বোঝা বহন করেছে কী ভাবে?

জিনিসপত্রের দাম বাড়িয়ে সাধারণ লোকের উপর ব্যাপকভাবে এই বোঝা চাপানো হয়েছে। প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম বাড়লে সাধারণ লোক চড়া দামেই জিনিস কিনতে বাধ্য হয়। বৃটেন ভারতে যে-সব মালপত্র খরিদ করবে বা মজুর খাটাবে, তাদের দাম ও মজুরি টাকার হিসাবে শোধ করার দায়িত্ব ভারত গভর্ণমেণ্ট নিজের ঘাড়ে নেন। এই দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে ভারত গভর্ণমেণ্ট ক্রমবর্দ্ধমান সংখ্যায় প্রচুর নোট ছাপিয়ে বাজার ছেয়ে ফেলেন।

কী প্রচুর পরিমাণ নোট ভারতের বাজারে ছাড়া হয়েছে তার হিসাব পাওয়া যাবে নিচের তালিকা থেকে:—

সাল	চলতি নোট (লাখ টাকার হিসাবে)
১৯৩৯, আগষ্ট	১৭৮,৮৯
১৯৩৯-৪০ „	২০৮,৮৬
১৯৪০-৪১ „	২৪১,৬২
১৯৪১-৪২ „	৩০৮,৪৬
১৯৪২ „	৪৬৭,৯১
১৯৪৩ „	৭৪৯,৭৬
১৯৪৪ „	৯২৭,৮৬
১৯৪৪, ডিসেম্বর	৯৮৯,৮২
১৯৪৫, মার্চ ১৬ই	১,০৭৯,২১

যুদ্ধের আগে যে-পরিমাণ নোটের টাকা বাজারে চলতি ছিল, তার ৬ গুণেরও বেশী পরিমাণ নোটের টাকা এ-যাবৎ বাজারে ছাড়া হয়েছে। এমনিভাবে নামমাত্র মূল্যের ৯০০ কোটি টাকার নোট বাজারে ছড়িয়ে ভারত গভর্ণমেণ্ট বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের তরফে তাদের

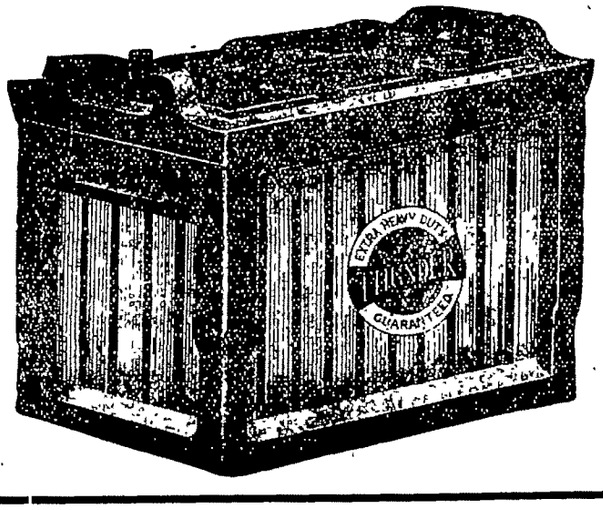

"বাঙ্গার" ষ্টোরেজ ব্যাটারী

ভারতীয় মূলধনে ও পরিচালনায় ভারতেই প্রস্তুত।

তথাপি **অপ্রতিদ্বন্দ্বী ও একমাত্র নির্ভরযোগ্য ব্যাটারী।**

স্থলে, জলে, অন্তরীক্ষে—সর্ব্বত্রই ব্যবহারোপযোগী।

প্রস্তুতকারক:

মজুমদার ব্যাটারী কোং (ইণ্ডিয়া) লিমিটেড

"কালী বিল্ডিং", ৩।৪নং মোহনবাগান লেন, শ্যামবাজার, কলিকাতা।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর: কে, পি, মজুমদার

দায়িত্ব পালন করেন। এই কাগজের টাকার সাহায্যেই ১৪০০ কোটি টাকা দামের মালপত্র ভারত থেকে বৃটেনকে সরবরাহ করা হয় তার যুদ্ধের খোরাক মেটাতে। ভারতবাসী যারা এই সব জিনিস উৎপাদন করেছে, ভারতবাসী যারা মজুরি খেটেছে, ভারতবাসী যারা গাড়ি চালিয়েছে, ভারতবাসী যারা লোহা তুলেছে খনি থেকে আর লোহা ও ইস্পাতের সাজ-সরঞ্জাম গড়েছে নিজেদের মেহনতে—এক কথায় মজুর ভারতবাসী তাদের হাড়ভাঙা মেহনতের বিনিময়ে পেয়েছে এই কাগজের টাকা। এই কাগজের টাকাটা একেবারেই বাজে টাকা। কারণ, এই কাগজের টাকার বদলে বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট ভারত গভর্ণমেণ্টের পক্ষে ষ্টার্লিং জমা রেখেছেন লণ্ডনে; কিন্তু সে-ষ্টার্লিং ভারত গভর্ণমেণ্টের নাগালের বাইরেই রয়ে গেছে এখনো। তা দিয়ে ভারত গভর্ণমেণ্ট মাল কিনতে পারবেন না, পুঁজি হিসাবে দেশের শিল্পে নিয়োগও করতে পারবেন না। এই কূট ব্যবস্থার অর্থ দাঁড়ালো এই যে, প্রথমত অসামরিক ভারতবাসীর জীবননির্ব্বাহের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের পরিমাণ দারুণভাবে কমিয়ে দেওয়া হলো, সৈন্যবাহিনীর জন্যে প্রচুর পরিমাণ কাপড় খাদ্য ও অন্যান্য জিনিসপত্র জমা হতে থাকলো ভারতবাসীর প্রয়োজন উপেক্ষা ক'রেই; দ্বিতীয়ত, ভারতবাসীকে টাকার নামে ঝুরি ঝুরি কাগজ দেওয়া হয়েছে শুধু। ফল দাঁড়ায় এই যে, টাকার দাম ভয়ানক কমে যায় অর্থাৎ দেশবাসীর জীবনযাত্রার ব্যয় অস্বাভাবিক বেড়ে যায়।

জিনিসপত্রের জোগান না বাড়িয়ে ক্রমাগত কেবল প্রচুর পরিমাণে কাগজের নোট ছাড়ার ফলে ভারতবর্ষের সমস্ত শ্রমজীবীর প্রকৃত মজুরির (real wage) পরিমাণ হ্রাস পায়। ভারতীয় মজুর, কেরানি ও কৃষকের কষ্টার্জ্জিত টাকার দাম ১৯৪৪ সালের ডিসেম্বরে বোম্বাইতে ছিল মাত্র ৭ আনা, নাগপুরে প্রায় ৬ আনা এবং ১৯৪৫ সালের জানুয়ারিতে কানপুরে ৫ আনার সামান্য বেশী।

১৯৪৪ সালের ডিসেম্বর মাসে বোম্বাই-এর মজুর ও নাগরিকেরা ১৯৩৯ সালের তুলনায় এক টাকায় মাত্র ৭ আনা দামের খাদ্যবস্তু ও ৫ আনা দামের কাপড় কিনতে পেরেছে।

ভারতবাসীর আয় এইভাবে কমিয়ে দিয়ে তাদের উপার্জ্জিত টাকার দাম এইভাবে হ্রাস ক'রে গভর্ণমেণ্ট বৃটেনের যুদ্ধব্যয়ের ভার সারা ভারতবাসীর ঘাড়ে চাপিয়ে দেন। শিল্প-শ্রমিক ও সরকারি চাকুরেদের সামান্য মাগ্‌গি ভাতা দিয়ে এই পর্ব্বতপ্রমাণ ভারের লাঘব হয় না কিছুই।

নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণী, কেরানি, শিল্প-শ্রমিক, খুদে কৃষক, কৃষিশ্রমিক, শিক্ষক এবং গ্রাম্য শিল্পীরাই বেশীর ভাগ এই নিদারুণ শোষণ-যন্ত্রের চাপে নিষ্পেষিত হ'য়েছে। ১৪০০ কোটি টাকার বিল মেটাবার জন্যে এদের প্রকৃত আয় অর্দ্ধেকেরও নিচে কমিয়ে দিতে হয়। যারা এই ভার বহনে আদৌ সমর্থ নয়, তাদেরই আয় শতকরা ৫০ ভাগ কমিয়ে দেওয়া হয়। একেই বলে সাম্রাজ্যতন্ত্রের শোষণ-নীতি।

ভারতবাসীর ঘাড়ে ১৪০০ কোটি টাকার বোঝা চাপিয়েই সাম্রাজ্যবাদীরা ক্ষান্ত থাকে না। চার-পাঁচ বছরের মধ্যে বৃটেন ভারতবর্ষ থেকে আরো অনেক নিয়েছে। এই সময়ের মধ্যেই ভারতবর্ষ তার ৩০ কোটি ষ্টার্লিং পুরানো দেনা শোধ করতে বাধ্য হ'য়েছে। অর্থাৎ ৩০ কোটি ষ্টার্লিং দামের জিনিসপত্র বৃটেন এই সময়ের মধ্যে ভারতবর্ষ থেকে নিয়ে ভারতকে তার পুরানো দায় থেকে অব্যাহতি দিয়েছে! সুতরাং মোট ১৭০০ কোটি টাকা দামের জিনিসপত্র বৃটেন ভারত থেকে সংগ্রহ করেছে এবং তার জন্যে ভারতকে তার পাওনা সে কিছুই দেয়নি আজো পর্য্যন্ত। এই পুরানো দেনার সমস্ত টাকা আদায় করার অধিকার বৃটেনের নেই। এই দেনার মোটা একটা পরিমাণ বৃটেনের রাজ্যজয়ের খাতিরেই ধার হ'য়েছে। ভারতকে এই ধারের জন্যে দায়ী করা চলে না। এমন কি, রেলপথ তৈয়ারের জন্যে যে-ধার করা হয় তার সমস্তটাও ভারতের ঘাড়ে চাপানো যায় না; কারণ, এ-কথা গোপন নেই যে নিষ্প্রয়োজনে বেপরোয়াভাবে এ-ব্যাপারে অনেক দেনা করা হ'য়েছে।

তবুও এই দেনার প্রত্যেকটি পয়সা ভারতের কাছ থেকে আদায় করে নেওয়া হ'য়েছে; এই দেনার বিনিময়ে ভারতের কাছ থেকে বিনা মূল্যে প্রচুর জিনিস বৃটেন আদায় করে নিয়েছে।

এইভাবেই দেনাদার ভারতবর্ষ পাওনাদারের পর্য্যায়ে উন্নীত (?) হয়। দেনাদার

বাংলাদেশে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি করিতে এবং মৎস্য সমস্যার সমাধানে

জাতীয় প্রতিষ্ঠান

রুণু ফিসারিস্

লিমিটেড

আপনাদের সহযোগিতা কামনা করে।

প্রদত্ত ডিভিডেণ্ডের পরিমাণ

শতকরা ৭৷৷০ টাকা

- নূতন শেয়ার বিক্রয়ের অনুমতি পাওয়া গিয়াছে।
- ১০৲ মূল্যের অবশিষ্ট শেয়ার এখনও সমমূল্যে পাওয়া যায়।

ফিসারী—

মধুপুর—৪৮০ বিঘা

সিঙ্গিয়া—৬০০ বিঘা

ম্যানেজিং এজেণ্টস,

রুণু ফিসারিস্ লিমিটেড

৫৭, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

RF/3—UPS

কণ্টিনেণ্টাল ব্যাঙ্ক

সততার দ্বারা বিশ্বাস অর্জ্জন করা এবং নির্ভরযোগ্য হওয়াই আধুনিকতম ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের মূল সূত্র।

সর্ব্বসাধারণের আস্থাভাজন হওয়াই আমাদের একমাত্র প্রচেষ্টা।

বাঙ্গালা দেশের প্রায় সমস্ত প্রসিদ্ধ ব্যবসা কেন্দ্রে, আসাম, বিহার ও ইউ, পিতে শাখা আছে।

কণ্টিনেণ্টাল ব্যাঙ্ক

অফ এশিয়া লিঃ

হেড অফিস—১২নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

টেলিগ্রাম—কনবাসিয়া। টেলিফোন—ক্যাল ৫৮৯০

'গোলাম' থেকে পাওনাদার গোলামে ভারতবর্ষের রূপান্তর হয় এইভাবে।

বৃটিশ পুঁজিপতিদের মনোভাব

বৃটিশ পুঁজিপতিরা তাদের পুরানো পাওনার প্রত্যেকটি পাই পয়সা আদায় করে নিয়েছে এবং ভারতের ঘাড় ভেঙে ১৪০০ কোটি টাকার মালমসলা হস্তগত করেছে। কাগজে-কলমে বৃটেন ভারতের কাছে ১৪০০ কোটি টাকা ধারে বটে; কিন্তু বৃটিশ পুঁজিপতিরা এখন খোলাখুলি সেই ধার বাতিল করার দাবি জানিয়েছে। কাগজে-কলমে যে-টাকা ভারতের পাওনা ব'লে সাব্যস্ত হয়েছে সে-পাওনাও এখন চেষ্টা হচ্ছে বাতিল করবার।

১৯৪৪ সালের জুন মাসে 'ফিনান্সিয়াল নিউজ' পত্রিকা খোলাখুলি বলে যে ভারতবাসীরা যদি মনে করে থাকে যে, এই যুদ্ধের ফলে ভারতবর্ষ প্রচুর পরিমাণ অর্থের অধিকারী হবে এবং এই অর্থ সোনায় রূপান্তরিত ক'রে যে-কোনো দেশে নিজের প্রয়োজন অনুযায়ী মালপত্র কিনতে ব্যয় করতে পারবে, তা হলে তাদের মনে রাখা উচিত যে ভারতবর্ষের পাওনা এই ষ্টার্লিং আসলে জাপানি দাসত্বের আশঙ্কা থেকে ভারতবাসীকে বাঁচাবার জন্যেই খরচ করা হয়েছে। অর্থাৎ ভারতবাসীকে বাঁচাবার জন্যেই ভারতবাসীর ঘাড় ভাঙা হয়েছে! চমৎকার যুক্তি!

বৃটেনের কাছে ভারতের যে-ষ্টার্লিং পাওনা হয়েছে তা পুরাপুরি মকুফ করা সম্ভব না হ'লেও অন্ততপক্ষে পাওনার পরিমাণ যথাসম্ভব কমানোর জন্যে নতুন ক'রে ইঙ্গ-ভারত আলোচনা চালানো উচিত—এই মর্ম্মে এক প্রস্তাব ক'রে 'ইকনমিষ্ট' পত্রিকা ভয় দেখিয়ে বলছে যে, দাবির পরিমাণ না কমালে দাবি একেবারেই বাতিল হয়ে যাবার আশঙ্কা আছে। প্রস্তাবের যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে 'ইকনমিষ্ট' বলছে যে: ভারতের পাওনা ষ্টার্লিং বিলাতে আট্‌কা পড়ে আছে, এই আট্‌কা অর্থ যদি উদ্ধার করতে হয় তা হলে ভারতকে বৃটেনের সঙ্গে নতুন ক'রে একটা আপোসরফায় আসতে হবে, অর্থাৎ তার দাবির পরিমাণ কমাতে হবে; নইলে দাবি যত বেশী হবে, আট্‌কা ষ্টার্লিং উদ্ধার ক'রে কার্য্যক্ষেত্রে নিয়োগ করার সম্ভাবনাও তত কমে যাবে। অর্থাৎ বৃটিশ পুঁজিপতিদের বক্তব্য এই: আমাদের সুবিধামত তোমাদের দাবি কমাও তো তোমাদেরই ভালো, নইলে নিজেদের দাবিতে অটল থাকলে তোমরা কিছুই পাবে না।

ভারতের যুদ্ধব্যয়

ভারতের পাওনা বাতিল করার প্রস্তাব তুলতে বৃটিশ পুঁজিপতিদের বিচারবুদ্ধিতে বাধে না। তারা ভুলে যায় যে, সাহায্য পাবার দাবি যদি কারো থাকে তবে সে ভারতেরই আছে। বৃটিশ পুঁজিপতিদের শাসনের দৌলতেই ভারতবর্ষকে তার দেশরক্ষার জন্যে প্রয়োজনের অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় করতে হয়।

বৃটিশ শাসকেরা যুক্তি দেখায় যে, ভারতের ঘাড়ে কোনো ভারই চাপানো হয়নি; তারা আরো ভুল করে যে, ভারতবর্ষ গরীব দেশ; বৃটিশ শিল্পপতিরা ভারতবর্ষকে শিল্পে পশ্চাৎপদ ক'রে রেখেছে, এবং তার ফলে ভারতের পক্ষে কোনো অতিরিক্ত ভার বহন করার শক্তি অত্যন্ত সীমাবদ্ধ।

বৃটেনের যুদ্ধব্যয় সঙ্কুলানের জন্যে ভারতের ভাণ্ডার থেকে জোর করে যা আদায় করা হয়েছে, তা ছাড়া ভারতের নিজের আত্মরক্ষার খাতিরে ভারতকে কত ব্যয় করতে হচ্ছে? যুদ্ধের কয়েক বছরে ভারতের দেশরক্ষার খাতে ব্যয় যে-হারে বেড়েছে তার একটা হিসাব নিচে দেওয়া হলো:—

(কোটি টাকার হিসাবে)

১৯৩৯-৪০	৫০·৫
১৯৪০-৪১	৭৩·৬
১৯৪১-৪২	১০৪·০
১৯৪২-৪৩	২১৪·৬
১৯৪৩-৪৪	২৬২·৬
১৯৪৪-৪৫ (বাজেট বরাদ্দ)	৩৯৭·২
১৯৪৫-৪৬ („)	৩৯৪·৪

নিজের আত্মরক্ষার জন্যে ভারতবর্ষকে বছরে প্রায় ৪০০ কোটি টাকা ব্যয় করতে হচ্ছে। যুদ্ধের আগের তুলনায় দেশরক্ষার ব্যয় ৮ গুণ বেড়ে গেছে। যুদ্ধের পর থেকে সামরিক প্রয়োজনে ভারতের ব্যয় শতকরা ৭০০ ভাগ বেড়েছে। তার মানে, দেশরক্ষার অর্থ জোগাতে সারা ভারতের প্রত্যেকটি পুরুষ, নারী ও শিশুর কাছ থেকে মাথাপিছু ১০ টাকা ক'রে আদায় করা হয়েছে। তারও

পাইওনীয়ার ব্যাঙ্ক
— লিঃ —
হেড্ আফিস—কুমিল্লা।
কলিকাতা শাখা সমূহ:
ক্লাইভ রো, বালীগঞ্জ, হাটখোলা, বড়বাজার, হাইকোর্ট।
অন্যান্য শাখা:
বর্দ্ধমান, বোলপুর, সুরী, জামসেদপুর, বগুড়া, ঢাকা, চট্টগ্রাম, শ্রীহট্ট, হবিগঞ্জ, সুনামগঞ্জ, শিলচর, গৌহাটী, যোরহাট, শিল্‌ং, নওগাঁ, গিরিডি, বেনারস, বদরপুর, রাজবাড়ী, নয়াদিল্লী।
ম্যানেজিং ডিরেক্টর
শ্রীযুত অখিলচন্দ্র দত্ত, এম-এল-এ
ডেপুটি-প্রেসিডেন্ট, সেন্ট্রাল এসেম্ব্লী

টাকার বাজার
অদূর ভবিষ্যতে
টাকার বাজার
অনিশ্চয়তায় পূর্ণ—
কিন্তু
প্যালেডিয়াম পলিসিতে ন্যস্ত
টাকার মূল্য হ্রাস হইবে না।
প্যালেডিয়াম এসিওরেন্স কোং
লিমিটেড
১।১, ভ্যান্সিটার্ট রো, কলিকাতা।
টেলিগ্রাম: "PALIADIUMS"
ফোন: কলিঃ ৯৭২

বেশী। কারণ ৪০০ কোটি টাকা শুধু বৃটিশ ভারতেরই ব্যয়ের হিসাব; দেশীয় রাজ্যের ব্যয়ের হিসাব এর মধ্যে ধরা হয়নি। দেশীয় রাজ্যের অধিবাসীদের বাদ দিলে বৃটিশ ভারতের প্রত্যেকটি লোককে মাথাপিছু অন্তত ১৫ টাকা ক'রে দিতে হয়েছে।

ভারতবাসীর মাথাপিছু বার্ষিক আয় ৭৫ টাকারও কম। এ-হেন গরীব দেশের পক্ষে দেশরক্ষার খাতে ৪০০ কোটি টাকা ব্যয় এক দুর্ব্বহ বোঝা। এই বোঝা বইতে গিয়ে অর্থনৈতিক জীবনে বিপর্য্যয় না এসে পারে না। ফলও হয়েছে তাই দুর্ভিক্ষ আর মহামারি।

সাম্রাজ্যবাদীদের তবুও অভিযোগ করতে বাধে না যে, ভারতবর্ষ তার ভাগের বোঝা বইছে না। ভারতের দারিদ্র্য ও অর্থনৈতিক অনুন্নতি বেমালুম চেপে গিয়ে বিভিন্ন দেশের তুলনামূলক ব্যয়ের হিসাব দেখিয়ে সাম্রাজ্যবাদীরা জনসাধারণকে ভুল বুঝিয়ে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করতে ছাড়ে না।

এ-কথা ঠিক যে, আমেরিকা বা বৃটেনের সামরিক ব্যয়ের তুলনায় ভারতের মোট সামরিক ব্যয় অল্পই মনে হ'বে। বৃটেনের দৈনিক ব্যয় যেখানে দেড় কোটি পাউণ্ড, ভারতের দৈনিক ব্যয় সেখানে এক কোটি টাকা অর্থাৎ প্রায় ৭৮৮,০০০ পাউণ্ড।

কিন্তু এই তুলনা অর্থহীন। বৃটেন ও আমেরিকা উভয়েই ধনী দেশ; তাদের ধনের অভাব নেই, জাতীয় আয় তাদের ভারতের তুলনায় অনেক গুণ বেশী। তারা দেশবাসীর জীবনযাত্রায় কোনোরকম বিপর্য্যয় না ঘটিয়েও কোটি কোটি পাউণ্ড বা ডলার অনায়াসেই ব্যয় করতে পারে। কিন্তু ভারতের বেলায় অবস্থা ঠিক বিপরীত। এখানে ব্যয় বাড়াতে হ'লেই জনসাধারণের জীবিকায় টান পড়তে বাধ্য। দেশবাসীর অর্দ্ধাশন, অনশন ও মৃত্যু ছাড়া ভারতবর্ষে ব্যয়বৃদ্ধি অসম্ভব। বৃটেন বা আমেরিকার মতো দেশের লোকের পক্ষে যতটা ত্যাগস্বীকারের প্রয়োজন হয়, দারিদ্র্য-ক্লিষ্ট ভারতবাসীকে তার চেয়ে অনেক বেশী ত্যাগ স্বীকার করতে হয়েছে এই যুদ্ধে।

বঞ্চনার চক্রান্ত

বৃটেন যখন ভারতে তার প্রয়োজনীয় মালমসলা কেনে, তখন ভারতের বাজারে ইনফ্লেশনের দরুন জিনিসপত্রের দাম অস্বাভাবিক রকম চড়া ছিল; বৃটেনকে সেই চড়া দামেই জিনিস কিনতে হয়েছে; এই দাম আসল দাম নয়, কৃত্রিম দাম;—এই অজুহাত দেখিয়ে লণ্ডনের 'ফিনান্সিয়াল নিউজ' ভারতের পাওনার পরিমাণ হ্রাস করার দাবি জানিয়েছে। এই যুক্তির জোরে বৃটিশ পুঁজিপতিরা ভারতের পাওনা ষ্টার্লিং-এর পরিমাণ শতকরা অন্তত ৩০ ভাগ ছাঁটাই করতে চান। তাঁদের এই ভণ্ডামির তুলনা মেলা ভার। ভারতের বাজারে ইনফ্লেশনের জন্যে দায়ী কে? ভারতের বাজারে জিনিসপত্রের অগ্নিমূল্যের জন্যে কে দায়ী? ভারতের বাজারে বেপরোয়াভাবে কাগজের নোট ছড়িয়ে ভারতবাসীর আর্থিক সঙ্কট সৃষ্টির জন্যে দায়ী কে? দায়ী বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট, তার এজেণ্ট ভারত গভর্ণমেণ্ট। অথচ এই বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের প্রতিনিধিরাই আজ দায়িত্বজ্ঞানহীনের মতো তাদের কৃতকর্ম্মের ফলভোগ করাতে চান নির্দ্দোষ ভারতবাসীকে দিয়ে। নিজে পাপ ক'রে অন্যকে দিয়ে তার প্রায়শ্চিত্ত করাবার রীতি নীতিশাস্ত্রে নেই, সাম্রাজ্যবাদীদের শোষণশাস্ত্রে আছে। ভারতবাসী তার প্রমাণ পেয়েছে বারে বারে।

গত যুদ্ধের সময়েও বৃটেনের কাছে ভারতের পাওনা জমে ৪০ কোটি টাকা মূল্যের ষ্টার্লিং। পাউণ্ড-টাকা বিনিময়-মূল্যের হার পরিবর্ত্তন ক'রে এই পাওনা সুকৌশলে বাতিল ক'রে ভারতকে বেমালুম ফাঁকি দেওয়া হয় গতবারে। এবারেও অনুরূপ অপকৌশলের আশ্রয় নিয়ে বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট ভারতবর্ষকে তার ১৪০০ কোটি টাকার পাওনা থেকে বঞ্চিত করতে চেষ্টা করতে পারেন। এ-বিপদের সম্ভাবনা আছে সত্যিই; কারণ, ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জীবনের উপর বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের কর্ত্তৃত্ব কায়েম রয়েছে পুরাপুরি; কারণ এই কর্ত্তৃত্বের জোরে তারা এমন আইন রচনা করেছে যা একটা গোটা দেশকে শোষণ করবার পক্ষে অনুকূল। এই আইনেরই সাহায্য নিয়ে

নিউ ষ্ট্যাণ্ডার্ড ব্যাঙ্ক
লিমিটেড
হেড অফিস :—কুমিল্লা

অনুমোদিত মূলধন ১,০০,০০,০০০৲
বিলিকৃত ও বিক্রীত ২০,০০,০০০৲
আদায়ীকৃত মূলধন ১৭,৭০,০০০৲
রিজার্ভ ফাণ্ড ৩,০০,০০০৲

শাখাসমূহ
ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলেজ ষ্ট্রীট, বালীগঞ্জ, শ্যামবাজার, ময়মনসিংহ, করিদপুর, খুলনা, টাঙ্গাইল, শিলচর, জোড়হাট, সিলেট, শিলং, তিনসুকিয়া, আসানসোল, বর্দ্ধমান, ছাতক, রাঁচী, জব্বলপুর ও এলাহাবাদ

এজেন্সী :—ভারতের বড় বড় ব্যবসাকেন্দ্রে।

গ্রাহক ও অনুগ্রাহকবর্গকে আমরা
শারদীয় সম্ভাষণ জ্ঞাপন করিতেছি।

মিনার্ভা ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন
লিমিটেড
৩০, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।
উদ্যমশীল ব্যবসায়িগণকে সুবিধাজনক সর্তে
ধার দেওয়া আমাদের বিশেষত্ব।

ক্যাপ্টেন জে, এন, ভাদুড়ী, বি, ই, এম, আই, ই, ইত্যাদি; চেয়ারম্যান।
মিঃ টি, পণ্ডিত, বি, এল, কণ্ট্রোলার।
শ্রীঅবনীনাথ পণ্ডিত, ভূতপূর্ব্ব ডিরেক্টর, বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিঃ ও অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট; ম্যানেজিং ডিরেক্টর।
মিঃ এস্, বি, সরকার, ম্যানেজার।

ভারতের টাকা মেরে দেবার চেষ্টা এবারেও হ'তে পারে। এক টাকা=দেড় শিলিং এই বিনিময়-হারে ষ্টার্লিং কেনা-বেচা করতে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এ্যাক্টে নির্দ্দেশ দেওয়া হ'য়েছে। ইনফ্লেশনের দরুন বাজারে টাকার দাম কমে গেছে আগেই, যুদ্ধের শেষে এখন আরো কমতে পারে। টাকার দামের হ্রাসের মাত্রা অনুযায়ী বাজারে টাকার বিনিময়-মূল্যও তাই কমে যেতে পারে। এই অবস্থায় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নির্দ্দেশ অনুযায়ী যদি ষ্টার্লিং কেনা-বেচা হ'তে থাকে তা হ'লে ফল হ'বে এই যে, এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্ক, ফাট্‌কাবাজ, বৃটিশ বীমা কোম্পানি প্রভৃতি ষ্টার্লিং-এর আসল দামের চেয়ে অনেক কম দামে ভারতের ষ্টার্লিং কিনে ফেলতে পারবে। এই ব্যবস্থায় ভারতকে সোনা কিংবা মালপত্র দিতে হ'বে না কিছুই, অথচ ফাঁকতালে ভারতের ষ্টার্লিং পাওনাও মিটিয়ে দেওয়া যাবে। ভারত পাবে কী? ভারত পাবে তার গভর্ণমেণ্টের কাগজের টাকা, কাগজ শুধুই।

ভারতের দাবি

যুদ্ধোত্তর ভারতের সমস্যা গুরুতর। যুদ্ধ-বিধ্বস্ত ইওরোপের সমস্যার চেয়ে এ-সমস্যা লঘু নয় একটুও। ভারতের অর্থনৈতিক জীবন সম্পূর্ণ বিপর্য্যস্ত। অর্থনৈতিক বিপর্য্যয়ের প্রতিক্রিয়া সমস্ত সমাজে ভাঙনের সৃষ্টি করেছে। সমগ্র জাতি আজ জীবনমৃত্যুর সন্ধিক্ষণে এসে দাঁড়িয়েছে। বিশেষ ক'রে দুর্ভিক্ষ ও মহামারিতে বিধ্বস্ত বাংলা দেশের গোটা সমাজ আজ নিশ্চিহ্ন বিলোপের সম্মুখীন। হয় গোরস্তানে বর্ব্বরের আরণ্য-জীবনে ফিরে যেতে হ'বে, না হয়, সমস্ত শক্তি সংহত ক'রে নতুন জীবন গ'ড়ে তুলতে হ'বে। হয় জীবন, নয় মৃত্যু; হয় মনুষ্যত্বের প্রতিষ্ঠা, নয় বর্ব্বরতার রাজত্ব;—সমস্যা আজ খোলাখুলি এই। যুদ্ধোত্তর বাংলা তথা ভারতের সমস্যা জীবনমরণের সমস্যা। যে-ঘটনা বা যে-প্রশ্নের সঙ্গে ভারতের ভাগ্য আজ জড়িত, ভারতবাসী সে-সম্বন্ধে উদাসীন থাকতে পারে না কিছুতেই। বৃটেনের কাছে ভারতের পাওনা ষ্টার্লিং-এর সঙ্গে ভারতের অর্থনৈতিক ভবিষ্যৎ তথা ভারতীয় জীবনের ভবিষ্যৎ প্রতিষ্ঠা নিঃসংশয়ে জড়িত। যুদ্ধোত্তর ভারত তাই তার পাওনা ষ্টার্লিং-এর সমস্যার সমাধান চায় এখনই। আত্মরক্ষার ব্যবস্থা এখনই অবলম্বন না ক'রলে অদূর ভবিষ্যতে ভারতের অবস্থা শোচনীয় হ'তে বাধ্য। যুদ্ধের মধ্যে ভারতের শিল্পপ্রসারে বাধা দেওয়া হ'য়েছে, অথচ অষ্ট্রেলিয়াতে বিমান জাহাজ প্রভৃতি তৈয়ারের শিল্প সংগঠনে বাধা দেওয়া হয়নি। মোটর গাড়ি, বিমান ও অন্যান্য বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠার জন্যে ভারতের দাবি গ্রাহ্য করা হয়নি; যুদ্ধের কাজে এই সব শিল্পের প্রয়োজনীয়তা থাকা সত্ত্বেও ভারতের দাবি দাবিয়ে রাখা হয়েছে। এমন কি, আমেরিকান গ্র্যাডি মিশনের সুপারিশও কাজে পরিণত করা হয়নি।

বিদেশ থেকে মাল আমদানি হ'বার সঙ্গে সঙ্গে ভারতে যুদ্ধায়োজনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অনেক ফ্যাক্টরি ও প্রতিষ্ঠান ইতিমধ্যেই পাত-তাড়ি গুটাতে শুরু করেছে। যুদ্ধ শেষ হ'বার সঙ্গে সঙ্গেই লাখ লাখ লোকের বেকার হ'বার নিশ্চিত আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। ভারতের প্রায় ২ কোটি লোক বেকার-সমস্যার সম্মুখীন হ'তে চলেছে। যুদ্ধোত্তর ভারতের সমস্যা তাই সত্যই ভারতবাসীর জীবনমরণের সমস্যা। নতুন নতুন শিল্পের প্রতিষ্ঠা, দেশ-ব্যাপী শিল্পের প্রসার ও সংগঠন ছাড়া এই প্রাণঘাতী সমস্যার সমাধান অসম্ভব। সারা ভারতের দাবি তাই পরিপূর্ণ শিল্পায়নের দাবি। এ-দাবি পূরণের সামর্থ্য ভারতের নিজেরই আছে। বৃটিশ পুঁজিপতিদের চক্রান্তেই সে আজ সামর্থ্য থাকতেও পঙ্গু হ'য়ে আছে।

বৃটেনের কাছে ভারতের কোটি কোটি ষ্টার্লিং পাওনা জমেছে। শিল্পায়নের জন্যে ভারতের প্রয়োজন পুঁজি ও যন্ত্রপাতি। ভারতের যে-ষ্টার্লিং জমা আছে বৃটেনের ভাণ্ডারে, সোনার আকারে তা ভারতের হাতে ছেড়ে দেওয়া হোক। ভারত সেই ষ্টার্লিং-এর বিনিময়ে তার সুবিধা ও প্রয়োজন অনুযায়ী পৃথিবীর যে-কোনো দেশ থেকে দরকারি মালমসলা আমদানি করবে, ভারতের শিল্পায়নের পরিকল্পনা কার্য্যকরী হবে। ভারতের পাওনা ষ্টার্লিং বৃটেনের নিজের হাতে ধ'রে রাখবার কোনো অধিকার নেই, ভারতের সম্পদ ভারতের হাতে তুলে দিতে হবে। ১৪০০ কোটি টাকা ষ্টার্লিং যদি আজ ভারতের হাতে আসে, ভারত তার সাহায্যে শিল্প-প্রসারের মারফত শিল্পোৎপাদন শতকরা প্রায় ২০০ গুণ বাড়িয়ে তুলতে পারে, এবং ঐ অনুপাতেই শিল্পকার্য্যে নিযুক্ত কর্ম্মীর সংখ্যাও সেই সঙ্গে বেড়ে যাবে। ভারত আরো দাবি করে—লোহা ও কয়লার খনি, ইঞ্জিনিয়ারিং ও রাসায়নিক শিল্প এবং চা-বাগান প্রভৃতি বৃটিশ পুঁজিপতিদের নিজস্ব প্রতিষ্ঠান ভারতবাসীর হাতে তুলে দেওয়া হোক। এর ফলে বৃটিশ পুঁজির কবল থেকে ভারতের শিল্প মুক্তি পাবে, মুনাফাখোর বৃটিশ পুঁজিপতিদের শোষণ থেকে ভারত রেহাই পাবে, ভারতীয় শিল্পের মুনাফা শিল্পপ্রসারে নিয়োগ করা যাবে। ভারতে নিয়োজিত বৃটিশ পুঁজির বিলোপের ফলে সব চেয়ে বড় লাভ হবে ভারতের এই যে, ভারতে কায়েমী স্বার্থের দাবিদারদের মধ্যে সব চেয়ে প্রতিক্রিয়াশীল অংশ অর্থাৎ বৃটিশ পুঁজিপতিদের স্বার্থে আঘাত লাগবে দারুণ, তাদের প্রভাব হবে পঙ্গু এবং তার ফলে ভারতের রাজনৈতিক ভাগ্য নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতাও তাদের কমে যেতে বাধ্য। ভারতের অর্থনৈতিক ভবিষ্যতের সঙ্গে এই ষ্টার্লিং পাওনার সম্পর্ক অচ্ছেদ্য; ভারতের রাজনৈতিক ভাগ্যও নির্ভর করে অনেকখানি এই অর্থনৈতিক ভবিষ্যতের উপর।

লয়্যাল ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস—চাঁদপুর (বেঙ্গল)

কলিকাতা অফিস ঃ ২৯, ষ্ট্রাণ্ড রোড, | গ্রাম ঃ মেমোরেণ্ডাম | ফোন ঃ কলিঃ ৫৭৬৬

শাখাসমূহ

শিয়ালদহ, ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জ, পুরাণবাজার, মালদহ, টঙ্গীবাড়ী, সিরাজ-দিঘা, পাটকেলঘাটা (খুলনা), নবসিংদি।

সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—
মিঃ মনকুমার নাগ

কলিকাতা এজেণ্ট—
মিঃ হরিহর চক্রবর্ত্তী

ভারতের আসন্ন বেকার সমস্যা

অধ্যাপক শ্রীশ্যামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়, এম-এ

পৃথিবীর অপরিমিত ধনজন ক্ষয় করিয়া অবশেষে মহাযুদ্ধের অবসান ঘটিয়াছে। আধুনিক যুদ্ধের বিরাট ব্যয়ভার বহনে যুধ্যমান সবদেশেই দারুণ আর্থিক বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়াছে। অবশ্য ইহার মধ্যে যে সব দেশ অপেক্ষাকৃত সঙ্গতিশালী, যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত হইলেও সে ক্ষতি তাহারা অল্পদিনের মধ্যে পূরণ করিবার আশা রাখে। তবে একমাত্র মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ছাড়া এই শ্রেণীভুক্ত দেশের সংখ্যা সত্যই অল্প। পরাজিত জার্ম্মানী বা জাপানের অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া লাভ নাই। বিজয়ী ব্রিটেন বা ব্রিটেনের বন্ধু ভারতবর্ষের অবস্থাও এই যুদ্ধের চাপে শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছে। ব্রিটেন যুদ্ধের খরচ মিটাইতে তাহার বৈদেশিক সম্পত্তির অনেকাংশ হস্তান্তরিত করিতে বাধ্য হইয়াছে। (ঋণ ও ইজারা ব্যবস্থা বাবদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছে এবং পারস্পরিক সহানুভূতির উপর ভিত্তি করিয়া অষ্ট্রেলিয়া, ক্যানাডা, মিশর, নিউজিল্যাণ্ড বা ভারতবর্ষের কাছে তাহার যে পর্ব্বতপ্রমাণ দেনা জমিয়াছে, স্বদেশের ভগ্নপ্রায় আর্থিক বনিয়াদ পুনর্গঠনের পর সেই ঋণ পরিশোধ করা ব্রিটিশ কর্ত্তৃপক্ষের পক্ষে বোধ হয় অদূর ভবিষ্যতে সম্ভব হইবে না। ভারতবর্ষ স্বভাবতঃই দরিদ্র দেশ। তাছাড়া অবৈজ্ঞানিক কৃষির উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল এই দেশের এতকাল আর্থিক স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠিত হওয়াব কোন সম্ভাবনাও ছিল না। যুদ্ধের প্রচণ্ড ঢেউ ভারতের তটপ্রান্তে লাগায় ভারতবর্ষকে সাধ্যাতীত ব্যয়ভার বহন করিয়াও যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতে হইয়াছে। এই সামরিক ব্যয়ের একাংশ যদিও ১৯৪০ সালের চুক্তিমত ব্রিটেন বহন করিতে স্বীকৃত হইয়াছে, তথাপি যুদ্ধের বিপুল খরচ ভারতবর্ষের আর্থিক কাঠামো অত্যন্ত বিপন্ন করিয়াছে। ভারত সরকার যুদ্ধের নামে নানাভাবে পুরাতন কর বৃদ্ধির এবং নূতন কর বসাইবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। ১৯৩৮ সালে যেখানে কর বাবদ ভারত সরকারের মোট আয় ছিল ৮৪ কোটি টাকা, ১৯৪৪ সালে সেই বাবদ আয় দাঁড়াইয়াছে ৩০৮ কোটি টাকা। তবু সামরিক বিভাগের হাতীর খরচ মিটাইতে এত আয় সত্ত্বেও যুদ্ধের সময় ভারত সরকারের বাজেটে প্রতি বৎসরই যথেষ্ট ঘাটতি দেখা দিয়াছে। ভারত সরকার এই ঘাট্‌তি পূরণ করিয়াছেন নিত্য নূতন ঋণপত্র বিক্রয় করিয়া। বর্ত্তমানে ভারত সরকারের মোট ঋণপত্রের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ১৬ শত কোটি টাকার কিছু উর্দ্ধে। ইহা ছাড়া ভারতের নিকট ঋণ ও ইজারা ব্যবস্থায় আমেরিকার পাওনা হইয়াছে ২০৩ কোটি ৩৩ লক্ষ ডলার বা প্রায় ৬৫০ কোটি টাকা এবং স্বর্ণের জামিনবিহীন অবস্থায় ১১ শত টাকার চলতি নোট ভারতে চলিতেছে। ভারত সরকারের এই প্রায় ৩ হাজার ৪ শত কোটি টাকা দেনার পরিবর্ত্তে প্রধান সম্বল রিজার্ভ ব্যাঙ্কের লণ্ডন শাখায় সঞ্চিত প্রায় দেড় হাজার কোটি টাকার ষ্টার্লিং সিকিউরিটি। ভারতের নিকট হইতে পণ্যাদি গ্রহণ করিয়া পরিবর্ত্তে মূল্যস্বরূপ বৃটিশ সরকার ঐ ষ্টার্লিং সিকিউরিটি জমা রাখিয়াছেন। এই ষ্টার্লিং ঋণ বৃটেন যে কবে শোধ করিবে সে সম্বন্ধে কোন প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয় নাই এবং প্রকৃতপক্ষে এখন ব্রিটেনের আর্থিক অবস্থা যেরূপ শোচনীয় তাহাতে সম্ভবতঃ এই ঋণ অল্পদিনের মধ্যে শোধ দেওয়া ব্রিটিশ সরকারের পক্ষে সম্ভব হইবে না। কাজেই ভারতবর্ষের জমার খাতা এখন কার্য্যতঃ শূন্য হইলেও দেনা এবং দায়িত্বের দিক হইতে এদেশ আকণ্ঠনিমজ্জিত হইয়াছে। ভারতের বর্ত্তমান আর্থিক এবং রাজনৈতিক পরিস্থিতির বিশেষ পরিবর্ত্তন সাধিত না হইলে এই ঋণভার হইতে মুক্ত হওয়া ভারতবর্ষের পক্ষে কিছুতেই সম্ভব নহে।

যুদ্ধের মধ্যে ভারতের আর্থিক বনিয়াদতো বিপন্ন হইয়াছেই, সঙ্গে সঙ্গে সামরিক প্রয়োজনাদি মিটিয়া যাইবার পর এদেশ এখন যে ভয়াবহ বেকার সমস্যার সম্মুখীন হইতে চলিয়াছে তাহারও সময়োচিত প্রতিকার না

শিল্পে সীবন

সীবনশিল্পে প্রত্যেক দেশের মহিলারাই বিশেষ পারদর্শিনী; মহিলাদের তৈরী গৃহজাত দ্রব্যাদি সর্ব্বত্রই আদরের সহিত ব্যবহৃত হয় কিন্তু দেশের চাহিদা মিটাবার পক্ষে এসব অত্যল্প।

আধুনিক সভ্যতার যুগে সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি সাহায্যে গৃহজাত দ্রব্যাদি হইতেও সুন্দর গেঞ্জি প্রভৃতি হোসিয়ারী জিনিষ বিশ্বের চাহিদা মিটাতে সক্ষম হয়েছে।

★ 'শঙ্খ ও পদ্ম' মার্কা গেঞ্জী ★

সমূহ আধুনিক সূক্ষ্ম মেশিনে তৈরী হয় বলিয়া উৎকৃষ্ট জিনিষ হিসাবে সর্ব্বত্রই সমাদৃত

SANKHA & PADMA BRAND

ডি, এন, বসুর হোসিয়ারী ফ্যাক্টরী

ফ্যাক্টরী ৩৬-১এ, সরকার লেন, কলিকাতা

ফোন- বি, বি - ৬০৫৬

ইণ্ডিয়া সিকিউরিটি ব্যাঙ্ক লিমিটেড

শাখা—ভবানীপুর, মগরা
জগদ্দল।

হেড অফিস
৭, সোয়ালো লেন,
কলিকাতা

হইলে এদেশে অশেষ বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হইবে। যুদ্ধসংক্রান্ত কাজে ভারতের লক্ষ লক্ষ লোক নিয়োজিত ছিল। এখন যুদ্ধ-বিরতির পর তাহাদের কাজ বজায় থাকিবার কোন সঙ্গত কারণ নাই। তবে এইভাবে অন্যান্য দেশবাসীকে বেকার জীবনের দুঃসহ দারিদ্র্যে ঠেলিয়া দিবার পূর্ব্বে ভারত সরকারের যে বিরাট কর্ত্তব্য আছে তাহা বলাই বাহুল্য। সামরিক প্রয়োজনে অস্থায়ী পদসমূহে লোক সংগ্রহ করা বাস্তবিক কঠিন ছিল, কিন্তু এই ভাবে সংগৃহীত লোকদের কর্ম্মচ্যুত করা দায়িত্বশীল কর্ত্তৃপক্ষের দিক হইতে নিঃসন্দেহে আরও কঠিন। যুদ্ধের মধ্যে দেশরক্ষার প্রশ্ন ছিল প্রধান, খরচের দিকে সরকারের তখন নজর ছিল না। দেশবাসীও কতকটা আদর্শ-প্রণোদিত হইয়া এবং কতকটা পণ্যাভাব ও মুদ্রাস্ফীতির জন্য প্রলুব্ধ হইয়া সরকারের আহ্বানে সাড়া দিয়াছে। এখন কিন্তু অবস্থা আরও শোচনীয়। মুদ্রাস্ফীতির মারাত্মক অসুবিধা হইতে দেশ এখনো মুক্তি পায় নাই। ভারত সরকারের অর্থনৈতিক পরামর্শদাতার মতেই যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্ব্বের সর্ব্বভারতীয় ভিত্তিতে অত্যাবশ্যক পণ্যাদির মূল্য ১০০ ধরিলে এখন এদেশের পণ্যমূল্যের সূচক সংখ্যা ২৩৪। কাজেই এখন কেহ হঠাৎ কর্ম্মচ্যুত হইয়া পড়িলে তাহার পক্ষে জীবিকা সংস্থান অত্যন্ত কঠিন হইয়া পড়িবে। তাছাড়া দরিদ্র দেশ হিসাবে এখানে একজন উপার্জ্জন-শীল ব্যক্তির উপর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নির্ভর করিয়া থাকে একাধিক জন। যৌথ পারিবারিকতার মোহ পল্লীভারতে এখনও পুরোপুরি বজায় আছে। কাজেই বর্ত্তমান ক্ষেত্রে ভারতের একজন লোকের কাজ হারাণোর অর্থ একাধিক লোকের অন্ন সংগ্রহ অনিশ্চিত হওয়া। সুতরাং এ সময়ে যুদ্ধ-সংক্রান্ত কার্য্যাদিতে নিয়োজিত লোকদের কর্ম্মচ্যুতি সংক্রান্ত কোন পরিকল্পনা কার্য্য-করী করিবার পূর্ব্বে ভারত সরকারের অবশ্যই অগ্রপশ্চাৎ বিশেষভাবে বিবেচনা করা উচিত।

যুদ্ধাবসানে ঠিক কত লোক বেকার হইয়া পড়িবে তাহা এখনও নির্দ্দিষ্টভাবে জানা যায় নাই। তবে এই সংখ্যা সম্পর্কে আনুমানিক কয়েকটী হিসাব ইতিমধ্যে প্রকাশিত হইয়াছে। গত ৯ই আগষ্ট কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এ্যাপয়েন্টমেন্ট এণ্ড ইনফরমেশন বোর্ডের সেক্রেটারী মিঃ ডি কে সান্যাল রয়াল এসিয়াটিক সোসাইটীতে যে বক্তৃতা করেন, তাহাতে তিনি এই সংখ্যা সম্বন্ধে একটী আন্দাজ দিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার হিসাবে নিম্নলিখিত বিভাগগুলি হইতে শীঘ্রই নিম্নোক্ত সংখ্যক লোকের বেকার হইবার সম্ভাবনা আছে:—

সৈন্য বিভাগ—	১৫ লক্ষ
অস্ত্রাদি নির্ম্মাণের কারখানা—	১ লক্ষ ৮২ হাজার
রেল বিভাগ—	৫৪ হাজার ৬ শত
এ আর পি (শুধু বাংলা)—	৩৮ হাজার
সরকারী বিভাগসমূহ—	৫০ হাজার
বেসরকারী শিল্প প্রতিষ্ঠান—	৮ লক্ষ ৭৫ হাজার
মোট	২৬ লক্ষ ৯৯ হাজার ৬ শত

অনেকের মতে মিঃ সান্যাল হিসাবটি ব্যাপকভাবে করিবার চেষ্টা করিলেও তাঁহার অনুমান অপেক্ষা বেকারের সংখ্যা আরও অনেক বেশী হইবে। একমাত্র রেল বিভাগেই নাকি যুদ্ধের সময় অস্থায়ীভাবে ২ লক্ষ ৬২ হাজার কর্ম্মচারী গ্রহণ করা হইয়াছে। ইহা-দের মতে মোট বেকারের সংখ্যা অন্ততঃ ৭০ লক্ষ হইবে। মোট সংখ্যা ৭০ লক্ষ যদি নাও হয়, আমাদের মনে হয় মিঃ সান্যালের সংখ্যাও কম করিয়াই ধরা হইয়াছে। ১৯৪৩ সালে বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ মিঃ কে টী সাহ 'How India Pays for the War' নামে যে গ্রন্থ রচনা করেন, তাহাতে তিনি বলেন যে, যুদ্ধ-কালে ভারত হইতে প্রতি মাসে ৭০ হাজার লোক সামরিক বিভাগে যোগ দিয়াছে। ১৯৪৩ সাল হইতে যুদ্ধ শেষ হওয়া পর্য্যন্ত সামরিক বিভাগে যোগ দেওয়া সম্পর্কে এ-দেশের যুবক সম্প্রদায়কে উৎসাহিত করিতে ভারত সরকার চেষ্টার ত্রুটী করেন নাই এবং দেশবাসীর আর্থিক অবস্থাও দিন দিন শোচনীয়তর হইয়া পড়ায় সামরিক বিভাগে যোগদানকারীর সংখ্যা অবশ্যই হ্রাস পায় নাই। এই হিসাবে যুদ্ধের জন্য বাড়তি ভারতীয় সেনাবাহিনীর সংখ্যা মিঃ সান্যালের অনুমানমত ১৫ লক্ষ না হইয়া অন্ততঃ দ্বিগুণ হইবার বিশেষ সম্ভাবনা আছে।

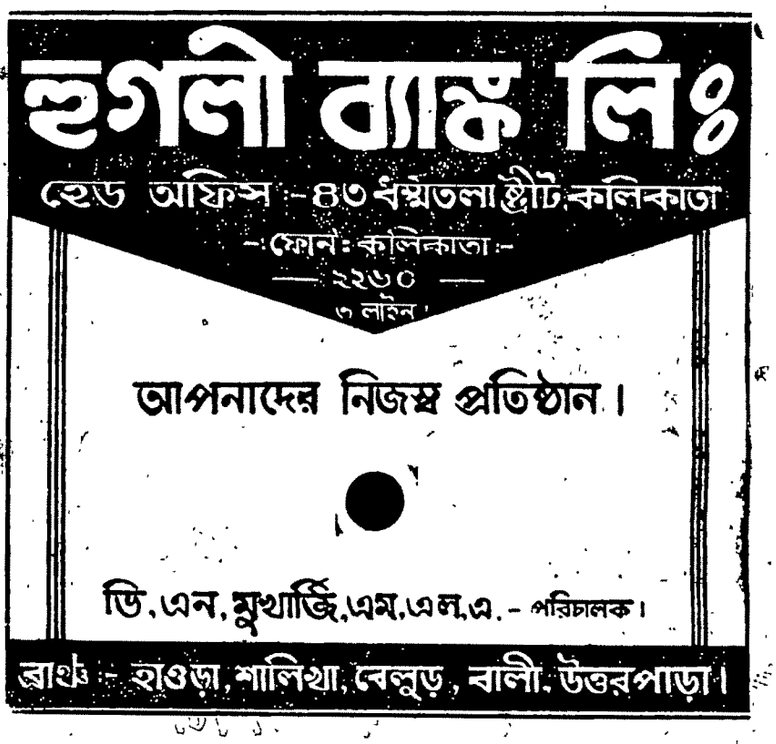

আমাদেরও মনে হয়, যুদ্ধাবসানের ফলে সকল দিক হইতে ভারতে অন্ততঃ ৫০ লক্ষ লোকের বেকার হইয়া যাইবার আশঙ্কা দেখা দিয়াছে। প্রতি জন উপার্জ্জনশীল ব্যক্তির উপর গড়ে ৪ জন করিয়া নির্ভরশীল লোক থাকিলে এই কর্ম্মচ্যুতির ফলে ভারতে প্রায় ২ কোটি লোকের জীবনধারণ সমস্যাসঙ্কুল ও অনিশ্চিত হইয়া পড়িবে। কাজে কাজেই ভারতের বাজারে মুদ্রাস্ফীতিজনিত যে তেজীভাব দেখা দিতেছে, এই চড়াবাজার তখন রক্ষিত হইতে পারে না এবং যদি সত্যই ভারতের ২ কোটি নরনারী নিছক প্রাণধারণের সমস্যায় সাধারণের কৃপাপাত্র হইয়া পড়ে তাহা হইলে ১৯৩১-৩২ সালের মন্দা বাজার পুনরাবির্ভূত হইয়া ভারতীয় শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলির সর্ব্বনাশ সাধন করিবে।

বর্ত্তমান অবস্থায় ভারতের বেকার সমস্যার সমাধান এবং আর্থিক ভারসাম্য সংরক্ষণ যে সর্ব্বাংশে সরকারের কর্ম্মকুশলতার উপর নির্ভর করিতেছে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। শুধু ভারতবর্ষেই নয়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, গ্রেট-ব্রিটেন, জার্ম্মানী, জাপান, অষ্ট্রেলিয়া, ক্যানাডা, রাশিয়া প্রভৃতি পৃথিবীর প্রায় সব সভ্যদেশেই যুদ্ধোত্তর বেকার সমস্যার সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে। তবে অন্য অধিকাংশ দেশের সরকার ক্ষিপ্রতার সহিত সমরপণ্য উৎপাদনের কারখানাগুলিকে ভোগ্যপণ্য উৎপাদনের কারখানায় রূপান্তরিত করিয়া এবং অন্য নানা ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া এই সমস্যাজনিত বিশৃঙ্খলা ঠেকাইয়া রাখিবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন। কর্ম্মচ্যুত যে সকল ব্যক্তিকে অবিলম্বে অন্যত্র নিয়োগ করা সম্ভব নয়, তাহাদিগকে তাঁহারা এককালীন সাহায্য হিসাবে এমন পরিমাণ টাকা দিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন, যাহাতে অন্ততঃ কর্ম্মহীনতার দিনগুলিতে এই সকল ব্যক্তি অনায়াসে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিবার সুযোগ পায়। যুদ্ধ চলিবার সময়েই এই সকল দেশের গভর্ণমেণ্ট যুদ্ধোত্তর সমস্যাসমূহ সম্বন্ধে সজাগ ছিলেন এবং পুনর্গঠন পরিকল্পনা রচনায় ও সেই পরিকল্পনা কার্য্যকরী করার ব্যাপারে তাঁহাদের উৎসাহের অন্ত ছিল না। ভারতবর্ষের কথা কিন্তু স্বতন্ত্র। এ পর্য্যন্ত দিল্লী ও প্রাদেশিক প্রধান নগরী হইতে যে সকল সংবাদ আসিয়াছে, তাহাতে পরিষ্কার ধারণা হয় যে, ভারত সরকার যুদ্ধের অতি ব্যস্ততার মধ্যে যুদ্ধোত্তর সমস্যা সম্বন্ধে তেমন করিয়া মনোযোগ দিবার অবকাশ পান নাই। মোটের উপর ভারত সরকার আশা করিয়াছিলেন যে, প্রশান্ত মহাসাগরের যুদ্ধ অন্ততঃ ১৯৪৬ সালের শেষ পর্য্যন্ত চলিবে, সুতরাং পরিকল্পনাসমূহ কার্য্যকরী করিবার প্রশ্ন উঠিবে ১৯৪৭ সালের আর্থিক বৎসর হইতে। এই সময় আসিতে যথেষ্ট দেরী আছে অনুমান করিয়াই ভারতের সরকারী কর্ত্তৃপক্ষ এসম্বন্ধে অপেক্ষাকৃত নিশ্চেষ্ট থাকেন। কাজে কাজেই এখন হঠাৎ যুদ্ধ থামিয়া যাওয়ায় ভারত সরকারের স্কন্ধে এ দেশের আর্থিক শৃঙ্খলা-রক্ষার যে গুরুদায়িত্ব নিপতিত হইল, তাহার জন্য তাঁহারা প্রকৃতই প্রস্তুত ছিলেন না।

যুদ্ধাবসানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আগামী ১২ মাসের মধ্যে ৭০ লক্ষ লোক কর্ম্মচ্যুত হইবে বলিয়া যুক্তরাষ্ট্রের রিকন্‌ভারসান্ ডিরেক্টর মিঃ জন স্নাইডার ঘোষণা করিয়াছেন। কিন্তু ইহাদের জন্য যুক্তরাষ্ট্র সরকার যে সকল ব্যবস্থা করিতেছেন তজ্জন্য এইসব কর্ম্মচ্যুত ব্যক্তিদের সম্ভবতঃ তেমন কোন দুঃখ সহিতে হইবে না। যে সব মার্কিন নাগরিকের সামরিক কার্য্যে যোগদানের পূর্ব্বে ২৫ বৎসরের কম বয়স ছিল, তাহারা ইচ্ছা করিলে ৪ বৎসর যে কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়িতে পারিবে এবং সরকার এই সব ছাত্রের খাওয়া, থাকা, হাত, খরচ প্রভৃতি সমেত সর্ব্ববিধ ব্যয়-ভার বহন করিবেন। যে সকল মার্কিন প্রজা কর্ম্মচ্যুত হইতেছে তাহারা সরকারের নিকট হইতে কোন ব্যবসা বা বাসগৃহ নির্ম্মাণ করিতে পাঁচ শত পাউণ্ড পর্য্যন্ত সহজে পরিশোধনীয় সর্ত্তে ধার পাইবে। তা ছাড়া যে সকল মার্কিন প্রজা যুদ্ধজয়ে সক্রিয় সহযোগিতা করিয়াছে, তাহাদিগকে কর্ম্মচ্যুত করিবার সময় ক্ষতিপূরণস্বরূপ যুক্তরাষ্ট্র সরকার এককালীন যথেষ্ট অর্থপ্রদানের ব্যবস্থা করিয়াছেন। এই অর্থপ্রদান 'পয়েণ্ট' হিসাবে হইবে। যাহারা দেশে থাকিয়া কাজ করিয়াছে তাহারা প্রতি মাসে এক পয়েণ্ট হিসাবে, যাহারা বিদেশে গমন করিয়াছে, তাহারা প্রতি মাসে দু' পয়েণ্ট হিসাবে, যাহারা প্রত্যক্ষভাবে যুদ্ধ করিয়াছে তাহারা প্রতি মাসে পাঁচ পয়েণ্ট হিসাবে

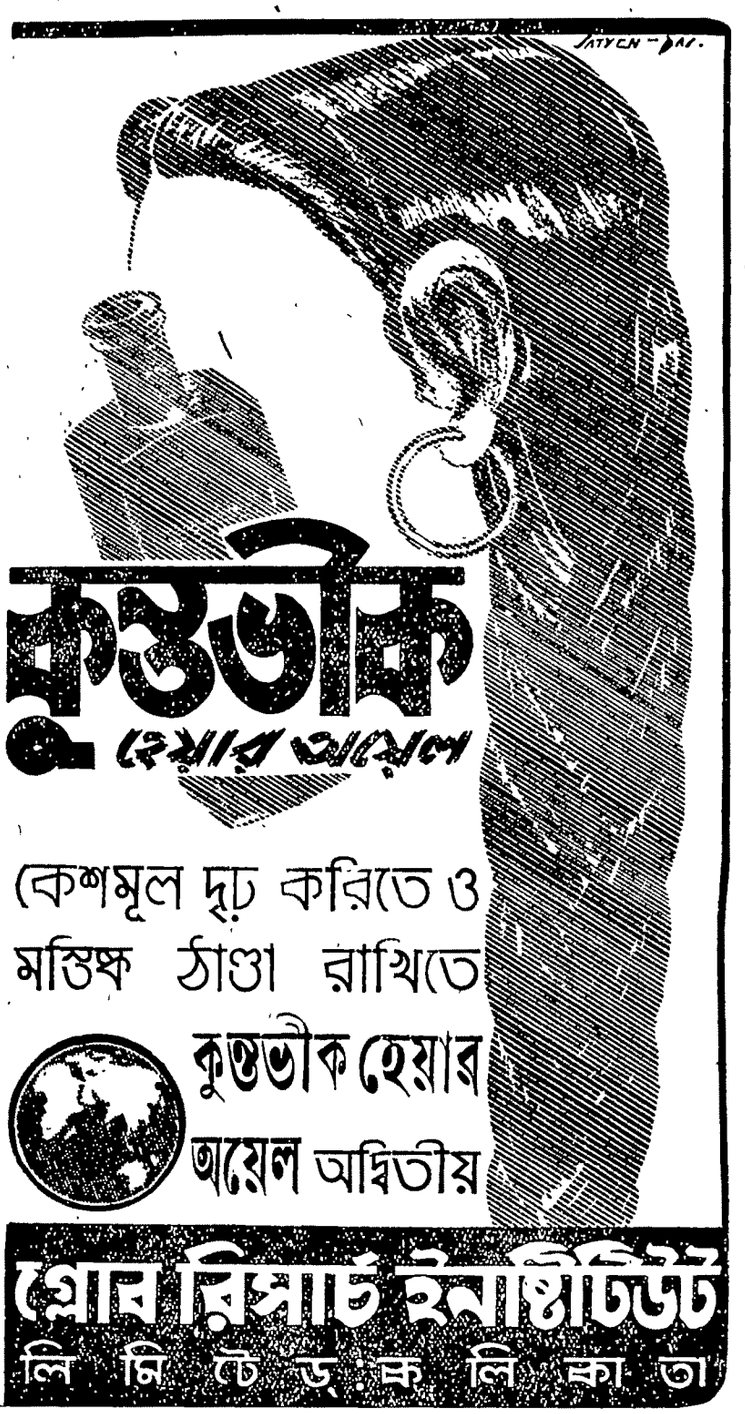

এবং যুদ্ধের মধ্যে সন্তান জন্মাইবার ফলে যে সকল সৈন্যের উপর আর্থিক দায়িত্ব চাপিয়াছে তাহারা প্রত্যেক সন্তানের জন্য বার পয়েন্ট হিসাবে ক্ষতিপূরণ পাইবে। এইভাবে যাহারা ৮৫ পয়েন্ট বা তাহার বেশী পাইবে অথবা যাহাদের বয়স ৩৮ বৎসরের বেশী, তাহাদিগকেই প্রথমে কর্ম্মচ্যুত করা হইবে বলিয়া স্থির হইয়াছে। এই ক্ষতিপূরণ দেওয়ার সঙ্গেসঙ্গেই অবশ্য যুক্তরাষ্ট্র সরকার সমরপণ্য উৎপাদনের কারখানাগুলিকে বেসামরিক ভোগ্যপণ্য উৎপাদনের কারখানায় রূপান্তরিত করিয়া এবং বাণিজ্য-বিভাগ সম্প্রসারিত করিয়া বহু লোকের কর্ম্মসংস্থানের ব্যবস্থা করিতেছেন। দুঃখের বিষয়, ভারত সরকার কর্ম্মচ্যুত ব্যক্তিদের সম্পর্কে কিরূপ নীতি গ্রহণ করিবেন সে সম্বন্ধে এখনও খোলাখুলিভাবে কিছুই জানা যায় নাই, অথচ সমর সংক্রান্ত পদগুলি হইতে লোক ছাঁটাই ইতিমধ্যেই আরম্ভ হইয়াছে। এ, আর, পি প্রভৃতি যে সকল প্রতিষ্ঠান ইতিপূর্ব্বেই ভাঙ্গিয়া গিয়াছে তাহাদের মধ্যে অনেকেই এখনো কোথাও কাজ পায় নাই এবং বাস্তবিক কাজ পাইবে কি না তাহাও তাহারা জানে না। অস্থায়ীভাবে চাকুরী দিবার সর্ত্তে গ্রহণ করা হইয়াছিল বলিয়াই ভারত সরকার যদি ৫০ লক্ষ লোককে এক কলমের আচড়ে বেকার করিয়া দেন, তাহা হইলে তাহাদের আর্থিক দুর্দ্দশা ভারতের সাধারণ অর্থনীতির উপরও নিঃসন্দেহে গভীর প্রতিক্রিয়াশীল প্রভাব বিস্তার করিবে। ইহার ফলে শুধু ২ কোটি দরিদ্র দেশবাসীই চরম বিপদের সম্মুখীন হইবে না, সঙ্গে সঙ্গে অন্তর্দ্দেশীয় আর্থিক ভারসাম্য রক্ষায় তাহাদের অক্ষমতা প্রমাণিত হওয়ায় ভারত সরকারের সম্ভ্রমও বিশেষ ক্ষুণ্ণ হইবে।

যুদ্ধ থামিয়া যাইবার পর যুদ্ধসংক্রান্ত কার্য্যাদিতে নিযুক্ত লোকের কাজ যাইবে,—ইহা অতি সহজ কথা। কিন্তু সমস্যা এই যে, কাজ থাকা সম্ভব নয় বলিয়াই ইহাদিগকে কর্ম্মচ্যুত করা চলিতে পারে না। নিরুপায় এত লোক যদি অন্নসংগ্রহের চেষ্টায় ব্যর্থমনোরথ হয়, তাহা হইলে তাহাদের সেই দুঃখবরণের জন্য ভারত সরকারই পরোক্ষভাবে দায়ী হইবেন। এই সব কর্ম্মচ্যুত ব্যক্তিদের সহজ জীবনে কি ভাবে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা যায় তাহাই এখন ভারত সরকারের সম্মুখে সবচেয়ে বড় সমস্যা। বলা বাহুল্য, ভারতে প্রয়োজনানুরূপ ব্যাপক শিল্পপ্রসার এই সমস্যা সমাধানের সবচেয়ে প্রকৃষ্ট উপায়। নূতন শিল্পাদির প্রতিষ্ঠা হইলে এবং পুরাতন শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলি সম্প্রসারিত হইলে এই সকল শিল্প প্রতিষ্ঠানে কয়েক লক্ষ লোকের স্থানলাভ কিছুমাত্র বিচিত্র নয়। ভারতের প্রাকৃতিক সম্পদ প্রচুর, জনবহুল এই দেশে শিল্প-শ্রমিকেরও কোন অভাব নাই। ভারতের যে দেড় হাজার কোটি টাকা পাওনা অকেজো ষ্টার্লিং সিকিউরিটিরূপে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের লণ্ডন শাখায় জমিয়া আছে, তাহা দ্বারা শিল্প-প্রসারের উপযোগী যন্ত্রপাতি আমদানীও সম্ভব হইতে পারে। স্যার আর্দ্দেশির দালালের পরিচালনাধীন ভারত সরকারের উন্নয়ন ও পরিকল্পনা দপ্তরের অধীনে যে ২৯টি শিল্প বিশেষজ্ঞ কমিটি ভারতে বিভিন্ন শিল্পের সুযোগ সম্ভাবনা অনুসন্ধান করিয়া পরিকল্পনা রচনার জন্য গঠিত হইয়াছে, তাহারাও এ-বিষয়ে ভারত সরকারকে বিশেষ সাহায্য করিতে পারে। কিন্তু দুঃখের বিষয় ব্রিটেনের বাণিজ্য-বাজার ও কাঁচামালের আড়ত হিসাবে ভারতকে ব্যবহার করিবার যে চিরন্তন চেষ্টা ভারত সরকারের ছিল, এখনও সেই সংকীর্ণ মনোভাব তাঁহারা পরিত্যাগ করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। সম্প্রতি ভারত হইতে মিঃ টাটা, মিঃ বিড়লা প্রমুখ ১০ জন ভারতীয় শিল্পপতি ব্রিটেন ও আমেরিকা সফরে গিয়াছিলেন। তাঁহাদের উদ্দেশ্য ছিল এই দুই শিল্পপ্রধান দেশ হইতে ভারতের যুদ্ধোত্তর শিল্পপ্রসারের উপযোগী যন্ত্রপাতি ও দক্ষশ্রমিক সংগ্রহ করা। এই মিশনের অন্যতম সদস্য মিঃ বিড়লা গত ৯ই সেপ্টেম্বর এক বিবৃতিতে বলেন যে, তাঁহারা যে বস্ত্রশিল্পের যন্ত্রপাতির জন্য ব্রিটিশ শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের দ্বারস্থ হইয়াও প্রত্যাখ্যাত হইয়াছেন, তাহার কারণ ভারত সরকারের বিরুদ্ধতা। প্রকাশ, ভারত সরকার নাকি ব্রিটিশ যন্ত্র-নির্ম্মাতা প্রতিষ্ঠানগুলিতে নোট পাঠাইয়াছিলেন যে, তাঁহারা যেন ভারত সরকার কর্ত্তৃক অনুমোদিত কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান ছাড়া আর কাহাকেও যন্ত্রপাতির দর বা আনুমানিক হিসাব পর্য্যন্ত না জানান। ভারতের শিল্পপ্রসারে ব্রিটেনের সমূহ ক্ষতি অনুমান করিয়া (যদিও এই অনুমান বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে ভ্রমাত্মক) ব্রিটীশ যন্ত্রশিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি এমনিই ভারতের শিল্পপ্রসার সম্বন্ধে আগ্রহশীল নয়; ভারত সরকারের এই নির্দ্দেশ পাইয়া তাহাদের মনোভাব আরও অনমনীয় হইয়া উঠিয়াছে। বলা নিষ্প্রয়োজন শিল্পমিশন সার্থক হইলে ভারতে অবিলম্বে অনেকগুলি কাপড়ের কলে কাজ আরম্ভ হইতে পারিত এবং ইহাতে দেশের প্রচণ্ড বস্ত্রাভাবের যেমন সমাধান হইত তেমনি জুটিয়া যাইত বহু সংখ্যক কর্ম্মচ্যুত ব্যক্তির কাজ। ভারতের কোটি কোটি হতভাগ্য নরনারীর ভালমন্দের সব ভার লইয়াও ভারত সরকার তুচ্ছ ব্রিটীশ স্বার্থ রক্ষার মোহে এইরূপ নির্দ্দেশ দিলেন, অথচ এই নির্দ্দেশ প্রদানের পূর্ব্বে তাঁহারা ভাবিয়া দেখিলেন না যে, ভারতে অদূর ভবিষ্যতে ভয়াবহ বেকার সমস্যা উপস্থিত হইলে তাহার দরুণ উদ্ভূত সমস্ত অশান্তি ও উপদ্রবের জন্য শেষ পর্য্যন্ত তাঁহাদেরই দায়ী হইতে হইবে।

ভারত সরকার যুদ্ধের মধ্যে কনট্রোলার অফ ক্যাপিটাল ইস্যু মারফৎ যৌথ কোম্পানীর শেয়ার বিক্রয়ের উপর বিধিনিষেধ আরোপ করিয়া জনসাধারণের স্বার্থরক্ষার ভাণ করিয়াছেন বটে, কিন্তু এই সময় হাতে টাকা লইয়াও শিল্পোৎসাহিগণ যেভাবে ব্যর্থমনোরথ হইলেন তাহাতে এদেশের শিল্পবিপ্লবের এক মাহেন্দ্র সুযোগ নষ্ট হইল বলা চলে। বিদেশী পণ্যের প্রতিযোগিতা ছিল না বলিয়া এ-সময় ভারতে শিল্পাদি প্রতিষ্ঠিত হইলে পণ্যাভাবগ্রস্ত জনসাধারণের আন্তরিক সমর্থনে সেগুলি চালু হইয়া যাইতে পারিত এবং পরে বিদেশী প্রতিযোগিতা সত্ত্বেও তাহাদের পক্ষে দাঁড়াইয়া থাকা অসম্ভব হইত না। এ-ক্ষেত্রেও সুবিধা থাকা সত্ত্বেও ভারত সরকার যে যুদ্ধোত্তর বেকার সমস্যার কথা চিন্তা করিলেন না ইহা নিতান্ত দুঃখের বিষয়।

গত কয়েক বৎসরের মধ্যে ভারত সরকার কর্ত্তৃক নিয়োজিত কমিটী ও কমিশন মারফৎ

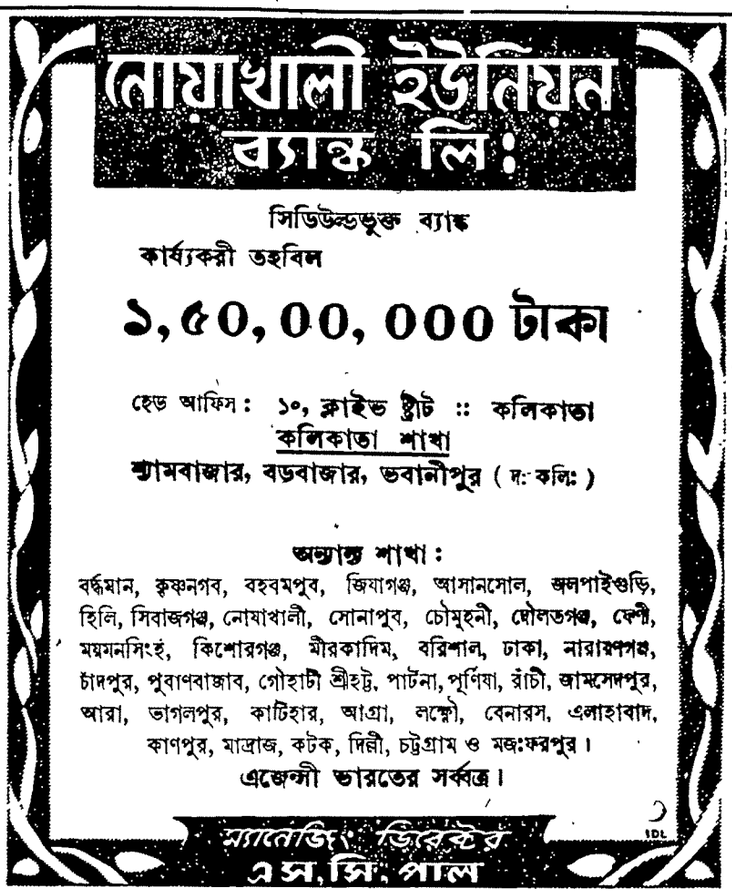

কৃষি, শিল্প, শিক্ষা, যানবাহন প্রভৃতি সংক্রান্ত কয়েকটী যুদ্ধোত্তর পরিকল্পনা রচিত হইয়াছে। জনস্বাস্থ্য সম্পর্কিত একটী পরিকল্পনাও বর্ত্তমানে ভারত সরকারের বিবেচনাধীন আছে। অবস্থার গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া ভারত সরকারের এই সকল পরিকল্পনা অবিলম্বে কার্য্যকরী করিয়া তোলা উচিত, কারণ, তাহা হইলে কর্ম্মচ্যুত ব্যক্তিদের অনেকের কর্ম্মসংস্থানের সম্ভাবনা সৃষ্টি হইতে পারে। ভারত সরকারের শিক্ষা দপ্তরের সেক্রেটারী স্যার জন সার্জ্জেণ্ট যে পরিকল্পনা রচনা করিয়াছেন, তাহাতে বলা হইয়াছে যে, এদেশে ব্যাপকভাবে শিক্ষা ব্যবস্থা প্রসারিত করিতে ১৮ লক্ষ শিক্ষকের প্রয়োজন হইবে। বলা বাহুল্য, শিক্ষা বাঁচিয়া থাকার চেয়ে কম প্রয়োজনীয় নয় এবং এজন্য যদি কিছু ব্যয় হয়, সেই ব্যয়ের ভারবহনে ভারত সরকারের অনিচ্ছা প্রকাশের কোন অর্থ হয় না। [সার্জ্জেণ্ট পরিকল্পনা অনুসারে কাজ আরম্ভ হইলে প্রথম অবস্থাতেই লক্ষাধিক লোকের কাজ জুটিতে পারে।] জনস্বাস্থ্য ও কৃষি সম্পর্কিত পরিকল্পনা শুধু বেকার সমস্যা সমাধানের জন্য নয়, ভারতবর্ষকে বাঁচাইবার জন্যও একান্ত আবশ্যক। এই পরিকল্পনা অনুসারে যথাসম্বর কাজ আরম্ভ হওয়া বিশেষ বাঞ্ছনীয় এবং সেদিক হইতেও কিছু লোকের অবশ্য অন্ন সংস্থান হইবে। [৫৫ কোটি টাকা ব্যয়ে] দামোদর নদে বাঁধ দিবার যে পরিকল্পনা রচিত হইয়াছে তাহা কার্য্যকরী হইলে সাময়িকভাবে বহু লোকের বেকারত্বের অবসানের সহিত লক্ষ লক্ষ গ্রামবাসীর ধন-প্রাণ রক্ষার ব্যবস্থা হয় এবং বর্দ্ধমান ও হুগলী জেলার উৎপন্ন ফসলের পরিমাণও নিঃসন্দেহে বৃদ্ধি পায়।] শুধু দামোদার নয়, ভারতের আরও অনেক নদীতে বাঁধ দিবার প্রয়োজন আছে এবং অনেক স্থানে ভালভাবে জলসেচের ব্যবস্থা সম্পাদনের জন্য ব্যাপকভাবে খাল কাটারও বিশেষ দরকার। কৃষির উন্নতির জন্য এই সকল ব্যবস্থা হইলেও অবিলম্বে অনেক লোক এই সব পরিকল্পনায় নিয়োজিত হইতে পারিবে। মিঃ ডি, কে সান্যাল তাঁহার রয়াল এসিয়াটিক সোসাইটীর বক্তৃতায় বলিয়াছেন যে, নিম্নলিখিত চারিটি পুনর্গঠন পরিকল্পনা আসন্ন বেকার সমস্যা নিবারণের জন্য এদেশে কার্য্যকরী করা অত্যাবশ্যক এবং ভারত সরকার যদি এগুলি সম্বন্ধে মনোযোগী হন তাহা হইলে যুদ্ধসংক্রান্ত কার্য্যাদি হইতে কর্ম্মচ্যুত লোকেদের অধিকাংশেরই একটী গতি হইয়া যাইতে পারে। পরিকল্পনা চারিটী হইতেছে :—(১) শিক্ষাপ্রসার, (২) কৃষি উন্নয়ন; (৩) গৃহ নির্ম্মাণ; (৪) রাস্তা উন্নয়ন। ভারতে কৃষি ও শিক্ষা ব্যবস্থা সংস্কারের আশু আবশ্যকতা সম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বে আলোচনা করা হইয়াছে। গৃহ নির্ম্মাণ পরিকল্পনা কার্য্যকরী করাও এদেশে সত্যই অত্যন্ত দরকার। ভারতে গৃহ সমস্যা একটী বড় সমস্যা। বৃটীশ সরকার যুদ্ধোত্তর পরিকল্পনার মধ্যে গৃহনির্ম্মাণ পরিকল্পনায় ১২ লক্ষ ৫০ হাজার লোকের কর্ম্মসংস্থান হইবে বলিয়া আশা প্রকাশ করিয়াছেন। বৃটেনে যেমন বোমাবিধ্বস্ত গৃহসংস্কারে আবশ্যকতা আছে, ভারতের সমস্যা গৃহহীনতার। সরকারী দপ্তর, শিক্ষায়তন, কলকারখানা প্রভৃতির জন্য স্থানাভাব এদেশে অসামান্য। কর্ম্মচ্যুত ব্যক্তিদের সাময়িক সাহায্যদান হিসাবে এই পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়া ভারত সরকার কিছু লোকের কর্ম্মসংস্থান করিতে পারেন।

রাস্তা উন্নয়ন পরিকল্পনা সম্পর্কে অবশ্য একটী কথা আছে। ১৯৪৩ সালে ভারতের চিফ ইঞ্জিনিয়ারগণ সমবেত হইয়া ৪৫০ কোটী টাকা ব্যয়ে ভারতে ৪ লক্ষ মাইল নূতন রাস্তা নির্ম্মাণের একটী পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। প্রকাশ, ভারতসরকার নাকি এই পরিকল্পনাটীই অবিলম্বে কার্য্যকরী করিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন। অবশ্য এই পরিকল্পনাটীতে বহু বেকার ব্যক্তির স্থান হইবে। কিন্তু ভারত সরকার ভারতে শিল্প প্রসার সম্বন্ধে অপেক্ষাকৃত বিরুদ্ধ মনোভাব দেখাইয়া এই পরিকল্পনা গ্রহণ করিবার ফলে অনেকের মনে সন্দেহ জাগিয়াছে যে, ইহা দ্বারা ভারত সরকার সুশৃঙ্খলভাবে শিল্পজীবী ব্রিটেনকে ভারতীয় কাঁচামাল জোগাইয়া সাহায্য করিবারই ব্যবস্থা করিতেছেন। বর্ত্তমানের তুলনায় শতকরা ৬৫ ভাগ রাস্তা বাড়িলে ভারতের অগম্য গ্রামাঞ্চলও সহরের সহিত অবশ্যই সংযুক্ত হইবে এবং সহরে এখানকার কাঁচামাল লইয়া আসা কিছুই কঠিন হইবে না। ভারতে শিল্পপ্রসার হইলে অবশ্য এই রাস্তা উন্নয়নে কাঁচামাল যোগানের দিক হইতে ভারতীয় শিল্প উপকৃত হইত, কিন্তু সে সম্ভাবনা অপেক্ষাকৃত কম থাকায় অনেকের বিশ্বাস যে, এইভাবে ভারতের অভ্যন্তরভাগ হইতে সংগৃহীত কাঁচামাল ব্রিটেনে রপ্তানী করা হইবে। বর্ত্তমান অবস্থায় ব্রিটেন রপ্তানী বাণিজ্য সম্প্রসারণ ছাড়া বাঁচিতে পারে না। কাঁচামালের বা শিল্পজাত পণ্য বিক্রয়ের দিক হইতেও ভারতবর্ষই ব্রিটেনের একমাত্র আশ্রয়স্থল। ব্রিটীশ সরকারের তাঁবেদারিত্বে ভারত সরকারের নিষ্ঠারও কোন অভাব এ পর্য্যন্ত দেখা যায় নাই। কাজেই ব্রিটেনের দুর্দ্দিনে শিল্পজীবী ব্রিটেনকে বাঁচাইতে ভারত সরকার যদি ভারত হইতে কাঁচামাল রপ্তানীতে শৃঙ্খলা বিধানের জন্য সর্ব্বাগ্রে রাস্তা উন্নয়নের পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়া থাকেন, তাহাতেও আশ্চর্য্য হইবার কিছু নাই।

মোট কথা ভারতবর্ষ অদূর ভবিষ্যতে যে ভয়াবহ বেকার সমস্যার সম্মুখীন হইতে চলিয়াছে তাহার প্রতিক্রিয়াশীল প্রভাব হইতে এদেশকে বাঁচাইবার যে কোন ব্যবস্থা করাই গবণমেণ্টের কর্ত্তব্য। তাঁহারা সরকারীভাবে চেষ্টা করিয়া এবং শিল্পপতিদিগকে উৎসাহ দিয়া যদি এখনও এদেশে শিল্পাদি প্রসারিত করিবার আয়োজন করেন তাহা হইলে এই দুর্ভাগ্য হইতে ভারতবর্ষ অনেকটা রেহাই পাইতে পারে। ইহা ছাড়া তাহাদের উচিত বর্ত্তমানে পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ আইনানুযায়ী পণ্যাদির, বিশেষ করিয়া বিদেশী পণ্যাদির মূল্য এখানকার তুলনায় হ্রাস করা। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সরকারী মূল্য নিয়ন্ত্রণ কার্য্যালয় হইতে নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে যে, নূতন জিনিষের দর ১৯৪২ সালের সমান বা কাছাকাছি করিতে হইবে। ভারত সরকার পণ্যযোগানে সমতা রক্ষা করিয়া অনুরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করিলে শুধু দরিদ্র ও মধ্যবিত্তগণ সস্তায় জিনিষ কিনিবার সুযোগ পাইবে না, অর্থবান ব্যক্তিগণ জীবিকা-নির্ব্বাহের পর আয়ের উদ্বৃত্ত অর্থে নূতন নূতন এমন সব যৌথ প্রতিষ্ঠান গঠনে সাহায্য করিতে পারিবেন যেগুলিতে দেশের কিছু সংখ্যক বেকারের কর্ম্মসংস্থানের ব্যবস্থা হইতে পারে। তাছাড়া গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচ্যুত ব্যক্তিদের ক্ষতিপূরণ হিসাবে এককালীন বেশ কিছু টাকা দিলে অথবা খাসমহল জমি হইতে কিছু কিছু জমির উপসত্ব ভোগের দীর্ঘকালীন অধিকার দিলেও অনেক কর্ম্মচ্যুত ব্যক্তি উপস্থিত বাঁচিবার সুযোগ পায়। যাহারা বৃত্তিশিক্ষার উপযুক্ত, তাহাদিগকে সরকারী ব্যয়ে যদি বিশেষ বৃত্তিশিক্ষায় শিক্ষিত করিয়া তোলা যায় এবং এই শিক্ষাবসানে বিশেষ ধরণের শিল্পকার্য্যে আত্মনিয়োগ করিবার সর্ব্ববিধ প্রাথমিক সুবিধা সরকার তাহাদিগকে প্রদানের প্রতিশ্রুতি দেন, তাহা হইলেও যুদ্ধে যোগ দিয়া জীবন বিপন্ন করার বিনিময়ে এই সকল লোক প্রত্যক্ষভাবে কিছু পরিমাণ উপকৃত হইবে।

বলা বাহুল্য, ভারতের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি যেরূপ, তাহাতে ভারত সরকারের বিশেষ সহানুভূতিসূচক দৃষ্টি ছাড়া অবস্থা আয়ত্তে আনা কিছুতেই সম্ভব নয়। ইতিপূর্ব্বে এ দেশবাসীর স্বার্থরক্ষার জন্য ভারত সরকারকে আর কখনো এমন ব্যাপক কোন কার্য্যনীতি গঠন করিতে হয় নাই। ভারত সরকার ভারতবাসীর স্বার্থরক্ষায় চিরকাল উদাসীন। এক্ষেত্রেও অনুরূপ মনোভাব অবলম্বন করিলে তাহারা এই দুঃস্থ দেশের চরম দুর্ভাগ্য সৃষ্টি করিবেন। যুদ্ধ জয়ের গৌরব যদি সত্যই ভারত সরকার উপভোগ করিতে চাহেন তাহা হইলে যাহাদের কৃতিত্বে সেই গৌরব অর্জ্জিত হইয়াছে, সেই অর্দ্ধকোটী কর্ম্মচ্যুত ভারতবাসীর অন্ধকার ভবিষ্যতের কথাও তাঁহাদের ভুলিয়া গেলে চলিবে না।

শিলং ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন লিঃ

হেড অফিস—শিলং
টেলি :—SHILLBANK
ফোন : শিলং—১৬৬

কলিকাতা ব্রাঞ্চ :—১৫নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট,
টেলি :—BANKSHILLO
ফোন : ক্যাল—৪৪৫৪

অন্যান্য শাখা—শ্রীহট্ট, হবিগঞ্জ, করিমগঞ্জ, গৌহাটী ও নওগাঁ (আসাম)।

শ্রীপ্রফুল্লকুমার চৌধুরী, ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

পাট ও চটের কথা

শ্রীঅতুল সুর, এম-এ

বাংলার আর্থিক জীবনে পাটের স্থান অতুলনীয়। বাংলার লক্ষ লক্ষ কৃষকের ঋদ্ধি নির্ভর করে পাট ফসলের উপর। ওদিকে আবার সংখ্যাতীত নরনারীর সঞ্চয়লব্ধ অর্থ প্রোথিত হইয়াছে চটকলসমূহে। উত্তরে বাঁশবেড়িয়া হইতে সুরু করিয়া দক্ষিণে বাউরিয়া পর্য্যন্ত ভাগীরথীর উভয় তীরে যে শতাধিক চটকল রহিয়াছে—তাহা বাংলাদেশের এক বিপুল জাতীয় সম্পদস্বরূপ। সূচনায় যদিও এই সকল চটকল বিদেশীয়গণের মূলধনেই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, উত্তরকালে কিন্তু তাহাদের মূলধনের বহুলাংশ ভারতীয়গণের হাতেই আসিয়া পৌঁছিয়াছে। ভারতের বহির্বাণিজ্যেও পাট ও পাটজাত দ্রব্যের অবদান কম নহে। কলিকাতা বন্দর হইতে প্রেরিত রপ্তানী মালের শতকরা ৫০ ভাগ ও সমগ্র ভারতের রপ্তানী মালের শতকরা ২০ হইতে ২৫ ভাগই পাট ও চট। পাটের রপ্তানী-শুল্ক ও চটকলের আয়কর প্রভৃতি হইতে সরকারী রাজস্বও কম সংগৃহীত হয় না।

পাট পৃথিবীর আর কোথাও উৎপন্ন হয় না। প্রধানতঃ বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা, আসাম এবং যুক্তপ্রদেশের কিয়দংশে পাট জন্মিয়া থাকে। ১৯৪৪ সালে মোট ২৭ লক্ষ একর জমিতে ৫৪ লক্ষ গাঁট পাট উৎপন্ন হইয়াছিল (প্রতি গাঁটের ওজন চারিশত পাউণ্ড)। মোট উৎপন্ন পাটের দশ ভাগের নয় ভাগ বাংলাদেশেই জন্মায়। ধানই বলুন, আর তূলাই বলুন বাংলার কৃষকের নিকট পাট অপেক্ষা অধিকতর অর্থকরী ফসল আর কিছুই নাই। স্বাভাবিক সময়ে এক একর জমিতে উৎপন্ন পাটের মূল্য ১২৯৲ টাকা, কিন্তু ঐ পরিমাণ জমিতে উৎপন্ন ধান ও তূলার দাম যথাক্রমে ৫৫৲ টাকা ও ২৫৲ টাকা।

পাটের চাষ সাধারণতঃ আরম্ভ করা হয় চৈত্র-বৈশাখ মাসে ও পাট কাটা হয় ভাদ্র-আশ্বিন মাসে। পাটচাষের নিমিত্ত জমিটিকে প্রথম বীজ ছড়াইবার উপযোগী করিয়া লওয়া হয়। তৎপরে উহাতে বীজ ছড়াইয়া দেওয়া হয়। কাটিবার পর পাটগুলিকে দুই তিন সপ্তাহ জলে পচান হয়। তারপর জল হইতে তুলিয়া আঁশগুলিকে ডাঁটা হইতে ছাড়াইয়া লওয়া হয়। ছাড়াইয়া লইবার পর পাটগুলিকে জলে ধুইয়া শুকানো হয়। শুকাইবার পর এগুলি ব্যবহারের উপযোগী হয়।

পাট সম্পূর্ণভাবে বিক্রয়ের জন্যই উৎপন্ন হয়। চাষী মাত্র কয়েক বাণ্ডিল পাট নিজের প্রয়োজনীয় দড়ি তৈয়ারীর জন্য রাখিয়া, বাকী সমস্ত পাটই বিক্রয় করিয়া দেয়। সমস্ত উৎপন্ন পাটই চটকলওয়ালাদের নিকট বিক্রয়ের জন্য বা বিদেশে রপ্তানীর নিমিত্ত কলিকাতায় প্রেরিত হয়। উৎপন্ন পাটের সামান্য কিছু অংশ চট্টগ্রাম বন্দর হইতেও সরাসরি বিদেশে প্রেরিত হয়।

পাট অনেক হাত ঘুরিয়া তবে চাষীর ঘর হইতে চটকলে আসে। এ সম্পর্কে বিভিন্ন প্রথা বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচলিত আছে। তবে সাধারণ প্রথা অনেকটা এইরূপ :—কখনও কখনও চাষী নিজে পাট হাটে লইয়া গিয়া বেচে; কিন্তু সাধারণ প্রথানুযায়ী ফড়িয়া বা ব্যাপারী চাষীর বাড়ী যাইয়াই পাট ক্রয় করে। চাষী যে মহাজনের নিকট টাকা ধারে, কখনও কখনও সেই মহাজনই ব্যাপারী হিসাবে কাজ করে। ফড়িয়ার কাজ স্থানীয় ব্যক্তিরাই করে। তাহাদের প্রধান কাজ হইতেছে, গ্রামের ভিন্ন ভিন্ন চাষীর নিকট হইতে সামান্য সামান্য পরিমাণ পাট ক্রয় করিয়া পুঞ্জীভূত করা। কখনও কখনও ফড়িয়া স্বাধীনভাবে নিজের হিসাবেই পাট ক্রয় করে, কিন্তু ইহার জন্য তাহাকে অপ্রত্যাশিত মূল্য পতনের ঝুঁকি লইতে হয়। অধিকাংশ স্থলেই ফড়িয়া ব্যাপারীর প্রতিনিধিস্বরূপ কাজ করে। ব্যাপারীর অর্থেই সে পাট কিনিয়া যায় এবং কেনা পাটের উপর দালালী পায়। ব্যাপারী যে কেবলমাত্র ফড়িয়ার মধ্যস্থতাতেই পাট কিনে তাহা নহে, নিজেও চাষীর বাড়ী গিয়া অনেক সময় পাট কিনে। ব্যাপারী যে নিজের হিসাবেই পাট কিনে তাহাও নহে, প্রায়ই আড়তদার বা মফঃস্বল ব্যবসায়ীর প্রতিনিধি হিসাবেও পাট কিনে। বাঙ্গালী, মারওয়াড়ী, ইউরোপীয় প্রভৃতি নানা সম্প্রদায়ের লোকই মফঃস্বলের পাট ব্যবসায়ী। ইহাদের বড় বড় গুদাম ও কাঁচা গাঁট বাঁধিবার সরঞ্জাম থাকে। নারায়ণগঞ্জ, সিরাজগঞ্জ, সরিষাবাড়ী, চাঁদপুর প্রভৃতি বড় বড় ষ্টীমার ঘাটবিশিষ্ট স্থানেই ইহাদের ব্যবসার কেন্দ্রস্থল। উত্তর বাংলায় ইহাদের ব্যবসাস্থল অবশ্য রেলপথের উপর বড় বড় ষ্টেশনের সন্নিকটে। পাট কিনিবার পর ইহারা সেগুলিকে কলিকাতার ব্যবসামহলে প্রচলিত প্রথানুযায়ী শ্রেণীবিভাগ করে। তারপর, সেগুলিকে লইয়া কাঁচা গাঁট বাঁধে; কাঁচা গাঁটের ওজন সাধারণতঃ সাড়ে তিন মণ হয়, কিন্তু ক্ষেত্রবিশেষে চারি মণ বা দেড় মণও হইতে দেখা যায়। আড়তদাররাও অনেক সময় পাটের শ্রেণীবিভাগ করে, কিন্তু এ বিষয়ে তাহারা বড় ব্যবসায়ীদের ন্যায় যত্ন লয় না। তাহাদের গাঁট বাঁধিবার কোন সরঞ্জাম নাই। পাটগুলি লইয়া তাহারা প্রথমে বাণ্ডিল বাঁধে, তারপর কতকগুলি বাণ্ডিল লইয়া এক মণ ওজনের এক একটি বড় বাণ্ডিল তৈয়ারী করে। অনেক সময় এই অবস্থাতেই সেগুলিকে কলিকাতায় পাঠাইয়া দেওয়া হয়।

কলিকাতার বাজারে পাটের প্রধান ক্রেতা—চটকলসমূহ ও পাট পেষণকারিগণ। পাট পেষণকারিগণ (Balers) কাঁচা গাঁটগুলি খুলিয়া পাটগুলিকে বিদেশের হাটে প্রচলিত প্রথানুযায়ী পুনরায় শ্রেণীবিভাগ করে। তারপর সেগুলিকে পেষণ করিয়া ৪০০ পাউণ্ড ওজনের পাকা গাঁট বাঁধে। পেষণকারীরা তারপর সেগুলি রপ্তানীকারকদের নিকট বিক্রয় করে। রপ্তানীকারকেরা সেগুলি গ্রেট ব্রিটেন ও অন্যান্য দেশে পাঠাইয়া দেয়। অনেক স্থলে পেষণকারীরা নিজেরাই রপ্তানীকারকের কাজ করে।

কলিকাতায় যে পরিমাণ পাট আনীত হয়, তাহার দশ ভাগের ছয় ভাগ চটকলসমূহই ব্যবহার করে। চটকলসমূহ পাট ক্রয় করে মফঃস্বলের ব্যবসায়ীদের নিকট হইতে সরাসরি নিজেরা, আর তাহা না হইলে দালালের মধ্যস্থ-

রিলিফ ফ্যান

আর্য্য ইঞ্জিনিয়ারিং এণ্ড
ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ওয়ার্কস্ লিঃ,
অফিস—১৬, রসা রোড, কলিকাতা।
ফ্যাক্টরী—৩১, রসা রোড, কলিকাতা।
ফোন: সাউথ ২৯৬

সোল ডিষ্ট্রিবিউটার্স:
ইষ্টার্ণ ডিষ্ট্রিবিউটার্স লিমিটেড
৩নং চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা।

তায় কলিকাতার বাজার হইতে কিনে। কলিকাতার পাটের বাজারের প্রধান আড়তসমূহ হাটখোলা, চিৎপুর, বাগবাজার, শ্যামবাজার, উল্টাডাঙ্গা ও কাশীপুর প্রভৃতি অঞ্চলে অবস্থিত।

আগেই বলা হইয়াছে যে, ভারতবর্ষ হইতে বহুল পরিমাণ পাট ও পাটজাত মাল বিদেশে রপ্তানী হয়। প্রাগ্‌যুদ্ধকালে (১৯৩৯-৪৫ সালের যুদ্ধের পূর্ব্বে) বিদেশের বাজারে আমাদের প্রধান খরিদ্দার ছিল যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র ও জার্ম্মাণী। প্রাগ্‌যুদ্ধকালে একমাত্র কাঁচা পাটই ৩০ লক্ষ গাঁট বিদেশে রপ্তানী হইত। যুদ্ধকালে জার্ম্মাণী, ফ্রান্স, বেলজিয়াম, ইটালী ও অন্যান্য ইউরোপীয় দেশসমূহের সহিত আমাদের বাণিজ্য রহিত হওয়ায়, আমাদের পাট রপ্তানী প্রায় শতকরা ৫৬ ভাগ কমিয়া গিয়াছিল। বর্ত্তমান শতাব্দীর বিভিন্ন সময়ে কোন্ কোন্ দেশ আমাদের নিকট হইতে কত পাট কিনিত, তাহার একটা তালিকা নীচে দেওয়া গেল। অপর একটি তালিকায় নানাদিক দিয়া পাটের মোট ব্যবহারও দেখানো হইল :—

ভারতবর্ষ হইতে কাঁচা পাটের রপ্তানী

দেশ	১৯০৯-১০ হইতে ১৯১৩-১৪ (গড়)	১৯১৪-১৫ হইতে ১৯১৮-১৯ (গড়)	১৯১৯-২০ হইতে ১৯২৩-২৪ (গড়)	১৯৪০-৪১	১৯৪১-৪২	১৯৪২-৪৩
	(৪০০ পাউণ্ড ওজনের হাজার বেল)					
যুক্তরাজ্য	১,৬৯১	১,২৯৫	৯৫২	৫১৬	৮১৮	৪৯৭
অবশিষ্ট ব্রিটিশ সাম্রাজ্য	৪	৮	৫	২৯	৩৯	৩৪
যুক্তরাষ্ট্র	৫৩৫	৫২৩	৪৮৩	২৫৬	৫৫৭	৬৯৪
ফ্রান্স	৪২৮	১৯৮	৩৫৭	১১৭	...	...
ইটালী	২১৩	২১৫	১৮০	২৯	...	...
ব্রেজিল	১৫	৬৬	৭৯	৬৫	৮৫	৪৯
জাপান	১৭	৩০	৬০	৫৩	১৫	...
বেলজিয়াম	...	১	১৭৪	৫	...	...
স্পেন	১২২	১৭২	১৩২	১১১	২৮	...
জার্ম্মাণী	৯২০	৩৪	৫৮৬	...	...	...
অষ্ট্রিয়া ও হাঙ্গেরী	২৫০	১৩	২	...	...	...
অন্যান্য দেশ	৮৬	৪৪	৯২	১৮১	২২১	৮৬
মোট পরিমাণ:	৪,২৮১	২,৫৯৯	৩,১০২	১,৩৬২	১,৭৬৩	১,৩৬০

বিভিন্ন দিকে পাটের ব্যবহার

বাৎসরিক গড়	রপ্তানী	মিলে ব্যবহার	চাষীর ঘরে ব্যবহার	মোট পাট
	(৪০০ পাউণ্ড ওজনের লক্ষ গাঁট)			
১৮৯৮-১৯০২	৩২·৯৭	২৪·৬৬	৫·০০	৬২·৬৩
১৯০৩-১৯০৭	৪০·৭১	৩৩·৪৮	৫·০০	৭৯·১৯
১৯০৮-১৯১২	৪৩·৪৩	৪১·৫০	৫·০০	৮৯·৯৮
১৯১৩-১৯১৭	২৯·৬০	৫২·৬৮	৫·০০	৮৭·২৮
১৯১৮-১৯২২	২৭·৫২	৫০ ১৯	৫·০০	৮২·৭১
১৯২৩-১৯২৭	৪০·৮৩	৫৫·২৮	৫·০০	১০১·১১
১৯২৮-১৯৩২	৩৮·৬১	৫১·৩৪	৫·০০	৯৪·৯৫
১৯৩৩-১৯৩৭	৪২·৬৯	৪৭·৩২	৫·০০	৯৫·০১
১৯৪৪	৯·২৪	৫৮·৭৮	৫·০০	৭৩·০২

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে শক্তিসম্পন্ন তাঁত প্রবর্ত্তনের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত পাট বয়ন ও চট বুনন বাংলাদেশের একটি প্রধান কুটীর-শিল্প ছিল। সূতা ও দড়ি ছাড়া, পাপোষ, পরদা, গদি নির্ম্মাণের কাপড় প্রভৃতিতে পাট বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হইত। চিনি, কফি, খাদ্যশস্য প্রভৃতি মাল প্রেরণের জন্য চটের থলিয়াও তৈয়ার হইত এবং এইসকল থলিয়া বহুল পরিমাণে জাভা, বোর্ণিও প্রভৃতি স্থানে রপ্তানী হইত। ১৮২৫-২৬ সালের বহির্বাণিজ্য সম্পর্কিত এক হিসাব তালিকা হইতে দেখা যায় যে, উক্ত বৎসর বাংলাদেশ হইতে দশ লক্ষ থলিয়া বিদেশে রপ্তানী হইয়াছিল। তন্মধ্যে এক আমেরিকাই ক্রয় করিয়াছিল দুই লক্ষ থলিয়া। ১৮২৯-৩০ খৃষ্টাব্দে রপ্তানী থলিয়ার সংখ্যা ৯০ লক্ষে গিয়া পৌঁছিয়াছিল। ১৮৫০-৫১ খৃষ্টাব্দের এক হিসাব তালিকা হইতে দেখা যায় যে, উক্ত বৎসর কলিকাতা হইতে ৯০ লক্ষ থলিয়া রপ্তানী হইয়াছিল এবং তাহার মোট মূল্যপরিমাণ ছিল ২০ লক্ষ টাকা।

চটকল শিল্পের গোড়াপত্তন হইয়াছিল অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দশকে যুক্তরাজ্যের ডাণ্ডী শহরে। ডাণ্ডীকে সেই হিসাবে ভারতীয় চটকল শিল্পের জনক হিসাবে ধরা যাইতে পারে। ভারতে চটকল শিল্পের বনিয়াদ স্থাপিত হয় উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে। ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে জর্জ্জ অকল্যাণ্ড নামে একজন উদ্যোগশীল ইংরাজ ভদ্রলোক কলিকাতার নিকটবর্ত্তী রিষড়া গ্রামে ওয়ারেন হেষ্টিংসএর বাগানবাটীতে পাটজাত সূতা বয়নের নিমিত্ত প্রথম কল স্থাপন করেন। লক্ষ্মী সুপ্রসন্না না থাকায়, কলটি অল্পদিনের মধ্যেই উঠিয়া যায়। তারপর ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে জর্জ্জ হেণ্ডারসন নামে একজন সাহেব বোর্ণিও জুট কোম্পানী নামে দ্বিতীয় কল স্থাপন করেন। লক্ষ্মীর কৃপায় এই কলটি গোড়া হইতেই ভালভাবে চলিতে থাকে। হেণ্ডারসনের কলের সাফল্য দেখিয়া আরও দুই চারিটি কল স্থাপিত হইল। ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে গৌরীপুর ও সিরাজগঞ্জ ও ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে ইণ্ডিয়া মিল স্থাপিত হয়। ১৮৭২

চণ্ডী চরণ ঘোষ ব্রাদার্স কৃত
ভীমরস সালসা
শোণিত শোধক, রক্তবর্দ্ধক এবং সর্ব্বপ্রকার বাত ও চর্ম্মরোগের মহৌষধ
২৪বি, সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জ্জী রোড, কলিকাতা

ফোন ২৭৭৪ বড়বাজার
ভারত অয়েল মিলের
ঘানির তৈল
ব্যবহার করুন।
মিল-২৪৩, আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা

খৃষ্টাব্দে বোর্ণিও জুট কোম্পানীকে 'বরানগর জুট ফ্যাক্টরী কোম্পানী লিমিটেড' নামে সীমাবদ্ধ দায়িত্বযুক্ত যৌথ কারবারে পরিণত করা হয়। উক্ত বৎসরেই ফোর্ট গ্লষ্টর, বজবজ, শিবপুর, চাঁপদানী ও শ্যামনগর মিলগুলি স্থাপিত হয়। এই সময় চটকল স্থাপনের এক মরসুম পড়িয়াছিল। যে কোন চটকলের মূলধনের অংশসমূহ মাত্র এক বেলাতেই কলিকাতায় বিক্রয় হইয়া যাইত। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যে আরও আটটি চটকল স্থাপিত হয়, যথা—হাওড়া, ওরিয়েণ্টাল (এক্ষণে ইউনিয়ন), এসিয়াটিক (এক্ষণে সুরা), ক্লাইভ, বেঙ্গল, প্রেসিং এ্যাণ্ড ম্যানুফ্যাকচারিং (এক্ষণে বেলিয়াঘাটা), রস্তমজী (এক্ষণে সেনট্রাল), হেষ্টিংস্ ও গ্যাঞ্জেস্। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যে যে সতরটী মিল স্থাপিত হইয়াছিল, তাহাদের মোট তাঁতসংখ্যা ছিল সাড়ে তিন হাজার। তৎকালীন চট ও থলিয়ার চাহিদার দিক দিয়া অতিরিক্ত মিল স্থাপন করা ইহার পরবর্ত্তীকালে আর যুক্তিযুক্ত মনে হয় নাই। সেইজন্য ১৮৭৫ হইতে ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এই বিশ বৎসরের মধ্যে মাত্র পাঁচটী নূতন কল স্থাপিত হয়। এই সময় চট ও থলিয়ার বাজার চাহিদা যেমন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছিল, নূতন কল বেশী পরিমাণে স্থাপন না করিয়া পুরাতন কলেরই তাঁতসংখ্যা বাড়াইয়া সেই চাহিদা মিটাইবার ব্যবস্থা করা হইতেছিল। কিন্তু ১৮৯৫ হইতে ১৯০৮ খৃষ্টাব্দের মধ্যে যোগান অপেক্ষা চাহিদা এমনভাবে বাড়িয়া গিয়াছিল যে, উক্ত উপায়ে সেই চাহিদা মিটান ব্যর্থ বলিয়া মনে হওয়ায় ঐ সময়ের মধ্যে আরও বিশটী নূতন কল স্থাপিত হয়। আরও পাঁচ সাত বৎসর এইভাবে কাটিয়া যায়। তাহার পর প্রথম মহাসমরের সূচনা হয়। যুদ্ধের সময় চট ও থলিয়ার চাহিদা এমনভাবে বাড়িয়া যায় যে, শুধু যে পুরাতন মিলগুলিকেই দিন রাত্রি কাজ করিতে হইয়াছিল তাহা নহে, অনেক নূতন মিলও স্থাপন করিতে হইয়াছিল। চটকলগুলি এই সময় স্বপ্নাতীত লাভ করে।

প্রথম মহাসমরের সূচনা হইতে দ্বিতীয় মহাসমরের সূচনার অন্তর্বর্ত্তী সময়ে চটকল শিল্পের প্রগতি নিম্নে দেখান হইতেছে :—

বৎসর	সংখ্যা	প্রাপ্ত মূলধন	তাঁত	কাঁচা পাট ব্যবহার (৪০০ পাউণ্ডের গাঁট)
১৯১২-১৩	৬১	৬,৮৩,১৭,০০০ টাকা ২,৬৯৬,৮৯৪ পাউণ্ড	৩৪,০৩৩	৪,৫৬১,০০০
১৯১৫-১৬	৭০	৮,২৫,০৭,০০০ টাকা ২,৬৫৭,৫৩৬ পাউণ্ড	৩৯,৮৯০	৫,৭৭০,০০০
১৯২০-২১	৭৭	১৩,১১,২৮,৯৪২ টাকা ২,৩২২,০০০ পাউণ্ড	৪১,৫৮৮	৫,৬২৩,০০০
১৯২৫-২৬	৯০	১৭,৪০,৪৫,৩৪৬ টাকা ২,১২৫,০০০ পাউণ্ড ১২,০০০,০০০ ডলার	৫০,৫০৩	৫,৪৯৭,০০০
১৯৩০-৩১	১০০	১৯,৬১,৭৪,২৪৯ টাকা ২,৫২৫,০০০ পাউণ্ড ১২,০০০,০০০ ডলার	৬১,৮৩৪	৪,৫৬৪,০০০
১৯৩৮-৩৯	১০৭	২০,৩০,৫৫,৫২৫ টাকা ২,৫২৫,০০০ পাউণ্ড ৩,৭৫০,০০০ ডলার	৬৭,৯৩৯	৬,৪৬৩,০৬২

এদেশীয় চলকলগুলির অধিকাংশই বিদেশীয়গণের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়। ভারতীয়গণের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত মিলগুলি সমস্তই প্রথম মহাযুদ্ধের পরবর্ত্তীকালে স্থাপিত হইয়াছে। বিভিন্ন পরিচালক কোম্পানীর তত্ত্বাবধানে যে সকল চটকল আছে তাহাদের সংখ্যা ও তাঁতের হিসাব নীচে দেখান হইল।

পরিচালক কোম্পানী	সংখ্যা	তাঁত
এসোসিয়েশন মিল—		
বার্ড হিলজার্স	১০	৮,৯২৪
এণ্ড্রু ইউল	১১	৮,০৩২
জার্ডিং স্কিনার	৪	৬,৫৪০
টমাস ডাফ	৪	৬,৩৩৪
কেটলওয়েল বুলেন	২	২,৮৯৮
জর্জ্জ হেণ্ডারসন	২	২,৮৪৮
ডানকান ব্রাদার্স	১	২,৫৬১
ব্যারী এ্যাণ্ড কোং	২	৫,৪৮৬
বেগ ডানলপ	৪	২,৫৭১
ম্যাকনীল	১	১,৭০৯
ম্যাকিনং ম্যাকেল্লী	২	২,০৮৪
ম্যাকলাউড	৬	২,৮২০
রামদত্ত রামকিশেন দাস	১	২,২৭২
এণ্ডারসন রাইট	১	১,৫৩০
জেমস্ ফিনলে	২	১,৪০০
বিরলা	১	১,৩৭৩
গিলাণ্ডারস্ আরবুথনট	২	১,৩২৭
রাজা জানকী রায়	১	৬০৪
সুরযমল নাগরমল	২	১,৫৮০
অন্যান্য এসোসিয়েশন মিল	১৫	৬,২০৭
নন এসোসিয়েশন মিল	৯	২,৯৫৪
মোট	৮৩	৬৮,৩৪০

আমরা আগেই দেখিয়াছি যে, গত মহাযুদ্ধের (১৯১৪-১৮) সময় চটকলসমূহ অভূতপূর্ব্ব মুনাফা অর্জ্জন করিয়াছিল। কিন্তু যুদ্ধের পরবর্ত্তীকালে যুদ্ধহেতু চাহিদা যখন বন্ধ হইয়া গেল চটকলসমূহের অবস্থা তখন কাহিল হইয়া পড়িল। এই সময় অনেক নূতন মিলও স্থাপিত হইয়াছিল। তাহার ফলে চাহিদা অপেক্ষা যোগানের পরিমাণ অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছিল। বস্তুতঃ ১৯২০ হইতে ১৯২২ সাল পর্য্যন্ত চটকলসমূহকে এক অতি উৎকট পরিস্থিতির মধ্য দিয়া কাল কাটাইতে হয়। এই পরিস্থিতির হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য তাহারা তাহাদের সাপ্তাহিক কর্ম্মকাল ৫৪ ঘণ্টায় হ্রাস করে। এইরূপভাবে উৎপাদন নিয়ন্ত্রণের ফলে ১৯২৯ সাল পর্য্যন্ত চটকল শিল্পের অবস্থা উন্নততর হয়। কিন্তু চাহিদা বৃদ্ধি হেতু, সাপ্তাহিক কর্ম্মকাল ১৯২৯ সালের ১লা জুলাই হইতে ৬০ ঘণ্টায় বৃদ্ধি করা হয়। কিন্তু ইহার অল্পদিন পরেই জগদ্ব্যাপী আর্থিক সংকট উপস্থিত হওয়ায় কর্ম্মকাল পুনরায় ৫৪ ঘণ্টায় হ্রাস করা হয়। কিন্তু এই সময় চট ও থলিয়ার চাহিদা এরূপভাবে কমিয়া গিয়াছিল যে, সাপ্তাহিক ৫৪ ঘণ্টা কর্ম্মকাল সত্ত্বেও শিল্পের অবস্থার বিশেষ কিছু পরিবর্ত্তন ঘটে না। এই কারণে ১৯৩০ সালের শেষভাগে চটকলসমূহকে তিন সপ্তাহের জন্য বন্ধ রাখা হয়। এই বন্ধের সময় তাহারা আলোচনা করিয়া এই সিদ্ধান্ত করে যে, তাহারা শতকরা ১৫ ভাগ তাঁত বন্ধ রাখিয়া সপ্তাহে ৪০ ঘণ্টা কাজ করিবে। কিন্তু এসোসিয়েশনের বহির্ভূত

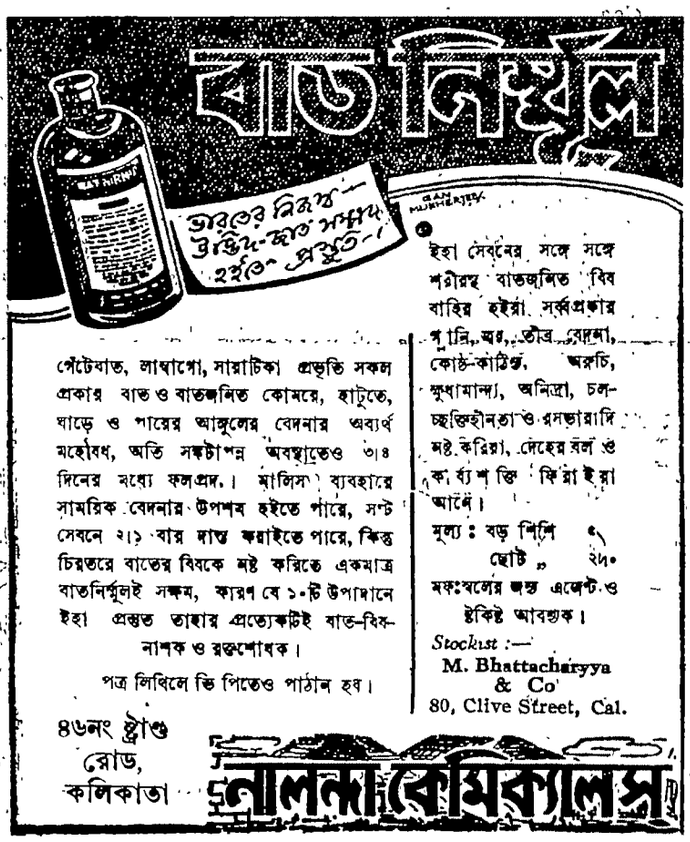

মহোৎসবের দিনে

দুর্গা পূজা! একটা দিনের মতো দিন! সমস্ত বছর আপনি এই দিনটিরই প্রতীক্ষা করে' থাকেন। এমনি আনন্দময় দিনে আত্মীয়-স্বজন আর বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে আতিথেয়তার মধ্য দিয়ে আপনার মধুরতর সম্পর্ক গড়ে' উঠুক, আর আপনার বাড়িতে হাস্যকলরবে মুখর নিত্যকার চায়ের মজলিশটি প্রচুর চায়ের পরিবেষণে প্রাণময় হয়ে উঠুক। এরূপ প্রত্যেক স্মরণীয় দিনেই অভ্যাগতদের চা দিয়ে অভ্যর্থনা করুন।

ভারতীয় চা

উৎসবে অতুলনীয়

ইণ্ডিয়ান্ টী মার্কেট এক্সপ্যান্শান্ বোর্ড কর্তৃক প্রচারিত IK 150

মিলসমূহ পুরাদমেই কাজ চালানোর ফলে, এই কঠোর নিয়ন্ত্রণও ব্যর্থ হয়। অচিরে এমন এক বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির উদ্ভব হয় যে, এ বিষয়ে সরকারী হস্তনিয়োগ আশু প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে হয়। তাহার ফলে তৎকালীন বাংলার শাসনকর্ত্তা স্যার জন এণ্ডারসনের নেতৃত্বে লাট প্রাসাদে এক সভা আহূত হয় এবং তাহাতে নিম্নলিখিত সর্ত্তাবলী মানিয়া চলিবার নিমিত্ত চটকলসমূহ এক চুক্তি করে—(ক) এসোসিয়েশন মিলসমূহ সপ্তাহে ৪০ ঘণ্টা কাজ করিবে এবং তাহাদের তাঁতের শতকরা ১৫ ভাগ বন্ধ রাখিবে; ও (খ) নন-এসোসিয়েশন মিলসমূহের সপ্তাহে ৫৪ ঘণ্টা পর্য্যন্ত কাজ করিবার স্বাধীনতা থাকিবে এবং তাহারা তাহাদের সমস্ত তাঁতই চালাইতে পারিবে। কিছুকাল পর্য্যন্ত এই ব্যবস্থা ভালভাবেই চলিয়াছিল, কিন্তু নিয়ন্ত্রণ হেতু চট ও থলিয়ার মূল্য বাড়িয়া যাওয়াতে বিদেশে অবস্থিত চটকলসমূহ ও এদেশে স্থাপিত নূতন চটকলগুলি পূর্ণশক্তিতে কাজ করিতে আরম্ভ করে। ইহার ফলে এক অস্বাস্থ্যকর প্রতিদ্বন্দ্বিতার সৃষ্টি হয় এবং ১৯৩৪ সালের নভেম্বর মাস হইতে এসোসিয়েশন মিলসমূহ দফায় দফায় তাহাদের রুদ্ধ তাঁতগুলি মুক্ত করিতে আরম্ভ করে। মুক্তি-প্রণালী ১৯৩৬ সালের ফেব্রুয়ারী মাস পর্য্যন্ত স্থায়ী হয়। চটকলসমূহের কর্ম্মকালও এই সময়ে ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি করিয়া সপ্তাহে ৫৪ ঘণ্টায় দাঁড় করান হইয়াছিল। এইরূপভাবে উৎপাদন বৃদ্ধি হেতু সমগ্র চটকল শিল্পেরই ভীষণ সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইত, যদি না এই সময় জগতের হাটে পাটজাত মালের চাহিদা বৃদ্ধি পাইয়া সমস্ত উৎপন্ন মালই টানিয়া লইত। এসোসিয়েশনের বহির্ভূত কলসমূহ এই সময় সপ্তাহে ১০৮ ঘণ্টা পর্য্যন্ত কাজ করিয়া অতিরিক্ত মুনাফা অর্জ্জনের সুযোগ ও সুবিধা গ্রহণ করিয়াছিল। এইরূপ অস্বাস্থ্যকর পরিস্থিতি সমগ্র শিল্পের নৈতিক চরিত্রের উপর এক ভীষণ প্রতিঘাত করে। তাহার ফলে ১৯৩৬ সালের শেষভাগে এসোসিয়েশন মিলসমূহ নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থা উঠাইয়া দিবার দাবী জানায়। এসোসিয়েশন এই দাবী অগ্রাহ্য করায় অনেক মিল এসোসিয়েশন পরিত্যাগ করিতে কৃতসংকল্প হয় এবং এই সম্পর্কে এসোসিয়েশনের উপর নোটিশ জারী করে। পরিস্থিতির গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া ১৯৩৭ সালের মার্চ্চ মাসে এসোসিয়েশন সমস্ত নিয়ন্ত্রণ তুলিয়া দেয়।

নিয়ন্ত্রণ তুলিয়া দেওয়ার ফলে অতিরিক্ত উৎপন্ন মাল খালাস করিতে চটকলসমূহকে অবশ্য বিশেষ বেগ পাইতে হয় নাই। কেননা, এই সময় পাটজ মালের চাহিদাও বাড়িয়া গিয়াছিল। কিন্তু পাটজ মালের মূল্য লাভপ্রদ না থাকায় সমস্ত মিলের মুনাফাই এই সময় ভীষণভাবে কমিয়া যায়। এমনকি অনেক মিল মুনাফার পরিবর্ত্তে লোকসানই করিতে লাগিল। চটকলসমূহের এই যুগের হিসাব তালিকাগুলি বিশ্লেষণ করিলে ইহাই পরিষ্কার বুঝা যায় যে, মাত্র সহযোগিতার অভাবে সমগ্র শিল্পই ভাল মুনাফা অর্জ্জনের সুবিধা ও সুযোগ বিসর্জ্জন দিতেছিল।

এইভাবে ১৯৩৭ ও ১৯৩৮ সালও কাটিয়া গেল। চটকল শিল্পের পরিস্থিতির বিশেষ কিছু উন্নতি হইল না। অত্যধিক উৎপাদন ও পরস্পরের গলাকাটা প্রতিদ্বন্দ্বিতা চটকল শিল্পের বৈশিষ্ট্য হইয়া দাঁড়াইল। এসোসিয়েশন মিলসমূহ ভীষণভাবে লোকসান করিয়া কাজ করিতে লাগিল। এই সময়কার মত দুর্গতি চটকল শিল্পের ইতিহাসে পূর্ব্বে কখনও ঘটে নাই। এসোসিয়েশনের বহির্ভূত মিলসমূহকে এই সময় কর্ম্মকাল সম্পর্কে কোন এক চুক্তির মধ্যে আনয়ন করিবার জন্য এসোসিয়েশন প্রাণপণ চেষ্টা করে। কিন্তু সেসকল চেষ্টা সমস্তই ব্যর্থ হইয়া যায়। পরিস্থিতির গুরুত্ব ক্রমশঃ এমন এক তীক্ষ্ণতর আকার ধারণ করে যে, বাংলা সরকারকে বাধ্য হইয়া এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে হয়। ফলে, ১৯৩৮ সালের ৯ই সেপ্টেম্বর হইতে কার্য্যকরী এক অর্ডিনান্স দ্বারা কর্ম্মকাল সপ্তাহে ৪৫ ঘণ্টায় নিয়ন্ত্রণ করা হয়। এই অর্ডিনান্সের মেয়াদ উত্তীর্ণ হইবার পূর্ব্বেই বাংলার শতকরা ৯৮টি মিল ও তথা ভারতের ৯৬টি মিল কর্ম্মকাল সম্পর্কে নিজেদের মধ্যে এক চুক্তি করায়, ১৯৩৯ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে বাংলা সরকার অর্ডিনান্সটি প্রত্যাহার করেন।

ইহার অব্যবহিত পরেই দ্বিতীয় মহাসমরের সূচনার সহিত চটকলশিল্পের ভাগ্য পরিবর্ত্তন ঘটে। ব্রিটীশ, ফরাসী ও নিরপেক্ষ দেশসমূহ হইতে প্রভূত পরিমাণে বালির বস্তার চাহিদা আসিতে থাকে। বস্তুতঃ চটকল শিল্পের উপর যুদ্ধের প্রভাব ইন্দ্রজালের ন্যায় প্রতিফলিত হয়। এই সম্পর্কে একথা বলা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে, অতীতকালে চটকল শিল্পের ভাগ্য যুদ্ধকালেই রচিত হইয়াছিল। গত শতাব্দীর রুশ ও মার্কিন গৃহযুদ্ধ ও বর্ত্তমান শতাব্দীর দুইটী মহাসমরের সময় চটকল শিল্পের অবস্থা পর্য্যালোচনা করিলে ইহা পরিষ্কার বুঝা যায়।

যদিও যুদ্ধের ভিতর চটকলসমূহ ভাল মুনাফাই অর্জ্জন করিয়াছে, তথাপি তাহাদের কম নিগ্রহও ভোগ করিতে হয় নাই। শ্রমিকের অভাব, কয়লার সংকট ঘন ঘন চটকলসমূহকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছে। তারপর সামরিক কাজে লাগাইবার জন্য কতকগুলি মিল "রিকুইজিসন" করা হইয়াছিল। কিন্তু সন্তোষের বিষয় এই যে, এই সকল নিগ্রহজনিত ক্ষতির হাত হইতে রেহাই পাইবার জন্য ইণ্ডিয়ান জুট মিলস্ এসোসিয়েশন এমন এক ব্যবস্থা অবলম্বন করে যাহাতে কাহাকেও ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয় নাই। ইহার ফলে সমস্ত মিলই ভাল মুনাফা অর্জ্জন করিতে সক্ষম হইয়াছে ও অংশীদারদের ভাল ডিভিডেণ্ড প্রদান করিয়াছে। প্রধান মিলগুলি গত সাত বৎসর কিরূপ লভ্যাংশ প্রদান করিয়াছে তাহার তালিকা নীচে দেওয়া হইল :—

জুট মিলের লভ্যাংশের শতকরা হার

মিল	১৯৩৭	১৯৩৮	১৯৩৯	১৯৪০	১৯৪১	১৯৪২	১৯৪৩	১৯৪৪
এংলো ইণ্ডিয়া	১২৷৷০	২৷৷০	১০	২০	২২৷৷০	২০	১৭৷৷০	১৫
বিরলা	১৫	৫	১৩৸০	২৫	২৫	২৫	২৫	২২৷৷০
বজ্‌বজ্‌	১০	৭	১৩	৩২৷৷০	২৭৷৷০	২৫	২২৷৷০	২০
ক্যালিডোনিয়ান	১৫	১১৷৷০	১৪	২৭৷৷০	২৭৷৷০	২০	১৭৷৷০	১৫
ডেল্টা	২০	১২৷৷০	১৫	৩২৷৷০	৩২৷৷০	৩০	২৫	২০
ফোর্ট গ্লষ্টর	৯	৬	১১	২৭৷৷০	৩০	৩২৷৷০	২৭৷৷০	১৮
হাওড়া	২০	১৫	১৭৷৷০	৩২৷৷০	৩৭৷৷০	৩৫	৩৫	৩৫
কামারহাটী	২০	৮৸০	১৩৸০	৩০	৩২৷৷০	৩০	৩০	৩০
কাঁকনাড়া	১৫	৭৷৷০	১৩৸০	২৫	২৭৷৷০	২৫	২৫	২৫
খড়দহ	১৭৷৷০	১০	১৫	৩৫	২২৷৷০	৩০	৩০	৩০
রিলায়েন্স	৩০	১৬।০	১২৷৷০	৩২৷৷০	৩৭৷৷০	৩৫	২৭৷৷০	২৫
ইউনিয়ন	৯	৬	১০	২৬	২৫	১৬৷৷০	১৭৷৷০	১৫

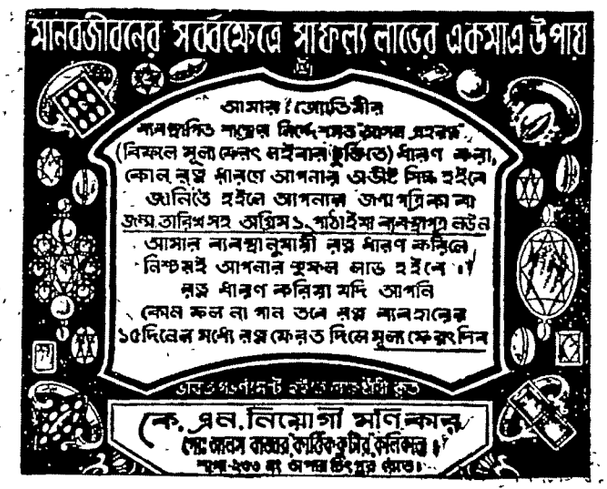

বেভারিজ পরিকল্পনা

শ্রীহেরম্বনাথ রায়

'উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং' এই ভগবদ্বাক্য মানুষের সমাজবদ্ধভাবে বাস করিবার প্রবৃত্তির মধ্যেই অভিব্যক্ত হইয়াছে। বৃহত্তর সমাজ-ব্যবস্থায় রাষ্ট্র হইতেছে সর্ব্বাপেক্ষা সংহত ও শক্তিশালী সামাজিক প্রতিষ্ঠান। শাসন ও শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষাবিধানের অতিরিক্ত কোন দায়িত্ব রাষ্ট্রের আছে কি না, তাহা লইয়া সেদিন পর্য্যন্তও রাষ্ট্রবিজ্ঞানবিদগণ তর্ক-বিতর্ক কম করেন নাই। কিন্তু প্রথম ও দ্বিতীয় মহাসমরের মধ্যবর্ত্তী সময়েই ব্যাপক বেকার সমস্যা বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রশক্তিকে জনগণের সামাজিক নিরাপত্তার দাবীর প্রতি বিশেষভাবে সচেতন করিয়া তুলিয়াছিল। দ্বিতীয় সমরোত্তর শান্তি পরিকল্পনায় সামাজিক নিরাপত্তাই যে প্রধানতম স্তম্ভ, যুদ্ধান্তবর্ত্তী কালের বৃটেন এবং আমেরিকার রাষ্ট্রনায়কগণকে সুস্পষ্ট ভাষায় একথা স্বীকার করিতে হইয়াছে। ইংলণ্ডে স্যার উইলিয়াম বেভারিজ কর্ত্তৃক রচিত সামাজিক বীমা পরিকল্পনার মধ্যে এই স্বীকৃতির পরিচয় পাওয়া যায়। বৃটিশ মন্ত্রিসভার দপ্তরহীন মন্ত্রী মিঃ আর্থার গ্রীণউডের উদ্যোগে ১৯৪১ সালের জুন মাসে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের বিভিন্ন বিভাগের প্রতিনিধি লইয়া একটি আন্তর্বিভাগীয় কমিটি গঠিত হয় এবং উদারনৈতিক দলভুক্ত স্যার উইলিয়াম বেভারিজ উহার চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন। ইংলণ্ডে প্রচলিত শ্রমিক ক্ষতিপূরণ আইন সহ বিভিন্ন সামাজিক বীমা পরিকল্পনা এবং তজ্জাতীয় অন্যান্য পরিকল্পনা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়া একটি পরিকল্পনা গঠন সম্পর্কে সুপারিশ করাই ছিল এই কমিটির কর্ত্তব্য। বৃটিশ সরকারের বিভিন্ন বিভাগের প্রতিনিধিগণ প্রকৃতপক্ষে স্যার উইলিয়াম বেভারিজের পরামর্শদাতা ছাড়া আর কিছু ছিলেন না। সুতরাং তদন্তের ফলে যে রিপোর্ট রচিত হইয়াছে তাহা স্যার উইলিয়াম বেভারিজের একার রিপোর্ট এবং তিনি একাই উহাতে দস্তখত করিয়াছেন। ১৯৪২ সালের নবেম্বর মাসে স্যার উইলিয়াম বেভারিজ বৃটিশ সরকারের নিকট তাঁহার পরিকল্পনা দাখিল করেন। ডিসেম্বর মাসে উহা সাধারণ্যে প্রকাশিত হয়।

বেভারিজ পরিকল্পনাকে বৃটিশ জনগণকে অভাব হইতে মুক্ত করিবার পরিকল্পনা বলিয়াও অভিহিত করা হইয়া থাকে। স্যার উইলিয়াম বেভারিজ স্বয়ং এই পরিকল্পনাকে আংশিকভাবে বৃটিশ বিপ্লব এবং প্রধানতঃ অতীতের স্বাভাবিক পরিণতি বলিয়া মনে করেন। চার্চ্চিল গবর্ণমেণ্ট এই পরিকল্পনা ষোল আনা গ্রহণ করিতে পারেন নাই। শ্রমিক গবর্ণমেণ্ট হয়ত এই পরিকল্পনাকে অধিকতর বিপ্লবাত্মক নহে মনে করিয়া উহাকে গ্রহণযোগ্য বলিয়াই মনে করিবেন না। বেভারিজ পরিকল্পনা শেষ পর্য্যন্ত হয়ত কাগজপত্রেই নিবদ্ধ থাকিবে। তথাপি বর্ত্তমান ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যে মানুষকে অভাব ও নিরাপত্তাহীন অবস্থা হইতে কি ভাবে, এবং কতটুকু রক্ষা করিবার ব্যবস্থা করা সম্ভব, এই পরিকল্পনায় তাহার পরিচয় পাওয়া যায়।

বাধ্যতামূলক সামাজিক বীমার ব্যবস্থা করাই বেভারিজ পরিকল্পনার প্রধান সুপারিশ। এই দিক দিয়া বিবেচনা করিতে গেলে উহাকে যে স্যার উইলিয়াম বেভারিজ অতীতের স্বাভাবিক পরিণতি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা যথাযথই হইয়াছে। মধ্যযুগে খৃষ্টীয় মঠগুলি (monasteries) হইতে নিরন্নদিগকে সাহায্য বিতরণ করা হইত। সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্ত্তনে এই মঠগুলির অস্তিত্ব যখন বিলুপ্ত হইল তখন ইংলণ্ডের অধিবাসীদের মধ্যে কেহ যাহাতে অনাহারে মৃত্যুমুখে পতিত না হয় তাহার ব্যবস্থা করিবার দায়িত্ব রাষ্ট্র উপেক্ষা করিতে পারে নাই। রাজ্ঞী এলিজাবেথের সময়ে 'দরিদ্র আইনের' (Poor Law) প্রবর্ত্তনের মধ্যে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। 'সরকারী সাহায্য' (Public Assistance) এই নূতন নামে পুরাতন 'দরিদ্র আইন' এখনও বাঁচিয়া রহিয়াছে। দরিদ্র আইন অনুসারে সাহায্য করিবার যে সকল ব্যবস্থা ছিল তাহার কতকগুলিকে দরিদ্র আইন হইতে পৃথক করিয়া স্বতন্ত্র ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করার এবং উহাদের ব্যয় নির্ব্বাহের পৃথক ব্যবস্থা করার ফলেই হয়ত বর্ত্তমান সমাজ কল্যাণসূচক ব্যবস্থা গড়িয়া উঠিয়াছে। কিন্তু জার্ম্মাণীই যে প্রথম সামাজিক বীমা প্রবর্ত্তনের পথ প্রদর্শন করে তাহাতে সন্দেহ নাই। বিসমার্ক সাম্রাজ্যবাদী এবং প্রতিক্রিয়াশীল কূট রাজনীতিক হইলেও রাষ্ট্ররক্ষার নীতির দিক হইতেই শ্রমিকের শুভাশুভ সম্বন্ধে রাষ্ট্রের দায়িত্ব সম্বন্ধে তিনি অবহিত হইয়াছিলেন। ১৮৮৩ সালে রোগ বীমা আইন জার্ম্মাণীতে প্রবর্ত্তিত হয়। দুর্ঘটনা বীমা আইন প্রবর্ত্তিত হয় ১৮৮৫ সাল হইতে এবং ১৮৮৯ সালে বার্দ্ধক্য ও অক্ষমতা আইন বিধিবদ্ধ হয়। জার্ম্মাণীর এই সকল বাধ্যতামূলক বীমা আইনের বিরুদ্ধে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক তীব্র সমালোচনা হইয়াছিল বৃটেনে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ইউরোপের অন্যান্য রাষ্ট্রগুলির মধ্যে বৃটেনই সর্ব্বপ্রথম এই বিষয়ে জার্ম্মাণীর অনুসরণ করে। শ্রমিক ক্ষতিপূরণ আইন বৃটেনে লিপিবদ্ধ হয় ১৮৯৭ সালে। তখন উহার পরিধি ছিল অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ। ১৯০৬ সালে উহাকে ব্যাপক করা হয়। বাধ্যতামূলক স্বাস্থ্য বীমার ব্যবস্থা হয় ১৯১২ সালে। এই বৎসরই কয়েকটি শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকদের সম্পর্কে বেকার বীমার প্রবর্ত্তন হয় এবং সমস্ত শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকদের সম্পর্কে উহা প্রযোজ্য হয় ১৯২০ সালে। পেন্সন আইন সর্ব্বপ্রথম বিধিবদ্ধ হয় ১৯০৮ সালে। কিন্তু এই আইন অনুসারে ৭০ বৎসর বয়সের পূর্ব্বে পেন্সন্ পাওয়া সম্ভব ছিল না। যদিও চাকুরী করিবার সময় মজুরি হইতে কোন নির্দ্দিষ্ট অংশ এই পেন্সন্ ভোগ করিবার জন্য জমা দিতে হইত না, কিন্তু তাহার আর্থিক সামর্থ্য কিরূপ তাহা বিবেচনা করিয়া পেন্সন্ দেওয়া হইত। বেতন হইতে একটা নির্দ্দিষ্ট অংশ মাসে মাসে জমা দিয়া বৃদ্ধ বয়সে সে অথবা বিধবা স্ত্রী ও পুত্র-কন্যার জন্য পেন্সনের ব্যবস্থা হয় ১৯২৫ সালে। বেকারদিগকে সাময়িকভাবে সাহায্য করিবার জন্য ১৯৩১ সালেই একটি বোর্ড গঠিত হয়। পরে ১৯৩৫ সালে বেকারদিগকে সাহায্য করিবার ব্যবস্থার

সোল ডিষ্ট্রিবিউটরস্
দি জি, এস, এমপোরিয়াম লিঃ
৪৭-এ, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ : : কলিকাতা
ফোন : বি, বি, ৪৪৫৭ ও ৩১৬
প্রস্তুতকারক : এশিয়া ইলেকট্রিক ওয়ার্কস্, কলিকাতা

জন্য বেকার সাহায্য বোর্ড গঠিত হয়। এই স্থলে ইহা উল্লেখযোগ্য যে, বেতনের একটা নির্দ্দিষ্ট ক্ষুদ্র অংশ কাটিয়া রাখিয়া সাহায্য দানের ব্যবস্থা প্রথম প্রবর্ত্তিত হয় জার্ম্মাণীতে। ইংলণ্ড জার্ম্মাণীর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া এই ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করে।

উল্লিখিত আলোচনা হইতে দেখা যাইতেছে যে, সামাজিক বীমা বা বেতন হইতে নির্দ্দিষ্ট অংশ কাটিয়া রাখিয়া সাহায্য দানের ব্যবস্থা ইংলণ্ডে নূতন নয়। কিন্তু বিভিন্ন কারণে মানুষের যে অভাব সৃষ্টি হইয়া থাকে তাহা দূর করিবার জন্য পৃথক পৃথক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছে এবং বিভিন্ন শ্রেণীর অভাবের জন্য সাহায্যের পরিমাণের মধ্যেও তারতম্য রহিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ আয়ের একটা উচ্চতর সীমা ধরা হইয়াছে, যাহার বেশী আয় হইলে সে ব্যক্তি রাষ্ট্রীয় বীমার আওতার মধ্যে আসিবে না। স্যার উইলিয়াম বেভারিজের পরিকল্পনায় বিভিন্ন কারণ হইতে উদ্ভূত অভাব দূরীকরণের জন্য সুসংবদ্ধ একটিমাত্র ব্যবস্থার সুপারিশ করা হইয়াছে এবং উহা পরিচালিতও হইবে একই কর্ত্তৃপক্ষের পরিচালনাধীনে। তিনটি নীতির ভিত্তির উপর এই পরিকল্পনাকে প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে। প্রথমতঃ কোন নির্দ্দিষ্ট আয়ের লোকই শুধু এই পরিকল্পনার সুবিধা পাইবে না, শুধু শ্রমজীবীদের মধ্যেই সামাজিক বীমা আবদ্ধ থাকিবে না। ধনী দরিদ্র, তরুণ, বৃদ্ধ নির্ব্বিশেষে সকলেই এই পরিকল্পনার আওতায় আসিবে। দ্বিতীয়তঃ বেভারিজ পরিকল্পনাকে সামাজিক নিরাপত্তার ব্যাপক পরিকল্পনার একটি অঙ্গ হিসাবেই গ্রহণ করিতে হইবে। বস্তুতঃ সামাজিক বীমার পূর্ণ বিকাশের জন্য সর্ব্বনিম্ন জাতীয় আয়ের এবং আয়ের নিরাপত্তা সম্পর্কে সুব্যবস্থা হওয়া প্রয়োজন। সামাজিক বীমা শুধু অভাবের বিরুদ্ধে আক্রমণের জন্যই পরিকল্পিত হইয়াছে। কিন্তু সামাজিক উন্নতির পথে যে পাঁচটি প্রবল বাধা রহিয়াছে তন্মধ্যে অভাব অন্যতম। অপর চারিটী—ব্যাধি, অজ্ঞতা, অমিতব্যয় এবং অলসতা। সামাজিক বীমার তৃতীয় নীতি হইতেছে যে, রাষ্ট্র এবং ব্যক্তির সহযোগিতার দ্বারাই সামাজিক নিরাপত্তা সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারে।

বেভারিজ পরিকল্পনাটি মোটামুটিভাবে উপস্থিত করিবার পূর্ব্বে সামাজিক নিরাপত্তা বলিতে কি বুঝায় তাহা একটু আলোচনা করা আবশ্যক। মানুষের ব্যক্তিগত স্বাধীনতার সহিত সামাজিক নিরাপত্তার একটা সুসমঞ্জস সম্বন্ধ থাকা দরকার। রাষ্ট্র তাহাকে ভরণ-পোষণ করুক, কোন নাগরিকই ইহা চায় না। মানুষ চায় জীবিকা অর্জ্জনের জন্য কাজ করিবার সুযোগ এবং সেই কাজের নিরাপত্তা। যখন কোন কারণে সে বেকার হইবে বা অসুস্থ হইয়া পড়িবে অথবা অসমর্থ হইয়া পড়িবে, তখন তাহার সাংসারিক ব্যয়, চিকিৎসার ব্যয় নির্ব্বিঘ্নে যাহাতে চলে তাহার ব্যবস্থাও মানুষের প্রয়োজন। মানুষ বিবাহ করে, পুত্রকন্যার জন্ম হয়—সংসারের খরচ বাড়িয়া যায়। কিন্তু খরচ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আয় বৃদ্ধি হইবে, এমন কোন কথা নাই। পুত্র-কন্যাদিগকে প্রতিপালন করিবার সামর্থ্য সম্বন্ধেও মানুষ নিশ্চিন্ত হইতে চায়। তাহার মৃত্যুর পর স্ত্রী-পুত্র-কন্যার জীবিকা নির্ব্বাহের সুব্যবস্থা থাকিবে, ইহাও মানুষ চায়। তাহার সবগুলি দাবী পূরণের ব্যবস্থার নামই সামাজিক নিরাপত্তা। প্রত্যেক ব্যক্তিরই কাজ জুটিবে, কেহই বেকার বসিয়া থাকিবে না, সামাজিক নিরাপত্তার ইহাই প্রথম সর্ত্ত। দ্বিতীয়তঃ সংসার চলিবার উপযোগী ন্যূনতম আয় হওয়া দরকার। সন্তান-সন্ততির জন্ম হইলে নূতন ব্যয়ের উদ্ভব হয়। স্কুল ছাড়িবার উপযোগী বয়স না হওয়া পর্য্যন্ত সন্তান ভাতা দেওয়া ব্যবস্থা আয় ন্যূনতম রাখিবার সহজ উপায়। কিন্তু স্যার উইলিয়াম বেভারিজ যে বিষয়ে সুপারিশ করিবার জন্য নিয়োজিত হইয়াছিলেন উল্লিখিত তিনটি বিষয় তাহার অন্তর্ভুক্ত নয়। কিন্তু সুসংবদ্ধ সামাজিক বীমা পরিকল্পনার সাফল্য, বেকার সমস্যা সম্পূর্ণরূপ দূরীকরণ, সাংসারিক ব্যয় নির্ব্বাহ হওয়ার উপযোগী নিম্নতম আয়ের ব্যবস্থা এবং সন্তান ভাতা প্রদান—এই তিনটির উপর একান্তভাবে নির্ভরশীল। আয়ের পরিমাণকে অব্যাহত রাখা উহার মূল কথা।

বেভারিজ পরিকল্পনায় যে সকল সুপারিশ করা হইয়াছে তাহাতে ইংলণ্ডের প্রত্যেক নারী পুরুষ এবং বালক বালিকা কোন না কোন ভাবে এই পরিকল্পনার আওতার মধ্যে আসিয়াছে। এই পরিকল্পনার জন্য ইংলণ্ডের সমস্ত অধিবাসীকে নিম্নলিখিত ছয়টি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে ঃ—

(১) অন্যের অধীনে কাজ করিয়া যাহারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে (Employees)। (চাকুরীজীবী, শ্রমজীবী সকলেই ইহার অন্তর্ভুক্ত)।

(২) যাহারা অন্যভাবে উপার্জ্জনশীল (others gainfully occupied).

(শ্রমিক নিয়োগকারী, ব্যবসায়ী, স্বাধীন বৃত্তি অবলম্বী ইত্যাদি এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত)।

(৩) গৃহিণী (House wives) ।

(৪) কাজ করিবার উপযোগী বয়স্ক হইয়াও যাহারা উপার্জ্জনশীল নহে (other persons of working age not gainfully occupied) ।

(ছাত্র ছাত্রী, গৃহকর্ম্মে নিযুক্ত অবিবাহিতা নারী, অনুপার্জ্জিত বিত্তভোগী প্রভৃতি এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত)।

(৫) কাজ করিবার বয়স হয় নাই এরূপ বালক বালিকা (Children below working age) ।

(৬) যাহারা অবসর গ্রহণ করিয়াছে এবং কাজ করিবার বয়স যাহাদের পার হইয়াছে (persons retired & above working age) ।

উল্লিখিত ছয়টি শ্রেণীর ১ম, ২য় এবং ৪র্থ শ্রেণীর লোকেরা তাহাদের নিজেদের এবং ৩য় ও ৬ষ্ঠ শ্রেণীর লোকদের কতগুলি সুবিধা প্রাপ্তির জন্য প্রতি সপ্তাহে গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট হারে চাঁদা (Contribution) প্রদান করিবে। পুরুষ হইলে ৬৫ বৎসর এবং নারী হইলে ৬০ বৎসর পর্য্যন্ত এইভাবে সাপ্তাহিক চাঁদা (Contribution) দিতে হইবে। প্রথম শ্রেণীর লোকদের মনিবদিগকে তাঁহাদের অধীনস্থ প্রত্যেক কর্ম্মচারী ও শ্রমিকের জন্য চাঁদা প্রদান করিতে হইবে।

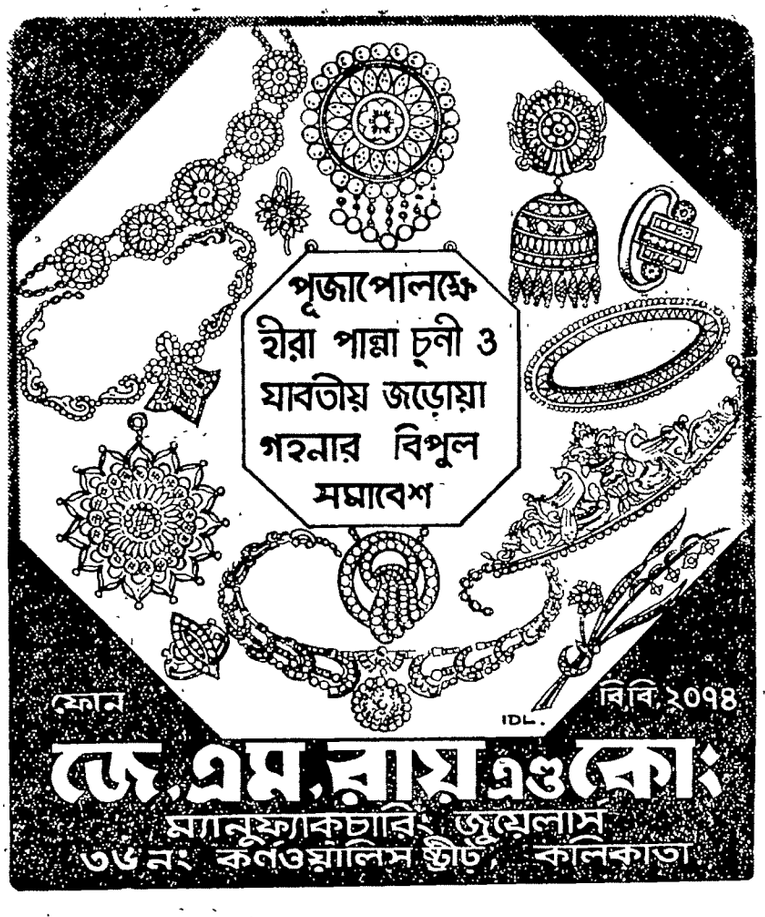

গঠন-নৈপুন্যে ও স্থায়িত্বে
অপ্রতিদ্বন্দ্বী ষ্টীল প্রডাক্টস্

গবর্ণমেণ্ট Kohinoor রেজিষ্টার্ড
নং ১৫১২০

কোহিনুর-ব্রাণ্ড

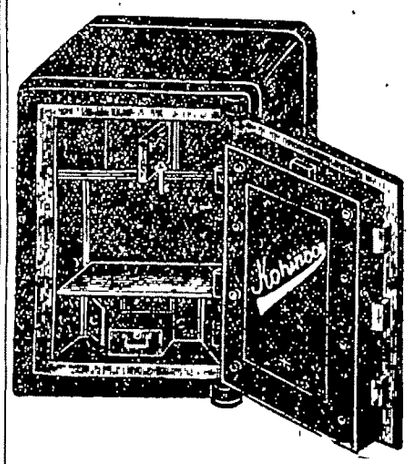

- আয়রণ সেফ্
- ষ্টীল ক্যাবিনেট
- সুদৃঢ় তালা ও চাবি
- ষ্টীল ক্যাশবাক্স
- ফায়ারপ্রুফ সেফ্
- „ ক্যাবিনেট

ইত্যাদি-ইত্যাদি

এতদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি আমাদের কারখানায় প্রস্তুত হয়।

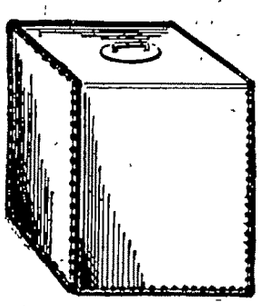

- গ্যালভানাইজড্ রেক্‌ট্যাঙ্গুলার ও সারকুলার ট্যাঙ্ক
- মাইল্ড ষ্টীল ট্যাঙ্ক
- বাথ টব
- ডাষ্টবিন
- হর্স ড্রপারস্
- নাইটসইল বালতি
- ফায়ার বালতি

* অটোমেটিক ফ্লাশিং সিষ্টার্ণ, ডিষ্টিলেটর, ওয়াটার হিটার, লেবরেটারী পার্কোলেটর, টি-পলিশিং ড্রাম, হট ওয়াটার এপারেটাস ইত্যাদি, ইত্যাদি।

আমাদের শো-রুম পরীক্ষা প্রার্থনীয়

—:*:—

রায় এণ্ড কোং

১০০নং হ্যারিসন রোড

ফোন : বি, বি, ৯২০—কলিকাতা—গ্রাম : Reservoir

গ্রাম : লাইভ ব্যাঙ্ক স্থাপিত : ১৯৩০ ফোন :
কলিকাতা কলিঃ ৪৭৩১-৩২৭৫

গিরিশ ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস—
২১-এ, ক্যানিং ষ্ট্রীট,
কলিকাতা

বোর্ড অব ডাইরেক্টরস্ ঃ

চেয়ারম্যান—রায় জে, এন, মুখার্জি, বাহাদুর,
গভর্ণমেণ্ট প্লীডার ও পাবলিক প্রসিকিউটর, হুগলী।

মিঃ বীরনারায়ণ চাঁদ,
জমিদার ও ব্যাঙ্কার, পূর্ণিয়া।
মিঃ বি, কে, নন্দী,
মার্চেণ্ট, কলিকাতা।
ঠাকুর কে, কে, সিংহ,
মন্ত্রী, ত্রিপুরা ষ্টেট।
মিঃ পঙ্কজকুমার গাঙ্গুলী,
এডিশনাল-পাব্লিক প্রসিকিউটর, আলিপুর।
মিঃ এইচ, এস, ভট্টাচার্য্য,
জমিদার ও মার্চেণ্ট, কলিকাতা।
মিঃ অনিলকিশোর রায়,
জমিদার ও ব্যাঙ্কার, ময়মনসিংহ।
মিঃ দেবপ্রসাদ ঘোষ,
জমিদার ও ব্যাঙ্কার, খুলনা।
মিঃ ফুলচাঁদ ভগত,
মার্চেণ্ট ও অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট, কোন্নগর, হুগলী।
মিঃ আই, এন, চ্যাটার্জি,
মার্চেণ্ট, উত্তরপাড়া।
মিঃ হৃষীকেশ মুখার্জী,
ডাইরেক্টর-ইন-চার্জ্জ।

শাখাসমূহ ঃ—

আগরতলা, বেলঘরিয়া, ভানুগাছ, ভবানীপুর (কলিকাতা), বর্দ্ধমান, চুঁচুড়া, ঢাকা, গাইবান্ধা, গঙ্গাসাগর, কামালপুর (ত্রিপুরা ষ্টেট), খুলনা, মাধিপুরা (ভাগলপুর), মেহেরপুর (নদীয়া), মৈমনসিংহ, মেমারি, পূর্ণিয়া, রায়গঞ্জ, রাঁচী, শ্রীরামপুর, সিরাজগঞ্জ, উদয়পুর, (ত্রিপুরা ষ্টেট), উত্তরপাড়া।

যুদ্ধ কিম্বা শান্তি উভয় সময়ে
নির্ভরযোগ্য

প্রভিডেণ্ট স্কীমে বীমা করুন

দি ক্যালকাটা প্রভিডেণ্ট
কোং লিঃ

২১-এ, ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

যেরূপ সুবিধা প্রাপ্তি হইবে তদনুযায়ী এক শ্রেণীর লোকদের চাঁদার পরিমাণ অপর শ্রেণীর লোকদের দেয় চাঁদার পরিমাণ অপেক্ষা বেশী বা কম হইবে। তৃতীয় শ্রেণীর ব্যক্তিদের (গৃহিণীদের) সুবিধা প্রাপ্তির ব্যবস্থার জন্য পুরুষদের দেয় চাঁদার হার মেয়েদের দেয় চাঁদার হার অপেক্ষা বেশী হইবে। স্বামী-স্ত্রীকে একই সঙ্গে বীমা করা হইবে। কাজেই বিবাহিতা নারীকে কোন চাঁদা দিতে হইবে না, স্বামীর প্রদত্ত চাঁদা হইতেই স্ত্রীর জন্য সুবিধা প্রাপ্তির ব্যবস্থা করা হইবে। অবশ্য স্ত্রী যদি উপার্জ্জনশীলা হন তাহা হইলে তিনি ইচ্ছা করিলে দেয় চাঁদা প্রদান করিয়া বীমা করিতে পারিবেন। কিন্তু এ সম্বন্ধে তাঁহার কোন বাধ্যবাধকতা নাই।

সামাজিক নিরাপত্তা বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীর অধীনে সামাজিক বীমাকে সংহত ও সুসংবদ্ধ করা হইবে। বেকারত্ব এবং স্বাস্থ্য ও পেন্সনের জন্য বর্ত্তমানের ন্যায় দুইটি পৃথক কার্ড বা খাতার পরিবর্ত্তে প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য শুধু একখানা বীমা বই বা বীমা কার্ড থাকিবে। সামাজিক নিরাপত্তা বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীর স্থানীয় দপ্তর হইতে সাহায্য প্রদান করা হইবে।

বর্ত্তমানের ন্যায় এমপ্লয়মেণ্ট বুক বা নিয়োগ বহিতে মনিবগণ প্রতি সপ্তাহে ষ্ট্যাম্প আঁটিয়া দিয়া তাঁহাদের অধীনস্তদের এবং অধীনস্থদের জন্য নিজেদের দেয় চাঁদা প্রদান করিবেন। অধীনস্থ কর্ম্মচারী বা শ্রমিকের বেতন হইতে তাহার দেয় চাঁদা কাটিয়া রাখা হইবে। দ্বিতীয় শ্রেণীর ব্যক্তিরা অকুপেশন কার্ড বা বৃত্তি কার্ডের উপর ষ্ট্যাম্প আঁটিয়া তাঁহাদের দেয় চাঁদা প্রদান করিবেন। চতুর্থ শ্রেণীর ব্যক্তিরা নিরাপত্তা কার্ডে (Security Card) ষ্ট্যাম্প লাগাইয়া তাঁহাদের দেয় চাঁদা প্রদান করিবেন। গৃহিণীরা (৩য় শ্রেণীর) 'গৃহিণীদের পলিসি' (Housewife's Policy) প্রাপ্ত হইবেন। এই সকল বই এবং কার্ড প্রতি জুলাই মাসে বদলাইয়া নূতন বই এবং কার্ড পাওয়া যাইবে।

কোন্ শ্রেণীর নরনারীকে প্রতি সপ্তাহে কি হারে চাঁদা দিতে হইবে তাহার একটি তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল :

	১ম শ্রেণী		২য় শ্রেণী		৩য় শ্রেণী	
বীমাকৃত ব্যক্তি	মনিব	মোট				
	শিঃ পেঃ	শিঃ পেঃ	শিঃ পেঃ	শিঃ পেঃ	শিঃ পেঃ	শিঃ পেঃ
পুরুষ						
২১ বৎসর ও তদূর্দ্ধ	৪-৩	৩-৩	৭-৬	৪-৩	৩-৯	১-৬
১৮-২০	৩-৬	২-৯	৬-৩	৩-৬	৩-০	১-৬
১৬-১৭	২-৬	২-৬	৫-০	২-০	১-৬	১-৬
নারী						
২১ বৎসর ও তদূর্দ্ধ	৩-৬	২-৬	৬-০	৩-৯	৩-০	১-৬
১৮-২০	৩-০	২-০	৫-০	৩-০	২-৬	১-৬
১৬-১৭	২-০	২-০	৪-০	২-০	১-৬	১-৬

বেকার অবস্থায় এবং সাহায্য পাওয়ার উপযোগী কাতর অবস্থায় চাঁদা দেওয়া হইতে রেহাই দেওয়া হইবে। দ্বিতীয়তঃ, দ্বিতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর মধ্যে যাঁহাদের আয় বার্ষিক ৭৫ পাউণ্ডের কম তাঁহারাও চাঁদা দেওয়ার দায় হইতে অব্যাহতি পাইবেন। এই ব্যবস্থায় যাহারা রাস্তায় ফেরি করিয়া জিনিষ বিক্রয় করে এবং যাহারা খুব দরিদ্র তাহারা সামাজিক বীমার আওতায় আসিবে না। তাহারা সাহায্য পরিকল্পনা বা Assistance Schemeএর মধ্যে পড়িবে। যাঁহারা কন্যা বা ভগ্নীদের নিকট হইতে গৃহস্থালীর কাজে বিনা ব্যয়ে সাহায্য পান, তাঁহারা কন্যা বা ভগ্নীদের জন্য নিরাপত্তা চাঁদা প্রদান করিবেন, এইরূপ আশা প্রকাশ করা হইয়াছে। কিভাবে উহা কার্য্যকরী হইবে, সে সম্বন্ধে কোন সুস্পষ্ট বিধান করা হয় নাই।

উল্লিখিত আলোচনায় দেখা যাইতেছে যে, প্রথম, দ্বিতীয় অথবা চতুর্থ শ্রেণীর প্রত্যেক ব্যক্তি প্রতি সপ্তাহে অথবা কয়েক সপ্তাহে মিলিয়া একবার করিয়া একটিমাত্র নিরাপত্তা চাঁদা প্রদান করিবেন, একটি ষ্ট্যাম্প দ্বারা এই চাঁদা প্রদান করা হইবে এবং বীমার দলিলও একটিমাত্র হইবে। প্রথম শ্রেণীর লোকদের জন্য তাহাদের মনিবদিগকেও চাঁদা দিতে হইবে। সামাজিক বীমা ব্যবস্থায় কি কি সুবিধা বা সাহায্য পাওয়া যাইবে, নিম্নে তাহা উল্লেখ করা হইল :

(১) প্রথম শ্রেণীর ব্যক্তিরা বেকার ভাতা, অসামর্থ্য ভাতা, চিকিৎসার ব্যয় বাবদ সাহায্য, অবসর গ্রহণের পর পেন্সন এবং অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়ার ব্যয় পাইবেন।

(২) দ্বিতীয় শ্রেণীর ব্যক্তিরা বেকার ভাতা এবং অসমর্থ হওয়ার প্রথম ১৩ সপ্তাহ পর্য্যন্ত অসামর্থ্য ভাতা ব্যতীত প্রথম শ্রেণীর প্রাপ্য আর সমস্ত সাহায্যই পাইবেন।

(৩) চতুর্থ শ্রেণীর ব্যক্তিরা বেকার ভাতা এবং অসামর্থ্য ভাতা ব্যতীত প্রথম শ্রেণীর প্রাপ্য আর সমস্ত সাহায্যই পাইবেন।

(৪) প্রথম শ্রেণী ব্যতীত দ্বিতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর ব্যক্তিরা বেকার ভাতার পরিবর্ত্তে শিক্ষানবিশী ভাতা পাইবেন। অর্থাৎ যদি তাহাদের বর্ত্তমান বৃত্তিদ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ সম্ভব না হয়, তাহা হইলে নূতন বৃত্তি যোগাড়ে সাহায্য করিবার জন্য তাহাদিগকে শিক্ষানবিশী ভাতা দেওয়া হইবে।

(৫) তৃতীয় শ্রেণীর ব্যক্তিরা অর্থাৎ গৃহিণী-গণ তাঁহাদের স্বামী প্রদত্ত চাঁদার বলে মাতৃত্ব সাহায্য, বিবাহ বিচ্ছেদের বা বিধবা হওয়ার পর সাহায্য এবং বৃদ্ধ বয়সে পেন্সন পাইবেন। গৃহিণীদের মধ্যে যাঁহারা কাজ করিয়া অর্থ উপার্জ্জন করেন তাঁহারা মাতৃত্ব ভাতা ব্যতীত সন্তান জন্মের পূর্ব্বে এবং পরে চাকুরী হইতে বিদায় পাওয়ার জন্য ১৩ সপ্তাহের মাতৃত্ব সাহায্য (maternity benefit) পাইবেন।

(৬) প্রথম সন্তান ব্যতীত পরবর্ত্তী সন্তান-দের জন্য তাহাদের বয়স ১৫ বৎসর না হওয়া পর্য্যন্ত অথবা স্কুল ছাড়া না হইলে ১৬ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত সন্তান ভাতা দেওয়া হইবে। প্রকৃতপক্ষে ইহা পারিবারিক মাসোহারারই একটা প্রকার ভেদ মাত্র এবং এই ব্যবস্থা প্রকৃত পক্ষে সামাজিক বীমা ব্যবস্থার বাহিরে। সম্পূর্ণ-রূপে সরকারী কোষাগার হইতে এই ভাতা দেওয়ার সুপারিশ করা হইয়াছে।

(৭) ৬ষ্ঠ শ্রেণীর ব্যক্তিদের পেন্সনের ব্যবস্থা হইবে।

বেকার অবস্থায়, পীড়িত অবস্থা অথবা বিধবা অবস্থায় পূরা সাহায্য পাইতে হইলে অথবা একমাত্র অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সাহায্য ব্যতীত অন্য সাহায্য পাইতে হইলে পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরে অন্ততঃ ৪৮টি চাঁদা দেওয়া হইয়া থাকা আবশ্যক। অবশ্য কোন চাঁদা হইতে যদি রেহাই দেওয়া হইয়া থাকে তাহা হইলে তাহাও দেওয়া হইয়াছে বলিয়া ধরা হইবে। পূরা পেন্সান্ পাইতে হইলে উক্ত ব্যক্তির এই পরিকল্পনা সুরু হওয়ার পর হইতে তাহার সমগ্র কর্ম্ম-জীবন ব্যাপিয়া গড়ে প্রতি বৎসর ৪৮টি করিয়া চাঁদা দেওয়া হইয়া থাকা আবশ্যক। সাধারণ লোক, যাহারা নিজের অর্জ্জিত আয়ের দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে তাহারা তাহাদের বেকার অবস্থা বা পীড়িতাবস্থা প্রমাণ করিয়া সামাজিক বীমার পূরা সুবিধাই ভোগ করিতে

ঐশ্বর্য্যই উৎসবের আনন্দ
জাতীয় উৎসবের প্রয়োজন ঐশ্বর্য্য সঞ্চয়ের
সেই সঞ্চয়ের সুযোগ দেয় সুপরিচালিত ব্যাঙ্ক—
ইণ্ডিয়া এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্ক
লিমিটেড
হেড অফিস :—৩।১, ম্যাঙ্গো লেন, কলিকাতা।
টেলি :—"WARRANTY" Cal. : : ফোন : ক্যাল—২৬৯২
এন্, বি, ঘোষ দস্তিদার—ম্যানেজিং ডিরেক্টার।

পারিবে। কিন্তু যাহারা বৎসরের বিশেষ কতগুলি সময়ে মজুরী করে তাহাদের পক্ষে পুরা সুবিধা পাওয়া কঠিন হইয়া পড়িবে।

যে পর্য্যন্ত বেকারত্ব থাকিবে সে পর্য্যন্ত একই হারে বেকার ভাতা প্রদত্ত হইবে। কিন্তু একটা সর্ত্ত এই যে, উপযুক্ত কোন কাজ সংগৃহীত হইলে তাহাতে তাহার যোগদান করিতে হইবে, অথবা কোন শিক্ষাকেন্দ্রে যাইয়া শিক্ষানবিশী করিতে হইবে। অক্ষমতা যতদিন থাকিবে ততদিন পর্য্যন্তই অথবা শিল্প পেন্সন (Industrial Pension) দেওয়ার ব্যবস্থা না হওয়া পর্য্যন্ত অক্ষমতা ভাতা দেওয়া হইবে। এখানেও একটা সর্ত্ত আছে। যথোপযুক্ত চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হইলে চিকিৎসা করাইতে রাজী হইতে হইবে অথবা কোন বৃত্তি শিক্ষা করিতে হইবে।

কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিলেই শুধু পেন্সন (শিল্প পেন্সন ব্যতীত) দেওয়া হইবে। পেন্সনের নিম্নতম বয়স পুরুষের বেলায় ৬৫ বৎসর এবং স্ত্রীলোকের বেলায় ৬০ বৎসর। এই বয়স হইলেই পেন্সন দাবী করা চলিবে। আরও অধিক বয়সে অবসর গ্রহণ করিলে পেন্সনের পরিমাণ মৌলিক পরিমাণ অপেক্ষাও বেশী হইবে। চাঁদা দেওয়ার বলে যে পেন্সনের ব্যবস্থা (Contributory Pension) তাহার পরিমাণ এই অধিকারের বলেই ধীরে ধীরে মৌলিক পরিমাণ পর্য্যন্ত না উঠিয়া পারে না। বিধবার বয়স কাজ করিবার উপযোগী হইলে এবং সন্তান-সন্ততি না থাকিলে স্থায়ীভাবে পেন্সন দেওয়া হইবে না। কিন্তু সকল বিধবাকেই বেকার ভাতা বা অক্ষমতা ভাতা অপেক্ষা বেশী হারে সাময়িক মাসোহারা দেওয়া এবং প্রয়োজন হইলে শিক্ষানবিশী করিবার জন্যও বিধবাকে ভাতা দেওয়া হইবে। যে-সকল বিধবার ছেলেমেয়ের ভরণপোষণ করিতে হইবে তাঁহারা সন্তান ভাতা ব্যতীত অভিভাবক ভাতাও পাইবেন।

স্যার উইলিয়াম বেভারিজ যে সামাজিক বীমার পরিকল্পনা রচনা করিয়াছেন তাহা কার্য্যকরী হইলে ইংলণ্ডে অতি অল্প সংখ্যক লোকই অবশিষ্ট থাকিবে, যাহারা এই সামাজিক বীমার আওতায় আসিবে না। তাহাদিগকে সরকারী সাহায্য দেওয়া হইবে। অবশ্য এই সাহায্য প্রাপ্তির পূর্ব্বে তাহাদের আয় সম্বন্ধে তদন্ত করিয়া দেখা হইবে।

ইংলণ্ডের সমগ্র অধিবাসীর জন্য ব্যাপক চিকিৎসা ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা স্যার উইলিয়াম বেভারিজ স্বীকার করিয়াছেন। কিভাবে এই ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে তাহা তাঁহার আলোচ্য বিষয়ের বাহিরে বলিয়া এ-সম্বন্ধে কোন নির্দ্দিষ্ট সুপারিশ তিনি করেন নাই। কিন্তু উহা যে একান্ত প্রয়োজনীয় তাহা তিনি উল্লেখ করিয়াছেন। পুনঃপ্রতিষ্ঠা আংশিকভাবে চিকিৎসা সংক্রান্ত এবং আংশিকভাবে চিকিৎসা শেষ করার পরবর্ত্তীকাল সংক্রান্ত সমস্যা। ইহাও যথার্থতঃ তাঁহার সুপারিশ করিবার বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত নয়। তথাপি চিকিৎসাকালীন সময় হইতে উপার্জ্জনের পূর্ণক্ষমতা অর্জ্জিত না হওয়া পর্য্যন্ত সাহায্যের ব্যবস্থা করিবার প্রয়োজনীয়তার উপর তিনি বিশেষ জোর দিয়াছেন। যদিও পুনঃপ্রতিষ্ঠা ভাতা (Rehabilitation Benefit) তাঁহার পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত বিষয় নয়, তথাপি তিনি পুনঃপ্রতিষ্ঠা ভাতা শিক্ষানবিশী ভাতার সমান হওয়ার সুপারিশ করিয়াছেন। তিনি এমন কথাও বলিয়াছেন যে, প্রয়োজন হইলে শিক্ষানবিশী ভাতা এবং পুনঃপ্রতিষ্ঠা ভাতা একই সঙ্গে দেওয়া হইবে। এই পরিকল্পনা সম্বন্ধে আর একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে, উহাতে অন্ধদের সম্বন্ধে বিস্তৃত কোন ব্যবস্থার এবং কালাদের সম্বন্ধে পৃথকভাবে কোন বিশেষ ব্যবস্থার প্রস্তাব করা হয় নাই।

বাড়ী ভাড়া মানুষের জীবনে একটা বড় সমস্যা। স্যার উইলিয়ামকে এ সম্বন্ধেও বিবেচনা করিতে হইয়াছে। কিন্তু নগদ ভাতা দিবার যে সকল ব্যবস্থা করা হইয়াছে তন্মধ্যে বাড়ী ভাড়াকে সংযুক্ত করা তিনি সঙ্গত মনে করিতে পারেন নাই।

বেভারিজ পরিকল্পনা সম্বন্ধে মোটামুটি সমস্ত বিষয়ই বলা শেষ হইল। তথাপি একটা কথা মনে না হইয়া পারে না যে, এই পরিকল্পনার বাস্তব রূপটি কিরূপ অর্থাৎ এই যে বিভিন্ন রকম ভাতা দেওয়ার সুপারিশ করা হইয়াছে তাহাদের বাস্তব পরিমাণ কি? জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের ব্যয় সর্ব্বদা সমান থাকে না। ১৯৪২ সালের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের ব্যয়ের ভিত্তিতে যে হিসাব করা হইয়াছে নিম্নে তাহা প্রদত্ত হইল। কিন্তু এ সম্পর্কে ইহাও মনে রাখা প্রয়োজন যে, জীবনযাত্রার ব্যয়ের হ্রাসবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে উহার পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী।

(১) বেকার ও অক্ষমতা (রোগ) ভাতা

	প্রতি সপ্তাহে
২১ বা তদূর্দ্ধ বয়স্ক অবিবাহিত পুরুষ বা নারী	২৪ শিলিং
উপার্জ্জনশীল স্ত্রী আছে এইরূপ বিবাহিত পুরুষ	” ”
স্ত্রী উপার্জ্জনশীল নয় এইরূপ বিবাহিত পুরুষ	৪০ ”
স্বামী উপার্জ্জনশীল এইরূপ বিবাহিতা নারী	১৬ ”
(২১ বৎসরের কম বয়স্কদের জন্য ভাতার হার কম)	

(২) অবসরপ্রাপ্ত হওয়ার পেন্সন্

পুরুষ ও নারী (একত্রে)	৪০ শিলিং
নারী অথবা পুরুষ একক	২৪ ”
স্ত্রী উপার্জ্জনশীল এইরূপ পুরুষ অথবা স্বামীর বয়স ৬৫ বৎসরের কম এইরূপ নারী	২৪ ”

(৩) মাতৃত্ব ভাতা (১৩ সপ্তাহ)

	প্রতি সপ্তাহে
(৪ পাউণ্ড মাতৃত্ব সাহায্যের অতিরিক্ত)	
উপার্জ্জনশীল বিবাহিতা নারী	৩৬ শিলিং
বিধবা ভাতা (১৩ সপ্তাহ)	৩৬ ”

(৪) সন্তান ভাতা

পরিবারের প্রত্যেক ছেলেমেয়েদের জন্য ৮	”
ষোল বৎসরের উর্দ্ধ হইলে	১৬ ”

(৫) শিল্প পেন্সন (Industrial Pension)

সম্পূর্ণ অক্ষমতা (১৩ সপ্তাহের পর এই সময় ‘সিকপে’ বা অসুস্থ অবস্থায় প্রাপ্য বেতন দেওয়া হইবে)	সাপ্তাহিক মজুরীর ৬ অংশ, কিন্তু সন্তান ভাতাসহ ৩ পাউণ্ডের বেশী হইবে না। আবার সন্তান ভাতা সহ পীড়িত অবস্থায় প্রাপ্য বেতনের কম হইবে না।

(৬) বিবাহ ভাতা

উপার্জ্জনশীল নারীর জন্য ১০ পাউণ্ড পর্য্যন্ত।

(৭) অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার ব্যয়

পূর্ণ বয়স্ক	২০ পাউণ্ড
১০ হইতে ২১ বৎসর বয়স্ক	১৫ পাউণ্ড
৩ হইতে ১০ বৎসর মধ্যে	১০ পাউণ্ড
৩ বৎসরের অনধিক বয়স্ক	৬ পাউণ্ড

বর্ত্তমান বেকার সমস্যায়
হতাশ হবেন না
অল্প পুঁজিতে ব্যবসা করুন
১০০৲ টাকা থেকে ১০০০৲ টাকার মধ্যে
মেসিন কিনে কি কি জিনিষ তৈয়ারী ক'রে লাভবান হ'তে পারেন — তা আপনি হয়তো জানেন না—
= আমরা জানি =
“কুটীর শিল্পের” উপযোগী মেসিনের তালিকার জন্য আজই লিখুন —
ওরিয়েণ্টাল মেসিনারী
সাপ্লাইং এজেন্সী লিঃ
পি১২, মিশন রো এক্সটেনসন, কলিকাতা
টেলিঃ কলি—৪৮৪০
সাবান, লজেন্স, বিস্কুট, টিনের কৌটা, কাগজের বাক্স, ঔষধ, রং, কালি, বোতাম তৈয়ারীর এবং তৈল, আটা, চাউল,-ও ডাল ইত্যাদিব নানা বকম মেসিন প্রস্তুতকারক।

চীনের কম্যুনিষ্ট শাসিত অঞ্চলের ব্যবহারনীতি

শ্রীতরুণ চট্টোপাধ্যায়, এম-এ

"জাতীয় গবর্ণমেণ্টের নিকট আমাদের দাবী এই যে, আমাদের, অর্থ, অস্ত্রশস্ত্র এবং ওষুধ সরবরাহ করা হোক…"

"জাতীয় গবর্ণমেণ্টের নিকট আমাদের আরো দাবী এই যে, জঘন্য অর্থনৈতিক অবরোধ থেকে আমাদের মুক্তি দেওয়া হোক, জুয়াখেলা, মুনাফাশিকার, মজুতদারী, একচেটে ব্যবসা ইত্যাদির উচ্ছেদ করা হোক, কৃষির উৎপাদন বাড়াবার ব্যবস্থা করা হোক, ব্যক্তিগত শিল্প ও বাণিজ্য প্রচেষ্টাকে সাহায্য করা হোক এবং এইভাবে আত্মরক্ষামূলক সংগ্রামের অর্থনৈতিক ভিত্তি গঠন করা হোক…"

য়েনানের চীনা কম্যুনিষ্টরা বরাবর এই সব দাবী করে আসছে কুওমিনটাং গবর্ণমেণ্টের কাছে। কিন্তু দাবীগুলোর একটিও আজ পর্য্যন্ত পালিত হয়নি। তা সত্ত্বেও কম্যুনিষ্ট-শাসিত উত্তর চীনের জাপ-কবল-মুক্ত অঞ্চলের ৯ কোটি অধিবাসী কি ভাবে কোন রকম সাহায্য না পেয়ে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করছে এবং গেরিলাযুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে, তার বিবরণ আমরা প্রথমে পেয়েছিলাম নারী বিপ্লবী আগনিস্ স্মেডলীর লেখায়। তারপর ইদানীং এ্যগার স্নো, ইজরেইল এপষ্টাইন, নীম ওয়েলস্ ইত্যাদি লেখকদের কাছ থেকে আমরা অনেক কিছু জানতে পারছি।

চাষীদের জমি বণ্টন—

কম্যুনিষ্টরা যখন প্রথম য়েনানে যায়, তখন উত্তর-পশ্চিম চীনে দস্যুদলের প্রতাপ ছিল অখণ্ড। কম্যুনিষ্ট সেনাদল তাদের যদি বা উচ্ছেদ করল, তারপর সুরু হোল জমীদার, সুদখোর এবং আফিম ব্যবসায়ীদের শোষণের পালা। কম্যুনিষ্টরা কৃষি-বিপ্লবে নেতৃত্ব নিয়ে জমি চাষীদের মধ্যে ভাগ করে দিলে। তারপরে তারা জমীদারদের জমীদারীর কিছু কিছু অংশ তাদের ফিরিয়ে দিলে এই সর্ত্তে যে, তারা জাপ-বিরোধী যুদ্ধপ্রস্তুতিতে যথাসাধ্য সাহায্য করবে। এইভাবে যারা জমি চাষ করে তাদের হাতে জমির মালিকানা আসায় দুর্ভিক্ষের সম্ভাবনা আর থাকল না। তাই যখন কুওমিনটাং শাসিত অঞ্চলে কোটি কোটি লোক দুর্ভিক্ষে অনাহারে প্রাণ দিয়েছে, তখন কম্যুনিষ্ট বা কুং চান টাং অঞ্চলে লোকেদের দুবেলা ভাতের অভাব হয় নি।

করভার লঘু করণ—

তারপর কম্যুনিষ্টরা চাষীদের খাজনার ভার শতকরা ২৫ ভাগ হাল্কা করে দিলে। আরো নিয়ম হোল যে, ৫ মণ করে খাদ্যশস্য বাড়ীর প্রত্যেকের জন্য আগে রেখে দেওয়া হবে। এইভাবে রেখে দিয়ে মোট উৎপাদিত শস্যের বাকি যা থাকল, তার থেকে শতকরা ৫ ভাগের বেশী খাজনা দেওয়া চলবে না (খাজনা শস্য দিয়ে দেওয়া হবে, টাকা দিয়ে নয়)। জমীদার সেই খাজনা নিয়ে তা থেকে বাড়ীর প্রত্যেকের জন্যে ৫ মণ করে শস্য রেখে দিয়ে, তিনি মোট যত শস্য পেয়েছিলেন তার থেকে শতকরা ৭ ভাগ কর হিসাবে গবর্ণমেণ্টকে দেবেন। আজ য়েনানের শতকরা ৭০ জন চাষীকে মধ্যবিত্ত চাষী বলা চলে। জমীদারের সংখ্যা কমে গিয়েছে। যারা আছে, তাদের জমি অনেক কমে গিয়েছে। বিলাসিতা বন্ধ হয়েছে। কিন্তু আজ তারাও জীবনের এক নতুন অর্থ খুঁজে পাচ্ছে। এতদিন তাদের পরশ্রমজীবী জীবনের "যাবৎ জীবেৎ সুখং জীবেৎ" ছাড়া আর কোন উদ্দেশ্য বা অর্থ ছিল না। আজ তারা দেশের সত্যিকারের সুসন্তান হতে পেরেছে।

শস্য বৃদ্ধির অভিযান—

য়েনান গবর্ণমেণ্ট জমি চাষের বীজ বপনের, বৃক্ষ রোপণের এবং শস্য চয়নের চমৎকার ব্যবস্থা করেছেন। যে সব অঞ্চলের যুবকেরা যুদ্ধে গিয়েছে, সেখানকার সমস্ত অধিবাসীরা একযোগে কৃষিকার্য্য করে। প্রায় দুই লক্ষ একর পতিত জমিকে তারা চাষের যোগ্য করে তুলেছে। ছাত্র, সৈনিক, সরকারী কর্ম্মচারী, বণিক, কেরাণী, এমনকি ব্যাঙ্কার পর্য্যন্ত সবাই

মহাযুদ্ধের অবসান হল জাপানের আত্মসমর্পণে; কিন্তু আজ মহাপ্রলয়ের ক্ষণে নিছক দৈন্যের পায়ে আত্মসমর্পণ করে কখনই আপনার জীবন-যুদ্ধের অবসান হবে না। বাস্তব জগতের জীব হয়ে তার কঠিন পরশের তালে তালে আপনাকে চলতেই হবে। নিজের ভাগ্যকে ফেরাতেই হবে বীরের মত। আপনি জানেন না কি—রুদ্রকঠিন দারিদ্র্যের বর্ব্বর আক্রমণে আজ ভারত বিপর্য্যস্ত, ঠিক এমনই বিপর্য্যস্ত হতে হয়েছিল মিলিত শক্তিকে তার দুর্দ্ধর্ষ শত্রু জাপানের বর্ব্বর আক্রমণে। কিন্তু আজ সেই জাপানকে আত্মসমর্পণ করতে হল মিলিত শক্তির পদপ্রান্তে। বাস্তবের উদ্বুদ্ধি আজ এনে দিয়েছে জয়ের মাল্য—সেই জয়ের মাল্য আপনাকেও এনে দেবে—

ইউনাইটেড ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন লিঃ

৩।১, ম্যাঙ্গো লেন, কলিকাতা

শাখা

বড়বাজার, শ্যামবাজার (কলিকাতা), গোপালগঞ্জ, মাদারীপুর, চরমুগুরিয়া, ভাঙ্গা (ফরিদপুর), নওপাড়া (যশোহর), মরেলগঞ্জ (খুলনা), সোনামুখী, বাঁকুড়া, কিরনাহার (বীরভূম)।

ফোন, ক্যালঃ ৪০৫৩

চলতি হিসাবে সুদ বার্ষিক শতকরা ১৲
সেভিংস শতকরা ২৷৷০
স্থায়ী আমানতে উচ্চহারে সুদ দেওয়া হয়।

সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

পৃষ্ঠপোষক ঃ ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার, পি-এচ-ডি

খাদ্য-শস্য বৃদ্ধির অভিযানে হাতে হাত মিলিয়েছে। কম্যুনিষ্টরা বলে যে, কৃষি-বিপ্লব এবং জাপ-বিরোধী সংগ্রাম এক সূতায় বাঁধা। চাষী ও মজুরদের সংঘবদ্ধ করাই সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করার একমাত্র পথ। চাষীদের সংঘবদ্ধ করতে হ'লে তাদের স্বার্থের দিকে নজর দিতে হবে। তারা এখনই সমাজতন্ত্র চায় না। অর্দ্ধ সামন্ততান্ত্রিক চীনে এখন সামন্ততন্ত্র বিরোধী বুর্জ্জোয়া গণ-তান্ত্রিক বিপ্লবকে সফল করাই অন্যতম কর্ত্তব্য। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবকে সফল করতে হলে সর্ব্বহারা মজুরদলের পক্ষে মিত্রভাবাপন্ন রিজার্ভ সেনাদল চাই। এই রিজার্ভ বাহিনীর সেনারা হবে কৃষক। তাই তাদের সংঘবদ্ধ করা প্রথম কাজ। ধনী কৃষকদের উচ্ছেদ অবশ্য পরে করতে হবে। তাদের উচ্ছেদের সময় মধ্যবিত্ত কৃষকেরাও বিপ্লবে যোগ দেবে। কিন্তু জাপানী সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে যারা দাঁড়াতে রাজী হয়েছে, ধনীদরিদ্র-নির্ব্বিশেষে তাদের অভ্য-র্থনা করে নেওয়া হয়েছে।

আমদানী ও রপ্তানী—

কম্যুনিষ্ট-শাসিত অঞ্চলে বাণিজ্য, আম-দানী, রপ্তানী ইত্যাদি ব্যাপারে মাশুল দিতে হয় না। কিন্তু তাই বলে বিলাসিতার সামগ্রী আমদানী করতে দেওয়া হয় না। ব্যক্তিগত এবং স্বাধীন ব্যবসাকে উৎসাহ দেওয়া হয় নিজেদের শাসিত এলাকার মধ্যে। কিন্তু আমদানী ও রপ্তানী গবর্ণমেণ্ট নিয়ন্ত্রণ করেন। কিন্তু দরকারী জিনিষপত্র আমদানী করার কোন বাধা নেই।

শস্য চয়নে সেনাদের যোগদান—

শস্য বাড়ান, বাগান করা ইত্যাদি ব্যাপারে জনসাধারণকে শিক্ষা দেবার জন্য ছোট ছোট পুস্তিকা প্রকাশ করা হয়ে থাকে। সেগুলো আমাদের দেশের মত পুঁথিগত-বিদ্যার উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। বুড়ো চাষী যারা বহুদিনের অভিজ্ঞ, তাদের সাহায্য নিয়ে পুস্তিকা লেখা হয়। আগেকার দিনে শস্য চয়নে বহু সময় লাগত কারণ সৈন্যেরা সে-কাজে যোগ দিত না। আজ সবাই একসঙ্গে কাজ করার ফলে যে জায়গায় শস্যচয়নে দেড় মাস সময় লাগত, সে জায়গায় লাগে বড় জোর দু'সপ্তাহ। সুতরাং আগে যে জায়গায় জাপানীরা আক্রমণ করলে এবং চীনা সেনাদের গ্রাম ছেড়ে চলে যেতে হলে, বহু শস্য ক্ষেতে ফেলে যেতে হোত, সে জায়গায় আজ অধিকাংশ শস্য তারা চয়ন করে সরিয়ে ফেলতে পারে। ১৯৪০ সালে সিং-সি-এন জেলায় জাপানীরা ৬৬৭৯ পিকুল শস্য লুঠ করেছিল, ১৩৮৪ জন চাষীকে হত্যা করেছিল এবং ৪৬৬টা পশু পেয়েছিল। কিন্তু সে জায়গায় ১৯৪৪ সালে জাপানীরা পেয়েছিল মাত্র ২৪৭ পিকুল শস্য, ৪৮ জন চাষী এবং মাত্র ৮৩টা পশু। এই স্বার্থরক্ষার ফলে সৈনিকরাও যেমন ভালভাবে খেতে পেয়েছে চাষীদেরও তেমনি শস্য রক্ষা হয়েছে। তাই চাষীরা দলে দলে সৈন্যদলে যোগ দিয়েছে, এবং সেনারা দলে দলে প্রয়োজন মত কৃষি-কার্য্যে সাহায্য করেছে।

আগে চাষীদের উপর যত রকম খাজনা ছিল, তার মধ্যে ৪২ রকম খাজনা কম্যুনিষ্ট গবর্ণমেণ্ট তুলে দিয়েছেন। গবর্ণমেণ্টের প্রধান আয় হোল লবণ, পশম এবং চামড়া রপ্তানীর উপর শুল্ক থেকে এবং গবর্ণমেণ্ট-পরিচালিত শিল্প থেকে। জমির জন্য খাজনা দিতে হয় না, তবে জাতীয়-মুক্তি-কমিটী ও খাদ্য-ভাণ্ডারে সামান্য কিছু চাষীদের দিতে হয় এবং তাই থেকে সরকারী কর্ম্মচারীদের প্রতিদিন তিন পোয়া করে খাদ্য-শস্য দেওয়া হয়। লোকের চাহিদা অতি সামান্য। শাসনের ব্যয়ও তাই সামান্য। কর্ম্মচারীরা মাসে ৫ ডলার বেতন পান। তরীতরকারী কেনার জন্য প্রতিদিন তাঁদের ৪ সেণ্ট দেওয়া হয়। ভ্রমণের খরচ সরকার বহন করেন।

সমবায় কৃষি—

য়েনান-শাসিত অঞ্চলে সমবায় কৃষির বেশ চলতি হয়েছে। মেয়েরা এবং ছোট ছেলেরা সমবায় কৃষি ব্যবস্থায় যোগ দেয়। উদ্বাস্তু আশ্রয়প্রার্থী চীনারা যখন য়েনান অঞ্চলে পালিয়ে এসেছে, সেনাদলের জমি থেকে তাদের খানিকটা করে জমি দেওয়া হয়েছে এবং তারা সমবায় প্রথায় চাষবাস করতে আরম্ভ করেছে। কুওমিনটাং অঞ্চলে এই ধরণের লোকদের জন্য বন্দীশালার মত ক্যাম্প আছে। কিন্তু কম্যুনিষ্ট অঞ্চলে তারা

ফোন : কলিঃ ৩৩৩৮ গ্রাম :—শিল্পসখা

ক্লিয়ারিং-এর সর্ব্ববিধ সুবিধাসহ নির্ভরযোগ্য

● জাতীয় প্রতিষ্ঠান ●

হিন্দুস্থান ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ব্যাঙ্ক

লিমিটেড

৫ ও ৬, হেয়ার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কলিকাতা শাখাসমূহ

১। বড়বাজার, ৪৬ ষ্ট্রাণ্ড রোড,
২। ভবানীপুর, ১০৮বি, আশুতোষ মুখার্জ্জি রোড,
৩। বালীগঞ্জ, ৯৩এ, রাসবিহারী এভিনিউ,
৪। খিদিরপুর, ২৭।৩, বামকমল ষ্ট্রীট,
৫। শ্যামবাজার, ১৭, আর, জি, কর রোড।

অন্যান্য শাখাসমূহ

বদরগঞ্জ, কাঁথি, ঢাকা, ডায়মণ্ডহারবার, কাটোয়া, বড়গড় (উড়িষ্যা), চক্রধরপুর (বিহার) এবং রায়গড় (সি, পি,)।

মিঃ এস্, এন, রায়চৌধুরী,
ম্যানেজিং ডাইরেক্টর

মিঃ এস্, আর, গুহ,
ডাইরেক্টর-ইন্-চার্জ্জ

পায় পূর্ণ স্বাধীনতা, জমি এবং কাজ। তাদেরই চেষ্টায় বহু পতিত জমি আজ উর্ব্বর হয়ে উঠেছে। আজ কম্যুনিষ্ট-শাসিত অঞ্চলে ব্যবসা-বাণিজ্য এবং সম্পদ বহু গুণ বেড়েছে। য়েন্‌সিতে আগে কয়েকটিমাত্র ছোট দোকান ছিল। আজ সেখানে ৪০০টী ছোট-বড় ব্যবসা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। মূলধন বেড়েছে দশ গুণ। আমদানী রপ্তানী প্রচুর বেড়েছে। ১৯৩৮ সালে ৭০০ ঘোড়া বোঝাই লবণ রপ্তানী হয়েছিল; ১৯৩৯ সালে সে জায়গায় হয়েছে ১৯০০০ ঘোড়া বোঝাই; ১৯৪০ সালে ২৩০০০ ও ১৯৪১ সালে ৩০০০০। অবশ্য রপ্তানীর চেয়ে আমদানী অনেক কম, তার কারণ কুওমিনটাং বাহিনীর অবরোধ। সমবায় প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে একটী তালিকা দেওয়া যেতে পারে :—

সাল	১৯৩৭	১৯৩৮	১৯৩৯	১৯৪০
প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	১৪২	১০৯	১১৫	১৩২
সদস্য	৫৭৮৭৭	৬৬৭০৭	৮২৮৮৫	১৫৩২৭৯
শেয়ার	৫৫২২৫	৭৫৬২৯	...	২৬৯৭৫৬
রিজার্ভ	৩৫৪৯	৫৪২০	২৪৫৯৬	৪১৬৭৮
মোট বিক্রীত মাল	২৬১১৮৯	৩৯১২৬০	৫৫২২৪৬	১৫৬৪৩৫
লাভ (গ্রস)	৩১৯০৫	৪৮৩৬৩	৯৯৪৩২	২১৮০৫১
ব্যয় (পরিচালনা)	২৭০৮৩	৩১৪৬০	৫২৪২১	১৬০৬৪৫
লাভ (নেট)	৪৮২১	১৬৮৯৩	৪৭০১১	১২১৪০৫
এক একটি প্রতিষ্ঠানের গড় সদস্যসংখ্যা	১১	৪২৬	৪৯০	৬০১

ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে যান-বাহন ও পথঘাটের উন্নতিও যথেষ্ট হয়েছে। ৫ লক্ষ ডলার খরচ করে প্রায় আড়াই হাজার কিলোমিটার রাস্তা তৈরী করা হয়েছে। নয়টী গাড়ী তৈরী করার কারখানা তৈরী হয়েছে ২ লক্ষ ডলার দিয়ে।

শিল্প সমবায়—

জাপানী মাল যাতে বাজারে ঢুকতে না পারে, তার জন্য য়েনান গবর্ণমেণ্ট বহু ছোট ছোট শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছেন। কিন্তু তাঁদের না ছিল ব্যাঙ্ক, না ছিল মূলধন। তাই তাঁরা শিল্পের ক্ষেত্রেও সমবায়-ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করলেন। তাঁরাই প্রথম দেখালেন যে, যুদ্ধ-কালীন অর্থনীতিতে সমবায় ব্যবস্থার স্থান আছে। তাঁরা ঋণ ও ক্রয় সমবায় (credit and marketing co-operative) এবং উৎপাদক ও ক্রেতা সমবায় (producer and consumer co-operative) গঠন করলেন। সমবায়ের সদস্যরাই প্রথমে কিছু মূলধন দিয়ে সাহায্য করলেন। তারপর আস্তে আস্তে সরকারী ব্যাঙ্কও প্রতিষ্ঠিত হোল। ১৯৪০ সালে সমবায় প্রতিষ্ঠানগুলোর মোট সদস্য-সংখ্যা ছিল ১ লক্ষ জন। এক একজন সদস্য এক একটি পরিবারের প্রতিনিধি। সদস্য হওয়ার চাঁদা এত কম যে, যার সামান্য পুঁজি আছে সেও সদস্য হোল। এইভাবে গ্রাম্য ব্যবহারিক জীবনের কেন্দ্রীয় শক্তির উৎস হোল সমবায় ব্যবস্থা। ১৯৪১ সালে ১৩৮টি সমবায় প্রতিষ্ঠান ও দেড় লক্ষ সদস্য হয়েছিল। রণসম্ভার ও রসদ যোগানর ভার পড়ল সমবায় প্রতিষ্ঠানগুলোর উপর। য়েনান অঞ্চলে কয়লা, লোহা, গন্ধক, সৈন্ধব লবণ এবং সোডার অভাব নেই। তুলার চাষ বেশ ভালই হয়। অধিবাসীরা সকলে সমবায় প্রথায় কাঁচামালকে পাকা মালে পরিণত করার জন্য তৈরী কিন্তু মূলধনের এবং যন্ত্রপাতির অত্যন্ত অভাব ছিল। সরকারী ব্যাঙ্ক প্রথম গঠিত হয়েছিল ১৯৩৯ সালে। ছাত্র, সৈনিক এবং অন্যান্য লোকের সামান্য পুঁজি দিয়ে। উৎপাদক সমবায়ের মধ্যে আজ ১১৪টিতে সূতা কাটা হয়। এক একটি গ্রাম এত গরীব ছিল যে, একটিমাত্র চরকা কেনা হোত কয়েকটি গ্রাম মিলিয়ে। প্রত্যেকটি কুটিরে নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক ঘণ্টার জন্য চরকাটি পাঠান হোত। সমবায়ের মূলধনের অধিকাংশ খরচ করা হোত তেল, লবণ, কাপড় বোনা, গম পেষা, সোয়া-বীনের দই তৈরী করা এবং বাসনপত্র তৈরী করার জন্য। ক্রমে ক্রমে ১৫টী সমবায় প্রতিষ্ঠানে কাপড় বোনা হতে লাগল। প্রতি মাসে সেনাদের জন্য সাড়ে তের হাজার পোষাক তৈরী হতে লাগল। রাসায়নিক সমবায়ে সাবান, দাঁতের মাজন, চক, কালি, ওষুষ, এলকোহল এবং সোডা তৈরী হ'তে লাগল। তাছাড়া অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে ধাতুর জিনিষ, লণ্ঠন, জুতা, মোজা, কাগজ, লাঙ্গল, ব্যাণ্ডেজ ইত্যাদি হতে লাগল। ১৯৩৯ সালে দেখা গেল যে, যে পরিমাণ মূলধন লাগান.

বিশ্বব্যাপী সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের আজ হয়েছে অবসান।

মুদ্রাস্ফীতিও ক্রমশঃ হয়ে আসছে ক্ষীণ। এমনি দিনে আপনার পরিবারবর্গের নিরাপত্তার জন্য চাই একখানা ইনসিওরেন্স পলিসি ...

ইষ্ট এণ্ড ওয়েষ্ট

ইনসিওরেন্স কোম্পানী লিমিটেড, বোম্বে।

স্থাপিত—১৯১৩

চীফ এজেন্টস্—

ঘোষ এণ্ড চৌধুরী

১০, ক্লাইভ রো, কলিকাতা।

যশোহর খুলনা ইউনিয়ন

ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস - ১২নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট,

কলিকাতা।

ফোন নং ক্যাল—২০৪৪

ভবানীপুর শাখা—১৩৯-বি, রসা রোড, কলিকাতা।

সাউথ—২০৪৬

খুলনা শাখা—খুলনা বাজার রোডে

গত ২৫শে জুলাই খোলা হইয়াছে।

বালিগঞ্জ, শ্যামবাজার, নড়াইল ও বাগেরহাট শাখা শীঘ্রই খোলা হইবে।

ক্লিয়ারিং-এর সুযোগসহ সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্যের সুবিধা পাওয়া যায়।

স্থায়ী আমানত, প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড এবং তিন বৎসর মেয়াদী ক্যাশ সার্টিফিকেট জমার ব্যবস্থা আছে।

প্রগতিশীল জাতীয় আর্থিক প্রতিষ্ঠান।

চেয়ারম্যান—

রায় বাহাদুর শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষ।

হয়েছিল সমবায় শিল্পের উৎপাদনের মূল্য তার ২৫ গুণ বেশী হয়েছে। আজ গেরিলা অঞ্চল সম্পূর্ণভাবে আত্মনির্ভরশীল।

রণসম্ভার শিল্প—

কম্যুনিষ্ট শাসিত অঞ্চলে অস্ত্রশস্ত্র যা তৈরী করা সম্ভব তা দিয়ে জাপানের মত শত্রুর সঙ্গে সম্মুখ সমর করা সম্ভব নয়। গেরিলা যুদ্ধই একমাত্র উপায়। গেরিলাদের আছে রাইফেল, ট্রেঞ্চ-মর্টার এবং মেসিনগান; কয়েকটি ছোট কামানও আছে। কিন্তু তার অধিকাংশই শত্রু সেনার কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া; শতকরা ৬৪টী রাইফেল, ৪৭টী মর্টার এবং ১০০টী ভারী অস্ত্রশস্ত্র জাপানীদের এবং তাদের তাঁবেদার চীনাবাহিনীর কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া। তাদের সমবায় শিল্প থেকেও কিছু কিছু গুলি-বারুদ এবং অস্ত্র তৈরী হয়। কিন্তু কারখানার যন্ত্রপাতির অভাবে বেশী কিছু তৈরী করা যায় না। জাপ সেনার আক্রমণের সময়ে তারা তাদের সামান্য যানবাহন নিয়েও কয়েক ঘণ্টার মধ্যে সমস্ত শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোকে পশ্চাদ্ভাগে অপসারিত করে। জাপানী সমরনায়কদের মতে, আজ "কম্যুনিষ্ট ডাকাতদের" আছে আড়াই লক্ষ রাইফেল। কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের অবরোধের মধ্যে থেকে কোন সাহায্য না পেয়ে, যুদ্ধের মধ্যে এইভাবে অস্ত্র বাড়ান (সাড়ে তিন গুণ) সহজ কথা নয়। তাছাড়া হাতবোমা, তরোয়াল, বল্লম ইত্যাদিও তারা প্রচুর তৈরী করে এবং শত্রুর কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয়।

গেরিলা বাহিনীর রাজনৈতিক শিক্ষা তাদের আত্মসচেতন করে তোলে। তাদের যে সব বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হয় তার শতকরা ৪০ ভাগ রাজনৈতিক বিষয়, যেমন—বাসস্থান পরিষ্কার রাখবে, জনসাধারণের সঙ্গে ভদ্র ব্যবহার করবে এবং যথাসাধ্য তাদের সাহায্য করবে, ধার করা জিনিষ সব ফিরিয়ে দেবে, জিনিষপত্রের ক্ষতি করলে নতুন জিনিষ কিনে দেবে, সৎপথে থাকবে, জিনিষ কিনে বাজার দর অনুযায়ী দাম দেবে, বন্দীদের সঙ্গে দুর্ব্ব্যবহার করবে না। কম্যুনিষ্ট সেনাদলে পূর্ণ সাম্য বর্ত্তমান।

গেরিলা দলের কৃতিত্ব—

চীনা গেরিলা সেনাদলের কৃতিত্ব সম্পর্কে একটি তালিকা দিলাম:—গেরিলারা ৪৪৫৭৯৪ জাপ সেনাকে হতাহত করেছে, ৬৮২৫৬ সেনাকে বন্দী করেছে, ৪২৭৯০ তাঁবেদার চীনাদের নিজেদের দলে টেনেছে, ১৬১১৫১ রাইফেল, ৪২৬৭ পিস্তল, ৫০৪২ ছোট বড় কামান, ১২০৯০৫৬৪ গুলি, ১০৬২৮ তরোয়াল, ১৬৯৮৮ ছোরা, ৩টি বিমান, ৬৬৯ গ্যাস টিউব, ১১টী অস্ত্র নির্ম্মাণ কারখানা, ১০৩০৭ সাইকেল, ৮৪৩০ মোটর গাড়ী, ৬৭টী বেতারবার্ত্তা প্রেরণের যন্ত্র, ২৭২টী বেতারবার্ত্তা গ্রহণ যন্ত্র, ২৪৯৭৫৫৬ গজ তার, ৫৩৪৫৩৯৬ স্ক্রু, ২৪১টী ক্যামেরা, ২৬টী ষ্টীমার, ৪১৯৪২ পোষাক, ৫২১২১ হেলমেট, ১৭০৮২ ঘোড়া এবং তাছাড়া শত শত টেলিফোন যন্ত্র, সামরিক মানচিত্র হস্তগত করেছে।

গেরিলারা শত্রুর ১৭৫টী রেলওয়ে ট্রেণ, ৯৭৭৭ লি রেল লাইন, ১৫২টী ইঞ্জিন, ২৯৩০০ গুলো রেল, ৬৬৯টী ষ্টীমার, ১৭৩২ দুর্গ-প্রাচীর, ৩৭টী সুড়ঙ্গ, ৩৮টী খনি, ৪৩টী শস্য-ভাণ্ডার, ৬৬টী ট্যাঙ্ক, ৪৩টী বিমান, ২০৩৫টী মোটর গাড়ী, ৬৭৭ শত্রু ঘাঁটী, ৪১২০২ লি রাস্তা, ৩২৪৬৯৪৪ টেলিফোনের খুঁটি এবং ১০৮টী রেল ষ্টেশন ধ্বংস করে দিয়েছে।

গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা—

য়েনানের কম্যুনিষ্ট-শাসিত অঞ্চলে যে ব্যবহারনীতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তা কম্যুনিজম তো নয়ই, সোস্যালিজমও নয়। সে অর্থনীতি হচ্ছে সর্ব্বদলীয় গণতন্ত্র। জনসাধারণের শতকরা ৭০ জন ভোট দিতে পারে (বাকিরা ভোট দেবার উপযুক্ত নয়)। নির্ব্বাচিত সদস্যদের মধ্যে শতকরা ৫৫ জন দরিদ্র চাষী, শতকরা ২৪ জন মধ্যবিত্ত চাষী, শতকরা ৭ জন ধনী চাষী, শতকরা ৫ জন ভাড়াটে মজুর, শতকরা ৪ জন শ্রমিক; বাকী সদস্যেরা জমিদার, বণিক ইত্যাদি। সদস্যদের মধ্যে শতকরা ২৪ জন কম্যুনিষ্ট, অদলীয় শতকরা ৭১ জন, কুওমিনটাং শতকরা ৩·৭ জন।

য়েনান শাসিত অঞ্চলের শাসন ব্যবস্থার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়ে প্রবন্ধ শেষ করবঃ—

(১) জাপানকে বাধা দাও; হৃত অঞ্চল পুনরুদ্ধার কর; জাপ সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত কর এবং দেশরক্ষার জন্য পরিশ্রম কর।

(২) দেশদ্রোহীদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে আশ্রয়প্রার্থী উদ্বাস্তুদের মধ্যে বণ্টন করে দাও।

(৩) জীবনযাত্রার উন্নতি কর; বন্যা ও দুর্ভিক্ষ নিবারণের ব্যবস্থা কর।

(৪) করভার হাল্কা কর এবং বেতন বৃদ্ধি কর।

(৫) বাধ্যতামূলক অবৈতনিক শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা কর।

(৬) বেকারদের কাজ দাও।

(৭) গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা কর। দেশদ্রোহী ছাড়া অন্য সব বন্দীদের মুক্তি দাও।

(৮) সকলের সাম্য প্রচার কর।

(৯) সমাজের সমস্ত শ্রেণীগুলিকে একত্র করে সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির দ্বারা দেশরক্ষা প্রচেষ্টাবৃদ্ধি কর।

(১০) য়েনান এলাকার বাইরের মিত্র ভাবাপন্ন দলগুলির সঙ্গে সংযোগ স্থাপন কর। কিছুতেই আত্মসমর্পণ করো না।

(১১) সৈন্য দলের জন্য দরকারী জিনিষের সরবরাহ বাড়াও। জনসাধারণের সঙ্গে সেনা-দলের বন্ধন দৃঢ় কর।

(১২) সমস্ত জাপ-বিরোধী দলের সঙ্গে একযোগে নির্ব্বাচন ব্যবস্থা কর। কম্যুনিষ্ট দলের গবর্ণমেণ্টে এক-তৃতীয়াংশের বেশী প্রতিনিধি থাকবে না।

(১৩) জাপ-বিরোধী সমস্ত দলকে সকল রকম স্বাধীনতা দাও।

(১৪) বিচার ব্যবস্থার উন্নতি কর। বন্দী-দের উপর দৈহিক অত্যাচারের উচ্ছেদ কর।

(১৫) দেশদ্রোহীদের প্রতি কঠোর আচ-রণ না করে তাদের বুঝিয়ে দলে আনবার চেষ্টা কর। কম্যুনিষ্ট বিরোধীদের প্রতিও কঠোর ব্যবহার করবে না।

(১৬) দুর্নীতিপরায়ণ কর্ম্মচারীদের সাজা দাও। কম্যুনিষ্ট কর্ম্মীরা আইন ভঙ্গ করলে তাদের আরো কঠোর সাজা দাও।

(১৭) কৃষি উৎপাদনের উন্নতির জন্য সব দিক দিয়ে জনসাধারণকে সাহায্য কর। অন্য অঞ্চল থেকে অধিবাসীদের য়েনান অঞ্চলে আসতে উৎসাহ দাও।

(১৮) জমির মালিকদের অধিকার রক্ষা কর (নতুন ভূমি বণ্টনের পর)। জমীদার এবং চাষীর সম্পর্ক মধুর করে তোলার চেষ্টা কর।

(১৯) শিল্পোৎপাদনের উন্নতি কর, ব্যক্তিগত প্রচেষ্টাকে সাহায্য কর, ব্যক্তিগত সম্পত্তিকে রক্ষা কর। একচেটিয়া ব্যবসায়ে বাধা দেবার জন্য স্বাধীন বাণিজ্যে সাহায্য কর, সমবায় প্রতিষ্ঠান গড়ে তোল এবং কুটির-শিল্পের উন্নতি কর।

(২০) দশ ঘণ্টা খাটবার ব্যবস্থা কর।

(২১) ব্যক্তিগত সম্পত্তির পরিমাণের অনু-যায়ী প্রগতিমূলক কর-ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন কর। আর্থিক প্রতিষ্ঠানের উন্নতি কর, আর্থিক সম্পর্ককে স্থায়ী কর। ব্যাঙ্ক নোটের শক্তি বাড়াও।

(২২) শিক্ষা ব্যবস্থায় রোম্যান বর্ণমালায় চীনা ভাষা শেখাও। শিক্ষকদের জীবিকার স্বচ্ছলতার প্রতি নজর দাও। দিনে প্রত্যেকের অন্ততঃ দু' ঘণ্টা করে পড়ার ব্যবস্থা কর। ছাত্রদের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার দাও। সহজ-বোধ্য বৈজ্ঞানিক বই প্রকাশ করার চেষ্টা কর। প্রতিভাবানদের শ্রদ্ধা করতে শেখ। বাইরে থেকে জ্ঞানী-বিজ্ঞানীদের আমন্ত্রণ করে নিয়ে এস।

(২৩) স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য যত্ন নাও। ওষুধ-পত্র ও চিকিৎসার উন্নতি কর এবং উৎপাদন বাড়াও। আশ্রয়প্রার্থীদের চিকিৎসা ও ওষুধ সাহায্য কর।

(২৪) নারী ও পুরুষকে সমান অধিকার দাও একপত্নীব্রতী হতে শিক্ষা দাও এবং মেয়েদের বর পছন্দ করে বিয়ে করবার সুযোগ দাও।

(২৫) সাম্প্রদায়িক ও জাতিগত সাম্য প্রচার কর। মঙ্গোলীয় ও মুসলিমদের সমান অধিকার দাও এবং তাদের জন্য পৃথক স্বায়ত্ত-শাসিত অঞ্চল গড়ে তোল। প্রত্যেকের ধর্ম্ম-বিশ্বাস,সংস্কৃতি ও স্বভাবকে শ্রদ্ধা করতে শেখ।

(২৬) প্রবাসী চীনাদের আমাদের শাসিত অঞ্চলে এসে আমাদের শাসন ব্যবস্থা পরীক্ষা করতে অনুরোধ কর।

(২৭) ভবঘুরে বেকারদের সঙ্গে দুর্ব্ব্যবহার না করে তাদের কাজে লাগিয়ে দেবার চেষ্টা কর। কুসংস্কার দূর করার চেষ্টা কর।

(২৮) বন্দী জাপানীদের সঙ্গে সদ্ব্যবহার কর।

এ ছাড়া আরো বহু উপদেশ, আইনকানুন আছে। যে কটা দিলাম তা থেকে য়েনানের কম্যুনিষ্ট শাসিত অঞ্চলের জনসাধারণের জীবনযাত্রা জাপ-বিরোধী যুদ্ধপ্রচেষ্টা, মহান আদর্শ এবং বিজ্ঞানসম্মত রাজনীতির কিছুটা পরিচয় পাওয়া যাবে।

সঞ্চয়ই হবে সম্পদ!

এখনকার দিনে টাকাকড়ির দিক দিয়ে সকলেই নিরুদ্বিগ্ন হতে চায়। কেননা, যে কোন মুহূর্ত্তে আপনার জীবনে দুর্দ্দৈব আসতে পারে। যা কিছু উপার্জ্জন করেন, তার সবটাই খরচ করা খুবই সহজ কিন্তু সঞ্চয়ের অভ্যাস আয়ত্ত করাই কঠিন। টাকা বাঁচালেই টাকা জমলো—এইটা যখন বুঝতে শিখবেন, তখনই সঞ্চয়ের মধ্যে দেখতে পাবেন একটা নিশ্চিন্ত ভবিষ্যৎ। ব্যাঙ্কে টাকা জমাতে আরম্ভ করুন, তখন দেখবেন সেটা কিভাবে বেড়ে ওঠে।

সেভিংস একাউণ্টে কি লাভ হয়?—
(১) হঠাৎ কোন খরচের সময় সাহায্য পেতে পারেন; (২) আপনাকে সঞ্চয়ী করে তুলবে; (৩) সম্পূর্ণ নিরাপদে সম্পদ বাড়িয়ে তোলে।

সেন্ট্রাল পাইওনিয়র ব্যাঙ্ক লিমিটেড
১, শম্ভু মল্লিক লেন (হ্যারিসন রোড) কলিকাতা।
বি, এন, আগরওয়াল, চেয়ারম্যান বি, মিশ্র, ম্যানেজিং ডিরেক্টর
COMART6 NIP-C-6

বাংলার বাসস্থান সমস্যা

শ্রীতুষাররঞ্জন পত্রনবীশ

অশন, বসন ও শয়ন—এই তিনটি অভাব মানুষ আদিমকাল হইতে বোধ করিতেছে এবং শিক্ষামত ও সাধ্যমত তাহা মিটাইয়া আসিতেছে। বিশ্বপ্রসারী সামগ্রিক যুদ্ধের ফলে জনগণের অশন, বসন ও শয়ন ত্রিবিধ অভাবই তীব্র আকার ধারণ করে। সম্প্রতি সমাপ্ত মহাযুদ্ধেও এই অবস্থার ব্যতিক্রম হয় নাই।

অশন অর্থাৎ খাদ্যসঙ্কটের তীক্ষ্ণ আঘাত বাংলাদেশকে ১৯৪৩ সালে ভোগ করিতে হইয়াছে; কোন মতে সেই আঘাতের প্রচণ্ডতা সম্পূর্ণভাবে কাটাইয়া উঠিবার পূর্ব্বেই বাংলাদেশ আবার আগামী বৎসর এক দুর্ভিক্ষের সম্মুখীন হইবে বলিয়া আশঙ্কা হয়। দ্বিতীয়তঃ বসন অর্থাৎ বস্ত্র সঙ্কট। দেশবাসীকে অর্দ্ধনগ্ন করিয়া কর্ত্তৃপক্ষ সম্প্রতি এই সমস্যার প্রতি কিছু মনোযোগ দিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। কিন্তু আমাদের তৃতীয় অভাব—শয়ন—অর্থাৎ বাসস্থানের কোন সদ্ব্যবস্থা সরকার আজ অবধি করেন নাই এবং অন্যান্য অভাব পূরণের উদ্দেশ্যে যেরূপ আন্দোলন হইয়াছে—এই অভাবটি পূরণের উদ্দেশ্যে বিশেষ কোন আন্দোলনই আজ অবধি হয় নাই।

আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধে বাংলাদেশের বাসস্থান সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা করিব এবং সম্ভাব্য সমাধান সম্বন্ধেও আমাদের বক্তব্য জানাইতে চেষ্টা করিব।

বাসস্থান নির্ম্মাণ ব্যাপারে স্বাস্থ্যনীতি, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, প্রাকৃতিক এবং মানবীয় আক্রমণ হইতে রক্ষা, আরাম ইত্যাদি প্রশ্নের সমাধান প্রয়োজন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি আদিম কাল হইতেই—যখন মানুষ গুহাবাসী ছিল—মানবজাতি তাহাদের বাসস্থান নির্ম্মাণে এই সকল ব্যবস্থা শিক্ষা ও সুযোগানুরূপ করিয়া আসিতেছে। আজকাল যদিও যুদ্ধের ধ্বংসলীলার জন্য বাসস্থান সমস্যা তীব্র আকার ধারণ করিয়াছে কিন্তু এই সমস্যাটিকে কোনমতেই আধুনিক বলা যায় না, এবং এই সমস্যা কেবলমাত্র শহর অথবা গ্রামে সীমাবদ্ধ নয়। বাসস্থান সমস্যার সম্পূর্ণ সমাধান করিতে হইলে শহরগুলিতে অপেক্ষাকৃত অধিক দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন হইলেও গ্রামাঞ্চলসমূহকে উপেক্ষা করিলে সমাধানের অঙ্গহানি হইবে।

শহরাঞ্চলে কলকারখানার আধিক্য অপরিহার্য্য; এই কারণে সেখানে রেলপথসমূহের প্রাচুর্য্য, ডক-বন্দর-জেটীর প্রাদুর্ভাবও অবশ্যম্ভাবী। একদিকে যেমন শহর ও শহরতলীগুলিতে কলকারখানাসমূহ স্থাপিত হয় তেমনি যেসব স্থানে আঞ্চলিক সুযোগ সুবিধার দরুণ কলকারখানা প্রতিষ্ঠিত হয় সেসব স্থানে নূতন নূতন শহরও গড়িয়া উঠে।

এস্থলে উল্লেখযোগ্য যে, শিল্প কারখানার আধিক্য হেতু শহরসমূহের অধিবাসীবৃন্দের অধিকাংশই শ্রমিক, যেমন গ্রামাঞ্চলের অধিকাংশ অধিবাসী কৃষক ও কৃষি-মজুর। শহররাসীদের ও গ্রামবাসীদের গঠনে একটি পার্থক্য এখানে লক্ষ্য করা প্রয়োজন। শহরে শ্রমিকগণ আসে দেশের বিভিন্ন অংশ হইতে এবং তাহারা প্রায়ই বিভিন্ন ভাষাভাষী কিন্তু এই সম্পর্কে গ্রামবাসিগণের সংগঠনসাম্য উল্লেখযোগ্য। শহরবাসিগণের বিশেষ শ্রেণীর জীবিকার জন্য এবং পুরুষের অনুপাতে নারীর সংখ্যাল্পতার দরুণ শহরে পতিতাবৃত্তির আধিক্য দেখা যায় যাহা গ্রামে প্রায় একেবারেই নাই। ইহা ছাড়া শহরে ঘনবসতির অবশ্য ফলরূপে সেখানে বিস্তার লাভ করে যক্ষ্মা প্রভৃতি ক্ষয়-রোগ। মোটের উপর বলিতে গেলে এই সব অভাব-অভিযোগ, রোগ-শোক শহরাঞ্চলের তত দোষ নয় যত শিল্প কারখানাসমূহের নির্ব্বিচার বিস্তারের।

১৯৪১ সালে মিঃ পি সি মিত্র 'হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড' পত্রিকায় হাওড়ার বস্তীসমূহের চিত্র বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি সেখানে দেখিতে পাইয়াছেন যে, ৮০ বর্গ ফুট একটী গৃহে ১১ জনের একটী পরিবার বাস করিতেছে। গৃহটীর উচ্চতা ছিল মাত্র ৬॥ ফুট। উত্তর কলিকাতায় এক-ঘরবিশিষ্ট কতকগুলি বস্তী আছে যাহাদের দরজাগুলি মাত্র ৩ ফুট × ১ ফুট ৯ ইঞ্চি—এবং এইরূপ প্রতি ঘরে

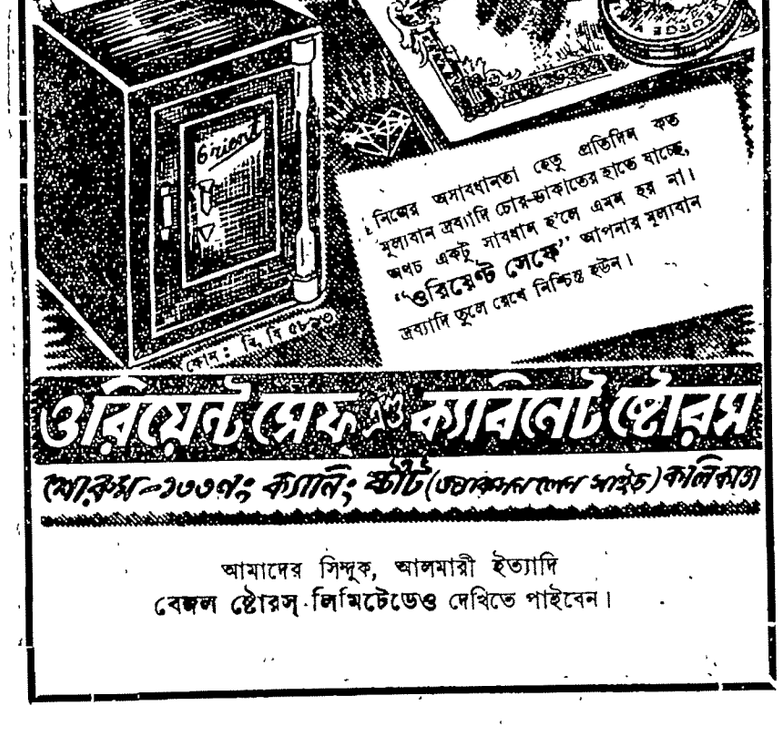

আমাদের সিন্দুক, আলমারী ইত্যাদি
বেঙ্গল ষ্টোরস্ লিমিটেডেও দেখিতে পাইবেন।

ওভারল্যাণ্ড ব্যাঙ্ক

লিমিটেড

হেড অফিস—৬নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

পোষ্ট বক্স ঃ কলিঃ—২২৫৫ ফোন ঃ কলিঃ—১২০৯

শাখাসমূহ

দক্ষিণ কলিকাতা, কটক, নারায়ণগঞ্জ, ঢাকা, বেনারস, ক্যানিং টাউন, ধুলিয়ান (মুর্শিদাবাদ), আগড়তলা, খোয়াই, বিলোনিয়া (ত্রিপুরা রাজ্য), জামালপুর, (ময়মনসিংহ), নান্দিনা, সরিষাবাড়ী, আঠারবাড়ী, গোপালপুর, মোহনগঞ্জ, সুসঙ্গ, সেরপুর, ময়মনসিংহ, ফান্দক (ত্রিপুরা)।

সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

পি, সি, রায় চৌধুরী
জমিদার—আঠারবাড়ী ষ্টেট,
চেয়ারম্যান।

জি, চৌধুরী
জেনারেল ম্যানেজার।

৪ জন লোক বাস করে—মিঃ মিত্র এইরূপ দৃশ্যও দেখিয়াছেন। মিঃ বি এইচ মেহতা তাঁহার 'দি ভিলেজার ইন দি সিটী' (The Villager in the City) নামক গ্রন্থে প্রকাশ করিয়াছেন যে, ১৯২১ খৃষ্টাব্দে বোম্বাই শহরের শতকরা ৬৬ জন অধিবাসী এক-ঘর বিশিষ্ট বস্তীসমূহে বাস করিত। দুই ঘর বিশিষ্ট বস্তীতে বাস করিত শতকরা ১৪ ভাগ এবং শতকরা মাত্র ২০ জনের ভাগ্যে দুইটির অধিক গৃহ জুটিত। সেখানে নাকি এমন বস্তীও আছে যেখানে দুইটী পরিবার একটী গৃহে বাস করে! শহরের এমন শোচনীয় অবস্থা লক্ষ্য করিয়া আমাদের মনে হইতে পারে যে, গ্রাম-সমূহের অবস্থা বুঝি কিছু ভাল; কিন্তু আমরা জানি অধিকাংশ গ্রামে কৃষক পরিবারের জন্য পরিবার প্রতি একটীর বেশী শয়ন গৃহ নাই। সে গৃহও আবার খড়ের তৈরী, মাটীর ভিট। প্রায় খড়ের চালই ছিদ্রবিশিষ্ট কারণ প্রতি বৎসর চালে নূতন খড় দিবার ক্ষমতা দরিদ্র কৃষকদের নাই; ফলে বর্ষাকালে বৃষ্টির জলে হতভাগ্যদের বিছানাপত্র ভাসিয়া যায়। তার পর তাহাদের শয়ন গৃহে প্রায় সব ক্ষেত্রেই ধান রাখিবার গোলা, গৃহপালিত ছাগশিশু এমন কি গরুবাছুর পর্য্যন্ত তাহাদের প্রভু পরিবারের আতিথ্য গ্রহণ করে এবং মানুষ ও গরু পাশা-পাশি বাস করিতে বাধ্য হয়। এই চিত্র চরম অবস্থার প্রতীক হইলেও সমগ্র দেশের বাস-স্থান সমস্যা প্রস্ফুট করিবার পক্ষে যথেষ্ট।

শহরসমূহে বাসস্থানের অভাবে এবং ঘন বসতির দরুণ দু'একটী কুফল আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। বিশেষভাবে বলিতে গেলে বলিতে হয়, কর্ম্মব্যপদেশে যখন পিতামাতাকে দিনের অধিকাংশ সময় বাড়ীর বাহিরে কাটা-ইতে হয়, তখন বাধ্য হইয়া পরিবারের শিশু-দিগকে অভিভাবকহীন অবস্থায় বাড়ীতে থাকিতে হয়। অভিভাবকদের আর্থিক অস্বচ্ছলতাহেতু শিশুগণ লেখাপড়ার কোন সুযোগ পায় না বলিয়া প্রায় সব ক্ষেত্রে শহরের বস্তী অঞ্চলের শিশুগণ দুর্নীতিপরায়ণ হয়। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, প্রয়োজনমত বাসস্থানের অভাবে শহরে কর্ম্মনিযুক্ত মধ্যবিত্ত শ্রেণীরও অনেকেরই বাধ্য হইয়া তাহাদের কর্ম্মস্থল হইতে ১০।১৫।২৫ মাইল দূরে থাকিতে হয়। ফলে তাঁহারা দিবসের অধিকাংশ সময় বাড়ীর বাহিরে থাকেন, তাঁহাদের সন্তানগণ তাহাদের পিতার স্নেহময় সংস্পর্শ হইতে প্রায় সম্পূর্ণ বঞ্চিত হয় এবং পিতাও সময়ের অভাবে পরিবারের প্রতি তাঁহার করণীয় কর্ম্ম উপযুক্তভাবে করিতে পারেন না। ইহার সামাজিক ফল নিশ্চয়ই খুব বাঞ্ছনীয় হয় না। দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অবস্থা শোচনীয় সন্দেহ নাই কিন্তু তথাকথিত "অভিজাত" শ্রেণীর অবস্থাও খুব লোভনীয় নয়। কলি-কাতায় খুব অল্প লোকেরই বাসস্থানে এমন ব্যবস্থা আছে যে, বৈঠকখানার ও পরিবারের সকলে মিলিয়া খাইবার জন্য পৃথক পৃথক ঘরের বন্দোবস্ত সম্ভব। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই একটি শয়ন ঘর বৈঠকখানা হিসাবে এবং বারান্দা খাবার ঘর হিসাবে ব্যবহৃত হয়। সর্ব্বোপরি ধিক্কারজনক অবস্থার উদ্ভব হয় যখন দরকারমত স্থানের অভাবে স্বামীস্ত্রীর গোপনীয়তা রক্ষা অসম্ভব হইয়া পড়ে।

বর্ত্তমানে আমাদের দেশে বাসস্থান সম্পর্কিত যে সব সমস্যা দেখা দিয়াছে বৃটেন, জার্ম্মেণী প্রভৃতি উন্নত দেশসমূহে অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে সেরূপ অবস্থা ছিল বলিয়া আমরা তখন-কার ঘটনা সম্বলিত পাশ্চাত্য সামাজিক উপন্যাসসমূহে নিদর্শন পাই। সে-সব দেশ স্বাধীন বলিয়া সেখানকার অভাব অভিযোগ দূরীকরণে অযথা বিলম্ব হয় নাই। কিন্তু পরাধীন দেশে খাদ্য সমস্যার দিকে কর্ত্তৃপক্ষের নজর পড়ে যখন দেশে ৪০।৫০ লক্ষ হতভাগ্য দুর্ভিক্ষে মৃত্যুবরণ করে; জনগণের লজ্জা নিবারণে সরকারী কৃপাদৃষ্টিপাত হয় যখন নগ্ন ও অর্দ্ধনগ্ন নরনারী কর্ত্তৃপক্ষের দুয়ারে দিনের পর দিন মাথা খুঁড়ে; সুতরাং বাসস্থান সমস্যা যে আরও কত বছরে সমাধান হইবে না তাহা কে বলিতে পারে কিন্তু স্বাধীন দেশে জনগণের পীড়াদায়ক কোন বড় প্রশ্নকে উপেক্ষা বা ধামাচাপা দেওয়া সম্ভব নয়। তাই আমরা দেখিতে পাই, এই বাসস্থান সমস্যা নিয়াই প্রধানতঃ চার্চ্চিলের মত জাঁদরেল নেতার দলও জনসাধারণের আস্থা হারায়। গ্রেট বৃটেনে নূতন শ্রমিক মন্ত্রিসভা মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিয়াই দেশের বাস-স্থান সমস্যা সমাধানের জন্য সচেষ্ট হইয়াছেন। দ্বিতীয় মহাসমরের ফলে ইংল্যাণ্ডে যে সমস্ত গৃহ বিনষ্ট হইয়াছে তাহাদের মেরামতের এবং নূতন নূতন গৃহ নির্ম্মানের জন্য বৃটিশ মন্ত্রিসভা সাময়িক ব্যবস্থা হিসাবে ৭ লক্ষ ৪৫ হাজার

১৯২০ সন
থেকেই জনসেবায় পরিচিত
কাশীপুর ব্যাঙ্ক লিঃ
ফোন—কলিঃ ৪৪৯৮
হেড অফিস—কাশীপুর।
ব্রাঞ্চ—লোহাগড়া (যশোহর)
সেন্ট্রাল অফিস—১, বৃটিশ ইণ্ডিয়ান ষ্ট্রীট, কলিঃ
জেনারেল ম্যানেজার—
এস, কে, সমাদ্দার।
ম্যানেজিং ডাইরেক্টর—
ডাঃ ডি, বি, চ্যাটার্জ্জি।

নর্দান ব্যাঙ্ক লিঃ
হেড অফিস ঃ
৫, ৬, হেয়ার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
ব্রাঞ্চ সমূহ
দক্ষিণ কলিকাতা, শ্যামবাজার, হাটখোলা, খিদিরপুর, গার্ডেনরিচ, হাওড়া, কদম-তলা (হাওড়া), চাঁপাডাঙ্গা (হুগলী), মেদিনীপুর, পাবনা, বেনারস, সাতবেরিয়া (পাবনা), এলাহাবাদ, সম্বলপুর।
সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।
মিঃ এ, রায় চৌধুরী,
ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

অস্থায়ী বাড়ী ও ৩ লক্ষ 'স্থায়ী' বাড়ী নির্ম্মাণ করিতে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। এই সমস্ত বাড়ী তৈরীর মালমসলা অধিকাংশ আমেরিকা হইতে আমদানী করিবার এবং ৮ লক্ষ শ্রমিক যোগাইবার ব্যবস্থাও তাঁহারা করিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ। ইংলণ্ডে সমস্যা সমাধানের জন্য এত দ্রুত ব্যবস্থা অবলম্বিত হইলেও আমাদের দেশে আজ পর্য্যন্ত কার্য্যকরী কিছুই হয় নাই। উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, বিখ্যাত 'বোম্বাই পরিকল্পনা'য় সমগ্র ভারতের প্রত্যেক লোকের জন্য ১০০ বর্গ ফুট বাসস্থানের কল্পনা করা হইয়াছে। ইহা মন্দের ভাল। জানি না সরকার এই পরিকল্পনানুসারে কার্য্য করিবেন কিনা। স্থায়ীভাবে সরকার পরে যাহাই করুন না কেন অবিলম্বে সহরসমূহের বিশেষতঃ কলিকাতার মত সহরের ঘন বসতি কিঞ্চিৎ লাঘব করিবার উদ্দেশ্যে সরকার কর্ত্তৃক অস্থায়ী ব্যবস্থা অবলম্বন করা অবশ্য প্রয়োজন। সৈন্যদের বাসের জন্য গড়ের মাঠে ও অন্যান্য পার্ক ইত্যাদি স্থানে যেসব অস্থায়ী শিবির নির্ম্মিত হইয়াছে—সৈন্যগণ উঠিয়া গেলে—এই সকল শিবির নষ্ট না করিয়া অসামরিক জনগণের ব্যবহারে ছাড়িয়া দিলে সমস্যার একটা আংশিক সমাধান হইতে পারে। এইরূপ সাময়িক ব্যবস্থার সাথে সাথে দেশের গ্রাম ও সহরসমূহের বাসস্থানগুলির আমূল পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধনের কল্পনা নিয়া সরকারের কাজ আরম্ভ করা উচিত। এই উদ্দেশ্যে যদি সরকার বাসস্থান নির্ম্মাণোপযোগী স্থানসমূহ ক্রয় করিয়া সেখানে পরিকল্পনানুযায়ী গৃহ নির্ম্মাণ করেন এবং জনসাধারণকে সেই সব গৃহ ভাড়া দেন, তাহা হইলে একদিকে যেমন বাসস্থান সমস্যার সমাধান হয় তেমনি অন্যদিকে সরকার কর্ত্তৃক এই উদ্দেশ্যে নিয়োজিত অর্থও অল্পদিনের ভিতর উঠিয়া আসে এবং পরে ইহা হইতে সরকারী রাজস্বও বৃদ্ধি পাইতে পারে। যদি সরকার মনে করেন যে, তাঁহাদের পক্ষে এইরূপ কার্য্য সম্পাদন সম্ভব নয় তাহা হইলে দেশের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানসমূহকে আমরা অনুরোধ করিব এই দিকে নজর দিতে। কয়েকটি ব্যঙ্ক ও বীমা প্রতিষ্ঠান এইরূপ কার্য্য আগেই আরম্ভ করিয়াছেন এবং তাঁহাদের পরিকল্পিত কার্য্যের ফলে দক্ষিণ কলিকাতার কয়েকটি পল্লী সুদৃশ্য গৃহসমূহদ্বারা সুশোভিত হইয়াছে। সরকারী পরিকল্পনার ফলে বাসস্থান কিরূপ সুন্দর ও আরামদায়ক হইতে পারে তাহার প্রমাণ আমরা নয়াদিল্লীতে পাইয়াছি। সেখানে ৫।১০ টাকা ভাড়া দিয়া একটি কর্ম্মচারী সপরিবারে এমন সুন্দর পরিচ্ছন্ন ও আধুনিক বাড়ীতে বাস করিতে সুযোগ পায় যে, সে রকম বাড়ী কলিকাতায় পাইতে হইলে ৩০৲ টাকায়ও মিলিত কিনা সন্দেহ। নয়াদিল্লীতে যাহা সম্ভব হইতে পারে কলিকাতা, ঢাকা, চট্টগ্রামে তাহা কেন অসম্ভব হইবে—আমরা বুঝিতে অক্ষম। আর যদি সরকার তাহা করিতে অক্ষমই হন, তবে এই উদ্দেশ্যে কোন বিল্ডিং সোসাইটিও ব্যবসায়িগণ গঠন করিতে পারেন। যদি এইরূপ প্রতিষ্ঠানের প্রতি সরকারের সমর্থন থাকে অর্থাৎ সরকার যদি এইরূপ প্রতিষ্ঠানের উপর আংশিক কর্ত্তৃত্ব রাখিয়া লভ্যাংশ সম্পর্কে কোন প্রতিশ্রুতি দিতে স্বীকৃত থাকেন তাহা হইলে নিশ্চয়ই এই কার্য্যের জন্য প্রয়োজনীয় মূলধনের অভাব হইবে না। তাহা ছাড়া সরকারী আগ্রহ ও আন্তরিকতার অভাব না থাকিলে গৃহাদি নির্ম্মাণের জন্য দরকারী মাল-মসলারও অভাব হইবে না কারণ আমরা দেখিয়াছি সরকারী প্রয়োজনে অর্থাৎ সামরিক প্রয়োজনে কিভাবে দেখিতে দেখিতে বিশাল গৃহ, বিরাট সেতু নির্ম্মিত হইয়া যায়।

উপসংহারে আমাদের বক্তব্য, যদি কোনদিন সরকারী ব্যবস্থায় অথবা বিল্ডিং সোসাইটির চেষ্টায় দেশে প্রয়োজনীয় বাসগৃহ নির্ম্মিত হয় তাহা হইলে সরকারের লক্ষ্য রাখিতে হইবে ধনিক সমাজের স্বার্থ পুষ্টির হেতু মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র জনসাধারণকে বাড়ী ভাড়ার নামে আর্থিক নিপীড়নের অধীন যেন না হইতে হয়। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস কোন সুচিন্তিত পরিকল্পনা নিয়া দেশব্যাপী বাসস্থান সমস্যার সমাধানে ব্রতী হইলে সে পরিকল্পনা কার্য্যকরী করিবার উপকরণের অভাব হইবে না। আমাদের আরও বিশ্বাস যে, যদি এই ভাবে বাসস্থানের ব্যবস্থা সম্ভব হয়, তাহা হইলে আমাদের পূর্ব্ববর্ণিত আর্থিক ও সামাজিক অনেক সমস্যারও সঙ্গে সঙ্গে সমাধান হইবে।

কলিকাটা কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক
লিমিটেড

কমার্শিয়াল হাউস—১৫, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ডিরেক্টরবর্গ

১। **মিঃ জে, সি, মুখার্জ্জি,** বার-এট-ল
ভূতপূর্ব্ব চীফ একজিকিউটিভ অফিসার—কলিকাতা কর্পোরেশন, ডিরেক্টর—আসাম বেঙ্গল সিমেণ্ট কোং লিঃ, প্রভৃতি।

২। **খান বাহাদুর, এম, এ, মমিন,** সি-আই-ই
ডিরেক্টর :—নিউ এসিয়াটিক্ ইন্‌সিওরেন্স কোং লিঃ, আর্য্যস্থান ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ প্রভৃতি।

৩। **মিঃ জি, ভি, সোয়াইকা,**
প্রোপ্রাইটর :—সোয়াইকা অয়েল মিলস্, ম্যানেজিং ডিরেক্টর, সোয়াইকা কেমিকেল এণ্ড মিনারেল কোং লিঃ, সোয়াইকা ফারটিলাইজার লিঃ, সোয়াইকা ষ্ট্যাণ্ড অয়েল এবং বার্ণিশ কোং লিঃ, সোয়াইকা প্রপারটি এণ্ড মুব এভিনিউ প্রপার্টিজ লিঃ, ডিরেক্টর—বেঙ্গল ইন্সিওরেন্স এণ্ড রিয়েল প্রপার্টি কোং লিঃ প্রভৃতি।

৪। **মিঃ এন, সি, চন্দ্র,**
ডিরেক্টর :—ন্যাশনাল ষ্টীল কর্পোরেশন লিঃ, বাসন্তী কটন মিলস্ লিঃ, গ্রিপেক্স (ইণ্ডিয়া) লিঃ, মহালক্ষ্মী কটন মিলস্ প্রভৃতি।

৫। **মিঃ বি, সি, ঘোষ,**
কণ্ট্রোলার :—হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ ইনসিওরেন্স সোসাইটি লিঃ।

৬। **মিঃ ডি, এন, দত্ত**
অংশীদার—এঙ্গাস্ কিথ্ এণ্ড কোং।

৭। **মিঃ এস, দত্ত,** ম্যানেজিং ডিরেক্টর
ডিরেক্টর :—এইচ, দত্ত, এণ্ড সন্স লিঃ, বামডুর্লভপুর টী কোং লিঃ, বৃটিশ ডিষ্ট্রিবিউটর্স লিঃ, ইণ্ডিয়া কলেকটিভ ফার্মস লিঃ প্রভৃতি।

জে, এন্, সেন, বি-এ, এফ-আর-ই-এস, (লণ্ডন)।
জেনারেল ম্যানেজার।

বিধ্বস্ত বাংলা

সুকুমার মিত্র

ঝড় থামিয়াছে। কোটি কোটি নরনারী ও শিশুকে নির্ব্বিচারে নিঃশেষ করিয়া, লক্ষ লক্ষ সংসার বিক্ষিপ্ত করিয়া, হাজার হাজার মানুষের দীর্ঘকালব্যাপী সাধনায় গড়া সভ্যতা ও সংস্কৃতির অসংখ্য পরিচয়কে বিলুপ্ত করিয়া দিয়া মহাযুদ্ধের প্রলয়ঙ্কর ঝড় এতদিনে সত্যই থামিয়াছে। নূতন আশায় বুক বাঁধিয়া মানুষ আবার দেশে দেশে গড়িবার কাজে লাগিয়া গিয়াছে। বৃহত্তর ও মহত্তর সভ্যতার প্রতিষ্ঠা করিবার, নূতন ও সুন্দরতর জগৎ সৃষ্টি করিবার মহান্ ব্রত মানুষ গ্রহণ করিয়াছে, সহস্রবাধাকে অতিক্রম করিবার সুদৃঢ় সঙ্কল্প লইয়া তাহারা অগ্রসর হইতেছে। কিন্তু ইহার মধ্যে ভারতবর্ষের স্থান কোথায়? পরাধীনতার শৃঙ্খলভারে পিষ্ট, কলহ-বিবাদে শতধা বিচ্ছিন্ন ভারতবর্ষ ক্লান্ত নৈরাশ্যে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিতেছে। মহাযুদ্ধের প্রচণ্ড আঘাতে সে বিধ্বস্ত, সম্মুখে আসন্ন ও ভয়াবহ বেকার সমস্যার আশঙ্কায় সে বিমূঢ়। আর এই বিধ্বস্ত ও বিমূঢ় ভারতবর্ষের প্রতীক হইতেছে দুর্ভাগা বাংলা দেশ। মহাযুদ্ধের ঝড়ে এমন করিয়া ভারতবর্ষের কোন প্রদেশ আর ভাঙ্গিয়া পড়ে নাই, এমন প্রচণ্ড আঘাত আর কোন প্রদেশকে সহ্য করিতে হয় নাই।

বাংলার এই অবস্থা আকস্মিক বা সর্ব্বভারতীয় সমস্যা হইতে বিচ্ছিন্ন নহে। যুদ্ধকালীন সাম্রাজ্যবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থাই সারা ভারতে তথা বাংলায় এই সর্ব্বনাশ ডাকিয়া আনিয়াছিল। এই সর্ব্বনাশের প্রতীক হইতেছে "ষ্টার্লিং ব্যালান্স।" অর্থ শাস্ত্রের বড় বড় কঠিন শব্দ ও যুক্তির মারপ্যাঁচ দিয়া ষ্টার্লিং ব্যালান্সের প্রকৃত স্বরূপ ঢাকিয়া রাখিবার অনেক চেষ্টা হইয়াছে, কিন্তু আজ এ চেষ্টা সফল হইবার কোন সম্ভাবনা নাই।

জাপান যখন যুদ্ধ ঘোষণা করিল, তখন ভারতবর্ষ প্রত্যক্ষভাবে যুদ্ধে লিপ্ত হইয়া পড়িল এবং প্রাচ্যে ভারতবর্ষই মিত্রপক্ষের যুদ্ধের প্রধান ঘাঁটিতে পরিণত হইল। ভারতের সীমান্তে জাপ আক্রমণকে প্রতিহত করিবার জন্য লক্ষ লক্ষ ইংরাজ, মার্কিন ও অন্যান্য জাতির সৈন্য ভারতে প্রেরিত হইল। ইহাদের ভরণপোষণ, রসদাদি সরবরাহ প্রভৃতির দায়িত্ব ভারতবর্ষকেই লইতে হইল। রেলওয়ে, অস্ত্রশস্ত্র এবং যুদ্ধ সংক্রান্ত সমস্ত জিনিষের কারখানাগুলির কাজ বিপুল বেগে বাড়িয়া চলিল। জিনিষের দাম ও কাজের মজুরী বাবদ শত শত কোটি টাকা পাওনা হইল। পাওনা কাহার কাছে? বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের কাছে। প্রতি বৎসর মোটামুটিভাবে নিম্নলিখিত পরিমান টাকা পাওনা হইতে লাগিল:—

বৎসর	টাকার পরিমাণ
১৯৪১-৪২	১৯৪ কোটি
১৯৪২-৪৩	৩২৫ "
১৯৪৩-৪৪	৩৯২ "
১৯৪৪-৪৫ (আনুমানিক)	৪৪৩ "
১৯৪৫-৪৬ "	৪৪০ "

প্রায় ১৮ শত কোটি টাকার এই বিরাট ব্যয়ভার সাম্রাজ্যবাদী কৌশলের ফলে দরিদ্র ভারতবর্ষকেই বহন করিতে হইল। বৃটেন তাহার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিল না। অর্থাৎ এই পাওনা টাকার কিছুই বৃটেন দিল না। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের মারফৎ যে কৌশলে ভারতবর্ষকে সমগ্র ব্যয়ের বোঝা ঘাড়ে লইতে বাধ্য করা হইল সাধারণ লোক তাহার রহস্য বুঝিতে পারিল না। ব্যাপারটী সংক্ষেপে এইরূপ:— বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের নির্দ্দেশে ভারত সরকার

ইণ্ডিয়ান ইকনমিক ইন্সিওরেন্স
কোম্পানী লিমিটেড
হেড অফিস—মিশন রো, কলিকাতা।
ভারতের শ্রেষ্ঠতম জীবনবীমা প্রতিষ্ঠানসমূহের
মধ্যে "ইণ্ডিয়ান ইকনমিকে"র স্থান গৌরবময়।
বিগত "ভ্যালুয়েশনে" সুদের হার মাত্র শতকরা তিন টাকা চারি আনা ধরা হইয়াছে এবং সেই ভ্যালুয়েশনের উপর বোনাস দেওয়া হইয়াছে:
আজীবন বীমায়—হাজার করা বার্ষিক ১২৲ টাকা
মেয়াদী বীমায়—হাজার করা বার্ষিক ১০৲ টাকা
"ইণ্ডিয়ান ইকনমিকে"র ডিরেক্টর বোর্ডে আছেন শ্রীযুক্ত এস্, এম্, ভট্টাচার্য্য, চেয়ারম্যান; শ্রীযুক্ত কিরণশঙ্কর রায়, এম-এল-এ; শ্রীযুক্ত হরিশচন্দ্র সরকার, শ্রীযুক্ত তারাচরণ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত ইন্দ্রনারায়ণ রায় ও শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য, ম্যানেজার।
নিম্নলিখিত স্থানে কোম্পানীর অফিস আছে:
বোম্বাই—বেহরামজী ম্যানসন, ফিরোজ শা মেটা রোড, বোম্বাই।
মাদ্রাজ—পাচিয়াপ্পা হল, জর্জ্জ টাউন, মাদ্রাজ।
দিল্লী নসরৎ বিল্ডিংস্, ফৈজবাজার, দিল্লী।
পাটনা, বেনারস, লক্ষ্ণৌ, এলাহাবাদ, নাগপুর, ঢাকা, রাজসাহী, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম ও শিলং।

ম্যানেজিং ডিরেক্টরস্— সুধাংশু বিশ্বাস, সুশীল সেন

পাওনাদারদের ষ্টার্লিং-এর পরিবর্ত্তে টাকা দিয়া দেনা শুধিতে লাগিলেন। বৃটেনে ভারত সরকার বা রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নামে ষ্টার্লিং জমিতে লাগিল। ভারত সরকার বা ভারতবাসীর তাহা কোন কাজেই আসিল না। সেই টাকা দিয়া তাহারা না কিনিতে পারিল প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি, না কিনিতে পারিল খাদ্যদ্রব্য বা অন্যান্য পণ্য। ফলে এই জমা অর্থ কোন কাজেই লাগিল না এবং এই জমা অর্থের পরিবর্ত্তে ভারতের বাজারে পাওনাদারদের পাওনা মিটানোর জন্য যে রাশি রাশি নোট ছাড়া হইতে লাগিল তাহার ফলে টাকার দাম দ্রুত হ্রাস পাইল। ১৯৩৯ সালের আগষ্ট মাসে ১৭৮ কোটি ৮৯ লক্ষ টাকার নোট বাজারে ছাড়া হইল। ১৯৪৫ সালের ১৬ই মার্চ্চ উহার পরিমাণ দাঁড়াইল ১ হাজার ৭৯ কোটি ২১ লক্ষ টাকা। ইহার অর্থ পরিষ্কার। ইহার অর্থ ভারতীয় জনসাধারণকে ক্রমাগত অতিরিক্ত মূল্যে জিনিষ কিনিতে বাধ্য করিয়া যুদ্ধের ব্যয় নির্ব্বাহ করা। হিসাব করিলে দেখা যাইবে ১৯১৯ সালে যে জিনিষ ছয় আনায় পাওয়া যাইত ১৯৪৫ সালে সেই জিনিষ কিনিতে এক টাকা লাগিতেছে। এই ব্যবস্থার প্রচণ্ড আঘাত লাগিল নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণী, মজুর ও দরিদ্র চাষীদের উপর। যাহারা সর্ব্বাপেক্ষা অক্ষম তাহাদের আয় কার্য্যতঃ শতকরা ৫০ ভাগ হ্রাস পাইল। জিনিষের ক্রমাগত মূল্য বৃদ্ধির শোচনীয় পরিণতি দেখা গেল মজুতদারী, চোরা কারবার ও ফটকাবাজীর ব্যাপক প্রসারে। বাংলার ৩৫ লক্ষ নরনারী প্রাণ দিয়া এবং ৬০ লক্ষ নরনারী শিশু জীবন্মৃত হইয়া সাম্রাজ্যবাদের এই অর্থনীতির জয় ঘোষণা করিল।*

বাংলা বিধ্বস্ত হইবার মূল কারণ এই অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যেই নিহিত। বাংলার লক্ষ লক্ষ নরনারী ও শিশু মরিয়াছে। ৬০ লক্ষাধিক নরনারী ও শিশু জীবন্মৃত। গ্রাম্য অর্থনীতি বিপর্য্যস্ত—ইহাই বাংলার বর্ত্তমান অবস্থা। এখন দেখা দিয়াছে যুদ্ধোত্তর বাংলায় বেকার-সমস্যার করাল ছায়া।

সমগ্র ভারতে সৈন্যসহ যুদ্ধসংক্রান্ত কাজে লিপ্ত এবং যুদ্ধকালে সৃষ্ট বিভিন্ন সরকারী বিভাগে নিযুক্ত লোকের সংখ্যা এক কোটি হইবে। যুদ্ধ থামিয়া যাওয়ায় ইহাদের শতকরা অন্ততঃ ৫০ জনকে এখনই ছাড়িয়া দেওয়া হইবে অর্থাৎ এখনই সমগ্র ভারতে ৫০ লক্ষ লোক বেকার হইবে। ইহার মধ্যে ২০ লক্ষ লোক আবার নিজ নিজ পেশা অবলম্বন করিয়া জীবিকার্জ্জন করিতে পারিবে বলিয়া যদি ধরিয়া লওয়া যায় তাহা হইলেও ৩০ লক্ষ লোকের অন্ন সংস্থানের কোন উপায়ই থাকিবে না এবং এই ৩০ লক্ষের মধ্যে বাংলায় বেকারের সংখ্যা দাঁড়াইবে অন্ততঃ ৩ লক্ষ। ইহার ফলে কম পক্ষে ৩ লক্ষ পরিবার বা ১৫ লক্ষ নরনারী ও শিশু বিপন্ন হইবে। ব্যবসা বাণিজ্যের উপর ইহার প্রতিক্রিয়াও সহজেই অনুমান করা যায়। এই ৩ লক্ষ লোককে নিম্নলিখিত কয়টি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়ঃ—

শ্রমিক * (বাঙ্গালী ও অ-বাঙ্গালী মিলাইয়া)—১ লক্ষ গ্রাম্য মজুর, কারিগর প্রভৃতি —১ লক্ষ।

মধ্যবিত্ত শ্রেণী (এ, আর, পি, পায়োনিয়ার ফোর্স, বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠান, সরকারী দপ্তরখানা প্রভৃতি)—১ লক্ষ।

এই আসন্ন সঙ্কটের সহিত দুর্ভিক্ষ বিধ্বস্ত বাংলার বর্ত্তমান অবস্থা মিলাইয়া দেখিলে অবস্থার ভয়াবহতা আমরা সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করিতে পারিব। বর্ত্তমানে বাংলায় দুঃস্থ ভিক্ষুকের সংখ্যা প্রায় ১২ লক্ষ (বাংলা-সরকারের ভূতপূর্ব্ব ডিরেক্টর মিঃ এস্, সি, মিত্রের হিসাব) এবং তেরশ পঞ্চাশের মন্বন্তরে নিঃস্ব লোকের সংখ্যা ৬০ লক্ষ। ইহার মধ্যে ক্ষেত্রমজুর ২৭ লক্ষ, গরীব চাষী ১৫ লক্ষ, গ্রাম্য শিল্পজীবী ১৫ লক্ষ এবং স্কুলের শিক্ষক ২৫ হাজার। ইহাই বিধ্বস্ত বাংলার ছবি। এই বিধ্বস্ত বাংলার উপর একদিকে ট্যাক্সের জগদ্দল পাথর বৎসরের পর বৎসর আরও গুরুভার লইয়া চাপিয়া বসিতেছে আর অন্যদিকে জীবন ধারণের ব্যয়ভার বাড়িয়াই চলিয়াছে। যাহা কিছু অবশিষ্ট থাকিতেছে চোরাবাজার তাহা নিঃশেষে শুষিয়া লইতেছে। ইহারই সঙ্গে দেখা দিতেছে মহামারী। ১৯৪৫ সালে ট্যাক্স বৃদ্ধি হইয়াছে ৭ কোটি টাকা; কাজেই বাজেটে ঘাটতি পড়িয়াছে ১১ কোটি টাকা। ১৯৪৫-৪৬ সালে বাজেটে ঘাট্‌তি পড়িবে ১৯ কোটি টাকা এবং বিক্রয় কর টাকায় পাঁচ পয়সা করিয়া আদায়ের ব্যবস্থা ইতিমধ্যেই হইয়া গিয়াছে। চোরাবাজারে জনসাধারণকে বৎসরে ঘুষ দিতে হয় ৬০ কোটি টাকা (আনুমানিক হিসাব)। বিধ্বস্ত বাংলার পুনর্গঠনের নীতি গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক স্বীকৃত হইয়াছে কিন্তু এ পর্য্যন্ত যাহা করা হইয়াছে তাহা হাস্যকর। "জনযুদ্ধে"র হিসাবে দেখা যায় ১৯৪৫ সালে গবর্ণমেণ্ট দুঃস্থদের জন্য বৎসরে মাথা পিছু ১৷৵৬ পাই, দুঃস্থ গ্রাম্য কারিগরদের জন্য বৎসরে মাথাপিছু ৷৷০ আনা হিসাবে সাহায্য দিয়াছেন। বয়স্ক দুঃস্থদের শতকরা ২ ভাগ এবং অনাথশিশুদের শতকরা ৩ ভাগকে গবর্ণমেণ্টের তরফ হইতে কাজ ও আশ্রয় দেওয়া হইয়াছে।

এই নিষ্ঠুর পরিহাসের দ্বারা বিধ্বস্ত বাংলা পুনর্গঠিত হইবে না, বাংলার আসন্ন বেকার-সমস্যার সমাধান হইবে না। বড় বড় বিশেষজ্ঞদের দ্বারা রচিত পরিকল্পনা কাগজে-পত্রেই থাকিয়া যাইবে। এখনই তাহার আভাষ পাওয়া যাইতেছে। যুদ্ধ অকস্মাৎ শেষ হইয়া যাওয়ার সঙ্গে লোক বিতাড়নের জন্য গবর্ণমেণ্ট 'সাজ, সাজ' রব তুলিয়াছেন। যুদ্ধ-পূর্ব্ব যুগের গালভরা প্রতিশ্রুতি তাঁহারা নিঃশব্দে চাপিয়া যাইতেছেন, কাজ দিবার মধুর আশ্বাস আর শোনা যাইতেছে না।

এই অবস্থায় বিপর্য্যস্ত ভারতবর্ষ তথা বাংলাদেশকে রক্ষার জন্য পাওনা ষ্টার্লিং-এর বিনিময়ে শিল্প-সম্পদ গড়িয়া তোলা, মুনাফা ট্যাক্সের টাকা দিয়া বেকার-ভাতার ব্যবস্থা করা, জাতীয় পরিকল্পনা কার্য্যকরী করিবার জন্য জাতীয় গবর্ণমেণ্ট স্থাপন প্রভৃতি সর্ব্বভারতীয় অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রশ্নের মীমাংসার জন্য যেমন অগ্রসর হইতে হইবে, তেমনি সঙ্গে সঙ্গে বিধ্বস্ত বাংলা পুনর্গঠনের জন্য প্রবল জনমত সৃষ্টি করিতে হইবে। আজ বাংলা পুনর্গঠনের ব্যাপক পরিকল্পনা কার্য্যকরী করার মধ্য দিয়াই বাংলার আসন্ন বেকার-সমস্যা ও অন্যান্য সমস্যার সমাধান সম্ভব।

* যুদ্ধের সময় যাহারা সাময়িকভাবে বাঙ্গলায় আসিয়াছে তাহাদের ইহার মধ্যে ধরা হয় নাই।

*India's Sterling Balances—B. T. Ranadive

ভারতে ফিল্ম-শিল্পের সুযোগ-সম্ভাবনা

অধ্যাপক প্রীতিকুমার বসু, এম-এ

কিছুদিন পূর্ব্বে চলচ্চিত্রের জন্য একটি প্রেক্ষাগৃহ নির্ম্মাণ সম্পর্কে জনৈক ভদ্রলোক অভিমত প্রকাশ করিলেন, "মশাই, সিনেমায় সিনেমায় দেশটা ভরে গেল, দেশ উৎসন্নে যাওয়ার আর বাকি কি?"

উক্ত ভদ্রলোকের উক্তি হইতে সাধারণতঃ দুইটি প্রশ্ন মনে জাগে। আমাদের দেশে কি সত্যসত্যই চলচ্চিত্রের আধিক্য হইয়াছে? চলচ্চিত্র কি দেশের উন্নতির পথে অন্তরায়? কিন্তু হিসাব করিয়া দেখিলে অবাক হইতে হয় যে, যে-সকল দেশ আজ শিক্ষা, সভ্যতা এবং শিল্পোন্নতিতে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া আছে, সেই সকল দেশের তুলনায় আমাদের দেশে চলচ্চিত্রের সংখ্যা কত অল্প।

ভারতবর্ষে বর্ত্তমানে প্রায় সতর শত স্থায়ী চলচ্চিত্রগৃহ (Cinema-house) এবং প্রায় তিন শত ভ্রাম্যমান চলচ্চিত্র (touring cinema) আছে। কিন্তু অন্যান্য দেশের তুলনায় লোক সংখ্যার অনুপাতে ইহা অতি সামান্য। গ্রেট ব্রিটেনের লোক সংখ্যা প্রায় সাড়ে চারি কোটি এবং তথায় প্রায় পাঁচ হাজার প্রেক্ষাগৃহ আছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের লোক সংখ্যা প্রায় তের কোটি এবং সেখানে সতর হাজার প্রেক্ষাগৃহ আছে। সেই তুলনায় ভারতবর্ষে প্রায় উনচল্লিশ কোটি লোকের জন্য মাত্র দুই হাজার প্রেক্ষাগৃহ আছে। ভারতবর্ষে দুই হাজার পাঁচ শত পঁচাত্তরটি সহর এবং প্রায় সাত লক্ষ গ্রাম আছে, তাহার মধ্যে প্রায় দুই হাজার সহর এবং সাড়ে ছয় লক্ষ গ্রামে চলচ্চিত্রের কোন ব্যবস্থাই নাই।

ভারতবর্ষের শ্রম-শিল্পের মধ্যে ফিল্ম-শিল্প অষ্টম স্থান অধিকার করে। ১৯৪২-৪৩ সালে চলচ্চিত্র হইতে আয় হইয়াছিল প্রায় পাঁচ শত ছিয়াশি লক্ষ টাকা। বর্ত্তমানে ভারতবর্ষে প্রায় পঞ্চাশটি ষ্টুডিও এবং একশত পঞ্চাশটি ফিল্ম কোম্পানী আছে। ষ্টুডিওগুলির গৃহ নির্ম্মাণ এবং যন্ত্রপাতির জন্য প্রায় এক কোটি টাকা বিনিয়োগ করা আছে। চিত্র উৎপাদন এবং তাহা বিভিন্ন প্রেক্ষাগৃহকে বণ্টনের জন্য যে টাকা ব্যয় হয় তাহার পরিমাণ প্রায় তিন কোটি। কিন্তু অন্যান্য দেশের তুলনায় এই আয় এবং ব্যয় কোনটাই বেশী নয়।

যদিও গত কয়েক বৎসরের মধ্যে আমাদের দেশের ফিল্ম-শিল্প অনেক পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে, তথাপি শিল্পকৌশল (technique) এবং উৎপাদন পদ্ধতির (Production method) দিক হইতে বিচার করিলে পাশ্চাত্য দেশসমূহের তুলনায় ইহা আজও অনুন্নত রহিয়াছে। এখনও পর্য্যন্ত চলচ্চিত্রের যাবতীয় কাঁচা ফিল্ম, শব্দ গ্রহণ যন্ত্র, চিত্র গ্রহণ যন্ত্র প্রভৃতি বহুল পরিমাণে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইংলণ্ড হইতেই আমদানী করা হয়। কিছুদিন হইল কেবলমাত্র সামান্য ছোট খাট খুচরা যন্ত্রপাতি স্বদেশে প্রস্তুত করিবার চেষ্টা হইতেছে। অতএব দেখা যাইতেছে যে, চলচ্চিত্রের সংখ্যা, কলাকৌশল, উৎপাদন পদ্ধতি সকল দিক হইতেই আমাদের দেশের ফিল্ম-শিল্প অন্যান্য দেশের তুলনায় অনেক বেশী পিছনে পড়িয়া রহিয়াছে।

আমাদের দেশের ফিল্ম-শিল্পের বয়স হইল ত্রিশেরও অধিক। ১৯১৩ সালে ডি, ফ্লেক্ বোম্বাইতে সর্ব্বপ্রথম ফিল্ম-শিল্পের ভিত্তি স্থাপন করেন। তিনি তিন হাজার ফুট লম্বা একটী চিত্র উৎপাদন করেন; চিত্রটির নাম ছিল "হরিশ্চন্দ্র"। বঙ্গদেশে ফিল্ম-শিল্পের গোড়া পত্তন হয় ম্যাডান থিয়েটার্স-এর "নল-দময়ন্তী" ছবি উৎপাদন দ্বারা। ইহা ১৯১৭ সালের কথা। তাহার পরে ছায়া ছবির যুগ চলিয়া গিয়াছে; সবাক-চিত্র (talkie) তাহার স্থান দখল করিয়াছে। ১৯৩১ সালে বোম্বাই-এর 'ইম্পিরিয়াল ষ্টুডিও' 'আলম আরা' নামক একটি সবাক-চিত্র উৎপাদন করে। ইহাই ভারতবর্ষের প্রথম সবাক-চিত্র। সবাক-চিত্রের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দেশের ষ্টুডিও এবং চলচ্চিত্র-গৃহের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে, কিন্তু ইহা ছাড়া ফিল্ম-শিল্পের আর তেমন কোন উন্নতি সাধিত হয় নাই। অবশ্য, পরাধীন জাতির শিল্পোন্নতির পথ নানা কারণে বন্ধুর এবং সেইজন্য তাহার অগ্রগতি সাধারণতঃ মন্থর। তবু এ-কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, ফিল্ম শিল্পের উন্নতির জন্য দেশবাসীর যত্ন, চেষ্টা এবং সহানুভূতিরও যথেষ্ট অভাব ছিল। কিন্তু এই ত্রুটি সংশোধনের দিন আসিয়াছে। দেশের এবং জাতির কল্যাণের জন্য এই শিল্পের উন্নতির আশু প্রয়োজন।

"সাউথ ইণ্ডিয়ান ফিল্ম চেম্বার অব কমার্স"-এর সভাপতি মিঃ রামব্রহ্মণ তাঁহার "প্ল্যান ফর ডেভেলপমেণ্ট অব ফিল্ম ইণ্ডাষ্ট্রি ইন ইণ্ডিয়া"তে প্রধানতঃ দুইটি উদ্দেশ্যের কথা ব্যক্ত করিয়াছেন। প্রথমতঃ, চলচ্চিত্রের দ্বারা শিক্ষা বিস্তার এবং দেশের সামাজিক ও সংস্কৃতিগত উন্নতি সাধন করা। দ্বিতীয়তঃ, ভারতের ফিল্ম-শিল্পকে যাহাতে বিদেশী আমদানীর উপর খুব কম পরিমাণে নির্ভর করিতে হয়, সেই দিকে দৃষ্টি রাখা; অর্থাৎ যাহাতে চলচ্চিত্রের সমস্ত যন্ত্রপাতি এবং মাল মসলা দেশেই প্রস্তুত করা যায় তাহার চেষ্টা করা।

কয়েকটী বাছাই সব্জী বীজ

(সবেমাত্র আমদানী হইয়াছে)

গবর্ণমেণ্ট কন্‌ট্রোল দরে বিক্রয় হইতেছে।

প্রতি আউন্সের দর

বাঁধাকপি গ্লোব গ্লোরী ৩৷৷০ টাকা; বাঁধাকপি একহ্রা আর্লি এক্সপ্রেস ৩৷৷০ টাকা; বাঁধাকপি মাউনটেন হেড ড্রামহেড ৩৷৷০ টাকা; ফুলকপি আর্লি ও লেট স্নোবল ৯৲ টাকা; ফুলকপি গ্লোব পেটার ৪৲ টাকা; ওলকপি ২৲ টাকা; বীট লাল গোল ২৲ টাকা; শালগম ১৷০ আনা; লেটুস ২৲ টাকা; মূলা বোম্বাই ১নং লাল ৷৷০ আনা (পাউণ্ড ৬৲ টাকা), মূলা লাল গোল ১৷০ আনা; টম্যাটো পারফেকসন ৩৲ টাকা; পিঁয়াজ বোম্বাই ৷৷০ আনা (পাউণ্ড ৬৲ টাকা) গাজর আমেরিকান ১৷৷০ টাকা (পাউণ্ড ১৮৲ টাকা); ফ্রেঞ্চ বীন ৵০ আনা (পাউণ্ড ১৸৵০ আনা); সিলেরী ১৷৷০ টাকা; মটর আর্লি এভারগ্রীন ৵০ (পাউণ্ড ১৸৵০); মটর ম্যারোফ্যাট ৷০ (পাউণ্ড ৩৲); বেগুন মুক্তাকেশী ১৲ টাকা; নারিকেল গাছ প্রতি শত ৫৫৲ টাকা মাত্র।

বীজ, গাছ ও ফুল গ্লোব নার্শরীতেই ভাল।

কৃষিলক্ষ্মী পত্রিকার সম্পাদক ও গ্লোব নার্শরীর স্বত্বাধিকারী
শ্রীঅমরনাথ রায়, এফ, আর, এইচ, এস (লণ্ডন) প্রণীত

কয়েকখানি উৎকৃষ্ট কৃষি-পুস্তক

১। বাংলার সব্জী—মূল্য ২৷৷০ টাকা
২। চাষির ফসল— „ ২৷৷০ „
৩। আদর্শ ফলকর— „ ২৷৷০ „
৪। পুষ্পোদ্যান— „ ২৷৷০ „
৫। সরল পোলট্রী পালন— মূল্য ২৷৷০ „
৬। সরল সারের ব্যবহার—মূল্য ১৷৷০ টাকা
৭। মাছের চাষ— মূল্য ১৷৷০ „
৮। পশুখাদ্যের চাষ— মূল্য ১৷৷০ „

গ্লোব নার্শরী
নিউ মার্কেট, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, শিয়ালদহ ষ্টেশন
কলিকাতা

এই উদ্দেশ্য সিদ্ধিকল্পে তিনি পরিকল্পনা করেন যে, প্রতি সহরের জন্য অন্ততঃ একটী করিয়া স্থায়ী চলচ্চিত্র-গৃহ নির্ম্মাণ করিতে হইবে এবং প্রতি এক শত গ্রাম অথবা প্রতি পঞ্চাশ হাজার লোকের জন্য অন্ততঃ একটি করিয়া ভ্রাম্যমাণ-চলচ্চিত্রের ব্যবস্থা করিতে হইবে। এই সকল চলচ্চিত্রকে চালু রাখিবার জন্য প্রতি বৎসর কমপক্ষে তিন শত কথাচিত্র (features film) উৎপাদন করিতে হইবে। ইহা ব্যতীত তিনি সাপ্তাহিক সংবাদের জন্য ছোট ছোট ছবি উৎপাদনের কথাও বলিয়াছেন। কিন্তু এই সকল ছবি উৎপাদন করিতে হইলে প্রচুর মূলধনের প্রয়োজন। ১৯৪০ হইতে ১৯৪৩ সালের মধ্যে ভারতবর্ষে গড়পড়তা এক শত তিপ্পান্নটি করিয়া কথাচিত্র উৎপাদন করা হইয়াছিল এবং এক একটি সম্পূর্ণ ছবি উৎপাদন করিতে ব্যয় হইয়াছিল গড়পড়তা প্রায় আশি হাজার টাকা। অতএব মিঃ রামব্রহ্মণের পরিকল্পনা অনুযায়ী বাড়তি ছবি উৎপাদন করিতে আরও অনেক বেশী মূলধনের প্রয়োজন। তিনি বলেন যে, চলচ্চিত্রকে দেশের এবং জাতির শ্রীবৃদ্ধির কাজে নিয়োজিত করিতে হইলে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই; এবং তাহার জন্য ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার সহিত সরকারী সাহায্যের সংমিশ্রণ একান্তভাবে অপরিহার্য্য।

তিনি আরও বলেন যে, যাহাতে ফিল্ম-শিল্পের উন্নতি এবং বিস্তৃতি ঠিক পথে ধাবিত হয় তাহার জন্য একটী "অল ইণ্ডিয়া ফিল্ম ইন্‌ষ্টিটিউট্" সংগঠিত হওয়া চাই। এই প্রতিষ্ঠান দেশের ফিল্ম-শিল্পের পরিচালনার ভার গ্রহণ করিবে। অর্থাৎ ফিল্ম-শিল্পের অগ্রগতির পথে সতর্ক দৃষ্টি রাখিবে এবং সদাসর্ব্বদা প্রয়োজনীয় এবং কার্য্যকরী পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধনের দিকে মনোযোগী থাকিবে।

ভারতবর্ষের ন্যায় মহাদেশতুল্য দেশের পক্ষে এবং তাহার জন-সংখ্যার অনুপাতে মিঃ রামব্রহ্মণ যতগুলি চলচ্চিত্র এবং প্রতি বৎসর যতগুলি ছবি উৎপাদনের কথা বলিয়াছেন তাহা অবাস্তব কল্পনা মনে করিবার কোন কারণ নাই। পৃথিবীর প্রায় একের পঞ্চমাংশ অধিবাসী ভারতবর্ষে বাস করে এবং সমগ্র পৃথিবীতে প্রায় সত্তর হাজার চলচ্চিত্র-গৃহ আছে। সেই তুলনায় ভারতবর্ষে চলচ্চিত্র-গৃহের সংখ্যা হওয়া উচিত প্রায় চৌদ্দ হাজার। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আমরা দেখিতে পাই যে, প্রতি আট হাজার লোকের জন্য একটী করিয়া চলচ্চিত্র-গৃহ আছে এবং সেই সকল প্রেক্ষাগৃহে গড়পড়তা প্রতি বারো জন অধিবাসীর জন্য একটী করিয়া বসিবার স্থানের ব্যবস্থা আছে। স্বাধীন দেশের কথা ছাড়িয়া দিলেও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত স্বায়ত্ত-শাসিত দেশ কানাডাতেও আমরা দেখিতে পাই যে, গড়পড়তা প্রতি দশ হাজার লোকের জন্য একটী করিয়া চলচ্চিত্র-গৃহ আছে। সুতরাং ভারতবর্ষের ফিল্ম-শিল্পের সম্ভাবনা সম্পর্কে মিঃ রামব্রহ্মণ যে আশা ব্যক্ত করিয়াছেন তাহা মোটেই দুরাশা নয়। কিন্তু তাঁহার এই সুচিন্তিত পরিকল্পনাকে কার্য্যকরী করিতে হইলে ফিল্ম-শিল্প-কৌশলী শিক্ষিত ব্যক্তিগণের প্রয়োজন সর্ব্বাগ্রে। আমাদেব দেশে ঐ বিদ্যায় পারদর্শী লোকের সংখ্যা অত্যন্ত অল্প। অতএব এই পরিকল্পনাকে সাফল্যমণ্ডিত করিতে হইলে শিক্ষানবীসদিগকে বিদেশে পাঠাইয়া ফিল্ম-শিল্পের আধুনিক কলা-কৌশল এবং উৎপাদনের নূতন নূতন পন্থা শিখাইয়া আনা আবশ্যক। এই উপলক্ষে বোম্বাই-এর "ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ফিল্ম প্রডিউসার্স এসোসিয়েসন"এর চেষ্টা এবং তৎপরতা সত্যই প্রশংসনীয়।

আমাদের দেশের ফিল্ম-শিল্পের বিস্তারের পথে প্রধান অন্তরায় দুইটি। প্রথম অন্তরায়, আমাদের দেশের উৎপাদকগণের মধ্যে সমবায় এবং সহযোগিতার অভাব। দ্বিতীয় অন্তরায়, আমাদের দেশের ভাষার বিভিন্নতা। ভারতবর্ষে মোট দুই শত পঁচিশটি ভাষা আছে, তাহাদের মধ্যে পনরটি প্রধান এবং এক ভাষার কথাচিত্র অন্য ভাষাভাষীর কাছে দুর্ব্বোধ্য। একমাত্র হিন্দুস্থানী ব্যতীত অন্য সকল ভাষাই প্রতি চার শত মাইল পরে পরেই পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। অতএব ইংরাজী ছবির ক্ষেত্র যেরূপ ব্যাপক, দেশীয় ছবির ক্ষেত্র সেরূপ ব্যাপক নহে। তাহা প্রায় স্ব স্ব প্রদেশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। সেই কারণে একটী ইংরাজী ছবি উৎপাদন করিতে যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় করা হয়, দেশীয় ছবির জন্য তাহা করা হয় না। কাজেকাজেই দেশীয় ছবি ইংরাজী ছবির তুলনায় কলাকৌশলে অনেকাংশে হেয় হইয়া পড়ে। বাংলা অপেক্ষা হিন্দী ছবির ক্ষেত্র কিছু প্রশস্ত, সেই কারণেই

POTTERY MACHINES

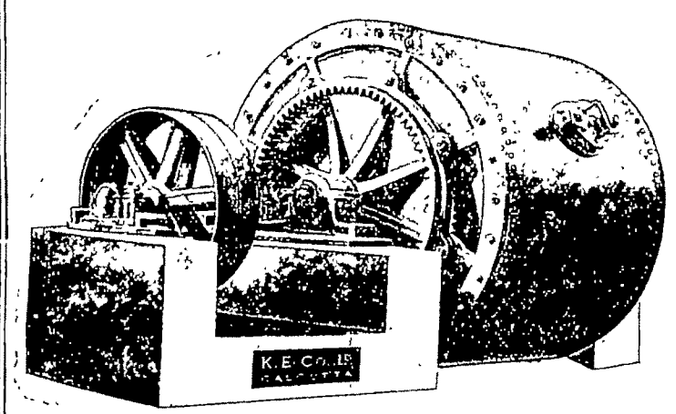

MAKERS
KUSUM ENGINEERING
COMPANY LIMITED.
25, Swallow Lane, Calcutta.

ATHENE INDUSTRIES & AGENCIES

ATHENE INDUSTRIES & AGENCIES
ATHENE INDUSTRIES & AGENCIES
ATHENE INDUSTRIES & AGENCIES
ATHENE INDUSTRIES & AGENCIES
ATHENE INDUSTRIES & AGENCIES
ATHENE INDUSTRIES & AGENCIES
ATHENE INDUSTRIES & AGENCIES
ATHENE INDUSTRIES & AGENCIES
ATHENE INDUSTRIES & AGENCIES
ATHENE INDUSTRIES & AGENCIES
ATHENE INDUSTRIES & AGENCIES
ATHENE INDUSTRIES & AGENCIES
ATHENE INDUSTRIES & AGENCIES
ATHENE INDUSTRIES & AGENCIES

Athene Industries & Agencies
3 & 4, Hare Street, Calcutta.

Reliable House for :
Quality Toilet requisites, Hair oils, Washing soap Phenyle, Shoe polish. Shaving brush and all other commodities of daily use.

TRIAL SOLICITED

দেখা যায় যে, হিন্দী ছবি কলাকৌশলের দিক হইতে বাংলা ছবি অপেক্ষা কিয়দংশে উন্নত। ইহার কারণ, উৎপাদক সব সময়ই তাহার লাভের হারের দিকে নজর রাখিয়া উৎপাদন করে। অতএব ক্ষেত্র যত সীমাবদ্ধ, অর্থও নিয়োজিত হয় তত অল্প, এবং এই ব্যবসায়ী মনোবৃত্তির জন্যই দেখিতে পাই যে, আমাদের দেশে যে সকল ছবি উৎপাদন করা হয় তাহাতে সাধারণতঃ থাকে শুধু হাল্কা নাচ-গান এবং একই ধরণের প্রেমের গল্পের পুনরাবৃত্তি।

শিক্ষা বিস্তার এবং জাতির উন্নতির জন্য চলচ্চিত্রের সার্থকতা ও প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে আজ সকল দেশের লোকই নিঃসন্দেহ হইয়াছে। সোভিয়েট রাশিয়ার সর্ব্বাঙ্গীন দ্রুত উন্নতির মূলে চলচ্চিত্রের সহায়তা এবং কার্য্যকারিতা সম্বন্ধে আমরা অবগত আছি। চলচ্চিত্রের মারফৎ শিক্ষাদান যেমন সহজ, তেমনি কার্য্যকরী। বিশেষরূপে, ভারতবর্ষের মত দেশের পক্ষে, যেখানে শতকরা অষ্টাশীজন লোকে লিখিতে পড়িতে জানে না, জনসাধারণকে শিক্ষাদান করিবার জন্য চলচ্চিত্রই সর্ব্বাপেক্ষা ফলপ্রসূ বাহন। জনসাধারণের কাছে চলচ্চিত্রের আকর্ষণ অতীব প্রবল। সেই জন্যই চলচ্চিত্রের মারফৎ বৈজ্ঞানিক, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক সমস্যা সম্বন্ধে তাহাদিগকে সচেতন করা সহজসাধ্য। আমাদের দেশের অর্দ্ধশিক্ষিত, অশিক্ষিত এবং কুসংস্কারাপন্ন কৃষকদের কৃষি-শিল্পের নানারূপ বৈজ্ঞানিক যন্ত্র, শস্য উৎপাদনের নানারূপ বৈজ্ঞানিক উদ্ভাবন সম্বন্ধে প্রবুদ্ধ করিতে হইলে চলচ্চিত্রের সাহায্য গ্রহণ করা আশু প্রয়োজন। ছবি এবং টিকাটিপ্পনীর সাহায্যে কোন বিষয় যত সহজে এবং সত্বর বোঝানো যায় তেমন আর কিছুতে সম্ভব নয়। কেননা, কথা-চিত্র মানুষের মনের উপর সহজেই প্রভাব বিস্তার করিতে পারে। বার্ণার্ড শ' উপন্যাস না লিখিয়া নাটক লিখিতে সুরু করিয়াছিলেন। তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, রঙ্গালয়ের অভিনয় জনসাধারণকে যত বেশী আকৃষ্ট করে এবং যত শীঘ্র অভিভূত করে উপন্যাস পাঠ দ্বারা ততদূর সম্ভব নয়। রঙ্গমঞ্চের কোন করুণ দৃশ্যের অভিনয় দেখিয়া দর্শকদের মধ্যে অনেককেই অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে দেখা যায়। ইহার দ্বারা বুঝা যায় রঙ্গমঞ্চ মানুষের মনকে কত বেশী আচ্ছন্ন করে। তাই বার্ণার্ড-শ' তাঁহার চিন্তাধারাকে জনগণের মধ্যে সংক্রামিত করিবার জন্য রঙ্গমঞ্চকে বাহন নির্ব্বাচন করিয়া নাটক লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। চলচ্চিত্রের ক্ষেত্র রঙ্গমঞ্চ অপেক্ষা অনেক বিস্তৃত এবং চলচ্চিত্রের কলা-কৌশল এবং সুযোগ-সুবিধা মানুষের মনে প্রভাব বিস্তারের পক্ষে রঙ্গমঞ্চ অপেক্ষা অনেক বেশী ফলপ্রদ। যুদ্ধের সময়ও আমরা দেখিয়াছি যে, সকল যুদ্ধরত দেশই প্রচার-কার্য্যের জন্য চলচ্চিত্রের উপর বহুল পরিমাণে নির্ভর করিয়াছিল। অতএব চাষী, মজুর, অশিক্ষিত এবং অর্দ্ধশিক্ষিত জনগণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার করিবার পক্ষে চলচ্চিত্রই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বাহন। কোন চাষীকে যদি ট্রাক্টরের বিষয়ে বলা যায়, তাহা হইলে তাহার কুসংস্কারাচ্ছন্ন মন তাহা সহজে মানিয়া লইতে পারে না। কিন্তু যদি সে চোখের সামনে দেখিতে পায় যে, এক অদৃষ্টপূর্ব্ব যন্ত্রদ্বারা সত্যসত্যই ভূমি কর্ষিত হইতেছে, বলদের প্রয়োজন হইতেছে না, তখন তাহার মন হইতে সন্দেহ দূরীভূত হয়। এমনি সকল বিষয়ে এবং সকল ক্ষেত্রে, বিশেষ করিয়া প্রচার-কার্য্য এবং শিক্ষা বিস্তারের পক্ষে চলচ্চিত্রের সার্থকতা অপরিমেয়।

কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, আজ পর্য্যন্ত আমাদের দেশে চলচ্চিত্রকে প্রধানতঃ আনন্দদানের বাহন হিসাবেই ব্যবহার করা হইয়াছে। চলচ্চিত্র যাহাতে দেশের শিক্ষা, সভ্যতা এবং সংস্কৃতিগত উন্নতির পথেও বিশেষ সহায়ক হইতে পারে সেই বিষয়ে আমাদের দেশের উৎপাদকগণের তেমন কোন উৎসাহ নাই। উৎপাদকগণের উৎসাহ না থাকিবার কারণ তাহারা ব্যবসায়ী; কাজেকাজেই তাহাদের লক্ষ্য লাভের অঙ্কের দিকে সাধারণতঃ নিবদ্ধ থাকে। সেই জন্যই এই বিষয়ে জাতীয়-সরকারের কর্ম্মতৎপরতার প্রয়োজন হয়। অতএব চলচ্চিত্রকে যাহাতে জাতির উন্নতির কাজে নিয়োগ করা যায় তাহার জন্য ভারত সরকারের মনোযোগ বিশেষরূপে ফিল্ম-শিল্পের প্রতি আকৃষ্ট হওয়া উচিত। কেননা, সরকারী সাহায্য এবং সরকারের সক্রিয় সহানুভূতি ব্যতীত ইহা সম্ভবপর নহে এবং এই কথা ভুলিলে চলিবে না যে, যুদ্ধোত্তর সংগঠন পরিকল্পনার সর্ব্বাঙ্গীন সাফল্যের জন্য ফিল্ম-শিল্পের উন্নতি একান্তভাবে অপরিহার্য্য। শুধু তাহাই নহে, অদূর ভবিষ্যতের বেকার সমস্যার যে বিভীষিকা জনসাধারণকে আতঙ্কগ্রস্ত করিতেছে, ফিল্ম-শিল্পের উন্নতি এবং চলচ্চিত্রের প্রসারের দ্বারা তাহারও কিছু পরিমাণে সমাধান হইতে পারে।

প্রদত্ত দাবীর পরিমাণ ৪,০০,০০০৲ টাকার উপর

ভাগ্যলক্ষ্মী ইন্সিওরেন্স

লিমিটেড

পি-৬, মিশন রো এক্সটেন্সন্, কলিকাতা।

এজেন্সীর সর্ত্তাদির জন্য আবেদন করুন।

টেলি { গ্রাম : ভাগলকিন্স্ ফোন : ক্যাল ৩১৩৬

কে, ডি, ব্যানার্জ্জী, ম্যানেজার।

প্যাসিফিক ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস—

৮নং লায়ন্স রেঞ্জ, কলিকাতা

সঞ্চিত অর্থ নিরাপদে খাটাইবার একমাত্র

= নির্ভরযোগ্য স্থান =

সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়

শাখাসমূহ ঃ

ভারতের প্রধান প্রধান ব্যবসাকেন্দ্রে

বোম্বাই ও আমেদাবাদে এজেন্সি আছে

গৌহাটী, জোড়হাট, শিলং, ধুবড়ী ও ভবানীপুর শাখা শীঘ্রই খোলা হইতেছে।

মিঃ আর, পি, গুপ্ত
ম্যানেজার, বেঙ্গল ও আসাম

মিঃ আর, এন, সিং
চেয়ারম্যান

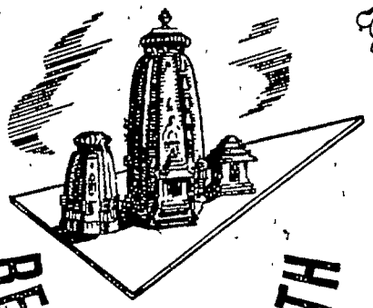

Old wine in a new bottle

BEAUTY & STRENGTH

IN A MODERN MAKE-UP

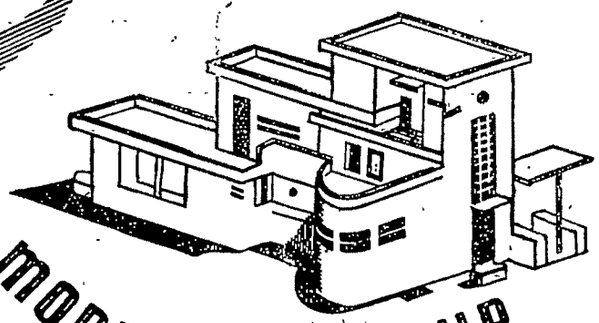

Equipped with highly competent technical staff.

PHONE
CAL. 3027

ENGINEERS' BUREAU Ltd.

BUILDERS, ARCHITECTS AND ENGINEERS

28, STRAND ROAD, CALCUTTA

For Economy Quality and Service...

JEDY

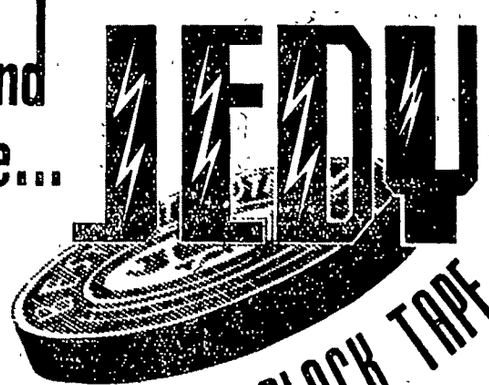

JEDY PRODUCTS

Empire Cloth and Tape, Insulating Varnish, Black Tape, Flexible Micanite Sheet, Hard moulded Micanite Sheet, etc. etc.

THE BEST BLACK TAPE

Producer

COMMERCIAL BUREAU

PHONE
CAL. 3027

GRAM - BLAKTAPE

28, STRAND ROAD, CALCUTTA

বিশ্ব-শান্তির অর্থনৈতিক ভিত্তি

অতুল দত্ত

দীর্ঘ ছয় বৎসর ধরিয়া বিশ্বব্যাপী হানাহানি চলিবার পর এখন কিছুকাল শান্তিতে কাটাইবার জন্য চারিদিকে একটা আগ্রহ দেখা যাইতেছে। এই আগ্রহে আন্তরিকতার অভাব আছে বলা যায় না; কারণ যুদ্ধের কৃপায় বিভিন্ন দেশে যাহারা রাতারাতি লাল হইয়াছে, একমাত্র তাহারা ছাড়া যুদ্ধের প্রতি আর কাহারও প্রসন্ন থাকিবার কথা নয়।

শান্তিতে থাকিবার জন্য আন্তরিক আগ্রহ থাকিলেও ইহার জন্য উপযুক্ত মূল্য দিবার আগ্রহ দেখা যাইতেছে না। শান্তির বুলির আড়ালে বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ স্বার্থ ষোল আনা বজায় রাখিবার অভিসন্ধি কদর্য্যভাবে প্রকাশ হইয়া পড়িতেছে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ফ্যাসিস্ত শক্তি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের জন্য প্রত্যক্ষভাবে দায়ী। তাই, এইসব শক্তিকে উচ্ছেদ করিয়া জগৎকে নিষ্কণ্টক করিবার গালভরা কথা শুনানো হইতেছে। আবার, যে এটম্ বোমার প্রসাদে জাপানের সহস্র সহস্র শিশু-নারী ও বৃদ্ধ-পঙ্গুর ভবযন্ত্রণার অবসান ঘটিয়াছে, তাহার দ্বারা ভবিষ্যৎ জগতের যুদ্ধকামী জাতিগুলিকে সায়েস্তা রাখিবার কথাও শুনিতেছি।

ফ্যাসিস্ত শক্তির উচ্ছেদ ঘটিলেই জগতে শান্তি আসিবে—এই যুক্তি নিতান্তই অসার। ফ্যাসিস্ত শক্তিগুলির উদ্ভব আকস্মিক ঘটনা নয়—ইহার জন্য বহু দিন হইতে ক্ষেত্র প্রস্তুত হইয়াছিল। যুদ্ধের পূর্ব্বের সেই আন্তর্জ্জাতিক অবস্থাটা যদি বজায় থাকে, তাহা হইলে জার্ম্মাণী-ইটালী-জাপান মার্কা ফ্যাসিজমের অবসান ঘটিলেও নূতন টিকা মাথায় লইয়া নূতন ধরণের ফ্যাসিজমের উদ্ভব হইতে বিলম্ব ঘটিবে না। আর, এটম্ বোমা সম্পর্কে এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, এই বোমার আবিষ্কারে যদি যুদ্ধ বন্ধ হয়, তাহা হইলে বিষ-বাষ্প আবিষ্কৃত হইবার পরই যুদ্ধ বন্ধ হওয়া উচিত ছিল। আজ ইহার সমকক্ষ কোন অস্ত্র জাপানের নাই বলিয়া সে ইহার সম্মুখে নিজেকে অসহায় বোধ করিয়াছে। কিন্তু ভবিষ্যতে সব যুদ্ধকামী রাষ্ট্রই যে এইরূপ অসহায় থাকিবে, তাহার নিশ্চয়তা কোথায়? এটম্ বিশ্লিষ্ট করিবার যে গুহ্যতত্ত্বটি প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান্ এখন তাঁহার দেশের একচেটিয়া সম্পত্তি করিয়া রাখিতে চেষ্টা করিতেছেন, তাহা যখন অদূর ভবিষ্যতে সকল দেশের বৈজ্ঞানিকরা জানিয়া ফেলিবেন, তখন বিশ্ব-শান্তির অছি বৃটেন ও আমেরিকা উহার ব্যবহারে স্বভাবতঃ সংযত হইবে। মুসোলিনি অসহায় হাবসীদের প্রতি বিষ-বাষ্প প্রয়োগ করিয়া আবিসিনিয়ার যুদ্ধ বন্ধ করিয়াছিলেন; কিন্তু গ্রীসে ইতালীয় সৈন্য অত্যন্ত বিপন্ন হওয়া সত্ত্বেও তিনি সেখানে উহা ব্যবহার করেন নাই; কারণ তিনি জানিতেন যে, উপযুক্ত প্রতিশোধ লইবার ক্ষমতা মিত্রপক্ষের ছিল। তাহার পর, এটম্ বোমাকে মাত্র একটি বা দুইটি রাষ্ট্রের সম্পত্তি করিবার জন্য যে অশোভন আগ্রহ, উহার মধ্যেই তৃতীয় মহাযুদ্ধের বীজ রহিয়াছে। আন্তর্জ্জাতিক রাজনীতিক্ষেত্রে ক্ষমতা-মত্ততা শান্তির দ্যোতক নয়।

স্থায়িভাবে যুদ্ধ বন্ধ করিতে হইলে, সর্ব্বাগ্রে জানা দরকার—এই আন্তর্জ্জাতিক হানাহানির প্রকৃত কারণ কি? ফ্যাসিস্ত-শক্তির যুদ্ধকামী নীতি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আশু কারণ—প্রকৃত কারণ নয়। প্রাগ্‌যুদ্ধকালীন যে অবস্থায় ফ্যাসিস্ত শক্তির উদ্ভব হয় ও তাহারা অল্পকালের মধ্যে ক্ষমতাশালী হইয়া উঠে, সেই অবস্থাটাই যুদ্ধের প্রকৃত কারণ।

প্রথম মহাযুদ্ধের পর বিজয়ী শক্তিগুলি সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ-সিদ্ধিতে মন দিয়াছিল। তাহারা পরাজিত জার্ম্মাণীর উপনিবেশগুলি নিজেদের মধ্যে ভাগ করিয়া লয়, অটোম্যান্ সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশের উপর নিজেদের প্রভুত্ব স্থাপন করে। জার্ম্মাণীর ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির কঠামো ঠিক থাকে; কিন্তু এই অর্থনীতির স্বাভাবিক পরিণতি যে অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যবাদ, তাহার পথ জার্ম্মাণীর পক্ষে বন্ধ হয়। আভ্যন্তরীণ অর্থনীতিক্ষেত্রের পুঁজিবাদ পরিপুষ্ট ও পরিবর্দ্ধিত হইয়া একটা বিশিষ্ট অবস্থায় বাহিরে প্রসারিত হইবার পথ খোঁজে। অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যবাদ উদ্ভূত হইবার ইহাই স্বাভাবিক রীতি। এই স্বাভাবিক পথ যদি অবরুদ্ধ হয়—শ্রম শিল্পে অত্যুন্নত পুঁজিবাদী দেশের অর্থনীতি যদি বাহিরে প্রভুত্ব বিস্তার করিতে না পারে, তাহা হইলে তখন সে রাষ্ট্র উগ্র ফ্যাসিস্ত রূপ-পরিগ্রহ করে; তখন সেখানকার শ্রমিকদের গণতান্ত্রিক অধিকার হরণ করিয়া তাহাদিগকে অধিক পরিমাণে শোষণের ব্যবস্থা হয়, এই ব্যবস্থা অব্যাহত রাখিবার জন্য রাষ্ট্রশক্তি সমালোচনা ও সংশোধনের অতীত হইয়া ডিক্টেটারী রূপ-পরিগ্রহ করে, অস্ত্রবলে নূতন নূতন রাজ্য অধিকারের জন্য বিপুল আয়োজন চলিতে থাকে।

প্রথম মহাযুদ্ধের পর ফ্যাসিজমের উদ্ভবের পক্ষে এই অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি করা হইয়াছিল। অন্ততঃ জার্ম্মাণীতে ফ্যাসিজম উদ্ভূত হইবার প্রত্যক্ষ অর্থনৈতিক কারণ ইহাই। ইহার পর, ধনতান্ত্রিক দেশগুলির মুনাফা-সর্ব্বস্ব ব্যবসায়ীদের সহযোগে নাৎসী জার্ম্মাণী দ্রুত শক্তিশালী হইয়া উঠে। প্রথম মহাযুদ্ধের পর পৃথিবীর একটা বড় অংশ ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির আওতার বাহিরে চলিয়া যায়। একটা বড় বাজার এইভাবে হাতছাড়া হওয়ায় সাম্রাজ্যবাদীদের গাত্রদাহ উপস্থিত হইয়াছিল; ঐ অঞ্চলের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী নীতি তাহাদিগকে আতঙ্কিতও করে। এই নূতন রাষ্ট্রের নূতন অর্থনৈতিক কাঠামোকে গুঁড়া করিয়া দিবার জন্য আগ্রহ ছিল সবার; কিন্তু গণতন্ত্রের মুখোসপরা পাশ্চাত্যের সাম্রাজ্যবাদীরা এই দুরূহ কাজের ঝুঁকি নিজেরা লইতেছিলেন না—লেলাইয়া দিতেছিলেন ফ্যাসিস্ত রাষ্ট্রগুলিকে। প্রাগ্‌যুদ্ধকালীন এই রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থাটাই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রকৃত কারণ।

ফ্যাসিস্ত শক্তিগুলির সামরিক পরাজয়েই এই অবস্থার পরিবর্ত্তন হইবে না। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর এখন চারিদিকে শোষিত ও নির্য্যাতিত জাতিগুলি আত্মপ্রতিষ্ঠ হইতে চাহিতেছে। তাহাদের এই আকাঙ্ক্ষা স্বভাবতঃ সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থের বিরোধী। চীন ও ভারতবর্ষের মত দেশ যদি রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক শৃঙ্খল চূর্ণ করিয়া আত্মপ্রতিষ্ঠ হয়, তাহা হইলে একটা বিরাট বাজার হাতছাড়া হইয়া যায়, বৃটীশ ও মার্কিণ ধনিকদের মুনাফার অঙ্ক কমিয়া আসে। ইহা কখনই তাহাদের অভিপ্রেত হইতে পারে না। কাজেই, যুদ্ধের সময় যে সব গালভরা কথা বলা হইয়াছিল, তাহার মধ্যে এখন ফাঁক খুঁজিবার চেষ্টা চলিতেছে। মুনাফালোভীরা ফ্যাসিস্ত শক্তিগুলির বাজারে নিজেদের প্রভুত্ব বিস্তারের উপায়রূপেই যুদ্ধকে দেখিয়াছিল, প্রাগ্‌যুদ্ধকালীন বাজার ত থাকিবেই, অধিকন্তু ফ্যাসিস্তদের বাজারও হাতে আসিবে, ইহাই ছিল তাহাদের আশা। এই বাজার সঙ্কুচিত হইবার সম্ভাবনা তাহাদের অসহ্য। শোষণের ক্ষেত্র অপরিবর্ত্তিত রাখার ও উহাকে প্রসারিত করিবার এই যে আকাঙ্ক্ষা—শোষিত দেশগুলির জাগ্রত গণশক্তিকে দাবাইয়া রাখিবার হীন বুদ্ধি, ইহাই তৃতীয় মহাযুদ্ধের সূচনা। সাম্রাজ্যবাদীরা যদি নিজেদের মধ্যে সাময়িকভাবে একটা ভাগাভাগি করিতে পারে (অবশ্য তাহা কার্য্যতঃ অসম্ভব), তবুও শোষিত দেশগুলির বন্ধনমুক্ত হইবার আকাঙ্ক্ষা অশান্তি সৃষ্টি করিবে।

বস্তুতঃ, জগতের কতক অংশকে স্থায়িভাবে অনুন্নত রাখিয়া এবং প্রয়োজন হইলে রাজ-

মুক্তাগাছা

পপুলার ব্যাঙ্ক

লিমিটেড

হেড অফিস: মুক্তাগাছা (ময়মনসিংহ)

সেন্ট্রাল অফিস:

৭নং ওয়েষ্টন ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ফোন: ক্যাল ৬৫৮২

ব্রাঞ্চ:

আঠারবাড়ী বিল্ডিংস্, ময়মনসিংহ

প্রতিষ্ঠাতা:

স্বর্গীয় মহারাজা শশীকান্ত

আচার্য্য বাহাদুর

নিরাপদ ও নির্ভরযোগ্য

চেয়ারম্যান:

মহারাজকুমার সিতাংশুকান্ত

আচার্য্য বাহাদুর

ম্যানেজিং ডিরেক্টর:

শ্রীজীবেন্দ্রকিশোর আচার্য্য, বি-এস-সি

(চেয়ারম্যান—মুক্তাগাছা মিউনিসিপ্যালিটি)

নৈতিক দাসত্বশৃঙ্খল পরাইয়া উহাকে শ্রম-শিল্পে অত্যুন্নত দেশের শোষণের ক্ষেত্র করিয়া রাখিবার যে চেষ্টা, উহা কিছুদিন পর পর জগতে অশান্তি সৃষ্টি করিবেই। সান্-ফ্রান্সিসকো সম্মেলনে সোভিয়েট প্রতিনিধি সত্যই বলিয়াছিলেন—উপনিবেশপ্রথা জগতে স্থায়ী শান্তির পরিপন্থী। ঔপনিবেশ বলিতে কেবল রাজনৈতিক স্বাধীনতাবিহীন দেশই বুঝায় না—নামে স্বাধীন হইয়াও যে সব দেশ অর্থনৈতিক শৃঙ্খলে আবদ্ধ, তাহারাও এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে, মধ্য প্রাচ্যের দেশগুলি ঔপনিবেশিক দেশ। চীন নামে স্বাধীন থাকিলেও সাম্রাজ্য-বাদী শোষণের ক্ষেত্ররূপে সেও এতদিন ঔপনিবেশিক দেশগুলির পর্য্যায়ভুক্ত ছিল।

জগতে স্থায়ী শান্তির জন্য চাই—এক জাতির প্রতি অন্য জাতির অর্থনৈতিক প্রভুত্বের অবসান। এই প্রভুত্ব বন্ধ করিতে হইলে জগতের প্রত্যেক অংশকে যথাসম্ভব শ্রম-শিল্পে উন্নত করিয়া তোলা প্রয়োজন। শ্রম-শিল্পে উন্নতির জন্য সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন রাজনৈতিক স্বাধীনতা এবং সর্ব্বোপরি গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থা। বৈদেশিক সাম্রাজ্যবাদীর দালাল অথবা দেশের স্বার্থান্বেষী ধনিকশ্রেণীর প্রতিনিধিদের হাতে শাসন ক্ষমতা থাকিলে সে স্বাধীনতা পরাধীনতারই নামান্তর হয়। দেশের প্রকৃত গণপ্রতিনিধিরা যদি রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা লাভ করে, তাহা হইলে তাহারা শ্রম-শিল্পের উন্নতিতে মনোযোগী হইবে জাতীয় কল্যাণের জন্য—শ্রেণীবিশেষের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য নয়।

অনুন্নত দেশগুলিকে উন্নত করিয়া তুলিবার জন্য বাহিরের সহানুভূতি ও সহযোগিতা একান্ত প্রয়োজন। এই সহযোগিতার মুখোস পরিয়া ও অভিভাবকত্বের অছিলা ধরিয়া এত-দিন সাম্রাজ্যবাদী শোষণের ব্যবস্থা হইয়া আসিয়াছে। গত মহাযুদ্ধের পর যে আন্তর্জ্জাতিক সংগঠন গড়া হইয়াছিল, তাহাতে মোড়লী করিত কয়েকটি সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্র; তাহারা জেনেভায় বসিয়া নিজ নিজ সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রাখিবার ফন্দী আঁটিত, অভিভাবকত্বের অছিলা ধরিয়া দুর্ব্বলকে পীড়ন করিত। রাজ-নৈতিক ব্যাপারে আমরা জানি—জাতি-সঙ্ঘ জাপানের মাঞ্চুরিয়া আক্রমণে, ইতালীর আবিসিনিয়া অধিকারে, স্পেনের গৃহ-যুদ্ধে পরোক্ষে উৎসাহ দিয়াছে। অর্থনৈতিক দিকে জাতি-সঙ্ঘ কোন অনুন্নত দেশকে শ্রমশিল্পে সমৃদ্ধ করিতে সচেষ্ট হয় নাই। পাশ্চাত্য পুঁজি-পতিদের নিজেদের স্বার্থের জন্য কোন কোন অনুন্নত অঞ্চলের প্রাকৃতিক সম্পদকে কাজে লাগাইবার ব্যবস্থা হইয়াছে। কিন্তু পরাধীন অথবা নামে স্বাধীন অনুন্নত দেশের অধিবাসী-দের প্রকৃত কল্যাণের জন্য শ্রমশিল্পের উন্নতির কোন চেষ্টাই হয় নাই; এই সম্পর্কে স্থানীয় প্রচেষ্টায় যে বিঘ্ন উপস্থাপিত হইয়াছে, তাহা দূর করিবার আগ্রহ ও ক্ষমতা জাতিসঙ্ঘের ছিল না।

বর্ত্তমানে আন্তর্জ্জাতিক হানাহানির নিদারুণ অভিজ্ঞতার পর যখন অন্ততঃ কিছু কাল শান্তিতে বাস করিবার আগ্রহ দেখা যাইতেছে, তখন বিভিন্ন দেশে গণতান্ত্রিক স্বাধীনতার ব্যবস্থা হইবার সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র জগতের অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য একটি আন্ত-র্জ্জাতিক প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হওয়া দরকার। ইহা স্বার্থান্বেষী পুঁজিপতিদের প্রতিষ্ঠান হইবে না—প্রকৃত জনকল্যাণকামীদের প্রতিষ্ঠান হইবে।

কোন অনুন্নত অঞ্চলের সমৃদ্ধির জন্য সর্ব্বাগ্রে সে দেশের প্রাকৃতিক সম্পদের একটা হিসাব হওয়া দরকার। এই হিসাবের পর কাজ আরম্ভ করিবার জন্য চাই পুঁজি, চাই যন্ত্রপাতি ও বিশেষজ্ঞ, শ্রমিক এবং কাঁচা মাল। উৎপন্ন মাল বিক্রয়ের জন্য বাজারও প্রয়োজন।

পৃথিবীর অপেক্ষাকৃত অনুন্নত অঞ্চলগুলির মধ্যে ভারতবর্ষ ও চীন সম্পর্কে বলা যায়, ইহাদের প্রাকৃতিক সম্পদের মোটামুটি হিসাব জানা গিয়াছে। পুঁজি যোগাইবার ক্ষমতা, অন্ততঃ খানিকটা ইহাদের আছে। দুইটি দেশেরই শ্রমিক অগণিত—শ্রমিকের অভাব ইহাদের সমস্যা নয়, তাহাদিগকে কাজ যোগানোই ইহাদের সমস্যা। উৎপন্ন মাল বিক্রয় হইবার জন্য এই দুইটি দেশের বিশাল বাজার রহিয়াছে। ভারত ও চীনের নাই শ্রম-শিল্প বাড়াইবার উপযোগী যন্ত্রপাতি; তাহাদের বিশেষজ্ঞেরও অভাব। এই দুইটি দেশে বৈজ্ঞানিক গবেষণার উপযুক্ত ব্যবস্থাও হয় নাই।

আফ্রিকা ও দক্ষিণ আমেরিকার দেশ-গুলির প্রাকৃতিক সম্পদের পুরাপুরি হিসাব এখনও পাওয়া যায় নাই; এই সব অঞ্চলে উপযুক্ত শ্রমিকেরও অভাব। এই দুইটি অনু-ন্নত মহাদেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির জন্য প্রাকৃতিক সম্পদের হিসাব, শ্রমিক, পুঁজি, যন্ত্র-পাতি, বিশেষজ্ঞ সব কিছুই দরকার।

যুদ্ধোত্তর জগতে আমরা দেখিতেছি—ভারতবর্ষে ও চীনে বিদেশে-তৈয়ারী মাল চাপা-ইয়া ইহাদের নিজেদের শ্রমশিল্পের উন্নতিতে বাধা দিবার একটা ষড়যন্ত্র চলিতেছে। এই সব দেশে হাল্কা শিল্প কিছু কিছু গড়িয়া উঠিয়াছে; ইহারা এখন ভারি শিল্প স্থাপনে আগ্রহী। এই আগ্রহে স্বার্থান্বেষী বিদেশী ধনিকশ্রেণী বিঘ্ন ঘটাইতে চেষ্টা করিতেছে। আর মধ্য প্রাচ্যের প্রাকৃতিক সম্পদের লোভে দস্তরমত কামড়াকামড়ি আরম্ভ হইয়াছে বলা যায়। সীরিয়া, প্যালেষ্টাইন, ইরাণ প্রভৃতি দেশের যে রাজনৈতিক ঘটনাগুলি সম্প্রতি বড় হইয়া দেখা দিয়াছে, ইহার পশ্চাতে ঐ অঞ্চলের অর্থনৈতিক মধুর প্রতি একাধিক সাম্রাজ্যবাদী শক্তির অদম্য লোভই কাজ করিতেছে।

স্বার্থান্বেষীদের এই চক্রান্ত ব্যর্থ করিয়া, জগতের বিভিন্ন অঞ্চলের অধিবাসীর স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রাখিয়া ঐ সব অঞ্চলের অর্থনৈতিক উন্নতির দায়িত্ব আন্তর্জ্জাতিক প্রতিষ্ঠানকে গ্রহণ করিতে হইবে। স্বার্থান্বেষী পুঁজিপতিরা তাহাদের নিজেদের গরজে কোন কোন অঞ্চলের প্রাকৃতিক সম্পদ উদ্ধারে প্রবৃত্ত হইতে পারে। কিন্তু এইরূপ অবাধ ব্যক্তি-গত প্রচেষ্টা ঐ সব দেশের অর্থনৈতিক শৃঙ্খলেই পরিণত হইবে। জগতের প্রকৃত কল্যাণের জন্য আন্তর্জ্জাতিক প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতে কোন্ দেশে কিভাবে বৈদেশিক সাহায্য যাইবে, তাহার ব্যবস্থা হওয়া দরকার।

জগতের বিভিন্ন অংশের উপযুক্ত অর্থ-নৈতিক উন্নতির পথে একটা বড় বাধা পুঁজি-পতিদের আন্তর্জ্জাতিক দল "কার্টেল"। মুনা-ফার পরিমাণ ঠিক রাখিবার জন্য এবং সমগ্র বিশ্বের অর্থনৈতিক রস সমানভাবে শোষণ করিবার জন্য পুঁজিপতিরা "কার্টেল" স্থাপন করিয়া থাকে। এই আন্তর্জ্জাতিক মুনাফালোভী প্রতিষ্ঠান কিভাবে কাজ করে, তাহার একটি উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। যুদ্ধের পূর্ব্বে আন্তর্জ্জাতিক "কার্টেলের" মার্কিন প্রতিষ্ঠান জার্ম্মাণ প্রতিষ্ঠানগুলিকে সিন্‌থেটিক রবার তৈয়ারীর অধিকার দান করে এবং মার্কিন প্রতিষ্ঠান নিজে লয় সিন্‌থেটিক গ্যাসোলীন্ তৈয়ারীর ভার। যুদ্ধের জন্য মার্কিন গভর্ণ-মেণ্ট যখন সিন্‌থেটিক রবার উৎপন্ন করিতে চান, তখন মার্কিন প্রতিষ্ঠান অম্লানবদনে বলিয়া দেয় যে, উহা তৈয়ারী হওয়া অসম্ভব। ইহার কারণ—জার্ম্মাণ ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানের সহিত চুক্তি ভঙ্গ করিতে মার্কিন প্রতিষ্ঠান-গুলি চায় না। নিজ দেশের ও জাতির স্বার্থ সম্বন্ধে আন্তর্জ্জাতিক কার্টেলগুলি কিরূপ উদাসীন, ইহাই তাহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। যুদ্ধের সময় এবং যুদ্ধের পর পুঁজিপতিদের এই আন্তর্জ্জাতিক দল ভাঙ্গিবার জন্য চেষ্টা হইতেছে। কিন্তু আইন বাঁচাইয়া গর্জ্জাইয়া উঠিবার অদ্ভুত ক্ষমতা এই অভিনব প্রতিষ্ঠানের আছে। আন্তর্জ্জাতিক ক্ষেত্রে কোনরূপ সুষ্ঠু ও সঙ্গত অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করিতে হইলে এই প্রবল শত্রুটির কথা সর্ব্বদা স্মরণ রাখা দরকার।

সর্দ্দি, কাশি ও হাঁপানির মহৌষধ
কাফানল
সর্ব্বপ্রকার জ্বরে অব্যর্থ
প্লাসমোরিন
রক্ত-বর্দ্ধক টনিক
ম্যালেরিয়ায় অব্যর্থ
কুইনো হিমোরেক্স
পল রিসার্চ
ইনষ্টিটিউট
৩৯, বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা

চিকিৎসা বিজ্ঞানে যুগান্তর

প্রভাতকুমার গোস্বামী, এম-এ

মহাযুদ্ধের ধ্বংসলীলার দিকটা ছেড়ে দিয়ে যদি আমরা এর জনহিতকর দিকে লক্ষ্য করি তা' হলে দেখা যাবে যে, এই যুদ্ধ ভবিষ্যতের জন্যে একটা বড় রকমের সম্ভাবনাকে মূর্ত্ত করে তুলেছে। 'চিকিৎসা জগতে মহাযুদ্ধের দান'—এই সম্ভাবনার একটা বিরাট দিক। এই যুদ্ধের সময়ে চিকিৎসা-বিদ্যার বিভিন্ন বিভাগের এত উন্নতি হয়েছে যে, যুদ্ধ না হলে তা' হতো কিনা বলা কঠিন, তা' ছাড়া এটা ঠিক যে, যুদ্ধের প্রয়োজনে অতি অল্প সময়ে আমরা যা' পেয়েছি কয়েক যুগেও তা পাওয়া যেতো কিনা সন্দেহ।

চিকিৎসা জগতের এই বিরাট উন্নতির ফলে হাজার হাজার প্রাণ রক্ষা পেয়েছে। প্রত্যেকটী রণক্ষেত্রের পশ্চাতে, বিভিন্ন ঘাঁটীর হাসপাতালে মিত্ররাষ্ট্রপুঞ্জের ডাক্তারেরা একত্র হয়ে কাজ করেছেন—যুদ্ধোত্তর যুগের চিকিৎসা জগতের যুগান্তকারী সম্ভাবনার ভিত্তি পত্তন করেছেন। যুদ্ধের সময় যুদ্ধ-কালীন আবিষ্কারের সবগুলিই বে-সামরিক জনসাধারণের উপকারে আসেনি। যুদ্ধ শেষ হয়েছে, এবারে আশা করা যায়, চিকিৎসা জগতের নব নব অবদান থেকে বে-সামরিক জনসাধারণ আর বঞ্চিত থাকবে না। ম্যালেরিয়া রোগ একটা মহামারী বিশেষ। এই বাঙ্গালা দেশেই প্রতি বৎসর হাজার হাজার লোক ম্যালেরিয়ায় মারা যায়। এই ম্যালেরিয়ার হাত থেকে উদ্ধার লাভের জন্যে একমাত্র প্রতিষেধক ছিল 'কুইনাইন'। যুদ্ধের পূর্ব্বে প্রতি বৎসর ভারতের ৪০০,০০০ পাউণ্ড কুইনাইন দরকার হতো; তার মধ্যে ভারতে উৎপাদিত হতো মাত্র ৭৫,০০০ পাউণ্ড। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হবার পরে যখন পূর্ব্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ জাপানের হাতে চলে গিয়েছিল তখনই সমগ্র পৃথিবীর কুইনাইন উৎপাদনের শতকরা ৯০ ভাগ হাতছাড়া হয়ে গেল। তারপর চোরাকারবারীদের ষড়যন্ত্র। কুই-নাইনের অনুকল্প জার্ম্মানীর তৈয়ারী 'এটে-ব্রিনেরও' অভাব। এই অবস্থার ফলে বহু লোক ম্যালেরিয়ায় প্রাণত্যাগ করেছে। ১৯৪২ সালের মে মাসে বেঙ্গল ইমিউনিটী কোম্পানীর গবেষণাগার থেকে 'এলেক্রিন' নামে ম্যালেরিয়ার একটি প্রতিষেধক তৈরী করা হয়েছিল। এই ওষুধটী ট্রপিক্যাল স্কুলে ব্যবহার করে দেখা গিয়েছিল যে, এটা 'এটেব্রিন'-এর মতই কার্য্যকরী। কিন্তু ১৯৪২ সালের অক্টোবর মাসে এই ওষুধ তৈয়ারীর জন্যে প্রয়োজনীয় রাসায়নিক দ্রব্য বিদেশ থেকে আমদানীর অনুমতি চাওয়া সত্ত্বেও সে অনুমতি দেওয়া হয়নি। ছ'মাস পরে গভর্ণমেণ্ট দয়া করে জানিয়েছিলেন যে, এ বিষয়ে কোন সাহায্য করতে তাঁরা অক্ষম।

পরে গভর্ণমেণ্ট আমেরিকা ও বৃটেনের তৈয়ারী 'এটেব্রিন' এদেশে কিছু কিছু আমদানী করেছিলেন। তবে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী পরিমাণে 'মেপাক্রিন' নামে যে বস্তুটী আনা হয়েছিল তার কার্য্যকারিতা সম্বন্ধে কিছুটা সংশয় রয়েছে। 'মেপাক্রিন' এদেশে প্রচুর পরিমাণে বিলি করা হয়েছে সত্যি, এবং তাতে রোগও সেরেছে। কিন্তু এতে রোগ সারিয়েও দেহের ক্ষতি করার সম্ভাবনা রয়েছে বলে অনেকের আশঙ্কা। এমন অনেক ঘটনা আছে যেখানে দেখা গেছে যে, মেপাক্রিন খেয়ে লোক পাগল হয়ে গেছে। অবশ্য ম্যালেরিয়ার প্রতিষেধক হিসেবে 'এটেব্রিন' আর 'মেপাক্রিন'ই শেষ নয়। যুক্তরাষ্ট্রে "প্ল্যাসমোচিন" নামে ম্যালে-রিয়ার একটী প্রতিষেধক আবিষ্কার হয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে বাধ্য হয়েই এই যুদ্ধের সময়ে ম্যালেরিয়ানাশের উপযোগী ওষুধপত্র তৈয়ারী করতে হয়েছে।

দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ায় অন্যান্য রোগ থেকে ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব বেশী। ম্যালেরিয়ার কবলে মিত্রবাহিনীগুলিকে নানা রকম অসুবিধা ভোগ করতে হয়েছে। এই অঞ্চলে দুই বছর আগেও শতকরা ৭০ জন এই রোগে ভুগেছে, বাধ্য হয়েই এই রোগের হাত থেকে উদ্ধারের জন্যে কয়েক মাস আগে প্রত্যেকটী বাহিনীর সঙ্গে এক এক জন করে ম্যালেরিয়ার চিকিৎসক নিযুক্ত করা হয়েছিল। এঁরা সৈন্যদের ঘাঁটীর চারদিকে বেশ ভাল করে পরীক্ষা করে, সর্ব্বত্র ডি, ডি, টি, ছড়িয়ে আশে-পাশের ডোবাগুলির জল বের হবার উপযোগী নালা কেটে দেন। নালা কাটা সম্ভবপর না হলে ডোবাগুলিতেও ডি, ডি, টি ছড়িয়ে দেওয়া হয়। কারণ এই ডোবাগুলিতেই ম্যালেরিয়া-রোগবাহী "এ্যানো-ফিলিস" জাতীয় মশার জন্ম হয়।

ব্রহ্ম যুদ্ধের আরম্ভ থেকেই জঙ্গল পরিষ্কার, নালা কাটা প্রভৃতি কাজ চললেও ১৯৪৪ সালের মধ্যে যে-তিনটী আবিষ্কার হয়েছিল তার ফলেই ম্যালেরিয়া প্রশমিত করা সম্ভব হয়েছিল। এই তিনটির নাম:—'মেপাক্রিন', 'ডি, ডি, টি' এবং 'স্ক্যাট'।

এই তিনটীর প্রথমটী হচ্ছে মেপাক্রিন যা'

জীবন বীমার জন্য—
ইণ্ডিয়ান মিউচুয়াল লাইফ
এসোসিয়েশন লিঃ
১০নং ক্লাইভ রো, কলিকাতা

ফোন—ক্যাল ৩৭৩৪
সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য
সুবিধাজনক সর্ত্তে
করা হয়
ইউনিয়ন মার্কেণ্টাইল ব্যাঙ্ক লিঃ
স্থাপিত ১৯২৮
১১৫নং ক্যানিং ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।
গ্রাম—মার্কোব্যাঙ্ক

এখন বেসামরিক জনসাধারণের জন্যে পাওয়া যাচ্ছে। মেপাক্রিন জার্ম্মাণীর আবিষ্কার। কুইনাইনের অভাবের ফলে এই অনুকল্পটীর প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। এই ওষুধটী প্রত্যেক দিন ১/১০ গ্রাম সেবন করবার নিয়ম। এ ব্যবহারে রোগীর গায়ের রং কিছুটা বিকৃত হয়। এই ওষুধটী ব্যবহারের সময় সতর্কতা অবলম্বন করা দরকার।

প্রায় ৭৫ বৎসর আগে সুইজারল্যাণ্ডের একজন ডাক্তার ডি, ডি, টি আবিষ্কার করেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগেও এর বিশেষ কদর ছিল না। যুদ্ধের সময়েও জার্ম্মাণরা উকুন-নাশক হিসেবে এর ব্যবহার করে। তারপরে মিত্রপক্ষীয় বৈজ্ঞানিকদের গবেষণার ফলে এর কীটনাশক গুণ ধরা পড়ে এবং ১৯৪৪ সালের আগষ্ট মাস থেকে ব্রহ্ম রণাঙ্গনে মশা-নাশক হিসেবে এর ব্যবহার করা হয়। সুইজারল্যাণ্ডের ডাঃ পল লগার বলেছেন—"ডি, ডি, টি সারা পৃথিবী থেকে ম্যালেরিয়া ঝাড়ে বংশে উৎখাত করবে, আমেরিকা ও ভারতবর্ষের মত দেশ থেকে কয়েক বৎসরের মধ্যেই এই ডি, ডি, টির সাহায্যে মাছি, মশা ও অন্যান্য রোগ-বহনকারী পতঙ্গের বংশ লোপ করে দেওয়া চলবে।" ফলে ম্যালেরিয়া, টাইফয়েড ইত্যাদি ব্যাধির জ্বালায় মনুষ্যকুল আর ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠবে না।

তারপর 'ডাইমিথাইলথ্যালেট' (স্ক্যাট)-এর উপকারিতা আরও বেশী। অগ্রগামী সৈন্য-দের পক্ষে পরিখাতে মশারী টানিয়ে শোয়া সম্ভব নয় এবং ঘাড়ে করে একটা মশারী নিয়ে চলাও অসুবিধাজনক। পরিখায় শোবার সময় গায়ের পোষাকগুলি 'স্ক্যাট' লোশনে ভিজিয়ে নিলে ৭২ ঘণ্টার মধ্যে মশা আর কাছে আসতে পারে না এবং গায়ে ওষুধ মাখিয়ে নিলে ২ ঘণ্টার জন্য মশার হাত থেকে নিস্তার পাওয়া যায়। বলা বাহুল্য, যুদ্ধের সময় মশকবহুল স্থানে এই লোশনটা খুবই কাজে এসেছে এবং ভবিষ্যতে বে-সামরিক জনসাধারণও এ-থেকে উপকৃত হবে।

চিকিৎসা জগতের আর একটী অবদান 'পেনিসিলিন' (penicillium notatum,— যুদ্ধের সময়েই এর আবিষ্কার হয়েছে। 'পেনিসিলিন'-কে ডাক্তারেরা সর্ব্ববিধ ব্যাধির "প্যানেসিয়া" হিসেবে বর্ণনা করে থাকেন। এটী রোগের জীবাণুর যমস্বরূপ। যেসব রোগ এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত কোন ওষুধেই আরোগ্য হয় নি, 'পেনিসিলিনে' তা' আরোগ্য হয়েছে। নিউমোনিয়া বলুন, গণোরিয়া বলুন, ডিপথিরিয়া বলুন আর টাইফয়েড বলুন সব রোগই পেনিসিলিন দ্বারা আরোগ্য করা যায়। ম্যানেনজাইটিস, গ্যাস গ্র্যাগ্রীন রোগও এর দ্বারা আরোগ্য হয়। এই ওষুধটী খুব হাল্কা, কর্পূরের মত, অতি অল্প পরিমাণ ওষুধে মহা উপকার সাধিত হয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় এটী এরোপ্লেনে করে তো বিভিন্ন রণাঙ্গনে প্রেরণ করা হয়েছেই, ইতিমধ্যেই বহু বে-সামরিক জনসাধারণও এর দ্বারা উপকৃত হয়েছে।

পেনিসিলিনের জন্যে আমাদের এ পর্য্যন্ত বিদেশের শরণ নিতে হয়েছে, কিন্তু সুখের কথা এই যে, অল্পদিন আগে ভারতেও এর আবিষ্কার হয়েছে। বাঙ্গালোর ইণ্ডিয়ান সায়েন্স ইনষ্টিটিউট প্রতি মাসে ১০ কোটী ইউনিট পেনিসিলিন প্রস্তুত করতে পারবে বলে আশা করা যাচ্ছে। পেনিসিলিন যাতে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে প্রস্তুত হয় এই জন্যে বৃক্ষ উৎপাদন এবং অন্যান্য ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়েছে। ভারতে সর্ব্বপ্রথম এই সায়েন্স ইনষ্টিটিউটই 'পেনিসিলিন' বের করতে সক্ষম হয়েছে। পেনিসিলিন চিকিৎসা ব্যয়সাধ্য চিকিৎসা। কিন্তু এদেশে যদি প্রচুর পরিমাণে তৈরী করা হয়, তা হলে আর এত ব্যয়-সাধ্য থাকবে না।

তা' ছাড়া বর্ত্তমানে কৃত্রিম (synthetic) পেনিসিলিন তৈরীর যে চেষ্টা চলছে তা ফলপ্রসূ হলে এই ওষুধটী আরও সস্তা হয়ে যাবে। আমেরিকার রক্‌ফেলার ফাউণ্ডেশানের ডাঃ এইচ ডব্লিউ ফ্লোরে তাঁর সর্ব্বশেষ বার্ষিক রিপোর্টে এই প্রচেষ্টার কথা উল্লেখ করেছেন। তাঁর কথা অনুসারে জানা যায় যে, বৃটীশ ও মার্কিন বৈজ্ঞানিকগণ এ নিয়ে গবেষণা করেছেন।

যুদ্ধের কয়েক বছরে কৃত্রিম ওষুধ-পত্র দ্বারা এবং অন্যান্য উপায়ে রোগের বীজাণু ধ্বংসের যে কত উপায় উদ্ভাবিত হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। চিকাগো এবং পেনিসিলভ্যানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন বৈজ্ঞানিক দেহের কোনরূপ ক্ষতি না করে একপ্রকার বাষ্প এবং আলট্রা ভাইওলেট রশ্মির সাহায্যে ইনফ্লু-য়েঞ্জা রোগের জীবাণু ধ্বংসের প্রক্রিয়া আবিষ্কার করেছেন।

ইলেকট্রন চিকিৎসা জগতে নূতন গবে-ষণার দ্বার উন্মুক্ত করে দিয়েছে। আলট্রা ভাইওলেট ইলেকট্রন-নল বাতাসে ভাসমান জীবাণু ধ্বংস করতে পারে। আজ পর্য্যন্ত জীবাণুধ্বংসকারী যত রকমের অস্ত্র ও ওষুধ আবিষ্কার হয়েছে তার মধ্যে এই আলো-গুলিই বেশী কার্য্যকরী বলে প্রতিপন্ন হয়েছে। এই আলো কতকগুলি রোগের আক্রমণের প্রতিরোধক হিসেবে ব্যবহার করা যায়। কোন ঘরের মধ্যে এই আলোর ব্যবস্থা থাকলে সর্দ্দি, ইনফ্লুয়েঞ্জা, হাম, জলবসন্ত প্রভৃতি রোগের প্রসার বন্ধ হতে পারে, উচ্চ-স্বদীপকধর্ম্মা নলের (fluorescent) সাহায্যে তাপ উৎপাদন করা যায়; আভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রিত তাপ উৎপা-দন যন্ত্র হিসেবে এই নল প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। এই নলের সাহায্যে মানব দেহেও কৃত্রিম জ্বর সৃষ্টি করে রোগের জীবাণু ধ্বংস করা যায়। এই পদ্ধতির এত উন্নতি হয়েছে যে, এর সাহায্যে ভবিষ্যতে যক্ষ্মা রোগের জীবাণু ধ্বংস করা সম্ভব হবে বলে আশা করা যায়।

বড় রকমের অস্ত্রোপচার করতে হলে রোগীকে অচৈতন্য করে নিতে হয়। কিন্তু "অক্সফোর্ড ভেপোরাইজার" যন্ত্রটী আবিষ্কার হবার ফলে রোগীকে অস্ত্রোপচারের সময়ে আর অজ্ঞান করবার প্রয়োজন হবে না। যুদ্ধের সময়েই এটা পরীক্ষা হয়ে গেছে। যুদ্ধ জাহাজে, দূর ক্যাম্পে বা নির্জ্জন ঘাঁটীতে আহত

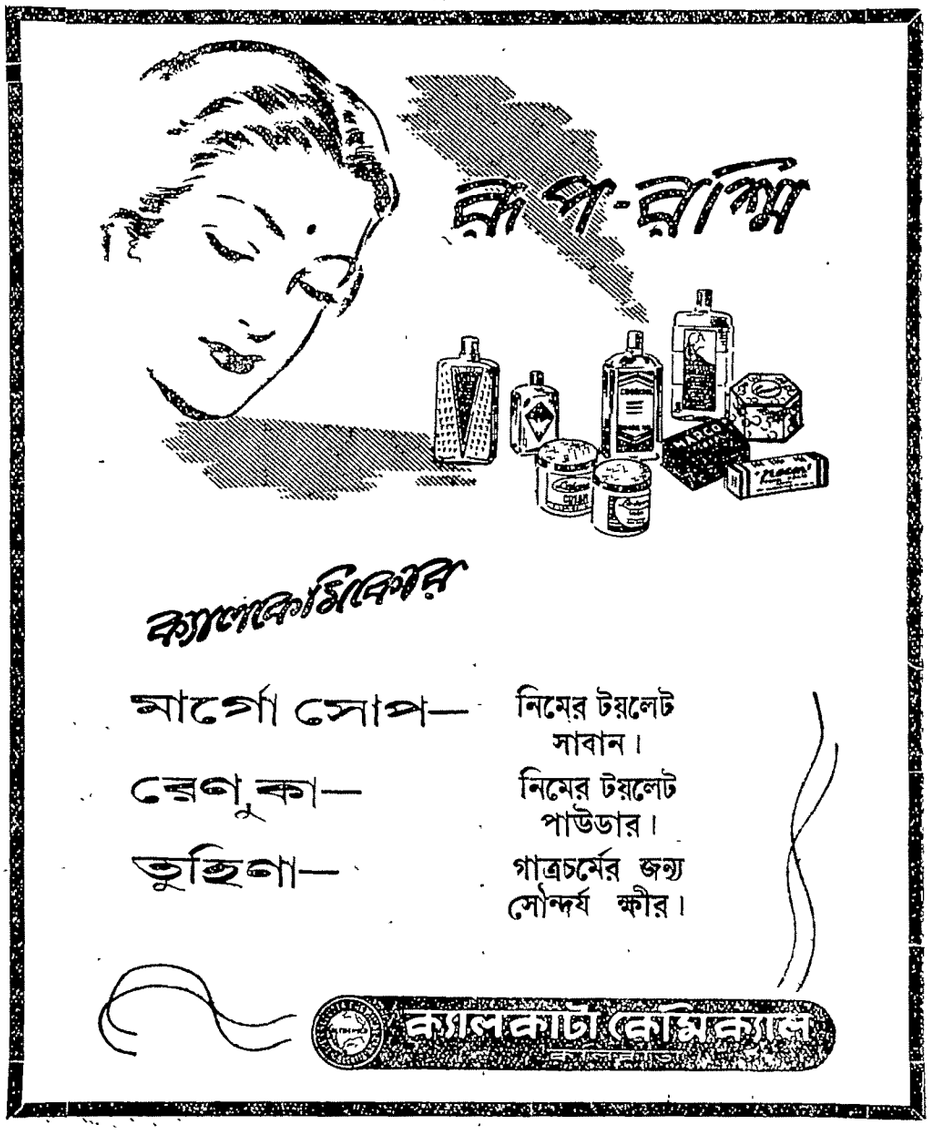

সৈন্যদের চৈতন্যনাশকারী কোন বস্তু প্রয়োগ না করেও দেহে অস্ত্রোপচার সাফল্যের সঙ্গে সম্পন্ন করা গেছে।

অসতর্কতাবশতঃ আগুনে পুড়ে দেহ নষ্ট হয়। ষ্টোভ ধরাতে গিয়ে আগুন লেগে যাওয়ার সংবাদ আমরা প্রায়ই শুনি। তা' ছাড়া কারখানায় কাজ করতে গিয়েও অনেক সময় শ্রমিকদের দেহের অংশবিশেষ দগ্ধ হয়। যুদ্ধের সময় এই সমস্যাটা আরও বড় আকারে দেখা দিয়েছিল। যুদ্ধক্ষেত্রে গায়ে আগুনের হল্কা লেগে কত সৈনিকের জীবনান্ত ঘটেছে, কত সৈনিকের দেহ বিকৃত হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। যাতে সৈনিকেরা বিস্ফোরণ ও আগ্নেয়াস্ত্রের বজ্রনির্ঘোষ ও বিচ্ছুরিত আগুনের হল্কার মধ্যে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করতে পারে, তার উপায় চিন্তা করা হচ্ছিল। ১৯৪৩ সালে মার্কিন ডাক্তারেরা এক রকম "ক্রিম" আবিষ্কার করলেন। এই "ক্রিম" গায়ে হাতে মেখে ট্যাঙ্ক ও জাহাজস্থিত গোলন্দাজ সৈন্যগণ নির্ব্বিঘ্নে আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করতে পারে। এই ক্রিম ১,৮০০ ডিগ্রি উত্তাপবিশিষ্ট আগুনের হল্কা প্রতিরোধ করতে সক্ষম। অবশ্য ১৯১৪-১৮ সালের যুদ্ধে যে 'Tannic-acid jelly' এই উদ্দেশ্যে সৈনিকেরা ব্যবহার করতো এই যুদ্ধেও তা ব্যবহার হয়েছে। এই সমস্ত ওষুধ সৈনিকদের আত্মরক্ষার জন্যে আবিষ্কার হলেও কারখানার শ্রমিকদের এগুলি বিশেষ উপকারে আসবে, অবশ্য তাদের যদি এগুলি ব্যবহার করতে দেওয়া হয়।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে এমনি অনেক নূতন নূতন ওষুধ আবিষ্কার হয়েছে এবং চিকিৎসা-বিজ্ঞানে পৃথিবীর যুদ্ধরত দেশগুলি বহুদূর এগিয়ে গেছে। যুদ্ধ জয়ের জন্য যে সমস্ত ওষুধ আবিষ্কার হয়েছে তা' যুদ্ধের পরে নিশ্চয়ই অসামরিক জনসাধারণের উপকারে আসবে এবং সেগুলিকে যদি পূরোপূরি ব্যবহারের সুযোগ পাওয়া যায় তা'হলে জনস্বাস্থ্যের মান নিশ্চয়ই উন্নত হবে। যে দেশে যে ওষুধ আবিষ্কার হয়েছে তার দ্বারা কেবল সেই দেশের লোকই উপকৃত হবে না, অন্য দেশের লোকও উপকৃত হবে—সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

ভারতবর্ষ—দুঃখের বিষয়—এতবড় একটা মহাযুদ্ধের মধ্যে থেকেও চিকিৎসা-বিজ্ঞানে তেমন কিছুই করতে পারেনি এবং এ ব্যাপারে সরকারী উৎসাহেরও অভাব ছিল। তার ফলেই যুদ্ধ আরম্ভ হবার সঙ্গে সঙ্গেই ওষুধপত্রের যথেষ্ট অভাব অনুভূত হয়েছে।

এদেশে প্রাকৃতিক সম্পদ অল্প নহে। কয়লা, কাঠ, এলুমিনিয়াম, লোহা, তামা, ম্যাঙ্গানিজ, ক্রোমিয়ম-এর অভাব নেই এ-দেশে; এমনকি যে সমস্ত গাছ-গাছড়া থেকে ওষুধ হয় তাও এদেশে দুষ্প্রাপ্য নয়—কিন্তু ওষুধ তৈরীর জন্য যে সমস্ত মূল রাসায়নিক দ্রব্য দরকার, এদেশে তারই অভাব এবং এ অভাব দূর করবার কোন চেষ্টাই হয়নি। যুদ্ধের তিন বৎসরের মধ্যেও তাই এদেশে এমোনিয়াই তৈরী করা সম্ভব হয়নি। বর্ত্তমানে অবশ্য মহীশূরে কিছু কিছু এমোনিয়া তৈরী হচ্ছে। টাটা কেমিক্যালও "alkali" জাতীয় দ্রব্য তৈরী করছে এবং এর ফলে ঔষধ-শিল্পে বড় রকমের অভাব পূরণ হবে বলে আশা করা যায়।

ভারতে যুদ্ধের সময়েও ঔষধ-শিল্পের অগ্রগতি না হওয়ায় কত অসুবিধা হয়েছে তার দু'একটি মাত্র উদাহরণ আমি দিচ্ছি। যুদ্ধের আগে এখানে এক আউন্স emitine এর (যা অত্যাবশ্যকীয়) দাম ছিল ২৮৲ থেকে ৩০৲ টাকা। যুদ্ধের সময় এর দাম হলো ২৫০৲ টাকা—তাও দুষ্প্রাপ্য। যুদ্ধের পূর্ব্বে এক পাউণ্ড কুইনাইন সালফেটের দাম ছিল ১৮৷৷০ আনা ; যুদ্ধের সময়ে গভর্ণমেণ্টের বাঁধা দর প্রতি পাউণ্ড ৩৮৲ টাকা হলেও বাজারে দাম হয়েছিল ১৭৫৲ টাকা এবং অনেক ক্ষেত্রে তারও বেশী। অথচ দেশে যদি এই সব জিনিস তৈরীর ব্যবস্থা হতো তা'হলে এমন ঘটতো না।

আমি আগেই বলেছি যে, এদেশে ওষুধ তৈরীর মূল রাসায়নিক উপাদানের অভাব। এবং এর জন্যে অন্য দেশের ওপরেই প্রধানতঃ আমাদের নির্ভর করতে হয়। বিদেশী কায়েমী স্বার্থই এতদিন এদেশে এই মূল রাসায়নিক উপাদানের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে এসেছে—এই কারণেই কয়লা পরিস্রবণ, কাষ্ঠ পরিস্রবণ, এসেটিক টারটারিক উৎপাদন, ফস্‌ফরিক এসিড, এমোনিয়া এবং অপরাপর অ্যালকালী জাতীয় বস্তুর উৎপাদন সম্ভব হতে পারেনি।

অবশ্য মূল রাসায়নিক উপাদান প্রস্তুত করতে হলে প্রচুর পুঁজির দরকার এবং বহু বিশেষজ্ঞ দরকার। তা'ছাড়া এই প্রচেষ্টা সার্থক করে তুলতে হলে রাষ্ট্রের সহযোগিতাও অপরিহার্য্য এবং গভর্ণমেণ্ট এই প্রচেষ্টায় কতখানি সহযোগিতা করেন তা থেকেই জনস্বাস্থ্যের উন্নতির ব্যাপারে তাঁদের আন্তরিকতা প্রমাণিত হয়। ভারতবর্ষে ১৯৪১ সালে "The Board of Industrial and Scientific Research" চিকিৎসা-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে গবেষণা আরম্ভ করে অনেকখানি কৃতকার্য্য হয়েছিলেন। কিন্তু এদেশের রাসায়নিক এবং ভেষজ শিল্পের সহিত উক্ত বোর্ডের যোগাযোগ না থাকায় এবং রাসায়নিক ও ভেষজ শিল্প প্রতিষ্ঠানের সহায়তা না পাওয়ায় তাঁদের কাজ সীমাবদ্ধ থেকে যায়।

এদেশে বৈজ্ঞানিকের অভাব নেই, চিকিৎসা-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞদেরও অভাব নেই ; কিন্তু অন্য দেশের মত রাষ্ট্র ও এতৎসংক্রান্ত শিল্প প্রতিষ্ঠানের সহায়তা তাঁরা অল্পই পেয়ে থাকেন। গবেষক ও আবিষ্কারকগণ নূতন নূতন ওষুধ আবিষ্কার করতে পারেন, কিন্তু তাঁদের আবিষ্কার যদি টেষ্ট টিউবেই পর্য্যবসিত হয় তা হলে জনসাধারণ তার দ্বারা উপকৃত হবে কি করে?

বিখ্যাত সেফ, ক্যাবিনেট
ও
ক্যাস-বাক্স নির্ম্মাতা
ভাদুড়ী ব্রাদার্স
৯৮, হ্যারিসন রোড,
কলিকাতা।

শারদীয়া সুশ্রদ্ধ নিবেদন
হিন্দুস্থান ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক
লিমিটেড
জাতীয় নিজস্ব
ব্যাঙ্কিং প্রতিষ্ঠান
হেড অফিস :
৮, লায়ন্স রেঞ্জ, কলিকাতা
ফোন : ক্যাল. ৪১০১

নূতন বীমার সাফল্য ও আমাদের দায়িত্ব

শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

ভারতবর্ষে বীমা-উন্মুখতা (Insurance mindedness) পূর্ব্বাপেক্ষা আজ যে অনেক বেশী বৃদ্ধি পেয়েছে, তার একাধিক কারণ আছে। পঞ্চাশ বৎসরের অধিককাল—বিশেষ ক'রে গত বিশ বৎসর ধ'রে আমরা বীমা সম্বন্ধে প্রচুর পরিমাণে প্রচারকার্য্য চালিয়ে এসেছি ;—বিজ্ঞাপনে, প্রচার-পুস্তিকায় এবং আমাদের এজেন্টদের মুখে মুখে এতদিন ধ'রে যে বীমার প্রয়োজন ও সার্থকতা সম্বন্ধে জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টা করেছি—তার ফল আমরা পেয়েছি—গত কয়েক বৎসরের দ্বিগুণ হারে নূতন বীমার বৃদ্ধিতে। বিশেষতঃ গত বৎসরের নূতন বীমার হার মোটামুটিভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে প্রায় দ্বিগুণ। মানুষ তার পারিবারিক জীবনে সুখ, শান্তি স্বাচ্ছন্দ্য চায়—অভাব ও দুর্দ্দশা থেকে মুক্তি পেতে চায় —তার আদিমতম মনোবৃত্তি যে আত্মরক্ষা, সেটা সমাজজীবনে ব্যক্তি মানুষের মধ্যে অনেকটা জাগ্রত হয়েছে। উপার্জ্জনশীল অভিভাবকের অভাবে সংসারে যে বিপর্য্যয় ঘটে তাও আমরা প্রত্যক্ষ ক'রে সাবধান হ'তে শিখেছি, এবং বুঝেছি জীবনবীমার দ্বারা আমাদের সেই একান্ত প্রয়োজন যে আত্মরক্ষা ও পরিবার সংরক্ষণ ও সামাজিক হিতসাধন সেগুলি সর্ব্বতোভাবে সিদ্ধ হ'তে পারে, এর প্রমাণও আমরা ব্যক্তিগত ও সমাজগতভাবে পেয়েছি। কাজেই, সাধারণভাবে জীবনবীমার দিকে আমাদের আগ্রহ বৃদ্ধি পেয়ে এসেছে। এ ছাড়া একটি অর্থনৈতিক কারণও এর আছে, —গত যুদ্ধের সময় একদিকে যেমন আমরা দুর্ম্মূল্যের বাজারে জিনিষ কিনেছি কল্পনার অতীত অসম্ভব দাম দিয়ে, তেমনি অর্থ-স্ফীতির দরুন বহু ক্ষেত্রে আমাদের রোজগারের পরিমাণ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ক্রয়-শক্তিরও বৃদ্ধি হয়েছে। টাকার আমদানির বাজারে তাই জীবনবীমার পলিসি বিক্রী হয়েছে পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের তুলনায় দ্বিগুণ। নূতন বীমার পরিমাণ বৃদ্ধিতে একদিকে যেমন জনসাধারণের অর্থনৈতিক দায়িত্ববোধের সঙ্গে পারিবারিক ও সামাজিক কর্ত্তব্যবোধের বিশেষ উন্মেষ আমরা দেখতে পেলাম, তেমনি এটাও আমরা উপলব্ধি করলাম যে—ভারতীয় বীমা কোম্পানীগুলির আর্থিক দায়িত্ব রক্ষা ও সুপরিচালনের যোগ্যতার পরীক্ষা এবার কঠিন হয়েই দেখা দিয়েছে। কারণ, নূতন বীমার (New Business) পরিমাণ বৃদ্ধির সঙ্গে, বীমাকারিগণের প্রতি কোম্পানীগুলির দায়িত্বও প্রভূত পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে। কাজেই আমাদের ব্যবসায়িক জীবনের এটা একটা সাময়িক ব্যাপার বলে যেন আমরা ভুল না করি,—আমরা যেন নতুন বীমা বিক্রয়ের অপ্রত্যাশিত সাফল্যে আনন্দ ও গর্ব্বে আত্মহারা হয়ে না পড়ি। অহঙ্কার সৃষ্টির মূলে থাকে এবং সেটা অস্বাভাবিকও নয়। কিন্তু যে অহঙ্কৃত আস্ফালনে কৃতকর্ম্মের পুরস্কার আসে না—আসে শুধু অপকর্ম্মের তিরস্কার ও ধিক্কার, আমরা সাময়িক উত্তেজনায় যেন তারই প্রশ্রয় দিয়ে না বসি। এ সম্বন্ধে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ সন ১৯৩৪ সালে, হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ ইন্‌সিওরেন্সের "রজত-জয়ন্তী" উৎসবে তাঁর সভাপতির অভিভাষণে যে কয়েকটি কথা বলেছিলেন, সেগুলি বিশেষভাবে আজিকার দিনে প্রণিধানযোগ্য। "## যাত্রাপথ সহজ হয়েছে বলেই আমার যত ভয়। প্রারম্ভে আদর্শের স্থান থাকে সকলের উপরে—তারপর সম্মুখে দাঁড়ায় তার প্রতিদ্বন্দ্বী সাফল্য। একসঙ্গে এই দুই বস্তু লাভ অর্থাৎ আদর্শের প্রতিষ্ঠা ও সাফল্যলাভ অবশ্যই বাঞ্ছনীয়—কিন্তু এমনি আমাদের দুর্ভাগ্য যে, কালক্রমে সাফল্যলাভই আমাদের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায় এবং সেপথে যদি আদর্শকেই বাধাস্বরূপ মনে হয়, তাহলে আমরা তাকে নিঃশব্দে ও গোপনে আমাদের দৃষ্টির বাহিরে সরিয়ে দিতে দ্বিধা বোধ করি না। সর্ব্বত্র সকল সময়ে এমনি আমরা দেখতে পাই। বর্ত্তমান সভ্যতার স্বরূপইত এই। যে নৈতিক আদর্শ একদিন উচ্চগ্রামে উঠেছিল,—বিজ্ঞানের সাহায্যে পার্থিব উন্নতির গৌরী-শৃঙ্গে উঠবার প্রলোভন আজ তাকে ধরাশায়ী করছে। এদিকে লোভ-বর্দ্ধিত সুখ-সমৃদ্ধির উচ্চ চূড়া যখন ভূমিসাৎ হ'বার উপক্রম করছে, তখন তার ভিত্তিমূলে দেখি সর্ব্বগ্রাসী ক্ষুধার লেলিহান বহ্নি দাউ দাউ করে জ্বলে যাচ্ছে। তাই আমার মনে হয়—আজকে আমি যে কথা বলতে চাই সেটা হয়ত ব্যবসায়ীর যোগ্য কথা নয়। আজকের দিনে বর্ত্তমান পরিচালকগণের কাছে আমার নিবেদন, তাঁরা যেন সাফল্যের বাহ্যরূপ ও তার আপাত উজ্জ্বলতায় প্রলুব্ধ হয়ে নিজেদের মহান আদর্শ পরিহার না করেন এবং শুধু বাঙলা বলে নয়, ভারতবর্ষ, তথা সমগ্র মনুষ্য-সমাজের কল্যাণসাধনের যে গুরুদায়িত্ব তাঁরা গ্রহণ করেছেন—তাঁদের সাফল্য যেন সেই দায়িত্বকেই উত্তরোত্তর জয়যুক্ত করে।"

কবির এই বাণীর মধ্যে শিক্ষণীয় বিষয়টি শুধু কোনো একটি বিশেষ বীমা কোম্পানীর প্রতিই প্রযোজ্য নহে, আজিকার এই ব্যাপক সাফল্যের মধ্যে প্রত্যেক ভারতীয় বীমা কোম্পানীর কাছেই এ বাণীর সার্থকতা আছে।

আমরা পূর্ব্বেই বলেছি যে, নূতন বীমার পরিমাণ বৃদ্ধির সঙ্গে আমাদের দায়িত্বও বৃদ্ধি পেয়েছে অনেকখানি। একথা সত্য যে, আমাদের দৈনন্দিন পরিচালন ব্যবস্থার উপর যে কাজের চাপ পড়েছে—সেটা ঠিকভাবে সাম্‌লে চলা খুবই কঠিন। কিন্তু কঠিন বলেই যে আমরা নিশ্চেষ্ট হয়ে কালস্রোতে গা ঢেলে দিয়ে বসে থাক্‌ব, এমন কথা আশা করি কেও মনেও করেন না। সমস্ত বিষয়টিকে ভালভাবে তার

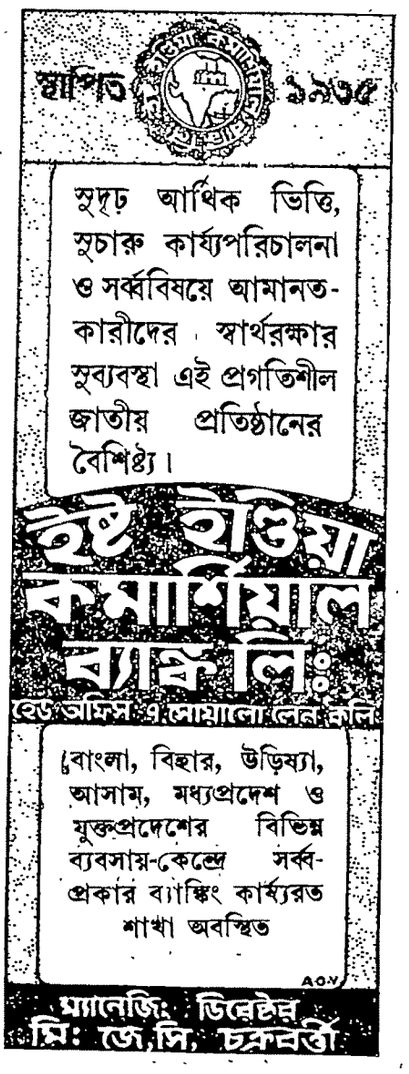

ফোন : ক্যাল ৫৪৯ গ্রাম ঃ "কয়ন্‌স"

সেণ্ট্রাল এসিয়া প্রভিডেণ্ট ইন্সিওরেন্স

কোম্পানী লিমিটেড

হেড অফিস ঃ—৭নং সোয়ালো লেন, কলিকাতা।

একটী উন্নতিশীল বীমা প্রতিষ্ঠান।

যথাযথ পরিবেশের মধ্যে পর্য্যবেক্ষণ করতে হবে। অন্যথায়—অগ্রগতির পথ সঙ্কীর্ণ হয়ে আস্‌বে—আমাদের সম্মুখে সুযোগ-সুবিধাও হয়ে আস্‌বে সীমাবদ্ধ। কর্ম্মীদের মনের উৎসাহ-উদ্দীপনা স্তিমিত হয়ে যাবে, কর্ম্ম প্রচেষ্টায় আস্‌বে অবাঞ্ছিত শৈথিল্য; ফলে জনসাধারণের কাছে অপদস্থ হওয়ার আশঙ্কাই বেড়ে চল্‌বে আমাদের প্রতিদিনের অসম্পূর্ণ কর্ত্তব্য ও ব্যর্থতায়। বীমাকারিগণের সেবায় যে তৎপরতা ও কর্ম্মকুশলতার প্রয়োজন, আমাদের কর্ম্মচারিগণের মধ্যে ক্রমশঃ তার অভাবই আমরা দেখতে পাব। তাদের মধ্যে অর্থাৎ বিভাগীয় ব্যবস্থার মধ্যে পরস্পর-বিরোধী মতামত ও বিরুদ্ধ মনোভাবের জন্য বিভেদের সৃষ্টি হ'বে। এর প্রতিকারকল্পে চাই, প্রত্যেকের পুঙ্খানুপুঙ্খ কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ ও দৈনন্দিন কাজের প্রকৃষ্ট নির্দ্দেশ, এবং প্রত্যেকের কর্ম্মক্ষমতা, যোগ্যতা ও গুণ অনুসারে তাদের দায়িত্ব অনুযায়ী পদবৃদ্ধি ও পুরস্কার হিসাবে আর্থিক সচ্ছন্দতা বিধান। যে প্রতিষ্ঠানকে তারা প্রাণপণে সেবা করছে, নিজের বুদ্ধি দিয়ে, শিক্ষা-দীক্ষার অনুপাতে পরিশ্রম দিয়ে যারা সাফল্যের সকল উপাদান জুগিয়ে যাচ্ছে, তারা জানুক যে, তাদের গুণের মর্য্যাদা দিবার জন্য, পরিশ্রমের মূল্য দিবার জন্য কর্ত্তৃপক্ষ সর্ব্বদাই প্রস্তুত। অযোগ্যে সম্মানদান, অকৃতী জনের পদবৃদ্ধি, অপদার্থের অন্যায় পুরস্কারে—প্রতিষ্ঠানের আয়ুক্ষয় হয় এবং বিলিব্যবস্থার মধ্যে আসে গণ্ডগোল, নিয়মানুবর্ত্তিতা ও শৃঙ্খলার মূলে হয় কুঠারাঘাত। প্রতিষ্ঠানকে কর্ম্মিগণ যদি নিজের নিজস্ব প্রতিষ্ঠান বলে বুঝতে না পারে, আপনার প্রিয় কর্ম্মক্ষেত্র বলে তাকে ভালবাসতে না পারে, তার প্রতি স্বভাবতঃ আকৃষ্ট না থাকে, উর্দ্ধতন কর্ম্মচারীদের প্রতি নিম্নতন কর্ম্মীর যদি বিশ্বাস, নির্ভরতা ও শ্রদ্ধার অভাব ঘটে, তা'হলে সে প্রতিষ্ঠানের আজ যতই সাফল্য হোক না কেন—অদূর ভবিষ্যতে তার ধ্বংস অনিবার্য্য হয়ে পড়ে। কোন প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠা ও লোকপ্রিয়তার স্থায়িত্ব সম্বন্ধে অবহিত হ'তে হ'লে পরিচালন ব্যাপারের এই মূল নীতির কথা ভুললে চল্‌বে না। যেহেতু আজ কোম্পানীর নূতন বীমার কাজ দ্বিগুণ বেড়েছে, যেহেতু তার বীমা-তহবিল ও সংস্থান স্ফীত হয়ে গিয়ে কোটি কোটি টাকায় দাঁড়িয়েছে, অতএব কর্ম্মীদের অনায়াসে অবহেলা ও উপেক্ষা করে চলা যেতে পারে, এই মনোভাব যে কোনো প্রতিষ্ঠানের পক্ষে ধ্বংসের কারণ হ'বে—একথা জোর করেই বলা যায়। অসন্তোষ, ক্ষোভ ও সন্দেহের উপর কোনো প্রতিষ্ঠানই দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না।

এইসব কারণে আমাদের পরিচালন-ব্যবস্থার সময়োপযোগী কিছু কিছু পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন একান্তভাবেই দরকার। ব্যবসার বিস্তৃতির সঙ্গে আজ ভারতীয় বীমা কোম্পানীগুলির সম্মুখে যে সমস্যার উদ্ভব হয়েছে—তার সমাধান অনায়াসেই হ'তে পারে যদি আমরা উদার দৃষ্টি ও প্রশস্ত মন দিয়ে সমস্ত বিষয়টি বিবেচনা করে দেখি। কার্য্যকরী পরিকল্পনা, সংগঠন ব্যাপারের অদলবদল, অফিসের মধ্যে অন্তর্বিভাগীয় সংযোগ ও সহযোগিতা সাধন নূতন নূতন সমস্যা সমাধানে প্রভূত পরিমাণে সাহায্য করতে পারে। যাঁরা নূতন এই কার্য্যে ব্রতী হয়েছেন, তাঁদের শিক্ষা দিতে হলে প্রস্তাবপত্র থেকে বীমাপত্র পর্য্যন্ত কি কি কাজের মধ্য দিয়ে কিভাবে যেতে হবে—, তার জন্য প্রত্যেক বিভাগের কাজকর্ম্মের সঙ্গে তাদের প্রত্যক্ষভাবে পরিচিত করার দরকার। কাজের অভিজ্ঞতা, বীমা বিষয়ক বিভিন্ন জ্ঞান এবং শিক্ষা সেই সকল কর্ম্মীদের কোম্পানীর সত্যকার সহায়করূপেই গড়ে তুলবে।

সুযোগ এসেছে সত্য, বীমা-ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে এমন সুযোগ আগে কখনো আসেনি—কিন্তু সুযোগকে যথাযোগ্যভাবে কাজে লাগান ও ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত হওয়ার ক্ষমতা ও ইচ্ছার উপরই এই সুযোগ পাওয়ার সার্থকতা নির্ভর করছে।

আমরা জানি, যাঁরা বীমা করেন, তাঁরা কোম্পানী নির্ব্বাচনকালে যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করেন—কঠোর সমালোচকের দৃষ্টিতে তাঁরা কোম্পানীর কার্য্যাবলীর বিচার করে থাকেন। আমাদের কাজকর্ম্ম, সুনাম ও প্রতিষ্ঠা যেন আমাদিকে তাঁদের সেই কোম্পানী-নির্ব্বাচন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ করে দিতে পারে।

জীবনবীমা ব্যবসা অন্যান্য ব্যবসা অপেক্ষা অনেক দিক দিয়াই জটিল এবং শুধু জটিলই নয়—মানুষকে নিয়ে যার-প্রতিনিয়ত কারবার তাকে ভাবিতে হয় মানুষের সমস্যা, মানুষের মন, তার মানসিক ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ার কথা এবং সেসকল কথা চিন্তা করে দেখবেন যাঁরা বীমা-ব্যবসায়ের ব্যবস্থাপক ও পরিচালক—"In a larger sense, Life Insurance management is influenced to a preponderate extent by the human equation brought to expression in the executive staff."

জনসাধারণকে নিয়েই জীবনবীমার কারবার—জনসেবাই জীবনবীমার প্রধানতম আদর্শ। আমাদের ব্যবহারে ও কাজকর্ম্মে যদি তাঁরা সন্তুষ্ট থাকেন, তাহলে নিশ্চয়ই আমাদের উপর নির্ভরতা ও আস্থাও তাঁদের অক্ষুণ্ণ থাক্‌বে। মানুষকে আমরা বলি,—তুমি সামাজিক জীব, তোমার জীবনের সংস্থান দরকার, তোমার পরিবারবর্গের প্রতিপালনের দায়িত্ব তোমার,—তুমি সুখ চাও, স্বস্তি চাও, আরাম চাও, অতএব তুমি জীবনবীমা কর—তোমার অবর্ত্তমানে তোমার প্রিয়জনের কি দশা হবে সেটা চিন্তা করা তোমার কর্ত্তব্য; অতএব তুমি বীমা ক'রে সে কর্ত্তব্য পালন করতে পার। কাজেই মানুষকে নিয়েই যখন আমাদের কারবার তখন সকল সময়েই মানুষের কথাটাই আমাদের ভাবতে হবে। আমরা সেকথা যতটা গভীরভাবে, যতটা সহানুভূতির সঙ্গে ভাবতে পারব, ততটা আমাদের প্রতিষ্ঠানগুলির প্রয়োজন ও সার্থকতা বৃদ্ধি পাবে। আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে যেন তাঁরা কোম্পানীবিশেষকে নির্ব্বাচন করে ভবিষ্যতে অনুতাপ না করেন। বরং তাঁরা অন্য-সমযোগ্যতাসম্পন্ন ও নির্ভরযোগ্য কোম্পানীর সঙ্গে তুলনা করে যে কোম্পানীতে বীমা করবেন, তার সারবত্তা ও পরিচালন-কুশলতার গুণে তাঁরা যেন শ্লাঘা বোধ করেন। জীবনবীমার ব্যবসা এমনি ব্যাপার যে, বীমাকারিগণের প্রতি, তথা জনসাধারণের প্রতি কোম্পানী-বিশেষের ব্যবহারই ব্যবসার বিস্তৃতি ও প্রতিষ্ঠায় তার প্রভাব বিস্তার করে। আমরা পুরান নিয়ম-কানুন বিধি-নির্দ্দেশ নিয়ে কোম্পানী পরিচালন করে চলেছি, কিন্তু সময় প্রতিনিয়তই বদ্‌লে চলেছে—অথচ আমরা চিরাচরিত পরিচালনব্যবস্থা নিয়ে সন্তুষ্ট থাক্‌ব, এটা হতে পারে না। আমাদের এখন প্রধান দরকার—"Simplicity, flexibility, and adjustability to changing conditions. What we need primarily is increasing efficiency in bringing about decisive and prompt action. From proposal to policy—we must keep our machinery alert, active, and interdependent to work in perfect harmony."

আমাদের কৃতিত্ব ও কর্ম্মকুশলতার প্রকৃষ্ট পরিচয় দেওয়া হ'বে যদি আমরা বর্ত্তমান পরিবর্ত্তনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে দিতে পারি। কর্ম্মপদ্ধতিতে সহজ করে, নমনীয় করে সময়ের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে আমাদের নীতিপদ্ধতিকে খাপ খাইয়ে নিতে হবে। কাজের মধ্যে তৎপরতা, উন্মুখতা এবং প্রফুল্লতা আনতে হ'বে। সকল প্রশ্ন ও সমস্যার সম্মুখীন হয়ে, সর্ব্বদা সতর্ক ও সক্রিয় থাক্‌তে হ'বে—লক্ষ্য রাখতে হবে, যেন আমাদের কর্ম্মক্ষেত্রের যোগসূত্র, সহযোগিতা ও পরস্পর নির্ভরশীলতা অব্যাহত থাকে। তাহলে সাফল্যের সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল আমাদের প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সঞ্চারিত হয়ে জনসেবার পথকে আরো সুগম ও প্রশস্ত করে দেবে।

ব্যাঙ্ক অব্ বাঙ্গল লিঃ

ব্যাঙ্কিং ও ব্যবসায়-জগতের ক্রমবর্দ্ধমান চাহিদা মেটাবার জন্য এবং অদ্যকার দিনের সর্ব্বপ্রকার বাণিজ্যগত সমুন্নতির সঙ্গে তাল রেখে চলবার উদ্দেশ্যে আমাদের সেবা ও সুবিধা-রাজির উন্নতি বিধান-কল্পে আমরা সর্বদাই সচেষ্ট ও সজাগ।

১২নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা
এবং শাখাসমূহ।

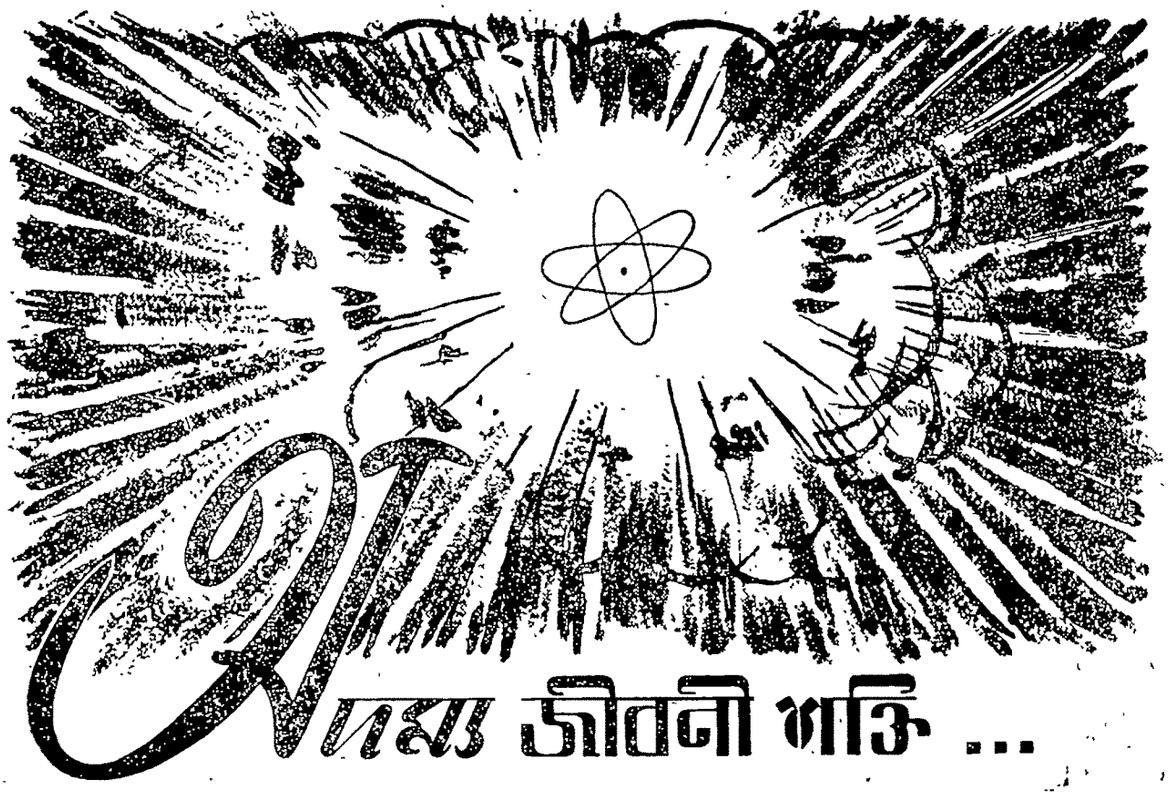

বিজ্ঞানের বিস্ময়কর আবিষ্কার আণবিক বোমা সমস্ত জগতে এক আতঙ্ক, ভীতি আর বিস্ময়ের সৃষ্টি করেছে। এই আবিষ্কারে মানুষের মনে যে রেখাপাতই করুক না কেন জগতের ভবিষ্যৎ যে আজ এক সুন্দর আর বীভৎসতার দোটানায় ঘুরপাক খাচ্ছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। আপনার অর্থনৈতিক ভবিষ্যৎও এমনি ধারা দোটানায় ঘুরে মরছে। আমাদের বিশ্বাস আত্মনিহিত জাতির শক্তি সর্ব্বতোভাবে বিকশিত হয়ে উঠবে বিজ্ঞানের নবতম আবিষ্কারের চমৎকৃত শক্তিসন্নিবেশে। জাতির অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতার গুরুভার আজকের মত ভবিষ্যতেও ত্রিপুরা মডার্ণ ব্যাঙ্ক বহন করবে।

দি
ত্রিপুরা মডার্ণ ব্যাঙ্ক লিঃ
[লিমিটেড]

পৃষ্ঠপোষক : **মাননীয় ত্রিপুরাধিপতি মহারাজা মাণিক্য বাহাদুর,** কে, সি, এস, আই।
ম্যানেজিং ডাইরেক্টর : **রাজসভাভূষণ শ্রীহরিদাস ভট্টাচার্য্য।**
প্রধান অফিস : **আগরতলা** (ত্রিপুরা ষ্টেট) রেজিঃ অফিস : **আখাউড়া** (বি এণ্ড এ, রেলওয়ে)
কলিকাতা অফিসসমূহ :
৬, ক্লাইভ ষ্ট্রীট ও ২০১, হারিসন রোড।

দেশীয় শিল্প ও ভারত সরকার

কালীচরণ ঘোষ

কোনও দেশের শিল্প, বিশেষতঃ নিত্য নূতন পারিপার্শ্বিক আবহাওয়ার মধ্যে পড়িয়া বিপর্য্যস্ত শিল্প সরকারী সাহায্য ব্যতিরেকে অগ্রসর হইতে দেখা যায় না। ইংলণ্ড, আমেরিকা, সোভিয়েট রুশ, জাপান প্রভৃতি দেশের শিল্প-ব্যবস্থার সহিত তুলনা করিয়া আমরা মনে করি, আমাদের দেশের লোকের শিল্প-প্রবৃত্তি নাই, তাহারা টাকা সুদে খাটাইবে, কারবারে খাটাইবে না, চাকরি করিবে, কারখানা স্থাপনে মন দিবে না। কিন্তু এই সকল মানসিক অবস্থার পরিবর্ত্তন সাধন করিতেও অনেক শিক্ষা, অনেক প্রচারের প্রয়োজন। শিল্প-পথে গিয়া বারবার ক্ষতিগ্রস্ত হইতে না হয় এবং ক্ষতিগ্রস্ত হইলেও, কেহ তাহাকে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কিছু সাহস দিতে পারে, কিছু সাহায্য করিতে পারে এরূপ একজন পৃষ্ঠপোষকের প্রয়োজন। প্রতি দেশে রাজ সরকার ইহার ভার লইয়াছে; দেশের মধ্যে শিল্প শিক্ষার, প্রতিষ্ঠানের উপযুক্ত করিয়া জ্ঞান দান করিবার ভার বা দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছে। শিল্প প্রসারের সর্ব্বপ্রধান প্রয়োজনীয় উপকরণ, আত্মবিশ্বাসী কর্ম্মিদল। যাহারা যথোচিত শিক্ষা পাইয়াছে, যাহারা বলিতে পারে "আমরা কাজ জানি, কারখানা চালাইতে পারিব", তাহাদের নিকট সকল বাধা-বিঘ্ন দূর হইয়া যায়। এ শিক্ষার কোনও চেষ্টা হয় নাই, অথচ ইহাই সর্ব্বপ্রথম ও সর্ব্বপ্রধান প্রয়োজনীয় বস্তু। সুতরাং আজ যাহারা হঠাৎ ভারতবর্ষকে শিল্প সম্পদে সমৃদ্ধ করিয়া তুলিতে চায়, পুস্তক-পুস্তিকা প্রচার করিয়া, নানা কমিটীর নাম ও তাহাদের সভ্যদিগের নাম প্রকাশ করিয়া হঠাৎ লোককে বিশ্বাস করাইতে চায় যে, তাহারা ভারতের শিল্পপ্রসারের ভার লইতেছে, তাহাদের "পরিকল্পনা" কতক তৈয়ারী হইয়াছে, কতক বাকী আছে, সেই ভারত সরকারের উক্তির প্রতি কিছু বিদ্রূপ ও পরিহাস দিয়া আপ্যায়িত করা ছাড়া অন্য কিছু করিতে ইচ্ছা করে না।

"ভারত সরকার" বস্তুটী কি এবং ভারতবর্ষের মঙ্গল করিবার কতটা শক্তি তাহার আছে সে বিষয় আলোচনা করিলে বিষয়টী পরিস্ফুট হইবে। ভারত শাসন কার্য্যের ভার যাহাদের উপর তাহারা ভারত সরকার বলিয়া পরিচিত। বাজেট পড়িলে দেখা যায়, অন্যান্য সভ্যদেশের ন্যায় ইহারাও ভারতবাসীর মঙ্গলের জন্য নানা খাতে নানা ব্যয় করিয়া থাকে। তবে অন্য দেশে তাহাদের অধিবাসীর বা নাগরিকের মঙ্গল অর্থাৎ স্বাস্থ্য, শিক্ষা, শিল্প প্রভৃতি সম্পর্কে যে ব্যয় করে, সে তুলনায় ভারত সরকার কিছুই করে না। ভারতবাসীকে শাসন করিবার জন্য অর্থাৎ "সায়েস্তা" রাখিবার জন্য, শান্তি রক্ষার জন্য যেন শাসনদণ্ড লইয়া তাহারা বসিয়া আছে; সেই কারণে অপর হিসাবের অনুপাতে শাসন বিভাগের ব্যয় অনেক বেশী। স্বাস্থ্য, শিক্ষা ব্যাপারে নাগরিকের উপর কর্ত্তব্যের ভার দিয়া তাহারা মুক্ত থাকিতে চাহে; মাঝে মাঝে বে-সরকারী প্রতিষ্ঠানের দোষ দেখাইতে পারিলে তাহাদের দায়িত্ব শেষ হইল, ইহাই তাহাদের বিশ্বাস।

(আমার আলোচ্য বিষয়, শিল্প সম্পর্কে ভারত সরকারের মনোবৃত্তি কি? এই একটী বিষয়ের পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করিলে অপরাপর বহু বিষয়ের উপর আলোকপাত করা যাইবে। ভারত সরকারের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায়, কোনও সময়েই ভারতের মঙ্গলের জন্য বিশেষ কোনও কাজ তাহারা করে নাই। ইংরেজ আগমনের প্রথম অবস্থাটা লুঠ-তরাজের অবস্থা; তখন কেবলমাত্র ভারতীয় মাল, বিশেষতঃ ভারতের কার্পাস দ্রব্য লইয়া গিয়া দেশ-বিদেশে বিক্রয় করিয়া লাভ করাই একমাত্র উদ্দেশ্য। তখন "কোম্পানীর আমল" অর্থাৎ ব্যবসাদারীর কাল। কিন্তু তাহার পরে ১৭৮৪ সাল হইতে ধীরে ধীরে দেওয়ানী হইতে সমস্ত শাসন

আপনার টাকা
নিরাপদে খাটাইবার
আমাদের কয়েকটি সহজ উপায়

শেয়ার
আমরা বিভিন্ন ষ্টক-এক্সচেঞ্জের সকল প্রকার শেয়ার ক্রয় ও বিক্রয় করিয়া থাকি।

ঋণ
অনুমোদিত বাজার চলতি শেয়ার রাখিয়া পরিমিত সুদে টাকা ঋণ দিয়া থাকি।

মারজিন ডিপোজিট স্কীম
এই স্কীমে অল্প আমানত রাখিয়া শেয়ার ক্রয় ও বিক্রয়ের সুযোগ-সুবিধা দিয়া থাকি।

লভ্যাংশ আদায়
শেয়ারের লভ্যাংশ আদায় ও শেয়ারের নাম খারিজ করার ভার লইয়া থাকি।

ডবল বেনিফিট স্কীম
এই স্কীমে স্থায়ী আমানতের উপর বার্ষিক নির্দ্দিষ্ট সুদ ছাড়াও উদ্বৃত্ত লভ্যাংশের শতকরা ৫০৲ দিয়া থাকি।

- মাসিক কিস্তীতে শেয়ার ক্রয়ের সুযোগ দিয়া থাকি।
- পত্র লিখিলে বিনা খরচায় আমাদের মাসিক মার্কেট শেয়ার-রিভিউ পাঠান হয়।

সুপারভাইজিং ডাইরেক্টর—মিঃ টি, দে, এম, এ; এফ, আর, জি, এস (লণ্ডন)।

কমার্শিয়াল শেয়ার ডিলার্স সিণ্ডিকেট
লিমিটেড
৩০।১, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
গ্রাম—'Commersynd', কলিকাতা ✆ টেলিফোন—বি, বি, ৫৪৪১

কর্তৃত্বের ভার ইংরেজ ওরফে ভারত সরকারের হাতে আসিয়াছে ; আর তাহারা ক্রমে ক্রমে রাষ্ট্রশক্তি প্রয়োগ করিয়া ভারতের শিল্পের সর্ব্বনাশ সাধন করিয়াছে। শতাব্দী ধরিয়া অত্যাচারের ফলে যে সকল শিল্প পল্লীর প্রয়োজন মিটাইয়া অন্য প্রদেশ বা অপর দেশ হইতে ধনরত্ন আনিতে সক্ষম ছিল, তাহা লোপ পাইয়াছে। রক্ষক যেখানে ভক্ষক, সেখানে শিল্পের অস্তিত্ব নিই একমাত্র ন্যায়শাস্ত্র-সম্মত পরিণতি।

এই জনসাধারণকে রক্ষা করিবার জন্য যে শাসনযন্ত্র, তাহা ভারতীয় স্বার্থের প্রতিকূলে প্রযুক্ত হইয়া আসিতেছে। যেখানে উভয় স্বার্থের দ্বন্দ্ব সেখানে ভারতীয় স্বার্থকে সঙ্কুচিত করা হইয়াছে, বিসর্জ্জন দেওয়া হইয়াছে। কোনও প্রকারে যাহাতে ভারতে শিল্প গড়িয়া উঠিতে না পারে, তাহার জন্য বরাবরই চেষ্টা হইয়াছে। ১৭৭০ সালে নভেম্বর মাসে কলিকাতা ফোর্টে গোপন বৈঠকে স্থির হইয়াছে, ভারতে খনিজ শিল্প, বিশেষতঃ লৌহ ইস্পাত সম্পর্কিত শিল্প কিছুতেই গড়িয়া উঠিতে দেওয়া হইবে না ; তাহাতে বাঙ্গালী যে কেবল অর্থনৈতিক দিক দিয়া স্বাবলম্বী হইয়া উঠিবে, তাহা নহে, তাহারা তখনকার জমিদার বা রাজন্যবর্গের সহায়তা লাভ করিয়া যুদ্ধাস্ত্র নির্ম্মাণ করিবে এবং হয়ত একদিন স্বাধীনতার সংগ্রাম বাধাইবে, এ আশঙ্কাও তাহাদের মনে উঠিয়াছিল।

খনিজ শিল্পে বাধাদান করার নীতি গৃহীত হইলে ইংরেজ ওরফে ভারত গভর্ণমেণ্ট ইহার একেবারে মূলোচ্ছেদ করিয়া কার্য্যারম্ভ করে। গোপন বৈঠকে লৌহ শিল্পকে তাহারা যে স্থান দান করে, তাহা সত্যসত্যই বৈঠকের সভ্যদের পক্ষে, বিশেষতঃ ইংরেজের স্বার্থে, অত্যন্ত দূরদর্শিতার পরিচায়ক। তাঁহারা বলেন, "The real change comes in any country when the iron and steel industries begin to be successful. .....The development of metallurgical industries means the real revolution."

লৌহ শিল্প, তথা সকল প্রকার খনিজ সংক্রান্ত শিল্প রোধ করিবার মানসে ভারত সরকার খনির ইজারা এবং তাহাতে পরীক্ষামূলক কাজ চালাইবার পক্ষে খনিজ আইনে নানারূপ বাধানিষেধ সৃষ্টি করিয়া রাখে। লর্ড কার্জ্জনের আমল পর্য্যন্ত ইহা বর্ত্তমান থাকায় প্রকৃতপক্ষে কোনও রূপ খনিজ শিল্পই গড়িয়া উঠিতে পারে নাই। মিঃ লোভাট ফ্রেজার এই নিয়মকানুনগুলি আলোচনা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, "A Chinese mandarin of the old school would hardly have been capable of more shameless injustice."

তিনি নিম্নলিখিত ভাষায় সরকারী মনোভাবের স্বরূপ উদ্ঘাটন করিয়াছেন, "The old mining rules were by no means a case apart, they were simply a fair illustration of the normal demeanour of the Government of India towards businessmen of India over half a century."

কোম্পানীর আমল নিয়া ১৮৫৭ সালে যখন ভারত শাসন ভার খোদ ইংরেজ শাসনের সহিত জড়িত হইয়া গেল, বহু সুমিষ্ট বচন-বিন্যাসের পর সাম্রাজ্ঞী বহু আশ্বাস দিয়া ভারতবাসীর মনে সাহস সঞ্চার করিলেন ; তখনও কিন্তু ভারতীয় শিল্প সম্বন্ধে ইংরেজ রাজপুরুষের মতিগতির কোনও পরিবর্ত্তন সংসাধিত হয় নাই। ভারতে বাণিজ্যের প্রসারে তাঁহারা যত্নশীল হইলেন। তাঁহারা প্রচার করিলেন ভারতের বহু উন্নতি সাধিত হইতেছে, কারণ ভারত-বাণিজ্যের পরিমাণ,—মোট আমদানী ও রপ্তানী—বৃদ্ধি পাইতেছে। রপ্তানীর হিসাবে কাঁচা মাল এবং আমদানীর হিসাবে তাহারই পরিবর্ত্তিত সংস্করণ ক্রয় করিয়া আমরা সমৃদ্ধতর হইতেছি, ইহাই ইংরেজ আমাদের বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছে। ভারতীয় শিল্প-বাণিজ্য সম্পর্কে তখনও ইংরেজ-নীতি কিছুই পরিবর্ত্তিত হয় নাই। দেশে কাঁচা মাল কিভাবে অতিরিক্ত মাত্রায় উৎপাদিত হয়, চীন, রুশ, আমেরিকা প্রভৃতি দেশের উপর যথাক্রমে চা, শণ ও তূলা প্রভৃতি মালের জন্য নির্ভর করিতে না হয়, তাহারই চেষ্টা হইয়াছে। আর বিদেশী শিল্পপতিগণ কিভাবে ভারতবর্ষে তাহাদের নিজ শিল্পব্যবসায় গড়িয়া তুলিতে পারে, তাহারই সহায়তা করিয়াছে। এ সম্পর্কে পাট, রেল, জাহাজী কারবার প্রভৃতি শিল্প বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

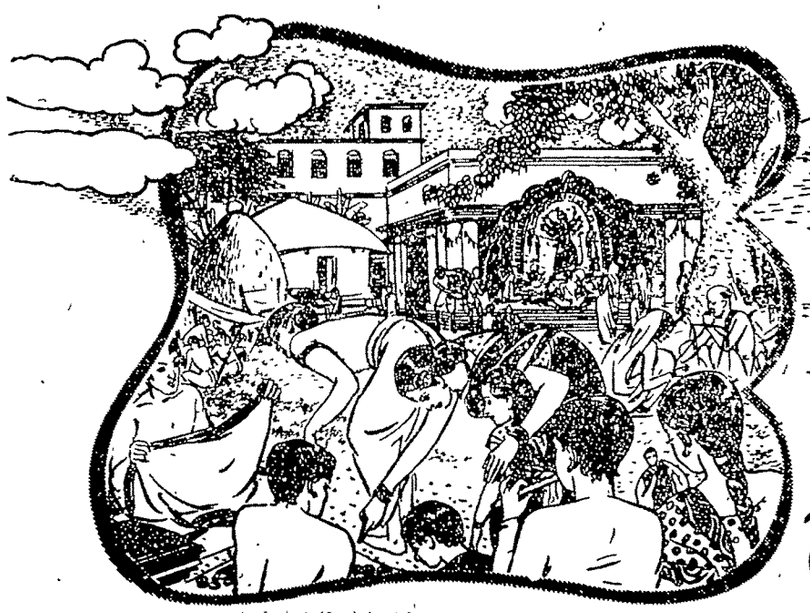

সোদিন...

সেদিন বাংলার ঘরে ঘরে ছিল আনন্দ, ছিল প্রাচুর্য্য, ছিল জীবনের উজ্জ্বলতা। আজ শুধু অভাব আর অভাব, অন্ন নেই, বস্ত্র নেই, স্বাস্থ্য নেই, শান্তি নেই। এই চরম দুঃখের মধ্যে আজও মা আসছেন। আয়োজনের সঙ্গতি নেই আজ, আছে শুধু প্রার্থনা ঃ

সোদন—সেই আনন্দের দিন—আবার ফিরে আসুক বাংলার ঘরে ঘরে।

সি,কে,সেন,এণ্ড কোং লিঃ ডবোকুসুম হাউস কলিকাতা

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পর্য্যন্ত ভারত সরকারের মনে ভারতীয় স্বার্থের কথা একবারও মনে হইত না। ভারতবর্ষ ইংরেজের খাস জমিদারী, এখান হইতে যত ইচ্ছা পরিমাণ অর্থোপার্জ্জন করিতে হইবে, ভারতীয় স্বার্থের সহিত তাহা সম্পূর্ণরূপে সংযোগশূন্য ছিল। এইরূপ প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে যে ভারতীয় শিল্প গড়িয়া উঠিতে পারে না তাহাতে কোনও সন্দেহই থাকিতে পারে না।

ইহার অপর একদিক সাধারণ পাঠকের নিকট অস্পষ্ট রহিয়া গিয়াছে। এত অন্তরায় সত্ত্বেও যে সকল শিল্প গড়িয়া উঠিবার চেষ্টা করিতেছিল, তাহাতে ভারত সরকার প্রকাশ্যভাবে বাধা দিতেও পরাঙ্মুখ হয় নাই। উদাহরণস্বরূপ কার্পাস শিল্পের উল্লেখ করিতে হয়। ম্যাঞ্চেষ্টার-লাঙ্কাসায়ারের মিলমালিকরা নামমাত্র শুল্ক দিয়া ভারতবর্ষে তাহাদের মাল রপ্তানী করিয়া বিক্রয় করিতে চাহিলে, ভারত সরকারের সাধ্য ছিল না তাহাতে সামান্য মাত্র রদবদল করে। তাহার উপর ভারত সরকার আরও প্রকাশ্যভাবে ভারতীয় শিল্পের সর্ব্বনাশ সাধনে প্রবৃত্ত হইতে কুণ্ঠা বোধ করে নাই। তাহারা ভারতীয় শিল্পজাত দ্রব্যের উপর ঘরোয়া শুল্ক (excise) স্থাপন করিয়া শিল্প-প্রসারের কণ্ঠরোধ করে। ইহাই "আমাদের" গভর্ণমেণ্ট!

ঘরোয়া শুল্ক ছাড়াও ইহাদের অন্যান্য আরও অপকর্ম্ম লোকসমক্ষে প্রকাশিত ছিল। বিদেশী মালের উপর নিতান্ত কম পরিমাণে শুল্ক নির্দ্ধারিত থাকায়, ঐ সকল মাল আসিয়া আমাদের দেশীয় শিল্পজাত মালের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়াছে। অনেক আপত্তি সত্ত্বেও তাহাতে কেহ কর্ণপাত করে নাই। প্রকৃতপক্ষে ইহা আমাদের শিল্পের সর্ব্বনাশের প্রধান কারণ। ভারত সরকার ইহার সহায়তা করিয়াছে।

ইহাতেও ইংরেজ স্বার্থ সংরক্ষণে বদ্ধপরিকর ভারত সরকার সন্তুষ্ট থাকিতে পারে নাই। কেবল রেল কোম্পানীকে বিদেশীর হাতে তুলিয়া দিয়া তাহারা নিশ্চিন্ত ছিল না। যাহাতে দেশীয় শিল্পের ক্ষতি অথবা দেশীয় শিল্পের প্রতিষ্ঠা ও প্রসারের অন্তরায় ঘটে, ভারত সরকার রেল কোম্পানীর দায়িত্ব লইয়া সেইভাবে ভাড়া নিয়ন্ত্রণ করিয়াছে। বিদেশী মাল বন্দর হইতে দেশের নানা দূর দূরান্তের সহরে এবং কাঁচা মাল দেশের অভ্যন্তর হইতে বন্দরে যাওয়ার ভাড়া দেশের মধ্যে শিল্পক্ষেত্রে পরস্পরসংশ্লিষ্ট তদপেক্ষা বহু নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহের ভাড়া অপেক্ষা অনেক কম। ইহা অত্যন্ত নির্লজ্জতার পরিচায়ক। প্রকাশ্যভাবে কোনও সভ্যদেশ কিভাবে এরূপ করিতে পারে, তাহা কল্পনার অতীত। আর ইহার জন্য প্রকাশ্যতঃ দায়ী কে?—ভারতের স্বার্থ রক্ষার্থে, ভারতের অর্থে পুষ্ট ভারতের গবর্ণমেণ্ট খোদ!

বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভেও ভারত সরকারের একটীমাত্র মন ছিল, তাহা ইংরেজ জাতির স্বার্থ রক্ষা করা। ভারত সরকার ভারতবর্ষে শিল্প-বাণিজ্য প্রসারে বাধা সৃষ্টি করিতে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের এজেণ্ট বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এ পর্য্যন্ত তাহাদের নিজস্ব মনের, নিজস্ব সত্তার কোনও পরিচয় কেহ পায় নাই। এখানে শাসনযন্ত্রের মস্তকে ইংরেজ অধিষ্ঠিত; এখানে রাজস্ব-বিভাগে ইংরেজ সর্ব্বনিয়ন্তা। ভারতীয় অর্থনৈতিক ব্যাপারে ইংরেজ খরদৃষ্টি রাখিয়াছে। ভারতের আয় এমনভাবে ব্যয় করা হইয়াছে, যাহাতে দেশের মঙ্গলজনক কাজে, বিশেষতঃ শিল্প সংক্রান্ত গবেষণার কাজে ব্যয় করিবার জন্য কিছুই না থাকে। প্রথমতঃ, ইংরেজ শাসন দৃঢ় করিতে, ইংরেজ রাজ্য বিস্তার করিতে, ভারতের মধ্যে ও ভারতের বাহিরে যে সকল যুদ্ধ-বিগ্রহ হইয়াছে, ইংরেজ সে ঋণ ভারতবর্ষের স্কন্ধে চাপাইয়া তাহা ভারতের "জাতীয় ঋণ" বলিয়া বুলি পড়াইতে শিখাইয়াছে। ইংরেজ স্বার্থ নিরঙ্কুশ করিতে, শতাব্দীকাল শ্বেতাঙ্গ সৈনিক পোষণ করিতে ভারত-রাজস্বের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ ভাগ ব্যয়িত হইয়াছে; ভারতের স্বার্থে না-কি রুশ ভল্লুককে দূরে ঠেকাইয়া রাখা প্রয়োজন ছিল। খৃষ্টীয় নাগরিকগণ যাহাতে ভারতের কলুষিত আবহাওয়ার মধ্যে পড়িয়া চরিত্র নষ্ট করিয়া না ফেলে, তাহার জন্য ভারত সরকার কোটী কোটী টাকা যোগাইয়াছে। ব্রিটিশ স্বার্থ সংরক্ষণে তাহাদের ব্যয়ের বিচিত্রতা প্রকাশ করিয়া বিবৃত করা কষ্টসাধ্য ব্যাপার।

১৯১৯ সালের পূর্ব্বে ভারত সরকার ভারতের স্বার্থ সম্বন্ধে চিন্তা করিবার সুযোগ পর্য্যন্ত পাইত না। ১৮৫৭ হইতে ১৯১৯ সালের "রিফর্ম্ম" অর্থাৎ নূতন ভারত শাসন

যুদ্ধ সমাপ্ত!

কিন্তু

আপনার জীবনের দৈনন্দিন সমস্যাগুলি আজও অব্যাহত রহিয়াছে।

একটি "মেট্রোপলিটান পলিসি" আপনার সেই প্রতিদিনের অব্যাহত সমস্যাগুলি হইতে আপনাকে স্বাচ্ছন্দ্য-সুখের সুযোগ দিবে।

চলতি বীমার পরিমাণ
৩১-১২-৪৪ তারিখে ৫,০৭,৯৪,০০০ টাকার উপর
মোট সম্পত্তির পরিমাণ ৫৬,৩১,০০০ ,,
বীমা তহবিল ৫১,৮০,০০০ ,,
দাবী মেটানর মোট পরিমাণ ১৪,৫৬,০০০ ,,
১৯৪৪ সালে নূতন কাজের পরিমাণ ২,১৩,৫২,৮২৫ টাকা

দি মেট্রোপলিটান ইন্সিওরেন্স
কোং লিমিটেড
হেড অফিস:
"দি মেট্রোপলিটান ইন্সিওরেন্স হাউস", কলিকাতা।

বগুড়া ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস—বগুড়া

কলিকাতা শাখা—৩।১, ম্যাঙ্গো লেন।

ব্যাঙ্কের কার্য্য সম্প্রসারণের জন্য বিশিষ্ট ব্যবসায়িগণ দ্বারা কলিকাতা শাখার ডিরেক্টর বোর্ড গঠিত হইয়াছে।

বোর্ড অব ডিরেক্টরস্

১। মিঃ এস, এন, দাশগুপ্ত, ম্যানেজিং ডিরেক্টর, ইণ্ডো-সুইচ ট্রেডিং কোং, লিঃ, পি-৩৩, মিশন রো এক্সটেনসন।
২। মিঃ অবিনাশচন্দ্র রায়, ডিরেক্টর, ইণ্ডো-সুইচ ট্রেডিং কোং, লিঃ।
৩। মিঃ বিনায়কনাথ ব্যানার্জ্জি, এম-এ, বি-এল, এ্যাডভোকেট (সুপারভাইজিং ডিরেক্টর)।
৪। মিঃ অপূর্ব্বকুমার বাগচী, পাবলিসাস।

মিঃ অশ্বিনীকুমার আচার্য্য, বি-এল, ম্যানেজিং ডিরেক্টর।
মিঃ বীরেন্দ্রকুমার রায়, সেক্রেটারী।
এজেণ্ট—কলিকাতা ব্রাঞ্চ—মিঃ শরৎকুমার আচার্য্য, বি-এ।

ফোন ঃ—ক্যাল ১৪৬৪ ও ১৪৬৫ গ্রাম ঃ—"Aryoplants"

বেঙ্গল শেয়ার ডিলার্স সিণ্ডিকেট

লিমিটেড

ষ্টক ও শেয়ার ব্যবসায়ে
ভারতের বৃহত্তম যৌথ প্রতিষ্ঠান

শাখা ও এজেন্সী
বম্বে, লাহোর, মোরাদাবাদ, এলাহাবাদ, লক্ষ্ণৌ, বেনারস, পাটনা, ভাগলপুর, মুঙ্গের, রাঁচি।

—হেড অফিস—

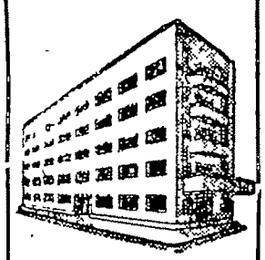

"শেয়ার ডিলার্স হাউস"
(কোম্পানীর নিজস্ব বাড়ী)

শাখা ও এজেন্সী
কটক, বাঁকুড়া, নবদ্বীপ, কৃষ্ণনগর, বহরমপুর, ঠাকুরগাঁ, জলপাইগুড়ি, বরিশাল, ময়মনসিংহ, ঢাকা।

১২, চৌরঙ্গী স্কোয়ার, কলিকাতা।

মূলধন

অনুমোদিত - - - ২৫,০০,০০০৲ টাকা
বিক্রীত - - - ১৮,০০,০০০৲ টাকা
আদায়ীকৃত - - - ১০,০০,০০০৲ টাকার উর্দ্ধে

* আমরা সব রকম শেয়ারের কাজ করিয়া থাকি।
* টাকা খাটাইবার নিরাপদ ও সর্ব্বাপেক্ষা লাভজনক উপায় সম্পর্কে পরামর্শ দিয়া থাকি।
* স্থায়ী আমানত গ্রহণ করিয়া থাকি।

বিস্তারিত বিবরণের জন্য আমাদের
"মান্থলী শেয়ার মার্কেট রিপোর্ট" পাঠ করুন।
বিনামূল্যে নমুনা সংখ্যা পাওয়া যায়।

An attempt by burglars to break open 'IMPERIAL' Safe proved futile

An appreciation from :

BALLYGUNGE BANK LIMITED.
THE FIRST CALCUTTA BUILDING SOCIETY
SAFEST HOME FOR DEPOSITS.
187, BASU BEHARY AVENUE.

CALCUTTA 20th July 1945

Messrs Imperial Safe Manufacturing Co.
105, Harrison Road,
Calcutta.

Dear Sirs,

We are using an Imperial Brand Safe of your Company for a few years and are glad to inform you that an attempt by burglars to break open the said safe about a month ago proved futile. Inspite of their hard efforts they could do no more serious mischief than leaving some scratches on its door panel and the said safe has been set right by the manufacturers to its previous smooth condition.

We offer our thanks for the service of your Imperial Brand Safe which proved to be burglar proof in our case.

Yours faithfully,
Amoorenji
MANAGER

Use IMPERIAL-SAFES, STRONG-ROOM-DOORS, LOCKS & PADLOCKS and BE SECURE AGAINST FIRE AND BURGLARS

ASK FOR FREE PRICE LIST

phone-B.B. 4118.

IMPERIAL SAFE MFG. CO.,
(PROP:- DAYS INDUSTRIES LTD.)
105-HARRISON Rd CALCUTTA.

বিধি প্রচলিত হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত "সেক্রেটারী অফ ষ্টেট" ভারতের অর্থ ও অর্থনৈতিক নীতির উপর খবরদারি ("Superintend, direct and control") করিবার শক্তিসম্পন্ন ছিলেন। ১৯১৯ সালের সংস্কারে ভারত সরকার যে শক্তিলাভ করিল অর্থাৎ তাহাকে যে শক্তি দেওয়া হইল, তাহাতে তাহাকে আরও বিপন্ন করা হইয়াছে। ভারত-রাজস্ব বা অর্থনৈতিক নীতির উপর ইহার কড়া শাসন দূরীভূত হয় নাই। সুতরাং শিল্প-বাণিজ্য সম্পর্কে তাহার কিছুই ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় নাই; ব্রিটিশ নীতি অনুসরণ করিয়া তাহাকে আত্ম-রক্ষা করিয়া চলিতে হইয়াছে। এখন হইতে চেষ্টা চলিতে থাকে যাহাতে কেন্দ্রীয় পরিষদ ও ভারত সরকার একমত হইলে, বিলাতে ভারত সচিব তাহাতে কোনওরূপ হস্তক্ষেপ করিতে না পারেন।

১৯১৯ সালের সংস্কার বিধি সম্পর্কে জয়েণ্ট সিলেক্ট কমিটি বলিয়াছেন, "In the opinion of the Committee, therefore, the Secretary of State should, as far as possible, avoid interference on this subject when the Government of India and its Legislature are in agreement, and they think that his intervention, when it does take place, should be limited to safeguarding the international obligations of the Empire or any fiscal arrangements within the Empire to which His Majesty's Government is a party." ইহাই ভারত সরকারের অর্থনৈতিক স্বাতন্ত্র্যের আচরিত প্রথা (Fiscal Autonomy Convention)। এখন হইতে ভারত সরকার দুইটী মনের অধিকারী হইয়াছে। হিতোপদেশে ভারণ পক্ষীর কথা পড়িয়াছিলাম; দেহ একটী কিন্তু গ্রীবা দুইটী (বর্ত্তমান চলতি কথায়, Siamese twins বলা চলে)। গ্রীবা দুইটী থাকায় দুইটী মস্তকে বিভিন্ন চিন্তা উৎপাদিত হইবার সম্ভাবনা। বাঙ্গালা ভাষায় ভারত সরকার দোটানায় পড়িয়াছে। "দোটানা" কথাটা ব্যবহার করিলেও প্রকৃত অবস্থা প্রকাশ পায় না, ইংরেজ স্বার্থ, ভারত সরকারের নিজস্ব সত্তা আর ভারতীয় স্বার্থ বা মতবাদ ভারতীয় রাষ্ট্রীয়পরিষদ কর্ত্তৃক প্রকাশিত—এই "তে-টানার" মধ্যে ভারত সরকার আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে।

ভারতীয় রাজস্বের স্বার্থে ভারত সরকার কিছু আমদানী-শুল্ক হ্রাস-বৃদ্ধি করিয়াছে; কোনও কোনও শিল্পে রক্ষণ-শুল্কের সাহায্যদান করিয়াছে। কিন্তু ইঙ্গ-ভারত বাণিজ্য চুক্তির ব্যাপারে কেন্দ্রীয় পরিষদ ও ভারত সরকারের বিরোধ প্রকট হইয়া উঠিয়াছে, পরিষদের মতের বিরুদ্ধে এবং ভারতীয় স্বার্থের হানি স্বীকার করিয়াও তাহা গৃহীত হইয়াছে। ১৯৩৪ সালে জাপানের সহিত বাণিজ্য সম্পর্ক সংক্রান্ত দলিলপত্র লণ্ডনে বসিয়া স্বাক্ষরিত হইয়াছে। ভারত সরকার তাহা মানিয়া লইতে বাধ্য হইয়াছে।

ভারত সরকারের "তে-টানা" অবস্থা আরও পরিস্ফুট হইল ১৯৩৫ সালের ভারত শাসনসংস্কার বিধিতে। মণ্টেগু-চেম্‌স্‌ফোর্ড শাসনসংস্কার বিধি যে অবস্থা দান করিয়াছিল, তাহাতে বিদেশী স্বার্থের হানিকর যে সকল ফাঁক ছিল, তাহা বন্ধ করিয়া নূতন ক্ষমতা দান করা হইয়াছে। অখিল ভারতীয় ব্যাপারে বড়লাট মহোদয়কে যে সকল বিশেষ ক্ষমতায় ক্ষমতাবান্ করা হয়, তাহার মধ্যে বিদেশী শিল্প-বাণিজ্যের স্বার্থসংরক্ষণ একটী। কেন্দ্রীয় পরিষদ ইংরেজ নাগরিকের ভারত আগমন, অবস্থান, ভ্রমণ, সম্পত্তি ক্রয় ও অধিকার গ্রহণ, সরকারী চাকুরীতে নিয়োগ, ব্যবসা, বাণিজ্য প্রভৃতি ব্যাপারে, ইংলণ্ডে রেজিষ্ট্রিকৃত অথচ ভারতবর্ষে কারবার চালাইতেছে এরূপ কোম্পানীর বিপক্ষে বা ইংলণ্ডের জাহাজী ব্যবসায়ের প্রতি কোনওরূপ আইন গ্রহণ করিতে পারিবে না। ১৯৩৫ সালের ভারত সংস্কার বিধির ১২ ধারায় এই নীতি বিধিবদ্ধ হইয়াছে। পরে ১১১ হইতে ১২৫ ধারায় ইহা বিশদভাবে বিবৃত করা হইয়াছে। এই সকলের ফলে বিদেশী মালের আমদানীর উপরও কোনও বাধা-নিষেধ স্থাপন করিলে বড়লাট তাহা স্বচ্ছন্দে পরিত্যাগ করিতে পারেন। ১৯১৯ সালের আইন অপেক্ষা ১৯৩৫ সালের আইন এই হিসাবে ভারতবর্ষকে অনেক পিছাইয়া লইয়া গিয়াছে। সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর বিষয়, ১১৬ ধারায় বিধিবদ্ধ, বিলাতের মূলধনে স্থাপিত, বিলাতে রেজিষ্ট্রিকৃত সমস্ত বিলাতী কোম্পানী ভারতের রাজস্ব হইতে সর্ব্বপ্রকার সাহায্য লাভে সমর্থ হইবে এবং কোনও উপায়ে তাহাকে ইহা হইতে বঞ্চিত করা যাইবে না।

ভারত সরকারের নিজের এই অবস্থা, কিন্তু তাহাছাড়া নিজে যেখানে কোনওরূপ প্রকাশ্য সাহায্য করিতে পারে, তাহারও লক্ষণ দেখা যায় না। কাহার স্বার্থে ভারত সরকার দেশের জাহাজী কারবারে বাধা দিতেছে, তাহা বুঝিতে পারা যায়। আবার কাহার স্বার্থে মোটর, বিমান পোত, জলযান নির্ম্মাণ শিল্পে তাহারা অসুবিধা সৃষ্টি করিয়াছে, অনুমতি দেয় নাই, তাহাও বুঝিতে কাহারও বাকী নাই।

ভারত সরকারের নিজের স্বাধীন সত্তা নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না; কিন্তু তাহারা "ফোঁস" করিতেও ছাড়ে না। নিজেদের পরিকল্পনা গড়িয়া উঠিয়াছে, কিন্তু তাহা কাজে লাগাইবার শক্তি যে নাই, তাহা প্রমাণ হইয়া গিয়াছে। তাহাদের নিজেদের যন্ত্রপাতি, নির্ম্মাণের ব্যবস্থা নাই, কারিগর নাই, ইংলণ্ড ছাড়া অন্য দেশে মাল ক্রয় করিবার ক্ষমতা নাই, ইংরেজ যাহাতে ন্যায্য মূল্যে এবং অপর দেশের তুলনায় ভারতকে যন্ত্রপাতি পাঠায়, তাহার ব্যবস্থা করিবার শক্তি নাই। ভারতের জনসাধারণের স্বার্থ "গবর্ণমেণ্ট অব ইণ্ডিয়া" হইতে ভিন্ন হইয়া বরাবরই ছিল; এখন সে ব্যবধান বিরাট হইয়া উঠিতেছে। প্রকাশ্যভাবে ভারতীয় শিল্পে বাধা দান করিবার উদাহরণের অন্ত নাই। ভারত মহাসভার নির্দ্দেশের বিরুদ্ধে ইংরেজের যুদ্ধে ভারতের সমস্ত যন্ত্রপাতি-কারখানা নিয়ন্ত্রণ করিবার ক্ষমতা তাহার আছে, অথচ যুদ্ধশেষে তাহাদের সাহায্য করিবার সুবিধা তাহার নাই। বিদেশে মাল পাঠাইতে গিয়া দেশের মধ্যে অভাব বৃদ্ধি করিবার ক্ষমতা তাহার আছে; কিন্তু দুর্ভিক্ষ রোধ করিবার, দেশের লোকের অন্ন বস্ত্র ঔষধ এবং অপরাপর বহু নিত্য-প্রয়োজনীয় দ্রব্য সরবরাহ করিয়া লোকের দুঃখদুর্দ্দশা রোধ করিবার ক্ষমতা তাহার নাই। হায়দরী মিশন ভারতবাসীর অর্থ ব্যয় করিয়া বিদেশী মাল আনিবার ব্যবস্থা করিয়াছে, Import Licenceএর বাধা নিষেধ হ্রাস করিয়া দিয়াছে, কিন্তু ভারতীয় শিল্পের প্রয়োজনীয় মালপত্র সরবরাহ করিতে পারে নাই। এই অবস্থায় যে দেশে আশানুরূপ শিল্প গড়িয়া উঠিতে পারে নাই তাহাতে আশ্চর্য্য হইবার কারণ নাই।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া ইন্‌সিওরেন্স
কোম্পানী লিঃ
৪, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
বাংলার একটী উন্নতিশীল
বীমা অফিস যেখানে সকল
প্রকার জীবনবীমার পলিসি
পাওয়া যায়।
লোভনীয় সর্ত্তে প্রতিনিধি আবশ্যক।
বিবরণের জন্য ম্যানেজারের নিকট লিখুন

বাংলার শিল্প-ব্যবসায়

শ্রীকামিনীকুমার রায়, এম-এ

সাধারণ জীবনধারণ হইতে আরম্ভ করিয়া জীবনের সর্ব্বাঙ্গীন সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যলাভ, হৃদয়ের শত আশা-আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি, মহৎ এবং বৃহৎ কিছুর সাধনা,—সকলই নির্ভর করে বিপুল-অর্থশক্তির উপর। এই শক্তি করায়ত্ত করিবার জন্য দুনিয়ার মানুষের আজ চিন্তা, চেষ্টার অন্ত নাই। পৃথিবীর অগ্রণী দেশগুলির দিকে দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যায়, তাহারা প্রত্যেকেই নিজেদের দেশে অর্থাগমের কি কি পথ প্রশস্ত আছে, কি কি নূতন পথ করা যাইতে পারে তদ্বিষয়ে বহুকাল হইতেই বিশেষ অনুসন্ধানে মনোযোগী হইয়াছে। আমরা, বাঙ্গালীরাও যে এক্ষেত্রে অমনোযোগী আছি তাহা নহে, তবে আমাদের মনোযোগ এখনও অনেকটা শত বৎসরের পশ্চাতের দিকেই যেন রহিয়া গিয়াছে। সম্মুখের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া, সকলের সঙ্গে সমান তালে পা ফেলিয়া চলিতে পারিতেছি না। নিজের সম্মান ও প্রতিপত্তি অক্ষুণ্ণ রাখিয়া দশের প্রতিযোগিতায় টিকিয়া থাকিতে হইলে আমাদের চিরাচরিত কর্ম্ম-পদ্ধতির অনেকখানি পরিবর্ত্তন করিতে হইবে।

বাংলাদেশ কৃষিপ্রধান দেশ। এখানকার সোনালী ফসল, রূপালী চাঁদের আলো এবং সবুজ গাছপালার বেশ একটা মোহ আছে। অনায়াস-লব্ধ ক্ষেত-খামার, জমিদারী, তালুকদারি প্রভৃতির আয়ের উপর নির্ভর করিয়া আমরা বহুকাল নিরুদ্বেগে কাটাইয়া দিয়াছি। ক্ষেত-খামার ছাড়িয়া কখনও বা বড় জোর চাকুরী, ডাক্তারী এবং ওকালতিতেই প্রবেশ করিয়াছি। কিন্তু অর্থাগমের অন্য বিভিন্ন পথে আমাদের প্রতিভা তেমন স্ফুরিত হয় নাই, শিল্প-বাণিজ্যের বন্ধুর পথে আমরা আমাদের সমবেত শক্তি ও বুদ্ধি নিয়োজিত করি নাই। ফলে, অবাঙ্গালীরা আমাদের সেই সব পরিত্যক্ত পথে আত্মপ্রতিষ্ঠ হইয়া বসিয়া গিয়াছে এবং দুনিয়ার ধন-দৌলত, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য যত তাহারাই ভোগ করিতেছে। আজ বাহিরের ধাক্কায়, বিশেষতঃ এই মহাযুদ্ধের তাণ্ডবে আমরা বুঝিতে পারিয়াছি যে, ক্ষেত-খামার, জমিদারী, তালুকদারি, চাকুরী প্রভৃতির উপর নির্ভর করিয়া কোন জাতি বাঁচিতে পারে না এবং ঐ সকলের আয় শিল্প-ব্যবসায়ের আয়ের তুলনায় নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। আমাদের আর্থিক জীবনের দুর্গতি মোচন করিতে হইলে শিল্প-বাণিজ্যের পথ আজ আমাদিগকে একান্তভাবে অবলম্বন করিতেই হইবে। এই পথে যে আমরা কত পশ্চাতে পড়িয়া আছি বলিবার নয়। যুদ্ধ-পূর্ব যুগে অন্য প্রায় সমস্ত দেশ বিবিধ উপায়ে,—কখনও বা পরস্পরের সহিত বাণিজ্য-চুক্তি করিয়া, কখনও বা আমদানী পণ্যের উপর অতিরিক্ত পরিমাণে শুল্ক বসাইয়া, কখনও বা অন্য পন্থায় নিজেদের শিল্প ব্যবসায়ের সংরক্ষণ ও প্রসারকল্পে মনোযোগী হইয়াছিলেন। কিন্তু আমরা তখনও চাকুরী, জোতদারি, তালুকদারির নিশ্চিন্ত আরামের স্বপ্ন দেখিতেছিলাম। যাই হোক, বিলম্বে হইলেও আমাদের স্বপ্নের ঘোর ভাঙ্গিয়াছে। আমরা আজ বুঝিতে পারিয়াছি যে, দেশের দিকে দিকে শিল্প-বাণিজ্যের প্রতিষ্ঠায় ও পরিচালনায় আমাদিগকে ব্যাপকভাবে হাত দিতে হইবে। আমাদিগকে অনুসন্ধান করিতে হইবে,—বাংলা দেশের কোথায় বর্ত্তমানে কোন্ শিল্প-ব্যবসায়ের উন্নতির সম্ভাবনা আছে এবং এই উন্নতির অনুকূলে কিরূপ সুযোগ-সুবিধা মিলিবে।

বাংলার পাট, চা এবং কয়লার যে প্রধান তিনটি ব্যবসায়, তাহাতে বাঙ্গালীর স্বামিত্ব এবং দায়িত্ব একরূপ নাই বলিলেই চলে। উহাদের দ্বারা আমাদের আর্থিক দুর্গতির অবসান ঘটিতেছে না। কাজেই আপাততঃ অন্য যেসব শিল্প-ব্যবসায়ের সুযোগ-সুবিধা এখনো বাংলায় আছে এবং এখনো যেগুলি পরিপূর্ণতা লাভ করে নাই, সেইগুলির দিকে

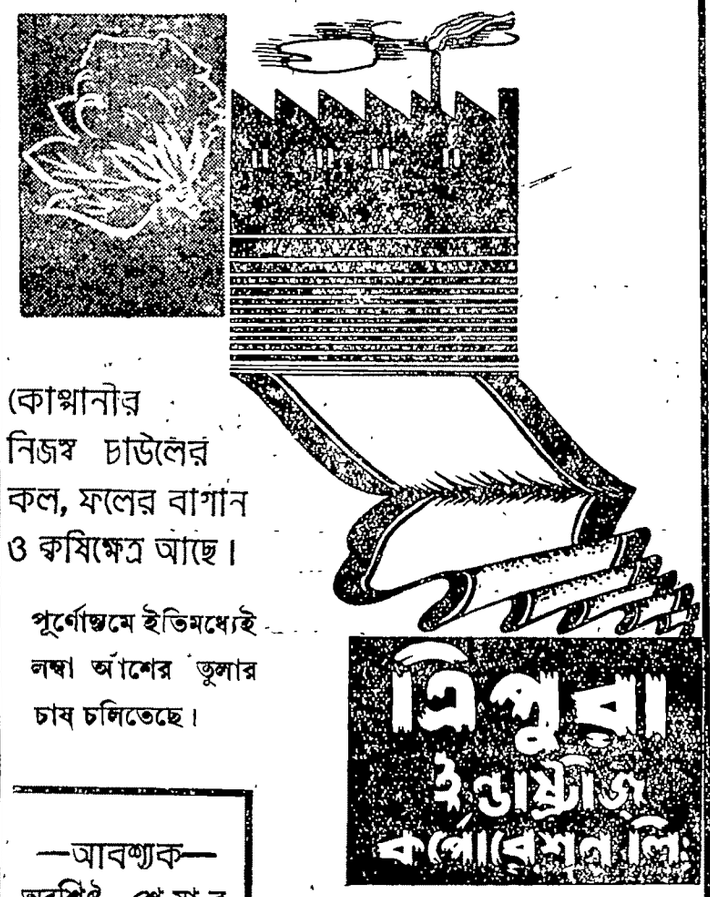

কোম্পানীর নিজস্ব চাউলের কল, ফলের বাগান ও কৃষিক্ষেত্র আছে।

পূর্ণোদ্যমে ইতিমধ্যেই লম্বা আঁশের তুলার চাষ চলিতেছে।

ত্রিপুরা ইণ্ডাষ্ট্রিজ কর্পোরেশন লিঃ

৮।২নং হেষ্টিংস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

—আবশ্যক—

অবশিষ্ট শেয়ার বিক্রয় করিবার জন্য প্রতিপত্তিশালী অভিজ্ঞ এজেণ্ট আবশ্যক।

ইণ্ডিয়ান ক্রিসেণ্ট ব্যাঙ্ক লিঃ

স্থাপিত—১৯২৯ ইং

৫নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

অনুমোদিত মূলধন ৫০,০০,০০০৲ পঞ্চাশ লক্ষ টাকা

—ডিরেক্টর বোর্ড—

১। এ, কে, এম, জাকেরিয়া, কলিকাতার ভূতপূর্ব্ব মেয়র, এক্সচেঞ্জ বুলিয়ান ব্রোকার এসোসিয়েসনের সভাপতি, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সভ্য, **চেয়ারম্যান**।

২। **খান বাহাদুর জসিমউদ্দিন আহম্মদ**, এম, এল, এ, চেয়ারম্যান, ডিঃ বোর্ড, ২৪ পরগণা।

৩। **হাজী চৌধুরী মহম্মদ ইসমাইল খান**, এম, এল, এ, (কেন্দ্রীয়), বাঙ্গলা ও উড়িষ্যার জমিদার, বেঙ্গল ও আসাম রেলওয়ে এডভাইজারি বোর্ডের সভ্য।

৪। **ইউসুফ আলী চৌধুরী**, জমিদার, এম, এল, এ, চেয়ারম্যান, ডিঃ বোর্ড, ফরিদপুর।

৫। **মহম্মদ সাদরুল আনম খান**, ম্যানেজিং পার্টনার, "দি আজাদ"।

৬। এ, এম **আহম্মদ**, বি, ই, সি, ই, ইঞ্জিনিয়ার, ম্যানেজিং ডিরেক্টর, দি বেটার বিল্ডার্স লিমিটেড্।

৭। **এস, ছাসান**, ম্যানেজিং ডিরেক্টর; ইউনিয়ন কেমিক্যাল ইণ্ডাষ্ট্রি লিমিটেড।

৮। **রজব্ আলী**, মার্চ্চেণ্ট।

৯। **এম, য়্যামিন**, মার্চ্চেণ্ট।

১০। **এস, এম, মকসুদ**, জমিদার, মার্চ্চেণ্ট, **সুপারভাইজিং ডাইরেক্টর**।

১১। **এ, টি, এম, সহিদ-উল-আলম**, জমিদার, মার্চ্চেণ্ট, **ম্যানেজিং ডাইরেক্টর**।

আমাদিগকে বিশেষ দৃষ্টি দিতে হইবে। কলিকাতায় বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন ব্যবসায়িগণ যেরূপভাবে বিভিন্ন শিল্প ব্যবসায়ে প্রতিষ্ঠিত হইয়া বসিয়াছে, তাহাতে সেখানে বাঙ্গালীর পক্ষে আপনার স্থান করিয়া লওয়া আপাততঃ সহজসাধ্য নাও হইতে পারে; কিন্তু বাংলার মফঃস্বলে,মফঃস্বল শহরে এখনো বিরাট রকমের নূতন নূতন শিল্প বা ব্যবসায়ের প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিবার প্রয়োজন ও সুযোগ-সুবিধা রহিয়া গিয়াছে। সেই সকল স্থানে ব্যক্তিবিশেষের স্বল্প মূলধনে সঙ্কীর্ণ ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত পুরাতনগুলিকে বহুজনের সমবেত অর্থ-শক্তির সাহায্যে বিরাট এবং পাকা করিবার সঙ্গে সঙ্গে আরও নূতন রকমের লাভজনক প্রতিষ্ঠানাদির প্রবর্ত্তন যে একান্ত আবশ্যক, তদ্বিষয়ে আমাদিগকে সম্যক অবহিত হইয়া আশু কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে হইবে; নতুবা ভিন্ন দেশবাসীরা অদূর ভবিষ্যতে নূতন কেন্দ্রগুলিও অধিকার করিয়া বসিবে এবং আমরা চিরদিন তাহাদের তাঁবে থাকিতে বাধ্য হইব। বাংলায় তিনটি শিল্প ব্যবসায়ের—চিনি, বস্ত্র ও কাগজের এখনও যথেষ্ট সুযোগ-সুবিধা আছে। অনুসন্ধিৎসুগণ বলেন, এই ক্ষেত্রে আমরা এখনও নিজেদের প্রয়োজন মিটাইয়া অন্য দেশেরও প্রয়োজন মিটাইতে পারি। কিন্তু কোনও নূতন প্রতিষ্ঠান উদ্বোধন করিতে এবং পুরাতনকে দৃঢ় ও ব্যাপক ভিত্তির উপর স্থাপন করিতে আমাদিগকে নানাদিক ভাবিতে হইবে। একই রকমের শত প্রতিষ্ঠানের আভ্যন্তরীণ প্রতিযোগিতার ফলে বা মূলধনের অপ্রতুলতায় সেগুলি যেন জাতির আর্থিক অগ্রগতির পথ ব্যাহত করিয়া উঠিয়া না যায়।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অবসান ঘটিয়াছে। এই যুদ্ধে পৃথিবীর সমস্ত অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান বিপর্য্যস্ত হইয়া গিয়াছে। ইহার অভিজ্ঞতা লইয়া পৃথিবীর সকল দেশই আজ যুদ্ধোত্তর পরিকল্পনায় এবং সেই পরিকল্পনা অনুযায়ী আশু কার্য্য আরম্ভে মনোযোগী হইয়াছে। তাহাদের এই বিরাট অভিযানের মুখে বাঙ্গালীকে বাঁচিয়া থাকিতে হইলে, তাহাকেও বিশেষ তৎপর হইয়া তাহারও আর্থিক জীবনের বনিয়াদ সুদৃঢ় করিয়া লইতে হইবে। তজ্জন্য চাই তাহার আর্থিক সঙ্ঘবদ্ধতা, বাঙ্গালীর প্রতি, বাঙ্গালীর অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের প্রতি বাঙ্গালীর গভীর মমত্ববোধ।

কিন্তু কোনও শিল্প-ব্যবসায়ের সর্ব্বাঙ্গীন পরিপূর্ণতালাভের পক্ষে বিপুল অর্থশক্তির প্রয়োজন। শিল্প-ব্যবসায় যেমন অর্থাগমের প্রকৃষ্ট পন্থা, তেমনি এই পথ প্রস্তুত করিতে হইলে চাই সর্ব্বাগ্রে প্রভূত পরিমাণে মূলধন। বর্ত্তমানে এই প্রতিযোগিতার মুখে দেশের কোনও শিল্প ব্যবসায়ের পোষকতা করিবার সমগ্র শক্তি ব্যক্তিবিশেষের পক্ষে কখনও যথেষ্ট হইতে পারে না; আর আমাদের দেশে ধনীর সংখ্যাও তত নহে, যাঁহারা আছেন তাঁহারাও শিল্প ব্যবসায়ে টাকা খাটানো সম্বন্ধে সম্যক অবহিত নহেন, বড় রকমের ঝক্কির পথে তাঁহারা যাইতেও চান না। এমতাবস্থায় উক্ত কোনও আদর্শ প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিবার পক্ষে যে মূলধনের প্রয়োজন, দেশের বহু জনের নিকট হইতে তাহা সংগ্রহ করিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। অর্থাৎ দেশের শিল্প বাণিজ্যের পরিচালনায় কতকগুলি যৌথ কোম্পানী বা 'জয়েণ্ট ষ্টক' কোম্পানীকে দায়িত্বভার গ্রহণ করিতে হইবে।

অন্য দেশে কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের কার্য্যকরী মূলধন সরবরাহের ব্যাপারে দেশের বিভিন্ন শ্রেণীর ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানসমূহ বিশেষ সাহায্য করিয়া থাকে এবং শিল্প বাণিজ্যের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে আবার ব্যাঙ্কগুলিরও শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হয়।

ব্যাঙ্কের সঙ্গে কৃষি শিল্পাদির এইরূপ ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক হেতু উহাকে অন্যতম প্রধান জাতীয় প্রতিষ্ঠান বলিয়া গণ্য করা হয়। আমাদের দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পের উন্নতি ও প্রসারকল্পে এই প্রকার ব্যাঙ্কিং প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন যে কত বেশী, তাহা আজ দেশহিতৈষী চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রই উপলব্ধি করিতে পারিতেছেন। আশার বিষয় এই যে, ইদানীং দেশে ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা কিছু কিছু করিয়া বাড়িতেছে।

কিন্তু কেবল পরের সাহায্যের উপর নির্ভর করিয়া চিরদিন কোনও প্রতিষ্ঠান চলিতে পারে না। নিজেরও যথেষ্ট পরিমাণ শক্তি থাকা চাই। কাজেই শিল্প ব্যবসায়ের পরিচালনায় মূলধন সংগ্রহের ক্ষেত্রে কতকগুলি যৌথ-কোম্পানীকে অগ্রণী হইতেই হইবে। এইসব কোম্পানীর উদ্যোক্তাগণকে প্রথমে দেশের কোন্ স্থানে কোন্ শিল্প ব্যবসায়ের আশু উন্নতির সম্ভাবনা আছে, তাহা অনুসন্ধান করিতে হইবে। তারপর তাঁহারা যে কারবার চালাইতে চান, সেই কারবারের ধরণধারণ, বিধিব্যবস্থা প্রভৃতি আলোচনা করিবেন এবং সেই বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের সাহচর্য্য ও পরামর্শ লইবেন। প্রাথমিক এবং আকস্মিক প্রয়োজনে অতিরিক্ত খরচের পরিমাণ কত হইতে পারে, নির্দ্দিষ্ট সময় মধ্যে মূলধন সংগ্রহের ক্ষেত্রে কোম্পানীর উদ্যোক্তাগণের প্রভাব কত, সেই সকল বিষয়েও পূর্ব্বাহ্ণেই অবহিত হইতে হইবে। উপযুক্ত মূলধন হাতে না লইয়া বা নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তাহা পাওয়া বিষয়ে নিশ্চিন্ত না হইয়া কোম্পানী রেজেষ্ট্রি করা এবং কার্য্য আরম্ভ করা কখনই উচিত নয়। অতীতে এইরূপ করিয়া অনেক কোম্পানীই লিকুইডেশানে গিয়াছে এবং অংশীদারগণকে তাহাদের প্রদত্ত টাকার মোটা অংশ হইতে বঞ্চিত করিয়াছে। ইহার ফলে দেশীয় যৌথ-কারবারে টাকা খাটাইতে জনসাধারণ স্বভাবতঃই অনেকটা ইতস্ততঃ করে। এইজন্য নূতন কোম্পানীর উদ্যোক্তাগণকে বিশেষ বিবেচনা করিয়া এবং সাবধান হইয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। কারণ তাঁহাদের কার্য্যের সাফল্যের উপরই বাঙ্গালীর অর্থনৈতিক জীবনের উন্নতি ও প্রসার তথা বিশ্বের দরবারে তাহার সম্মান ও প্রতিপত্তি নির্ভর করিতেছে। উদ্যোক্তাগণের মধ্যে এমন ব্যক্তি থাকা চাই, যাঁহাদের উপর জনসাধারণের শ্রদ্ধাবিশ্বাস আছে এবং পরিকল্পিত কারবারেও যাঁহাদের যোগ্যতা অবিসংবাদী। ইঁহারা যদি কোম্পানীর উদ্দেশ্য ও কর্ম্মপদ্ধতি জনসাধারণকে স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া দিতে পারেন এবং দেশের এই আর্থিক দুর্গতির দিনে বাঙ্গালীর অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান, বাঙ্গালীর নিজস্ব শিল্প-ব্যবসায়ের প্রতি তাহাদের মমত্ববোধ উদ্রিক্ত হয় তাহা হইলে মূলধন সংগ্রহে বেগ পাইতে হইবে না। যদি নির্দ্দিষ্ট সময় মধ্যে কারবার আরম্ভ করিবার অনুকূলে সমস্ত অর্থ না পাওয়া যায়, তাহা হইলে অংশীদারদিগকে তাঁহাদের আমানতী টাকার সম্পূর্ণ অংশ ফেরৎ দিতে হইবে। কোম্পানীর উদ্যোক্তাগণের হস্তে দেশের লোক তাহাদের বহু কষ্টে উপার্জ্জিত যে অর্থ তুলিয়া দিল, তাহার যাহাতে অসদ্ব্যবহার না হয় সে বিষয়ে প্রখর দৃষ্টি রাখিতে হইবে। কোনরূপ অবহেলায় দেশীয় অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের প্রতি যদি দেশীয়দের আস্থা ও দরদ কমিয়া যায় তাহা হইলে দেশ এবং ব্যক্তি দুই-ই বিনষ্ট হইবে। যৌথ-কারবারের পরিচালকেরা ইহা যেন না ভুলেন এবং নিজেদের গুরুতর দায়িত্ব বিষয়ে সর্ব্বদা অবহিত থাকেন।

স্থাপিত: ১৯২৫ সাল ফোন: কলি ৪৬৫৫

ভারত মার্কেণ্টাইল ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস: ১৭, ম্যাঙ্গো লেন, কলিকাতা।

অনুমোদিত জামিনে টাকা দাদন, ক্যাশ-ক্রেডিট ও ওভারড্রাফট দেওয়া হয়।
ডিভিডেণ্ড, বিল প্রভৃতি সুবিধাজনক সর্ত্তে আদায় করিয়া দেওয়া হয়।

চেয়ারম্যান—বি, মুখার্জ্জি, বি-এস-সি, জি-ডি-এ, আর-এ।
ম্যানেজিং ডাইরেক্টর—এইচ, কে, নন্দী, বি-এস-সি।

ক্রিসেণ্ট কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া

—ঃ লি মি টে ড ঃ—

হেড অফিস ঃ ৫৭, রাধাবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

চেয়ারম্যান ঃ—
মিঃ আর, এম, মজুমদার,
জমিদার।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর ঃ—
মিঃ বি, নারায়ণ চৌধুরী।

শিক্ষিত-মধ্যবিত্ত ও বেকার সমস্যা

অধ্যাপক শ্রীপঞ্চানন চক্রবর্ত্তী, এম-এ

গত ছয় বৎসরে সামগ্রিক যুদ্ধ আমাদের দেশে যেমন বহু কঠিনতম সমস্যা আনিয়া দিয়াছিল, তেমনি আবার কিছুদিনের জন্য আমাদের দেশের কয়েকটি গুরুতর সমস্যা বিদূরিত করিতেও সক্ষম হইয়াছিল। ইহাদের মধ্যে শিক্ষিত বেকারদিগের সমস্যা অন্যতম। ব্যাপক যুদ্ধের বিরাট আয়োজন সম্পন্ন করিতে অগণিত লোকের প্রচুর পরিশ্রমের প্রয়োজন। সেইজন্য যুদ্ধের রসদ, অস্ত্রশস্ত্র প্রভৃতি যখন বহুল পরিমাণে প্রয়োজন হইল তখন আমাদের দেশের অধিকাংশ বেকার এই সমস্ত কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া বেকার জীবনের অভিশাপ এড়াইয়াছিল। আজ পূর্ব্ব এবং পশ্চিম দিগন্তে যুদ্ধের লেলিহান অগ্নিশিখা নির্ব্বাপিত হইয়াছে। সেই সঙ্গে ইহাও আমাদের মানস দৃষ্টিতে জাগিতেছে যে, যাহারা যুদ্ধের কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিল তাহারাও ক্রমশঃ বেকার হইয়া পড়িতেছে; ভারতীয় বেকার সমস্যা পুনর্ব্বার তাহার তীক্ষ্ণ ভয়াল রূপ লইয়া ক্রমশঃ অগ্রসর হইতেছে—গত পঞ্চাশের মন্বন্তরে যে সমস্ত স্বল্পমধ্যবিত্তশ্রেণী কোন রকমে প্রাণ বাঁচাইয়া রাখিয়াছিল এইবার তাহারা মৃত্যুপথ যাত্রী হইতে চলিয়াছে; কারণ তাহারা সে সময়ে যুদ্ধের ফলে অর্থার্জ্জন করিয়া বাঁচিয়াছিল। বর্ত্তমানে যুদ্ধের অবসান হইয়াছে বটে, কিন্তু প্রাণধারণোপযোগী জিনিষপত্র ক্রমশঃ দুর্ম্মূল্য হইতে দুর্ম্মূল্যতর হইতেছে। ফলে তাহা সংগ্রহ করিবার মত ক্রয়শক্তি বেকার স্বল্পমধ্যবিত্তশ্রেণীর থাকিবে না।

আমরা সাধারণতঃ বেকার সমস্যার কথা আলোচনা করিবার সময় কৃষি, শিল্প, কুটীর-শিল্পে নিযুক্ত ব্যক্তিগণ ও মধ্যবিত্তশ্রেণীর আলোচনা করি, এবং সর্ব্বশ্রেণীকে একই সমস্যার অন্তর্ভুক্ত করিয়া থাকি; কিন্তু কৃষিকর্ম্মে নিযুক্ত ব্যক্তি সত্যই বেকার কিনা তাহা চিন্তা করিবার বিষয়। ভারতের ৭ লক্ষ গ্রামের শতকরা ৭০ জনের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের অবলম্বন কৃষিকার্য্য। ধান, যব, গম, সরিষা, তিল, বাদাম, ইক্ষু, কফি, চা, তামাক, তূলা, পাট প্রভৃতি ভারতীয় কৃষকেরা উৎপাদন করে। কৃষিকার্য্যে ফললাভের জন্য কৃষককে কিছুদিন অপেক্ষা করিতে হয়—এবং এই ফললাভের আশায় যে সময় অপেক্ষা করিতে হয় সেই সময়েই কৃষকেরা সাধারণতঃ অলসভাবে বেকার জীবন যাপন করে, এই কারণে কৃষকদিগকে সম্পূর্ণ বেকার বলিতে যাহা বুঝায় তাহা বলিতে পারা যায় না। কৃষকদিগের বেকার সমস্যা—সাময়িক বেকার সমস্যা ছাড়া কিছুই নহে। কলকারখানার শ্রমিকদিগের বেকার সমস্যা প্রায় ঐরূপ; কারণ ভারতে শ্রমিক বেকারের দল অতি অল্পই আছে। বর্ত্তমান যন্ত্রযুগের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে কলকারখানায় শ্রমিকের প্রয়োজন অত্যধিক হইয়াছে। যন্ত্রের সঙ্গে সমান তালে চলিতে না পারিবার জন্য কুটীর শিল্পে নিযুক্ত লোকদিগকে কিছু কিছু সময় কর্ম্মহীন অবস্থায় কাটাইতে হয়। কিন্তু তাহাদিগকে সম্পূর্ণ বেকার বলা যায় না। সেই জন্য কৃষি, শিল্প ও কুটীর শিল্পে নিযুক্ত ব্যক্তিগণকে আমরা সম্পূর্ণ বেকার না বলিয়া কোন কোন ক্ষেত্রে সাময়িক বেকার বলিতে পারি; কিন্তু সত্যকার বেকার বলিতে আমরা মধ্যবিত্তশ্রেণীর শিক্ষিত যুবকগণকেই বলিতে পারি। তাহারাই ভারতে একটী বিরাট সমস্যা আনিয়াছে।

ভারতবর্ষে ব্রিটিশ রাজত্ব প্রতিষ্ঠার সময় ইংরাজী শিক্ষিত ব্যক্তির প্রয়োজন অধিক হইয়া পড়ে; ইহারই ফলে এদেশে ইউরোপীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের আদর্শে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ স্থাপিত হইল। এই শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া দেশের অনেকেই উচ্চ বেতনে রাজ সরকারে চাকুরী পাইতে লাগিল। ফলে দেশব্যাপী নবজাগরণ আসিল এবং এই শিক্ষাধারা দেশবাসীর নিকট অভ্যর্থিত হইল। বিগত শতাব্দীর শেষভাগ পর্য্যন্ত এই শিক্ষা দেশবাসীকে সুবর্ণ গোলকের মোহে ভুলাইলেও বর্ত্তমান শতাব্দীতে দেশবাসী এই মোহের অসারতা বুঝিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথিগত শিক্ষাব্যবস্থা দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি আনিতে পারে না। উহা দেশে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যাই বর্দ্ধিত করে।

বিদ্যালয় ও শিক্ষিতের সংখ্যা

	১৯১১-১২	১৯৩৯-৪০
অনুমোদিত বিদ্যালয়	১৩০,০৩০	২১৫,০৪২
মোট ছাত্রসংখ্যা	৫,৯১৯,০০০	১৪,৫৫৯,৩৯০
পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রসংখ্যা	১৪২,০০০	৫১১,৭৩২
আণ্ডার গ্র্যাজুয়েটের সংখ্যা	৯,৩১৯	১৩৮,০৯৩
গ্র্যাজুয়েটের সংখ্যা	৪,২৪২	১,৫৭৩৬

এইভাবে আমাদের দেশে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রিধারী শিক্ষিতের সংখ্যা বর্দ্ধিত হইতে

Nothing is Stronger than Strength - - -

CASH and gilt-edged securities account for more than 50 per cent of our deposits.

READILY realisable and fully secured loans and advances account for more than 25 per cent of our deposits.

SOUND business assets account for more than 25 per cent of our deposits.

Your Sacred Money will be Safe in our Strong Hands

BANKERS' UNION LIMITED

P-7, MISSION ROW EXTN., CALCUTTA :: PHONE: CAL. 3436

লাগিল। এই শিক্ষায় কেবল পরীক্ষায় পাশ করা ছাড়া আর কোন শুভ লক্ষণ দেখিতে পাওয়া গেল না। এইজন্য প্রত্যেক প্রদেশে প্রাদেশিক বেকার সমস্যা সমাধানকল্পে কমিটী বসিল। বাংলা দেশে ১৯২২ সালে সর্ব্বপ্রথম এই কমিটী কার্য্য আরম্ভ করিল। ইহার পরেই মাদ্রাজ, পাঞ্জাব এবং যুক্তপ্রদেশে কমিটী বসিল। স্যর তেজ বাহাদুর সাপ্রুর সভাপতিত্বে ১৯৩৪ খৃঃ অব্দের যুক্তপ্রদেশের বেকারসমস্যা সমাধান কমিটী সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য।

সরকারী চাকুরী দ্বারা বেকার সমস্যা সমাধানের সুযোগ অতি অল্প। প্রত্যেক প্রদেশেই প্রায় কিছু কমবেশী শতকরা ০·৪ লোক রাজকার্য্যে নিযুক্ত আছে কিনা সন্দেহ। কোটী কোটী অধিবাসীর মধ্যে কয়েক লক্ষ যদি রাজ-সরকারে চাকুরী পায় তাহাতে দেশের শিক্ষিত বেকার সমস্যার কেমন করিয়া সমাধান হইতে পারে? সরকারী বিবৃতি হইতে দেখা যায় যে, প্রাদেশিক রাজস্ব আয় হইতে মোট সাড়ে চার কোটী টাকা সরকারী কর্ম্মচারীদিগের বেতনস্বরূপ ব্যয়িত হয়। সেইজন্য সরকারী চাকুরীর সুবর্ণ সিংহদ্বারের দিকে লুব্ধ দৃষ্টি না দিয়া অন্যত্র কি ভাবে এই সমস্যা নিরসন হইতে পারে তাহার চেষ্টা করাই প্রয়োজন।

কৃষির উপর আমাদের দৃষ্টি নাই যদিও প্রাচীনকাল হইতে কৃষিকর্ম্মের জন্যই আমাদের দেশ বিখ্যাত। আমরা মোহের ঘোরে কেবলমাত্র চাকুরীকেই কল্পতরু ভাবিয়া বসিয়া রহিয়াছি; কিন্তু বিগত পঞ্চাশের মন্বন্তর আমাদের সে মোহ ভাঙ্গিয়া দিয়াছে। সোনার ধানের মর্ম্ম চাকুরীজীবীরা বুঝিয়াছে। আজ সেইজন্য দিকে দিকে কৃষির পুনর্গঠনের কথা উঠিয়াছে। এই সমস্যা বহু পূর্ব্বেই ক্ষীণ আকারে আলোচিত হইয়াছিল, আজ তাহা পূর্ণতর রূপ পাইয়াছে। মাদ্রাজ ও পাঞ্জাবে কৃষি ও শিক্ষা সমতালে কেমন করিয়া চলিতে পারে সে বিষয়ে আলোচনা ১৯২৭ সাল হইতে চলিয়াছে। কিছু জমি শিক্ষিত যুবকগণের মধ্যে বণ্টন করা; যাহাতে তাহারা উক্ত জমিগুলিতে উন্নততর উপায়ে কৃষিকার্য্য চালাইতে পারে তাহার ব্যবস্থা করা; হতশ্রী নিরানন্দ পল্লীগ্রামগুলি যাহাতে শিক্ষিত যুবকগণের আকর্ষণীয় হয় তজ্জন্য ক্লাব, গ্রন্থাগার প্রভৃতি প্রতিষ্ঠা এবিষয়ে প্রয়োজন। এই আদর্শে কাজ করিয়া চলিলে ক্রমশঃ কৃষিকার্য্যের উপর আমাদের ঝোঁক পড়িতে পারে। কৃষিকার্য্য যে হীন জীবিকাবৃত্তি নহে তাহা ছাত্রদলের মধ্যে বুঝাইয়া দেওয়া প্রয়োজন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতার সময় ইঞ্জিনিয়ার ক্যাপ্টেন পেটাভেল তাঁহার পরিকল্পনায় ছোট ছোট স্বয়ংপূর্ণ উপনিবেশ গঠনের ইঙ্গিত দিয়াছেন। তাঁহার পরিকল্পনার রূপ অনেকটা মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে ২৪ পরগণা—গোসাবায় স্যার ড্যানিয়েল হ্যামিলটনের ও নদীয়া জেলার সুরভি নামক স্থানের নবতম উপনিবেশগুলিতে। কৃষিতেই যখন শতকরা ৭০ জন লোকের প্রাণধারণের উপায় হইতেছে তখন কৃষির উন্নতিতে যে আরও অনেক লোকের প্রাণধারণের উপায় অনায়াসেই হইতে পারে ইহা সহজেই কল্পনা করিতে পারা যায়। কৃষিশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে মৎস্য চাষ, গুটিপোকার চাষ, হাঁস-মুরগী পালন ও দুগ্ধজাত দ্রব্যের শিক্ষা প্রচলনও কর্ত্তব্য; ইহার দ্বারা বহুলোকের কর্ম্মহীনতা দূর হইতে পারে।

কুটির-শিল্প

ক্ষুদ্রায়তন কুটির শিল্পের সংস্কার সাধনে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বেকার সমস্যার সমাধান হইতে পারে এবিষয়ে অনেকেই একমত। সাপ্রু কমিটি নির্দ্দেশ দিয়াছিলেন—"Small scale industries should be encouraged so that it might absorb young-men." পাঞ্জাব কমিটি কতগুলি ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের নাম উল্লেখ করিয়াছেন—গমজাত দ্রব্য—ময়দা, বিস্কুট, ওট প্রভৃতি, গালা প্রস্তুত; তাহার পর নানাবিধ এ্যাসিড, রাসায়নিক সার, গুড় হইতে সুরাসার, সাবান, লিখিবার কালি, প্রসাধন দ্রব্য, কার্ব্বন কাগজ, জাপানী লণ্ঠনের মত কাগজের আলো ঢাকা, খাম, লেস, কোমরবন্ধ প্রভৃতি; এবং ইহারই সঙ্গে চরকা ও খদ্দর, মৌমাছির চাষ, দেশলাই তৈয়ারী, মোমবাতি, বেতের ঝুড়ি, কম্বল, কাগজের বাক্স, হ্যাণ্ডেল, নিব, বোতাম, ছুরি-কাঁচি এবং গেঞ্জির কল প্রভৃতি। হাতের কাজ ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষিত যুবকগণ যাহাতে পারদর্শী হইতে পারে সেইজন্য হাতের কাজে কৃতবিদ্য শিল্পীর সহিত তাহাদের এই সব বিদ্যা প্রথমে শিক্ষা করা প্রয়োজন। তাহা হইলে কুটির শিল্পের সহায়তায় দেশের অনেক শিক্ষিত বেকারের কর্ম্মহীনতা ঘুচিতে পারে।

ইউরোপের প্রত্যেকটী শিল্পোন্নত দেশে বৃত্তিশিক্ষা, বিশেষ করিয়া কারিগরি শিক্ষার দিকে লোকের প্রবল আকাঙ্ক্ষা জাগিয়াছে। ভারতবর্ষে শিল্পজাগরণ আনিতে হইলে সুনিপুণ কারিগর, তীক্ষ্ণধী পরিচালকবর্গ ও শিল্প গবেষণাকারীর প্রয়োজন এবং সে প্রয়োজন মিটাইতে হইলে পুঁথিগত শিক্ষার সঙ্গে ছাত্রদিগকে বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রদানেরও উপযুক্ত ব্যবস্থা করিতে হইবে। পণ্যদ্রব্যের উপযুক্ত কাটতির জন্য উৎপাদকগণ কত চেষ্টা করিয়া বাজার সৃষ্টি করেন, তবে তাঁহাদের পণ্য বাজারে বিক্রয় হয়। ঠিক সেইভাবে বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকেও কোন্ ছাত্র কোন্ বিভাগে উপযুক্ত শিক্ষা পাইলে জীবনে উন্নতি করিতে পারিবে তাহার নির্দ্দেশ দেওয়া প্রয়োজন। ৬৪ লক্ষ ছাত্র পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতেছে, কিন্তু পরীক্ষা পাশের পর তাহারা কি করিবে এই চিন্তা অনেক সময় অভিভাবকগণকে জর্জ্জরিত করিয়া তুলে; কিন্তু নিয়োগ সমিতি গঠিত হইলে সেই সমিতির দ্বারা এই চিন্তা অনেকাংশে লাঘব হইতে পারে। এইজন্য শিক্ষা সম্পর্কিত সার্জ্জেণ্ট স্কীমে ৬৪,০০,০০০ টাকা ব্যয়ে নিয়োগ সমিতি স্থাপনের পরিকল্পনা হইয়াছে। এই সমিতির প্রধান কার্য্য হইবে ছাত্রগণের অভিভাবক ও শিক্ষকগণের সহিত যোগাযোগ রাখিয়া ছাত্রের কি কি বিষয়ে শিক্ষা লাভ করিবার বিশেষ আকর্ষণ আছে তাহা জানা এবং সেই বিষয়ে কিরূপে উপযুক্ত শিক্ষালাভ করিয়া ছাত্রগণ ভবিষ্যৎ জীবন গঠন করিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করা। যাঁহারা শিল্পে লোক নিয়োগ করেন তাঁহাদের সহিত যোগাযোগ স্থাপন করিয়া ঐ সমিতি শিক্ষিত যুবকদিগকে উপযুক্ত জীবিকা সংগ্রহে সাহায্য করিবেন। বর্ত্তমান জটিল বেকার সমস্যা সমাধান করিতে শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যই প্রধান অবলম্বন। সেইজন্য অন্যান্য দেশে ক্রমেই ঐদিকে শিক্ষা-ব্যবস্থার মোড় ঘোরানো হইতেছে। ডবলিউ গুরেন তাঁহার থিওরি এ্যাণ্ড প্র্যাকটিস অব বলসেভিসম্ গ্রন্থে রুশিয়ার শিক্ষা-পদ্ধতি সম্বন্ধে বলিয়াছেন—"It no longer aims at producing an educated man. Its object is to turn out an officer in the proletarian army, capable of taking an active part in the civil service, industry and finance."

মিঃ সার্জ্জেণ্টের পরিকল্পনায় বলা হইয়াছে যে, ব্রিটিশ ভারতে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্ত্তনের জন্য আঠার লক্ষ শিক্ষক আবশ্যক হইবে। বর্ত্তমানে আমাদের দেশে শিক্ষিত বেকার যুবকদের সংখ্যা দিন দিন অভাবনীয়রূপে বৃদ্ধি পাইতেছে। সার্জ্জেণ্ট পরিকল্পনার উপরোক্ত নির্দ্দেশ কার্য্যকরী হইলে বহু শিক্ষিত বেকারের কর্ম্মসংস্থানের সুযোগ হইতে পারে।

ইকনমিক ব্যাঙ্ক লিঃ

গ্রাম ঃ ইকমিক-ব্যাঙ্ক স্থাপিত ঃ ১৯২৯ ফোন ঃ ক্যাল ৫৯৪৪

হেড অফিস—৮৬বি, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

অন্যান্য শাখা

বাঁকুড়া, ঘাটাল, টাটানগর, মির্জ্জাপুর, বেনারস, এলাহাবাদ, লক্ষ্ণৌ, কানপুর, বালিয়া, আরাউরা, দেউরিয়া, পুরুলিয়া, সাদার্ণ এভিনিউ, বড়বাজার, রবার্টসগঞ্জ, জ্যৈতপুর, নোয়াগড়, মেহেরপুর, মোরাদাবাদ, গান্ধীনগর (কানপুর)।

নিমতলা, বেলগাছিয়া, সালকিয়া, দিল্লী, মীরাট ও আগ্রা-শাখা শীঘ্রই খোলা হইবে।

বেভিন স্কীম ও তাহার অভিজ্ঞতা

শ্রীজিতেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

মহাযুদ্ধের চাপে আমাদের দেশের কর্ত্তৃপক্ষ অনুভব করিলেন পারদর্শী যন্ত্রশিল্পীর অভাব। নানা রকম "শিল্পশিক্ষা পরিকল্পনা" খোলা হইল। "বেভিন শিল্পশিক্ষা পরিকল্পনা" তাদেরই অন্যতম। এই পরিকল্পনায় ভারত গভর্ণমেণ্ট নিজ ব্যয়ে ভারতীয় কারখানার অভিজ্ঞ যন্ত্রশিল্পীদের যুক্তরাজ্যে উন্নততর শিক্ষার ব্যবস্থা করিলেন। মানুষের শ্রম লাঘবে এবং জীবনযাত্রার মান উন্নতিকল্পে যন্ত্রের প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য্য। তাই যন্ত্রশিল্পের প্রসার স্বদেশের কল্যাণবহ, ইহাই আমার বিশ্বাস। যদিও এ সম্বন্ধে আমাদের নেতৃস্থানীয়দের মধ্যে বিরুদ্ধ মতবাদ বর্ত্তমান।

যুক্তরাজ্যের আধুনিকতম কারখানাগুলিতে অধিকতর জ্ঞানলাভের এবং প্রবাসে আধুনিক যুগধারার সহিত পরিচয় লাভের আশার আনন্দে বেভিন শিক্ষার্থীদের একাদশ দলের একজন হিসাবে আমি কলিকাতা ত্যাগ করি ১৯৪৪ সালের ২২শে মে। বোম্বাই নগরীতে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে আগত সহযাত্রী বন্ধুবর্গের সহিত ২ সপ্তাহ কাটাইয়া একদিন সকাল বেলা আমরা জাহাজে উঠিলাম। জাহাজটী সৈন্যবাহী রণসজ্জায় সজ্জিত।

ক্রুজার, ডেষ্ট্রয়ার ও বিমানবাহী জাহাজের প্রহরায় আমাদের কনভয়টি অগ্রসর হইতে লাগিল। ভূমধ্যসাগর ও অতলান্তিকে তখনও শত্রুর প্রভাব। ক্রীটের নিকট দিয়া জাহাজটি যাইবার সময় আমরা ছাদে (ডেকে) উঠিয়া লক্ষ্য করিতে লাগিলাম যদি একটিও শত্রুবিমান দৃষ্টিগোচর হয়। শত্রুবিমান দর্শনের পরিণতি সম্বন্ধে আমরা অচেতন ছিলাম না, কিন্তু তবু ভয় আমরা তখন ভুলিয়া গিয়াছি আনন্দের আতিশয্যে। জাহাজের কর্ত্তৃপক্ষের সুব্যবস্থায় পরমানন্দে ২৭ দিন চলার পর আমরা পৌঁছিলাম ক্লাইড-এর মোহনায়।

আমরা গ্লাসগোয় পৌঁছিলাম। এখানে আমাদের অবস্থিতিকাল অত্যন্ত অল্প। তাড়াতাড়ি বাহির হইলাম স্থানীয় উল্লেখযোগ্য বস্তুগুলি দেখিবার জন্য। সেখানকার যাদুঘরে নানা রকম জিনিষের মধ্যে আবিষ্কার করিলাম পৃথিবীর বিভিন্ন দেশগুলির সভ্য, অর্দ্ধসভ্য ও অসভ্যের একটি তালিকায় ভারতবর্ষকে রাখা হইয়াছে অর্দ্ধসভ্যের পংক্তিতে। আরও দেখিলাম, যেজন্য আমাদিগকে বলা হয় আমরা স্বাধীনতালাভের যোগ্য নহি সেই অন্তর্বিরোধ—স্বাধীনতা ভোগের অন্তরায় না হইয়া সেখানেও বর্ত্তমান। স্কটল্যাণ্ডবাসীদের একটি প্রতিবাদপত্র "Britain British is not England English."

সন্ধ্যায় আমরা গাড়ী চাপিলাম। পরদিন সকাল বেলা লণ্ডনে (Kingscross) গাড়ী বদলাইয়া Letchworth-এ ভারতীয় হোটেলে পৌঁছিলাম। তার পরদিন রবিবার। আমরা বিশ্রাম গ্রহণে বঞ্চিত হইলাম। যাহাতে আমাদের একটি দিনও নষ্ট না হয়, সেখানকার কর্ম্মতৎপর কর্ত্তৃপক্ষ আমাদিগকে অবহিত করিলেন সোমবার হইতে আমাদিগকে যে কর্ম্মসূচী অনুসরণ করিতে হইবে তাহার সম্বন্ধে। সোমবার সাড়ে সাতটায় স্থানীয় শিক্ষাকেন্দ্রে উপস্থিত হইলাম। যুক্তরাজ্যের কারখানা জীবনের সঙ্গে পরিচয় সুরু হইল। শিক্ষাকেন্দ্রটীতে ২টি জিনিষ আমার বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। প্রথমতঃ সেখানকার আনন্দমুখরতা, শিক্ষার্থী ও শিক্ষার্থিনীদের হাস্যোজ্জ্বল মুখ। দেখিলাম শিক্ষকদের উপস্থিতিতে শিক্ষার্থী ও শিক্ষার্থিনীদের এতটুকু শঙ্কা নাই। কোনও একটি হাস্যকর ঘটনার অবতারণা হইলে শিক্ষার্থী ও শিক্ষার্থিনীদের শিক্ষকদের সঙ্গে মিলিয়া হাসা সেখানে আমাদের দেশের মত শিক্ষার্থী ও শিক্ষার্থিনীদের পক্ষে প্রগল্‌ভতা বা স্পর্দ্ধার ব্যাপার বলিয়া নিন্দিত নয়। এই শঙ্কাহীনতা শিক্ষা গ্রহণের পরম পরিপোষক। দ্বিতীয়তঃ সেখানকার শিক্ষার্থিনীদের কর্ম্মতৎপরতা। শিক্ষাকেন্দ্রে তাহাদেরই বিপুল সংখ্যাধিক্য। অধিকাংশেরই বয়স ১৬ হইতে ২৫ এর মধ্যে। ইতিপূর্ব্বে তাহারা আর কখনও যন্ত্রশিল্পের কাজ করে নাই। কিন্তু সূচনাতেই তাদের নৈপুণ্য দেখিয়া মুগ্ধ হইলাম। অনুসন্ধিৎসা জাগিল 'এই নৈপুণ্যের মূল কোথায়?' পরবর্ত্তীকালে বড় বড় কারখানাগুলিতেও এদের নৈপুণ্যের যথেষ্ট পরিচয় পাইয়াছি। ইহার মূলে রহিয়াছে ওদেশের সম্প্রসারিত যন্ত্রশিল্প। বংশানুক্রমিকভাবে ওদেশের একটা বিরাট জনসংখ্যা (বৃত্তি হিসাবে) যন্ত্রশিল্পী। তাই ঐ পরিবেশে বর্দ্ধিত ওদেশের স্ত্রীলোকদেরও যন্ত্রশিল্প সম্বন্ধে স্বাভাবিক জ্ঞান ঢের বেশী।

লেচ্‌ওয়ার্থ একটী উদ্যানসমন্বিত সহর। লণ্ডন হইতে ৩৫ মাইল দূরবর্ত্তী। সব চাইতে সুন্দর মনে হইল স্থানীয় অধিবাসীদের সৌজন্য। তাঁদের অনেকে আমাদের নিজ নিজ বাড়ীতে আমন্ত্রণ করিলেন। তাঁদের আন্তরিকতায় শীঘ্রই অনেক বাড়ীতে হইল আমাদের মুক্তদ্বার। রাস্তা ঘাটে, খেলাধূলায়, আমোদপ্রমোদে সর্ব্বত্র সহরবাসীদের সহযোগ। স্বদেশের তিক্ত অভিজ্ঞতায় শ্বেতকায়দের নিকট হইতে এরূপ ব্যবহার আমরা প্রত্যাশা করি নাই।

শিল্প সংগঠন সম্বন্ধে লেচ্‌ওয়ার্থ-এ দুই মাস শিক্ষাগ্রহণের পর নিজ নিজ বৃত্তি শিক্ষার উপযোগী কেন্দ্রানুযায়ী আমরা ছড়াইয়া পড়িলাম যুক্তরাজ্যের বিভিন্ন অংশে। কেহও বা স্কট্‌ল্যাণ্ড কেহও বা ওয়েল্‌স কেহও বা রহিলাম ইংলণ্ডেই।

আমি আসিলাম লণ্ডনে। এখানে আমি এক সঙ্গতিপন্ন ব্যবসায়ী পরিবারে আশ্রয় নিলাম (পেয়িং গেষ্ট হিসাবে)। পরিবারটী এক নিঃসন্তান বৃদ্ধদম্পতির। এঁরা আমাকে আদরের সহিত গ্রহণ করিলেন। যাহাতে আমার কোনও প্রকার অসুবিধা না হয়, যাহাতে আমি বাড়ীর কথা ভাবিয়া পীড়িত না হই, সেবিষয়ে সর্ব্বদা এঁদের সতর্ক দৃষ্টি। ওঁদের সস্নেহ ব্যবহার আমার দিনগুলিকে সুন্দর ও শান্তিপূর্ণ করিয়া রাখিল।

লণ্ডনে তখন উড়ন্তবোমা পড়িতে আরম্ভ করিয়াছে। প্রায় প্রতিদিন রাত্রি ৮ টায় আমরা ভোজনাগারে শঙ্কাধ্বনি শুনিয়া দৌড়াইয়া বাহিরে যাইতাম উড়ন্তবোমা

দেখিবার জন্য। কিছুদিন পর আবার আসিতে লাগিল 'রকেট'। কতরাত্রি বিস্ফোরণের বিরাট শব্দে ও কম্পনে ঘুম ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। বিছানায় শুইয়া শুইয়া ভাবিয়াছি স্বাধিকার রক্ষণে এই জাতির কী অটুট সংকল্প ও বিরাট মনোবল। কাল কারখানায় দেখিব মৃত্যুর কবল হইতে রক্ষাপ্রাপ্ত কর্ম্মক্ষম লোকেরা নিজ নিজ কাজে উপস্থিত। এদের জীবনের আদর্শ সবল, সতেজ—যতক্ষণ বাঁচিব, মানুষের মত। এই উড়ন্তবোমা ও 'রকেটের' ধ্বংসলীলা আমি প্রত্যক্ষ করিয়াছি। ইহা নগণ্য নয়। কিন্তু যেখানে প্রাণের প্রাচুর্য্য ও উদ্যম রহিয়াছে বাহিরের ক্ষতি সেখানে স্থায়ী হইতে পারে না। ওদেশের শাসনসুব্যবস্থায় বোমাবিধ্বস্ত পরিবারগুলির ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা রহিয়াছে। বিধ্বস্ত বাড়ীগুলির দ্রুত সংস্কার হইতেছে এবং নূতন বাড়ী গড়িয়া উঠিতেছে।

লণ্ডনের বহু উল্লেখযোগ্য জিনিষের মধ্যে আমার বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে সেখানকার যানবাহনব্যবস্থা। ইঞ্জিনিয়ারিং ডেভেলপমেণ্ট-এর দিক দিয়াও চলমান সিঁড়ি-সমেত মাটীর নীচের গাড়ী বাস্তবিকই দেখিবার মত।

চারিমাস লণ্ডনে কাটাইয়া আমি পুলে আসিলাম। পুল দক্ষিণ ইংলণ্ডের একটী ছোট বন্দর। এখানে পেয়িং গেষ্ট হিসাবে আমি একাধিক শ্রমিক পরিবারে থাকিবার সুযোগ পাই। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই এদের আদর, যত্ন ও ভদ্রতায় আমার দিনগুলি কাটে পরম সুখে। পুলে আমার সপ্তাহ শেষের দিনগুলি অধিকাংশই কাটাইতে লাগিলাম পল্লী অঞ্চল দর্শনে। এ ব্যাপারে স্থানীয় বন্ধুবর্গই হইলেন স্বেচ্ছাপ্রণোদিত পথপ্রদর্শক। তারাই যোগার করিলেন প্রয়োজনীয় বাইসিকেল। এদের সৌজন্য ভুলিবার নয়। ক্রমে শীত বাড়িতে লাগিল, সুরু হইল তুষারপাত। রাস্তাঘাট, গাছপালা, মাঠ সকলই তুষারাবৃত। পরম রমণীয় সে দৃশ্য; যে দিকে তাকাই সকলই অমলধবল। রাস্তায় যেখানে তুষারস্তূপ সর্ব্বাপেক্ষা উচু কৌতূহলবশে আমি চলিতে লাগিলাম তাহার উপর দিয়া। ছেলেমেয়েরা তুষারগোলক ছুড়াছুড়ি করিতে লাগিল। ২।১টী আমার গায় পড়িল। আমি তাহা আনন্দের সহিত গ্রহণ করিলাম।

আড়াই মাস পুলে কাটাইয়া স্বদেশ-প্রত্যাবর্ত্তনের আহ্বানে আবার লেচওয়ার্থে ফিরিলাম। এখানে যুক্তরাজ্যের বিভিন্ন শিল্প কেন্দ্র হইতে প্রত্যাগত আমরা সকলে পুনর্ম্মিলিত হইলাম। আমাদের আলোচনার বিষয়বস্তু হইল—বৃটেনে আমাদের অভিজ্ঞতা।

বলাবাহুল্য ওদেশের কারখানাগুলি আমাদের দেশের কারখানার তুলনায় অনেক উন্নত। যান্ত্রিক দিক হইতে ওখানকার কারখানাগুলি আধুনিকতম সাজ-সরঞ্জামে সজ্জিত (ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, আধুনিক যন্ত্রাদির অধিকাংশই আমেরিকা হইতে আনীত)। ওদেশে কারখানাগুলির উৎপাদন-শক্তি আমাদের দেশের কারখানার তুলনায় যথেষ্ট বেশী আর তাহার মূলে রহিয়াছে প্রথমতঃ এবং প্রধানতঃ এই যন্ত্রসজ্জা। দ্বিতীয়তঃ সংগঠন (organisation) ও পরিচালন (administration) ব্যবস্থা। আমাদের দেশের সাধারণ কারখানাগুলিতে সংগঠন ব্যবস্থার গলদ অপরিসীম। কিন্তু উপযুক্ত পরিচালকের অধীনে সুসঙ্গত পরিকল্পনা নিয়া কার্য্যে ব্রতী হইলে প্রয়োজনীয় সংস্কার সহজসাধ্য হইবে। পরিচালনার দিক দিয়াই ভারতের কলকারখানার সহিত ওদেশের কলকারখানার বিরাট পার্থক্য। যে দেশের শাসনব্যবস্থা যে নীতিতে পরিচালিত সেই দেশের কারখানাগুলিতে তাহার ছাপ অনিবার্য্য। শাসননীতির গলদ যেখানে যত বেশী দরিদ্র শ্রমিকদের উপর তার বিরূপ প্রতিক্রিয়াও তত অধিক।

যুক্ত রাজ্যের ট্রেড ইউনিয়নগুলি খুবই শক্তিশালী। তারা শ্রমিকদের দাবী আদায় ও সংরক্ষণে সর্ব্বদাই সচেষ্ট। যুদ্ধের দিনে কার্য্য পরিচালনা ও পণ্য উৎপাদনের ব্যাপারেও কলকারখানার মালিকরা ট্রেড-ইউনিয়ন মারফৎ শ্রমিকদের সহিত পরামর্শ করিয়াছেন। কিন্তু ভারতে অবস্থা অন্যরূপ। এখানে ট্রেডইউনিয়নগুলি দুর্ব্বল, ফলে শ্রমিকরা সাহেবদের (উর্দ্ধতন কর্ম্মচারী) ভয়ে সদা সন্ত্রস্ত। এই ভীতি আমাদের দেশের শ্রমিকদের মধ্যে নিয়া আসে একটা হীনতা বোধ, যাহা কি যন্ত্রশিল্প, কি জাতি উভয়েরই অগ্রগতির পরিপন্থী। স্বদেশের কারখানাগুলিতে এসম্বন্ধে প্রয়োজনীয় সংস্কার অসম্ভব যতদিন না মূল শাসনযন্ত্রের নীতি পরিবর্ত্তিত হইতেছে।

যুক্তরাজ্যের কারখানাগুলিতে শ্রমিকদের

টেলিগ্রাম ঃ আসামব্যাঙ্ক টেলিফোন ঃ ক্যাল ৬৯৪০

দি

ব্যাঙ্ক অফ আসাম লিঃ

(স্থাপিত—১৯৩৬)

হেড অফিস——শিলং

কলিকাতা অফিস—৬নং ক্লাইভ রো

শাখাসমূহ ঃ—

বড়পেটা, ধুবড়ী, গৌহাটী, গোয়ালপাড়া, জোড়হাট, নওগাঁ (আসাম)।

আদায়ীকৃত মূলধন ও রিজার্ভ— ৬,৩৮,০০০ টাকার উপর
আমানত— ৬০,০০,০০০ টাকার উপর
কার্য্যকরী মূলধন—৭৪,০০,০০০ টাকার উপর

সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়

এইচ্ বি, ব্যানার্জ্জী, বি-এ, সার্ট, এ, আই, বি, (লণ্ডন), ম্যানেজিং ডিরেক্টর

ফোন— ক্যাল ৫১৪১ গ্রাম— 'ওভারড্রাফ্‌ট'

ন্যাশন্যাল ইকনমিক

ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস ঃ—

১৪, হেয়ার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শাখাসমূহ ঃ—

শ্যামবাজার	ক্লাইভ ষ্ট্রীট
হাওড়া	খিদিরপুর
দমদম	আমতা
মধুপুর	এলাহাবাদ

যথোপযুক্ত নির্দ্দেশ পাইলে ব্যাঙ্ক স্থানীয় এবং বাহিরের সমস্ত বিল আদায় করে, দেয় টাকা নির্দ্দেশ অনুসারে প্রদান করে, ষ্টক, শেয়ার এবং সিকিউরিটি-সমূহের ক্রয়-বিক্রয়, রেজিষ্টারী ইত্যাদি সম্পন্ন করে, ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ণ তৈরী করে, বিদেশী বিলের আদান প্রদান করে; এবং এজেণ্টের মারফৎ ডক, জে টি ও রেলগুদাম-সমূহ হইতে মাল খালাস ও চালান করে এবং সর্ব্বপ্রকারের আধুনিক ব্যাঙ্কিং-এর সুযোগ-সুবিধা প্রদান করে।

শুভ-সংবাদ

আমাদের অগণিত শুভানুধ্যায়ী ও বন্ধুবান্ধবগণ জানিয়া সুখী হইবেন যে, আমাদের নূতন পরিকল্পনা অনুযায়ী আমাদের এই প্রতিষ্ঠানটিকে "পাবলিক লিমিটেড্" হিসাবে রূপান্তরিত করিবার জন্য কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে প্রয়োজনীয় অনুমতি পাওয়া গিয়াছে।

এই সুযোগে আমাদের এই প্রতিষ্ঠানটিকে একটি প্রকৃত জাতীয় প্রতিষ্ঠানে পরিণত করিবার সুযোগ পাইয়া আমরা জনসাধারণের নিকট কিছু কিছু শেয়ার বিক্রয়ের বন্দোবস্ত করিয়াছি। আমরা ভরসা করি যে, আপনাদের অর্থ ও নির্দ্দেশে এবং আমাদের পরিশ্রম ও দীর্ঘ দ্বাদশ বৎসরের অভিজ্ঞতায় অতি শীঘ্রই এই জনপ্রিয় প্রতিষ্ঠানটি ভারতের শিল্প ও ব্যবসায়ক্ষেত্রে অতি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিতে পারিবে।

শেয়ার ক্রয়ের আবেদনপত্র ও অন্যান্য বিশেষ বিবরণের জন্য লিখুন।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর ঃ

দি

জি, এস, এম্পোরিয়াম

লিমিটেড

৪৭এ, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা

ব্রাঞ্চ ঃ—শিলং, কুচবিহার ও জলপাইগুড়ি।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—ডিফেন্স অব ইণ্ডিয়া রুলের ৯৪-এ ধারা অনুসারে কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে শেয়ার বিক্রয়ের যথাযথ অনুমতি পাওয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু, কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট ইহার আর্থিক নিরাপত্তা বা এই সম্পর্কে প্রকাশিত বিবরণ বা অভিমতের নির্ভুলতা সম্বন্ধে কোনরূপ দায়িত্বই গ্রহণ করিতেছেন না।

অন্ন দাও—বস্ত্র দাও—প্রাণ দাও
লুব্ধ ক্রূর গ্রাস হতে দীনেরে বাঁচাও

* * * * * *

জাতির অন্নবস্ত্রের সমস্যার সমাধান না হলে পতিত এই বাঙ্গালী জাতির আর বাঁচার কোনও উপায় নাই। আর বাঁচতে হলে দেশের শিল্প বাণিজ্যের অবাধ প্রসার ও দ্রুত উন্নতি একান্ত আবশ্যক। সে কারণে চাই, সর্ব্বাগ্রে দেশের অর্থনৈতিক ভিত্তির দৃঢ়তা। দেশের অর্থনৈতিক ভিত্তি বলতে দেশের ব্যাঙ্কিং ব্যবসায়কে বুঝায়। কারণ ব্যাঙ্কই শিল্প ও বাণিজ্যে মূলধন যোগায় ও সর্ব্বপ্রকার আর্থিক সাহায্য করে—তাই ব্যাঙ্কিং ব্যবসা যত উন্নত ও দৃঢ় হবে ততই জাতি উন্নত হবে।

* * * * * *

আমরা দেশীয়-ব্যবসায় ও শিল্পপ্রতিষ্ঠানসমূহকে লোন, ওভার-ড্রাফট, ক্যাশ ক্রেডিট ও সুবিধাজনক সর্ত্তে সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং-এর সুযোগ দিয়া থাকি। সর্ব্বসাধারণের দিকে লক্ষ্য রেখে—সুষ্ঠু পরিচালনা ও সততার গুণে আসাম ব্যাঙ্ক লিঃ ইতিমধ্যেই দেশবাসীর সহানুভূতি যথেষ্ট পেয়েছে। আপনাদের পূর্ণ সহযোগিতা পেলে কালে ইহা একটী বৃহত্তম গৌরবময় জাতীয় প্রতিষ্ঠানে পরিণত হবে।

* * * * * *

আসাম ব্যাঙ্ক লিমিটেড

শিলচর (আসাম)

কলিকাতা অফিস ঃ ৭১২, ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা

কল্যাণকর নানা রকম ব্যবস্থা রহিয়াছে, যে-গুলির প্রবর্ত্তন ভারতেও আশু প্রয়োজনীয়। সেখানে শ্রমিকেরা তাহাদের কর্ম্মস্থলে যাতায়াতের জন্য সোমবার হইতে শনিবার পর্য্যন্ত সস্তাদরে ট্রেণ, বাস ইত্যাদির টিকিট পাইয়া থাকে। সেখানে কাজের সময়েই কারখানা-গুলিতে লাউড স্পিকারের সাহায্যে সংবাদ এবং গানবাজনা শুনান হয় (এই ব্যবস্থা যুদ্ধের মধ্যে অবলম্বিত হইয়াছে)। বাজনার তালে তালে গুন গুন করিয়া গান গাইতে গাইতে বহু যুবক-যুবতীদের মেসিন চালাইতে দেখিয়াছি। ইহা এক্‌সিডেণ্টের সংখ্যা বাড়ায় না, উৎপাদনশক্তি হ্রাস করে না। পরন্তু মনের আনন্দে দৈহিক অবসাদগ্রস্ততা কাটাইয়া উৎপাদনশক্তি বৃদ্ধিই করিয়া থাকে।

সেখানে কারখানাগুলিতে সুন্দর কেণ্টিনের ব্যবস্থা রহিয়াছে। যুদ্ধের দিনে এই কেণ্টিন-গুলিতে আহারের সময় গানবাজনা এবং সংবাদ পরিবেশক ও নানারকম ছোট ছোট কার্টুন ছায়াচিত্র প্রদর্শিত হইয়াছে।

যুদ্ধের দিনে যুক্তরাজ্যে পারদর্শী যন্ত্র-শিল্পীরা বোনাস বাদে ঘণ্টায় গড়ে ২ শিলিং রোজগার করিয়াছে। এই হিসাবে তাহাদের দৈনিক আয় (আট ঘণ্টা হিসাবে) ১০৲ টাকারও বেশী। সেখানে জীবনযাত্রার অবশ্য প্রয়োজনীয় জিনিষগুলির মূল্য আমাদের দেশের তুলনায় বাড়িয়াছে অনেক কম। তাই তাহাদের জীবনযাত্রার মান যুদ্ধের ফলে আমাদের শ্রমিক-দের জীবন-যাত্রার মত পূর্ব্বের চেয়ে নিম্নস্তরে নামিয়া যায় নাই। ফলে মানসিক ও দৈহিক স্বাচ্ছন্দ্য নিয়া তাহারা কাজ করিবার সুযোগ পাইয়াছে। সেখানে শ্রমিকদের জন্য বেকার-কালীন বৃত্তির ব্যবস্থা রহিয়াছে। কারখানা পরিচালনা সম্পর্কে ও শ্রমিক কল্যাণ সম্পর্কে ইংলণ্ডের অনুরূপ সুব্যবস্থা হইলে ভারতেও শ্রমিকদের মাথাপিছু উৎপাদনশক্তি অবশ্যই বাড়িতে পারে।

অল্প সময়ের মধ্যে যতটুকু দেখিতে ও বুঝিতে পারিয়াছি ওদের সমাজ ব্যবস্থা হইতেও আমাদের গ্রহণ করিবার রহিয়াছে যথেষ্ট। তন্মধ্যে সর্ব্বপ্রধান হইতেছে সমাজে স্বাধীনতার স্বীকৃতি। ওদের সমাজে স্বাধীনতা স্বীকৃত থাকায় নারী সেখানে সবল ও সতেজ। তারা পুরুষের গলগ্রহ নয়। এই যুদ্ধে ঐ দেশের নারী রক্ষা করিয়াছে ঐ জাতিকে। নিজেদের গৃহস্থালীর কাজের অতিরিক্ত ট্রামে, বাসে, দোকানে, বাজারে, কারখানায়, মাঠে সর্ব্বত্র যুদ্ধের কয় বৎসর ধরিয়া ওরা চালাইয়াছে পুরুষের কাজ। আমাদের সমাজে ব্যক্তি-স্বাধীনতা স্বীকৃত হইলে তাহাতে রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নতির পথ সুগম হইবে।

ইংলণ্ডের লোকদের জীবনযাত্রার মান উন্নত। ঐদেশে যাওয়ার পূর্ব্বেও সে খবর আমি রাখিতাম। কিন্তু উহার প্রকৃত রূপ আমার উপলব্ধিতে আসে নাই। যাহা দেখিলাম তাহাতে আমি একই সঙ্গে আনন্দ ও ঈর্ষা অনুভব করিলাম। সহরের ঐশ্বর্য্য দেখিয়া হয়ত ভুল করিতেছি তাই বাহির হইয়াছি গ্রামাঞ্চলগুলি দেখিবার জন্য। কিন্তু কী দেখিয়াছি? দেখিয়াছি ওখানে দিকে দিকে পাহাড়, ভাঙ্গিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে রাস্তাঘাট, সুরম্য অট্টালিকা। দেখিয়াছি দেশভরা আনন্দের প্রবাহ। কল্পনা নয়নে যুগপৎ প্রত্যক্ষ করিয়াছি আমার সোনার দেশের সমান ভূমিতে মাথা ঢাকিবার কুঁড়ে ঘরের অভাব, অশিক্ষা ও দারিদ্র্যের বীভৎসতা।

পনর দিন লেচওয়ার্থে কাটাইয়া আমরা যাত্রা করিলাম স্বদেশে অভিমুখে। ৩৫ দিন চলার পর জাহাজ পৌঁছিল মাদ্রাজে। পুনরায় পা দিলাম স্বদেশের মাটিতে। প্রাণে নূতন আশা ও সংকল্প। আমরা করিব আমাদের ক্ষুদ্র শক্তিতে স্বদেশের শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলিকে আধুনিক, আমাদের ট্রেড ইউনিয়নগুলিকে শক্তিশালী এই ছিল আমাদের কল্পনা আর বাস্তব —স্বদেশের শিল্পায়তনগুলিতে আমাদের স্থানাভাব। যাহাদের স্থান জুটিয়াছিল যুদ্ধ শেষ হইতে না হইতেই তাহাদেরও অনেককে আজ কাজ হইতে ছাড়াইয়া দেওয়া হইতেছে। এক্ষণে "বেভিন শিক্ষা পরিকল্পনা" সম্বন্ধে দুই চারি কথা বলিয়া এই প্রবন্ধের শেষ করিব।

এই পরিকল্পনানুযায়ী ভারত গভর্ণমেণ্ট বৎসরে ২।৩টি শিক্ষার্থীর দল যুক্তরাজ্যে পাঠাইয়া থাকেন। প্রত্যেক দলে শিক্ষার্থীদের সংখ্যা থাকে ৭৫ হইতে ৮০। প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টগুলি করেন প্রাথমিক নির্ব্বাচন, চূড়ান্ত মনোনয়নের ভার ন্যস্ত আছে কেন্দ্রীয় সরকারের উপর। শিক্ষার্থীদের যাবতীয় ব্যয়ভার সরকারই বহন করেন। যুক্তরাজ্যে বৃটিশ সরকারের শ্রম বিভাগ শিক্ষার্থীদের সম্পর্কে প্রয়োজনীয় বিধি ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া থাকেন। যুক্তরাজ্যে শিক্ষার্থীদের স্বাভাবিক অবস্থানকাল ৮ মাস। ২ মাস তাহাদিগকে শিল্প সংগঠন ও পরিচালনা ব্যাপারে শিক্ষা দেওয়া হয়। বাকী ছয়মাস শিক্ষার্থীদের নির্ব্বাচিত শিল্পানুযায়ী যুক্তরাজ্যের বিভিন্ন শিল্প কেন্দ্রগুলিতে পাঠান হয়। সেখানে শ্রম বিভাগ হইতে স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে (কারখানার) নির্দ্দেশ দেওয়া হয় শিক্ষার্থীকে যাবতীয় সুযোগ-সুবিধা দেওয়ার জন্য। পাঠাইবার সময় সরকার শিক্ষার্থীদের ফিরিয়া আসার পর চাকুরীর সম্বন্ধে কোনও প্রকার গ্যারাণ্টী দেন না। তবে সে বিষয়ে চেষ্টা করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দেন।

এই পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্যের সাধুতা সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন উঠে না। কিন্তু ইহাকে সাফল্যমণ্ডিত করিতে হইলে নিম্নলিখিত সংস্কারগুলি প্রয়োজনীয় :— (১) প্রার্থীদের যোগ্যতার মান উন্নত করা (২) অধিকতর যোগ্যতর প্রার্থী যাহাতে মনোনীত হয় তাহার ব্যবস্থা করা (৩) শিক্ষার্থীদের যুক্তরাজ্যে শিক্ষা গ্রহণের সময় বৃদ্ধি করা (৪) প্রত্যাবর্ত্তনান্তে শিক্ষার্থীদের চাকুরীর গ্যারাণ্টী দেওয়া (৪) দায়িত্ব ও ক্ষমতাশীল পদে নিয়োগ। এ সম্বন্ধে আমি প্রাদেশিক সরকার, ভারত সরকার ও শিল্পপতিদিগকে অবহিত হইতে অনুরোধ করিতেছি।

আপনার কি খুব কষ্ট হচ্ছে ?

হাঁপানির কষ্ট যখন বাড়ে তখন রাত কাটে একটা দুঃস্বপ্নের মধ্য দিয়ে। এ্যাজমলীন এই রকম কষ্টের সময় অদ্ভুত কাজ করে। ভারতের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত অবধি লক্ষ লক্ষ লোক এ্যাজমলীন খেয়ে চিরদিনের মত রোগমুক্ত হয়েছেন। হাঁপানি ছাড়া যে কোন রকম কাসি, ব্রঙ্কাইটীস প্রভৃতি কঠিন অসুখও এ্যাজমলীন সম্পূর্ণভাবে সারিয়ে দেয়। এই ওষুধ ব্যবহার করে নিজেকে আজই রোগমুক্ত করুন।

বিনামূল্যে—আপনি ইচ্ছা করিলে প্রস্তুতকারকের নিকট ডাক খরচা বাবদ ৵০ ষ্ট্যাম্প পাঠাইয়া বিনামূল্যে পরীক্ষার জন্য নমুনা নিতে পারেন।
সকল ডাক্তারখানায় পাওয়া যায়।

এ্যাজমলীন

প্রস্তুতকারক—জি, ডি, এণ্ড কোং, ১৬, বনফিল্ড লেন, কলিকাতা।
বাংলার এজেণ্ট—রাইমার এণ্ড কোং, ১১৪, আশুতোষ মুখার্জি রোড, কলিকাতা।

পাকিস্থানের অর্থনৈতিক সমস্যা

শ্রীআশুতোষ দাস

পাকিস্থান ভারতের রাজনৈতিক পটভূমিকায় এক দারুণ এবং গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার সৃষ্টি করিয়াছে। 'মুস্লিম লীগের' রাজনৈতিক আদর্শ পাকিস্থান। ভারতের জাতীয়তাবাদীদের মতে পাকিস্থান এদেশের স্বাধীনতার পরিপন্থী। এই উভয় দলের মতবিরোধের মধ্যে রাজনৈতিক, সাম্প্রদায়িক এবং ভৌগোলিক সংস্থানের বৈষম্যই প্রধান স্থান অধিকার করিয়াছে। পাকিস্থানের অর্থনৈতিক সমস্যার কথা এদেশে কমই আলোচিত হইয়াছে। মিঃ জিন্না এ বিষয় কিছু চিন্তা করিয়াছেন কি না তিনিই জানেন। কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দের মধ্যে এ বিষয় কেহ সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করিয়া দেখিয়াছেন কি না তাহার সম্বন্ধে বিশেষ কোন পরিচয় পাওয়া যায় নাই। যাহা হউক, সম্পূর্ণভাবে না হইলেও শ্রীযুক্ত রাজাগোপালাচারীর পাকিস্থান সম্বন্ধীয় আপোষ পরিকল্পনা মানিয়া লইয়া মিঃ জিন্নার সহিত একটা রফা করিতে মহাত্মা গান্ধী যে আগ্রহ দেখাইয়াছিলেন এবং আলাপ-আলোচনা চালাইয়াছিলেন, তাহাতেও কংগ্রেসের তরফ হইতে বে-সরকারীভাবে পাকিস্থানকে আংশিকভাবে মানিয়া লওয়া হইয়াছে কিন্তু অর্থনৈতিক ভিত্তির উপর সুদৃঢ়ভাবে দাঁড়াইতে না পারিলে পাকিস্থান যে টিকিবে না তাহা নিঃসন্দেহ।

পাকিস্থানের ভৌগোলিক সংস্থান

মিঃ জিন্নার পরিকল্পনা অনুসারে পাকিস্থান নিম্নলিখিত সাতটি রাষ্ট্র লইয়া গঠিত হইবে, যথা—বেলুচিস্তান, উত্তর-পশ্চিম সীমান্তপ্রদেশ, কাশ্মীর, সিন্ধুদেশ, পাঞ্জাব, বাঙ্গলাদেশ এবং আসাম। শ্রীযুক্ত রাজাগোপালাচারীর পরিকল্পনানুযায়ী বৃটিশ ভারতের মুসলমান সম্প্রদায় যে সকল জিলায় ও স্থানে সংখ্যাগরিষ্ঠ তাহা বিশেষভাবে বিচ্ছিন্ন করিয়া মুসলিম রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত করা হইবে। ইহা মানিয়া লইলেও বেলুচিস্তান, উত্তর-পশ্চিম সীমান্তপ্রদেশ, সিন্ধুদেশ, পাঞ্জাবের অধিকাংশ স্থান, উত্তর ও পূর্ব্ববঙ্গ এবং আসামের কয়েকটী জিলা পাকিস্থান অঞ্চলে পরিণত হইবে। ভৌগোলিক সংস্থানের দিক দিয়া মিঃ জিন্না এবং শ্রীযুক্ত রাজাগোপালাচারীর পরিকল্পনার মধ্যে খুব বেশী পার্থক্য নাই। অতএব পাকিস্থানের বিষয় আলোচনা প্রসঙ্গে মিঃ জিন্নার পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়া তাহার অর্থনৈতিক সমস্যা বিশ্লেষণ করা যাইতে পারে।

মিঃ জিন্নার পাকিস্থান জনসংখ্যার অনুপাতে মুসলমান সম্প্রদায়ের গরিষ্ঠতা অনেকটা নিম্নরূপ দাঁড়াইবে—বেলুচিস্তানে ৪ লক্ষ ৬৪ হাজার লোকের মধ্যে ৪ লক্ষ ৫ হাজার জন মুসলমান, অর্থাৎ শতকরা ৮৭ জন; বাঙ্গলাদেশে ৬ কোটী ৩০ লক্ষ লোকের মধ্যে মুসলমান ৩ কোটী ২৫ লক্ষ ৬০ হাজার জন, অর্থাৎ শতকরা ৫৪ জন; উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের ৩০ লক্ষ ৩৮ হাজার অধিবাসীর মধ্যে ২৭ লক্ষ ৬৪ হাজার জন মুসলমান, অর্থাৎ শতকরা ৭৩ জন; পাঞ্জাব প্রদেশের ২ কোটী ৩৫ লক্ষ ৮০ হাজার লোকসংখ্যার মধ্যে ১ কোটী ৩৩ লক্ষ ২২ হাজার মুসলমান, অর্থাৎ শতকরা ৫৭ জন; সিন্ধুদেশের ৪৫ লক্ষ ৩৫ হাজার লোকের মধ্যে ৩২ লক্ষ ৮ হাজার ৩ শত মুসলমান, অর্থাৎ শতকরা ৭১ জন। কাশ্মীর রাজ্যের বেশীর ভাগ অধিবাসীই মুসলমান। আসাম প্রদেশের লোকসংখ্যার হিসাব গ্রহণ করিলে দেখা যায়, ৪৯ লক্ষ ৩১ হাজার ৭৬০ জন হিন্দু এবং ২৭ লক্ষ ৫৫ হাজার ৯১৪ জন মুসলমান। ইহা সত্ত্বেও আসাম প্রদেশকে পাকিস্থানের মধ্যে গ্রহণ করার উদ্দেশ্য এই যে, ইহার একটা বিশিষ্টাংশ মুসলমান সম্প্রদায়। অতএব দেখা যায় যে, পাকিস্থানের পূর্ব্ব এবং পশ্চিম সীমানা হিন্দু-

স্থাপিত : ১২৯০ সাল. ফোন : বি, বি, ২৮০৬

নারী সৌন্দর্য্যে

সুদক্ষ শিল্পী—

রাখাল চন্দ্র দে

ম্যানুফ্যাকচারিং জুয়েলার্স

১২১, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

উন্নতিশীল জাতীয় প্রতিষ্ঠান—

জাতীয় ব্যাঙ্ক লিঃ

৭, সোয়ালো লেন, কলিকাতা।

স্বর্ণ, রৌপ্য, কোম্পানীর কাগজ, বিল ও অন্যান্য পণ্যদ্রব্যের জামিনে টাকা ধার দেওয়া হয়।

★

স্থায়ী আমানতের সুদের হার পত্র লিখিলে জানানো হয়।

ডিরেক্টর-ইন-চার্জ্জ মিঃ ডি, সি, নন্দী

ম্যাঃ ডিরেক্টর মিঃ এন্, সি, বোস

ইণ্ডিয়ান ফিলস্ ব্যাঙ্ক

ফোন ক্যাল—৩৩৮১ লিমিটেড গ্রাম—হানিকম্ব

৫।১, রয়াল এক্সচেঞ্জ প্লেস, কলিকাতা

স্থায়ী আমানত

নিম্নলিখিত সুদের হারে স্থায়ী আমানত লওয়া হয় :—

৬ মাসের জন্য শতকরা ৩৲।

১ বৎসরের জন্য শতকরা ৩।০।

২ বৎসরের জন্য শতকরা ৪৲।

৩ বৎসরের জন্য শতকরা ৪৷৷০।

ঋণ

অনুমোদিত চালু শেয়ারের ও গভর্ণমেণ্ট সিকিউরিটির উপর নাম মাত্র সুদে ঋণ দেওয়া হয়।

শেয়ার ও সিকিউরিটি ইত্যাদির ক্রয়-বিক্রয়।

বাজারের চালু শেয়ার ও গভর্ণমেণ্ট সিকিউরিটি ক্রয় ও বিক্রয়ের কার্য্যে আমরা আমাদের পৃষ্ঠপোষকগণকে সর্ব্ববিধ সাহায্য প্রদান করিয়া থাকি।

আমাদের ক্যাস্ সার্টিফিকেট ও প্রভিডেন্সিয়াল ডিপজিট ব্যবস্থা জনসাধারণের পক্ষে বিশেষ লাভজনক।

বিস্তারিত জানিবার জন্য পত্র লিখুন।

স্থানের উপদ্বীপ হইতে পৃথক হইয়া পড়িবে এবং ইহা প্রস্থে উত্তর দিকে হইবে প্রায় ৭ শত মাইল।

পাকিস্থানের শিল্প

বর্ত্তমান জগতে যে দেশ বৃহৎ ও ভারী শিল্প সম্পদে যত উন্নত, সেই দেশের আর্থিক সমৃদ্ধি তত বেশী। আধুনিক বৈজ্ঞানিক শিল্পের প্রসার ও উন্নতি নির্ভর করে খনিজ সম্পদের উপর।

খনিজ সম্পদে ভারত পৃথিবীর দেশগুলির মধ্যে বিশেষ সমৃদ্ধিশালী। কয়লা, পেট্রোলিয়াম, লোহা, ম্যাঙ্গানীজ ক্রোম, স্বর্ণ, বক্সাইট, সোড়া জাতীয় লবণ, অভ্র, জিপসাম (একপ্রকার সাদা মাটি জাতীয় নরম খনিজ পদার্থ), বিভিন্ন শ্রেণীর মূল্যবান পাথর, মোনাজাইট এবং অন্যান্য ধাতব-পদার্থ ভারতে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়।

পরিমাণে এবং মূল্যের দিক্ দিয়া ভারতে কয়লাই খনিজ সম্পদের মধ্যে একটা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। ইহা ভারতের অনেকস্থানেই পাওয়া যায়, কিন্তু উৎকৃষ্ট শ্রেণীর কয়লা বিহার, বাঙ্গলাদেশ এবং উড়িষ্যায়ই বেশী। এই তিনটী প্রদেশের যে সকল অঞ্চলে কয়লার খনি তাহা প্রধানতঃ হিন্দু-অধ্যুষিত। ইহার মধ্যে বিহার এবং উড়িষ্যা প্রদেশে হিন্দুর সংখ্যা ৩ কোটী ১০ লক্ষ এবং মুসলমান মাত্র ৪০ লক্ষ ২০ হাজার। পাকিস্থান রূপ গ্রহণ করিলে এই দুইটী প্রদেশ এবং বাঙ্গলা দেশের কয়লার খনি অঞ্চল হিন্দুস্থানের অন্তর্ভুক্ত হইবে। শিল্প সম্প্রসারণের দিক্ দিয়া এই অঞ্চল বিশেষ সমৃদ্ধ। এতদ্ব্যতীত মধ্য ভারতের মাইলা অঞ্চলে অনেক কয়লার খনি অবস্থিত। এই অঞ্চলে প্রায় ১ হাজার ৫০ কোটী টন কয়লা নিহিত আছে। ওয়ার্দ্ধা উপত্যকা অঞ্চলে প্রায় ১ হাজার কোটী টন কয়লা নিহিত আছে বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। বাঙ্গলা, বিহার এবং উড়িষ্যার খনিজ অঞ্চলে প্রায় ১০০ কোটী ৫০ লক্ষ টন উৎকৃষ্ট শ্রেণীর কয়লা ভূগর্ভে নিহিত আছে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে। ইহার অবস্থিতি প্রধানতঃ করণপুরা অঞ্চলে (পূর্ব্ব বিহার), রাণীগঞ্জ অঞ্চলে (দক্ষিণ-পশ্চিম বাঙ্গলা এবং পূর্ব্ব বিহারের কতকাংশ), ঝরিয়া অঞ্চলে (বিহার) এবং বোকারো অঞ্চলে (বিহার)। ইহার দক্ষিণ-পশ্চিমে গোদাবরী উপত্যকায় এবং ইহার যে অংশ হায়দরাবাদের অভ্যন্তর দিয়া কোকনদের নিকট সমুদ্রে গিয়া পড়িয়াছে সেই সকল স্থানে উৎকৃষ্ট শ্রেণীর কয়লা পাওয়া যায়। এই সকল অঞ্চলে ৬৪০ কোটী টন কয়লা আছে বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। পাকিস্থানের আমলে এই সকল অঞ্চল স্বভাবতঃই হিন্দুস্থানের আওতায় আসিবে।

লোহার কথা ধরিলেও দেখা যাইবে যে, ইহা প্রধানতঃ বিহার এবং উড়িষ্যায়ই বেশী পাওয়া যায় এবং বাঙ্গলা দেশের উত্তরাংশেও কিছু কিছু লোহা প্রাপ্তব্য। বিহার এবং উড়িষ্যায়ই ১৯০০ সাল হইতে ১৯৩২ সাল পর্য্যন্ত লোহা উত্তোলনের পরিমাণ হইবে প্রায় ৪ কোটী টন। যে সকল জিলায় এই লোহা পাওয়া যায় তাহা হিন্দুস্থানে অবস্থিত। যদিও পাকিস্থান হইলে তাহার পশ্চিমাঞ্চলে কিছু কিছু লোহা পাওয়া যাইবে, তবুও ইহাদ্বারা কোনরূপ উল্লেখযোগ্য ইস্পাত শিল্প গড়িয়া তোলা যাইবে না।

ভারত পেট্রোলিয়াম তৈল সম্পদে সমৃদ্ধিশালী নহে। যদিও বর্ত্তমানে ভারতে বৎসরে গড়পড়তায় ২৭ কোটি ৫০ লক্ষ গ্যালন অপরিশোধিত তৈল উৎপন্ন হয়, তথাপি ইহার সরবরাহ ভারতের প্রয়োজনের অতি অল্পাংশই মিটাইতে পারে। পৃথিবীর বাৎসরিক পেট্রোলিয়াম উৎপাদনের শতকরা ১ ভাগেরও কম ভারতে উৎপন্ন হয়। ভারতে প্রধানতঃ দুইটি অঞ্চলে পেট্রোলিয়াম উৎপন্ন হইয়া থাকে। প্রথমতঃ আসাম প্রদেশের ডিগবয় এবং বদরপুরে বর্ত্তমানে পেট্রোলিয়াম উৎপন্ন হইয়া থাকে। বদরপুরের তৈল উৎপাদন অনেকটা কমিয়া গিয়াছে। ১৯৩২ সালে এখানে ৮ লক্ষ ৪৭ হাজার গ্যালন তৈল পাওয়া গিয়াছিল; কিন্তু ১৯৩৮ সালে কিছুই পাওয়া যায় নাই। ১৯৩৭ সালে ডিগবয়তে ৬ কোটি ৬৭ লক্ষ ১৮ হাজার ৪৩৭ গ্যালন তৈল উৎপন্ন হইয়াছিল এবং বর্ত্তমানে ইহার উৎপাদন অনেকটা বৃদ্ধি পাইয়াছে। ভারতে পেট্রোলিয়াম উৎপাদনের আর একটি ক্ষেত্র হইতেছে পাঞ্জাব। এই প্রদেশের তিনটি অঞ্চলে যথা—খায়ুর, ধুলিয়ান এবং চারট পেট্রোলিয়াম পাওয়া যায়।

ভারতে যে পেট্রোলিয়াম উৎপন্ন হয়, পাকিস্থান হইলে তাহা উহার আওতায় পড়িবে। হিন্দুস্থানের মধ্যে কোনরূপ পেট্রোলিয়াম ভবিষ্যতেও পাওয়া যাইবে বলিয়া আশা করা যায় না। কেন না ইহার ভৌগোলিক সংস্থান

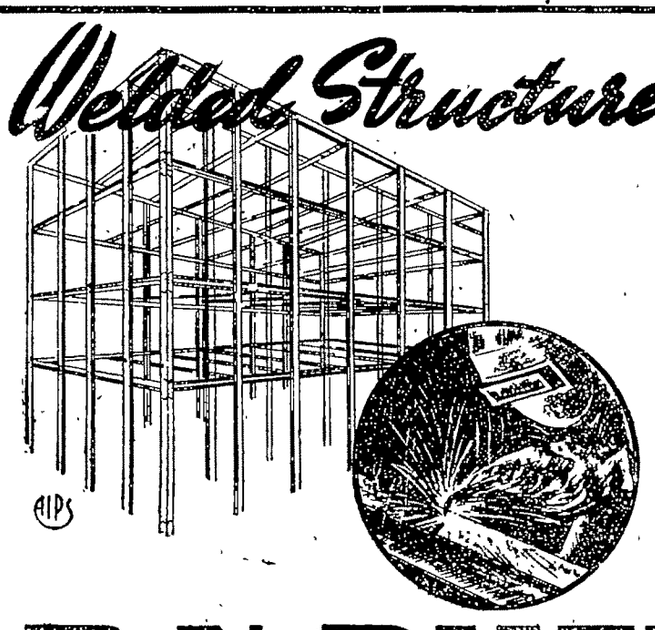

B. N. DUTT

City Office :—22, Strand Road, Calcutta.
Factory :—HOWRAH & BUDGE-BUDGE.

টেলিগ্রাম ঃ ফেডারেল ফোন ঃ ক্যাল ৯৫৩

ঢাকা ফেডারেল ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস ঃ ঢাকা

সেণ্ট্রাল অফিস ঃ ৫-৬, হেয়ার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

শাখাসমূহ

শ্যামবাজার, নারায়ণগঞ্জ, সিলেট, মাণিকগঞ্জ, বালাসোর, মজঃফরপুর, মতিহারি।

ফোন : ক্যাল ৪৩৬৩ (ইহা প্রস্পেক্টাস নহে, ঘোষণা মাত্র) গ্রাম : PERFEGLAS, ক্যাল

পারফেক্‌সন্ গ্লাস প্রডাক্টস্ লিমিটেড

(১৯১৩-৩৬ সালের ভারতীয় কোম্পানী আইন অনুযায়ী সংগঠিত)

মূলধন ---- ২০,০০,০০০৲ (কুড়ি লক্ষ টাকা)

এই মূলধন নিম্নমতে বিভক্ত হইয়াছে :—

১৬০০০০—সাধারণ শেয়ার প্রতিখানি ১০৲ হিসাবে

৮০০০—বার্ষিক শতকরা ৬।০ টাকা সুদের করমুক্ত কিউমুলেটিভ প্রেফারেন্স শেয়ার প্রতিখানি ৫০৲ হিসাবে

শেয়ার ক্রয়ের টাকা নিম্নমতে দিতে হইবে :—

আবেদনের সহিত শেয়ার প্রতি ১৲ টাকা হিসাবে ; শেয়ার বিলির পর প্রতিখানি শেয়ারে ১৲ টাকা হিসাবে ; ডিরেক্টরবৃন্দের নির্দ্দেশ অনুযায়ী কল দিয়া অবশিষ্ট অর্থ সংগ্রহ করা হইবে।

বার্ষিক শতকরা ৬।০ টাকা সুদের করমুক্ত কিউমুলেটিভ প্রেফারেন্স শেয়ারে—আবেদনের সহিত প্রতি শেয়ারে ১২৷৷০ টাকা হিসাবে, শেয়ার বিলির পর প্রতিখানি শেয়ারে ১২৷৷০ হিসাবে এবং ডিরেক্টরবৃন্দ যেভাবে ব্যবস্থা করেন তদনুযায়ী অবশিষ্ট অর্থ দিতে হইবে। অন্ততঃ এক মাসের ব্যবধান রাখিয়া এই কল দেওয়া হইবে।

আবেদন পত্র দাখিলের সময় প্রতিখানি আবেদনের জন্য ১৲ টাকা হিসাবে ফি দিতে হইবে।

কোম্পানীর ডিরেক্টরবর্গ, উদ্যোক্তাগণ ও তাঁহাদের বন্ধু ও পরিজনবর্গ ৪ লক্ষ টাকা মূল্যের শেয়ার লইয়াছেন।

১২১৫০০খানি অবশিষ্ট সাধারণ শেয়ার ও ৭৭০০ খানি করমুক্ত কিউমুলেটিভ প্রেফারেন্স শেয়ার সাধারণের মধ্যে সমমূল্যে বিক্রয় করা হইবে।

বিঃ দ্রঃ—একশত টাকার কম শেয়ারের কোন আবেদন গৃহীত হইবে না।

ডিরেক্টর বোর্ড :

১। **ডাঃ এস দেব,** ডি এস সি (প্যারী), এফ জি এম এস, ভূতত্ত্ববিদ ও খনিজ ইঞ্জিনিয়ার, ৮-১, ডোভার লেন, কলিকাতা।

২। **ডাঃ জে এন বসু,** (ডাঃ ইঞ্জিনিয়ারিং) ; এম আই ই, এম এ ই, এ এম এম ই ; ডিরেক্টর—জে এন বি লিঃ, ২৫, সাউথ এণ্ড পার্ক, কলিকাতা।

৩। **শ্যামাচরণ কর,** বিশেষজ্ঞ, কাচ-শিল্প, স্বত্বাধিকারী—কাব গ্লাস ওয়ার্কস, ৮, বীরপাড়া লেন, দম-দম, কলিকাতা।

৪। **টীকা রণধীর সিং,** বি এস সি, ডিরেক্টর—ওয়েষ্ট মিনারেলস লিঃ, পি ২৩২, ল্যান্সডাউন রোড এক্সটেনসন, কলিকাতা।

৫। **সচ্চিদানন্দ হাজরা,** এম এ, বি এল, (এক্স অফিসিও), স্বত্বাধিকারী—পিওব কাপাসারা কলিয়ারী, জয়লক্ষ্মী কলিয়ারী; বেঙ্গল ফায়ার ক্লে কোং, ডিবেঞ্চব—এসোসিয়েটেড ষ্টোর্স লিঃ, ৩-১, ব্যাঙ্কশাল ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৬। **মিঃ এন ব্যানার্জ্জী,** (এক্স অফিসিও), স্বত্বাধিকারী—বেঙ্গল ট্রেডিং কর্পোরেশন, ডিরেক্টর—এসোসিয়েটেড ষ্টোর্স লিঃ, প্রডিউসার্স এণ্ড সাপ্লায়ার্স লিঃ, ৩-১, ব্যাঙ্কশাল ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ব্যাঙ্কার্স :

ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া লিঃ,
কুমিল্লা ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন লিঃ, কলিকাতা।

ম্যানেজিং এজেণ্টস্ :

পারফেক্ট ইণ্ডাষ্ট্রীজ লিঃ, ৩-১, ব্যাঙ্কশাল ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

রেজিষ্টার্ড অফিস :

৩-১, ব্যাঙ্কশাল ষ্ট্রীট, স্যালিসবারি হাউস, কলিকাতা।

কোম্পানী প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য

মেমোরেণ্ডাম অব এসোসিয়েশনে এই কোম্পানী প্রতিষ্ঠাব উদ্দেশ্য মোটামুটি বর্ণনা করা হইয়াছে কিন্তু ইহার প্রধান উদ্দেশ্য হইতেছে ভারতে কাঁচের কারখানা খুলিয়া উন্নত শ্রেণীর কাঁচ ও কাঁচজাত দ্রব্যাদির উৎপাদন। এই জন্য অধুনাতম যন্ত্রপাতি ও আধুনিকতম পদ্ধতির আশ্রয় লওয়া হইবে।

চুক্তি

১। কলিকাতার সহরতলীতে দম-দমে অবস্থিত ফ্যাক্টরী শেডসহ কাঁচের জিনিষ উৎপাদনের স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রপাতি, সাজসরঞ্জাম প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার দায়মুক্তভাবে এক লক্ষ টাকা মূল্যে ক্রয়ের জন্য এক পক্ষে মিঃ এন ব্যানার্জ্জী ও মিঃ এস হাজরা এবং অপরপক্ষে মিঃ এস সি কর ও মিঃ পি মল্লিকের মধ্যে একটি চুক্তি নিষ্পন্ন হইযাছে। দেয় এক লক্ষ টাকার মধ্যে ৬৫ হাজার টাকা নগদ এবং অবশিষ্ট অর্থ কোম্পানীর শেযার বাবদ দেওয়া হইবে।

তাঁহারা আনুমানিক ৭টী সেমি-অটোমেটিক যন্ত্রের সাহায্যে কলিকাতাব নিকটে দম-দমে নিজেদের দায়িত্বে কাজ সুরু কবিবার প্রস্তাব করিযাছেন।

২। এক পক্ষে মিঃ এন ব্যানার্জ্জী ও মিঃ এস হাজরা এবং মেসার্স পারফেক্ট ইণ্ডাষ্ট্রিজ লিঃ-র ম্যানেজিং এজেণ্টগণ এবং অপবপক্ষে কোম্পানীর মধ্যে এইরূপ একটি চুক্তি নিষ্পন্ন হইবে, যদ্দারা তাঁহারা উপরোক্ত চুক্তি অনুযায়ী স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রপাতি, ফ্যাক্টরী শেড প্রভৃতি ক্রয় সংক্রান্ত তাঁহাদের সমস্ত স্বত্ব, অধিকার ও স্বার্থ প্রকৃত ক্রয়-মূল্য অথবা দেয় মূল্য এবং হস্তান্তবের তারিখ পর্য্যন্ত ঐ সকল জিনিষ ক্রয় এবং কারখানার কাজ চালানো এবং সাধনের জন্য তাঁহাদের প্রকৃত যে অর্থ ব্যয় হইয়াছে তাহা লইয়া হস্তান্তবে রাজী হইবেন। **তাঁহাদের কোনও লাভের হিস্যা দেওয়া হইবে না এবং চুক্তিলব্ধ সর্ব্বপ্রকার সুবিধা ও কারখানার কাজ চালাইবার ফলে যে লাভ হইবে, কোম্পানী তাহা অংশীদারদের বোনাস প্রদান অথবা ডিরেক্টরদের বিবেচনানুযায়ী অন্য যে কোনও কাজে নিয়োজিত করিতে পারিবেন।**

৩। দম-দমে ৮নং বীরপাড়া লেনে একখানা দ্বিতল পাকা বাড়ীসহ প্রায় ৯ বিঘা জমির (কারখানা এইখানে অবস্থিত) মালিক মিঃ কালীভূষণ সেন এবং পারফেক্ট ইণ্ডাষ্ট্রিজ লিঃ-র মধ্যে উক্ত জমি ও ভবন ৬৫০০০৲ টাকা অথবা প্রকৃত ভ্যালুয়েশনেব পর নির্দ্ধারিত মূল্যে ক্রযের জন্য একটি চুক্তি হইযাছে। এই চুক্তি সম্পাদিত হইলে তদ্ভুত সুবিধাদি কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টেব অনুমোদন-সাপক্ষে (উহার জন্য যথাসময়ে আবেদন করা হইবে) উপরোক্ত ২নং চুক্তির সমান বা অনুরূপ সর্ত্ত ও ব্যবস্থাধীনে কোম্পানীর কাজে নিয়োজিত হইবে। ১নং চুক্তির তারিখ ২২-৮-৪৪, ২নং চুক্তি ৬-৭-৪৫ এবং ৩নং চুক্তির তারিখ ২৩-৫-৪৫ এবং উহার কপি কোম্পানীর রেজিঃ অফিসে দেখা যাইবে।

দালালি

আর্টিকেলে শতকরা ১০৲ টাকা পর্য্যন্ত দালালি বা শেযাব কমিশন দেওয়ার ব্যবস্থা আছে।

প্রোমোশন মনি

কোন পক্ষকে প্রোমোশন মনি বাবদে কিছু দেওযা হইবে না।

"মূলধন ইস্যু সম্পর্কে কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টের অনুমতি লাভ করা গিয়াছে, তবে উহার সর্ত্ত এই যে, উক্ত মূলধনের যে অংশ অনির্দ্দিষ্ট ভবিষ্যতে ছাড়া ভালভাবে ব্যয়িত হইতে পারে না বলিযা গভর্ণমেণ্ট মনে কবেন তাহা নির্দ্ধাবিত সিকিউরিটিতে ন্যস্ত রাখিতে হইবে। লগ্নীকৃত টাকা তুলিযা লওয়ার জন্য আবেদন করা হইলে কেন্দ্রীয সরকার (কোনও দেশীয় রাজ্য ইহার সহিত স্বার্থসংশ্লিষ্ট থাকিলে রাজপ্রতিনিধির পরামর্শক্রমে) বিবেচনা করিযা দেখিবেন যে, উক্ত টাকা তুলিয়া লইবার প্রকৃত সময় আসিয়াছে কিনা এবং এই সময়ে প্রচলিত যে কোন নিয়ন্ত্রণসূচক বিধিব্যবস্থার সহিত সামঞ্জস্য আছে এইরূপ কোনও উদ্দেশ্যে ঐ টাকা তুলিয়া লওয়া হইতেছে কিনা। তাঁহাবা এই বিষয়ে সন্তুষ্ট হইলেই ঐ টাকা তুলিয়া লওয়া যাইবে। একথা পরিষ্কারভাবে জানানো যাইতেছে যে, এই অনুমতি প্রদানদ্বাবা কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্ট এতদ্‌সম্পর্কে প্রচারিত কোনও পরিকল্পনাব আর্থিক নিরাপত্তা বা কোন বিবৃতি অথবা তৎসম্পর্কে প্রকাশিত অভিমতাদির যথার্থতা সম্বন্ধে দায়িত্ব গ্রহণ করিতেছেন না।"

CA/P.

ভূতত্ত্বের দিক দিয়া পেট্রোলিয়াম খনির উপযোগী নয়। অতএব এই দিক দিয়া হিন্দুস্থান ভারতের উৎপন্ন পেট্রোলিয়ামের কিছুই পাইবে না।

বৃহৎ ও প্রধান শিল্পের জন্য কয়লা, লোহা এবং পেট্রোলিয়াম ছাড়াও ম্যাঙ্গানিস এবং ক্রোমিয়ামের বিশেষ প্রয়োজন। উৎকৃষ্ট শ্রেণীর ইস্পাত উৎপন্ন করিতে হইলে ইহা অপরিহার্য্য। ইহা দ্বারা ইস্পাতকে কঠিন এবং সুদৃঢ় করা যায়।

১৯৩৮ সালে ম্যাঙ্গানিস উৎপাদনের ব্যাপারে ভারতের স্থান ছিল পৃথিবীর মধ্যে সোভিয়েট রাশিয়ারই পরে। ১৯৩৭ সালে ভারতে যে পরিমাণ ম্যাঙ্গানিস উৎপন্ন হইয়াছিল তাহার শতকরা ৬৫·৪ ভাগ ছিল মধ্যপ্রদেশে, শতকরা ১৬·২ ভাগ মাদ্রাজ প্রদেশে, শতকরা ৫·৭ ভাগ বোম্বাই প্রদেশে, শতকরা ১·১ ভাগ বিহার ও উড়িষ্যায় এবং শতকরা ০·৫ ভাগ মহীশূরে। ইহা সকলই হিন্দুস্থান অঞ্চলে।

'ম্যাঙ্গানিস'এর পরেই ইস্পাত শিল্পের জন্য ক্রোমিয়ামের প্রয়োজন। ইস্পাতকে কঠিন এবং মরিচা হইতে রক্ষা করিবার জন্য উপকরণ হিসাবে ইহার সহিত মিশাইতে হয়। ক্রোমিয়াম বিহার, উড়িষ্যা এবং মহীশূর অঞ্চলে প্রধানতঃ পাওয়া যায়। বেলুচিস্তানে অবশ্য কতকটা ক্রোমিয়ামের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। এইদিক দিয়াও ভারতের অধিকাংশ ক্রোমিয়াম খনি হিন্দুস্থানে অবস্থিত।

ইহা ছাড়া প্রধান শিল্পের জন্য আর একটি ধাতু হইতেছে বক্সাইট। ইহা হইতে এলুমিনিয়াম উৎপন্ন হয়। এই খনিজ পদার্থটি প্রধানতঃ মধ্যপ্রদেশ, বিহার এবং বোম্বাই প্রদেশে অবস্থিত। এই সকল অঞ্চল হিন্দুস্থানে। পাকিস্থান অঞ্চলের কাশ্মীর রাজ্যে অবশ্য কতকটা 'বক্সাইট'এর সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু তাহার পরিমাণ নগণ্য।

মূল্যবান ধাতব পদার্থের মধ্যে সোণা এবং তামা ভারতে যাহা পাওয়া যায় তাহাও হিন্দুস্থানে অবস্থিত। মহীশূরের অন্তর্গত কোলার অঞ্চলে ১৩৩৭ সালে ৩ লক্ষ ৩০ হাজার ৭১০ আউন্স সোণা উৎপন্ন হইয়াছে। ইহা ছাড়া মাদ্রাজ প্রদেশের অন্তর্গত অনন্তপুর জিলায়ও কতকটা স্বর্ণখনির সন্ধান পাওয়া গিয়াছে।

ভারতে বৎসরে গড়পড়তায় প্রায় ৭ হাজার টন তামা উৎপন্ন হইয়া থাকে। বর্ত্তমানে ভারতে যে দুইটি উল্লেখযোগ্য তাম্রখনি আছে তাহা সিংভূম জিলার মুসাবনী এবং খোবানী অঞ্চলে অবস্থিত। এই দুইটি স্থান হিন্দুস্থানে।

ভারতের বৃহৎ ও মাঝারি শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের কয়েকটী নির্দ্দিষ্ট স্থানে অবস্থিত। লৌহ ও ইস্পাত শিল্প বাঙ্গলা এবং বিহারের কয়লা ও লৌহ খনি অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত, এই সকল শিল্পের কেন্দ্রস্থল জামসেদপুর, কুলটী, বার্ণপুর এবং মনোহরপুর। কাপড়ের কলগুলি অধিকাংশ বোম্বাই প্রদেশে অবস্থিত—যথা বোম্বাই সহরতলী, সোলাপুর, আমেদাবাদ এবং হুবলী। ইহা ছাড়া মাদ্রাজ, যুক্তপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ এবং বাঙ্গলা দেশে কলিকাতার নিকটবর্ত্তী অঞ্চলে কতকগুলি কাপড়ের কল আছে। পাঞ্জাবে ৮।৯ টির অধিক কাপড়ের কল নাই। পাটকলগুলি প্রায় সমস্তই কলিকাতার পার্শ্ববর্ত্তী এলাকায় অবস্থিত, চিনির কলগুলি অধিকাংশই যুক্তপ্রদেশ এবং বিহারে। সিমেণ্ট শিল্পসমূহ মধ্যভারত এবং দক্ষিণ ভারতেই বেশী। এই সকল স্থানেই চুণোপাথর, জিপসাম এবং ইহার উপযুক্ত খনিজ পদার্থ পাওয়া যায়। কাগজের কলগুলি কলিকাতার নিকটবর্ত্তী স্থানে, বোম্বাই এবং যুক্তপ্রদেশেই প্রধানতঃ অবস্থিত। চামড়ার কারখানাগুলি সাধারণতঃ যুক্তপ্রদেশে ও মাদ্রাজে এবং কাঁচের কারখানাসমূহ যুক্তপ্রদেশ ও বাঙ্গলা দেশেই বেশী। এই দিক্ দিয়া বিচার করিলে দেখা যাইবে যে, ভারতের শতকরা ৮৬ ভাগ শিল্প প্রতিষ্ঠান হিন্দুস্থানে অবস্থিত।

রাস্তাঘাট ও যানবাহন প্রভৃতি

ভারতে বর্ত্তমানে রেলপথ, রাস্তা, জলপথ এবং বিমানপথের বিস্তৃতি হইবে প্রায় ৩ লক্ষ ৬১ হাজার ৩ শত মাইল। ইহার মধ্যে ভারতের রেলপথের দৈর্ঘ্য হইবে ৪১ হাজার ৫২ মাইল এবং শতকরা ৮৫ ভাগ রেলপথ পাকিস্থানের আমলে হিন্দুস্থানের মধ্যে পড়িবে। বৃটিশ ভারতে বর্ত্তমানে ২ লক্ষ ৮৫ হাজার ৩১৩ মাইল পাকা রাস্তা আছে। ইহার বেশীর ভাগ রাস্তা হিন্দুস্থানের অন্তর্গত। বর্ত্তমানে ভারতে প্রায় ১ লক্ষ ৩ হাজার ৬ শত মাইলব্যাপী টেলিগ্রাফের লাইন এবং ৩৩ হাজার ২১৬ মাইলব্যাপী টেলিফোন সংযোগ আছে। ইহার বেশীর ভাগ হিন্দুস্থানে। বেতার বার্ত্তার ঘাঁটি হইতেছে ১৫টি।

স্থাপিত—১৯৩৮ ফোন বড়বাজার—৪৩৬

ইউনিয়ন ক্রেডিট ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস ঃ বরিশাল।

শাখাসমূহ ঃ ভোলা ও পটুয়াখালী

কলিকাতা অফিস ঃ ১০, জ্যাকসন লেন

- কারেণ্ট ও সেভিংস্ ব্যাঙ্ক একাউণ্ট খোলা হয়।
- স্থায়ী আমানত সুবিধাজনক সর্ত্তে গ্রহণ করা হয়।
- অনুমোদিত সিকিউরিটিতে ওভারড্রাফট, লোন্ এবং ক্যাশ ক্রেডিট দেওয়া হয়।

সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

ব্যবসা সংক্রান্ত যাবতীয় খবর আবেদন করিলে জানান হয়।

চেয়ারম্যান— শ্রীহরিদাস মজুমদার, এম, এল, সি।

ম্যানেজিং ডাইরেক্টর— মতিলাল সেন বি-এ।

রাজকুমারী কটন মিলস্

লিমিটেড

১৫-বি, ক্লাইভ রো, কলিকাতা।

বাংলা ও আসামের বিভিন্ন স্থানে নিজস্ব জমিতে তুলার চাষ অতি শীঘ্র আরম্ভ হইবে।

চেয়ারম্যান ঃ—শ্রীযুক্ত মণিলাল পাল

সুদক্ষ ব্যবসায়ী ও মিল-ওনার

কালনা-বাজার (বর্দ্ধমান)

বগুড়া সিটি ব্যাঙ্কের ম্যানেজিং ডাইরেক্টর

শ্রীযুক্ত মণিলাল মিত্র মহাশয়

এই কোম্পানীর পরিচালনার ভার গ্রহণ করিয়াছেন।

ঢাকা, পেশোয়ার, লাহোর, করাচী এই কয়টি বেতার ঘাঁটি পাকিস্থানের মধ্যে অবশ্য পড়িবে। ভারতে যে কয়টি সামুদ্রিক বন্দর আছে তাহার মধ্যে পাকিস্থানের মধ্যে মাত্র দুইটি বন্দর অন্তর্ভুক্ত হইবে—যথা করাচী ও চট্টগ্রাম। বৎসরে গড়পড়তায় এই দুইটি বন্দর আমদানী ও রপ্তানী বাণিজ্য করে যথাক্রমে ৬২ কোটী এবং ১১ কোটী টাকার। পক্ষান্তরে হিন্দুস্থানের মধ্যে বোম্বাই, কলিকাতা, মাদ্রাজ, কোচিন এবং টিউটিকোরিন প্রভৃতি বন্দর পড়িবে। ইহারা বৎসরে যথাক্রমে ১৫০ কোটী, ১৪১ কোটী, ৩৪ কোটী, ১৫ কোটী এবং ১০ কোটী টাকার আমদানী ও রপ্তানী বাণিজ্য বহন করে। অতএব এই দিক দিয়া সামুদ্রিক বন্দর হিসাবে বাণিজ্য শুল্ক বাবদ আয় হইবে হিন্দুস্থানের তুলনায় পাকিস্থানের নগণ্য। এতদ্ব্যতীত বড় সহর হিসাবে লাহোর, করাচী এবং পেশোয়ার মাত্র পাকিস্থানের ভাগে পড়িবে।

এই সকল নির্ভরযোগ্য বাস্তব তথ্যাদির কষ্টিপাথরে যাচাই করিলে দেখা যাইবে, প্রধানতঃ খনিজ সম্পদের দিক দিয়া পাকিস্থান দরিদ্র হইয়া পড়িবে। হিন্দুস্থানের ভাগে শতকরা ৯০ ভাগ কয়লা ও শতকরা ৯২ ভাগ লোহা পড়িবে। ইহা ছাড়া ম্যাঙ্গানিস্, ম্যাগনেসাইট, ক্রোমিয়াম, সোণা এবং তামা প্রভৃতিও পাইবে হিন্দুস্থান। পাকিস্থান মাত্র খনিজ তৈল পাইবে এবং হিন্দুস্থান তৈল-সম্পদে সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত হইবে। বৃহৎ শিল্প প্রভৃতি চালাইতে হইলে যে তৈলের প্রয়োজন হিন্দুস্থান তাহা মোটেই পাইবে না।

পাকিস্থানের বিরুদ্ধে সব চেয়ে বেশী আন্দোলন হইয়াছে এবং হইতেছে পাঞ্জাব এবং বাঙ্গলাদেশে! 'মুস্লিম লীগ' এবং মিঃ জিন্নারও নজর এই দুইটি প্রদেশের উপর সব চেয়ে বেশী—একদিকে উত্তর-পূর্ব্ব পাকিস্থান ও অন্য দিকে দক্ষিণ-পূর্ব্ব পাকিস্থান।

বাঙ্গলা ও পাকিস্থান

বাঙ্গলাদেশের কথা বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে, ইহার ১৭টি জিলায় (পূর্ব্ব ও উত্তর বঙ্গ) মুসলমানদের সংখ্যা বেশী এবং ১১টি জিলায় হিন্দুর সংখ্যাগরিষ্ঠতা বিদ্যমান।

মুসলমানগরিষ্ঠ জিলা	হিন্দুগরিষ্ঠ জিলা
নদীয়া	বর্দ্ধমান
মুর্শিদাবাদ	বীরভূম
যশোহর	বাঁকুড়া
রাজসাহী	মেদিনীপুর
দিনাজপুর	হুগলী
রংপুর	হাওড়া
বগুড়া	২৪-পরগণা
পাবনা	কলিকাতা
মালদহ	খুলনা
ঢাকা	দার্জ্জিলিং
ময়মনসিংহ	জলপাইগুড়ি
ফরিদপুর	
বাখরগঞ্জ	
ত্রিপুরা	
নোয়াখালী	
চট্টগ্রাম	
পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম	

বাঙ্গলা দেশের যে ১৭টি জিলায় মুসলমানের সংখ্যা বেশী তাহা কৃষিপ্রধান; এবং যে ১১টি জিলায় হিন্দুর সংখ্যা বেশী তাহার মধ্যে পশ্চিম বঙ্গের জিলা কয়টী মোটামুটি শিল্পপ্রধান। পূর্ব্ববঙ্গ ও উত্তরবঙ্গের প্রধানতঃ মুসলমান-অধ্যুষিত অঞ্চলে পাট ও ধানই একমাত্র প্রধান কৃষিফসল। জলপাইগুড়ি এবং দার্জ্জিলিংএ হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ। এই দুইটী জিলা চায়ের জন্য বিখ্যাত। পাকিস্থানের আমলে পশ্চিম বঙ্গের জিলাগুলি স্বভাবতঃই বাঙ্গলার সহিত বিযুক্ত হইয়া বিহার এবং উড়িষ্যার সঙ্গে একটী সম্মিলিত হিন্দুরাষ্ট্র গঠন করিতে চাহিবে। বাঙ্গলার পাটকল, লোহালক্করের কারখানা, কয়লার খনি সমস্তই পশ্চিমবঙ্গে। কলিকাতা বাঙ্গলার ধনদৌলতের কেন্দ্রস্থল। এখানে শতকরা মাত্র ২৬ জন মুসলমান বাস করে। পূর্ব্বপাকিস্থান গঠিত হইলে বাঙ্গলার আয়তন বিশেষভাবে হ্রাস পাইবে এবং এইরূপ ক্রমহ্রাসপ্রাপ্ত মুসলমান রাষ্ট্রে প্রায় ৩ কোটী মুসলমান অত্যন্ত শোচনীয় আর্থিক দুর্গতির মধ্যে পড়িবে। পূর্ব্বপাকিস্থানের একমাত্র সম্বল কাঁচামাল পাট। কৃষকেরা পশ্চিমবঙ্গের পাটকলগুলির রসদ যোগাইবার জন্য অল্প মূল্যে এই পাট বিক্রয় করিতে বাধ্য হইবে। ফলে পূর্ব্বপাকিস্থান একটা দেউলিয়া রাষ্ট্রে পরিণত হইবে এবং মুসলমানগণও একটা দরিদ্রতম সম্প্রদায়ের পর্য্যায়ে আসিয়া দাঁড়াইবে।

বাঙ্গলা, পাঞ্জাব, আসাম ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের কথা বিচার করিলে দেখা যাইবে যে, ইহাদের অবস্থাও পাকিস্থানের আমলে কোন অবস্থায়ই উন্নত হইবে না। পাকিস্থান হইলে পাঞ্জাবের ১৭টি জিলা উহার অন্তর্ভুক্ত হইবে। এই কয় জিলায় মুসলমানের সংখ্যাগরিষ্ঠতা রহিয়াছে। দক্ষিণ ও পূর্ব্ব পাঞ্জাবের ১৩টি জিলায় হিন্দু ও অমুসলমানের সংখ্যা অধিক। শিল্পের দিক দিয়া পাঞ্জাব অনগ্রসর, পাকিস্থান হইলে ঐগুলি আবার হিন্দু-অধ্যুষিত অঞ্চলে বেশীর ভাগ পড়িবে। আসামের মাত্র একটা জিলায় মুসলমানদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা আছে, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ কৃষি এবং শিল্প উভয় দিক্ দিয়াই অনগ্রসর। সিন্ধু দেশের অবস্থাও বিশেষ সুবিধাজনক নহে। সিন্ধু প্রধানতঃ কৃষিপ্রধান। ঐ দেশের অধিবাসীদের মধ্যে শতকরা ৫৯ জন কৃষিজীবী এবং শতকরা ১০ জন শিল্পে নিযুক্ত। অবশ্য সিন্ধু দেশের করাচীতে একটা বড় সামুদ্রিক বন্দর এবং ভারতের মধ্যে বৃহত্তম বিমান ঘাঁটি আছে।

এশিয়া ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিঃ

(স্থাপিত—১৯২৯ সন)

রেজিষ্টার্ড অফিস :—১২, জ্যাকসন লেন, কলিকাতা।

ব্রাঞ্চ :—১৩০, বেলেঘাটা রোড, বেলেঘাটা।

অনুমোদিত মূলধন—২৫,০০,০০০৲ টাকা (পঁচিশ লক্ষ)

বিলিকৃত মূলধন— ৫০,০০০৲ টাকা

চেয়ারম্যান—মিঃ নরেন্দ্রনারায়ণ সিংহ, এম-এস-সি ; বি-এল

ভাইস চেয়ারম্যান—কুমার কে, এম, মল্লিক

জয়েণ্ট ম্যানেজিং ডিরেক্টর—
মিঃ গৌরমোহন ঘোষ।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—
মিঃ মদনমোহন সাহা, বি-এল

দি কুমিল্লা ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিঃ

রেজিষ্টার্ড অফিস—৪, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। স্থাপিত—১৯২২

অনুমোদিত মূলধন	...	২,০০,০০,০০০৲ টাকা
বিলিকৃত মূলধন	...	১,০০,০০,০০০৲ টাকা
বিক্রীত মূলধন	...	১,০০,০০,০০০৲ টাকা
আদায়ীকৃত মূলধন (অগ্রিম কল সহ)	...	৫৯,০০,০০০৲ টাকার উপর
রিজার্ভ ফাণ্ড	...	২৫,০০,০০০৲ ,,
আমানত	...	১০,০০,০০,০০০৲ ,,
কার্য্যকরী মূলধন	...	১১,৫০,০০,০০০৲ ,,

বাংলা, আসাম, বিহার ও বোম্বাইয়ের প্রধান ব্যবসাকেন্দ্রসমূহে শাখা আছে। ভারতের সর্ব্বত্র এজেন্সী আছে। বৈদেশিক বিনিময় সহ সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—ডাঃ এস, বি, দত্ত, এম-এ, বি-এল, পি-এইচ্-ডি, (ইকন-লণ্ডন) বার-এট-ল।

পাকিস্থানের আর্থিক বিপদ

পাকিস্থানে কয়েকটী বিরাট অর্থনৈতিক সমস্যার উদ্ভব হইবে। পাকিস্থান প্রবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে ভারতের অন্তর্ব্বাণিজ্যের যে অবাধ ও অপ্রতিহত গতি রহিয়াছে তাহার অবসান হইবে। রেলপথ, ডাক, টেলিগ্রাফব্যবস্থা এবং অন্যান্য যানবাহন ব্যবস্থার আমূল পরিবর্ত্তন করিতে হইবে। এই সকল ব্যাপারে যে অর্থ ঋণ হিসাবে গ্রহণ করিয়া ব্যয় করা হইয়াছে তাহার সামঞ্জস্য বিধান করা দুরূহ হইবে।

এইরূপ অর্থনৈতিক বিপর্য্যয়ের মুখে নিশ্চয়ই বর্ত্তমান সৈন্যবাহিনীকেও ভাঙ্গিয়া দিতে হইবে। ফলে অতীতের সৈন্যবাহিনীর জন্য যে ব্যয় হইয়াছে এবং ভবিষ্যতে সৈন্যবাহিনী বজায় রাখিবার জন্য যে খরচ পড়িবে তাহার মধ্যে সমতা রক্ষা করা কঠিন ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইবে। পাকিস্থানের ভিতরে বড় বড় দফায় ভারতসরকার যে সকল ব্যয় করিয়াছেন পাকিস্থানের তাহা মিটাইতে হইবে। অতএব এই সকল দায় মিটাইয়া পাকিস্থান একটী সম্পদহীন দরিদ্র রাষ্ট্র হিসাবে রূপ পরিগ্রহ করিবে। ফলে পাকিস্থানের জনসাধারণের উপর বিপুল করভার চাপাইতে হইবে এবং পাকিস্থান সীমান্তে বাণিজ্য শুল্কের হার বিশেষভাবে বৃদ্ধি করিতে হইবে। পাকিস্থানের কৃষক সম্প্রদায়ের উপর একদিকে যেমন বিপুল করভার চাপিবে, অন্যদিকে তেমনি তাহাদের কৃষিজাত কাঁচামাল কমদরে বিক্রয় করিয়া হিন্দুস্থানের অথবা বিদেশী শিল্পজাত মাল অধিক মূল্যে ক্রয় করিতে হইবে। ইহা ছাড়া পাকিস্থানে কোন শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিতে হইলে হয় হিন্দুস্থান নতুবা বিদেশ হইতে মূলধন গ্রহণ করিতে হইবে। ইহার ফলে পাকিস্থান বিদেশী মূলধনের আওতায় অর্থনৈতিক দাসত্ব লাভ করিবে।

অর্থনৈতিক বিজ্ঞানের বাস্তবক্ষেত্রে ধর্ম্মের অন্ধ অহমিকা, সাম্প্রদায়িক গোঁড়ামী এবং রাজনৈতিক চালবাজী কিছুই টিকিবে না। ভারত দরিদ্র দেশ। অখণ্ড স্বাধীন ভারতে জাতীয় গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হইলে শিল্পসম্প্রসারণের জন্য সুদূর-প্রসারী কর্ম্মপন্থা গ্রহণ করা সহজসাধ্য হইবে। স্বাধীন নব ভারতেরও অর্থনৈতিক পরিকল্পনা সার্থক করিতে হইলে বহু গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইবে। এই প্রসঙ্গে আর্থিক দিক্ দিয়া অনুন্নত দক্ষিণ আমেরিকার নব-জাত রাষ্ট্রসমূহ দৃষ্টান্তস্বরূপ। যে সকল নূতন স্বাধীন রাষ্ট্র শিল্পসম্প্রসারণে ব্রতী হইয়াছে তাহাদের অধিকাংশকেই প্রয়োজনীয় মূলধন যোগাড় করিবার জন্য অনেক বেগ পাইতে হইয়াছে এবং মূলধননিয়োগকারীদের বহুবিধ সুবিধা ও মূলধনের জন্য উচ্চহারে সুদ দিতে হইয়াছে। ভারতেরও বিপুল মূলধনের প্রয়োজন হইবে শিল্পোন্নতির জন্য। কিন্তু দ্বিধাবিভক্ত ভারতের মধ্যে যে সংরক্ষণ-নীতি স্বতাবতঃই প্রবর্ত্তিত হইবে তাহার ঝুঁকি নিয়া কেহই মূলধন বিনিয়োগ করিতে বিশেষ সাহসী হইবে না এবং হইলেও অত্যন্ত উচ্চহারে সুদ চাহিবে।

ইহার ফলে পাকিস্থানে বিশেষতঃ জনসাধারণের অর্থনৈতিক দুর্গতি বৃদ্ধি পাইবে। কৃষিকার্য্যের উপর অতিরিক্ত নির্ভরশীলতা হইবে পাকিস্থান অঞ্চলের অর্থনৈতিক ভিত্তি। বেকার সমস্যা, ঘাটতি বাজেট, উচ্চহারে করভার, জীবনযাত্রার মানের নিম্নগতি প্রভৃতি হইবে পাকিস্থানের অর্থনৈতিক নিত্যনৈমিত্তিক সমস্যা। ফলে ক্রমবর্দ্ধমান দারিদ্র্যহেতু মুসলমান সম্প্রদায়ই পাকিস্থানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিবে এবং অল্পদিনের মধ্যেই পাকিস্থানের ভিত্তি ভাঙ্গিয়া পড়িবে।

অপর দিকে ভারত অখণ্ড থাকিলে তাহার অফুরন্ত প্রাকৃতিক সম্পদ এবং অগণিত লোকবলদ্বারা সহজেই এসিয়া ভূখণ্ডের শিল্প, সংস্কৃতি এবং আর্থিক উন্নতির শীর্ষস্থান গ্রহণ করিতে পারিবে। যেখানে অর্থনৈতিক সাহচর্য্য এবং সহযোগিতা অপরিহার্য্য, সে স্থলে রাষ্ট্রীয় অখণ্ডতা রক্ষা করাই সুবিবেচনার পরিচায়ক হইবে।

নিরাপত্তা, প্রতিষ্ঠা ও জনসেবার জন্য

বেঙ্গল মেট্রোপলিটন

ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস : ৩নং মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড, কলিকাতা।

শাখা অফিস : ঢাকা, কৃষ্ণনগর, নবদ্বীপ, বহরমপুর (বেঙ্গল) ও বড়বাজার (কলিকাতা)

অভিমত

কৃষ্ণনগর নূতন গৃহ-প্রবেশ উপলক্ষে সভায়
ইষ্টবেঙ্গল সোসাইটীর অন্যতম স্বত্বাধিকারী
শ্রীযুক্ত রাসবিহারী মোদক মহাশয়ের বাণী :—

"সততার সহিত পরিচালিত হইলে কোন ব্যাঙ্কই নষ্ট হইতে পারে না। এই ব্যাঙ্কের পরিচালকমণ্ডলীর সততার উপর আমার বিশেষ আস্থা আছে। আমি নিঃসন্দেহে বলিতে পারি, এই ব্যাঙ্কের উন্নতি সুনিশ্চিত।"

বহরমপুর (বেঙ্গল) শাখার উদ্বোধন উপলক্ষে
শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত, এডভোকেট মহাশয়ের অভিভাষণ :

"আমি এই ব্যাঙ্কের পরিচালকবর্গের সহিত বিশেষভাবে পরিচিত। একনিষ্ঠ এবং অভিজ্ঞ কর্ম্মী দ্বারা এই ব্যাঙ্ক পরিচালিত হইতেছে। আমি দৃঢ়তার সহিত বলিতে পারি যে,
আপনারা নির্ভয়ে এই ব্যাঙ্কে টাকা জমা রাখিতে পারেন।"

সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত কার্য্য করা হয়

জেনারেল ম্যানেজার—এম, সি, বাড়ুরী

সহৃদয় গ্রাহকবৃন্দকে
আমরা শারদীয় সম্ভাষণ
জ্ঞাপন করিতেছি।

ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক

অব বেঙ্গল লিমিটেড

8, সিনাগগ্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সুবিধাজনক সর্ত্তে সমস্ত প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

ডেপুটি ম্যানেজিং ডিরেক্টর
নগেন পাল

কণ্ট্রোলার
নরেন সেনগুপ্ত

ম্যানেজিং ডিরেক্টরবৃন্দ
অমলরঞ্জন সেন, এম্-এ
এইচ্, পি, মজুমদার এম্-এ

কোথা থেকে কী হয় কে বলতে পারে?

শ্রীঅনিলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, এম-এস-সি

একটা ছোট্ট কথা থেকে যে কত কথার সৃষ্টি হয় সংসারে, আর তার ফল যে কতদূর অবধি গড়ায়, সে কথা সাংসারিক লোক-মাত্রেরই জানা আছে। যে কাজ করা হল তা এখন হয়ত খুবই অকিঞ্চিৎকর মনে হচ্ছে, কিন্তু সেই কাজ থেকেই যে ভবিষ্যতে কোন গুরুত্ব-পূর্ণ সম্ভাবনার উদয় হবে না, সেকথা নিশ্চয় করে বলা যায় না। একটা ছোট্ট বীজই কালক্রমে এক বিশাল মহীরূহে পরিণত হয়। তাই অনেক বুঝে-শুনে অনেক ভেবে-চিন্তে কাজ করা উচিত।

কিন্তু ভবিষ্যৎ দর্শন সকলের পক্ষে সব সময়ে সম্ভব হয়ে ওঠে না। একজন যা দেখতে পাননি, হয়ত আর কেউ তা দর্শন করে ধন্য হতে পারেন—একজন যে সমস্যার সমাধান করতে পারেন নি, হয়ত আর কেউ তারই অনুসৃত পথ অবলম্বন করে অতি অল্পায়াসেই ঈপ্সিতের সন্ধান পেতে পারেন। তাই কারো কোনো কাজকেই আমরা বিজ্ঞানীরা ছোট করে দেখতে পারি না, কিংবা নিজেদের কাজকেও—যদি বড় রকমের কোনো আবিষ্কার নাও হয় তবুও গুরুত্বহীন ভাবতে পারি না—অবশ্য যদি সে কাজ বিশেষ ধৈর্য্য ও পর্য্যবেক্ষণ সহকারে করা হয়ে থাকে। বিরাট কোন কিছু আবিষ্কার করতে পারি নি বলেই যে সব শ্রম ব্যর্থ হল মনে করতে হবে, তা নয়—আমার আরব্ধ কাজ থেকে অন্য পাঁচ জনের শিক্ষা হবে, আমি না পারলেও তারা হয়ত আমারই করা কাজ থেকে আবিষ্কারের বিশেষ সূত্রটি খুঁজে পাবে। তবে প্রতিপদেই আমাকে একাগ্র-চিত্ত, সত্যনিষ্ঠ ও সংস্কারমুক্ত হতে হবে। একেই বলে ভেবে-চিন্তে কাজ করা—সত্যদর্শী বিজ্ঞানের পথ অবলম্বন করা। আমাদের নীতি হল 'কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে'। এই নীতি অনুসরণ করেই সকল আবিষ্কার সম্ভব হয়েছে। মানুষ উন্নতির পথে অগ্রসর হয়েছে ধীরে ধীরে।

একদিনের এক ছোট্ট ধারণা পরবর্ত্তীকালে কিভাবে এক গুরুত্বপূর্ণ মতবাদ প্রণয়নে নিয়োজিত হয়েছে, সেই মতবাদ আবার কি-ভাবে আবিষ্কারের সংখ্যা বর্দ্ধিত করতে সক্ষম হয়েছে, একদিনের অকিঞ্চিৎকর আবিষ্কার উত্তরকালে কিভাবে বিরাট কোন কিছু উদ্ভাবনে প্রত্যক্ষ অংশ গ্রহণ করেছে, তারই কয়েকটি উদাহরণ আমাদের আজকের আলো-চনায় উদ্ধৃত করছি।

পাস্তুর যদি রোগকে একপ্রকার জীবাণুর আক্রমণ বলে ঘোষণা না করতেন তাহলে আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান এত উন্নত হতে পারত না এই অল্পকালের মধ্যে। তাঁর ঘোষণার সত্যতা যাচাই করতে গিয়ে কচ আবিষ্কার করলেন কলেরা-জীবাণু ও তার সংক্রমণ-প্রক্রিয়া। আবার কচের নির্দ্দিষ্ট-নীতি অনুসরণ করে আবিষ্কৃত হল ম্যালেরিয়া জীবাণুর জীবনেতিহাস ও মশকরূপী বাহনের গুরুত্ব—রোগসংক্রমণ ব্যাপারে বাহনই যে অপরিহার্য্য অংশ গ্রহণ করে এবং বাহনের প্রসার নিয়ন্ত্রণ করতে পারলেই যে রোগ নিয়ন্ত্রণ করা যায় তাও জানা গেল। আজকের পথ এইভাবে গড়ে উঠেছে ক্রমে ক্রমে।

প্লেটো যদি সর্ব্বপ্রথম দৃষ্টিবিভ্রমের তথ্য-টুকু পরিবেষণ না করতেন তাহলে চলচ্চিত্র-যন্ত্র হয়ত এতদিন অনাবিষ্কৃত থেকে যেত। প্লেটোর ১৮২৯এর পরিকল্পনাটি গ্রহণ করে-ছিলেন অধ্যাপক ম্যারে তাঁর স্বীয় গবেষণায় ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে। আবার ম্যারের গবেষণা অনুসরণ করে ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে পর্দ্দার উপরে প্রথম চলচ্চিত্র প্রদর্শন করতে সক্ষম হয়ে-ছিলেন ইভান্স্ ও ফ্রীস্ গ্রীণ।

বলতে গেলে শুধু পর্য্যবেক্ষণের দ্বারাই নানা রকম আবিষ্কার সম্ভব হতে পারে। কিন্তু তাতে সূক্ষ্ম দৃষ্টির প্রয়োজন। তাই দৃষ্টি-শক্তিকে প্রখরতর ও সূক্ষ্মতর করতে গিয়ে মানুষ উদ্ভাবন করেছে দূরবীক্ষণ, অনুবীক্ষণ, বর্ণবীক্ষণ প্রভৃতি যন্ত্রগুলির। এরাই আবার বিচিত্র বিস্ময়কর রহস্যাবলীকে করেছে অনবগুণ্ঠিত। স্থূল চোখে যা অদৃশ্য তা-ই যখন উক্ত যন্ত্রগুলির সহ-যোগিতায় দৃশ্যমান হয়ে ওঠে তখন আমরা বলতে পারি একটা বড় রকমের আবিষ্কার সংঘটিত হয়েছে। সাধারণে বিজ্ঞানীর এ আবিষ্কারকে হয়ত তেমন গুরুত্বপূর্ণ বলে স্বীকার করতে চাইবেন না। কারণ তাতে মার্কণির বেতারযন্ত্রাবিষ্কারের ন্যায় নূতন কোন কিছু উদ্ভাবিত হয়নি। সাধারণে স্বীকার না করলেও কিছু ক্ষতিবৃদ্ধি নেই—বিজ্ঞানের রাজ্যে মানুষের জ্ঞান-ভাণ্ডারে এ দান সামান্য নয়। এইসব ছোটখাট আবিষ্কার থেকেই ভবিষ্যতের বড় বড় উদ্ভাবনের সম্ভাবনা সূচিত হয়ে থাকে।

নির্ভরযোগ্য, উন্নতিশীল জাতীয় ব্যাঙ্ক

ওরিয়েণ্টাল এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্ক লিঃ

ফোন ঃ কলিঃ ১৩৫৯

হেড অফিস—বরিশাল। সেণ্ট্রাল অফিস—১৩নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

শাখাসমূহ ঃ উল্টাডাঙ্গা, চকবাজার (বরিশাল) | হল্‌দিয়া, ঝালকাটি, পটুয়াখালী ও ভোলা শাখা শীঘ্র খোলা হইবে।

সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়

ম্যানেজার ঃ এস, সি, ঘোষ, বি-এ

ম্যানেজিং ডিরেক্টর ঃ জে, আর ঘোষ।

ইষ্টার্ণ কণ্টিনেণ্টাল ব্যাঙ্ক

লিমিটেড

স্থাপিত—১৯২৬ ইং হেড অফিস—কুমিল্লা ফোন—ক্যাল ৫৬৫৯

সেণ্ট্রাল অফিস ঃ—৬, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

—ঃ শাখাসমূহ ঃ—

বাংলা—কলিকাতা, মুন্সীগঞ্জ, দিঘীরপার, ধাধিয়া, হাসাইল, টঙ্গিবাড়ী, নারায়ণগঞ্জ, কালীঘাট, ঠাকুরগাঁও (দিনাজপুর), বাঁকুড়া।

বিহার—পূর্ণিয়া, বেগুসরাই, ডালসিংসরাই, পাটনা।

পাঞ্জাব—রাওয়ালপিণ্ডি, শিয়ালকোট, গুজরানওয়ালা। সীমান্ত প্রদেশ—মনসেরা।

সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

দি

ন্যাশনাল এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্ক

—লিমিটেড—

৩-৪, হেয়ার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ফোন : কলিঃ—২৩৬৪ টেলি : Nalex

ব্রাঞ্চ ঃ—বড়বাজার, ফরিদপুর ও ঢাকা।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর ঃ

শ্রীরাজলক্ষ্মী মজুমদার, বি-এ।

অদৃশ্য এ্যাটম বা পরমাণুর অস্তিত্বের ধারণা প্রথমে বিজ্ঞানীদের মাথায় এসেছিল—সাধারণের কাছে তা অবিশ্বাস্য ছিল। তখন অধ্যাপক উইলসন গবেষণা সুরু করলেন কোনো রকমে সেই আপাত-অদৃশ্য পরমাণুকে সকলের গোচরীভূত করা যায় কিনা। তাঁর প্রচেষ্টা সার্থক হল। প্রমাণিত হল, যে তিল তিল কণায় জড়পদার্থ গঠিত হয়ে থাকে সেই সূচ্যগ্রপরিমিত এক একটি কণা বহু অদৃশ্য পরমাণুতে বিভাজ্য। সেই পরমাণু আবার সূক্ষ্মতর ইলেক্ট্রন বা বিদ্যুতিলে বিভাজ্য হয়ে বিরাট তেজঃপুঞ্জরূপে মহাব্যোমে বিলীন হয়ে যায়। উইলসনের এ আবিষ্কার বেয়ার্ডের টেলিভিশন যন্ত্রাবিষ্কারের চেয়ে কম চিত্তাকর্ষক বা কম গুরুত্বপূর্ণ নয়—যদিও তিনি সাধারণের দৃষ্টির অন্তরালেই রয়ে গেছেন। কৃত্রিম উপায়ে মৌলিক পদার্থের রূপান্তরীকরণ (artificial transmutation of elements) হল আধুনিক পদার্থ-বিজ্ঞানের এক চমকপ্রদ ব্যাপার—যা শুধু উইলসনের কল্যাণেই প্রমাণিত হতে পেরেছে।

কোন কিছু অদৃশ্য অথবা পরিদৃশ্য হওয়ার মধ্যে রয়েছে আলোর কারসাজি—এ-ধারণা যেদিন বিজ্ঞানীদের হল সেদিন আর এক নবতম উদ্ভাবনের আশায় মানুষ ছিল প্রতীক্ষমান। কয়েকপ্রকার ক্যান্সার ও বসন্তরোগের জীবাণু অতি তীব্র অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যেও পরিদৃষ্ট হয় না। কারণ, এই সব জীবাণু আলোর তরঙ্গায়তির (wave-length) চেয়েও সূক্ষ্মতর। এদের দেখবার জন্যে বার্ণার্ড এক অতি সূক্ষ্ম-সন্ধানী অনুবীক্ষণ যন্ত্র (ultra-microscope) তৈরী করেছেন যাতে অদৃশ্য আলোর (invisible light) সাহায্য নেওয়া হয়েছে। ইউরেনিয়ম, পলনিয়ম,রেডিয়ম প্রভৃতি পদার্থগুলি এই রকম অদৃশ্যকিরণবিকীরণক্ষম। অদৃশ্য আলোর তরঙ্গায়তি এইসব জীবাণুর চেয়ে ক্ষুদ্রতর হওয়ায় সেই আলোয় এদের অস্তিত্ব ধরা পড়ে। বার্ণার্ড-উদ্ভাবিত এই যন্ত্রটি এখনও থার্মোমিটার, ব্যারোমিটার বা দূরবীক্ষণযন্ত্রের মত গবেষণাগার থেকে বেরিয়ে মানুষের দৈনন্দিন ব্যবহারে নিয়োজিত হয়নি বটে, তবে আশা করা যায়, আগামী শতাব্দীর মধ্যেই তা মানুষকে উন্নততর মার্গে পরিচালিত করতে সক্ষম হবে।

বিজ্ঞানীর মতবাদ যেমন উদ্ভাবকের পক্ষে নূতন জিনিষ আবিষ্কারে সহায়তা করে, নূতন কোন আবিষ্কারও তেমনি বৈজ্ঞানিককে নরমতবাদ সংরচনায় প্রভাবিত করে—নূতন দৃষ্টিভঙ্গী এনে দেয়। ওয়াটের পূর্ব্বেই বাষ্প-যান বা ষ্টিম-এঞ্জিন পরিকল্পিত হয়েছিল—তিনি শুধু তা বাস্তবের ব্যবহারোপযোগী করে তুলেছিলেন। ওয়াটের আবিষ্কার আবার সাদি কার্ণটকে অনুসন্ধিৎসু করেছিল কেমন করে তাপকে কাজে লাগানো যায় তারই উদ্ভাবনে। কার্ণট তাঁর কৌতূহল নিবৃত্ত করতে গিয়ে এমন এক কাল্পনিক তাপ-যন্ত্রের সৃষ্টি করলেন, যার পরিকল্পনা শুধু যে তাপ-মান নির্ম্মাণে প্রযোজ্য হয়েছিল তাই নয়—শৈত্যাধার বা রেফ্রিজারেটর থেকে আরম্ভ করে তাপ সংরক্ষণের আধুনিক সর্ব্বপ্রকার আবিষ্কারে কার্ণটঅনুসৃত নীতিই অপরিহার্য্য হয়ে আছে।

বেতারযন্ত্রকে আমরা বার্ত্তাবহ ও চিত্তবিনোদনের সামগ্রী বলে জানি। কিন্তু যে নীতি অনুসরণ করে এর আবিষ্কার সম্ভব হয়েছে সেই একই সূত্র থেকে আজ আরো বিস্ময়কর, বিচিত্রকর আবিষ্কারের সম্ভাবনা জাগ্রত হয়ে উঠেছে।

রেডিয়ো তরঙ্গগুলি উপরের সঞ্চালক স্তরে (conducting layer) প্রতিফলিত হয় ও সমগ্র পৃথিবীকে পরিক্রমণ করে পরিব্যাপ্ত হয়ে পড়ে। এদেরই মারফতে আমরা আকাশের সেই সব উচ্চস্তরের প্রকৃতি নির্ণয় করতে পারি যেখানে বেলুন অথবা বিমানের অভিযান চলতে পারে না। সঞ্চালক স্তর যখন সৌর কিরণ থেকেই উদ্ভূত হয়েছে তখন আশা করা যায় অদূর ভবিষ্যতে রেডিয়োতরঙ্গের সাহায্যেই সৌরজগৎ ও আবহাওয়া সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করা চলবে। ইতিমধ্যেই উক্ত যন্ত্র জল ও তৈলস্তরের অস্তিত্ব ও গভীরতা নির্ণয় করতে সমর্থ হয়েছে। হয়ত একদিন কোন বিমান থেকেই রেডিয়োর সাহায্যে আবিষ্কৃত হবে যে, মেসোপটেমিয়ার মরুপ্রান্তরের অন্তরালে তৈলখনি বিদ্যমান রয়েছে। যে শ্রবণেন্দ্রিয় নিম্নতর জীবে শুধু আত্মরক্ষায় নিয়োজিত হয়েছে, উন্নততর জীব তাই দিয়েই করেছে ভাবের আদানপ্রদান। সূচনায় যে বেতারযন্ত্র শুধু বার্ত্তাবহরূপে ব্যবহৃত হয়েছে ভবিষ্যতে তারই সাহায্যে হয়ত নিখিল বিশ্বের স্বরূপ উদ্ঘাটিত হবে। ইতিমধ্যেই ষ্টরমার ও হল্‌স্ নামে দুজন নক্ষত্রবিদ্ এবিষয়ে অনেকখানি অগ্রসর হয়েছেন।

সুতরাং কখন যে কোথা থেকে কী হয় তা কে বলতে পারে?

পিপলস ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস—৯, পণ্ডিতিয়া প্লেস, বালীগঞ্জ, কলিকাতা

('ফোন—পার্ক : ৩০৩৩)

ধর্মতলা ব্রাঞ্চ—৮৮।১, ওয়েলেসলী ষ্ট্রীট। বড়বাজার ব্রাঞ্চ—৫৮, ক্লাইভ ষ্ট্রীট।

সুবিধাজনক সর্তে সকল প্রকার আধুনিক ব্যাঙ্কিং কার্য করা হয়

ম্যানেজিং ডিরেক্টর : মিঃ এ, 'এল, দাস।

B. & B. (P) Ltd.

ন্যাশন্যাল সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস :—১০, ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

টেলিগ্রাম : "টাকাপয়সা" ::: ফোন : ক্যাল ৩২৩৪

শাখাসমূহ

তেজপুর, বাঙ্গাপাড়া, হোলম, রাহা, আজমীঢ়, হিজলেগঞ্জ, দমদম ক্যান্ট, চৌমুহনি, নীলগঞ্জ, বসুরহাট ও বেওয়াড়।

কলিকাতা শাখা—বড়বাজার

জে, ভৌমিক, ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

বাংলার প্রাচীনতম সমবায় প্রতিষ্ঠান—

দি হিন্দু ফ্যামিলি এনুয়িটি ফাণ্ড লিঃ

(স্থাপিত—১৮৭২)

ডিরেক্টর বোর্ডের চেয়ারম্যান—

শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, এম-এ, বি-এল।

এই ফাণ্ডের সমস্ত তহবিল ভারত সরকারের হস্তে ন্যস্ত।

গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারিগণের মাহিনার বিল হইতে মাসে মাসে প্রিমিয়াম দিবার ব্যবস্থা আছে।

মোট সম্পত্তির পরিমাণ	৩৮,২০,০০০ টাকার উর্দ্ধে
দাবী পরিশোধ	২৫,৫২,০০০ ,,
গবর্ণমেণ্ট সিকিউরিটির পরিমাণ	৩৬,৮০,০০০ ,,

রকমারি বীমা :—

(১) এনুয়িটি বিভাগ—
(ক) বিধবাদের পেন্সন্
(খ) বৃদ্ধ বয়সের পেন্সন্
(গ) শিক্ষা বৃত্তি

(২) বীমা বিভাগ—
(ক) মেয়াদী বীমা
(খ) বিবাহ বীমা

প্রস্পেক্টাস ও এজেন্সীর জন্য আবেদন করুন—

৫, ডালহৌসী স্কোয়ার ইষ্ট, কলিকাতা।

শ্রীযুক্ত কানাইলাল ভুঁইয়া, এম, এস-সি, সেক্রেটারী।

যুদ্ধোত্তর পরিকল্পনায় বীমা

গোপালকৃষ্ণ রায়

শান্তি ও নিরাপত্তার জন্য সকল সময়ই মানুষের মনে একটা অদম্য আগ্রহ আছে এবং এই আগ্রহের জন্যই যুগে যুগে মানুষ স্থায়ী-শান্তি ও নিরাপত্তা বিধানের চেষ্টা করিয়া আসিয়াছে। কিন্তু সকল সময়ই এই চেষ্টার ফল হইয়াছে বিপরীত। যুদ্ধ-বিগ্রহ বাধিয়া উঠিয়া একটা অশান্তির বিষবাষ্পে তাহাদের সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা নিঃশেষে বিলয়প্রাপ্ত হইয়াছে। বিভিন্ন আদর্শবাদের লড়াই-এ বা আর্থিক সুযোগ-সুবিধার অন্বেষণে এই যুদ্ধ-বিগ্রহ স্মরণাতীত কাল হইতেই চলিয়া আসিয়াছে—কিন্তু তেমন কোন আদর্শও প্রতিষ্ঠা লাভ করে নাই এবং আর্থিক ব্যাপারেও এমন কোন বিধান কেহই প্রবর্ত্তিত করিতে পারেন নাই যাহাতে এই সকল বিবাদ-বিসম্বাদ একেবারে শেষ করিয়া দিতে পারে। অনেক সময়ই দেখা গিয়াছে যে, যে-আদর্শবাদের জন্য যুদ্ধের অনুষ্ঠান হইয়াছিল, বিজয়লাভ করিয়াও সেই সকল আদর্শবাদী তাঁহাদের আদর্শবাদ প্রতিষ্ঠিত করিতে পারেন নাই। বর্ত্তমানেও একটা সর্ব্বগ্রাসী যুদ্ধের অবসান হইয়াছে এবং মিত্রপক্ষ যে-আদর্শবাদের কথা প্রচার করিতেছিলেন ইতিমধ্যেই তাহার প্রতিষ্ঠায় বিভিন্নরূপ সমস্যা দেখা দিয়াছে—মিত্র শিবিরের কর্ণধারগণ বিভিন্ন সমস্যার সুষ্ঠু কোন মীমাংসা করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। আমরা পরাধীন জাতি, পরাধীনতার নাগপাশের মধ্যে আমাদের ভাগ্য যে কিরূপে নিয়ন্ত্রিত হইবে তাহা অবশ্য এখনও বলা কঠিন।

চিরাচরিত প্রথায় যুদ্ধ-বিগ্রহের ভিতর দিয়া যে শান্তি ও নিরাপত্তা মেলে না তাহা অনেকবার প্রমাণিত হইয়াছে। এই জন্য সামাজিক সংগঠনের উদ্দেশ্যে মানুষ অন্য ব্যবস্থা বাহির করিতে তৎপর হইল এবং বিশেষ বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত জীবনবীমা ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন করিয়াছিল। জীবনবীমার বাণী শান্তির বাণী, আর্থিক স্বচ্ছলতা ও নিরাপত্তার বাণী। আর্থিক স্বাচ্ছল্য ও নিরাপত্তার ব্যবস্থার মধ্যে জীবনবীমার মত ব্যবস্থা কমই আছে। এই স্বাচ্ছন্দ্য ও নিরাপত্তার ব্যবস্থা ছাড়াও জীবনবীমা চুক্তি অনুযায়ী জীবনের একটা মূল্য স্বীকার করিয়া নেয় এবং চুক্তিকালের মধ্যে মৃত্যু হইলে চুক্তির দায়িত্ব অনুযায়ী এই মূল্য ওয়ারিশগণকে প্রদান করিয়া থাকে।

ব্যক্তিগত জীবনে যখন এই বীমা ব্যবস্থা সাফল্য লাভ করিল তখন পাশ্চাত্য দেশসমূহে সমষ্টিগতভাবেও শ্রমিকদিগকে বীমার সুবিধা প্রদানের উদ্দেশ্যে দলগত বীমা (Group Insurance) এবং সামাজিক বীমা (Social Insurance) প্রবর্ত্তিত হইল। এই সকল ব্যবস্থায় সাধারণ আয়বিশিষ্ট লোকও বীমার সুযোগ লাভ করিল এবং ক্রমে তাহাদেরও আর্থিক নিরাপত্তা ও স্বাচ্ছন্দ্য প্রতিষ্ঠিত হইতে লাগিল। বিলাতে যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠনের ব্যাপারে লর্ড বিভারিজের পরিকল্পিত সমাজ-বীমার স্কীম বিশেষ আলোচিত হইতেছে এবং আমেরিকাতেও অনুরূপ একটা বীমা-ব্যবস্থা পরিকল্পিত হইতেছে। এই সকল সাধারণতঃ রাষ্ট্রের সহায়তায় হইয়া থাকে। ভারতের বর্ত্তমান গভর্ণমেণ্ট এই সকল ব্যাপারে উদাসীন থাকার দরুণ আমাদের দেশে অনুরূপ কোন ব্যবস্থা প্রচলিত নাই এবং এদেশে অল্প আয়-বিশিষ্ট জনসাধারণ বীমার সুযোগ-সুবিধা হইতে বঞ্চিত।

সকল দেশেই যুদ্ধোত্তর পরিকল্পনার মধ্যে লোকের জীবনযাত্রার মান বাড়াইবার একটা প্রয়াসের আভাস পাওয়া যায়। সমগ্র বিশ্বে একটা নূতন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করিয়া উন্নততর জীবন যাপনের ব্যবস্থা তাঁহারা করিতে প্রয়াস পাইতেছেন। আমাদের দেশেও এই উন্নততর জীবন যাপনের একটা ব্যবস্থার কথা আজ-

সুর্ম্মাভেলী ব্যাঙ্ক লিমিটেড

স্থাপিত—১৯১১ ইং

হেড অফিস—সিলেট

কলিকাতা অফিস—১৪নং বেণ্টিঙ্ক ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

—শাখা—

বাংলাবাজার (ঢাকা), মোগলটুলী (ঢাকা), হবিগঞ্জ, মৌলবীবাজার, সুনামগঞ্জ, শিলচর, ধুবড়ী, গোয়ালপাড়া, গৌহাটী, বরপেটা, মঙ্গলদৈ, তেজপুর, গোলাঘাট, শিবসাগর, সোনারী, নাজিরা, খারুপেটিয়া ও ডিব্রুগড়।

এন, বি, দত্ত বি-এ, এজেণ্ট।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—আশুতোষ দাম, বি-এ

এলায়েড ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস ঃ—ঢাকা

কলিকাতা অফিস ঃ—৩, ম্যাঙ্গো লেন, কলিকাতা।

ফোন ঃ ক্যাল ঃ ২৮৫৭

শাখাসমূহ ঃ—ময়মনসিংহ, কিশোরগঞ্জ ও বাজিতপুর।

একটী উন্নতিশীল নির্ভরযোগ্য ব্যাঙ্কিং প্রতিষ্ঠান।

কারেণ্ট, সেভিংস ও ফিক্সড্ একাউণ্ট খোলা হয়।

গত বৎসর শতকরা ৬৲ হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছে।

আপনার নিজস্ব ব্যাঙ্কের সহিত কারবার করুন।

দিন আগত ঐ——

মহাযুদ্ধের ঘূর্ণাবর্ত্তে যে অবর্ণনীয় পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিল—আমাদের সীমাবদ্ধ ও ক্ষুদ্র শক্তিতে যতটুকু সম্ভব দেশের সেবা করেছি। আজ আবার সুদিন এসে গেছে। আশাকরি অদূর ভবিষ্যতে ধূতী-শাড়ী এবং অন্যান্য পরিধেয় বস্ত্রাদি সরবরাহের দ্বারা জনসাধারণের সেবা করিতে পারিব।

ম্যানেজিং ডাইরেক্টরস্ ঃ

বিদ্যাসাগর কটন মিলস্ লিঃ

মিল ঃ সোদপুর।

সিটি অফিস ঃ ১১নং কমুটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কাল আলোচিত হইতেছে। যুদ্ধোত্তর সংগঠনের সরকারী এবং বেসরকারী যে সকল পরিকল্পনা আমাদের দেশে হইয়াছে সকল গুলিতেই এই বিষয় সন্নিবেশিত হইয়াছে। তবে ইহাদের কোনটা কতদূর কার্য্যকরী হইবে তাহা অবশ্য এখনও বলা চলে না। আমাদের দেশ কৃষিপ্রধান দেশ—কৃষিই আমাদের জাতীয় বনিয়াদের ভিত্তি। কাজেই সেই ভিত্তি হইতে সংস্কার আরম্ভ করিবার কথাও অনেক পরিকল্পনাতেই আলোচিত হইয়াছে। কৃষির উপর নির্ভরশীল লোকের সংখ্যা কমাইয়া শিল্পে নিয়োগ, কৃষিব্যবস্থার উন্নতি, অধিকতর ফসল ফলাইবার উপায়, কৃষিজাত পণ্যের মূল্যবৃদ্ধির উপায় ইত্যাদি আলোচিত হইয়াছে। কিন্তু কৃষি বা শিল্পে নিয়োজিত শ্রমিকদের বীমার সুযোগ প্রদানের বিষয়ে তেমন কোন আলোচনা আমাদের দেশে এখনও হইতেছে না। অথচ তাহাদিগকে বীমার সুযোগ প্রদানের ব্যবস্থা না করিলে তাহাদের আর্থিক সচ্ছলতা ও নিরাপত্তাবিধান একরূপ অসম্ভব। যে ব্যক্তিগত জীবনবীমার ব্যবস্থা আমাদের দেশে বর্ত্তমানে প্রচলিত তাহার চাঁদার হার এত বেশী এবং বীমা বিষয়ে এই সকল লোকের ধারণা এত কম যে, সেই বীমার সুযোগ তাহারা গ্রহণ করিতে পারিতেছে না। অবশ্য বীমা বিষয়ে অবহিত করাইতে পারিলে সাধারণ অবস্থায় তাহাদের মধ্যে অনেকেই হয়ত ইহার সুযোগ গ্রহণ করিতে পারে, কিন্তু এই সকল নিরক্ষর ও অজ্ঞ লোকদিগকে সেই বিষয়ে অবহিত করানও সহজসাধ্য নহে এবং বর্ত্তমান আর্থিক দুর্য্যোগের দিনে কোনরূপ [redacted] না থাকিলে তাহাদের পক্ষে [redacted] সম্ভবপর বলিয়া মনে হয় না। গভর্ণমেণ্ট যেভাবে শিক্ষাকর, বিক্রয়কর ইত্যাদি আদায় করিয়া থাকেন সেইভাবে কিংবা অনুরূপ কোন উপায়ে একটা সামান্য রকম ট্যাক্স আদায় দ্বারা যদি একটা দলগত (Group) বীমা বা সমাজবীমা প্রবর্ত্তন করেন, তাহা হইলে বাধ্যতামূলকভাবেই তাহারা বীমার সুযোগ গ্রহণ করিতে পারে।

অবশ্য যে উন্নততর জীবন-যাপনের পরিকল্পনা করা হইতেছে তাহা সাফল্যমণ্ডিত হইলে এবং জনসাধারণের আর্থিক সচ্ছলতা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইলে অনেকেই যে এই বীমার সুযোগ গ্রহণ করিবে তাহা বলাই বাহুল্য। তবে সেইরূপ শুভদিন আসিতে এখনও বিলম্ব আছে এবং আসিলেও অনুরূপ বীমার প্রয়োজনীয়তা হ্রাস পাইবে না। ইউরোপ, আমেরিকা প্রভৃতির স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহে, যেখানে লোক আমাদের তুলনায় অনেকটা উন্নততর জীবনযাপন করিতেছে, সেখানেও এইরূপ বীমার প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃত হইতেছে এবং কিভাবে তাহাদের আর্থিক সচ্ছলতা প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে তাহার চেষ্টার ত্রুটি হইতেছে না। আমাদের দেশে শ্রমিক ও কৃষকদের উপর অনুরূপ কোন বাধ্যতামূলক বীমার আরও একটা দিক আছে। নানা কারণে আমাদের দেশে কৃষিঋণের পরিমাণও বড় কম নহে। এই ঋণভার তাহারা কিছুতেই লাঘব করিতে পারিতেছে না; বরং দুর্য্যোগের উপর দুর্য্যোগ আসিয়া তাহাদের জীবনযাত্রা ক্রমেই আরও দুর্ব্বিষহ করিয়া তুলিতেছে। বাধ্যতামূলক বীমায় যে শুধু তাহাদের আর্থিক সচ্ছলতাই প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে তাহাই নহে—এই বিরাট কৃষিঋণ পরিশোধেরও একটা ব্যবস্থা হইতে পারে এবং এইভাবে জীবনবীমা দ্বারা কৃষি ও কৃষককে একটা নূতনতর ব্যবস্থায় উন্নীত করা যাইতে পারে। যুদ্ধোত্তর যুগে আর্থিক সচ্ছলতা ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে জীবনবীমার অপরিহার্য্যতা অন্যান্য দেশে স্বীকৃত হইয়াছে এবং তাহারা যেখানে অনুরূপ ব্যবস্থা করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছে সেখানে আমাদের দেশেও এই প্রয়োজনীয়তা মানিয়া নিয়া তদনুরূপ ব্যবস্থা করিবার সময় বহিয়া যাইতেছে।

জীবনবীমার একটা সামাজিক দিক সকল সময়ই আছে। জনসাধারণের আর্থিক সচ্ছলতার বনিয়াদ দৃঢ় করিতেই জীবনবীমা পরিকল্পিত। অনেকগুলি পরিবার লইয়াই যেখানে সমাজ, সেখানে জীবনবীমা বিভিন্ন পরিবারের আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য প্রতিষ্ঠা করিয়া সমগ্র সমাজের আর্থিক বনিয়াদই দৃঢ় করিতে প্রয়াস পাইতেছে। কিন্তু ভারতের মত দরিদ্র দেশে প্রচলিত বীমার সুযোগ বহু পরিবার গ্রহণ করিতে পারিতেছে না বলিয়াই অন্যরূপ বীমার প্রয়োজনীয়তা এদেশে খুবই বেশী। ভারতের জনসাধারণকে উপযুক্ত শ্রেণীর বীমার সুযোগ দেওয়ার জন্য এদেশের যুদ্ধোত্তর পরিকল্পনায় সমুচিত কার্য্যনীতি নির্দ্ধারিত হওয়া উচিত।

ভারতীয় শিল্প-ব্যবসার বিরাট অভিযান!

নিম্নোক্ত তিনটি শিল্প-সঙ্ঘের প্রথমটি আমাদের স্বত্বাধিকারিত্বে ও অপর দুইটি আমাদের তত্ত্বাবধানে সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত ও দ্রুত উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে:

১। সুলেখা ওয়ার্কস্ : সুলেখা ফাউণ্টেনপেন কালি, লেখার কালি, গুঁড়া কালি, রবার ষ্ট্যাম্পের কালি, বাংলা কালি, ড্রইং ইঙ্ক প্রভৃতি বিভিন্ন রকমের কালি, রক্তজবা আলতা, সুপারফেনল ইত্যাদি প্রস্তুতকারক।

২। ষ্ট্যাণ্ডার্ড সোপ এণ্ড কেমিক্যাল ওয়ার্কস্ : ষ্ট্যাণ্ডার্ড বার সোপ, বনস্পতি ও পদ্মগোলা সাবান, সান-ব্রাণ্ড ও রেডক্রশ ফেনাইল ইত্যাদি প্রস্তুতকারক।

৩। নিও কেমিক্যাল ওয়ার্কস্ : কিউম্যালিন, অশোকামিন, ভিটাব্রোন, অ্যাটমটোন, নিওলোভেন, কিঙ্গল প্রভৃতি পেটেণ্ট ও অন্যান্য ঔষধাবলী প্রস্তুতকারক।

—আপনাদের সহযোগিতায় এই শিল্প-অভিযান সফল করিয়া তুলুন—

মিত্র ব্রাদার্স এণ্ড কোম্পানী লিমিটেড

(ভারতীয় শিল্প-ব্যবসার আদর্শ জাতীয় প্রতিষ্ঠান)

কসবা রোড (বালিগঞ্জ), পোঃ ঢাকুরিয়া, কলিকাতা।

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY

১২২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা—আর্থিক জগৎ প্রেসে শ্রীযতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য দ্বারা সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

PHONE :—B. B. 6382 REGD. NO. C. 2506

আর্থিক জগৎ

ARTHIK JAGAT

ব্যবসা-বাণিজ্য-শিল্প-অর্থনীতি-বিষয়ক সাপ্তাহিক

মূল্য—বার্ষিক সডাক ৯ সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য প্রতি সংখ্যা ৶০ আনা

অষ্টম বর্ষ] Monday, 8th October, 1945. সোমবার, ২১শে আশ্বিন, ১৩৫২ [২৩শ সংখ্যা

পণ্যমূল্য হ্রাসের প্রয়োজনীয়তা

যুদ্ধের সময়ে দেশে জিনিষপত্রের মূল্য অত্যধিক হারে চড়িয়া উঠিয়াছিল। বর্ত্তমানে যুদ্ধের অবসান ঘটিয়াছে, কিন্তু পণ্যমূল্যে এখনও বিশেষ কিছু নামিয়া আসিবার নমুনা দেখা যাইতেছে না। গবর্ণমেণ্ট এবিষয়ে একটী সুকল্পিত কার্য্যনীতি অবলম্বন করিবেন বলিয়া আশা করা গিয়াছিল। কিন্তু পণ্যমূল্য হ্রাস করিবার বদলে তাঁহারা উহা চড়া হারে বজায় রাখিবার ব্যবস্থা করিতেছেন। অন্যান্য জিনিষের দর কমিবে দূরের কথা, যে সব জিনিষ গবর্ণমেণ্ট নিজেরা রেশন করিয়াছেন তাহারও দাম এখন পর্য্যন্ত উচ্চহারে বাঁধিয়া রাখা হইতেছে। গবর্ণমেণ্ট বলিতেছেন জিনিষপত্রের দর চড়া থাকিলে দেশের কৃষক-শ্রেণী ও দেশের শিল্প-ব্যবসায়ীরা তাহার দ্বারা উপকৃত হয়। দেশের সাধারণ লোকও উহাতে বাড়তি আয়ের সুযোগ পায়। কাজেই দেশের স্বার্থ দেখিতে হইলে পণ্যমূল্য তাড়াতাড়ি করিয়া নামাইয়া দেওয়ার ব্যবস্থা সঙ্গত নহে। দেশের শিল্প-ব্যবসায়ীদের মধ্যেও কেহ কেহ বর্ত্তমানে এইরূপ মতই পোষণ করিতেছেন। কিন্তু এই শ্রেণীর মতবাদ কতদূর যুক্তিসঙ্গত সে বিষয়ে আমাদের মনে যথেষ্ট সন্দেহ রহিয়াছে। সুবিখ্যাত অর্থনীতিবিদ ডাঃ ভি কে আর ভি রাও সম্প্রতি বোম্বাইয়ের 'কমার্স' পত্রে এক প্রবন্ধ লিখিয়া ঐ শ্রেণীর মতবাদের অসারতা ও একদেশদর্শিতা ভালভাবেই প্রতিপন্ন করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, এদেশে পণ্যদ্রব্যের বর্ত্তমান চড়ামূল্য অধিকাংশ লোকেরই কোন উপকারে আসিতেছে না। কৃষকেরা একদিকে যেমন তাহাদের উৎপন্ন ফসল বিক্রয় করিয়া অধিক অর্থ পাইতেছে, অপরদিকে সেই অর্থ দিয়া তাহাদিগকে তেমনই জীবনযাত্রার পক্ষে প্রয়োজনীয় অন্য জিনিষ চড়াদামে ক্রয় করিতে হইতেছে। কাজেই উহাতে সমষ্টিগতভাবে কৃষকদের সমৃদ্ধির পথ প্রশস্ত হইতেছে না। যে সব কৃষকের হাতে বেচিবার মত ফসল নাই, (সেরূপ কৃষকের সংখ্যাই বেশী) যে সব শ্রমিক ও চাকুরীয়াদের আয় অনেকটা স্থায়ী ধরণের, নিত্য-ব্যবহার্য্য জিনিষপত্রের দর চড়া থাকিবার ফলে বর্ত্তমানে তাহাদিগকে যথেষ্ট দুঃখ দুর্দ্দশা ভোগ করিতে হইতেছে। কাজেই অধিকাংশের স্বার্থ দেখিতে হইলে পণ্যমূল্যের হার চড়া না রাখিয়া তাহা এখন হইতে ক্রমে ক্রমে নামাইয়া দেওয়ার ব্যবস্থাই সঙ্গত। তাহা ছাড়া একটু দূরদৃষ্টি নিয়া বিবেচনা করিয়া দেখিলে ভারতে পণ্যমূল্যের উচ্চ হার এদেশে কৃষি-শিল্পের পক্ষে কল্যাণজনক নহে বলিয়াই মনে হইবে। দুনিয়ার অন্যান্য দেশে বর্ত্তমানে

সাময়িক প্রসঙ্গ

মালপত্রের দর এদেশের তুলনায় কম। এই অবস্থায় বিদেশে হইতে আমদানীকৃত মালপত্রের সহিত ভারতীয় পণ্যের পক্ষে প্রতিযোগিতায় দাঁড়ানো কঠিন। যুদ্ধের জন্য এতদিন বিভিন্ন দেশ ভারতে বিশেষ কিছু মালপত্র রপ্তানী করিতে পারে নাই। যুদ্ধ থামিয়া যাওয়ায় এক্ষণে সেই রপ্তানী ক্রমেই বাড়িয়া চলিয়াছে। এদেশে পণ্যমূল্য স্থায়ীভাবে চড়া থাকিলে উহাদের প্রতিযোগিতায় ভারতের হাটে এদেশীয় পণ্যের কাটতি হ্রাস পাইয়া কৃষি শিল্পের ক্ষতির আশঙ্কা আছে। পণ্যমূল্য চড়া থাকিলে বাহিরে এদেশীয় পণ্যের রপ্তানী বাড়াইবার পক্ষেও তাহা অসুবিধাজনক হইয়া দাঁড়াইবে। কম মূল্যের বিদেশী জিনিষের সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া বাহিরে বেশী দরে এদেশীয় মাল বিক্রয় করা খুবই কঠিন হইবে। আমদানী ও রপ্তানী বাণিজ্যে এই শ্রেণীর বিদেশী প্রতিযোগিতার তীব্রতা হ্রাস করিবার জন্য টাকার বিনিময়-মূল্য হ্রাস করিবার কথা উঠিতে পারে। কিন্তু বর্ত্তমান অবস্থায় সেরূপ কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করা সমুচিত হইবে না। ভারতের শিল্পোন্নতির জন্য আগামী কয়েক বৎসর বাহির হইতে বহু টাকার যন্ত্রপাতি আমদানী করিতে হইবে। টাকার বিনিময়-মূল্য হ্রাস করা হইলে তাহাতে যন্ত্রপাতির দাম অনেক বেশী পড়িবে। কাজেই সেরূপ কোন কার্য্যনীতি অবলম্বন না করিয়া এদেশের কৃষি ও শিল্পের কল্যাণে পণ্যমূল্য হ্রাসের ব্যবস্থাই সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজনীয় বলা চলে। ডাঃ রাওয়ের এই নির্দ্দেশ আমরা সর্ব্বদা বিবেচনার যোগ্য বলিয়াই মনে করি।

বাঙ্গলার যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠন পরিকল্পনা

বাঙ্গলা দেশে যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠনের কাজ চালাইবার জন্য এ প্রদেশের গবর্ণমেণ্ট সম্প্রতি একটি পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট জানাইয়াছেন, সাধারণ লোকদের জীবনযাত্রার মান উন্নত করাই এই পরিকল্পনার উদ্দেশ্য। সেজন্য উহাতে ২০

বিষয়-সূচী

বিষয়	পৃষ্ঠা
সাময়িক প্রসঙ্গ	৫২৩-২৫
দুর্ভিক্ষ কমিশনের শেষ রিপোর্ট	৫২৬-২৮
রাজনৈতিক প্রসঙ্গ	৫২৯-৩০
ভারতীয় অভ্র শিল্পের ভবিষ্যৎ	৫৩১-৩২
আর্থিক দুনিয়ার খবরাখবর	৫৩৩-৪১
কোম্পানী প্রসঙ্গ—	৫৪২-৪৩
বাজারের হালচাল—	৫৪৪-৪৮

একটী প্রথম শ্রেণীর জাতীয় আর্থিক প্রতিষ্ঠান

আপনার আর্থিক ব্যবস্থা সুনিয়ন্ত্রিত করতে আপনাকে সকল প্রকার সুযোগ-সুবিধায় সাহায্য করবে।

আমাদের কলিকাতা বা অন্যান্য যে কোনও ব্রাঞ্চে লিখিলে বা উপস্থিত হলে বিস্তারিত জানতে পারবেন।

দার্জিলিং ব্যাঙ্ক লিমিটেড

কলিকাতা

টেলি : "রেণবো" কলিকাতা। বি, মুখার্জ্জী

ফোন : পি কে—২৮৮১ ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

বৎসর কালের জন্য নানা গঠনমূলক কাজ চালাইবার নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে। তবে পুরা মিয়াদ ২০ বৎসর হইলেও প্রথম পাঁচ বৎসর মধ্যেই অনেকগুলি দরকারী স্কীম যথাসম্ভব কার্য্যে পরিণত করিবার কথা বলা হইয়াছে। এই পরিকল্পনার রচয়িতারা কৃষির উন্নতিই আগামী দিনের সবচেয়ে বড় প্রয়োজন বলিয়া মনে করিয়াছেন। আর সে কারণে নানাদিক দিয়া তাঁহারা বিস্তর অর্থ-ব্যয়ের প্রস্তাব করিয়াছেন। কৃষির উন্নতির জন্য দেড় কোটি টাকা ব্যয় করিয়া বৈজ্ঞানিক গবেষণার সুবন্দোবস্ত করা হইবে। কৃষি পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য জমিতে উন্নত সার ও বীজ প্রয়োগের ব্যবস্থা হইবে, সেচকার্য্যের উন্নতি বিধান করা হইবে। যে সব কর্ষণযোগ্য জমি বর্ত্তমানে অনাবাদী রহিয়াছে তাহা যথাসম্ভব চাষাবাদের আমলে আনার ব্যবস্থা হইবে। গোজাতির উন্নতি সম্পর্কে ঐ পরিকল্পনায় সমুচিত নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে। কচুরীপানা ধ্বংসের জন্য উহাতে দেড় কোটি টাকা ব্যয়-বরাদ্দ করা হইয়াছে। কৃষিপণ্য বিক্রয়ের সুব্যবস্থার জন্যও প্রথম পাঁচ বৎসরে ৯২ লক্ষ ব্যয় ধরা হইয়াছে। ফ্লাউড কমিশনের রিপোর্টে বাঙ্গলার জমিদারীসমূহ সরকারে খাস করিয়া লওয়ার নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছিল। বর্ত্তমান পরিকল্পনার ঐ নির্দ্দেশ অনুযায়ী আগামী ১৯৪৭ সালের এপ্রিল মাস হইতে জমিদারী খাসের কার্য্যনীতি সুরু করিয়া ২৩ বৎসরে সে কার্য্য পুরাপুরিভাবে সমাধা করার কথা বলা হইয়াছে। তাহা ছাড়া বর্ত্তমান পরিকল্পনায় ২০ বৎসরে এ প্রদেশের রাস্তাঘাটের সমুচিত উন্নতি সাধন করারও প্রস্তাব করা হইয়াছে। কৃষির দিকে বেশী ঝোঁক দিতে গিয়া পরিকল্পনার রচয়িতারা বাঙ্গলার শিল্পোন্নতির প্রশ্ন অনেক পরিমাণে উপেক্ষা করিয়াছেন। অন্যান্য শিল্প ব্যবসায়ের কথা ছাড়িয়া দিয়া বর্ত্তমান পরিকল্পনায় শুধু লবণ শিল্প ও রেশম শিল্পের উন্নতির জন্য সামান্য কিছু ব্যয়-বরাদ্দ ধরিয়া তাঁহারা ঐ বিষয়ে তাঁহাদের কর্ত্তব্য শেষ করিয়াছেন। উহাতে বাঙ্গলা সরকারের যুদ্ধোত্তর পরিকল্পনার একটি বড় গলদ প্রকাশ পাইয়াছে। জনসাধারণের জীবনযাত্রার উন্নতির জন্য কৃষির সমুচিত উৎকর্ষ বিধানের যথেষ্ট প্রয়োজনীয়তা আছে তাহা আমরা স্বীকার করি। সেজন্য যাবতীয় সম্ভবপর বিধি-ব্যবস্থা অবলম্বিত হউক উহা আমরা চাই। কিন্তু শিল্পের দিক দিয়া এদেশ যেরূপ পশ্চাতে পড়িয়া রহিয়াছে তাহাতে শিল্পোন্নতির প্রশ্ন অবহেলা করিয়া কেবল কৃষির উপর জোর দিয়া এদেশে লোকের জীবনযাত্রার মান ভালরূপ উন্নত করা যাইবে না বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। কৃষির তুলনায় শিল্প ব্যবসায় অনেক বেশী লাভজনক। কৃষির উপর জনসংখ্যার চাপ কমাইবার জন্যও শিল্পের অগ্রগতি প্রয়োজন। সেজন্য আধুনিক যুগে অনেক দেশই শিল্পোন্নতির উপর বেশী পরিমাণে জোর দিতেছে। এই নীতির ফলে ইংলণ্ড, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি দেশের জাতীয় সমৃদ্ধি আজ অতুলনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সেখানকার লোকেরা আমাদের দেশের লোকদের তুলনায় অনেক বেশী উন্নত জীবনযাত্রা যাপন করিতেছে। সে কথা ভুলিয়া গিয়া ভারতের আর্থিক উন্নতির পরিকল্পনায় শিল্পের বদলে কেবল কৃষির উপর জোর দেওয়া এদেশকে বরাবরের জন্য অনগ্রসর ও এদেশবাসীকে বরাবরের জন্য দরিদ্র রাখার ব্যবস্থা ছাড়া আর কিছু নহে। যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠনের তোড়জোড় সুরু করিতে গিয়া বৃটিশ শিল্পের কল্যাণে ও বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের নির্দ্দেশে ভারত গবর্ণমেণ্ট প্রথম হইতেই মুখ্যতঃ কেবল কৃষি উন্নতির বুলি আওড়াইতেছেন। সেই কারসাজিতে বিভ্রান্ত হইয়া বাঙ্গলা সরকারও আজ তাঁহাদের পরিকল্পনায় শিল্পের বদলে শুধু কৃষি উন্নতির প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছেন। শিল্পোন্নতির প্রশ্ন অবহেলা করিয়া এইভাবে কেবল কৃষির দ্বারা কিভাবে জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান উন্নত করা যাইবে তাহা আমরা বুঝিনা।

পুনর্গঠন পরিকল্পনা ও তাহার ব্যয় বরাদ্দ

যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠনের জন্য বাঙ্গলা সরকার যে পরিকল্পনা উপস্থিত করিয়াছেন তাহাতে ২০ বৎসরে ঐ পরিকল্পনা বাবদ মোট ব্যয় ধরা হইয়াছে ২৫০ কোটি টাকা। এত বেশী পরিমাণ টাকা কিভাবে সংগ্রহ করা হইবে তাহা একটা ভাবিবার বিষয়। বাঙ্গলা সরকারের অন্যতম এডভাইসর বা পরামর্শদাতা মিঃ আর এল ওয়াকার অবশ্য এক সাংবাদিক বৈঠকে এ বিষয়ে সম্ভবপর উপায় বিশ্লেষণ করিতে ত্রুটি করেন নাই। তিনি বলিয়াছেন, মোট ব্যয় ২৫০ কোটি টাকা হইলেও পরিকল্পনা কার্য্যকরী হওয়ার প্রথম পাঁচ বৎসরে সেজন্য দরকার হইবে ১৪৫ কোটি টাকা। প্রথমতঃ বাঙ্গলা সরকার এই পরিমাণ টাকাই সংগ্রহ করিবার চেষ্টা করিবেন। এ প্রদেশে পুনর্গঠন পরিকল্পনা কার্য্যকরী করার জন্য ভারত গবর্ণমেণ্ট ৬৯ কোটি টাকা দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। ৫৩ কোটি টাকা বাঙ্গলা সরকার নিজেরা ঋণপত্র বিক্রয় করিয়া সংগ্রহ করিবেন। বাকী ২৩ কোটি টাকা পাইতে হইলে সরকারী খরচপত্র হ্রাস করিতে হইবে। বেসরকারী মাল সরবরাহ বিভাগের জন্য বর্ত্তমানে বিস্তর অর্থ ব্যয় হইতেছে। এই বিভাগটি উঠিয়া গেলে বাঙ্গলা সরকারের আয় হইতে তাঁহাদের যাবতীয় ব্যয় মিটাইয়া বৎসরে ৫ কোটি টাকার মত উদ্বৃত্ত থাকিবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে। তাহা কার্য্যতঃ ফলবতী হইলে পুনর্গঠন পরিকল্পনার প্রথম পাঁচ বৎসরে ঐ দিক দিয়া ২৩ কোটি টাকা পাওয়া কঠিন হইবে না।

ভারত সরকার বাঙ্গলায় যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠন পরিকল্পনা কার্য্যকরী করার জন্য ৬৯ কোটি টাকা প্রদান করিবেন ইহা ভাল কথা। কিন্তু বাকী টাকা পাওয়ার যে উপায় মিঃ ওয়াকার বিশ্লেষণ করিয়াছেন তাহাতে আমরা বিশেষ ভরসার কিছু দেখিতেছি না। যুদ্ধের সময়ে বাঙ্গলা সরকারের খরচপত্র যথেষ্ট বাড়িয়া গিয়াছে। ট্যাক্সের পর ট্যাক্স বসাইয়াও বাজেটের ঘাটতি মিটে নাই বলিয়া বাঙ্গলা সরকারকে গত কয় বৎসরে বহু টাকা ঋণ গ্রহণ করিতে হইয়াছে। এইরূপ ভারগ্রস্ত অবস্থায় নূতন ঋণ চাহিলেই অতি সহজে তাঁহারা তাহা তুলিতে পারিবেন বলিয়া মনে করা যায় না। বিশেষতঃ যে সব লোক দ্বারা এ প্রদেশের গবর্ণমেণ্ট পরিচালিত হয় তাঁহাদের উপর জনসাধারণের আস্থা যেরূপ কম তাহাতে অনেকেই যে সাগ্রহে বাঙ্গলা সরকারের ঋণপত্র ক্রয় করিতে যাইবে না তাহা নিশ্চিত। বেসরকারী মাল সরবরাহ বিভাগটি উঠিয়া গেলে তাহাতে সরকারী খরচ বাঁচিয়া পুনর্গঠন পরিকল্পনার জন্য প্রতি বৎসর কিছু অর্থ নিয়োগ করা সহজ হইতে পারে সন্দেহ নাই। কিন্তু ঐ বিভাগ শীঘ্র উঠিয়া যাওয়ার সম্ভাবনা কোথায়? দুর্ভিক্ষ কমিশন আগামী কয়েক বৎসর পর্য্যন্ত খাদ্য ক্রয় ও খাদ্য রেশনিংয়ের কাজ চালাইয়া যাইতে নির্দ্দেশ দিয়াছেন। শীঘ্র ঐ সমস্ত তুলিয়া লওয়ার কোন সঙ্গতি নাই বলিয়া ভারত সরকার প্রচার করিতেছেন। আগামী ৩ বৎসরের মধ্যে বেসরকারী মাল সরবরাহের কাজ বন্ধ হইবে না বলিয়া মিঃ ওয়াকার নিজেও ধারণা প্রকাশ করিয়াছেন। এই অবস্থায় সিভিল সাপ্লাইজ ডিপার্টমেণ্টটি উঠিয়া গিয়া ২৩ কোটি টাকা বাঁচিবার আশু সম্ভাবনা কিছুই দেখা যাইতেছে না। সুতরাং পুনর্গঠন পরিকল্পনা কার্য্যকরী করার উপযোগী টাকা বাঙ্গলা সরকার কার্য্যতঃ কতদূর সংগ্রহ করিতে পারিবেন সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে। কেন্দ্রে ও প্রদেশসমূহে প্রকৃত জাতীয় গবর্ণমেণ্ট স্থাপিত হইলে আর্থিক উন্নতির ব্যাপারে দেশের জনসাধারণ গবর্ণমেণ্টের সহিত আন্তরিকভাবে সহযোগিতা করিত। তাহাতে যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠনের জন্য উপযুক্ত অর্থ পাওয়ার পথও সুগম হইত। সে ভাবে কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়ার কোন গরজ যখন বৃটিশ কর্ত্তৃপক্ষ দেখাইতেছেন না তখন এদেশে আর্থিক উন্নতির সরকারী প্লান কার্য্যে পরিণত হওয়ার আশা কোথায়?

কৃষি-বীমা

বাংলার চাষীকে তাহার ফসলের জন্য আকাশের দিকে চাহিয়া থাকিতে হয়। সমগ্র বৎসর প্রাণপাত পরিশ্রম করিয়াও ফসল পাইবার কোন নিশ্চয়তা সে পায় না যদি আকাশ-দেবতা প্রসন্ন না হন। সেচ-ব্যবস্থার সুবন্দোবস্ত না থাকাতে প্রয়োজনীয় জলের জন্য যেমন চাষীকে দেবতার করুণার উপর নির্ভর করিতে হয় তেমনি জলের আধিক্য অর্থাৎ বন্যার প্রকোপ হইলেও ফসল নষ্ট হওয়ার দরুণ তাহার দুর্দ্দশার সীমা থাকে না। কৃষকগণকে যাহাতে এই অনিশ্চয়তার প্রত্যাশী হইয়া না থাকিতে হয়, যাহাতে তাহাদের পরিশ্রমের ন্যায্য প্রতিদান তাহারা পাইতে পারে তাহার কোন উপায় কি হইতে পারে না? সম্প্রতি সিংহলে এই প্রশ্ন সমাধানের চেষ্টা চলিতেছে। প্রকাশ, সরকারের কৃষি ঋণ বিভাগের অধীনে সিংহলে কৃষিবীমা প্রবর্ত্তনের প্রস্তাব হইয়াছে; এই বীমা অনুসারে বাৎসরিক নির্দ্ধারিত চাঁদার বিনিময়ে কৃষকগণ তাহাদের ফসল ও গবাদি পশু বীমা করিতে পারিবে এবং তাহাদের আয়ত্তের বহির্ভূত কোন কারণে ফসলের বা গবাদি পশুর কোন ক্ষতি হইলে কৃষকগণ বীমার নিয়মানুযায়ী সরকার হইতে ক্ষতিপূরণ পাইবে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে এই প্রকার বীমা প্রচলিত আছে। এই বীমার ফলে কৃষকগণের কর্ম্মস্পৃহা হ্রাস পাইতে পারে বলিয়া কেহ কেহ মনে করিতে

চাঁদপুর

মডেল ব্যাঙ্ক

লিমিটেড

রেজিঃ অফিস- চাঁদপুর

হেড অফিস :—

৪নং সিনাগগ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শাখাসমূহ :—

বড়বাজার, দক্ষিণ কলিকাতা, হাটখোলা, ইটালী মার্কেট, ডামুড্যা, পুরণবাজার, পালং, চাকা, বোয়ালমারি, পরোজপুর, কামারখালি ও বোলপুর।

স্থাপিত :- ১৯২৬

মাানেজিং ডিরেক্টর এস, আর, দশি

দেশের ও দশের সেবায় নির্ভরযোগ্য ও নিরাপদ প্রতিষ্ঠান

ইণ্ডিয়ান

সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

লিগলস্ ব্যাঙ্ক লিঃ

৫।১, রয়েল এক্সচেঞ্জ প্লেস, কলিকাতা

ফোন : কলিঃ ৩৩৮১ :: তার : 'Honey Comb,' Cal

আমাদের বিশেষজ্ঞ দ্বারাই ষ্টক এক্সচেঞ্জের বিবিধ শেয়ার ও সিকিউরিটি ক্রয় বিক্রয় করা হয়

আপনাদের সহানুভূতি প্রার্থনীয়

পারেন ; কিন্তু বীমার সর্ত্তে পরিষ্কারভাবে উল্লেখ থাকিবে যে, নিজেদের ইচ্ছাকৃত অপরাধে, যথা—ত্রুটিপূর্ণ চাষ অথবা জলসেচ ইত্যাদির জন্য যদি ফসলের কোন ক্ষতি হয় তাহা হইলে ক্ষতিপূরণস্বরূপ কোন অর্থ পাইবার তাহারা অধিকারী হইবে না। আমরা বাংলা সরকারকে এই বিষয় ভাবিয়া দেখিতে অনুরোধ করি। সম্প্রতি বাংলা সরকার কর্ত্তৃক একটি প্রাদেশিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রকাশ করা হইয়াছে ; তাহাতে দেশের কৃষকশ্রেণীর জন্য সরকার বিস্তর কুম্ভীরাশ্রু মোচন করিয়াছেন—তাঁহারা যদি সত্যই দেশের কৃষকশ্রেণীর দুঃখ লাঘব করিতে চান তাহা হইলে সরকারী সমবায় বিভাগকে পুনর্গঠিত করিয়া তাহাদের হাতে কৃষি বীমার ভার ন্যস্ত করিতে পারেন। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস এইরূপ কোন উদারনীতি অবলম্বনে কার্য্যক্ষেত্রে ব্রতী হইলে জনসাধারণের সাহায্য ও সহযোগিতা হইতে সরকার বঞ্চিত হইবেন না। শিল্প কারখানায় যাঁহারা অর্থ ও শ্রম নিয়োগ করেন তাঁহারা নিজেদের অর্থ ও শ্রমলব্ধ উৎপাদন যাহাতে কোন আকস্মিক বিপদে ক্ষতিগ্রস্ত না হয় তাহার জন্য বীমা করিয়া থাকেন। শিল্পকারখানার ক্ষেত্রে যদি দেশের এক শ্রেণীর লোক এই সুবিধা পাইতে পারেন তাহা হইলে দেশের দরিদ্রতম শ্রেণী কৃষকগণ কি অনুরূপ সুবিধার দাবী করিতে পারে না ?

বস্ত্র শিল্পের সম্প্রসারণ

ভারতীয় বস্ত্র শিল্পের ভবিষ্যৎ সম্প্রসারণ সম্পর্কে বিবেচনার জন্য টেক্সটাইল কন্ট্রোল বোর্ডের অধীনে একটি পোষ্ট ওয়ার প্ল্যানিং কমিটি গঠিত হইয়াছিল। ঐ কমিটি উপরোক্ত বিষয়ে সম্প্রতি একটি পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়াছেন। যুদ্ধের পূর্ব্বে এদেশের কাপড়ের কলসমূহে ৩৮০ কোটি গজ বস্ত্র তৈয়ার হইত। বর্ত্তমানে তাহার পরিমাণ বাড়িয়া ৪৭০ কোটি গজ দাঁড়াইয়াছে। উক্ত কমিটি আগামী ৫ বৎসর কালমধ্যে দেশে কাপড়ের কলে বস্ত্রের উৎপাদন ৭২০ কোটি গজ পর্য্যন্ত বৃদ্ধি করিবার নির্দ্দেশ দিয়াছেন। তাহাছাড়া কাপড়ের কলে সূতার উৎপাদন বাড়াইয়া তাহা দ্বারা তাঁত বস্ত্রের যোগানও ২০০ কোটি গজ পর্য্যন্ত বৃদ্ধি করার কথা বলা হইয়াছে। ঐ পরিমাণ কাপড় ও সূতা উৎপন্ন করিতে হইলে দেশের পুরানো কাপড়ের কলগুলিতে অনেক নূতন যন্ত্রপাতি বসাইতে হইবে। নূতন কাপড়ের কল স্থাপনের জন্যও বিস্তর যন্ত্রপাতি আবশ্যক হইবে। কমিটির অনুমান এই, পুরানো কলসমূহের কাজ সম্প্রসারণের জন্য নূতন করিয়া ২ লক্ষ তাঁত ও ১ কোটি টাকু লাগিবে। উপযুক্ত সংখ্যক নূতন কল গড়িয়া তুলিবার জন্য ৪০ হাজার নূতন তাঁত ও ২৭ লক্ষ নূতন টাকু প্রয়োজন হইবে। যে সব অঞ্চলে লোকের প্রয়োজনোপযোগী বস্ত্র প্রস্তুত হয় না, বিশেষ করিয়া সে-সব অঞ্চলে কমিটি নূতন কল স্থাপনের নির্দ্দেশ দিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ।

ভারতবর্ষে যুদ্ধের পূর্ব্বে তাঁত বস্ত্র ও কলের তৈয়ারী কাপড় মিলাইয়া ৬০০ কোটি গজ বস্ত্র কাটতি হইত। এই অবস্থায় পোষ্ট ওয়ার প্ল্যানিং কমিটি আগামী ৫ বৎসর কাল মধ্যে দেশে বস্ত্রের উৎপাদন ৯২০ কোটি গজ (মিল ও তাঁত বস্ত্র মিলাইয়া) পর্য্যন্ত বৃদ্ধি করার প্রস্তাব করায় কোন কোন দিক হইতে উহার সমীচীনতা সম্পর্কে প্রশ্ন উঠিয়াছে। কেহ কেহ মন্তব্য করিয়াছেন, এত বেশী বস্ত্র প্রস্তুত হইলে তাহাতে ভারতীয় বস্ত্র শিল্পে অতি উৎপাদনের গলদ দেখা দিবে। তৈয়ারী কাপড় অবিক্রীত থাকিয়া বস্ত্র শিল্পের দুর্দ্দিনের সূচনা হইবে। কিন্তু উপযুক্ত দূরদৃষ্টি নিয়া ভবিষ্যৎ প্রয়োজনের কথা বিবেচনা করিলে এইরূপ বিপদ ঘটিবার বাস্তবিকই কোন কারণ আছে বলিয়া আমরা মনে করিনা। ভারতের লোকদের জীবনযাত্রার মান খুব নিম্ন, সেজন্য বর্ত্তমানে তাহাদের ভিতর মাথাপিছু বস্ত্রের কাটতি অন্যান্য দেশের তুলনায় খুবই কম। মার্কিন যুক্ত-রাষ্ট্রের লোকেরা বৎসরে মাথাপিছু ৬৪ গজ, হল্যাণ্ডের লোকেরা ৫৯ গজ, ক্যানাডার লোকেরা ৩৮ গজ ও ইংলণ্ডের লোকেরা ৩৫ গজ বস্ত্র ব্যবহার করিয়া থাকে। কিন্তু সাধারণ সময়ে ভারতে গড়ে জনপিছু মাত্র ১৬ গজ বস্ত্র ব্যবহৃত হয়। বর্ত্তমানে সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নতির পরিকল্পনা গঠন করিয়া ভারতের লোকদের জীবনযাত্রার মান উন্নত করিবার চেষ্টা সুরু হইয়াছে। এই অবস্থায় অন্যান্য দেশের মত মাথাপিছু তত বেশী বস্ত্র ব্যবহৃত না হইলেও অদূর ভবিষ্যতে এদেশের লোক যে এখনকার চেয়ে কিছু বেশী বস্ত্র ব্যবহারে অভ্যস্ত হইবে তাহা আমরা অবশ্যই আশা করিতে পারি। কাজেই পুরানো কলগুলি সম্প্রসারণ করিয়া ও উপযুক্ত সংখ্যক নূতন কল স্থাপন করিয়া আগামী ৫ বৎসরে এদেশে বস্ত্রের উৎপাদন ৯২০ কোটী গজ পর্য্যন্ত বৃদ্ধি করা আমরা অযৌক্তিক মনে করিনা। ভারতের কল্যাণে সে বিষয়ে উপযুক্ত বিধিব্যবস্থা অবলম্বন করা খুবই দরকার।

বিজ্ঞপ্তি

শ্রীশ্রীশারদীয়া পূজা উপলক্ষে 'আর্থিক জগৎ' কার্য্যালয় ১০ই অক্টোবর বুধবার হইতে ২১শে অক্টোবর রবিবার পর্য্যন্ত বন্ধ থাকিবে। আগামী ১৫ই ও ২২শে অক্টোবর 'আর্থিক জগৎ' প্রকাশিত হইবে না। 'আর্থিক জগতে'র পরবর্ত্তী সংখ্যা আগামী ২৯শে অক্টোবর প্রকাশিত হইবে।

ম্যানেজার, আর্থিক জগৎ

বাসস্থান সমস্যা ও বোম্বাই কর্পোরেশন

খাদ্যসঙ্কটে বাংলাদেশ যখন প্রপীড়িত, বাংলা সরকার যখন তার কোন সমাধান করিতে পারেন নাই অথবা চাহেন নাই, তখন বোম্বাইয়ে অপেক্ষাকৃত কম শোচনীয় অবস্থার উদ্ভব হইলেও সেখানে খাদ্য বরাদ্দ ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হয়। বস্ত্র-সমস্যার বেলায়ও তাই। সমগ্র বাংলাদেশ অর্দ্ধনগ্ন অবস্থায় উপনীত হইলেও সময়মত তাহা সমাধানে সরকার যখন নীরব ছিলেন, তখন আমরা দেখিতে পাইয়াছি বোম্বাই সরকার বস্ত্র বরাদ্দ ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন দ্বারা সেখানকার বস্ত্রাভাব দূরীকরণে সচেষ্ট হইয়াছেন। দুগ্ধ-সমস্যা সমাধানেও বোম্বাই বাংলাকে পশ্চাতে ফেলিয়া অগ্রসরশীলতার পরিচয় দিয়াছেন। বোম্বাইয়ের অগ্রগতির সর্ব্বশেষ পরিচয় সম্প্রতি পাওয়া গিয়াছে বাসস্থান সমস্যার সমাধান চেষ্টায়। কলিকাতায় বাসস্থান সমস্যা সম্পর্কে আমরা পূর্ব্বসপ্তাহে আলোচনা করিয়াছি এবং কর্ত্তৃপক্ষকে শৈথিল্য ত্যাগ করিয়া কাজে নামিতে অনুরোধ করিয়াছি। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত এই সমস্যা সমাধানে বাংলা সরকার কোন সুষ্ঠু পরিকল্পনা নিয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন নাই। অপরদিকে বোম্বাইএর এক সংবাদে প্রকাশ, বোম্বাই কর্পোরেশন দুই লক্ষ লোক বাস করিতে পারে এমন ৫০।৬০ হাজার গৃহ নির্ম্মাণ করার বিষয় বিবেচনা করিতেছেন। এই উদ্দেশ্যে কর্পোরেশন প্রাদেশিক সরকারকে গৃহনির্ম্মাণোপযোগী মালমসল্লার উপর "নিয়ন্ত্রণ" তুলিয়া দিতে, বাসগৃহ নির্ম্মাণোপযোগী স্থান অল্পহারে ভাড়া দিতে, রেণ্ট কণ্ট্রোল বোর্ড স্থাপন দ্বারা সুবিচারের উপর ভিত্তি করিয়া নির্ম্মিত বাসগৃহের ভাড়া নির্দ্ধারণ করিতে এবং সমস্যার আশু সমাধানের জন্য সাময়িক প্রয়োজনে নির্ম্মিত অস্থায়ী আবাসসমূহ অসাময়িক ব্যবহারে ছাড়িয়া দিতে অনুরোধ করিয়াছেন। উক্ত কর্পোরেশন প্রত্যেক গৃহ যাহাতে ১৮০ ফুট পরিমিত হয় এবং উহার মধ্যে যাহাতে ৬ ফুট লম্বা দেওয়াল দ্বারা বিভক্ত একটি করিয়া রান্নাঘর থাকে তাহারও সুপারিশ করিয়াছেন। এইরূপ গৃহগুলি নির্ম্মাণ করিতে মোট এক কোটি টাকা লাগিতে পারে বলিয়া কর্পোরেশন অনুমান করিয়াছেন এবং সরকারের নিকট এই উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় টাকা ধার চাহিয়াছেন ; অন্যথায় জনসাধারণের নিকট হইতে ঋণ নিয়াও এই টাকা যোগাড় হইতে পারে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, ১৯৩৮ সালে বোম্বাই, আহ্‌মেদাবাদ ও শোলাপুর শ্রমকেন্দ্রসমূহে মাথাপিছু যথাক্রমে মাত্র ২৭.৫৮, ৪৩.০৪, ও ২৪.০৩ বর্গফুট বাসভূমির বন্দোবস্ত ছিল। বোম্বাইয়ের "চাল" সমূহে শ্রমিকরা কিরূপ শোচনীয়ভাবে গাদাগাদি করিয়া কোনরূপে দিন কাটায়, ভাবিলে দুঃখ হয়। এই সব চালে বৈদ্যুতিক আলোর কোন ব্যবস্থা তো নাইই, প্রকৃতিদত্ত আলো-হাওয়া প্রবেশেরও কোন ব্যবস্থা নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তার উপর ধোঁয়া ও অস্বাস্থ্যকর শৌচাগারসমূহও আছে। এইসব অনাচার দূর করিবার উদ্দেশ্যে বোম্বাই সরকারও বৃহত্তর বোম্বাই পরিকল্পনা (গ্রেটার বোম্বে স্কীম) গ্রহণ করিয়াছেন এবং দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকগণকে সহরতলীতে খোলা যায়গায় বসবাসের ব্যবস্থা করিতে ব্রতী হইয়াছেন। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের স্বাধীন দেশসমূহে বাসস্থান সমস্যাকে মোটেই উপেক্ষা করা হয়না ; এত গুরুত্ব দেওয়া হয় যে, বলিতে গেলে এই বাসস্থান সমস্যাই চার্চ্চিলী মন্ত্রিসভা তথা রক্ষণশীল দলের পতনের মূল কারণ। কিন্তু আমাদের মত পরাধীন দেশে সরকার জনসাধারণের অসুবিধা দূরীকরণে বিন্দুমাত্র আন্তরিকতার পরিচয় দেন না, যতদিন না জনসাধারণ তাহাদের দাবী আন্দোলনের সাহায্যে প্রতিষ্ঠা করে। মানবধ্বংসী যুদ্ধের জন্য সরকার কোটী কোটী টাকা অবলীলাক্রমে ব্যয় করিয়াছেন ; সত্যকার মানবহিতকর এইরূপ কাজে কি সরকার প্রয়োজনীয় অর্থব্যয়ে পরাঙ্মুখ হইবেন ? জানিতে পারিলাম, মাদ্রাজ কর্পোরেশনও বাসস্থান সমস্যা সমাধানে সচেষ্ট হইয়াছেন। জানিতে পারি কি, আমাদের কলিকাতা কর্পোরেশন এ বিষয়ে কিছু করিয়াছেন কি না ?

ফোন : ক্যাল ৩৩৩৮ গ্রাম : শিল্পসখা

ক্লিয়ারিং এর সুযোগ সহ

হিন্দুস্থান ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ব্যাঙ্ক

লিমিটেড

৫ ও ৬, হেয়ার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা ও সি পিতে
মাত্র ১৫টি শাখা অফিস আছে

ধুবড়ী, গৌহাটি, তিনসুকিয়া, ডিব্রুগড়, ময়মনসিংহ, ভৈরববাজার, ফেণী, চট্টগ্রাম ও লৌহজঙ্গ শাখা খোলা হইতেছে।

দুর্ভিক্ষ কমিশনের শেষ রিপোর্ট

বাঙ্গলা ও ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে দুর্ভিক্ষের কারণ সম্পর্কে তদন্ত করিয়া খাদ্যসমস্যা সমাধানের বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ কার্য্যনীতি নির্দ্ধারণের জন্য স্যার জন উডহেডের সভাপতিত্বে একটি কমিশন গঠন করা হইয়াছিল। ঐ কমিশন গত মে মাসে বাঙ্গলার দুর্ভিক্ষ সম্পর্কে তাঁহাদের রিপোর্ট পেশ করেন। সম্প্রতি সমস্ত ভারতের খাদ্যসমস্যা বর্ণনা করিয়া ও ঐ সমস্যা সমাধানের জন্য নানা সম্ভবপর উপায় বিশ্লেষণ করিয়া কমিশন তাঁহাদের চূড়ান্ত রিপোর্ট প্রকাশ করিয়াছেন।

উডহেড কমিশন নানা তথ্য-বিবরণ আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছেন যে, যুদ্ধের পূর্ব্বে ভারতবর্ষ খাদ্যশস্যের দিক দিয়া স্বাবলম্বী ছিল না। বিরাট জনসংখ্যার প্রয়োজন অনুপাতে এদেশে খাদ্যদ্রব্য উৎপন্ন হইত কম। এদেশ হইতে কিছু পরিমাণ গম অবশ্য বাহিরে রপ্তানী হইত। কিন্তু বাহিরে গম যে পরিমাণে রপ্তানী হইত ভারতের লোকদের প্রয়োজনে বাহির হইতে চাউল আমদানী করিতে হইত তাহার চেয়ে অনেক বেশী। এই অবস্থায় যুদ্ধ বাধিবার পর হইতে দেশে একদিকে সামরিক কারণে খাদ্যদ্রব্যের চাহিদা বাড়িয়া যাওয়ায় ও অপর দিকে আমদানীর সুযোগ-সুবিধা বিশেষভাবে ব্যাহত হওয়ায় ভারতে খাদ্যসমস্যা স্বভাবতঃই খুব জটিল হইয়া দাঁড়ায়। এই সমস্যা সমাধানের জন্য কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট ও প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টসমূহ গত কয় বৎসর হইতে এদেশে ফসল বৃদ্ধির একটা আন্দোলন চালাইয়া আসিতেছেন। কিন্তু এই আন্দোলনের ফলে এ পর্য্যন্ত তেমন কোন সুফল পাওয়া যায় নাই। লোকের প্রয়োজনের তুলনায় এখনও ভারতে খাদ্যশস্য উৎপাদিত হইতেছে কম। চাহিদার তুলনায় যোগানের স্বল্পতা হেতু খাদ্যদ্রব্যের মূল্যও খুব চড়া থাকিয়া যাইতেছে। এই সকল কথা বিবেচনা করিয়া দুর্ভিক্ষ কমিশন গবর্ণমেণ্টকে নবোদ্যমে খাদ্য ফসল বৃদ্ধির আন্দোলন চালাইয়া যাওয়ার নির্দ্দেশ দিয়াছেন। খাদ্যফসল বৃদ্ধির জন্য তাঁহাদিগকে চাষভূমিতে জল সরবরাহ ব্যবস্থা সম্পর্কে ও জমিতে উন্নত সার প্রয়োগ সম্পর্কে জোর দিতে বলিয়াছেন। যুদ্ধের সময়ে কোন কোন প্রদেশের গবর্ণমেণ্ট নিজেরা খাদ্য ক্রয়ের নীতি গ্রহণ করিয়াছেন। খাদ্যদ্রব্যের মূল্য নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে এবং রেশনিং সম্পর্কেও নানা-স্থানে বিধিব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে। কমিশনের মতে খাদ্যসমস্যার জটিলতার ভিতর বর্ত্তমানেও ঐ সমস্তের যথেষ্ট প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে। সেজন্য তাঁহারা ঐ সব বিধিব্যবস্থা আরও কিছুকাল অক্ষুণ্ণ রাখিবার নির্দ্দেশ দিয়াছেন। উহাদের মতে খাদ্যদ্রব্য ক্রয় সম্পর্কে এদেশে সরকারী একচেটিয়া অধিকার প্রতিষ্ঠিত হওয়া প্রয়োজন। ভারতে ১ লক্ষ ও তদূর্দ্ধ লোক-বিশিষ্ট ৬৭টি সহরে এ পর্য্যন্ত খাদ্য রেশনিং প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। বোম্বাই ও মাদ্রাজে ১ লক্ষের কম লোকবিশিষ্ট অনেক সহরও রেশনিংয়ের আমলে আসিয়াছে। অন্যান্য প্রদেশেও এইভাবে রেশনিং নীতির প্রসার সাধিত হওয়া দরকার। কমিশন বলিয়াছেন, ভারতে খাদ্যদ্রব্যের বর্ত্তমান মূল্য দুনিয়ার অনেক দেশের তুলনায় চড়া। এদেশে খাদ্যদ্রব্যের উৎপাদন ও আমদানী বাড়িলে এই মূল্য অবশ্যই কমিয়া আসিবে। কিন্তু যে পর্য্যন্ত যোগান ভালরূপ না বাড়িতেছে সে পর্য্যন্ত খাদ্যদ্রব্যের মূল্য বর্ত্তমানের তুলনায় বিশেষ কিছু হ্রাস করিবার চেষ্টা গবর্ণমেণ্টের পক্ষে সঙ্গত হইবে না। চাউল ও গমের চড়া মূল্য এই সমস্তের উৎপাদন বৃদ্ধি সম্পর্কে জনসাধারণকে উৎসাহিত করিতেছে। খাদ্যদ্রব্যের মূল্য কমাইয়া দিবার চেষ্টা হইলে বেশী পরিমাণে ঐ সমস্ত উৎপাদন সম্পর্কে পুনরায় একটা নিরুৎসাহের ভাব সৃষ্টি হইবার আশঙ্কা আছে।

তবে তাঁহারা বলিয়াছেন যে, যুদ্ধের পরে ব্রহ্মদেশ হইতে যখন পুনরায় ভারতে চাউল আমদানী সুরু হইবে, অবস্থার পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিয়া খাদ্যদ্রব্য ক্রয়, খাদ্যদ্রব্যের মূল্য নিয়ন্ত্রণ ও রেশনিং সম্পর্কে সরকারী বিধিব্যবস্থা তখন ক্রমে ক্রমে শিথিল করা যাইবে। এইভাবে কাজ সুরু করিয়া পুরাপুরি স্বাভাবিক অবস্থায় (normal condition) ফিরিয়া যাইতে কত বৎসর লাগিবে অর্থাৎ transition period-এর মিয়াদ কি দাঁড়াইবে তাহা ঠিক করিয়া বলা কঠিন। কমিশনের মতে প্রথমতঃ ব্রহ্মদেশ হইতে চাউলের আমদানী বাড়িয়া তাহা দ্বারা এদেশের ঘাটতি পূরণের ব্যবস্থা না হওয়া পর্য্যন্ত, দ্বিতীয়তঃ সামরিক উদ্যোগ ও সামরিক কার্য্যধারা বন্ধ না হওয়া পর্য্যন্ত, তৃতীয়তঃ যানবাহনের অসুবিধা সম্যক কাটিয়া না যাওয়া পর্য্যন্ত, চতুর্থতঃ দুনিয়ার বিভিন্ন দেশে বর্ত্তমানে যে খাদ্যাভাব দেখা দিয়াছে তাহা দূর না হওয়া পর্য্যন্ত এই ট্রেনজিসন পিরিয়াড বা অনিশ্চিত কাল চলিতে থাকিবে। ১৯৪২-৪৩ সাল হইতে ভারতে খাদ্যসমস্যার জটিলতা আত্ম-প্রকাশ করিয়াছিল। উডহেড কমিশনের ধারণা ১৯৫১-৫২ সালের পূর্ব্বে এই অনিশ্চিত অবস্থা কাটিয়া পুরাপুরি স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়া আসিবে না। কমিশন এই ট্রেন্‌জিসন পিরিয়াডএ সকল দিকে পরিপূর্ণ নজর রাখিয়া গবর্ণমেণ্টকে সতর্কভাবে তাঁহাদের খাদ্যনীতি পরিচালনা করিবার নির্দ্দেশ দিয়াছেন। তাড়াতাড়ি কোন দিক দিয়া নিয়ন্ত্রণ নীতি উঠাইয়া লইলে তাহার বিরূপ প্রতিক্রিয়ায় দেশে পুনরায় খাদ্যাভাব সমস্যা জটিল হইয়া দাঁড়াইতে পারে। কাজেই সে কথা ভাবিয়া গবর্ণমেণ্টকে বিশেষ সতর্কতার সহিত ক্রমে ক্রমে সে নিয়ন্ত্রণ নীতি শিথিল করিতে হইবে। যুদ্ধের পূর্ব্ব সময়ের তুলনায় যুদ্ধের সময়ে ভারতের অনেক স্থলে খাদ্যদ্রব্যের মূল্য কয়েক গুণ বাড়িয়া গিয়াছিল। বর্ত্তমানে মূল্যের হার সে তুলনায় কিছু কমিয়াছে, যদিও বাঙ্গলায় যুদ্ধের পূর্ব্ব সময়েব তুলনায় এখনও শতকরা ৩৫০ ভাগ মূল্যে চাউল বিক্রীত হইতেছে। দামের এই চড়া হার অবিলম্বে কমাইতে যাওয়া ঠিক হইবে না। ব্রহ্মদেশ হইতে চাউলের আমদানী সুরু হওয়ার সঙ্গে যখন ট্রেনজিসন পিরিয়াড আরম্ভ হইবে তখন হইতে এই মূল্য কিছু কিছু করিয়া হ্রাস করিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। ট্রেনজিসন্ পিরিয়াডের প্রথম দিকে খাদ্যদ্রব্যের মূল্য যুদ্ধের পূর্ব্ব সময়ের তুলনায় শতকরা ২৪০ ভাগ উচ্চে বজায় থাকিতে দেওয়া যাইতে পারে। পরে তাহা যুদ্ধের পূর্ব্ব সময়ের তুলনায় শতকরা ১৪০ ভাগে সীমাবদ্ধ করার চেষ্টা হইতে পারে। ট্রেন্‌জিসন্ পিরিয়াডে খাদ্যদ্রব্যের গড় মূল্য ইহার চেয়ে বেশী নামাইয়া দেওয়া দেশের পক্ষে কল্যাণকর হইবে না বলিয়াই কমিশনের সদস্যদের বিশ্বাস। দেশে

আমাদের একশো বছর আগে

● ১৮২০ সালে জন্মেছিলেন ফ্লোরেন্স্ নাইটিঙ্গেল্। রোগী ও আহতের সেবায় জীবন উৎসর্গ করে তিনি সেবাব্রতের উজ্জ্বল আদর্শ স্থাপন করে গেছেন।

● আমাদের সুরু হয়েছিলো ১৯২০ সালে। তারপর থেকে রোগের চিকিৎসায় এবং রোগীর শুশ্রূষায় প্রয়োজনীয় রবারের জিনিষ আমরা তৈরী করে আসছি।

আমাদের তৈরী

রবার ক্লথ, হটওয়াটার ব্যাগ, আইস্ ব্যাগ, হাওয়া বালিশ ও বিছানা, এয়ার রিং, এয়ার কুশন, ডাক্তারী দস্তানা ইত্যাদি।

বেঙ্গল ওয়াটারপ্রুফ ওয়ার্কস্ (১৯৪০) লিমিটেড

কলিকাতা নাগপুর বোম্বাই

খাদ্যের যোগান বাড়িবার সঙ্গে সরকারীভাবে খাদ্য ক্রয় ও বণ্টনের নীতি শিথিল করিয়া ক্রমে ক্রমে ঐ সম্পর্কে ব্যবসা বাণিজ্যের স্বাভাবিক সুযোগ দিতে হইবে। প্রথমে ছোট ছোট সহরে রেশনিং বন্ধ করিতে হইবে। পরে সুসময় বুঝিয়া বড় বড় সহর হইতেও রেশনিং প্রথা উঠাইয়া লইতে হইবে। সমস্ত দেশের স্বার্থ বুঝিয়া এইসব কার্য্য-নীতি স্থির করিবার জন্য ভারত গবর্ণমেণ্টের উচিত হইবে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারের প্রতিনিধি-দের লইয়া একটি অল্ ইণ্ডিয়া ফুড কাউন্সিল গঠন করা।

ভারতে লোকের প্রয়োজন অনুপাতে খাদ্যদ্রব্য উৎপন্ন হয় কম। যে ফসল উৎপন্ন হওয়ার কথা আবহাওয়ার অনিশ্চয়তার জন্য তাহার সম্বন্ধেও বিপর্য্যয়ের আশঙ্কা থাকে। অথচ দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে খাদ্য ফসলের চাহিদা দিন দিনই বাড়িয়া যাইতেছে। দেশে সামরিক বিধিব্যবস্থা বলবৎ থাকায় সৈন্য বিভাগের জন্যও এখনও বৎসরে প্রায় ৮ লক্ষ টন খাদ্যদ্রব্যের প্রয়োজন হইতেছে। এই অবস্থায় একদিকে দেশের স্বাভাবিক ঘাটতি পূরণের জন্য উডহেড কমিশন গবর্ণমেণ্টকে বাহির হইতে যথাসম্ভব বেশী পরিমাণে খাদ্যদ্রব্য আমদানীর ব্যবস্থা করিতে নির্দ্দেশ দিয়াছেন, অপর দিকে কোন বৎসর কোন এলাকায় অজন্মা ঘটিলে দুর্ভিক্ষের হাত হইতে সেই এলাকার লোকদিগকে যাহাতে রক্ষা করা যায় সেজন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে বাহিরের আমদানী দ্বারা ৫ লক্ষ টনের একটি মজুত খাদ্য ভাণ্ডার গড়িয়া তুলিবার পরামর্শ দিয়াছেন।

বাহির হইতে খাদ্যদ্রব্য আমদানী ও কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে একটি মজুত খাদ্য ভাণ্ডার গড়িয়া তোলা সম্পর্কে ১৯৪৩ সালের ফুডগ্রেণস পলিসি কমিটি (গ্রেগরী কমিটি) তাঁহাদের রিপোর্টে খুবই জোর দিয়াছিলেন। খাদ্যের ঘাটতি ও ফসলের অনিশ্চয়তার ভিতর এই শ্রেণীর বিধিব্যবস্থার খুবই প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে। সেই প্রয়োজনীয়তার কথা বিবেচনা করিয়া উডহেড কমিশনও উপরোক্ত বিষয়ে গবর্ণমেণ্টকে অচিরে মনোযোগী হইতে বলিয়াছেন ইহা সুখের বিষয়। দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় খাদ্য ফসলের আন্দোলন আরও সুসঙ্কল্পিতভাবে চালাইয়া যাওয়ার জন্য কমিশন যে নির্দ্দেশ দিয়াছেন তাহাও আমরা সমর্থন করি। যদিও এই আন্দোলনের কথা আলোচনা করিতে গিয়া উহার বর্ত্তমান দোষ-ত্রুটি তেমন নিরপেক্ষ-ভাবে তাঁহারা সমালোচনা করেন নাই, ইহা দুঃখের বিষয়।

তবে উডহেড কমিশন এদেশবাসীর স্বার্থ-রক্ষার অজুহাতে আরও কিছুকাল সরকারীভাবে খাদ্যদ্রব্য ক্রয়ের নীতি এবং পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ ও রেশনিং নীতি অব্যাহত রাখিবার যে নির্দ্দেশ দিয়াছেন তাহা আমাদের নিকট অনেক দিক দিয়া অযৌক্তিক বলিয়াই মনে হইয়াছে। এই সব ধরণের বিধিব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হওয়ার ফলে অন্যান্য দেশে অতিলোভীদের চোরাকারবার দমিত হইয়াছে, জনসাধারণের পক্ষে নির্দ্দিষ্ট মূল্যে নির্দ্ধারিত পরিমাণ খাদ্যদ্রব্য পাওয়ার সুবিধা হইয়াছে। কিন্তু আমাদের দেশে এ সমস্ত দ্বারা সেরূপ কোন সুফল পাওয়া যাইতেছে না। সরকারী অব্যবস্থা ও দুর্নীতির জন্য আসল উদ্দেশ্য অনেকাংশে ব্যর্থ হইতে বসিয়াছে। গবর্ণমেণ্ট খাদ্যশস্য ক্রয়ের নীতি অবলম্বন করিয়া ঐ সব পণ্য সম্পর্কে ব্যবসা বাণিজ্যের স্বাভাবিক পথ রুদ্ধ করিয়াছেন। কিন্তু খাদ্যশস্য ভালভাবে মজুত রাখিবার ও তাহা ভালভাবে বণ্টন করিবার ব্যবস্থা তাঁহারা আজ পর্য্যন্ত করিয়া উঠিতে পারেন নাই। ফলে জটিল খাদ্যাভাবের ভিতরও সরকারী গুদামে চাউল ও আটা পচিয়া নষ্ট হওয়ার খবর প্রায়ই পাওয়া যাইতেছে। সরকারী অফিসর ও সরকারী কন্ট্রাক্টদের দুর্নীতির ফলে খাদ্য ক্রয় ও বণ্টনের ভিতর নানা মারাত্মক গলদ দেখা দিয়াছে। পাথর ও ধূলি মিশ্রিত দুর্গন্ধ চাউল এবং ভুষি মিশ্রিত কদর্য্য আটা খাইতে বাধ্য হইয়া লোকে অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছে। রেশন দ্রব্যের দাম নামিয়া আসিতেছে না। কিন্তু বেসামরিক মাল সরবরাহ বিভাগের বিরাট ক্ষয় ক্ষতি পূরণ করিতে গিয়া সরকারী বাজেটে ঘাটতির বহর ক্রমাগত বাড়িয়া চলিয়াছে। পণ্যমূল্য নির্দ্ধারণ সম্পর্কে গবর্ণমেণ্টের অনুপযুক্ত কার্য্যনীতি এদেশে চোরাবাজার দমনে সাহায্য না করিয়া বরং এই শ্রেণীর কাজকারবারকে উৎসাহিতই করিয়াছে। ফলে সরকারী বিধি-ব্যবস্থার ফলে জনসাধারণের স্বার্থ সংরক্ষণের সুবিধা না হইয়া অনেক দিক দিয়াই সে স্বার্থ বরং বিশেষভাবে ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। গবর্ণমেণ্ট বেসরকারী ব্যবসা বাণিজ্যের পথ রুদ্ধ না করিলে খাদ্যদ্রব্য ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিষ সম্পর্কে এত বেশী দুঃখ-দুর্দ্দশার কোন কারণ ঘটিত না বলিয়াই সাধারণের ধারণা। এই অবস্থায়ও কমিশন আরও অনির্দ্দিষ্ট-কালের জন্য সরকারীভাবে খাদ্যদ্রব্য ক্রয়ের ব্যবস্থা এবং পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ ও রেশনিং ব্যবস্থা অব্যাহত রাখিবার নির্দ্দেশ দিয়াছেন, ইহা আমরা নিতান্ত অনুচিত ও অসঙ্গত বলিয়াই মনে করি।

ট্রেনজিশন পিরিয়াডে কমিশন পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ এবং খাদ্য ক্রয় ও বণ্টনের নীতি ক্রমে ক্রমে শিথিল করার নির্দ্দেশ দিয়াছেন সত্য,

ভারতের প্রাচীনতম বীমা প্রতিষ্ঠান

বম্বে মিউচুয়াল

লাইফ এসিওরেন্স সোসাইটি লিঃ

[প্রতিষ্ঠিত — ১৮৭১ সাল]

বীমা করুন

— এই কোম্পানীর বৈশিষ্ট্য —

- কোম্পানীর সমগ্র লাভ পলিসিগ্রাহকদের মধ্যে বণ্টিত হয়।
- অতিরিক্ত প্রিমিয়াম না দিয়াও স্থায়ী অকর্ম্মণ্যতার জন্য সুযোগ-সুবিধা পাওয়া যায়।
- যৎসামান্য প্রিমিয়াম দিলে দুর্ঘটনাজনিত ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করা হয়।
- কোম্পানীর তহবিলের পরিমাণ ৩ কোটী টাকার উপর।

বিস্তৃত বিবরণের জন্য নিম্ন ঠিকানায় আবেদন করুন :—

দস্তিদার এণ্ড সন্স
চীফ এজেণ্টস্

২নং রয়েল এক্সচেঞ্জ প্লেস :: কলিকাতা।
ফোন :—ক্যাল : ১০১৮

ইউনাইটেড ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ব্যাঙ্ক লিমিটেড

স্থাপিত ১৯৪০

সিডিউলভুক্ত ব্যাঙ্ক

চেয়ারম্যান—শ্রীযুক্ত যদুনাথ রায়

সুবিধাজনক সর্ত্তে সাধারণ ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ করা হয়।

হেড অফিস—
৭, ওয়েলেসলী প্লেস, কলিকাতা

শাখাসমূহ—
বড়বাজার, শ্যামবাজার, হাটখোলা (কলিকাতা)
ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, চাঁদপুর ও ময়মনসিংহ।

পে-অফিস : মিরকাদিম

জেনারেল ম্যানেজার :
এ চ্যাটার্জ্জি, বি-কম, সি-এ, আই, আই, বি

শিলং ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন লিঃ

হেড অফিস—শিলং
টেলি :—SHILLBANK
ফোন : শিলং—১৬৬

কলিকাতা ব্রাঞ্চ :—১৫নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট,
টেলি :—BANKSHILLO
ফোন : ক্যাল—৪৪৫৪

অন্যান্য শাখা—শ্রীহট্ট, হবিগঞ্জ, করিমগঞ্জ, গৌহাটী ও নওগাঁ (আসাম)।

শ্রীপ্রফুল্লকুমার চৌধুরী, ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

বাংলার প্রাচীনতম জাতীয় প্রতিষ্ঠান

স্থাপিত মহালক্ষ্মী ব্যাঙ্ক লিঃ ১৯১০ ইং

হেড অফিস : ১৫, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা ফোন কলি: ৪৭১৯

সিডিউল্ড ব্যাঙ্ক

ইহার পশ্চাতে রহিয়াছে ৩৩ বৎসরের জনসেবা; অভিজ্ঞ ও লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যবসায়িবর্গের সুপরিচালনায় গড়িয়া উঠিয়াছে ইহার প্রচুর সম্পদ, তাই ইহা আজ সুদৃঢ় আর্থিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত একান্ত নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।

শাখা অফিস :—পাটনা, বেনারস, মাদ্রাজ, বড়বাজার (কলি:), ভবানীপুর (কলি:), বেলিয়াঘাটা (কলি:), ঢাকা, টাঙ্গাইল, চট্টগ্রাম, মাণিকগঞ্জ, বরিশাল, পাবনা, নাটোর, নবদ্বীপ, কৃষ্ণনগর, তমলুক, শিলচর, শান্তিপুর, মহিষাদল, বহু, লক্ষ্ণৌ, টি' নগর (মাদ্রাজ), মেদিনীপুর, তেজপুর, মালদহ, রাজসাহী, ঝাড়গ্রাম, রাঁচি।

আমানতের হার ও সর্ত্তাদি সুবিধাজনক।

ব্যবসায়ীদিগকে সর্ব্বপ্রকার সুবিধা দেওয়া হয়।

ম্যানেজিং ডাইরেক্টর : জি সি পাল, বি এল্

কিন্তু ১৯৫১-৫২ সালের পূর্ব্বে তাহা একেবারে লোপ করা হইবে না। খাদ্যদ্রব্যের চড়া মূল্যের জন্য জনসাধারণ যেরূপ দুঃখ দুর্দ্দশা ভোগ করিতেছে এবং খাদ্যদ্রব্য ক্রয় ও বণ্টনের সরকারী নীতি কেন্দ্র করিয়া যে দুর্নীতি আত্মপ্রকাশ করিয়াছে তাহাতে এত বেশী সময় ব্যাপিয়া এই শ্রেণীর ব্যবস্থা বজায় থাকিলে তাহা খুবই আপত্তিকর হইবে। যুদ্ধের পরে এই সব বিধিব্যবস্থা অচিরে অপসারণ করিতে গেলে নানাদিক দিয়া যে তাহার বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা যাওয়ার আশঙ্কা আছে তাহা আমরা অস্বীকার করি না। কিন্তু তাই বলিয়া ট্রেনজিশন পিরিয়াডের নামে তাহা ১৯৫১-৫২ সালে পর্য্যন্ত চালাইয়া যাওয়া অনুচিত। যুদ্ধের সময়ে ঐসমস্তের যদিওবা কিছু প্রয়োজনীয়তা ছিল, বর্ত্তমানে সে প্রয়োজনীয়তা বিশেষ কিছুই নাই। কাজেই দেশবাসীর কল্যাণে যথাসম্ভব অল্প সময়ের ভিতর তাহা উঠাইয়া লওয়ার ব্যবস্থাই আমরা সঙ্গত মনে করি।

উডহেড কমিশন এদেশের খাদ্যসমস্যা সমাধান সম্পর্কে কেবল উপরোক্ত স্বল্প মিয়াদী বিধিব্যবস্থার কথাই আলোচনা করেন নাই, দেশের প্রয়োজন বুঝিয়া তাঁহারা ঐ বিষয়ে স্থায়ী সুব্যবস্থারও নির্দ্দেশ দিয়াছেন। তাঁহারা বলিয়াছেন, ভারতবর্ষের জনসংখ্যা গড়ে যে হারে বাড়িতেছে তাহাতে ২০।২৫ বৎসর পরে তাহা ৫০ কোটিতে পৌছিবার সম্ভাবনা আছে। কৃষি ও শিল্পের দিক দিয়া এদেশ যেরূপ পশ্চাৎপদ তাহাতে জনসংখ্যা এই হারে বাড়িয়া চলিলে তাহা খুবই আশঙ্কার কথা।

আমেরিকান বিশেষজ্ঞদের মতে নিছক প্রয়োজনীয় খাদ্যশস্য পাইতে হইলে প্রতি লোক পিছু ১.২ একর আবাদী জমি দরকার। এদেশে সে তুলনায় লোকের মাথাপিছু আবাদী জমির পরিমাণ খুবই কম। ১৯১১ সালে ভারতে লোকের মাথা পিছু আবাদী জমির পরিমাণ ছিল ০.৯০ একর। ১৯৪১ সালে তাহা কমিয়া ০.৭২ একর দাঁড়াইয়াছে। এদেশে বর্ত্তমানে শতকরা ৩০ ভাগ লোক উপযুক্ত পরিমাণ খাদ্য পায় না। যাহারা উপযুক্ত পরিমাণ খাদ্য পায় স্বাস্থ্য ও শারীরিক পুষ্টির দিক হইতে তাহাদের অধিকাংশের খাদ্যও যথোপযুক্ত নহে। সেজন্য বর্ত্তমানে এদেশে রোগ, শোক ও অকাল মৃত্যু বেশী করিয়া লক্ষিত হইতেছে। এই অবস্থা চলিতে থাকিলে ভবিষ্যতে লোকসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে ভারতের জাতীয় দুঃখ দুর্দ্দশার সীমা থাকিবে না। সেই শোচনীয় পরিণতি হইতে দেশকে রক্ষা করিতে হইলে কমিশনের মতে একদিকে এখন হইতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির গতি নিয়ন্ত্রণ ও অপরদিকে দেশে খাদ্যশস্যের উৎপাদন বৃদ্ধির স্থায়ী সুব্যবস্থা দরকার।

খাদ্যদ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধি সম্পর্কে ডাঃ বার্ণস কিছুদিন পূর্ব্বে এক রিপোর্টে বলিয়াছেন যে, উপযুক্ত বিধিব্যবস্থা অবলম্বন করিলে এদেশে ধান-চাউলের উৎপাদন বর্ত্তমানের তুলনায় শতকরা ৩০ ভাগ, গমের উৎপাদন শতকরা ৩০ ভাগ ও দুধের উৎপাদন শতকরা ৭৫ ভাগ পর্য্যন্ত বৃদ্ধি করা যাইতে পারে। উডহেড কমিশন ডাঃ বার্ণসের এই সিদ্ধান্ত খুবই সঙ্গত বলিয়া মনে করিয়াছেন। উপযুক্ত বিধিব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া ধান-চাউলের উৎপাদন এদেশে বর্ত্তমানের তুলনায় শতকরা ৩০ ভাগ কেন, শতকরা ৫০ ভাগ বাড়ানো যাইতে পারে বলিয়া তাঁহাদের ধারণা।

কিসব বিধিব্যবস্থা অবলম্বন করিলে ভারতে খাদ্যদ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধির ও তৎসঙ্গে লোকের স্বাস্থ্য ও পুষ্টির ভালরূপ সুযোগ হইতে পারে উডহেড কমিশন তাঁহাদের রিপোর্টে অতঃপর তাহা নিয়া বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছেন। এবিষয়ে তাঁহাদের নির্দ্দেশিত বিধিব্যবস্থাগুলি সংক্ষেপে এইরূপ :—(১) জমির জলসেচ সম্পর্কে ভালরূপ বন্দোবস্ত করা (২) জমিতে উন্নত সার ও বীজ প্রয়োগ করা (৩) স্বাস্থ্য ও পুষ্টির জন্য ধান ও গম প্রভৃতির সঙ্গে ফল ও তরিতরকারির চাষ বৃদ্ধি করা (৪) কৃষি বিজ্ঞান সম্পর্কে গবেষণার সুব্যবস্থা করা (৫) চাষাবাদের উন্নত প্রক্রিয়া প্রবর্ত্তন করা (৬) কৃষকদের স্বার্থ বুঝিয়া জমির উপর তাহাদের অধিকার সম্প্রসারিত করা (৭) কৃষিপণ্যের বিক্রয় ব্যবস্থা উন্নত করা ও চাষীদিগকে ন্যায্য মূল্য পাওয়ার সুযোগ দেওয়া (৮) গোজাতির উন্নতি বিধান করা (৯) পোকা মাকড় প্রভৃতির উপদ্রব হইতে ফসল রক্ষার ব্যবস্থা করা (১০) দুধ, মাছ, ডিম প্রভৃতির যোগান বৃদ্ধি করা। কৃষির উন্নতি সম্পর্কে এবং খাদ্য ও পুষ্টির দিক দিয়া এদেশের অভাব পরিপূরণ সম্পর্কে উডহেড কমিশনের ঐসব নির্দ্দেশ আমরা সর্ব্বথা বিবেচনার যোগ্য বলিয়াই মনে করি।

গবর্ণমেণ্টের পরিপূর্ণ সাহায্য ও সক্রিয় চেষ্টা ব্যতীত এইসব উন্নতিমূলক বিধিব্যবস্থা কার্য্যে পরিণত হওয়া অসম্ভব। তাই উডহেড কমিশন কেন্দ্রীয় সরকার ও প্রাদেশিক সরকারসমূহকে এখন হইতে ঐবিষয়ে আন্তরিকভাবে উদ্যোগী হইতে পরামর্শ দিয়াছেন। তাঁহারা বলিয়াছেন, ভারতের গবর্ণমেণ্টসমূহ গত ১০০ বৎসর যাবৎ দুর্ভিক্ষের শোচনীয় পরিণতি হইতে দেশকে রক্ষা করার চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু সকলের জন্য উপযুক্ত খাদ্য সংস্থানের ও উহাদের স্বাস্থ্য ও পুষ্টির জন্য উপযুক্ত বিধিব্যবস্থা অবলম্বনের দায়িত্ব তাঁহারা আজ পর্য্যন্ত গ্রহণ করেন নাই। দেশের কল্যাণে এখন হইতে তাঁহাদিগকে সে দায়িত্ব লইতে হইবে এবং আন্তরিকভাবে তদনুযায়ী কাজ করিতে হইবে। কমিশনের এই মন্তব্য খুবই সমীচীন সন্দেহ নাই। এদেশের বৃটিশ আমলাতান্ত্রিক গবর্ণমেণ্ট পুলিশি মনোবৃত্তি লইয়া কেবল এদেশবাসীকে শাসন করিবার ব্যবস্থাই করিয়াছেন, কৃষিও শিল্প প্রভৃতি বিষয়ে লোকের জীবনযাত্রার মান উন্নত করা সম্পর্কে কোন সুপরিকল্পিত কার্য্যনীতি তাঁহারা অনুসরণ করিতেছেন না। ফলে এদেশে লোকের দুঃখ-দারিদ্র্য দিন দিনই অপরিসীম হইয়া দেখা দিতেছে। গবর্ণমেণ্টের উপেক্ষা ও উদাসীনতাই এদেশের আর্থিক উন্নতির বড় প্রতিবন্ধক। ভারতের অগণিত জনসাধারণের কল্যাণ দেখিতে হইলে তাহাদের খাদ্য সংস্থান সম্পর্কে ও তাহাদের জীবনযাত্রার উৎকর্ষ বিধান সম্পর্কে এখন হইতে গবর্ণমেণ্টকে আন্তরিকভাবে মনোযোগী হইতে হইবে।

মূল্য কমিল !!!

হোমিওপ্যাথিক ঔষধ, মাদার টিংচার, স্পিরিট, সুগার অব্ মিল্ক, বাইওকেমিক টিস্যুরেশন ও ট্যাবলেট, গ্লোবিউল, ব্ল্যাঙ্ক ট্যাবলেট, ডিস্‌কেট, শিশি, কর্ক, আলফালফা টনিক, সিনেরেরিয়া মেরিটিমা (সাক্কাস,) মেল্লোলা টনিক, ট্যাবলেট ইত্যাদি।

মূল্য তালিকা বিনামূল্যে।

প্রস্তুতকারক : হোমিওপ্যাথিক পাবলিশিং কোং

ল্যাবরেটরী, ফ্যাক্টরী ও প্রধান অফিস—৪২,৫৬ ও ৫৭, সাউথ এণ্ড পার্ক, বালিগঞ্জ, কলিকাতা

কলিকাতা ব্রাঞ্চ : ১৭২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট ও ৩৯, ক্লাইভ ষ্ট্রীট।

বেনারস ব্রাঞ্চ : গোধুলিয়া, বেনারস সিটি, ইউ, পি।

বাংলার বস্ত্র-শিল্পের অগ্রদূত

মোহিনী মিলস্ লিঃ

এই মিলের

বস্ত্রাদির জনপ্রিয়তার কারণ ব্যবহারেই বোধগম্য হইবে।

১নং মিল কুষ্টিয়া (নদীয়া) — ২নং মিল বেলঘরিয়া (২৪ পরগণা)

ম্যানেজিং এজেণ্টস্ :—চক্রবর্ত্তী সন্স এণ্ড কোং

পোঃ কুষ্টিয়া বাজার (নদীয়া)

জীবনযাত্রার পাথেয়

আমাদের গৃহ-সংসার কত আশা, উৎসাহ, কত শান্তির ও সুখের স্বপ্ন দিয়ে তৈরী। বাপ-মায়ের সে স্বপ্ন বুঝি আজ রূঢ় বাস্তবের আঘাতে ভেঙ্গে যায়। তাই নিজের জন্যও যেমন তাদের দুশ্চিন্তা, ছেলেমেয়ে ও আত্মীয়-পরিজনের জন্যও তেমনি তাদের উদ্বেগ ও আশঙ্কা—কি উপায়ে তাদের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের উপযোগী সংস্থান করে রাখা যায়। বর্ত্তমান দুর্দ্দিনে ও ভবিষ্যতের আর্থিক সঙ্কটে তারা কোন্ পাথেয় নিয়ে দাঁড়াবে ?—

হিন্দুস্থানের বীমাপত্র সেই মূল্যবান্ পাথেয়—দুর্দ্দিনের সর্ব্বোত্তম আশ্রয়। উপার্জ্জনশীল ব্যক্তি মাত্রেরই অবিলম্বে এই পাথেয় সংগ্রহ করা উচিত।

জীবনযাত্রার অনিশ্চিতপথে জীবনবীমা মানুষের প্রধান পাথেয়।

১৯৪৪ সালে নূতন বীমা—১০ কোটি টাকার উপর

হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ ইন্সিওরেন্স সোসাইটি, লিমিটেড

হেড অফিস—হিন্দুস্থান বিল্‌ডিংস, কলিকাতা।

রাজনৈতিক প্রসঙ্গ

যুদ্ধ সাঙ্গ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদের ছদ্মবেশ একে একে খসিয়া পড়িতেছে।

ভারতবর্ষ ও ব্রহ্মদেশে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের সেই পুরাতন কুটচক্রেরই পুনরাবৃত্তি চলিতেছে। মধ্য প্রাচ্যে প্যালেষ্টাইনের আরব ও ইহুদী সমস্যা উপলক্ষ্য করিয়া ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থের ভদ্রবেশ আর বজায় থাকিতেছে না। নিকট প্রাচ্যের প্রাক্তন অধিকারগুলির পুনরুদ্ধারের জন্য অবনত ফ্রান্স ও অবসন্ন ইতালীর তরির ও তোড়জোড়ের অন্ত নাই। বর্ত্তমান সপ্তাহে সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তের চূড়ান্ত লীলা চলিতেছে সুদূর প্রাচ্যে। একদা নাৎসী-পদাহত ফ্রান্স ইন্দোচীনে ও তিন বৎসর আগে জাপ-বিতাড়িত হল্যাণ্ডের শাসকশ্রেণী জাভাতে এত সকালই পুরাতন থাকার সকল ব্যথা, সকল অপমান বিস্মৃত হইয়া চণ্ডমূর্ত্তি পূর্ণ প্রকটিত করিয়াছে। চোরে চোরে 'মতালীর মত ইন্দোচীনে ফরাসী ও ইন্দোনেশিয়ায় ওলন্দাজ স্বার্থের পুনঃপ্রতিষ্ঠার পুণ্যব্রতে বৃটিশ ও মার্কিন বাহিনী কোথাও প্রত্যক্ষভাবে কোথাও বা পরোক্ষ কায়দায় সাহায্য ও সহযোগিতা বর্ষণ করিতেছে। ফ্রান্স ও হল্যাণ্ডের লুঠের মাল তাহাদের পূর্ব্ব অধিকারের দাবী স্বীকার করিয়া লইলে নিজেদের এতকালের পরস্বাপহরণের সমর্থন দাঁড় করান কঠিন হইয়া পড়ে যে!

* * *

ডাঃ সোয়েকার্ণোর নেতৃত্বে জাভার মুক্তি সংগ্রাম চূর্ণ করার জন্য ওলন্দাজ সংকল্পে তৎপর হইয়াছেন। আমেরিকা হইতে তাহাদের সৈন্য-বাহাই জাহাজ রওয়ানা হইয়াছে। এদিকে বৃটিশ ও ভারতীয় বাহিনী জাভায় অবতরণ করিয়াছে। অষ্ট্রেলিয়া হইতে জাহাজে করিয়া গোলাগুলী সংবরাহের চেষ্টা অবশ্য সফল হয় নাই। অষ্ট্রেলিয়ার ডক মজুররা ইন্দোনেশিয়ান আন্দোলনকারীদের সমর্থন করিয়া ধর্ম্মঘট করিয়াছে। ওদিকে নিউজ্যাণ্ড ও এদিকে ভারতবর্ষ পর্য্যন্ত সেই ঢেউ পৌঁছিয়াছে। পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্রের প্রগতিশীল মহল ঐ আন্দোলনের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিতেছে। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদীর ষড়যন্ত্র কোন হুঁকথায় কর্ণপাত করিতেছে না। সর্ব্বশেষ সংবাদে প্রকাশ, যিত্রপক্ষ সোয়েকার্ণোর গবর্ণমেণ্টকে স্বীকার করিতে রাজী নহে। বৈদেশিক সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠানগুলি ঐ আন্দোলনের সহিত কাপানা সংস্রব অস্বীকার করার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে। অপোষ-মীমাংসার জন্য প্রস্তাবিত বৈঠকে ডাচ ইষ্ট ইণ্ডিজ শাসন বিভাগের প্রতিনিধি ডাঃ প্রাণ অন্যান্য দলের নেতাদের সহিত ডাঃ সোয়েকার্ণোকেও আমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। কিন্তু ওলন্দাজ গবর্ণমেণ্ট হুমকি দিয়াছেন। ডাঃ সোয়েকার্ণোর দলকে গণতন্ত্র-বিরোধী বলিয়া আখ্যা দিয়া তাঁহারা জানাইয়াছেন, ওলন্দাজ গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইয়া কথা বলিবার অধিকার ডাঃ প্রাণকে দেওয়া হয় নাই। অবস্থা ক্রমেই ঘোরাল হইয়া উঠিতেছে। আটলান্টিক চার্টার আর সান ফ্রান্সিসকো বৈঠকের পালভরা প্রতিশ্রুতগুলির ভরা তরী বানচাল হইতে চলিয়াছে।

* * *

ইন্দোচীনের বিরোধ সাঙ্গ হইয়াছে বলিয়া সংবাদ আসিয়াছে। ফরাসী কর্ত্তৃপক্ষ ও আনামী স্বাধীনতা-আন্দোলনের নেতৃগণের মধ্যে এক বৈঠকে চুক্তি স্থির হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। বৃটিশ ও ভারতীয় সৈন্যরা সাইগনে গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলি দখল করিয়া আছে। পরবর্ত্তী সংবাদ না পাওয়া পর্য্যন্ত ইন্দোচীনের পরিস্থিতি পরিষ্কার বুঝা যাইবে না। তবে আপোষের দৃঢ় সঙ্কল্পের প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। স্বাধীনতা না পাওয়া পর্য্যন্ত তাহারা থামিবে না। সাইগনের সংবাদে প্রকাশ, তাহাদের ৫০ হাজার যোদ্ধা আছে এবং আরও ৫ লক্ষ লোক ফরাসী সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে যোগদানের জন্য দেশের সর্ব্বত্র প্রস্তুত হইয়া আছে।

* * *

মধ্য প্রাচ্যেও দাহ্যমান অবস্থার সৃষ্টি হইতেছে। ইহুদীদের অনুকূলে প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যানের বিবৃতির পর আরব জগতে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হইয়াছে। বৃটিশ গবর্ণমেণ্টও মার্কিন সিদ্ধান্তে অসন্তুষ্ট হইয়াছে।

প্যালেষ্টাইনের অবস্থা বস্তুতঃই সঙ্গীন। ইহুদীদের প্যালেষ্টাইনে প্রবেশ করিতে দেওয়া হইলে আরবগণ তাহাতে বাধা দিতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। আবার ইহুদীরাও আরবদের সহিত শক্তি-পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত। বিলেতের 'নিউজ অব দি ওয়ার্ল্ড' পত্রিকায় প্রকাশ, ইহুদীদের গুপ্তবাহিনী সংখ্যায় আরবদের অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল হইলেও আরবদের তুলনায় তাহারা দ্বিগুণ সুসংহত ও অস্ত্রসজ্জিত। আরবদের হালকা হালকা অটোমেটিক অস্ত্রশস্ত্র আছে, কিন্তু ভারী অস্ত্র নাই। এক কথায় প্যালেষ্টাইনের অবস্থা মারাত্মক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সর্ব্বশেষ সংবাদে প্রকাশ, অসংখ্য বৃটিশ স্থল, জল, বিমান সৈন্য প্যালেষ্টাইনে যাইতেছে। ওদিকে অসংখ্য ইহুদীও প্যালেষ্টাইনে প্রবেশ আরম্ভ করিয়াছে।

* * *

কংগ্রেস সভাপতি মৌলানা আজাদ সম্প্রতি মুসলমান সম্প্রদায় ও অন্যান্য প্রশ্ন সম্পর্কে বলিয়াছেন, "মুসলমানগণ স্থির চিত্তে বিচার-বিবেচনা করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারিবে কংগ্রেসের গৃহীত কার্য্যক্রম সম্পূর্ণ যুক্তিযুক্ত, ন্যায়সঙ্গত ও অপক্ষপাতমূলক। কোন অঞ্চলের জনগণের যদি ইহা সুস্পষ্ট অভিমত হয় যে, তাহারা ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের বাহিরে থাকিবে তাহা হইলে কংগ্রেস জবরদস্তি করিয়া তাহাদিগকে যুক্তরাষ্ট্রে রাখিবার কথা কল্পনাও করিবে না।"

এখানেই মিঃ জিন্নার আপত্তি। কোনও অঞ্চলের জনগণের প্রকৃত মনোভাব জানিতে হইলে গণভোটের আশ্রয় লইতে হয়। কিন্তু মুসলিম লীগ গণভোট বা প্লেবিসাইটে রাজী নহে অর্থাৎ তাহারা কোনও অঞ্চলের মুসলমান জনসাধারণের, বিশেষ করিয়া অ-মুসলমান সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের, মতামত গ্রহণ না করিয়া গায়ের জোরে (আপাততঃ মুখের জোরে), পাকিস্থান আদায় করিতে চাহে।

* * *

দ্বিজাতিক তত্ত্ব সম্পর্কে মৌলানা আজাদ বলেন, "অখণ্ড রাজনৈতিক সত্তা বিশিষ্ট জনগোষ্টিকে লইয়া জাতি গঠিত হয়, ধর্ম্মের বোধ হইতে প্রসূত জন-

দাশ ব্যাঙ্ক লিমিটেড

৯-এ, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

চেয়ারম্যান—কর্ম্মবীর আলামোহন দাশ

আধুনিক সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

নবপরিকল্পিত ভারতে

নাগরিক সুখ-সুবিধা

ইস্পাতই ভরসা

দি টাটা আয়রণ এণ্ড ষ্টীল কোং লিঃ ও দি ষ্টীল কর্পোরেশন অব্ বেঙ্গল কর্ত্তৃক প্রচারিত।

সমাজ লইয়া নহে। হিন্দু ও মুসলমান স্পষ্টরূপে দুইটি স্বতন্ত্র সম্প্রদায় মাত্র, তাহারা পৃথক দুইটি জাতি নহে।"

* * *

আসন্ন নির্ব্বাচনীতি সম্পর্কে রাষ্ট্রপতি বলেন, "কংগ্রেস নির্ব্বাচন প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য শুধু পূর্ব্বাঞ্চলে মুসলমান প্রার্থী দাঁড় করাইবেন। কংগ্রেস অন্তর্বর্ত্তী তাহাদের মুসলিম লীগ মন্ত্রিসভা মেন্টারী বোর্ড কর্ত্তৃক মনোনীত প্রার্থীদের নৈতিক সমর্থন করিবে এবং তাঁহাদের বিরুদ্ধে কোনও প্রার্থী খাড়া করিবে না।"

* * *

গত ২৯শে সেপ্টেম্বর লাহোরে নিখিল ভারত আকালী সম্মেলনে পাকিস্থানের বিরুদ্ধে স্পষ্ট সিদ্ধান্ত ঘোষিত হইয়াছে। আকালী নেতা মিষ্টার তারা সিং বিবৃতি প্রসঙ্গে বলেন, "মুসলিম লীগ, হিন্দুমহাসভা বা অন্য কোন প্রতিষ্ঠানের সহিত শিখদের মীমাংসা সম্ভব নহে; শিখগণ একমাত্র ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সঙ্গেই মীমাংসা করিতে পারে।"

* * *

বিশ্ববিশ্রুত বৃটিশ মনীষী বার্ট্রাণ্ড রাসেল সম্প্রতি ভারতীয় সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, "ভারতবর্ষ ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন লাভ করিলে সঙ্গে সঙ্গেই সে বৃটেনের সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করিবে। একমাত্র এই কারণেই ভারতবর্ষের পূর্ণ স্বাধীনতা ঘোষণা করা উচিত। ভারতবাসীকে কানাডিয়ান ও অষ্ট্রেলিয়ানদের সমশ্রেণীভুক্ত করা যায় না। কানাডিয়ান ও অষ্ট্রেলিয়ানরা যে বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত থাকিতে চাহে তাহার কারণ তাহারা মূলতঃ বৃটিশ জাতিরই স্বগোত্র।"

* * *

মহাত্মা গান্ধী সম্ভবতঃ ৭ই নবেম্বর বাঙ্গলায় পদার্পণ করিবেন। তিনি মাসাধিককাল এই প্রদেশে থাকিবেন। মহাত্মাজী শান্তিনিকেতন, মেদিনীপুর ও অন্যান্য দুর্দ্দশাগ্রস্ত অঞ্চল পরিদর্শন করিবেন বলিয়া জানা গিয়াছে। বিপর্য্যস্ত বাঙ্গলা মহাত্মার আগমন প্রত্যাশায় উন্মুখ হইয়া আছে।

* * *

বিলাতে ইণ্ডিয়া লীগের মিঃ কৃষ্ণ মেনন প্রধানমন্ত্রী মিঃ এটলির নিকট এক পত্র প্রেরণ করিয়া দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ার মুক্তি-আন্দোলন দমনে ভারতীয় সৈন্য নিয়োগের তীব্র প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণ মেনন ঐ চিঠিতে স্পষ্টাক্ষরে জানাইয়াছেন, "ভবিষ্যৎ ভারতকে স্বাধীন দেশ হিসাবে ইন্দোনেশিয়া ও ইন্দোচীনের জনসাধারণের সহিত সৌভ্রাত্র বজায় রাখিয়া বসবাস করিতে হইবে। ঐ সব দেশের সহিত আমাদের বহুল সাদৃশ্য বর্ত্তমান। উহাদের জাতীয় স্বাধীনতা আমাদের পক্ষে নিতান্তই প্রয়োজন।"

* * *

কমন্স সভার ভারত-দরদী সদস্য মিঃ ডবলিউ জি কোভ পণ্ডিত নেহেরুর সাম্প্রতিক বিবৃতির সমর্থন করিয়া বলেন, "ইহা কংগ্রেসের ইতিহাসে একটি নূতন অধ্যায় সৃষ্টি করিবে। পণ্ডিত নেহেরু ভারতের অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রগতির প্রকৃত তাৎপর্য্য অনুধাবন করিয়াছেন। শ্রমিক গবর্ণমেণ্টকে সাম্রাজ্যবাদীর অন্ধ দৃষ্টি পরিহার করিয়া গভীর অন্তর্দৃষ্টি লইয়া ভারতীয় সমস্যা বিবেচনা করিতে হইবে। আমরা যদি এখনও বেশী করিয়া আঁকড়াইয়া থাকি, তাহা হইলে সাম্রাজ্যবাদের শৃঙ্খল আমাদের হাতেই পড়িবে।"

* * *

ইন্দোচীন ও জাভায় সাম্রাজ্যবাদীর অন্যায় হস্তক্ষেপে কংগ্রেস নেতৃগণও এক বাক্যে তীব্র-প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিয়াছেন। পণ্ডিত জওহরলাল বলিয়াছেন, "প্রথম মহাযুদ্ধের বহু পূর্ব্ব হইতেই ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের সহিত জাভা ও ইন্দোচীনের জাতীয় আন্দোলনের সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক ছিল। আমরা উহাদের যথাসাধ্য সাহায্য করিব।" শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু বলিয়াছেন, "ভারতবর্ষ তাহার ভবিষ্যতের রক্তে হস্ত রঞ্জিত করে নাই। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদীরা ভারতবর্ষকে তাহা করিতে বাধ্য করিতেছে।"

* * *

ইন্দোনেশিয়ার সাধারণতন্ত্রের কর্ণধার ডাঃ সোকার্ণো পণ্ডিত জওহরলালের সহানুভূতিসূচক তারের জবাবে সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন। ইতিপূর্ব্বে তিনি ভারত প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, "আমাদের এই আন্দোলন মূলতঃ স্বাধীনতার আন্দোলন। সমস্ত দল ইহাতে যোগ দিয়াছে।" অতঃপর অহিংস সংগ্রামের সঙ্কল্প জানাইয়া তিনি বলেন, "ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস যে সব নীতির দ্বারা পরিচালিত আমি তৎসমুদয় গভীরভাবে অনুধাবন করিয়াছি।"

* * *

লণ্ডনের পররাষ্ট্র সচিব সম্মেলন ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হইয়াছে। কায়েমী স্বার্থ যখন উদগ্র হইয়া উঠে, তখন পারস্পরিক মিতালি আর কতকাল বজায় থাকে? মতভেদ হইয়াছে প্রধানতঃ বল্কান সম্পর্কিত প্রশ্ন লইয়া। একদিকে রুশিয়া আর এক দিকে বৃটেন ও আমেরিকা।

এই ব্যর্থতার সংবাদের সঙ্গে সঙ্গে শীঘ্রই তিন প্রধান রাষ্ট্রপতির এক আলোচনা বৈঠকের কথা শুনা যাইতেছে। মিঃ এটলি, প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যান ও মঃ ষ্ট্যালিন এই তিনে মিলিয়া যদি একটা মীমাংসায় আসিতে না পারেন, তাহা হইলে সানফ্রান্সিস্কোর বিশ্ব সঙ্ঘের রাঙা বেলুন ফাটিয়া যাইবে। সেরূপ ক্ষেত্রে কি আর একটি আন্তর্জ্জাতিক সংগঠনের জন্য আর একটি সহরে আবার এক সাড়ম্বর সম্মেলন আহূত হইবে, না তৃতীয় মহাযুদ্ধের জন্য সকলে মিলিয়া এখন হইতেই তলে তলে উদ্যোগ আয়োজন করিতে থাকিবেন?

প্রতিদিন ৩৪ লক্ষ টাকা খাটানো হয়েছে

প্রথম ৩% ভিক্টরি লোন (১৯৫৭)এ এগারো মাসেরও কম সময়ে ১১২ কোটি টাকা জমা হ'বার পর এই ঋণ গ্রহণ ১৯৪৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে বন্ধ করা হয়।

এখন ৩% দ্বিতীয় ভিক্টরি লোন (১৯৫৯-৬১) প্রবর্তিত হওয়ায় আগের মতই সুবিধাজনক সর্তে টাকা দাদন করার সুযোগ হ'লো। এই সুযোগ গ্রহণ করলে আপনি জিনিসপত্রের দাম কমিয়ে দেশকে সাহায্য করবেন ও সেই সঙ্গে ঘরে বসে প্রতি ছয় মাস অন্তর আয়কর বাদ দিয়ে বার্ষিক শতকরা তিন টাকা সুদ পাবেন। এই ঋণে আপনি যথেচ্ছ পরিমাণ টাকা ন্যস্ত করতে পারেন— ১৫ই অগস্ট ১৯৫৯ ও ১৫ই অগস্ট ১৯৬১র মধ্যে ভারত সরকার আপনার ঋণ শোধ করবেন। এর মধ্যে আপনার টাকার দরকার হ'লে আপনার লোন বণ্ড হস্তান্তর ক'রে যে কোনো সময় টাকা তুলতে পারবেন। আপনার বার্ষিক আয় যদি আয়করমুক্ত হয় কিংবা যদি আপনাকে অপেক্ষাকৃত কম হারে আয়কর দিতে হয়, তা হলে আপনার লভ্যাংশের উপর ধার্য আয়করও ফেরত পাবেন। এই ঋণের জন্য আপনার ব্যাঙ্কারকে কিংবা রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার বোম্বাই, কলিকাতা, মাদ্রাজ, দিল্লী ও কানপুরের অফিসে কিংবা গভর্নমেণ্ট ট্রেজারিতে লিখুন।

AAA 228

আপনার সঞ্চয়

১৯৫৯—৬১র

৩%

দ্বিতীয়

ভিক্টরি লোন-এ

নিয়োগ করুন

'ফিনান্স ডিপার্টমেণ্ট, গভর্নমেণ্ট অব ইণ্ডিয়া' কর্তৃক প্রচারিত

ভারতীয় অভ্র-শিল্পের ভবিষ্যৎ

ললিত হাজরা

ভারতীয় অভ্র-শিল্প সম্প্রতি জনসাধারণের আলোচ্য বিষয় হইয়াছে। শিল্প হিসাবে ইহা সবিশেষ মূল্যবান হইলেও অদ্যাবধি এই শিল্প সম্পর্কে বিশেষ একটা খবরাখবর আমরা রাখি নাই। ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের বিভাগীয় সভাপতির অভিভাষণে এবং কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টের বিভাগীয় দপ্তরের বার্ষিক বিবরণীর পৃষ্ঠায় এই শিল্পের মোটামুটি সংবাদ সীমাবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। আমার আলোচ্য প্রবন্ধে সামান্য তথ্যাদি পরিবেষণ করিবার চেষ্টা করিব এবং পরিবেশিত তথ্যে ভুল নিশ্চয়ই থাকিবে; পাঠকবর্গ অনুগ্রহপূর্ব্বক আমার ভুলগুলি সংশোধন করিয়া দিলে বিশেষ উপকৃত হইব।

অভ্র শিল্প কত প্রাচীন তাহা সঠিক বলা যায় না। তবে শিল্পটী যে বর্ত্তমান যান্ত্রিক যুগের নিজস্ব সম্পদ নয় তাহা বলা যায়। প্রাচীন ইতিহাসের পৃষ্ঠা হইতে জানা যায় যে, খৃঃ পূঃ ১০০০ বৎসর পূর্ব্বে আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে অভ্র অনুপান হিসাবে ব্যবহৃত হইয়াছে এবং খৃঃ পূঃ দ্বিতীয় শতাব্দীতে প্রাচীন রোম সাম্রাজ্যের গৃহসজ্জায় ভারতীয় অভ্র ব্যবহৃত হইয়াছে। আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণ অভ্রকে গুণাগুণের তারতম্যে দুইভাগে বিভক্ত করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের মতে ভেক অভ্র (vermicult) এবং কৃষ্ণ অভ্র (Biotite) সর্ব্বোৎকৃষ্ট।

অভ্র শিল্প আলোচনা করিবার পূর্ব্বে ভারতবর্ষে কোথায় অভ্র পাওয়া যায় তাহার উল্লেখ প্রয়োজন। বিহার প্রদেশের ছোটনাগপুর বিভাগে অভ্র প্রভূত পরিমাণে পাওয়া যায়। মাদ্রাজ ও রাজপুতানায় কিছু কিছু পাওয়া যায় সত্য; কিন্তু শিল্প হিসাবে তাহা এতই নগণ্য যে, তাহার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন বলিয়া মনে করি।

অভ্র কত প্রকারের পাওয়া যায়? লেপিডোলাইট, প্যারাগোনাইট, মাস্কোভাইট, ফ্লগোপাইট ইত্যাদি প্রকারের অভ্র বিহারে পাওয়া যায়। এই অভ্রগুলি সবিশেষ মূল্যবান।

আমাদের দৈনন্দিন জীবনে অভ্র কোন্ প্রয়োজনে লাগে? লুব্রিক্যাণ্ট, কৃত্রিম প্রস্তর, রবার টায়ার, ছাউনী, প্রাচীর গাত্রের সৌন্দর্য্য বর্দ্ধনে অভ্র সাধারণতঃ ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

কবিরাজী ঔষধ প্রস্তুত করিতে অভ্র বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কাঁচের বিকল্পে অভ্র ব্যবহৃত হয়। সর্ব্বোপরি, প্রসার্য্যমান বৈদ্যুতিক শিল্পে অভ্র অপরিহার্য্য অঙ্গ বলিয়া পরিগণিত হইতেছে। সর্ব্বোৎকৃষ্ট ইনসুলেটর অভ্র দ্বারা নির্ম্মিত হয়।

আলোচ্য শিল্পটী ভারতবর্ষের শিল্প ইতিহাসে প্রাচীনতম শিল্প হিসাবে অভিহিত হইতে পারে। ভারতবর্ষে বহুল পরিমাণে অভ্র উৎপন্ন হইলেও ১৮৮০ খৃঃ অব্দের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত কোন দুঃসাহসিক কর্ম্মী অভ্রকে কেন্দ্র করিয়া একটি বিশিষ্ট শিল্প সংগঠনে কোন প্রচেষ্টা করেন নাই। ১৮৮০ খৃঃ অব্দে বাঁকুড়া জেলা নিবাসী স্বর্গীয় রাজকৃষ্ণ সাহানা এবং স্বর্গীয় এফ্ এফ্ ক্রিশ্চিয়ান্ এক ভাবী মহান্ শিল্প সংগঠন করিবার উদ্দেশ্য লইয়া যথাক্রমে ডিস্থরী ও কোডারমা অঞ্চলে এই অনুত্তোলিত খাতব পদার্থ উত্তোলনে মনোনিবেশ করেন। তাঁহাদের এই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া স্বর্গীয় বাবু বীর গোপাল লাল নিজ প্রচেষ্টায় গয়া জেলার সন্নিকটে সফী এবং বেলাম্ অঞ্চলে অভ্রখনির কার্য্য আরম্ভ করেন। ইহার পরে অনেকেই এই শিল্প সংগঠনে আত্মনিয়োগ করেন। সকলের নামের তালিকা লিপিবদ্ধ করা সম্ভবপর না হইলেও কয়েকজনের নামোল্লেখ না করিলে যথেষ্ট অন্যায় করা হইবে। স্বদেশী যুগের মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা, সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ব্রজেন্দ্রনাথ গুপ্ত, বেঙ্গল মাইকা সিণ্ডিকেটের মিঃ ম্যাকডোনাল্ড, মেসার্স গ্র্যাণ্ড ষ্টোন উইলী কোম্পানীর মিঃ ক্লিবার্ণ প্রভৃতির নাম বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য। তৎকালে গভীর অরণ্যের মধ্যে একটি নূতন শিল্প সংগঠন করা যে কতখানি বিপজ্জনক ছিল তাহা সহজেই অনুমেয়। বর্ত্তমানের ন্যায় তৎকালে রেলপথ ছিল না এবং বৈজ্ঞানিক উপায়ে অনুত্তোলিত খাতব পদার্থ মোক্ষণের কোন সুচিন্তিত পরিকল্পনা অথবা যন্ত্রপাতি ছিল না। অভ্রপ্রধান অঞ্চল গিরিডি কোডারমা ও হাজারীবাগ অঞ্চলে যাতায়াত ছিল বিশেষ কষ্টকর। মাত্র গিরিডি পর্য্যন্ত রেলপথ ছিল। এই ষ্টেশনে অবতরণ করিয়া অধুনালুপ্ত পুশ্ পুশ্ নামক এক হস্তচালিত পাল্কীর ন্যায় যানের সাহায্যে ৬৫ মাইল শ্বাপদসঙ্কুল পথ অতিক্রম করিয়া কোডারমা যাইতে হইত। রয়েল বেঙ্গল টাইগার, চিতাবাঘ ও ভল্লুকাদি অধ্যুষিত কোডারমা রিজার্ভ ফরেষ্ট অতিক্রম করিয়া গন্তব্যস্থানে উপস্থিত হওয়া যে কিরূপ ভয়াবহ ছিল তাহা কল্পনা করিতে দেহ শিহরিয়া উঠে। তবুও এই বিপজ্জনক পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্য দিয়া অভ্রশিল্প সংগঠিত হইয়াছে।

আলোচ্য প্রবন্ধে অভ্র শিল্পের অভ্যুত্থান হইতে আরম্ভ করিয়া আজ পর্য্যন্ত এই ৬৫ বৎসর তিন

জাতীয় ব্যাঙ্ক
লিমিটেড
হেড অফিস : ৭, সোয়ালো লেন,
কলিকাতা।

আপনার নিজস্ব প্রতিষ্ঠান
দি হুগলী ব্যাঙ্ক লিঃ
৪০নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
ফোন : ক্যাল ২২৮০ (তিন লাইন)
৩১-৮-৪৫ তারিখের হিসাব

আদায়ীকৃত মূলধন ও সংরক্ষিত তহবিল	টাকা ২৩,৯০,০০০৲
নগদ, কোম্পানীর কাগজ, ইত্যাদি	১,৭২,৮৬,০০০৲
আমানত	২,৭৭,৫৮,০০০৲
কার্য্যকরী মূলধন	৩,৩০,৫৪,০০০৲

আমাদের নির্ভরযোগ্যতাই আপনার অনাগত সুদিনের নিশ্চিত নিদর্শন।

এডুকেশন

আপনার ছেলের জন্য
সুখের ভবিষ্যৎ গড়তে হলে সুশিক্ষার প্রয়োজন। আর আপনার ছেলেমেয়েদের শিক্ষার সুব্যবস্থা করতে হলে তাদের জন্য এক একটি 'এডুকেশন পলিসি' নেওয়াই সবচেয়ে ভালো। "ন্যাশান্যালের" সাহায্যে এ ব্যবস্থা আপনি খুব সহজেই করতে পারেন।
N.P.2/6-3
ন্যাশনাল
ইন্সিওরেন্স কোম্পানি লিমিটেড্
৭নং, কাউন্সিল হাউস ষ্ট্রীট
ফোন : ক্যাল : ৫৭২৬
ভারতের সর্ব্বত্র ও ভারতের বাহিরে ব্রাঞ্চ অর্গানাইজেশন ও চীফ এজেন্সী অফিস বর্ত্তমান।

নোয়াখালী
ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিঃ
স্থাপিত : ১৯২৯
হেড অফিস : ১০, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা
ফোন : ক্যাল ২৩৩৯ (৩ লাইন)
কলিকাতা শাখা :
বালীগঞ্জ, ভবানীপুর, বড়বাজার ও শ্যামবাজার।
অন্যান্য শাখাসমূহ—
ঢাকা, কিশোরগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ, নোয়াখালি, সোনাপুর, চৌমুহনী, চাঁদপুর, পুরাণবাজার, ফেণী, কৃষ্ণনগর, বহরমপুর, জলপাইগুড়ী, বর্দ্ধমান, দৌলতগঞ্জ, জিয়াগঞ্জ, পূর্ণিয়া, পাটনা, আরা, রাঁচি, ভাগলপুর, মজঃফরপুর, জামসেদপুর, বেনারস, লক্ষ্ণৌ, আগ্রা, এলাহাবাদ, কাণপুর, মাদ্রাজ, কটক, মিরকাদিম, কাটিহার, বরিশাল, সিলেট, আসানসোল, সিরাজগঞ্জ, গৌহাটি, হিলি, ময়মনসিংহ ও দিল্লী।
কার্য্যকরী মূলধন—দেড় কোটী টাকার উপর
চট্টগ্রাম ও ডিব্রুগড় শাখা খোলা হইবে
ম্যানেজিং ডিরেক্টর :—এস, সি, পাল

দি
মার্চ্চেণ্টস ইউনিয়ন
ব্যাঙ্ক লিঃ
৩নং ম্যাঙ্গো লেন।
স্থাপিত—১৯৩২.
নিষ্ঠা, নিরাপত্তা, নির্ভরযোগ্যতাই আমাদের বৈশিষ্ট্য।
সহজ সর্ত্তে টাকা কর্জ্জ দেওয়া এবং বিল ডিসকাউণ্ট করা হয়।
ফিক্সড্ ডিপোজিট্ এবং অন্যান্য আমানতের উপর সুদের হার লাভজনক।
শেয়ার মার্কেটের যাবতীয় শেয়ার কেনাবেচা করা হয়।
হিলি শাখা শীঘ্রই খোলা হইবে।
ম্যানেজিং ডিরেক্টর—এস, এ, মান্নান

ভাগে বিভক্ত করিয়া ক্রমপরিবর্ত্তনের বিশ্লেষণ করিবার চেষ্টা করিব।

১৮৮০-১৯০০ খৃঃ অব্দ : এই ত্রিশ বৎসর তারতীয় অভ্র শিল্পের শৈশব যুগ। বৈজ্ঞানিক উপায়ে অভ্র উত্তোলনের কোন ব্যবস্থাই ছিল না। আদিম যুগের ব্যবস্থামত অভ্র খনির সামান্য কার্য্য চলিত। ১৯০৩ খৃঃ অব্দের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত দেখা যায়—আবিষ্কৃত খনিগুলির কর ধার্য্য করিয়া হাজারীবাগের ডেপুটী কমিশনারের আদেশে প্রতি বৎসর নিলামে দেওয়া হইত এবং ক্রেতা দলের মধ্যে মূল্য নির্দ্ধারণের জন্য প্রবল প্রতিযোগিতা হইত। প্রত্যেকটি খনির সীমারেখা সুস্পষ্টরূপে নির্দ্ধারিত হইত। এই শ্রেণীর খনিগুলি সরকারী বিবরণীতে "খুটুয়া খাদ" নামে অভিহিত হইত। বন বিভাগ ধার্য্য কর আদায় করিত। ১৯০৩ খৃঃ অব্দে সরকারী ব্যবস্থার আমূল পরিবর্ত্তন হয়। কোডারমা রিজার্ভ ফরেষ্ট জরীপ করিয়া গভর্ণমেণ্ট ইহাকে চারি ভাগে ভাগ করিলেন এবং প্রতি ভাগের পরিমাণ হইল ৪০ বর্গ একর। একর প্রতি ১৲ কর ধার্য্য হইল। এই ব্যবস্থা ৩০ বৎসরের জন্য বলবৎ হইল। ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে কোম্পানী কর্ড লাইন খুলিবার ফলে কোডারমা রেলওয়ে লাইনের সহিত সংযুক্ত হয়। যানবাহনের অসুবিধা লাঘব হইল বটে, কিন্তু খনির অবস্থার কোন পরিবর্ত্তন হইল না। আদিম যুগের হাতুড়ী, কোদাল ও মাটীর কলসী বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির স্থান গ্রহণ করিয়া রহিল। ছোট ছোট টিলা ফাটাইবার জন্য গোলা-বারুদ ব্যবহার করা হইত। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে সর্ব্বপ্রথম 'ডিনামাইট' ব্যবহার হয়। শিল্পের মালিকদের স্বার্থ রক্ষার জন্য ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে মার্চ্চ মাসে "দি কোডারমা মাইকা মাইনিং এসোসিয়েশন" প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৯১০-১৯২০ খৃঃ আঃ ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে ইউরোপে মহাসমর বাধিবার সঙ্গে সঙ্গে মিত্রপক্ষ অতি সত্বর প্রস্তুত হইবার জন্য যথেষ্ট মূল্য দিয়া সমরাস্ত্র প্রস্তুতের আবশ্যকীয় উপাদান ক্রয় করিতে লাগিলেন। অভ্র সমরাস্ত্র নির্ম্মাণে অপরিহার্য্য উপাদান একথা প্রবন্ধের গোড়ার দিকে বলিয়াছি। উচ্চ মূল্য দিয়া মিত্রপক্ষ অভ্র ক্রয় করিতে লাগিলেন এবং অভ্রখনির মালিকবর্গের রুজি রোজগার বেশ হয়। মালিক সম্প্রদায় দুই পয়সা রোজগার করিয়া যন্ত্রপাতির উন্নতি সাধনে মনোনিবেশ করিলেন। যান্ত্রিক সাজসজ্জায় অভ্রখনিগুলি ধীরে ধীরে সজ্জিত হইয়া উঠিতে লাগিল। ১৯১৯ খৃঃ অব্দে সর্ব্বপ্রথম ষ্টীম বয়লার নিযুক্ত হয়। ধীরে ধীরে এয়ার কম্প্রেসার, রক্-ড্রিল, হুয়েষ্ট পাম্প ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়।

১৯২০-১৯৪৫ খৃঃ অব্দ : এই ২৫ বৎসরের মধ্যে অভ্র শিল্পের বহু পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়াছে। ১৯২১-১৯২৯ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত অভ্রের মূল্য পূর্ব্বাপেক্ষা বহুগুণ বর্দ্ধিত হয়। সাধারণে অভ্র ব্যবসায় লাভজনক উপলব্ধি করিয়া অভ্র চুরি করিতে লাগিল। এই অবস্থায় অভ্র শিল্পে নিযুক্ত ব্যক্তিগণ যথেষ্ট আতঙ্কিত হইয়া উঠিলেন। ১৯১৫ খৃঃ অব্দে ইনভাষ্টিয়েল কমিশনে যাঁহারা সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছিলেন তাঁহারা প্রত্যেকেই অনুরোধ করিয়াছিলেন যে, অবিলম্বে অভ্র চুরি দমন করিবার ব্যবস্থা না করিলে শিল্পের অবস্থা অতীব সঙ্গীন হইয়া উঠিবে। গভর্ণমেণ্ট এই সম্পর্কে কোনরূপ উচ্চবাচ্য করিল না। অভ্র চুরির পরিমাণ এত বেশী বৃদ্ধি পাইতে লাগিল যে, শিল্পের মালিকগণ এই চোরাবাজার দমন করিবার জন্য কঠোর আইন প্রণয়ন করিবার জন্য তীব্র আন্দোলন করিয়া সরকারের উপর চাপ দিতে লাগিলেন। অবশেষে ১৯২৯ খৃঃ অব্দে সরকার মিঃ হুইটিকে চেয়ারম্যান নিযুক্ত করিয়া একটি সিলেক্ট কমিটি গঠন করেন এবং ঐ বৎসরই কোডারমায় এই কমিটি কার্য্য আরম্ভ করিয়া দিলেন। নানা তথ্যাদি সংগ্রহ করিয়া অভ্র চুরি নিরোধকল্পে বিহার গভর্ণমেণ্ট ১৯৩০ খৃঃ অব্দে একটি আইন জারী করেন। এই আইন Mica Act of 1930 নামে সুপরিচিত। ১৯৩৯ খৃঃ অব্দে বিহার আইন পরিষদ নানা অজুহাতে এই আইনটি রদ করিয়া দিলেন। এই সম্পর্কে ঐ সময়ে বহু বাদবিতণ্ডা হয়; কিন্তু শিল্পের মালিকদের কথায় গভর্ণমেণ্ট কর্ণপাত করিলেন না। ১৯৩০-৩৬ খৃঃ অব্দ এই একটানা ৬ বৎসর অভ্র শিল্পের বড়ই দুর্দ্দিন গিয়াছে। আন্তর্জ্জাতিক ব্যবসায়ের অবস্থা অতীব শোচনীয় হইয়া উঠায় অভ্র শিল্পের প্রভূত পরিমাণে ক্ষতি হয়। ১৯৩৭ ৩৯ খৃঃ অব্দ—এই দুই বৎসর পুনরায় ব্যবসায়ের উন্নতি দেখা দিল। এই সময়ে আন্তর্জ্জাতিক পরিস্থিতি ভয়ানক জটিল হইয়া উঠে এবং যে কোন মুহূর্ত্তে ইউরোপে সমরাগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিবার আশঙ্কা দেখা দেয়। রাষ্ট্র নেতাগণ দেখিলেন যে, অদূর ভবিষ্যতে এক মহাসমর অনিবার্য্য হইয়া উঠিতেছে এবং এই সংগ্রামে সকলকেই ঝাঁপাইয়া পড়িতে হইবে। সুতরাং মুখে শান্তি স্থাপনের বুলি আওড়াইয়া তলে তলে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। ফলে অভ্রের বাজার তেজী হইয়া উঠে এবং মূল্যও যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি পাইতে থাকে। ১৯৩৯ খৃঃ অব্দে ইউরোপে মহাসমর বাধিয়া গেল। ১৯৪০ খৃঃ অব্দে ভারত গভর্ণমেণ্টের সরবরাহ দপ্তর অভ্র শিল্পের মালিকদিগকে দিল্লীতে এক সম্মেলনে আহ্বান করিলেন। এই সম্মেলনে সিদ্ধান্ত হয় যে, জিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইণ্ডিয়া ভারত গভর্ণমেণ্টের সমরপ্রস্তুতির জন্য আবশ্যকীয় অভ্র ১৯৪০ খৃঃ অব্দের শেষ ভাগ হইতে ক্রয় করিতে আরম্ভ করিবে। অর্থাৎ অন্য কেহ অভ্র ক্রয় করিতে পারিবে না এবং যাবতীয় অভ্র ভারত গভর্ণমেণ্টের নির্দ্দিষ্ট মূল্যে বিক্রয় করিতে হইবে। ১৯৪২ খৃঃ অব্দে এই অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটে। ১৯৪১ খৃঃ অব্দে ডিসেম্বর মাসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জাপানের সহিত যুদ্ধে জড়াইয়া পড়িবার ফলে প্রাচ্যখণ্ডে জাপানের সহিত যুদ্ধ করিবার প্রধান ঘাঁটি হইল ভারতবর্ষ এবং ভারতবর্ষেই ইঙ্গ-মার্কিন গভর্ণমেণ্ট একত্রে সমরায়োজন করিতে থাকে। ১৯৪২ খৃঃ অব্দে আগষ্ট মাসে জয়েন্ট ইঙ্গ মার্কিন মিশন এই দায়িত্ব পূর্ব্বোক্ত বিভাগের নিকট হইতে গ্রহণ করে এবং অদ্যাবধি এই দায়িত্ব পালন করিয়া আসিতেছে।

অভ্রের বাজার : ভারতীয় অভ্র বিদেশে বহুল পরিমাণে রপ্তানী করা হয় এবং তৈ দেশিক বাণিজ্যে

(৫৪১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

যশোহর-খুলনা ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক
লিমিটেড
হেড অফিস :— ১২নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা
টেলি { ফোন— ক্যাল্ : ২০৪৪ / গ্রাম—যেশখু
শাখা :— ১৩৯বি, রসা রোড, ভবানীপুর
টেলিফোন—সাউথ ২০৪৬
চেয়ারম্যান—রায় শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষ বাহাদুর
জেনারেল ম্যানেজার—শ্রীনরেন্দ্রনাথ ঘোষ, এম-এ, বি-এল,
সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়
২৫শে জুলাই খুলনা শাখা খোলা হইয়াছে।
যশোহর, নড়াইল ও বাগেরহাটে শীঘ্রই শাখা খোলা হইবে।

ইষ্টার্ণ ট্রেডার্স ব্যাঙ্ক লিঃ
স্থাপিত :—১৯২১ টেলিগ্রাম :—বার্টার
হেড অফিস :—৮৪নং আশুতোষ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা
ফোন সাউথ —১০০
কলিকাতা প্রধান শাখা—পি-৭, ওল্ড চায়নাবাজার ষ্ট্রীট। ফোন : কলি ৪১৭৩
অন্যান্য শাখা অফিস
কলিকাতা—বালীগঞ্জ, ভবানীপুর, শ্যামবাজার, এন্টালী, বড়বাজার (১১৮নং ক্রস ষ্ট্রীট)
বাংলা প্রদেশ—হাওড়া, চট্টগ্রাম, ফেণী, নোয়াখোলা, চাঁদপুর, পুরাণবাজার, চৌমুহনী, দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও, পটুয়াটুলী, নরায়ণগঞ্জ, দৌলতগঞ্জ।
বিহার প্রদেশ—পাটনা, আরা, পুর্ণিয়া, রাঁচী, মজঃফরপুর, পাটনা সিটি, ভাগলপুর, দারভাঙ্গা।
যুক্তপ্রদেশ—এলাহাবাদ।
শতকরা ৮৲ হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইতেছে।
সেক্রেটারী— মিঃ টি মজুমদার
ম্যানেজিং ডিরেক্টর— মিঃ এম কে গুহ

ফোন— কলি :২৩৬৪ দি ন্যাশনাল এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্ক লিঃ টেলি—Nalex
৩-৪, হেয়ার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
ব্রাঞ্চ—বড়বাজার, ফরিদপুর ও ঢাকা।
ম্যানেজিং ডিরেক্টর—শ্রীরাজলক্ষ্মী মজুমদার, বি-এ।

আর্থিক দুনিয়ার খবরাখবর

১৯৪৬ সালের বিভিন্ন পরীক্ষার তারিখ—হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ডের কর্ত্তৃপক্ষ সরকারী সূত্রে জানিতে পারিয়াছেন যে, আগামী ১৯৪৬ সালের ১৮ই মার্চ্চ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাট্রিকুলেশন এবং ১৩ই ফেব্রুয়ারী ইণ্টারমিডিয়েট (আই-এ ও আই-এস-সি) পরীক্ষা আরম্ভ হইবে। আরও প্রকাশ যে, আগামী বৎসরের বি-এ ও বি এস-সি পরীক্ষা ২৬শে মার্চ্চ, এল-টি ও বি-টি পরীক্ষা ১৫ই এপ্রিল এবং বি-কম পরীক্ষা ৬ই মে হইতে আরম্ভ হইবে।

কেন্দ্রীয় পরিষদের সাধারণ নির্ব্বাচন—প্রকাশ যে, আগামী ১০ই ও ১২ই ডিসেম্বর কলিকাতা ও সহরতলীর মুসলমান এবং সাধারণ নির্ব্বাচন কেন্দ্রসমূহ হইতে কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদের নির্ব্বাচন হইবে। ৩রা ডিসেম্বর মনোনয়নপত্র দাখিলের শেষ তারিখ ধার্য্য হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

লাল ব্যাঙ্কের ডিরেক্টরগণের বদান্যতা—লাল ব্যাঙ্ক লিমিটেডের উদ্বোধন উৎসব উপলক্ষে ব্যাঙ্কের ডিরেক্টরগণ খিদিরপুরের মাইকেল মধুসূদন লাইব্রেরীর গৃহ নির্ম্মাণ তহবিলে ২ হাজার টাকা দান করিয়াছেন। মনসাতলা পার্কের সন্নিকটে একখণ্ড জমির উপর অমর কবির স্মৃতিরক্ষাকল্পে এই লাইব্রেরী গৃহ নির্ম্মিত হইবে। কলিকাতা কর্পোরেশন নামমাত্র খাজনায় ঐ জমি প্রদান করিয়াছেন, জানা গিয়াছে।

আসামের সাধারণ নির্ব্বাচন—আসাম গবর্ণমেণ্ট সম্প্রতি এক ইস্তাহারে ঘোষণা করিয়াছেন, আগামী ১লা অক্টোবর আসাম ব্যবস্থা পরিষদ ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইবে। তপশীলী সম্প্রদায়ের রিজার্ভ আসনগুলির জন্য প্রাথমিক নির্ব্বাচনের মনোনয়ন আহ্বান করিয়া আগামী ২৩শে অক্টোবর এক নোটিশ জারী করা হইবে। জনসাধারণ ও নির্ব্বাচনপ্রার্থিগণকে নির্ব্বাচনের তারিখ জানাইয়া দিতে গবর্ণমেণ্ট আগ্রহান্বিত রহিয়াছেন এবং তারিখ ঘোষণার আদেশও জারী করা হইয়াছে বলিয়া উক্ত বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হইয়াছে। উক্ত বিজ্ঞপ্তিতে আরও উল্লেখ করা হইয়াছে যে, প্রত্যেকটি নির্ব্বাচনকেন্দ্রের সাধারণ নির্ব্বাচন সম্পর্কে দ্বিতীয় নোটিশ আগামী ৩০শে নবেম্বর প্রকাশ করা হইবে এবং উক্ত দিন হইতে ১০ই ডিসেম্বর পর্য্যন্ত মনোনয়নের সময় নির্দ্দিষ্ট করা হইবে। আগামী ৯ই, ১০ই, ১১ই ও ১২ই জানুয়ারী ভোট গ্রহণ করা হইবে বলিয়াও উক্ত বিজ্ঞপ্তিতে ঘোষণা করা হইয়াছে।

উড়িষ্যা সিভিল সার্ভিস—উড়িষ্যার গবর্ণর উড়িষ্যা সিভিল সার্ভিস (শাসন বিভাগ) এবং উড়িষ্যা সাব-অর্ডিনেট সিভিল সার্ভিসে লোক সংগ্রহ সংক্রান্ত নিয়মকানুনে একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্ত্তন করিয়াছেন। এখন হইতে ঐ দুইটি বিভাগে লোক সংগ্রহকালে উড়িষ্যাবাসী অথবা স্থায়ীভাবে উড়িষ্যা প্রবাসী এবং উড়িষ্যা দেশীয় রাজ্যগুলির প্রজাগণের মধ্যে উপযুক্ত যোগ্যতাসম্পন্ন প্রার্থী পাওয়া গেলে, তাঁহাদের বিষয় সর্ব্বাগ্রে বিবেচনা করা হইবে।

আসামের উন্নয়ন পরিকল্পনা—সম্প্রতি শিলংএর লেডীকীন কলেজে অনুষ্ঠিত এক সভায় বক্তৃতাকালে বেগম শা নওয়াজ বলেন যে, আসামের জনসাধারণের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির জন্য গবর্ণমেণ্ট ৫ বৎসরে ১ হাজার কোটী টাকা ব্যয় করার সঙ্কল্প করিয়াছেন।

ডাঃ শ্রীযুক্তা অসীমা চ্যাটার্জ্জি—শ্রীযুক্তা অসীমা চ্যাটার্জ্জি এম-এস-সি এই বৎসর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি এস-সি উপাধি লাভ করিয়াছেন। তাঁহার গবেষণার বিষয় ছিল 'ভারতীয় গাছ-গাছড়া' (ইণ্ডিয়ান মেডিসিন্যাল প্লাণ্টস)। ডাঃ অসীমা চ্যাটার্জ্জি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন কৃতী ছাত্রী। মহিলাদের মধ্যে তিনিই সর্ব্বপ্রথম ডি এস-সি উপাধি লাভ করিলেন। বর্ত্তমানে তিনি লেডী ব্রাবোর্ণ কলেজের রাসায়নিক বিভাগের অধ্যক্ষের পদে অধিষ্ঠিতা আছেন। তদুপরি তিনি বিজ্ঞান কলেজের একজন অনারারী লেকচারার। সম্প্রতি ডাঃ বরদানন্দ চ্যাটার্জ্জির সহিত তাঁহার বিবাহ হইয়াছে। ডাঃ বরদানন্দ চ্যাটার্জ্জি 'ইম্পিরিয়াল কাউন্সিল অব এগ্রিকালচারাল রিসার্চ্চের' অধীনে 'এসিট্যাণ্ট সয়েল' কেমিষ্টের পদে নিযুক্ত আছেন। তিনি শীঘ্রই 'সয়েল কেমিষ্ট্রিতে' গবেষণা করিবার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গমন করিবেন।

ভারতীয় ঐতিহাসিক রেকর্ডস কমিশন—প্রকাশ, সীমান্ত প্রদেশের গবর্ণমেণ্টের আমন্ত্রণে আগামী ২২শে অক্টোবর (১৯৪৫) পেশোয়ারে ভারতীয় ঐতিহাসিক রেকর্ডস কমিশনের দ্বাবিংশতিতম অধিবেশন হইবে।

হাওড়া জলকল শ্রমিকদের দাবী—বেতন, দুর্ম্মূল্য ভাতা, ছুটি ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি সম্পর্কে হাওড়ার জলকল শ্রমিক সমিতি যে স্মারকলিপি দাখিল করিয়াছিল সেই বিষয়ে বিবেচনা

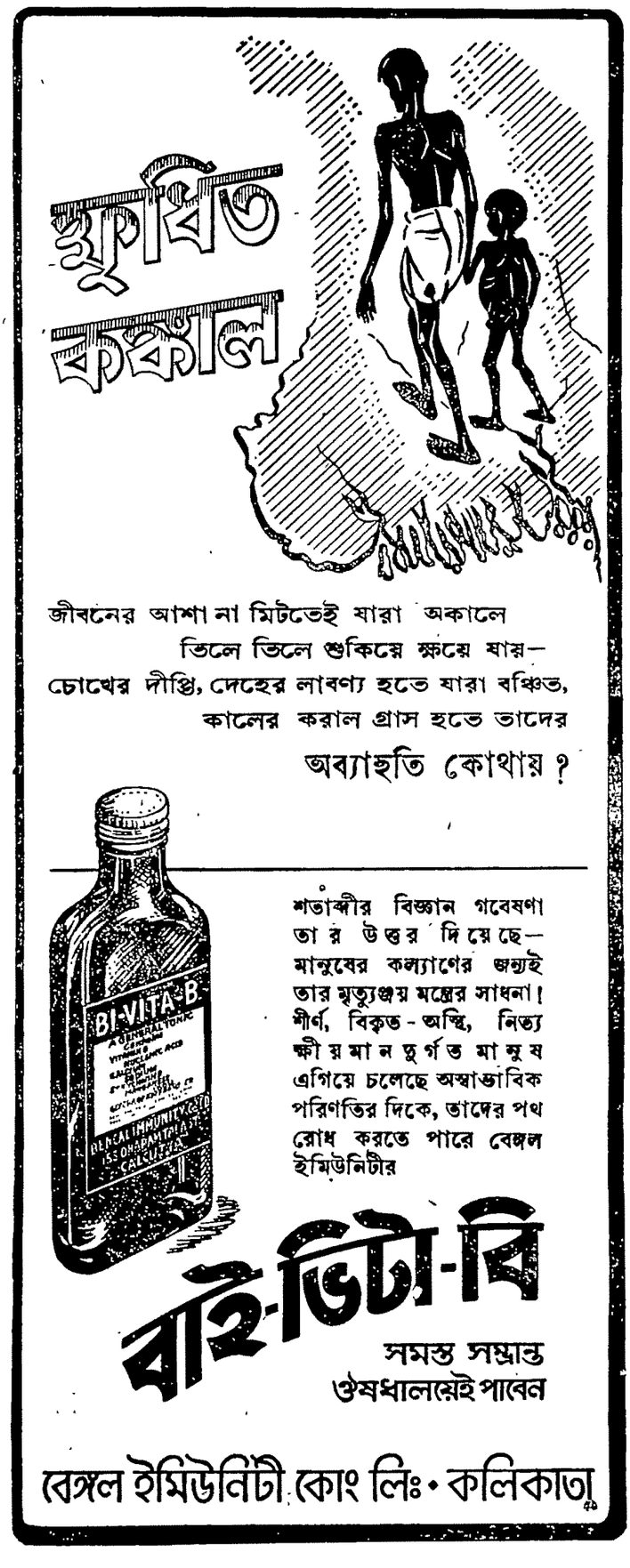

করিবার জন্য হাওড়ার জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট, হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান এবং হাওড়া জলকল শ্রমিক সমিতির সদস্যগণের এক যুক্ত বৈঠক হয়। প্রকাশ, আলোচনার পর শ্রমিক সমিতির সদস্যগণ ধর্ম্মঘট করিবার নোটিশের তারিখ ২রা অক্টোবর হইতে ১৮ই অক্টোবর পিছাইয়া দিতে সম্মত হইয়াছেন। আরও প্রকাশ যে, শ্রমিকদের দাবী সম্পর্কে সন্তোষজনক মীমাংসার সুবিধা করিবার জন্যই ধর্ম্মঘটের তারিখ পিছাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

বেঙ্গল টেক্সটাইল এসোসিয়েশন—বাংলা গবর্ণমেণ্ট সম্প্রতি এক ইস্তাহারে জানাইতেছেন যে, নিম্নলিখিত সদস্যগণ লইয়া বেঙ্গল টেক্সটাইল এসোসিয়েশনের কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি গঠিত হইয়াছে :—

নিয়ন্ত্রণ বোর্ড হইতে গৃহীত সদস্য—স্যার বদ্রিদাস গোয়েঙ্কা, মিঃ এস এ ইস্পাহানী, মিঃ বি এম বিড়লা, স্যার আদমজী হাজী দাউদ, স্যার আবদুল হালিম গজনবী, ডাঃ এন এন লাহা, মিঃ জে কে মিত্র, মিঃ আর এল নোপানী ও মিঃ ডবলিউ এস সি টুলী।

বেঙ্গল চেম্বার অব কমার্সের মনোনীত সদস্য— মিঃ জি জে গার্ডনার ও মিঃ আর স্কটসন।

মুসলিম চেম্বার অব কমার্স কর্ত্তৃক মনোনীত সদস্য—খান বাহাদুর জি এ দোসানী ও মিঃ কাশিম এ মহম্মদ।

বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার অব কমার্সের মনোনীত সদস্য—ডাঃ এস বি দত্ত ও মিঃ এস সি পাল।

গবর্ণমেণ্ট মনোনীত সদস্য—মিঃ কে এল ঢনঢনিয়া ও দ্বারকা প্রসাদ ঝুনঝুনওয়ালা।

ইণ্ডিয়ান চেম্বার অব কমার্স কর্ত্তৃক মনোনীত সদস্য—মিঃ এস আর জয়পুরিয়া ও রামনারায়ণ ভোজনগরওয়ালা।

গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নিযুক্ত সদস্য—মিঃ এম এল শাহ, মিঃ কে এফ জি ষ্ট্যোম্যাক ও মিঃ কিচিন।

ক্যালকাটা টাইম প্রবর্ত্তনের জন্য অনুরোধ—সম্প্রতি কলিকাতা কর্পোরেশন এক প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া বাংলা গবর্ণমেণ্টকে এইরূপ অনুরোধ জ্ঞাপন করেন যে, যেহেতু আলোক-নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রত্যাহৃত হইয়াছে এবং স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়া আসিয়াছে, সেই হেতু কর্পোরেশনের সমুদয় বিভাগে এবং কর্পোরেশনের সভাসমূহের অধিবেশন সম্পর্কে ক্যালকাটা টাইম পুনরায় প্রবর্ত্তন করা হইবে। অন্ততঃ কলিকাতা সহরে সময় নির্দ্দেশের জন্য উক্ত ক্যালকাটা টাইম প্রবর্ত্তনের জন্য কর্পোরেশন গবর্ণমেণ্টকেও অনুরোধ জ্ঞাপন করেন।

পেট্রোলিয়মের উপর কর ধার্য্যের অনুমতি প্রার্থনা—যুদ্ধ শেষ হওয়ায় এক্ষণে যাহাতে গবর্ণমেণ্ট কর্পোরেশনকে কলিকাতায় আমদানী করা প্রতি ১০ গ্যালন পেট্রোলিয়মের উপর চারি আনা কর ধার্য্য করার অনুমতি দেন তদুদ্দেশ্যে সম্প্রতি এক প্রস্তাবে কর্পোরেশন গবর্ণমেণ্টকে এই বিষয় সম্বন্ধে পুনর্ব্বিবেচনা করার অনুরোধ জ্ঞাপন করেন।

বাসভবন নির্ম্মাণের দ্রব্যাদি সরবরাহের জন্য কমিটি—বাসভবনাদি নির্ম্মাণের দ্রব্যাদি নিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে বর্ত্তমানে যে ব্যবস্থা আছে, যুদ্ধ শেষ হওয়ায় তাহা অপসারণ করার জন্য সম্প্রতি এক প্রস্তাবে গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করা হয়। বাসভবন নির্ম্মাণের দ্রব্যাদি সরবরাহের জন্য একটি কমিটি গঠনের জন্য কর্পোরেশন এতদ্‌সম্পর্কে গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ জ্ঞাপন করেন। গবর্ণমেণ্ট যে সকল ভবন গ্রহণ করিয়াছেন তাহা অবিলম্বে প্রত্যর্পণ করিবার জন্য কর্পোরেশন গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করেন। এই সম্পর্কে কর্পোরেশন টাউন-হল ছাড়িয়া দিবার জন্য গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ জানান।

বাংলায় বীজ আলু আমদানীর ব্যবস্থা—প্রকাশ, বাংলা গবর্ণমেণ্ট ১৯৪৫ সালের চাষের জন্য বিহার হইতে ১০ হাজার মণ, আসাম হইতে ৬০ হাজার মণ, দার্জ্জিলিং হইতে ৩০ হাজার মণ

সাবান প্রস্তুতের

ফোন :—
বড়বাজার :—১৩৯৭ অফিস
" :—১৫৯২ ফ্যাক্টরী
টেলিগ্রাম—"চীনাবাটী"

যাবতীয় জিনিষ—সিলিকেট সোডা • সোপষ্টোন পাউডার • কষ্টিক সোডা • রজন • সিট্রোনেলা অয়েল • রঙ • হাইড্রোমিটার • প্রভৃতি পাইবেন

কলিকাতা মিনারেল সাপ্লাই কোং লিঃ
৩১, জ্যাকসন লেন, কলিকাতা

প্যাসিফিক্ ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস ঃ—৮, লায়ন্স রেঞ্জ, কলিকাতা

প্রগতিশীল জাতীয় প্রতিষ্ঠান

সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়

ভারতের প্রধান প্রধান ব্যবসাকেন্দ্রে শাখা অফিস আছে।

চেয়ারম্যান—রঘুবর নারায়ণ সিংহ

পোষ্ট বক্স নং—২৪০৩ টেলিগ্রাম—'লেনদেন', কলিঃ

বগুড়া সিটি ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস ঃ—
১৫বি, ক্লাইভ রো, কলিকাতা।

সুবিধাজনক সর্ত্তে সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

ভারতে ৩৫টি প্রধান প্রধান স্থানে ও ব্যবসায় কেন্দ্রে শাখা অফিস আছে।

ম্যানেজিং ডাইরেক্টর—এম, এল, মিত্র
এসিষ্ট্যাণ্ট ম্যানেজিং ডাইরেক্টর বি, সেন।
সুপারভাইজিং ডাইরেক্টর এইচ, সি, মিত্র

BG | I. U. P. S

ইকনমিক ব্যাঙ্ক লিমিটেড

গ্রাম : ইক্‌মিক্ ব্যাঙ্ক স্থাপিত—১৯২৯ ফোন : ক্যাল ৫৯৪৪

হেড অফিস—৮৬বি, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

অন্যান্য শাখা

বাঁকুড়া, ঘাটাল, টাটানগর, মির্জ্জাপুর, বেনারস, এলাহাবাদ, লাক্ষ্ণৌ, কাণপুর, বালিয়া, আরাউরা, দেউরিয়া, পুরুলিয়া, সাদার্ণ এভিনিউ, বড়বাজার, রবার্টসগঞ্জ, জৈতপুর, নোয়াগড় ও সোনামুখী (বাঁকুড়া)।

নিমতলা ও বেলগাছিয়া, মোরাদাবাদ, গান্ধিনগর, দিল্লী, মীরাট, আগ্রা শাখা শীঘ্রই খোলা হইবে।

মেহেরপুর শাখা গত ১৮ই জুলাই খোলা হইয়াছে।

এবং সিমলা হইতে ১ লক্ষ মণ বীজ আলু আমদানী করিবার বন্দোবস্ত করিয়াছেন। অক্টোবর মাসের মধ্যভাগ হইতে মনোনীত কেন্দ্রসমূহে ঐ আলুর চালান পৌঁছিবে। আরও প্রকাশ যে, পশ্চিমবঙ্গে এই বীজ আলু সংগ্রহ ও বিতরণের ভার 'ওয়েষ্ট বেঙ্গল সিড পটেটো এজেন্টস এসোসিয়েশনের' হস্তে ন্যস্ত করা হইয়াছে। উহার অফিস কলিকাতার ৬৭নং ক্যানিং ষ্ট্রীটে অবস্থিত। পূর্ব্ববঙ্গে নির্ব্বাচিত কনট্রাক্টরদের মারফৎ বীজ আলু বিতরিত হইবে। ক্রেতাগণ যাহাতে নিয়ন্ত্রিত দরে বীজ আলু পায় তাহার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এই বিষয়ে অধিক কিছু জানিতে হইলে কৃষি বিভাগের ডিরেক্টরের নিকট চিঠি লিখিতে হইবে। ডিরেক্টর জিলা কৃষি অফিসারগণের এবং ডেপুটি ডিরেক্টরগণের নিকট বীজ আলু বিক্রয় কেন্দ্রসমূহের তালিকা পাঠাইয়াছেন, জানা গিয়াছে। ঐ সমস্ত কেন্দ্র হইতে বীজ আলু বিতরণ বিষয়ে প্রয়োজনীয় সমস্ত তথ্য জানা যাইবে বলিয়াও প্রকাশ।

পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ে ৬ লক্ষ টাকা দান—বিহার গবর্ণমেণ্টের এক সাম্প্রতিক সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, হাথোয়ার মহারাজা বাহাদুর পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ে ৬ লক্ষ টাকা দান করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন এবং বিহার গবর্ণমেণ্ট তাঁহার সিদ্ধান্ত অনুমোদন করিয়াছেন। উক্ত বিজ্ঞপ্তিতে আরও উল্লেখ করা হইয়াছে, মহারাজা বাহাদুরের নাকি ইচ্ছা এই যে, উক্ত অর্থের বাৎসরিক আয় হইতে কারিগরী ও ইলেকট্রিক ইঞ্জিনিয়ারিং, কৃষিবিদ্যা, উচ্চশিক্ষা ও চিকিৎসা শাস্ত্রে ট্রেণিং দিবার উদ্দেশ্যে ১৪টি বৃত্তি, ইতিহাস ও সংস্কৃত চর্চ্চার উদ্দেশ্যে ২টি রিসার্চ্চ ফেলোশিপ এবং সংখ্যাতত্ত্বে ১টি লেকচারশিপের প্রবর্ত্তন করা হয়। বিহারী কিংবা বিহারের স্থায়ী বাসিন্দাগণই ঐ বৃত্তি ও ফেলোশিপ পাইতে পারিবেন। হাথোয়া মহারাজার প্রজা, মহিলা প্রাথী এবং হাথোয়ার ভূতপূর্ব্ব সৈনিক প্রজাবর্গের পুত্রকন্যাদিগকে প্রথম সুযোগ দেওয়া হইবে বলিয়াও উক্ত বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হইয়াছে।

বৃহত্তর বোম্বাই পরিকল্পনা—বোম্বাইয়ের সাম্প্রতিক সংবাদে প্রকাশ, বৃহত্তর বোম্বাই সম্পর্কে চৌদ্দ বৎসর পূর্ব্বে যে পরিকল্পনা রচনা করা হইয়াছিল, বোম্বাইয়ের সহরতলী এলাকার কোন কোন অংশে বিচার ও শাসন বিভাগের প্রসার সাধন করিয়া তাহা কার্য্যে পরিণত করা হইয়াছে। গত ১লা অক্টোবর সকাল হইতে বান্দরা, আন্ধেরী এবং কুরলায় তিনটি অতিরিক্ত প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে কার্য্য সুরু হইয়াছে। উক্ত এলাকাটি বোম্বাই সহরের দ্বিগুণ এবং প্রায় ৫ লক্ষ লোকের বাস। প্রকাশ, বৃহত্তর বোম্বাই আইন অনুযায়ী

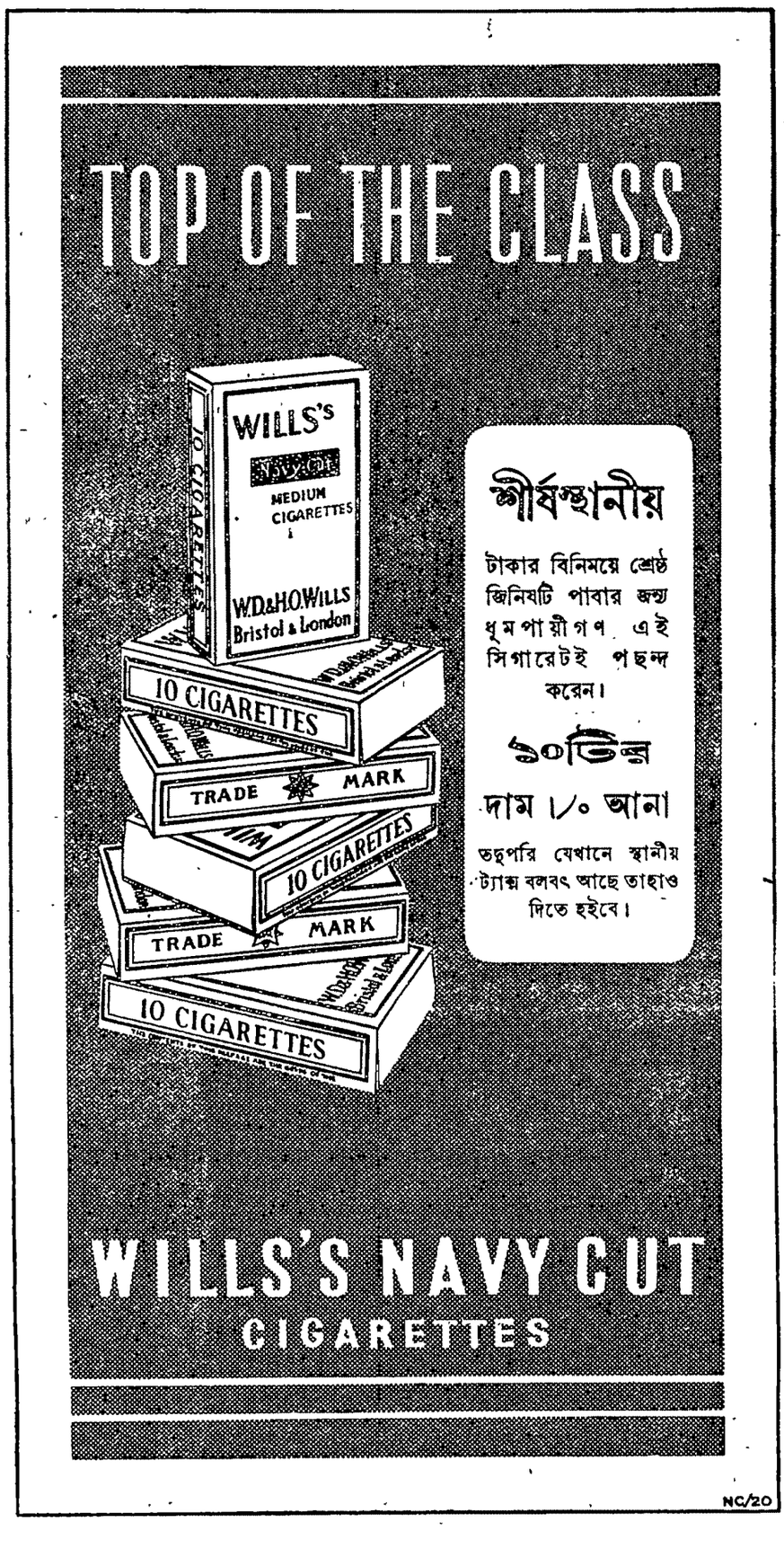

গত ১লা অক্টোবর হইতে হাইকোর্ট পৌর শাসন ও অপরাধ সংক্রান্ত আইনগুলি উক্ত বর্দ্ধিত এলাকায়ও প্রযোজ্য হইবে।

কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদের নির্ব্বাচন—বাংলা গবর্ণমেণ্ট নিম্নলিখিত বিজ্ঞপ্তি প্রচার করিয়াছেন :—

আগামী ২২শে অক্টোবর (১৯৪৫) এক বিজ্ঞপ্তি প্রচার করিয়া নির্ব্বাচকগণকে বাংলার নির্ব্বাচন কেন্দ্রসমূহ হইতে ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য নির্ব্বাচন করিতে আহ্বান করা হইবে। আগামী ৩রা নবেম্বর মনোনয়নপত্র পেশ করার শেষ তারিখ ধার্য্য করা হইয়াছে। ৮ই নবেম্বর মনোনয়নপত্রসমূহ পরীক্ষা করা হইবে। ডিসেম্বর মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে ভোট গ্রহণ করা হইবে। ভোট গ্রহণের তারিখ পরে বিজ্ঞাপিত হইবে।

ঠাকুর পাঠচক্রের উদ্যোগ—রবীন্দ্র-সাহিত্যে কালিদাসের প্রভাব সম্পর্কে গবেষণা করার জন্য ঠাকুর পাঠচক্র প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যাপক ক্ষুদিরাম দাস এম-একে এক বৎসরের জন্য মাসিক ৭৫ টাকা হারে বৃত্তি দিয়াছেন। উক্ত পাঠচক্রের সম্পাদক রবীন্দ্র সাহিত্যে উপনিষদের প্রভাব সম্পর্কে গবেষণার নিমিত্ত অনুরূপ আর একটি বৃত্তির জন্য আবেদনপত্র আহ্বান করিয়াছেন। ষ্টুডেণ্টস্ হল, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা এই ঠিকানায় আবেদনপত্র পাঠাইতে হইবে।

আবহাওয়া সম্পর্কিত সংবাদ—নয়াদিল্লীর সাম্প্রতিক সংবাদে প্রকাশ, যুদ্ধ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভারত গবর্ণমেণ্ট আবহাওয়া সংবাদ সম্পর্কিত যাবতীয় নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। যুদ্ধের জন্য, বিশেষভাবে জাপানের যুদ্ধে যোগদানে এই নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের প্রয়োজন দেখা দেয়। এই সম্পর্কে আরও জানা গিয়াছে যে, আবহাওয়া সম্পর্কিত ম্যাপ প্রভৃতির উপর হইতেও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রত্যাহার করা হইয়াছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বেকার সমস্যা—ওয়াশিংটনের গত ১লা অক্টোবরের সংবাদে প্রকাশ যে, আগামী বসন্তকালের মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ৮০ লক্ষ লোক বেকার হইবে এবং ১৯৪৬ সালব্যাপী এই অবস্থা থাকিবে।

ভারত গবর্ণমেণ্টের প্রস্তাবিত ট্যারিফ বোর্ড—সম্প্রতি ভারত গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক যে ট্যারিফ বোর্ড গঠন করার প্রস্তাব হইয়াছে, শ্রীযুক্ত কে সি নিয়োগী তাহাতে সদস্য পদ গ্রহণ করিতে অসম্মত হইয়াছেন বলিয়া প্রকাশ। আরও প্রকাশ যে, শ্রীযুক্ত নিয়োগী তাঁহার পুরাতন নির্ব্বাচন কেন্দ্র (ঢাকা) হইতে পুনরায় কেন্দ্রীয় পরিষদে নির্ব্বাচিত হইবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন।

প্রেস এডভাইসর পদ বিলোপ সাধন ব্যবস্থা—হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ডের নাগপুরের নিজস্ব সংবাদদাতার সংবাদে প্রকাশ, ভারত গবর্ণমেণ্টের একাউণ্ট্যাণ্ট জেনারেল বিভিন্ন প্রদেশে প্রেস এডভাইসবদের জন্য কোন ব্যয় না করার বিষয়ে প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টগুলিকে নির্দ্দেশ দিয়াছেন। এই সম্পর্কে আরও প্রকাশ যে, উক্ত নির্দ্দেশের ফলে মধ্যপ্রদেশে স্পেশ্যাল প্রেস এডভাইসর পদ লোপ করা হইয়াছে। প্রেস এডভাইসরী কমিটি সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা করা হইবে তাহা নির্দ্ধারণের ভার নাকি প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের উপরই ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে।

কলিকাতায় গগনচুম্বী অট্টালিকা—গত বুধবার (৩রা অক্টোবর) কলিকাতা কর্পোরেশনের এক সভায় কলিকাতায় একটি গগনচুম্বী অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিবার সিদ্ধান্ত করা হয়। উক্ত অট্টালিকা বালীগঞ্জ হিন্দুস্থান পার্কের উপরে এবং গড়িয়াহাটা রোডের দিকে মুখ করিয়া নির্ম্মিত হইবে। অট্টালিকাটি দশ তালা হইবে এবং ১১০ ফুট উচ্চ হইবে। উহাতে দুইটি লিফট ও ঘড়ি থাকিবে। কলিকাতা সহরে উহাই উচ্চতম অট্টালিকা বলিয়া পরিগণিত হইবে। বর্ত্তমানে কলিকাতা সহরে একটি নয়তলা অট্টালিকা আছে।

হেডঅফিস বি.বি. ৪১৮ ★ স্থাপিত ১৯২৯ ★ ক্লাইভ ষ্ট্রীট বি.বি. ২৯৮০
পূর্ব্বক ব্যাঙ্ক লিমিটেড
৬১, বহুবাজার ষ্ট্রীট ★ ৮১, ক্লাইভ ষ্ট্রীট
কলিকাতা
অন্যান্য শাখা :—চট্টগ্রাম, চন্দননগর, রাজসাহী, সিরাজগঞ্জ, জলপাইগুড়ি, মৈমনসিং ও সাপ্তাহার।
— সুদের হার —
কারেণ্ট ১/২% সেভিং ব্যাঙ্ক ২%
বাজার চলতি শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় হয়। অন্যান্য ডিপোজিট, লোন ও ওভারড্রাফট সম্বন্ধে পত্র লিখুন।
চেয়ারম্যান : শ্রী মতিলাল রায়।

সুবল দত্ত এণ্ড সন্স লিঃ
যন্ত্রপাতি বিক্রেতা
৪৯, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

আর মিত্রের ময়ূরমার্কা তিলতৈল
মাথা ঠাণ্ডা রাখে চুল উঠা বন্ধ করে
আর মিত্র — পারফিউমার
২৭ নং বিবেকানন্দ রোড, কলিকাতা

ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল
ব্যাঙ্ক লিমিটেড
৮নং লায়ন্স রেঞ্জ, কলিকাতা।
কলিকাতা ও বোম্বাই সহরে ক্লিয়ারিং-এর সুবিধা প্রাপ্ত।
আমাদের
"পেন্‌সন্ সার্টিফিকেটে"
৫,০০০৲ টাকা জমা দিলে
১০,০০০ টাকা পাওয়া যায়।
পত্র লিখিলেই বিস্তারিত জানান হয়।
বিভিন্ন ব্যবসা কেন্দ্রে ২১টি শাখা দ্বারা জাতির সেবায় নিযুক্ত
অংশীদারগণ ডিভিডেণ্ড পাইয়াছেন।
১৯৪২ সনে শতকরা ৫৲
১৯৪৩ সনে ,, ৫৲
১৯৪৪ সনে ,, ৭৷৷০
আর, রায়,—ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

টেলিগ্রাম : আসামব্যাঙ্ক দি টেলিফোন : ক্যাল: ৬৯৪০
ব্যাঙ্ক অব আসাম লিঃ
স্থাপিত : ১৯৩৬
হেড অফিস : টেলিগ্রাম : ব্যাঙ্কআসাম শিলং— টেলিফোন : ২০ (২ লাইন)
কলিকাতা অফিস—৬নং, ক্লাইভ রো।
শাখাসমূহ :—বড়পেটা, যুবড়ী, গৌহাটী, গোয়ালপাড়া, জোড়হাট, নওগাঁ (আসাম)
অনুমোদিত মূলধন—২০,০০,০০০ টাকা
বিলিকৃত ও বিক্রীত—১০,০০,০০০ ,,
আদায়ীকৃত মূলধন (অগ্রিম কলসহ)— ৫,৬৩,০০০ ,, উপর
রিজার্ভ ফণ্ড— ৭৫,০০০ টাকা
আমানত— ৬০,০০,০০০ ,, উপর
কার্য্যকরী মূলধন— ৭৫,০০,০০০ ,, ,,
এ বি দত্ত, এম-এ, এফ-আর-ই-এস্, এ-আই-বি (লণ্ডন), সার্ট, এজেণ্ট, কলিকাতা।
এইচ ব্যানার্জ্জি, বি-এ, এ-আই-বি (লণ্ডন), সার্ট, ম্যানেজিং ডিরেক্টর

সাদার্ণ ব্যাঙ্ক লিঃ
হেড অফিস—১৪, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ফোন—ক্যাল ৫৯৮৯
ব্রাঞ্চ—বড়বাজার, শ্যামবাজার, ভবানীপুর, বসিরহাট, খুলনা ও পাটনা
সুবিধাজনক সর্ত্তে গভর্ণমেণ্ট ও মিলিটারী বিলের উপর টাকা ধার দেওয়া হয়।
সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।
চেয়ারম্যান—মিঃ দেবেন্দ্রনাথ মুখার্জ্জি, মেম্বর, কলিকাতা কর্পোরেশন।

নর্দার্ণ ব্যাঙ্ক লিমিটেড
হেড অফিস :
৫ এবং ৬, হেয়ার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
ব্রাঞ্চসমূহ
দক্ষিণ কলিকাতা, শ্যামবাজার, হাটখোলা, খিদিরপুর, গার্ডেনরীচ, হাওড়া, কদমতলা (হাওড়া), চাপাডাঙ্গা (হুগলী), পাবনা, সাতবেরীয়া (পাবনা), মেদিনীপুর, সম্বলপুর, বেনারস, এলাহাবাদ।
সকলপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।
মিঃ এ, রায়চৌধুরী, ম্যানেজিং ডাইরেক্টার

নিখিল ভারত লেখক সম্মেলন—আগামী ২০শে অক্টোবর হইতে ২২শে অক্টোবর পর্য্যন্ত জয়পুরে যে নিখিল ভারত লেখক সঙ্ঘের সম্মেলন হইবে তাহাতে যোগদানের জন্য চীন সাধারণ তন্ত্র হইতে দুইজন প্রতিনিধি প্রেরণ করা হইতেছে। শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডু উক্ত সম্মেলনে সভানেত্রীত্ব করিবেন, জানা গিয়াছে।

ইঙ্গ-মার্কিন তৈল চুক্তি—রয়টারের সংবাদে প্রকাশ, বৃটেন ও আমেরিকার মধ্যে তৈল সম্পর্কে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছে। মধ্যপ্রাচ্যে তৈল সমস্যা লইয়া বৃটেন ও আমেরিকার মধ্যে যে বিরোধ ঘনীভূত হইয়া উঠিতেছিল, এই চুক্তির ফলে তাহা তিরোহিত হইয়াছে। এই চুক্তিতে একটি আন্তর্জ্জাতিক তৈল সম্মেলন আহ্বান করিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ১৯৪৪ এর আগষ্ট মাসে ওয়াশিংটনে যে তৈল চুক্তি সংঘটিত হইয়াছিল, এই চুক্তিতে উহার ত্রুটিগুলি সংশোধন করা হইয়াছে। চুক্তি সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ এখনও জানা যায় নাই, তবে মধ্যপ্রাচ্যে স্বাক্ষরকারী রাষ্ট্রগুলিকে সমান অধিকার দিবার কথা স্বীকার করা হইয়াছে।

বস্ত্র নিয়ন্ত্রণ আদেশ—বাংলা সরকারের অসামরিক সরবরাহ বিভাগের এক বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ, ভারতরক্ষা আইনের ৮১ ধারা অনুসারে "বঙ্গীয় বস্ত্র নিয়ন্ত্রণ আদেশ (১৯৪৫) নামে একটি আদেশ জারী করা হইয়াছে। এই আদেশের ব্যবস্থা ১৯৪০ সালের বঙ্গীয় নিয়ন্ত্রণ আদেশের ব্যবস্থার অনুরূপ। ১৯৪৫ সালের বঙ্গীয় বস্ত্র নিয়ন্ত্রণ আদেশ অনুযায়ী আদেশের ৩. অনুচ্ছেদ অনুসারে নিযুক্ত খুচরা বস্ত্র বিক্রেতা ব্যতীত অন্য কেহ বরাদ্দ বস্ত্র বিক্রয় বা বণ্টন করিতে পারিবে না; তবে যাহাদিগকে রেহাই দেওয়া হইবে তাহাদের সম্পর্কে ইহা প্রযোজ্য হইবে না। কোনও ক্রেতা কোনও রেশনের দলিল ব্যতীত বরাদ্দ বস্ত্র ক্রয় কবিলে তাহাও অপরাধ বলিযা গণ্য হইবে; তবে যাহাদিগকে রেহাই দেওয়া হইয়াছে তাহাদের সম্পর্কে ইহা প্রযোজ্য হইবে না। এই আদেশ অনুসারে যে রেশন দলিল দেওয়া হইবে তাহা হস্তান্তর করা চলিবে না। যাহার নামে ইহা দেওয়া হইবে কেবল সে অথবা তাহার পক্ষ হইতে ইহা ব্যবহার করা চলিবে। যাহাকে বা যাহার পক্ষে ইহা দেওয়া হইবে সেই ব্যক্তি বরাদ্দ এলাকায় না থাকিলে বরাদ্দ বস্ত্র বিক্রয় করা বে-আইনী হইবে। এই আদেশ অনুসারে প্রাদেশিক সবকার এই আদেশের ব্যবস্থাসমূহ কার্য্যকরী কবাব জন্য বিধান রচনা করিতে পারিবেন। কেহ এই আদেশ বা এই আদেশ অনুসারে রচিত বিধানাবলী অমান্য করিলে তাহাকে ভারতরক্ষা আইনের ৮১ ধারায় (৪) উপধারা অনুসারে দণ্ডিত করা যাইবে।

সস্তায় খাদ্যপুষ্টি বাড়াইবার উপায়—এক সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ, সম্প্রতি মাদ্রাজের উইজেম্‌স্ ক্রিশ্চিয়ান কলেজে গবেষণার ফলে দেখা গিযাছে যে, অল্প খরচেই চলতি খাদ্য অপেক্ষা আরও ভাল ও পুষ্টিকর খাদ্য ঐ অঞ্চলের জনসাধারণ পাইতে পারে। ভারতীয় গবেষণা ভাণ্ডার সমিতির ব্যযে এই গবেষণা চালান হয় এবং ইন্দুরের উপর এই গবেষণার ফলাফল পরীক্ষা করা হয়। তাহাতে জানা গিয়াছে যে, কেবল ভাত না খাইয়া তাহার সহিত কিছু ছোলার ডাল, অঙ্কুর গজান মুগের ডাল, কিছু চোলাই এবং কিছু চিনার চাউল (দক্ষিণ দেশীয় নাম 'রাগি') সিদ্ধ করিয়া মেশাইয়া খাইলে পুষ্টির দিক দিযা উপকার হয় অথচ খরচ তেমন কিছুই বাড়ে না।

সিন্ধু প্রদেশের বস্ত্রবরাদ্দের পরিমাণ বৃদ্ধি—সিন্ধু প্রদেশের অধিবাসিগণের জন্য মাথা পিছু বস্ত্রের বরাদ্দ বৃদ্ধি করিয়া নাকি ১৮ গজ করা হইয়াছে। এই বর্দ্ধিত পরিমাণ উক্ত প্রদেশের বস্ত্রসঙ্কটের তীব্রতা লাঘব করিবে, আশাকরা যায়।

মাছ ধরার জালের জন্য অতিরিক্ত ৬ শত গাঁইট সুতাও বরাদ্দ করা হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

বৃটিশ জাহাজের নূতন রাস্তা—রয়টারের এক সংবাদে প্রকাশ, পানামা খাল যাহাতে ব্যবহার না করিতে হয়, কারণ এই খাল ব্যবহার করিলে ডলার দ্বারা তাহার মূল্য দিতে হয়, বৃটিশ সরকারের যানবাহন বিভাগ নিউজিল্যাণ্ড ও অষ্ট্রেলিয়া হইতে বৃটেনগামী বৃটিশ জাহাজসমূহকে অন্যপথে চলিতে নির্দ্দেশ দিয়াছেন। যে সমস্ত জাহাজ নিউজিল্যাণ্ড হইতে বৃটেন যাইবে তাহারা কেপহর্ণ হইয়া যাতায়াত করিবে—অবশ্য কেহ কেহ সুয়েজ দিয়াও যাইতে পাবে। কেপহর্ণ হইয়া

বেশী লোকে কেনে পরে

১ জগতের সব সেরা তুলা দিয়ে তৈরী। সূতী কাপড়ের ভাল মন্দ বিচার করতে গেলে প্রথমেই আসে তুলার কথা। কেননা তুলাই হচ্ছে সূতী কাপড়ের প্রধান উপাদান। আমেরিকা এবং মিশর দেশে যে তুলা উৎপন্ন হয় তাই হচ্ছে জগতের সব তুলার সেরা। ও দেশের তুলার আঁশগুলি যেমন লম্বা তেমন শক্ত আর তেমনি সরু। আর তুলাগুলিও বেশ নরম ও প্রায় রেশমের মত উজ্জ্বল। আমাদের দেশেও ঐ সব মার্কিণী এবং মিশরী তুলার বীজ থেকে অনেক তুলা উৎপন্ন হয়। এই তুলাগুলি গুণের দিক থেকে খাস মার্কিণী ও মিশরী তুলার মতনই হয়। ঢাকেশ্বরী মিলের সব সরেস কাপড়গুলিই খাস মার্কিণী ও মিশরী তুলা এবং ঐ তুলার সমশ্রেণীর দেশজ তুলা দিয়ে তৈরী হয়। আর বাকী সব কাপড় তৈরী হয় শ্রেষ্ঠ ভারতীয় তুলা থেকে। সুতরাং ঢাকেশ্বরীর কাপড়গুলি যে অনেক বেশী দিন পরা চলে, ওগুলি যে শতকরা অন্ততঃ পঁচিশ ভাগ বেশী টেকসই হয়, তাতে আশ্চর্য্য হবার কি আছে? কাজেই

যে কখানা ঢাকেশ্বরীর কাপড় আপনার আছে, তাই বিশেষ যত্ন করে পরুন; কেননা বর্ত্তমান অবস্থায় যত চান তত ঢাকেশ্বরীর কাপড় জোগান সম্ভব নয়।

শতকরা ২৫ ভাগ বেশী পরতে হলে

কিনবেন ঢাকেশ্বরী

ঢাকেশ্বরী কটন মিলস্ লিমিটেড

ম্যানেজিং ডিরেক্টার — শ্রী সূর্য্য কুমার বসু

DCB—19

নিউগ্রিল্যাণ্ড হইতে বৃটেন যাইতে ১ হাজার মাইলেরও অধিক পথ বেশী অতিক্রম করিতে হয়। কিন্তু পানামা খাল ব্যবহার করিলে, পথ কম হইলেও, জাহাজসমূহকে বাৎসরিক প্রায় ৩ লক্ষ পাউণ্ড মোট জলকর দিতে হয়।

কেন্দ্রীয় সরকারের ছাঁটাই পরিকল্পনা—প্রকাশ, কেন্দ্রীয় সরকারের প্রত্যেক বিভাগ একটি করিয়া ছাঁটাই কমিটি গঠন করিবেন এবং যাহাতে মোট ছাঁটাই সরকারী কাজকর্ম্মের কুশলতা নষ্ট না করিয়া স্বচ্ছন্দভাবে সম্পন্ন হইতে পারে সেই উদ্দেশ্যে বিভিন্ন ছাঁটাই কমিটির সহযোগিতা সাধনের নিমিত্ত / কেন্দ্রীয় সরকারের রাজস্ব বিভাগের একজন কর্ম্মচারীও নিযুক্ত হইবেন।

স্বদেশী ক্রয় আন্দোলন—স্বদেশী দ্রব্যোৎপাদক সঙ্ঘের উদ্যোগে স্বদেশী দ্রব্যাদি ক্রয়ের আন্দোলন চালাইবার জন্য ৪৭ জন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে লইয়া এক পরামর্শদাতা কমিটি গঠিত হইয়াছে। কলিকাতার মেয়র শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, ডাঃ বি সি রায়, শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ, শ্রীসুরেশচন্দ্র মজুমদার, শ্রীমুলচাঁদ আগরওয়ালা, শ্রীভবতোষ ঘটক, শ্রীমাখন লাল সেন, মিঃ জি ডি বিড়লা, ডাঃ মেঘনাদ সাহা, মিঃ নৌসের আলি, মিঃ এ কে ফজলুল হক, মিঃ এ আর সিদ্দিকী, মিঃ মোহনলাল সাহা, অধ্যাপক হুমায়ুন কবীর, শ্রীকিরণশঙ্কর রায়, মিঃ ডি পি খৈতান, ভূতপূর্ব্ব মেয়র শ্রীআনন্দীলাল পোদ্দার, ডাঃ আর আমেদ, অধ্যাপক এস কে রায়, মিঃ এস এম বসু, মিঃ আর দত্ত, শ্রীবিধুভূষণ সেনগুপ্ত, মিঃ বি কে বোহৎগি, মিঃ এস পি সেন, শ্রীহর দত্ত রায় ও শ্রীজ্ঞানাঞ্জন নিয়োগী (আহ্বায়ক)-কে নিয়া উক্ত কমিটি গঠিত হইয়াছে।

জাহাজী শ্রমিক সমস্যা সম্পর্কে বোর্ড—প্রকাশ, ভারত সরকার জাহাজী মালিক, শ্রমিক ও সরকার এই তিন দলের প্রতিনিধি নিয়া ইণ্ডিয়ান ম্যারিটাইম বোর্ড নামে একটি বোর্ড গঠন করিয়াছেন। জাহাজী শ্রম সমস্যা এবং জাহাজী মালিক ও শ্রমিকদের সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ে সরকারকে উপদেশ দান এই বোর্ডের অন্যতম কর্ত্তব্য হইবে।

রাসায়নিক সার উৎপাদন—রাসায়নিক সার সম্বন্ধে ভারত সরকারের বিশেষ মিশনের সদস্য প্রফেসার এম কুরেশী মিশনের কার্য্যব্যপদেশে বর্ত্তমানে ওয়াশিংটন গমন করিয়াছেন। পাঁচ মাস ইংলণ্ডে অবস্থান করিয়া স্যার জেমস্ পিটকিমলীর নেতৃত্বে এই মিশন সম্প্রতি নিউইয়র্কে পৌছিয়াছেন। প্রফেসার কুরেশী ব্যুরো অব মাইন্স্-এর গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করিতেছেন এবং ম্যারিল্যাণ্ডে অবস্থিত বেল্টস্‌ভিল এ্যাগ্রিকালচার্যাল রিসার্চ ষ্টেশন পরিদর্শন করিবেন। ভারত সরকার কর্ত্তৃক প্রতি বৎসর ৩৫ লক্ষ টন এমোনিয়াম সালফেট উৎপাদনকারী আনুমানিক ৪ কোটী ডলার ব্যয়ে একটি কারখানা স্থাপনের উদ্দেশ্যে এই মিশন আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র গমন করিয়াছেন।

ভারত-ক্যানাডা বাণিজ্য—ক্যানাডাস্থিত ভারত সরকারের ট্রেড কমিশনার মিঃ মুলকরাজ আহুজা সম্প্রতি মন্ট্রিলে এক অভিভাষণে বলিয়াছেন যে, ১৯৪৪ সালে ভারত হইতে ক্যানাডায় রপ্তানীকৃত মালের মোট মূল্য ৬০ কোটী ৬ লক্ষ টাকারও অধিক হইয়াছে; এই রপ্তানী নাকি ১৯৩৮ সালের মোট রপ্তানীর ১৯ গুণ। তিনি আরও বলিয়াছেন যে, ক্যানাডার বহির্ব্বাণিজ্যে ভারত আমদানী ও রপ্তানী উভয়ক্ষেত্রেই তৃতীয় স্থান অধিকার করিয়াছে।

হায়দরাবাদ রাজ্যে চিনির ঘাটতি—এক সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, গত বৎসর আবহাওয়ার প্রতিকূলতার দরুণ বর্ত্তমানে হায়দরাবাদে চিনির তীব্র অভাব দেখা দিয়াছে। এই অভাব কিঞ্চিৎ মিটাইবার জন্য ভারত সরকারের সুগার কন্ট্রোলারকে অনুরোধ করা

গ্রাম : জনসম্পদ ফোন : ক্যাল ২৭৬৭

পরিকল্পনা—আজিকার দিনের অন্যতম বিষয়

ব্যাঙ্ক অব ক্যালকাটা লিঃ

ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার মারফৎ ক্লিয়ারিংএর ব্যবস্থা আছে।

শিল্প সম্প্রসারণ ও ব্যবসার উন্নতিবিধানকল্পে সেই পরিকল্পনাই প্রদান করিয়া থাকে।

ডাঃ এম, এম, চাটার্জ্জি, ম্যানেজিং ডিরেক্টর

রাজস্থান ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস : ২২নং ষ্ট্রাণ্ড রোড, কলিকাতা।

'গ্রাম—"গোল্ডনেষ্ট" ফোন—কলিঃ ৪০৩৮

শাখাসমূহ

বালীগঞ্জ এবং ভবানীপুর	বাদুড়িয়া
বসিরহাট	সোনারপুর
বসিরহাট বাজার	লক্ষ্মীকান্তপুর
জয়নগর-মজিলপুর	মাল (জলপাইগুড়ি)

ইত্যাদি

সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়

ডিরেক্টর-ইন-চার্জ : কুমার শৈলেন্দ্রনারায়ণ রায়, এম্-এ, বি-এল (জোড়াসাঁকো রাজ)

ম্যানেজিং ডিরেক্টর : মিঃ লালমোহন মুখার্জি BB/RB

সেক্রেটারী : মিঃ ডি, এল, ঘোষ রায়, বি-এ

দি কুমিল্লা ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিঃ

রেজিষ্টার্ড অফিস—৪নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। স্থাপিত—১৯২২

ডিপজিট	১০,০০,০০,০০০৲ টাকার উর্দ্ধে
কার্য্যকরী মূলধন	১১,৫০,০০,০০০৲ টাকার উর্দ্ধে

কলিকাতা অফিস—৪নং, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, ২২৫, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, ৯৯এ, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, ১৩৯বি, রসা রোড

বোম্বাই শাখা—লেষ্টিন্ চেম্বার্স, দালাল ষ্ট্রীট, ফোর্ট, বম্বে।

বাংলা, বিহার ও আসামের প্রধান প্রধান ব্যবসাকেন্দ্রে শাখা আছে ও মাদ্রাজে এজেন্সী আছে।

বৈদেশিক এজেন্টসমূহ :—

লণ্ডন এজেন্টস—বারক্লেজ ব্যাঙ্ক লিমিটেড। আমেরিকা এজেন্টস্—গ্যারাণ্টি ট্রাষ্ট কোং অফ নিউ ইয়র্ক। অষ্ট্রেলিয়া এজেন্টস্—ব্যাঙ্ক অফ নিউ সাউথ ওয়েলস্, সিডনি। মিড্‌ল ইষ্ট এজেন্টস্—বারক্লেজ ব্যাঙ্ক লিমিটেড।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—ডাঃ এস, বি, দত্ত, এম-এ, বি-এল, পি-এইচ-ডি (ইকন) লণ্ডন, বার-এ্যাট-ল

কুমিল্লা ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন লিঃ

হেড অফিস :—কুমিল্লা স্থাপিত — ১৯১৪

মূলধন

অনুমোদিত—	৩,০০,০০,০০০৲
বিলিকৃত ও বিক্রীত—	১,০০,০০,০০০৲
আদায়ীকৃত—	৫৪,০০,০০০৲ উপর
রিজার্ভ ফাণ্ড—	২৫,০০,০০০৲ উপর

শাখাসমূহ—কলিকাতা, হাইকোর্ট, বড়বাজার, দক্ষিণ কলিকাতা, নিউ মার্কেট, হাটখোলা, ডিব্রুগড়, চট্টগ্রাম, জলপাইগুড়ি, বোম্বাই-মান্দভি (বোম্বাই), দিল্লী, কানপুর, লক্ষ্ণৌ, বেনারস, পাটনা, ভাগলপুর, কটক, হাজিগঞ্জ, ঢাকা, নবাবপুর, নারায়ণগঞ্জ, নিতাইগঞ্জ, বরিশাল, বালকাটী, চাঁদপুর, পুরাণবাজার, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, বাজার ব্রাঞ্চ (কুমিল্লা)।

লণ্ডন এজেন্ট :—ওয়েষ্টমিনষ্টার ব্যাঙ্ক লিমিটেড্।

নিউইয়র্ক এজেন্ট :—ব্যাঙ্কার্স ট্রাষ্ট কোং অব নিউইয়র্ক।

অষ্ট্রেলিয়ান এজেন্ট :—ন্যাশন্যাল ব্যাঙ্ক অব অষ্ট্রেলেশিয়া লিঃ।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর :—মিঃ এন, সি, দত্ত, এম-এল-সি।

হইলে তিনি নাকি উক্ত রাজ্যকে বলিয়াছেন যে, ১৯৪৩-৪৪ সালে সমগ্র ভারতে ১২ লক্ষ ৩০ হাজার টন চিনি প্রস্তুত হইলেও পর বৎসর মাত্র ৯ লক্ষ ৭০ হাজার টন প্রস্তুত হইয়াছে। উৎপাদন এত অধিক হ্রাস পাওয়ায় কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন প্রদেশ ও রাজ্যের জন্য বরাদ্দ চিনির পরিমাণ হ্রাস করিতে বাধ্য হইয়াছেন। যখনই আশঙ্কা করা গিয়াছে যে, চিনির উৎপাদন কম হইতে পারে তখনই হায়দরাবাদে জনপ্রতি চিনির বরাদ্দ ১২ আউন্স হইতে কমাইয়া ৮ আউন্স করা হইযাছে এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানসমূহের বরাদ্দ অর্দ্ধেক করা হইয়াছে।

কেন্দ্রীয় সরকারের বিভাগীয় পুনর্গঠন—বড়লাট কেন্দ্রীয় সেক্রেটারিয়েটকে নাকি পুনর্গঠিত করিতে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন এবং মিলিটারী ফাইনান্সের ভূতপূর্ব আর্থিক উপদেষ্টা স্যার এরিক কোটসকে এই কার্য্যে নিযুক্ত করা হইযাছে বলিয়া প্রকাশ। স্যার এরিক বর্ত্তমানে বিলাতে থাকিলেও তিনি শীঘ্রই এদেশে ফিরিবেন। তাঁর এই কার্য্যে এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের একটি ক্ষুদ্র কমিটি তাঁকে সাহায্য করিবে। এই কার্য্যের সঙ্গে সঙ্গে মন্ত্রীদের বিভিন্ন দপ্তরগুলিকেও বড়লাট পুনর্গঠিত করিতে চান বলিয়া জানা গিযাছে। গত জুলাই মাসে শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও ভূমি সম্পর্কে বিভাগটিকে তিনভাগে বিভক্ত করার উদ্দেশ্যে এক প্রস্তাব সিমলায় করা হইয়াছিল; সম্প্রতি এই প্রস্তাব মঞ্জুর হইয়াছে। সম্প্রতি দেশরক্ষা ও ডাক বিভাগকেও একটি বিভাগে পরিণত করা হইয়াছে এবং স্যার মহাম্মদ ওসমানকে উহার ভার দেওয়া হইয়াছে। তৃতীয় প্রস্তাব করা হইয়াছে সরবরাহ ও শিল্প বিভাগ এবং অসামরিক সরবরাহ বিভাগকে একত্র করিতে। আগামী নভেম্বরের পর ইহা কার্য্যকরী করা হইবে বলিয়া জানা গিয়াছে। উডহেড কমিশনও এই প্রস্তাবটিকে সমর্থন করিয়াছেন।

যুদ্ধোত্তর শিল্প-পরিকল্পনা—প্রকাশ, পরিকল্পনা বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সদস্য স্যার আর্দ্দেশীর দালাল তাঁহার আমেরিকা প্রবাসকালে ভারতের যুদ্ধোত্তর শিল্প-পরিকল্পনার জন্য দুইজন মার্কিণ বিশেষজ্ঞের সাহায্য প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন। একজন ইঞ্জিনীয়ারিংএ বিশেষজ্ঞ এবং অপর জন রসায়নবিদ্যায়। তাঁহারা সরকারী পরিকল্পনা বিভাগেব ইঞ্জিনীয়ারিং ও রসায়ন অংশের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট রহিবেন। শীঘ্রই নাকি তাঁহাদেব ভারতে আসিবার সম্ভাবনা।

বেলুচিস্থানের যুদ্ধোত্তর পরিকল্পনা—প্রকাশ, বেলুচিস্থানের শাসন বিভাগ এই প্রদেশের জন্য একটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ভারত সরকারের নিকট পেশ করিয়াছেন। পরিকল্পনাটিতে মোট ৫ কোটি ৮৮ লক্ষ ৭২ হাজার টাকা ব্যয়ের হিসাব করা হইয়াছে এবং রাস্তা, সেচ, কৃষি ও শিক্ষা উন্নয়ন ইহার অঙ্গীভূত। রাস্তা উন্নয়নের জন্য ১ কোটি ৮৮ লক্ষ ১৫ হাজার টাকা ধরা হইয়াছে।

মালয়ের শিল্প—মালয়ের প্রধান দুইটি শিল্প—রবার ও টিন—এর নাকি বর্ত্তমানে খুবই শোচনীয় অবস্থা। আগামী দেড় বৎসরের মধ্যে সেখানে রবার উৎপাদনের কোন সম্ভাবনা নাই এবং টিন উৎপাদনে আরও অধিক বিলম্ব হইবার সম্ভাবনা প্রকাশ পাইয়াছে। এই দুইটি শিল্পে ব্যবহৃত কলকারখানা এবং যন্ত্রপাতি হয় সরাইয়া ফেলা হইয়াছে নয়ত নষ্ট করা হইযাছে, হাজার হাজার রবার গাছ নির্ব্বিচারে কাটিয়া ফেলা হইয়াছে এবং রবার ক্ষেত্রসমূহ পুড়াইযা নয়ত অন্য কোন উপায়ে নষ্ট করা হইয়াছে ও ছোট ছোট রবার চারাগুলি নির্ম্মূল করা হইয়াছে।

ভারতীয় কফি—বিভিন্ন শ্রেণীর চাহিদা মিলাইয়া ভারতীয় কফির বার্ষিক চাহিদা অনুমান ১০।১২ হাজার টন কিন্তু এবি ও পিবি শ্রেণীর উৎপাদন মাত্র বৎসরে ৬ হাজার টন। এই শ্রেণীর কফির দেশীয়

লয়্যাল ব্যাঙ্ক লিমিটেড

'গ্রাম: মেমোর‍্যাণ্ডাম্ 'ফোন: ক্যাল ৫৭৬৬

হেড অফিস: টাঁদপুর (বেঙ্গল)

কলিকাতা অফিস: ২৯, ষ্ট্র্যাণ্ড রোড

শাখাসমূহ:

শয়ালদহ, ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জ, পুরাণবাজার, মালদহ, টঙ্গিবাড়ী, সিরাজদিঘা, পাটকেলঘাটা (খুলনা), নরসিংদি।

সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর: মিঃ মনকুমার নাগ

কলিকাতা এণ্টঃজে মিঃ হরিহর চক্রবর্ত্তী

আর্থিক জগৎ

P.O.B. No.

স্মরি তব অবদান
নতশির করে ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠান

Bloomby

টেলি:

পাইওনিয়ার
কমার্শিয়াল
ব্যাঙ্ক লিঃ

ম্যানেজিং ডিরেক্টর— { সুধাংশু বিশ্বাস
সুশীল সেন

চাহিদাই প্রায় ৩ হাজার ৩॥ হাজার টন এবং বিদেশী চাহিদা প্রায় ৪ হাজার টন।

কোলার স্বর্ণখনি—১৯৪৫ সালের আগষ্ট মাসে কোলার স্বর্ণখনি হইতে মোট ১৫ হাজার ৫ শত ৯৬ আউন্স সোনা পাওয়া গিয়াছে, কিন্তু পূর্ব্ববর্ত্তী মাসে পাওয়া গিয়াছিল ১৩ হাজার ৯ শত ৪১ আউন্স। এই মোট পরিমাণের মধ্যে মহীশূরের দান ৪ হাজার ৩ শত ৩৪ আউন্স, চ্যাম্পিয়ন রীফ ৫ হাজার ৫২ আউন্স, উরেগাম—২ হাজার ৪ শত ৫৩ আউন্স এবং নন্দীদ্রুগ—৩ হাজার ৭ শত ৫৭ আউন্স।

বৃটিশ শ্রমিক—"মিনিষ্ট্রি অব লেবার গেজেট" হইতে জানা যায় যে, যুদ্ধের সময় বৃটিশ কারখানার শ্রমিকদের সাপ্তাহিক আয় শতকরা ৭৬ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছিল। আরও প্রকাশ যে, বৃটিশ বস্ত্র ও জুতার কারখানাগুলিকে পুরাদমে কাজ করাইতে হইলে এখনও ৫ লক্ষেরও অধিক শ্রমিক প্রয়োজন।

বাংলা সরকারের উন্নয়ন পরিকল্পনা—বাংলা সরকারের যুদ্ধোত্তর বিংশবার্ষিকী পরিকল্পনার প্রথম অংশ সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে। এই পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত ব্যবস্থাগুলির অধিকাংশই যুদ্ধোত্তর প্রথম পাঁচ বৎসরে কার্য্যে পরিণত করিতে প্রস্তাব করা হইয়াছে; প্রধানতঃ অল্প সময়ের মধ্যে নির্দ্দিষ্ট উদ্দেশ্য সাধনের জন্য পরিকল্পিত হইয়াছে। এই সকল পরিকল্পনার মধ্যে দীর্ঘ মেয়াদী নীতির বীজ অন্তর্নিহিত আছে এবং এইগুলি শেষ পর্য্যন্ত সরকারের বিভিন্ন বিভাগের উদ্দেশ্য সাধনের পক্ষে সহায়ক হইবে। কৃষি, শিল্প, শিক্ষা, স্বাস্থ্য প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে এই পরিকল্পনা রচিত হইয়াছে। গুরুত্ব অনুসারে পরিকল্পনার অঙ্গগুলি নিম্নোক্ত চারি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে:—১ম শ্রেণী—যুদ্ধ শেষ হওয়ার পূর্ব্বে কিংবা ১৯৪৭ সালের এপ্রিল মাসের পূর্ব্বে যেগুলিতে হাত দেওয়া হইবে। ২য় শ্রেণী—১৯৪৭ সালের এপ্রিল হইতে যে সকল বিষয়ে কাজ আরম্ভ হইবে। ৩য় শ্রেণী—তৎপরবর্ত্তী দুই বৎসরের মধ্যে যেগুলি কার্য্যে পরিণত করা হইবে। ৪র্থ শ্রেণী—যুদ্ধোত্তর প্রথম পাঁচ বৎসরে যেগুলি কার্য্যে পরিণত করা হইবে। জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন এবং যুদ্ধ-ফেরৎ সৈন্যদিগকে জীবনে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিবার উদ্দেশ্যে কৃষি পরিকল্পনা গ্রহণ করা হইয়াছে। এই উদ্দেশ্যে ১৭ কোটী ৪৫ লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে। প্রথমে বাখরগঞ্জ, ফরিদপুর, বর্দ্ধমান, হুগলী জেলা ও সুন্দরবন অঞ্চল হইতে এবং পরে ক্রমে ক্রমে সমগ্র প্রদেশ হইতে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত তুলিয়া দেওয়া এই পরিকল্পনার অঙ্গীভূত। মোট ২৩ বৎসরে এই প্রথার উচ্ছেদ করা হইবে। সমবায় আন্দোলনকে পুনরুজ্জীবিত করা হইবে এবং এই উদ্দেশ্যে প্রথম ৫ বৎসরে ২ কোটী ৫৮ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হইবে। মৎস্য চাষ উন্নয়নের জন্য প্রথম ৫ বৎসরে ১ কোটী ৫৩ লক্ষ টাকা ব্যয়িত হইবে। লবণশিল্প ও রেশম শিল্পের প্রসার এবং কারিগরী ও শিল্পসংক্রান্ত শিক্ষা শিল্পোন্নয়নের অঙ্গীভূত; বৃহৎ শিল্পগুলি কেন্দ্রীয় সরকারের অধীন হওয়ায় প্রাদেশিক সরকার এই সম্পর্কে কোন পরিকল্পনা গ্রহণ করেন নাই। শ্রমিকদের জন্য ২০টি নূতন শ্রমিক কল্যাণ কেন্দ্র স্থাপন করা হইবে। শিল্প ও শ্রমিক কল্যাণের উদ্দেশ্যে ব্যয় হইবে ৫ কোটী ৩১ লক্ষ টাকা। ৫০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে কলিকাতার বস্তী উন্নয়ন করা হইবে। গ্রামে ও সহরে চিকিৎসার প্রসার, হাসপাতালের সংখ্যা বৃদ্ধি, ম্যালেরিয়া দমন ইত্যাদি উদ্দেশ্যে ১৩ কোটী ৫৯ লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে। সার্জ্জেণ্ট রিপোর্ট অনুসারে প্রাথমিক শিক্ষার সংস্কার ও প্রসার, ৭৫ লক্ষ শিশুকে শিক্ষাদানের নিমিত্ত ৫০ হাজার বিদ্যালয় স্থাপন ইত্যাদির জন্য এককালীন ৩৭ কোটী ৫০ লক্ষ টাকা এবং বার্ষিক ১৯ কোটী টাকার প্রয়োজন হইবে। প্রচার বিভাগের ও ১৯৪৪-৪৫ সালের বঙ্গীয় শাসন তদন্ত কমিটীর সুপারিশ অনুসারে সাধারণ শাসন বিভাগের ৭ কোটী

ঢাকা ফেডারেল ব্যাঙ্ক
লিমিটেড
স্থাপিত—১৯৩৪
রেজিষ্টার্ড অফিস—ঢাকা
সেণ্ট্রাল অফিস—৫ ও ৬, হেয়ার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
—শাখাসমূহ—
নারায়ণগঞ্জ, মাণিকগঞ্জ (ঢাকা), শ্যামবাজার, মজঃফরপুর, বালেশ্বর ও মতিহারি।
ম্যানেজিং ডিরেক্টর—
মিঃ এন, কে, চক্রবর্ত্তী।
ডিরেক্টর ও সেক্রেটারী—
মিঃ অমিয় গুহ।

গ্রাম ঃ লাইভ ব্যাঙ্ক ঃ কোঃ
টেলিফোন ঃ ক্যাল ৩২৭৫, ৪৭৩১
স্থাপিত—১৯৩০
গিরিশ ব্যাঙ্ক লিঃ
হেড অফিস ঃ
২১-এ ক্যানিং ষ্ট্রীট কলিকাতা।
নিষ্ঠা, নিরাপত্তা, নির্ভরযোগ্যতাই
আমাদের সমস্ত শাখা ও কেন্দ্রের বৈশিষ্ট্য।
ব্যাঙ্কিং কার্য্যে অতুলনীয় সুবিধা এখানে পাইবেন।
চেয়ারম্যান ঃ
রায় সে, এন, মুখার্জ্জি বাহাদুর
গবর্ণমেণ্ট প্লাডার ও পাবলিক প্রসিকিউটার (হুগলী)
ডিরেক্টর ইন-চার্জ্জ ঃ
মিঃ হৃষীকেশ মুখার্জ্জি।

ফোন ঃ ক্যাল ৪০৫৩
ইউনাইটেড ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন
লিমিটেড
৩।১, ম্যাঙ্গো লেন, কলিকাতা।
শাখা ঃ—বড়বাজার, শ্যামবাজার (কলিকাতা), গোপালগঞ্জ, মাদারীপুর, চরমুগুরিয়া, ভাঙ্গা (ফরিদপুর), নওপাড়া (যশোহর), মরেলগঞ্জ (খুলনা), সোনামুখী, বাঁকুড়া, কিরনাহার (বীরভূম)।
চলতি হিসাবে সুদ বার্ষিক শতকরা ১৲ সেভিংস শতকরা ২॥৹
স্থায়ী আমানতে উচ্চহারে সুদ দেওয়া হয়।
সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

সঞ্চয়-প্রচার
অপচয়ের সমস্যা সমাধানের নামই সঞ্চয়—সঞ্চিত অর্থে শুধু অপব্যয়ের হাত হ'তে রক্ষা পাওয়া যায় না—ইহা দুর্দ্দিনেও একান্ত বন্ধুর কাজ করে, অধিকন্তু জাতীয় শিল্প উন্নতিতে সাহায্য ক'রে দেশের আর্থিক উন্নতির পরিকল্পনায় জাতীয় কর্ত্তব্য পালন করে।
*
এই অপচয়ের সদ্ব্যবহার ক'রে কি ভাবে সঞ্চয়ী হ'তে পারেন সেই সুপরামর্শ দিতে পারে একটি সুপরিচালিত আর্থিক প্রতিষ্ঠান—
কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক
লিমিটেড
রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার সিডিউলড্ভুক্ত
১৫, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
মিঃ এস, দত্ত ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

৫৭ লক্ষ টাকা ব্যয়ে সংস্কার করিতে হইবে। প্রথম পাঁচ বৎসরের জন্য সমগ্র পরিকল্পনাটীর মোট ব্যয় ধরা হইয়াছে ১৪৫ কোটী টাকা ইহার মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকার হইতে বাংলা সরকার ৬৯ কোটী টাকা আশা করিতেছেন।

ভারতে পুরাতন ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম প্রবর্ত্তনের সম্ভাবনা—প্রকাশ, পুরাতন ভারতীয় ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম পুনঃপ্রবর্ত্তনের বিষয়ে ভারত গবর্ণমেণ্ট প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টসমূহের সহিত আলোচনা করিতেছেন। আগামী সপ্তাহের মাঝামাঝি এই সম্পর্কে নাকি সরকারী ঘোষণা প্রচারিত হইবে। খুব সম্ভব, আগামী ১০ই অক্টোবরের পর ষ্ট্যাণ্ডার্ড সময় পুনরায় প্রবর্ত্তিত হইবে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নৌবহরের ক্ষতি—বর্ত্তমান মহাযুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নৌবাহিনীর ৭ শত ১ খানা জাহাজ নষ্ট হইয়াছে বলিয়া সম্প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নৌদপ্তর ঘোষণা করিয়াছেন। উক্ত ৭ শত ১ খানা জাহাজের মধ্যে ১ শত ৫৭ খানা জাহাজ ফার্ষ্ট লাইন যুদ্ধজাহাজ জাতীয়। ব্যাটল শিপের মধ্যে এরিজোল (৩২ হাজার ৬ শত টন) ও ওকলাহামার (২৯ হাজার টন) পার্ল হার্ব্বারে পতন ঘটে। বিমানবাহী জাহাজ ৫, প্রহরী জাহাজ ৬, ভারী ক্রুজার ৭, ডেষ্ট্রয়ার ১১৩, সাবমেরিন ৫২ খানা নষ্ট হইয়াছে বলিয়াও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রীয় নৌদপ্তর ঘোষণা করিয়াছেন।

(ভারতীয় অভ্র-শিল্পের ভবিষ্যৎ—৫৩৯ পৃষ্ঠার পর)

ভারতীয় অভ্র শিল্পের যে একটি বিশিষ্ট স্থান রহিয়াছে তাহা আমরা অস্বীকার করিতে পারি না। প্রতি বৎসর ভারতবর্ষ হইতে মোট ২ কোটি টাকা মূল্যের অভ্র চালান যায় বিদেশে। অভ্র সরাসরি বিদেশে চালান দিবার অধিকার ব্যক্তিগতভাবে কোন ব্যবসায়ীর নাই। ভারতীয় অভ্রের প্রধান ও একমাত্র ক্রেতা ইংল্যাণ্ড এবং লণ্ডনস্থিত দালালের মারফৎ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জার্ম্মানী ইটালী, জাপান ও ফ্রান্স অভ্র ক্রয় করিয়া থাকে। ইহার ফলে লণ্ডনের কয়েকজন মুষ্টিমেয় ব্যবসায়ী ভারতীয় অভ্র শিল্প নিয়ন্ত্রণ করিতেছে। ভারতীয় ব্যবসায়িগণ একমাত্র ইংল্যাণ্ড ব্যতীত অন্যত্র কোথাও সরাসরি ব্যবসায় করিতে পারিতেছেন না। ফলে ভারতীয়গণ অভ্রের উচিত মূল্য হইতে বঞ্চিত হইতেছেন। লণ্ডনের মুষ্টিমেয় দালাল ভারতীয় অভ্র লইয়া ফাট্‌কা খেলিতেছেন এবং যথেষ্ট উপার্জ্জন করিতেছেন। এই অন্যায় অত্যাচার হইতে ভারতীয় অভ্র শিল্পকে রক্ষা করিবার জন্য মাড়োয়ারী চেম্বার্স অব্ কমার্স সম্প্রতি ভারত গবর্ণমেণ্টের নিকট দাবী করিয়াছেন যে, এই অন্যায় ব্যবস্থার অবসান ঘটাইতে হইবে এবং ভারতীয় ব্যবসায়িদিগকে পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্রের সহিত সরাসরি অভ্রের ব্যবসা করিবার অধিকার দান করিতে হইবে। অবশ্য সরকারী মহল হইতে অদ্য অবধি এই দাবীর কোন উত্তর পাওয়া যায় নাই।

ইতিপূর্ব্বে জয়েণ্ট ইঙ্গ মার্কিন মিশনের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। এই মিশনের সাম্প্রতিক কার্য্যকলাপ অভ্রশিল্পের মালিকদের মধ্যে এক ত্রাসের সঞ্চার করিয়াছে। অভ্রচুরি দমনের নামে এই মিশনের কর্ম্মকর্ত্তাগণ এই শিল্পের উপর আপনাদের স্বার্থ কায়েম করিবার ষড়যন্ত্র করিতেছেন; তাহার ফলে ভারতীয় অভ্রশিল্পের ভবিষ্যৎ যে অন্ধকারময় তাহা বুঝিতে আর বাকী থাকে না। এই মিশনের প্ররোচনায় একদল স্বার্থান্বেষী এই বলিয়া প্রচারকার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন যে, বর্ত্তমানে যে হারে ও পন্থায় অভ্র উত্তোলন করা হইতেছে তাহা প্রতিরোধ করিতে না পারিলে আগামী ৩০ বৎসরের মধ্যে সমস্তই নিঃশেষিত হইয়া যাইবে। এই শ্রেণীর প্রচারকারী বক্তৃতা হইল যে, scratch করিয়া অভ্র উত্তোলন করিবার ফলেই এই সম্ভাবিত বিপদ অনিবার্য্য হইয়া উঠিয়াছে। আধুনিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে অভ্র উত্তোলন করিতে হইবে। scratch করিয়া অভ্র উত্তোলন অন্যায় বধ চলিয়া আসিতেছে; কিন্তু ইঙ্গ-মার্কিন মিশন অ সিবার সঙ্গে সঙ্গে এই অভাব হঠাৎ তীব্রভাবে অনুভূত হইল কেন? কারণ দুরূহ। জাতীয় অর্থের অপব্যয়ের দোহাই দিয়া অপরের স্বার্থ সিদ্ধির সহায়তা করা হইতেছে।

১৯৪৪ খৃঃ অব্দে মাননীয় বিচারপতি মিঃ রুবেনকে সভাপতি করিয়া অভ্র শিল্পের অবস্থা তদন্ত করিবার জন্য একটি অভ্র তদন্ত কমিটি গঠিত হইয়াছে। অদ্যাবধি এই তদন্ত কমিটির কোন রিপোর্ট প্রকাশিত হয় নাই। আশা করা যায় যে, এই বৎসরেই রিপোর্ট প্রকাশিত হইবে। এই আকাঙ্ক্ষিত রিপোর্টে কি প্রকাশিত হইবে তাহা বলা যায় না। ভারতীয় শিল্পের স্বার্থ চিন্তা করিয়া ভারত গবর্ণমেণ্টকে বাহিরের আঘাত হইতে এই ক্ষুদ্র শিল্পটিকে কালবিলম্ব না করিয়া রক্ষা করিবার ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে। সমরোত্তরকালে অভ্রের উৎপাদন ব্যবস্থা ও বাহিরের বাজারে তাহার ন্যায্য মূল্য যাহাতে ভারতীয়গণ লাভ করিতে পারে তাহার জন্য গবর্ণমেণ্টকে আন্তরিকতার সহিত চেষ্টা করিতে হইবে। সর্ব্বোপরি মালিকগণের সহযোগিতায় একটি গবেষণাগার প্রতিষ্ঠা এবং উন্নত প্রণালীতে খননকার্য্য করিবার পন্থা আবিষ্কার করিতে হইবে। অন্যথায় ভারতীয় অভ্র শিল্পের ভবিষ্যৎ অনতিবিলম্বে অন্ধকার হইয়া উঠিবেই।

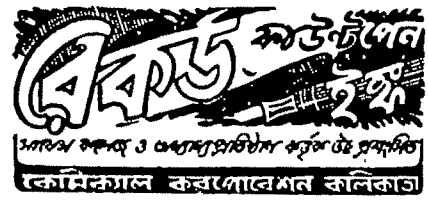

ফোন কলি:—৪০৫৮ স্থাপিত—১৯২০

কাশীপুর ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস—কাশীপুর (যশোহর) ব্রাঞ্চ—লোহাগড়া (যশোহর)
সেণ্ট্রাল আফিস—১, বৃটিশ ইণ্ডিয়ান ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
প্রধান প্রধান ব্যবসাকেন্দ্রে শীঘ্রই ব্রাঞ্চ খোলা হইবে।
সর্ব্ব প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।
জেনারেল ম্যানেজার—এস, কে, সমাদ্দার ম্যানেজিং ডিরেক্টর—ডাঃ ডি, বি, চ্যাটার্জ্জী

ইষ্ট বেঙ্গল ব্যাঙ্কিং

হেড অফিস—নারায়ণগঞ্জ স্থাপিত—১৯২৩ কলিকাতা অফিস—১৭৬, ক্রস ষ্ট্রীট
ফোন: বড়বাজার—৯৮৭
পাটনা সিটি শাখা ১১ই জুলাই খোলা হইয়াছে।
অপরাপর শাখা—বরিশাল, ভৈরববাজার, কুমিল্লা, করিমগঞ্জ, মীরকাদিম, নিতাইগঞ্জ, পুরাণবাজার (চাঁদপুর), শিলচর, শ্রীহট্ট।
জেনারেল ম্যানেজার—কে, কে, পাল ম্যানেজিং ডিরেক্টর—এস, সি, সাহা

ফোন, ক্যাল ৫৪১ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ গ্রাম কমার্সেনস

হেড অফিস ৭নং সোয়ালো লেন, কলিঃ ম্যানেজিং ডিরেক্টর জে, সি, চক্রবর্ত্তী।

মধ্য ও পূর্ব্বভারতের নানা কেন্দ্রে ৪০টি শাখা। সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

দি সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া লিঃ

স্থাপিত—ডিসেম্বর—১৯১১

ভারতীয় বৃহত্তম জয়েণ্ট ষ্টক ব্যাঙ্ক

অনুমোদিত মূলধন ৫,২৫,০০,০০০৲ টাকা রিজার্ভ ও অন্যান্য তহবিল ২,৫৬,০৯,৩০০৲ টাকা
বিলিকৃত মূলধন ৫,০৪,৯৯,৬০০৲ টাকা আমানতের পরিমাণ (৩০-৬-৪৫ তারিখে) ৯৭,৩৬,৩৭,০০০৲ টাকা
আদায়ীকৃত মূলধন ২,৫১,১৮,৯০০৲ টাকা হেড অফিস—মহাত্মা গান্ধী রোড, ফোর্ট, বোম্বাই

ভারতের সর্ব্বত্র ২৬০টীর অধিক ব্রাঞ্চ ও পে-অফিস আছে।

চেয়ারম্যান: এইচ, পি, মোদী, কে, বি, ই, ম্যানেজিং ডিরেক্টর: মিঃ এইচ্ সি ক্যাপটেন, জে, পি।
লণ্ডন এজেণ্টস্: বারক্লেস ব্যাঙ্ক লিঃ ও মিডল্যাণ্ড ব্যাঙ্ক লিঃ। নিউইয়র্ক এজেণ্ট: দি গ্যারাণ্টি ট্রাষ্ট কোং অব নিউইয়র্ক।
সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়। সর্ত্তাবলী পত্র লিখিয়া জানুন।

কলিকাতার শাখাসমূহ—মেন অফিস—১০০, ক্লাইভ ষ্ট্রীট; বড়বাজার—৭১, ক্রশ ষ্ট্রীট, সিল্ক মার্কেট—১০, লিণ্ডসে ষ্ট্রীট; শ্যামবাজার—১৩৩, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট; ভবানীপুর—৮-এ, রসা রোড। বঙ্গদেশ—ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, মীরকাদিম, জলপাইগুড়ি, শিলিগুড়ি, বর্দ্ধমান, দিনাজপুর, রংপুর, ভৈরববাজার, ময়মনসিংহ, কালিংপঙ্ এবং কার্সিয়ং। বিহার—জামসেদপুর, মজঃফরপুর, সাসারাম, গয়া, ছাপরা, জয়নগর, সীতামারি, বেটিয়া, মধুবানী, খাগাড়িয়া, রকসউল, মোঙ্গীয়া, ভাগলপুর, পাটনা, পাটনা সিটি, কাটিহার কিষাণগঞ্জ, ফরবেশগঞ্জ, সাহেবগঞ্জ, বালিয়া, বৈরাগনিয়া, কলগঞ্জ, সমস্তিপুর ও পুরুলিয়া, দেওঘর, বনমংখি। উড়িষ্যা—সম্বলপুর।

কোম্পানী প্রসঙ্গ

নূতন যৌথ কোম্পানী

ইণ্ডিয়ান রিসোরসেস্ লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ জলধর রায়। রেজিষ্টার্ড অফিস ৯৮-১ এইচ, বৈঠকখানা রোড, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—১ লক্ষ টাকা। সাধারণ ব্যবসা।

সাইন কর্পোরেশন অব ইণ্ডিয়া লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ এস সি দত্ত। রেজিষ্টার্ড অফিস—ই৩ ক্লাইভ বিল্ডিং, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—৪০ লক্ষ টাকা। সিনেমা ফটোগ্রাফির ফিল্ম, ক্যামেরা নির্ম্মাতা ও বিক্রেতা।

গ্রেইন এণ্ড সীড প্রডাক্টস লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ জেঠলাল বিজয় সিং রূপারেল। রেজিষ্টার্ড অফিস—পি ৪২বি, মুদিয়ালী রোড, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—১ লক্ষ টাকা। আটা, ময়দা ও চাউলের ব্যবসা।

কেমিকেলস্ এণ্ড ফার্ম্মাসিউটিক্যাল সাপ্লাইজ এজেন্সি লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ এন পি চ্যাটার্জ্জি। রেজিষ্টার্ড অফিস—বি-৫, ক্লাইভ বিল্ডিংস্, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—২ লক্ষ টাকা। ঔষধ ও অন্যান্য রাসায়নিক দ্রব্যাদি পরীক্ষণ প্রতিষ্ঠান।

দি ইণ্ডিয়া স' মিলস লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ বসুদেও প্রসাদ মোদী। রেজিষ্টার্ড অফিস—২, দয়েহাটা ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—৫ লক্ষ টাকা। কাঠের ব্যবসা।

কাটোয়া শ্রীরামকৃষ্ণ কটন এণ্ড সিল্ক মিলস্ লিঃ—ডিরেক্টর—রামরঞ্জন ভট্টাচার্য্য। রেজিষ্টার্ড অফিস—১৮, রাজা উডমাণ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—১৫ লক্ষ টাকা। হোসিয়ারী কলের প্রতিষ্ঠান এবং কার্পাস ও রেশমের ব্যবসা।

চন্দ্র কনষ্ট্রাকশন কোং লিঃ—ডিরেক্টর—রসিকলাল রায় ঘটক। রেজিষ্টার্ড অফিস—১২, ওল্ড পোষ্ট অফিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—২০ হাজার টাকা। ইঞ্জিনিয়ারিং প্রতিষ্ঠান।

এডিশন পাওয়ার প্ল্যান্ট কোং লিঃ—ডিরেক্টর—এ এম ব্যানার্জ্জি। রেজিষ্টার্ড অফিস—২২, আর জি কর রোড, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—২ লক্ষ টাকা। ইলেকট্রিক ইঞ্জিনিয়ার।

ক্যালকাটা ইম্যুনিটি লিঃ—ডিরেক্টর—নগেন্দ্রনাথ রুদ্র। রেজিষ্টার্ড অফিস—৪।৫, নেপাল ভট্টাচার্য্য ফার্ষ্ট লেন, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—২ লক্ষ টাকা। রাসায়নিক দ্রব্যাদির প্রস্তুতকারক।

আলমা মেটাল স্প্রেয়িং এণ্ড ইঞ্জিনিয়ারিং কোং লিঃ—ডিরেক্টর—নরম্যান হলড্রেন। রেজিষ্টার্ড অফিস—৪৫, চিকেন হাউস, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—৫ লক্ষ টাকা। নানাপ্রকার ইঞ্জিন এবং যন্ত্রপাতি প্রস্তুতকারক।

শ্যাম হোসিয়ারী এণ্ড স্পিনিং মিলস লিঃ—ডিরেক্টর—আর এন ঠাকুর। রেজিষ্টার্ড অফিস—১৭১এ, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—১ লক্ষ টাকা। হোসিয়ারী ও রেশম বয়নের প্রতিষ্ঠান।

এ কে চৌধুরী এণ্ড কোং লিঃ—ডিরেক্টর—অনিলকুমার চৌধুরী। রেজিষ্টার্ড অফিস—৮৭, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—২০ হাজার টাকা। এজেন্সির ব্যবসা।

গোল্ড সিলভার আর্টস্ লিঃ—ডিরেক্টর—হরিচরণ পারে দিয়া। রেজিষ্টার্ড অফিস—৯, জগমোহন মল্লিক লেন, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন—৫ লক্ষ টাকা। জুয়েলারি ব্যবসা।

সুবারবন ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস—২২নং ষ্ট্র্যাণ্ড রোড, কলিকাতা। ফোন : ক্যাল—৬৮৬১

শাখাসমূহ

টালীগঞ্জ (৫৪নং টালীগঞ্জ সারকুলার রোড), দক্ষিণ কলিকাতা (২৬।১, রসা রোড), টালা, দমদম, বরানগর, আলমবাজার ও দেবগ্রাম

ম্যানেজিং ডাইরেক্টর : মিঃ বি এস দাস, এম-এ, বি-এল

ঢাকুরিয়া ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন লিঃ

হেড অফিস : ২১এ, ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিঃ

ফোন : ক্যাল ১৭৪৪ গ্রাম : ষ্ট্রংরুম

শাখাসমূহ :-ঢাকুরিয়া, সাদার্ণ মার্কেট, ক্যানিং, ঔরঙ্গাবাদ, জঙ্গীপুর, পাকুড়, রামপুরহাট, বারহারওয়া, ধুলিয়ান, সাহেবগঞ্জ, কোল্লগর ও রঘুনাথগঞ্জ।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর : মিঃ ডি এন চাটার্জ্জী এফ, আর, ই, এস (লণ্ডন)

দি এসোসিয়েটেড ব্যাঙ্ক অব ত্রিপুরা লিঃ

পৃষ্ঠপোষক :
ত্রিপুরেশ্বর শ্রীশ্রীযুত মহারাজা মাণিক্য বাহাদুর কে, সি, এস, আই

ম্যাঃ ডিরেক্টর :
মহারাজকুমার শ্রীব্রজেন্দ্র কিশোর দেববর্ম্মণ

চীফ অফিস : আগরতলা রেজিঃ অফিস : গজাসাগর
কলিকাতা অফিস : ১১নং ক্লাইভ রো :: ৩নং মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড।
টেলিফোন : ১৩৩২ কলিকাতা টেলগ্রাম : "ব্যাঙ্কত্রিপুর"

অন্যান্য অফিসসমূহ :

শ্রীমঙ্গল, আজমীরিগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ, কৈলাসহর, সমসেরনগর, নর্থ লখীমপুর, ঢাকা, কমলপুর, তাম্বুপাড়, জোড়হাট (আসাম), চকবাজার (ঢাকা), মাধু, গোলাঘাট, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, গৌহাটী, তেজপুর ও হবিগঞ্জ।

শিলং ব্রাঞ্চ খোলা হইয়াছে।

বিভিন্ন কোম্পানীর লভ্যাংশ

ক্যালিডোনিয়ান জুট মিলস কোম্পানী লিঃ—১৯৪৫ সালের ৩১শে মে পর্য্যন্ত ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ৬৲ টাকা। পূর্ব্ব ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ৭৷৷০ আনা হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল। **ডেলটা জুট মিলস কোং লিঃ**—১৯৪৫ সালের ৩১শে মে পর্য্যন্ত ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ৭৷৷০ আনা। পূর্ব্ব ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ১০৲ টাকা হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল। **লোথিয়ান জুট মিলস্ কোং লিঃ**—১৯৪৫ সালের ৩১শে মে পর্য্যন্ত ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ৫৲ টাকা। **ঘুসিক এণ্ড মুসলিয়া কোলিয়ারিজ লিঃ**—১৯৪৫ সালের ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ১৮৷০ আনা। **বেঙ্গল ফাউয়ার মিলস কোং লিঃ**—১৯৪৫ সালের ৩০শে জুন পর্য্যন্ত ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ১১৷৷০ আনা। পূর্ব্ব ছয় মাসের জন্যও অনুরূপ হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল। **অটল টি কোং লিঃ**—১৯৪৫ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্য প্রতি শেয়ারে।৵০ আনা। **ওরিয়েণ্ট জুট মিলস কোং লিঃ**—১৯৪৫ সালের ৩১শে মে পর্য্যন্ত ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ৬৲ টাকা। **স্মিথ ষ্ট্যানিষ্ট্রীট এণ্ড কোং লিঃ**—১৯৪৫ সালের ৩০শে জুন পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্য প্রতি শেয়ারে।০ আনা। **হুগরা-জুলি (আসাম) টি কোং লিঃ**—১৯৪৫ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্য প্রতি শেয়ারে ১।০ আনা। **ইণ্ডিয়ান কালেকটিভ ফার্ম্মস লিঃ**—১৯৪৫ সালের ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত সময়ের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক প্রায় ১১৲ টাকা।

পুস্তক-পরিচয়

বাংলা বর্ষলিপি—সম্পাদক—শ্রীশিশিরকুমার আচার্য্য চৌধুরী, বি-এ। সহযোগী সম্পাদক—শ্রীসুনীলচন্দ্র বিশী, এম-এস-সি; শ্রীঅসিতকুমার রায়, বি-এস-সি। প্রাপ্তিস্থান—ডি এম লাইব্রেরী, ৪২, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য দেড় টাকা।

ইংরেজী "ইয়ার বুক"এর মত বিভিন্ন বিষয়ে তথ্যাদিপূর্ণ বইয়ের বাংলা সাহিত্যে বিশেষ অভাব। উক্ত বই সেই অভাব কতকটা পূর্ণ করিবে। ইহাতে বাংলাদেশ সম্পর্কিত ভৌগোলিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক তথ্যসমূহ সন্নিবেশ করিবার চেষ্টা হইয়াছে। ১৯৪১ সালে প্রকাশিত আদমসুমারীর হিসাব পুস্তকটীর বিশিষ্ট অঙ্গ। যদিও বাংলাদেশের সংবাদই ইহাতে অধিকতর দেওয়া হইয়াছে তথাপি ভারতবর্ষকেও একেবারে বাদ দেওয়া হয় নাই। সম্প্রতি সমাপ্ত দ্বিতীয় মহাসমর বিষয়ক নিবন্ধটি অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তিগণের বিশেষ সহায়ক হইবে সন্দেহ নাই। সম্পাদকমণ্ডলীর ইহাই দ্বিতীয় প্রচেষ্টা এবং বাংলা ভাষায় "ইয়ার বুক" প্রণয়নে অগ্রণী হওয়ার জন্য তাঁহারা ধন্যবাদ দাবী করিতে পারেন। বইখানি আমাদের মোটের উপর পছন্দ হইলেও আশা করি সম্পাদকমণ্ডলী পরবর্ত্তী সংস্করণে প্রয়োজনীয় পরিবর্ত্তন পরিবর্দ্ধন করিয়া তাঁহাদের সাধু প্রচেষ্টাকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিতে প্রয়াসী হইবেন। আলোচ্য বৎসরে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলীর উল্লেখ ও বিবরণ না থাকিলে বর্ষপঞ্জী নামের সার্থকতা থাকে না। দ্বিতীয়তঃ "বর্ত্তমানের বিশিষ্ট বাঙালী" শীর্ষক অনুচ্ছেদে যেভাবে ব্যক্তি-বর্গের নাম অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে তাহাতে মনে হয় গ্রন্থেতার এই সম্পর্কে বিশেষ কোন নীতি (Principle) নাই। এক স্থানে দেখিলাম অন্নদাশঙ্কর রায় মহাশয়ের নাম। আই-সি এস সাহিত্যিক হিসাবে তাঁর নাম যদি স্থান পাইতে পারে তাহা হইলে আই-সি-এস সাহিত্যিক পি এইচ ডি নবগোপাল দাসের নাম কেন পাইবে না? সাংবাদিক হিসাবে যদি তুষারকান্তি ঘোষ ও বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়ের নাম অন্তর্ভুক্ত করা হইতে পারে তবে হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ কি দোষ করিলেন? সম্পাদকমণ্ডলী ইচ্ছা করিয়া এইরূপ বিচ্যুতি ঘটাইয়াছেন—ইহা আমাদের প্রতিপাদ্য নয়। আমরা চাই যাহাতে পুস্তকটি ত্রুটি ও বিচ্যুতি-বিহীন হয়। সর্ব্বশেষে আমরা দুঃখের সঙ্গে বলিতে বাধ্য হইতেছি যে, সম্পাদকমণ্ডলীর অসাবধানতার জন্য পুস্তকে অসংখ্য ছাপার ভুল রহিয়া গিয়াছে। এই সকল ত্রুটি-বিচ্যুতি সংশোধিত হইলে পুস্তকটি ছাত্রসমাজের, সাংবাদিকগণের ও অন্যান্য বিশ্বজনের বিশেষ আদরণীয় হইবে বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। পুস্তকের প্রচ্ছদপটটি চমৎকার।

ষড়ঋতু ও হিন্দুগণের উৎসব—শ্রীহেমন্তচন্দ্র চৌধুরী প্রণীত। দাশগুপ্ত এণ্ড কোম্পানী, ৫৪।৩, কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা; মূল্য ৸০ আনা।

শ্রীহেমন্তচন্দ্র চৌধুরী গ্রন্থকার হিসাবে নবীন হইলেও, আমরা তাঁহার অধুনা প্রকাশিত গ্রন্থ 'ষড়-ঋতু ও হিন্দুগণের উৎসব' পড়িয়া তাঁহার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আশান্বিত হইয়াছি। গ্রন্থকার স্বল্পপরিসর এই গ্রন্থখানির মধ্যে সহজ অথচ বলিষ্ঠ ভাষায় হিন্দুধর্ম্মের উৎসব সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। লেখকের বর্ণনাভঙ্গী সরস ও সহজ—তাঁহার সংবেদনশীল মনের সূক্ষ্ম অনুভূতি পুস্তিকাটিকে রসোত্তীর্ণ করিতে সাহায্য করিয়াছে। তবে লেখক কি দিয়াছেন তাহাই আপাততঃ বড় কথা নয়, তাঁহার ভিতরে কি সম্ভাবনা রহিয়াছে, তিনি আরও কি বেশী দিতে পারেন, সেই দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই আমরা তাঁহার পুস্তিকাখানির আলোচনা করিলাম। পুস্তকের ছাপা, কাগজ ভাল।

পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ব্যাটারী নির্ম্মাতা

ডেলটের

রেড ক্রশ ব্যাটারীই ব্যবহার করুন

ডেল্ট এণ্ড কোং

১২৭বি, লোয়ার সার্কুলার রোড, কলিকাতা।

দি টিনিটি মিউচুয়াল এ্যাসিওরেন্স কোং লিমিটেড—(বোম্বাই)

কোম্পানীর সমুদয় লভ্যাংশ কেবলমাত্র বীমাকারিগণই পাইবার অধিকারী।
বীমাকর্ম্মীদের সর্ত্ত অতীব সুবিধাজনক।

বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা ও আসামের চীফ এজেণ্ট

রায় এণ্ড সন্স

৮৪-এ, ক্লাইভ ষ্ট্রীট : : কলিকাতা।

পোষ্ট বক্স—জি পি ও, ১৩৪ ফোন—ক্যালঃ ৬১৩৩

দি সিলেট ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস—সিলেট স্থাপিত—১৯২৮।

শাখাসমূহ :—

কলিকাতা

১। মেইন অফিস—৬, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, ফোন নং—ক্যালকাটা—৫৬০৭
২। বড়বাজার —৯, পগেয়া পট্টী।
৩। কলেজ ষ্ট্রীট —৭৯।২, হ্যারিসন্ রোড্-এ
(কলেজ ষ্ট্রীট ও হ্যারিসন রোড্ মোড়) শীঘ্রই খোলা হইবে।

আসাম
শিলং, শিলচর, গৌহাটি, করিমগঞ্জ, মৌলবীবাজার, নওগাঁ, ছাতক, হবিগঞ্জ।

আদায়ীকৃত মূলধন ও রিজার্ভ ফণ্ড— ৫,৫০,০০০৲

কার্য্যকরী মূলধন— প্রায় ১,৫০,০০,০০০৲

বাঙ্গালা
চট্টগ্রাম, ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, ময়মনসিংহ, কিশোরগঞ্জ, নেত্রকোণা।

—ব্যাঙ্কের নিজস্ব বাড়ী—

১। সিলেট ৩। শিলচর
২। শিলং ৪। ঢাকা

কলিকাতায় বাড়ীর জন্য ১৯, মিশন রো এক্সটেনসন্-এ জমি লওয়া হইয়াছে।

মিঃ পি, কে, চক্রবর্ত্তী, ম্যানেজিং ডিরেক্টার
মিঃ জে, এম দাস, জেনারেল ম্যানেজার।

বাজারের হালচাল

টাকা ও বিনিময়

কলিকাতা, ৫ই অক্টোবর :—আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার টাকার বাজারে বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন পরিলক্ষিত হয় নাই। টাকার চাহিদার তুলনায় যোগানের প্রাচুর্য্য বজায় আছে। ব্যাঙ্কসমূহের মধ্যে চাহিবামাত্র পরিশোধের সর্ত্তে ঋণের সুদের হার কলিকাতায় শতকরা ॥০ আনা ও বোম্বাইয়ে শতকরা ।০ আনা। গত ২৫শে সেপ্টেম্বর ২ কোটী টাকার ৩ মাসের মেয়াদী ট্রেজারী বিলের জন্য ৪ কোটী ৭৯ লক্ষ ২৫ হাজার টাকার টেণ্ডারের মধ্যে ভারত সরকার কর্ত্তৃক ৯৯৸৵৯ পাই মূল্যের সমুদয় এবং ৯৯৸৵৬ মূল্যের আবেদনসমূহের শতকরা আনুমানিক ২৫ ভাগ গৃহীত হইয়াছিল এবং গৃহীত আবেদনসমূহের গড়পড়তা সুদের হার শতকরা বার্ষিক ।/৫ পাই ধার্য্য হইয়াছিল। তৎপূর্ব্ব সপ্তাহের ট্রেজারী বিলের সুদের হার ছিল শতকরা বার্ষিক ।৵০ আনা। আলোচ্য সপ্তাহে ট্রেজারী বিলের জন্য আবেদনের পরিমাণ অধিক হইলেও সুদের হারে উন্নতি হইয়াছে। গত ২রা অক্টোবর ভারত সরকার কর্ত্তৃক তিন মাসের মেয়াদী ২ কোটী টাকার ট্রেজারী বিলের জন্য মোট ৬ কোটী ২২ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকার আবেদন উপস্থাপিত হয়। উহাদের মধ্যে ৯৯৸৵৯ পাই মূল্যের সমুদয় আবেদন এবং ৯৯৸৵৬ পাই মূল্যের আবেদনসমূহের আনুমানিক এক পঞ্চমাংশ গৃহীত হইয়াছে। মোট ২ কোটী টাকার গৃহীত আবেদনের গড়পড়তা সুদের হার ধার্য্য হইয়াছে শতকরা বার্ষিক ।/৬ পাই। আগামী ৯ই অক্টোবর মঙ্গলবার বোম্বাইয়ে বেলা ১১টা পর্য্যন্ত এবং অন্যান্য কেন্দ্রে সোমবার কাজকর্ম্ম বন্ধ না হওয়া পর্য্যন্ত ভারত সরকার কর্ত্তৃক ২ কোটী টাকার তিন মাসের মেয়াদী ট্রেজারী বিলের টেণ্ডার গ্রহণ করা হইবে। যাহাদের টেণ্ডার গ্রাহ্য হইবে তাহাদিগকে পরবর্ত্তী শুক্রবার টাকা জমা দিতে হইবে। অন্যান্য সর্ত্তাদি পূর্ব্ববৎ। গত ২১শে ও ২৮শে সেপ্টেম্বর যে যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে উহাতে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ইস্যু বিভাগের স্বপক্ষে ভারত সরকার কর্ত্তৃক যথাক্রমে ৬ কোটী ২৮ লক্ষ ২৫ হাজার ও ২ কোটী ৯১ লক্ষ টাকার ট্রেজারী বিল বিক্রীত হইয়াছে।

বিনিময় বাজারে আলোচ্য সপ্তাহে বিশেষ কাজ হয় নাই ও সেখানে নিম্নরূপ হার বলবৎ ছিল :—

টেলিঃ হুণ্ডি (প্রতি টাকায়)	১ শিঃ ৫৩/৮ পেঃ	
ঐ দর্শনী (,,)	,,	,,
ডি এ তিন মাস (,,)	১ শিঃ ৬৩/৮	,,
ডি এ চার মাস (,,)	১ শিঃ ৬৩/৮	,,
ডলার (প্রতি শত)	৩৩২৸০ আনা	

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হিসাব—গত ১৪ই সেপ্টেম্বরের হিসাব হইতে দেখা যায় যে, ঐ তারিখে ভারতে চলতি নোটের পরিমাণ ছিল ১১৫১ কোটী ২০ লক্ষ ৭০ হাজার টাকা। এক সপ্তাহ পূর্ব্বে এইরূপ নোটের পরিমাণ ছিল ১১৫১ কোটী ৭৬ লক্ষ ৯৪ হাজার টাকা। গত ১৪ই সেপ্টেম্বর রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কসমূহের চলতি ও স্থায়ী আমানতের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৬৪৪ কোটী ৭১ লক্ষ ৬ হাজার ও ২৫৩ কোটী ২৬ লক্ষ ২৮ হাজার টাকা।

গত ২১শে সেপ্টেম্বরের হিসাব হইতে দেখা যায় যে, ঐ তারিখে ভারতে চলতি নোটের পরিমাণ ছিল ১ ৪৩ কোটী ৭৪ লক্ষ ২৬ হাজার টাকা। গত ২১শে সেপ্টেম্বর রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কসমূহের চলতি ও স্থায়ী আমানতের পরিমাণ যথাক্রমে ৬৪৫ কোটী ৫৫ লক্ষ ৭৮ হাজার টাকা ও ২৫৪ কোটী ২২ লক্ষ ৩৩ হাজার টাকা ছিল।

কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার

কলিকাতা, ৫ই অক্টোবর—আলোচ্য সপ্তাহেও কলিকাতার শেয়ার বাজারে তেজীভাব বিদ্যমান থাকে। প্রায় অধিকাংশ জনপ্রিয় শেয়ারেরই কাজকর্ম্ম ভাল হয় এবং মূল্যের দিক হইতেও লক্ষণীয় উন্নতি পরিস্ফুট হইয়া উঠে। সম্ভাব্য বিনিময় হারের পরিবর্ত্তনের আশঙ্কার দরুণ শেয়ার-ক্রয়েচ্ছু জনগণের মনে যে অনিশ্চয়তার ভাব দেখা গিয়াছিল আলোচ্য সপ্তাহে তাহা একেবারে দূরীভূত হইয়াছে এবং দুর্গাপূজা এবং লক্ষ্মীপূজার জন্য কলিকাতার শেয়ার বাজার বন্ধ থাকিবে মনে করিয়াও শেয়ার বিক্রেতাগণের মনে কোনরূপ অস্থিরতা দেখা যায় নাই। মোটের উপর আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার বাজারের অধিকাংশ শেয়ারের বিকি-কিনি বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং মূল্যের দিক হইতেও উন্নতি দেখা গিয়াছে। অদ্য হইতে আগামী ২১শে অক্টোবর পর্য্যন্ত কলিকাতার শেয়ার বাজার দুর্গাপূজা, লক্ষ্মীপূজার জন্য বন্ধ থাকিবে।

কোম্পানীর কাগজ—গত সপ্তাহের তুলনায় আলোচ্য সপ্তাহে কোম্পানীর কাগজ ও ঋণপত্রসমূহের বিকি-কিনি অনেকটা সীমাবদ্ধ হয়, কিন্তু মূল্যের দিক হইতে সামান্য উন্নতিই পরিলক্ষিত হয়।

কাপড়ের কল—আলোচ্য সপ্তাহে এই বিভাগের অধিকাংশ শেয়ারের কাজকর্ম্মে তেমন কোন পরিবর্ত্তন দেখা যায় নাই।

চটকল—আলোচ্য সপ্তাহে এই বিভাগের অধিকাংশ শেয়ারের বিকি কিনি তেমন বৃদ্ধি না পাইলেও, মূল্যের দিক হইতে উল্লেখযোগ্য উন্নতি পরিস্ফুট হইয়া উঠে।

কয়লা খনি—আলোচ্য সপ্তাহে এই বিভাগের বিকি-কিনি অনেকটা বৃদ্ধি পাইলেও, মূল্যের দিক হইতে অধিকাংশ শেয়ারের তেমন কোন উন্নতি দেখা যায় নাই।

পাটের বাজার

কলিকাতা, ৫ই অক্টোবর—পাটের বাজারে মন্দা আলোচ্য সপ্তাহেও বজায় আছে। পাটজাত দ্রব্যের বাজারের অবস্থা কিছু ভাল হইলেও বাজারে বিকিকিনির বিশেষ অভাব দেখা যায়। আলোচ্য সপ্তাহে কয়লার যোগানের অবস্থা কিছু উন্নত হইয়াছে। পূর্ব্ব সপ্তাহে কয়লার গড়পড়তা দৈনিক আমদানীর পরিমাণ ছিল ৭৭ মালগাড়ী; বর্ত্তমান সপ্তাহে ইহা বৃদ্ধি পাইয়া দৈনিক গড়ে ৮৬ গাড়ী হইয়াছে। কয়লার যোগান কিছু বৃদ্ধি পাইলেও কলওয়ালাগণকে উৎসাহিত করিবার পক্ষে পর্য্যাপ্ত নহে বলিয়া বাজারের উপর এই যোগান বৃদ্ধির বিশেষ কোন ফল হয় নাই। যে সকল কারখানা এক সিফ্‌টে কাজ করে তাহাদের প্রায় সকলেরই আলোচ্য সপ্তাহে কাজ বন্ধ ছিল। ভবিষ্যতে ডেলিভারী দেওয়ার সর্ত্তে মিলসমূহ বিশেষ অর্ডার পায় নাই বলিয়া তাহারা পাট ক্রয়েও বিশেষ আগ্রহ দেখায় নাই। গুদামে স্থানাভাব সমস্যার আজ পর্য্যন্ত বিশেষ কোন সমাধান হয় নাই; পরন্তু গত দুই মাসে যে সব মাল তৈরী হইয়া ছিল তাহা খালাস না হওয়ায় গুদামে স্থানাভাব সমস্যা বরং তীব্র হইয়াছে। যে সব কারখানা প্রয়োজনীয় কয়লার অভাবে কাজ বন্ধ করিতে বাধ্য হইয়াছে তাহারাও পাট কিনিতেছে না; এই সব কারণই মুখ্যতঃ পাটের বাজারে মন্দার জন্য দায়ী। যে পর্য্যন্ত কয়লার যোগান বৃদ্ধি না পায়

টেলিগ্রাম :—Bankstock ফোন : Cal. 5226

হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস—কমার্শিয়াল বিল্ডিংস্,
ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
শাখাসমূহ :—ঢাকা, বেনারস ও বিলাসপুর (মধ্যপ্রদেশ)
সকলপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

দি ব্যাঙ্ক অফ বরোদা লিঃ

(১৯০৮ সালে বরোদায় সংগঠিত—সভ্যগণের দায়িত্ব সীমাবদ্ধ)
বরোদার মাননীয় মহারাজা গায়কোয়াড়এর গভর্ণমেণ্টের পৃষ্ঠপোষকতায় প্রতিষ্ঠিত

অনুমোদিত মূলধন	...	...	২,৪০,০০,০০০৲ টাকা
বিলিকৃত ও বিক্রীত মূলধন	...	...	২,০০,০০,০০০৲ ,,
তাগিদ দেওয়া মূলধন	...	...	১,০০,০০,০০০৲ ,,
আদায়ীকৃত মূলধন (৩১-৮-৪৪)	...	...	৯৯,৯৯,৫৮০৲ ,,
মজুত তহবিল	...	...	১,০০,০০,০০০৲ ,,

হেড অফিস :—ব্যাঙ্ক রোড, বরোদা কলিকাতা অফিস :—১১, ক্লাইভ ষ্ট্রীট

শাখাসমূহ :
আমেদাবাদ (ভদ্রা), আমেদাবাদ (পাঁচকুভা), আমরেলী, অমৃতসর (পাঞ্জাব), ভবনগর, বিলিমোরা, বোম্বাই (ফোর্ট), বোম্বাই (জাভেরী বাজার), কোয়াম্বাটোর, কলিকাতা, দাহয়, ধুলিয়া (পশ্চিম খান্দেস), দ্বারকা, হারিজ, জালগাঁও (পূর্ব্ব খান্দেস) কাঁদী, কালল, কপদ্ধঞ্জ, কারজন, মেসানা, মিঠাপুর, নবসারী, পাটন, পেঠলাদ, পোর্ট ওখা, সন্ধেদা, সিথপুর, সুরাট, উন্‌ঝা (এন, জি), ভিসনগর ভায়ারা।

ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত সকল প্রকার কাজ করা হয়।

ডব্লিউ জি গ্রাউণ্ডওয়াটার, জেনারেল ম্যানেজার, বরোদা।
এম, জি, পারিখ, এক্টিং ম্যানেজার, কলিকাতা

এবং যে পর্য্যন্ত বিদেশে মাল রপ্তানীর জন্য প্রয়োজনীয় জাহাজের ব্যবস্থা না হয় সে পর্য্যন্ত পাটের বাজারে উন্নতির কোন ভরসা নাই।

মফঃস্বলেও পাটের বাজার মন্দা। ভবিষ্যতে মূল্যে আরও অবনতি হইতে পারে আশঙ্কা করিয়া ব্যাপারীগণ মাল ক্রয়ে রাজী নয়। মফঃস্বলের বাজারে তাই পাট বিশেষ আমদানী হইতেছে না, কিন্তু নদীর জল ক্রমেই কমিয়া যাওয়ায় মনে হয় পরে পাট চালানে অসুবিধা হইবে ভাবিয়া বেপারীগণ পাটের আমদানী বৃদ্ধি করিতে পারে। পূর্ব্ববঙ্গে প্রায় ১২ আনা পাট কাটা হইয়া গিয়াছে। মফঃস্বলে সর্ব্বত্রই কলিকাতার নিম্নতম মূল্য অপেক্ষা কম দরে পাট বিক্রয় হইতেছে।

পাটজাত দ্রব্যের বাজারে আলোচ্য সপ্তাহে আটার থলির জন্য সামান্য পরিমাণ সরকারী অর্ডার পাওয়া গিয়াছে। মিলসমূহ সর্ব্বোচ্চ দরে কিছু চট বিক্রয়ে সমর্থ হইয়াছে।

আলগা পাটের বাজারে ইউরোপীয়, সুপারভাইজড ও বেঙ্গলী শ্রেণীর মাল যথাক্রমে মিডল ১৫৲ টাকা ও বটম ১২৲ টাকা দরে সামান্য ক্রয় বিক্রয় হইয়াছে। পাকা গাঁইট বিভাগে ফাষ্ট সু, লাইটনিংস ও ডাণ্ডী ডেইজী ২।৩ শ্রেণীর মাল সর্ব্বনিম্নদরে কিছু বিকিকিনি হইয়াছে।

বঙ্গীয় সরকার কর্ত্তৃক ১৯৪৫ সালের পাট চাষের চূড়ান্ত পূর্ব্বাভাষ (পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর) :—

জেলা, প্রদেশ অথবা দেশীয় রাজ্যের নাম	ভূমি (একর) পূর্ব্ব বৎসর	বর্ত্তমান বৎসর	আনুমানিক মোট উৎপাদন (গাঁইট ৪০০ পাউণ্ড হিসাবে) পূর্ব্ব বৎসর	বর্ত্তমান বৎসর
যশোহর	৮৯৭৩০	৯৫৩৬০	২৮৭১৩৫	২৪৪১২০
বর্দ্ধমান	৫৩৭০	৪৬৯০	১৭০৫৫	১৪৭৮৫
বগুড়া	৬৩৭২০	৮০৬২০	২০০৭২০	২৪৬৫৮০
পাবনা	৭৬১১০	৯৯৭৪৫	২৫৩২০০	৩১৯২০০
ঢাকা	১২৬৬২০	১৭৩১৩৫	৪৩১০১৫	৬০৫৩১০
নোয়াখালী	২০১৯০	২৫৯০০	৬০৩৫৫	৭১৮৭৫
হুগলী	২২০০০	২৭২৭০	৭৬৬৭০	৬৯৫৫৫
রংপুর	২২১৬০০	২৬০৮০৫	৭৭৫৬০০	৯৫৩৮৯৫
ময়মনসিংহ	৩৬৪৭০৫	৪৫৯৪৬৫	১২৪১৪৫৫	১৪১৫০০০
চট্টগ্রাম	৬৫	...	...	...
বিহার	১৬২৯০০	১৫৮৯০০	২৪৪৭০০	২৩৪৫০০
কুচবিহার	১৯৫০০	২১৩৩০	৩৪০৮০	৩৭৯১০

১৯৪৪ সালে মোট ২১ লক্ষ ৩ হাজার ৯৫৫ একর জমিতে ৬২ লক্ষ ৩ হাজার ২০৫ গাঁইট পাট উৎপন্ন হইয়াছিল। বর্ত্তমান বৎসর (১৯৪৫ সাল) মোট ২৪ লক্ষ ৮ হাজার ৯৪০ একর জমিতে ৭১ লক্ষ ৬৫ হাজার ৫৩৫ গাঁইট পাট উৎপন্ন হইবে বলিয়া এই চূড়ান্ত পূর্ব্বাভাষে অনুমান করা হইয়াছে।

তুলা ও কাপড়

কলিকাতা, ৫ই অক্টোবর—বোম্বাইয়ের তুলার বাজারে আলোচ্য সপ্তাহে গত সপ্তাহের তুলনায় তেমন কোন লক্ষণীয় পরিবর্ত্তন পরিলক্ষিত না হইলেও মোটামুটি সামান্য অবনতিই পরিস্ফুট হইয়া উঠে। গত শুক্রবার জানুয়ারী, মার্চ্চ এবং মে মাসে ডেলিভারি দেওয়ার সর্ত্তের ঝরিয়া তুলার দর ছিল যথাক্রমে ৪০৯।০, ৪১৮৲ ও ৪৩০৲। অদ্য শুক্রবার তাহা যথাক্রমে ৪০৭॥০ আনা, ৪১৭ টাকা এবং ৪২৮।০ আনা দাঁড়াইয়াছে।

কাপড়—গত ১লা অক্টোবর হইতে কলিকাতায় পূর্ণাঙ্গ বস্ত্র বরাদ্দ প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। যে সমস্ত রেশন কার্ডের শেষ সংখ্যা ১, ২ অথবা ৩ সেই সমস্ত রেশন কার্ডের মালিকগণই শুধু অক্টোবর মাসে উক্ত পূর্ণাঙ্গ ব্যবস্থানুযায়ী কাপড় পাইতে পারিবেন। বলা বাহুল্য উক্ত ব্যবস্থানুযায়ী অতি অল্পসংখ্যক লোকই অক্টোবর মাসে—পূজার সময় অন্ততঃ একখানা কাপড়ও পাইতে পারিবেন। কলিকাতার জনসাধারণের মধ্যে কর্ত্তৃপক্ষের পূজার সময়ে অন্ততঃ মাথাপিছু একখানা কাপড়ের ব্যবস্থা করিতে না পারায় হতাশার ভাব পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে সন্দেহ নাই। অবশ্য তাঁতের কাপড় পাওয়া যাইতেছে, কিন্তু তাহা ক্রয় করার শক্তি অনেকেরই নাই।

সোনা ও রূপা

কলিকাতা, ৫ই অক্টোবর—গত সপ্তাহের তুলনায় আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতা ও বোম্বাইয়ের বাজারে সোনার দরে সামান্য অবনতি পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। লাভান্বেষিগণ বিনিময় হারের সম্ভাব্য পরিবর্ত্তনের আশায় সোনা মজুতের ব্যাপারে তেমন কোন উৎসাহ না দেখানোর দরুণই আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতা ও বোম্বাইয়ের বাজারে সোনার দরের অবনতির কারণ। এতদ্ব্যতীত, আলোচ্য সপ্তাহে সোনার মজুত পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া ২ লক্ষ ৫০ হাজার তোলা দাঁড়াইয়াছে এবং সেই তুলনায় চাহিদার পরিমাণও কম। সেই কারণেও আলোচ্য সপ্তাহে গত সপ্তাহের তুলনায় সোনার দরের অবনতি দেখা যায়। গত শুক্রবার কলিকাতা ও বোম্বাইয়ের বাজারে প্রতি ভরি সোনার দর ছিল যথাক্রমে ৭৭ টাকা ও ৭৬৸০ আনা। অদ্য শুক্রবার তাহা বোম্বাইয়ের বাজারে (অদ্য কলিকাতার বাজার বন্ধ আছে) ৭৪॥০ আনা দাঁড়াইয়াছে।

রূপা—সোনার দরের অবনতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতা ও বোম্বাইয়ের বাজারে রূপার দরেও অবনতি দেখা যায়। লাভান্বেষিগণ সম্ভাব্য বিনিময় হারের পরিবর্ত্তন আশঙ্কা করিয়া আলোচ্য সপ্তাহে রূপা মজুত ব্যাপারেও তেমন কোন উৎসাহ দেখান নাই। এতদ্ব্যতীত রূপার মজুত পরিমাণও ৪৫০০ বার দাঁড়াইয়াছে, সেই তুলনায় চাহিদার পরিমাণও অনেকটা কম। গত শুক্রবার কলিকাতা ও বোম্বাইয়ের বাজারে প্রতি ১০০ ভরি রূপার দর ছিল যথাক্রমে ১৩৬।০ আনা ও ১৩৬৲ টাকা। অদ্য শুক্রবার তাহা বোম্বাইয়ের বাজারে (অদ্য কলিকাতার বাজার বন্ধ আছে) ১৩২।০ আনা দাঁড়াইয়াছে।

NOTHING IS STRONGER - - - - - - - - - THAN STRENGTH

CASH and gilt-edged securities account for more than 50 per cent of our deposits.

READILY realisable and fully secured loans and advances account for more than 25 per cent of our deposits.

SOUND business assets account for more than 25 per cent of our deposits.

Your Sacred Money will be safe in our Strong Hands

BANKERS' UNION LTD.

P-7, Mission Row Extn.,
CALCUTTA,
Phone : Cal. 3436

নিউ ষ্ট্যাণ্ডার্ড ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস :—কুমিল্লা

অনুমোদিত মূলধন	১,00,00,000৲
বিলিকৃত ও বিক্রীত মূলধন	২0,00,000৲
আদায়ীকৃত মূলধন	১৭,৯0,000৲ টাকার উপর
রিজার্ভ ফাণ্ড	৩,00,000৲

শাখাসমূহ

ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলেজ ষ্ট্রীট, বাগীগঞ্জ, শ্যামবাজার, ময়মনসিংহ, ফরিদপুর, টাঙ্গাইল, আসানসোল, বর্দ্ধমান, খুলনা, শিলচর, সিলেট, শিলং, তিনসুকিয়া, জোড়হাট, ছাতক, রাঁচী, জব্বলপুর ও এলাহাবাদ।

এজেন্সী :—ভারতের বড় বড় ব্যবসাকেন্দ্রে।

দুইটী নির্ভরযোগ্য জাতীয় প্রতিষ্ঠান

গ্রেট ইষ্টার্ণ ব্যাঙ্ক

লিমিটেড

স্থাপিত : ১৯২৮ :: টেলি : "PURSE"-CAL.

হেড অফিস—৪২-৪৬, ক্যানিং ষ্ট্রীট,

কলিকাতা

ব্রাঞ্চ—বেলিয়াঘাটা, হুগলী, জলপাইগুড়ী ও সৈয়দপুর (রংপুর)।

শ্রীমঙ্গল (শ্রীহট্ট) শাখা শীঘ্রই খোলা হইবে।

— জীবনবীমার জন্য —

দি নর্থ বেঙ্গল প্রভিডেণ্ট

ইন্সিওরেন্স কোম্পানী লিমিটেড।

বি সেনগুপ্ত, ম্যানেজিং ডিরেক্টর

সাপ্তাহিক বাজার দর

	২৮শে সেপ্টেম্বর	১লা অক্টোবর	২রা অক্টোবর	৩রা অক্টোবর	৪ঠা অক্টোবর	৫ই অক্টোবর
সোনার দর—প্রতি ভরি (কলিকাতা) ...	৭৭৲	৭৬৲	৭৩৸/০	৭৪৷৷/০	৭৫/০	—
ঐ ঐ (বোম্বাই) ...	৭৬৸০	৭৬৲	—	৭৪৸৶০	৭৪৶৶০	৭৪৷৷০
রূপার দর—প্রতি ১০০ ভরি (কলিকাতা) ...	১৩৬৷৷০	১৩৪৷৷০	১৩১৷৷০	১৩২৸০	১৩৩৷০	—
ঐ ঐ (বোম্বাই) ...	১৩৬৲	১৩৫৷৷০	—	১৩৩৷৵০	১৩২৸৶০	১৩২৷০
গিণির দর—প্রতিখানা (কলিকাতা) ...	৫১৷৷০	৫০৸০	৪৯৸০	৫০৷০	৫০৷৷০	—
ঐ ঐ (বোম্বাই) ...	৫১৷৷০	৫০৷০	—	৫১৷০	৫১৲	৫১৲
রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সুদের হার (শতকরা বার্ষিক) ...	৩৲	৩৲	৩	৩	৩	৩৲
কোম্পানীর কাগজ—						
কোম্পানীর কাগজ—শতকরা ৩৲ সুদের ...	—	—	৯৭৷/০-৯৭৶/০	—	৯৭৶/০	
ঐ ঐ ৩৷০ টাকা সুদের ...	১০২৷১০-১০২৷০	১০২৷/০-১০২৷০	১০২৷৶/০-১০২৶/১০	১০২৷৵০-১০২৷০	১০২৷৶/০	
৩৲ টাকা সুদের ঋণপত্র (১৯৬৩-৬৫) ...	—	৯৯৷৶/০	৯৯৷৷০-৯৯৷৵১০	—	—	
৩৲ টাকা সুদের ঋণপত্র (১৯৬৬-৬৮) ...	—	৯৮৷৷০	—	—	—	
৪৲ টাকা সুদের ঋণপত্র (১৯৬০-৭০) ...	—	১১৩৵০	—	—	—	
৫৲ টাকা সুদের ঋণপত্র (১৯৪৫-৫৫) ...	—	—	—	—	—	
ইঞ্জিনিয়ারিং ও ইলেকট্রিক—						
ইণ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড ষ্টীল কোং লিঃ ...	৪১৷৷০-৪০৶/০	৪০৷৷৶০-৪০৷৵০	৪০৸০-৪০৷৵০	৪০৸০-৪০৷৶/০	৪০৸৶/০-৪০৸০	
ষ্টীল কর্পোরেশন—অর্ডি ...	৩৪৷৷০-৩৪৵০	৩৪৷৷৶০-৩৪৷/০	৩৪৷৶/০-৩৪৷৵০	৩৪৷৷/০-৩৪৷৶০	৩৪৸০-৩৪৷৷/০	
কুমারধুবী—অর্ডি ...	—	১০৸/০-১০৷/০	—	১০৸৵০	১১৲-১০৸৶/০	
ব্রইতওয়েইট ...	১৫৷৷/০-১৪৸০	১৫৷০-১৫৲	১৫৷০-১৪৸৵০	১৫৲-১৪৸৶/০	১৫৷০-১৫৵০	
জেসপ ...	২৬৶/০-২৬৵০	২৬৷৷০-২৬৷০	২৭৷০-২৬৷৷/০	২৭৷৵০-২৭৶/০	২৭৷৷০-২৭৵০	
মার্শালস ...	৬৷৷০	৬৷৵০	৬৷৵০-৬৷/০	৬৷৵০-৬৷/০	৬৷৶/০-৬৷৵০	
ন্যাশনাল আয়রণ এণ্ড ষ্টীল ...	১১৷৷/০	১১৸০	১১৷৷৵০	১১৸/০	১১৸০-১১৷৷৵০	
আর্থার বাটলাব ...	—	—	—	—	—	
হিন্দুস্থান মোটরস ...	৩৸/০-৩৸০	৩৸/০-৩৸১০	৩৸/০-৩৸১০	৩৸/১০-৩৸/৫	—	
ক্যালকাটা ইনসিওরেন্স ...	—	—	—	—	—	
খনি—বার্মা কর্পোরেশন ...	৬৷৷/০-৬৷৵০	৬৷৷৵০-৬৷৶/০	৬৸০-৬৷৷০	৬৸০-৬৷৷৵০	০ ৬৸/০-৬৷৷৶/০	
ইণ্ডিয়ান কপাব কর্পোরেশন ...	৩৵০	৩৶০-৩৵০	—	—	৩৵০	
ব্যাঙ্ক—রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া ...	১৩৫৲	—	১৩৬৲	—	১৩৭৲-১৩৬৷৷০	
ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক ...	২৬৸০	২৭৲-২৬৷৷০	২৬৷৷০	—	—	
ক্যালকাটা ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক ...	—	—	—	১৬৲-১৫৸৵০	—	
বেঙ্গল সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক ...	—	—	১৩৷৷০-১৩৷৶/০	১৩৷৷১০-১৩৷৶/১০	১৩৷৷১০-১৩৷৶/১০	
কুমিল্লা ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন ...	১৪৸০	১৪৸/০-১৪৸০	১৪৸৵০-১৪৷৷৵০	১৪৸৵০-১৪৷৷৵০	১৪৸৵০-১৪৷৷৵০	
মহালক্ষ্মী ব্যাঙ্ক ...	—	—	—	১০৲	১০৲	
নিউ ষ্ট্যাণ্ডার্ড ব্যাঙ্ক ...	—	—	—	১০৷৷৵০-১০৷৷/০	—	
হিন্দুস্থান কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক ...	—	৫৩৷৷০	—	—	—	
নাথ ব্যাঙ্ক ...	৩৩৵০-৩৫৷০	৩৩/০-৩২৸৵০	৩৫৸০-৩৫৷৷০	—	৩৫৸০-৩৫৷৷০	
কয়লা—বরাকর কোল্ কোং ...	৪৪৸৵০-৪৪৷৵০	৪৫৵০-৪৪৷৷৵০	৪৫/০-৪৪৷৵০	৪৪৸/০-৪৪৷/০	৪৫৷৶/০-৪৪৸৶/০	
তালচের ,, ,, ...	১৩৲	১২৸০-১২৷৷০	—	—	—	
রাণীগঞ্জ ,, ,, ...	—	—	—	৬৪৷০	৬৫৲	
ইকুইটেবল ,, ,, ...	৭৪৲	—	৭৪৷০-৭৩৸৵০	৭৪৷৷০-৭৩৸৵০	৭৫৵০-৭৪৷৷৵০	
সাউথ করণপুরা ,, ...	৩৮৷৷/০-৩৮৷০	৩৯৷০-৩৮৷৷৶০	৩৯৵০-৩৮৷৷৶০	৩৯৵০-৩৮৸৶০	৩৯৷৷০-৩৯৶০	
ভুলনবরারি ...	—	৩৫৲	—	৩৫৷৷৵০	৩৫৸৵০	
সেণ্ট্রাল কারকেণ্ড ...	—	৪৯৲	—	—	—	
নিউ চুকলিয়া ...	—	১৩৷৷৶০-১৩৷৷৵০	—	—	১৪/০-১৩৸৶০	
ষ্ট্যাণ্ডার্ড ...	—	—	—	—	৪৫৷৵০-৪৫৷৷৵০	

বাজার বন্ধ

দেশের ও দশের সেবায়——

আমরা মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের জন্য বিশেষ সুবিধা-জনক সর্তে বাসগৃহ ও জমি ক্রয়-বিক্রয় করি। দুগ্ধ, মৎস্য ও শস্য উৎপাদন দ্বারা মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের খাদ্য-সমস্যার সমাধান করিয়াছি। এই প্রতিষ্ঠানের অভিনব পরিকল্পনা নিশ্চয়ই নানাভাবে আপনাকেও সাহায্য করিবে।

বিস্তারিত নিয়মাবলীর জন্য নিম্ন ঠিকানায় অদ্যই লিখুন বা অনুসন্ধান করুন।

বিল্ডিং এণ্ড ল্যাণ্ড ট্রাষ্ট (ইণ্ডিয়া) লিমিটেড

৩নং ম্যাঙ্গো লেন, কলিকাতা।

ফোন—কলিঃ ১৪৫৩

ক্যালকাটা সিটি ব্যাঙ্ক

—লিমিটেড—

(ক্লিয়ারিংয়ের যাবতীয় সুবিধাযুক্ত)

হেড অফিস—১০২বি, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ফোন : কলিঃ ৩৪৪৭

—শাখাসমূহ—

বড়বাজার, বেলেঘাটা, শ্যামবাজার, আরামবাগ, চাঁপাডাঙ্গা, মিরকাদিম, নারায়ণগঞ্জ, দীঘরপাড়, লাহেরিয়াসরাই, ভাগলপুর, নাথনগর, দ্বারভাঙ্গা, রায়পুর, পাটনা, পাটনা সিটি, ভিজিয়ানাগ্রাম, বোলাজীর, কাটাবঞ্জী (পাটনা ষ্টেট), নাগপুর, সম্বলপুর।

সাপ্তাহিক বাজার দর

	২৮শে সেপ্টেম্বর	১লা অক্টোবর	২রা অক্টোবর	৩রা অক্টোবর	৪ঠা অক্টোবর	৫ই অক্টোবর
কাপড়ের কল—নিউ ভিক্টোরিয়া কটন মিলস্ লিঃ	৮৲-৭৸৶০	৭৸৶০	৭৸৶০	—	—	বাজার বন্ধ
বেনারস ...	—	১০৷৶০	১০৷৶০	—	—	
কাণপুর টেক্সটাইলস্ ...	—	—	১২৸৶০	—	১২৸৶০-১২৸৹	
এলগিন কটন মিলস্ লিঃ ...	—	৬৬৷৹	—	—	—	
কেশোরাম ...	—	১৯।৶০	১৯৷৹-১৯।৶০	১৯।৶০-১৯।৶০	১৯৷৹-১৯।০	
বঙ্গশ্রী ...	১৫৶০-১৫৲	১৫।৹-১৫৲	১৫৲-১৪৸৶০	১৫।০-১৪৸৶০	১৫৲-১৪৸৶০	
বঙ্গেশ্বরী কটন মিলস্ ...	৮৲-৭৸০	৮৲-৭৸৶০	৮৲-৭৸৶০	—	৮৲-৭৸৶০	
কাগজের কল—ইণ্ডিয়া পেপার পাল্প লিঃ ...	২২৮৲	—	২২১৷৹-২২১।৶০	—	—	
শ্রীগোপাল পেপার মিলস্ লিঃ ...	—	—	—	—	৮।৶০	
টিটাগড় ...	৩২৷৶০	৩২৸৹-৩২৷৹	৩২৸৹-৩২৷৹	৩২৷৶০	৩২৸৶০-৩২৷৶০	
চটকল—অকল্যাণ্ড জুট মিলস্ লিঃ ...	৩৬৮৲-৩৬৭৲	—	—	—	—	
এ্যাংলো ইণ্ডিয়া জুট মিলস্ লিঃ ...	৫২৭৷৹	—	৫২৯৲-৫২৮৲	৫৩০৲-৫২৮৲	৫৩৪-৫৩৹৲	
কামারহাটি ,, ,, ,, ...	—	৭৯৮৲-৭৯৫৲	—	৮০৩৲	৮০৮৲-৮০৫৲	
নর্দীয়া ,, ,, ,, ...	১৪২৲	১৪১৷৹	—	—	—	
প্রেসিডেন্সী ,, ,, ,, ...	১৪৲০	১৪৲	—	১৪৲-১৩৸৶০	১৪।০-১৪৲০	
রিলায়েন্স ,, ,, ,, ...	—	৮৫৶০-৮৪৷৹	৮৫৷৹-৮৫।৶০	৮৫।০	৮৬৲-৮৫৷৶০	
কাঁকনাড়া ,, ,, ,, ...	—	৬৮৯৲-৬৮৫৲	৬৯০৲	৬৯২৲ ৬৮৬৲	৭০০৲-৬৯৮৲	
হাওড়া ,, ,, ,, ...	৯৪৷৶০-৯৩৸৶০	৯৫৷৹-৯৪।৶০	৯৫৷৶০-৯৫।৶০	৯৫।০-৯৫৲	৯৫৷৹-৯৪৸৶০	
ডালহৌসী ,, ,, ,, ...	—	—	—	৪১৫৲-৪১৪৲	৪৪০৷৹-৪৪৭৲	
বজবজ ,, ,, ,, ...	৬০৮৲-৬০৭৲	৬০৭৲-৬০৩৷৹	—	—	৬১০৲-৬০৭৲	
ষ্ট্যাণ্ডার্ড ,, ,, ...	—	—	৩২৭৲	—	৩৩৪৲-৩৩২৲	
এলায়েন্স ,, ,, ,, ...	—	—	—	—	—	
চিনির কল—বেঙ্গল সুগার কোং লিঃ ...	—	—	১৫৷৹	—	১৫৸৹-১৫৷৶০	
চম্পারণ সুগার কোং লিঃ ...	৪৩।০	৪৩৶০-৪২৸৶০	৪৩।০-৪২৷৶০	৪৩।৶০-৪৩৲	৪৪/০-৪৩।০	
কেরু এণ্ড কোং লিঃ ...	৩১৸৶০-৩১।৶০	৩১৸৶০-৩১৷৶০	৩২।৶০-৩২৲	৩২।৶০-৩২/০	৩২।০-৩২/০	
চা বাগান—চন্দননগর টি ...	—	—	—	—	—	
ইষ্টার্ণ হিন্দুস্থান ,, ,, ,, ...	—	—	—	—	—	
কল্যাণী ,, ,, ,, ...	৪৪৸৹	—	—	—	৪৬৲-৪৫৸৹	
লেবং এণ্ড মিনারেল ...	১১৸৶০-১১৷৹	—	—	—	—	
তেজপুর ,, ,, ,, ...	—	—	২১৷৹	—	২১/০-২১।০	
বিশ্বনাথ ,, ,, ,, ...	—	৪৫৶০	—	৪৫৲	—	
বিবিধ—ডালমিয়া সিমেণ্ট কোং লিঃ ...	—	১৬৸৶০	১৩৶০	১৩৶০	১৩৷৶০	
বি আই কর্পোরেশন ...	৭৷৹	৭৷৶০-৭।৶০	৭৷৶০-৭৷৶০	৭৷৹৶০-৭৷৹	৭৷৶০-৭৷৹	
মেদিনীপুর জমিদারী কোং লিঃ ...	১৭৭৲-১৭৫৷৹	১৭৬৲	১৭৫৲	—	১৭৮৲-১৭৭৲	
রোটাস ইণ্ডাষ্ট্রিজ লিঃ ...	—	১৫৷৶০	১৫।০	১৫৷৹	১৫৷৶০-১৫।৶০	
ইণ্ডিয়া জেনারেল নেভিগেশন কোং লিঃ ...	২২৩৸৹	২২৪৸৹	—	—	২১৫৲	
আসাম-বেঙ্গল সিমেণ্ট ,, ,, ...	২০৲-১৯৷৶০	১৯৸৶০	২০৶০-১৯৸৶০	২০৲-১৯৸৶০	২০৲	
ন্যাশনাল ইনস্যুলেটেড কেবলস ...	—	—	—	—	১৩৶০	
নিউ এসিয়াটিক ইনসিওরেন্স ...	১০৸৶০	১০।৶০-১০৶০	—	—	—	

Gram : Cencomba Phone : B. B. 5638 Post Box No. 2282

সেণ্ট্রাল কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ

স্থাপিত—১৯২৮

হেড অফিস—১২, জ্যাকসন লেন, কলিকাতা।

অনুমোদিত জামিনে ধার, ক্যাশ ক্রেডিট ও ওভারড্রাফট দেওয়া হয়। বিল, ডিভিডেণ্ড প্রভৃতির টাকা সুবিধাজনক সর্ত্তে আদায় করিয়া দেওয়া হয়।

ম্যানেজিং ডিরেক্টার :—মিঃ এস বি বিশ্বাস

অক্ষয় কুমার লাহা

রেডিয়াম মার্কা সিমেণ্ট কলার বা ঢালাই এর কারখানার জন্য

৩নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট কলিকাতা

সর্ব্বসাধারণের আস্থাভাজন হওয়াই আমাদের একমাত্র প্রচেষ্টা

কন্টিনেন্টাল ব্যাঙ্ক

অফ্ এসিয়া লিমিটেড

টেলিগ্রাম – কনবাসিয়া। হেড অফিস—১২নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। টেলিফোন—ক্যাল ৫৮৯৫

বাংলা, আসাম, বিহার ও ইউ. পি. র সমস্ত প্রসিদ্ধ ব্যবসাকেন্দ্রে এই ব্যাঙ্কের শাখা অফিস আছে।

সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

দি

বঙ্গলক্ষ্মী

ইন্সিওরেন্স

লিঃ

হেড অফিস :

১এ, ক্লাইভ ষ্ট্রীট

ফোন : কলিঃ ৩০৪৯

চেয়ারম্যান :

শ্রীচারুচন্দ্র দত্ত আই, সি, এস (অবসরপ্রাপ্ত)

LOTUS
brand OILS
The name you can trust
LOTUS OIL CO., 10, BEADON ROW, CAL.

ক্রিমির উপদ্রব থেকে মুক্তি পেতে হোলে
ডাঃ এ, কে, চৌধুরীর
ক্রিমি-নাশিনী
খাওয়া উচিত
সর্ব্বত্র পাওয়া যায়।
প্রস্তুতকারক –
এস, সি, চৌধুরী এণ্ড ব্রাদার্স
৪৭, আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা

কেশ গৌরব মালা নং ৩ ★★ বৈষ্ণব সাহিত্যে ★★

'চিকুর গলয়ে জল ধারা
স্নেহ বরিখে জনু মোতিম হারা'

বিদ্যাপতি, চণ্ডিদাস প্রমুখ বৈষ্ণব পদকর্ত্তাগণের প্রেমস্তুতি মুখরিত পদাবলী-সাহিত্য রসরচনার অপূর্ব্ব সৃষ্টি। কৃষ্ণগতপ্রাণা গোপিকাগণ প্রেমভক্তির খনি হ'লেও তাদের সৌন্দর্য্য ও সৌষ্ঠব বর্দ্ধনে কেশ-প্রসাধন ছিল অপরিহার্য্য।

সেদিন নীলাম্বরী পরিহিতা সন্তমাতা শ্রীরাধিকার সুদীর্ঘ কেশপাশ হ'তে শুভ্র মুক্তারাজির ন্যায় জলবিন্দু গড়িয়ে পড়ার শোভা দর্শনে শ্রীকৃষ্ণের ভাবান্তর হ'য়েছিল—তিনি ভাবলেন যেন ঘন কৃষ্ণ মেঘ হ'তে মোতির মালা ঝ'রে পড়ছে। কেশ-শোভাবর্ণনায় বৈষ্ণব সাহিত্যে উপমার অন্ত নেই,—'চাঁচর চিকুর,' 'কবরী ভরে চামরী' 'সামর ঝামর কেশ,' 'পদমবিলম্বিত কেশ' প্রভৃতি পদবিন্যাস কেশ গৌরবেরই পরিচায়ক। এ যুগে 'হিমকল্যাণ' আপনার কেশের সে গৌরব বৃদ্ধি করতে অতুলনীয়।

ভেষজ বিশারদ নগেন্দ্রনাথ শাস্ত্রীয়
হিমকল্যাণ
মহোপকারী আয়ুর্ব্বেদীয় কেশতৈল

হিমকল্যাণ ওয়ার্কস • কলিকাতা

UPCO HK-10

ক্যালকাটা ন্যাশনাল
ব্যাঙ্ক লিমিটেড
হেড অফিস :—
ক্যালকাটা ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক বিল্ডিংস্
মিশন রো, কলিকাতা।

CALCUTTA NATIONAL BANK LTD.

শাখা অফিস :

কলিকাতা	দিল্লী	বম্বে
বড়বাজার	সদরবাজার (দিল্লী)	কলবাদেবী
ক্যানিং ষ্ট্রীট	আগ্রা	স্যাণ্ডহার্ষ্ট রোড (বম্বে)
শ্যামবাজার	মীরাট	আমেদাবাদ
ভবানীপুর	বেনারস	মসকটিবাজার (আমেদাবাদ)
বালীগঞ্জ	এলাহাবাদ	করাচী
চাকা	কাটরা (এলাহাবাদ)	আজমীর
নারায়ণগঞ্জ	লক্ষ্ণৌ	রায়পুর
ময়মনসিংহ	আমিনাবাদ (লক্ষ্ণৌ)	নাগপুর
চট্টগ্রাম	কাণপুর	ইটওয়ারী (নাগপুর)
কটক	মেষ্টন রোড (কাণপুর)	জব্বলপুর
পাটনা	অমরাবতী	জব্বলপুর ক্যাণ্ট
গয়া		অমৃতসর
মজঃফরপুর		লাহোর
বেরিলী		
মাদ্রাজ		

লণ্ডন এজেন্টস্—
মিডল্যাণ্ড ব্যাঙ্ক লিঃ

লিলি বার্লি
আদর্শ পথ্য ও পানীয়
লিলি বার্লি
লিলি বিস্কুট কোং • কলিকাতা

লিলি বিস্কুট

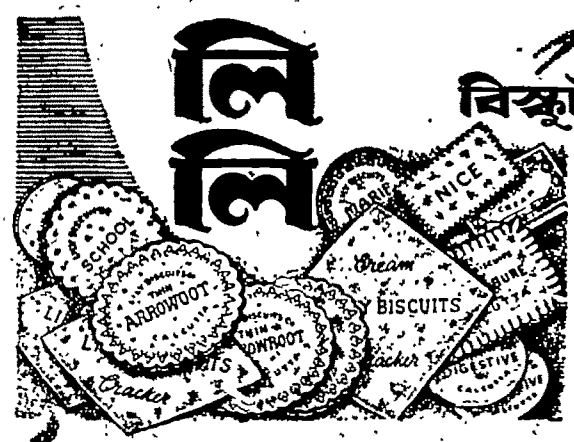

লিলি বিস্কুট স্বাদে ও গুণে— অপরাজেয়
লিলি বিস্কুট কোং • কলিকাতা

PHONE :—B. B. 6382

REGD. NO. C. 2506

আর্থিক জগৎ

ARTHIK JAGAT

ব্যবসা-বাণিজ্য-শিল্প-অর্থনীতি-বিষয়ক সাপ্তাহিক

মূল্য—বার্ষিক সডাক ৯৲ সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য প্রতি সংখ্যা ৶০ আনা

অষ্টম বর্ষ] Monday, 29th October, 1945. সোমবার, ১২ই কার্ত্তিক, ১৩৫২ [২৪শ সংখ্যা

CENTRAL CALCUTTA LIBRARY

বিজয়া

শারদীয়া পূজার অবকাশান্তে আমরা আজ আবার নূতন করিয়া আমাদের কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলাম। বিজয়ার শুভদিনে আমরা আমাদের পাঠক-পাঠিকা, গ্রাহক, অনুগ্রাহক ও সর্ব্বশ্রেণীর সহায়ক্ষমণ্ডলীকে আমাদের প্রীতি-সম্ভাষণ ও অভিবাদন জানাইতেছি। 'আর্থিক জগতে'র গত ৭ বৎসরের জীবনে নানাভাবে আমরা বহু লোকের সাহায্য, আনুকূল্য ও পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করিয়াছি। নবোদ্যমে কার্য্যে ব্রতী হওয়ার সঙ্গে আমরা তাঁহাদের পরিপূর্ণ শুভেচ্ছা ও সহযোগিতা কামনা করিতেছি।

বিজয়ার মহালগ্ন নূতন উৎসাহ ও নূতন সঙ্কল্প নিয়া কর্ম্মসাধনার পথে অগ্রসর হওয়ার শুভক্ষণ। বাঙ্গলা দেশ যখন স্বাধীন ছিল তখন এদেশের প্রতাপশালী নৃপতিগণ তিনদিন সাড়ম্বরে মহামাতার পূজা অর্চ্চনা করিয়া বিজয়ার দিনে দিগ্বিজয়ের নব অভিযানে বহির্গত হইতেন। অতীতে বাঙ্গলার জাতীয় ব্যবসা-বাণিজ্য যখন সুসমৃদ্ধ ছিল তখন এদেশের উৎসাহী সওদাগরেরা সাফল্য ও ঐশ্বর্য্য লাভের প্রেরণায় বিজয়ার শুভক্ষণে দূর সমুদ্রপথে ডিঙ্গা ভাসাইতেন। আগেকার সে নৃপতিরা এখন লুপ্ত হইয়াছেন। এদেশের সেই উৎসাহী বণিক-কুলও এখন আর নাই। কিন্তু শক্তি সাধনা নিয়োগ করিয়া স্বকীয় অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্য দ্বারা জাতীয় ঐশ্বর্য্য ও আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা এখনও পূর্ব্বের মতই রহিয়াছে। কাজেই ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় স্বকীয় অভাব পূরণের জন্য এবং সঙ্ঘবদ্ধ উদ্যোগে দেশ ও জাতির দুঃখ-গ্লানি মোচনের জন্য আজ এই বিজয়ার দিনে সকলেই বদ্ধপরিকরভাবে অগ্রসর হউন—ইহার চেয়ে বড় কামনার আর কিছু থাকিতে পারে না। বিজয়ার দিনে সেরূপ কর্ম্মসাধনার শুভ প্রারম্ভে সকলের প্রতিই আমরা আমাদের আন্তরিক সদিচ্ছা ও শুভ কামনা জ্ঞাপন করিতেছি।

গ্রাডি মিশনের রিপোর্ট

ভারতবর্ষে সমরসম্ভার প্রস্তুতের জন্য বিভিন্ন শ্রেণীর শিল্প কারখানা স্থাপনের কিরূপ সুযোগ-সুবিধা রহিয়াছে তৎসম্বন্ধে তথ্যতালিকা সংগ্রহের উদ্দেশ্যে গত ১৯৪২ সালে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র হইতে ডাঃ হেনরী গ্রাডির সভাপতিত্বে একটী মিশন প্রেরিত হয়। এই মিশন ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল পরিদর্শন করিয়া যথাসময়ে একটী রিপোর্ট পেশ করেন কিন্তু ভারত সরকার এই রিপোর্টটী আজ পর্য্যন্ত জনসমক্ষে প্রকাশ করেন নাই। সম্প্রতি ভারত সরকারের দৃষ্টি এড়াইয়া এই রিপোর্টের কিছু কিছু বিবরণ দেশবাসীর সমক্ষে উদ্ঘাটিত হইয়াছে। উহাতে প্রকাশ যে, গ্রাডি মিশন যুদ্ধের প্রয়োজনীয় বিবিধ দ্রব্যসামগ্রী প্রস্তুতের জন্য ভারতবর্ষে এরূপ ৪৪ প্রকারের শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপনের সুপারিশ করেন যাহা যুদ্ধাবসানে জনসাধারণের নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদনে নিয়োজিত হইতে পারে। গ্রাডি মিশন আরও প্রস্তাব করেন যে, ভারতীয় মূলধন ও ভারতীয় শিল্প পরিচালকদের সাহায্য লইয়া এই সব শিল্প স্থাপিত হইবে এবং প্রথম অবস্থায় আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র কলকব্জা, সাজসরঞ্জাম ও বিশেষজ্ঞ দিয়া এই সব শিল্পকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবে। মিশনের প্রস্তাবে উহাও বলা হয় যে, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র যে সব কলকব্জা ও সাজসরঞ্জাম সরবরাহ করিবে ভারতীয় শিল্প পরিচালকগণ প্রথমে তাহার মূল্যের এক-চতুর্থাংশ নগদ হিসাবে প্রদান করিবেন এবং বাকী তিন-চতুর্থাংশ একটা নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বার্ষিক কিস্তিতে পরিশোধ করা হইবে। এইভাবে কল-কব্জা ও সাজসরঞ্জামের সম্পূর্ণ মূল্য পরিশোধ হইলে উপরোক্ত শিল্পসমূহ পূর্ণভাবে ভারতীয় শিল্প পরিচালকদের পরিচালনাধীনে আসিবে।

গ্রাডি মিশন যে সব সুপারিশ করিয়াছিলেন তাহা ভারতবাসীর স্বার্থের, এমন কি ভারত সরকারের যুদ্ধোদ্যমের পক্ষেও সম্পূর্ণ পরিপোষক ছিল। এইভাবে ভারতে ৪৪ প্রকারের শিল্প প্রতিষ্ঠিত হইলে যুদ্ধের শেষের তিন বৎসর ভারত গবর্ণমেণ্টকে যুদ্ধসম্ভার সংগ্রহের জন্য এত বেগ পাইতে হইত না এবং ভারতীয় জনসাধারণকেও নিজেদের প্রয়োজনীয় প্রায় সমগ্র প্রকার দ্রব্য-সামগ্রী হইতে বঞ্চিত হইয়া এত দুঃখদুর্দ্দশা ভোগ করিতে হইত না। বিশেষতঃ বর্ত্তমানে যুদ্ধাবসান সত্ত্বেও এদেশের জনসাধারণকে প্রয়োজনীয় দ্রব্য-সামগ্রী সংগ্রহের জন্য যে প্রকার বেগ পাইতে হইতেছে, গ্রাডি মিশনের সুপারিশ কার্য্যে পরিণত হইলে তাহার কিছুই ঘটিত না। মোটের উপর ভারতে শিল্পের প্রসারের পক্ষে গ্রাডি মিশনের সুপারিশ একটী সুবর্ণ-সুযোগ ছিল—উহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে।

কিন্তু ভারত সরকার ইচ্ছা করিয়া দেশে শিল্পের প্রসারের এই প্রকার একটী সুযোগ নষ্ট করিয়া দিয়াছেন। অধিকন্তু গ্রাডি মিশনের রিপোর্ট জনসমক্ষে প্রকাশ পাইলে দেশবাসী উহা গ্রহণের জন্য তুমুল আন্দোলন উপস্থিত করিবে—এই ভয়ে উহারা রিপোর্টটী প্রকাশ পর্য্যন্ত করেন নাই। বলা

সাময়িক প্রসঙ্গ

বিষয়-সূচী

বিষয়	পৃষ্ঠা
সাময়িক	৫৪৯-৫২
সরকারী যুদ্ধোত্তর পরিকল্পনার স্বরূপ	৫৫৩-৫৫
বাংলার খাদ্যসমস্যা	৫৫৬-৬০
রাজনৈতিক প্রসঙ্গ	৫৬১-৬২
খেয়ালীর খাতা	৫৬৩-৬৪
আর্থিক দুনিয়ার খবরাখবর	৫৬৫-৭২
কোম্পানী প্রসঙ্গ—	৫৭৩
বাজারের হালচাল—	৫৭৪-৭৮

একটী প্রথম শ্রেণীর জাতীয় আর্থিক প্রতিষ্ঠান

আপনার আর্থিক ব্যবস্থা সুনিয়ন্ত্রিত করতে আপনাকে সকল প্রকার সুযোগ-সুবিধায় সাহায্য করবে।

আমাদের কলিকাতা বা অন্যান্য যে কোনও ব্রাঞ্চে লিখিলে বা উপস্থিত হলে বিস্তারিত জানতে পারবেন।

দার্জ্জিলিং ব্যাঙ্ক লিমিটেড

কলিকাতা

টেলি : "রেণবো" কলিকাতা।

ফোন : পি কে—২৬৮১

বি, মুখার্জ্জী

ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

বাহুল্য গ্রাডি মিশনের রিপোর্ট কার্য্যে পরিণত করিলে ভারতবাসী শিল্পে সমুন্নত হইয়া উঠিবে এবং যুদ্ধের পরে ভারতের বাজারে বৃটীশ শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির আধিপত্য বিলুপ্ত হইবে—এই ভয়েই ভারত সরকার গ্রাডি মিশনের রিপোর্ট গ্রহণ বা প্রকাশ করেন নাই। আশ্চর্য্যের বিষয়—যে সময়ে প্রতি যুদ্ধক্ষেত্রে ইংরাজের পরাজয় ঘটিতেছিল এবং যুদ্ধ-সরঞ্জাম সরবরাহ ইংলণ্ডের পক্ষে যখন একটা জীবনমরণ সমস্যারূপে দেখা দিয়াছিল সেই সময়েও বৃটীশ গবর্ণমেণ্টের এজেণ্টরূপে ভারত সরকার এদেশের বাজার বৃটীশ শিল্প পরিচালকদের জন্য সংরক্ষিত রাখার অপচেষ্টায় ব্রতী থাকিয়া এদেশের যুদ্ধোদ্যমে বাধা দিয়াছিলেন। উহার পরেও যাঁহারা মনে করেন যে, ভারতের বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্টের চেষ্টায় ভারতে ব্যাপকভাবে শিল্পের প্রতিষ্ঠা হইবে তাঁহাদিগকে নিতান্ত নির্ব্বোধ ছাড়া আর কি বলা যায় না।

বাঙ্গলার যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠন

বাঙ্গলা দেশের জনসাধারণের জীবনযাত্রা পদ্ধতির উন্নতি বিধান, উহাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিধান এবং যুদ্ধকার্য্য হইতে বিমুক্ত সৈন্যদের জীবিকা সংস্থানের ব্যবস্থার উদ্দেশ্যে আগামী ৫ বৎসর কালের মধ্যে একটি ব্যাপক পরিকল্পনা অনুযায়ী মোটমাট ১৬৮ কোটী টাকা ব্যয়ের জন্য বাঙ্গলা সরকার যে সঙ্কল্পের কথা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার ত্রুটী-বিচ্যুতি সম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বে আমরা কিছু আলোচনা করিয়াছি। বর্ত্তমানে এই পরিকল্পনা সম্পর্কে আর একটী বিষয়ে আমরা গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টি আকৃষ্ট করা কর্ত্তব্য বোধ করিতেছি। গবর্ণমেণ্ট যে পরিকল্পনা করিয়াছেন তাহাতে বাঙ্গলায় বৎসরে ৩৩ কোটী টাকার মত ব্যয় হইবে এবং বাঙ্গলায় জনসংখ্যা ৬ কোটী ধরিয়া বৎসরে মাথা পিছু গড়ে ৫ টাকার মত ব্যয় হইবে বলা যায়। এই ৫ টাকা ব্যয় করিয়া বাঙ্গলার এক এক জন লোকের খাদ্য, পরিচ্ছদ, বাসগৃহ, শিক্ষা, স্বাস্থ্যরক্ষা, চিকিৎসা ইত্যাদি সমস্যার কিছুতেই সমাধান হইতে পারে না। অথচ গবর্ণমেণ্টের পরিকল্পনা দেখিয়া মনে হয় যে, উহারা উপরোক্তরূপ অর্থব্যয় করিয়া দেশের জনসাধারণের পূর্ব্বোক্ত সমস্ত প্রকার সমস্যার সমাধান করিতে চাহেন। এই ভাবে যদি কাজ হয় তাহা হইলে বাঙ্গলা সরকারের অধীনে আরও অনেক লোকের চাকুরী জুটীবে এবং সরকারী নথিপত্র আরও ভারাক্রান্ত হইবে; কিন্তু উহাতে দেশের জনসাধারণের প্রকৃত আয়বৃদ্ধি এবং জীবনযাত্রা প্রণালীর উন্নতির পক্ষে বিশেষ কোন সাহায্য হইবে না। এজন্য আমাদের মনে হয় যে, গবর্ণমেণ্ট বাঙ্গলা দেশের উন্নতির জন্য বৎসরে যে ৩৩ কোটী টাকা ব্যয়ের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন তাহা অগণিত প্রকার কাজে বাজে খরচ না হইয়া কোন একটী নির্দ্দিষ্ট কাজে কেন্দ্রীভূত হওয়া উচিত। দৃষ্টান্তস্বরূপ আমরা সেচকার্য্যের কথা উল্লেখ করিতে পারি। বাঙ্গলায় বৎসরে যে ৩৩ কোটী টাকা ব্যয়ের প্রস্তাব হইয়াছে তাহার সাকুল্য না হউক অন্ততঃ উহার অধিকাংশ টাকা যদি সেচকার্য্যের জন্য ব্যয়িত হয় তাহা হইলে ৫ বৎসর কালের মধ্যে বাঙ্গলায় উৎপন্ন ফসলের পরিমাণ অন্ততঃ দেড়গুণ হইবে এবং উহার ফলে দেশের কৃষক সমাজের আয় বৎসরে শতাধিক কোটী টাকা বৃদ্ধি হইবে। তখন কৃষকগণ নিজেই উহাদের পরিচ্ছদ, বাসগৃহ, চিকিৎসা, শিক্ষা ইত্যাদি সমস্যার সমাধান করিতে সমর্থ হইবে। উহা না করিয়া এই ৩৩ কোটী টাকা যদি বহু প্রকার কাজের জন্য ভাগ করিয়া দেওয়া হয় তাহা হইলে কোন দিক দিয়াই কোন উল্লেখযোগ্য ফল হইবে না এবং উহাতে অর্থের অপচয় হইবে মাত্র। এই বিষয়ে বাঙ্গলা সরকার পাঞ্জাবের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিতে পারেন। পাঞ্জাবে সেচকার্য্য বাঙ্গলার তুলনায় অনেক বেশী অগ্রসর হইয়াছে। পাঞ্জাবে ২ কোটী ৯৯ লক্ষ একর আবাদী জমির মধ্যে ১ কোটী ১৪ লক্ষ একর জমিতে গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক কর্ত্তিত খাল হইতে জলসিঞ্চন হইয়া থাকে—সেই স্থলে বাঙ্গলায় ৩ কোটী ২ লক্ষ একর আবাদী জমিতে সরকারী খাল হইতে মাত্র ২ লক্ষ ৩৩ হাজার একর জমিতে জলসিঞ্চন হয়। কিন্তু সেচকার্য্যে পাঞ্জাব এত অগ্রসর থাকা সত্ত্বেও পাঞ্জাব গবর্ণমেণ্ট সম্প্রতি ১০০ কোটী টাকা ব্যয়ে যে যুদ্ধোত্তর পরিকল্পনার কথা প্রকাশ করিয়াছেন তাহার মধ্যে ৪৫ কোটী টাকাই (মোট ব্যয়ের শতকরা ৪৫ ভাগ) সেচকার্য্যের জন্য ব্যয় হইবে বলিয়া স্থির হইয়াছে। সেই হিসাবে বাঙ্গলায় মোট বরাদ্দ ১৬৮ কোটী টাকার মধ্যে মাত্র ৩২ কোটী টাকা (শতকরা ১৯ ভাগ) সেচকার্য্যের জন্য বরাদ্দ করা হইয়াছে। সস্তায় বাহবা ও হাততালীর জন্য চেষ্টা না করিয়া বাঙ্গলা সরকার বাঙ্গলার জনসাধারণের উন্নতির জন্য সত্য সত্যই যদি কিছু কাজ করিতে চাহেন তাহা হইলে এক সঙ্গে অগণিত সমস্যার সমাধানের ব্যর্থ চেষ্টা দ্বারা জনসাধারণের অর্থের অপচয় না করিয়া সেচকার্য্যের মত একটী সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ফলপ্রদ কাজের জন্য পর্য্যাপ্ত পরিমাণ অর্থব্যয় করা তাঁহাদের পক্ষে সঙ্গত হইবে।

বৃটিশ বাজেট

বৃটিশ চেম্বেলার অব এক্সচেকার ডাঃ হিউগ্ ডেণ্টন সম্প্রতি হাউস্ অব কমনস্এ বৃটিশ সরকারের যে বাজেট পেশ করিয়াছেন, তাহাতে বৃটেনের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও বৃটেনের স্বল্প আয়জীবী লোকদের সম্পর্কে শ্রমিক গবর্ণমেণ্টের উল্লেখযোগ্য সুবিবেচনার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। যুদ্ধের সময়ে বৃটেনে শিল্প ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের অতিরিক্ত লাভের উপর শতকরা ১০০ ভাগ হারে কর বসিয়াছিল। ডাঃ ডেণ্টন আগামী ১লা জানুয়ারী হইতে তাহা হ্রাস করিয়া শতকরা ৬০ ভাগে নির্দ্ধারিত করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। উহাতে ইংলণ্ডের শিল্প ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানসমূহ তাহাদের অতিরিক্ত লাভের শতকরা ৪০ ভাগ নিজেদের হাতে পাইয়া ভবিষ্যৎ কার্য্য সম্প্রসারণে তাহা নিয়োগ করিতে পারিবেন সন্দেহ নাই। যুদ্ধের সময়ে সাধারণভাবে ইংলণ্ডের লোকদের উপর প্রতি পাউণ্ডে ১০ শিলিং করিয়া আয়কর বসিয়াছিল। নূতন বাজেটে আগামী এপ্রিল মাস হইতে আয়করের হার ১ শিলিং কমাইয়া দেওয়ার নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে। তবে সাধারণ আয়কর হ্রাস পাইলেও উচ্চ আয়ের লোকদের নিকট হইতে যে সার ট্যাক্স আদায় করা হয় তাহা অদূর ভবিষ্যতে কমানো হইবে না। বরং ডাঃ ডেণ্টন তাহা বর্ত্তমানের তুলনায় কিছু বৃদ্ধি করিবারই প্রস্তাব করিয়াছেন। যাহাদের আয় কম তাহাদের দেয় আয়করের হার হ্রাস করিয়া উচ্চ আয়বিশিষ্ট লোকদের নিকট হইতে এইভাবে বেশী কর আদায় করা ট্যাক্সনীতির দিক দিয়া খুবই বিবেচনাসম্মত বলিয়াই আমরা মনে করি। ইংলণ্ডের অপেক্ষাকৃত দরিদ্র লোকদের জন্য কেবল আয়করের হার সম্পর্কেই পুনর্বিবেচনা হয় নাই। গার্হস্থ্য জীবনের পক্ষে প্রয়োজনীয় নানা সাজ-সরঞ্জামের উপর হইতে বিক্রয়কর উঠাইয়া লইয়া সেদিক দিয়াও তাহাদিগের উপর ট্যাক্সের চাপ লাঘব করা হইয়াছে। ইংলণ্ডে লোকের জীবনযাত্রা ব্যয় যুদ্ধের পূর্ব্ব সময়ের তুলনায় যুদ্ধের সময়ে শতকরা ৩১ ভাগ পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। চেম্বেলার অব এক্সচেকার জানাইয়াছেন, জীবনযাত্রা ব্যয়ের এই মান অদূর ভবিষ্যতে হ্রাস করিবার কোন সঙ্কল্প গবর্ণমেণ্টের নাই। তবে জীবনযাত্রা ব্যয়ের বর্দ্ধিত হার বজায় রাখিলেও দরিদ্র জনসাধারণের উপর যাহাতে উহার ফলে কোন বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা না দেয় সে বিষয়ে তাঁহারা লক্ষ্য রাখিবেন। নিত্যব্যবহার্য্য দ্রব্য-সামগ্রীর দর চড়া থাকিলেও যুদ্ধের সময়ে সরকারী সাবসিডি বা অর্থ সাহায্য দিয়া অপেক্ষাকৃত কম মূল্যেই তাহা জনসাধারণের ভিতর বিক্রয় করা হইয়াছে। এইরূপ সাবসিডি প্রদানের নিয়ম ভবিষ্যতেও বজায় রাখা হইবে। ফলে পণ্যমূল্যের চড়া হারের জন্য দরিদ্র লোকদিগকে বিশেষ কোন কষ্ট পাইতে হইবে না। ঐ প্রকার সাবসিডি বাবদ বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট গত বৎসর ২০ কোটি পাউণ্ড খরচ করিয়াছেন। ঋণ ও ইজারা ব্যবস্থা অনুযায়ী আমেরিকা হইতে সহজে মাল আনিবার সুবিধা নষ্ট হওয়ায় এ বৎসর সরকারী সাবসিডি বাবদ মোট খরচ ৩০ কোটি পাউণ্ড পর্য্যন্ত বাড়িয়া যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও জনসাধারণের কল্যাণে তাহাদিগকে কমমূল্যে নিত্যব্যবহার্য্য দ্রব্য-সামগ্রী সরবরাহের নিয়ম গবর্ণমেণ্ট চালাইয়া যাওয়ারই সঙ্কল্প করিয়াছেন।

বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের এইরূপ উদার কর্ম্মনীতির কথা আলোচনা করিতে গিয়া এদেশের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও এদেশের লোকদের সম্পর্কে গবর্ণমেণ্টের অনেক প্রকার অবিবেচনার কথাই আমাদের মনে পড়িতেছে। যুদ্ধের সময় এদেশের শিল্প ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের উপর চড়া হারে অতিরিক্ত মুনাফা কর বসিয়াছিল। যুদ্ধ শেষ হইয়া যাওয়া সত্ত্বেও গবর্ণমেণ্ট সেই কর হ্রাস করা সম্পর্কে আজও কোন গরজ দেখাইতেছেন না। আয়করের হার আজও পূর্ব্বের মতই চড়া হারে বজায় রাখা হইতেছে। যুদ্ধের সময়ে বৃটেনের তুলনায় ভারতে পণ্যমূল্যের হার অনেক গুণ বেশী বৃদ্ধি পাইয়াছে। কিন্তু বৃটেনের মত সরকারী সাবসিডি দিয়া এদেশে কমদরে জনসাধারণকে নিত্যব্যবহার্য্য দ্রব্য-সামগ্রী যোগাইবার কোন ব্যবস্থা হইতেছে না। এদেশের গবর্ণমেণ্ট রেশন প্রথা অনুযায়ী যে কতিপয় জিনিষ বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিয়াছেন সরকারী মুনাফার জন্য তাহার দরও অনুচিতভাবে চড়া রাখা হইতেছে। বৃটেনে ৪ পাউণ্ড রুটির দর যুদ্ধের সময়ে ১৩ পেনী পর্য্যন্ত বাড়িয়া গিয়াছে। কিন্তু সরকারী সাবসিডির জন্য জনসাধারণ তাহা ৯ পেনী দরে কিনিবার সুযোগ পাইতেছে। আর বাঙ্গলার গবর্ণমেণ্ট মফঃস্বল হইতে ১০ টাকা মণ দরে চাউল কিনিয়া রেশন ব্যবস্থায় ১৫ টাকা মণ দরে সে চাউল কলিকাতার লোকদের নিকট বিক্রয় করিতেছেন। একই গবর্ণমেণ্টের শাসনাধীনে ইংলণ্ডের লোকদের তুলনায় ভারতের লোকদের সম্পর্কে এই অবিবেচনা আমাদের পরাধীনতার কথাই আমাদিগকে স্মরণ করাইয়া দিতেছে।

জাপানের বস্ত্রশিল্প ও ভারতবর্ষ

বর্ত্তমান যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে ভারতের এবং ভারতবর্ষের নিকটবর্ত্তী দেশসমূহে জাপান এবং ল্যাঙ্কাশায়ারের বস্ত্রশিল্পই ভারতীয় বস্ত্রশিল্পের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল। কাজেই যুদ্ধের ফলে জাপান ও ল্যাঙ্কাশায়ারের বস্ত্রশিল্পের কিরূপ অবস্থা ঘটিয়াছে তৎসম্বন্ধে ভারতীয় বস্ত্রশিল্পের সহিত স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের কৌতূহল হওয়া খুবই স্বাভাবিক। এই সম্পর্কে এখন পর্য্যন্ত যে সমস্ত সংবাদ পাওয়া গিয়াছে তাহাতে মনে হয় যে, যুদ্ধের

দেশের ও দশের সেবায়
নির্ভরযোগ্য ও নিরাপদ প্রতিষ্ঠান
ইণ্ডিয়ান পিপলস্ ব্যাঙ্ক লিঃ
সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।
৫।১, রয়েল এক্সচেঞ্জ প্লেস,
কলিকাতা
ফোন: কলিঃ ৩৩৮১ :: তার: 'Honey Comb,' Cal
আমাদের বিশেষজ্ঞ দ্বারাই ষ্টক এক্সচেঞ্জের বিবিধ শেয়ার ও সিকিউরিটি ক্রয় বিক্রয় করা হয়।
আপনাদের সহানুভূতি প্রার্থনীয়

ফলে ল্যাঙ্কাশায়ারের কলকারখানা তেমনভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় নাই। তবে ল্যাঙ্কাশায়ার আগামী কয়েক বৎসরের মধ্যে ইংলণ্ড ও ইউরোপের বিধ্বস্ত দেশসমূহের চাহিদা মিটাইয়া ভারতবর্ষ ও উহার আশপাশের দেশসমূহে ভারতীয় বস্ত্রশিল্পের সহিত তেমন প্রতিযোগিতা করিতে সমর্থ হইবে বলিয়া মনে হয় না। জাপান সম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বে 'জার্ণেল অব কমার্স' পত্রে এরূপ সংবাদ প্রকাশিত হয় যে, উক্ত দেশের কাপড়ের কলগুলির মধ্যে অর্দ্ধেক কল বিধ্বস্ত হইয়াছে। কিন্তু এক্ষণে এসোসিয়েটেড প্রেস অব আমেরিকা সংবাদ দিতেছেন যে, বোমা-বর্ষণের ফলে জাপানের ২৯১টী কাপড়ের কলের মধ্যে ৩৯টী ব্যতীত আর সমস্ত বিনষ্ট হইয়াছে। যুদ্ধের পূর্ব্বে জাপানে ১ কোটী ৩৭ লক্ষ ৮০ হাজার টাকুতে সুতা বুনা হইত। এই সব টাকুর মধ্যে এক্ষণে মাত্র ৩০ লক্ষ টাকু অবশিষ্ট রহিয়াছে। উহা হইতে বুঝা যাইতেছে যে, আগামী কয়েক বৎসরের মধ্যে ভারতবর্ষ ও উহার আশপাশের দেশসমূহে জাপান হইতে ব্যাপকভাবে কাপড় ও সুতা আমদানীর কোন সম্ভাবনা নাই। ভারতীয় কাপড়ের কলগুলির মালিকদের পক্ষে উহা খুব সুসংবাদ সন্দেহ নাই। কিন্তু এদেশে বস্ত্রের অভাবে যাহারা এক প্রকার অর্দ্ধ উলঙ্গ অবস্থায় দিন কাটাইতেছে তাহাদের পক্ষে উহা একটী দুঃসংবাদ। ভারতবর্ষে যে তুলা উৎপন্ন হয় যুদ্ধের পূর্ব্বে তাহার প্রায় অর্দ্ধেক জাপানে রপ্তানী হইত। জাপানের বস্ত্রশিল্পের অধিকাংশ বিলুপ্ত হওয়ার ফলে ভারতীয় তুলাচাষীর পক্ষেও উহা একটি দুঃসংবাদ। বর্ত্তমানে যদি ভারতীয় কাপড়ের কলগুলিতে অধিকতর পরিমাণে বস্ত্র উৎপাদনের ব্যবস্থা করা হয়, ভারতবর্ষ হইতে বিদেশে কাপড় রপ্তানী যদি নিষিদ্ধ করা হয় এবং ভারতীয় কাপড়ের কলগুলিকে যতদূর সম্ভব ভারতীয় তুলা ব্যবহার করিতে বাধ্য করা হয় তাহা হইলে কাপড়ের কল, কাপড় ব্যবসায়ী এবং তুলাচাষী সকলের উপকার হইতে পারে। কিন্তু এই সব ব্যাপারে স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের প্রভাব প্রতিপত্তি এত বেশী যে, দেশে এরূপ ধরণের কোন সুসমঞ্জস নীতি অবলম্বিত হওয়ার সম্ভাবনা কম। অবস্থা দেখিয়া মনে হইতেছে যে, ভারতীয় জনসাধারণকে কাপড়ের জন্য আরও অনেক দিন পর্য্যন্ত দুর্ভোগ ভুগিতে হইবে।

'বেঙ্গল টাইম'

যুদ্ধের সময়ে ঘড়ির কাঁটা ঘুরাইয়া পুরাতন ভারতীয় ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইমকে এক ঘণ্টা আগাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। ভারত গবর্ণমেণ্ট এই রীতি উঠাইয়া দিয়া গত ১৫ই অক্টোবর হইতে পূর্ব্বেকার সময়ই পুনঃপ্রবর্ত্তন করিয়াছেন। অর্থাৎ গত কয় বৎসর ভারতে ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম যাহা ছিল এক্ষণে তাহা সে তুলনায় এক ঘণ্টা পিছাইয়া দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু ভারত গবর্ণমেণ্ট এই বিধান করিলেও বাঙ্গলা সরকার কলিকাতা সম্বন্ধে উহা মানিয়া লইতে রাজী হন নাই। তাঁহারা বলিতেছেন, পুরাতন ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম বহাল করিয়া কলিকাতার আফিসসমূহে অধিকক্ষণ দিনের আলোয় কাজের সুযোগ কমাইয়া দিলে তাহাতে বেশী বৈদ্যুতিক আলোর প্রয়োজন দেখা দিবে। বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য তখন মাসে অতিরিক্ত ৩০ ওয়াগন কয়লা সংগ্রহ করিতে হইবে। এই কয়লা-সঙ্কটের দিনে সে ব্যবস্থা সঙ্গত হইবে না। কাজেই বাঙ্গলা সরকার কলিকাতায় পূর্ব্বের মত ঘড়ির কাঁটা এক ঘণ্টা আগাইয়া রাখাই স্থির করিয়াছেন। ভারতীয় ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম হইতে পৃথক করিয়া উহার নাম দেওয়া হইয়াছে 'বেঙ্গল টাইম'।

কলিকাতায় আলাদা টাইম বলবৎ রাখা সম্পর্কে বাঙ্গলা সরকারের এই সিদ্ধান্ত আমাদের নিকট নিতান্ত অযৌক্তিক বলিয়াই মনে হইয়াছে। বাঙ্গলা তথা ভারতের অন্যত্র যে সময় প্রবর্ত্তিত থাকিবে কলিকাতার সময় তাহা হইতে এক ঘণ্টা আগাইয়া রাখাতে অনেক দিক দিয়া বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হইবে। রেলওয়ের টাইমের সহিত সংযোগ রাখিয়া চলা অনেক রেলযাত্রীর পক্ষে অসুবিধাজনক হইবে। একটি পৃথক টাইম বলবৎ রাখিতে গিয়া এই শ্রেণীর বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা আমাদের মতে কিছুতেই সঙ্গত নহে। কলিকাতায় বেঙ্গল টাইম বজায় থাকিলে তাহাতে বাঙ্গালী কেরানীদের যথেষ্ট দুঃখদুর্দ্দশার কারণ দাঁড়াইবে। ৯।টা বা দশটার ভিতর আফিসে যাইতে হইলে এই ব্যবস্থায় রীতিমত আহার সমাধার সুযোগ অনেকেই পাইবে না। সহরতলী হইতে কিংবা অপেক্ষাকৃত দূরবর্ত্তী স্থান হইতে যাঁহারা আফিস করিতে আসেন তাঁহাদিগকে অনেক সময় অভুক্ত অবস্থায়ই কাজে যোগ দিতে হইবে। শীতকাল সমীপবর্ত্তী হইয়া আসিতেছে; কলিকাতায় ঐ সময়ে বেঙ্গল টাইম বজায় থাকিলে উপরোক্ত শ্রেণীর দুঃখদুর্দ্দশা আরও বাড়িয়া যাইবে। বাঙ্গলা সরকার ভারতীয় ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম হইতে কলিকাতার সময় এক ঘণ্টা আগাইয়া রাখিতে গিয়া সেই সব দুর্দ্দশার কথা কিছুমাত্র বিবেচনা করেন নাই, ইহা দুঃখের বিষয়। কলিকাতায় বেঙ্গল টাইম প্রবর্ত্তিত থাকিলে তাহাতে ইউরোপীয় চাকুরীয়াদের কোন অসুবিধা হওয়ার কথা নহে। প্রাতঃকালীন ভোজনের পর তাঁহারা অনায়াসে দশটার সময় আফিসে আসিতে পারেন। ১টার সময় তাঁহাদের আহারের জন্য ছুটির ব্যবস্থা রহিয়াছে। বেঙ্গল টাইমের জন্য কিছু আগে আফিস বন্ধ হওয়ার নিয়ম বজায় থাকিলে বিকালে টেনিস খেলিবার সুযোগ তাঁহারা যথেষ্টই পাইবেন। সে কথা ভাবিয়াই বেঙ্গল চেম্বার অব কমার্স কলিকাতায় ঘড়ির কাঁটা এক ঘণ্টা আগাইয়া রাখিবার নির্দ্দেশ দিয়াছেন। আর ইউরোপীয় সম্প্রদায়ের সে নির্দ্দেশ বাঙ্গলা সরকারও শিরোধার্য্য করিয়া নিয়াছেন। মুষ্টিমেয় ইউরোপীয় চাকুরীয়াদের সুবিধার জন্য অসংখ্য বাঙ্গালী কেরানীদের সম্পর্কে এই অবিবেচনা বাঙ্গলা সরকারের পক্ষে আমরা নিতান্ত অনুচিত বলিয়াই মনে করি। তাঁহারা অবশ্য দিনের আলোতে বেশী সময় কাজ চালাইয়া বিদ্যুৎ শক্তি ও কয়লা বাঁচাইবার কথা বলিয়াছেন। কিন্তু 'বেঙ্গল টাইমের' জন্য যেখানে বহু অসুবিধা ও বিশৃঙ্খলা ঘটিবার সম্ভাবনা রহিয়াছে সেখানে প্রতি মাসে ৩০ ওয়াগন কয়লা বাঁচানো বড় কথা নহে। যুদ্ধের অবসান ঘটায় কয়লা-সমস্যার জটিলতা যেখানে দিন দিনই কমিয়া আসিতেছে সেখানে ঐ অজুহাত দেখাইতে যাওয়া এখন অনেকটা অবান্তরও বলা চলে। কাজেই সকল দিক বিবেচনা করিয়া আমরা বাঙ্গলা সরকারকে তাঁহাদের প্রবর্ত্তিত বেঙ্গল টাইম উঠাইয়া দেওয়ার জন্যই অনুরোধ করিতেছি।

ব্যাঙ্ক অব ইংলণ্ডকে জাতীয়করণের প্রস্তাব

বৃটেনের বর্ত্তমান শ্রমিক গবর্ণমেণ্ট ব্যাঙ্ক অব ইংলণ্ডকে ন্যাশনেলাইজ বা জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করিবার জন্য হাউস অব কমন্সএ সম্প্রতি এক বিল উপস্থিত করিয়াছেন। এই ব্যাঙ্কটি দীর্ঘকাল যাবৎ ইংলণ্ডের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক হিসাবে কাজ চালাইয়া আসিতেছে। এই প্রতিষ্ঠানকে অনেক ব্যাপারে গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তৃত্ব ও নির্দ্দেশ মানিয়া চলিতে হয় সন্দেহ নাই, কিন্তু মূলতঃ অংশীদারদের ব্যাঙ্ক বলিয়া উহাকে তাহাদের স্বার্থই বেশী করিয়া দেখিতে হয়। এই ব্যাঙ্কের পরিচালক বোর্ড গঠনে অংশীদারদের সর্ব্বময় কর্ত্তৃত্ব রহিয়াছে। অংশীদারদের নির্ব্বাচিত বোর্ড ব্যাঙ্ক পরিচালনা করিতে গিয়া স্বভাবতঃই অংশীদারদের স্বার্থে উহার কর্ম্মনীতি নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকেন। সকল ব্যাপারে তাহাদের লাভালাভের প্রশ্ন উহাদিগকে ভাল করিয়া বিবেচনা করিতে হয়। এই শ্রেণীর বেসরকারী কর্ত্তৃত্ব ও ব্যবসাদারী বন্ধ করিবার জন্যই বর্ত্তমান শ্রমিক গবর্ণমেণ্ট সমাজতান্ত্রিক রীতি অনুযায়ী ব্যাঙ্ক অব ইংলণ্ডকে সরকারে খাস করিয়া লওয়ার ব্যবস্থা করিতেছেন। অংশীদারদিগকে তাহাদের ন্যায্য প্রাপ্য হইতে বঞ্চিত করা গবর্ণমেণ্টের উদ্দেশ্য নহে। সেজন্য তাঁহারা উপযুক্ত সরকারী খত দিয়া তৎবিনিময়ে ব্যাঙ্কের শেয়ার কিনিয়া লওয়ার কথা বলিয়াছেন। ব্যাঙ্ক অব ইংলণ্ডের ১ কোটি ৪৫ লক্ষ ৫৩ হাজার পাউণ্ড মূল্যের ১৭ হাজার শেয়ার বর্ত্তমানে লোকের হাতে রহিয়াছে। ঐ সব শেয়ার বাবদ অংশীদারেরা গত ২০ বৎসর যাবৎ গড়ে বার্ষিক শতকরা ১২ ভাগ লভ্যাংশ পাইয়া আসিয়াছে। গবর্ণমেণ্ট ঐ শেয়ারের বদলে অংশীদারদিগকে শতকরা ৩ ভাগ সুদের ৫ কোটি ৮২ লক্ষ ১২ হাজার পাউণ্ডের সরকারী খত প্রদানের প্রস্তাব করিয়াছেন। এই ব্যবস্থায় অংশীদারেরা তাহাদের প্রাপ্য যথানিয়মেই পাইতে থাকিবে। ব্যাঙ্ক অব ইংলণ্ডের শেয়ার কিনিয়া লওয়ার পর উহার উপর অংশীদারদের আর কোন কর্ত্তৃত্ব থাকিবে না। ব্যাঙ্কের গবর্ণর ও ডেপুটী গবর্ণর গবর্ণমেণ্ট নিযোগ করিবেন। ব্যাঙ্কের বোর্ড অব ডিরেক্টরও গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃকই গঠিত হইবে। এইভাবে সমস্ত পরিচালনা ভার সরকারী কর্ত্তৃত্বে নিয়া ব্যবসায়িক স্বার্থের বদলে তাঁহারা সম্পূর্ণ জাতীয় স্বার্থেই ব্যাঙ্কের কার্য্য নিয়ন্ত্রণ করিবার ব্যবস্থা করিবেন। ভবিষ্যতে ব্যাঙ্ক অব ইংলণ্ডের যাবতীয় লাভই বৃটিশ সরকারের রাজকোষে প্রদত্ত হইবে।

ব্যাঙ্ক অব ইংলণ্ডের কার্য্য নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট পূর্ব্ব হইতেই অনেকটা কর্ত্তৃত্ব খাটাইয়া আসিতেছেন। অংশীদারদের ব্যাঙ্ক হইলেও সকল ব্যাপারে যথাসম্ভব সরকারী নির্দ্দেশ মানিয়া চলাই ঐ ব্যাঙ্কের পরিচালক বোর্ডের রেওয়াজ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সেজন্য ব্যাঙ্ক অব ইংলণ্ডকে জাতীয়করণ সম্পর্কে শ্রমিক গবর্ণমেণ্টের বর্ত্তমান প্রস্তাবে অনেকেই বিশেষ নূতনত্ব কিছু

শাখা—ভবানীপুর, মগরা
জগদ্দল।
হেড অফিস
১, সোয়ালো লেন,
ক লি কা তা

চাঁদপুর
মডেল ব্যাঙ্ক
লিমিটেড
রেজিঃ অফিস—চাঁদপুর
হেড অফিস :—
৪নং সিনাগগ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
শাখাসমূহ :—
বড়বাজার, দক্ষিণ কলিকাতা, হাটখোলা, ইটালী মার্কেট, ডামুড্যা, পুরাণবাজার, পালং, ঢাকা, বোয়ালমারি, পিরোজপুর, কামারখালি ও বোলপুর।
স্থাপিত :- ১৯২৬
ম্যানেজিং ডিরেক্টর
এস, আর, দাশ

দেখিতেছেন না। কিন্তু এ সম্পর্কে আমাদের ধারণা অন্যরূপ। ব্যাঙ্ক অব ইংলণ্ডের গবর্ণর নিয়োগে ও উহার কার্য্য নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে গবর্ণমেণ্টের পক্ষে কর্তৃত্ব জাহিরের কতকটা সুযোগ থাকিলেও এতদিন এই ব্যাঙ্কের পরিচালক বোর্ডের সহিত পরামর্শ করিয়াই গবর্ণমেণ্টকে সে কর্তৃত্ব খাটাইবাব চেষ্টা করিতে হইযাছে। অংশীদারদের মুনাফা খর্ব্ব হওয়াব আশঙ্কা থাকিলে পরিচালক বোর্ড তাহাদের পক্ষ হইয়া গবর্ণমেণ্টের নির্দ্দেশ সম্পর্কে আপত্তি তুলিতে পারিতেন। মূলতঃ অংশীদারদের ব্যাঙ্ক বলিয়া সে আপত্তি একেবারে এড়াইয়া চলা গবর্ণমেণ্টেব পক্ষে সহজ ছিল না। ভবিষ্যতে ব্যাঙ্ক অব ইংলণ্ডকে জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করা হইলে গবর্ণমেণ্ট ব্যাঙ্কের অন্য কোন স্বার্থের কথা চিন্তা না করিয়া নিছক দেশের স্বার্থের দিক হইতে উহাব কার্য্যনীতি নিযন্ত্রণ করিবার অবিসংবাদ্য সুযোগ পাইবেন। লোকের সমষ্টিগত কল্যাণে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের মারফতে দেশের দাদন নীতি ও বিনিময় নীতির মোড ঘুরানো তখন তাঁহাদের পক্ষে সহজসাধ্য হইবে।

দুর্ভিক্ষ সম্পর্কে সরকারী দায়িত্ব

১১৪৩ সালে বাঙ্গলায় যে দুর্ভিক্ষ আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল, তাহার কাবণ বর্ণনা করিতে গিয়া সরকারী অফিসর ও উপরিওযালাদের অনেক দাযিত্বহীনতার কথা উডহেড কমিশন লিপিবদ্ধ কবিয়াছেন। কিন্তু কেবল দুর্ভিক্ষ সৃষ্টির ব্যাপারেই নহে, দুর্ভিক্ষের সময় বিদেশ হইতে খাদ্যদ্রব্য আমদানীর ব্যাপারেও সরকারী গাফিলতী ও উদাসীনতা বেশী করিয়াই ধরা পড়িয়াছিল। ক্যানাডা, অষ্ট্রেলিয়া ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রচুর গম থাকা সত্ত্বেও ভারত গবর্ণমেণ্ট প্রথমে দুর্ভিক্ষ-পীডিতদের জন্য এদেশে তাহা আমদানী করার চেষ্টা করেন নাই। ভারত সরকারের খাদ্য বিভাগ পরে যদিবা সে বিষয়ে উদ্যোগী হইয়াছিলেন, জাহাজের অভাব দেখাইয়া বৃটিশ সরকাব সেবিষয়ে কোন কার্য্যকরী বিধিব্যবস্থা অবলম্বন করেন নাই। কিন্তু জাহাজের অভাব সম্পর্কে এই অজুহাত যে সম্পূর্ণ সত্য নহে এবং লণ্ডন ও ওয়াশিংটনের বৃটিশ অফিসাবেরা যে কারসাজি করিয়াই সেই অভাব বড় করিয়া দেখাইয়াছিলেন সম্প্রতি তাহার নজীব ভালভাবেই উদ্ঘাটিত হইয়াছে। ক্যালিফরনিয়ার ষ্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ফুড রিসার্চ্চ ইনষ্টিটিউট হইতে প্রকাশিত ওয়ার্লড গ্রেন রিভিউ এণ্ড আউটলুক (World Grain Review and Outlook 1945) পুস্তকে মন্তব্য করা হইয়াছে—"ভারতে দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি হওয়ার পর যখন ঐ দেশে খাদ্য প্রেরণের প্রযোজনীয়তা বড হইয়া দেখা দিয়াছিল, তখন লণ্ডন ও ওয়াশিংটনের বৃটিশ অফিসারেরা সে বিষয়ে উপযুক্ত মনোযোগ দেন নাই। জাহাজের অভাব দেখাইয়া একদিকে তাঁহারা ভারতে খাদ্য প্রেরণে অক্ষমতা জানাইয়াছিলেন—অপর দিকে জাহাজ বোঝাই করিয়া তাঁহারা বাহির হইতে বৃটেনে ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রয়োজনাতিরিক্ত ও অনেক ক্ষেত্রে কম প্রয়োজনীয় খাদ্য সরবরাহের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ভারতে লোকদের ক্রমাগত দাবী-দাওয়ার চাপে ঐ দেশে খাদ্য প্রেরণের জন্য যদিও বা শেষ পর্য্যন্ত দুইটি জাহাজ নিয়োগ করা স্থিব হয়, খাদ্য বোঝাই করিবার পর ঐ দুইটিতে ইঞ্জিনেব গোলযোগ দেখা দেয়। এই শ্রেণীর সরকারী অব্যবস্থা সম্পর্কে যদি কোন যুক্তি দেখাইবার থাকে তবে বৃটিশ সরকাবের পক্ষে তাহা অবিলম্বে প্রকাশ করিয়া বলা কর্ত্তব্য।"

ভূতপূর্ব্ব ভারত সচিব মিঃ এল এস এমেরী বৃটিশ সবকারের পক্ষ হইতে এদেশের দুর্ভিক্ষ-পীডিতদের সম্পর্কে অনেক সহানুভূতির বাণী উচ্চারণ করিয়াছিলেন। বিদেশ হইতে ভারতে খাদ্য প্রেবণের ব্যবস্থা করিয়া সাধ্যমত তাহাদিগকে সাহায্য করা সম্পর্কে কোন ত্রুটি করা হইবে না বলিয়া তিনি কথা দিয়াছিলেন। সে সাধ্যমত চেষ্টার স্বরূপ যে কি 'ওযার্লড গ্রেন রিভিউ এণ্ড আউটলুক' পুস্তকের উপরোক্ত মন্তব্য হইতে তাহা ভালভাবেই প্রকাশ পাইয়াছে। ভাবতের ক্ষেত্রে জাহাজেব অভাব দেখাইযা অপবদিকে বৃটেনে জাহাজ বোঝাই করিয়া কম প্রয়োজনীয় ও আবশ্যকাতিরিক্ত খাদ্য আমদানী কবা এবং ভারতের জন্য শেষ পর্য্যন্ত যে দুইটি জাহাজ নিয়োগ কবা হয় তাহাতে কার্য্য কালে ইঞ্জিনেব গোলযোগ ঘটিয়া যাওযা—এ সমস্ত দ্বাবা বৃটিশের ভণ্ডামী ও কারসাজির যথেষ্ট পবিচয়ই আমবা পাইতেছি। দুর্ভিক্ষেব ফলে বাঙ্গলাযই প্রায় ৫০ লক্ষ লোকের অকাল-মৃত্যু ঘটিযাছে। আধুনিক সভ্য জগতে এহেন শোচনীয মৃত্যুর গুরুত্ব উপলব্ধি কবিয়া নিরপেক্ষ আন্তর্জ্জাতিক প্রতিনিধিদের দ্বারা উপরোক্ত শ্রেণীর ভণ্ডামী ও কারসাজি সম্পর্কে তদন্তেব ব্যবস্থা হওযা উচিত। প্রকৃত অপরাধীবা যাহাতে সমুচিত শাস্তি পায় তাহার ব্যবস্থাও এই সঙ্গে করা সঙ্গত।

কাপড়ের কলের যন্ত্রপাতি

ভারতে অনেকগুলি কাপডেব কল গডিযা উঠিলেও এদেশে ঐ সমস্ত কলেব ব্যবহার্য্য যন্ত্রপাতি তৈয়াব সম্পর্কে আজ পর্য্যন্ত কোন ব্যবস্থা হয নাই। ফলে, এদেশেব কল-মালিকদিগকে প্রয়োজনীয যন্ত্রপাতির জন্য বিদেশেরই মুখাপেক্ষী হইযা থাকিতে হইতেছে। এই মুখাপেক্ষিতা ভাবতীয বস্ত্রশিল্পের সমুচিত উন্নতিব পথে একটি বড প্রতিবন্ধক হইয়া বহিযাছে। আব তাহার শোচনীয পরিণাম যুদ্ধেব সময়ে এদেশেব লোকদিগকে ভাল কবিয়াই ভোগ করিতে হইয়াছে। পূর্ব্বে যদিবা চেষ্টা করিযা বিদেশ হইতে কাপড়ের কলের যন্ত্রপাতি যোগাড় করা যাইত, যুদ্ধের সময়ে বিভিন্ন দেশ যুদ্ধপ্রচেষ্টা নিযা ব্যস্ত থাকার জন্য এবং মাল চলাচলেব উপযোগী জাহাজের অভাব ঘটায ঐ সময়ে বাহির হইতে তাহা সংগ্রহ করা ভারতেব পক্ষে সম্ভবপর হয় নাই। ফলে যুদ্ধের সময়ে কাপডেব চাহিদা বিশেষ বৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও যন্ত্রপাতির অভাবে এদেশে নূতন কল প্রতিষ্ঠা কবার কিংবা পুবানো কলসমূহকে সম্প্রসারিত করার সুযোগ ছিল না। কাজেই বস্ত্রের উৎপাদন প্রযোজনানুরূপ বৃদ্ধি না পাওয়ায় দেশের জনসাধারণকে পরিধেয বস্ত্রের জন্য খুবই কষ্ট পাইতে হইয়াছে। যুদ্ধ থামিয়া যাওযার পর এখনও দেশের বস্ত্রসঙ্কট কাটে নাই। কিন্তু বিদেশ হইতে শীঘ্র কাপডেব কলের যন্ত্রপাতি আমদানীর কোন আশা দেখা যাইতেছে না। এ-দেশ হইতে যে-সব শিল্পপতি ইংলণ্ড ও আমেরিকায় সফর করিতে গিয়াছিলেন আগামী দুই বৎসর ঐ দুই দেশ হইতে কোন যন্ত্রপাতি পাওয়া যাইবে না বলিয়াই তাঁহারা মন্তব্য করিয়াছেন। যন্ত্রপাতির জন্য ভারতীয় বস্ত্রশিল্প সম্প্রসারণের যে অসুবিধা দেখা দিয়াছে তাহা কাটাইয়া উঠিতে হইলে ভারতীয় শিল্প ব্যবসায়ীদের কর্ত্তব্য এদেশে কাপডেব কলের উপযোগী যন্ত্রপাতি তৈয়ারের জন্য উপযুক্ত সংখ্যক কারখানা গড়িয়া তোলা। সুখের বিষয এ বিষয়ে সম্প্রতি কোন কোন প্রদেশের ব্যবসায়ীদের দৃষ্টি নিবদ্ধ হইয়াছে। প্রকাশ, কয়াম্বাটোরের সাউদার্ণ ইণ্ডিয়া মিলওনার্স এসোসিয়েসন কাপডের কলের যন্ত্রপাতি তৈয়ারেব জন্য মাদ্রাজ প্রদেশে একটি কারখানা স্থাপনের সঙ্কল্প করিযাছেন। সেজন্য তাঁহারা টেক্সটাইল মেসিনারী কর্পোরেশন লিমিটেড নামক একটি কোম্পানী স্থাপনে ব্রতী হইয়াছেন। এই কোম্পানীর অনুমোদিত মূলধন ৫০ লক্ষ টাকা। শীঘ্রই ২৫ লক্ষ টাকার শেয়ার বাজারে ছাডা হইবে। জানা গিয়াছে, মাদ্রাজ সরকার ঐ কোম্পানীর কাজে তাঁহাদেব সহযোগিতা প্রদানে রাজী হইয়াছেন। যে শেয়ার বিক্রয় করা হইবে তাহার শতকবা দশ ভাগ তাঁহাবা গ্রহণ কবিবেন। ঐ কারখানার যন্ত্রপাতি আমদানী সম্পর্কে একটি বৃটিশ ফার্ম্মের সহিত মিলওনার্স এসোসিয়েসনের চুক্তি হইয়াছে বলিয়াও প্রকাশ। কাপড়ের কলের যন্ত্রপাতি নির্ম্মাণের জন্য দক্ষিণ ভারতেব কল-মালিকদের এই চেষ্টা খুবই প্রশংসনীয়। ইহার ফলে ভারতে বস্ত্রশিল্পের উন্নতির একটা প্রধান অসুবিধা অদূব ভবিষ্যতে দূব হইবাব আশা আছে। বোম্বাই ও বাঙ্গলাব কল-মালিকেরা অনুরূপভাবে যন্ত্রপাতি নির্ম্মাণের সুব্যবস্থা সম্পর্কে যত্নপব হইলে তাহা খুবই সুখের বিষয় হইবে।

ভারতীয় বেতার-শিল্প

ভারতীয় অশিক্ষা ও নিরক্ষরতা দূর করা যে কোন যুদ্ধোত্তর পরিকল্পনাব প্রধান অঙ্গ হওয়া উচিত। এই অশিক্ষা দূরীকরণে শুধু মাত্র বিদ্যালয় স্থাপনে কতদিনে কতদূর ফল হইবে সে বিষয়ে আমাদেব যথেষ্ট সন্দেহ আছে। সম্প্রতি বাংলা সবকার তাঁহাদের যুদ্ধোত্তর বিংশবার্ষিকী পরিকল্পনা প্রকাশ কবিযাছেন—তাহাতে অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষা বিস্তাবেব উদ্দেশ্যে সার্জ্জেণ্ট প্রস্তাব কার্য্যকরী করিবার সংকল্প ব্যক্ত করা হইযাছে। কিন্তু কেবলমাত্র সার্জ্জেণ্ট প্রস্তাব দ্বারা অশিক্ষা দূর কবা সুদূরপরাহত। এই উদ্দেশ্যে বেতারেব সাহায্য নিলে কার্য্য শীঘ্র সমাধা হইবে বলিয়া আমাদের ভরসা। সুতরাং ভারতীয় বেতার শিল্পের উন্নতি ও প্রসার আমাদের জাতীয অগ্রগতির পক্ষে অপরিহার্য্য। যদিও ভারতীয় বেতার শিল্পেব ইতিহাস বলিতে গেলে ১৯২৬ সাল হইতে আরম্ভ, এই শিল্পে প্রকৃত উন্নতি শুরু হয় ১৯৩৩ সাল হইতে এবং ১৯৩৬ সালে ভাবতীয় বেতার বিভাগ (অল ইণ্ডিযা রেডিও) প্রতিষ্ঠিত হইবার পর হইতে এই শিল্পে উন্নতি দ্রুততর হইতে থাকে। ১৯২৬ হইতে ১৯৩৩ সাল পর্য্যন্ত সময়ের মধ্যে মাত্র ৩৫।৪০ হাজার বেতার যন্ত্র ভারতে একত্রীভূত হইত। কিন্তু যুদ্ধের সময় সরকারের প্রয়োজনে এই শিল্পের উন্নতির গতি বৃদ্ধি হয। সায়েণ্টিফিক এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল রিসার্চ বোর্ডের রেডিও রিসার্চ কমিটি সম্প্রতি ভাবতীয বেতার শিল্পের অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন যে ভালভ্ ভিন্ন রেডিওর অন্যান্য অংশ প্রস্তুত করিবার পূর্ণ সম্ভাবনা ভারতে আছে। বর্ত্তমানে প্রায ১৮টি ভারতীয় প্রতিষ্ঠান রেডিওর বিভিন্ন অংশ নির্ম্মাণে ব্রতী আছেন এবং আমরা বিশ্বাস করি বৈদ্যুতিক আলো যাঁহারা নির্ম্মাণ করিতেছেন তাঁহারা মনোযোগ দিলে রেডিও-ভালভ্ ও তৈরী করিতে সমর্থ হইবেন। বর্ত্তমানে ভারতীয় বেতার শিল্পে প্রায় ৫ কোটি অর্থ নিয়োজিত আছে। গত ১৯৪৪ সালে ভারতে প্রায ২ লক্ষ বেতার-যন্ত্র ছিল এবং ভারতীয় শ্রোতৃবর্গের এই দিকে উৎসাহ যেভাবে বৃদ্ধি পাইতেছে তাহাতে মনে হয বৎসব বৎসর অন্ততঃ ৫০ হাজাব করিয়া বেতারযন্ত্রের চাহিদা বাড়িবে। সুতরাং বেতার শিল্পে অতি উৎপাদনের আশঙ্কা নাই বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। আমরা আশা করি ভারতীয় ব্যবসায়িগণ এইদিকে যথাযোগ্য দৃষ্টি দিবেন এবং সরকার এই শিল্পকে বিদেশী প্রতিযোগিতা হইতে রক্ষা করিবার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বনে বিমুখ হইবেন না।

আপনার নিজস্ব প্রতিষ্ঠান
দি হুগলী ব্যাঙ্ক লিঃ
৪৩নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
ফোন : ক্যাল ২২৬০ (তিন লাইন)
২৮-৯-৪৫ তারিখের হিসাব
আদায়ীকৃত মূলধন টাকা
ও সংরক্ষিত তহবিল ২৮,১১,০০০৲
নগদ, কোম্পানীর
কাগজ, ইত্যাদি ১,৯০,৪৪,০০০৲
আমানত ২,৯৮,৪৫,০০০৲
কার্য্যকরী মূলধন ৩,৫১,৪২,০০০৲
আমাদের নির্ভরযোগ্যতাই আপনার
অনাগত সুদিনের নিশ্চিত নিদর্শন।

সরকারী যুদ্ধোত্তর পরিকল্পনার স্বরূপ

যুদ্ধ যখন চলিতেছিল তখন ভারত গবর্ণমেণ্ট যুদ্ধোত্তর উন্নতির গালভবা বুলি আওড়াইয়া লোকের মনে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আশা ও ভরসা সঞ্চারের চেষ্টা করিয়াছিলেন। সরকারী বড কর্ত্তাদের মুখে কৃষি, শিল্প, শিক্ষা, স্বাস্থ্য সকল দিক দিয়াই ব্যাপক পবিকল্পনা গঠনেব কথা শুনা গিয়াছিল। যুদ্ধের অবসান ঘটায় ভারতে লোকেব বেকাব সমস্যা ক্রমেই জটিল হইয়া উঠিবার নমুনা দেখা যাইতেছে। এই অবস্থায় এক দিকে দেশের আর্থিক উন্নতিব জন্য ও অপর দিকে লোকের বেকাব সমস্যা সমাধানেব জন্য অবিলম্বে যুদ্ধোত্তর পরিকল্পনা কার্য্যকবী করা নিতান্ত দরকাব। কিন্তু গবর্ণমেণ্টের টালবাহনা দেখিযা এবিষয়ে প্রকৃত আশা বা ভরসার কিছুই দেখা যাইতেছে না। সম্প্রতি নূতন দিল্লীতে ভারত সবকারের সাধাবণ পরিকল্পনা কমিটি (General Policy Committee) ও শিল্প পরিকল্পনা কমিটির বৈঠক হইয়া গিয়াছে। ভারত সরকাবের প্ল্যানিং এণ্ড ডেভালপমেণ্ট বিভাগের সচিব স্যাব আর্দ্দেশির দালাল তাহাতে দুইটি বক্তৃতা দিয়া সরকারী পরিকল্পনার স্বরূপ বিশ্লেষণ করিযাছেন। কিন্তু ঐ বক্তৃতায় প্ল্যানিং সম্পর্কে আন্তরিক উদ্দেশ্য জ্ঞাপনের আড়ম্বর থাকিলেও প্রকৃত কাজ কোন দিক দিয়া বিশেষ অগ্রসর হওয়াব নমুনা বুঝা যাইতেছে না।

যুদ্ধের অবসান ঘটিবার ফলে দেশে অদূর ভবিষ্যতে বেকার সমস্যা কিরূপ জটিল হইয়া দেখা যাওয়ার সম্ভাবনা আছে মিঃ দালাল তাঁহাব বক্তৃতায় প্রথমে তাহা বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলিযাছেন, যুদ্ধের পূর্ব্বে ভারতে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকাবসমূহের মোট বাৎসরিক ব্যয়ের পরিমাণ ছিল ১৬০ কোটি টাকা। যুদ্ধের ফলে গত বৎসর ঐ ব্যয়েব পরিমাণ দাঁড়ায় ১ হাজার ২০০ কোটি টাকা। ঐ টাকার মধ্যে ৪৫০ কোটি টাকা বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের নামে ও ৪৫০ কোটি টাকা ভাবত সরকারের দেশরক্ষা খাতে খরচ হইয়াছিল। এই ভাবে সরকারী ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে দেশের লোকের কর্ম্মসংস্থানেব সুযোগ যথেষ্ট বাড়িয়া গিয়াছিল। ভাবতীয় সৈন্য বাহিনীতে লোকের সংখ্যা ছিল পূর্ব্বে আড়াই লক্ষেরও কম। যুদ্ধের সময়ে তাহা বাড়িয়া ২০ লক্ষের উপর দাঁড়ায়। সামরিক কারণে দেশে রাস্তা, এরোড্রোম ও সৈন্যাবাস নির্ম্মাণের ব্যবস্থা হওয়ায় তাহাতেও প্রায় দশ লক্ষ লোকের (অনভিজ্ঞ শ্রমিক) কর্ম্মসংস্থান হয়। কলকারখানা প্রভৃতিতে ৭।৮ লক্ষ নূতন লোকের কাজ হয। ভারত সরকারের দপ্তরসমূহে ও রেলওয়েতেও অতিরিক্ত সাড়ে ৩ লক্ষ লোকের কাজ জুটে। প্রাদেশিক সরকারের দপ্তরে ও নানা শ্রেণীর বেসরকারী কাজকাববারে যে নূতন লোক নিয়োগ করা হয় তাহা না ধরিয়াই এই ভাবে নবনিযুক্ত লোকের সংখ্যা প্রায় ৪০ লক্ষ দাঁড়ায়। যুদ্ধ থামিয়া যাওয়ায় বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের নামে এদেশে অর্থ ব্যয় বন্ধ হইবে। ভাবত সরকারকে তাঁহাদেব দেশরক্ষা ব্যয়ও ক্রমে ক্রমে হ্রাস করিতে হইবে। এই অবস্থায অচিরে নবনিযুক্ত লোকদের মধ্যে অনেকেরই কর্ম্মচ্যুতি ঘটিবার নিশ্চিত সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে। সৈন্য বিভাগেব কলেবর ক্রমে ক্রমে খর্ব্ব কবিবার যে পবিকল্পনা গৃহীত হইযাছে তাহাতে আট মাস মধ্যে ৮ লক্ষ ৫০ হাজার লোক বেকাব হইবে। সামবিক কাবণে রাস্তা, এরোড্রোম ও সৈন্যাবাস তৈয়ারের কাজে যে ১০ লক্ষ লোক খাটিত অচিরে তাহাদেরও কাজ যাইবে। এই হিসাব বিবেচনা করিলে সরকাবী দপ্তর ও কারখানাব কাজ সঙ্কোচ বাবদ যে লোক অপসারিত হইবে তাহা বাদেই দেশে অদূর ভবিষ্যতে ২০ লক্ষের মত লোক বেকার হইবে। যুদ্ধ পরিসমাপ্তির ফলে বেসবকারী কাজ কাববার হইতে যে সব লোকের কর্ম্মচ্যুতি ঘটিবে স্যার আর্দ্দেশির দালালের এই হিসাবে তাহাদের কথা ধরা হয় নাই। তাহা ধরিলে বেকারেব সংখ্যা অদূর ভবিষ্যতে ঐ ২০ লক্ষের চেয়ে অনেক বেশী দাঁড়াইবে বলিয়াই আমরা মনে করি। এই আসন্ন বেকারদের পুনর্নিয়োগের কি ব্যবস্থা হইবে তাহাই হইতেছে বর্ত্তমানেব প্রধান সমস্যা। এই সমস্যা সমাধানের জন্য অচিরে বিভিন্ন ধরণের সরকারী যুদ্ধোত্তর পবিকল্পনা কার্য্যে পবিণত হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু স্যার আর্দ্দেশির সে বিষয়ে বিশেষ কোন ভরসা দিতে পারেন নাই। নানা অসুবিধার কথা বলিয়া তিনি শুধু সবকাবী অক্ষমতাকেই ঢাকিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

স্যার আর্দ্দেশির বলিয়াছেন, "আমরা এতদিন যে ভবিষ্যৎ যুদ্ধোত্তর যুগের কথা বলিয়াছি যুদ্ধেব অবসানের সঙ্গে সে যুগ আজ কার্য্যতঃ সুরু হইয়াছে। কিন্তু যুদ্ধোত্তর যুগ সুরু হইলে কি হইবে, যুদ্ধোত্তর পরিকল্পনা যথাযথ কার্য্যে পরিণত করার সুযোগ এখনও আমাদের হয় নাই, নানা অসুবিধা ও নানা সমস্যা আমাদের চলার পথে বিঘ্ন উপস্থিত করিতেছে। প্রথমতঃ বলা যায়, সরকারী দপ্তরের উর্দ্ধতন অফিসারগণ যুদ্ধ প্রচেষ্টার চাপে এতই ব্যস্ত যে, তাঁহারা আর্থিক পরিকল্পনাসমূহ এখনও যথাযথ বিবেচনা করিয়া দেখিবার সুযোগ

১৯৫৯-৬১র
৩%
দ্বিতীয়
ভিক্টরি লোন
সম্বন্ধে কয়েকটি কথা

প্রথম ৩% ভিক্টরি লোন (১৯৫৭)-এ এগার মাসেরও **কম সময়ে ১১২ কোটি টাকার উপর জমা হবার পর, এই ঋণ গ্রহণ ১৯৪৫** সালের ফেব্রুয়ারি মাসে বন্ধ হয়।

প্রথম ভিক্টরি লোনেব মতই সুবিধাজনক সর্তে **৩%** দ্বিতীয় ভিক্টবি লোন প্রবর্তিত হ'লো এবং জাবি থাকবে যতদিন পর্যন্ত না সরকারী বিজ্ঞাপনের দ্বারা এই ঋণ গ্রহণ বন্ধ হয়।

আপনাব ব্যাঙ্কাবকে লিখলেই তাঁরা সব বন্দোবস্ত করে দেবেন। তা না হ'লে, বোম্বাই, কলিকাতা, মাদ্রাজ, দিল্লী ও কানপুবেব রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার অফিসে, কিংবা ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের যে কোনো শাখা অফিসে, কিংবা ট্রেজারিতে এই উদ্দেশ্যে লিখুন।

আয়কর বাদ দিয়ে শতকরা তিন টাকা হারের সুদ ১৫ই অগস্ট ও ১৫ই ফেব্রুয়ারি আপনার ঠিকানায় পাঠানো হবে। এই ঋণে আপনি যথেচ্ছ পরিমাণ টাকা খাটাতে পারবেন। এতে আপনার মূলধন সম্পূর্ণ নিরাপদ। ১৫ই অগস্ট ১৯৫৯ ও ১৫ই অগস্ট ১৯৬১র মধ্যে আপনার টাকা ফেরত পাবেন।

এ-ছাড়া হস্তান্তরের বাধা না থাকায়, আপনি যে কোনো সময়ে এই লোন বণ্ড বিক্রি ক'রে আপনার টাকা ফেরত পাবেন। এই বেলা দরখাস্ত করুন।

যাঁদেব আয়কর দিতে হয় না, কিংবা অপেক্ষাকৃত কম হারে দিতে হয়, তাঁরা এই ঋণের সুদের উপর বার্ষ আয়করও ফেরত পাবেন।

AAA 222

আপনার সঞ্চয়
১৯৫৯-৬১র
৩%
দ্বিতীয়
ভিক্টরি লোন-এ
নিয়োগ করুন

'ফিনান্স ডিপার্টমেণ্ট, গভর্নমেণ্ট অব ইণ্ডিয়া' কর্তৃক প্রচারিত

পাইতেছেন না। যুদ্ধের তোড়জোড় মিটিয়া গেলে অদূর ভবিষ্যতে ঐসব পরিকল্পনা বিবেচিত হইবে ও তাহা কার্য্যকরী করার ব্যবস্থা হইবে বলিয়া আশা করা যায়। দ্বিতীয়তঃ যুদ্ধোত্তর পরিকল্পনা কার্য্যকরী করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার যে অর্থ নিয়োগ করিবেন বলিয়া কথা দিয়াছিলেন অচিরেই সেরূপ অর্থ নিয়োগ করা সম্ভবপর নহে। যুদ্ধকালীন অতিরিক্ত খরচপত্র বন্ধ হইলে কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে যে উদ্বৃত্ত দাঁড়াইবে তাহা হইতেই আর্থিক পরিকল্পনার ব্যয় সঙ্কুলন করিতে হইবে। কিন্তু আগামী দুই বৎসর মধ্যে বাজেটে সেরূপ উদ্বৃত্ত দাঁড়াইবে বলিয়া মনে করা যায় না। ১৯৪৭-৪৮ সাল হইতে কেন্দ্রীয় সরকার তাঁহাদের আয় হইতে ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়া কিছু অর্থ বাঁচাইতে পারিবেন বলিয়া আশা করা যাইতেছে। কাজেই পুরাপুরিভাবে আর্থিক পরিকল্পনা কার্য্যকরী করিবার জন্য আমাদিগকে সেই সময় পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে হইবে।" এদেশে আর্থিক পরিকল্পনা কার্য্যকরী করিবার অন্যতম অসুবিধা হইতেছে উপযুক্ত কারিগর ও শিক্ষিত কর্ম্মীর অভাব। স্যার আর্দ্দেশির দালাল প্ল্যানিং বিভাগের ভার লইবার পর হইতে এদেশের যুবকদিগকে বাহিরে পাঠাইয়া উপযুক্ত কার্য্যকরী শিক্ষায় শিক্ষিত করিয়া তুলিবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু সে চেষ্টার সুফলও এখন পর্য্যন্ত বিশেষ কিছু পাওয়া যায় নাই। স্যার আর্দ্দেশির তাঁহার বক্তৃতায় জানাইয়াছেন,—৭০০ যুবককে বিদেশে পাঠাইবার জন্য নির্ব্বাচন করা হইয়াছিল, কিন্তু যানবাহনের অসুবিধার জন্য উহাদের মধ্যে অনেকেই বিদেশে গিয়া এপর্য্যন্ত তাহাদের শিক্ষা-দীক্ষার কাজ শুরু করিতে পারে নাই। অসুবিধা যেখানে সকল দিক দিয়াই এত বেশী সেখানে অদূর ভবিষ্যতে এদেশে আর্থিক পরিকল্পনা কার্য্যকরী হওয়ার আশা কোথায়?

ভারতের জাতীয় উন্নতির জন্য এদেশে কৃষি, শিল্প, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য প্রভৃতি সম্পর্কে অবিলম্বে ব্যাপক কার্য্যনীতি অনুসৃত হওয়া দরকার। আসন্ন বেকার সমস্যা সমাধানের জন্যও এই শ্রেণীর বিধিব্যবস্থার নিতান্ত প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে। কিন্তু সরকারী কর্ম্মচারীদের দায়িত্বজ্ঞান এতই বেশী যে, যুদ্ধ প্রচেষ্টার কাজে ব্যস্ত থাকিয়া তাঁহারা ঐ সব বিষয়ে উপস্থাপিত অনেক পরিকল্পনাই এখনও ভালভাবে বিবেচনা করিয়া দেখেন নাই। যুদ্ধের সময় ভারত গবর্ণমেণ্ট একমাত্র দেশরক্ষা বাবদই বৎসরে ৪৫০ কোটী টাকার মত ব্যয় করিয়াছেন। এই ব্যাপারে অর্থ সংগ্রহের কোন বিঘ্ন দাঁড়ায় নাই। কিন্তু আর্থিক পরিকল্পনার জন্য ১৯৪৭-৪৮ সালের পূর্ব্বে তাঁহারা কোন অর্থ নিয়োগ করিতে পারিবেন না। ইহা প্রকৃত অসুবিধা, না আন্তরিকতার অভাব তাহাই আমরা ভাবিতেছি। কারিগরী শিক্ষার জন্য এখনও উপযুক্ত সংখ্যক যুবককে বিদেশে প্রেরণ করা সম্ভবপর হয় নাই, এই অব্যবস্থার জন্য উপযুক্ত কারিগর ও মিস্ত্রী প্রভৃতির অভাবে ১৯৪৭-৪৮ সালেও যে আর্থিক পরিকল্পনা, বিশেষ করিয়া শিল্পোন্নতির পরিকল্পনা কার্য্যকরী করার সুবিধা হইবে তাহা মনে হয় না। কাজেই কোন দিক দিয়াই আমরা আশা বা ভরসার কিছু দেখিতেছি না।

উপরোক্ত শ্রেণীর সাধারণ অসুবিধার কথা বর্ণনা করিয়া স্যার আর্দ্দেশির দালাল তাঁহার বক্তৃতায় আলাদাভাবে বিভিন্ন পরিকল্পনা সম্পর্কে অন্য নানা বাধাবিঘ্নের কথাও বর্ণনা করিয়াছেন। এদেশের আর্থিক উন্নতির জন্য ও এদেশের লোকদের ব্যাপক কর্ম্মসংস্থানের জন্য শিল্পোন্নতির পরিকল্পনাই সর্ব্বাগ্রে কার্য্যকরী করার ব্যবস্থা দরকার। কিন্তু তাহা করিবার পক্ষে স্যার আর্দ্দেশির কতকগুলি অসুবিধার নজীর দেখাইয়াছেন। প্রথমতঃ শিল্পোন্নতির বিস্তারিত পরিকল্পনা স্থির করিবার জন্য যেসব শিল্প কমিটি বা ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল প্যানেল গঠিত হইয়াছে তাঁহারা এখনও তাঁহাদের রিপোর্ট গবর্ণমেণ্ট সমীপে পেশ করেন নাই। শিল্পোন্নতির কাজ সুরু করিবার পক্ষে অন্যতম প্রধান অসুবিধা উপযুক্ত যন্ত্রপাতির অভাব। এদেশে শিল্পোপযোগী যন্ত্রপাতি তৈয়ার সম্পর্কে গবর্ণমেণ্ট কোন ব্যবস্থা করেন নাই। ইংলণ্ড ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি দেশ হইতে যন্ত্রপাতি আমদানী সম্পর্কে গবর্ণমেণ্ট চেষ্টা করিতেছেন বলিয়া স্যার আর্দ্দেশির জানাইয়াছেন। কিন্তু ঐ সব দেশে যন্ত্রপাতির যোগান যেরূপ কম এবং তাহা সংগ্রহ করা সম্পর্কে বিভিন্ন দেশের প্রতিযোগিতা যেরূপ বেশী তাহাতে আগামী ২।৩ বৎসর মধ্যে ভারতের পক্ষে উপযুক্ত যন্ত্রপাতি পাওয়া সহজ নহে ইহাই তাঁহার মত। যন্ত্রপাতি সংগ্রহের জন্য বিভিন্ন দেশে ভারত হইতে পার্চেজিং মিশন প্রেরণ করা দরকার। এ বিষয়ে ভারত সরকারের গরজ এত কম যে, এখন পর্য্যন্ত সেরূপ কোন মিশন প্রেরণ করা হয় নাই। ভবিষ্যতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে যন্ত্রপাতি সংগ্রহের জন্য কিরূপ এজেন্সী স্থাপন করা হইবে স্যার আর্দ্দেশির তথা ভারত সরকার সবেমাত্র তাহা বিবেচনা করিতেছেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে মাল আনিতে হইলে যে ডলার সিকিউরিটি প্রয়োজন হইবে তাহা

লক্ষ্মীনারায়ণ আয়ুর্ব্বেদিক ফার্ম্মেসী লিঃ

আয়ুর্ব্বেদ ঔষধ প্রস্তুতের একমাত্র শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান

পরিচালকমণ্ডলী আনন্দের সহিত ঘোষণা করিতেছেন যে, কোম্পানী ভারত সরকারের নিকট হইতে প্রত্যেকটী ১০৲ টাকা মূল্যের ২,৫০,০০০৲ টাকার শেয়ার বিক্রয় করিবার অনুমতি পাইয়াছে। এতৎসম্পর্কে যথাসময়ে বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হইয়াছে।

=উচ্চ কমিশনে সম্ভ্রান্ত এজেণ্ট আবশ্যক=

ম্যানেজিং এজেণ্টস্ :—সাহা গোস্বামী এণ্ড কোং

৫৩, নর্থ ব্রুক হল রোড, ঢাকা।

দি কুমিল্লা ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিঃ

রেজিষ্টার্ড অফিস—৪, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। স্থাপিত—১৯২২

কার্য্যকরী মূলধন—১২ কোটি টাকার উপর

—কলিকাতা অফিসসমূহ—

৪, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, ২২৫, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, ৯৯-এ, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট এবং ১৩৯-বি, রসা রোড

: অন্যান্য অফিসসমূহ :

কুমিল্লা	জোড়হাট	দ্বারভাঙ্গা	নারায়ণগঞ্জ	পুরাণবাজার	ভাগলপুর
গৌহাটী	ডিব্রুগড়	ধুবড়ী	পাবনা	ব্রাহ্মণবেড়িয়া	ভৈরব
চট্টগ্রাম	ঢাকা	নিতাইগঞ্জ	পাটনা	বোম্বাই	ময়মনসিংহ
চাঁদপুর	তিনসুকিয়া	নওগাঁ	পাটনা সিটি	বরিশাল	রাজসাহী

মাদ্রাজে এজেন্সী আছে—

বৈদেশিক এজেন্সীসমূহ : লণ্ডন—বারক্লেজ ব্যাঙ্ক লিঃ, আমেরিকা—গ্যারাণ্টী ট্রাষ্ট কোং অফ নিউ ইয়র্ক, অষ্ট্রেলিয়া—ব্যাঙ্ক অফ নিউ সাউথ ওয়েলস্, সিডনী, মধ্য প্রাচ্য—বারক্লেজ ব্যাঙ্ক (ডি, সি, এণ্ড সি, এ)

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—ডাঃ এস, বি, দত্ত, এম-এ, বি-এল, পি-এইচ-ডি (ইকন) লণ্ডন, বার-এট-ল।

আমরা সানন্দে ঘোষণা করিতেছি যে, আমাদের মেদিনীপুর, পুরী, হাটখোলা ও জলপাইগুড়ি শাখা খোলা হইয়াছে।

বেনারস শাখাও শীঘ্রই খোলা হইবে।

দি ত্রিপুরা মডার্ণ ব্যাঙ্ক লিঃ

(সিডিউল্‌ড্)

অনুমোদিত মূলধন—	...	৩০,০০,০০০৲ টাকা
বিলিকৃত ও বিক্রীত মূলধন—		২২,৫০,০০০৲ ,,
আদায়ীকৃত মূলধন ও রিজার্ভ ফাণ্ড—		১২,৭২,৬৩১৲ ,,
আমানত—	... ...	১,৯২,০০,০০০৲ ,,
কার্য্যকরী মূলধন—	...	২,৫০,০০,০০০৲ ,,

পৃষ্ঠপোষক—
মাননীয় ত্রিপুরাধিপতি মহারাজা মাণিক্যবাহাদুর, কে-সি-এস্-আই

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—
রাজসভাভূষণ হরিদাস ভট্টাচার্য্য

প্রধান অফিস—
আগরতলা (ত্রিপুরা ষ্টেট)

রেজিষ্টার্ড অফিস—
আখাউড়া (বি এণ্ড এ রেলওয়ে)

কলিকাতা অফিসসমূহ—
৬, ক্লাইভ ষ্ট্রীট ও ২০১, হ্যারিসন রোড।

সংগ্রহের ব্যবস্থাও তাঁহারা ভবিষ্যতের জন্যই মুল-তুবী রাখিয়াছেন। তবে অদূর ভবিষ্যতে যন্ত্রপাতি সংগ্রহের কোন আশা দিতে না পারিলেও স্যার আর্দ্দেশির দালাল এদেশে সরকারী উদ্যোগে ভবিষ্যতে জাহাজ নির্ম্মাণ শিল্প ও বিমানপোত শিল্প গড়িয়া তোলার আশা দিয়াছেন। কোন দিক দিয়া শিল্পোন্নতির প্রকৃত সুব্যবস্থা যেখানে কিছুই হইতেছে না সেখানে ভবিষ্যতে জাহাজ নির্ম্মাণ শিল্প ও বিমানপোত শিল্প প্রতিষ্ঠার এই ভরসা নিতান্ত লোক ভুলানো স্তোকবাক্য বলিয়াই আমরা মনে করি। অদূর ভবিষ্যতে শিল্পোন্নতির সরকারী পরিকল্পনা কার্য্যকরী হওয়ার সম্ভাবনা নাই দেখিয়া স্যার আর্দ্দেশির দালাল এদেশের আসন্ন বেকার সমস্যা সমাধানের জন্য ভারতের শিল্পোদ্যোগী ও ব্যবসায়ীদিগকে ব্যক্তিগতভাবে ঐ বিষয়ে ব্রতী হইতে নির্দ্দেশ দিয়াছেন। কিন্তু বিদেশ হইতে শীঘ্র যন্ত্রপাতি আমদানীর আশা যেখানে কম এবং উপযুক্ত সংরক্ষণ ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া ও শিল্পের ট্যাক্সভার লাঘব করিয়া গবর্ণমেণ্ট যেখানে ব্যবসায়ী সম্প্রদায়কে প্রকৃত সুযোগ দিতেছেন না সেখানে এই ফাঁকা নির্দ্দেশে কি ফল হইবে তাহা আমরা বুঝি না।

জনস্বাস্থ্য সম্পর্কে বিবেচনার জন্য যে ভোর (Bhore) কমিটি গঠন করা হইয়াছিল সেই কমিটির রিপোর্ট এখনও গবর্ণমেণ্টের নিকট পেশ করা হয় নাই। শিক্ষা সম্পর্কিত সার্জ্জেণ্ট স্কীমে কতকগুলি প্রয়োজনীয় বিধি-ব্যবস্থা অবলম্বনের নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু সেই সব নির্দ্দেশ সম্পর্কে যে গবর্ণমেণ্ট এখনও কোন চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হন নাই স্যার আর্দ্দেশির তাহা স্বীকার করিয়াছেন। কাজেই আসন্ন বেকার সমস্যা সমাধানের জন্য ঐ সব পরিকল্পনা অচিরে কার্য্যকরী হওয়ার কোন আশাই নাই।

এদেশের আসন্ন বেকার সমস্যা সমাধানের জন্য স্যার আর্দ্দেশির দালাল অদূর ভবিষ্যতে শুধু রাস্তা-ঘাট নির্ম্মাণ, বাড়ী-ঘর প্রস্তুত ও কয়েকটি সেচ পরিকল্পনা কার্য্যকরী করা সম্বন্ধে আশ্বাস দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, এই সব ধরণের কার্য্য সুরু করা সম্বন্ধে বিশেষ প্রতিবন্ধক নাই; গবর্ণমেণ্টও তাহা আগ্রহ সহকারে বিবেচনা করিতেছেন। কিন্তু এই ধরণের বিচার ও বিবেচনার কথায় লোকে কতটুকু আশ্বস্ত বোধ করিতে পারিবে তাহা ভাবিবার বিষয়। আর অসুবিধার কথা যদি ধরা যায় তবে এই শ্রেণীর পরিকল্পনা কার্য্যকরী করা সম্পর্কেও তাহার নজীর যথেষ্টই দাঁড়াইতে পারে বলিয়া আমাদের আশঙ্কা আছে। রাস্তাঘাট নির্ম্মাণ ও সেচকার্য্যের ব্যবস্থার জন্য জরীপ কাজ সমাধা করা এবং ম্যাপ ও ডিজাইন প্রস্তুত করা দরকার। সেজন্য অভিজ্ঞ ও বিশেষজ্ঞ লোকের অভাব দেখা যাওয়া বিচিত্র নহে। যন্ত্রপাতি পাওয়ার যেখানে বিশেষ অসুবিধা রহিয়াছে সেখানে রাস্তা নির্ম্মাণের জন্য রোড রোলার প্রভৃতিই বা উপযুক্ত সংখ্যায় পাওয়া যাইবে কি করিয়া? গবর্ণমেণ্ট পূর্ব্ব হইতে যখন কোন বিষয়েই সুব্যবস্থা করিয়া রাখেন নাই তখন ভারতের আসন্ন বেকার সমস্যা সমাধানের জন্য দেশে অচিরে আর্থিক উন্নতির ছোটখাট স্কীমও কার্য্যকরী হওয়ার কোন আশা আমরা দেখিতেছি না। আসল কথা ভারতের আর্থিক উন্নতির জন্য ও এদেশবাসীর বেকার সমস্যা সমাধানের জন্য এদেশের বর্ত্তমান বৃটিশ আমলাতান্ত্রিক গবর্ণমেণ্টের কোন আন্তরিক আগ্রহ বা সঙ্কল্প নাই। কোন দিকে কোন কার্য্যকরী বিধিব্যবস্থা অবলম্বন না করিয়া জনসাধারণকে ভুলাইবার জন্য যুদ্ধের সময়ে তাঁহারা যুদ্ধোত্তর পরিকল্পনার বুলি আওড়াইয়াছেন। নানা অসুবিধা ও বাধাবিঘ্নের নাম করিয়া যুদ্ধের পরেও আজ সে সব যুদ্ধোত্তর পরিকল্পনা তাঁহারা কার্য্যে পরিণত করার কোন গরজ দেখাইতেছেন না। প্রকৃত জাতীয় গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্য্যন্ত এই ধরণের অব্যবস্থা ও ধাপ্পাবাজির অবসান ঘটিবে বলিয়া মনে হয় না।

বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ

ভবিষ্যতে সুখ-শান্তি ভোগের জন্য সুখস্বপ্নই বর্ত্তমানকে ক'রে তোলে কর্ম্মময়—সেই কর্ম্ম-শক্তির উদ্দীপনা মানুষকে এনে দেয় আয়ের সংস্থান—তখন মানুষ উপার্জ্জিত অর্থের সদ্ব্যবহার ক'রতে যায় ভুলে—স্বপ্ন স্বপ্নই থাকে।

*

ভবিষ্যতের আশা পূরণ ক'রতে হ'লে যে সুযোগ্য প্রতিষ্ঠানের পরিকল্পনায় চালিত হওয়া দরকার উহাই—

!!!

ক্যালকাটা
কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক
লিমিটেড

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার সিডিউলড্ ভুক্ত
১৫, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
মিঃ এস, দত্ত ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

রাজস্থান ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস: ২২নং ষ্ট্রাণ্ড রোড, কলিকাতা।

'গ্রাম—"গোল্ডনেষ্ট" 'ফোন—কলি: ৪০৩৮

শাখাসমূহ

বালীগঞ্জ এবং ভবানীপুর	বাদুড়িয়া
বসিরহাট	সোনারপুর
বসিরহাট বাজার	লক্ষ্মীকান্তপুর
জয়নগর-মজিলপুর	মাল (জলপাইগুড়ি)

ইত্যাদি

সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য করা হয়

ডিরেক্টর-ইন-চার্জ: কুমার শৈলেন্দ্রনারায়ণ রায়, এম্-এ, বি-এল (জোড়াসাঁকো রাজ)

ম্যানেজিং ডিরেক্টর: মিঃ লালমোহন মুখার্জ্জি

সেক্রেটারী: মিঃ ডি, এস, ঘোষ রায়, বি-এ

BB/RB

নিউ ষ্ট্যাণ্ডার্ড ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস:—কুমিল্লা

অনুমোদিত মূলধন	১,০০,০০,০০০৲
বিলিকৃত ও বিক্রীত মূলধন	২০,০০,০০০৲
আদায়ীকৃত মূলধন	১৭,৯০,০০০৲ টাকার উপর
রিজার্ভ ফাণ্ড	৩,০০,০০০৲

শাখাসমূহ

ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলেজ ষ্ট্রীট, বালীগঞ্জ, শ্যামবাজার, ময়মনসিংহ, ফরিদপুর, টাঙ্গাইল, আসানসোল, বর্দ্ধমান, খুলনা, শিলচর, সিলেট, শিলং, তিনসুকিয়া, জোড়হাট, ছাতক, রাঁচী, জব্বলপুর ও এলাহাবাদ।

এজেন্সী:—ভারতের বড় বড় ব্যবসাকেন্দ্রে।

বাংলার খাদ্য সমস্যা *

বঙ্গদেশের আয়তন ৫ কোটী ৩০ লক্ষ একর অথবা ৭৭ হাজার ৪ শত ৪২ বর্গমাইল। ইহা ইংল্যাণ্ড, ওয়েল্‌স্‌ ও অর্দ্ধ-স্কটল্যাণ্ড-এর সমষ্টিরও অধিক। বাংলাদেশের অধিকাংশ ভূমি বঙ্গোপসাগরে অবস্থিত একটি বদ্বীপ এবং মধ্য ও পশ্চিম বঙ্গ ব্যতীত অবশিষ্ট ভূমি নদনদীর সাহচর্য্যে উর্ব্বর। অধিবাসীর সংখ্যা ৬ কোটীর কিঞ্চিদধিক। এই সংখ্যা সমগ্র যুক্তরাজ্যের চেয়ে বেশী এবং ফ্রান্স, বেলজিয়াম, হল্যাণ্ড ও ডেনমার্কের লোকসংখ্যার সমষ্টি হইতেও বিশেষ কম নয়।

দেশের মোট ৩ কোটী একর জমীতে ফসল হয়, তাহার মধ্যে প্রায় ২ কোটী ৬০ লক্ষ একর জমীতে ধান চাষ হয়। অবশিষ্ট জমীর মধ্যে ২০-২৫ লক্ষ একরে পাট দেওয়া হয়; মাত্র ২॥ লক্ষ একর জমীতে গম চাষ হয় এবং বাকী জমী তরীতরকারী, ফলমূল এবং পাট ভিন্ন অন্য অর্থকরী ফসল (ক্যাশক্রপ) এর জন্য ব্যবহৃত হয়। সমগ্র ভারতে যত চাউল উৎপন্ন হয় বঙ্গদেশে তাহার শতকরা ২৯ ভাগ উৎপন্ন হয়। সমগ্র কর্ষিত জমীর শতকরা মাত্র ৭ ভাগ জমীতে জল সেচের ব্যবস্থা আছে এবং মাত্র ৬০ লক্ষ একর জমীতে বৎসরে ২ বার ফসল হয়। মোট ১ কোটী ২০ লক্ষ একর জমী পতিত অবস্থায় আছে। প্রদেশের সমগ্র ভূমির শতকরা ১৪ ভাগ বনজঙ্গল। বাংলার বিশাল জলভাগে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে মৎস্য চাষের আজ পর্য্যন্তও বিশেষ কোন চেষ্টা হয় নাই। কৃষি কার্য্য দ্বারা প্রতি বর্গমাইলে ২৫০ জনের বেশী লোক জীবন ধারণ করিতে পারে না; কিন্তু বাংলাদেশে প্রতি বর্গমাইলে গড়ে ৬৫০ জন লোক বাস করে এবং পূর্ব্ববঙ্গে স্থানে স্থানে প্রতি বর্গমাইলে ১২ শতেরও বেশী লোকের বাস। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, বাংলাদেশে যে কেবলমাত্র কর্ষিত এবং কর্ষণযোগ্য জমীরই অভাব আছে এমন নহে, পরন্তু বাংলাদেশে জমীর উৎপাদনও ক্রমবর্দ্ধমান জনসংখ্যার পক্ষে অপ্রতুল।

সম্প্রতি প্রকাশিত দুর্ভিক্ষ তদন্ত কমিশন রিপোর্টের মতে জীবিকার জন্য একমাত্র অথবা প্রধানতঃ কৃষিকার্য্যের উপর নির্ভরশীল এমন পরিবারের আনুমানিক সংখ্যা বাংলাদেশে ৭৫ লক্ষ। ৫ একরের অধিক জমীর মালিক এমন পরিবারের সংখ্যা ২০ লক্ষেরও কম; ১০ একরের অধিক জমীর অধিকারী এমন পরিবারের সংখ্যা প্রায় ৭ লক্ষ; ২ হইতে ৫ একর জমীর মালিক এমন পরিবারের সংখ্যা প্রায় ২০ লক্ষ এবং সমগ্র পরিবার সমষ্টির প্রায় অর্দ্ধেকের হয় নিজেদের কোন জমী নাই অথবা মাত্র ২ একর করিয়া জমী আছে। মোট কৃষক পরিবারসমূহের ভিতর প্রায় ১০ লক্ষ পরিবার প্রধানতঃ বর্গাদার হিসাবে আছে—অর্থাৎ ইহারা অন্যের জমী ভাগে চাষ করিয়া থাকে। প্রায় ২০ লক্ষ পরিবার সম্পূর্ণভাবে বা প্রধানতঃ কেবলমাত্র মজুরীর উপর নির্ভর করে। ভূমিহীন মজুরদের সংখ্যাও প্রায় ৩০ লক্ষ হইবে এবং কর্ম্মবিহীন পরাশ্রয়ীদের সংখ্যা হইবে প্রায় ৪০ লক্ষ।

একটি কৃষকের জীবনধারণের জন্য শুধুমাত্র খাদ্যশস্য হইলেই চলে না, কিছু অর্থকরী শস্যেরও দরকার। চাল, ডাল, কলাই, শাকসব্জী, ফলমূল ইত্যাদি প্রথম শ্রেণীর শস্যের উদাহরণ এবং তৈলবীজ, পাট, চা, তামাক, চিনি, ইত্যাদি দ্বিতীয় শ্রেণীর শস্যের পর্য্যায়ভুক্ত। অর্থকরী শস্যের বিনিময়ে কৃষক তাহার পোষাক-পরিচ্ছদ, যন্ত্রপাতির অভাব পূরণ করে। শস্যের যেমন বিভিন্ন শ্রেণী আছে এবং বিভিন্ন শ্রেণীর শস্যই সর্ব্বাঙ্গীণ অভাব পূরণের জন্য প্রয়োজন হয়, তেম্নি খাদ্যও বিভিন্ন শ্রেণীর এবং ইহাদের কোন শ্রেণী বিশেষকেই সম্পূর্ণ উপেক্ষা করা যায় না। স্বাস্থ্যনীতিসম্মত সুগঠিত খাদ্যতালিকায় শক্তিবর্দ্ধনকারী খাদ্য যেমন চাউল, আটা, চর্ব্বি, চিনি ইত্যাদির স্থান আছে তেম্নি ক্ষতিপূরক খাদ্য যথা প্রোটীন—দুধ, মাছ, মাংস, ডিম, ডাল, মটরশুটি, বাদাম ও নানাপ্রকার ভিটামিনেরও অবশ্য প্রয়োজন। শিশু ও কিশোরদের দুধ ইত্যাদি জৈবখাদ্য ও ভিটামিন বেশী দরকার। ক্ষতিপূরক খাদ্য সন্তানসম্ভবা এবং প্রসূতি নারীগণের পক্ষে অধিক প্রয়োজন। রুগ্নদের জন্য তো বিশেষ ব্যবস্থা হওয়াই উচিত। ইহা হইতে বুঝা যাইবে যে, খাদ্য বলিতে শুধু চাউল, আলু, মাছ, মাংস, ডিম, তরীতরকারী ও ফলমূল না বুঝিয়া কতকগুলি বিশেষ রাসায়নিক দ্রব্যও যথা কার্ব্বোহাইড্রেট, প্রোটীন, চর্ব্বি, আকরিক ও ভিটামিনসমূহ ধরিয়া লইতে হইবে। যদি এই সমস্ত উপাদানই প্রয়োজন মত প্রত্যহ গ্রহণ না করা যায় তাহা হইলে স্বাস্থ্যহানি অবশ্যম্ভাবী। ইহা এখন সর্ব্বজনস্বীকৃত যে, জাতির শারীরিক অসুস্থতার অধিকাংশই সুনির্ব্বাচিত খাদ্য ও সুনিয়ন্ত্রিত জীবনের সাহায্যে দূরীভূত করা সম্ভব। সুতরাং জাতীয় স্বাস্থ্যের উন্নতিকল্পে দেশের সর্ব্বপ্রথম দরকার বয়স ও নরনারী ভেদে বিভিন্ন শ্রেণীর জনসমষ্টির জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্যের সরবরাহ করা।

সাধারণ পূর্ণবয়স্ক বাঙ্গালীর প্রাত্যহিক খাদ্য তালিকায় নিম্নলিখিত দ্রব্যসমূহ অন্তর্ভুক্ত হওয়া অবশ্য প্রয়োজন :—১২ আউন্স চাউল এবং ৪ আউন্স গম জাতীয় অন্য কোন শস্য; ২ আউন্স ডাল, ৪ আউন্স দুধ, ২ আউন্স মাছ অথবা মাংস (মাছ মাংসের অভাবে আরও ৪ আউন্স দুধ), ৬ আউন্স তরকারী, ৪ আউন্স শাকসব্জী, ২ আউন্স চর্ব্বি ও তৈল এবং ২ আউন্স ফলমূল ইত্যাদি। বাংলার খাদ্য সমস্যাকে এই হিসাব হইতে বিচার করিতে হইবে এবং বিভিন্ন বয়স ও স্ত্রীপুরুষের বিভিন্ন প্রয়োজনীয়তার দিকেও দৃষ্টি রাখিতে হইবে। বাংলাদেশে প্রতি পরিবারে গড়ে ৫ জন লোক আছে এবং প্রতি উপার্জ্জনশীল ব্যক্তির উপর গড়ে ২ হইতে ৫ জন কর্ম্মহীন ব্যক্তি নির্ভর করে। প্রতি পরিবার গড়ে মাত্র ৩·৩৪ একর কর্ষণীয় ভূমির

* (২রা জুলাই, ১৯৪৫ তারিখে বঙ্গদেশের রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটির অধিবেশনে পঠিত "বাংলার খাদ্য-সমস্যা" সম্পর্কে মিঃ এ, সি, উকীলের ইংরাজী প্রবন্ধের সারমর্ম্ম।)

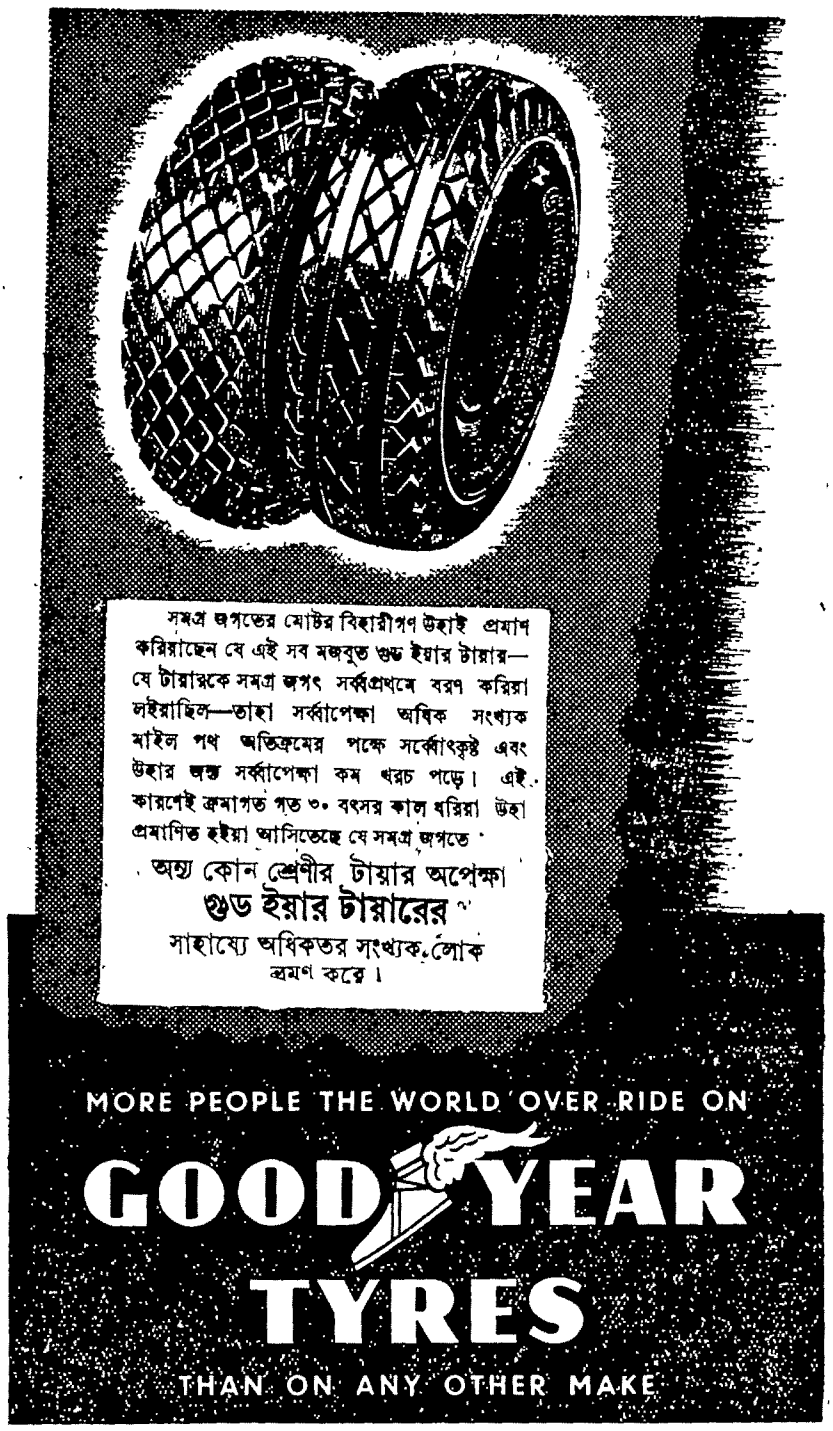

বর্ত্তমানে অধিকতর পরিমাণে টায়ার ও টিউব পাওয়া যাইতেছে। আপনার নিকটবর্ত্তী গুড ইয়ার টায়ার বিক্রেতার নিকট যান। উক্ত বিক্রেতা নূতন সেটের জন্য এ, আর, এ'র নিকট আপনার নাম সুপারিস করিবেন।

মালিক যেখানে ইংল্যাণ্ডে প্রতি পরিবারের অধীন গড়ে ২১ একর চাষযোগ্য জমী আছে। ইহা ছাড়া, বাংলাদেশে মাত্র অল্প কয়েকটি পরিবারেরই নিজেদের জমী আছে। সুতরাং আমাদিগকে আবার বলিতে হইতেছে যে, সুস্থ জীবন লাভ করিতে হইলে প্রতি বাঙ্গালী পরিবারের হাতে চাষযোগ্য ভূমির পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে হইবে এবং সেই ভূমির উৎপাদন ক্ষমতাও সঙ্গে সঙ্গে অন্ততঃ ৮।১০ গুণ বৃদ্ধি করা নিতান্ত দরকার।

খাদ্য উৎপাদনে ত্রুটী

চাউল—বীজধান্যের জন্য ৫॥ লক্ষ টন বাদ দিলে বাংলাদেশে চাউলের ঘাটতি ২০ লক্ষ টন অনুমিত হয়। জাপান কর্ত্তৃক ব্রহ্মদেশ অধিকারের পূর্ব্বে প্রতি বৎসর ১৫ লক্ষ টন চাউল ব্রহ্মদেশ হইতে বাংলায় আমদানী করা হইত। বিশেষজ্ঞগণ হিসাব করিয়া দেখিয়াছেন যে, ঢেঁকিছাটা চাউল ব্যবহার করিলে এবং রান্নার সময় ফেন না ফেলিয়া দিলে, খাদ্যে চাউলের পরিমাণ শতকরা ২০ ভাগ কমাইয়া দিলেও দেহের পুষ্টির পক্ষে কোন ক্ষতি হয় না। তাহা ছাড়া ফিলিপাইন দ্বীপে ইহা পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, শতকরা ২০ ভাগ চাউলের পরিবর্ত্তে সয়াবীন এবং কিছু শাকসব্জী ভাতের সঙ্গে রান্না করিয়া লইলে তাহাতে শুধু যে চাউলের খরচ বাঁচিয়া যায় তাহাই নহে, পরন্তু খাদ্যের গুণও বৃদ্ধি পায়। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, ভারতে একর প্রতি মাত্র ৮২৩ পাউণ্ড চাউল জন্মে যেখানে ইটালীতে জন্মে ৪৭৪৩ পাউণ্ড, মিশরে ৩১৭৯ পাউণ্ড, জাপানে ২৯৮৮ পাউণ্ড এবং স্পেনে ৫৫৪২ পাউণ্ড। যদিও বাংলাদেশের অধিকাংশ জমী ইক্ষুচাষের যোগ্য তথাপি যুক্তপ্রদেশ, বিহার এবং অন্যান্য প্রদেশ হইতে এই দেশে প্রতি বৎসর ৩ কোটী টাকার ইক্ষু আমদানী করিতে হয়।

গম—গড়ে বাংলাদেশে ৩ লক্ষ টন গম ব্যবহৃত হয় আর জন্মে মাত্র ৭৪ হাজার টন। সুতরাং গমের ঘাটতি বাংলাদেশে বার্ষিক ২ লক্ষ ২৬ হাজার টন। খাদ্যশস্যের মধ্যে গম অপেক্ষাকৃত অধিকতর পুষ্টিকর। সুতরাং বাংলাদেশে চাউলের ব্যবহার কমাইয়া গমের ব্যবহার বেশী হওয়া বাঞ্ছনীয়।

কলাই ইত্যাদি—আনুমানিক ১ লক্ষ ৫৩ হাজার টন এই শ্রেণীর শস্য বাংলাদেশে প্রতি বৎসর আমদানী হয়। এই হিসাবের মধ্যে গৃহপালিত পশুদের ব্যবহৃত কলাই ও খৈল ধরা হয় নাই। বাংলাদেশের নানাস্থানে চীনাবাদাম সহজেই উৎপন্ন হইতে পারে, কিন্তু প্রতি বৎসর বাংলাদেশে ১০ লক্ষ টাকার চীনাবাদাম ও ৫ লক্ষ টাকার বাদাম তৈল মাদ্রাজ হইতে আসে। সকলেই সয়াবীনের পুষ্টিকারিতা ও ব্যবসায়িক মূল্য জানেন, তবু আজ পর্য্যন্ত সয়াবীন এবং চীনাবাদাম চাষের বিশেষ কোন চেষ্টাই বাংলাদেশে হয় নাই।

চর্ব্বি ও তৈল—বাংলাদেশ তাহার মোট প্রয়োজনের মাত্র ১০ ভাগের এক ভাগ সরিষার তৈল প্রস্তুত করে। যদিও বাংলাদেশের দরিদ্র সম্প্রদায় ঘি-মাখন বিশেষ খায় না, তথাপি অন্যান্য প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্যসমূহ হইতে প্রায় ৭৫ লক্ষ টাকার মাখন এবং ৩ লক্ষ টাকার ঘি বাংলাদেশ ক্রয় করে। বর্ত্তমানে যুদ্ধজনিত অস্বাভাবিক অবস্থার সুযোগ নিয়া এই শ্রেণীর দ্রব্যের প্রস্তুতকারকগণ নির্ব্বিচারে ভেজালের ব্যবসা করিতেছে এবং দুঃখের বিষয় কেহই এই হীন অপচেষ্টাকে বন্ধ বা নিয়ন্ত্রিত করিতে চেষ্টা করিতেছেন না।

তরীতরকারী—বঙ্গের প্রায় সর্ব্বস্থানেই শাকসব্জী সহজেই প্রচুর পরিমাণে জন্মিতে পারে; তাহা সত্ত্বেও এক কোটী টাকার আলু ও ২৫ লক্ষ টাকার পেঁয়াজ অন্যান্য স্থান হইতে এখানে প্রতি বৎসর আসে।

দুধ ও ডিম—ভারতের বিভিন্ন স্থানে দুধের উৎপাদনের পরিমাণ বিভিন্ন। পাঞ্জাবে মাথাপিছু ১৯.৭ আউন্স দুধ পাওয়া যায়, আবার মাদ্রাজে ৩.৬ আউন্স ও বাংলায় ৩ আউন্স, যেখানে অষ্ট্রেলিয়ায় হয় ৪৫ আউন্স ও গ্রেট বৃটেনে ৩৮ আউন্স। শিশু, কিশোর এবং স্তন্যদাত্রীদের পক্ষে দুধ অপরিহার্য্য।

আপনি থমকে যাবেন

আগেকার চেয়ে ছোটো টিন দেখে। আরো অবাক হবেন যখন জানতে পারবেন পুরনো টিনের সমান ওজনের ল্যাক্টোজেন পাওডার এর মধ্যে আছে।

নতুন ও উন্নত ধরণের

ল্যাক্টোজেন

আমরা বাজারে ছাড়ছি। এই ল্যাক্টোজেন পাওডার আগেকার চেয়ে মিহি আর ঘন। আগে যতটা ল্যাক্টোজেনের দরকার হোতো এখন তার চেয়ে কমে সেই একই পরিমাণ মৈত্রি হয়। নতুন তালিকা অনুযায়ী খাদ্য পরিমাণ ঠিক করবেন — নইলে শিশুকে বেশি খাওয়ানো হয়ে যাবে। আপনার সন্তানকে নতুন ও উন্নত ধরণের ল্যাক্টোজেন দিন। এর চেয়ে ভালো খাদ্য বাজারে পাবেন না।

দোকানীর কাছে "উন্নত ধরণের ল্যাক্টোজেন" কোরডার চেয়ে দিন। তাতে নতুন খাদ্য—তালিকা ছাপা আছে।

PS - NL - 4

উন্নতিশীল বীমা কোম্পানী
আর্য্যস্থানে
বীমা করিয়া

ব্যবসায়ে লাভের টাকার
সংস্থিতি ও আয়করের গুরু
ভার লাঘব করুন।

হেড অফিস
আর্য্যস্থান ইনসিওরেন্স বিল্ডিং
১৫, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ
কলিকাতা।

দেশের আভ্যন্তরীণ উৎপাদন বৃদ্ধির কোন চেষ্টা না করিয়া বাংলাদেশ বিদেশ হইতে প্রতি বৎসর ৬০ লক্ষ টাকার দুগ্ধজাত দ্রব্যাদি আমদানী করে। বাংলাদেশে প্রতি একর চারণভূমির উপর ৩০ হইতে ৬৯টি গরু নির্ভর করে যেখানে করা উচিত মাত্র ২টি কি ৩টির। খাদ্যের অভাব এবং প্রজনন ব্যবস্থার দৈন্যই ভারতের এই অঞ্চলের দুগ্ধ উৎপাদনহীনতার মূল কারণ। দৈনিক যে গরু ২ সেরের কম দুধ দেয় তাহার পোষণ অর্থনৈতিক দিক দিয়া অপচয়। সুতরাং এই হিসাবে বাংলা-দেশকে এক বিশাল অপচয়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে হইতেছে। পক্ষীপালনে স্বাবলম্বী না হওয়ার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ না থাকিলেও বাংলাদেশ প্রতি বৎসর ২॥ কোটী টাকার ডিম আমদানী করে।

ফলমূল—ফলমূল উৎপাদনের জন্য বাংলার জমীর সুনাম থাকিলেও বাংলাদেশে এই শ্রেণীর দ্রব্যের বার্ষিক আমদানীর পরিমাণ শুধু শুষ্ক ফলই ২০ লক্ষ টাকার এবং বিদেশজাত ৫ লক্ষ টাকার জ্যাম, জেলী ইত্যাদি। ইহার উপর তাজা ফলমূলও অনেক টাকার আমদানী হয়। যদিও এই শ্রেণীর দ্রব্য বাংলাদেশ হইতে রপ্তানীও হয় কিন্তু আম-দানীর তুলনায় রপ্তানীর পরিমাণ নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর।

উপরের হিসাব হইতে সহজেই প্রতীয়মান হইবে যে, বাংলাদেশে প্রায় সর্ব্বপ্রকার খাদ্যেই ঘাটতি থাকিলেও রক্ষা ও পুষ্টির জন্য অবশ্য প্রয়ো-জনীয় ভিটামিন এবং প্রোটীন শ্রেণীর খাদ্যের অভাবই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। সুতরাং বাঙ্গালীর বলহীনতা মোটেই বিস্ময়জনক নহে। ভূমির ক্ষীয়মান নাইট্রোজেনের পরিপূরণের অভাবই এই অনুর্ব্বরতার প্রধান কারণ।

কৃষিক্ষেত্রে অপকর্ষের কারণ—যথেষ্ট জল-সেচ ব্যবস্থার অভাব, নদীসমূহের ক্রমে ভর্ত্তি হইয়া যাওয়া, বাঁধ ও পুষ্করিণীগুলির অবনতি, বিল অঞ্চলে জল অপসারণ ব্যবস্থার অপ্রতুলতা, কচুরীপানা, বন্যা, ভূমির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভাগ এবং কৃষকের অধীন যথেষ্ট জমীর অভাব ইত্যাদি বাংলাদেশে কৃষিক্ষেত্রে অপকর্ষের কারণ। যদিও জনসংখ্যা ক্রমেই বাড়ি-তেছে সেই তুলনায় কর্ষণযোগ্য জমীর পরিমাণ বাড়িতেছে না বলিলেই চলে। জমীর উৎপাদন ক্ষমতাও এত হ্রাস পাইয়াছে যে, ১৯৩১-৪০—এই দশ বৎসরে প্রতি একরে প্রায় ২॥ মণ চাউল কম উৎপন্ন হইতেছে। গোচারণসমূহ নির্ব্বিচারে চাষের জমীতে পরিণত হইতেছে, গো-প্রজননও নির্ব্বাধে চলিতেছে এবং কৃষক শ্রেণীর সাধারণ দারিদ্র্যের ফলে যেমন গোজাতির অবস্থাও ক্রমে অবনতিশীল, তেমনি খাদ্যের জন্যও যেন গরু আর মানুষের ভিতর কাড়াকাড়ি লাগিয়া গিয়াছে। কোন সুপরিকল্পিত নীতি অনুসারে বঙ্গদেশে কৃষি-কার্য্য চালনা করা হয় না এবং সমস্ত জাতির পুষ্টির দিকে লক্ষ্য রাখিয়া বিভিন্ন বয়সের স্ত্রীপুরুষের প্রয়োজনীয়তার অনুপাতেও কৃষিকার্য্য নিয়ন্ত্রিত হয় না, তার উপর সরকারী শাসনব্যবস্থার দোষত্রুটি তো রহিয়াছেই—এই সকল কারণে বাংলাদেশের কৃষিব্যবস্থা এমন শোচনীয় অবস্থায় বর্ত্তমানে উপ-নীত যে, আজ চারিদিকে দারিদ্র্য, রোগ ও মৃত্যুর তাণ্ডবনৃত্য! দেশহিতৈষীদের সময়োপযোগী সাবধানবাণী ছাড়াও বৈজ্ঞানিকগণ যুদ্ধারম্ভের প্রাক্কালে ১৯৩৯ সনে দেশের অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়া কর্ত্তৃপক্ষের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় উপদেশ প্রচার করিয়াছিলেন; কিন্তু দেশের মন্দভাগ্যবশতঃ কর্ত্তৃপক্ষ তখনও তাহাতে কোন কর্ণপাত করেন নাই এবং বর্ত্তমানেও কৃষিব্যবস্থার উন্নতিকল্পে বিশেষ কোন প্রয়াসের পরিচয় তাঁহারা দিতেছেন না।

ইহা সকলেই স্বীকার করেন যে, অর্থের বিনি-ময়ে স্বাস্থ্য লাভ সম্ভব এবং সুস্থ জীবনের প্রথম প্রয়োজন প্রচুর পুষ্টিকর খাদ্য। ভারতে কৃষিকার্য্যের আনুমানিক ব্যয় জনপ্রতি মাত্র ১৲ টাকা। আমে-রিকার যুক্তরাষ্ট্রে ও রাশিয়ায় ১২৲ টাকা হইতে ১৪ টাকা। ইহা ছাড়া, মাসে জনপ্রতি ৫৲ টাকা আয়ে যে আমাদের দেশের কৃষকগণ অন্যান্য দেশের কৃষকগণের সমান সুখস্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করিতে পারে না ইহাও স্বতঃসিদ্ধ। যুদ্ধের সময় অতিরিক্ত চাহিদা মিটাইবার জন্য সরকার যে "অধিক-খাদ্য-উৎপাদন" নীতি অবলম্বন করিয়াছেন তাহাতে আসল কাজ অপেক্ষা বাগাড়ম্বরের দিকেই বেশী মনোযোগ দেওয়া হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। যদিও খাদ্য ব্যাপারে ভারতে আজ পর্য্যন্ত যথেষ্ট গবেষণা করা হইয়াছে, তথাপি এই সকল গবেষণার অল্প ফলই কার্য্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হইয়াছে। যদি এখনও কর্ত্তৃপক্ষ ভারতীয় বৈজ্ঞানিকদের সদুপদেশ না শোনেন, তবে যুদ্ধান্তেও এদেশের কৃষির উন্নতি বিশেষ সম্ভব হইবে না। তাছাড়া খাদ্য-উৎপাদন বৃদ্ধি করিয়াই বা কি ফল যদি সেই খাদ্যসমূহ দরিদ্র জনসাধারণের ক্রয়ক্ষমতার বহির্ভূত হইয়াই থাকে?

খাদ্য পরিকল্পনা—খাদ্যনীতিমাত্রেরই উদ্দেশ্য হওয়া দরকার বিভিন্ন বয়সের স্ত্রী-পুরুষের কার্য্য-প্রণালীর নিরিখে তাহাদের শক্তি বৃদ্ধি ও ক্ষয় নিবারণের জন্য যথেষ্ট পরিমাণ খাদ্য সরবরাহ করা।

ন্যাশন্যাল সেন্ট্রাল
— ব্যাঙ্ক লিঃ —

হেড অফিস ঃ—১০নং ক্যানিং ষ্ট্রীট, কালকাতা।

শাখাসমূহ ঃ—

বড়বাজার (কলিকাতা), **দমদম ক্যান্টনমেণ্ট, চৌমুহনী, বসুর-হাট, কিশোরগঞ্জ, তেজপুর, সিরাজদীঘা, বঙ্গপাড়া, জামুগুড়ি-হাট, রাহা, রাসড়া, আজমীর, হিজুলগঞ্জ, বেওয়াড়।**

বহুবাজার শাখা ঃ—১৭২নং বহুবাজারে শীঘ্রই খোলা হইবে।

জেনারেল ম্যানেজার ঃ মিঃ আর, চৌধুরী

ম্যানেজিং ডিরেক্টর ঃ মিঃ জে, ভৌমিক

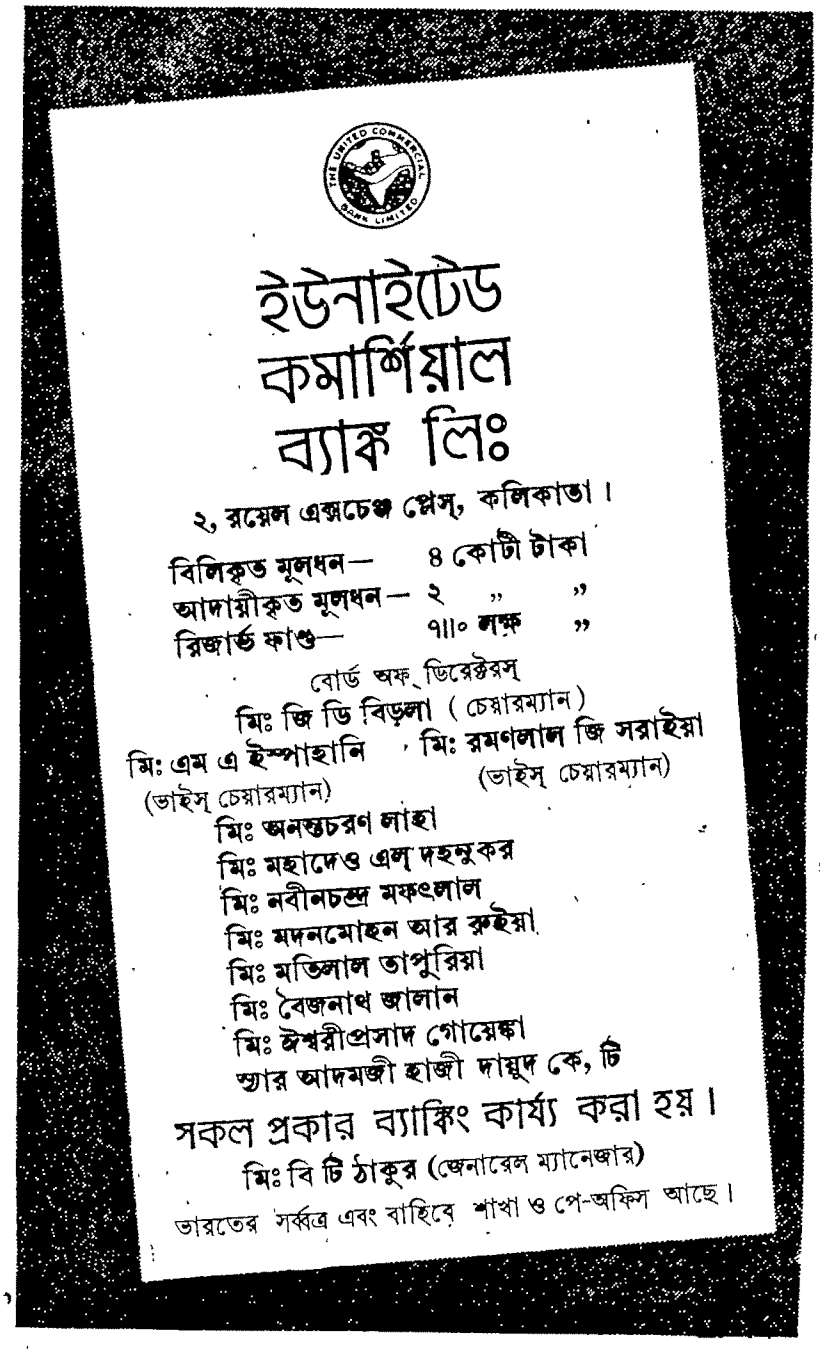

কলিকাতা মেন—**ও এইচ্ ঘিওয়ালা,** ম্যানেজার
বড়বাজার—**জে পি সেনগুপ্ত,** ম্যানেজার
কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট—**এ পাল,** ম্যানেজার
ভবানীপুর—**এম্ এম্ ব্যানার্জ্জী,** ম্যানেজার

খাদ্যোৎপাদনের পরিকল্পনায় যেমন অর্থকরী ফসলের যথাযোগ্য স্থান থাকিবে, তেমনি গরু ও মানুষের উপযুক্ত যথেষ্ট খাদ্যের যাহাতে অভাব না হয় সে দিকেও লক্ষ্য রাখিতে হইবে। কৃষিকার্য্য ও পশু-পালন যদি পাশাপাশি চলে তাহা হইলেই দেশের পক্ষে মঙ্গল। নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ একটি সুপরিকল্পিত কৃষি-পরিকল্পনার অঙ্গীভূত হওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য :— উন্নত ধরণের বীজ, উৎকৃষ্ট যন্ত্রপাতি ও উপযুক্ত সারের সাহায্যে উন্নত প্রণালীর কৃষিকার্য্য; মানব ও পশুর খাদ্য ও অর্থকরী ফসল ইত্যাদি বিচার করিয়া সারাবৎসর-ব্যাপী ফসলের বণ্টন; ফসল-ধ্বংসকারী কীট ইত্যাদির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন; সাধারণ কৃষিকার্য্য ও তরি-তরকারী উৎপাদন সম্বন্ধে কৃষকদিগকে হাতে-কলমে শিক্ষাদান; জাতীয় পুষ্টির উদ্দেশ্যে যে সমস্ত ফসলেব উৎপাদন বৃদ্ধির দরকার যথা—কলাই, সয়াবীন, চীনাবাদাম, গম ইত্যাদি, সে সম্পর্কে কৃষকদিগকে উপযুক্ত উৎসাহ দান এবং কৃষিজ পণ্যের উপযুক্ত বিক্রয়ের ব্যবস্থা করা ও সমবায় নীতিতে যন্ত্রপাতি, বীজ ইত্যাদি বণ্টন করা। যদি যুদ্ধোত্তর যুগেও জাতির সকল স্তরের লোকদের স্বাস্থ্যের বিষয় চিন্তা করিয়া বরাদ্দ (রেশনিং) ব্যবস্থা চালু না রাখা হয় তবে দেশের সাধারণ স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটিবে যেমন যুদ্ধের পূর্ব্বে বৃটেনে শতকরা ৪০ জনের ও যুক্তরাষ্ট্রে শতকরা ৪৫ জনের অবস্থা হইয়াছিল।

এই সমস্ত উন্নতিকাবক পদ্ধতির চালনা বিষয়ে অগ্রণী হওয়া কর্ত্তৃপক্ষেরই কর্ত্তব্য। নদীসমূহের নিয়ন্ত্রণ, ভূমির ক্ষয় নিবারণ, সেচ-ব্যবস্থা ও পয়ঃপ্রণালী সম্পর্কে সুনির্দ্দিষ্ট ব্যবস্থা ইত্যাদি ভূমিব উন্নতি ও সদ্ব্যবহারের পক্ষে সর্ব্ব-প্রধান প্রয়োজন এবং এই বিষয়েও সরকারের দায়িত্বই সর্ব্বাধিক। যানবাহন ব্যবস্থার উন্নতি বিষয়েও সরকারের সমূহ দায়িত্ব রহিয়াছে। সুতরাং যতদিন সমুদয় সরকার তাঁহাদের কৃষি-বিভাগ, পূর্ত্ত, যানবাহন, পশুচিকিৎসা, সমবায় ও বাণিজ্য বিভাগ নিয়া যৌথভাবে এই উদ্দেশ্যে নিয়োজিত না হন ততদিন যুদ্ধোত্তর যুগে বাংলাদেশে কৃষিব্যবস্থার সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি বিষয়ে বাস্তব ফল লাভের আশা দুরাশামাত্র।

যদিও বাংলাদেশে বিভিন্ন প্রকার খাদ্যের উৎপাদন বৃদ্ধির অনুপাত বিষয়ে সর্ব্ববাদীসম্মত কোন প্রস্তাবের বিশেষ অভাব আছে তথাপি আমরা নিরাপদেই বলিতে পারি যে, চাল, গম ইত্যাদি শস্যের উৎপাদন শতকরা ৩০ ভাগ, কলাই ইত্যাদি শতকরা ১০০ ভাগ, তরী-তরকারী, বিশেষতঃ শাকসব্জী শতকরা ৪০ ভাগ, দুধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্যাদি শতকরা ৫০০ ভাগ এবং মাছ, মাংস, ডিম ইত্যাদি কয়েক শত ভাগ বৃদ্ধি করা অবশ্যই দরকার।

ভারতের জনসংখ্যা ক্রমবর্দ্ধমান। শিক্ষা ও জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি না পাইলে জনসংখ্যার এই বৃদ্ধির হ্রাস পাইবে না। অধিক মূল্যে বিদেশ বা অন্য প্রদেশ হইতে খাদ্য আমদানী করিয়া নিজেদের অভাব মিটান বাংলাদেশের পক্ষে সম্ভব নয়। এই অবস্থায় অধিক খাদ্য উৎপাদনের উদ্দেশ্যে কৃষিপ্রণালীতে বিজ্ঞানের প্রয়োগ এবং কেন্দ্রীভূত ও অনুকল্প খাদ্যসামগ্রী প্রস্তুতকল্পে নির্ম্মাণ প্রণালীতে গবেষণালব্ধ নীতির প্রয়োগ ব্যতীত গত্যন্তর বাঙ্গালীর নাই।

(১) ধান্যাদি শস্য, কলাই ও তরী-তরকারী— বর্ত্তমানে যে পরিমাণ জমিতে এই সবের চাষ হয় সেই জমিতে উৎপাদন অন্ততঃ তিন গুণ বৃদ্ধি করিতে হইলে সারের জন্য শুধু মাত্র গোবরের উপর নির্ভর করিলে চলিবে না; কারণ গোবরের মধ্যে নাইট্রোজেনের পরিমাণ খুবই সামান্য; রাসায়নিক সারের উপরই প্রধানতঃ নির্ভর করিতে হইবে। উৎপাদন বৃদ্ধি আন্দোলনের প্রাথমিক অবস্থায় এই সমুদয় সার কৃষকদিগকে নামমাত্র মূল্যে সরবরাহ করিতে হইবে। যদিও আমাদের আয়ত্তের ভিতরই যথেষ্ট কয়লা মজুত তথাপি সার তৈরীর, কীট পতঙ্গ ধ্বংসের, শোধনের, শুষ্মাদি অপসারণের, ফসলের বৃদ্ধি নিয়ামকের এবং খাদ্য রং করার উদ্দেশ্যে এই কয়লার শক্তির প্রয়োগ বিষয়ে আমাদের শাসকমণ্ডলী বিন্দুমাত্র চিন্তা করেন না। মহীশূরে এই সম্পর্কে যে কাজ হইয়াছে এবং হইতেছে সমগ্র দেশের কৃষির উন্নতি-কামীদের দৃষ্টি সেই দিকে নিবদ্ধ হওয়া উচিত। উন্নত ধরণের সারের প্রয়োগে শুধু যে ১৫ লক্ষ টন চাউলের ঘাটতি হইতেই রেহাই পাইব তাহা নয় সাড়ে পাঁচ লক্ষ টন বীজ ধান্যেব উৎপাদনের জন্য যে জমির দরকার হয় সেই জমিতে আমরা অন্যান্য অবশ্যপ্রয়োজনীয় ফসল, যথা—গম, কলাই, ধান, সরিষা ও তরী-তরকারী জন্মাইতে পারিব। কেন্দ্রীভূত ও রাসায়নিক সারের প্রয়োগের ফলে অর্থকরী ফসল উৎপাদনের জমির পরিমাণও কমাইয়া দেওয়া যাইবে এবং এই উদ্বৃত্ত জমিতে তখন পশু ও মানবের খাদ্য ফসলের চাষ করা যাইবে। অপরাপর উন্নত দেশসমূহের মত

ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া

সি কি উ রি টী, স্বর্ণ, রৌপ্য, মা ল প ত্র ইত্যাদির জামীনে টাকা ধার দেওয়া হয়

স্থানীয় হেড অফিস :
কলিকাতা বোম্বাই
মাদ্রাজ

এতদ্ব্যতীত ভারতের সর্ব্বত্র, ব্রহ্মদেশ ও সিংহলে ৪০০এর উপর শাখা ও সাব-অফিস রহিয়াছে।

লণ্ডন অফিস :
২৫, ওল্ড ব্রড ষ্ট্রীট।

ভারতের প্রাচীনতম বীমা প্রতিষ্ঠান

বম্বে মিউচুয়াল

লাইফ এসিওরেন্স সোসাইটি লিঃ

[প্রতিষ্ঠিত — ১৮৭১ সাল]

বীমা করুন

— এই কোম্পানীর বৈশিষ্ট্য —

- কোম্পানীর সমগ্র লাভ পলিসিগ্রাহকদের মধ্যে বণ্টিত হয়।
- অতিরিক্ত প্রিমিয়াম না দিয়াও স্থায়ী অকর্ম্মণ্যতার জন্য সুযোগ-সুবিধা পাওয়া যায়।
- যৎসামান্য প্রিমিয়াম দিলে দুর্ঘটনাজনিত ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করা হয়।
- কোম্পানীর তহবিলের পরিমাণ ৩ কোটী টাকার উপর।

বিস্তৃত বিবরণের জন্য নিম্ন ঠিকানায় আবেদন করুন :—

দস্তিদার এণ্ড সন্স
চীফ এজেণ্টস্

২নং রয়েল এক্সচেঞ্জ প্লেস :: কলিকাতা।

ফোন :—ক্যাল : ১০১৮

নব পরিকল্পিত ভারতে পুনর্গঠন

দি টাটা আয়রণ এ্যাণ্ড ষ্টীল কোং লিঃ ও দি ষ্টীল কর্পোরেশন অব বেঙ্গল লিঃ কর্ত্তৃক প্রচারিত।

JWT (E) LTD.

বাংলাদেশেও জমির উর্ব্বরতা বৃদ্ধি করিতে হইলে আনুমানিক ৩৫ লক্ষ টন এমোনিয়াম সালফেট প্রতি বৎসর দরকার হইবে। বর্ত্তমানে এই জিনিষটির আমদানী মূল্য প্রতি টন ২৪০৲ টাকা। যদি আমাদের নিজেদের কারখানা হইতে ইহা তৈয়ার হয় তাহা হইলে আমাদের কৃষকগণ ইহা টন প্রতি ৮০৲ টাকা দরে পাইতে পারিবে। এই কারখানা করিতে ৭০।৮০ কোটী টাকা খরচ হইবে। দুর্ভিক্ষ-পীড়িত দেশের পূর্ণ বসতির জন্য যদি বৎসর ১০ কোটী টাকা ব্যয় হইতে পারে তাহা হইলে এই ৭০।৮০ কোটী টাকা খুব বেশী মনে করা উচিত নয়। তাছাড়া এই পন্থা অনুসৃত হইলে প্রতি বৎসর এই দ্রব্য আমদানীর জন্য যে টাকা কৃষকের হাত হইতে চলিয়া যায় তাহা রক্ষা পাইবে।

(২) মাছ, মাংস, দুধ, ডিম ইত্যাদি—এই বিষয়ে উৎপাদন বৃদ্ধি সময় ও ব্যয়সাপেক্ষ। কিন্তু মাছ ও ডিমের উৎপাদন অল্প সময়েই বৃদ্ধি করা যায় যদি বৈজ্ঞানিক উপায় অবলম্বিত হয়। স্থানে স্থানে ঠাণ্ডা ঘর স্থাপন, নিরুদীকরণ ইত্যাদি প্রণালী অবলম্বিত হইলে অল্প উৎপাদন সত্ত্বেও অপচয় নিবারণ করিয়া যোগানের পরিমাণ বৃদ্ধি করা সম্ভব। আরও একটি কথা আছে, মাছ, মাংস, দুধ, ডিম—ইহা ব্যয়সাধ্য দ্রব্য। সুতরাং জনসাধারণের আর্থিক অবস্থার উন্নতি না হইলে তাহাদের পক্ষে এইসব দ্রব্য দৈনিক খাদ্য তালিকাভুক্ত করা অসম্ভব। বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার প্রসারের ফলে আজকাল গবেষণাগারে যে সমস্ত প্রোটীন, চর্ব্বি, ধাতব লবণ ও ভিটামিন তৈরী হইতেছে তাহা স্বভাবজাত দ্রব্যাদির তুলনায় গুণে হীন না হইলেও মূল্যে খুবই সুলভ। ম্যাসাচুসেট্‌স্ ইনষ্টিটিউট অব টেকনোলোজী এবং বিলাতের কলনীয়্যাল ফুড ইয়েষ্ট লিঃ এই বিষয়ে গবেষণা করিয়া অনেকদূর অগ্রসর হইয়াছে। যে দেশের ভূমির উপরে চাপ বেশী অর্থাৎ যে দেশে বসতি খুব ঘন এবং প্রয়োজনীয় খাদ্যের অভাব, সেই রকম দেশে এই শ্রেণীর গবেষণার মূল্য অবিসম্বাদিত। এই প্রসঙ্গে যুদ্ধের একটু উপকারিতা লক্ষণীয়। যুদ্ধের প্রয়োজনীয়তার ফলে দেশে দেশে এই বিষয়ে এমন উন্নতি হইয়াছে যাহা হইতে শান্তির সময় হয়ত ৪।৫ গুণ সময় লাগিত। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য দেশে এই যুদ্ধের সময়ও তেমন উন্নতি হয় নাই। যতদিন সরকারী কৃষি বিভাগ বৈজ্ঞানিক পন্থায় কুশলী ও অভিজ্ঞ না হইবেন এবং যতদিন আমলাতন্ত্রসুলভ শৈথিল্য সগৌরবে বিরাজ করিবে ততদিন বেশী উন্নতির আশা এদেশে নাই। মাত্র সাত কোটী টাকা ব্যয়ে বাংলাদেশে প্রতি বৎসর সাড়ে ছয় লক্ষ টন সুষমাযুক্ত প্রস্তুত হইতে পারে যাহা হইতে সকল বাঙ্গালীর জন্যই অতি সুলভে প্রথম শ্রেণীর প্রোটীন এবং বি শ্রেণীর ভিটামিন পাওয়া যাইতে পারে। বৃটিশ খাদ্য বিভাগ সরকারী ও বেসরকারী ব্যবহারের জন্য জ্যামাইকা ফুড ইয়েষ্ট কোং লিঃকে সুরামণ্ড তৈরীর জন্য বিনা সুদে দেড লক্ষ পাউণ্ড ধার দিয়াছিলেন। কিন্তু আমাদের দেশে এই রকম উদ্যম কোথায়? যদি সরকারী উৎসাহ উদ্যমের অভাব না হইত তবে আর বহু অর্থের বিনিময়ে বিদেশ হইতে হাজার হাজার পাউণ্ড দুগ্ধজাত দ্রব্য এদেশে আমদানী হইত না। বৃটেনের মত এদেশেও যদি সরকারী সাহায্য লাভ করা যাইত তাহা হইলে পয়সায় একটি করিয়া ভিটামিন বড়ি আমাদের জনসাধারণও পাইত।

(৩) ফলমূল—ফলমূল উৎপাদনের শিল্পটি বাংলাদেশে প্রায় সম্পূর্ণ উপেক্ষিত। যদিও বাংলাদেশে সর্ব্বপ্রকার ফলই জন্মিতে পারে, অন্যান্য দেশের তুলনায় বাংলাদেশ শোচনীয়ভাবে পশ্চাতে পড়িয়া আছে। উপযুক্ত মনোযোগ দিলে এই বিষয়েও বাংলার স্বয়ংপূর্ণ না হইবার কোনই কারণ নাই।

কৃষির সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতিকল্পে সরকারী বিভিন্ন বিভাগসমূহের সহযোগিতা ছাড়াও নিম্নলিখিত বিষয়সমূহে বিশেষভাবে দৃষ্টি দেওয়া দরকার :—(১) গবেষণা ও পরীক্ষার জন্য যথেষ্ট অর্থ নিয়োজিত করা; (২) সুলভে রাসায়নিক সার প্রস্তুত ও বিতরণ, (৩) কৃষকদিগকে অল্পব্যয়ে যন্ত্রপাতি ও দরকার হইলে গো-মহিষাদি সরবরাহ করা, (৪) ভূমিতে কৃষকদের মালিকানা প্রতিষ্ঠার জন্য রাজস্ব ও ভূমিসংক্রান্ত আইনের প্রয়োজনীয় সংস্কার, (৫) দরকার মত কৃষকদিগকে অল্প সুদে ঋণ ও দাদন দেওয়া, (৬) কৃষিঋণ ও বাকী খাজনা মকুব এবং কৃষির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে কৃষকের দেনা কিস্তিবন্দীতে পরিশোধের ব্যবস্থা, (৭) কৃষিজ আয় বর্দ্ধিত হইলেও পুষ্টিকর খাদ্যের স্বাভাবিক মান লাভ না করা পর্য্যন্ত কৃষকের আয়ের উপর মহাজন, জমীদার অথবা সরকার তাঁহাদের দাবী বৃদ্ধি করিতে পারিবেন না এই সর্ত্তে সরকারী প্রতিশ্রুতি, (৮) কৃষকের ন্যায্যমূল্যপ্রাপ্তি বিষয়ে প্রতিশ্রুতি, (৯) কৃষিমজুরের ন্যূনতম মজুরী এবং (১০) কৃষককে বিনাব্যয়ে বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে কৃষিকার্য্যে সহায়তা করা।

পশ্চিমবঙ্গে কয়েকটি গ্রামাঞ্চলে অনুসন্ধান করিয়া দেখা গিয়াছে যে, শতকরা মাত্র ১০ হইতে ২০ জন লোক কৃষি হইতে তাহাদের জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে পারে আর মাত্র ২ জন পারে শিল্পকারখানা হইতে। অবশিষ্টদের জীবিকার কি ব্যবস্থা করা যাইতে পারে? সুপরিকল্পিত ও সুপরিচালিত পাবলিক ওয়ার্কস্ যথা সেচকার্য্য, রাস্তাঘাট নির্ম্মাণ ইত্যাদিতে কতক লোক নিযুক্ত হইতে পারে। বর্ত্তমানে যে পরিমাণে কুটীর-শিল্পগুলি চলিতেছে তাহাদ্বারা বেশী লোকের কর্ম্মসংস্থানের আশা করা যায় না। সুতরাং আমাদিগকে দেশের বেকার-সমস্যার বৃহত্তর সমাধানের জন্য কল-কারখানা ও অন্যান্য শিল্প-বাণিজ্য প্রতিষ্ঠার দিকেই মন দিতে হইবে। ইহা আবার সম্ভব হইবে না যদি দেশে অল্পব্যয়ে 'শক্তি' (পাওয়ার) সরবরাহ না হয়। এইভাবে যদি কৃষির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সমগ্রদেশে শতকরা ৩০ জন লোক কল-কারখানায় জীবিকার সংস্থান করিয়া লইতে পারে তাহা হইলেই বেকার-সমস্যার সমাধান সম্ভব।

যদিও হটস্প্রিংস্ কনফারেন্স-এ বিদেশ হইতে খাদ্য আমদানী করিয়া খাদ্যসমস্যা সমাধানের ইঙ্গিত করা হইয়াছে তথাপি নেহাৎ দুর্ভিক্ষ অথবা কোন অস্বাভাবিক অবস্থা ব্যতীত বিদেশ হইতে খাদ্যদ্রব্য আমদানী করা, বিশেষতঃ বাংলার মত দেশে সম্পূর্ণ নিষ্প্রয়োজন; শুধু নিষ্প্রয়োজন নয় এরূপ পন্থা আত্মঘাতী; কারণ তাহা হইলে বাংলার টাকায় অন্যদেশের কৃষির উন্নতি হইবে আর বাংলা ক্রমেই নিজের ক্ষমতাসত্ত্বেও পরমুখাপেক্ষী হইয়া পড়িবে। বিদেশ হইতে তথাকথিত বিশেষজ্ঞ আমদানীরও আমরা বিরোধী, কারণ ভারতে জ্ঞানী ও গুণীর অভাব নাই। সরকার যদি সত্য সত্যই ইচ্ছা করেন তাহা হইলে সরকারী উৎসাহে বিশ্ববিদ্যালয় ও শিল্পপ্রতিষ্ঠান সমূহ দেশের অর্থনৈতিক সমস্যা দূর করিতে যোগ্য লোক ও সুচিন্তিত পরিকল্পনা সরবরাহ করিতে পরাঙ্মুখ বা অসমর্থ হইবে না ইহা আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস।

শিলং ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন লিঃ

হেড অফিস—শিলং
টেলি :—SHILLBANK
ফোন : শিলং—১৬৬

কলিকাতা ব্রাঞ্চ :—১৫নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট,
টেলি :—BANKSHILLO
ফোন : ক্যাল—৪৪৫৪

অন্যান্য শাখা—শ্রীহট্ট, হরিগঞ্জ, করিমগঞ্জ, গৌহাটী ও নওগাঁ (আসাম)।

শ্রীপ্রফুল্লকুমার চৌধুরী, ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

দি সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া লিঃ

স্থাপিত—ডিসেম্বর—১৯১১
ভারতীয় বৃহত্তম জয়েণ্ট ষ্টক ব্যাঙ্ক

অনুমোদিত মূলধন ৫,২৫,০০,০০০৲ টাকা
বিলিকৃত মূলধন ৫,০৪,৩৯,৪০০৲ টাকা
আদায়ীকৃত মূলধন ২,৫১,১৮,৯০০৲ টাকা
রিজার্ভ ও অন্যান্য তহবিল ২,৫৬,০৯,৩০০৲ টাকা
আমানতের পরিমাণ (৩০-৬-৪৫ তারিখে) ৯৭,৩৬,৬৭,০০০৲ টাকা
হেড অফিস—মহাত্মা গান্ধী রোড, ফোর্ট, বোম্বাই

ভারতের সর্ব্বত্র ২৬০টীর অধিক ব্রাঞ্চ ও পে-অফিস আছে।

স্যার এইচ, পি, মোদী, কে, বি, ই, চেয়ারম্যান। ম্যানেজিং ডিরেক্টর : মিঃ এইচ্ দি ক্যাপটেন, জে, পি।
লণ্ডন এজেণ্টস্ : বারক্লেস ব্যাঙ্ক লিঃ ও মিডল্যাণ্ড ব্যাঙ্ক লিঃ। নিউইয়র্ক এজেণ্ট : দি গ্যারাণ্টি ট্রাষ্ট কোং অব নিউইয়র্ক।
সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়। সর্ত্তাবলী পত্র লিখিয়া জানুন।

কলিকাতার শাখাসমূহ—মেন অফিস—১০০, ক্লাইভ ষ্ট্রীট; বড়বাজার—৭১, ক্রশ ষ্ট্রীট; মিউ মার্কেট—১০, লিণ্ডসে ষ্ট্রীট; শ্যামবাজার—১৩৩, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট; হাটখোলা—৭৫, শোভাবাজার ষ্ট্রীট; ভবানীপুর—৮-এ, রসা রোড। বঙ্গদেশ—ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, নীরকাদিম, জলপাইগুড়ি, শিলিগুড়ি, বর্দ্ধমান, দিনাজপুর, রংপুর, ভৈরববাজার, ময়মনসিংহ, কালিংপঙ্ এবং কুলটী। বিহার—জামসেদপুর, মজাফরপুর, সাসারাম, গয়া, ছাপরা, জয়নগর, সীতামারি, বেট্টিয়া, মধুবাণী, খাগাড়িয়া, রকসউল, মোগাছিয়া, ভাগলপুর, পাটনা, পাটনা সিটি, কাটিহার, কিষাণগঞ্জ, ফরবেশগঞ্জ, সাহেবগঞ্জ, বালিয়া, বৈরাগনিয়া, কলগঞ্জ, সমস্তিপুর ও পুরুলিয়া, দেওঘর, বলমংখি, বক্সার। উড়িষ্যা—সম্বলপুর।

নর্দার্ণ ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস :
৫ এবং ৬, হেয়ার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ব্রাঞ্চসমূহ

দক্ষিণ কলিকাতা, শ্যামবাজার, হাটখোলা, খিদিরপুর, গার্ডেনরীচ, হাওড়া, কদমতলা (হাওড়া), চাপাডাঙ্গা (হুগলী), পাবনা, সাতবেরীয়া (পাবনা), মেদিনীপুর, সম্বলপুর, বেনারস, এলাহাবাদ।

সকলপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

মিঃ এ, রায়চৌধুরী,
ম্যানেজিং ডাইরেক্টার

রাজনৈতিক প্রসঙ্গ

সুদূর প্রাচ্যে সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্ত ক্রমবর্দ্ধমান জটিলতার সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছে। স্বার্থ যখন ক্ষমতাক্ষিপ্ত হয়, তখন সে আর ন্যায়ের বাধা মানে না। বৃটেনের শ্রমিক গবর্ণমেণ্টের প্রগতিপরায়ণতার ছদ্মবেশ একেবারে খসিয়া পড়িয়াছে। মিঃ এটলি ও মিঃ বেভিনের ভাষণে ও বিবৃতিতে অস্পষ্ট ভাষার আবরণে যে কথা ঘোষণা করা হইয়াছে তাহার সুস্পষ্ট নির্গলিতার্থ দাঁড়ায় এই যে, ইন্দোচীনে ও ইন্দোনেশিয়ায় ফরাসী ও ওলন্দাজ সাম্রাজ্যবাদীদের এতকালের কায়েমী স্বার্থ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার পুণ্য ব্রতে গ্রেট বৃটেনের নৈতিক দায় ও কূটনৈতিক দায়িত্ব রহিয়াছে। সুতরাং আনামী ও ইন্দোনেশিয়ানদের জাতীয় মুক্তি-সংগ্রামের আন্দোলনকে খাট করিয়া দেখাইবার জন্য ছলে কৌশলে জঘন্য প্রচারকার্য্য সুরু হইয়াছে।

* * *

সাইগনের সংবাদে প্রকাশ, গত ২৩শে অক্টোবর হইতে বৃটিশ ও ভারতীয় সৈন্যগণ আনামীদের বিরুদ্ধে ও ফরাসীদের সহিত প্রকাশ্য সহযোগিতা করিতেছে। সম্মিলিত মিত্রপক্ষ সাইগনের উত্তর-পূর্ব্ব দিক হইতে স্বাধীনতাকামী আনামীদের উপর সাঁড়াশী আক্রমণ চালাইতেছে।

ইন্দোনেশিয়ায় বৃটিশ পররাষ্ট্র দপ্তরের প্রতিনিধির সহিত ডাঃ সুকর্ণের ঘরোয়া আলোচনা এবং জেনারেল ক্রিষ্টিসন্ বিদ্রোহীদের পররাষ্ট্রসচিব সুবন্দ্রকে আমন্ত্রণ করায়, সর্ব্বোপরি প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যানের নিকট সুকর্ণের আবেদন প্রেরিত হওয়ায় ইন্দোনেশিয়ার গোলযোগের একটা কূলকিনারা পাওয়া যাইবে বলিয়া আশা করা গিয়াছিল। কিন্তু পরবর্ত্তী সংবাদ সেই ভরসার প্রশ্রয় দিতে পারিতেছে না।

স্বাধীন ইন্দোনেশিয়া সাধারণতন্ত্রের প্রেসিডেণ্ট ডাঃ সুকর্ণ বিরোধ নিষ্পত্তির প্রচেষ্টায় রুশিয়া ও চীনের যোগদানও সাদরে বরণ করিবেন বলিয়া জানাইয়াছেন। চীন ও রুশিয়া অগ্রসর হইবে কি হইবে না তাহা পরে জানা যাইবে। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তাহার নিরপেক্ষ থাকিবার নীতি জানাইয়া দিয়াছে বলিয়া প্রকাশ। মার্কিন গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ডাঃ সুকর্ণের আবেদনের জবাব না দেওয়ার কারণ নাকি এই যে, ঐরূপ করিলে ইন্দোনেশিয়ার জাতীয় আন্দোলনকে কিছুটা মানিয়া লওয়া হইবে এবং তাহার ফলে অবস্থা আরও জটিল হইয়া দাঁড়াইবে। অবস্থা যেরূপ দাঁড়াইয়াছে তাহাতে সোজা পথে আপোষ-মীমাংসার আশা আপাততঃ কম বলিয়াই মনে হইতেছে।

* * *

ইন্দোচীন ও জাভার স্বাধীনতা সংগ্রাম গায়ের জোরে দমনের অপচেষ্টার বিরুদ্ধে পণ্ডিত জওহরলাল প্রমুখ ভারতীয় নেতৃবৃন্দ যে তীব্র প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিয়াছেন ও করিতেছেন সেই আন্দোলনের ঢেউ বিদেশেও অল্পবিস্তর সাড়া জাগাইয়াছে। ইন্দোচীন ও ইন্দোনেশিয়ার সমস্যা সম্পর্কে আলোচনার জন্য কমন্স সভার সদস্যগণ গঠিত কমিটির চার-দিবসব্যাপী বৈঠক চলিয়াছে।

নবজাগ্রত সুদূর প্রাচ্যে প্রাচীন শাসন ব্যবস্থা আর চলিবে না এবং বর্ত্তমান সাময়িক গবর্ণমেণ্টের সহিতই আপোষ-মীমাংসার আলোচনা চালাইতে হইবে, এই মর্ম্মে ফরাসী ও ওলন্দাজ সরকারের কর্ত্তব্য সম্পর্কে কমন্স সভা কমিটি প্রস্তাব করিবেন বলিয়া জানা গিয়াছে। পরবর্ত্তী সংবাদে প্রকাশ, ইন্দোচীন ও ওলন্দাজ পূর্ব্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের নবোদ্ভূত জাতীয়তাবাদী আন্দোলন মানিয়া লওয়ার জন্য বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট যাহাতে ফ্রান্স ও হল্যাণ্ডকে চাপ দেন, তদুদ্দেশ্যে পার্লামেণ্টের ৫৬ জন শ্রমিক সদস্য বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের নিকট প্রেরণকল্পে এক আবেদনপত্রে স্বাক্ষর করিয়াছেন।

* * *

গত ৫ই অক্টোবর ডাঃ সুকর্ণ পণ্ডিত নেহেরু, ডাঃ এভাট, মিঃ রোমুলো ও মাদাম চিয়াং কাইসেকের নিকট ইন্দোনেশিয়া পরিদর্শনের জন্য আমন্ত্রণ-লিপি প্রেরণ করিয়াছিলেন। পণ্ডিতজীর নিকট প্রেরিত পত্রে বলা হইয়াছে, "আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামে আমরা ভারতের সমর্থন কামনা করি। আপনার কাছে এবং ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের নিকট আমাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা জনপ্রিয় করার জন্য আমরা অনুরোধ জানাইতেছি। ইন্দোনেশিয়া আপনাকে অভিনন্দিত করিতেছে।"

* * *

ফ্রান্সের সাধারণ নির্ব্বাচনে কমিউনিষ্টরাই সর্ব্বাধিক ভোট পাইয়াছে। ফ্রান্সের বর্ষীয়ান কমিউনিষ্ট নেতা এবং ভারতের স্বাধীনতার সমর্থক ও পণ্ডিত নেহেরুর গুণগ্রাহী মার্শাল কাঁশা বলিয়াছেন, "নির্ব্বাচনে কমিউনিষ্টদের জয়ের দ্বারা কেবল

যশোহর-খুলনা ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক
লিমিটেড

হেড অফিস :—
১২নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা
টেলি { ফোন— ক্যাল্ : ২০৪৪ / গ্রাম—যেশখু

শাখা :—
১৩৯বি, রসা রোড, ভবানীপুর
টেলিফোন—সাউথ ২০৪৬

চেয়ারম্যান—রায় শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষ বাহাদুর
জেনারেল ম্যানেজার—শ্রীহরেন্দ্রনাথ ঘোষ, এম-এ, বি-এল,
সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়
২৫শে জুলাই খুলনা শাখা খোলা হইয়াছে।
যশোহর, নড়াইল ও বাগেরহাটে শীঘ্রই শাখা খোলা হইবে।

সেনট্রাল ক্যালকাটা ব্যাঙ্ক লিমিটেড
হেড অফিস—৯-এ, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা ফোন কলিঃ ২১২৫,৬৪৮৩।

শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র দত্ত, আই, সি, এস (অবসরপ্রাপ্ত)
ডিরেক্টর বোর্ডের চেয়ারম্যান

—শাখাসমূহ—

আলিপুর দুয়ার	দিনাজপুর	বাঁকুড়া	লালমণিরহাট
আসানসোল	দুবরাজপুর	বালুরঘাট	শ্যামবাজার
আজমগড়	নিউ মার্কেট	বেনারস	সাউথ কলিকাতা
এলাহাবাদ	নীলফামারী	ভাটপাড়া	সাহাজাদপুর
কাঁচরাপাড়া	নৈহাটী	রায়বেরিলী	সিরাজগঞ্জ
কুচবিহার	পাটনা	রংপুর	সিউড়ী
জলপাইগুড়ি	পাবনা	লক্ষ্ণৌ	সৈয়দপুর
জৌনপুর	বর্দ্ধমান	লাহিড়ী মোহনপুর	হিলি

সুদের হার ও অন্যান্য বিষয় পত্র লিখিলে জানান হইয়া থাকে।
সেক্রেটারী—মিঃ সুধেন্দুকুমার নিয়োগী ম্যানেজিং ডিরেক্টর—মিঃ ডি, রায়।

জীবনযাত্রার পাথেয়

আমাদের গৃহ-সংসার কত আশা, উৎসাহ, কত শান্তির ও সুখের স্বপ্ন দিয়ে তৈরী। বাপ-মায়ের সে স্বপ্ন বুঝি আজ রূঢ় বাস্তবের আঘাতে ভেঙ্গে যায়। তাই নিজের জন্যও যেমন তাদের দুশ্চিন্তা, ছেলেমেয়ে ও আত্মীয়-পরিজনের জন্যও তেমনি তাদের উদ্বেগ ও আশঙ্কা—কি উপায়ে তাদের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের উপযোগী সংস্থান করে রাখা যায়। বর্ত্তমান দুর্দ্দিনে ও ভবিষ্যতের আর্থিক সঙ্কটে তারা কোন্ পাথেয় নিয়ে দাঁড়াবে ?—

জীবনযাত্রার অনিশ্চিতপথে
জীবনবীমা মানুষের
প্রধান পাথেয়।

হিন্দুস্থানের বীমাপত্র সেই মূল্যবান্ পাথেয়—দুর্দ্দিনের সর্ব্বোত্তম আশ্রয়। উপার্জ্জনশীল ব্যক্তি মাত্রেরই অবিলম্বে এই পাথেয় সংগ্রহ করা উচিত।

১৯৪৪ সালে নূতন বীমা—১০ কোটি টাকার উপর
হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ
ইন্সিওরেন্স সোসাইটি, লিমিটেড
হেড অফিস—হিন্দুস্থান বিল্‌ডিংস, কলিকাতা।

ফরাসী শ্রমিকদের মুক্তিই সূচিত হইতেছে না, শোষণ হইতে ফরাসী উপনিবেশগুলিরও মুক্তি সূচিত হইতেছে। ফরাসী ঔপনিবেশিক জাতিগুলি মুক্তি পাইলে তদ্দ্বারা অন্যান্য পরাধীন জাতিরও লক্ষ্য অর্থাৎ তাহাদের জাতীয় স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র লাভের পথ প্রশস্ত হইবে।" মার্শাল কাঁশার এই উক্তিকে আপাততঃ আমরা নিছক একটা শুভেচ্ছার বেশী মূল্য দিতে অপারগ। বৃটেনে শ্রমিক দলের জয়লাভের পরে বৃটিশ পররাষ্ট্র-নীতির ক্ষেত্রে যে সাম্রাজ্যবাদী খেলা চলিতেছে তাহাতে ফ্রান্সে কমিউনিষ্টদের লইয়া কোয়ালিশন গবর্ণমেণ্ট গঠিত হইলেও উহাদের নিকট হইতে সত্যিকার কিছু প্রত্যাশা করার মত ভরসা কোথায়?

* * *

বিশ্ববিশ্রুত বৃটিশ মনীষী বারট্রাণ্ড রাসেল 'টাইমস্' পত্রিকায় প্রকাশিত এক পত্রে অভিযোগ জানাইয়াছেন, "বৃটেনের মিত্রগণ দলে দলে জার্ম্মানদের নির্ব্বাসিত করিয়া বহু লক্ষ নরনারীকে উৎসাদন করার চেষ্টা করিতেছেন। গৃহহীন ও খাদ্যহীন করিয়া —বিষবাষ্পের প্রয়োগ দ্বারা নহে—জার্ম্মানগণকে তিলে তিলে অনশনমৃত্যুর দিকে ঠেলিয়া দেওয়াই পূর্ব্ব ইউরোপে মিত্রপক্ষীয় নীতি হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ...যুদ্ধকালে আমাদের শত্রুগণ দলে দলে নরনারী নির্ব্বাসিত করিলে উহা অপরাধ বলিয়া গণ্য হয়, আর শান্তির সময় আমরা তাহাই করিলে উহা কি সামাজিক সামঞ্জস্য বিধানের ব্যবস্থা বলিয়া সমর্থনযোগ্য হইবে?"

* * *

তৃতীয় মহাযুদ্ধের বীজ কি অঙ্কুরিত হইতে চলিয়াছে?

লণ্ডনের পররাষ্ট্র-সচিব সম্মেলনের ব্যর্থতার পর রুশিয়ার সহিত ইঙ্গ-মার্কিন সম্পর্ক যে ক্রমেই তিক্ত হইয়া উঠিতেছে সেই সত্য এখন আর চাপা নাই। পারস্পরিক দোষারোপের পালা ছাড়িয়া এবার যেন তোড়জোড়ের প্রতিযোগিতা চলিতেছে। আমেরিকা এ্যাটম বোমার একচেটিয়া অধিকারের প্রচ্ছন্ন হুমকি দিতেছে। পাল্টা জবাবে রুশিয়াও আভাসে-ইঙ্গিতে জানাইয়াছে, তাহারও অনুরূপ বা তাহার অপেক্ষাও মারাত্মক অস্ত্র আছে বা তৈরী হইতেছে। এতদিন জল্পনা-গবেষণা আর ভীতি-প্রদর্শন বেসরকারী মহলেই সীমাবদ্ধ ছিল। এবার সরকারী মুখপাত্ররাও মুখ খুলিতেছেন বলিয়া মনে হয়। গত ২৪শে অক্টোবর প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যান মার্কিন কংগ্রেসে যে উক্তি করিয়াছেন তাহার সুস্পষ্ট অর্থ এই যে, এ্যাটম বোমার যুগে আন্তর্জ্জাতিক রাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে আমেরিকাকে এমন এক শক্তির উপর নির্ভর করিতে হইবে যাহার ভিত্তি হইবে সামরিক শক্তি। মার্কিন রাষ্ট্রপতি জানাইয়াছেন, "শান্তি রক্ষার জন্য আমেরিকা সম্মিলিত রাষ্ট্রপুঞ্জের উপর নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে না। সামরিক প্রস্তুতির দিক হইতে আমেরিকাকে যদি সর্ব্বাগ্রে থাকিতে হয়, তবে বিজ্ঞানের গবেষণা এবং নূতন অস্ত্র উদ্ভাবন অব্যাহতভাবে চালাইয়া যাইতে হইবে।"

এই উক্তির সঙ্গে আটলাণ্টিক চার্টারের ধ্বনি ও সানফ্রান্সিস্কো সম্মেলনের প্রতিধ্বনির সঙ্গতি কোথায়?

রুশিয়াও নীরব নহে। সম্প্রতি লাল ফৌজের মুখপত্র 'রেড ষ্টারের' প্রধান সম্পাদকীয় প্রবন্ধে রুশ সৈন্যগণকে আয়ুধ উদ্যত ও শাণিত রাখিবার পরামর্শ দেওয়া হইয়াছে।

যুদ্ধের আমলের বহু-বিঘোষিত বিশ্ব-শান্তির দিকেই যুদ্ধোত্তর পৃথিবী অগ্রসর হইতেছে বটে!

* * *

ভারতীয় জাতীয় বাহিনীর সৈন্য ও অফিসারদের আসন্ন মামলা' সম্পর্কে স্বতন্ত্র শ্রমিকদলের নেতা ফেনার ব্রকওয়ে বলিয়াছেন, "এই সব ভারতীয়ের বিচার করিতে যাওয়া ভুল হইবে। স্বদেশের স্বাধীনতাই ছিল ইহাদের লক্ষ্য। যুদ্ধ এখন শেষ হইয়াছে। ঘৃণা ও বিদ্বেষের পরিবর্ত্তে সৌহার্দ্দ্য ও সহযোগিতার পথে স্বাধীন জাতিগুলির সমবায়ে এক নূতন বিশ্ব গড়িবার জন্য সর্ব্বশক্তি নিয়োগ করাই এখন সবচেয়ে বুদ্ধিমানের কাজ। বর্ম্মী জাতীয় বাহিনী ও ভারতীয় জাতীয় বাহিনীর মধ্যে ব্যবহারে এরূপ বৈষম্য কেন করা হইতেছে?"

পণ্ডিত নেহেরু প্রমুখ ভারতীয় নেতৃবৃন্দও গর্ব্বান্ধ আমলাতন্ত্রের হঠকারিতার যুক্তিগ্রাহ্য সমালোচনা করিয়াছেন। তথাপি তাঁহারা অটল ও অনমনীয়। তাঁহারা কিছুকাল মামলা স্থগিত রাখিতে পর্য্যন্ত নারাজ। উহা বিশ্ব শ্রমিকের মুক্তিকামী এক শ্রমিক গবর্ণমেণ্টেরই যোগ্য সঙ্কল্প বটে!

* * *

সম্প্রতি শ্রীযুক্ত শ্রীনিবাস শাস্ত্রী, মিঃ পি, এ, ওয়াদিয়া, মিঃ কে, নটরাজন এবং মিঃ জাহাঙ্গীর পেটিট এক যুক্ত-বিবৃতিতে ভারতকে 'হিন্দু ভারত' ও 'মুসলিম ভারতে' বিভক্ত করার দাবীর বিরোধিতা করিয়া বলিয়াছেন, "অধুনা ভারতে অধিকাংশ মুসলমান হিন্দুদেরই বংশধর। পল্লী অঞ্চলে চালচলন ও সামাজিক প্রথার দিক দিয়া হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে বিশেষ কোন স্বাতন্ত্র্য নাই। তাহারা উভয়ে স্ব স্ব জেলার প্রচলিত ভাষা ব্যবহার করে। বস্তুতঃ ভারত বিভাগ প্রচেষ্টার মূলে আছে ক্ষমতা ও অর্থনৈতিক সুবিধা লাভের প্রশ্ন।"

দেশের ও দশের সেবায়—

আমরা মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের জন্য বিশেষ সুবিধাজনক সর্ত্তে বাসগৃহ ও জমি ক্রয়-বিক্রয় করি। দুগ্ধ, মৎস্য ও শস্য উৎপাদন দ্বারা মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের খাদ্য-সমস্যার সমাধান করিয়াছি। এই প্রতিষ্ঠানের অভিনব পরিকল্পনা নিশ্চয়ই নানাভাবে আপনাকেও সাহায্য করিবে।

বিস্তারিত নিয়মাবলীর জন্য নিম্ন ঠিকানায় অদ্যই লিখুন বা অনুসন্ধান করুন।

বিল্ডিং এণ্ড ল্যাণ্ড ট্রাষ্ট (ইণ্ডিয়া) লিমিটেড

৩নং ম্যাঙ্গো লেন, কলিকাতা।

ফোন—কলি: ১৪৫৩

রোগীর শুশ্রূষায়...

রোগের অকল্যাণের মধ্য দিয়ে সেবা-ব্রতের কল্যাণময় রূপটী ফুটে ওঠে। এই ব্রত সফল করবার জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ আমরা তৈরী করি।

আমাদের তৈরী
রবার ক্লথ • হট ওয়াটার ব্যাগ্ • আইস্ ব্যাগ্ • এয়ার রিং ও কুশন্ • রবারের এপ্রণ • দস্তানা ইত্যাদি

বেঙ্গল ওয়াটারপ্রুফ ওয়ার্কস্ (১৯৪০) লিঃ

AKB/1 কলিকাতা • নাগপুর • বোম্বাই

খেয়ালীর খাতা

আকাশ ভাঙা বৃষ্টিতে কয়েকদিন একেবারে ঘরে বন্ধ থাকার পর বিজয়ার প্রণাম ও প্রীতি সম্ভাষণ জানাইতে বাহির হওয়ার ফুরসৎ পাইয়াছি। গুটিকয়েক আত্মীয় এবং বন্ধুর বাড়ী হইয়া আসিয়াছি। বলা বাহুল্য প্রত্যেক বাড়ীতেই মিষ্টিমুখের ব্যবস্থা ছিল—সন্দেশ, রসগোল্লা ইত্যাদি। জিনিষগুলি অবশ্যই মুখরোচক। কিন্তু তবুও যেন খুব খুসী হইয়াছি বলিতে পারিতেছি না। বেশী দিন আগের কথা নয়, বছর পনর হইবে। বিজয়ার পরে যে-সকল বাড়ীতে গিয়াছি সেখানে জলযোগের জন্য যাহা পাইয়াছি তাহা বাজারের সন্দেশ বা রসগোল্লা নয়, ঘরে তৈয়ারী নারিকেলের সন্দেশ, তিলের নাড়ু, ক্ষীরের বরফি ইত্যাদি। দামের দিক দিয়া অবশ্য এখনকারটাই বেশী। কিন্তু আমার কাছে আগের দিনেরটাই কাম্য মনে হয়। জানিনা এটা বুড়া হইয়া যাওয়ার লক্ষণ কি না। আত্মীয় বন্ধুজনকে নিজ হাতের তৈরী কিছু খাইতে দেওয়ার মধ্যে যে-প্রীতি উহা থাকে দোকান হইতে কিনিয়া দেওয়া জিনিষের মধ্যে সেটা নাই, সে জিনিষ যতই দামী হউক না কেন। কিন্তু দেখিতেছি আমাদের কাকীমা, মাসিমারা আমাদের জন্য যতটুকু পরিশ্রম স্বীকার করিতে রাজী ছিলেন, দিদি, বৌদিরা ততটুকু করিতে রাজী নহেন। তাঁহারা জানেন একটা টাকা খরচ করিলেই যখন এক প্লেট খাবার পাওয়া যায়, তখন বাড়ীতে নারিকেলের সন্দেশ করিবার হাঙ্গামা পোহাইবে কে? প্রগতির ধারা যে-হারে আগাইতেছে, তাহাতে আমাদের মেয়ে, ভাইঝিরা বোধ হয় বিজয়ার সম্ভাষণ জানাইতে গেলে হাতে নগদ একটা আধুলী বা টাকা গুঁজিয়া দিয়া বলিবে —"বাজার থেকে কিছু খাবার কিনে খেও!"

* * *

একটু পশ্চাদপসরণ করা যাউক। বিজয়ার আগে পূজার কথা ভাবুন। সার্ব্বজনীন পূজার সংখ্যা এবার অনেক বাড়িয়াছে, একথা সবাই বলিতেছেন। বাড়ুক। সেটা ভালোই। দুর্ভিক্ষ, বন্যা, কনট্রোল, রেশনকার্ড ইত্যাদি বহু বিড়ম্বনা-কণ্টকিত বাঙ্গালী জীবনে তবু দিন তিনেকের জন্য কিছুটা উৎসব আনন্দের আয়োজন উহার মধ্যে থাকে। বালকেরা বুকে ব্যাজ আঁটিয়া ভলাণ্টিয়ার হইবার, বৃদ্ধারা নৈবেদ্য সাজাইবার, তরুণেরা গোঁফ কামাইয়া রাণী সাজিবার এবং তরুণীরা ঝলমল করা ক্রেপ শাড়ীগুলি ডিমনোষ্ট্রেশানের একটা সুযোগ পায়। সার্ব্বজনীন পূজায় একটা বিষয় প্রায় সর্ব্বত্রই চোখে পড়িল। তোরণ। পূজামণ্ডপের কাছে বা দূরে বড় রাস্তার মোড়ে একটি Gate। ডেকোরেশান ছাড়া এই তোরণগুলির আরও একটা সার্থকতা আছে। যাহারা ঠাকুর দেখিতে বাহির হয়, তাহারা এইগুলি দেখিয়া কোথায় পূজা হইতেছে তাহার হদিশ পায়। বালক-বালিকাদের কাছে ইহার গুরুত্বটা বেশী। কারণ কে কয়খানা বেশী ঠাকুর দেখিয়াছে তাহা লইয়া তাহাদের মধ্যে কম্পিটিশান লাগিয়াই থাকে। কিন্তু এই তোরণগুলির চেহারাটা খুব সুখদৃশ্য নয়। কোকোলা, শিশির সোপ বা অজন্তা, অপরাজিতা ইত্যাদি ছাপে এগুলি এমন বিজ্ঞাপন-সর্ব্বস্ব হইয়া ওঠে যে, তাহাতে পূজার কথাটা প্রায় চাপা পড়িয়া যায়। জানি এই তোরণগুলির ব্যয়ভার সমস্ত ঐ কোম্পানীগুলি বহন করিয়া থাকেন এবং সে-ব্যয় একেবারে নেহাৎ সামান্য নয়। তবুও বিজ্ঞাপনের অবশ্যই একটা মাত্রা থাকা উচিত। যাঁহারা তোরণের খরচ দিতেছেন তাঁহাদের নাম উহাতে থাকুক তাহাতে আপত্তি নাই। কিন্তু সেগুলি যেন একেবারে সাবান বা কেশতৈলের নামাবলী গায়ে জড়াইয়া না বসে। খরচের কথাটাই একমাত্র বিচার্য্য বিষয় হইলে নিশ্চয়ই এমন দশপাঁচটা "দৈব ঔষধালয়ের" অভাব হইবে না যাহারা প্রতিমার চালচিত্রে নিজেদের জন্মশাসন পিল্ বা অনঙ্গরস বটিকার বিজ্ঞাপন লিখিতে দিলে পূজার সমুদয় ব্যয় বহন করিতেও রাজী হইবেন!

* * *

ধর্ম্মের এলাকায় ব্যবসায়ী বিজ্ঞাপনের এই infiltration ইউরোপ, এমেরিকায়ও কম নয়। বরং সত্য কথা বলিতে হইলে বলিতে হয়, আমরা ঐ সব দেশেরই নকল করিতেছি। ও দেশের বিজ্ঞাপনঘটিত গল্পের মধ্যে দুইটি অতি প্রচলিত নমুনা দিতেছি। ইংলণ্ডের এক গ্রামের গীর্জ্জায় প্রেয়ার বুকটি, (যে বই দেখিয়া প্রার্থনা করা হয়) অত্যন্ত পুরান হইয়া পড়ে। পাতাগুলি ছিঁড়িয়া গিয়াছে, বাঁধাই আলগা হইয়া গিয়াছে, উহা দিয়া আর কাজ চালানো কঠিন। গীর্জ্জার পাদ্রীসাহেব গ্রামবাসীদের নিকট হইতে চাঁদা তুলিয়া নতুন বই ছাপাইবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু গ্রামবাসীরা সবাই দরিদ্র। বই ছাপাইতে যে-টাকার দরকার তাহা যোগাড় করা তাহাদের সাধ্যাতীত। এমন সময় লণ্ডনের একটি ব্যবসায়ীর একজন ভ্রাম্যমাণ ক্যানভাসার ঐ গ্রামে আসিলেন। তিনি নিজেই প্রস্তাব করিলেন যে, তাঁহার কোম্পানী অত্যন্ত আনন্দের সহিত প্রেয়ার বুকটি নিজ খরচায় ছাপিয়া দিবেন। গ্রামবাসীরা মহা খুসী এবং কৃতজ্ঞ। সত্য সত্যই একমাস পরে কোম্পানী নতুন প্রেয়ার বুক ছাপিয়া পাঠাইয়া দিলেন। পরের রবিবারে গ্রামবাসীরা সবাই গীর্জ্জায় প্রার্থনার জন্য উপস্থিত হইল। মুখে চোখে তাহাদের প্রচুর উদ্দীপনা। এতদিন পরে তাহারা ঝকঝকে তকতকে প্রেয়ার বুক পাইবে। প্রার্থনা সুরু হইল। প্রত্যেকের সম্মুখে একটি করিয়া নতুন বই। প্রার্থনার শেষ লাইনে

বাংলার বস্ত্র-শিল্পের অগ্রদূত

মোহিনী মিলস্ লিঃ

এই মিলের

বস্ত্রাদির জনপ্রিয়তার কারণ ব্যবহারেই বোধগম্য হইবে।

১নং মিল
কুষ্টিয়া (নদীয়া)

২নং মিল
বেলঘরিয়া (২৪ পরগণা)

ম্যানেজিং এজেণ্টস্:—চক্রবর্ত্তী সন্স এণ্ড কোং
পোঃ কুষ্টিয়া বাজার (নদীয়া)

পৌঁছিয়া পাদ্রীসাহেব একেবারে ধপ্ করিয়া বসিয়া পড়িলেন। অন্যান্য আর সবারও চক্ষুস্থির, শেষ লাইনটিতে লেখা—

ধর্ম্মে হবে মতি পুণ্য হবে জদি
প্রত্যহ প্রাতে "খাও বিচামের পিল" যদি।

* * *

দ্বিতীয় গল্পটি এমেরিকার। প্রেয়ার বুকে একটি প্রার্থনার শেষাংশটি এইরূপ ;—Oh Lord, I thank Thee for giving me my daily bread। একদা এক কোম্পানী প্রধান ধর্ম্মযাজককে চিঠি লিখিয়া জানাইলেন যে, কোম্পানী গীর্জ্জা সংস্কাব এবং অন্যান্য ধর্ম্মপ্রচার কার্য্যের জন্য এক কোটি ডলার ধর্ম্মযাজকের হাতে দিতে রাজী আছেন, শুধু সামান্য একটি সর্ত্তে। সর্ত্তটি এই :—প্রেয়ার বুকে একটু পরিবর্ত্তন করিতে হইবে। Daily bread কথা দুইটির জায়গায Quaker Oats শব্দ দুইটি বসাইতে হইবে!

* * *

বর্ষায ইলিশের, শীতে কড়াইশুটির এবং চৈত্রে জলবসন্তের মতো বাংলাদেশে পূজাকেও শারদীয়া সংখ্যার মর্শুম বলা যাইতে পারে। প্রত্যেক চলতি কাগজেরই একটা শারদীয়া সংখ্যা বাহির করা রীতি। এমন কি, যে কাগজের কোনদিন নাম শোনা যায় নাই, তাহারও শারদীযা সংখ্যা বাহিব হয়। তাহাবা ওষধি শ্রেণীয়—কেবল একবাব ফল প্রসব করিয়াই লুপ্ত হয়। এবারও তাহার ব্যতিক্রম হয নাই। একমাত্র ছেলেদের 'বার্ষিকী'ই যে কতগুলি বাহিব হইয়াছে তাহার হিসাব রাখা কঠিন। বড়দের কাগজের তো কথাই নাই। ইহাদের যে বিশেষত্ব সকলের আগে চোখে পড়ে তাহা হইতেছে, একই লেখকগোষ্ঠীর একত্র সমাবেশ। অবশ্য অর্থনীতিক বা অন্যান্য বিশেষ ধরণের পত্রিকাগুলি ছাড়া। আপনি যে কোন পত্রিকার পূজাসংখ্যাই কিনুন না কেন, সূচিপত্র উল্টাইয়া দেখুন,—একই লেখকের দল। সব কাগজেই সেই অশোক শাস্ত্রীর প্রবন্ধ, কিরণ সেন গুপ্তের কবিতা, মনোজ বসু, বনফুলের গল্প, দক্ষিণা-রঞ্জন মিত্র মজুমদার ও সুনির্ম্মল বসুব ছেলেদের রচনা। এই লেখকদের সাহিত্যিক কৃতিত্ব অস্বীকার করা আমার উদ্দেশ্য নয। ইঁহাদের অনেকের লেখা আমার ভালোই লাগে। কিন্তু সব কাগজে ঘুরিয়া ফিবিযা কেবল ইঁহাদেব লেখাই যদি পডিতে হয় তবে অরুচি ধরিবার কথা। যদি এমন হইত যে, কোন বিশেষ লেখক কেবল একটিমাত্র কাগজেই লিখিতেন, তবে তাঁহার লেখার এবং পত্রিকার উভয়েরই কদব বাডিত। প্রবোধ, সান্যাল শুধু আনন্দবাজারের, অচিন্ত্য সেন যুগান্তরের, বুদ্ধদেব কুষকের exclusive হইলে, সবগুলি কাগজই সাহিত্যানুরাগীরা আগ্রহের সহিত কিনিতে বাধ্য হইতেন। লক্ষ্য করিযা দেখিলাম একজন সাহিত্যিক (নাম করিয়া শত্রুসংখ্যা বাডাইতে চাহি না!) বাইশটি পূজাসংখ্যায লিখিয়াছেন। শুনিয়াছি পূজা সংখ্যা বাহির করিতে সরকাবী পেপার কন্‌ট্রোলারের অনুমতি আবশ্যক হয়। বেশীর ভাগ পূজাসংখ্যা পড়িযা এই ধারণা হইল যে, কন্‌ট্রোলটা যথেষ্টরূপ কড়া নয়।

* * *

জ্ঞানি সাহিত্যিক বন্ধুরা বাগ করিয়া বলিবেন, "বাপু হে পূজার সময় গল্প লিখিযা আমবা যা হোক কিছু পাই। ঐটাই আমাদের মশুম। এক কাগজে ছাড়া লিখিবনা, এই পণ কবিলে আমাদের চলে কি করিয়া?" জবাবে বলিব, তাঁহারা যদি exclusive হইতে পারেন তবে তিন কাগজে লেখার দাম এক কাগজে লিখিয়াই পাইতে পারেন। পত্রিকার ব্যবসা এখন অন্য আর পাঁচটা ব্যবসাযের মতোই লাভজনক হইয়াছে। যাঁহারা সে-ব্যবসা করিবেন, তাঁহাবা লেখকদের যথার্থ মূল্য দিতে অবশ্যই প্রস্তুত থাকিবেন। Large scale production ফ্যাক্টরীতে সুবিধাজনক, সাহিত্যে নয়, এ কথা সাহিত্যিকেরা মনে মনে অবশ্যই জানেন। সাহিত্যিকদের বাচিয়া থাকিবার জন্য টাকার প্রয়োজন আছে সন্দেহ নাই। কিন্তু শুধু টাকাবই জন্য আর যাহারাই বাঁচুক সাহিত্যিকেরা বাঁচেন না। নতুবা সাহিত্য ছাডিয়া তাঁহারা মিলিটারী কন্‌ট্রাক্টরী করিতেন।

* * *

শুধু সাহিত্যের দোষ দিযা লাভ নাই। বাংলা-দেশের সকল ক্ষেত্রেই অধুনা এই একঘেয়েমীর পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। বাংলা সিনেমায় যান। দেখিবেন সেই একই অভিনেতা অভিনেত্রী দল পর্দ্দায় দেখা দিতেছে। অহীন্দ্র চৌধুরী, জহর গাঙ্গুলী, ধীরাজ ভট্টাচার্য্য, রঞ্জিৎ রায়, সন্ধ্যা, মলিনা ইত্যাদি ঘুরিয়া ফিরিয়া সকল কোম্পানীর ছবিতেই আছে। নতুন চেহারা চোখে পড়া দায়। বেশী দূরে যাওয়ার দরকার নাই। বোম্বেতে গত পাঁচ বছরের মধ্যে চিত্রজগতে কতজন নতুন চিত্রাভি-নেতা, কতকগুলি সুদৃশ্য নাযিকার মুখ দেখিতে পাওয়া গিয়াছে তাহার হিসাব লইলেই বাংলা-দেশের দৈন্যটা স্পষ্ট হইয়া উঠিবে। বাঙ্গালীর জীবনে বৈচিত্র্য নাই, বিস্তার নাই, বৃদ্ধি নাই :—পুবান পুঁজি ভাঙ্গাইয়া খাওয়াই এখন একমাত্র অবলম্বন।

—খেয়ালী

দাশ ব্যাঙ্ক লিমিটেড্

৯-এ, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

চেয়ারম্যান—কর্ম্মবীর আলামোহন দাশ

আধুনিক সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

দি এসোসিয়েটেড ব্যাঙ্ক অব ত্রিপুরা লিঃ

পৃষ্ঠপোষক :
ত্রিপুরেশ্বর শ্রীশ্রীযুত মহারাজা
মাণিক্য বাহাদুর
কে, সি, এস, আই

ম্যাঃ ডিরেক্টর :
মহারাজকুমার শ্রীব্রজেন্দ্র কিশোর
দেববর্ম্মণ

চীফ্ অফিস : আগরতলা
কলিকাতা অফিস : ১১নং ক্লাইভ রো :: রেজিঃ অফিস : গঙ্গাসাগর
৩নং মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড।
টেলিফোন : ১৩৩২ কলিকাতা টেলিগ্রাম : "ব্যাঙ্কত্রিপুর"

অন্যান্য অফিসসমূহ :
শ্রীমঙ্গল, আজমীরিগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ, কৈলাসহর, সমসেরনগর, নর্থ লখীমপুর, ঢাকা, কমলপুর, ভানুগাছ, ছোড়হাট (আসাম), চকবাজার (ঢাকা), মাদু, গোলাঘাট, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, গৌহাটী, তেজপুর ও হবিগঞ্জ।

শিলং ব্রাঞ্চ খোলা হইয়াছে।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর— { সুধাংশু বিশ্বাস
সুশীল সেন

আর্থিক দুনিয়ার খবরাখবর

বাংলায় সমস্ত ব্যক্তির উপর হইতে বিধিনিষেধ প্রত্যাহার—কলিকাতার ৬ই অক্টোবরের এসোসিয়েটেড প্রেসের সংবাদে প্রকাশ যে, বাংলা গবর্ণমেণ্ট সমস্ত জেলার ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীদের প্রতি নিজ নিজ এলাকার সমস্ত ব্যক্তির উপর হইতে বিধিনিষেধ প্রত্যাহারের নির্দ্দেশ দিয়াছেন।

বৃটিশ জাহাজ শিল্পে সরকারী সাহায্যের প্রস্তাব—বৈদেশিক প্রতিযোগিতার বিরুদ্ধে টিকিয়া থাকার উদ্দেশ্যে বৃটিশ জাহাজ চলাচল ব্যবস্থা ও জাহাজ শিল্পকে সরকারী সাহায্য প্রদান সম্পর্কিত এক প্রস্তাব শীঘ্রই পার্লামেণ্টে উপস্থিত হইবে। এই সম্পর্কে শীঘ্রই গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদের নীতি ঘোষণা করিয়া এক বিবৃতি প্রকাশ করিবেন বলিয়া প্রকাশ।

বোম্বাই গবর্ণমেণ্টের নিকট দাবী—প্রকাশ, বার্দ্দোলি স্বরাজ আশ্রমের ট্রাষ্টি সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেল, শ্রীযুক্ত নরহরি প্যারিখ ও খুসল-ভাই প্যাটেল সুরাটের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট এই মর্ম্মে এক নোটিশ দিয়াছেন যে, ১৯৪২ সালের আগষ্ট মাসের পর হইতে বোম্বাই গবর্ণমেণ্টের অধীনে থাকিবার সময়ে আশ্রমের যে ক্ষতি হইয়াছে তাহার জন্য বোম্বাই গবর্ণমেণ্টের ৭২ হাজার ৫ শত টাকা ক্ষতি পূরণ করা উচিত।

বিশ্ব ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন—সম্প্রতি প্যারিস রেডিও হইতে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, লুই সেইনাণ্টে সর্ব্বসম্মতিক্রমে নবগঠিত বিশ্ব ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশনের সেক্রেটারী নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

ভারতীয়ের ভিক্টোরিয়া ক্রশ লাভ—তিন জন ভারতীয় সৈন্য যুদ্ধে চরম বীরত্ব প্রদর্শনের জন্য ভিক্টোরিয়া ক্রশ পদক লাভ করিয়াছেন। গত ১৬ই অক্টোবর তাঁহারা সম্রাটের নিকট হইতে পদক গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহাদের নাম—হাবিলদার উমরাদ সিং, ত্রয়োদশ ভারতীয় অশ্বারোহী রেজিমেণ্ট, বন্দুকধারী ডাম্বাগগুরং, তৃতীয় ও চতুর্থ গুর্খা বাহিনী এবং নায়েক মায়েন সিং, চতুর্থ ও পঞ্চদশ পাঞ্জাবী রেজিমেণ্ট।

চট্টগ্রাম বন্দর সামরিক অধিকারচ্যুত—গত ১লা অক্টোবর হইতে চট্টগ্রাম বন্দর সামরিক অধিকারচ্যুত হইয়াছে এবং আসাম বেঙ্গল রেলওয়ে কর্ত্তৃপক্ষ সম্পূর্ণরূপে উহার ভার গ্রহণ করিয়াছেন।

কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের আয়ব্যয়—কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের গত জুলাই মাসের আয়-ব্যয়ের যে হিসাব প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে দেখা যায় যে, বর্ত্তমান আর্থিক বৎসরের (১৯৪৫-৪৬) প্রথম চারি মাসে মোট সাড়ে ৬৩ কোটি টাকা ব্যয় হইয়াছে; পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরে অনুরূপ সময়ে ব্যয় হইয়াছিল সাড়ে ৫৭ কোটি টাকা। রেলওয়ে, ডাক ও তার বিভাগ এবং সাময়িক অন্যান্য কয়েকটি বিষয় সম্পর্কিত আয়-ব্যয়ের হিসাব উহার মধ্যে ধরা হয় নাই। আলোচ্য সময়ে রেলওয়ের আয় গত বৎসর হইতে আরও সাড়ে ৩ কোটি টাকা বেশী হইয়াছে। স্থায়ী ঋণ খাতেও ১ শত সাড়ে ২৫ কোটি টাকা বেশী ধরা হইয়াছে। বেসামরিক খাতেও ব্যয় বৃদ্ধি পাইয়াছে সাড়ে ৪ কোটি টাকা।

লড়াই-ফেরতাদের চাকুরী—সম্প্রতি প্রকাশিত এক সরকারী ইস্তাহারে প্রকাশ, যুদ্ধ-ফেরৎ লোকদের জন্য সংরক্ষিত সরকারী পদগুলিকে সাম্প্রদায়িক বিধিব্যবস্থা অনুযায়ী পূরণ করা হইবে। সৈন্য বাহিনীতে যুবকেরা যোগদান করিলে যুদ্ধোত্তরকালে তাহাদিগকে সরকারী চাকুরী পাইতে কতকগুলি সুবিধা দেওয়া হইবে এবং তাহাদের জন্য কতকগুলি চাকুরী খালি থাকিবে বলিয়া গত ১৯৪১ সালে কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট যে এক ঘোষণা প্রচার করিয়াছিলেন সেই অনুসারে সংখ্যা-লঘু সম্প্রদায়ের স্বার্থ রক্ষা সম্পর্কে আইনানুযায়ী খাস কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের অধীনস্থ এবং অন্যান্য চাকুরীগুলিতে লোক নিযুক্ত করা হইবে। যুদ্ধ শেষ হওয়ার ফলে কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের অস্থায়ী কর্ম্মচারীদিগকে এইভাবে বরখাস্ত করা হইবে যাহাতে অবশিষ্ট কর্ম্মচারীদের মধ্যেও সাম্প্রদায়িক হার যথাসম্ভব বজায় থাকে।

রসায়ন শাস্ত্রে নোবেল পুরস্কার 'সুইডিস একাডেমী' এই বৎসর (১৯৪৪) রসায়ন বিভাগের জন্য আণবিক বোমা আবিষ্কারক জার্ম্মাণ বৈজ্ঞানিক অটোহানকে নোবেল পুরস্কার প্রদান করিয়াছেন। ১৯৪৪ সাল পর্য্যন্ত মিঃ হান জার্ম্মাণীতে ছিলেন। বর্ত্তমানে তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আছেন বলিয়া প্রকাশ। তিনি কবে ও কি করিয়া জার্ম্মাণী ত্যা করিলেন, সে খবর প্রকাশ করা হয় নাই।

বাংলায় খাদ্য বরাদ্দ ব্যবস্থা—সম্প্রতি কম সভায় এক প্রশ্নের উত্তরে সহকারী ভারত সচিব মি আর্থার হেণ্ডারসন বলেন যে, খাদ্য বরাদ্দ ব্যব বৃহত্তর কলিকাতায় বেশ সহজেই চালু আছে। এ বরাদ্দ ব্যবস্থা বৃহত্তর কলিকাতার অন্যান্য অঞ্চলে বাংলার দুই একটি সহরে চালু করিবার সম্ব বিবেচনা করা হইতেছে বলিয়াও মিঃ হেণ্ডারস উল্লেখ করিয়াছেন।

ব্রহ্ম হইতে চাউল আমদানীর ব্যবস্থা—ভারত গবর্ণমেণ্টের খাদ্য বিভাগের সেক্রেটারী মি আর এইচ হাচিনস্ ব্রহ্মদেশ পরিভ্রমণ করি

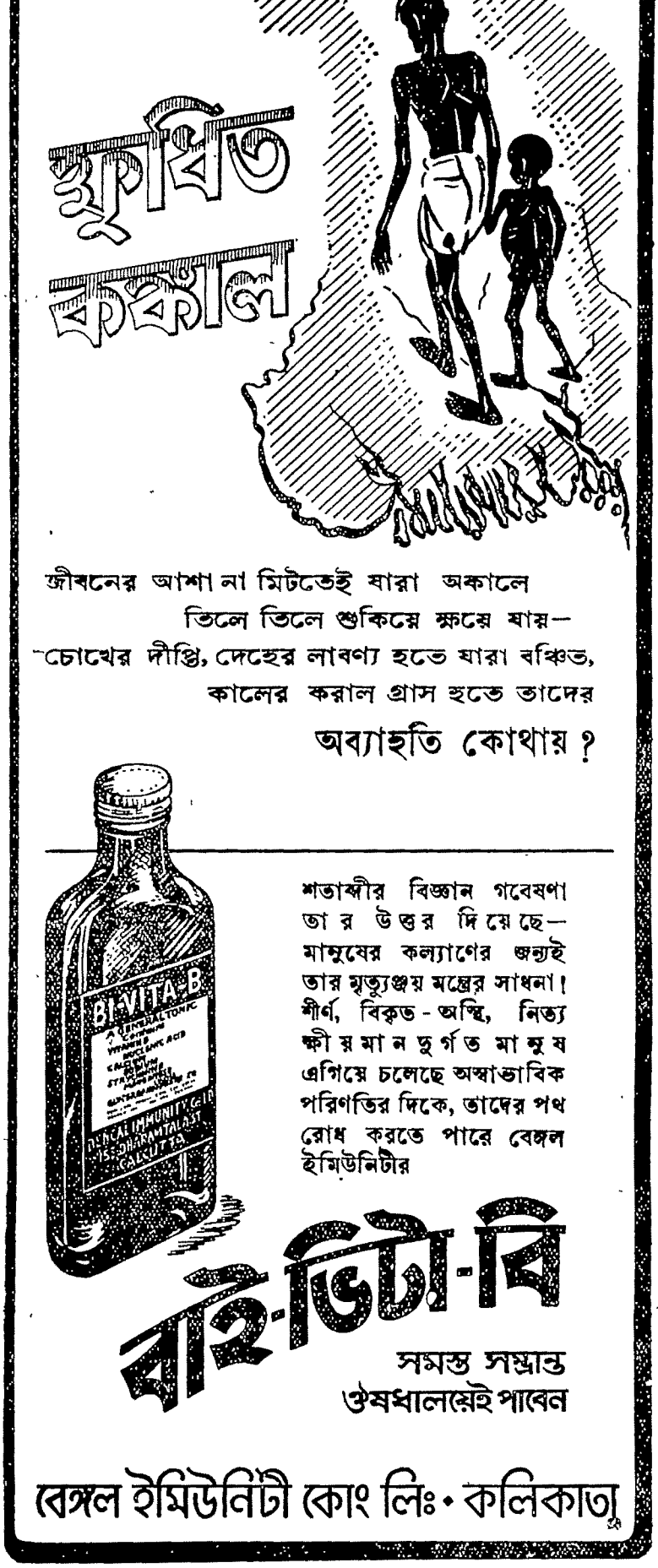

সম্প্রতি নয়াদিল্লীতে পৌছিয়াছেন। ব্রহ্মদেশে খাদ্য সম্পর্কিত ব্যাপারে মিঃ হাচিনসের যে সমস্ত আলাপ-আলোচনা হইয়াছে তাহাতে তিনি আশা করেন যে, এই বৎসরের শেষ ভাগেই ভারতে ব্রহ্মদেশ হইতে চাউল আমদানী করা সম্ভব হইবে।

ফিনান্‌সিয়াল গার্ডিয়ান—ভারত গবর্ণমেণ্ট সম্প্রতি মিঃ এস সি শর্ম্মাকে বোম্বাই হইতে 'ফিনান্‌সিয়াল গার্ডিয়ান' নামক একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করিবার অনুমতি দিয়াছেন।

যুদ্ধ বিমানের গোপন রহস্য—'ডেইলি হেরাল্ড' পত্রিকার এক খবরে প্রকাশ, যুদ্ধের সময় যে সমস্ত বিমানের নির্ম্মাণ-কৌশল এবং অন্যান্য খুঁটিনাটি বিষয় গোপন রাখা হইয়াছিল আর কয়েক মাসের মধ্যেই তাহা সাধারণের নিকট প্রকাশ করা হইবে। বিমান উৎপাদন মন্ত্রী-দপ্তর, নৌ-দপ্তর, সমর-দপ্তর এবং বিমান-দপ্তর সমবেতভাবে এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ। ইহার ফলে ৩ শত ৫০ রকমের বিমান ও ১ শত রকম ইঞ্জিনের নির্ম্মাণ ও কলাকৌশল জানা যাইবে। তবে জেট-চালিত বিমানের নির্ম্মাণ-কৌশল এবং উহার উন্নতি সম্পর্কিত গবেষণার ফল বর্ত্তমানে গোপন রাখা হইবে।

দশ লক্ষ বৃটিশ সাইকেল রপ্তানী—বৃটেনের শিল্পপতি সমিতির সভাপতি মিঃ জর্জ্জ উইলসন সম্প্রতি এক বিবৃতিতে বলিয়াছেন যে, বৃটেনে ১৫ লক্ষ সাইকেল এবং অনুরূপ সংখ্যক সাইকেলের অংশ তৈয়ারী হইবে। ঐ ১৫ লক্ষ সাইকেলের মধ্যে ১০ লক্ষই বিদেশে রপ্তানী হইবে বলিয়াও তিনি উল্লেখ করিয়াছেন। উক্ত বিবৃতিতে তিনি আরও উল্লেখ করিয়াছেন যে, এই ১০ লক্ষ সাইকেলের মধ্যে প্রথম ১ লক্ষ রপ্তানী হইবে হল্যাণ্ডে ওলন্দাজ গবর্ণমেণ্ট ও পুলিশের ব্যবহারের জন্য। দ্বিতীয় দফায় ১ লক্ষ সাইকেল ডেনমার্ক ও নরওয়েতে পাঠান হইবে। পরে ফ্রান্সের চাহিদাও মিটান হইবে। এই সমস্ত সাইকেল ব্যতীত বৃটেন হইতে আন্তর্জ্জাতিক পুনর্গঠন ও পুনর্ব্বসতি পরিষদের মারফতে ইউরোপের জরুরী প্রয়োজন মিটাইবার জন্যও সাইকেল পাঠান হইতেছে। মিঃ জর্জ্জ উইলসন আরও বলেন যে, সাইকেলগুলি আধুনিক গডনে তৈয়ারী হইবে এবং তাহাতে ক্রোমিয়ামের পালিশ দেওয়া হইবে এবং গতিনিয়ন্ত্রণের জন্য তিনটি করিয়া 'গিয়ার' থাকিবে। সাইকেলগুলির হ্যাণ্ডেল, মাডগার্ড এবং চাকা ও টায়ারের মধ্যে বিভিন্ন দেশের চাহিদা অনুযায়ী কিছু কিছু তফাৎ থাকিবে বলিয়াও মিঃ জর্জ্জ উল্লেখ করিয়াছেন।

গবাদিপশুর চিকিৎসা—স্যার আলফ্রেড হাওয়ার্ড নামে একজন ইংরেজ কৃষিবিশারদ গবাদির পা ও মুখের রোগ-সমস্যার সমাধান করিয়াছেন বলিয়া মনে করেন। তিনি প্রমাণ করিয়াছেন যে, গবাদির পা ও মুখের রোগ অপুষ্টি হইতেই হইয়া থাকে, সংক্রামণ হইতে নয়। স্যার আলফ্রেডও বিশ্বাস করেন যে, উর্ব্বরা জমিতে উৎপন্ন ঘাস ইত্যাদি যথেষ্ট পরিমাণে খাইতে পাইলে গবাদি সহজেই পা ও মুখের রোগ হইতে রক্ষা পাইতে পারে। তিনি ৪০টি ষাঁড়ের উপরে ক্রমাগত ৭ বৎসর পরীক্ষা চালাইয়া দেখিয়াছেন, স্বাভাবিক উর্ব্বরা জমিতে উৎপন্ন ঘাস ইত্যাদি পরিমিতভাবে খাওয়াইয়া ষাঁড়গুলিকে রোগাক্রান্ত অন্যান্য গবাদি পশুর মধ্যে ছাড়িয়া দিলেও উহারা রোগাক্রান্ত হয় না। স্যার আলফ্রেড ৪০ বৎসর-কাল ভারতে এ বিষয়ে গবেষণা করিয়াছেন।

নির্ব্বাচন আইনের সংশোধন—গেজেট অব ইণ্ডিয়ার একটি অতিরিক্ত ইস্তাহারে প্রকাশ, রাষ্ট্রীয় পরিষদ এবং আইন সভার ৪৮ ধারার আইনটি নাকচ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। কেন্দ্রীয় আইন পরিষদ ও রাষ্ট্রীয় পরিষদের বিগত নির্ব্বাচন কালে এই ৪৮ ধারার আইন সম্পর্কে অনেক অসুবিধা ও গোলমালের সৃষ্টি হইয়াছিল। কোনও নির্ব্বাচন প্রার্থীর নির্ব্বাচন আইনতঃ নির্দ্দোষ হইয়াছে কিনা, এই সম্পর্কে রিটার্ণিং অফিসারের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে বড়লাটের কাছে বিচার প্রার্থনার অধিকার ঐ ৪৮ ধারাতে দেওয়া হইয়াছিল। এই জাতীয় আপীলের বিচার করা বড়লাটের পক্ষে বাঞ্ছনীয় নয় এবং ইহাতে ইলেকশন কমিশনারদের অধিকারের উপরে হস্তক্ষেপ করা হয় অথচ ঐরূপ আপীল অগ্রাহ্য করাও বড়লাটের পক্ষে আইনতঃ সমীচীন হইবে কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ থাকায় ঐ ৪৮ ধারার আইনটিকেই বাতিল করিয়া দেওয়া হইল।

সার্জ্জেণ্ট পরিকল্পনার পর্য্যালোচনা—বিদ্যালয়সমূহে ধর্ম্ম সংক্রান্ত শিক্ষা সম্পর্কে ভারত গবর্ণমেণ্টের শিক্ষা বিভাগীয় উপদেষ্টা ডাঃ জন সার্জ্জেণ্ট যে পরিকল্পনা তৈয়ারী করিয়াছেন তাহা পর্য্যালোচনা করিবার জন্য একটি কমিটি গঠিত হইয়াছে। গত ২২শে ও ২৩শে অক্টোবর তারিখে উক্ত কমিটির অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। প্রকাশ, উক্ত অধিবেশনে রাজকুমারী অমৃত কাউর, মিসেস রেণুকা রায়, স্যার এস রাধাকৃষ্ণন, মিঃ শ্রীপ্রকাশ এবং ডাঃ সার্জ্জেণ্টও যোগদান করিয়াছিলেন।

আন্তর্জ্জাতিক শ্রমিক সম্মেলনে ভারত গবর্ণমেণ্টের প্রতিনিধিবর্গ—নয়াদিল্লীর এক সাম্প্রতিক ইস্তাহারে প্রকাশ, আগামী ১৫ই নবেম্বর হইতে কোপেনহেগেনের আন্তর্জ্জাতিক শ্রম দপ্তরের উদ্যোগে নৌচলাচল সম্পর্কে যে আন্তর্জ্জাতিক প্রাথমিক সম্মেলন বসিবে তাহাতে যোগদানের জন্য নিম্নলিখিত সরকারী ও বেসরকারী ব্যক্তিবর্গ ভারত গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক মনোনীত হইয়াছেন :—

ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল
ব্যাঙ্ক লিমিটেড
৮নং লায়ন্স রেঞ্জ, কলিকাতা।
কলিকাতা ও বোম্বাই সহরে
ক্লিয়ারিং-এর সুবিধা প্রাপ্ত।
আমাদের
"পেন্‌সন্ সার্টিফিকেটে"
৫,০০০৲ টাকা জমা দিলে
১০,০০০৲ টাকা পাওয়া যায়।
পত্র লিখিলেই বিস্তারিত জানান হয়।
বিভিন্ন ব্যবসা কেন্দ্রে ২১টি শাখা
দ্বারা জাতির সেবায় নিযুক্ত
অংশীদারগণ ডিভিডেণ্ড
পাইয়াছেন।
১৯৪২ সনে শতকরা ৫৲
১৯৪৩ সনে ,, ৫৲
১৯৪৪ সনে ,, ৭৷৷০
আর, রায়,—ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

টেলিগ্রাম : আসামব্যাঙ্ক টেলিফোন : দি ক্যাল: ৬৯৪০
ব্যাঙ্ক অব আসাম লিঃ
স্থাপিত : ১৯৩৬
হেড অফিস : টেলিগ্রাম : ব্যাঙ্কআসাম
শিলং— টেলিফোন : ২০ (২ লাইন)
কলিকাতা অফিস—৬নং ক্লাইভ রো।
শাখাসমূহ :—বড়পেটা, ধুবড়ী, গৌহাটী, গোয়ালপাড়া, জোড়হাট, নওগাঁ (আসাম)
অনুমোদিত মূলধন—২০,০০,০০০ টাকা
বিলিকৃত ও বিক্রীত—১০,০০,০০০ ,,
আদায়ীকৃত মূলধন
(অগ্রিম কল সহ)— ৫,৬৩,০০০ ,, উপর
রিজার্ভ ফণ্ড— ৭৫,০০০ টাকা
আমানত ৬০,০০,০০০ ,, উপর
কার্য্যকরী মূলধন— ৭৫,০০,০০০ ,, ,,
এ বি দত্ত, এম-এ, এফ-আর-ই-এস্,
এ-আই-বি (লণ্ডন), সার্ট, এজেণ্ট, কলিকাতা।
এইচ ব্যানার্জ্জি, বি-এ,
এ-আই-বি (লণ্ডন), সার্ট, ম্যানেজিং ডিরেক্টর

ক্যালকাটা সিটি ব্যাঙ্ক
—লিমিটেড—
(ক্লিয়ারিংয়ের যাবতীয় সুবিধাযুক্ত)
হেড অফিস—১০২বি, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
ফোন : কলিঃ ৩৪৪৭
CALCUTTA CITY BANK LIMITED
—শাখাসমূহ—
বড়বাজার, বেলেঘাটা, শ্যামবাজার, আরামবাগ, চাঁপাডাঙ্গা, মিরকাদিম, নারায়ণগঞ্জ, দীঘিরপাড়, লাহেরিয়াসরাই, ভাগলপুর, নাথনগর, দ্বারভাঙ্গা, রায়পুর, পাটনা, পাটনা সিটি, ভিজিয়ানাগ্রাম, বোলাজীর, কাটাবঞ্জী (পাটনা ষ্টেট), নাগপুর, সম্বলপুর।

নোয়াখালী ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিঃ
(সিডিউল্ডভুক্ত ব্যাঙ্ক)
হেড অফিস : ১০, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা
স্থাপিত—১৯২৯
ফোন : ক্যাল ২৩৩৯ (৩ লাইন)
অনুমোদিত মূলধন—
১,০০,০০,০০০৲ টাকা
বিলিকৃত মূলধন—
১২,৫৮,০০০৲ টাকার উর্দ্ধে
আদায়ীকৃত মূলধন—
১০,২১,০০০৲ টাকার উর্দ্ধে
চট্টগ্রাম ও ডিব্রুগড় শাখা শীঘ্রই খোলা হইবে।
ম্যানেজিং ডিরেক্টর—এস্, সি, পাল

শাদার্ণ ব্যাঙ্কিং লিঃ
হেড অফিস—১৪, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ফোন—ক্যাল ৫৯৮৯
ব্রাঞ্চ—বড়বাজার, শ্যামবাজার, ভবানীপুর, বসিরহাট, খুলনা ও পাটনা
সুবিধাজনক সর্ত্তে গভর্ণমেণ্ট ও মিলিটারী বিলের উপর টাকা ধার দেওয়া হয়।
সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।
চেয়ারম্যান—মিঃ দেবেন্দ্রনাথ মুখার্জ্জি, মেয়র, কলিকাতা কর্পোরেশন।

সরকারী প্রতিনিধি :—লণ্ডনস্থ ভারতের হাই-কমিশনার স্যার স্যামুয়েল রঙ্গনাধন।

ঐ উপদেষ্টা :—১। কেন্দ্রীয় বাণিজ্য বিভাগের সেক্রেটারী মিঃ এস আর জামান।

২। কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের চীফ সার্ভেয়ার ক্যাপ্টেন ডবলিউ জেলিকটন, আর আই এন।

৩। লণ্ডনস্থ ভারতের হাই-কমিশনাবের অফিসের বিভাগীয় সেক্রেটারী মিঃ আর এস মানী, আই-সি-এস। তিনি ভারতীয় প্রতিনিধিবর্গের সেক্রেটারীর কাজও করিবেন।

মালিকবর্গের প্রতিনিধি :—মিঃ এন এ মাষ্টাব।

ঐ উপদেষ্টা :—১। মিঃ ডেভিড এস একল কর।

২। ক্যাপ্টেন কে ওলকারজী।

শ্রমিক প্রতিনিধি :—লেঃ কমাণ্ডার আফ্‌তাব আলী।

ঐ উপদেষ্টা :—১। মিঃ দীনকর দেশাই।

২। ডাঃ এ এম মালীক।

প্রকাশ, প্রতিনিধিমূলক সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের সহিত আলোচনাক্রমেই এই সকল জাহাজের মালিক ও জাহাজী শ্রমিকদের প্রতিনিধি এবং উপদেষ্টাকে মনোনীত করা হইয়াছে।

ইউরোপের বৃহত্তম হাইড্রোজেনারেটর তৈরী—মস্কোর সাম্প্রতিক সংবাদে প্রকাশ, নীপার হাইড্রোইলেকট্রিক ষ্টেশন বিনষ্ট হইবার পর লেনিনগ্রাডের যুদ্ধ-বিধ্বস্ত কারখানাসমূহে রুশ বিজ্ঞানীগণ ইউরোপের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ হাইড্রোটারবাইন ও হাইড্রোজেনারেটর তৈরী করিতেছেন। এই সম্পর্কে আরও প্রকাশ যে, নূতন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা অনুসারে উরাল, সাই-বেরিয়া অঞ্চল এবং ভলগা নদীর খরস্রোতের সাহায্যে জলশক্তি কার্য্যে প্রয়োগ করিবার জন্য জোর দেওয়া হইতেছে। তদনুসারে ১৯৫০ সালে সোভিয়েট ইউনিয়নের বৈদ্যুতিক শক্তি দ্বিগুণ হইবে বলিয়াও প্রকাশ। সোভিয়েট রুশিয়া নাকি আশা করে যে, ১৯৪৮ সালের মধ্যেই লেনিনগ্রাড অঞ্চলের বৈদ্যুতিক শক্তি যুদ্ধ-পূর্ব্বের সমান হইবে।

যুদ্ধ সম্পর্কিত প্রাদেশিক নির্ব্বাচন বোর্ড—নয়াদিল্লীর এক সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে ঘোষণা করা হয় যে, বর্ত্তমানে জাপানের সহিত যুদ্ধ শেষ হওয়ায় ভারত গবর্ণমেণ্ট সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, অফিসার সংগ্রাহক দল, ডেপুটি ডিরেক্টর অফ রিক্রুটিং এবং রিক্রুটিং অফিসারগণই ভবিষ্যৎ সামরিক কার্য্যের জন্য সমস্ত অফিসার রিক্রুট করিবেন। কাজেই প্রাদেশিক নির্ব্বাচন বোর্ডের আর প্রয়োজন নাই এবং এইরূপ সমস্ত বোর্ড শীঘ্রই বন্ধ হইয়া যাইবে।

বস্ত্র বরাদ্দ প্রথা—নয়াদিল্লীর সাম্প্রতিক সংবাদে প্রকাশ যে, বস্ত্র বরাদ্দ ব্যবস্থা প্রথা দুই তিন বৎসর চালু থাকিবে। পৃথিবীর সর্ব্বত্রই আজ সূতী বস্ত্রের অভাব দেখা দিয়াছে। কিন্তু বস্ত্রের উৎপাদনের মাত্রা ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া

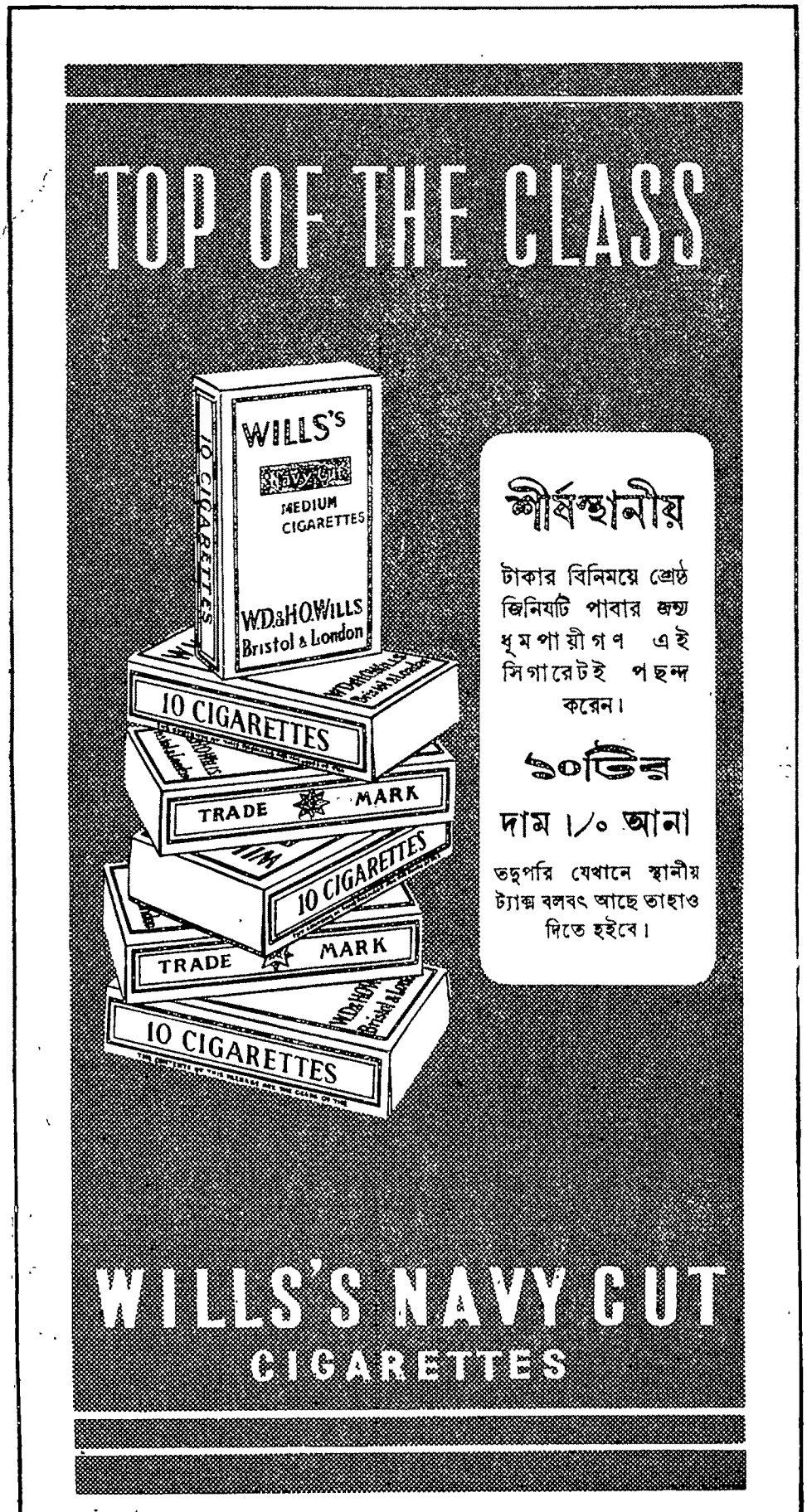

খুব শীঘ্রই বস্ত্র বরাদ্দ প্রথার বিলোপ সাধন করা যাইবে না বলিয়াও উক্ত সংবাদে প্রকাশ করা হইয়াছে।

চিনি-গুড় প্রভৃতি সম্পর্কে সরকারী আদেশ—গত ৯ই অক্টোবরের অতিরিক্ত সংখ্যা কলিকাতা গেজেটে প্রকাশ, বাংলা গবর্ণমেণ্টের ডিরেক্টর জেনারেলের আদেশ ব্যতীত কোনও ব্যক্তি এক স্থান হইতে অন্য স্থানে চিনি, গুড় প্রভৃতি লইয়া যাইতে পারিবে না বা চিনি, গুড় প্রভৃতি তৈরী করিতে পারিবে না। উপরোক্ত আদেশ পার্ব্বত্য ত্রিপুরা ব্যতীত সমগ্র বাংলায় প্রযোজ্য।

জাপানে আমদানী নিয়ন্ত্রণ—জেনারেল ম্যাক আর্থার জাপানে আমদানী বিশেষভাবে সীমাবদ্ধ করিয়া জাপ গবর্ণমেণ্টকে এক আদেশ প্রদান করিয়াছেন। উক্ত আদেশে নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে, যে সকল প্রকার আমদানী দ্রব্যের মূল্য দিতে হইবে এবং জাপানীগণ যাহা উৎপন্ন করিতে পারে, এমন কিছু আমদানী করা চলিবে না। চাউল বা তাহার সমতুল্য কোন খাদ্যশস্য, লবণ ও তুলা—এই কয়েকটি জিনিষই সর্ব্বাগ্রে আমদানী-কৃত দ্রব্যের তালিকাভুক্ত হইয়াছে।

বরিশাল জেলায় রেল লাইন—প্রকাশ, বেঙ্গল এণ্ড আসাম রেলওয়ে কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাদের যুদ্ধ-পরবর্ত্তী পরিকল্পনার মধ্যে বরিশাল জেলায় রেল লাইন তৈয়ারী করিবার কথা বিবেচনা করিতেছেন। আরও প্রকাশ যে, এই লাইন ফরিদপুর হইতে মাদারীপুর হইয়া বরিশাল যাইবে। ইহার দূরত্ব মাত্র ৮৬ মাইল। বাংলা গবর্ণমেণ্ট বি এণ্ড রেলওয়ের ইঞ্জিনীয়ারগণকে এই সমস্ত জমি জরীপ করিবার ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাজ করিবার ক্ষমতা দিয়াছেন। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, বাংলাদেশের মধ্যে একমাত্র বরিশাল জেলায় কোন রেল লাইন নাই।

মাদ্রাজে সামরিক কর্ম্মচারী ছাঁটাই—মাদ্রাজের সাম্প্রতিক সংবাদে প্রকাশ, আগামী নবেম্বরের মাঝামাঝি হইতে মাদ্রাজের সামরিক কর্ম্মচারীদের ছাঁটাই সুরু করা হইবে ও ১৯৪৬ সালের মার্চ্চ পর্য্যন্ত উহা চলিতে থাকিবে। এই সময়ের মধ্যে প্রায় ১ লক্ষ ৩৫ হাজার লোক ছাঁটাই করা হইবে। উহার মধ্যে ১৫ হাজার লোক—যাহাদের কোন নির্দ্দিষ্ট শ্রেণীর ভিত্তিতে লওয়া হয় নাই তাহাদের ধরা হয় নাই।

বোম্বাইয়ে গৃহ নির্ম্মাণ সম্পর্কিত বিধি-নিষেধ—প্রকাশ, যুদ্ধ শেষ হওয়ায় ও বাসগৃহ-সমস্যা অত্যন্ত জটিল হওয়ায় বোম্বাই গবর্ণমেণ্ট কোন কোন ক্ষেত্রে গৃহ নির্ম্মাণের অনুমতি দিতে স্থির করিয়াছেন। এই সম্পর্কে বোম্বাই গবর্ণমেণ্টের একটি সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, বর্ত্তমানে নিষেধাজ্ঞা সম্পূর্ণ বাতিল করা সম্ভব নয়। কারণ বিধিনিষেধ তুলিয়া লইলে বাড়ী তৈয়ারীর মাল-মশলার দর বৃদ্ধি পাইবে এবং অত্যাবশ্যক গৃহ নির্ম্মাণ কার্য্য বন্ধ হইয়া যাইবে। মধ্যবিত্ত শ্রমিকদের জন্য গৃহ নির্ম্মাণে সর্ব্বপ্রথম মাল-মশলা সরবরাহ করা হইবে বলিয়াও উক্ত বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হইয়াছে।

ভারতে ইস্পাত শিল্পের উন্নতি—প্রকাশ, যুদ্ধের দরুণ শ্রমশিল্পের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ইস্পাতের জরুরী প্রয়োজন মিটাইবার জন্য টাটার কারখানার ইস্পাত সম্পর্কে নানারকম গবেষণা করা হইয়াছে এবং তাহাদের কারখানায় এখন অনেক রকমের মিশ্রিত ইস্পাত, এমনকি বিমান নির্ম্মাণের জন্য উৎকৃষ্ট শ্রেণীর ইস্পাতও তৈরী হইতেছে। টাঁকশালের কলের ইস্পাতও প্রচুর পরিমাণে নাকি সেখানে তৈরী হইতেছে। মিঃ কে এন প্রহ্লাদ রাও 'বিজ্ঞান ও শ্রমশিল্প গবেষণা প্রতিষ্ঠানের' প্রকাশিত পত্রিকার আগষ্ট সংখ্যায় টাটার কারখানার তৈরী বিভিন্ন রকম ইস্পাত সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন।

ভারতে বেতারযন্ত্র উৎপাদন—ভারতে বেতারযন্ত্র আমদানী হয় আমেরিকা এবং বৃটেন

বাজারের সাথে যোগাযোগ বিভিন্ন ধরণের কাজ

১। স্বর্ণ ও রৌপ্য ক্রয় বিক্রয় করা হয়।
২। ষ্টক এক্সচেঞ্জের তালিকাভুক্ত শেয়ার ক্রয় বিক্রয় করা হয়।
৩। হুণ্ডী ও বিল ডিস-কাউণ্ট করা হয়।

আমাদের মধ্যস্থতায় বাজারের সংস্পর্শে আসুন

ইষ্টার্ণ ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ব্যাঙ্ক লিমিটেড
৮, লায়ন্স রেঞ্জ কলিকাতা

এম্পায়ার অব্ ইণ্ডিয়া লাইফ এসিওরেন্স কোম্পানী লিমিটেড

স্থাপিত—১৮৯৭ সাল

—উন্নতির পরিচয়—

সম্পত্তির পরিমাণ
৬,৩০,০০,০০০৲ টাকার উপর

চলতি বীমার পরিমাণ
১৬,৪৯,০০,০০০৲ টাকার উপর

দাবী শোধ
৮,৩৮,৫০,০০০৲ টাকার উপর

বর্ত্তমান অনিশ্চিতকর সময়ে জীবন বীমার পলিসি ক্রয় করা আপনার পক্ষে অত্যাবশ্যক, কারণ পরিবর্ত্তনশীল জগতের বহুবিধ দুঃখ-দুর্দ্দশায় ইহাই আপনাকে একমাত্র রক্ষা করিতে পারে।

ডি, এম, দাস এণ্ড সন্স লিঃ
চীফ এজেণ্টস্
বাঙ্গলা, বিহার, উড়িষ্যা ও
১৮, ডালহৌসি স্কোয়ার, ক

সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বার্লি বলিতে
ওয়েষ্টের
রেড ক্রশ বার্লিকেই বুঝায়
ওয়েষ্ট এণ্ড কোং
১২৭বি, লোয়ার সার্কুলার রোড, কলিকাতা।

কুমিল্লা ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন লিঃ

হেড অফিস :—কুমিল্লা স্থাপিত — ১৯১৪

মূলধন

অনুমোদিত—	৩,০০,০০,০০০৲
বিলিকৃত ও বিক্রীত—	১,০০,০০,০০০৲
আদায়ীকৃত—	৫৪,০০,০০০৲ উপর
রিজার্ভ ফাণ্ড—	২৫,০০,০০০৲ উপর

শাখাসমূহ—কলিকাতা, হাইকোর্ট, বড়বাজার, দক্ষিণ কলিকাতা, নিউ মার্কেট, হাটখোলা, ডিব্রুগড, চট্টগ্রাম, জলপাইগুড়ি, বোম্বাই-মান্দভি (বোম্বাই), দিল্লী, কানপুর, লক্ষ্ণৌ, বেনারস, পাটনা, ভাগলপুর, কটক, হাজিগঞ্জ, ঢাকা, নবাবপুর, নারায়ণগঞ্জ, নিতাইগঞ্জ, বরিশাল, ঝালকাটী, চাঁদপুর, পুরাণবাজার, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, বাজার ব্রাঞ্চ (কুমিল্লা)।

লণ্ডন এজেণ্ট :—ওয়েষ্টমিনষ্টার ব্যাঙ্ক লিমিটেড।
নিউইয়র্ক এজেণ্ট :—ব্যাঙ্কার্স ট্রাষ্ট কোং অব নিউইয়র্ক।
অষ্ট্রেলিয়ান এজেণ্ট :—ন্যাশন্যাল ব্যাঙ্ক অব অষ্ট্রেলেশিয়া লিঃ।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর :—মিঃ এন, সি, দত্ত, এম-এল-সি।

হইতে। ভারতবর্ষেও বর্ত্তমানে বেতারযন্ত্র তৈয়ার করা সম্ভবপর বলিয়া 'বিজ্ঞান ও শ্রমশিল্প গবেষণা প্রতিষ্ঠানের' প্রকাশিত পত্রিকায় একটি প্রবন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে। বেতারযন্ত্রের শুধু ভালভ্ ছাড়া আর সমস্ত অংশই এই দেশে তৈয়ার করা যাইতে পারে। প্রকাশ যে, কোনও কোনও ভারতীয় প্রতিষ্ঠান নাকি ভারতবর্ষের প্রস্তুত বেতারযন্ত্রের বিভিন্ন অংশগুলি একত্র সংযুক্ত করিয়া বেতার শব্দধারক যন্ত্র ও এ্যামপ্লিফায়ার বা ধ্বনি-বর্দ্ধক যন্ত্র তৈয়ারীর চেষ্টা করিতেছেন। ভবিষ্যতে ভারতবর্ষে এই শিল্পের প্রচুর উন্নতির সম্ভাবনা রহিয়াছে বলিয়াও প্রকাশ।

গোলাঘরের দেয়ালে কীটনাশী ঔষধ—প্রকাশ, গোলায় তুলিয়া রাখা শস্যাদিতে যাহাতে পোকা না লাগে সেজন্য অনেক গবেষণা করা হইয়াছে। সম্প্রতি জানা গিয়াছে যে, গোলাঘরের দেয়ালে কীটনাশী "ডি-ডিটী" ও "৬৬৬" নামে দুইটি ঔষধ প্রয়োগ করিলে শস্য নষ্ট হইবার আশঙ্কা থাকিবে না।

ভারতীয় ইস্পাত শিল্প ও ম্যাঙ্গানিজ—ইস্পাতকে প্রয়োজনমত শক্ত করিতে হইলে লোহার সহিত ম্যাঙ্গানিজ মিশাইতে হয়। যে সকল দেশে লোহার কারখানা আছে সেখানে ম্যাঙ্গানিজের চাহিদাও খুব বেশী। ভারতবর্ষে টাটার লোহার কারখানা যেমন জগদ্বিখ্যাত, ভারতে ম্যাঙ্গানিজ ধাতুও তেমনই প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়। ম্যাঙ্গানিজ উৎপাদনে সমগ্র পৃথিবীতে ভারতের স্থান দ্বিতীয়। দামেও উহা খুব সস্তা। টাটার গবেষণাগারে ইস্পাত ও ম্যাঙ্গানিজ সম্পর্কে যে সকল গবেষণা চালানো হইতেছে তাহার ফলাফল ও বিবরণ 'বিজ্ঞান ও শ্রমশিল্প প্রতিষ্ঠানের' প্রকাশিত সেপ্টেম্বর মাসের (১৯৪৫) পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে।

বিলাত হইতে মালপত্র আমদানীর সুবিধা—নিত্যপ্রয়োজনীয় কতকগুলি জিনিষ বিলাত হইতে আমদানী করিবার জন্য ভারতীয় ব্যবসায়িগণকে আর লাইসেন্স লইতে হইবে না বলিয়া গবর্ণমেণ্ট জানাইয়াছেন। এই সম্পর্কে সম্প্রতি প্রকাশিত এক সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, নিম্নলিখিত জিনিষগুলিও বিনা লাইসেন্সেই বিলাত হইতে বর্ত্তমানে ভারতে আমদানী করা চলিবে :—

এ্যাসবেষ্টসের তৈরী জিনিষপত্র, কতকগুলি বিশিষ্ট পিতলের এবং চামড়ার জিনিষ, প্যাক করিবার এবং জিনিষপত্র মুড়িবার কাগজ, পশমী কাপড়, মোজা, গেঞ্জী প্রভৃতি, পাকানো এবং সাধারণ সুতা, মাটি ও কাচের বাসনপত্র, জুতা ও সাইকেল। উক্ত বিজ্ঞপ্তিতে আরও উল্লেখ করা হইয়াছে যে, ফটকিরি, ম্যাগনেসিয়াম সাল্‌ফেট, হাইড্রোক্লোরিক এ্যাসিড প্রভৃতি কয়েকটি রাসায়নিক পদার্থ বিলাত হইতে বিনা লাইসেন্সে এই পর্য্যন্ত আমদানী করা যাইত; কিন্তু এখন হইতে (অল্প কিম্বা বেশী, যে পরিমাণেই হউক) সেই সমস্তের জন্য লাইসেন্স লইতে হইবে।

বোম্বাইয়ে ট্রাম ও বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা—বোম্বাই মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন কর্ত্তৃক সহরের ট্রাম ও বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থার ভার গ্রহণ সম্পর্কে তদন্ত করিবার জন্য উক্ত কর্পোরেশন দুইজন বিশেষ কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ। উক্ত কর্ম্মচারিগণ ছয় মাসের মধ্যে প্রাথমিক রিপোর্ট দাখিল করিবেন বলিয়াও জানা গিয়াছে।

বাংলায় প্রেস এডভাইসিং—আগামী ১লা নবেম্বর হইতে বাংলায় প্রেস এডভাইসিং (সংবাদপত্রে সংবাদ প্রকাশের পূর্ব্বে উহা গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে অনুমোদন করাইয়া লওয়া) ব্যবস্থা উঠিয়া যাইবে। ঐ তারিখ হইতে বাংলা গবর্ণমেণ্টের স্পেশ্যাল প্রেস এডভাইসর এবং এসিষ্ট্যাণ্ট স্পেশ্যাল প্রেস এডভাইসর পদ রহিত হইবে।

স্যার সি ভি রমণ—প্রকাশ যে, রঞ্জনরশ্মি আবিষ্কারের পঞ্চদশ বার্ষিক উৎসবে অংশ গ্রহণের

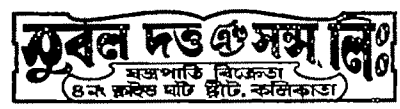

নেস্‌ল্-এর মল্‌টেড মিল্ক-এ প্রচুর ভিটামিন 'বি' থাকে

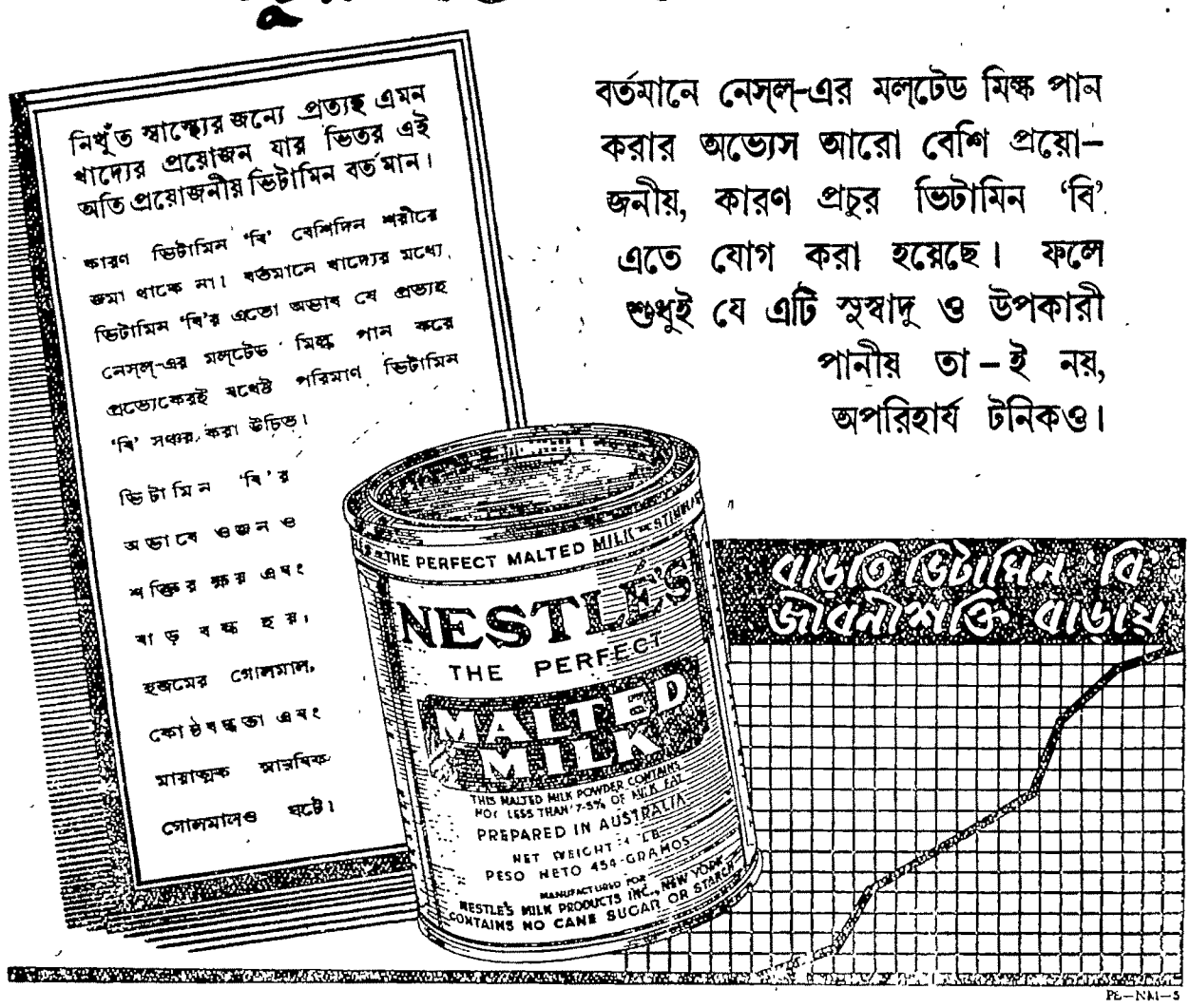

বর্তমানে নেস্‌ল্-এর মল্‌টেড মিল্ক পান করার অভ্যেস আরো বেশি প্রয়োজনীয়, কারণ প্রচুর ভিটামিন 'বি' এতে যোগ করা হয়েছে। ফলে শুধুই যে এটি সুস্বাদু ও উপকারী পানীয় তা—ই নয়, অপরিহার্য টনিকও।

PE—NM—5

ফোন—কলিঃ ২৩৬৪ **দি ন্যাশনাল এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্ক লিঃ** টেলি—Nalex

৩-৪, হেয়ার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ব্রাঞ্চ—বড়বাজার, ফরিদপুর ও ঢাকা। ম্যানেজিং ডিরেক্টর—শ্রীরাজলক্ষ্মী মজুমদার, বি-এ।

জন্য স্যার সি ভি রমণ লণ্ডনের রয়াল সোসাইটি কর্ত্তৃক আহূত হইয়াছেন। আগামী ৮ই নবেম্বর তারিখে উক্ত উৎসবের অনুষ্ঠান আরম্ভ হইবে।

ন্যাশনাল ইনষ্টিটিউট অব সায়েন্স—ভারত গবর্ণমেণ্টের যুদ্ধোত্তর পরিকল্পনা ও উন্নয়ন বিভাগের সদস্য স্যার আর্দ্দেশীর দালাল নয়াদিল্লীতে সম্প্রতি আহূত বিজ্ঞান সম্পর্কিত ব্যাপারে পরামর্শদাতা কমিটির দ্বিতীয় সভাতে জানাইয়াছেন, ভারত গবর্ণমেণ্ট ন্যাশনাল ইনষ্টিটিউট অব সায়েন্সকে ভারতের প্রধান বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠান বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। ১৯৪৫ সালে ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের উদ্যোগে এই ইনষ্টিটিউট প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহার বর্ত্তমান সদস্যসংখ্যা প্রায় ২২০। ইহার বর্ত্তমান সভাপতি অধ্যাপক সি এন আদিয়া। এই ইনষ্টিটিউট যাহাতে ভারত গবর্ণমেণ্টকে বিজ্ঞান সম্পর্কিত ব্যাপারে পরামর্শদাতা প্রতিষ্ঠানের ন্যায় কাজ করিতে পারে তজ্জন্য এই ইনষ্টিটিউটকে কিয়ৎ পরিমাণে ক্ষমতা প্রদান করা হইবে বলিয়াও প্রকাশ।

ভারতে হীরার মূল্য হ্রাসের সম্ভাবনা—বোম্বাইয়ের ব্যবসায়ী মহল মনে করেন যে, ভারতে শীঘ্রই হীরার মূল্য হ্রাস পাইবে। প্রকাশ, দক্ষিণ আফ্রিকায় এখনও হীরার খনির কাজ আরম্ভ না হওয়ায় ভারত হইতে এণ্টোয়ার্প ও প্যালেষ্টাইনে বহু হীরার অর্ডার গিয়াছে। ভারতে প্রতি বৎসরে প্রায় ২ কোটি টাকার উপর হীরা আমদানী হয়।

বাংলায় গম চাষের চূড়ান্ত পূর্ব্বাভাষ—বঙ্গীয় সরকারের কৃষি বিভাগ কর্ত্তৃক ১৯৪৪-৪৫ সালের গমচাষের চূড়ান্ত পূর্ব্বাভাষ প্রকাশিত হইয়াছে। ১৯৪২-৪৩ সাল পর্য্যন্ত পাঁচ বৎসর বাংলাদেশে সমগ্র ভারতের তুলনায় গড়ে শতকরা ০·৫ ভাগ গমের চাষ হইত। বর্ত্তমান বৎসর ১ লক্ষ ৬৮ হাজার ৪ শত একর জমীতে গম চাষ হইয়াছে, গত বৎসর হইয়াছিল ১ লক্ষ ৯২ হাজার ২ শত একর জমীতে। প্রয়োজনীয় বৃষ্টির অভাবে এবৎসর কম জমীতে চাষ হইয়াছে।

স্বাভাবিক উৎপাদনের তুলনায় গতবৎসর শতকরা ৮০ ভাগ গম উৎপন্ন হইয়াছিল এবং বর্ত্তমান বৎসর শতকরা ৭১ ভাগ উৎপন্ন হইবে আশাকরা যায়। একর প্রতি ৯ মণ হিসাবে আলোচ্য বৎসর ৩৯ হাজার ৫ শত টন গম উৎপন্ন হইবে অনুমিত হয়, পূর্ব্ব বৎসর হইয়াছিল ৫০ হাজার ৮ শত টন।

বাংলার ইক্ষু চাষের প্রাথমিক পূর্ব্বাভাষ—বঙ্গীয় সরকারের কৃষি বিভাগ কর্ত্তৃক ১৯৪৫-৪৬ সালের ইক্ষুচাষের প্রাথমিক পূর্ব্বাভাষ প্রকাশিত হইয়াছে। ১৯৪৩-৪৪ সাল পর্য্যন্ত পাঁচ বৎসর পর্য্যন্ত বাংলাদেশে সমগ্র ভারতের তুলনায় শতকরা আনুমানিক ৭·৯ ভাগ জমীতে ইক্ষুর চাষ হইয়াছিল। বর্ত্তমান বৎসর ৩ লক্ষ ১৭ হাজার ৬ শত একর জমীতে চাষ হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হয়। পূর্ব্ব বৎসর প্রাথমিক পূর্ব্বাভাষে ৩ লক্ষ ৩ হাজার ৯ শত একর জমীতে এবং চূড়ান্ত পূর্ব্বাভাষে ৩ লক্ষ ৯ হাজার ৭ শত একর জমীতে ইক্ষু চাষ হইয়াছে বলিয়া প্রকাশিত হইয়াছিল। বর্ত্তমান বৎসর পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরের চূড়ান্ত পূর্ব্বাভাষের প্রকাশিত হিসাব অপেক্ষা শতকরা ২·৬ ভাগ বেশী জমীতে চাষ হইবে বলিয়া মনে করা হইয়াছে। গুড় ও চিনির উচ্চমূল্যের দরুণই নাকি চাষে এই বৃদ্ধি হইয়াছে।

ময়মনসিংহ জিলাকে দ্বিখণ্ডিত করার প্রস্তাব—প্রকাশ, ময়মনসিংহ জিলাকে দ্বিখণ্ডিত করিবার জন্য জিলা কর্ত্তৃপক্ষগণ এক পরিকল্পনা রচনা করিতেছেন। এই সম্পর্কে জিলার উচ্চ রাজকর্ম্মচারী ও মহকুমা হাকিমদের এক সম্মেলন এই মাসেই আহূত হইবে বলিয়াও প্রকাশ। উক্ত সম্মেলনে ময়মনসিংহ জিলাকে দ্বিখণ্ডিত করিবার সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে নাকি আলোচনা হইবে এবং যথাসম্ভব দ্রুত এই আলোচনার উপর ভিত্তি

ঢাকুরিয়া ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন লিঃ

হেড অফিস : ২১এ, ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিঃ
ফোন : ক্যাল ১৭৪৪ গ্রাম : ট্রংকম
শাখাসমূহ :-ঢাকুরিয়া, সাদার্ণ মার্কেট, ক্যানিং ঔরঙ্গাবাদ, জঙ্গীপুর, পাকুড়, রামপুরহাট, বারহারওয়া, ধুলিয়ান, সাহেবগঞ্জ, কোন্নগর ও রঘুনাথগঞ্জ।
ম্যানেজিং ডিরেক্টর : মিঃ ডি এন চাটার্জ্জী এফ্, আর, ই, এস্ (লণ্ডন)

ঢাকা ফেডারেল ব্যাঙ্ক
লিমিটেড
স্থাপিত—১৯৩৪
রেজিষ্টার্ড অফিস—ঢাকা
সেণ্ট্রাল অফিস—৫ ও ৬, হেয়ার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
—শাখাসমূহ—
নারায়ণগঞ্জ, মাণিকগঞ্জ (ঢাকা), শ্যামবাজার, মজঃফরপুর, বালেশ্বর ও মতিহারি।
ম্যানেজিং ডিরেক্টর—
মিঃ এন, কে, চক্রবর্ত্তী।
ডিরেক্টর ও সেক্রেটারী—
মিঃ অমিয় গুহ।

ক্যালকাটা ন্যাশনাল
ব্যাঙ্ক লিমিটেড
হেড অফিস :—
ক্যালকাটা ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক বিল্ডিংস
মিশন রো, কলিকাতা।

শাখা অফিস :

কলিকাতা	দিল্লী	বম্বে
বড়বাজার	সদরবাজার (দিল্লী)	কলবাদেবী
ক্যানিং ষ্ট্রীট		স্যাণ্ডহার্ষ্ট রোড (বম্বে)
শ্যামবাজার	আগ্রা	আমেদাবাদ
ভবানীপুর	মীরাট	মসকটিবাজার (আমেদাবাদ)
বালীগঞ্জ	বেনারস	করাচী
ঢাকা	এলাহাবাদ	আজমীর
নারায়ণগঞ্জ	কাটরা (এলাহাবাদ)	রায়পুর
ময়মনসিংহ	লক্ষ্ণৌ	নাগপুর
চট্টগ্রাম	আমিনাবাদ (লক্ষ্ণৌ)	ইটওয়ারী (নাগপুর)
কটক	কাণপুর	জব্বলপুর
পাটনা	মেষ্টন রোড (কাণপুর)	জব্বলপুর ক্যাণ্ট
গয়া	অমরাবতী	অমৃতসর
বেরিলী		লাহোর
মাদ্রাজ		

লণ্ডন এজেণ্টস্—
মিডল্যাণ্ড ব্যাঙ্ক লিঃ

বাংলার প্রাচীনতম জাতীয় প্রতিষ্ঠান
স্থাপিত **মহালক্ষ্মী ব্যাঙ্ক লিঃ** ১৯১০ ইং
হেড অফিস : ১৫, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা ফোন কলিঃ ৪৭১৯
সিডিউল্ড ব্যাঙ্ক
ইহার পশ্চাতে রহিয়াছে ৩৩ বৎসরের জনসেবা; অভিজ্ঞ ও লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যবসায়িবর্গের সুপরিচালনায় গড়িয়া উঠিয়াছে ইহার প্রচুর সম্পদ, তাই ইহা আজ সুদৃঢ় আর্থিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত একান্ত নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।
শাখা অফিস :—পাটনা, বেনারস, মাদ্রাজ, বড়বাজার (কলিঃ), ভবানীপুর (কলিঃ), বেলিয়াঘাটা (কলিঃ), ঢাকা, টাঙ্গাইল, চট্টগ্রাম, মাণিকগঞ্জ, বরিশাল, পাবনা, নাটোর, নবদ্বীপ, কৃষ্ণনগর, তমলুক, শিলচর, শান্তিপুর, মহিষাদল, বচ্, লক্ষ্ণৌ, টি' নগর (মাদ্রাজ), মেদিনীপুর, তেজপুর, মালদহ, রাজসাহী, ঝাড়গ্রাম, রাঁচি।
আমানতের হার ও সর্ত্তাদি সুবিধাজনক।
ব্যবসায়ীদিগকে সর্ব্বপ্রকার সুবিধা দেওয়া হয়।
ম্যানেজিং ডাইরেক্টর : জি সি পাল, বি এল্

য়া জিলা কর্ত্তৃপক্ষ বাংলা গবর্ণমেণ্টের নিকট রিপোর্ট দাখিল করিবেন বলিয়া জানা াছে।

জাপানী বন্দরে চিনি প্রাপ্তি—রয়টারের সংবাদে প্রকাশ, মার্কিন সরকারের কৃষি বিভাগ সেক্রেটারী মিঃ ক্লিনটন পি এণ্ডারসন সম্প্রতি ণা কবিয়াছেন যে, জাপানীদের আত্মসমর্পণের কয়েকটি জাপানী বন্দবে ১৬ লক্ষ টন চিনি ওয়া গিয়াছে। সম্মিলিত জাতিবর্গের ভাণ্ডারে উনাইটেড ষ্ট্যাশনস্ পুল) সাহায্যের জন্য বেদনকারী দেশসমূহের মধ্যে এই চিনি বণ্টিত বে বলিয়াও প্রকাশ।

মহীশূর এবং ব্যাঙ্গালোরের মধ্যে দ্যুতিক ট্রেণ—প্রকাশ, মহীশূব ও ব্যাঙ্গালোরের মধ্যবর্ত্তী ৮০ মাইল দুবত্বকে বৈদ্যুতিক ট্রেণ া সংযুক্ত করিবার এক পরিকল্পনা মহীশূব সবরেব বিবেচনাধীন আছে। এই পরিকল্পনা র্য্যকরী কবিতে নাকি কযেক কোটী টাকা খরচ বে। মহীশূর বাজ্যেব শিল্প সম্পর্কীয় বিপুল নীতিক সম্ভাবনাকে কার্য্যে পরিণত করার দ্দেশ্যে কয়লাব তীব্র অভাব দূরীভূত করাই এই রিকল্পনার অন্যতম লক্ষ্য বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে।

স্যার চণ্ডুলাল ত্রিবেদী—ভারত সরকারেব র বিভাগের সেক্রেটারী স্যার চণ্ডুলাল ত্রিবেদীকে াট বাহাদুর স্যার হর্থন লুইস-এব স্থলে উড়িষ্যার র্ণর নিযুক্ত করিয়াছেন। স্যার লুইস ১৯৪৬ লর ৩১শে মার্চ্চ তারিখে বর্ত্তমান কর্ম্ম ত্যাগ রিবেন।

ডাঃ কে, সি, সেন—ভারত সরকাবের য়ারী বিসার্চের ডিরেক্টার ডাঃ কে, সি, সেন বাবী সম্পর্কে আধুনিকতম পরিণতিসমূহ বেক্ষণ ও শিক্ষালাভ করিবার জন্য নাকি যুক্তজ্য ও যুক্তরাষ্ট্রে গমন করিবেন। তাঁহার ভ্রমণলব্ধ ন ভারত সরকারের ইম্পেরিয়াল ডেয়ারী রিসার্চ ষ্টিটিউট পুনর্গঠনের উদ্দেশ্যে নিয়োজিত হইবে।

ভারতের ভূতত্ত্ব বিভাগের সম্প্রসারণ—কাশ, যুদ্ধোত্তর অর্থনীতিক অগ্রগতিব উদ্দেশ্যে রতেব খনিজ ও জল-শক্তির সম্ভাব্য প্রসার নির্ণয় বিবার জন্য ভাবত সরকাবের ভূতত্ত্ব বিভাগ জিওলজিক্যাল সার্ভে) সম্প্রসারিত হইবে। সম্প্রসারিত ভূতত্ত্ব বিভাগের প্রধান কর্ত্তব্য হইবে খনিজ্যাদি বিভিন্ন তথ্যনির্দ্দেশক ভারতের একটি নচিত্র প্রস্তুত করা; ভবিষ্যৎ অর্থনীতিক পরিনাসমূহ এই মানচিত্র অবলম্বনে চালনা করা বে। প্রাদেশিক সরকার, দেশীয় রাজ্য ও ণিজ্য প্রতিষ্ঠান ও জনসাধারণ এই বিভাগের দেশ পাইতে পারিবেন।

যুদ্ধ যদি না হইত—সংখ্যাতত্ত্ববিদগণ হিসাব রিয়া দেখিয়াছেন যে, গত ১৯৩৪ সাল হইতে র জন্য যে পরিমাণ অর্থব্যয় হইয়াছে তাহা যদি ধিবীর ২০০ কোটী নর-নারী-শিশুব মধ্যে সমানবে বণ্টিত হইত, তাহা হইলে প্রত্যেকে ১২৫ উণ্ড অর্থাৎ প্রায় ২১৭ টাকা করিয়া পাইত।

বঙ্গশ্রী কটন মিলস লিঃ

বার্ষিক সাধারণ সভায় চেয়ারম্যানের অভিভাষণ

১৯৪৫ সালেব ১৯শে অক্টোবর, শুক্রবার, বঙ্গশ্রী কটন মিলস লিঃ-এব অংশীদার মহোদয়গণের (অর্ডিনারী) দ্বাদশ সাধারণ সভায় বোর্ড অব ডিরেক্টরবর্গের চেযারম্যান মিঃ ডি এন চৌধুরী নিম্নলিখিত অভিভাষণ প্রদান করিয়াছেন :

ভদ্রমহোদয়গণ,

১৯৪৪ সালের ৩১শে ডিসেম্বর যে বৎসব শেষ হইযাছে তাহার হিসাব পরীক্ষা করিয়া দেখা

গিয়াছে যে, নানা প্রকার বাধাবিপত্তি° প্রতিকূল অ ব স্থা সত্ত্বেও কোম্পানী আলোচ্য বৎসবে ৬ লক্ষ ১১ হাজার ২ শত ৭২৲ টাকা ১ আনা ৩ পাই লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে। মূল্য হ্রাস প্রভৃতির জন্য ১ লক্ষ ৪০ হাজার ২৯ টাকা ২ আনা বাদ দিয়া এবং ট্যাক্স প্রভৃতির জন্য ২ লক্ষ টাকা পৃথক রাখিয়া আপনাদের ডিবেক্টরবর্গ প্রেফারেন্স শেয়াবের উপর শতকরা বার্ষিক ৮৲ টাকা হারে (উহা হইতে ইনকাম ট্যাক্স বাদ যাইবে) এবং অর্ডিনারী শেয়ারের উপব শতকরা বার্ষিক ১২৷৷০ টাকা হাবে (আয়করমুক্ত) লভ্যাংশ ঘোষণা করার জন্য সুপাবিশ করিয়াছেন।

শিল্পজাত দ্রব্যের মূল্য যেরূপ হ্রাস পায় এবং সেই সঙ্গে কাঁচামালেব মূল্য বহুক্ষেত্রে যেরূপ বৃদ্ধি পায়, তাহাতে সমস্ত দিক বিবেচনা করিয়া, আলোচ্য বৎসবের কার্য্যের ফলাফল আমাদের সন্তোষজনকই বলিতে হইবে। এতদ্ব্যতীত, সুদক্ষ শ্রমিকের অভাবের দরুণ কোম্পানীকে শ্রমিকদের মজুরী এবং ভাতাও বৃদ্ধি করিতে হইয়াছে। পরিচালনা বিভাগের নিয়ত তত্ত্বাবধান এবং মিলেব শ্রমিকদের কর্ম্মকুশলতার জন্যই উপরোক্ত লাভ সম্ভব হইয়াছে, সন্দেহ নাই।

এক্ষণে যুদ্ধ শেষ হইয়াছে। আপনাদেব ডিরেক্টরবর্গ মিলের বিস্তৃতির পরিকল্পনা রচনায় ব্যস্ত এবং ইতিমধ্যেই বয়ন শিল্পের যন্ত্রপাতি প্রস্তুতকারকগণ এবং গবর্ণমেণ্টের সঙ্গে প্রযোজনীয় আমদানী সম্পর্কিত অনুমতির জন্য আলাপ-আলোচনা দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইতেছে। এইরূপ বিস্তৃতির জন্য আমাদেব শেষার বিক্রয়লব্ধ মূলধনের পরিমাণ বৃদ্ধি কবিবার প্রয়োজন হইতেও পারে।

বর্ত্তমানে কটন মিলের ডিরেক্টরবর্গের অবস্থা অনাকাঙ্ক্ষেয়ই বলিতে হইবে। একদিকে উৎপাদন ও বিক্রয়ের উপর গবর্ণমেণ্টের সতর্ক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা চালু আছে, অপরদিকে জনসাধারণ অভিযোগ করিয়া আসিতেছেন যে, বস্ত্রের দুষ্প্রাপ্যতাব জন্য মিল-মালিকগণের লোভ এবং অযোগ্যতাই দায়ী। এইরূপ ক্ষেত্রে বস্ত্র-শিল্পের স্বাভাবিক গতি অপেক্ষা বরং গবর্ণমেণ্টের অবলম্বিত নীতির পরিবর্ত্তনের উপরেই এই শিল্পেব ভবিষ্যৎ নির্ভর করে।

আপনাদের ডিরেক্টরবর্গ যুদ্ধোত্তর মন্দার জন্য বিশেষভাবে প্রস্তুত হইতেছেন। অর্থনৈতিক সুব্যবস্থার জন্য আপনাদের ডিরেক্টরবর্গ কোম্পানীর যুদ্ধজনিত সমৃদ্ধির পূর্ব্বেও নিযমিতভাবে লভ্যাংশ দিতে সক্ষম হইযাছিলেন এবং কোম্পানী নিয়মিতভাবে বরাবরই লভ্যাংশ প্রদান করিতে সমর্থ হইবেন এইরূপ আশা পোষণ করার যথেষ্ট সঙ্গত কারণ আছে।

এই অভিভাষণ শেষ করিবার পূর্ব্বে আমি আপনাদের মিলের কাজকর্ম যে নির্ব্বিবাদে নিরবচ্ছিন্ন গতিতে চলিয়াছে সেইজন্য মিলের ম্যানেজার মিঃ সি চৌধুরী এবং সহকারী কর্ম্মচারিবৃন্দকে অপ্রতিবাদে কোম্পানীর সেবার জন্য ধন্যবাদ জানাইতেছি।

ইউনাইটেড ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ব্যাঙ্ক লিমিটেড

স্থাপিত ১৯৪০

সিডিউলভুক্ত ব্যাঙ্ক

চেয়ারম্যান—শ্রীযুক্ত যদুনাথ রায়

সুবিধাজনক সর্ত্তে সাধারণ ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ করা হয়।

হেড অফিস—
৭, ওয়েলেসলী প্লেস, কলিকাতা

শাখাসমূহ—
বড়বাজার, শ্যামবাজার, হাটখোলা (কলিকাতা)
ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, চাঁদপুর ও ময়মনসিংহ।

পে-অফিস : মিরকাদিম

জেনারেল ম্যানেজার :
এ চ্যাটার্জ্জি, বি-কম, সি-এ, আই, আই, বি

নাথ ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস—১৩৫, ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ফোন ক্যাল ৩২৫৩ (৩ লাইন)

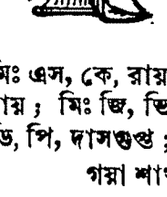

ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান ব্যবসাকেন্দ্রে শাখা অফিস আছে

—বোর্ড অফ্ ডিরেক্টরস্—

মিঃ এস, কে, রায় ; মিঃ পি, ডি, হিমৎসিঙ্কা ; মিঃ পুলিনকৃষ্ণ রায় ; মিঃ জি, ভি, সোয়াইকা ; মিঃ জগন্নাথ কোলে ; মিঃ ডি, পি, দাসগুপ্ত ; মিঃ কে, এন, দালাল, ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

গয়া শাখা ৭ই সেপ্টেম্বর খোলা হইয়াছে।

যুদ্ধোত্তরকালে গৃহ নির্ম্মাণের ব্যবস্থা

এখনই করা প্রয়োজন। ক্যালকাটা ইন্সিওরেন্সের হাউসিং পলিসি আপনার সে সুবিধা করিয়া দিবে। এই বীমাপদ্ধতি অনুসারে গৃহনির্ম্মাণেচ্ছুক জনসাধারণকে ঋণ দেওয়া হয়।...ঋণ অবশ্য হয়, কিন্তু এই মর্টগেজ-সহিত-বীমাপদ্ধতিতে সম্পত্তি সর্ব্বপ্রকার অঘটন হইতে নিরাপদ থাকে। ঋণ ক্রমে ক্রমে শোধ হইয়া যায় এবং ঋণকারী বা তাঁহার পরিবারবর্গের সম্পত্তির কোনই ক্ষতি হয় না।

পদ্ধতির সামান্য একটু আভাসমাত্র এখানে দেওয়া হইল। পূর্ণাঙ্গ বিবরণের জন্য ব্যক্তিগতভাবে আবেদন করুন।

ক্যালকাটা ইন্সিওরেন্স লিমিটেড

হেড অফিস : ১৫নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সুরাটের তাঁত শিল্পে বিপর্য্যয়—সুরাটের সাম্প্রতিক সংবাদে প্রকাশ, সুতার অভাবে এবং প্রস্তুত কাপড় রপ্তানী করিতে না পারার ফলে সুরাটের ২৫ হাজার তাঁতীর বেকার হইবার আশঙ্কা দেখা গিয়াছে। এই সম্পর্কে এসোসিয়েটেড প্রেসের প্রতিনিধির নিকট জনৈক তাঁত-শিল্প প্রতিনিধি বলেন যে, ইতিমধ্যেই ৫ হাজার তাঁতী বেকার হইয়াছে এবং অন্যান্য তাঁতী ধীরে ধীরে কর্ম্মহীন হইয়া পড়িতেছে। সুরাটে ৫ হাজার তাঁত আছে বলিয়া প্রকাশ। তাঁত-শিল্পে সুরাটের স্থান দ্বিতীয়। স্বাভাবিক সময়ে এখানে প্রতি মাসে ৪৪ হাজার গজ কাপড় প্রস্তুত হইত। সুতার অভাবে গত ৩ বৎসর যাবৎ ১ হাজার তাঁত অকেজো হইয়া পড়িয়াছিল। ৫ হাজার তাঁতসহ ৩টি কারখানা সম্প্রতি বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। উক্ত তাঁত-শিল্প প্রতিনিধি আরও বলেন যে, একদিকে এই অবস্থা, অন্য দিকে চলাচল ব্যবস্থার অসুবিধার জন্য রপ্তানী করিতে না পারায় তাঁতীদের কাছে প্রায় ১ কোটি টাকা মূল্যের কাপড় জমিয়া গিয়াছে। তাঁহার মতে গবর্ণমেণ্ট যদি অধিক পরিমাণ সুতার বন্দোবস্ত এবং তৈয়ারী কাপড় রপ্তানীর ব্যবস্থা না করিতে পারেন তাহা হইলে প্রতিদিন শত শত লোক বেকার হইয়া পড়িবে।

ঔষধ গবেষণায় নোবেল প্রাইজ—ষ্টকহলমের সাম্প্রতিক সংবাদে প্রকাশ যে, ঔষধ সম্পর্কে নোবেল পুরস্কার লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের স্যার আলেকজাণ্ডার ফ্লেমিং এবং অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাঃ আর্ণেষ্ট বোরিস বেইম এবং স্যার হাওয়ার্ড ফ্লোরিকে পেনিসিলিন আবিষ্কার সম্পর্কে দেওয়া হইয়াছে। তবে পুরস্কার ঘোষণা সম্পর্কে পেনিসিলিনের আবিষ্কারক হিসাবে স্যার আলেকজাণ্ডার ফ্লেমিংয়ের নামই উল্লেখ করা হইয়াছে। অপর দুই জনকে এই আবিষ্কার সম্পর্কে ইঁদুরের উপর পরীক্ষাকার্য্য চালাইবার জন্য প্রশংসা করা হইয়াছে। উক্ত ঘোষণা প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, পেনিসিলিন মানব সমাজের প্রভূত কল্যাণ সাধন করিয়াছে। এই সম্পর্কে স্যার আলেকজাণ্ডার বলেন যে, পেনিসিলিন আবিষ্কার "দৈবক্রমে" সাধিত হইয়াছে।

ডাঃ বিধান চন্দ্র রায়—প্রকাশ, ডাঃ বিধান চন্দ্র রায় ইণ্ডিয়ান মেডিকেল কাউন্সিলের সভাপতির পদে ইস্তফা দিয়াছেন। তাঁহার স্থলে বোম্বাইয়ের ডাঃ আরুলকর সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন এবং পাঞ্জাবের ডাঃ বার্ট কর্ম্মসচিব নিযুক্ত হইয়াছেন বলিয়াও প্রকাশ।

পল্লী ভারতে স্বভাব চিকিৎসা ব্যবস্থা—প্রকাশ, ভারতের লক্ষ লক্ষ লোক যাহাতে স্বভাব-আরোগ্য ব্যবস্থায় চিকিৎসিত হইতে পারে মহাত্মা গান্ধী সেই উদ্দেশ্যে পরিকল্পনা রচনা করিয়াছেন। এই উদ্দেশ্যে পুণার চতুষ্পার্শ্বে আদর্শ স্বভাব-আরোগ্য পল্লী গঠন করিবার জন্য তিনি একটি 'নেচার কিওর ভিলেজ ট্রাষ্ট' গঠন করিয়াছেন বলিয়াও প্রকাশ। প্রকাশ, সুবিধামত স্থান পাইলেই ট্রাষ্টের কাজ আরম্ভ হইবে। এইরূপ কেন্দ্র পল্লী অঞ্চলে গঠিত হইবে। প্রতি কেন্দ্রে অন্ততঃ ১২ হাজার একর উর্ব্বরভূমি থাকিবে এবং জলসেচন ও উত্তম কৃষিব্যবস্থা থাকিবে। মহাত্মা গান্ধীই উহার প্রধান ট্রাষ্টি। পুণাই এই প্রচেষ্টার স্থায়ী হেড কোয়ার্টার নির্ব্বাচিত হইয়াছে।

মূল্য কমিল !!!

হোমিওপ্যাথিক ঔষধ, মাদার টিংচার, স্পিরিট, সুগার অব্ মিল্ক, বাইওকেমিক ট্রিটুবেশন ও ট্যাবলেট, গ্লোবিউল, ব্ল্যাঙ্ক ট্যাবলেট, ডিসকেট, শিশি, কর্ক, আলকালকা টনিক, সিনেরেরিয়া মেরিটিমা (সাকাস,) মেল্লোলা টনিক, ট্যাবলেট ইত্যাদি।

মূল্য তালিকা বিনামূল্যে।

প্রস্তুতকারক : হোমিওপ্যাথিক পাবলিশিং কোং

ল্যাবরেটরী, ফ্যাক্টরী ও প্রধান অফিস—৪২,৫৬ ও ৫৭, সাউথ এণ্ড পার্ক, বালিগঞ্জ, কলিকাতা।

কলিকাতা ব্রাঞ্চ : ১৭২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট ও ৩৯, ক্লাইভ ষ্ট্রীট।

বেনারস ব্রাঞ্চ : গোধুলিয়া, বেনারস সিটি, ইউ, পি।

Gram : Cencomba Phone : B. B. 5638 Post Box No. 2282

সেণ্ট্রাল কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ

স্থাপিত—১৯২৮

হেড অফিস—১২, জ্যাকসন লেন, কলিকাতা।

অনুমোদিত জামিনে ধার, ক্যাশ ক্রেডিট ও ওভারড্রাফট দেওয়া হয়। বিল, ডিভিডেণ্ড প্রভৃতির টাকা সুবিধাজনক সর্ত্তে আদায় করিয়া দেওয়া হয়।

ম্যানেজিং ডিরেক্টার মিঃ—এস বি বিশ্বাস

সুবারবন ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস—২২নং ষ্ট্র্যাণ্ড রোড, কলিকাতা। ফোন : ক্যাল—৪৮৬১

শাখাসমূহ

টালীগঞ্জ (৫৪নং টালীগঞ্জ সারকুলার রোড), দক্ষিণ কলিকাতা (২৬।১, রসা রোড), টালা, দমদম, বরানগর, আলমবাজার ও দেওঘর

ম্যানেজিং ডাইরেক্টর : মিঃ বি সি দাস, এম-এ, বি-এল

দি ট্রিনিটি মিউচুয়াল এ্যাসিওরেন্স কোং

লিমিটেড—(বোম্বাই)

কোম্পানীর সমুদয় লভ্যাংশ কেবলমাত্র বীমাকারিগণই পাইবার অধিকারী। বীমাকর্ম্মীদের সর্ত্ত অতীব সুবিধাজনক।

বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা ও আসামের চীফ এজেণ্ট

রায় এণ্ড সন্স

৮৪-এ, ক্লাইভ ষ্ট্রীট : : কলিকাতা।

পোষ্ট বক্স—জি পি ও, ১৩৪ ফোন—ক্যাল: ৬১৩৩

ইকনমিক ব্যাঙ্ক লিমিটেড

গ্রাম : ইকমিক্ ব্যাঙ্ক স্থাপিত—১৯২৯ ফোন : ক্যাল ৫৯৪৪

হেড অফিস—৮৬বি, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

অন্যান্য শাখা

বাঁকুড়া, ঘাটাল, টাটানগর, মির্জ্জাপুর, বেনারস, এলাহাবাদ, লাক্ষ্ণৌ, কাণপুর, বালিয়া, আরাউরা, দেউরিয়া, পুরুলিয়া, সাদার্ণ এভিনিউ, বড়বাজার, রবার্টসগঞ্জ, জৈতপুর, নোয়াগড় ও সোনামুখী (বাঁকুড়া)।

নিমতলা ও বেলগাছিয়া, মোরাদাবাদ, গান্ধিনগর, দিল্লী, মীরাট, আগ্রা শাখা শীঘ্রই খোলা হইবে।

মেহেরপুর শাখা গত ১৮ই জুলাই খোলা হইয়াছে।

জাতীয় ব্যাঙ্ক

লিমিটেড

হেড অফিস : ৭, সোয়ালো লেন, কলিকাতা।

কোম্পানী প্রসঙ্গ

...ীনারায়ণ আয়ুর্ব্বেদিক ফার্ম্মেসী লিঃ

...এদেশে আয়ুর্ব্বেদিক ঔষধাদির পূর্ব্ব হইতেই ...চাহিদা রহিয়াছে। যুদ্ধের জন্য বিদেশী ঔষধের ...মদানী হ্রাস পাওয়ায় গত কয় বৎসর হইতে ...য় আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধের চাহিদা আরও বাড়িয়া ...ছে। এই শ্রেণীর ঔষধ জনপ্রিয় বলিয়া এদেশে ...র্ব্বেদিক কারখানা গড়িয়া তুলিয়া অনেকগুলি ...ম্পানী ইতিমধ্যে তাঁহাদের ব্যবসায়ে উল্লেখ-...সাফল্য দেখাইয়াছেন। আয়ুর্ব্বেদিক ঔষধ ...রের জন্য ভারতে নূতন কারখানা স্থাপনের ...ষ্ট সুযোগ সম্ভাবনা রহিয়াছে। নবপ্রতিষ্ঠিত ...নারায়ণ আয়ুর্ব্বেদিক ফার্ম্মেসী লিঃ আজ সে ...য়ে ব্রতী হইয়াছেন, ইহা সুখের বিষয়। কতি-...কৃতী ব্যবসায়ী ও অভিজ্ঞ কবিরাজকে লইয়া ...কোম্পানীর পরিচালক বোর্ড গঠিত হইয়াছে। ...ম্পানী ঢাকায় তাঁহাদেব কারখানার স্থান ...চন করিয়াছেন। ঔষধ তৈয়ারের জন্য নিজে-...তত্ত্বাবধানে আয়ুর্ব্বেদীয় গাছগাছড়া জন্মান ও ...করার সঙ্কল্পও কোম্পানীর আছে। এই সমস্ত ...য়া আমরা লক্ষ্মীনারায়ণ আয়ুর্ব্বেদিক ফার্ম্মেসী ...ভবিষ্যতে একটি উন্নতিশীল প্রতিষ্ঠানে পরিণত ...ব বলিয়া আশা করিতেছি। এই কোম্পানী ১০ ...মূল্যের ২৫ হাজার অর্ডিনারী শেয়ার সম্প্রতি ...রে বিক্রয়ার্থ উপস্থিত করিয়াছেন। দেশের ...তিপন্ন লোকেরা এই কোম্পানীর শেয়ারে অর্থ ...করিলে তাহা তাঁহাদের পক্ষে লাভজনক ...র সম্ভাবনা আছে বলিয়া আমরা মনে করি। ...য় ৫৩ নর্থব্রুক হল বোডে এই কোম্পানীর ...ষ্টার্ড আফিস অবস্থিত।

নূতন যৌথ কোম্পানী

...বৃটিশ হার্ডওয়েয়ার এণ্ড মেটাল এজেন্সি ...ওয়া) লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ বঙ্কুনাথ দাস। ...ষ্টার্ড অফিস—৩৬, ষ্ট্র্যাণ্ড রোড, কলিকাতা। ...মোদিত মূলধন—১ লক্ষ টাকা। লোহা লক্করের ...।

...আর সি পাল লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ আর সি ...। রেজিষ্টার্ড অফিস—১৫, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলি-...। অনুমোদিত মূলধন—১ লক্ষ টাকা। ...ইট ও অর্ডার সাপ্লায়াব।

...সিউমারস এসোসিয়েশন অব ...ডেণ্ট—ডি সি ডিভার। রেজিষ্টার্ড ...২এ, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনু-...ত মূলধন—আন্‌লিমিটেড মেম্বারস। ভারতের ...ব্যবহারকারিগণের স্বার্থ সংরক্ষণকারী প্রতি-

...াজস্থান কমার্সিয়াল কোং, লিঃ—...ক্টর—সত্যনারায়ণ মহেশ্বরী। রেজিষ্টার্ড অফিস ..., ক্রস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন ...হাজার টাকা। ব্রোকারি, সওদাগরী ও ...সির ব্যবসা।

...লিটারেরী পাব্লিসার্স লিঃ—ডিরেক্টর—...া ব্যানার্জ্জি। রেজিষ্টার্ড অফিস—৭এ, এক-...া রোড, কলিকাতা। পুস্তক প্রকাশক ও ...বিক্রেতা।

...ই আইডিয়েল পোলট্রি এণ্ড ডেয়ারী ...লিঃ—ডিরেক্টর—মণীন্দ্রচন্দ্র সেনগুপ্ত। রেজি-...ফিস—৮০, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনু-...ত মূলধন—১ লক্ষ টাকা। পোলট্রি ফার্ম্ম ও ...ী ফার্ম্ম।

...ডামিনিয়ন মার্কেণ্টাইল এজেন্সি লিঃ—...র—নলিনীকান্ত দত্ত। রেজিষ্টার্ড অফিস—...াধাবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত ...—২৫ লক্ষ টাকা। সওদাগর, আমদানী ও ...কারক।

বিভিন্ন কোম্পানীর লভ্যাংশ

ধেমো মেইন কোলিয়ারিজ লিঃ—১৯৪৫ সালের ৩০শে জুন পর্য্যন্ত ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ৫৲ টাকা। পূর্ব্ব ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ৩৸০ আনা হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল। **ইকুই-টেবল কোল কোং লিঃ**—১৯৪৫ সালের ৩০শে জুন পর্য্যন্ত ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ২০৲ টাকা। পূর্ব্ব ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ১৭৷৷০ আনা হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল। **হরিলাদি কোল কোং লিঃ**—১৯৪৫ সালের ৩০শে জুন পর্য্যন্ত ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ১২৷৷০ আনা। পূর্ব্ব ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ১০৲ টাকা হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল। **মণ্ডু-লপুর কোল কোং লিঃ**—১৯৪৫ সালের ৩০শে জুন পর্য্যন্ত ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ৩৸০ আনা। পূর্ব্ব ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ২৷৷০ আনা হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল।

সাবান প্রস্তুতের

ফোন :—
বড়বাজার :—১৩৯৭ অফিস
" :—১৫৯২ ফ্যাক্টরী
টেলিগ্রাম—"চীনামাটী"

যাবতীয় জিনিষ—সিলিকেট সোডা • সোপষ্টোন
পাউডার • কষ্টিক সোডা • রজন • সিট্রোনেলা
অয়েল • রঙ • হাইড্রোমিটার • প্রভৃতি পাইবেন

কলিকাতা মিনারেল সাপ্লাই কোং লিঃ
৩১, জ্যাকসন লেন, কলিকাতা

গ্রাম : জনসম্পদ ফোন : ক্যাল ২৭৬৭

পরিকল্পনা—আজিকার দিনের অন্যতম বিষয়

ব্যাঙ্ক অব ক্যালকাটা লিঃ

ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার মারফৎ ক্লিয়ারিংএর ব্যবস্থা আছে।
শিল্প সম্প্রসারণ ও ব্যবসার উন্নতিবিধানকল্পে সেই পরিকল্পনাই প্রদান করিয়া থাকে।

ডাঃ এম, এম, চাটার্জ্জি, ম্যানেজিং ডিরেক্টর

টেলিগ্রাম :—Bankstock ফোন : Cal. 5226

হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস—কমার্শিয়াল বিল্ডিংস্,
ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
শাখাসমূহ :—ঢাকা, বেনারস ও বিলাসপুর (মধ্যপ্রদেশ)
সকলপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

শুধু "জীবন" নয়

যে কোন প্রকার বীমা, যথা—
"লাইফ", "ফায়ার", "মেরিণ"
"এক্‌সিডেণ্ট", "মোটরগাড়ী"—
ইত্যাদি সর্বপ্রকার বীমার জন্য প্রগতিশীল প্রতিষ্ঠান হচ্ছে—

হাওড়া ইন্সিওরেন্স কোং, লিঃ

চেয়ারম্যান : কর্মবীর আলামোহন দাশ
৩০নং ষ্ট্র্যাণ্ড রোড্, কলিকাতা। ফোন—কলিঃ ৭৫৭

বাজারের হালচাল

টাকা ও বিনিময়

কলিকাতা, ২৬শে অক্টোবর :—আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার টাকার বাজারে বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন লক্ষিত হয় নাই। টাকার চাহিদা অপেক্ষা যোগানের প্রাচুর্য্য আলোচ্য সপ্তাহেও বর্ত্তমান। ব্যাঙ্কসমূহের মধ্যে চাহিবামাত্র পরিশোধের সর্ত্তে ঋণের সুদের হার কলিকাতায় শতকরা ॥০ আনা ও বোম্বাইয়ে শতকরা ।০ আনা। গত ২৩শে অক্টোবর ভারত সরকার কর্ত্তৃক আহূত তিন মাসের মেয়াদী ২ কোটী টাকার ট্রেজারী বিলের জন্য মাত্র ১ কোটী ৮৪ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকার টেণ্ডার উপস্থাপিত হইয়াছিল। উপস্থাপিত টেণ্ডারের পরিমাণ মোট আহূত পরিমাণ অপেক্ষা কম হইলেও ভারত সরকার পূর্ব্ব সপ্তাহের ন্যায় অল্প মূল্যেই উহা গ্রহণে সমর্থ হইয়াছেন। উপস্থাপিত টেণ্ডারসমূহের মধ্যে শতকরা ৯৯৸৵৬ পাই ও তদূর্দ্ধ মূল্যের সমুদয় আবেদন গৃহীত হইয়াছে। মোট ১ কোটী ৮৪ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকার গৃহীত আবেদনের গড়পড়তা সুদের হার ধার্য্য হইয়াছে শতকরা বার্ষিক ।/৪ পাই। গত ৯ই ও ১৬ই অক্টোবর যে যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে উহাতে গৃহীত আবেদনের গড়পড়তা সুদের হার ধার্য্য হইয়াছিল শতকরা বার্ষিক যথাক্রমে ।/২ পাই ও ।/০ আনা। আগামী ৩০শে অক্টোবর, মঙ্গলবার বোম্বাইয়ে বেলা ১১টা পর্য্যন্ত এবং অন্যান্য কেন্দ্রে ২৯শে অক্টোবর, সোমবার কাজকর্ম্ম বন্ধ না হওয়া পর্য্যন্ত ভারত সরকার কর্ত্তৃক ২ কোটী টাকার তিন মাসের মেয়াদী ট্রেজারী বিলের টেণ্ডার গৃহীত হইবে। যাহাদের টেণ্ডার গ্রাহ্য হইবে তাহাদিগকে পরবর্ত্তী শুক্রবার টাকা জমা দিতে হইবে। অন্যান্য সর্ত্তাদি পূর্ব্ববৎ। গত ৫ই, ১২ই ও ১৯শে অক্টোবর যে যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে উহাতে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ইস্যু বিভাগের স্বপক্ষে ভারত সরকার কর্ত্তৃক যথাক্রমে ৪ কোটী ৪১ লক্ষ ৭৫ হাজার, ৩ কোটী ৩০ লক্ষ ও ২ কোটী ৭০ লক্ষ ২৫ হাজার টাকার ট্রেজারী বিল বিক্রীত হইয়াছে।

বিনিময় বাজার আলোচ্য সপ্তাহে নিস্তেজ ছিল এবং সেখানে নিম্নরূপ হার বলবৎ ছিল।

৺াল: হুণ্ডি (প্রতি টাকায়)	১ শি: ৫৯৷৯ পে:
ঐ দর্শনী (,,)	,, ,, ,,
ডি এ তিন মাস (,,)	১ শি: ৬৫৷৯ ,,
ডি এ চার মাস (,,)	,, ,, ,,
ডলার (প্রতি শত)	৩৩২৸০ আনা

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হিসাব :—গত ১২ই অক্টোবরের হিসাব হইতে দেখা যায় যে, ঐ তারিখে ভারতে চলতি নোটের পরিমাণ ছিল ১১৫৯ কোটী ৯৮ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা। এক সপ্তাহ পূর্ব্বে এইরূপ নোটের পরিমাণ ছিল ১১৫২ কোটী ১২ লক্ষ ৭৬ হাজার টাকা। গত ১২ই অক্টোবর রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কসমূহের চলতি ও স্থায়ী আমানতের পরিমাণ যথাক্রমে ৬৫৫ কোটী ৪২ লক্ষ ৯৫ হাজার ও ২৬০ কোটী ৮৫ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা ছিল। এক সপ্তাহ পূর্ব্বে এইপ্রকার আমানতের পরিমাণ যথাক্রমে ৬৪৯ কোটী ৭৫ লক্ষ ৯৯ হাজার ও ২৫৬ কোটী ৯৯ লক্ষ ৪ হাজার টাকা ছিল। এ স্থলে উল্লেখযোগ্য যে, এই উভয় প্রকার আমানতের পরিমাণই প্রতি সপ্তাহে ক্রমবর্দ্ধমান।

কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার

কলিকাতা, ২৬শে অক্টোবর—দুর্গাপূজা ও লক্ষ্মীপূজা উপলক্ষে গত ৫ই অক্টোবর শুক্রবার হইতে ২১শে অক্টোবর পর্য্যন্ত কলিকাতার শেয়ার বাজার বন্ধ ছিল। ২২শে অক্টোবর সোমবার হইতে কলিকাতার শেয়ার বাজার খুলিয়াছে। সোমবারে কলিকাতার শেয়ার বাজারে প্রায় সমস্ত বিভাগেই সন্তোষজনক বিকি-কিনি হইয়াছে এবং প্রায় সমস্ত জনপ্রিয় শেয়ারেরই দর চড়তির দিকে ছিল। মঙ্গলবারও সমস্ত বিভাগের শেয়ারের চড়তি দর বজায় থাকে, তবে মঙ্গলবার কোম্পানীর কাগজের দরও আরও বৃদ্ধি পায়। বুধবারও সমস্ত বিভাগের তেজীভাব বিদ্যমান থাকে। বৃহস্পতিবার সমস্ত বিভাগেরই মূল্য সামান্য হ্রাস পাই কোম্পানীর কাগজের দর তেজী ছিল। অন্য বার কলিকাতার শেয়ার বাজারের অবস্থার তে

দিগ্বিজয়ের পথে—

আপনার শিশুর মধ্যেই হয়তো আকবর কি অশোকের প্রতিভা নিহিত আছে,—হয়তো সে মানুষের সুখের জন্য এক নূতন জগৎ জয় করিবে। মহান কার্য্যের উপযুক্ত করিয়া তাহাকে গড়িয়া তোলাই আপনার কর্ত্তব্য। আপনাকে অবশ্যই দেখিতে হইবে সে যাহাতে আধুনিক শিক্ষার প্রত্যেকটি সুযোগ পায় এবং এ বিষয়ে আমাদের কোম্পানীর এডুকেশন্যাল প্ল্যান অনুযায়ী একখানি পলিসি গ্রহণ করিলেই আপনি শিশুর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে একেবারে নিশ্চিন্ত হইবেন।

দি
নিউ এসিয়াটিক
ইন্সিওরেন্স কোম্পানী লিঃ

এখানে জীবন, অগ্নি, সামুদ্রিক ও দুর্ঘটনা বীমা করা হয়।

হেড অফিস :
লাইফ—নিউ এসিয়াটিক বিল্ডিং, কনট সার্কাস, নিউ দিল্লী
সাধারণ অফিস—৮নং রয়েল এক্সচেঞ্জ প্লেস, কলিকাতা।
বোম্বাই শাখা—ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক, এসেক্স কোর্ট
মাদ্রাজ শাখা—২৯৮, লিঙ্ক চেট্টি ষ্ট্রীট, জি, টি,
—অন্যান্য শাখাসমূহ—
কলিকাতা, লক্ষ্ণৌ, লাহোর, করাচী, মাদুরা, ইন্দোর, জেলগাঁও, হায়দ্রাবাদ (দাক্ষিণাত্য), ত্রিচিনপল্লী, কালিকট, বেজোয়াদা ও কলম্বো।

রেকর্ড কন্ট্রাক্টেন্ট
কেমিক্যাল করপোরেশন কলিকাতা

দি
বঙ্গলক্ষ্মী
ইন্সিওরেন্স
লিঃ

হেড অফিস :
৯এ, ক্লাইভ ষ্ট্রীট
ফোন : কলিঃ ৩০৯৯

চেয়ারম্যান :
শ্রীচারুচন্দ্র দত্ত আই, সি, এস (অবসরপ্রাপ্ত)

NOTHING IS STRONGER - -
- - - - - - - THAN STRENGTH

CASH and gilt-edged securities account for more than 50 per cent of our deposits.

READILY realisable and fully secured loans and advances account for more than 25 per cent of our deposits.

SOUND business asset for more than 25 per c deposits.

Your Sacred Money will be safe in Strong Hands

BANKERS' UNION LTD.
P-7, Mission Row Extn.,
CALCUTTA,
Phone : Cal. 3436

প্যাসিফিক্ ব্যাঙ্ক লিমিটেড
হেড অফিস :—৮, লায়ন্স রেঞ্জ, কলিকাতা
প্রগতিশীল জাতীয় প্রতিষ্ঠান
সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়
ভারতের প্রধান প্রধান ব্যবসাকেন্দ্রে শাখা অফিস আছে।
চেয়ারম্যান—রঘুবর নারায়ণ সিংহ

উল্লেখযোগ্য পরিবর্ত্তন হয় নাই। তবে অন্যও
ীর কাগজের দর চড়তির দিকে ছিল।

াম্পানীর কাগজ—গত সপ্তাহের তুলনায়
্য সপ্তাহে কোম্পানীর কাগজ ও ঋণপত্র-
বিকি-কিনি বৃদ্ধি পায় এবং সপ্তাহের আগা-
ই মূল্যের দিক হইতে বিশেষ উন্নতি পরি-
হয়। প্রাদেশিক ঋণপত্রসমূহের কোন
র্ম্ম আলোচ্য সপ্তাহে হয় নাই।

াপড়ের কল—আলোচ্য সপ্তাহে এই বিভা-
াজকর্ম্ম গত সপ্তাহের তুলনায় সন্তোষজনক
ছ এবং মূল্যেব দিক হইতেও সামান্য উন্নতি
ট হইয়া উঠিয়াছে। বেঙ্গল নাগপুর ৪৭।৵০
কেশোরাম ১৮৸৵০ আনা, নিউ ভিক্টোরিয়া
কা, কানপুব টেক্সটাইল ১২৷৵০ আনা এবং
ড ৬৭৵০ আনা পর্য্যন্ত আলোচ্য সপ্তাহে
রিত হইয়াছে।

টকল—আলোচ্য সপ্তাহেও এই বিভাগের
ংশ শেযারের বিকি-কিনি তেমন বৃদ্ধি পায়
কিন্তু মূল্যেব দিক হইতে (প্রায় অধিকাংশ
য় শেয়ারেরই) উন্নতি পরিলক্ষিত হয়।

য়লা-খনি—আলোচ্য সপ্তাহে এই বিভাগের
কিনি গত সপ্তাহের তুলনায় প্রায় অপরিবর্ত্তিত,
লও মূল্যের দিক হইতে সামান্য উন্নতিই
ক্ষিত হয়।

াগজের কল—আলোচ্য সপ্তাহে এই বিভা-
কাজকর্ম্ম গত সপ্তাহের তুলনায় অনেকটা
জনক হইয়াছে, তবে মূল্যের দিক হইতে
অনেকটা অপরিবর্ত্তিতই আছে বলিতে হইবে।

-বাগান—আলোচ্য সপ্তাহে এই বিভাগের
র্ম্ম অনেকটা সীমাবদ্ধ হইলেও, মূল্যের দিক
সামান্য উন্নতিই দেখা যায়।

নির কল—আলোচ্য সপ্তাহে এই বিভাগের
র্ম্ম অনেকটা সীমাবদ্ধ হয় এবং মূল্যের দিক
ও তেমন কোন উন্নতি দেখা যায় নাই। কেরু
াং ৩১৸৵০ আনা, চম্পারণ ৪২/০ আনা,
র কেইন এণ্ড সুগার ২২।০ আনা, সমাস্তিপুর
আনা, বেলসুন্দ ১৫৸০ আনা পর্য্যন্ত আলোচ্য
হস্তান্তবিত হইয়াছে।

পাটের বাজার

লিকাতা, ২৬শে অক্টোবর—পাটের বাজার
আমাদের শেষ বক্তব্য তিন সপ্তাহ পূর্ব্বে
ত হইয়াছিল, কিন্তু এই তিন সপ্তাহের
ন কারণ ঘটে নাই যাহা পাটের
াল কল্
ভাব দূরীভূত করিতে পারে।
—প্রেসি
মন্দা পূর্ব্বাপর বজায় আছে।
কভাবে দায়ী হইলেও মিলসমূহের
অভাবই এই মন্দার প্রধান কারণ।
্য সময়ের মধ্যে চাহিদার দিক হইতে মাত্র
ার টাকার "বি" টুইলেব জন্য এক সরকারী
রর উল্লেখ কবা যায়। কিন্তু এই অর্ডারও
তেমন প্রভাব বিস্তাব কবিতে পাবে নাই,
ফাটকা বাজারে সামান্য আলোড়ন এই
বব দরুণ পরিলক্ষিত হইয়াছিল। পাট
হের পরামর্শদাতার (এডভাইজার অব জুট
জ) সাম্প্রতিক দিল্লী গমন নিয়া পাটের
গুজবের সূত্রপাত হইয়াছে। কেহ কেহ
রেন পাটের বাজারে মন্দা দূর করিবার উপায়
কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা
র জন্য তিনি দিল্লী গিযাছেন। আবার
কেহ ভাবিতেছেন যে, পাটকল ও পাটের
মূহ সামরিক কর্ত্তৃত্ব হইতে ছাড়িয়া দেওয়া
তিনি সেখানে গিয়াছেন; তৃতীয় দল মনে
যে, আগামী বৎসরে পাটচাষের পরিমাণ
াই তাঁহার দিল্লী গমনের উদ্দেশ্য। উক্ত
দাতার প্রত্যাবর্ত্তনের পর কেহ কেহ বলিতে-
য়, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জেব পুনর্ব্বসতি পরি-
জন্য ৫০ হাজার গাঁইট পাটের এক অর্ডার
তিনি নিয়া আসিয়াছেন। যাহা হৌক
্য সপ্তাহে চাহিদা বৃদ্ধি ও মফঃস্বল হইতে
আমদানী হ্রাসের দরুণ কলিকাতার পাটের বাজারে মূল্যে কিঞ্চিৎ উন্নতি দেখা গিয়াছে। মফঃস্বলে অতিবৃষ্টির জন্য পাট চালানে ব্যাঘাত ঘটিয়াছে।

পাটজাত দ্রব্যের বাজার আলোচ্য সপ্তাহে তেজী হইলেও কারবার বিশেষ হয় নাই। ক্রমেই কয়লার যোগানের ব্যবস্থা উন্নততর হওয়ায় পাটজাত দ্রব্যের উৎপাদনও বৃদ্ধি পাইতেছে; ফলে গুদামে স্থানাভাব অত্যন্ত প্রকট হইয়া উঠিয়াছে। সুদূর প্রাচ্যে রাজনৈতিক গোলমালে ভারতীয় পাটেব ভবিষ্যৎ আংশিক অন্ধকার হইয়া উঠিয়াছে। জাপানী অধিকাবে যাওয়ার পূর্ব্বে এই অঞ্চল ভারত হইতে বহুল পরিমাণে পাটজাত দ্রব্য আমদানী করিত।

আলগা পাটের বাজারে সর্ব্বনিম্ন মূল্যে ইউরোপীয় শ্রেণীর মাল ও সুপারভাইজড বটম শ্রেণীর মাল সামান্য ক্রয়-বিক্রয় হইয়াছে।

পাকা গাঁইট বিভাগে লাইটনিংস শ্রেণীর পাট সর্ব্বনিম্ন দরে সামান্য ক্রয়-বিক্রয় হইয়াছে এবং স্পেশ্যাল কাটিংস শ্রেণীর মালেও সামান্য কারবার হইয়াছে। ডাণ্ডী ডেইজী শ্রেণীব মালেও নাকি কিছু কারবার হইয়াছে। স্পেশ্যাল শ্রেণী ছাড়া অন্য সকল শ্রেণীর মালই সর্ব্বনিম্ন দর পাইয়াছে।

তুলা ও কাপড়

কলিকাতা, ২৬শে অক্টোবর—বোম্বাইয়ের তূলার বাজারে আলোচ্য সপ্তাহে গত সপ্তাহের তুলনায় উল্লেখযোগ্য অবনতি পরিস্ফুট হইয়া উঠে। আন্তর্জ্জাতিক পরিস্থিতির দরুণ বোম্বাইয়ের তূলার বাজারের ক্রেতা-বিক্রেতাগণের মনে একান্ত অস্থিরতা দেখা দেয় এবং বোম্বাইয়ের তূলার বাজারের ক্রেতাগণ তূলা ক্রয ব্যাপারে তেমন কোন উৎসাহ দেখান নাই; ফলে গত সপ্তাহের তুলনায় আলোচ্য সপ্তাহে বোম্বাইয়ের তূলার দরের হ্রাস ঘটে। গত শুক্রবার জানুয়ারী, মার্চ্চ এবং মে মাসে ডেলিভারি দেওয়ার সর্ত্তের ঝরিলা তূলার দর ছিল যথাক্রমে ৪১০।০ আনা, ৪২০।০ আনা এবং ৪৩২৲ টাকা। অদ্য শুক্রবার তাহা যথাক্রমে ৩৯১৸০ আনা, ৪১০।০ আনা এবং ৪২২৲ টাকা দাঁড়াইয়াছে।

কাপড়—টেক্সটাইল কণ্ট্রোল বোর্ডের এক সভায় নাকি স্থির হইয়াছে যে, বস্ত্র সামগ্রীর সর্ব্বোচ্চ মূল্য আগামী ডিসেম্বর হইতে হ্রাস করা হইবে। সত্য হইলে এই সংবাদ মূল্যভার-পীড়িত জনগণের দুরবস্থা অনেক লাঘব করিবে সন্দেহ নাই। প্রকাশ, গত জুলাই মাসেই বোর্ড মূল্য হ্রাসের বিষয় চিন্তা করিয়াছিলেন কিন্তু মূল্য হ্রাস প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করিতে গেলে অনেক জটিল সমস্যার সম্মুখীন হইতে হয় বলিয়া সেই সময় বোর্ড কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন নাই। সুতরাং এত দেরিতে (আগামী ডিসেম্বর হইতে) মূল্য হ্রাসের প্রস্তাব গৃহীত হইল। এসোসিয়েটেড প্রেস সংবাদ দিতেছেন, মূল্য হারের খুঁটিনাটি বিষয় নির্দ্ধারিত হইতেছে এবং শীঘ্রই সরকারী বিজ্ঞপ্তি দ্বারা তাহা জনসাধারণের গোচরীভূত করা হইবে।

সোনা ও রূপা

কলিকাতা, ২৬শে অক্টোবর—গত সপ্তাহের তুলনায় আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতা ও বোম্বাইয়ের বাজারে সোনার দরে উল্লেখযোগ্য উন্নতি পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। চাহিদার তুলনায় টাকার যোগান অত্যন্ত বৃদ্ধি পাওয়ায় লাভান্বেষিগণ সোনা ক্রয়ের ব্যাপারে বিশেষ আগ্রহ প্রদর্শনের ফলেই আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতা ও বোম্বাইযের বাজারে সোনার দরের উন্নতির প্রধানতম কারণ। আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতা ও বোম্বাইয়ের বাজারে সর্ব্বোচ্চ সোনার দর ছিল যথাক্রমে (প্রতি ভরি) ৭৭৸৵০ আনা ও ৭৮৷৵০ আনা। কলিকাতা ও বোম্বাইয়ের বাজারে প্রতিখণ্ড গিনি বর্ত্তমানে যথাক্রমে ৫৩৲ টাকা এবং ৫৩৷০ আনা দরে বিক্রয় হইতেছে।

রূপা—সোনার দরের উন্নতিব সঙ্গে সম্যক সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া আলোচ্য সপ্তাহে রূপার দরেও লক্ষণীয় উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। টাকা খাটানোর নির্ভরযোগ্য পন্থা হিসাবে রূপা মজুত ব্যাপারে লাভান্বেষিগণের অতিবিক্ত উৎসাহই আলোচ্য সপ্তাহে রূপাব দরের তেজীভাবের প্রধানতম কারণ। আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার বাজারে প্রতি ১০০ ভরি রূপার সর্ব্বোচ্চ দর ছিল ১৩৪৸০ আনা; বোম্বাইযের বাজারে আলোচ্য সপ্তাহে প্রতি ১০০ ভরি রূপার সর্ব্বোচ্চ দব ১৩৩।৵০ আনা।

ইষ্ট বেঙ্গল ব্যাঙ্কিং:

হেড অফিস—নারায়ণগঞ্জ স্থাপিত—১৯২৩ কলিকাতা অফিস—১৭৬, ক্রস্ ষ্ট্রীট
ফোন: বড়বাজার—৯৮৭

পাটনা সিটি শাখা ১১ই জুলাই খোলা হইয়াছে।

অপরাপর শাখা—বরিশাল, ভৈরববাজার, কুমিল্লা, করিমগঞ্জ, মীরকাদিম, নিতাইগঞ্জ, পুরাণবাজার (চাঁদপুর), শিলচর, শ্রীহট্ট।

জেনারেল ম্যানেজার—কে, কে, পাল ম্যানেজিং ডিরেক্টর—এস, সি, সাহা

পোষ্ট বক্স নং—২৪০৩ টেলিগ্রাম—'লেনদেন', কলি:

বগুড়া সিটি ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস:—
১৫বি, ক্লাইভ রো, কলিকাতা।

সুবিধাজনক সর্ত্তে সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

ভারতে ৩৫টি প্রধান প্রধান স্থানে ও ব্যবসায় কেন্দ্রে শাখা অফিস আছে।

ম্যানেজিং ডাইরেক্টর—এস, এল, মিত্র
এসিষ্ট্যাণ্ট ম্যানেজিং ডাইরেক্টর বি, সেন।
সুপারভাইজিং ডাইরেক্টর এইচ, সি, মিত্র

BG | I. U.P.S.

সাপ্তাহিক বাজার দর

	৪ঠা অক্টোবর	২২শে অক্টোবর	২৩শে অক্টোবর	২৪শে অক্টোবর	২৫শে অক্টোবর	২৬শে অ
সোনার দর—প্রতি ভরি (কলিকাতা) ...	৭৫/০	৭৭॥/০	৭৭৸৵০	৭৭॥/০	৭৭॥৶০	৭৭৸
ঐ ঐ (বোম্বাই) ...	৭৪।৶০	৭৭৸৶০	৭৭৸৶০	৭॥০	৭৮।/০	৭৮॥৵০
রূপার দর—প্রতি ১০০ ভরি (কলিকাতা) ...	১৩৩।০	১৩৪॥০	১৩৪৸০	১৩৩৸০	১৩৪।৵০	১৩৪।০
ঐ ঐ (বোম্বাই) ...	১৩২৸৶০	১৩৩।০	১৩৩।৵০	১৩২৸/০	১৩৩৲	১৩২॥০
গিণির দর—প্রতিখানা (কলিকাতা) ...	৫০॥০	৫৩।৵০	৫৩॥০	৫২৸০	৫৩৲	৫৩৲
ঐ ঐ (বোম্বাই) ...	৫১৲	৫৪৲	৫৩॥০	৫৩॥০	৫৪৲	৫৩॥০
রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সুদের হার (শতকরা বার্ষিক) ...	৩৲	৩৲	৩৲	৩৲	৩৲	৩৲
কোম্পানীর কাগজ—						
কোম্পানীর কাগজ—শতকরা ৩৲ সুদের ...	৯৭৶০	৯৭।৵০	—	৯৭।০	৯৭।/০	—
ঐ ঐ ৩॥০ টাকা সুদের ...	১০২।৶০	১০২৸৵০ ১০২॥/০	১০৩৶০-১০২৸৵০	১০৩৲-১০২৸৵০	১০৩৵-০১০৩৲	১০৩৲-১০
৩৲ টাকা সুদের ঋণপত্র (১৯৬৩-৬৫) ...	—	—	—	৯৯।৶০-৯৯।৵১০	৯৯।৵০	—
৩৲ টাকা সুদের ঋণপত্র (১৯৬৬-৬৮) ...	—	৯৮॥৶০-৯৮॥/০	৯৮॥৵০	—	৯৮॥৵০-৯৮॥/০	৯৮৸০
৪৲ টাকা সুদের ঋণপত্র (১৯৬০-৭০) ...	—	১১৩।৵০	—	১১৩৶০	১১৩/০	১১৩॥৵০
৫৲ টাকা সুদের ঋণপত্র (১৯৪৫-৫৫) ...	—	—	—	—	—	—
ইঞ্জিনিয়ারিং ও ইলেকট্রিক—						
ইণ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড ষ্টীল কোং লিঃ ...	৪০৸৶০-৪০৸০	৪১৶০-৪১।/০	৪১৸০-৪১॥০	৪১॥/০-৪১৸০	৪১।৵০-৪১।/০	৪১॥৵০-৪১
ষ্টীল কর্পোরেশন—অর্ডি ...	৩৪৸০-৩৪॥/০	৩৫।০-৩৫৲	৩৫।৶০-৩৫৶০	৩৫।/০-৩৫/০	৩৫৶০-৩৫৲	৩৫৶০-৩৫/
কুমারধুবী—অর্ডি ...	১১৲-১০৸৶০	১১/০-১০৸৶০	১১।০-১১/০	১১৵০-১০৸৶০	১১৶০-১১৵০	১১।০-১১৲
ব্রইতওয়েইট ...	১৫।০-১৫৵০	১৫।০	১৫৲	১৪॥৶০	—	—
জেসপ ...	২৭॥০-২৭৵০	২৭॥/০-২৭।৵০	২৭॥/০-২৭।৶০	২৭৶০-২৭।৵০	২৭৶।০-২৭।/০	২৭।/০
মার্শালস ...	৬।৶০-৬।৵০	৬॥০	৬।৵০	৬।৵০	৬।৵০	৬।৶০-৬।৵
ন্যাশনাল আয়রণ এণ্ড ষ্টীল ...	১১৸০-১১॥৵০	—	১১॥/০	১১॥/০	১১॥০	১১॥৵০
আর্থার বাটলার ...	—	—	—	—	—	—
হিন্দুস্থান মোটরস ...	—	—	—	৮৸৶০-৮৸৵০	৯৲-৮৸৵১০	৮৸৶৫
ক্যালকাটা ইনসিওরেন্স ...	—	২০৲	১৮॥০	—	—	—
খনি—বার্মা কর্পোরেশন ...	৬৸/০-৬॥৶০	৬৸০-৬॥৵০	৬॥৶০-৬॥/০	৬॥৶০-৬॥/০	৬॥/০-৬॥০	৬॥৵০-৬॥
ইণ্ডিয়ান কপার কর্পোরেশন ...	৩৵০	৩।০-৩৶০	৩।/০-৩৶০	৩।৶০-৩।/০	৩।৵০-৩।/০	৩।৵০-৩।/
ব্যাঙ্ক—রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া ...	১৩৭৲-১৩৬॥০	১৫২৲-১৪৯৲	১৫১৲-১৫০৲	—	১৪৯৲	১৪৭৲
ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক ...	—	৩০॥০-২৯৲	৩০॥০-৩০৲	৩১॥০-৩১৲	৩১৲	৩১৲
ক্যালকাটা ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক ...	—	১৬৲-১৫৸৵০	১৬৲	১৬৵০-১৬৲	১৬৲	—
বেঙ্গল সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক ...	১৩॥১০-১৩।৶১০	১৩।৶১০-১৩।৶০	১৩।৶০-১৩৷০	১৩।৶১০-১৩॥০	১৩।৶০	১৩।৶১০
কুমিল্লা ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন ...	১৪৸৵০-১৪॥৵০	১৪৸০-১৪॥০	১৪।/০	১৪॥০	১৪৸৶০-১৪৸০	১৪৸৵০
মহালক্ষ্মী ব্যাঙ্ক ...	১০৲	—	—	১০৵০	—	১০/০
নিউ ষ্ট্যাণ্ডার্ড ব্যাঙ্ক ...	—	—	—	—	—	—
হিন্দুস্থান কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক ...	—	৫৩॥০	—	—	—	৫৩৲
নাথ ব্যাঙ্ক ...	৩৫৸০-৩৫॥০	৩৫।০	৩৫৲	—	—	—
কয়লা—বরাকর কোল্ কোং ...	৪৫।৶০-৪৪৸৶০	৪৫।/০-৪৫৲	৪৫।৵০-৪৫।০	৪৫৶০-৪৪৸০	৪৪৸৵০-৪৪॥৶০	৪৫।০-৪৪৸
তালচের ,, ...	—	—	—	—	১২৶০	১২৸০-১২
রাণীগঞ্জ ,, ...	৬৫৲	৬৪।৵০	৬৪৸০-৬৪॥০	৬৫৶০-৬৪।/০	৬৪।০	৬৪৸০-৬৪॥
ইকুইটেবল ,, ...	৭৫৵০-৭৪॥৵০	৭৩।০-৭২৸০	৭৩॥৵০-৭৩৵০	৭৩৲-৭২॥০	৭৩৲-৭২।০	৭২॥৵০-৭২
সাউথ করণপুরা ,, ...	৩৯॥০-৩৯৶০	৪০।৵০-৩৯।৶০	৪০।৵০-৪০৶০	৪০।/০-৩৯॥৶০	৪০৶০-৩৯৸৵০	৪০৸৶০-৪০
ভুলনবরারি ...	৩৫৸৵০	—	—	—	—	—
সেণ্ট্রাল কারকেণ্ড ...	—	—	—	—	—	—
নিউ চুরুলিয়া ...	১৪/০-১৩৸৶০	১৪৸৵০-১৪।০	১৪৸০	১৪॥৵০-১৪॥০	১৪॥৶০-১৪।৶০	—
ষ্ট্যাণ্ডার্ড ...	৪৫॥৵০-৪৫।৵০	৪৭।/০	৪৮৲-৪৭॥৵০	৪৮।০-৪৭৸০	—	৪৬৸৵০

ইষ্টার্ণ ট্রেডার্স ব্যাঙ্ক লিঃ

স্থাপিত :—১৯২১ টেলিগ্রাম :—বার্টার

হেড অফিস :—৮৪নং আশুতোষ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা

ফোন সাউথ—২০০

কলিকাতা প্রধান শাখা—পি-৭, ওল্ড চীনাবাজার ষ্ট্রীট। ফোন : কলি ৪১৭৩

অন্যান্য শাখা অফিস

কলিকাতা—বালীগঞ্জ, ভবানীপুর, শ্যামবাজার, এন্টালী, বড়বাজার (১১৮নং ক্রস ষ্ট্রীট)

বাংলা প্রদেশ—হাওড়া, চট্টগ্রাম, কেণী, নোয়াখালী, চাঁদপুর, পুরাণবাজার, চৌমুহনী, দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও, পটুয়াটুলী, নবাবপুর (ঢাকা), নারায়ণগঞ্জ, দৌলতগঞ্জ।

বিহার প্রদেশ—পাটনা, আড্রা, পুর্ণিয়া, রাঁচী, মজঃফরপুর, পাটনা সিটি, ভাগলপুর, দ্বারভাঙ্গা।

যুক্তপ্রদেশ—এলাহাবাদ।

শতকরা ৮৲ হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইতেছে।

সেক্রেটারী— মিঃ টি মজুমদার

ম্যানেজিং ডিরেক্টর— মিঃ এম কে গুহ

ক্লিয়ারিং

এর সুবিধাসহ একটি জাতীয় প্রতি

গ্রেট ইষ্টার্ণ ব্যা

লিমিটেড

স্থাপিত : ১৯২৮ : : টেলি : "PURSE"-(

হেড অফিস—88-৪৬, ক্যানিং ষ্ট্রীট

কলিকাতা

ব্রাঞ্চ—বেলিয়াঘাটা, হবিগঞ্জ, জলপা ও সৈয়দপুর (রংপুর)।

শ্রীমঙ্গল (শ্রীহট্ট) শাখা শীঘ্রই খোলা হ

— জীবনবীমার জন্য —

দি নর্থ বেঙ্গল প্রভিডে

ইন্সিওরেন্স কোম্পানী লিমিটেড

বি সেনগুপ্ত, ম্যানেজিং ডি